বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমীমতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

ষষ্ঠ ভাগ।

ঘ—জম্ভন্।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৯ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

বিশ্বকোষ।

ষষ্ঠ ভাগ।

ঘ

ঘ ঘকার, ব্যঞ্জনের চতুর্থ বর্ণ। মুগ্ধবোধের মতে ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। পাণিনি প্রথমে ইহাকে কণ্ঠ্য বলিয়া গণনা করিয়া পরে শিক্ষাগ্রন্থে জিহ্বামূলীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। [শিক্ষা দেখ।]

কামধেনুতন্ত্রের মতে এই বর্ণটী চতুষ্কোণযুক্ত, পঞ্চদেবতাময় ও অরুণপ্রভ।

ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন স্পর্শ, জিহ্বামূল স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহাকে স্পর্শ বর্ণ বলে। বাহ্যপ্রযত্ন ঘোষ, নাদ, সংবার ও মহাপ্রাণ। (সি° কৌ°)

ইহার বঙ্গে লেখনপ্রণালী—প্রথমে বামদিকে অধোভাগে একটী বক্ররেখা টানিয়া তাহার অগ্রে কুণ্ডলী করিয়া অধোভাগে বক্রভাবেই বাড়াইবে। এই কুঞ্চিত রেখাটীর নিম্ন অগ্র হইতে একটী সরল রেখা ঊর্দ্ধমুখে টানিবে। ইহা ছাড়া অপরাপর অক্ষরের ন্যায় মাত্রাও দিতে হয়।

ইহার নাম—খড়্গী, ঘুর্ঘুর, ঘণ্টি, মুণ্ডীশ, ত্রিপুরান্তক, বায়ু, শিবোত্তম, সত্যা, কিঙ্কিণী, ঘোরনাদক, মরীচি, বরুণ, মেধা, কালরূপী, দাম্ভিক, লম্বোদর, লম্বোদরী, জ্বালমালা, নন্দেশ, হনন, ধ্বনি, ত্রৈলোক্যবিদ্যা, সংহর্ত্তা, কামাখ্যা, মনঘা ও মঘা।

ইহার ধ্যান—বর্ণ মালতী পুষ্পের ন্যায়, ছয়টী ভুজ, নয়ন রক্তবর্ণ, পরিধানে শুক্লবস্ত্র, গলায় শাদাফুলের মালা, মুখখানি সর্ব্বদাই ঈষৎ হাস্যযুক্ত, ইহার নয়ন তিনটী অতিশয় মনোহর। সাধক ঘকারের এইরূপ ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র ১০ বার জপ করিবে। ইহার প্রণামের মন্ত্র—

"নির্গুণং ত্রিগুণোপেতং সদা ত্রিগোলসংযুতম্।
সর্ব্বগং সর্ব্বদা শান্তং ঘকারং প্রণমাম্যহম্ ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

মাতৃকান্যাসে ডান হাতে অঙ্গুলীতে ইহার ন্যাস করিতে হয়। [মাতৃকান্যাস দেখ।]

ঘ (পুং) ঘটয়তি ঘর্ঘরাদি শব্দং করোতি ঘট বাহুলকাৎ ড। ১ ঘণ্টা। ২ ঘর্ঘরশব্দ। (মেদিনী) ৩ বৎসর।

ঘকার (পুং) ঘ-স্বরূপে কার (বর্ণস্বরূপে কারস্তকারৌ। বৈয়াকরণ°)। ঘ স্বরূপ বর্ণ, ঘ।

"এবং ধ্যাত্বা ঘকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ঘট (পুং) ঘটতে ঘট-অচ্। ১ কম্বুগ্রীবাদি যুক্ত মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত পাত্র, কলস।

"যস্তু রজ্জুং ঘটং কূপাদ্ধরেদভিন্দ্যাচ্চ যঃ প্রপাম্।" (মনু ৮।৩১৯)

[ইহার পরিমাণাদি কলশ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ২ প্রাণায়াম বিশেষ, কুম্ভক। এই প্রাণায়ামে ঘটের ন্যায় নিশ্চল হইতে পারা যায়, তাই উহাকে ঘট নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। [কুম্ভক ও প্রাণায়াম দেখ।] ৩ হস্তিকুম্ভ। ৪ কুম্ভরাশি। "হরিকীটঘটেন চ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৫ পরিমাণবিশেষ, দ্রোণ। (বৈদ্যকপরিভাষা) ৬ কুম্ভপরিমাণ, কুড়িদ্রোণ।

"দশদ্রোণো ভবেৎ খারী কুম্ভস্তু দ্রোণবিংশতিঃ।" (প্রায়শ্চিত্তত°)

(দেশজ) ৭ শরীরের অন্তর্গত অবয়ব বিশেষ।

"বুদ্ধি নাইকো ঘটে।" বঙ্গগাথা।

ঘটক (পুং) ঘটয়তি পরস্পরসম্বন্ধাদিকং ঘট-ণিচ্। ১ কুলাচার্য্য। ঘটক ছয় প্রকার—ধাবক, ভাবক, অংশক, যোজক, দূষক ও স্তাবক।

"ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।
দূষকস্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ॥" (কুলদী°)

মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রের মতে ব্রাহ্মণ ঘটক হইলে তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

"ঘটকং ব্রাহ্মণং দেবি ! স্পর্শেষু যত্নতস্ত্যজেৎ।"
(শাক্তানন্দতর° ১৬ উল্লাস)

এদেশে কুলাচার্য্যের গ্রন্থে লিখিত আছে—

"অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নাম-গ্রহণাৎ পুনঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অংশ, বংশ ও কুলের দোষাদোষ নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাকেই ঘটক বলে। কেবল নাম জানা থাকিলে তাহাকে ঘটক বলা যায় না।

(ত্রি) ২ যোজক, যে যোজনা করে। ৩ ন্যায়প্রসিদ্ধ পারিভাষিক পদার্থ বিশেষ। যাহার জ্ঞান না হইলে যাহার জ্ঞান হইতে পারে না, তাহাকে তাহার ঘটক বলে। যেরূপ "বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" এইরূপ জ্ঞান বহ্নি ও পর্ব্বত এই দুয়ের জ্ঞান না হইলে হইতে পারে না, অতএব "বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" ইহার ঘটক বহ্নি ও পর্ব্বত। ন্যায়মতে ইহার লক্ষণ—"স্ববিষয়াভাব্যাপকবিষয়তাকত্বং ঘটকত্বং। যঃ স্বার্থঘটকার্থস্য স্বার্থান্বয়িনি বোধনে।" (শব্দশক্তি°) (পুং) ৪ বনস্পতি, পুষ্প ব্যতিরেকে যে বৃক্ষের ফল হয়।

ঘটকর্পর (পুং) ১ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় একজন কবি। (জ্যোতির্বিদা°) ইনি নীতিসারথ্য নামে একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন।

ঘটস্য কর্পরঃ ৬তৎ। ২ ভগ্নঘটাদির অবয়ব, খাবরা।

"তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ" (নীতিসার)

ঘটকার (ত্রি) ঘটং করোতি ঘট-কৃ-অণ্ উপপদস°। কুম্ভকার, কুমার। "ঘটকারপুরোহিতাঙ্কজাঃ"। (বৃহৎস° ১৬ অঃ)

ঘটকারক (ত্রি) ঘটস্য কারকঃ ৬তৎ। ঘটনির্ম্মাতা, কুম্ভকার।

ঘটকালি (দেশজ) ঘটকের কর্ত্তব্য কাজ, ঘটকতা।

ঘটকী (স্ত্রী) ঘটকের স্ত্রী। ২ যে স্ত্রীলোক ঘটকালি করে।

ঘটকৃৎ (ত্রি) ঘটং করোতি ঘট-কৃ-ক্বিপ্। কুম্ভকার।

"বিষদমাত্যবণিক্জনঘটকৃচ্চিত্রাস্ত্রাজাস্ত্রিফলাঃ।" (বৃহৎস° ১৬ অঃ)

ঘটগ্রহ (ত্রি) ঘটং গৃহ্ণাতি ঘট-গ্রহ-অচ্ (শক্তিলাঙ্গলাঙ্কুশতোমরযষ্টিঘটঘটীধনুঃষু গ্রহেরূপসঙ্খ্যানম্। পা ৩।২।৯ বার্ত্তিক°) কুম্ভগ্রাহক, যে কুম্ভ গ্রহণ করে।

ঘটজ (পুং) ঘটাৎ জায়তে জন-ড। কুম্ভসম্ভব, অগস্ত্যমুনি।

"কিং বহুক্তেন ঘটজঃ কাশীপ্রাপ্ত্যর্থ তেন বৈ।" (কাশীখ° ৩০ অঃ)

ঘটজাতাদি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঘটদাসী (স্ত্রী) ঘটয়তি নায়কৌ পরস্পরং যোজয়তি ঘটি অচ্ টাপ্ ঘটাচাসৌ দাসীচেতি কর্ম্মধা° হ্রস্বশ্চ। কুট্টনী। পর্য্যায়—কুট্টিনী, ইজ্যা, রত্তালী, গণেরুকা। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘটন (ক্লী) ঘট-ল্যুট্। যোজনা, সংমেলন।

"তপ্তেন তপ্তময়সা ঘটনায় যোগ্যম্।" (বিক্রা°)

ঘটনা (স্ত্রী) ঘট-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। ১ সংহতকরণ। ২ হস্তীসমূহ।

"করিণাং ঘটনা ঘটাঃ।" (অমর)

৩ যোজনা। ৪ মেলন।

"প্রিয়জনঘটনামাশুচ্ছঃশীলতাঞ্চ"। (বৃহৎস° ৫২ অঃ)

৫ আকস্মিক ব্যাপার, যে বিষয়টী সহসা হইয়া পড়ে। ৬ দৈবগতি, বিধিনির্ব্বন্ধ।

ঘটনানুভাবকতা, যে বৃত্তিদ্বারা ঘটনার অনুভব করিতে পারা যায় না।

ঘটনীয় (ত্রি) ঘট-অনীয়র্। ঘটনার যোগ্য, যাহা ঘটিবে।

ঘটভব (পুং) ঘটে ভবঃ ৭তৎ। ১ ঘটজ, কুম্ভযোনি। (ত্রি) ২ যাহা ঘটে উৎপন্ন হয়।

ঘটভেদনক (পুং) ঘটস্য ভেদনকঃ ৬তৎ। যে যন্ত্রে ঘটের ভেদ প্রস্তুত হয়।

ঘটয়িতব্য (ত্রি) ঘট-ণিচ্-তব্য। ১ ঘটনার যোগ্য। ২ যাহার ঘটনা করা উচিত।

"কথমেতৎ মহচ্ছিদ্রং ঘটয়িতব্যম্।" (পঞ্চতন্ত্র)

ঘটযোনি (পুং) ঘটঃ যোনিঃ উৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। কুম্ভযোনি, অগস্ত্য মুনি। [কুম্ভযোনি দেখ।]

ঘটপর্য্যসন (ক্লী) ঘটস্য পর্য্যসনং ৬তৎ। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার জ্ঞাতিগণের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াবিশেষ, জীবদ্দশায় পতিতের প্রেতকার্য্য। মিতাক্ষরার মতে পতিত ব্যক্তি ঔদ্ধত্যবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার সপিণ্ড জ্ঞাতি ও মাতৃপক্ষীয় বান্ধবগণ মিলিত হইয়া গ্রামের বাহিরে জীবদ্দশাতেই তাহার প্রেতকার্য্য করিবে। সকলে মিলিত হইয়া দাসীদ্বারা জলপূর্ণ একটী কুম্ভ আনয়ন করিয়া স্থাপন করাইবে। পরে সকলে মিলিত হইয়া বিধানানুসারে তাহার উদকপিণ্ডদানাদি সমস্ত প্রেতকার্য্য শেষ করিবে। কার্য্যশেষ হইলে দাসী দক্ষিণমুখিনী হইয়া পদাঘাতে সেই জলপূর্ণ কুম্ভটীকে ফেলিয়া দিবে, যেন তাহাতেই কুম্ভটী জলশূন্য হয়, ইহার নাম ঘটপর্য্যসন। রিক্তাপ্রভৃতি নিন্দিত তিথিতে

সায়াহ্নে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। পরে মুক্তশিখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া স্নান করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে। পতিত ব্যক্তিকে সকলে মিলিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিবে। তাহাতে সে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এইরূপ ভাবে তাহাকে ত্যাগ করা উচিত। ইহার পরে সেই পতিতের সহিত সম্ভাষণ ও একাসনে উপবেশনাদি কিছুই করিবে না, সকল কার্য্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। স্নেহবশতঃ আলাপাদি করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মনুর টীকাকার কুল্লূক-ভট্টের মতে ঘটপর্য্যসনের পর সমানোদক ও সপিণ্ড সকলেই একরাত্র অশৌচ প্রতিপালন করিবে। [বিশেষ বিবরণ পতিত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ঘটপ্রক্ষেপ (পুং) ঘটস্য প্রক্ষেপঃ ৬তৎ। প্রায়শ্চিত্তের পর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিশেষ। পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কোন পুণ্যপ্রদ জলাশয়ে স্নান করিবে। সেই জলাশয় হইতে এক কলসী জল লইয়া সপিণ্ডগণের সমক্ষে আসিয়া অপবর্জ্জন করিবে। ইহার নাম ঘটপ্রক্ষেপ।

গৌতমের মতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইলে পরে একটী সুবর্ণ কুম্ভ কোন একটী পুণ্যতম হ্রদ হইতে পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিবে। কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি ঐ কুম্ভটীকে স্পর্শ করিয়া, "শান্তা দ্যৌঃপৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্র জপ ও হোম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

কোন সংগ্রহকারের মতে—সকল রকম প্রায়শ্চিত্তের পরেই ঘটপ্রক্ষেপ বিধি অনুষ্ঠেয়। আবার কোন কোন সংগ্রহকার কেবল পতিত প্রায়শ্চিত্তের পরেই ইহার অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়া থাকেন। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

ঘটরাজ (পুং) ঘটেন যোজনেন রাজতে রাজ-অচ্। কুম্ভ, ঘড়া।

ঘটরিকা (স্ত্রী) একপ্রকার বীণা। [বীণা দেখ।]

ঘটসম্ভব (পুং) ঘটঃ সম্ভব উৎপত্তিস্থানমস্য বহুব্রী। কুম্ভ-সম্ভব, অগস্ত্যমুনি।

ঘটসৃঞ্জয় (পুং) [বহুব] ১ দক্ষিণস্থজনপদবিশেষ। ভারতে ভীষ্মপর্ব্বে এই জনপদের উল্লেখ আছে।

ঘটস্থাপন (ক্লী) ঘটস্য স্থাপনং ৬তৎ। মন্ত্রপূর্ব্বক ঘটের স্থাপনা। [পূজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ঘটা (স্ত্রী) ঘট অঙ্-টাপ্। ১ সমূহ।

"যদাগারঘটাট্টকুট্টিমস্রবদিন্দুপলতুন্দিলাপয়া।" (নৈষধচ°)

২ ঘটনা। ৩ গোষ্ঠী। ৪ সভা। (মেদিনী) ৫ যুদ্ধস্থলে হাতীগুলিকে একত্রকরণ। ৬ ধূমধাম, উৎসব।

"আয়ামবদ্ভিঃ করিণাং ঘটাশতৈঃ।" (মাঘ)

৬ ঘটন। (দেশজ) ৭ জাঁকজমক।

ঘটাটোপ (পুং) ঘটয়া আটোপঃ ৩তৎ। ১ আড়ম্বর। ২ যান ও আসবাবাদির আবরণ।

ঘটাভ (পুং) হিরণ্যকশিপুর সেনাপতি অসুরবিশেষ।

(হরিবংশ ২৩২ অঃ)

ঘটাল (ত্রি) ঘটা নিন্দিতা ঘটনা অস্ত্যস্য। ঘটা-লচ্ (সিধ্মাদি-ভ্যশ্চ। পা ৫।২।৫৭) কুৎসিত ঘটনাযুক্ত।

ঘটালাবু (স্ত্রী) ঘটইবালাবুঃ। কুম্ভতুম্বী, গোললাউ। (রাজনি°)

ঘটিক (ত্রি) ঘটেন তরতি ঘট-ঠন্। ১ যে ঘটদ্বারা নদী প্রভৃতি উত্তরণ করিতে পারে, নৌকা বিশেষ। (পুং) ঘটিং কারয়তি বাদয়তি ঘটিবাদনেন সময়ং জ্ঞাপয়তীতি যাবৎ। কৈ·ক পূর্ব্বহ্রস্বঃ। ২ যে ঘটিযন্ত্র বাজায়। (ক্লী) ৩ নিতম্ব।

ঘটিকা (স্ত্রী) ১ কালের পরিমাণ বিশেষ, একদণ্ড।

"গুর্ব্বক্ষরাণামুদিতঞ্চ ষষ্ট্যা পলং পলানাং ঘটিকা কিলৈকা।"

(জ্যোতির্বি°)

ঘটয়তি বিহিতকার্য্যকরণায় ঘট-ণিচ্ ণ্বুল্-টাপ্। ২ মুহূর্ত্ত, দুইদণ্ড। অল্পোঘটঃ ঘট-ঙীপ্ স্বার্থে কন্। ৩ ক্ষুদ্র ঘট। ৪ পাশ্চাত্য মতে ২½ দণ্ডে এক ঘটিকা হয়।

ঘটিকাচল, মান্দ্রাজ নগরের পূর্ব্বাংশে স্থিত চিত্তোরনগরের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বত। এখানে নৃসিংহের মন্দির আছে; ঘটিকাচল মাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

ঘটিকাযন্ত্র (ক্লী) সময়নির্ণায়ক যন্ত্রবিশেষ। [ঘটীযন্ত্র দেখ।]

ঘটিঘট (পুং) ঘটয়া ঘটতে ঘট-অচ্ সংজ্ঞাত্বাৎ হ্রস্বঃ। মহাদেব।

"নমো ঘটায় ঘণ্টায় নমো ঘটিঘটায় চ।" (হরিব° ২৭৮ অঃ)

ঘটিত (ত্রি) ঘট-ণিচ্-ক্ত। ১ যোজিত। ২ রচিত। ৩ সংক্রান্ত। ৪ ন্যায়প্রসিদ্ধ পারিভাষিক পদার্থ। যাহার জ্ঞান হইতে অপরের জ্ঞানের আবশ্যক, তাহাকে সেই অপর পদার্থ ঘটিত বলে। যেমন "বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" এই জ্ঞান করিতে হইলে অবশ্যই বহ্নি ও পর্ব্বতের জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব "বহ্নিমান্ পর্ব্বতঃ" ইহা বহ্নি ও পর্ব্বত এই উভয় দ্বারা ঘটিত। ইহার লক্ষণ—

"স্ববিষয়তা ব্যাপ্যবিষয়তাকত্বং ঘটিতত্বং"।

ঘটিতব্য (ত্রি) ঘট-তব্য। যাহা ঘটিবে।

ঘটিন্ (পুং) ঘটস্তদাকারোঽস্ত্যস্য ঘট-ইনি। ১ কুম্ভরাশি।

"মৎস্যৌ ঘটীনৃমিথুনং সগদং সবীণং।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(ত্রি) ২ কুম্ভযুক্ত, যাহার কুম্ভ আছে।

ঘটিন্ধম (ত্রি) ঘটীং ধমতি ঘটী-ধ্মা খশ্ মুম্ হ্রস্বশ্চ। যে ব্যক্তি মুখদ্বারা ঘটী বাজায়।

ঘটিন্ধয় (ত্রি) ঘটীং ধয়তি ঘটী ধেট্-খশ মুম্ হ্রস্বশ্চ। যে ক্ষুদ্র ঘট পান করে, ঘটীধায়ক।

ঘটিযন্ত্র [ঘটীযন্ত্র দেখ।]

ঘটিল (ত্রি) ঘটোঽস্ত্যস্য ঘট পিচ্ছাদিং ইলচ্। (লোমাদি পামাদি পিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০) ঘটযুক্ত, যাহার ঘট আছে।

ঘটিসেওড়া, একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

ঘটী (স্ত্রী) ঘটঃ কালমানজ্ঞাপকঃ সচ্ছিদ্রঃ, কুম্ভঃ জ্ঞাপকতয়া অস্ত্যস্যাং ঘট-অচ্ গৌরাদি° ঙীষ্। ১ দণ্ডপরিমাণকাল। সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে ১০টী গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহার নাম অসু, ৬ অসু বা ৬০ গুর্ব্বক্ষরে এক পল এবং ৬০ পলে এক দণ্ড হয়।

ঘট অল্পার্থে ঙীপ্। ২ ক্ষুদ্রকুম্ভ, ছোট ঘট।

ঘটীকার (স্ত্রী) ঘটীং করোতি ঘটী-কৃ-অণ্ উপপদস°। কুম্ভকার, যে ক্ষুদ্র ঘট নির্ম্মাণ করে।

ঘটীগ্রহ (ত্রি) ঘটীং গৃহ্ণাতি ঘটী-গ্রহ-অচ্। ঘটীগ্রাহক, যে ঘটী গ্রহণ করে। উদ্যমন বুঝাইলে অণ্ প্রত্যয় হইয়া ঘটীগ্রাহ শব্দ হয়।

ঘটীযন্ত্র (ক্লী) ঘট্যাঃ দণ্ডরূপকালস্য জ্ঞাপকং যন্ত্রং। কালনির্ণায়ক যন্ত্রবিশেষ, ঘড়ী। প্রাচীন ভারতবাসী আর্য্যগণ স্বীয় প্রতিভাবলে নানাবিধ কালনির্ণায়ক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যখন অপর দেশীয় লোকেরা ঘটীযন্ত্র বা কালমানজ্ঞাপক কোন যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিত না, অপর কোন দেশেই ঘটীযন্ত্র উদ্ভাবিত হয় নাই, সে সময়েও ভারতে ঘটীযন্ত্রের চলন ছিল। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই ঘটীযন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে ইহার অপর নাম কপালকযন্ত্র। ঘটের অধোভাগের ন্যায় একটী তাম্রময় পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তলদেশে এরূপ ভাবে একটী ছিদ্র করিবে, যেন ঐ ছিদ্রটি দ্বারা ধীরে ধীরে জল প্রবেশ করিয়া ঠিক একদণ্ড সময়ে ঐ পাত্রটী জলপূর্ণ হইতে পারে এবং ডুবিয়া যায়। পাত্রে প্রথম জলপ্রবেশ হইতে ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত এক দণ্ডের অধিক না হয় এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হয়। যে পাত্রটী অহোরাত্রে ৬০ বার মাত্র জলমগ্ন হয়, তাহাই ঠিক হইল জানিবে। পরে একটী জলপূর্ণ পাত্রে তাম্রময় ঐ পাত্রটী রাখিয়া দিবে, পাত্রের জলে নিমজ্জনানুসারে কালের পরিমাণ স্থির করিবে (১)।

সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকাকার রঙ্গনাথের মতে দশপল তামাদ্বারা ঘটের অধস্তন ভাগের ন্যায় একটী পাত্র নির্ম্মাণ করিবে। পাত্রটীর উচ্চতা ৬ আঙ্গুল এবং মুখের বিস্তার তাহার দ্বিগুণ করিতে হয়। ৩⅓ মাষ পরিমিত স্বর্ণে চারি আঙ্গুল পরিমাণ শলাকা প্রস্তুত করিয়া ঐ তাম্রপাত্রে বিদ্ধ করিবে। ইহার নাম ঘটীযন্ত্র। এই পাত্রটী কোন একটী জলপূর্ণ পাত্রে রাখিলে একদণ্ডে জল পূর্ণ হইয়া থাকে (২)।

সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে—ঘটের অধোভাগের ন্যায় একটী তামার পাত্র নির্ম্মাণ করিবে। একটী ছিদ্রযুক্ত করিয়া একটী জলপূর্ণ টবে রাখিয়া দিবে। এই পাত্রের কোন পরিমাণ নাই, ইচ্ছানুসারে যত ইচ্ছা পরিমাণ করা যায়। উহার পরে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দেখিবে যে, যে দিনরাত্রে কয়বার নিমজ্জিত হয়। যতবার নিমগ্ন হয়, তাহার অনুপাত অনুসারে প্রত্যেক বারে কত সময় হয়, তাহা স্থির করিবে। ইহার নাম ঘটীযন্ত্র। কোন কোন মতে এই যন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ তাহার কোন যুক্তি নাই (৩)।

বিষ্ণুপুরাণের মতে ১২½ পল তামাদ্বারা মগধ দেশে চলিত প্রস্থপরিমিত উর্দ্ধায়ত একটী পাত্র নির্ম্মাণ করিবে। চারিমাষ সোণায় চারি অঙ্গুলি পরিমাণ-শলাকা প্রস্তুত করিয়া পাত্রটী ছিদ্র করিবে, ইহার নাম ঘটীযন্ত্র। ইহাকে জলে রাখিয়া দিলে ঠিক একদণ্ডে জলপূর্ণ হইয়া থাকে (৪)। ভারতের গৌরবের সহিত দিন দিন এই সকল ভারতীয় যন্ত্রের ব্যবহারও কমিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য কালনির্ণায়ক যন্ত্রই বহুল পরিমাণে প্রচলিত। কোন কোন স্থানে বর্ত্তমান সময়ে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। চলিত কথায় ইহাকে তাম্রী বা তামী বলে। [ইহার অপর বিবরণ যন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(১) "তাম্রপাত্রমধশ্ছিদ্রং ন্যস্তং কুণ্ডেঽমলাম্ভসি।
ষষ্টির্মজ্জত্যহোরাত্রে স্ফুটং যন্ত্রং কপালকম্॥" (সূর্য্যসি° ১৩।২৩)

(২) "তদ্ঘটনস্ত…
শুল্বস্য দিগ্‌ভির্বিহিতং পলৈর্যৎ ষড়ঙ্গুলোচ্চ দ্বিগুণায়তাস্যম্।
তদম্ভসা ষষ্টিপলৈঃ প্রপূর্য্যং পাত্রং ঘটার্দ্ধপ্রতিমং ঘটী স্যাৎ।
সত্র্যংশমাষত্রয়নির্ম্মিতা যা হেম্নঃ শলাকা চতুরঙ্গুলা স্যাৎ।
বিদ্ধং তয়া প্রাক্তনমত্র পাত্রং প্রপূর্য্যতে নাড়িকয়াম্বুভিস্তৎ॥"
(সূ° সি° ১৩.২৩ রঙ্গনাথ)

(৩) "ঘটজলরূপা ঘটিতা ঘটিকা তাম্রী তলে পৃথুছিদ্রা।
দ্যুনিশনিমজ্জনমিত্যা ভক্তং দ্যুনিশং ঘটীমানম্॥"

অত্র দশভিঃ শুল্বস্য পলৈরিত্যাদিযদ্ঘটীলক্ষণং কৈশ্চিৎ কৃতং তদ্‌যুক্তিশূন্যং দুর্ঘটত্বেত্যেতদুপেক্ষিতং। ইষ্টপ্রমাণাকারসুষিরং পাত্রং ঘটী সংজ্ঞমঙ্গীকৃতম্॥" (যন্ত্রাধ্যায় ৮ শ্লোঃ)

(৪) "নাড়িকা তু প্রমাণেন কলা দশচ পঞ্চ চ।
উন্মানেনাম্ভসঃ সাতু পলান্যর্দ্ধত্রয়োদশ।
হেমমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রা চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ।
মাগধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্তু সংস্কৃতঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

২ কূপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র, জল তোলার কল। ৩ গন্ধবিলেপনযন্ত্রবিশেষ। (আত্রেয়ী°) ৪ গ্রহণীরোগ বিশেষ। সুষুপ্তি, পার্শ্বশূল ও পেটের ভিতর জলপূর্ণ ঘটীর ন্যায় শব্দ হইলে তাহার নাম ঘটীযন্ত্র গ্রহণীরোগ। ইহা অসাধ্য। (বিজয়°)

ঘটোৎকচ (পুং) ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে উৎপন্ন একজন রাক্ষস। মহাভারতে লিখিত আছে—জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নভাবে বনপথে পলায়ন করেন। তাঁহারা পথে হিড়িম্ব নামক একটা রাক্ষসের রাজত্বে উপস্থিত হন। রাক্ষস তাহাদিগের সংহার-কামনায় নিজ ভগিনী হিড়িম্বাকে প্রেরণ করে। হিড়িম্বা বলশালী ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করে। তাহার গর্ভে ঘটোৎকচের উৎপত্তি হয়। রাক্ষসপ্রকৃতি স্বতন্ত্র, জন্মমাত্রেই ঘটোৎকচ এক ভয়ানক বীর হইয়া উঠিল। বালক একদিন মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলে হিড়িম্বা "ঘটোহাস্যোৎকচঃ" এই শব্দ করিয়া ডাকে, তাহা হইতে ঘটোৎকচ নাম হয়। ইহার চক্ষু দুইটী বিবর্ণ, মুখখানি অতিশয় বৃহৎ, কাণ দুইটী খোঁটার ন্যায়, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও শরীর সমধিক বলশালী ছিল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কর্ণের হাতে ইহার মৃত্যু হয়। [ভীম ও কর্ণ দেখ।]

ঘটোৎকচান্তক (পুং) ঘটোৎকচস্যান্তকঃ ৬তৎ। কর্ণ। ঘটোৎকচারি প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঘটোদর (পুং) ঘটইব উদরমস্য বহুব্রী। অসুরবিশেষ, হিরণ্যকশিপুর একজন সেনাপতি। (হরিব° ২৩২ অঃ) এই অসুরটা বরুণসভার এক সভ্য ছিল।

ঘটোদ্ভব (পুং) ঘটউদ্ভব উৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। অগস্ত্যমুনি।

ঘট্ট (পুং) ঘট্টতে ইস্মিন্ ঘট্ট-ঘঞ্। ১ যে স্থান দিয়া পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে নামা যায়, ঘাট। ২ শুল্ক গ্রহণের স্থান, ঘাটি, কুতঘাট। (অমর) ঘট্ট ভাবে ঘঞ্। ৩ চালন।

ঘট্টকুটীপ্রভাত (ক্লী) ঘট্টস্য কুটী তত্র প্রভাতমিব। ন্যায়-বিশেষ। [ন্যায় দেখ।]

ঘট্টগা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (রাজনি°)

ঘট্টজীবিন্ (পুং) ঘট্টেন ঘট্টে দেয়তরপণ্যেন শুল্কাদিনা জীবতি জীব-ণিনি। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, পাটুনি, যাহারা পার করে। বিবাদার্ণবসেতুর মতে বৈশ্যার গর্ভে রজকের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। [পাটুনি দেখ।]

ঘট্টন (ক্লী) ঘট্ট-ল্যুট্। চালন।

"সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘট্টনাৎ" (রঘু ১১।৭১)

ঘট্টনা (স্ত্রী) ঘট্ট-যুচ্-টাপ্। (ঘট্টি-বন্দি-বিদিভ্যশ্চেতি বাচ্যম্। পা ৩।৩।১০৭ বার্ত্তিক) ১ চালন। "রণস্থিরাঘট্টনয়া নভস্বতঃ।" (মাঘ ১।১০) ২ বৃত্তি। (হেম°)

ঘট্টানন্দ (পুং) ছন্দোভেদ।

ঘট্টিকা (স্ত্রী) ঘটিকা।

ঘট্টিত (ত্রি) ঘট্ট-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ নির্ম্মিত। ২ চালিত। ৩ কলপ দিয়া যাহা ঘোটা হইয়াছে। (শব্দার্থচি°)

ঘট্টীতৃ (ত্রি) ঘট্ট-তৃচ্। চালক।

ঘট্টী (স্ত্রী) ঘট্ট-অল্পার্থে-ঙীপ্। ক্ষুদ্র ঘাট। [ঘট্ট দেখ।]

ঘড়া (ঘটশব্দজ) জলপাত্রবিশেষ, বড় কলস।

ঘড়ি (ঘটী শব্দজ) ১ ঘড়ী। ২ আড়াইদণ্ড।

ঘড়িয়া (ঘটিকাশব্দজ) একপ্রকার মৎস্য।

ঘড়িয়াল (দেশজ) যে ঘড়ী বাজায়।

ঘড়ী [ঘটী শব্দ] ১ কালনির্ণায়ক যন্ত্রবিশেষ।

"রাত্রিদিন আটপর ঘড়ী পিটে মরে।
তার ঘড়ী কে বাজায় তল্লাস না করে॥" (বিদ্যাসু°)

একাল পর্য্যন্ত কাল-বিভাগজ্ঞাপক যত প্রকার উপায় ও যন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ডীয় ঘড়িই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঘড়ির এ উন্নতি একজনের অনুসন্ধান, পরিশ্রম বা অধ্যবসায়ের ফল নহে। বিলাতী ঘড়ির ইতিহাস অনুসরণ করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে আজ প্রায় ৪০০ বৎসরের চেষ্টায় ঘড়ির এই উন্নতি দাঁড়াইয়াছে। [ঘটীযন্ত্র দেখ।]

গ্রহাদির গতি দেখিয়া সময়কে প্রথমতঃ বৎসর, মাস, দিন এই তিন স্থূলভাগে বিভক্ত করা হয়, শেষে যখন দিনকে আবার ক্ষুদ্রাংশে বিভাগ করিবার প্রয়োজন হইল, তখন নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে লম্বভাবে স্থাপিত একটী স্তম্ভ, ধ্বজ বা বংশকাষ্ঠাদি নির্ম্মিত সরল দীর্ঘ দণ্ডের ছায়া দৃষ্টে দণ্ডাদি নিরূপণ করা হইত। পাশ্চাত্য দেশাদিতেও ঐ উপায়ে দিবসকে কএকটি সমভাগে বিভাগ করিয়া লইত। ইহার পরই সূর্য্যঘড়ি (Sun-dials) বা রবিচক্র, জলঘড়ি (Clepsydra) ও বালুঘড়ি (Sand-glass) উদ্ভাবিত হয়। রবিচক্রে সূর্য্যের উদয় কাল হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত ছায়াসম্পাত দেখিয়া সময় নিরূপণ করা হইত। জলঘড়ি ও বালুঘড়িতে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময় বুঝা যাইত। জলঘড়ির দুইটী আধার থাকিত, তন্মধ্যে একটী প্রায় জলপূর্ণ থাকিত ও অপরটী শূন্য থাকিত। এই উভয় আধার এরূপ ভাবে সংযুক্ত থাকিত যে তন্মধ্যে বাহ্য বায়ু বা তাপাদি প্রবেশ করিতে পারিত না। উভয় আধারের সংযোগস্থলে এরূপ একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিত যে সেই ছিদ্র দ্বারা এক আধারের জল ক্রমশঃ নিঃসৃত হইয়া

অপর আধারে আসিয়া জমিত। এক আধার হইতে অপর আধারে জলগমনকালকে কালের কোন এক নিরূপিত অংশ ধরিয়া লওয়া হইত। বালুঘড়িও ঠিক এইরূপে প্রস্তুত হইত, তবে তাহাতে জলের পরিবর্ত্তে শুষ্ক সূক্ষ্মবালুকা ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইহাতে সুক্ষ্মরূপে সময় নিরূপিত হইত না, কারণ জলঘড়িতে জলের ভার বাষ্পতাপাদি, জলের ঘনতা বা তারল্য ও বালুর শুষ্কতা, সূক্ষ্মতা এবং সংযোগ স্থলের ছিদ্রটীর বেধের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে অনেকটা ব্যত্যয় ঘটিত। [রবিচক্র, জলঘড়ি ও বালুঘড়ি দেখ।]

এখন আমরা যাহাকে সাধারণতঃ ঘড়ি বলিয়া থাকি, তাহার সমস্তই পাশ্চাত্যদেশাদিতে প্রস্তুত এবং একমাত্র গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে গঠিত। ঘড়ি আপাততঃ ৪ প্রকার দেখা যায়;—(১) ঘড়ি (Clock) ইহাতে যন্ত্রসংযুক্ত লৌহশলাকার সাহায্যে দিবসের দ্বাদশটী সমান অংশ (ঘণ্টা, হোরা) উক্ত দ্বাদশাংশের প্রত্যেক অংশের ষষ্ট্যংশ (সেকেণ্ড) নিরূপিত ও প্রদর্শিত হয় এবং প্রত্যেক দ্বাদশাংশ উত্তীর্ণ হইবার সময় ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা প্রত্যেক উত্তীর্ণ দ্বাদশাংশের সংখ্যা জ্ঞাপন করে। (২) টাইমপিস্ (Time-piece) ইহাতেও ঐ এক উপায়ে দিবসের ঐ সকল বিভাগ নিরূপিত ও প্রদর্শিত হয়, কেবল ঘণ্টাধ্বনি হয় না। (৩) ট্যাঁক-ঘড়ি (Watch or pocket-timepiece) অতি ক্ষুদ্রকায়, মানুষে ইহা ব্যবহার করিতে পারে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে এবং অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র যন্ত্র সাহায্যে দিবসের ঐ সকল বিভাগ নিরূপিত ও প্রদর্শিত হয় এবং ঘণ্টাধ্বনি হয় না। (৪) ক্রনোমিটার—ইহাতে দিবসের সমস্তই বিভাগ নিরূপিত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে, অথচ তৎসঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রাদিতে দেশান্তর নিরূপণ করা যায়। স্থান ও কালের তারতম্যানুসারে এই ঘড়ির গতির তারতম্য যাহাতে না হয় অর্থাৎ সময়নির্দ্দেশের অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যও না ঘটে, তাহার উপায়ও সংলগ্ন করা থাকে। এতদ্ভিন্ন ঘড়ি ও ট্যাঁকঘড়িতে মাস, বার ও দিবসের নাম নিরূপণ করিবার উপায়ও সংলগ্ন করা হইয়া থাকে। ঘড়িতে দিবসের দ্বাদশাংশের প্রত্যেক অংশের এক চতুর্থাংশও বাজিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ট্যাঁক ঘড়িতেও ইচ্ছামত বাজিবার ব্যবস্থা করা যায়। এরূপ ট্যাঁকঘড়িকে রিপিটার (Repeater) বলে। ঘড়িতে ও টাইমপিসে ঘণ্টাধ্বনি ব্যতীত আর একপ্রকার নির্ঘোষযন্ত্র সংলগ্ন করা যাইতে পারে যে, তদ্দ্বারা লোকের কোন একটী আবশ্যক মত সময়ে ঐ যন্ত্র বাজাইয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে নিদ্রালু অতএব আলস্যপরতন্ত্র লোকের বড় সুবিধা হয়, এই যন্ত্র সাহায্যে তাহারা প্রয়োজন মত সময়ে যন্ত্রের দ্রুত ও কর্কশ শব্দ শুনিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই যন্ত্রের নাম 'চৈতন্যোৎপাদক' (Alarm)।

সর্ব্বপ্রথমে কে এই ঘড়িযন্ত্র আবিষ্কার করে, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বকালে য়ুরোপের নানাস্থানে ক্লক্ বা টাইমপিস্ শব্দের পরিবর্ত্তে ঘড়ি বুঝাইবার জন্য 'হরলজিয়ম্' (Horologium) শব্দ ব্যবহৃত হইত, কারণ সময়বিভাজক শাস্ত্রকে উক্তস্থানে হরলজি (Horology) বলে। ঘণ্টাধ্বনিযুক্ত ঘড়ির ব্যবহার প্রাচীনকালে য়ুরোপের যে সকল দেশে হইত, তন্মধ্যে ইটালীদেশের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনকালের কথা পাওয়া যায়। সেখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘড়ির প্রচলন ছিল তাহা জানা যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে কিঙ্গস্‌বেঞ্চ (King's Bench) নামক আদালতের প্রধান বিচারকের যে অর্থদণ্ড হয়, তাহাতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল নামক প্রাসাদের নিকট যে বিখ্যাত ঘড়িঘর (Clock-house) আছে, তাহারই প্রথম ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনরি সেণ্টষ্টিফেন্স গির্জ্জার প্রধান যাজক উইলিয়ম ওয়ার্বিকে এই ঘড়ির জন্য প্রতিদিন ৬ পেন্স করিয়া খরচ দিতেন। বোলগনার প্রথম ঘড়ি ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। হেনরি-ডি-ওয়াইক নামক একজন জর্ম্মণ শিল্পী ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম চার্লসের প্রাসাদে ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে এক ঘড়ি স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে যে সকল ঘড়ি ছিল অর্থাৎ যে নিয়মে ঘড়ি প্রস্তুত হইত, ইনি তাহার অনেক উন্নতি সাধন করেন। রাইমার নামক কবির 'ফিডেরা' নামক কাব্যে দেখা যায়—৩য় এডওয়ার্ড তিনজন ঘটিশাস্ত্রবিৎ ওলন্দাজকে প্রতিপালন করিতেন। ইহারা ডেফ্‌ট্ (Delft) হইতে ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আগমন করেন। ১৩৭০ সালে ষ্ট্রাসবর্গ নগরে এক ঘড়ি নির্ম্মিত হয়, কনরেডাস্ ডাসিপোডিয়াস্ এই ঘড়ির বিশেষ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ফ্রইসার্টের মতে এই সময়ে কুর্ট্রেও এক ঘড়ি ছিল, এই ঘড়ি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ্ বারগাণ্ডি কাড়িয়া লইয়া আসেন। ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে স্পায়ারে একটী ঘড়ি ছিল। লেমান ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সুরণবর্গে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে, অক্‌জিমারে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে, ও ভিনিসে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে এক একটি ঘড়ি ছিল জানা যায়। আম্ব্রোসিয়াস্ কামাল ধুলেনসিস্ ফ্লোরেন্স নগরে নিকোলাসকে যে পত্র লেখেন, সেই পত্রে (Lib xv. epis. 4)

জানা যায়, ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের প্রায় সকল দেশে বহু লোকের গৃহে ঘড়ির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে হেনরি-ডি-ওয়াইকের ঘড়ির পর আরও দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে য়ুরোপে কেহ ঘড়ি দুর্লভ আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া বোধ করিত না, সাধারণ লোকের বাটীতেও ঘড়ির ব্যবহার চলিয়াছিল। হেনরি-ডি-ওয়াইকের পর ঘড়ির এতটা উন্নতি অবশ্য একজনের চেষ্টায় হয় নাই, একের পর অপর লোকে একটু একটু করিয়া বহু চেষ্টায় উন্নতিসাধন করিয়াছেন, ওয়াইকের সময় যে স্থলে ঘড়ি স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইত, সেই স্থলেই ঘড়িটি প্রস্তুত করিতে হইত, প্রস্তুত করা ঘড়ি এক স্থান হইতে অপর স্থলে নড়াইবার উপযোগী ছিল না; কিন্তু ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে যখন উহা সাধারণ ব্যবহার্য্য হইয়া উঠিল, তখন বুঝা যাইতেছে যে, উহা স্থানান্তর-করণোপযোগী হইয়াছিল। এই অনুমান হইতে ইহাও বুঝা যায় যে হেনরি-ডি ওয়াইকের ঘড়ি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘড়ি-নির্ম্মাতৃগণের সমবেত চেষ্টার ফল।

তখন ঘড়ির পেণ্ডুলম্ বা দোলক ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে ঘড়ির গতি-সৃষ্টির নিমিত্ত একটী মোটা রোলার বা সিলিণ্ডারের মুখে দড়ি জড়াইয়া সেই দড়ির এক মুখে একটী ভার ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। এই ভারবশে রোলার বা সিলিণ্ডার হইতে দড়ির পাক খুলিবার সময় তৎসংলগ্ন অন্যান্য চাকা গুলিতে গতি উৎপাদন করিত।

১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কলেরই ঈষৎ উন্নতি করিয়া ঘড়ি নির্ম্মাণ চলিত। ঘড়ি-নির্ম্মাতৃগণের মধ্যে যিনি যত পরবর্ত্তী তিনিই এই কলের একটু না একটু উন্নতি সাধন করিয়া ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর ঘড়িকে সাধারণতঃ ব্যাল্যান্স্ ক্লক (Balance Clock) বলিত। ইহাতে স্প্রিং বা পেণ্ডুলম্ ছিল না, অথচ ইহাদ্বারা যে কার্য্য কিছু কম হইত তাহা নহে। জ্যোতিষতত্ত্ব আলোচনার জন্য ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে ওয়াথার এই ব্যালান্স ক্লক ব্যবহার করেন, তাঁহার পর জ্যোতির্ব্বিৎ ল্যাণ্ডগ্রেভও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। জেম্মা ফ্রিসিয়াস্ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রে দেশান্তর-নিরূপণার্থ স্থানান্তরকরণোপযোগী ঘড়িনির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তাইকোব্রেহির চারিটী ঘড়ি ছিল, তাহাতে ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড জানিবার উপায় ছিল। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটী বড় তাহাতে কেবল তিনখানি মাত্র চাকা ছিল, তন্মধ্যে একখানির ব্যাস ৩ ফিট্। এই চাকাখানিতে ১২০০ দাঁত কাটা ছিল। তাইকোব্রেহি এই সকল ঘড়িতে শৈত্যতাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে সময় নিরূপণের অনেকটা গোলমাল লক্ষ্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু তখন বুঝিতে পারেন নাই যে কিসে এমন হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মোএষ্টলিনের একটী ঘড়ি ছিল, তাহাতে ২৫২৮ বার আঘাত (টক্ টক্ শব্দ) হইত। সূর্য্যের উদয়াস্তের মধ্যে এই ঘড়ির আঘাতের শব্দসংখ্যা গণিয়া সূর্য্যের ব্যাস নিরূপণ করা হয়; স্থির হয় যে সূর্য্যের ব্যাস ৩৪′.৩″। কোন সময় হইতে আরম্ভ হয় তাহা স্থির জানা যায় না; কিন্তু ইহা যে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়, কারণ ঐ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরের ঘড়ি-নির্ম্মাতারা ১ম ফ্রান্সিসের নিকট হইতে অনুমতি লয় যে যে ব্যক্তি ঘড়ি নির্ম্মাণপটু বলিয়া চিহ্নিত না হইবে, ঘড়ি কি ট্যাঁকঘড়ি কি বড় বা ছোট আকারে প্রস্তুত করিতে পাইবে না। স্থানান্তর-করণোপযোগী ঘড়ি প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই বা তাহার কিছু পূর্ব্বে ভার ঝুলাইয়া গতি উৎপাদনের স্থলে স্প্রিং আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতে থাকে। স্প্রিং ব্যবহারের কাল হইতে ঘড়ির উন্নতির দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ। এই সময় হইতে স্প্রিংয়ের গতিপ্রদায়ক 'ফুসি' নামক চক্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। (Beckmann's History of Inventions, Vol. I. p. 340—355. ঘড়ির পুরাতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।)

ঘড়ির উন্নতি যখন এতটা হইয়াছে, তখন গ্যালিলিও স্থির করেন যে কোন ভার যদি তাহার সমদীর্ঘ সূত্রে লম্বিত হয়, তবে তাহা একবার দুলিয়া যে অগ্রপশ্চাৎ গতি উৎপাদন করে, তাহাতে যে পরিমিত কাল অতীত হয় দ্বিতীয়বার দুলিবার সময়েও কালের পরিমাণ প্রায় সমান থাকে। ইহা হইতেই পেণ্ডুলমের সৃষ্টি হয়। লণ্ডন নগরের রিচার্ড হ্যারিস্ নামক একজন শিল্পী ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে প্রথম পেণ্ডুলম্ নির্ম্মাণ করেন। তিনি পেণ্ডুলমযুক্ত ঘড়িও ঐ সালে নির্ম্মাণ করেন। পেণ্ডুলম্ আবিষ্কৃত হইলে পর হাইঘেন্স নামক এক ব্যক্তি জেম্মা ফ্রিসিয়ানের মত অবলম্বন করিয়া নাবিক-ব্যবহারার্থ দেশান্তর-নিরূপক ঘড়ি নির্ম্মাণ করেন। তিনি ঘড়ির সাহায্যে পৃথিবীর আকারও নিরূপণ করেন। তাঁহার এই ঘড়ি বিষুবরেখার যত নিকটবর্ত্তী হইত, ইহার পেণ্ডুলমের গতি ততই কমিয়া আসিত, ইহা হইতেই তিনি স্থির করেন যে পৃথিবী ঠিক বর্ত্তুলাকার নহে, মেরুদণ্ডের উত্তর-দক্ষিণদিকে কিছু চেপ্টা। তৎপরে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের বর্লো নামক একজন শিল্পী ঘড়িতে বাজিবার যন্ত্র বাহির করেন। তৎপরে ঘড়িতে বিশুদ্ধ সময় নিরূপণার্থ নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতে থাকে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনবাসী ক্লেমেণ্ট নামক শিল্পী "এঙ্কর এস্কেপমেণ্ট" চক্রের

উদ্ভাবন করেন, ইহাদ্বারাই পেণ্ডুলমের দোলকের পরিবর্ত্তে পাতলা ইস্পাত স্প্রিংয়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়। সেকেণ্ড নিরূপণের পেণ্ডুলম্ এইরূপ স্প্রিংয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে 'রয়্যাল পেণ্ডুলম' আখ্যা পাইত। তৎপরে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ গ্রেহাম নামক এক ব্যক্তি দ্বারা পেণ্ডুলমের একটী মহৎদোষ সংশোধিত হয়। তিনি দেখিলেন শীততাপের পরিবর্ত্তনের সহিত পেণ্ডুলমের ধাতুর আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা তাহার গতির তারতম্য ঘটে, সুতরাং সময় নিরূপণ বিশুদ্ধ ভাবে হয় না। তিনি অনুসন্ধান করিয়া এই দোষ নষ্ট করিলে হ্যারিসন নামক অপর একজন সেই ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধন করেন। তৎপরে গ্রেহাম আপনার উদ্ভাবিত শব্দহীন এস্কেপমেণ্ট চক্র (Dead-beat escapement) ব্যবহার করেন। এই স্থান হইতেই ঘড়ির উন্নতির তৃতীয় যুগ আরম্ভ হয়।

তৎপরে এই একশত বৎসরের মধ্যে আবার ঘড়ির কলের এত উন্নতি হইয়াছে যে ঘড়িতে সেকেণ্ডের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কালবিভাগ নিরূপিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন এক বৎসরের মধ্যে ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, ঘণ্টা, মিনিট, তিথি, বার, মাসের তারিখ ইত্যাদি নিরূপণের ব্যবস্থা হইয়াছে। জাহাজে, রেলগাড়ীতে, হিমালয় শিখরে বা বিষুবরেখার উপরিস্থ মরুভূমিতে লইয়া গেলেও এখনকার ঘড়ির গতির তারতম্য হয় না। গির্জ্জা ও প্রাসাদস্তম্ভাদিতে ব্যবহারের জন্য একপ্রকার বৃহৎ ঘড়ি উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাকে টারেটক্লক বলে, ইহা ক্লক ঘড়ির যন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে নির্ম্মাণ করা হয়। টেলিগ্রাফ বিভাগে বা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের ব্যবহারার্থ একপ্রকার ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার গতি বৈদ্যুতিক বলে সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাকে বৈদ্যুতিক ঘড়ি বলে। বিদ্যুৎসাহায্যে দিবসের মধ্যে কোন একটী বিশেষ সময় নিরূপণের জন্য টাইমবল্ বা সময়-গোলকের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাত্রিতে গির্জ্জা বা স্তম্ভোপরি স্থাপিত ঘড়ি দেখিবার জন্য ঘড়িতে স্বচ্ছ ডায়েল ব্যবহার করিয়া তাহার মধ্যে আলোক দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই আলোক এরূপ কৌশলে সংযোগ করিতে হয় যে ঘড়ির মধ্যস্থ যন্ত্রাদির ছায়া যেন ডায়েলের উপর না পড়ে। এতদ্ভিন্ন ঘড়ির সঙ্গে নানাবিধ দৃশ্যও সংযোজিত হইয়া থাকে। কোন কোন ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিবার সময় ঘড়ির একস্থানের একটী ক্ষুদ্র গর্ত্তের ডালা খুলিয়া যায় ও তন্মধ্যস্থ একটী ঘুঘু পাখী বাহির হইয়া যে কয় ঘণ্টা বাজিবে, সেই কয়বার 'ঘু' 'ঘু' শব্দ করে। কোন ঘড়িতে প্রতি ঘণ্টার অর্দ্ধঘণ্টায় একটী বানর বা মনুষ্য-মূর্ত্তি বাহির হইয়া একটী লম্বমান ঘণ্টায় হাতুড়ির ঘা মারিয়া বাজায়। কোনটীতে প্রতিঘণ্টায় গান বাজিতে থাকে। কোনটীতে বরযাত্রী ঠাকুরবিসর্জ্জন ও বাদ্যভাণ্ডসহ মনুষ্য-মূর্ত্তি বাহির হইয়া থাকে। কোন ঘড়িতে আবার একটী ফটকওয়ালা কাষ্ঠের ক্ষুদ্রকায় বাড়ী সংযুক্ত থাকে, তাহার সম্মুখে একটী দরওয়ান মূর্ত্তি থাকে, প্রতি সেকেণ্ডের গতির সহিতই দ্বারপাল এক কোণ হইতে ঘুরিয়া অপর দিকে যায় ও ফটক একবার সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া আবার খুলিয়া যায়। এইরূপ নানাবিধ দৃশ্যযুক্ত ঘড়ি দেখা যায়।

য়ুরোপে যত দেশে ঘড়ি প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে লণ্ডনের ঘড়িই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্, কিন্তু সুইজর্লণ্ডে ও জর্ম্মণিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘড়ি প্রস্তুত হয়। আজকাল ঘড়ির ব্যবহার এত বাড়িয়াছে যে সুইজর্লণ্ডের কোন এক কারখানায় বৎসরে ২ লক্ষ ট্যাকঘড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কলিকাতার কয়েকটী বিখ্যাত মসজিদ, অট্টালিকা ও গির্জ্জার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি দেওয়া আছে, তাহাতে পথিকের বড় সুবিধা হয়।

আমেরিকার স্ত্রীলোক, বালক ও বালিকারা সাধারণতঃ ঘড়ির নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। ভারতে যদিও সকল পল্লীগ্রামে ঘড়ির ব্যবহার এখনও হয় নাই, কিন্তু এতটা হইয়াছে যে অন্ততঃ বাঙ্গালার যে কোন গ্রামে সাবেক হিসাবে দণ্ডপলাদি দ্বারা দিবা পরিমাণ না বলিয়া ঘণ্টা মিনিট হিসাবে দিবার পরিমাণ বলিলে সকলেই বুঝিতে পারে।

২ একদণ্ড। ৩ পাশ্চাত্য মতে আড়াই দণ্ড।

ঘড়ীয়াল (দেশজ) ১ যাহারা ঘটীযন্ত্র বাজায়। ২ পক্ষীবিশেষ। ৩ মৎস্যবিশেষ।

ঘড়েল্ (দেশজ) যে ঘটীযন্ত্র বাজায়, ঘড়ীয়াল।

"আর রামা বলে সই এত শুনি ভাল।
ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কাল॥" (বিদ্যাসু°)

ঘড়্‌ঘড়িয়া (দেশজ) ১ যাহার কণ্ঠে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করে। ২ হায়না নামক বাঘ।

ঘড়্‌ঘড়ী (দেশজ) মৃত্যুকালীন কণ্ঠস্বর।

ঘণ্ট (পুং) ঘণ-ক্ত। ১ দীপ্তিযুক্ত। ২ স্বনামখ্যাত মৎস্য ও শাক প্রভৃতির ব্যঞ্জনবিশেষ। ইহার গুণ—বলবর্দ্ধক, রুচিকর ও বাতনাশক। (রাজনি°)

ঘণ্টক (পুং) ঘণ্ট সংজ্ঞায়াং কন্। ক্ষুপবিশেষ, ঘটকাণ। (রাজনি°) ইহার মূলের গুণ—কফনাশক, কটুপাক ও পিত্ত-বৃদ্ধিকর। (রাজবল্লভ)

ঘণ্টকর্ণ (পুং) ঘণ্টেবদীর্ঘঃ কর্ণোহস্য পত্রবত্ত বহুব্রী। ক্ষুপ বিশেষ, ঘন্টুকাণ। [ঘণ্টক দেখ।]

ঘণ্টা (স্ত্রী) ঘট শব্দকরণে অচ্। ১ কাংস্যাদি নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। "ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।" (দুর্গাধ্যান)

স্নান ও পূজা কালে ইহার বাদ্য প্রশস্ত। স্কন্দপুরাণের মতে বাসুদেবের নিকটে পূজাকালে ঘণ্টা বাজাইলে একশত কোটি হাজার বৎসর দেবলোকে বাস হয় এবং মনোহারিণী অপ্সরাগণ তাহার পরিচর্য্যা করে। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়া, অপর বাদ্যের অভাবে কেবল ঘণ্টা বাজাইলেও পূজা সিদ্ধি হয়। ঘণ্টা দণ্ডের উপরে গরুড় মূর্ত্তি ও চক্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। এরূপ ঘণ্টা বাজাইলে বিষ্ণু সর্ব্বদাই তথায় উপস্থিত থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে গরুড়মূর্ত্তিযুক্ত ঘণ্টা বাজাইলে তাহার আর জন্মমৃত্যুর ভয় থাকে না। ঘণ্টা দণ্ডের অগ্র-ভাগে চক্রযুক্ত গরুড়মূর্ত্তি স্থাপন করিলে ত্রিভুবন স্থাপনের ফল হইয়া থাকে। যে গৃহে গরুড়মূর্ত্তিযুক্ত ঘণ্টা থাকে, তথায় সর্পভয় নিবারিত হয়। যাহার ঘণ্টা নাই, তাহাকে বিষ্ণুভক্ত বা ভাগবত বলা যাইতে পারে না। অতএব সমস্ত বৈষ্ণবের পক্ষেই গরুড়মূর্ত্তিযুক্ত ঘণ্টা রাখা উচিত। (ইহার বিশেষ বিবরণ স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

ঘণ্টা দুইপ্রকার দেখা যায়। যে সকল ঘণ্টা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনেরা নিত্য পূজা ও উপাসনার সময় ব্যবহার করেন, তাহা ক্ষুদ্রকায়। মুঠা করিয়া ধরিয়া বাজাইবার জন্য এই সকল ঘণ্টার উপরিভাগে দীর্ঘ হাতল থাকে। এতদ্ভিন্ন মন্দিরা-দির দ্বারদেশে বা দেবগৃহের সম্মুখের দালানে একপ্রকার ঘণ্টা ঝুলান থাকে, তাহাতে হাতলের পরিবর্ত্তে কড়া দেওয়া হয়। ঐ কড়ায় ঘণ্টার ভার অনুসারে দড়ি বা লৌহশৃঙ্খল দিয়া ঝুলান থাকে।

মন্দিরাদিতে ঘণ্টা ঝুলাইবার ব্যবহার যদিও অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত আছে, তবু য়ুরোপে গির্জ্জাদিতে যেরূপ বৃহদাকার ঘণ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশে তত বড় ঘণ্টা নাই।

মিসরবাসী, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকের মধ্যেও হাতে ধরিয়া বাজাইবার উপযুক্ত ঘণ্টার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। মিসরে 'ওরিসিসের ভোজ' নামক উৎসবের সময় ঘণ্টা বাজাইয়া সাধারণকে জানান হইত। প্রাচীন য়িহুদীদিগের মধ্যে আরন নামক প্রধান যাজকশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণঘণ্টা জামার প্রান্তে গাঁথিয়া পরিধান করিতেন। আথেন্স নগরে সিবিলির যাজকেরা পূজায় ঘণ্টা ব্যবহার করিতেন। গ্রীক-গণ শিবিরে ও ছাউনিতে ঘণ্টা (কোড়া) ব্যবহার করিত। রোমকেরা 'টিনটিন্নাবুলাম্' বাজাইয়া স্নানের ও বৈষয়িক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় সাধারণকে জানাইত।

৪০০ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্পানিয়ার অন্তর্গত নোলার বিশপ পলিনিয়াস্ সর্ব্বপ্রথম বৃহদ্ঘণ্টা ব্যবহার করেন। ক্যাম্পানিয়াতে ঘণ্টা প্রথম প্রস্তুত হয় বলিয়া কিছুদিন ঘণ্টাকে 'ক্যাম্পেনি' বলিত এবং তাহা হইতেই এখনকার গির্জ্জার যে চূড়ায় বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহাকে 'ক্যাম্পেনাইল্' বলে।

ফ্রান্সে ৫৫০ খৃষ্টাব্দে ঘণ্টার ব্যবহার আরম্ভ হয়। উইয়ার-মথের আবট বেনেডিক্ট ৬৮০ অব্দে ইটালী হইতে একটী ঘণ্টা নিজ গির্জ্জার জন্য আনাইয়াছিলেন। পোপ সাবি-নিয়ান্ (৬০০ খৃষ্টাব্দে) নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রতিঘণ্টায় গির্জ্জা হইতে বৃহৎ ঘণ্টা বাজান হইবে, কারণ তাহাতে সাধারণে উপাসনার সময় জানিতে পারিবে। এই সকল ঘণ্টা বৃহদাকারের এবং দক্ষিণ য়ুরোপেই দেখা যাইত। য়ুরোপের পূর্ব্বাংশে ৯ম শতাব্দীতে এবং সুইজর্লণ্ড ও জর্ম্মনিতে ১১শ শতাব্দীতে ঘণ্টা প্রচলিত হয়। আয়র্লণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌সে কতকগুলা পুরাতন ঘণ্টা সুরক্ষিত আছে, শুনা যায় এগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। পেটা লোহের চাদর বাঁকাইয়া চৌপলা করিয়া রিভেট দিয়া জুড়িয়া এই সকল ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাদের উপর পিত্তলের রঙ লাগান আছে। ইহার মধ্যে একটীর নাম সেণ্ট প্যাট্রিকের ঘণ্টা, ইহা ৬ ইঞ্চি উচ্চ, ৫ ইঞ্চি চওড়া ও ৪ ইঞ্চি গভীর; ইহা একটী পিত্তলের কৌটায় রক্ষিত। কৌটাটী রত্নখচিত ও রৌপ্যের কাজ করা। আইরিস শুজের (Irish Shews) একটী খোদিত লিপি পাঠে জানা যায় যে এই ঘণ্টাটী ১০৯১ হইতে ১১০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। The Annals of Ulster নামক পুস্তকে নাকি এই ঘণ্টাটী ৫৫২ খৃষ্টাব্দে ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। সেণ্টপল নামক একজন আইরিস্ মিসনরীর (৬৪৬ খৃষ্টাব্দে) একটী চৌপলা ঘণ্টা ছিল। এই ঘণ্টাটী এখনও সুইজর্লণ্ড নামক নগরীর মঠে বর্ত্তমান আছে ও সকলকে দেখান হইয়া থাকে।

অর্লিন্স্ নগরের গির্জ্জায় কোন রাজা একটী ঘণ্টা দান করেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই ঘণ্টা বড় প্রসিদ্ধি লাভ করে, ইহার ওজন ইংরাজী ২৬০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৩০০ সের বা ৩২॥০ মণ। ১৩শ শতাব্দীতে ইহা অপেক্ষাও

বৃহৎ বৃহৎ ঘণ্টা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে প্যারীনগরে "জ্যাকেলিন্" নামক ঘণ্টা ঢালাই হয়, ইহা ওজনে ১৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৮৭৷৷০ মণ। প্যারীনগরের আর একটী ঘণ্টা ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে ঢালাই হয়, তাহা ওজনে ২৫০০০ পাউণ্ড বা ৩১২৷৷০ মণ। রুঁয়া নগরের বিখ্যাত ঘণ্টাটী ১৫০১ খৃষ্টাব্দে ঢালাই করা হয়, তাহা ওজনে ৩৬৩৬৪ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৪৫৪৷৷১ সের।

রুসিয়ার মস্কাউনগরে যে বৃহৎ ঘণ্টাটী আছে, তাহার ন্যায় বৃহৎ ঘণ্টা য়ুরোপে আর ইতিপূর্ব্বে ছিল না। ইহা কখন প্রথম প্রস্তুত হয় তাহা জানা যায় না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই বটে। ইহার নাম ছিল "জার কোলো-কোল" অর্থাৎ ঘণ্টারাজ। শুনা যায়, মস্কাউনগরে একসময়ে ১৭০৬টী বৃহৎ ঘণ্টা ছিল। ইহার মধ্যে একটী এত বড় ছিল যে তাহার মধ্যের আঘাত-দণ্ডটী দুলাইয়া বাজাইবার জন্ত ২৪ জন লোকের প্রয়োজন হইত। ইহার ওজন ছিল ২৮৮০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৬০০ মণ। ইহা একবার ছিঁড়িয়া যায় এবং ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত হয়। তাহার পর আবার পড়িয়া যায়; সেই সময় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ও আরও ধাতু মিশাইয়া বড় করিয়া (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে) পুনরায় ঢালাই করা হয়। এইবার এই ঘণ্টার নাম হয় "জার কোলোকোল্।" এই ঘণ্টারাজ ১৯ ফিট ৩ ইঞ্চ উচ্চ, বেড় ৬০ ফিট ৯ ইঞ্চ, ও ২ ফিট পুরু, ইহাতে খরচ পড়ে প্রায় ৬৭০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ (১০৲ হিসাবে পাউণ্ড ধরিলে) ৬৭০০০০৲ টাকা। ইহার ওজন ১৯৮ টন অর্থাৎ প্রায় ১০৩৬ মণ। বহুদিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে এই ঘণ্টা এক সময়ে ব্যবহার হইত, পরে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডে ইহা পড়িয়া গিয়া মাটীর মধ্যে বসিয়া যায়, কিন্তু শেষে সে ভ্রম গিয়াছে। অনেক সূক্ষ্মদর্শী ও ধীরবুদ্ধির বিবেচনায় স্থির হইয়াছে যে ইহা কোনদিন ঝুলান হয় নাই, যে ছাঁচে ইহা ঢালাই হইয়াছিল, সেই ছাঁচ হইতে ইহা কখন উদ্ধার হয় নাই। এইরূপ ৮০ টন ওজনে আর একটী ঘণ্টা মস্কাউ নগরে আছে। এ ছাড়া য়ুরোপের নানাদেশের প্রধান গির্জ্জাতে ১৮ হইতে ৫ টন ওজনের অনেক ঘণ্টা দেখা যায়।

মস্কাউএর "ঘণ্টারাজ" সম্বন্ধে ক্লার্কের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে ইহার ধাতু যখন গলান হইতেছিল, তখন সাধারণ ও সম্ভ্রান্তলোকে ধর্ম্মোদ্দেশে ইহাতে এত স্বর্ণ, মুদ্রা, অলঙ্কার, তৈজসাদি নিক্ষেপ করিয়াছে যে ইহা দেখিতে যেন সমস্তটা রূপায় গঠিত বলিয়া বোধ হয়। সম্রাট্ নিকো-লাস্ এই ঘণ্টা ভূগর্ভ হইতে উঠাইয়া একটী গ্রেণাইট প্রস্তরবেদীর উপরে বসাইয়া ছিলেন। সেই সময় ইহার একপার্শ্ব ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সেই ভগ্নমুখ ঘণ্টাগর্ভের দ্বার স্বরূপ হওয়াতে ইহা এক্ষণে ক্ষুদ্র গির্জ্জা (Chapel) স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ভাঙ্গা অংশ ওজনে প্রায় ১১ টন।

খৃষ্টানেরা এইরূপে বহুকাল হইতে গির্জ্জায় ঘণ্টা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ঘণ্টার কোন রূপ ব্যবহার নাই; উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে সাধারণকে জানাইবার জন্ত গির্জ্জায় যেমন ঘণ্টাধ্বনি করিবার ব্যবস্থা আছে, মুসলমানেরা সেইরূপ মসজিদে উঠিয়া 'আজান' দিয়া থাকেন। এই 'আজান' দিবার ব্যবস্থা বোধ হয় হিন্দু ও খৃষ্টানের ঘণ্টা ব্যবহারের প্রতি বিদ্বেষ দেখাই-বার জন্তই অবলম্বিত হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন বহু ব্যবহারে ঘণ্টার পবিত্রতা, ঘণ্টার লক্ষণালক্ষণ ও ঘণ্টার দেব-প্রিয়তা কীর্ত্তিত হইয়াছে, প্রাচীন খৃষ্টানদের মধ্যেও সেইরূপ ঘণ্টার পবিত্রতা ও ঘণ্টা-পবিত্রীকরণ প্রচলিত ছিল। ঘণ্টা প্রস্তুতের সময় নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হইত, শেষে তাহাকে মনুষ্যের ন্যায় অভিষেক (ব্যাপ্টাইজ) করিয়া নামকরণ ও সুগন্ধাদির দ্বারা লেপন করা হইত, এবং শাদা বা লাল রঙের ঘেরাটোপ বা অন্য কোন প্রকার সুদৃশ্য আচ্ছাদনে ঢাকা হইত। এই সকল ব্যবহার আলকুইনের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এই উনবিংশ শতাব্দীতেও রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। খৃষ্টানেরা ঘণ্টাকে এত পবিত্র মনে করিত যে, তাহার গাত্রে নানাবিধ পবিত্র শ্লোকাদি খুদিয়া দিত, বিশ্বাস ছিল যে, ঘণ্টায় ঘা দিলে তাহাতে বাদ্যের ঐ মন্ত্রখোদিত অংশোৎপন্ন শব্দও মিশ্রিত হইয়া মঙ্গল বিধান করিবে এবং ঝড়, মড়ক, শত্রুর দুরভিসন্ধি, অগ্নিভয় এই ঘণ্টাবাদ্যে নষ্ট হইবে। মধ্যযুগে প্রায় সকল ঘণ্টাতেই নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত হইত—

"Funera plango, fulgura frango, Sabbata pango,
Excito lentos, dissipo ventos, paco cruentos."

এই সকল কুসংস্কার সেকালের লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তাহার বড় সুন্দর ছবি ওয়াশিংটন আর-ভিংয়ের Sketch book নামক পুস্তকে দেখা যায়। ঘণ্টা-বাদ্যে যে ঝড় নিবারণ হয় এ বিশ্বাস এই উনবিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য সুশিক্ষিত য়ুরোপীয়ের মন হইতে দূর হয় নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মাল্টার উপকূলে বিষম ঝড় উপস্থিত হইলে মাল্টার বিশপ নিজে সমস্ত গির্জ্জায় আদেশ পাঠাইয়া দেন যে, ঝড় নিবারণার্থ যেন কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত বৃহৎ ঘণ্টা-গুলি বাজান হয়।

পূর্ব্বে কোন খৃষ্টানের মৃত্যু হইলে ঘণ্টা বাজান হইত। ক্রমে মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে ঘণ্টা বাজাইবার ব্যবস্থা হয়। এই ঘণ্টাকে মৃত্যুঘণ্টা অর্থাৎ Passing bell বলিত; এই ব্যবস্থা প্রচলনের সময় লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ঘণ্টাধ্বনি মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে তাহার দেহ পবিত্র হইত এবং ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া পিশাচাদি পলায়ন করিত। ১৭শ শতাব্দীতে এ প্রথা রহিত হয় এবং "মৃত্যুঘণ্টা" এই নামটিও লোপ পায়, কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে লইয়া গোরস্থানে উপস্থিত হওয়া অবধি যতক্ষণ না তাঁহার সমাধি শেষ হইত, ততক্ষণ ঘণ্টা বাজান হইত, ইহাতে কোন কুসংস্কার ছিল না, মৃতের প্রতি কেবল সম্মান প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য, এ প্রথা এখনও অনেক স্থলে আছে। রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যে এখন আর এক প্রকার ঘণ্টা-বাদনানুষ্ঠান প্রচলিত আছে। গির্জ্জার উপাসনা আরম্ভ হইবার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে জড় করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মেরীর উপাসনা করিয়া এবং উপাসনা শেষ হইলে ক্ষমা প্রার্থনা-পূর্ব্বক উপাসনা করিবার সময় পুনরায় ঘণ্টা বাজান হইত। এই দুইবার বাদনকে "ক্ষমাবাদন" অর্থাৎ pardon-bell বলিত। খৃষ্টীয় সমাজসংস্কারের (Reformation) পূর্ব্বে এই ব্যবহার সকল গির্জ্জায় ছিল; কিন্তু তাহা প্রোটেষ্টাণ্ট গির্জ্জা হইতে উঠিয়া যায়। কিন্তু 'মৃত্যুঘণ্টা' বাজাইবার প্রথা এককালে উঠিয়া যায় নাই।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে "কার্ফিউবেল" নামক এক প্রকার ঘণ্টাবাদন প্রচলিত ছিল। ইহাতে ধর্ম্মসংস্রব ছিল না। রাত্রি ৮টার সময় সমস্ত লোককে অগ্নি এবং আলোক নিবাইয়া ফেলিতে হইবে বলিয়া প্রথম উইলিয়ম আদেশ প্রচার করেন, এই আদেশমত সকলকে সতর্ক করিবার জন্য সহরে সহরে যথাসময়ে ঘণ্টা বাজাইবার ব্যবস্থা করা হয়, উইলিয়ম রুফাসের সময় পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। এখনও ইংলণ্ডে ও স্কট্‌লণ্ডের অনেক স্থলে রাত্রি ৮টার সময় ঘণ্টা বাজান হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীদিগকে আলোকাদি নিবাইতে হয় না।

অবশেষে ঘণ্টায় সঙ্গীতধ্বনি উৎপাদনের কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। এই উপায়টী সর্ব্বপ্রথমে নেদারলণ্ডের লোকেরা বাহির করে। সে দেশের অনেক গির্জ্জায় ঘণ্টা সর্ব্বদাই মৃদু সুস্বরে বাজিতেছে, এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ির ন্যায় সিকি ঘণ্টা, অর্দ্ধ ঘণ্টা ও এক ঘণ্টা বাজিয়া থাকে, ইহার কতকগুলি ব্যারেল দেওয়া অর্গ্যান নামক বাদ্যযন্ত্রের নিয়মে বাজান হয়, আর কতকগুলি চাবির সাহায্যে বাদক আসিয়া বাজায়। ফরাসীরা এরূপ সঙ্গীতকে 'ক্যারিলন্স্' বলে। ইংলণ্ডেও এরূপ ঘণ্টা আছে, কিন্তু তাহা একটী নহে, ৫৬টী ঘণ্টা সুর মিলাইয়া কৌশলে এরূপ করিয়া রাখে যে বাজিবার সময় সেই কয়টী ঘণ্টা হইতে বিভিন্ন সুর উঠিয়া বড় সুন্দর ধ্বনি উৎপাদন করে। ইংরাজেরা এইরূপ ঘণ্টাকেই 'ক্যারিলন্স্' বলে, বার্গেস্ নগরের 'লি হলে' নামক প্রাসাদ-চূড়ায় এইরূপ ক্যারিলন্স্ নামক ঘণ্টা আছে, সমগ্র য়ুরোপে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুস্বরবাদক ঘণ্টা আর নাই। লণ্ডনের অনেক ঘণ্টায়ও ক্যারিলন্স্ ঘণ্টার ন্যায় ৫।৬ ঘণ্টার সুর মিলান থাকে, তবে তাহার মত গান বাজে না—টিং টাং ঢং টুং টাং ঢং করিয়া বেশ সুমিষ্ট স্বরে বাজিতে থাকে অথচ অতি উচ্চ দূরশ্রাবী শব্দ হয়। এই বাজনার এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে ১২টি ঘণ্টা মিলাইয়া লইলে ৪৭৯,০০১,৬০০ ভিন্ন ভিন্ন সুস্বর বাজিতে থাকে। চিপ্‌সাইড্ নামক স্থানের সেণ্ট মেরি-লি-বো নামক গির্জ্জার ঐ প্রকার ঘণ্টা এত বিখ্যাত যে তাহা হইতে ইংলণ্ড সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, কোন ব্যক্তির লণ্ডন নগরে জন্মস্থান এই কথা বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে বলিয়া থাকে "Born within the sound of bowbells"। এই সকল ঘণ্টা কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাজাইবার জন্য প্রতিদিন লোকে অর্থ দান করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত Bowbells প্রতিদিন প্রাতঃকালে গম্ভীররবে বাজিয়া থাকে। লণ্ডনবাসী এক ব্যক্তি এই বাদ্যের জন্য যথেষ্ট অর্থ দিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য যে এই শব্দ শুনিয়া লণ্ডনের শিক্ষকগণ জাগিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।

য়ুরোপে রোমকেরা অশ্বাদি পশুর গলায় ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবার নিয়ম প্রচলিত করে। ঘোড়ার গলায় সন্ধ্যাকালে ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলে অন্ধকারে পথিকেরা অশ্বের আগমন বুঝিতে পারে। গোরু, ছাগল, ভেড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিলে তাহা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে হারাইয়া গেলে খুঁজিবার সুবিধা হয়।

সাহেবদিগের বাড়ীতে কোন লোকের আগমন সংবাদ জানাইবার জন্য যে সকল ঘণ্টা ঝুলান থাকে, তাহা ইংলণ্ড রাজ্ঞী অ্যানির রাজত্বকালে ছিল না, তৎপরে প্রচলিত হয়। সাহেবেরা চাকরদিগকে ডাকিবার জন্য বাঙ্গালীর ন্যায় গলাবাজী করেন না। এক প্রকার ঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন। এই ঘণ্টাকে 'আহ্বান-ঘণ্টা' (Calling bell) বা গৃহঘণ্টা (Room-bell) অথবা টেবিল ঘণ্টা (Table bell) বলে।

সাহেবেরা হোটেল, বাসাবাড়ী প্রভৃতির প্রতিঘরে সংবাদাদি দিবার জন্য একপ্রকার তারে বাঁধা ঘণ্টা ব্যবহার করেন। এই সকল তারের এক এক মুখ চাকরদিগের ঘরে, এক এক মুখ দ্বারের নিকট থাকে, সেইস্থানে কোন এক তারের মুখ ধরিয়া নাড়া দিলে অভিপ্সিত গৃহে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

এসিয়ার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে বৃহদ্ঘণ্টার ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। ব্রহ্মদেশের কতকগুলি ঘণ্টার মধ্যে আঘাতক দোলক থাকে না, উপরে হরিণশৃঙ্গের মুগুর মারিয়া বাজাইতে হয়। ব্রহ্মে প্রায় সকল প্রধান মন্দিরে ঘণ্টা আছে। রেঙ্গুনের শুয়েদাগন মন্দিরের ঘণ্টা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ঢালাই হয়, ইহার ওজন ৪২ টন ৫ হান্দর ৪০ পাউণ্ড। ইহা উচ্চে ৯½ হাত, ইহার ব্যাস ৫ হাত, মোটা ১৫ ইঞ্চ। মেঙ্গুনের ঘণ্টা ১৮ ফিট উচ্চ, ওজনে ৮৮ টন ৭ হান্দর ১০৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৫০০ মণ।

পিকিন চীনের রাজধানী। এথানে একটী ক্ষুদ্র মাঠে একটী ঘণ্টা আছে, তাহার ওজন ৫৩½ টন, ইহার উপর চীন ভাষায় সহস্র সহস্র উচ্চ অক্ষরে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক উপদেশ খোদিত আছে। তদ্দ্বারা এই মঠের সুন্দর ইতিহাসে জানা যায়। কারণ প্রত্যেক মঠস্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহার গায়ে কিছু না কিছু খোদাইয়া গিয়াছেন। পিকিনের ৭টী ঘণ্টা ৫০ টন বা তাহার কিছু অধিক ওজনের হইবে। ইহার মধ্যে একটী ঘণ্টা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং মস্কাউয়ের ঘণ্টারাজটী পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়।

হিন্দুরাও দেবমন্দিরে ঘণ্টা ঝুলাইয়া থাকে। প্রত্যেক দর্শনার্থী এই ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। বিলাতী ক্যারিলন্সের ন্যায় ৫।৭।১২টি ঘণ্টা একত্র প্রস্তুত করিবার নিয়ম হিন্দুর মধ্যে বহুকাল প্রচলিত আছে। কোন কোন মন্দিরে এইরূপ ১০৮ ঘণ্টাও দেখা যায়, তবে য়ুরোপীয় ক্যারিলন্স্ যেমন সুর মিলাইয়া রাখা হয়, ইহা তেমন নহে।

নেপালের কোন কোন প্রাচীন দেবমন্দিরে হাজার দেড় হাজার বর্ষের পুরাতন ঘণ্টা দৃষ্ট হয়।

দেবপূজায় ধূপ ও দীপ দানের পরে বাম হস্তে ঘণ্টার দণ্ডটী ধরিয়া বাজান উচিত। তন্ত্রসারের মতে অস্ত্রমন্ত্রে (ফট্) ঘণ্টার পূজা করিবার বিধান আছে।

২ ঘণ্টাপাটলী বৃক্ষ। ৩ অতিবলা। ৪ নাগবলা। (রাজনি°)

ঘণ্টাক (পুং) ঘণ্টা ইব কায়তি কৈ-ক। ঘণ্টাপাটলী বৃক্ষ।

ঘণ্টাকর্ণ (পুং) ঘণ্টাবৎ কর্ণোযস্ত বহুব্রী। ১ শিবের একজন অতি প্রিয় অনুচর। মীন সংক্রান্তিতে সুহী বৃক্ষের মূলে ইহার পূজা করিতে হয়। পূজার মন্ত্র—

"ঘণ্টাকর্ণঃ! মহাবীর! সর্ব্বব্যাধিবিনাশন!
বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল!" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

ঘণ্টাকর্ণের শিবানুচর হইবার বিষয়ে এইরূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে—ইনি মঙ্গলের পুত্র, মেধার গর্ভজাত, ইহার অপর নাম ঘণ্টেশ্বর। ইনি অভিশপ্ত হইয়া উজ্জয়িনী নগরে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রধান রত্ন হইবার জন্য শিবের আরাধনা করেন। শিব সন্তুষ্ট হইলেন, বর দিতেও আসিলেন, কিন্তু ইহার অভীষ্ট পূর্ণ হইল না। শিব বর দিলেন যে "তুমি কালিদাস ব্যতীত অপর সকলকেই পরাজিত করিতে পারিবে। কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র, তাহাকে পরাজয় করিবে এরূপ বর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। যদি তাহাকে পরাজয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে সরস্বতীর আরাধনা কর।" ঘণ্টাকর্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি পুনর্ব্বার শিবেরই আরাধনা আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতেও মনোভীষ্ট পূরণ হইল না। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে দেহ থাকিতে মুখে আর শিব নাম লইব না। কিন্তু শিবের চরণে তাঁহার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস কিছুতেই হ্রাস হইল না। পরিশেষে বিক্রমসভার সভ্যদিগকে পরাজয় করিতে ঘণ্টাকর্ণ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার বিশ্বাস যে শিবের চরণে অচলা ভক্তি থাকিলে তিনি কালিদাস প্রভৃতি সকল পণ্ডিতকেই পরাজয় করিতে পারিবেন। দেবাদিদেব মহাদেবও অলক্ষিত ভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

এদিকে তিনি যে মহাদেবের নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এই কথা রাজধানীতে রাষ্ট্র হইল। ঘণ্টাকর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া কালিদাস ব্যতীত অপর সকলকে পরাজয় করিলেন। কালিদাস দেখিলেন যে গতিক বড় ভাল নহে। তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বলিয়া বসিলেন যে "মহাশয়! আপনি যদি দীর্ঘচ্ছন্দে মহাদেবের স্তব করিতে পারেন, তবে আপনার সহিত বিচার করিতে পারি।" এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সম্ভবতঃ আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইনি শিবের স্তব করিবেন না, চালাক কালিদাস বিবাদ না করিয়াই জয়লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু মহাদেবের প্রতি ইহার অভক্তি নাই, কেবল মনের দুঃখে নাম উচ্চারণ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং ইনি শিবের নামশূন্য স্তব আরম্ভ করিলেন। যথা—

"কিংবাচ্যো মহিমা মহাজলনিধে র্যত্রেন্দ্রবজ্রাহতি
ত্রস্তো ভূভৃদমজ্জদম্বুনিচয়ে কৌনিয়পোতাকৃতিঃ।

মৈনাকো হতিগম্ভীরনীরবিলসৎ পাঠীনপৃষ্ঠোল্লসৎ
শৈবালাঙ্কুরকোটিকোটরকুটীকুটান্তরে নির্বৃতঃ।
তাবৎ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতমহী ভূভৃদ্ভিরভ্রঙ্কষৈঃ
তাবদ্ভিঃ পরিবারিতাঃ পৃথুপৃথু দ্বীপা সমস্তাদিয়ং,
যস্য স্ফারফণামণৌ বিলুলিতে ধত্তে কলঙ্কাকৃতিং
শেষঃ সোপাগমৎযদঙ্কদপদং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥"

এই স্তব শুনিয়া সভাশুদ্ধ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন। কালিদাস বিনা বিচারেই পরাজয় স্বীকার করিলেন। ঘণ্টাকর্ণ শাপ মুক্ত হইলেন। মহাদেব ইঁহার অচলা ভক্তি দেখিয়া ইঁহাকে আপনার প্রিয় পার্ষদ করিলেন।

ঘণ্টাগার (পুং) ঘণ্টায়া আগারঃ ৬তৎ। যে গৃহে ঘণ্টা রাখা হয়।

ঘণ্টাতাড় (পুং) ঘণ্টাং কালজ্ঞাপকঘণ্টাং তাড়য়তি ঘণ্টা তাড়ি-অণ্ উপপদস°। ১ কালসূচক ঘণ্টাবাদক, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। নৃপতিগণের প্রবোধ সময়ে যাহারা ঘণ্টা বাজায়, তাহাকে ঘণ্টাতাড় কহে।

"মৈত্রেয়কস্তু বৈদেহো মাধুকং সম্প্রসূয়তে।
নৃন্ প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়ো হরুণোদয়ে॥"
(মনু ১০।৩৩)

ঘণ্টানাদ (পুং) ঘণ্টায়া নাদঃ ৬তৎ। ১ ঘণ্টার শব্দ। ঘণ্টায়া নাদইব নাদোঽস্য বহুব্রী। ২ কুবেরের একজন মন্ত্রী। (শব্দার্থচি°)

ঘণ্টাপথ (পুং) ঘণ্টানাং ঘণ্টাদিবাদ্যানাং ঘণ্টাযুক্তহস্ত্যাদীনাং বা পন্থাঃ ৬তৎ সমা° অচ্ (ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) বৃহৎ রাজপথ, হস্ত্যাদির গমনযোগ্য গ্রামমার্গ। চাণক্যের মতে দশধনু বিস্তৃত রাজপথের নাম ঘণ্টাপথ।
"দশধন্বন্তরো রাজমার্গো ঘণ্টাপথঃ স্মৃতঃ।" (চাণক্য°)

ঘণ্টাপাটলি (স্ত্রী) ঘণ্টাচাসৌ পাটলিশ্চেতি কর্ম্মধা°। বৃক্ষবিশেষ। বঙ্গভাষায় ঘণ্টাপারুল ও হিন্দীতে মোখা বলে। (Bignonia Suaveolens) পর্য্যায়—গোলীঢ়, ঝাটল, মোক্ষ, মুষ্কক, গোলিহ, ক্ষারক্র, কালমুষ্কক, পাটলি, ঘণ্টাক, ঝাট, তীক্ষ্ণ, ঘণ্টক, মোক্ষক, কাষ্ঠপাটলী, কালাস্থালী, কাচস্থলী। (ভাবপ্রকাশ)

ঘণ্টাভ (ত্রি) ঘণ্টায়া ইব আভা যস্য বহুব্রী। [ঘটাভ দেখ।]

ঘণ্টারবা (স্ত্রী) ঘণ্টারববৎ রবঃ পক্কফলেষু যস্য বহুব্রী টাপ্। বৃক্ষবিশেষ। চলিত কথায় বনশণ ও স্থানবিশেষে ঝন্ঝনিয়া বলে। পর্য্যায়—শণপুষ্পিকা, শণপুষ্পী।

ঘণ্টারবী (স্ত্রী) ঘণ্টারব বাহুলকাৎ ঙীপ্। [ঘণ্টারবা দেখ।]

ঘণ্টালিকা (স্ত্রী) ঘণ্টালী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। [ঘণ্টালী দেখ।]

ঘণ্টালী (স্ত্রী) ঘণ্টাং তচ্ছব্দং অলতি অল-অণ্-ঙীপ্। ১ কোষাতকী। ২ ঘণ্টানামালী ৬তৎ। ঘণ্টাশ্রেণী।

ঘণ্টাবৎ (ত্রি) ঘণ্টা মতুপ্ মস্য বঃ। ঘণ্টাযুক্ত, যাহার ঘণ্টা আছে।

ঘণ্টাবীজ (পুং) ঘণ্টেব বীজস্য বহুব্রী। জয়পাল বৃক্ষ।

ঘণ্টাশব্দ (পুং) ঘণ্টায়াঃ শব্দঃ ৬তৎ। ১ ঘণ্টারব। ঘণ্টায়াঃ শব্দইব শব্দোযস্য বহুব্রী। ২ কাংস্য। (হেম°)

ঘণ্টিক (পুং) জলজন্তুবিশেষ, ঘড়িয়াল।

ঘণ্টিকা (স্ত্রী) ঘণ্টা অল্পার্থে ঙীপ্ ততঃ স্বার্থে কন্ হ্রস্বশ্চ। ১ ক্ষুদ্র ঘণ্টা। ২ তালুস্থ জিহ্বা।
"ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টাচ মহামায়া চ তালুকে।" (চণ্ডীকবচ)
৩ গলরোগবিশেষ। (হারীত, চিকিৎসিত° ৪৫ অঃ)

ঘণ্টিন্ (ত্রি) ঘণ্টাঽস্ত্যস্তি ঘণ্টা-ইনি। ১ ঘণ্টাযুক্ত, যাহার ঘণ্টা আছে।

ঘণ্টিনীবীজ (ক্লী) ঘণ্টিন্যা বীজং ৬তৎ। জয়পাল। (রাজনি°)

ঘণ্টু (পুং) ঘটি-উণ্। ১ গজঘণ্টা। ২ প্রতাপ। (উণাদিকোষ)

ঘণ্টেশ্বর (পুং) মঙ্গলের ঔরসে মেধার গর্ভে উৎপন্ন দেববিশেষ। ইনি ব্রণ দান করেন। ইঁহার পূজা করিলে ব্রণরোগ আরোগ্য হয়। (ব্রহ্মবৈ°)

ঘণ্টোদর (পুং) [ঘটোদর দেখ।]

ঘণ্ড (পুং) ঘণিতি শব্দং কুর্ব্বন্ ডয়তে উড্ডীয়তে ঘণ-ডী-ড। ভ্রমর। (সংক্ষিপ্ত°)
(ত্রি) হস্তি হন্ মুম্ নিপাতনে সাধু। মারক, যাহা হিংসা করে। (উণাদিবৃত্তি)

ঘন (পুং) হন্ অপ্ ঘনাদেশশ্চ। (মূর্ত্তৌ ঘনঃ। পা ৩।৩।৭৭) ১ মেঘ।
"ভাস্করোপ্যনয়নাংশসমীপোপগতান্ ঘনান্।"
(ভারত ১।১৩৭।২৪)
২ মুস্তক, মুথা। ৩ সমূহ। ৪ দার্ঢ্য। ৫ বিস্তার লৌহমুদ্গর। (মেদিনী) "প্রতি জঘান ঘনৈরিব মুষ্টিভিঃ।" (ভারবি ১৮।১)
৭ শরীর। ৮ কফ। ৯ অভ্রক। (ত্রি) ১০ নিবিড়, নিরন্তর।
"তদলব্ধপদং হৃদি শোকঘনে
প্রতিঘাতমিবাস্তিকমস্য গুরোঃ।" (রঘু ৮।৯১)
১১ দৃঢ়।
"যচ্চকার বিবরং শিলাঘনে।" (রঘু ১১।১৮)
১২ পূর্ণ। "কিংস্বিদাপূর্য্যতে ব্যোম জলধারা ঘনৈর্ঘনৈঃ।"
(ভারত ১।১৩৬।২৮)
১৩ সম্পুট। (শব্দর°)

১৪ করতালাদি কাংস্যবাদ্য। ১৫ মধ্যম নৃত্য। (মেদিনী) ১৬ লৌহ। ১৭ ত্বচ। (রাজনি°) ১৮ পুরু, স্থূল। ১৯ অবিরত, অবিচ্ছিন্ন।

"ঘনবাজে ঘন ঘোর দামামা দগড়।" (শ্রীধর্ম্মম° ২।১৭২)

(পুং) ২০ বেদপাঠবিশেষ।

"জটামুক্তাং বিপর্য্যস্ত ঘনমাহুর্ম্মনীষিণঃ।"

[ঋক্‌শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২১ গণিতবিশেষ, সমান তিন অঙ্কের ঘাত, অর্থাৎ পূরণ করিয়া গুণফলকে পুনর্ব্বার তাহাদ্বারা গুণ করিলে যাহা হয়, তাহার নাম ঐ রাশির ঘন। যেমন ৩এর ঘন করিতে হইলে ৩কে ৩ দিয়া গুণ করিলে ফল হইলে ৯; গুণফলকে পুনর্বার ৩ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ২৭; অতএব তিনের ঘন হইল সাতাইশ। দুই বা ততোধিক রাশির ঘন করিবার সহজ নিয়ম লীলাবতীতে লিখিত আছে।

একটী মাত্র রাশির ঘন করিতে হইলে সেই রাশিটীকে তাহাদ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে পুনর্ব্বার সেই রাশিদ্বারা গুণ করিলে যাহা হইবে তাহাই সেই রাশির ঘন। দুই বা তাহার অধিক রাশির ঘন করিবার নিয়ম।

১ম নিয়ম।—যে দুইটী রাশির ঘন করিতে হইবে, তাহার ডানদিকেরটীকে অন্ত্য ও বামের অঙ্কটীকে আদি বলে। প্রথমে অন্ত্য অঙ্কটীর ঘন স্থাপন করিবে। তৎপরে অন্ত্যের বর্গকে ৩ ও আদি দ্বারা গুণ করিয়া পূর্ব্ব স্থাপিত অঙ্কের নীচে একস্থান পরিত্যাগ করিয়া রাখিবে এবং আদির বর্গকে ৩ ও অন্ত্য দ্বারা গুণ করিয়া দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির নীচে এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া সুদ্ধ ঘন করিবে। পরে আদির ঘনকে তৃতীয় পঙ্‌ক্তির নীচে এক স্থান পরিত্যাগে স্থাপন করিয়া যোগ করিবে। এই যোগফলই ঐ দুই রাশির ঘন হইবে। ইহার বামদিকে আরও রাশি থাকিলে যে দুইটী রাশির ঘন করা হইয়াছে, উহাদিগকে অন্ত্য ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একটী রাশিকে আদি কল্পনা করিয়া পূর্ব্ব নিয়মে প্রক্রিয়া করিবে। তৃতীয় অঙ্কটীকে আদি কল্পনা করিয়া প্রক্রিয়া করিতে হইলে উপরের পঙ্‌ক্তির দুই অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া তাহার নীচে অপর পঙ্‌ক্তির স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকার তৎপরবর্ত্তী রাশি থাকিলে তাহাদেরও প্রক্রিয়া করিবে।

উদাহরণ।—২৭ ও ১২৫, ইহাদের ঘন স্থির কর?

প্রক্রিয়া।—২৭ এই দুইটী রাশির ঘন করিতে হইলে ৭ অন্ত্য ও ২ আদি। ৭ এর ঘন ৩৪৩কে এক পঙ্‌ক্তিতে স্থাপন কর। অন্ত্যবর্গ ৪৯ আদি ২×৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইল ২৯৪, ইহা পূর্ব্ব পঙ্‌ক্তির নীচে এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাখিয়া দেও; এবং আদি ২এর বর্গ ৪কে অন্ত্য ৭×৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইল ৮৪; ইহাকে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির নীচে একস্থান পরিত্যাগে স্থাপন কর। পরে আদির ঘন ৮কে একস্থান পরিত্যাগ স্থাপন করিয়া যোগ করিলে ফল হইবে ১৯৬৮৩। অতএব ২৭এর ঘন ১৯৬৮৩। দুইটী রাশির ঘন প্রক্রিয়া ৪টী পঙ্‌ক্তি হয়, তাহার রাখিবার প্রণালী।

২৭° = ১৯৬৮৩।

```
  ৩৪৩
 ২৯৪
৮৪
৮
─────
১৯৬৮৩
```

প্রক্রিয়া।—১ম প্রক্রিয়ানুসারে ৫ অন্ত্য ও দুই আদি কল্পনা করিয়া প্রক্রিয়া করিলে ২৫ ঘন হইবে ১৫৬২৫। তৎপরে ২৫কে অন্ত্য ও ১কে আদি কল্পনা করিয়া প্রক্রিয়া করিবে। অন্ত্য ২৫এর বর্গ ১৫৬২৫কে এক পঙ্‌ক্তিতে স্থাপন কর। অন্ত্যের বর্গ ৬২৫কে আদি ১×৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইল ১৮৭৫; ইহাকে প্রথম পঙ্‌ক্তির দুইস্থান পরিত্যাগে রাখিয়া দেও। আদির বর্গ ১কে ২৫×৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইবে ৭৫, ইহাকে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির নীচে দুই স্থান পরিত্যাগে রাখ, পরে ১এর ১কে তৃতীয় পঙ্‌ক্তির নীচে দুই স্থান ত্যাগে স্থাপন করিয়া যোগ করিলে ফল হইবে ১৯৫৩১২৫। অতএব ১২৫এর ঘন হইল ১৯৫৩১২৫। পঙ্‌ক্তি রাখিবার প্রণালী—

১২৫° = ১৯৫৩১২৫।

```
   ১৫৬২৫
  ১৮৭৫
 ৭৫
১
───────
১৯৫৩১২৫
```

এই নিয়মে আদি অঙ্ক হইতে প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেও চলিতে পারে।

২য় নিয়ম।—যে রাশির ঘন করিতে হইবে, ইচ্ছানুসারে তাহাকে দুইখণ্ড করিয়া খণ্ডদ্বয়ের ঘাতকে ঐ রাশিদ্বারা পূরণ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ৩দ্বারা গুণ করিয়া স্থাপন করিবে, পৃথক্‌রূপে খণ্ডদ্বয়ের ঘন করিয়া তাহার যোগফলকে পূর্ব্ব স্থাপিত রাশির সহিত যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই ঐ রাশির ঘন। এইরূপ স্থানে রাশিকে যে খণ্ডদ্বয়ে বিভক্ত

করিলে প্রক্রিয়া সহজে নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপে খণ্ডে বিভক্ত করিবে।

উদাহরণ।—৯ ও ২৭ এই দুইটী রাশির ঘন স্থির কর।

১ প্রক্রিয়া।—৯কে ৫ ও ৪ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত কর। উভয়ের ঘাত ২০ দ্বারা ৯কে পূরণ করিয়া তাহাকে ৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইবে ৫৪০। উভয় খণ্ডের ঘন ৬৪ ও ১২৫ এর যোগফল ১৮৯কে পূর্ব্ব স্থাপিত ৫৪০এর সহিত যোগ করিলে ফল হইল ৭২৯। অতএব ২য় নিয়মানুসারে ৯এর ঘন হইল ৭২৯।

২ প্রক্রিয়া—২৭কে ২০ ও ৭ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত কর। উভয়ের ঘাত ১৪০ দ্বারা ২৭কে পূরণ করিয়া তাহাকে ৩ দ্বারা গুণ করিলে লব্ধ হইবে ১১৩৪০। উভয় ঘন ৮০০০ ও ৩৪৩এর যোগফল ৮৩৪৩কে পূর্ব্ব স্থাপিত রাশির সহিত যোগ করিলে ফল হইবে ১৯৬৮৩। অতএব ২৭এর ঘন হইল ১৯৬৮৩।

৩য় নিয়ম—যে রাশির ঘন করিতে হইবে সেই রাশিটী যদি বর্গরাশি হয়, তবে বর্গমূলের প্রক্রিয়ানুসারে তাহার মূল বাহির করিয়া সেই মূলের যে ঘন, তাহার বর্গই বর্গরাশির ঘন জানিবে।

উদাহরণ।—৪ ও ১৬ এর ঘন কত?

প্রক্রিয়া।—৪এর বর্গমূল ২; ২এর ঘন ৮, তাহার বর্গ ৬৪। অতএব তৃতীয় নিয়মানুসারে ৪এর ঘন হইল ৬৪। ১৬এর বর্গমূল ৪; ৪এর ঘন ৬৪, তাহার বর্গ ৪০৯৬। অতএব তৃতীয় নিয়মানুসারে ১৬এর ঘন হইল ৪০৯৬। (১)

ঘনকফ (পুং) ঘনস্য মেঘস্য কফইব ৬তৎ। করকা, শিল। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘনকাল (পুং) ঘনস্য কালঃ ৬তৎ। বর্ষা ঋতু। (শব্দরত্না°)

ঘনক্ষেত্র (ক্লী) যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ বা উচ্চতা পরস্পর সমান তাহাকে ঘনক্ষেত্র বলে।

ঘনগোলক (পুং) ঘনেন মূর্ত্ত্যা গোল ইব কায়তি কৈ-ক। মিশ্রিত স্বর্ণ রৌপ্য। (হেম°)

ঘনঘন, অতিশয় নিরন্তর, যাহার মধ্যে ফাঁক নাই।

ঘনচতুষ্কোণ (পুং) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা বা বেধবিশিষ্ট চতুষ্কোণের নাম ঘনচতুষ্কোণ।

---

(১) "সমত্রিঘাতশ্চ ঘনঃ প্রদিষ্টঃ স্থাপ্যো ঘনোঽন্ত্যস্য ততোঽন্ত্যবর্গঃ।
আদিত্রিনিঘ্নস্তত আদিবর্গ স্ত্র্যন্ত্যাহতোঽথবাদিঘনশ্চ সর্ব্বে।
স্থানান্তরত্বেন যুতো ঘনঃস্যাৎ প্রকল্প্য তৎখণ্ডযুগং ততোঽন্ত্যম্।
এবং মুহুর্বর্গঘনপ্রসিদ্ধা বাদ্যাঙ্কতো বা বিধিরেষ কার্য্যঃ ॥১॥
খণ্ডাভ্যাং বা হতো রাশিস্ত্রিঘ্নখণ্ডঘনৈক্যযুক্ ॥২॥
বর্গমূলঘনস্বঘ্নো বর্গরাশের্ঘনোভবেৎ ॥৩॥" (লীলাবতী)

ঘনচ্ছদ (পুং) ঘনা নিবিড়াশ্ছদাযস্য বহুব্রী। শিগ্রু। (শব্দার্থচি°)

ঘনজম্বাল (পুং) ঘনশ্চাসৌ জম্বালশ্চেতি কর্ম্মধা°। চুলুক, চলিত কথায় ঘনসেয়ালা। (ত্রিকাণ্ড)

ঘনজ্বালা (স্ত্রী) ঘনস্য জ্বালেব। ১ বজ্রাগ্নি। ঘনস্য জ্বালা ৬তৎ। ২ মেঘের দীপ্তি। (শব্দর°)

ঘনতা (স্ত্রী) ঘনস্য ভাবঃ ঘন-তল্-টাপ্। ঘনের ভাব, ঘনের ধর্ম্ম।

ঘনতাল (পুং) ঘনতায়াং নিবিড়তায়াং অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল্-অচ্। ১ সারঙ্গ পাখী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। (পুং) ঘনশ্চাসৌ তালশ্চেতি কর্ম্মধা°। বাদ্যাদির তালবিশেষ। [তাল দেখ।]

ঘনতোয় (পুং) হ্রদবিশেষ।

ঘনতোল (পুং) ঘনং মেঘং তোলয়তি ঊর্দ্ধং নয়তি আহ্বানেন ঘন-তুল্ অণ্ উপপদস°। চাতকপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘনত্ব (ক্লী) ঘনস্য ভাবঃ ঘন-ত্ব। ঘনতা।

ঘনত্বচ (পুং) ঘনা নিবিড়া ত্বক্ যস্য বহুব্রী। শিগ্রু। (শব্দার্থচি°)

ঘনদ্রুম (পুং) ঘনশ্চাসৌ দ্রুমশ্চেতি কর্ম্মধা°। বিকণ্টক বৃক্ষ। (রাজনি°)

ঘনধাতু (পুং) ঘনশ্চাসৌ ধাতুশ্চেতি কর্ম্মধা°।

ঘননাভি (পুং) ঘনস্য মেঘস্য নাভিরিব যোনিত্বাৎ। ধূম। (শব্দরত্না°) ধূম মেঘের উৎপত্তিস্থান বলিয়া তাহার নাম ঘননাভি। [মেঘ দেখ।]

ঘনপত্র (পুং) ঘনানি পত্রাণি যস্য বহুব্রী। ১ পুনর্ণবা। (রাজনি°) ২ ঘনচ্ছদ, শিগ্রু।

ঘনপদবী (স্ত্রী) ঘনস্য পদবী ৬তৎ। আকাশ। (শব্দার্থচি°) মেঘের আধার ও মেঘের সঞ্চার-স্থান বলিয়া আকাশের ঘন পদবী নাম হইয়াছে।

"ক্রামদ্ভির্ঘনপদবীমনেকসঙ্খ্যৈঃ।" (কিরাত ৫।৩৪)

ঘনপল্লব (পুং) ঘনা নিবিড়াঃ পল্লবা যস্য বহুব্রী। শোভাঞ্জন, সজনে। (জটা°)

ঘনপাষণ্ড (পুং) ঘনেন মেঘধ্বনিনা পাষণ্ডইব। ময়ূর। (শব্দমালা।) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

ঘনফল (পুং) ঘনানি নিবিড়ানি ফলানি যস্য বহুব্রী। বিকণ্টক বৃক্ষ। (রাজনি°)

ঘনমূল (ক্লী) ঘনস্য সমত্রিঘাতস্য মূলং ৬তৎ। যে সমান অঙ্কের ত্রিঘাতকে ঘন বলে সেই সমান অঙ্কই সেই ঘন রাশির ঘনমূল। ইংরাজিভাষায় ইহার নাম Cubic root. যেমন ৩এর ঘন ২৭ অতএব ২৭ ঘনমূল হইবে ৩। এই প্রকার ৬৪এর ঘনমূল ৪ এবং ১২৫এর ঘনমূল ৫ ইত্যাদি।

কোন একটী রাশিকে সেই রাশি দিয়া গুণ করিয়া

ঐ গুণফলকে পুনর্ব্বার ঐ রাশি দিয়া গুণ করিলে যে ফল লব্ধ হয়, তাহাকে ঐ রাশির ঘন কহে, যেমন ৫ এর ঘন ৫×৫×৫ অথবা ১২৫।

কোন রাশির ঘন ব্যক্ত করিতে হইলে উহার মস্তকের একটু ডানদিকের উপরে ক্ষুদ্রাকারে একটী ৩ লিখিলেই বুঝা যাইবে, ঐ রাশির ঘন করিতে হইবে, যেমন ৫এর ঘন $=$ $৫^৩$, কিম্বা $৫^৩ = ৫ \times ৫ \times ৫ = ১২৫$।

যে রাশিকে ঐ রাশি দ্বারা গুণ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ রাশি দিয়া গুণ করিলে গুণফলটী কোন প্রস্তাবিত রাশির সমান হয়, তাহাকে ঐ প্রস্তাবিত রাশির ঘনমূল কহে। যেমন ১২৫ এর ঘনমূল ৫, কারণ $৫ \times ৫ \times ৫ = ১২৫$।

যে রাশির ঘনমূল বাহির করিতে হইবে, তাহার বাম দিকে $\sqrt[৩]{}$ এই মৌলিক চিহ্ন অথবা মস্তকের একটু ডানিদিকে ক্ষুদ্রাকারে $\frac{১}{৩}$ এই ভগ্নাংশটী প্রদত্ত হইয়া থাকে। যেমন, $\sqrt[৩]{১২৫}$ অথবা $(১২৫)^{\frac{১}{৩}}$ এইরূপ লিখিলে বুঝিতে হইবে যে, ১২৫এর ঘনমূল নির্দ্দেশ করিতে হইবে। যথা $\sqrt[৩]{১২৫} = (১২৫)^{\frac{১}{৩}} = ৫$।

নিয়ম। যে রাশির ঘনমূল বাহির করিতে হইবে, প্রথমে উহার ডানদিকের একক স্থানীয় অঙ্কের মস্তকে একটী বিন্দুপাত করিয়া দুইটী অন্তর বামদিকের প্রত্যেক তৃতীয় অঙ্কের মস্তকে বিন্দুপাত করিলে মূলে কটী অঙ্ক হইবে, তাহা ঐ বিন্দু সংখ্যায় জানা যাইতে পারে। যথা—৬৭৭এর ঘন মূল একাঙ্কবিশিষ্ট; ১৯৮৯৯৯এর ঘনমূল দুই অঙ্কবিশিষ্ট হইবে।

বিন্দুপাতের পর যে কয়টী ভাগ হইবে, তাহার প্রথম ভাগ হইতে এরূপ এক গরিষ্ঠ রাশির ঘন অন্তর করিতে হইবে যে যেন উহা ঐ প্রথম অংশকে অতিক্রম না করে। এইরূপে যে রাশির ঘন অন্তর করিবে তাহাই মূলের প্রথমাঙ্ক হইবে।

অন্তর করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার ডানদিকে প্রস্তাবিত রাশির আর একটী বিন্দুকৃত নামাইয়া আনিবে। তাহাতে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহার অঙ্কের দুইটী অঙ্ক বাদ দিয়া মূলে প্রথমে যাহা লব্ধ হইয়াছে, তাহার বর্গকে তিন গুণ করিয়া ঐ বাদ দেওয়া অঙ্ককে ভাগ দিবে এবং প্রথমে যাহা লব্ধ হইয়াছে তাহার পরে ঐ ভাগফল রাখিবে। এইরূপ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে গণনা করিবে।

মূলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার প্রথম অঙ্কটীর দশ গুণের বর্গকে তিন গুণ করিয়া যাহা হইবে তাহা + মূলের দুইটী গুণ ফলের তিন গুণ + মূলের শেষ লব্ধ অঙ্কের বর্গ, ইহাতে যে ফল হইবে, মূলের দ্বিতীয় লব্ধ ফলদ্বারা তাহাকে গুণ কর এবং ঐ গুণফল, প্রথম অবশিষ্টের পর প্রস্তাবিত রাশির যে দ্বিতীয় ভাগ নামান হইয়াছে, তাহা হইতে অন্তরিত কর। যদি প্রস্তাবিত রাশিতে আরও অঙ্ক থাকে এইরূপে নামাইবে আর প্রক্রিয়া করিবে।

প্রথমে, প্রথম বিন্দু-অধিকৃত রাশিকে এরূপ একটী রাশির ঘন দিয়া অন্তরিত করিতে হইবে যে যেন উহা ঐ প্রথম অংশকে অতিক্রম না করে।

উদাহরণ। ২১৯৫২এর ঘনমূল কত? বিন্দুপাত করিলে জানা গেল যে এই রাশির ঘনমূল দুইটী অঙ্ক হইবে। পরে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রক্রিয়া করিলে পাওয়া যাইবে।

২১৯৫২ (২৮
৮
১৩৯৫২

$৩ \times ২^২ = ১২$
$৩ \times (২০)^২ = ১২০০$
$৩ \times ২০ \times ৮ = ৪৮০$
$৮^২ = ৬৪$
১৭৪৪
৮
১৩৯৫২ | ১৩৯৫২

পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুসারে ১৩৯কে ১২ দিয়া ভাগ করিলে ঐ ভাগফল ৮এর অধিক হয়। কিন্তু এরূপস্থলে ৮ ব্যতীত তদতিরিক্ত ৯, ১০ বা ১১ দিয়া গুণ করিলে উহা প্রস্তাবিত রাশিকে অতিক্রম করিবে। এই কারণ যে রাশি না অতিক্রম করে, এইরূপ রাশি ধরিয়া গণনা করিবে।

ঘনমূলে দুইটী অঙ্ক হইবে, এরূপস্থলে ২ দশক স্থানীয়, এ কারণ $৩ \times (২০)^২$ লিখিত হইল।

সাধারণের সুবিধার জন্য সামান্য রাশির ঘনমূল নিরাকরণ হেতু নিম্নলিখিত কয়টী রাশি জানিয়া রাখা আবশ্যক।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১,	৮,	২৭,	৬৪,	১২৫,	২১৬,	৩৪৩,	৫১২,	৭২৯,	১০০০,

ইহার পরবর্ত্তী রাশি হইতে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রক্রিয়া করিবে।

উদাহরণ। ২১৯৫২ (২৮
৮
১৩৯৫২

$৪ \times ৩০০ = ১২০০$
$২ \times ৮ \times ৩০ = ৪৮০$
$৮^২ = ৬৪$
১৭৪৪
৮
১৩৯৫২ | ১৩৯৫২

প্রথম বিন্দুযুক্ত রাশিকে এরূপ কোন অঙ্কের ঘন দিয়া অন্তর করিবে যে যেন উহা ঐ প্রথমাংশকে অতিক্রম না করে। এস্থলে যে রাশির ঘন অন্তর করা হইল উহার মূলের প্রথমাঙ্ক অন্তর করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার দক্ষিণভাগে প্রস্তাবিত রাশির আরও একটী বিন্দুযুক্ত রাশি নামাইয়া আনিবে। পরে মূলে যাহা প্রথমে লব্ধ হইয়াছে সেই অঙ্কটীর বর্গকে ৩০০ দিয়া গুণ করিলে যাহা থাকিবে তাহা + ঐ মূলের প্রথম লব্ধ অঙ্ককে আনুমানিক মূলের দ্বিতীয় অঙ্ক (৮) দিয়া গুণ করিয়া পুনরায় ৩০ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হইবে তাহাকে + মূলের শেষ লব্ধ (৮) অঙ্কের বর্গ হইতে যে যোগফল হইবে তাহাকে ঐ দ্বিতীয় লব্ধ অঙ্ক দিয়া গুণ কর এবং ঐ গুণফল উক্ত অবশিষ্ট রাশি হইতে অন্তরিত কর। যদি প্রস্তাবিত রাশিতে আরও ভাগ থাকে, এইরূপে নামাইবে আর প্রক্রিয়া করিবে। প্রথমে দেখিতে হইবে যে ঐ আনুমানিক দ্বিতীয় অঙ্ক কত হইবে? উহা ৮ না হইয়া ৯, বা ১০ হইলেও হইতে পারে। এরূপ স্থলে উক্ত ৯ বা ১০কে দ্বিতীয় অঙ্ক অনুমান করিয়া উক্ত প্রক্রিয়ানুসারে কার্য্য করিবে। যদি দেখিতে পাও যে ৯এর প্রক্রিয়ার ফল প্রস্তাবিত রাশিকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহা হইলে ৮কেই যথার্থ অঙ্ক অনুমান করিয়া ক্রিয়া করিবে। সকল অঙ্কেই এইরূপ অনুমান আবশ্যক, ইহার কোন স্থিরতা নাই।

ঘনযন্ত্র, কাংস্যাদি ধাতুনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র। সপ্তশরাব, মন্দিরা, ষট্‌তালী (খট্‌তাল), করতালী, রামকরতালী, ঘণ্টা, কাঁশর, ঘড়ি, ঝাঁজর, ঘুণ্টিকা, নূপুর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও এই শ্রেণীভুক্ত। ইহা ব্যতীত কাচ নির্ম্মিত যন্ত্রও ঘনযন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মাঙ্গল্য। মন্দিরা, ষট্‌তালী ও করতালী অনুগতসিদ্ধ এবং সপ্তশরাব স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র।

ঘনরস (পুং) ঘনস্য মেঘস্য মুস্তকস্য বা রসঃ ৬তৎ। ১ জল। ২ কর্পূর। ঘনশ্চাসৌ রসশ্চেতি কর্ম্মধা°। ৩ সান্দ্ররস। ঘনো-রসোঽস্য বহুব্রী। ৪ পীলুপর্ণী। ৫ মোরটবৃক্ষ। (ত্রি) ৬ যাহার রস ঘন। রত্নকোষের মতে জল বুঝাইলে ঘনরস শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

ঘনরাম, একজন বঙ্গীয় প্রধান কবি। বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে কবিবর কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ প্রভৃতি যেরূপ উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, ইনিও তাহা হইতে কোন অংশে কম নহে। ইহার রচিত কেবল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল নামক একখানিমাত্র মহাকাব্য পাওয়া যায়। ইহার ভাষা অতিশয় সরল ও অনেকাংশে গ্রাম্যদোষরহিত। ইনি ১৬৩৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসে স্বরচিত ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ শেষ করেন (১)। ধর্ম্মমঙ্গলের প্রথমে লিখিত আছে যে—

"উরগো আসরে আসি ঈশ্বরী অভয়া।
অভয়দায়িনী মা বালকে কর দয়া।"

ইহাতে বোধ হয় যে মহাকবি ঘনরাম বালককালেই ধর্ম্মমঙ্গল প্রণয়ন করেন। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ঘনরাম জন্মগ্রহণ করেন বলা যাইতে পারে।

ঘনরামের বাল্যকালেই কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। তিনি সময় পাইলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য বা প্রবন্ধ প্রণয়ন করিতেন। তাঁহার মধুময় কবিতাগুলি পাঠ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার গুরু তাঁহার অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তি দেখিয়া তাঁহাকে একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে অনুমতি করেন। ঘনরাম গুরুর আদেশেই শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রণয়ন করিয়াছেন (২)। ইহার কাব্যরচনায় সন্তুষ্ট হইয়া গুরু ইহাকে কবিরত্ন উপাধি দেন। বর্দ্ধমান জেলার কইথড় পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে ঘনরাম জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, পিতামহের নাম ধনঞ্জয় ও প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ। ইহার মাতামহের নাম গঙ্গারাম ও মাতার নাম সীতা। ইহারা বংশপরম্পরাক্রমে চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী ছিলেন। ইনি স্বরচিত গ্রন্থের অনেক স্থানেই রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ও তাঁহার ধর্ম্মসভার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যেন কবি ঘনরাম রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের ধর্ম্মসভায় সভ্য ছিলেন। কবি আপনাকে রামের ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ঘনবর (ক্লী) মুখ, আস্য।

ঘনবর্ত্মন্ (ক্লী) ঘনস্য বর্ত্ম ৬তৎ। আকাশ।

"ঘনবর্ত্ম সহস্রধেব কুর্ব্বন্।" (কিরাত°)

ঘনবল্লিকা (স্ত্রী) ঘনা নিবিড়া বল্লী যস্যাঃ বহুব্রী, কপ্ হ্রস্বশ্চ। ১ অমৃতস্রবা লতা। ঘনস্য বল্লীব ৬তৎ। ২ বিদ্যুৎ। (রাজনি°)

(১) "সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন।
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গববাসর।" (ধর্ম্মমঙ্গল ২৪ স)

(২) "ভাবিতম পদদ্বন্দ, দুই এক ভাষা ছন্দ,
কবিতা করিতাম পূর্ব্বকালে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত, বর্ণিতে বলিলা গীত,
গুরু ব্রহ্ম বদনকমলে।
নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন।"
(শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১ম সর্গ)

ঘনবল্লী (স্ত্রী) ঘনস্য মেঘস্য বল্লীব। ১ বিদ্যুৎ। ২ অমৃত-স্রবালতা। (রাজনি°)

ঘনবাত (পুং) ঘনোনিবিড়োবাতোঽত্র। ১ নরকবিশেষ। (হেম°) ঘনস্য বাতঃ ৬তৎ। ২ মেঘবাত।

ঘনবাস (পুং) ঘনোবাসো গন্ধোঽস্য বহুব্রী। কুষ্মাণ্ড। (হারা°)

ঘনবাহন (পুং) ঘন ইব শুভ্রং বাহনং যস্য বহুব্রী। ১ শিব। ঘনো মেঘো বাহনং যস্য বহুব্রী। ২ ইন্দ্র। (হেম°)

ঘনবীথি (স্ত্রী) ঘনানাং বীথিঃ ৬তৎ। আকাশ।

"ঘনবীথিবীথিমবতীর্ণবতঃ।" (মাঘ)

ঘনব্যপায় (পুং) ঘনস্য ব্যপায়ঃ ৬তৎ। ১ বর্ষার অবসান।

"ঘনব্যপায়েন গভস্তিমানিব।" (রঘু ৩।৩৭)

২ মেঘের অবসান।

ঘনশ্যাম (পুং) ঘনঃ মেঘ ইব শ্যামঃ। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ।

"অয়ে রাম ঘনশ্যাম ! চুম্বামি মুখপঙ্কজম্।" (মহানাটক)

ঘনসার (পুং) ঘনস্য মুস্তকস্য সারঃ ৬তৎ। ১ কর্পূরবিশেষ।

"শরদিন্দুকুন্দঘনসারনীহারহারঃ" (দশকুমার) ঘনো নিবিড়ঃ সারোঽস্য বহুব্রী। ২ দক্ষিণাবর্ত্ত পারদ। (মেদিনী) ৩ বৃক্ষ-বিশেষ। ৪ জল। (ধরণী) ঘনস্য সারঃ ৬তৎ। ৫ শ্রেষ্ঠ মেঘ।

ঘনস্কন্ধ (পুং) ঘনঃ স্কন্ধো যস্য বহুব্রী। কোশাম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

ঘনস্বন (পুং) ঘনস্য স্বনঃ ৬তৎ। ১ মেঘের শব্দ। ঘনেন উজ্জ্বলেন সুষ্ঠু অনিতি অন্-অচ্। ২ তণ্ডুলীয় শাক। (রাজনি°)

ঘনহস্ত (পুং) ঘনঃ সমত্রিধাতমিতো হস্তোঽত্র বহুব্রী। ১ বার-কোণযুক্ত এক হাত উচ্চ, এক হাত দীর্ঘ, এক হাত বিস্তৃত ক্ষেত্রের নাম ঘনহস্ত। ২ মাগধ দেশে ধান্যাদি পরিমাণে ব্যবহৃত খারিকা।

"হস্তোন্মিতৈর্বিস্তৃতিদৈর্ঘ্যপিণ্ডৈ-
র্যদ্দ্বাদশাস্রং ঘনহস্তসংজ্ঞম্।
ধান্যাদিকে তদ্‌ঘনহস্তমানং
শাস্ত্রোদিতা মাগধখারিকা সা॥" (লীলাবতী)

ঘনা (স্ত্রী) ঘন অস্ত্যর্থে-অচ্ টাপ্। ১ মাষপর্ণী। ২ রুদ্রজটা। (রাজনি°)

ঘনাকর (পুং) ঘনানাং মেঘানামাকরঃ ৬তৎ। বর্ষাকাল। (শব্দরত্না°)

ঘনাগম (পুং) আগম্যতেঽত্র আ-গম-আধারে ঘঞ্। ঘনানা-মাগমঃ ৬তৎ। ১ বর্ষাকাল।

"নহি ঘনাগমরীতি রুদাহৃতা" (সাহিত্যদ°)

আ-গম-ভাবে ঘঞ্ ঘনানামাগমঃ ৬তৎ। ২ মেঘের আগমন।

ঘনাঘন (পুং) হন-অচ্ নিপাতনে সাধু। (হন্তের্ঘত্বঞ্চ। বার্ত্তিক) ১ ইন্দ্র। ২ বর্ষুক মেঘ।

"সমুহ্যমানা বহুধা যেন নীতা পৃথক্ ঘনাঃ।
বর্ষমোক্ষকৃতারম্ভাস্তে ভবন্তি ঘনাঘনাঃ॥" (ভারত ১৩।৩৩০)

৩ ঘাতুক, মত্ত হস্তী। ৪ পরস্পর সম্বর্ষণ। (ধরণী।) (ত্রি) ৫ নিরন্তর। ৬ ঘাতুক।

"আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো
ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্॥" (ঋক্ ১০।১০৩।১)

'ঘনাঘনো ঘাতকঃ শত্রূণাং হন্তা'। (সায়ণ।)

ঘনাঘনা (স্ত্রী) ঘনাঘন-টাপ্। কাকমাচী। (শব্দচন্দ্রিকা)

ঘনাঞ্জনী (স্ত্রী) ঘনং নিবিড়ং অঞ্জনং যস্যাঃ বহুব্রী। দুর্গা।

ঘনাত্যয় (পুং) ঘনানামত্যয়ো যত্র বহুব্রী। ১ শরৎকাল।

"বাতিকানাং ঘনাত্যয়ে" (সুশ্রুত ১।৬ অঃ) ঘনানামত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ ঘনাতিক্রম।

ঘনাময় (পুং) ঘনো দৃঢ় আময়ো যস্মাৎ বহুব্রী। খর্জ্জুরবৃক্ষ।

ঘনামল (পুং) বাস্তূক শাক। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘনাবৃত (ত্রি) ঘনেন আবৃতঃ ৩তৎ। মেঘাচ্ছাদিত।

ঘনাশ্রয় (পুং) ঘনানামাশ্রয়ঃ ৬তৎ। আকাশ। (হেম°)

ঘনিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ঘনঃ ঘন-ইষ্ঠন্। (অতিশায়নে তম-বিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫) ১ অতিশয় ঘন। ২ আসন্ন, অতি নিকট। (দেশজ) ৩ যে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, যে সর্ব্বদা আনুগত্য করে, যাহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা আছে।

ঘনিষ্ঠতা (স্ত্রী) ঘনিষ্ঠস্য ভাবঃ ঘনিষ্ঠ-তল্ টাপ্। ১ সবিশেষ আত্মীয়তা। ২ নিকট সম্বন্ধ।

ঘনীভাব (পুং) ঘন-চ্বি-ভূ-ঘঞ্। ঘন হওয়া।

ঘনীভূত (ত্রি) ঘন-চ্বি-ভূ-ক্ত। যাহা ঘন হইয়াছে।

ঘনুয়া (হিন্দী) উপপতি। কোটনা।

ঘনোত্তম (পুং) ঘনেষু উত্তমঃ ৭তৎ। মেঘশ্রেষ্ঠ।

ঘনোদ (পুং) যে সমুদ্র বা পুষ্করিণীর জল ঘন বা ভারি।

ঘনোদধি (পুং) ঘন উদধিরত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। (হেম°)

ঘনোপল (পুং) ঘনস্য উপলঃ ৬তৎ। করকা, শিল।

ঘয়ির মহ্‌দী, শোলাপুরনিবাসী মুসলমানদিগের সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহাদের বিশ্বাস যে শেষ ইমাম্ বা ত্রাণকর্ত্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। জৌনপুরবাসী সয়েদখাঁর পুত্র মুহম্মদ মহ্‌দী এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ৮৪৭ হিজিরায় মুহম্মদের জন্ম হয়। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি 'ওয়ালী' হইয়া মক্কা ও জৌনপুরে স্বমত প্রচার করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আপনাকে ভাবী মহ্‌দী বলিয়া প্রচারিত করিলেন এবং ঐ সময়ে তিনি জনসমক্ষে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বুজরুকী দেখাইয়া ছিলেন। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র সশিষ্যে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বাস করেন।

১৫২০ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগররাজ বুর্হান্ নিজামশাহ মহদী সম্প্রদায় ভুক্ত হন। ইঁহারা অনেক বিষয়ে গোঁড়া মুসলমানদিগের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইহারা মুহম্মদ মহদীকে শেষ ইমাম বলিয়া জানে এবং স্বকৃত পাপের জন্য পরিতাপ বা মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্ধার উদ্দেশে ভজনা করে না।

ঘর (পুং) ঘৃ-অচ্। ১ গৃহ। (দেশজ) ২ ভবন। ৩ সংসার।

ঘরকন্না (দেশজ) গৃহকার্য্য।

ঘরকুটলী (দেশজ) গৃহকার্য্যসম্বন্ধীয়, গৃহস্থসম্বন্ধীয়।

ঘরট্ট (পুং) ঘরং সেকং অট্টতি অতিক্রামতি ঘর-অট্ট-অণ্ উপস°। পেষণী, চলিত কথায় যাঁতা।

ঘরণী (গৃহিণী শব্দজ) গৃহিণী, ভার্য্যা।

ঘরবসত (দেশজ) কন্যার পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস।

ঘরবারী দণ্ডী, একপ্রকার সম্প্রদায়। দণ্ডী নামে পরিচয় দিলেও ইহার গৃহস্থ, স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করে, অথচ দশনামীদের মত তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি এবং মধ্যে মধ্যে দণ্ড, কমণ্ডলু ও গৈরিকবাস ধারণ করিয়া তীর্থ ও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ বারাণসী জেলায় এই সম্প্রদায়ের অনেকের বসবাস আছে। স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি চলে, নিজ মঠের দণ্ডিগৃহে বিবাহ করিতে নাই। প্রবাদ এইরূপ কোন দণ্ডী এক রূপসী রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইতেই কৌতুকাবহ ঘরবারীদণ্ডী নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ঘরবারীসন্ন্যাসী—একপ্রকার সম্প্রদায়। মুণ্ডমালাতন্ত্রে গৃহাবধূত * নামে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের নানাস্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। ঘরধারী দণ্ডীদের মত ইহারাও স্বমঠে বিবাহ করেন না, শৃঙ্গগিরিমঠের পুরি গোঁসাই জ্যোষীমঠের গিরি গোঁসাইয়ের গৃহে বিবাহ করিতে পারেন। অপরাপর সন্ন্যাসীরা ইহাদিগকে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া জানেন, আহার ব্যবহার দূরের কথা, তাঁহারা ইহাদের স্পৃষ্ট অন্নও ভোজন করেন না।

ঘরসন্ধান (দেশজ) গৃহের ভাল মন্দ অবস্থা জানা, গৃহছিদ্র জ্ঞান।

* "অবধূতশ্চ দ্বিবিধো গৃহস্থশ্চ চিতাযুগঃ।
সদারঃ সর্ব্বদায়স্থো অট্টহাসো দিগম্বরঃ।
গৃহাবধূতো দেবেশি দ্বিতীয়স্তু সদাশিবঃ।"
প্রাণতোষিণীধৃত মুণ্ডমালাতন্ত্র।

ঘরা (দেশজ) আধার, ছিদ্র।

ঘরাও (দেশজ) ১ ঘরপোষা, অন্তবর্ত্তী। ২ গৃহসম্বন্ধীয়।

ঘরাঘরি (দেশজ) আপনাআপনি কুটুম্বাদির মধ্যে। কোন নিকটাত্মীয়ের গৃহে পুত্র বা কন্যার বিবাহকে ঘরাঘরি বিবাহ বলা হয়।

ঘরাণা (দেশজ) গৃহসম্বন্ধীয়।

ঘরামী (দেশজ) গৃহনির্ম্মাতা, গৃহকারক।

ঘরামীগিরী (দেশজ) ঘরামীর কাজ।

ঘরামীপনা (দেশজ) ঘরামীর কাজ।

ঘর্ঘট (পুং) ঘৃ-বিচ্ ঘরে সেকায় ঘটতে ঘট্-অচ্। ত্রিকণ্টক মৎস্য, টেঙ্গরা মাছ। (শব্দরত্না°)

ঘর্ঘর (পুং) ঘর্ঘেতি অব্যক্তশব্দং রাতি রা-ক। (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩১) ১ ধ্বনিবিশেষ, যাঁতা প্রভৃতির শব্দ। "কলহার ঘনান্ যত্নখিতাদধুনাপ্যুজ্ঝতি ঘর্ঘরস্বরঃ।" (নৈষধচ°) ২ পর্ব্বতদ্বার। ৩ দ্বার, দুয়ার। ৪ উলুক। ৫ নদবিশেষ।

"যে নদা লোহিতাদ্যাশ্চ নদাভিদ্যোর্দ্ধঘর্ঘরাঃ।"
(দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড় পরগণায় ঘর্ঘর নামে একটী নদ আছে। প্রবাদ এই যে পূর্ব্বে এই নদ অতিশয় বিস্তৃত ছিল। কোন এক মহাপুরুষের শাপে দিন দিন এইরূপ ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উভয় কূলেই ৪।৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিলময় স্থান। ইহাতে বোধ হয় যে ঐ নদ পূর্ব্বে অতিশয় বিস্তৃত ছিল, দিন দিন খরতর প্রবাহ হ্রাস হওয়ায় তাহার গর্ভই বিলরূপে পরিণত হইয়াছে। এই নদের বর্ত্তমান বিস্তার ৮০।৯০ ফিটের অধিক নহে।

৬ ধ্বনি। ৭ হাস্য। ৮ তুষানল। (ভুরিপ্রয়োগ)

ঘর্ঘরক (পুং) ঘর্ঘর স্বার্থে কন্। একটী প্রসিদ্ধ নদ, বিন্ধ্যাচল হইতে প্রবাহিত হইয়া চম্পানগরীর অনতিদূরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার জল রুচিকর, সন্তাপ ও শোষনাশক, পথ্য, অগ্নিবৃদ্ধিকর, বলকারী, ক্ষীণ ও শরীরের পুষ্টিকারক।

"শোণে ঘর্ঘরকে জলজন্তুরুচিদং সন্তাপশোষাপহম্।" (রাজনি°)

ঘর্ঘরা (স্ত্রী) ঘর্ঘর-টাপ্। ১ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা। "ঘর্ঘরা ক্ষুদ্রঘণ্টাস্যাৎ।" (মল্লিনাথ) ২ বীণাবিশেষ। (মেদিনী) ৩ গঙ্গা। গঙ্গা বুঝাইলে বিকল্পে ঙীষ্ হইয়া ঘর্ঘরী শব্দ হয়।

"স্বর্ণাবতী স্বর্ণনিধি ঘর্ঘরীঘুকনাদিনী।" (কাশীখ° ২৯ অঃ)

৪ অযোধ্যা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীবিশেষ। হিমালয়পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে নেপালের মধ্য দিয়া কৌরিয়ালা নামে প্রবাহিত। পর্ব্বতের নিম্নস্তরে শীষাপানি

নামক স্থান হইতে বহুসংখ্যক শাখা আসিয়া ইহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে। উক্ত স্রোত তরাই ভূমিতে পড়িয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, পশ্চিম শাখার নাম কৌরিয়ালা ও পূর্ব্বশাখার নাম গিরুবা নদী। ঘর্ঘরা অপেক্ষা এই গিরুবার জল অধিক। প্রায় ১৮ মাইল পথ শালবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঐ শাখাদ্বয় অক্ষা° ২৮° ২৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° ১৭´ পূঃ মধ্যে বৃটীশরাজ্যে পড়িয়াছে, পুনরায় ভরথাপুরের কয়েক মাইল দক্ষিণে ঐ দুইটী শাখা একত্র মিলিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে খেরি জেলা হইতে সুহেলী নামক নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। পরে প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া খেরি ও বরাইচের মধ্য দিয়া সরযুনদী কাটাই-ঘাটের নিকটে এবং ইহার অব্যবহিত দক্ষিণে বহ্‌রামঘাটের নিকট চৌকা ও দহাবাড় নদীদ্বয় মিলিয়া সঙ্গমস্থল হইতে জলরাশির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই স্থানের পর হইতেই নদী প্রকৃত ঘর্ঘরা নামে খ্যাত। ক্রমে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব গতিতে উত্তরে বরাইচ ও গোণ্ডা রাজ্য, দক্ষিণে বারাবাঙ্কী ও ফয়জাবাদ, এবং পশ্চিমে অযোধ্যাকে রাখিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যেখানে এই নদী উত্তরে বস্তি ও গোরক্ষপুর জেলা এবং দক্ষিণে আজমগড় রাখিয়াছে, সেইখানে ইহার বামকূলে রাপ্তী ও মুচোরা-নদী মিশিয়াছে। দরৌলীর নিকটে ইহা বঙ্গপ্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং ছাপরায় আসিয়া গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উভয় তটে অনেক নদীগর্ভ দেখা যায়, সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে ঐ সকল খাত দিয়া এই নদী প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে নদীর গতি বদলাইয়া ক্রমান্বয়ে মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঘর্ঘরা নদীতে ভয়ানক বন্যা হয়, তাহাতে গোণ্ডা জেলার খুরাশা নগর একেবারে ধৌত হইয়া যায়।

ঘর্ঘরিকা (স্ত্রী) ঘর্ঘরোঽস্ত্যস্যাঃ ঠন্ টাপ্। ১ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা। ২ নদীবিশেষ। ৩ বাদ্যভাণ্ড। ৪ ভাজাধান। ৫ বাদ্য-বিশেষ। (বিশ্ব)

ঘর্ঘরিত (ক্লী) ঘর্ঘরং করোতি ণিচ্ ভাবে ক্ত। শূকরজাতীয় ধ্বনিবিশেষ। "নিশম্যতে ঘর্ঘরিতং স্বখেদং ক্ষয়িষ্ণু মায়াময় শূকরস্য।" (ভাগবত ৩।১৩।১৫)

ঘর্ঘুর্ধ্বা (স্ত্রী) ঘৃ-বিচ্ ঘুর-ধ্বনৌ ক্বিপ্ তৌ হন্তি হন-ড নিপাতনে সাধু ততঃ টাপ্। কীটবিশেষ, ঘুর্ঘুর কীট, ঘুর্ঘুরে পোকা।

ঘর্ম্ম (পুং) ঘরতি অঙ্গাৎ ক্ষরতি ঘৃ-মক্। গুণশ্চ নিপাতনে সাধুঃ। (ঘর্ম্মঃ। উণ্ ১।১৪৮) ১ স্বেদ, অঙ্গনিষ্যন্দ, ঘাম। সাহিত্যদর্পণের মতে ইহা সাত্ত্বিকগুণের অন্তর্গত। রতি, গ্রীষ্ম ও শ্রম প্রভৃতি দ্বারা শরীরের জলোদ্গমের নাম স্বেদ। (সাহিত্যদ° ৩ পরি°) ঘরত্যঙ্গমনেন ঘৃ-করণে মক্। ২ আতপ। ৩ গ্রীষ্মকাল। ৪ আতপযুক্ত দিন। ৫ যজ্ঞ। (নিঘণ্টু)
"পিতৃভির্ঘর্ম্ম সদ্ভিঃ।" (ঋক্ ১০।১৫।৯) 'ধর্ম্মসদ্ভির্যাগসাদিভিঃ' (সায়ণ।) ৬ রস। "মধু নঃ সারঘস্য ঘর্ম্মং পাত বসবঃ।" (যজুঃ ৩৮।৬) 'ঘর্ম্মং রসং' (মহীধর।) ৭ দুগ্ধ।
(ত্রি) ৮ দীপ্তিযুক্ত।

ঘর্ম্মচর্চিকা (স্ত্রী) ঘর্ম্মকৃতা চর্চ্চিকা। ঘামাচী।
"স্বেদবাহিনী দুষ্যন্তি ক্রোধশোকশ্রমৈস্তথা।
ততঃ স্বেদঃ প্রবর্ত্তেত দৌর্গন্ধ্যং ঘর্ম্মচর্চ্চিকা।" (প্রয়োগামৃত)

ঘর্ম্মদীধিতি (পুং) ঘর্ম্মো দীধিতৌ যস্য বহুব্রী। সূর্য্য।
"যঃ স সোম ইব ঘর্ম্মদীধিতিঃ।" (রঘু)

ঘর্ম্মদুঘা (স্ত্রী) [বৈ] যে গাভীর দুগ্ধদোহন করা হইয়াছে।
"ঘর্ম্মদুঘায়া দোহনপ্রদেশে।" (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৫।৬।২ কর্ক)

ঘর্ম্মদুহ্ (স্ত্রী) ধর্ম্মং দুগ্ধং দোগ্ধি দুহ্-ক্বিপ্ ৬তৎ। যে গাভীর দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে।
"ঘর্ম্মধুগ্‌ধবালে চাদোহে চ।" (কাত্যায়ন শ্রৌ° ২৫।৬।২)

ঘর্ম্মপয়স্ (ক্লী) ঘাম, গরমজল।

ঘর্ম্মপাবন্ (পুং) ঘর্ম্মমুষ্মাণং পিবতি ঘর্ম্ম-পা-বন্লিপ্। উষ্মপা নামক পিতৃগণ।
"স্বাহা পিতৃভ্য উর্দ্ধ বর্হিভ্যো ঘর্ম্মপাবভ্যঃ।"
(বাজসনেয়° ৩৮।১৫)

ঘর্ম্মমাস (পুং) গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্গত বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠমাস।

ঘর্ম্মরশ্মি (পুং) ঘর্ম্মো রশ্মৌ যস্য বহুব্রী। সূর্য্য।

ঘর্ম্মবৎ (ত্রি) ঘর্ম্মঃ অস্ত্যস্য ঘর্ম্ম মতুপ্ মস্য বঃ। ঘর্ম্মযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত।

ঘর্ম্মসদ্ (পুং) ঘর্ম্মে যজ্ঞে সীদতি সদ-ক্বিপ্। পিতৃগণবিশেষ, অপর নাম যজ্ঞসাদী।
"পূর্ব্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্ম্মসদ্ভিঃ।" (ঋক্ ১০।১৫।৯)
'ঘর্ম্মসদ্ভিঃ যজ্ঞসাদিভিঃ।' (সায়ণ)

ঘর্ম্মস্তুভ্ (ত্রি) ঘর্ম্মং স্তভ্নাতি স্তভ্-ক্বিপ্। বায়ু। বায়ু বহিলে ঘর্ম্মনাশ হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।
"ঘর্ম্মস্তুভে দিব আপৃষ্ঠে যজ্বনে।" (ঋক্ ৫।৫৪।১) 'ঘর্ম্মস্তুভে নর্ম্মস্য স্তোভয়িত্রে' (সায়ণ)

ঘর্ম্মস্বরস্ (পুং) ঘর্ম্মা দীপ্তাঃ স্বরসো ধ্বনয়োযস্য বহুব্রী। দীপ্তধ্বনিযুক্ত।
"ঘর্ম্মস্বরসো নদ্যো অপ ব্রন্" (ঋক্ ৪।৫৫।৬) 'ঘর্ম্মস্বরসো দীপ্তধ্বনয়ঃ' (সায়ণ)

ঘর্ম্মস্বেদ (পুং) ঘর্ম্মোদীপ্তঃ স্বেদঃ কর্ম্মধা°। ১ দীপ্তগমন। ঘর্ম্মঃ ক্ষরন্ স্বেদঃ কর্ম্মধা°। ২ গলিত স্বেদজল। ঘর্ম্মে যজ্ঞে স্বেদো গতির্যস্য বহুব্রী। ৩ যজ্ঞে গন্তা, যে যজ্ঞে গমন করে।

"ব্রহ্মণস্পতি র্বৃষেভির্বরাহৈ র্ঘর্ম্মস্বেদেভির্দ্রবিণম্।" (ঋক্ ১০।৬৭।৭) 'ঘর্ম্মস্বেদিভি দীপ্তগমনৈর্ঘর্মাঙ্করছদকৈঃ অথবা ঘর্ম্মো যজ্ঞঃ তং প্রতিগন্তৃভিঃ।' (সায়ণ।)

ঘর্ম্মাংশু (পুং) ঘর্ম্মঃ অংশৌ যস্য বহুব্রী। সূর্য্য।

ঘর্ম্মাক্ত (ত্রি) ঘর্ম্মেণাক্তঃ ৩তৎ। ঘর্ম্মাম্বিত, যাহার ঘর্ম্ম হইয়াছে।

ঘর্ম্মাক্তকলেবর (ত্রি) ঘর্ম্মাক্তং কলেবরং যস্য বহুব্রী। যাহার শরীর ঘর্ম্মে আর্দ্র হইয়াছে।

ঘর্ম্মান্ত (পুং) ঘর্ম্মস্য উষ্মণোঽন্তোযত্র বহুব্রী। বর্ষাকাল।
"ঘর্ম্মান্তে তোয়দোর্ম্মিভিঃ" (হরিবংশ ১৭১ অঃ)

ঘর্ম্মান্তকামুকী (স্ত্রী) ঘর্ম্মান্তে বর্ষায় কামুকী ৭তৎ। বলাকা, বর্ষাকালে বলাকার কামস্পৃহা হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে। [বলাকা দেখ।]

ঘর্ম্মাম্বু (ক্লী) স্বেদজল, ঘাম।

ঘর্ম্মাম্ভস্ (ক্লী) স্বেদ জল, ঘাম।

ঘর্ম্মার্ত্ত (ত্রি) ঘর্ম্মেণার্ত্তঃ ৩তৎ। যাহার অত্যন্ত ঘাম হইতেছে।

ঘর্ম্মার্ত্তকলেবর (ত্রি) ঘর্ম্মার্ত্তং কলেবরং যস্য বহুব্রী। [ঘর্ম্মাক্তকলেবর দেখ।]

ঘর্ম্মিন্ (ত্রি) ঘর্ম্মেণ চরতি ঘর্ম্ম-বাহুলকাৎ ইনি। ১ যাহারা ঘর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।
"অধ্বর্যবো ধর্ম্মিণঃ সিষ্কিদানাঃ।" (ঋক্ ৮।১০৪।৮ 'ঘর্ম্মিণো 'ঘর্ম্মেণ প্রবর্গেণ চরন্তঃ।' (সায়ণ।)
ঘর্ম্মোঽস্ত্যস্য ঘর্ম্ম ইনি। ২ ঘর্ম্মযুক্ত।

ঘর্ম্মোদক (ক্লী) স্বেদ জল।

ঘর্ম্ম্য (ত্রি) ঘর্ম্মস্যেদং ঘর্ম্ম-যৎ। ঘর্ম্ম সম্বন্ধীয়। "উপযমন্যা-মাসিঞ্চতি ঘর্ম্ম্যম্" (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৭।৬।১৭) 'ঘর্ম্ম্যং ঘর্ম্ম সম্বন্ধি' ভাষ্য।

ঘর্ম্ম্যেষ্ঠ [হর্ম্ম্যেষ্ঠ দেখ।]

ঘর্ষ (পুং) ঘৃষ্ ঘঞ্। ঘর্ষণ, ঘষা।
"শঙ্খো বারিণো বারিঘর্ষজঃ।" (রামা° ২।৫৪।৬)

ঘর্ষক (ত্রি) ঘৃষ-ণ্বুল্। যে ঘর্ষণ করে।

ঘর্ষকপদী, (Rasores) যে পাখীরা নখদ্বারা ভূমিবিদারণ করে। কুক্কুট, ময়ুর ও মোনাল প্রভৃতি।

ঘর্ষণ (ক্লী) ঘৃষ ভাবে ল্যুট্। ১ ঘষা, মাজা। ২ কোন সারি-কায় তার চাপিয়া আঘাতানন্তর সেই আঘাতের অনুকরণ থাকিতে থাকিতে বাম হস্তের অঙ্গুলীর ঘর্ষণযোগে এক বা ততোধিক সুরে ক্রমান্বয়ে যাওয়ার নাম ঘর্ষণ বা আশ।

ঘর্ষণাল (পুং) ঘর্ষণায়ালতি পর্য্যাপ্নোতি অল-অচ্। শিলা-পুত্র, নোড়া। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘর্ষণী (স্ত্রী) ঘৃষ্যতেঽসৌ ঘৃষ-কর্ম্মণি-ল্যুট্-ঙীপ্। হরিদ্রা। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘর্ষণীয় (ত্রি) ঘৃষ-অনীয়র্। যাহা ঘর্ষণ করা হইবে।

ঘর্ষিত (ত্রি) ঘৃষ-ক্ত। যাহা ঘর্ষণ করা হইয়াছে।

ঘর্ষিন্ (ত্রি) ঘৃষ-ণিনি। যে ঘর্ষণ করে।

ঘল্ল (ক্লী) [ঘোল দেখ।]

ঘষা (ঘর্ষ শব্দজ) ঘর্ষণ।

ঘষাচুল (দেশজ) যে চুল ঘষা হইয়াছে।

ঘষি (দেশজ) শুষ্ক গোময়চূর্ণ, কোন কোন স্থানে ঘুটিয়াকে চলিত কথায় ঘষি বলে।

ঘসি (পুং) ঘস্-ভাবে ইন। ভক্ষণ।
"ঘসিনা মে মাসং পৃক্থা' (বাজসনেয়)

ঘস্মর (ত্রি) ঘস-ক্মরচ্ (সৃঘস্যদঃ ক্মরচ্। পা ৩।২।১৬০) ১ ভক্ষণশীল।
"ঘস্মরা নষ্টশৌচাশ্চ ঘস্মর ইত্যনুশুশ্রুমঃ।" (ভারত ৮।৪০ অঃ)
২ কালঞ্জরগিরিস্থিত সপ্ত মৃগের অন্যতম। সর্পের শাপে মৃগযোনিপ্রাপ্ত কৌশিক পুত্র। [সপ্তব্যাধ দেখ।]

ঘস্র (পুং) ঘসত্যন্ধকারং ঘস্ রক্। ১ দিন। (অমর) (ত্রি) ২ হিংস্র। (মেদিনী) (ক্লী) ৩ কুঙ্কুম। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘা (স্ত্রী) হন-ড হস্য ঘত্বং বাহুলকাৎ টাপ্ চ। ১ কাঞ্চী। ২ ঘাত। (মেদিনী) (ঘাতশব্দজ) ৩ আঘাত।
"প্রণতি করিয়া ভূপে শিরে হানে ঘা।
অভিমানে দুঃখে কাঁদে মুখে নাই রা।" (ধর্ম্মম° ২।১১২)
৪ ক্ষত চিহ্ন।

ঘাইট (দেশজ) অপরাধ, দোষ, অন্যায়।

ঘাইটবাড়ী (দেশজ) কমবেশ।

ঘাইল (দেশজ) আহত, ক্ষত বিক্ষত।

ঘাঁটন (দেশজ) ১ আলোড়ন। ২ মিশ্রীকরণ। ৩ চটকান।

ঘাঁটা (দেশজ) ১ [ঘাঁটন দেখ।] ২ ঘাড়।

ঘাঁটি (ঘট্টশব্দজ) চৌকিদারের নির্জনে বসতিস্থান, থানা।

ঘাঁটু (ঘণ্টা শব্দজ) দেবতাবিশেষ, প্রকৃত নাম ঘণ্টাকর্ণ।

ঘাঁটুভাঙ্গাসংক্রান্তি, ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি। এই দিন খোস পাঁচড়া নিবারণের জন্য এদেশীয় অনেকে ঘণ্টাকর্ণের পূজা দিয়া থাকে। কোন সাধারণ পথে একটী কালহাঁড়ির তলে গোবর মাখাইয়া সেই হাঁড়ির মধ্যে ভাত, কড়ি ও ভাটফুল রাখিতে হয়। পূজার পর হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলে। ঘণ্টাকর্ণের পূজা উপলক্ষে হাঁড়ি ভাঙ্গিতে হয় বলিয়া ইহার নাম ঘাঁটুভাঙ্গা বা ঘেঁটুভাঙ্গাসংক্রান্তি।
[ঘণ্টাকর্ণ দেখ।]

ঘাগর, নদীবিশেষ, বাঙ্গালার অন্তর্গত বাকরগঞ্জ জেলায় কোটালীপাড়ের জলা হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ-মুখে গঙ্গার একটী প্রশাখা মধুমতী নদীর সহিত মিশিয়াছে। ঘাগর নদীর দক্ষিণভাগকে শিলদাহ নদী বলে।

ঘাগরা, পরিধের বস্ত্রবিশেষ, কটিদেশে পরিধের এক রকম পোষাক। স্থানবিশেষে ঘাঘরাও বলিয়া থাকে।

ঘাগী (দেশজ) ১ ভুক্তভোগী। ২ পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হইয়া যে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ৩ দুষ্ট চতুর।

"কোটাল কহিছে রাগি, কি বলেরে বুড়ামাগী,
ঘরে পোষে চোর, আরো কহে জোর,
এ বড় কুটিনী ঘাগী।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঘাগ্‌গার, নদীবিশেষ, পঞ্জাব ও রাজপুতানার মধ্যে এই নদী প্রবাহিত। এক সময় এই নদী সিন্ধুনদের একটী বিখ্যাত উপনদী ছিল, কিন্তু আজকাল ইহা একটী সামান্য স্রোতস্বতী মাত্র। ইহার আর এখন বহতাও নাই, ভাট্‌নের নামক স্থানের মরুভূমিতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হিমালয় প্রদেশে নাহন বা সির্ম্মূর নামক দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ইহার উৎপত্তি। মণিমাজরা নামক নগরের নিকট ইহা পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া সমতলে পড়িয়াছে। সেখান হইতে অম্বালা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অম্বালায় এই নদী অতি অপ্রশস্ত। তৎপরে পাতিয়ালা রাজ্যের মধ্য দিয়া ইংরাজ রাজ্যের সীমার নিকট দিয়া বহিয়া অম্বালা সহরের ৩ মাইল পশ্চিমে আসিয়াছে, তৎপরে হিসার জেলার অকালগড় সহরের নিকট দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সিরসার মধ্য দিয়া রাজপুতানায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। একটী শাখা হিসারের শস্যক্ষেত্রে জলসেচনার্থ নীত হইয়াছে। ভাট্‌নের দুর্গের সম্মুখে এই নদী আছে, কিন্তু তাহার পর বহাবলপুর রাজ্যের মধ্যে মীরগড় নামক স্থান পর্য্যন্ত ইহার শুষ্ক খাত লক্ষিত হয়। পুরাবিদ্‌গণ এই নদীর দক্ষিণাংশকে বেদোক্ত প্রাচীন সরস্বতী নদী বলিয়া অনুমান করেন। পাতিয়ালার মধ্যে সরস্বতী নামে এখনও ইহার একটী ক্ষুদ্র উপনদী আছে। যে সকল স্থানের মধ্য দিয়া এখন এই নদী প্রবাহিত সেই সকল দেশের জলসেচন এই নদী হইতেই হয় বলিয়া ইহাতে অনেক রকম বাঁধ দেওয়া আছে। এই বাঁধের জন্য আরও নদীর খাত দিন দিন ভরিয়া আসিতেছে ও জলপ্রবাহ কমিতেছে। সিরসায় যে শাখা নষ্ট হইয়াছে, তাহার মুখে তিনটী বৃহৎ ঝিল বিল বা জলা হইয়া আছে, জলসেচনার্থ এই ঝিলে কতক পারস্য যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহার জল একান্ত অব্যবহার্য্য, ইহা পান করিলেই জ্বর, প্লীহা, বৃদ্ধি ও গলগণ্ড জন্মে। ইহার তীরবর্ত্তী গ্রামাদির মৃত্যুবিবরণী দেখিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহার জল যে পরিবার ব্যবহার করে, সেই পরিবারে ঐ সকল রোগ এত বদ্ধমূল হয় যে প্রায় চারি পুরুষেই সেই পরিবার নির্ম্মূল হয়। এই জন্য ইহার তীরস্থ গ্রামাদিতে লোক প্রায়ই রুগ্ন, আর সংখ্যাও বড় অল্প। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ইহার দক্ষিণাংশে জল থাকে না। সুবৃষ্টি হইলে ইহার তীরে বেশ গম ও ধান্য হয়।

ঘাঘর (দেশজ) ঘর্ঘর ধ্বনি।

ঘাঘরনাদিনী (স্ত্রী) যে স্ত্রী ঘর্ঘর শব্দ করে।

"চারিমুখে ব্রহ্মাণী পূরেণ শঙ্খধ্বনি।
বারাহী খেটকধরা ঘাঘরনাদিনী।" (কবিকঙ্কণ)

ঘাঘরা, [ঘাগরা দেখ।]

ঘাট (পুং) ঘট চুরাদি অচ্‌। ১ গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ, ঘাড়। (শব্দরত্না°) ঘাটা অস্ত্যস্তি-ঘাটা-অচ্ (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।২৭) ২ ঘাটাযুক্ত, যাহার ঘাটা আছে।

৩ নদ্যাদিতে নামিবার জন্য ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীকে ঘাট বলে। নদীতীরে যেখানে লোকে প্রত্যহ স্নানাদি করে, নৌকাযাত্রীরা আরোহণ করে বা মালামাল আমদানী রপ্তানী হয় সেই স্থানকেও ঘাট বলে। নদীর একস্থানে পারাপার করিবার জন্য একখানি নৌকা উপস্থিত থাকে, সেই স্থানকে 'খেয়া ঘাট' বলে।

৪ 'গিরিবর্ত্মকে' সাধারণতঃ 'ঘাট' বলে।

৫ দুইখানি তক্তার জোড় মিলাইবার জন্য ছুতারেরা যে 'রিভেট' বা 'রাবিট' কাটিয়া লয় তাহাকেও "ঘাট" কাটা বলে। কব্জা, কল, পতর, টানা-ছিট্‌কিনী ইত্যাদি বসাইবার জন্য কাঠের গায়ে ঐ সকল দ্রব্য যতটা পুরু থাকে, ততটা গভীর করিয়া, ঐ সকল দ্রব্যের মাপ মত যে গহ্বর করিয়া লয়, তাহাকেও 'ঘাট' বলে। কেহ কেহ বা 'ভ' কাটাও বলে।

৬ বাঙ্গালাদেশে সামান্য কথোপকথনের মধ্যে অপরাধ-স্বীকার করাকে ঘাট বলে। "যেমন আমার ঘাট হয়েছে ভাই।" এই ঘাট শব্দ 'ঘাটি' (অর্থাৎ হীনতা) শব্দজ।

৭ ভারতবর্ষের দক্ষিণে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দুইটী পর্ব্বতমালাকে ঘাটপর্ব্বত বলে। পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতমালার নাম পূর্ব্ব-ঘাট ও পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতমালার নাম পশ্চিম ঘাট। পূর্ব্বঘাট করমণ্ডল বা পূর্ব্বোপকূল হইতে অনেকদূরে অবস্থিত, কিন্তু পশ্চিমঘাট মলবার বা পশ্চিমোপকূল হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে, তবে একবারে কূলে স্থাপিত নহে বটে। সমুদ্রতীর ও পশ্চিম-

ঘাটের মধ্যে নাতি বিস্তৃত কতকটা উর্ব্বরা জনপদাদি বিশিষ্ট স্থান আছে। পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ হইতে পশ্চিমে এই স্থানে আসিবার জন্য ইহাতে অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম আছে। এই সকল পথের জন্যই ইহাদের নাম ঘাট হইয়া থাকিবে অথবা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি হইতে সমুদ্রকূলে অবতরণের জন্য এই পর্ব্বতগুলিই সোপান স্বরূপ বলিয়া 'ঘাট' নাম হইয়াছে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত কুমারিকার নিকট পরস্পর মালাকারে মিলিত হইয়াছে। পর্ব্বতমালার সর্ব্ব দক্ষিণাংশকে নীলগিরি বলে। এই নীলগিরি পর্ব্বতেই মান্দ্রাজনগরী অবস্থিত। এই সকল পর্ব্বতমালার মধ্যে উতকামন্দশিখর ৭০০০ ফিট উচ্চ, এই পর্ব্বতে মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট গ্রীষ্মবাস আছে, ইহার সর্ব্বোচ্চশিখর দোদাবেত্তা ৮৭৬০ ফিট উচ্চ, ইহা মহিসুরের দক্ষিণে অবস্থিত, পশ্চিমঘাটের পর্ব্বতগুলিতে যত নদী জন্মিয়াছে, তাহার সকলগুলিই পূর্ব্বাভিমুখে সমস্ত মালভূমি বাহিয়া পূর্ব্বঘাটের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। এইরূপে কৃষ্ণা, কাবেরী ও গোদাবরী নামক বিখ্যাত নদী তিনটী পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত মালভূমি বহিয়া অন্যান্যশাখা প্রশাখা লইয়া পূর্ব্বঘাট ভেদ করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

এই পর্ব্বতমালা দুইটীতে দাক্ষিণাত্যের নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা উপকূল হইতে অনেকটা দূরে বলিয়া পর্ব্বতের উভয়পার্শ্বে যাতায়াতের কোন বিশেষ বাধা হয় না; কিন্তু পশ্চিমঘাটের পশ্চিমপার্শ্বস্থ অপ্রশস্ত ভূখণ্ডে সে সুবিধা নাই। পূর্ব্বভাগে অপেক্ষাকৃত বৃষ্টি কম হয়, সুতরাং জমী কিছু শুষ্ক। বড় বড় নদীর অববাহিকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যেরূপ সাময়িক বর্ষণ হয়, তাহাতেই শস্যাদি জন্মে। সে বৃষ্টিও বৎসরে মোটের উপর ৪০ ইঞ্চির বেশী হয় না। জমীর অবস্থা তত ভাল নহে। জমী সাধারণতঃ উচ্চ। পর্ব্বতের উপরেও জঙ্গল বড় বেশী নাই। সরকারী বনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সকল বনে জ্বালানি কাষ্ঠরক্ষার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। পশ্চিমাংশে নদীতে তত উপকার হয় না, কিন্তু দক্ষিণপশ্চিম মৌসুম বায়ুর সঙ্গে এত মেঘ আসে ও বৃষ্টি হয় যে তাহাতে সমস্তদেশ ও পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত বৃক্ষলতা শস্যাদিতে ভরিয়া যায়। সমুদ্রোপকূলে খান্দেশ হইতে মলবারের মধ্যে সর্ব্বত্র বৎসরে প্রায় ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। পাহাড়ের উপর অনেক স্থানে প্রতিবৎসর ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে। পশ্চিমভাগে স্বভাবতঃ যেরূপ প্রাকৃতিক শোভা বর্ত্তমান, ভারতের আর কোথাও তেমন নাই। কনাড়া, মলবার, মহিসুর ও কুর্গের বনবিভাগে যথেষ্ট মূল্যবান্ সামগ্রী পাওয়া যায়। পর্ব্বতের উভয়পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ চিরশ্যাম ঘন বৃক্ষের বন, ইহার মধ্যস্থ 'পুন' নামক বৃক্ষের আদর যথেষ্ট, ইহা উচ্চতায় সামান্যতঃ ১০০ ফিট হইয়া থাকে। এই ১০০ ফিট উচ্চবৃক্ষে শাখা প্রশাখা হয় না, অতি সরলভাবে উর্দ্ধে বাড়িতে থাকে, এই জন্য এই বৃক্ষে জাহাজের মাস্তুল, কড়ি, পালের পাড় ইত্যাদি ভালরূপ হয় বলিয়া ইহা অতি যত্নে রক্ষিত হয়। অন্যান্য বৃহৎ বৃক্ষের মধ্যে কাঁটাল, নাগকেশর, মেহগনি, আবলুশ ও চাঁপাই প্রধান। এই সকলের মধ্যে মধ্যে আবার দারুচিনি এবং পিপুলগাছ যথেষ্ট, এই দুই দ্রব্যের ব্যবসায় খুব প্রবল।

মহিসুরের মধ্যে শ্বেতশাল বা বোম্বাই শিসু সেগুন, চন্দন ও বাঁশ প্রধান। কুর্গের বনবিভাগের শোভার ন্যায় ভারতের বনসৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। এই সকল পর্ব্বতে সকলপ্রকার বন্যপশু আছে, তবে বৃহৎ বন্য মেষ, হস্তী, ব্যাঘ্র ও শাম্বর হরিণই বেশী এবং বিখ্যাত।

পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় আরম্ভ হইয়া কটক ও পুরীর মধ্য দিয়া গঞ্জাম, বিশাখপত্তন, গোদাবরী, নেল্লুর, চেঙ্গলপুট, দক্ষিণ আর্কট, ত্রিচীনপল্লী ও তেনিবল্লী জেলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহা উপকূল হইতে কোথাও ৫০ কোথাও ১৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কেবল গঞ্জাম ও বিশাখপত্তন জেলায় ইহা একবারে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। গড়ে ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫০০ ফিট। প্রস্তরের স্তরভেদে গ্রেণাইট, গ্নেইস্, মাইকা স্লেট, কর্দ্দমযুক্ত স্লেট, হরণ্‌ব্লেণ্ড ও চূনাপাথর আছে। উপরিভাগে পেন্নার পর্য্যন্ত গ্রেণাইটময় ও পেন্নার নিকটবর্ত্তী স্থানে মুগনিপাথরময়, কৃষ্ণা হইতে উত্তরদিকে গ্রেণাইট ও হরিতাভ প্রস্তরময়, পঞ্জাবের নিকট গ্রেণাইট, গ্নিইস্ ও মুগনিপাথর মিশ্রিত।

পশ্চিম ঘাট তাপ্তীর ক্রোড়ে আরম্ভ হইয়া খান্দেশ, নাসিক, ঠাণা, সাতারা, রত্নগিরি, কনাড়া, মলবার, কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাপ্তী হইতে পালঘাট গিরিপথ পর্য্যন্ত ইহার দীর্ঘতা ৮০০ মাইল, ইহার পর কুমারিকা পর্য্যন্ত ২০০ মাইল, ইহার পশ্চিমে তীরভূমি প্রায় সমতল ও নিম্ন, পশ্চিমভাগে ইহার উচ্চতা ২০০০ ফিট পর্য্যন্ত, পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ নাবাল, উত্তরাংশে মহাবলেশ্বর (৪৭০০ ফিট), পুরন্দর (৪৪৭২ ফিট) সিংহগড় (৪১৬২ ফিট) প্রভৃতি শিখর প্রধান। মহাবলেশ্বরের শিখরের দক্ষিণাংশে পর্ব্বতপৃষ্ঠের উচ্চতা একেবারে ১০০০ ফিট নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরে দক্ষিণে আবার ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া কুর্গের মধ্যে

সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতা লাভ করিয়া ৫৫০০ ফিট হইতে ৭০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। পশ্চিম ঘাটের প্রস্তরের গঠন বড় আধুনিক বলিয়া ভূতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন। অনেকানেক স্তর আগ্নেয় উৎপাতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের উপর গিরিদুর্গ আছে। দক্ষিণাংশের পর্ব্বতপৃষ্ঠ প্রায়ই মুগ্‌নিপাথরময়। [যে সকল জেলায় এই দুই পর্ব্বতমালা অবস্থিত তত্তৎ জেলার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ঘাটকর্করী (স্ত্রী) একপ্রকার বীণা।

ঘাটকূল, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার ভূপরিমাণ ৩৬৮ বর্গমাইল। ৮১ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বাংশ বেণগঙ্গার ধার ভিন্ন অপর সকল স্থান পার্ব্বতীয় ও বন জঙ্গলময়। এখানে তেলিঙ্গদিগের বাস। কিছুদিন পূর্ব্বে ডাকাতের উপদ্রবে এখানকার গ্রামগুলি এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

ঘাটপ্রভা, কর্ণাটকপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। বেলগাম্ নগরের ২৫ মাইল দূরে সহ্যাদ্রি হইতে নির্গত হইয়া বেলগাম্ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্যদিয়া প্রায় ১৪০ মাইল আসিয়া বাঘলকোটে প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে পূর্ব্বে প্রায় ২৯ মাইল গিয়া বাঘলকোট নগরের নীচে উত্তরমুখী হইয়াছে। বাঘলকোট ও যের্কলের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় দুইসার গরিমালা ভেদ করিয়া চিমলগি গ্রামের উত্তরপূর্ব্বে কৃষ্ণানদীতে মিলিত হইয়াছে। ইহার মোহানা প্রায় শত গজ বিস্তৃত হইবে, বর্ষাকালে আবার ইহার দ্বিগুণ হয়।

ঘাটম্পুর, ১ কাণপুর জেলার একটী দক্ষিণ তহশীল, যমুনাতীরে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৩৫ বর্গমাইল্।

২ অযোধ্যা দেশের উনও জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ২৫½ বর্গমাইল। এই পরগণায় জমিদারী, পট্টিদারী ও তালুকদারী এই তিন প্রকার বন্দোবস্ত আছে। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে বাইস-ক্ষত্রিয়ই অধিক।

ঘাটম্পুর কলান্, উনও জেলার একটী নগর। উনওনগর হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৪৬´ পূঃ। এখানকার সোণার ও ছুতারের কার্য্য অতি চমৎকার। বহুকাল হইল একজন তিবারী ব্রাহ্মণ এই নগর পত্তন করেন, তাঁহার বংশধরেরা এখনও এখানে বাস করিতেছেন।

ঘাটমারনিয়া (দেশজ) যাহারা ঘাট মাসুল না দিয়া বেআইনী করিয়া দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করে।

ঘাটমারা (দেশজ) ১ ঘাট মাসুল না দিয়া গুপ্ত ভাবে পারাপার করা। ২ ঘাটমারনিয়া।

ঘাটবাল, ১ বেহারের মাল্লাদিগের উপাধি, ঘাট ও পারাপারের নৌকা ইহাদের কর্ত্তৃত্বে থাকে।

২ ছোট নাগপুর ও পশ্চিম বঙ্গে যাহারা গ্রামস্থ পুলিসে কর্ম্ম করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে ও তজ্জন্য কোন কোন গিরিপথ রক্ষা বা ভূভাগের জমি জমা ভোগ করে, তাহাকে ঘাটবাল বলে। ছোটনাগপুরে ঘাটবালেরা অনেকেই ভূমিজ, খর্ব্বার, বাউরি ইত্যাদি জাতি। [ঘাটোয়ালী দেখ।]

ঘাটরী (স্ত্রী) ঘাটকর্করী।

ঘাটা (স্ত্রী) ঘট-চুরাদি° অঙ্-টাপ্। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ, ঘাড়। পর্য্যায়—অবটু, কৃকাটিকা, শিরঃপশ্চাৎসন্ধি, ঘাট, কুকাটী, ঘাটিকা। "দোষাস্তু দুষ্টাস্ত্র এবমঙ্গাৎ সংপীড্য ঘাটাং সুরুজাং সুতীব্রাম্।" (সুশ্রুত, উত্তরত° ২৫ অঃ)

ঘাটাল (পুং) ঘাটা সিধ্মাদি° অস্ত্যর্থে লচ্। সুশ্রুতোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রধিরোগের লক্ষণবিশেষ।

"নানারূপ রুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্।"

(সুশ্রুত° নিদান° ৯ অঃ)

২ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখন হুগলী জেলার অধীন। শিলাইনদী যেখানে রূপনারায়ণে পড়িয়াছে, সেইখানে এই নগর অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪০´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৭° ৪৫´ ৫০´´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। চাউল, চিনি, তুলা, রেশম ও কাপড় ব্যবসার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

ঘাটিকা (স্ত্রী) ঘাটা-স্বার্থে কন্-টাপ্। ঘাটা, ঘাড়। (শব্দরত্না°)

ঘাটী (দেশজ) ঘাইট, অপরাধ।

ঘাটোয়াল (দেশজ) যে ঘাটোয়ালী জমি ভোগ করে।

ঘাটোয়ালী, ঘাটওয়াল বা ঘাটরক্ষা প্রভৃতি পুলিশের কার্য্য কিয়দংশ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অল্প খাজনায় যে ভূমি দখল করে, উহাকে ঘাটোয়ালী কহে। [ঘাটবাল দেখ।]

ঘাড় (ঘাট শব্দজ) গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ।

ঘাড়্সে (ঘড়্সে) দাক্ষিণাত্যের নিম্নশ্রেণীর গায়ক সম্প্রদায়। ইহাদিগকে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা মরাঠী চাষীদিগের ন্যায়। ইহারা ভাট ও বহুরূপীর কার্য্য করে। কখন বা গোঁসাই ও বৈরাগীদিগের মত অর্দ্ধ উলঙ্গবেশে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। আবার কোন ধনবান্ লোকের আগমন সংবাদ পাইলে মাথায় জরির পাড় দেওয়া পাগ্‌ড়ি আঁটিয়া সাজগোজ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা বড়লোক পাইলে তাহার নিকট পয়সা বা সিকি দুআনী লয় না, নূতন পাগ্‌ড়ি বা একজোড়া শাল আদায় করে। ইহারা বলে, রামসীতার যখন বিবাহ

হয়, তখন কোন গায়ক ছিল না, তাই রামচন্দ্র চন্দনকাষ্ঠে তিনটী গায়কমূর্ত্তি গড়িয়া তাহাদের জীবনদান করেন, তাহাদের একজনকে শম্বাল, অপর দুইজনকে সুর ও সানাই বাজাইতে দেন। এই তিনজনই প্রথম ঘড়্‌সে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে লঙ্কেশ্বর রাবণ ঘড়্‌সেদিগকে বসমন্তাক্ষিণাত্য দান করেন।

ইহাদের মধ্যে ভোস্‌লে, জাধব, জগতাপ, মোরে, পোবার, সালুঙ্কে ও সিন্দে এই কয়টী উপাধি দৃষ্ট হয়। পরস্পর এক পদবী হইলে বিবাহ হয় না। ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্মাদি অনেকটা কুণ্‌বী-জাতির মত।

ঘাণ্টিক (পুং) ঘণ্টয়া চরতি ঘণ্টা-ঠক্। ১ নৃপস্তিগণের নিদ্রাভঙ্গ সময়ে যে স্তুতিপাঠক ঘণ্টাবাদ্য করে।

"রাজ্ঞাং প্রবোধসময়ে ঘণ্টাশিল্পাস্তু ঘাণ্টিকাঃ।" (বৈয়াকরণ)

পর্য্যায়—ঘাটিক, চাক্রিক। (ত্রি) ২ ঘণ্টাবাদক, যে ঘণ্টা বাজায়। ঘণ্টা তদাকারং পুষ্পং অস্ত্যস্য ঠন্। ৩ ধুস্তুর।

"উপতাপং যান্তি চ ঘাণ্টিকা বিচ্ছেদশ্চ মিত্রাণাম্।"
(বৃহৎস° ১০ অঃ)

(পুং) ৪ শপথপূর্ব্বক বিচারকর্ত্তা। (প্রায়শ্চিত্তবি°) ঘাণ্টিক ব্রাহ্মণ দৈব ও পৈত্রকার্য্যের অযোগ্য। ইহাদের অন্ন খাইতে নাই।

"পাপ্যা তথান্নং শৌণ্ডস্য ঘাণ্টিকস্য তথৈবচ।
ইতরে যে ত্বভোজ্যান্না স্তেষামন্নং বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (যম°)

ঘাত (পুং) হন্-ঘঞ্। ১ প্রহার।

"মুষ্টিভিঃ পার্ষ্ণিঘাতৈশ্চ বাহুঘাতৈশ্চ শোভনে।
ঘোরৈর্জানুপ্রহারৈশ্চ নয়নাঞ্জনপীড়নৈঃ।" (রামা° ৬।৯৮।২৪)

২ কাণ্ড। ৩ মারণ। ৪ পূরণ, গুণন।

"সমত্রিঘাতশ্চ ঘনঃপ্রদিষ্টঃ।" (লীলাবতী) হন্তি অনেন হন্-করণে ঘঞ্। ৫ বাণ। (মেদিনী) ৬ চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় পরের ঘুটী প্রভৃতি কোন একটী বল অপসারিত করিয়া সেই স্থান আক্রমণ করার নাম ঘাত। [চতুরঙ্গ দেখ।] ৭ লুণ্ঠন।

"গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথিমোষাভিদর্শনে।" (মনু ৯।২৭৪)

৮ উৎখাত, হানি।

"মাসানষ্টৌতু মহিষী শস্যঘাতস্য কারিণী।"(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৬২)

৯ জন্মতারা অপেক্ষা সপ্তম, ষোড়শ ও পঞ্চবিংশতি তারা, ইহাতে কোন শুভকার্য্য করিতে নাই। [তারাশুদ্ধি দেখ।]

ঘাতক (ত্রি) হন্-ণ্বুল্। ১ হন্তা, যে হনন করে। মনুর মতে অনুমন্তা, বিশসিতা, নিহন্তা, ক্রয়বিক্রয়ী, সংস্কর্ত্তা, উপহর্ত্তা ও খাদক ইহাদের সকলকেই ঘাতক বলে। যে ক্রিয়ায় প্রাণবিয়োগ হয় তাহার নাম হিংসা। যাহার ব্যাপার বা ক্রিয়ায় প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে, তাহার নাম ঘাতক। মিতাক্ষরার মতে যে ব্যক্তির ক্রিয়া বা ব্যাপার প্রাণবিয়োগের সাক্ষাৎ কারণ, তাহাকে হন্তা বা নিহন্তা বলে। যিনি পলায়মান শত্রুকে ধরিয়া দেন ও হন্তার বিশেষ সাহায্য করেন তাহাকে অনুগ্রাহক ঘাতক বলে। হিংসা করিতে উদ্যত ব্যক্তিকে যে নিযুক্ত করে তাহাকে প্রযোজক ঘাতক বলে। প্রযোজক তিনপ্রকার—আজ্ঞাপয়িতা, অভ্যর্থয়মান ও উপদেষ্টা। [প্রযোজক দেখ।] হিংসা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ২ তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রের শুভাশুভজ্ঞাপক রাশিচক্রের কোষ্ঠবিশেষে অবস্থিত সাধ্য রাশি। [চক্র দেখ।]

ঘাতকর (ত্রি) ঘাতং করোতি ঘাত-কৃ-অচ্। আঘাতকারী।

ঘাতকী (স্ত্রী) পুষ্করদ্বীপের অন্তর্গত একটী গিরি। (লিঙ্গ৫৩।২৬)

ঘাতন (ক্লী) হন্-স্বার্থে-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ মারণ, হিংসা, বধ। ২ যজ্ঞার্থে পশুহিংসা।

"পশুবদ্ ঘাতনং বামে দহনং বা কটাগ্নিনা।" (ভারত ২।৪৪।৪০)

(ত্রি) ঘাতয়তি হন্-ণিচ্-কর্ত্তরি ল্যুট্। ৩ মারক, হিংসাকারক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

"ঘাতনীভিশ্চ গুর্ব্বীভিঃ শতঘ্নীভিস্তথৈবচ।" (হরিবংশ)

ঘাতবার (পুং) ঘাতোঅমঙ্গলজনকোবারঃ কর্ম্মধা°। অমঙ্গলজনক বারবিশেষ। ইহা সকলের পক্ষে সমান নহে, জন্মরাশি অনুসারে ইহার ভেদ হয়। শব্দার্থচিন্তামণির মতে মকররাশিতে জন্ম হইলে মঙ্গলবার, বৃষ, সিংহ ও কন্যা রাশিতে জন্মিলে শনিবার, মিথুনে জন্ম হইলে সোমবার, মেষ রাশিতে জন্মিলে রবিবার, কর্কটে জন্মিলে বুধ; ধনু, বৃশ্চিক ও মীন রাশিতে জন্মিলে শুক্র এবং কুম্ভ ও তুলা রাশিতে জন্ম হইলে বৃহস্পতিবার ঘাতবার হইয়া থাকে। ঘাতবার কোন কার্য্যে প্রশস্ত নহে (১)।

ঘাতব্য (ত্রি) হন্-ণিচ্ কর্ম্মণি তব্য। যাহার হিংসা করা হইবে, হিংসার যোগ্য।

ঘাতস্থান (ক্লী) ঘাতস্য স্থানং ৬তৎ। শ্মশান। (শব্দার্থচি°)

ঘাতি (পুং) হন্-ইণ্। ১ পক্ষিবন্ধন। ২ প্রহার। (সঙ্ক্ষিপ্তসার)

ঘাতিন্ (ত্রি) হন্-তাচ্ছীল্যার্থে ণিনি। হিংসুক।

ঘাতিপক্ষিন্ (পুং স্ত্রী) ঘাতী চাসৌ পক্ষীচেতি কর্ম্মধা°। শ্যেনপক্ষী। (হারাবলী) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

(১) "নক্রে ভৌমো গোহরিস্ত্রীযুমন্দশ্চন্দ্রোযুগ্মেঽর্কোঽজকেঽজ্ঞশ্চ কর্কে।
শুক্রঃ কোদণ্ডালিমীনেষু কুম্ভে যূকে জীবো ঘাতকাবারা ন শস্তাঃ।"
(শব্দার্থচি°)

ঘাতুক (ত্রি) হন্ উকঞ্ (পা ৩।২।১৫৪) ১ হিংস্র। ২ ক্রূর। (অমর) "ততঃ কিশোরা ম্রিয়ন্তে বৎসাংশ্চ ঘাতুকোবৃকঃ।" (অথর্ব্ব ১২।৪।৭)

ঘাত্য (ত্রি) হন্-ণ্যৎ। ১ হননের যোগ্য, বধার্হ। ২ বধ্য। ৩ গুণনীয়, যাহার গুণ করা হইবে।

ঘান, বেরারের বুলদানা জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। অক্ষা° ২০° ২৬´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২৩´ ৩০´´ পূঃ। পেণগঙ্গার অধিত্যকা হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ণা নদীতে মিলিত হইয়াছে।

ঘানসোর, মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২২° ২১´ উঃ, দ্রাঘি ৭৯° ৫০´ পূঃ। সিওনি নগর হইতে ৩২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে অতি চমৎকার বালু পাথরের উপর নির্ম্মিত ৪০।৫০টী ভগ্ন বিষ্ণুমন্দির আছে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য অতি প্রশংসনীয়। এখানে একটী ফাঁড়ি আছে।

ঘানি (দেশজ) তৈল প্রস্তুত করিবার কাষ্ঠময় যন্ত্র।

ঘানিগাছ (দেশজ) যে মোটা কাঠখানির উপরে ঘানি ঘুরাণ হয়।

ঘাম (ঘর্ম্ম শব্দজ) ঘর্ম্ম, স্বেদজল।

ঘামাচি (ঘর্ম্মচর্চ্চিকা শব্দজ) ঘর্ম্ম জন্য ব্রণ।

ঘামান (দেশজ) ঘর্ম্মযুক্ত হওয়া।

ঘামুখ, ক্ষতস্থান, যে স্থান হইতে রক্ত বা পূয নির্গত হয়।

ঘার (পুং) ঘৃ-অচ্। সেচন, ছেঁচা।

ঘারি (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। অষ্টাক্ষর সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণে এক একটী গুরুর পর লঘু এইরূপে সমস্ত অক্ষর নিবদ্ধ হইলে তাহার নাম ঘারিবৃত্ত।

"রং বিধায় লংনিধায় ঘারি নাম বৃত্তমেহি।"
উদাহরণ—"রাম রাম রাম রাম।
সারমেতদেব নাম" (শব্দার্থচি°)

ঘার্ত্তিক (পুং) ঘৃতেন নিবৃত্তঃ ঘৃত ঠক্। ১ খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, ঘিওর্। (ত্রি) ২ ঘৃতযুক্ত।

ঘার্ত্তেয় (পুং) ঘৃতায়া অপত্যং ঘৃত-ঢক্। ১ ঘৃতার অপত্য। ২ তাহাদের রাজা। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

ঘালি (দেশজ) অধম, ক্ষত বিক্ষত, আঘাতপ্রাপ্ত।

ঘাস (পুং) ঘস্যতে ঘস কর্ম্মণি ঘঞ্। দূর্ব্বাদি তৃণ, গো প্রভৃতি পশুর ভক্ষণীয় তৃণ। পর্য্যায়—যবস, অবস, যবাজ।

"ঘাসমুষ্টিং পরগবে দদ্যাৎ সংবৎসরন্তু যঃ॥" (ভারত ১৩।৬৯ অঃ)

ঘাসকাটা (ঘাসকর্ত্তন শব্দজ) তৃণাদির ছেদন।

ঘাসকুন্দ (পুং) ঘাসার্থ কুন্দ, যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে কুন্দ আছে।

ঘাসকুন্দিক (ত্রি) ঘাসকুন্দ কুমুদাদি° ঠক্ (পা ৪।২।৮০) ঘাসকুন্দের সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

ঘাসকূট (স্ত্রী) ঘাসানাং কূটং ৬তৎ। ঘাসস্তূপ, তৃণাদির পালা।

ঘাসি (পুং) ঘসতি ভক্ষয়তি হব্যং ঘস কর্ত্তরি ইন্। (অসি ঘসিভ্যামিন্। উণ্ ৪।১৩০) ১ অগ্নি। (ত্রিকাণ্ড°) (ত্রি) ঘস্ কর্ম্মণি ইন্। ২ ভক্ষণীয়। "যচ্চ পপৌ যচ্চ ঘাসিং জঘান।" (ঋক্ ১।১৬২।১৪) 'ঘাসিমদনীয়ম্' (সায়ণ)

৩ ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশবাসী এক নীচ জাতি। ইহারা মৎস্য ও কৃষিজীবী। বিবাহাদিতে গায়ক ও অনেক স্থলে দাসত্ব করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ধাত্রীর কার্য্য করে। তাহাদের চরিত্র অতি জঘন্য। ইহাদের সামাজিক অবস্থা ডোম ও মেথরের সমান। ইহাদের মধ্যে সোনজাতি, সিমরলোকা ও হাড়ি এই তিন বিভাগ ও কসিয়র নামে এক গোত্র আছে। কোলদিগের সহিত ইহাদের সংস্রব বেশী বলিয়া ইহাদের আচার ব্যবহার কোল জাতির মত। অনেকে ইহাদিগকে চণ্ডাল অপেক্ষা নীচজাতি বলিয়া মনে করেন। ইহারা গোমাংস ও শূকরমাংস প্রভৃতি খায়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বয়স্থার বিবাহ সকলই ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার ঘাসির বাস।

ঘাসিয়াড়া, যাহারা ঘাসের কারবার করে।

ঘাসীদাস, ছত্রিশগড়ের চামারদিগের মধ্যে সত্নামী মতপ্রবর্ত্তক। ইনি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু কতকগুলি বুজরুকীর জন্য চামারদিগের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন এবং স্বীয় শিষ্যবর্গকে ৬ মাস পরে গিরোদ নগরে সাক্ষাৎ করিতে বলেন। ঐ নির্দ্দিষ্ট দিন আগত হইলে চামারেরা একত্র হইয়া তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রভাতে ঘাসীদাস গ্রামের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদিগের নিকট ঈশ্বরের অভিমত প্রকাশ করেন। ইনি দেবদেবী মূর্ত্তিপূজা নিষেধ ও সকল মনুষ্যই সমান বলিয়া প্রচার করেন। ইনি আপনাকে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত নূতন সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য এবং ঐ কার্য্য তাঁহার বংশানুগত থাকিবে বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বালকদাস উক্ত পদ পান। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বালক নিহত হন। ছত্রিশগড়ের সমগ্র চামারেরা এই নূতন সম্প্রদায় ভুক্ত।

ঘাসুড়ীয়া (দেশজ) যাহারা ঘাস কাটিয়া বিক্রয় করে।

ঘাসুয়া (দেশজ) ১ [ঘাসড়ীয়া দেখ।] ২ ঘাস নির্ম্মিত, যাহা ঘাস দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ঘি (ঘৃতশব্দজ) ঘৃত।

ঘিকুমারী (ঘৃতকুমারী শব্দজ) [ঘৃতকুমারী দেখ।]

ঘিচ্‌পিচ্‌, নিবিড়, ফাঁকশূন্য, ভিড়।

ঘিঞ্জি [ঘিচ্‌পিচ্‌ দেখ।]

ঘিণ্‌ঘিণ্‌ (দেশজ) ঘৃণায় মানসিক অসুস্থতা।

ঘিতরই, একরকম ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

ঘিতুলী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Gobius electricus.)

ঘিনালিতা (দেশজ) একপ্রকার ছোট গাছ। (Corchorus capsularis.)

ঘিয়া (দেশজ) ঘৃতসম্বন্ধীয়।

ঘিয়াকড়ি (দেশজ) উজ্জ্বল ও চক্‌চকে কড়ি।

ঘিরপুরণ্যা (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Luffa pentanda.)

ঘিলজাই, আফগানস্থানবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা স্বাভাবিক বলশালী ও যোদ্ধা। পূর্ব্বে জলালাবাদ, পশ্চিমে কলাতি ঘিলজি এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী সুফেদ-কো, সুলিমান্‌-কো ও গুল্‌-কো প্রভৃতি গিরিপার্শ্ব ও ঢালুর মধ্যে সমুদায় স্থানে ইহাদের বাস আছে। আফগানদিগের প্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে কোহিকায়েস কো-কাশি নামক স্থানে ইহাদিগের আদিবাস ছিল। কিন্তু ঐ স্থান যে কোথায় আজ পর্য্যন্তও তাহা স্থির হয় নাই। কাহার মতে ইহা সুলিমান শ্রেণীর অন্তর্গত, কেহ বা বলেন যে উহা সিয়াবন্দ পর্ব্বতের মধ্যে ছিল।

উক্ত প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে, আফগানজাতির আদি পিতা কায়েসের দুইটী পুত্র ছিল। দ্বিতীয় পুত্রের নাম বতন। বতন স্বদলে আসিয়া সিয়াবন্দে বাসস্থান মনোনীত করেন। এইস্থানে থাকিয়া বতন স্বজাতীয়ের সর্ব্বময়কর্ত্তা এবং নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে তাহার বিশেষ মতি থাকায় তিনি শেখ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

হিজিরার প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে খলিফা ওয়ালিদের রাজত্ব সময়ে খোরাসান ও ঘোর জয় করিবার জন্য বোগ্‌দাদ হইতে একদল আরবী সৈন্য পাঠান হয়। ঐ সৈন্যদল ঘোররাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইলে সেইস্থানবাসী কোন এক পলাতক পারস্যরাজপুত্র শেখ বতনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বতন এই অভ্যাগত অতিথিকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত রাজকীয় ও পারিবারিক সকল বিষয়ের পরামর্শ করিতেন।

ঐ শেখের "মত্তু" নামে একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। ক্রমে একত্র বসবাস হেতু রাজপুত্রের সহিত মত্তুর প্রণয় জন্মে। কন্যার মাতা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধ শেখকে জানাইলেন। বৃদ্ধ ক্রোধে অন্ধ হইয়া উভয়কেই নিহত করিতে উদ্যত হন। কিন্তু মাতা অনেক বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া স্বামীকে বলেন, "যদি এই হুসেনশাহ রাজপুত্র হন, তাহা হইলে আমাদের বিবাহ দিবার আপত্তি কি। অতএব তুমি এই বিষয়ে অনুসন্ধান লও"। শেখ যখন জানিতে পারিলেন যে হুসেনশাহ রাজপুত্র বটে, তখন তিনি এই বিবাহে সম্মত হইলেন ও বর্ত্তমান লোকোপবাদের ভয়ে ঐ নব দম্পতীকে শীঘ্রই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। কিছুদিন পরে মত্তু একটী পুত্ররত্ন প্রসব করেন। বৃদ্ধ শেখ আন্তরিক ক্রোধে নিজ দৌহিত্রের "ঘাল্‌জৈ" (চোরের পুত্র) নাম রাখিলেন। কালে সমগ্রজাতিকে ঘালজৈ নামে উল্লেখ করা হয় এবং ক্রমে তাহা অপভ্রংশে ঘিলজাই নামে অভিহিত হইয়াছে।

ঐ প্রবাদানুসারে আরও জানা যায় যে বিবি মত্তুর ইব্রাহিম নামে দ্বিতীয় পুত্র ছিল। শেখ তাহাকে আদর করিয়া "লো" (মহৎ) উপাধি দেন। কালে ঐ লো শব্দ অপভ্রংশে লোদীরূপে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে লোদীবংশীয় রাজগণ দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আফগান ঐতিহাসিকগণের মতে লোদী ও সুরবংশীয় দিল্লী রাজগণ ঘিলজাইবংশ সম্ভূত। কিন্তু ইহা কতদূর সম্ভবপর তাহার স্থিরতা নাই। আরও জানা যায় যে বিবি মত্তুর তুরাণ, তোলার, বুরান ও পোলার নামে কয়েকটী পুত্র জন্মে এবং তাহাদের নামানুসারে এক একটী শাখার উৎপত্তি হয়। *

গত শতাব্দীর প্রথমভাগে ঘিল্‌জাইগণ আফগানস্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কিছুদিনের জন্য ইহারা ইস্‌পাহানের সিংহাসন অধিকার করে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা কাবুল আক্রমণ করিলে ইহারা ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে দোস্তমুহম্মদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

তুর্কজাতির সহিত এই ঘিলজাইজাতির অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দীর আরবদেশীয় ভূগোলবেত্তারা এই ঘিলজাইদিগকে খিলিজি ও তুর্কবংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান করেন।

ঘিসাড়ি, দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই প্রেসিডেন্সিবাসী এক শ্রেণীর কামার। কাহারও মতে মরাঠী "ঘিষ্‌নে" অর্থাৎ ঘর্ষণ হইতে ঘিসাড়ি শব্দের উৎপত্তি। বোধ হয় ইহারা লোহা ঘষিত বলিয়া ইহাদের ঘিসাড়ি নাম হইয়াছে। বেলগাম্‌ প্রভৃতি

কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে "রইলন্‌নে কোম্বার" অর্থাৎ "বাহিরে কামার" বলে।

ঘিসাড়িরা কহিয়া থাকে যে তাঁহাদের আদিবাস গুজরাট। প্রায় দেড়শত বর্ষ হইল তথা হইতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সর্ব্বদাই গুজরাটী ভাষায় কথা কয়, তবে সকলেই মরাঠী ও হিন্দুস্থানী ভাষায়ও কথা কহিতে পারে।

ইহারা দেখিতে কিছু খর্ব্ব ও স্থূলকায়, নহিলে সকল বিষয়ে কুণ্‌বীদিগের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারা মাথায় টিকি ও দাড়ি রাখে, এক স্থানে থাকিতে ভালবাসে না। ইহারা যখন নানাস্থানে বেড়াইয়া থাকে, তৎকালে কম্বলের পাল খাটাইয়া তাহার নিম্নে বসবাস করে। স্থায়ী বাসিন্দাদের ছোট খাট বাড়ী বা খড়ো ঘরে বাস। ইহাদের বহির্ব্বাস মরাঠীদিগের মত। রাত্রিকালে লেঙ্গট পরিয়া কাটায়। ইহারা অতি পরিশ্রমী, কলহপর, অপরিষ্কার এবং মদ ও মাংসপ্রিয়। লৌহদ্রব্য গড়াই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের বালকেরা দশ বার বর্ষ পর্য্যন্ত পিতা বা জ্যেষ্ঠের নিকট কাজ কর্ম্ম করে, তারপর নিজে নিজে একখানি দোকান করিয়া লয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের কার্য্যে সাহায্য করে এবং পুরুষেরা যাহা তৈয়ার করে, তাহা মাথায় করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। বিলাতী লৌহদ্রব্যের দিন দিন আমদানী বৃদ্ধি হইলেও ইহাদের ব্যবসায় তত ক্ষতি হয় নাই। বহিরি, গিরির বালাজি, ভবানী খণ্ডোবা, ষট্বাই, ও যমুনা এই কয়টী ঘিসাড়িদিগের কুলদেবতা। সোম ও শনিবারে ঘিসাড়িরা উপবাস করিয়া থাকে। আশ্বিনের "দশরা" ইহাদের প্রধান উৎসব।

ভূতের উপর ইহাদের বড় ভয়। কাহারও রোগ হইলে সহজে সে যদি ভাল না হয়, তবে সকলেই মনে করে যে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে, এরূপ স্থলে তাহারা তাহাদের "দেবঋষি' অর্থাৎ রোঝাকে ডাকাইয়া আনে। দেবঋষি ভস্ম, নারিকেল, মুরগী ও কএকটী নেবু লইয়া রোগীর কাছে দুলাইতে থাকে. তাহাতেও যদি ভূত না ছাড়ে, তবে কুলদেবতার পূজা দিয়া তাহার নিকট রোগীর মঙ্গল প্রার্থনা করে।

সন্তান জন্মিলে ষষ্ঠদিনে ইহারা ষষ্ঠীদেবীর উদ্দেশে একটী ছাগ বলি দেয় এবং আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই মাংস ভোজন করায়। ৭ম দিনে ইহাদের "ষেটেয়া" পূজা হয়।

ইহারা ৫ হইতে ২৫ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেয়। কাহারও মৃত্যু হইলে ১১ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

মোটের উপর ইহাদের অবস্থা মন্দ নয়। নিজ জাতীয় ব্যবসা ছাড়া ইহারা কোন নূতন ব্যবসা করিতে চায় না।

ঘু (পুং) ঘু বাহুলকাৎ ডু। ১ ধ্বনি। ঘু ঘু পাখীর ডাক। ২ পাণিনীয় সংজ্ঞাবিশেষ, পাণিনীয় মতে দাপ ধাতু ভিন্ন দা ও ধারূপ ধাতুর ঘু সংজ্ঞা হয়।
"দাধাঘ্বদাপ।" (পানিনীয় সংজ্ঞা)
"সর্ব্বং বিস্মৃত্য দৈবাৎ স্মৃতিমুষসি গতাং ঘোষয়ন্ যো ঘুসংজ্ঞাং প্রাক্‌সংস্কারেণ সম্প্রত্যপি ধুবতিশিরঃপট্টিকাপাঠজেন।" (নৈষধ)

ঘুঁজি (দেশজ) গুপ্তস্থান, একাবাঁকা জায়গা।

ঘুঁটনি (ঘোটনী শব্দজ) কাটিবিশেষ, যাহা দ্বারা ঘোটা হয়।

ঘুঁটি (ঘুণ্টিকা শব্দজ) ইষ্টকাদির খণ্ড।

ঘুঁটিফেলা (দেশজ) ঘুটি লইয়া খেলা, দাবা খেলা, অদৃষ্টপরীক্ষা।

ঘুঁৎঘুতিয়া, অনভিপ্রেত কার্য্যে স্পষ্টাক্ষরে কোন কথা না না বলিয়া ভঙ্গী দ্বারা অন্যে অনভিপ্রায় প্রকাশ।

ঘুঘু (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, বনকপোত। [কপোত দেখ।]

ঘুঘুর (দেশজ) ১ ঘুরঘুরে পোকা। (Gryllus Grilla Talpa.) ২ পায়ে ও পায়ের তলে উৎপন্ন একপ্রকার দারুণ ক্ষতরোগ।

ঘুঘুরা (শব্দজ) পোকাবিশেষ। [ঘুঘুর দেখ।]

ঘুঘোকল (দেশজ) যে কল দ্বারা ঘুঘুপাখী ধরা যায়।

ঘুঙ্গুর (ঘণ্টিকা শব্দজ) কটিদেশের অলঙ্কারবিশেষ।

ঘুচন (দেশজ) ১ মোচন, ত্যাগ। ২ নাশ। ৩ গোময় লেপনাদি দ্বারা উচ্ছিষ্টাদি মার্জন।

ঘুট (পুং) ঘুট-কুটাদি অচ্। চরণগ্রন্থি, গোড়ালি। (হেম)

ঘুটমণ্ডল (দেশজ) ঘোট, গোলমাল।

ঘুটি (স্ত্রী) ঘুট ইন্ বাহুলকাৎ ঙীপ্। গুল্‌ফ। (দ্বিরূপকোষ) ২ (দেশজ) গুটিকা।

ঘুটিক (পুং) ঘুট অল্পার্থে ঠন্। গুল্‌ফ। (হেম)

ঘুটিকা (স্ত্রী) ঘুটি-স্বার্থে-কন্ টাপ্। গুল্‌ফ। অমর ২।৬।৩২)

ঘুটী (স্ত্রী) ঘুটি-ঙীষ্ (কৃদিকারাদক্তিনঃ। পা) ১ গুল্‌ফ। ২ চতুরঙ্গ খেলা।

ঘুট্‌ঘুট্ (দেশজ) ঘোর অন্ধকার।

ঘুড়ি (দেশজ) ১ কাগজ নির্ম্মিত উড়াইবার ক্রীড়ন দ্রব্যবিশেষ। ২ পক্ষীর উড়ন।

ঘুড়ী [ঘুড়ি দেখ।]

ঘুণ (পুং) ঘুণ-ক। কাষ্ঠভক্ষক কীটবিশেষ। পর্য্যায়—কাষ্ঠবেধক, কাষ্ঠলেখক। "ভগ্নং শম্ভু ধনুর্ঘুণৈ রূপহতম্।" (মহানাটক)

ঘুণপ্রিয়া (স্ত্রী) ঘুণস্য প্রিয়া ৬তৎ। উড়ুম্বর বৃক্ষ। (শব্দার্থচি॰)

ঘুণবল্লভা (স্ত্রী) ঘুণস্য বল্লভা ৬তৎ। অতিবিষা, লঘুদন্তী।

ঘুণাক্ষর (ক্লী) ঘুণকৃতমক্ষরং মধ্যলো॰। ১ ঘুণকৃত অক্ষর। ঘুণ আপন স্বভাবে কাঠ কাটিতে থাকে, দৈবাৎ কোন কোন কাটা অক্ষরের ন্যায় হইয়া যায়, সেই অক্ষরাকৃতি কাটাকে

ঘুণাক্ষর বলে। ২ অতি সামান্যরূপ। (পুং) ঘুণাক্ষরং তুল্যতয়া অস্ত্যস্য ঘুণাক্ষর-অচ্। ৩ ন্যায়বিশেষ। ঘুণ অক্ষর কাটিব বলিয়া চেষ্টা করে না, কিন্তু কখন কখন অক্ষরের মত হইয়া পড়ে, সেইরূপ যাহা করিব বলিয়া মনস্থ নাই অথচ ঘটিয়া উঠে, তাহাকে ঘুণাক্ষর বলে।

"অবৈদ্যজীবিনাং সিদ্ধিঃ স্যাদ্ ঘুণাক্ষরবৎ ক্বচিৎ।" (রত্নাব°)

ঘুণি (ত্রি) ঘুণ-ইন্। ভ্রান্ত।

"স্যাং বা শরিষ্যতে ঘুণির্বা ভবিষ্যতি।"(শতপথব্রা ১১।৪।২।১৪)

ঘুণী (দেশজ) মাছ ধরিবার বাঁশের যন্ত্র।

ঘুণ্ট (পুং) ঘুট-ক নিপাতনে সাধু। গুল্ফ, গোড়ালি। (শব্দমা°)

ঘুণ্টক (পুং) ঘুণ্ট-স্বার্থে-কন্। গুল্ফ, গোড়ালি। (হেম°)

ঘুণ্টিক (স্ত্রী) ঘুণ্টস্তদাকারোঽস্ত্যস্য ঘুণ্ট-ঠন্। বনস্থ করীষ, বিল ঘুঁটে। (শব্দচন্দ্রি°)

ঘুণ্টী, ১ ছোট ঘণ্টা। ২ বোতাম।

ঘুণ্টীঘরা (দেশজ) যেখানে ঘুণ্টী দেওয়া হয়, বোতামের গর্ত্ত।

ঘুণ্ড (পুং) ঘুণ-ড নিপাতনান্নেত্বং। ভ্রমর। (উণাদিকো°)

ঘুতসানদেবী, পঞ্জাবের সিরমুর বিষয়ের অন্তর্গত গিরিসঙ্কট। থিয়ার্দা-ডুন হইতে হিমালয় পর্ব্বতের শিবালিকশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী নিম্ন পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। অক্ষা° ৩০°৩১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ২৮´ পূঃ। এই পর্ব্বত যমুনার ভূতশাখা হইতে মার্কণ্ড নদকে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে শতদ্রু অভিমুখে বহিয়াছে। দেহরা হইতে নাহন যাইতে হইলে এই পথ দিয়া যাইতে হয়।

ঘুন্যা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ঘুম (দেশজ) নিদ্রা।

ঘুম্ (অব্য°) ঘুণ-বাহুলকাৎ ডুম্। অব্যক্ত শব্দ।

ঘুমগড়িয়া (দেশজ) অলস, নিদ্রালু।

ঘুমন (দেশজ) নিদ্রা, ঘুম।

ঘুমনিয়া (দেশজ) নিদ্রালু, নিদ্রাশীল।

ঘুমান (দেশজ) ঘুম, নিদ্রা।

ঘুমানিয়া (দেশজ) নিদ্রালু।

ঘুর (ত্রি) ঘুর-ক। ১ বিশেষ ধ্বনিকারক।

ঘুরি, ঘুরী (স্ত্রী) ঘুর বাহুলকাৎ কি ততো বা ঙীপ্। শূকরতুণ্ড।

"কঃ কঃ কুত্র ন ঘুঘু রায়িত ঘুরীঘোরোৎস্থকঃ শূকরঃ।"

(সাহিত্যদর্পণ)

ঘুরুণে (ঘূর্ণশব্দজ) ১ ঘূর্ণবাতাস। ২ জলস্তম্ভ।

ঘুরুঘুর (পুং) ঘুর-প্রকারে দ্বিত্বং। শব্দবিশেষ, শূকরের শব্দ।

ঘুর্ঘুর (পুং) ঘুরিত্যব্যক্তং ঘুরতি ঘুর-ক। ১ যমকীট, ঘুগরা। (ত্রিকাণ্ড) ২ শূকরের শব্দ। (চিন্তামণি)

ঘুর্ঘুরক (পুং) ঘুর্ঘুরইব কায়তি কৈ-ক। উপদ্রববিশেষ, দর্ব্বীকর বিষে এই উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

"তত্র দর্ব্বীকরবিষেণ জৃম্ভণং বেপথু স্বরাবসাদো ঘুর্ঘুরকো জড়তা।" (সুশ্রুত কল্প ৩ অঃ)

ঘুর্ঘুরিকা (স্ত্রী) ঘুর্ঘুরোবরাহধ্বনি রস্ত্যস্যাঃ ঘুর্ঘুর-ঠন্। তমক কাশের উপদ্রববিশেষ। (Harpes exedens) গলা ঘড়ঘড়ে।

"তৃট্স্বেদবমথুপ্রায়ঃ কণ্ঠ-ঘুর্ঘুরিকান্বিতঃ।

বিশেষাদুর্দ্দিনে তাম্যেচ্ছাসঃ স্যাত্তমকোমতঃ॥"

(সুশ্রুত ৪।৫১ অঃ)

ঘুর্ঘুরী (স্ত্রী) ঘুর্ঘুরঃ শূকরশব্দঃ অস্ত্যস্য ঘুর্ঘুর অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। জলজন্তুবিশেষ, মৃৎকিরা। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘুলঞ্চ (পুং) ঘুর-ক্বিপ্ তমঞ্চতি অন্চ-অণ্ উপস°, রস্য লঃ। ধান্যবিশেষ, গবেধুকা, গড়্গড়ে ধান। (রত্নমালা)

ঘুল্‌ঘুলারব (পুং স্ত্রী) ঘুলঘুলইত্যব্যক্তমারৌতি আ-রু-অচ্। পারাবতবিশেষ। (রাজনি°)

ঘুষ (দেশজ) ১ কার্য্যসম্পাদনের জন্য গোপনে উৎকোচ দেওয়া। ২ ক্ষুদ্র।

ঘুষখেকো, যে ঘুষ খাইয়া কাজ করে।

ঘুষখোর (পারসী) যে ঘুষ খাইয়া কাজ করে, যে ঘুষ লইয়া পক্ষপাতী হয়।

ঘুষড়ান (দেশজ) ঘষড়ান, ঘসড়ে নে যাওয়া।

ঘুষণ (দেশজ) জোরে কীলমারা।

ঘুষা (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র। ২ হাত মুঠা করিয়া জোরে আঘাত।

ঘুষাঘুষি (দেশজ) পরস্পর পরস্পরকে ঘুষা মারা।

ঘুষামাছ (দেশজ) ছোট মাছ।

ঘুষিত (ত্রি) ঘুষ্-ক্ত বা ইট্। ১ শব্দিত, নাদযুক্ত। (ক্লী) ঘুষ ভাবে ক্ত। ২ ঘোষণা।

ঘুলী (দেশজ) গুপ্তবেশ্যা, গোপনে উপপতির সহিত ক্রীড়াকারিণী।

ঘুষ্ট (ত্রি) ঘুষ-ক্ত পক্ষে ইড়ভাবঃ। ১ শব্দিত। (ক্লী) ২ বাক্যবিশেষ, উচ্চৈঃস্বরে যাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়।

ঘুষ্টান্ন (ক্লী) ঘুষ্টং কো ভোক্তা ইত্যুদ্দেশ্যে দেয়মন্নম্। ভোক্তা কে আছ কে খাইবে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া যে অন্ন দেওয়া হয় তাহাকে ঘুষ্টান্ন বলে। মনুর মতে ইহা অভোজ্য, খাইলেই পাপ হয়।

ঘুষ্য (ত্রি) ঘোষণীয়।

ঘুস্থুড়ী, গঙ্গার পশ্চিমকূলস্থিত হুগলীজেলার অন্তর্গত একটী উপনগর। কলিকাতা হইতে প্রায় ৬।৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ধুতি ও সাড়ীর যথেষ্ট কারবার আছে।

য়ুরোপীর ব্যবসায়ীদিগের সূতা, চট, লৌহ ঢালাই ও গ্যাস প্রভৃতির কল কারখানা আছে। সাধারণের সুবিধার জন্য একটী বাজার আছে। এস্থানে চাউল ও জাত শস্যাদির বিস্তৃত ব্যবসা হইয়া থাকে। এই উপনগরের পূর্ব্বসীমায় গঙ্গার কূলে অতি বিস্তীর্ণ একটী চড়া আছে। উহাকে চলিত কথায় "ঘুসুড়ির ট্যাঁক" বলে। ভরা জোয়ারের সময় উহা ডুবিয়া যায় এবং ভাঁটার সময় সহজেই তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করা যায়।

ঘুসৃণ (ক্লী) ঘুসি বাহুলকাৎ ঋণক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ নলোপঃ। কুঙ্কুম। (ত্রিকাণ্ড°)

"ঘুসৃণৈর্যত্র জলাশয়োদরে।" (নৈষধ°)

ঘুসৃণাপিঞ্জরতনু (স্ত্রী) ঘুসৃণমিব ঘুশৃণেন বা আপিঞ্জরা তনুর্যস্যাঃ বহুব্রী। গঙ্গা।

"ঘুসৃণাপিঞ্জরাতনুর্ঘর্ঘরী ঘর্ঘরস্বনাঃ।" (কাশীখণ্ড ২৯ অঃ)

ঘূক (পুং স্ত্রী) ঘূ ইত্যব্যক্তং কায়তি কৈ-ক। উলুক, পেচক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া থাকে।

ঘূকনাদিনী (স্ত্রী) ঘূক ইব নদতি নদ-ণিনি ঙীপ্। গঙ্গা।

"ঘর্ঘরা ঘূকনাদিনী" (কাশীখণ্ড ২৯ অঃ)

ঘূকারি (পুং স্ত্রী) ঘূকস্য অরিঃ ৬তৎ। কাক। (হেম°) স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

ঘূকাবাস (পুং) ঘূকস্যাবাসঃ ৬তৎ। শাখোট বৃক্ষ, শেওড়া গাছ।

ঘূরণ (ঘূর্ণ শব্দজ) ভ্রমণ করাণ, চক্রের ন্যায় ফিরণ।

ঘূরপাক (দেশজ) সমভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া আসা, চারিদিক ঘূরাণ।

ঘূরাণিয়া (ঘূর্ণ ধাতুজ) যে চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া থাকে।

ঘূরাণিয়া বাতাস, যে বাতাস সোজাপথে না যাইয়া তির্য্যগ্ ভাবে গমন করে, ঘূর্ণ বাতাস।

ঘূর্ণ (পুং) ঘূর্ণতি ঘূর্ণ-অচ্। ১ শাকবিশেষ, গ্রীষ্মসুন্দর, চলিত কথায় গিমা বলে। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ ভ্রান্ত। (পুং) ঘূর্ণি-ভাবে ঘঞ্। ৩ ভ্রমণ। ঘূর্ণ-ণিচ্-অচ্। ৪ ঘূর্ণকারক রোগবিশেষ।

ঘূর্ণন (ক্লী) ঘূর্ণ-ভাবে ল্যুট্। ভ্রমণ, চক্রাকার আবর্ত্ত।

ঘূর্ণনা (স্ত্রী) ঘূর্ণন-টাপ্। ভ্রমণ, চক্রাকারাবর্ত্ত, চক্রের ফিরণ।

ঘূর্ণি (পুং) ঘূর্ণ-ভাবে ইন্। ভ্রমণ। (হেম°)

ঘূর্ণিত (ত্রি) ঘূর্ণ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। ১ ভ্রমিত। ঘূর্ণ-ণিচ্ কর্ত্তরি ক্ত। ২ ভ্রান্ত।

ঘূর্ণনীয় (ত্রি) ঘূর্ণ-অনীয়র্। ঘূর্ণনের যোগ্য।

ঘূর্ণ-বায়ু (পুং) ঘূর্ণশ্চাসৌ বায়ুশ্চেতি কর্ম্মধাঃ। ঘুরানিয়া বাতাস।

ঘূর্ণমান (ত্রি) ঘূর্ণ কর্ত্তরি শানচ্। যাহা ঘুরিতেছে।

"ভ্রমন্তং ঘূর্ণমানঞ্চ স্তুতিং দেবাপ্রচক্রিরে।" (হরিব° ৪৮।৩৬)

ঘূর্ণা (দেশজ) ১ ঘূর্ণনশীল, গতিবিশিষ্ট। ২ চঞ্চল। ৩ মাথাঘোরা।

ঘূর্ণায়মান (ত্রি) ঘূর্ণঃ ভ্রান্তইব আচরতি ঘূর্ণ ভৃশাদি° ম্বার্থে বা ক্যঙ্ কর্ত্তরি শানচ্। ভ্রাম্যমাণ, যাহা মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণশীল।

"ইন্দ্রাদ্যৈ রখিলার্থসাধনপরৈঃ সংস্তূয়মানৈর্মুহুঃ পীতোম্মত্তফলাতুলালসতয়া ঘূর্ণায়মানেক্ষণম্।" (কলাপব্যাখ্যাসা°)

ঘূর্ণিকা (স্ত্রী) শুক্রের কন্যা দেবযানীর একজন সখী। (ভারত)

ঘূর্ণ্যমান (ত্রি) ঘূর্ণ্যতে ঘূর্ণ-ণিচ্-কর্ম্মণি শানচ্। ভ্রাম্যমাণ।

ঘৃঙ্করিক্র (ত্রি) মেষ বা ভেড়ার মত রব।

ঘৃণ (পুং) ঘৃণ-ক। ১ দিবস। (নিঘণ্টু) ২ দীপ্ত। ৩ উষ্ণ।

"অহা শং ভানুনাশং হিমাশং ঘৃণেন।" (ঋক্ ১০।৩৭।১০)

'ঘৃণেন উষ্ণেন' সায়ণ।

ঘৃণা (স্ত্রী) ঘ্রিয়তে সিচ্যতেহনয়া ঘৃ-সেকে বাহুলকাৎ নক্ ততঃ টাপ্। ১ কারুণ্য, দয়া।

"মন্দমস্ত্রস্থিলতাং ঘৃণয়া মুনিরেষ বঃ।
প্রণুদত্যাগতাবজ্ঞং জঘনেষু পশূনিব।" (কিরাত ১৫।১৩)

আচ্ছাদ্যতে গুণাদিকমনয়া ঘৃ-নক্ টাপ্। ২ জুগুপ্সা। পর্য্যায়—অবর্ত্তন, ঋতীয়া, হৃণীয়া, রীজ্যা, হৃণিয়া, হ্রিণীয়া।

"তাংবিলোক্য বণিতা বধে ঘৃণাং
পত্রিণা সহ মুমোচ রাঘবঃ।" (রঘু ১১।১৭)

ঘৃণার্চ্চিস্ (পুং) অগ্নি। [ঘৃতার্চ্চিস্ দেখ।]

ঘৃণালু (ত্রি) ঘৃণা বাহুলকাৎ আলুচ্। কৃপাযুক্ত।

"নিষ্পাদিতশ্চ কার্ৎস্নেন ভগবদ্ভিঃ কৃপালুভিঃ।"
(ভাগবত ৪।২২।৪১)

ঘৃণাবৎ (ত্রি) ঘৃণা-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। কৃপাযুক্ত, দয়ালু।

ঘৃণাবতী (স্ত্রী) ঘৃণাবৎ-ঙীপ্। গঙ্গা। [ঘৃণিনিধি দেখ।]

ঘৃণাবাস (পুং) ঘৃণায়া আবাসঃ ৬তৎ। ১ কুষ্মাণ্ড। (ত্রিকাণ্ড°) ২ কৃপাধার।

ঘৃণি (পুং) জঘর্ত্তি দীপ্যতে ঘৃ-নি-নিপাতনে সাধু। (ঘৃণিপৃশ্নি পার্ষ্ণিচূর্ণিভূর্ণি। উণ্ ৪।৫২) ১ কিরণ। ২ জ্বালা। ৩ তরঙ্গ। ৪ সূর্য্য। (ক্লী) ৫ জল। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ দীপ্তিশালী, তেজস্বী। "তস্য ত্যক্তস্বভাবস্য ঘৃণের্মায়া বনোকসঃ।"
(ভাগবত ৩।২।৬)

ঘৃণিত (ত্রি) ঘৃণা-ইতচ্। ১ যাহাকে সকলে ঘৃণা বা হেয় জ্ঞান করে। ২ ঘৃণাযুক্ত, অবজ্ঞাত, যাহা দেখিলে বা শুনিলে ঘৃণা জন্মে। ৩ শনিগ্রহপ্রাপ্ত দয়ার্হ।

ঘৃণিনিধি (পুং) ঘৃণের্নিধি ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ গঙ্গা।

"ঘৃণাবতী ঘৃণিনিধিঃ" (কাশীখণ্ড)

ঘৃণিন্ (ত্রি) ঘৃণা অস্ত্যস্য ঘৃণি-ইনি। ঘৃণাযুক্ত, যাহার ঘৃণা আছে। "ঈর্ষী ঘৃণীত্ব সন্তুষ্টঃ ক্রোধনোনিত্যশঙ্কিতঃ।" (পঞ্চতন্ত্র)

ঘৃণীবৎ (ত্রি) [বৈ] ঘৃণিরস্ত্যস্য মতুপ্ ছান্দসত্বাৎ মস্য ন বঃ দীর্ঘশ্চ। ১ দীপ্তিযুক্ত।

"ঘৃণীবাঁ চেততিত্মনা" (ঋক্ ১০।১৭৬।৩) 'ঘৃণীবান্ দীপ্তিমান্' (সায়ণ।) (পুং) ২ তেজস্বী পশুবিশেষ।

"শ্বিত্র আদিত্যানামষ্ট্রী ঘৃণীবান্ বার্ধ্রীনসস্তেমত্যা" (বাজসনেয়° ২৪।৩৯) 'ঘৃণীবান্ তেজস্বী পশুবিশেষঃ সংহিতায়াং ঘৃণিশব্দ দীর্ঘঃ' (মহীধর।)

ঘৃণ্য (ত্রি) ঘৃণার যোগ্য।

ঘৃত (পুং) জঘর্ত্তি ক্ষরতি ঘৃ-ক্ত। (অগ্নিঘৃসিভ্যঃ ক্তঃ। উণ্ ৩।৮৯)। পক্ক নবনীত, হবিঃ, চলিত কথায় ঘি বলে। পর্য্যায়—আজ্য, হবিস্, সর্পিস্, পবিত্র, নবনীতক, অমৃত, অভিচার, হোম্য, আয়ুস্, তৈজস্, আজ।

ঘৃতের সাধারণ গুণ—রসায়ন, মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিদীপ্তিকারক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দী, কান্তিজনক, ওজোধাতুবৰ্দ্ধক, তেজস্কর, লাবণ্যবৰ্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবৃদ্ধিকর, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুস্কর, বলকর, গুরু, স্নিগ্ধ, কফকর, রক্ষোঘ্ন এবং বিষ, অলক্ষ্মী, পাপ, পিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, ক্ষয়, বীসর্প ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ°)

রাজবল্লভের মতে ঘৃতের সাধারণ গুণ—বুদ্ধি, অগ্নি, শুক্র, ওজঃ, মেদঃ, স্মৃতি ও কফবৰ্দ্ধক, বাত, পিত্ত, বিষ, উন্মাদ, শোথ, অলক্ষ্মী ও জ্বরনাশক এবং মাংস অপেক্ষা অষ্টগুণ গুরু।

গব্যঘৃতের গুণ—অত্যন্ত চক্ষুর হিতকর, শুক্রবৰ্দ্ধক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, মধুর রস, বিপাকে মধুর, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্ত ও কফনাশক, মেধাজনক, লাবণ্যবৃদ্ধিকর, কান্তিজনক, ওজোধাতুবৰ্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর, দুর্ভাগ্যবিনাশক, পাপহারক, রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুস্কর, মঙ্গলকর, রসায়ন, সুগন্ধি, রুচিকারক এবং মনোজ্ঞ। গব্য ঘৃত সকল রকম ঘৃত হইতে শ্রেষ্ঠ।

মাহিষ ঘৃতের গুণ—মধুররস, রক্তপিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, শীতবীর্য্য, কফকারক, শুক্রবৃদ্ধিকর, গুরু ও পাকে মধুর।

ছাগীঘৃতের গুণ—অগ্নিবৰ্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলকারী, কটুবিপাক এবং কাশ, শ্বাস ও যক্ষ্মা রোগে উপকারী।

উষ্ট্রীঘৃতের গুণ—কটু বিপাক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, এবং শোষ, ক্রিমি, বিষ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগ নাশক।

মেষীঘৃতের গুণ—পাকে লঘু, সর্ব্বরোগঘ্ন, অস্থিবৃদ্ধিকারক, চক্ষুর হিতকর, জঠরাগ্নির উত্তেজক এবং অশ্মরী, শর্করা ও বাতদোষনিবারক।

মানুষীর দুগ্ধজাত ঘৃতের গুণ—চক্ষুর হিতকর, এবং কফ, বায়ু, যোনিবিপত্তি ও রক্তপিত্তে উপকারী। ইহার গুণ—অমৃতের সমান।

ঘোটকীঘৃতের গুণ—দেহ ও অগ্নিবৃদ্ধিকর, পাকে লঘু, তৃপ্তিকর এবং বিষদোষ, নেত্ররোগ ও দাহরোগনাশক।

দুগ্ধ মন্থন করিয়া যে ঘৃত প্রস্তুত করা হয়, তাহার গুণ—ধারক, শীতবীর্য্য এবং নেত্ররোগ, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, মদরোগ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বায়ুনাশক।

গতদিবসীয় দুগ্ধে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম হৈয়ঙ্গবীন। হৈয়ঙ্গবীন ঘৃতের গুণ—চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিদীপ্তিকর, অত্যন্ত রুচিজনক, বলকারী, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবৃদ্ধিকর এবং জ্বরে অতিশয় উপকারী।

পুরাতন ঘৃতের গুণ—ত্রিদোষ, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও তিমিররোগনাশক।

এক বৎসরের পর ঘৃতকে পুরাতন বলা যায়। সকল রকম ঘৃতই যত অধিক পুরাতন হইবে, ততই তাহাদের নিজ গুণের আধিক্য হয়।

ভোজন, তর্পণ, শ্রমে বলক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও নেত্ররোগে নূতন ঘৃত ব্যবহার্য্য। রাজযক্ষ্মা, কফরোগ, আমজন্য রোগ, বিসূচিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয়, জ্বর ও মন্দাগ্নি এই সকল রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত উপকারী নহে। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ২য় ভাগ)

সুশ্রুতের মতে ঘৃতের সাধারণ গুণ—সৌম্য, শীতবীর্য্য, লঘু, মধুর, অল্পাভিষ্যন্দী, স্নিগ্ধকর; উদাবর্ত্ত, উন্মাদ, অপস্মার, শূল, জ্বর, আনাহের ও বাতপিত্তের শান্তিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক; স্মৃতি, মতি, মেধা, কান্তি, স্বর, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, ওজঃ, বল ও আয়ু বৃদ্ধিকর, পুরুষত্ববৰ্দ্ধক, পবিত্র, বয়ঃস্থাপক, গুরুপাক, চক্ষুর হিতকর, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর, পাপ ও অলক্ষ্মীর বিনাশক, বিষঘ্ন ও রক্ষোনাশক।

একশফ জন্তুর ঘৃতের গুণ—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কষায়, কফনাশক, অগ্নির দীপ্তিকর ও কফনাশক। হস্তিনীদুগ্ধের গুণ—ভাবপ্রকাশোক্ত মানুষীদুগ্ধের গুণের সমান।

ঘৃতমণ্ডের গুণ—মধুর, সারক, যোনিশূল, কর্ণশূল, চক্ষুঃশূল, ও শিরঃশূলে উপকারী। ইহা বস্তিক্রিয়া, নস্য ও অক্ষিপূরণে প্রযোজ্য।

একাদশশত বৎসরের পুরাণ ঘৃতকে কুম্ভসর্পি বলে। ইহা অপেক্ষা অধিক কালের ঘৃত হইলে তাহার নাম মহাঘৃত।

ইহা কফঘ্ন, বায়ুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে উপকারী, বলকর, মেধাজনক এবং তিমির রোগনাশক। এই ঘৃত সকল প্রাণীর পক্ষেই হিতকর ও প্রশস্ত।

(সুশ্রুত, সূত্র° ৪৫ অঃ)

(ত্রি) ঘৃ-দীপ্তৌ কর্ত্তরি ক্ত। ২ দীপ্ত। ৩ সেবক, যে সেবন করে। (শব্দরত্ন°) এই শব্দটী ঘৃতাদি গণান্তর্গত বলিয়া ইহার অন্ত উদাত্ত হয়। (স্ত্রী) ৪ জল। (শব্দার্থচি°)

ঘৃতকরঞ্জ (পুং) ঘৃতমিব করঞ্জঃ। করঞ্জবিশেষ, ঘিয়া করমচা। পর্য্যায়—প্রকীর্য্য, ঘৃতপর্ণক, স্নিগ্ধপত্র, তেজস্বী, বিষারি, স্নিগ্ধশাক, বিরোচন। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত, ব্রণ, ত্বগ্‌দোষ ও বিষস্পর্শনাশক। (রাজনি°)

ঘৃতকুমারিকা (স্ত্রী) ঘৃতেন ঘৃতসদৃশ রসেন কুমারিকেব। ঘৃতকুমারী।

ঘৃতকুমারী (স্ত্রী) ঘৃতেন ঘৃতসদৃশ রসেন কুমারীব। স্বনামপ্রসিদ্ধ ওষধিবিশেষ। (Aloe Indica.) পর্য্যায়—কুমারী, তরণি, সহা, কন্যকা, দীর্ঘপত্রিকা, স্থলেরুহা, মৃদু. কন্যা, বহুপত্রা, অমরা, অজরা, কণ্টক, প্রাবৃতা, বীরা, ভৃঙ্গেষ্টা, বিপুলাস্রবা, ব্রহ্মঘ্নী, তরুণী, রামা, কাপিলা, অম্বুধিস্রবা, সুকণ্টকা, স্থূলদলা, গৃহকন্যা। হিন্দীতে ঘি-কুমার, বা বনউস্তকী, পঞ্জাবী—কুয়ার, গন্দল বা মসি, দক্ষিণে কুণ্বার, তামিল—কত্তলে, তেলগু—কলকন্দা, মলয়—উলনাতন।

ভারতের নানাস্থানে শুখনার সময় ইহার গাছ জন্মে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কিছু অধিক। বর্ষাকালে ইহার ফুল হয়, ইহার ডাঁটা এক একটী ১০।১২ ফিট্ বড় হয়। ইহার পাতার আঁশে দড়ি হয়। তাহাতে বেশ রঙ্‌ ধরে। দেশীয় লোকে শীতল জলে ধুইয়া অল্প চিনি দিয়া ইহার শাঁস আহার করে।

ইহার গুণ—হিম, তিক্ত, মদগন্ধযুক্ত, রসায়ণ, কফ, পিত্ত, শ্বাস ও কুষ্ঠনাশক। (রাজনি°) ভেদক, চক্ষুর হিতকর, মধুর, বৃংহণ, শুক্র ও বলকারী, বাত, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, বৃদ্ধি, জ্বর, গ্রন্থি, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, পিত্তরক্ত ও ত্বক্‌রোগে বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ° ১ম ভাগ)

[কুমারী শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ঘৃতকুল্যা (স্ত্রী) ঘৃতপূরিতা কুল্যা মধ্যলো°। ঘৃতপূর্ণ কৃত্রিম নদী।

ঘৃতকেশ (পুং) ঘৃতোদীপ্তঃ কেশইবজ্বালা যস্য বহুব্রী। বহ্নি।

"উর্জোনপাতং ঘৃতকেশমীমহে" (ঋক্ ৮।৬০।২)

'ঘৃতকেশ প্রদীপ্তকলশস্থানীয় জলং।' (সায়ণ)

ঘৃতকৌশিক (পুং) ঘৃতোদীপ্তঃ কৌশিকঃ। ১ গোত্রবিশেষ। ২ প্রবরবিশেষ।

"ঘৃতকৌশিকগোত্রস্য কুশিককৌশিকঘৃতকৌশিকা প্রবরাঃ।" (উদ্বাহতত্ত্ব) এই গোত্র যজুর্ব্বেদীয় বংশান্তর্গত।

"ঘৃতকৌশিকাৎ ঘৃতকৌশিকঃ।" ((শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২১)

ঘৃতচ্যুতা (স্ত্রী) কুশদ্বীপস্থ নদীবিশেষ।

ঘৃততৈলাদিকল্প (পুং) ঘৃততৈলাদীনাং রোগবিনাশকপক্বঘৃততৈলাদীনাং কল্পোবিধিঃ ৬তৎ। ঘৃত ও তৈল প্রভৃতি পাক করিবার বিধান।

ঘৃতদীধিতি (পুং) ঘৃতেন ঘৃতাদীপ্তা বা দীধিতিরস্য বহুব্রী। অগ্নি। (ত্রিকাণ্ড°)

ঘৃতদুহ্ (ত্রি) ঘৃতং দোগ্ধি ঘৃত-দুহ-ক্বিপ্। যে ঘৃতদোহন করে। "চতস্রশ্চীং ঘৃতদুহঃ সচন্তে।" (ঋক্ ৯।৮৯।৫)

'ঘৃতদুহঃ ঘৃতদোগ্ধ্রী' (সায়ণ)

ঘৃতদোগ্ধৃ (ত্রি) ঘৃতস্য দোগ্ধা ৬তৎ। যে ঘৃত দোহন করে, যাহা হইতে ঘৃত ক্ষরিত হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া থাকে। [উদাহরণ ঘৃতদুহ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ঘৃতধারা (স্ত্রী) ঘৃতং তৎসদৃশং জলং ধারয়তি ঘৃতধারি-অণ্ উপ° স°। ১ পশ্চিম দেশীয় নদীবিশেষ।

"শুভামতিরসাক্টৈব ঘৃতধারেতি বিশ্রুতাম্।"(হরিবংশ ২২৫ অঃ)

ঘৃতস্য ধারা ৬তৎ। ২ ঘৃতের ধারা।

ঘৃতনির্ণিজ্ (ত্রি) ঘৃতং দীপ্তং নির্ণিক্ রূপং যস্য বহুব্রী পত্বং ছান্দসত্বাৎ। ১ দীপ্তরূপ, উজ্জ্বল রূপশালী।

"দীদায় নিষ্পো ঘৃত নির্ণিগ্‌স্থ॥" (ঋক্ ২।৩৫।৪) 'ঘৃতনির্ণিক্ নির্ণিগিতি রূপনাম দীপ্তরূপঃ' (সায়ণ।) (পুং) 'ঘৃতং নির্ণেগেতি। নিজ-ক্বিপ্ ৬তৎ। ২ ঘৃতশোধক অগ্নি, যাহার তাপে গলাইয়া ঘৃতশোধন করা হইয়া থাকে।

"শোচিষ্কেশো ঘৃতনির্ণিক্ পাবকঃ।" (ঋক্ ৩।১৭।১) 'ঘৃতনির্ণিক্ ঘৃতস্য তাপনদ্বারা শোধকঃ' (সায়ণ।)

ঘৃতপ (পুং) [বহু] ঘৃতং আজ্যং পিবন্তি পা-ক উপপদসং। ১ আজ্যপ নামক পিতৃগণবিশেষ।

"ঘৃতপাঃ সোমপা সব্যা বৈশ্বানরমরীচিপাঃ।"

(ভারত ১৩।১৬৬ অঃ)

(ত্রি) ২ ঘৃতপায়ী, যে ঘৃত পান করে।

ঘৃতপদী (স্ত্রী) ঘৃতং পাদে সংস্থিতং যস্যাঃ বহুব্রী, ঙীষি পাদস্য পদ্ভাবঃ। ১ ইড়া দেবতাবিশেষ। "ঘৃতপদীতি যদেবাস্যৈ ঘৃতং পদে সমতিষ্ঠত তস্মাদাহ ঘৃতপদীতি।" (শতপথ ব্রা° ১।৮।১।২৬) ঘৃতা দীপ্তাঃ পাদা যস্যাঃ বহুব্রী, পূর্ব্ববৎ সাধু। ২ ইড়া নাম্নী সরস্বতী।

"হবিষীড়া দেবী ঘৃতপদী জুষন্ত।" (ঋক্ ১০।৭০।৮) 'ইড়ে তন্নামিকা দেবী সরস্বতী ঘৃতপদী দীপ্তপদোপেতা।' (সায়ণ।)

ঘৃতপর্ণক (পুং) ঘৃতমিব স্বাদু পর্ণমস্য বহুব্রী কপ্। ঘৃত-করঞ্জ। [ঘৃতকরঞ্জ দেখ।]

ঘৃতপীত (ত্রি) ঘৃতং পীতং যেন বহুব্রী, পীতস্য পরনিপাতঃ। ঘৃতপানকর্ত্তা, যিনি ঘৃতপান করিয়াছেন।

ঘৃতপূ (ত্রি) ঘৃতেন পুনাতি ঘৃত-পূ-ক্বিপ্। ১ যিনি গব্যদ্বারা পবিত্র করেন। ২ যিনি জলদ্বারা পবিত্র করেন।

"ঘৃতেন নো ঘৃতপুঃ পুনন্তু" (ঋক্ ১০।১৭।১০) 'ঘৃতপুঃ ঘৃতমুদকং তেনাস্মান্ পুনন্তীতি, যদ্বা ঘৃতপুঃ ঘৃতং গব্যং তেন পুনন্তি।' (সায়ণ।)

ঘৃতপূর (পুং) ঘৃতেন পূর্য্যতে পূরি-কর্ম্মণি অপ্। পকান্নবিশেষ, ঘিওড়। পর্য্যায়—পিষ্টপূর, ঘৃতবর, ঘার্ত্তিক। ইহার সাধারণ পাকপ্রণালী—দুগ্ধ, নারিকেল ও ঘৃতাদির সহিত ময়দা বা সুজী ভাল করিয়া মর্দ্দন করিবে। ভালরূপ মর্দ্দিত হইলে পিষ্টকাকার করিয়া ঘৃতে পাক করিবে। ইহার নাম ঘৃতপূর। ইহার গুণ—গুরু, বলকারী, কফবর্দ্ধক, রক্ত ও মাংসবৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তনাশক, রুচিকর, স্বাদু, পিত্তনাশক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। (রাজবল্লভ।) চিন্তামণির মতে ময়দা বা সুজী কেবল দুগ্ধদ্বারা মর্দ্দন করিয়া চিনির সহিত পাক করিয়া লইলে তাহাকে ঘৃতপূর বলে। পাক হইয়া আসিলে অল্পপরিমাণ মরিচ ও কর্পূর দিতে হয়। উপরে যে দুইপ্রকার ঘৃতপূরের পাকপ্রণালী লিখিত হইল উহাকে সাধারণ ঘৃতপূর বলে। ইহা ছাড়া আরও কএক রকমের ঘৃতপূরের উল্লেখ আছে। যথা—১ নারিকেলজ। ইহার পাকপ্রণালী—নারিকেল, চিনি ও আদার সহিত দুগ্ধে ময়দা বা সুজী গুলিয়া পিষ্টকাকারে ঘৃতে পাক করিবে। ইহাকে নারিকেলজ ঘৃতপূর বলে।

২ দুগ্ধজ।—দুগ্ধপাক করিতে করিতে যখন পিণ্ডীকৃত হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে শর্করাচূর্ণ মিশাইয়া অল্পপরিমাণ ঘৃতে পাক করিবে, ইহাকে দুগ্ধজ ঘৃতপূর বলে।

৩ শালিভব।—উত্তমশালী ধানের চাউলের চূর্ণ ও দুগ্ধ মিশাইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, সরু কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে শর্করা মিশাইয়া লইবে। পরে ঘৃতে পাক করিবে। ইহার নাম শালিভব ঘৃতপূর।

৪ কসেরুজ।—কেসুর চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিবে, যখন পিণ্ডাকার হইয়া আসিবে, তখন নামাইতে হয়। ইহাকে কসেরুজ ঘৃতপূর বলে।

৫ আম্ররসজ।—ঘৃত ভাল করিয়া উত্তপ্ত হইলে তাহাতে পাকা আমের রস ঢালিয়া দিবে। কিছুকাল জ্বালে থাকিলে ঐ রসগুলি পিণ্ডাকারে পরিণত হয়। তাহার সহিত শর্করা মিশাইবে। ইহার নাম আম্ররসজ ঘৃতপূর।

ঘৃতপূর্ণক (পুং) ঘৃতং পূর্ণমত্র বহুব্রী, কপ্। করঞ্জবৃক্ষবিশেষ, ঘৃতপূর্ণকরঞ্জ। (ভাবপ্রকাশ॰) [করঞ্জ দেখ।]

ঘৃতপৃষ্ঠ (পুং) ঘৃতং দীপ্তং পৃষ্ঠমস্য বহুব্রী। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি, প্রিয়ব্রতের পুত্র একজন পরাক্রান্ত রাজা। [ক্রৌঞ্চ দেখ।] (ত্রি) ২ যাহার পৃষ্ঠ অতিশয় দীপ্তিযুক্ত, দীপ্তপৃষ্ঠ।

"শৃণ্বন্তমগ্নিং ঘৃতপৃষ্ঠমোক্ষণং" (ঋক্ ১০।১২২।৫)

'ঘৃতপৃষ্ঠং দীপ্তপৃষ্ঠং' (সায়ণ।)

ঘৃতপ্রতীক (ত্রি) ঘৃতং প্রতীকং মুখং যস্য বহুব্রী। যাহার মুখে ঘৃত আছে, অগ্নি। "ঘৃতপ্রতীকোঘৃতযোনিঃ" (বাজসনেয়॰ ৩৫।১৭)

ঘৃতপ্রয়স্ (পুং) ঘৃতং তৎসহিতং প্রয়োঽন্নং যস্য বহুব্রী। অগ্নি।

"ঘৃতপ্রয়াঃ সধমাদে মধূনাং" (ঋক্ ৩।৪৩।৩) 'ঘৃতপ্রয়াঃ ঘৃতসহিতানি প্রয়াংসি অন্নানি যস্য' (সায়ণ।)

ঘৃতপ্রসত্ত (পুং) ঘৃতেন প্রসত্তঃ ৩তৎ। অগ্নি।

"ঘৃতপ্রসত্তো অসুরঃ শুশেবঃ" (ঋক্ ৫।১৫।১)

ঘৃতপ্রী (ত্রি) [বৈ] ঘৃতপ্রিয়, অগ্নি।

ঘৃতপ্রুষ্ (ত্রি) [বৈ] ১ ঘৃতপূর্ণ। ২ শুভকর।

ঘৃতমণ্ড (পুং) ঘৃতস্য মণ্ডঃ ৬তৎ। গলিত ঘৃতের নীচে পতিত সারাংশ বিশেষ, চলিত কথায় জমাদানা ঘি বলে।

"ততঃ স ঘৃতমণ্ডেন হৃদ্যোনেন্দ্রিয়বোধিনা।" (সুশ্রুত)

ঘৃতমণ্ডলিকা (স্ত্রী) ঘৃতস্য মণ্ডলং সমূহঃ তদিব নির্য্যাসো হস্ত্যাস্যাঃ ঘৃতমণ্ডল-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) হংসপদী বৃক্ষ। (রাজনি॰)

ঘৃতমণ্ডা (স্ত্রী) ঘৃতমণ্ডবৎ নির্য্যাসো হস্ত্যস্যাঃ ঘৃতমণ্ড-অচ্ (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।১১৭) বায়সোলী বৃক্ষ, চলিত কথায় মাকড় হাতা বলে। (শব্দচন্দ্রিকা)

ঘৃতমণ্ডোদ (পুং) মন্দরগিরিস্থ একটী হ্রদ।

ঘৃতযোনি (পুং) অগ্নিবিশেষ।

ঘৃতরৌঢ়ীয় (পুং) ঘৃতাভিলাষী রৌঢ়ীয়।

ঘৃতলেখনী (স্ত্রী) ঘৃতং লিখ্যতেঽনয়া ঘৃত-লিখ করণে ল্যুট্ ঙীপ্। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, যাহা দ্বারা ঘৃত লেখন করা যায়। (হেম॰)

ঘৃতবতী (স্ত্রী) [দ্বিব॰] ঘৃতমুদকং হেতুত্বেন কার্য্যত্বেন বা অস্ত্যস্যাম্ ঘৃত-মতুপ্ মস্য বঃ ততো ঙীপ্। স্বর্গ ও পৃথিবী।

ঘৃতবৎ (ত্রি) ঘৃতং অস্ত্যস্য ঘৃত-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ ঘৃতযুক্ত, যাহার ঘৃত আছে। ২ দীপ্তপদযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

"তৈলং প্রতিনিধিং কুর্য্যাৎ ঘৃতার্থে যাজ্ঞিকো যদি।

প্রকৃতৈব তদা ব্রূয়াৎ হোতাঘৃতবতীমিতি।" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

ঘৃতবর (পুং) ঘৃতং বরমত্র বহুব্রী। পকান্নবিশেষ, ঘৃতপূর। (হেম॰)

ঘৃতবর্ত্তনি (ত্রি) ঘৃতং বর্ত্তন্যাং পথি-যস্য বহুব্রী। যাহার পথে জল থাকে। "ঘৃতবর্তনিঃ পবিভীরুচান।" (ঋক্ ৭।৬৯।১) 'ঘৃতমুদকং বর্ত্তন্যাং যস্য তাদৃশঃ' (সায়ণ।)

ঘৃতবর্ত্তি (স্ত্রী) ঘৃতযুক্তা বর্ত্তিঃ মধ্যলো°। ঘৃতযুক্ত দীপের দশা। "যথা প্রদীপো ঘৃতবর্ত্তিমশ্নন্।" (ভাগবত ৫।১১।৮)

ঘৃতবৃদ্ধ (পুং) ঘৃতেন বৃদ্ধঃ ৩তৎ। অগ্নি। ঘৃত ঢালিয়া দিলে অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। "সমিদ্ধো অগ্নিঃ সমিধানো ঘৃতবৃদ্ধো ঘৃতাহুতঃ" (অথর্ব্ব ১৩।১।২৮)

ঘৃতব্রত (ত্রি) ঘৃত খাইয়া জীবনধারণ।

ঘৃতশ্চুৎ (ত্রি) ঘৃতং শ্চোতিতি শ্চুত-ক্বিপ্। যে ঘৃত ক্ষরণ করে। "ঘৃতংহি শশ্বন্ত ঈলতে স্রুচা দেবং ঘৃতশ্চুতা" (ঋক্ ৫।১৪।৩) 'ঘৃতশ্চুতা ঘৃতং ক্ষরন্ত্যা' (সায়ণ।)

ঘৃতশ্চ্যুত (ত্রি) ঘৃতং শ্চোতিতি ঘৃতশ্চ্যুত-ক্বিপ্। ঘৃতস্রাবী। "ঘৃতশ্চ্যুতোমধুশ্চ্যুতো বিরাজো নাম।' (বাজসনেয়° ১৭।২) 'ঘৃতশ্চ্যুতঃ ঘৃতস্রবিণঃ' (মহীধর।)

ঘৃতশ্রী (ত্রি) ঘৃতেন শ্রীঃ শোভাযস্য বহুব্রী। ঘৃতদ্বারা যাহার শোভা হইয়াছে। "হোতা যক্ষত্বষ্টারমিন্দ্রং দেবং ভিষজং সুযজং ঘৃতশ্রিয়ম্।" (শুক্লযজুঃ ২৮।৯) 'ঘৃতশ্রিয়ং ঘৃতেন শ্রীঃ শোভা যস্য তম্।' (মহীধর।)

ঘৃতসদ্ (ত্রি) ঘৃতে সীদতি ঘৃত-সদ-ক্বিপ্। যে ঘৃতে অবস্থিতি করে। "অপ্সুষদং ত্বা ঘৃতসদং ব্যোমসদম্।" (শুক্লযজুঃ ৯।৩)

ঘৃতস্থলা (স্ত্রী) ঘৃতং স্থলং উৎপত্তিস্থানং যস্যাঃ বহুব্রী। অপ্সরাবিশেষ। (হরিবংশ ১২৬ অঃ)

ঘৃতস্না (ত্রি) ঘৃতবৎস্নাতি পবিত্রো ভবতি স্না-বিচ্। ঘৃতের ন্যায় পবিত্র। "উতথো বপুষি যঃ স্বরাড়ুত বায়ো ঘৃতস্নাঃ।" (ঋক্ ৮।৪৬।২৮) 'ঘৃতস্না ঘৃতবচ্ছুদ্ধঃ' (সায়ণ।)

ঘৃতস্নু (ত্রি) ঘৃতং স্নৌতি ঘৃত-স্নু ক্বিপ্ ছান্দসত্বাৎ তুগাগমঃ। ১ যে ঘৃত ক্ষরণ করে।
"ঋতস্য বা কেশিনা যোগ্যাভি ঘৃতস্নুবা" (ঋক্ ৩।৬।৬)
'ঘৃতস্নুবা ঘৃতং ক্ষরন্তৌ' (সায়ণ)
ঘৃতং জলং স্নৌতি স্নু-ক্বিপ্ পূর্ব্ববৎ সাধু। ২ যে জলক্ষরণ করে।
"ঘৃতস্নূ বর্হিরাসদে।" (ঋক্ ৩।৪১।৯) 'ঘৃতস্নূ শ্রমজনিত-জলপ্রস্রবণযুক্তৌ' (সায়ণ।)

ঘৃতস্পৃশ্ (ত্রি) ঘৃতং স্পৃশতি স্পৃশ-কিন্। যে ঘৃত স্পর্শ করে।

ঘৃতহ্রদ (পুং) ঘৃতস্য হ্রদঃ ৬তৎ। ঘৃতপূর্ণ হ্রদ।

ঘৃতাক্ত (ত্রি) ঘৃতেন অক্তঃ ৩তৎ। যাহা ঘৃতে লিপ্ত হইয়াছে, যে সর্ব্বাঙ্গে ঘি মাখিয়াছে।

ঘৃতাচি (ত্রি) ঘৃতাক্ত, ঘৃতময়।

ঘৃতাচী (স্ত্রী) ঘৃতং জলংকারণতয়া অঞ্চতি অঞ্চ-ক্বিপ্। ন লোপে স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ অপ্সরাবিশেষ। এক সময়ে ইহাকে দর্শন করিয়া ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হন। ইহাকে দেখিয়া ব্যাসদেবের কামোদ্রেক হয়, তাহাতে শুকদেবের জন্ম হয়। (ভারত শান্তি ৩২৫ অঃ) [শুকদেব দেখ।] ২ রাজর্ষি কুশনাভের পত্নী, ইহার গর্ভে শত কন্যার জন্ম হয়। (রামায়ণ ১।৩২ স°) [কুশনাভ দেখ।]
৩ প্রমতির পত্নী ও রুরুর মাতা। ৪ রাত্রি। (নিঘণ্টু) ৫ সরস্বতী। ৬ নাগবিশেষ।

ঘৃতাঞ্চ্ (ত্রি) ঘৃত অঞ্চতি ক্বিপ্। ১ যে ঘৃত প্রাপ্ত হয়। "ঘৃতাচ্যসি জুহূর্নাম্না" (শুক্লযজুঃ ২।৬)
২ জলযুক্ত, যাহাতে জল আছে।
"ঈং বহন্তি সূর্য্যং ঘৃতাচীঃ" (ঋক্ ৭।৬০।৩) 'ঘৃতাচীঃ উদকবত্যঃ' (সায়ণ।) ঘৃতং দীপ্তরূপং অঞ্চতি অঞ্চ-ক্বিপ্। ৩ দীপ্তরূপযুক্ত। "স বিশ্বাচী রভিচষ্টে ঘৃতাচীঃ" (ঋক্ ১০।১৩৯।২) 'ঘৃতাচী দীপ্তরূপবতীঃ' (সায়ণ।)

ঘৃতাচীগর্ভসম্ভবা (স্ত্রী) ঘৃতাচ্যা গর্ভইব সম্ভবতি সম্ ভূ-অচ্। ১ স্থূল এলা, বড় এলাচী। (রাজনি°) ২ ঘৃতাচীর কন্যা। [ঘৃতাচী দেখ।]

ঘৃতাদি (পুং) ঘৃতমাদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনীয় একটী গণবিশেষ। ঘৃতাদি আকৃতিগণ। (সি° কৌ°)

ঘৃতান্ন (পুং) ঘৃতমাজ্যমন্নমদনীয়ং যস্য বহুব্রী। ১ হবির্ভুজ্, অগ্নি। (ত্রি) ২ ঘৃতভোজী। (ক্লী) ৩ ঘৃতমিশ্রিত অন্ন।

ঘৃতার্চ্চিস্ (পুং) ঘৃতেনার্চ্চির্যস্য বহুব্রী। অগ্নি।
"ঘৃতার্চ্চিঃ প্রীতিমাংশ্চাপি প্রজ্জ্বাল দিধক্ষয়া।" (ভারত ১।৫৮ অ°)

ঘৃতাবনি (স্ত্রী) ঘৃতস্যাবনিরিব। যূপকর্ণ। (হেম°)

ঘৃতাবৃধ্ (ত্রি) ঘৃতমুদকং বর্দ্ধতেঽনেন বৃধ-ক্বিপ্ পূর্ব্বদীর্ঘশ্চ। যাহা দ্বারা জলের বৃদ্ধি হয়, উদকবর্দ্ধক।

ঘৃতাসুতি (পুং) ঘৃতমুদকং বৃষ্টিরূপং আসূয়তে যেন আ-সু-ক্তিচ্। ১ বৃষ্টিকারক মিত্রাবরুণ।
"তা সম্রাজা ঘৃতাসুতী যজ্ঞে যজ্ঞ উপস্তুতা।" (ঋক্ ১।১৩৬।১)
'ঘৃতমুদকং বৃষ্টিলক্ষণং প্রসূয়তে সর্ব্বত্রাসুজ্জায়তে যাভ্যাং তৌ তাদৃশৌ' (সায়ণ।) (ত্রি) ঘৃতং আসুতিরন্নং যস্য বহুব্রী। ঘৃতভোজী। "ঘৃতাসুতী দ্রবিণং ধত্তমস্মে সমুদ্রঃ।" (ঋক্ ৬।৬৯।৬) 'ঘৃতাসুতী ঘৃতান্নৌ' (সায়ণ।)

ঘৃতাহবন (পুং) ঘৃতেনাহূয়তেঽস্মিন্ আ হু-আধারে ল্যুট্। যাহাতে ঘৃতদ্বারা আহুতি দেওয়া হয়, অগ্নি।
"ঘৃতাহবন! দীদিবঃ প্রতিস্মরিষতোদহঃ।" (ঋক্ ১।১২।৫।) 'ঘৃতাহবন অগ্নে' (সায়ণ।)

ঘৃতাহুতি (স্ত্রী) ঘৃতেনাহুতিঃ ৩তৎ। ঘৃতদ্বারা যে আহুতি দেওয়া হয়।

"যদ্ যজুংষি ঘৃতাহুতিভিঃ।" (আশ্বগৃ° ৩।৩।২)

ঘৃতাহ্ব (পুং) ঘৃতং তদ্‌গন্ধমাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে নির্যাসেন ঘৃত-আ-হ্বে ক উপপদস°। সরল বৃক্ষ, ইহার নির্যাসের গন্ধ ঘৃত-তুল্য বলিয়া ঘৃতাহ্ব নাম হইয়াছে।

ঘৃতিন্ (ত্রি) ঘৃতমাজ্যমুদকং বা প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্য ঘৃত-ইনি। ১ প্রশস্ত ঘৃতযুক্ত, যাহার ভাল ঘৃত আছে। ২ যাহাতে উৎকৃষ্ট জল আছে।

ঘৃতিনী (স্ত্রী) ঘৃতিন্‌-ঙীপ্। গঙ্গা।

"পয়স্বিনীং ঘৃতিনী মত্যুদারাম্।" (ভারত ১৩।২৬ অঃ)

ঘৃতেয় (পুং) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্ব নামক নৃপতি-পুত্র।

[কৃতেয়ু দেখ।]

ঘৃতেলী (স্ত্রী) ঘৃতে স্নেহদ্রব্যে ইলতি ইল-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা। (হেম°)

ঘৃতোদ (পুং) ঘৃতমিব স্বাদু উদকমস্য বহুব্রী। সমুদ্রবিশেষ, ইহা দ্বারা কুশদ্বীপ বেষ্টিত। [কুশ দেখ।]

ঘৃতৌদন (পুং) ঘৃতেন মিশ্র ওদনঃ মধ্যলো°। ঘৃতমিশ্রিত ওদন।

"দধ্যোদনঞ্চ জীবায় শুক্রায়চ ঘৃতৌদনম্।" (সংস্কারতত্ত্ব)

ঘৃত্য (ত্রি) ঘৃতে ভবঃ ঘৃত-যৎ। ঘৃতসম্বন্ধীয়, যাহা ঘৃতে উৎপন্ন হয়।

ঘৃৎসমদ (পুং) গৃৎসমদ পৃষোদরাদিত্বাৎ গস্য ঘত্বং। ঋষি-বিশেষ। (বিষ্ণুপু°) [গৃৎসমদ দেখ।]

ঘৃষু (ত্রি) [বৈ] প্রধান, শ্রেষ্ঠ। "ঘৃষুং বা যে নিনিদুঃ সখায়ঃ" (ঋক্ ১০।২৭।৬) 'ঘৃষু মহান্তম্।' (সায়ণ।)

ঘৃষ্ট (ত্রি) ঘৃষ কর্ম্মণি ক্ত। ১ মর্দ্দিত, যাহা ঘর্ষণ করা হইয়াছে, চলিত কথায় ঘষা বলে। "ঘৃষ্টরসাঞ্জননার্য্যাঃ ক্ষীরেণ" (সুশ্রুত) (পু) ২ চন্দনবিশেষ। (শব্দার্থচি°)

ঘৃষ্টি (স্ত্রী) ঘৃষ্টতেঽসৌ ঘৃষ-কর্ম্মণি ক্তিচ্। ১ বারাহী, চলিত কথায় চামর আলু বলে। ২ অপরাজিতা। ঘৃষ ভাবে ক্তিন্। ৩ ঘর্ষণ, ঘষা। ৪ স্পর্দ্ধা। (পুং) ঘৃষ-কর্ত্তরি ক্তিচ্। ৫ শূকর। (মেদিনী)

ঘৃষ্টিলা (স্ত্রী) ঘৃষ্টিং লাতি লা-ক। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া।

ঘৃষ্ণি (পুং স্ত্রী) ঘর্ষতি ভূমিং তুণ্ডেন ঘৃষ ক্তিন্ নিপাতনে সাধু (কৃবি ঘৃষ্ণিচ্ছবীতি। উণ্ ৪।৫৬) ১ বরাহ। (ত্রি) ২ ঘর্ষণশীল। "মদন্তি বীরা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ" (ঋক্ ১।৮৫।১) স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়। (স্ত্রী) ঘৃষ ভাবে ক্তিন্। ৩ ঘর্ষণ।

ঘৃষ্টিরাধস (ত্রি) ঘৃষ্টানি রাধাংসি সোমলক্ষণানি হবীংষি যস্য বহুব্রী। পৃষোদরাদিত্বাৎ নিপাতনে সাধু। যাহাদের সোমরূপ হবিঃ পরস্পর ঘৃষ্ট হইয়া থাকে, মরুৎ।

"এয়ু ঘৃষ্টিরাধসো যাতানাংধাসি প্রীতয়ে।" (ঋক্ ৭।৫৯।৫)

ঘেউয়া (দেশজ) ঘা যুক্ত।

ঘেঁচড়া (দেশজ) অবাধ্য, যে কথা শুনে না, দুর্ম্মুখ।

ঘেঁচু (ঘেঞ্চুলিকা শব্দজ) একপ্রকার মূল (Arum Orissense), ইহা খাইতে অল্প মিষ্ট।

ঘেঁটকচু (ঘেঞ্চুলিকা শব্দজ) একপ্রকার কচু।

ঘেঁটু (ঘণ্টাকর্ণ শব্দজ) খোস্ পাঁচড়ারোগের দেবতা, ঘণ্টাকর্ণ। [ঘণ্টাকর্ণ দেখ।]

ঘেঁষ (দেশজ) ঘন ঘন, অবকাশশূন্য।

ঘেঁষণ (দেশজ) ঘর্ষণ।

ঘেঁষড়ন (দেশজ) ভূমের উপর দিয়া টানা।

ঘেঁষা (দেশজ) ১ নিকটবর্ত্তী। ২ অনুগত। ২ ঘর্ষণ।

ঘেঁষাঘেঁষি, ১ নৈকট্য সম্বন্ধ। ২ আনুগত্য।

ঘেঁষাণ (দেশজ) ১ নিকটবর্ত্তীকরণ। ২ অনুগত করা।

ঘেঙ্গা (দেশজ) ১ বিরক্তিকর প্রার্থনা। ২ বিরক্তিকর কার্য্য।

ঘেঙ্গান (দেশজ) আগ্রহের সহিত কোন বস্তু চাহিয়া বিরক্ত করা।

ঘেঞ্চুলিকা (স্ত্রী) ক্রৌঞ্চাদন, চলিত কথায় ঘেঁচু বলে।

ঘেটকচু (দেশজ) ঘেঁচু।

ঘেটকুল (দেশজ) ঘেঞ্চুলিকা, ঘেঁচু।

ঘেরঘার (দেশজ) ১ প্রাচীর, বেড়া, আবরণ। ২ নগরাদি অবরোধ বা বেষ্টন।

ঘেরণ (দেশজ) বেষ্টন, চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া অবস্থান।

ঘেরণ্ড, একজন গ্রন্থকার। ইনি শাক্ত উপাসনার যোগশিক্ষার্থ ঘেরণ্ডসংহিতা নামে একখানি তন্ত্র রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে যথাক্রমে এই কয়টী বিষয় বর্ণিত আছে—১ উপদেশ, ধৌত্যাদিষট্‌কর্ম্মকথা, ২ ঘটস্থ যোগকথা, ৩ ঘটস্থ যোগমুদ্রাপ্রকরণ, ৪ প্রত্যাহারপ্রয়োগকথা, ৫ প্রাণায়ামলক্ষণ, ৬ ধ্যানযোগকথা ও ৭ সমাধিযোগ।

ঘেরা [ঘেরণ দেখ।]

ঘেরাণ (দেশজ) বেষ্টন করান।

ঘেরিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। সুতীর দক্ষিণে অক্ষা° ২৪° ৩৮´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ৮´ ১৫´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এস্থানে দুইটী প্রধান যুদ্ধ ঘটে—

১ম, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনভার-গ্রহণেচ্ছু সরফরাজ খাঁর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর যুদ্ধ হয়, ঐ যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত হন।

২য়, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব মীর কাসিমের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা তাঁহাকে

পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া পুনরায় মীরজাফরকে দ্বিতীয়-বারের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাবী পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

ঘেশ, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার সামন্তের অধীন একটী রাজ্য। সম্বলপুর হইতে প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার মধ্যে সর্ব্বসমেত ১৯ খানি গ্রাম আছে, ভূমির পরিমাণ প্রায় ১২ বর্গমাইল হইবে, তন্মধ্যে ⅓ অংশ জমিতে কেবলমাত্র ধান্যের চাষ হইয়া থাকে।

২ উক্ত বিষয়ের প্রধান গ্রাম। অক্ষা° ২১° ১১´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ২০´ পূঃ। এখানে একটী বিদ্যালয় আছে। সর্দ্দারেরা "বিঞ্জবারা" বংশসম্ভূত।

ঘেসেড়া (দেশজ) যে ঘাস কাটে।

ঘৈরা (গভীর শব্দজ) অগাধ, গভীর।

ঘোঁজ (দেশজ) ন্যুব্জ পথ, বাঁকা পথ।

ঘোঁট (দেশজ) ১ হামামদিস্তায় কোন বস্তু গুঁড়া করা। ২ কোন বিষয় লইয়া আন্দোলন।

ঘোঁটনা (দেশজ) যাহা দিয়া ঘোঁটা যায়।

ঘোঁটা (দেশজ) গুঁড়া করিবার জন্য আঘাত করা বা ঘষা।

ঘোগ (দেশজ) ১ বাঁধের মধ্যকার গর্ত্ত, যাহা দিয়া জল ঝরে। ২ রক্তবর্ণ হংস। ৩ চতুর্হস্ত জন্তুবিশেষ। ভারতের নানাস্থানে বৃক্ষাদিতে ইহারা বাস করে। ইহাদের গায়ের লোম বেশ নরম, ঘন ও পশমের মত। ইহাদের নাসিকা-বিবর বানরের ন্যায়। লাঙ্গুল আছে বটে, কিন্তু বানরের মত তাহাতে সকল জিনিস ধরিতে পারে না। ইহাদের মুখ অনেকটা খেঁক্‌শিয়ালের মত, নথ অতিশয় তীক্ষ্ণ। ইহারা সামান্য জন্তু হইলেও নিবিড়বনে বাঘের নিকট থাকে। এই জন্য প্রবাদ আছে, "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।"

ঘোঘারো, সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৭°২৯´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৬৮°৪´ পূঃ। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান মঙ্গন, সিয়াল ও বগন জাতীয় লোক বেশী। এখানে চাউলের ব্যবসা বিস্তৃত।

ঘোটক (পুং স্ত্রী) ঘোটতে পরিবর্ত্ততে গত্বা প্রত্যাগচ্ছতি ঘুট-ণ্বুল্। পশুবিশেষ, ঘোড়া। পর্য্যায়—পীতি, তুরগ, অশ্ব, তুরঙ্গম, বাজী, বাহ, অর্ব্বা, গন্ধর্ব্ব, হয়, সৈন্ধব, সপ্তি, ঘোট, পীতী, পীথি, তার্ক্ষ্য, হরি, বীতী, মুদ্গভোজী, ঘারাট, জবন, জিতব, জবী, বাহনশ্রেষ্ঠ, শ্রীভ্রাতা, অমৃতসোদর, মুদ্গভুক্, শালিহোত্র, লক্ষ্মীপুত্র, প্রকীর্ণক, বাতায়ন, শ্রীপুত্র, চামরী, হ্রেষী, শালিহোত্রী, মরুদ্রথ, রাজস্কন্ধ, হরিদ্রাক্ষ, একশফ, কিন্ধী, ললাম, বিমানক, অত্য, বহ্নি, দধিক্রা, দধিক্রাবা, এতগ্ব, এতশ, পৈদ্ব, দৌর্গহ, উচ্চৈঃশ্রবস্, আশু, ব্রধ্ন, অরুষ, মাংশ্চত্ব, অব্যথয়, শ্যেনাস, সুপর্ণস্, পতঙ্গ, নর, হংসায়। পারসী—অস্প, জন্দ—অস্প, আরবী—হিসান্, হিন্দী—ঘোড়া, তামিল—কুদরি, তেলগু—গুরমু, তুর্ক—সুক্, ব্রহ্ম—সোন, লাটিন্—Equus, caballus, হিব্রু—সুস্, জর্ম্মণ—Pferd, gaul, ইতালী ও পর্ত্তুগীজ—Cavallo, ফরাসী—Cheval, ওলন্দাজ—Paard, দিনেমার—Hest, পোলণ্ডে কোণ, রুষ—লোসচদ্, স্পেণীয়—কাবালো, স্কন্দনাভ—হস্ত।

এতদ্দেশীয় প্রাচীন অশ্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, পূর্ব্বে সমস্ত ঘোটকেরই পাখা ছিল, বৃহৎ বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় ইহারাও পাখার ভর করিয়া আকাশপথে উড়িয়া যাইতে পারিত। কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে শালিহোত্র ইহাদের সমস্ত পাখাগুলি কাটিয়া ফেলেন, তদবধি ইহারা পক্ষহীন ও ভূতলচারী হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন অশ্ববেত্তারা মোটামোটী চাররকমের ঘোড়ার নির্দ্দেশ করেন। যথা—উত্তম, মধ্যম, কনীয়ান্ বা কনিষ্ঠ ও নীচ। দেশানুসারে এই চারি প্রকার ভেদ ঘটিয়া থাকে। যথা, তাজিক, খুরাশাণ ও তুষার-দেশে যে সকল ঘোড়া উৎপন্ন হয় তাহারা উত্তম, গোজিকাণ, কেকাণ (কোকাণ) ও প্রৌঢ়াহার ইহাদিগকে মধ্যম, গন্ধার, সাধ্যবাস ও সিন্ধুবারে যাহারা থাকে তাহাদিগকে কনিষ্ঠ, ইহা ছাড়া অপরদেশে যে সকল ঘোড়া উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নীচ জানিবে (১)।

ভোজের যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে লিখিত আছে—জল হইতে এক রকম ঘোড়া উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে জলজ, বহ্নি হইতে যে সকল ঘোড়া উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বহ্নিজ ও বায়ু হইতে একপ্রকার ঘোড়া জন্মে, তাহাদিগকে বায়ুজ বলে। ইহা ছাড়া ঘোটকীর গর্ভে ঘোটকের ঔরসে আর এক রকমের ঘোড়া হয়, তাহাদিগকে মৃগজ বলে। জলজ ঘোটক ব্রাহ্মণ, বহ্নিজ ঘোটক ক্ষত্রিয়, বায়ুজ ঘোটক বৈশ্য এবং মৃগজ ঘোটকদিগকে শূদ্রজাতীয় জানিবে। ব্রাহ্মণ জাতীয় ঘোড়ার শরীর হইতে পুষ্পগন্ধ, ক্ষত্রিয় জাতির শরীর হইতে অগুরুগন্ধ, বৈশ্যজাতীয়ের শরীরে ঘৃতের গন্ধ এবং শূদ্র ঘোটকের শরীর হইতে মাছের গন্ধ পাওয়া যায়। আবার ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রাহ্মণজাতীয় ঘোটক বিবেকী ও দয়াযুক্ত, ক্ষত্রিয় বলশালী ও তেজস্বী, বৈশ্য ঈষদুষ্ণ ভাবযুক্ত

(১) "তাজিকা খুরাশানাশ্চ তুষারশ্চোত্তমা হয়াঃ।
গোজিকাণাশ্চ কেকাণাঃ প্রোঢ়াহারাশ্চ মধ্যমাঃ।
তাড়জা উত্তমাশাশ্চ বাজশূলাশ্চ মধ্যমাঃ।
গন্ধারাঃ সাধ্যবাসাশ্চ সিন্ধুবারাঃ কনীয়সঃ।"
(ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

এবং শূদ্রজাতীয় ঘোটক অতিশয় দুর্ব্বল হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় ঘোটকই রাজগণের পক্ষে প্রশস্ত ; শূদ্রজাতীয় ঘোটক অমঙ্গলকারী।

অশ্ববিদ্‌গণ ঘোটকের অঙ্গসংস্থান মোটামোটী এইরূপ নিরূপণ করেন।

ঘোড়ার মুখ ২৭ আঙ্গুল, কর্ণ ৬ আঙ্গুল, কপাল ৪ আঙ্গুল, স্কন্ধদেশ ৪৭ আঙ্গুল, পৃষ্ঠবংশ ২৪, ও কটি ২৭ আঙ্গুল, লিঙ্গ এক হাত, অণ্ড ৪ আঙ্গুল, মধ্যস্থান ২৪, হৃদয় ১৬, কটি ও কুক্ষির মধ্যস্থান ৪০, মণিবন্ধ ও প্রত্যেক খুর ৪ এবং পাগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ আঙ্গুল হইয়া থাকে।

ঘোড়ার দাঁত দেখিয়া বয়স নিরূপণ করা যাইতে পারে, ইহাদের দাঁতের যথাক্রমে এই আটটী অবস্থা ঘটে। যথা— কালিকা, হরিণী, শুক্লা, কাচা, মক্ষিকা, শঙ্খ, মুষলক ও চলতা।

কালিকা।—দন্তের স্বাভাবিক রঙ যাইয়া যখন কালা হইতে থাকে, তাহাকে কালিকা বলে। প্রথমে ঘোড়ার সকল দাঁতই শাদা থাকে, বয়োবৃদ্ধি অনুসারে কাল হয়। ঘোড়ার চারিবৎসর বয়সের সময় কেবল চারিটী দন্ত কাল হয়। এই প্রকার পাঁচবৎসরে পাঁচটী, ছয় বৎসরে ৬টী, সাত বৎসরে সাতটী ও অষ্টমবর্ষে সকল দন্তগুলিই কাল হইয়া যায়।

হরিণী।—দাঁতের কাল রঙ যাইয়া যখন পীতবর্ণ হয়, তাহাকে হরিণী বলে। নবমবর্ষেই পীতবর্ণ হইতে আরম্ভ হয় এবং দশম ও একাদশ বর্ষে সম্পূর্ণ পীতবর্ণ হইয়া যায়।

শুক্লা।—পীতবর্ণ দন্তগুলি যখন শাদা হইতে থাকে, তখন তাহাকে শুক্লা বলে। ১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত দাঁত শাদা থাকে।

কাচা।—দাঁতের রঙ কাচের ন্যায় হইতে থাকিলে তাহার নাম কাচা। ১৫ হইতে ১৭ বর্ষ পর্য্যন্ত এই অবস্থা হয়।

মক্ষিকা।—দাঁতের রঙ মক্ষিকার সদৃশ হইলে তাহাকে মক্ষিকা বলে। ১৮ হইতে ২০ পর্য্যন্ত এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

শঙ্খ।—ঘোড়ার দাঁত শঙ্খের ন্যায় আভাশালী হইলে তাহার নাম শঙ্খ। ২১ হইতে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা থাকে।

মুষল।—যে সময়ে দাঁতগুলি মুষলাকৃতি হইয়া উঠে, তখন তাহাকে মুষল বলে। ২৪ হইতে ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে।

চলতা অর্থাৎ দাঁত নড়া। ২৬ বৎসরের পরে ঘোড়ার দাঁত নড়িয়া থাকে। সেই অবস্থায় ৩ বৎসর থাকিয়া পড়িয়া যায়। ভোজের মতে ঘোড়া ৩২শ বৎসরের অধিক বাঁচে না।

ঘোটকের শুভ লক্ষণ।—ঘোড়ার শরীর দীর্ঘ ও কৃশ এবং মুখখানি অপেক্ষাকৃত বড় হইলে ভাল। এই ঘোড়া যান ও বাহনকর্ম্মে প্রশস্ত। ঘোটকের মুখ, ভুজ যুগল ও কৃকাটিকা এই চারিটী স্থান দীর্ঘ হইলে ভাল। নাসিকা পুটদ্বয়, ললাট ও কফ (অবয়ব বিশেষ) এই চারিটী স্থান উন্নত থাকিলে তাহাকে প্রশস্ত ঘোটক জানিবে। যে ঘোটকের কর্ণদ্বয়, মণিবন্ধ, পুচ্ছ এবং কোষ্ঠ প্রশস্ত অথচ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, গায়ের রঙ পীত এবং পা চারিখানি ও চক্ষু শ্বেতবর্ণ, তাহাকে চক্রবাক বলে। এই জাতীয় ঘোড়া প্রভুভক্ত ও রাজগণের উপযুক্ত। যে ঘোটকের মুখে পক্ক জম্বুফলের ন্যায় চাঁদ চিহ্ন থাকে ও পাগুলি শাদা তাহাকে মল্লিক বলে। যে ঘোড়ার সর্ব্বশরীর শুভ্রবর্ণ, কেবল একটী কাণ কাল সেই অশ্বই অশ্বমেধযজ্ঞের উপযুক্ত। এই ঘোড়া অতিশয় দুর্ঘট। যাহার পুচ্ছ, মুষ্ক, মুখ ও মাথার চুল শুভ্র এবং পাগুলি শ্বেতবর্ণ তাহাকে অষ্টমঙ্গল বলে। যাহার পাগুলি শাদা ও কপালে চাঁদ থাকে, তাহার নাম কল্যাণপঞ্চক, ইহার পালনে স্বামীর মঙ্গল হয়। নানা রঙের ঘোটকও প্রশস্ত। তাহার মধ্যে যে গুলির গায়ের উৎকৃষ্ট রঙ দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং অপকৃষ্টবর্ণের নাশ হয়, সেই ঘোড়া হইতে অপর ঘোড়ার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

আবর্ত্তের গুণ।—ভ্রমির ন্যায় রোমাবলীকে আবর্ত্ত বলে। আবর্ত্ত ৬ প্রকার। ঘোটকের ডাইনদিকে আবর্ত্ত থাকা ভাল। নাসিকাগ্র, ললাট, শঙ্খ, কণ্ঠ, বা মস্তকে আবর্ত্ত থাকিলে অশ্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে অশ্বের ললাট, কুকুন্দর ও মস্তক এই তিন স্থান তিনটী আবর্ত্তে পরিশোভিত, সেই অশ্বই সর্ব্বোত্তম। অশ্বের দক্ষিণগণ্ডে আবর্ত্ত থাকিলে তাহার নাম শিব। ইহা পালকের পক্ষে নিতান্ত হিতকারী। কর্ণমূল অথবা স্তনমধ্যে আবর্ত্ত থাকিলে তাহাকে বিজয় বলে। এই জাতীয় অশ্ব যুদ্ধকালে অতিশয় বলপ্রকাশ করিয়া প্রায়ই জয় লাভ করে। ঘোটকের স্কন্ধপার্শ্বে আবর্ত্ত থাকিলে সুখকর হয়। নাসিকার মধ্যে একটী অথবা তিনটী আবর্ত্ত থাকিলে তাহাকে চক্রবর্ত্তী বলে। এই জাতীয় অশ্ব অপর জাতীয় অনেকের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। যাহার কণ্ঠে আবর্ত্ত থাকে, তাহাকে চিন্তামণি বলে। এই জাতীয় অশ্বও পালকের শুভকারী হইয়া থাকে।

অশ্বশরীরের কোন কোন স্থানের রোমগুলির অবস্থানানুসারে ঠিক্ বৃশ্চিকের ন্যায় দৃষ্ট হয়। প্রাচীন অশ্ববিদ্‌গণ উহাকে শুক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন। যে যে স্থলে

আবর্ত্ত থাকিলে অশ্বের যে গুণ হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে শুক্তি থাকিলেই সেই সেই গুণ প্রকাশ পায়।

অশ্বের দোষ।—যে ঘোড়ার সকল শরীর শুভ্রবর্ণ, কিন্তু পা চারিখানির রঙ্ কাল, তাহাকে যমদূত বলে। ইহা পরিত্যাগ করা উচিত। অশ্বের চারিখানি পা চারিবর্ণের হইলে তাহার নাম মুষলী, এই জাতীয় অশ্ব হইতে কুলনাশ হয়। বাম কপালে একটী মাত্র আবর্ত্ত থাকিলে তাহাকে চর্ব্বণী বলে। এই জাতীয় অশ্ব পালকের অহিতকারী। বামগণ্ডে আবর্ত্ত থাকিলে ধনক্ষয়, কক্ষে থাকিলে মৃত্যু, জানুদেশে থাকিলে ক্লেশ অথবা প্রবাস এবং ত্রিবলীতে আবর্ত্ত থাকিলে ত্রিবর্গের বিনাশ হইয়া থাকে। যে ঘোড়ার মেঢ্রদেশে আবর্ত্ত থাকে, সেই ঘোড়া রাজগণের পক্ষে পরিত্যজ্য।

পৃষ্ঠবংশে একটী মাত্র আবর্ত্ত থাকিলে ঘোটককে ধূমকেতু বলে, ইহার পরিত্যাগ করা উচিত। গুহ্য, পুচ্ছ ও বলিস্থানে তিনটী আবর্ত্ত থাকিলে তাহার নাম কৃতান্ত, এই জাতীয় ঘোড়াও পরিত্যাগ করিবে।

হীনদন্ত, অধিকদন্ত, করালী, কৃষ্ণতালুক, মুষলী ও শৃঙ্গী এই ৬ প্রকার ঘোড়াকে ঘাতক বলে। অশ্বের দন্ত সংখ্যা কম হইলে হীনদন্ত ও অধিক হইলে অধিকদন্ত বলে। যাহার তিনটী পা শ্বেত ও অপরটীর রঙ্ কাল অথবা তিনখানি কৃষ্ণবর্ণ এবং অপরখানি শুভ্র, তাহার নাম মুষলী। যে ঘোড়ার দন্তগুলি দেখিতে অতিশয় ভীষণ ও উন্নতাবনত তাহার নাম করালী। তালুদেশের রোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহাকে কৃষ্ণতালুক বলে। যদি কর্ণ ও কর্ণমূলের অন্তভাগে শৃঙ্গের ন্যায় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শৃঙ্গী নামে অভিহিত।

অশ্ব-তাড়ন করিবার নিয়ম।—রক্তস্থলী, মুখ, ওষ্ঠ, গলদেশ ও পুচ্ছ এই কয়টী স্থানে তাড়না করা উচিত। কিন্তু কোন কারণে অশ্ব ভীত হইলে বক্ষঃস্থলে, উন্মার্গগামী হইলে মুখে, কুপিত হইলে পুচ্ছসংস্থানে এবং ভ্রান্ত হইলে উভয় জানুতে আঘাত করা উচিত। অস্থানে আঘাত করিলে অনেক দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, এই কারণে ভালরূপে দেখিয়া আঘাত করিবে।

যে ঘোড়া ১৬ মাত্রাকালে একশত ধনু পরিমিত পথ অতিক্রম করিতে পারে, তাহাকে উত্তম, বিংশতি ধনু যাইতে পারিলে মধ্যম, ইহার ন্যূন হইলে সেই ঘোড়াকে অধম জানিবে। ভাদ্র আশ্বিনমাসে অশ্বের পিত্ত অধিক বর্দ্ধিত হয়, সেই জন্য অধিক চালনা করা উচিত নহে। কার্ত্তিকমাসে মহৎকার্য্যে এবং হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত ঋতুতে ইচ্ছানুসারে চালনা বা কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। অশ্বশাবক, বৃদ্ধ, কৃশ, রুগ্ন, দন্তস্নেহ, বৃহৎ বলিযুক্ত ও পূর্ণ বা অতিরিক্ত কোষ্ঠযুক্ত ঘোটক এবং গর্ভিণী ঘোটকী কোন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে নাই।

ঘোটকের শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া তাহাদের জীবন নাশ করে। এই কারণে শরীর হইতে দূষিত রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। প্রাচীন অশ্বচিকিৎসকগণের মতে ঘোড়ার শরীরে সর্ব্বসমেত বাহাত্তর হাজার নাড়ী আছে। উহার প্রত্যেকটীতেই রক্ত থাকে। কণ্ঠ, কক্ষ, লোচনযুগল, অংস, মুখ, অণ্ডদ্বয়, পা ও পার্শ্ব এই কয়টী রক্তমোক্ষণের স্থান। আবার কোন চিকিৎসক বলেন, গুল্ফ, গলদেশ, মেঢ্র, কক্ষান্ত, পত্রক, গুদস্থান, পুচ্ছ, বস্তি, জঙ্ঘা, সন্ধিস্থান, জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ, নেত্রযুগল, কর্ণমূল, মণিবন্ধ ও গণ্ড এই সতরটী রক্তমোক্ষণের স্থান।

সুশ্রুতের মতে, মুখ হইতে একশত পল পরিমিত রক্তমোক্ষণ করা উচিত। এইরূপ কক্ষ হইতে এক পল, নয়ন ও মেঢ্র হইতে ৫০ পল, গণ্ড ও অণ্ড হইতে ২৫ পল এবং গুদস্থান হইতে ১২ পল রক্ত নিঃসৃত করিবে। পৈত্তিক হইলে কালিক, বাতিক হইলে ফেনাযুক্ত ও পিচ্ছিল এবং শ্লৈষ্মিক হইলে পাণ্ডুবর্ণ ও কষায় জলের ন্যায় হইয়া থাকে।

ঋতুচর্য্যা।—বর্ষাকালে অশ্বের অতিশয় চালনা করা উচিত নহে, করিলে দশমাস মধ্যে মারা পড়ে। এই কালে কূপোদক, কটুতৈল, ও বাতশূন্য গৃহে রাখা প্রশস্ত, একদিন পরে পরে অর্দ্ধপল লবণ দেওয়া উচিত। ইহার অন্যথা করিলে স্বাস্থ্য ও বীর্য্যহানি হয়। দিন দিন বল কমিয়া যায় ও আয়ু ক্ষয় হইয়া থাকে। শরৎকালে গুড়, ঘৃত, আট পল পরিমিত চিনি, স্বচ্ছ ও মধুর রসযুক্ত সরোবরের জল, ঘৃতযুক্ত কুঁড় এই সকল দ্রব্য ঘোটকের পক্ষে হিতকর। হেমন্ত ঋতুতে ঘৃত, তৈল, মাষকড়াই, বায়ুশূন্য গৃহে বাস, দুগ্ধ ও ধীরে ধীরে চালনা করা উচিত। যব সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিতে হয়। শীতকালে সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন আটপল করিয়া তৈল পান করাইবে। পরে প্রাতে যব খাইতে দিবে। বসন্তকালে ইচ্ছানুসারে ঘোটকের চালনা করিবে। এই কালে ঘৃত, তৈল ও লবণ মিশ্রিত জল পান করিতে দেওয়া উচিত। বসন্ত সময়ে ঘোড়াকে ভ্রমণ না করাইয়া সর্ব্বদা একস্থানে বাঁধিয়া রাখিলে অল্পদিন মধ্যেই উৎসাহবিহীন হইয়া পড়ে ও অলসতা উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকালে রক্তমোক্ষণ, ঘর্ম্ম-নিবারণ, ছায়ায় বন্ধন,

শরীর মর্দ্দন প্রশস্ত এবং ঘৃত, শীতল জল, দূর্ব্বাঘাস বা অপর কোন নরম ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত।

কোন কোন অশ্ববিদের মতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনপ্রকার অশ্ব আছে। যাহার বর্ণ শুক্ল, বেগ অপেক্ষাকৃত বেশী, অনেক দূরে গমন করিলেও যাহার শ্রম বোধ হয় না, ভোজন অধিক ও স্বাভাবিক ক্রোধ-হীন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অতিশয় রুষ্ট হইয়া উঠে, সেই ঘোড়াকে সাত্ত্বিক জানিবে। যে অশ্বের বর্ণ রক্ত, বেগ ও রোষ অতিশয় অধিক, যাহার পক্ষে কষাঘাত নিতান্ত অসহ্য ও শরীর অপেক্ষাকৃত লম্বা তাহাকে রাজসিক বলে। যে ঘোটক কৃষ্ণবর্ণ, অল্প বেগ ও রোষযুক্ত, অল্পভোজী, দুর্ব্বল ও সকল গুণশূন্য তাহাকে তামসিক বলে। (ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

পরাশরসংহিতায় ভৌম, আপ্য, বায়ব, তৈজস ও নাভস এই পাঁচ প্রকার ঘোড়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোটক-শরীরের উপাদান ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের তারতম্যে এই পাঁচ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। যাহার শরীরে ক্ষিতির অংশ অধিক তাহাকে ভৌম বা পার্থিব বলে। ভৌম ঘোটকের শরীর স্থূল, শ্রমসহ ও ক্লান্তিশূন্য, ভোজন অতিশয় অধিক, আকৃতি দীর্ঘ এবং স্বর উচ্চ। এই জাতীয় ঘোটক স্বাভাবিক ক্রোধহীন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে।

যাহার শরীরের অপর উপাদান অপেক্ষা জলের অংশ অধিক, তাহাকে আপ্য বলে। আপ্য ঘোটকের অঙ্গ শিথিল, বল অল্প, শরীর শ্রমাসহ। ইহারা ক্রোধ ও বেগশূন্য এবং সর্ব্বদাই নিদ্রা যাইতে ভালবাসে। সকল রকমের ঘোটকের মধ্যে এই জাতীয় ঘোটকই নিতান্ত অধম।

শরীরে বায়ুর অংশ অধিক হইলে তাহাকে বায়ব বলে। ইহাদের বেগ বায়ুর ন্যায় অতিশয় অধিক, শরীর শুষ্ক, দীর্ঘাকৃতি ও শ্রান্তিশূন্য। এই ঘোটক বহুদূর গমন করিতে পারে।

ঘোটক-শরীরে তেজের পরিমাণ অধিক হইলে তাহাকে তৈজস বলে। ইহারা ক্রোধশীল বেগযুক্ত ও একদিনে এক শত ক্রোশ গমন করিতে পারে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির অদৃষ্টে এইরূপ অশ্ব ঘটিয়া থাকে। সকল ঘোটকের মধ্যে এই জাতীয় ঘোটকই প্রশস্ত।

শরীরে আকাশের ভাগ অধিক থাকিলে নাভস বলে। ইহাদের গমন উৎপ্লুত, ক্রোধ ও বেগ অধিক। ইহারা বৃহৎ পরিখা লঙ্ঘন করিতে পারে। ভৌম প্রভৃতি ঘোটকের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল, ইহার দুইটী লক্ষণ কোন একটীতে লক্ষিত হইলে তাহাকে দ্বিভৌতিক বলে।

স্বজাতি ও গুণশালী অশ্বে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করা উচিত। দুষ্টাশ্বে আরোহণ করিতে নাই। দৈবক্রমে দুষ্টাশ্বে আরোহণ করিতে হইলে কাঞ্চনের সহিত তিল অথবা গুড়ের সহিত লবণ দান করিবে কিম্বা রেবন্তকে পূজা করিয়া শরীর মর্দ্দন করিবে। ইহার যে কোনটীই করিতে না পারিলে এক পল তামা দান করিবে। (ভোজকৃতযুক্তিকল্পতরু)

নকুল একখানি অশ্বচিকিৎসা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতেও ঘোটক প্রথমত চারিপ্রকার উত্তম, অধম, কনীয়ান্ ও নীচ। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, নকুলের অশ্বচিকিৎসাতেও প্রায় সেইরূপ। নকুলের মতেও প্রথমে অশ্বের পাখা ছিল। ইন্দ্রের আদেশে শালিহোত্রমুনি ঈষিকাস্ত্র দ্বারা পক্ষ ছেদন করেন।

ঘোটকের অবস্থানুসারে স্বামীর ভাবী শুভাশুভ জানিতে পারা যায়। ঘোটক সুসজ্জিত হইলে যদি ঊর্দ্ধ অবলোকন করিয়া ভয়ানক শব্দ ও খুরের অগ্রভাগে ভূমিকুটন করিতে আরম্ভ করে, তবে সেই যুদ্ধে ঘোটকস্বামীর জয় হয়। কিন্তু বার বার মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ কিম্বা অশ্রুপাত করিতে থাকিলে পরাজয় ঘটিয়া থাকে। বিশেষ কারণের অভাবে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় ঘোটক অনিদ্রিত থাকিলে অল্পদিন মধ্যেই তাহার স্বামীর কোন একটী যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, এইরূপ নিশ্চয় করিবে। ব্যাধি না থাকিলেও যদি ঘাসগ্রাস পরিত্যাগ ও অশ্রুপাত করিতে থাকে, তবে স্বামীর অমঙ্গল ঘটে। রাত্রি উপস্থিত হইলে অকস্মাৎ যদি ঘোটকের পুচ্ছ পুলকিত হয়, তবে স্বামীর মরণ হয়। পুচ্ছদেশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলে শীঘ্রই কোন বিপক্ষসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে, এইরূপ অনুমান করিবে (১)। যদি কোন প্রকারে অশ্বশালায় কৃকলাস প্রবেশ করে, তবে আর অশ্বের বৃদ্ধি হয় না, এই কারণে সর্ব্বদাই

(১) "যঃ সন্নদ্ধোহশ্বোরাবমূর্দ্ধমূর্দ্ধং করোতি চ।
খুরাগ্রেণ লিখন্ ভূমিং স শংসতি রণে জয়ম্॥
যঃ করোত্যসকৃন্মূত্রং পুরীষঞ্চাশ্রুমোক্ষণম্।
স শংসতি পরাভূতিং যস্যৈবং বর্ত্ততে হয়ঃ॥
নিরামিষং নিশীথে যো জাগর্ত্তি নৃপতের্হয়ঃ।
স শংসতি ক্রতং তস্য স্থিরস্যাপি প্রয়াণকম্॥
যদা ব্যাধিং বিনা বাজী গ্রাসং ত্যজতি দুর্ম্মনাঃ।
অশ্রুপাতঞ্চ কুরুতে তদা ভর্ত্তুরশোভনম্॥
পুলকাঙ্কিতপুচ্ছা যে জায়ন্তে ভূপতের্হয়াঃ।
নিরীক্ষন্তঃ প্রভোর্নাশং তে বদন্তি নিশাগমে॥
স্ফুলিঙ্গা যস্য দৃশ্যন্তে পুচ্ছদেশে চ বহ্নিজাঃ।
পরচক্রাগমাশিসী বিজ্ঞেয়ো হয়পণ্ডিতৈঃ॥" (নকুলকৃত অশ্ব ২ অঃ)

যত্ন রাখিবে, যেন কোন প্রকারে কৃকলাস যাইতে না পারে। মধুমক্ষিকা অশ্বশালায় যাইয়া মৌচাক প্রস্তুত করিলে সকল অশ্বের বিনাশ হয় (২)। অশ্বের মঙ্গলের জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা তিলহোম ও শতরুদ্রিয় জপ করিবে। অশ্বশালার দ্বারে সর্ব্বদাই একটী লালমুখ বড় রকমের বানর রাখিবে, এইরূপ করিলে অশ্বের কোন অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকে না, দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে (৩)। নকুলের অশ্বশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ঘোটক সাত রকম রঙের হইয়া থাকে। শ্বেত, রক্ত, পীত, সারঙ্গ, পিঙ্গল, নীল ও কৃষ্ণ। ইহার মধ্যে শ্বেতবর্ণ ঘোটকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শরীর ও মস্তক প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ অনুসারে চক্রবাক ও মল্লিক প্রভৃতি কতকগুলি ভেদ হইয়া থাকে। তাহার লক্ষণ পূর্ব্বলিখিত লক্ষণের প্রায় সমান।

স্থানবিশেষে আবর্ত্তের দোষ গুণ ও তারতম্য পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

অশ্বচিকিৎসার মতেও ঘোটকের দন্তোদ্ভেদ অনুসারে তাহাদের বয়স জানিবার উপায় আছে। পূর্ব্বে কালিকা প্রভৃতি যে সকল অবস্থা লিখিত হইয়াছে, ইহাও প্রায় তদনুরূপ। ঘোটকের আকৃতি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও মুখখানি অপেক্ষাকৃত মাংসহীন হইলে রাজগণের পক্ষে তাহা প্রশস্ত। স্কন্ধদেশ উন্নত ও দীর্ঘ, গ্রীবা বক্র চমরালঙ্কৃত ও অল্প রোমযুক্ত, পৃষ্ঠ-বিপুল, ব্রণশূন্য ও মধ্যে নিম্ন এবং পৃষ্ঠবংশটী সুন্দর হইলে সে ঘোটক অতিশয় উৎকৃষ্ট।

নকুলের মতে অশ্বের মুখ ২৭ আঙ্গুল, কর্ণ ৬ আঙ্গুল, তালু ৪ আঙ্গুল, স্কন্দ ১৭ আঙ্গুল, পৃষ্ঠবংশ ২৪, কটি ২৭ আঙ্গুল, পুচ্ছ ২ হাত, লিঙ্গ ১ হাত, অণ্ড ৪ আঙ্গুল, গুহ্যদেশ ২৪, হৃদয় ১৬, কটি ও কক্ষের অন্তর ৪০ আঙ্গুল, মণিবন্ধ ও খুর প্রত্যেক ৩ আঙ্গুল, উৎসেধ ৮০ এবং দৈর্ঘ্য ১০২ আঙ্গুল। যে ঘোটকের অবয়বগুলি এইরূপ প্রমাণে নির্ম্মিত তাহাকে শ্রেষ্ঠ জানিবে।

মুখ, ভুজ, কেশ ও কৃকাটিকা এই চারি অবয়ব দীর্ঘ হওয়া ভাল। নাসিকাপুট, ললাট, শফ ও চরণদ্বয় উন্নত, ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু ও মেঢ্র রক্তবর্ণ হইলে পালকের মঙ্গল হয়। বন্ধ, চরণ কোষ্ঠ, কর্ণ ও পুচ্ছ লম্বা এবং কর্ণ, কর্ণান্তর ও বংশ অতি ক্ষুদ্র হইলে প্রশস্ত।

অশ্ব-শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপন্ন এবং রক্তদোষ প্রশমিত হইলে রোগের প্রতীকার হয়। কোন কারণে অশ্ব-শরীরের বিশুদ্ধ রক্ত দূষিত হইলে চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে শিরামোক্ষণপ্রণালীতে সেই দূষিত রক্তগুলি বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। আষাঢ় মাসে রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। রক্তমোক্ষণের পর ভাল ঘাস ও বলকর আহারীয় দ্রব্য খাওয়াইয়া পুনর্ব্বার সবল করিতে হয়। ঘোটক-শরীরে রক্ত দূষিত বা অধিক থাকিতে তাহাকে তৃণ বা শস্য খাইতে দিবে না। ঐ অবস্থায় শস্য খাইলে পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই প্রাণ বিনাশ করে। শ্বাসপুট রক্তাধিক্য হইলে যদি স্নেহাদির সহিত শস্য খায় এবং শ্লেষ্মা ও রক্তের হীনাবস্থায় শস্য খাইলে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া অশ্বকে বিপন্ন করে। এই যে সকল কথা বলা হইল, ইহাই রক্তপ্রকোপের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পিত্ত রক্ত-প্রকোপের লক্ষণ।—ইহাতে অশ্বশরীরে কণ্ডু জন্মে। অশ্ব সর্ব্বদা শরীর ঘর্ষণ করিবার চেষ্টা করে। পিত্ত রক্ত প্রকোপ হইলে ঘোটক ছায়ায় ও জলে থাকিতে ভালবাসে এবং মুহুর্মুহু পিপাসা ও ক্ষুধা হয়। এইরূপ অবস্থায় শিরামোক্ষণ করিয়া মরিচ বা অন্য কোন কটুদ্রব্যযুক্ত গুড় খাওয়াইলে প্রতীকার হয়। কিন্তু যদি মুহুর্মুহু অশ্রুপাত এবং নেত্রের প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ হয়, তবে সেই ঘোটকের প্রাণরক্ষা হওয়া দুষ্কর।

শ্লেষ্ম রক্ত প্রকোপের লক্ষণ।—কাস, আহারে অনিচ্ছা, উৎসাহহীনতা ও পার্ষ্ণি আসন ও কশাঘাত অগ্রাহ্য করা এবং নাসাগ্র দ্বারা জলক্ষেপণ। এই অবস্থায় ঘোটক সর্ব্বদাই অধোবদন হইয়া থাকে এবং বাহিরে ও উষ্ণ স্থানে থাকিতে ভালবাসে। রক্ত শোধন করিয়া শুঁঠ ও গুড় খাইতে দিলে প্রতীকার হয়। কিন্তু চক্ষুর প্রান্ত ও উদরে বিন্দু বিন্দু দাগ হইলে ছয় মাস মধ্যে নিশ্চয়ই সেই ঘোড়ার মৃত্যু হইয়া থাকে।

বাতরক্ত প্রকোপের লক্ষণ।—অধিক শ্বাস, একস্থানে অনেকক্ষণ থাকিতে অনিচ্ছা ও নিরর্গলভাবে মুহুর্মুহু চীৎকার। রক্তমোক্ষণ করিয়া যথানিয়মে মহাঘৃত সেবন করাইলে প্রতীকার হয়। কিন্তু লোচনপ্রান্তে শ্বেত ও রক্ত চিহ্ন, কাশ, মুখে কণ্ডু হইলে এবং আমিষ অথবা মাহিষ দধিযুক্ত অশ্মক না খাইলে সেই ঘোটকের প্রাণরক্ষা পায় না।

সন্নিপাতের লক্ষণ।—শরীরে কম্প, কাশ, অর্গল ফেলিয়া দেওয়া, নিদ্রা, আলস্য, অগ্নিমান্দ্য, বস্তিতে মলবন্ধ, কর্ণদ্বয় হেলিয়া যাওয়া ও মুখ হইতে লালা পতন। এই অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়া ঘোটককে নীরোগ হওয়া পর্য্যন্ত

(২) "শরটং রক্ষয়েদ্ যত্নাৎ প্রবিশন্তং হয়ালয়ে।
যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতীং বৃদ্ধিং তেষাঞ্চৈব তথাত্মনঃ।
অশ্বশালাং সমাসাদ্য যদাস্তু মধুমক্ষিকাঃ।
মধুজালং প্রকুর্ব্বন্তি তদাশ্বান্ ঘ্নন্তি সর্ব্বশঃ।"

(৩) "মন্দুরান্তে সদা ধার্য্যো রক্তবক্ত্রো মহাকপিঃ।" (নকুল ২ অঃ)

কিছুই খাইতে দিবে না, কেবল উষ্ণ বা শীতলজলে ঔষধ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। হরীতকী, আমলকী, কটুকী ও বচ মিশাইয়া খাওয়াইলে সান্নিপাতিক জ্বর ভাল হয়। শিরীষ, বিল্বফল ও বেতস মিশ্রিত করিয়া সেবনে মন্দাগ্নির প্রতীকার হইয়া থাকে। যষ্টিমধু, শিরীষ ও লাক্ষার কাথ করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক রোগের প্রতীকার হয়।

নকুলের মতে ঘোটকের অরিষ্ট।—সুস্থ শরীর ঘোটকের নেত্রের প্রান্তভাগে নীলবর্ণ ও শরীর হইতে মৃত্তিকার গন্ধ আসিলে ২ মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। চক্ষুর প্রান্ত নীলের আভাযুক্ত পীতবর্ণ হইলে ৩ মাস, নেত্রে বহু বর্ণ রেখা ও স্বর ভেদ হইলে ৫ মাস আয়ু জানিবে। হঠাৎ অশ্বের জিহ্বায় বিন্দু দেখিতে পাইলে সেই অশ্ব অতি কষ্টে একমাস মাত্র জীবিত থাকে। ঐ বিন্দুগুলি পীতবর্ণ হইলে ২ মাস, রক্তবর্ণ হইলে ৩ মাস, নানারঙের হইলে ৪ মাস, নীলবর্ণ হইলে ৫ মাস, বজ্রাকৃতি হইলে ৬ মাস, পাটলবর্ণ হইলে ৭ মাস, চম্পক ফুলের ন্যায় বর্ণ হইলে ৮ মাস, হরিদ্রাভ হইলে ৯ মাস, জন্তুর ন্যায় হইলে ১০ মাস, দূর্ব্বার ন্যায় রঙ্ হইলে ১১ মাস এবং বিন্দুগুলি হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইলে ১২ মাস বা একবৎসর কাল ঘোটক জীবিত থাকে। ঘোটকের জিহ্বা চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইলে ৬ মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে। যে ঘোটকের গ্রীবার অগ্র ও অধরে পিণ্ডিকা জন্মে এবং মূত্র রক্তমিশ্রিত, তাহারও ৬ মাস মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। চক্ষুর বর্ণ শাদা হইলে সেই ঘোড়া দশমাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বাতরোগাক্রান্ত ঘোড়ার চক্ষু নীল বর্ণ হইলে অতি কষ্টে ৩ মাস কাল জীবন ধারণ করিতে পারে। শ্লেষ্মাক্রান্ত ঘোটকের চক্ষু রক্তবর্ণ ও মুখের গন্ধ মদের ন্যায় উগ্র হইলে সেই ঘোটক দশমাস জীবিত থাকে। পিত্তরোগাক্রান্ত ঘোটকের চক্ষু হরিদ্রাভ হইলে আয়ু ৭ মাস জানিবে। নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ ও ঘন বলিয়া বোধ হইলে ঘোটকের আয়ু ৭ দিন মাত্র জানিবে। যাহার একটী চক্ষু নীল ও দ্বিতীয়টী রক্তবর্ণ তাহাকে পিত্ত রোগাক্রান্ত এবং তাহার একমাস মাত্র আয়ু জানিবে। বর্ষাকালে ঘোটক পিত্তরোগাক্রান্ত হইলে ১৫ দিন মাত্র বাঁচিয়া থাকে। যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল ইহা দ্বারা ঘোটক-শরীরের কোন্ ধাতুর বিকার হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া প্রতিক্রিয়া বিধান করিতে হয়। (নকুলঅশ্ব ১০ অঃ।) অশ্বচিকিৎসায় নস্য, পিণ্ড, ঘৃত, কাথ ও বিষ ব্যবহৃত হয়। নকুলের অশ্বচিকিৎসা ও জয়দত্তের অশ্ববৈদ্যকে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। [অশ্বশালা নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম মন্দুরা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীন অশ্ববিদ্‌গণের মতে গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে সময়ে সময়ে ঘোটকের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। যে সকল গ্রহ অশ্বের প্রতি দৃষ্টি করেন তাহাদের নাম—লোহিতাক্ষ, বিরূপাক্ষ, হরি, বলি, সকাশী, সঙ্কাশী, সুসংস্থিত, কুবের, বৈশাখ, ষড়্‌বিধ, বরুণ, বৃহস্পতি, সোম ও সূর্য্য এই সকল গ্রহের মধ্যে যে কোন গ্রহের দৃষ্টিতেই ঘোটকের প্রাণনাশ হয়। গ্রহের দৃষ্টিতে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। হরিগ্রহের দৃষ্টি হইলে ঘোটক-শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ কম্পিত হয়, কিন্তু অপরার্দ্ধ নিশ্চল থাকে। ইহা ছাড়া ঘোটক অতিশয় খেদযুক্তও হইয়া থাকে। হরিতাক্ষের দৃষ্টিতে চক্ষুতে রক্তবর্ণ বিন্দু জন্মে ও খাইতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করে। গাত্র-স্বেদ, শরীরে ভারাধিক্য, সর্ব্বদা বমন করিবার ইচ্ছা এবং চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন সহসা ঘটিয়া থাকে। (জয়দত্ত-কৃত অশ্ববৈদ্যক ৫৮ অঃ)

ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের দৃষ্টিতে আরও নানাবিধ শরীরের বিকৃতি প্রকাশ পায়। এই সকল উপসর্গ দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া শেষে ঘোটকের প্রাণবিনাশ করে। এই সকল গ্রহদোষ নিবারণের জন্য শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ, পরিব্রাজক, গুরু ও বৃদ্ধদিগকে বস্ত্র, গো ও কাঞ্চন প্রভৃতি দান ও নানাবিধ সুমিষ্ট ভোজন দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়। রাত্রিকালে অশ্বশালার নিকটে চতুর্দিক্ মৎস্য, মাংস, পক্বান্ন ও খিচুড়ি প্রভৃতি উপহারে বলি প্রদান করিবে এবং তিন রাত্রি, পঞ্চরাত্রি বা সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত নীরাজন করিয়া অশ্বদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপ করিলে গ্রহদোষ শান্তি হয়।

প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসকগণের মতে অশ্ব-মাংসের গুণ—উষ্ণ, বাতনাশক, অল্প পরিমাণে গুরু, বেশী আহারে পিত্তদাহ ও অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বলকর, হিতকর ও মধুর। (ভাবপ্রকাশ)

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ ঘোটক সম্বন্ধে যতদূর জানিয়া ছিলেন, তাহার সারসংগ্রহ উপরে লিখিত হইল। এখনকার পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদেরা নানা জাতীয় অশ্বের বিষয় ও অশ্ব সম্বন্ধে অনেক অভিনব কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অশ্ব শব্দে এ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। এছাড়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানে এই ভারতবর্ষেই কএক প্রকার অশ্বের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ইংরাজেরা ভারতের নানা প্রদেশে বেড়াইয়া স্থির করিয়াছেন যে ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষে দেশীয় অশ্বের সংখ্যা

কমিয়া গিয়াছে। কারণ ইংরাজরাজ দেশীয় ঘোড়ার রক্ষায়, পালনে ও ব্যবহারে আবশ্যক মত যত্ন লয়েন না। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে রাজপুতানায় কএক স্থলে দেশীয় অশ্বের হাট হইত, তন্মধ্যে ভালোত্র ও পুষ্করের হাটই বিখ্যাত। এই সকল হাটে কচ্ছ, কাঠিয়াবাড়, মূলতানের ও লক্ষীজঙ্গলের ঘোড়াই বেশী আসিত। লুনী নদীতীরে ঘোড়ার উত্তমোত্তম শাবক উৎপাদনের জন্য বেশ যত্ন লওয়া হইত। রড়দুরো নামক স্থানের ঘোড়াই লোকে বেশী আদর করিত। ইংরাজেরা মরাঠা ও পিণ্ডারীদিগকে পরাজয় করিবার পর এদেশের এই অশ্বোৎপাদন সম্বন্ধে যত্ন লোপ হয়। ইহার পর শিখেরা যত্ন লইতে থাকে, কিন্তু তাহাদের ও ইংরাজের সৈন্য মধ্যে অশ্বের বহুল ব্যবহার হওয়ায় শ্রেষ্ঠ অশ্বের আকর লক্ষীজঙ্গল ক্রমশঃ অশ্বশূন্য হইয়া পড়ে। ইংরাজরাজ বিদেশীয় দীর্ঘাকার অশ্বের আদর করায় দেশীয় ক্ষুদ্রকায় অশ্বের আদর কমিয়া যায়। দেশীয় রাজারাও অধীনতাবদ্ধ হওয়ায় দৃঢ় বলিষ্ঠ ঘোটক-সংগ্রহের দিকেও তাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ইংরাজসৈন্যে যে সকল ঘোড়া আছে, তাহার মধ্যেও প্রায় ঘোটকী দেখা যায় না, সুতরাং নানা কারণে ভারতের অশ্ববংশ নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে।

পঞ্জাব।—এদেশে শিখ ও দেশীয় রাজগণ যে সকল অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতেন, তাহার ঘোড়া অধিকাংশ স্বদেশজাত, কিন্তু পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হওয়া অবধি এই সেনাদলের ব্যবহারার্থ উপযুক্ত দেশীয় অশ্ব পাওয়া যায় না। ইহার ১ম কারণ ইংরাজেরা অনেকগুলি ঘোটকী এদেশ হইতে অন্যত্র চালান দিয়াছেন, ২য় সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঘোটক ঘোটকী নানাস্থানে চালান হইয়াছে। ৩য় শিখসৈন্যের জন্য অধিকাংশ ঘোটক ব্যবহৃত হওয়ায় দেশীয় অন্যান্য রাজারা স্ব স্ব সৈন্যের ব্যবহারার্থ যত পারিলেন ঘোটকী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য তাহাদের সন্তানোৎপাদন বন্ধ করিয়া দিলেন। যাহারা ঘোড়ার ব্যবসা করিত ও ঘোটকী রাখিয়া ভাল শাবক উৎপাদন করাইয়া লইত, এই সময় তাহারা অধিক মূল্যে নিজ নিজ ঘোটকীগুলি বেচিয়া ফেলে। এইরূপে রাবলপিণ্ডীজেলার অশ্বব্যবসায়ী ধুন্নিজাতীয়েরা এ ব্যবসা হইতে একবারে বঞ্চিত হইয়াছে। যাহা হউক রাবলপিণ্ডী, ঝিলম্‌, গুজরাট, গুগৈরা, লাহোর, বন্নু, কোহাত, ডেরাইস্মাইল খাঁ, ডেরাগাজী খাঁ প্রভৃতি জেলায় এখনও অনেক পালিতা ঘোটকী আছে, এই সকল হইতে প্রতিপালকের যত্নে উত্তমোত্তম শাবক উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবের ঘোটকের কষ্টসহিষ্ণুতা বেশী ও তাহারা সদশ্বের সর্ব্বপ্রকার গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পালনপুর।—এখানকার ঘোড়া অতি উত্তম। দেশীয়েরা এখানকার ঘোড়া পাইলে বেশী দাম দিয়াও ক্রয় করেন। এখানকার পালিতা ঘোটকী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া অতি যত্ন ও আদরপ্রাপ্ত হয়।

রাজপুতানায়—ভাল ঘোড়া আর এখন সর্ব্বত্র নাই। মাড়বারের ঠাকুরেরা ঘোড়া প্রতিপালন ও উৎপাদন করাইয়া থাকে। এখানকার ঘোড়া কাঠিয়াবাড়ের ঘোড়াজাতীয়। এদেশে নানাস্থানে উত্তম উত্তম ঘোটকী দেখা যায়, কিন্তু ভাল ঘোটক দেখা যায় না। জয়পুরের ঘোড়ার অবস্থা অতি মন্দ। কএক জন ঠাকুর ভাল ভাল ঘোড়া উৎপাদন করাইয়া থাকেন। শিখাবতীর ঘোড়াই জয়পুরের ঘোড়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আলবারের রাজা বুন্নিসিংহ অশ্বের উৎপাদন বিষয়ে বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, তিনি নিজ সৈন্য মধ্যে অশ্বপালক রাখিয়া উত্তম আরবীয় ও কাঠিয়াবাড়ের ঘোড়ার সহযোগে একজাতীয় সঙ্কর ঘোড়া উৎপাদন করাইয়াছেন। রাজপুতানার অন্যান্য রাজসৈন্যের অশ্ব অপেক্ষা আলবারের অশ্বারোহী সৈন্যের অশ্ব উৎকৃষ্ট। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সৈন্যদল প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ভরতপুরেও ভাল ঘোড়া উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আলবারের মত ভাল ঘোড়া জন্মে নাই।

হিমালয়ে—ঘুঁট নামে একপ্রকার পাহাড়ী ঘোড়া দেখা যায়, ইহারা ক্ষুদ্রকায়, বলিষ্ঠ, দৃঢ়মুখ ও দুর্দ্ধর্ষ। ইহারা পাহাড়ের সঙ্কটময় সঙ্কীর্ণপথে বেড়াইতে পটু। সমতল ভূমির ঘোড়ার মত ইহারা শীঘ্র পাহাড়ে উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাদের চেয়ে অতি দ্রুতবেগে নামিতে পারে। পাহাড়ের শিখরে যেখানে অপর কোন ঘোড়া যাইতে পারে না, সেখানে ও বরফাবৃত স্থানে ইহারা যাইতে পারে। স্পিতি নামক স্থানে বিক্রয়ের জন্য ইহাদের প্রতিপালন করা হয়। ইহারা ১২ হাতের অধিক বড় হয় না। কিন্তু চীনদেশ হইতে একপ্রকার ঘুঁট আসে, তাহারা ১৩।১৪ হাত বড় হইয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যের কএক স্থানে আপাততঃ বেশ ভাল ঘোড়া পাওয়া যায়। গোদাবরী তীরে গাসীখের নামক স্থানের ২৫ মাইল দূরে মল্লিগাম্‌ সহরে দাক্ষিণাত্যের ঘোড়ার সর্ব্বপ্রধান হাট হয়। ভীমা উপত্যকায় ও মান উপত্যকায় একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় অশ্ব পাওয়া যায়, সেই ঘোড়া আরবীয় অশ্বের মিশ্রণে

উৎপন্ন। তাহারা দৃঢ়কায়, সুদর্শন, প্রশস্ত ললাটবিশিষ্ট, দেখিলে হঠাৎ আরবীয় ঘোড়া বলিয়া ভ্রম হয়। আলিগাম্, পুণা ও আহ্মদনগরের মধ্যপ্রদেশে গোরনদীতীরে অপেক্ষাকৃত উচ্চকায় অশ্ব পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের টাটু বা পনি ঘোড়া অতিশয় লঘুগতি, অতি বলবান্ ও সকলপ্রকার কষ্টসহিষ্ণু। ইহারা ঘণ্টায় ৪.৫ মাইল চলিতে পারে। কাঠিয়াবাড়ের 'কাঠি' নামক ঘোড়া বন্দুকধারী অশ্বারোহী সৈন্যের পক্ষে উপযুক্ত। বিশুদ্ধ কাঠিতে কএকটি সামান্য দোষ আছে, কিন্তু সঙ্করবর্ণ কাঠিতে কোন দোষ নাই বলিয়া দেশীয় রাজারা বেশী মূল্য দিয়াও এই জাতীয় ঘোড়া খরিদ করেন।

উপরোক্ত ভারতীয় ঘোড়া ছাড়া এসিয়ার নানাস্থানে নানাজাতীয় ঘোড়া পাওয়া যায়। ইয়ার্কন্দদেশীয় টাটু পার্ব্বত্যপথে বেশী উপযুক্ত বলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পার্ব্বত্য আড্ডায় ইহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন হয়। ইহারা দেখিলেই প্রথমে ঈষৎ ভীত ও কুণ্ঠিত বলিয়া বোধ হয়।

তিব্বতের তঙ্গন নামক ঘোড়ার কষ্টসহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাদের খুর জোড়া নহে, কাহারও দ্বিখণ্ড, কাহারও বা ত্রিখণ্ড, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের একটী চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া থাকে, সেই সকল একচক্ষু অশ্বকে 'জেমিক' বলে। এক চক্ষু বলিয়া বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ইহারা ১০০৲ হইবে ৫০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়। তিব্বতদেশীয়েরা ইহাদিগকে শূকরের কাঁচা রক্ত ও যকৃৎ খাইতে দেয়। ইহারাও অতি আদরে তাহা খাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইহাদিগকে তৎপরিবর্ত্তে ভেড়ার মাথা খাইতে দেয়। ইহাতে নাকি ইহাদের বলবৃদ্ধি হয়। তিব্বতের টাটু বাঙ্গালাদেশে বড় কার্য্যপটু হয়।

চীনদেশের ঘোড়া বিলাতি শেট্‌লণ্ড পনি অপেক্ষা কিছু বড় হয়, কিন্তু ইহারা তেমন যত্ন পায় না এবং দেখিতেও তেমন সুদৃশ্য নয়।

পূর্ব্বসাগরের দ্বীপাবলীর মধ্যে সুমাত্রার 'আটীন' 'বাটুবারা', সম্বরের 'ভীমা', বালিদ্বীপের "গুয়েঙ্গ্ আপী" নামক স্থানের ঘোড়া বিশেষ বিখ্যাত। সম্বরের "ভীমা" ভারতীয় দ্বীপাবলীর 'আরবীয় ঘোড়া' বলিয়া সুখ্যাতি পাইয়া থাকে। সিলিবিস্ দ্বীপের "বুগি" ও ম্যাকেসার দ্বীপে "যবদ্বীপের মহিষ" নামক ঘোড়া বিখ্যাত। ফিলিপাইনের টাটু ভারতীয় দ্বীপাবলীর যাবতীয় ঘোড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট।

আফ্রিকার বর্বরী প্রদেশজাত 'বর্বর' ঘোড়া য়ুরোপে বিশেষ খ্যাত ও আদৃত। ইহা ভারতে আসে না।

অশ্বজাতির মধ্যে আরবীয় অশ্বই সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ এই—কর্ণ, গ্রীবা ও সম্মুখের পদদ্বয় দীর্ঘ, লাঙ্গুল, পশ্চাদ্ভাগ ও পশ্চাতের পদদ্বয় হ্রস্ব, চক্ষু, চর্ম্ম ও খুর পরিষ্কার এবং চিক্কণ। ইহাদের মধ্যে ধূসরবর্ণের ঘোড়া বেশী আদরণীয়, সম্পূর্ণ কৃষ্ণকায়, অধিক মূল্যবান্ ও সচরাচর অপ্রাপ্য। এদেশে সেই ঘোড়া 'নীলা' ও ধূসরবর্ণের ঘোড়া 'সবজা' নামে খ্যাত।

তুরুষ্কদেশজাত ঘোড়ার মধ্যে দামাস্কসের ঘোড়া এবং সিরীয়ার ঘোড়া বিশেষ বিখ্যাত। আরবীয় ঘোড়ার পরই তুরুষ্কের ঘোড়ার বিশেষ আদর।

সিরীয়ায় ৫ শ্রেণীর ঘোড়া আছে, ইহাদের 'খামশা' বলে। বেদুইনেরা এই সকল ঘোড়ার পালনে ও উৎপাদনে যত্ন লয়। খামশা ৫ ভাগে বিভক্ত—(১) কেহিলান্—সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়কায় নহে। জুলকা, বসোরা, মর্দ্দিন প্রভৃতি স্থানে ইহাদের উৎপত্তি। জুল্‌কার ঘোড়া অধিক মূল্যবান্। (২) সেগলাবী—ইহার মধ্যে সেগলাবি গর্ডন নামক শ্রেণীই প্রধান। (৩) আবেয়—ক্ষুদ্রকায়। কিন্তু বড় সুদর্শন। (৪) হামদানী—সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু উৎকৃষ্ট। (৫) হাদ্‌বান—অল্পই পাওয়া যায়। তুরুষ্কের ঘোড়া কদমে কদমে চলিতে গেলে ডাহিনে বামে হেলিতে দুলিতে থাকে।

তুর্কী ঘোড়া তুর্কীস্থানে পাওয়া যায়। দেখিতে বড় সুন্দর। তুরুষ্কের ঘোড়া অপেক্ষা কার্য্যক্ষম। হিন্দুকুশের নিকটে এই জাতীয় অশ্বের আদর বেশী, সেখানকার লোকেরা ইহাদের উৎপাদনে বিশেষ যত্ন লইয়া থাকে। ইহাদের তুল্য কষ্টসহিষ্ণু ঘোড়া পৃথিবীতে আর নাই। পারস্যের মরু স্থান দিয়া ইহারা একদিনে এক শত মাইল যাতায়াত করিতে পারে। পুরাণেও বাহ্লীক দেশীয় অশ্বের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। বল্‌খ্, অন্দ্‌কু ও মৈমানা হইতে এই জাতীয় অশ্ব অল্পপরিমাণে ভারতে আসে। তাতারদেশীয় ঘোড়ার মধ্যে মানাঠির আর্গমক, বোখারার উজবক, সমরকণ্ডের কোকাণ, কিরঘিজের করবে আইরি ও কাজক প্রধান। আর্গমক দীর্ঘকায় ও সুদর্শন, উজবক বলবান্ এবং কোকাণ দৃঢ়কায়। কাজক ঘোড়া ছুটিতে পটু। কাজক ঘোড়ায় বহুদূর যাইতে হইলে মধ্যে মধ্যে তাহাকে কুরুত নামক একপ্রকার দধি খাইতে দিলে ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য তাহার বিশেষ কষ্ট হয় না।

এসিয়ার রুষিয়ার তর্পণ ও খুসিন নামক অশ্ব আছে। ইহারা বশীভূত হয় না। মধ্যএসিয়াতেও একপ্রকার দ্রুতগামী সুন্দর বন্য অশ্ব দেখা যায়। ইহারা দলে দলে ভ্রমণ করে, কিছুতেই মানবের বশীভূত হয় না। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা

বলিয়া থাকেন যে দিন ইহারা বশীভূত হইবে, সে দিন হইতে ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইতে থাকিবে।

থিরগিজে মুস নামে এক জাতীয় বন্য অশ্ব আছে। দক্ষিণ আমেরিকার বন্য অশ্ব ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহারা গর্দ্দভ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর।

অষ্ট্রেলিয়ার ঘোড়া ভারতবর্ষে ওয়েলার নামে খ্যাত। ওয়েলার গাড়ী টানিবার পক্ষে অতি উপযুক্ত। [ঘোড়া সম্বন্ধে অপর বিবরণ অশ্ব ও অশ্বমেধ শব্দ ও বিলাতী অশ্বের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে Encyclopædia Brittanica ও English Cyclopædia দ্রষ্টব্য।]

ঘোটকমুখ (পুং) ঘোটকস্য মুখমিব মুখং যস্য বহুব্রী। ১ কিন্নরবিশেষ। ২ প্রবর ঋষিবিশেষ। (হেমাদ্রি°)

ঘোটকসেনা (স্ত্রী) ঘোটকারোহী সৈন্য, যাহারা ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করে।

ঘোটকারি (পুং স্ত্রী) ঘোটকস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ মহিষ। (শব্দার্থচি°) স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়। (পুং) ২ হয়ারি বৃক্ষ, করবীর। [হয়ারি দেখ।]

ঘোট্‌কী (স্ত্রী) ঘোটক ঙীপ্। ১ ঘোটক জাতীয় স্ত্রী।

২ সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার একটি তালুক, পরিমাণ ৩৭২ বর্গমাইল।

এই তালুকের প্রধান সহর ঘোট্‌কী, ২৮°১৫´১৫´´ উঃ, অক্ষা° ৬৯°২১´১৫´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানই অধিক। এই সহরটি ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। পীর মুসাশা এই নগরের স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহার একটী দরগা আছে, তাহা লম্বে ১১৩ ফিট ও প্রস্থে ৬৫ ফিট। ইহার তুল্য বৃহৎ দরগা সিন্ধুপ্রদেশে নাই, মুসলমানেরা এই দরগাকে বড় পবিত্র বলিয়া মনে করে। ইহা একটি রেল ষ্টেশন, নীল, পশম ও ইক্ষু এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ঘোট্‌কীর ধাতু ও কাষ্ঠের খোদিত দ্রব্য এবং রং করা কার্য্য বিশেষ খ্যাত।

ঘোটান, সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার একটী সহর, অক্ষা° ২৫° ৪৪´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ২৭´ পূঃ। এখানে হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে মুহানো ও লোহানো জাতিই অধিক। এই সহরে শিকারপুর, আদমজো, তান্দো প্রভৃতি সহরের উৎপন্ন দ্রব্য আসিয়া রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। এখান হইতে প্রতি-বর্ষে বহু পরিমাণে শস্য, তুলা, বীজ ও ক্ষার প্রভৃতি রপ্তানী হয়।

ঘোটিকা (স্ত্রী) ঘোটতে পরিবর্ত্ততে ঘুট ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। ১ বৃক্ষবিশেষ, কর্কটী। পর্য্যায়—কর্কটী, তুরঙ্গী, চতুরঙ্গ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, মধুর এবং বাত, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও শ্বয়থু-নাশক। (রাজনি°) ২ লোনী শাকবিশেষ। ৩ অশ্বী, ঘুড়ী।

ঘোটিকাম্ল স্ত্রী) লোনীশাক। (ভাবপ্রকাশ)

ঘোটী (স্ত্রী) ঘোটতে পরিবর্ত্ততে ঘট-পরিবর্ত্তনে অচ্ স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। ঘোটকী, ঘোড়ী।

"ঘোটী হ্রেষা বিকৃত-বিরুতং হেতুহীনং হসন্তী"। (সাহিত্যদ°)

ঘোড় (দেশজ) ১ জুতার পশ্চাদংশ।

২ বোম্বাই প্রদেশের পুণা জেলার অন্তর্গত খেড়বিভাগের আম্বিগাঁওয়ের অন্তঃপাতী [illegible] ক্ষুদ্র নদী। এই নদীতীরে ঘোড়ে নামক গ্রাম। এই গ্রামে প্রতি শুক্রবারে হাট হয়। এখানে ডাকঘর, থানা ও স্কুল আছে। এখানে একটি তিন খিলানবিশিষ্ট পুরাতন মস্‌জিদ্ আছে। এই খিলানগুলি দুইটি পাথরের থামের উপর অবস্থিত। এক একটি থাম এক একখানি পাথরে প্রস্তুত। প্রতিস্তম্ভে পারসী ভাষায় খোদিত লিপি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মীর মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কোলি জাতীয় একদল লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়া থাজনাথানা লুটিবার চেষ্টা করে। তখনকার সহকারী কালেক্টার সাহেবের চেষ্টায় তাহাদের অনেকেই বন্দী হয়।

ঘোড়করণ (ঘোটকর্ণ শব্দজ) এক জাতীয় বৃহৎ গাছ, ইহাতে তক্তা হয়। (Ailanthus excelsa.)

ঘোড়গোতা (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

ঘোড়চড়া (দেশজ) ১ ঘোড়ায় আরোহণ। ২ অশ্বারোহী।

ঘোড়চেলা (দেশজ) এক জাতীয় চেলা মাছ। [চেলা দেখ।]

ঘোড়দৌড় (দেশজ) ঘোটকচালনরূপ ক্রীড়াবিশেষ। এই ক্রীড়ায় অনেকগুলি ঘোড়াকে একেবারে দৌড় করান হয়। যাহার ঘোড়া সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, তাহারই জয় হইয়া থাকে। সকল সভ্যদেশে ঘোড়দৌড়ের আদর আছে।

ঘোড়বেড় (দেশজ) চারিদিকে আচ্ছাদিত, চারিপাশে ঘেরা।

ঘোড়শালা (দেশজ) অশ্বশালা, যে গৃহে অশ্ব বাঁধিয়া রাখা হয়, আস্তাবল।

ঘোড়া (ঘোটক শব্দজ) ঘোটক। [ঘোটক দেখ।]

ঘোড়ানিম (দেশজ) এক জাতীয় বৃক্ষ। (Melia Azedirachta.)

ঘোড়ামুগ (দেশজ) একপ্রকার বন্য মুগ, ঘোড়া এই জাতীয় মুগ খাইতে ভালবাসে। ইহা দেখিতে অনেকটা দেশীয় মুগের সদৃশ। (Phaseoeus lobatus.)

ঘোড়ায়নী (স্ত্রী) একপ্রকার গাছ। (Phellandrium Catifolirum, *Buch.*)

ঘোড়ারু, এক জাতীয় রুরু মৃগ। (Elk)

ঘোড়াশালা, অশ্বশালা, যে গৃহে ঘোড়া রাখা হয়, আস্তাবল।

ঘোড়ী (ঘোটকী শব্দজ) ঘোটক জাতীয় স্ত্রী, অশ্বী, তুরঙ্গী।

ঘোণস (পুং) ঘোনস পৃষোদরাদিবৎ সাধু। সর্পবিশেষ। [গোনস দেখ।]

ঘোণা (স্ত্রী) ঘুণ-অচ্-টাপ্। ১ অশ্বের নাসিকা।

"জবনিরোধস্ফীতরোষঘুরঘুরায়মাণঘোর-ঘোণেন।" (কাদম্বরী)

২ নাসিকা।

"গৌরঃ প্রলম্বোজ্জ্বলচারুঘোণঃ।" (ভারত ১।১৮৯ অঃ)

ঘোণিন্ (পুং স্ত্রী) প্রশস্তা ঘোণা অস্ত্যস্য ঘোণা-ইনি। শূকর। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

ঘোণ্টা (স্ত্রী) ঘুণ্যতে গৃহ্যতে ভক্ষায় ঘুণ বাহুলকাৎ টঃ। ১ বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় ষেয়াকুল বলে। পর্য্যায়—বদর, গোপঘণ্টা, শৃগাল, কোলি, কপিকোলি, হস্তিকোলি, বদরীচ্ছদা, কর্কন্ধু। ২ পূগবৃক্ষ। (মেদিনী)

ঘোতন, বোম্বাই প্রদেশে আহ্মদনগর জেলার একটী বড় গ্রাম। শিবগ্রাম (শিবগাঁও) হইতে ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহাতে একটী পুরাতন শিবমন্দির আছে। মন্দিরটী গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গৃহটীর চতুর্দ্দিকে কারুকার্য্য, সারি সারি প্রস্তরের থাম, তাহার উপর কারুকার্য্য খোদিত প্রস্তরের ছাদ, দেখিতে মনোহর। গৃহটীর শেষে একটী দ্বার, এই দ্বার দিয়া কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামিয়া গর্ভগৃহে বা দেবস্থানে পড়িতে হয়, এইখানে জলের একটী কুণ্ড বা লহর আছে।

ঘোনস (পুং) সর্পবিশেষ। [ঘোণস দেখ।]

ঘোপ (ক্ষুপশব্দজ) ক্ষুপ, ক্ষুদ্র বৃক্ষবেষ্টিত স্থান, ঝোপ।

ঘোপঘাপ (দেশজ) বৃহৎ ঝোপ, গোপনীয় স্থান।

ঘোপনগর, বন্দর, উপকূল।

ঘোপাল (দেশজ) ঘোপযুক্ত, যে স্থানে ঘোপ আছে।

ঘোমটা (দেশজ) অবগুণ্ঠন, মুখাচ্ছাদন। এদেশীয় ভদ্রমহিলাগণ যৌবনকালে ঘোমটা দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখেন। পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগ দ্বারাই ঘোমটা টানা হয়। কোন কোন স্থানে উত্তরীয় বস্ত্রে বা বস্ত্রান্তরেও ঘোমটা দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে অতি প্রাচীনকালে সভ্য মহিলারা ঘোমটা দিতেন না। মুসলমান আধিপত্যের সময় হইতেই ঘোমটা দেওয়া চলিত হইয়াছে। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠে জানা যায় যে, বনবাসী শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের রাজসভায় উপস্থিত হন, তখন তিনি ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ঘোমটা দিবার নিয়ম যে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঘোর (ক্লী) হন্যতে বধ্যতেঽনেন হন্ অচ্ ঘুরাদেশঃ (হন্তেরচ্ ঘুরচ। উণ্ ৫।৬৪।) ১ বিষ। (রাজনি°) (পুং) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৪) (ত্রি) ৩ ভয়ানক, ভীষণ।

"বহূন্ বর্ষগণান্ঘোরান্নরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ।" (মনু ১২।৫৪)

৪ আফগানস্থানের পশ্চিমাংশে স্থিত আফগান জাতির এক পূর্ব্বতন পার্ব্বতীয় রাজ্য। হিরাটের ১২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ইহার রাজধানী অবস্থিত, এক্ষণে কালকবলে বিধ্বস্ত।

গজনী ও ঘোররাজ্যে পরস্পর বহুদিন হইতে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়াছে। গজনীপতি মাহ্মুদ ১০১০ খৃষ্টাব্দে ঘোর আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রায় ১০৫১ খৃষ্টাব্দে ঘোরপতি গজনী আক্রমণ করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে ঘোরে তাড়াইয়া আনেন এবং তাহাদের কণ্ঠ বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই রক্তে দুর্গনির্ম্মাণের মসলা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। বহুদিন যুদ্ধের পর ১১৫২ খৃষ্টাব্দে ঘোরপতি সম্পূর্ণরূপে গজনীবংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। শেষে গজনীরাজ লাহোরে পলাইয়া আসেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরী (বিখ্যাত সহাবুদ্দীন্) পঞ্জাব জয় করেন। তাঁহার সহিত বহুবার হিন্দুরাজগণের যুদ্ধ ঘটে, শেষে তিনি ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুস্বাধীনতা ও হিন্দুসাম্রাজ্য বিলুপ্ত করিবার পথ প্রদর্শন করেন।

ঘোররাজ্যে অর্দ্ধস্বাধীন মোগল ও হাজারাগণের বাস। ইস্তখরি ও ইবন্ হকলের মতে ঘোররাজ্যের চতুঃসীমায় হিরাট, ফরা, দবার, রবৎ, কুরবান্ ও ঘর্জিস্থান ছিল। ইহার চতুঃসীমায় মুসলমানগণের বাস থাকিলেও এথানে হিন্দু প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের বাস এবং খোরাসানের ভাষা হইতে তাহাদের ভাষাও স্বতন্ত্র ছিল। পুরাবিদ্গণের মতে ঘোররাজ্যে ঘোর, ফিরোজকো ও বামিয়ান এই কয়টী প্রধান নগর ছিল।

ঘোরক (পুং) [বহু] দেশবিশেষ।

"কাশ্মীরশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরকা হংসকায়নাঃ।"(ভারত ২।৫১ অঃ)

ঘোরঘট্ট, ১ কীকটের অন্তর্গত একটী জনপদ। (ব্রহ্মখ° ৩১।৩২)। ২ দেশাবলী মতে অঙ্গের অন্তর্গত একটী নগর।

ঘোরঘুষ্য (ক্লী) ঘোরং ঘুষ্যতে ক্যপ্। কাংস্য। (রাজনি°) কোন কোন গ্রন্থে ঘোরঘুষ্য স্থলে ঘোরঘুষ্ট পাঠ দৃষ্ট হয়।

ঘোরঘোরতর (পুং) ঘোর প্রকারে দ্বিত্বং তত স্তরপ্। ১ শিব। (ত্রি) ২ অত্যন্ত ঘোর।

ঘোরতর (ত্রি) ঘোর-তরপ্। অত্যন্ত ঘোর, অতিশয় ভীষণ

ঘোরতা (স্ত্রী) ঘোরস্য ভাবঃ ঘোর-তল্ টাপ্। অতিভীষণতা।

ঘোরদর্শন (পুং স্ত্রী) ঘোরং ভয়ানকং দর্শনং যস্য বহুব্রী। ১ উলুক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ভয়ানকরূপ।

"কবন্ধং নাম রূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্।" (রামায়ণ ১।১।৫৫)

ঘোররাসন (পুং স্ত্রী) ঘোরঃ ভয়ানকঃ রাসনং শব্দোযস্য বহুব্রী। ১ শৃগাল। (ত্রি) ২ ঘোরতর শব্দযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

ঘোররাসিন্ (পুং স্ত্রী) ঘোরং রসতি রস-ণিনি। ১ শৃগাল। (হেম°) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। (ত্রি) ২ যে ঘোরতর শব্দ করে।

ঘোররূপ (পুং) ঘোরং উগ্রং রূপং যস্য বহুব্রী। ১ মহাদেব। "ঘোরায় ঘোররূপায় ঘোরঘোরতরায় চ।" (ভারত ১৩।১৭।৪৯) (ত্রি) ২ উগ্ররূপবিশিষ্ট।

ঘোররূপা (স্ত্রী) ঘোরং উগ্রং রূপং যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। চণ্ডী, দুর্গা।

"ঘোররূপা ঘোরতম ঘোর যে ভুবন।
ঘোররব কৈলে ঘন ঘণ্টার বাজন॥" (কবিকঙ্কণ)

ঘোরবর্পস্ (ত্রি) ঘোরং বর্পঃ রূপং যস্য বহুব্রী। উগ্ররূপবিশিষ্ট। "যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ।" (ঋক্ ১।১৯।৫) 'ঘোরবর্পস উগ্ররূপধরাঃ' (সায়ণ।)

ঘোরবস্ত বা ঘোরবন্দ, মক্রাণ প্রদেশে যে সমস্ত ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীর আছে ও এখানকার পর্ব্বত হইতে যে যে স্থানে প্রবল বেগে জলস্রোত বহিয়া পড়ে সেই সেই স্থানে ইষ্টকাদি নির্ম্মিত যে সমুদায় বাঁধ আছে তাহার নাম ঘোরবন্দ। বর্ত্তমান মক্রাণ-অধিবাসীরা এই "ঘোরবন্দ" নির্ম্মাতাদিগকে ঘোরবন্দ বা ঘোরবস্ত নামে অভিহিত করিয়াছে। য়ুরোপের স্থানে স্থানে যেরূপ কাইক্লোপীয়দিগের নির্ম্মিত প্রাচীরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, এই ঘোরবন্দদিগের পূর্ব্ব কীর্ত্তিও ঠিক তদনুরূপ। বর্ত্তমান মক্রাণবাসীরা এই দেশে আসিবার বহুপূর্ব্বে এই স্থানে ঘোরবন্দজাতির বাস ছিল। মক্রাণবাসীরা তাহাদের প্রাচীর ভবনাদির কোন প্রকৃত তত্ত্বাদি নিরূপণ করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র ইস্লাম্-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী কোন কাফেরজাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বাঘবানার নিকটবর্ত্তী উপত্যকা ও ঝালাবন প্রদেশে ইহাদের কৃত অনেক আশ্চর্য্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে সময়ে ঘোরবন্দজাতি কর্ত্তৃক প্রাচীন গুঞ্জক নগরী নির্ম্মিত হয়। সেই সময়কার ইহাদিগের অসংখ্য কীর্ত্তি দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হয় যে এই জাতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। ইহারা মানসিক বল, সহিষ্ণুতা ও নিজ বুদ্ধিকৌশলে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সীমান্ত প্রদেশে এইরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও গড় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা মক্রাণ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে পর্ব্বতের উপরে বাস করিত। কালক্রমে ইহাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ইহারা উত্তর ও পূর্ব্বাভিমুখে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে ইহারা কলাৎ (খিলাৎ) উপত্যকায় আইসে এবং এই স্থান হইতে মুল্লা গিরিসঙ্কট দিয়া ভারতবর্ষের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করে। অদ্যাবধি এই জাতির কোন প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায় নাই।

গ্রীসের কাইক্লোপীয়ার প্রাচীর নির্ম্মাতা পেলাস্গি জাতি এবং এই ঘোরবন্দজাতি সম্বন্ধে দুই একটী বিশেষ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে ইহারা পরস্পরে একজাতি ও একপ্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট। গ্রীস ইতিহাসে লিখিত আছে যে এই পেলাস্গিজাতি এসিয়াখণ্ড হইতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহারা এসিয়া মাইনর, সিরীয়া, এসিরীয়া বা পারস্যদেশ হইতে আসে নাই। এসিয়ারাজ্যের যে খণ্ড হইতে ভূমণ্ডলের সমস্ত সভ্যজাতিই বিস্তৃত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এই পেলাস্গিজাতিও সেইস্থান হইতে আসিয়া থাকিবে। সেইরূপ বেলুচিস্থানবাসী এই ঘোরবন্দ জাতিও সেই স্থান হইতে মক্রাণ অভিমুখে আসিয়াছিল। যখন ইহারা কলাৎ উপত্যকা হইতে মুল্লা সঙ্কট দিয়া ভারতের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করে, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহারা প্রাচীর ও ভবনাদি নির্ম্মাণকৌশল ও বহুতর শিল্পকার্য্য অবগত ছিল।

ঘোরবাশন (পুং) ঘোরং বাশতে শব্দায়তে বাশ-ল্যু। ১ শৃগাল। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। (ত্রি) ২ ভয়ানক শব্দকারী।

ঘোরবাশিন্ (পুং) ঘোরং বাশতে শব্দায়তে বাশ-ণিনি। ১ শৃগাল। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্। (ত্রি) ২ ভয়ানকশব্দকারী।

ঘোরা (স্ত্রী) ঘুর অচ্-টাপ্। ১ দেবতাড়ী লতা, চলিত কথায় ঘোষাললতা। ২ রাত্রি। ৩ সাঙ্খ্যমতসিদ্ধ রাজসিক মনোবৃত্তি। ৪ রবিসংক্রান্তিবিশেষ, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই কয়টী নক্ষত্রের কোন একটী নক্ষত্রে রবিসংক্রান্তি হইলে তাহাকে ঘোরা বলে।

"রবাবুগ্রভে সংক্রমে ভাস্করস্য ভবেদ্‌ঘোরনাম্নী।" (জ্যোতি°)

ঘোরাল (ঘোর শব্দজ) ১ ঘূর্ণায়মান। ২ অন্ধকার।

ঘোরাসর, বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটের অন্তর্গত মহীকান্তা এজেন্সীর মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানে তুলা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানকার রাজার উপাধি ঠাকুর, তিনি জাতিতে কোলি। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যপ্রাপ্ত হয়। রাজার পোষ্যপুত্র লইবার ক্ষমতা নাই। প্রধান নগর ঘোরাসর ২৩° ২৮´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৩° ২০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখানে দুইটী বিদ্যালয় আছে।

ঘোল (পুং) ঘুর কর্ম্মণি ঘঞ্ ডস্য লঃ। ১ মথিত দধি, তক্র। পর্য্যায়—দণ্ডাহত, কালসেয়, অরিষ্ট, গোরস, ঘল, মলিন, কেবল ও ভগ্নসন্ধিক। সুশ্রুতের মতে নির্জ্জল দধি মন্থন করিয়া নবনী তুলিয়া লইলে ঘোল প্রস্তুত হয়। যত প্রকার দুগ্ধে দধি হয়, তত প্রকার দুগ্ধে ঘোল হইয়া থাকে। ঘোল তিন প্রকার—পাদজল, অর্দ্ধজল ও নির্জ্জল। যাহাতে সিকি ভাগ জল থাকে তাহাকে পাদজল, অর্দ্ধেক জল থাকিলে অর্দ্ধজল ও জল না মিশান হইলে তাহাকে নির্জ্জল বলে। সুশ্রুত ও ভাবপ্রকাশের মতে নির্জ্জল দধি হইতেই ঘোল হয়। কিন্তু এখন পাদজল ও অর্দ্ধজলযুক্ত দধি মথিত হইলেও তাহাকে ঘোল বলে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহার নাম ভেদ ছিল। [তক্র শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।] ইহার গুণ—মধুর, অম্ল, কষায়, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাকে মধুর, মুখপ্রিয় এবং সরল, শোথ, অতীসার, তৃষ্ণা, বদনমল, প্রসেক, শূল, মেদ, শ্লেষ্মা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক, স্নেহপান ও ভক্ষণজনিত রোগে শান্তিকর ও তেজোদ্দীপক।

নির্জ্জল ও শরযুক্ত ঘোলের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। দধির মাত ফেলিয়া একখানি শাদা কাপড়ের উপরে রাখিবে। জলীয়াংশ ভালরূপে নিঃসৃত হইলে তাহাতে জীরে ও সৈন্ধব মিশাইবে। এইরূপে একপ্রকার ঘনতর ঘোল উৎপন্ন হয়। ইহার গুণ—বাতনাশক, অতীসার ও অগ্নিমান্দ্যে হিতকর, রুচিজনক ও বলকারী। (শব্দার্থচি°) ভাবপ্রকাশের মতে ঘোলের সহিত হিঙ্গু, জীরে ও সৈন্ধব মিশাইলে তাহার গুণ—বাতনাশক, অর্শ ও অতীসারে উপকারী, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারী, বস্তি ও শূলনাশক। গুড়ের সহিত ঘোল খাইলে মূত্রকৃচ্ছ্র এবং চিতা মিশাইয়া ঘোল খাইলে পাণ্ডুরোগ ভাল হয়। আরব, পারস্য এবং বিলাতেও ঘোলের যথেষ্ট আদর। বিলাতের সকল লোকই প্রায় ঘোল খাইতে ভালবাসেন। তথায় প্রতিবর্ষে লক্ষ লক্ষ টাকার ঘোল বিক্রয় হইয়া থাকে। গরম ভাতে ঘোল খাইবার বিধান আছে—

"পান্তাতে আচার পেলে বড় মজা হয়।
পষ্টিভাতে পাতিনেবু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
কড় কড় হলে কাঁচা তেঁতুলের ঝোল।
তপ্ত ভাতে বড় মজা যদি মেলে ঘোল॥"

ঘোলঘাট, হুগলীর নিকটবর্ত্তী পর্ত্তুগীজদিগের পুরাতন গড়। ইহাকে পর্ত্তুগীজেরা "গলগোথা" নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। [হুগলী দেখ।]

ঘোলজ (ক্লী) ঘোলাৎ জায়তে ঘোল-জন-ড। ঘোল হইতে উৎপন্ন ঘৃত।

ঘোলমন্থন (ক্লী) ঘোলস্য মন্থনং ৬তৎ। ঘোল প্রস্তুত করিবার জন্য দধির আলোড়ন।

ঘোলমন্থনী (স্ত্রী) ১ ঘোলমন্থন দণ্ড, যে দণ্ডটী দ্বারা ঘোল মন্থন করা হয়। ২ একপ্রকার বৃক্ষ, ঘোলমৌনী গাছ।

ঘোলবটক (পুং) ঘোলমিশ্রিতো বটকঃ মধ্যলো°। বটক-বিশেষ। মদনপালের মতে ঘোলবটক বিদাহী ও বাতনাশক।

ঘোলা (দেশজ) ১ বিকৃত, অপরিষ্কৃত। ২ বিকার, অপরিষ্কার।

ঘোলাটিয়া (দেশজ) [ঘোলাদেখ।]

ঘোলান (দেশজ) কর্দ্দমযুক্ত, আবিল।

ঘোলানিয়া (দেশজ) কাদাটে।

ঘোলি (স্ত্রী) ঘুর-ইন্ ডস্য লঃ বা ঙীপ্। ঘোলীশাক।

ঘোলিকা (স্ত্রী) ঘোলী-স্বার্থে-কন্-টাপ্ পূর্ব্বোহ্রস্বঃ। ঘোলি শাক। [ঘোলী দেখ।]

ঘোলী (স্ত্রী) ঘোলি ঙীপ্। পত্রশাকবিশেষ, ঘোলমৌনী। পর্য্যায়—ঘোলিকা, ঘোলি, কলম্বু, কুবকালুকা। ক্ষেত্রজাত ঘোলীশাকের গুণ—লবণ, রস, রুচিকর, অম্ল, বায়ু ও কফনাশক।

বনজাত ঘোলীশাকের গুণ—অম্ল, রুক্ষ, রুচিকর, বায়ুনাশক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর।

সূক্ষ্মঘোলীশাকের গুণ—জীর্ণ জ্বরনাশক। (রাজনি°)

ঘোষ (পুং) ঘোষন্তি শব্দায়ন্তে গাবোযস্মিন্ ঘুষ-আধারে ঘঞ্। (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১)

১ আভীরপল্লী, গোয়ালা-পাড়া। ঘোষতি শব্দায়তে ঘুষ-কর্ত্তরি-অচ্। ২ গোপাল, গোয়াল। "হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্।" (রঘু ১।৪৫) ঘুষ ভাবে ঘঞ্। ৩ ধ্বনি। ৪ মশক। (ত্রিকাণ্ড°) ৫ বর্ণ উচ্চারণ করিবার বাহ্য প্রযত্নবিশেষ। (শিক্ষা) (ক্লী) ৬ কাংস্য। ৭ বঙ্গীয় কায়স্থ, গোপ প্রভৃতির উপাধিবিশেষ।

"বসুবংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজো মহাকৃতী॥" (কায়স্থকুলদীপিকা)

৮ হিমালয়স্থ জনপদবিশেষ।

ঘোষক (পুং) ঘোষ-স্বার্থে কন্। ১ [ঘোষ দেখ।] ঘোষ-সংজ্ঞার্থে কন্। ২ ঘোষালতা। পর্য্যায়—ধামার্গব, ঘোষকাকৃতি, আদানী, দেবদানী, তুরঙ্গক, ঘোষ, ঘোষালতা ও ঘোষকাল। (জটাধর)

ঘোষকাকৃতি (পুং) ঘোষকস্যাকৃতিরিবাকৃতির্যস্য বহুব্রী। ১ শ্বেত কোষাতকীলতা। ২ মহাকাল, মাকাল। (রাজনি°)

ঘোষকৃৎ (ত্রি) ঘোষং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ যে শব্দ করে, শব্দকারী। ২ যে আভীরপল্লী নির্ম্মাণ করে।

ঘোষকোটি (স্ত্রী) একটী পর্ব্বত শৃঙ্গ।

ঘোষণ (ক্লী) ঘুষ-ভাবে ল্যুট্। ১ ধ্বনি। ঘুষ-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ২ ইতস্ততঃ বিজ্ঞাপন প্রচার, সাধারণ লোকের বিদিতার্থে উচ্চৈঃশব্দে কোন ঘটনা প্রকাশ করা। "বীর্য্যবিক্রম-শৌর্য্যাণাং ঘোষণং সহিতং ভবেৎ।" (রামায়ণ ৬৫৮ অঃ)

ঘোষণা (স্ত্রী) ঘুষির বিশব্দনে ঘুষ-যুচ্-টাপ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) [ঘোষণ দেখ।]

ঘোষণীয় (ত্রি) ঘুষ-অনীয়র্। যাহার ঘোষণা করা হইবে, যাহা ঘোষণা করিবার যোগ্য।

ঘোষপাড়া, নদীয়াজেলাস্থ একটী বিখ্যাত পল্লীগ্রাম। এখানে কর্ত্তাভজাদিগের প্রধান ও প্রাচীন আড্ডা আছে। [কর্ত্তাভজা দেখ।]

ঘোষয়িত্নু (পুং স্ত্রী) ঘুষ-ণিচ্ বাহুলকাৎ ইত্নুচ্। ১ ব্রাহ্মণ। ২ কোকিল। (ত্রি) ৩ যে বন্দনা করে, বন্দী। (শব্দরত্না°)

ঘোষবৎ (ত্রি) ঘোষো ধ্বনিঃ বর্ণবিশেষো বাহ্যপ্রযত্নবিশেষো বা অস্ত্যস্য ঘোষ-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ যে সকল বর্ণের উচ্চারণে ঘোষরূপ বাহ্যপ্রযত্ন আবশ্যক হয়, তাহাকে ঘোষবৎ বলে। কলাপের মতে গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম, য র ল ব হ এই কয়টী বর্ণকে ঘোষবৎ বলে।
(ঘোষবন্তো ঽন্যে। কলাপ ১।১।১২) ২ ধ্বনিযুক্ত।
"তং বজ্রমতুলং ঘোষং ঘোষবাংস্থং বলাহকঃ।"
(ভারত ১।২৫ অঃ)

ঘোষবতী (স্ত্রী) ঘোষবৎ ঙীপ্। বীণা। (হেমচ°)

ঘোষবসু (পুং) কাণ্ববংশীয় একজন রাজা। (বিষ্ণুপু°)

ঘোষা (স্ত্রী) ঘুষ্যতে ভ্রমরৈরিয়ং কর্ম্মণি-ঘঞ্। ১ মধুরিকা, মৌরী। (মেদিনী) ২ শতপুষ্পা। ৩ কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়াশৃঙ্গী। ৪ কোশাতকী। ৫ গঙ্গা।
"ঘ্রাণতুষ্টিকরী ঘোষা ঘনানন্দা ঘনপ্রিয়া।" (কাশীখঃ ২৯।৫৫)
৬ গায়ত্রী স্বরূপা মহাদেবী।
"ঘৃণি মন্ত্রময়ী ঘোষা ঘনসম্পাতদায়িনী।" (দেবীভাগ° ১২।৬।৪৪)

ঘোষাতকী (স্ত্রী) কোশাতকী পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। ঘোষাতকীলতা, কোন আভিধানিকের মতে শ্বেত কোশাতকীর নাম ঘোষাতকী। (রত্নমালা)

ঘোষাদি (পুং) ঘোষ আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনীর একটী গণ, এই গণ পরবর্ত্তী হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী পদের আদি স্বর উদাত্ত হয়। ঘোষ, কট, বল্লভ, হ্রদ, বদরী, পিঙ্গল, পিশঙ্গ, মালা, রক্ষা, শালা, কুটশাল্মলী, অশ্বত্থ, তৃণ, মুনি, প্রেক্ষা, ইহাদিগকে ঘোষাদিগণ বলে।

ঘোষযাত্রা (স্ত্রী) ঘোষে যাত্রা ৭তৎ। ঘোষপল্লীতে যাত্রা। পূর্ব্বে রাজগণ সর্ব্বদাই অধীনস্থ ঘোষপল্লীতে যাইয়া গোসমুদায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাহাই ঘোষযাত্রা নামে প্রসিদ্ধ। কুরুরাজ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে আপনার সমৃদ্ধি দেখাইবার জন্য একটী বিরাট ঘোষযাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন। (ভারত)

ঘোষালতা (স্ত্রী) একপ্রকার স্বনামপ্রসিদ্ধ লতা। [ঘোষ দেখ।]

ঘোষিত (ত্রি) ঘুষ-ক্ত। যাহার ঘোষণা করা হইয়াছে, ব্যক্ত, সাধারণের নিকট প্রকাশিত।

ঘোষিতব্য (ত্রি) ঘুষ-তব্য। যাহার ঘোষণা করা উচিত, ঘোষণীয়।

ঘোষিন্ (ত্রি) ঘুষ-ণিনি। যে ঘোষণা করে।

ঘৌর (পুং) ঘোরস্য ঋষেরপত্যং ঘোর-অণ্। কাণ্বগোত্রীয় একজন প্রবর ঋষি। (আশ্বলা° ১২।১৩।১)

ঘ্রংস (পুং) গ্রস্যন্তে রসা অস্মিন্ গ্রস্-আধারে ঘঞ্ পৃষোদরাদিবৎ সাধু। ১ দিবস। (নিঘণ্টু) "যো অস্মৈ ঘ্রংস উত য উধনি।" (ঋক্ ৫।৩৪।৩) 'ঘ্রংস ইত্যহর্নাম গ্রস্যন্তে হ্যস্মিন্ রসাঃ' (সায়ণ) (ত্রি) ২ দীপ্ত। "পরিঘ্রংসমোমনা বাং বয়োগাৎ।" (ঋক্ ৭।৬৯।৪) 'ঘ্রংসং দীপ্তম্' (সায়ণ।)

ঘ্রাণ (ক্লী) ঘ্রা করণে ল্যুট্। ১ নাসিকেন্দ্রিয়। [ইন্দ্রিয় দেখ।] নৈয়ায়িক মতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, গন্ধ গ্রহণ করাই ইহার ব্যাপার। সাংখ্যাদি মতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় অহঙ্কারজ ভৌতিক নহে। (ত্রি) ঘ্রা কর্ম্মণি-ক্ত বিকল্পে তকারস্য নকারঃ। ২ ঘ্রাত, যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে। (ক্লী) ৩ গন্ধ গ্রহণ, সোঁখা।
"গাবো ঘ্রাণেন পশ্যন্তি চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ।" (নীতিশাস্ত্র)

ঘ্রাণজ (ক্লী) ঘ্রাণে জায়তে ঘ্রাণ-জন-ড। নাসিকেন্দ্রিয়জাত জ্ঞানবিশেষ। "ঘ্রাণজাদিপ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্‌বিধং মতং।" (ভাষাপরি°)

ঘ্রাণতর্পণ (পুং) ঘ্রাণং নাসিকেন্দ্রিয়ং তর্পয়তি তৃপ-ণিচ্-ল্যু। সুগন্ধ, যে গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে সুখ হয়।

ঘ্রাণদুঃখদা (স্ত্রী) ঘ্রাণস্য দুঃখং দদাতি দা-ক-টাপ্। ছিক্কনী।

ঘ্রাণশ্রবস্ (পুং) ঘ্রাণমিব শ্রবঃ কর্ণোঽস্য বহুব্রী। কার্ত্তিকেয়-সৈন্যবিশেষ। (ভারত ১৩।৪৬ অঃ)

ঘ্রাত (ত্রি) ঘ্রাণ কর্ম্মণি-ক্ত। ১ যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে। (ক্লী) ঘ্রা-ভাবে ক্ত। ২ গন্ধ গ্রহণ।

ঘ্রাতি (স্ত্রী) জিঘ্রত্যনয়া ঘ্রা করণে ক্তিন্। ১ নাসিকা। (শব্দচ°) ঘ্রা-ভাবে ক্তিন্। ২ আঘ্রাণ।
"ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্বা ঘ্রাতিরঘ্রেয়মদ্যয়োঃ।" (মনু ১১।৬৮।)

ঙ

ঙ, ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চম অক্ষর। ইহার উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল ও নাসিকা। "জিহ্বামূলেতু কুঃ প্রোক্তঃ" "অমোঽনুনাসিকা নহৌ" (শিক্ষা।) ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, কণ্ঠমূলে জিহ্বামূল স্পর্শ। বাহ্য প্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ ও অল্প প্রাণ। মাতৃকান্যাসে ডান হাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ইহার ন্যাস করিতে হয়। ইহার নাম—শঙ্খী, ভৈরব, চণ্ড, বিন্দুত্তংস, শিশু, প্রিয়, এক, রুদ্র, দক্ষনখ, খর্পর, বিষয়স্পৃহ, ক্রান্তি, খেটাহ্বয়, ধীর, দ্বিজাত্মা, জ্বালিনী, বিয়ৎ, মন্ত্রশক্তি, মদন, বিঘ্নেশী, আত্মনায়ক, একনেত্র, মহানন্দ, দুর্দ্ধর, চন্দ্রমাঃ, মতি, শিবযোষা, নীলকণ্ঠ, কামেশী, ময় ও অংশুক। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান—ইনি সর্ব্বদেবময়, পরকুণ্ডলীস্বরূপ, ত্রিগুণাত্মক ও পঞ্চপ্রাণময়। ইহার বর্ণ ধূম্র, দেখিতে অতিশয় ভয়ানক, চারিখানি হাত, জিহ্বা বহির্গত, পরিধানে পীতবস্ত্র। ইহার ধ্যান করিলে সাধকের সকল অভীষ্টপূর্ণ হয়। (বর্ণোদ্ধার তন্ত্র।) কোন কাব্যের আদিতে ঙকার স্থাপন করিতে নাই, করিলে রচয়িতার অযশ হইয়া থাকে। "কঃ খঃ গোঘশ্চ লক্ষ্মীং বিতরতি বিযশো ঙস্তথা চঃ সুখং ছঃ।"

(বৃত্তরত্নাকরটীকা)

ঙ (পুং) ঙু বাহুলকাৎ ড। ১ বিষয়। ২ বিষয়স্পৃহা। (মেদিনী) ৩ ভৈরব। (একাক্ষরকোষ)

"ঙ বন্দিতে ঙ লিপ্সিতে ঙকারবর্ণরূপিণী।" (স্তুতিপঞ্চাশৎ)

চ

চ, ব্যঞ্জনবর্ণের ষষ্ঠ অক্ষর, দ্বিতীয়বর্গের প্রথম। ইহার উচ্চারণ স্থান তালু।

"কণ্ঠ্যা বহা বিচুযশাস্তালব্যা ওষ্ঠজাবুপূ।" (শিক্ষা) ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরীণ প্রযত্ন—তালুতে জিহ্বার মধ্যস্পর্শ। বাহ্য প্রযত্ন—শ্বাস, বিবার, ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। মাতৃকান্যাসে বামবাহুর মূলে ইহার ন্যাস করিতে হয়। [মাতৃকান্যাস দেখ।]

ইহার নাম—পুষ্কর, হলী, বাণী, আত্মশক্তি, সুদর্শন, চর্ম্মমুণ্ডধর, ভৌম, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, একরূপ, রুচি, কূর্ম্ম, চামুণ্ডা, দীর্ঘবালুক, বামবাহুমূল, মায়া, চতুর্মূর্ত্তিস্বরূপিণী, দয়িত, দ্বিনেত্র, লক্ষ্মী, ত্রিতয়লোচন, চন্দন, চন্দ্রমা, দৈব, চেতন, বৃশ্চিক, বুধ, দেবী, কেটমুখ, ইচ্ছাত্মা, কুমারী, পূর্ব্বফল্গুনী, অনঙ্গমেখলা, বায়ু, মেদিনী ও মূলাবতী। বঙ্গাক্ষরে ইহার লেখন প্রণালী—বার্ত্তাকুর ন্যায় বর্ত্তুলাকার রেখাক্রমে ঊর্দ্ধ ও অধোগামী করিবে। ইহাকেই চ বলে। অপরাপর অক্ষরের ন্যায় ইহাতেও একটী মাত্রা দিতে হয়। এই অক্ষরটীতে গোলাকার বার্ত্তাকুর সাদৃশ্য আছে, এই কারণে বালকদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে বৃদ্ধেরা উহাকে বেগুনিয়া চ বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

ধ্যান—ইহার বর্ণ তুষার অথবা কুন্দপুষ্পের ন্যায় অতিশয় শুভ্র, শরীর নানাবিধ মনোহর অলঙ্কারে পরিশোভিত, বয়স ষোলবৎসর, একহাতে বর ও অপর হাতে অভয়, পরিধানে শুক্লবস্ত্র কটিদেশে আঁটা, শুক্লবস্ত্রের উত্তরীয় ও আটখানি হাত। এই প্রকারে চকারের ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র দশবার জপ করিবে। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।) চকারের রেখা তিনটীকে যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় ভাবনা করিতে হয়। মাত্রাটীকে শক্তিস্বরূপ চিন্তা করিবে। কাব্যের আদিতে চকারের বিন্যাস করিলে রচয়িতার অযশ হয়। [ঙ দেখ।]

চ (অব্য) চণতি চণ বাহুলকাৎ ড, অথবা চিনোতি চি—বাহুলকাৎ ড। ১ সমুচ্চয়। "পরস্পরনিরপেক্ষস্যানেকস্য একস্মিন্ অন্বয়ঃ—সমুচ্চয়ঃ।" (সি° কৌ°) যে স্থলে পরস্পর আকাঙ্ক্ষাশূন্য দুই বা ততোধিক পদার্থের একধর্ম্মাবচ্ছিন্নে অর্থাৎ এক ক্রিয়াদিরূপ পদার্থে অন্বয় হয়, সেইস্থলে চকারের অর্থ সমুচ্চয়। যথা "চৈত্রোগচ্ছতি পচতি চ।" এই স্থলে পরস্পর নিরপেক্ষ "গচ্ছতি ও পচতি" এই পদদ্বয়-প্রতিপাদ্য গমন ও পাক এই পদার্থদ্বয় একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন চৈত্রপদার্থে অন্বিত। অতএব এই স্থলে ক্রিয়ার সমুচ্চয় হইল। "ঈশ্বরং গুরুঞ্চ ভজস্ব" এই স্থলে পরস্পর নিরপেক্ষ ঈশ্বর ও গুরু এই পদার্থদ্বয় একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ভজনরূপ পদার্থে অন্বিত। অতএব এই স্থলে দ্রব্যের সমুচ্চয় হইল।

২ অন্বাচয়। "যত্র একস্য প্রাধান্যেনাপরস্য গৌণ্যেন অন্বয়ঃ সোঽন্বাচয়ঃ।" যে স্থলে একটী পদার্থের প্রাধান্যে ও অপরটীর অপ্রধানভাবে অন্বয় হয় সেই স্থলে চকারের অর্থ অন্বাচয়। যথা "ভো বটো! ভিক্ষামট গাঞ্চানয়" এই এই স্থলে ভিক্ষা আহরণপদার্থের প্রাধান্যে ও গবানয়নপদার্থের অপ্রাধান্যে অন্বয় হইয়াছে। অন্বাচয় স্থলে বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ—ভিক্ষা অবশ্যই করিবে, যদি গোরু দেখিতে পাও তবে গোরুও লইয়া আসিবে। ৩ ইতরেতর যোগ। "মিলিতানামন্বয় ইতরেতরযোগঃ।" যে স্থলে উদ্ভূতাবয়বভেদ পরস্পরসাপেক্ষ পদার্থসমূহের একধর্ম্মাবচ্ছিন্নে অন্বয় হয়, সেইস্থলে চকারের অর্থ ইতরেতর

যোগ। ৪ সমাহার। "সমূহঃ সমাহারঃ।" (সি° কৌ°) যে স্থলে অন্নুভূতাবয়বভেদপদার্থসমূহের একধর্ম্মাবচ্ছিন্নে অন্বয় হয়, তথায় চকারের অর্থ সমাহার। অমরটীকাকার ভরতের মতে—যে স্থলে এক ক্রিয়ায় অনেক পদার্থের প্রাধান্যে অন্বয় হয়, তথায় সমাহার হইয়া থাকে। কিন্তু সমাহার স্থলে যে কয়টী পদার্থের প্রাধান্যে অন্বয় হয়, প্রায় সেই কয়টী চকার প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"ধবাংশ্চ খদিরাংশ্চ ছিন্ধি।" ৫ পাদপূরণ। ছন্দঃশাস্ত্রের নিয়মানুসারে রচনা দ্বারা বৃত্তপাদের পূরণ না হইলে কেবল পাদপূরণ উদ্দেশ্যেই চ বৈ প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয়ের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, সেই স্থলের চকারকে পাদপূরণার্থক চকার বলে। বাস্তবিক তথায় চকারের কোন অর্থ থাকে না, কেবল পাদপূরণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। আলঙ্কারিকগণের মতে রচনায় এইরূপ চকার বিন্যাস করিলে নিরর্থকতাদোষ হইয়া থাকে। "নিরর্থকং চাদি পাদপূরণৈকপ্রয়োজনম্।" (চন্দ্রালোক) ৬ পক্ষান্তর, অথবা।

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।"

(শাকুন্তল ১ অঙ্ক)

৭ অবধারণ। (মেদিনী) ৮ হেতু। (ত্রিকাণ্ড°) ৯ তুল্য যোগিত্ব, উভয়ের সাম্য। এই অর্থে চকার তুল্যযোগিতালঙ্কারের দ্যোতক হইয়া থাকে।

"সঙ্কুচন্তি সরোজানি স্বৈরিণী-বদনানি চ।" (চন্দ্রালোক)

কোন কোন আলঙ্কারিকের মতে চকার দীপকালঙ্কারেরও দ্যোতক হইয়া থাকে। [দীপক দেখ।]

চ (পুং) চণতি চিনোতি বা চণ বা-চি-ড। (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১।) ১ চন্দ্র। ২ কচ্ছপ। ৩ চৌর। ৪ চণ্ডেশ্বর। ৫ চর্বণ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ নির্বীজ। ৭ দুর্জন। (শব্দরত্ন°)

চই (চবি শব্দজ) চবিকা, লতাকার একপ্রকার বৃক্ষবিশেষ, ইহা খাইতে কটুরস, লঙ্কা বা মরিচের ন্যায় ইহাও ব্যঞ্জনাদিতে দেওয়া হয়। ইহাতে ব্যঞ্জন সুপ প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী সুস্বাদ হইয়া থাকে। [চবিকা শব্দ দেখ।]

চংসিল, পঞ্জাবের বসাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী পর্ব্বতশ্রেণী। অক্ষা° ৩০° ৫৬´ হইতে ৩১° ২০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৫৪´ হইতে ৭৮° ২২´ পূঃ। হিমালয়শ্রেণী হইতে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে কুণাবারের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখানে ১৩।১৪ হাজারফিট্ উচ্চে অনেকগুলি গিরিসঙ্কট আছে।

চক্ (চক্র বা চতুষ্ক শব্দজ) ১ চতুঃশালার মধ্যস্থান। ২ বাজারের স্থান বিশেষ। ৩ চতুঃসীমা বদ্ধ বিস্তৃত স্থান বা ক্ষেত্র। গ্রামের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ ভূমিকেও চক বলিয়া থাকে। ৪ উত্তর তিব্বতবাসী ভোট জাতির এক শাখা। ৫ খড়ি।

চক (পুং) চক প্রতীঘাতে অচ্। ১ খল। ২ সাধু।

চকটৌদন, খারাপ ভাত। (দিব্যাবদান ৪৯৬)।

চকার (পুং) চ-স্বরূপার্থে কার। (বর্ণস্বরূপে কারতকারৌ। বৈয়াকরণ) দ্বিতীয় বর্গের প্রথম বর্ণ, চ।

চকিত (ক্লী) চক-ভাবে ক্ত। ১ ভয়। ২ সম্ভ্রম। ৩ নায়িকার সাত্ত্বিক অলঙ্কার বিশেষ। সাহিত্যদর্পণের মতে কোন কারণে নায়কের সম্মুখে নায়িকার ভয় সম্ভ্রমের নাম চকিত।

"কুতোঽপি দয়িতস্যাগ্রে চকিতং ভয়সম্ভ্রমঃ।" (সাহিত্য ৩ পরি°)

(ত্রি) চক কর্ত্তরি ক্ত। ৪ ভীত। ৫ শঙ্কিত। (মেদিনী)

চকিতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ষোলটী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ এবং প্রত্যেক চরণে প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও ষোড়শ অক্ষর গুরু, ইহা ছাড়া অপর গুলি লঘু, তাহাকে চকিতা বলে। ইহার অষ্টম অক্ষরে যতিস্থান।

"ভাৎসমতনগৈ রষ্টচ্ছেদে স্যাদিহ চকিতা।" (ছন্দোমঞ্জরী)

চকোর (পুং) চকতে চন্দ্রকিরণেন তৃপ্যতি চক-ওরন্ (কঠি চকিভ্যামোরন্। উণ্ ১।৬৫) পর্য্যায়—চকোরক, জীবঞ্জীব, জীবজীব, জীবঞ্জীবক, চলচঞ্চু, জ্যোৎস্নাপ্রিয়, বিষদর্শনমৃত্যুক, চন্দ্রিকাপায়ী ও চন্দ্রিকাজীবন। এই পাখী অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি, দেখিতে অনেকাংশে চটকের সদৃশ। অনেকেই ইহাকে একজাতীয় চটক বলিয়া অনুমান করেন। ইহার বর্ণ ঘোরকৃষ্ণাভ, সন্ধ্যার সময়ে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। কবি-সময়-সিদ্ধি অনুসারে ইহারা চাঁদের জ্যোৎস্না পান করিয়া থাকে। অনেক প্রাচীন কাব্যে চকোরের চন্দ্রিকাপানের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে এদেশীয় প্রায় রাজ রাজড়াই যত্ন করিয়া চকোর পালন করিতেন। খাইবার সময়ে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী প্রথমে চকোরকে দেখাইয়া পরে খাওয়া হইত। ইহার কারণ যে খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে বিষ থাকিলে তদ্দর্শনে চকোরের চক্ষু লাল হইয়া উঠে ও ক্রমে চকোরের মৃত্যু হয়। এই কারণে চকোরের একটী নাম বিষদর্শনমৃত্যুক রাখা হইয়াছে। ইহার মাংসের গুণ—শীতল, রুচিকর, বৃষ্য ও পুষ্টিকর। (রাজনি°) হারীতসংহিতার মতে চকোরের মাংস বাতশ্লেষ্মকর, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নরীনাশক, বিশদ ও বলকারী।

ইহার ডিমের গুণ—কাস, ক্ষত ও হৃদ্রোগে কিংবা অধিক পরিমাণে রেতঃক্ষয়ে বিশেষ উপকারী, মধুর ও সদ্যঃ বলকর। (চরক সূত্র° ২৭ অঃ)

চকোরক (পুং) চকোর এব স্বার্থে কন্। চকোর পাখী।

চকোরী (স্ত্রী) চকোর-ঙীপ্। চকোর-জাতীয় স্ত্রী।
"চকোর্য্য এব চতুরাশ্চন্দ্রিকাপান-কর্ম্মণি।"(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

চক্ক (পুং) চক্ক পীড়ায়াং চুরাদি° অপ্। ১ পীড়ন, পীড়া।

চক্কন (স্ত্রী) চক্ক-ল্যুট্। পীড়ন। এই শব্দটী পাণিনীয়-চূর্ণাদি গণান্তর্গত। (৬।২।১৩৪)

চক্‌চক্ (চাক্‌চিক্য শব্দজ) ১ স্বচ্ছতা, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। ২ তেজস্বী, প্রভাশালী।

চক্‌চকি (চাকচিক্য শব্দজ) উজ্জ্বলতা, দীপ্তি।

চক্‌চকানি (দেশজ) উজ্জ্বলতা, প্রভা, লাবণ্য।

চক্‌চকিয়া (দেশজ) উজ্জ্বল, প্রভাশালী।

চক্‌দার (হিন্দি) যে অপরের জমিতে ইন্দারা কাটিয়া লয় ও উক্ত জমির জন্য খাজনা দেয়।

চক্‌দিলাবাড়ী, পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৮.৩৬ বর্গ মাইল। এই পরগণার মধ্যে ৫টী জমিদারী আছে। রাজস্ব প্রায় ৫১৪০৲ টাকা। এখানকার বিচারকার্য্য কৃষ্ণগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফি আদালতের এলাকাধীন। এখানে কলাই, নীল, তিসি, সরিষা ও ভাদই ধান্যের চাষ হইয়া থাকে।

চক্‌দীঘি, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত একটী বিখ্যাত স্থান। এখানে অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে। তন্মধ্যে একঘর পুরাতন জমীদার বংশই প্রধান। ঐ জমীদারবংশ "চকদীঘির বাবু" বা "চকদীঘির রায়" নামে খ্যাত। এই বংশের আদিপুরুষের নাম নলসিংহ রায়। নলসিংহ জাতিতে ছত্রী বা ক্ষত্রিয়। ইনি পূর্ব্বনিবাস রাজপুতানা হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানে বাস করেন। ইনি জমীদারী কার্য্য ভাল বুঝিতেন বলিয়া মৃত্যুকালে যথেষ্ট জমিদারী রাখিয়া যান। ইঁহার ভবানী, দেবী, ভৈরব ও হরি নামে চারিটি পুত্র ছিল। ভবানী ও দেবী নিঃসন্তান-ছিলেন। ভৈরবের অম্বিকা নামে এক পুত্র ও দুর্গা নামে এক কন্যা ছিল। দুর্গার দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং বৃন্দাবনচন্দ্র ধার্ম্মিক ছিলেন। চকদীঘির নিকটেই ইঁহারা মণিরামবাটী নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান করেন। কৃষ্ণ নিঃসন্তান। বৃন্দাবনের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ সিংহ হুগলী কলেজের একজন প্রশংসার্হ ছাত্র। অম্বিকার সারদা নামে এক পুত্র হয়। সারদা বাবু বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। সারদা নিঃসন্তান। ইনি মৃত্যুকালে নিজ ভগিনী ক্ষীরোদাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিতমোহন সিংহকে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া গিয়াছেন। সারদা বাবুর অর্থেই চকদীঘির দাতব্য হাঁসপাতাল ও ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহার অন্যান্য সৎকর্ম্মের মধ্যে চকদীঘির টোল, অনাথনিবাস এবং মেমারী হইতে চকদীঘি পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা প্রধান। ইঁহাদের যত্নে এখানে একটী পোষ্ট আপিস হইয়াছে। ললিতমোহন কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীনে শিক্ষিত হন। নলসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র হরিসিংহের চন্দনলাল ও শশিভূষণ নামে দুই পুত্র হয়। ইঁহারা পৃথক্ হইয়া চকদীঘিতেই বাস করিতেছেন।

চক্‌নামা (দেশজ ও পারসী মিশ্রিত) কোন জমির স্বত্ব-নির্ণায়ক নিদর্শনপত্র।

চক্‌বন্দী (দেশজ ও পারসী মিশ্রিত) ১ চতুঃশালার চারিদিকের গৃহগুলি পরস্পর মিলিত ও সমানাকারের হইলে তাহাকে চকবন্দী বলে। ২ কোন জমির কিম্বা কোন সম্পত্তির সীমা নিরূপণ করা। ৩ যতদূর পর্য্যন্ত পুলিষের অধীনে থাকে। ৪ গ্রামসীমা নিরূপণ।

চক্‌বাল, জেলম্ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। জেলার মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া লবণশৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষা° ৩২° ৪৫´ হইতে ৩৩° ১৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৩১´ হইতে ৭৩° ১৭´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৮১৮ বর্গমাইল। এখানকার জমি—জমিদারী, পট্টিদারী ও ভয়াচারা সর্ত্তে বিলি আছে। বিচারবিভাগে একজন তহসীলদার ও মুন্সেফ আছে। তাঁহারা দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় আদালতের কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানে অনেকগুলি পুলিস আছে।

২ উক্ত তহসীলের সদর ও প্রধান নগর। পিণ্ডদাদন খাঁ ও রাবলপিণ্ডির মধ্যস্থলে এবং জেলমনগর হইতে ৫৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৫৫´ ৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৫৪´ পূঃ। জম্বু হইতে মহের বংশীয় কোন রাজপুত আসিয়া এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি এখানকার ভূমি ভোগ দখল করিতেছেন। এখানে জুতা ও কার্পাসবস্ত্র তৈয়ার হইয়া নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানে ঔষধালয়, বিদ্যালয় ও চোলাই-ভাটী আছে।

চক্‌মক্ (দেশজ) প্রভামণ্ডল, ঔজ্জ্বল্য।

চক্‌মকানি, উজ্জ্বলতা, প্রভা বিস্তার।

চক্‌মকিপাথর, অগ্নিপ্রদ একরকম পাথর। ইহাতে ইস্পাত দ্বারা জোরে আঘাত করিলে অগ্নিকণা বাহির হয়। যখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ দেশলাইর আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, সঙ্গে আগুন রাখিবার অন্য কোন সহজ উপায়ও ছিলনা, তখন এদেশীয় লোকেরা এই পাথর ব্যবহার করিতেন। প্রত্যেক ঘরেই আবশ্যকমত ইহা হইতে আগুন বাহির

করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করা হইত। একখানি শুক্‌না শোলা বা যাহা সহজেই আগুনে ধরে এমন কোন পদার্থ রাখিয়া তাহার উপরে চক্মকি পাথরে এরূপভাবে আঘাত করিতে হয় যেন চক্মকি হইতে নির্গত অগ্নি কণাগুলি দাহ্য পদার্থের উপরে পড়ে। তাহাতেই ঐ শোলা বা দাহ্য পদার্থ ধরিয়া ক্রমে আগুন বৃদ্ধি হয়। বিলাতী দেশলাই প্রচলিত হওয়া অবধি চক্মকিপাথরের ব্যবহার একরূপ উঠিয়া গিয়াছে।

চক্মণি, ত্রিহুত জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহাতে ৮৮খানি গ্রাম আছে। বিচারকার্য্য দ্বারভাঙ্গার মুন্সফি আদালতের এলাকাধীন। এই পরগণা দুই ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণপূর্ব্ব অংশের উত্তরসীমা জখালপুর ও অহিলবাড়, দক্ষিণে হামিদ্‌পুর, পূর্ব্বে তর্সান ও উত্তরে উঘারা, পশ্চিমে ভাদবাড় ও উঘারা। বাঘমতী, কমলা ও করাই নদী এই পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। সিংহিয়া, হরদেব, সলাপুর, সুলহোল ও হযৌরী নামক গ্রামগুলি প্রসিদ্ধ। হযৌরী গ্রামে নীলকুঠী ও বাজার আছে।

চক্মা, চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসী এক জাতি। কাহারও মতে—ইহারা থেয়োঙ্গ্‌থাজাতির এক শ্রেণীভুক্ত। [থেয়োঙ্গ্‌থা দেখ।] কোথাও ইহারা শক ও কোথাও ঠেক নামে খ্যাত।

চক্মাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে—১, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ও চম্পানগরে তাঁহাদের বাস ছিল, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে পার্ব্বতীয় প্রদেশ অধিকার করিয়া এখানে আসিয়া তাঁহারা বসবাস ও এখানকার রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ২, পূর্ব্বকালে চক্মাদিগের আদিপুরুষেরা মলয় উপদ্বীপ হইতে এখানে আসিয়াছে। ৩, আরাকানরাজকে জয় করিবার জন্য চট্টগ্রামের উজীর মোগলসৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, উজীর একজন বৌদ্ধ ফুঙ্গির উপহার গ্রহণ না করায়, তাঁহার ইন্দ্রজাল-বলে প্রেরিত মোগলসৈন্য পরাজিত হয়। আরাকানরাজ তাহাদিগকে আপনার ক্রীতদাস করিয়া রাখেন। তাহারা দেশীয় রমণী বিবাহ করিয়া ও রাজার নিকট জমি লইয়া বাস করিতে থাকে। চক্মারা তাহাদেরই বংশধর। পূর্ব্বে চক্মা রাজাদিগের মধ্যেও "খান্" উপাধি দৃষ্ট হইত।

যাহা হউক, চক্মারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোন্ জাতি-সম্ভূত তাহা ঠিক জানা যায় না। আরাকানী মঘদিগের সহিতও উহাদের কোন সংস্রব নাই। খান্ উপাধি দৃষ্টেও ইহাদিগকে মোগলজাতীয় বলিতে পারা যায় না, কারণ মোগল-শাসনের সময় হইতে অনেক হিন্দুরাজও "খাঁন" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে চট্টগ্রামের মোগলশাসনকর্ত্তার অনুকরণে চক্মা সর্দ্দারেরা যে "খাঁন" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহাদের মধ্যে তিনটী প্রধান শ্রেণী আছে—চক্মা, দোইঙ্গনক, তুঙ্গ্‌জৈন্য বা তংজন্য। এতদ্ব্যতীত এই তিন শ্রেণীর মধ্যে অনেকগুলি "গোজ" বা গুচ্ছ আছে। যথা—চক্মা শ্রেণীর মধ্যে অমু, বামু, ইচপোচা, কলা, কুর্য্যা, কুকুরা, কুরা, কেংরাগতি, খঙ্গে, থিওঙ্গ্‌জে, বড়ুবা, বর্ব্বরা, বতলিয়া, বোগ, বোরমেগে, বুং, বুংজা, দরজিয়া, দবিন্, ধওনা, ধুর্যিয়া, লরমা, লেবা, লস্করা, মোলিমা, পীরভঙ্গা, ফেছুংসা ইত্যাদি।

তংজন্যদিগের মধ্যে আরুয়াই, বাদাল, বাঙ্গাল, ভুমর, ইচা, কড়ুই করুয়া, মঙ্গলা, পুমা ইত্যাদি।

প্রাচীন গ্রীক বা রোমকদিগের প্রথমাবস্থায় রাজনৈতিক কার্য্যাদির যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, এই চক্মা জাতিরও সেইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এক একজন "দেওয়ান" আছেন। ঐ "দেওয়ান" পদ এক্ষণে তাহার বংশানুগত উপাধি ও কর্ম্মস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুঙ্গ্‌জৈন্যেরা এই দেওয়ানকে "অহন" বলিয়া থাকে। এই ব্যক্তি করসংগ্রহ করিয়া কতকাংশ নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশ জাতীয় সর্দ্দারকে দিয়া থাকে।

বিবাহাদি বা কোন পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে দেওয়ান তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দেয় এবং ঐ সম্পর্কে যদি কোন জরিমানা আদায় হয় তাহাও সর্দ্দার সমীপে পাঠাইতে বাধ্য হয়। যেখানে ইহাদের সংখ্যা অধিক সেখানে দেওয়ান নিজ অধীনে 'খেজা'দিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু ২৪।২৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যুবকদিগকে অবিবাহিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ পিতা মাতা বা পুত্র কন্যা অনুসন্ধান করে। পরে বরের পিতা এক বোতল মদ্য লইয়া কন্যার বাড়ী যায় এবং কন্যার পিতাকে বলে যে "আপনার বাটীর নিকটে একটী সুন্দর বৃক্ষ দেখিতেছি, আমি ইহার ছায়ায় বপন করিতে ইচ্ছা করি।" অতঃপর সসম্মানে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক যাইবার ও ফিরিয়া আসিবার কালে যদি বরের পিতা শুভ চিহ্নাদি দেখিতে পান, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। পুনর্ব্বার অপর এক সময়ে বর ও কন্যা উভয় পক্ষীয় কুটুম্বেরা

একত্র হইয়া বিবাহের অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় চুক্তি করিয়া লয়। বর কন্যার বাড়ীতে আসিয়া কন্যার সহিত একখানি ক্ষুদ্র তক্তার উপর বসে এবং বরের পশ্চাতে "সোবাল্লা" ও কন্যার পশ্চাতে "সোবাল্লি" নামে এক এক জন পুরুষ ও স্ত্রী বসিয়া থাকে। ইহারা সকলের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বর ও কন্যাকে গাঁটছড়া দিয়া আবদ্ধ করে। এই সময় নব দম্পতী একত্র ভোজনে বসে এবং বর কন্যাকে এবং কন্যা বরকে পরস্পর ভোজন করাইয়া দেয়। ভোজন শেষ হইলে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি আসিয়া উভয়ের মস্তকে নদীর জল ছিটাইয়া দিলে উভয়ে পতিপত্নীরূপে গণ্য হয়। সকল বিবাহই এরূপ সুন্দর প্রথায় সম্পন্ন হয় না। কোথাও কোথাও পাত্র স্বয়ং কন্যা মনোনীত করিয়া লয়। কিন্তু পিতামাতা এ বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন না। এরূপ স্থলে পাত্রী পাত্রের সহিত পলায়ন করে; যদি পাত্রীর পিতা এ বিবাহের বিরুদ্ধাচারী হন, তাহা হইলে বিবাহ নামঞ্জুর হইতে পারে এবং পাত্রী তাহার নায়কের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

বিবাহের পূর্ব্বে যদি কোন স্ত্রীলোক পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে কোনরূপ বিশেষ সাজা পাইতে হয় না, বিবাহ হইয়া গেলে তাহার পূর্ব্বকৃত অপবাদ ঘুচিয়া যায়। কোন পুরুষ বালিকাহরণ করিলে তাহাকে ৬০৲ টাকা জরিমানা দিতে হয়। কোন স্ত্রীলোক গ্রামসভায় বিবাহচ্যুতির আবেদন করিলে তাহাকে পূর্ব্বপ্রদত্ত কন্যাপণ, বিবাহের খরচাদি ও অতিরিক্ত ৫০৲ কি ৬০৲ টাকা জরিমানাস্বরূপ স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে হয়।

বিধবারা নিজ দেবরকে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া সকল সময়ে বিবাহ করিতে বাধ্য নহে।

চক্‌মাদিগের মধ্যে স্বশ্রেণী বা থাকে বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহারা মাতুলগোত্রে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদিগকে সৎমা, মাসী, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, মাতুলকন্যা, পিসির কন্যা, স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি সম্পর্কে বিবাহ করিতে নাই, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের বহু ক্রিয়াকলাপে রঞ্জিত দেখা যায়, এরূপ ভাব চক্‌মারাজ ধর্ম্মবক্স খাঁ ও তদীয় পত্নী কালিন্দীরাণীর সময় হইতেই ঘটিয়াছে। রাণী কালিন্দী সমস্ত হিন্দুপর্ব্বাদি পালন করিতেন এবং কালীর প্রাত্যহিক পূজার জন্য চট্টগ্রাম হইতে একজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল রাজার মৃত্যুর পর আরাকান প্রদেশ হইতে একজন বৌদ্ধ ফুঙ্গি আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ চেষ্টা পান। তাঁহারই যত্নে পরিশেষ রাণী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করেন।

তুলজৈন্যেরা লক্ষ্মীমাতার উপাসনা করে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ইহারা যে অসভ্য ছিল, তাহা অদ্যাপি "শোনবাসা" পর্ব্বে লক্ষিত হয়। তৎকালে ইহারা মশা, জলস্রোত, বিসূচিকা, জ্বর প্রভৃতির পূজা ও তদুপলক্ষে জীবাদি উৎসর্গ করে।

কিছুদিন হইল বৈরাগী বৈষ্ণবেরা পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিদর্শনে যাইয়া চক্‌মাদিগের মধ্যে অনেকগুলি শিষ্য করিয়াছেন। ইহারা সকলেই তুলসীমালা লইয়া হরিনাম জপ করে। কোন মাছ মাংসাদি ভোজন করে না।

ইহারা মৃতদেহ দাহ করে। শবের মস্তক পশ্চিমমুখে রাখে। ওলাউঠা বা বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে পুঁতিয়া ফেলে। যদি ডাইনের উপদ্রবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এরূপ জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া বাক্সমধ্যে রাখিয়া পোড়ান হয়। মৃত্যুর সাতদিন পরে পুরোহিত যাইয়া মৃতের মঙ্গলকামনায় মন্ত্রপাঠ করে। মাসের শেষেও এইরূপ করিবার নিয়ম আছে।

ইহারা 'ঝুম' প্রণালীতে চাষ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদের "নবান্ন" পর্ব্বে বিশেষ ধূমধাম হইয়া থাকে।

চক্‌মকী (তুর্কীশব্দজ) [চকমকী পাথর দেখ।]

চক্র (পুং) ক্রিয়তে ইনেন কৃ-ঘঞর্থে ক নিপাতনাৎ দ্বিত্বং। ১ চক্রবাক পক্ষী। [চক্রবাক দেখ।] (ক্লী) ২ রথাঙ্গ, চলিত কথায় চাকা বলে। "যথাহ্যেকেন চক্রেণ রথস্য ন গতির্ভবেৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৫১)

৩ সৈন্য। ৪ সমূহ, সমুদায়। ৫ রাষ্ট্র, রাজ্য দেশ।

"অবিচালিতচারুচক্রয়োরনুরাগাদুপগূঢ়য়োঃশ্রিয়া।" (মাঘ)

৬ দম্ভবিশেষ। ৭ কুম্ভকারের মৃদ্‌ঘট প্রভৃতি নির্ম্মাণোপযোগী উপকরণ বিশেষ।

"মৃদ্দণ্ডচক্রসংযোগাৎ কুম্ভকারো যথা ঘটম্।"

(যাজ্ঞ° ৩।১৪৬)

৮ অস্ত্রবিশেষ, চক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার একপ্রকার সাংগ্রামিক অস্ত্র, পূর্ব্বকালে যুদ্ধ সময়ে এই অস্ত্র ব্যবহার করা হইত। শুক্রনীতির মতে এই অস্ত্র তিনপ্রকার—উত্তম, অধম ও মধ্যম। চক্র আটটী শলাকাযুক্ত হইলে উত্তম, ছয়টী শলাকাযুক্ত হইলে মধ্যম এবং চারিটী শলাকা থাকিলে সেই চক্রকে

অধম বলে (১)। আবার পরিমাণভেদে চক্র তিন প্রকার হইয়া থাকে, বালকের পক্ষে দ্বাদশপলে যে চক্র নির্ম্মিত হয় তাহা উত্তম, একাদশপলে নির্ম্মিত হইলে মধ্যম ও দশপলে যাহা নির্ম্মিত হয়, তাহাকে অধম বলে। কিন্তু যুবকের পক্ষে পঞ্চাশপল ওজনের চক্র উত্তম, ৪০ পল ওজনের চক্র মধ্যম ও ৩০ পল ওজনের চক্র অধম। বিস্তার ভেদেও তিন প্রকারের চক্র হইয়া থাকে। বালকের পক্ষে আট আঙ্গুল বিস্তৃত চক্র উত্তম, ৭ আঙ্গুল বিস্তৃত মধ্যম ও ৬ আঙ্গুল বিস্তৃত চক্রকে অধম জানিবে। যুবকের পক্ষে ষোল আঙ্গুল উত্তম, ১৪ আঙ্গুল মধ্যম ও ১২ আঙ্গুল চক্র অধম (২)। চক্রের নেমি সৈক্যলোহদ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। নেমির পরিমাণ তিন আঙ্গুল হইলে উত্তম, ২½ আঙ্গুল হইলে মধ্যম ও ২ আঙ্গুল নেমিকে অধম বলে। চক্রটী ও সৈক্য লৌহেতেই প্রস্তুত করিবে। ইহার মুখ ধারাল করিতে হয়। (হেমাদ্রি' পরিশিষ্ট।)

৯ ব্যূহবিশেষ। [ব্যূহচক্র শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ১০ জলাবর্ত্ত। (মেদিনী) ১১ গ্রামজাল। (ত্রিকাণ্ড°) ১২ তগরপুষ্প। (রাজনি°) ১৩ তৈলযন্ত্র।

"স্নেহময়ান্ পীড়য়তঃ কিং চক্রেণাপি তৈলকারস্য।"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৫৯২।) ১৪ তন্ত্রোক্ত মূলাধারাদি নামক ষট্‌পদ্ম। [মূলাধারাদি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ১৫ সর্ব্বতোভদ্রাদি। ১৬ দেবতার্চ্চন যন্ত্র।

"শ্রীচক্রমেতদুদিতং পরদেবতায়াঃ।" (তন্ত্রসা°)

১৭ অকড়মাদি, এই সকল চক্র মন্ত্রোদ্ধারের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮ অলঙ্কারশাস্ত্র প্রসিদ্ধ কাব্যবন্ধ বিশেষ। [অলঙ্কার দেখ।] ১৯ ভৈরবী প্রভৃতি চক্র। তন্ত্রশাস্ত্রে তত্ত্বচক্র নামে ভৈরবীচক্রের উল্লেখ আছে। নিষ্কাম ব্যক্তিই সেই চক্রের অধিকারী। [ভৈরবীচক্র দেখ।]

রুদ্রযামলে মহাচক্র, রাজচক্র, দিব্যচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই পাঁচপ্রকার চক্রের কথা আছে। এই সকল চক্রে সকাম ব্যক্তির অধিকার। [ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] মন্ত্রের শুভাশুভ বিচারের জন্য কতকগুলি চক্র ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া আর কতকগুলি চক্রের কথা আছে, কিন্তু আধুনিক তান্ত্রিকগণ সেই সকল চক্রের ব্যবহার করেন না।

স্বরোদয় গ্রন্থে ২০টী স্বরচক্র ও ৬৪টী সর্ব্বতোভদ্রাদি, সর্ব্বসমেত ৮৪টী চক্রের উল্লেখ আছে। জয় পরাজয় প্রভৃতি ও শুভাশুভ নিরূপণ করিবার জন্য ঐ সকল চক্রের প্রয়োজন।

স্বরচক্র যথা।—১ মাত্রাচক্র, ২ বর্ণস্বরচক্র, ৩ গ্রহস্বরচক্র, ৪ জীবস্বরচক্র, ৫ রাশিস্বরচক্র, ৬ নক্ষত্রস্বরচক্র, ৭ পিণ্ডস্বরচক্র, ৮ যোগস্বরচক্র, ৯ দ্বাদশবার্ষিকস্বরচক্র, ১২ ঋতুস্বরচক্র, ১৩ মাসস্বরচক্র, ১৪ পক্ষস্বরচক্র, ১৫ তিথিস্বরচক্র, ১৬ ঘটীস্বরচক্র, ১৭ তিথিবারাঙ্কাদিস্বরচক্র, ১৮ তাৎকালিক দিনস্বরচক্র, ১৯ দিক্‌চক্র ও ২০ দেহজস্বরচক্র।

সর্ব্বতোভদ্রাদি চক্র—১ সর্ব্বতোভদ্র, ২ শতপদ, ৩ অংশ, ৪ ছত্রত্রয়, ৫ সিংহাসন, ৬ কূর্ম্ম, ৭ পদ্ম, ৮ ফণীশ্বর, ৯ রাহুকালানল, ১০ সূর্য্যকালানল, ১১ চন্দ্রকালানল, ১২ ঘোরকালানল, ১৩ গূঢ়কালানল, ১৪ শশিসূর্য্যকালানল, ১৪ সংঘট্ট, ১৬ কুলাকুল, ১৭ কুম্ভ, ১৮ প্রস্তার, ১৯ তুম্বুর, ২০ তুম্বুর, ২১ ভূচর খেচর, ২২ পথ, ২৩ নাড়ী, ২৪ কাল, ২৫ সূর্য্যফণী, ২৬ ছত্রফণী, ২৭ কবি, ২৮ বল, ২৯ কোট, ৩০ গজ, ৩১ অশ্ব, ৩২ রথ, ৩৩ ব্যূহ, ৩৪ কুম্ভ, ৩৫ খড়্গ, ৩৬ ছুরিকা, ৩৭ চাপ, ৩৮ শনি, ৩৯ সেবা, ৪০ নর, ৪১ ডিম্ব, ৪২ পক্ষী, ৪৩ বর্গ, ৪৪ আয়, ৪৫ বিরিঞ্চি, ৪৬ সপ্তশলাক, ৪৭ পঞ্চশলাক, ৪৮ চন্দ্র, ৪৯ ভাস্কর, ৫০ প্রথমমাতৃকা, ৫১ দ্বিতীয়মাতৃকা, ৫২ তৃতীয়মাতৃকা, ৫৩ বিজয়, ৫৪ শ্যেন, ৫৫ তোরণ, ৫৬ অহি, ৫৭ চন্দ্রশৃঙ্গোন্নতি, ৫৮ জীব, ৫৯ লাঙ্গল, ৬০ বীজোপ্তি, ৬১ বৃষ, ৬২ সপ্তনাড়ী, ৬৩ সংবৎসর ও ৬৪ স্থানচক্র। [ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] বৃহৎসংহিতায় অম্বর, মৃগ, খচক্র ও বাতচক্র এই চারিটী চক্রের বিষয় লিখিত আছে।

উপরে যে সকল চক্রের কথা লিখিত হইয়াছে তাহার কএকটীর বিবরণ যথাস্থানে লিখিত না হওয়ায় এইস্থানে লিখিত হইল।

অংশচক্র।—এই চক্রটী রুদ্রযামল সম্মত। উর্দ্ধগামী অষ্টাবিংশতিটী রেখা টানিয়া তাহার উপরে তির্য্যগ্‌ভাবে আবার অষ্টাবিংশতিটী রেখা টানিবে। ইহারই নাম অংশচক্র। ঈশানকোণের রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাবিংশতি রেখায় যথাক্রমে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের পাদদ্যোতক অক্ষর বিন্যাস করিবে। অভিজিৎটীকেও ইহাতে একটী নক্ষত্র বলিয়া ধরিতে হয়। নক্ষত্রের পাদদ্যোতক অক্ষর যথা—অ, ই, উ, এ ৩। ও ব বি বু ৪। বে বো ক

---

(১) "অষ্টার মুত্তমং চক্রং ষড়ারং মধ্যমং ভবেৎ।
জঘন্যং চতুরারং স্যাৎ ইতি চক্রং ভবেৎত্রিধা।" (হেমাদ্রি°)

(২) "দ্বাদশৈকাদশ দশ পলানি ক্রমশঃ শিশোঃ।
অবালস্য স্থিরষ্টৌর্য্যঃ বিংসপ্ত দ্বাদশাপিচ।
বালানাং ত্রিবিধং চক্রমষ্ট-সপ্তষড়ঙ্গুলম।
ষোড়শাঙ্গুলমন্যেষাং দ্বিহীনে মধ্যমাধমে।" (হেমাদ্রি° পরিশিষ্ট)

ক্ষি ৫। কু ঘ ঙ ছ ৬। কে কো হ হি ৭। হু হে হো ড ৮। ডি ড ডে ডো ৯। ম মি মু মে ১০। মো ট টি টু ১১। টে টো প পি ১২। পূ ষ ণ ঠ ১৩। পে পো র রি ১৪। রু রে রো ত ১৫। তি তু তে তো ১৬। ন নি নু নে ১৭। নো য যি যু ১৮। যে যো ভ ভি ১৯। ভু ধ ফ ঢ ২০। ভে ভো জ জি ২১। জু জে জো খ ০। খি খু খে খো ২২। গ গি গু গে ২৩। গো শ শি শু ২৪। শে শো দ দি ২৫। দু থ ঝ ঞ ২৬। দে দো চ চি ২৭। চু চে চো ল ১। লি লু লে লো ২। এইরূপে যথাক্রমে অক্ষরবিন্যাস করা হইলে যে গ্রহ যে নক্ষত্রের যে পাদে অবস্থিত, তাহাকে সেইস্থানে স্থাপন করিবে। ইহার পরে সেই রেখাস্থিত বর্ণ কয়টীর পরস্পর বেধ করিয়া দিবে। নক্ষত্রের চতুর্থপাদে গ্রহ থাকিলে আদি, ও আদিতে থাকিলে চতুর্থ, দ্বিতীয়ে থাকিলে তৃতীয় ও তৃতীয়ে থাকিলে দ্বিতীয়পাদ বিদ্ধ হয়। অংশ চক্রের বেধানুসারে যদি মনুষ্যের নামের আদ্য অক্ষর শুভগ্রহ দ্বারা বিদ্ধ হয়, তবে হানি হইয়া থাকে। এইরূপ নামের আদ্য অক্ষর ক্রূরগ্রহ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলে নানাবিধ রিষ্ট ও দুই বা ততোধিক গ্রহ দ্বারা বিদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। নামের আদ্য অক্ষর উভয়স্থিত ক্রূর গ্রহদ্বারা বিদ্ধ হইলে মৃত্যু, একটী ক্রূর ও অপর একটী শুভগ্রহ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলে বিঘ্ন এবং উভয় শুভগ্রহ দ্বারা বেধে ব্যাধি, পীড়া ও বন্ধন ঘটিয়া থাকে। অংশচক্রে নক্ষত্রের যে পাদ গ্রহবিদ্ধ হয়, সেই পাদে বিবাহে বৈধব্য, যাত্রা করিলে মহাভয়, রোগ উৎপত্তি হইলে মৃত্যু ও সংগ্রামে ভঙ্গ হইয়া থাকে। এইরূপ বিদ্ধ নক্ষত্রপাদাশ্রিত পর্ব্বত, সাগর, নদী, দেশ, গ্রাম ও পুর বিনষ্ট হয়। যে দিনে চন্দ্র যে নক্ষত্রের যে পাদে অবস্থিতি করে, সেই নক্ষত্রের সেই পাদ যদি চন্দ্র ভিন্ন অপর গ্রহ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হয়, তবে সেই সময়ের মধ্যে কোন শুভকার্য্য করিতে নাই, করিলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। (নরপতিজয়চর্য্যা)

অয়নচক্র—এই চক্রটী স্বরোদয় প্রকরণে প্রয়োজনীয়। অয়নস্বরচক্র এইরূপে অঙ্কিত করিতে হয়। যথা—

অ	ই	উ	এ	ও
[illegible] দক্ষিণায়ন	উত্তরায়ণ		অ স্বরোদয় ১৬।	দিনাদি ২১।৪৯

অয়নস্বর চক্রের প্রয়োজন ও অপর বিবরণ স্বরোদয় প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

অশ্বচক্র।—একটী ঘোটকের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার মুখাদি ক একটী অবয়বে জন্ম নক্ষত্র ক্রমে অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র বিন্যাস করিবে। মুখ, চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মস্তক, পুচ্ছ ও পাদযুগল এই নয়টী অবয়বে যথাক্রমে দুই দুইটী করিয়া আঠারটী ও উদরে পাঁচটী এবং পৃষ্ঠে পাঁচটী নক্ষত্র স্থাপন করিতে হয়। ইহারই নাম অশ্বচক্র। নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থিতি অনুসারে অশ্বচক্রের মুখ, চক্ষু, উদর বা মস্তকে সূর্য্যের অবস্থান হইলে অর্থাৎ সূর্য্যাশ্রিত নক্ষত্র ইহার কোন স্থানে থাকিলে যুদ্ধে জয় হয়। শনি গ্রহাশ্রিত নক্ষত্রটী অশ্বচক্রের কর্ণ, পুচ্ছ, পাদ বা পৃষ্ঠে থাকিলে বিভ্রম, ভঙ্গ ও হানি ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে সূর্য্যাশ্রিত নক্ষত্র থাকিলে পট্টবস্ত্র পরিধান, যাত্রা ও যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিবে না, করিলে বিপদ্ ঘটে। (নরপতিজয়চর্য্যা)

অহিচক্র—কোন কোন পুস্তকে অহিবলচক্র নামেও ইহার উল্লেখ আছে। এই চক্র দ্বারা নিধি অর্থাৎ ভূগর্ভস্থিত রত্ন প্রভৃতি বাহির করা যাইতে পারে। চারি হাতে একবংশ হয়, বিংশতিবংশপরিমিত ক্ষেত্রেকে নিবর্ত্তন বলা যায়। যে নিবর্ত্তন ক্ষেত্রের মধ্যে নিধি প্রভৃতি আছে, তাহার কোন একস্থানে অহিচক্র স্থাপন করিতে হয়, উর্দ্ধদিকে আটটী রেখা টানিয়া তাহার উপরে তির্য্যগ্‌ভাবে পাঁচটী রেখা টানিলে একটী অষ্টাবিংশতি কোষ্ঠচক্র অঙ্কিত হইবে, তাহার প্রথমপঙ্‌ক্তিতে রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী এই সাতটী, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে পূর্ব্বভাদ্র, উত্তরভাদ্র, শতভিষা, রোহিণী, অশ্লেষা, পুষ্যা ও হস্তা এই সাতটী, তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, মঘা, পুনর্বসু ও চিত্রা এই সাতটী, চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মূলা, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, বিশাখা ও স্বাতী বিন্যাস করিবে। এই প্রকারে সর্পাকৃতি চক্র হয়। মঘা ও ভরণী এই দুইটী নক্ষত্রদ্বারের উভয়পার্শ্বস্থিত এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রকে অহির মুখ জানিবে। ইহার মধ্যে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্র ও রেবতী এই কয়টী নক্ষত্র চন্দ্রের, ইহা ছাড়া অপর নক্ষত্র সূর্য্যের জানিবে। প্রশ্ন সময় পর্য্যন্ত চন্দ্র নক্ষত্রের যত দণ্ড ভোগ করিয়াছে, তাহার নাম উদয়াদিগত নাড়ী। উদয়াদিগত নাড়ীকে ২৭ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিবে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা চন্দ্রভুক্ত নক্ষ-

ত্রের সহিত যোগ করিলে যদি ২৭এর অধিক হয়, তবে ২৭ বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহাই ভুক্ত নক্ষত্রের সংখ্যা জানিবে এবং ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভুজ্যমান নক্ষত্র শরীর জানিবে। যে কোষ্ঠে ভুজ্যমান নক্ষত্র পতিত হয়, তথায় চন্দ্রস্থাপন করিবে। ইহাকে অহিচক্রস্থ তাৎকালিক চন্দ্র বলে। এই প্রক্রিয়া অনুসারে তাৎকালিক সূর্য্যও স্থাপনা করিতে হয়। ফল—যদি চন্দ্র নক্ষত্রে অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদর্শিত অশ্বিনী প্রভৃতিতে তাৎকালিক চন্দ্র ও সূর্য্য থাকে, তবে নিশ্চয়ই নিধি আছে, আর যদি সূর্য্য নক্ষত্রে তাৎকালিক চন্দ্র ও সূর্য্য অবস্থিত হয়, তবে শল্য আছে জানিবে। তাৎকালিক চন্দ্র ও সূর্য্য স্বীয় স্বীয় নক্ষত্রে স্থিত হইলে চন্দ্রস্থানে নিধি ও সূর্য্যস্থানে শল্য থাকে। চন্দ্র সূর্য্যনক্ষত্রে ও সূর্য্য চন্দ্রনক্ষত্রে থাকিলে নিধি বা শল্য কিছুই নাই স্থির করিতে হয়। তাৎকালিক চন্দ্র ক্রূরযুক্ত হইলে নিধি বা দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং শুভগ্রহযুক্ত হইলে পাওয়া যায়। চন্দ্রে অপরাপর গ্রহের দৃষ্টি অনুসারে সুবর্ণ প্রভৃতি কোন দ্রব্য মৃত্তিকার নীচে আছে তাহা নিশ্চয় করা যায়। [ইহার অপর বিবরণ রত্নোদ্ধার শব্দে দ্রষ্টব্য।]

আয়চক্র।—পূর্ব্বপশ্চিমে চারিটী সরল রেখা টানিয়া তাহার উপরে উত্তরদক্ষিণে আর চারিটী সরলরেখা টানিবে। ইহাতে নবকোষ্ঠযুক্ত একটী চক্র উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যকোষ্ঠটী পরিত্যাগ করিয়া অপর আটটীকে অষ্টদিক্ বলিয়া কল্পনা করিবে। ধ্বজ, ধূম্র, সিংহ, কুক্কুর, সৌরভেয়, ধ্বাঙ্ক্ষ, গর্দ্দভ ও হস্তী ইহারা প্রতিপদাদিক্রমে তিথিভুক্তি প্রমাণানুসারে এই আটদিকে উদিত হইয়া এক প্রহর পরে তৎপরবর্ত্তী দিকে যায়, এই নিয়মে দিন রাত্রিতে আটটি দিক্ ভ্রমণ করে। যেমন প্রতিপদ্ তিথিতে প্রথম যামে ধ্বজ পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, প্রথম যাম অতীত হইলে অগ্নিকোণে চলিয়া যায়, তথায় এক প্রহর থাকিয়া দক্ষিণ দিকে যায়। এই নিয়মে প্রতিপদ্ তিথির অষ্টপ্রহরে যথাক্রমে ধ্বজ আটটী দিক্ ভ্রমণ করে। এই প্রকার দ্বিতীয়া প্রভৃতি তিথিতে ধূম্র প্রভৃতির উদয় ও ভ্রমণ জানিবে। ধ্বজ প্রভৃতির উদয় অনুসারে প্রশ্নের শুভাশুভ নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রশ্নকালে ধ্বজাদির কোন একটীর উদয় বা অবস্থিতি পূর্ব্বদিকে হইলে মহালাভ, অগ্নিকোণে মরণ, দক্ষিণে বিজয় ও সৌখ্য, নৈর্ঋত কোণে বন্ধন ও মৃত্যু, পশ্চিমে সর্ব্বলাভ, বায়ুকোণে হানি, উত্তরে ধন ধান্য এবং ঈশাণ কোণে উদয় বা অবস্থিতি হইলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। সৌরভেয়, সিংহ ও ধ্বাঙ্ক্ষ ইহাদের উদয়ে বা অবস্থানে ঐ সকল ফল অতীত, ধ্বজ ও গর্দ্দভে বর্ত্তমান এবং ধূম্র, কুক্কুট বা হস্তীর উদয়ে বা অবস্থানে ফল পরে হইবে এইরূপ নিরূপণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া বৃষ ও ধ্বজে ফল সমীপস্থ, গজ ও সিংহে দূরস্থ, কুক্কুট ও গর্দ্দভে মার্গস্থ এবং ধূম্র ও ধাঙ্ক্ষে নিষ্ফল নিশ্চয় করিতে হয়। পূর্ব্ব ও অগ্নিকোণে ভাবের উদয়ে বা অবস্থানে মূলচিন্তা, দক্ষিণ, নৈর্ঋত ও পশ্চিমে ধাতু এবং উত্তরে ভাবের উদয় বা অবস্থানে জীবচিন্তা নির্ণয় করিতে হয়। [ঋক্ষস্বরচক্রের বিবরণ নক্ষত্রচক্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ঋতুস্বর চক্র—অকারাদি পাঁচটী স্বরে যথাক্রমে বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর উদয় হয়। প্রত্যেক স্বরে ৭২ দিন উদয় হইয়া থাকে। অন্তরোদয়ের পরিমাণ ৬ দিন ৩২ দণ্ড ও ৩৪ পল। বর্ণস্বরোদয় প্রকরণে ইহার প্রয়োজন হয়। ঋতুস্বরচক্রের প্রতিকৃতি এইরূপে অঙ্কিত করিতে হয়।

ঋতুস্বর চক্র।

অ ৭২	ই ৭২	উ ৭২	এ ৭২	ও ৭২
বসন্ত	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হিম
চৈত্র ৩০ বৈশাখ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২।	জ্যৈষ্ঠ ১৮ আষাঢ় ৩০ শ্রাবণ ২৪	শ্রাবণ ৬ ভাদ্র ৩০ আশ্বিন ৩০ কার্ত্তিক ৬	কার্ত্তি ২৪ অগ্র ৩০ পৌষ ১৮	পৌষ ১২ মাঘ ৩০ ফাল্গুন ৩০
	৭২	৭২	৭২	৭২
			অন্তরোদয় দিনাদি ৬।৩২।৫৩	

কবিচক্র—যুদ্ধযাত্রা শব্দে ইহার বিবরণ জ্ঞাতব্য।

কালচক্র—ঊর্দ্ধদিকে দশটী রেখা টানিয়া তাহার উপরে তির্য্যক্‌ভাবে চারিটী রেখা টানিলে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠযুক্ত একটী চক্র হয়, ইহার উপরের পঙ্‌ক্তিতে যে দিনে এই প্রক্রিয়া করিবে, সেইদিনের নক্ষত্র প্রভৃতি নয়টী নক্ষত্র স্থাপন করিবে এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে তৎপরবর্ত্তী নয়টী নক্ষত্র ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে অপর নয়টী নক্ষত্র যথাক্রমে স্থাপন করিবে। ইহার মধ্যে ঋক্ষত্রয়বর্জিত চতুর্নাড়ীগত বেধ করিবে। [নাড়ীচক্র দেখ।] সর্পাকার এই চক্রের নাম কালচক্র। মধ্যস্থিত তিনটী নক্ষত্রকে কালের মুখ ও কোণস্থিত নক্ষত্রদ্বয়কে কালের দংষ্ট্রা বলে। যে দিন যাহার নাম নক্ষত্র এই চক্রানুসারে কালের মুখে বা দংষ্ট্রায় পতিত হয়, সেই দিন কোন শুভকর্ম্ম করিতে নাই, করিলে বিপদ্ হয়। ইহা ছাড়া অন্য অবয়বে নাম নক্ষত্র থাকিলে শুভ হয়। নাম নক্ষত্র দংষ্ট্রা বা মুখগত হইলে জ্বর, নষ্ট

দন্ধ ও বিবাদ প্রভৃতিতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে অথবা মহাভয় উপস্থিত হয়।

কুম্ভচক্র—এই চক্রানুসারে যাত্রার শুভাশুভ ফল নিরূপণ করা যাইতে পারে। তির্য্যক্ রেখাদি দ্বারা কুম্ভের ন্যায় একটী চক্র অঙ্কিত করিবে। চক্রের উর্দ্ধাধোরূপে একান্তর কোষ্ঠে শূন্য দিবে। যে কোষ্ঠে শূন্য পড়ে, সেই সেই কোষ্ঠকে রিক্ত ও অপর কোষ্ঠকে পূর্ণ বলে। পরে তদ্দিনে যে নক্ষত্রে সূর্য্য থাকে, সেই নক্ষত্র হইতে সমস্ত নক্ষত্র ঐ চক্রে নিবেশিত করিবে। রিক্ত কোষ্ঠে যে নক্ষত্র পতিত হয়, তাহাতে যাত্রা করিলে মনোভীষ্ট নিষ্ফল ও পূর্ণ কোষ্ঠে যে নক্ষত্র, তাহাতে যাত্রা করিলে অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে।

কুলাকুলচক্র—ইহার বিবরণ কুলাকুল শব্দে দ্রষ্টব্য। ইহা দ্বারা তিথি, বার ও নক্ষত্রের মধ্যে কোনটী কুল, কোনটী অকুল এবং কোনটী কুলাকুল তাহা নিরূপণ করা যাইতে পারে।

কুম্ভচক্র—এই চক্রানুসারে যুদ্ধের শুভাশুভ জানিতে পারা যায়। কুম্ভাস্ত্রের ন্যায় একটী চক্র প্রস্তুত করিয়া যেদিন কার্য্য করিবে, সেই দিনের নক্ষত্র হইতে নয়টী কুম্ভের ধারাল স্থানে, তৎপরবর্ত্তী নয়টী দণ্ডে এবং তৎপরবর্ত্তী নয়টী নক্ষত্র কুম্ভের পৃষ্ঠে স্থাপন করিবে। নাম নক্ষত্র কুম্ভের ধারাল স্থানে পড়িলে যুদ্ধে মৃত্যু ও দণ্ডে পড়িলে যুদ্ধে জয় হয় এবং পৃষ্ঠে পড়িলে জয় বা পরাজয় হয় না, সমান হইয়া থাকে।

কোটচক্র—এই চক্রটী আটপ্রকার হইয়া থাকে। ১ মৃণ্ময়, ২ জলকোটক, ৩ গ্রামকোট, ৪ গহ্বর, ৫ গিরি, ৬ ডামর, ৭ বক্রভূমি ও ৮ বিষম। অবস্থাভেদেও দুর্গের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে যথা—অতিদুর্গ, কলিকর্ণ, চক্রাবর্ত্ত, টিকর, তলাবর্ত্ত, পদ্ম, যক্ষ ও সার্ব্বত। যে বর্ণের যে ভক্ষ্য বলিয়া নিরূপিত আছে, সেই দুর্গ হইতে তাহারা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। অতএব দুর্গ বর্গের ভক্ষ্য অথবা তন্নামক মনুষ্যকে দুর্গে রাখিবে না। অবর্গের ভক্ষ্য গরুড়, কবর্গের মার্জ্জার, চ বর্গের সিংহ, ট বর্গের কুকুরছানা, ত বর্গের সর্প, প বর্গের আয়ু, য বর্গের গজ ও শ বর্গের ভক্ষ্য মেষ বা ছাগল, অবর্গের পঞ্চম স্থানে খণ্ডিভঙ্গ হইয়া থাকে। অবর্গ প্রভৃতি আটটী বর্গ যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দিকে স্থাপন করিতে হয়। চতুরস্র ত্রিনাড়িক একটী কোটচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বাহিরের কোটে কৃত্তিকা, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, অশ্বিনী ও ভরণী এই বারটী। প্রাকারে রোহিণী, পুনর্ব্বসু, ভার্গ্য, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, শতভিষা ও রেবতী এই আটটী এবং মধ্যস্থানে মৃগশিরা, আর্দ্রা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্র এই আটটী নক্ষত্র স্থাপন করিবে। পূর্ব্বদিকে আর্দ্রা, দক্ষিণে হস্তা, পশ্চিমে পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরে উত্তরভাদ্র এই চারিটী নক্ষত্রকে স্তম্ভ বলে। কৃত্তিকাদি ৩টী, মঘাদি ৩টী, অনুরাধাদি তিন ও বাসবাদি তিনটী প্রবেশ ও অবশিষ্ট ১৬টীকে নির্গম বলে। দুর্গ নক্ষত্র হইতে গণনা করিয়া গ্রহানুসারে ফল স্থির করিতে হয়।

দুর্গনাম স্থিত বর্ণ যদি দুর্গের আদি স্থিত হয়, তবে সেই দিক্ হইতে ক্রমে এই কয়টী চক্র অঙ্কিত করিবে, চতুরস্র, বর্ত্তুল, দীর্ঘ, ত্রিকোণ, বৃত্ত দীর্ঘ, অর্দ্ধচন্দ্র, গোস্থল ও ধনুরাকৃতি। চতুরস্রে যে প্রকার নক্ষত্র সন্নিবেশের কথা বলা হইয়াছে ইহাতেও প্রবেশ, নির্গম ও স্তম্ভ সেইরূপ জানিবে। দুর্গে ভিত্তি বিভাগ করিয়া যথাক্রমে নক্ষত্রমণ্ডল অঙ্কিত করিবে। সেই সকল নক্ষত্রাশ্রিত গ্রহানুসারে ফল স্থির করিয়া লইবে। যেস্থানে রাজ্য নক্ষত্র ও মধ্য নক্ষত্রে ক্রূরগ্রহ অবস্থিত, তথায় দুর্গ করিতে নাই, করিলে সমস্ত সৈন্য সামন্তের সহিত দুর্গ বিনষ্ট হয়। স্তম্ভ নক্ষত্র বা প্রবেশ নক্ষত্রে চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র অবস্থিত হইলে যথাক্রমে সোম, বৃহস্পতি বা শুক্রবারে পুরের অবরোধ করা উচিত। এইরূপ প্রবেশ নক্ষত্রে বা স্তম্ভ নক্ষত্রে এবং লগ্নে মঙ্গল থাকিলে যুদ্ধে মঙ্গল হয়। ক্রূরগ্রহ মধ্যে থাকিলে পুর বিনষ্ট করে, প্রাকারে থাকিলে খণ্ডিকারক এবং বহিস্থ হইলে সমস্ত সৈন্যবিনাশক হইয়া থাকে। মধ্যে ক্রূর ও বাহিরে শুভগ্রহ থাকিলে নগরাধিকার অবশ্যম্ভাবী, শত্রুপক্ষের ভেদ হয় অথবা তাহারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। বিনা যুদ্ধেই রাজ্য বা নগর লাভ হইয়া থাকে। মধ্য ভাগে চারিটী ক্রূরগ্রহ ও প্রাকারে সৌম্য থাকিলে আত্মবিচ্ছেদ হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ হইয়া থাকে। বিনাযুদ্ধে দুর্গ অধিকৃত হয়। মধ্যে সৌম্য ও বাহিরে ক্রূর থাকিলে দুর্গ অসাধ্য হইয়া থাকে। প্রাকারে ক্রূর ও মধ্যে সৌম্য থাকিলে দুর্গের বেষ্টক ভাঙ্গিয়া যায়। মধ্য নাড়ীতে সৌম্য এবং বাহিরে ক্রূরগ্রহের অবস্থানে বিনাযুদ্ধে শত্রুসৈন্যের ধ্বংস হয়। প্রাকারে ও মধ্যে ক্রূর এবং বাহিরে সৌম্যগ্রহ অবস্থিত হইলে অযত্নেও দুর্গসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। মধ্যে ও কোটস্থানে সৌম্য এবং বাহিরে ক্রূরগ্রহ থাকিলে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও দুর্গাধিকারে সমর্থ হন না। প্রাকার ও বাহিরে ক্রূর এবং সৌম্য মধ্যগত হইলে যুদ্ধে প্রাকার ভঙ্গ অথবা পুরভঙ্গ হয় না। শুভ গ্রহযুক্ত শুভগ্রহ স্তম্ভান্তরগত হইলে সেই দুর্গ চিরস্থায়ী হয়, শত্রু কর্ত্তৃক ধ্বস্ত হয় না।

রবি, রাহু, শনি ও মঙ্গল অন্তান্তর গত হইলে সেই দুর্গ কিছুতেই রক্ষা করা যাইতে পারে না। বাহিরে সৌম্য এবং কোট ও মধ্যে ক্রূরগ্রহ অবস্থিত হইলে দুর্গাধিপতি স্বয়ংই সেই দুর্গটীকে শত্রুহস্তে অর্পণ করেন। বাহিরে ও মধ্যে ক্রূর এবং প্রাকারে শুভগ্রহ থাকিলে আক্রমণকারীগণ বিনা যুদ্ধেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকারে ক্রূর এবং বাহিরে ও মধ্যে শুভগ্রহ অবস্থিতি করিলে যুদ্ধে জয় বা পরাজয় ঘটেনা, দিনে দিনে খণ্ডিপাত হইয়া থাকে। সৌম্য ও ক্রূর গ্রহ সকল প্রাকার মধ্য বা বাহির, ইহার কোন এক স্থানে থাকিলে ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে, হস্তী, অশ্ব, পদাতি, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ যুদ্ধে উভয় পক্ষই কালগ্রাসে পতিত হয়। বাহিরে ও মধ্যে সমসংখ্যক ক্রূর ও শুভগ্রহ থাকিলে প্রায়ই সন্ধি হইয়া যায়। এইরূপে কোটচক্রে ফলাফল বিচার করিয়া যুদ্ধ করা উচিত। প্রবেশনক্ষত্রের জীবপক্ষ নক্ষত্রে (?) চন্দ্র থাকিলে নিশীথসময়ে অবরোধকারী নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্র নির্গম নক্ষত্রে স্থিত হইলে রাত্রিকালে বাহিরে সকলে সুপ্ত হইলে অভ্যন্তরস্থিত নৃপতিগণের যুদ্ধ করা উচিত। বক্রী ক্রূরগ্রহ প্রবেশ নক্ষত্র ও পুর মধ্যে স্থিত হইলে বহিঃস্থিত নরপতি হইতে কোটের বিনাশ ঘটিয়া থাকে। বক্রী ক্রূর গ্রহ বাহিরে ও প্রবেশ নক্ষত্রে স্থিত হইলে সৈন্যগণের মধ্যে আত্মকলহ, দুর্ভিক্ষ ও মরণ হয় এবং বাহিরে সৈন্যেরা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। নির্গম ও বহিঃস্থ নক্ষত্রে ক্রূর গ্রহ থাকিলে প্রাকার ভঙ্গ এবং প্রাকারে ক্রূর গ্রহ থাকিলে পুরভঙ্গ হইয়া থাকে। পুরনক্ষত্রে ও নির্গম নক্ষত্রে বক্রী ক্রূরগ্রহ অবস্থিত হইলে দুর্গস্থ ব্যক্তিরা যুদ্ধ সময়ে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। গ্রহের নীচতা, উচ্চতা ও সমতা ভেদে আরও কতকগুলি ফলাফল নিরূপণ করা যাইতে পারে। তাহা জানিতে হইলে স্বরোদয় গ্রন্থের নরপতিজয়চর্য্যা দ্রষ্টব্য।

খড়্গচক্র—ইহা দ্বারাও যুদ্ধের শুভাশুভ নিরূপণ করা যাইতে পারে। নয়টী ভেদযুক্ত খড়্গাকার একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া যোধনক্ষত্র হইতে তিন তিনটী নক্ষত্র তাহার নয়টী স্থানে যথাক্রমে বিন্যাস করিবে, ইহার নাম খড়্গচক্র। নয়টী স্থান যথা—১ যব, ২ বজ্র, ৩ মুষ্টি, ৪ পালিকা, ৫ বন্ধ, ৬ ও ৭ ধারদ্বয়, ৮ খড়্গ ও ৯ তীক্ষ্ণ। ফল—নক্ষত্রানুসারে যব হইতে বন্ধ পর্য্যন্ত যে পাঁচটী স্থান ইহার কোন একস্থানে ক্রূর গ্রহ থাকিলে যুদ্ধে মৃত্যু, ভঙ্গ ও জ্বর হয়, এবং সৌম্য গ্রহ থাকিলে লাভ ও জয় ঘটিয়া থাকে। খড়্গ, ধার দ্বয় ও তীক্ষ্ণ এই চারিটী স্থানের কোনস্থানে ক্রূর গ্রহ থাকিলে যুদ্ধে জয় হয়। কিন্তু এই চারিস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে যুদ্ধে ভঙ্গ, শুভ ও ক্রূর উভয় গ্রহ থাকিলে মিশ্রিত ফল হয়।

খলচক্র—এই চক্রানুসারে যুদ্ধের জয় পরাজয় প্রভৃতি জানা যাইতে পারে। চতুরস্র ও চতুর্দ্বারযুক্ত একটী চক্র অঙ্কিত করিবে। পূর্ব্বদ্বার হইতে চারিটী দ্বারে যথাক্রমে নন্দাদি তিথি, পূর্ব্ব প্রভৃতি চারিদিকে যথাক্রমে কৃত্তিকাদি সাত সাতটী নক্ষত্র স্থাপন করিবে। প্রবেশ করিতে যে দিক্‌টী বামভাগে থাকিবে, সেইদিক্ হইতে দিক্‌চতুষ্টয়ে যথাক্রমে শনি ও চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ, রবি ও শুক্র এবং বৃহস্পতিকে খলচক্রের মধ্যে ও বাহিরে স্থাপন করিবে। যে দিনে তিথি ও নক্ষত্রের অধিপতি যে দিকে থাকে সেই দিনে সেই দ্বারে খল প্রবেশ করিতে হয়। খলের মধ্যে শনি, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও মঙ্গল এবং বাহিরে বুধ, শুক্র ও চন্দ্র গ্রহানুসারে স্থায়ী, যায়ী ও জয়ী এই তিনটী কাল নিরূপিত হয়। খলের মধ্য নক্ষত্রে যে গ্রহ যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানে চন্দ্রের গতি অনুসারে ফল নিরূপণ করিবে। চন্দ্র সূর্য্য স্থানে গত হইলে যুদ্ধে বীরপুরুষের মৃত্যু হয়। এইরূপ মঙ্গল স্থানে চন্দ্র থাকিলে মহাক্রোধ, বুধস্থানে মহাভয়, শুক্র স্থানে ভয়, শনি স্থানে দারুণ আঘাত ও রাহু স্থানে চন্দ্র থাকিলে নিশ্চয়ই মরণ ঘটিয়া থাকে। উভয় যোদ্ধার পৃষ্ঠগত ক্রূরগ্রহ হইলে যুদ্ধে উভয়েরই মরণ হইয়া থাকে। সৌম্যগ্রহ থাকিলে সন্ধি এবং ক্রূর ও শুভ এই উভয় গ্রহ থাকিলে মিশ্রিত ফল হয়।

গূঢ়কালানলচক্র—ইহাতে যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ণীত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধদিকে সাতটী রেখা টানিয়া তাহার উপরে তির্য্যক্‌ভাবে আর সাত রেখা টানিবে। এই চক্রে ঊর্দ্ধদিকের বাম রেখায় চন্দ্রাশ্রিত নক্ষত্র ও তৎপরে পরে তৎপরবর্ত্তী নক্ষত্র যথাক্রমে স্থাপন করিবে। এই চক্রে ৬টী স্থান কল্পনা করিতে হয়—১ গূঢ় বা মস্তক, ২ সম্পুট, ৩ কর্ত্তরী, ৪ দণ্ড, ৫ কপাল ও ৬ বজ্র বা চক্র। যে নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থিত তাহা হইতে তিনটী নক্ষত্রকে মস্তক, তৎপরবর্ত্তী নয়টীকে সম্পুট, তৎপরে তিনটীকে কর্ত্তরী, তৎপরবর্ত্তী তিন নক্ষত্র দণ্ড, তারপর সাতটী কপাল এবং তিনটীকে বজ্র বা চক্র বলে। নাম নক্ষত্র যে অঙ্গে পতিত হয়, তদনুসারে শুভাশুভ ফল নিরূপণ হইয়া থাকে। ফল মস্তকে বিভ্রম, সংপুটে জয়, কর্ত্তরীতে প্রহার, দণ্ডে ভঙ্গ, কপালে মৃত্যু ও বজ্র বা চক্রে মহদ্ভয়।

গ্রহস্বরচক্র—স্বরোদয় প্রকরণে ইহার প্রয়োজন হয়। চতুরস্র চক্রের মধ্যে ঊর্দ্ধাধোভাবে চারিটী রেখা টানিলে

পাঁচটী পঙ্ক্তিযুক্ত একটী চক্র হয়। উহার বামভাগে পঙ্ক্তিটীতে অ স্বর ও তাহার নীচে মেষ, সিংহ ও বৃশ্চিক, দ্বিতীয়টিতে ই স্বর ও কন্যা, মিথুন, কর্কট, তৃতীয়টিতে উ এবং ধনু ও মীন, চতুর্থে এ স্বর তুলা ও বৃষ এবং পঞ্চম পঙ্ক্তিতে ওস্বর এবং মকর ও কুম্ভরাশি স্থাপন করিবে। তাহার নীচে যে পঙ্ক্তিতে যে রাশি পড়িয়াছে, তাহার অধিপতি গ্রহও সেই রাশিতে স্থাপন করিতে হয় এবং এই চক্রে গ্রহের বাল্যাদি অবস্থাও লিখিত থাকে। [স্বরোদয় প্রকরণ দেখ।] গ্রহস্বর চক্র আঁকিবার প্রণালী—

অ	ই	উ	এ	ও
মেষ সিংহ বৃশ্চিক	কন্যা মিথুন কর্কট	ধনু মীন	তুলা বৃষ	মকর কুম্ভ
বাল রবি মঙ্গল	কুমার বুধ চন্দ্র	যুবা বৃহস্পতি	বৃদ্ধ শুক্র	মৃত শনি

ঘটীস্বর চক্র—স্বরোদয় প্রকরণে ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহাতে স্বর, দণ্ড, পল ও অন্তরোদয় অঙ্কিত থাকে। [স্বরোদয়প্রকরণ দেখ।]

ঘটীস্বরচক্র।

অ	ই	উ	এ	ও
দণ্ড ৫ পল ২৭ অন্তরোদয় ৩০	দ° ৫ প° ২৭ অ° ৩০	দ° ৫ প° ২৭ অ° ৩০	দ° ৫ প° ২৭ অ° ৩০	দ° ৫ প° ২৭ অ° ৩০

ঘোরকালানল।—এই চক্রে শুভাশুভ নির্ণয় হইয়া থাকে। কোন কোন পুস্তকে "ঘোরকালানল" স্থলে 'সপ্তকালানল' পাঠও লক্ষিত হয়। উর্দ্ধদিকে সাতটী রেখা টানিয়া তাহার উপরে তির্য্যক্‌ভাবে সাতটী রেখা আঁকিবে। যে নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থিত, সেই নক্ষত্রটী বামদিকের উর্দ্ধগামী রেখার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া তৎপরবর্ত্তী নক্ষত্র তৎপরপর রেখার অগ্রে স্থাপন করিবে। চন্দ্রাশ্রিত নক্ষত্র হইতে তিন তিনটী নক্ষত্রে রবি প্রভৃতি নবগ্রহ যথাক্রমে বসাইবে। চক্রস্থ নক্ষত্রে রবি প্রভৃতি গ্রহের অবস্থান অনুসারে শুভাশুভ নিরূপিত হয়। পুরুষের নাম নক্ষত্রে সূর্য্য অবস্থিত হইলে শোক ও সন্তাপ, চন্দ্র হইলে মঙ্গল ও সুখ, মঙ্গল হইলে মৃত্যু, বুধ থাকিলে বুদ্ধি, বৃহস্পতি থাকিলে লাভ, শুক্র থাকিলে শুভ, শনি থাকিলে মহাভয়, রাহু থাকিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। যাত্রা, জন্ম, বিবাহ ও সংগ্রামে ঘোরকালানল চক্র বিচার করিয়া কার্য্য করা যায়। (নরপতিজয়চর্য্যা)

রুদ্রযামলে দীক্ষাপ্রকরণে ১৬ প্রকার চক্রের উল্লেখ আছে। ১ অকড়ম, ২ অকথহ, ৩ শ্রীচক্র, ৪ কুলাকুল, ৫ তারা, ৬ কূর্ম্মচক্র, ৭ রাশিচক্র, ৮ শিবচক্র, ৯ বিষ্ণুচক্র, ১০ ব্রহ্মচক্র, ১১ দেবচক্র, ১২ ঋনিধনি, ১৩ রামচক্র ১৪ চতুশ্চক্র ১৫ সূক্ষ্ম ও ১৬ উল্কাচক্র। ইহাদের বিবরণ তৎতৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

চক্র, অনেক কবি, সাধারণতঃ শ্রীচক্র নামেই প্রসিদ্ধ। ক্ষেমেন্দ্রপ্রণীত ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা ও সুবৃত্তিতিলক গ্রন্থের মধ্যে ইহার শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

২ অপর একজন কবি, চক্রকবি নামেই খ্যাত, ইহার প্রণীত চিত্ররত্নাকর নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য আছে।

চক্রক (পুং) চক্রমিব কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১ তর্কবিশেষ। তর্কশাস্ত্র মতে ইহার লক্ষণ যথা "স্বাপেক্ষণীয়াপেক্ষিতসাপেক্ষত্বনিবন্ধনঃ প্রসঙ্গশ্চক্রকঃ।" (জগদীশ) যে স্থলে কোন পদার্থের জ্ঞান উৎপত্তি বা স্থিতি সেই পদার্থের জ্ঞান উৎপত্তি বা স্থিতির অপেক্ষণীয় পদার্থাপেক্ষিত কোন পদার্থের অপেক্ষা করে তথায় চক্রক হইয়া থাকে। অপেক্ষা কোন স্থলে সাক্ষাৎ কোথাও বা পরম্পরায় ঘটিয়া থাকে। উদাহরণ যথা ১ "এতদ্‌ ঘটজ্ঞানং যদ্যেতদ্‌ঘটজ্ঞানজন্যজ্ঞানজন্যজ্ঞানজন্যং স্যাৎ তদা এতদ্‌ ঘটজ্ঞানজন্যজ্ঞানজন্যজ্ঞানভিন্নং স্যাৎ।" ২ "ঘটোঽয়ং যদি এতদ্‌ ঘটজন্যজন্যজন্যঃ স্যাৎ তদা এতদ্‌ ঘটজন্যজন্যভিন্নঃ স্যাৎ।" ৩ "ঘটোঽয়ং যদ্যেতদ্‌ঘটবৃত্তিবৃত্তিঃ স্যাৎ তথাত্বেন উপলভ্যেত।" (জগদীশ°)

২ রাজিমজ্জাতীয় সর্পবিশেষ, চলিত কথায় চক্রবোড়া বলে।

চক্রকা (স্ত্রী) কাকাদনীর সদৃশ ক্ষুপবিশেষ; সুশ্রুতের মতে ইহার বর্ণ শাদা কিন্তু ফুলের বর্ণ বিচিত্র, দেখিতে প্রায় কাকাদনীর সদৃশ। ইহার গুণ জরা ও মৃত্যুনাশক। (সুশ্রুত°)

চক্রকারক (ক্লী) চক্রং চক্রাকাররেখাং করোতি কৃ-ণ্বুল্‌ ৬তৎ। ১ নখ। ২ ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (অমর)

চক্রকুল্যা (স্ত্রী) চক্রস্য তদাকারস্য কুল্যেব। চিত্রপর্ণী, চাকুলে।

চক্রগজ (পুং) চক্রে চক্রাকারে দদ্রুরোগে গজ ইব। চক্রমর্দ্দ বৃক্ষ, চাকুন্দে গাছ। (রাজনি°)

চক্রগণ্ডু (পুং) চক্রমিব গণ্ডুঃ। চক্রাকার উপাধান, গালবালিশ। (হেম°) স্থানবিশেষে ইহাকে চলিত কথায় গোলবালিশও বলিয়া থাকে।

চক্রগদাধর (পুং) চক্রং মনস্তত্ত্বং গদা বুদ্ধিতত্ত্বং ধরতি ধারয়তি অন্তর্ভূতোণ্যর্থঃ ধৃ-অচ্‌। বিষ্ণু।

"মনস্তত্ত্বাত্মকং চক্রং বুদ্ধিতত্ত্বাত্মিকাং গদাম্।
ধারয়ন্ লোকরক্ষার্থং গুপ্তশ্চক্রগদাধরঃ।" (বিষ্ণুস°-ভাষ্য)

চক্রগুচ্ছ (পুং) চক্রবৎ গুচ্ছঃ পুষ্পগুচ্ছঃ অস্য বহুব্রী। অশোক বৃক্ষ। (শব্দচ°)

চক্রগোপ্তৃ (ত্রি) চক্রস্য গোপ্তা ৬তৎ। ১ সৈন্যরক্ষক, সেনাপতি। ২ চাকলারক্ষক, যে চাকলা রক্ষা করে। ৩ রাজ্যরক্ষক। ৪ যে রথ চক্রাদির রক্ষা করে, যোদ্ধাবিশেষ।

চক্রগ্রহণ (ক্লী) চক্রস্য গ্রহণং ৬তৎ। ১ চক্রের অবলম্বন। ২ দুর্গের চতুর্দিকস্থ প্রাচীর, গড়বন্দী।

চক্রচর (ত্রি) চক্রেণ সঙ্ঘশশ্চরতি চর ট। যাহারা দলে দলে বিচরণ করে, হস্তী বিহগ প্রভৃতি।

"তথা নাগাঃ সুপর্ণাশ্চ সিদ্ধাশ্চক্রচরাস্তথা।" (ভারত ৩ অঃ)

চক্রচারিন্ (ত্রি) চক্রেণ চরতি চর-ণিনি। যে চক্রদ্বারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে চালিত হয়।

"বিধিরেকক চক্রচারিণং কিমু নির্ম্মিৎসতি মান্মথং রথম্।" (নৈষধ°)

চক্রচূড়ামণি (পুং) ১ চূড়ামণি বা কিরীটে সংলগ্ন মণি। ২ বোপদেবের একটী উপাধি। [বোপদেব দেখ।]

৩ "চক্রবর্ত্তী চূড়ামণি শব্দের সংক্ষেপ প্রয়োগ। কবিচূড়ামণি চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী জনৈক ব্যক্তি, ইনি ভাগবত পুরাণটীকা, অন্বয়বোধিনী নামে বেদস্তুতিটীকা (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে রচিত), দুর্গামাহাত্ম্যটীকা, রাসপঞ্চাধ্যায় টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। [নারায়ণ চক্রচূড়ামণি দেখ।]

চক্রজীবক (পুং) চক্রেণ কুম্ভসাধনচক্রেণ জীবতি জীব-ণ্বুল্। কুম্ভকার, কুমার। (হেম°)

চক্রণদী (স্ত্রী) [চক্রনদী দেখ।]

চক্রটক্র (দেশজ) ষড়যন্ত্র। সুযোগ অনুসন্ধান।

চক্রতীর্থ (ক্লী) চক্রেণ সুদর্শনক্ষালনেন কৃতং তীর্থং মধ্যলো°। তীর্থবিশেষ। ভারতে চক্রতীর্থ একটী নয়, প্রায় সকল প্রধান তীর্থস্থানে এক একটী চক্রতীর্থ আছে, তন্মধ্যে কাশী, হিমালয়, কামরূপ, নর্ম্মদাতীর, শ্রীক্ষেত্র ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যে ভিন্ন ভিন্ন চক্রতীর্থ আছে, তাহাই প্রসিদ্ধ। (হিমবৎখণ্ড ৮।৯৮, যোগিনীতন্ত্র ৪৪।২, কূর্ম্মপু° ১২।৪১, নৃসিংহপু° ৬৫।২০)

১ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী বৈষ্ণবতীর্থ। স্কন্দপুরাণীয় প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে যে পূর্ব্বকালে বিষ্ণুর সহিত অসুরের একটী ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, সুদর্শন চক্রের আঘাতে অনেক অসুর প্রাণ হারাইল, যুদ্ধে বিষ্ণুর জয় হয়। বিষ্ণু আপনার চক্রটীকে রক্তাক্ত দেখিয়া তাহার পরিষ্কার ও পবিত্রতা করিবার জন্য প্রভাসক্ষেত্রের একটী ঘাটে যাইয়া তীর্থের আবাহন করিলেন। বিষ্ণুর আদেশে আট কোটী তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, তারপর সেই স্থানে চক্রটীকে প্রক্ষালন করেন। প্রভাসক্ষেত্রের যে ঘাটে এই কার্য্য সম্পাদন হয়, তাহারই নাম চক্রতীর্থ। বিষ্ণুর আদেশ মতে আটকোটী তীর্থ সর্ব্বদাই এই স্থানে অবস্থিতি করে। চক্রতীর্থের পূর্ব্বসীমা যমেশ্বর, পশ্চিমে সোমনাথ, উত্তরে বিশালাক্ষী ও দক্ষিণে সরিৎপতি সমুদ্র। (১) কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীতিথিতে চক্রতীর্থে স্নান, উপবাস, ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ দান ও বিষ্ণু পূজা করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। এক মন হইয়া চক্রতীর্থে স্নান করিলে সমস্ত তীর্থস্নানের ফল হয়। একাদশী, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণে এই তীর্থস্নানে কোটি যজ্ঞের সমান ফল হয়। কল্পভেদে এই তীর্থ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথম কল্পে কোটিতীর্থ, দ্বিতীয় কল্পে শ্রীনিধান, তৃতীয় কল্পে শতধার এবং বর্ত্তমান চতুর্থ কল্পে চক্রতীর্থ নাম হইয়াছে। ইহার আয়তন অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত বিষ্ণুক্ষেত্র। এই স্থানে এক মাস উপবাস, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, তপস্যা, চান্দ্রায়ণ, পিতৃ উদ্দেশে তিলোদক শ্রাদ্ধ, এবং একরাত্র বা ত্রিরাত্র কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করিবার বিধান আছে। এই ক্ষেত্রে কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অন্য ক্ষেত্র অপেক্ষা কোটিগুণ ফল হয়। এই ক্ষেত্রে সুদর্শন নামে একটী তীর্থ স্থান আছে, তথায় গোদান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (স্কন্দপু° প্রভাসখ°)

২ মথুরার সন্নিহিত যমুনার তীরস্থ একটী তীর্থ, এইস্থলে তিন রাত্র উপবাসী থাকিয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনাশ হয়।

৩ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটস্থ একটী তীর্থ। এখানে চক্রেশ্বর নামে মহাদেব আছেন।

৪ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে দুইটী চক্রতীর্থ আছে, একটী সমুদ্রতীরে দেবীপুর নামক স্থানে এবং অপরটী অগ্নিতীর্থের নিকট। প্রথমটীর অপর নাম ধর্ম্মপুষ্করিণী। স্কন্দপুরাণীয় সেতুমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—পূর্ব্বকালে ধর্ম্ম মহাদেবের তপস্যা করিবার জন্য ক্ষীরসরের নিকট ১০ যোজনব্যাপী এক তীর্থ খনন করেন, তাহাই ধর্ম্মপুষ্করিণী। ইহার তীরে

(১) "পূর্ব্বে যমেশ্বরং যাবৎ শ্রীসোমেশস্তু পশ্চিমে।
উত্তরে তু বিশালাক্ষী দক্ষিণে সরিতাং পতিঃ।" (স্কন্দ° প্রভাস খ°)

কুলগ্রামের নিকট গালব অযুতবর্ষ বিষ্ণুর তপস্যা করেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে আসেন ও গালবকে বলেন যে, "দেহান্ত পর্য্যন্ত তুমি এই পুষ্করিণী তীরে অবস্থান কর, তোমার কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমার চক্র আসিয়া তোমার রক্ষা করিবে।" মাঘ মাসে শুক্লপক্ষীয় হরিবাসরে উপবাসী থাকিয়া গালব তৎপরদিন ধর্ম্মসরোবরে স্নান করিতে যান, সেই সময় দুর্জ্জয় নামে এক রাক্ষস গালবকে গিলিয়া ফেলে। গালব বিষ্ণুর আশ্রয় প্রার্থনা করিলে ভগবান্ ভক্তের উদ্ধার জন্য চক্র পাঠাইলেন। চক্র আসিয়া রাক্ষসকে সংহার করিয়া গালবকে উদ্ধার করিল, সেই অবধি ধর্ম্মপুষ্করিণীর নাম চক্রতীর্থ হইল। ইহা এক সময়ে দর্ভশয়ন হইতে দেবীপত্তন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মধ্যে একটী পাহাড় আসিয়া উহার মধ্যস্থলে পতিত হয়, তদবধি দুইটী চক্রতীর্থ হইয়াছে, একটী দেবীপত্তনে ও একটী দর্ভশয়নে। শেষোক্ত চক্রতীর্থের অপর নাম অহির্বুধ্নতীর্থ। এখানে গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর অহির্বুধ্ন মুনি সুদর্শনের উপাসনা করেন। মুনির প্রার্থনা মত তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে ভক্তের রক্ষার জন্য বিষ্ণুচক্র এখানে রহিল। এই তীর্থে স্নান করিলে রাক্ষসপিশাচাদিজাত পীড়া ভাল হয়, অন্ধ, বধির, কুব্জ, খঞ্জ, বিকল প্রভৃতি সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে পুনর্দেহ প্রাপ্ত হয়। (সেতুমাহাত্ম্য ১ম ও ২৩ অঃ)

চক্রতৈল (ক্লী) চক্রস্য তৎফলস্য তৈলং। চক্রমর্দ্দফল হইতে উৎপন্ন এক প্রকার তৈল। "চক্রতৈলেন বাভ্যজ্য সর্জ্জচূর্ণেন চূর্ণয়েৎ।" (সুশ্রুত চিকি° ২০ অঃ) কোন কোন আভিধানিকের মতে সদ্য নিপীড়িত অর্থাৎ টাট্‌কা তৈলকে চক্রতৈল বলে।

চক্রদংষ্ট্র (পুং স্ত্রী) চক্রং চক্রাকৃতি দংষ্ট্রা যস্য বহুব্রী। শূকর।

চক্রদত্ত (ক্লী) চক্রপাণি কৃত একখানি বৈদ্যক শাস্ত্র, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন রোগাধিকারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা ও প্রস্তুত প্রণালী অতি সুন্দররূপে লিখিত আছে। [চক্রপাণি দেখ।]

চক্রদন্তী (স্ত্রী) চক্রমিব ফলরূপদন্তোঽস্যাঃ বহুব্রী, ঙীপ্। ১ দন্তীবৃক্ষ। ২ জয়পাল বৃক্ষ।

চক্রদন্তীবীজ (ক্লী) চক্রদন্ত্যা বীজং ৬-তৎ। জয়পালের বীজ।

চক্রদীপিকা, ১ তন্ত্রসারধৃত একখানি তন্ত্র। ২ বেদান্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ। বেদান্তদীপিকার চক্রদীপিকা ব্যাখ্যা নামক একখানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে।

চক্রদ্বীপ, [চাকদহ দেখ।]

চক্রদৃশ্ (পুং) বলি রাজার সেনাপতি একটা অসুর। (ভাগ° ৮।১০।২১)

চক্রদেব (পুং) যাদববংশীয় একজন রাজা। (ভারত ২।১৩ অঃ)

চক্রদ্বার (পুং) চক্রমিব দ্বারমস্য বহুব্রী। পর্ব্বতবিশেষ। (ভারত ১৩।৩২২ অঃ)

চক্রধনুস্ (পুং) সূর্য্য হইতে উৎপন্ন ঋষি বিশেষ, ইহার অপর নাম কপিল। মহাভারতের মতে ইহার কোপানলেই সগর সন্তানেরা ভস্মীভূত হয়। (ভারত ৫।১০৮ অঃ)

চক্রধর (পুং) চক্রং রথাঙ্গং সুদর্শনাখ্যমস্ত্রং বা ধরতি ধৃ-অচ্। ১ চক্রধারী, বিষ্ণু। ২ গ্রামযাজী। (ত্রি) ৩ যে চক্রাস্ত্র ধারণ করে।

"যজন্তে ক্রতুভির্দেবাস্তথা চক্রধরা নৃপাঃ।" (ভারত ৩।৮৫ অঃ)

(পুং) চক্রং ফণাং ধরতি ধৃ-অচ্। ৪ সর্প।

"অঙ্গিরঃ প্রমুখাশ্চৈব তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽপরে।
তথা নাগাঃ সুপর্ণাশ্চ সিদ্ধাশ্চক্রধরাস্তথা।" (ভারত ৩।৮৫।৭০)

৫ ন্যায়মঞ্জরীগ্রন্থভঙ্গ নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।
৬ পৈতৃকতিথিনির্ণয় গ্রন্থপ্রণেতা।
৭ যন্ত্রচিন্তামণি নামক গ্রন্থকার।
৮ রাগবিশেষ, নটের ঠাটে। স্বরগ্রাম—"স ঋ গ ম ০ ধ নি।" (সঙ্গীতর°) [বিদূষক দেখ।]

চক্রধর্ম্মন্ (পুং) বিদ্যাধরগণের অধিপতি। (ভারত ৫।১০৮ অঃ)

চক্রধারণ (ক্লী) চক্রং ধার্য্যতে অনেন ধারি-করণে ল্যুট্। রথাবয়ব বিশেষ, অক্ষনাভি।

চক্রধারা (স্ত্রী) চক্রস্য ধারা ৬তৎ। চক্রের অগ্র। (শব্দার্থচি°)

চক্রধ্বজ, কমতাপুর ও কামরূপের জনৈক রাজা। ইনি ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। ইহার পিতার নাম নীলধ্বজ ও পুত্রের নাম নীলাম্বর। রাজা চক্রধ্বজই কমতেশ্বরীর মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও ভগদত্তের কবচ উদ্ধার করেন। [কমতাপুর ও কামরূপ দেখ।]

চক্রনখ (পুং) চক্রমিব নখঃ নখাকৃতিরংশবিশেষোঽস্যস্য চক্র নখ-অচ্। ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

চক্রনদী (স্ত্রী) চক্রপ্রধানানদী মধ্যলো°। গিরিনদ্যাদি° বিকল্পে ণত্বং। গণ্ডকী নদী। "যত্রাশ্রমপদান্যুভয়তঃ নাভি-দৃর্শচ্চক্রৈশ্চক্রনদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্ব্বতঃ পবিত্রী-করোতি।" (ভাগবত ৫।৭।১০) 'চক্রনদী গণ্ডকী' (শ্রীধর।)

চক্রনাভি (পুং) চক্রস্য নাভিঃ ৬তৎ। চক্রের নাভি, চাকার মধ্যস্থল। "সিরাভিরাবৃতোনাভি শ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ।" (সুশ্রুত শারীর° ৫ অঃ)

চক্রনামন্ (পুং) চক্রং মক্ষিকানির্ম্মিত মধুচক্রং তন্নামৈব নাম যস্য বহুব্রী। ১ মাক্ষিক ধাতু, চলিত কথায় স্বর্ণমাক্ষিক বলে। চক্রো নামোযস্য বহুব্রী। ২ চক্রবাক পক্ষী।

চক্রনায়ক (পুং) চক্রং তদাকারং নয়তি-নী ণ্বুল্ ৬তৎ। ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (রাজনি°)

চক্রনারায়ণীসংহিতা—রঘুনন্দন ধৃত গ্রন্থবিশেষ।

চক্রনিতম্ব (পুং) চক্রস্য নিতম্বঃ ৬তৎ। গিরিনদ্যাদি° বিকল্পে ণত্বং। চক্রের নিতম্ব।

চক্রনেমি (স্ত্রী) চক্রস্য নেমিঃ ৬তৎ। চক্রধার, চক্রের অগ্র। "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমি-ক্রমেণ।" (মেঘদূত)

চক্রন্যাস—একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ।

চক্রপদ্মাট (পুং) চক্রশ্চক্রাকারো দক্রুরোগঃ তত্র পদ্মমিব অটতি প্রভবতি অট্-অচ্। চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে। (শব্দরত্ন°)

চক্রপদ (ক্লী) ছন্দোবিশেষ, সমবৃত্ত। ইহার প্রত্যেক চরণে ১৩টী অক্ষর বা স্বরবর্ণ থাকে। তাহার মধ্যে কেবল প্রথমটী ও ত্রয়োদশটী গুরু, অপর সমস্তই লঘু।
"চক্রপদমিহ ভনননগুরুভিঃ।" (বৃত্তরত্নাকর টীকা)

চক্রপরিব্যাধ (পুং) চক্রং দক্রুরোগং পরিবিধ্যতি পরি-ব্যধ অণ্, উপপদস°। আরগ্বধ, সোঁদাল। (বৈদ্যক)

চক্রপর্ণী (স্ত্রী) চক্রমিবপর্ণমস্যাঃ বহুব্রী ঙীপ্। চক্রকুল্যা, চাকুলে। (শব্দচ°) চক্রপর্ণিকা শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চক্রপাণি (পুং) চক্রং পাণাবস্য বহুব্রী, সপ্তম্যাং পরনিপাতঃ। ১ বিষ্ণু। "নিয়ন্নমিত্রান্ সমরে চক্রপাণিরিবাসুরান্।" (ভারত ৬।৪৮ অঃ)

২ একজন সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদবিৎ ও গ্রন্থকার। বৈদ্যকুলোৎপন্ন দত্ত উপাধিধারী। ময়ুরেশ্বর গ্রামে ইহার বাসস্থান ছিল, জীবনের শেষ অবস্থায় চৌপাড়িয়ায় অবস্থিতি করেন। ইনি নিদানপ্রণেতা মাধবকরের সমসাময়িক ও নরদত্তের ছাত্র। [মাধবকর দেখ।] ইহার প্রণীত চক্রদত্ত নামে সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্র, "দ্রব্যগুণ" নামে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণাভিধান, সর্ব্বসারসংগ্রহ ও চরকটীকা প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থগুলি অতিশয় প্রসিদ্ধ ও চিকিৎসকগণের বিশেষ আদরণীয়। ইনি শব্দচন্দ্রিকা নামে একখানি অভিধান এবং মাঘ, কাদম্বরী ও ন্যায়শাস্ত্রের টীকা করিয়াছিলেন।

৩ জনৈক কবি, সংস্কৃত "পদাবলী" নামক কাব্যপ্রণেতা।

৪ জনৈক পণ্ডিত, চক্রপাণিপণ্ডিত নামেই খ্যাত, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

৫ কালকৌমুদীচম্পূপ্রণেতা। ৬ জ্যোতিভাস্কর ও বিজয়কল্পলতা নামক জ্যোতির্গ্রন্থকার।

৭ প্রৌঢ়মনোরমাখণ্ডনপ্রণেতা। ৮ জনৈক মৈথিল কবি।

চক্রপাণিদাস, অভিনবচিন্তামণি নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা।

চক্রপাত (পুং) ছন্দোভেদ। [চক্র দেখ।]

চক্রপাদ (পুং) চক্রং পাদ ইবাস্য বহুব্রী। ১ রথ। চক্রবৎ পাদা যস্য বহুব্রী। ২ হস্তী। (অজয়পাল)

চক্রপাল (পুং) চক্রং পালয়তি, চক্র-পালি অণ্। ১ সেনাপতি, চক্ররক্ষক যোদ্ধাবিশেষ। [চক্ররক্ষ দেখ।]

২ কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মার সভার জনৈক কবি। ইহার ভ্রাতার নাম মুক্তাকণ। ক্ষেমেন্দ্রের কবিকণ্ঠাভরণে চক্রপালের কবিতা উদ্ধৃত আছে।

চক্রপালিত, গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত ১৩৬ গুপ্তসম্বতে প্রাণদত্ত নামক জনৈক ব্যক্তিকে সুরাষ্ট্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই প্রাণদত্তের পুত্রের নাম চক্রপালিত। চক্রপালিত পিতৃনিয়োজিত হইয়া গিরিনগরের (জুনাগড়) শাসনকর্ত্তা হন। ইহার সময় উর্জ্জয়ৎ (গিরনর) পর্ব্বতের পাদদেশে সুদর্শনহ্রদের (হ্রদটি স্বাভাবিক নহে, তৎকালে এইস্থলের একটী প্রস্তরচ্যুতিজনিত গহ্বরের মুখে বাঁধ দিয়া এই হ্রদাকার জলাশয় প্রস্তুত হইয়াছিল) বাঁধ বৃষ্টি জলে ভাঙ্গিয়া নিকটস্থ দেশাদি প্লাবিত হইয়া যায়, তজ্জন্য ইনি দুইমাস কাল পরিশ্রম করিয়া ঐ ভগ্ন বাঁধের সংস্কার করাইয়া দেন। ১৩৮ গুপ্তসম্বতে এই নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। ১৩৮ গুপ্তসম্বতে এই চক্রপালিত "চক্রভৃৎ" নামক নারায়ণপ্রতিমা ও তাহার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন। চক্রপালিতের এই সকল কার্য্য ৪৫৬ হইতে ৪৫৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ঘটিয়াছিল।

চক্রপুর (ক্লী) কাশ্মীরস্থ একটী প্রাচীননগর। রাজা ললিতাদিত্যের পত্নী চক্রমর্দ্দিকা নিজ নামে এই নগর স্থাপন করেন।

চক্রপুষ্করিণী (পুং) কাশীস্থ একটী পুষ্করিণী, ইহার উৎপত্তির কথা এইরূপ লিখিত আছে যে কোন সময়ে হরি চক্রদ্বারা এই পুষ্করিণীটী খনন করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর হইতে যে ঘাম নির্গত হয়, তাহাতেই পুষ্করিণী পরিপূর্ণ হয়। পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া চক্রধারী পঞ্চাশ হাজার বৎসর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব আসিয়া মস্তক আন্দোলন করিলেন, তাহাতে শিবের কর্ণ হইতে মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষণ সেইস্থানে পতিত হয়, এই কারণে ইহার অপর নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। বিষ্ণুর প্রার্থনায় শিব বর দিয়াছিলেন যে, যে কোন জন্তু এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে, সে সংসারের সমস্ত যাতনামুক্ত হইয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করিবে। যিনি এই তীর্থে আসিয়া সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন, তর্পণ, পিণ্ডদান, দেবগণের পূজা. গো, ভূমি, তিল, সুবর্ণ, দীপমালা, অন্ন, উৎকৃষ্ট ভূষণ, এবং কন্যাদান অথবা বাজপেয়াদি যজ্ঞ, ব্রতোৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ ও লিঙ্গাদি স্থাপন

প্রভৃতি কোন পুণ্যকর্ম্ম করেন, তাঁহাকে আর সংসারের তীব্র যাতনা অনুভব করিতে হয় না। [কাশী ও মণিকর্ণিকা দেখ।]

চক্রপূজা, ১ তান্ত্রিক গ্রন্থ। ২ তান্ত্রিক আচার।

চক্রফল (ক্লী) চক্রমিব ফলমগ্রং যস্য বহুব্রী। চক্রাকার অগ্রযুক্ত অস্ত্রবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

চক্রবন্ধু (পুং) চক্রস্য বন্ধুঃ ৬তৎ। সূর্য্য। (হেম°)

চক্রবান্ধব (পুং) চক্রস্য বান্ধবঃ ৬তৎ। সূর্য্য। (হেম°)

চক্রভৃৎ (পুং) চক্রং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্। ১ বিষ্ণু, ইনি সুদর্শন নামক চক্রধারণ করেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে। (ত্রি) ২ চক্রধারী, যে চক্রনামক অস্ত্রধারণ করে।

চক্রভেদিনী (স্ত্রী) চক্রৌ চক্রবাকৌ ভিনত্তি বিযোজয়তি ভিদ্-ণিনি-ঙীপ্। রাত্রি। (ত্রিকাণ্ড°) রাত্রিকালে চক্রবাক-মিথুনের বিচ্ছেদ হয় বলিয়া রাত্রির নাম চক্রভেদিনী হইয়াছে।

চক্রভোগ (পুং) চক্রস্য রাশিচক্রস্য ভোগঃ ৬তৎ। গ্রহ আপনার গতি অনুসারে যে স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করে, পুনর্ব্বার সেইস্থানে উপস্থিত হয়, রাশিচক্রে গ্রহের এইরূপ গতির নাম চক্রভোগ, ইহার অপর নাম পরিবর্ত্ত।

'যৎস্থানমারভ্য চলিতোগ্রহঃ পুনস্তৎস্থানমায়াতি স চক্র-ভোগঃ পরিবর্ত্তসংজ্ঞঃ।' (সূর্য্যসি° টীকা রঙ্গনাথ।)

চক্রভ্রম (পুং) চক্রমিব ভ্রমতি ভ্রম-অচ্। ১ যন্ত্রবিশেষ, কুন্দ। চক্রস্য ভ্রমঃ ৬তৎ। ২ চক্রের ভ্রমণ। ৩ চক্রবিষয়ক ভ্রান্তি।

চক্রভ্রমি (পুং) ভ্রম-ভাবে ইন্ চক্রস্য ভ্রমিঃ ৬তৎ। ১ চক্রের ভ্রমণ। ২ চক্রবাকবিষয়ক ভ্রান্তি।

"কলসে নিজ-হেতুদণ্ডজঃ কিমু চক্রভ্রমিকারিতা গুণঃ।" (নৈষধ)

চক্রমক্র (দেশজ) ষড়যন্ত্র।

চক্রমণ্ডলিন্ (পুং স্ত্রী) চক্রমিব মণ্ডলোহস্ত্যস্য চক্রমণ্ডল-ইনি। অজগর সর্প। (হেম°) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

চক্রমন্দ (পুং) নাগবিশেষ।

"তথা নাগৌ চক্রমন্দাতিষণ্ডৌ।" (ভারত ৬।৪ অঃ)

চক্রমর্দ্দ (পুং) চক্রং চক্রাকারং দদ্রুরোগং মৃদ্নাতি চক্র-মৃদ্-অণ্ উপপদস°। ক্ষুপবিশেষ, চলিত কথায় চাকুন্দে বা এড়াঞ্চি হিন্দীভাষায় চকরড় বলে। পর্য্যায়—এড়গজ, অড়গজ, গজাখ্য, মেষাহ্বয়, এড়হস্তী, ব্যাবর্ত্তক, চক্রগজ, চক্রী, পুন্নাট, পুন্নাড়, বিমর্দ্দক, দদ্রুঘ্ন, তর্ব্বট, চক্রাহ্ব, শুকনাশন, দৃঢ়বীজ, প্রপুন্নাড়, খর্জ্জুঘ্ন, চক্রমর্দ্দক, পদ্মাট, উরণাখ্য, প্রপুন্নড়, প্রপুনাড়, উরণাক্ষ। ইহার গুণ—কটু, তীব্র, মেদ, বাত, কফ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, দদ্রু ও পামাদিদোষনাশক। (রাজনি°।) ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—লঘু, স্বাদু, রূক্ষ, পিত্ত, শ্বাস ও কৃমিনাশক, রুচিকর ও শীতল। ইহার ফলের গুণ—উষ্ণবীর্য্য, কটুরস এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, দদ্রু, বিষ, বাত, গুল্ম, কাশ, কৃমি ও শ্বাসনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

চক্রমর্দ্দক (পুং) চক্রং দদ্রুরোগবিশেষং মৃদ্নাতি মৃদ-ণ্বুল্। চক্রমর্দ্দ। (অমর)

চক্রমর্দ্দিকা (স্ত্রী) রাজা ললিতাদিত্যের প্রধানা মহিষী।

"ললিতাদিত্যভূভর্ত্তুর্বল্লভা চক্রমর্দ্দিকা।" (রাজতর° ৪।২১৩)

চক্রমাসজ (ত্রি) [বৈ] যে রথচক্র সংযোজিত করে।

"বিশ্বক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমাসজঃ।" (ঋক্ ৫।৩৪।৬) 'চক্রমাসজো রথচক্রস্যাসঞ্জয়িতা।' (সায়ণ।)

চক্রমীমাংসা (স্ত্রীং) ১ বৈষ্ণবদিগের আচরিত ধাতুচক্রদগ্ধ চিহ্নধারণ। ২ উক্ত আচারনির্ণায়কগ্রন্থ, বিজয়েন্দ্রস্বামী ইহার প্রণেতা।

চক্রমুখ (পুং স্ত্রী) চক্রাবিব মুখং যস্য বহুব্রী। শূকর। (হারাবলী) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

চক্রমুদ্রা (স্ত্রী) দেবপূজার অঙ্গ মুদ্রাবিশেষ। তন্ত্রসারের মতে সুন্দররূপে প্রসারিত হস্তদ্বয় সম্মুখীন করিয়া মিলিত করিবে এবং উভয় হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুষ্ঠে যোগ করিবে, ইহার নাম চক্রমুদ্রা।

"হস্তৌতু সম্মুখৌ কৃত্বা সংলগ্নৌ সুপ্রসারিতৌ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ মুদ্রৈষা চক্রসংজ্ঞিকা।" (তন্ত্রসার)

চক্রমুষল (পুং) চক্রং মুষলঞ্চ সাধনতয়া অত্রাস্তি চক্রমুষল-অচ্। চক্র ও মুষল লইয়া যে যুদ্ধ করা হয়, তাহাকে চক্রমুষল বলে। হরিবংশের মতে চক্র, লাঙ্গল, গদা ও মুষল লইয়া যে যুদ্ধ প্রদর্শিত হয় এবং ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে শত সহস্র ভূমিপালগণের মৃত্যু হয়, সেই ভয়ানক যুদ্ধের নাম চক্রমুষল। (হরিবংশ ১০৭ অঃ)

চক্রযান (ক্লী) চক্রযুক্তং যানং মধ্যলো°। রথ প্রভৃতি।

(অসৌ পুষ্পরথশ্চক্রযানং ন সমরায় যৎ। অমর)

চক্রমেলক (পুং) কাশ্মীরস্থ একটী গ্রাম।

চক্রমৌলি (পুং) চক্রমিব মৌলিঃ শিরোভাগোযস্য বহুব্রী। রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৬।৬৯।১৪।)

চক্রযোগ (পুং) চক্রস্য তৈলস্য যোগ ৬তৎ। চক্রতৈল লেপন।

"মতিমাংশ্চক্রযোগেন আচ্ছেদ্বস্থিনির্গতম্।" (সুশ্রুত)

চক্ররক্ষ (পুং) চক্রং রক্ষতি অণ্ উপসং। সেনাপতি, চক্র-রক্ষক, যোদ্ধাবিশেষ।

"মাদ্রেয়ৌ চক্ররক্ষৌতু ফাল্গুনশ্চ তদাকরোৎ।"
(ভারত ১।১৩৮ অঃ)

চক্ররদ (পুং স্ত্রী) চক্রমিব বৃত্তোরদোহস্য বহুব্রী। শূকর। (ত্রিকাণ্ড°) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

চক্রলক্ষণা (স্ত্রী) চক্রে মণ্ডলাকারকুষ্ঠে লক্ষণং প্রতীকার-সাধন রূপং চিহ্নমস্য বহুব্রী। গুড়ূচী, গুলঞ্চ। (রাজনি°)

চক্ররিষ্টা (স্ত্রী) বস্তুলা পক্ষী। (রাজনি°)

চক্রলক্ষণিকা (স্ত্রী) চক্রলক্ষণা স্বার্থে কন্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। গুড়ূচী।

চক্রলতাম্র (পুং) চক্রঃ তৃপ্তিসাধনং লতাম্রঃ। বৃক্ষরসাল বৃক্ষ। (রাজনি°)

চক্রলা (স্ত্রী) চক্রং দক্রুরোগং লাতি লা-ক। উচ্চটা, চেচুয়া। (অমর)

চক্রলিপ্তা (স্ত্রী) চক্রস্য লিপ্তা ৬তৎ। রাশিচক্রের কলাত্মক ভাগ। রাশিচক্রের ২১৬০০ ভাগের একভাগকে চক্রলিপ্তা বলা যাইতে পারে।

চক্রবৎ (ত্রি) চক্রমস্ত্যস্য চক্রমতুপ্ মস্য বঃ। ১ যাহার চক্রাস্ত্র আছে। ২ তৈলিক।

"সুনাচক্র ধ্বজবতাং বিশেষে নৈব জীবতাম্।" (মনু)

'চক্রবান্ বীজবধবিক্রয়জীবিতৈলিকঃ।' (কুল্লূক)

(পুং) চক্রং তদাকারোঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। ৩ চক্রের ন্যায় আকৃতিযুক্ত পর্ব্বতবিশেষ।

"তত্রৈব চক্রসদৃশং চক্রবন্তং মহাবলম্।" (হরিবংশ ২২৫ অঃ)

চক্রবর্ত্তিন্ (ত্রি) চক্রে ভূমণ্ডলে বর্ত্তিতুং চক্রং সৈন্যচক্রং সর্ব্বভূমৌ বর্ত্তয়িতুং বা শীলমস্য বৃত-ণিনি, বৃত-ণিচ্-ণিনি বা। ১ বহুবিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি, অনেক রাজা যাহাকে কর দান করেন, আসমুদ্র করগ্রাহী।

"ভরতার্জ্জুনমান্ধাতৃভগীরথযুধিষ্ঠিরাঃ।
সগরো নহুষশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবর্ত্তিনঃ।" (গাথা)

[চক্রচূড়ামণি দেখ।]

২ বাস্তূক শাক, বেতোশাক। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ শ্রেষ্ঠ।

"বাগ্দেবতা চরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতী চরণধারণচক্রবর্ত্তী।" (গীতগো° ১।২)

।*। ফা হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের ১৭শ অধ্যায়ে "চক্রবর্ত্তী" উপাধিধারী রাজার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগণের মধ্যে চক্রবর্ত্তী উপাধির বাহুল্য দেখা যায়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশে বুদ্ধদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে সকল মৌলিক গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রচার যে, বুদ্ধ দেবদেবীর বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ বিল অনুমান করেন যে বুদ্ধ এই জন্যই চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিতেন। বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেন চক্রবর্ত্তী সম্রাটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়। মিঃ বিলের মতে, বৌদ্ধ চক্রবর্ত্তী শব্দ "ক্রাভর্ত্তিশ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। "ক্রাভর্ত্তিশ" শব্দের অর্থ "আদর্শ"।

চক্রবর্ত্তিনী (স্ত্রী) চক্রাকারেণ বর্ত্ততে বৃত-ণিনি ঙীপ্। ১ জনী নামক গন্ধদ্রব্য। ২ অলক্তক, আলতা। ৩ জটামাংসী। ৪ পর্পটী, উত্তর দেশে চলিত কথায় পপরী বলে। চক্রং সেনা-বৃন্দং বর্ত্তয়িতুং শীলমস্যাঃ চক্রবৃত-ণিনি-ঙীপ্। ৫ সর্ব্বভূমির অধীশ্বরী। চক্রেষু সমূহেষু বর্ত্ততে বৃত-ণিনি-ঙীপ্। ৬ যূথের অধিষ্ঠাত্রী, দলাধীশ্বরী।

"এবং বাল্যেঽপি জাতাহং ডাকিনী চক্রবর্ত্তিনী।"

(কথাসরিৎ ২০।১১৪)

চক্রবর্ম্মা, কাশ্মীরের একজন রাজা, নির্জ্জিতবর্ম্মার পুত্র।

[কাশ্মীর দেখ।]

চক্রবাক (পুং স্ত্রী) চক্রশব্দেন উচ্যতে বচ-ঘঞ্। জলচর পক্ষিবিশেষ, চলিত কথায় চকাচকি ও স্থানবিশেষে রামচকা বলেন। "পরস্পরাক্রন্দনি চক্রবাকয়োঃ।
পুরা বিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী।" (কুমার)

"বরুণায় চক্রবাকীম্' (শুক্লযজু ২৪।২২)

পর্য্যায়—কোক, চক্র, রথাঙ্গাহ্বয়, নামক, ভূরিপ্রেমন্, দ্বন্দ্বচারী, সহায়, কান্ত, কামী, রাত্রি, বিশেষগামী, রাম, বক্ষোজোপম, কামুক। ইহারা হংসজাতীয়। দেখিতেও হংসের ন্যায়। আকারে রাজহংসের ন্যায় দীর্ঘ। পুংজাতির দৈর্ঘ্য ২৫।২৬ ইঞ্চি। প্রবাদ আছে সমস্ত দিন এই জাতীয় পক্ষিরা স্ত্রীপুরুষে একত্র মুখামুখী হইয়া বসিয়া থাকে, পাশাপাশি হইয়া সাঁতার দেয়, কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর ইহারা পৃথক্ অবস্থান করে; রাত্রিতে চক্রবাক চক্রবাকী কখন এক সঙ্গে থাকে না। বাঙ্গলার একজন কবি (রসসাগর) একটী কবিতায় এই বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এক ব্যাধ চক্রবাক ও চক্রবাকী ধরিয়া আনিয়া রাত্রিকালে একত্র রাখিয়াছে, তাহা লইয়া কবিতাটী এই—"চকা কহে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হইতে ব্যাধ ভাল বড় দুখে সুখ॥"

ইংরাজীতে কেহ Ruddy shelldrake, কেহ বা ruddy goose বলেন। সংস্কৃতকাব্যে ইহার বর্ণনার আতিশয্য দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকে "ব্রাহ্মণী হংস" (Brahminy duck) বলিয়া থাকেন। (Casarca rutila.)

ইহাদের গাত্রের নানাস্থানে নানাবিধ বর্ণ থাকায় দেখিতে অতি সুন্দর। মস্তকের চূড়াস্থান ও পার্শ্বদ্বয় পাট্‌কিলা রং, বক্ষে ও পিঠে গাঢ় কমলানেবুর বর্ণ। ঘাড়ের নীচে ও বক্ষের উপরিভাগে, বক্ষ ও পৃষ্ঠের উপর বেড় দিয়া ৩৪ অঙ্গুলি প্রশস্ত একটী চক্‌চকে কালরঙ্গের ডোরা আছে। এ ডোরা পুরুষেই দেখা যায়, সকল শ্রেণীতে আবার পুরুষেও নাই। পশ্চাদ্দিকের নিম্নাংশ পীতাভ লোহিত। কোন

কোন শ্রেণীতে আবার এই স্থানের পালকগুলিতে লাল কাল রঙ্গের ডোরা টানা। পুচ্ছ হরিতাভ, এতদ্ভিন্ন ডানা, পেট প্রভৃতি স্থানে নানাবর্ণের পালক দেখা যায়। স্ত্রী-জাতির গাত্রবর্ণ পীত ও রক্তাভ শ্বেত, মাথা ও ঘাড় মূষিক-ধূসর, চঞ্চু ও পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ।

ইহারা অতি অল্পেই চকিত হইয়া উঠে। শীকারে ইহা-দিগকে সহজে মারিতে পারা যায় না। অতি অল্প শব্দে চমকিত হইয়া উড়িয়া যায়, উড়িবার সময়ে একপ্রকার শব্দ করিতে থাকে, তাহাতে সমস্ত ঝাঁকটি চমকিয়া উড়িয়া পড়ে। ইহারা বড় বেশী উচ্চে উড়িতে পারে না, কিন্তু হংসাদির অপেক্ষা দ্রুত উড়ে। ভারতবর্ষে শীতকালে ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। সিন্ধু, পারস্য, বেলুচিস্থান, আফগানস্থান, পূর্ব্বতুর্কীস্থান, পঞ্জাব, উঃ পঃ প্রদেশ, অযোধ্যা, বাঙ্গালা, নেপাল, রাজপুতানা, মধ্যভারত, কচ্ছ, গুজরাট, কোঙ্কণ ও দাক্ষিণাত্যের অপরাপর দেশে ইহাদের বাস। বৈদ্যক মতে, ইহার মাংসের গুণ—লঘু, স্নিগ্ধ ও বলকারী। (রাজনি°)

চক্রবাকবন্ধু (পুং) চক্রবাকস্য বন্ধুঃ ৬তৎ। সূর্য্য। দিনের বেলা চক্রবাক তাহার প্রিয়তমা চক্রবাকীর সহিত থাকিতে পারে বলিয়া সূর্য্যকে চক্রবাকের বন্ধু বলে। চক্রবাকবান্ধব প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চক্রবাকবতী (স্ত্রী) চক্রবাকা ভূম্না সন্ত্যত্র চক্রবাক-মতুপ্-মস্য বঃ ঙীপ্। যে নদীতে অনেক চক্রবাক অবস্থিতি করে।

চক্রবাকিন্ (ত্রি) চক্রবাকোঽস্ত্যত্র চক্রবাক ইনি। চক্রবাক যুক্ত, যাহাতে চক্রবাক আছে।

চক্রবাট (পুং) চক্রস্যেব বাটো বেষ্টনং যস্য বহুব্রী। ১ ক্রিয়া-রোহ, কর্ম্মের প্রারম্ভ। ২ পর্য্যন্তসীমা। ৩ শিখাতরু। (মেদিনী)

চক্রবাড় (পুং) চক্রমিব বাড়তে বেষ্টয়তি বাড়-অচ্। ১ লোকালোক পর্ব্বত। (মেদিনী) (ক্লী) ২ মণ্ডল। ৩ মণ্ডলাকারে অবস্থিত সমূহ।

"এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবাড়ৈরলঙ্কৃতঃ।"(হরিবংশ ৭৭অঃ)

চক্রবাড়ী, বঙ্গের হাবড়া জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানকার প্রস্তুত ধুতি ও সাড়ী বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

চক্রবাত (পুং) চক্রমিব বাতঃ। ভ্রমিবায়ু, বাত্যা, চলিত কথায় ঘূর্ণী বলে।

"চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্।" (ভাগবত ১০।৭।২০)

চক্রবাল (পুং) চক্রেণ চক্রাকারেণ বলতে বল বাহুলকাৎ ণ। ১ লোকালোক পর্ব্বত। (ক্লী) ২ মণ্ডলাকারে অবস্থিত সমূহ। ৩ মণ্ডলাকার দিক্‌সমূহ।

"হিত্বা গৃহং সংসৃতি চক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোঽভয়ম্॥" (ভাগবত ৫।১৮।১৪)

চক্রবালধি (পুং) কুকুর।

চক্রবিপ্রদাস, ভাস্বতী নামক জ্যোতিষশাস্ত্রের একজন টীকাকার।

চক্রবৃদ্ধি (স্ত্রী) চক্রমিব বৃদ্ধিঃ। ১ সুদের সুদ, বৃদ্ধির বৃদ্ধি।

"বৃদ্ধেরপি পুনর্বৃদ্ধিশ্চক্রবৃদ্ধিরুদাহৃতা।" (নারদ)

মনুর মতে চক্রবৃদ্ধি অতিশয় নিন্দনীয়। (মনু ৮।১৫৩)

চক্রমস্ত্যস্য চক্র-অচ্ চক্রং চক্রযুক্তং শকটাদি তন্নিমিত্তা বৃদ্ধিঃ। ২ শকটাদির ভাটকরূপ লাভ, গাড়ী প্রভৃতির ভাড়া, ইহা দেশ ও কালভেদে দুইপ্রকার। [ভাটক দেখ।]

"চক্রবৃদ্ধিঃ সমারূঢ়ো দেশকালব্যবস্থিতঃ।" (মনু ৮। ১৫৬)

চক্রব্যূহ (পুং) চক্রাকারো ব্যূহঃ। ব্যূহবিশেষ, চক্রাকার সেনাসন্নিবেশ। আচার্য্য দ্রোণ এই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধে মহাবীর অভিমন্যু কালগ্রাসে পতিত হন। [ব্যূহ দেখ।]

চক্রশকুল (পুং) শালমৎস্য, গজাল মাছ।

চক্রশল্যা (স্ত্রী) চক্রমিব শল্যমত্র বহুব্রী। ১ শ্বেতগুঞ্জা। (রাজনি°) ২ কাকতুণ্ডী।

চক্রশাল, চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটী পরগণা। (দেশাবলী)

চক্রসিকন্দর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রাম।
(ভ° ব্রহ্মখ° ৪৭ ১২২-১২৩)

চক্রশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্রসম্বন্ধীয় একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ।

চক্রশ্রেণী (স্ত্রী) চক্রাণাং শ্রেণির্যত্র বহুব্রী, ঙীপ্। অজশৃঙ্গী বৃক্ষ, ইহার ফল চক্রাকার শৃঙ্গের ন্যায়, এই কারণে ইহার নাম চক্রশ্রেণী হইয়াছে।

চক্রসংজ্ঞ (ক্লী) চক্রস্য সংজ্ঞা সংজ্ঞাস্য বহুব্রী। ১ ধাতুবিশেষ, বঙ্গ। (হেম°) ২ চক্রবাক। (অমর)

চক্রসংবর (পুং) চক্রমিন্দ্রিয়চক্রং সংবৃণোতি চক্র-সম্-বৃ-অচ্। বুদ্ধবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°)

চক্রসক্থ (ত্রি) চক্রমিব সক্থি অস্য ষচ্। চক্রতুল্যসক্থি-যুক্ত, যাহার উরু চক্রের ন্যায়।

চক্রসাহ্বয় (পুং স্ত্রী) চক্রেণ সমানা আহ্বা যস্য বহুব্রী। চক্র-বাক। এই শব্দটী যোপধ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হইয়া থাকে।

"চকোরান্ বানরান্ হংসান্ সারসান্ চক্রসাহ্বয়ান্।"
(ভারত ১৩।৫৪ অঃ)

চক্রস্বস্তিকনন্দ্যাবর্ত্ত, বুদ্ধের নামান্তর। (দিব্যাবদান ৫৬)

চক্রস্বামিন্ (পুং) চক্রস্য স্বামী ৬তৎ। চক্রের অধিপতি, চক্রে যাহার স্বত্ব আছে।

চক্রহস্ত (পুং) চক্রং হস্তে যস্য বহুব্রী। ১ চক্রপাণি বিষ্ণু। (ত্রি) ২ চক্রধারী, যাহার হাতে চক্র আছে।

চক্রা (স্ত্রী) চক্ তৃপ্তৌ রক্-টাপ্। ১ নাগরমুস্তা। ২ কর্কট-শৃঙ্গী। (রাজনি॰)

চক্রাংশ (পুং) চক্রস্য রাশিচক্রস্যাংশঃ। রাশিচক্রের ৩৬০ ভাগের এক ভাগকে চক্রাংশ বলে।

চক্রাকী (স্ত্রী) চক্রাকারেণ অকতি অক-গতৌ-অচ্ গৌরাদি॰ ঙীষ্। হংসী। (শব্দরত্না॰)

চক্রাকৃতি (ত্রি) চক্রমিব আকৃতির্যস্য বহুব্রী। যাহার আকৃতি চক্রের তুল্য। চক্রাকার শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চক্রাখ্যরস (পুং) চক্রাখ্যশ্চাসৌ রসশ্চেতি কর্ম্মধা॰। ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রস সিন্দুর, অভ্র, হীরাভস্ম, তাম্র ও কাংস্য ইহার প্রত্যেক সমভাগ এবং ইহাদের সমুদায়ের যত পরিমাণ হইবে, তত পরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ভেলার কাথে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহার নাম চক্রাখ্যরস। ইহা সেবনে দ্বন্দ্বজ সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগের বিনাশ হয়। (রসেন্দ্রসার॰ অর্শচি॰)

চক্রাঙ্কিতা (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ।

চক্রাঙ্কী (স্ত্রী) চক্রাকারেণ অঙ্কতে গচ্ছতি অকি-গতৌ অচ্ গৌরাদি॰ ঙীষ্। হংসী। (শব্দরত্না॰)

চক্রাঙ্গ (পুং) চক্রমিবার্দ্ধচক্রমিবাঙ্গং যস্য বহুব্রী। ১ হংস। "ইদমুচুশ্চ চক্রাঙ্গা বচঃ কাকং বিহঙ্গমাঃ।" (ভারত ৮।৪১।২১) চক্রমঙ্গমস্য বহুব্রী। ২ রথ। (অমর)
৩ চক্রবাক।
"কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাঙ্গং গ্রাম্যকুক্কুটম্।" (মনু ৫।১২)

চক্রাঙ্গা (স্ত্রী) চক্রমিবাঙ্গমস্ত্যস্যাঃ চক্রাঙ্গ অচ্-টাপ্। ১ সুদর্শনা লতা। (রাজনি॰) ২ কর্কটশৃঙ্গী, চলিত কথায় কাঁকড়াশৃঙ্গী।

চক্রাঙ্গী (স্ত্রী) চক্রমিবাঙ্গমস্যাঃ বহুব্রী, ঙীষ্। ১ কটু-রোহিণী, কট্কী। (মেদিনী) ২ হংসী, মাদীহাঁস। (শব্দরত্ন॰) ৩ হিলমোচিকা, হিঞ্চা। (ত্রিকাণ্ড॰) ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ বৃষপর্ণী। (রাজনি॰) ৬ কর্কটশৃঙ্গী। (রত্নমালা)

চক্রাট (পুং) চক্রং চক্রাকারমটতি চক্র-অট্-অণ্ উপস॰। ১ বিষবৈদ্য। ২ ধূর্ত্ত, কপট। ৩ পরিমাণ বিশেষ. দীনার। (মেদিনী)

চক্রাতা, উঃ পঃ প্রদেশের দেরাদুনজেলার মধ্যস্থিত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা॰ ৩০° ৪৩´ উঃ, দ্রাঘি॰ ৭৭° ৫৪´ ২০´´ পূঃ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই দুর্গটী জৌনসার বাবর নামক স্থানে যমুনা ও তমসা নদী-অভিমুখী গিরিমালার উপর অবস্থিত। এখানে ডাকঘর, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও একদল য়ুরোপীয় সৈন্য আছে।

চক্রাথ (পুং) কৌরব যোদ্ধাবিশেষ।

চক্রাধিবাসিন্ (পুং) চক্রং তৃপ্তিকরং অধিবাসয়তি অধি-বস ণিচ্ ণিনি। নাগরঙ্গ বৃক্ষ, নারঙ্গানেবু।

চক্রান্ত (পুং) চক্রস্য সমূহস্যান্তো নৈকট্যং মেলনং যত্র বহুব্রী। কোন ব্যক্তির অনিষ্টসাধনের জন্য একাধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া যে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করে, তাহাকে চক্রান্ত বলে।

চক্রান্তকারিন্ (ত্রি) চক্রান্তং করোতি চক্রান্ত কৃ-ণিনি। যে চক্রান্ত করে।

চক্রান্তর, বুদ্ধভেদ। (অবদানশতক)

চক্রায়ুধ (পুং) চক্রমায়ুধমস্য বহুব্রী। ১ বিষ্ণু।
"চক্রায়ুধেন চক্রেণ পিবতোঽস্যজমোজসা।" (ভারত ১।১৯২অ॰)
(ত্রি) ২ চক্রধারী, যে চক্র ধারণ করে।

চক্রাবর্ত্ত (পুং) চক্রস্যেবাবর্ত্তঃ। মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ।

চক্রাহ্ব (পুং) চক্রেতি আহ্বা যস্য বহুব্রী। ১ চক্রমর্দ্দ। (রাজনি॰)
২ চক্রবাক।
"হংসসারসচক্রাহ্বকাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ।" (ভাগ॰ ৩।১০।২৪)

চক্রাসী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Swietenia Chikrassa)

চক্রি (ত্রি) করোতি কৃ-কিন্ দ্বিতঞ্চ (আদৃগমহনজনঃ কি কিনৌ লিট্ চ। পা ৩।২।১৭১) ১ কর্ত্তা, করণশীল।
"চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে।" (ঋক্ ১।৯।২) 'চক্রয়ে কৃতবতে' (সায়ণ।)

চক্রিক (পুং) চক্রধারী।

চক্রিকা (স্ত্রী) চক্রং তদাকারোঽস্ত্যস্যাঃ চক্র ঠন্-টাপ্। ১ জানু। (রাজনি॰)

চক্রিন্ (পুং) চক্রমস্ত্যস্য চক্র-ইনি। ১ বিষ্ণু।
"ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণোবদনাত্ততঃ।" (মার্ক॰ চণ্ডী)
২ গ্রামজালিক। (পুং স্ত্রী) ৩ চক্রবাক। ৪ সর্প। (ত্রি) ৫ কুম্ভকার। ৬ সূচক। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৭ অজ, ছাগল। (ত্রি) ৮ তৈলিক। (শব্দরত্ন॰) (পুং) চক্রং রাষ্ট্রচক্রং অস্ত্যস্য চক্র ইনি। ৯ চক্রবর্ত্তী। (হেম॰) ১০ চক্রমর্দ্দ। ১১ তিনিশ। ১২ বালনখ নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। হিন্দীতে বঘনহা বলে। (পুং স্ত্রী) ১৩ কাক। ১৪ গর্দ্দভ। (রাজনি॰) (ত্রি) ১৫ চক্রযুক্ত, যাহার চক্র আছে। ১৬ যে চক্রযুক্ত রথে আরোহণ করে।
"চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।" (মনু ২।১২৮)
'চক্রিণশ্চক্রযুক্তরথাদিযানারূঢ়স্য' (কুল্লূক)
(পুং স্ত্রী) ১৭ সঙ্করজাতিবিশেষ। ঔশনস জাতিবিবেক মতে বৈশ্যার গর্ভে চোর শূদ্রের ঔরসে চক্রীজাতির উৎপত্তি হয়।

"বৈশ্যায়াং শূদ্রতশ্চৌরাজ্জাতশ্চক্রী স উচ্যতে।" (উশনঃ)

চক্রীবৎ (পুং স্ত্রী) চক্রং তদ্বদ্ভ্রমণমস্ত্যস্য চক্র-মতুপ্ মস্য বঃ নিপাতনাৎ চক্রশব্দস্য চক্রী ভাবঃ। (আসন্দী বদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ কক্ষীবদ্রুমণচর্ম্মণ্বতী। পা ৮।২।১২।) ১ গর্দ্দভ, গাধা।

"চক্রীবদঙ্গরুহধূম্ররুচো বিসস্রুঃ।" (মাঘ)

(পুং) ২ রাজবিশেষ। (সিং কৌং) (ত্রি) ৩ চক্রযুক্ত, যাহার চক্র আছে।

"সদো হবির্ধানানি চক্রীবন্তি।" (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৪।৩।৩০)

চক্রু (ত্রি) কৃ-কু দ্বিত্বঞ্চ (কুর্ভ্রশ্চ। উণ্ ১।২৩।) কর্ত্তা।

"প্রাক্‌প্রত্যয়নির্দ্দেশাদন্যতোঽপি ভবতি চক্রুঃ কর্ত্তা।"

(উণাদিবৃত্তি)

চক্রেশ্বর (পুং) চক্রস্য মণ্ডলস্য ঈশ্বরঃ ৬তৎ। ১ মথুরার সন্নিহিত চক্রতীর্থে অবস্থিত মহাদেব। [চক্রতীর্থ দেখ।] ২ তান্ত্রিক চক্রের অধিপতি। ৩ চক্রবর্ত্তী।

চক্রেশ্বররস (পুং) ঔষধবিশেষ। রসসিন্দুর চারভাগ, সোহাগা পাঁচভাগ ও অভ্র পাঁচভাগ, শ্বেত পুনর্নবার রসে তিনদিন ভাবনা দিয়া দুইরতি পরিমাণে বটী করিবে। ইহার নাম চক্রেশ্বর রস। প্রতিদিন সেবনে অর্শনাশ হয়।

(রসেন্দ্রসার° অর্শোধিকার)

চক্রেশ্বরী (স্ত্রী) চক্রস্য ঈশ্বরী ৬তৎ। ১ জিনদিগের বিদ্যাদেবীবিশেষ। (হেম°) ২ রাজ্যের ঈশ্বরী।

চক্রোপজীবিন্ (ত্রি) চক্রং তৈলনিষ্পীড়নযন্ত্রং উপজীবতি উপ-জীব-ণিনি। তৈলিক।

চক্‌লা (চাক্‌লা) কোন এক দেশের এক বিস্তৃত বিভাগ, অনেকগুলি পরগণা ইহার অন্তর্গত থাকে। মীরজাফর এই বঙ্গদেশকে ১৩টী চাক্‌লায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক চাক্‌লায় এক একজন চাক্‌লাদার বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। স্থান ও কালভেদে ইহার পরিমাণের তারতম্য আছে, কোন কোন স্থানে একটী গ্রাম বা মুন্‌সেফের এলাকাধীন স্থানকে চাক্‌লা বলে। ২ নগরের যে অংশে বেশ্যা বাস করে। ৩ জাঁতা।

চক্ষণ (ক্লী) চক্ষ-ল্যুট্ ছান্দসত্বাৎ ন খ্যাদেশঃ। ১ অনুগ্রহদৃষ্টি।

"কদ্বরুণস্য চক্ষণম্।" (ঋক্ ১।১০৫।৬) 'চক্ষণং অনুগ্রহদৃষ্ট্যা-দর্শনং' (সায়ণ।)

২ মদ্যপানরোচক ভক্ষ্যদ্রব্য, চাট্‌নী। (হেম°) ৩ কথন।

চক্ষণি (ত্রি) চক্ষ-অনি। প্রকাশক।

"সনো বিভাবা চক্ষণির্ন" (ঋক্ ৬।৪।২)

'চক্ষণিঃ প্রকাশকঃ' (সায়ণ)

চক্ষন্ (ক্লী) [বৈ] চক্ষ-ল্যুট্ নিপাতনে সাধু। চক্ষু।

"কর্ণাবিমৌ নাসিকে চক্ষণী মুখম্।" (অথর্ব ১০।২।৬)

চক্ষম্ (পুং) চক্ষ-অমি নখ্যাদেশঃ। ১ বৃহস্পতি। (ত্রিকাণ্ড°) ২ উপাধ্যায়। (উণাদিকোষ)

চক্ষু [বৈ] চক্ষ-উস্ ছান্দসত্বাৎ সকারলোপঃ। ১ নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়। [চক্ষুস্ দেখ।]

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়ত।"

(ঋক্ ১০।৯০।১৩) 'চক্ষোঃ চক্ষুষঃ' (সায়ণ।)

(পুং) ২ অজমীঢ়বংশীয় একজন রাজা, ইহার পিতার নাম পুরুজানু ও পুত্রের নাম হর্য্যশ্ব। (বিষ্ণুপুরাণ ৪.১৯ অঃ) ৩ রিপুর পুত্র। (স্ত্রী) ৪ নদীবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মপুরী প্লাবিত করিয়া গঙ্গা যখন মর্ত্তে পতিতা হন, তখন তাহার স্রোত চারিদিকে যাইয়া চারিটী নদীরূপে পরিণত হয়। তাহার একটীর নাম চক্ষু। চক্ষু নদী সমস্ত পশ্চিম গিরি প্লাবিত করিয়া কেতুমালবর্ষের মধ্য দিয়া পশ্চিম সাগরে মিলিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম অক্‌সস্। (Oxus) (বিষ্ণুপুরাণ ২।২ অঃ) [বংক্ষু দেখ।]

৫ কোন কোন আভিধানিকের মতে ২, ৩ ও ৪র্থ অর্থ বুঝাইতে চক্ষু শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাঁহারা লোকব্যবহারে চক্ষু শব্দের প্রয়োগ স্বীকার করেন না। চলিত বাঙ্গালায় নেত্র বুঝাইতে 'চক্ষু' শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

চক্ষুঃপথ (পুং) দৃষ্টিপথ, যতদূর দৃষ্টি চলে।

চক্ষুঃপীড়া (স্ত্রী) চক্ষুষঃ পীড়া ৬তৎ। নেত্ররোগ।

[চক্ষুরোগ দেখ।]

চক্ষুঃশ্রবস্ (পুং স্ত্রী) চক্ষুষা শৃণোতি শ্রু-অসুন্ চক্ষুরেব শ্রবঃ কর্ণোযস্য ইতি বা। সর্প। (অমর)

"ইতি স্ম চক্ষুঃশ্রবসাং প্রিয়া নলে

স্তুবন্তি নিন্দন্তি হৃদা তদাত্মনঃ।" (নৈষধচ° ১।২৮)

চক্ষুখেকুয়া (চক্ষুখাদকজ) যাহার চক্ষু নাই। যে ব্যক্তি দেখিয়াও না দেখার ভান করে, চলিত বাঙ্গালায় তাহাকে চক্ষুখেকুয়া বা চোকখেকো বলিয়া গালি দেওয়া হয়।

চক্ষুর্গোচর (ত্রি) চক্ষুষোর্দর্শনেন্দ্রিয়স্য গোচরঃ ৬তৎ। যাহা চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায়, চক্ষুর বিষয়। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়।

চক্ষুপ (পুং) প্রবল পরাক্রান্ত একজন রাজা, নেদিষ্ঠ বংশীয় খনিনেত্রের পুত্র।

চক্ষুর্দান (ক্লী) চক্ষুষোদানং ৬তৎ। নেত্র অর্পণ, জ্ঞানদান, উপদেশ দিয়া চতুর বা চালাক করা।

চক্ষুরিন্দ্রিয় (ক্লী) চক্ষুশ্চ তদিন্দ্রিয়ঞ্চেতি কর্ম্মধা°। নেত্র।

চক্ষুর্গ্রহণ (ক্লী) চক্ষুষোগ্রহণং ৬তৎ। চক্ষুঃপ্রাপ্তি।

চক্ষুর্দা (ত্রি) চক্ষুর্দদাতি দা-ক্বিপ্। যে চক্ষু দান করে, চক্ষুঃ-প্রদাতা। "কনীনকশ্চক্ষুর্দা অসি চক্ষুর্মে দেহি।"(শুক্লযজুঃ ৪।২)

চক্ষুর্ভৃৎ (ত্রি) চক্ষুর্বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। ১ লোচনযুক্ত। ২ যে চক্ষু প্রতিপালন করে, চক্ষুরক্ষক।

চক্ষুর্মন্ত্র (ত্রি) নেত্রমুগ্ধকর।

"চক্ষুর্মন্ত্রস্য দুর্হার্দঃ পৃষ্ঠীরপি শৃণীমসি।" (অথর্ব্ব ২।৭।৫)

চক্ষুর্ময় (ত্রি) চক্ষুস্-ময়ট্। যাহার অনেক চক্ষু আছে।

চক্ষুর্মল (ক্লী) চক্ষুষোমলং ৬তৎ। নেত্রমল, পিচুটী। (শব্দার্থচিং)

চক্ষুর্লোক (ত্রি) চক্ষে দর্শন।

চক্ষুর্বন্য (ত্রি) চক্ষুরোগে পীড়িত।

চক্ষুর্বর্দ্ধনিকা (স্ত্রী) শাকদ্বীপস্থ নদী বিশেষ। (ভারত ৬।১১ অঃ)

চক্ষুর্বহন (ক্লী) চক্ষুস্তদ্‌জ্যোতির্বহতি বহ-কর্ত্তরি ল্যু। মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ। (রত্নমালা)

চক্ষুর্বিষয় (পুং) চক্ষুষো বিষয়ঃ ৬তৎ। ১ চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপাদি। ভাষাপরিচ্ছেদের মতে উদ্‌ভূতরূপ, উদ্‌ভূতরূপযুক্ত দ্রব্য, পৃথকত্ব, সংখ্যা, বিভাগ, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, পরিমাণ, দ্রবত্ব ও যোগ্যবৃত্তি ক্রিয়া, জাতি এবং সমবায় এই কয়টী পদার্থ চক্ষুর বিষয়।

"উদ্‌ভূতরূপং নয়নস্য গোচরো দ্রব্যানি তদ্বন্তি পৃথকত্বসংখ্যে।
বিভাগসংযোগপরাপরত্বে স্নেহদ্রবত্বং পরিমাণযুক্তম্।
ক্রিয়াং জাতিং যোগ্যবৃত্তিসমবায়ঞ্চ তাদৃশম্।
গৃহ্লাতি চক্ষুঃ সংযোগাৎ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

২ নেত্রপ্রচারস্থান, যতদূর পর্য্যন্ত চক্ষুর দৃষ্টি চলে।

"পুরোক্ত চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টো মনোভবেৎ।" (মনু ২।১৯৮)

চক্ষুর্হন্ (ত্রি) চক্ষুষা হন্তি-হন্-ক্বিপ্। ১ যাহার দৃষ্টিতে বিনাশ হয়, দৃষ্টিনাশক। (পুং) ২ এক প্রকার সর্প, ইহাদের দৃষ্টি মাত্রেই জীব জন্তুর বিনাশ হইয়া থাকে।

"সর্পা স্পর্শসমাঃ কেচিৎ তথান্যে মকরস্পৃশঃ।
বিভাষ্য ঘাতিনঃ কেচিৎ তথা চক্ষুর্হণোঽপরে।"
(ভারত ১৩।৩৫ অঃ)

চক্ষুশ্চিৎ (ত্রি) দৃষ্টিশক্তিসঞ্চয়কারী।

চক্ষুষ্কাম (ত্রি) চক্ষুঃ কাময়তে অভিলষতি চক্ষুস্ কাম-অণ্-উপসং। যে ব্যক্তি চক্ষুর কামনা করে।

চক্ষুষ্টস্ (ত্রি) চক্ষুস্ পঞ্চম্যান্তসিল্ তকারস্য টকারঃ। চক্ষু হইতে বা চক্ষুহেতুক।

চক্ষুষ্পতি (পুং) চক্ষুর অধিপতি, সূর্য্য।

চক্ষুষ্পা (ত্রি) চক্ষুষী পাতি চক্ষুস্-পা-ক্বিপ্। চক্ষুরক্ষক।

"প্রাণপা মে অপানপাশ্চক্ষুষ্পাঃ শ্রোত্রপাশ্চমে।"
(শুক্লযজুঃ ২০।৩৪)

'চক্ষুষী পাতীতি চক্ষুষ্পা' (মহীধর)

চক্ষুষ্মৎ (ত্রি) প্রশস্তঃ চক্ষুরস্ত্যস্য চক্ষুস্ মতুপ্। ১ প্রশস্ত লোচনযুক্ত। ২ দৃষ্টিশক্তিযুক্ত।

"চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি।" (ঋক্ ১০।১৮।১)

'চক্ষুষ্মতে দর্শনবতে' (সায়ণ।)

চক্ষুষ্মত্তা (স্ত্রী) চক্ষুষ্মতঃ ভাবঃ চক্ষুষ্মৎ-তল্-টাপ্। প্রশস্ত চক্ষু।

"চক্ষুষ্মত্তা শাস্ত্রেন সূক্ষ্মকার্য্যার্থদর্শিনা।" (রঘু ৪।১৩)

চক্ষুষ্য (ত্রি) চক্ষুষে হিতং চক্ষুস্-যৎ। ১ চক্ষুর হিতকর।

"দক্ষিণোমারুতঃ শ্রেষ্ঠশ্চক্ষুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ।"(সুশ্রুত সূত্রং ২০ অঃ)

২ প্রিয়দর্শন।

"অভূৎসর্ব্বস্য চক্ষুষ্যঃ সতু দুর্লভবর্দ্ধনঃ।" (রাজতরং ৩।৪৯৫)

৩ নেত্রজাত, যাহা নেত্রে বা নেত্র হইতে উৎপন্ন হয়। "চক্ষুষ্যঃ খলু মহতাং পরৈরলভ্যাঃ।" (মাঘ ৮।৫৭)

'চক্ষুষি ভবঃ চক্ষুষ্যঃ প্রিয়োঽক্ষিজশ্চ।' (মল্লিনাথ)

(পুং) ৪ কেতকবৃক্ষ। ৪ পুণ্ডরীকবৃক্ষ। (মেদিনী) ৫ শোভাঞ্জন বৃক্ষ। (রাজনিং) ৬ রসাঞ্জন। (হেমং) (ক্লী) ৭ সৌবীরাঞ্জন। ৮ খর্পরীতুথ। ৯ প্রপৌণ্ডরীক। (রাজনিং)

চক্ষুষ্যা (স্ত্রী) চক্ষুষ্য-টাপ্। ১ কুলথিকা, কুলথকলাই। ২ সুভগা। (মেদিনী) ৩ অজশৃঙ্গী। ৪ বনকুলথিকা। (রাজনিং)

চক্ষুস্ (ক্লী) চষ্টে ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ পশ্যত্যনেন চক্ষকরণে উসি শিচ্চ (চক্ষেঃ শিচ্চ। উণ্ ২।১২০) ১ দর্শনেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা উদ্ভূতরূপ ও তদ্বিশিষ্ট দ্রব্য প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়। [চক্ষুর্বিষয় দেখ।] পর্য্যায়—লোচন, নয়ন, নেত্র, ঈক্ষণ, অক্ষি, দৃক্, দৃষ্টি, অম্বক, দর্শন, তপন, বিলোচন, দৃশা, বীক্ষণ, প্রেক্ষণ, দৈবদীপ, দেবদীপ, দৃশি, দৃশী। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজসিক ও মধ্যম পরিমাণ শরীরাবয়ব চক্ষুর অধিষ্ঠানগোলকে অবস্থিত। সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে চক্ষু আহঙ্কারিক, কিয়ৎপরিমাণ তেজ অবলম্বন করিয়া চক্ষুগোলকে অবস্থান করে। ভ্রান্তলোকেরা চক্ষুর অধিষ্ঠানকে ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। (ষড়ধ্যায়ী ২ অধ্যায়)

২ শরীরাবয়ব। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান, নাসিকামূলের উভয়দিকে অবস্থিত, শরীরের প্রথমাঙ্গ মস্তকের উপাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। ইহার মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ গোলকের অভ্যন্তরে অতিশয় উজ্জ্বল যে দুইটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে উহার কনীনিকা বা তারা বলে। ইহা ছাড়া কৃষ্ণগোল, দৃষ্টি, শুক্লমণ্ডল, বর্ত্ম ও পক্ষ্ম এই কয়টী চক্ষুর অবয়ব। শরীরাবয়ব মধ্যে প্রাণীগণের এই অবয়বটী অতিশয়

প্রয়োজনীয় ও মনোহর। ইহার অভাবে রূপ, যৌবন, হস্ত, পদ প্রভৃতি কোন অবয়বেই শরীরের সৌন্দর্য্য থাকে না। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

নয়নের বুদ্‌বুদ্ অর্থাৎ শরীরের যে অবয়বটীকে চক্ষু বলিয়া সাধারণে ব্যবহার করে, তাহার বিস্তার দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠোদর, যাহার চক্ষু তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেই মাপিতে হয়, ইহার আকার গোস্তনের ন্যায় বর্ত্তুল এবং ইহা সকল ভূতের অংশ হইতে উৎপন্ন। নেত্র-বুদ্‌বুদের মাংস ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন, এইরূপে অগ্নি হইতে রক্ত, বায়ু হইতে কৃষ্ণভাগ, জল হইতে শ্বেতভাগ ও আকাশ হইতে অশ্রুমার্গসমুদ্ভূত। নেত্রের তৃতীয়াংশ কৃষ্ণমণ্ডল এবং দৃষ্টিস্থান কৃষ্ণমণ্ডলের সপ্তমাংশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। নেত্রদ্বয়ের মণ্ডল পাঁচটী, সন্ধি ছয়টী ও পটল পাঁচটী। মণ্ডল পাঁচটী যথা—১ পক্ষ্মমণ্ডল, ২ বর্ত্মমণ্ডল, ৩ শ্বেতমণ্ডল, ৪ কৃষ্ণমণ্ডল ও ৫ দৃষ্টিমণ্ডল। ইহাদের পর পরটী যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর মধ্যগত। সন্ধি ছয়টী যথা—১পক্ষ্ম ও বর্ত্মমধ্যগত সন্ধি, ২ বর্ত্ম ও শুক্লের মধ্যগত সন্ধি, ৩ শুক্ল ও কৃষ্ণের মধ্যগত সন্ধি, ৪ কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি, ৫ কনীনিকাগত সন্ধি ও ৬ অপাঙ্গগত সন্ধি। পটল পাঁচটী যথা—১ বাহ্য বা প্রথম পটল তেজ ও জলাশ্রিত, ২ মাংসাশ্রিত, ৩ মেদ আশ্রিত, ৪ অস্থিসংশ্রিত ও ৫ দৃষ্টিমণ্ডলাশ্রিত। (সুশ্রুত উ: ১ অ:)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনজ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম চক্ষু। চক্ষুর গঠনপ্রণালী অতি মনোহর। শারীরযন্ত্রের মধ্যে মস্তিষ্কের গঠনের পরই চক্ষুর গঠন! এরূপ অনির্ব্বচনীয় কৌশল ভাষায় বর্ণনা করিয়া ঠিক্ বুঝান যায় না।

য়ুরোপীয় শারীরতত্ত্ববিদেরা চক্ষুস্তত্ত্বনিরূপণে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে নেত্রমণ্ডলে ১১টী প্রধান উপাদান আছে। ১ ঘনত্বক্ (Sclerotic), ২ শার্ঙ্গত্বক্
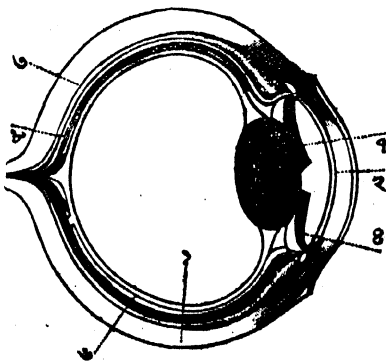
বা স্বচ্ছাবরণী (Cornea), ৩ কৃষ্ণাবরক বা কৃষ্ণমণ্ডল (Choroid) ৪ তারকামণ্ডল (Iris), ৫ কনীনিকা (Pupil), ৬ চিত্রপত্র (Retina), ৭ তারকামণ্ডলের পশ্চাদ্গর্ভ (The posterior chamber of the eye), ৮ তারকামণ্ডলের সম্মুখগর্ভ (The anterior chamber of the eye), ৯ দীপ্তোপল বা মণি (Crystaline lens), ১০ স্বচ্ছরস (Vitreous humour), ১১ দর্শনস্নায়ু (Optic nerve.)

চক্ষুর প্রধান আবরণ, যাহাকে সাধারণতঃ চক্ষুর পাতা বলা যায়, তাহাকে চক্ষুপল্লব বা অক্ষিপুট (Eyelids) বলে। ইহার ধারে কতকগুলি লোম থাকে, তাহাকে পক্ষ্ম (Eyelash) বলে, এই অক্ষিপুটের পেশীভাগ যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা ভিতরের দিকে আবরিত অর্থাৎ অক্ষিপুটের যে অংশ ঠিক্ অক্ষিগোলকের উপর থাকে, তাহাকে যোজকত্বক্ (Conjunctiva) বলে। এই যোজকত্বকের নিম্নে আর একটী কঠিন আবরণ আছে। ইহার পশ্চাদংশ অস্বচ্ছ ও সম্মুখ ভাগ স্বচ্ছ, ঐ অস্বচ্ছাংশকে ঘনত্বক্ বা শুক্লমণ্ডল (Sclerotic) বলা হয়। চক্ষুতারকার সম্মুখভাগে ঘনত্বকের যে স্বচ্ছাংশ থাকে, উহা বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একখানি উৎকৃষ্ট পালিশ করা কাচখণ্ডে তারকাটী ঢাকা দেওয়া আছে। এই কাচখণ্ডবৎ পদার্থ ঠিক যেন বাটির মত খুরুলে এবং যেন উবুড় করিয়া দেওয়া আছে, সুতরাং বাহির হইতে দেখিলে ইহার মধ্যস্থল উবুড় করা বাটির তলার ন্যায় উচ্চ দেখায়, বাস্তবিকও তাহাই। ইহারই নাম স্বচ্ছাবরণী বা শার্ঙ্গত্বক্ (Cornea)। ঘনত্বক্ই প্রকৃতপক্ষে অক্ষিগোলকের বহিরাবরণ। ইহা কতকগুলি ব্যূহতন্তুতে নির্ম্মিত। এই তন্তুগুলি শ্বেতবর্ণ, ঘন ও কঠিন। ইহা দ্বারা অক্ষিগোলক প্রায় ⅘ অংশ আবৃত থাকে। এই আবরণ অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্দিকের মধ্যস্থলে যে স্থান দিয়া দর্শনস্নায়ু আসিয়া দীপ্তোপল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সেই স্থলে ইহা ঐ স্নায়ুকোষ্ঠের দৃঢ়মাত্রিকার (Dura mater) সহিত মিলিয়া গিয়াছে। দর্শনস্নায়ু যে স্থলে নেত্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে স্থলে ইহা প্রায় ১ ইঞ্চির $\frac{১}{২৫}$ অংশ পুরু এবং ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া স্বচ্ছাবরণীর নিকটে $\frac{১}{৫০}$ অংশ দাঁড়াইয়াছে। স্বচ্ছাবরণী কিন্তু আবার অত্যন্ত মোটা। এই আবরণীই চক্ষুর প্রকৃত রক্ষক, ইহা দ্বারাই বাহিরের কোন বস্তু দ্বারা চক্ষুর কোন ক্ষতি হয় না। স্বচ্ছাবরণী শুক্লমণ্ডল বা ঘনত্বকের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা মোটা ও কঠিন। মানবের বয়োবৃদ্ধির সহিত এই স্বচ্ছাবরকের শৃঙ্গস্থান অর্থাৎ উচ্চাংশের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিতে ইহার পরিমাণের পার্থক্য দেখা যায়। ইহারই জন্ত লোকের ক্ষীণদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি

(Short or long sight) হইয়া থাকে। ইহা যদিও তন্তুময়, কিন্তু সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদে প্রকাশিত হইয়াছে যে ইহাতে ৫টী স্তর আছে। ইহার ১ম স্তর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপত্বক্-নির্ম্মিত, চক্ষুতে বালুকাদি পড়িলে এই স্তরে আটক হয়। এই স্তরটী অতিশয় স্পর্শচৈতন্তবিশিষ্ট যোজকত্বকের ন্যায় ২য় স্তরটী স্বচ্ছাবরণীর প্রকৃত বহিরাবরণী, ইহা আকুঞ্চন ও প্রসারণীয়তাবিশিষ্ট, ইহা এক ইঞ্চির $\frac{1}{1000}$ অংশ মোটা। ইহা দ্বারাই স্বচ্ছাবরণীর বহির্ভাগের মসৃণভাব সংরক্ষিত হয়। তৃতীয় স্তরটিই প্রকৃত স্বচ্ছাবরণী, ইহাতেই এই আবরণটীর ঘনত্ব ও দৃঢ়তা নির্ভর করে। ৪র্থ স্তরটী ২য় স্তরের স্বচ্ছাবরণীর পশ্চাদাবরণী। ইহা দ্বারা স্বচ্ছাবরণীর অন্তর্ভাগের মসৃণভাব সংরক্ষিত হয়। ইহা এত সূক্ষ্ম, যে ইহার গঠনাদি বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য। ইহা দ্বারা দৃষ্টিবিভ্রম নষ্ট হয়। ৫ম স্তরটি ১ম স্তরের জলীয় রসাবরক উপত্বক্ মাত্র। অনেকে অনুমান করেন যে এই জলীয় রস এই ত্বক্ হইতে নিঃসৃত হয়।

শুক্লমণ্ডল সরাইয়া দিলে একটী কৃষ্ণবর্ণ আবরণ দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাকে কৃষ্ণাবরক (Choroid) বলে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমষ্টিতে গঠিত ও অতি আল্গাভাবে যোজক-শিরাদ্বারা শুক্লমণ্ডলের সহিত সংযুক্ত। ইহার মধ্যে তারকামণ্ডলগামী কতকগুলি ধমনী আছে। ইহার বহির্ভাগ স্বচ্ছরসের সহিত সংযুক্ত, এই সংযোজনের জন্য অক্ষিসংস্থানের মধ্যে ক্রমবিকীর্ণ ৬০।৭০টী ভাঁজ আছে। এই ভাঁজগুলির কোনটী হ্রস্ব বা কোনটী দীর্ঘ; এইগুলি আবার স্বচ্ছরসের মধ্যে প্রবিষ্ট। অভ্যন্তরভাগেও ইহা চিত্রপত্রের সহিত ঐরূপ আল্গাভাবে সংযুক্ত। কৃষ্ণমণ্ডলটী প্রবর্দ্ধিত শাখাশিরাসমষ্টিতে নির্ম্মিত, ইহা দেখিতে ঘূর্ণীজলের কুণ্ডলীর ন্যায় (Vasa vorticosa)। এই কুণ্ডলী অষ্টকোণবিশিষ্ট। ইহারই মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ শ্লেষ্মাবৎ পদার্থাধার আছে, ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির $\frac{1}{1000}$ অংশমাত্র। এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থকে পিগমেণ্টম্ নাইগ্রাম্ (Pigmentum nigrum) বলে।
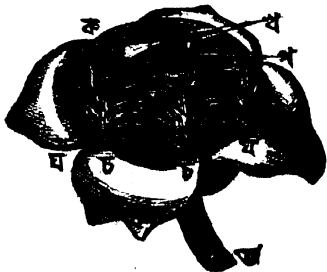
উপরে যে চিত্র দেওয়া হইল, ইহাতে চক্ষুর শুক্লমণ্ডল কাটিয়া পদ্মের পাপড়ির মত উল্টাইয়া ফেলা হইয়াছে। চ চ তারকাসংযুক্ত শিরাদি, ঘ ঘ শুক্লমণ্ডলের কাটা অংশ। জ দর্শনস্নায়ু, ক চক্ষুপেশী, খ গ তারকায় শিরা।

চক্ষুর দুইটী কোণ, একটী নাসিকার দিকে ও অপরটী কর্ণের দিকে থাকে, ইহাকে অপাঙ্গ কহে। ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই দুইটী পাতার নাসিকাভিমুখী প্রান্তভাগে এক একটী ছিদ্র আছে, তাহাকে অশ্রুপ্রণালীর রন্ধ্র (Puncta lachrymalia) বলে। নাসিকার অভিমুখে ঐ রন্ধ্র হইতে নাকের ভিতরে অশ্রু গমনের জন্য যে পথ আছে, তাহার নাম অশ্রুপথ। এই পথে ক্ষুদ্রনালী (Canalliculi), অশ্রুজনক হ্রদ (Lacus Lachrymalis) ও অশ্রুজনক কোষ (Lachrymal sack) প্রভৃতি পার হইয়া নাসিকাপ্রণালী (Nasal duct) দিয়া নাসিকা মধ্যে শ্লেষ্মাকারে পরিণত হয়। যে সন্ধি হইতে অশ্রু বাহির হইয়া ঐ পথ দিয়া চক্ষুকে সজল ও মসৃণ রাখে, তাহাকে অশ্রুসন্ধি (Lachrymal gland) বলে। অশ্রুসম্বন্ধীয় ঐ সকল যন্ত্রের সাধারণ নাম অশ্রুযন্ত্র (Lachrymal apparatus.)

চক্ষুতারকা বা তারকামণ্ডল কৃষ্ণমণ্ডলেরই ক্রমবিকাশ বলা যায়। তবে ইহার ঝিল্লী দুইখানির গঠন সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন। এই মণ্ডলটী অতি সূক্ষ্ম চেপ্টা ঝিল্লীমাত্র। ইহা

লম্বভাবে দীপ্তোপলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। সম্মুখে সম্মুখগর্ভ ও পশ্চাতের ভাগকে পশ্চাদ্গর্ভ বলে। স্বচ্ছাবরণীর মধ্য দিয়া দেখিলেই এই অংশটী রঞ্জিত দেখায়। ইহার মধ্যস্থল তারার জন্য সছিদ্র, ইহা ক্রমবিকীর্ণ শিরাসমষ্টিতে গ্রথিত। এইরূপ গঠিত বলিয়াই ইহা আকুঞ্চন ও প্রসারণে উপযুক্ত এবং ইহারই জন্য আলোকের প্রভাবে আকুঞ্চন প্রসারণ বোধ হয়। ইহা দ্বারাই চক্ষুতারা বা দীপ্তোপলে অধিক আলোক লাগিতে পায় না বা অধিক আলোকপ্রবেশ করিলেও তাহাতে কোন হানি হয় না।

পূর্ব্বোক্ত দুই গর্ভে জলীয় রস (Aqueous humour) বর্ত্তমান। এই রসে ইহা একপ্রকার ভাসমান বলিয়া ইহা সহজে সরিয়া যায়।

ইহার ঠিক পরেই দীপ্তোপল বা অক্ষিমুকুর (Crystaline lens), ইহা ঘন স্বচ্ছ ও উভয়দিকে মসৃণতাবিশিষ্ট শ্লৈষ্মিক পদার্থ। ইহার সম্মুখভাগের মসৃণতা পশ্চাদ্ভাগের মসৃণতা অপেক্ষা কম। ইহা কৃষ্ণমণ্ডলের শেষসীমায় গ্রথিত।

এই সকল পদার্থ ভিন্ন আর যত স্থানে শুক্লগর্ত্ত, সমস্ত অংশই একপ্রকার স্বচ্ছ রসে (Vitreous humour) পূর্ণ।

কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুর প্রধান অঙ্গ চিত্রপত্র (Retina) বর্ত্তমান। ইহা দীপ্তোপলের সম্মুখে ও তারকামণ্ডলের পশ্চাতে অবস্থিত। ইহাও একটী আবরণ। এই আবরণটীতে আলোকপ্রভাবে দৃশ্যবস্তুর সন্নিকর্ষরূপ স্পর্শচৈতন্য জন্মে। ইহা অর্দ্ধস্বচ্ছ ও কোমল। সামান্যতঃ ইহাকে দর্শনস্নায়ুর বিস্তৃতভাগ বলা হইয়া থাকে। ইহার গঠনপ্রণালী অতি আশ্চর্য্যজনক ও বিস্ময়কর।

চারিদিকের চারি কোণে চক্ষু উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পেশী (Muscles) দ্বারা পরিচালিত হয়।
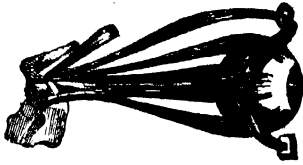
চক্ষুর পেশী।

চারিটী সরল পেশী (Rectus) চক্ষুকে কোটরাভ্যন্তরে আসিবার ও তির্য্যক্ পেশীদ্বয় কোটর হইতে বহির্গত হইবার শক্তি প্রদান করে। কোন দিকে চক্ষু আকৃষ্ট হইলে তদ্বিরুদ্ধ পেশী সকল সেই সময় ক্ষীণবল হইয়া পড়ে। উক্ত চিত্রের উপরস্থ লিভেটার প্যালিব্রী নামক পেশী দ্বারাই চক্ষু উন্মীলিত ও অর্বিকিউলেরিজ নামক পেশী দ্বারা পাতা নিমীলিত হয়।

এতদ্ভিন্ন চক্ষুতে আরও নানাবিধ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র আছে। অক্ষিবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে ও পর্য্যালোচনা দ্বারা অতি সূক্ষ্মদর্শী বিবেচক ব্যক্তিরা তত্তাবতের গঠনপ্রণালী, কার্য্য এবং উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়াছেন, সে সমুদয়ের সম্যক্ আলোচনা এ স্থলে অসম্ভব।

৩ তেজ। "সূর্য্যশ্চক্ষুষে" (তাণ্ড্যং ব্রা°) 'চক্ষুষে তেজসে' (ভাষ্য)

চক্ষূরাগ (পুং) চক্ষুষোরাগো রক্ততা ৬তৎ। ১ চক্ষুর অরুণতা, রক্তিমা। ২ চক্ষুর আকর্ষক অনুরাগবিশেষ, নায়ক বা নায়িকার কামজ দশাবস্থার সর্ব্বপ্রথম অবস্থা, অলঙ্কারশাস্ত্রে নয়নপ্রীতি নামে ইহার উল্লেখ আছে। [নয়নপ্রীতি দেখ।]

চক্ষূরোগ (পুং) চক্ষুষো রোগঃ ৬তৎ। নেত্ররোগ, নেত্রমণ্ডলে সর্ব্বসমেত ৭৮ প্রকার রোগ জন্মিতে পারে। তাহার মধ্যে ১২টী দৃষ্টিগত, ৪টী কৃষ্ণগত, ১১টী শুক্লমণ্ডলগত, ২১টী বর্ত্মগত, ২টী পক্ষ্মগত, ৯টী সন্ধিগত, সমস্ত নেত্রব্যাপক ১৭টী এবং অন্তরকমের দুইটী এই আটাত্তরটী রোগকেই নেত্ররোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। (ভাবপ্রকাশ মধ্যখ° ৪ ভা°)

সুশ্রুত ৭৬ প্রকার নেত্ররোগ নির্ণয় করেন। তাঁহার মতে— ১০টী বায়ুজন্য, ১০টী পিত্তজন্য, ১৩টী কফজ, ১৬টী রক্তজন্য ও ২৫টী সন্নিপাত জন্য। ইহা ছাড়া আরও দুইপ্রকার বাহ্যরোগ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত উত্তরং ১ অঃ)

নেত্ররোগের নিদান।—রৌদ্রাদি দ্বারা উত্তপ্ত ব্যক্তির জলে অবগাহনে নয়নতেজের অভিভব, দূরস্থ বস্তুদর্শন, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা উপঘাত, নেত্রে ধূলী বা ধূমপ্রবেশ, বমনবেগধারণ, অত্যন্ত বমন, শুক্ত, কাঞ্জিক, কুলথ কলায়, ও মাষকলাই এই সকল দ্রব্যের অতিরিক্ত সেবন, মল বা মূত্রের বেগধারণ, অতিশয় ক্রন্দন, শোকজন্য সন্তাপ, মস্তকে আঘাত, দ্রুতগামী যান আরোহণ, শাস্ত্রবিহিত ঋতুচর্য্যায় বিপরীত আচরণ, কামক্রোধাদি জনিত শারীরিক পীড়া, অতিরিক্ত স্ত্রীসম্ভোগ, অশ্রুবেগধারণ ও অতি সূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া নেত্ররোগ উৎপাদন করে। বাতাদি দোষ এই সকল কারণে দূষিত হইলে শিরাসমূহ দ্বারা উর্দ্ধদেশ আশ্রয় করে। তাহাতে দৃষ্টি প্রভৃতি নেত্রাবয়বে কষ্টকর রোগ উৎপন্ন হয়।

দৃষ্টিগত রোগের বিবরণ।—দৃষ্টি কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যস্থিত, আকারে একটী মসূরডালের অর্দ্ধপরিমাণ, নিমেষে জোনাকী পোকার ন্যায় ও নিমেষের অভাব হইলে বিস্ফুলিঙ্গের সদৃশ, ছিদ্রযুক্ত চক্ষুর বাহ্যপটল দ্বারা আবৃত এবং শীতল প্রকৃতি। ইহা পঞ্চভূতাত্মক ও চিরস্থায়ী তেজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। চক্ষুতে চারিটী পটল আছে, তাহার প্রথমটীর নাম বাহ্যপটল রক্ত ও রসের আধার, দ্বিতীয়টী মাংসাধার, তৃতীয়টী মেদের আধার ও চতুর্থটী কালকাস্থির আশ্রয়। মিলিত চারিটী পটলের স্থূলতা নেত্রমণ্ডলের পঞ্চমাংশের এক অংশ। দোষ চতুর্থ পটলগত হইলে রোগী কখন বা অস্পষ্টরূপে ও কখনও বা স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। দ্বিতীয় পটলে দোষের সঞ্চয় হইলে সম্যক্‌রূপে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয় না।

মক্ষিকা, মশক, কেশ, জালক, মণ্ডল, পতাকা, মরীচি ও কুণ্ডলাকৃতি দর্শন হইয়া থাকে, কখনও বা জল প্লাবিতবৎ অথবা বৃষ্টি ও অন্ধকার ইত্যাদি বিবিধপ্রকার প্রতিচ্ছায়াদির দর্শন হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে দূরস্থ বস্তুকে নিকটবর্ত্তী ও নিকটস্থকে দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ করে। অতি যত্নেও সূচিকাছিদ্র দর্শন করিতে পারে না।

চক্ষুর তৃতীয় পটলদোষযুক্ত হইলে উর্দ্ধদিকে বেশ দর্শন করিতে পারে। কিন্তু অধোদিকে কিছুই দেখিতে পায় না। উর্দ্ধদিকের স্থূলাকার পদার্থ সকল বস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ হয়

এবং প্রাণী সকলের কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষু বিকৃতাকার দৃষ্ট হয়। উহাতে যে দোষ বলবৎ হইয়া কুপিত হয়, সেই দোষ অনুসারে বস্তুর নানাবিধ রঙ্ দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ বায়ু প্রবল হইলে রক্তবর্ণ, পিত্তপ্রাবল্যে পীত বা নীলবর্ণ এবং কফ অধিক হইলে শুক্লবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। পটলের অধোদেশে দোষ অবস্থান করিলে সমীপস্থ বস্তু, উর্দ্ধভাগে দোষ থাকিলে দূরস্থ বস্তু ও দোষ পার্শ্বগত হইলে পার্শ্বস্থ কোন বস্তু দেখা যায় না। পটলের সর্ব্ব স্থান ব্যাপিয়া দোষ অবস্থিতি করিলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়, মধ্যভাগে দোষ অবস্থিত হইলে বৃহৎ বস্তুকে হ্রস্বাকার ও দৃষ্টিতে তির্য্যগ্‌ভাবে দোষ অবস্থান করিলে একটী দ্রব্য দুইটীর ন্যায় দেখা যায়, দুই পাশে দোষ থাকিলে এক বস্তু দ্বিধাকৃত বোধ হয় এবং দোষ একস্থানে স্থিরভাবে না থাকিলে এক বস্তুকে বহু সংখ্যক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

কুপিতদোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিত হইলে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই থাকে না। প্রাচীন আয়ুর্ব্বিদেরা ইহাকে তিমির বা লিঙ্গনাশ নামে উল্লেখ করেন। এই তিমির রোগ অচিরজাত হইলে রোগী চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও সুবর্ণ রত্ন প্রভৃতি নির্ম্মল তেজ দীপ্তিশীল বস্তুর ন্যায় দেখিতে পায়। এই রোগকে নীলিকা বা কাচ নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

দৃষ্টিরোগ সর্ব্বসমেত দ্বাদশ প্রকার। তাহার মধ্যে লিঙ্গনাশ ছয়প্রকার যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও পরিম্লায়ী। অপর ছয়প্রকার যথা—পিত্তবিদগ্ধ, শ্লেষ্মবিদগ্ধ, ধূমদর্শী, হ্রস্বজাড্য, নকুলান্ধ্য ও গম্ভীরক।

ছয় প্রকার লিঙ্গনাশের লক্ষণ।—ইহাতে চঞ্চলবৎ আবিল, অথচ কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ ও কুটিলরূপ বস্তুদর্শন হয়। পৈত্তিক লিঙ্গনাশে রোগী সূর্য্য, জোনাকীপোকা, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুতের ন্যায় রূপ দর্শন করে এবং সমস্ত বস্তু ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নীলবর্ণে চিত্রিত বলিয়া বোধ হয়। শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশে রোগী সকল বস্তু স্নিগ্ধ, শুক্লবর্ণ, স্থূল, জলপ্লাবিতের ন্যায় এবং জালকের ন্যায় দর্শন করে। সান্নিপাতিক দৃষ্টিনাশে রোগী নানাপ্রকারে চিত্রিত বৈপরীত্যরূপ দর্শন করে ও বস্তু সকল বহুপ্রকার বা দুইপ্রকার অথবা হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ ও নানাপ্রকার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া থাকে। রক্ত জন্য লিঙ্গনাশে পদার্থ সকল রক্তবর্ণ, হরিৎবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রঙের দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিম্লায়ী রোগের লক্ষণ—রক্তের সহিত পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া পরিম্লায়ী নামক রোগ জন্মে। এই রোগে দিক্ সকল পীতবর্ণ ও বৃক্ষ সকল জোনাকিপোকা বা অগ্নিদ্বারা পরিবেষ্টিতের ন্যায় এবং সূর্য্য উদিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বাতিকরোগে নেত্রমণ্ডল রক্তবর্ণ, পরিম্লায়ী ও পৈত্তিকরোগে নীলবর্ণ, শ্লৈষ্মিক লিঙ্গনাশে শুক্লবর্ণ, রক্তজন্য দৃষ্টিনাশে রক্তবর্ণ এবং ত্রৈদোষিক রোগে নেত্রমণ্ডল চিত্রিত বলিয়া বোধ হয়।

পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টির লক্ষণ—দূষিতপিত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পটলকে আশ্রয় করিলে দৃষ্টি পীতবর্ণ হয় এবং রোগী সমস্ত বস্তুই পীতবর্ণ দর্শন করে। ইহার নাম পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টিরোগ। দূষিত পিত্ত তৃতীয় পটলাশ্রিত হইলে রোগী দিবাভাগে কিছুই দেখিতে পায় না, রাত্রিকালে দর্শন করিতে পারে। রাত্রিতে পিত্তের সমতা ও দৃষ্টি শীতভাবাপন্ন হয়, এই কারণে সমস্ত পদার্থই যথাযথরূপে তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মবিদগ্ধদৃষ্টির লক্ষণ—দূষিত কফ প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় করিলে রোগী সমস্ত বস্তু শুক্লবর্ণ দেখিতে পায়। তৃতীয় পটলে দূষিত কফ অবস্থান করিলে রোগী রাতকাণা হয়। ইহাকে শ্লেষ্মবিদগ্ধ দৃষ্টিরোগ বলে।

ধূমদর্শীর লক্ষণ—শোক, জ্বর, পরিশ্রম ও রৌদ্রাদির সন্তাপে দৃষ্টি আহত হইলে রোগী সমস্ত দ্রব্য ধূমাবৃতের ন্যায় দর্শন করে। ইহাকে ধূমদর্শীরোগ বলে।

হ্রস্বজাড্যের লক্ষণ—যে রোগে দিবসে অতিকষ্টে বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্রবৎ ও রাত্রিকালে প্রকৃতরূপে দৃষ্ট হয়, তাহার নাম হ্রস্বজাড্য।

নকুলান্ধ রোগের লক্ষণ—যে রোগে দোষের উদ্রেকে দৃষ্টির দীপ্তি নকুলের চক্ষুর ন্যায় হয় ও দিবাভাগে নানাপ্রকার চিত্রিত রূপ দর্শন করে, তাহাকে নকুলান্ধ বলা যায়।

গম্ভীরিকার লক্ষণ—যে রোগে বায়ুপ্রকোপ প্রযুক্ত দৃষ্টি বিকৃত ভাবাপন্ন এবং পার্শ্ববেষ্টনহেতু সঙ্কোচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও অত্যধিক বেদনাযুক্ত হয়, তাহাকে গম্ভীরক বলে।

সুশ্রুত যে দ্বাদশপ্রকার রোগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছাড়া চরকে আরও দুইপ্রকার রোগের উল্লেখ আছে, যথা অনিমিত্তজ ও নিমিত্তজ। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, মহাসর্প কিম্বা সূর্য্যদর্শনহেতু যদ্যপি দৃষ্টিনাশ হয়, তবে তাহাকে অনিমিত্তজ লিঙ্গনাশ কহে। শিরোভিতাপ হইতে যে দৃষ্টিনাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম নিমিত্তজ।

কৃষ্ণগত রোগ চারিপ্রকার—সব্রণশুক্র, অব্রণশুক্র, অক্ষি-

পাকাত্যয় ও অলজী। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নেত্রসন্ধিগতরোগ ৯ প্রকার—পূয়ালস, উপনাহ, পৈত্তিক-স্রাব, শ্লেষ্মস্রাব, সন্নিপাতস্রাব, রক্তজস্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী ও জন্তুগ্রন্থি। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শুক্লগত রোগ ১১ প্রকার—প্রস্তার্য্যর্শ, শুক্লার্শ, রক্তার্শ, অধিমাংসার্শ্ম, স্নাযুর্শ্ম, শুক্তি, অর্জুন, পিষ্টক, শিরাজাল, শিরাপীড়কা ও বলাসগ্রন্থি। [তৎ তৎ শব্দে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বর্ত্মরোগ ২১ প্রকার—উৎসঙ্গিনী, কুম্ভিকা, পোথকী, বর্ত্মশর্করা, বর্ত্মার্শ, শুষ্কার্শ, অঞ্জননামিকা, বহুলবর্ত্ম, বর্ত্মবন্ধক, ক্লিষ্টবর্ত্ম, বর্ত্মকর্দ্দম, শ্যাববর্ত্ম, প্রক্লিন্নবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, বাতহতবর্ত্ম, বর্ত্মার্বুদ, নিমেষ, শোণিতার্শ, লগণ, বিষবর্ত্ম এবং কুঞ্চন।

পক্ষ্মগত নেত্ররোগ দুই প্রকার—পক্ষ্মকোপ ও পক্ষ্মশাত।

সমস্ত নেত্রগত রোগ ১৭ প্রকার—বাতিকাভিষ্যন্দ, শ্লৈষ্মিকাভিষ্যন্দ, পৈত্তিকাভিষ্যন্দ, রক্তজাভিষ্যন্দ, চারিপ্রকার অধিমন্থ, সশোথ অক্ষিপাক, শোথহীন অক্ষিপাক, হতাধিমন্থ, অনিলপর্য্যায়, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিত, শিরোৎপাত ও শিরাপ্রহর্ষ।

নেত্ররোগের চিকিৎসা—শরীরে পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দুইটী অপেক্ষাকৃত স্থূলশিরা সন্নিবেশিত আছে, ঐ শিরাদ্বয় হইতে বহুতর শিরা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নেত্রগত হইয়াছে, একারণ পরিষেক, উদ্বর্ত্তন ও বিলেপনাদি পদদ্বয়ে প্রয়োগ করিলেই ঐ শিরাদ্বারা নয়নে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

ধূলী প্রভৃতি মল বা সম্মর্দ্দন ও পীড়নাদি দ্বারা ঐ শিরাদ্বয় দূষিত হইলে চক্ষুও দূষিত হয়, অতএব উপানৎ ধারণ, পাদাভ্যঙ্গ ও পাদপ্রক্ষালনাদি সর্ব্বদা করিবে। শালিতণ্ডুল, মুগ, যব, জাঙ্গল মাংস, পক্ষীমাংস, বাস্তুকশাক, নটেশাক, পটোল, কাঁকুড়, করলা, পক্বমূত কচিবেগুণ, এবং মধুর ও তিক্তরস চক্ষুর হিতকারক।

কটু ও অম্লরস, গুরু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য, মাষকলায়, রাজমাষ, স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপান, শুষ্কমাংস, তিলকাদির কল্ক, মৎস্য, শাক, অঙ্কুরিত ধান্যাদির অন্ন ও বিদাহী চক্ষুরোগে খাইতে নাই।

পরিষেক, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ, পুটপাক এবং অঞ্জন এই সকল দ্বারা নেত্ররোগীর চিকিৎসা করিবে।

পরিষেকের বিধান।—রোগীর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সমস্ত নেত্রে চারি অঙ্গুলী পুরু বস্ত্র খণ্ড নেত্রোপরি স্থাপন করিয়া তদুপরি সূক্ষ্মধারায় সেক প্রদান করিবে। বাতজ চক্ষুরোগে স্নিগ্ধসেক, পিত্তজ ও রক্তজ নেত্ররোগে রোপণসেক এবং কফজ নেত্ররোগে লেখনসেক প্রদান করা উচিত। ছয় শত বাক্য উচ্চারণে যত সময়ের আবশ্যক ততক্ষণ স্নৈহিক সেক প্রদান করিবে।

সেক যথা—ভেরেণ্ডার পাতা ও মূলের ছাল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় নেত্রে সেক প্রদান করিলে বাতাভিষ্যন্দ বিনষ্ট হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পোস্তদানা ও দারুচিনি এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে পোটলী করিয়া অহিফেনের জলের সহিত নেত্রে ধারণ করিলে সর্ব্ব প্রকার অভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়।

আশ্চ্যোতন বিধি—উন্মীলিত নেত্রের উপরে দুই আঙ্গুল পুরু বস্ত্র খণ্ড রাখিয়া তাহার উপরে ক্বাথ, দুগ্ধ, স্নেহ বা অন্য কোন তরল পদার্থপাতনের নাম আশ্চ্যোতন। লেখন আশ্চ্যোতনে আট বিন্দু, রোপণ আশ্চ্যোতনে দশবিন্দু ও স্নেহন আশ্চ্যোতনে বার বিন্দু আশ্চ্যোতন তরল পদার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। নেত্র শীতল থাকিলে কিঞ্চিৎ উষ্ণ ও উষ্ণ নেত্রে শীতল আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করা উচিত। এক শতটী গুরু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহার অতিরিক্ত কাল আশ্চ্যোতন ধারণ করিতে নাই এবং রাত্রিকালে আশ্চ্যোতনপ্রয়োগ একান্ত নিষিদ্ধ।

পিণ্ডীবিধি—এক তোলা পরিমিত পেষিত ঔষধ বস্ত্রে পোটলী করিয়া নেত্রে বুলাইলে তাহাকে পিণ্ডী বলে। ইহার ব্যবহারে সর্ব্ব প্রকার অভিষ্যন্দ ও ব্রণ বিনষ্ট হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পোস্তদানা ও দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য অহিফেনের জলের সহিত পেষণ করিয়া পিণ্ডী প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

বিড়ালক বিধি—নেত্রের বহির্ভাগে পক্ষ্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রলেপ দেওয়াকে বিড়ালক কহে, ইহার মাত্রা মুখালেপের ন্যায়। মুখালেপের হীনমাত্রা এক অঙ্গুলীর চতুর্থাংশের এক অংশ, মধ্যমমাত্রা এক অঙ্গুলীর তিন অংশের এক অংশ এবং উত্তম মাত্রা এক অঙ্গুলীর অর্দ্ধাংশ। এই লেপ যে পর্য্যন্ত শুষ্ক না হয়, সেই পর্য্যন্ত ধারণ করিবে; শুষ্ক হইলে পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ শুষ্ক হইলে উহা গুণহীন হইয়া যায় ও চর্ম্ম দূষিত করে। যষ্টিমধু, গেরিমাটি, সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। রসাঞ্জন, হরীতকী

ও বেলপাতা দ্বারা কিম্বা বচ, হরিদ্রা ও শুণ্ঠী দ্বারা অথবা শুণ্ঠী ও গেরিমাটি দ্বারা নেত্রের বহির্ভাগে লেপ দিলেও চক্ষু রোগে উপকার হয়।

তর্পণবিধি—মাষকলাইচূর্ণ সিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাকৃতি দুইটী আধার প্রস্তুত করিবে। উহা নেত্রকোষের তুল্য পরিমাণ হওয়া আবশ্যক। তৎপরে ঐ আধার মধ্যে উষ্ণ জলে দ্রবীকৃত ঘৃতমণ্ড বা দুগ্ধমন্থনোদ্ভব অথচ শতধৌত ঘৃত পূরণ করিবে। রোগীকে বায়ু, রৌদ্র ও ধূলীশূন্য গৃহে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া নিমীলিত নেত্রে উক্ত মাষকলায় কৃত আধার দুইটী নিষ্পীড়ন করিয়া রস দিবে। সেই রসে নেত্ররোম পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইলে আর না দিয়া রোগীকে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিতে বলিবে। নেত্র রূক্ষ, অতিশয় শুষ্ক, কুটিল, আবিল ও শীর্ণপক্ষ্ম হইলে তর্পণপ্রয়োগ করা উচিত। ইহা ছাড়া যে নেত্র শিরোৎপাত, কৃচ্ছ্রোন্মীলন, তিমির, অর্জ্জুন, শুষ্ক, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, শুষ্কাক্ষিপাক, অক্ষিশোথ ও বাতবিপর্য্যয়াদিযুক্ত হয়, সেই নেত্রও তর্পণের সম্যক্ উপযুক্ত। তর্পণের ধারণকাল বর্ত্মরোগে একশত মাত্রা, সন্ধিরোগে পাঁচশত, কফজ রোগে ছয় শত, কৃষ্ণগত রোগে সাত শত, দৃষ্টিগত রোগে আটশত, এবং অধিমন্থ ও বাতরোগে এক সহস্র মাত্রা। যথোক্ত সময়ের পর ঐ নেত্রতর্পণের স্নেহ ত্যাগ করিয়া সিদ্ধ যবচূর্ণ দ্বারা নেত্র শোধন করিবে। ইহার পরে ধূমপান ক্রিয়ায় কফবিরেচন করা উচিত। দোষানুসারে বিবেচনা করিয়া একদিন, তিনদিন অথবা পাঁচদিন পর্য্যন্ত তর্পণক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। সম্যক্‌রূপে তর্পণ প্রযুক্ত হইলে সুনিদ্রা, চক্ষুর নির্ম্মলতা, দৃষ্টির পটুতা, ও নিমেষ উন্মেষ প্রভৃতি ক্রিয়ায় নেত্র লঘু হয় এবং রোগ ভাল হইয়া থাকে। অতিরিক্ত তর্পণপ্রয়োগে চক্ষু গুরু, আবিল, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, প্রলিপ্তপ্রায় বোধ, ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয় এবং সর্ব্বদা কর্ কর্ করে। হীন তর্পণে চক্ষুস্রাবহীন, শোথযুক্ত, রোগাধিক্যবিশিষ্ট, প্রলিপ্তপ্রায়, রূক্ষ, পরুষ ও আবিল বর্ণ হয় এবং রোগী রূপ দর্শনে অক্ষম হয়। অতি তর্পণ বা হীনতর্পণপ্রযুক্ত দোষাধিক্য হইলে যত্নের সহিত অতি তর্পণে রূক্ষ ক্রিয়া, ও হীন তর্পণে স্নিগ্ধ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যেদিন অতিশয় বর্ষা বা বাতাস হয়, সেই দিনে, এবং অতি উষ্ণ বা অতি শীতকালে চিন্তাবস্থায়, ভীতাবস্থায় এবং নেত্র রোগের উপদ্রব প্রশান্ত না হইলে তর্পণপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

পুটপাকবিধি—স্নিগ্ধ মাংস দুই পল, অন্ত ঔষধ দ্রব্য এক পল ও দ্রবদ্রব্য চারিপল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিবে। তৎপর সম্যক্ আলোড়ন করিয়া পুটপাকের বিধান অনুসারে ভেরেণ্ডাদির পত্র দ্বারা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক পুটপাক করিবে। [পুটপাক দেখ।] তর্পণের নিয়মে রোগীকে শয়ন করাইয়া এই রস দৃষ্টিমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহাকে পুটপাকবিধি বলে। নেত্রে তর্পণ কিম্বা পুটপাক প্রয়োগ করিলে রোগীকে কোন প্রকার তেজ, বায়ু, আকাশ কিম্বা সূর্য্যালোক দেখিতে দিবে না।

অঞ্জনবিধি—দোষের পরিপাক হইলে নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অপক্ব দোষে অঞ্জন প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে দ্রব্য দ্বারা নেত্রে কাজল দেওয়া হয়, তাহাকে অঞ্জন বলে। এই অঞ্জন তিন প্রকার—বটিকা, রস ও চূর্ণ। তিন প্রকার অঞ্জনই ধাতুনির্ম্মিত শলাকা দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত, শলাকার অভাবে অঙ্গুলী দ্বারা অঞ্জন দিতে হয়। স্নেহন, রোপণ ও লেখনভেদে অঞ্জন আবার তিন প্রকার হয়। মধুর দ্রব্য ও স্নেহ দ্বারা যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে স্নেহন, কষায় ও তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য এবং স্নেহ দ্বারা যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে রোপণ এবং তিক্ত, অম্লরস ও ক্ষার দ্বারা যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে লেখন অঞ্জন কহে। তীক্ষ্ণাঞ্জনে (বটিকাঞ্জনে) একটী মটর প্রমাণ বটী, রসাঞ্জনে ১২টী মটর কলায়ের প্রমাণ বটী এবং চূর্ণাঞ্জনে ২টী মটরের সমান বটী প্রস্তুত করিতে হয়। রসক্রিয়ার শ্রেষ্ঠমাত্রা তিনটী বিড়ঙ্গের তুল্য, মধ্যমমাত্রা দুইটী বিড়ঙ্গের তুল্য এবং হীনমাত্রা একটী বিড়ঙ্গের সমান করা উচিত। স্নেহ ও চূর্ণ অঞ্জনে চারিটী, রোপণে তিনটী এবং লেখন অঞ্জনে দুইটী শলাকা কুঞ্চিতভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শলাকার অগ্রভাগ ময়ূরপাখার ন্যায় বর্ত্তুলাকৃতি, মুখ কুঞ্চিতাকার আটআঙ্গুল দীর্ঘ ও ধাতু বা প্রস্তর দ্বারা প্রস্তুত করা উচিত। ত্রিফলা, গুড়ত্বক্ ও শুণ্ঠীর কাথ, গোমূত্র, মধু ও ছাগ দুগ্ধে সীসক ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সেই সীসক আগুনে গলাইয়া শলাকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে দৃষ্টিপ্রসাদনীশলাকা বলে। এই শলাকা দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণমণ্ডলের অধোভাগে অঞ্জন দেওয়া আবশ্যক। হেমন্ত ও শিশিরকালে মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে প্রাতে বা অপরাহ্নে, বর্ষাকালে মেঘহীন অথচ অতিশয় অনুষ্ণ না হয় এমন সময়ে এবং বসন্তকালে সকল সময়ে অঞ্জন প্রয়োগ করা উচিত। পরিশ্রান্ত, রোদনকারী, ভীত, মদিরাপানে মত্ত, নবজ্বরাক্রান্ত, অজীর্ণগ্রস্ত এবং যাহার মলমূত্রাদির বেগ উপ-

চিত তাহার পক্ষে অঞ্জন নিষিদ্ধ। স্নেহনী, রোপণী, লেখনী, বটী প্রভৃতি ঔষধ নেত্ররোগে প্রযোজ্য।

মুক্তা, কর্পূর, কাচলবণ, অগুরু, মরিচ, পিপ্পলী, সৈন্ধব, এলবালুকা, শুক্তি, কাকলা, কাংস্য, বঙ্গ, হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, অভ্র, তুঁতিয়া, কুঁকুড়ার ডিমের খোলস, বহেড়া, কুঙ্কুম, হরিতকী, যষ্টিমধু, রাজাবর্ত্ত, জাতীপুষ্প, তুলসীর নূতন মঞ্জরী, পীতশাল, ডহরকরঞ্জ, নিম্ব, অর্জুন, নাগরমুথা, মারিততাম্র, মারিত লৌহ এবং রসাঞ্জন ইহার প্রত্যেক ১ মাষা মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিবে। ইহার নাম মুক্তাদিমহাঞ্জন। ইহা সেবনে সকলপ্রকার নেত্ররোগ আরোগ্য হয়। ইহা ছাড়া ত্রিফলাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগেও নেত্ররোগ ভাল হয়।

(ভাবপ্রকাশ মধ্যখণ্ড ৪ ভাঃ) [ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নেত্ররোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধ প্রভৃতি সেই সেই শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এদেশীয় প্রাচীন আর্য্যচিকিৎসকদিগের মত য়ুরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসকগণ চক্ষুর নানা প্রকার রোগের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা হাইপারমিট্রোপিয়া (Hypermetropia) বা অস্পষ্টদৃষ্টি, মাইওপিয়া (Myopia) বা অদূরদৃষ্টি, এস্থিনোপিয়া (Asthenopia) বা ক্ষীণদৃষ্টি, এষ্টিগ্‌মাটিজম্ (Astigmatism) অর্থাৎ বিষম বা তির্য্যক্ দৃষ্টি, চালশে ধরা (Presbyopia), আফেকিয়া (Aphakia) বা চক্ষুতে মণি না থাকা, যোজকত্বকে রক্তাধিক্য (Hyperæmia), চক্ষুর যোজকত্বক্ আভরান (Conjunctivitis), চক্ষু উঠা (Catarrhal or muco-purulent conjunctivitis), সপূয় চক্ষু উঠা (Purulent conjunctivitis), যোজকত্বকে মেহজ রোগ (Gonorrhæl opthalmia), নব প্রসূত বালকের চক্ষু উঠা (Neonatorum opthalmia), যোজকত্বকে ত্বকচ্ছাদনরোগ (Diptheritic conjunctivitis), যোজকত্বকে গণ্ডমালাশ্রিত রোগ (Scrofulous opthalmia), স্বচ্ছাবরণীর নিকট ব্রণোৎপত্তি (Pustular conjunctivitis), কাচ্ছপিক রোগ (Exanthematous conjunctivitis), শ্বেতমণ্ডলে খড়ি উঠা (Zeropthalmia), অমুপক্ষ (Pterygium), অর্জুনরোগ (Chemosis), কালশিরা (Ecchymosis), যোজকত্বকে অর্ব্বুদ (Tumour), শার্জত্বগোষ (Keratitis), শার্জত্বকে বিসর্পিকা (Herpes of cornea), শার্জত্বকে ক্ষতরোগ (Ulcers), পূযজ শার্জত্বগোষ (Supurative corneitis), বহিঃসরণ (Staphyloma), বার্দ্ধক্যমণ্ডল (Arcus senilis), শাদা দাগ বা অস্বচ্ছতা (Opacity), শ্বেতমণ্ডলরোগ (Episcleritis), দৃষ্টিনাশ (Ciliary staphyloma), তারকামণ্ডলপ্রদাহ (Iritis), তারকা বাহির হওয়া, বৃহত্তারা (Mydriasis), ক্ষুদ্রতারা (Myosis), গোলকবিপর্য্যয় (Nystagmus), হিপস্ (Hippus) অর্থাৎ আলোকাকাঙ্ক্ষার ব্যতীত পর্য্যায়ক্রমে তারার সঙ্কোচন ও প্রসারণ, তারকাকম্পন (Iridodonesis), সিক্লাইটিস্ (Cyclitis), কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগ (Choroiditis Disseminata), চক্ষুর সর্ব্বাঙ্গপ্রদাহ (Panopthalmitis), হায়েলাইটিস্ (Hyalitis), চক্ষুর স্বচ্ছরসে শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ মক্ষিকার স্থায় পদার্থ দৃষ্টি (Muscæ Volitantis), গ্লকোমা (Glaucoma) বা তিমির রোগ, চিত্রপত্রে রক্তাধিক্য, নানাপ্রকার চিত্রপত্রোষ (Retinitis), পিগ্‌মেণ্টোসা (Pigmentosa) বা চিত্রপত্রের বিশ্লেষণ (Detachment of the retina), গ্লিওমা (Glioma) বা বাল্যার্ব্বুদ, আক্ষিক স্নায়ুপ্রদাহ (Optic Neuritis), অন্ধতা (Amaurosis and atrophy of the optic nerve), দৃষ্টিহানি (Amblyopia), অন্ধপ্রতারণা (Simulation of blindness), রাতকাণা (Hemeralopia), দিনকানা (Nyctalopia), চিত্রপত্রে আলোকাধিক্যজ্ঞান (Hyperæsthesia), আলোকে অবশতা (Anæsthesia), ছানি (Cataract), মণিবিচ্যুতি (Dislocation), দ্বিদর্শন (Diplopia), পেশীর পক্ষাঘাত, টেরা (Strabismus), ব্লেফারাইটিস্ (Blepharitis) বা অক্ষিপুটপ্রদাহ, এক্নি সিলিয়ারিজ (Acne Cilliaris) বা উপর পাতায় গ্যাজ উঠা ও বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকা (Herpes Zostor frontalis) এক্ট্রোপিয়াম্ (Ectropium) বা পর্য্যস্তাক্ষিপুট, এণ্ট্রোপিয়ম্ (Entropium) বা বিপর্য্যস্তাক্ষিপুট, বক্রপক্ষ্ম (Trichiasis), আঞ্জনি (Hordeolum or Stye), স্ফোটক (Abscess), উপরের পাতার পক্ষাঘাত (Ptosis), ল্যাগফথ্যাল্মস্ (Lagopthalmus) বা শশচক্ষুরোগ, ব্লেফারস্পাজম্ (Blepharospasm) বা অক্ষিপুটাক্ষেপ, চক্ষুস্পন্দন (Nictitation), জলপড়া (Epiphora), অশ্রুগহ্বরে স্ফোটক (Dacryocystitis), ফিশ্চুলা ল্যাক্রিমেলিস্ (Fistula Lachrymalis) বা অশ্রুনালী, ব্লেনোরিয়া (Blenorrhæa) বা অশ্রুপতনরোগ, অশ্রুগ্রন্থির পীড়া (Dacryo-adinitis), হাইড্রোফথালমিয়া (Hydrophthalmia) বা নেত্রোদক, এক্সোফথাল্মিক্ গয়েটার (Exopthalmic goitre) বা অক্ষিগোলকের বহির্বৃদ্ধি, সর্কোমা (Sarcoma) বা মাংসার্ব্বুদ, সাও-

শুক্রমূত্ররোগজ (Albuminurica) ও উপদংশরোগজ (Syphilitica) চক্ষুরোগ, চিত্রপত্রে রক্তস্রাব (Apoplectica)। এতদ্ভিন্ন পাতা ঘষ্‌ড়িয়া যাইলে, যোজকত্বকে চূণ, চক্ষুতে কোন প্রকার এসিড বা বারুদাদি পড়িলে, চিত্রপত্রে কোন পদার্থ বিদ্ধ হইলে, এবং একটী চক্ষু আহত বা বিনষ্ট হইলে সেই প্রদাহে অপর চক্ষুটীরও নানা প্রকার পীড়া জন্মাইতে পারে।

চক্ষুর ন্যায় সামগ্রী মানবের আর নাই, সুতরাং এমন চক্ষুর কোনপ্রকার রোগ ঘটিলে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা উচিত অথবা সুচিকিৎসককে দেখান আবশ্যক। চক্ষুরোগ হইলে প্রথমে ভালরূপে চক্ষুপরীক্ষা করিতে হয়। চক্ষু পরীক্ষা করিতে হইলে, রোগীকে এমন স্থানে রাখিবে যেন তাহার নেত্রে পরিষ্কার আলোক তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হয়। পরে সেই আলোক পাতার বহির্ভাগ, কিনারা, পক্ষ, অক্ষিগোলকের অবস্থা প্রভৃতি মন দিয়া দেখিবে, পরে নীচের ও উপরের পাতা উল্টাইয়া পাতার ঘনতা, ভিতর দিকের বর্ণ ও মসৃণতা, শুক্লমণ্ডল ও চক্ষুর যোজকত্বকের বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য, পাতা ও চক্ষুর সন্ধিস্থান, শার্ক্সত্বকের স্বচ্ছতা, কুব্জতা, বর্ণ ও মসৃণতা, তারার স্বাভাবিক গোলাকৃতি ও সঙ্কোচণ প্রসারণ, নেত্রের কাঠিন্য, কোমলতা, বিঘূর্ণন, জলপড়া, তারকামণ্ডল বা রঙ্গিণচক্রের বর্ণ ও গঠন, নাসিকার দিকে নেত্রকোণের অবস্থা ইত্যাদি বিষয় চিকিৎসক নিজে দেখিয়া লইবেন, পরে রোগীর পূর্ব্বাপর আনুপূর্ব্বিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবেন।

উপরের পাতার ভিতরদিকে পাতা ও চক্ষুর সন্ধিস্থানে বাহ্য পদার্থ দেখিতে হয়। পিঁচুটী, পুয, চক্ষুর করকরাণি ও প্রদাহ থাকিলে জানিবে যোজকত্বক্‌সম্বন্ধীয় রোগ হইয়াছে। চক্ষুর কোল ও দৃষ্টিপথের কোন পীড়া হইলে দৃষ্টিহানি হয়। শার্ক্সত্বক্‌, তারকামণ্ডল, অক্ষিপুট ও কৃষ্ণমণ্ডলের প্রদাহে চক্ষুর ভিতরে খুব বেদনা জন্মে। এই বেদনা অতি যন্ত্রণাদায়ক। চক্ষু টিপিলে সক্ত ও বেদনা, সময়ে সময়ে দৃষ্টিহানি, চক্ষুলাল ও দীপালোকের চারিদিকে রামধনুর মত রঞ্জিতমণ্ডল দেখা গেলে গ্লকোমা বা তিমির রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি চক্ষুতে ব্যথা না থাকে অথচ দৃষ্টি ঝাপ্‌সা ও আলোকে ভয় হয় এবং চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের যোজকত্বক্‌ কিছু লাল দেখায়, তবে রেটিনাইটিস্‌ অর্থাৎ চিত্রপত্রশোথ জন্মে। এইরূপ এস্থিনোপিয়া বা ক্ষীণদৃষ্টিরোগে অধিকক্ষণ দৃষ্টির গোলযোগ ঘটে, আবার কিছুকাল বিশ্রাম করিলে সারিয়া যায়। মাইওপিয়া বা অদূরদৃষ্টিরোগে দৃশ্য পদার্থ নিকটে অতি স্পষ্ট দেখায়, কিন্তু যতই দূরে যায়, দৃষ্টিও সেই সঙ্গে অস্পষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ নিকট ও দূরে অস্পষ্ট দৃষ্টি এবং কন্‌ভেক্স চস্‌মাতেও ভাল দেখা না গেলে হাইপারমিট্রোপিয়া নামক রোগ প্রকাশ পায়। নিকটে দৃষ্টির ব্যাঘাত এবং দূরে স্বাভাবিক দৃষ্টি চাল্‌শেরোগের লক্ষণ। ছানির পূর্ব্বলক্ষণেও দিবাভাগে দৃষ্টি ঘোলা, কিন্তু রাত্রিকালে ও অন্ধকারে স্বাভাবিক দৃষ্টি প্রকাশ হয়। কোন প্রকার সাধারণ চস্‌মায় দৃষ্টির উন্নতি না হইলে ও অন্য কোন রোগ না থাকিলেও যদি বিবিধপ্রকার দৃষ্টি বিকার জন্মে, তাহাকে এষ্টীগমাটিস্‌ম্‌ বা ক্ষীণদৃষ্টিরোগ বলা যায়। চিত্রপত্র ও কৃষ্ণমণ্ডলগত রোগেও চস্‌মায় কোন উপকার হয় না, রোগী বড় বড় অক্ষর পড়িতে পারে না, চক্ষুর নিকট অঙ্গুলি দেখাইলে তাহা গণিয়া বলিতে পারে। যখন তাহাও না পারে, তখন কেবল আলোক ও অন্ধকারভেদজ্ঞান থাকে, শেষে চক্ষু জন্মের মত অন্ধ হয়। তখন আর চিকিৎসা চলে না।

চক্ষুর সকল অবয়ব বা যন্ত্র সূর্য্যালোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল স্থান দেখিবার জন্য অক্ষিবীক্ষণযন্ত্র (Opthalmoscope) আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার সঙ্কীর্ণ ছিদ্র দিয়া অক্ষিগর্ত্তে যে আলোক প্রবেশ করে, এই আলোকে এই অক্ষিবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে তথাকার অবয়ব সকল প্রত্যক্ষ হয়। এই যন্ত্রের ব্যবহার ও অক্ষিগর্ত্তের আকৃতি সম্যক্‌ জানা না থাকিলে মাস্তিকোষ (Meningitis), মস্তিকোষ (Encephalitis) মস্তিকোদক (Hydrocephalus), মস্তিষ্কে রক্তস্রাব (Hæmorrhage), অর্ব্বুদ, অপস্মার, উন্মাদ, স্পন্দনরোগ, অসম (Ataxy), স্নায়বীয়জ্বর, পুরাতন মাথাধরা রোগ প্রভৃতি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসম্বন্ধীয় পীড়া সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

অক্ষিবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা চক্ষুর পরীক্ষা করিতে হইলে একটী অন্ধকারগৃহ, একটী উজ্জ্বল ও স্থিরশিখ আলোক ও এট্রোপিন্‌ প্রয়োগে তারার প্রসারণ করা চাই। রোগীর কর্ণের নিকট ও কিছু পশ্চাতে উক্ত আলোক থাকিবে। পরীক্ষকের ও রোগীর চক্ষু আর দীপশিখা যাহাতে পৃথিবীর সমান্তরভাবে থাকে, এরূপ করিবে। চিকিৎসকের চক্ষু রোগীর চক্ষু হইতে ১৮ ইঞ্চির অধিক দূরে যেন না থাকে। পরোক্ষভাবে পরীক্ষা করিতে রুগ্ন চক্ষুর শার্ক্সত্বক্‌ (Cornea) হইতে দেড় ইঞ্চি দূরে ২ ইঞ্চি অধিশ্রয়ণের একটী ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়া চক্ষু দর্শন করিবে। আক্ষিকচক্র (Optic disk) দেখিতে হইলে রোগীর বাম চক্ষুর দৃষ্টি চিকিৎসকের কর্ণের উপর রাখিবে, ইহাতে

চক্ষুর গর্ভদেশ লোহিতবর্ণ ও তন্মধ্যস্থ চক্র গোলাকার ও ঈষৎ আরক্ত শ্বেতবর্ণ দেখায়। প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে হইলে ঐ গ্লাসখানি ধরিতে হয় না। রোগীর চক্ষু হইতে দেড় বা দুই ইঞ্চি দূরে আপন চক্ষু লইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। [নেত্র, চস্‌মা, ছানি, চাল্‌শে, জলপড়া, রাতকাণা দিনকাণা প্রভৃতি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হকিমী নানা গ্রন্থে চক্ষুরোগ সম্বন্ধে ঔষধ ভক্ষণ ও চক্ষুতে লেপনের অনেক বিধি আছে। হকিমী মতে শ্বেত পুনর্ণবার পাতা একমাস খাইলে সকল প্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। বিবিধ অঞ্জন ব্যবহার করিলেও চক্ষুরোগ হয় না অথবা রোগ হইলেও শীঘ্র ভাল হয়। বোগদাদ্‌নিবাসী হোসেন্ জোর্জনির পৌত্র ইস্‌মাইল রচিত "তিব্ জখিরহ" নামক বৃহৎ গ্রন্থে চক্ষু সম্বন্ধীয় নানারোগের চিকিৎসাপ্রণালী বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। [হকিমী দেখ।]

চগ (দেশজ) পক্ষীবিশেষ। (Scolopix Gatera)

চগ্‌তাই (চঘতাই), তুর্কীজাতির একশ্রেণী। এই শ্রেণীর তুর্কীবংশেই ভারতীয় মোগল সম্রাট্‌গণের আদিপুরুষ বাবরের জন্ম হয়। বাবর চগ্‌তাই তুর্কীভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন ও সেই ভাষাতেই লেখাপড়া করিতেন। তাঁহার সময়ে দিল্লীদরবারে ঐ ভাষাই কিছুদিন প্রচলিত ছিল। তৎপরে দ্বিবিধ লোক ও দ্বিবিধ ভাষা দেখা যায়। ইরাণ, তুরাণ ও পারস্যদেশীয় লোকের পারস্যভাষাবাদী সিয়ামতাবলম্বী ছিলেন, আর তুর্কীরা চগ্‌তাই ভাষাবাদী সুন্নিমতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন। কর্ণেল টড্ তাঁহার রাজস্থানের মধ্যে একস্থানে বলিয়াছেন যে এই চগ্‌তাইজাতিই সংস্কৃত পুরাণোক্ত "শকতই" নামক শকজাতি। এই জাতিই শেষে গ্রীকগণ কর্ত্তৃক স্কিথিয়ান্ (Scythian) নামে উক্ত হইত। তৈমুরবেগ যখন প্রবল হইয়া উঠেন, তখন (১৩৩০ খৃষ্টাব্দে) চগ্‌তাই রাজ্যের পশ্চিমে 'ধস্তিক্‌পচক' ও দক্ষিণে জকৃজর্ত্তিস্ নদীই সীমা ছিল। এই নদীতীরে গেটিক খাঁ নামক এতদ্দেশের একজন বিখ্যাত নরপতি টমিরিসের ন্যায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কোজেন্দ, তাস্‌খন্দ, উট্‌রার, সিরোপলিস্ এবং আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তরবর্ত্তী অনেকানেক নগর এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডিগুইসন বলেন, ১২২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ট্রানসোক্‌সিয়ানা রাজ্যের সিংহাসনে ৩৬ জন চগ্‌তাই রাজা হন। ক্রমে যখন পূর্ব্ব তুর্কীস্থানে ইহাদের প্রভাব হ্রাস হইয়া আসিল, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মযাজকতা অবলম্বন করিল। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে জুঙ্গেরিয়ার কাল্মকজাতির অধিপতি শ্বেতপর্ব্বতে খোজাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার শতবৎসর পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কীস্থানের অধিকাংশ চীনদিগের অধিকারে আসে, সেই সময়ে ইহাদের প্রভাব একবারে লুপ্ত হয়। ইহাদের অধিপতিগণের মধ্যে অনেকেই কবি, জ্যোতির্ব্বিৎ, ঐতিহাসিক, রাজ্যশাসনপ্রণালী স্থাপয়িতা ও বীর ছিলেন। অনেকেই সভ্যজাতির নিকটও প্রশংসা পাইয়া আসিয়াছেন। [চগ্‌তাই খাঁ দেখ।]

চগ্‌তাই খাঁ, সুপ্রসিদ্ধ মোগলবীর চঙ্গেজ খাঁর এক পুত্র। চঙ্গেজ্‌খাঁর যতগুলি পুত্র, তাঁহাদের সকলের চেয়ে ইনি ধার্ম্মিক ও কর্ম্মকুশল ছিলেন। চঙ্গেজ্ খাঁ ইহাকে (১২২৭ খৃষ্টাব্দে) ট্রান্‌সাক্সোনিয়া, বাল্‌খ, বদাক্‌সান ও কাশঘরের আধিপত্য দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চগ্‌তাই নিজে না শাসন করিয়া সহকারীদ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং শিষ্য যেমন গুরুর নিকট থাকে, ইনিও সেইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ওক্‌তাই খাঁর নিকট সর্ব্বদাই থাকিতেন। ১২৪১ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ইহার মৃত্যু হয়। প্রসিদ্ধ আমীর তৈমুরের প্রপৌত্রের পুত্র করাচর নবীয়ান্ ইহার সভাস্থ একজন আমীর ও সেনাপতি ছিলেন।

এই চগ্‌তাইখাঁর বংশধর মোগল বাদশাহগণ ভারতে চগ্‌তাই মোগল নামে খ্যাত। [চগ্‌তাই দেখ।]

চক্ক, ১ উত্তর ভারতে ধান্যাদি কর্ত্তনের সময় আচরিত উৎসব বিশেষ। ইহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রথায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। শস্য ঝাড়িয়া লইয়া পাছড়াইবার পূর্ব্বে এক ফুট উচ্চ করিয়া একটী রাশি করে, তৎপরে একজন লোক মৌন অবস্থায় এক হস্তে একখানি কুলা ও অপর হস্তে এক মুঠা (যে শস্যের রাশি করা হইয়াছে সেই) শস্য লইয়া দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। প্রদক্ষিণের সময় শস্যমুষ্টি অল্প অল্প করিয়া ছড়াইয়া দেয় এবং শস্যরাশির তল পর্য্যন্ত যাহাতে বাতাস পায়, এরূপ ভাবে কুলায় বাতাস দিতে থাকে। একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় কুলা ও শস্যমুষ্টি হাত বদলাইয়া লয় ও আর একবার প্রদক্ষিণ করিয়া শস্যস্তূপের সম্মুখে অন্নদেবতাকে প্রণাম করে। প্রণামের সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করে—

"অন্ন দেওতাজী—
সহেশ গুণা হজিয়ে।"

নিম্ন ও মধ্য দোয়াবে এবং মধ্যপ্রদেশের সাগর নামক স্থানে গোময় বা ভস্মদ্বারা শস্যস্তূপের চারিপার্শ্বে একটী রেখা দিয়া বেষ্টন করিয়া লয় এবং রেখা দিবার সময়

পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করে এবং দক্ষিণ দিয়া ঘুরিয়া আসে। এই বৃত্তটি দিবার সময় শ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাখে। স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশেও প্রায় এইরূপ প্রথা আজও প্রচলিত আছে।

২ কাষ্ঠখোদিত ছাঁচ—ইহাকে চক বা ছপ্পা বলে। এই পদকে হয় "আকিবৎ বা খয়ের বদ্" (পরিণাম উন্নতিশালী হউক) বা "ইমান্ কি সেলামতি" (তোমার ধর্ম্মেই আমার বিশ্বাস) এই বাক্য খোদিত থাকে। তৎপরে একপ্রকার কোমল মৃত্তিকায় (বরকত কি-মাটি) ঐ ছাচের ছাপা তুলিয়া শস্যরাশির উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই শস্যরাশি অধিকারীদিগের মধ্যে ভাগ করিবার সময়ে পাছে বিবাদ ঘটে বলিয়া এইরূপ ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া হয়। শস্য রাশি কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিবার সময় এরূপ করে। মাটির ছাপাখানি শস্যরাশির একপার্শ্বে গুঁজিয়া দেওয়া হয়, কখনও রাশির উপরে দেওয়া হয় না, বিশ্বাস যে রাশির মাথার উপর মোহর মারিয়া দিলে শস্যরাশি বাড়িবে না বা তাহাতে আয় দিবে না। এই প্রথা ভারতের নানাস্থানে, আফ্রিকায় ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও প্রচলিত আছে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহাকে 'টাবু' আর ভারতের কোন কোন স্থলে 'ছতর' বলে।

চক্কি (দেশজ) পানিকলাজাতীয় জলজ লতাবিশেষ।

চক্কুণ (পুং) রাজা ললিতাদিত্যের প্রধান মন্ত্রী, ভূঃখারদেশে ইহার জন্ম হয়, ইহার ভ্রাতার নাম কঙ্কণবর্ষ। মহারাজ ললিতাদিত্য ইহার গুণের পরিচয় পাইয়া প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। ইনি একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে মহারাজ ললিতাদিত্য সসৈন্যে পঞ্চনদে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে দুস্তর সিন্ধুসঙ্গম দেখিয়া কি প্রকারে পার হইবেন ভাবিয়া মন্ত্রীর নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, মন্ত্রী চক্কুণ একটী মণি জলে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার প্রভাবে জল দুইদিকে সরিয়া গেল, রাজা সসৈন্যে সরিৎপার হইলেন। ইহার পরে চক্কুণ অপর একটী মণিদ্বারা ঐ মণিটীকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন, রাজা মণিদ্বয়ের অলৌকিক গুণ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন, পরে মন্ত্রীর নিকটে মণিদ্বয় প্রার্থনা করেন। মন্ত্রী প্রথমে দিতে বাধ্য হন নাই। রাজার অনুরোধে মগধদেশ হইতে আনীত একটী সুগতমূর্ত্তি লইয়া মণিদ্বয় রাজাকে অর্পণ করেন এবং সেই মনোহর জিন প্রতিমূর্ত্তি আপনার বিহারে স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ ঈশানচন্দ্রভিষকের ভগিনী ইহার পত্নী ছিলেন।

(রাজতরঙ্গিণী ৪।২১২—৬৩) [ললিতাদিত্য দেখ।]

চক্কুর (ক্লী) চকতি ভ্রাম্যতি অনেন চক-উরচ্। ১ যান। (ত্রিকাণ্ড°) (পুং) ২ রথ। ৩ বৃক্ষ। (মেদিনী)

চঙ্ক্রমণ (ক্লী) ক্রম্-যঙ্-ল্যুট্ যঙো লুক্। ১ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ। "নূনং চঙ্ক্রমণং দেব! সতাং সংরক্ষণায় তে।" (ভাগবত ৩।২১।৪৮)

২ অতিশয় ভ্রমণ।

"স্থানাসনং চঙ্ক্রমণং যানাযানাতি ভাবণং।" (সুশ্রুত ১।২৯ অঃ)

চঙ্ক্রমা (স্ত্রী) পথ, বেড়াইবার স্থান। (দিব্যাবদান)

চঙ্ক্রায়ণ (পুং) প্রবরভেদ।

চঙ্গ (ত্রি) চকতি তৃপ্নোতি চক-অচ্ নিপাতনে সাধু। ১ সুস্থ। ২ শোভাযুক্ত। ৩ দক্ষ। (মেদিনী) (পুং) ৪ রাজা তুঙ্গের অন্তরঙ্গ বিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ৭।৮৭)

৫ (ভোটশব্দ) ভোটদেশে চলিত একপ্রকার মদ্য, যব হইতে এই সুরা প্রস্তুত হয়।

চঙ্গদাস, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত, চাঙ্গু নামে খ্যাত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বৈয়াকরণজীবাতু প্রণয়ন করেন।

চঙ্গদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন হিন্দু সাধু, ইনি যোগভ্রষ্ট, যুগসাধু বা যুগব্যাস নামেও আখ্যাত। কেহ কেহ বলেন, ইনি বহু শতবর্ষ বাঁচিয়া ছিলেন। অনেকেই ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। প্রায় ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে সশিষ্যে ইনি শ্রীরঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, হিন্দু হইলেও টিপু সুলতান অতি ভক্তিভাবে ইঁহাদের আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু চঙ্গদেব টিপুর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা বৃক্ষতলই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত স্থান।"

চঙ্গারী [চঙ্গারী দেখ।]

চঙ্গেজ খাঁ, সাধারণ ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থে জঙ্গিস্ খাঁ নামে খ্যাত। ইঁহার প্রথম নাম তেমুচীন বা তামুজীন। ওনোন নদীতীরে ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে মোগল ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম য়েসুকী; তিনি মোগলদিগের একজন সর্দ্দার ছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে চঙ্গেজ খাঁ পিতৃপদবী লাভ করেন, কিন্তু শত্রুগণের ষড়যন্ত্রে নিজজীবন বাঁচাইবার জন্য তাতাররাজ অবস্তু খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবস্তু খাঁও শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। চঙ্গেজ খাঁর সাহায্যে অবস্তু খাঁ রাজ্যলাভ করেন এবং নিজ কন্যার সহিত চঙ্গেজের বিবাহ দেন। কিন্তু শ্বশুর অল্প দিন পরেই জামাতার প্রতি বিরক্ত হইলেন। অবস্তু খাঁ চঙ্গেজের শত্রুদলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু চঙ্গেজ বুঝিতে পারিয়া কৌশলে সে বিপদ্ কাটাইয়া উঠিলেন এবং পরে একে একে আপন শত্রুকুল জয় করিতে লাগিলেন। ৪৯ বৎসর বয়সে চঙ্গেজ

তাতারের খাঁদিগের নিকট হইতে 'খাকান' উপাধি পাইয়া ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র তাতার রাজ্যের সম্রাট্ বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। কারাকুরম্ নগরে চঙ্গেজের রাজধানী ছিল। ২২ বৎসর কাল তিনি কোরিয়া, কাথি, চীনের কতকাংশ, এবং এসিয়ার আরও অনেকানেক দেশ জয় করিয়া গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ন্যায় দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হন। ইনি ১২০৫ খৃষ্টাব্দে চীনাধিকৃত টংগুট্ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২১৪ খৃষ্টাব্দে চিংতু বা পিকিন পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ১২১৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমাংশ জয় করিতে আরম্ভ করেন এবং বোলরতাগ পর্ব্বত হইতে কাস্পীয় সাগরের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড স্ববশে আনিয়াছিলেন। ইঁহার সেনাপতিরা আর্ম্মেনিয়া, জর্জ্জিয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার এবং রুষিয়ার অধিকাংশ স্ববশে আনয়ন করেন। চঙ্গেজ খাঁ ১২১৭ খৃষ্টাব্দে খারিজম্ রাজ্যের সুলতানের নিকট দূত প্রেরণ করেন। সুলতান তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন। চঙ্গেজ খাঁ ইহাতে অতি রুষ্ট হইয়া সুলতানকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। সুলতান প্রাণভয়ে কাস্পীয় হ্রদের মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে আশ্রয়-গ্রহণ করেন, সেই স্থলেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সুলতানের পুত্র জলালুদ্দীন্ চঙ্গেজের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ পূর্ব্বাঞ্চলে পলাইতে থাকেন। শেষে গজনীর নিকট সম্পূর্ণ-রূপে পরাস্ত হইয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসেন। চঙ্গেজ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সিন্ধুর তীর পর্য্যন্ত উপনীত হন। জলালুদ্দীন্ রাত্রে সিন্ধু নদী সাঁতার দিয়া অপর পারে পলায়ন করেন। এই সময়ে ভারতের পশ্চিমের রাজ্যগুলি এক প্রকার তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। জলালুদ্দীন্ যখন সিন্ধুবক্ষে সাঁতার দিয়া পূর্ব্বপারে পলায়ন করিতেছিলেন, তখনও চঙ্গেজের সেনাদল বর্ষার বারিধারার ন্যায় তীরবৃষ্টি করিতেছিল। ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কোনরূপে প্রাণটা লইয়া সুলতান জলাল দিল্লীতে দাসবংশীয় সম্রাট্ আল্‌তামাসের আশ্রয় লন। আল্‌তমাসের নিকট ইনি যে ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন, আল্‌তামাস তাহাতে স্বীকার না হওয়ায় জলাল্ ঘক্করগণের সহিত মিলিত হইয়া পঞ্জাবের অনেক স্থান লুঠপাট করিয়া সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করেন। তদানীন্তন সিন্ধুর সুলতান নসিরুদ্দীন্ কুবাচী মূলতানে আশ্রয় লন। সুলতান জলাল তৎপরে পারস্যের সিংহাসন অধিকারের আশায় সিন্ধুত্যাগ করিয়া পারস্যে প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে চঙ্গেজ খাঁ সিন্ধুপার হইয়া মূলতান অবরোধ করেন এবং প্রায় লক্ষ লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়া আহার্য্য অভাবে ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে পুনরায় চীনাভিমুখে অভিযান করেন এবং টংগুটের নিকট যুদ্ধে ১২২৭ খৃষ্টাব্দে ২৯এ আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে ইঁহার রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৭০০ ক্রোশ বিস্তৃত ও উত্তর দক্ষিণে ১৫০০ ক্রোশ বিস্তৃত হইয়াছিল। ইঁহার চারি পুত্র—জুজি, ওক্‌তাই, চগতাই ও তুলি খাঁ পিতৃরাজ্য বিভাগ করিয়া লন। তুলিখাঁ সম্রাট্‌পদ লাভ করেন।

চচ, পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডী জেলার আটক তহসীলের অন্তর্গত একটী জনপদ। আটক পাহাড়ের উত্তরে ও সিন্ধুনদের পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। এখানকার নদীখাতের মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার জমি বেশ উর্ব্বরা। এখানকার চচহাজারো নামক স্থানই বাণিজ্য ও কৃষি-প্রধান। প্রবাদ এইরূপ, ওহিন্দের একজন চচব্রাহ্মণের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয়। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চচবংশীয় এক ব্যক্তি সিন্ধুপ্রদেশে ব্রাহ্মণরাজ্য স্থাপন করেন, তাহারও পূর্ব্ব হইতে চচ জনপদের নামকরণ হইয়া থাকিবে। সিন্ধুনদতীরে এই চচ বংশের নামে অনেকগুলি নগর স্থাপিত হইয়াছিল, যথা—চচপুর, চচর, চচগাঁ, চচি ইত্যাদি।

পূর্ব্বে সিন্ধুপ্রদেশে রায়বংশ রাজত্ব করিতেন, একজন চচ ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহার নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লন। তিনি শহরাম বা শাহরিয়ারের সমসাময়িক। কাহারও মতে ইনিই প্রথমে চতুরঙ্গ খেলা বাহির করেন।

চচবংশ ৪৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ১৩৭ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আরবীয়গণ এই বংশ উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশে সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন। এই উপলক্ষ করিয়া ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় "চচনামা" নামক গ্রন্থ রচিত হয়, ১২১৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ নামে এক ব্যক্তি "তারিখ্-ই-হিন্দ্-ও-সিন্দ্" নাম দিয়া এই গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন।

চচর (ত্রি) চর-অচ্ বাহুলকাৎ দ্বিত্বং। গমনশীল।

"পতরেব চচরা চন্দ্রনির্ণিঙ্মনঃ" (ঋক্ ১০।১০৬।৮)

'চচরা সঞ্চরন্তৌ' (সায়ণ।)

চচান, কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবার রাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানে একজন সামন্ত থাকেন, তাঁহার আয় প্রায় তিন হাজার, কিন্তু গবর্মেণ্টকে ৩১৮৲ টাকা মাত্র কর দিতে হয়।

চচেণ্ডলা (স্ত্রী) চচেণ্ডা, চলিত কথায় চিচিঙ্গে বলে।

চচেণ্ডা (স্ত্রী) পটোললতার সদৃশ লতাবিশেষ। ইহার ফলের গায়ে শ্বেতবর্ণ দীর্ঘরেখা আছে। চলিত কথায় চিচিড়া বা চিচিঙ্গে বলে। পর্য্যায়—বেশ্মকুল, শ্বেতরাজী,

বৃহৎফল। ইহার গুণ প্রায় পটোলের সদৃশ, শুষ্ক শরীর রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। (মদনবিনোদ।)

চঞ্চ (পুং) চঞ্চ-অচ্। পরিমাণ বিশেষ, পাঁচ আঙ্গুল। (শব্দার্থচি°)

চঞ্চৎক (ত্রি) লম্ফ, ঝম্প, চঞ্চল, নড়াচড়া।

চঞ্চৎকুঠাররস (পুং) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকের দুইভাগ, লাঙ্গলিয়া বিষ ছয় ভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড় ও দন্তী, প্রত্যেকের এক ভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও সোহাগা প্রত্যেকের পাঁচভাগ, গোমূত্র বত্রিশ ভাগ এবং সিজদুগ্ধ বত্রিশভাগ একত্র পাক করিয়া দুইমাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম চঞ্চৎকুঠার-রস। স্থানবিশেষে চঞ্চুৎকুঠার নামেও ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সেবনে অর্শ বিনাশ হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, অর্শচি°)

চঞ্চৎপুট (পুং) বাদ্যের তালবিশেষ। যে তালের প্রথমে দুইটী গুরু, তৎপরে লঘু ও প্লুত থাকে, তাহাকে চঞ্চৎপুট বলে। "তালে চঞ্চৎপুটে জ্ঞেয়ং গুরুদ্বন্দ্বং লঘুপ্লুতম্।"(সঙ্গীতদামোদর)

চঞ্চনিয়া (দেশজ) চঞ্চল, যে স্থির থাকিতে পারে না।

চঞ্চরিন্ (পুং স্ত্রী) চংচূর্য্যতে চর-যঙ্-তস্য লুক্-ণিনি। ভ্রমর। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

চঞ্চরী (স্ত্রী) চংচূর্য্যতে চর-যঙ্-তস্য লুক্-টক্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ভ্রমরী।

"কবীবরীভরীতি চেৎ দিশং সরীসরীতিকাম্।
স্থিরীচরীকরীতিচেৎ ন চঞ্চরীতি চঞ্চরী।" (উদ্ভট)

চঞ্চরীক (পুং স্ত্রী) চর ঈকন্ নিপাতনে সাধু। ভ্রমর।

চঞ্চরীকাবলী (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণে ১৩টী অক্ষর থাকে এবং তাহার প্রথম, অষ্টম ও একাদশ অক্ষর লঘু ও তাহা ভিন্ন অপর সকল অক্ষর গুরু হয়, তাহার নাম চঞ্চরীকাবলী।

"যমৌ রৌ বিখ্যাতা চঞ্চরীকাবলীগঃ।" (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

চঞ্চল (পুং) চঞ্চ্ অলচ্, চঞ্চং গতিং লাতি লা-ক বা। ১ কামুক। ২ বায়ু। (শব্দার্থচি°) (ত্রি) ৩ চপল। ৪ অস্থির। পর্য্যায়—চলন, কম্পন, কম্প, চল, লোল, চলাচল, তরল, পরিপ্লব, চপল, চটুল, পারিপ্লব, পরিপ্লব।

"এবং বৎসান্ পালয়ন্তৌ শোভমানৌ মহাবনম্।
চংচূর্য্যন্তৌ রমন্তৌ স্ম কিশোরাবিব চঞ্চলৌ।" (হরিব° ৬৪।৭)

চঞ্চলা (স্ত্রী) চঞ্চল-টাপ্। ১ বিদ্যুৎ। ২ লক্ষ্মী। (মেদিনী) ৩ পিপ্পলী। (শব্দরত্ন°)

চঞ্চলাক্ষী (স্ত্রী) চঞ্চলে অক্ষিণী যস্যাঃ সমাসান্ত-টচ্ ঙীপ্। যে স্ত্রীর নয়নযুগল অতিশয় চঞ্চল। চঞ্চলাক্ষিকা শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চঞ্চলাস্য (পুং) সুগন্ধিদ্রব্য।

চঞ্চা (স্ত্রী) চনচ্-অচ্-টাপ্। ১ নল নির্ম্মিত আস্তরণ বিশেষ, চলিত কথায় চাঁচ বলে। (মেদিনী) চঞ্চেবেতি চঞ্চা-ইবার্থে কন্-তস্য-লুপ্ (লুম্মনুষ্যে। পা ৫।৩।৯৮) ২ তৃণনির্ম্মিত পুরুষ। (মেদিনী)

চঞ্চু (পুং) চনচ-উন্। ১ এরণ্ডবৃক্ষ। (মেদিনী) ২ মৃগ। (শব্দরত্ন°) ৩ রক্ত এরণ্ড, রাঙ্গা ভেরেণ্ডা। ৪ ক্ষুদ্র চঞ্চুবৃক্ষ। (রাজনি°) (স্ত্রী) ৫ পত্রশাকবিশেষ, হিন্দীতে চেবুনা বলে। পর্য্যায়—বিজলা, কলভী, চীরপত্রিকা, চঞ্চুর, চঞ্চুপত্র, সুশাক, ক্ষেত্রসম্ভব। ইহার গুণ—মধুর, তীক্ষ্ণ, কষায়, মলশোধক, এবং গুল্ম, উদর, বিবন্ধ, অর্শ ও গ্রহণীরোগ-নাশক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, সারক, রুচিকর, স্বাদু, দোষত্রয়নাশক, ধাতুপুষ্টিকর, বলকর, পবিত্র ও পিচ্ছিল। (ভাবপ্রকাশ)

ইহার বীজের গুণ—কটু, উষ্ণ, গুল্ম, শূল, উদররোগ, বিষ, ত্বগ্‌দোষ, কণ্ডু, খর্জুরোগ ও কুষ্ঠনাশক। (রাজনি°) ৬ পাখীর ঠোঁট।

"ভ্রাতশ্চাতক ! পাতকং কিমপি তে সম্যঙ্ ন জানীমহে।
যত্তেঽস্মিন্ ন পতন্তি চঞ্চুপুটকে ছিদ্রাঃ পয়োবিন্দবঃ॥"
(চাতকাষ্টক ৬)

চঞ্চুকা (স্ত্রী) চঞ্চু স্বার্থে কন্-টাপ্। পাখীর ঠোঁট। (শব্দরত্নাবলী)

চঞ্চুতৈল (ক্লী) এরণ্ডতৈল, ভেরেণ্ডাতৈল।

চঞ্চুপত্র (পুং) চঞ্চুরিব পত্রমস্য বহুব্রী। চঞ্চুশাক। (রাজনি°)

চঞ্চুভৃৎ (পুং স্ত্রী) পক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)

চঞ্চুমৎ (পুং স্ত্রী) পক্ষী। (হারাবলী)

চঞ্চুর (পুং) চনচ্ উরচ্। ১ চঞ্চুনামক শাক, পত্রশাকবিশেষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ দক্ষ।

"বিজ্ঞাতাখিলশাস্ত্রার্থো লৌকিকাচারচঞ্চুরঃ।" (কাশীখ° ১০।৪৬)

চঞ্চুল (পুং) বিশ্বামিত্র মুনির একটী পুত্রের নাম। (হরিবংশ ২৭অঃ)

কোন কোন স্থানে চুঞ্চুল শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

চঞ্চুশাক (ক্লী) চঞ্চুনামকং চঞ্চুসদৃশং বা শাকমস্য বহুব্রী। শাকবিশেষ। [চঞ্চু দেখ।]

চঞ্চুসূচি (পুং স্ত্রী) চঞ্চুঃ সূচিরিব যস্য বহুব্রী। কারণ্ডব পক্ষী, চলিত কথায় খড়হাঁস বলে। পর্য্যায়—সুগৃহ, পীততুণ্ড, মরুণ, চঞ্চুসূচিক। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

চঞ্চুসূচিক (পুং স্ত্রী) চঞ্চুসূচি-স্বার্থে-কন্। চঞ্চুসূচি পক্ষী।

চঞ্চূ (স্ত্রী) চঞ্চু-উঙ্ (অপ্রাণিজাতেশ্চারজ্জ্বাদীনামুপসংখ্যানম্। পা ৪।১।৬৬ বার্ত্তিক) ১ চঞ্চুশাক। (রাজনি°) ২ পাখির ঠোঁট।

চঞ্চুক (স্ত্রী) তৃণশাকবিশেষ, চলিত কথায় চেঁচুর বলে।
চট্ (দেশজ) ১ শুণ, থলিয়া। ২ শীঘ্র।
চটই (চটক শব্দজ) [চটক দেখ।]
চটক (পুং) চটতি ভিনত্তি ধান্যাদিকং চট-কুন্। ১ কলবিঙ্ক পক্ষী, চলিত কথায় চড়া বা চড়ুই পাখী ও হিন্দীতে গবুরৈয়া বলে। (Sparrows.) পর্য্যায়—কলবিঙ্ক, চিত্রপৃষ্ঠ, গৃহনীড়, বৃষায়ণ, কামুক, নীলকণ্ঠক, কালকণ্ঠক, কামচারী, কলাবিকল। ইহার মাংসের গুণ—শীতল, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারী। বন্য চটকের মাংস লঘু ও পথ্য। (রাজনি°) বাভটের মতে চটকের মাংস কফবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, শুক্রবৃদ্ধিকর, গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও মধুর। (বাভট সূত্র ৬ অঃ।) চরকের মতে চটকের মাংস সন্নিপাত ও বায়ুপ্রশমকারী। (চরক সূত্র ২৭ অঃ।) চটক শব্দ অজাদিগণান্তর্গত বলিয়া জাতিবাচক হইলেও স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হয়। ২ কাশ্মীরবাসী একজন কবি ও মহারাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৬) (স্ত্রী) ৩ পিপ্পলীমূল। (অমরটীকা)
চটককা (স্ত্রী) চটক-স্বার্থে-কন্ টাপ্ পক্ষে ইদাদেশাভাবঃ (উদীচামাতঃ স্থানে যকপূর্ব্বায়াঃ। পা ৭।৩।৪৬) [চটক দেখ।]
চটকা (স্ত্রী) চটক-টাপ্। ১ চটকজাতীয় স্ত্রী, মাদি চটক পাখী। চটকায়া অপত্যং স্ত্রী চটকা-এরক্, অপত্যপ্রত্যয়স্য লুক্ ততষ্টাপ্। ২ চটকের স্ত্রী অপত্য। (অমর) ৩ শ্যামাপক্ষী। (রাজনি°)
চটকামুখ (স্ত্রী) চটকায়া মুখমিব মুখমস্য বহুব্রী। অস্ত্রবিশেষ, প্রাচীনকালে যুদ্ধে এই অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। ভারতযুদ্ধে ইহার উল্লেখ আছে। (ভারত ৮।৪০ অঃ)
চটকাশিরস্ (পুং) চটকায়াঃ শির ইব ৬তৎ। পিপ্পলীমূল।
চটিকিকা (স্ত্রী) চটকা-স্বার্থে কন্ ইদাদেশঃ। (উদীচামাতঃ স্থানে যকপূর্ব্বায়াঃ। ৭।৩।৪৬) চটকা। (মুগ্ধবোধ)
চটন (দেশজ) রাগ, ক্রোধ।
চটা (দেশজ) ১ রাগী, যাহার সহজেই রাগ হয়। ২ চাঁচ।
চটাচটি (দেশজ) রাগারাগি, পরস্পর পরস্পরের প্রতি রাগ প্রকাশ।
চটান (দেশজ) রাগান, কোপ জন্মান।
চটাফল (পুং) নারিকেল। (শব্দরত্ন°)
চটাল (দেশজ) বিস্তৃত, চওড়া।
চটিকা (স্ত্রী) চটক-টাপ্ ইদাদেশঃ। ১ মাদিচটক, চটকজাতীয় স্ত্রী। ২ পিপ্পলীমূল। (হলায়ুধ) [চটকা দেখ।]
চটিকাশিরস্ (স্ত্রী) চটিকায়াঃ চটকপত্ন্যাঃ শির ইব আকৃতিরস্য বহুব্রী। পিপ্পলীমূল।
চটিকাশির (পুং) চটিকায়াঃ শির ইব পৃষোদরাদিত্বাৎ সকার লোপে সাধু। পিপ্পলীমূল। (অমর)
চটী (দেশজ) ১ চট। ২ দুর্গম রাস্তার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রপান্থনিবাস। ৩ গোড়ালীহীন জুতা।
চটু (পুং) চট্-কু। (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ১ প্রিয় বাক্য, চাটু। "ছায়া নিজস্ত্রী চটুলালসানাং।" (মাঘ ৪।৬)
সংক্ষিপ্তসারের মতে প্রিয়বাক্য বুঝাইতে চটুশব্দ ক্লীবলিঙ্গ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি) ২ উদর। ৩ ব্রতীদিগের আসনবিশেষ। (মেদিনী)
চটুল (ত্রি) চটুরস্ত্যস্য চটু-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ১ চঞ্চল, চপল। (হেম)
"ত্রাসাতিমাত্রচটুলৈঃ স্মরতঃ সুনেত্রৈঃ।" (রঘু ৯।৫৮)
৩ সুন্দর। (উণাদিকোষ)
চটুলা (স্ত্রী) চটুল-টাপ্ (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪) ১ বিদ্যুৎ। (জটাধর।) ২ গায়ত্রীরূপা ভগবতী।
"চটুলা চণ্ডিকা চিত্রা চিত্রমাল্যবিভূষিতা" (দেবীভাগ° ১২।৬।৪৭)
চটুল্লোল (ত্রি) চটুলশ্চাসৌ লোলশ্চেতি কর্ম্মধা°। নিপাতনে সাধুঃ। ১ চাটুকারক। ২ চঞ্চল। (ত্রিকাণ্ড) ৩ সুন্দর। (উণাদিকোষ) ৪ অতিশয় চঞ্চল। (হারাবলী)
চটূল্লোল (ত্রি) চটৌ চাটুবাক্যে উল্লোলঃ ৭তৎ।
[চটুল্লোল দেখ।]
চট্কান (দেশজ) মাড়ান। কচড়ান।
চট্চট্ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ, শুষ্ক পদার্থ আগুনে পুড়িতে আরম্ভ করিলে চট্চট্ শব্দ হয়। ২ আটাল, হাতে লাগিলে যাহার ঘনরস জানা যায়।
চট্টগ্রাম, একটী বিস্তৃত জনপদ, বাঙ্গালা বিভাগের অন্তর্গত। [চাটগাঁ শব্দে বিস্তৃতবিবরণ দ্রষ্টব্য।]
চট্টভট্ট, তাম্রশাসন বর্ণিত জাতিবিশেষ।
চট্টল, [চাটগাঁ দেখ।]
চট্পট্ (দেশজ) ত্বরা ত্বরি, অতি শীঘ্র।
চট্পটিয়া (দেশজ) অস্থির।
চট্পটী (দেশজ) খাদ্যবিশেষ।
চড় (চপেট-শব্দজ) ১ করতল, চাপড়। ২ নদীগর্ভ হইতে উত্থিত নূতন জমি।
চড়ই (চটক শব্দজ) চটক পক্ষী, চড়া।
চড়ক (দেশজ) চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষ। স্থানবিশেষে গাজন বলে। এই দিনে শৈবপ্রধান বাণ রাজা দেবাদিদেব মহাদেবের প্রীতিকামনায় বন্ধুবর্গের সহিত শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদিতে প্রমত্ত হইয়া স্বীয়

গাত্র রুধির দিয়া শিবকে তুষ্ট করেন। তদনুসারে শিবভক্ত হিন্দু সম্প্রদায় ঐ দিনে শিবপ্রীতির জন্য উক্ত উৎসব করিয়া থাকে। চৈত্র মাসে ৫। ৭ দিন থাকিতেই ঐ উৎসবের আরম্ভ হয়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—.

"চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যাৎ নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।
স্নায়াৎ ত্রিসন্ধ্যং রাত্রৌচ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
শিবস্বরূপতাং যাতি শিবপ্রীতিকরঃ পরঃ।
ক্ষত্রিয়াদিষু যো মর্ত্ত্যো দেহং সংপীড্য ভক্তিতঃ॥
অশ্বমেধফলং তস্য জায়তে চ পদে পদে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী শিবোৎসবপরায়ণঃ॥
ভক্তৈর্জ্জাগরণং কুর্য্যাৎ রাত্রৌ নৃত্যকুতূহলৈঃ।
নানাবিধৈর্মহাবাদ্যৈর্নৃত্যৈশ্চ বিবিধৈরপি॥
নানাবেশধরৈর্নৃত্যৈ প্রীয়তে শঙ্করঃ প্রভুঃ।
কিমলব্ধং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তোষণীয়ো মহেশ্বরঃ।
শঙ্খবাদ্যং শঙ্খতোয়ং বর্জ্জয়েৎ শিবসন্নিধৌ॥
গ্রামাদ্বহিরিমং শস্তোরুৎসবং কারয়েন্মুদা।
উপোষ্য হুত্বা সংক্রান্ত্যাং ব্রতমেতৎ সমর্পয়েৎ॥"

(উত্তরখণ্ড ৯ অঃ।)

চড়কোৎসবে স্থানভেদে প্রতিদিন শিবপূজা, শিবভক্তিসূচক গান ও হরগৌরী সাজাইয়া নগর ভ্রমণ হইয়া থাকে। একখানি পরিষ্কার ৩।৪ হাত লম্বা তক্তায় সিন্দূর মাখাইয়া শিবের পাট প্রস্তুত করা হয়। শিবপূজার ন্যায় প্রতিদিন শিবপাটেরও পূজা করা হইয়া থাকে। যাহারা শিবভক্তিবিষয়ক গান ও হরগৌরী সাজিয়া নগর ভ্রমণ করে, তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলে। শিব ও পাট পূজা ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হয়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে প্রায় সকল স্থানে চড়ক প্রচলিত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল হিন্দুই এই সন্ন্যাসী হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে তামিলেরা এই উৎসবকে "চেড্ডুল" বলে।

সন্ন্যাসীরা পবিত্র ও উপবাসী থাকিয়া এই কয়দিন শিবের আরাধনা করে। সন্ধ্যার পরে শিবের নামে ধূনা পোড়ান হয়। ধূনা পোড়াইবার মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম ও চলিত ভাষায় রচিত। সন্ন্যাসীরা ভক্তি দেখাইবার জন্য শিবের সাক্ষাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহশলাকার বা বঁটীর উপরে ঝাঁপ দিয়া পতিত হয়, তাহাতে ঐ অর্দ্ধচন্দ্রের বা বঁটীর আঘাত বুকে লাগিয়া রক্ত বাহির হয়। ইহার নাম ঝাঁপ বা পাটাল। ঝাঁপ তিন প্রকার—ফুল ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ ও বঁটী ঝাঁপ। স্থানবিশেষে চড়কপূজার দুইদিন পূর্ব্বে সন্ন্যাসীরা গন্ধমাদন-পর্ব্বত-আনয়ন অভিনয় করে, ইহাকে গিরিসন্ন্যাস বলে। ইহার পরে মহাসমারোহে একটী আমগাছের নিকটে যাইয়া অনেক মন্ত্রপাঠ ও ভক্তিসূচক গান করিয়া একটী শাখার সহিত একটী বা ততোধিক আমফল ভাঙ্গিয়া আনে। কোথাও এই দিন বাণফোড়া ও নীলবতীর পূজা হয়। ইহার নাম বানরসন্ন্যাস। চড়কপূজার পূর্ব্বদিন রাত্রে খিচুড়ী ও দগ্ধ গজাল মাছ প্রভৃতি উপহারে পূজা করা হয়। অর্দ্ধরাত্রে সন্ন্যাসীরা ভাষামন্ত্রে ধূনা পোড়াইয়া ও মাথা ঘুরাইয়া শিবের আরাধনা করে। এই সময়ে দুই একজন সন্ন্যাসী সংজ্ঞাহীন হইয়া অনেক কথা বলিতে থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে শিবের আবির্ভাব বা অনুগ্রহেই সন্ন্যাসী ঐরূপ করিতে থাকে। সেই সময়ে ঐ ব্যক্তির মুখে স্বয়ং মহাদেবই অতীত বা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ প্রকাশ করেন। যেদিন চৈত্রমাসের সংক্রান্তি সেইদিন অতি প্রত্যূষেই মহাসমারোহে শিবপূজার আয়োজন হইতে থাকে। ভক্তি দেখাইবার জন্য সন্ন্যাসীরা লৌহনির্ম্মিত বাণ জিহ্বায় বিদ্ধ করে। ইহাদিগকে বাণসন্ন্যাসী বলে। অর্দ্ধ কনিষ্ঠাঙ্গুল সদৃশ স্থূল সরল লৌহশলাকার অগ্রভাগে একটী ফলা করিয়া ক্রমে সরু ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, ইহাকেই বাণ বলে। ইহার একটী লম্বায় ২½ হাত হইতে ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাণসন্ন্যাসীরা ভক্তিভরে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্যগীত করিয়া দিন অতিবাহিত করে। বাণটী সেইরূপেই জিহ্বাবিদ্ধ থাকে। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে জলে যাইয়া বাণটী খুলিয়া ফেলে; অসমর্থ হইলে দিনেও বাণ খুলিতে পারে। আর এক দল উভয় পার্শ্বের চর্ম্মবেধ করিয়া তন্মধ্যে সূত্র বা সরু আস্ত বেত ভরিয়া রাখে। ইহাদিগকে সূত্রসন্ন্যাসী বা বেত্রসন্ন্যাসী বলে। ইহারাও সমস্ত দিন নৃত্যগীতে উন্মত্তের ন্যায় থাকিয়া সন্ধ্যাবেলায় সূত্র বা বেত খুলিয়া ফেলে। অপর সন্ন্যাসীরা পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বে বড়িশী বিদ্ধ করে, ইহাদিগের নাম বড়িশী সন্ন্যাসী। ইহারা বড়িশীর গোড়ায় দড়ি লাগাইয়া চড়কগাছে ঘুরিয়া থাকে। [চড়কগাছ দেখ।] ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের নূতন আইনবলে এই উৎসব এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই পূর্ব্বের মত চড়কপূজায় সমারোহ নাই। যেস্থানে আছে, তথাও কেবলমাত্র পূজাই আছে, বাণ, বড়িশী সূত্র বা বেত্র ভরিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়ে বুড়াঠাকুর নামে একটী প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ আছে, চৈত্রসংক্রান্তিতে তাঁহার

উৎসবে এখনও পূর্ব্বের নিয়মে চড়ক হইয়া থাকে। তথায় বাণ, বড়িশী, বেত্র ও সূত্র বিদ্ধ করিয়া এখনও পূর্ব্বের নিয়মে নৃত্যগীত হয়। বিপদ্ বা উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া অনেকেই 'বুড়াঠাকুরের সাক্ষাতে বাণ, বড়িশী প্রভৃতি ধারণ করিব' বলিয়া মানসিক করে ও যথাসময়ে যথানিয়মে ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ধোপা ও চণ্ডালের সংখ্যাই বেশী। [বুড়াঠাকুর দেখ।]

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত আছে যে রাণী রঞ্জাবতী ধর্ম্মকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে গাজন করিয়া ধর্ম্মের উপাসনা করেন। তাহাতে ঝাঁপ, ধুনাপোড়া প্রভৃতি চড়কপূজার অনেক অঙ্গের উল্লেখ আছে। [ধর্ম্মপূজা দেখ।]

চড়কগাছ (দেশজ) একটী শুস্ত তাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহার মাথায় একটী সুন্দর আল্ প্রস্তুত করিবে। এক খানি কাঠের ঠিক মধ্যে একটী ছিদ্র করিয়া এরূপ ভাবে আলে বসাইবে যেন চারিদিক্ ঘুরাইতে পারা যায়। এই সছিদ্র কাঠখানির নাম আল্ পাট। শুস্তটী তালরূপে দাঁড় করাইবে, ইহার নাম চড়কগাছ। আল্পাটের উভয় অগ্রে দুইগাছী দড়ি বাঁধিবে। চড়কে যে বড়শী-সন্ন্যাসীর কথা আছে, তাঁহার পৃষ্ঠবিদ্ধ বড়শী ঐ দড়িতে বাঁধিয়া ঘুরাইতে হয়। [চড়ক দেখ।]

চড়চড়ি (দেশজ) এক প্রকার ব্যঞ্জন।
"মীনী চড়চড়ি কুমড়াবড়ি।" (কবিকঙ্কণ)

চড়ন (দেশজ) আরোহণ, উঠন।

চড়নদার (দেশজ ও পারসীমিশ্রিত) আরোহণকারী, যে চড়িয়া যায়, চলিত কথায় চড়ন্দার বলিয়া থাকে।

চড়া (দেশজ) ১ কঠিন। ২ আরোহণ। ৩ দ্বীপ, নদী প্রভৃতি মধ্যে মাটি জমাট হইয়া যে ভূভাগ উৎপন্ন হয়। ৪ চটক পাখী। ৫ মানভূমের অন্তর্গত পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে কতকগুলি পাথরের দেবালয় ও কএকটী বৃহৎ সরোবর দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে জৈন শ্রাবকেরা ঐ সকল মন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এখানে বৃহৎ সপ্তদেউল ছিল, এখন তাহার পাঁচটী পতিত ও অপর দুইটী ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। এই সকল মন্দিরে জৈনদেবমূর্ত্তি ছিল।

চড়াকথা (দেশজ) পরুষোক্তি, ক্রুদ্ধভাবে বলা, কথায় তেজস্বিতা প্রকাশ।

চড়াচড়ি (দেশজ) হস্ততল বিস্তার করিয়া তদ্দ্বারা আঘাত করার নাম চড়, যে ক্ষুদ্র বিরোধ পরস্পর পরস্পরকে চড় মারিয়া ঘটিয়া থাকে, তাহার নাম চড়াচড়ি।

চড়াদর (দেশজ) মহার্ঘ, অধিক মূল্য।

চড়ান (দেশজ) ১ বর্দ্ধিত। ২ চড় দেওয়া।

চড়ানিয়া (দেশজ) ১ যে চড় দিয়া আঘাত করে। ২ অধিক।

চড়্ চড়্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

চড়্ চড়ী (দেশজ) একরকম ঝোলশূন্য ব্যঞ্জন।

চড়্ তি (দেশজ) বৃদ্ধি, আধিক্য।

চণ (পুং) চণ-অচ্। শস্যবিশেষ, ছোলা। [চণক দেখ।] শব্দের উত্তর বিখ্যাতার্থে চণ্ প্রত্যয় হয়। (তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্ চণপৌ। পা ৫।২।২৬।)

চণক (পুং) চণ্যতে দীয়তে চণ কুন্। ১ শস্যবিশেষ, ছোলা, বুট। (Cicer arietinum) পর্য্যায়—হরিমন্থক, হরিমন্থজ, চণ, হরিমন্থ, সুগন্ধ, কৃষ্ণচঞ্চুক, বালভোজ্য, রাজিভক্ষ্য, কঞ্চুকী। ইহার গুণ—মধুর, রূক্ষ, মেহ, বমি ও রক্তপিত্ত নাশক, দীপন এবং বর্ণ, বল, রুচি ও আধ্মানকারক। কাঁচা ছোলার গুণ—শীতল, রুচিকর, সন্তর্পণ, দাহ, তৃষ্ণা, অশ্মরী ও শোষনাশক, কষায় এবং অল্প পরিমাণে কফবর্দ্ধক। ভাজা ছোলার গুণ রুচিকর, বাতনাশক ও রক্তদোষকারী।

ইহার যূষের গুণ—মধুর, কষায় কফ, বাত, বিকার, শ্বাস, উর্দ্ধকাশ, ক্লম ও পীনসনাশক, বলকারী এবং দীপন। প্রাতে ছোলা ভিজান জলপানের গুণ—চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল, পিত্তরোগনাশক, সন্তর্পণ, মঞ্জুল ও মধুর। (রাজনি°)

ভিজা ছোলার গুণ—পিত্ত ও কফনাশক। ইহার সূপের গুণ ক্ষোভকর। ইহার শাকের গুণ—রুচিকর, গুরুপাক, কফ ও বাতবর্দ্ধক, অম্ল বিষ্টম্ভজনক, পিত্ত ও দন্তশোথনাশক। (ভাবপ্র°)

ভারতের সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইহার আদর অধিক। তথাকার অধিবাসীরা ইহার সহিত গোধূম চূর্ণ মিশাইয়া খাইয়া থাকে। উক্ত প্রদেশের অশ্ব ও গো-মেষদিগকে ইহার চূর্ণ (ছাতু) খাওয়ান হয়। স্পেনবাসী দরিদ্র লোকেরা গমের পরিবর্ত্তে ইহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ব্রহ্মদেশে ইহার অত্যধিক চাষ হইয়া থাকে। অপক্ব অবস্থায় এই গাছের আস্বাদ অম্লযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। এই বীজ মধ্যে যে কএকটী বিভিন্ন পদার্থ দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটীর আংশিক পরিমাণ এইরূপ ;—জল ১০.৮০, আটা ৬২.২০, যবক্ষার ১৯.৩২, তৈল ৪.৫৬ এবং মৃত্তিকাংশ ৩.১২। ২ মুনিবিশেষ।

চণকরোটিকা (স্ত্রী) ছোলাচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত রোটি। ইহার গুণ—রূক্ষ, শ্লেষ্ম, পিত্ত ও রক্তনাশক, গুরু, বিষ্টম্ভ ও চক্ষুর হিতকর।

চণকা (স্ত্রী) অতসী। (Linum Usitatissimum)

চণকাত্মজ (পুং) চণকস্যাত্মজঃ ৬তৎ। চাণক্য, বাৎস্যায়ন মুনি। (হেম°)

চণকাম্ল (ক্লী) চণকজাতমম্লম্। চণকলবণ। ছোলার শাক সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার লবণ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম চণকাম্ল। ইহার গুণ—অতিশয় অম্ল, দীপন, দন্তহর্ষণ, লবণানুরস, রুচিকর এবং শূল, অজীর্ণ ও আনাহরোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ।)

চণকাম্লক (ক্লী) চণকাম্লমেব চণক-স্বার্থে কন্। চণকাম্ল।
"চণকাম্লকমত্যম্লং দীপনং দন্তহর্ষণম্।" (ভাবপ্রকাশ)

চণকাম্লবারি (ক্লী) চণকাম্লস্য চণকলবণস্য বারি ৬তৎ। ক্ষেত্রস্থ ফলযুক্ত চণকের পত্রস্থিত শিশির প্রভৃতি। (শব্দার্থচি°)

চণদ্রুম (পুং) চণশ্চণকইব দ্রুমঃ। ক্ষুদ্রগোক্ষুর। (রাজনি°)

চণপত্ত্রী (স্ত্রী) চণস্য চণকস্য পত্রমিব পত্রমস্যাঃ বহুব্রী। রুদন্তী বৃক্ষ। (রাজনি°)

চণশক্তু (পুং) চণস্য শক্তুঃ ৬তৎ। ছোলাচূর্ণ।

চণিকা (স্ত্রী) চণতি রসং দদাতি চণ-বাহুলকাৎ কণ্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। তৃণবিশেষ, ইহা গোরুর পক্ষে অতিশয় হিতকারী। পর্য্যায়—গোদুগ্ধা, সুনীলা, ক্ষেত্রজা, হিমা। ইহার বীজের গুণ—বৃষ্য, বলকর ও অতিশয় মধুর। এই তৃণ খাইলে গোরুর দুধ বৃদ্ধি হয় ও শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে। (রাজনি°)

চণীদ্রুম (পুং) ক্ষুদ্র গোক্ষুর।

চণ্ড (ক্লী) চণ্ডতে চড়ি-কোপে পচাদ্যচ্। ১ তীক্ষ্ণ। (শব্দরত্না°) (পুং) চণতি চণয়তি বা অম্লরসং চণ-ড (ঞমন্তাড্ডঃ। উণ্ ১।১১৪) ২ তিন্তিড়ী বৃক্ষ। চণ্ডতে কুপ্যতি চড়ি-অচ্। ৩ যমকিঙ্কর। ৪ একজন প্রসিদ্ধ দৈত্য। শুম্ভদৈত্যের রাজত্বকালে এই দৈত্য তাঁহার অন্যতম সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিল। শুম্ভের আদেশে সংগ্রামস্থলে যাইয়া চণ্ডিকার হস্তে নিহত হয়। ইহার ভ্রাতার নাম মুণ্ড। (দেবীমাহাত্ম্য) ৫ একজন অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ, ইনি 'প্রাকৃতলক্ষণ' রচনা করেন। (ত্রি) ৬ অতিশয় কোপন স্বভাব, অত্যন্ত কোপন।
"চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ
চৌরাশ্চ দুষ্টাশ্চ পলাশ্চ বর্জ্যাঃ।" (ভারত ৩.২৩৩।১১)
৭ তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট।
"দহন্তমিব তীক্ষ্ণাংশুং চণ্ডবায়ুসমীরিতম্।" (ভারত ১।৩২।২৩)
চণ্ডশব্দটী বহ্বাদিগণান্তর্গত বলিয়া ইহার উত্তর বিকল্পে ঙীষ্ হয়। (পুং) ৮ বৎসপ্রী নরপতির নবম পুত্র। (মার্ক° ১১৮।২)

চণ্ড, মিবারপতি লক্ষরাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও একজন উদারচেতা মহাপুরুষ। স্বদেশানুরাগ ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের জন্য তিনি রাজস্থানের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ।

বাল্যকাল হইতে নানা সদ্গুণে আকৃষ্ট হইয়া মিবারবাসী চণ্ডকে অতি ভালবাসিতেন, লক্ষরাণাও পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। রাজবাড়ের বিভিন্ন নৃপতিবর্গ ইহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা জানাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে মাড়বার রাজ রণমল্ল একজন।

চণ্ড যবে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার বিবাহ দিবার কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাজা রণমল্ল বিবাহ সম্বন্ধজ্ঞাপক একটী নারিকেল ফল প্রেরণ করিলেন। লক্ষরাণা পাত্রমিত্রসহ সভায় সমাসীন, প্রজাপতির প্রিয় দূত নারিকেল হস্তে তথায় উপস্থিত হইল। চণ্ড তখন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন। রাণা দূতকে সেই শুভ সংবাদ জানাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বোধ হয় এ বুড়ার জন্য এমন খেলার জিনিষ আসে নাই।" মিবারপতির এই সুমিষ্ট বাক্যে সভাস্থ সকলেই প্রীতিলাভ করিল। কিন্তু সে কথা শুনিয়া চণ্ডের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। চণ্ড ভাবিলেন, পিতা যাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য আপনার বলিয়া মনে স্থান দিয়াছেন, তাহার পাণিগ্রহণ করা পুত্রের কথনই উপযুক্ত নহে। চণ্ড মনের কথা পিতৃচরণে প্রকাশ করিলেন। এখন রাণার উভয় সঙ্কট উপস্থিত! তিনি পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চণ্ডের হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি পুনঃ পুনঃ পিতাকে বলিলেন, "বাবা! আমি জোড়হাত করিয়া জানাইতেছি, আমাকে এরূপ অনুরোধ করিবেন না।"

রাণালক্ষ পুত্রের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া নিজেই রণমল্লের কন্যাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং চণ্ড যাহাতে আর উত্তরাধিকার না পায়, তজ্জন্য কহিলেন যদি সেই রমণীর গর্ভে পুত্র জন্মে, সেই পুত্রই মিবারের অধিপতি হইবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চণ্ড তাহাতেই সম্মত হইলেন।

যথাকালে লক্ষরাণার ঔরসে সেই মাড়বাররাজকন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মিল। তাহার নাম হইল মুকুলজি। মুকুল পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। সেই সময়ে পুণ্যক্ষেত্র গয়াধামে মুসলমানসংঘর্ষ উপস্থিত! বৃদ্ধ মিবারপতি বিধর্ম্মীর করাল কবল হইতে হিন্দুর মোক্ষস্থান উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি চণ্ডকে আহ্বান করিয়া অতি নম্রভাবে বলিলেন, "আমি যে মহাকার্য্যে যাইতেছি, বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিতে পারিব না। যদি না আসিতে পারি, তবে আমার মুকুলের ভাগ্যে কি হইবে? তাহাকে কি দিয়া যাইব?"

বীরবর চণ্ড ধীর গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "চিতোরের রাজসিংহাসন।" বৃদ্ধ রাণা তখন কতক আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু পাছে পিতার মনস্তুষ্টি না হয়, এই ভাবিয়া বীরচেতা চণ্ড পিতার গয়াযাত্রার পূর্ব্বেই মুকুলের অভিষেককার্য্য সমাধা করিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে রাজোপযোগী বলি প্রদান করিয়া নব রাণার চিরভক্ত ও অনুরক্ত থাকিতে শপথ গ্রহণ করিলেন এবং মিবারের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীত্বপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সাঙ্কেতিক ভল্লচিহ্ন না লইয়া চিতোরেশ্বর কোন সামন্তকে ভূমিদান করিতেন না। চণ্ড পিতার অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠ মুকুলকে অতিশয় যত্ন করিতেন, মুকুলের পায়ে একটী কুশাগ্র বিদ্ধ হইলেও তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিত। বিমাতার সন্তানের প্রতি এত অনুরাগ এত ভালবাসা রাজপুতসমাজে কেহ কখন দেখে নাই।

এদিকে রণমল্লদুহিতা মুকুলজননীর মনের ভাব ভিন্নরূপ। তিনি ভাবিলেন মুকুল রাণা হইলে কি হইবে? প্রকৃত রাজক্ষমতা চণ্ডের হাতে। চণ্ড মনে করিলে এখনি মুকুলের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে পারেন। এরূপ বৃথা রাজমাতা হওয়া না হওয়া সমান কথা। তিনি এইরূপ অমূলক স্বার্থস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া মহাত্মা চণ্ডের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ছিদ্র না পাইয়া সর্ব্বসমক্ষে চণ্ডের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "মুকুল নামে মাত্র রাণা, চণ্ডই প্রকৃত রাজা, 'রাণা' শব্দটী নামমাত্র করিতেই চণ্ডের একান্ত ইচ্ছা।" চণ্ড সব শুনিলেন, তিনি বুঝিলেন মূর্খা স্বার্থপরা মুকুল-জননীর সকলই সম্ভব। ভাবিলেন যে, নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি যে প্রাণপণে এত যত্ন করিতেছেন, তাহার কি এই পরিণাম? তাঁহার বড়ই ঘৃণা হইল। তিনি বিমাতাকে বেশ সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন ও শিশোদীয় বংশের যাহাতে মঙ্গল হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া চিতোর ছাড়িয়া মান্দুরাজ্যে চলিয়া গেলেন।

চণ্ড চিতোর ছাড়িয়া গেলে মুকুল-জননীর পিতৃকুটুম্বগণ একে একে মরুরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চিতোরে আসিতে লাগিলেন। প্রথমে মুকুলের মাতুল যোধ, পরে তাঁহার পিতা রণমল্ল ও অপরাপর পৌরজন আসিয়া চিতোর নগর ছাইয়া ফেলিলেন। দুষ্ট রণমল্ল দৌহিত্র মুকুলকে কোলে লইয়া চিতোরের সিংহাসনে বসিতে লাগিলেন। মুকুল স্থানান্তরে গেলেও রণমল্লের শিরে মিবারের রাজচ্ছত্র সুশোভিত হইত। মুকুলের মাতুলগোষ্ঠী ক্রমে চিতোরের সকল উচ্চপদ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একজনের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল, তিনি মুকুলের বৃদ্ধা ধাত্রী। ধাত্রী ক্রূরমতি রণমল্লের দুরভি-সন্ধি বুঝিতে পারিয়া মুকুলের মাতাকে সকল কথা জানাইয়া বলিলেন, "তোমার পিতৃকুল হইতে তোমার শিশুসন্তান নিজ পিতৃরাজ্য হারাইবে নাকি?" প্রথমে রাজমাতার ততটা সন্দেহ হয় নাই, কিন্তু কিছুদিন মধ্যে তিনিও সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। একদিন তিনি অতি মাত্র ব্যথিত হইয়া রণমল্লকে তাঁহার দুরভিসন্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু পিতার মুখে রাজমাতা যে নিদারুণ কথা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল! বুঝিলেন যে তাঁহার অঞ্চলের নিধি মুকুলের জীবনহরণের ষড়যন্ত্র হইতেছে। এই দারুণ বিপত্তি-কালে সংবাদ আসিল যে চণ্ডের দ্বিতীয় সহোদর পরমধার্ম্মিক রঘুদেবকে পাপাত্মা রণমল্ল গুপ্তভাবে বিনাশ করিয়াছে। রাণী সহস্র দুশ্চিন্তায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করে কে? তাঁহার হৃদয়ের নিধিকে কে রক্ষা করে? আজ চণ্ডের সেই সুমিষ্ট ভর্ৎসনা ও চণ্ডের সেই ভবিষ্যবাণী একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। এখন কোথায় চণ্ড! চণ্ড থাকিলে তাঁহাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। তিনি লজ্জাসরম বিস-র্জ্জন দিয়া গুপ্তভাবে দুঃখের কথা জানাইয়া চণ্ডকে আহ্বান করিলেন।

চণ্ড যখন মান্দুরাজ্যে গমন করেন, তখন দুইশত ভীল স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডের অনুগমন করিয়াছিল। রাজমাতার পত্র পাইবামাত্র চণ্ড তাহাদিগকে চিতোরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ভাণ করিয়া চিতোরে প্রবেশ করিল। চণ্ডের পরামর্শ মত মুকুলজননী চিতোরের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লিসমূহে ভোজ দিবার জন্য মুকুলকে পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এক গ্রাম দুই গ্রাম করিতে করিতে চিতোর হইতে কিছুদূরেও যাতায়াত হইতে লাগিল। সে সময়ে মুকুলের সঙ্গে কেবল কতকগুলি বিশ্বাসী অনুচর ও রক্ষক থাকিত। চণ্ডের কথা ছিল যেন দেওয়ালীর দিন মুকুল (চিতোর হইতে ৩৷৷০ ক্রোশদূরে অবস্থিত) গোসুন্দনগরে উপস্থিত হন।

নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল। গোসুন্দনগরে সকলে সোৎসুকে চণ্ডের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশির ঘোরা তামসীমূর্ত্তি জগৎকে ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু তখনও চণ্ড আসিলেন না। তখন সকলে নিরাশ হইয়া চিতোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা চিতোরী নামক স্থানে পৌঁছিয়াছেন, এমন

সময়ে অশ্ব ক্ষুরধ্বনি শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে চল্লিশজন অশ্বারোহী তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, চণ্ড তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে যাইতেছিলেন। ক্রমে সকলে তোরণদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালগণ তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা উত্তর করিলেন, "আমরা চিতোররাজের অধীন সর্দ্দার। গোস্বন্দের উৎসবে মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে প্রাসাদে পৌছিয়া দিবার জন্ত যাইতেছি।" সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু অল্পকাল পরেই প্রতারিত দ্বাররক্ষকগণের চমক্ ভাঙ্গিল, তাহারা সেই অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ করিতে সকলে অগ্রসর হইল। মহাবীর চণ্ড উন্মুক্ত অসিহস্তে জলদগম্ভীরনিনাদে শক্রদিগকে আক্রমণ করিলেন। পরিচিত রণনির্ঘোষ শ্রবণমাত্র সেই অনুগত ভীলগণ বাহির হইয়া দ্বারপালদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখনকার ভট্টিবংশীয় প্রবীণসচিব চণ্ডের তীক্ষ্ণ কৃপাণবলে শমন সদনে প্রেরিত হইলেন। এদিকে দুর্বৃত্ত রণমল্লও অন্তঃপুরে একপ্রকার বন্দী হইয়াছিলেন, চণ্ডের অনুচরেরা গিয়া সেই পাপিষ্ঠকেও যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করিল। [রণমল্ল দেখ।]

পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া যোধরাও গুপ্তভাবে চিতোর হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্ত চণ্ড মন্দরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিঃসহায় যোধ মন্দর পরিত্যাগ করিয়া হরবাশঙ্কর নামক জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুতের নিকট আশ্রয় লইলেন। চণ্ড মন্দর অধিকার করিলেন। তাঁহার দুই পুত্র কণ্ঠ ও মুঞ্জ সদলে মন্দরনগরে উপস্থিত হইলে তিনি চিতোরে প্রত্যাগমন করেন।

মহাবীর চণ্ড পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রাণান্তেও তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি আবার কনিষ্ঠ মুকুলকে চিতোরের সিংহাসনে বসাইলেন। আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া শক্র মিত্র সকলেই তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

চণ্ড মন্দররাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে যোধরাও ভাণ্ডকবনে মাড়বারের কএকজন স্বাধীন ব্যক্তির অনুগ্রহে অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। যোধরাওর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল, তিনি অনেক অনুনয় বিনয়ের পর মহারাণার নিকট হইতে মন্দর-অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। মিবারপতি চণ্ডকে চিতোরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আদেশ পাঠাইলেন। চণ্ড রাণার আদেশ মত জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত মন্দর পরিত্যাগ করিলেন, দুইক্রোশ পথ আসিতে না আসিতে দেখিলেন, হঠাৎ মন্দর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মন কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি আর ফিরিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুঞ্জ মন্দরে ফিরিলেন, তিনি সেখানে গিয়া শুনিলেন তাঁহার দুই ভ্রাতা যোধরাওর হস্তে নিহত হইয়াছে এবং মন্দরের দুর্গচূড়ে যোধের বিজয়পতাকা উড়িতেছে। মুঞ্জ নিজ ভ্রাতৃদ্বয় ও সৈন্যগণের পরাজয়সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে পলাইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু যোধের সৈন্তগণ পথিমধ্যে তাঁহাকেও নিহত করেন।

চণ্ড যে সময়ে আরাবল্লীয় দুর্গ মধ্যে উপস্থিত, সেই সময় এই শোচনীয় সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে মন্দরযাত্রা করিলেন। বিজয়ী যোধরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাণার অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করিয়া মন্দর ও মিবারের সীমানির্দ্ধারণ জন্ত অনুরোধ করিলেন। রাজভক্ত চণ্ড রাণার আদেশপত্র পাঠ করিয়া দুর্ব্বিসহ পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন ও প্রতিহিংসাসাধনে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি মনোভাব চাপিয়া যোধকে এইরূপ ভাবে বলিয়াছিলেন,—

"আওনলা আওনলা মেবার।
বাবুল বাবুল মাড়বার॥"

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত পীতকুসুম আওনলা দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত রাণার রাজ্যসীমা নির্দ্দিষ্ট রহিল।

এইরূপে মন্দরের অধীন সমগ্র গড়বার (গদবার) প্রদেশ মিবারের অন্তর্গত হইল। মাড়বারের অধিকাংশ মিবারের অধিকারভুক্ত হওয়ায় মিবারবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

তারপর চণ্ড আর রাজনৈতিক কার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। জীবনের অবশিষ্টকাল পরোপকার ও ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। এখনও রাজস্থানের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

চণ্ডকৌশিক (পুং) ১ ঋষিবিশেষ, কাক্ষীবানের পুত্র। ইনি একজন মহাতপস্বী ও উদার চরিত্র ছিলেন।

চণ্ডতা (স্ত্রী) চণ্ডস্য ভাবঃ চণ্ড-তল্ টাপ্। তীক্ষ্ণতা, উগ্রতা। (হেম)

চণ্ডতুণ্ডক (পুং) চণ্ডস্তুণ্ডোমুখং যস্য বহুব্রী কপ্। গরুড়ের পুত্র পক্ষীবিশেষ। (ভারত ৫।১০০ অঃ)

চণ্ডত্ব (ক্লী) চণ্ডস্য ভাবঃ চণ্ড-ত্ব। ১ চণ্ডতা, উগ্রতা।

"শৌর্য্যাপরাধাদিভবং ভবেচ্চণ্ডত্বমুগ্রতা।" (সাহিত্যদ° ৩প)

চণ্ডদণ্ড, কাঞ্চীপুরের একজন পল্লবরাজ। ইনি কদম্বরাজ রবিবর্ম্মার হস্তে পরাজিত হন।

চণ্ডদীধিতি (পুং) চণ্ডা তীক্ষ্ণা দীধিতির্যস্য বহুব্রী। চণ্ডাংশু, সূর্য্য।

চণ্ডনায়িকা (স্ত্রী) চণ্ডী কোপনা নায়িকা কর্ম্মধা°, পূর্ব্বপদস্য পুংবদ্ভাবঃ। ১ দুর্গা। (শব্দরত্নাবলী)

"উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চামুণ্ডা চণ্ডিকা তথা ॥" (দুর্গাধ্যান)

২ অষ্টনায়িকার অন্তর্গত ভগবতীর এক সখী। ইহার বর্ণ নীল, ষোলখানি হাত, বামহস্তে কপাল, খেটক, ঘণ্টা, দর্পণ, ধনু, ধ্বজ, পাশ ও সুন্দর শক্তি এবং ডান হাতে মুদ্গর, শূল, বজ্র, খড়্গ, অঙ্কুশ, বাণ, চক্র ও শলাকা আছে।

"চণ্ডনায়িকাং নীলবর্ণাং ষোড়শভুজাং।
কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণঞ্চ ধনুর্ধ্বজম্ ॥
পাশঞ্চ শোভনাং শক্তিং বামহস্তেন বিভ্রতীম্।
মুদ্গরং শূলবজ্রঞ্চ খড়্গাঞ্চৈব তথাঙ্কুশম্ ॥
শরং চক্রং শলাকাঞ্চ দক্ষিণেন চ বিভ্রতীম্।"

(দেবীপুরাণোক্ত দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

চণ্ডপরশু, হরিতাদেবীভক্ত বিশ্বামিত্রগোত্রীয় একজন রাজা, মার্ত্তণ্ডের পুত্র ও ভীমরথের পিতা। (সহ্যাদ্রিখ° ১২৭।৬৬।)

চণ্ডপাল, একজন সংস্কৃতবিৎ, যশোরাজের পুত্র, চণ্ডসিংহের ভ্রাতা ও লুণিগের শিষ্য। ইনি দময়ন্তীকথাটীকা প্রণয়ন করেন।

চণ্ডবল (পুং) বানরবিশেষ। (ভারত ৩।২৮৬ অঃ)

চণ্ডভণ্ড, সুন্দরবনবাসী পূর্ব্বকালীন লবণপ্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ।

চণ্ডভার্গব (পুং) চ্যবনবংশীয় একজন ঋষি, ইনি মহারাজ জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে হোতা ছিলেন। (ভারত ১।৫৩ অঃ)

চণ্ডমহাসেন (পুং) একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, উজ্জয়িনী ইহার রাজধানী ছিল। ইনি সাধারণের অসাধ্য অনেক কার্য্য সম্পাদন করিবেন এই ভাবিয়া কোন মহাপুরুষ ইহার নাম চণ্ডমহাসেন রাখিয়াছিলেন। (কথাসরিৎ) [মহাসেন দেখ।]

চণ্ডমারুতস্বামী, হরিদিনতিলক নামক ধর্ম্মশাস্ত্রের একজন টীকাকার।

চণ্ডমুণ্ডা (স্ত্রী) চণ্ডোমুণ্ডশ্চ বধ্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ চণ্ড-মুণ্ড-অচ্ টাপ্। চামুণ্ডা [চামুণ্ডা দেখ।]

চণ্ডমুণ্ডী (স্ত্রী) মহাস্থানস্থিত দেবীবিশেষ।
"চণ্ডমুণ্ডী মহাস্থানে দণ্ডিনী পরমেশ্বরী।" (তন্ত্রসা°)

চণ্ডরব (ত্রি) ঘোরনাদযুক্ত, যে ভীষণ চীৎকার করে।

চণ্ডরুদ্রিকা (স্ত্রী) চণ্ডো রুদ্রো বেদ্যত্বেনাস্ত্যস্ত চণ্ডরুদ্র-ঠন্। বিদ্যাবিশেষ। (শব্দরত্নাবলী)

চণ্ডবতী (স্ত্রী) চণ্ডশ্চণ্ডতা বিদ্যতে হস্যাঃ চণ্ড-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ দুর্গা। (শব্দরত্না°) ২ অষ্টনায়িকার অন্তর্গত একটী দুর্গার সখী। ইনি ধূম্রবর্ণ। আর সকলই চণ্ডনায়িকার সমান। ইহার ধ্যান—"চণ্ডবতীং ধূম্রবর্ণাং ষোড়শভুজাম্।" (অপর অংশ চণ্ডনায়িকার সমান।)

(দেবীপুরাণোক্ত দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

চণ্ডবিক্রম (ত্রি) চণ্ডো বিক্রমোযস্য বহুব্রী। বিক্রমশালী। (পুং) ২ রাজবিশেষ।

চণ্ডবৃষ্টিপ্রয়াত (পুং) দণ্ডক ছন্দবিশেষ। যাহার প্রত্যেক চরণ ২৭টী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ এবং ৭,৯,১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৫ ও ২৭শ অক্ষর গুরু, ইহা ছাড়া অপর লঘু হয় তাহার নাম চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত। "যদিহ ন যুগলং ততঃ সপ্তরেকা-স্তদা চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাতো ভবেদণ্ডকঃ।" (বৃত্তরত্নাকর)

চণ্ডবেগ (ত্রি) চণ্ডো বেগো যস্য বহুব্রী। অতিশয় বেগশালী।

চণ্ডশক্তি (পুং) চণ্ডা শক্তিরস্য বহুব্রী। ১ বলিরাজের এক সৈন্য। (হরিবংশ ২৪ অঃ) (ত্রি) ২ চণ্ডবিক্রম।

চণ্ডা (স্ত্রী) চণ্ড-টাপ্। ১ অতিশয় কোপনা স্ত্রী। ২ অষ্টনায়িকার অন্তর্গত একটী। ইহার বর্ণ শাদা ও হাত ষোল খানি। অপরাপর অঙ্গ চণ্ডনায়িকার সমান। ইহার ধ্যান—"চণ্ডাং শুক্লবর্ণাং ষোড়শভুজাম্।" (অপরাংশ চণ্ডনায়িকার ধ্যানের সমান।) [চণ্ডনায়িকা দেখ।] ২ জৈন শাসনদেবতা বিশেষ। (হেম) ৩ চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (অমর)
"স সর্ষপং তুম্বুরধান্যবন্যং চণ্ডাঞ্চচূর্ণানি সমানি কুর্য্যাৎ।"

(চরক সূত্র° ৩ অঃ)

৪ শতপুষ্পী। (মেদিনী) ৫ লিঙ্গিনীলতা। ৬ কপিকচ্ছু। ৭ শ্বেতদূর্ব্বা। ৮ আখুকর্ণী, ইন্দুরকাণী। (রাজনি°) ৯ নদীবিশেষ। (শব্দরত্ন°)

চণ্ডসিংহ, প্রাগ্বটবংশীয় একজন বিখ্যাত কবি, যশোরাজের পুত্র ও চণ্ডপালের ভ্রাতা। ইনি চণ্ডিকাচরিতনামক মহাকাব্য রচনা করেন। দভই এর শিলাফলকে ইহার কীর্ত্তি বিঘোষিত হইয়াছে। (Ephigraphia Indica, Vol. I. p. 31.)

চণ্ডাংশু (পুং) চণ্ডাঅংশবো যস্য বহুব্রী। সূর্য্য।

চণ্ডাত (পুং) চণ্ডমততি চণ্ড-অত-অণ্ উপপদস°। করবীর।(অমর)

চণ্ডাতক (পুং ক্লী) চণ্ডাং কোপনামততি অত-ণ্বুল্। স্ত্রীলোকের অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত বস্ত্র, কাচ। (অমর)

বোপালিতের মতে চণ্ডাতক শব্দটী পুংলিঙ্গ।

চণ্ডাল (পুং) চড়ি কোপে আলঞ্ (পতিচণ্ডিভ্যামালঞ্। উণ্ ১।১১৬) যদ্বা চণ্ডং বিকটং অলং ভূষণং যস্য বহুব্রী, নিপাতনে সাধু। (উজ্জ্বলদত্ত) ১ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিত ভাষায় চাঁড়াল বলে। পর্য্যায়—প্লব, মাতঙ্গ, দিবাকীর্ত্তি, জনঙ্গম, নিষাদ, শ্বপাক, অন্তেবাসী, চাণ্ডাল, পুক্কস,

জলজম, নিশাদ, শ্বপচ, পুক্কশ, পুক্কষ, নিষ। মনুর মতে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি হয়।

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণশঙ্করা॥" (মনু ১০।১২)

পরশুরামপদ্ধতির মতে তীবরের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে চণ্ডালের জন্ম।

"চণ্ডালোহড্ডিপেঃ কাঁণ্ডো ডোথ্থলঃ সূত্রবস্তথা।
পঞ্চৈতে তীবরাজ্জাতাঃ কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য বৈ॥" (পরশুরাম)

ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাদের দান গ্রহণ, অন্ন ভোজন ও ইহাদের স্ত্রীগমন একান্ত নিষিদ্ধ। অজ্ঞানে এই সকল করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে চণ্ডালের সমান হইয়া থাকে।

"চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বাচ প্রতিগৃহ্যচ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥" (মনু)

শূলপাণি প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিসংগ্রহকারগণের মতে "চণ্ডালান্ত্য" ইত্যাদি বচনের "বিপ্র" পদটী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, এই বর্ণ চতুষ্টয়ের উপলক্ষণ। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ জ্ঞানে ঐ সকল কার্য্য করিলে পতিত হয়। [পতিত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য [ইহাদের স্পৃষ্ট জলপান বা ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে নাই। [অপেয়, অগ্রাহ্য ও অস্পৃশ্য শব্দ দেখ।]

মনু ইহাদিগকে অতি হীন জাতির মধ্যে স্থান দিয়াছেন এবং অতিশয় কঠোর নিয়মে জীবনযাপন করিবার বিধান করিয়াছেন। মনু সংহিতার মতে ইহাদের বাসস্থান গ্রামের বাহিরে। গ্রামের মধ্যে ইহাদিগকে বাস করিতে দিবে না। সোণা ও রূপা ভিন্ন অপর কোন নিকৃষ্ট ধাতুতে ইহাদের ভোজনপাত্র প্রস্তুত হইবে। ইহারা যে পাত্রে ভোজন করিবে সেই পাত্রের আর সংস্কার করিবে না অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট অশুচি পাত্রে ভোজন করিলেও ইহাদের ধর্ম্মনষ্ট হয় না, কিন্তু ইহারা সৌবর্ণ ও রজতপাত্র ভিন্ন অপর যে কোন পাত্রে ভোজন করে, তাহার সংস্কার করিলেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। কুকুর ও গর্দ্দভ প্রতিপালন, মৃত ব্যক্তির বস্ত্রাদি গ্রহণ, ভাঙ্গা শরা প্রভৃতি নিকৃষ্ট পাত্রে ভোজন, লৌহাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার ও সর্ব্বদা গমনাগমন ইহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে এই জাতির দর্শন প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইহাদের বিবাহ, ঋণদান ও ঋণগ্রহণ প্রভৃতি ব্যবহার সমান জাতীয়দিগের সহিতই হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সাক্ষাৎ অন্ন দিতে নাই, ভৃত্য প্রভৃতি দ্বারা ভিন্ন পাত্রে অন্ন দেওয়াইবে। রাত্রিকালে গ্রাম বা নগরে বিচরণ করা ইহাদের একান্ত নিষিদ্ধ। দিনের বেলা রাজার আদেশমতে বিশেষরূপে চিহ্নিত হইয়া ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্যে গ্রামে গমন করিতে পারে। বান্ধবহীন মৃতব্যক্তিকে দাহ ও রাজার আদেশে বধ্য ব্যক্তির প্রাণ সংহারক, তাহার বস্ত্র শয্যা ও অলঙ্কার প্রভৃতি গ্রহণ করাই ইহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম (১)। মনুস্মৃতিতে চণ্ডালের ধর্ম্ম যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনেক ব্যবহার চণ্ডাল জাতির মধ্যে লক্ষিত হয় না। তাহাদের আহার ব্যবহার দৃষ্টে তাহাদের মধ্যে যে মনু-নিরূপিত নিয়ম চলিত ছিল, তাহা অনুমান করাও দুষ্কর। মনুর কথিত চাণ্ডাল ধর্ম্ম শ্মশানবাসী মুর্দ্দাফরাস জাতির মধ্যে অনেকটা লক্ষিত হয়। ইহাতে অনেকেই মুর্দ্দাফরাসদিগকে মনুবর্ণিত চণ্ডাল বলিয়া নির্ণয় করিতে চাহেন।

ঢাকাবাসী চণ্ডালদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে তাহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল, শূদ্রের সহিত একত্র ভোজন করায় এরূপ অবনতিস্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহারা আরও বলে যে গয়াবাসী গোবর্দ্ধন চণ্ডালেরা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাহারা উক্ত প্রদেশ হইতে এইখানে আসিয়াছে। তাহারা প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণদিগের দাস ছিল, কারণ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণদিগের শ্রাদ্ধাদির অনুকরণে ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিতে দেখা যায়। গয়ালীরা বঙ্গীয় চণ্ডালের পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ায় কোনরূপ দানগ্রহণ করেন না। এতদ্ব্যতীত আরও একটী প্রবাদ আছে যে রঘুকুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবের পুত্র বামদেব রাজা দশরথকে যজ্ঞীয় কুম্ভ হইতে শান্তিজল প্রদানের সময় ভ্রমক্রমে কোনরূপ অন্যায়কার্য্য করায় পিতৃশাপে এইরূপ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন।

ফরিদপুর অঞ্চলের চণ্ডালদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে—পূর্ব্বকালে তাহারা উচ্চ হিন্দুসমাজে গৃহীত ছিল। তাহাদের

(১) "চণ্ডালশ্বপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্॥
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ॥
ন তৈঃ সময়মন্বিচ্ছেৎ পুরুষোধর্ম্মমাচরন্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ॥
অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ ভিন্নভোজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ॥
দিবা চরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতি স্থিতিঃ॥
বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্নীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ॥" (মনু ১০।৫১—৫৬)

সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই স্থান পাইত ও ব্রাহ্মণাদি শ্রেণী বিভাগ ছিল। পরে ঢাকায় কতকগুলি দুষ্ট ব্রাহ্মণের উত্তেজনায় তাহারা সমাজচ্যুত হয় ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফরিদপুর, যশোর, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকে।

কাহারও মতে বেহারের দোসাধ, পশ্চিমাঞ্চলের ডজি প্রভৃতি জাতিও এই চণ্ডালজাতির শাখাভেদ মাত্র। কিন্তু পরস্পরের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি পরিদর্শন করিলে ঠিক্ এক জাতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। [ডজি ও দোসাধ দেখ।]

বঙ্গদেশে পূর্ব্বকালে চণ্ডালের বেশ প্রাদুর্ভাব ছিল, ভাওয়ালের জঙ্গলে চণ্ডালরাজদিগের বৃহৎ দুর্গের আজও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি কোন কোন স্থানের চণ্ডালেরা আপনাদিগকে লোমশ বা নোমশ ঋষির সন্তান ও নমশূদ্র নামে পরিচয় দেয়। এই নমশূদ্র নাম শুনিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে শূদ্রের নমস্য বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু তাহা নহে, নমন অথবা অবনত শূদ্র বলিয়া ইহাদের নাম নমশূদ্র হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে—চণ্ডালদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্র এবং হাল্‌বা, ঘাসি, কাঁধো (বেহারা), কড়াল, বারি, বেড়ুয়া, পোদ, বক্কাল, সরালিয়া, অমরাবাদি, বাছার ও পণদ্বীপা প্রভৃতি শ্রেণী;

মধ্যবঙ্গে—ধানী, জালিয়া, জিউনি, কারাল, মুনিয়া ও সিয়ালি প্রভৃতি শ্রেণী।

পশ্চিমবঙ্গে—ভরদ্বাজ, লোমশ ও শাণ্ডিল্য এই কয় গোত্র এবং চাসি, হেলো, জেলো, কেসরথলো, কোটাল, মাজিলা, নোলো, মুনিয়া, পাণফুল, সয়ো প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়।

বঙ্গের চণ্ডালদের মধ্যে এই সকল উপাধি আছে—খাঁ, টেঙ্গরা, ঢালী, দাউক, দাস, দুলে, নমধানি, পধ্‌বান বা প্রধান, পণ্ডিত, পরামাণিক, পাত্র, ফলিয়া, বাগ, বিশ্বাস, ভালা, মজুমদার, মণ্ডল, মাঁঝি, মহারা, মির্দ্দা, মিস্ত্রী, রায়, লস্কর, শুমারদার, সামন্তা, সিংহ, সিউলি, সেনা, হাজরা, হাপি, হাউইকর, হালদার, হাইত ইত্যাদি।

হালবা শ্রেণী আপনাদের পূর্ব্বপ্রথা বজায় রাখিয়া চলে বলিয়া অপর শ্রেণী হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহারা কড়াল ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর সহিত আদান প্রদান করে না। পোদ শ্রেণী হুগলী ও যশোর জেলায় কিছু অধিক, তাহারা চাষী, কুমার, জেলে ও নাঠিয়ালের কাজ করে। তাহারা আপনাদিগকে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে হেলো বা হালিয়া, সরালিয়া, সয়ো ও বাছার এই কয় শ্রেণী কৃষিকার্য্য করে; জেলো বা জালিয়া, অমরাবাদি ও মুনিয়ারা মৎস্য ধরে, সিউলীরা খেজুর ও তাল গাছ কাটিয়া রস বাহির করে এবং পণদ্বীপারা পাণের কাজ করে। এ ছাড়া উপরোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কেহ কোতোয়াল, চৌকিদার, দ্বারবান, ফলমূলবিক্রেতা প্রভৃতি নানা কার্য্য করিয়া থাকে।

চণ্ডালদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। পূর্ব্বে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, এখন উঠিয়া গিয়াছে। ১৮ মাস বয়সের পর কাহার মৃত্যু হইলে ইহারা দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে, একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হয়। পুত্র সন্তান জন্মিলে প্রসূতি ১০ দিন অশুচি থাকে।

বঙ্গের চণ্ডালদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব। পৌষ সংক্রান্তির দিন ইহারা বাস্তুপূজা করিয়া থাকে। মধ্য বঙ্গের জেলো চণ্ডালেরা বনদুর্গা নামক এক নদীদেবতার পূজা এবং সকলেই মহা সমারোহে শ্রাবণমাসে মনসাদেবীর পূজা করে।

বর্ণ ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালের পৌরোহিত্য করে। চণ্ডালদের স্বতন্ত্র ধোবা নাপিত নাই, নিজেরা ধোবা নাপিতের কর্ম্ম করে। ইহারা অপর সকল জাতি অপেক্ষা হীন হইলেও শুঁড়ীকে কখন স্পর্শ করে না। যে আসনে শুঁড়ী বসে, সে আসন ঘটনাক্রমে স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অশুচি মনে করে।

(ত্রি) ২ দুরাত্মা, ক্রূরকর্ম্মানুষ্ঠানকারী। যে ব্যক্তির কিছুমাত্র দয়া বা মমতা নাই, সর্ব্বদাই লোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তাহাকে চণ্ডাল বলে। [চণ্ডাল দেখ।]

(পুং) ৩ বৃক্ষবিশেষ। [চণ্ডালকন্দ দেখ।] ৪ পক্ষীবিশেষ।

চণ্ডালকন্দ (পুং) চণ্ডালপ্রিয়ঃ কন্দঃ মধ্যলো°। কন্দ-বিশেষ। ইহার গুণ মধুর, কফ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক, বিষ ও ভূতদোষ প্রভৃতির প্রশমকারী এবং রসায়ন। চণ্ডাল-কন্দ পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে। যথা—১ একপত্র, ২ দ্বিপত্র, ৩ ত্রিপত্র, ৪ চতুষ্পত্র ও ৫ পঞ্চপত্র। (রাজনি°)

চণ্ডালত্ব (ক্লী) চণ্ডালস্য ভাবঃ। ১ চণ্ডালের ধর্ম্ম, চণ্ডালতা, ২ দয়ামায়াশূন্য নিষ্ঠুর আচরণ।

চণ্ডালতা (স্ত্রী) চণ্ডালস্য ভাবঃ চণ্ডাল-তল্-টাপ্। [চণ্ডাল দেখ।]

চণ্ডালবল্লকী (স্ত্রী) চণ্ডালস্য বল্লকী ৬তৎ। বীণা, অপর নাম কণ্ডোল। [কণ্ডোলবীণা দেখ।]

চণ্ডালামি (চণ্ডাল শব্দজ) চণ্ডালত্ব, চণ্ডালের ন্যায় ব্যবহার।

চণ্ডালিকা (স্ত্রী) চণ্ডালো ভঙ্ককন্তেন বাদকত্বেন রাস্ত্যস্যাঃ চণ্ডাল-ঠন্-টাপ্। ১ চণ্ডাল বীণা, কণ্ডোল। ২ ওষধি

বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় চাঁড়াল বলে। চণ্ডমলতি অল্-ঘুল্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। ৩উমা। (মেদিনী)

চণ্ডালিকাবন্ধ (পুং) বন্ধবিশেষ।

চণ্ডালীয় (ত্রি) চণ্ডাল বাহুলকাৎ-ঈয়। চণ্ডাল সম্বন্ধীয়।

চণ্ডালীয়া (চণ্ডাল শব্দজ) চণ্ডাল সদৃশ।

চণ্ডাশোক (পুং) বৌদ্ধপ্রতিপালক একজন রাজা, অপর নাম কামাশোক।

চণ্ডি (স্ত্রী) চড়ি-কোপে ইন্। চণ্ডী, দুর্গা। (অমরটীকা)

চণ্ডিকঘণ্ট (পুং) চণ্ডতীক্ষ্ণস্বনোঽস্ত্যস্যাঃ চণ্ড-ঠন্ চণ্ডিকা তীক্ষ্ণস্বনা ঘণ্টাযস্য বহুব্রী। শিব।

"নমশ্চণ্ডিকঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্ট-ঘণ্টিনে।" (ভারত ১৩।১৮৬ অঃ)

চণ্ডিকা (স্ত্রী) চণ্ডী স্বার্থে-কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। ১ দুর্গা। "ইত্যুক্তা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।" (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

অমরকণ্টকে এই দেবীই পীঠশক্তিরূপে প্রসিদ্ধ।

"ছলগণ্ডে প্রচণ্ডাতু চণ্ডিকামরকণ্টকে।"
(দেবীভাগবত ৭।৩০।৭৩)

২ গায়ত্রীদেবী। "চণ্ডিকা চটুলা চিত্রা চিত্রমাল্যবিভূষিতা।" (দেবীভাগবত ১২।৬।৪৭।) [চণ্ডী দেখ।]

চণ্ডী (স্ত্রী) চণ্ডি-ঙীষ্। (বহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪৫) ১ দুর্গা। "চণ্ডী মামন্ত্রয়েদ্ বিদ্বান্ নাত্র ষষ্ঠী পুরস্ক্রিয়াঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

২ হিংস্রা, হিংসাকারিণী। ৩ অতি কোপনা স্ত্রী। "সা কিলাশ্বাসিতা চণ্ডী ভর্ত্রা তৎসংশ্রিতৌ বরৌ।" (রঘু ১২।৫)

৪ ছন্দোবিশেষ, যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৩টী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ ও নবম, একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষর গুরু, ইহা ছাড়া অপর সকল অক্ষর লঘু হয়, তাহার নাম চণ্ডী।

"ন যুগ স যুগগুরুভিঃ কিলচণ্ডী।" (বৃত্তরত্নাকর)

৫ মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যপ্রকাশক স্তব-বিশেষ, দেবীমাহাত্ম্য নামেও ইহার উল্লেখ আছে।

চণ্ডীপাঠ করিবার নিয়ম—প্রথমে অর্গল, কীলক ও চণ্ডীর কবচ পাঠ করিয়া পরে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। অর্গল পাঠে পাপনাশ; কীলক চণ্ডীপাঠের ফলোপযোগিতা ও কবচ পাঠ করিলে সকল বিঘ্ন বিনাশ হইয়া থাকে (১)। কোন স্তবাদি পাঠ করিতে হইলে তাহার প্রথমে একটী প্রণব ও অন্তে আর একটী প্রণব যোগ করিতে হয়। এই নিয়মানুসারে চণ্ডীর প্রথম ও শেষে দুইটী প্রণব যোগ করিয়া পাঠ করিবে। ইহা না করিলে চণ্ডীপাঠ নিষ্ফল হয়। পাঠকালে পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইতে হয়, তখন মনে মনে অপর কোন কার্য্যের চিন্তা করিবে না। একটী আধারের উপরে চণ্ডী পুথিখানি রাখিয়া পাঠ করিবে। হাতে লইয়া পাঠ করিলে কোন ফল হয় না। স্বয়ং মূর্খ বা অপণ্ডিত বা অব্রাহ্মণ কর্তৃক লিখিত পুস্তক দেখিয়া পাঠ করিতে নাই। পাঠের পূর্ব্বে ঋষিছন্দাদি ন্যাস করিতে হয়। একটী অধ্যায়ের শেষ হইলে বিরাম করিবে, অধ্যায়ের মধ্যে পড়িতে পড়িতে কখনও থামিবে না, যদি কোন কারণে অধ্যায়ের মধ্যে বিরত হইতে হয়, তবে সেই অধ্যায়টী পুনর্ব্বার প্রথম হইতে পাঠ করিবে (২)। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর পাঠকের মুখে কোন স্তবাদি শুনিলে নরক হইয়া থাকে। পাঠক সর্ব্বপ্রথমে দেব ও ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া পুথির গ্রন্থি শিথিল করিবে, সূত্রটী খুলিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। সূত্র মুক্ত করিয়া রাখিবে না। বিস্পষ্ট, অদ্রুত, শান্ত, কলস্বর ও রসভাবযুক্ত পাঠ করিতে হয়। পাঠের সময়ে বর্ণোচ্চারণ অতি স্পষ্টরূপে করিতে হয়। যিনি স্বয়ং সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে পারেন ও এইরূপ ভাবে পাঠ করিতে পারেন যে শ্রবণমাত্রেই অপরে তাহার অর্থ অনায়াসে বুঝিত পারেন, তিনি পাঠের উপযুক্ত অধিকারী। এই সকল গুণ-সম্পন্ন পাঠককে ব্যাস বলা হইয়া থাকে। পাঠকালে যথা-নিয়মে সাতটী স্বরের সমাবেশ থাকা আবশ্যক এবং সমস্ত রস প্রদর্শন করাইতে হয়।

চণ্ডীপাঠের ফল।—প্রথমে সঙ্কল্প পূজা ও অঙ্গে মন্ত্রন্যাস করিয়া চণ্ডীপাঠ করিবে, তৎপরে বলিপ্রদান করিলে সিদ্ধি হয়। উপসর্গশান্তির জন্য ত্রিরাবৃত্ত, গ্রহকোপ-শান্তির জন্য পঞ্চাবৃত্ত, মহাভয় উপস্থিত হইলে সপ্তাবৃত্ত, শান্তি ও বাজপেয় ফললাভকামনায় নবাবৃত্ত, রাজবশীকরণ বা সম্পদ্‌প্রাপ্তির অভিলাষে একাদশবার, শত্রুনাশ বা অভিলাষপূরণকামনায় দ্বাদশবার, স্ত্রী বা রিপুবশীকরণ কামনায় চতুর্দ্দশবার, সৌখ্য বা শ্রীকামনায় পঞ্চদশবার,

(১) "অর্গলং কীলকং চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রমএব শিবোদিতঃ ॥" (বারাহীতন্ত্র)

(২) "জপ্ত্বা চ প্রণবং চাদৌ স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ।
অন্তে চ প্রণবং দদ্যাৎ ইত্যুবাচাদিপূরুষঃ ॥
সর্ব্বত্র পাঠে বিজ্ঞেয়ো হ্যন্যথা বিফলং ভবেৎ।
শুদ্ধে নানন্যচিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ ॥
ন কার্য্যাসক্তমনসা কার্য্যং স্তোত্রস্য বাচনম্।
আধারে স্থাপয়িত্বা তু পুস্তকং বাচয়েৎ সুধীঃ ॥
হস্তসংস্থাপনাদেব যস্মাদল্পফলং লভেৎ।
স্বয়ঞ্চ লিখিতং যত্তু কৃত্রিমা লিখিতং ন যৎ ॥
অব্রাহ্মণেন লিখিতং তচ্চাপি বিফলং ভবেৎ।
ঋষিচ্ছন্দাদিকং ন্যস্য পঠেৎ স্তোত্রং বিচক্ষণঃ ॥
অধ্যায়ং প্রাপ্য বিরমেন্নতু মধ্যে কদাচন।
কৃতে বিরামে মধ্যে তু অধ্যায়াদিং পঠেন্নরঃ ॥" (মৎস্যসূক্ত)

পুত্র, পৌত্র, ধন ও ধান্তকামনায় ষোড়শবার, রাজভয়-নিবারণ ও অরাতিকুলের উচ্চাটন কামনায় সপ্তদশবার বা অষ্টাদশবার, মহাব্রণ বিনাশের জন্ত ত্রিংশৎবার এবং বন্ধন-মুক্তিকামনায় পঞ্চবিংশতিবার চণ্ডীপাঠ করার বিধান আছে। ভীষণ সঙ্কট, দুশ্চিকিৎস্য রোগ, জাতিধ্বংস, কুলোচ্ছেদ, আয়ুক্ষয়, শত্রুবৃদ্ধি, রোগবৃদ্ধি, ধননাশ ও ক্ষয় এই সকল উৎপাত অথবা অতিপাতক হইলে শান্তির জন্ত শতাবৃত্ত চণ্ডী পাঠ করিতে হয়। শতাবৃত্ত চণ্ডী পাঠ করিলে সমস্ত অশুভ বিনাশ হয় এবং রাজ্যবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এক শত আটবার চণ্ডী পাঠ করিলে মনে যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই সিদ্ধ হয় ও শতাশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। সহস্রাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে লক্ষ্মী স্থিরা হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করেন, ইহজন্মে বহুবিধ সুখভোগ ও চরমে মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে। যেরূপ যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ ও দেবগণের মধ্যে হরি সর্ব্বপ্রধান, সেইরূপ এই সপ্তশতী স্তব সমস্ত স্তবের প্রধান জানিবে। (মৎস্যসূক্ত)

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী এ দেশীয় আস্তিকগণের নিকট বড়ই আদরণীয়া। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুগণের মধ্যে ইহার পাঠপ্রণালী প্রচলিত আছে। কালক্রমে অথবা বহু গ্রন্থের ভিন্ন মতে চণ্ডীপাঠবিধান সম্বন্ধে মতামত হইয়াছে। টীকাকার বা উপাসকসম্প্রদায় ইহার পাঠ স্থির করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও ঐক্যমত লক্ষিত হয় না। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর অনেক টীকা আছে, তাহার কতকগুলি প্রচলিত ও অপর কতকগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। [চণ্ডীটীকা দেখ।]

তন্ত্রে চণ্ডীপাঠের নিয়মপ্রস্তাবে লিখিত আছে—

"সকামৈঃ সম্পুটো জাপ্যো নিষ্কামৈঃ সংপুটং বিনা।
শতমাদৌ শতঞ্চান্তে সংপুটোঽয়মুদাহৃতঃ।"

এই বচন অনুসারে সকাম ব্যক্তির চণ্ডীপাঠে দুইটী মত হইতে পারে। যথা সকাম ব্যক্তি নবাক্ষর প্রভৃতি চণ্ডীমন্ত্রে পুটিত করিয়া সপ্তশতী স্তব জপ করিবে অথবা সপ্তশতী দ্বারা পুটিত করিয়া নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে।

চণ্ডীটীকাকার ভাস্কররায়ের মতে সপ্তশতী স্তবে পুটিত করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। সর্ব্ব প্রথম ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া চরিতত্রয় পাঠ, তৎপরে সঙ্কল্পিত সংখ্যানুসারে নবাক্ষর মন্ত্র জপ ও পুনর্ব্বার চণ্ডীপাঠ, তৎপরে অষ্টোত্তর শতবার নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে। এই নিয়মে চণ্ডীপাঠ করিলে মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়। (১) ইহা ছাড়া পূর্ব্বপ্রদর্শিত বচন অনুসারে অপর যে যে মত উদ্ভাবিত হইয়াছে টীকাকার তাহা শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। [সেই সকল জানিতে হইলে ভাস্কররায়ের গুপ্তবতীটীকা দ্রষ্টব্য।]

চণ্ডীর অপর নাম সপ্তশতীস্তব। এই নামানুসারে আপাততঃ বোধ হয় যে, চণ্ডীতে সাত শত শ্লোক আছে, কিন্তু চণ্ডীর শ্লোকসংখ্যা গণনা করিলে ছয় শত হইতেও অনেক কম হয়। এই কারণে কোন কোন মীমাংসক কবচ, কীলক, অর্গলা স্তুতি ও রহস্যত্রয়যোগে চণ্ডীর সপ্তশতীত্ব ব্যবহার রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, চণ্ডীর সহিত কবচ প্রভৃতির যোগ করিলে শ্লোক সংখ্যা সাত শতের অনেক বেশী হয়, বিশেষতঃ "জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ।" চণ্ডীকবচের এই বাক্যানুসারে কবচ ভিন্নই চণ্ডী সপ্তশতী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গুপ্তবতীর মতে মালাস্বরূপ চণ্ডী মন্ত্রকে হোমাঙ্গ অথবা সম্পুটিত করিবার জন্য সাত শত ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে এবং এই কারণেই চণ্ডীকে সপ্তশতী বলা হইয়া থাকে। বারাহীতন্ত্রের মতে চণ্ডী কলিকালে অতিশয় প্রশস্ত। স্তবপাঠের সাধারণ নিয়ম অনুসারে সর্ব্বপ্রথমে ঋষি-ছন্দ ও দেবতার উল্লেখ করিতে হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৮১ অধ্যায় হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত অর্থাৎ "সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়" ইত্যাদি "সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ" পর্য্যন্ত অংশকে চণ্ডী বলে। চণ্ডী তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তর চরিত। চণ্ডীর প্রথম অধ্যায় বা মধুকৈটভবধ প্রথম চরিত, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় মধ্যম চরিত এবং ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ এই কয়টী অধ্যায়কে উত্তরচরিত বলে।

চণ্ডীর প্রথম চরিতের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা মহাকালী, ছন্দ গায়ত্রী, শক্তি নন্দা, বাগ্‌বীজ, অগ্নিতত্ত্ব এবং বিনিয়োগ

(১) "মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্তং নিত্যং চণ্ডীস্তবং পঠন্ পুটিতং মূলমন্ত্রেণ জপেনাপ্নোতি বাঞ্ছিতমিতি পুটিতমিতি। পাঠক্রিয়াবিশেষণং, পুটিতত্বং সংপুটাকারতা, তথাচ স্তবোযথা মূলমন্ত্রজপস্য সংপুটাকারো ভবতি তথা পঠনান্মূলজপস্য যদ্বাঞ্ছিতং ফলং তৎসিদ্ধতীত্যর্থঃ। তত্তদ্‌ঋষ্যাদিন্যাস পূর্ব্বকঞ্চরিতত্রয়ং পঠিত্বা মধ্যে স্বসঙ্কল্পিত সংখ্যানুসারেণ সহস্রাদিসংখ্যকং নবার্ণং জপিত্বা পুনশ্চণ্ডীস্তবং পূর্ব্ববৎ পঠেৎ। পরং স্তেতদন্তে পুনর্মূলমষ্টোত্তরশতমাত্রং জপ্তাত্মনিবেদনাদিকং কুর্য্যাৎ। অয়ঞ্চ জপোঽঙ্গভূতোন প্রধানসংখ্যায়ামুপযুজ্যতে ইতি বিশেষঃ। তদপ্যুক্তংতত্রৈব ঋষ্যাদীনুক্ত্বা
এবং সংস্মৃত্য ঋষ্যাদীন্ ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তমার্গতঃ।
সার্থস্মৃতিঃ পঠেচ্চণ্ডীস্তবং স্পষ্টপদাক্ষরম্।
সমাপ্তৌতু মহালক্ষ্মীং ধ্যাত্বা কৃত্বা ষড়ঙ্গকম্।
জপেদষ্ট শতং মূলং দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ।" (ভাস্কররায়কৃত গুপ্তবতী)

বা পাঠের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম। (ডামর) প্রথম চরিত পাঠে দেবীর তামসিক মূর্ত্তির ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঞ্জনপ্রভা।
বিশালয়া রাজমানা ত্রিংশল্লোচনমালয়া॥
স্ফুরদ্দশনদংষ্ট্রাঢ্যা ভীমরূপা ভয়ঙ্করী।
রূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়াম্।
খড়্গবাণগদাশূলচক্রশঙ্খভুশুণ্ডিভৃৎ॥
পরিঘং কার্ম্মুকং শীর্ষং নিশ্চ্যোতদ্রুধিরং দধৌ।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে ধ্যাতৈষা তামসী শিবা॥"

মধ্যম চরিতের ঋষি বিষ্ণু, দেবতা মহালক্ষ্মী, ছন্দ উষ্ণিক্, শক্তি শাকম্ভরী, দুর্গা বীজ। বায়ুতত্ত্ব ও পাঠের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ। (ডামর।) মধ্যম চরিতপাঠে দেবীর রাজসিক মূর্ত্তি মহালক্ষ্মীর ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজঙ্ঘোরুরুন্মদা।
চিত্রানুলেপনা কান্তা রূপসৌভাগ্যশালিনী।
অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা রণে।
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ।
অক্ষমালাঞ্চ মুষলং বাণোঽসিকুলিশং গদাম্।
চক্রং ত্রিশূলং পরশুং শঙ্খঘণ্টাচ পাশকম্।
শক্তির্দণ্ডশ্চর্ম্মচাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুম্।
অলঙ্কৃতভুজা এভিরায়ুধৈঃ পরমেশ্বরী।
স্মর্ত্তব্যা স্তুতিকালাদৌ মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
ইত্যেষা রাজসী মূর্ত্তিঃ সর্ব্বদেবময়ী মতা।
যাং ধ্যাত্বা মানবো নিত্যং লভতেঽভিমতমাত্মনঃ॥"

উত্তর চরিতের ঋষি রুদ্র, দেবতা সরস্বতী, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, শক্তি ভীমা, কাম বীজ ও সূর্য্য তত্ত্ব এবং পাঠের উদ্দেশ্য কামনাসিদ্ধি। (ডামর)

উত্তরচরিত পাঠে দেবীর সাত্ত্বিক মূর্ত্তি সরস্বতীর ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"গৌরীদেহাৎ সমুদ্ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী।
দধৌ চাষ্টভুজা বাণং মুষলং শূলচক্রকম্।
শঙ্খঘণ্টাহলঞ্চৈব কার্ম্মুকঞ্চ তথাপরম্।
ধ্যেয়া সাম্প্রতিকালাদৌ বধে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।" (কাত্যায়নীতন্ত্র)

ডামরতন্ত্রে লিখিত আছে (২)—

"হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ" এই মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। বাগ্বীজ ঐঁ, দুর্গাবীজ হ্রীঁ, ও কামবীজ ক্লীঁ।

মন্ত্রাদি সিদ্ধি করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে যেরূপ সেই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হয়, সেই প্রকার চণ্ডীস্তবেরও পুরশ্চরণ করিবার বিধান আছে। মরীচিকল্পের মতে কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর এক বৃদ্ধি করিয়া পুটিত চণ্ডীপাঠ করিবে। তাহার পরে প্রতি শ্লোকে পায়স হোম করিবে। রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্তে পুটিত চণ্ডী পাঠ করিতে হয়। হোমের পরে পুনর্ব্বার স্তোত্র পাঠ ও সর্ব্ব প্রথমে পূজা করিতে হয় (৩)।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে "বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীম্" ইত্যাদি স্তবটীকে রাত্রিসূক্ত এবং "নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ" ইত্যাদি স্তবটীকে দেবীসূক্ত বলে। গুপ্তবতীটীকাকার তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্ত বৈদিক মন্ত্র। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তকে দেবীসূক্ত এবং ১০ম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তকে রাত্রিসূক্ত বলে। চণ্ডীপাঠে এই দুই বৈদিক সূক্তই পাঠ করা উচিত। বর্ত্তমান সময়েও এই মতটীই আদরণীয়। আবার কোন কোন তন্ত্রের মতে বিশ্বেশ্বর্য্যাদি সূক্ত দেবীর তুষ্টিকর, মহিষান্তকরী সূক্ত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, 'দেব্যা যয়া'দি ও 'দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে'! ইত্যাদি সূক্ত দিব্য, নারায়ণীস্তুতিসূক্ত দেবীর সন্তোষকর এবং 'নমো দেব্যাদি' সূক্তটী সর্ব্বকামফলপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৪)।

---

(২) "সপ্তশত্যাশ্চরিত্রেতু প্রথমে পদ্মভূর্ম্মুনিঃ।
ছন্দো গায়ত্র্যুদিতং মহাকালীতু দেবতা।
বাগ্বীজং পাবকস্তত্ত্বং ধর্ম্মার্থে বিনিয়োজনম্।
মধ্যমস্য চরিত্রস্য মুনির্বিষ্ণুরুদাহৃতঃ।
উষ্ণিক্ছন্দো মহালক্ষ্মী দেবতা বীজমদ্রিজা।"
বায়ুস্তত্ত্বং ভবেত্তত্র মোক্ষার্থে বিনিয়োজনম্।
উত্তরস্য চরিত্রস্য ঋষিঃ শঙ্কর ঈরিতঃ।
ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো দেবতাস্য মহাপূর্ব্বা সরস্বতী।
কামো বীজং রবিস্তত্ত্বং কামার্থে বিনিয়োজনম্।" (ডামরতন্ত্র)

(৩) "কৃষ্ণাষ্টমীং সমারভ্য যাবৎ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্।
বৃদ্ধ্যৈকোত্তরমাজাপ্যং পূর্ব্বসংপুটিতন্তু তৎ॥
এবং দেবি! ময়া প্রোক্তঃ পৌরশ্চরণিকঃ ক্রমঃ।
তদন্তে হবনং কুর্য্যাৎ প্রতিশ্লোকেন পায়সম্॥
রাত্রিসূক্তং প্রতিঋচং তথা দেব্যাঞ্চ সূক্তকম্।
হুত্বান্তে প্রজপেৎ স্তোত্রমাদৌ পূজাদিকং মুদে॥" (মরীচিকল্প)

(৪) "বিশ্বেশ্বর্য্যাদিকং সূক্তং দৃষ্টং যদব্রহ্মণা পুরা।
স্তুতয়ে যোগনিদ্রায়া মম দেব্যাঃ পুরন্দর।
মহিষান্তকরী সূক্তং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদন্তথা।
দেব্যা যয়াদিকং দিব্যং দৃষ্টং দেবৈর্মহর্ষিভিঃ।
দেবি! প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদেত্যাদিকং তথা।

কাম্যপ্রয়োগে একাবৃত্ত প্রভৃতি চণ্ডীপাঠে সংকল্প, পূজা, অন্তে মন্ত্রন্যাস করিয়া বলি প্রদান করিতে হয়। এই বলি ব্রাহ্মণাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। (বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে কালিকাপুরাণ দ্রষ্টব্য।) [বলি দেখ।]

যাহার পক্ষে যেরূপ বলির বিধান আছে, সেই ব্যক্তি যদি সেইরূপ প্রদান করিতে অসমর্থ হয়, তবে কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য ও আসব প্রদান করিবে। ইহা প্রদানেও ছাগলবলির ন্যায় ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত তৃপ্তি হইয়া থাকে। (৫) গুপ্তবতী-টীকাকার বলেন যে, বাস্তবিক ব্রাহ্মণের পক্ষে ছাগ বলিদান বা মদ্য ও আসব দান উচিত নহে। তাঁহারা কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ডই বলি দিবে (৬)।

হরগৌরীতন্ত্রের মতে সকল কামনায় চণ্ডীর সকল অংশ পাঠ করিতে হয় না, কামনা বিশেষে চণ্ডীর কতক অংশ পাঠ করিলেও চলিতে পারে। ধন বা শোভা ও পুত্রকামনায় সৃষ্টি ক্রমে শক্রাদিমাহাত্ম্য হইতে আরম্ভ করিয়া শুম্ভদৈত্যবধ পর্য্যন্ত পাঠ করিবে। আদি হইতে পাঠ আরম্ভ ও তৎপরে শেষ সমাপন করিবে। এইরূপ শান্তি প্রভৃতি কামনা থাকিলে স্থিতিক্রমে "সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ" হইতে "সাবর্ণির্ভবিতামনুঃ" পর্য্যন্ত এবং শঙ্কটে অন্ত হইতে আরম্ভ ও তৎপর আদিতে সমাপন করিতে হয় [?] (৭)।

কেরলবাসীদের মধ্যে চণ্ডীপাঠের দুইটী মত আছে। অনেকের মতে প্রতিদিনে এক এক চরিত্র পাঠ করিয়া তিন দিনে চণ্ডীপাঠ সমাপন করিবে অর্থাৎ তিন দিনে একাবৃত্তি চণ্ডী পাঠ করিতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম দিন ১ অধ্যায়, দ্বিতীয় দিন ২ অধ্যায়, তৃতীয় দিন ১ অধ্যায়, চতুর্থ দিন ৪ অধ্যায়, পঞ্চম দিন ২ অধ্যায়, ষষ্ঠ দিনে ১ অধ্যায় এবং সপ্তম দিনে ২ অধ্যায় পাঠ করিবে, এইরূপে সাত দিনে একাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিবে।

গুপ্তবতী টীকাকার বলেন যে, কেরলবাসীদের ঐ মতের কোন প্রমাণ নাই। যদি কোন প্রামাণিক তন্ত্রে তাদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তাহা অসমর্থের পক্ষে বলিয়াই স্থির করিতে হইবে (৮)।

ইচ্ছা হইলে স্বয়ং চণ্ডী পাঠ না করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারাও চণ্ডী পাঠ করান যাইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা চণ্ডীপাঠ করাইলে যথানিয়মে দক্ষিণা দিতে হয়। শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে পঞ্চস্বর্ণ বা পাঁচটী মোহর, পঞ্চাবৃত্তিতে ৩ স্বর্ণ, পঞ্চাবৃত্তিতে ১ স্বর্ণ, ত্রিরাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে ½ স্বর্ণ এবং একাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে ¼ স্বর্ণ দক্ষিণা দিতে হয়। অসমর্থ পক্ষে যথাশক্তি দক্ষিণা দিলেও চলিতে পারে (৯)।

বিধানপারিজাতের মতে অধ্যায়ের অন্তে ইতি বা বধ শব্দ করিতে নাই। [পাঠ দেখ।]

হোমাদ্য বা পুটিত করিবার জন্য চণ্ডীকে সাতশত ভাগ করা হয়। তাহার প্রত্যেক অংশকেই মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাত্যায়নী ও বারাহীতন্ত্র প্রভৃতিতে চণ্ডীবিভাগপ্রণালী লিখিত আছে। গুপ্তবতী-টীকাকার তাহার সারসংগ্রহ করিয়া যেরূপ লিখিয়াছেন এই স্থানে তাহাই লিখিত হইল। চণ্ডীকে সাতশত ভাগে বা মন্ত্রে বিভক্ত করিতে হইলে কোন স্থলে একটী শ্লোককে একটী মন্ত্র বলিয়া ধরিতে হয়, কোথাও বা শ্লোকার্দ্ধ, শ্লোকের ত্রিপাৎ, পুনরুক্ত বা রাজোবাচ, মার্কণ্ডেয় উবাচ প্রভৃতিকে এক একটী মন্ত্র স্বীকার করা হইয়া থাকে। যে স্থলে একটী শ্লোকই একটী মন্ত্র তাহাকে শ্লোকাত্মক, অর্দ্ধশ্লোকমন্ত্রকে অর্দ্ধশ্লোকাত্মক,

---

নারায়ণীস্তুতির্নাম সূক্তং পরমশোভনম্।
অমুষ্যাঃ স্তুতয়ে দৃষ্টং ব্রহ্মাদ্যৈঃ সকলৈঃ সুরৈঃ।
নমো দেব্যাদিকং সূক্তং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।" (গুপ্তবতীটীকা)

(৫) "কুষ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মদ্যমাসবমেবচ।
এতে বলিসমাঃ প্রোক্তাস্তৃপ্তৌ চ্ছাগসমাঃ সদা।"
ছাগসমাঃ পঞ্চবিংশতি-বর্ষাবধি তৃপ্তিজনকাঃ।
"অজাবিকানাং রুধিরৈঃ পঞ্চবিংশতিবার্ষিকীম্।
তৃপ্তিমাপ্নোতি পরমাং শার্দূলরুধিরৈস্তথেতি।" (কালিকাপুরাণ)

(৬) "বস্তুতস্তু ন হিংস্যাদিতি নিষেধস্য সঙ্কোচমস্তবৈর্বৈব ছাগসমান তৃপ্তিসম্ভবে ছাগবলির্ব্রাহ্মণৈর্ন কার্য্যএব এবং মদ্যাসবে অপিনদেয়ে "বরং প্রাণাঃ প্রগচ্ছন্তু ব্রাহ্মণোনার্পয়েৎ সুরামিতি বচনাৎ।" (গুপ্তবতী)

(৭) "শ্রীকামঃ পুত্রকামো বা সৃষ্টিমার্গক্রমেণতু।
জপেচ্ছক্রাদিমারভ্য শুম্ভদৈত্যবধাবধি।
আদিমারভ্য প্রজপেৎ পশ্চাচ্ছেষং সমাপয়েৎ।
শান্ত্যাদিকামঃ সর্ব্বত্র স্থিতিমার্গক্রমেণ তু।
সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ।
সঙ্কটে চান্তমারভ্য পশ্চাদাদি সমাপয়েৎ।" (হরগৌরীতন্ত্র)

(৮) "কেরলাস্তু একৈকস্মিন্ দিবসে একৈকমেব চরিত্রং পঠেদিতি দিনত্রয়েনৈকাবৃত্তিরিত্যেকঃ পক্ষঃ। চন্দ্রাক্ষিভূবেদকরেন্দুদস্রসংখ্যকান্ অধ্যায়ান্ ক্রমেণ দিনভেদেন পঠেদিতি সপ্তভির্দিনৈরেকাবৃত্তিরিতি অন্যঃ পক্ষ ইত্যাহুঃ তত্র মূলতন্ত্রাণি তএব জানন্তি সন্ত্যপি তানি তন্ত্রবচনানি একদিনেনৈকাবৃত্ত্যশক্তপরাণি।" (গুপ্তবতী)

(৯) "পঞ্চস্বর্ণাঃ শতাবৃত্তেঃ পঞ্চাবৃত্তেস্তু তৎত্রয়ম্।
পঞ্চাবৃত্তেঃ স্বর্ণমেকং ত্রিরাবৃত্তেস্তদর্দ্ধকম্।
একাবৃত্তৌ পাদমেকং দদ্যাদ্ বা শক্তিতো বুধঃ।" (গুপ্তবতী)

ত্রিপাৎমন্ত্রকে ত্রিপাৎ ও রাজোবাচ প্রভৃতি মন্ত্রকে উবাচাঙ্কিত মন্ত্র বলে (১০)।

চণ্ডীর প্রথমাধ্যায়ে বা প্রথম চরিতে সর্ব্বসমেত ১০৪টী মন্ত্র। তন্মধ্যে উবাচাঙ্কিত মন্ত্র ১৪টী, অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২৪টী এবং শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৬৬। সর্ব্বপ্রথমে মার্কণ্ডেয় উবাচ ১ মন্ত্র, 'সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়' হইতে 'তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে' পর্য্যন্ত ১০টী শ্লোকাত্মক, 'সোঽচিন্তয়ৎ' ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ১, 'মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং' হইতে 'প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৭, 'বৈশ্য উবাচ' ১, 'সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহং' হইতে 'দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৩, 'কিন্নু তেষাং গৃহেক্ষেম' ও 'কথন্তে কিন্নু সদ্বৃত্তা' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২, রাজোবাচ ১, 'যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ' ও 'তেষু কিং ভবতঃ স্নেহ' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২, বৈশ্য উবাচ ১, 'এবমেতদ্ যথা প্রাহ' হইতে 'বিগুণেষ্বপিবন্ধুষু' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৩, 'তেষাং কৃতে মে 'নিশ্বাসো' ও করোমি কিং যন্নমনো' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২, মার্কণ্ডেয় উবাচ ১, 'ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্রঃ' ও 'সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২, 'কৃত্বাতু তৌ যথা ন্যায়ং' শ্লোকাত্মক ১, রাজোবাচ ১, 'ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং' ও 'দুঃখায় যন্মে মনসঃ' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২, 'মমত্বং মম রাজ্যস্য' হইতে 'বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৪, ঋষিরুবাচ ১, 'জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য' হইতে 'সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ১০, 'সাবিদ্যা পরমা মুক্তেঃ' ও 'সংসারবন্ধহেতুশ্চ' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২, রাজোবাচ ১, 'ভগবন্ কাহি সা দেবী' শ্লোকাত্মক ১, 'যৎস্বভাবাচ সা দেবী' ও 'তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২, ঋষিরুবাচ ১, 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি' ও 'তথাপি তৎসমুৎপত্তি' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২, 'দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ' হইতে 'অতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ' পর্য্যন্ত ৬, ব্রহ্মোবাচ ১, 'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা' হইতে 'অসুরৌ মধুকৈটভৌ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ১৩, 'প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী' ও 'বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২, ঋষিরুবাচ ১, 'এবং স্তুতা তদা দেবী' হইতে 'বাহুপ্রহরণো বিভুঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৫, 'তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ', 'উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তঃ' 'ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ' ও 'কিমন্যেন বরেণাত্র' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ৪, ভগবানুবাচ ও ঋষিরুবাচ ২, 'বঞ্চিতাভ্যামিতি' শ্লোকাত্মক ১, 'আবাং জহি' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ১, ঋষিরুবাচ ১, ও 'তথেত্যুক্ত্বা' হইতে 'ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ২টী (১১)। অতএব প্রথম চরিতে সর্ব্বসমেত মন্ত্রসংখ্যা ১০৪।

মধ্যম চরিতের মন্ত্রসংখ্যা সর্ব্বসমেত ১৫৫। তন্মধ্যে উবাচাঙ্কিত ৯, অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ২ ও শ্লোকাত্মক ১৪৪। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঋষিরুবাচ ১, এবং 'দেবাসুরমভূদ্‌যুদ্ধং' হইতে 'পুষ্পবৃষ্টি মুচো দিবি' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৬৮। তৃতীয় অধ্যায়ে ঋষিরুবাচ, দেব্যুবাচ ও ঋষিরুবাচ ৩ এবং 'নিহন্যমানং তৎসৈন্যং' হইতে 'ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৪১। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম ঋষিরুবাচ ১, 'শক্রাদয়ঃ সুরগণাঃ' হইতে 'তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ২৬, ঋষিরুবাচ ১, 'এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ' হইতে 'সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ২, দেব্যুবাচ ১, 'ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক, ১ দেবাঊচুঃ ১, 'ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং' হইতে 'ধনদারাদিসম্পদাং' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৩, 'বৃদ্ধয়েঽস্মৎ প্রসন্না ত্বং' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ১, ঋষিরুবাচ ১ এবং 'ইতি প্রসাদিতা দেবৈঃ' হইতে 'যথাবৎ কথয়ামিতে' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৪টী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মন্ত্রসংখ্যা ৬৯, তৃতীয়ে ৪৪ ও চতুর্থ অধ্যায়ে ৪২, অতএব মধ্যম চরিতের মন্ত্রসংখ্যা ১৫৫ (১২)।

তৃতীয় চরিত বা উত্তর চরিতে মন্ত্রসংখ্যা সর্ব্বসমেত ৪৪১। তন্মধ্যে শ্লোকাত্মক ৩২৭, অর্দ্ধ শ্লোকাত্মক ১২, ত্রিপাৎ ৬৬, উবাচাঙ্কিত ৩৪ এবং পুনরুক্ত ২। পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষিরুবাচ ১, 'পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যাং' হইতে 'বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৬, দেবাঊচুঃ ১, 'নমোদেব্যৈ' হইতে 'দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৫, 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা' হইতে 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।' পর্য্যন্ত ২১টী শ্লোকের প্রত্যেকটীতে

(১০) "একমন্ত্রস্ত্রিপান্ মন্ত্রঃ পুনরুক্তোঽর্দ্ধমন্ত্রকঃ।
উবাচাঙ্কিত ইত্যেষং মন্ত্রঃ প্রোক্তোঽত্র পঞ্চধা।
মন্ত্রপিণ্ডঃ শ্লোকপিণ্ডোঽধ্যায়পিণ্ড ইতি ত্রিধা।" (গুপ্তবতী)

(১১) "প্রথমস্য চরিত্রস্য সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চতুঃশতম্।
তেষূবাচাঙ্কিতা মন্ত্রাব্যেকব্যেকত্রিপঞ্চভিঃ।
মৃকণ্ডুপুত্রভগবৎ বৈশ্যব্রহ্মনৃপর্ষিভিঃ।
চতুর্দ্দশ স্যুঃ শ্লোকার্দ্ধাশ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ।
অবশিষ্টাস্তু ষট্‌ষষ্টিঃ শ্লোকমন্ত্রা ইতি স্থিতিঃ।" (গুপ্তবতী)

(১২) "মধ্যমস্য চরিত্রস্য পঞ্চপঞ্চাশদুত্তরাঃ।
শতং মন্ত্রাস্তেষু দেব্যা বচসী দ্বে ঋষেস্তু ষট্।
দেবানামেকমর্দ্ধে দ্বে অন্যে শ্লোকা ইতি স্থিতিঃ।
এবং দ্বিতীয়কে ঽধ্যায়ে মন্ত্রা একোনসপ্ততিঃ।
পঞ্চ শ্লোকা ইতি চতুশ্চত্বারিংশৎ তৃতীয়কে।
ঋষের্বচঃ চতুঃশ্লোকীত্যধ্যায়েচ চতুর্থকে।
মন্ত্রা দ্বিচত্বারিংশৎস্যুঃ।" (গুপ্তবতী)

তিনটী করিয়া মন্ত্র ধরিলে হইল ৬৩, ইহাদের প্রথমার্দ্ধ ও 'নমস্তস্যৈ' পর্য্যন্ত ১, 'নমস্তস্যৈ' ও ২, 'নমস্তস্যৈ নমোনমঃ' ৩য়। এইরূপ তিনভাগে বিভক্ত করিতে হয়। (১৩) ইহাদিগকেই ত্রিপাৎ মন্ত্র বলে। 'ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী' শ্লোকাত্মক ১, 'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্ন' ইত্যাদি শ্লোকটীকে তিনভাগে বিভক্ত করিলে ত্রিপাৎ মন্ত্র ৩, 'স্তুতাঃ সুরৈঃ পূর্ব্ব' হইতে 'ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ২, ঋষিরুবাচ ১ 'এবং স্তবাদিযুক্তানাং' হইতে 'ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ১৭, ঋষিরুবাচ ১, 'নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ' হইতে 'শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৩, দূত উবাচ ১, 'দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভঃ' হইতে 'মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৯, ঋষিরুবাচ ১, 'ইত্যুক্তা সা তদা দেবী' শ্লোকাত্মক ১, দেব্যুবাচ ১, 'সত্যমুক্তং ত্বয়ানাত্র' হইতে 'পাণিং গৃহ্নাতু মে লঘু' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৪, দূত উবাচ ১ 'অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং' হইতে 'মা গমিষ্যসি' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৪, দেব্যুবাচ ১, এবং 'এবমেতৎবলী শুম্ভঃ' হইতে 'স চ যুক্তং করোতু যৎ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ২।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঋষিরুবাচ ১ 'ইত্যাকর্ণ্য বচোদেব্যাঃ' হইতে 'যক্ষো গন্ধর্ব এব বা' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৪, ঋষিরুবাচ ১, 'তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং' হইতে 'কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্' শ্লোকাত্মক ৩, দেব্যুবাচ ১, 'দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতঃ' শ্লোকাত্মক ১, ঋষিরুবাচ ১, এবং 'ইত্যুক্তঃ সোভ্যধাবৎ তাং,' হইতে 'গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ১২টী।

সপ্তম অধ্যায়ে ঋষিরুবাচ ১, 'আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাঃ' হইতে 'নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ২৩, ঋষিরুবাচ ১ এবং 'তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা' হইতে 'খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ২টী।

অষ্টম অধ্যায়ে—ঋষিরুবাচ ১, 'চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে' হইতে 'শূলেনাভি জঘান তং' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৫৫, 'মুখেন কালী জগৃহে' অর্দ্ধ শ্লোকাত্মক ১, এবং 'ততোহসাবা জঘান' হইতে 'ননর্ত্তাসৃঙ্‌মদোদ্ধতঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৬টী।

নবম অধ্যায়ে—রাজোবাচ ১,'বিচিত্রমিদমাখ্যাতং' হইতে 'নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ২, ঋষিরুবাচ ১, এবং 'চকার কোপমতুলং' হইতে 'শিবদূতী মৃগাধিপৈঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৩৭।

দশম অধ্যায়ে—ঋষিরুবাচ ১, 'নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা' ও 'বলাবলেপদুষ্টে ত্বং' শ্লোকাত্মক ২, দেব্যুবাচ ১, 'একৈবাহং জগত্যত্র' হইতে 'একৈবাসীৎ তদাম্বিকা' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ২, 'অহং বিভূত্যা' শ্লোকাত্মক ১, ঋষিরুবাচ ১, 'ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং' হইতে 'দেবীং গগনমাস্থিতঃ' পর্য্যন্ত ১৩, 'তত্রাপি সা নিরাধারা' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ১ এবং 'নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যঃ' হইতে 'শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৯টী মন্ত্র।

একাদশ অধ্যায়ে—ঋষিরুবাচ ১, 'দেব্যাহতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে' হইতে 'লোকানাং বরদা ভব' পর্য্যন্ত ৩৪, দেব্যুবাচ ১, 'বরদাহং সুরগণা' শ্লোকাত্মক ১, দেবা ঊচুঃ ১, 'সর্ব্বাবাধা প্রশমনং' শ্লোকাত্মক ১, দেব্যুবাচ ১, 'বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে' হইতে 'আবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৮, 'শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ১, এবং 'তত্রৈবচ বধিষ্যামি' হইতে 'করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৬টী।

দ্বাদশ অধ্যায়ে—দেব্যুবাচ ১, 'এভিস্তবৈশ্চ মাং নিত্যং' হইতে 'পঠনাদেব নাশনং' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ১৮, 'সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ১, 'পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ' হইতে 'স্মরতশ্চরিতং মম' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ১০, ঋষিরুবাচ ১, 'ইত্যুক্তা সা ভগবতী' হইতে 'মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৩, 'নিশুম্ভে চ মহাবীর্য্যে' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ১, 'এবং ভগবতী দেবী' হইতে "মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্" পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৬টী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—ঋষিরুবাচ ১, 'এতৎ তে কথিতং ভূপ!' অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ১, 'এবং প্রভাবা সা দেবী' হইতে 'ভোগস্বর্গাপবর্গদা' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৩, মার্কণ্ডেয় উবাচ ১, 'ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা' হইতে 'প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ৬, দেব্যুবাচ ১, 'যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ' শ্লোকাত্মক ১, মার্কণ্ডেয় উবাচ ১, 'ততো বব্রে' হইতে 'সঙ্গবিচ্যুতিকারকং' পর্য্যন্ত শ্লোকাত্মক ২, দেব্যুবাচ ১ 'স্বল্পৈ রহোভি র্নৃপতে' হইতে 'তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি' পর্য্যন্ত অর্দ্ধশ্লোকাত্মক ৬, মার্কণ্ডেয় উবাচ ১ এবং ইহার পরবর্ত্তী 'ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী' হইতে 'সাবর্ণি র্ভবিতা মনুঃ' পর্য্যন্ত শ্লোক দুইটীকে দুইবার আবৃত্তি করিতে হয়। অতএব শ্লোকাত্মক ৪টী মন্ত্র হয়, তন্মধ্যে দুইটীকে পুনরুক্ত মন্ত্র বলে।

চণ্ডীর শ্লোকসংখ্যা সর্ব্বসমেত ৫৭৮টী। তন্মধ্যে

---

(১৩) "ততঃ শ্লোকৈকবিংশত্যা প্রতিশ্লোকং ত্রিশস্ত্রিশঃ।
বিভাগাদনুসঙ্গীত্যাং ত্রিষষ্ট্যাহুতয়ো যথা।
মহাকাল্যাদ্যর্ধভেদান্নমস্তস্য ইতি ত্রয়ং।
মন্ত্রাঃ পূর্ব্বোত্তরৌ শেষৌ যা দেব্যর্দ্ধং নমোনমঃ।
তেষামাদ্যন্তয়োর্যোজ্যৌ প্রতিমন্ত্রক্রমেণ তৌ।
তেন পর্য্যবসানং স্যাদেকৈকমন্ত্র ঈদৃশঃ।" (ভগবতী)

শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৫৩৭ টী, অবশিষ্ট ৪১টী শ্লোকের অংশ ও ঋষিরুবাচ প্রভৃতি লইয়া চণ্ডীতে সাত শত মন্ত্র পূরণ করা হয়। এই সকল বিষয় সহজে জানিবার উপায়——

চরিত্র	অধ্যায়	শ্লোকাত্মক মন্ত্র	অর্দ্ধ শ্লোকাত্মক মন্ত্র	ত্রিপাদ বা শ্লোকের তৃতীয়াংশাত্মক মন্ত্র	উবাচাদিরূপ মন্ত্র	সর্ব্বমন্ত্র সংখ্যা	শ্লোক সংখ্যা
১	১	৬৬	২৪	০	১৪	১০৪	৭৮
২	২	৬৮	০	০	১	৬৯	৬৮
২	৩	৪১	০	০	৩	৪৪	৪১
২	৪	৩৫	২	০	৫	৪২	৩৬
৩	৫	৫৪	০	৬৬	৯	১২৯	৭৬
৩	৬	২০	০	০	৪	২৪	২০
৩	৭	২৫	০	০	২	২৭	২৫
৩	৮	৬১	১	০	১	৬৩	৬১½
৩	৯	৩৯	০	০	২	৪১	৩৯
৩	১০	২৭	১	০	৪	৩২	২৭½
৩	১১	৫০	১	০	৪	৫৫	৫০½
৩	১২	৩৭	৩২	০	২	৪১	৩৮
৩	১৩	১৪	৭	০	৬ পুনরু ২	২৯	১৭½
সমষ্টি	১৩	৫৩৭	৩৮	৬৬	৫৭ ও পুনরু ২	৭০০	৫৭৮

[চণ্ডীর অপর বিবরণ জানিতে হইলে কাত্যায়নীতন্ত্র, বারাহীতন্ত্র, রুদ্রযামল, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, চণ্ডীরহস্য, মন্ত্রমহোদধি প্রভৃতি গ্রন্থ এবং শতাবৃত্তচণ্ডীপাঠের বিধান তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।] (১৪) চণ্ডীর নবাক্ষর মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, ছন্দ গায়ত্রী, উষ্ণিক্ ও ত্রিষ্টুপ্। দেবতা মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। শক্তি নন্দা, শাকম্ভরী ও ভীমা। বীজ রক্তদন্তিকা, দুর্গা ও ভীমা। সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ। শিরে, মুখে ও হৃদয়ে যথাক্রমে ঋষিচ্ছন্দ ও দেবতা, স্তনদ্বয়ে শক্তি ও বীজ পুনর্ব্বার হৃদয়ে তত্ত্বন্যাস করিয়া উক্ত মন্ত্রে সমস্ত ও ব্যস্তরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। ইহার পরে একাদশটী ন্যাস করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। ১ মাতৃকা, ২ সারস্বত, ৩ মাতৃগণ, ৪ নন্দজাদিন্যাস, ৫ ব্রহ্মাদ্য, ৬ মহালক্ষ্ম্যাদি, ৭ মূলাক্ষরন্যাস, ৮ বিপরীতভাবে মূলাক্ষর ন্যাস, ৯ মন্ত্র ব্যাপ্ত, ১০ ষড়ঙ্গ এবং ১১ খড়্গিনী শূলিন্যাদিন্যাস। [মাতৃকান্যাস হইতে ষড়ঙ্গ ন্যাস পর্য্যন্ত দশটীর বিবরণ ন্যাস ও মাতৃকান্যাস প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।] খড়্গিনী শূলিন্যাদি ন্যাস এইরূপ করিতে হয়—খড়্গিনী শূলিনী প্রভৃতি পাঁচটী শ্লোক অর্থাৎ ১ অধ্যায়ের ৭১—৭৫ শ্লোক পাঠ ও মন্ত্রের প্রথমবর্ণ ঐঁ টীকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধ্যান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে। এইরূপ "শূলেন পাহি নো দেবী" ইত্যাদি ৪ অধ্যায়ের ২৩ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত পাঁচটী শ্লোক পাঠ ও দ্বিতীয় বীজ 'হ্রীঁ'কে সূর্য্যসদৃশ চিন্তা করিয়া সর্ব্বশরীরে 'সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে' ইত্যাদি ১১ অধ্যায়ের ২৩ হইতে ২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ৫ পাঁচটী শ্লোক পাঠ ও তৃতীয় ক্লীংকে স্ফটিকের সদৃশ ভাস্বর শুক্লবর্ণ ভাবিয়া স্তনদ্বয়ে ন্যাস করিবে। ইহার পরে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হয়। চণ্ডীর ধ্যান যথা—

"খড়্গং চক্রগদেষু চাপপরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌৎ শয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুকৈটভৌ।
অক্ষস্রক্ পরশুং গদেষু কুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাম্
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনেচ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাম্
সেবে সৈরিভমর্দ্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্।
ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃসায়কম্
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা
পূর্ব্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দ্দিনীং।"

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া পূর্ব্বলিখিত নবাক্ষর মন্ত্র ৪ লক্ষ জপ করিবে। জপের দশাংশ অর্থাৎ ১ লক্ষ হোম করিবে। পায়সান্নে হোম করা বিধেয়। ইহার পরে জবাদি শক্তিযুক্ত হেমপীঠে দেবীর অর্চ্চনা করিবে। ষট্‌কোণ অষ্টদলযুক্ত, ত্র্যস্র ও পঞ্চবিংশতি পত্রযুক্ত যন্ত্রের ত্রিকোণ মধ্যে মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা করিতে হয়। পূর্ব্বে শক্তির সহিত ব্রহ্মা, নৈর্ঋতে লক্ষ্মী ও বিষ্ণু, বায়ুকোণে উমা ও শিব, উত্তর এবং দক্ষিণে সিংহ ও মহিষ, ষট্‌কোণের মধ্যে পূর্ব্বাদি ক্রমে নন্দজা, রক্তদন্তিকা, শাকম্ভরী, দুর্গা,

(১৪) "অথোনবাক্ষরং মন্ত্রং বক্ষ্যে চণ্ডীপ্রসন্নয়ে।
বাগ্‌ভবো মদনো দীর্ঘ লক্ষ্মীস্তত্ত্বা শ্রুতীন্দুযুক্।
ডান্তৈ সদৃক্ জলং কূর্ম্মদ্বয়ং ঝিণ্টীশসংযুতম্।"
(মন্ত্রমহোদধি ১৪ তরঙ্গ)

জীমা ও ভ্রামরীর পূজা করিবে। অষ্টদলে যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা এবং পঞ্চবিংশতি পত্রে যথাক্রমে বিষ্ণুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, দয়া, বৃত্তি, শ্রুতি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, মোহ ও ভ্রান্তি, ইহাদিগকে পূজা করিবে। বাহিরে গৃহকোণে গণেশ, ক্ষেত্রপাল, বটুক, যোগিনীগণ এবং ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের পূজাও করিতে হয়। এই প্রকারে চণ্ডী পূজা করিয়া জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। (মন্ত্রমহোদধি ১৩ তরঙ্গ)

চণ্ডীকুসুম (পুং) চণ্ডীপ্রিয়ং কুসুমং যস্ত বহুব্রী। রক্তকরবীর বৃক্ষ। (রাজনি°)

চণ্ডীগড়, দামোদরনদীতীরস্থ একটা প্রাচীন গ্রাম, দুর্গাপুর হইতে ৩ ক্রোশদূরে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন দুর্গের চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। (দেশাবলী)

চণ্ডীটীকা, মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের টীকা। পূর্ব্বে দেবীমাহাত্ম্যের অনেক টীকা ছিল, তন্মধ্যে এখন এই কয় ব্যক্তির টীকা পাওয়া যায়। যথা—আত্মারাম ব্যাস, আনন্দ পণ্ডিত, একনাথভট্ট, কামদেব, কাশীনাথ, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ, গোবিন্দরাম, গৌড়পদ, গৌরীবর চক্রবর্ত্তী, জগদ্ধর, জয়নারায়ণ, জয়রাম, নারায়ণ, নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী, পীতাম্বর মিশ্র, ভগীরথ, ভাস্কররায়, ভীমসেন, রঘুনাথ, মঙ্করী, রবীন্দ্র, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, রামানন্দতীর্থ, ব্যাসাশ্রম, বিদ্যাবিনোদ, বৃন্দাবনশুক্ল, বিরূপাক্ষ, শঙ্করশর্ম্মা, শন্তনু, শিবাচার্য্য।

চণ্ডীদত্ত, অযোধ্যার রাজা মানসিংহের সভাস্থ একজন কবি। [মানসিংহ দেখ।]

চণ্ডীদাস, বঙ্গের একজন প্রাচীন কবি, কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। ব্রাহ্মণকুলে চণ্ডীদাসের জন্ম ও নান্নুরগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। বীরভূম জেলার সাকুল্লীপুর থানার ঠিক পূর্ব্বাংশে নান্নুর গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামে এখনও শিলাময়ী বিশালাক্ষী বা বাশুলীদেবী বিরাজ করিতেছেন। প্রবাদ আছে, চণ্ডীদাস প্রথমে তাঁহারাই উপাসনা করিতেন, পরে তাঁহারই উপদেশে কৃষ্ণভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলাঘটিত পদাবলী রচনা করেন। চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন যে তিনি বাশুলীর বরেই পদাবলী রচনা করেন।

"কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।" পদাবলী ১২৯।

পদকল্পতরু পাঠে জানা যায়—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গুণ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ত ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, ঘটনাক্রমে ভাগীরথী তীরে পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে উভয়ের কবিতা ও রসিকতায় বিমুগ্ধ হইয়া মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন (১)।

বিদ্যাপতির যেমন লছিমা-আসক্তির প্রসঙ্গ আছে, চণ্ডীদাসেরও সেইরূপ রামী নাম্নী রজককন্তার সহিত সংঘটনের কথা শুনা যায়। চণ্ডীদাস পদাবলীতেও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল, সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে, প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপ তপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি, শুনহ চৌষট্টি সনে॥
বস্তুতে গৃহেতে, করিয়া একত্র, ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যজিতে, সহজের এই রীতি॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে, যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রিদিনে, আনন্দে থাকিবে তবে॥
রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া সেই সে আরোপসার।
ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারি রামিনী নাম যাহার॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না, না জানে যে জনা, সেই সে কলির ভূত॥"
(পদাবলী—রাগাত্মক পদ)

চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, চৈতন্তদেব চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, চণ্ডীদাসের সময়ে বাঙ্গালা রচনার আদিকাল বলা যাইতে পারে, তিনি বঙ্গের আদি কবি না হইলেও বঙ্গভাষার সেই প্রথম অবস্থায় কৃষ্ণলীলা বর্ণনে যেরূপ কল্পনাশক্তি, রচনা পারিপাট্য, রসমাধুর্য্য ও সুললিত ছন্দোবন্ধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি একজন প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। চণ্ডীদাসের কবিতায় আদিরসের ছড়াছড়ি বলিয়া নব্যরুচির বিরুদ্ধ বটে এবং ভাবগাম্ভীর্য্যে ও বাক্যবিন্যাসে নব্যদিগের নিকট বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অপেক্ষা উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় চণ্ডীদাস

(১) "চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ। * *
দেখহি দুঁহু দোহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুঁহু দোহা নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই।
সময় বসন্ত যামদিন মাঝহি বটতলে সুরধনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল পুলকে কলেবর গীর।
ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেমতরঙ্গে।" (পদকল্পতরু)

বিদ্যাপতি অপেক্ষা কম ব্যক্তি ছিলেন না। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অপেক্ষা নানাবিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু সরল সরস কথায় চণ্ডীদাস যেরূপ মনের ভাব, হৃদয়ের যেমন নিখুত ছবি চিত্রিত করিয়াছেন, বিদ্যাপতির পদাবলীতে তেমন খাঁটি ভাব অতি অল্পই লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক আর বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর। একজন ভাবুক, অপর দার্শনিক। একজন সোজা কথায় সরলভাষায় সাধারণের মন মাতাইয়াছেন, অন্য ব্যক্তি রচনাচাতুর্য্যে প্রাকৃতির সৌন্দর্য্যে ও শব্দবিদ্যায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পণ্ডিতের সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন। বিদ্যাপতি খাঁটী মৈথিলী কবি, আর চণ্ডীদাস আমাদের স্বদেশীয় একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবি। [বিদ্যাপতি দেখ।]

২ একজন বিখ্যাত আলঙ্কারিক, নারায়ণের পৌত্র, ইঁহার বন্ধু লক্ষণভট্টের আদেশে ইনি সংস্কৃতভাষায় ধ্বনিসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও কাব্যপ্রকাশদীপিকা প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ কাব্যপ্রদীপে চণ্ডীদাসের মত উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে সগোত্র বলিয়া ইঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

৩ ভাবচন্দ্রিকা নামে সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা।

চণ্ডীদেবশর্ম্মন্, সংক্ষিপ্তসারের প্রাকৃতদীপিকাকার, ইনি "শোভাকরকুলোদ্ভূত" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

চণ্ডীপাঠ (পুং) চণ্ড্যা দেবীমাহাত্ম্যাত্মকগ্রন্থস্য পাঠঃ ৬তৎ। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর আবৃত্তি, যথানিয়মে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উচ্চারণ। [চণ্ডী দেখ।]

চণ্ডীপুর, রাজমহলস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। (দেশাবলী) বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে চণ্ডীপুর একটী পীঠস্থান, এখানে প্রচণ্ডাদেবী বিরাজ করেন।

"চণ্ডীপুরে প্রচণ্ডা চ চণ্ডা চণ্ডবতী শিবা।" বৃহন্নীলতন্ত্র ৫ প°।

চণ্ডীমণ্ড, পঞ্চাননদীর পশ্চিমতীরস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। গিরিএকের নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রশৈল হইতে ১ ক্রোশ উত্তরে ও নালন্দ হইতে ৩।০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখান হইতে কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি ও রাজা রামপালদেবের ১২শ বর্ষাঙ্কিত একখণ্ড শিলালিপি দৃষ্ট হয়। (Cunningham, Arch. Sur. Rep. VIII. p. 8 and XI. p. 169)

চণ্ডীমণ্ডপ (পুং) চণ্ড্যা মণ্ডপঃ ৬তৎ। কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবীর পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র আটচালা বা ইষ্টকনির্ম্মিত দালান।

চণ্ডীশ (পুং) ১ রুদ্রের গণভেদ। স্থানবিশেষে চণ্ডেশ্বর নামেও ইঁহার উল্লেখ আছে। (ভাগবত ৪।৫।১৭) চণ্ড্যা ঈশঃ ৬তৎ। ২ শিব। চণ্ডীশ্বর প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চণ্ডীশ্বর, মাধব সরস্বতীর শিষ্য, ইনি ন্যায়চূড়ামণিগ্রন্থ রচনা করেন।

চণ্ডু (পুং) চডি উন্। ১ উন্দুর, মূষিক। (শব্দচ°) (দেশজ) ২ মাদক দ্রব্যবিশেষ। অহিফেননির্য্যাস হইতে এই দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে আফিমের গোলাকে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিলে, তাহার মধ্যস্থলে যে তরল পদার্থ দেখা যায়, তাহা তুলিয়া অপর একটী মৃৎপাত্রে রাখিবে। ঐ সময়ে যে ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহাকে কোন জলপাত্রে ক্রমান্বয়ে হাত ধুইতে হয়। ঐ আফিম্ মিশ্রিত জলে গোলার আবরকপত্র ভিজাইয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া, পরে কাপড় ও চীনা কাগজে দুইবার উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। শেষে ঐ পরিষ্কৃত জলের সহিত লৌহপাত্রে তরল আফিম্ মিশাইয়া অগ্নির তাপ দিবে। যতক্ষণ না ঐ জল মাৎগুড়ের মত চট্‌চটে হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটাইতে থাকিবে।

পরে ঐ গুড়ের মত আটাযুক্ত আফিম এরূপভাবে কয়লার আঁচে তাপ দিবে এবং তাড়ু বা হাতা দ্বারা উল্টাইবে যে, উহার মধ্যে আর কোনরূপ জল না থাকে এবং অতি সাবধানে দেখিবে যেন উহার তলা না ধরিয়া যায়। যখন বুঝিবে যে মাল উপযোগী অবস্থায় আসিয়াছে, তখন নামাইয়া সমতল লৌহপাত্রে অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু করিয়া ছড়াইয়া দিবে। পুনরায় ঐ পাত্রের এক এক অংশ ক্রমান্বয়ে অগ্নিতে তাতাইবে। পরে পাত্রের দুই পৃষ্ঠেই তিনবার অগ্নির উত্তাপ দিবে। মালে আবশ্যকীয় উত্তাপ পাইয়াছে কি না, তাহা কেবলমাত্র দ্রব্যের গন্ধ ও রঙ্গের পরিবর্ত্তন দেখিয়া কারিকর জানিতে পারে। ইহার অধিক উত্তাপ লাগিয়া যদি আফিম ধরিয়া উঠে, তাহা হইলে সমস্ত আফিম্ একবারে নষ্ট হইয়া যায়।

পরিশেষে এই বহু কষ্টে তপ্ত আফিম্ তাম্রপাত্রে প্রচুর জলে গুলিয়া উনানে চাপাইবে। যখন দেখিবে যে ফুটিয়া ফুটিয়া ঐ পদার্থ গাঢ় আঠাযুক্ত হইয়াছে, তখন নামাইবে। ইহাই বাজারে "চণ্ডু" নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

তরল আফিম হইতে শতকরা ৭৫ অংশ এবং ডেলা আফিম হইতে শতকরা ৫০ হইতে ৫৪ অংশ চণ্ডু পাওয়া যায়।

চীনভাষায় চণ্ডুর নাম য়েন্-স্কৌ বা য়ু-য়েন। চীনেরা এই চণ্ডু তামাকুর ন্যায় সাজিয়া সেবন করিয়া থাকে। ইহাতে উৎকট নেসা হয়। চণ্ডু প্রস্তুতকালে যে চীনা কাগজে আফিম ছেঁকা হয়, মলের প্রকোপ বা তলপেটে অপর কোন রূপ বেদনা হইলে সেই কাগজ পেটে লাগাইলে বেদনা আরোগ্য হয়।

চণ্ডপণ্ডিত, ধোল্‌কানিবাসী সংস্কৃতজ্ঞ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, আলিগের পুত্র, তাল্‌হণের ভ্রাতা, বৈদ্যনাথ ও নরসিংহের শিষ্য। ইনি ধোল্‌কায়াজ সাজের আদেশে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে নৈষধীয়দীপিকা ও ঋগ্বেদের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

চণ্ডেশ্বর (পুং) চণ্ডশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ রক্তবর্ণ শরীরধারী শিবমূর্ত্তি বিশেষ। "চণ্ডেশ্বরং রক্ততনুং ত্রিনেত্রম্।" (তন্ত্রসা°)

২ রুদ্রগণ বিশেষ। [চণ্ডীশ দেখ।]

চণ্ডেশ্বর, ১ একজন বিখ্যাত স্মার্ত্তপণ্ডিত। মিথিলারাজমন্ত্রী বীরেশ্বর ঠক্কুরের পুত্র। নিজেও ভবেশপুত্র মিথিলাধীপ হরসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি স্মৃতিরত্নাকর নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। এই গ্রন্থ সপ্ত রত্নাকরে বিভক্ত। যথা—কৃত্যরত্নাকর, দানরত্নাকর, ব্যবহাররত্নাকর, শুদ্ধিরত্নাকর, পূজারত্নাকর, বিবাদরত্নাকর ও গৃহস্থরত্নাকর।

চণ্ডেশ্বর নিজগ্রন্থে কল্পদ্রুম, পারিজাত, প্রকাশ ও হলায়ুধের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবার রঘুনাথ, কমলাকর, অনন্তদেব, কেশব, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির স্মৃতিসংগ্রহে চণ্ডেশ্বরের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। ইনি সংস্কৃতভাষায় জ্ঞানপ্রদীপ, প্রশ্নচণ্ডেশ্বর, প্রশ্নবিদ্যা ও সূর্য্যসিদ্ধান্তভাষ্য রচনা করেন।

৩ কটক হইতে গঞ্জম্ যাইবার পথে এবং খুরদা হইতে ১৩ ক্রোশদূরে অবস্থিত একখানি প্রাচীন গ্রাম। এখানে চণ্ডেশ্বরদেবের এক অতি প্রাচীন লিঙ্গমন্দির আছে, মন্দিরটী প্রস্তরে নির্ম্মিত ও ইহার চারিদিকে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য আছে। এই বৃহৎ মন্দিরটী অনুমান খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। এখন কেবল গর্ভগৃহ ও অন্তরালমণ্ডপ বিদ্যমান। ইহার চারিপাশে কুণ্ড ও অতি প্রাচীন মন্দিরাদির চিহ্নমাত্র পড়িয়া আছে। (Cunningham's Arch. Sur. Rep. XIII. p. 101.)

এখানে কতকগুলি খোদিত শিলালিপি আছে, তদ্দৃষ্টে মন্দিরটী গঙ্গবংশীয় কোন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

চণ্ডেশ্বরবর্ম্মন্, অপরোক্ষানুভূতির অনুভবদীপিকা নাম্নী টীকাকার।

চণ্ডোগ্রশূলপাণি (পুং) শিবমূর্ত্তিবিশেষ।

"চণ্ডোগ্রশূলপাণেশ্চ মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।" (তন্ত্রসার)

চণ্ডোগ্রা (স্ত্রী) নায়িকা বিশেষ। [নায়িকা দেখ।]

চতসর [চত্বর দেখ।]

চতারি, বুলন্দসহরের খুর্জাতহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, আলিগড় যাইবার রাস্তায় অবস্থিত। এখানে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস, ডাকঘর ও ইংরাজী স্কুল আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে গোমেষাদির হাট বসে।

চতিন্ (ত্রি) চত-ণিন্। বিনাশক।

"ত্বং হ ইন্দ্রং চতিনমস্ত শাকৈঃ।" (ঋক্ ৬।১৯।৪) 'চতিনং শত্রূণাং চাতকং নাশকমিত্যর্থঃ।' (সায়ণ।)

চতুঃকূটা (স্ত্রী) শ্রীবিদ্যার মন্ত্রবিশেষ।

"চতুঃকূটা মহাবিদ্যা শঙ্করেণ প্রপূজিতা।" (তন্ত্রসার)

চতুঃপঞ্চ (ত্রি) চত্বারঃ পঞ্চ বা বার্থে-ড। চার কি পাঁচ। চতুঃসংখ্যক বা পঞ্চসংখ্যক।

"চতুঃপঞ্চানি বর্ষাণি তিষ্ঠন্ নৃপগৃহে শিশুঃ।"(রাজতর° ৬।৩২৬)

চতুঃপঞ্চাশ (ত্রি) চতুঃ পঞ্চাশতঃ পূরণম্ চতুঃপঞ্চাশৎ-ডট্। যাহা দ্বারা চতুঃপঞ্চাশসংখ্যা পূরণ হয়, চতুঃপঞ্চাশত্তম।

চতুঃপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) চতুরধিকা পঞ্চাশৎ মধ্যপদলো°। ১ চতুরধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যা, চুয়ান্ন। (ত্রি) ২ চতুরধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যাযুক্ত।

"পশুপুরোডাশো হবিস্তচ্চতুঃপঞ্চাশৎ।" (শত° ব্রা° ৬।২।২।৩৭)

চতুঃপঞ্চাশত্তম (ত্রি) যাহা দ্বারা চতুঃপঞ্চাশৎ সংখ্যা পূরণ হয়।

চতুঃপত্রী (স্ত্রী) চত্বারি পত্রাণ্যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ক্ষুদ্র পাষাণভেদী। (রাজনি°) বিকল্পে রেফের স্থানে ষত্ব হয়। চতুষ্পত্রী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃপর্ণী (স্ত্রী) চত্বারি পর্ণান্যস্য বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ক্ষুদ্রাম্লিকা, আমরুল। (রাজনি°) বিকল্পে রেফের স্থানে ষত্ব হয়। চতুষ্পর্ণী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃপার্শ্ব, চতুর্ণাং পার্শ্বানাং সমাহারঃ দ্বিগু, পাত্রাদি গণান্তর্গত বলিয়া ঙীপ্ হইল না। চারিদিক্। বিকল্পে রেফের স্থানে ষত্ব হয়। চতুষ্পার্শ্ব শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃপুণ্ড্র (পুং) চত্বারি পুণ্ড্রাণীবাস্য বহুব্রী। তিন্তিড়ীকবৃক্ষ। (রাজনি°) বিকল্পে রেফের স্থানে ষত্ব হয়। চতুষ্পুণ্ড্র শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃফলা (স্ত্রী) চত্বারি ফলানি যস্যাঃ বহুব্রী। নাগবলা। (রাজনি°) কোন কোন গ্রন্থে 'চতুঃফলা' স্থানে চতুঃপলা পাঠ দৃষ্ট হয়। বিকল্পে রেফের স্থানে ষত্ব হয়। চতুষ্ফলা শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃশত (ক্লী) চারিশত।

চতুঃশতী (স্ত্রী) চতুর্ণাং শতানাং সমাহারঃ দ্বিগুঃ। চতুঃশত বা ঙীপ্। চারিশত।

চতুঃশাল (ক্লী) চতসৃণাং শালানাং সমাহারঃ দ্বিগু। পরস্পরাভিমুখ চারি গৃহ, চকমিলানবাড়ী।
"একগ্রামে চতুঃশালে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
স্বামিনা নীয়মানায়াঃ পুরঃ শুক্রো ন দুষ্যতি॥" (বিশ্বকর্ম্ম প্র°)
চতুঃশালা শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃশালক (ক্লী) চতুঃশাল-স্বার্থে কন্। [চতুঃশাল দেখ।] কোন কোন আভিধানিকের মতে বিকল্পে ঙীষ্ হইয়া চতুঃশালী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চতুঃষষ্ট (ত্রি) চতুঃষষ্টেঃ পূরণং চতুঃষষ্টি-ডট্। যাহা দ্বারা চতুঃষষ্টি সংখ্যার পূরণ হয়, চতুঃষষ্টিতম।

চতুঃষষ্টি (স্ত্রী) চতুরধিকা ষষ্টিঃ মধ্যলো°। ১ চতুরধিক ষষ্টি সংখ্যা, চৌষট্টি। ২ চতুরধিক ষষ্টিসংখ্যাযুক্ত।

চতুঃষষ্টিকলা (স্ত্রী) চতুঃষষ্টি মিতা কলা। কলা নাম্নী উপবিদ্যা। চতুঃষষ্টিকলার নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়। [শিবতন্ত্রে চতুঃষষ্টিকলার যে সকল নাম আছে, তাহা কলা শব্দে লিখিত হইয়াছে।] শুক্রনীতি শাস্ত্রে চতুঃষষ্টিকলার যে সকল নাম আছে, তাহা এই স্থানে লিখিত হইল।

চতুঃষষ্টিকলার নাম—১ হাবভাবাদিযুক্ত নর্ত্তন, ২ বাদ্যবাদন, ৩ বস্ত্রালঙ্কার সন্ধান, ৪ অনেকরূপ প্রস্তুত করণ, ৫ শয্যা ও আস্তরণসংযোগে পুষ্পাদি গ্রথন, ৬ দ্যূত প্রভৃতি অনেক ক্রীড়ায় অভিরঞ্জন, ৭ নানা রকম আসনে রতিজ্ঞান, এই সাতটী কলাকে গান্ধর্ব্ব বলে। ৮ মকরন্দ ও আসব প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুতকরণ, ৯ সিরাব্রণব্যধ, ১০ নানাবিধ রসের মিশ্রণে অন্ন প্রভৃতি পাককরণ, ১১ বৃক্ষ প্রভৃতির রোপণ ও পালনাদিজ্ঞান, ১২ পাষাণ ও ধাতু প্রভৃতির দ্রবকরণ ও কঠিন করণ, ১৩ গুড় প্রভৃতি ইক্ষুবিকার প্রস্তুত করণ, ১৪ ধাতু ও ওষধিসংযুক্ত করিবার নিয়মজ্ঞান, ১৫ মিশ্রিত ধাতুদ্রব্যের পৃথক্ করণ, ১৬ ধাতু প্রভৃতির সংযোগ-জ্ঞান, ১৭ ক্ষারনিষ্কাসনজ্ঞান, ১৮ শস্ত্রসন্ধানবিক্ষেপ, ১৯ মল্লযুদ্ধ, ২০ যন্ত্রাদি অস্ত্রনিপাতন, ২১ বাদ্যসঙ্কেতানুসারে ব্যূহরচনাদি, ২২ হস্তী, ঘোটক ও রথের সংরক্ষণ করিয়া যুদ্ধসংযোজন, এই পাঁচটী কলা যুদ্ধশাস্ত্রসম্মত। ২৩ বিবিধ আসন ও মুদ্রা দ্বারা দেবতার আরাধন; ২৪ সারথ্য বা গজ ও অশ্ব প্রভৃতির গতিশিক্ষা, ২৫ মৃত্তিকা, ২৬ কাষ্ঠ, ২৭, ২৮ পাষাণ ও ধাতুময় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণজ্ঞান; ২৯ খনিবিজ্ঞান, ৩০ তড়াগ, বাপী, প্রাসাদ ও সমভূমি প্রস্তুত করিবার উপায়, ৩১ ঘটী প্রভৃতি যন্ত্র ও বাদ্যনির্ম্মাণ, ৩২ বর্ণের পরস্পর সংযোগে উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রস্তুত করণ, ৩৩ জল, বায়ু ও অগ্নিসংযোগে নিরোধাদি ক্রিয়া, ৩৪ নৌকা ও রথাদি যাননির্ম্মাণ, ৩৫ সূত্রাদি দ্বারা রজ্জুপ্রস্তুত করণ, ৩৬ বস্ত্রনির্ম্মাণ, ৩৭ রত্নবিজ্ঞান, ৩৮ স্বর্ণাদি ধাতুবিজ্ঞান, ও কৃত্রিম ধাতুজ্ঞান, ৩৯ অলঙ্কার নির্ম্মাণ, ৪০ লেপাদি জ্ঞান, ৪১ পশু ধর্ম্মোদ্ধারনির্হার জ্ঞান. ৪২ দুগ্ধদোহনাদি জ্ঞান, ৪৩ সীবন বিদ্যা, ৪৪ সন্তরণবিদ্যা, ৪৫ গৃহভাণ্ড প্রভৃতি মার্জনবিদ্যা, ৪৬ বস্ত্রসম্মার্জন, ৪৭ ক্ষুরকর্ম্ম, ৪৮ মার্দ্দবাদি ক্রিয়াজ্ঞান, ৪৯ তিল মাংস প্রভৃতির স্নেহ নিষ্কাসনবিদ্যা, ৫০ সীরাদ্যাকর্ষণজ্ঞান, ৫১ বৃক্ষারোহণ প্রভৃতি, ৫২ মনোরম্য পদার্থ সেবন, ৫৩ বাঁশ ও তৃণ প্রভৃতির পাত্রনির্ম্মাণ, ৫৪ কাচপাত্রাদিনির্ম্মাণ, ৫৫ জলসংসেচন, ৫৬ জলসংহরণ, ৫৭ লোহাভিসার শস্ত্র ও অস্ত্রে নির্ম্মাণ, ৫৮ হস্তী, অশ্ব, বৃষ ও উষ্ট্রের পল্যানাদিজ্ঞান, ৫৯ শিশু প্রতিপালনাভিজ্ঞতা, ৬০ ধারণ, ৬১ ক্রীড়ন, ৬২ নানাদেশীয় অক্ষর অতি সুন্দরভাবে লেখন, ৬৩ অপরাধীর দণ্ডজ্ঞান এবং ৬৪ তাম্বূল রক্ষাদির বিজ্ঞান। ইহাদের নামানুসারেই লক্ষণ বুঝিয়া লইতে হয়। তাহা ছাড়া অপর কোন লক্ষণ প্রাচীন শাস্ত্রে লক্ষিত হয় না।
(খিল শুক্রনীতি ২ অঃ।)

চতুঃষষ্টিতম (ত্রি) চতুঃষষ্টি-তমপ্। যাহা দ্বারা চতুঃষষ্টি সংখ্যা পূর্ণ হয়।

চতুঃসপ্তত (ত্রি) চতুঃসপ্ততি পূরণার্থে ডট্। যাহা দ্বারা চতুঃসপ্ততি সংখ্যা পূরণ হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া থাকে।

চতুঃসপ্ততি (স্ত্রী) চতুরধিকা সপ্ততিঃ মধ্যলো°। ১ চতুরধিক সপ্ততি সংখ্যা, চুয়াত্তর। ২ চতুরধিক সপ্ততি সংখ্যাবিশিষ্ট।

চতুঃসপ্ততিতম (ত্রি) চতুঃসপ্ততিপূরণার্থে তম। যাহা দ্বারা চতুঃসপ্ততি সংখ্যা পূরণ হয়।

চতুঃসম (ক্লী) চত্বারি সমানি যত্র বহুব্রী। ১ মিশ্রিত লবঙ্গ, জীরক, যমানী ও হরীতকী। (শব্দার্থচি°) ইহার গুণ—আম. শূল ও বিবন্ধ নাশক, পাচন, ভেদক ও শোষনাশক। ২ দুইভাগ কস্তুরী, চার ভাগ চন্দন, তিন ভাগ কুঙ্কুম ও তিনভাগ কর্পূর এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিলে তাহাকে চতুঃসম বলে। চতুস্সম শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুঃসম্প্রদায়, চারিজন প্রধান আচার্য্য প্রবর্ত্তিত চারি প্রকার সম্প্রদায়। ১ শ্রীসম্প্রদায়, ২ মাধ্বি বা চতুর্মুখ সম্প্রদায়, ৩ রুদ্র সম্প্রদায় ও ৪ সনক সম্প্রদায়। ইহাদিগকে চতুঃসম্প্রদায় বলে। [বিশেষ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

চতুঃসীমন্ (স্ত্রী) চতুর্দ্দিকের সীমা, চারিসীমা।

চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন (ত্রি) চারিসীমাবিশিষ্ট, যাহার চারিদিকে চারিটী সীমা আছে।

চতুর্ (ত্রি) [বহু] চত-উরন্। ১ চতুঃসংখ্যা, চার। ২ চতুঃসংখ্যাযুক্ত। (বেণীস°)

[অব্য°] চতুর্-বারার্থে-সুচ্ সস্থ লোপশ্চ। ৩ চতুর্বার, চার বার।

"চতুর্নমো অষ্টকৃত্বো ভবায়।" (অথর্ব্ব ১১।২।৯) ৪ চতুষ্টয়।

"গূঢ়মৈথুনধর্ম্মঞ্চ কালে কালে চ সংগ্রহম্।

অপ্রমাদমনালস্যং চতুঃ শিক্ষেত বায়সাৎ।" (চাণক্য।)

চতুর (ত্রি) চত্যতে যাচ্যতে চত-উরচ্ (মন্দিবাশিমথিচতিচঙ্ক্যঙ্কিভ্য উরচ্। উণ্ ১।৩৯) ১ বক্রগামী, যে বক্রভাবে গমন করে। ২ আলস্যহীন। ৩ কার্য্যদক্ষ। পর্য্যায়—দক্ষ, পেসল, পটু, উষ্ণ, পেশল, নিপুণ।

"চতুরোনৈব মুহ্যেত মূর্খঃ সর্ব্বত্র মুহ্যতি।" (দেবীভাগ° ১।১৭।৪৪)

(পুং) ৪ হস্তিশালা, আলান। ৫ নায়কবিশেষ। রসমঞ্জরীর মতে এই নায়ক দুই প্রকার—বচনব্যঙ্গ্যসমাগম ও চেষ্টাব্যঙ্গ্যসমাগম। যে নায়কের বাক্যে অতিশয় ব্যঙ্গ্যার্থযুক্ত অর্থাৎ যাহার বাক্যে গূঢ়ভাবে নায়িকার সমাগম কাল ও স্থানের নির্দ্দেশ থাকে ও তদনুসারে নায়িকার সহিত মিলন হয়, তাহাকে বচনব্যঙ্গ্যসমাগম বলে। যথা—

"তমো জটালে হরিদন্তরালে কালে নিশায়াস্তব নির্গতায়াঃ।

তটে নদীনাং নিকটে বনানাং ঘটেত শাতোদরিকঃ সহায়ঃ।"

এইস্থলে দিক্‌সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে নিশাভাগে নদীর তটে বনের নিকটে নায়িকার সমাগমব্যঙ্গ্য। অতএব এই নায়ককে বচনব্যঙ্গ্যসমাগম বলা যায়।

যে নায়কের চেষ্টা হইতে নায়িকার সমাগমসঙ্কেত ব্যক্ত হয়, তাহাকে চেষ্টাব্যঙ্গ্যসমাগম বলে। যথা—

"কান্তে কনকজম্বীরং করে কমপি কুর্ব্বতি।

অগারলিখিতে ভানৌ বিন্দুমিন্দুমুখী দদৌ॥"

(ত্রি) চতুর্ অর্শআদিত্বাৎ অচ্। ৬ চতুঃসংখ্যা বিশিষ্ট। ৭ উপভোগক্ষম। ৮ নেত্রগোচর।

[চ]তুরংশ (পুং) চত্বারোঽংশা যস্য বহুব্রী। যাহার চারিটী অংশ আছে।

[চ]তুরংশা (স্ত্রী) বর্ণবৃত্তবিশেষ। "দ্বিজবরকর্ণা বিহরসবর্ণা ভবতি যদা সা কিল চতুরংশা।" (ছন্দোগ্র°)

[চ]তুরক (ত্রি) চতুর-স্বার্থে কন্। [চতুর দেখ।]

[চ]তুরকি (চতরকি), দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন ক্ষুদ্র গ্রাম। সিন্দগি হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান দত্তাত্রেয়-মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। মন্দিরের প্রত্যেক দ্বারে নরসিংহমূর্ত্তি ও মধ্যে অনেক দেবদেবী ও জীবজন্তুর মূর্ত্তি আছে। এখানে একখানি প্রাচীন অস্পষ্ট খোদিত শিলাফলক দৃষ্ট হয়।

চতুরক্রম (পুং) রূপকবিশেষ। দুই গুরু, দুইটী প্লুত ও তৎপরবর্ত্তী গুরু হইলে চতুরক্রম বলে। ইহা বত্রিশ অক্ষরে ও শৃঙ্গাররসে প্রশস্ত।

"দ্রুতদ্বন্দ্বং প্লুতদ্বন্দ্বং তথা প্রান্তে গুরুর্ভবেৎ।

দ্বাত্রিংশদক্ষরৈর্যুক্তঃ শৃঙ্গারে চতুরক্রমঃ॥" (সঙ্গীতদা°)

চতুরক্ষ (ত্রি) চত্বারি অক্ষীণি যস্য বহুব্রী সমাসান্তষ্টচ্। যাহার চারিটী চক্ষু আছে।

"চতুরক্ষৌ পথিরক্ষো নৃচক্ষসৌ।" (ঋক্ ১০।১৪।১১) 'চতুরক্ষাবক্ষি-চতুষ্টয়যুক্তৌ' (সায়ণ।)

চতুরক্ষর (ক্লী) চত্বারি অক্ষরাণি যত্র বহুব্রী। ১ চারিটী অক্ষরযুক্ত নারায়ণের নাম।

"যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্।" (ভাগবত ৬।২।৮)

২ অক্ষরচতুষ্টয়াত্মক ছন্দঃ প্রভৃতি। "সোমশ্চতুরক্ষরেণ" (শুক্লযজু° ৯।৩১) 'সোমঃ অক্ষরচতুষ্টয়াত্মকেন ছন্দসা' (মহীধর।)

(ত্রি) চারি অক্ষরযুক্ত।

চতুরঙ্গ (ক্লী) চত্বারি অঙ্গানি যস্য বহুব্রী। ১ হস্তী, ঘোড়া, রথ ও পদাতি এই অঙ্গ চতুষ্টয়যুক্ত সৈন্য।

"প্রয়াতে ঽস্মিন্ নরব্যাঘ্র বলেন মহতাবৃতঃ।

কৃপেন চতুরঙ্গেণ যত্নেন জিতকাশিনা॥" (ভারত ৩।২০ অঃ)

(ত্রি) ২ যাহার চারিটী অঙ্গ আছে।

"নরাশংসশ্চতুরঙ্গো যমোঽদিতিঃ।" (ঋক্ ১০।৯২।১১)

'চতুরঙ্গশ্চতুর্ভিরগ্নিভির্যুক্তঃ' (সায়ণ।) (ক্লী) ৩ গীতের জাতিবিশেষ। ইহাতে চারিটী তুক থাকে। প্রথম তুকের বর্ণনাতে চতুরঙ্গ শব্দটীর উল্লেখ থাকিবে। দ্বিতীয় তুকে স্বরগ্রাম, তৃতীয়তুকে আলাপের বোল এবং চতুর্থ তুকে বাদ্যের নকল থাকে।

৪ ক্রীড়াবিশেষ। ইহাকে সতরঞ্চ, দাবাখেলা বা চৌড়ং খেলাও বলে। বর্ত্তমান কালে প্রচলিত সতরঞ্চ খেলার কিস্তি, মাত, পিলুড়ী ইত্যাদি নাম পারসী বা আরবী এবং সতরঞ্চ নামটীও সেইরূপ। এই কারণে অনেকেই এই খেলাকে বাদশাহী অর্থাৎ পারস্য বা আরব দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি বলিয়া থাকেন। আবার কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইহাকে চীনদেশীয়, কেহ গ্রীসে এবং কেহ বা মিশরে ইহার প্রথম উৎপত্তি স্বীকার করেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সমস্ত ভূমণ্ডলের সভ্য জাতির মধ্যেই এই খেলা প্রচলিত। এ দেশের প্রবাদ যে, "রাক্ষসরাজ রাবণ সর্ব্বদাই যুদ্ধাভিলাষী ছিলেন, তাঁহার যুদ্ধাভিলাষ কিছুতেই পূর্ণ হইত না। পরিশেষে মন্দোদরী স্বামীর যুদ্ধাভিলাষ পূরণ করিবার জন্য এই অদ্ভুত যুদ্ধক্রীড়াকৌশল

উদ্ভাবন করেন।" এই দাবা খেলাই পূর্ব্বকালে চতুরঙ্গ নামে ব্যবহৃত হইত। হস্তী, অশ্ব, নৌকা ও বটিকা এই চারিটী অঙ্গ লইয়া এই ক্রীড়া করা হয়, এই জন্য প্রাচীন আর্য্যেরা ইহার নাম 'চতুরঙ্গ' রাখিয়াছেন। পারসিকেরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত হইতে এই ক্রীড়া স্বদেশে লইয়া যান। পারস্য ভাষায় এই ক্রীড়ার নাম চতরঙ্গ। অনেকে বলেন যে ইহার পরে পারস্য হইতে আরব দেশে এই ক্রীড়ার প্রচার হয়। আরব ভাষায় চ এবং গ নাই বলিয়া "চতরঙ্গ" স্থানে সতরঞ্চ্ হইয়াছে। প্রাচীন চতুরঙ্গ ক্রীড়ার নাম পরিবর্ত্তনের সহিত পূর্ব্বপ্রচলিত ক্রীড়ানীতি ও সংস্থানরীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন যে কোন্ দেশে হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যাইতে পারে না। আরব হইতে ক্রমে য়ুরোপখণ্ডে ইহার প্রচার হয়। সম্ভবতঃ এসিয়ার অন্য স্থানেও এই সময়েই এই খেলার প্রচার হইয়া থাকিবে। কোন পুরাবিদের মতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ইহার প্রথম প্রচার হয়। য়ুরোপে প্রথমে এই ক্রীড়াকে "স্ক্যাক্‌হী" বলিত। তাহা হইতে 'এচেক্‌স' এবং এচেক্‌স হইতে চেস্ (Chess) হইয়াছে।

এই খেলা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে চতুরঙ্গকেরলী, চতুরঙ্গক্রীড়ন চতুরঙ্গপ্রকাশ এবং বৈদ্যনাথপায়গুণ্ডে বিরচিত চতুরঙ্গবিনোদ এই চারিখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। প্রায় সাতশত বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে ত্রিভঙ্গাচার্য্যশাস্ত্রী নামে একজন চতুরঙ্গক্রীড়ার আচার্য্য ছিলেন, তিনি এসম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও য়ুরোপের কোন কোন অংশে তাঁহার মতেই ক্রীড়া হইয়া থাকে। য়ুরোপে দাবা খেলা সম্বন্ধে অনেকই অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরকে চতুরঙ্গ ক্রীড়া শিখাইবার সম্বন্ধে কতকগুলি পদ্য রচনা করেন। ইহাই সর্ব্বপ্রথম। পূর্ব্বকালে এই নিয়মে চতুরঙ্গ ক্রীড়া করা হইত।——

এই ক্রীড়া চারিজনে করিতে হয়, তাসের গ্রাবুর খেলা ন্যায় ইহাতেও এক এক দলে দুই দুইজন খেলোয়াড়। পূর্ব্বপশ্চিমের খেলোয়াড়দ্বয় একদল হয় ও উত্তরদক্ষিণের দুইজন খেলোয়াড় অপর দল। উহাদিগের প্রত্যেকের একটী রাজা, একটী হস্তী, একটী অশ্ব, একখানি নৌকা এবং চারিটী করিয়া বটিকা বা পদাতি থাকে। পূর্ব্বধারের বলের রং লাল, পশ্চিমের হরিদ্রাভ, দক্ষিণে সবুজ ও উত্তরে কাল। প্রাচীনকালে যেরূপ চিত্রে ক্রীড়া করা হইত, তাহার
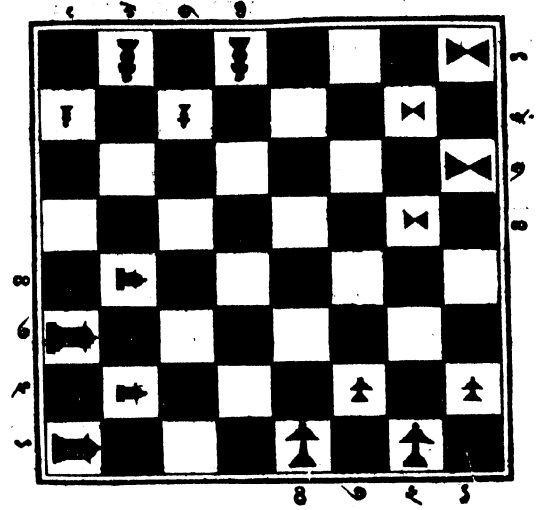
একটী প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ইহার বর্ত্তমান নাম ছক। ছকের চারিপাশে যে চারি চারিটী ঘুঁটী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহাই রাজা, হস্তী, অশ্ব ও নৌকা নামে প্রসিদ্ধ। ১ রাজা, তাহার বামভাগে ২ হস্তী, ৩ অশ্ব, ৪ নৌকা। ছকের কোণে নৌকা থাকে, তাহা হইতে গণনায় চতুর্থ ঘরে রাজা বসিবে। এই চারিটী প্রধান বলের সম্মুখে চারিটী ঘুঁটির নাম বটিকা বা পদাতি। প্রাচীন চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় মন্ত্রী বা দাবা নাই (১)।

গমনাগমন বা ঘুঁটি চালনা করিবার নিয়ম।—রাজা সকল দিকেই একঘর যাইতে পারে। বটিকা বা পদাতি কেবলমাত্র অগ্রে একপদ যাইতে পারে। কিন্তু অপরবল মারিবার সময়ে অগ্রকোণে যাইয়া থাকে। হস্তী চারিদিকেই ইচ্ছামত চালিত হইতে পারে অর্থাৎ বর্ত্তমান দাবাখেলার দাবা বা মন্ত্রীর ন্যায় সেকালের হস্তীর চাল ছিল। অশ্ব তিন ঘর বক্রগমন করে। বর্ত্তমান ক্রীড়ায়ও অশ্বের চাল

(১) যুধিষ্ঠির উবাচ।

"অষ্টকোষ্ঠাঙ্ক যা ক্রীড়া তাং মে ব্রূহি তপোধন।
প্রকর্ষেণৈব মে নাথ চতুরাজী যতো ভবেৎ।

ব্যাস উবাচ।

অষ্টৌ কোষ্ঠান্ সমালিখ্য প্রদক্ষিণক্রমেণ তু।
অরুণং পূর্ব্বতঃ কৃত্বা দক্ষিণে হরিতং বলম্।
পার্থ। পশ্চিমতঃ পীতমুত্তরে শ্যামলং বলম্।
রাজ্ঞো বামে গজং কুর্য্যাৎ তস্মাদশ্বং ততস্তরিম্।
কুর্য্যাৎ কোষ্ঠের। পুরতো যুক্তে পত্তিচতুষ্টয়ম্।
কোণে নৌকা দ্বিতীয়েঽশ্বস্তৃতীয়ে চ গজো বসেৎ।
তুরীয়ে চ বসেদ্রাজা বটিকাঃ পুরতঃ স্থিতাঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

সেই রকমই আছে। নৌকা কোণাকুণি দুই পদ বা দুই ঘর লঙ্ঘন করিয়া গমন করে অর্থাৎ দুইপদের বেশী যাইতে পারিবে না (২)।

রাজার লক্ষ্য বা গন্তব্য স্বীয় স্থান হইতে পাঁচ পদ। রাজা শূন্য ঘর পাইলে, আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পাঁচ ঘরের বেশী যাইতে পারে না। বটিকা আত্মপদ পরিত্যাগ করিয়া পাঁচঘর মাত্র যাইতে পারে। তাহার পরে আর তাহার বটিকাত্ব থাকে না, উত্তম বলরূপে পরিণত হয়। যে বটিকা যে বলের সম্মুখে অবস্থিত, সেই বটিকা সেই বলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। বটিকা কোন বলনাশ করিয়া যদি অপর কোষ্ঠে যায়, তবে সেই কোষ্ঠ অনুসারেই তাহার পরিণতি হয়। কাহারও মতে এই স্থানেই বটিকা চালনা শেষ হয়।

গজের গন্তব্য পথ ৪টী।—বাম, সম্মুখ ও সম্মুখের দুই কোণ। অশ্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে তিনটীমাত্র পদ যাইতে পারে এবং নৌকা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দুই পদের বেশী যাইতে পারে না (৩)।

সিংহাসন, চতুরাজী, নৃপাকৃষ্ট, ষট্‌পদ, কাককাষ্ঠ, বৃহন্নৌকা ও নৌকাকৃষ্ট এই সাতপ্রকার জয় পরাজয়সূচক পরিণাম। কেবল হস্তীর বলেই রাজার জয় বা পরাজয় হইয়া থাকে, অতএব সকল বল দিয়া হস্তীটিকে রক্ষা করা উচিত। ইহার পরে পরকীয় বল মারিতে চেষ্টা করিবে। সৈন্য সমুদায় এবং হস্তীর সাহায্যে রাজাকে রক্ষা করিবে। রাজা বিনষ্ট না হয় এবং অপর রাজা আসিয়া রাজার নির্দ্দিষ্টপদ বা সিংহাসন অধিকার করিতে না পারে, এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা উচিত। কোন রাজা শত্রুপক্ষীয় রাজার স্থান আক্রমণ করিলে আক্রমণকারীর সিংহাসন হইয়া থাকে, যদি রাজা আসিয়া সিংহাসন হরণ করে, তবে যাহার রাজসিংহাসন চ্যুত হইল, তাহার পরাজয় হয় (৪)।

পূর্ব্বকালে এই খেলাতেও পণ রাখিতে হইত। যাহার জয় হইত, তিনি পণ্য অর্থ পাইতেন। রাজাকে মারিয়া সিংহাসন অধিকার করিলে দ্বিগুণ পণ্য দিতে হয়। কোন রাজা মিত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে তাহার সিংহাসন বল কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। ইহাকেও সিংহাসন বলা হইয়া থাকে। কোন রাজা সিংহাসন করিবার জন্য স্বীয় গন্তব্য স্থান অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠপদে উপস্থিত হইলে বল দ্বারা সুরক্ষিত থাকিলেও তাহাকে হনন করা যাইতে পারে। নিজের রাজা জীবিত থাকিতে যদি অপর রাজত্রয়কে পাওয়া যায় অর্থাৎ শত্রুপক্ষীয় রাজদ্বয় বিনষ্ট হয়, তবে তাহাকে চতুরাজী বলে। এরূপ পরাজয়ে যে পণ রাখা হইয়াছিল, তাহা দিতে হয়। কিন্তু রাজ কর্ত্তৃক রাজা হত হইলে পণ্যের দ্বিগুণ পাইয়া থাকে এবং রাজা স্বপদস্থিত অপর রাজাকে মারিলে যে চতুরাজী হয়, তাহাতে চতুর্গুণ পণ্য দিতে হয়। যদি সিংহাসনের সময়ে চতুরাজী হয়, তবে তাহাকে চতুরাজীই বলে, সিংহাসন বলে না। কোন রাজা অপর নৃপ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া গমন করিলে তাহাকে হনন করিবে, ইহাকে নৃপাকৃষ্ট বলে। কোন রাজা স্বস্থান অতিক্রম করিয়া বটিকার অন্তভাগে উপস্থিত ও বটী কর্ত্তৃক নীত হইলে তাহাকে ষট্‌পদ বলে। চতুরাজী ও ষট্‌পদ এক সময়ে হইলে তাহাকে চতুরাজী বলে, ষট্‌পদ বলে না। পদাতির ষট্‌পদ রাজা বা হস্তী কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলে তথায় ষট্‌পদ হয় না। বটিকা সপ্তম কোষ্ঠে থাকিলে দুর্ব্বল বলকে হনন করিবে। যাহার তিনটী বটিকা থাকে, তাহার ষট্‌পদ হয় না। কোন রাজার কেবল একখানি নৌকা ও একটী বটী মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, তাহাকে পাড়া বটী বলে। তাহার কোণ, পদ বা রাজপদ দূষিত হয় না। একেবারে বলহীন হইলে তাহাকে কাককাষ্ঠ বলে। নৌকা চতুষ্টয় হইলে তাহাকে বৃহন্নৌকা বলে। গজের অভিমুখে গজ দিতে নাই। [বর্ত্তমান দাবাখেলার নিয়ম দাবা শব্দে ও চতুরঙ্গের অপর বিবরণ দ্যূতশব্দে দ্রষ্টব্য।]

চতুরঙ্গা (স্ত্রী) চত্বারি-অঙ্গানি যস্যাঃ বহুব্রী। ঘোটিকাবৃক্ষ।

চতুরঙ্গিন্ (ত্রি) চত্বারি অঙ্গানি ভূম্না সন্ত্যস্য চতুরঙ্গ-ইনি। হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি সেনাঙ্গ চতুষ্টয়যুক্ত।

(২) "কোষ্ঠমেকং বিলঙ্ঘ্যাথ সর্ব্বতো যাতি ভূপতিঃ।
অগ্রএব বটী যাতি বলং হন্ত্যগ্রকোণগম্।
যথেষ্টং কুঞ্জরো যাতি চতুর্দ্দিক্ষু মহীপতেঃ।
তির্য্যক্ তুরঙ্গমো যাতি লঙ্ঘয়িত্বা ত্রিকোষ্ঠকম্।
কোণকোষ্ঠদ্বয়ং লঙ্ঘ্যা ব্রজেন্নৌকা যুধিষ্ঠির।" (তিথিতত্ত্ব)

(৩) "পঞ্চধৈব বটী রাজা চতুষ্কেণৈব কুঞ্জরঃ।
ত্রিকেণৈব চলত্যশ্বঃ পার্থ নৌকাদ্বয়েন তু।"

(৪) "সিংহাসনং চতুরাজী নৃপাকৃষ্টঞ্চ ষট্‌পদম্।
কাককাষ্ঠং বৃহন্নৌকা নৌকাকৃষ্টপ্রকারকম্।
যাতাযাতে বটীং নৌকা বলং হন্তি যুধিষ্ঠির।
রাজা গজোঽয়ম্চাপি ত্যক্ত্বা যাতং নিহন্তি চ।
অন্যান্তং স্ববলং রক্ষেৎ স্বরাজবলমুত্তমম্।
অনন্ত রক্ষয়া পার্থ। হন্তব্যাং বলমুত্তমম্।" (তিথিতত্ত্ব)

"চালয়ন্ বসুধাং চেমাং বলেন চতুরঙ্গিণা।" (ভারত ১৯৪ অঃ)

চতুরঙ্গিণী (স্ত্রী) চত্বারি অঙ্গানি হস্ত্যশ্বরথপদাতয়ঃ সন্ত্যস্যাং চতুরঙ্গ ইনি-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। চতুরঙ্গযুক্ত সেনা।

"প্রেষয়িষ্যে তবার্থায় বাহিনীং চতুরঙ্গিণীম্।"(ভারত ১।৭৩।২০)

চতুরঙ্গুল (পুং) চত্বারোঽঙ্গুলয়ঃ পরিমাণমস্য বহুব্রী, সমা° অচ্। ১ আরগ্বধ, সোন্দাল। (অমর) (ত্রি) ২ চতুরঙ্গুল পরিমিত, যাহার পরিমাণ চার আঙ্গুল।

"স চতুরঙ্গুল মে বোভয়তোঽস্তত্তউপগৃহ্হতি।"

(শত°ব্রা° ১০।২।২।১)

চতুরঙ্গুলা (স্ত্রী) শীতলী, শিউলী।

চতুরম্ল (ক্লী) চতুর্ণামম্লানাং সমাহারঃ দ্বিগু°। চারি প্রকার অম্লদ্রব্য। ভাবপ্রকাশের মতে অম্লবেতস্, বৃক্ষাম্ল, বৃহৎ-জম্বীর ও কাগজী নেবু এই চারি দ্রব্যকে চতুরম্ল বলে।

চতুরতা (স্ত্রী) চতুরস্য ভাবঃ চতুর-তল্-টাপ্। চাতুর্য্য, দক্ষতা।

চতুরধ্যায়িকা (স্ত্রী) চতুর্ণামধ্যায়ানাং সমাহারঃ দ্বিগুকর্ম্ম°। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ ততঃ স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। যাহার চারি অধ্যায় আছে।

চতুরনীক (ত্রি) [বৈ] চতুরানন, চারি মুখবিশিষ্ট।

চতুরনুগান (ক্লী) সামভেদ।

চতুরন্ত (ত্রি) চারিদিকে অন্ত বা সীমাবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। পৃথিবী।

চতুরমহল, অযোধ্যার নবাব উজীরের একজন রূপসী বেগম। অযোধ্যারাজের অধঃপতন হইলে চতুরমহল কুর্বাণ আলী নামক একজন সামান্য ব্যক্তির প্রেমে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু বেগমের মাতা তাহাতে বিলক্ষণ আপত্তি করেন, এবং যাহাতে কুর্বাণের ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে কন্যা বিবাহ করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুর্বাণ আলী বৃটীশ গবর্মেণ্টের একজন সেরিস্তাদার ছিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি মত চতুর-মহল চিফ্ কমিসনরের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে "তিনি মক্কাযাত্রা করিতে ইচ্ছা করেন, যাহাতে তাঁহার এই ধর্ম্ম-কার্য্যে কেহ বাধা দিতে না পারে; তজ্জন্য কমিশনর সাহেব যেন একটু দৃষ্টি রাখেন।" এইরূপে চিফ্ কমিসনরের অনুমতি লইয়া চতুরমহল লক্ষ্ণৌ নগরে আসিয়া কুর্বাণ আলীর সহিত মিলিত হইলেন। পরে উভয়ে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বিজনৌর নামক স্থানে পতিপত্নীরূপে বাস করিতে লাগিলেন। চতুরমহলের শুভ দৃষ্টিতে কুর্বাণ তখন একজন মহা ধনবান্ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইলেন।

চতুরবত্ত (ত্রি) চারি অংশে বিভক্ত।

চতুরবত্তিন্ (ত্রি) যে চারি অংশে হবিঃ বিভাগ করিয়া দেয়।

"যদ্যপি চতুরবত্তী যজমানঃ স্যাৎ।" (ঐত° ব্রা° ২।১৪)

চতুরবিহারী, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি চতুরকবি নামেও অভিহিত। শিবসিংহ ও কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইনি প্রায় ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যা-মান ছিলেন।

চতুরসিংহ, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর একজন হিন্দী কবি। রাণা চতুরসিংহ নামেও খ্যাত। ইনি অতি সরল ও মিষ্ট কথায় কবিতা লিখিয়াছেন।

চতুরশীত (ত্রি) চতুরশীতি পূরণার্থে ডট্। যাহা দ্বারা চতুর-শীতি সংখ্যার পূরণ হয়, চতুরশীতিতম।

চতুরশীতি (স্ত্রী) চতুরধিকা অশীতিঃ মধ্যলো°। ১ চৌরাশী। চতুরধিকাশীতি সংখ্যা। ২ চতুরশীতি সংখ্যাযুক্ত।

চতুরশ্র (ত্রি) চতস্রোঽশ্রয়ঃ কোণোযস্য বহুব্রী নিপাতনাদচ্ (সুপ্রাতসুশ্বসুদিবশারিকুক্ষচতুরশ্রৈণীপদাজপদপ্রোষ্ঠপদাঃ। পা ৫।৪।১২০) ১ চতুষ্কোণযুক্ত, যাহার চারিটী কোণ আছে।

"চতুরশ্রং ত্রিকোণং বা বর্ত্তুলং চার্দ্ধচন্দ্রকম্।
কর্ত্তব্যমানুপূর্ব্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলম্।" (বৌধায়ন)

কোন কোন আভিধানিকের মতে 'চতুরশ্র' স্থানের চতুরস্র পাঠ দৃষ্ট হয়। সচরাচর লিখিতে 'চতুরস্র' এইরূপ বর্ণ বিন্যাস করা হইয়া থাকে।

(পুং) ২ ব্রহ্মসন্তান, কেতুবিশেষ।

"চতুরশ্রা ব্রহ্মসন্তানাঃ।" (বৃহৎ সং ১১ অঃ) (ত্রি) ৩ অনূনানতিরিক্ত। "বভুব তস্যাশ্চতুরশ্রশোভি।" (কুমার ১।৩২) 'চতস্রোঽশ্রয়োযস্য তৎচতুরশ্রং অনূনানতিরিক্তং।' মল্লিনাথ। ৪ জ্যোতিশাস্ত্রমতে ৪র্থ বা ৮ম রাশি।

চতুরশ্রি [অশ্রি দেখ।]

চতুরশ্ব (পুং) নৃপভেদ।

চতুরস্বামিন্, একজন কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব। ইনি গুরুর আদেশে সর্ব্বত্যাগী হইয়া বৃন্দাবনবাসী হন। (ভক্তমাল)

চতুরহ (ক্লী) চত্বারি অহানি সমা° অচ্। ১ চারিদিন। (পুং) ২ চারিদিন সাধ্য যাগ।

চতুরাত্মন্ (পুং) চতুরঃ কার্য্যনিপুণঃ আত্মা মনোযস্য বহুব্রী। চত্বারোবুদ্ধ্যাদয় আত্মানো যস্য ইতি বা। পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

"চতুরাত্মা চতুর্ব্যূহঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৯৫)

চতুরানন (পুং) চত্বারি আননান্যস্য বহুব্রী। চতুর্মুখ ব্রহ্মা।

"ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।"

(উদ্ভট)

চতুরানর্ত্তন (ক্লী) চারিভাগে নৃত্য।

চতুরালি (দেশজ) চতুরতা, চালাকী।

চতুরাশ্রম (ক্লী) চতুর্ণামাশ্রমাণাং সমাহারঃ। চার আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি।

চতুরূষণ (ক্লী) চতুর্ণামূষণানাং সমাহারঃ। পিপ্পলীমূলযুক্ত ত্রিকটু।

"ত্র্যূষণং সকণামূলং কথিতং চতুরূষণং।

ব্যোষস্যেব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে॥" (ভাবপ্রকাশ)

চতুরিড়স্পদস্তোভ (ক্লী) সামভেদ।

চতুরুত্তর (ত্রি) চারিক্রমে বৃদ্ধি।

চতুর্গতি (স্ত্রী) চতুর্ণাং বর্ণাশ্রমাণাং যথোক্তকারিণাং গতিঃ ৬তৎ। ১ পরমেশ্বর।

"চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্বাহুশ্চতুর্ব্যূহশ্চতুর্গতিঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৯৫)

(পুং স্ত্রী) ২ কচ্ছপ। (হেম°)

চতুর্গব (ক্লী) চারিটী গোরু। (কাত্যা° শ্রৌত ২২।১১।২)

চতুর্গুণ (ত্রি) চারগুণ।

চতুর্গৃহীত (ত্রি) চতুর্ভিগৃহীতঃ ৩তৎ। ১ যাহা চারিজন দ্বারা গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্গ্রাম (ক্লী) গ্রামভেদ।

চতুর্জাতক (ক্লী) চতুর্ণাং জাতকানাং সুন্দরাণাং সুরভীণাং সমাহারঃ। দারচিনি, এলাচি, তেজপাতা ও নাগকেশর এই চারিটী দ্রব্যকে চতুর্জাতক বলে। ইহার গুণ—রুচিকর, রুক্ষ, তীক্ষ, উষ্ণ, মুখের দুর্গন্ধনাশক, লঘু, পিত্ত ও অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং কফ ও বাতনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

চতুর্ণবত (ত্রি) চতুর্ণবতি পূরণার্থে ডট্। চতুর্ণবতিতম, যাহা দ্বারা চতুর্ণবতি সংখ্যা পূরণ হয়। চতুর্ণবতি শব্দের নকার বিকল্পে ণত্ব হয়। চতুর্নবত শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুর্ণবতি (স্ত্রী) চতুরধিকা নবতিঃ মধ্যলো°। ১ পূর্ব্বপদাদ্ বা ণত্বং। ১ চতুরধিক নবতি সংখ্যা, চুরানব্বই। ২ চতুর্ণবতি সংখ্যাযুক্ত। "চতুর্ণবত্যধিকানি ত্রীণি শতানি।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৮।২৩) চতুর্নবতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চতুর্থ (ত্রি) চতুর্ণাং পূরণঃ চতুর্-ডট্ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮) ততঃ থুক্। (পা ৫।২।৫১।) ১ চারসংখ্যার পূরক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

চতুর্থক (পুং) চতুর্থে হ্নি ভবোরোগঃ চতুর্থ-কন্। রোগবিশেষ, বিষমজ্বর, তিনদিন পর পর যে জ্বর হয়, তাহার নাম চতুর্থক।

"দিনত্রয়মতিক্রম্য যঃ স্যাৎ সহি চতুর্থকঃ।" (বৈদ্যক)

চতুর্থকাল (পুং) চতুর্থঃ কালো কর্ম্মধা°। শাস্ত্রানুসারে যে সময়ে ভোজনের বিধান আছে, ভোজনকাল।

[ভোজন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চতুর্থভক্ত (ক্লী) চতুর্থে চতুর্থকালে ভক্তং যত্র বহুব্রী। ভোজনকাল, সার্দ্ধদিন।

"চতুর্থভক্তক্ষপণং বৈশ্যে শূদ্রে বিধীয়তে।" (ভারত ১৩। ১০৬ অঃ)

চতুর্থভাজ্ (পুং) চতুর্থং অংশং ধান্যাদেঃ ভজতে কররূপেণ ভজ-ণ্বি। যিনি প্রজার নিকট হইতে ধান্য প্রভৃতির ¼ অংশ গ্রহণ করেন। মনুর মতে রাজা বিপৎকালে প্রজার নিকট হইতে ধান্যাদির ¼ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেই সমস্ত অর্থে যদি প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণ করা হয়, তবে আর কোনরূপ পাপ হয় না।

"চতুর্থভাক্ মহারাজ! ভোজ ইন্দ্রসখো বলী।" (ভারত ১।২।১৬)

চতুর্থস্বর (ক্লী) চতুর্থঃ স্বরোযত্র বহুব্রী। সামবিশেষ।

চতুর্থাংশ (পুং) চতুর্থশ্চাসৌ অংশশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ চার ভাগের এক ভাগ।

"চতুর্থাংশোহথ ধর্ম্মস্য রক্ষিতা লভতে ফলং।"

(হরিবংশ ৭০ অঃ)

(ত্রি) চতুর্থোহংশো যস্য বহুব্রী। ২ চতুর্থাংশের অধিপতি।

"সর্ব্বেষামর্দ্ধিনো মুখ্যাস্তদর্দ্ধেনার্দ্ধিনোহপরে।

তৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্চতুর্থাংশাশ্চ পাদিনঃ॥" (মনু ৮।২১০)

চতুর্থিকা (স্ত্রী) পরিমাণবিশেষ, এক পল। (বৈদ্যকপরি°)

চতুর্থিকর্ম্ম (ক্লী) চতুর্থ্যামনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম। বিবাহের পর চতুর্থীর দিন অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। (গোভিল)

চতুর্থী (স্ত্রী) চতুর্ণাং পূরণী চতুর্-ডট্ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮) ততঃ থুক্ (ষট্‌কতিপয়চতুরাং থুক্। পা ৫।২।৫১) টিত্বাৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ব্যাকরণ পরিভাষিত বিভক্তিবিশেষ, ঙে, ভ্যাম্ ও ভ্যস্ এই তিনটী সুপ্‌কে চতুর্থী বলে। সম্প্রদানকারক, ক্রিয়াযোগ ও তাদর্থ্য প্রভৃতি অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। [বিভক্তি দেখ।]

২ তিথিবিশেষ, চন্দ্রের চতুর্থকলা। চতুর্থী দুইপ্রকার শুক্লপক্ষীয়া ও কৃষ্ণপক্ষীয়া। অমাবাস্যার দিনে চন্দ্রের সম্পূর্ণ অদর্শন হয়, তৎপরে যে দিনে অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তী চতুর্থদিনে চন্দ্রের চারিকলা উদিত হয়, তাহার নাম শুক্লপক্ষীয় চতুর্থী এবং পূর্ণিমার পরবর্ত্তী চতুর্থদিনে চন্দ্রের চারিকলা ক্ষয় হয়, তাহাকে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থী জানিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থী তিথিতে যে সকল কার্য্য বিহিত আছে, সেই সকল কার্য্য চতুর্থীকার্য্য নামে উল্লেখিত হয়। উভয়দিনে চতুর্থী তিথি ঘটিলে কোন্‌দিনে চতুর্থী কার্য্য করিবে, ইহার মীমাংসা সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক মতামত লক্ষিত হয়। স্মৃতিসংগ্রহকারগণও এ বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছেন। রঘুনন্দনের মতে বিশেষ বিধান না থাকিলে যেদিনে চতুর্থীর

সহিত পঞ্চমীর যোগ থাকিবে, সেই দিনেই চতুর্থীকার্য্য করিতে হয়।

"একাদশ্যষ্টমী ষষ্ঠী অমাবাস্যা চতুর্থিকা।
উপোষ্যাঃ পরসংযুক্তাঃ পরাঃ পূর্ব্বেণ সংযুতা।"

অগ্নিপুরাণের এই বচনে পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থী তিথির উল্লেখ থাকায় বিশেষ স্থল ভিন্ন সর্ব্বত্রই পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থীতে কার্য্য করা উচিত। কেহ কেহ বলেন যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের—

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা তৃতীয়াচ চতুর্থিকা।
তৃতীয়য়া যুতা নৈব পঞ্চম্যা কারয়েৎ ক্বচিৎ॥"

এই বচন অনুসারে তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীতেই কার্য্য করিবে, পঞ্চমীযুক্ত চতুর্থীতে কার্য্য করিতে নাই। এই মতটী ঠিক নহে, কারণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ঐ বচনটী বিনায়কব্রতপ্রকরণে বলা হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তবিহিত বিনায়কব্রতেই তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীর বিধান, সাধারণ চতুর্থী কার্য্যে ঐ বচনের সংস্রব নাই। (তিথিতত্ত্ব) কালমাধবীয় চতুর্থী প্রকরণেও এইরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে। [ইহার অপর বিবরণ তিথি ও বিনায়কব্রত প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চতুর্থীর প্রদোষকে গাণপত বলে। ইহাতে অধ্যয়ন করিতে নাই।

"ত্রয়োদশ্যাশ্চতুর্থ্যাশ্চ সপ্তম্যা দ্বাদশীতিথেঃ।
প্রদোষে হধ্যয়নং ধীমান্ ন কুর্ব্বীত যথাক্রমম্।
সারস্বতো গাণপতঃ সৌরশ্চ বৈষ্ণব স্তথা।"

হেমাদ্রির মতে প্রদোষ শব্দের অর্থ রাত্রির প্রথম প্রহর। নির্ণয়ামৃতপ্রণেতা ভোজদেবের মতে প্রদোষ শব্দের অর্থ রাত্রি।

ভাদ্রমাসের চতুর্থীতিথিতে চন্দ্র দেখিলে মিথ্যা কলঙ্ক হয়। সেইদিন চন্দ্র দেখিবে না। [নষ্টচন্দ্র দেখ।]

চতুর্থী তিথিতে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি পুত্রবধূ ও মিত্রস্ত্রীর প্রতি অনুরাগী, ঘৃত ভোজনাভিলাষী, দয়ালু, বিবাদশীল, জয়ী ও কঠোর প্রকৃতি হয়।

"স্বপুত্রমিত্রপ্রমদা প্রমোদী ঘৃতাভিলাষী কৃপয়া সমেতঃ।
বিবাদশীলো বিজয়ী বিবাদে ভবেচ্চতুর্থীপ্রভবঃ কঠোরঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

চতুর্দ্দংষ্ট্র (ত্রি) চতস্রো দংষ্ট্রা যস্য বহুব্রী। ১ যাহার চারিটী দংষ্ট্রা আছে। (পুং) ২ কার্ত্তিকেয়ের সৈন্য। ৩ দানব বিশেষ, বলির সৈন্য। (ভারত।) ৪ পরমেশ্বর।

চতুর্দ্দন্ত (পুং) চত্বারো দন্তা যস্য বহুব্রী। ১ ঐরাবত, ইন্দ্রবাহন-হস্তী। (ত্রি) ২ যাহার চারিটী দন্ত আছে।

চতুর্দ্দশ (ত্রি) চতুর্দ্দশানাং পূরণঃ চতুর্দ্দশন্-ডট্। চৌদ্দসংখ্যার পূরক, যাহাদ্বারা চতুর্দ্দশ সংখ্যার পূরণ হয়।

চতুর্দ্দশধা (অব্য) চতুর্দ্দশ প্রকারার্থে ধা। চতুর্দ্দশ প্রকার, চৌদ্দ রকম। "এতাবানেবাগুকোষো য শ্চতুর্দ্দশধা পুরাণেষু বিকল্পিতউদ্গীয়তে।" (ভাগবত ৫।২৬।৩৮)

চতুর্দ্দশন্ (ত্রি) [বহু] চতুরধিকাদশ মধ্যালো°। ১ চতুরধিক দশসংখ্যা, চৌদ্দ। ২ চতুর্দ্দশ সংখ্যাযুক্ত।

"চতুর্দ্দশত্বং কৃতবান্ কুতঃস্বয়ং নবেদ্মি বিদ্যাসু চতুর্দ্দশস্বয়ম্।"
(নৈষধ° ১।৪)

কবিকল্পলতার মতে বিদ্যা, যম, মনু, ইন্দ্র, ভুবন ও ধ্রুবতারক এই ছয়টী চতুর্দ্দশ সংখ্যার বাচক।

চতুর্দ্দশগ্রন্থিশুণ্ড, যাহাদের শুঁড়ে চৌদ্দটী গ্রন্থি থাকে, যথা কেন্নো।

চতুর্দ্দশবিদ্যা (স্ত্রী) [বহু] বেদ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিদ্যা। চার বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও তর্কশাস্ত্র এই চৌদ্দটীকে চতুর্দ্দশ বিদ্যা বলে।

"বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ প্রোক্তাঃ ক্রমেণতু যথা স্থিতি।
ষড়ঙ্গমিশ্রিতা বেদা ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণকম্।
মীমাংসা তর্কমপিচ এতাবিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ।" (নন্দিপুরাণ)

চতুর্দ্দশভুবন (ক্লী) চতুর্দ্দশানাং ভুবনানাং সমাহারঃ, দ্বিগু°। চৌদ্দভুবন, সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।

চতুর্দ্দশাঙ্গকাথ (পুং) পাচন বিশেষ। দশ মূলের সহিত চিরাতা, মুথা, গুড়ুচী ও শুঁট মিশাইয়া পাচন প্রস্তুত করিলে তাহাকে চতুর্দ্দশাঙ্গ কাথ বলে। ইহা সেবনে চিরজ্বর, বাত ও কফোল্বণ, এবং সন্নিপাত জ্বর ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

চতুর্দ্দশী (স্ত্রী) চতুর্দ্দশ-ঙীপ্। তিথি বিশেষ, চন্দ্রের চতুর্দ্দশ কলা ক্রিয়া রূপ, ইহার অপর নাম ভূতা। চতুর্দ্দশী দুইটী কৃষ্ণপক্ষীয়া ও শুক্লপক্ষীয়া। ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে চতুর্দ্দশী তিথিতে যে সকল কার্য্য বিহিত হইয়াছে তাহাকে চতুর্দ্দশীকার্য্য বলে। উভয় দিনে চতুর্দ্দশী প্রাপ্তি ও কার্য্যানুষ্ঠান সম্ভব হইলে যে দিনে পূর্ণিমার যোগ থাকে, সেই দিনে চতুর্দ্দশী বিহিত কার্য্য করা উচিত। কিন্তু কৃষ্ণ পক্ষে ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশীতে কার্য্য করিতে হয়। পক্ষভেদে এই দুই রকম ব্যবস্থা হইয়া থাকে। (১) উপবাসাদি কার্য্যে এই নিয়ম জানিবে।

চতুর্দ্দশী তিথি অপরাহ্নব্যাপিনী হইলে শুক্ল চতুর্দ্দশী ও পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশী গ্রহণ করা উচিত। রঘুনন্দনের মতে শিববিষয়ক ব্রতাদিতেই এই

(১) "কৃষ্ণপক্ষে হষ্টমী চৈব কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী। পূর্ব্ববিদ্ধৈব কর্ত্তব্যা পরবিদ্ধা ন কুত্রচিৎ। শুক্লা চতুর্দ্দশী গ্রাহ্যা পরবিদ্ধা সদাব্রতে।" (স্মৃতি)

নিয়ম, অপরাপর স্থলে শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশী পরবিদ্ধাই গ্রহণ করিবে (২)।

চতুর্দ্দশী তিথিতে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি বিরুদ্ধশীল, রোষযুক্ত, চোর, কঠোর স্বভাব, বঞ্চক, পরান্নভোজী এবং পরদাররত হয় (৩)।

ভিন্ন ভিন্ন মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার বিধান আছে। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর নাম সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, এই দিনে সাবিত্রীব্রত ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ভক্তি পূর্ব্বক স্বামীর পূজা করা কর্ত্তব্য। [সাবিত্রীব্রত দেখ।] ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর নাম অঘোরা চতুর্দ্দশী। [অঘোরা দেখ।] ভাদ্র মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীকে অনন্তচতুর্দ্দশী বলে। এই দিনে অনন্তব্রত, ডোরক ধারণ এবং চতুর্দ্দশ পিষ্টক ভক্ষণ করা উচিত। [অনন্তব্রত দেখ।] কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীকে ভূতচতুর্দ্দশী বলে, এই দিন চতুর্দ্দশ শাকভক্ষণ, চতুর্দ্দশ দীপদান ও যমতর্পণ করা কর্ত্তব্য। [ভূতচতুর্দ্দশী দেখ।] অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে গৌরীপূজা ও পাষাণাকার পিষ্টক ভক্ষণ করা উচিত। কেহ কেহ ইহাকে পাষাণচতুর্দ্দশী নামে উল্লেখ করেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর নাম রটন্তী চতুর্দ্দশী। ইহাতে কালীপূজা ও অরুণোদয় সময়ে স্নান করা কর্ত্তব্য। [রটন্তী দেখ।]

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর নাম শিবচতুর্দ্দশী, ইহাতে শিবরাত্রিব্রত, উপবাস ও শিবপূজা কর্ত্তব্য। [শিবরাত্রি দেখ।] চৈত্র মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে মদনবৃক্ষের পল্লবে কামদেবের পূজা করা উচিত। [মদনপূজা দেখ।]

চতুর্দ্দিক্ (চতুর্দিশ্ শব্দজ) চারিদিক্।

চতুর্দিশ্ (স্ত্রী) সংজ্ঞার্থে কর্ম্মধা°। পূর্ব্ব প্রভৃতি চারিদিক্।
"শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষুসমন্বিতাম্।" (কালীধ্যান)

চতুর্দ্দিশ (ক্লী) চতসৃণাং দিশানাং সমাহারঃ দ্বিগু°। চারিদিক্।
"চতুর্ভির্নামভিশ্চতুর্দিশমভিগুদন্তী।" (ভাগবত ৫।১৭।৫)

চতুর্দ্দোল (পুং ক্লী) চতুর্ভির্বাহকৈ র্দোল্যতে উৎক্ষিপ্যতে উহ্যতে দোলি ঘঞ্। স্বনামখ্যাত যান বিশেষ, চারিজনের বহনীয় শিবিকা, চলিত কথায় চণ্ডোল, চন্দোল বা চৌদোল বলে।
"রাজ্ঞো যদ্দ্বিপদং যানং বিশেষাথামলং বিদুঃ।
চতুর্ভিরুহ্যতে যত্তু চতুর্দ্দোলং তদুচ্যতে॥" (যুক্তিকল্পতরু)
ভোজরাজের মতে যে যান চারিজন লোকে বহন করে এবং যাহাতে ৬টী দণ্ড ও কুম্ভ এবং আটটী স্তম্ভ থাকে, তাহার নাম চতুর্দ্দোল। চতুর্দ্দোল চারিপ্রকার—জয়চতুর্দ্দোল, কল্যাণচতুর্দ্দোল, বীরচতুর্দ্দোল ও সিংহচতুর্দ্দোল। চারিপ্রকার রাজার পক্ষে যথাক্রমে এই চারি রকম চতুর্দ্দোল ব্যবহারের যোগ্য।

যে চতুর্দ্দোলের দৈর্ঘ্য তিন হাত, বিস্তার ও উচ্চতা দুইহাত তাহার নাম জয়। চারি হাত দীর্ঘ, আড়াই হাত বিস্তৃত ও আড়াই হাত উচ্চ চতুর্দ্দোলকে কল্যাণচতুর্দ্দোল বলে। চতুর্দ্দোল দৈর্ঘ্যে পাঁচহাত, বিস্তারে তিনহাত ও উচ্চতায় বিস্তারের সমান হইলে তাহার নাম বীরচতুর্দ্দোল। যে চতুর্দ্দোলের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার চারিহাত ও উচ্চতা ২ হাত তাহার নাম সিংহচতুর্দ্দোল।

কতকগুলি চতুর্দ্দোলে ছাদ দেওয়া হয়, তাহাদিগকে সচ্ছদি চতুর্দ্দোল বলে। ছাদহীন চতুর্দ্দোলের নাম নিশ্ছদিচতুর্দ্দোল। সমরস্থল ও বর্ষাকালে সচ্ছদি বা ছাদযুক্ত এবং কেলি ও অপরকালে ছাদহীন বা নিশ্ছদিচতুর্দ্দোল ব্যবহার করা উচিত। চতুর্দ্দোলের বজ্রবারণ (?) দণ্ড সকল রকম কাঠেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু চন্দন দ্বারা সকল দণ্ড পরস্পর মিলিত করা উচিত, মহীপতিগণের চতুর্দ্দোলে বস্ত্রনির্ম্মিত লোলজ, কনক, কুম্ভ ও পদ্মকোষ স্থাপন করিবে। ইহা ছাড়া দর্পণ, অর্দ্ধচন্দ্র, হংস, ময়ূর, শুক প্রভৃতি মনোহর প্রতিমূর্ত্তিও করিতে হয়। চতুর্দ্দোলে মণির নিয়মদণ্ডের ন্যায় জানিবে। ইহাতে পতাকা দিতে হয়। রক্ত, শুক্ল, পীত, কৃষ্ণ, চিত্র, অরুণ, নীল বা কপিল ইহার যে কোন রঙের পতাকা হইতে পারে। পতাকাযুক্ত চতুর্দ্দোলকে শুভযান বলে। ইহার উপরে চাষপক্ষীর পাখার পুচ্ছ যোজনা করিলে তাহাকে যাত্রাসিদ্ধি নামক চতুর্দ্দোল বলে। কোন কোন চতুর্দ্দোলে ধ্বজ দিবারও নিয়ম আছে। তাহাকে সধ্বজ ও ধ্বজহীন চতুর্দ্দোলকে নির্ধ্বজ চতুর্দ্দোল বলে। (ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু) [অপর বিবরণ যান শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চতুর্দ্বার (ক্লী) চত্বারি দ্বারাণি যস্য। ১ চারিমুখ গৃহবিশেষ। সমাহারঃ। ২ চারিদ্বার।
"মণ্ডপং কারয়েত্তত্র চতুর্দ্বারসমন্বিতম্।" (হেমাদ্রি।)

চতুর্দ্বীপচক্রবর্ত্তিন্, চতুর্দ্বীপের সম্রাট্। (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক)

চতুর্ধর, গণপতিগীতার একজন ভাষ্যকার।
[নীলকণ্ঠ সূরি দেখ।]

চতুর্ধরশিব, শিবমহিমস্তবের একজন টীকাকার।

চতুর্ধা (অব্য) চতুঃপ্রকারং ধা। (সংখ্যায়া বিধার্থে ধা।

---

(২) "চতুর্দ্দশীতু কর্ত্তব্যা ত্রয়োদশ্যাযুতা বিভো।
মমভক্তৈর্মহাবাহো ভবেদ্ যা চাপরাহ্নিকী।" (তিথিতত্ত্ব)

(৩) "বিরুদ্ধশীলঃ পুরুষঃ সরোষশ্চোরকঠোরঃ পরবঞ্চকশ্চ।
পরান্নভোক্তা পরদারচিত্তশ্চতুর্দ্দশী চেৎ জননস্য কালেঃ।" (কোষ্ঠীপ্র°)

পা ৫।৩।৪২।) ১ চারি খণ্ড। "ব্যক্তোত্ত চমসং চতুর্ব্বা" (ঋক্ ৪।৩৫।৩) ২ চারি প্রকার। ৩ চারিবার।

চতুর্ধাম, মথুরার চারিধাম, রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ ও দ্বারকানাথ। (ভক্তমাল)

চতুর্বাহু (পুং) চত্বারো বাহবো যস্য। ১ বিষ্ণু।
"পীতাম্বরং চতুর্বাহুং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্।"
দেবীভাগ° ১।৪।৩৪।

২ শিব। (শিবসহস্রনাম)

চতুর্ভদ্র (ক্লী) চতুর্ণাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভদ্রাণাং সমাহারঃ। ১ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ। (অমর) (ত্রি) ২ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষযুক্ত।

"স চেন্মমার সঞ্জয় ! চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া" (ভারত দ্রোণ)।

চতুর্ভাগ (পুং) চারিভাগ। এক চতুর্থাংশ, সিকি।
"স রাজ্ঞা তচ্চতুর্ভাগং দাপ্যস্তস্য চ তদ্ধনম্।" (মনু ৮।১৭৬।)

চতুর্ভুজ (পুং) চত্বারো ভুজাঃস্য। ১ চতুর্বাহু বিষ্ণু। ২ বিষ্ণুর অবতার বাসুদেব। "তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।" (গীতা) (ক্লী) ৩ চতুষ্কোণক্ষেত্র (Square) (ত্রি) ৪ যাহার চারিটী হাত আছে। "মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।" (শ্যামার°) চতুর্ণাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভুজঃ। ৫ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষভাজন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৬ গায়ত্রীরূপা মহাশক্তি। (দেবী ভাগ° ১২।৬।৪৭)

চতুর্ভুজ, একজন পরম বৈষ্ণব রাজা। ইনি করুরি নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। বৈষ্ণব পাইলেই ইনি পরম সমাদরে তাঁহার সেবা করিতেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার এক বিপক্ষ রাজা একজন ডোমকে বৈষ্ণব সাজাইয়া চতুর্ভুজের নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু বৈষ্ণবভক্ত চতুর্ভুজ কোন সূত্রে তাহা জানিতে পারিয়াও বৈষ্ণববেশী ডোমের যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করেন এবং বহুমূল্য জরির কাপড়ে একটী কাণাকড়ি বাঁধিয়া উক্ত রাজাকে উপহার দিবার জন্য ডোমের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দেন। রাজা ডোমের নিকট হইতে সেই কাণাকড়িটী লইয়া সভ্যদিগকে দেখাইয়া বলেন, যে "আমার পরমশত্রু চতুর্ভুজ এইরূপে কি আমায় পরিহাস করিল ?" তখন একজন সভ্য রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "মহারাজ ! পরিহাস নয়, আপনার ভ্রমসংশোধনের জন্য তিনি এমন করিয়াছেন। মনে করুন কাণাকড়ি ডোম, আর জরির কাপড় বৈষ্ণববেশ, সুতরাং বৈষ্ণববেশ হইলে ডোমকেও বৈষ্ণবের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য।" সভ্যের কথায় রাজার চৈতন্য হইল, তিনি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি চতুর্ভুজের নিকট গিয়া ক্ষমা চাহিলেন এবং তাঁহার নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এইরূপে উভয়ে পরমানন্দে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। (ভক্তমাল)

চতুর্ভুজ, ১ একজন জ্যোতির্বিদ্. ইনি অদ্ভুতসাগরসার নামে একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করেন।

২ অশৌচসংগ্রহ ও অষ্টাদশসংস্কার নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার, রঘুনন্দন ইহার নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩ বিজয়রামাচার্য্যের গুরু, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী প্রণেতা।

৪ সৃষ্টিকরণটীকা নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

৫ কোঙ্গুদেশের একজন চেররাজ, গোবিন্দের পুত্র।

চতুর্ভুজদাস, গোকুলনিবাসী বিট্ঠলনাথের একজন শিষ্য, অষ্টছাপের অন্তর্গত, একজন হিন্দী কবি। শিবসিংহ ও কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব ইহার ব্রজবুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি ব্রজভাষায় ভাগবতের ১০ম স্কন্দ অনুবাদ করেন।

চতুর্ভুজপণ্ডিত, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিবিস্তার রচনা করেন।

চতুর্ভুজমিশ্র, ১ অমরুশতকের ভাবচিন্তামণি নামে একজন টীকাকার।

২ পণ্ডিত শিবদত্তমিশ্রের পিতা এবং গোবিন্দের রচিত রসহৃদয়ের একজন টীকাকার।

চতুর্ভুজমিশ্র উপমন্যব, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ। ইনি সংস্কৃতভাষায় সংক্ষেপ মহাভারত, মহাভারতটীকা ও দেবীমাহাত্ম্যের দুর্গাবোধিনী নামে টীকা রচনা করেন।

চতুর্ভুজরস (পুং) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। রসসিন্দূর দুই ভাগ, স্বর্ণ, কস্তুরী, হরিতাল, মনঃশিলা প্রত্যেকের এক ভাগ ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ড পাতায় জড়াইয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিন দিন রাখিবে। রোগীর রোগবল বিবেচনা করিয়া ত্রিফলা চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করাইলে বলী পলিত, অপস্মার জ্বর, কাশ, শ্বাস, শোথ, মন্দাগ্নি, ক্ষয়, হাতকাঁপা, মাথাকাঁপা, গাকাঁপা এবং বাত, পিত্ত ও কফ প্রভৃতি নিবারিত হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

চতুর্ভুজী, এক প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক একজন সাধু ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে সেই সাধু কোন সময়ে চতুর্ভুজ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্প্রদায়ের নাম চতুর্ভুজী হইয়াছে। ইহাদের আচার ব্যবহার ও তিলকধারণ রামানন্দীদিগেরই মত, কেবল ইহারা ললাটে শ্রী ধারণ করে না।

চতুর্মহারাজকায়িক, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মহাদীপ্তিশালী দেবতা বিশেষ। (ব্যুৎপত্তি)

চতুর্মুখ (পুং) চত্বারি মুখানি অস্য। ১ ব্রহ্মা। [ব্রহ্মা দেখ।]

২ বিষ্ণু। (মনু ১০।১২২) (ক্লী) ৩ চতুর্দ্বার গৃহ। (ত্রি) ৪ চারি মুখযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (ক্লী) ৫ চারখানি মুখ।

"পুরাণস্য কবেস্তস্য চতুর্মুখসমীরিতা।" (কুমার ২।১৭)

(পুং) ৬ ঔষধবিশেষ। [চতুর্মুখরস দেখ।]

চতুর্মুখরস (পুং) ১ বৈদ্যকোক্ত বাতব্যাধির ঔষধবিশেষ। স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেকের এক এক ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া পরে এরণ্ড পত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। দুই রতি পরিমাণে ত্রিফলা কাথের সহিত সেবনে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা পুষ্টিকারক, বলকর ও একাদশ প্রকার ক্ষয়রোগনাশক। (রসেন্দ্রসারস°)

২ মুখরোগের ঔষধবিশেষ। রসসিন্দুর এক ভাগ, স্বর্ণ এক ভাগ ও মনঃশিলা দুই ভাগ একত্র করিয়া অতসীতৈলে মাড়িয়া ও পিণ্ড করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া অতসীফল গুঁড়া করিয়া লেপ দিবে, পরে দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিবে। ইহা মুখে রাখিলে জিহ্বা, দন্ত ও মুখরোগ ভাল হয়। (রসেন্দ্রসার°)

চতুর্মুখস্থান, বৃন্দাবনস্থ একটী তীর্থক্ষেত্র। এখানে ব্রহ্মা তপস্যা করেন। বর্ত্তমান নাম চৌমুহা।

চতুর্মূর্ত্তি (পুং) পরমেশ্বর, যিনি বিরাট্, সূত্রাত্মা, অব্যাকৃত ও তুরীয় এই চারি মূর্ত্তিতে আছেন।

'চতস্রো মূর্ত্তয় বিরাট্সূত্রাত্মাব্যাকৃততুরীয়াত্মানোঽস্য।' (বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য)।

চতুর্যুগ (ক্লী) চতুর্ণাং যুগানাং সমাহারঃ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ; দৈবমানে ইহার বর্ষ পরিমাণ ৪৩২০০০০। [যুগ দেখ।]

চতুর্যুজ্ (ত্রি) চতুর্ যুজ-ক্বিপ্। চারিটী (বৃষ) দ্বারা যুক্ত বা আকর্ষিত। "চতুর্যুজো যুনক্ত্যপরাংস্তূষ্ণীং বহির্বেদি ষোড়শ।" (কাত্যায়নশ্রৌত° ১৪।৩।১১)

'একৈকস্মিন্ রথে চতুরশ্চতুরোঽশ্বান্যুনক্তি।' (ভাষ্য)

চতুর্বক্ত্র (পুং) চত্বারি বক্ত্রাণ্যস্য। ১ চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ২ দানববিশেষ। (হরিবংশ।)

চতুর্বয় (ত্রি) চত্বারো বয়া অবয়বা যস্য। চতুর্ব্যূহ।

"সপ্তমক্নুতা চতুর্বয়ং।" (ঋক্ ১।১১০।৩)

'চতুর্বয়ং চতুর্ব্যূহং * * বয়া অবয়বা যস্য স।' (সায়ণ।)

চতুর্বর্গ (পুং) চতুর্ণাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বর্গঃ সমূহঃ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

'ত্রিবর্গো ধর্ম্মকামার্থাশ্চতুর্বর্গঃ সমোক্ষকাঃ।' (হেম ৬।১৮)

চতুর্বর্গচিন্তামণি, হেমাদ্রিকৃত এক বৃহৎস্মৃতিনিবন্ধ। [হেমাদ্রি দেখ।]

চতুর্বর্ণ (পুং) চত্বারো বর্ণাঃ সংজ্ঞাত্বাৎ ন সমাহারঃ দ্বিগু°। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ। স্বার্থে ভাবে বা ষ্যঞ্। চাতুর্বর্ণ্য।

চতুর্বর্ণাদি, সিদ্ধান্তকৌমুদীধৃত একটী গণ।

"চতুর্বর্ণাদীনাং স্বার্থ উপসংখ্যানম্।" সি° কৌ°।

চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম, সর্ব্ববিদ্য, ত্রিলোক, ত্রিস্বর, ষড়্গুণ, সেনা, অনন্তর, সমীপ, উপমা, সুখ, তদর্থ, ইতিহ, মণিক এই কয়টী শব্দ চতুর্বর্ণাদি গণান্তর্গত।

চতুর্বর্ষিকা (স্ত্রী) চারিবর্ষের গাভি।

'চতুস্ত্রের্হায়নীহেকাদ্যায়ণ্যেকাদিবর্ষিকা।' (হেম ৪।৩৩৮)

চতুর্বাহিন্ (পুং) চতুঃ-বহ-ণিনি। রথবিশেষ, যে রথ চারিটী (অশ্বে) বহন করিয়া লইয়া যায়। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৬।১৩)

চতুর্বিংশ (ত্রি) চতুর্বিংশতেঃ পূরণঃ ডট্। চব্বিশ সংখ্যার পূরক। (ক্লী) ২ একাহ যাগবিশেষ।

"অতিরাত্রাচ্চতুর্বিংশমহরগ্নিষ্টোম উক্থ্যো বা।" (কাত্যায়নশ্রৌত° ১৩।২।২)

চতুর্বিংশতি (স্ত্রী) চতুরধিকা বিংশতি। ১ চব্বিশ, ২৪। ২ যাহাতে চব্বিশ সংখ্যা আছে। (শুক্ল যজুঃ ১৪।২৫)

চতুর্বিংশতিক (ত্রি) চতুরধিকা বিংশতি যত্র কপ্। ১ চতুর্বিংশসংখ্যাযুক্ত, যাহাতে ২৪ সংখ্যা আছে। (পুং) সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব।

"পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ ব্রহ্মচতুর্ভির্দশভি স্তথা।
এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ।"

(ভাগবত ৩।২৬।১) [সাংখ্য দেখ।]

চতুর্বিংশতিতম (ত্রি) চব্বিশ সংখ্যার পূরণ, চতুর্বিংশ।

চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি (স্ত্রী) বিষ্ণুর হস্ত ও চক্রাদিবিন্যাসভেদে ২৪টী মূর্ত্তিভেদ। অগ্নিপুরাণে এই চতুর্বিংশতি মূর্ত্তির এইরূপ বর্ণনা আছে—

মূর্ত্তির নাম	উপরের ডান	নীচের ডান	উপরের বাম	নীচের বাম হাত
১ কেশব	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
২ নারায়ণ	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৩ মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৪ গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৫ বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৬ মধুসূদন	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা
৭ ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
৮ বামন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
৯ শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
১০ হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
১১ পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
১২ দামোদর	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র

মূর্ত্তির নাম	উপরের ডান	নীচের ডান	উপরের বাম	নীচের বাম হাত
১৩ বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
১৪ সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
১৫ প্রদ্যুম্ন	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৬ অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১৭ পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
১৮ অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
১৯ নৃসিংহ	চক্র	পদ্ম	গদা	শঙ্খ
২০ অচ্যুত	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
২১ উপেন্দ্র	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
২২ জনার্দ্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
২৩ হরি	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
২৪ কৃষ্ণ	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র

চতুর্ব্বিদ্যা (স্ত্রী) চতস্রঃ বিদ্যা সংজ্ঞায়াং কর্ম্মধা। ১ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বিদ্যা। চতস্রো বেদস্বরূপা বিদ্যা অস্য। ২ চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ। [চাতুর্ব্বৈদ্য দেখ।]

চতুর্ব্বিধ (ত্রি) চতস্রো বিধা যস্য। চারি প্রকার।

"এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্।" (মনু ২।১২)

চতুর্ব্বীজ (ক্লী) চতুর্ণাং বীজানাং সমা°। মেথি, চন্দ্রশূর (হালিম্), কালজীরে ও যমানী এই চারি মিলিত দ্রব্য। ভাবপ্রকাশ মতে ইহা নিত্য ভক্ষণ করিলে বায়ু, আমন, অজীর্ণ, শূল, আধ্মান, পার্শ্বশূল ও কটিতে বেদনা দূর হয়।

চতুর্ব্বীর (ত্রি) ১ চারিদিন সাধ্য সোমযাগবিশেষ।

"অত্রিচতুর্ব্বীরজামদগ্নবসিষ্ঠসংসর্গবিশ্বামিত্রা।"

(কাত্যায়নশ্রৌতসূ° ৩২।২।১৩।)

২ অঞ্জনবিশেষ।

"চতুর্ব্বীরং নৈর্ঋতেভ্যশ্চতুর্ভ্যো।" (অথর্ব্ব ১৯।৪৫।৫।)

চতুর্ব্বৃষ (ত্রি) চত্বারো বৃষা যস্য বহুব্রী। যাহার চারিটী বৃষ আছে। "যদি চতুর্ব্বৃষোহসি সৃজারসোহমি।" (অথর্ব্ব ৫।১৬।৪)

চতুর্ব্বেদ (পুং) চত্বারো বেদা অস্য বহুব্রী, চতুরো বেদান্ বেত্তি অধীতে বা বিদ্ অণ্-উপপদসং। ১ পরমেশ্বর।

"চতুর্ব্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুরাত্মা সনাতনঃ।" (হরিবংশ ২৩৮ অঃ)

(ত্রি) ২ চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ। ৩ যিনি চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। (পুং) [বহু] চত্বারশ্চ তে বেদা শ্চেতি কর্ম্মধা°। ৪ চারিবেদ।

চতুর্ব্বেদপুর, বারাণসী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—"স্বর্গভূমির মধ্যভাগে এবং কাশী হইতে প্রায় যোজন খানেক পথদূরে চতুর্ব্বেদপুর অবস্থিত। পূর্ব্বকালে কাশীরাজ গোমতীগঙ্গাসঙ্গমে সোমযজ্ঞ করেন, তিনি কান্যকুব্জ হইতে চতুর্ব্বেদপারগ কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনাইয়া সেই যজ্ঞ সমাধা করেন। দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাদিগকে একখানি গ্রাম দেওয়া হয়। চাতুর্ব্বৈদ্যদিগের বাসহেতু সেই গ্রামের নাম চতুর্ব্বেদপুর হইয়াছে। যবনাধিকারকালে এখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বড়ই অভাব হয়, তৎকালে অনেক ব্রাহ্মণ নেপালরাজ্যে পলায়ন করেন। বিক্রমশাকের অন্তে যবনেরা এখানে গোবধ করিবে, সেই পাপে এই গ্রাম বিধ্বস্ত ও পাতালগামী হইবে।" (ভ°ব্রহ্মখণ্ড ৫৩।৪৭-৫৬)

চতুর্ব্বেদবিৎ (পুং) চতুরোবেদান্ বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। ১ বিষ্ণু।

"চতুরাত্মা চতুর্ভাবশ্চতুর্ব্বেদবিদেকপাৎ।" (বিষ্ণুসহ°)

(ত্রি) ২ চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ।

চতুর্ব্বেদিন্ (ত্রি) চত্বারোবেদাঃ সন্ত্যস্য চতুর্ব্বেদ-ইনি। যাহার চারিটী বেদ আছে, যিনি চারিবেদ জানেন।

চতুর্ব্ব্যূহ (পুং) চত্বারোব্যূহ যস্য বহুব্রী। ১ বিষ্ণু।

"চতুর্ব্ব্যূহশ্চতুর্গতিঃ।" (বিষ্ণুসহ°) ভাষ্যকারের মতে শরীরপুরুষ, ছন্দঃপুরুষ, বেদপুরুষ ও মহাপুরুষ রূপ চারিব্যূহ আছে বলিয়া বিষ্ণুকে চতুর্ব্ব্যূহ বলা হয়। (ভাষ্য)

পুরাণের মতে বিষ্ণু সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের জন্য চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন, অতএব ঐ চারিটী মূর্ত্তিরূপ ব্যূহচতুষ্টয় থাকায় বিষ্ণুর নাম চতুর্ব্ব্যূহ হইয়াছে।

"ব্যূহাত্মানং চতুর্ধাবৈ বাসুদেবাদিমূর্ত্তিভিঃ।
সৃষ্ট্যাদীন্ প্রকরোত্যেষ বিশ্রুতাত্মা জনার্দ্দনঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

(ক্লী) ২ চিকিৎসাশাস্ত্র।

চতুর্হনু (ত্রি) চত্বারোহনবো যস্য বহুব্রী। ১ যাহার চারিটী হনু আছে। (পুং) ২ দানববিশেষ।

চতুর্হায়ণ (ত্রি) চত্বারোহায়না যস্য বহুব্রী ণত্বং। যাহার বয়স চারিবৎসর। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। হায়ন শব্দে বয়স না বুঝাইলে ণত্ব বা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয় না।

চতুর্হোতৃ (পুং) চত্বারশ্চ তে হোতারশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ চারি জন হোতা।

"চতুর্হোতার আপ্রিয়শ্চাতুর্মাস্যানি নীবিদঃ।"(অথর্ব্ব ১১।৭।১৯)

চত্বারোহোতারো যস্য বহুব্রী। ২ বিষ্ণু।

"চাতুরাশ্রম্যবেত্তাচ চতুর্হোতা মহাকবিঃ।" (হরিবংশ ১৭৯ অঃ)

চতুর্হোত্র (পুং) চত্বারি হোত্রাণি হোমা যস্য বহুব্রী। বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

"চতুর্ব্বেদশ্চতুর্হোত্রশ্চতুরাত্মা সনাতনঃ।" (হরিবংশ ২৩৮ অঃ)

চতুর্হোত্রক (ক্লী) চত্বারো হোতারো যত্র কর্ম্মণি বহুব্রী কপ্। নিপাতনে সাধু। যে কর্ম্মে চারিটী হোতা আছে, যজ্ঞ।

"ত্রয্যা চতুর্হোত্রকবিদ্যয়াচ।" (ভাগবত ৭।৩।৩০) 'চত্বারো হোতারো যত্র তৎচতুর্হোত্রকং কর্ম্ম' (শ্রীধর।)

চতুল (ত্রি) চত-উলচ্। স্থাপয়িতা, যে স্থাপন করে।
(সংক্ষিপ্তসা° উণাদি°)

চতুশ্চক্র (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত একটী চক্র, ইহা দ্বারা মন্ত্রের শুভাশুভ বিচার করা যাইতে পারে। এই চক্র অঙ্কিত করিবার নিয়ম—প্রথমে পূর্ব্বপশ্চিমে পাঁচটী রেখা টানিয়া তাহার উপরে উত্তরদক্ষিণে আর পাঁচটী রেখা টানিলে ১৬টী কোষ্ঠযুক্ত একটী চক্র হয়। ঐ চক্রটীর প্রথম চারি কোষ্ঠ, স্নিগ্ধ, শীতল, জপ্ত ও সিদ্ধ, তাহার ডানদিকের কোষ্ঠ চতুষ্টয় আহ্লাদ, প্রত্যায়, মুখ্য ও শুদ্ধ, ইহার অধোভাগে কোষ্ঠচতুষ্টয় লৌকিক, সাত্বিক, মানসিক ও রাজসিক এবং ইহার বামভাগের কোষ্ঠ চতুষ্টয় সুপ্ত, ক্ষিপ্ত, লিপ্ত ও দুষ্টমন্দ নামে অভিহিত। স্নিগ্ধ কোষ্ঠে অ উ ঌ, শীতল কোষ্ঠে আ ঊ ৠ, জপ্তকোষ্ঠে ই, ঋ ও এবং সিদ্ধ কোষ্ঠে ঈ, ৠ ঔ এই কটী বর্ণ লিখিবে। এইরূপ আহ্লাদে ক খ ঝ ঞ, প্রত্যায়ে গ ঘ চ, মুখ্যে ঙ ট ঠ, শুদ্ধে ঢ ণ ত, লৌকিকে থ দ ম, সাত্বিকে ধ ন য, মানসিকে প ফ, রাজসিকে ০, সুপ্তে ব ভ, ক্ষিপ্তে শ ল, লিপ্তে ষ ক্ষ এবং দুষ্টমন্দ কোষ্ঠে স ও বিন্দু লিখিবে। ইহার নাম চতুশ্চক্র। ইহার মধ্যে সিদ্ধকোষ্ঠে মন্ত্র বর্ণ থাকিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার সুখপ্রাপ্তি এবং আহ্লাদাদি কোষ্ঠ চতুষ্টয়ে মন্ত্রবর্ণ স্থিত হইলে শুভাশুভ ফল হয়। সুপ্তাদি কোষ্ঠ চতুষ্টয়ে স্থিত হইলে সেই মন্ত্রে বিঘ্ন হয়। অর্থাৎ এই চতুষ্টয় গৃহে যে কয়টী বর্ণ আছে, তদ্ব্যতীত অপর মন্ত্র গ্রহণ করিলে ঐহিকে সিদ্ধি ও চরমে মুক্তি হয়। যদি কোন সাধকের দুরদৃষ্টে সুপ্তাদি কোষ্ঠ চতুষ্টয়ে মন্ত্রবর্ণ লক্ষিত হয়, তবে ভূতলিপি দ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিবে, তাহা হইলে সিদ্ধি হয়। এই চক্র এই প্রকারে অঙ্কিত করিতে হয়।

চতুশ্চক্র।

স্নিগ্ধ অ উ ঌ	শীতল আ ঊ ৠ	আহ্লাদ ক খ ঝ ঞ	প্রত্যায় গ ঘ চ
সিদ্ধ ঈ ৠ ঔ	জপ্ত ই ঋ ও	শুদ্ধ ঢ ণ ত	মুখ্য ঙ ট ঠ
সুপ্ত ব ভ	ক্ষিপ্ত শ ল	লৌকিক থ দ ম	সাত্বিক ধ ন য
দুষ্টমন্দ স ঃ	লিপ্ত ষ ক্ষ	রাজসিক ০	মানসিক প ফ

চতুশ্চত্বারিংশ (ত্রি) চতুশ্চত্বারিংশৎ—পূরণার্থে-ডট্। চুয়াল্লিশ সংখ্যার পূরক, চতুশ্চত্বারিংশত্তম।

চতুশ্চত্বারিংশৎ (স্ত্রী) চতুরধিকা চত্বারিংশৎ মধ্যলো°। ১ চতুরধিক চত্বারিংশৎ সংখ্যা, চুয়াল্লিশ। ২ চতুশ্চত্বারিংশৎ সংখ্যাযুক্ত।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম (ত্রি) চতুশ্চত্বারিংশৎ তমট্। চতুশ্চত্বারিংশ।

চতুশ্শাল (ত্রি) চতস্রঃ শালা যত্র বহুব্রী। ১ যাহার চারিটী শালা আছে। (ক্লী) চতসৃণাং শালানাং সমাহারঃ দ্বিগু। ২ বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশের মতে যাহার অলিন্দের অবচ্ছেদ নাই অর্থাৎ চারিদিকের অলিন্দ পরস্পর মিলিত ও চারিটী দ্বার থাকে, সেই চতুঃশাল বাস্তুকে সর্ব্বতোভদ্র বলে। [চতুঃশাল দেখ।]
"অলিন্দানাং হ্যবচ্ছেদো নাস্তি যত্র সমন্ততঃ।
তদ্বাস্তু সর্ব্বতোভদ্রং চতুর্দ্বারসমন্বিতম্।"(বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ ২ অঃ)
[গৃহ দেখ।]

চতুশ্শৃঙ্গ (ত্রি) চত্বারি শৃঙ্গানি যস্য বহুব্রী। ১ যাহার চারিটী শৃঙ্গ আছে।
"চতুশ্শৃঙ্গোঽবমীদ্ গৌর এতৎ।" (ঋক্ ৪।৫৮।২)
'চতুশ্শৃঙ্গঃ চত্বারি শৃঙ্গাণি বেদচতুষ্টয়রূপাণি যস্য সঃ' (সায়ণ।)
(পুং) ২ কুশদ্বীপস্থ একটী বর্ষপর্ব্বত। (ভাগবত ৫।২০।১)

চতুশ্শ্রোত্র (ত্রি) চত্বারি শ্রোত্রাণি যস্য বহুব্রী। যাহার চারিটী কর্ণ আছে।
"অষ্টাপদী চতুরক্ষী চতুঃশ্রোত্রা চতুর্হনুঃ।" (অথর্ব্ব ৫।১৯।৭)

চতুষ্ক (ত্রি) চত্বারোঽবয়বা যস্য চতুর্-কন্। ১ যাহার চারিটী অবয়ব আছে, চতুষ্টয়।
"পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়াচ যথাক্রমম্।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে।" (মনু ৭।৫)
২ গৃহবিশেষ। "চতুষ্কপুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ
পরোঽপি কোনাম তবানুমন্যতে।" (কুমার ৫।৬৮)
৩ যষ্টিবিশেষ। (শব্দরত্নাবলী)
(পুং) ৪ রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত একজন রাজা। (রাজতর° ৮।২৮৪৯)

চতুষ্কর (পুং) চত্বারঃ করা যস্য বহুব্রী। ১ যে সকল জন্তুর পদের অগ্রভাগ ঠিক্ হাতের সদৃশ তাহাদিগকে চতুষ্কর বলে।
(ত্রি) ২ হস্তচতুষ্টয়যুক্ত, যাহার চারিখানি হাত আছে।

চতুষ্করিন্ (পুং) চত্বারঃ করা ভূম্না সন্ত্যস্য চতুষ্কর-ইনি। যে সকল পশুর পদ চতুষ্টয়ের অগ্রভাগ হস্তরূপে পরিণত।

চতুষ্কর্ণ (ত্রি) চত্বারঃ কর্ণা (বিষয়া) বর্ত্তন্তে যত্র বহুব্রী। ১ যাহা কেবল চারি কর্ণে শ্রুত হইয়াছে। "ষট্কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুষ্কর্ণঃ স্থিরোভবতি।" (পঞ্চতন্ত্র) ২ যাহার চারিটী কর্ণ আছে।

চতুষ্কর্ণী (স্ত্রী) চত্বারঃ কর্ণা অস্যাং বহুব্রী, ততঃ ঙীষ্। ১ কার্ত্তিকের অনুচরী মাতৃকাবিশেষ। (ভারত ৯.৪৭ অঃ)

চতুষ্কল (পুং) চতস্রঃ কলা মাত্রা যত্র বহুব্রী। ছন্দঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মাত্রাগণবিশেষ। যে গণে চারিটী মাত্রা থাকে, তাহাকে চতুষ্কল গণ বলে। এই গণ পাঁচ প্রকার—সর্ব্বগুরু, আদিগুরু, মধ্যগুরু, অন্তগুরু ও সর্ব্বলঘু। [মাত্রাবৃত্ত দেখ।]

"জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বান্তমধ্যাদিগুরবোঽত্র চতুষ্কলাঃ।" (ছন্দোম° ১)

চতুষ্কিকা (স্ত্রী) চতুঃসংখ্যা। (রাজতরঙ্গিণী)

চতুষ্কিন্ (ত্রি) চতুষ্ক-ণিনি। চতুষ্কযুক্ত, যাহার চারিধার আছে।

চতুষ্কী (স্ত্রী) চতুষ্ক স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ মসহরী, মশারি। ২ পুষ্করিণীভেদ।

'চতুষ্কী মশকহর্য্যাং পুষ্করিণ্যন্তরেঽপিচ।' (মেদিনী।)

চতুষ্কোণ (ত্রি) চত্বারঃ কোণা যত্র। ১ চতুরস্র, চারি কোণবিশিষ্ট। (ক্লী) চারিকোণবিশিষ্ট ক্ষেত্র। (Square, quadrangle.)

চতুষ্টয় (ত্রি) চত্বারোঽবয়বা যস্য তয়প্। (সংখ্যায়াং অবয়বে তয়প্। পা ৫।২।৪২।) ততো রেফস্য বিসর্গে সত্বে চ কৃতে ষত্বং (হ্রস্বাত্তাদৌ তদ্ধিতে। পা ৮।৩।১০১।) ১ চতুরবয়বযুক্ত, চারি অংশে বিভক্ত।

"চতুষ্টয়ং যুজ্যতে সংহিতান্তং" (অথর্ব্ববেদ ১০।২।৩।)

২ চতুর্ব্বিধ, চারি প্রকার।

"তদৈষু সর্ব্বমপ্যেতৎ প্রযুঞ্জীত চতুষ্টয়ম্।" (মনু)

(ক্লী) চতুর্ণাবয়বঃ তয়প্। ৩ চারি সংখ্যা। ৪ কেন্দ্র, লগ্ন ও লগ্ন অপেক্ষা সপ্তম ও দশম স্থান।

"কেন্দ্রং চতুষ্টয়ং জ্ঞেয়ং।" (নীলকণ্ঠতাজক)

চতুষ্টোম (পুং) চতুরুত্তরঃ স্তোমঃ, মধ্যলো°। ১ চতুরুত্তর স্তোম। (শুক্লযজুঃ ১৪।২৩) চতুর্দ্দিক্ষু স্তূয়মানত্বাৎ। ২ বায়ু। "য এব চতুষ্টোমস্তোমস্তং তদুপদধাতি।" (শতপথব্রা ১৮।৪।১।১৬) ৩ স্তোমবিশেষ। "সমীচীর্দিশঃ স্পৃতাশ্চতুষ্টোমঃ" (শুক্লযজুঃ ৩৪।২৫।) ৪ (ত্রি) চারিভাগে বিভক্ত স্তোমসম্বন্ধীয়।

"পশুকামযজ্ঞৌ চতুষ্টোমৌ" (কাত্যা° শ্রৌতসূ° ২২।১০।৮)

চতুষ্পঞ্চাশৎ (স্ত্রী) চতুরধিকা পঞ্চাশৎ। ১ চতুরধিক পঞ্চাশ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যাযোগ্য। ততঃ সংখ্যা পূরণে ডট্ ইতি চতুষ্পঞ্চাশ।

চতুষ্পত্রী (স্ত্রী) চত্বারি পত্রাণ্যস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ১ সুনিষণ্ণক, সুসনিশাক।

"চাঙ্গেরী সদৃশঃ পত্রৈশ্চতুর্দ্দল ইতি স্মৃতঃ।

শাকো জলাহিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি ভাষ্যতে।" (শব্দার্থচি°)

২ ক্ষুদ্র পাষাণভেদী লতা। (রাজনি°)

চতুষ্পথ (পুং) চত্বারঃ পন্থানো ব্রহ্মচর্য্যাদয় আশ্রমা যস্য অঃ (ঋক্পূরব্ধূঃপথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪। ইদুপধস্যোতি। পা ৮।৩।৪১।) ইতি ষত্বম্। ১ ব্রাহ্মণ। (ক্লী) ২ একত্র মিলিত পথ চতুষ্টয়, চৌমাথা।

"মৃদঙ্গান্ দৈবতং বিপ্রং হৃতং মধু চতুষ্পথম্।" (মনু ৪।৩৯।)

চতুষ্পথনিকেতা (স্ত্রী) কুমারের অনুচরী মাতৃকাভেদ।

"চতুষ্পথনিকেতাচ গোকর্ণা মহিষাননা।" (ভারত শল্য ৪৭অঃ)

চতুষ্পথরতা (স্ত্রী) কুমারের অনুচরী মাতৃকাভেদ।

(শল্য ৪৭ অঃ)

চতুষ্পদ (পুং স্ত্রী) চত্বারি পদানি যস্য। গবাদি জন্তু, (Quadrupeds) পশু। যাহার চারি পা আছে, প্রধানতঃ তাহাকেই চতুষ্পদ বলা যায়, কিন্তু প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এরূপ সকল জীবকেই চতুষ্পদ বলিয়া স্বীকার করেন না। যে সকল জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট, বিশেষতঃ চারি পায়ে যথেষ্ট চলৎশক্তি আছে, প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এরূপ স্তন্যপায়ী মাত্রকেই চতুষ্পদ জন্তু মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। [স্তন্যপায়ী দেখ।]

২ তির্য্যগ্‌রূপ ধ্রুবকরণভেদ। কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে চতুষ্পদ করণে জন্মগ্রহণ করিলে সদাচারহীন, অতি অল্প ধন ও ক্ষীণ দেহ হইয়া থাকে। ৩ মকরাদির প্রথমার্দ্ধ, ধনুর শেষার্দ্ধ, মেষ, বৃষ ও সিংহ রাশি। (ক্লী) চারিচরণবিশিষ্ট পদ্য। (ত্রি) চারিচরণবিশিষ্ট।

"চতুষ্পদং দ্বিপদশ্চাপি সর্ব্বমেবং" (ভারত ১।৯০।১১)

৬ রোগ নিবারণের চারিটী উপায়। সুশ্রুত লিখিয়াছেন—বৈদ্য, রোগী, ঔষধ ও পরিচারক এই চারি পাদ চিকিৎসা কার্য্যের উপযোগী। বৈদ্য গুণবান্ ও অপর তিনটী উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট হইলে মহৎ রোগও শীঘ্র ভাল হয়। যে বৈদ্য শাস্ত্রার্থপারদর্শী, দৃষ্টকর্ম্মা, কার্য্যক্ষম, লঘুহস্ত, শুচি, শূর, ঔষধ ও অস্ত্রচিকিৎসার সকল উপকরণে পটু, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্, ব্যবসায়ী, ধর্ম্ম ও সত্যপরায়ণ, তিনিই চিকিৎসা কার্য্যে প্রথম পদ বলিয়া গণ্য। যে রোগী বুদ্ধিমান্, আস্তিক, বৈদ্যের মতানুগামী, সাধ্য ও আয়ুষ্মান্, তাহাকে চিকিৎসা কার্য্যে দ্বিতীয় পাদ বলা যায়। যে ঔষধ প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, ভাল দিনে উদ্ধৃত মনের প্রীতিকর, গন্ধবর্ণ রসবিশিষ্ট, দোষঘ্ন, গ্লানিহীন, বিপর্য্যয়েও যাহার বিকার জন্মে না এবং উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত মাত্রায় প্রদত্ত হয়, সেই ঔষধই চিকিৎসার চতুর্থ পদ বলিয়া পরিগণিত। যে পরিচারক ঠাণ্ডা, বলবান্, রোগীর প্রতি যত্নশীল, পরনিন্দা করে না, পরিশ্রমে কাতর নহে এবং বৈদ্যের কথা মত চলে, সেই পরিচারককেই চিকিৎসায় চতুর্থ পাদ বলা যায়।

চতুষ্পদবৈকৃত (ক্লী) চতুষ্পদ জন্তুপ্রসবাদিরূপ উৎপাত

বিশেষ। বরাহমিহির এই উৎপাত বা বিকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

তির্য্যক্ যোনির পরযোনিতে অভিগমন অমঙ্গলজনক। ধেনুগণ বা বৃষদ্বয় যদি পরস্পর স্তন্যপান করে অথবা কুকুর যদি বাছুরের সহিত এইরূপ পান করে, তাহাও ভাল নহে। তাহাতে তিন মাসের মধ্যে নিঃসন্দেহে পরাগমন হইয়া থাকে। গর্গ ইহার শান্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ঐরূপ চতুষ্পদ জন্তু ত্যাগ, নির্ব্বাসন বা ব্রাহ্মণকে দান করিলে শীঘ্র শুভ হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণকে তৃপ্ত করিয়া জপ ও হোম করাইবে। পুরোহিত প্রাজাপত্য মন্ত্রে স্থালীপাক ও পশু-দ্বারা ধাতাকে যজন করিবেন এবং বহু দক্ষিণা দিবেন।

(বৃহৎসংহিতা ৪৬।৫৮-৫৯)

চতুষ্পদী (স্ত্রী) চত্বারঃ পাদা যস্যাঃ (সংখ্যাসুপূর্ব্বস্য। পা ৫।৪।১৪০) ইতি অন্তলোপে, ততঃ ঙীপ্ (পাদোঽন্যতরস্যাম্। পা ৪।১।৮।*। পাদঃ পৎ। পা ৬।৪।১২০। ইতি পদাদেশঃ) ১ চারি চরণযুক্ত পদ্য, চৌপদী, হিন্দীতে চৌপই বলে। "পদ্যং চতুষ্পদীতচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।" (ছন্দোম°)

চতুষ্পর্ণী (স্ত্রী) চত্বারি পর্ণান্যস্যা ঙীপ্। সুসনিশাক। (রাজনি°)

চতুষ্পাটী (স্ত্রী) চতস্রো দিশঃ পাটয়তি পাটি-অণ্ উপ° স°। নদী। (শব্দমালা)

চতুষ্পাঠী (স্ত্রী) চতুর্ণাং বেদানাং পাঠো যত্র গৌরাদি° ঙীষ্। ছাত্রাধ্যয়নস্থান, চৌপাড়ী, টোল। [টোল দেখ।]

চতুষ্পাণি (পুং) চত্বারঃ পাণয়ো যস্য। ১ বিষ্ণু। (হারাবলী) ২ চারিহস্তবিশিষ্ট।

চতুষ্পাদ্ (ত্রি) চত্বারঃ পাদা অস্য অন্ত্যলোপঃ সমা°। চারি চরণযুক্ত গোমহিষাদি। ২ চারিভাগ (ধন)।

"চতুষ্পাদেতি দ্বিপদামভিস্বরে।" (ঋক্ ১০।১১৭।৮।)

'চতুষ্পাচ্চতুর্ভাগধনঃ'। (সায়ণ)

চতুষ্পাদ (ত্রি) চারি খণ্ডে বিভক্ত।

"চতুষ্পাদং পুরাণন্তু ব্রহ্মণা বিহিতং পুরা।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

২ চতুষ্পদ পশু কর্ত্তৃক কৃত।

"চতুষ্পাদকৃতো দোষো নাপৈহীতি প্রজল্পতঃ।" (যাজ্ঞ° ২।৩০১)

(পুং) ১ চারিপোয়া, চারিভাগ।

চতুস্তন (স্ত্রী) চত্বারঃ স্তনা যস্যা বাহুলকাৎ ন ঙীপ্। চারিস্তনযুক্ত (সুরভি) গো। "সা চতুস্তনা ভবতি চতুস্তনা হি গোঃ।" (শতপথব্রা° ৬।৫।২।১৮।)

চতুস্ত্রিংশ (ত্রি) চতুস্ত্রিংশৎ সংখ্যাপূরণে ডট্। চৌত্রিশ।

চতুস্ত্রিংশৎ (স্ত্রী) চতুরধিকা ত্রিংশৎ। চৌত্রিশ, ৩৪ সংখ্যা।

চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ (পুং) বুদ্ধভেদ।

'চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞো দশপারমিতাধরঃ।' (হেম ১।১৪৭)

চতুস্সন (পুং) চত্বারঃ সনেতি শব্দা নাম্নি যেষাং সন-অচ্। ব্রহ্মপুত্র সনক, সনৎকুমার, সনন্দন ও সনাতন এই চারি ঋষি। (পুং) ২ চতুর্ণাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সনঃ দাতা অচ্। ২ বিষ্ণু।

"আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।" (ভাগবত ২।৭।৫।)

চতুস্সম (ক্লী) চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুসুম এই চারি গন্ধদ্রব্য। 'চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমৈস্তু চতুঃসমম্।' (হেম ৩।৩০৩)

চতুঃসাহ, কর্ম্মনাশা নদীতটে অবস্থিত এক অতি প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব্বে এখানে সঙ্গমেশ নামক লিঙ্গের এক বৃহৎ মন্দির ছিল। সিদ্ধাশ্রম হইতে চারিজন বণিক্ আসিয়া চতুঃসাহ গ্রাম স্থাপন ও ভগ্নাবশেষের উপর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কর্ম্মনাসার জলে এই গ্রাম ধ্বংস হইবে। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৮।৪৪-৪৮)

চতুস্স্রক্তি (ত্রি) 'চতস্রঃ স্রক্তয়ঃ কোণাদিরূপা যস্য স।' (মহীধর।) চতুর্দিগবচ্ছিন্ন।

"চতুঃস্রক্তির্নাভির্ঋতস্য" (শুক্ল যজুঃ ৩৮।২০)

চতূরাজী (স্ত্রী) চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় রাজা স্বপদস্থিত অপর রাজাকে মারিলে চতূরাজী হয়। [চতুরঙ্গ দেখ।]

চতূরাত্র (ক্লী) চতসৃভিঃ রাত্রিভির্নির্বৃত্তঃ অণ্ তস্য লুক্ বা অচ্ সমাসঃ। ১ চারি রাত্রি। ২ চারিরাত্রি সাধ্য যজ্ঞভেদ। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের মতে 'চতূরাত্রং।' (১৯।১।১৪) অর্থাৎ চারিরাত্রিতে এই যজ্ঞ করিবে। ভাষ্যকার কর্কাচার্য্যের মতে "পৌর্ণমাস্যাং সর্বেষ্টয়োমাভূবন্নিতি" অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্রিতে এই সকল যজ্ঞ করিতে নাই। এই যজ্ঞে সহস্র দক্ষিণা দিতে হয়।

"চতূরাত্রঃ পঞ্চরাত্রঃ ষড়্রাত্রশ্চোভয়ঃ সহ।" (অথর্ব্ব ১১।৭।১১)

চত্বর (ক্লী) চত্যতে স্বীক্রিয়তে চত-ষ্বরচ্। (কৃগৃশৄবৃচতিভ্যঃ ষ্বরচ্। উণ্ ২।১২৩।) ১ স্থণ্ডিল, হোমের জন্য সংস্কৃত ভূভাগ। ২ গৃহের বহিরঙ্গন, উঠান। ৩ চাতাল।

"গৃহস্তাং গৃহবাস্তূনি কার্য্যস্তাঃ ত্রিকচত্বরাঃ।" (হরিব° ১১৩ অঃ)

৪ চারিরথ্যার মিলনস্থান, চৌমাথা পথ।

"অনুরথ্যাসু সর্ব্বাসু চত্বরেষু চ কৌরব।" (ভারত ৩।১৫।২০)

৫ নানাদেশীয় আগন্তুক জনগণের বাসস্থান, মঠ।

"অতিষ্ঠং চত্বরে গত্বা ছায়ায়াং নগরাদ্বহিঃ।"

(কথাসরিৎ ৬।৪১)

চত্বরবাসিনী (স্ত্রী) চত্বরে বস্তুং শীলমস্যাঃ বস-ণিনি-ঙীপ্। কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী মাতৃকাবিশেষ। (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

চত্বারিংশ (ত্রি) চত্বারিংশৎ পূরণার্থে ডট্‌। চল্লিশ সংখ্যার পূরক, চত্বারিংশত্তম।

চত্বারিংশৎ (স্ত্রী) চত্বারোদশতঃ পরিমাণমস্যাঃ বহুব্রী নিপাতনে সাধু। (পংক্তিবিংশতিত্রিংশচ্চত্বারিংশৎ পঞ্চাশৎষষ্টিসপ্তত্যশীতিনবতিশতম্‌। পা ৫।১।৫৯) ১ সংখ্যাবিশেষ, চল্লিশ। ২ চত্বারিংশৎ সংখ্যাযুক্ত।

"তেভ্যোঽগ্নয়ঃ সমভবন্‌ চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।" (ভাগবত ৪।১।৬০)

চত্বারিংশত্তম (ত্রি) চত্বারিংশৎ পূরণার্থে তমট্‌। (বিংশত্যাদিভ্যস্তমডন্যতরস্যাং। পা ৫।২।৫৬) চল্লিশ সংখ্যার পূরক, চত্বারিংশ।

চত্বাল (পুং) চত্যতে প্রার্থ্যতে হোমার্থং চত-বালঞ্‌ ন বৃদ্ধিঃ। ১ হোমকুণ্ড। ২ দর্ভ, কুশ। (মেদিনী) ৩ গর্ত্ত। ৪ চাতাল।

চন্দির (পুং স্ত্রী) চন্দতি দীপ্যতে শরীরপ্রভাবেণ চদি বাহুলকাৎ কিরচ্‌ নিপাতনে সাধু। ১ হস্তী। ২ সর্প। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্‌ হয়। ৩ চন্দ্র। ৪ কর্পূর। (সংক্ষিপ্তসা°)

চন (অব্য°) চন-শব্দে অচ্‌। ১ অসাকল্য।

"অসাকল্যেতু চিৎচন।" (অমর) ২ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একটী প্রত্যয়, বিভক্ত্যন্ত কিম্‌ শব্দের উত্তর উৎপন্ন হয়।

"কিমঃ ক্ত্যান্তাচ্চিচ্চনৌ।" (মুগ্ধবোধসূ°)

কোন কোন আভিধানিকের মতে সমুচ্চয়ার্থক চ ও ন শব্দের সমাস হইয়া চন হইয়া থাকে।

৩ নিষেধ ও সমুচ্চয়।

"বিশ্বসত্যং মঘবানা যুবোরিদাপশ্চন প্র মিনন্তি ব্রতং বাং।" (ঋক্‌ ২।২৪।১২) 'চনেত্যেতৎপদদ্বয়সমুদায়ঃ ঐকপদ্যং স্বধ্যাপকসাম্প্রদায়িকম্‌।' (সায়ণ।) ৪ নিষেধ।

"পূর্ব্বীশ্চন প্রসিতয়স্তরন্তি।" (ঋক্‌ ৭।৩২।১৩) 'চনেতি সমুদায়োনেত্যর্থে বর্ত্ততে।' (সায়ণ।)

৫ সমুচ্চয়।

"মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনে শিরে।" (ঋক্‌ ১০।৫৬।৪) 'পিতরশ্চন অস্মৎ পিতরোঽপি।' (সায়ণ।)

চনকপাল, পালবংশীয় একজন রাজা। ভোটদেশীয় তারানাথের মতে ইনি শ্রেষ্ঠপালের পুত্র। কিন্তু পালবংশীয় রাজগণের সময়ে খোদিত কোন শিলাফলকে চনকপালের নাম দৃষ্ট হয় না। [পালবংশ দেখ।]

চনস্‌ (ক্লী) চায়-অসুন্‌ তস্য ভুট্‌ ধাতোর্হ্রস্বশ্চ চ। (চায়তে রয়ে হ্রস্বশ্চ। উণ্‌ ৪।১৯৯) অন্ন। "মনো দধীত নাদ্যো-গিরোমে।" (ঋক্‌ ২।৩৫।১) 'চনোঽন্নং।' (সায়ণ।)

চনসিত (ক্লী) চন-শব্দে অচ্‌ চনঃ সিত অবসানং যস্য বহুব্রী। ব্রাহ্মণদিগের অপ্রত্যক্ষ নাম, গুপ্ত নাম।

"নপ্রত্যক্ষনামা চক্ষীত চনসিতেত্যর্হিতা সহ।
সম্ভাষমাণো ব্রাহ্মণবিচক্ষণেতীতরৈরিতি॥" (কর্কধৃত মনু)

"বিচক্ষণ চনসিতবতীং বাচং।" (কাত্যায়নশ্রৌত° ৭।১।৭)
'বিচক্ষণশব্দবতীং চনসিতশব্দবতীং চ বাচং ব্রাহ্মণাদিনামধেয়ভূতাং বাগীং বদেৎ।' (কর্ক)

চনা (দেশজ) ১ গোমূত্র। ২ ছোলা।

চনার (ইংরাজেরা চুনার বলে)—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী এবং গঙ্গা নদীর দক্ষিণতীরে বিন্ধ্যগিরির উপকণ্ঠ অধিত্যকায় অবস্থিত একটী তহসীল। ইহার পরিমাণফল ৫৫৮ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ২৪৪ বর্গমাইল পরিমিত ভূভাগে কৃষিকার্য্য হয়। অবশিষ্ট পর্ব্বতময় অনুর্ব্বর। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ইহাতে একটী ফৌজদারী আদালত ও ৭টী থানা ছিল। অক্ষা° ২৫° ৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৫৫´ ১´´ পূঃ মধ্যে চনার সহর অবস্থিত।

চনার সহর ও ইহার মধ্যবর্ত্তী চনার দুর্গ অতি প্রাচীন। ইহা মির্জাপুরের ২০ মাইল পূর্ব্বে, কাশীর ২৬ মাইল নৈর্ঋতকোণে গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৯১ খৃঃ অব্দের গণনায়) ১১৪২৩ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ৮৪৫৩, মুসলমান ১২৫৭৭।

চনার দুর্গের প্রকৃত নাম চরণাদ্রিগড়। এই দুর্গ বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার একটী শাখা পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গাস্রোত ঐ পাহাড়ের পাদমূল ধৌত করিয়া উত্তরাভিমুখে বারাণসী পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাহাড় প্রায় উত্তরদক্ষিণে ৮০০ গজ দীর্ঘ, ১১২ হইতে ৩০০ গজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে ৮০ হইতে ১৭৫ ফিট্‌ উচ্চ। গড়ের চতুর্দ্দিকেই প্রাচীরের পরিমাণ প্রায় ২৪০০ গজ। বর্ত্তমান দুর্গের অধিকাংশই আধুনিক এবং মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে অতি প্রাচীন বহুসংখ্যক হিন্দুদেবদেবীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে। ভর্ত্তৃহরির সমাধিমন্দির ইহার মধ্যে অবস্থিত। এই সকল দর্শন করিবার জন্য বিস্তর হিন্দুতীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরে একখণ্ড প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর আছে। প্রবাদ আছে যে ঐ প্রস্তরে উপবেশন করিয়া ভর্ত্তৃহরি যোগসাধনা করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ অব্দে সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীগণ এই দুর্গের দক্ষিণপশ্চিমভাগে এক গুহা আবিষ্কার করেন, ঐ গুহাতে শিব, পার্ব্বতী এবং ভৈরবের সুন্দর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ইংরেজ গবর্মেণ্টের

রাজকীয় বন্দি-নিবাস হইয়াছে। ইহা অদ্যাপি ভারতের একটী দুর্গ বলিয়া পরিচিত।

এই দুর্গের আকার একটী প্রকাণ্ড পদচিহ্নের ন্যায়। ইহার অঙ্গুলি হইতে পদের অর্দ্ধাংশ নদীর দিকে বিস্তৃত, গুলফভাগ তীরে অবস্থিত। এই সাদৃশ্য হেতুই ইহার নাম চরণাদ্রিগড় হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে দ্বাপর যুগে কোন দেব হিমালয় হইতে কুমারিকার গমনকালে মধ্যে একবার ঐ স্থানে পদবিক্ষেপ করেন এবং ঐ পদচিহ্ন রাখিয়া যান।
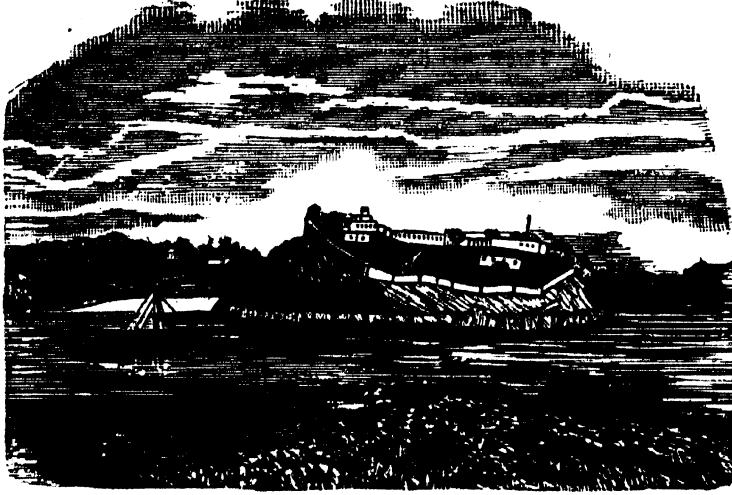
চনার-গড়।

চনার দুর্গের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই স্পষ্ট জানা যায় না। কথিত আছে যে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি যোগমার্গাবলম্বী হইয়া ঐ স্থানে সাধন আরম্ভ করেন। বিক্রমাদিত্য ইহা অবগত হইয়া ঐ স্থান দর্শন করেন, এবং ভ্রাতার বাসের নিমিত্ত বর্ত্তমান ভর্ত্তৃহরির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অপর প্রবাদের মতে পৃথ্বীরাজও ঐ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খৈরুদ্দীন্ সবক্তগীন ঐ দুর্গ অধিকার করেন। ১৩৯০ সংবতে (১৩৩৩ খৃঃ অব্দে) খোদিত একখণ্ড ভগ্ন প্রস্তরফলক দৃষ্টে জানা যায় যে স্বামীরাজ পুনরায় মুসলমানদিগের নিকট হইতে এই দুর্গ উদ্ধার করেন এবং ঐ ঘটনার স্মরণার্থে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর ফলক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অবশেষে মহম্মদশাহের সেনাপতি মালিক সাহেবুউদ্দীনের বুদ্ধিকৌশলে এই দুর্গ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়।

হুমায়ুনের প্রতিদ্বন্দ্বী সুচতুর সেরখাঁশূর বিবাহসূত্রে শ্বশুরের নিকট হইতে ঐ দুর্গ লাভ করেন। ১৫৩৬ খৃঃঅব্দে হুমায়ুন ঐ দুর্গ আক্রমণ এবং ৬ মাস অবরোধের পর উহা অধিকার করেন। তৎপরে হুমায়ুন বাঙ্গালা জয়ে অগ্রসর হইলে সেরখাঁ পুনরায় চনার অধিকার করিয়া বসিলেন এবং হুমায়ুনের প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

১৫৭৫ খৃঃ অব্দে অকবরের সৈন্য কর্ত্তৃক চনার পুনর্ব্বার মোগলাধিকৃত হয়। মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংসের পর চনার অযোধ্যার নবাব উজীরের হস্তগত হইয়াছিল। পরে অনেক সর্দারের অধিকারে আসিয়া অবশেষে প্রায় ১৭৫০ অব্দে কাশীরাজ বলবন্তসিংহের করতলগত হয়।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে সেনাপতি মেজর মনরো কর্ত্তৃক পরিচালিত ইংরেজসৈন্য এই দুর্গ আক্রমণ করে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যাহা হউক, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে চনারদুর্গ যথারীতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অর্পিত হয়। ১৭৮১ সালে চৈতসিংহের বিদ্রোহের সময় ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ এই দুর্গে অবস্থান করিয়া বিদ্রোহদমন করেন। এই দুর্গ এবং এখানকার জলবায়ু হেষ্টিংসের অতিশয় মনোরম ছিল। তাঁহার আবাসভবন অদ্যাপি এই দুর্গের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠমন্দির, তাহা দুর্গের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানে নির্ম্মিত।

চনার দুর্গ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে শাহ কাসিম সুলেমানি নামক জনৈক ধার্ম্মিক ফকিরের সমাধিমন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের কারুকার্য্য ও গঠনকৌশল অতি উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। কথিত আছে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীর এই ফকিরকে বধ করিবার আদেশ করেন, কিন্তু প্রতি বার উপাসনাকালে তাঁহার বন্ধনশৃঙ্খল খসিয়া পড়ে শুনিয়া অবশেষে তাঁহাকে চনার দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্য-

গণ ঐ বর্ত্তমান সমাধি নির্ম্মাণ করেন। অনেকে অনুমান করেন যে এই মন্দির দেখিয়াই শাহজহানের তাজমহল-নির্ম্মাণের কল্পনা হইয়াছিল।

চনার রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণনৈর্ঋতকোণে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। এই দুর্গাকুণ্ড হইতে একটী অপ্রশস্ত গভীর নালা বাহির হইয়াছে, উহাকে জীর্ণ নালা কহে। ঐ নালার উত্তরে কামাক্ষী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার নিকট আরও একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দির আছে। ঐ জীর্ণনালার উপর একটী সেতু আছে। ঐ সেতু পার হইলেই পর্ব্বত গাত্রে খোদিত তিনটী দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। উহাদের প্রাচীরের গাত্রে নানাবিধ দেব দেবী ও পশুপক্ষ্যাদির চিত্র অঙ্কিত আছে এবং গুপ্তবংশের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত সকল সময়ের লিপি উহাতে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে 'চন্দ্র' ও 'সমুদ্র' এই দুই নাম পাশাপাশি অনেক স্থলে লেখা আছে। অনেকে অনুমান করেন, ঐ নামদ্বয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তদীয় পুত্র সমুদ্রগুপ্তের নাম হইবে।

জীর্ণনালার আরও কিছুদূরে "দুর্গাখো" নামক গুহা অবস্থিত। এই গুহার নিকটে প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের পর একটী মেলা হয়। এই গুহাদৃষ্টে বোধ হয় পূর্ব্বে উহা হইতে প্রস্তর উত্তোলিত হইত, ক্রমে ইহা গুহার আকারে ও শেষে স্তম্ভাদি দ্বারা শোভিত হইয়া দেবমন্দিরে পরিণত হয়। ইহাতেও চন্দ্রগুপ্তের সময়কার প্রাচীন খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়। সেখানকার অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে দুর্গাদেবী স্বয়ং পর্ব্বতগাত্রে প্রস্তরমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। তাঁহাকে দর্শন করিতে বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে।

চনাশিম (দেশজ) একপ্রকার শিম।

চনিষ্ঠ (ত্রি) চনোঽন্নং লক্ষণয়া তদ্বান্ চনসাং অন্নবতামতিশয়েন প্রকৃষ্টঃ চনস্-ইষ্ঠন্। অন্নশালীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্নবত্তম। "অস্মে বো অস্তু সুমতিশ্চ নিষ্ঠা।" (ঋক্ ৭।৫৭।৪) 'চনিষ্ঠান্নবত্তমা' (সায়ণ।)

চনোধা (ত্রি) চনোঽন্নং দধাতি চনস্-ধা ক্বিপ্। অন্নের অধিপতি, যিনি অন্নপোষণ বা ধারণ করেন।

"সাবিত্রোঽসি চনোধাশ্চনোধা অসিচনোময়ি ধেহি।" (শুক্লযজুঃ ৮।৭) 'চনোধা অন্নস্য ধারয়িতা' (মহীধর।)

চনোহিত (ত্রি) চনসাং অন্নানাং হিতঃ ৬তৎ। ১ অন্নের হিতকর। ২ নিহিতান্ন। "কবিরত্যো ন বাজসাতায় চনোহিতঃ।" (ঋক্ ৩।২।৭) 'চনোহিতঃ নিহিতান্নঃ' (সায়ণ।)

চন্দ (পুং) চদি-আহ্লাদনে-ণিচ্ অচ্। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (শব্দার্থর°)

চন্দক (পুং) চন্দয়তি আহ্লাদয়তি লোকান্ চদি-ণিচ্-ণ্বুল্। মৎস্যবিশেষ, চাঁদা মাছ। ইহার গুণ—বলকারী ও অনভিষ্যন্দী। (রাজবল্লভ) কোন কোন পুস্তকে 'চন্দক' স্থলে চন্দ্রক পাঠও লক্ষিত হয়। [চন্দ্রক দেখ।]

চন্দকপুষ্প (ক্লী) [চন্দনপুষ্প দেখ।]

চন্দন (পুং ক্লী) চন্দয়তি চদি-আহ্লাদে ণিচ্-ল্যু। ১ স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ। পর্য্যায়—গন্ধসার, মলয়জ, ভদ্রশ্রী, শ্রীখণ্ড, মহার্হ, গোশীর্ষ, তিলপর্ণ, মাঙ্গল্য, মলয়োদ্ভব, গন্ধরাজ, সুগন্ধ, সর্পাবাস, শীতল, গন্ধাঢ্য, ভোগিবল্লভ, পাবন, শীতগন্ধ, তৈলপর্ণিক, ইন্দ্রদ্যুতি, ভদ্রপ্রিয়, হিত, হিম, পটীর, বর্ণক, ভদ্রাশ্রয়, সেব্য, রৌহিণ, যাম্য, পীতসার।

বৈদ্যকশাস্ত্র মতে, যে চন্দনের আস্বাদ তিক্ত, রস পীতবর্ণ, ছেদন করিলে রক্তবর্ণ, উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটরযুক্ত, সেই চন্দন উৎকৃষ্ট। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, রূক্ষ, তিক্তরস, আহ্লাদজনক, লঘু এবং শ্রান্তি, শোষ, বিষ, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহবিনাশক।

রক্তচন্দনের গুণ—শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত, মধুর রস, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং বমি, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষনাশক। পীতচন্দনের গুণ রক্তচন্দনের সমান, ব্যঙ্গ ও মুখরোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ)

চন্দনকে পারস্যে সন্দল *, আরবে সন্দল আবিয়াজ, তিব্বতে চন্দন, তৈলঙ্গে চন্দনপু, কর্ণাটে শ্রীগণ্ড, সিংহলে সন্দন, ব্রহ্মে কর-মাই বা সন্দকু, চীনে পে-চেন্-তন্ বা তন্-মুহ্, কোচীন চীনে কয়ুনদন, জাপানে সন্দন, ইতালী স্পেন ও পর্ত্তুগালে সন্দলো (Sandalo), জর্ম্মনীতে Sandel holz, ফ্রান্সে Sandale, Santal, হলণ্ডে Sandel houf, ডেন্‌মার্কে Sandeltroe, রুষে Sandaloe dereos, সুইডেনে Sandel trad, ইংরাজীতে Sandal-wood.

ভারতবর্ষে ও সিংহলে ছোট ছোট চন্দনগাছ জন্মে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম Santalum album, এই নাম হইতে পৃথিবীস্থ ভিন্ন ভিন্ন চন্দনবৃক্ষকে Santalaceæ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

আর এক জাতীয় গাছ (Myoporum tenuifolium), তাহা এক একটী উচ্চে ১০ হাত হইতে ১৫ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়, ইহাকে কৃত্রিম চন্দন (Spurious sandal-wood) বলে, ইহা যত বড় হইতে থাকে, ইহার সুগন্ধিকাষ্ঠ ততই পীত হইতে রক্তবর্ণে পরিণত হয়। পার্সি, আপ্‌ষ্টার্ট, পাম প্রভৃতি

* সংস্কৃত চন্দন শব্দ হইতে পারসী সন্দল ও সন্দল হইতে য়ুরোপীয় স্যাণ্ডাল (Sandal) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

দ্বীপেও একপ্রকার (Exocarpus latifolia) কৃত্রিম চন্দন গাছ দেখা যায়। ভারতে গোবরচাঁপা জাতীয় (Plumeria alba) একপ্রকার গাছের কাঠও আসল চন্দনকাঠের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাজারে চন্দন বলিয়া বিক্রীত হয়।

ভারতের খাঁটী চন্দনের ন্যায় সাণ্ডউইচ দ্বীপেও দুই জাতীয় চন্দনগাছ (Santalum Freycinetianum and S. paniculatum) দেখা যায়। পূর্ব্বে দক্ষিণসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও যথেষ্ট (S. Freycinetianum) চন্দনগাছ জন্মিত, কিন্তু অধিবাসীদের উৎপাতে সেখানকার চন্দনবৃক্ষগুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বোম্বাই, কোইম্বাতুর, কোড়গ, গঞ্জাম্, পশ্চিম ঘাট, কাশ্মীর, কোল্লমলয়, কটকের নলতিগিরি, মান্দ্রাজ, মেলগিরি, মের্কারা, মহিসুর, নীলগিরি, পচমলয়, পল্নী পাহাড়, সালেম, সাতারা, সিদ্ধপুর, বাবাবুদন প্রভৃতি স্থানে চন্দন গাছ জন্মে।

জাঞ্জিবর হইতে বোম্বাইয়ে "লবা" নামে একপ্রকার শ্বেতচন্দন আসে, তাহা মহিসুরের চন্দনের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

মহিসুরের রাজার যত্নে তথাকার চন্দনগাছ রক্ষিত হয় ও তথায় ৭টী চন্দনের আবাদ আছে। এথানকার চন্দন অতি উৎকৃষ্ট। চন্দন হইতেই মহিসুররাজের প্রায় তিন লক্ষ টাকা আয়। সেখানে উৎকৃষ্ট চন্দন ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকায় মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। চন্দন গাছের গুঁড়ি যথন ৯।১০ ইঞ্চি মোটা হয়, সেই সময় গাছ হইতে কাঠ সংগ্রহ করে। তৎপরে ইহার ছাল ছাড়াইয়া দেড়মাস বা দুইমাস মাটির মধ্যে পুতিয়া রাথে। এই সময়ে ঘুণ লাগিয়া উপরের সমস্ত কাঠ কুরিয়া ফেলে, তথন কেবল মধ্যের সারযুক্ত কাঠ অবশিষ্ট থাকে।

বাজারে সচরাচর দুইপ্রকার চন্দন দেখা যায়, একপ্রকার শ্বেত চন্দন ও অপর পীতাভ রক্তচন্দন। কিন্তু উভয় চন্দনই এক গাছ হইতে পাওয়া যায়, সারকাঠের বহির্ভাগে শ্বেত ও অন্তর্ভাগে রক্তচন্দন থাকে।

চন্দনকাষ্ঠের সুগন্ধ গোলাবের ন্যায়, তীব্র হইলেও ঘ্রাণযোগ্য, ইহার আস্বাদ কিছু কটু। ইহার মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ আছে, তাহাতেই মিষ্ট গন্ধ থাকে। ঐ তৈল জল অপেক্ষা ভারি ও সহজেই গাঢ় করা যায়। অন্তসারের মধ্যে ইহার বর্ণ যতই গাঢ় রক্তাভ দেখায়, ততই তাহাতে ভাল গন্ধ থাকে।

য়ুরোপে ও ভারতে চন্দনের সুগন্ধিতৈলের যথেষ্ট আদর। আতর ও গোলাব প্রস্তুতকারীগণ যথেষ্ট চন্দনতৈল ব্যবহার করে। [গোলাব দেথ।] এদেশে চন্দনতৈল গোলাবী আতরের প্রধান উপকরণ। ইহার সুগন্ধ আছে বলিয়া চীনেরা থাইতে বড় ভালবাসে। চীনে ফিজি ও তিমরদ্বীপ হইতে প্রতিবর্ষে লক্ষাধিক টাকার চন্দন আমদানী হয়।

চন্দনকাঠে পোকা ধরে না, তজ্জন্য ইহাতে সকল প্রকার আস্‌বাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজগণ চন্দন কাষ্ঠে সিংহাসন, নানাবিধ অলঙ্কার, চতুর্দ্দোল, দেবদেবীমূর্ত্তি, বিলাসভবনের ও দেবমন্দিরের দ্বারাদি প্রস্তুত করাইতেন। এথনও ভারতে আহ্মদাবাদের চন্দনকাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্য জগতে বিখ্যাত। ভারতে সর্ব্বত্রই পূর্ব্ববৎ চন্দনের আদর আছে। মৈনপুরীর তারকাশী নামক চন্দনের অলঙ্কারও প্রশংসার জিনিস। ভারতে ও চীনদেশে দেবমন্দিরে যথেষ্ট চন্দনের ব্যবহার আছে। হিন্দুগণ চন্দনকাষ্ঠে শবদাহ করিয়া থাকেন। ইহার ছালে বেশ লাল রঙ্ হয়, কিন্তু তাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

ভারত হইতে প্রতিবর্ষে ৫।৬ লক্ষ টাকার চন্দন বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

(ক্লী) ২ রক্তচন্দন। (মেদিনী) (পুং) ৩ বানরবিশেষ। (হেম°) (ক্লী) চন্দ্যতে আহ্লাদ্যতেঽনেন চদি-ণিচ্-ল্যুট্। ৪ ভদ্রকালী। (মেদিনী)

চন্দন, ভগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী নদী। ইহা দেবগড়ের সন্নিহিত পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বহুসংখ্যক উপনদীর সহিত মিলিতে মিলিতে উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। অবশেষে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া ভগলপুরের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। তথায় ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত শাথার বিস্তার ১৫০০ ফিটের অধিক নহে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে উহা জলশূন্য ও বালুকাময় থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে সহসা ভীষণবেগে প্রবল বন্যায় প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ জনপদের সমূহ ক্ষতি করে। এই অতর্কিত অনিষ্ট নিবারণার্থ উভয়তীরে বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে।

চন্দনক (পুং) চন্দন সংজ্ঞার্থে কন্। ১ মৃচ্ছকটিক বর্ণিত এক জন রাজভৃত্য। [চারুদত্ত দেথ।] স্বার্থে কন্। ২ চন্দন।

চন্দনকারী, পঞ্চকুটের অন্তর্গত ও টাকা গ্রামের দুই ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। (দেশাবলী)

চন্দনগিরি (পুং) চন্দনস্য গিরিঃ ৬তৎ। মলয়াচল, এই পর্ব্বতে অধিক চন্দন গাছ উৎপন্ন হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে। [মলয় দেথ।] পূর্ব্বকালে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে মলয়াচল ভিন্ন অপর কোথাও চন্দন জন্মে না, এই কারণেই পঞ্চতন্ত্র প্রণেতা বিষ্ণুশর্ম্মা লিথিয়াছেন যে—

"বিনামলয়মন্যত্র চন্দনং নপ্ররোহতি।" (পঞ্চতন্ত্র ১।৪৭)

চন্দনগোপী (স্ত্রী) চন্দনমপি গোপায়তি গুপ্‌-অণ্‌ উপপদস° ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। শারিবা বিশেষ। (রাজনি°)

চন্দনদাস (পুং) একজন শ্রেষ্ঠী, কুসুমপুর সহরে ইহার বাস ছিল। নন্দমন্ত্রী রাক্ষস নগর পরিত্যাগ করিবার সময়ে ইহার গৃহে স্বীয় পরিবারবর্গ রাখিয়া যান। চাণক্য জানিতে পারিয়া রাক্ষসের পরিবারবর্গকে বাহির করিয়া দিতে অনুমতি করেন। চন্দনদাস তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে চন্দনদাসকে শূলে দিবার আদেশ হইল, চন্দনদাস তাহাতেও রাক্ষস-পরিবার বাহির করিয়া দিলেন না, নির্ভীকচিত্তে বধ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। পরে রাক্ষস আসিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। (মুদ্রারাক্ষস)

চন্দনধেনু (স্ত্রী) চন্দনেনাঙ্কিতা ধেনুঃ মধ্যলো°। পতিপুত্রবতী নারীর মৃত্যু হইলে তাহার উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ না করিয়া বৎসের সহিত চন্দনাঙ্কিত ধেনু দান করা পুত্রের পক্ষে কর্ত্তব্য, এই চন্দনাঙ্কিত ধেনুকে চন্দনধেনু বলে (১)।

বশিষ্ঠের মতে পিতা জীবিত থাকিতে পুত্র বৃষোৎসর্গ করিতে পারে না, অতএব পিতা বর্ত্তমানে জননীর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্বর্গকামনায় আচার্য্য ব্রাহ্মণকে চন্দনধেনু দান করিবে। ইহাতেও যজ্ঞবৃক্ষের কাষ্ঠে চারি হাত একটী যূপ করিতে হয়। যূপটী বর্ত্তুলাকার দেখিতে সুন্দর ও স্থূল করিবে এবং যূপের উপরে একটী ধেনুর মূর্ত্তি প্রস্তুত করা উচিত। কলিকালে বিল্ব ও বকুল যূপ প্রশস্ত, ইহার অভাবে বরুণবৃক্ষেও যূপ করিতে পারা যায়। তরুণবয়স্কা, রূপবতী, সুশীলা ও পয়স্বিনী ধেনু দান করা উচিত। অন্যায়-রূপে যে ধেনুটীর সংগ্রহ করা হয়, তাহা দান করা উচিত নহে, ন্যায়ার্জ্জিত অথবা গৃহজাত ধেনু দান করা কর্ত্তব্য। নদীতীর, বন, গোষ্ঠ, দেবায়তন, ব্রীহিক্ষেত্র, কুশক্ষেত্র, রাজদ্বার বা চতুষ্পথ ধেনুদানে প্রশস্ত (২)। চন্দনধেনুদানের ফল বৃষোৎসর্গের সমান। [বৃষোৎসর্গ দেখ।] ইহাতেও মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব পরিহার ও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

চন্দনধেনু দানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংগ্রহকারগণের মতামত লক্ষিত হয়। চন্দ্রশেখর বাচস্পতির মতে যে নারীর মৃত্যুকালে স্বামী ও পুত্র জীবিত থাকে, তাহার উদ্দেশেই চন্দনধেনু দান করিবে। কিন্তু মৃত্যুকালে পতি বা পুত্রের অভাব থাকিলে তাহার উদ্দেশে চন্দনধেনু দান করিবে না, বৃষোৎসর্গই করিবে (৩)। কোন স্মৃতিসংগ্রহকারের মতে মূলবচনে "পতিপুত্রবতী নারী ম্রিয়তে ভর্ত্তুরগ্রতঃ।" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় এবং "অপুষ্পিতা মৃতা কাচিৎ তস্যা ধেনু র্বিগর্হিতা।" এই কপিল বচনে অপুষ্পিতা মৃতনারীর উদ্দেশে চন্দনধেনুদানের নিষেধ আছে বলিয়া গর্ভজাতপুত্র না থাকিলে সপত্নী পুত্রের পক্ষে পিতার বর্ত্তমানাবস্থায় মৃত বিমাতার উদ্দেশে চন্দনধেনু দান করা উচিত। চন্দ্রশেখর অনেক যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে গর্ভজাত পুত্রই চন্দনধেনু দান করিবার অধিকারী। দুই বা ততোধিক পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই চন্দনধেনু দান করিবে। কনিষ্ঠের পক্ষে বৃষোৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। এই প্রকরণে দুই পুত্রের মধ্যে প্রথমকে, তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম দুই জনকে, চার পুত্র থাকিলে প্রথম তিন জনকে এবং পাঁচ পুত্র স্থলেও প্রথম তিন পুত্রকে জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়। জ্যেষ্ঠের পক্ষেই চন্দনধেনু দানের বিধান আছে (৪)।

সুবর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যক্ষুর, কাংস্যোদর, তাম্রপৃষ্ঠ, ঘণ্টা ও চামর দ্বারা পরিশোভিতা, সুশীলা ধেনুকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া

---

(১) "জীবদ্ভর্ত্তৃতু যা নারী পুত্রিণ্যাম্রিয়তে যদি।
সবৎসামঙ্কিতাং ধেনুমাচার্য্যায় প্রকল্পয়েৎ।" (দেবল)
"পতিপুত্রবতী নারী ম্রিয়তে ভর্ত্তুরগ্রতঃ।
চন্দনেনাঙ্কিতাং ধেনুং তস্যাঃ স্বর্গায় কল্পয়েৎ।" (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

(২) "ন যুক্তশ্চ বৃষোৎসর্গো যাবৎপিতরি জীবতি।
চন্দনেনাঙ্কিতাং ধেনুমাচার্য্যায় প্রদাপয়েৎ।
চতুর্হস্তো ভবেদ্‌যূপো যজ্ঞবৃক্ষসমুদ্ভবঃ।
বর্ত্তুলং শোভনং স্থূলং কর্ত্তব্যো ধেনুমৌলিকঃ।
বিল্বস্য বকুলস্যৈব কলৌ যূপঃ প্রশস্যতে।
অভাবে বরুণেনাপি যূপং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ।
তরুণী রূপসম্পন্না সুশীলাচ পয়স্বিনী।"

(৩) "নচ অপুষ্পিতা মৃতা কাচিৎ তস্যা ধেনুর্বিগর্হিতা। ইতি কপিলবচনে অপুষ্পিতায়াঃ পুত্রকর্ত্তৃকধেনূৎসর্গনিষেধস্যাপ্রসক্তত্বয়া সপত্নীপুত্রকর্ত্তৃকধেনূৎসর্গনিষেধপ্রাপ্তৌ তদ্‌দৃষ্ট্যা পতিপুত্রবতীত্বাস্য সপত্নীপুত্রবতীপরত্বমবশ্যং বাচ্যং তদেকবাক্যত্বয়া পুত্রিণীত্যাদাবপি তথাত্বমিতি বাচ্যং। অপুষ্পিতেতি কপিলার্দ্ধস্য প্রসক্তিপূর্ব্বকতার্থং, পতিপুত্রবন্নিবৃত্তরজস্কায়া ধেনূৎসর্গনিষেধার্থত্বাৎ গত্যাং সত্যাং লক্ষণায়া বীজাভাবাৎ; প্রতিযোগিবদ্‌ধ্বংসপ্রাগভাবয়োরপি অত্যন্তাভাববিরোধিত্বমতে তু অজাতপুষ্পা স্ত্রীপরত্বং বা ভবতু। তথাত্বেঽপি তস্যা ধেনুর্বিগর্হিতেতি অগ্র সত্যার্থাপি অপুষ্পিতা ধেনুদাননিন্দাপতিপুত্রবত্যাশ্চন্দনধেনুদানস্তুতিপরা।'
(চন্দনধেনুদানবিধি)

(৪) "দদ্যাদ্ ধেনুংসুতোজ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠোবৃষমুৎসৃজেৎ।
দ্বয়োঃ সোদরয়োরেকো ভবেজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রধানতঃ।
ত্রয়াণাং দ্বৌ সুতৌ জ্যেষ্ঠৌ চতুর্ণাং চ ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
পঞ্চানাং সোদরাণাঞ্চ ত্রয়োজ্যেষ্ঠাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
জ্যেষ্ঠেনৈবতু কর্ত্তব্যং ধেনুদানং বিধানতঃ।" (চন্দনধেনুদানবিধি)

তাহার কর্ণে প্রবালের মালা দিবে। সেই ধেনুটীকে চন্দন দ্বারা অঙ্কিত করিয়া বৃষোৎসর্গের নিয়মে আচার্য্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার নাম চন্দনধেনু। "মানস্তোক" ইত্যাদি ও "বৃষোজ্যসি" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ধেনুর সক্‌থিদেশে ত্রিশূল ও চক্রচিহ্ন অঙ্কিত করিবে। পরে ধেনুটীকে উত্তরমুখী করিয়া দাঁড় করাইবে এবং যজমান পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া ধেনুর মস্তক প্রভৃতি অঙ্গে পূজা করিবে। পূজা করিবার মন্ত্র যথা—মস্তকে "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" ললাটে "ওঁ বৃষভধ্বজায় নমঃ।" উভয় কর্ণে "ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ।" উভয় নেত্রে "ওঁ শশিভাস্করাভ্যাং নমঃ।" জিহ্বায় "ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।" দন্তে "ওঁ বসুভ্যো নমঃ। ওষ্ঠে "ওঁ সন্ধ্যায়ৈঃ নমঃ।" গ্রীবায় "ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ।" হৃদয়ে "ওঁ স্কন্দায় নমঃ।" রোমকূপে "ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ।" দক্ষিণপার্শ্বে "ওঁ কুবেরায় নমঃ।" বামপার্শ্বে "ওঁ বরুণায় নমঃ।" রোমাগ্রে "ওঁ রশ্মিভ্যো নমঃ।" উরুতে "ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ।" জঙ্ঘায় "ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ।" শ্রোণিতটে "ওঁ পিতৃভ্যো নমঃ।" খুরমধ্যে "ওঁ গন্ধর্ব্বেভ্যো নমঃ।" খুরাগ্রে "ওঁ অপ্সরেভ্যো নমঃ।" লাঙ্গুলে "ওঁ দ্বাদশাদিত্যেভ্যো নমঃ।" গোময়ে "ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।" গোমূত্রে "ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ।" স্তনে "ওঁ চতুঃসাগরায় নমঃ।" এইরূপে ধেনুর সকল অঙ্গে পূজা করিয়া এই কয়টী মন্ত্রপাঠ করিবে।

"ওঁ ইন্দ্রস্য চ স্বমিন্দ্রানী বিষ্ণোর্লক্ষ্মীশ্চ যাস্মৃতা।
রুদ্রস্য গৌরী যা দেবী সা দেবী বরদাস্ত মে।
ওঁ যালক্ষ্মীর্লোকপালানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ পাপং ব্যপোহতু।
ওঁ দেহস্থা যাচ রুদ্রাণী শঙ্করস্য সদাপ্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু।"
"ওঁ সর্ব্বদেবময়ী দোগ্ধ্রী সর্ব্বলোকময়ী তথা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ স্বর্গং প্রযচ্ছতু।"

ইহার পরে অর্ঘ্য ও পাদ্য গ্রহণ করিয়া গুণশালী আচার্য্য ব্রাহ্মণকে ধেনুদান করিবে। যথানিয়মে ধেনু দান করা হইলে পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া যথাবিধি তর্পণ করিবে। ইহার দক্ষিণাস্বরূপ আচার্য্যকে একটী বৃষ দিতে হয়। ইহার পরে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিতে হয়। সমাগত দীন দরিদ্রদিগকে অন্নদান প্রভৃতিও ইহার অঙ্গ। (চন্দনধেনুদানবিধি)

[বৃষোৎসর্গ ও ধেনুদান দেখ।]

চন্দননগর, হুগলী জেলার মধ্যবর্ত্তী ফরাসী অধিকৃত একটী ক্ষুদ্র নগর। চুঁচড়ার নিকটে গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫০′ ৪০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ২৪′ ৫০″ পূঃ। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীয়া চন্দননগর অধিকার করে ও ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে পূর্ণ দখল প্রাপ্ত হয়। (১৭৩১—৪১ খৃঃ অঃ) ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লের শাসনাধীনে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। এই সময় প্রায় ২০০০ ইষ্টকের বাটী নির্ম্মিত হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন সাহেব এই নগর আক্রমণ করিয়া গোলাবর্ষণে এখানকার দুর্গ ও গৃহাদি ধ্বংস করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও ইংরাজে পুনরায় সখ্যতা স্থাপিত হইলে ফরাসীরাজ উক্ত নগর পুনরায় প্রাপ্ত হন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উভয় জাতিতে পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা চন্দননগর আক্রমণ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে ফরাসীরা পুনরায় দখল পান। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা পুনঃ অধিকার করেন। পরিশেষে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুসারে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বরে ফরাসীরা ইংরাজরাজের নিকট হইতে উক্ত নগর ফিরাইয়া পান।

চন্দননগরের সেই প্রাচীন গৌরব আর নাই। এখন ইহা একটী সামান্য নগরে পরিণত হইয়াছে। এখানে একজন ফরাসী গবর্ণর ও কতকগুলিমাত্র সৈন্য আছে। পাছে চন্দননগরবাসীরা আফিমের চাষ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে, এই ভয়ে ইংরাজরাজ প্রতি বৎসরে চন্দননগরে ৩০০ বাক্স আফিম পাঠাইয়া থাকেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হাবড়া হইতে চন্দননগর ২২ মাইল পথ হইবে।

চন্দনপুষ্প (ক্লী) চন্দনমিব সুগন্ধি পুষ্পমস্য বহুব্রী। লবঙ্গ।

চন্দনময় (ত্রি) চন্দন-ময়ট্। চন্দনবৃক্ষ নির্ম্মিত।
"চন্দনময়ো রিপুঘ্নো ধর্ম্মযশোদীর্ঘজীবিতকৃৎ।" (বৃহৎস° ৭৯ অঃ)

চন্দনরায়, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। শাহজহানপুরের মাহিল পুবাবা নামক স্থানে প্রায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গৌড়রাজ কেশরীসিংহের সভায় থাকিতেন ও রাজার নামে কেশরীপ্রকাশ, এতদ্ভিন্ন শৃঙ্গারসার, কল্লোলতরঙ্গিনী, কাব্যাভরণ, চন্দনশতক ও পথিকবোধ প্রভৃতি হিন্দী গ্রন্থ রচনা করেন।

চন্দনবতুয়া (দেশজ) এক প্রকার শাক।

চন্দনশারিবা (স্ত্রী) চন্দন ইব সুগন্ধিঃ শারিবা। শারিবাবিশেষ।

চন্দনসার (পুং) চন্দনস্যেব সারো যস্য বহুব্রী। ১ বজ্রক্ষার। (রাজনি°) চন্দনস্য সারঃ ৬তৎ। ২ ঘৃষ্ট চন্দনের সারাংশ।

চন্দনহিরাণ (দেশজ) লতাবিশেষ।

চন্দনা (স্ত্রী) চন্দন-টাপ্। ১ শারিবাবিশেষ। (রাজনি°) ২ মধুখালী নগরীর নিকটে প্রবাহিত নদী বিশেষ। (দেশজ) ৩ শুকপক্ষী বিশেষ।

চন্দনাচল (পুং) চন্দনস্যাকরোঽচলঃ। মলয়াচল। (রাজনি°)

চন্দনাটা (দেশজ) চন্দন ঘষিবার শীল, যাহাতে চন্দন ঘষা হয়।

চন্দনাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত একটা গণ। চন্দন, উশীর, কর্পূর, লতাকস্তূরী, এলাচী, শঠী ও গোশীর্ষ এই সাতটী গন্ধ-দ্রব্যকে চন্দনাদিগণ বলে। (বৈদ্যক)

চন্দনাদ্রি (পুং) চন্দনস্যাকরোঽদ্রিঃ। মলয়াচল। (ত্রিকাণ্ড°)

চন্দনাদ্য (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত ঔষধতৈল বিশেষ। নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলেয়, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরল, দেবদারু, শঠী, এলাচি, গন্ধখড়, কুঙ্কুম, মুরা, জটামাংসী, কঙ্কোল, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, হরিদ্রা (২), শারিবা (২), কটুকী, দারচিনি, ক্ষেৎপাপড়া, নলী ও কটুর সহিত তৈল ও তাহার চতুর্গুণ দধির মাত্ পাক করিবে। পাককালে দেখিতে যখন লাক্ষারসের সমান হইবে, তখন নামাইবে। ইহার নাম চন্দনাদ্য তৈল। ইহার গুণ—বলকারী, বর্ণপরিষ্কারক, অপস্মার, জ্বর, উন্মাদ, কৃত্যা ও অলক্ষ্মীনাশক, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকারক এবং বশীকরণে প্রশস্ত। (চক্রদত্ত।) পাকের অপর সাধারণ নিয়ম তৈলপাকের সমান। [তৈলপাক দেখ।]

চন্দনাবতী (স্ত্রী) নদীবিশেষ।

চন্দনিন্ (ত্রি) চন্দনমস্ত্যস্য চন্দন-ইনি। যাহার চন্দন আছে, চন্দনযুক্ত।

চন্দনী (স্ত্রী) চন্দয়তি আহ্লাদয়তি চদি-ল্যুট্-ঙীষ্। নদী-বিশেষ। "রুচিরাং কুটিলাঞ্চৈব চন্দনীং চাপগাং তথা।" (রামা° ৪।৪০।২০)

চন্দনীয়া (স্ত্রী) চন্দতেঽনয়া চদি-অনিয়র্-টাপ্। গোরোচনা। (রাজনি°)

চন্দনোদকদুন্দুভি (পুং) চন্দনোদকেন সিক্তো দুন্দুভির্যস্য বহুব্রী। একজন যাদববীর। ইহার অপর নাম ভব, ইহার সহিত তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের বন্ধুতা ছিল। (বিষ্ণুপুরাণ)

চন্দলা (স্ত্রী) কর্ণাটাধিপতি পরমাঁড়ি-রাজের পত্নী। ইনি অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৭।১১২২)

চন্দির (পুং স্ত্রী) চন্দন্তি হৃষ্যন্তি লোকা যেন চদি-কিরচ্ (ইষিমদিমুদি-শুষিভ্যঃ কিরচ্। উণ্ ১।৫২) ১ হস্তী। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। (পুং) ২ চন্দ্র। (মেদিনী)

চন্দেরি, ১ গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা। এই জেলার মধ্যে সর্ব্বসমেত ৩৮০ খানি গ্রাম আছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সন্ধির পর এই জেলা ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে আইসে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সিন্ধিয়া রাজ্যের রাজধানী। গোয়ালিয়ার হইতে ১০৫ মাইল এবং আগ্রা হইতে ১৭০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৪২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১১´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও দুর্গাদিতে বেষ্টিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আর সেরূপ নাই, পূর্ব্ব গৌরবও ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

আইন ই-অকবরী যে সময়ে লিখিত হয় তৎকালে এই স্থানে ১৪০০০ পাথরের বাড়ী, ৩৮৪ বাজার, পথিকদিগের পথক্লেশনিবারণের জন্য ৩৬০টী সরাই ও ১২০০০ মসজিদ ছিল। এখানকার কেল্লা পাহাড়ের উপরে স্থাপিত, চারিধারে বালুপাথরের আল আছে। সে সময়ে এই দুর্গ দুর্ভেদ্য ছিল। এক সময়ে ইহার উপর ৮ মাস কাল অবরোধ চলিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বৃহৎ বৃহৎ ভগ্নস্তূপ দেখিয়া জানা যায় যে প্রাচীন চন্দেরি নগরের পূর্ব্ব গৌরব এখনও হ্রাস হয় নাই। পূর্ব্বগৌরবের মধ্যে প্রায় ১০০ ফিট উচ্চে পাহাড়কাটা একটী পথ দেখা যায়। ঐ পর্ব্বতের উপরে গোমতী ও করোলী দ্বারের সম্মুখে একখানি শিলাফলকে লিখিত আছে যে, দিল্লী-সম্রাট্ গিয়াস্ উদ্দীন্ এই দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

চন্দেল বা চন্দেল্ল, বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন রাজবংশ। [চন্দ্রাত্রের শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্র (পুং) চন্দয়তি আহ্লাদয়তি চন্দতি দীপ্যতে বা চন্দ-নিচ্ রক্, চন্দ-রক্ বা (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চি—শুষিভ্যো রক্। উণ্ ২।১৩।) ১ চাঁদ। ইহার পর্য্যায়—হিমাংশু, চন্দ্রমা, ইন্দু, কুমুদবান্ধব, বিধু, সুধাংশু, শুভ্রাংশু, ওষধীশ, নিশাপতি, অব্জ, জৈবাতৃক, সোম, গ্লৌ, মৃগাঙ্ক, কলানিধি, দ্বিজরাজ, শশধর, নক্ষত্রেশ, ক্ষপাকর, দোষাকর, নিশীথিনীনাথ, শর্ব্বরীশ, এণাঙ্ক, শীতরশ্মি, সমুদ্রনবনীত, সারস, শ্বেতবাহন, নক্ষত্রনেমি, উডুপ, সুধাসূতি, তিথিপ্রণী, অমতি, চন্দির, চিত্রাচীর, পক্ষধর, নভশ্চমস, রাজা, রোহিণীশ, অত্রিনেত্রজ, পত্রজ, সিন্ধুজন্মা, দশাশ্ব, হরচূড়ামণি, মা, তারাপীড়, নিশামণি, মৃগলাঞ্ছন, দর্শবিপৎ, ছায়ামৃগধর, গ্রহনেমি, দাক্ষায়ণীপতি, লক্ষ্মীসহজ, সুধাকর, সুধাধার, শীতভানু, তমোহর, তুষারকিরণ, হরি, হিমদ্যুতি, দ্বিজপতি, বিশ্বপ্সা, অমৃতদীধিতি, হরিণাঙ্ক, রোহিণীপতি, সিন্ধুনন্দন, তমোনুৎ, এণতিলক, কুমুদেশ, ক্ষীরোদনন্দন, কান্ত, কলাবান্, যামিনীপতি, সিপ্র, মৃগপিপ্লু, সুধানিধি, তুঙ্গী, পক্ষজন্মা, অব্ধিনবনীতক, পীযূষমহা, শীতমরীচি, শীতলবলী, ত্রিনেত্র, চূড়ামণি, অত্রিনেত্রভূ, সুধাঙ্গ, পরিজ্ঞা, বলক্ষগু, তুঙ্গীপতি, যজনাংপতি, পর্ব্বধি, ক্লেদু, জয়ন্ত, তপস, খচমস, বিকস, দশবাজী, শ্বেতবাজী, অমৃতসূ, কৌমুদীপতি, কুমুদিনীপতি, ভপতি, দক্ষজাপতি, ওষধিপতি, কলাভৃৎ, শশভৃৎ, এণভৃৎ, ছায়াভৃৎ, অত্রিদৃগ্জ,

নিশারত্ন, নিশাকর, রজনীকর, ক্ষপাকর, অমৃত, শ্বেতদ্যুতি, শশী, শশলাঞ্ছন, মৃগলাঞ্ছন।

রাত্রিকালে আমাদের মাথার উপরে নক্ষত্রমালার মধ্যে মণির ন্যায়, উজ্জ্বল, আলোকময় যে একটী জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন আর্য্যগণ তাহাকে চন্দ্র নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্য্য প্রভৃতি অপর অপর গ্রহের ন্যায় ইহার নিয়মিত গতি আছে বলিয়া ইহাও একটী গ্রহ। কিন্তু অপর গ্রহের ন্যায় এই গ্রহটীকে সর্ব্বদা সর্ব্বাংশে আলোকময় দেখায় না এবং মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ ছায়াযুক্তের ন্যায় বোধ হয়। চন্দ্রটী কি? উহার মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ দেখায় কেন? এবং প্রতিদিন সমানভাবে সকল অংশে আলোক না থাকার কারণ কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর বা সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতেই মতামত চলিতেছে।

মহাভারতে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারা অসুরগণের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন করেন। সেই সমুদ্র হইতে শীতরশ্মি উজ্জ্বলপ্রভ, জগৎপ্রকাশকারী চন্দ্রের উৎপত্তি হয় (১)। ইনি একজন দেবতার মধ্যে গণ্য। অমৃত খাইবার সময়ে দেবতাদের পংক্তিতে বসিয়া একটা অসুর অমৃত খাইয়াছিল। ইনি বিষ্ণুকে সেই কথা বলিয়া দেন। সেই রাগেই অসুর রাহুরূপে ইহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। চন্দ্র লক্ষ্মীর সহোদর। (ভারত ১।১৯ অঃ)

কাশীখণ্ডের মতে—ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি মুনি তিন হাজার দিব্য বৎসর তপস্যা করেন। সেই সময়ে তাঁহার রেতঃ সোমরূপে পরিণত ও উর্দ্ধগামী হয় এবং দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া নেত্র হইতে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। পরে বিধাতার আদেশে ক্রমে দশটী দেবী সেই রেতঃ ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারা সেই গর্ভধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। সোম পৃথিবীতে পতিত হইল। পিতামহ তাহা লইয়া রথে স্থাপন করেন। চন্দ্র সেই রথে চড়িয়া একবিংশতিবার পৃথিবী ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে ইহার অনেক তেজঃ ক্ষরিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া যায়, তাহাই ওষধিরূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জগৎ পোষণ করিতেছে। চন্দ্র ব্রহ্মার তেজে পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইয়া কাশীতে চন্দ্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন ও শতপদ্মসংখ্যক বর্ষ তপস্যা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া ইহার একটী কলা লইয়া আপনার ললাট ভূষণ করিলেন। চন্দ্র মহাদেবের কৃপায় একটী রাজত্ব লাভ করেন। তাহারই নাম চন্দ্রলোক। ইহার পরে চন্দ্র একটী রাজসূয় যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দক্ষের শাপে প্রতিদিন ইহার এক কলা করিয়া ক্ষয় হয়। এইরূপে পনর কলা ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার শিবললাটের সেই কলাটী দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া পনর দিনে পূর্ণ হয়। (কাশীখণ্ড ১৪ অঃ।) [চন্দ্রেশ্বর দেখ।] কালিকাপুরাণের মতে ব্রহ্মার নিয়মে শাপদাতা দক্ষই ১৫ কলা ক্ষয়ের পর পুনর্ব্বার ক্রমে বৃদ্ধি হইবার নিয়ম করিয়াছেন। [কৃত্তিকা দেখ।] এদেশীয় অনেকের বিশ্বাস যে, দক্ষরাজের শাপে চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা হয়, তাহার প্রতিকারের জন্য তাহার ক্রোড়ে একটী মৃগ আছে। প্রসিদ্ধ মাঘ কবিও শিশুপালবধে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন (২)। আবার কোন কোন প্রাচীন মতে চন্দ্র গুরুপত্নী তারার সহিত কুব্যবহার করেন, সেই শাপে চন্দ্রের শরীরে কাল দাগ বা কলঙ্ক হইয়াছে। [তারা দেখ।] ইহা ছাড়া সেকালে বৃদ্ধমহিলাদের বিশ্বাস যে, চন্দ্রের মধ্যে একটী বৃহৎ বটগাছ আছে, পতিপুত্রবিহীন একটী বুড়ী গাছের তলে বসিয়া সূতা কাটে। আমরা সেই বটগাছটাকেই চন্দ্রের কলঙ্করূপে দেখিয়া থাকি।

উপরে যে কয়টী মত লিখিত হইল, বৈজ্ঞানিক আর্য্য-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহার একটীও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাদের মতে চন্দ্র একটী গ্রহ, উহার নিজের আলোক নাই, সূর্য্যের আলোকে প্রতিফলিত হইয়াই রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করে। ভাস্করাচার্য্যের মতে চন্দ্র জলময়, উহার নিজের কোন তেজ নাই। চন্দ্রের যে যে অংশ সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করে, সেই সেই অংশ সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা ছাড়া অপরাংশ সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত না হওয়ায় শ্যামল বর্ণ থাকে। যেরূপ রৌদ্রে একটী ঘট রাখিলে তাহার একাংশই প্রকাশিত হয়, অপর ভাগ তাহার নিজের ছায়ায়ই অপ্রকাশিত থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। যেদিন সূর্য্যের অধঃস্থিত চন্দ্রের অধোভাগে অর্থাৎ যে ভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই ভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত হয় না, সেই দিন আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই না। ইহারই নাম অমাবাস্যা। চন্দ্র ও সূর্য্য এক রাশিস্থ অর্থাৎ সমসূত্রপাতে অবস্থিত হইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অমাবাস্যার দিনে চন্দ্র, সূর্য্য এক রাশিস্থ হয় (৩)। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রের

(১) "ততঃ শতসহস্রাংশুর্মথ্যমানাত্তু সাগরাৎ।
প্রসন্নাত্মা সমুৎপন্নঃ সোমঃ শীতাংশুরুজ্জ্বলঃ।" (ভারত ১।১৯ অঃ)

(২) "অঙ্কাধিরোপিতমৃগশ্চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ।
কেশরী নিষ্ঠুরক্ষিপ্তমৃগযূথো মৃগাধিপঃ।" (মাঘ ২য় সর্গ)

(৩) "তরণি-কিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো
দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি।
তদিতরদিশি বালা কুন্তলশ্যামলশ্রী
র্ঘট ইব নিজমূর্ত্তিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ॥" ১।

গতি বেশী, চন্দ্র অতি শীঘ্রই সূর্য্যসমসূত্রপাত অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া পড়ে। চন্দ্র সূর্য্য হইতে দূরে যাইলে ক্রমে সূর্য্যকিরণ চন্দ্রের কিয়দংশে প্রতিফলিত হয় এবং আমরা সেই অংশ উজ্জ্বল প্রভাশালী ও যে অংশে সূর্য্যকিরণ পতিত হয় না, সেই অংশ আলোকহীন তাম্রবর্ণ দেখিতে পাই। দিন দিন চন্দ্র যত দূরবর্ত্তী হয়, ততই তাহাতে সূর্য্যকিরণ অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হইতে থাকে। অমাবাস্যার পর শুক্ল দ্বিতীয়াতে চন্দ্র পশ্চিম দিকে উদয় হয়। ঐ সময়ে চন্দ্রমণ্ডলের পশ্চিমাংশে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া চন্দ্রের এক কলা পরিমিত ভাগ উজ্জ্বল হয়। ক্রমে দিন দিন এক এক কলা বৃদ্ধি পাইয়াই পূর্ণিমার দিনে পূর্ণচন্দ্র হইয়া প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়, তখন প্রতিদিন এক এক কলা হ্রাস হইয়া অমাবাস্যার দিনে সংপূর্ণ অদর্শন হয়। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্র স্বীয় বৃত্তের ১৮০ অংশ ভ্রমণ করে, এই কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যের পশ্চিমে চন্দ্র অবস্থিত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষেও বৃত্তের ১৮০ অংশ ভ্রমণ করে, এই সময়ে চন্দ্র সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে থাকে।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—চন্দ্র ও সূর্য্যের অন্তর অনুসারে শুক্লতা বা চন্দ্রের উজ্জ্বলাংশের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অমাবাস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে অবস্থিত বলিয়া অন্তর থাকে না। এই সময়ে সূর্য্যকিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় না, অতএব চন্দ্রের শুক্লতার অভাব হয়। অমাবাস্যার পরে চন্দ্রের গতি অনুসারে সূর্য্য হইতে যত অন্তর হয়, তত পরিমাণে চন্দ্রের পশ্চিম ভাগ আলোকিত হয়। চন্দ্র সূর্য্য হইতে ৬ রাশি অন্তরে স্থিত হইলে চন্দ্রের অর্দ্ধাংশ (আমাদের দৃশ্যভাগ) সংপূর্ণ আলোকিত হয়। পূর্ণিমার পরে চন্দ্র যত গমন করে, ততই সূর্য্যও চন্দ্রের অন্তর কমিয়া যায় এবং তদনুসারে শুক্লতারও হ্রাস হইতে থাকে। অনুপাত অনুসারে অপর অপর দিনের শুক্লতার পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয় (৪)। [ইহার অপর বিবরণ শৃঙ্গোন্নতি শব্দে দ্রষ্টব্য।] প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহ, শ্রীপতি ও জ্ঞানরাজ প্রভৃতির মতেও চন্দ্র জলময়, তাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়াই উজ্জ্বল ও প্রভাশালী হইয়া থাকে।

"বহুলশ্চন্দ্র ইত্যেষ হ্লাদনে ধাতুরুচ্যতে।
শুক্লত্বে চামৃতত্বে চ শীতত্বে চ বিভাব্যতে॥
ঘনতোয়াত্মকং তত্র মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্।" লিঙ্গপু° ৬১৷৫-৭।

চন্দ্রের মধ্যে যে কৃষ্ণাংশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চন্দ্রের কলঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতিতে উহার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। হরিবংশে লিখিত আছে যে যেরূপ দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ চন্দ্রে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়। তাহাই চন্দ্রকলঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ (৫)। ইহাতে বোধ হয় যে সাধারণের যেরূপ বিশ্বাসই থাকুক না কেন প্রাচীন বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্রকলঙ্ককে পৃথিবীর ছায়া বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে পার্থিব জল সূর্য্যকিরণে আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে যাইয়া অবস্থিত হয় এবং পুনর্ব্বার বৃষ্টি প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্রমণ্ডলকেই জলাধার বলা যায়, গঙ্গা প্রভৃতি নদীও চন্দ্রমণ্ডল হইতেই প্রবাহিত (৬)।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্গণের মতে—চন্দ্র একটী গ্রহ অপর গ্রহের ন্যায় চন্দ্রও পৃথিবীকে সমান্তরালে রাখিয়া অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। অপর গ্রহের ন্যায় ইহারও একটী কক্ষা আছে। চান্দ্রী কক্ষাও অপরাপর চক্রের ন্যায় ৩৬০ অংশে বিভক্ত। চন্দ্র পৃথিবীর অতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহার গতি অপেক্ষাকৃত বেশী। ইহা পৃথিবী হইতে ৫৭৪৫ যোজন উচ্চে অবস্থিত। চন্দ্র যে কক্ষায় পৃথিবী

সূর্য্যাদধঃস্থস্য বিধোরধঃস্থমর্দ্ধং নৃদৃশ্যং সকলাসিতং স্যাৎ।
দর্শেঽথ ভার্দ্ধান্তরিতস্য শুক্লং তৎপৌর্ণমাস্যাং পরিবর্ত্তনেন। ২।
উপচিতিমুপযাতি শৌক্ল্যমিন্দোস্ত্যজত ইনং ব্রজতশ্চ যেচকম্বং।
জলময়জলস্য গোলকত্বাৎ প্রভবতি তীক্ষ্ণবিষাণরূপতাস্য।" ৪।
(গোলাধ্যায় শৃঙ্গোন্নতিবা°)

(৪) "দর্শান্তে সূর্য্যচন্দ্রয়োরন্তরাভাবাৎ অস্মদ্দৃশ্যার্দ্ধে চন্দ্রগোলে সূর্য্যকিরণপ্রতিফলনাভাবাৎ শৌক্ল্যাভাবঃ। ততো যথা যথার্কাচ্চন্দ্রঃ পূর্ব্বতো হন্তরিতস্তথা তথা চন্দ্রগোলাস্মদ্দৃশ্যার্দ্ধচন্দ্র পশ্চিমভাগক্রমেণ শৌক্ল্যবৃদ্ধিঃ। এবং ষড়্রাশ্যন্তরে পৌর্ণমাস্যান্তে চন্দ্রগোলাস্মদ্দৃশ্যার্দ্ধং সংপূর্ণ শ্বেতং ভবতি।" (সূর্য্যসি° ১০৷৯ রঙ্গনাথ)

(৫) "লোকচ্ছায়াময়ংলক্ষ্ম তবাঙ্কে শশসংস্থিতম্।
ন বিদুঃ সোমদেবাপি যেচ নক্ষত্রযোগিনঃ।" (হরিবংশ)

'যথা দর্পণং প্রাপ্য পরাবৃত্তা নয়নরশ্ময়ো গ্রীবাস্থমেব মুখং দর্পণগতমিব পশ্যন্তি এবং চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য পরাবৃত্তাস্তে দূরত্বদোষাৎ পৃথিবীমব্যক্তরূপামিব চন্দ্রমণ্ডলগতাং পশ্যন্তি স এব চন্দ্রে কলঙ্ক ইত্যুপচর্য্যতে।' (টীকা)

(৬) "সূর্য্যকিরণজালেন বায়ুযুক্তেন সর্ব্বশঃ।
জগতো জলমাদত্তে কৃৎস্নস্য দ্বিজসত্তমঃ। ১৩
আদিত্যো পীতং * * * সোমং সংক্রমতে জলম্।
নাড়ীভির্বায়ুযুক্তাভির্লোকাধানং প্রবর্ত্ততে। ১৪
সোমধারা নদী গঙ্গা পবিত্রা বিমলোদকা।
সোমপুত্রপুরোগাশ্চ মহানদ্যো দ্বিজোত্তমাঃ।" ১৫।
(ব্রহ্মাণ্ডপু° অনুষঙ্গ ৫৫ অঃ)

পরিভ্রমণ করে, তাহার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন। চন্দ্রকক্ষার ব্যাস ১০৩০৯১ যোজন। চন্দ্র দৈনিক গতিতে স্বীয় চক্রের ৭৯০ কলা ৩৪ বিকলা ও ৫২ অনুকলা ভাগ অতিক্রম করে। ইহার বার্ষিকগতি (রাশ্যাদি) ৪।১২।৪৬।৪০।৪৮; একযুগে ৫৭৭৫৩৩৩৬টী ভগণ ও এককল্পে ৫৭৭৫৩৩৩৬০০০টী ভগণ হইয়া থাকে। [খগোল, গ্রহ ও গ্রহণ দেখ।]

চন্দ্রেরও একটী পাত আছে, তাহা অদৃশ্য এবং পশ্চিমগতিতে দ্বাদশরাশি ভ্রমণ করে। [পাত দেখ।]

সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রেরও দিন মাস প্রভৃতি গণনা করা হয়। চান্দ্রদিনই তিথি নামে প্রসিদ্ধ। কালমাধবীয় ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতির মতে চন্দ্র যত সময়ে রাশিচক্রের ১২ অংশ অতিক্রম করে তাহাকে একটী চান্দ্রদিন বলে। অমাবাস্যায় সূর্য্য ও চন্দ্র সমসূত্রে থাকে, সেই সময় হইতে চান্দ্র প্রথমদিন আরম্ভ হয়। ইহার প্রথমদিনের নাম শুক্ল প্রতিপৎ। (৭) [তিথি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিত থাকে, রাশিচক্রের গতিতে সেই রাশিটী যখন উদয়াচলে অর্থাৎ পূর্ব্বক্ষিতিজবৃত্তে সংলগ্ন হয়, তখন চন্দ্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাকেই চন্দ্রের দৈনিক উদয় বলে। আবার যখন পশ্চিম ক্ষিতিজবৃত্তের অন্তরালে সরিয়া পড়ে আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাকে অস্ত বলে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে সূর্য্যগতি হইতে চন্দ্রের গতি অধিক বলিয়া সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে অস্ত ও পশ্চিমদিকে উদয় হইয়া থাকে (৮)। সূর্য্য হইতে ১২ অংশদূরে পশ্চিমে চন্দ্রের উদয় ও ১২ অংশ পূর্ব্বে অস্ত হয়। [চন্দ্রের দৈনিক উদয়াস্ত সাধনপ্রণালী চন্দ্রাস্তোদয় শব্দে দ্রষ্টব্য।] পূর্ব্বে যে চান্দ্রদিনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার ত্রিশদিন বা তিথিতে একটী চান্দ্রমাস হয়। কোন মতে শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে ও কোন মতে কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে চান্দ্রমাসের গণনা আরম্ভ হয়।

পুরাণের অনেক স্থলের বর্ণনা অনুসারে আপাততঃ বোধ হয় যে চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলের উপরে অবস্থিত।

"এবং চন্দ্রমা অর্কগভস্তিভ্য উপরিষ্টাৎ লক্ষযোজনত উপলভ্যমানঃ।" (ভাগবত ৫।২২।৮) ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে সূর্য্যগভস্তি অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উপরে চন্দ্র অবস্থিতি করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। এই স্থানে 'সূর্য্যগভস্তিভ্যঃ' এই পঞ্চমী বিভক্তি হেত্বর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহার অর্থ অপাদান নহে। অতএব ভাগবতের ঐ বাক্যের অর্থ এই প্রকার করিতে হয়। পৃথিবী হইতে লক্ষ যোজন উপরে চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যকিরণ হেতুক অর্থাৎ সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল হয় বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে জ্যোতিঃশাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক মতের সহিত পুরাণের বিরোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র অথবা পরিমাণের পারিভাষিক শব্দগুলির ভেদে পরিমাণাদি সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। পুরাণের আপাততঃ অর্থ গ্রহণ করিয়া অনেকেই কিন্তু পৌরাণিক মতে সূর্য্যের উপরে চন্দ্র বলিয়া ভ্রান্ত হন।

পৌরাণিক মতে সমস্ত গ্রহমণ্ডলেরই অধিষ্ঠাতা এক একজন দেবতা। পুরাণে চন্দ্রমণ্ডল ও তাহার অধিষ্ঠাতা দেব এই উভয়েরই বর্ণনা আছে। পুরাণে চন্দ্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা চন্দ্রমণ্ডলের নহে, তদধিষ্ঠাতা দেবই সেই সেই স্থলে চন্দ্র শব্দের অর্থ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে চন্দ্রদেবের কথা প্রায়ই নাই, চন্দ্রমণ্ডলের বিবরণ নিরূপণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

ফলিত জ্যোতিষের মতে চন্দ্র বায়ুকোণের অধিপতি, স্ত্রীগ্রহ, সত্ত্বগুণ, লবণের অধীশ্বর, বৈশ্যজাতি, যজুর্ব্বেদাধিষ্ঠাতা এবং সূর্য্য ও বুধের সহিত ইহার মিত্রভাব আছে। কর্কটরাশি চন্দ্রের ক্ষেত্র। অপর গ্রহের ন্যায় ইহার দশা ও দৃষ্টি অনুসারে জাতকের ফলাফল ফলিত জ্যোতিষে নির্ণিত আছে। [চন্দ্রচার, চন্দ্রস্ফুট, রিষ্ট, চন্দ্রগোচর, চন্দ্রলোক প্রভৃতি শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে চন্দ্র পৃথিবীর একটী উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক (Satellite)। পৃথিব্যাদির ন্যায় ইহাও এক প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড; পৃথিবী হইতে ইহার গড় দূরত্ব দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। এই দূরত্ব অত্যন্ত অধিক বোধ হইলেও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের দূরত্বের সহিত তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রতীত হয়। বাস্তবিক চন্দ্রই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ জ্যোতিষ্ক। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পণ্ডিতেরা চন্দ্রপৃষ্ঠের অনেক তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। এই সকল তত্ত্ব এরূপ নিশ্চয় ও অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

---

(৭) "চন্দ্রার্কগত্যা কালস্য পরিচ্ছেদো যদা ভবেৎ।
তদা তয়োঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ং।
ভগণেন সমগ্রেণ জ্ঞেয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ।
ত্রিংশাংশাশ্চ তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে।
আদিত্যাদ্বিপ্রকৃষ্টস্তু ভাগ দ্বাদশকং যদা।
চন্দ্রমাঃ স্যাত্তদা রাম তিথিরিত্যভিধীয়তে।" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

(৮) "ঊনাবিবস্বতঃ প্রাচ্যামস্তং চন্দ্রজ্ঞ ভার্গবাঃ।
ব্রজন্ত্যভ্যধিকাঃ পশ্চাৎ উদয়ং শীঘ্রযায়িনঃ।" (সূর্য্যসি° ৯।৩)

চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস প্রায় ২১৫৩ মাইল, পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল। সুতরাং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ১/৪৯ অংশ। অর্থাৎ প্রায় উনপঞ্চাশটা চন্দ্র একত্র করিলে একটা পৃথিবীর সমান হইবে। ইহার যে অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহার পরিমাণ প্রায় য়ুরোপ খণ্ডের দ্বিগুণ, ভারতবর্ষের পাঁচগুণ। চন্দ্রের আপেক্ষিক ঘনত্ব পৃথিবীর আপেক্ষিক ঘনত্বের অর্দ্ধেক অপেক্ষা অত্যল্প মাত্র অধিক। ইহার ভার পৃথিবীর ভারের প্রায় নব্বই ভাগের একভাগ মাত্র। চন্দ্রপৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ১/৬ এক ষষ্ঠাংশের অধিক নহে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যে দ্রব্য ৬ সের ভারী বোধ হয়, তাহা চন্দ্রপৃষ্ঠে এক সের মাত্র বোধ হইবে।

চন্দ্রের আলোক সূর্য্যালোকের ছয় লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পূর্ণচন্দ্রের আলোক ১২৬ ইঞ্চ দূরব্যাপী একটা বাতির আলোকের সমান। সূর্য্যালোক ১ ফুট দূরস্থ পঞ্চাশ হাজার বাতির আলোর সমান। চন্দ্রের আলোক উহার নিজস্ব নহে। পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির ন্যায় উহাও নিষ্প্রভ। সূর্য্যকিরণ চন্দ্রে প্রতিভাত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে। সুতরাং আমরা রজনীযোগে চন্দ্ররশ্মিরূপে যে কোমল মৃদু আলোক প্রাপ্ত হই, তাহা সূর্য্যরশ্মিরই রূপান্তর মাত্র।

চন্দ্রের আকার অন্যান্য গ্রহের ন্যায় প্রায় বর্ত্তুল। ইহার ঘনত্ব সর্ব্বত্র সমান নহে। এই কারণে চন্দ্রের কেন্দ্র ও ভারকেন্দ্র ঠিক এক নহে। প্রত্যুত ঐ দুই কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩৩১/২ মাইল। চন্দ্রের ভারকেন্দ্র অপেক্ষা প্রকৃত কেন্দ্র পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী। সকল পদার্থই ভারকেন্দ্রের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়। যদি চন্দ্রে সমুদ্র বা বায়ুরাশি থাকা সম্ভব হয়, তবে জলরাশি সূক্ষ্ম রেখাঙ্কিত বৃত্তের ন্যায় ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইবে এবং বায়ুরাশি বিন্দুময় বৃত্তের আকারে থাকিবে। মূল কৃষ্ণরেখাঙ্কিত বৃত্ত চন্দ্রের কঠিন অবয়ব। এবং ক তাহার কেন্দ্র; ভা ভারকেন্দ্র। এখন
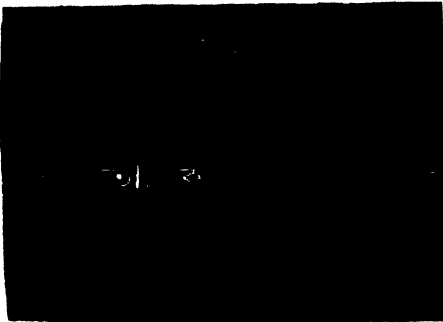
দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রের যে অংশ পৃথিবীর দিকে থাকে, তাহাতে বায়ু বা জল থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। নানা রূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা দ্বারাও অদ্যাপি চন্দ্রের দৃষ্ট অংশে জল বা বায়ুর অস্তিত্বের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে উহাতে কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদির কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে চন্দ্রের অপর অর্দ্ধ জল বায়ুযুক্ত হইলেও আমাদের দৃষ্ট অংশ মরুময় জনপ্রাণী-তরু-গুল্ম-লতা বিবর্জ্জিত। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে কোথাও একগাছি তৃণমাত্র নাই। অপার প্রস্তরময় প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। ইহার তুলনায় সাহারা কোথায় লাগে। এই ভীষণ স্থান কল্পনা করিতেও প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। এই চন্দ্রলোক!!

আমরা সূর্য্য ও চন্দ্রকে প্রায় সমান আকারের দেখি। কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় ছয় কোটী গুণ বড়। সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী। চন্দ্র যখন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আইসে; তখন চন্দ্র বৃহত্তম দেখায় ও তাহার ব্যাস আমাদের দৃষ্টিতে ৩৩° ৩১′ ১″ কোণ উৎপন্ন করে, এবং যখন সর্ব্বাপেক্ষা দূরে যায়, তখন চন্দ্রের আকার ক্ষুদ্রতম হয়, এবং ব্যাস ২৯° ২১′ ৯″ কোণ উৎপন্ন করে। প্রায় এইরূপ কোণেই (Angle of vision) আমরা সূর্য্যকে দর্শন করি। সুতরাং উহাদের দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ আকার সমান দেখায়।

চন্দ্র নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। আমরা চন্দ্রের কেবল এক দিকই দেখিতে পাই। কারণ যে সময়ের মধ্যে চন্দ্র একবার নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই তাহার পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার ভ্রমণ হয়। ইহার ভ্রমণপথ প্রায় বৃত্তাভাস এবং পৃথিবী ঐ বৃত্তাভাসের অন্যতম কেন্দ্রে (focus) অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব সকল সময় সমান থাকে না। এই চন্দ্রকক্ষাস্থ দূরতম ও সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বিন্দুদ্বয় (Apsides) স্থির নহে। কিন্তু উভয়েই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় ৯ বৎসর পরে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য প্রভৃতির ন্যায় চন্দ্রও রাশিচক্রের মধ্য দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে। এইরূপ রাশিচক্রের এক স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৩ মিনিট ১১ সেকেণ্ড লাগে। কিন্তু ইত্যবসরে সূর্য্যও রাশিপথে কিছু দূর অগ্রসর হয়। সুতরাং সূর্য্যের সহিত পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত

হইতে চন্দ্রকে আরও কিছুদূর যাইতে হয়। এইরূপে এক অমাবাস্যা হইতে অন্য অমাবাস্যা পর্য্যন্ত প্রায় ২৯ দি° ১৩ ঘ° ৪৪ মি° ৩ সে° সময় হয়। ইহাই চান্দ্রমাস। চন্দ্র প্রতিদিন রাশিচক্রে ১৩ অংশ গমন করে।

চন্দ্রের কক্ষা সূর্য্যকক্ষার সহিত এক সমতলস্থ নহে। তাহা হইলে প্রতি অমাবাস্যা ও পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হইত। [গ্রহণ দেখ।] এই কক্ষরেখা সূর্য্যকক্ষার (Ecliptic) সহিত ৫° ৮´ কোণ উৎপন্ন করে। সুতরাং চন্দ্রের কক্ষা ও সূর্য্যকক্ষা দুইটী মাত্র বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে। এই বিন্দুদ্বয়কে (Nodes) পাত কহে। পাতদ্বয় আবার স্থির নহে, ইহারা ক্রমে চন্দ্রের গতির দিকে সূর্য্যকক্ষার ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় ১৯ বৎসর পরে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চন্দ্র একবার যে পথে ভ্রমণ করে, পুনর্ব্বার সেই পথে আসিতে প্রায় ১৯ বৎসর সময় লাগে। এইরূপে চন্দ্র ১৯ বৎসরের মধ্যে সূর্য্যকক্ষার উত্তর দিকস্থ ১১° ৬´ পরিমিত আকাশে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি চন্দ্র স্বয়ং জ্যোতিঃহীন, সূর্য্য রশ্মি দ্বারা আলোকিত হইয়া উজ্জ্বল দেখায়। ইহাই কলাভেদের প্রধান কারণ। গোলাকার বস্তু একবারে অর্দ্ধাংশের অধিক অপসারিত হইতে পারে না। [অমাবাস্যা শব্দে চিত্র দেখ।]

চন্দ্র যখন সূর্য্যের সহিত আকাশের এক অংশে থাকে, তখন চন্দ্রের আলোকিত অংশ আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়। কেবল অন্ধকারময় অংশ পৃথিবীর দিকে থাকে, সুতরাং আমরা ঐ দিবস চন্দ্র দেখিতে পাই না। কিন্তু চন্দ্রের আহ্নিক গতি অনুসারে উহা রাশিচক্রে ১৩° অংশ এবং সূর্য্যও ঐ সময়ে ১° অংশ মাত্র অগ্রসর হয়। সুতরাং চন্দ্র সূর্য্য হইতে ১২ অংশ দূরে যায়। এইরূপ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আমরা চন্দ্র রেখারূপে আলোকিত অংশের কিয়দংশ দেখিতে পাই। এই চন্দ্ররেখার প্রান্তদ্বয় পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত থাকে*। ক্রমে যখন প্রায় ৭ দিন পরে সূর্য্য ও চন্দ্রের দূরত্ব ৯০° অংশ হয়, তখন চন্দ্র ঠিক অর্দ্ধবৃত্তাকার ধারণ করে।

এইরূপে ক্রমে যখন ১৮০° অংশ দূরে অর্থাৎ সূর্য্যের ঠিক বিপরীতদিকে চন্দ্রের উদয় হয়, তখন তাহার সম্পূর্ণ আলোকিত ভাগই আমরা দেখিতে পাই। ঐ দিন পূর্ণিমা। ক্রমে আবার যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই চন্দ্র হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং যে ভাগ প্রথমে দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে, এইরূপে পূর্ণচন্দ্র আবার রেখাকারে পরিণত হইতে থাকে। সূর্য্যের নিকট আসিয়া অদৃশ্য হয়। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকণার সূক্ষ্মপ্রান্তদ্বয় পশ্চিমদিকে থাকে। এইরূপ পর্য্যটন কালকে চান্দ্রমাস বলে। প্রথম পঞ্চদশদিবস যৎকালে চন্দ্র ক্রমে বর্দ্ধিত হয় তাহা শুক্লপক্ষ ও পর পঞ্চদশদিবস যৎকালে চন্দ্র হ্রাস হয়, তাহা কৃষ্ণপক্ষ নামে অভিহিত। চন্দ্রের উদয়কাল ঠিক এক সময় নহে। আজি যে সময় উদয় হইল কালি তাহা অপেক্ষা ৫০ মিনিট পরে উদয় হইবে এবং পরশ্ব তাহা হইতে আরও ৫০ মিনিট পরে উদয় হইবে। অমাবাস্যার দিন চন্দ্র সূর্য্যের সহিত উদয় হয় ও অস্ত যায়। শুক্লাষ্টমীতে দিবা দ্বিপ্রহরে উদয় ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে অস্ত। কৃষ্ণাষ্টমীতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে উদয় ও দিবা দ্বিপ্রহরে অস্ত হয়।

যদিও চন্দ্রের একপৃষ্ঠ সততই পৃথিবীর দিকে থাকে, তথাপি চন্দ্র নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে বলিয়া উহার সকলদিক্ই এক একবার সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হয়। আমরা কলাভেদের বিবরণে দেখাইয়াছি কিরূপে চন্দ্রের আলোকিত অংশ চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আইসে। আমাদের পৃথিবী যেমন একদিনে একবার নিজ মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন করে, চন্দ্রও সেইরূপ নিজের একদিনে নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে। কিন্তু চন্দ্রের একদিন আমাদের এক চান্দ্রমাসের সমান অর্থাৎ ২৯ দিন, ১২ ঘ, ৪৪ মি, ৩ সে। চন্দ্র হইতে দৃষ্টি করিলে পৃথিবীকে আকাশের একস্থলে স্থির উজ্জ্বল পদার্থ বলিয়া দৃষ্ট হইবে। অমাবাস্যার দিন পৃথিবী সূর্য্য অপেক্ষা ১৫ গুণ বড় উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। পূর্ণিমার দিবস পৃথিবী চন্দ্র হইতে দৃষ্ট হইবে না।

এক্ষণে চন্দ্রমণ্ডলের দৃষ্ট অংশের ভূতত্ত্ববিষয় আলোচনা করা যাউক। আমরা চর্ম্মচক্ষে চন্দ্রকে যেরূপ মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখি; বাস্তবিক উহা সেরূপ নহে। দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ চন্দ্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উচ্চ পর্ব্বত ও গভীর গহ্বরাদি আবিষ্কার করিয়াছেন। যে সকল ভাগ চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া পরিচিত, উহা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ নিম্ন প্রান্তর মাত্র। চন্দ্রের যে সকল অংশ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর বলিয়া দৃষ্ট হয়, উহা উচ্চ পর্ব্বত এবং মধুচক্রের ন্যায় রন্ধ্রবিশিষ্ট শৈলসমাচ্ছাদিত উচ্চ ভূমি।

* শুক্লপক্ষে ২য়া, ৩য়া এবং কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী প্রভৃতিতে যখন চন্দ্রের কয়েক কলামাত্র দৃষ্ট হয়, তখন চন্দ্রের কৃষ্ণাংশও ঈষৎ আভাযুক্ত প্রতীয়মান হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি কর্ত্তৃক আলোকিত হইয়া চন্দ্রের ঐ অংশ আভাযুক্ত বোধ হয়।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে অনায়াসেই এই সকল পর্ব্বতাদির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। শুক্লপক্ষে ২য়া, ৩য়া প্রভৃতির সময় চন্দ্রকলা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে চন্দ্রের আলোকিত ও অন্ধকারময় অংশের ব্যবচ্ছেদরেখা ঠিক রেখাকার নহে। ঐ ব্যবচ্ছেদ অতি অস্পষ্ট ও কুটিল এবং অন্ধকারময় অংশে অনেক দূর পর্য্যন্ত স্থানে আলোক দৃষ্ট হয়। ঐ সকল আলোকময় স্থান পর্ব্বতশৃঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাদের চতুঃপার্শ্বস্থ নিম্নপ্রদেশ সকল যখন অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে, তখনও উহারা সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া প্রকাশ পায়। এই সকল পর্ব্বত সন্নিহিত প্রান্তরের উপর বহুদূরব্যাপিনী ছায়া বিস্তার করে। দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে ঐ সকল ছায়া স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং তদ্দ্বারাই ঐ সকল পর্ব্বতের উচ্চ্রায় নিরূপিত হয়। ঐ সকলের কোন কোনটার উচ্চ্রায় প্রায় ৫।৬ মাইল, অর্থাৎ আমাদিগের হিমালয়াদির সমান। সুতরাং পৃথিবীর তুলনায় হিমালয়াদি যেরূপ, চন্দ্রের তুলনায় ঐ সকল পর্ব্বত অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ বলিতে হইবে। চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে এরূপ গভীর গহ্বর সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে উহাদের গভীরতা পৃথিবীস্থ একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উচ্চ্রায়ের সমান। ম্যাড্‌লার, ডর্ফাট্‌ প্রভৃতি চন্দ্রতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ চন্দ্রের অতি সুন্দর ও বিশদ মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ণিমার দিবস দূরবীক্ষণসাহায্যে চন্দ্রমণ্ডল যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার একটী চিত্র
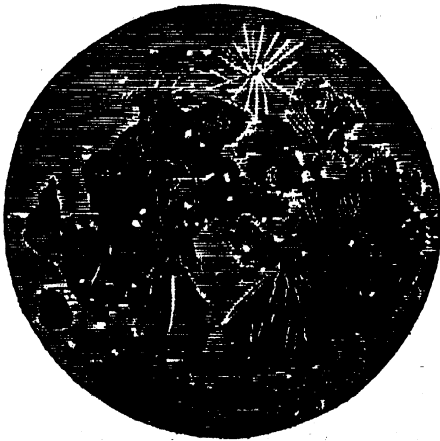
চন্দ্রমণ্ডল।

দেওয়া গেল। ঐ চিত্রে দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রমণ্ডল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রায় ৪/৫ ভাগ অত্যধিক উজ্জ্বল, অবশিষ্ট ১/৫ ভাগ ঈষৎ কৃষ্ণাভ, উহাই চন্দ্রের কলঙ্ক। ঐ ১/৫ ভাগ স্থান চন্দ্রের নিম্নভূমি, ইহা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অবস্থায় আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজমান। মধ্যভাগেও স্থানে স্থানে দুই একটা ক্ষুদ্র পাহাড় ও গহ্বরাদি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এই অংশকে চন্দ্রের সাগর বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, এক্ষণে তাহা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ সকল নিম্নভূমি এক্ষণে একবারে জলশূন্য। হইতে পারে চন্দ্রে এক সময় ভয়ানক প্রাকৃতিক বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে সমুদ্র ঐ সকল স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছে। চন্দ্রের প্রাকৃতিক তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

চন্দ্রের পর্ব্বত সকলকে পণ্ডিতেরা তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। ১ম—সমতল-মধ্যে গিরিশ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন এক একটী পর্ব্বত। সমতল হইতে একবারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া একাকী দণ্ডায়মান আছে। প্লেটো গুহার উত্তরবর্ত্তী পিকো (Pico) গিরি ঐরূপ। গুহাগুলির মধ্যে মধ্যে ঐরূপ অনেক গিরি দৃষ্ট হয়। ২য়—পর্ব্বতশ্রেণী। হিমালয়, আল্পিস্‌ প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় চন্দ্রেও সুদীর্ঘ ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। ঐ সকল পর্ব্বতশ্রেণী একটী বিস্তীর্ণ নিম্ন প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীরের ন্যায় অবস্থিত। প্রান্তরের অপর দিকে পর্ব্বত সকল ক্রমনিম্ন হইয়া সমতলে মিশিয়াছে। পৃথিবীর পর্ব্বতশ্রেণীর গঠনের সহিত উহাদের সাদৃশ্য আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের উৎপত্তির কারণ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। অনেকের মত যে উহারা চন্দ্রের অভ্যন্তরস্থ আগ্নেয় শক্তি দ্বারা কখন উৎপন্ন হয় নাই। অন্য কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ৩য়—চন্দ্রের গুহা সকল। উহারা অতীব অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক। চন্দ্রের প্রায় ২/৩ অংশ এই সকল গভীর গহ্বর অথবা চক্রাকৃতি গুহা দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহাদিগের দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল মধুচক্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই সকল গহ্বর অতি প্রকাণ্ড, কোন কোনটার ব্যাস প্রায় ৫০।৬০ মাইল। ক্ষুদ্রতম গুলির ব্যাস ৫০০ ফিটের ন্যূন নহে। এই সকল গুহার মুখ চতুঃপার্শ্ব হইতে ক্রমশঃ উচ্চ এবং শিখরের নিকট গভীর কূপাকৃতি গহ্বরযুক্ত, এই সকল গহ্বরের অভ্যন্তরে চক্রাকৃতি সোপানমার্গ স্তরে স্তরে বিদ্যমান আছে। চন্দ্রের অনেক অংশ এই সকল গহ্বর দ্বারা এরূপ সমাচ্ছন্ন যে, ঐ অংশ অবিকল মধুচক্রবৎ প্রতীয়মান হয়। এইরূপ গুহা সকলের মধ্যে টাইকো (Tycho) একটী প্রধান। চিত্রে চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগে যে উজ্জ্বল স্থান হইতে

আলোকময়ী রেখা সকল বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে গিয়াছে, উহাই টাইকো গুহা। টাইকোর দৃশ্য অতি বিস্ময়কর। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ৫৩ মাইল পরিমিত স্থানের চৌদিকে উচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর। কটাহাকার মধ্যভাগ সূর্য্যকিরণে অত্যাশ্চর্য্যরূপে উদ্ভাসিত। কেন্দ্রাভিমুখে ভূমি পুনরায় উচ্চ হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ সাধারণ পর্ব্বতের ন্যায় নহে। ইহা এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায়। এই শৃঙ্গে উপনীত হইলেই অদ্ভুত হৃৎকম্পকারী দৃশ্য উপস্থিত হয়। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অপরদিক্ আবার ক্রমনিম্ন না হইয়া একবারে সপ্তদশ সহস্র ফিট গভীর! এই গভীর কূপের বিস্তার প্রায় ৫৫ মাইল, চতুর্দ্দিকে আকাশস্পর্শী অলঙ্ঘ্য প্রাচীর বিরাজমান। বাহির হইবার কোনরূপ পথ মাত্র নাই।

কেবল টাইকো গুহাই যে এইরূপ গভীর তাহা নহে, চন্দ্রের মেরুদেশে এমন অনেক গহ্বর আছে যে তাহাদের অভ্যন্তরে কোন কালেই সূর্য্যালোক প্রবেশ করে নাই। টাইকো হইতে যে আলোকময় রেখা সকল বহির্গত হইয়াছে, তাহার কোন কোনটা প্রায় ১৭০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরও অনেক গুহা হইতে টাইকোর ন্যায় আলোক রেখা বাহির হইয়াছে দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, উহারা গুহার চতুর্দ্দিকস্থ বিদীর্ণ স্থান। কাহার কাহার মতে সে সমস্তই কঠিনীভূত ধাতুময় স্রোত। ঐ সকল ধাতুস্রোত অদ্যাপি উজ্জ্বল ভাবেই আছে। কারণ পৃথিবীর পর্ব্বতাদি যেমন সর্ব্বদাই জলবায়ু কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইতেছে, চন্দ্রে জলবায়ু না থাকায় একগাছি তৃণও জন্মে নাই এবং পর্ব্বতাদির বা ঐ ধাতুস্রোতের কিছুমাত্র মালিন্য সাধিত হয় নাই।

চন্দ্রদ্বারা পৃথিবীস্থ বায়ু ও জলরাশির গতি অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়। চন্দ্রের আকর্ষণেই প্রধানতঃ জোয়ার ভাটা হয়। পূর্ণিমা ও অমাবাস্যায় দিবস বায়ু প্রায় পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। শরৎ ও বসন্তকালে সূর্য্যের ক্রান্তিতে অবস্থিতি সময়ে বায়ুর গতি প্রধানতঃ চন্দ্র কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে।

নাবিক ও ভৌগোলিকগণ চন্দ্র দেখিয়া কোন স্থানের অক্ষান্তর নিরূপণ করিতে পারেন।

চন্দ্রের তিথি অনুসারে অনেক রোগের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে ইংরাজদিগের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে উন্মত্ততা (Lunacy)-ব্যাধি চন্দ্রের শক্তিতে উৎপন্ন হয়। আমাদিগের শাস্ত্রেও তিথিবিশেষে খাদ্যবিশেষের ভক্ষণ নিষিদ্ধ আছে। শাস্ত্রকারেরা রাশিচক্রেও অপরাপর রাশির সহিত অবস্থানভেদে চন্দ্রের স্থিতি দেখিয়া জন্মবিবাহাদি বিষয়ের শুভাশুভ ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণ চন্দ্রপূজা করিত এবং তিথিভেদে কাষ্ঠচ্ছেদন, শস্যবপনাদি কার্য্য শুভ ও অশুভ ফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করিত। স্কটলণ্ড, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশেও ঐরূপ বিশ্বাস ছিল।

এংলো সাক্সন ও জর্ম্মণ ভাষায় চন্দ্র পুরুষ ও সূর্য্য স্ত্রী। ইংরাজী, রোমক ও গ্রীকভাষায় চন্দ্র স্ত্রী ও সূর্য্য পুরুষ।

(ত্রি) ২ আহ্লাদজনক। (ত্রিকাণ্ড°) (পুং) ৩ কর্পূর। ৪ স্বর্ণ। ৫ জল। ৬ কাম্পিল্য। (মেদিনী) ৭ দ্বীপবিশেষ। (শব্দমালা) ৮ নাদবিন্দু। (ত্রি) ৯ কমনীয়। (পুং) ১০ ময়ূরপুচ্ছ, মেচক। (হেম) ১১ শোণ মুক্তাফল। (ব্যাড়ি) ১২ হীরক। ১৩ মৃগশিরা নক্ষত্র। ১৪ এক সংখ্যা। ১৫ চন্দ্রগুপ্ত। "ক্রূরগ্রহঃ স কেতুশ্চন্দ্রঃ সম্পূর্ণমণ্ডলমিদানীম্।" (মুদ্রারা° ১অঃ)

১৬ বদাউনের পালবংশীয় রাজগণের আদিপুরুষ।

১৭ নেপালস্থ একটী গিরি।

চন্দ্র, এই নামে কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে—১ বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইনি কাশ্মীরবাসী ছিলেন। (Bühler's Kashmir Report, p. 72.) [চন্দ্রগোমিন্ দেখ।]

২ প্রাকৃতভাষান্তরবিধান-রচয়িতা।

৩ অষ্টাঙ্গহৃদয়ের একজন টীকাকার।

চন্দ্র, পঞ্জাবপ্রদেশস্থ চন্দ্রভাগা নদীর একটী প্রধান উপনদ। উহা লাহল প্রদেশে বারালাচা গিরিবর্ত্মের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে এক প্রকাণ্ড তুষারক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থানের এক মাইল মাত্র দূরে ইহার গভীরতা এত অধিক যে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না। দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে প্রায় ৫৫ মাইল পরে বক্রিমগমনে মধ্য হিমালয়ের পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে ১১৫ মাইল গমনের পর দ্রাঘি° ৭৭° ১´ পূঃ, অক্ষা° ৩২° ৩৩´ উঃ, তান্দীর নিকট ভাগানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে ৭৫ মাইল পর্য্যন্ত নদীর উভয়তীর পর্ব্বতাকীর্ণ, মনুষ্যের বাসমাত্র বর্জ্জিত, কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে কয়েকমাস ছাগ মেষ প্রভৃতির চারণ ভূমি হয়। পালমোগিরিসঙ্কটের নিকট আসিয়া ঐ নদী প্রায় ½ মাইল দীর্ঘ এক হ্রদাকার ধারণ করিয়াছে। রোহতঙ্গ গিরিসঙ্কটের মূলদেশ হইতে প্রথম মনুষ্যাবাস দৃষ্ট হয়। তৎপরে চন্দ্রনদী শস্যক্ষেত্র ও লোকালয়শোভিত অপেক্ষাকৃত প্রস্তরময় প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণতীরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতদেশ লম্বভাবে নদীর উভয়পার্শ্বে ঝুলিয়া আছে। কোণ্ডলার নিকট এইরূপ একখণ্ড প্রস্তর

নদীবক্ষ হইতে লম্বভাবে মাথার উপর ১১০০০ ফিট উচ্চ। তান্দীর নিকট ভাগার সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্র নদী চন্দ্রভাগা নাম ধারণ করিয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে তান্দী পর্য্যন্ত চন্দ্র নদী প্রতিমাইল প্রায় ৬৫ ফিট্ করিয়া নিম্নগামী হইয়াছে।

চন্দ্র, অযোধ্যাপ্রদেশের সীতারামপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার পশ্চিম সীমা গোমতী নদী, পূর্ব্ব সীমা কঠনা নদী, দক্ষিণসীমা এই উভয় নদীর সঙ্গম মুধুয়ামান এবং উত্তরসীমা খেরী জেলা। এই পরগণা যথাক্রমে বৈ, আহীর, সৈয়দ ও গৌড়দিগের অধিকারে আইসে। শেষোক্ত অধিকারীগণের আদিপুরুষ কিরিমল্ল প্রায় ২০০ শতবৎসর পূর্ব্বে এইস্থান অধিকার করেন। এখানকার সর্ব্বসমেত ১৫০ খানি গ্রামের মধ্যে কিরিমল্লের বংশধরগণ অদ্যাপি ১৩০টীর অধিকারী আছেন। ইহার পরিমাণ ১২৯ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ৯১½ বর্গ মাইলে শস্য উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ইহার ভূমি অনুর্ব্বর।

চন্দ্রক (পুং) চন্দ্রইব কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১ বর্হনেত্র, ময়ূরপুচ্ছের চাঁদ।

"চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্।" (গীতগো°)

২ নখ। (শব্দচ°) ৩ একপ্রকার মৎস্য, চাঁদামাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চলৎপূর্ণিমা, চন্দ্রচঞ্চলা, চন্দ্রিকা। বৈদ্যক মতে এই মাছের গুণ অনভিষ্যন্দি, মধুর ও বলবর্দ্ধক। (রাজনি°)

"যাং চন্দ্রকৈর্মদজলস্য মহানদীনাং।" (মাঘ ৫।৪০)

স্বার্থে কন্। ৪ চন্দ্র। [চন্দ্র দেখ] ৫ চন্দ্রমণ্ডল।

৬ (স্ত্রী) শিগ্রুবীজ। ৭ শ্বেত মরিচ। (রাজনি°)

চন্দ্রক, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় ইহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, যে ইনি তুঞ্জীনের রাজত্বকালে নাটক রচনা করিতেন। (রাজতরঙ্গিণী ২।১৬)

২ গোমতীর উত্তরপারে অবস্থিত স্বর্গভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতে এখানকার লোকেরা সূর্য্যদেবের কোপে কুষ্ঠ ও চক্ষুরোগাক্রান্ত হইবে। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৬।২০৫-২০৭)

চন্দ্রকলা (স্ত্রী) চন্দ্রস্য কলা ৬তৎ। ১ চন্দ্রের ষোড়শভাগের একভাগ। [কলা দেখ] কামশাস্ত্র মতে এই সকল কলা তিথিভেদে স্ত্রীলোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন শরীরাবয়বে অবস্থিতি করে। তাহাদের নাম যথা—

পূষা, যশা, সুমনসা, রতি, প্রাপ্তি, ধৃতি, ঋদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, অঙ্গিরা, শশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি ও অমৃতা চন্দ্রের এই ষোলটী কলা। (কামশাস্ত্র)

রুদ্রযামল মতে—অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা, অপূর্ণা, অমৃতা ও কামদায়িনী চন্দ্রের এই কলাগুলিকে কলাবতী দীক্ষার অগ্রে পূজা করিতে হয়। (রুদ্রযামল)

চন্দ্রকবৎ (পুং স্ত্রী) চন্দ্রকোঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। ময়ূর। "প্রাচুক্রুবৎ সপদি চন্দ্রকবান্ ক্রমাগ্রাৎ।" (মাঘ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

চন্দ্রকবি, পশ্চিমাঞ্চলবাসী একজন বিখ্যাত রাজপুত কবি। ইনি চাঁদবরদাই নামে প্রসিদ্ধ। ইনি রণস্তম্ভগড়ের চৌহানবংশীয় প্রাচীন কবি বিশলদেবের বংশসম্ভূত *। কিন্তু তাঁহার বংশধর সুরদাস কবির বর্ণনায় জানা যায়, ইনি জগাৎবংশীয় ছিলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের দরবারে আসিয়া ইনি মন্ত্রীপদ এবং "কবীশ্বর" উপাধি পাইয়া রাজকবিরূপে মনোনীত হন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রতিভা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহার বিরচিত প্রধান কাব্যের নাম "পৃথ্বীরাজ রায়সা"। এই গ্রন্থে কবি তাঁহার প্রতিপালকের জীবনী ও তৎসাময়িক ঘটনাবলী নিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে ৬৯ প্রস্তাব ও ১০০০০০ শ্লোক লক্ষিত হয়। মহারাজ পৃথ্বীরাজ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কাগ্গার নদীর কূলে সাহাবুউদ্দীন্ ঘোরির সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং মুসলমানেরা তাঁহাকে বন্দী ও অন্ধ করিয়া গজনীতে লইয়া যান। চাঁদ কবি তথায় পৃথ্বীরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কথিত আছে প্রথমে চাঁদকবি কিছুতেই পৃথ্বীরাজের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন নাই, অবশেষে তাঁহার মধুর গানে কারারক্ষক মোহিত হইয়া তাঁহাকে অন্ধ পৃথ্বীরাজের সহিত দেখা করিতে দেয়। এখানে চাঁদ কোন ক্রমে ঘোররাজকে বিনাশ করিয়া নিজ প্রতিপালকের সহিত আত্মহত্যা করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিবাররাজ অমরসিংহ চাঁদপ্রণীত কবিতাগুলি সংগ্রহ করেন।

পৃথীরাজরাসা পূর্ব্বে রাজপুতানার ভাটদিগের মুখে মুখে ছিল, সেই সময়ে ভাটেরা এই মহাগ্রন্থে অনেক অপ্রাচীন ও অনৈতিহাসিক কথা ঢুকাইয়াছেন এবং নিজেদের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে ভাষারও পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অমরসিংহ সেই অবস্থায় পৃথীরাজরাসা সংগ্রহ করেন। এই সকল অনৈতিহাসিক ও অপ্রাচীন কথা দৃষ্টে মেবারের বর্ত্তমান রাজকবি শ্যামলদাস পৃথীরাজরাসাকে চাঁদকবিরচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে কোন

* Todd's Rājasthan, II. 447.

একজন সুচতুর কবি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে চাঁদকবির নাম দিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করেন। চাঁদকবির নাম শুনিয়া রাজস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাটগণ তদনুসারে রাজপুতরাজবংশাবলী কল্পনা করেন, তাই রাজপুতানার নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলাফলক ও তাম্রশাসন-বর্ণিত-বংশাবলী ও রাজ্যকালের সহিত ভাটদিগের গ্রন্থের ঐক্য নাই। সেই জন্য মহাত্মা টডসাহেবের রাজস্থানের ইতিবৃত্ত ভ্রমশূন্য হয় নাই†। শ্যামলদাসের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কাশীস্থ একজন পণ্ডিত রাজকবির প্রতিবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, যে বিভিন্ন সময়ে রাজস্থানের ভাটদিগের দ্বারা উক্ত মহাগ্রন্থে অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত হইলেও উক্ত মূলগ্রন্থ প্রকৃত চাঁদবর্দাই রচনা করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের বর্ণনা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়‡। [সুরদাস ও শারঙ্গধর দেখ।] উক্ত পৃথীরাজরাসা ব্যতীত চাঁদকবি কনোজরাজ জয়চাঁদের নামে "জয়চন্দ্রপ্রকাশ" রচনা করেন। চাঁদবর্দাইএর কবিতা অতি মনোহর ও হৃদয়-উত্তেজক। এমন বীররসপ্রধান কবিতা ভারতে বোধ হয় আর নাই। যিনি অতি ভীরু, তাঁহারও হৃদয় চাঁদের কবিতা শুনিয়া বীরমদে নাচিয়া উঠে। যুরোপীয় পণ্ডিতগণ চাঁদকে রাজপুত হোমার বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

মহাত্মা টড পৃথিরাজরাসার প্রায় ত্রিশহাজার কবিতা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পর কিয়দংশমাত্র রবার্ট লেঞ্জ কর্ত্তৃক ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রুষভাষায় ও তৎপরে এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক কতক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

রাজপুতানার প্রচলিত সকল ভাষা, এ ছাড়া অপভ্রংশ শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষা জানা না থাকিলে চাঁদকবির সকল কবিতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

২ অপর একজন কবি। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইনি রাজগড়ের নবাব সুলতান পাঠানের ভ্রাতা ভূপালরাজ বন্ধনবাবুর সভায় কবি ছিলেন। ইনি সুলতানের আদেশে বিহারীলাল চৌবে প্রণীত "শতসৈ" গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

চন্দ্রকাটুকি (পুং) প্রবর ঋষিভেদ।

চন্দ্রকান্ত (পুং) চন্দ্রঃ কান্তঃ প্রিয়োঽস্য। ১ কৈরব। ২ মণিবিশেষ। ইহার পর্য্যায়—চন্দ্রমণি, চান্দ্র, চন্দ্রোপল, ইন্দুকান্ত, চন্দ্রাশ্ম, সংপ্রবোপল, সিতাশ্ম, চন্দ্রদ্রাব, শশিকান্ত। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, শিশির, শিবপ্রীতিকর, স্বচ্ছ, অস্র, দাহ ও অলক্ষ্মীনাশক। ইহা হইতে উদ্ভব জলের গুণ—বিমল, লঘু, কফ, পিত্ত, মূর্চ্ছা, অস্র, দাহ, কাস ও মদাত্যয়-রোগনাশক। (রাজনি°)

ভোজরাজের মতে পূর্ণিমার চন্দ্রের সংস্পর্শে যে অমৃত ক্ষরণ হয়, তাহাকেই চন্দ্রকান্ত বলে। ইহা কলিযুগে দুর্লভ।

"পূর্ণেন্দুকরসংস্পর্শাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্লভং তৎকলৌ যুগে॥" (যুক্তিকল্পতরু)

৩ কামরূপের একজন রাজা। [কামরূপ শব্দ ৫৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।]
(ক্লী) ৩ শ্রীখণ্ডচন্দন। ৪ লক্ষ্মণাত্মজ চন্দ্রকেতুর রাজধানী।

চন্দ্রকান্তা (স্ত্রী) চন্দ্রঃ কান্তঃ প্রিয়ো যস্যাঃ। ১ রাত্রি। ২ চন্দ্রপত্নী। ৩ পঞ্চদশাক্ষরপাদযুক্ত ছন্দোবিশেষ। ইহার ১।৩।৪।৭।৬।৮।৯।১২।১৪।১৫ বর্ণগুরু।

"চন্দ্রকান্তাভিধা রৌ তৌ বিরামঃ স্বরাষ্টৌ।" (বৃত্তরত্না° টী°)

চন্দ্রকান্তি (ক্লী) চন্দ্রস্যেব কান্তির্যস্য শুভ্রত্বাৎ। ১ রৌপ্য, রূপা। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য ক্রোধে নেত্রপাত করিলে তাঁহার দক্ষিণ নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তাহাতে তেজোময় রুদ্রের উৎপত্তি এবং বাম চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, তাহা হইতে রৌপ্যের উৎপত্তি। [রৌপ্য দেখ।]
২ চন্দ্রের দীপ্তি।

চন্দ্রকাম, কোন রমণী কর্ত্তৃক বশীকরণসাধন ঔষধ বা মন্ত্রাদি প্রয়োগ দ্বারা বিমোহিত পুরুষের মানসিক পীড়া। (ইন্দ্রজাল।) আরবী ভাষায় ইহার নাম সিনা।

চন্দ্রকামাশ্রিত (ত্রি) ইন্দ্রজাল মতে চন্দ্রকামরোগাশ্রিত ব্যক্তি।

চন্দ্রকালানল (ক্লী) চক্রবিশেষ। (সময়ামৃত)

চন্দ্রকিত (ত্রি) চন্দ্রকো জাতোঽস্য তারিকাদিভ্য ইতচ্। জাতচন্দ্র।

চন্দ্রকিন্ (পুং) চন্দ্রকোঽস্ত্যস্য ইনি। ময়ূর। (ত্রিকাণ্ড)

চন্দ্রকীর্ত্তি (পুং) বুদ্ধপালিতমতাবলম্বী একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

চন্দ্রকীর্ত্তিসূরি, জৈনাচার্য্য হর্ষকীর্ত্তির গুরু। ইনি রত্নশেখরের ছন্দঃকোশের টীকা ও সারস্বতপ্রক্রিয়ার কীর্ত্তিবুদ্ধিবিলাসিনী নামে টীকা রচনা করেন। হর্ষকীর্ত্তি সলিম শাহের সময়ে (১৫৪৫—৫৩ খৃঃ অঃ) বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁহার কিছু পূর্ব্বতন।

চন্দ্রকুণ্ড (পুং ক্লী) কামরূপস্থ এক পবিত্র কুণ্ড। [চন্দ্রকূট দেখ।]

চন্দ্রকুল (ক্লী) নগরবিশেষ। (শুকসপ্ততি ৩৮।৯)

† Journal Asiatic Society Bengal, 1886, pt. I. p. 5 &c. "On the antiquity, authenticity and genuineness of Chand Bardai's epic the Prithiraj Rasa," by *Kaviraj Syāmal Dās.*

‡ "The defence of Prithiraj Rāsā of Chanda Bardai"; by *Pandit Mohan Lal Visnu Lal Pandia* (Banaras Medical Hall Press, 1887.)

চন্দ্রকুল্যা (স্ত্রী) কাশ্মীরে প্রবাহিত একটী নদী।
(রাজতরঙ্গিণী ১।৩২৯)

চন্দ্রকূট (পুং) কামরূপস্থ একটী পাহাড়। কালিকাপুরাণের মতে চন্দ্র যখন কামাখ্যায় আসিবার জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার কিরণরাশি হইতে জল বাহির হয়। ইন্দ্র সেই জল লইয়া ব্রহ্মশিলার উপর নিজ নামে ও চন্দ্রের নামে একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। চন্দ্রকুণ্ডে স্নান করিয়া ইহার নিকটস্থ চন্দ্রকূটে উঠিয়া চন্দ্রমার পূজা করিলে পত্নীর কখন সন্তানবিচ্ছেদ হয় না। এখানে লোকপাল ইন্দ্রের পূজা করিলে মনুষ্য মহাফল প্রাপ্ত হয়। প্রতি অমাবস্যায় চন্দ্র তিন বার চন্দ্রকূট ও নন্দন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করেন। (কালিকাপু° ৭৯ অঃ)

চন্দ্রকূপ (পুং) কাশীস্থ চন্দ্রকৃত পবিত্র কূপভেদ।
"চন্দ্রকূপজলে স্নাত্বা জপ্রাহ নিয়মং ব্রতী।" (কাশীখ° ১০অঃ)

চন্দ্রকেতু (পুং) ১ লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র। ভরতের কথায় রাম ইহাকে উত্তরদিকস্থ চন্দ্রকান্ত দেশ প্রদান করেন।
"চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা।
চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা॥" (রামা° ৭।১০২ স°)

চন্দ্রকোণা, বাঙ্গালা প্রদেশে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী সহর ও থানা। অক্ষা° ২২° ৪৪´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৩৩´ ২০´´ পূঃ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়ে এই সহরে কোম্পানির একটী কুঠি ছিল এবং তৎকালে সেথানকার তন্তুবায়গণ সুন্দর সুন্দর বস্ত্রবয়ন করিয়া কোম্পানিকে বহু মূল্যে বিক্রয় করিত। কোম্পানি এই সকল মূল্যবান্ বস্ত্রাদি নানাদেশে চালান দিতেন। কোম্পানির কুঠি উঠিয়া গেলে তন্তুবায়গণ খরিদার অভাবে বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। আজও এই সহরের অনেক তন্তুবায় অতি সুন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করে। চন্দ্রকোণার কাপড় আজও সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ১৮৭১ সালের লোকসংখ্যায় ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ১১৩০৯, তন্মধ্যে হিন্দু ১০৮৮২, মুসলমান ৪১৭। দেশাবলী নামক সংস্কৃত ভূগোলে লিখিত আছে, এই স্থান ব্রাহ্মণভূমির উত্তর সীমা।

চন্দ্রক্ষয় (পুং) অমাবস্যা। (মেদিনী)

চন্দ্রক্ষেত্র, তাপীনদীতীরস্থ একটী পবিত্র স্থান।
(তাপীখণ্ড ৫৫।১ অঃ)

চন্দ্রগর্ভ (পুং) একখানি বৌদ্ধসূত্র গ্রন্থ।

চন্দ্রগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আর্কট জেলার উত্তরভাগে অবস্থিত একটী তালুক। এই তালুক কদপা (কড়পা) নগরের সন্নিহিত। পরিমাণফল ৫৮৪ বর্গমাইল। ইহাতে দুইটী সহর আছে, তন্মধ্যে চন্দ্রগিরি একটী। ১৩৫টী গ্রাম ইহার অন্তর্গত। ইহার উত্তরভাগে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত বিস্তৃত, দক্ষিণভাগের অধিকাংশ কর্ব্বেতনগর-পাহাড় দ্বারা পরিব্যাপ্ত। বস্তুতঃ ঐ তালুকের কতক অংশ পর্ব্বত, কতক অংশ প্রস্তরময় ও অবশিষ্ট অংশ গিরিবাহিনী নদী কর্ত্তৃক আনীত পলিবিশিষ্ট উপত্যকা ভূমি। এই তালুক উত্তর আর্কটের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বর। জলাশয় সকল অতি উচ্চে অবস্থিত এবং সন্নিহিত জঙ্গল হইতে যথেষ্ট গলিত পত্রের সার পাওয়া যায়। চন্দ্রগিরির তৈলঙ্গ কৃষকগণ কঠিন পরিশ্রমী এবং কৃষিকার্য্য করিতে ভালবাসে। সম্ভবতঃ ইহারাই জেলার মধ্যে উৎকৃষ্ট কৃষক। প্রায় ৩০০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি অরণ্যময়। সম্প্রতি এই সকল অরণ্য রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

২ পূর্ব্বোক্ত তালুকের একটী নগর। ত্রিপতি ষ্টেসনের প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণে সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণে তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ৩৫´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২১´ ৩০´´ পূঃ। এই নগরে তালুকের সরকারী আফিস, জেল ও ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

ইতিহাসে চন্দ্রগিরি অতি বিখ্যাত। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে তালিকোটে পরাজিত হইয়া বিজয়নগরের রাজগণ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই নগরের দুর্গ প্রায় ১৫১০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে উহা গোলকুণ্ডার সর্দ্দারের করগত হয় এবং প্রায় একশত বৎসর পরে আর্কটের নবাব উহা অধিকার করেন।

১৭৫৮ খৃঃ অব্দে নবাব আবদুল বাহাব খাঁ ঐ দুর্গের অধিপতি ছিলেন এবং সেই গর্ব্বেই পবিত্র ত্রিপতিনগরের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে হায়দর আলী ঐ দুর্গ জয় করেন এবং ১৭৯২ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা মহিসুরের অধীন থাকে। চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশ হইতে প্রায় ৬০০ ফিট্ উচ্চ একখণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তরের পর্ব্বতের উপর ঐ দুর্গ নির্ম্মিত। ইহার অবস্থান ও গঠন এরূপ বলিয়াই পূর্ব্বকালে অজেয় বলিয়া গণ্য ছিল। এই নগরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ প্রদান করিবার সর্ব্বপ্রথম সন্ধিপত্র লিখিত হয়। বর্ত্তমান চন্দ্রগিরি নগর দুর্গের পূর্ব্বে অবস্থিত, প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষের উপর এক্ষণে শস্যক্ষেত্র হইয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি উর্ব্বরা। স্থানে স্থানে মন্দির পুষ্করিণী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত দক্ষিণ কাণাড়া জেলার একটী নদী। সেখানকার লোকে ইহাকে পুইস্বিনি নদী বলে। ইহা সম্পাজির নিকট পশ্চিমঘাট পর্ব্বত (অক্ষা° ১২° ২৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪০´ পূঃ,) হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে ৬৫ মাইল গমনের পর কাসরগোড়ের দুই মাইল দক্ষিণে (অক্ষা° ১২° ২৯´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ১´ ৬´´ পূঃ) সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। বন্যার সময় পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত হইতে বৃহৎ বৃহৎ কড়ি কাঠ কাটিয়া নদীস্রোতে আনীত হয়। কিন্তু অন্য সময়ে নদীমুখ হইতে ১৫ মাইলের অধিক দূরে নৌকাদি যাইতে পারে না। নদীর বাম তীরে একটী দুর্গ স্থাপিত আছে।

চন্দ্রগিরি মলয়ালম্ ও তুলুব প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী এবং তদ্দেশীয় জনপ্রবাদ অনুসারে নায়ার রমণীগণের এই পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে নাই।

চন্দ্রগুণ, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে কর্ণফুলী নদীতীরে অবস্থিত একটী গ্রাম ও থানা। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে জেলার সমস্ত বিচারালয়াদি ছিল, পরে উহা রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই গ্রামে কড়ি কাঠ ও অন্যান্য পার্ব্বত্য দ্রব্যজাত, তণ্ডুল, লবণ, মসলা, গোমেষাদি ও তামাক প্রভৃতির বাণিজ্য হয়।

চন্দ্রগুত্তি, মহিসুরের শিমোগ জেলায় স্থিত পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গ, ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮৩৬ ফিট উচ্চ। অক্ষা° ১৪° ২৭´ ৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৮´ ২৫´´ পূঃ। পূর্ব্বকালে এখানে বংশপরম্পরায় অনেক প্রাদেশিক সর্দ্দারের গড় ছিল। ইহার সর্ব্বোচ্চস্থানে পরশুরামের মাতা রেণুকার একটী মন্দির আছে।

চন্দ্রগুপ্ত, ভারতের একজন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্। বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, স্কন্দ ও ভাগবতপুরাণ মতে নন্দবংশের অবসানে কৌটিল্য (চাণক্য) নামক একজন ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এ ছাড়া পুরাণে চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার লিখিয়াছেন—

"চন্দ্রগুপ্তং নন্দস্যৈব পত্ন্যান্তরস্য মুরাসংজ্ঞস্য পুত্রং মৌর্য্যাণাং প্রথমম্।"

চন্দ্রগুপ্ত নন্দের মুরানামক এক পত্নীরই পুত্র, মৌর্য্যরাজগণের মধ্যে ইনিই প্রথম।

কিন্তু মুদ্রারাক্ষসের "মৌর্য্যেন্দু" ও "মন্যে স্থিরাং মৌর্য্যকুলস্য লক্ষ্মীং" (মু° রা° ২ অঃ) ইত্যাদি বচনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ছিলেন এই মাত্র জানা যায়। আবার উক্ত নাটকের ৪র্থ অঙ্কে "মৌর্য্যোঽসৌ স্বামিপুত্রঃ পরিচরণপরোমিত্রপুত্রস্তবাহং" মলয়কেতুর এই বচন দ্বারা চন্দ্রগুপ্তকে নন্দপুত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কর্ণেল মেকেঞ্জি সাহেব (১) দক্ষিণদেশের একজন পণ্ডিতের নিকট হইতে তৈলঙ্গ অক্ষরে লিখিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন, তাহাতে লিখিত আছে—

কলিযুগের প্রারম্ভে নন্দনামে রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তন্মধ্যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি একজন, তিনি একজন মহাবীর এবং রাক্ষস প্রভৃতি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই নন্দরাজের মুরা ও সুনন্দা নামে দুইটী মহিষী ছিল। এক সময়ে রাজা উভয় রাণীকে সঙ্গে লইয়া এক সিদ্ধপুরুষের আশ্রমে উপস্থিত হন ও ভক্তিভাবে সেই সিদ্ধের পাদ ধৌত করিয়া সেই জল উভয় রাণীর মাথায় ছিটাইয়া দেন। সুনন্দার মাথা হইতে ৯ ফোঁটা ও মুরার মাথা হইতে ১ ফোঁটা জল পড়ে। ১ ফোঁটা জল পড়িতে না পড়িতে মুরা অতি ভক্তিভাবে তাহা গ্রহণ করেন, তাহাতে সিদ্ধপুরুষ মুরার প্রতি অতিশয় প্রীত হন। যথাকালে মুরা একটী রূপবান্ সন্তান প্রসব করেন। তাহার নাম হইল মৌর্য্য। কিন্তু সুনন্দা কোন সন্তান প্রসব না করিয়া একতাল মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন। রাজমন্ত্রী রাক্ষস তাহা নয়খণ্ডে ভাগ করিয়া তৈলকুপীর মধ্যে রাখিয়া দেন। রাক্ষসের যত্নে সেই নয় খণ্ড হইতে ক্রমে ৯টী শিশু সন্তান জন্মে এবং পিতৃপুরুষগণের নামানুসারে তাহারাই নব নন্দ নামে খ্যাত হয়। রাজা সর্ব্বার্থসিদ্ধি যথাকালে নয়পুত্রকে রাজ্য ও মৌর্য্যকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়া রাজপদ পরিত্যাগ করেন। মৌর্য্যের একশত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ। মৌর্য্যপুত্রগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে নবনন্দকে অতিক্রম করিলেন, তাহাতে মৌর্য্যের উপর নন্দগণের বড়ই আক্রোশ হইল। তাঁহারা একদিন মৌর্য্য ও তাঁহার পুত্রগণকে এক গুপ্তগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া সপুত্র পিতাকে বিনাশ করিলেন।

ঘটনাক্রমে সেই সময়ে সিংহলরাজ একটী মোমের সিংহ পিঞ্জরে করিয়া পাঠান ও এই ভাবে পত্র দেন, "যদি আপনার কোন অমাত্য পিঞ্জর না খুলিয়া সিংহকে ছুটাইতে পারেন, তবে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিব।" সিংহটী মোমে প্রস্তুত হইলেও জীবন্ত বলিয়া বোধ হইত। সুতরাং নন্দরাজগণ মহা মুস্কিলে পড়িলেন, খাঁচা না খুলিলে কিরূপেই বা সিংহ চলিবে, তাহা তাহাদের সামান্য বুদ্ধিতে

(১) See Wilson's Theatre of the Hindus, Vol. II. p. 114 &c., (Ed. 1835.)

আসিল না। তখনও চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ বহির্গত হয় নাই, তিনি কহিলেন, "যদি আমার প্রাণরক্ষা হয়, তবে আমি ঐ সিংহকে দৌড় করাইতে পারি।" নবনন্দ চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ রক্ষা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন চন্দ্রগুপ্ত একটী লৌহদণ্ড উত্তপ্ত করিয়া পিঞ্জরস্থ সিংহের গায়ে অর্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে মোম গলিয়া সিংহমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। তাহাতে নন্দগণ চন্দ্রগুপ্তকে অন্ধকার গহ্বর হইতে তুলিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা ও যথেষ্ট ধনদান করিলেন। এখন হইতে চন্দ্রগুপ্ত রাজার ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগুপ্তের আজানুলম্বিত বাহু, সৌম্যমূর্ত্তি, বীরভাব ও উদার প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ক্রমে এই জন্য চন্দ্রগুপ্তের উপর নন্দরাজগণের দারুণ ঈর্ষা জন্মিল। তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন চন্দ্রগুপ্ত দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণ পায়ে একটী কুশ বিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ক্রমাগতই কুশগাছ ছিঁড়িতেছেন। চন্দ্রগুপ্ত সেই ক্রোধনস্বভাব ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ব্রাহ্মণের নাম বিষ্ণুগুপ্ত। নীতিশাস্ত্রবিদ্ চণকের পুত্র বলিয়া ইঁহাকে লোকে চাণক্য বলিয়াও ডাকিত। ক্রমে চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের বেশ মিত্রতা জন্মিল। চন্দ্রগুপ্ত মিত্রের নিকট নন্দ হইতে তাঁহার দুরবস্থার বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। সেই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া চাণক্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত! আমি নিশ্চয়ই তোমাকে নন্দের সিংহাসন প্রদান করিব।"

একদিন চাণক্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নন্দের ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন ও প্রধান আসনে বসিয়া রহিলেন। নবনন্দ চাণক্যকে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তাঁহাকে সেই উচ্চাসন হইতে উঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রীগণ তাহাতে অনেক আপত্তি করেন। কিন্তু নন্দরাজগণ তাহা না শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চাণক্যকে টানিয়া তুলিয়া দিলেন। চাণক্য তখন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শিখা খুলিয়া এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, "যতদিন না নন্দবংশের উচ্ছেদ হইবে, ততদিন আমি আর এ শিখা বন্ধন করিব না।" এই বলিয়া চাণক্য তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। চন্দ্রগুপ্তও নগর ছাড়িয়া চাণক্যের নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন এবং নন্দবংশের উচ্ছেদের জন্য ম্লেচ্ছাধিপ পর্ব্বতেন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। কথা হইল, যদি যুদ্ধে জয় হয়, তবে পর্ব্বতেন্দ্র অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবেন। তদনুসারে ম্লেচ্ছাধীশ সসৈন্য আসিলেন। নন্দের সহিত যুদ্ধ চলিল। চাণক্যের কৌশলে একে একে সকল নন্দই নিহত হইলেন। রাজমন্ত্রী রাক্ষস তখন আর উপায় না দেখিয়া বৃদ্ধ সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে নগর হইতে গুপ্তভাবে বাহির করিয়া দিলেন। রাজধানী চন্দ্রগুপ্তের অধিকৃত হইল। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের জন্য ইন্দ্রজালবলে এক বিষময়ী কন্যা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। চাণক্য তাহা জানিতে পরিয়া পর্ব্বতরাজকে ঐ কন্যা অর্পণ করেন, তাহাতেই পর্ব্বতরাজের মৃত্যু হয়। পরে চাণক্য পর্ব্বতরাজের পুত্র মলয়কেতুকে পিতৃনির্দ্দিষ্ট অর্দ্ধরাজ্য দিবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু মলয়কেতু ভীত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করেন। তৎপরে চাণক্যের কৌশলে বনবাসী সর্ব্বার্থসিদ্ধি অচিরে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস তাহা শুনিয়া মলয়কেতুকে আহ্বান করিয়া ম্লেচ্ছসৈন্য সাহায্যে মৌর্য্যরাজকে আক্রমণ করেন। কিন্তু চাণক্যের কৌশলে রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের বন্দী হইলেন, শেষে চাণক্য তাঁহাকেই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্বপদ প্রদান করেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষরচিত বিনয়পিটকের সমন্তপাসাদিকা নাম্নী টীকায় ও মহানামস্থবির কৃত মহাবংশটীকায় চন্দ্রগুপ্ত (চন্দগুত্তো) (২) সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

তক্ষশিলাবাসী চাণক্য ধননন্দের নিকট নিতান্ত অপমানিত হইয়া রাজকুমার পর্ব্বতের সাহায্যে গুপ্তভাবে বিন্ধ্যারণ্যে পলাইয়া আসেন। এখানে তিনি নিজ ক্ষমতাপ্রভাবে একটী কার্ষাপণকে ৮টী করিয়া ক্রমে আট কোটী কার্ষাপণ সংগ্রহ করেন। এই বিপুল অর্থবলে তাঁহার অপর এক ব্যক্তিকে রাজা করিবার ইচ্ছা হইল। ঘটনাক্রমে মোরিয় (মৌর্য্য)-বংশোদ্ভব কুমার চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন।

চন্দ্রগুপ্তের মাতা মোরিয়নগরাধিপের (৩) পট্টমহিষী ছিলেন। একজন দুর্দ্দান্ত রাজা মোরিয়নগর অধিকার করিয়া মোরিয় (মৌর্য্য)-রাজকে বিনাশ করেন। সে সময়ে তাঁহার পট্টমহিষী গর্ভবতী ছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্যে বহুকষ্টে পলাইয়া পুষ্পপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। যথাকালে সেই রাণীর একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। তিনি নবজাত শিশুকে একটী মৃৎপাত্রে শোয়াইয়া দেবগণের উপর নির্ভর করিয়া একটা গোঁয়াড়ের দরজায় রাখিয়া

(২) বুদ্ধঘোষ ও মহানামের গ্রন্থ পালিভাষায় লিখিত, সুতরাং চন্দ্রগুপ্তাদির নামও এইরূপ পালিভাষায় আছে; কিন্তু সাধারণের বোধগম্যের জন্য নামগুলি সংস্কৃত আকারে লিখিত হইল।

(৩) বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে মোরিয়-নগর হিন্দুকুশ ও চিত্রলের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানক দেশের মধ্যে ছিল। [উদ্যানক শব্দ ও S. Beal's Records of the Western World, Vol. I. p. XVII. দ্রষ্টব্য।]

গেলেন। ঘোষরাজকে যেমন বৃষভ রক্ষা করিয়াছিল, সেইরূপ চন্দ্র নামে একটী বৃষভ সেই শিশুর নিকট থাকিত। সেই অবস্থায় একজন রাখাল দেখিতে পায়। শিশুর অনুপম-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার হৃদয়ে বাৎসল্যভাব জন্মে। তখন সে নিজ গৃহে শিশুকে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে থাকে। চন্দ্র নামক বৃষভ কর্তৃক গুপ্ত অর্থাৎ রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া শিশুর নাম হইল চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত কিছু বড় হইলে তাঁহার প্রতিপালকের বন্ধু এক ব্যাধ তাঁহাকে আদর করিয়া লইয়া গিয়া নিজ ঘরে রাখে। এই গ্রামে চন্দ্রগুপ্ত প্রতিদিন গোমেষাদি চরাইতেন। একদিন গ্রামস্থ অপর রাখালবালকদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে তাঁহার "রাজা রাজা" খেলা সাধ হইল। চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইলেন, অপর বালকেরা কেহ সামন্ত কেহ মন্ত্রী কেহ বা চোরডাকাত প্রভৃতি সাজিল। মনে মনে একটা বিচারালয় স্থির হইল। চন্দ্রগুপ্ত বিচারাসনে বসিলেন। অপরাধী জুটিল। বিচারকেরা বিচার করিয়া তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিচার শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের হাত পা কাটিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারীগণ অমনি বলিল, "দেব! কুঠার নাই, কিরূপে কাটিয়া দিব।" চন্দ্রগুপ্ত গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"চন্দ্রগুপ্তের আদেশ, তোমরা উহাদের হাত পা কাটিয়া দাও। ছাগের শৃঙ্গই তোমাদের কুঠার।" রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল, শৃঙ্গের আঘাতেই তাহাদের হাত পা দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। আবার হুকুম করিলেন, "হাত পা জুড়িয়া দাও।" তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ হাত পা জোড়া লাগিল।

চাণক্য এই অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বুঝিলেন চন্দ্রগুপ্ত সামান্য রাখাল বালক নহে। নিশ্চয়ই কোন রাজপুত্র। তখন চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে সঙ্গে করিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাধকে সহস্র কার্ষাপণ দিয়া কহিলেন, "আমি তোমার এই ছেলেটীকে সকল বিদ্যা শিখাইব, ইহাকে আমায় দাও।" অর্থের মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া ব্যাধ আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে আপন আশ্রমে আনিলেন। এখানে তিনি পশমের উপর স্বর্ণসূত্র গাঁথিয়া চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠে বেষ্টন করিয়া দিলেন। ঐ স্বর্ণসূত্রের মূল্য প্রায় লক্ষ মুদ্রা হইবে। চাণক্য কুমার পর্ব্বতকেও ঐরূপ স্বর্ণসূত্র পরাইয়াছিলেন। অতি অল্পদিন পরে তিনি পরিচয় পাইলেন যে চন্দ্রগুপ্ত মোরিয়-(মৌর্য্য) বংশীয় রাজকুমার।

একদিন ঐ তিন ব্যক্তি পরমান্ন আহার করিয়া এক নিভৃত নিকুঞ্জে গিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন। সকলেই নিদ্রিত। চাণক্যের অগ্রে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি পর্ব্বতকে তুলিলেন ও তাঁহার হাতে একখানি তীক্ষ্ণধার অসি দিয়া বলিলেন, "যাও চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠ হইতে সূত্রগাছি লইয়া আইস, ছিঁড়িয়া বা খুলিয়া আনিতে পারিবে না।" পর্ব্বত অসি হস্তে অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহার কার্য্যসিদ্ধ হইল না। এইরূপ পর দিন চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে নিদ্রিত পর্ব্বতের কণ্ঠদেশ হইতে সূত্রগাছি আনিতে বলিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আদেশপালনে অগ্রসর হইলেন, তিনি ভাবিলেন, ছিঁড়িবে না অথচ খুলিতে পারিব না, এরূপ হইলে সূত্র আনিবার উপায় কি? তবে দেখিতেছি পর্ব্বতের মস্তকচ্ছেদ ভিন্ন আর কোন পথ নাই। কি করেন চাণক্যের আদেশ পালন করা চাই। তিনি অসির আঘাতে পর্ব্বতের মুণ্ড কণ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সূত্রগাছি আনিয়া চাণক্যের পদে অর্পণ করিলেন। চাণক্য দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! যাহা হউক, তিনি চন্দ্রগুপ্তের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সকল বিদ্যা শিখাইলেন। এইরূপে ছয় সাতবর্ষ পরে চন্দ্রগুপ্ত একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন।

চন্দ্রগুপ্ত যৌবনরাজ্যে পদার্পণ করিলেন। এতদিন পরে চাণক্য আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ পাইলেন। তিনি আপন সঞ্চিত ধন বাহির করিয়া সেই অর্থবলে বহুসংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। চাণক্যের আদেশে চন্দ্রগুপ্ত সেই বিপুলবাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। এবার চাণক্য আপনার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল জনাকীর্ণ নগর ও গ্রাম আক্রমণ করিতে লাগিলেন। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের আক্রমণে উৎপীড়িত হইয়া নগরবাসীগণ একত্র হইল এবং তাহাদের সম্মিলিত আক্রমণে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন উভয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে পরামর্শ স্থির হইল যে "যখন যুদ্ধে কোন ফলাফল স্থির হইতেছে না, তখন ছদ্মবেশে জনসাধারণের অভিপ্রায় জানা উচিত।" অনন্তর উভয়ে ছদ্মবেশে নগরে নগরে ঘুরিয়া সাধারণের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

এক দিন উভয়ে একগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এখানে একজন রমণী তাহার পুত্রকে অপূপ খাওয়াইতে ছিলেন। সেই শিশু চারিধার না খাইয়া কেবল পিষ্টকের মধ্যস্থল খাইতেছিল, তাহা দেখিয়া রমণী পুত্রকে বলিল—"তোর কার্য্য ঠিক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের মত। পিঠার চারিপাশ আগে না

খাইয়া যেমন মাঝখান খাইতেছিস্, চন্দ্রগুপ্ত তেমনি রাজ্য-লোভের উচ্চ আশায় মত্ত হইয়া আগে সীমান্তস্থান জয় না করিয়া একবারে রাজ্যের মধ্যে আসিয়া নগরাদি আক্রমণ করিতেছে। এ তাঁহার মূর্খতা বটে!"

এবার চন্দ্রগুপ্ত আপনার দোষ বুঝিতে পারিলেন। আবার বহুতর সৈন্য সংগৃহীত হইল। এবার চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত উভয়ে প্রথমেই সীমান্ত প্রদেশ সকল আক্রমণ করিতে লাগিলেন (১)। অবশেষে তাঁহারা পাটলীপুত্র আক্রমণ করিয়া ধননন্দকে নিপাতিত করিলেন।

চাণক্য সহসা চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করেন নাই। অগ্রে একজন ধীবরকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া নন্দের গুপ্তকোষাগার অবগত হন। সেই সমস্ত গুপ্তধন সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে পুষ্পপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত জতিল্য মন্যতর্প (মনিয়তপ্পো) নামক তাঁহার এক পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তিকে ডাকিয়া তাঁহাকে রাজ্যের শান্তিবিধান করিতে অনুমতি করেন। রাজাদেশে জতিল্য রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন।

চাণক্য দেখিলেন যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহারই কৌশলে আজ সমুচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছেন, হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতে সেই চন্দ্রগুপ্ত কোন দুষ্টব্যক্তির বিষপ্রয়োগে নিহত হইতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি চন্দ্রগুপ্তকে অল্প অল্প করিয়া বিষপান অভ্যাস করাইলেন। সুতরাং কেহ যে বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রাণবিনাশ করিবেন, তাহাতেও আর কোন সন্দেহ রহিল না।

চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুলের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকেই পাটরাণী করিলেন। ঐ মাতুলই তাঁহার মাতার সহিত পুষ্পপুরে আসিয়াছিলেন।

যথাকালে রাজমহিষী গর্ভবতী হইলেন। একদিন চাণক্য যথারীতি চন্দ্রগুপ্তের খাদ্যাদি পাঠাইয়া দিয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আদর করিয়া যেমন রাণীর মুখে আহার তুলিয়া দিতে যাইবেন, চাণক্য দ্রুতবেগে আসিয়া রাজাকে নিবারণ করেন, কিন্তু একগ্রাস রাণীর মুখে গিয়াছে শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং রাণীর উদর বিদীর্ণ করিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণকে লইয়া ছাগের গর্ভে শেলাই করিয়া রাখেন। এইরূপে সাত দিন সাতটী ছাগের উদরে রাখিয়া তৎপরে সেই নবজাত শিশুকে ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করেন। সেই শিশুর গায়ে ছাগলের একবিন্দু রক্ত পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার নাম বিন্দুসার হইল। (মহাবংশটীকা) (২)।

মহাবংশ-টীকাকার শেষে লিখিয়াছেন যে হিন্দুগ্রন্থে নন্দরাজের পুনর্জীবন লাভের কথা আছে (৩), কিন্তু তাহা ঠিক নহে, চন্দ্রগুপ্তের মৃতদেহে দেবগর্ভ নামক যক্ষ কর্ত্তৃক পুনর্জীবন সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ তাহা জানিতে পারেন এবং বিন্দুসার নিজ অসির আঘাতে তাহাকে বিনাশ করিয়া মহাসমারোহে পিতার সমাধিক্রিয়া সমাধা করেন।

প্রসিদ্ধ জৈনপণ্ডিত পদ্মমন্দিরগণি-বিরচিত ঋষিমণ্ডল প্রকরণবৃত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দকে উচ্ছেদ করিয়া পাটলীপুত্র শাসন করিতেন। তাঁহার প্রাসাদে শত্রুগণের হননার্থ প্রত্যহ বিষ প্রস্তুত হইত। এক দিন চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার গর্ভবতী মহিষী দুর্ধরা ভ্রমক্রমে বিষাক্ত খাদ্য আহার করেন, চাণক্য তাহা দেখিয়া উভয়কেই নিবারণ করেন। কিন্তু তখন দুর্ধরা অনেকটা বিষ খাইয়া ফেলিয়াছে, তাঁহার আর জীবনের আশা নাই ভাবিয়া চাণক্য অবিলম্বে রাণীর উদর বিদীর্ণ করিয়া শিশুকে বাহির করেন। সে সময়ে শিশুর মাথায় এক বিন্দু রক্ত পড়িয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল বিন্দুসার। (ঋষিমণ্ডলপ্রকরণবৃত্তি)

পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ (৪) চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে অল্প বিস্তর লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের মতেই চন্দ্রগুপ্ত গাঙ্গ্যপ্রদেশ (Gandaridæ) ও প্রাচী (Prasii) দেশের রাজা ছিলেন।

জষ্টিনস্ লিখিয়াছেন, এই রাজা অতি নীচ বংশোদ্ভব। দৈববলেই তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি আলোকসান্দারের সহিত দেখা করেন। (৫) কিন্তু তাঁহার রুক্ষ কথায় আলেকসান্দার রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ-

(১) মুদ্রারাক্ষসে লিখিত আছে—এই যুদ্ধে পর্ব্বতেশ্বর, শক, যবন, কাম্বোজ ও পারসিক সৈন্য চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করিয়াছিল।

(২) টীকাকার লিখিয়াছেন চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে উত্তরবিহারের থেরো রচিত "অথকথা" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৩) বৃহৎকথা বা কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে নন্দের মৃতদেহে পুনর্জীবন-সঞ্চারের বিবরণ লিখিত আছে। [নন্দ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(৪) পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ডিওডোরস্ সিকিউলস্ (Xandrames), কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ (Aggramen), জষ্টিনস্ ও মেগেস্থিনিস্ (Sandrocottus or Sandrokoptos) এবং প্লুটার্ক (Andracottus) নামে চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) প্লুটার্কও লিখিয়াছেন যে, যখন চন্দ্রগুপ্তের সহিত আলেক-সান্দারের দেখা হয়, তখন চন্দ্র বালক মাত্র। তাঁহার নীচবংশে জন্ম বলিয়া আলেকসান্দার তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন।

দণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া গিয়া রক্ষা পান। নানাস্থান ঘুরিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়েন, একটা বৃহৎ সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াও পশুরাজ কোন অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়। তাহা দেখিয়া চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে অস্ফুট আশার সঞ্চার হইল। তিনি সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য অনেক দস্যুদল সংগ্রহ করিলেন তাহাদের সাহায্যে গ্রীকসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুনদ-প্রবাহিত প্রদেশ অধিকার করিলেন। (Justinus. XV. 4)

ডিওডোরস্ লিখিয়াছেন—আলেক্‌সান্দার ফিজিয়াসের মুখে শুনিয়াছিলেন যে সিন্ধুর পরপারে মরুভূমির মধ্য দিয়া ১২ দিনের পথ গমন করিলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার পরপারে চন্দ্রের (Xandrames) রাজ্য, তাঁহার বিশ-হাজার অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতি, দুই হাজার রথ ও চারি হাজার হস্তী আছে। এ কথা আলেক্‌সান্দারের বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু পুরুকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। পুরুরাজ আরও বলেন যে গাঙ্গ্যপ্রদেশের সেই রাজা অতি নীচ বংশোদ্ভব নাপিতের পুত্র। নাপিত অতি সুপুরুষ ছিল, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাণী তাহার সহবাস করে। সেই দুষ্টা রাজাকে মারিয়া ফেলে। তাই এক্ষণে তাহার পুত্র রাজা হইয়াছে। (Diodorus Siculus)

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ও ডিওডোরাসের মত চন্দ্রগুপ্তের বিপুল সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে প্রজাগণ সকলেই এই রাজাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে।

আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো, আপিয়ানস্ প্রভৃতি অনেক গ্রীক গ্রন্থকারই চন্দ্রগুপ্তের সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

ডিওডোরাসের বর্ণনায় জানা যায়, গ্রীকসেনানায়ক ফিলিপের হত্যাকাণ্ডের পর আলেক্‌সান্দার ইউডিমস্ ও তক্ষশিলকে পঞ্জাব শাসনের ভারার্পণ করেন। কিন্তু ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্‌সান্দারের মৃত্যুর পর ইউডিমস্ নিজে রাজা হইবার আশায় তাঁহার সেনাপতি ইউমেনিসের দ্বারা পুরুরাজকে হত্যা করেন। (Diodorus—XIX. 5.)

কাহারও মতে চন্দ্রগুপ্ত পুরুরাজের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইউডিমস্ সেনাপতি ইউমেনিসের সাহায্যার্থ ৩০০০ পদাতি, ৫০০০ অশ্বারোহী এবং প্রায় ১২০টী হস্তী লইয়া গবিনি-রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই অবকাশে চন্দ্রগুপ্ত জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারত হইতে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত ও পঞ্জাব অধিকার করেন। (Justinus—XV. 4.)

ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, ইহারই অনতিকাল পরে সেলিউকস্ নিকেটর পুনরায় গ্রীকরাজ্য স্থাপনের জন্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু তাহার সহিত চন্দ্রগুপ্ত মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হন। মেগেস্থিনিস্ লিখিয়াছেন, এই সময়ে সিলি-উকস্ চন্দ্রগুপ্তকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করেন। প্লুটার্ক লিখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত ৫০০ হস্তী উপঢৌকন দিয়া সিলি-উকসের সম্মান রক্ষা করেন। সিলিউকেসের আদেশে গ্রীকদূত মেগেস্থিনিস্ পাটলীপুত্র (Palembothra) নগরে চন্দ্রগুপ্তের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মেগেস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্ত ও তাহার রাজ্যের অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের স্কন্ধাবারেও চারিলক্ষ লোক উপস্থিত থাকিত। প্লুটার্ক একস্থানে লিখিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত ছয়লক্ষ সৈন্য লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। শ্রাবণবেল্‌গোলা হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম খোদিত শিলাফলকে লিখিত আছে যে চন্দ্রগুপ্ত শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সহিত উজ্জয়িনীতে গমন করেন।

কোন্ সময়ে চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এ সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। স্কন্দপুরাণে কুমারিকা-খণ্ডে লিখিত আছে—"ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিক শতত্রয়ে। ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্‌হনিষ্যতি॥" (৩৯ অঃ)

কলির ৩৩১০ বর্ষ হইলে নন্দের রাজ্য হয়, নন্দকে চাণক্য বিনাশ করিবেন। এখন কলির ৪৯৯৫ অব্দ, সুতরাং কুমারিকাখণ্ডের মতে (৪৯৯৫—৩৩১০=) ১৬৮৫ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ২০৯ খৃষ্টাব্দে নন্দের বিনাশ ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ হইয়া থাকিবে। পৌরাণিক বচনে হইলেও এ কথায় আদৌ নির্ভর করা যাইতে পারে না, কারণ গ্রীক ইতিহাস দ্বারা সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হইয়াছে যে ৩২৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ কুমারিকাখণ্ড বর্ণিত সময়ের প্রায় ৫৩২ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীর আলেক্‌সান্দারের মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে আলেকসান্দারের সময় চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার বয়স অল্প। এরূপ স্থলে ৩২৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দেরও পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের প্রথম রাজ্যাভিষেক হয়। উইলসন্, কোল-ব্রুক, টার্ণার, প্রিন্সেপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ চন্দ্র-গুপ্তের প্রকৃত সময় নিরূপণে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়া-ছেন, অবশেষে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিস্‌ডেভিড্ স্থির করেন যে চন্দ্রগুপ্ত প্রায় ৩২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজা হন (৬)। আমাদের বিবেচনায় চন্দ্রগুপ্ত ঐ সময়ের পূর্ব্বে রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তিনি রাজচক্রবর্ত্তীরূপে গণ্য হন।

(৬) Numismata Orientalia, (1877) p. 41—"On the Ancient coins and measure of Ceylon." By *T. W. Rhys Davids.*

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিন্দুসার রাজা হন। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে "নেপালীবৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিলে বিন্দুসারকে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বা মৌর্য্যবংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশের প্রথম ও শেষ রাজা" (৭)। কিন্তু যখন সকল প্রধান পুরাণে, দীপবংশ ও মহাবংশ প্রভৃতি প্রামাণিক বৌদ্ধগ্রন্থে বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্তের পুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই। [চাণক্য, বিন্দুসার প্রভৃতি শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্রগুপ্ত, ১ একজন মহাপ্রতাপশালী গুপ্তসম্রাট্ ও মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের পিতা। ইঁহার অপর নাম বিক্রম বা বিক্রমাদিত্য। ইনি লিচ্ছবিরাজদুহিতা কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মেহরৌলীর খোদিত শিলাফলকে চন্দ্র নামে একজন রাজার নাম পাওয়া যায়, কেহ কেহ তাঁহাকে মিহিরকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু ঐ লিপির অক্ষর ও সমুদ্রগুপ্তের সময়কার গুপ্তাক্ষরে পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায়, উহা চন্দ্রগুপ্তের সময়ের শিলালিপি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপরাপর গুপ্তসম্রাট্গণের শিলাফলকে "ভাগবত" নামে যেমন তাঁহাদের পরিচয় আছে, মেহরৌলীর লিপিতেও সেইরূপ "ভাগবত" আখ্যা দৃষ্ট হয়। এই ফলকে লিখিত আছে যে চন্দ্র বঙ্গ হইতে সিন্ধু বাহ্লিক পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদ জয় করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় ইনিই গুপ্তরাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সমস্ত উত্তর ভারত জয় করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন এবং নূতন (গুপ্ত) সম্বৎ প্রচলন করেন। গুপ্তসম্রাট্গণের ইতিহাসে ইনি ১ম চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত। [গুপ্তরাজবংশ শব্দ দেখ।]

২ অপর একজন গুপ্তসম্রাট্, ২য় চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত। ইনি মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের "পরিগৃহীত" পুত্র ও দত্তদেবীর গর্ভজাত। ইঁহার অপর নাম বিক্রম বা বিক্রমাঙ্ক, ও দেবরাজ। ইনি (নেপালরাজ ধ্রুবদেবের কন্যা) ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। দিগ্বিজয় উপলক্ষে উদয়গিরি প্রভৃতি
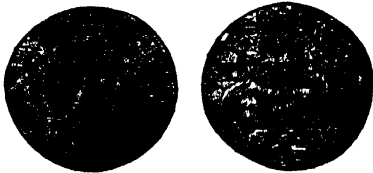
চন্দ্রগুপ্ত মুদ্রা।

ভারতের নানাস্থান দর্শন, অনেক কীর্ত্তিস্থাপন এবং অনেক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দান করেন। ইঁহার সময়কার খোদিত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে ইনি ৮১ হইতে ৯৪ গুপ্তসম্বৎ (৪০০ হইতে ৪১৩ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য ভোগ করেন। [গুপ্তরাজবংশ শব্দ দেখ।]

চন্দ্রগুপ্ত, অজমীরের একজন চৌহানরাজ, মাণিক্যরায়ের পৌত্র। প্রায় ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজ পৃথ্বীরাজ ইঁহারই বংশধর।

চন্দ্রগুপ্ত, একজন জালন্ধররাজপুত্র। মড়াগ্রামের বিখ্যাত লক্ষামন্দিরে প্রায় ৬০০ খৃঃ অব্দের প্রাচীন দুইখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের পত্নী ঈশ্বরা ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

চন্দ্রগৃহ (ক্লী) চন্দ্রস্য গৃহম্ ৬তৎ। কর্কটরাশি। চন্দ্রমন্দির প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চন্দ্রগোচর ফল (ক্লী) রাশিবিশেষে চন্দ্রের অবস্থিতি অনুসারে মানবগণের যে শুভাশুভ ঘটে, তাহাকেই চন্দ্রগোচর ফল বলা যায়। [গোচর দেখ।]

চন্দ্রগোপালপাল, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাস্থ প্রধান বিদূষক। ইনি গোপালভাঁড় বলিয়া খ্যাত। নবদ্বীপ নগরে কুম্ভকার কুলে ইঁহার জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন ইনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। ইনি অতিশয় সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং দিল্লী প্রদেশীয় সমাগত কেলোয়াৎদিগকে অতিশয় সমাদর করিতেন। ধ্রুপদ ও খেয়াল তাঁহার বড়ই প্রীতিকর ছিল এবং তিনি এতদ্দেশীয় সঙ্গীতের রাগ রাগিণী অতি আশ্চর্য্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। ইনি অট্টালিকা নির্ম্মাণের উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। রাজবাড়ীর মধ্যে পূজার দালান তাঁহার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হয়। কাশীধামস্থ পবিত্র জ্ঞানবাপী কূপে অবতরণ করিবার জন্য যাত্রীদিগের সুবিধাজনক মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণীও ইহা দ্বারা নির্ম্মিত হয়। হিন্দু সমাজেও সর্ব্বত্র সম্মান ও সমাদর পাইতেন এবং জাতি সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। এমন উপস্থিতবক্তা ও সুরসিক বঙ্গে বোধ হয় আর জন্মে নাই। (Calcutta Review.) এ ছাড়া ইঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক প্রবাদ আছে। [গোপালভাঁড় দেখ।]

চন্দ্রগোমিন্, প্রসিদ্ধ চন্দ্রব্যাকরণপ্রণেতা। ক্ষীরস্বামী ইঁহার রচিত পারায়ণ এবং পুরুষোত্তম ও উজ্জ্বলদত্ত ইঁহার লিঙ্গানুশাসন বা লিঙ্গকারিকার উল্লেখ করিয়াছেন।

চন্দ্রগোল (পুং) চন্দ্রএব গোলঃ। গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল। (ত্রিকাণ্ড)

(৭) Dr. R. Mitra's Indo Aryans, Vol. II. p. 418.

চন্দ্রগোলস্থ (পুং) [বহু] চন্দ্রগোলে তিষ্ঠন্তি স্থা-ক। চন্দ্র-গোলস্থিত স্বধাভোজী পিতৃলোক। (ত্রিকাণ্ড°)

চন্দ্রগোলিকা (স্ত্রী) চন্দ্রগোলঃ সাধনত্বেনাস্ত্যস্য চন্দ্রগোল-ঠন্-টাপ্। জ্যোৎস্না। (হেম°)

চন্দ্রগ্রহণ, চন্দ্রের গ্রহণ। গ্রহণ শব্দের পরিভাষায় লিখিত হইয়াছে যে চন্দ্র যখন কোন পাতবিন্দুর নিকট থাকে এবং সূর্য্যও সেই সময় অপর পাতবিন্দুর নিকট থাকে, তখনই চন্দ্রগ্রহণ হয়। সুতরাং ঐ পাতবিন্দুদ্বয় স্থির হইলে প্রতিবৎসর ঠিক এক সময়েই গ্রহণ হইত। বুধ ও শুক্রের কক্ষার সহিত সূর্য্যকক্ষার পাতবিন্দু স্থির, সুতরাং ইহাদের গ্রহণ একবার বৎসরের যে সময়ে হয়, তাহার পরবর্ত্তী গ্রহণও বৎসরের ঠিক সেই সময়েই হইয়া থাকে এবং চিরকাল হইতে থাকিবে। যদিও এইরূপ গ্রহণদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালের পরিমাণ বহু বৎসর। বাস্তবিক ঐ পাতদ্বয় সূর্য্যকক্ষায় পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় ১৮½ বৎসরে একবার ঘুরিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আইসে। অর্থাৎ প্রতিবৎসর প্রায় ১৯° অংশ পিছাইয়া যায়। সুতরাং একবৎসর যে সময় গ্রহণ হয়, পরবৎসর সেই গ্রহণ হইলে, তাহা প্রায় ১৯ দিন পূর্ব্বে হইবে।

চন্দ্র সূর্য্য ও চন্দ্রপাতের (Node) যেরূপ স্থানে একবার অবস্থান করে, পুনরায় সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে প্রায় ২২৩ চান্দ্রমাস লাগে। এক্ষণে যদি পূর্ণিমার দিন একবার চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হয়, তবে পুনরায় ২২৩ চান্দ্রমাস পরে চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থান পূর্ব্ববৎ হইবে, সুতরাং গ্রহণও সম্ভব। ৫টী লিপইয়ার (Leap year) থাকিলে ১৮ বৎসর ১০ দি, ৭ ঘ, ৪৩ মি এবং ৪টী লিপইয়ার থাকিলে ১৮ বৎসর ১১ দি, ৭ ঘ, ৪৩ মি পরে চন্দ্রের স্থিতি, সূর্য্য চন্দ্রপাত এবং চন্দ্রকক্ষার দূরতম বিন্দুর (apogee) সহিত তুলনায় আবার প্রায় পূর্ব্বরূপ হয়। সুতরাং ঐ কাল পরে সর্ব্বাংশেই প্রায় পূর্ব্ববারের ন্যায় গ্রহণ হয়। কিন্তু এই কালের মধ্যে চন্দ্রের পাত ঊনবিংশ বার সূর্য্য সহ পূর্ব্বাবস্থান প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রায় পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়, কিন্তু ঠিক সেই স্থানে আসে না। এই হিসাব সূক্ষ্ম হইলে গ্রহণ গণনার আর কোন গোল থাকিত না, একবার চন্দ্রগ্রহণ হইলে উক্ত পরিমিত কাল পরে পুনরায় আবার ঠিক সেইরূপ গ্রহণ হইত। ঐরূপ গণনা অতি সূক্ষ্ম হইলেও উহাতে অতি সামান্য অসঙ্গতি আছে এবং তজ্জন্য একবার গ্রহণের পর ১৮ বৎসর ১১ দিন পরে ঠিক সেইরূপ গ্রহণ না হইয়া অল্প ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এমন কি আংশিক গ্রহণ যাহাতে চন্দ্রের অত্যল্প ভাগ মাত্র গ্রস্ত হয়, উক্ত পরিমিত কাল পরে পুনর্ব্বার না হইতেও পারে এবং একবার গ্রহণ না হইলেও উহার ১৮ বৎসর ১১ দিন পরে চন্দ্রের পাদ গ্রহণ হইতে পারে। অন্যান্য দ্বিপাদ, ত্রিপাদগ্রাস প্রভৃতি গ্রহণ যথাসময়ে পুনরায় হইবে বটে, কিন্তু তাহাদের গ্রস্ত অংশের পরিমাণ যে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় হইবে, এমন নহে।

অধুনা জ্যোতিঃশাস্ত্রের উন্নতি সহকারে নক্ষত্রদিগের গতিনিরূপণের অতি উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা কোন্ সময়ে কোন্ নক্ষত্র আকাশের কোন্ ভাগে অবস্থান করিবে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকাশমার্গে অবস্থিতির তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে উহা দেখিয়া কোন্ সময় গ্রহণ হইবে কি না হইবে অনায়াসে বলিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের নাবিক-পঞ্জিকায় (Nautical Almanac) আগামী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত আকাশ-মণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতিদিনের অবস্থানবিষয়ক সমস্ত বিবরই লিখিত আছে। উহার সাহায্যে আমরা গ্রহণের ভোগকাল এবং গ্রস্ত অংশের পরিমাণাদি সমস্ত বিষয় জানিতে পারি। চন্দ্রগ্রহণের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়টী সম্যক্ উপলব্ধি করা আবশ্যক।

পৃথিবীর কেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্রের কেন্দ্র পর্য্যন্ত ব্যাসার্দ্ধ লইয়া আকাশে একটী মণ্ডলাকার স্থান কল্পনা কর। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ এই বর্ত্তুলাকার স্থানের অভ্যন্তর দিকে ও অর্দ্ধভাগ বাহিরে থাকিবে। পৃথিবীর ছায়া-সূচীর দৈর্ঘ্য পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের ২১৩ গুণ হইতে ২২০ গুণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের দৃশ্যমান বিম্বব্যাসের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে উহারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রে গড় দূরত্ব পৃথিবীর ৬০ ব্যাসার্দ্ধের সমান। সুতরাং চন্দ্র ঐ ছায়া-সূচীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। পৃথিবীর ছায়াও পৃথিবী হইতে ক্রমে হ্রস্বায়তন হইয়া সূচীর আকারে এই মণ্ডল ভেদ করিয়া যাইবে। এক্ষণে এই মণ্ডলাকার স্থানের উপরিভাগে দুইটী চিহ্ন হইল, একটী চন্দ্রমণ্ডল ও অপরটী পৃথিবীর ছায়া। ইহা স্পষ্ট দেখা যাই-তেছে যে এই ছায়ার কেন্দ্র, পৃথিবীর কেন্দ্র ও সূর্য্যের কেন্দ্র এক সরলরেখায় অবস্থিত, সুতরাং ছায়াকেন্দ্র সূর্য্যকেন্দ্রের ঠিক বিপরীত দিকে সূর্য্যকক্ষার (Ecliptic) অবস্থিত। সুতরাং ইহার গতিও সূর্য্যকক্ষার উপর এবং সূর্য্যের সমান। চন্দ্রও এই বর্ত্তুলের চারিদিকে নিজ কক্ষায় ভ্রমণ করিতেছে এবং ইহার কেন্দ্র কক্ষার উপর অবস্থিত। যখন এই দুই চিহ্ন পরস্পর অন্তর থাকে, তখন গ্রহণের সম্ভাবনা নাই, যখন ইহাদের সংযোগ হয় তখনই গ্রহণ হয় এবং যদি পৃথিবীর ছায়া চন্দ্র অপেক্ষা বড় হয়, তবে সর্ব্বগ্রাস হইয়া থাকে।

গ্রস্তাংশের পরিমাণাদি জানিতে হইলে ঐ দুই চিহ্নের আপেক্ষিক আয়তন জানা প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি চন্দ্রের বিম্বব্যাস গড় ৩১´ ২৫´´.৭ এবং নিম্নসংখ্যা ২৯´ ২২´´ হইতে ৩৩´ ২৮´´ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। নাবিকপঞ্জিকায় উহার প্রতিদিনের পরিমাণ লিখিত আছে এবং তাহা হইতে দিবসের যে কোন সময়ে উহার পরিমাণ নিরূপণ করা যায়। পৃথিবীর ছায়ার পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে বাহির করা যায়। মনে কর ন চ উল্লিখিত আকাশমণ্ডলের উপরিভাগ
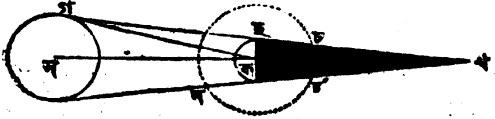
এবং ইহা চন্দ্রের কেন্দ্র ভেদ করিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ছায়া ইহার চ র্চ পরিমিত স্থানে গোলাকার ভাবে পড়িবে। এই বৃত্তের দৃশ্য বিম্বব্যাস চ ক র্চ নিরূপণ করাই একণে প্রয়োজন। যেহেতু ∠চ ক খ = ½ ∠চ ক র্চ এবং ∠চ ক খ = ∠ক চ ছ — ∠চ খ ক আবার ∠চ খ ক = ∠গ ক স — ∠ছ গ ক। সুতরাং ∠চ ক খ = ∠ক চ ছ — (∠গ ক স + ∠ছ গ ক) = ∠ক চ ছ — ∠গ ক স + ∠ছ গ ক ইহার মধ্যে ∠ক চ ছ = চন্দ্রের লম্বন (Parallax) যেহেতু ক চ রেখা পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে চন্দ্রের দূরত্বের সমান। ∠ছ গ ক = সূর্য্যের লম্বন (Parallax) এবং ∠গ ক স = সূর্য্যের বিম্বব্যাসের অর্দ্ধ পরিমাণ, সুতরাং চন্দ্র ও সূর্য্যের লম্বনের যোগফল হইতে সূর্য্যের বিম্বব্যাসের অর্দ্ধেক বিয়োগ করিলে পৃথিবীর ছায়ার ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। এইরূপে পৃথিবীর ছায়ার ঐ অংশের বিম্বব্যাসের পরিমাণ ১° ১৫´৩২´´ হইতে ১° ৩১´৩৬´´ পর্য্যন্ত হয়। নাবিকপঞ্জিকায় দিবসের যে কোন সময়ে ইহার পরিমাণ লিখিত থাকে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুরাশিনিবন্ধন এই ছায়া সচরাচর পঞ্জিকালিখিত পরিমাণ অপেক্ষা ঈষৎ বৃহৎ বোধ হয়। এই নিমিত্ত পঞ্জিকা লিখিত ভাবী গ্রহণের প্রত্যক্ষ দৃশ্যের সহিত মিল রাখিবার নিমিত্ত ঐ পরিমাণকে [illegible] দিয়া গুণ করিয়া লওয়া হয়।

মনে কর ক খ সূর্য্যকক্ষা এবং গ ঘ চন্দ্রকক্ষা (Moon's orbit)
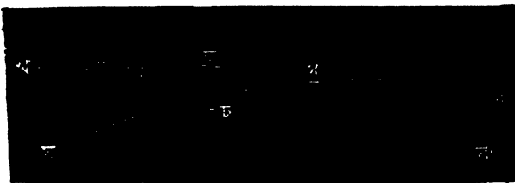
তাহা হইলে প একটী পাত-বিন্দু (Node) হইবে। ছ পৃথিবীর ছায়া, ক খ দিয়া সূর্য্যের সমান গতিতে যাইতেছে এবং চন্দ্র গ ঘ দিয়া তাহার ১৩ গুণ অধিক বেগে যাইতেছে। একণে চন্দ্র ও ছায়ার সম্মিলন হইতে হইলে চন্দ্র নিকটবর্ত্তী হইবার সময় ঐ ছায়ার কেন্দ্র প বিন্দুর অতি সন্নিহিত থাকা আবশ্যক।

চন্দ্র ও ঐ ছায়ার দৃশ্য বিম্বব্যাস সকল সময় সমান থাকে না এবং প পাতবিন্দু (Node) হইতে ছায়াকেন্দ্রের দূরত্ব, বিপরীতদিকে অপর পাতবিন্দু হইতে সূর্য্যকেন্দ্রের দূরত্বের সমান। তাহা হইলে প্রথমতঃ—চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনাকালে সূর্য্যকেন্দ্র যদি সন্নিহিত পাতবিন্দু হইতে ১২°৩´ অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী হয়, তবে গ্রহণ হইবে না। ২য়তঃ—ঐ সময় যদি সূর্য্যকেন্দ্রের দূরত্ব ৯° ৩১´ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে গ্রহণ নিশ্চয়ই হইবে। ৩য়তঃ—যদি ঐ দূরত্ব ঐ দুই পরিমাণের মধ্যবর্ত্তী হয়, তবে গ্রহণ হইতেও পারে, না হইতেও পারে *। ইহা স্থির করিতে বিশেষ গণনার প্রয়োজন। একণে দেখা যাউক কিরূপে চন্দ্রগ্রহণের স্পর্শ, স্থিতি, মোক্ষ ও গ্রস্তাংশের পরিমাণাদি নিরূপণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ পারিস নগরীর ১৮৪৫ অব্দে ১৩।১৪ই নবেম্বরের চন্দ্রগ্রহণ লও। ফরাসী নাবিকপঞ্জিকায় পারিস নগরে ১৩ই মধ্যাহ্নকালে চন্দ্র ও সূর্য্যের ধ্রুবকান্তর ১৮৬° ২০´ ৭´´.১। পরদিবস ১৪ই নবেম্বর মধ্যাহ্নকালে উহাদের ধ্রুবকান্তর ১৭৪° ৪৫´ ৮´´.৬ মাত্র, সুতরাং এই সময়ের মধ্যে উহা নিশ্চয়ই

* একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে। নিম্নস্থচিত্র পূর্ব্বচিত্রের ন্যায়। একণে প পাতবিন্দু ছ পৃথিবীর ছায়াকেন্দ্র। মনে কর প ছ পরিমিত সূর্য্যকক্ষার পরিমাণ ১২°৩´ অপেক্ষা অধিক। সূর্য্য বিপরীতভাগে অবস্থিত। এই সময় চন্দ্র কেন্দ্র যদি চ বিন্দুতে আইসে, তাহা হইলে ঐ দুই বৃত্ত ছ ও চ এইরূপে অবস্থিত হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চন্দ্রের বৃহত্তম, দৃশ্য ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ ১৬´৪৪´´, পৃথিবীর ছায়ার বৃহত্তম দৃশ্য বিম্ব ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ ৪৫´৪৮´´ এই দুইএর যোগফল হয় ১° ২´৩২´´। কিন্তু প ছ ১২°৩´ হইলে ছ চ এর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং ঐরূপ অবস্থানকালে চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়ার দৃশ্য আয়তন বৃহত্তম হইলেও গ্রহণ হয় না। এইরূপ উহাদের অবস্থিতি যদি ত ও থ বৃত্তের ন্যায় হয় অর্থাৎ যদি প থ ৯° ৩১´ অপেক্ষা ন্যূন হয়, তাহা হইলে চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়া ক্ষুদ্রতম আকারে দৃশ্য হইলেও গ্রহণ হইবে, সুতরাং গ্রহণ নিশ্চিত, আর যদি ঐ কেন্দ্রদ্বয় মধ্যবর্ত্তী স্থানে ট ঠ বিন্দুর ন্যায় স্থাপিত হয়, তাহা হইলেও পৃথিবীর দৃশ্য আয়তন যদি ট ও ঠ বৃত্তের ন্যায় হয় তবে গ্রহণ হইবে না; কিন্তু উহাদের আয়তন বিন্দুময় বৃত্তদ্বয়ের ন্যায় হইলে গ্রহণ হইবে। সুতরাং ঐরূপ স্থানে গ্রহণ অনিশ্চিত।

এক সময়ে ১৮০° হইয়াছিল। ইহা হইতে সহজেই জানা যায় যে ১৩ই রাত্রি ১ঘ ৪মি ২০সে এর সময় চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর দুইদিকে ঠিক বিপরীতভাবে ছিল। পঞ্জিকাদৃষ্টে জানা যায় যে ঐ সময়ে সূর্য্য পাতবিন্দু হইতে ৫½ অংশ দূরস্থ ধ্রুবকে অবস্থিত ছিল। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এ স্থলে গ্রহণ নিশ্চিত। পঞ্জিকা দৃষ্টে জানা যায় যে ঐ সময়ে—

চন্দ্রের লম্বন (Parallax) প্রায় ৫৫° ৩৯´´.৬।

সূর্য্যের লম্বন (Parallax) প্রায় ৮´´.৭।

চন্দ্রের দৃশ্য বিম্বব্যাসার্দ্ধ (Apparent Semi-diameter) প্রায় ১৬° ১০´´.১।

সূর্য্যের দৃশ্যবিম্বব্যাসার্দ্ধ প্রায় ১৬° ১২´´.৮।

ইহা হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত গণনা অনুসারে পৃথিবীর ছায়ার দৃশ্যবিম্বব্যাসার্দ্ধ প্রায় ৩৯° ৩৬´ অর্থাৎ ২৩৭৬´´ বিকলা, ইহাকে ⅙ দিয়া গুণ করিলে ২৪১৫´´.৬ বিকলা হয়। পঞ্জিকা-দৃষ্টে দেখা যায় ১মতঃ—১৩ই রাত্রি ০ঘ, ৩০মি সময়ে সূর্য্য চন্দ্র হইতে ১৮০° ১৬´ ৩৩´´.৭ ধ্রুবকে অবস্থিত ছিল এবং চন্দ্র সূর্য্যপথ হইতে ০°২৫´ ৫৭´´.৬ উত্তর বিক্ষেপে অবস্থিত। ২য়তঃ—ঠিক ঐ দিবস রাত্রি ১ঘ, ৩০মি, সময় চন্দ্র ও সূর্য্যের ধ্রুবকান্তর প্রায় ১৭৯° ৪৭´ ৩৭´´.৭, এবং চন্দ্রের বিক্ষেপ প্রায় ০°২৮´ ৫১´´.৫।

এই সকল জ্ঞাত পরিমাণ দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে গ্রহণ সম্বন্ধীয় অপরাপর সমস্ত বিষয় নির্ণয় করিতে পারি। গ্রহণের সমস্ত স্থিতিকাল ব্যাপিয়া চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়া পূর্ব্বোক্ত আকাশমণ্ডলের যে ভাগে অবস্থিতি করে, ঐ ভাগকে সমতল কল্পনা কর, এরূপ কল্পনায় গণনার বিশেষ তারতম্য হয় না। আরও মনে কর পৃথিবীর ছায়া স্থির এবং ঐ ছায়ার সহিত আপেক্ষিক গতি ভিন্ন চন্দ্রের অন্য কোনপ্রকার গতি নাই। ক খ গ ঘ বৃত্ত পৃথিবীর ছায়া (চিত্র দেখ)। ইহার ব্যাসার্দ্ধ ম ক ছায়ার বিম্বব্যাসার্দ্ধের (২৪১৫´´.৬) অনুপাতিক অর্থাৎ চিত্রস্থ বৃত্ত, রেখা প্রভৃতির অনুপাত ঐ সকলের পঞ্জিকালব্ধ পরিমাণের অনুপাতের সমান। যথা—পঞ্জিকায় পৃথিবীর ছায়ার ব্যাস যদি চন্দ্রছায়ার ব্যাসের দ্বিগুণ থাকে, তবে চিত্রেও ক খ গ ঘ বৃত্তের ব্যাস জ বৃত্তের ব্যাসের দ্বিগুণ করিতে হইবে; ইত্যাদি। ম কেন্দ্রের মধ্য দিয়া চ র্চ রেখা সূর্য্যকক্ষার (Ecliptic) কিয়দংশ নির্দ্দেশ করিতেছে। রাত্রি ০ঘ, ৩০ মিনিটের সময় সূর্য্য চন্দ্রের ১৮০° ১৬´ ৩৩´´.৭ অন্তরস্থ ধ্রুবকে আছে, সুতরাং ম কেন্দ্রের ধ্রুবক চন্দ্র হইতে ১৬´৩৩´´.৭ অর্থাৎ ৯৯৩´´.৭ বিকলা অধিক। এক্ষণে যদি চিত্রে দক্ষিণ হইতে বামদিকে ধ্রুবক গণনা করা যায় এবং চিত্রের মান অনুসারে ম ক রেখাকে ৯৯৩´´.৭এর সমান করা যায় তাহা হইলে ক বিন্দু চন্দ্রকেন্দ্রের তাৎকালিক ধ্রুবকের ছেদ বিন্দু হইবে। ক বিন্দু হইতে চ র্চ সূর্য্যপথের এক লম্ব উত্তোলন কর এবং এই লম্বরেখায় চন্দ্রের বিক্ষেপ ২৫´৫৭´´.৬ অর্থাৎ ১৫৫৭´´.৬এর সমান করিয়া ব বিন্দু লও। তাহা হইলে রাত্রি ০ঘ ৩০ মিনিটের সময় চন্দ্রকেন্দ্রের অবস্থিতি ব বিন্দুতে হইবে। এইরূপ ১ঘ, ৩০ মিনিটের সময় চন্দ্র
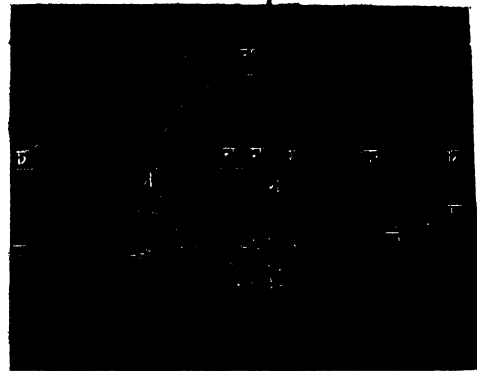
হইতে ছায়াকেন্দ্রের ধ্রুবকের আধিক্য ১২´ ২২´´.৩ অর্থাৎ ৭৪২´´.৩এর সমান করিয়া ম ন অংশ লও। তৎপরে ন বিন্দু হইতে সূর্য্যকক্ষার উপর উত্তোলিত লম্বে, চন্দ্রের সেই সময়ের বিক্ষেপ ২৮´ ৫১´´.৫ অর্থাৎ ১৭২১´´.৫এর সমান করিয়া ন ত অংশ লও। তাহা হইলে ত বিন্দু রাত্রি ১ ঘ, ৩০ মিনিটের সময় চন্দ্রকেন্দ্রের স্থিতি নির্দ্দেশ করিবে। এক্ষণে আমরা যদি গ্রহণকালে ঐ ছায়ামণ্ডল হইতে চন্দ্রের আপেক্ষিক গতি সরল রেখাক্রমে ধরি, তাহা হইলে গণনায় বিশেষ কিছুই ভুল হয় না। সুতরাং ত ব বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়া ছ র্ছ, রেখা টানিলে উহাই ঐ ক খ গ ঘ ছায়ার তুলনায় চন্দ্রকেন্দ্রের আপেক্ষিক গমনপথ হইবে। ম বিন্দু হইতে উত্তোলিত লম্ব ও ছ র্ছ রেখার ছেদে উৎপন্ন ধ বিন্দুই ১৩ই নবেম্বর রাত্রি ১ ঘ, ৪ মি ২০.৯ সে, সময় অর্থাৎ যখন সূর্য্য, চন্দ্রের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত হইয়াছিল, তখন চন্দ্রকেন্দ্রের অবস্থিতি স্থান। ম কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে চন্দ্র ও ছায়ার ব্যাসার্দ্ধের যোগফলের অর্থাৎ ৩৩২৫´´.৭এর সমান ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটী বৃত্ত অঙ্কিত কর। ঐ বৃত্ত চন্দ্রের আপেক্ষিক ছ র্ছ কক্ষপথকে জ ও র্জ, বিন্দুতে ছেদ করিবে। এক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে জ ও র্জ বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধের সমান ৯১০´´.১

ব্যাসার্দ্ধ লইয়া দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করিলে উহারা ক খ গ ঘ ছায়াবৃত্তের পরিধি স্পর্শ করিবে। এই দুই বৃত্ত গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষের সময় চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। আর যদি ম হইতে ছ ছ´ উপর ম দ লম্বপাত করা যায়, তাহা হইলে দ বিন্দুই গ্রহণকালের ঠিক মধ্যবর্ত্তী সময়ে চন্দ্র কেন্দ্রের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিবে। চন্দ্রকে ব হইতে ত পর্য্যন্ত যাইতে ১ ঘণ্টা লাগে, ব ত ও দ ধ এর পরিমাণ দেখিয়া চন্দ্র কতক্ষণে দ হইতে ধ পর্য্যন্ত যাইবে নির্ণয় করা যায়। এস্থলে ঐ সময়ের পরিমাণে ৫ মি, ৪০.৮ সেকেণ্ড। সুতরাং চন্দ্র সূর্য্যের বিপরীতভাবে অবস্থান সময়ে ৫ মি, ৪০.৮ সে পূর্ব্বে অর্থাৎ ০ ঘ, ৫৮ মি, ৪০.১ সে রাত্রি সময়ে গ্রহণের মধ্যকাল হইয়াছিল। এইরূপে দেখা যায় দ জ কিম্বা দ জ´ পরিমিত স্থান যাইতে চন্দ্রকে ১ ঘ, ৩৯ মি, ১৯.৪ সে সময় লাগে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে ১৩ই নবেম্বর রাত্রি ১১টা ১৯ মি ২০.৭ সেকেণ্ড গ্রহণ স্পর্শ এবং রাত্রি ২টা ৩৭ মি, ৫৯.৫ সেকেণ্ড সময় মোক্ষ হইয়াছিল। দ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্রব্যাসার্দ্ধের সমান ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিলে, তৎক্ষণাৎ জানা যাইবে ঐ গ্রহণ পূর্ণগ্রাস হইবে.কি পাদগ্রাস হইবে। বর্ত্তমান স্থলে চন্দ্রগ্রহণ আংশিক, যেহেতু যৎকালে দ চন্দ্রকেন্দ্র ছায়াকেন্দ্র মএর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, তখনও চন্দ্রমণ্ডলের কতক অংশ ছায়ার বাহিরে পড়িয়াছে। এক্ষণে প স যদি চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস হয়, তবে প র রেখা ঐ ব্যাসের যত অংশ হইবে, সেই সংখ্যাই চন্দ্রের গ্রস্তাংশের পরিমাণ প্রকাশ করে। উল্লিখিত গ্রহণের পরিমাণ ০°৯২। সচরাচর চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাসকে ১২ দ্বাদশ সমানভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একটীভাগকে (Digit) একক স্বরূপ ধরিয়া গ্রহণের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়। স র পরিমিত ব্যাসখণ্ডকে ঐ এককের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফল গ্রহণের পরিমাণ প্রকাশ করিবে। ০°৯২ এই ভগ্নাংশ-১১/১২এর সমান ইহাকে ১/১২ দিয়া ভাগ করিলে প্রায় ১১ হয়। সুতরাং ১৮৪৫ অব্দের ১৩।১৪ই নবেম্বরের চন্দ্রগ্রহণের পরিমাণ ১১। স প ব্যাস যদি সর্ব্বতোভাবে ছায়ার ভিতর পতিত হয় তবে সর্ব্বগ্রাস হইবে। ঐ সর্ব্বগ্রাস কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়া কোন সময় পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে চন্দ্রমণ্ডল কোন্ কোন্ সময়ে ছায়া পরিধির অভ্যন্তরদিক্ স্পর্শ মাত্র করিবে ইহা নিরূপণ করিলেই হইল। যেরূপে জ জ´ বিন্দুদ্বয় লওয়া হইয়াছে ঐ উপায় অবলম্বন করিলেই ঐ সময়ে চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থিতি পাওয়া যাইবে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল চিত্রাদি দ্বারাই গ্রহণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের গণনা করা হইল। অঙ্কাদিদ্বারা গণনা করিলে ইহা অপেক্ষা আরও সূক্ষ্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক গ্রহণ গণনা ঐরূপেই হইয়া থাকে। ঐ কল্পিত আকাশমণ্ডলে ছেদিত ছায়া-সূচীর বৃত্তাংশের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাস অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বড়। ঐ ছায়ার তুলনায় চন্দ্রের আপেক্ষিক গতি প্রত্যহ প্রায় ১২° ধরিলে চন্দ্রমণ্ডল ঐ ছায়ার ভিতর প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। সুতরাং চন্দ্রকেন্দ্র ঐ ছায়ার ব্যাস দিয়া গমন করিলে সম্পূর্ণ ২ ঘণ্টাকাল চন্দ্রের সর্ব্বগ্রাস থাকিতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক পৃথিবীর কত অংশে পূর্ব্বোক্ত গ্রহণ দৃশ্য হইতে পারে। দেখান গিয়াছে যে পারিস নগরে ১৩ই নবেম্বর রাত্রিগত ০ ঘ, ৫৮ মি, ৪০ সেকেণ্ড সময় গ্রহণের ঠিক মধ্যকাল। সময়-সমীকরণ নিয়মানুসারে (Equation of time) পঞ্জিকা লিখিত ঐ দিবসে উহার মান ১৫ মি, ২৭ সেকেণ্ড যোগ করিলে ১ ঘ, ১৪ মি, ৭ সেকেণ্ড হয়; ইহাই তৎকালে পারিস নগরের প্রকৃত সময়*। এক্ষণে দেখা যাউক এই সময় চন্দ্র পৃথিবীর কোন অংশে ঠিক মস্তকোপরি ছিল। তথায় এই সময় ঠিক মধ্য রাত্রি এবং পারিস হইতে উহার দ্রাঘিমান্তর ১৮° ৩১´ ৪৫´´। পশ্চিম। ঐ স্থানের অক্ষান্তর নাড়ীমণ্ডল হইতে চন্দ্রের কৌণিক দূরত্বের (Angular distance or declination of the moon) সমান। নাবিকপঞ্জিকা দৃষ্টে জানা যায় উহার পরিমাণ ১৭° ৪২´ ১৭´´। সুতরাং পৃথিবীপৃষ্ঠে ঐ বিন্দুর অবস্থান স্থির হইবে। এক্ষণে ঐ বিন্দুকে মধ্য বিন্দু ধরিয়া উহা হইতে পৃথিবীর চারিদিকে ৯০° পর্য্যন্ত লইলে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ হইল, ঐ অর্দ্ধভাগ গ্রহণের মধ্যকালে দৃষ্ট হইবে এবং উহার বাহিরে অদৃষ্ট থাকিবে। যেরূপে মধ্যগ্রহণ দর্শনের সীমা নিরূপিত হইল, ঠিক ঐ নিয়মে স্পর্শ ও মোক্ষ দৃষ্টির সীমাও নিরূপিত হয় এবং উহা হইতে কোন্ কোন্ স্থানে সমস্ত গ্রহণ ও কোন্ কোন্ স্থানে গ্রহণের কতকাংশ মাত্র দৃষ্টি হইবে, অনায়াসে নির্ণয় করা যায়।

চন্দ্রগ্রহণ দৃশ্য হইতে হইলে চন্দ্রমণ্ডল ও পৃথিবীর ছায়া উভয়ই দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার (Horizon) ঊর্দ্ধে

---

* সূর্য্য যৎকালে কোন স্থানের দ্রাঘিমার ঠিক উপর আইসে, সেই সময় তথায় বেলা ১২টা অর্থাৎ দ্বিপ্রহর হয়। পুনর্ব্বার সেইস্থানে আসিতে গড় ২৪ঘণ্টা লাগে। কিন্তু রাশিচক্রে সূর্য্যের গতি ১[illegible] অংশ হইতে [illegible] অংশ পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং ঠিক ঘড়িতে ১২টা হইলেও সূর্য্য সকল সময় তৎস্থানের দ্রাঘিমায় আসেনা। এই সকল নিরূপণ করিতে হইলে বিশেষ গণনার প্রয়োজন। [সময়-সমীকরণ দেখ]

থাকা আবশ্যক, সুতরাং সূর্য্য অস্ত না হইলে তাহা অসম্ভব। সেই জন্য চন্দ্রগ্রহণ রাত্রিকালেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্যান্য কারণে সূর্য্যাস্তের কয়েক সেকেণ্ড পূর্ব্বে বা সূর্য্যোদয়ের কয়েক সেকেণ্ড পরেও চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্ট হয়। মনে কর ক

বিন্দু হইতে স্পর্শকালে গ্রহণ দেখিতেছি, সুতরাং সমস্ত সূর্য্যমণ্ডলের এবং চন্দ্রমণ্ডলের কতক অংশ দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার নীচে থাকিবে। কিন্তু পৃথিবীস্থ বায়ুরাশির ভিতর দিয়া সূর্য্য ও চন্দ্রালোক বক্রীভাবে আইসে, সুতরাং চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই দৃষ্টিপরিচ্ছেদক রেখার উপরিভাগে দৃষ্টি হইবে। এইরূপে আমরা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সমগ্র সূর্য্য ও রাহুগ্রস্ত চন্দ্র একবারেই দেখিতে পাই।

সর্ব্বগ্রাসের সময়ে চন্দ্রমণ্ডল সচরাচর ঈষৎ রক্তিমাভ ধূসরবর্ণ প্রতীয়মান হয়। উহার কারণ সূর্য্যরশ্মি ভূবায়ুর মধ্য দিয়া গমনকালে বক্রীভূত (refracted) হইয়া চন্দ্রে পতিত হয়। সূর্য্যালোক বক্রীভূত হইয়া গমন করিলে সাতপ্রকার মৌলিক বর্ণে বিভক্ত হইয়া যায়। সর্ব্বগ্রাসের সময় কখন কখন ঐ সকল বর্ণ অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কোন কোন গ্রহণের সময় চন্দ্রমণ্ডল আকাশ হইতে একবারে অদৃশ্য হয়।

উপচ্ছায়া (Penumbra)-বশতঃ সর্ব্বগ্রাসের স্পর্শ ও মোক্ষ সূক্ষ্মরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সহজেই প্রায় ১ মিনিটের তফাৎ হইয়া পড়ে। সুতরাং সম্প্রতি চন্দ্রগ্রহণ ধরিয়া আর কোন স্থানের অক্ষাংশ নিরূপিত হয় না। চন্দ্রগ্রহণ পরিদর্শন করিতে হইলে কোন্ কোন্ সময় ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন সকল ছায়াপ্রবেশ করে, তাহাই নিরীক্ষণ করিতে হয়।

চন্দ্রবিম্ব দ্বারা গ্রহাদি ও তারা সকল আবৃত হইলে তাহাকে তারাগ্রহণ (Occultation) বলে।

চন্দ্রপাতদ্বয়ের পরাঙ্মুখ গতির (Retrograde motion) পরিমাণ প্রত্যহ প্রায় ৩´ ১০´´.৬৪। সেই জন্য ঐ দুইপাতস্থান ১৮½ বর্ষে আকাশমণ্ডলে একবার আবর্ত্তন করে। ইহাতে চন্দ্র সূর্য্যকক্ষার উভয়দিকে ৫° ৯´ মধ্যস্থ প্রত্যেক গ্রহ ও তারাকে কোন না কোন সময় আচ্ছাদন করিবে। সর্ব্বদাই দেখা যায়, তারাগুলি চন্দ্রের একপার্শ্বে প্রবেশ ও অপরপার্শ্বে প্রকাশ পায়। এই তারাগ্রহণগুলির সময় নাবিকপঞ্জিকায় নির্দিষ্ট আছে। ইহা দ্বারা নাবিকদিগের ও ভূগোলবেত্তাদিগের অনেক প্রয়োজন সাধিত হয়।

চন্দ্রগ্রহসমাগম (পুং) চন্দ্রস্য গ্রহেণ সমাগমো মেলনং ৬তৎ। অপর গ্রহ বা নক্ষত্রের সহিত মেলন, নৈকট্য। [ইহার ফলাফল শশীগ্রহসমাগম শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্রচঞ্চল (পুং) চন্দ্র ইব চঞ্চলঃ। মৎস্যবিশেষ, খলিসা। (জটাধর)

চন্দ্রচঞ্চলা (স্ত্রী) চন্দ্রচঞ্চল-টাপ্। চন্দ্রক মৎস্য, চাঁদা মাছ।

চন্দ্রচন্দন, অষ্টাঙ্গহৃদয়ের পদার্থচন্দ্রিকা নামে টীকাকার।

চন্দ্রচার (পুং) চন্দ্রস্য চারঃ ৬তৎ। চন্দ্রমণ্ডলের রাশিবিশেষে গতি, এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন। আকাশচারী চন্দ্রমার এই গতি অনুসারে ভূলোকবাসীর শুভাশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। বৃহৎসংহিতার মতে চন্দ্রচারের ফলাফল এইরূপ লিখিত আছে—জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দক্ষিণ ভাগে চন্দ্র গমন করিলে বীজ, জল ও কাননের হানি হয় এবং বহ্নিভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। চন্দ্র যখন বিশাখা ও অনুরাধা নক্ষত্রের দক্ষিণে উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে পাপচন্দ্র বলা যায়। কিন্তু বিশাখা, অনুরাধা ও মঘা নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা অবস্থান করিলে শুভফল হইয়া থাকে। রেবতী হইতে মৃগশিরা পর্য্যন্ত ৬টী নক্ষত্র অনাগত হইয়া চন্দ্রের সহিত মিলিত হয়। আর্দ্রা অবধি অনুরাধা পর্য্যন্ত দ্বাদশটী নক্ষত্র মধ্যভাগে চন্দ্রের সহিত মিলিত হয় এবং জ্যেষ্ঠা অবধি উত্তরভাদ্রপদ পর্য্যন্ত ৯টী তারা অতিক্রান্ত হইয়া চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। চন্দ্রের শৃঙ্গ ঈষৎ উন্নত হইয়া নৌকার ন্যায় আকার ধারণ করিলে নাবিকগণের পীড়া হয়; ইহা ছাড়া অপর লোকের শুভফল হইয়া থাকে। অর্দ্ধোন্নত চন্দ্রশৃঙ্গকে লাঙ্গলমিতি বলে। ইহার ফল—লাঙ্গলোপজীবীর পীড়া, রাজগণের আহ্লাদ ও সুভিক্ষ। চন্দ্রের দক্ষিণশৃঙ্গ অর্দ্ধোন্নত হইলে তাহাকে দুষ্টলাঙ্গল বলে। ইহা হইলে পাণ্ড্যদেশীয় রাজার সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠে ও রাজাকে মারিবার উদ্যোগ করে। চন্দ্র যদি সমানভাবে উদিত হয়, তবে সুভিক্ষ, মঙ্গল ও বৃষ্টি হইয়া থাকে। চন্দ্র দণ্ডের ন্যায় উদিত হইলে তাহার ফল গোপীড়া ও রাজগণের অস্বাভাবিক কঠোরদণ্ড করিবার উদ্যোগ; চন্দ্রমা ধনুকের আকার হইলে তাহার ফল ভয়ানক যুদ্ধ, কিন্তু ঐ ধনুর জ্যা যে দেশে থাকে, সেই দেশের জয় হয় এবং যদি ঐ শৃঙ্গটী দক্ষিণোত্তরে আয়ত হয়, তাহাকে স্থান বা যুগ বলে। ইহার ফল ভূমিকম্প। এই যুগ নামক শৃঙ্গ দক্ষিণে কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে তাহাকে পার্শ্বশায়ী শৃঙ্গ বলে। ইহার ফল—বণিক্‌গণের মৃত্যু ও অনাবৃষ্টি। চন্দ্রের কোন শৃঙ্গ নিম্নমুখ হইলে তাহাকে আবর্জিত বলে। ফল—গোদুর্ভিক্ষ। চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে অবচ্ছিন্ন বৃত্ত-

সদৃশ রেখা দৃষ্ট হইলে তাহাকে কুণ্ড নামক শৃঙ্গ বলে। ইহা হইলে দ্বাদশ মণ্ডলসংক্রান্ত রাজাদিগের স্থানত্যাগ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই সময়ে চন্দ্রশৃঙ্গটী উত্তরদিকে উন্নত থাকিলে শস্যবৃদ্ধি ও সুবৃষ্টি এবং দক্ষিণ ভাগে উন্নত হইলে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। একশৃঙ্গ, নিম্নমুখ, শৃঙ্গহীন অথবা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চন্দ্র দর্শন করিলে দর্শকদিগের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। চন্দ্র ক্ষুদ্র হইলে দুর্ভিক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত বড় দেখাইলে সুভিক্ষ হয়। চন্দ্র মধ্যমরূপে উদিত হইলে তাহাকে বজ্র বলে। ইহার ফল—প্রাণীগণের ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং রাজগণের সম্ভ্রম। মৃদঙ্গরূপী চন্দ্রোদয় হইলে মঙ্গল ও সুভিক্ষ হয়। চন্দ্রমূর্ত্তি অতিশয় বিশাল হইলে রাজলক্ষ্মী বৃদ্ধি, স্থূল হইলে সুভিক্ষ এবং রমণীয় হইলে উত্তম ধান্য হয়। চন্দ্রশৃঙ্গ মঙ্গল গ্রহ দ্বারা কোনরূপ আহত হইলে প্রত্যন্ত দেশীয় কদাচার নৃপতিগণের বিনাশ হয়। এইরূপ চন্দ্রশৃঙ্গ শনি দ্বারা আহত হইলে শস্ত্রভয় ও ক্ষুধাভয় হয়। বুধ দ্বারা চন্দ্রশৃঙ্গ আহত হইলে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ ; বৃহস্পতি দ্বারা আহত হইলে প্রধান প্রধান রাজগণের বিনাশ ; শুক্রদ্বারা আহত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। শুক্লপক্ষে গ্রহ দ্বারা চন্দ্রশৃঙ্গ ভিন্ন হইলেই এই ফল হয়। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রশৃঙ্গ শুক্র দ্বারা সমাহত হইলে মগধ, যবন, পুলিন্দ, নেপাল, ভৃঙ্গী, মরুকচ্ছ, সুরাষ্ট্র, মদ্র, পাঞ্চাল, কৈকয়, কুলুত, পুরুষাদ ও উশীনর দেশে সাত মাসব্যাপক মড়ক হয়। এইরূপ বৃহস্পতি দ্বারা আহত হইলে—গান্ধার, সৌবীরক, সিন্ধু, কীর, দ্রাবিড় ও পার্ব্বত্য প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ ও তদ্দেশীয় ধান্য সকল দশ মাস সন্তাপিত হয় ; মঙ্গল দ্বারা ভিন্ন হইলে বাহনের সহিত উদ্‌যুক্ত ত্রিগর্ত্ত, মালব, কৌণিন্দ, গণপতি, শিবি ও অযোধ্যা দেশীয় শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগের এবং কুরু, মৎস্য ও শুক্তি প্রদেশীয় উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের পীড়া ও বিনাশ ; শনি দ্বারা আহত হইলে পূর্ব্বদেশবাসী অর্জুনবংশীয় ও কুরুবংশীয় রাজা, মন্ত্রী ও যোদ্ধাদিগের দশ মাসব্যাপী পীড়া ও মৃত্যু, বুধ কর্ত্তৃক আহত হইলে মগধ, মথুরা ও বেণ্বা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের পীড়া ও পশ্চিম দেশে সত্য যুগের আবির্ভাব, এবং কেতু দ্বারা আহত হইলে অমঙ্গল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, শস্ত্রাজীবীর বিনাশ ও চোরগণের অত্যন্ত পীড়া হয়। রাহু বা কেতু দ্বারা গ্রস্ত চন্দ্রের উপরে উল্কাপাত হইলে যে রাজার জন্ম নক্ষত্রে গ্রহণ হইতেছে, সেই রাজার মৃত্যু হয়। চন্দ্রমণ্ডল ভস্মতুল্য পরুষ, অরুণবর্ণ, কিরণহীন, কপিলবর্ণ, স্ফুটিত অথবা স্ফুরণশীল হইলে ক্ষুধা, সংগ্রাম, রোগ বা চৌরভয় উপস্থিত হয়। চন্দ্র কুন্দ, মৃণাল বা মৌক্তিক হারের ন্যায় শুভ্র বর্ণ হইয়া তিথি অনুসারে ক্ষয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অবিকৃত মণ্ডল, অথবা গতি বা কিরণ যুক্ত হয়, তবে মনুষ্যগণের বিজয়লাভ ; শুক্লপক্ষে চন্দ্র অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও প্রজাগণের বৃদ্ধি ; হীন হইলে এই সকলের হানি ও সমপরিমাণ হইলে সমতা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে ইহার বিপরীত ফল হয়।

(বৃহৎসংহিতা ৪ অধ্যায়)

চন্দ্রচূড় (পুং) চন্দ্রশ্চূড়ায়াং যস্য বহুব্রী। ১ চন্দ্রশেখর, শিব। ২ গোমাঞ্চলস্থ একটী তীর্থ স্থান। [গোয়াদেখ।]

চন্দ্রচূড়, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার, পুরুষোত্তম ভট্টের পুত্র। ইনি অন্যোক্তিকণ্ঠাভরণ, কার্ত্তবীর্য্যোদয়কাব্য, চন্দ্রশেখরবিবাহকাব্য ও প্রস্তাবচিন্তামণি নামে অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চন্দ্রচূড়ভট্ট, অপর নাম চন্দ্রশেখর শর্ম্মা—এক বিখ্যাত স্মার্ত্ত ও সংস্কৃত গ্রন্থকার, উমাপতি ভট্টের পুত্র ও ধর্ম্মেশ্বরের পৌত্র। ইনি কালসিদ্ধান্তনির্ণয়, কালদিবাকর, পাকযজ্ঞনির্ণয়, পিণ্ডপিতৃপ্রয়োগ, শ্রাদ্ধনির্ণয় সংস্কারনির্ণয়, সৌত্রামণিপ্রয়োগ, চন্দ্রচূড়ীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি প্রণয়ন করেন।

চন্দ্রচূড়া (স্ত্রী) চন্দ্রশ্চূড়ায়াং যস্যাঃ বহুব্রী। গায়ত্রী মূর্ত্তিবিশেষ। (দেবীভাগ° ১২।৬।৪৯)

চন্দ্রজ (পুং) চন্দ্রাৎ জায়তে চন্দ্র-জন-ড। চন্দ্রের পুত্র, বুধ। "রৌদ্রাদীনি মঘান্তান্যুপাশিতে চন্দ্রজে প্রজাপীড়া।"(বৃহৎস° ৭।৩)

(ত্রি) ২ যাহা চন্দ্র হইতে উৎপন্ন হয়। চন্দ্রজাত প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চন্দ্রজসিংহ, তর্কসংগ্রহের পদকৃত নামে টীকাকার।

চন্দ্রজ্ঞানতন্ত্র, ক্ষেমরাজধৃত একখানি প্রাচীন তন্ত্র।

চন্দ্রট, ১ সূক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন প্রাচীন কবি।

২ একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার, তীসটের পুত্র। ইনি সংস্কৃত ভাষায় চন্দ্রট-সারোদ্ধার, সুশ্রুতপাঠশুদ্ধি ও যোগরত্নসমুচ্চয় নামে বৈদ্যকগ্রন্থ, তীসটরচিত চিকিৎসাকলিকার টীকা ও বৈদ্যত্রিংশট্টীকা রচনা করেন।

চন্দ্রতীর্থ, সহ্যাদ্রিখণ্ড বর্ণিত গোমাঞ্চলের একটী পবিত্র তীর্থ। (২।৩।২১) [গোয়া দেখ।]

চন্দ্রদত্ত মৈথিল, এক বিখ্যাত মৈথিল পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় কাশীগীতা নামে সংগীতগ্রন্থ, ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য, কৃষ্ণবিরুদাবলী ও তাহার টীকা রচনা করেন।

চন্দ্রদাস, প্রেমামৃতটীকা রচয়িতা।

চন্দ্রদেব, ১ কনোজের রাঠোর-রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা, কনোজরাজ মদনপালের পিতা। শিলালিপিপাঠে জানা যায় মদন-

পাল ১১৫৪ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং চন্দ্রদেব তাঁহার কিছুকাল পূর্ব্বে কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

২ বোদামযুতার রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম রাজা, ইহার পুত্রের নাম বিগ্রহপাল দেব।

৩ উৎকলের একজন পূর্ব্বতন রাজা, কেশরীবংশের পূর্ব্বে ইহার অভ্যুদয়। উৎকলের ঐতিহাসিকগণের মতে ইনি ৩২৩ হইতে ৩২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি নাম মাত্র রাজা ছিলেন, ঐ সময়ে যবনেরা উৎকল অধিকার করিয়া ছিল। শেষে যবনেরাই ইহাকে বিনাশ করে। (Hunter's Orissa, Vol. I. p. 199.)

কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে অথবা প্রাচীন শিলাফলকে চন্দ্রদেবের নাম এখনও পাওয়া যায় নাই।

চন্দ্রতাপন (পুং) চন্দ্রং তাপয়তি তপ-ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যু। দানববিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অঃ)

চন্দ্রদক্ষিণ (ত্রি) চন্দ্রং সুবর্ণং দ্বিতীয়ং দক্ষিণা যস্য বহুব্রী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ দ্বিতীয়পদস্য লোপঃ। সুবর্ণ দক্ষিণা, যাহা অপেক্ষা দ্বিতীয়। "ঋতস্য যথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণাঃ।" (শুক্ল যজুঃ ৭।৪৫) 'চন্দ্রদক্ষিণাঃ চন্দ্রং সুবর্ণংযজমানহস্তস্থং দ্বিতীয়ং দক্ষিণা ইতি প্রাপ্তে শাকপার্থিবত্বাৎ দ্বিতীয় পদস্য লোপঃ।' (মহীধর।)

চন্দ্রদশা (স্ত্রী) চন্দ্রস্য দশা ৬তৎ। ফলিত জ্যোতিষ মতে গ্রহগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে মানবগণের শুভাশুভ ফল প্রদান করেন। চন্দ্র যতকাল পর্য্যন্ত ফল দেন, তাহাকে চন্দ্রের ভোগকাল বা দশা বলা হয়। [দশা দেখ।]

চন্দ্রদার (পুং) [বহু] চন্দ্রস্য দারাঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্রের স্ত্রী, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটী দক্ষকন্যা। ২ অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশ নক্ষত্র। [নক্ষত্র দেখ।]

চন্দ্রদেব (পুং) ১ পঞ্চাল বংশীয় একজন বীরপুরুষ। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষক ছিলেন, যুদ্ধে বিস্তর বিক্রম দেখাইয়া কর্ণের হস্তে নিহত হন। (ভারত ৮।৫০ অঃ)

২ রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত একজন তাপস ব্রাহ্মণ। ইহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব নীলপর্ব্বতের উৎপাত হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যক্ষবিপ্লবও ইহা দ্বারাই দূর হইয়াছিল। (রাজতরঙ্গিণী ১।১৮২—১৮৪)

চন্দ্রদ্বীপ (পুং ক্লী) চন্দ্রেণাধিষ্ঠিতোদ্বীপঃ মধ্যলো°। সমুদ্রপারে উত্তরকুরুর উত্তরভাগে অবস্থিত একটী দ্বীপ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে এই দ্বীপে নাগ ও অসুরগণের বসবাসই বেশী। ইহার পরিধি হাজার যোজন, বিস্তার দশযোজন ও উচ্চতা ১০০ যোজন। এই দ্বীপের মধ্যভাগে চন্দ্রকান্ত, শ্বেত বৈদূর্য্য ও কুমুদ প্রভৃতি পরিশোভিত একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত হইতে পুণ্যসলিলা চন্দ্রাবর্ত্তা নদী প্রবাহিতা। ইহাতে নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্রদেবের একটী বাসস্থান আছে। গ্রহনায়ক চন্দ্র প্রায়ই এই স্থানে অবতরণ করেন। চন্দ্রপর্ব্বত স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় স্থানেই প্রসিদ্ধ। চন্দ্রদ্বীপবাসী মনুষ্যগণের শরীরকান্তি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও গৌর, মুখখানি চন্দ্রতুল্য। তাহারা সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচার, সত্যপ্রতিজ্ঞ, তেজস্বী এবং চন্দ্রের উপাসক। ইহারা এক হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকে। (ব্রহ্মাণ্ড° অনুষঙ্গ° ৪৭ অঃ)

চন্দ্রদ্বীপ, বাঙ্গালার অন্তর্গত সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী একটী বিস্তীর্ণ জনপদ। আবুল ফজলের আইন্-ই-অক্‌বরী গ্রন্থে ইহারই অধিকাংশ বগ্‌লা (বাক্‌লা) সরকার নামে বর্ণিত।

চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। ১মটী—বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে ভগবতীমন্ত্রে দীক্ষিত এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে তিনি ভগবতী নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তিনি জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলে তাঁহার আর আশঙ্কার সীমা রহিল না—ভাবিলেন, লোকে কি আমাকে পত্নীউপাসক বলিবে? বরং প্রাণত্যাগ করিব, তবু এমন দুষ্কর্ম্ম করিব না। তিনি নৌকায় করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিলেন, তখন বিক্রমপুরের দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। একদিন সমস্ত রাত্রি নৌকা করিয়া সাগরে আসিয়া পৌঁছিলেন, ভাবিয়াছিলেন যে এখানে আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কিন্তু পরদিন প্রত্যুষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় এক ধীবরকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। চন্দ্রশেখর অবাক্! তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় স্বয়ং ভগবতী ছলনা করিবার জন্য এই দুস্তর জলধি মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন, তিনি অবিলম্বে সেই কন্যার তরণীতে উঠিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। প্রথমে ভগবতী ধীবরকন্যা বলিয়াই আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন, শেষে যখন দেখিলেন চন্দ্রশেখর ভুলিবার ছেলে নয়, তখন পরিচয় দিলেন, "আমি তোমার ইষ্টদেবতা ভগবতী। আমার বরে এইখানে চড়া পড়িয়া দ্বীপ উৎপন্ন হইবে, তুমি এই স্থান অধিকার করিবে এবং তোমার নামানুসারে ইহা চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত হইবে।" বর দিয়া ভগবতী অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার জল সরিয়া চর দেখা দিল (১)।

২য় প্রবাদ এই—চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। দনুজমর্দ্দন দে নামে তাঁহার এক শিষ্য ছিল।

(১) ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ১১ পৃঃ।

সন্ন্যাসী শিষ্যকে লইয়া সর্ব্বদাই বেড়াইতেন ; একদিন রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন কালী দেবী দেখা দিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"এই জলের মধ্যে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে, ঐ সকল উদ্ধার কর।" পরদিন সন্ন্যাসী শিষ্যকে তিনবার ডুব দিতে বলেন। শিষ্য তিন ডুবে তিনটী দেবমূর্ত্তি তুলিলেন (২), দুর্ভাগ্যক্রমে আর ডুব দিতে হইল না, তাহা হইলে লক্ষ্মীমূর্ত্তি পাইতেন ও রাজ্যও চিরস্থায়ী হইত। চন্দ্রশেখর এই ভবিষ্যবাণী বলিলেন যে ঐ স্থান শুষ্ক হইয়া চর হইবে ও দনুজ তাহার রাজা হইবেন। চন্দ্রশেখরের আদেশে ও নামানুসারে ইহার নাম চন্দ্রদ্বীপ হইল।

আবার ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—(৩) এখানকার সমস্ত ভূমি পূর্ব্বে জলময় ছিল, মহাদেবের প্রসাদে ও তাহার ললাটস্থ অগ্ন্যুত্তাপে সেই জল শুষ্ক হয়। চন্দ্রচূড়ের মস্তকস্থ চন্দ্রকলার কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হইয়াছিল। (বোধ হয় সেই জন্য ব্রহ্মখণ্ডকার ইহা চন্দ্রদ্বীপ নামে অভিহিত করিয়াছেন।)

বাস্তবিক চন্দ্রদ্বীপের নাম কেন হইল? তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই।

প্রাচীন সীমা—দিগ্বিজয়প্রকাশবিবৃতি নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে এক স্থানে লিখিত আছে—

"পূর্ব্বে মধুমতী সীমা পশ্চিমে চ ইছামতী।
বাদাভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহি চোত্তরে।
সমস্তাৎ মাসমার্গস্থ শাসকোহহম্ মহীপতিঃ॥" ৬২১।

পূর্ব্বসীমা মধুমতী, পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে বাদাভূমি এবং উত্তরে কুশদ্বীপ।

আবার বাক্‌লা বর্ণনা স্থলে বর্ণিত আছে—

"মেঘ্নানদী পূর্ব্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।
ইন্দিলপুরী যক্ষসীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং।
ত্রিংশৎ যোজনবিমিতো সোমকান্তোদ্রিবর্জ্জিতঃ।
সোমকান্তে চ দ্বৌ দেশৌ বিখ্যাতৌ নৃপশেখর।
জম্বুদ্বীপঃ পশ্চিমে চ স্ত্রীকারো হি তথোত্তরে।
বাকলাখ্যো মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ।"

(দিগ্বিজয়প্রকাশবিবৃতি)

পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদী, পশ্চিমে বলেশ্বরী, উত্তরে ইদিলপুর ও দক্ষিণ ভাগে সুন্দরবন ইহার মধ্যে গিরিবর্জ্জিত সোমকান্ত, ইহার পরিমাণ ৩০ যোজন। সোমকান্তের মধ্যে আবার দুইটী জনপদ আছে—পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ ও উত্তরভাগে স্ত্রীকার—মধ্যভাগে বাক্‌লা নামক রাজধানী।

যদি দিগ্বিজয়প্রকাশের বিবরণ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কোন সময়ে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ হইতে ভিন্ন বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে আমরা চন্দ্রদ্বীপের স্থলে বাক্‌লার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাদশাহ অকবরের সময়ে বাক্‌লা একটী স্বতন্ত্র সরকার, ইস্‌মাইলপুর, শ্রীরামপুর, শাহজাদপুর ও আদিলপুর (ইদিলপুর) এই চারিটী মহালে বিভক্ত ছিল। এখানে ১৫০০০ পদাতি ও ৩২০ গজ থাকিত। এই সরকার হইতে মোট ৭১৫০৬০৫ দাম (অর্থাৎ ১৭৮৭৬৷৷১৫ টাকা) রাজস্ব আদায় হইত। (আইন্-ই-অক্‌বরী)

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপস্থ এই কয়টী নগর ও গ্রামের উল্লেখ আছে। যথা—

ব্রহ্মপুর (নগর), বারাণসীপুর, সহশাল, নালিকাসরিৎ পার্শ্বে কুমুদগ্রাম, কোটালি, কাকিনীগ্রাম, কণ্ঠস্থালী, বেণুবাটী, রণানদীর নিকট ডম্বুর, চেদীরনগর, যাদবপুর, বেত্রগ্রাম, তেলিগ্রাম, ধুরগ্রাম, কাকুলগ্রাম, সুরাগ্রাম, মাধবপার্শ্ব ও পিঙ্গলপত্তন। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৩ অঃ)

উপরোক্ত মহাল ও নগরাদির অবস্থান অনুসারে বোধ হয়—এক সময়ে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ বর্ত্তমান খুলনা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বাকরগঞ্জ জেলাই প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মগদিগের উৎপাতে এই বিস্তৃত জনপদের দক্ষিণাংশ উৎসন্ন হয়, অধিকাংশ ব্যাঘ্রাদিহিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ জঙ্গলময় সুন্দরবনরূপে পরিণত হয় *।

---

(২) মাধবপাশার রাজবাটীতে যে সকল দেবমূর্ত্তি আছে, তাহার কতকগুলি জলোদ্ধৃত মূর্ত্তি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। (চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ১২ পৃঃ)

(৩) "চন্দ্রদ্বীপে পুরা বিপ্রাস্তোয়পূর্ণা চ ভূমিকা।
মহাদেবপ্রসাদেন শুষ্কা ভূতাহি মৃত্তিকা।
ললাটানলদাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা।
মহাদেবং মৃড়ানী চ পপ্রচ্ছ সাদরান্বিতা।
পূর্ণচন্দ্রং বিহায়ৈব ধার্য্যতে শশিনঃ কলা।
কিং নিমিত্তং ত্বয়া ধার্য্যং কিং সুখং জায়তে ততঃ।
মহাদেব উবাচ। অমাদিপৌর্ণমাস্যন্তাঃ যা এব শশিনঃ কলাঃ।
তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে।
অমা ষোড়শ ভাগেন দেবী প্রোক্তা মহাকলা।
সংহিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী।
অমা নাম্নী কলামধ্যে যা বা সা ত্বং প্রতিষ্ঠিতা।
অতো হি ত্বং ময়াধার্য্যা কলা কালপ্রমাথিনী।
তস্যা কলায়াঃ কিরণৈঃ সিক্তা দ্বীপাঃ চ ভূসুরাঃ।
অতো প্রজাঃ কলাচন্দ্রদ্বীপে ধর্ম্মপরায়ণাঃ।"

ভবিষ্যে ব্রহ্মখণ্ড ১২।২—৮ শ্লোঃ।

* ব্রহ্মখণ্ডেও লিখিত আছে—

"মগজাতিশস্ত্রপাতৈ মর্ত্তব্যাঃ সকলা প্রজাঃ।
মগাধিকারে ভাবী চ বেদভ্রষ্টো ভবিষ্যতি।" (ভ° ব্রহ্মখ° ১৭।১৩)

ইতিহাস—চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ-লেখকের মতে বিক্রমপুর হইতে সমাগত দনুজমর্দ্দনদেবই চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের সমাজপতি। ইনিও কতকগুলি কুলবিধি প্রচলিত করেন। ইতিপূর্ব্বে কুলীন শব্দে (৩২৬ ও ৩৪২ পৃষ্ঠায়) বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইনিই মুসলমান ইতিহাসে দনুজরায় বা নৌজা ও প্রাচীনতম কুলাচার্য্যকারিকায় দনৌজামাধব নামে বিখ্যাত। ইনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন দেবের প্রপৌত্র। তারিখ্-ই ফিরোজশাহী নামক পারস্য ইতিহাসে লিখিত আছে—দনুজরায় সুবর্ণগ্রামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যৎকালে সম্রাট্ বল্‌বন্ তুগ্রিল খাঁকে দমন করিতে আসেন, সেই সময়ে (১২৮০ খৃষ্টাব্দে) ইনি জলপথে বল্‌বনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি অবশেষে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। [কুলীন শব্দ ৩২৬ ও ৩৪২ পৃষ্ঠায় দনৌজমাধব প্রবর্ত্তিত কুলবিধি দেখ।]

দনৌজামাধবের বা দনুজ রায়ের পুত্র রমাবল্লভ রায়। ইনিও পিতার প্রদর্শিত কুলবিধি রক্ষার জন্য আরও কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন (৪)। ইনি নিজ নামে একটী নগরও স্থাপন করেন (৫) তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ রায়, তৎপুত্র হরিবল্লভ রায় (৬), তৎপুত্র জয়দেব রায়। দনুজরায় লইয়া এই পাঁচ জন (৭) চন্দ্রদ্বীপে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন।

জয়দেব রায়ের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার ভাগিনেয় বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজা পরমানন্দ কায়স্থগণের কৌলীন্য সম্বন্ধে অনেক নিয়ম করেন। পূর্ব্বে বঙ্গজ কায়স্থদিগের ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইত। তাঁহার সময়ে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইতে আরম্ভ হয়। আইন্-ই-অক্‌বরীর মতে পরমানন্দের পিতা বাকলায় রাজত্ব করিতেন। অকবরের ২৯শ বর্ষে ঐ স্থানে বেলা তিনটার সময় এক ভয়ানক জলপ্লাবন হয়, তাহাতে প্রায় সমস্ত ঘর দ্বার ভাসিয়া যায়! রাজা সেই সময়ে আমোদে মত্ত ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি একখানি নৌকায় উঠিয়া পড়েন, তাঁহার পুত্র পরমানন্দ রায় ও কতকগুলি লোক একটা মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করেন। চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সহিত সমুদ্র বৃদ্ধি হইয়াছিল। উক্ত মন্দির ব্যতীত আর সমস্তই সাগরের গর্ভশায়ী এবং প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয় (৮)। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশাবলী ও প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকায় পরমানন্দই চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তৎপুত্র রাজা জগদানন্দের সময়েই নদীর স্রোত প্রবলবেগে রাজবাটী পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। রাজা জগদানন্দই নদীগর্ভে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি নিজ বাকরগঞ্জের নিকট কচুয়া নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। রাজা জগদানন্দের কন্যা কমলা এখানে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করেন, এখনও ঐ পুষ্করিণী রহিয়াছে।

রাজা জগদানন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র মহাবল কন্দর্পনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজত্ব করিতেন, রাফ্ ফিচ্ প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারী ইহার গুণের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। (Hakluyt's Voyages, Vol. II. p. 207) [কন্দর্পনারায়ণ শব্দ দেখ।]

চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটীতে একটী বৃহৎ পিত্তলের কামান আছে, ঐ কামানের উপর বঙ্গাক্ষরে কন্দর্পনারায়ণের নাম ও ৩১৮ অঙ্ক খোদিত (৯)।

মগের দৌরাত্ম্যে কন্দর্পনারায়ণ কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া বরিশালের পূর্ব্বোত্তর কোণে বাসুরিকাটি গ্রামে এক রাজধানী করেন। পরে ঐ স্থান ছাড়িয়া যথাক্রমে পঞ্চকরণের নিকটবর্ত্তী হোসনপুর ও ক্ষুদ্রকাটিতে কিছুকাল বাস করেন। শেষে মাধবপাশা নামক স্থানে উঠিয়া যান। পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে এখনও প্রাচীন মন্দির ও ভগ্ন ইষ্টকালয়াদির চিহ্ন পড়িয়া আছে।

মাধবপাশায় একজন মুসলমান গাজী বাস করিতেন, তাঁহাকে বধ করিয়া কন্দর্পনারায়ণ এই স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। এখনও তাহা বিদ্যমান (১০)।

কন্দর্পনারায়ণের পর তৎপুত্র রামচন্দ্র রায় রাজা হন। যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিত রামচন্দ্রের

(৪) ব্রজসুন্দরমিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ১৮।১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫) দিগ্বিজয়প্রকাশে এই নগরের উল্লেখ আছে—
"রমাবল্লভনগরে রাজাতুলধনান্বিতঃ।" (চন্দ্রদ্বীপ বিবরণ ২৪৫ শ্লোক)

(৬) কুলীন শব্দে ৩৪০ পৃষ্ঠায় এই নামটী ভ্রমক্রমে ছাড় হইয়াছে।

(৭) দিগ্বিজয়প্রকাশে যাদবরায় নামে একজন রাজার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। ইঁহার সহিত ময়নাকোটের রাজকন্যার বিবাহ হয়। ব্রহ্মখণ্ডে চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত যে যাদবপুরের উল্লেখ আছে, বোধ হয় যাদবরায় সেই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়প্রকাশে চন্দ্রদ্বীপের রাজা অব্‌রাজ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

(৮) Col. H. S. Jarrett's Ain i Akbari, vol. II. p. 123.

(৯) চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটীর নিকট এক পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম কামান-তলাও, বহু লোকের বিশ্বাস এখানে অনেক কামান থাকিতে পারে।

(১০) ব্রহ্মখণ্ডের মতে মাধবপার্শ্বের মাধবদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ।

বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহরাত্রে প্রতাপাদিত্য তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়া কায়স্থের সমাজপতিত্ব ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য অধিকার করিবেন, পত্নীর মুখে এই সংবাদ পাইয়া তিনি বসন্তরায় ও সর্দার রামমোহন মালের সাহায্যে ৬৪ দাঁড় কোষ-নৌকায় করিয়া চন্দ্রদ্বীপে চলিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পরে যশোররাজকন্যা কাশীযাত্রাচ্ছলে নৌকাযানে চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে বহুদিন অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার ভাগ্যে স্বামীদর্শন লাভ ঘটে নাই। প্রথমে তিনি যে ঘাটে থাকিতেন, সেখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত। এখন সেখানে হাট নাই, কিন্তু সেই স্থান "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নামে প্রসিদ্ধ। রামচন্দ্রমহিষী সায়সী গ্রামের নিকটও কিছুদিন ছিলেন; ঐ গ্রামে এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন।

রাজা রামচন্দ্র ভুলয়ার প্রসিদ্ধবীর লক্ষণ মাণিক্যকে বন্দী করিয়া চন্দ্রদ্বীপে আনিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার সাহস ও বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। [লক্ষ্মণমাণিক্য দেখ।]

রামচন্দ্রের পুত্র রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়। ইনি নৌ-যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন, মেঘনার উপকূল হইতে ফিরঙ্গদিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দেন; তাহা শুনিয়া ঢাকার নবাব কীর্ত্তিনারায়ণের সহিত বন্ধুত্বা স্থাপন করেন। দৈবক্রমে একদিন যুদ্ধযাত্রাকালে ইনি নবাবের ভোজ্য দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি জাতিভ্রষ্ট হন ও কনিষ্ঠ বাসুদেব নারায়ণের হস্তে চন্দ্রদ্বীপরাজ্য সমর্পণ করেন। বাসুদেবের পর তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ রাজা হন। প্রেমনারায়ণের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়, তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। বসুবংশীয় এই ৮টি রাজা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন।

[কুলীন শব্দে ৩৪৫ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

প্রেমনারায়ণের পর তাঁহার পিতৃদৌহিত্র মিত্রবংশীয় উলাইলনিবাসী গৌরীচরণ মিত্র মজুমদারের পুত্র উদয়নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন অধিকার করেন। উদয়নারায়ণের এক সহোদর ছিলেন, তাহার নাম রাজা রাজনারায়ণ রায়। তিনিও মাতামহীর উত্তরাধিকারসূত্রে "রাজমাতা তালুক" নামে এক বৃহৎ তালুক ও চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত মহাল হিস্তাজাত ও মহাল উজুহাত এই কয় সম্পত্তি পাইয়া মাধবপাশার নিকট প্রতাপপুরে বাস করেন। তথায় এখনও তাঁহার বংশীয়গণ বাস করিতেছেন। কিন্তু এখন আর তাঁহাদের সে মহামূল্য সম্পত্তি নাই।

উদয়নারায়ণ হইতে মিত্রবংশীয় এই কয় পুরুষ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন—

১ রাজা উদয়নারায়ণ রায়। ২ রাজা শিবনারায়ণ রায়।
৩ রাজা জয়নারায়ণ রায়। ৪ রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়।
৫ রাজা বীরসিংহনারায়ণ রায় (দত্তক)।
৬ রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় (দত্তক)।

রাজা উদয়নারায়ণের রাজ্যলাভের পরই নবাবের শ্যালক খাদি মজুমদার তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করেন। পরে নবাবের আদেশে উদয়নারায়ণ এক ব্যাঘ্রকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পুনরায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা শিবনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ ব্যতীত সুলতান-প্রতাপ পরগণার ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন দালালকে উহার সমস্ত অংশ লিখিয়া দিয়া উলাইল নিবাসী দেবপ্রসাদ মিত্র মজুমদারকে ফাঁকি দিতে যান, তাহাতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা ১১৭৯ সালে ২১এ অগ্রহায়ণ ঐ মোকদ্দমার রায় প্রকাশ হয়। ইহাতে রাজা শিবনারায়ণের যথেষ্ট কলঙ্ক হইয়াছিল। এ ছাড়া তাঁহার চরিত্রদোষের কথাও শুনা যায়।

রাজা জয়নারায়ণ বাল্যকালেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। এই সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারী শঙ্কর বক্সী অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে জয়নারায়ণের মাতা দুর্গারাণী কতকাংশ ফিরাইয়া পান। ঐ রাণী বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া এক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহা এখন দুর্গাসাগর নামে খ্যাত। রাজা জয়নারায়ণের সময় দশশালা বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে পরগণা কোটালিপাড়, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, বুজরুগ্, উমেদপুর প্রভৃতি কয়েক স্থান পৃথক্ হয়, তবুও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা এক বৃহৎ জমিদারী, তাহারই বন্দোবস্ত হইল।

তখনকার লোকের নির্দ্দিষ্ট দিনে খাজানা লইয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে অভ্যাস ছিল না। অবধারিত দিনে সূর্য্যাস্তের মধ্যে খাজনা জমা না দিলে নিলামে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই আইন জারি হইলে রাজার অর্থলোভী দুষ্টাশয় কর্ম্মচারীদিগের দোষে ক্রমে ক্রমে সমুদায় সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। রাজার নিষ্কর খানাবাড়ী ও কয়েকখানি সিকমী তালুক মাত্র তাঁহার বর্ত্তমান সম্পত্তি।

মিত্রবংশীয়দের রাজত্বের পূর্ব্বে যে বসুবংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ এখনও দেহেড়গাতি গ্রামে বাস করিতেছেন ও চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় তাঁহারা যুবরাজ উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রদ্বীপের বর্ত্তমান রাজগণের অবস্থা মন্দ হইলেও বঙ্গজ কায়স্থসমাজে এখনও তাঁহারা যথেষ্ট সম্মানিত।

চন্দ্রদ্যুতি (পুং) চন্দ্রস্য দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য বহুব্রী। ১ চন্দন। (ভাবপ্রকাশ) [চন্দন দেখ।] (স্ত্রী) চন্দ্রস্য দ্যুতিঃ ৬তৎ। ২ চন্দ্রকিরণ।

চন্দ্রদ্রোণ [বাবা বূদন দেখ।]

চন্দ্রধনু, রাত্রিকালে বৃষ্টির উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়া ধনুকাকারে যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহাকে চন্দ্রধনু বলে। ইহার উৎপত্তি ও আকার প্রভৃতি সমস্তই রামধনুর ন্যায়। তবে ইহার বর্ণ সমুদায় দিবাভাগে উৎপন্ন রামধনুর ন্যায় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট নহে। প্রকাণ্ড অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ ধনুর ন্যায় আকার বলিয়া ইহাকেও ধনু কহে। [রামধনু দেখ।]

চন্দ্রধ্বজকেতু (পুং) সমাধিবিশেষ। (ব্যুৎপত্তি।) শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় ইহা চন্দ্রধ্বজা নামে বর্ণিত।

চন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম নগরের ২৪ মাইল উত্তরে সীতাকুণ্ডশৈলমালার মধ্যভাগে অবস্থিত একটী পাহাড়। ইহাকে সীতাকুণ্ডগিরিও বলিয়া থাকে। ইহার উচ্চতা ১১৫৫ ফিট্। ইহাতে দুই প্রকার প্রস্তর অল্প পরিমাণে দেখা যায়, ১ম সচ্ছিদ্র আগ্নেয়, ২য় লৌহসংশ্লিষ্ট সিয়েট। প্রসিদ্ধ সীতাকুণ্ড নামে উষ্ণ প্রস্রবণ এই পর্ব্বতে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটী মহাতীর্থ। কথিত আছে, মহাদেব ও রামচন্দ্র, উভয়েই এই স্থান দর্শন করেন এবং মহাদেব এই পবিত্র ক্ষেত্রে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। বাঙ্গালার সকল স্থান হইতে বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক হিন্দুযাত্রী এই পুণ্যভূমি দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। তন্মধ্যে ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশী পর্ব্ব উপলক্ষে তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের সমাগম হয়। এই সকল যাত্রীদিগের বাসের নিমিত্ত অধিকারী নামধারী ব্রাহ্মণগণ বাসাঘর নির্ম্মাণ করাইয়া রাখে। যাত্রীরা ঐ সকল গৃহে বাস করে। অধিকারী তাহাদের নিকট হইতে ভাড়া পায়, এতদ্ব্যতীত দেবতার্থ বস্ত্র তৈজসাদি যাহা কিছু উৎসর্গ করা হয় তৎসমস্তই অধিকারীর প্রাপ্য। শিবচতুর্দ্দশীর সময় প্রত্যেক অধিকারী এইরূপে প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা উপার্জ্জন করে। মন্দিরের মোহন্তগণ কেবলমাত্র কর পান, তদ্দ্বারা দেবসেবাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। শিবচতুর্দ্দশীর মেলা প্রায় দশ দিন থাকে। এই সময় ১০ হইতে প্রায় ২০ হাজার পর্য্যন্ত যাত্রী আসে। চৈত্র ও কার্ত্তিক মাসে এবং গ্রহণের সময়েও বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস যে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই শৈলশৃঙ্গে লিঙ্গরূপী মহাদেবের একটী মন্দির আছে, পর্ব্বতের চতুঃপার্শ্বেও অসংখ্য দেবমন্দির দেখা যায়। চন্দ্রনাথ হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে বাড়বকুণ্ড ও উত্তরে লবণাক্ষ নামক তীর্থদ্বয় অবস্থিত।* এ ছাড়া পর্ব্বতের স্থানে স্থানে আরও অনেক কুণ্ড বা তীর্থ আছে। [চন্দ্রশেখর ও সীতাকুণ্ড শব্দ দেখ।]

প্রধান প্রধান মেলার সময়, সীতাকুণ্ডতীর্থে যাত্রীগণ নানারূপ পীড়াগ্রস্ত হয়। রাস্তা ঘাট প্রভৃতির অপরিচ্ছন্নতা, কদর্য্য পানীয় জল ও অতি জনতাই তাহার কারণ।

প্রবাদ আছে, বুদ্ধদেবের শরীর চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের এক স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল। এই স্থানে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে বৌদ্ধদিগের একটী মেলা হয়, এবং অনেক লোকে মৃত আত্মীয় স্বজনের অস্থি আনিয়া তথাকার পবিত্র বুদ্ধকূপে নিক্ষেপ করে।

২ চট্টগ্রাম জেলায় উক্ত পর্ব্বতে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহা সীতাকুণ্ডতীর্থযাত্রীদিগের প্রধান আড্ডা। অক্ষা° ২২° ৩৭´ ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৯১° ৪৩´ ৪০″ পূঃ।

চন্দ্রনাভ (পুং) চন্দ্রো নাভৌ যস্য চন্দ্রনাভি সংজ্ঞার্থে অচ্। ভারতবর্ণিত একটী দানব। (হরিবংশ ৩২৪)

চন্দ্রনামন্ (পুং) চন্দ্রস্য নামান্যেব নামান্যস্য বহুব্রী। কর্পূর।

চন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, একজন নৈয়ায়িক, ইহার রচিত ন্যায়গ্রন্থের অনেক টীকা আছে। তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—কুসুমাঞ্জলিটীকা, গাদাধরীয়ানুপম, গদাধরের অনুমানখণ্ডের টীকা, গৌতমসূত্রবৃত্তি, জাগদীশীর ক্রোড়টীকা, জাগদীশী চতুর্দ্দশলক্ষণীপত্রিকা, তত্ত্বচিন্তামণিটিপ্পনী, তর্কগ্রন্থটীকা ও ন্যায়ক্রোড়পত্র।

চন্দ্রনির্ণিজ্ (ত্রি) চন্দ্রস্য নির্ণিগিব নির্ণিগ্ রূপং যস্য বহুব্রী। ১ চন্দ্রসদৃশ রূপবিশিষ্ট, যাহার রূপ চন্দ্রের ন্যায়। চন্দ্রং আহ্লাদকং নির্ণিগ্ রূপং যস্য বহুব্রী। ২ যাহার রূপ আহ্লাদজনক। "পতরেব চচরা চন্দ্রনির্ণিঙ্ মন ঋঞ্জা।" (ঋক্ ১০।১০৬।৮) 'নির্ণিগিতি রূপনাম চন্দ্রনির্ণিজৌ চন্দ্রসদৃশরূপযুক্তৌ, যদ্বা চন্দ্রমাহ্লাদকং রূপং যয়োঃ' (সায়ণ।)

চন্দ্রপঞ্চাঙ্গ (ক্লী) চন্দ্রমানজ্ঞাপক পঞ্জিকা বিশেষ, এই পঞ্জিকা দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।

চন্দ্রপর্ণী (স্ত্রী) চন্দ্রবৎ পর্ণং যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ ঙীপ্। প্রসারণী, চলিত কথায় গন্ধভেদালী বলে।

চন্দ্রপাণ্ডুর (ত্রি) চন্দ্রইব পাণ্ডুরঃ। চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

---

* "বর্ত্ততে জানকীকুণ্ডং লোকানাং তারহেতবে।
কালে কালে বিশেষেণ মজ্জনং সংতরিষ্যতি।
চন্দ্রনাথো বিরূপাক্ষো লোকপাবনহেতবে।
রঘুনন্দনগিরিয়ংশে লক্ষ্মণেন পুরাকৃতে। * * *।
রঘুনন্দনগিরেরগ্রে বাড়বানলসংজ্ঞকম্।
কুণ্ডং বহ্নিসমাযুক্তং কর্ম্মিণাং পুণ্যদং সদা।" (উ° ব্রহ্মখণ্ড ১৪। ১০-১২)

চন্দ্রপাদ (পুং) চন্দ্রস্য পাদঃ ৬তৎ। চন্দ্রকিরণ। "নিয়মিত পরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ।" (কুমার)

চন্দ্রপাল, ১ একজন বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার উপদেশে নিতান্ত সংসারমায়াবদ্ধ ও ধর্ম্মবিরাগী ব্যক্তিগণও ধর্ম্মপিপাসু হইত। ইনি অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন। চীনপর্য্যটক হিউএন্ সিয়ং এর "সি-যু-কি" গ্রন্থে ইঁহার বর্ণনা আছে।

২ গোপাচলের একজন পূর্ব্বতন অধিপতি। ইনি মহারাজ কৌলভের দ্বিতীয় মহিষী সাধ্বীশ্বরা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

৩ এতাবা অঞ্চলের একজন রাজা, আম্বাই খেয়া নামক দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা।

৪ মিবারের সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। ইনি এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেন।

চন্দ্রপুত্র (পুং) চন্দ্রস্য পুত্রঃ ৬তৎ। বুধ।

"ব্রতচারি-রসায়নকুশলবেসরাশ্চন্দ্রপুত্রস্য।" (বৃহৎসং ১৬২০)

চন্দ্রপুর, মধ্যপ্রদেশে সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী রাজ্য বা জমিদারী, পদ্মপুর জমিদারী ইহার অন্তর্গত। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে দুইটী গবর্মেণ্ট পরগণা লইয়া গঠিত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সুরেন্দ্র শাহের বিদ্রোহে যোগদান অপরাধে কতিপয় জমিদারের বার্ষিক ৩০০০৲ আয়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, এবং ঐ জেলার তখনকার ডেপুটি কালেক্টর রায় রূপসিংহকে প্রদত্ত হয়। রাজদ্রোহীগণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত প্রত্যর্পণ করা হয়। কিন্তু রায় রূপসিংহের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত ডেপুটি কমিশনার মেজর ইম্পে এইরূপ বন্দোবস্ত করেন, যে ৪০ বৎসর চন্দ্রপুর ও পদ্মপুর জমিদারী হইতে ৭৫৫০৲ বার্ষিক কর রূপরায় সিংহ পাইবেন এবং তিনি ঐ জমিদারীর রাজস্ব বার্ষিক ৪১৩০৲ টাকা গবর্মেণ্টকে দিবেন। চন্দ্রপুর ও পদ্মপুর উভয়ই মহানদীতীরে অবস্থিত। সম্বলপুর হইতে প্রায় ৪০ মাইল উত্তরপশ্চিমে পদ্মপুর ও তথা হইতে আরও ২০ মাইল পশ্চিমে চন্দ্রপুর অবস্থিত। মধ্যে রায়গড় রাজ্যের কতক অংশ। চন্দ্রপুর পরগণা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিত নানা অংশে বিভক্ত। ইহার সকল অংশেই বেশ জল পাওয়া যায়, কোথাও বন জঙ্গল নাই, কোন স্থানে বালুকা ও কোন স্থানের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দমময়। শস্য চাউল, ইক্ষু, সর্ষপ, তিল, ছোলা, গম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এখানকার তসরের বস্ত্র বিখ্যাত।

চন্দ্রপুর, ১ তন্ত্রবর্ণিত একটী পীঠস্থান।

"কৈলাসং পীঠকেদারং শুভং চন্দ্রপুরং তথা।"

(বৃহন্নীলত° ৫ প°)

২ দেশাবলীর মতে ত্রিপুরাস্থ অগ্রতোলার ৪ ক্রোশ দক্ষিণে গোমতীনদীতীরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম, এখানে ত্রিপুরাসুন্দরী বিরাজ করেন।

চন্দ্রপুরী, নর্ম্মদা নদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগরী। রেবা-খণ্ডের মতে এখানে সোমবংশীয় রাজা হিরণ্যতেজা রাজত্ব করিতেন। (রেবাখ° ৩।২)

চন্দ্রপুলী (দেশজ) একপ্রকার সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য। নারিকেল ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত হয়।

চন্দ্রপুষ্পা (স্ত্রী) চন্দ্র ইব পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ শ্বেত কণ্ট-কারী, হিন্দীতে শ্বেতরেঙ্গনী বলে। (রাজনি°) ২ শ্বেত-প্রভা, বাকুচী, চলিত কথায় সোমরাল বলে। ৩ জ্যোৎস্না।

চন্দ্রপ্রকাশ (পুং) চন্দ্রস্য প্রকাশঃ ৬তৎ। চন্দ্রের উদয়। ২ চন্দ্রের আলোক।

চন্দ্রপ্রভ (পুং) চন্দ্রস্যেব প্রভাযস্য বহুব্রী। জৈনদিগের অষ্টম তীর্থঙ্কর। ইঁহার পিতার নাম মহাসেন রাজা ও মাতার নাম লক্ষ্মণা। পৌষ বদি ত্রয়োদশ তিথি, অনুরাধানক্ষত্র ও বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্রপুরী* নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার চ্যবণ তিথি চৈত্রবদি পঞ্চমী ও বিমানের নাম বিজয়ন্ত। ইঁহার শরীরটী শ্বেতবর্ণ ও ১৫০ পঞ্চাশ ধনু পরিমিত ছিল। ইনি রাজা উপাধি ধারণ করিয়া দশ (লাখ) বৎসর ভূতলে বিচরণ করিয়া ছিলেন। রাজা চন্দ্রপ্রভ ১০০ সাধুর সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রপুরী নগরীতে পুন্নাগবৃক্ষের তলে পৌষ ত্রয়োদশী তিথিতে দীক্ষিত হন। দীক্ষার সময়ে দুইটী উপবাস করিয়া সোম-দত্তের ঘরে পারণ করেন, দুইদিন কেবল ক্ষীর খাইয়াছিলেন। পরে তিনমাস মাত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও ইনি দুইটী উপবাস করেন। ফাল্গুন বদি সপ্তমী তিথিতে ইঁহার জ্ঞানোদয় হয়। ৯৩ গণধর, ২৫০০০০ সাধু, ৩৮০০০০ সাধ্বী, ৭৬০০ বাদী, ৮০০০ অবধিজ্ঞানী, ১০০০০ কেবলী, ৮০০০ মনঃপর্য্যায়, ১০০০ চতুর্দ্দশপূর্ব্বী, ২৫০০০০ শ্রাবক ও ৪৭৯০০০ শ্রাবিকা ছিল। ইঁহার শাসনযক্ষের নাম বিজয় ও যক্ষিণীর নাম ভৃকুটী, প্রথম গণধরের নাম দিন্ন ও প্রথম আর্য্যার নাম সুমনা। ভাদ্র বদি ৭ তিথিতে সম্মেত শিখরে কৌম্বর্গ নামক আসনে ইঁহার মোক্ষ হয়। চন্দ্রপ্রভ মৃগযোনি ও দেবগণ ছিলেন। ইনি নয় মাস সাতদিন গর্ভে থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার মোক্ষ পরিবার ১০০০। ইঁহার তিনটী মাত্র জন্ম হয়।

চন্দ্রপ্রভ, ভদ্রশিলা বা তক্ষশিলাবাসী একজন বোধিসত্ব। ইনি তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। নগরের চারিদ্বারে তাঁহার চারিটী দানাগার ছিল। যে যাহা চাহিত তিনি তাহাকে

* কাহারও মতে শ্রাবস্তী বা বর্ত্তমান শেটমাহেটের নাম চন্দ্রিকাপুরী।

তাহাই দান করিতেন। সহস্র সহস্র ভিক্ষুক প্রতিদিন মনোমত ধনাদি লইয়া যাইত। অবশেষে রুদ্রাক্ষ নামে এক কপট ব্রাহ্মণ রাজার নিকট আসিয়া তাঁহার মস্তক ভিক্ষা করিল। রাজা ব্রাহ্মণকে বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি লইয়া ঐ অসঙ্গত প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজার মস্তক ভিন্ন আর কিছুই লইতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে রাজা সত্যভঙ্গের ভয়ে নিজ মস্তক দিতেই প্রস্তুত হইলেন। মস্তক হইতে রাজমুকুট লইয়া ভিক্ষুককে দান করিলেন। তদ্দর্শনে মহাচন্দ্র ও মহীধর নামক প্রধান মন্ত্রীদ্বয় মূর্চ্ছিত ও গতাসু হইলেন। ব্রাহ্মণ এই সকল দেখিয়া উপস্থিত ক্রুদ্ধলোক হইতে অহিত আশঙ্কা করিয়া রাজাকে কহিল, "কোন নির্জ্জন উদ্যানে গিয়া আমাকে মস্তক অর্পণ করুন।" রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং উদ্যানে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বৌদ্ধমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চম্পকবৃক্ষে আপনাকে বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণকে মস্তক লইতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার মস্তক কাটিয়া লইয়া গেল। ভদ্রশিলা নগর তৎপরে তক্ষশিলা নামে অভিহিত হয়। এই চন্দ্রপ্রভ নৃপতিই জন্মান্তরে বুদ্ধদেবরূপে অবতীর্ণ হন। মন্ত্রীদ্বয় শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নামে তাঁহার শিষ্যরূপে এবং ঐ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ দেবদত্ত নামে জন্মগ্রহণ করেন।

(দিব্যাবদানমালা, সমাধিরাজ ও দ্বাবিংশতিঅবদান প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রপ্রভের বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

চন্দ্রপ্রভা (স্ত্রী) চন্দ্রইব প্রভা যস্যাঃ বহুব্রী। ১ বাকুচী। (রাজনি°)
২ ঔষধবিশেষ। সুখবোধের মতে—বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চই, ভূনিম্ব, মাগধীমূল, মুথা, শঠী, বচা, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপুল, ও আতইচ্ ইহার প্রত্যেকের দুইতোলা, শিলাজতু ৮ তোলা, শৈলজ ২ পল, লৌহ ২ পল, সিতা (চিনি) ৪ পল, বংশলোচন, নিকুম্ভ (দণ্ডী), কুম্ভ (গুগ্‌গুলু) ও সুগন্ধিত্রয় এই সকল দ্রব্য মিশাইয়া চূর্ণ করিবে। ইহার নাম চন্দ্রপ্রভা বা চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। ইহার সেবনে অর্শ, ভগন্দর ও কামলা রোগ ভাল হয় এবং মন্দাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বায়ুজরোগ, মর্ম্মগত, নাড়ীগত, ব্রণ, গ্রন্থ্যর্ব্বুদ, বিদ্রধি, রাজযক্ষ্মা, মেহ, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রপ্রবাহ ও উদরাময় রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল রোগে আহারের পূর্ব্বে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ঘোল, দধির মাৎ, ছাগীর দুগ্ধ, জাঙ্গলজ দুগ্ধ অথবা শীতল জল ইহার অনুপান। ইহা সেবনে আহারাদি সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতে বা পান করিতে পারা যায় এবং শীত, বায়ু, রৌদ্র ও মৈথুন বিষয়েও কোন নিয়ম নাই। ইহা সেবন করিলে হস্তীর ন্যায় বল, ঘোড়ার ন্যায় গমনশক্তি, গরুড়ের ন্যায় দর্শনশক্তি এবং বরাহের ন্যায় শ্রবণশক্তি জন্মে। বৃদ্ধ ব্যক্তি ইহা সেবন করিলে বলী ও পলিত দূর হয় এবং যৌবন ফিরিয়া আইসে। শিবের তপস্যা করিয়া চন্দ্রের প্রসাদে এই মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। (সুখবোধ)

৩ চক্রদত্তোক্ত বর্ত্তিবিশেষ। ত্রিফলা, কুক্কুটাণ্ডের খোলস, হিরাকস্, লৌহচূর্ণ, নীল শাপলা, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের ঘৃতে পিষিয়া সাতরাত্র একটী তামার পাত্রে রাখিয়া দিবে। সাতরাত্রি পরে পুনর্ব্বার দুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তিকা। ইহার সেবনে অন্ধ ব্যক্তিরও পুনর্ব্বার দর্শনশক্তি জন্মে। চক্রদত্তে আরও অনেক প্রকার চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তির কথা আছে, তাহা জানিতে হইলে তদ্গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৪ চন্দ্রকিরণ।

চন্দ্রবালা (স্ত্রী) চন্দ্রস্য কর্পূরস্য বালেব তুল্যগন্ধিত্বাৎ। ১ স্থূল এলা, বড় এলাচী। (রাজনি°) ২ ঔষধবিশেষ। চন্দ্রস্য বালা ৬তৎ। ৩ চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। ৪ চন্দ্রপত্নী।

চন্দ্রবাহু (পুং) অসুরবিশেষ।

চন্দ্রবুধ্ন (ত্রি) চন্দ্র আহ্লাদকো বুধ্নঃ মূলং যস্য বহুব্রী। যাহার মূল আহ্লাদজনক।

"চন্দ্রবুধ্নো মদবৃদ্ধো মনীষিভিঃ।" (ঋক্ ১০।৫২।৩) 'চন্দ্রবুধ্নঃ সর্ব্বাসাং প্রজানাং আহ্লাদকমূলঃ' (সায়ণ।)

চন্দ্রভ (পুং) চন্দ্রস্যেব ভা যস্য বহুব্রী। চন্দ্রপ্রভা।

চন্দ্রভস্মন্ (ক্লী) চন্দ্রইব শুভ্রং ভস্ম। কর্পূর। (শব্দার্থচি°)

চন্দ্রভা (স্ত্রী) চন্দ্রস্য ভা ইব ভা যস্যাঃ বহুব্রী। শ্বেতকণ্টকারী।

চন্দ্রভাঁট, উপাসক সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা একপ্রকার ভিক্ষুক বই আর কিছুই নয়। দশনামী ভাঁটের ন্যায় ইহারাও শিবভক্ত; উপস্থিত মতে শিব ও কালীর পূজা দিয়া থাকে। ইহারা গৃহস্থ। কাশী, পাটনা প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর অঞ্চলের নানা স্থানে বাস করিয়া থাকে। শীতকালে পরিবার সঙ্গে করিয়া ও গো, মেষ, ছাগল, বানর, কুকুর, গর্দ্দভ এবং কেহ কেহ অশ্ব সমভিব্যাহারে লইয়া দেশ দেশান্তরে ভিক্ষায় গমন করে। এইরূপে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে, তদ্দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করে। অনেকে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কৃষিকার্য্যাদিও করিয়া থাকে।

ইহারা প্রবাসে গিয়া যে দিন যে স্থানে অবস্থিতি করে, তথায় টোল অর্থাৎ কুটীর প্রস্তুত করিবার মত সামগ্রী সকল সঙ্গে সঙ্গে রাখে। গোরুতে দ্রব্যজাত লইয়া যায়, এবং কুকুরে রাত্রিকালে চৌকি দেয়। ইহারা যখন ভিক্ষায় যায়, লোকের নিকটে বানর ও ছাগল নাচাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে। ইহারা অতিশয় নিকৃষ্ট লোক; সচরাচর মদ্যমাংস ব্যবহার করিয়া থাকে।

চন্দ্রভাগ (পুং) চন্দ্রস্য ভাগো বিভাগো যত্র বহুব্রী। ১ পর্ব্বত-বিশেষ। কালিকাপুরাণের মতে হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী শত-যোজন বিস্তৃত একটী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতটী সর্ব্বদা তুষারময় থাকায় কুন্দকুসুমের ন্যায় ধবল বর্ণ দেখায়। ইহার উচ্চ্রায় ৩০ যোজন। চন্দ্রভাগা নদী এই পর্ব্বত হইতে প্রবাহিতা। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই পর্ব্বতে বসিয়া দেবতা ও পিতৃগণের জন্য চন্দ্রকে ভাগ করিয়াছিলেন, তাই দেবতারা ইহার নাম চন্দ্রভাগ রাখিয়াছেন। (কালিকাপুরাণ ২০ অঃ)

চন্দ্রভাগা (স্ত্রী) চন্দ্রভাগঃ পর্ব্বতবিশেষঃ স উৎপত্তিস্থানত্বে-নাস্ত্যস্যাঃ চন্দ্রভাগ-অচ্ টাপ্। একটী নদী। পর্য্যায়—চন্দ্রভাগী, চন্দ্রিকা। কালিকাপুরাণে ইহার উৎপত্তির কথা এইরূপ লিখিত আছে—ব্রহ্মার আদেশে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতের সানুদেশে শীতা নদীর উৎপত্তি হয়। শীতা নদী চন্দ্রকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইলে তাহার জল অমৃতযুক্ত হইয়া বৃহল্লোহিত সরোবরে পতিত হয় এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেই জল হইতে একটী কন্যা উঠিয়াছিল, তাহার নাম চন্দ্রভাগা। ব্রহ্মার অনুমতিতে সাগর সেই কন্যাকে বিবাহ করে। চন্দ্র নিজ গদার অগ্রভাগে সেই সেই গিরির পশ্চিম পার্শ্ব ভেদ করিয়া দেন, তাহাতে স্রোতস্বতী চন্দ্রভাগা সেই স্থান হইতে প্রবাহিত হয়। সাগর নিজ ভার্য্যা চন্দ্রভাগাকে লইয়া গৃহে গমন করেন। চন্দ্রভাগা অবাধ গতিতে সাগরে মিলিত হইল। ইহার গুণ—গঙ্গার সমান। (কালিকাপু° ২২ অঃ) রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার জলের গুণ—অতিশয় শীতল, দাহ, পিত্ত ও বাতনাশক।

যে পাঁচটী নদী থাকায় পঞ্চনদ প্রদেশের নাম পঞ্জাব (অর্থাৎ পঞ্চনদ) হইয়াছে, চন্দ্রভাগা উহাদের মধ্যে একটী। ইহা সিন্ধু নদের উপনদী। তাণ্ডী নগরের নিকট চন্দ্র ও ভাগা নদীদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া চন্দ্রভাগা নাম ধারণ করিয়াছে। কাশ্মীর প্রদেশের তুষারমণ্ডিত হিমালয়-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া অম্বুসঙ্কটের মধ্য দিয়া কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইতে হইতে শিয়ালকোট জেলায় খাইরি-রিহাল গ্রামের নিকট ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাবী নামে বৃহৎ নদীর সহিত মিশিয়া প্রায় ১৮ মাইল পর্য্যন্ত শিয়ালকোট ও গুজরাট জেলাদ্বয়ের মধ্য সীমায় প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে নদীর উভয় তীরস্থ প্রান্তর পলিময়, এবং নদীর গতি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। তৎপরে এই নদী রেচনা ও জেচ্ দোয়াবের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে অনেক বাণিজ্যতরী যাতায়াত করে। নদীতীর হইতে কয়েক মাইল ভূভাগ পলিময় ও কৃষিকর্ম্মোপযোগী, তাহার পরবর্ত্তী স্থানে নদীর জল যায় না। গুজরান্‌বালা জেলার পশ্চিমভাগে প্রবাহিত হইয়া মরুময় ঝঙ্গপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। তথায় ইহার উভয়তীরস্থ প্রান্তরের বিস্তার প্রায় ৩০ মাইল। এই প্রান্তর নূতন পলিময়, এবং নদীপ্রবাহ এখানে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত ও নানা ভাগে বিভক্ত। এক্ষণে নদীগর্ভ প্রান্তরের মধ্যভাগে অবস্থিত। প্রায় তথা হইতেই সমস্ত তীর-ভূমিতে কৃষিকার্য্য হয়। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে অসংখ্য চড়া আছে, প্রায় প্রত্যেক বন্যার সময় স্থানা-ন্তরিত হয়। তিম্মু নগরের নিকট চন্দ্রভাগা বিতস্তা নদীর সহিত মিলিয়াছে। ওয়াজিরাবাদের নিকট ইহার উপর একটী রেলওয়ে সেতু আছে, এবং ঝঙ্গ হইতে ডেরা ইস্মাইল্ খাঁ পর্য্যন্ত রাস্তা ইহার উপরে নৌসেতু গিয়াছে।

চন্দ্রভাগী (স্ত্রী) চন্দ্রভাগস্য ইয়ং চন্দ্রভাগ-অণ্ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) বহ্বাদিত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ (বহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪৫।) ততো ঙীষ্। চন্দ্রভাগানদী। (শব্দরত্না°)

চন্দ্রভানু (পুং) কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাবলীর পিতা। ইহার পিতার নাম মহীভানু ও মাতার নাম সুখদা। ইহার চারিটী সহোদর ছিল। তাহাদের নাম রত্নভানু, বৃষভানু, সুভানু ও ভানু। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রভানুই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। ইহার ভগিনীর নাম ভানুমুদ্রা ও পত্নীর নাম বিন্দুমতী। (বৃ° লী° ১৬।২৩ অঃ)

২ কৃষ্ণের এক পুত্র, সত্যভামার গর্ভজাত। ইহার সহিত চন্দ্ররেখার প্রেমঘটিত কথা তৈলঙ্গে প্রসিদ্ধ আছে।

চন্দ্রভাস (পুং) [চন্দ্রহাস দেখ।]

চন্দ্রভূতি (ক্লী) চন্দ্রস্যেব ভূতিঃ কান্তিরস্য বহুব্রী। রজত।

চন্দ্রমণি (পুং) চন্দ্রপ্রিয়ো মণিঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। চন্দ্রকান্ত মণি। (হেম°) [চন্দ্রকান্ত দেখ।]

চন্দ্রমণ্ডল (ক্লী) চন্দ্রস্য মণ্ডলং ৬তৎ। চন্দ্রবিম্ব।

চন্দ্রমল্লিকা (স্ত্রী) চন্দ্রমল্লী স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। চন্দ্রমল্লী।

চন্দ্রমল্লী (স্ত্রী) চন্দ্রইব মল্লো যস্যাঃ বহুব্রী, ততো ঙীপ্। লতাবিশেষ, অষ্টাপদী। (শব্দচি°)

চন্দ্রমস্ (পুং) চন্দ্রং আহ্লাদং মিমীতে মি-অসুন্ মাদেশঃ।

যথা চন্দ্রং কর্পূরং মাতি তুলয়তি মা-অসুন্ সচড়িৎ (চন্দ্রে মো ডিৎ। উণ্ ৪।২২৭) ১ চন্দ্র।

"অনুভিয়ং করোতোব সূর্য্যশ্চন্দ্রমসং যথা।" (পঞ্চতন্ত্র ৩।৩৮)

২ কর্পূর।

চন্দ্রমহ (পুং) চন্দ্রসা মহ ৬তৎ। চন্দ্রোৎসব।

চন্দ্রমা (স্ত্রী) চন্দ্রেণ মীয়তে মা-ঘঞর্থে ক, ততঃ টাপ্। নদী বিশেষ। "কৌশিকীমিপ্রপাশোণং বাহুদাসথ চন্দ্রমাম্।" (ভারত ৬।৯ অঃ)

চন্দ্রমুখ (পুং) ১ দেবমুখ নামক দিবিরের ঔরসে অপুপিকা বেশ্যার গর্ভে উৎপন্ন একজন ধনী। বাল্যকালে ইহার কিছুই ধন সম্পত্তি ছিল না, কেবল মহারাজের অনুগ্রহেই পরিশেষে কোটীশ্বর হইয়া ছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৭।১১১) (ত্রি) চন্দ্রইব মুখং যস্য বহুব্রী। ২ যাহার মুখখানি অতিশয় সুন্দর। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

চন্দ্রমুখী (স্ত্রী) চন্দ্রইব মুখং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ যে স্ত্রীর মুখ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর।

চন্দ্রমূলা (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

চন্দ্রমৌলি (পুং) চন্দ্রামৌলাবস্য বহুব্রী। মহাদেব।

"ক্রীতস্তপোভি রিতিবাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।" (কুমার ৫।৮৬)

চন্দ্ররথ (ত্রি) চন্দ্রঃ সুবর্ণময়ো রথো যস্য বহুব্রী। ১ সুবর্ণময় রথ। "হোতা মন্দ্রঃ শৃণবচ্চন্দ্ররথঃ।" (ঋক্ ১।১৪১।১২) 'চন্দ্ররথঃ সুবর্ণময়রথোপেতঃ' (সায়ণ।) (পুং) ২ সুবর্ণ-নির্ম্মিত রথ। চন্দ্রস্য রথঃ ৬তৎ। ৩ চন্দ্রের রথ, চন্দ্রমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব যে রথে আরোহণ করেন।

চন্দ্ররসা (স্ত্রী) চন্দ্রইব রসো যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। ভারত-বর্ষীয় একটী নদী। "চন্দ্ররসা তাম্রপর্ণী" (ভাগবত ৫।১৯।১৮)

চন্দ্ররাও মোড়ে, বিজাপুর রাজ্যের অধীন ও সাতারা নগরের ৩৫ মাইল বায়ুকোণে স্থিত জাবলির একজন মহারাষ্ট্র রাজা। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্ররাও মোড়ে শির্কি প্রদেশ জয় করিবার নিমিত্ত বিজয়পুরের প্রথম অধিপতি যুসুফ্ আদিল শাহের নিকট হইতে ১২০০০ হিন্দুসৈন্য প্রাপ্ত হন এবং সৈন্য-সাহায্যে ঐ সকল প্রদেশ জয় করেন।

চন্দ্ররাও এবং তাহার পুত্র যশোবন্ত রাও দ্বারাই মোড়ে-বংশ বিখ্যাত হয়। যশোবন্ত রাও আহ্মদনগরের বুর্হান্ নিজাম শাহকে পুরন্দরের নিকট পরাজিত করিয়া তাঁহার হরিদ্বর্ণ পতাকা কাড়িয়া লয়েন। এই বীরকার্য্যের জন্য তিনি পৈতৃক রাজপদে অভিষিক্ত হন ও ঐ বিজয়পতাকা ব্যবহার করিতে অনুমতি পান। তাঁহাদের উত্তরাধিকারী ৭ পুরুষ পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন এবং সকলকেই বংশের স্থাপন কর্ত্তার নামে "চন্দ্ররাও" উপাধি ব্যবহার করিতেন।

এই সমস্ত রাজগণ বিজাপুরের নবাবের অনুগত ছিলেন, নবাব সেই জন্য উহাদের নিকট অল্পমাত্র কর লইতেন। ১৬৫৫ সালে শিবজী তখনকার রাজাকে বিজাপুরের বিপক্ষে অসি ধারণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। সেই সময়ের রাজা চন্দ্ররাও শিবজীকে বন্দী করণাভিপ্রায়ে সমাগত শামরাজ নামক বিজাপুর-নবাব-প্রেরিত সেনাপতিকে নিজ রাজ্য দিয়া যাইতে দেন। শিবজী এই ছল ধরিয়া তাঁহার সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু চন্দ্ররাও, তাঁহার পুত্রদ্বয়, ভ্রাতা এবং মন্ত্রী হিম্মতরাও ইঁহারা সকলেই বীরপুরুষ ছিলেন, এবং সৈন্যগণও শিবজীর সৈন্য অপেক্ষা হীনবল ছিল না, সুতরাং সুচতুর শিবজী প্রকাশ্য শত্রুতা না করিয়া কৌশলে কার্য্যসিদ্ধির উপায় স্থির করিলেন। তিনি রঘুবল্লাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং শম্ভাজী কাবজী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রকে চন্দ্ররাওএর কন্যার সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিবার ছলে ২৫জন মরাঠী সৈন্যসহ জাবলিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তথায় যাইয়া শিবজীর উপদেশমত রাজা ও তদীয় ভ্রাতাকে প্রতারণাপূর্ব্বক বিনাশ করিল, এবং নিকটস্থ অরণ্যে অবস্থিত সসৈন্য শিবজীর সহিত মিলিত হইল। তৎপরে শিবজী ঐ নগর আক্রমণ করিলে হিম্মতরাও প্রভৃতি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। তদবধি ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা শিবজীর বংশধরের ও পেশবার অধীন ছিল।

চন্দ্ররাজ (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত একজন বীরপুরুষ। ইনি হর্ষরাজের মন্ত্রী ছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৭।১৩৭৬)

চন্দ্ররেখ (পুং) রামায়ণ-বর্ণিত একটা রাক্ষস। (৬।৮৪।১২)

চন্দ্ররেখা (স্ত্রী) চন্দ্রস্য রেখা ৬তৎ। ১ জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ চন্দ্রের মণ্ডলসূচক রেখা। চন্দ্রস্য রেখা ইব আকৃতির্যস্যাঃ বহুব্রী। ২ একটী পরমা সুন্দরী অপ্সরা। (কাশীখণ্ড ৮ অঃ) ৩ বাকুচী লতা, চলিত কথায় হাকুচ বা সোমরাজ বলে। (রাজনি°) ৪ চন্দ্রশেখরের সহোদরা ভগিনী। [চন্দ্রশেখর দেখ।] ৫ ছন্দোবিশেষ। যে বৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৩ অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ এবং প্রত্যেক চরণের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ও ১১শ অক্ষর গুরু অপর লঘু তাহাকে চন্দ্ররেখা বলে। ইহার ৬ ও ৭ অক্ষরে যতিস্থান। "নমরযুগলৈশ্চন্দ্ররেখর্তু লোকৈঃ।" (বৃত্তরত্না° টী°) ৬ বাণরাজের কন্যা উষার সখী। (পুরাণ) কোন কোন স্থানে চন্দ্রলেখা নামেও ইহার উল্লেখ আছে।

চন্দ্ররেখাগড়, মেদিনীপুর জেলার একটী প্রাচীন গড়। নয়াগ্রাম রাজবংশীয় খেল্লারের ৪র্থ ভূপতি চন্দ্রশেখর সিংহ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে এই গড় নির্ম্মিত হয়। প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ পরিখা দ্বারা ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত ও পূর্ব্বদিকে একটী মাত্র প্রবেশদ্বার। এই পরিখা ৮।১০ ফিট প্রশস্ত ও ৬ ফিটেরও অধিক গভীর এবং লোহিত বর্ণ কঠিন প্রস্তর কাটিয়া বহুব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বভাগে দ্বারের নিকট একটী গভীর পরিখা ও প্রাচীর আছে। দ্বার হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত একটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। উহা রাজার বাসগৃহ হইতে পারে। এই স্থান এখন গভীর জঙ্গলপূর্ণ। চন্দ্ররেখাগড়ের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে দেউল নামে ৭৫ ফিট্ উচ্চ একটী বৃহৎ শিবমন্দির আছে, মন্দিরটী দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিল, এখনও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নয়াগ্রামের রাজার ব্যয়ে ইহার দেবসেবা নির্ব্বাহ হয়।

চন্দ্ররেণু (পুং) চন্দ্রইব আহ্লাদকো রেণুর্যত্র বহুব্রী। ১ কাব্যচোর। (ত্রিকাণ্ড°) (ক্লী) ২ রূপা। (বৈদ্যক)

চন্দ্রলা (স্ত্রী) কর্ণাটদেশ-প্রসিদ্ধ একটী দেবী।

(রাজতরঙ্গিণী ৮।৩৪।২১)

চন্দ্রলেখা (স্ত্রী) চন্দ্রং তৎকান্তিং লিখতি লিখ-অণ্ উপ° স° ততো বাহুলকাৎ টাপ্। ১ লতাবিশেষ, বাকুচী। চন্দ্রস্য লেখা ৬তৎ। ২ চন্দ্ররেখা। ৩ ছন্দোবিশেষ। যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৫টী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ এবং প্রত্যেক চরণের ৫, ১০ ও ১৩ অক্ষর লঘু ও অপর গুরু, তাহাকে চন্দ্রলেখা বলে। ৭ ও ৮ অক্ষরে ইহার যতিস্থান। "ম্রৌ মো, যৌ চেদ্ভবেতাং সপ্তাষ্টকৈশ্চন্দ্রলেখা।" (ছন্দোম°)

৪ বাণরাজের মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডকের কন্যা, ঊষার একজন সখী, ইহার উদ্যোগেই রূপসী ঊষা প্রাণপতি অনিরুদ্ধের সহিত গোপনে মিলিত হন। (পুরাণ) [ঊষা দেখ।] ৫ অপ্সরাবিশেষ, স্থানবিশেষে চন্দ্ররেখা নামেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [চন্দ্ররেখা দেখ।]

৬ নাগ সুশ্রবার জ্যেষ্ঠা কন্যা, ইহার কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম ইরাবতী। (রাজতরঙ্গিণী ১।২১৯)

চন্দ্রলোক, চন্দ্রমণ্ডল। পূর্ব্বে চন্দ্রের বিবরণে দেখান গিয়াছে চন্দ্রের যে ভাগ আমাদের দিকে থাকে, তাহা কেবল পর্ব্বতময়, গুহাদি দ্বারা বিক্ষোভিত ও জলবায়ুশূন্য। সুতরাং চন্দ্রের সুদীর্ঘ দিবাভাগে ঐ অংশ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। পৃথিবীতে গ্রীষ্মকালে দিবা কয়েক ঘণ্টা মাত্র দীর্ঘ হয়, তাহাতেই সূর্য্যের তাপ অসহ্য হইয়া উঠে। তথনও বায়ুরাশি ও মেঘবৃষ্টিদ্বারা সূর্য্যতাপ অনেক কম হইয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রে জলও নাই, বায়ুও নাই, মেঘও নাই, সুতরাং ১৫ দিবসব্যাপী দিবাভাগের প্রখর সূর্য্যকিরণে চন্দ্রস্থ পর্ব্বত ও প্রান্তর সকল কিরূপ ভীষণ উত্তপ্ত হয়, তাহা কল্পনাতীত। সুতরাং পার্থিব প্রকৃতির কোন জীব যে চন্দ্রে থাকিতে পারে না তাহা নিশ্চিত। তথায় জলও নাই মৎস্যও নাই বায়ুও নাই, সুতরাং পক্ষীও উড়িতে পারে না। পার্থিব কোন প্রাণী তথায় যাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইবে এইরূপই অনুমান হয়। তবে বিশ্বপতি এই চন্দ্রলোকের উপযোগী কোন প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা তাহা কে বলিতে পারে? হইতে পারে সেই সমস্ত প্রাণীর প্রকৃতি চন্দ্রের অনুরূপ, তাহারা পৃথিবীতে আসিলে হয়ত প্রাণত্যাগ করিবে। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে জলবায়ু এবং পার্থিব-প্রকৃতির প্রাণী থাকিতে পারে। হয়ত সেখানেও আমাদিগের ন্যায় মনুষ্যের বাস আছে এবং সলিল মধ্যে মৎস্য ও বায়ু-সাগরে পক্ষী বিচরণ করে*। হয়ত সেখানেও পৃথিবীর ন্যায় স্রোতস্বতী নদী, শ্যামল বৃক্ষলতা ও নানাবর্ণের পুষ্পাদি আছে এবং সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হয়। কিন্তু চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত অল্প বলিয়া উহার বায়ু অতিশয় লঘু, সুতরাং তথাকার প্রাণীদিগের সহিত আমাদিগের বিশেষ মিল হইবে না। চন্দ্রের দিবস ১ চান্দ্রমাসের সমান। চন্দ্রের ঋতু-পর্য্যায় নাই। প্রত্যেক দিবাই চন্দ্রের গ্রীষ্মকাল ও প্রত্যেক রাত্রিই শীতকাল। পৃথিবী শীতকালে সূর্য্যের অধিক নিকট-বর্ত্তী হয়, তজ্জন্য পৌষ ও মাঘ মাসে, চান্দ্রমাসের পরিমাণ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের চান্দ্রমাসের পরিমাণ অপেক্ষা কিছু অধিক হয়। সুতরাং ঐ সময় চন্দ্রের দিবস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, সুতরাং তখন চন্দ্রের গ্রীষ্মকাল অপেক্ষাকৃত অধিকতর উষ্ণ হয়। সেইরূপ আমাদের গ্রীষ্মকালে চন্দ্রের শীত কিছু প্রখর হয়। [চন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপ ও সোমগিরি শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চন্দ্রলোচন (পুং) এক দানব। (হরিবংশ)

চন্দ্রলোহক (ক্লী) চন্দ্রইব শুভ্রং লোহকং ধাতুদ্রব্যং। রজত, রূপা। (রাজনি°)

---

* আমাদিগের শাস্ত্রে চন্দ্রলোকে পিতৃপুরুষগণের বাসের কথা লেখা আছে। যথা—

"প্রজাবতাং প্রশংসৈষ স্মৃতা সিদ্ধা ক্রিয়াবতাম্।
তেষাং নিবাপদত্তান্নং তৎকুলীনৈশ্চ বান্ধবৈঃ।
মাসশ্রাদ্ধভুজস্তৃপ্তিং লভন্তে সোমলৌকিকাঃ
এতে মনুষ্যাঃ পিতরো মাসি শ্রাদ্ধভুজস্তু তে।"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ -অনুষঙ্গ ৬০ অ:)

চন্দ্রবংশ (পুং) চন্দ্রস্য বংশঃ ৬তৎ। চন্দ্র হইতে উৎপন্ন পুরুষপরম্পরা, চন্দ্রের সন্তান সন্ততি। মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে চন্দ্রবংশের বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে চন্দ্রবংশের তালিকা লিখিত হইল।

(ক) ভাগবতের মতে পুরূরবার পুত্র ৬ জন, তাহাদের নাম—আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, জয় ও বিজয়। বিষ্ণুপুরাণের মতে আয়ু, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ু, শ্রুতায়ু ও অযুতায়ু। (বিষ্ণু ৪।৭ অঃ) মৎস্যপুরাণের মতে আয়ু, দৃঢ়ায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান্, বসু, শুচিবিদ্যা ও শতায়ু এই আটজন পুরূরবার পুত্র। (মৎস্য ২৪।৩৪)।

(খ) ভাগবতের মতে ইনি বিজয়ের পুত্র। (গ) ইনি বিশ্বামিত্রের পাল্যপুত্র ভৃগুবংশীয় অজীগর্ত্তের ঔরসজাত।

(ষ) ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের মতে ইহার নাম ক্ষত্রবৃদ্ধ। (ঙ) ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের মতে ভবস্থানে বিয়তি ও সংযতি স্থানে কৃতি পাঠ আছে। মৎস্যপুরাণের মতে যতি, যযাতি, সংযতি, উদ্ভব, পাচি, শর্য্যাতি ও মেঘজাতি এই সাতজন নহুষ পুত্র। (মৎস্য ২৪।৫০) (চ) [যদুবংশ শব্দে ইহার বিবরণ দেখ।] (ছ) ভাগবতের মতে মহারাজ দুষ্মন্ত ইহাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে দুষ্মন্ত অপুত্রক মরুত্তের পুত্র বলিয়া কল্পিত হন। [মরুত্ত দেখ।] (১) ইহাদের অধিকৃত দেশ পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল নামে প্রসিদ্ধ। (২) বিষ্ণুপুরাণে ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। (বিষ্ণুপু° ৪।৯) (৩) ভাগবতের মতে সুহোত্র। (৪) বিষ্ণুপুরাণের মতে কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। ভাগবতের মতে কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ। (৫) ইঁহার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই কয় জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। (৬) [পৌরব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ক্ষত্রবৃদ্ধ (ক্ষত্রশর্ম্মা)
- কাশ — কাশিরাজ — দীর্ঘতমা — ধন্বন্তরি — কেতুমান্ — ভীমরথ — দিবোদাস — প্রতর্দন — বৎস (ইনি কুবলয়াশ্ব নামে প্রসিদ্ধ) — অলর্ক — সন্নতি — সুনীথ — সুকেতু — ধর্ম্মকেতু — সত্যকেতু — বিভু — সুবিভু — সুকুমার — ধৃষ্টকেতু — বৈনহোত্র — ভার্গ
- লেশ
- গৃৎসমদ — শুনক

পুরু — জনমেজয় — প্রচিন্বান — প্রবীর — মনস্যু — অভয়দ — সুধন্বা — বহুগব — সংপাতি — বৃহংপাতি — রৌদ্রাশ্ব
- ঋচেয়ু
- কৃকণেয়ু
- কক্ষেয়ু
  - সভানর — কালানল — সৃঞ্জয় — পুরঞ্জয় — জনমেজয় — মহাশাল — মহামনা
    - উশীনর
      - নৃগ
      - কৃমি
      - নব
      - সুব্রত
      - শিবি
        - বৃষদর্ভ
        - সুবীর
        - কৈকয়
        - মদ্রক
    - তিতিক্ষু — উষদ্রথ — ফেণ
  - চাক্ষুষ
  - পরমন্যু
- স্থাণ্ডিলেয়ু
- সন্নতেয়ু
- দশার্ণেয়ু
- জলেয়ু
- স্থলেয়ু
- বননিত্য
- বনেয়ু,
- দশ কন্যা

দ্রুহ্যু
- বভ্রু
- সেতু — অঙ্গার — গান্ধার

অনু — ধর্ম্ম — ঘৃত — দুদুহ — প্রচেতা — সুচেতা

তুর্ব্বসু — বহ্নি — গোভানু — ত্রৈসানু — করন্ধম — মরুত্ত — সম্মতা (কন্যা) — দুষ্মন্ত(?) — আক্রীড়
- পাণ্ড্য
- কেরল
- কোল
- চোল

ঋচেয়ু — মতিনার
- তংসু — সুরোধ
  - দুষ্মন্ত
  - সুমন্ত
  - প্রবীর
  - অনঘ
- প্রতিরথ — কণ্ব — মেধাতিথি — ইলিনী
- সুবাহু
- গৌরী (কন্যা)

(৬) অমাবসুর বংশবর্ণনায় জহ্নুর বংশাবলী যেরূপ এইস্থলেও সেইরূপেই বর্ণিত আছে।

* বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত, মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি প্রায় সকল পুরাণেই চন্দ্রবংশের বিস্তর বর্ণনা আছে। কিন্তু পরস্পর প্রায়ই মিল নাই। হরিবংশ বর্ণিত চন্দ্রবংশটী কোন স্থানে বিষ্ণুপুরাণ ও কোন কোন স্থানে ভাগবত প্রভৃতির সহিত সমান। এই কারণ হরিবংশের মত লিখিত হইল। স্থানে স্থানে বিষ্ণু ও ভাগবতের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

চন্দ্রবক্ত্রা (স্ত্রী) ইব চন্দ্রবক্ত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ নগরীভেদ। ২ চন্দ্রমুখী।

চন্দ্রবৎ (ত্রি) চন্দ্রোবিদ্যতে ইস্য চন্দ্র-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ চন্দ্র যুক্ত, যাহার চন্দ্র আছে। ২ দীপ্তিযুক্ত। "চন্দ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্চ।" (ঋক্ ৩।৩০।২০) 'চন্দ্রবতা দীপ্তিযুক্তেন' (সায়ণ।)

চন্দ্রবদন (ত্রি) চন্দ্রইব বদনং যস্য বহুব্রী। যাহার মুখখানি অতিশয় সুন্দর, চন্দ্রতুল্য মুখবিশিষ্ট।

চন্দ্রবতী (স্ত্রী) চন্দ্রবৎ ঙীপ্। ১ বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের কন্যা, ইহার কনিষ্ঠ ভগিনীর নাম প্রভাবতী। (হরিবংশ ১৫৩ অ:) [প্রভাবতী দেখ।]

চন্দ্রবর্ণ (ত্রি) চন্দ্রস্যেব বর্ণোযস্য বহুব্রী। ১ যাহার বর্ণ সুবর্ণের সদৃশ। "সঞ্চক্ষ্যা মরুতশ্চন্দ্রবর্ণাঃ।" (ঋক্ ১।১৬৫।১২) 'চন্দ্রমিতি সুবর্ণনাম, সুবর্ণবর্ণাঃ।' (সায়ণ।)
২ চন্দ্রের ন্যায় ধবল।

চন্দ্রবর্ত্মন্ (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। বৃত্তরত্নাকরের মতে যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১২টী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ ও প্রত্যেক চরণের ১,৩, ৭ ও ১২শ অক্ষর গুরু ও তদ্ভিন্ন লঘু হয়, তাহার নাম চন্দ্রবর্ত্ম। "চন্দ্রবর্ত্ম নিগদন্তি রনভসৈঃ।" (বৃত্তরত্না°)

চন্দ্রবর্ম্মন্, কালঞ্জরদুর্গনির্ম্মাতা ও চন্দেল্লরাজবংশের আদিপুরুষ। [চন্দ্রাত্রেয়বংশ দেখ।]

চন্দ্রবল্লরী (স্ত্রী) চন্দ্রস্য বল্লরী ৬তৎ। সোমলতা। (ভরত) কেহ কেহ ব্রাহ্মীশাককে চন্দ্রবল্লরী বলেন।

চন্দ্রবল্লী (স্ত্রী) চন্দ্রস্য বল্লী ৬তৎ। ১ সোমলতা। [সোমলতা দেখ।] ২ মাধবীলতা। (রাজনি°) ৩ প্রসারণী। চন্দ্রবল্লী-স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ চন্দ্রবল্লিকা শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চন্দ্রবসা (স্ত্রী) ভারতবর্ষীয় একটী নদী। (ভাগবত ৫।১৯।১৮)

চন্দ্রবাটী, বর্দ্ধমানের দক্ষিণাংশে দামোদরস্থ একটী প্রাচীন নগর। এখানে গোপরাজগণ রাজত্ব করিতেন।
(ভ° ব্রহ্মখ° ৭৪৩)

চন্দ্রবিন্দু (পুং) চন্দ্রযুক্তো বিন্দুঃ মধ্যলো°। বর্ণবিশেষ, চলিত কথায় চাঁদ বিন্দু বলে। ইহার অপর নাম নাদবিন্দু।

চন্দ্রবিমল (পুং) সমাধিবিশেষ। (বৌদ্ধশাস্ত্র)

চন্দ্রবিমলসূর্য্যপ্রভাসশ্রী (পুং) বুদ্ধভেদ।

চন্দ্রবিহঙ্গম (পুং স্ত্রী) চন্দ্রইব শুভ্রো বিহঙ্গমঃ। ১ বকপক্ষী। ২ পক্ষিবিশেষ, শঙ্খী, চলিত কথায় শঙ্খচিল বলে।

চন্দ্রবেগা, একটী পুণ্যতোয়া নদী। বিধ্যাদপুরাণ ৬৭ পটলে ইহার মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

চন্দ্রব্রত (স্ত্রী) চন্দ্রস্য চন্দ্রলোকপ্রাপ্তয়ে ব্রতম্ ৬তৎ। চান্দ্রায়ণব্রত। [চান্দ্রায়ণ দেখ।]

চন্দ্রশালা (স্ত্রী) চন্দ্রেণ শাল্যতে শোভতে শাল-অচ্ ততষ্টাপ্। ১ জ্যোৎস্না। (ত্রিকাণ্ড°) চন্দ্রইব শালতে শাল-অচ্-টাপ্। ২ রথাদি বা প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ, চিলেঘর। পর্য্যায়—শিরোগৃহ, চন্দ্রশালিকা, বড়ভী ও কূটাগার।
"বিয়দগতঃ পুষ্পকচন্দ্রশালাঃ ক্ষণং প্রতিশ্রুন্মুখরাঃ করোতি॥"
(রঘু ১৩।৪০)

চন্দ্রশালিকা (স্ত্রী) চন্দ্রশালী স্বার্থে কন্-টাপ্ অত-ইত্বঞ্চ। বড়ভী। (ত্রিকাণ্ড°)

চন্দ্রশিলা (স্ত্রী) চন্দ্রপ্রিয়া শিলা শাকপার্থিবাদি° মধ্যলো°। ১ প্রস্তরবিশেষ, চন্দ্রকান্ত। "প্রহ্লাদিতা চন্দ্রশিলেব তূর্ণম্।" (ভট্টি ১১।১৫।) ২ কুমারের অনুচরী মাতৃকাভেদ।

চন্দ্রশূর (পুং) চন্দ্রে তজ্জে শ্লৈষ্মিকরোগে শূরইব। ১ বৃক্ষবিশেষ, চাঁদসুর। (স্ত্রী) ২ ফলবিশেষ, চলিত কথায় হালিম্ বলে। পর্য্যায়—চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দনী, কান্দবী, মন্দ্রা। ইহার গুণ—হিক্কা, বাত, শ্লেষ্মা ও অতীসাররোগনাশক এবং বলপুষ্টিকর। (ভাবপ্রকাশ)

চন্দ্রশেখর (পুং) চন্দ্রযুক্তঃ শেখরঃ শৃঙ্গং যস্য বহুব্রী। একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত, তীর্থস্থান। এই পর্ব্বতটী চট্টল প্রদেশে (বর্ত্তমান চট্টগ্রামে) অবস্থিত। এখানে চন্দ্রশেখর নামে শিব আছেন। ২ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে অবস্থিত একটী শিব মূর্ত্তি। তন্ত্রচূড়ামণির পীঠনির্ণয়ে লিখিত আছে যে—
"চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা॥"
(তন্ত্রচূড়ামণি—পীঠনির্ণয়)

চট্টলদেশে দেবীর দক্ষবাহু পতিত হয়, সেই স্থানে ভবানী নামে ভগবতী ও চন্দ্রশেখর নামে ভৈরব আছেন।
[চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড দেখ।]

চন্দ্রঃ শেখরে যস্য বহুব্রী। ৩ মহাদেব।
"ইতি স্বহস্তোল্লিখিতশ্চ মুগ্ধয়া রহস্যুপালভ্যত চন্দ্রশেখরঃ।"
(কুমার ৫।৫৮।)

৪ বারাহীতন্ত্রের মতে—দক্ষিণভাগে সাগর হইতে সার্দ্ধযাম দূরে চন্দ্রশেখর নামে একটী তীর্থস্থান আছে। এখানে আসিয়া কুণ্ডে স্নান করিলে মহাফল হয়। এই ক্ষেত্রের মধ্যভাগ অর্দ্ধযোজনকে পরক্ষেত্র বলে। এই স্থানে স্নান, শ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ ও যথাবিধি দেবতার্চ্চন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয় ও সহস্র গোদানের ফল হয়। (বারাহীতন্ত্র ৩১শ পটল)

৫ কালিকাপুরাণ বর্ণিত একজন রাজা। কালিকাপুরাণে ইহার উপাখ্যান এইরূপ আছে—পৌষ্য নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার তিনটী মহিষী।

রাজার বৃদ্ধ দশা উপস্থিত হইল, তথাপি পুত্র হইল না। নিঃসন্তান পৌষ্য ভার্য্যাত্রয়ের সহিত কমলাসন ব্রহ্মার উপাসনা করেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী ফল দিয়া বলিলেন, "বৎস পৌষ্য! এই ফলটী সহজে জীর্ণ হইবার নহে। তুমি তোমার মহিষীগণের সহিত ত্রিলোকপতি মহাদেবের আরাধনা কর, তিনি সাক্ষাৎ হইলে তোমার অভিলাষপূর্ণ হইবে।" ব্রহ্মার আদেশে পৌষ্য ভক্তিভরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব দেখা দিয়া বলিলেন, "বৎস! ব্রহ্মা তোমাকে যে ফলটী দিয়াছেন, তাহা তিনভাগ করিয়া তোমার মহিষীগণকে খাইতে দাও। ইহাতে তোমার সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন একটী পুত্র হইবে। কিন্তু একজনের গর্ভে মাথা, দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভে মধ্যভাগ ও তৃতীয় মহিষীর গর্ভে নাভি হইতে অধোভাগ উৎপন্ন হইবে। পরে এই খণ্ডত্রয়ের যোজনা করিলেই সুলক্ষণ একটী বালক হইবে।" মহারাজ পৌষ্য শিবের আদেশানুসারে তাহাই করিলেন। তাহাতে চন্দ্রশেখর রাজার উৎপত্তি হয়। চন্দ্রশেখর শিবের অবতার। ইনি ভগবতীর অবতার তারাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার কপালে চন্দ্রকলার ন্যায় জ্যোতিঃ ছিল। চন্দ্রশেখরের রাজধানীর নাম করবীর। ইনি তিনটী মহিষীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম ত্র্যম্বক হইয়াছিল। ইঁহার ঔরসে তারাবতীর গর্ভে উপরিচর, দমন ও অলর্ক নামে তিন পুত্র হয়। চন্দ্রশেখর জ্যেষ্ঠ পুত্র উপরিচরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রিয় পত্নী তারাবতীর সহিত বনে গমন করেন। (কালিকাপু° ৫০ অঃ।) [তারাবতী দেখ।]

৫ ধ্রুবকতালবিশেষ। [ধ্রুবক দেখ।]

চন্দ্রশেখর, এই নামে কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। যথা—১ দ্রব্যকিরণাবলীশঙ্কাবিবেচন নামে ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা। ২ পুরশ্চরণদীপিকা নামে স্মৃতিসংগ্রহকার। ৩ স্মৃতিপ্রদীপরচয়িতা। ৪ লক্ষ্মীনাথভট্টের পুত্র, ইনি পিঙ্গলভাবোদ্যোত, বৃত্তমৌক্তিক ও গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরীর ছন্দোমঞ্জরীজীবন নামে একখানি টীকা রচনা করেন।

৫ বিষ্ণুপণ্ডিতের পুত্র ও রঙ্গভট্টের পৌত্র। ইনি অভিজ্ঞানশকুন্তলটীকা, হনুমন্নাটকটীকা ও শিশুপালবধের সন্দর্ভচিন্তামণি নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

চন্দ্রশেখর গৌড়ীয়, সুর্জনরাজচরিত নামক সংস্কৃত কাব্যকার।

চন্দ্রশেখর রস (পুং) ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, মরিচ ও সোহাগা ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, মনঃশিলা চারি তোলা মৎস্যপিত্তে মর্দ্দন করিয়া তিনদিন ভাবনা দিবে। মাত্রা তিন রতি। পথ্য—শরীরের উত্তাপ অধিক হইলে তিক্তান্ন ভাত ও তক্র প্রভৃতি সেবন। পিত্তপ্রবল থাকিলে মাথায় জল দিতে হয়। ইহার অনুপান আদার রস। ইহা সবিরামজ্বররোগে বিশেষ উপকারী। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

চন্দ্রশেখর রায়গুরু, গোপীনাথের পুত্র। ইনি মধুরানিরুদ্ধ নামে একখানি সংস্কৃত রূপক রচনা করেন।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, নবদ্বীপের একজন স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পিতা বিদ্যাভূষণ উপাধিধারী ষড়্দর্শনবেত্তা একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহারই নিকট চন্দ্রশেখর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং নবদ্বীপে একজন প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলি প্রণয়ন করেন। যথা—স্মৃতিপ্রদীপ, স্মৃতিসারসংগ্রহ, সংকল্পচূর্গভঞ্জন ও ধর্ম্মবিবেক।

চন্দ্রশেখরবিদ্যালঙ্কার, সংক্ষিপ্তসারের একজন বিখ্যাত টীকাকার।

চন্দ্রশেখরসিংহ, কটক হইতে ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত খণ্ডপাড়া নামক গড়জাতনিবাসী একজন রাজপুত্র, খণ্ডপাড়াধিপতি ৺শ্যামসুন্দরসিংহের পুত্র এবং খণ্ডপাড়ার বর্ত্তমান রাজা নটবরসিংহ মর্দ্দরাজ ভ্রমরবররায় সামন্তের খুল্লতাত-ভ্রাতা। চন্দ্রশেখরের পূর্ণ নাম চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র সামন্ত। বঙ্গদেশে জ্যেষ্ঠ দুই একটী পুত্রের মৃত্যু হইলে পিতা-মাতা যেমন পরবর্ত্তী পুত্রগণের কুড়োরাম প্রভৃতি নাম রাখেন, চন্দ্রশেখরেরও তেমনি একটী নাম "পঠানী সান্ত।" সম্প্রতি ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ১৭৫৭ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও ধর্ম্মশাস্ত্র, পরে পিতৃব্যের নিকট সামান্য জ্যোতিষ শিখিতে আরম্ভ করেন। ২৩।২৪ বর্ষে নিজ প্রতিভাবলে ইনি একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদ্ হইয়া উঠেন। ইংরাজী অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়াও সুদূর বনরাজ্যে বসিয়া সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রে এতদূর উন্নতি করিয়াছেন যে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গ্রহোপগ্রহের গতিবিধি পরিদর্শনের জন্য ইনি কখন কোন য়ুরোপীয় যন্ত্রাদি ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু আপনার অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে শলাকানির্ম্মিত যে সকল বেধযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। এই সকল যন্ত্র দ্বারা তিনি গ্রহাদির বেধ স্থির করিয়া যে সকল ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন,

ও সিদ্ধান্ত মতে ধ্রুবক সংস্কার করিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহার সহিত য়ুরোপীয় নাবিকপঞ্জিকায় কতক কতক মিল আছে। আপন প্রতিভাবলে ইনি সংস্কৃত ভাষায় সিদ্ধান্ত-দর্পণ নামে একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও এই মহাত্মা উৎকলজনপদবাসীর গৌরবভাস্কর স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। ইহার সিদ্ধান্তদর্পণানুসারে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া উড়িষ্যার বিশেষতঃ জগন্নাথের সকল ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

চন্দ্রশৈল, নেপালস্থ একটী পবিত্র গিরি। (হিমবৎখণ্ড ৮।২০৭)

চন্দ্রশ্রী (পুং) অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় একজন রাজা, ইনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পিতার নাম জয় ও পুত্রের নাম পুলোমাচি। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।১৩) ভাগবত মতে চন্দ্রশ্রীর নাম চন্দ্রবিজয়।

চন্দ্রসংজ্ঞ (পুং) চন্দ্র ইতি সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী। কর্পূর। (অমর)

চন্দ্রসভা, মধ্যে মধ্যে ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে যে আলোকময় মণ্ডল দৃষ্ট হয় উহাকেই লোকে চন্দ্রের শোভা বা সভা কহিয়া থাকে। অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস যে চন্দ্র আলোকময় দেবগণপরিবৃত হইয়া সভামধ্যে পৃথিবীর শুভাশুভ বিষয়ক মীমাংসা করেন। ঐ বৃত্ত যখন বৃহদাকার দেখায়, তখন শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে মনে করে এবং যখন চন্দ্রের অতি নিকট ও ক্ষুদ্র দেখায়, তখন বৃষ্টি বিলম্বে হইবে এইরূপ ভাবে।

বায়ুরাশির উপরিস্থ স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার উপর চন্দ্র বিম্ব পতিত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়। ঐ সকল জলবিন্দু অতি ক্ষুদ্র হইলেও চন্দ্রকিরণকে বক্রীভূত করিয়া দেয়। তজ্জন্য আমরা চন্দ্রের কিছু দূরে আবার আলোকময় বৃত্ত দেখিতে পাই। ঐ স্তর যখন পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী থাকে, তখন বৃত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দূরবর্ত্তী থাকিলে বৃহৎ দেখায়। আরও এ কারণে সভার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বৃহৎ জলকণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র জলকণা আলোককে অধিক বক্রীভূত করে। এই কারণে মেঘস্থিত জলকণা বৃহৎ হইলে সভাও বৃহৎ দেখায়। এই সকল বৃহৎ জলকণা শীঘ্রই ভারবশতঃ বৃষ্টিরূপে ভূতলে পড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং এদেশে, "দূরে সভা নিকট জল, নিকট সভা দূরে জল" বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। রামধনুর ন্যায় এই সভাতেও নানা বর্ণ দেখা যায়। কখন কখন ঐ সভার কিছু দূরে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট আরও একটী সভা দৃষ্ট হয়। শীতপ্রধান দেশে এই সভার দৃশ্য আরও কৌতুকজনক। তথায় জলকণা শীতবশতঃ জমিয়া কোণবিশিষ্ট তুষারকণা হইয়া যায়। উহার মধ্য দিয়া চন্দ্ররশ্মিগমনকালে নানারূপ দৃশ্য উৎপাদন করে। তথায় সভা ব্যতীত কখন কখন তন্মধ্যে ঢেরার + আকারে চন্দ্রশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই সকলকে চন্দ্রাভাস (False moon) কহে। [রামধনু ও সূর্য্য দেখ।]

চন্দ্রসম্ভব (স্ত্রী) চন্দ্রঃ সম্ভবো যস্য বহুব্রী। বুধ।

চন্দ্রসম্ভবা (স্ত্রী) চন্দ্রঃ সম্ভবো যস্যাঃ বহুব্রী। ক্ষুদ্র এলা, ছোট এলাচি।

চন্দ্রসরস্ (ক্লী) বৃন্দাবনের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটী জলাশয়। (বৃ° নী° ১৩)

চন্দ্রসুত (পুং) চন্দ্রস্য সুতঃ ৬তৎ। বুধ।

চন্দ্রসুরস (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Vitex Negundo)

চন্দ্রসূর্য্যজিহ্মীকরপ্রভ (পুং) বুদ্ধ।

চন্দ্রসূর্য্যপ্রদীপ (পুং) বুদ্ধ।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস (পুং) বৈদ্যকোক্ত এক প্রকার ঔষধ। পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও গোক্ষুর প্রত্যেক ৮ তোলা, কড়ি, শঙ্খ প্রত্যেক ৪ তোলা এবং গোক্ষুর বীজ এক তোলা এই সকল দ্রব্য মিশাইয়া ভাবনা দিবে। পরে পটোল, ক্ষেতপাপড়া, ব্রহ্মযষ্টি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুল্‌ফা, গুড়ূচী, দন্তী, বাসক, কাকমাচী, ইন্দ্রবারুণী, পুনর্ণবা, কেশুরে, শালিঞ্চ ও দ্রোণপুষ্পী ইহাদের প্রত্যেকের রস চারিতোলা ভাবনা দিয়া বটী করিবে। ছাগদুগ্ধ অনুপানে চৌদ্দটী বটি সেবন করিলে হলীমক, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, অম্লপিত্ত, অরুচি, শূল, প্লীহা, উদরী, অষ্ঠীলা, গুল্ম, বিদ্রধি, উপদংশ, দদ্রু, শোথ, মন্দাগ্নি, হিক্কা, শ্বাস, কাশ, বমি, ভ্রম, ভগন্দর, কণ্ডু, ব্রণ, দাহ, তৃষ্ণা উরুস্তম্ভ, আমবাত ও কটীগ্রহ প্রভৃতি রোগ বিনাশ হয়। পথ্য মণ্ড, মদ্য ও মুগের যূষ। গুড়ূচী, ত্রিফলা ও বাসক প্রভৃতি অনুপানেও ইহা সেবন করিবার বিধান আছে। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

চন্দ্রসূরি, একজন বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত। ইনি নিরয়াবলী-শ্রুতস্কন্ধটীকা রচনা করেন। এ ছাড়া মাগধী ভাষায় সংগ্রহণী নামে একখানি ভূবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রসেন (পুং) চন্দ্রা আহ্লাদিকা সেনা যস্য বহুব্রী। ভারত-প্রসিদ্ধ একজন প্রবল নরপতি। ইহার পিতার নাম সমুদ্র-সেন। ইনি অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হন। (ভারত ৭।১৫৬ অঃ)

চন্দ্রসেন, একজন প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত, হেমসূরির শিষ্য। ইনি উৎপাদসিদ্ধিপ্রকরণটীকা রচনা করেন, এই গ্রন্থ বিক্রমগতে ১২০০ বর্ষে চৈত্রমাসে লিখিত হয় (১)।

(১) "দ্বাদশবর্ষশতেষু শ্রীবিক্রমতো গতেষু মুনিভিঃ।
চৈত্রে সম্পন্নমিদং সাহায্যং চাত্র মে সেমে।" উৎপাদসিদ্ধিপ্রকরণ টীকা।

চন্দ্রসেন, চম্পাবতী নগরীর একজন রাজা। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, রাজা চন্দ্রসেন কোন সময়ে মৃগয়া করিতে যান। কিন্তু সমস্ত দিন ধরিয়াও একটী শিকার পাইলেন না। সন্ধ্যাকালে বহু দূরে একটা মৃগ দেখিতে পাইলেন ও তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মৃগ বিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া ইনি দ্রুতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন সেখানে মৃগ নাই, কিন্তু একজন ঋষি যাতনায় ধড়ফড় করিতেছে। রাজা আপনার দুষ্কর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া ঋষির নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ঋষির ক্রোধ শান্ত হইল না। ঋষির শাপে তাঁহার শরীর তৎক্ষণাৎ কয়লার মত কাল হইয়া গেল। শাপমুক্ত হইবার আশায় চন্দ্রসেন সর্ব্বদাই ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শাপমোচন হইল না। অবশেষে পণ্ডিতদিগের পরামর্শে তিনি মাত্রা ঋষির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার আদেশে বসন্তপুরে গিয়া বরাহসাগরে স্নান করিয়া শাপ ও জরামুক্ত হইলেন।

উক্ত চম্পাবতীর বর্ত্তমান নাম চাৎসু ও বসন্তপুরের বর্ত্তমান নাম বাঘেরা, দুইটীই রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত। প্রবাদ এইরূপ, এই চন্দ্রসেনই বিক্রমাদিত্যের পর মালবরাজ্যে রাজত্ব করিতেন এবং খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নিজ নামে প্রসিদ্ধ চন্দ্রাবতী নগরী নির্ম্মাণ করেন।

২ রেণুকামাহাত্ম্যবর্ণিত একজন বিখ্যাত রাজা। ইনি পরশুরামের হস্তে নিহত হন, মৃত্যুকালে ইহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি দাল্ভ্য ঋষির আশ্রমে গিয়া গর্ভরক্ষা করেন। তাঁহার বংশধরগণই চন্দ্রসেনী কায়স্থ নামে বিখ্যাত।

[কায়স্থ ৫৭৫ ও ৫৮৯ পৃঃ দেখ।]

চন্দ্রসেন যাদব, তারাবাইএর একজন প্রধান সেনাপতি, ধনজী যাদবের পুত্র। ইনি একজন মহাবীর ছিলেন। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী পেশবাবংশ-প্রতিষ্ঠাতা বালাজী বিশ্বনাথের জন্যই ইহার অধঃপতন হয়। [বালাজী বিশ্বনাথ দেখ।]

চন্দ্রস্ফুট [স্ফুট দেখ।]

চন্দ্রহন্ (পুং) চন্দ্রং হতবান্ হন্-কিপ্। রাহু।

"একাক্ষশ্চন্দ্রহা রাহুঃসংহারো মৃতুলম্বনঃ।" (হরিবংশ ৪২ অঃ)

চন্দ্রহনু (পুং) চন্দ্রো হনৌ যস্য বহুব্রী। রাহু।

"শ্বেতশীর্ষশ্চন্দ্রহনুশ্চন্দ্রহা চন্দ্রতাপনঃ।" (হরিবংশ ২৪০ অঃ)

চন্দ্রহন্তৃ (পুং) চন্দ্রং হন্তি হন-তৃচ্। অসুরবিশেষ। ভারত-যুদ্ধ সময়ে ইনি শুনক নৃপরূপে অবতীর্ণ হন।

"চন্দ্রহন্তেতি যস্তেষা কীর্ত্তিতঃ প্রবরোঽসুরঃ।"(ভারত ১৬৭ অঃ)

চন্দ্রহাস (পুং) চন্দ্রস্যেব হাসঃ প্রভাহস্য বহুব্রী, যদ্বা চন্দ্রং হসতি হস-অণ্। ১ খড়্গ। ২ রাবণের খড়্গ। (স্ত্রী) ৩ রৌপ্য। (রাজনি॰) (পুং) ৪ একজন রাজা। ইহার পিতা দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের সম্রাট্ ছিলেন। চন্দ্রহাসের বাল্যকালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, কিছুদিন পরে চন্দ্রহাসজননীও কালগ্রাসে পতিতা হন। একটী ধাত্রী চন্দ্রহাসকে লইয়া বনে পলায়ন করে। দৈবক্রমে ইহার জ্ঞানসঞ্চার না হইতে না হইতেই ধাত্রীরও মৃত্যু হয়। পিতৃমাতৃহীন বালক চন্দ্রহাস এখন নিরাশ্রয়। কেহই ইহাকে রাজপুত্র বলিয়া চিনিত না। একদিন ইনি প্রধান মন্ত্রীর আবাস-সম্মুখে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন দৈবজ্ঞ ইহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই বালক কালে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইবে।" মন্ত্রী মহাশয়ের রাজত্ব লালসা বড়ই প্রবল, রাজার অভাবে সে রাজ্যে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাই দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাণী তাঁহার হৃদয়ে লাগিল। তিনি চন্দ্রহাসের বিনাশকামনায় ঘাতুক নিযুক্ত করিলেন। ঘাতুকেরা মন্ত্রীর আদেশে চন্দ্রহাসকে লইয়া বধ্য ভূমিতে চলিল। কিন্তু চন্দ্রহাসের রূপ ও কাতরবাক্যে ঘাতুকেরা ইহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাকে লইয়া যান। তাঁহার আলয়ে থাকিয়া চন্দ্রহাস বর্দ্ধিত হন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সাহস ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোন সময়ে মন্ত্রী সেই স্থানে গিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াই চন্দ্রহাসকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার বিনাশ কামনায় একখানি পত্র লিখিয়া নিজ পুত্র মদনের নিকট পাঠাইয়া দেন।

চন্দ্রহাস মন্ত্রীর পত্র লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মন্ত্রীর ভবনে উপস্থিত হইলেন। পথে শ্রান্তি দূর করিবার মানসে মন্ত্রিভবনের একটী উদ্যানে নিদ্রাসুখভোগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মন্ত্রিতনয়া বিষয়া উদ্যানে আসিয়া উঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন ও উঁহাকে বাঁচাইয়া পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায়ে পত্রের পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। চন্দ্রহাস নিদ্রিত, ইহার কিছুই জানিল না। মদন পত্র পাইয়া ও চন্দ্রহাসকে দেখিয়া আর কোন মতামত না করিয়া সেই দিনেই ভগিনী বিষয়াকে অর্পণ করিলেন। মন্ত্রী জানিতে পারিয়া একটী দেবালয়ে ঘাতুক নিযুক্ত-করিয়া চন্দ্রহাসকে পূজার ছলে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। ঘাতুকের সহিত কথা ছিল যে যুবক দেবালয়ে আসিবে, তোমরা তাহার শিরশ্ছেদ করিবে। দৈবক্রমে চন্দ্রহাসকে রাখিয়া মন্ত্রীপুত্র মদন দেবালয়ে যায় ও অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়। কালক্রমে চন্দ্রহাস একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন। (মহাভারত) ভক্তমাল গ্রন্থে ইহার উপাখ্যানটী অন্য রূপ লিখিত আছে।

চন্দ্রহাসা (স্ত্রী) চন্দ্রহাস-টাপ্। ১ গুড়ূচী। (রাজনি°) চন্দ্র ইবাহ্লাদকরোহাসো যস্যাঃ। ২ গায়ত্রী।

"চন্দ্রহাসা চারুদাত্রী চকোরী চন্দ্রহাসিনী।"

(দেবীভাগবত ১২।৬।৪৮)

৩ বৃহতী।

চন্দ্রহাসিনী (স্ত্রী) চন্দ্রং হসতি হস-ণিনি-ঙীপ্। গায়ত্রী দেবী।

চন্দ্রা (স্ত্রী) চদি-আহ্লাদে রক্ টাপ্। ১ এলা, এলাচি। ২ চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া। ৩ গুড়ূচী। (শব্দার্থচি°)

চন্দ্রাংশু (পুং) চন্দ্রস্যাংশুরিবাহ্লাদকোঽংশুরস্য বহুব্রী। ১ বিষ্ণু, পরমেশ্বর। "ঋদ্ধঃ স্পষ্টাক্ষরো মন্ত্রাংশুর্ভাস্করদ্যুতিঃ।" (বিষ্ণুসহস্র°) চন্দ্রস্যাংশুঃ ৬তৎ। ২ চন্দ্রকিরণ।

চন্দ্রাকর (পুং) এক বীরপুরুষ। (রাজতর° ৭।৫)

চন্দ্রাখ্যরস (পুং) ঔষধবিশেষ। রসসিন্দুর, অভ্র, হীরাভস্ম, তাম্র ও কাংস ইহার প্রত্যেকের সমান ভাগ, এই সকলের সমান গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ভেলার ক্বাথে এক দিবস মর্দন করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবনে বন্দজ ও সর্ব্ব প্রকার অর্শরোগ নাশ হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

চন্দ্রাগ্র (ত্রি) ১ সুবর্ণ প্রভৃতি। ২ সুবর্ণ শৃঙ্গ।

"সনো রাসচ্ছরুধশ্চন্দ্রাগ্রাঃ" (ঋক্ ৬।৫৯।৮) 'চন্দ্রাগ্রাঃ চন্দ্রমিতি হিরণ্য নাম হিরণ্যপ্রমুখাঃ যদ্বা স্বর্ণশৃঙ্গাঃ' (সায়ণ।)

চন্দ্রাতপ (পুং) চন্দ্র ইব আতপতি শীতলীকরোতি ছায়া-দানেন আতপ-অচ্। ১ বিতান, চাঁদোয়া। পর্য্যায়—উল্লোচ, বিতান, চন্দ্রা। চন্দ্রস্যাতপঃ ৬তৎ। ২ জ্যোৎস্না।

"চন্দ্রাতপমিব রসতামুপেতম্।" (কাদম্বরী)

চন্দ্রাত্রেয়বংশ, বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রাচীন রাজপুত রাজবংশ। এই বংশীয়েরা এক্ষণে চন্দেল নামে খ্যাত হইয়া রোহিলখণ্ড, গোরখপুর, আলাহাবাদ, আজিমগঞ্জ, নিজামাবাদ, জৌনপুর, মির্জাপুর, কনৌজ, বুন্দেলখণ্ড ও কাণপুর জেলার নানাস্থানে বসবাস করিতে-ছেন। ধর্দির দক্ষিণে এই বংশীয়দিগের বাসস্থান চন্দেলখণ্ড নামে বিখ্যাত। নিম্ন দোয়াবে ইহারা রাজা, রাও, রাণা ও রাউত উপাধিভূষিত।

এই রাজবংশের ভূরি ভূরি মন্দির, তাম্রশাসন, শিলালিপি ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদাদি কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কোন্ সময়ে এই রাজবংশ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা নিশ্চয় রূপে জানা যায় না। তবে খজুরাহু, মহোবা, কালঞ্জর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি দৃষ্টে এবং চন্দ্রকবির পৃথিরাজ-রায়সা ও ফেরিস্তাপাঠে জানা যায় যে প্রায় ৮৩১ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ-বংশীয় স্বাধীন নৃপতিগণ মহোবা, খজুরাহু প্রভৃতি স্থানে প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিতেছিলেন।

এই বংশের উৎপত্তিবিষয়ে এইরূপ প্রবাদ আছে।—কাশীরাজ ইন্দ্রজিতের পুরোহিত হেমরাজের কন্যা হেম-বতী অতি সুরূপা ছিলেন। একদিন তিনি একাকিনী রতিকুণ্ডে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় চন্দ্রদেব তাঁহার রূপে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। হেম-বতী চন্দ্রের এই ধৃষ্টতায় অতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলে চন্দ্র এই বর দেন যে, হেমবতীর পুত্র পৃথ্বীশ্বর হইবে এবং তাঁহা হইতে অনেক রাজবংশ উৎপন্ন হইবে। হেমবতী অনূঢ়াবস্থায় গর্ভধারণের কলঙ্ক অপনোদন জন্য নিবেদন করিলে চন্দ্র বলিলেন, "তজ্জন্য চিন্তা করিও না। কর্ণবতী নদীতীরে তোমার পুত্র প্রসূত হইবে। তৎপরে তুমি তাহাকে খজুরাহু লইয়া গিয়া রাজাকে প্রদান করিবে। মহোবানগরে তোমার পুত্র রাজত্ব করিবে। আমি তাহাকে স্পর্শমণি দান করিব। সে কালঞ্জরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবে। যখন তোমার পুত্র ১৬শ বর্ষ বয়স্ক হইবে, তখন তুমি নিজ কলঙ্কমোচনের জন্য ভাণ্ডযাগ অনুষ্ঠান করিবে এবং বারাণসী ত্যাগ করিয়া কালঞ্জরে বাস করিতে থাকিবে।" চন্দ্রের কথামত হেমবতী কর্ণবতী-(বর্ত্তমান কেয়ান) নদীতীরে বৈশাখী শুক্লএকাদশীতে সোমবারে দ্বিতীয় চন্দ্রতুল্য একপুত্র প্রসব করিলেন। জাত-মাত্র চন্দ্র দেবগণ পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিয়া উৎসব করিলেন। বৃহস্পতি জাতবালকের জন্মপত্রিকা লিখি-লেন। ঐ বালকের নাম চন্দ্রবর্ম্মা রাখা হইল। ১৬শ বর্ষ বয়সে চন্দ্রবর্ম্মা এক বৃহৎ ব্যাঘ্র বধ করেন এবং পিতা চন্দ্রদেবের নিকট হইতে স্পর্শমণি প্রাপ্ত হন ও রাজনীতি শিক্ষা করেন। তৎপরে তিনি কালঞ্জরদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পরে খর্জ্জুর-পুরে গমন করিয়া মাতার কলঙ্কমোচনার্থ যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও ৮৫টী দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। অবশেষে তিনি মহোবা অর্থাৎ মহোৎসব নগরে গমন করিয়া ঐ স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

কোন্ সময়ে এই ঘটনা হয়, তাহা ঠিক হয় নাই। চন্দ্রকবির মহোবাখণ্ডের মতে ইহা ২২৫ সংবতে ঘটে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেব ১৮৫২ খৃঃ অব্দে খজুরাহু নগরে অবস্থানকালে চন্দেলরাজবংশীয় বাহাদুর সিংহের নিকট হইতে যে সন্ধান পান, তাঁহার মতে ঐ ঘটনা ২০৪ সংবতে সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে অনেক মতামত আছে।

খজুরাহু হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত আছে

মরীচিনন্দন অত্রি ঋষি হইতে চন্দ্রাত্রের জন্ম গ্রহণ করেন (১)। তাঁহা হইতেই এই বংশ চন্দ্রাত্রের বা চন্দেল্ল নামে খ্যাত হইয়াছে।

শিলালিপি প্রভৃতি দৃষ্টে চন্দ্রাত্রেয় বংশের আবির্ভাবকাল স্থূলরূপে অনুমিত হয়। এই বংশের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ ধঙ্গ নৃপতির খোদিত লিপি দৃষ্টে জানা যায়, যে তিনি ৯৫৪ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেন। রাজত্বকাল ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে প্রায় ৮০০ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে ঐ বংশের স্থাপন হইয়া থাকিবে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

চন্দ্রকবি ও অন্যান্য রাজকবিগণ এই বংশের দ্বাবিংশতি জন রাজার নাম লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ নাম গুলি রাজত্বকাল অনুসারে ক্রমান্বয়ে লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাহার পর কে সিংহাসন আরোহণ করেন, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। মহোবাতে চন্দ্রকবির যে পুথি আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যায়। ১ চন্দ্রবর্ম্মা, ২ রামবর্ম্মা, ৩ রূপবর্ম্মা, ৪ রহিলবর্ম্মা, ৫ বলবর্ম্মা, ৬ রত্নবর্ম্মা, ৭ বিজয়বর্ম্মা, ৮ বেলবর্ম্মা, ৯ গঙ্গাবর্ম্মা, ১০ দিলীপবর্ম্মা, ১১ খজুরবর্ম্মা, ১২ নবলবর্ম্মা, ১৩ কেশববর্ম্মা, ১৪ হরবর্ম্মা, ১৫ সুরূপবর্ম্মা, ১৬ ধনবর্ম্মা, ১৭ মাধববর্ম্মা, ১৮ কল্যাণবর্ম্মা, ১৯ মদনবর্ম্মা, ২০ কীর্ত্তিবর্ম্মা, ২১ পর্ম্মলবর্ম্মা, ২২ ব্রহ্মজিৎবর্ম্মা। শিলালিপি দৃষ্টে যেরূপ জানা যায়, তাহাতে এই বংশাবলী ঠিক বলিয়া অনুমিত হয় না। কবিদিগের মধ্যেও এবিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে (২)।

খজুরাহু, মহোবা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন প্রভৃতিতে ১৮ জন রাজার নাম ও রাজ্যকালাদির বিবরণ জানা গিয়াছে, তাঁহাদের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

১ম, রাজা নন্নুক। (আনুমানিক রাজত্বকাল ৮৩১—৮৫০ খৃঃ অব্দ।) ধঙ্গের সময়ে খজুরাহুর খোদিত লালাজি ও চতুর্ভুজের শিলালিপি এবং মহোবার ১২৪০ সংবতঙ্কিত অসম্পূর্ণ শিলালিপিদৃষ্টে জানা যায়, নন্নুক এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার বিষয় আর অধিক কিছু জানা যায় না। অনুমান হয়, ইনি পরিহারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া মহোবা অধিকার করেন।

২য় বাক্‌পতি। (আনুমানিক রাজত্বকাল ৮৫০—৮৭০ খৃষ্টাব্দ।) উক্ত শিলালিপিতে ইহার নাম পাওয়া যায়। ইহার রাজত্বকালে কনোজাধিপ ভোজরাজ চন্দেরীর অধিকারী ছিলেন।

৩য় বিজয়। (আনুমানিক রাজ্যকাল ৮৭০—৮৯০ খৃষ্টাব্দ।) লালাজি ও চতুর্ভুজশিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে। যশোবর্ম্মার শিলালিপিতে ইনি বিজয়শক্তি নামে অভিহিত।

৪র্থ রাহিল। (আনুমানিক রাজত্বকাল ৮৯০—৯১০ খৃষ্টাব্দ।) উক্ত শিলালিপিতে, তদ্ভিন্ন অজয়গড়ের একটী মন্দিরের অনেক প্রস্তরে তাঁহার নাম খোদিত এবং ঐ গড়ের কতক দেবমন্দির ও পুষ্করিণী তাঁহার নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং অনুমিত হয়, এই সময়ে অজয়গড় চন্দেল রাজ্যভুক্ত ছিল। কালঞ্জরদুর্গ প্রথম হইতেই ইঁহাদের হস্তগত হয়।

ইঁহাদের তিনটী রাজধানী ছিল। ১ কালঞ্জর—প্রধান সেনানিবাস ও দুর্গ। ২ খজুরাহু—অগণ্য দেবমন্দিরযুক্ত ধর্ম্মস্থান। ৩ মহোবা—রাজপ্রাসাদ ও বিচারালয়যুক্ত রাজধানী।

চন্দ্রকবির মতে রাহিল বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী এবং সিংহল পর্য্যন্ত গমন করেন, কিন্তু তাহা অযথার্থ বলিয়া বোধ হয়। তিনি আরও বলেন, রাহিল কালঞ্জরের ২০ মাইল ঈশানকোণে রসান নগর স্থাপন করেন। রসান যেরূপ প্রাচীন, তাহাতে এই কথা সত্য হইতে পারে।

মহোবা-সন্নিহিত রাহিলসাগর এবং তাহার তীরস্থ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তরমন্দির নিশ্চয়ই রাহিল কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত। ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে, অজয়গড় ও কালঞ্জরের ন্যায় মহোবাও রাহিলের অধিকারভুক্ত ছিল।

চেদিদেশের কলচুরিবংশীয় রাজা ১ম কক্কোল নন্দাদেবী নাম্নী চন্দেলবংশীয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই নন্দাদেবী সম্ভবতঃ রাহিলের বা বিজয়ের কন্যা।

৫ম হর্ষ। (আনুমানিক রাজত্বকাল ৯১০—৯৩০ খৃষ্টাব্দ।) লালাজি-শিলালিপিপাঠে জানা যায় তিনি অনেক দেশ জয় করেন ও গঙ্গাবংশীয়া রাজকন্যা কঞ্চুকাকে বিবাহ করেন।

৬ষ্ঠ যশোবর্ম্মা। (আনুমানিক রাজত্বকাল ৯৩০-৯৫০ খৃঃ অব্দ।) পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। ইনি হর্ষবর্ম্মার পুত্র। খজুরাহুর শিলালিপি গুলিতে লিখিত আছে—তিনি গৌড়, খশ, কোশল, মিথিলা, চেদি, কাশ্মীর, মালব প্রভৃতি নানাদেশ জয় করেন এবং একটী

(১) "তস্মাদ্বিশ্বসৃজঃ পুরাণপুরুষাদাম্নায়ধামকবে
র্বৈভূবন্মুনয়ঃ পবিত্রচরিতাঃ পূর্ব্বে মরীচ্যাদয়ঃ।
তত্রাত্রিঃ সুষুবে নিরন্তরতপস্তীব্রপ্রভাবং সুতং
চন্দ্রাত্রেয়মকৃত্রিমোজ্জ্বলতরজ্ঞানপ্রদীপং মুনিং ॥
অস্তি স্বস্তিবিধায়িনঃ স জগতাং নিঃশেষবিদ্যাবিদ-
স্তস্যাম্নোপনতাখিলশ্রুতিনিধের্ব্বংশঃ প্রশংসাস্পদং ॥"

খজুরাহুর লক্ষ্মীজীর মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলাফলক।

(২) Cunningham's Arch. Sur. Reports, vol. II. p. 449.

বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মহিষী পুষ্পাদেবী ধঙ্গ নামে পুত্র প্রসব করেন।

৭ম ধঙ্গ। রাজত্বকাল ৯৫০—৯৯৯ খৃঃ অব্দ। ইহার রাজত্বকালে খোদিত তিনখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একখানি ১০১১ সংবতাঙ্কিত খজুরাহুর চতুর্ভুজশিলালিপি, অপরখানি ১০৫৫ সংবতঙ্কিত সুনৌরার শিলালিপি এবং শেষ খানি ১০৫৬ সংবতঙ্কিত খজুরাহুর লালাজি-শিলালিপি। শেষোক্ত লিপিতে ঐ বৎসর ধঙ্গের মৃত্যুর কথা লেখা আছে।

মৌছত্রপুরের শিলালিপিপাঠে অনুমিত হয় প্রভাস নামে ধঙ্গের এক মন্ত্রী ছিল, লালাজির শিলালিপিতে তাঁহার মন্ত্রীর নাম যশোধর লেখা আছে। ১০৫৫ সংবতে ধঙ্গদেবের তাম্রফলকে ও খোদিত দানপত্রে যে যশোধর ভট্টের কথা আছে, বোধ হয় তিনিই ঐ যশোধর মন্ত্রী হইবেন।

৯৭৮ খৃঃ অব্দে গজনী আক্রমণকালে লাহোররাজ জয়পালের সাহায্যার্থ দিল্লী, আজমীর কনৌজ প্রভৃতির রাজাদিগের সহিত যে কালঞ্জররাজ গমন করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনিই এই ধঙ্গ। মৌছত্রপুরের শিলালিপিতে যে একজন রাজ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জজয়ের কথা লেখা আছে, ঐ রাজা নিশ্চয়ই ধঙ্গ কিম্বা তৎপুত্র গণ্ডদেব হইবেন। লালাজি শিলালিপিতে লিখিত আছে যে ধঙ্গদেব কাশী, অন্ধ্র, অঙ্গ ও রাঢ়দেশের রাজমহিষীগণকে কারাগারে বন্দিনী করিয়াছিলেন এবং কোশল, কুন্তল, ক্রথ ও সিংহল রাজগণকে সহচারী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইনি প্রায় শতবর্ষ বয়সে প্রয়াগতীর্থে দেহত্যাগ করেন।

৮ম গণ্ডদেব। (রাজত্বকাল ৯৯৯—১০২৫ খৃঃ অব্দ।) মৌছত্রপুরের শিলালিপি ব্যতীত অন্য কোথাও ইহার নাম পাওয়া যায় না। তাহাতে ইহার মন্ত্রীর নাম প্রভাস লেখা আছে।

সম্ভবত কালঞ্জররাজ এই গণ্ডদেব লাহোররাজ জয়পালের সহিত ১০০৮ খৃঃ অব্দে মাহ্মুদ গজনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ফেরিস্তায় লিখিত আছে কালঞ্জররাজ নন্দরায় (গণ্ডদেব) কনৌজ জয় করিয়া তথাকার রাজাকে বিনষ্ট করেন। ইহার প্রতিশোধ জন্য মাহ্মুদ কালঞ্জর আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। (১০২৩ খৃঃ অব্দ)

খজুরাহুতে জনৈক কক্কোল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যনাথ মন্দির ও তাহার মধ্যে ১০৫৮ সংবতঙ্কিত উৎকীর্ণ শিলালিপি দর্শনে অনেকেই অনুমান করেন যে চেদিরাজ ২য় কক্কোল গণ্ডদেবের সময় খজুরা অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কক্কোল খজুরাহু-নিবাসী জনৈক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি মাত্র। চেদিরাজের সহিত ঐ কক্কোলের কোন সম্পর্কই নাই *।

যাহা হউক চেদি-বিজেতা কীর্ত্তিবর্ম্মার পূর্ব্বে চেদিরাজ কালঞ্জর অধিকার করেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ ঐ সময়ে চেদিরাজগণের শিলালিপিতে তাঁহাদিগকে কালঞ্জররাজ বলা হইয়াছে।

৯ম বিদ্যাধর দেব। (আনুমানিক রাজত্বকাল ১০২৫-১০৩৫ খৃঃ অব্দ) ইনি গণ্ডদেবের পুত্র। মৌছত্রপুরের শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ ব্যতীত আর কোন কীর্ত্তি নাই। ইহার মন্ত্রী বিখ্যাত দার্শনিক শিবনাগ, এই শিবনাগ ধঙ্গ ও গণ্ড নৃপতির মন্ত্রী প্রভাসের পুত্র। শিবনাগের পুত্র মহীপাল, বিজয়পালের এবং মহীপালের পুত্র অনন্তকীর্ত্তিবর্ম্মা ও সল্লক্ষণবর্ম্মার মন্ত্রী ছিলেন। সম্ভবতঃ অনন্তের পুত্র গদাধর জয়বর্ম্মার প্রতীহার এবং পৃথ্বীবর্ম্মা ও মদনবর্ম্মার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

আবুরিহান্ লিখিয়াছেন,—ইনি জব্বলপুরের সন্নিহিত ত্রিপুরীশ্বর চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেবের (১০৩০-৩১ খৃঃ অব্দ) সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

১০ম বিজয়পাল দেব। (আনুমানিক রাজত্বকাল ১০৩৫-১০৪৯ খৃঃ অব্দ।) উক্ত শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার মহিষীর নাম ভুবনদেবী। নশৈরার ১নং শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, ভুবনদেবীর পুত্র দেববর্ম্মাদেব পিতার পর রাজ্যাধিকারী হন।

১১শ কীর্ত্তিবর্ম্মাদেব (১ম)। (আনুমানিক রাজত্বকাল ১০৪৯-১১০০ খৃঃ অব্দ।) মৌছত্রপুরের শিলালিপির ৭ম শ্লোকে লিখিত আছে, বিজয়পালের পর তৎপুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজা হন। অনন্ত তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সুনৌরার ১নং শিলালিপিতে লিখিত আছে—বিজয়পালের পর তৎপুত্র শিবভক্ত কালঞ্জরাধিপ শ্রীদেববর্ম্মা দেব পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

আবার কালঞ্জরের নীলকণ্ঠ-শিলালিপির ৭ম শ্লোকে দৃষ্ট হয়, যে বিজয়পালের পুত্র ভূমিপাল শাণিত অসি দ্বারা বহু শত্রুনাশ করেন।

সুতরাং ইহা অনুমিত হয় যে, ১ম কীর্ত্তিবর্ম্মা, দেববর্ম্মাদেব ও ভূমিপাল বিজয়পালের পরবর্ত্তী একই রাজার নাম হইবে †।

মহোবার একখণ্ড শিলালিপিতে দৃষ্ট হয়, কীর্ত্তিবর্ম্মা চেদিরাজ কর্ণকে জয় করেন। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের

* Epigraphia Indica, vol. I. p. 148.

† J. A. S. B. vol. L. p. 18.

নান্দীভাগে চেদিবিজয়ী যে কীর্ত্তিবর্ম্মার কথা আছে, তিনি এই কীর্ত্তিবর্ম্মা। কিন্তু কালঞ্জরের নীলকণ্ঠ শিলালিপিতে দেখা যায়, ভূমিপালের (কীর্ত্তিবর্ম্মার) পুত্র চেদিরাজ কর্ণকে জয় করেন।

মৌছত্রপুরের শিলালিপিদৃষ্টে জানা যায় যে কীর্ত্তি-বর্ম্মার পুত্র এবং জয়পালের পিতা সল্লক্ষণদেব। সম্ভবতঃ এই সল্লক্ষণদেবই পিতার রাজ্যকালে চেদি জয় করিয়া থাকিবেন।

১১৫৪ সংবতঙ্কিত দেবগড়ের শিলালিপি ও চন্দেরী-দুর্গের সন্নিহিত কিরাতসাগর সম্ভবতঃ এই কীর্ত্তিবর্ম্মারই প্রতিষ্ঠিত। বুন্দেলখণ্ডে চন্দেরীদুর্গ ও কিরাতসাগর-নির্ম্মাতা যে কিরাতবর্ম্ম-বিষয়ক প্রবাদ আছে, তাহা বোধ হয় এই চেদিবিজয়ী কীর্ত্তিবর্ম্মারই নামান্তর।

ইনি কালঞ্জরদুর্গ সংস্কার করেন ও অজয়গড়ে অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন বলিয়া খ্যাতি আছে।

কীর্ত্তিবর্ম্মার নামাঙ্কিত যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা এই কীর্ত্তিবর্ম্মারই হইবে; কেননা ইঁহার পৌত্র ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মার মুদ্রাতে জয়বর্ম্মার নাম অঙ্কিত আছে।

ইনি কলচুরিবংশীয় চেদিরাজগণের মুদ্রা অনুকরণে চন্দেল্ল-রাজ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন।

সম্ভবতঃ ইনি দেবগড়ের দুর্গসংস্কার করিয়া নিজ নামা-নুসারে উহার নাম দেবগড় রাখেন *।

১২শ সল্লক্ষণবর্ম্মদেব। (আনুমানিক রাজত্বকাল ১১০০—১১১০ খৃঃ অব্দ।) ১৩১৭ সংবতঙ্কিত অজয়গড়ের বীরবর্ম্ম-প্রদত্ত শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে কীর্ত্তিবর্ম্মার পর তৎপুত্র সল্লক্ষণ রাজা হন †।

সল্লক্ষণের নামাঙ্কিত মুদ্রাপ্রাপ্তে জানা যায় যে সল্লক্ষণ রাজা ছিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

মৌছত্রপুরের শিলালিপিতে লিখিত আছে, কীর্ত্তিবর্ম্মার মন্ত্রী অনন্তের পুত্র বাস্ত, বামন ও প্রদ্যুম্ন তিনজনেই সল্লক্ষণের সভায় থাকিতেন।

১৩শ জয়বর্ম্মদেব। (ওরফে ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মা।) (আনুমানিক রাজ্যকাল ১১১০—১১২০ খৃঃ অব্দ।) লালাজি-শিলালিপির পরিশিষ্টে ও ১৩১৭ সংবতাঙ্কিত বীরবর্ম্মের শিলালিপিতে ইঁহার নাম পাওয়া যায়। লালাজি শিলালিপির পরিশিষ্ট ইঁহারই সময় খোদিত হয়। উভয় লিপিতেই ইনি সল্লক্ষণের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

মৌছত্রপুরের শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায়, জয়বর্ম্মার পর তাঁহার পিতৃব্য পৃথ্বীবর্ম্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন ও তাঁহার পর পৃথ্বীবর্ম্মার পুত্র মদনবর্ম্মা রাজা হন।

* Epigraphia Indica, I. 209.
† " " I. 327.

১৪শ পৃথ্বীবর্ম্মদেব। (আনুমানিক রাজ্যকাল ১১২০—১১৩০ খৃঃ অব্দ।) মৌছত্রপুরের শিলালিপি ও বীরবর্ম্ম-প্রদত্ত অজয়গড়ের ১৩১৭ সংবতের শিলালিপির মতে মদনবর্ম্মের পিতাও জয়বর্ম্মের পর রাজা হন। তাঁহার সময়ের দুই একটা মুদ্রা পাওয়া যায়।

১৫শ মদনবর্ম্মদেব। (আনুমানিক রাজত্বকাল ১১৩০—১১৬৫ খৃঃ অব্দ।) ইঁহার সময়ের শকাঙ্কিত বিস্তর শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা ইঁহারই রাজত্বকাল সুস্প-ষ্টরূপে নির্ণয় করা যায়। মহোবার মদনসাগর ইঁহারই নির্ম্মিত।

ইঁহার সময়ের বিস্তর জৈনমূর্ত্তি দৃষ্টে বোধ হয়, এই সময় জৈনধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

চন্দ্রকবির পুস্তক ও প্রাচীন লিপি উভয়েই বর্ণিত আছে, মদনবর্ম্মা মহাবীর ছিলেন এবং বহুদূর রাজ্য বিস্তার করেন।

কালঞ্জরের ২ নং শিলালিপিতে লিখিত আছে, মদনবর্ম্মা গুজরাট জয় করেন। চন্দ্রকবিও তাই বলেন।

মৌছত্রপুরের শিলালিপিতে দেখা যায়, মদনবর্ম্মা চেদি জয় করেন। তাহাতে অনুমান হয় কীর্ত্তিবর্ম্মার পর কলচুরি-বংশীয় চেদিরাজগণ পরাক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। পরে আবার মদনবর্ম্মা চেদি জয় করেন। *

অনেকে অনুমান করেন, বেলারী চন্দেল্লরাজ্যের অন্ত-র্ভুক্ত ছিল এবং চন্দেল্লরাজার অধীন সামন্তরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এই রাজার নাম বলদেব। সম্ভবতঃ ইনি চন্দেল্লবংশোদ্ভব হইবেন।

১৬শ পরমর্দ্দিদেব (অথবা পর্ম্মলদেব) (আনুমানিক রাজত্ব কাল ১১৬৫—১২০২ খৃঃ অব্দ।) অনেকে ইঁহাকে চন্দেল্লবংশের শেষ রাজা মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইনি পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন মাত্র এবং তৎপরেও ইঁহার বংশধরেরা রাজ্য করিয়াছিলেন।

পরমর্দ্দিদেবের সময়ে প্রতিষ্ঠিত ১২৫২ সংবতঙ্কিত বকে-শ্বরের শিলালিপিতে লিখিত আছে, মদনবর্ম্মার পুত্র যশো-বর্ম্মা এবং যশোবর্ম্মার পুত্র পরমর্দ্দিবর্ম্মা †।

আবার ১৩১৭ সংবতঙ্কিত বীরবর্ম্মার অজয়গড়ের শিলালিপিতে দেখা যায়, মদনবর্ম্মার পর পরমর্দ্দিবর্ম্মা রাজা হন। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে এইরূপ অনুমান হয়, যে মদনবর্ম্মার পর তাঁহার পৌত্র পরমর্দ্দিবর্ম্মা রাজা হন। শেষোক্ত শিলালিপিতে তাঁহাকে বালকবীর বলা হইয়াছে ‡।

* J. A. S. B. vol. L. p. 13.
† Do. " p. 15.
‡ Epigraphia Indica, I. 327.

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ও চন্দ্রকবি এই রাজার বিষয় বিস্তর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য ইনি সকলেরই নিকট পরিচিত। নতুবা ইহার কীর্ত্তিস্বরূপ মন্দির, দীর্ঘিকাদি বা মুদ্রা প্রভৃতি এমন কিছুই নাই, যাহা দ্বারা প্রকৃতরূপে ইহার রাজ্যকাল নির্ণিত হইতে পারে।

১১৮২ খৃঃ অব্দে পরমর্দ্দিদেব দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও মহোবা হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার এই পরাজয় চন্দ্রকবি এরূপ সুললিতভাবে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন যে ঐ প্রদেশের সকল লোকেই চন্দ্রকবির উক্ত বিষয়ক গীত শুনিয়া থাকে এবং অনেকে উহা হইতে নাটক উপন্যাসাদি রচনা করেন।

চন্দ্রকবির মতে পরমর্দ্দিদেব কেবলমাত্র ২০০ সঙ্গীসহ পলাইয়া রক্ষা পান, অপর সকলেই হত হয়। সম্ভবতঃ ইহা অতিরঞ্জিত। যেহেতু তাহার প্রায় বিংশতি বর্ষ পরে, ১২০৩ খৃঃ অব্দে পরমর্দ্দিদেব কালঞ্জরে কুতব্উদ্দীন্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণপণে দুর্গরক্ষা করেন। পরে মুসলমান সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণে কৃতসঙ্কল্প হইলে তদীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত হন। মন্ত্রী আরও কএক দিবস যথেষ্ট সাহসের সহিত দুর্গ রক্ষা করিয়া অবশেষে হত হন। তৎপরে মুসলমানগণ দুর্গ অধিকার করে। যাহা হউক, এই দুর্গ অধিকদিন মুসলমানদিগের হস্তগত থাকে নাই। শীঘ্রই হিন্দুরাজগণ উহা পুনরধিকার করেন।

পরমর্দ্দির সময় হইতেই চন্দেলবংশের যশোভাতি মলিন হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ পৃথ্বীরাজ ও তৎপরে কুতব্উদ্দীন্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে তাঁহাদের অধীন সামন্তরাজগণ স্বাধীন হইয়া পড়েন এবং চন্দেল্লবংশ একটী ক্ষুদ্র রাজবংশে পরিণত হয়।

পরমর্দ্দির পর তৎপুত্র ত্রৈলোক্যবর্ম্মা ও তৎপরে বীরবর্ম্মা রাজত্ব করেন। অজয়গড়ে ত্রৈলোক্যবর্ম্মার ও বীরবর্ম্মার শিলালিপি আছে। বীরবর্ম্মার মহিষী কল্যাণদেবী অজয়গড়ে নির্জ্জরাকূপ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একখানি শিলালিপি খোদিত হয়।

বীরবর্ম্মার পর তৎপুত্র ভোজবর্ম্মা রাজা হন, তাঁহার সময়ের পর্ব্বতগাত্রখোদিত এক লিপি আছে। ভোজবর্ম্মার পর আরও কএকজন রাজা হন। অবশেষে ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে সেরশাহ কালঞ্জর আক্রমণ করিয়া তথাকার চন্দেলবংশীয় শেষ নৃপতি কিরাতসিংহকে নিহত করিয়া কালঞ্জরদুর্গ অধিকার করেন।

এই চন্দেল্ল বংশ প্রায় ৮০০ হইতে ১৫৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ সপ্ত শতাব্দী প্রবল পরাক্রমে বিপুল গৌরবের সহিত রাজত্ব করেন।

চন্দ্রাত্মজ (পুং) চন্দ্রস্যাত্মজঃ ৬তৎ। বুধ। চন্দ্রতনয় প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চন্দ্রানন (পুং) চন্দ্রইবাননমস্য বহুব্রী। ১ কার্ত্তিকেয়।
"অমোঘস্তনয়োরৌদ্রঃ শিবশ্চন্দ্রাননস্তথা।" (ভারত ৩।২৩১ অঃ)
(ত্রি) ৩ যাহার মুখখানি চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর।

চন্দ্রাননরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, অভ্র, চিতা, প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক তিনভাগ, কাষ্ঠডুম্বুরিকার আঠার সহিত মাড়িয়া এক রতি মাত্রায় বটী করিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠরোগ ভাল হয়।

চন্দ্রাপীড় (পুং) চন্দ্র আপীড়ঃ শিরো ভূষণং যস্য বহুব্রী। ১ শিব। ২ কাশ্মীরাধিপতি প্রতাপাদিত্য বা দুর্লভকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইহার অপর নাম্ বজ্রাদিত্য। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর ৬০৪ শকাব্দে ইনি কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ইহার অনেক সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খল শাসনগুণে অনেকেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। চন্দ্রাপীড় ত্রিভুবনস্বামী নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই দেবভবনের চতুঃসীমার মধ্যে একজন চামার বাস করিত। মন্দির প্রস্তুত করা হইল, কিন্তু চামার সেই স্থান পরিত্যাগ করিল না। ক্রমে রাজাকে জানান হইল। রাজা স্বয়ং সেই চর্ম্মকারের গৃহে যাইয়া তাহার নিকট হইতে গৃহাদি ক্রয় করিয়া লইলেন। দীন দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি এইরূপ সদ্ব্যবহারে কাশ্মীরবাসী সকলেই রাজার প্রতি অনুরক্ত হইল। চন্দ্রাপীড়ের পত্নীর নাম প্রকাশা, গুরুর নাম মিহিরদত্ত। ইহার ভ্রাতা তারাপীড় জনৈক ইন্দ্রজালব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ দ্বারা ইহাকে নিহত করেন। ইহার রাজত্বকাল ৮ বৎসর ৮ মাস। (রাজতরঙ্গিণী)

৩ মহাকবি বাণভট্টবর্ণিত কাদম্বরীকথার নায়ক। ইহার পিতার নাম তারাপীড় ও মাতার নাম বিলাসবতী। ব্রাহ্মণশাপে রোহিণীপতি চন্দ্র চন্দ্রাপীড়রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, নীতিজ্ঞ ও দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন। হিমালয়ের নিকটে কিন্নর মিথুনের অনুসন্ধান করিতে করিতে মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হন। মন্ত্রীপুত্র বৈশম্পায়নের সহিত ইহার প্রাণের ভালবাসা ছিল। ক্রমে গন্ধর্ব্বরাজকুমারী কাদম্বরীর সহিত ইহার দেখা হয়। প্রথম দেখা হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হন। মহাশ্বেতার শাপবাক্যে চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু বৈশম্পায়নের মৃত্যু হয়। চন্দ্রাপীড় বন্ধুবিচ্ছেদানল সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করেন ও শূদ্রক নরপতি রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন।

চন্দ্রাবতী।

দেবাদেশে চন্দ্রাপীড়ের মৃতশরীর রক্ষিত হইয়াছিল। চন্দ্রাপীড় পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইয়া কাদম্বরীর পাণিগ্রহণ করেন। (কাদম্বরী)

চন্দ্রাভাস (পুং) চন্দ্রইবাভাসতে আ-ভাস-অচ্। যাহা ঠিক চন্দ্রের ন্যায় দেখায়, চন্দ্রের প্রতিরূপ। (False moon)

চন্দ্রামৃতলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, চৈ, জীরা ও সৈন্ধব লবণ এই সমুদয়ের সমান লৌহমিশ্রিত করিয়া নয় রতি পরিমাণে বটি প্রস্তুত করিবে। প্রাতে পবিত্র ভাবে ঈশ্বরের নাম করিয়া ইহা সেবন করিতে হয়। রক্তোৎপল ও নীলোৎপলের রস এবং কুলথ কলায়ের রস বা কাথ সহ সেবনে কাস, বায়ু, পিত্ত, বিষদোষ, শ্বাসযুক্ত জ্বর, ভ্রম, দাহ, তৃষ্ণা, শূল, অরুচি ও জীর্ণ জ্বর নাশ হয়। ইহা বৃষ্য, আগ্নেয়, বল ও বর্ণকর। চন্দ্রনাথ ইহার আবিষ্কার করেন, সেই জন্য তাঁহার নাম অনুসারে ইহার নাম চন্দ্রামৃতলৌহ হইয়াছে। [বৃহচ্চন্দ্রামৃতরস দেখ।]

চন্দ্রার্কদীপ (পুং) বুদ্ধ।

চন্দ্রার্দ্ধ (পুং) চন্দ্রস্যার্দ্ধঃ ৬তৎ। চন্দ্রের কলারূপ ভাগ।

চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ তুল্য দুই অংশের একাংশ বুঝাইলে অর্দ্ধশব্দের পূর্ব্বনিপাত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র শব্দ হয়।

চন্দ্রার্দ্রক (পুং) কর্পূর। (রাজনি°)

চন্দ্রালোক (পুং) চন্দ্রস্যালোকঃ ৬তৎ। ১ জ্যোৎস্না, চন্দ্রকিরণ। ২ পীযূষবর্ষকবিকৃত একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ। [জয়দেব দেখ।]

চন্দ্রাবৎ, রাজপুত জাতির একটী শাখা, ইহারা আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহারা সকলেই পরাক্রমশালী ও মিবারের রাণার অধীন। রামপুর বা ভানপুরে চন্দ্রাবৎ সর্দ্দার বাস করেন, তাঁহার আয় প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। রাণা জগৎসিংহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মধুসিংহকে যে জায়গীর দেন, চন্দ্রাবতেরা সেই জায়গীর ভোগ করিতেছেন।

চন্দ্রাবত, আরাবল্লীর পাদদেশে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। গুর্জররাজের অধীন প্রধান সামন্ত প্রমাররাজগণের এখানে প্রাচীন রাজধানী ছিল। বনাস্ নদীতীরে অর্ব্বুদশিখরের প্রায় ৬ ক্রোশ দূরে শ্যামল নিকুঞ্জ বন মধ্যে এই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। আহ্মদ এই প্রাচীন নগরের মসলা লইয়া প্রসিদ্ধ আহ্মদাবাদ নগর স্থাপন করেন। সেই সঙ্গে অধিবাসীগণ শাবরমতী নদীকূলে উঠিয়া যায়। এখন স্তূপাকার রাজভবন ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ অতীত গৌরবের কতক পরিচয় দিতেছে।

চন্দ্রাবতী, রাজপুতানার ঝালাবার রাজ্যের রাজধানী ঝালরা-

পাটনের দক্ষিণাংশে চন্দ্রভাগানদীতীরে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগরী। [ঝালরাপাটন দেখ।]

চন্দ্রভাগা একটী অতি ক্ষুদ্র নদী, গাগ্‌রোনের কিছু দূরে কালীসিন্ধুতে মিলিত হইয়াছে। এই চন্দ্রভাগানদীর উত্তরতীরে চন্দ্রাবতী নগরীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, রাজা চন্দ্রসেন এই চন্দ্রাবতী নগরী স্থাপন করেন। কিন্তু এখান হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম মুদ্রাদি দৃষ্টে অনুমান হয় যে, এই নগরী চন্দ্রসেনেরও বহুপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, বোধ হয় তিনিই ইহার পুনঃসংস্কার করিয়া নিজ নামে অভিহিত করেন। কাহারও মতে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চন্দ্রাবতী নগরী স্থাপিত হয়, কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমি সান্দ্রাবতিস্ (Sandrabatis) নামে যে জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, বোধ হয় এই চন্দ্রাবতী নগরী সেই জনপদের রাজধানী ছিল।

এখানে চন্দ্রভাগার তটে শত শত ঘাট ও মন্দিরের চিহ্ন পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে চতুর্ভুজ, লক্ষ্মীনারায়ণ, নরসিংহ, বৃহস্পতি, হরগৌরী, বরাহ অবতার, কালিকাদেবী প্রভৃতি মন্দিরের কতক কতক অংশ এখনও দেখা যায়। সকলেই বলিয়া থাকেন, দুর্দান্ত মুহম্মদ ঘোরী ও অরঙ্গজিবের আদেশেই এখানকার অনুপম অসাধারণ হিন্দুকীর্ত্তি বিলুপ্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। ফার্গুসন, কনিংহাম্ প্রভৃতি শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ শতমুখে চন্দ্রাবতীর অতীত কীর্ত্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখানকার মত প্রস্তরের উপর নিখুত শিল্পনৈপুণ্য ও স্তম্ভাদির সুদৃশ্য রাজপুতানায় অতুলনীয়, এখানকার কারুকার্য্য অতি পরিপাটী, শোভার আধার ও দর্শকের চিত্তরঞ্জক। অনেকেই স্থির করিয়াছেন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে ঐ সকল হিন্দুকীর্ত্তি সুসম্পন্ন হইয়াছিল (১)।

২ চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্র° ৪১।৩) ৩ রাজা ধর্ম্মসেনের মহিষী। ৪ তীর্থবিশেষ।

চন্দ্রাবর্ত্তা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ।

চন্দ্রাবলী (স্ত্রী) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখী, বৃষভানুর অগ্রজ চন্দ্রভানুর কন্যা। ইহার মাতার নাম বিন্দুমতী ও স্বামীর নাম গোবর্দ্ধনমল্ল। ইনি সম্বন্ধে রাধিকার জ্যেঠতুতা ভগিনী। রাধিকার ন্যায় শ্রীমতী চন্দ্রাবলীও কৃষ্ণকে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহারও একটী কুঞ্জ ছিল এবং কৃষ্ণ তথায় যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। চন্দ্রাবলী করলা নামক গ্রামে স্বামীর আলয়ে বাস করিতেন। পদ্মা, শৈব্যা ও সুবেলা প্রভৃতি ইহার সখী ছিল। এক দিন কৃষ্ণ ইহার কুঞ্জে রাত্রি যাপন করেন, তাহাতে রাধিকার সহিত কৃষ্ণের ঝগড়া হয়। চন্দ্রাবলী মধ্যে মধ্যে সখীসরাগ্রামেও বাস করিতেন। (বৃ° নী° ১৩ অ:)

চন্দ্রাবলোক (পুং) কুশবংশীয় রামের পুত্র।

চন্দ্রাশ্ব (পুং) ধুন্ধুমারের পুত্র, ইনি ধুন্ধুযুদ্ধে রক্ষা পাইয়াছিলেন। (বিষ্ণুপু°) [কুবলয়াশ্ব দেখ।]

চন্দ্রাশ্মন্ (পুং) চন্দ্রপ্রিয়োঽশ্মা মধ্যলো°। চন্দ্রকান্ত মণি। (রাজনি°)

চন্দ্রাস্পদা (স্ত্রী) চন্দ্র আস্পদং যস্যা বহুব্রী। কর্কটশৃঙ্গী।

চন্দ্রাহ্বয় (পুং) চন্দ্র আহ্বয়ো যস্য বহুব্রী। কর্পূর। (ত্রিকাণ্ড°)

চন্দ্রিকা (স্ত্রী) চন্দ্র আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যাঃ চন্দ্র-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) ১ জ্যোৎস্না।

"অঙ্ককূড্‌ক্ত সুরতশ্রমপহাং মেঘমুক্তবিশদাং স চন্দ্রিকাম্।" (রঘু ১৯।৩৯।)

২ স্থূল এলা, বড় এলাচী। ৩ মৎস্যবিশেষ, চাঁদা। ৪ চন্দ্রভাগানদী। (শব্দরত্না°) ৫ কর্ণস্ফোটালতা, চলিত কথায় কাণফাটা বলে। ৬ মল্লিকা। ৭ শ্বেতকণ্টকারী। ৮ মেথিকা, মেথী। ৯ ছোট এলাচ। (রাজনি°) ১০ চন্দ্রসূর। (ভাবপ্রকাশ।) ১১ পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, হরিশ্চন্দ্রপুরে এই পীঠস্থান আছে।

"মহাভ্রাবেকবীরা তু হরিশ্চন্দ্রে তু চন্দ্রিকা।" (দেবীভাগ° ৭।৩০।৬৭।)

১২ ছন্দোবিশেষ। যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৩ অক্ষরে বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ ও ৭, ৮, ১০, ১১, ও ১৩ অক্ষর গুরু, ইহা ভিন্ন অপর লঘু হয়, তাহাকে চন্দ্রিকা বলে। ৭ ও ৬ অক্ষরে যতিস্থান। "ননততগুরুভিশ্চন্দ্রিকাশ্বর্ত্তুভিঃ।" (ছন্দোমঞ্জরী।) ১৩ বাসপুষ্পা। (ভাবপ্র°) ১৪ জ্যোৎস্নার ন্যায় আহ্লাদ-দায়িনী।

"চন্দ্রিকানুপ্রভাবেন কৃতা দত্তকচন্দ্রিকা।" (দত্তকচন্দ্রিকা)

চন্দ্রিকাদ্রাব (পুং) চন্দ্রিকয়া দ্রাবো নিস্যন্দো যস্য বহুব্রী। চন্দ্রকান্ত মণি। (রাজনি°)

চন্দ্রিকাপায়িন্ (পুং স্ত্রী) চন্দ্রিকাং পিবতি চন্দ্রিকা-পা-ণিনি। চকোর পাখী। (শব্দার্থচি°) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

চন্দ্রিকাপুরী, শ্রাবস্তীনগরীর নামান্তর।

---

(১) Tod's Rajasthan, II., 732; Fergusson's Indian Architecture, p. 53; Cunningham's Archæological Survey Reports, vol. II., p. 263—270 and XXIII., p. 125—130.

চন্দ্রিকাম্বুজ (ক্লী) চন্দ্রিকেব শুভ্রমম্বুজং। শ্বেত পদ্ম।

চন্দ্রিন্ (ত্রি) চন্দ্রোঽস্ত্যস্য চন্দ্র-ইনি। ১ চন্দ্রযুক্ত, যাহার চন্দ্র আছে। ২ সুবর্ণযুক্ত। "চন্দ্রী যজতি প্রচেতাঃ।" (শুক্লযজুঃ ২০।৫৭।) 'চন্দ্রী সুবর্ণময়ঃ' (মহীধর)।

চন্দ্রিমা (স্ত্রী) চন্দ্রিণং মিমীতে মা-ক-টাপ্। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না।

চন্দ্রিল (পুং) চন্দ্র বাহুলকাৎ ইলচ্। ১ শিব। ২ নাপিত। ৩ বাস্তূক শাক। (মেদিনী)

চন্দ্রী (স্ত্রী) চদি-রক্ গৌরাদি° ঙীষ্। বাকুচী। (রাজনি°)

চন্দ্রেশ্বর (পুং) চন্দ্রস্য ঈশ্বরঃ ৬তৎ। কাশীস্থ শিবমূর্ত্তি-বিশেষ। [কাশী ও চন্দ্র দেখ।]

চন্দ্রেষ্টা (স্ত্রী) চন্দ্র ইষ্টো যস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। উৎপলিনী, নালের গাছ। (রাজনি°)

চন্দ্রেহী, বুন্দেলখণ্ডে শোণনদীতীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। শিলালিপিদৃষ্টে জানা যায়—ইহার প্রাচীন নাম চন্দ্রাবতী, এক্ষণে ইহাতে কএকটী তৃণাচ্ছাদিত গৃহমাত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু এক সময়ে চন্দ্রেহী (চন্দ্রাবতী) যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও সুরম্যহর্ম্ম্যাদি শোভিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার নানাস্থানে মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে একটী দেউল অদ্যাপি প্রায় সম্পূর্ণাবস্থায় আছে। এক প্রকাণ্ড উচ্চ চতুরস্র ভিত্তির উপর দেউল স্থাপিত। এই দেউলের কারুকার্য্য অতীব বিস্ময়কর ও অতুলনীয়। বাস্তবিক এ প্রকার গঠনের দেউল খুব অল্পই আছে। ইহা কোন সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক সম্ভবতঃ [১] ৩২৪ সংবতে নির্ম্মিত হয়। দেউলের সম্মুখে বিস্তীর্ণ দরদালান আছে। দরদালান স্থূলাকার অনতিদীর্ঘ স্তম্ভ দ্বারা পরিশোভিত। এই দেউলের প্রতিষ্ঠাতাগণ সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন। দেউলের নিকট একটী ভগ্ন প্রাসাদও পড়িয়া আছে। ইহার গঠনাদি দৃষ্টে অনুমান হয় যে এখানে পূর্ব্বে সন্ন্যাসীদের আড্ডা ছিল।

চন্দ্রোদয় (পুং) চন্দ্রস্য উদয়ঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্রের প্রথম প্রকাশ, প্রাথমিক দর্শনযোগ্য স্থানে অবস্থিতি। ক্ষিতিজবৃত্তের অন্তরালে কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আমরা দেখিতে পাই না, রাশিচক্রের গতি অনুসারে যে গ্রহ যখন পূর্ব্বক্ষিতিজ বৃত্ত অতিক্রম করিয়া আমাদের দর্শনযোগ্য স্থানে প্রথম উপস্থিত হয়, তাহাকে সেই গ্রহের উদয় বলে। কোন কোন মতে তিথি অনুসারে চন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে। যে দিনে যে তিথি আড়াই প্রহরব্যাপিনী হয়, সেইদিন সেই তিথি অনুসারেই উদয় হইয়া থাকে। [চন্দ্রোদয়াস্তসাধন দেখ।] ২ চন্দ্রাতপ। ৩ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—স্বর্ণ আট তোলা, পারদ এক সের ও গন্ধক দুইসের, রক্তবর্ণ কাপাস ফুলের রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ক্রমে মর্দ্দন করিবে। ভালরূপ মাড়া হইলে বোতলে পুরিয়া তাহার মুখটী ভাল করিয়া বন্ধ করিবে; বোতলে কাপড় ও মাটীর লেপ দিয়া বালুকাযন্ত্রে তিনদিন পর্য্যন্ত পাক করিবে। পারা ভস্ম হইয়া যখন নূতন পল্লবের ন্যায় রঞ্জিত হইবে, তখন নামাইবে। ইহার সহিত ৮ তোলা কর্পূর, জাতীফল, মরিচ, লবঙ্গ প্রত্যেক ৩২ তোলা, কস্তূরী আধতোলা মিশাইয়া খল করিবে; ভালরূপ খল করা হইলে দশ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে মদোন্মত্তা শত প্রমদাগণের গর্ব্ব নিবারণ করিবার সামর্থ্য হয়। ইহা জরামরণ ও বলিপলিতনাশক, বয়স্থাপক, সর্ব্বরোগনিবারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মৃত্যুঞ্জয়কারক। ইহার অনুপান—পানের রস, ইন্দ্রযব, লবঙ্গ ও কার্পাস ফুলের রস। কেহ কেহ ইহাকেই মকরধ্বজ বলে।

(রসেন্দ্রসা°)

চন্দ্রোদয়া (স্ত্রী) চন্দ্রস্যোদয়ো যস্যাঃ বহুব্রী, টাপ্। নেত্ররোগের ঔষধ বিশেষ, চক্রদত্তোক্ত একপ্রকার বর্ত্তি। প্রস্তুত প্রণালী—হরীতকী, বচ, কুষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার শাঁস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। অপর নিয়ম বর্ত্তি প্রস্তুত করিবার সমান। ইহা সেবনে তিমির, কণ্ডু, পটল, অর্ব্বুদ, রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি নেত্ররোগ ভাল হয়। (চক্রদত্ত)

চন্দ্রোদয়াস্তসাধন (ক্লী) চন্দ্রোদয়াস্তয়োঃ সাধনং ৬তৎ। গণিতানুসারে চন্দ্রের উদয় ও অস্ত নির্ণয়করণ। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—শুক্লপক্ষের অভীষ্টদিনে সূর্য্যাস্ত সময়ের সূর্য্য ও চন্দ্রের স্ফুট সাধন এবং চন্দ্রের দৃক্কর্ম্মদ্বয় সংস্কার করিবে। [স্ফুট ও দৃক্কর্ম্ম দেখ।] ইহার পরে সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত ৬ রাশি যোগ করিয়া উভয়ের অন্তর করিবে। যাহা ফল হইবে, তাহাকে অসু (পরিমাণবিশেষ) করিয়া স্থাপন করিবে। কিন্তু যদি ৬ রাশিযুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের একরাশি হয়, তবে উহাদের অন্তরকে কলা করিয়া লইবে। অন্তর কলা বা অসুকে ঘটিকা করিয়া তাহা দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রের ভুক্তি গুণ করিবে ও গুণফল ৬০ দ্বারা ভাগ করিবে। যাহা লব্ধ হইবে, তাহা যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্যে যোগ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বরীতি অনুসারে তাহাদের অন্তর করিলে যাহা ফল হয়, তাহাকে পুনর্ব্বার ঘটিকা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রক্রিয়া করিবে। যে পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের অন্তর সমান না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া করিতে হয়। এই নিয়মে চন্দ্র ও সূর্য্যের অন্তর সমান হইবে। উভয়ের

সমান অন্তরে যত অসু হয়, সূর্য্যাস্তের পর তত অসু পরে চন্দ্রের অস্ত হয় (১)।

কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যের স্ফুট করিয়া তাহার সহিত ৬ রাশি যোগ করিবে ও চন্দ্রের দৃক্‌কর্ম্ম সংস্কার করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া করিলে চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান অন্তর যত অসু হইবে, সূর্য্যাস্তের পর তত অসু পরে চন্দ্রের অস্ত হয় (২)। ইহাকে চন্দ্রের দৈনিক উদয়াস্ত বলে। ইহা ছাড়া অপর গ্রহের ন্যায়ও চন্দ্রের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে চন্দ্র সূর্য্য হইতে ১২ অংশ পূর্ব্বে অস্ত ও ১২ অংশ পশ্চিমে উদিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রোপল (পুং) চন্দ্রপ্রিয় উপলঃ মধ্যলো°। চন্দ্রকান্তমণি।

চন্দ্রোন্মীলন (ক্লী) একখানি সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ।

চন্দ্রৌরস (পুং) চন্দ্রস্য ঔরসঃ ৬তৎ। ১ বুধ। ২ ছন্দোবিশেষ। যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৪টী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ ও প্রত্যেক চরণের ১, ২, ৩, ৪, ১১, ১২ ও ১৪ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন অপর অক্ষর লঘু হয়, তাহার নাম চন্দ্রৌরস। "স্তৌ স্তৌ লেগৌ চেদিহ ভবতি চ চন্দ্রৌরসঃ।" (বৃত্তরত্নাকরটী°)

চন্নগিরি, ১ মহিসুরের শিমোগা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। পরিমাণ প্রায় ৪৬৭ বর্গ মাইল। এই তালুকের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে অনুন্নত পর্ব্বতমালা বিরাজমান। ঐ সকল পর্ব্বত হইতে বহুসংখ্যক নির্ঝরিণী নির্গত হইয়া বিস্তীর্ণ সুলিকেরী হ্রদে পতিত হইয়াছে। এই হ্রদের পরিধি প্রায় ৪০ মাইল। ইহা হইতে হরিদ্রানদী বহির্গত হইয়া তুঙ্গভদ্রার সহিত মিলিত হইয়াছে। তালুকের অবশিষ্টাংশ সমতল ও বহুল চারণভূমিসমাকীর্ণ। উত্তরভাগ সমধিক উর্ব্বর ও উদ্যান, ইক্ষুক্ষেত্র প্রভৃতি দ্বারা শোভিত। ইহাতে একটী ফৌজদারী আদালত ও ছয়টী থানা আছে।

২ উক্ত তালুকের সদর, শিমোগা হইতে ২৫ মাইল দূরপথে ঈশানকোণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪°১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°৫৯´ পূঃ।

(১) "রবীন্দ্বোঃ ষড়ভযুতয়োঃ প্রাগ্ বদ্যাস্তয়াসবঃ।
একরাশৌ রবীন্দ্বোশ্চ কার্য্যা বিবরলিপ্তিকাঃ॥
তন্নাড়িকা হতে ভুক্তী রবীন্দ্বোঃ ষষ্টিভাজিতে।
তৎকলাদ্বিতয়োভূ´য়ঃ কর্ত্তব্যা বিবরাসবঃ॥
এবং যাবৎ স্থিরীভূতা রবীন্দ্বো রস্তয়াসবঃ।
তৈঃ প্রাণৈ রস্তমেতীন্দুঃ শুক্লে হর্কাস্তময়াৎ পরং॥" (সূর্য্যসি° ১০।২-৪)
'এবং তদ্‌ঘটিকাভিঃ সূর্য্যাকালিকৌ ষড়ভসূর্য্যদৃক্‌কর্ম্মসংস্কৃতচন্দ্রৌ প্রচাল্য তয়োর্বিবরাসব ইতি যাবৎ স্থিরীভূতা অভিন্নাস্তাবৎ সাধ্যাঃ। তৈরভিন্নৈরসুভিঃ সূর্য্যাস্তদনন্তরং চন্দ্রোঽস্তং প্রাপ্নোতি।' (রঙ্গনাথ)
(২) "ভগণার্দ্ধং রবের্দত্বা কার্য্যাস্তবিবরাসবঃ।
তৈঃ প্রাণৈঃ কৃষ্ণপক্ষেতু শীতাংশুরুদয়ং ব্রজেৎ।" (সূর্য্যসি° ১০।৫)

চন্নপাট, মহিসুরের অন্তর্গত বঙ্গলুর জেলার একটী সহর। ইহার প্রকৃত নাম 'চন্নপত্তনম্' অর্থাৎ সুন্দর নগর। এই সহর বঙ্গলুর হইতে ৩৭ মাইল দূরপথে দক্ষিণপশ্চিমকোণে অবস্থিত। দ্রাঘি° ৭৭° ১৩´ পূঃ, অক্ষা° ১২° ৩৮´ উঃ। সহরের উত্তরপূর্ব্বাংশ শুক্রবারপেট নামে খ্যাত। এই অংশেই শিল্পকর ও ব্যবসায়ীদিগের বাসস্থান। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে জগদেব রায়ল চন্নপাটে একটী গড় নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বংশীয়েরা ১৬৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন, তৎপরে মহিসুরের উদেয়ার রাজগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হন। শুক্রবারপেটে বিবিধ বার্ণিসদ্রব্যজাত, খেলনা, লৌহতার এবং কাচের চুড়ি ইত্যাদি নির্ম্মাণ জন্য বিখ্যাত। এখানে দৈরা শ্রেণীর বিস্তর মুসলমান বাস করে। ঐ পেটের উত্তরে দুইটী সুবৃহৎ কবর আছে। তন্মধ্যে একটী টিপু-সুলতানের গুরুর ও অপরটী টিপুর ইংরাজবন্দীদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশের জন্য বঙ্গলুরের জনৈক শাসনকর্ত্তার নামে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সহর চন্নপাট তালুকের সদর ছিল।

চন্নবসবেশ্বর স্বামী, দাক্ষিণাত্যের জনৈক গ্রন্থকার। ইনি 'বীরশৈবোৎকর্ষপ্রদীপ' নামক এক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

চন্নরায়পত্তন, ১ মহিসুরের হাসান জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। পরিমাণ প্রায় ৪৫৪ বর্গমাইল। এই তালুকের জল দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া হেমবতী নদীতে পড়ে। ইহাতে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এবং ভূমি প্রায় সমতল। পাহাড়ের মধ্যে শ্রাবণবেলগোলার জৈন ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। উত্তরের কঙ্করময় অংশ ব্যতীত ভূমি সর্ব্বত্র উর্ব্বরা। তথায় ধান্য ও রবিশস্য উভয়ই উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত তালুক বা তহসীলের সদর। হাসান হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বে একটী গ্রাম। অক্ষা° ১২° ৫৪´ ১২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ ৫৫´´ পূঃ। প্রথমতঃ এই গ্রামকে কোলাতুর বলিত। ১৬০০ খৃঃ অব্দে তথাকার একজন সর্দ্দার চন্নদেবস্বামীর (বিষ্ণুর) এক মন্দির স্থাপন করেন এবং পুত্রের নাম চন্নদেব-স্বামী রাখেন। তৎপরে ঐ গ্রামেরও নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া চন্নরায়পত্তন হইল। ক্রমে এখানে গড় নির্ম্মিত হয়। হায়দরআলী গড়ের পরিখা ও দ্বারগুলি নির্ম্মাণ করেন। এখানে কোন কোন মুসলমান রেসমের কার্য্য করে।

চপট (পুং) চপ-ঘঞর্থে ক, চপঃ সান্ত্বনা চূর্ণীকরণং বা তদর্থং অটতীতি অট-অচ্ শকন্ধ্বাদিবৎ সাধু। ১ চাপড়, চড়।

চপড় (চপট শব্দজ) চড়, চাপড়।

চপরাস্ (হিন্দী) কর্ম্মচারীর চিহ্নবিশেষ, ইহা পিত্তল প্রভৃতি

ধাতুদ্রব্যে নির্ম্মিত, ইহাতে কার্য্যালয়ের নাম ও কর্ম্মচারীর নম্বর প্রভৃতি খোদিত থাকে।

চপরাসী (হিন্দীজ) যাহার চপরাস্ আছে, পত্রবাহক, কর্ম্মচারী।

চপল (ক্লী) চুপ-মন্দায়াং গতৌ কল। উকারস্থ অকার, (চুপে রচ্চোপধায়াঃ। উণ্ ১।১১০) ১ শীঘ্র, তাড়াতাড়ী। (পুং) ২ পারদ। (ভাবপ্র°)। ৩ শিলাবিশেষ। ৪ মৎস্য। ৫ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, চোরক। ৬ একপ্রকার ইন্দুর। এই ইন্দুরে দংশন করিলে বমন, পিপাসা ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। দেবদারু, জটামাংসী ও ত্রিফলার চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে উপশম হয়। (সুশ্রুত কল্প ৬ অঃ) ৭ চাতক। ৮ স্বর। (রাজনি°) (ত্রি) ৯ তরল। ১০ চঞ্চল।

"কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ।" (শাকুন্তল°)

১১ ক্ষণিক। ১২ বিকল, যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ কোন দোষ হইবে কি না, ইহা বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করে।

চপলক (ত্রি) চপল-স্বার্থে কন্। [চপল দেখ।]

চপলগ্রাম, বিন্ধ্যারণ্যের নিকটবর্ত্তী পর্ণানদীতীরস্থ একটী গ্রাম। (ভ° ব্রহ্ম° ৮।৬৭)

চপলতা (স্ত্রী) চপলস্য চপলায়া বা ভাবঃ চপল-তল্ টাপ্। ১ চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। ২ ধৃষ্টতা। ৩ ব্যভিচারী গুণবিশেষ। সাহিত্যদর্পণের মতে মাৎসর্য্য ও দ্বেষাদি বশতঃ চিত্তের যে অস্থিরতা জন্মে, তাহার নাম চপলতা। ইহাতে পরনিন্দা, পারুষ্য ও স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি হইয়া থাকে।

"অন্যাসু তাবদুপভোগসহাসু ভৃঙ্গ! লোলং বিনোদয় মনঃ সুমনোলতাসু। মুগ্ধামজাতরজসং কলিকামকালে ব্যর্থং কদর্থয়সি কিং নবমালিকায়াঃ॥" এই স্থলে নায়িকা ভ্রমরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, তুমি অন্য পুষ্পিত লতার নিকটে গিয়া চিত্ত বিনোদন কর, বৃথা কেন এই নবমালিকার কলিকাকে কষ্ট দিতেছ, ইহাতেই নায়কের প্রতি কটূক্তি করা হইয়াছে, সুতরাং এই নায়িকাতে চপলতা গুণ প্রকাশ হইল। (সাহিত্যদর্পণ)

চপলা (স্ত্রী) চপল-টাপ্। ১ লক্ষ্মী।

"চপলাজনং প্রতি নচোদ্যমদঃ।" (মাঘ ৯।১৬)

'চপলা চাপলবতী স্ত্রী কমলাচ।' (মল্লিনাথ) ২ বিদ্যুৎ।

"অনুভবচপলাবিলাসিতগর্জ্জিতদেশান্তর ভ্রান্তীঃ।" (আর্য্যাসপ্ত°)

৩ বেশ্যা। ৪ পিপ্পলী। ৫ জিহ্বা। (শব্দচ°) ৬ বিজয়া। ৭ মদিরা। (রাজনি°।) ৮ মাত্রাবৃত্তবিশেষ। আর্য্যার পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধের দ্বিতীয় ও চতুর্থগণ জগণ এবং তৃতীয় গণ গুরুদ্বয়াত্মক হইলে তাহাকে চপলা বলে।

"উভয়ার্দ্ধয়োর্জকারৌ দ্বিতীয়তুর্য্যৌ গমধ্যগৌ যস্যাঃ। চপলেতি নাম তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতং নাগরাজেন॥" (বৃত্তর°)

চপলাঙ্গ (ত্রি) চপলং অঙ্গং যস্য বহুব্রী। ১ যাহার শরীর চঞ্চল। (পুং) ২ শিশুমার, শুশুক। (হারা°)

চপলাবক্ত্র (ক্লী) ছন্দোবিশেষ। যে অনুষ্টুভের প্রথম ও তৃতীয় চরণের চতুর্থ অক্ষরের পরে একটী নগণ অর্থাৎ তিনটী লঘু অক্ষর থাকে, তাহাকে চপলাবক্ত্র বলে। "চপলাবক্ত্রমযুজোর্নকারশ্চেৎ পয়োরাশেঃ" (বৃত্তর°)

চপেট (পুং) চপ-ইট-অচ্। চড়, চাপড়, প্রতল, প্রহস্ত।

চপেটা (স্ত্রী) চপেট-টাপ্। [চপেট দেখ।]

চপেটী (স্ত্রী) ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী। কৃত্যচন্দ্রিকার মতে ইহাই চাপড়াষষ্ঠী। এই তিথিতে অক্ষয় ফল কামনা করিয়া স্নানাদি এবং সন্তান কামনা করিয়া জলের নিকট "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে অরণ্যষষ্ঠীপূজার বিধি অনুসারে ষষ্ঠীদেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—সন্তানের আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য বারমাসের বারটী শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে ষষ্ঠীদেবীর অর্চ্চনা করিবে। স্কন্দপুরাণে ঐ সকল ষষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা কথিত হইয়াছে। যথা, বৈশাখে—চান্দনী, জ্যৈষ্ঠে—অরণ্য, আষাঢ়ে—কার্দ্দমী, শ্রাবণে—লুণ্ঠনী, ভাদ্রে—চপেটী, আশ্বিনে—দুর্গা, কার্ত্তিকে—নাড়ী, অগ্রহায়ণে—মূলক, পৌষে—অন্নপূর্ণা, মাঘে—শীতলা, ফাল্গুনে—গো এবং চৈত্রে—অশোকা। কেহ কেহ চপেটীষষ্ঠীকে মন্থানষষ্ঠী বলিয়া থাকেন।

চপ্য (ত্রি) চপ-যৎ। ভোজনীয়। "চপ্যং ন পার্য্যুর্ভিষগন্ত" (শুক্লযজুঃ ১৯।৮৮)

চমকসূক্ত (ক্লী) বাজসনেয়সংহিতার ১৮ অধ্যায়ের ১ হইতে ২৭ মন্ত্রকে চমকসূক্ত বলে।

চমচক্র (পুং) কুরুক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ।

চমৎকরণ (ক্লী) চমৎ-কৃ-ভাবে ল্যুট্। ১ আশ্চর্য্য জ্ঞান করণ। কর্ত্তরি ল্যুট্। (ত্রি) ২ যে চমৎকৃত করে। ৩ যে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে।

চমৎকর্তৃ (ত্রি) ১ যে চমৎকৃত করে। ২ যে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে। চমৎকর প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চমৎকার (পুং) চমৎকরোতীতি চমৎ-কৃ-কর্ত্তরি অণ্। ১ অপামার্গ। (শব্দর°) কৃ-ভাবে ঘঞ্, ততঃ ৬তৎ। ২ চিত্তবৃত্তিবিশেষ, অলৌকিক বস্তুর জ্ঞান হইলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের হেতু চিত্তের বিকাশ হয়, তাহার নাম চমৎকার। সাহিত্যদর্পণ মতে—চমৎকার চিত্তের বিস্তার (প্রফুল্লতা) স্বরূপ, ইহার অপর নাম বিস্ময়।

কেহ কেহ বলেন—কোন এক অলৌকিক বিষয় অনুভব করিলে পর 'কি এই'? এইরূপ জ্ঞানধারা হওয়াতে চিত্তবৃত্তির যে বিকাশ হয়, তাহার নাম চমৎকার। আবার কোন মতে অলৌকিক বস্তুর অনুভব হইলে 'দৃষ্ট হেতু হইতে ইহা সম্ভব নহে' এইরূপ ভাবিয়া কারণান্তরের অনুসন্ধান করিতে যে মানসিক ব্যাপার হয়, তাহার নাম চমৎকার। কেহ বলেন—চমৎকার সুখ বিশেষ, চমৎকারত্ব আহ্লাদগত জাতিবিশেষ। (রসগঙ্গাধর)

৩ উদ্বেগ। "সঞ্জাতচমৎকারস্ফুরৎ সম্ভ্রমা।" (কাব্যচ°)

চমৎকারক (ত্রি) চমৎ কৃ-ণ্বুল্ ৬তৎ। বিস্ময়জনক, যে আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মায়।

চমৎকারপুর, নাগরখণ্ড বর্ণিত একটী পুণ্যস্থান।

চমৎকারিত (ত্রি) চমৎকারঃ সঞ্জাতোঽস্য চমৎকার-ইতচ্। বিস্মিত, যাহার চমৎকার জন্মিয়াছে।

চমৎকারিন্ (ত্রি) চমৎকরোতীতি চমৎ-কৃ-ণিনি। [চমৎকারক দেখ।]

চমৎকৃত (ত্রি:) চমৎ-কৃ-ক্ত। বিস্ময়াপন্ন।

চমৎকৃতি (স্ত্রী) চমৎ-কৃ-ক্তিন্। চমৎকার, আশ্চর্য্য।

চমর (পুং স্ত্রী) চম্-অদনে অরচ্ (অর্ত্তিকমিভ্রমিচমিদেবিবাসিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৩।১৩২) মহিষের ন্যায় একপ্রকার পশু, যাহার পুচ্ছদ্বারা চামর প্রস্তুত হয়, এই পশু হিমালয়ের উত্তরস্থিত পর্ব্বতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পর্য্যায়—ব্যজনী, বস্ত, ধেনুগ, বালধিপ্রিয়। [চামর দেখ।]

"চমরাঃ সৃমরাশ্চৈব যে চান্যে বনচারিণঃ"। (রামায়ণ)

২ দৈত্যবিশেষ। চমরস্বেদমিত্যাণ্ সংজ্ঞাত্বাদবৃদ্ধেরনিত্যতা। (ক্লী) ৩ চামর।

চমরপুচ্ছ (পুং স্ত্রী) চমরস্য পুচ্ছ ইব পুচ্ছো যস্য বহুব্রী। ১ বিলস্থায়ী পশুবিশেষ, কোকড়। (রাজনি°)

(ক্লী) ৬তৎ। ২ চামর। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

চমরিক (পুং) চমরমিব কেশরোঽস্ত্যস্য চমর-ঠন্। কোবিদার বৃক্ষ। (অমর ২।৪।২২)

চমরী (স্ত্রী) চমরস্য স্ত্রীজাতিঃ চমর-ঙীষ্। ১ চমর-জাতীয় স্ত্রী, চমরগবী। "কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ"। (কুমার ১।১৩) ২ মঞ্জরী। (মেদিনী)

চমস (পুং ক্লী) চম্যতে ভুজ্যতে সোমঃ অস্মিন্, চম-অসচ্ (অত্যবিচমীত্যাদি। উণ্ ৩.১১৭) ১ যজ্ঞীয়পাত্রবিশেষ। পলাশ, বট অথবা অন্য কোন বৃক্ষের ১২ অঙ্গুলি পরিমিত একখানি কাষ্ঠ লইয়া তাহার ৪ অঙ্গুলিতে হাতে ধরিবার জন্য দণ্ড এবং অবশিষ্ট ৮ অঙ্গুলিতে চারি অঙ্গুলি পরিমিত চতুষ্কোণ খাত করিবে। ঐ খাতের উভয়পার্শ্ব ৩ অঙ্গুলি বিস্তৃত হইবে। হোতা ও ব্রহ্মা প্রভৃতির চমসের দণ্ড বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে (১)।

২ সোমপানার্থ পাত্রবিশেষ। কর্ম্মণি অচ্। (পুং) ৩ পর্পট, একপ্রকার পিষ্টক। ৪ লড্ডুক, লাড়ু। ৫ ঋষভদেবের জনৈক পুত্রের নাম।

চমসাধ্বর্য্যু (পুং) ঋত্বিক্‌বিশেষ।

"প্রপদ্যস্তে চমসাধ্বর্য্যব এব তে।" (অথর্ব্ব ৯৬।৫১)

চমসিন্ (পুং ক্লী) চমসযুক্ত, যাহার চমস আছে।

চমসী (স্ত্রী) চমস-ঙীষ্। ১ মুগ অথবা মসূরের চূর্ণ। ২ শুষ্ক মাষচূর্ণ। "চূর্ণং যচ্ছুষ্কমাষাণাং চমসী সাভিধীয়তে" (ভাবপ্র°)

২ কাষ্ঠনির্ম্মিত যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। (ভরত)

চমসোদ্ভেদ (পুং) প্রভাসের নিকটবর্ত্তী তীর্থবিশেষ।

"ততস্তু চমসোদ্ভেদমচ্যুতস্ত্বগমদ্‌বলী।" (ভারত শল্য ৩৬ অঃ)

মহাভারতে লিখিত আছে—এই স্থানে সরস্বতী অদৃশ্য হইয়াছিল। এই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমযাগের ফল লাভ হয়।

চমসোদ্ভেদন (ক্লী) তীর্থবিশেষ, চমসোদ্ভেদ। (ভারত ৩।৮৮ অঃ)

চমার্দি, গুজরাটের কাঠিয়াবাড় জেলার মধ্যে গোহেলবাড়ের মধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। এখানকার রাজার প্রায় দশ হাজার টাকা আয়, তন্মধ্যে গাইকবাড়কে ১৬৫৲ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ৯০৲ টাকা কর দিতে হয়।

চমীকর (পুং) কৃতস্বর নামক স্বর্ণের উৎপত্তিস্থান, সোণার খনিবিশেষ। এই জন্যই স্বর্ণের এক নাম চামীকর। (শব্দার্থচি°)

চমূ (স্ত্রী) চময়তি বিনাশয়তি রিপূন্ চম-উ (কৃষিচমিতনীতি। উণ্ ১।৮০) ১ সেনামাত্র।

"পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্যমহতীং চমূং।" (গীতা ১।৩)

২ সেনাবিশেষ। অমর ও মেদিনীকোষ অনুসারে ৭২৯ হস্তী, ৭২৯ রথ, ২১৮৭ ঘোটক এবং ৩৬৪৫ পদাতি সর্ব্বসমেত ৭২৯০, ইহার নাম চমূ।

অধিকরণে উ। (স্ত্রী) ৩ চমস। [দ্বিব] ৪ স্বর্গ ও পৃথিবী। (নিঘণ্টু)

চমূচর (পুং) চমূষু চরতীতি চমূ-চর ট। ১ সৈনিক পুরুষ। (শব্দার্থচি°) ২ সৈন্যাধ্যক্ষ।

চমূনাথ (পুং) চমূনাং নাথ ৬তৎ। সৈন্যাধ্যক্ষ।

---

(১) "চমসানস্তু বক্ষ্যামি দণ্ডাঃ স্যুশ্চতুরঙ্গুলাঃ।
ত্র্যঙ্গুলস্তু ভবেৎ খাতো বিস্তারশ্চতুরঙ্গুলঃ।
বিকঙ্কতময়াঃ শ্লক্ষ্ণাঃ বাখিলাশ্চমসাঃ স্মৃতাঃ।
অন্তেভ্যোবাপি বা কার্য্যস্তেষাং দণ্ডেষু লক্ষণং।"
(কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্য।)

"যুবতিচমূনাথভোজ্যবস্ত্রাণাং।" (বৃহৎস° ১৬ অঃ)

চমূপতি প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চমূরু (পুং স্ত্রী) চম উর (খর্জ্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) পৃষোদরাদিত্বাৎ অকারস্ত উকারঃ। মৃগবিশেষ।

"ইদমুরুযুগং ন চমুরুদৃশঃ" (প্রসন্নরাঘব)

চমূষদ্ (ত্রি) চমুষু সীদন্তি চমূ-সদ্-ক্বিপ্ সুষমাদেরাকৃতিগণত্বাৎ ষত্বং। যাহারা চমস প্রভৃতি যজ্ঞীয়পাত্রে অবস্থান করে। "দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ।" (ঋক্ ১।১৪।৪)

'চমূষদশ্চমসাদিপাত্রেষবস্থিতাঃ।' (সায়ণ।)

চমূহর (পুং) চমূং দানবসৈন্যং হরতি চমূ-হৃ-অচ্। মহাদেব।

"চমূহরঃ সুরেশশ্চ" (ভারত আনু ৯১ অঃ)

চমৃকন (চমৎকরণ শব্দ) হঠাৎ কাঁপিয়া উঠা।

চমৃকান (দেশজ) চমৃকন, হঠাৎ কম্পন।

চমৃকানি (চক্‌মানি), আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে পারস্য হইতে আফগানস্থানে আসিয়া খট্টকজাতির মধ্যে বাস করে। মুকিম ও কানিগোরাম নামক স্থানদ্বয়ে অদ্যাপি ৩।৪ শত চক্‌মানি আছে।

চম্‌কানিরা ইস্‌লাম্-ধর্ম্মাবলম্বী পারস্য দেশীয় একটী সম্প্রদায়। ইহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মপ্রণালী অতি কুনীতিপূর্ণ থাকায় পারস্যরাজ কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হয়। এক্ষণে ইহারা সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ও গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচিত। ইহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাচার ও তদানুসঙ্গিক কুনীতিপূর্ণ ক্রিয়াকলাপাদির বিষয়ে অতি বিস্ময়জনক বিবরণ আছে।

একটী প্রজ্বলিত আলোক ইহাদের ব্রতানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই যোগদান করিত। কতক্ষণ মন্ত্রাদি পাঠ ও অন্যান্য পূর্ব্বকৃত্য সমাপন হইলে পর যথাকালে মোল্লাজী দীপনির্ব্বাণ করিয়া দিতেন। তৎপরে বীভৎস পৈশাচিক ব্যাপার আরম্ভ হইত। এই বিসদৃশ রীতির জন্য পারসিকগণ ইহাদিগকে 'চিরাগ-কুশ' অর্থাৎ দীপনির্ব্বাপক, এবং পাঠানগণ 'অর মুর' অর্থাৎ অগ্নিনির্ব্বাপক বলিত। ইহাদের আদিপুরুষের নাম আমীর লোবান্। আফগানেরা বলে, এক সময় ৩।৪ বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইলে ইহারা দেশত্যাগ করিয়া নানাস্থানে চলিয়া যায়। এইরূপে ইহারা পেশবারের নিকট চম্‌কানিগ্রামে আসিয়া বাস করে।

এক্ষণে চম্‌কানিদিগের সংখ্যা প্রায় ৫ সহস্র পরিবার হইবে। ইহারা শান্তপ্রকৃতি, পরিশ্রমী, কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করে না এবং কখনও যুদ্ধ বা দস্যুবৃত্তি করিতেও চাহে না।

চমৃচম (দেশজ) মিষ্টখাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

চমৃচ (দেশজ) [চামচ দেখ।]

চম্প (পুং) চপি-অচ্। ১ কোবিদার বৃক্ষ। (শব্দমালা) (ক্লী) ২ চম্পক পুষ্প, চাঁপাফুল। ৩ জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা, হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণে ইনি চঞ্চুনামে নির্দ্দিষ্ট। ইহার পিতার নাম হরিত, পিতামহের নাম হরিশ্চন্দ্র ও পুত্রের নাম সুধন্বে। ইনি চম্পাপুরী স্থাপন করেন। (ভাগবত, পদ্ম)

চম্পক (পুং) চপি-ণ্বুল্। ১ একপ্রকার ফুল ও তাহার গাছ, চাঁপা (Michelia Champac) পর্য্যায়—চাম্পেয়, হেমপুষ্পক, স্বর্ণপুষ্প, শীতলাচ্ছদ, সুভগ, ভৃঙ্গমোহী, শীতল, ভ্রমরাতিথি, সুরভি, দীপপুষ্প, স্থিরগন্ধ, অতিগন্ধ, স্থিরপুষ্প, পীতপুষ্প, হেমাহ্ব, সুকুমার, বনদীপ। দক্ষিণ উৎকলে কাঞ্চনমু, তৈলঙ্গ চম্পকমু, তামিল শেম্বুঘা, কর্ণাটে সম্পধি, সিংহলে সপু, মলয়ে জম্পক, ব্রহ্মে সা-গা, চীনে চেন্-পু-কিয়া বলে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় এই গাছ জন্মে, চম্বারাজ্যে এই গাছ এক একটী ৪০।৫০ হাত উচ্চ হয়। ভারতে ইহার কাঠে লাঙ্গল এবং সিংহলে ঢোলের খোল, গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। চীনে এই গাছের ছাল দালচিনির সহিত ভেজাল দেওয়া হয়।

ইহার সুবর্ণবর্ণ কুসুম হিন্দুদিগের অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধার জিনিস। এই ফুল কৃষ্ণপূজায় প্রশস্ত। এই ফুলেই মদনের পঞ্চশরের একটী বাণ প্রস্তুত হয়।

কাহারও মতে, ইহার এতই তীব্র গন্ধ যে মৌমাছি সাধ করিয়াও ইহার কাছে যাইতে পারে না। ইহার ছালের গুণ—রজোনিঃসারক। মান্দ্রাজে সম্পতী নামে যে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা এই চাঁপা কাঠ হইতেই তৈয়ারি হয়। ডাক্তার ওসফনেসির মতে, ইহার ছাল গুঁড়া করিয়া সবিরাম জ্বরে ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ইহার গুণ কটু, তিক্ত এবং শীতল। দাহ, কুষ্ঠব্রণ ও কণ্ডুনিবারক। ভাবপ্রকাশ মতে—ইহার গুণ কষায় ও মধুর, বিষ, কৃমিরোগ, কফ, বায়ু এবং অস্রপিত্তনাশক। ৩ কদলীবৃক্ষবিশেষ, চাঁপাকলার গাছ। (ক্লী) ৪ পুষ্পবিশেষ, চাঁপাফুল। "ব্যালোকয়চ্চম্পককোরকাবলীঃ।" (নৈষধ°)

৫ পনসফলের একপ্রকার অবয়ব, চাঁপী। ৬ কদলীবিশেষ, চাঁপাকলা। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে ইহা গুরু, পক ও বীর্য্যাকর এবং বাতপিত্তনাশক, ইহার রস অতি শীতল। পকাবস্থায় এই ফল অতি মধুর।

৭ সাঙ্খ্যশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধিবিশেষ, চতুর্থসিদ্ধ, কোন কোন গ্রন্থে চম্পকস্থলে রম্যক পাঠ আছে। [রম্যক দেখ।]

চম্পকচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশী। মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে—"জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে অযুত, সহস্র অথবা শত সংখ্যক চম্পক পুষ্পদ্বারা শিবের অর্চ্চনা এবং পায়সবলি প্রদান করিবে, ইহাকেই চম্পকচতুর্দ্দশীব্রত কহে। এই ব্রত রাত্রিতে কর্ত্তব্য। এই ব্রত করিলে ক্ষয় ও জ্বর প্রভৃতি রোগ এবং দশজন্ম কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।" (সংবৎসরকৌমুদীধৃত ব্রহ্মপুরাণ এবং উত্তর-কামাখ্যাতন্ত্রের ১১ পটলে এই ব্রত ও ইহার ফল উক্ত আছে।)

চম্পকনাথ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি ভাবার্থচরণটীকা, স্মৃতিচরণটীকা ও শাস্ত্রদীপিকাপ্রকাশ রচনা করেন।

চম্পকমালা (স্ত্রী) চম্পকস্য মালা ৬তৎ। ১ চাঁপাফুলের মালা। ২ চাঁপাফুলের ন্যায় স্ত্রীদিগের কণ্ঠালঙ্কারবিশেষ, চাঁপকলি। ৩ ছন্দোবিশেষ। ইহার প্রত্যেক পাদে দশ অক্ষর করিয়া থাকে। প্রত্যেক পাদেরই প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম এবং দশম এই কয়টী অক্ষরমাত্র গুরু থাকিবে, অবশিষ্ট অক্ষরগুলি লঘু হইবে। "ভ্মৌ সগযুক্তৌ চম্পকমালা।"(বৃত্তর°) কাহারও মতে এই ছন্দের নাম রুক্মবতী।

চম্পকরম্ভা (স্ত্রী) চম্পক ইতি নাম্না প্রসিদ্ধা রম্ভা মধ্যলো°। চাঁপাকলা। [চম্পক দেখ।]

চম্পকানন্দদাকুঞ্জ (পুং ক্লী) বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধনসন্নিহিত শ্যাম ও রাধাকুণ্ডের নিকটস্থ চম্পকলতিকার কুঞ্জ।

(বৃ-লীলা ৮ অঃ)

চম্পকাবতী (স্ত্রী) চম্পক-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। চম্পাপুরী। [চম্পা দেখ।] চম্পকবতীও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চম্পট (দেশজ) প্রস্থান, পলায়ন।

চম্পকারণ্য (ক্লী) চম্পকবহুলমরণ্যং মধ্যলো°। তীর্থবিশেষ, ভারতে ইহা বর্ণিত আছে। এই তীর্থে একরাত্রি যাপন করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। "ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র চম্পকারণ্যমুত্তমম্। তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ।" (ভারত বন ৮৪ অঃ) বর্ত্তমান নাম চম্পারণ।

চম্পকালু (পুং) চম্পকেন পনসাবয়ববিশেষেণ অলতি চম্পক-অল-উণ্। পনস, কাঁঠাল। (শব্দার্থচিং)

চম্পকুন্দ (পুং) চম্পইব কুন্দতে কুন্দি-অচ্। মৎস্যবিশেষ, চাঁদকুড়া। ইহার গুণ—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর ও বাতপিত্ত-নাশক। (রাজনি°)

চম্পকোষ (পুং) চম্পাশ্চম্পক ইব কোষো যস্য বহুব্রী। কাঁঠাল। (ত্রিকাণ্ড°)

চম্পৎরায় (চম্পতিরায়), একজন বিখ্যাত বুন্দেলা সর্দ্দার, ছত্রসালের পিতা। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে ইনি দলবল লক্ষে মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া বেত্রবতী নদীতীরবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ অধিকার করেন।

লালকবি রচিত ছত্রপ্রকাশ নামক হিন্দীগ্রন্থে ইহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। [ছত্রসাল দেখ।]

চম্পা (স্ত্রী) চম্পা নদী অস্তি অস্যাং চম্পা-অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্। অথবা চম্পেন রাজ্ঞ হরিশ্চন্দ্রস্য প্রপৌত্রেণ নির্ম্মিতা যা পুরী। ১ গঙ্গাতীরস্থিত অঙ্গরাজ্যের রাজধানী, মহাভারতে ও পুরাণে চম্পা, চম্পাপুরী প্রভৃতি নামে ইহার উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র মালিনী, লোমপাদপূ ও কর্ণপূ চম্পার এই কএকটী পর্য্যায় লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকটেই এই নগর ছিল। বিখ্যাত চীনপর্য্যটক হিউএন্‌সিয়াং চম্পার এইরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"চম্পা একটী বিস্তৃত প্রদেশ। উহার রাজধানী চম্পা-নগর উত্তরভাগে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এই প্রদেশের ভূমি সমতল ও উর্ব্বরা এবং সুচারুরূপে কর্ষিত হইয়া থাকে। বায়ু মৃদু ও ঈষদুষ্ণ। অধিবাসীগণ সরল ও সত্যবাদী। এখানে বহুসংখ্যক জীর্ণ সঙ্ঘারাম আছে। ঐ সকল মঠে প্রায় ২০০ বৌদ্ধ যতি বাস করে। ইহারা হীন-যান-মতাবলম্বী।

"ইহাতে প্রায় বিংশতিটী দেবমন্দির আছে। রাজধানীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ইষ্টকনির্ম্মিত ও অত্যুচ্চ এবং শত্রুগণের দুরাক্রম্য। কথিত আছে, এই কল্পের আরম্ভে যখন মনুষ্য প্রভৃতি প্রথম সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে এক অপ্সরা কোন অপরাধে স্বর্গচ্যুতা হইয়া মর্ত্ত্যে আসিয়া বাস করে। পরে কোন দেবের ঔরসে ঐ অপ্সরার গর্ভে ৪টী পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রগণ জম্বুদ্বীপকে চারি অংশ করিয়া এক এক জন এক এক অংশে রাজ্যস্থাপন করেন। উহাদেরই একজন চম্পা নগরের স্থাপয়িতা।

এই নগরের পূর্ব্বে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে একটী পাহাড় ও তদুপরি এক দেবমন্দির আছে। ঐ মন্দিরের দেবতা প্রত্যক্ষ ও অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেন। পাহাড়খোদিত করিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ পাহাড় ও তথাকার গুহা প্রভৃতি দেখিবার জন্য অনেক জ্ঞানী লোক আগমন করেন।

এই প্রদেশের দক্ষিণাংশে অরণ্য মধ্যে হস্তী ও অন্যান্য বন্য জন্তু পালে পালে চরিয়া বেড়ায়।" (Si-yu-ki)

ভাগবতাদির মতে—হরিতপুত্র চম্প নিজ নামে চম্পা নগরী নির্ম্মাণ করেন। [চম্প দেখ।]

২ পূর্ব্ব উপদ্বীপের এক অতি প্রাচীন রাজ্য। বর্ত্তমান আনাম ও কাম্বোডিয়া অর্থাৎ কম্বোজের সর্ব্বদক্ষিণাংশে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। অদ্যাপি ঐ স্থানের কতক অংশকে চম্পা কহে। ঐ স্থানের অধিবাসীগণ চম্ (চম্প্) নামে খ্যাত। প্রবাদ আছে—কম্বোজগণের আগমনের পূর্ব্বে উহারা এক সময়ে শ্যাম উপসাগর হইতে সমস্ত উপদ্বীপ ব্যাপিয়া বাস করিত। পূর্ব্বে ইহারা সকলেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। অনুমান হয়, গঙ্গাতীরবর্ত্তী চম্পানগরীর অনুকরণে ঐ স্থানের নামকরণ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে পার্থক্য রাখিবার জন্য উহাকে মহাচম্পা বলা হইত। চীনপর্য্যটক হিউএন্ সিয়াং কাম্বোডিয়ার চম্পাকে মহাচম্পা ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী চম্পাকে শুদ্ধ চম্পা (চেন্-পো) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আনামবাসীদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। তখন উহার সীমা শ্যাম ও আনামের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৫শ শতাব্দীতে মলয় ও যবদ্বীপের সহিত চম্পার ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে যবদ্বীপের প্রধান রাজা চম্পারাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

আনামীভাষায় চম্পার লোককে লুই বলে। ইহারা বরাবর হিন্দুমতাবলম্বী ছিল। ইহাদের উপাসনা প্রভৃতি কতক বৌদ্ধ বা জৈনদিগের ন্যায়। এখানেও হর, পার্ব্বতী প্রভৃতির পূজা হয়। কএক বর্ষ পূর্ব্বে এখানে কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি ও অনুশাসন প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ঐ গুলির অধিকাংশ সংস্কৃত কিম্বা চম্ ভাষায় লিখিত। ঐ সকল পাঠে জানা যায়, এই স্থানে পূর্ব্বে পরাক্রান্ত হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব নামানুসারে এই প্রদেশে জয়হরিলিঙ্গেশ্বর, শ্রীজয়হরিবর্ম্মলিঙ্গেশ্বর, শ্রীইন্দ্রবর্ম্মশিবলিঙ্গেশ্বর প্রভৃতি শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিপিগুলির যে গুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সেগুলি অতি প্রাচীন।

৩ নদীবিশেষ, এখন যাহাকে চাঁপাই বলে। ৪ পনসের একপ্রকার অবয়ব, চাঁপি। (শব্দার্থচি°)

৫ কাশ্মীরের সীমান্ত প্রদেশ, ইহার রাজধানীকে ব্রহ্মপুর বলে। ১০২৮ হইতে ১০৩১শ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীররাজ অনন্তদেব এই রাজ্য আক্রমণ করেন, শালদেব নামক তথাকার রাজা অনন্তদেবের হস্তে নিহত হন। পরে তাঁহার পুত্র চম্পাবতী নামে এক নগর স্থাপন করেন। সেই চম্পা এখন চম্বা নামে প্রসিদ্ধ। রাবী বা ইরাবতী নদীর দ্বারা ঐ নগর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আছে। [চম্বা দেখ।]

চম্পা (চাঁপা) মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার একটী জমিদারী। পরিমাণ ১২০ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ৬৫, গৃহসংখ্যা ৬৩৭৭। এখানকার জমিদারকে কুমার কহে। ইহার সদর চম্পা সহরে। এখানে বিস্তর তন্তুবায় বাস করে। ঐ সকল তন্তুবায়দিগের বস্ত্রাদি নিকটস্থ বামনিদেহীর বাজারে বিক্রীত হয়।

চম্পাধিপ (পুং) চম্পায়া অধিপঃ ৬তৎ। কর্ণ। [কর্ণ দেখ।]

চম্পানগর, ভাগলপুর সহরের পশ্চিমভাগস্থ একটী গ্রাম; এখানে জনৈক মুসলমান সন্ন্যাসীর (১৬২২-২৩ অব্দের) কবর আছে। এখানে ভাগলপুরস্থ ওসবাল জৈনদিগের পুরোহিতগণ বাস করেন। জেলার মধ্যে এই গ্রামে তসর পাট প্রভৃতি বস্ত্রের প্রধান আড়ত আছে।

চম্পানের, গুজরাটের অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার একটী গ্রাম ও গিরিদুর্গ। ইহা বোম্বাই হইতে প্রায় ২৫০ মাইল উত্তরে একটী অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩৮´ পূঃ। গড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪২০ গজ, প্রস্থ প্রায় ৬৬০ গজ। গড় দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ অত্যুচ্চ, উহাতে প্রসিদ্ধ কালিকাদেবীর মন্দির আছে। অপরার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত অবনত হইলেও দুরাক্রম্য। এখানে অতি প্রাচীনকালের হিন্দুদেবদেবীর মন্দিরাদি দৃষ্ট হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই অঞ্চের দুর্গে এক রাজপুত সর্দ্দারের রাজধানী ছিল। অবশেষে ১৪৮২ খৃঃ অব্দে আহ্মদাবাদপতি মাহ্মূদ চম্পানর সর্দ্দারের কএকটী অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ প্রদেশ আক্রমণ ও চম্পানের দুর্গ অবরোধ করেন। কথিত আছে, দ্বাদশবর্ষ অবরোধের পর দুর্গ অধিকৃত হয় এবং মাহ্মূদ ইহার সুদৃঢ় অবস্থান দর্শনে এরূপ প্রীত হন যে ইহার অদূরে বর্ত্তমান মহম্মদাবাদ-চম্পানের নগর স্থাপন করিয়া উহা বহু মস্‌-জিদাদি দ্বারা শোভিত করেন। কালে ঐ নগর বিস্তীর্ণ বাণিজ্য স্থান রূপে গণ্য হয়। প্রায় ১৫৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ নগরে গুজরাটের রাজাদিগের রাজধানী ছিল।

১৫৩৫ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন চম্পানের দুর্গ জয় করেন। প্রবাদ আছে, হুমায়ুন কএকজন মাত্র সহচর সঙ্গে প্রাচীরের গায়ে পেরেক মারিয়া দুর্গে উঠেন, এবং একটী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সৈন্যগণের প্রবেশের পথ করিয়া দেন। তাহাতেই দুর্গ জয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর চম্পানের মহারাষ্ট্রদিগের অধীনস্থ এবং অবশেষে মধুজী সিন্ধিয়ার হস্তগত হয়। ইহার উত্তরা-ধিকারী দৌলতরাও সিন্ধিয়া ১৮০২ খৃঃ অব্দে বিনাযুদ্ধে কর্ণেল উডিংটনকে এই দুর্গ অর্পণ করেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে সেরজি অঞ্জনগাঁও সন্ধিদ্বারা ঐ দুর্গ দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পিত হয়। পরিশেষে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ঐ নগর সমগ্র পাঁচমহল জেলার সহিত বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চম্পানের হইতে বহুলোক পলায়ন করে এবং ইহার উপকণ্ঠভাগ অরণ্যে পরিণত হয়। এই স্থান সম্প্রতি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অযোগ্য। ইহাতে বসতি স্থাপনের জন্য গবর্মেণ্টের প্রভূত উদ্যম ও চেষ্টা বৃথা হইয়াছে। তাহা হইলেও ইহার দুর্গ, পরিখা প্রাচীরাদি এবং মুসলমান রাজধানীর ভগ্নাবশেষ সকলেরই চিত্তাকর্ষণ ও কৌতূহল উদ্দীপন করে।

চম্পারণ, বেহার প্রদেশের বায়ুকোণে অবস্থিত এবং পাটনা বিভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন একটী জেলা। এই জেলা দ্রাঘি° ৮৩° ৫৫´ হইতে ৮৫° ২১´ পূঃ ও অক্ষা° ২৬° ১৬´ হইতে ২৭° ৩০´ উঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ৩৫৫১ বর্গমাইল। এই জেলার প্রধান বিচারালয়াদি মতিহারী নামক নগরে স্থাপিত। মতিহারীর অক্ষা° ২৬° ৩৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ৫৮´ পূঃ।

এই জেলার উত্তরে স্বাধীন নেপালরাজ্য, পূর্ব্বে মজঃফরপুর জেলা, দক্ষিণে মজঃফরপুর ও সারণ এবং পশ্চিমে গোরখপুর জেলা ও রাজবোতয়াল নামক নেপালের কিয়দংশ। পূর্ব্বে প্রায় ৩৫ মাইল পর্য্যন্ত বাঘমতী নদী এবং দক্ষিণ পশ্চিমে গণ্ডকনদী ও উত্তরে সোমেশ্বরপর্ব্বত অবস্থিত।

এই জেলা পূর্ব্বে সারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইহা একটী পৃথক্ জেলা বলিয়া পরিগণিত হয়। অদ্যাপি সারণের জজ মধ্যে মধ্যে মতিহারী গিয়া সেখানকার বিচারকার্য্য করিয়া থাকেন।

যদিও চম্পারণে কোন বৃহৎ নগরাদি নাই, তথাপি তথাকার জনপ্রবাদ ও প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের কৌতূহলোদ্দীপক এবং ইহার পুরাকালীন গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। নানা কারণে জানা যায় যে ইহা মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লৌরিয়া-নবনগড় নামক গ্রামের নিকট তিনটা প্রকাণ্ড সূচ্যগ্র প্রস্তরশ্রেণী বিদ্যমান আছে। জেনারেল কনিংহাম্ অনুমান করেন ঐ সকল প্রস্তরস্তূপ ৬০০ হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজাদিগের সমাধিস্থান জন্ত নির্ম্মিত হয়। এখানে আলেক্‌জাণ্ডারের ভারতে আগমনের পূর্ব্বের একটী রৌপ্যমুদ্রা এবং গুপ্তরাজগণের সময়ের অক্ষরাঙ্কিত মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। ঐ স্থানের নিকটই অশোকপ্রতিষ্ঠিত ৩৩ ফিট উচ্চ একটী অখণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভে বুদ্ধের আদেশাবলী লিখিত। অররাজ নামক গ্রামে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটী স্তম্ভ আছে। কেশারিয়া নামক স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ বেদীর উপর ইষ্টকনির্ম্মিত ৬২ ফিট উচ্চ ও ৬৮ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট একটী স্তম্ভ আছে। পুরাবিদ্ কনিংহাম্ অনুমান করেন, ইহা বুদ্ধদেবের কোন কার্য্যের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। ইহার নিকটেই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, রাজপুতানা হইতে কোন মহাত্মা আসিয়া নেপালের সীমান্ত প্রদেশে সিমরাউনে রাজ্য স্থাপন করেন। তথায় অদ্যাপি জঙ্গল মধ্যে বহু পরিমাণে প্রাচীন পরিখাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদমতে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্যুপাদেব সিমরাউন্ স্থাপন করেন।

মুসলমানদিগের সময়ে চম্পারণ সরকার বর্ত্তমান চম্পারণ জেলা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ছিল। অকবরের রাজস্ব-সচিব তোডরমলের লিখিত বিবরণে দেখা যায়, ১৫৮২ খৃঃ অব্দে চম্পারণ তিনটী পরগণায় বিভক্ত ছিল, পরিমাণ ৮৫১১১ বিঘা এবং রাজস্ব আদায় প্রায় ১৪০০০০৲ টাকা। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঙ্গালার দেওয়ানি প্রাপ্তির সময়ে, ইহার পরিমাণ ২৫৪৬ বর্গমাইল ও রাজস্ব ৩৪০০০০৲ টাকা ছিল। বেতিয়ারাজবংশোদ্ভব যুগলকিশোরী সিংহের পুত্রগণকে সমস্ত জেলা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। অদ্যাপি ঐ বংশীয়েরাই জেলার অর্দ্ধেকের অধিকারী। অপরার্দ্ধের অধিকাংশ নেপালসীমান্তস্থিত রামনগরের রাজা ও বেতিয়ারাজকুলোদ্ভব আবদুলসিংহের বংশধর মধুবনির বাবুগণ ভোগ দখল করিতেছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ১২শ সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যদল এই জেলার সেগোলীতে অবস্থান করিতেছিল। জুলাই মাসে এক দিবস তাহারা বিদ্রোহী হয় এবং সেনাপতি মেজর হোল্‌মস্ প্রভৃতিকে হত্যা করে।

এখানে বৃষ্টি ভাল হয় না। সুবৃষ্টি না হওয়ায় ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে এই জেলায় দুইবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা অদ্যাপি বিশেষরূপ প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। এই জেলা অপেক্ষাকৃত নির্ধন এবং এখানে বাণিজ্যাদির অবস্থা তত ভাল নহে। সম্প্রতি ত্রিহুতষ্টেট রেলওয়ে হওয়াতে ইহার সহিত বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

এই জেলার আকার কতকটা ত্রিভুজের ন্যায়। গণ্ডক ও বাঘমতী নদীদ্বয় উহার দুই বাহু এবং নেপালের সীমান্তস্থিত অনুচ্চ শৈলমালা ইহার ভূমি, মধ্যভাগে বুড়িগণ্ডক নদী

দ্বিখণ্ড করিতেছে। জেলার দক্ষিণভাগ সমতল এবং সারণ ও মুজঃফরপুর জেলার ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর। উত্তরভাগ বন্ধুর ও তরঙ্গায়িত। উত্তরসীমায় সোমেশ্বর-গিরি উচ্চ্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২৭০ ফিট্। এই গিরিমালার অনেক স্থানই মনুষ্যের দুরারোহ। সোমেশ্বরের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রসিদ্ধ গিরিবর্ত্ম দিয়া বৃটীশ সৈন্য ১৮১৪-১৫ খৃঃ অব্দে গুর্খাদিগকে দমন করিতে গমন করিয়াছিল। সোমেশ্বর, কাপন, হর্লো, হড়া প্রভৃতি আরও কএকটী গিরিপথ আছে।

সোমেশ্বরগিরিবর্ত্ম জুরিপানিনামক নদীগর্ভ হইতে ক্রমে উচ্চতর হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ স্থানের প্রায় ২০০ ফিট অন্তরে একটী অনতিবিস্তৃত সমতল আছে, ঐ স্থানের বায়ু অতি শীতল ও সুখস্পর্শ, জল বিশুদ্ধ এবং ঐ স্থান একটী স্বাস্থ্য-নিবাসের উপযুক্ত। সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে নেপালের মোরি প্রান্তর এবং ধবলগিরি, গোঁসাইথান, অন্নপূর্ণা ও কাঞ্চনশৃঙ্গ, প্রভৃতি হিমালয়ের প্রকাণ্ড শৃঙ্গ সকল দৃষ্ট হয়। এই প্রদেশে প্রচুর তৃণ জন্মে ও বিস্তর গোমেষাদি চরিয়া থাকে। গণ্ডক অর্থাৎ শালগ্রামী নদীতে বারমাসই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী ত্রিবেণীঘাটে চম্পারণে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা কোথাও হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না। নদীর গতি অতিশয় কুটিল ও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। অপর নদীগুলির মধ্যে ছোট গণ্ডক ও বাঘমতীই প্রধান। এই নদীদ্বয়েও নৌকাদি যাতায়াত করে। জেলার মধ্য দিয়া শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি ঝিল আছে। বোধ হয়, এইখানে কোন বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত। কালে উহার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ঐ সকল ঝিল উৎপন্ন হইয়াছে। প্রায় সকল নদীতেই বর্ষাকালে ভীষণ বন্যা আসিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হয়।

এই জেলায় রীতিমত বৃষ্টি হয় না, এবং প্রায়ই অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। গবর্মেণ্ট গণ্ডক নদীর তীরে বাঁধ দিয়া জলপ্লাবন হইতে কতক স্থান রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর ভাগের নালাগুলি সময়ে সময়ে জল বাহির না হওয়ায় মধ্যে মধ্যে দেশ জলপ্লাবিত হয়। জেলার উত্তরভাগে স্বর্ণ, তাম্র, কয়লা প্রভৃতি ও নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। জেলার সমস্ত ভাগেই চূণা পাথর (ঘুটিং) দৃষ্ট হয়। অন্যান্য দ্রব্য জাতের মধ্যে কড়িকাঠ, জ্বালানিকাঠ, মধু, মোম, লাক্ষা, পিপুল, নানাবিধ গাছ গাছড়া, সবিতা অর্থাৎ রজ্জুতৃণ ও মাদুর বুনিবার নর্কট অর্থাৎ নাগরমুথা পাওয়া যায়।

আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে থারু ও নেপালীগণ উত্তরভাগে লৌরিয়া ও বগহা পরগণায় বাস করে। থারুরা হিমালয়ের পাদদেশে স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য সরিৎ সকলের জলদ্বারা কথঞ্চিৎ ধান্য চাষ করিয়া থাকে। চম্পারণে মঘাই ডোম নামে এক দল আছে, ইহারা কোথাও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেনা এবং প্রধানতঃ দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সম্প্রতি গবর্মেণ্ট ইহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখায় অনেকে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মাদি অবলম্বন করিয়াছে এবং একস্থানে বসবাস করিতেছে। গোণ্ড নামে আর এক আদিম জাতি আছে, তাহাদের সংখ্যা ১১,০৫৫। এখানকার ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা ৭৬,২৮৪, রাজপুত ৮০,৭৬৪, যুদ্ধব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ৪২,২৮০। বেত্তিয়ারাজ শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। অবশিষ্ট মান্য গণ্য জাতির মধ্যে কায়স্থগণ প্রধান। অধিকাংশ গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারীই কায়স্থ বংশোদ্ভব। ইহাদের সংখ্যা ২৮৪১১। তদ্ভিন্ন কুড়্মি, কোয়েরী, বেনিয়া, নাপিত, লোহার, বারুই, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কাহার, ধোপা, মাল্লা প্রভৃতি জাতি আছে। নুনিয়া নামক নীচ জাতি বংশপরম্পরা ক্রমে সোরা প্রস্তুত করে। চামার, দোসাধ, মুশাহর, বিন্দ্, ধানুক প্রভৃতি নীচ জাতিরও বাস আছে। পাটনা ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে অনেক মুসলমান আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। বেত্তিয়া ও চুহারীতে রোমান কাথলিক মিশনরীগণ বাস করেন। চম্পারণের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর বেত্তিয়া। মতিহারীতে দেওয়ানী আদালত আছে। মধুবনী, কেশারিয়া, সেগোলী, সীতাকুণ্ড, অররাজ ও ত্রিবেণীঘাট প্রভৃতি নগর আছে। সেগোলী বিদ্রোহের জন্য খ্যাত। শেষোক্ত তিন স্থানে ও বেত্তিয়ায় বর্ষে বর্ষে মেলা হয়।

এখানকার সাধারণ লোকের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। প্রায় সকল কৃষকই মহাজনদিগের নিকট ঋণজালে আবদ্ধ। সুতরাং ভাল ফসল জন্মাইলেও শস্যের অধিকাংশই ঋণশোধ করিতে ব্যয় হয়। আবার তাহাদিগের ঋণ করিতে হয়।

চম্পারণে ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন তিনমাসেই শস্য হয়। যথাক্রমে উহাদিগের নাম ভাদই, অঘ্রানি ও রবি শস্য। আশু অর্থাৎ ভাদই ধান্য অল্পই হয়, অধিকাংশ ধান্যই অঘ্রানি অর্থাৎ হৈমন্তিক। তদ্ভিন্ন জেলায় অনেকস্থলে নীলকরেরা নীল চাস করেন। বর্ষে বর্ষে দুই তিন লক্ষ টাকার নীল এবং প্রচুর পরিমাণে অহিফেন উৎপন্ন হয়। এখন ইক্ষু চাষ হইতেছে।

চম্পারণের উত্তর অংশে থারুগণ জলসেচনের জন্য সুদীর্ঘ নালা প্রস্তুত করে। দক্ষিণভাগে কূপাদি দ্বারা সেচন কার্য্য সম্পন্ন হয়। এখানে পুষ্করিণীর সংখ্যা খুব কম।

চম্পারণে দৈবদুর্বিপাক বড় অধিক। কখন ভীষণ অনাবৃষ্টি, কখন প্রবল বন্যা দেশকে প্রপীড়িত করে। রেল পথ দ্বারা আমদানির সুবিধা ও বাঁধ প্রস্তুত করিয়া গবর্মেণ্ট ঐ দুই বিপদ্ নিবারণের সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন।

এই জেলার বাণিজ্য ব্যবসায়াদি নদীযোগেই অধিকাংশ সম্পন্ন হয়। সুতরাং স্রোতমুখে নদী দিয়া মাল রপ্তানি করা যত সহজ, আমদানি করা সেরূপ নহে। সম্প্রতি রেল হইয়া বাণিজ্যের সুবিধা হইতেছে। এখানকার উৎপন্নের মধ্যে মোটা সূতার কাপড়, কম্বল ও মাটীর বাসন প্রধান। নীলকরেরা সকলেই য়ুরোপীয়, সুতরাং নীলে এ জেলার লোকের লাভ অল্পমাত্র। এতদ্ব্যতীত চিনি, সোরা প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাটনা হইতে নেপাল পর্য্যন্ত পথ এই জেলা দিয়া যাওয়াতে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা আছে। ১৮৭৬-৭৭ সালের গবর্মেণ্ট রিপোর্টে ইহার আমদানি রপ্তানি এইরূপ হিসাব পাওয়া যায়। মোট রপ্তানি ৫৪৩০০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে প্রধান নীল ২৪৫০০০০৲ টাকা, তিল সর্ষপাদি ১২০০০০৲, কড়িকাঠ ৩৮০০০০৲, চিনি ১৭০০০০৲ এবং কার্পাসবস্ত্র ৩০০০০০৲ টাকা। কার্পাসবস্ত্র অধিকাংশই নেপালে প্রেরিত হয়। মোট আমদানি ১৩৯০০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে প্রধান লবণ ৩৯০০০০৲ টাকা, ছিট বস্ত্রাদি ১৩০০০০৲ ও গোধূম চাউলাদি ২০০০০০৲ টাকা। শেষোক্ত দ্রব্য নেপাল হইতে আইসে। বেতিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, বগহা, বড়রবা, পাক্রি এবং মানপুর, এই কয়টী নদীতীরস্থ প্রধান বাণিজ্যস্থান।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চম্পারণ সারণ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ বর্ষে উহা একটী পৃথক্ জেলা বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৭০-৭১ সালে উহার পুলিস প্রহরীর সংখ্যা ২৭০৪ জন ছিল; অর্থাৎ প্রতি ৬৩৭ জন লোকের জন্য ১ একজন পুলিস ছিল। মতিহারী নগরে দেওয়ানি আদালত ও একটী জেলখানা আছে। বেতিয়ায় একটী হাজত আছে। পূর্ব্বে মতিহারী জেল অতিশয় অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল। ১৮৮৩-৮৪ অব্দে এক নূতন জেল প্রস্তুত হইয়াছে।

এখানে শিক্ষাপ্রণালী ভাল ছিল না। ক্যাম্বেল সাহেবের যত্নে গবর্মেণ্টের সাহায্যে পাঠশালা প্রভৃতিতে বিদ্যানুশীলন পুনর্জীবিত হয়। সম্প্রতি ইহাতে বহুসংখ্যক ইংরেজী বিদ্যালয় হইয়াছে।

চম্পারণ জেলা ২টী চৌকী, ১০টী থানা ও ৪টী পরগণায় বিভক্ত। ইহার মাঝোয়া পরগণা আবার ২৫টী তপ্পায় বিভক্ত।

চম্পারণের জল বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল। আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। বৈশাখের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠের কতকদিন পর্য্যন্ত ভয়ানক গ্রীষ্ম। এই সময় পশ্চিম হইতে কালবৈশাখী ঝড় বহিয়া থাকে। পৌষ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত শীত থাকে। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৪৭.৯২ ইঞ্চ।

এখানে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবল। গলগণ্ড ও মেধাভাব রোগীও বিস্তর। ওলাউঠা ও পানিবসন্তও হইয়া থাকে *।

চম্পালু (পুং) চম্পশ্চম্পকস্তদ্বৎ কোষবর্ণং আলাতি প্রতিগৃহ্লাতি চম্প-আ-লা-ডু। পনস, কাঁঠাল। (শব্দর°)

চম্পাবতী (স্ত্রী) চম্পা নদী অস্তি অস্যাং চম্পা-মতুপ্ মস্য বঃ। চম্পাপুরী। [চম্পকাবতী দেখ।]

চম্পাবতী, রাজপুতানার অন্তর্গত বর্ত্তমান চাৎসু নগরের প্রাচীন নাম। এই নগর দেওসা হইতে ৩৫ মাইল নৈঋ‍ত কোণে এবং জয়পুর হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহাই পুরাণোক্ত চন্দ্রসেন রাজার রাজধানী চম্পাবতী নগর। [চন্দ্রসেন ও চন্দ্রাবতী দেখ।]

চম্পাবতী, ভাগলপুর জেলার একটী নদী। ইহার বর্ত্তমান নাম চন্দন। ভাগলপুরের ২০ মাইল দক্ষিণে এই নদীতীরে জেথুর নামক স্থানে এক পাহাড়ের উপর একটী মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে ১০৫৩ সংবতাঙ্কিত এক ছত্র শিলালিপি পাওয়া যায়। [চন্দন নদী দেখ।]

চম্পাষষ্ঠী, দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত পর্ব্ববিশেষ। ইহা মার্গশীর্ষমাসের শুক্লষষ্ঠীতে খণ্ডোবার মন্দিরে সম্পাদিত হয়। সেখানকার লোকে ইহাকে 'চম্পাষষ্ঠী' কহে।

চম্পূ (স্ত্রী) চপি-উ। গদ্য পদ্যময় কাব্যবিশেষ, যে কাব্যে গদ্য ও পদ্য উভয়ই থাকে।

"গদ্যপদ্যময়ী বাণী চম্পূরিত্যভিধীয়তে।" (সাহিত্যদ°)

চম্পেশ (পুং) চম্পায়া ঈশঃ ৬তৎ। কর্ণরাজ। (ত্রিকাণ্ড°)

চম্পোপলক্ষিত (পুং) চম্পয়া নদ্যা নগর্য্যা বা উপলক্ষিতঃ ৩তৎ। ১ অঙ্গদেশ, এই দেশে চম্পা নামে নদী অথবা চম্পা নামে রাজধানী আছে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। [বহু] ২ তদ্দেশবাসী।

চম্পোলি (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

চম্বল, মধ্যভারতের একটী নদী ও যমুনার প্রধান উপনদী। ইহার প্রাচীন নাম চর্ম্মণ্বতী। ইহা মৌ-সেনানিবাসের ৮।৯

* Statistical Account of Bengal, vol. XIII; The Bengal Census Report for 1881, and the Provincial Administration Report.

মাইল অগ্নিকোণে মালব প্রদেশের বিন্ধ্যশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ অঞ্চলে উহার নাম জনপাড়া। উৎপত্তি স্থানের প্রায় ৪০ মাইল দূরে চম্বল-ষ্টেসনে রাজপুতানা-মালব রেলওয়ে গিয়াছে। উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে ৮০ মাইলের পর চম্বিলা নামক আর এক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তালনগরের নিকট ইহা উত্তরপশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে এবং নগৎবারা দুর্গকে বেষ্টন করিয়া শিপ্রা নামে অপর এক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। [চর্ম্মণ্বতী দেখ।]

চম্রিষ (স্ত্রী) চমূষু বর্ত্তমানাঃ ইষোহস্মানি ৭তৎ চম্বিষ-বস্ত রেফ-শ্চান্দসঃ। চমসে অবস্থিত অন্ন, চমসস্থ ভক্ষ্যদ্রব্য।

"এবপ্রপূর্ব্বী যব তস্ত চম্রিষঃ" (ঋক্ ১৷৫৬৷১) 'চম্রিষশ্চ শ্চমূষু চমসেষু অবস্থিতাঃ সোমলক্ষণা ইষঃ' 'চমূ····· তস্থাং বর্ত্তমানাঃ ইষশ্চম্বিষঃ বকারস্ত রেফশ্চান্দসঃ' (সায়ণ।)

চম্রীষ (ত্রি) চম্বাং ইষ্যতি গচ্ছতি ইব-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরকঃ। পা ৩৷১৷১৩৫।) পৃষোদরাদিত্বাৎ রেফো দীর্ঘশ্চ। যদ্বা চম-ঈষন্ রেফঃ পূর্ব্ববৎ। চমসে অবস্থিত, যাহা চমসে থাকে।

"চম্রীষো ন শবসা পাঞ্চজন্যঃ" (ঋক্ ১৷১০০৷১২) 'চম্রীষো চম্বাং চমসে রসাত্মনাবস্থিতঃ' (সায়ণ)

চম্বা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন পর্ব্বতময় একটী হিন্দুরাজ্য। এই রাজ্য কাঙ্‌ড়া ও গুরুদাসপুর জেলাদ্বয়ের উত্তরে অবস্থিত। দ্রাঘি° ৭৫° ৪৯´০´´ হইতে ৭৭° ৩´৩০´´ পূঃ এবং অক্ষা° ৩২° ১০´৩০´´ হইতে ৩৩° ১৩´০´´ উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার চতুর্দ্দিকেই উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। আনুমানিক পরিমাণ ৩১৮০ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ১১৫৭৭৩।

চিরতুষারমণ্ডিত দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী চম্বাকে ভেদ করিয়া গিয়াছে, একটী ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী, অপরটী লাধক ও বৃটিশ লাহুলের সীমায় অবস্থিত। ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদী দিয়া কড়িকাঠ প্রভৃতি রপ্তানির বিশেষ সুবিধা আছে। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইহার জঙ্গলমহল ইজারা লইয়াছেন। তাহাতে প্রতিবর্ষে প্রায় দুইলক্ষ টাকার কড়িকাঠ উৎপন্ন হয়। শস্তের মধ্যে গোধূম, যব, ভুট্টা, দেধান, ধান্ত প্রভৃতি জন্মে। নানাবিধ গাছ গাছড়া, রং, কাবাবচিনি, আখ্‌রোট, মধু, ঊর্ণা, ঘৃত ও পক্ষীর পালক বিদেশে রপ্তানি হয়।

গ্রীষ্মকালে জম্বু হইতে মুসলমান গুজরগণ এদেশে গোমহিষাদি চরাইতে আইসে। প্রায় ৫।৬ লক্ষ ছাগ মেষাদি এবং ৮।১০ সহস্র গোমহিষাদি গ্রীষ্মকালে চম্বার পর্ব্বতে চরিয়া থাকে।

চম্বাপ্রদেশে লৌহপ্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হয়, তাম্রও কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার সর্ব্বত্র বিশেষতঃ দক্ষিণভাগে ডালহৌসী নামক স্বাস্থ্যনিবাসের নিকটে শ্লেট পাথরের খনি আছে। এখানকার মৃত্তিকা ও জলবায়ু চা চাষের উপযুক্ত। জঙ্গলে মৃগ, চমর, বন্তবরাহ, নেকড়ে প্রভৃতি বাস করে। ঐ সকল শিকার করিবার জন্ত অনেক শিকারী আসিয়া থাকে। বর্ম্মাওরের জঙ্গলে কস্তূরিকামৃগ আছে। চম্বা ও লাহুলের মধ্যভাগে শাম্বর হরিণ পাওয়া যায়।

নানা জাতীয় সুন্দর পক্ষী এখানে বাস করে। উহাদের বিচিত্র পক্ষযুক্ত গাত্রচ্ছদ বহুমূল্যে বিক্রীত হয়।

চম্বা, পঞ্জী ও লাহুলের মধ্যে আটটী গিরিবর্ত্ম আছে। চম্বাতে প্রায় ৩০০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া মধ্যএসিয়ার সহিত কতক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। কাপড়, ছুরি, কাঁচি, তৈল, চর্ম্ম প্রভৃতি লাধক, ইয়র্কন্দ ও তুর্কিস্থানে প্রেরিত হয়। চা, চরস ও ঊর্ণা বস্ত্রাদি আমদানির মধ্যে প্রধান।

এখানকার রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সংখ্যায় অল্প এবং অনেকেই হিমাচলের দক্ষিণস্থ উপত্যকায় বাস করে। বর্ম্মাওর এবং কাঙ্‌ড়া জেলায়, নুরপুর ও গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট পরগণার সীমান্তপ্রদেশে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহারা অতি সরল, সকলই অতি প্রাচীন রীতিনীতি অনুসারে চলিয়া থাকেন, এবং আধুনিক আচার ব্যবহারাদি কিছুই অবগত নহেন। এখানে একদল ক্ষত্রিয় আছেন; প্রবাদ এইরূপ যে তাঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ম্মদোষে ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। ইহারা কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন এবং ইহাদেরই জাতি হইতে অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। ইহাদের আকৃতি ও ব্যবহারাদি সমতলবাসী ক্ষত্রিয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাঙ্‌ড়া-সীমায় কুনেত জাতি কৃষিকর্ম্ম করে, কিন্তু তক্করগণ তথাকার জমিদার। এই তক্করগণ সম্ভবতঃ তুরাণীয় জাতীয়। ইহারা ঝম্পন বাহক, চৌকিদার ও মজুরের কার্য্যও করিয়া থাকে। অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দু ১০৮৩৭৭, মুসলমান ৬৮৫৯, বৌদ্ধ ৩৮৫, শিখ ৭২ এবং খৃষ্টান ৮০।

চম্বার রাজা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব। ইনি সম্মান অনুসারে পঞ্জাব ভূপতিগণের ১৫শ এবং সম্মানার্থ ১১টী তোপ প্রাপ্ত হন। ইনি ১টী কামান ও ১৬০ জন সিপাহী রাখিতে পারেন।

১৮৪৬ অব্দে চম্বা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়। প্রথমে ইহার কতক অংশ কাশ্মীরাধিপতিকে প্রদত্ত হইয়াছিল, পরে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে সমগ্র চম্বা সনন্দ দ্বারা উহার রাজা ও

তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে অর্পিত হয়। প্রাচীন হিন্দু নিয়মানুসারে ইহার অনেক বিচারকার্য্য হইয়া থাকে। খাজনা আদায়ের জন্য প্রত্যেক গ্রামে এক একজন চর অর্থাৎ গোমস্তা আছে। উহাদের অধীনে একজন সরকার ও এক জন বাটোয়াল অর্থাৎ চৌকিদার থাকে। গোমস্তা গ্রামের কর আদায় ও অন্যান্য বিষয় রাজসরকারে জ্ঞাপন করে।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ডালহৌসী স্বাস্থ্যনিবাস ইংরাজ গবর্মেণ্টকে অর্পিত হয় এবং তজ্জন্য রাজ্যের কর ২০০০৲ টাকা কমাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালে চম্বার বকলো ও বলুন নামক স্থানদ্বয়ে ইংরাজসৈন্যের দুইটী ছাউনি প্রস্তুত হয়। উহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ কর আরও ৫০০০৲ টাকা কমাইয়া দিয়া একণে বার্ষিক মোট ৫০০০৲ টাকা মাত্র কর স্থির হইয়াছে। ইহার রাজধানী চম্বা। [চম্পা দেখ।]

২ পূর্ব্বোক্ত চম্বা রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ৩২° ২৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১০´ পূঃ। এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫২১৮।

চম্বেলি (দেশজ) পুষ্পবিশেষ, চামেলি।

চয় (পুং) চি-কর্ম্মণি-অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ১ সমূহ।

"চয়ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা।" (মাঘ ১।৩।)

২ বপ্র। [বপ্র দেখ।] ৩ প্রাকার।

"শৈলাদভ্রাভ্রংলিহ্ চয়াট্টালকশোভিনী।" (ভার° ৩।১৬০।৩৭)

৪ পরিখা হইতে উদ্ধৃত মৃত্তিকাস্তূপ। ৫ সমাহার। (মেদিনী।) ৬ পীঠ, বসিবার আসন। (হেম°) ৭ অগ্ন্যাদির চয়নরূপ সংস্কারবিশেষ। ৮ বাত, পিত্ত ও কফের অবস্থাবিশেষ।

"চয়ঃ শাম্যতি গণ্ডস্য প্রকোপঃ স্ফুটতি দ্রুতম্।" (চক্রপাণি)

চয়ক (ত্রি) চয়ে কুশলঃ চয়-কন্ (আকর্ষাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।২।৬৪।) চয়নকুশল।

চয়ন (ক্লী) চি-ভাবে ল্যুট্। ১ আহরণ। ২ অগ্ন্যাদির সংস্কারবিশেষ। "স যথা কাময়েত তথা কুর্য্যাদিতি অচয়নস্য তথা চয়নস্যেতি" (শত° ব্রা° ৯।৫।২।১১) চীয়তে হনেন চী-করণে ল্যুট্। ৩ সংস্কারসাধন, যূপ প্রভৃতি।

"যেন ভাগীরথী গঙ্গা চয়নৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিতা।"(ভারত ৭।৫১ অঃ)

চয়নীয় (ত্রি) চি-অনীয়র্। যাহা চয়ন করা হইবে, চয়নযোগ্য।

চর (পুং) চরতি স্ব-পর-রাষ্ট্রশুভাশুভজ্ঞানায় ভ্রাম্যতি চর-অচ্। ১ নিজ রাজ্য ও পররাজ্যের শুভাশুভ জানিবার জন্য নিযুক্ত দূত, চার। পর্য্যায়—যথার্হবর্ণ, প্রণিধি, অপসর্প, চার, স্পর্শ, গূঢ়পুরুষ, অপসর্পক, প্রতিক, প্রতিক্স, গুপ্তগতি, মন্ত্রগূঢ়, হিতপ্রণী ও উদাস্থিত। যুক্তিকল্পতরুর মতে চর দুইপ্রকার—যাহারা প্রকাশ্যভাবে গমনাগমন করে, তাহাদিগকে প্রকাশ এবং যাহারা গুপ্তভাবে স্বরাজ্য বা পররাজ্যের শুভাশুভ অনুসন্ধান করে, তাহাদিগকে অপ্রকাশ বলে। প্রকাশ চরের নাম দূত। [দূত দেখ।] যাহারা তর্ক ও ইঙ্গিতজ্ঞ, স্মৃতিশক্তিযুক্ত, ক্লেশ ও আয়াসসহনশীল, কার্য্যক্ষম, ভয়শূন্য, রাজভক্ত এবং সহসাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারে, তাহারাই চর হইবার যোগ্য। [ইহার অপর বিবরণ দূত শব্দে দ্রষ্টব্য।] ২ কপর্দ্দক, কড়ি। (রাজনি°) ৩ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশি।

"চরস্থিরদ্ব্যাত্মক নামধেয়া মেষাদয়োঽমী ক্রমশস্ত্রিধা স্যুঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব।) ৪ স্বাতী, পুনর্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা এই কয়টী নক্ষত্রকে চর বলে।

"বাতাদিত্যহরিত্রয়ং চরগণঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৫ মঙ্গলবার। ৬ অক্ষক্রীড়াবিশেষ। (ত্রি) ৭ চল, অস্থির।

"তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।" (মনু ৭।১৫)

(পুং স্ত্রী) ৮ খঞ্জন পাখী। (শব্দমা°)

৮ দেশান্তর। ইহা দুইপ্রকার পূর্ব্বাপর ও দক্ষিণোত্তর (১)। সূর্য্যসিদ্ধান্তে চরানয়নপ্রণালী লিখিত আছে। দিন ও রাত্রিমান জানিতে ইহার প্রয়োজন হয়। প্রথমে গণিতানুসারে গ্রহের স্পষ্ট ক্রান্তিসাধন করিয়া তাহা হইতে ক্রমজ্যা ও উৎক্রমজ্যা সাধন করিবে। [স্পষ্টক্রান্তি দেখ।] উৎক্রমজ্যা ও ত্রিজ্যা উভয়ের অন্তর করিলে যাহা হইবে, তাহাকে দিনব্যাস-দল, অহোরাত্র বৃত্তের সার্দ্ধ বা দ্যুজ্যা বলে। দিন ব্যাসার্দ্ধ দক্ষিণগোল ও উত্তরগোলে হইয়া থাকে, অপরটীর নাম ক্রান্তিজ্যা। বিষুবদ্দিনের মধ্যাহ্নকালে ১২ আঙ্গুল শঙ্কুর ছায়া যত হইবে তাহা দ্বারা ক্রান্তিজ্যা গুণ করিয়া ১২ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা হইবে তাহাকে কুজ্যা বলে। কুজ্যাকে ত্রিজ্যা দ্বারা গুণ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে দিনব্যাসদল বা দ্যুজ্যা দ্বারা ভাগ করিবে। যাহা ফল হইবে তাহার নাম চরজ্যা। এই চরজ্যার অসুকে চরাসু বলে। গ্রহের অহোরাত্রাসুসাধন করিয়া তাহার চতুর্থাংশের সহিত চরাসু যোগ ও অপর চতুর্থাংশ হইতে চরাসু বাদ দিলে যে দুইটী রাশি হইবে, তাহাই দিনার্দ্ধ ও রাত্র্যর্দ্ধ হইয়া থাকে। (২) (সূর্য্যসি°) [দিনরাত্রিমানসাধন দেখ।] ৯ নদীগর্ভে যে বালুকাময় স্থান উৎপন্ন হয়।

---

(১) "যেহুনেন লঙ্কোদয়কালিকাত্তে দেশান্তরেণ স্বপুরোদয়ে স্যুঃ :
দেশান্তরং প্রাগপরং তথাস্তং যাম্যোত্তরং তচ্চরসংজ্ঞমুক্তম্।"
(গোলাধ্যায় মধ্যগতিবা°)

(২) "ক্রান্তেঃ ক্রমোৎক্রমজ্যে যে কৃত্বা তত্রোৎক্রমজ্যয়া।
হীনা ত্রিজ্যা দিনব্যাসদলং তদ্দক্ষিণোত্তরম্। ৬০।
ক্রান্তিজ্যা বিষুবদ্ ভাঘ্নী ক্ষিতিজ্যা দ্বাদশোদ্ধৃতা।

চরক (পুং) চর-এব চর স্বার্থে কন্। ১ চর, দূতবিশেষ। ২ বৈদ্যশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। "দেবাকর্ণয় সুশ্রুতেন চরকস্যোক্তেন জানেঽখিলম্।" (নৈষধচ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, যখন নারায়ণ মৎস্যাবতার হইয়া বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর অনন্তদেব ভূতলের অবস্থা দর্শন করিতে চররূপে পৃথিবীতে আসিয়া দেখিলেন যে, ভূমণ্ডলবাসী অনেকেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বেদনায় কাতর হইয়াছে। দয়ালু অনন্তের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি মানবের দুরবস্থা দূর করিতে ষড়ঙ্গবেদবেত্তা মুনি-পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। ইনি চর রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই কারণ তাঁহার নাম চরক হইয়াছে। চরকাচার্য্য অল্পদিন মধ্যেই মানবমণ্ডলীর ব্যাধির সু-চিকিৎসা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইলেন। আত্রেয়ের শিষ্য অগ্নিবেশ প্রভৃতি যে সকল বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, পণ্ডিতবর চরক সেই সকলের সংস্কার ও সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজ নামে (চরকসংহিতা) একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ১ ভাগ)

৩ চরকমুনি প্রণীত একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ। ইহা আট ভাগে বিভক্ত—সূত্র, নিদান, বিমান, শারীর, ইন্দ্রিয়, কল্প ও সিদ্ধিস্থান। প্রচলিত বৈদ্যক গ্রন্থের মধ্যে চরক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ৪ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। ক্ষীরস্বামী ও মোহনদাস ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ চক্রকর। ৫ ভিক্ষুক। (শব্দার্থচি°) ৬ পর্পট। (রাজনি°)

চরকসংহিতা (স্ত্রী) চরকেণ নির্ম্মিতা সংহিতা মধ্যলো°। বৈদ্যকগ্রন্থবিশেষ। [চরক দেখ।]

চর্‌কা (চক্র শব্দজ) সূতা কাটিবার কলবিশেষ। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে চর্‌কা থাকিত। অবকাশ মত স্ত্রীলোকেরা তাহাতে সূতা কাটিত। এখন তন্তুবায়েরা চর্‌কা ব্যবহার করে। হিন্দুর বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে চর্‌কার প্রয়োজন হয়।

চরকাল (পুং) কালবিশেষ, দিনমান স্থির করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। [দিনরাত্রিমান দেখ।]

চর্‌কি (চক্র শব্দজ) ১ চক্র, যাহা চতুর্দ্দিকে সমান ভাবে ঘুরিয়া থাকে। ২ এক প্রকার বাজী, ইহার মুখে আগুণ দিলে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে।

ত্রিজ্যা গুণাহোরাত্রার্দ্ধ-কর্ণাপ্তা চরজাসবঃ। ৬১।
তৎকার্ম্ম কমুদক্‌ক্রান্তৌ ধনহানী পৃথক্‌স্থিতে।
স্বাহোরাত্রচতুর্ভাগে দিনরাত্রিদলে স্মৃতে।" ৬২। (সূর্য্যসি°)

চরগৃহ (ক্লী) চররূপং গৃহং। মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশি। [চর দেখ।] চরগেহ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চরট (পুং স্ত্রী) চরতি নৃত্যতি চর-বাহুলকাৎ অটচ্। খঞ্জন পাখী। (শব্দমা°) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

চরণ (পুং ক্লী) চর-করণে ল্যুট্ (অর্দ্ধর্চাদি গণান্তর্গত বলিয়া উভয় লিঙ্গ। পা ২।৪।৩১।) ১ দেহাবয়ববিশেষ, পদ। পর্য্যায়—পাদ, পৎ, অঙ্ঘ্রি, বিক্রম, পদ, আক্রম, ক্রমণ, চলন, ক্রম।

"দ্বিতীয়ে হস্তচরণৌ তৃতীয়ে বধ মর্হতি।" (মনু ৯।২৭৭)

২ বেদের একদেশ, শাখা। "গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ।" (মহাভাষ্য) ৩ সূর্য্য প্রভৃতির কিরণ। ৪ শ্লোকের চতুর্থ ভাগ, পাদ। "প্রথমাঙ্ঘ্রিসমো যস্য তৃতীয়োঽশ্চরণো ভবেৎ।" (ছন্দোম°) ৫ চতুর্থভাগ। "পশ্যন্তি যেঽটাশ্চরণাভিবৃদ্ধিতঃ।" (জ্যোতি°) ৬ একদেশ। "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।" (শা° সূ°) চর ভাবে ল্যুট্। ৭ অনুষ্ঠান। "তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ।" (মনু ৬।৭৫) ৮ গমন।

"যত্রানুকামং চরণং ত্রিণাকে ত্রিদিবে দিবঃ।" (ঋক্ ৯।১১৩ ৯)

১০ ভক্ষণ।

"অকৃত্বা ভৈক্ষচরণ মসমিধ্যচ পাবকম্।" (মনু ২।১৮৭)

১১ আচার। (হেম°) চরতি বিচরত্যত্র চর অধিকরণে ল্যুট্। ১২ চারণস্থান, যেখানে বিচরণ করা হয়। "অপ্সরসাং গন্ধর্বাণাং মৃগাণাং চরণে চরন্।" (ঋক্ ১০।১৩৬।৬) 'চরণে সঞ্চারভূতে দিব্যন্তরীক্ষে চ তথা মৃগাণাং সিংহাদীনাং সঞ্চারস্থলে পৃথিব্যাং।' (সায়ণ।)

১৩ ভানুঋষি গোত্রীয় দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা।

চরণগ্রন্থি (পুং) চরণস্য গ্রন্থিঃ ৬তৎ। গুল্‌ফ, গোড়ালী।

চরণদাস, জ্ঞানস্বরোদয় নামক হিন্দীগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৪৮০ খৃঃ অব্দে ফয়জাবাদের পণ্ডিতপুরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

চরণদাস, চরণদাসী নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্থাপনকর্ত্তা। ইনি ১৭৬০ সংবতে ধুসার নামক বণিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৯ সংবতে গতাসু হন। সম্রাট্ ২য় আলমগীরের সময় ইনি প্রাদুর্ভূত হন। বাল্যকালে ইনি দিল্লীতে গিয়া উত্তমরূপে সংগীতশিক্ষা করেন। পরে চরণদাসী নামক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। দিল্লীতে ইঁহার মঠ আছে। ইনি ভাগবত ও গীতার ভাষা এবং সন্দেহসাগর, ধর্ম্মজাহাজ প্রভৃতি হিন্দী বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন। [চরণদাসী দেখ।]

চরণদাসী (স্ত্রী) ১ নিজ স্ত্রী। ২ এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়। চরণদাস ইহার প্রবর্ত্তক। চরণদাসীরা কৃষ্ণকেই জগতের আদিকারণ পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করে বটে, তথাপি ইহাদের মত কতক অংশে বৈদান্তিকদিগের ন্যায়। অন্যান্য বৈষ্ণব-

দিগের ন্যায় ইহারাও দীক্ষাগুরুকে প্রগাঢ় ভক্তি করে ও ভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে। ইহারা জাতিভেদ মানে না। প্রথমে ইহারা শালগ্রাম পূজা করিত না, অবশেষে রামানুজ সম্প্রদায়ের সহিত মিল রাখিবার নিমিত্ত শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিয়াছে।

ইহাদের একটী বিশেষত্ব এই যে ইহারা ভক্তিকে কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিবেচনা করে না। সুতরাং ইহারা সদাচার ও সুনীতি ভাল বাসে। মাধ্ব সম্প্রদায় হইতে ইহারা নীতিশিক্ষা অনুকরণ করিয়াছে। [মাধ্ব দেখ।]

ইহাদের অনেকে বিবাহাদি করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করে, আবার অনেকে সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। শেষোক্ত বৈষ্ণবগণ পীতবর্ণ পরিচ্ছদ, ললাটে গোপীচন্দন রেখা, মস্তকে সূচ্যগ্র টুপি ও গলায় তুলসীমালা ধারণ করে। ইহাদের বিস্তর শিষ্য আছে। গোকুলস্থ গোস্বামীদিগের প্রতিপত্তি নাশ করিবার জন্যই সম্ভবতঃ এই দলের সৃষ্টি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। চরণদাস নিজে ও তদনুবর্ত্তী অনেকে চলিতভাষায় ঐ গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ করিয়াছেন। চরণদাসের ভগিনী সাহজীবাই ভ্রাতার নিকট সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দিল্লীনগর ইহাদের প্রধান আড্ডা।

চরণন্যাস (পুং) চরণস্য ন্যাসঃ ৬তৎ। পাদন্যাস, পাদক্ষেপ।

চরণপর্ব্বন্ (ক্লী) চরণস্য পর্ব্ব ৬তৎ। গুল্‌ফ, পায়ের গোড়ালি।

চরণপাত (পুং) ১ পাদন্যাস। ২ পদস্খলন।

চরণপাহাড়ী, বৃন্দাবনের অন্তর্গত কাম্যবনের সীমার মধ্যে লুকালুকিকুণ্ডের পার্শ্বস্থ একটী পাহাড়। বৈষ্ণবেরা এই পর্ব্বতের চরণপাহাড়ী নামের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন—"কোন সময়ে গোপমহিলাগণ কৃষ্ণের সহিত লুকালুকি-কুণ্ডে জলক্রীড়া করিতে যাইয়া পরামর্শ করিল যে, কৃষ্ণের সহিত একসঙ্গে ডুব দিব, কিন্তু তাঁহার উঠিবার পূর্ব্বে উঠিব, আর যেমন দেখিব যে তিনি উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি আবার ডুব দিব। তাহা হইলেই তিনি অগ্রে ও আমরা পশ্চাৎ উঠিয়াছি প্রমাণ হইবে। কৃষ্ণ রাধা প্রভৃতির চালাকি বুঝিতে পারিয়া প্রথম ডুবেই বহুদূর সরিয়া গেলেন এবং একটী পর্ব্বতে উঠিয়া গোপীদের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। এদিকে গোপীরা বার বার ডুবিতে ও উঠিতে লাগিল, কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিতে পাইল না, অবশেষে কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া সকলে মিলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কৃষ্ণ সময় বুঝিয়া বাঁশী ধরিলেন। গোপীরা ছুটিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের মধুর বাঁশীরবে পাষাণময় পাহাড়ও কোমল হইয়া গেল। তাহাতে কৃষ্ণের চরণচিহ্ন পাহাড়ের চূড়ায় অঙ্কিত হয়। এই কারণে উহাকে চরণপাহাড়ী বলে। (ভক্তমাল)

এই পাহাড়ের প্রস্তর বর্ষণ ও নন্দগাঁ নামক পাহাড়দ্বয়ের অনুরূপ। এক সময়ে এই প্রস্তর কাটিয়া ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হয়, তাহাতে দেশীয় লোক আপত্তি করায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ ফিট এবং দৈর্ঘ্য এক মাইলের চতুর্থাংশের অধিক নহে। ইহার অধিকারীর নাম রাধিকাদাস।

এই পর্ব্বতে ইন্দ্রযব, গজের ও নির্ব্বিষীলতা প্রভৃতি জন্মে। পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে কিছু দূর পর্য্যন্ত জঙ্গল আছে। এই স্থান দর্শন করিলে ব্রজধামের বহুবিধ ফল পাওয়া যায়।

চরণব্যূহ (পুং) চরণানাং শাখানাং ব্যূহোঽত্র বহুব্রী। বেদের শাখাবিভাগাদির পরিচায়ক একখানি গ্রন্থ। অথর্ব্ববেদের ৪৯ পরিশিষ্ট এবং কাত্যায়নের ৫ম পরিশিষ্টকেও চরণব্যূহ বলে। বেদব্যাস, শৌনক প্রভৃতি রচিত চরণব্যূহও আছে। কৃষ্ণদত্ত, মহীদাস, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি রচিত চরণব্যূহের টীকা দৃষ্ট হয়।

চরণশুশ্রূষা (স্ত্রী) চরণয়োঃ শুশ্রূষা ৬তৎ। পদসেবা।

চরণস (ত্রি) চরণেন নির্বৃত্তঃ চরণ-চাতুরর্থিক স (পা ৪।২।৮০।) চরণনির্বৃত্ত দেশাদি।

চরণসেবক (ত্রি) চরণস্য সেবকঃ ৬তৎ। যে চরণ সেবা করে।

চরণসেবা (স্ত্রী) চরণস্য সেবা ৬তৎ। পদসেবা, পা টেপা।

চরণা (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ।

চরণাক্ষ (পুং) অক্ষপাদ, গৌতম।

চরণানুগ (ত্রি) ১ শরণাগত। ২ পশ্চাদ্গামী।

চরণাভরণ (ক্লী) চরণস্যাভরণং ৬তৎ। চরণের অলঙ্কার, পাদভূষণ।

চরণামৃত (ক্লী) চরণস্যামৃতং ৬তৎ। পাদোদক।

চরণায়ুধ (পুং স্ত্রী) চরণএবায়ুধঃ অস্ত্রবিশেষো যস্য বহুব্রী। কুক্কুট।
"আকর্ণ্য সম্প্রতি রুতং চরণায়ুধানাং।" (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)
স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। (ত্রি) চরণৌ আয়ুধাবিব যস্য বহুব্রী। ২ যাহার চরণ আয়ুধের ন্যায়। "তুণ্ডপক্ষপ্রহারেণ জটায়ুশ্চরণায়ুধঃ।" (রামায়ণ ৩।৫৬।৩৫।)

চরণি (পুং) চর-অনি। মনুষ্য।
"সুবিদ্বাসং চর্কৃত্যং চরণীনাম্।" (ঋক্ ৮।২৪।২৩)
'চরণীনাং মনুষ্যাণাং।' (সায়ণ।)

চরণিল (ত্রি) চরণ-চাতুরর্থিক ইল। চরণ দ্বারা নির্বৃত্ত।

চরণোপান্ত (পুং) চরণস্য উপান্তঃ ৬তৎ। চরণ সমীপ, পায়ের নিকট।

চরণ্টী (স্ত্রী) চিরণ্টী পৃষোদরাদিত্বাৎ ইকারস্ত অকারঃ। চিরণ্টী, সুবাসিনী। (হেম॰)

চরণ্যু (ত্রি) চরণ্য-উণ্। চরণশীল, গমনশীল। "চক্ষুর্ন প্রস্থিনী চরণ্যুঃ।" (ঋক্ ১০।৯৫।৬) 'চরণ্যুশ্চরণশীলঃ' (সায়ণ।)

চরতা (স্ত্রী) চরস্ত ভাবঃ চর-তল্-টাপ্। ১ চরের ধর্ম্ম, চরত্ব। (দেশজ) ২ বৃদ্ধি।

চরথ (ত্রি) চর-অথ। ১ জঙ্গম। "স্থাতুশ্চরথমক্তূন্ ব্যূর্ণোৎ।" (ঋক্ ১।৬৮।১) 'চরথং জঙ্গমং' (সায়ণ।)
২ চরণশীল, গমন করা যাহার স্বভাব।
"পুরুত্রা চরথং দধে।" (ঋক্ ৮।৩৩ ৮) 'চরথং চরণশীলং' (সায়ণ।)
(ক্লী) ৩ বিচরণ, ভ্রমণ। "ক্বধী ন উর্দ্ধাঞ্চরথায় জীবসে।" (ঋক্ ১।৩৬।১৪) 'চরথায় লোকে চরণায়' (সায়ণ।)

চরদেব (পুং) রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত একজন যোদ্ধা। (৭।১৫৫৪)

চরফ (পারসী) বাস্তর চতুর্দ্দিকস্থ নিম্নভূমি, চলিত বাঙ্গালায় চরফা বলে।

চরভ (ক্লী) চররাশি, চরগৃহ।

চরভবন (ক্লী) [চরগৃহ দেখ।]

চরম (ত্রি) চরতি চর-অমচ্ (চরেশ্চ। উণ্ ৫।৬৯।) ১ অন্ত্য। ২ পশ্চিম। ৩ শেষোৎপন্ন। "অব্রবীৎ ক্রিয়তামেবাং সুতানাং চরমা ক্রিয়া।" (ভারত ৪।২৪ অঃ)
(ক্লী) ৪ অন্ত, পশ্চাৎ। "উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমং চাস্য চরমং চৈব সম্বিশেৎ।" (মনু ২।১৯৪)

চরমকাল (পুং) চরমশ্চাসৌ কালশ্চেতি কর্ম্মধা॰। শেষসময়, মৃত্যুকাল।

চরমক্ষ্মাভৃৎ (পুং) চরমশ্চাসৌ ক্ষ্মাভৃচ্চেতি কর্ম্মধা॰। অস্তাচল, পশ্চিমাচল। চরমগিরি, চরমাচল প্রভৃতি শব্দ ও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চরমশৈর্ষিক (ত্রি) চরমং পশ্চিমস্থং শীর্ষ অস্ত্যাস্য চরমশীর্ষন্-ঠন্। পশ্চিমশীর্ষ, যাহার মাথা পশ্চিমদিকে থাকে।
"অথ দক্ষিণমাবৃত্য বুষীং চরমশৈর্ষিকীম্।" (ভারত ১৩।১০।২৯)

চরমাজা (স্ত্রী) অতি ক্ষুদ্র অজা।
"চরমাজা মপেচিরন্।" (অথর্ব্ব ৫।১৮।১১)

চরবী (পারসী) শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, বসা। [বসা দেখ।]

চরবীদার (পারসী) যাহার চরবী আছে।

চরব্য (ত্রি) চরবে হিতং চরু-যৎ (উগবাদিভ্যোযৎ। পা ৫।১।২।) চরুর হিতকর তণ্ডুল প্রভৃতি।

চরস্, গাঁজা গাছের ও তাহার ফুলের আঠা। গাঁজার মধ্যে বিশেষতঃ ইহার ফুল ও পক্ক বীজের মধ্যে রজনের মত একপ্রকার আঠা থাকে, ঐ আঠা গাঁজা হইতে সময়ে সময়ে পৃথকভাবে বাহির করিয়া লওয়া হয়, সেই আঠাকেই "চরস" বলে। যে স্থানে গাঁজার আবাদ হয়, তাহার সকল জায়গায় চরস পাওয়া যায় না। কারণ বঙ্গদেশে ও অপর অনেক দেশের গাঁজা গাছে আঠা অতি অল্পমাত্র বাহির হয়, সুতরাং এ সকল প্রদেশে ভালরকম চরসও পাওয়া যায় না। হিমালয়ের নিকটস্থ প্রদেশে বিশেষতঃ গড়বাল ও নেপাল প্রভৃতি স্থানের গাঁজাগাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঐরূপ আঠা থাকে, সুতরাং ঐ সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে চরস উৎপন্ন হয়। য়ুরোপ অতি শীত প্রধান বলিয়া তথাকার গাঁজা গাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আঠা নিঃসৃত হয় না, সুতরাং তথায় সেরূপ পরিমাণে চরস উৎপন্ন হইবার আশাও নাই। গাঁজা গাছ তফাৎ তফাৎ থাকিলে তাহাতে আঠা বেশী জন্মে।

গ্রীষ্মকালে চরস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী সাধারণতঃ তিনপ্রকার—টাট্‌কা অথচ সুপক্ক গাঁজা গাছকে অগ্নির মৃদু উত্তাপে নরম করিয়া পরে হামানদিস্তায় পেষণ করিলে গাত্রসংলগ্ন আঠা একত্র হইয়া চরসরূপে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় প্রণালী এই—চরস প্রস্তুতকারীগণ চর্ম্মনির্ম্মিত পায়জামা প্রভৃতি পরিধান করিয়া গাঁজাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমনাগমন করে এবং তদ্দ্বারা গাঁজাবৃক্ষের সহিত তাহাদের গাত্রের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষণ হওয়ায় গাঁজা বৃক্ষের রজন সদৃশ আঠা তাহাদের চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদে লাগিয়া যায়। তাহারা পোষাক হইতে এই আঠা পৃথক্ করিয়া লয় এবং তাহাতেই চরস উৎপন্ন হইয়া থাকে। চরসপ্রস্তুতকরণের শেষ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী এই—গাঁজা গাছের বর্দ্ধিতাবস্থায় হাত দিয়া উহার মধ্য হইতে নির্য্যাস বা আঠা বাহির করিয়া লইতে হয় এবং উহাই চরস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পঞ্জাব অঞ্চলে গাঁজার বীজগুলি তুলিয়া হস্তদ্বারা একত্র মর্দ্দন করিলে চরস পাওয়া যায়। ইয়র্কন্দ ও কাশঘর প্রদেশের চরস অত্যুৎকৃষ্ট। তথায় গর্দা নামক চরসই অধিক ব্যবহৃত হয়। গর্দা তিনপ্রকার সুর্থা, ভঙ্গারা ও থাক। কলু, কাঙ্ড়া ও কাশ্মীর প্রদেশ দিয়া পঞ্জাব প্রদেশে কাশঘর ও ইয়র্কন্দ প্রদেশের চরস আনীত হয়।

ভারতবর্ষে বোখারী, য়র্কান্দী, কাশ্মীরী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চরস পাওয়া যায়। সকল প্রকার চরসের মধ্যে মোমের ন্যায় চরসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নেপাল প্রদেশে বোখারী চরসের আদর বেশী। দিল্লীপ্রদেশস্থ গড়বাহাদুর নামক স্থান চরসের প্রধান আড্ডা।

চরস গাঁজা ও সিদ্ধির ন্যায় মাদক পদার্থ, তবে গাঁজার ন্যায় ইহাতে মাদকতাশক্তি বেশী নাই। প্রথমে তামাকের মধ্যে চরস পুরিয়া অগ্নিতে আবশ্যক মত পুড়াইয়া লয়। পরে অল্প তামাকের সহিত ঐ চরস মিশাইয়া কলিকাতে সাজিয়া ধূম পান করে। ধূমপান করিবামাত্র নেশা হইয়া থাকে, অর্থাৎ চরসের নেশা শীঘ্রই হয়, আবার ঐ নেশা শীঘ্রই ছুটিয়া যায়। চরস অকস্মাৎ ব্যবহার করিলে মানসিক বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। চরসের নেশায় চক্ষু অধিক রক্তবর্ণ হয়।

এসিয়া, ও মিশরদেশে বহুকাল হইতে মাদক দ্রব্য স্বরূপ চরস ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ডাক্তার রইল ও মরে সাহেব লিখিয়াছেন যে য়ুরোপেও অতি প্রাচীনকাল হইতে ঔষধের মধ্যে চরস ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে পাঁচ ছয় টাকা করিয়া চরসের সের বিক্রয় হইত।

চরসী (দেশজ) যাহারা চরস খায়, চরসখোর।

চরা (চড়া) মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ২৩´০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ২৭´৩০´´ পূঃ, পুরুলিয়ানগরের নিকটে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন পাথরে নির্ম্মিত ও লোহার বাঁধ দেওয়া দুইটী জৈন-দেবালয় আছে। পূর্ব্বে এইরূপ ৭টী দেবালয় ছিল, দুইটী ভিন্ন সকলগুলিই পড়িয়া গিয়াছে। মন্দিরে তেমন কারুকার্য্য নাই, কিন্তু এখানকার তীর্থঙ্করের মূর্ত্তিগুলি দেখিবার জিনিস। এখানে শ্রাবক-দিগের নির্ম্মিত কতকগুলি বড় বড় জলাশয় আছে।

চরাচর (ত্রি) চর-অচ্ নিপাতনে সাধু। ১ জঙ্গম। ২ ইষ্ট। (হেম°) (পুং) ৩ কপর্দ্দক, কড়ি। (রাজনি°) চরেণ সহ অচরঃ। ৪ স্থাবর ও জঙ্গম।

"চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিংল্লোকাশ্চরাচরাঃ।" (ভাগ° ৩।৬।৫)

(ক্লী) চরাচরয়োঃ সমাহারঃ। ৫ স্থাবর ও জঙ্গম, জগৎ।

চরাচরগুরু (পুং) চরাচরস্য গুরুঃ ৬তৎ। ১ পরমেশ্বর। ২ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা।

চরাণ (দেশজ) নানাস্থানে লইয়া বেড়ান।

চরাণি (চারণ শব্দজ) মাঠ, ময়দান, পশুচারণস্থান।

চরি (পুং) চর-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যা ইন্। উণ্ ৪।১১৭।) পশু।

চরিত (ত্রি) চর-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ অনুষ্ঠিত, কৃত। (ক্লী) চর ভাবে ক্ত। ২ চরিত্র।

"রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্।" (ভাগ° ১০।১।১)

উজ্জ্বলনীলমণির মতে চরিত দুইপ্রকার অনুভাব ও লীলা।

"অনুভাবাশ্চ লীলা চেত্যুচ্যতে চরিতং দ্বিধা।" (উজ্জ্বলনী°)

[অনুভাব ও লীলা দেখ।] ৩ অনুষ্ঠান। (ত্রি) চর-কর্ম্মণি-ক্ত। ৪ গত। ৫ প্রাপ্ত। ৬ জ্ঞাত।

চরিতময় (ত্রি) চরিত-ময়ট্। চরিতাত্মক।

চরিতব্য (ত্রি) চর-তব্য। চরিতের যোগ্য। "উপাংশু বাচা চরিতব্যং।" (ঐতরেয়ব্রা° ১।২৮)

২ অনুষ্ঠেয়, কর্ত্তব্য।

"নবাপ্যধর্ম্মো বিদ্বদ্ভিশ্চরিতব্যঃ কথঞ্চন।"

(ভারত ১।১২৬অঃ)

চরিতব্রত (ত্রি) চরিতং অনুষ্ঠিতং ব্রতং যেন বহুব্রী। কৃত-ব্রত, যে ব্রতাচরণ করিয়াছে।

চরিতাখ্যান (ক্লী) চরিতস্যাখ্যানং ৬তৎ। চরিতকীর্ত্তন, চরিতবর্ণন।

চরিতাখ্যায়ক (ত্রি) চরিতস্যাখ্যায়কঃ, ৬তৎ। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে, চরিত্রলেখক।

চরিতার্থ (ত্রি) চরিতঃ কৃতোঽর্থঃ প্রয়োজনং যেন বহুব্রী। ১ কৃতার্থ, যাহার কার্য্য বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। ২ সফল।

"প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী।" (কুমার ২।৭)

চরিতার্থতা (স্ত্রী) চরিতার্থস্য ভাবঃ চরিতার্থ-তল্-টাপ্। চরিতার্থের ভাব, কৃতার্থতা।

চরিতার্থত্ব (ক্লী) চরিতার্থস্য ভাবঃ চরিতার্থ-ত্ব। কৃতার্থতা।

"অন্যোন্যা ভাবতো নাস্য চরিতার্থত্বমুচ্যতে।" (ভাষাপরি°)

চরিতিন্ (ত্রি) [দুশ্চরিতিন্ দেখ।]

চরিত্র (ক্লী) চর-ইত্র (অর্ত্তি-লূ-ধূ-সূ-খনসহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) ১ স্বভাব। পর্য্যায়—চরিত, চারিত্র, চরীত। "অচিন্ত্যঃ শীলগুপ্তানাং চরিত্রং কুলযোষিতাং।" (কথাসরিৎ ৪।৮৩।) ২ অনুষ্ঠান। ৩ চেষ্টা। ৪ লীলা প্রভৃতি। (শব্দরত্না°)

চরিত্রপুর, উৎকলের একটী প্রাচীন নগর। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়ং চে-লি-ত লো নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে এই স্থান সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তৎকালে এখানে নানা দেশের লোক বাণিজ্য করিতে আসিত।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহামের মতে, এখনকার পুরীই প্রাচীন চরিত্রপুর। কিন্তু আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। চরিত্রপুরের বর্ত্তমান নাম চোরপুর, ইহা পুরীজেলার অন্তর্গত ও বাগারী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত।

চরিত্রবৎ (ত্রি) চরিত্র প্রশংসার্থে মতুপ্ মস্য বঃ। প্রশস্ত চরিত্রযুক্ত। "বৈদ্যং চরিত্রবন্তং ব্রাহ্মণম্।" (আশ্বলা° গৃহ্য° ৪।৯)

চরিত্রা (স্ত্রী) চরিত্র-টাপ্। তিন্তিড়ী বৃক্ষ। (শব্দরত্নাবলী)

চরিষ্ণু (ত্রি) চর-ইষ্ণুচ্। (পা ৩।২।১৩৬) ১ জঙ্গম। চরণশীল।

"বিরাট্‌স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ।" (ভাগবত ২।৬।৪০)

(পুং) ২ কীর্ত্তিমানের পুত্র।

চরিষ্ণুধূম (ত্রি) চরিষ্ণুর্ধূমো যস্ত বহুব্রী। যাহার ধূম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, চরণশীল ধূমবিশিষ্ট।

"চরিষ্ণুধূমমগৃভীত শোচিষম্।" (ঋক্ ৮।২৩।১) 'চরিষ্ণুধূমং সর্ব্বতশ্চরণশীলধূমজালং।' (সায়ণ)

চরু (পুং) চর্য্যতে ভক্ষ্যতেঽগ্ন্যাদিভিঃ চর-কর্ম্মণি উঃ, যদ্বা চরতি হোমাদিকমস্মাৎ চর-অপাদানে উ। (ভৃমৃশীতৃ চরিৎসরিতনিধনিমিমস্জিভ্য উঃ। উণ্ ১।৭) ১ হব্যান্ন, হোমের জন্য যে অন্ন পাক করা হয়, যজ্ঞীয় পায়সান্ন। চরন্ত্যাপোঽত্র চর-উ অধিকরণে। ২ মেঘ। (নিঘণ্টু) ৩ চরুপাকপাত্র, যাহাতে চরুপাক করা হয়। (বিশ্ব।)

কর্ম্মপ্রদীপের মতে স্বশাখোক্ত বিধি অনুসারে অন্ন সুসিদ্ধ করিয়া পাক করিলে তাহাকে চরু বলে। চরু অতিশয় কঠিন বা খুব শিথিল করিতে নাই, দগ্ধ না হয় অথচ ভাল হয়, এইরূপ ভাবে পাক করিবে (১)।

ভবদেবভট্টের মতে চরুপাকপ্রণালী—যথানিয়মে অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার পশ্চিমদিকে কতকগুলি কুশ পূর্ব্বাগ্র করিয়া রাখিবে। বরুণ কাষ্ঠ দ্বারা একটী উদূখল, মুসল ও চমস এবং বংশশলাকার দ্বারা কুলা প্রস্তুত করিতে হয়। [চমস ও কুশণ্ডিকা দেখ।] উদূখল, মুসল, চমস ও কুলা প্রক্ষালিত করিয়া কুশের উপরে রাখিয়া দিবে। চমসে জল ও কুলায় ব্রীহি বা যব রাখিতে হয়। মন্ত্র পড়িয়া চমসস্থিত জল দ্বারা ব্রীহি বা যব ৮ বার প্রোক্ষিত করিবে। প্রোক্ষণ করিবার মন্ত্র—১ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ২ ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ৩ ওঁ ভূস্ত্বাজুষ্টং প্রোক্ষামি। ৪ ওঁ ভুবস্ত্বাজুষ্টং প্রোক্ষামি। ৫ ওঁ স্বস্ত্বাজুষ্টং প্রোক্ষামি। ৬ ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। এই ৬টী মন্ত্রদ্বারা ৬বার প্রোক্ষণ করিয়া অমন্ত্রক দুইবার প্রোক্ষণ করিতে হয়। ১টী কাংস্যপাত্র বা চরুস্থালী দ্বারা ব্রীহি বা যব উঠাইয়া উদূখলে রাখিবে। ব্রীহি বা যব ৮বার উঠাইতে হয়। উঠাইবার মন্ত্র যথা, ১ ওঁ বাস্তোষ্পতয়েত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ২ ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ৩ ওঁ ভূস্ত্বাজুষ্টং নির্বপামি। ৪ ওঁ ভুবস্ত্বাজুষ্টং নির্বপামি। ৫ ওঁ স্বস্ত্বাজুষ্টং নির্বপামি। ৬ ওঁ প্রজাপতয়েত্বা জুষ্টং নির্বপামি। এই ৬টী মন্ত্রে ৬বার উঠাইয়া দুইবার অমন্ত্রক উঠাইবে। ডান হাতখানি উপরে রাখিয়া মুসল ধরিতে হয়। মুসলের আঘাত করিয়া চাউল প্রস্তুত করিবে এবং কুলায় ঝাড়িয়া তুষ ও কণা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইবে। তিনবার এইরূপ করিতে হয়। ইহার পরে ঐ চাউল তিনবার প্রক্ষালন করিবে। চরুস্থালীর মধ্যে একটী পবিত্র উত্তরাগ্র করিয়া রাখিয়া তাহার উপর প্রক্ষালিত তণ্ডুল তদুপযুক্ত দুগ্ধ ও কিয়ৎ পরিমাণ জল দিয়া পাক করিবে। মেক্ষণটী দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরাইয়া এরূপভাবে পাক করিবে, যেন অন্ন সুসিদ্ধ হয় অথচ গলিয়া বা পুড়িয়া না যায়। পাক হইলে তাহাতে ঘৃতস্রুব দিয়া অগ্নির উত্তরে কুশের উপরে রাখিবে। পাক করিবার সময়ে চরুস্থালীর যে দিক্ যে দিকে ছিল, ঠিক সেই দিক্ সেই দিকে রাখিয়া কুশের উপরে স্থাপন করিতে হয়। এই কারণে নামাইবার পূর্ব্বেই স্থালীটীকে চিহ্নিত করিয়া লইতে হয়। ইহার পরে চরুর মধ্যে আর একবার ঘৃতস্রুব দিবার বিধান আছে। (ভবদেবভট্ট) কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও তাহার ভাষ্যে চরুপাকপ্রণালী এই রূপ লিখিত আছে।—অধ্বর্য্যু প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া অপূর্ণ চরুস্থালী ও স্রাজ বা উপুত্ত মুষ্টিতে ব্রীহি গ্রহণ করিবে। অথবা অপূর্ণ স্রুক্ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাগ্নির উত্তরে ও গার্হপত্যের পশ্চিমে দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া ব্রীহিতে আঘাত ও কণ্ডন (অর্থাৎ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেওয়া) করিবে। চাউল হইলে উদূখল হইতে কুলায় উঠাইয়া তুষ ও কণা প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলিবে। কোন শাখার মতে দক্ষিণাগ্নির উত্তরে একখানি কৃষ্ণাজিন উত্তরগ্রীব করিয়া পাতিবে। সেই কৃষ্ণাজিনের উপরে উদূখল রাখিয়া ধান্যে আঘাত ও কণ্ডন করিবার বিধান আছে। এইরূপে যে তণ্ডুল প্রস্তুত হয়, তাহাকে সারতণ্ডুল বলে। চরুপাকে তণ্ডুল বেশী সিদ্ধ করিতে নাই এবং এইরূপ ভাবে পাক করিবে যেন চরুপাক হইলে স্থালী পূর্ণ না হয় (২)। (অপর বিবরণ কর্ম্মপ্রদীপ ও পশুপতি কৃত পদ্ধতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

চরুকা (স্ত্রী) ব্রীহিবিশেষ। (চরক)

চরুচেলিন্ (পুং) চরুশ্চেলমিবাস্ত্যস্য চরু-চেল-ইনি। মহাদেব।

"চরুচেলী মিলীমিলী।" (ভারত ১৩।২৮৬ অঃ)

চরুব্রণ (পুং) চরোর্ব্রণ ইব। চিত্রাপূপ, চিতাই পিঠা। (ত্রিকাণ্ড°)

চরুস্থালী (স্ত্রী) চরোঃ স্থালী ৬তৎ। যে পাত্রে চরুপাক করা হয়, চরুপাকের পাত্র। কর্ম্মপ্রদীপের মতে মৃণ্ময় বা উডুম্বর নির্ম্মিত চরুস্থালীই প্রশস্ত। ইহার মুখ অতিশয় বৃহৎ করিতে নাই। তির্য্যক্ ও উর্দ্ধভাগে একটী সমিধ্ পরিমিত (প্রাদেশ প্রমাণ) ও শক্ত করিতে হয়।

(১) "স্বশাখোক্তঃ প্রসৃষ্টিন্নোঽদগ্ধোঽকঠিনঃ শুভঃ।
ন চাতিশিথিলঃ পাচ্যঃ স চরুঃ স্যা ন চায়সঃ।" (কর্ম্মপ্রদীপ)

(২) "অপরেণ গার্হপত্যং চরুমপূর্ণং স্রুবং বা তূষ্ণীং গৃহীত্বোত্তরেণ দক্ষিণাগ্নি মাবহন্তি তিষ্ঠন্।" (কাত্যায়নশ্রৌ° ৪।১।১৫)

"সকৃৎ ফলী করোতি।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১।১৬)

"সারতণ্ডুলমপূর্ণং শ্রপয়িত্বাভিঘার্য্যোদ্বাস্য মেক্ষণেন জুহোত্যগ্নয় ইতি সোমায়েতি চ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১।১৭)

"তির্য্যগূর্দ্ধসমিন্নাত্রা দৃঢ়া নাতি বৃহন্মুখী।
মৃণ্ময্যোডম্বরী বাপি চরুস্থালী প্রশস্যতে।" (কর্ম্মপ্রদীপ)

চরুহোম (পুং) যাহাতে চরু দিয়া আহুতি দেওয়ার বিধান আছে তাহাকে চরুহোম বলে।

চরখা (পারসী) সুতা কাটিবার একরকম কল। পূর্ব্বকালে ভারতবাসীরা চরখায় সুতা কাটিত ও পতি পুত্রবিহীনা অনেক রমণীর ইহাই জীবিকা ছিল। পাশ্চাত্য সুতার কলের বহুল প্রচারে চরখায় সুতা কাটা উঠিয়া গিয়াছে।

চর্থা, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। আয় প্রায় ১২০০৲ টাকা, তন্মধ্যে গাইকবাড়কে ৫০৩৲ ও জুনাগড়ের নবাবকে ৩৮৲ টাকা কর দিতে হয়।

চর্খারি, মধ্যভারত এজেন্সির অধীন বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৫° ২১´ হইতে ২৫° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪০´ হইতে ৭৯° ৫৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ৭৮৭½ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ।

এখানকার রাজগণ প্রসিদ্ধ বুন্দেলা সর্দ্দার ছত্রসালের বংশধর। বর্ত্তমান রাজার নাম মহারাজ ধিরাজ জয়সিংহ দেব, ইনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ বিজী বাহাদুর প্রথম বৃটীশ অধীনতা স্বীকার করেন, তদনুসারে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সনন্দ দ্বারা চর্খারি রাজ্য প্রাপ্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহে চর্খারির রাজা বৃটীশগবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি দত্তকগ্রহণের অধিকার, দুই হাজার টাকা আয়ের জায়গীর, এবং সম্মানার্থ ১১টী তোপ প্রাপ্ত হন। চর্খারিরাজের পাঁচ লক্ষ টাকা আয়।

২ উক্ত চর্খারিরাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৫° ২৪´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪৭´ পূঃ। গোয়ালিয়ার হইতে বান্দা যাইবার পথে উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। নগরের যাইবার একটী মাত্র পথ আছে, সেই পথে কেবল একটী হাতি যাইতে পারে। নগরের নিম্নে সুন্দর সরোবর, মনোহর উদ্যান ও উৎকৃষ্ট পথ আছে।

চর্চক (পুং) চর্চ-কর্ত্তরি ণ্বুল্। যে চর্চা করে, আলোচক।

চর্চন (ক্লী) চর্চ-ল্যুট্। ১ আলোচনা।

চর্চর (পুং) চর্চ-বাহুলকাৎ অরন্। গমনশীল।

"পজ্রেব চর্চরং জারং মরায়ু।" (ঋক্ ১০।১০৬।৭) 'চর্চরং চরণশীলং' (সায়ণ।)

চর্চরিকা (স্ত্রী) চর্চরী কন্ টাপ্ পূর্ব্ব হ্রস্বশ্চ। গতিবিশেষ।

"চর্চরিকয়া বিচিন্ত্য।" (বিক্রমোর্ব্বশী ৪ অঙ্ক)

চর্চরী (স্ত্রী) চর্চ বাহুলকাৎ অরন্ গৌরাদি° ঙীষ্। ১ গানবিশেষ। ২ কোঁকড়ান বা পশমীচুল। ৩ করধ্বনি।

'চর্চরী গীতিভেদে চ কেশভিৎকরশব্দয়োঃ।' (রুদ্র)

৪ হর্ষক্রীড়া, উৎসব, চাঁচর। (সুভূতি) ৫ কার্পটিকগণের আদরযুক্ত বাক্য। ৬ তৌর্য্যত্রিক, নৃত্য, গীত ও বাদ্য। ৭ বসন্তকালের ক্রীড়াবিশেষ। ৮ হর্ষ ক্রীড়ার বাক্যবিশেষ, চর্চটী।

"অয়ে মধুরমত্তি হনুমান মৃদুমৃদঙ্গানুগতসঙ্গীতমধুরঃ পুরঃ পৌরাণামুচ্চরতি চর্চরী ধ্বনিঃ।" (রত্নাবলী ১ অঙ্ক)

৯ সাটোপ বাক্য। (শব্দার্থচি°) ১০ প্রাচীন ভারতের একপ্রকার আনদ্ধ যন্ত্র। ১১ বর্ণবৃত্তবিশেষ।

"হারযুক্তসুবর্ণকঙ্কণপাণিশঙ্খবিরাজিতা
পাদনূপুরসঙ্গতা সুপয়োধরদ্বয়ভূষিতা।
শোভিতা বলয়েন পিঙ্গলপন্নগাধিপবর্ণিতা
চর্চরী তরুণীব চেতসি চাকসীতি সুসঙ্গতা॥" (শব্দার্থচি°)

চর্চরীক (পুং) চর্চ-ইকন্ নিপাতনে সাধু (কর্করীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০।) ১ মহাকাল ভৈরব। ২ কেশ বিন্যাস। ৩ শাক। (মেদিনী)

চর্চস্ (পুং) চর্চ অসুন্। ১ নিধিবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°) [নিধি দেখ।]

চর্চা (স্ত্রী) চর্চ্যতে বিচার্য্যতে বেদবেদান্তাদিতত্ত্বশাস্ত্রৈঃ চর্চ ণিচ্ অঙ্। ১ দুর্গা। চর্চ-ভাবে অঙ্। ২ চিন্তা, আলোচনা। ৩ চার্চিক্য। (মেদিনী) ৪ লেপন।

"মৃগমদকৃতচর্চা পীতকৌশেয়বাসাঃ।" (ছন্দোম°)

৫ গায়ত্রী রূপা মহাদেবী।

"জ্ঞানধাতুময়ী চর্চা চর্চ্চিতা চারুহাসিনী।"(দেবীভাগ ১২।৬।৪৬)

৬ জয়ন্তের অন্তর্গত একটী নদী। (দেশাবলী)

চর্চি (স্ত্রী) চর্চ ভাবে ইন্। বিচারণা।

"যে চর্চাবতিরিচ্যেতে একয়া গৌরতিরিক্তঃ একয়ায়ুরূনঃ।" (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।২।২।২)

চর্চ্চিক (ত্রি) চর্চাং বেদাদি-বিচারণাং বেত্তি চর্চা-ঠন্। যে বেদাদির বিচার জানে।

চর্চিকা (স্ত্রী) চর্চা স্বার্থে কন্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। ১ দুর্গা। (ত্রিকাণ্ড°) ২ চর্চ্চা। (দ্বিরূপকো°) ৩ রোগবিশেষ।

চর্চিক্য (ক্লী) চাচিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। [চার্চিক্য দেখ।]

চর্চিত (ত্রি) চর্চ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ চন্দনাদি দ্বারা লেপিত। ২ আলোচিত। (ক্লী) চর্চ ভাবে-ক্ত। ৩ লেপন।

চর্ত্তন (ত্রি) ১ একত্র বদ্ধ। (ক্লী) ২ গোঁজ, কীলক।

"বিতে মুঞ্চামি রশনা বি রশ্মীন্ বিযোক্ত্রা যানি পরিচর্ত্তনানি (কৃষ্ণযজুঃ ১।৬ ৪।৩)

চর্ত্তব্য (ত্রি) চর-তব্য। [চরিতব্য দেখ।]

"ব্রহ্মা ক্রমেণ নিয়মাশ্চর্ত্তব্যা ইতি নঃ শ্রুতং।" (ভারত ১৩।১০৬।২

চর্ত্ত্য (ত্রি) চর্ত্তাতে চৃত হিংসায়াং ণ্যৎ। (ঋদুপধাচ্চাক্লৃপি চৃতেঃ। পা ৩।১।১১০।) হননীয়, হিংসিতব্য।

চর্থাবল, উঃ পঃ প্রদেশের মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ৩২´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩৮´ ১০´´ পূঃ। মুজঃফর নগর হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে ও হিন্দন নদী হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে আমিলের বাসভবন ছিল, এখন অধিকাংশই কৃষকের বাস। লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।

চর্দা, অযোধ্যায় বড়াইচ্ জেলার একটী পরগণা। উত্তরে তাপ্তী নদী প্রবাহিত নেপালের সীমা, পূর্ব্ব তিজা পরগণা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে নানপাড়া। এই স্থান যথাক্রমে ইকৌনা ও সৈয়দবংশীয় পার্ব্বতীয় সামন্ত রাজগণের অধিকারে ছিল, তৎপরে নানপাড়ার রাজার একজন জ্ঞাতি এই পরগণা প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ জ্ঞাতিবংশীয়দিগের অধীনে ছিল, বিদ্রোহী হওয়ায় তাঁহাদের অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়। যাহারা বৃটীশ রাজ্যের আজ্ঞাধীন ছিল, গবর্মেণ্ট তাহাদিগকেই ঐ পরগণা দান করেন।

চর্দা পরগণা ভক্‌লা নদী কর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত। ভক্‌লা ও রাপ্তী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান নাবাল ও অতিশয় উর্ব্বরা। ভক্‌লা নদীর পশ্চিম ভাগের জমি অধিত্যকার কিয়দংশ। এই পরগণার পরিমাণ ২০৬ বর্গমাইল। গবর্মেণ্ট রাজস্ব ১৩২৫৩০৲। লোকসংখ্যা প্রায় ৭৬ হাজার। এই পরগণার মধ্য দিয়া দুইটী পাকা রাস্তা গিয়াছে। এখানে কতকগুলি হাট বাজার, থানা, ডাকঘর ও ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

চর্দার, আসামের দরঙ্গজেলার একটী মহাল। পরিমাণ ১১২০ বর্গমাইল। এই মহালে বেলশ্রী ও মানশ্রী নদীর মধ্যে প্রায় ৮০ বর্গমাইল বনবিভাগ আছে। ইহার মধ্যে অতি অল্প স্থানেই রবার চাষের পরীক্ষা হয়। কিন্তু তেমন লাভকর হয় নাই।

চর্পট (পুং) চৃপ-অটন্। ১ স্ফার। ২ বিপুল। ৩ চপেট। ৪ পর্প্পট। (মেদিনী)

চর্পটা (স্ত্রী) চর্পট-টাপ্। ভাদ্রমাসের শুক্লষষ্ঠী, চলিত কথায় চাপড়াষষ্ঠী বলে। [চপেটী দেখ।]

চর্পটী (স্ত্রী) চর্পট গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পিষ্টকবিশেষ, পোলী। (ত্রিকাণ্ড°)

চর্ভট (পুং) চর-কিপ্, ভট-অচ্ ততঃ কর্ম্মধা°। ইর্বারু, কাঁকুড়। (হলায়ুধ)

চর্ভটী (স্ত্রী) চর্ভট্-ঙীষ্। ১ চর্চরী। ২ হর্ষক্রীড়া। ৩ সাটোপ বাক্য। ৪ চর্চা। (হেম°)

চর্ম্ম (ক্লী) চর্ম্ম সাধনতয়া অস্ত্যস্ত চর্ম্মন্ অচ্, টিলোপশ্চ। ১ চর্ম্ম নির্ম্মিত ফলক, ঢাল। (অমরটী° ভরত) ২ চাম, চামড়া।

চর্ম্মকরি (স্ত্রী) ১ মাংসরোহিণীলতা। ২ সুগন্ধি দ্রব্য।

চর্ম্মকশা (স্ত্রী) চর্ম্মকষা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ১ পশ্চিম দেশ প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, চলিত কথায় চামরকষা বলে। ২ সপ্তলালতা। (অমর) ৩ মাংসরোহিণী। (রাজনি°)

চর্ম্মকষা (স্ত্রী) চর্ম্ম কষতি চর্ম্ম-কষ-অচ্-টাপ্। [চর্ম্মকশা দেখ।]

চর্ম্মকসা (স্ত্রী) চর্ম্মকষা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। [চর্ম্মকশা দেখ।] (ভরত)

চর্ম্মকার (পুং স্ত্রী) চর্ম্ম তন্নির্ম্মিত পাদুকাদিকং করোতি চর্ম্ম-কৃ অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ, চামার, মুচি। পরাশরের মতে চণ্ডালীর গর্ভে তীবরের ঔরসে চর্ম্মকারের জন্ম। (পরাশর পদ্ধতি) মনুর মতে বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে চর্ম্মকার উৎপন্ন হয়, ইহাদের অপর নাম কারাবর। "কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।" (মনু ১০।৩৬) উশনার মতে বেণুকের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"সূতাদ্বিপ্রপ্রসূতায়াং সূতো বেণুক উচ্যতে।
নৃপায়ামেব তস্যৈব জাতো যশ্চর্ম্মকারকঃ।" (উশনা)

সংগ্রহকারগণ বলেন যে এই তিনটী মতের কোনটীকেই অপ্রমাণিত বলিতে পারা যায় না। অতএব চর্ম্মকার জাতি তিনপ্রকার। চর্ম্মের পাদুকাদি নির্ম্মাণ ইহাদের বৃত্তি।

ভারতের সর্ব্বত্রই ঐ জাতি দৃষ্ট হয়। এদেশে চামার, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে চমার এবং বোম্বাই প্রদেশে চাম্ভার নামে খ্যাত। সংস্কৃত পর্য্যায় পাদুকৃৎ, চমার, চর্ম্মকৃৎ, পাদুকাকার, চর্ম্মক, কুবট। অপর সকল স্থান অপেক্ষা নাগপুর অঞ্চলে চামার জাতি দেখিতে অতি সুশ্রী, স্থানে স্থানে এই জাতীয় কোন কোন পুরুষ ও রমণী সাধারণ অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। সুতরাং ইহাদের শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া অনায়াসেই বোধ হয় যে ইহারা উৎকৃষ্টতর জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ চর্ম্মকারেরা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও অতি কদাকার, সেখানকার কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণের ন্যায় সুশ্রী চর্ম্মকার অতি বিরল। তথায় সাধারণের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে—

"করিআ ব্রহ্মন গোর চমার,
ইন্ কে সাথ ন উতরিয়ে পার।"

অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ ও গৌরবর্ণ চামারের সহিত নদী পার হইবে না। সাধারণের সমক্ষে উভয়ই অমঙ্গল চিহ্ন। কোন কোন মতে ডোম, কাঞ্জার প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতি হইতে

চর্ম্মকার জাতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং তজ্জন্যই ইহারা হিন্দু-সমাজ বহির্ভূত। প্রথমাবস্থায় চর্ম্মকারেরা শ্রমজীবীর কর্ম্ম করিত। প্রভুর ক্ষেত্রকর্ষণ ও পল্লীমধ্যে সামান্য কুটীরে বাস, শবদেহ ও তাহার চর্ম্ম যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। বলা বাহুল্য যে এই শেষোক্ত কর্ম্মই আজকাল তাহাদের প্রধান ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নাগপুর প্রদেশস্থ রাইপুর অঞ্চলীয় চর্ম্মকারেরা আপনাদিগকে অন্যান্য প্রদেশের চর্ম্মকারদিগের ন্যায় হীনাবস্থ মনে করে না।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রামানন্দের প্রসিদ্ধ শিষ্য রবিদাস (রুইদাস) আবির্ভূত হন, বাঙ্গালা বেহারের চর্ম্মকারেরা এই রবি বা রুইদাসকে আপনাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। উদ্ভব সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে—একদা চারিজন ব্রাহ্মণ সহোদর নদীতে অবগাহন করিতে গিয়া দেখিলেন একটী অসহায়া গাভী চোরা বালিতে পতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ব্রাহ্মণকুমারেরা গাভীর বিপদ দেখিয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধারকরণার্থ কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুমার যাইতে না যাইতে গাভী মগ্ন হইয়া জীবলীলা সম্বরণ করে। তখন জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুমারেরা কনিষ্ঠকে গাভিটীর শবদেহ স্থানান্তর করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কনিষ্ঠ উক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে জ্যেষ্ঠেরা তাহাকে সমাজচ্যুত করেন। তদবধি কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ চর্ম্মকার নামে অভিহিত হইল। এই ব্রাহ্মণকুমারই চামার বা চর্ম্মকারদিগের আদিপুরুষ। পশ্চিমাঞ্চলে চর্ম্মকারদিগের মধ্যে এ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ও চর্ম্মকার বন্ধুভাবে একত্র বাস করিত। সত্যযুগে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন চামার প্রতিদিন একসঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে যাইত। একদিন ঘটনাক্রমে চামার ব্রাহ্মণের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার উদ্দেশে গঙ্গামাতাকে প্রণাম করিতে বলিয়া দিয়াছিল। ব্রাহ্মণও চামার বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ব্রাহ্মণ চামার বন্ধুর উদ্দেশে গঙ্গামাতাকে প্রণাম করিলে পর মূর্ত্তিমতী গঙ্গাদেবী ব্রাহ্মণ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মণিবন্ধ হইতে কঙ্কণ গ্রহণ করিয়া চামারকে উহা উপহার স্বরূপ দিবার জন্য ব্রাহ্মণ হস্তে অর্পণ করেন। কঙ্কণের উপর ব্রাহ্মণের লোভ পড়িল। উক্ত কঙ্কণ চামারকে না দিয়া তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাদেবী জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে ব্রাহ্মণের এই কুকর্ম্মের ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণমাত্রকেই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে এবং তদবধি ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষুক শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

কাশী প্রদেশস্থ চামারেরা "নোনা-চামার" নামক একজনকে আপনাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে। নোনাচামারের গৃহিণী নোনাচামাইন্ হিন্দুপরিবারের নিকট ডাকিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

যাহা হউক, কোন কোন স্থলের চামারদিগের আকার প্রকার ও গঠন সৌন্দর্য্য দেখিয়া অনুমিত হয় যে, উহারা আর্য্যবংশসম্ভূত হইয়া কালক্রমে ব্যবসা ও আচার ব্যবহার দ্বারা নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে দেখিলে বৈদিক সময়ের অধঃপতিত সমাজচ্যুত চারমান্না জাতির কথা মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ চামারদিগের আকার প্রকার বর্ণ ও গঠনপ্রণালী দ্বারা তাহাদিগকে চর্ম্মব্যবসায়ী অনার্য্যজাতির বংশধর বলিয়া বোধ হয়। তবে যে সময়ে সময়ে সুন্দর ও সুশ্রী চামার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কেবল অনার্য্যের সহিত আর্য্যের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়।

চামারদিগের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। বাঙ্গালায় ইহারা ত্রয়োদশ শ্রেণী বা বিভাগে বিভক্ত। যথা--চামার তাস্তি, ধাড়, ধুসিয়া, দোহর, গোরিয়, জৈসবর, জনকপুরী, জৌনপুরী খাটিমাহারা, কোরার, লার্কোর, মগহিয়া ও পচ্ছিয়ান্। এতন্মধ্যে ধুসিয়াশ্রেণীর মধ্যে আবার পাঁচটী থাক আছে যথা—হোল্দ, জোরিয়াহা, যোখলিয়া, সোনপুর্য্যা এবং ঠেঙ্গই।

কাশীপ্রদেশে চামারেরা নয়শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—

১। জৈসবর—সাধারণতঃ ভৃত্যের কর্ম্ম করিয়া থাকে।

২। ধুসিয়া বা ঝুসিয়া—বিনামা ও অশ্বের সাজ নির্ম্মাণ করে।

৩। কোরি—তন্তুবায়, অশ্বপ্রতিপালক এবং শ্রমজীবীর কর্ম্ম করিয়া থাকে।

৪। দোসাদ—ঐ

৫। কুরিল—চর্ম্ম পরিষ্কার ইহাদিগের ব্যবসা।

৬। রঙ্গিয়া—চর্ম্মে রং করাই ইহাদিগের কাজ।

৭। জতুয়া—শ্রমজীবী।

৮। মঙ্গতিবা—ভিক্ষুক।

৯। তন্তুয়া—চর্ম্মরজ্জুনির্ম্মাতা।

উপরোক্ত শ্রেণীর মধ্যে জৈসবর শ্রেণীর স্কন্ধে ভার বহন করা প্রথা নাই; তাহারা মস্তকে ভার বহন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ স্কন্ধে ভার বহন করিলে সে সমাজচ্যুত হয়।

মঙ্গতিবা শ্রেণীর ভিক্ষাবৃত্তিই অবলম্বন ; কিন্তু তাহারা জৈস্বর শ্রেণী ভিন্ন অপর কোনজাতির ভিক্ষা গ্রহণ করে না। ইহাদের বংশধরগণ জৈস্বর শ্রেণীর বংশধরগণের নিকট বৎসরে একবার মাত্র গিয়া একটা পয়সা, একখানি রুটি ও অপর যাহা হয় কিছু ভিক্ষা করিয়া আনে এবং তাহাতেই তাহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। বংশপরম্পরাক্রমে ইহারা এইরূপ জৈস্বরজাতির নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

গাজিপুর ও তৎপূর্ব্বাঞ্চলে ধুসিয়া শ্রেণী অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আলাহাবাদ প্রদেশে এই শ্রেণীকে ঝুসিয়া বলে। অনেকের বিশ্বাস আলাহাবাদ নিকট ধুসি বা ঝুসি নামক গ্রাম হইতে ইহাদিগের ধুসিয়া বা ঝুসিয়া আখ্যা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ ঐ স্থানে ধুসি বা ঝুসি নামক কোন জায়গা নাই। গাজিপুর জেলার অন্তর্গত সৈদপুর নামক স্থানের পূর্ব্বাঞ্চলে ঐ শ্রেণীর আদিম নিবাস, ইহা তাহারা নিজেই স্বীকার করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন রোহিলখণ্ডে জংলোৎ ; মধ্যদোয়াবে অহরবর, সকরবর ও দেহের এবং বেহারে গরৈয়া, মগহিয়া, দক্ষিণীয়া এবং কনোজিয়া নামক চামার শ্রেণীর বাস আছে।

শাহাবাদ, গোরক্ষপুর ও গাজিপুর অঞ্চলে দোসাদ শ্রেণীস্থ চামারই অধিক। কাশী, আজিমগড়, মির্জ্জাপুর এবং নিম্ন দোয়াব প্রদেশেও উহাদিগের সংখ্যা অল্প নহে। স্থানে স্থানে ইহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু গাজি-পুর অঞ্চলে চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদিগের প্রধান ব্যবসা।

দোসাদেরা সৈনিকের কর্ম্ম করিতেও পটু, পলাসীর বিখ্যাত সমরে ইহারা ক্লাইবের অধীনে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অতি বিশ্বস্তভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল। সময়ে সময়ে ইহারা ঘাতক ও শবদেহবাহকের কার্য্য করিয়া থাকে।

বঙ্গ ও বেহার প্রদেশে চামারেরা জ্ঞাতিগত সপ্তম পুরুষ বাদ দিয়া উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করে। বাল্যবিবাহ চামারদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলনের অভাবে কন্যা বয়স্থা হইলেও সমাজে বিশেষ দোষের কারণ হয় না।

বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুর অঞ্চলে ধোড়কে, কাম্বলে, ভাগমারে প্রভৃতি উপাধিধারী চামার আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আহারাদি প্রচলন আছে, কিন্তু এক উপাধি হইলে বিবাহ হয় না। আহ্মদনগর ও তৎসন্নিহিত স্থানে চামারদিগের উপাধি নানাপ্রকার—যথা আগাবনে, বনসুরে, ভাগবত, দমারে, দেশমুখ, দেবরে, থোর্গে, ঢুর্গে, গাইকবাড়, গিরিমকর, হুলম্, কেজুধ, জমধরেব, কবাড়ে, কদম, কালগে, কালে, কাম্বলে, কান্দে, ক্ষাবড়ে, কেদার, লাগচব্‌রে, নট্‌কে, পবার, সালবে, সাতপুতে, সিন্দে, সোনা-বনি, এবং বাঘে। এখানেও এক উপাধির মধ্যে পরস্পর বিবাহক্রিয়ার প্রচলন নাই।

বেহারে চামারেরা পত্নীর সহোদরাকে বিবাহ করা অতীব গর্হিত কার্য্য বিবেচনা করে। বিবাহকালে কন্যাকর্ত্তা পণস্বরূপ পাত্রের নিকট হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহে স্বজাতীয় বৃদ্ধলোক পৌরহিত্যের কার্য্য করে এবং অন্যান্য হিন্দুর ন্যায় পাত্র পাত্রীর সীমন্তে সিন্দুর দিয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া থাকে। ইহা-দিগের মধ্যে বিধবাবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে এবং পত্নী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পুনরায় অন্য পতিগ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে সমাজে পতিত হয় না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় চর্ম্মকারেরা প্রকৃত হিন্দুমতাবলম্বী না হইলেও হিন্দু অনুষ্ঠিত বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদিগের অনেকে "শ্রীনারায়ণী" মতাবলম্বী। পূর্ব্ববঙ্গে কবীরপন্থী দলভুক্ত চামার দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভুক্ত চর্ম্মকার বঙ্গদেশে অতি বিরল।

ইহারা শীতলা ও জঙ্কাদেবী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। জঙ্কাদেবী আমাদের রক্ষাকালী স্থানীয়া।

বেহার অঞ্চলে চর্ম্মকারেরা বঙ্গজ চর্ম্মকারদিগের অপেক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক নিষ্ঠাবান্ তাহারা স্বদেশীয় হিন্দুদিগের অনুষ্ঠিত কোন ক্রিয়াকলাপ বাদ দেয় না। কেহ কেহ হিন্দু দেবদেবীর পূজোপলক্ষে স্বজাতীয় পুরুষকে পৌর-হিত্য কার্য্যে ব্রতী না করিয়া মৈথিলী ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণায় পুরোহিতবংশকে পুরী কহিয়া থাকে এবং পুরীরা সমাজচ্যুত কনোজ ব্রাহ্মণ, ইহাই তাহাদিগের বিশ্বাস। উক্ত দেশে চামারেরা লোকে-শ্বরী, রক্তমালা, কালী প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ রবিদাসকেই শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রদান করে। বোম্বাই প্রদেশস্থ চর্ম্মকারেরাও হিন্দু দেবদেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার মঙ্গলকামনার্থ চটাই বা ষষ্ঠীদেবীর পূজা দেয়।

শ্রীপঞ্চমী বঙ্গীয় চর্ম্মকারদিগের প্রধান উৎসব। শার-দীয় শুক্লনবমীও তাহাদিগের কম উৎসবের দিন নহে, ঐ দিনে তাহারা দেবীপূজায় উন্মত্ত হয় এবং দেবী সমক্ষে শূকর, ছাগ প্রভৃতি বলি দিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। শ্রীরামনবমী তাহাদিগের তৃতীয় উৎসব ; শ্রীরাম চন্দ্রের জন্ম উপলক্ষ করিয়া এই উৎসব সম্পাদিত হয়।

বেহার প্রদেশে চামারেরা শবদাহ করিয়া থাকে এবং মৃত্যুর দশম কিম্বা ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে। পূর্ব্ববঙ্গে ও বোম্বাই প্রদেশের আহ্মদনগর অঞ্চলের চামার মাত্রই এবং সোলাপুর অঞ্চলের দরিদ্র চামারেরা শবদেহ ভূমিতে প্রোথিত করিয়া ফেলে এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে।

ব্যবসা ও আচার ব্যবহারে চামারেরা হিন্দুসমাজের নিকৃষ্টতম পর্য্যায়ে গণ্য; সুতরাং তদ্রূপ হিন্দুসমাজের নিকট ঘৃণ্য। হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ আহার সামগ্রী ইহাদের খাদ্য। এমন কি ইহারা মৃত জন্তুর শবদেহ আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কৃত পাকান্ন স্পর্শ করে না, কিন্তু হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন আহার করে।

চর্ম্মপরিষ্কার, বিনামা ও অশ্বের সাজ নির্ম্মাণ এবং অশ্ব প্রতিপালন চামারের জাতিগত ব্যবসা। ঢোল, একতারা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লইয়া উৎসবাদিতে ইহাদিগকে যোগ দিতে দেখা যায়। এই জাতীর কোন কোন শ্রেণী পাল্কী বহন, কোন কোন শ্রেণী কৃষি, এবং কোন কোন শ্রেণী বস্ত্রবয়ন কর্ম্মও করিয়া থাকে।

চামার রমণীগণ চামাইন্ নামে অভিহিত। চামাইনেরা কপালে টিক্লী পরিতে ও সর্ব্বশরীর উল্কী দ্বারা রঞ্জিত করিতে ভালবাসে। ইহারা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ধাত্রীর কর্ম্ম করিয়া থাকে। হিন্দুমহলে এমনও প্রবাদ আছে যে চামার-রমণী সন্তান ভূমিষ্ঠ সময়ে ধাত্রীর কার্য্য না করিলে জাতক্রিয়া অশুদ্ধাবস্থায় রহিয়া যায়।

স্বজাতীয় পঞ্চায়ত হইতে ইহাদের সকল গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভারতের ন্যায় জাপান ও চীনদেশেও চর্ম্মকারেরা অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া গণ্য।

বেরার অঞ্চলের চামারেরা বলে যে, তাহারা ১২২ জাতিতে বিভক্ত তন্মধ্যে ঢোর, বুন্দেলা, কল্লর, মরাঠা, পরদেশী, মঙ্গ, কটাই, ও মুসলমান চামার এই কয়টীর সন্ধান পাওয়া যায়। অরঙ্গবাদের চামারেরা মরিঅম্মা ও শীতলা দেবীর পূজা করে। ভারতবর্ষে প্রায় ২৪ লক্ষ চামারের বাস।

চর্ম্মকারক (ত্রি) চর্ম্ম তন্নির্ম্মিতং পাদুকাদিকং করোতি চর্ম্ম কৃ-ণ্বুল্। যে চর্ম্মপাদুকাদি নির্ম্মাণ করে।

চর্ম্মকারালুক (পুং) বারাহীকন্দ। (ভাবপ্র°)

চর্ম্মকারী (স্ত্রী) চর্ম্ম কিরতি কৄ-অণ্-ঙীষ্। ১ ওষধিবিশেষ, চর্ম্মকষা। (মেদিনী) চর্ম্মকার জাতৌ ঙীষ্। ২ চর্ম্মকার-জাতীয় স্ত্রী।

চর্ম্মকার্য্য (ক্লী) চর্ম্মণঃ কার্য্যং ৬তৎ। চর্ম্মের কবচ প্রভৃতি শেলাই ও পাদুকাদি নির্ম্মাণ করার নাম চর্ম্মকার্য্য। মনুর মতে ইহাই চর্ম্মকারগণের জীবিকা।

"ধিগ্বণানাং চর্ম্মকার্য্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনং।" (মনু ১০।৪৯)
'চর্ম্মকার্য্যং কবচাদিসীবনং উপনদ্গ্রথনমিত্যেবমাদি।'
(মেধাতিথি)

চর্ম্মকীল (পুং) চর্ম্মণি কীল ইব। গুহ্যজাতরোগ বিশেষ, চলিত কথায় হালীশ ও স্থানবিশেষ হারিস্ বলে। শরীরে কাল বা শাদা মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন উৎপন্ন হইলে তাহাকে ন্যচ্ছ বা চর্ম্মকীল বলে। ইহাতে সময়ে সময়ে বেদনা থাকে, আবার কখন কখন বেদনা একেবারেই থাকে না। শিরাবেধ, প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। ক্ষীরীবৃক্ষের ছাল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ, অথবা সিদ্ধিপত্র, বৃদ্ধদারক ও শিশুকাঠ চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে ইহার প্রতীকার হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা ন্যচ্ছরোগের লক্ষণ। সুশ্রুত ন্যচ্ছরোগ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, উৎপত্তি ও কারণ অনুসারে ন্যচ্ছরোগকেই চর্ম্মকীল বলা যায়। (সুশ্রুত, নিদান, ১৩ অঃ ৩৭) [ক্ষুদ্ররোগ ও ন্যচ্ছ দেখ।]

চর্ম্মকৃৎ (পুং) চর্ম্ম তন্নির্ম্মিতপাদুকাদিকং করোতি চর্ম্ম কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। চর্ম্মকার। (হলায়ুধ)

"চর্ম্মকৃৎ কোঽপি ন প্রাদাৎ কুটীং ক্ষেত্রোপযোগিনীং।"
(রাজতরঙ্গিণী ৪।৫৫)

চর্ম্মখাণ্ডিক (পুং) তন্নামক জনপদবাসী জাতিবিশেষ।

চর্ম্মগ্রন্থি (পুং) চর্ম্মণোগ্রন্থিঃ ৬তৎ। চামড়ার গাঁইট।

চর্ম্মগ্রীব (পুং) শিবের অনুচরবিশেষ।

চর্ম্মচটকা (স্ত্রী) চর্ম্মণা চটকেব। পক্ষীবিশেষ, চাম্চিকা। পর্য্যায়—জতুকা, অজিনপত্রিকা, জতুকা, গৃহমাচিকা, জতুনী, অজিনপত্রা, চার্ম্মি, চর্ম্মচটী, চর্ম্মপত্রা, চর্ম্মচটিকা।

চর্ম্মচটিকা (স্ত্রী) চর্ম্মচটী স্বার্থে-কন্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। পক্ষীবিশেষ, চামচিকা।

চর্ম্মচটী (স্ত্রী) চর্ম্ম চটতি ভিনত্তি চট-অচ্ গৌরাদি° ঙীষ্। পক্ষীবিশেষ, চামচিকা। (শব্দরত্না°)

চর্ম্মচিত্রক (ক্লী) চর্ম্ম-চিত্রয়তি চিত্র-ণ্বুল্। শ্বেতকুষ্ঠ, ধবলরোগ। (রাজনি°) [কুষ্ঠদেখ।]

চর্ম্মচেল (পুং ক্লী) চর্ম্মাচ্ছাদিত বস্ত্র।

চর্ম্মজ (ক্লী) চর্ম্মণি জায়তে চর্ম্ম-জন-ড। ১ রোম। ২ রুধির। (রাজনি°) (ত্রি) চর্ম্মণি চর্ম্মণোবা জায়তে জন-ড। ৩ যাহা চর্ম্মে উৎপন্ন হয়। ৪ যাহা চর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চর্ম্মধারিন্ (ত্রি) চর্ম্মং চর্ম্মনির্ম্মিতফলকং ধরতি চর্ম্ম-ধৃ-ণিনি। যে চর্ম্মনির্ম্মিত ফলক ধারণ করে।

চর্ম্মণ্য (ত্রি) চর্ম্মণি ভবঃ চর্ম্মন্-যৎ। চর্ম্মজ, যাহা চর্ম্মে উৎপন্ন হয়। "শ্লেষ্মণা চর্ম্মণ্যং বাঙ্ক্ষ্যা বিশ্লিষ্টং সংশ্লেষয়েৎ।" (ঐতরেয় ব্রা° ৫।৩২)

চর্ম্মণ্বৎ (ত্রি) চর্ম্মন্ অস্ত্যর্থে মতুপ্-মস্য বঃ। ১ চর্ম্মযুক্ত, যাহার চর্ম্ম আছে।

চর্ম্মণ্বতী (স্ত্রী) চর্ম্মন্বৎ ঙীপ্। ১ নদীবিশেষ। অপর নাম চর্ম্মবালা ও শিবনদ। (A. Res. XIV. 407.)

মহারাজ রন্তিদেব প্রত্যহ কয়েক সহস্র বৃষ বধ করিয়া ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে ভোজন করাইতেন। সেই সকল বৃষের চর্ম্মনিঃসৃত রক্ত ও ক্লেদে এই নদীর উৎপত্তি হয়। (ভারত, শান্তি।) প্রাচীন দশপুর নগর এই নদীর তীরে ছিল। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বর্ত্তমান চম্বল নামে বিখ্যাত। [চম্বল দেখ।] (বামন ১৩ অঃ, মার্কণ্ডেয় ৫৭।২০, মৎস্যপু° ১১৩।২৪, সহ্যাদ্রি° ২।৩১।৭)

"চর্ম্মণাং পর্ব্বতো জাতেঃ বিন্ধ্যাচলসমঃপুনঃ।
মেধাম্বুপ্রবনাজ্জাতা নদী চর্ম্মণ্বতী শুভা॥"
(দেবীভাগবত ১।১৮।৫৪)

২ কদলী বৃক্ষ। (মেদিনী)

চর্ম্মতরঙ্গ (পুং) চর্ম্মণি তরঙ্গ-ইব। চর্ম্মের সঙ্কোচ, বলি। (রাজনি°)

চর্ম্মতিল (ত্রি) চর্ম্মণি জাতা তিলা অস্য বহুব্রী। যাহার চর্ম্মে তিল জন্মিয়াছে, তিলযুক্ত শরীরাদি।

চর্ম্মদণ্ড (পুং) চর্ম্মণা কৃতো দণ্ডঃ মধ্যপদলো°। চর্ম্মনির্ম্মিত দণ্ড, কষা। (হেম°)

চর্ম্মদল (ত্রি) চর্ম্ম দলয়তি দল-অণ্। কুষ্ঠবিশেষ। [ক্ষুদ্রকুষ্ঠ দেখ।]

চর্ম্মদূষিকা (স্ত্রী) চর্ম্ম দূষয়তি দুষ-ণিচ্ ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। কোটরোগ। (রাজনি°)

চর্ম্মদ্রুম (পুং) চর্ম্ম চর্ম্মাকৃতিবল্কলং তৎ প্রধানোদ্রুমঃ মধ্যপদলো°। ভূর্জবৃক্ষ। (রাজনি°)

চর্ম্মন্ (ক্লী) চর-মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৫) ১ ত্বক্, চাম, চামড়া। হিন্দীতে চর্ম্ম, চামড়া, পারসী চরম্, তামিলে তোল, মলয়ে কুলিৎ, ফরাসী Cuir, ওলন্দাজ ও দিনেমার Leder, Leer, রুষ কোসা, জর্ম্মণ Leer, ইতালি Cuojo, লাটিন Corium. ২ ইন্দ্রিয়বিশেষ, ত্বগিন্দ্রিয়। শারীরবিধান মতে চর্ম্ম শরীরস্থ শ্লৈষ্মিকযন্ত্রের অংশমাত্র। শ্লৈষ্মিকঝিল্লী (mucous membrane) এবং রসনিঃসরণকারী গ্রন্থি সমূহও (secreting glands) ইহার অন্তর্ভুক্ত। সরল ত্বক্সম্বন্ধীয় ঝিল্লী (cutaneous membrane) দ্বারা গঠিত মূল ঝিল্লী বা তন্তু (basement tissue) এবং তদুপরি উপত্বক্ (epithelium) এই দুইটী ইহার মূল উপকরণ। মূলঝিল্লীর (basement membrane) নীচে নাড়ী, স্নায়ু ও সংযোগকারী তন্তুব্যূহ থাকে। চর্ম্মের শক্ত ও পুরু অংশ বহির্ত্বক্ বা উপত্বক্, (Cuticle or epidermis) তন্নিম্নস্থ অংশ প্রকৃত ত্বক্ (Derma or cutis vera) নামে অভিহিত। এই প্রকৃতত্বক্ ঘন কৌষিক ঝিল্লীময়।

চর্ম্মের উপরিভাগ বিভিন্নপ্রকার বৃহৎ ক্ষুদ্র রেখাবলীতে পরিবৃত; উহাদের কতকগুলি শরীরের গ্রন্থির নিকট থাকে, কতকগুলি মাংসপেশীর সহিত মিলিত হইয়া থাকে। অপর কতকগুলি প্রাচীন বয়সে কিম্বা শারীরিক ব্যাধিবশতঃ চর্ম্মের উপর দেখা যায়। হস্ত ও পদতলে ক্ষুদ্র রেখাসমূহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ইহাতে ঘর্ম্ম ও বসা নিঃসরণ জন্য অসংখ্য লোমকূপ থাকে ও স্থানে স্থানে কেশ ও নখ হয়।

চর্ম্মের আভ্যন্তরিক অংশ শুক্ল ও পীতবর্ণের কৌশিক-ঝিল্লীময় পদার্থে পরিপূর্ণ; তাহার কোন কোন অংশে প্রচুর পরিমাণে মাংসপেশী রহিয়াছে। শরীরের যে সমস্ত অংশ স্থিতিস্থাপক, সেখানকার চর্ম্মের অভ্যন্তরস্তরে পীতবর্ণের পদার্থ অধিক এবং পদতলের মত অধিক বাধা বিঘ্নসহকারী সরল অংশের চর্ম্মাভ্যন্তরস্তরে প্রচুর পরিমাণে শুভ্র পদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে। চর্ম্ম মধ্যস্থ পীত পদার্থ স্থিতিস্থাপক এবং শুভ্র পদার্থ বলশালী।

দেহের সম্মুখভাগের চর্ম্ম অপেক্ষা পশ্চাদ্ভাগের এবং বহিস্থ অপেক্ষা অন্তরস্থ চর্ম্ম অধিক ঘন। সন্ধিস্থলে উহা অত্যন্ত পাতলা। চক্ষুর পল্লব ও তৎসদৃশ স্নায়বীয় কার্য্য যে যে অংশে প্রবল, সেই সকল স্থলের চর্ম্মস্তর অতিশয় পাতলা ও কোমল। পদতল ও তৎসদৃশ স্থলে ঘনচর্ম্মস্তর অপর একটী স্তরের দ্বারা তাহার অধঃস্থ হলবেষ্টনীর (fascia) সহিত দৃঢ়রূপে মিলিত থাকে।

এই সকল কোমল অথচ বেশী ব্যবহার্য্য স্থল রক্ষার জন্য চর্ম্ম ও হলবেষ্টনীর মধ্যে বসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকারে অর্থাৎ দলা বাঁধিয়া থাকে। ইতর জন্তুদিগের মধ্যে এ প্রকারের উদাহরণ অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(Todd and Bowman's Physiological Anatomy and Physiology of Man, vol. I., p. 407. দ্রষ্টব্য)

প্রকৃত চর্ম্মের (Cutis) উপরিভাগ যথার্থ স্পর্শেন্দ্রিয়।

কলিকার (Kolliker) সাহেব বলেন প্রকৃতচর্ম্ম আবার দুই ভাগে বিভক্ত, তাহার খানিকটা অংশ জালের ন্যায়, আর খানিকটা অংশ চুচুকাকার।

রক্তবহ নাড়ী সকল অধঃস্থ কৌশিক ঝিল্লী হইতে চর্ম্ম মধ্যে প্রবেশ করে এবং বলাবর্ত্তুল, ঘর্ম্মস্রবণগ্রন্থি, বসাগ্রন্থি, কেশ-কোষ, চর্ম্ম-কণ্টক প্রভৃতির দিকে বিভক্ত হইয়া যায়।

উপত্বকের উপরিভাগ স্নায়ুপরিপূর্ণ, কিন্তু ভিতর অংশে স্নায়ুর ভাগ অপেক্ষাকৃত বিরল। চর্ম্মের মধ্যে ঘর্ম্মস্রবণগ্রন্থি, বশাগ্রন্থি ও Ceruminous glands নামক কয়েকটী গ্রন্থি আছে। ঘর্ম্মস্রবণগ্রন্থি মানব-শরীরের প্রায় সর্ব্বাংশেই প্রকৃত চর্ম্মের অন্তর্দ্দেশে অবস্থিত। বশাগ্রন্থি করতল ও পদতল ভিন্ন শরীরের অপর সর্ব্বাংশে বিশেষতঃ মুখমণ্ডল প্রভৃতি স্থানে চর্ম্ম মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই গ্রন্থি শুভ্রবর্ণ ও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

Ceruminous glandsএর বাহ্যাকৃতি ঠিক ঘর্ম্মগ্রন্থির ন্যায়, এই গ্রন্থি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বহির্দ্দেশে অবস্থিত থাকে।

ত্বক্ বা চর্ম্মের প্রধান ক্রিয়া বা ধর্ম্ম স্পর্শ। এই ক্রিয়া ভিন্ন ইহার আরও অনেক ক্রিয়া আছে, ইহা শরীরের আবরণী স্বরূপ, সুতরাং আবরণী সদৃশ ইহা দৃঢ়তা, কোমলতা, প্রতিবন্ধকতা এবং স্থিতিস্থাপকতা-গুণসম্পন্ন। অধঃস্থ বসাস্তর, কেশ, লোম এবং পালক প্রভৃতি সংযুক্ত উপত্বক্ শারীরিক উষ্ণতা রক্ষা এবং নখাদি শত্রুতাচরণ ও শত্রুতা নিবারণ করিয়া থাকে। চর্ম্মই চর্ম্মস্রবণগ্রন্থি ও বসাগ্রন্থির আশ্রয় স্থান, সুতরাং শরীরের ঘর্ম্ম ও সময়ে সময়ে বসা নিঃসরণ ইহার একটী ক্রিয়া। শোষণক্রিয়া চর্ম্মের অন্যতম ধর্ম্ম। পারদ-ঘটিত দ্রব্যাদি কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থ চর্ম্মের উপর ঘর্ষণ করিলে আভ্যন্তরিক প্রয়োগের ন্যায় কার্য্যকারী হয়।

চর্ম্ম নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে। ডাক্তার রেয়ার (Rayer) সাহেব তাঁহার গ্রন্থে প্রায় ৪৬ প্রকার চর্ম্মরোগের তালিকা দিয়াছেন।

চর্ম্ম আমাদের অনেক উপকারে লাগে। গো, মহিষ প্রভৃতির চর্ম্মই অধিক কার্য্যকারী। জন্তুদিগের চর্ম্ম শরীর হইতে পৃথক্ হইলেই কার্য্যোপযোগী হয় না, কারণ সেরূপ চর্ম্ম অধিকদিন স্থায়ী হয় না; অল্পদিন মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য জন্তুদিগের শরীর হইতে চর্ম্ম পৃথক্ করিয়া কয়েক প্রকার পদার্থ দ্বারা উহা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এই পরিষ্কৃত চর্ম্মকে ইংরাজীতে লেদার (Leather) কহে।

যাহাতে চর্ম্ম শীঘ্র নষ্ট না হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, এ অভিপ্রায়ে চর্ম্ম পরিষ্কার করিবার প্রণালী অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। এমন কি জগতের ইতিবৃত্ত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সভ্যতার প্রারম্ভেই এ প্রণালীর প্রচলন হইয়াছে। মানবজাতি বস্ত্রবয়ন-প্রণালী আবিষ্কারের আগে চর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত। সুতরাং তৎকালেই যে তাহারা চর্ম্ম পরিষ্কার কৌশল আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ (ইহার ইংরাজী নাম ট্যানিক্ য্যাসিড Tannic acid) দ্বারা চর্ম্ম পরিষ্কার হয় ও অনেকদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নূতন কৌশল আবিষ্কৃত না হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ উদ্ভিজ্জ পদার্থ-ই (Tannic acid) চর্ম্ম পরিষ্করণের এক মাত্র উপকরণ ছিল। এ কৌশল কি প্রকারে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে চর্ম্ম-পরিধান, চর্ম্মব্যবসা প্রভৃতি চর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কাজ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে এ কৌশলটী আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

যে সকল জন্তুর চর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়, সেই সকল জন্তুর চর্ম্মে আঠাবৎ একরূপ পদার্থ থাকে; সেই পদার্থের সহিত উদ্ভিদ্ বল্কল-নিঃসৃত পদার্থের (Tannic acid) রাসায়নিক ক্রিয়া অতি প্রবল, সুতরাং উভয়ে একত্র হইলেই রাসায়নিক ক্রিয়ানুসারে চর্ম্ম শীঘ্র পরিষ্কার ও অক্ষুণ্ণ অবস্থার উপযোগী হয়।

অপরিষ্কৃত, অর্দ্ধপরিষ্কৃত, সুপরিষ্কৃত প্রভৃতি বিবিধপ্রকার অবস্থার চর্ম্ম আছে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে।

চর্ম্ম আমাদের বহুবিধ প্রয়োজনে আসে। বিনামা, দস্তানা, চর্ম্মের পায়জামা ও অন্যান্য পরিচ্ছদ, অশ্বের সাজ ও বল্গারশ্মি, পুস্তকের পাটি, ব্যাগ প্রভৃতি নানাপ্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং চর্ম্মের ব্যবসা একটী প্রধান ব্যবসা মধ্যে গণ্য। অনেকে এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির চর্ম্ম শুদ্ধচর্ম্ম মধ্যে গণ্য। হিন্দুশাস্ত্রে চর্ম্মব্যবসা নিষিদ্ধ। যে জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ইহার ব্যবসা করিয়া আসিতেছে সে জাতি চর্ম্মকার নামে অভিহিত। এই জাতি হিন্দুসমাজ বহিষ্কৃত ও অতি হেয়। [চর্ম্মকার দেখ]

হিন্দু ব্যতীত অপর কাহারও চক্ষে চর্ম্ম ব্যবসা দূষ্য নহে। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক হিন্দু সন্তান দেখাদেখি কেহ প্রত্যক্ষ কেহবা অপ্রত্যক্ষভাবে চর্ম্মের ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া ও উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে মেষচর্ম্ম, আল্প পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে হরিণচর্ম্ম, রুসিয়া দেশ হইতে শূকরচর্ম্ম এবং দক্ষিণ আমেরিকা হইতে অশ্বচর্ম্ম প্রভৃত পরিমাণে ইংলণ্ড দেশে আমদানী হইয়া থাকে। তথা হইতে আবার ভারতে আসে, তাহা বিলাতী চর্ম্ম নামে খ্যাত, তাহার দাম বেশী। এদেশেও চর্ম্ম প্রস্তুত হয়, তাহা দেশী চর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ।

চর্ম্ম পরিষ্কার করণের নূতন কৌশল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে স্পিল্‌স্‌বারী (Spilsbury) সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বেডমিনিষ্টারবাসী ড্রেক্ (Drake) সাহেব এই কৌশলের উপর অনেক উন্নতি সাধন করেন। যাহা হউক আজ কাল চর্ম্ম পরিষ্কারের অনেক কৌশল বাহির হইয়াছে।

ভারতবর্ষে—অনুপসহর, আগ্রা, আহ্মদাবাদ, কানপুর, কপদ্বঞ্জ, কলানোর, কর্ণাল, কমোর, কুণ্ডলা, খবাস (শেওনিস্থ), খৈরপুর, খাঁপুর, গুজরাট, চকবাল, জব্বলপুর, জম্বুসর, জেরুক, ঝঙ্গ, তলাগাঁ, তন্দো মহম্মদ খাঁ, থর ও পারকর, থতিয়া, দোদেরি, নজীবাবাদ, নারোবাল, নৌসহর, পঞ্জাব, পুর্ব্বা, পিণ্ডদাদন খাঁ, বাঙ্গালা, বতালা, বিসস্তা, বিরিয়া, বোম্বাই, ভূটান, মতিয়ানা, মামন্দ, মীরপুর, মিঠাতিরানা, মুঙ্গের, মূল, মুলতান, মহিসুর, যোধপুর, রায়চুড়, রাহতগড়, রামনগর, রাণিয়া, রাবলপিণ্ডী, রেওতী, লার্খানা, বধধান, বাকানের, শাহদরা, শিয়ালকোট, সুধমান, সিন্ধুপ্রদেশস্থ হায়দরাবাদ, হুসিয়ারপুর ও হুণসুর প্রভৃতি স্থানে চর্ম্মপ্রস্তুত ও তাহা হইতে জুতা প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য তৈয়ারি হইয়া থাকে। [ত্বচ্ দেখ।] ৩ শরীরাবরক শস্ত্র, ফলক, ঢাল। [ঢাল ও ফলক দেখ।]

চর্ম্মনালিকা (স্ত্রী) চর্ম্ম নির্ম্মিতা নালিকেব। কষা, তাড়নী। (শব্দার্থচি°)

চর্ম্মনাসিকা (স্ত্রী) 'চর্ম্মবন্ধ', চাবুক।

চর্ম্মপট (পুং) চর্ম্মণঃ পটঃ ৬তৎ। চর্ম্মনির্ম্মিত পট, চামাটী।

চর্ম্মপট্টিকা (স্ত্রী) চর্ম্মণঃ পট্টিকা ৬তৎ। [চর্ম্মপট দেখ।]

চর্ম্মপত্রা (স্ত্রী) চর্ম্মেব পত্রং পক্ষোঽস্যাঃ বহুব্রী। চর্ম্মচটী, চামচিকা। (জটাধর)

চর্ম্মপত্রী (স্ত্রী) চর্ম্মেব পত্রং পক্ষোঽস্যাঃ বহুব্রী ততো বাহুলকাৎ ঙীষ্। চর্ম্মচটী, চামচিকা।

চর্ম্মপাদুকা (স্ত্রী) চর্ম্মনির্ম্মিতা পাদুকা মধ্যলো°। উপানৎ, জুতা।

"ততো ব্রহ্মচারী অনেন মন্ত্রেন চর্ম্মপাদুকে পাদয়োর্নিদধ্যাৎ।" (ভবদেব)

চর্ম্মপুট (পুং) চর্ম্মনির্ম্মিতঃ পুটঃ পাত্রং মধ্যলো°। যদ্বা চর্ম্মনির্ম্মিতং পুটঃ পাত্রমত্র বহুব্রী। চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, কুপা।

চর্ম্মপুটক (পুং) চর্ম্মপুট-স্বার্থে কন্। [চর্ম্মপুট দেখ।]

চর্ম্মপ্রভেদিকা (স্ত্রী) চর্ম্ম প্রভিনত্তি-প্র-ভিদ-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। অস্ত্রবিশেষ, ফোড়, চর্ম্মবেধনাস্ত্র। (অমর)

চর্ম্মপ্রসেবক (পুং) চর্ম্মণা প্রসীব্যতে প্র-সিব-বাহুলকাৎ কর্ম্মণি ণ্বুল্। ভস্ত্রা, জাঁতা।

চর্ম্মপ্রসেবিকা (স্ত্রী) চর্ম্মপ্রসেবক-টাপ্। অত ইত্বং। চর্ম্মনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ, ভস্ত্রা, জাঁতা। (অমর)

চর্ম্মবন্ধ (পুং) চর্ম্মণা বন্ধঃ ৩তৎ। ১ চর্ম্মদ্বারা বন্ধন। ২ চাবুক।

চর্ম্মমণ্ডল (পুং) [বহু] দেশবিশেষ।

"অপরাস্তাঃ পরান্তাশ্চ পহ্নবাশ্চর্ম্মমণ্ডলাঃ।" (ভার° ৬।৯ অঃ)

চর্ম্মময় (ত্রি) চর্ম্মণোবিকারঃ চর্ম্ম ময়ট্ চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রাদি।

"দ্বীপি চর্ম্মাবনদ্ধৈশ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মময়ৈরপি।" (ভার° ৬ ৪৬অঃ) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

চর্ম্মমুণ্ডা (স্ত্রী) চর্ম্মণো জীবরহিতদৈত্যস্য মুণ্ডমস্তি হস্তেঽস্যাঃ বহুব্রী, টাপ্। যদ্বা চামুণ্ডা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। দুর্গা। (হেম)

চর্ম্মমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাবিশেষ। বামহস্তটী তির্য্যগ্ ভাবে প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলী আকুঞ্চিত করিবে ইহাকে চর্ম্মমুদ্রা বলে।

"বামহস্তং তথা তির্য্যক্‌কৃত্বা চৈব প্রসার্য্যচ।
আকুঞ্চিতাঙ্গুলীঃ কুর্য্যাৎ চর্ম্মমুদ্রেয়মীরিতা।" (তন্ত্রসার)

চর্ম্মম্না (ত্রি) চর্ম্মময়ে কবচাদৌ মনতি অভ্যস্যতি চর্ম্ম-ম্না-বিচ্। (আতো মনিন্ ক্বনিব্বনিপশ্চ। পা ৩।২।৭৪) ১ যে ব্যক্তি চর্ম্মময় কবচাদি ধারণ করিতে অভ্যাস করিয়াছে। চর্ম্মণি চরণ সাধনান্যশ্বাদীনি তেষু মনতি অভ্যস্যতি চর্ম্ম-ম্না-বিচ্। ২ অশ্বাদি আরোহণ করিতে যাহার অভ্যাস আছে।

"কৃষ্ণয়শ্চর্ম্মম্না অভিতোজনাঃ।" (ঋক্ ৮।৫।৩৮) 'চর্ম্মম্নাশ্চর্ম্মময়স্য কবচাদের্ধারণে কৃতাভ্যাসাঃ'। (সায়ণ)

চর্ম্মযষ্টি (স্ত্রী) চর্ম্মময়ী যষ্টিরিব। চর্ম্মময় যষ্টি, অশ্বতাড়নী। (শব্দার্থচি°)

চর্ম্মরঙ্গ (পুং) চর্ম্মণি রঙ্গোঽস্য বহুব্রী। দেশবিশেষ। কূর্ম্মবিভাগে পশ্চিমোত্তরে এই দেশের উল্লেখ আছে। (বৃহৎস° ১৪ অঃ)

চর্ম্মরঙ্গা (স্ত্রী) চর্ম্মণে রঙ্গোঽস্যাঃ বহুব্রী-টাপ্। আবর্ত্তকীলতা, কোঙ্কণদেশে ভগবতবল্লী বলে। (রাজনি°)

চর্ম্মরী (স্ত্রী) চর্ম্ম-রাতি রা-ক-গৌরাদি° ঙীষ্। স্থাবর বিষের অন্তর্গত এক প্রকার বিষলতা, ইহার ফলে বিষ আছে।

চর্ম্মরু (পুং) চর্ম্ম রাতি-রা-বাহুলকাৎ কু। চর্ম্মকার। (ত্রিকাণ্ড°)

চর্ম্মবৎ (ত্রি) চর্ম্মন্-অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য বঃ অনংস্তাত্বাৎ নলোপঃ। ১ চর্ম্মযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

"লোহচর্ম্মবতী চাপি সাগ্নিঃ সগুড়গৃষ্টিকা।" (ভারত ৩।১৫ অঃ)

(পুং) ২ সুবলের এক পুত্র। (ভারত ৬।৯১ অঃ)

চর্ম্মবসন (পুং) চর্ম্ম গজাসুরচর্ম্ম বসনং যস্য বহুব্রী। মহাদেব। [কৃত্তিবাসস্ দেখ।]

চর্ম্মবৃক্ষ (পুং) চর্ম্মপ্রধানশ্চর্ম্মতুল্যবল্কলপ্রধানো বৃক্ষঃ মধ্যলো°। ভূর্জবৃক্ষ।

"খর্জ্জুরা নারিকেলাশ্চ চর্ম্মবৃক্ষো হরীতকী।" (হরিব° ৩১ অঃ)

চর্ম্মসম্ভবা (স্ত্রী) চর্ম্মণি সংভব উৎপত্তির্যস্যাঃ বহুব্রী, টাপ্। এলা, এলাচী। (হারাবলী)

চর্ম্মসার (পুং) চর্ম্মণঃ সারঃ ৬তৎ। রস। (রাজনি°) ভুক্ত অন্নাদি চর্ম্ম মধ্যে থাকিয়া রসরূপে পরিণত হয় বলিয়া ইহার নাম চর্ম্মসার হইয়াছে।

চর্ম্মাখ্য (পুং) কুষ্ঠরোগবিশেষ। [কুষ্ঠ দেখ।]

চর্ম্মাঙ্ক, প্রাচীন ভোজকটের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ইহার বর্ত্তমান নাম চম্মক বা চমাক। ইহা ইলিচপুর হইতে ৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩১´ পূঃ। এই গ্রাম হইতে বাকাটকমহারাজ ২য় প্রবরসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চর্ম্মান্ত (পুং) সুশ্রুতোক্ত উপযন্ত্রবিশেষ।

"উপযন্ত্রাণ্যপি রজ্জুবেণিকা পট্টচর্ম্মান্তবল্কললতা।"
(সুশ্রুত সূত্র° ৭ অঃ)

চর্ম্মাম্ভস্ (ক্লী) চর্ম্মণোঽম্ভঃ ৬তৎ। চর্ম্মমধ্যস্থিত রস। (রাজনি°) কোন আভিধানিকের মতে এই শব্দটী পুংলিঙ্গ এবং কোন কোন আভিধানিক "চর্ম্মাম্ভস্" অকারান্ত চর্ম্মাম্ভ শব্দ স্বীকার করেন।

চর্ম্মার (পুং) চর্ম্ম-শিল্পসাধনতয়া ঋচ্ছতি-ঋ-অণ্, উপপদস°। চর্ম্মকার। (জটাধর)

চর্ম্মাবকর্ত্তিন্ (পুং) চর্ম্ম-অবকৃন্ততি অব-কৃত-ণিনি। চর্ম্মকার।

"আয়ুঃ সুবর্ণকারাণাং তথা চর্ম্মাবকর্ত্তিনাং।" (মনু ৪।২১৮)

চর্ম্মাবকর্ত্তৃ (পুং) চর্ম্মকার।

চর্ম্মি (স্ত্রী) চর্ম্মচটকা, চামচিকা। (শব্দরত্না°)

চর্ম্মিক (ত্রি) চর্ম্মং চর্ম্মময়ং ফলকং অস্ত্যস্য চর্ম্মন্-ব্রীহ্যাদি° ঠন্। যে ব্যক্তি চর্ম্মময় ফলক লইয়া যুদ্ধ করে, ঢালী।

চর্ম্মিন্ (ত্রি) চর্ম্ম শরীরাবরকং ফলকমস্ত্যস্য চর্ম্মন্-ইনি, টিলোপশ্চ। ১ চর্ম্মযুক্ত, চর্ম্মধারী, চলিত কথায় ঢালী বলে। পর্য্যায়—ফলকপাণি।

"শ্যামং বৃহন্তং তরুণং চর্ম্মিণামুত্তমং রণে।" (ভারত ৩।২৭।৩১)

(পুং) চর্ম্মাণি বল্কলানি সন্ত্যস্য চর্ম্মন্-ইনি। ২ ভূর্জবৃক্ষ। (অমর।) ৩ ভৃঙ্গরীট। ৪ মোচা। (শব্দরত্না°) ৫ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩১।)

চর্য্য (ত্রি) চর-কর্ম্মণি যৎ (গদমদচরযমশ্চানুপসর্গে। পা ৩।১।১০০) ১ অনুষ্ঠেয়, আচরনীয়।

"ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।" (মনু ৩।১)

(ক্লী) চর-ভাবে যৎ। ২ অবশ্য কর্ত্তব্য, যে অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই করিতে হইবে।

চর্য্যা (স্ত্রী) চর্য্য-টাপ্। ১ আচরণ। ২ সেবা।

"বনবাসস্ত পুরস্ত মমচর্য্যাহি রোচতে।" (রামা° ২।২৯।১৫)

৩ গমন। ৪ ভক্ষণ। (মুগ্ধবোধটী° দুর্গাদাস।) ৫ ঈর্য্যাপথস্থিতি, পরিব্রাজকগণের ব্রতানুষ্ঠানবিষয়ে নিয়মের অপরিত্যাগ। (অমরটী° ভরত)

চর্য্যাবতার (পুং) বৌদ্ধগ্রন্থভেদ।

চর্ব্বণ (ক্লী) চর্ব্ব ভাবে ল্যুট্। ১ চিবান, দন্তদ্বারা চূর্ণ করা। ২ রসাস্বাদনব্যাপারবিশেষ। (সাহিত্যদ° ৩ পরি°) (ত্রি) চর্ব্ব-কর্ত্তরি ল্যু। ৩ যাহারা চর্ব্বণ করে।

"পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাং।" (ভাগবত ৭।৫।৩০।)

চর্ব্বণা (স্ত্রী) চর্ব্ব-যুচ্-টাপ্। ১ রসাস্বাদন ব্যাপার।

"প্রমাণং চর্ব্বণৈবাত্র স্বাভিন্নে বিদুষাং মতং।" (সাহিত্য ৩ পরি°)

২ চর্ব্বণ, চিবান।

চর্ব্বন্ (পুং) তলপ্রহার। (হারাবলী)

চর্ব্বা (স্ত্রী) চর্ব্ব-অঙ্। ১ চর্ব্বণ। ২ তলপ্রহার। (শব্দার্থচি°)

চর্ব্বিত (ত্রি) চর্ব্ব-কর্ম্মণি ক্ত। ১ যাহাকে চর্ব্বণ করা হইয়াছে। ২ ভক্ষিত। [চর্ব্বণ দেখ।]

চর্ব্বিতপাত্র (ক্লী) চর্ব্বিতস্য পাত্রং ৬তৎ। পাত্রবিশেষ, পিকদানী।

চর্ব্বিতপাত্রক (ক্লী) চর্ব্বিতপাত্র স্বার্থে কন্। পাত্রবিশেষ, পিকদানী।

"তাম্বূলং দর্পণং পানপাত্রং চর্ব্বিতপাত্রকম্। (পাদ্মে পাতাল)

চর্ব্ব্য (ত্রি) চর্ব্ব-কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ ভক্ষ্যদ্রব্য বিশেষ, যাহা দন্ত দ্বারা চূর্ণ করিয়া খাইতে হয়।

"ষট্‌কোটিং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজয়ামাস নিত্যশঃ।
চুষ্যপেয়লেহ্যচর্ব্ব্যৈরতিতৃপ্তিং দিনে দিনে॥" (ব্রহ্মবৈ° পু°)

২ চর্ব্বণীয়।

চর্ষণ [রথচর্ষণ দেখ।]

চর্ষণি (পুং) কর্ষতি কৃষ-অনি চ আদেশশ্চ। (কৃষেরাদেশ্চ চঃ। পা° উণাদি°) ১ মনুষ্য। "য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি।"

(ঋক্ ১।৭।৯) 'চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং।' (সায়ণ।) (স্ত্রী) ২ পুংশ্চলী।
"স চর্ষণীমামুদগাচ্ছুচো মৃজন্।" (ভাগবত ১০।২৯।২১)

চর্ষণিপ্রা (ত্রি) যিনি ধন দিয়া মনুষ্যদিগকে প্রীতিযুক্ত করেন।
"আ চর্ষণিপ্রা বৃষভোজনানাং।" (ঋক্ ১।১৭৭।১) 'চর্ষণিপ্রাঃ চর্ষণয়োমনুষ্যাঃ। তেষাং ধনাদিনা প্রীণয়িতা।' (সায়ণ।)

চর্ষণী (স্ত্রী) চর্ষণি-জাতৌ বা ঙীপ্। ১ মনুষ্যজাতি। "ইদমুত্তা চর্ষণীধৃতা।" (ঋক্ ৮।৯০।৫) 'চর্ষণীধৃতা...মনুষ্যাণাং ধারকেণ।' (সায়ণ।)

চর্ষণীধৃৎ (ত্রি) যে মনুষ্যজাতিকে ধারণ বা রক্ষা করে। [চর্ষণী দেখ।]

চর্ষণীধৃতি (ত্রি) চর্ষণীভি র্ধৃতঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। প্রজা কর্ত্তৃক ধৃত, প্রজারা যাহাকে ধারণ করিয়াছে।
"সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীধৃতিঃ।" (সাম° ২।৩।২।৩।৫)
'চর্ষণীধৃতিঃ চর্ষণীভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রজাভির্ধৃতঃ।' (সায়ণ।)

চর্ষণীসহ্ (ত্রি) শত্রুনাশক, যে শত্রুদিগকে অভিভব করিতে পারে। "যূয়ং রাজানঃ কং চিচ্চর্ষণীসহঃ।" (ঋক্ ৮।১৯।৩৫।) 'চর্ষণীসহঃ শত্রুভূতানামভিভবিতারঃ।' (সায়ণ।)

চল (ত্রি) চলতি গচ্ছতি চল-অচ্ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) ১ চঞ্চল, অস্থির।
"তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী।" (রঘু ১১।১৫)
২ কম্পযুক্ত। (পুং) ৩ বিষ্ণু।
"ধৃতাশীরচলশ্চলঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৯২) ৪ পারদ। (হেম° ৪।১১৬) চল কম্পনে স্বার্থে ণিচ্ ভাবে অপ্। ৫ কম্পন। (মেদিনী) (ক্লী) ৬ ছন্দোবিশেষ, যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণ ১৮টী অক্ষর বা স্বরবর্ণে নিবদ্ধ এবং যাহার প্রত্যেক চরণের ১, ২, ৩, ৪, ১১, ১৩, ১৬ ও ১৮শ অক্ষর গুরু, তাহা ভিন্ন অপর অক্ষর লঘু হয়, তাহাকে চল বলে।
"ভৌন্জৌ ভ্রৌ চেচ্চলমিদমুদিতং যুগৈর্মুনিভিঃ স্বরৈঃ।" (বৃত্তরত্না°) (পুং) ৭ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১১৬)

চলকর্ণ (পুং) পৃথিবী হইতে গ্রহগণের প্রকৃত দূরত্ব।

চলকুড়ি, মান্দ্রাজ প্রদেশের কোচীন রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। মুকুন্দপুর হইতে উৎপন্ন হইয়া অক্রবক্রভাবে ৬৮ মাইল পথ গিয়া ক্রাঙ্গনেনের কিছুদূরে অপসৃত হইয়াছে।

চলকৃতি (ত্রি) চলা কৃতিঃ কার্য্যং যস্য বহুব্রী। যাহার কার্য্য অস্থির।
"অহঞ্চ ন কস্যচিদ্বিশ্বসিমি চলকৃতিশ্চ।" (পঞ্চতন্ত্র)

চলকেতু (পুং) চলশ্চাসৌ কেতুশ্চেতি কর্ম্মধা°। কেতুবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, যে ধূমকেতু পশ্চিমদিকে উদিত হয় ও দক্ষিণে একাঙ্গুল উন্নত একটী শিখা থাকে এবং উদিত হইয়া উত্তরে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পরে অস্ত যায়, তাহার নাম চলকেতু। বর্দ্ধিত চলকেতু যদি উত্তর ধ্রুব, সপ্তর্ষিমণ্ডল বা অভিজিৎ নক্ষত্রকে স্পর্শ করিয়া আকাশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত চলিয়া যায় ও তথায় অস্তমিত হয়, তবে প্রয়াগের নিকট হইতে অবন্তী পর্য্যন্ত পুষ্কর এবং উত্তরে দেবিকা নদী পর্য্যন্ত বৃহৎ মধ্যদেশ বলিষ্ঠ হয়। ইহা ছাড়া সময়ে সময়ে রোগ ও দুর্ভিক্ষে অপর অপর দেশেরও অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ফলকাল দশমাস। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আঠার মাসে ইহার ফল হয়। (বৃহৎস° ১১।৩৩-৩৬) [কেতু দেখ।]

চলঙ্কসগতিপ্রিয়া (স্ত্রী) দেবীবিশেষ, কুমারী।
"চারুচন্দ্রা চন্দ্রমুখী চলঙ্কসগতিপ্রিয়া।" (রুদ্রযামল, উত্তরতন্ত্র ১০ প°)

চলচঞ্চু (পুং স্ত্রী) চলা চঞ্চুরস্য বহুব্রী। চকোর পক্ষী। (হেম)

চলচিত্ত (ক্লী) চলঞ্চ তচ্চিত্তং চেতি কর্ম্মধা। ১ অস্থিরচিত্ত।
"পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।" (মনু ৯।১৫)
(ত্রি) চলং অস্থিরং চিত্তং যস্য বহুব্রী। ২ অস্থির চিত্ত, যাহার মতের স্থির নাই।

চলচিত্ততা (স্ত্রী) চলচিত্তস্য ভাবঃ, চলচিত্ত-তল্-টাপ্। চিত্তের অস্থিরতা।

চলচ্ছক্তি (স্ত্রী) গতিশক্তি, চলিবার সামর্থ্য।

চলৎ (ত্রি) চল-শতৃ। ১ যে চলিতেছে। ২ কম্পমান, যাহা কাঁপিতেছে। ৩ চঞ্চল, অস্থির।
"চলচ্চিত্তং চলদ্‌বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।" (উদ্ভট)
স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া 'চলন্তী' শব্দ হয়।

চলতা (স্ত্রী) চলস্য ভাবঃ চল্-তল্-টাপ্। অস্থিরতা।
"চলানামচলত্বমচলনাং চলতা।" (সুশ্রুত ১।১৩২ অঃ)
২ দাঁতনড়া। (অশ্ববৈদ্যক)

চলৎপূর্ণিমা (স্ত্রী) চলন্তী পূর্ণিমা তদুপলক্ষিতশ্চন্দ্রইব। চন্দ্রকমৎস্য, চাঁদা। (ত্রিকাণ্ড°)

চলদঙ্গ (পুং স্ত্রী) চলৎ চঞ্চলং অঙ্গং যস্য বহুব্রী। মৎস্যবিশেষ, চেঙ্গ মাছ। ইহার গুণ—অনভিস্যন্দী, বাতরোগে হিতকর ও মুখরোচক। (রাজবল্লভ)

চলদঙ্গক (পুং স্ত্রী) চলদঙ্গং যস্য বহুব্রী বা কপ্। [চলদঙ্গ দেখ।]

চলদল (পুং) চলানি চঞ্চলানি দলান্যস্য বহুব্রী। অশ্বত্থ বৃক্ষ। (অমর ২।৩।২০।) [অশ্বত্থ দেখ।]

চলন (ক্লী) চল ভাবে ল্যুট্। ১ কম্পন।
"হস্তয়োশ্চলনাদেকো দ্বিতীয়ঃ পাদবেগজঃ।" (পঞ্চতন্ত্র ২।১৭৪)
২ গতি, ভ্রমণ।

"চলনঞ্চ বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি মে মতিঃ।"

(দেবীভাং ১।১৭।১৯)

(ত্রি) চল-কর্ত্তরি ল্যু। ৩ কম্পযুক্ত। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৪ হরিণ। (জটাধর) এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। (পুং) চলত্যনেন চল-করণে ল্যুট্। ৫ চরণ। (হেম)

চলনক (পুং) চলন-সংজ্ঞায়াং কন্। চণ্ডাতক। (হেম)

চলনশিলা (স্ত্রী) বৃন্দাবনের অন্তর্গত একটী স্থান, ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। (বৃ-লী° ২৪ অঃ)

চলনার্হ (ত্রি) চলনমর্হতি চলন-অর্হ-অণ্। যাহা চলিবার যোগ্য।

চলনিকা (স্ত্রী) চলনী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বোহ্রস্বশ্চ। রেশমী ঝালর। [চলনী দেখ।]

চলনী (স্ত্রী) চলত্যত্র চল-আধারে ল্যুট্ ঙীপ্। পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ, ঘাঘরা। ২ গজবন্ধনী, বারী। (হেম)

চলনীয় (ত্রি) চল-অনীয়র্। ১ গমনীয়। ২ ব্যবহারযোগ্য।

চলপত্র (পুং) চলানি চঞ্চলানি পত্রাণি যস্য বহুব্রী। অশ্বথবৃক্ষ। (রাজনি°) "অঙ্গেন কেনাপি বিজেতুমস্যা গবেষ্যতে কিং চলপত্রপত্রম্।" (নৈষধ°)

চলপাণি, অপর নাম খলপাণি। যুসফজইএর লুন্‌খোর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহামের মতে আরিয়ান্ মলমস্তস্ (Malamantos) নামে যে নদীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই চলপাণি হইতে পারে। এই নদীতে চোরাবালী অধিক। ইহা কাবুল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

চলস্ (ক্লী) বৃক্ষবিশেষ। (উণাদিকো°) (Wood-sorrel)

চলসংক্রান্তি (স্ত্রী) চলাচলৌ সংক্রান্তিশ্চেতি কর্ম্মধা°। অয়নাংশের চলনানুসারে রাশিবিশেষের অংশে রবি প্রভৃতি গ্রহের প্রভাসঞ্চার। [সংক্রান্তি দেখ।]

চলা (স্ত্রী) চল-অচ্ টাপ্। ১ লক্ষ্মী। (মেদিনী) ২ গন্ধদ্রব্য বিশেষ, সিহ্লক। (রত্নমা°) ৩ বিদ্যুৎ। ৪ চারি চরণ ও অষ্টাদশ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোভেদ।

চলাচল (ত্রি) চলতি চল-অচ্ দ্বিত্বং। অকারস্যাকারাদেশশ্চ। ১ চঞ্চল। (অমর)

"জন্মিনোঽস্য স্থিতিং বিদ্বান্ লক্ষ্মীমিব চলাচলাম্।"

(কিরাত° ১১।৩০)

(পুং স্ত্রী) ২ কাক। (রাজনি°) ৩ সংসারচক্র। (দিব্যাবদান।) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

চলাচলি (দেশজ) গমনাগমন, যাতায়াত।

চলাতঙ্ক (পুং) চলস্য চলনস্যাতঙ্কো ভয়মস্মাৎ বহুব্রী। বাতরোগ বিশেষ। (রাজনি°)

চলাবুলা (দেশজ) গমনাগমন, যাওয়া আসা।

চলি (পুং) ১ রাজমাষ, বরবটী। ২ উত্তরীয় বস্ত্র।

চলিত (ত্রি) চল-কর্ত্তরি ক্ত। ১ কম্পিত। (অমর)

"তরোর্বিলাসবলিতৈশ্চলিতাপাঙ্গবিভ্রমৈঃ।" (রাজতর° ৫।৩৬৫)

২ গত।

"চলিতঃ পুরঃ পতিমুপেতমাত্মজম্।" (মাঘ)

৩ প্রাপ্ত। ৪ জ্ঞাত। (ক্লী) চল-ভাবে ক্ত। ৫ গমন। ৬ চলন। (দেশজ) ৭ যাহার চলন বা ব্যবহার প্রচলিত আছে।

চলিতব্য (ত্রি) চল-ভাবে তব্য। গন্তব্য।

চলিষ্ণু (ত্রি) চল-ইষ্ণুচ্। ১ গমনশীল, যাহা স্থির নহে। ২ যে যাইবার উপক্রম করিতেছে, গমনোদ্যত।

চলু (পুং) চল-উন্। গণ্ডূষ। (হেম° ৩।২৬২)

চলুক (পুং) চলু সংজ্ঞায়াং কন্। ১ প্রসৃতি, হস্তকোষ। ২ ভাণ্ডবিশেষ, ক্ষুদ্র ভাণ্ড। (মেদিনী)

চলেষু (পুং) চলো লক্ষ্যমপ্রাপ্ত ইষুর্যস্য বহুব্রী। মন্দ ধানুষ্ক, যাহার নিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্য প্রাপ্ত হয় না।

চলৌনি, ভাগলপুরের একটী নদী। হরাবৎ পরগণায় বাহির হইয়া নারীদিগর পরগণা হইয়া পাণ্ডুয়ার ধারে লোরণ নদীতে মিলিত হইয়াছে। নিশাঙ্কপুর পরগণায় এই নদী দণ্ডাসুর নামে খ্যাত।

চলিয়াপন্থী, রাজপুতানার একটী উপাসক সম্প্রদায়। জয়পুর ও যোধপুর অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের লোক আছে। ইহাদের আচার ব্যবহার বামাচারী শাক্তদিগের ন্যায়। প্রত্যেক গুরুর একজন কোতোয়াল, একজন সহকারী কোতোয়াল আর কতকগুলি শিষ্য থাকে। কোন নির্দ্দিষ্ট রাত্রিকালে ইহাদের চক্র হয়। চক্র আরম্ভের পূর্ব্বে এক পার্শ্বে গুরুর আসন ও তাহার ডান দিকে কোতোয়াল ও সহকারী কোতোয়ালের আসন থাকে। তাহার সম্মুখে সুরাপূর্ণ একটী বড় পাত্র এবং এক শূন্যকুম্ভ রাখা হয়। স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব কাঁচলি খুলিয়া সেই শূন্য কুম্ভের মধ্যে রাখিয়া একত্র এক স্থানে বসে, পুরুষেরা আর এক দিকে অবস্থান করে। পরে কোতোয়াল উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত সুরাপাত্র হইতে এক পাত্র সুরা উত্তোলন করে। তখন গুরু আপন ইচ্ছানুসারে পুরুষদলের মধ্য হইতে এক জনকে আহ্বান করেন। সে ব্যক্তি আসিয়া গুরুর আদেশে বামপার্শ্বে বসে। তখন সহকারী কোতোয়াল উঠিয়া কুম্ভ হইতে একখানি কাঁচলি তুলিয়া লয়, যাহার কাঁচলি সেই স্ত্রীলোক আসিয়া সেই আহূত পুরুষের বামভাগে একাসনে উপবেশন করে। এই রূপে সকল শিষ্য শিষ্যা দুই দুই জনে একাসনে

চক্রাকারে বসিয়া যায়। সাধনার সময়ে সেই দুই জন পতি-পত্নী মধ্যে গণ্য হয়। ঐ সময়ে সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে উভয়ে একত্র সুরাপান ও অন্যান্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

কাঁচলি শব্দের বিকারে অথবা কাঁ বাদ দিয়াই হউক, ইহারা আপনাদের নাম চলিয়াপন্থী রাখিয়াছে।

(ভারতবর্ষীয় উপা° সম্প্র° ২য় ভা°)

চল্‌কান (দেশজ) উথলে পড়া, উছলে উঠা।

চল্‌গালি, ছোট নাগপুরের সর্গুজার অন্তর্গত একটী তপ্পা। পূর্ব্বে এথানে একজন সামন্তরাজের রাজত্ব ছিল। এথানকার কন্‌হার নদীতীরে পূর্ব্ব কীর্ত্তির বিস্তর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে ৩টী বৃহৎ শিব-দুর্গার মন্দির এবং পাথরের এক অতি বৃহৎ চতুর্হস্ত পুরুষমূর্ত্তি দেখা যায়। উক্ত বিধ্বস্ত মন্দিরের শিল্পকার্য্য প্রশংসনীয়। এথানকার লোকের বিশ্বাস যে, ঐ চতুর্হস্ত পুরুষই সামন্তরাজের প্রতিমূর্ত্তি।

চল্‌বলিয়া (দেশজ) চঞ্চল।

চল্‌তি (দেশজ) ব্যবহার।

চল্লিশ (চত্বারিংশৎশব্দজ) সংখ্যা বিশেষ, ৪০।

চল্লিশা (দেশজ) চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে অনেকের চক্ষুতে এক প্রকার রোগ জন্মে, ইহাতে দৃষ্টিশক্তির কিছু হানি হয়, চলিত কথায় তাহাকে চাল্‌শে বা চালিশা (Presbyopia) বলে।

চবর্গ (পুং) চ-বর্গ যদ্বা চস্য বর্গঃ ৬তৎ। ২য় বর্গ, চ ছ জ ঝ ঞ।

চবর্গীয় (ত্রি) চবর্গে ভবঃ চবর্গ-ছ (বর্গান্তাচ্চ। পা ৪।৩।৬৩) চবর্গ সম্বন্ধীয়।

চবল (পুং) চর্ব বাহুলকাৎ-অলচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। রাজমাষ। (শব্দার্থচি°)

চবি (স্ত্রী) চর্ব-ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। চব্য, চই। (শব্দরত্না°)

চবিক (ক্লী) চবি-সংজ্ঞায়াং কন্। চবিকা। (ভরতধৃত রুদ্র)

চবিকা (স্ত্রী) চবি স্বার্থে কন্-টাপ্। বৃক্ষবিশেষ, চই। (Piper longum) আরবী দর-ফিল্‌ফিল, পারসী মগজ্ পিপল, হিন্দী পিপুলমূল। এসিয়ার দক্ষিণাংশে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জলের ধারে এই গাছ যথেষ্ট জন্মে। এই গাছ লতানিয়া। উত্তর সরকারে ইহার চাষ বেশী। এই গাছ কাটিলে আবার বাড়িয়া উঠে, ইহার মূল বহুবর্ষেও নষ্ট হয় না। কাল মরিচের মত ইহার ফল হয়, প্রথমে তাহাতে সবুজের আভা থাকে, পাকিলে লাল দেখায়। অপক্কাবস্থায় শুকাইয়া লইলে কৃষ্ণাভ রঙ্ হয়। ডাক্তারদিগের মতে, ইহার গুণ অনেকটা মরিচের মত।

সংস্কৃত পর্য্যায়—চব্য, চব্যা, চবি, চবিক, চবী, রত্নাবলী, তেজোবতী, কোলা, নাকুলী, উষণা, চব্যক, বশির, গন্ধনাকুলী, বল্লী, কোলবল্লী, কোল, কুটিলসণ্ডক, তীক্ষ্ণ, করিকরণাবল্লী, কুকর। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, লঘু, রোচন, দীপন, কাশ, শ্বাস ও শূলনাশক। (রাজনি°) ভেদকারী ও কফনাশক। (রাজবল্লভ।)

চবী (স্ত্রী) চবি-ঙীষ্ (বহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪৫) চবিকা, চই। (শব্দরত্না°) "সর্ব্ববর্ম্মা চবীহস্তঃ প্রতিজ্ঞাং তাং সুদুস্তরাম্।"

(কথাসরিৎ ৬।১৫১)

চব্বিশ (চতুর্বিংশ শব্দজ) চতুর্বিংশতি সংখ্যা, ২৪।

চব্বিশ পরগণা, বঙ্গদেশের একটী জেলা। বাঙ্গালার ছোট-লাট এই জেলায় অবস্থান করেন। অক্ষা° ২১° ৫৫´ ২০´´ হইতে ২২° ৫৭´ ৩২´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৬´ ৪৫´´ হইতে ৮৮° ২০´ ৫১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে নদিয়া জেলা, ঈশান কোণে যশোর জেলা, পূর্ব্বে খুলনা জেলা ও সুন্দরবন, দক্ষিণে আসমুদ্র সুন্দরবন এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। ইহার পরিমাণ ২০৯৭ বর্গমাইল ও অধিবাসীর সংখ্যা ১৬১৮৪২০। আলি-পুর ইহার প্রধান সদর। ইহার অন্তর্গত সুন্দরবনের অনেক স্থান জঙ্গলময়, সুতরাং সে অঞ্চলের পরিমাণ ফল এখনও স্থির হয় নাই। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা নগরী ইহার অন্তর্গত, তবে কলিকাতার শাসন ও অপরাপর কার্য্য-প্রণালী পৃথক্ রূপে চালিত হয় বলিয়া ঐ নগরী ইহার মধ্যে গণ্য করা যায় না।

চব্বিশ পরগণা গঙ্গার বদ্বীপের পশ্চিম অংশ। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া অনেকগুলি নদী প্রবাহিত হই-তেছে এবং দক্ষিণে সমুদ্র বহিতেছে। বহুসংখ্যক খাল ইহার মধ্যদেশে বর্ত্তমান। ইহার উপরিভাগ সাধারণতঃ সমতল; উত্তর অঞ্চল উচ্চ এবং দক্ষিণ অঞ্চল কিছু নিম্ন। এই অঞ্চলে নদী বিস্তর এবং ঐ সকল নদী হিংস্র জন্তু-পরিপূর্ণ মনুষ্যবাসের অযোগ্য জঙ্গল মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এই জেলার পূর্ব্বাঞ্চলে অসংখ্য বিল ও পশ্চিমাঞ্চলে অসংখ্য খাল বিরাজ করিতেছে। ইহার উত্তরাংশ অত্যন্ত উর্ব্বরা। উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে নারিকেল গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ অংশ অতিশয় লবণাক্ত, সুতরাং তথাকার ভূমি তেমন শস্যোৎপাদক নহে। ইহার মধ্য দিয়া হুগলী বা ভাগীরথী, বিদ্যাধরী, পিয়ালী, কালিন্দী, ইছামতী বা যমুনা, খোলপেটুয়া, এবং কবোদক (কপোতাক্ষ) নামে কএকটী প্রধান নদী প্রবাহিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সুন্দরবনে মালঞ্চ, রায়মঙ্গল, মাত্‌লা, জামিরা, হুগলী বা বুড়মন্ত্রেশ্বর নামক অনেক ক্ষুদ্র নদী

রহিয়াছে। হুগলী বা ভাগীরথীর গতি এই জেলায় কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার গতি টলির নালার সহিত মিশিয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে। মেজর টলি ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে এই নালা কাটেন। এই জেলায় আদিগঙ্গা কিছুদূর সামান্যভাবে প্রবাহিত হইয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখানকার নদীর বালিতে চড়া পড়িয়া অনেক ছোট ছোট দ্বীপ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাগরদ্বীপ বিখ্যাত। ইহার অন্তর্গত পোর্টক্যানিং, হুসেনাবাদ এবং ইছামতী জলযানের পথ।

আজকাল সুন্দরবন প্রধান আবাদ মধ্যে গণ্য, জঙ্গলস্থ গাছপালা পচিয়া ইহার উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। এখানকার জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাটি, নল ও কাটি উৎপন্ন হয়। জঙ্গলে সুন্দরী, পশুর, কির্পা, বাইন্, হিন্তাল, গরান, কেওড়া, গঙ্গো, খালসী, বাবলা প্রভৃতি কাঠ, নানা জাতীয় শম্বূক, মধু, মোম, গোলপাতা, গাবফল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, নাটা প্রভৃতিও বেশ পাওয়া যায়। এখানে বাঘ, বন্যমহিষ, নানাজাতীয় হরিণ, খরগোস, বন্যকুক্কুট, বন্যহংস প্রভৃত জন্তু দৃষ্ট হয়।

আদিগঙ্গার তটে কালীঘাট চব্বিশ-পরগণার প্রধান তীর্থস্থান। সাগরদ্বীপ ইহার অন্যতম। এই স্থানে কপিলমুনির আশ্রম এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গম। এতদ্ভিন্ন ডায়মণ্ডহারবারে যাত্রা-দেউল, ঈশানপুরে বারদোয়ারী, পরমানন্দকাটীর গোবিন্দজীর মন্দির, মতোলীর প্রতাপাদিত্যের মন্দির, ঈশানপুরের বড় ওমরার গোর এবং মুস্তাফাপুরের নবরত্নমন্দির দেখিবার জিনিস।

চব্বিশপরগণা পূর্ব্বে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সপ্তগ্রামের অংশ ছিল; ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখের সন্ধি অনুসারে বাঙ্গালার নবাব নাজিম মীরজাফর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এই স্থান বিক্রয় করেন। ডায়মণ্ড-হারবার, বারুইপুর, আলিপুর, দমদম, বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট ও সাতক্ষীরা এই কয়টী চব্বিশ পরগণার উপবিভাগ।

চবুতরা (হিন্দী) কোতোয়ালের থানা।

চব্য (ক্লী) চর্ব-কর্ম্মণি ণ্যৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ র লোপে সাধু। চবিকা, চই।

"চব্যোগ্রবীজং ত্রিফলা সর্পির্মাংসরসাম্বুভিঃ।"(সুশ্রুত ১.৪৪ অঃ)

চব্যক (ক্লী) চব্য-স্বার্থে কন্। চবিকা। (রাজনি°)

চব্যজা (স্ত্রী) চব্যমিব জায়তে জন-ড টাপ্। গজপিপ্পলী, গজপিপুল। (রাজনি°) [গজপিপ্পলী দেখ।]

চব্যফল (ক্লী) চব্যমিব ফলং যস্য বহুব্রী। গজপিপ্পলী। (রাজনি°)

চব্যা (স্ত্রী) চব্য-টাপ্। ১ চবিকা। (অমরটী° ভরত)

"সর্পির্মধুভ্যাং ত্রিকটু প্রলিহ্য চব্যা বিড়ঙ্গোপহিতং ক্ষয়ার্ত্তঃ।" (সুশ্রুত ৪১ অঃ)

২ বচ। (মেদিনী°) ৩ কার্পাসী, কাপাসের গাছ। (রাজনি°)

চব্যাদি (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত একপ্রকার পাক করা ঘৃত। চক্রদত্তের মতে চই, ত্রিকটু, আকনাদি, ক্ষীর, ধনে, যমানী, পিপ্পলীমূল, বিড্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, চিতা, বিম্ব (তেলাকুচ), ও হরিতকী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত পাক করিবে। ইহার নাম চব্যাদিঘৃত। ইহা সেবনে প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পরিস্রব ও শূলরোগ ভাল হয়। (চক্রদত্ত)

চব্যাদিক্কাথ (পুং) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। চই, মুথা, আতইচ, কচি বেলের শাঁস, শুণ্ঠী, কুড়্‌চির ছাল, ইন্দ্রযব ও হরিতকী একত্র কাথ করিবে; এই ক্কাথ সেবনে বমি ও কফাতিসার নষ্ট হয়।

চশম (পারসী) ১ চক্ষু। ২ কূপ। ৩ উৎস।

চশম্‌খোর (পারসী) ১ যে কিছুই দেখিতে পায় না। ২ অকৃতজ্ঞ, যে উপকার মনে করে না।

চশমখোরী (পারসী) ১ কিছু না দেখা। ২ অকৃতজ্ঞতা।

চশমা (পারসী) ১ পরিবীক্ষণ, নয়নাবরণ। [চস্‌মা দেখ।] ২ উৎস।

চষক (পুং ক্লী) চষতি ভক্ষয়তি পিবত্যনেন চষ-ক্কুন্ (ক্কুন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি। উণ্ ২।৩২।) মদ্যপানপাত্র। পর্য্যায়—গল্বর্ক, সরক, অনুতর্ষণ। যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে যে, রাজাদিগের পানপাত্রের নাম চষক। উহা সুবর্ণ, রজত, স্ফটিক বা কাচনির্ম্মিত গোলাকার, ত্রিকোণ, অষ্টকোণ বা দশকোণ। এই চারি প্রকার চষক চারি প্রকার রাজার পক্ষে প্রশস্ত। চষকটী যাহার ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হইবে, তাহার মুষ্টি-পরিমিত করা উচিত এবং চতুর্ব্বর্ণ রত্নে তাহাকে খচিত করিতে হয়। মৃত্তিকা বা কাল-নির্ম্মিত চষক সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। জঙ্গলবাসী রাজার পক্ষে কাষ্ঠ, ধাতু বা প্রস্তরের চষক মন্দ নহে। (যুক্তিকল্পতরু)

(ক্লী) চষ-কর্ম্মণি ক্কুন্। ২ মধু। ৩ মদ্যবিশেষ। (মেদিনী)

চষ্‌তি (পুং) চষ ভাবে অতি। ১ ভক্ষণ। ২ বধ। ৩ ক্ষয়।

চষা (দেশজ) ১ চাস করা, ভূমিকর্ষণ। ২ যাহা চাস করা হইয়াছে।

চষাণি (দেশজ) ১ ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য। ২ কৃষিকার্য্যের জন্য যে বেতন দেওয়া যায়।

চষাল (পুং ক্লী) চষ্যতে বধ্যতেঽস্মিন্ চষ-আলচ্ (সানসিবর্ণসিপর্ণসিতণ্ডুলাঙ্কুশচষালেল্বলপল্বলধিষ্ণ্যশল্যাঃ। উণ্ ৪।১০৭) যূপকটক, সাঁপি, যূপোপরিস্থ কাষ্ঠ, লৌহনির্ম্মিত বলয়। [যূপ দেখ।] ২ মধুস্থান। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

চষিত (ক্রি) চষ-ক্ত। ১ ভক্ষিত। ২ হৃত। (দেশজ) ৩ যাহা চাস করা হইয়াছে।

চষীপোকা (দেশজ) এক প্রকার পোকা। হাতে, নাভিতে ও লিঙ্গে এই পোকা হয়, তাহাতে কষ্টকর স্ফোটক জন্মে। হাতে হইলে চন্দন এবং নাভি ও লিঙ্গে হইলে মেটে সিন্দুর দিলে চষীপোকা দূর হয়।

চষ্টন (পুং) একজন ক্ষত্রপ রাজা।

চস্‌মা, কাচাদি নির্ম্মিত চক্ষুর আবরণ। প্রধানতঃ একখানি ফ্রেমবিশিষ্ট কাচ কিম্বা তদ্রূপ স্বচ্ছ কোন পদার্থ নির্ম্মিত দুইখণ্ড পরকলা (Lens) মাত্র। ফ্রেমখানি এরূপভাবে গঠিত হয় এবং পরকলা দুইখণ্ড এরূপভাবে তাহার সহিত আঁটা থাকে যে ফ্রেমের মধ্যস্থল নাসিকার উপর স্থাপিত হইলে পরকলা দুইখণ্ড চক্ষুদ্বয়ের উপর পতিত হয় ও আবরণীর ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতা নিবারণের জন্যই সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ চস্‌মা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ সখ করিয়া এবং কেহ কেহ চক্ষুর মধ্যে ধূলি, বালি প্রভৃতির পতন-নিবারণমানসেও চস্‌মা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী চস্‌মাও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে অর্থাৎ পরকলার আকৃতি ও তৎসঙ্গে উহার গুণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। পরকলা ছয় প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট হয়।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
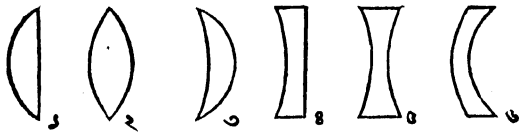
১ সমতল ও ব্যুজপৃষ্ঠবিশিষ্ট অর্থাৎ এক পৃষ্ঠ সমতল ও অপর পৃষ্ঠ ব্যুজ (Plano-convex)। ২—উভয়পৃষ্ঠ ব্যুজ (Double convex)। ইহা দুই প্রকার, উভয় ব্যুজপৃষ্ঠের ব্যাসার্দ্ধ সমান (Equi convex) এবং একের ব্যাসার্দ্ধ অপরের অপেক্ষা ছয় গুণ (Crossed lens)। ৩—একপৃষ্ঠ ফাঁপা অপর পৃষ্ঠ ব্যুজ (Meniscus)। ৪—একপৃষ্ঠ সমতল ও অপর ভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার (Plano concave)। ৫—উভয়দিক্ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার বা ফাঁপা (Double concave)। ৬—একপৃষ্ঠ ব্যুজ ও অপর ভাগ কূর্ম্মাপৃষ্ঠাকার (Concavo convex)। এই ছয় প্রকার পরকলার মধ্যে উভয় পৃষ্ঠ ব্যুজ (Double convex) পরকলা বয়সজনিত খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তির ও উভয়দিক্ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার (Double concave) পরকলা স্বাভাবিক কিম্বা ব্যাধিজনিত খর্ব্বদৃষ্টি অল্পবয়স্কের উপযোগী। এই জন্য কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার ও ব্যুজ পরকলাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দৃষ্টিশক্তির কম বেশি খর্ব্বতা অনুসারে পরকলার কূর্ম্মপৃষ্ঠ ও ব্যুজতার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে।

দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কূর্ম্মপৃষ্ঠ ও ব্যুজ পরকলার প্রয়োজন। কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি লাভ করাই পরকলা বা চস্‌মার মুখ্য উদ্দেশ্য। উভয়দিক্ ব্যুজ (Double convex) ও কূর্ম্মপৃষ্ঠ (Double concave) পরকলার উপরই আলোক লম্ব বা সমান্তরাল ভাবে পতিত হয়, কিন্তু ব্যুজ পরকলার মধ্য ভেদ করিয়া অপর পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইয়া উহা আর সমান্তরাল থাকে না, পরস্পর বক্রভাবে আসিয়া পরকলার কিছু দূরে একটী বিন্দুতে মিশিয়া যায়; ঐ বিন্দুটী অধিশ্রয় (Focus) নামে অভিহিত [নিম্নে ছবি দেখ] ঐ অধিশ্রয় বিন্দুতে আলোকসাহায্যে দৃষ্ট পদার্থের একটী প্রতিমূর্ত্তি উল্টাভাবে পতিত হয় কূর্ম্মপৃষ্ঠ পরকলার (Double concave) উপর আলোক সমান্তরাল ভাবে পতিত হয় ও ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে বাহির হইয়া বিভিন্ন দিকে যাইয়া পরস্পর তফাৎ হইয়া যায়। এই সমস্ত বক্রআলোক রেখাকে বর্দ্ধিত করিলে যে বিন্দুতে মিলিত হয়, উহাই কূর্ম্মপৃষ্ঠ পরকলার উপর পতিত আলোকের অধিশ্রয় (focus)। চাল্‌সে (Presbyopin), বৃদ্ধ বয়সে নিকট দৃষ্টি (Myopia senilis), মণিহীনতা (Aphakia), নিকট দৃষ্টি (Myopia), অস্পষ্টদৃষ্টি (Hypermetropia), ক্ষীণদৃষ্টি (Asthenopia), বিষম বা তির্য্যক্ দৃষ্টি (Astigmatism) প্রভৃতি রোগে চস্‌মা ব্যবহারের দরকার। চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিগণ চাল্‌সে (Presbyopia) রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহাতে দূরদৃষ্টির কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু নিকট দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ দূরাগত সমান্তর রশ্মির অধিশ্রয় (Focus) চক্ষুর মধ্যস্থ চিত্রপত্রের (Retina) উপর না হইয়া উহার বাহিরে হয় এবং এই জন্যই নিকট দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া যায়। এরূপ স্থলে যাহাতে সমান্তর আলোক রশ্মির অধিশ্রয় চিত্রপত্রের বাহিরে না পড়িয়া ঠিক উহার উপর পতিত হয়, সেই উপায় অবলম্বনীয়, কারণ পাতার উপর অধিশ্রয় হইলেই দৃষ্টি ঠিক থাকে, কোন ব্যত্যয় হয় না। উভয় পৃষ্ঠ ব্যুজ (Double convex) চস্‌মার দ্বারা এই দোষ নিবারিত হয়, সুতরাং এ সময়ে উভয় পৃষ্ঠ ব্যুজ চস্‌মার আবশ্যক। তবে চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক সকল ব্যক্তির
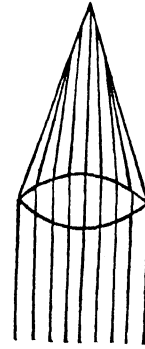
পক্ষে এক চস্‌মা কার্য্যকারী হয় না, কারণ বয়সানুসারে সমান্তর আলোক রশ্মির অধিশ্রয়ও চিত্রপত্রের বাহিরে বিভিন্ন দূরত্বের উপর হইয়া থাকে, সুতরাং বিভিন্ন প্রকার চস্‌মা ব্যবহার করিতে হয়। কত বয়স্ক লোকের চক্ষুতে আলোকের রশ্মির অধিশ্রয় কতদূরে পড়ে, ডাক্তার কিচেনার তাঁহার 'ইকোনমী অব দি আইজ' (Dr. Kitchener's Economy of the Eyes) নামক পুস্তকে এক তালিকা দিয়াছেন।

বয়স			অধিশ্রয়ের দূরতার ইঞ্চি।
৪০	...	...	৩৬
৪৫	...	...	৩০
৫০	...	...	২৪
৫৫	...	...	২০
৫৮	...	...	১৮
৬০	...	...	১৬
৬৫	...	...	১৪
৭০	...	...	১২
৭৫	...	...	১০
৮০	...	...	৯
৮৫	...	...	৮
৯০	...	...	৭
১০০	...	...	৬

Myopia senilis অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে নিকট দৃষ্টি হইলে ন্যুব্জ চস্‌মা ত্যাগ ও কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার (concave) চস্‌মা গ্রহণ করিতে হয়। ছানি তুলিলেও চক্ষুতে মণির অভাব হয়। ইহাতে নিকট ও দূরদর্শনের জন্য দুইখানি ন্যুব্জ চস্‌মা ব্যবহারের আবশ্যক। নিকটদৃষ্টিরোগ ১৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসরের ব্যক্তির ঘটিয়া থাকে। ইহাতে অতি নিকটের পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দূরস্থ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। উপযুক্ত (মাঝারি) কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার চস্‌মা এ রোগের উপযুক্ত ঔষধ।

অস্পষ্ট দৃষ্টিরোগে কি নিকটে কি দূরে কোন স্থানেরই পদার্থ স্পষ্ট দেখা যায় না। এই দোষ থাকিলে চক্ষু ছোট হয়, অল্পবয়স্কের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়, ইহা প্রায়ই পৈতৃক। এ রোগে কূর্ম্মপৃষ্ঠ বা মধ্যনিম্ন চস্‌মা উপকারী। অধিক লিখন পঠন প্রভৃতি চক্ষুর ব্যবহার দ্বারা ক্ষীণ দৃষ্টিরোগ ঘটিয়া থাকে। মধ্যনিম্ন ও কাচকলমের চস্‌মা ইহার উপযোগী।

চক্ষুর পরকলা (lens) সর্ব্বত্র সমানভাবে ন্যুব্জ না থাকায় বিষম দৃষ্টিরোগ ঘটিয়া থাকে, ইহাতে নলাকার (cylindrical) চস্‌মা ব্যবহারে উপকার হয়।

অল্পবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষীণদৃষ্টিরোগ (short-sight) হইলে সমান্তর আলোকরশ্মি তাহাদের চক্ষুর অন্তরস্থ হইয়া চিত্রপত্র পর্য্যন্ত না গিয়াই কেন্দ্রারিত হয় অর্থাৎ রশ্মির অধিশ্রয় হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মধ্যনিম্ন বা কূর্ম্মপৃষ্ঠ চস্‌মা ব্যবহার করিলে স্বাভাবিক স্থলে অধিশ্রয় ঘটে ও দৃষ্টির খর্ব্বতা নষ্ট হয়।

দিবারাত্রির আলোকের তারতম্য জন্য চস্‌মাধারীদিগের বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট চস্‌মা ব্যবহার করা উচিত।

আজকাল কেহ কেহ সভ্যতার জন্য কেহ বা সখ করিয়া সুস্থ চক্ষে চস্‌মা ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ বাহাদুরী লইবার মানসে অথবা লজ্জার অনুরোধে চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াও চাল্‌সে রোগগ্রস্ত হইয়াও চস্‌মা ব্যবহার করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় উভয় প্রকার ব্যক্তিকেই এ জন্য ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হয়।

প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ যে চস্‌মা ব্যবহার করেন, তাহার পরকলা দুইখণ্ড ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগের চক্ষুর উপযোগী ন্যুব্জ বা মধ্যনিম্ন না হইয়া সমতল (plane) হইলেও সুস্থ চক্ষুতে চস্‌মা ব্যবহার করায় তাহাদের চক্ষু এরূপ দূষিত হইয়া উঠে যে উহা প্রকৃত ব্যাধিগ্রস্ত হইলে (চল্লিশের পরই হউক আর অন্য কোন সময়েই হউক) আর কোন প্রকার চস্‌মায় উপকার করে না। তখন তাহাদিগকে চক্ষুরোগের জন্য বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। তাহারা বাল্যাবস্থায় সুস্থ চক্ষুতে চস্‌মা ব্যবহার না করিলে এ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না, কারণ তাহা হইলে রোগের উপযোগী চস্‌মা ব্যবহার করিলে উপকার হইত।

শেষোক্ত ব্যক্তিগণ চাল্‌সে-জনিত দৃষ্টির খর্ব্বতা নিবারণের জন্য চস্‌মা ব্যবহার না করায় তাহাদের দৃষ্টিশক্তি শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়; তখন চস্‌মা ব্যবহার করিলেও কোন ফল ফলে না। চস্‌মা রীতিমত ব্যবহার করিলে চক্ষুর কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না।

চহ্‌লা (দেশজ) অল্প কাদা।

চা (ইচ্ছা শব্দজ) ১ স্পৃহা, বাঞ্ছা। (চীন শব্দ) ২ বৃক্ষবিশেষের পত্র। প্রধানতঃ দুইজাতীয় গুল্ম হইতে চা উৎপন্ন হয়। একজাতি চীনদেশে এবং অপর জাতি ভারত ও দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। দক্ষিণ আমেরিকায় যাহা জন্মে, তাহা * হইতে পারাগুয়া-চা (Paraguay tea) উৎপন্ন হয়।

চীনদেশে চার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, "ধর্ম্ম নামক কোন ব্রাহ্মণসন্ন্যাসী চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তথায় পৌঁছিলে দীর্ঘপথভ্রমণে নিতান্ত ক্লান্ত

* এই জাতীয় গাছকে ইংরাজীতে Holly এবং ভারতে ও পঞ্জাব অঞ্চলে "দন্দ্র" বা "কলুচো" বলে।

হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়েন। নদ্রাভঙ্গের পর তিনি দৌর্ব্বল্য বোধ করিলেন, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ভ্রূ ছিঁড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই চুলে শিকড় গজাইল ও ছোট ছোট গাছ জন্মিল। সন্ন্যাসী ঐ গাছের পাতার স্বাদ গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং ঐ সকল গাছই চা গাছ নামে অভিহিত হইল।"

চীনদেশে Thea chinensis নামক বৃক্ষের চা মিং, কুতু, কু-চা, কিয়া, তু প্রভৃত নামে প্রচলিত। এই সকল নাম হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই দেশে কোন কোন শাক সবজী হইতে চা উৎপন্ন হইত। মিং কথাটা তাংবংশের রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান চীন সাহিত্যেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, এবং চা বাক্সের উপর প্রায়ই মিং লেখা থাকে।

কু-তু ও কু-চা পাতাও আজকাল চা নামে অভিহিত। সম্ভবতঃ "কিয়া" শব্দে বিলাতী চিকোরী (Chicory) নামক গাছও বুঝাইত। এ ছাড়া আর একপ্রকার গুল্ম (Sageretia theezans) আছে। চীন দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চা রপ্তানি হওয়াতে তদ্দেশে চার মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেজন্য দরিদ্র লোকেরা ভাল চা ক্রয় করিতে পারে না। তাই তাহারা চার পরিবর্ত্তে উক্ত গুল্মের (Segeretia theezansএর) পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার সহিত আবার মল্লিকার (Camellia) পাতা মিশ্রিত থাকে। কিন্তু তাহাতে চার অংশ অতি অল্পই পাওয়া যায়। যে ঘরে চা বস্তায় পুরা হয় সেই ঘরে যাহা পরিত্যক্তভাবে থাকে, তাহাও দরিদ্রদের নিকট অল্পমূল্যে বিক্রয় করা হয়। "তু" কথাটার প্রচলন এখন পর্য্যন্ত আছে। হানবংশীয় কোন রাজার শাসনকালে "চা" বর্ণের "তু" উচ্চারণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তদবধি "চা" নামই অধিক প্রচলিত।

য়ুরোপীয় বণিক মহলে নানাজাতীয় চার নাম শুনা যায়। যথা—কাল চা (Black tea), বোহিয়া (Bohea), ব্রিক্ চা (Brick tea), কঙ্গু (Congou) হরিৎ চা (Green tea), বারুদ চা (Gunpowder tea), রাজবারুদ (Imperial gunpowder), হাইসন্ (Hyson), পাক্লি হাইসন্ (Pukli Hyson), হাইসন্ স্কিন্ (Hyson Skin), পিকো (Pekoe), পিকো-সুচঙ্গ (Pekoe Suchong), ফুল পিকো (Flowery Pekoe), সুবাসিত পিকো (Scented Pekoe), পুচঙ্গ (Pouchong) ও সুচঙ্গ (Souchong)। চার ভিন্ন ভিন্ন নাম চীনবাসীদের দেওয়া। রঙ্ ও উৎপত্তিস্থানের নামানুসারে এই সকল নাম রাখা হইয়াছে। উই বা বুই পর্ব্বতে জন্মে বলিয়া বোহিয়া চার নাম হইয়াছে। চীনদেশে কোন বিশেষ চার এই নাম নহে, যদিও কাণ্টন নগরে এক প্রকার খারাপ কাল চা এই নামে প্রচলিত। কিয়াংসু পর্ব্বতে যে সকল হরিৎ বর্ণের চা জন্মে সে গুলিকে সুংগ্লো (Sunglo) বলা হয়।

কাল রঙের চার নিম্ন লিখিত ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে—

পিক্কো বা পিকো (নামের অর্থ সাদাচুল)—ইহার কচি পাতায় একরূপ শাদা রঙের কেশর হয়। লোকে ইহা খুব পছন্দ করে। ইহার স্বাদে একটু বিশেষত্ব আছে। কমলা-পেক্কো (Orange pecco) খুব সুগন্ধি ও পেক্কো হইতে একটু ভিন্ন হাংমুই (Hungmuey) অর্থাৎ লোহিত বদরীফুল—ইহার রঙ্ একটু লাল। সুচঙ্গ ও পিক্কোর আরও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, সেই সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ করিলে রাজভ্রূ, মাংসবর্ণ কেশর, পদ্মনীল, চটকজিহ্বা, দেবদারু, পত্রাদর্শ প্রভৃতি নাম হইতে পারে।

সুচঙ্গ বা সিয়ান্‌চঙ্গ্ শব্দের অর্থ ছোট চারা গাছ বা ছোট জাতি। এইরূপ পুচঙ্গ অর্থে ভাঁজ করা; বস্তা বাঁধার বিশেষ ধরণ হইতে ইহার এই নাম হইয়াছে।

কম্পোই (Compoi) কন্‌পাই (Kan-Pei) শব্দের অপভ্রংশ অর্থ যত্নতপ্ত। চুলান (Chulan)—চুলান নামক ফুলের গন্ধে সুগন্ধি করা হয় বলিয়া কয়েক জাতীয় চাকে চুলান চা বলা হয়। হরিৎবর্ণের চার নাম বড় বেশি নাই।

ভারতবর্ষে দেশভেদে চার নামও ভিন্ন ভিন্ন। কাছাড় জেলায় চার নাম "হুলিচাম্"। গাছের বাকলের রঙ্ হইতে হুলিচাম্ অর্থাৎ শ্বেতকণ্ঠ নাম হইয়াছে। আসামীরা ইহাকে ফ্লেপ বা ক্লেপ বলে। মটকে মিসাফ্লেপ ও আসামের অন্যান্য প্রদেশে চা হিলকাট নামে প্রসিদ্ধ।

চা যে ভারতজাত উদ্ভিদ্ পূর্ব্বে য়ুরোপীয়েরা তাহা জানিতেন না। পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জানিতে পারেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে সার জোসেফ্ ব্যাঙ্কস্ ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরামর্শে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট এক দরখাস্ত করেন, তাহাতে চীনদেশ হইতে চার চারা আনাইয়া বেহার, রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে চার চাষের অধিকার পাইবার কথা থাকে।

১৮১৫ খৃঃ অব্দে কোন বঙ্গীয় লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ভারতের উঃ পূঃ প্রদেশে চা গাছের কথা প্রকাশ করেন। তখন হইতে অনেকেই ভারতে চার সন্ধান পাইয়াছেন। ডাক্তার বুকানান হামিল্টনের মতে, চা আসাম ও ব্রহ্মদেশজাত। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে মাননীয় গার্ডনার সাহেব নেপালপ্রদেশে, ১৮২১ খৃঃ অব্দে মুরক্রফ্ট সাহেব বুসাহরে, ১৮২৪ খৃঃ অব্দে

বিশপ্ হিবার কুমায়ুন প্রদেশে চা দেখিতে পান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসামের কমিশনর ডেভিড্ স্কট্ সাহেবই ১৮১৯ খৃঃ অব্দে এদেশে চা আবিষ্কার করেন। তিনি ভারত গবর্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী জি, সুইন্টন্ সাহেবকে কতকগুলি চার নমুনা মণিপুর হইতে পাঠাইয়া ছিলেন। সেই নমুনা এখনও লণ্ডনের লিনিয়ান্ সভাগৃহে রক্ষিত আছে। মেজর আর ও সি, এ ব্রুস্ নামক দুইভাই প্রথমে তাঁহার নিকট ঐ পাতা আনিয়াছিলেন। ছোট ভাই আসামে ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে হইতে বাণিজ্য করিতেন, পরে ১৮২৬ খৃঃ অব্দে কতকগুলি বীজ ও শাক সবজী লইয়া আসেন। সে সমস্তই চা বীজ ও চা গাছ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

ব্রুস্ সাহেব নাগা পর্ব্বতে চা দেখিতে পান। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় লিখেন যে তিনি পাহাড়ে ও ময়দানে ১২০টী চা ফলাইবার স্থান দেখিয়াছেন।

১৮৩৪ খৃঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ভারতে চার চাষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরের সভায় আবেদন করেন। তদনুসারে ১১ জন য়ুরোপীয় ও ২ জন দেশীয় সভ্য লইয়া এক সভা গঠিত হয়। ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে চার চাষ ভাল হইতে পারে, তদন্ত করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। আসামদেশে চা পাওয়া গিয়াছিল, তাই সভ্যেরা সেই দেশে গিয়া ব্রুস্ সাহেবের অধীনে নানা স্থানে বেড়াইয়া তদন্ত করিতে লাগিলেন। চীন দেশ হইতে চার বীজ ও চারা আনান হয়। প্রথমে কার্য্যের তেমন সুবিধা হয় নাই। নূতন বাগানে যে সকল চা ফলিতে লাগিল, ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে তাহার কতকগুলি নমুনা বিলাতে ডাইরেক্টরদিগের কাছে পাঠান হইল। কিন্তু সেগুলি ব্যবহার্য্য হয় নাই।

যে সকল চা-কর নিযুক্ত হইয়াছিল, চা-প্রস্তুত প্রণালী তাহাদের ভালরূপ জানা ছিল না। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে চীনদেশ হইতে লোক আনান হয়। তাহাদের তত্ত্বাবধানে বেশ সুন্দর চা হইতে লাগিল। ১৮৩৮-৩৯ খৃঃ অব্দে ডাইরেক্টরদিগের নিকট আবার চা পাঠান হয়। এবার চা দেখিয়া তাহারা মোহিত হইলেন। খুব উচ্চ দরে চা বিক্রয় হইতে লাগিল। বণিকেরা আর লোভ সামলাইতে পারিলেন না। চার চাষ সম্বন্ধে পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। আসামদেশে আসাম-চা-কোম্পানি নামে একদল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্ত ভারতগবর্মেণ্ট সরকারী বাগানাদির ⅔ অংশ ঐ কোম্পানিকে অর্পণ করিলেন ও একতৃতীয়াংশ খাসে রাখিলেন। পরে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে অবশিষ্টাংশ একজন চীনদেশীয় ব্যবসায়ীর নিকট ৯০০৲ টাকা মূল্য লইয়া বিক্রয় করেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য ফর্চ্চুন সাহেবকে চীনদেশে প্রেরণ করেন। ভাল ভাল চার বীজ ও নিপুণ চা-কর সেই দেশ হইতে আনার ভারও তাঁহার উপর ছিল।

এখন ভারতের আফগানসীমা হইতে ব্রহ্ম-সীমান্ত পর্য্যন্ত (অক্ষা° ২৫° হইতে ৩৩° উঃ, দ্রাঘি° ৭০° হইতে ৯৫° পূঃ পর্য্যন্ত) চা জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৬৬৭ হস্ত উপরে কোন কোন স্থানে, হিমালয়ের পাদদেশে ১৩৬৭ হাত উপরে, ব্রহ্মপুত্রের তীরে, আসাম, ঢাকা, কোচবিহার, চাটগাঁ, ছোটনাগপুর, দার্জ্জিলিং, তরাই, কাঙ্গড়া, গড়বাল, কুমায়ুন, কাছাড়, শ্রীহট্ট, দেরা, হাজারিবাগ ও নীলগিরিতে যথেষ্ট চা জন্মে।

জাপানীদের "স্বর্গীয় চা" Hydrangea Thunbergii নামক বৃক্ষেরই পাতা। সাস্তাফি দেশে Astoria theiformis নামক গাছের পাতা চা রূপে ব্যবহৃত হয়। ধারক গুণবিশিষ্ট Ceanothus Americanus গাছের পাতা নব জার্সি চা (New Jersey tea) নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Sterculia acuminata নামক গাছের পাতা কোলা চা এবং হাব্সী দেশের কাঠা (Catha edulis) নামক গাছের পাতা হাব্সি-চা (Abyssinian tea) নামে ব্যবহৃত হয়।

Melaleuca, Leptospermum, Corræa alba, Acœna sanguisorba, Glaphyra nitida এবং Athenosperma moschota গাছের ছাল হইতে তাস্মানীয়া চা এবং মরিচ দ্বীপের Augricum fragrans নামক কোন সুগন্ধি লতা হইতে ফহম্ চা (Faham tea) প্রস্তুত হয়।

ইতিহাস।—বহুকাল হইতে চীনদেশে চা-পান প্রচলিত। চীনদের নিকট হইতে অপরজাতি চার গুণাগুণের প্রকৃত সন্ধান পাইয়াছে। সুলিমান্ নামক কোন আরববণিক ৮৫০ খৃঃ অব্দে পূর্ব্বদেশের ভ্রমণবৃত্তান্তে চার উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যাক্ফার্সন্ তাঁহার "ভারতবর্ষের সহিত য়ুরোপীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে" এই বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে চীনদের সাধারণ পানীয় দ্রব্য চা। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ চীন ও জাপানদেশে গমন করেন। ইঁহাদের তত্তদ্দেশে পরিভ্রমণের পূর্ব্বে "চা পান" প্রথার আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বটেরো (Botero) ১৫৯০ খৃঃ অব্দে চার বর্ণনা করিয়াছেন।

তেক্সাইরা (Taxeira) নামক একজন পর্তুগীজ ১৬০০ খৃঃ অব্দে মলক্কাদ্বীপে শুষ্ক চার পাতা দেখিয়াছিলেন। ওলিরিয়স্ (*Ollarius*) ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে পারস্যবাসীদের মধ্যে চার ব্যবহার দেখেন ; উজ্‌বেক্ বণিকেরা চীন দেশ হইতে ঐ চা লইয়া যাইত। য়ুরোপে ওলন্দাজ বণিকেরাই প্রথমে চার আমদানী করেন। পরে আমষ্টার্ডম্ হইতে চা লণ্ডনে নীত হয়। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টের কোন বিধিতে চা, কফি ও চকোলেট (chocolate)এর উল্লেখ আছে। সেই আইনে চকোলেট, সরবৎ ও চার ব্যবসায়ে প্রতি গ্যালনে ৮ পেন্স হিসাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে। চা তখন লোকের নিকট কেমন একটী নূতন জিনিস ছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত চা অতি অল্প পরিমাণেই আমদানী হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে রাজোপ-হারের জন্য /১ সের চা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে কোম্পানি প্রায় ৫৮৮৬৷৷০ চা ইংলণ্ডে লইয়া যান এবং তখন হইতেই ইহার ব্যবসা সম্বন্ধে লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু পরবর্ত্তী ছয় বৎসরে চা ৫/৫ এর অধিক আমদানী হয় নাই। মাইবরণের "প্রাচ্যবাণিজ্য" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে ১৭১১ খৃঃ অব্দে প্রায় ১৭৭৫ মণ, ১৭১৫ খৃঃ অব্দে প্রায় ১৫০৭৷৷০ মণ, ১৭২০ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৩৭৩৮ মণ এবং ১৭৪৫ খৃঃ অব্দে প্রায় ৯১৪৬৷৷৪৷৷০ চার কাট্‌তি হয়। দেড়শত বৎসরেরও অধিক কাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের চা সরবরাহ করিয়াছিলেন। কোম্পানির বৃহৎ ব্যবসা ছিল। তাহাদিগকে চা আমদানীর জন্য জাহাজ দিতে হইত ও এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী চা গুদামে মজুদ রাখিতে হইত।

বর্ত্তমান সময়ে চার অতি বৃহৎ বাণিজ্য চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে চার মূল্য হ্রাস ও মাদক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে চার প্রচলন হওয়ায় ইহার প্রয়োজনও অনেক বাড়িয়াছে। এক মাত্র গ্রেট্ ব্রিটনে ১৮৮২ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৬৩৮৫০৪৷৷০ মণ চার আমদানী হয়। ইহার বার আনা অংশ চীনদেশ হইতে আসে এবং দেশের ব্যবহারের জন্য প্রায় সমান পরিমাণ চা রাখা হয়। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের প্রত্যেক লোক বৎসরে গড়ে ৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় /২৷৷০ সের চা ব্যবহার করে।

চাষ।—চার বীজ বিলাতী হথর্ণ (Hawthorn) বীজের মত। চীন দেশে নানাবিধ চা গাছ জন্মে। পরস্পরের বিভিন্নতা অল্পই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর ইহার বীজ সংগৃহীত হয়। একই বীজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বপন করিলে কিছু কাল পরে ফসলের মধ্যেও কিছু কিছু বিভিন্নতা হইয়া যায়। স্থানবিশেষে বীজ হইতে ভাল চাও হইতে পারে, আবার স্থান বিশেষে মন্দও হইতে পারে। এ জন্য চার বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে খুব উৎকৃষ্ট চার বীজই সংগ্রহ করা উচিত।

সার জন্ ডেভিস্, ফরচুন্ এবং আর্চ ডিকন্ গ্রে চীন-দেশে যে রূপে চার চাষ হইয়া থাকে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। আর্চ্চ ডিকন্ গ্রে বলেন, যে চীন দেশে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে চার বীজ সংগৃহীত হইয়া থাকে। বীজগুলি ভাল করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে পুনরায় সেই সকল বীজ ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া কাপড়ের বস্তায় পুরিয়া রন্ধনশালা কি অপর কোন উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। কিছু শুষ্ক হইলে বীজগুলি আবার ভিজাইতে হয়। এই রূপে বীজগুলি অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলে। তৎপরে মাদুর কি অন্য কোন জিনিসের উপর পাতলা মাটির স্তর করিয়া অর্দ্ধ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অঙ্কুরিত বীজগুলি স্থাপন করিতে হয়। প্রথম চারি দিন বীজ গুলিকে সকালে সকালে জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে খুলিয়া রাখা হয়, আবার রাত্রিতে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। পঞ্চম দিবসে অঙ্কুরগুলি ৪ হাত পরিমাণে উচ্চ হইলে ইহাদিগকে ২ ইঞ্চ অন্তর মাটিতে রোপণ করিতে হয়। পার্ব্বত্য ভূমিতে জলনিষ্কাসনের সুবিধা হয় বলিয়া ময়দান অপেক্ষা পাহাড়ে চার চাষ ভাল হইয়া থাকে।

তৃতীয় বৎসরের শেষ ভাগে চার প্রথম ফসল হয়। তৎ-পূর্ব্বে কাটিলে চা নষ্ট হইতে পারে অথবা ফসলের খুব অনিষ্ট হইতে পারে। তিন বৎসর পর যদি বৎসর বৎসর চা কাটা না হয় তাহা হইলে প্রত্যেক পরবর্ত্তী বৎসরে অতি অল্প পরিমাণে বা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য চা জন্মিবে। বৎসরে তিন বার করিয়া চা তুলিতে হয়।

প্রথম বারে বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে, দ্বিতীয় বারে জ্যৈষ্ঠ মাসে, এবং তৃতীয় বার তাহার একত্রিশ দিন পরে চা তুলিতে হয়। খুব সাবধান হইয়া তুলিবে। পাতা তুলিবার সময় যেন গাছের কোন অনিষ্ট না হয়। ৮।১০ বৎসর পরে গাছ গুলিতে আর ভাল পাতা জন্মে না, কেবল দুই একটী মোটা পাতা বাহির হইয়া থাকে। তখন চাকরেরা গাছ গুলির গোড়া কাটিয়া ফেলে ও তাহাতে পরবর্ত্তী গ্রীষ্মকালে নূতন অঙ্কুর জন্মে।

পাতা তুলিবার পূর্ব্বে শ্রমজীবিদিগকে হাত ধুইয়া

আসিতে হয়। তাহারা পাতাগুলি কুড়াইয়া এক প্রকার ঝুড়িতে রাখে। দক্ষ শ্রমজীবিদিগের মধ্যে একজন /৫ হইতে /৬॥ সের পাতা কুড়াইতে পারে। তাহারা পাতা তুলিবার সময় বেশ চাতুর্য্য দেখাইয়া থাকে,—একবারে একটীর বেশি পাতা তুলে না।

কংগু চা প্রস্তুত প্রণালী।—কোন খোলা জায়গায় পাতাগুলি ছড়াইয়া বায়ুতে শুকাইয়া লইতে হয়। তৎপরে শ্রমজীবিরা পাতাগুলি ২।৩ ঘণ্টাকাল পা দিয়া মাড়াইয়া লয়। ইহাতে পাতাগুলির সব রস বাহির হইয়া যায়। তাহার পর পাতাগুলি আবার একত্র জমা করিয়া কাপড় দিয়া এক রাত্রি ঢাকিয়া রাখে। ইহাতে পাতাগুলি হইতে একটা উত্তাপ বাহির হয় ও হরিৎবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া কাল কি ধূসরবর্ণ ধারণ করে, একটু সুগন্ধ বাড়ে ও স্বাদে একটু বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। তাহার পর শ্রমজীবিরা পাতাগুলি দুই হাতে বিশেষ রূপে ঘষিয়া লয় ও রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। বর্ষাকাল হইলে কাঠের কয়লার আগুনে ভাজিয়া লয়। এই অবস্থায় কারখানার মালিকদের নিকট চা বিক্রয় করা হয়। তাহারা পুনরায় দুই ঘণ্টাকাল আগুনে ভাজিয়া লয় এবং খারাপ পাতাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া ভাল চা কাগজে মোড়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখে। বর্ণের বিভিন্নতানুসারে কালপাতা ও লালপাতা কংগু, উনানকংগু, নিংচোকংগু ও হোচোকংগু প্রভৃতি নামে চা অভিহিত। হুপে প্রদেশে নানা প্রকার কংগু জন্মে, ইহাদিগকে উপককংগু বলে। হংকো বন্দর হইতে এই সকল চা রপ্তানি হয়। হোনান দেশে উনানকংগু জন্মে। ইহার পাতাগুলির রঙ্ কাল, একটু শাদার আভাও আছে এবং কোন কোন স্থলে লাল রঙ্ও দেখা যায়।

কিয়াংসি প্রদেশের উত্তরপশ্চিমভাগে নিংচোকংগু জন্মে। ইহার উৎকৃষ্ট জাতি উনিং প্রদেশে উৎপন্ন হয় এবং কাণ্টন ও হংকো সহরে সাধারণতঃ বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার পাতা কালরঙের ও একটু ধূসরবর্ণের আভাযুক্ত। কিয়াংসি প্রদেশের উত্তরপূর্ব্ব বিভাগে ও বোহিয়া পর্ব্বতের উত্তরাংশে 'হো হাউ' চা জন্মে। এই চার অধিকাংশই বিক্রয়ের জন্য কিউকিয়াং নগরে এবং অল্প পরিমাণে কাণ্টন, সেজ্যাই ও ফুচু নগরে প্রেরিত হয়। হো-হাউ চা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কালপাতা চার মধ্যে উপক জাতীয় চাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উনান চা নিংচো হইতে ভাল। ফোহকিএন্ গাছ হইতে ছোট ছোট লাল ও ধূসরবর্ণের চা জন্মে। ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতিকে "কাইসন্" বলে এবং শামা নগরের নিকটস্থ কোন স্থান হইতে ইহার আমদানী হয়। এই সকল চার প্রধান বিক্রয়স্থান ফুচু নগর। কিন্তু যে গুলি ফোকিএন্ প্রদেশের দক্ষিণাংশে জন্মে, সে সমস্ত চা আময় নগরে প্রেরিত হয়। কোয়াংটাং প্রদেশে যে কংগু জন্মে, তাহার নাম তেসান্ কংগু। ইহার পাতাগুলি লম্বা লম্বা ও শক্ত শক্ত, রঙ্ কাল ও ধূসরবর্ণের আভাযুক্ত। মকাও নগরেই এই চা অধিক বিক্রয় হয়।

কয়েক বৎসর হইল লালপাতা কংগুর একটী অতি উৎকৃষ্ট নকল বাহির হইয়াছে। ইহার পাতাগুলি ছোট ছোট। কাণ্টন সহর হইতে এই চা ইংলণ্ডে আনীত হয় এবং কতক কতক আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও পাঠান হয়। ইহার এক এক বাক্সে ॥০ মণ হইতে ৫০ মণ অবধি চা থাকে। তেসান্‌কংগু এক এক বাক্সে ।০ সের হইতে ।৫ সের অবধি ও কালপাতাকংগু ১/২॥০ হইতে ১।৫ চা পূরা থাকে।

লালপাতা কংগুর ন্যায় সুচঙ্গ চায়ও রঙ্ একটু লালচে অথবা পিঙ্গলবর্ণ হয়। সুচঙ্ চা প্রায় কংগুর মত। ফোকিএন্ প্রদেশের উঃ পূঃ বিভাগে ভাল সুচঙ্ জন্মে। ইহারও প্রস্তুতপ্রণালী কংগু প্রস্তুত প্রণালীর অনুরূপ।

ফুল পিকো—ইহা দেখিতে বড় সুন্দর, কিন্তু বেশি হয় না। পাতার কুঁড়ি হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। কুঁড়িগুলি তুলিয়া তখনই রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। কারখানার লোকেরা শুক্‌না পাতা কিনিয়া সামান্য আগুনে ভাজিয়া লয় ও পরে বস্তায় পুরিয়া রাখে। পাতাগুলি দেখিতে পাখীর কোমল পালখের মত। কতকগুলি হল্‌দে আর কতকগুলি কাল। ফুচু হইতে ইংলণ্ডে ইহা রপ্তানী হয়। কিছু কিছু কাণ্টন হইতেও যায়।

উলং—ফোকিএন্ প্রদেশে এই চার উৎপত্তি। ফুচু ও আময়বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণে উলং আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত হয়। ইহার পাতাগুলি তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। পরে জলে ভিজাইয়া কংগুর মত ভাজিয়া লইতে হয়। চা-করেরা এই অবস্থায় ব্যবসাদারের নিকট চা বিক্রয় করে। তাহারা বোঁটা ও খারাপ পাতাগুলি বাছিয়া ফেলিয়া আবার জলে ভিজায় ও পরে ভাজিয়া লয়। তৎপরে কতকগুলি করিয়া পাতা জড় করে ও সেই জড়ান পাতাগুলি একত্র মিশাইয়া পুনরায় ভাজিয়া লয়। পাতাগুলি দেখিতে হল্‌দে, মধ্যে মধ্যে একটু একটু কাল ও মেটে সবুজ রঙেরও আভা দেখা যায়। পাতাগুলির আকার এক রকমের নয়, একটু শক্ত খস্‌খসে রকমের অথচ জড়ান নয়।

সুগন্ধি কমলা পিকো—ফোকিএন্ ও কোয়াংটং প্রদেশে এই চা প্রস্তুত হয়। যে সকল চা কোয়াংটং প্রদেশে প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে কাণ্টনসুগন্ধি-কমলপিকো বলে। আর যে সকল ফোকিএন্ প্রদেশে প্রস্তুত হয়, সে গুলিকে ফুচুসুগন্ধি-কমলাপিকো বলে। প্রথমে পাতাগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। তাহার পর শ্রমজীবিরা পাতাগুলি দুই হাতে ভাল করিয়া ঘষে। ইহাতে পাতাগুলি একটু জড়ান হয়। এই অবস্থায় পাতাগুলি কাণ্টন ও ফুচুর বাজারে প্রেরিত হয়। সেখানকার লোকেরা অল্প আগুনে পাতাগুলি ভাজিয়া মল্লিকাফুলের সহিত মিশ্রিত করে। তৎপরে পাতাগুলি সুগন্ধি বোধ হইলে চালুনি দ্বারা ফলগুলি পৃথক্ করিয়া লইতে হয়। ভালরূপে সুগন্ধি করিতে হইলে দুই-বার এই প্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ফুচু প্রদেশের সুগন্ধি কমলা চা ছোট ছোট ও খুব জড়ান জড়ান থাকে। দেখিতে হল্‌দে রঙের, মধ্যে মধ্যে অল্প পিঙ্গল, তাহাতে কাল আভাও আছে। কাণ্টন-সুগন্ধি-কমলা চা লম্বা লম্বা, জড়ান জড়ান ও দেখিতে কাল। কখন কখন হল্‌দে ও সবুজ রঙেরও দেখা যায়। সুগন্ধিকমলাপিকো বাক্সে বন্ধ থাকে এবং ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। কতক পরিমাণে ফুচু হইতে অষ্ট্রিলিয়ায়ও যায়। এখন ভারতেও অল্প আমদানী হইতেছে।

সুগন্ধি কেপার—সুগন্ধিকমলাপিকোর ধরণে ইহাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার পাতাগুলি বর্ত্তুলাকার সুগন্ধি কমলাপিকো হইতে চালুনি সাহায্যে পৃথক্ করিতে হয়। ফুচুতে যে সব প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় হল্‌দে পিঙ্গলবর্ণ বা কাল। কাণ্টন নগরে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা কাল বা পিঙ্গল বর্ণ। তবে কখনও কখনও হল্‌দে ও সবুজ রঙেরও হইয়া থাকে।

সুগন্ধিকরণ।—ফর্চুন সাহেব চীন দেশে এইরূপে চা সুগন্ধি করিতে দেখিয়াছিলেন। কোন ঘরের এক কোণে স্তূপাকারে কমলাফুল রাখে। একজন লোক চালুনি দ্বারা সেই ফুলরাশি হইতে ছোট ছোট কেশরগুলি পৃথক্ করিয়া ফেলে। তাহাতে সেই ফুলরাশির শতকরা ৭০ ভাগ থাকে ও ৩০ অংশ ফেলিয়া দেয়। কমলা ব্যবহার করিতে হইলে খুব ভাল ফুটন্ত ফুল দরকার। কিন্তু মল্লিকা ফুল মুকুলিতাবস্থায় ব্যবহৃত হইতে পারে; চার সহিত মিশাইলে পর সেই মুকুল ফুটিতে থাকে ও গন্ধ বাহির হয়। এইরূপে প্রায় ১।০ মণ চার সঙ্গে ॥০ মণ ফুল মিশান হয়। তৎপরে শুষ্ক চা ও ফুল মিশাইয়া ২৪ ঘণ্টা কাল এই ভাবেই রাখে। চালুনি সাহায্যে দুই তিন বার ঝাড়িতে ঝাড়িতে ফুলগুলি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই রূপে চা হইতে ফুলের রস যাহা কিছু লাগিয়া থাকে, তাহা শুকাইবার জন্য কাঠের কয়লার আগুনে চা ভাজিয়া লয়। চার গন্ধ বড় বাহির হয় না, পরে কিছু কাল ঢাকিয়া রাখিলে ক্রমশঃ গন্ধ বাহির হইতে থাকে। কখন কখন দুই তিন বার এইরূপ করিলে পর চার গন্ধ বাহির হয়। চীনবাসীরা নানাজাতীয় ফুলে চা সুগন্ধি করিয়া থাকে।

চা সুগন্ধি করিতে সকল ফুল সমান পরিমাণে লাগে না। হাইসন্‌পিকো নামক চা খুব মূল্যবান্ ও সুস্বাদু, এমন কি দুধ চিনি ছাড়াও পান করা যায়। তাহা চীনের কুইহ্ব (Olea fragrans) ফুলে সুগন্ধি করা হয়। ফুলের জাতি অনুসারে ইহার সুগন্ধের স্থায়িত্বের তারতম্য ঘটে। ঐ ফুলের গন্ধ প্রায় এক বৎসরকাল স্থায়ী। দুইবৎসর পর আর চার গন্ধ থাকে না, অথবা একরূপ খারাপ তৈলগন্ধ বাহির হয়। কমলাফুল ও চীনের মলি নামক ফুলে যে সব চার সুগন্ধি করা হয়, তাহাদের গন্ধ দুই তিন বৎসরকাল থাকে। এ ছাড়া সিউহিন্স্ ফুলের গন্ধও তিন চারি বৎসর স্থায়ী হয়। বিদেশীরা সিউহিন্স্ ফুলের গন্ধই বেশি আদর করে। কিন্তু চীনবাসীরা এই গন্ধ তেমন ভাল বাসে না।

গুণ।—চা ধারক ও উত্তেজক। পরিশ্রমের পর পান করিলে খুব আরাম বোধ হয়। চার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা পান করিলে অধিক রাত্রি জাগরণ করা যায়। এই গুণটী হরিৎবর্ণের চাতেই বিশেষ লক্ষিত হয় ও যাহাদের চা পানের অভ্যাস নাই তাহাদের উপরই বিশেষ কার্য্যকরী হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা হৃদয় ও রক্তাধারকে খুব স্নিগ্ধ রাখে। ডাক্তার বাইলিং বলেন—চা ও কফি স্নিগ্ধকারক, উত্তেজক, ঔষধের নেশা নিবারক, শ্রান্তিনাশক ও অন্যান্য মেদোরোগ-নিবারক। অধিক পরিচালনা দ্বারা মস্তিষ্কের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলে চা পানে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়।

সার হাম্ফ্রি ডেভির মতে হরিৎবর্ণের চাতে টানিন (Tannin) অর্থাৎ অম্ল ও সঙ্কোচক পদার্থ অধিক এবং কাল চাতে এক প্রকার উদ্বেয় তৈল অধিক দৃষ্ট হয়। ডাক্তার লিবিগের মতে চা হইতে যকৃতের স্রাবের মত এক প্রকার রস ক্ষরণ হয়।

চাইট (দেশজ) গবাদির পদাঘাত।

চাইম, পার্ব্বতীয় ত্রিপুরারাজ্যে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। আঠারমুরা পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া উক্ত রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তের নিকট গোমতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

চাইবাসা, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সিংহভূম জেলার

একটী প্রধান নগর। সমতল ভূমি হইতে উচ্চস্থানে অক্ষা° ২২° ৩২´ ৫০´´ পূঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৫০´ ৫৭´´ উঃ মধ্যে অবস্থিত। এখান হইতে রোড়ো নদীর দক্ষিণতট দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত থাকায় স্থানটীর দৃশ্য বড় মনোরম। পরিমাণফল ৬৪০ একর। এখানে সহস্রাধিক বাটী আছে। তন্মধ্যে ডেপুটী কমিসনরের কুঠি, থানা, জেলখানা, ডাকঘর, গবর্মেণ্ট স্কুল ও দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রধান। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বড়দিন উপলক্ষে এখানে বড় মেলা হয়। তাহাতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার জিনিস আমদানী হইয়া থাকে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অসভ্য লোকদিগের সহিত তসর, গুটী ও অন্যান্য জিনিসের কারবার চালাইবার উদ্দেশ্যেই এই মেলা আরম্ভ হয়। এখানে তসর, রেসমের গুটী, কাপড় ও শস্যের ব্যবসা আছে। মিউনিসিপালিটীর যত্নে নগরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখানে প্রতি অধিবাসীকে গড়ে ।৶০ হিসাবে কর দিতে হয়।

চাউনি (দেশজ) দৃষ্টি, অবলোকন।

চাউল (দেশজ) তণ্ডুল। [তণ্ডুল দেখ।]

চাওন (দেশজ) ১ যাচ্ঞা, প্রার্থনা করা। ২ দেখা।

চাওপুর, বদায়ুন জেলার রাজপুর পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। গঙ্গার বামকূলে এবং বদায়ুন্ নগর হইতে ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতি বর্ষ কার্ত্তিক মাসে এখানে এক মেলা হয়, তাহাতে প্রায় বিশ হাজার যাত্রী আসিয়া থাকে।

চাওয়া (দেশজ) ১ যাচ্ঞা, প্রার্থনা। ২ অবলোকন।

চাওর্ (আরবী) চিন্তা, ভাবনা।

চাংভকার, ছোটনাগপুরের মধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। অক্ষা° ২৩° ২৯´ হইতে ২৩° ৫৫´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩৭´ হইতে ৮২° ২০´ ৩০´´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৯০৬ বর্গ মাইল।

এই রাজ্য গিরি, দরী ও অধিত্যকাময়, তাহার উপর বিশাল শালজঙ্গল ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার গিরিমালা সর্পাকারে উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে মিশিয়াছে।

ছোটনাগপুর বিভাগের পশ্চিমাংশের শেষভাগে এই রাজ্য, ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমায় বাঘেলখণ্ড রাজ্য এবং পূর্ব্বে কোরেয়া বা কোড়েয়া রাজ্য। এই স্থানও কয়লাসংযুক্ত প্রস্তরময়। কোড়েয়ার মত এখানেও ভাল কয়লা উৎপন্ন হয়।

গিরিদরী দ্বারা দুর্ভেদ্য হইলেও পিণ্ডারী ও মরাঠাদিগের উপদ্রবে এই ক্ষুদ্র রাজ্য যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। সেই উপদ্রব নিবারণের জন্যই এখানকার সর্দ্দার রেবায় রাজপুত সর্দ্দারদিগকে ৮ খানি সীমান্ত গ্রাম ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখানকার সর্দ্দার কোরেয়া-রাজবংশসম্ভূত।

এই রাজ্য মধ্যে বনাস্ ও নেউর নামে দুইটী মাত্র নদী আছে, তাহাতে নৌকাদি চলে না। দুইটী জঙ্গল ভেদ করিয়া দুইটী গিরিসঙ্কট গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে এখানকার শালবনে অনেকে গবাদি চরাইতে আনে, তজ্জন্য এখানকার রাজাও বেশ কর আদায় করিয়া থাকেন।

জনকপুরে কতকগুলি মেটে ঘর আছে, তাহাই এখানকার রাজভবন। রাজার বার্ষিক আয় প্রায় ৩০০০৲ টাকা। তাঁহাকে কেবল ৩৮০৲ টাকা কর দিতে হয়।

এখানকার হরচোকা গ্রামে পাহাড়খোদা গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আছে, বোধ হয় পূর্ব্বে সেগুলিতে মন্দির ও বিহার ছিল। চাংভকারের বর্ত্তমান অধিবাসীদের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় না, যে তাহাদের কোন পুরুষ ঐ সকল অসাধারণ কীর্ত্তি করিয়া থাকিবে। নিশ্চয়ই পূর্ব্বকালে এখানে কোন উন্নত ও পরাক্রান্ত রাজা বা জাতির বাস ছিল, তাঁহারাই পাহাড় খোদাই করিয়া মন্দির অথবা আশ্রমাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে।

এখানে বহুসংখ্যক হিন্দুর বাস। গোঁড়, মুআসি, কুরু প্রভৃতি অসভ্য জাতিও এখানে হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে।

চাঁই (দেশজ) ১ প্রধান, মূলীভূত। যথা—ইনি এ বিষয়ের চাঁই। ২ ডেলা। যথা—"গোপাল একটী চাঁই তুলিয়াছে।" ৩ মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ, বংশ শলাকা দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয়। মাছ ইহার মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না। ৪ চোর, ডাকাত প্রভৃতি দুষ্ট লোকদিগের দলপতি।

চাঁই, মধ্যবঙ্গ ও বেহারবাসী এক নীচ জাতি। চাই অথবা বড়চাই নামেও অভিহিত। চাষ ও মাছধরা ইহাদের উপজীবিকা। অযোধ্যা প্রদেশে থারু, নট, ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির সহিতও ইহাদের দেখা যায়। য়ুরোপীয় মানবতত্ত্ববিদ্গণের মতে ইহাদের মুখের ভাব অনেকটা মঙ্গোলীয় ছাঁচে ঢালা। ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি গোত্র আছে। যথা—ভারদ্বাজী, চরণবংশী, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বয়স্থার বিবাহ প্রচলিত আছে। সচরাচর দশনামী গোস্বামীরাই ইহাদের গুরু। মৈথিল বর্ণব্রাহ্মণগণ এই জাতির পৌরোহিত্য করে।

অযোধ্যার চাঁইরা মহাবীর, সত্যনারায়ণ ও দেবীপাটনের উপাসক। বেহারের চাঁইগণ পাচপীরকে মানিয়া চলে।

আবার বঙ্গে এই জাতি কোইলাবাবার পূজায় অনুরক্ত। সকল উৎসব ও আমোদ প্রমোদে ইহাদের মদ না হইলে চলে না। ইহারা বরাহমাংস খাইতে বড় ভালবাসে।

ইহাদের মধ্যে কোন রমণী ভ্রষ্টা হইলে সে সমাজচ্যুত হয়, কিন্তু স্বজাতি মধ্যে একটী ভোজ দিলে আর তাহার কোন দোষ থাকে না। ভ্রষ্টা রমণীকে তাহার পতি পরিত্যাগ করিলে সে তাহার প্রণয়ীকে বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা বিন্দ, ভুনিয়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা সমাজে হীন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই জাতি কৃষিকর্ম্ম ও খদির প্রস্তুত করে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহারা ডালকলাই বিক্রয় করিয়া থাকে।

ভুনিয়া ও মল্লাদিগের মধ্যেও চাঁই নামে এক শাখা আছে। বাঙ্গালাবিভাগে প্রায় লক্ষাধিক চাঁই বাস করে।

চাঁইপুর, বঙ্গের শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা: ২৫° ২'১৫" উঃ, দ্রাঘিঃ ৮৩° ৩২'৩০" পূঃ। ভবুয়ার ৩।০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

ঐতিহাসিক হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন, "চান্দু নামে এক চেরুরাজভ্রাতা এখানে বাস করিতেন, তাঁহার নাম হইতে ইহার নাম হয় চান্দপুর। তাহার অপভ্রংশে এখন চাঁইপুর নাম হইয়াছে।" (Statistical Account of Bengal, vol. XI. p. 212.

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় চান্দপুরের অপভ্রংশ না হইয়া চামুণ্ডাপুরের অপভ্রংশে চাঁইপুর নাম হইয়াছে। এখানে প্রবাদ আছে সত্যযুগে অসুররাজ শুম্ভনিশুম্ভের চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুইজন সেনাপতি ছিল। অসুরনাশিনী পার্ব্বতী উভয়কে বিনাশ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন। এখনও এই চাঁইপুরের আড়াইক্রোশ পূর্ব্বে মুণ্ডেশ্বরী নামে ভগবতীর এক মন্দির দৃষ্ট হয়।

আবার কাহারও বিশ্বাস কটুনী নদীতটে গোরোহাট নামক স্থানে মণ্ড নামে এক চেরুসর্দ্দারের রাজত্ব ছিল। চণ্ড তাঁহারই ভ্রাতা। চেরুরা গণেশ, হনুমান্, হরগৌরী ও নারায়ণ মূর্ত্তির পূজা করিত। এখনও সেই সকল দেবমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ নানাস্থানে দৃষ্ট হয়।

গোরোহাটের মধ্যে মুণ্ডেশ্বরীর মন্দির বিখ্যাত। যদিও ঐ মন্দিরের এখন নিতান্ত ভগ্নাবস্থা, কিন্তু এখনও তাহাতে মহিষমর্দ্দিনী ও শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছে। প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তির ন্যায় ঐ মহিষমর্দ্দিনীর কেশপাশ ও কর্ণদ্বয় আছে। এ ছাড়া মন্দিরের গায়ে নর্ত্তক, বাদ্যকর প্রভৃতির নানা মূর্ত্তি দেখা যায়।

চাঁইপুরের হিন্দুরাজগণ চেরুদিগকে তাড়াইয়া দেন। তাঁহারা রাজপুতবংশীয় ও বহুকাল এখানে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন। তাঁহারা এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহার চারিদিকে গড়খাই ও বপ্রশোভিত। সেই প্রাচীন দুর্গ আজও রহিয়াছে। প্রায় আড়াইশত বর্ষ হইল, পাঠানেরা এখানকার হিন্দুরাজকে তাড়াইয়া দুর্গ ও নগর অধিকার করেন; এখনও পাঠানদেরই অধিকারে আছে। সুপ্রসিদ্ধ সেরশাহ সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। এখানকার পাঠানসর্দ্দার ইখ্তিয়ার খাঁর পুত্র ফতেখাঁর সহিত সেরশাহের কন্যার বিবাহ হয়। ফতেখাঁর গোরস্থানের উপর একটী সুন্দর মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে।

চাঁইপুর নগরটী অতি মনোরম স্থান, এখান হইতে বিশাল ক্ষেত্র ও পাহাড় নয়নগোচর হয়।

মুসলমান আক্রমণের পর চাঁইপুরের হিন্দুরাজ সুরানদীর তীরে আসিয়া নিজ নামে এক নগর পত্তন করেন ও তথায় বাস করিতে থাকেন।

চাঁইপুর, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী বিখ্যাত গ্রাম। অক্ষা° ২৫° ৪১'২৮" উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ৩৬'১৬" পূঃ। পূর্ব্বে এখানে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল, তাঁহাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা হিন্দুমাত্রেই অতি সম্মানের সহিত গ্রহণ করিত। এখন আর তেমন পণ্ডিতমণ্ডলী নাই, তবে অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে।

চাঁচ (চক্রাশব্দজ) নলনির্ম্মিত আস্তরণ, দরমা।

চাঁচড়া, যশোর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম ও চাঁচড়ারাজগণের রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ৯' ০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ১৪' ৪৫" পূঃ, যশোর নগরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

রাজভবনের জন্য এই স্থান বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। এই রাজভবনে চাঁচড়া বা যশোর-রাজবংশের বসবাস।

ভবেশ্বর রায় হইতে চাঁচড়ারাজবংশের সৌভাগ্যোদয়। ভবেশ্বর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন ও খান্-ই-আজমের অধীনে একজন সৈনিকের কর্ম্ম করিতেন। তিনি সৈয়দপুর, আজমপুর, মুড়াগাছা, মল্লিকপুর এই চারিটী পরগণা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ঐ পরগণা কয়টী রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভবেশ্বর রায়ের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মহতাব্রামরায় ১৫৮৮ হইতে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তরাধিকার উপভোগ করেন। তাঁহার সময়ে মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে তিনি মানসিংহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি উক্ত চারিটী পরগণা স্থায়ীরূপে ভোগদখল করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। মহতাব্ রামের পর তাঁহার বংশধর কন্দর্পরায় ১৬১৯ হইতে

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্পত্তি সম্ভোগ করেন। বাঁকিয়া, খলিসখালি, বাঘমারা, সলিমাবাদ ও সাহজিয়ালপুর পরগণা তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে কন্দর্পরায়ের মৃত্যু হয়, তৎপুত্র মনোহররায় ১৭০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে তিনি রামচন্দ্রপুর, হুসেনপুর, রাজদিয়া, রহিমাবাদ, চিরুটিয়া, যুসফপুর, মলই, সোবনালী, মোবলা, সাহস, টালা, কলুয়া, শ্রীপদ কবিরাজ, ভাটলা, কলিকাতা প্রভৃতি ছোট বড় অনেকগুলি পরগণার অধিকার লাভ করেন। ইনিই প্রকৃত প্রস্তাবে চাঁচড়া-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মনোহর রায়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কৃষ্ণরাম ১৭২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার সময়ে মহেশ্বরপাশা ও রায়মঙ্গল চাঁচড়ারাজ্যের অন্তর্গত হয়। মনোহর নদীয়ারাজের নিকট হইতে বাজিতপুর পরগণাও ক্রয় করিয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র শুকদেব রায় ঐ বিপুল সম্পত্তি ভোগ দখল করেন। তিনি মাতার আদেশে বিষয়ের ।০ আনা অংশ কনিষ্ঠ শ্যামসুন্দরকে অর্পণ করেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র নীলকান্ত পিতার বারআনা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। এখন হইতে বার আনা অংশ যুসফপুর তরফ এবং চারি আনা অংশ সৈয়দপুর বা সোবনালী তরফ নামে খ্যাত হইল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে নীলকান্তের পুত্র শ্রীকান্তরায় বারআনীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দশশালায় বন্দোবস্ত হয় এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে উদয়াস্তের মধ্যে গবর্মেণ্টরাজস্ব জমা দিতে না পারায় একে একে সমস্ত পরগণাই নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। তাঁহার পরিবারবর্গ শেষে গবর্মেণ্টের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীকান্তরায়ের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র বাণীকান্ত মোকদ্দমা করিয়া সৈয়দপুর পরগণার কিয়দংশ উদ্ধার করেন। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে বাণীকান্ত কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পুত্র বরদাকান্ত রায়। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের যত্নে বরদাকান্তের সম্পত্তির অনেক আয় বৃদ্ধি হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে বরদাকান্ত সাহস পরগণা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি গবর্মেণ্টকে সাহায্য করায় রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিলেন ও সম্মানসূচক খেলাত পাইলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বরদাকান্তের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র জ্ঞানদাকান্ত, মানদাকান্ত ও হেমদাকান্ত রায় বাহাদুর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন।

এখন চাঁচড়ারাজ ঋণজালে জড়িত ও নানা দোষে অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে।

১৭৫৩—১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারআনীর অধিকারী শ্যামসুন্দর ও তাঁহার নাবালক পুত্রের মৃত্যু হয়। শ্যামসুন্দরের মৃত্যুকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান প্রাপ্ত হন, তখন সৈয়দপুর তরফের কেহ অধিকারী ছিল না। এই সময়ে অনেক জমিদার আপনাদের পূর্ব্বসত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এক জন মুসলমান জমিদার নিজ সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া সৈয়দপুর তরফ দখল করিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সৈয়দপুর বা সোবনালী তরফ হাজি মহম্মদ মহসীনের অধিকারে ছিল, তিনি মৃত্যুকালে হুগলীর ইমামবাড়ীর সাহায্যার্থ ঐ স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়া যান।

চাঁচন (দেশজ) ছোলন, সূক্ষ্মকরণ।

চাঁচর (দেশজ) ১ কোঁকড়া চুল। "চাঁচর চিকুর ছান্দে, কবরী টানিয়া বান্ধে, বেড়ি নব মালতীর ফুল।" (কবিকঙ্কণ) ২ অগ্ন্যুৎসব, দোলের পূর্ব্ব দিনে ইহার অনুষ্ঠান হয়।

চাঁচরকেশ (দেশজ) কোঁকড়া চুল।

চাঁচা (দেশজ) পরিষ্কার করা।

চাঁচি (দেশজ) অবশিষ্ট অংশ।

চাঁটাচাঁটি (দেশজ) চড়াচড়ি, মারামারি।

"পাইয়া সময়, নাহি চিনে ঘর পর,
চাটাচাটি পড়িল তলে।" (কবিকঙ্কণ)

চাঁড়ার-মারা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

চাঁড়াল (চণ্ডাল শব্দজ) [চণ্ডাল দেখ।]

চাঁড়ালীয়া (দেশজ) চাঁড়াল সম্বন্ধীয়।

চাঁদ (চন্দ্র শব্দজ) [চন্দ্র দেখ।]

চাঁদ, বুলন্দসহর জেলার একজন পূর্ব্বতন রাজা, ইনি আলাহাবাদচন্দ্রোক নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। ঐ স্থানে চাঁদরাজ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তথায় চাঁদরাণী-কা মন্দির নামে একটী মন্দিরও দৃষ্ট হয়।

চাঁদকবি, বিখ্যাত রাজপুত কবি। [চন্দ্রকবি দেখ।]

চাঁদকুমারী, পঞ্জাবের একজন অধীশ্বরী, মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্রবধূ ও খড়্গসিংহের মহিষী। তৎপুত্র নবনেহালসিংহের মৃত্যুর পর ইনি শিখরাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। মন্ত্রী ধ্যানসিংহকে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন ধ্যানসিংহই তাঁহার পতিপুত্রের পতনের মূল, আর কিছুদিন তাঁহাকে এই উচ্চপদে রাখিলে বোধ হয় শিখরাজ্য পর্য্যন্ত তিনি হস্তগত করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি সিন্ধুবালা উত্তমসিংহকে প্রধান মন্ত্রীত্ব প্রদান করিলেন। তাহাতে দুষ্ট ধ্যানসিংহ সেই বিচক্ষণা রমণীর সর্ব্বনাশ করিবার সুযোগ খুঁজিতে

লাগিলেন। তিনি রণজিতের জারজ পুত্র সেরসিংহকে উত্তরাধিকারী খাড়া করিলেন। শেষে গোলাপসিংহ ও ধ্যানসিংহের ষড়যন্ত্রে চাঁদকুমারী রাজ্য হারাইলেন ও ৯ লক্ষ টাকা আয়ের এক জায়গীর পাইলেন। সেরসিংহ পঞ্জাবের রাজা হইলেন ও চাঁদকুমারীকে হস্তগত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চাঁদকুমারী সেরসিংহকে অতি ঘৃণা করিতেন। সেরসিংহ বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে তিনি অগ্রাহ্য করেন। তাহাতে দুষ্টমতি সেরসিংহ আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া চাঁদকুমারীর সহচরীদিগকে জায়গীর দিবার লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে রাণীর হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত করিলেন। এক দিন পতিপুত্রহীনা শোকসন্তপ্তা শিখরাজমহিষী আপন বিশ্রামকক্ষে চুল বাঁধিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দুষ্ট সহচরীগণ কেশগুচ্ছ ধরিয়া ভূমিতলে তাঁহার মাথা ঘষড়াইয়া অতি ঘৃণিত ভাবে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল। [গোলাপসিংহ শব্দ ৫৭৫ ও ৫৭৬ পৃষ্ঠায় চাঁদকুমারী সম্বন্ধে অনেক কথা দ্রষ্টব্য।]

চাঁদকো, সিন্ধুপ্রদেশের এক উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড, অক্ষা ২৬° ৪০´ ও ২৭° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি ৬৭° ২৫´ ও ৬৮° পূঃ মধ্যে সিন্ধুনদের দক্ষিণধারে অবস্থিত। এখানে প্রধানতঃ চাঁদিয়া জাতির বাস। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তলপুরের মীর এখানকার চাঁদিয়া সর্দ্দারকে এই ভূখণ্ড জায়গীর দেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জায়গীরদার বালি মুহম্মদ বিপক্ষ মীরের পক্ষ অবলম্বন করায় খয়েরপুরের মীর আলী-মুরাদ চাঁদকো আক্রমণ করেন, পরে সার চার্লস্ নেপিয়ার অনেক কষ্টে এই স্থান উদ্ধার করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ঘাইবি খাঁ চান্ডকে এই স্থান জায়গীর দেওয়া হয়। ইহার প্রধান নগর ঘাইবি-দেরো।

চাঁদখাঁ, গোয়ালিয়ার নিবাসী একজন বিখ্যাত গায়ক। (আইন্-ই-অকবরী)

চাঁদখালী, খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা ২২° ৩২´০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯°১৭´৩০´´ পূঃ। কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত। এখান হইতে সুন্দরবন ৪॥০ ক্রোশ মাত্র। পূর্ব্বে এ অঞ্চল অবধি সুন্দরবন ছিল ও নদীয়ারাজের অধিকারভুক্ত পর্ব্বতপুর বা বাঙ্গালপাড়াগ্রামের অংশ বলিয়া গণ্য হইত। ১৭৮২ কি ৮৩ খৃষ্টাব্দে মাজিষ্ট্রেট্ হেঙ্কেল সাহেব প্রথমে বন কাটাইয়া এখানে গঞ্জ স্থাপন করেন, তখন হইতে এই স্থান হেঙ্কেলগঞ্জ বা "সাহেবের হাট" নামে খ্যাত হয়। বন কাটা হইলে নদীয়ারাজ এই স্থান দাওয়া করিয়া বসেন, শেষে অনেক মোকদ্দমা মামলার পর ঐ গঞ্জের ৫৩১৲ টাকা কর ধার্য্য হয়। শেষে নদীয়ারাজ ৮০০১৲ টাকা মূল্যে একজন জমিদারকে সত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ঐ জমিদার গবর্মেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইলে ইহার ৮৭১৲ টাকা কর ধার্য্য হয়।

প্রতি সোমবারে এখানে এক বৃহৎ হাট বসে। তাহাতে নিকটস্থ গ্রামের বিস্তর লোক উপস্থিত হয়। তৎকালে নদীতে শত শত নৌকা ও কূলে শত শত লোকের সমাগমে এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। এই হাটে প্রধানতঃ চাউল, হলুদ, তামাক, তৈল ও শাক সব্জি বিক্রীত হয়। সোমবারে এখানে যেমন গোলমাল, আবার অন্য দিনে তেমনি শান্তভাব ধারণ করে। এ সকল দিনে মনে হয় কেবল কতকগুলি কুটীর পড়িয়া আছে, বুঝি লোকের বাস নাই।

চাঁদগড়, (চন্দ্রগড়, চন্দগড়) কর্ণাটক প্রদেশের বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত চাঁদগড় বিভাগের প্রধান সদর। এখানে পুলিশ, ডাকঘর, পাঠশালা ও রাজস্ব-কার্য্যালয় আছে। এখানকার ছোট গড় ও রবলনাথের মন্দির খ্যাত। লোকের বিশ্বাস এখানকার রবলনাথের পূজা দিলে ওলাউঠা রোগ হয় না। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সাবন্তবাড়ীর বিখ্যাত ফোন্দ সামন্তের পুত্র নাগসামন্ত চাঁদগড় জয় করিয়া এখানে একটী থানা করেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কোল্হাপুরের সামন্তরাজ পেশবার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রায় ভাউকে চাঁদগড় দুর্গ, পার্গড় ও কালানন্দিগড় এবং পাঁচহাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি অর্পণ করেন। এখানকার দুর্গে পূর্ব্বে ৪০টী সামান্য যোদ্ধা ও একটী কামান থাকিত। এখন চাঁদগড় নগরে প্রায় আড়াই হাজার লোকের বাস।

চাঁদগাজি, বঙ্গের বিখ্যাত বারভূঁয়ার মধ্যে একজন, ইনি চাঁদপ্রতাপে রাজত্ব করিতেন। [বারভূঁয়া দেখ।]

চাঁদজৌ (দেশজ) লাক্ষাবিশেষ।

চাঁদতারা, রেসমী বস্ত্রবিশেষ, ইহাতে চাঁদ ও তারার মত ফুটকি থাকে। মালদহের চাঁদতারা প্রসিদ্ধ।

চাঁদনী (দেশজ) ১ চাঁদোয়া। ২ বারাণ্ডা।

চাঁদপুর, উঃ পঃ প্রদেশে বিজনৌর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ৮´ ২৫´´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ ৫´´ পূঃ, বিজনৌর হইতে দক্ষিণে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। পরিমাণ ১৬৫ একর। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সহরের অবস্থা বড় মন্দ ছিল। সম্প্রতি অনেক পাকাবাড়ী ও পয়োপ্রণালী প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়াতে নগরের অবস্থাও অনেকটা ভাল হইয়াছে। এখানে তহসীলের কাছারী, ডাকঘর, থানা, হাসপাতাল, পান্থশালা, বালক বালিকাদের বিদ্যালয়, পাঁচ ছয়টী মন্দির ও মসজিদ্ প্রভৃতি আছে। সহর হইতে সাতটী

রাস্তা নিকটস্থ গ্রামাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বাজারে চিনি ও শস্তের ব্যবসাই অধিক। এখানে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসে। স্থানীয় লোকেরা হাঁড়ি, কলিকা, কুঁজো প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কেহ কেহ সূতার কাপড়ও বুনিয়া থাকে।

২ উক্ত বিজনৌর জেলার একটী তহসীল। চাঁদপুর, বুড়পুর ও বাস্তা এই কয় পরগণা লইয়া এই তহসীল। পরিমাণ ৩০৭ বর্গমাইল।

চাঁদপুর, মেদিনীপুর জেলার একটী গ্রাম। সমুদ্রতটে ভাগীরথীর মোহানার উপর অবস্থিত। এখানে গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদাই সমুদ্রের স্নিগ্ধ শীতল বায়ু বহে। এই জন্য অনেকে গ্রীষ্মকালে এখানে আসিয়া বাস করেন।

চাঁদপুর, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটী বাণিজ্যপ্রধান নগর, মেঘনানদীর ধারে অবস্থিত।

চাঁদরায়, বহুসম্পত্তিশালী একজন জমিদার, ইঁহার বাসস্থান রাজমহল। রায় মহাশয় ধনাঢ্য হইয়াও অসচ্চরিত্র ও দস্যুদলাধিপতি ছিলেন এবং নিজেও দস্যুবৃত্তি করিতেন। প্রজাপীড়ন ও পরধনহরণই ইঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল। দিন দিন বড়ই গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। নবাবের অধীনতা তাঁহার পক্ষে ভাল লাগিল না; তিনি রাজকর বন্ধ করিয়াদিলেন। এখন তিনি এক প্রকার স্বাধীন। নবাব জানিতে পারিয়া কর আদায়ের জন্য লোক পাঠাইলেন। চাঁদরায় তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ইনি অধীনস্থ দস্যুদল দ্বারা নবাবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে লাগিলেন, নবাব বহুযত্নেও তাহা নিবারণ করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না। চাঁদরায়ের ভয়ে ও অত্যাচারে লোক সকল পথে ঘাটে বাহির হইতেও সাহস পাইত না। সতীত্বনাশ, সাধুর অপমান প্রভৃতি সমস্ত অসৎকার্য্যই ইঁহার অঙ্গভূষণ ছিল। ইনি শক্তির উপাসক ছিলেন; প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দুর্ব্বল নিরীহ প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। পূজার সময়ে দেবীর নিকটে লক্ষ লক্ষ ছাগ, মহিষ প্রভৃতি বলি দেওয়া হইত। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ আচরণেও ইনি ভীত ছিলেন না।

কিছুদিন পরে পাপের ফল ফলিল, দস্যুপতি চাঁদরায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অনেকের বিশ্বাস একটী ব্রহ্মদৈত্য চাঁদরায়ের দৌরাত্ম্য দেখিয়া ইঁহার শরীরে আশ্রয় করে। ইঁহাকে বিনাশ করিয়া প্রজাবর্গের শান্তিস্থাপনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। চাঁদরায়ের কনিষ্ঠের নাম সন্তোষরায়। সন্তোষ অনেক বৈদ্য আনাইয়া ইঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, পাপের ফল দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। সন্তোষরায় গড়েরহাট-নিবাসী নরোত্তম ঠাকুরকে আনাইয়া ইঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। তাহার কিছুদিন পরেই চাঁদরায় নীরোগ হইলেন। নরোত্তম ঠাকুরের ধর্ম্মোপদেশে ইঁহার মতিগতি ফিরিয়া গেল। ইনি সকল অসদাচরণ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্র ও পরম বৈষ্ণব হইয়া পড়িলেন। প্রজাবর্গের শান্তি হইল, নবাবও প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে রাজকর পাইতে লাগিলেন। (ভক্তমাল।)

চাঁদরায়, বিখ্যাত বারভূঁয়ার মধ্যে একজন। ইনি বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। শ্রীপুর ইঁহার রাজধানী ছিল।

প্রবাদ এইরূপ—অক্‌বর বাদ্‌সাহের রাজত্বের প্রায় দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে নিমরায় নামে এক ব্যক্তি কর্ণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত আরাফুলবাড়িয়া নামক গ্রামে বাস করেন। এখানকার বঙ্গাধিপের আদেশে তিনিই বংশানুক্রমে সর্ব্বপ্রথম ভূঁয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি জাতিতে দে উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। নিমরায়ের পুত্রাদির নাম জানা যায় না। এই বংশে চাঁদরায় ও কেদাররায় নামে দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, খিজিরপুরের প্রসিদ্ধ ভূঁয়া ঈশাখাঁর সহিত চাঁদরায় ও কেদাররায়ের সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ হইত। ঈশাখাঁ চাঁদরায়ের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাঁহার কন্যা সোণাই বা স্বর্ণময়ীকে লইয়া গিয়া বিবাহ করেন *।

উক্ত প্রবাদ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। ইতিপূর্ব্বে কেদাররায় শব্দে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠ চাঁদরায় ঐ সময়ের কিছুকাল পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ঈশাখাঁর মৃত্যু হয় †। ঐ সময়ে চাঁদরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তৎপক্ষেই সন্দেহ। এরূপ স্থলে ঈশাখাঁ কর্তৃক চাঁদরায়ের কন্যাহরণ একান্ত অসম্ভব।

চাঁদরায় একজন বীরপুরুষ ও নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তিনি নিজ বাহুবলে সন্দীপ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তিনি আপন অধিকার মধ্যে নানাস্থানে ব্রহ্মোত্তর দান ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিক্রমপুরে পদ্মা নদীর বামকূলে প্রাচীন শ্রীপুরের নিকট রাজবাড়ীমঠ নামে এক বৃহৎ ও সুন্দর শিবালয় দৃষ্ট হয়, এই প্রসিদ্ধ মন্দিরের ইষ্টকে অতি সুন্দর চিত্র বিচিত্র ফুলকাটা আছে। ইহার

* Journal Asiatic Society of Bengal, vol. XLIII. pt. I. p. 202.
† Blochmann's Ain-i-Akbari, vol. I. p. 340.

প্রাচীর প্রায় ১১ ফিট পুরু। এরূপ ধরণের মন্দির বঙ্গে আর এখন দেখা যায় না। এখন ইহার চূড়াবধি নানাস্থানে অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ জন্মিয়াছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের পাঁচ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত বাগাঁচড়া গ্রামে কতকটা ঐ ধরণের ভগ্ন শিবমন্দির দৃষ্ট হয়, এই মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারোপরি ইষ্টকের উপর ৮ ছত্রে খোদিত এই শ্লোকটী আছে—

"শাকে বারমতঙ্গবাণহরিণাঙ্কে নাকিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাংশুসুধা সুধাকরকরক্ষীরোদনীরোপমং।
তস্মৈ সৌধমিদমুদাম্বুজলদানিলীনলোলধ্বজং
তৎপাদেহৃত ধীরধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ॥"

অর্থাৎ অবিরত-নিশ্চলবুদ্ধি শ্রীচাঁদরায় ১৫৮৭ শকে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ণচন্দ্রের কিরণ ও ক্ষীরোদজলতুল্য এবং নিবিড় মেঘসংলগ্ন চঞ্চল ধ্বজযুক্ত এই মন্দির সেই শিবপাদে অর্পণ করিয়াছেন।

বাগাঁচড়ার অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে এই মন্দিরনির্ম্মাতা চাঁদরায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্ঞাতি ছিলেন। আবার উক্ত মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণশাসন নামক গ্রামের অধিবাসীরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ চাঁদরায় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ নদীয়ারাজ রুদ্ররায়ের দেওয়ান ছিলেন। কোন সময়ে তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেন, পথে ব্রাহ্মণশাসন নামক এক গ্রাম দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি এখানে কেবল ব্রাহ্মণই বাস করেন, কিন্তু গ্রামের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণেরও সন্ধান পাইলেন না, কেবল অনার্য্য ও অহিন্দুর বাস দেখিলেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে একটী প্রকৃত ব্রাহ্মণশাসন স্থাপনের ইচ্ছা হয়। শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেওয়ান চাঁদরায়কে মনের কথা বলিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আদেশ করিলেন। চাঁদরায় বর্ত্তমান ব্রাহ্মণশাসন নামক গ্রাম মনোনীত করিয়া দেড়শত শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ আনাইয়া ব্রহ্মোত্তর দিয়া বাস করাইলেন। ঐ চাঁদরায় উক্ত শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

উপরোক্ত দুইটী প্রবাদের মধ্যে প্রথমটী নিতান্ত অমূলক। কারণ ১৫৮৭ শকের চাঁদরায় কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক হওয়া সম্ভবপর নয়। ২য়টী কতদূর সত্য তৎপক্ষেও সন্দেহ আছে। মন্দিরনির্ম্মাতা চাঁদরায় রুদ্ররায়ের দেওয়ান হইলে তিনি কেবল নিজ নামে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইতেন না, তাহা হইলে রুদ্ররায়ের নামও অবশ্য উৎকীর্ণ থাকিত। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎকীর্ণ সহস্র সহস্র খোদিতলিপিতে যেখানেই মন্ত্রী বা রাজপুরুষ কর্ত্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রশস্তি লিখিত, প্রায় সেই সেই স্থানে রাজার নামও দৃষ্ট হয়। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণশাসন স্থাপন দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে রুদ্ররায়ের আদেশে ব্রাহ্মণশাসন স্থাপিত হইলে কেন না ঐ লিপিতে রুদ্ররায়ের নাম খোদিত থাকিবে? অতএব ঐ মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা চাঁদরায় সম্ভবতঃ রুদ্ররায়ের দেওয়ান হইতে ভিন্ন। ঐ মন্দিরের কারুকার্য্যের সহিত রাজবাড়ীর মঠের কতক সৌসাদৃশ্য থাকায় এবং ঐ সময়ে চাঁদরায়ের পরাক্রম বিক্রমপুরে বিস্তৃত হওয়ায়, এই মাত্র অনুমান হয় যে তিনি কোন সময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে উড়িষ্যার অনুকরণে বাগাঁচড়ার নিকট জঙ্গল কাটাইয়া বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও তদুপলক্ষে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া যান। পরে ঐ ব্রহ্মোত্তর ব্রাহ্মণশাসন নামে খ্যাত হয়। ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের লোকেরা বলিয়া থাকে, বাগ্দেবীর শাপে চাঁদরায় নির্ব্বংশ হন। বিক্রমপুরের চাঁদরায়েরও বংশ নাই, তাঁহার কনিষ্ঠ কেদাররায়ের বংশ আছে।

চাঁদবিবি (অপর নাম চাঁদসুলতানা) দাক্ষিণাত্যের এক অতি বিখ্যাতা বীরবালা। আহ্মদনগররাজ হুসেন নিজামশাহের কন্যা ও মুর্ত্তজা নিজাম শাহের ভগিনী।

যে সকল গুণ থাকিলে মানব চিরস্মরণীয় ও জগতে পূজ্য হন, এই বীরবালায় সে সমস্ত গুণের অভাব ছিল না। শৈশব হইতে বিলাসের প্রাসাদে লালিত পালিত হইয়াও যেরূপ মানসিক বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়।

বিজাপুররাজ আলী আদিলশাহ চাঁদবিবির অনুপম রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন, সেই সময়ে রাজবালা শোলাপুররাজ্য যৌতুক পাইয়াছিলেন। বিবাহের পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে পতিভক্তি জাগিয়া উঠে, অশনে শয়নে সর্ব্বদাই তিনি পতিকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে পতিসুখসম্ভোগ বেশীদিন স্থায়ী হইল না, ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর রাজমহিষী বিধবা হইলেন।

তিনি পতিহীনা হইলেন বটে, কিন্তু যাহাতে পতির মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, তৎপক্ষে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি পতির ভ্রাতুষ্পুত্র নবমবর্ষীয় ইব্রাহিম্ আদিলশাহকে বিজাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এবং নিজে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন।

বালক ইব্রাহিমের রাজত্বের প্রথম ৮।১০ বর্ষ কেবল গোলযোগেই কাটিয়া গেল। বিজাপুরের আমীর ওমরাহগণ স্ব স্ব প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল অব-

দমন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে প্রধান মন্ত্রী কমাল খাঁ সমস্ত রাজশক্তি নিজ আয়ত্ত করিবার ষড়যন্ত্র আঁটিতে ছিলেন। চাঁদবিবি জানিতে পারিয়া কমাল খাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। কিশ্বর খাঁ চাঁদবিবির আদেশ প্রতিপালন করিলেন। ক্রমে কিশ্বর খাঁ প্রধান আমীর হইয়া বসিলেন। মুস্তফা খাঁ নামে চাঁদবিবির এক বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন, কিশ্বর খাঁ গুপ্তভাবে তাঁহারও প্রাণবিনাশ করিলেন। পরে সেই দুষ্ট চাঁদবিবিকে বিজাপুর হইতে তাড়াইয়া দিয়া সাতারা দুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শেষে য়েখলাস্ খাঁ নামক এক হাব্‌সি সর্দ্দারের সাহায্যে চাঁদবিবি মুক্তিলাভ করেন। তখন কিশ্বর বিজাপুর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, পথে গোলকুণ্ডায় মুস্তফার এক আত্মীয়ের হস্তে নিহত হন।

বিজাপুরের এই অন্তর্বিদ্রোহের সময়ে আহ্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের রাজগণ বিজাপুর অবরোধ করিলেন। বিজাপুরের সর্দ্দারেরা বুঝিলেন যে, গৃহবিবাদের ফলে তাঁহাদের এই দারুণ সঙ্কট উপস্থিত। চাঁদবিবি শত্রুমিত্র সকলকে ডাকিয়া তাঁহাদের মানসম্ভ্রম ও রাজ্যরক্ষার জন্য উত্তেজিত করিলেন। আবার সকলে একতাসূত্রে বদ্ধ হইলেন। শত্রুগণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। বিজাপুরের সহিত আহ্মদনগর ও গোলকুণ্ডারাজ সন্ধি করিলেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ বালক ইব্রাহিমের সহিত গোলকুণ্ডারাজভগিনী তাজ-সুলতানার বিবাহ হইয়া গেল। এ সময়ে দিলাবর খাঁ নামে এক ব্যক্তি বিজাপুরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি আবার সুন্নি মত প্রচারে অগ্রসর হইলেন।

চাঁদবিবির কর্ত্তৃত্ব আর খাটে না। তিনি দেখিলেন বিজাপুরে এখন বেশ সুখশান্তি বিরাজ করিতেছে, দিন দিন রাজ্যের বেশ উন্নতি হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে জন্মভূমি আহ্মদনগরে আসিলেন। এই সময়ে চাঁদবিবির ভ্রাতুষ্পুত্র মিরাণ হুসেনের সহিত এক বিজাপুর রাজকন্যার বিবাহ হইল। উৎসব আমোদ শেষ না হইতেই আহ্মদনগররাজ মুর্ত্তজা নিজাম শাহের মনে ধারণা হইল যে পুত্র মিরাণ হুসেন তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অমূলক বিশ্বাসে তাঁহার মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তিনি পুত্রকে বিনাশ করিবার জন্য একদিন তাঁহার শয়নকক্ষে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। মিরাণ কোন রকমে রক্ষা পাইয়া গুপ্তভাবে দৌলতাবাদে পলাইয়া যান। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মির্জাখাঁর সাহায্যে আহ্মদনগর অধিকার করেন এবং পিতাকে এক গরম ঘরে পুরিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশপূর্ব্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মিরাণের অত্যাচারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে তিনি তাঁহার প্রধান সহায় মির্জাখাঁর প্রাণবিনাশে আদেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী মির্জাখাঁ জানিতে পারিয়া সাবধান হইলেন এবং কৌশলক্রমে একদিন মিরাণ হুসেনকে বন্দী করিয়া অপর একজনকে রাজা করিবার জন্য রাজবংশীয় ইস্‌মাইল ও ইব্রাহিম নামক দুই ভ্রাতাকে আনাইলেন। দুই ভাই লোহগড়ে বন্দী ছিলেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ দ্বাদশবর্ষীয় ইস্‌মাইল নিজামই রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু জমালখাঁ নামে একজন সেনাপতি তাহাতে ঘোর প্রতিবন্ধক হইলেন এবং তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে মিরাণ হুসেনই তাঁহাদের প্রকৃত রাজা, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। এ সময়ে অনেকেই জমালখাঁর পক্ষ অবলম্বন করিল। তখন মির্জাখাঁ মিরাণের শিরশ্ছেদ করিয়া তোরণদ্বারে ঝুলাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। নগরবাসীগণ সেই বীভৎস দৃশ্য অবলোকন করিয়া সকলেই উত্তেজিত হইয়া দুর্গদ্বারে আগুন দিল এবং জমালখাঁর সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া যে যাহাকে পাইল বিনাশ করিতে লাগিল। সাতদিন মধ্যে মির্জাখাঁ ধৃত ও নিহত হইলেন।

এখন জমালখাঁই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। তিনি মুর্ত্তজা নিজামের ভ্রাতুষ্পুত্র ও বুর্হান্ নিজামের পুত্র ইস্‌মাইলনিজামকে সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময়ে অনেক আমীর জমালখাঁর বিপক্ষে সলাবৎখাঁর সহিত মিলিত হইলেন। বিজাপুরের প্রধানমন্ত্রী দিলাবরখাঁও দক্ষিণ হইতে আসিয়া যোগ দিলেন। চাঁদবিবি এত দিন নীরবে আহ্মদনগরের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন। কিন্তু এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আহ্মদনগরের সমূহ ক্ষতি হইবে ভাবিয়া তিনি স্বয়ং বিজাপুরের শিবিরে আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি অনুসারে নিজামশাহী রাজসরকার হইতে ৮৫ লক্ষ টাকা যুদ্ধ ব্যয় হিসাবে দিতে হইল।

চাঁদবিবির বুর্হান্ নিজাম (২য়) নামে আর এক ভ্রাতা ছিলেন। হুসেননিজামের জীবদ্দশায় তিনি একবার পিতৃরাজ্য গ্রহণের চেষ্টা পান, সেইজন্য তিনি পিতার ক্রোধে পড়িয়া দেশত্যাগ করেন ও অকবরবাদশাহের আশ্রয়ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন। অকবর উত্তরভারতে তাঁহাকে কিছু জায়গীর দিয়াছিলেন, তাহাতেই বুর্হানের জীবিকা চলিত। আহ্মদনগরের উপরোক্ত ব্যাপার অকবরের কর্ণগোচর হইলে তিনি বুর্হান্‌নিজামকে দক্ষিণাপথে পাঠাইলেন ও খান্দেশ প্রভৃতি নানাদিক্ হইতে সাহায্য পাইয়া

বুর্হান্‌নিজাম আহ্মদনগর অধিকার করেন এবং পুত্রকে বন্দী করিয়া নিজে রাজা হইলেন।

বিজাপুরের রাজমন্ত্রী দিলাবরখাঁ ইতিপূর্ব্বেই বিজাপুর ছাড়িয়া বিদরে পলাইয়া গিয়াছিলেন, এখন তিনিও বুর্হানের সভায় আসিয়া মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন। দিলাবরের উত্তেজনায় বুর্হান্ বিজাপুর জয়ে অগ্রসর হইলেন। যখন বুর্হান্ সসৈন্যে বিজাপুর রাজ্যের বক্ষস্থলে ভীমানদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে ইব্রাহিম্ আদিলশাহ দিলাবরখাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি বিজাপুরের প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা, পুনরায় বিজাপুরে আসিয়া রাজকার্য্য গ্রহণ করুন। দিলাবরখাঁ লোভ সামলাইতে পারিলেন না, তিনি বুর্হান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুরে আসিয়াই নিহত হইলেন। ভীমানদীর জলপ্লাবনে বুর্হান্‌নিজামের বিশেষ ক্ষতি হইল এবং তাঁহার পুত্র রাজ্যগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন শুনিয়া কালবিলম্ব না করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে বুর্হান্ আবার একবার ইব্রাহিম্ আদিলশাহের বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা ইস্‌মাইলকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু এবারও তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। এই বর্ষে ১৫ই মার্চ্চ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র ইব্রাহিম্‌নিজাম রাজ্যগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার শিক্ষক মিঞা মঞ্জু দক্ষিণীকে প্রধান মন্ত্রীত্ব প্রদান করিলেন। এ সময়ে আহ্মদনগরে আবার গোলযোগ আরম্ভ হইল। য়েখ্‌লাস্‌খাঁ হাব্‌সি ও মুবল্লিড্ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মিঞা মঞ্জুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। দারুণ গৃহবিবাদের উপক্রম হইল। এই সময়ে চাঁদবিবির আদেশে বিজাপুররাজ ইব্রাহিম্ আদিলশাহ যুদ্ধঘোষণা করিলেন এবং আহ্মদনগররাজের সাহায্যার্থ শাহদুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মিঞা মঞ্জু সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু য়েখ্‌লাস্ খাঁ তাহাতে সম্মত হইলেন না। নির্ব্বোধ আহ্মদনগররাজ য়েখ্‌লাস্ খাঁর মতেই মত দিলেন। সুতরাং বিজাপুরসৈন্য যাহার সাহায্যে আসিয়াছিল, এখন তাহারই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। সেই যুদ্ধে ইব্রাহিম্ নিজামশাহ নিহত হইলেন।

মিঞা মঞ্জু তাড়াতাড়ি রাজধানীতে আসিয়া রাজকোষ ও দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন এবং কিরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, তাহার পরামর্শ করিবার জন্য য়েখ্‌লাস্ খাঁ প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

চাঁদবিবির একান্ত ইচ্ছা ইব্রাহিম্‌নিজামের দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান বাহাদুরই রাজা হয়। প্রধান প্রধান হাব্‌সি সর্দ্দারেরা তাহাতে সম্মত হইয়া মিঞা মঞ্জুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে আহ্মদনগররাজপুত্র বাহাদুর সিংহাসন পাইবেন এবং তাঁহার পিতার পিসী চাঁদবিবি তাঁহার অভিভাবক হইয়া রাজকার্য্য চালাইবেন। নিজের প্রভাব কতটা খর্ব্ব হইবে ভাবিয়া মিঞা মঞ্জু তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি আহ্মদ নামে এক দ্বাদশবর্ষীয় রাজজ্ঞাতিকে রাজা করিলেন এবং চাঁদবিবির নিকট হইতে বাহাদুরকে সরাইয়া তাঁহাকে সসৈন্যে চাবন্দদুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। হাব্‌সি-সর্দ্দার য়েখ্‌লাস্ খাঁ মিঞা মঞ্জুর আচরণে বড়ই চটিয়া গেলেন, তিনি শুনিলেন যে আহ্মদ প্রকৃত নিজামশাহী-রাজবংশীয় নহে। হাব্‌সি ও ও মুবল্লিড্ সৈন্যসাহায্যে তিনি মিঞা মঞ্জুকে আক্রমণ করিলেন। জনরব হইল যে সেই যুদ্ধে নবীন রাজা নিহত হইয়াছেন। য়েখ্‌লাস্ খাঁ চাবন্দদুর্গ হইতে বাহাদুরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ দুর্গাধিপ মিঞামঞ্জুর বিনা অনুমতিতে বাহাদুরকে ছাড়িয়া দিলেন না। য়েখ্‌লাস্ বাহাদুরের সমবয়স্ক এক বালককে রাজা খাড়া করিয়া দশ বার হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তখন মিঞা মঞ্জু হতাশ হইয়া পড়িলেন; তিনি অক্‌বরপুত্র কুমার মুরাদকে আহ্মদনগরের রাজত্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গুজরাট হইতে তাঁহাকে আসিতে লিখিলেন। মুরাদকে পত্র লিখিবার পরই মিঞা মঞ্জুর অদৃষ্ট ফিরিল। হাব্‌সি ও মুবল্লিড্ সৈন্যগণ পরাস্ত হইল। একমাস পরেই মুরাদ ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, সেনাপতি খান্-খানান্ ও খান্দেশের রাজার সহিত দুর্গের দুই ক্রোশ দূরে হস্‌ৎ-ই-বেহিস্ত্ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিঞা মঞ্জু আপনার অদূরদর্শিতার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

এই বার বিচক্ষণা চাঁদবিবি আহ্মদনগররাজের রক্ষয়িত্রীরূপে কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আদেশে মিঞামঞ্জুর প্রধান কর্ম্মচারী অন্‌সর খাঁ ঘাতক হস্তে নিহত এবং বাহাদুরশাহ রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কিন্তু তখনও বাহাদুর চাবন্দদুর্গে বন্দী। মিঞা মঞ্জু নামমাত্র রাজা আহ্মদশাহকে লইয়া ইব্রাহিম্ আদিলশাহের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিজাপুর সীমায় উপস্থিত হইলেন। এদিকে দৌলতাবাদের নিকট য়েখ্‌লাস্ খাঁ মতি নামে এক শিশুকে রাজ্যেশ্বর খাড়া করিয়াছেন। আবার হাব্‌সি-সেনানায়ক নেহঙ্গ্ খাঁ বিজাপুরে গিয়া (১ম) বুর্হান্ নিজামের এক সপ্ততিবর্ষীয় পুত্র শাহআলীকে আহ্মদনগরে গিয়া রাজপদগ্রহণের জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। সুতরাং এ সময়ে রাজ্যরক্ষা করা কতদূর কষ্টসাধ্য ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ তাহা বীরমহিলা চাঁদবিবি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবার সকল প্রধান কার্য্যের ভারই নিজ হস্তে

লইলেন, তিনি শমৃশির খাঁ হাব্‌সি ও অফজল খাঁ যোদ্ধিদ্বয়কে দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত করিলেন এবং নেহঙ্গ্ খাঁ ও শাহআলীকে রাজ্যরক্ষার্থ আহ্বান করিলেন। নেহঙ্গ্ খাঁ সাতহাজার সৈন্যসহ রাত্রিকালে আহ্মদনগর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, পথিমধ্যে মোগল শিবির দেখিতে পাইয়া অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন। এ সময়ে খান্‌খানানের অধীনস্থ অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। এইরূপে পথ পরিষ্কার করিয়া নেহঙ্গ্ খাঁ সসৈন্যে দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন। শাহআলী দৌলত খাঁ লোদী-পরিচালিত মোগলসৈন্যের নিকট কতক পরাজিত হন; মোগলেরা তাঁহার সাতশত সৈন্যকে কাটিয়া ফেলে। বিজাপুররাজ এই সংবাদ পাইয়া খোজা সোহেলখাঁর সহিত পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী শাহদুর্গাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। বিদেশীর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া মিঞা-মঞ্জু, আহ্মদশাহ ও যেখলাস্ খাঁ আসিয়া সোহেলখাঁর সহিত যোগ দিলেন। এই সময়ে হায়দরাবাদ হইতে মেহদিকুলী-সুলতানের অধীন ছয়হাজার গোলকুণ্ডা অশ্বারোহী শাহ-দুর্গে উপস্থিত হইল। মুরাদ এই অপূর্ব্ব মিলন সংবাদ শুনিলেন। মোগলসৈন্য মধ্যে যুদ্ধসভা বসিল, স্থির হইল যে শত্রুরা দুর্গরক্ষার একটা বন্দোবস্ত করিতে না করিতে দুর্গের এক অংশ ধ্বংস করিতে হইবে। অল্পদিন মধ্যেই দুর্গের একদিকে পাঁচটী সুড়ঙ্গ কাটা হইল, যেদিকে মোগল দলবল থাকিবে সেইদিক্ ছাড়া সুড়ঙ্গের মধ্যে আর সকল দিকেই বারুদ পুরিয়া চুণ সুরকি ও পাথর দিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইল। (পরদিন ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ ফেব্রুয়ারী তারিখে) সুড়ঙ্গ কয়টীতে আগুন দিবার কথা ছিল।

রাত্রিকালে খাজা মুহম্মদ খাঁ সিরাজী ভাবী বিপদের কথা জানাইয়া দিলেন। চাঁদবিবি তৎক্ষণাৎ দলবল লইয়া সুড়ঙ্গ খুঁজিতে লাগিলেন। দিনের বেলায় তিনি দুইটী সুড়ঙ্গ নষ্ট করিলেন, সর্ব্ব বৃহৎ সুড়ঙ্গ হইতে সৈন্যগণ মাল-মস্‌লা বাহির করিয়া ফেলিতেছিল, সেই সময়ে মুরাদ তাহাতে অগ্নিদান করিতে আদেশ করিলেন। অগ্নি দিবা-মাত্র সুড়ঙ্গনষ্টকারীগণ অনেকেই বিনষ্ট হইল এবং প্রাচীরের অনেকটা পড়িয়া গেল। এই সময়ে অনেক প্রধান যোদ্ধা দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। চাঁদবিবি দেখিলেন আর নিস্তার নাই। তিনি মুখে ঢাকা দিয়া বর্ম্ম-চর্ম্মে পরিবৃত হইয়া মুক্ত অসিহস্তে সেই ভগ্ন প্রাচীর রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ভীরু যোদ্ধাগণ সেই বীর-মহিলার অসম সাহস অবলোকন করিয়া অতি লজ্জিত ভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। সেই ভগ্ন প্রাচীর হইতে এক কালে মুষলধারে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল; অগ্ন্যস্ত্রের ভীষণ গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। শত শত মোগলবীর সেই ভগ্ন প্রাচীরের নিকট প্রাণত্যাগ করিল। রাশি রাশি মৃতদেহে গড়খাই পরিপূর্ণ হইল! তাহার জলে আজ প্রকৃতই শোণিতস্রোত বহিতে লাগিল! আজ শত্রু মিত্র সকলেই সেই বীরবালার অমানুষী তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় পাইলেন। কি দুর্গমধ্যে কি শত্রুর শিবিরে সকলেরই মুখে আজ চাঁদবিবি ও চাঁদসুলতানার সুখ্যাতি গান। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে যুদ্ধ একটু থামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু চাঁদরাণীর বিশ্রাম নাই। তিনি দুর্গসংস্কারে ব্যস্ত! প্রত্যূষ হইতে না হইতে ভগ্নস্থানে ৫।৬ হাত প্রাচীর উঠিয়া গেল।

এদিকে দুর্গে রসদ কমিয়া আসিতে ছিল। চাঁদবিবি বিদ্‌নগরে স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে শীঘ্র আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। ঘটনাক্রমে সেই পত্র শত্রুর হস্তে পড়িল; মুরাদও পত্র পড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিলেন ও মোগলপক্ষীয় একদল সৈন্য আনাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ মাণিকদণ্ড পাহাড় হইয়া আহ্মদনগরে উপস্থিত হইল। মোগলশিবিরেও রসদের অভাব হইয়াছিল, এখন নূতন সৈন্যদলের আগমনে মোগলেরা বড়ই কষ্টে পড়িল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মুরাদ চাঁদবিবিকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি সত্বরই আহ্মদনগর পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। চাঁদবিবি প্রথমে ইতস্তত করিলেন; শেষে ভাবিয়া দেখিলেন যে যদি তাঁহার পক্ষীয় সৈন্যগণ মোগলের নিকট পরাজিত হয়, তাঁহার মানসম্ভ্রম কোথায় থাকিবে? এই ভাবিয়া তিনি বাহাদুরশাহের নামে সনন্দপত্রে সহি করি-লেন। মোগলসৈন্য দৌলতাবাদ দিয়া চলিয়া আসিল। তিন দিন পরে বিদ্ হইতে দলবল আসিয়া পৌছিল। মিঞা মঞ্জু ভাবিয়া ছিলেন আহ্মদশাহকেই রাজসম্মান দেওয়া হইবে, কিন্তু প্রধান প্রধান আমীরগণ মিঞার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। নেহঙ্গ্ খাঁ বাহাদুর শাহকে আনিবার জন্য চাবন্দদুর্গে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। চাঁদবিবিও ইব্রাহিম্ আদিলশাহকে আহ্মদনগরের গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। বিজাপুররাজ চাঁদবিবিকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, তিনি অবিলম্বে চারিহাজার সৈন্য পাঠাইলেন এবং মিঞা মঞ্জুকে আহ্মদশাহের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুরে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাঁহার আদেশ মত মিঞা মঞ্জু বিজাপুরে উপস্থিত হইলেন, এখানে তিনি

বিজাপুররাজের অনুগ্রহে একজন গণ্য মান্য আত্মীয় হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বাহাদুরশাহ আহ্মদনগরে উপস্থিত হইবামাত্র রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন এবং চাঁদবিবির বিশ্বস্ত মুহম্মদখাঁ পেশবা অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। এখন আবার মুহম্মদখাঁ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, তাঁহার নিজের লোকেরাই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হইল। তিনি অবিলম্বে নেহঙ্গ্ খাঁ ও হাব্সি সর্দ্দার শমশির খাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন, তদ্দর্শনে অপরাপর সর্দ্দারেরা ভীত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিল। চাঁদবিবি দেখিলেন হিতে বিপরীত! তাঁহারই অনুগ্রহে যে ব্যক্তি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছেন, সেই লোকই আজ তাঁহার উপর কর্তৃত্ব চালাইতে অগ্রসর! তিনি বিজাপুররাজকে মুহম্মদের অত্যাচারের কথা জানাইলেন ও সত্বর মুহম্মদের কর্তৃত্ব হইতে রাজ্যোদ্ধারের জন্য বহু সংখ্যক সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। অবিলম্বে সোহেল খাঁ (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে) বহুসংখ্যক বিজাপুরসৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। মুহম্মদখাঁও তাঁহার গতিরোধ করিলেন। বিজাপুরসৈন্য চারিমাস কাল দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। মুহম্মদখাঁ যখন দেখিলেন, চাঁদবিবির কৌশলে ক্রমেই শত্রুগণ বলবান্ হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার আর জয়ের আশা নাই। তিনি বেরারে মোগলসেনাপতি খান্‌খানান্‌কে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। দুর্গস্থ সৈন্যগণ তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মুহম্মদখাঁকে বন্দী করিয়া চাঁদবিবির নিকট হাজির করিল। উন্নতমনা চাঁদবিবি মুহম্মদখাঁর প্রাণরক্ষা করিলেন। আবার চাঁদবিবির উপর রাজকার্য্যের ভার পড়িল। তিনি নেহঙ্গ্ খাঁ হাব্সিকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাকেই প্রধান মন্ত্রীত্ব প্রদান করিলেন। পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় নেহঙ্গ্ খাঁও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া হিতাহিত জ্ঞান হারাইলেন।

কিছুদিন পরেই নেহঙ্গ্ খাঁ চাঁদবিবির সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদবিবি শীঘ্রই জানিতে পারিলেন। তিনি বালক রাজাকে দুর্গমধ্যে আনিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। নেহঙ্গ্ খাঁ দুর্গে প্রবেশ করিতে গেলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি রাজধানীতে কার্য্যাদি করিতে পারেন, দুর্গমধ্যে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। তখন নেহঙ্গ্ খাঁ প্রকাশ্যভাবে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। বিজাপুররাজ এই গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। নেহঙ্গ্ খাঁ চাঁদবিবির কিছু করিতে না পারিয়া শেষে মোগলের অধীন বিদ্‌রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন।

অক্‌বরের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল, তিনি (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) কুমার দানিয়াল ও সেনাপতি খান্‌খানান্‌কে বিদের শাসনকর্ত্তার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। জয়পুর-কোট্‌লি নামক গিরিপথে নেহঙ্গ্ খাঁ মোগলের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বিপুল মোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধে ফলোদয় হইবে না ভাবিয়া আহ্মদনগরে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই চাঁদবিবির সহিত মিট্‌মাটের অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চাঁদবিবি আর নেমকহারামের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। নেহঙ্গ্ খাঁ জুনারে পলায়ন করিলেন।

এদিকে মোগলসৈন্য নির্ব্বিবাদে আহ্মদনগরে আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল ও গুপ্ত সুড়ঙ্গ কাটিতে লাগিল। এবারও ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবার চাঁদবিবি সেই ভীষণা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন! আহ্মদনগরে প্রবাদ আছে—এই যুদ্ধে যখন সকল গোলাগুলি ফুরিয়া গেল, তখন তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা এমন কি রাশি রাশি মণি মুক্তা কামানে ঠাসিয়া শত্রু মধ্যে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার ক্রমেই তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন, দেখিলেন বাহিরে যেমন প্রবল শত্রু, দুর্গে মধ্যে তিনি সেইরূপ শত্রুবেষ্টিত। প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ! তিনি খোজা হমিদ্ খাঁ নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত! যে সকল প্রধান যোদ্ধা দুর্গমধ্যে আছেন, তাঁহাদেরও আর বিশ্বাস নাই। এরূপ স্থলে যদি আহ্মদনগররাজের মান সম্ভ্রম ও ধনরত্ন রক্ষা পায়, তবে শত্রুহস্তে দুর্গ অর্পণ করাই উচিত।"

হমিদ্ খাঁ যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহাতে চাঁদবিবি উত্তর করিলেন, "আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এ যুদ্ধে আমাদেরই পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন বালক রাজাকে রক্ষা করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।" অল্পবুদ্ধি হমিদ্ খাঁ চাঁদবিবির অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পথে পথে রাষ্ট্র করিলেন যে চাঁদবিবি শত্রুহস্তে দুর্গ অর্পণ করিবেন। ক্ষীণচেতা সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া হমিদ্‌খাঁর সহিত চাঁদবিবির গৃহে প্রবেশ করিল ও অতর্কিতভাবে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিল। বীরবালার জীবলীলা এইরূপে শেষ হইল।

চাঁদবিবির হত্যাকাণ্ডে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। মোগলেরা দুর্গ অধিকার করিল এবং বাহাদুরশাহ ও অপরাপর রাজপুত্রদিগকে বন্দী করিয়া

অকবরের নিকট পাঠাইয়া দিল। চাঁদবিবির ভবিষ্য বাণী সিদ্ধ হইল।

বিজাপুররাজ ইব্রাহিম্ আদিলশাহ তাঁহার বাল্যজীবনের রক্ষয়িত্রী স্নেহময়ী চাঁদবিবির মৃত্যুসংবাদে অতিমাত্র শোক-সন্তপ্ত হইলেন, এই শোকের সময়ে তিনি ব্রজ-মরাঠী মিশ্রিত পারসী কবিতায় চাঁদবিবি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"নন্দনকাননে সুরবালাগণ করে যথা বাস।
মানবপ্রাসাদে রমণীরত্ন যথায় প্রকাশ।
সৌন্দর্য্যে সদ্‌গুণে তাঁর সম কারো নাহিক উপমা।
বিজাপুররাণী সেই প্রিয়তমা চাঁদসুলতানা।
ভীষণ সময়ে তেজোবীর্য্য তাঁর সদা উদ্ভাসিত।
সুখশান্তিকালে সরল বিমল সদা শান্তচিত্ত।
ক্ষীণ প্রতি মায়া, দীন হীন প্রতি অপার করুণা।
ছিল মহারাণী বিজাপুরপ্রিয়া চাঁদসুলতানা।
স্বভাবে কোমলা মধুর মাধুরী নাহিক তুলনা।
তাঁহার মহিমা বর্ণিতে না পারে মানবরসনা।
সুকুমার কোলে অতি সযতনে পালিল যে জন।
রাজ্যের বিপ্লবে অনাথ বালকে করিল রক্ষণ।
সেই মাতৃস্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে (করিতে পূজন।)
আমি ইব্রাহিম তুচ্ছ কয় ছত্র করিনু রচন।" ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ প্রকৃতি চাঁদবিবির সাবেক প্রতিকৃতি এখনও বিজাপুরে আছে। তাহাতে সেই সুন্দর মুখমণ্ডল, নীলনয়ন, তিলফুলবিনিন্দিত বক্র নাসিকা, স্থির গম্ভীর হাবভাব অতি সুন্দর চিত্রিত! বিজাপুরের সকলেই আজও চাঁদবিবিকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, আজও সকলে অপর গল্প ফেলিয়া চাঁদবিবির আহ্মদনগরের যুদ্ধ কথা শুনিতে ভাল বাসে *।

চাঁদবালি, উৎকলপ্রদেশস্থ বালেশ্বরজেলার অন্তর্গত বৈতরণী নদীর বামপার্শ্বে অবস্থিত একটী বন্দর। ইহা অক্ষা° ২০° ৪৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৪৭´ ৫৮´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা যদিও সমুদ্রকূল হইতে অনেক দূরে আছে, তথাপি ইহা ধামড়া বন্দরের সীমান্তর্গত। আজ কয়েক বৎসর হইতে এ স্থানটী বিখ্যাত এবং এখন প্রধান বন্দররূপে পরিগণিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এখান পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে। অধিকাংশ ষ্টীমারই জগন্নাথ-দর্শনাভিলাষী যাত্রীগণে পূর্ণ থাকে। ভারতের নানাস্থান হইতে যাত্রীগণ কলিকাতায় সমবেত হইয়া ষ্টীমারযোগে চাঁদবালি যায় এবং তথা হইতে পুরীধামে গমনপূর্ব্বক জগন্নাথ দর্শন করিয়া আইসে। ইংরাজ গবর্মেণ্ট এখানে পুলিশ প্রভৃতি শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং বাসযোগ্য স্থানও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য কাপ্তেন ম্যাক্‌নিল্ সাহেব সর্ব্বপ্রথম এইস্থানের আবশ্যকতা বোধ করেন এবং তাঁহারই যত্নে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। চাঁদবালির দুই মাইল অন্তরে বৈতরণীতীরে মহুরী গাঁ নামক একটী স্থান আছে, তথায় ষ্টীমার বিশ্রামার্থ অপেক্ষা করিয়া থাকে।

চাঁদবালি পার্শ্বস্থ স্থান সকল অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া এখানে অট্টালিকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে এবং কালক্রমে ইহা আরও বিখ্যাত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

চাঁদবীণা, চন্দ্রাকার অলঙ্কারবিশেষ, উত্তরপশ্চিমে এই গহনা প্রচলিত।

চাঁদসওদাগর, একজন বিখ্যাত সওদাগর। ইনি মনসার ভাসান ও মনসামঙ্গল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা সকলের নায়ক লখিন্দরের পিতা ও বেহুলার শ্বশুর। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—চম্পাইনগরে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি গন্ধবণিককুলোদ্ভব ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বহুসংখ্যক তরী সর্ব্বদা বহুদূরদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। ইনি পরম জ্ঞানী ও মহাদেবের মহাভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা দানব্রতাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরমসুখে কালাতিপাত করিতেন। পরে দৈববশে সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবীর সহিত ইঁহার বিবাদ হয়। চাঁদ তত্ত্বজ্ঞানী ও পরম শৈব ছিলেন, সুতরাং মনসার পূজা করিতে সম্মত হন নাই, বরং কেহ পূজা করিলে তাহার প্রতিরোধ করিতেন এবং মনসাকে চেঙ্গমুড়িকানি বলিয়া গালি দিতেন। মনসাদেবী তাহাতে কুপিতা হইয়া প্রতিহিংসাবশে সাধুর অনিষ্ট চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। শিবজ্ঞান থাকায় সাধুর কিছু অনিষ্ট করা অসাধ্য ভাবিয়া, মনসা তাঁহার ছয় পুত্রকে নাশ করেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী চাঁদসওদাগর তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। মনসার ঈর্ষানল তাহাতে আরও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা কালীদহে ডুবাইয়া দিলেন। সওদাগর সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার জ্ঞান ও মানসিক তেজ অচল রহিল। তিনি কিছুতেই চেঙ্গমুড়িকানির পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। চাঁদ জানিতেন যে মনসার কোপেই তাঁহাকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে, তিনি ইহাও জানিতেন যে মনসার পূজা করিলেই তাঁহার কষ্টের অবসান হইবে, কিন্তু মহামনস্বী সাধু সামান্য

* অনেক গ্রন্থেই চাঁদবিবির কথা আছে, তন্মধ্যে এই কয়খানি দ্রষ্টব্য—ফেরিস্তা, আবুলফজলের অকবরনামা, ফৈজির অকবরনামা, বসাসির-ই-রহিমি, Elphinstone's History of India, Col. Meadows-Taylor's Architecture of Bijapur and his History of India; Bombay Gazetteer, vol. XVII and XXIII.

পার্থিব সুখের জন্য জ্ঞানমার্গ হইতে বিচলিত হইলেন না। সুতরাং মনসা তাঁহাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া, শববস্ত্র পরাইয়া, মনসার আনন্দ হইতে লাগিল। চাঁদ নিরন্ন অবস্থায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুল আনিলেন, মনসা ইন্দুর দ্বারা তাহা অপহরণ করিলেন; অগত্যা সাধু অনাহারে রহিলেন, মনসার আনন্দের সীমা নাই। চাঁদ কাঠ কাটিয়া আনিতেছে মনসা হনুমান সাহায্যে তাহা কুচাইলেন। চাঁদের সাধ্য কি কাষ্ঠ বিক্রয় করে। এরূপ না করিলে চাঁদের মনসার প্রতি ভক্তি হইবে কেন? সাধুর কষ্টের অবধি রহিল না। বিষহরির এত দয়া দেখিয়াও, কিন্তু তাঁহার প্রতি চাঁদের ভক্তি হইল না। ক্রমে তাঁহার নখিন্দর নামে একটী সুকুমার পুত্র জন্মিল। চাঁদ অশেষ কষ্টের পর দীনবেশে গৃহে ফিরিবে, দয়াময়ী মনসার কেমন করিয়া তাহা সহ্য হইবে। তিনি গণকবেশে বেণেনীকে বলিয়া গেলেন, 'সনকা, আজ রাত্রে কলাবন দিয়া তোমার বাড়ীতে চোর আসিবে, তাহাকে খুব মারিও।' চাঁদ গৃহিণীর হাতে মনসার কৃপায় প্রহার খাইলেন। ইহাতেও মনসাদেবীর উৎকট প্রতিহিংসা দূর হইল না। তিনি বিবাহরাত্রিতে লোহার বাসরগৃহে সাধুর একমাত্র তনয় নখিন্দরকে সর্পদ্বারা বিনষ্ট করিলেন। সাধুও নিশ্চিন্ত হইলেন, তিনি দেখিলেন বিষহরির বিষনয়নে যত অনিষ্ট থাকিতে পারে তাহার শেষ হইল। তাঁহার ধনধান্য পুত্র সকলেই গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার শেষ পুত্রের শোণিতেও বিষহরির মনোমালিন্য ধৌত হইল না। মনসা মহা ফাঁফরে পড়িলেন। তাঁহার এত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। শঙ্খচিলরূপে সওদাগরের জটাস্থিত শিবজ্ঞান হরণ করিলেন। চাঁদ এখন বাস্তবিক দরিদ্র হইলেন। এদিকে চাঁদের পুত্রবধূ সায়বণিকদুহিতা বেহুলা বহু কষ্টের পর স্তবস্তুতি পূজা নৃত্যগীতাদি দ্বারা মনসার সন্তোষ জন্মাইয়া মৃতপতি ও ছয় ভাসুরের প্রাণদান করিলেন এবং শ্বশুরের চৌদ্দডিঙ্গা পুনরুদ্ধার করিয়া সানন্দে শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন। মনসার এ কৌশল ব্যর্থ হইল না। চাঁদ মহানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইলেন এবং সামান্য প্রতিবাদের পর মনসার পূজা করিতে সম্মত হইলেন। মহাআড়ম্বরে সাধুর বাটীতে মনসার পূজা হইয়া গেল। তাঁহার দেখাদেখি সকলেই মনসার পূজা করিতে লাগিল।

মনসার ভাসান প্রভৃতিতে চাঁদসওদাগরের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থোক্ত চাঁদসওদাগর ও তাঁহার সংসৃষ্ট অলৌকিক বিবরণ অধিকাংশই কবি কল্পনাপ্রসূত বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক খৃষ্টীয় ১২শ কি ১৩শ শতাব্দীতে চাঁদ নামে যে একজন ধনশালী সওদাগর প্রাদুর্ভূত হন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ঐ সময় হইতেই এদেশে মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া থাকে। কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দদাস ঐ বিষয় লইয়া সুশ্রাব্য মনসাভাসান গীতিকাব্য রচনা করেন। বাঁকুড়া জেলায় চাকিযোগে শ্রাবণ ও ভাদ্রসংক্রান্তিতে মনসাপ্রতিমার সম্মুখে মনসাভাসান গীত হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমান জেলায় মানকর ষ্টেশনের অনতিদূরে চম্পাইনগর অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। ঐ স্থানের বর্ত্তমান নাম কসবা। তথায় এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। ঐ শিবলিঙ্গ ৫৷৬ হাত লম্বা। অনেকের বিশ্বাস উহা চাঁদসওদাগরের প্রতিষ্ঠিত। তথায় সেতেলপর্ব্বত ও গাঙ্গুড়েনদী আজও বর্ত্তমান আছে। তথায় কোন বণিক বাস করেনা। প্রবাদ—তথায় কোন বণিক বাস করিলে সর্পদষ্ট হইবে। জগমোহনরচিত মনসামঙ্গলের বর্ণনা পড়িলেও ঐ স্থানে চম্পাইনগর ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়*। [মনসা দেখ।]

চাঁদ-সাহেব, দাক্ষিণাত্যে ইনি হুসেন দোস্তখাঁ নামে পরিচিত। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে দোস্তআলি আর্কটের নবাবের পদে অধিষ্ঠিত হন। চাঁদ-সাহেব নবাবের একজন আত্মীয় ছিলেন। নবাব সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর তাঁহার এক কন্যার সহিত চাঁদসাহেবের বিবাহ হয়। আবার আর্কটের দেওয়ান গোলাম হুসেন চাঁদসাহেবের একটী কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং চাঁদসাহেব নবাবের জামাতা এবং দেওয়ানের শ্বশুর হইলেন। এই দুইটী বৈবাহিক সূত্রে চাঁদসাহেব রাজ্যমধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। চাঁদসাহেবের অন্তঃকরণে উচ্চপদ লাভের আশা বলবতী ছিল। যাঁহারা এপ্রকার আশার বশবর্ত্তী, তাঁহাদিগকে কুটিল পথ অবলম্বন করিতে হয়। চাঁদসাহেব তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি দেওয়ানী কার্য্যে শ্বশুরকে সাহায্য করিতেন। একদা তিনি শ্বশুরের পদে অধিষ্ঠিত হইবার জন্যও প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, কিছুদিন পরে, চাঁদসাহেবের উন্নতির পক্ষে আর একটী সুযোগ উপস্থিত হইল। মদুরার নায়করাজগণের রাজত্বকালে, রাণী মীণাক্ষীদেবী তাঁহার স্বামী বিজয়রঙ্গ-চোক্কনাথের পরলোক-

* "কটাক্ষে গাঙ্গুড়ে নদী পশ্চাৎ করিয়া।
বর্দ্ধমানে সওদাগর উত্তরিল গিয়া।" জগমোহনের মনসামঙ্গল।

গমনের পর, বঙ্গাক্ষ ভিক্রমলের একটী পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু ভিক্রমলের তাহা মনঃপূত হইল না। তিনি নিজে সিংহাসন পাইবার জন্ত রাণীর বিপক্ষে সমরঘোষণা করিলেন। এই বিপন্নাবস্থায় রাণী আর্কটের নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নবাব, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সফ্দরআলি এবং চাঁদসাহেবকে সসৈন্তে রাণীর সাহায্যে পাঠাইলেন। ভিক্রমল সফ্দরআলিকে হস্তগত করিবার জন্ত প্রয়াস পাইলেন। তাহা দেখিয়া রাণী চাঁদসাহেবের শরণাপন্না হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া এই নিষ্পত্তি করিলেন যে, তিনি রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া সসৈন্যে আর্কটে প্রত্যাগমন করিবেন। কিন্তু চাঁদসাহেবের অন্যপ্রকার অভিসন্ধি ছিল। তিনি ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করিয়া বসিলেন এবং মদুরারাজ্যে মহম্মদীয় জয়পতাকা উড়াইলেন।

চাঁদসাহেবের এই কার্য্য সফ্দরআলির মনে ধরিল না। তিনি চাঁদসাহেবের উচ্চআশা বুঝিতে পারিলেন এবং যাহাতে তিনি অপদস্থ হন, তৎপক্ষে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। একটী সুযোগও উপস্থিত হইল। এই সময়ে আর্কটের দেওয়ানের পদ খালি হইল এবং সফ্দরআলির শিক্ষক মীর আসদ্ সে পদ প্রাপ্ত হইলেন। সফ্দরআলি এখন বল পাইলেন, তিনি মীর আসদের সহিত একত্র হইয়া, চাঁদসাহেবের বিপক্ষে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি চাঁদসাহেবের বিপক্ষে অনেক কথা দোস্তআলির কর্ণগোচর করিলেন। নবাব চাঁদসাহেবকে ভালবাসিতেন। তিনি তাহাদের কথা শুনিলেন না।

সফ্দরআলি এবং মীর আসদ্ তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা দোস্তআলির অজ্ঞাতসারে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মহারাষ্ট্রদের সহিত একটী সন্ধি করিলেন, এই সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে, মহারাষ্ট্রগণ চৌথ আদায় করিবার ছলনায় নবাবের অধিকার সকল আক্রমণ করিবে। তাহা দেখিয়া চাঁদসাহেব স্থির থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে ত্রিচিনাপল্লী ছাড়িয়া নবাবের সাহায্যে আসিতে হইবে; এই সুযোগে মহারাষ্ট্রসৈন্য উক্ত নগর আক্রমণ করিবে। দোস্তআলি এই গুপ্ত অভিসন্ধির বিষয় কিছুই জানিতেন না। মহারাষ্ট্রদের আক্রমণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য পরাভূত হইল এবং তিনিও শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

কথায় বলে, পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। সফ্দরআলির তাহাই ঘটিল। এখন তাঁহাকে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিতে হইল। তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া মহারাষ্ট্রগণ চলিয়া গেল। তৎপরে সফ্দরআলি তাঁহার পিতৃপদ গ্রহণ জন্য আর্কটে গমন করিলেন এবং চাঁদসাহেব ত্রিচিনাপল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। মদুরারাজ্য মুসলমানদের শাসনে আসিল দেখিয়া, ভিক্রমল মহারাষ্ট্রদিগের সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। চাঁদসাহেব তাহা জানিতে পারিয়া, ত্রিচিনাপল্লীতে সৈন্যদিগের আহারদ্রব্যের বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু চাঁদসাহেব দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রসৈন্তগণ কর্ণাট ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে। তিনি সঞ্চিত দ্রব্যাদি অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করিলেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে, রঘুনাথজি ভোন্‌স্‌লে একদল বৃহৎ সৈন্যসহ মদুরারাজ্য আক্রমণ করিলেন। মুসলমানসৈন্য পরাভূত হইল। চাঁদসাহেবের সকল চেষ্টা বৃথা হইল। রঘুনাথজি নগর অধিকার করিলেন এবং চাঁদসাহেবকে কারারুদ্ধ করিয়া সাতারায় লইয়া গেলেন। চাঁদসাহেবের স্ত্রী এবং তাঁহার অন্যান্য পরিবারবর্গ ফরাসীগবর্ণর মুসো ডুঁপ্‌লের তত্ত্বাবধানে পুঁদিচেরিতে রহিলেন। ভারতবর্ষে ফরাসী-আধিপত্য বিস্তৃত হয় ইহাই ডুঁপ্‌লের আন্তরিক অভিপ্রায়। তিনি চাঁদসাহেবকে একজন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক বলিয়া জানিতেন। চাঁদ মুক্তিলাভ করিলে ফরাসী আধিপত্য স্থাপনের অনেক সুবিধা হইবে, ইহা তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস ছিল। ডুঁপ্‌লের স্ত্রী দেশীয় ভাষা জানিতেন, সুতরাং তাঁহার সহিত চাঁদসাহেবের স্ত্রীর কথোপকথন হইত। এই আলাপ অবশেষে বন্ধুত্বে পরিণত হইল। চাঁদসাহেবের স্ত্রী তাঁহার স্বামীর মুক্তিলাভের কথা উত্থাপন করিলেন। ডুঁপ্‌লের স্ত্রী এ কথা তাঁহার স্বামীকে বলিলেন। ডুঁপ্‌লেও ইহাতে সম্মত হইলেন। চাঁদসাহেবের স্ত্রী জানিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রকর্ম্মচারীদিগকে কিছু টাকা দিলে তাঁহার স্বামীর মুক্তিলাভ হইতে পারিবে। ডুঁপ্‌লে এই টাকা প্রদান করিলেন। তদ্দ্বারা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে চাঁদসাহেব মুক্তিলাভ করিলেন।

এই সময়ে চিত্তলদুর্গ এবং বেদনুরের রাজদ্বয়ে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। উভয়েই চাঁদসাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চিত্তলদুর্গের রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। তিনি বন্দী হইয়া বেদনুরে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু অবশেষে মুক্তিলাভ করিলেন।

এই ঘটনায় চাঁদসাহেব হতাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজাম্-উল্-মুলুকের মৃত্যু হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে যে সমস্ত

বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহা হইতেই তাঁহার অভ্যুদয়ের সূত্রপাত। এই সময়ে আন্‌ওয়ারউদ্দীন্ আর্কটের নবাব ছিলেন। নিজাম তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন বলিয়া তিনি এই পদরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নিজামের মৃত্যু হইলে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মজঃফরজঙ্গ এই পদ পাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। এই সুযোগে চাঁদসাহেব মজঃফরজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, এবং ডুঁপ্লের নিকট হইতে ফরাসীসৈন্য সংগ্রহ করিয়া আন্‌ওয়ারউদ্দীনের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। অম্বুর নামক স্থানে দুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে আন্‌ওয়ারউদ্দীন পরাজিত এবং শত্রু কর্তৃক বিনষ্ট হইলেন। তৎপরে মজঃফরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং চাঁদসাহেব আর্কটের নবাবের পদ পাইলেন।

এই সময়ে আর্কটের ধনাগার অর্থশূন্য হইয়াছিল। চাঁদসাহেব অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলেন। তথাকার রাজা ভীত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। তাহাতে চাঁদসাহেব ৭০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা লইয়া আর্কট অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে, সুযোগ বুঝিয়া, নাসিরজঙ্গ তিনলক্ষ সৈন্য লইয়া আর্কট আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। মজঃফরজঙ্গ এবং চাঁদসাহেব এই সৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্যম বিফল হইল। মজঃফরজঙ্গ নাসিরজঙ্গের শরণাপন্ন হইলেন এবং চাঁদসাহেব পলায়ন করিলেন। নাসিরজঙ্গ আর্কট অধিকার করিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের সুবেদারপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কিছুকাল পরে, আর্কটে বিপ্লব উপস্থিত হইল। আন্‌ওয়ারউদ্দীনের পুত্র মহম্মদ আলি ইংরাজদিগের সহায়ে, আর্কটের নবাবের পদ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহম্মদ আলি ইংরাজসৈন্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইংরাজেরা সাহায্য করিলেন না। এই সংবাদ পাইয়া ডুঁপ্লে ফরাসীসৈন্য সহ চাঁদসাহেবকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। চাঁদসাহেব মহম্মদ আলিকে পরাভব এবং গিঞ্জি নামক কেল্লা অধিকার করিলেন। এই সকল ঘটনায় নাসিরজঙ্গ ভীত হইলেন। তিনি ডুঁপ্লের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। ডুঁপ্লেও তাঁহার অভিপ্রায় নাসিরজঙ্গকে জানাইলেন। নাসিরজঙ্গ তাহাতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তৎসম্পাদনে কিছু বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ডুঁপ্লে যুদ্ধার্থ ফরাসীসৈন্য প্রেরণ করিলেন।

যুদ্ধের প্রারম্ভে কর্ণুলের নবাব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নাসিরজঙ্গকে বিনাশ করিলেন।

তাহার পর ডুঁপ্লে দক্ষিণভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি মজঃফরজঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার এবং চাঁদসাহেবকে আর্কটের নবাবের পদ প্রদান করিলেন।

আর্কটের নবাবের পদ পাইয়া চাঁদসাহেবের আশা মিটিল না। তিনি ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নিজের এবং ডুঁপ্লে প্রেরিত সৈন্যদল লইয়া ত্রিচিনাপল্লী আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই সময়ে ক্লাইব ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় ছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝিয়া আর্কট আক্রমণ ও পরে অধিকার করিয়া লইলেন। চাঁদসাহেব তাহা অবগত হইয়া, রাজাসাহেবকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ক্লাইব কর্তৃক তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন।

এই সময়ে মেজর লরেন্স্ ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার অবর্ত্তমানে ক্লাইব মান্দ্রাজসৈন্যদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিলেন। এখন মেজর লরেন্স্ নিজকার্য্যের ভার ক্লাইবের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার অনুপস্থিতিকালে ক্লাইব যে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা শেষ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি প্রচুর সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। মহিসুর এবং তঞ্জোর হইতে মহম্মদ আলি কর্তৃক প্রেরিত মুসলমানসৈন্য এবং মুরারিরায়ের অধীনস্থ মহারাষ্ট্রসৈন্যগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিল। এই সৈন্য লইয়া তিনি ত্রিচিনাপল্লী আক্রমণ করিলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। ফরাসী-সেনানায়ক ল এবং চাঁদসাহেব শ্রীরঙ্গমের প্রাচীরবেষ্টিত দেবালয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এখন চাঁদসাহেবকে হস্তগত করা লরেন্স্ সাহেবের উদ্দেশ্য হইল। তিনি তঞ্জোরের সেনানায়ক মাণিকজীর সহিত এ সম্বন্ধে একটী অভিসন্ধি আঁটিলেন। মাণিকজী চাঁদসাহেবকে মুক্তিলাভের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিলেন। চাঁদসাহেবের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, এদিকে লরেন্স্‌সাহেব ল-সাহেবকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার অভিপ্রায় শীঘ্র প্রকাশ না করিলে তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে নিহত করিবেন। ল সাহেব অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন।

চাঁদসাহেবসম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, ইহা লইয়া ঘোর

আন্দোলন হইল, কিন্তু তৎপক্ষে কিছুই স্থির হইল না। এমন সময়ে, (১৭৫২ খৃষ্টাব্দে) মাণিকজী চাঁদসাহেবকে নিহত করিলেন। সকল গোল মিটিয়া গেল।

চাঁদা (চন্দা) চিফ্ কমিশনরের শাসনভুক্ত মধ্যপ্রদেশান্তর্গত নাগপুর বিভাগের একটী জেলা। অক্ষা° ১৯°৩১ হইতে ২০° ৫৩´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫২´ হইতে ৮০° ৫৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার আকৃতি ত্রিভুজাকার, উত্তরে বর্দ্ধা, নাগপুর ও ভণ্ডারা জেলা; পশ্চিমে বর্দ্ধানদী এবং পূর্ব্বদক্ষিণে বস্তাররাজ্য ও রায়পুর জেলা। পরিমাণফল ১০৭৫ বর্গমাইল; অধিবাসী সংখ্যা ৬৪৯১৪৬।

চন্দা জেলার বর্দ্ধানদীপ্রবাহিত পশ্চিমাংশ কেবল নিম্নভূমি, এতদ্ব্যতীত ইহার সমুদায় অংশই উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত পাহাড়শ্রেণীতে আকীর্ণ। বেণগঙ্গা নদীর পূর্ব্বদিকে পাহাড়শ্রেণীর উচ্চতাবৃদ্ধি হইয়াছে; এখানকার সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০০০ হাজার ফিট্ উচ্চ। বেণগঙ্গা, বর্দ্ধা ও মহানদী নামক তিনটী প্রধান নদী এবং অন্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ইহার মধ্য, পশ্চিম ও পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বেণগঙ্গা ও বর্দ্ধানদী সিওনী নামক স্থানে মিলিত হইয়া প্রাণহিতা নাম ধারণ করিয়াছে। গড়বোরী ও ব্রহ্মপুরী পরগণার অনেক স্থানে গিরি-নিঃসৃত ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সকল পরস্পর মিলিত ও পথরুদ্ধ হইয়া হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে। এ জেলায় নদী বেশী থাকায় বৃক্ষাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; ইহার পশ্চিম সীমায় বৃহদাকার বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। গবর্মেন্টের তত্ত্বাবধানে ৩৩৬৮ বর্গমাইল জঙ্গল আছে, এতদ্ব্যতীত ১১৪ বর্গমাইল জঙ্গল অরক্ষণীয় ভাবে রহিয়াছে। মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ইহা মনোরম স্থান। তসর, মোম প্রভৃতি এবং প্রচুর লৌহখনির জন্য এইস্থান বিখ্যাত। স্থানে স্থানে গিরিনির্গতা নদীর বালুকারাশির মধ্যে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য পদার্থও পূর্ব্বে পাওয়া যাইত, এখন আর দেখা যায় না।

মহারাষ্ট্ররাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বে গোঁড়বংশীয় রাজগণ চন্দার অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা নামমাত্র দিল্লীর সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করিতেন, ফলে তাঁহাদিগের রাজত্বকালে চন্দায় স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছিল। তৎকালে তথাকার অধিবাসীগণ সুসভ্য ও সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল; দেশের অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছিল এবং সুনিপুণ শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়াছিল। গোঁড়রাজগণ কোন্ সময়ে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় জানা যায় না; তবে সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে তদ্বংশীয় বীরশাহী নামক নরপতির রাজত্বকালে কার্সাপেন নামক গোঁড়দিগের আরাধ্য প্রধান দেবতার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে চিরপ্রচলিত গোবধপ্রথা সম্যক্‌রূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল। [গোঁড় দেখ।] গোঁড়রাজবংশের শেষ নরপতির নাম নীলকান্তশাহী। তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী রাজা ছিলেন; সুতরাং প্রজাপুঞ্জের নিকট তিনি ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোন্‌সলে মহারাষ্ট্রসৈন্য লইয়া চন্দা আক্রমণ করিলে রাজপারিষদগণের বিশ্বাসঘাতকতায় বিনা যুদ্ধে চন্দারাজ্য তাঁহার হস্তগত হয়; কিন্তু রঘুজী প্রথমতঃ গোঁড়রাজবংশ উচ্ছেদ করিয়া তথাকার শাসনভার গ্রহণ করেন নাই, রাজস্বের দুই তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু দুইবৎসর পরে নীলকান্তশাহীকে কারারুদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত রাজ্য সম্যক্‌রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। নীলকান্তশাহী কারাগারেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সময় হইতে চন্দায় ভোঁন্‌সেলবংশীয়গণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। মহারাষ্ট্ররাজাদিগের ক্রমাগত গৃহবিচ্ছেদ ও রাজপরিবর্ত্তনে নীলকান্তশাহীর পুত্র সুযোগ পাইয়া গোঁড়সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে পৈতৃক সিংহাসন পুনরধিকার করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও কারারুদ্ধ হন এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ৬০০৲ টাকা হিসাবে মহারাষ্ট্ররাজের বৃত্তিভোগী হন। যাহা হউক চন্দারাজ্যের স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবৃদ্ধিরও অবসান হইতে থাকে।

মহারাষ্ট্রদিগের পর পিণ্ডারীগণ চন্দা আক্রমণ করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীগণ চন্দাজেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অধিকাংশ পল্লী উৎসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল; তাহাদিগের অত্যাচারে শত শত পল্লী জনশূন্য হইয়াছিল। কথিত আছে, ১৮০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত জেলার অর্দ্ধেক অধিবাসী বিনষ্ট হয়। এমন কি প্রাকারবেষ্টিতা চন্দানগরীর সুরম্য হর্ম্ম্যসমূহের অর্দ্ধেক ভূমিসাৎ হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্ররাজের মৃত্যু হইলে তদীয় একমাত্র পুত্র পর্শোজী চন্দার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অন্ধ, খঞ্জ, অবশাঙ্গ ও নির্ব্বোধ ছিলেন; সুতরাং রাজকার্য্য মন্ত্রীদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মন্ত্রীগণের মধ্যেও পরস্পর সদ্ভাব ছিল না। অবশেষে তিনি আপাসাহেব নামক তাঁহার একজন জ্ঞাতি ভ্রাতার গুপ্ত আদেশক্রমে নিদ্রিতাবস্থায় নিহত হন।

আপাসাহেব উত্তরাধিকারসূত্রে নাগপুরে রাজছত্র ধারণ করেন, এবং বৃটীশ রাজকেশরীর সহিত নানা প্রকারে বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতা করিয়া পরিশেষে ইংরাজরাজের শরণাপন্ন ও বৃটীশের সাহায্যে রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হন। কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ইংরাজশত্রু পেশবার সহিত যোগদান করিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নাগপুরস্থ ইংরাজরেসিডেন্টের হস্তে বন্দী হন। তাঁহার মিত্র পেশবা বাজীরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে চন্দার নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন; ইংরাজরেসিডেন্ট তাহা অবগত হইয়া সৈন্যপ্রেরণপূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করেন। ঐ অব্দের ১৭ই এপ্রেল তারিখে বর্দ্ধানদীর পশ্চিমে পন্দরকাঁকড়া নামক স্থানে তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন এবং ২রা মে তারিখে ইংরাজসৈন্য চন্দা অবরোধ করে ও উৎসন্ন করিয়া ফেলে।

আপাসাহেব ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। রঘুজী নামক একটী বালক তৎপরিবর্ত্তে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার নাবালক অবস্থায় ইংরাজরেসিডেন্ট তাঁহার নামে রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। রেসিডেন্টের শাসনকালে গোঁড়জাতি পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ দস্যুবৃত্তি হ্রাস এবং শিক্ষার উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের শাসনভার রাজহস্তে অর্পিত হইলে দেশের নবোদ্ভূত উন্নতির বিঘ্ন হইতে লাগিল এবং দস্যুবৃত্তি পুনরায় দেশ মধ্যে দেখা দিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩য় রঘুজী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে চন্দা ও নাগপুরবিভাগের অপরাপর স্থান বৃটীশরাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় এবং বৃটীশরাজসরকারের অধীনস্থ একজন কমিসনর দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে।

এখানকার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলময়। হায়দরাবাদ রাজ্যের অতি নিকট থাকায়, এ স্থানটীর অধিবাসীগণও বিদ্রোহে যোগদান করিতে পারে এই ভাবিয়া সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে সাধারণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনরূপ বিদ্রোহ লক্ষিত হয় নাই। পরে মোনাম্পলী-নিবাসী বাবুরাও নামক একজন সর্দ্দার রাজগড় পরগণা লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন এবং আর্পলী ও ঘট নামক স্থানের জমিদার ব্যঙ্কটরায়ের সহিত মিলিত হন। উভয়ে বহুসংখ্যক রোহিলা ও গোঁড়সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ২৯শে এপ্রিল তারিখের যুদ্ধে গার্টল্যাণ্ড ও হল সাহেব নিহত হন। পিটার নামে এক কর্ম্মচারী কোনরূপে পলায়ন করিয়া তৎকালীন ডেপুটী কমিসনর কাপ্তেন ক্রিকটন সাহেবের সহিত মিলিত হন এবং এদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে কাপ্তেন ক্রিকটনের একখানি পত্র লইয়া ইংরাজপক্ষীয়া লক্ষ্মীবাই নামক সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলার নিকট উপস্থিত হন। লক্ষ্মীবাই বাবুরাওকে ধরিয়া দেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ২১শে অক্টোবর, বাবুরাও চন্দানগরে নিহত হন। ব্যঙ্কটরাও বস্তার নামক স্থানে পলায়ন করেন, কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে ঐ রাজ্যের রাজা তাঁহাকে ধৃত করিয়া ইংরাজহস্তে অর্পণ করেন। ইংরাজকর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার অপরাধের জন্য চিরজীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ প্রদান ও তদীয় সম্পত্তি গ্রহণ করেন।

চন্দা জেলায় হিন্দু, কবীরপন্থী, সাতনামী, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ও জৈনধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস। এতদ্ব্যতীত অনেক অনার্য্য আদিম অধিবাসীও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দা, বরোরা ও অর্মোরি এই তিন সহরে পাঁচ হাজারের অধিক লোকের বাস।

চন্দা জেলায় ভাণ্ডক, বিন্ধ্যবাসিনী, দেবালা, ঘুগু নামক মন্দিরগুলি বর্দ্ধানদীর গর্ভস্থ বল্লালপুরের মন্দির, মার্কণ্ডী, নেরী, বতালা, ভাণ্ডক, বৈরাগড়, আম্বর্গা, বাগনা এবং কেস্‌লাবরী নামক স্থানের প্রাচীন মন্দিরগুলি, চন্দার সমীপস্থ একখণ্ড প্রস্তরের স্তম্ভ, বৈরাগড় ও বল্লালপুরের দুর্গ, চন্দা নগরীর প্রাচীর, জল নিষ্কাশন প্রণালী এবং গোঁড় রাজগণের সমাধিস্থান সকল এখানকার প্রাচীনকালের স্থপতিবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধানদীর ভীষণ স্রোত, সিওরী নামক স্থানে বর্দ্ধা ও বেণগঙ্গা নদীর সঙ্গম, কেস্‌লাবরী নামক স্থানের নিকট রামদীঘি খাল, ডোমা নামক স্থানের নিকট পের্জ্জাগড়-পাহাড়স্থ গুহা সকল ও মগড়াই প্রস্রবণ এবং নানাজাতীয় লৌহখনি, কয়লার ও প্রস্তর প্রভৃতির আকর দেখিতে অতি মনোরম ও দর্শনোপযোগী। চন্দা জেলার বাণিজ্য ব্যবসায় মন্দ নয়। বর্দ্ধা, নাগপুর, ভণ্ডারা ও রায়পুর প্রভৃতি জেলা এবং বস্তার, হায়দরাবাদ ও বেরার প্রভৃতি রাজ্যের সহিত এখানকার উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময় হইয়া থাকে।

এখানে অনেক মেলা বসিয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রতিবর্ষে বৈশাখমাসে চন্দা নগরীতে এবং মাঘমাসে ভাণ্ডক নগরে যে দুইটী মেলা হইয়া থাকে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সকল মেলাতে বহুদূর হইতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে এবং এই মেলার দ্বারাই বাণিজ্য

ব্যবসা প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। মহারাষ্ট্ররাজগণের রাজত্বকালে এখানকার বাণিজ্যের দিন দিন হ্রাস হইতেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৃটীশসিংহের করগত হওয়ার পর হইতেই বাণিজ্য ব্যবসায়ের পুনরভ্যুদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অল্পদিন মধ্যেই চন্দানগরী দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে এরূপ আশা করা যায়। কার্পাসবস্ত্র এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য, পূর্ব্বে আরবদেশে পর্য্যন্ত ইহার রপ্তানি হইত; বর্ত্তমান সময়েও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ইহার প্রচুর রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে উত্তম রেসম প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার আবশ্যকতা সেরূপ দেখা যায় না। এখানকার তসর কাপড় অতি উত্তম। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার লৌহের সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়।

২ উক্ত নাম্নীর জেলার প্রধান নগর; অক্ষা° ১৯° ৫৮´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৯° ২০´ ৩০´´ পূঃ। এই নগরী সাড়ে পাঁচ মাইল প্রস্তর-পরিধিবিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাতে পাঁচটী প্রবেশদ্বার আছে। প্রাচীরপরিধির ভিতরে পল্লী, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি এবং বাহিরে উপনগর বিরাজমান। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গ। পাণ, ইক্ষু এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কার্পাসবস্ত্র, রেসম, পিত্তলনির্ম্মিত বাসন প্রভৃতিও এখানকার প্রধান শিল্পজাত। এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য অতি প্রসিদ্ধ। প্রতি বৈশাখমাসে তিনসপ্তাহকাল মেলা হইয়া থাকে।

চন্দানগরীর দৃশ্য অতি চমৎকার; ইহার উত্তর ও পূর্ব্বদিকে ঘন নিবিড় অরণ্য, দক্ষিণে মাণিকদ্রুক নামক গিরিমালা এবং পশ্চিমে শস্যক্ষেত্রবিশিষ্ট স্থান সকল শোভা পাইতেছে। গোঁড়রাজাদিগের সমাধিস্থান, অচলেশ্বর, মহাকালী এবং মুরলীধরের মন্দির এখানকার পূর্ব্বকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কথিত আছে, চন্দানগরী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খন্দকিয়া বল্লালশাহী নামক এক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়; কিন্তু দেশীয় ইতিহাস মতে ইনি অকবর বাদসাহের সমসাময়িক বালাজী, বল্লালশাহী নামক রাজার ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ। সুতরাং উক্ত ঐতিহাসিক মতানুসারে গণনা করিলে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চন্দানগরী নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। চন্দা-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে উহার ৬ মাইল দক্ষিণে বর্দ্ধানদীর তীরস্থ বল্লালপুর নামক স্থান গোঁড়রাজগণের রাজধানী ছিল। চন্দা জেলায় যে সকল গোঁড়রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আদিপুরুষ ভীমবল্লালের নির্ম্মিত প্রস্তরময় দুর্গ এবং রাজভবনের ভগ্নাবশেষ আজিও বল্লালপুরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ভীমবল্লাল চন্দানগরী প্রতিষ্ঠাতার ঊর্দ্ধতন দশমপুরুষ; সুতরাং এতদনুসারে গণনা করিলে খৃঃ ১২০০ অব্দে চন্দার গোঁড়রাজগণের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মণ্ডলবংশীয় গোঁড়রাজগণ ৪১৫ সম্বৎ অর্থাৎ ৩৫৮ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগের অভ্যুদয় হইয়াছে বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের রাজোপাধিধারণের সময় নিরূপণ করিতে গেলে ঠিক ঐ সময়ের সহিত মিল দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ কথিত আছে, তাঁহাদিগের আদিপুরুষ যাদবরাজ চেদিরাজ হৈহয় নামক নরপতির অধীনে কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা কোশলদেশের কলচুরি নামক রাজাদিগের অধীনে সামান্য সর্দ্দার মাত্র ছিলেন।

ভীমবল্লালের রাজত্বকালের পূর্ব্বে চন্দার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানা যায় না। কিন্তু এখানকার মন্দিরাদি দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে গোঁড়রাজগণের রাজত্বের পূর্ব্বে ইহা একটী প্রধান রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহাই কৈলকিল যবনদিগের রাজধানী প্রাচীন বাকাটক নগর বলিয়া অনুমিত হয় এবং ভাণ্ডকের খোদিত প্রস্তরপাঠে ইহাও জানা গিয়াছে যে এই নগরী একটী প্রধান রাজবংশের রাজধানী ছিল; এই বংশের চারিজন প্রসিদ্ধ নরপতি সূর্য্যঘোষ, কুৎস, উদয়ন এবং ভবদেব খৃষ্টীয় ৭০০ হইতে ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত এস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনন্তর রুদ্রদেব ভিন্ন এই বংশীয় অপর কোন রাজার ইতিবৃত্ত জানা যায় না। বরঙ্গল রুদ্রদেবের রাজধানী ছিল। তিনি ১১৬২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। আইন-অকবরী পাঠে জানা যায় যে বেরাররাজ্যে গোঁড়বংশীয় বাবুজিউ নামক একজন জমিদার চন্দা নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং কলিঙ্গসরকারের ৮টী পরগণা চন্দার অন্তর্ভুক্ত হয়।

চাঁদা (চন্দা) অযোধ্যার অন্তর্গত সুলতানপুর জেলার একটী পরগণা। ইহা দক্ষিণে প্রতাপগড়জেলান্তর্গত পট্টি ও উত্তরে আল্‌দিমৌ নামক পরগণাদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরিমাণফল ১৩০ বর্গমাইল। জৌনপুর হইতে লক্ষ্ণৌ যাইবার পথ ইহার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহকালে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুন তারিখে এই স্থানের নিকট ফ্রাঙ্ক সাহেব মহম্মদ হোসেন নাজিমকে পরাস্ত করেন।

চাঁদা (চন্দ্রাশব্দজ) ১ চন্দ্রাতপ, পাইল। ২ মাথট, মধুকরী বৃত্তি, অনেক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ। ৩ মৎস্যবিশেষ, চাঁদাকুড়া।

চাঁদাকুড়া (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্রমৎস্য। চাঁদামাছ। [চন্দ্রক দেখ।]

চাঁদাফোটা (দেশজ) মাকড়সার ডিম্বাধার।

চাঁদী (দেশজ) ১ স্বচ্ছরৌপ্য। ২ মাথার উপরিভাগ।

চাঁদুড়, ১ বেরার প্রদেশস্থ ইলিচপুর জেলার অন্তর্গত একটী সহর। এখানে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে। ঐ হাটের সংগৃহীত শুল্ক সহরের উন্নতিকল্পেই ব্যয় করা হয়। এ স্থানটী গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ের সহিত মিলিত হওয়ায় ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে চিকিৎসালয়, ডাকঘর, বিদ্যালয় এবং পুলিশথানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২ উক্ত প্রদেশস্থ অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ইহাতে ২টী সহর ও ২৯৬টী পল্লী আছে। অধিবাসী সংখ্যা ১৭১৬১১। এখানে প্রচুর পরিমাণে শস্যক্ষেত্র রহিয়াছে; অধিবাসীগণ ঐ সকল শস্যক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে। এতদ্ব্যতীত পতিত জমিও যথেষ্ট। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় এবং পুলিসথানা আছে।

৩ উক্ত জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২০° ৪৯´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮°১´ পূঃ। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে ১ মাইল অন্তরে অবস্থিত। ষ্টেসনের নিকট পান্থশালা রহিয়াছে।

চাঁদুড়িয়া, বঙ্গদেশস্থ খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্য-প্রধান পল্লী, ইছামতী নামক নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৪´৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ৫৬´৪৫´´ পূঃ। এখানে একটী মিউনিপালিটী আছে।

চাঁপদানি, বঙ্গপ্রদেশের হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পল্লী। ইহা বৈদ্যবাটীর নিকটে হুগলীনদীর দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে দস্যুগণ বাস করিত এবং অধিবাসী ও পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে হত্যা করিত।

চাঁদোয়া (চন্দ্রাতপ শব্দজ) চন্দ্রাতপ।

চাঁপকলি (চম্পককলিকা শব্দজ) একপ্রকার কর্ণাভরণ।

চাঁপা (চম্পক শব্দজ) ১ চম্পকপুষ্প। ২ উঠাইয়া দেওয়া।

চাঁপাকলা (চম্পককদলী শব্দজ) একপ্রকার কদলীফল।

চাঁপাগড়ি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

চাঁপানটিয়া (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্রশাক।

চাক (চক্রশব্দজ) ১ মধুচক্র, মৌচাক। ২ কুম্ভকারের চক্র। ৩ চক্র।

চাক্‌খড়ি (দেশজ) খড়ির চাপ।

চাক্‌চকা (চাকচিক্য শব্দজ) উজ্জ্বলতা।

চাকচক্য (ক্লী) চক্‌-অচ্ চকঃ প্রকারে দ্বিত্বং চকচকস্তস্য ভাবঃ চকচক-ষ্যঞ্। উজ্জ্বলতা, চলিত কথায় চক্‌চক্।

"কাচাদিদোষদূষিতলোচনস্য পুরোবর্ত্তিদ্রব্যসংযোগাদিদমাকারা চাকচক্যাকারা চ কাচিদন্তঃকরণবৃত্তিরুদেতি।"

(বেদান্তপরিভাষা)

চাকচিক্য (ক্লী) চকচক-ভাবার্থে ষ্যঞ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। উজ্জ্বলতা, চাকচক্য। (শব্দার্থচি°)

চাকচিচ্চা (স্ত্রী) চক্‌-ঘঞ্ চাকঃ তং চিনোতি চি-ক্বিপ্ তথা সতী চীয়তে চি-বাহুলকাৎ ড। শ্বেতবুহ্লা। (রত্নমালা)

চাক্‌দয়াল (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্রপক্ষী।

চাক্‌দহ, হুগলী নদীতীরস্থ নদীয়াজেলান্তর্গত একটী নগর। কলিকাতা হইতে ৩৮½ মাইল অন্তরে পূর্ব্ববঙ্গরেলওয়ের একটী ষ্টেসনের ধারে অবস্থিত। অধিবাসী সংখ্যা ৮৯৮৯। এস্থানে কোষ্টা বিক্রয়ের জন্য একটী হাট বসে এবং নদীয়াজেলায় উৎপন্ন সমুদায় কোষ্টাই 'চাক্‌দাপাট' নামে অভিহিত হইয়া ঐ হাট হইতে অন্যস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে পবিত্রসলিলা ভাগীরথীসলিলে অবগাহন-মানসে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী সমাগত হয়। ইহার নিকটে কুলিয়া নামক স্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ও তদীয় সহধর্ম্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন উপলক্ষে উপরোধভঞ্জন নামে একটী বার্ষিক মেলা হয়। এই মেলা তিন দিবস থাকে, ইহাতে সাত আটহাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

চাকন (দেশজ) ১ আস্বাদন। ২ স্বাদপরীক্ষা।

চাকন, বোম্বাই প্রদেশস্থ একটী সহর। ইহা পুণানাসিক রাস্তার উপর ও পুণা হইতে ১৮ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এস্থানে একটী বৃক্ষতলে অতি প্রাচীনকালের একখণ্ড প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ প্রস্তরফলকের একপার্শ্বে লক্ষ্মীনারায়ণদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও অপর পার্শ্বে একটী বৃষের আকৃতি খোদিত রহিয়াছে।

এখানে পুরাকালের একটী প্রসিদ্ধ দুর্গ আছে। এই দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। মালিক্‌-উল্‌-তুজার নামক একজন বাহ্মণীবংশীয় সেনানায়ক ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলাউদ্দীন্ কর্ত্তৃক কোঙ্কণদুর্গ অধিকার করিতে আদিষ্ট হইয়া চাকন সহরে সেনানিবাস ও বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, এবং সেই সময় হইতেই চাকনসহর প্রসিদ্ধি লাভ করে। মালিক-উল্‌-তুজারের মৃত্যু হইলে চাকন নগরে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় ও উহা দাক্ষিণাত্যবাসী সরদারগণের হস্তগত হয়। পরে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চাকনের সেনানায়ক জৈন্‌-উদ্দীন্ বিদ্রোহী হইলে

সিজাম-উল্-মুলক্ নামক বাহ্মনী মন্ত্রী তাঁহার পুত্র মালিক আজমকে চাকন অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু জৈন্উদ্দীন্ বিজাপুররাজের সাহায্য পাওয়ায় আজম কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক সেই বৎসর মালিক আজম স্বয়ং বাহ্মনীরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, চাকন-সৈন্যাধ্যক্ষ জৈনউদ্দীন্ উক্ত রাজার সহায়তা করেন; মালিক আজম প্রথমে তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন জন্য বিশেষ চেষ্টা পান, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া একদিন রজনীতে অকস্মাৎ সৈন্যসামন্তসহ চাকনাভিমুখে গমন করেন এবং ১৭ জন সহচর সঙ্গে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চাকনসৈন্যের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া দেন। সেই যুদ্ধে জৈনউদ্দীন্ প্রাণত্যাগ করেন। সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যুতে সৈন্যেরা হতাশ হইয়া বিপক্ষের শরণাগত হয়। তদবধি চাকন মালিক আজমের বংশধর-গণের অধিকারভুক্ত থাকে। পরে ঐ বংশীয় আহ্মদনগর-রাজ বাহাদুর ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে পুণাজেলার অপরাপর কএকটী স্থানের সহিত চাকনসহর শিবজীর পিতামহ মালোজী ভোন্‌স্‌লেকে প্রদান করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে শিবজী মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে সৈন্যাধ্যক্ষ সায়েস্তা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন ও চাকনদুর্গ অবরোধ করেন। তৎকালে চাকন ফিরঙ্গজী নামক সৈন্যাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে ছিল। দুর্গরক্ষার্থ ফিরঙ্গজী যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়া পরিশেষে শত্রুকরে বন্দী হন। চাকনদুর্গ মোগলদিগের করগত হয়। সায়েস্তা খাঁ ফিরঙ্গজীকে অতি সম্মানের সহিত শিবজীর নিকট প্রেরণ করেন। শিবজী ফিরঙ্গজীর অতুল সাহস ও বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া পুরস্কার প্রদান করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চাকনদুর্গের জীর্ণ সংস্কার হয়। পরে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সহিত শিবজীর সন্ধি হইলে, মোগলসম্রাট্ তাঁহাকে রাজোপাধি ও পুণা প্রভৃতি স্থানের সহিত চাকন প্রদান করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডিকন সাহেব চাকনদুর্গ অবরোধ ও এখানকার সৈন্য-দিগকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে এক বৃহৎ হাট বসে।

চাকনিয়া (দেশজ) যে স্বাদ পরীক্ষা করে।

চাকন্দা (চক্রমর্দ্দ শব্দজ) [চক্রমর্দ্দ দেখ।]

চাকভারুই (দেশজ) একপ্রকার ছাতার পাখী।

চাকভ্রমী (চক্রভ্রমী শব্দজ) ১ চক্রের ভ্রমণ। ২ চক্রের ন্যায় ভ্রমণ।

চাকর (পারসী) ১ ভৃত্য, কর্ম্মচারী। (চীন 'চা'+সংস্কৃত 'কর') ২ যে চা প্রস্তুত করে।

চাকরা (চাকর শব্দজ) দাসত্বের পারিতোষিক স্বরূপ যে ভূমি দান করা হয়।

চাকরাণী (পারসীজ) দাসী।

চাকরান্ (দেশজ) ভৃত্যের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত ভূসম্পত্তি।

চাকরী (পারসী) দাসত্ব, পরের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া কাজ করা।

চাকলতোড় (চাকুলতোড়), মানভূম জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম পুরুলিয়ার দক্ষিণ। অক্ষা° ২৩° ১৪´ উঃ, দ্রাঘিঃ ৮৬° ২৪´ পূঃ। এখানে বৎসর বৎসর ছাতা-পরবের সময় একটী মেলা হয়। এই মেলা প্রায় একমাস থাকে। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, লোহারডাগা, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক দোকানদার নানাবিধ দ্রব্যজাত লইয়া ক্রয়বিক্রয়াদির জন্য এখানে আগমন করে। পিতলের বাসন ও শঙ্খাভরণ বহুপরিমাণে বিক্রয় হয়।

চাকলা (চক্রল শব্দজ) কএকটী পরগণার সমষ্টিকে চাকলা কহে। [চকলা দেখ।]

চাকলাদার (পারসী) চাকলার অধিপতি, যাহার উপরে একটী চাকলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হয়।

চাকশূল (চক্রশূল শব্দজ) একপ্রকার ঔষধের গাছ।

চাকা (চক্র শব্দজ) রথাঙ্গ, চক্র।

চাকাদানা (পারসী মিশ্র) একপ্রকার ঔষধের গাছ।

চাকাবালিয়া (দেশজ) একপ্রকার বালিয়া মাছ।

চাকী (দেশজ) ১ জাঁতা। ২ গোলাকার ছোট টেকু।

চাকী, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটী নদী। ইহা ডালহাউসী স্বাস্থ্যনিবাসের সমীপস্থ গিরিমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ঐ জেলার পূর্ব্বসীমা স্বরূপ প্রবাহিত হইয়াছে এবং পরে পার্ব্বত্য-প্রদেশস্থ পয়োপ্রণালী ও চম্বাগিরিনিঃসৃত উপনদীর সহিত মিলিত ও কিয়দ্দূর প্রবাহিত হইয়া পাঠানকোটের দুই মাইল দক্ষিণে দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহার একটী শাখা দক্ষিণবাহিনী হইয়া মীরথল নামক স্থানের নিকট বিপাশা নদীতে পতিত হইতেছে। অপরটী পশ্চিম-বাহিনী হইয়া ইরাবতী নদীর সহিত মিলিত হইতেছিল, কিন্তু বারিদোয়াব খাল কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া পরিশেষে বিপাশা নদীতে পতিত হইয়াছে।

চাকু (পারসী) ছুরি। [চাকী দেখ।]

চাকুন্দা (দেশজ) ১ একপ্রকার শাক, অনেকে 'চাকুন্দা' স্থলে চাকুন্দ্যাও ব্যবহার করে। ২ একপ্রকার লাটামাছ।

চাকুলিয়া (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্রগাছ, ইহাকে চাকুল্যা বলে। (Hemionitis carotifolia.)

চাক্‌চিক্য (চাকচক্য শব্দজ) উজ্জ্বলতা, দীপ্তি।

চাক্‌চিক্‌নী, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য।

চাকৃতি (চক্র শব্দজ) ১ কোন গোলাকার পদার্থ। ২ গোলাকার ও চেপ্টাভাবে প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্য।

চাক্র (ত্রি) চক্রেণ নির্ব্বৃত্তং চক্র-অণ্। ১ যাহা চক্রদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে।

"চাক্রমৌসলমিত্যেবং সংগ্রামং রণবৃত্তয়ঃ।" (হরিবং ১০০ অঃ)

চাক্রবর্ম্মণ (পুং) চক্রবর্ম্মণোঽপত্যং চক্রবর্ম্মন্-অণ্ টিলোপঃ। চক্রবর্ম্মার পুত্র, ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। পাণিনি ইহার মত উল্লেখ করিয়াছেন। (ঈতচাক্রবর্ম্মণস্য। পা ৬।১।১৩০।) ।

চাক্রবাকেয় (ত্রি) চক্রবাকসখ্যাদি° চাতুরর্থিক ঢঞ্। চক্রবাকের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

চাক্রায়ণ (পুং) চক্রস্য গোত্রাপত্যং চক্র-ফঞ্ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) চক্র নামক ঋষির বংশধর। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে। (ছান্দোগ্য ১।১০।১)

চাক্রিক (ত্রি) চক্রেণ সমূহেন যন্ত্রবিশেষেণ বা চরতি চক্র-ঠক্ (চরতি। পা ৪।৪।৮) ১ ঘাণ্টিক, যাহারা অনেকে মিলিত হইয়া কোন ব্যক্তির স্তুতি পাঠ করে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মতে ইহাদের অন্নভোজন নিষিদ্ধ।

"পিশুনানৃতিনোশ্চৈব তথা চাক্রিকবন্দিনাম্।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িণস্তথা।" (যাজ্ঞ° ১।১৬৫)

২ তৈলকার, কলু। (হেম) ৩ শাকটিক, গাড়োয়ান।

"ভিক্ষুকাংশ্চাক্রিকাংশ্চৈব ক্লীবোন্মত্তান্ কুশীলবান্।
বাহ্যান্ কুর্য্যান্নর-শ্রেষ্ঠোদোষায়তেস্যুরন্যথা ॥"
(ভারত ১৩।৬৯ অঃ)

৪ চক্রশিল্পী, যে চাকঘুরায়, কুম্ভকার। (বৃহৎসংহিতা ১০।৯) ৫ সহচর, অনুচর।

"তদাত্মজাঃ ক্ষণে তস্মিন্‌গহনদ্রোহচাক্রিকাঃ।" (রাজতরঙ্গিণী ৫।২৫৭।) (ত্রি) ৬ চক্রাকার। ৭ চক্র সম্বন্ধীয়। ৮ কোন চক্র বা সমাজসম্বন্ধীয়।

চাক্রিকা (স্ত্রী) একপ্রকার পুষ্প।

চাক্রিণ (পুং) চক্রিণোঽপত্যং চক্রিন্ অণ্ টিলোপাভাবঃ (সংযোগাদিশ্চ। পা ৬।৪।১৬৬) চক্রীর পুত্র। [চক্রিন্ দেখ।]

চাক্রেয় (ত্রি) চক্রসখ্যাদি° চাতুরর্থিক-ঢঞ্। চক্রের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

চাক্ষুষ (ক্লী) চক্ষুষা নির্ব্বৃত্তং চক্ষুস্-অণ্ (তেন নির্ব্বৃত্তং। পা ৫।১।৭৯) ১ প্রত্যক্ষবিশেষ, দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে। ভাষাপরিচ্ছেদের মতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ চক্ষু। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গ্রহণ করিতে ইহার ব্যাপারভেদ হইয়া থাকে। দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ব্যাপার সংযোগ, এইরূপ দ্রব্য সমবেত রূপাদি পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ব্যাপার সংযুক্ত সমবায় এবং দ্রব্যসমবেত পদার্থের (গুণত্বাদি জাতির) চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ব্যাপার সংযুক্ত সমবেত সমবায়। (ভাষাপরি°) চক্ষুষা গৃহ্যতে চক্ষুস্-অণ্। ২ চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপাদি। (ত্রি) চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপাদিযুক্ত।

(পুং) ৪ ষষ্ঠ মনু। মার্কণ্ডের পুরাণের মতে ইনি পূর্ব্ব জন্মে ব্রহ্মার চক্ষু হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তাই এই জন্মেও ইহার নাম চাক্ষুষ হইয়াছে।

"অস্য জন্মনি জাতোঽসৌ চক্ষুষঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
চাক্ষুষত্বমতস্তস্য জন্মন্যস্মিন্নপি দ্বিজ।" (মার্কণ্ডেয়° ৭৬।২)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার উপাখ্যানটী এইরূপ লিখিত আছে যে, রাজর্ষি অনমিত্রের মহিষী ভদ্রার গর্ভে সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্ন একটী পুত্র জন্মে। পুত্রের রূপ ও সুলক্ষণ দেখিয়া পিতামাতার আনন্দের অবধি থাকিল না। মহিষী ভদ্রা বালকটীকে কোলে লইয়া আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। সহসা বালক উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। জননী বালকের অকারণ হাসি দেখিয়া সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার হাসির কারণ কি! আমার কোলে উঠিতে ভয় হইতেছে অথবা তুমি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিতেছ?" বালক ধীরে ধীরে বলিল, "জননি! ঐ দেখুন, একটী মার্জ্জারী আমাকে খাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, আবার জাতহারিণীও লুক্কায়িত হইয়া আমাকে লইয়া যাইবার উদ্যোগে আছে। জগতের সকলেই স্বার্থপর। আপনি মনে করিতেছেন যে, কালে দিনে আমি আপনার উপকার করিব। কিন্তু সে কল্পনা মিথ্যা। আমি ৫।৭ দিনের বেশী আপনার নিকটে থাকিতে পাইব না। তথাপি না জানিয়া আপনি আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাত বৎস প্রভৃতি মিথ্যা নামে আমাকে সম্বোধন করিতেছেন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি হাসিয়াছি।" অভিনব বালকের এই সকল কথা শুনিয়া ভদ্রার প্রাণে আঘাত লাগিল, তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। সেই দিন বিক্রান্ত রাজার মহিষীও একটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। জাতহারিণী ঐ বালকটীকে লইয়া তাহার শয্যায় রাখিল এবং তাহার পুত্রটীকে অপর একস্থানে লইয়া গেল। মহিষী নিদ্রিতা, তিনি ইহার কিছুই জানিলেন

না। তাহাকেই পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিক্রান্ত পুত্রের নাম আনন্দ রাখিলেন।

রাজকুমার আনন্দ ক্রমে সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী হইয়া পিতামাতার যত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যথা সময়ে আনন্দের উপনয়ন হইল। উপনয়নের পর আচার্য্য তাহাকে উপদেশ করিয়া বলিলেন, "বৎস! প্রথমে জননীর পূজা করিয়া তাঁহাকে নমস্কার কর।" আনন্দ গুরুর এইরূপ কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গুরো! আমি কাহাকে পূজা করি, যিনি জননী তাঁহার পূজা করিব না, যিনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহার পূজা করিতে হইবে?" আচার্য্য বলিলেন, "কেন বৎস! তোমার জননী বিক্রান্তরাজমহিষী হেমিনী, তুমি ইঁহারই পূজা কর।" আনন্দ উত্তর করিলেন, "না, ইনি আমার জননী নন, ইঁহার পুত্রের নাম চৈত্র, সে বিশালগ্রামে বোধবিপ্রের ঘরে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার জননীর নাম ভদ্রা।" তৎপরে আনন্দের মুখ হইতে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আনন্দ রাজা ও রাণীকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন। আনন্দের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে মনু করিলেন। ইনিই চাক্ষুষ মনু নামে বিখ্যাত। রাজা উগ্রের কন্যা বিদর্ভার পাণিগ্রহণ করেন। এই মন্বন্তরের সুরগণের নাম আর্য্য, তাঁহাদের পাঁচটী গণ ছিল। দেবগণের মধ্যে যিনি শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন, তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করা হইত। চাক্ষুষ মন্বন্তরে মনোজব ইন্দ্র হইয়াছিলেন। সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান্, উন্নত, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। উরু, পুরু ও শতদ্যুম্ন প্রভৃতি মনুর পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৬ অঃ) ভাগবতের মতে চাক্ষুষ মনু বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। (ভাগবত ৬।৬।১৫) ইঁহার মাতার নাম আকৃতি ও পত্নীর নাম নড্বলা। পুরু, কুৎস, অমৃত, দ্যুমান্, সত্যবান্, ধৃত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক ইঁহারা মনুর পুত্র। এই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম মন্দ্রদ্রুম। (ভাগবত)

মৎস্যপুরাণের মতে নড্বলার গর্ভে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যভাষী, হবিঃ অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন, অপরাজিত ও অভিমন্যু এই কয়টী পুত্র জন্মে।

৪ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ৫ কক্ষেয়ুর একপুত্র ও সন্তানয়ের ভ্রাতা। (হরিবংশ ৩১ অঃ)

৬ রিপুর পুত্র, ইঁহার মাতার নাম বৃহতী। ইঁহার ঔরসে ও অরণ্য প্রজাপতির কন্যা বীরণীগর্ভে মনুর উৎপত্তি হয়। (হরিবংশ ২ অঃ)

৭ খনিত্রের পুত্র, ইঁহার পুত্রের নাম বিবিংশতি।

৮ চতুর্দশ মন্বন্তরের একটী দেবগণ।

"চাক্ষুষাশ্চ পবিত্রাশ্চ কনিষ্ঠা ভ্রাজিরাস্তথা।" (বিষ্ণুপু° ৩২ অঃ)

৯ ৬ষ্ঠ মন্বন্তর।

"চাক্ষুষেঽন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্সর্গেকালবিক্রতে।" (ভাগ° ৫।৩০।৪৯)

১০ পিতৃভেদ। "সুধামংস্চাক্ষুষঃ।" (অথর্ব্ববেদ ১৪।৭।৭)

চাক্ষুষত্ব (ক্লী) চাক্ষুষ ভাবার্থে-ত্ব। চাক্ষুষের ধর্ম্ম।

চাক্ষ্ম (ত্রি) চক্ষ-বাহুলকাৎ ম পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। দ্রষ্টা, যে দর্শন করে। "চাক্ষ্মো যথাচং ভরতে মতী।" (ঋক্ ২।২৪।৯) 'চাক্ষ্মঃ সর্ব্বস্ত দ্রষ্টা' (সায়ণ)।

চাখন্দ্রী (দেশজ) স্থানবিশেষে কমলানেবুর নাম।

চাগন (দেশজ) ১ রোগের উদ্রেক। ২ উৎসাহে জাগরণ।

চাগান (দেশজ) ১ উত্তোলন। ২ উত্তেজন।

চাঙ্গ (পুং) চীয়তে ড চমকং যস্ত বহুব্রী। ১ চাঙ্গেরী। (রায়মুকুট) ২ দন্তপটুতা। (শব্দার্থচি°)

চাঙ্গা (চঙ্গ শব্দজ) নীরোগ, সবল।

চাঙ্গারী (দেশজ) বংশ শলাকাদ্বারা নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

চাঙ্গেরী (স্ত্রী) চাঙ্গং ঈরয়তি চাঙ্গ-ঈর অণ্ উপপদস° গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অম্ললোণিকা, আমরুল। (অমর ২।৪।১৫০।)

ইহার গুণ—দীপন, রুচিকর, লঘু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, অম্লরস, পিত্তবৃদ্ধিকর এবং গ্রহণী, অর্শ ও কুষ্ঠনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

চাঙ্গেরীঘৃত (ক্লী) চাঙ্গের্য্যাঃ পকং ঘৃতং মধ্যলো°। ঔষধঘৃতবিশেষ। নাগর (শুঁঠ), পিপ্পলীমূল, চিতে, গজপিপুল, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বিষ, আকনাদি ও যমানী এই সকলের কল্ক ও চাঙ্গেরীরসে ঘৃতপাক করিবে। ইহা সেবনে অর্শ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা ও গুদভ্রংশরোগের প্রতীকার হয়। (চক্রদত্ত)

চাচকপুর, জৌনপুর জেলার একটী গ্রাম। ঝন্ঝরি মসজিদের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। ইব্রাহিম্ শাহ ঐ মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। এখানে হিন্দুরাজ জয়চন্দ্র নির্ম্মিত একটী হিন্দুদেবালয় ছিল।

চাচপুট (পুং) তালবিশেষ। যথাক্রমে গুরু, লঘু ও প্লুত থাকিলে তাহাকে চাচপুট বলে।

"গুরুলঘুঃ প্লুতশ্চৈব ভবেচ্চাচপুটাভিধঃ।" (সঙ্গীতদামোদর)

চাচলি (ত্রি) চল-যঙ্‌লুগন্ত কি। ১ অতিশয় চঞ্চল। ২ বক্রগামী।

চাচা (হিন্দীজ) পিতার ভ্রাতা, পিতৃব্য, খুড়া।

চাচাত (চাচাশব্দজ) পিতৃব্যসম্বন্ধীয়।

চাচাতবহিন্ (হিন্দী) পিতৃব্যের কন্যা।

চাচাতভাই, পিতৃব্যের পুত্র।

চাচিঙ্গদেব, গুজরাটের অন্তর্গত পাবকগড়ের একজন রাজা। প্রসিদ্ধ চৌহানপতি পৃথ্বীরাজের বংশে ইহার জন্ম। ইহার পিতার নাম শ্রীচাল্লদেব।

চাচী (হিন্দী) চাচার স্ত্রী, পিতৃব্যপত্নী।

চাচ্‌কী (দেশজ) ১ অস্থায়ী। ২ কোন লোকের উপর নির্ভর।

চাচ্চা (চাচা শব্দজ) চাচা, পিতৃব্য।

চাঞ্চল, মালদহের অন্তর্গত একটী বৃহৎ জমিদারী।

চাঞ্চল্য (ক্লী) চঞ্চলস্য ভাবঃ চঞ্চল-ষ্যঞ্। চঞ্চলতা, অস্থিরতা।
"চাঞ্চল্যবহিতা লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রাবধিস্থিরাঃ।" (জগন্মঙ্গলকবচ)

চাট (পুং) চাট্যতে ভিদ্যতে যস্মাৎ। চট-অপ্। ১ বিশ্বাসঘাতক চোর, যে ব্যক্তি প্রথমে বিশ্বাস জন্মাইয়া পরে ধনাদি অপহরণ করে।
"চাটতস্করদুর্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
'চাটাঃ প্রতারকাঃ বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরন্তি।'
(মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়)
(দেশজ) ২ মুখরোচক খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

চাটকায়ন (পুং) চটকস্য গোত্রাপত্যং চটক-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) চটকের গোত্রাপত্য, চটকবংশধর।

চাটকৈর (পুং) চটকায়াঃ পুমপত্যং চটকা-এরক্ (চটকায়া এরক্। পা ৪।১।১২৮) চটকার পুং অপত্য, চড়াই ছানা। বার্ত্তিককারের মতে চটক শব্দের উত্তরও এরক্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। (চটকস্যেতি বাচ্যং। বার্ত্তিক)

চাটগাঁ (চট্টগ্রাম) বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষাং ২০° ৪৫´ হইতে ২২° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৯১° ৩০´ হইতে ৯২° ২৫´ পূঃ। পরিমাণ ফল ২৫৬৭ বর্গমাইল। ইহার উত্তরপশ্চিমে ফেণীনদী, দক্ষিণে নাফ্‌নদী, পূর্ব্বে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশ ও আরাকান এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর।

এই জেলার সমুদ্রতীরভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬৫ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১৫ মাইল। কর্ণফুলী ও সঙ্গু ইহার প্রধান নদী। কর্ণফুলী উত্তরপূর্ব্বস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমবাহিনী হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। চট্টগ্রামসহর ও তন্নামক বন্দর এই নদীতীরে অবস্থিত। হলদা এই নদীর প্রধান উপনদী। সঙ্গুনদী আরাকানের পার্ব্বত্যপ্রদেশের দক্ষিণপূর্ব্বদিক্ হইতে নির্গত ও এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে কর্ণফুলীনদীর দশ মাইল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। দোলু ইহার প্রধান উপনদী। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল এখানে অনেক রহিয়াছে। ফেণীনদী যদিও ইহার উত্তরপশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহার সীমানির্দ্ধারণ ও ইহাকে নোয়াখালি জেলা হইতে পৃথক্ করিতেছে, তথাপি উহা এই জেলার নদীমধ্যে পরিগণিত নহে। কারণ ইহা কোন স্থানেই এই জেলার অন্তর্গত ভূমিস্পর্শ করে নাই।

এই জেলার অন্তর্গত সমুদ্রতীরস্থ নিম্নভূমি সকল রক্ষার্থ বড় বড় বাঁধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কুতবদিয়া নামক দ্বীপের বাঁধগুলি এবং গণ্ডামারা পল্লীরক্ষার জন্য নির্ম্মিত গণ্ডামারা নামক বাঁধই প্রসিদ্ধ। এখানে সীতাকুণ্ড, গোলিয়াসী, সাতকানিয়া, মাসখাল এবং তেকনাফ নামক পাঁচটী পাহাড় আছে। সীতাকুণ্ডপাহাড়ের শৃঙ্গের নাম চন্দ্রনাথ বা সীতাকুণ্ড; ইহা হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান; বহুদূর দূরান্তর হইতে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন। ইহার উচ্চতা ১১৫৫ ফিট, এখানে ইহার ন্যায় উচ্চশৃঙ্গ আর দৃষ্ট হয় না। [সীতাকুণ্ড দেখ।]

চট্টগ্রামে হ্রদ নাই। গমনাগমনের সুবিধার জন্য এখানে অনেকগুলি খাল খনন করা হইয়াছে। ঐ সকল খাল বড় বড় নদীর সহিত সম্মিলিত। অধিবাসীগণ এই সকল খালের সাহায্যে শস্য, কার্পাস, আলু, ইন্ধন, শুষ্ক মৎস্য প্রভৃতির বিনিময় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এখানকার অনেক লোকই মৎস্যের ব্যবসায় জীবন যাপন করে। খনিজ পদার্থ বড় পাওয়া যায় না। সীতাকুণ্ডের উষ্ণপ্রস্রবণ ব্যতীত উহার ৩ মাইল উত্তরে লবণাক্ষ নামক লবণাম্বুময় আর একটী প্রস্রবণ আছে; ইহাও হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ এবং বহুদূর দেশ হইতে এখানেও অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

ব্যাঘ্র, হস্তী, বন্যশূকর, হরিণ প্রভৃতি এখানকার আরণ্য জন্তু। ব্রহ্ম ও চীনদেশের সহিত এখানকার বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

চট্টগ্রাম পূর্ব্বে বঙ্গ ও ত্রিপুরার হিন্দুরাজের এবং আরাকানের বৌদ্ধরাজগণের অধীন ছিল। প্রবাদ আছে,—খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে শেষোক্ত বৌদ্ধরাজ বঙ্গ আক্রমণ করিয়া বর্ত্তমান চট্টগ্রামে এক জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। সেই অবধি ব্রহ্মবাসীরা বিজেতার দৃষ্টান্তে "চিৎ-ত-গোং" অর্থাৎ 'যুদ্ধ করা অন্যায়' এই নাম প্রদান করেন (১)। সেই "চিৎ-ত-গোং" হইতে দেশীয়েরা চট্টগ্রাম বা চট্টল নাম দিয়াছে।

(১) Anderson's Archæological Catalogue of Indian Museum, vol. II, p. 162.

দেশাবলী নামক সংস্কৃত ভূগোলের মতে চন্দ্রনাথ হইতে ফুযণা পর্য্যন্ত চট্টলদেশ বিস্তৃত ছিল। মুসলমানদিগের করগত হইবার পূর্ব্বে এখানে পুনঃ পুনঃ রাজপরিবর্ত্তন ঘটে এবং ইহা বঙ্গ ও ব্রহ্মের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ইহার সীমানির্দ্ধারণ নিমিত্ত ত্রিপুরারাজ্যের হিন্দুরাজের সহিত আরাকানের বৌদ্ধরাজগণের ক্রমাগত বিবাদ চলিতে থাকে। পরে বঙ্গদেশে আফগান্দিগের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইলে ইহা মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। পর্ত্তুগীজ ইতিহাস লেখক কেরিয়া ডি-সুজা লিখিয়াছেন যে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ার তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি বাঙ্গালার আফগানরাজের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন; রাজদূত চট্টগ্রামে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজধানী গৌড়নগরে গমন করেন, কিন্তু গৌড়রাজ পর্ত্তুগীজদিগের উপর সন্দিহান হইয়া জাহাজের অপরাপর লোকের সহিত দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত তের জন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া গৌড়ে রাখেন। পর্ত্তুগীজেরা এই ঘটনার কয়েক মাস পরে চট্টগ্রাম ভস্মসাৎ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল ও আফগান্দিগের মধ্যে বাঙ্গালার আধিপত্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ সুযোগ পাইয়া চট্টগ্রাম পুনরধিকার করিয়া লয়েন এবং বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে মোগলদিগের অধিকারভুক্ত হইলেও তাহাদিগের লক্ষ্যে পতিত না হওয়ায় চট্টগ্রাম আরাকান-রাজেরই রাজ্যান্তর্গত থাকে। পরে অক্‌বর বাদশাহের রাজস্বমন্ত্রী প্রসিদ্ধ টোডরমল উহার বার্ষিক ২৮৫৬০৭৲ টাকা রাজস্ব স্থির করিয়া তাঁহার সেরেস্তার শোভাবর্দ্ধন করেন, ঐ রাজস্বের কপর্দ্দকও রাজকোষে জমা হয় নাই; বাস্তবিক আরকানরাজই উহার প্রকৃত রাজা ছিলেন।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে মটুকরায় (মুকুটরায়) নামক একজন মগ-সরদার আরাকানরাজের প্রতিনিধি স্বরূপ চট্টগ্রাম শাসন করিতে নিযুক্ত হন, কিন্তু ঘটনাক্রমে স্বীয় প্রভুর বিরাগভাজন হইয়া উঠেন এবং পাছে প্রভু কর্ত্তৃক শাস্তি ভোগ করিতে হয় এই ভয়ে বাঙ্গালার মোগলরাজপ্রতি-নিধির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে নামমাত্র উক্ত দেশ-প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার প্রজা হইয়া বাস করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তাহাতেও আরাকানদিগের দৌরাত্ম্য শান্ত হইল না; বরং এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহাদিগের অত্যাচারে কোন কোন স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িল।

১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তৎকালীন মোগল-শাসন-কর্ত্তা সায়েস্তাখাঁ চট্টগ্রামে আরাকানরাজের অত্যাচার নিবা-রণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া হুসেনবেগ নামক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে কতকগুলি সৈন্য জলপথে ও কতক সৈন্য তাঁহার পুত্র উমেদখাঁর অধীনে স্থলপথে প্রেরণ করেন। উমেদখাঁ আরাকানসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া চট্টগ্রাম পুনরধি-কার করেন, তদবধি চট্টগ্রাম মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত ও চট্টগ্রাম নামের পরিবর্ত্তে "ইস্‌লামাবাদ" নামে অভিহিত হয়।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাবের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মনোমালিন্য সংঘটিত হইলে সৈন্যাধ্যক্ষ নিকল্‌সন সাহেব চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া তথায় ইংরাজ-দুর্গসংস্থাপনের জন্য প্রেরিত হন, কিন্তু হুগলীতে ইংরাজ-পক্ষের দুর্ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনি একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হন নাই। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাশিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। পরে আরকানরাজ্য ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, ব্রহ্ম-রাজের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বহুসংখ্যক মগ চট্টগ্রামে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই ব্রহ্মযুদ্ধের অপ্রত্যক্ষ কারণ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার দেশীয় পদাতিক সৈন্যগণও বিদ্রোহী হয় এবং শান্তিরক্ষক-দিগকে বিনাশ করিয়া ত্রিপুরাভিমুখে গমন করে, কিন্তু ত্রিপুরারাজ ও তথাকার পার্ব্বত্যজাতি সকল তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন।

চট্টগ্রাম জেলার নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রসিদ্ধ—চট্টগ্রাম সহর, কক্‌স্‌বাজার, ফটিকছরী, কুমিরিয়া; হাটহাজারী, রাঙ্গুনিয়া, পাতিয়া, সাতকানিয়া, চন্দ্রনাথ, মাস্থাল, চকরিয়া এবং রমু। রমুর দক্ষিণদিকে রাজাকুল নামক স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

চট্টগ্রামে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মধর্ম্মা-বলম্বী লোকের বসবাস আছে।

বাণিজ্য বিষয়ে চট্টগ্রাম একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, দক্ষিণ শাহাবাজপুর এবং হাতীয়া শণদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুলের আমদানী হয় এবং "চাটগাঁর চাউল" নামে বিখ্যাত হইয়া বণিকগণ কর্ত্তৃক দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হয়। চা এখানে উৎপন্ন হয় ও এখান হইতে বিদেশে প্রেরিত হয়। বোয়াডোম, ত্রিপুরাবাজার, কাসলং, পোয়াংহাট, মাণিকদ্বার প্রভৃতি কার্পাস বিক্রয়ের স্থান। এখানকার কার্পাস দুই প্রকার। ফুলসুতা ও বেণীসুতা; ফুলসুতা শ্বেতবর্ণ ও উৎকৃষ্ট, বেণীসুতা ধূসরবর্ণ। এখানকার পর্ব্বত হইতে সংগৃহীত কাষ্ঠ অপরদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

চট্টগ্রাম জেলার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর; শারদীয়জ্বর (ম্যালেরিয়া) এখানে দেখা দিয়াছে। অপরিষ্কৃত খাল ও পুষ্করিণীই এখানকার অস্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ।

২ চট্টগ্রাম জেলার একটী উপবিভাগ, অক্ষা° ২১° ৫০´ হইতে ২২° ৫৯ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৩০´ হইতে ৯২° ১৪´৪৫´´ পূঃ। এখানে ৯টী পুলিশ থানা এবং ১৩টী দেওয়ানী ও ৩টী ফৌজদারী বিচারালয় আছে।

৩ উক্ত জেলার রাজকীয় প্রধান সহর ও বাঙ্গালাদেশের দ্বিতীয় বন্দর। অক্ষা° ২২° ২১´৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯১° ৫২´ ৪৪´´ পূঃ। ক্ষেত্রফল ৯ বর্গমাইল। এই নগর কর্ণফুলী নদীর উপরে অবস্থিত। এখানকার প্রধান প্রধান গৃহ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। এই স্থান পর্ব্বতময়। বহুকাল হইতে এই স্থান বাণিজ্য জন্য বিখ্যাত। পর্ত্তুগীজেরা এদেশে আসিয়া ইহার পোর্টগ্রাণ্ডো নাম দেন। হুগলীর বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার পূর্ব্ব গৌরব বিলুপ্ত হয়। যাহা হউক ইহা পুনরায় পূর্ব্বস্থান অধিকার করিতেছে। এখানকার বন্দরে স্বদেশ বিদেশের অর্ণবতরী সকল আসিয়া থাকে।

চাটগাঁ পার্ব্বত্যপ্রদেশ, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন চট্টগ্রাম বিভাগের একটী জেলা। অক্ষা° ২১° ১৩´ হইতে ২৩° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৪৬´ হইতে ৯২° ৪৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৫৪১৯ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে ত্রিপুরা পার্ব্বত্যরাজ্য, দক্ষিণে আকায়েব, পূর্ব্বে তুইলেন্‌পুই ও সাজ্জুকনদী এবং পশ্চিমে চাটগাঁ জেলা।

এই জেলার মধ্য দিয়া চারিটী প্রধান নদী প্রবাহিত হইতেছে। কর্ণফুলী, সঙ্গু, ফেণী ও মাতামুরি। এখানকার অধিবাসী পাহাড়ীরা কর্ণফুলী নদীকে কিংসাথিয়োং বলিয়া থাকে। এখানে অনেক গিরিশৃঙ্গ আছে; তন্মধ্যে রংরংদং শৃঙ্গ উচ্চে ২৭৮৯ ফিট ও লুরাইনতং শৃঙ্গ উচ্চে ২৩৫৫ ফিট, উভয়ই তিম্বং নামক পর্ব্বতের শৃঙ্গ। এখানে অনেক মূল্যবান্ আরণ্যবৃক্ষাদি জন্মে।

বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে কুকিদিগের নায়ক রামুখাঁ নামক একজন এই স্থানের অধিবাসীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে এবং তাহার পর আরও দুই একবার কুকিদিগের দ্বারা এখানকার অধিবাসীগণ উৎপীড়িত হয়; পরে ইংরাজসৈন্য উপস্থিত হইয়া কুকিদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করে।

তণ্ডুল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত তুলা ও নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্পাস, তামাক, চা ও আলু এখান হইতে অন্য স্থানে রপ্তানি হয়।

চাটপুট (পুং) তালবিশেষ। ইহার লক্ষণ চাচপুটের সমান। [চাচপুট দেখ।] চাটপুট স্থানে "পুটপাট" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

চাটন (দেশজ) জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন।

চাটনি (দেশজ) মুখরোচক, অম্লরসযুক্ত খাদ্য বস্তু।

চাটা (দেশজ) জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন, চাটন।

চাটি (দেশজ) আঘাত।

চাটিম (দেশজ) ১ যে ফল চাটা যায়। ২ কদলীবিশেষ।

চাটিমকলা, একপ্রকার কদলীফল।

চাটু (পুং ক্লী) চট-ঞুণ্ (দৃসনিজনিচরিচটিভ্যো ঞুণ্। উণ্ ১।৩।) ১ প্রিয়বাক্য। ২ মিথ্যা প্রিয়বাক্য, খোসামোদ।

"নোচাটুশ্রবণং কৃতং ন চ দৃশা হারোঽন্তিকে বীক্ষিতঃ।" (সাহিত্যদ°)

চাটুক (পুং ক্লী) চাটু-স্বার্থে-কন্। [চাটু দেখ।]

"বিশ্রব্ধচাটুকশতানি রতান্তরেষু।" (সাহিত্যদ°)

চাটুকার (ত্রি) চাটুং করোতি চাটু-কৃ-অণ্ উপপদস°। [পা ৩।২।২৩ সূত্র দেখ।] যে চাটুবাক্য বলে, খোসামুদে।

"চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।" (সাহিত্যদ°)

চাটুপটু (পুং) চাটুষু পটুঃ ৭তৎ। ভণ্ড, ভাঁড়। (হারাবলী)

"পাণ্ডবানাং পণ্ডিতোঽসৌ ব্যাসশ্চাটুপটুঃ কবিঃ।" (নৈষধচ°)

চাটুয়া (দেশজ) জোঁকের ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র জন্তু, ইহার উপরিভাগ ঈষদ্ রক্তযুক্ত পীত, তলপিঠ শাদা।

চাটুলোল (ত্রি) চাটুষু লোলঃ ৭তৎ। চাটুকার, খোসামুদে। (হারাবলী)

চাটুবটু (পুং) চাটুষু বটুঃ ৭তৎ। বিদূষক, ক্রীড়াসহচর ভণ্ড।

চাটুবাদ (পুং) ১ প্রিয়বাক্য। ২ অপরের প্রীতি জন্মাইবার মানসে প্রিয়বাক্য কথন।

চাটুবাদিন্ (ত্রি) চাটুং বদতি চাটু-বদ-ণিনি। চাটুকার, যে বিলক্ষণ খোসামোদ করিতে পারে।

চাটূক্তি (স্ত্রী) চাটুরূপা উক্তিঃ কর্ম্মধা°। ১ প্রিয়বাক্য। চাটোশ্চাটুবাক্যস্য উক্তি যত্র বহুব্রী। ২ সেবা। (হারাবলী)

চাটেশ্বর, উৎকলের কটকজেলার পত্মপুর পরগণার অন্তর্গত কিশ্‌নাপুর (কৃষ্ণপুর) গ্রামে* প্রতিষ্ঠিত একটী বিখ্যাত শিবলিঙ্গ ও তাঁহার মন্দির। কটকের প্রায় ১২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং কটক হইতে চাঁদবালি পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত কিশ্‌নাপুর গ্রামে অতি অল্পলোকেরই বসবাস, যাহারা বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ভোপা (সেবক)। পূর্ব্বে

* পাজের মতে মহাসিংহপুরে চাটেশ্বর অবস্থিত লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে।

চাটেশ্বরের সেবার্থ অনেক দেবোত্তর ছিল, কিন্তু সেবকেরা তাহা ক্রমে ক্রমে হস্তান্তর করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সেবা-পূজারও আর পূর্ব্ববৎ আড়ম্বর নাই। এখন সেবার্থ ১০০০ বিঘা ভূমি ও ৩০০ ভরণ ধান্ত বন্দোবস্ত আছে। শিব-রাত্রি ও কার্ত্তিকমাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীর দিন এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

উক্ত গ্রামে চাটেশ্বরের উভয়পার্শ্বে কৃষ্ণরাধিকা ও পার্ব্বতীর মন্দির আছে, কিন্তু সেগুলি দেখিলেই নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। চাটেশ্বর তেমন আধুনিক নহে, উড়িষ্যার অপরাপর স্থানে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, চাটেশ্বর দেখিলেই ঐ সকল মন্দিরের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরটী সমস্তই বউলমালা পাথরে নির্ম্মিত; ইহার গাত্রে মন্দশিল্প-নৈপুণ্য নাই, তবে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিতে সুন্দর ও শিল্প-নৈপুণ্যযুক্ত বোধ হইত, এখন সে সৌন্দর্য্য ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এই সমুচ্চ মন্দিরের অভ্যন্তর অন্ধকারময় বোধ হয়। সেবকদিগের অযত্নে এই সুন্দর দেবালয়মধ্যে শত শত বাদুড়ের বাস হইয়াছে। গর্ভগৃহের ভিতর এক খাত কাটা আছে, তন্মধ্যেই লিঙ্গ সর্ব্বদাই জলমগ্ন থাকেন, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বোপলক্ষে বাহির হন।

এই চাটেশ্বরের মন্দিরে উৎকলরাজ (২য়) অনঙ্গভীমের প্রশস্তি-বর্ণিত একখানি খোদিত শিলাফলক দৃষ্ট হয় (১)।

চাটেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে—

এখন যে মন্দিরে চাটেশ্বর আছেন, সেখানে একটী সরোবর ছিল। তাহার অনতিদূরে এক গুরুমহাশয় "চাট-শালী" (পাঠশালা) করিয়া ছাত্রবৃন্দকে অধ্যয়ন করাই-তেন। দেব দেব মহাদেবও চাটবেশে * সেই গুরুমহাশয়ের

* উড়িষ্যায় চাট শব্দে শিষ্য বা ছাত্রকে বুঝায়।

(১) চাটেশ্বরের এই প্রশস্তির প্রতিলিপি ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, অথবা ইহার বিবরণ কোন রাজকীয় অথবা সাধারণ পত্রিকায় বিবৃত না হওয়ায় আবশ্যক বোধে ইহার পরিচয় দিতেছি।

গত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৭ই নবেম্বর তারিখে বেলা ৪।০ সময় আমরা চাটেশ্বর দর্শনে গিয়াছিলাম। আমাদের প্রস্তাবমত মন্দিরের সেবকগণ ঐ বৃহৎ শিলাফলক মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিয়া মুখশালীর মধ্যে স্থাপন করেন। তখন ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকার দেখা দিতে ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি ঐ শিলাফলকের অবিকল প্রতিকৃতি উঠাইয়া লই। শিলা-ফলকখানি দৈর্ঘ্যে ৩২½ ইঞ্চি ও প্রস্থে ২২ ইঞ্চি। ইহার অক্ষরগুলি প্রাচীন বঙ্গীয় নাগরাক্ষরে লিখিত। এই অক্ষরের সহিত ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে উৎকীর্ণ উদ্যোতকেশরীর শিলালিপির সহিত কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol, VII. Plate XXIV. দেখ)

চাটেশ্বর-প্রশস্তির অক্ষর ¼ ইঞ্চি করিয়া বড়। নিম্নে উক্ত প্রশস্তির সমুদয় প্রতিলিপি পঙ্‌ক্তিক্রমে উদ্ধৃত হইল—

১ ওঁ নমঃ শিবায়। স যস্মিন্নৈনাকঃ স্মরতি জনকক্রোড়লালিতং যদস্তঃ শ্রীকান্তঃ শ্রয়তি গৃহজামাতৃপদবীম্। সুরেভ্যস্তস্মাদ্ব্যসনমসুভূয়ব্যথিত যদ্যথাসত্রং সোয়ঞ্জয়তি সরি-
২ তামেকসুভগঃ। তস্মাদভূদ্বিমলমাদধানঃ কলানিধির্বিশ্ববিলোচনানাম্ যমপ্রসূয়ামাস গুণানুরাগাদ্রত্নৈরমুরারিমুকুটেপুরারিঃ। ভূপাস্তস্মাদভূবুর্বিস্মরসমরোদঞ্চদাশ্চর্য্যবীর্য্যজ্যো-
৩ তির্জ্জালাবলীঢ়প্রতিভটকরটিস্থানদানপ্রবন্ধাঃ। যেষাঙ্কীর্ত্তিপ্রবাহৈঃ প্রতিপদমুদয়ৎস্বচ্ছনীসঙ্গসৌখ্যপ্রেঙ্খৎকল্লোলকেলিঃ কলয়তি জলধিস্তানিলীলায়িতানি। তেষাম্বংশেবিশদযশসা
৪ ক্ষোড়গঙ্গাঙ্কিতীগ্রণ্যাজব্যক্তং নরহরিতনোর্জ্যোতিরাবির্বভূব। দর্প্পোদ্দামদ্বিপমদনদীতীর্থসংস্থাসিনাং যস্মিন্ত্রিংশেন প্রতিনৃপতয়ঃ প্রাপিতামোক্ষলক্ষ্মীম্। ধম্মিল্লং করপল্লবে কলিতবান্ প্রাগেব বৈ-
৫ রিশ্রিয়ঃ স্মেরামর্দ্দতরঙ্গিতেনমনসানিস্ত্রিংশবল্লীস্ততঃ। চক্রে বৈরিবধূজনস্তনতটীর্য্যোমুক্তমুক্তাঃপুরঃপশ্চাদুর্দ্ধরগন্ধসিন্ধুরমদপ্রস্তন্দিগণ্ডস্থলী। যৎকল্লোলিতমণ্ডলাগ্রকুটিলাটোপক্ষ-
৬ রৎসান্দ্রৈর্গর্ব্বাণপ্রকরপ্রহারতরলৈঃ প্রত্যর্থিভিঃ পার্থিবৈঃ। চণ্ডাংশোর্দ্দিবিমণ্ডলাগ্রপটলং নির্ভিদ্যাতস্মমূনা মন্যে নিবৃত্তিগর্বিতৈর্মুহুস্ততোর্নির্বাণসীমারসঃ। আসীৎ শুম্ভুরনঙ্গভীমনৃপ-
৭ তিঃ পুণ্যাতপত্রং ততোনস্পৃষ্টঃ কলিকালকল্মষমসীকল্লোললীলায়িতৈঃ। কোরমঙ্গকলাপচুর্ম্মদকরিব্যূহং বিহায়ামুনাপ্রহ্বামেকপদেনৃপেকলয়তাসাম্রাজ্যমাসাদিতম্। স্বৈরংপ্রকৃতি
৮ ত্রয়গবীভিরুপাস্যমানো গোবিন্দইত্যজনিবৎসকুলেদ্বিজেন্দ্রঃ। রাজ্ঞঃক এষ মহিমাযদসাবনেনসাম্রাজ্যভারবহনে বিদধে ধুরীনঃ। সেবানতপ্রতিমহীপতিকেশপাশশৈবালবল্লিশিখ-
৯ রে নখরাজহংসাঃ। যৎপাদপঙ্কজগৃহাশ্রয়িণঃ স্বপন্তি রাজেন্দ্রইত্যজনি তেন ততঃক্ষিতীন্দ্রঃ। যস্তেঽহসৌ তমনঙ্গভীমনৃপতির্যস্য প্রতাপানলজ্বালাসংবলিতৈঃ সুবর্ণশিখরীযাতিদ্রবত্বং
১০ যদি। আদাবৈবমহর্নিশং যদি ঘনামুঞ্চন্তি ধারোৎকরানাশাঃ পূরয়িতুং তথাপি বিজয়ীযদ্দানকেলিক্রমঃ। ত্রৈলোক্যং বিমলীকরোতিযদিতৎকীর্ত্তির্মুধা স্বর্দ্ধুনীকণ্ঠেচেৎবিলুঠন্তি
১১ তদ্ভণিতয়োধিগুমৌক্তিকানাং স্রজঃ। যৎপাদাজনখদ্যুতিব্যতিকরৈস্তুষাবিধির্যদ্যভূৎ প্রত্যর্থীক্ষিতিপালভালফলকে কঃ পট্টবন্ধগ্রহঃ। তস্যাথ ক্ষিতিপালভালবড়ভীনিদ্রালু-
১২ পাদাম্বুলৈর্বিস্ফূর্ব্বিস্ফুরিবাপরঃ কলিতবান্ সাচিব্যমব্যাহতম্। শ্বেতচ্ছত্রশতানি যস্য যশসা নির্ম্মায় কিংক্রমহে সাম্রাজ্যংত্রিকলিঙ্গনাথনৃপতেরেকাতপত্রীকৃতম্। যে যাতাঃ শরণং
১৩ রণাঙ্গণশিরস্যস্তশস্ত্রাঃ পুরো যৈর্বা দুর্দমদোর্বিলাসরসিকৈরুৎখাতখড়্গোঽস্থিতম্। আশ্চর্য্যং যদমীষ্বপি ন চিরাদাসাদ্য বিষ্ণোঃ পদং প্রাপ্তা নির্ভরনির্বৃতিপ্রণয়িতাং প্র-
১৪ ত্যর্থিনঃ পার্থিবাঃ। বিন্ধ্যাদ্রেরধিসীমভীমতটিনীকুঞ্জে তটেস্তোনিধে বিস্ফূর্বিস্ফুরসাবসাবিতিভয়াচ্চৈতন্দিশঃ পশ্যতঃ। সাম্রাজ্যং সপরিশ্রমেণ ন তথা বৈখানসানামিদং বিশ্বং
১৫ বিস্ময়ং যথাপরিণতং তুষাণপৃথ্বীপতেঃ। কণ্ঠোত্তংসিতসায়কস্য সুভটানেকাকিনো নিঘ্নতঃ কিক্রমো যবনাবনীন্দ্রসমরে ভক্তস্য বীরব্রতম্। যস্যালোকনকৌতুকব্যসনি-
১৬ নাং ব্যোমাঙ্গনে নাকিনামস্পষ্টৈরনিমিষবৃত্তিভিরভূন্নেত্রৈর্মহানুৎসবঃ। সাহস্রাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি হরয়ঃ খেলত্রিবর্ণদিগ্‌গজা প্রেঙ্খন্তিঃ পথিপুণ্ডরীকপটলৈর্দিকচক্রমা-
১৭ ক্রমাতে। সন্বাসঃ কটকেষু মৌলিষু পদন্যাসঃ কুলক্ষ্মাভৃতামবন্ধ্যাযত্র ন কাচিদুৎকলপতেঃ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীকৃতিঃ। ক্ষ্মাপীঠং [illegible] রক্রিয়দথ যঃ সৌধমেতৎকিয়ৎদিকচক্রং কিয়-
১৮ দেতদেবকলয় ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডংকিয়ৎ। আস্তেযত্রতমোতি যত্রচরণং যত্রেদমামোদতে যত্রপ্রজ্যাতি যত্রবানিবসতিস্বচ্ছন্দমেতদ্যশঃ। তপনতনয়মেত্যাদন্তেবতংসয়িতুং শিবঃ কুবলয়কুল-
১৯ কণ্ঠোত্তংসেন বিভ্রতি সুভ্রুবঃ। বিচকিলবনোৎসঙ্গে ভৃঙ্গী বিদন্নালিনং স্বানং জগতিজনিতশ্বেতাদ্বৈতেতদাযশোভরিঃ। অনেন পুরুষোত্তমপ্রণয়িনীষু বারাঙ্গিধেনুটীষু ঘটিতাস্তুলাপু
২০ রুষহেমভূমীভৃতঃ। বিলাসবসতীশতং কলয়তাবলারাতিনা শচীবদনবারিজেতরলিতাস্ম লোলং দৃশঃ। পস্থামঃ সরসাংশতৈস্তুভইতস্তেনাঙ্কিতাস্তটস্মেরাস্তোজগভীরগ-
২১ র্ভকুহরপ্রস্তাধ্বখেদোর্ম্ময়ঃ। অন্তঃসৌরভসায়নীকমমরৈঃপাথেয়ভারৈর্ময়ীমন্দংমন্দমমুত্রজন্তিপথিকানাস্তোধিবেলানিলাঃ। আন্বীক্ষিকীকুটিলমৈক্ষত যং কটাক্ষৈর্যস্তত্রয়ীবদনতাম-
২২ রসং চুচুম্ব। স্বৈরং যদীয় হৃদয়ে বিজহারবার্ত্তা যং দণ্ডনীতিরপিনির্ভরমালিলিঙ্গ। উদগ্রদোষাদপথপ্রবর্ত্তনস্খলন্নতীনিশ্রুতিদৃষ্টিবিভ্রমৈঃ। চকার তত্র প্রতিপত্তিসম্প-
২৩ দাম্পদং পুরাণানি পুনর্নবানি যঃ। কনককলসভারং ভারয়ামাস তাস্বানপ্রনিরজনিজানিস্ফাটিকঃ পূর্ণকুম্ভঃ। ধ্বজপটচটুলশ্রীর্যত্র চ ব্যোমগঙ্গা বিরচিতমমুনেদং ধাম-
২৪ কামান্তকস্য। ত্রিভুবনভরণাত্তিকর্ত্তুমেকার্ণবস্থলজয়মিব যাবৎ কুর্ব্বতে পর্ব্বতেন্দ্রাঃ। সদনমিদমুদঞ্চৎ ফেণপুঞ্জপ্রতিষ্ঠামিহ কলয়তু তাবদ্দীয়তাঞ্চ প্রশস্তিঃ। লোকা-
২৫ শ্চতুর্দ্দশনমান্তি যশোযদীয়ং বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশন তৃপ্যতি যস্য বুদ্ধিঃ। মন্বন্তরাণ্যপি চতুর্দ্দশ যস্য সূক্তির্নম্লানিমেতি স কবিঃ কিল ভাস্করোঽস্যাঃ। • ।

নিকট পড়িতে আসিতেন। সকল ছাত্রকেই বেতনের জন্য শিক্ষককে তাগাদা করিতে হইত, কিন্তু চাটরূপধারী তাগাদা না করিতেই বেতন দিয়া যাইতেন। গুরুমহাশয় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কখনও পরিচয় দিতেন না। গুরুমহাশয়ের মনে ক্রমেই সন্দেহ হইতে লাগিল। একদিন চাট পাঠশালা হইতে যাইবার সময় গুরুমহাশয় তাঁহার অনুশরণ করিলেন। পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন—চাট সেই সরোবরে ঝাঁপ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেইদিন রাত্রিকালে গুরুমহাশয়কে স্বপ্নাদেশ হইল যে, "আমি নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত চাটবেশে তোমার নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলাম। অতঃপর আমার নাম চাটেশ্বর বলিয়া প্রচার করিও।" সেই ঘটনার পর অনেক লোক আসিয়া এখানে অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইতে লাগিল। ক্রমে এই স্থানমাহাত্ম্য উৎকলরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই সরোবর ভরাট করিয়া তাহার উপর একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বর্ত্তমান চাটেশ্বরলিঙ্গ স্থাপন ও তাঁহার সেবার জন্য বিস্তর সম্পত্তি দান করিলেন।

উৎকলরাজ ২য় নরসিংহদেবের প্রদত্ত তাম্রফলকে চোড়গঙ্গ হইতে ২য় অনঙ্গভীম পর্য্যন্ত যেরূপ বংশাবলী আছে, চাটেশ্বরের শিলাফলকেও সেইরূপ। গাঙ্গেয় শব্দে উৎকলের গাঙ্গেয়রাজগণের তালিকায় মুদ্রাকরের সাজাইবার দোষে, (২য়) রাজরাজ ও অনিয়ঙ্কভীম রাঘবের পুত্ররূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক রাজরাজ ও অনিয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীম চোড়গঙ্গের পুত্র। [গাঙ্গেয় শব্দ ৩১৯ পৃষ্ঠা দেখ।] যখন গাঙ্গেয় শব্দ লেখা হয়, তখন চাটেশ্বরের উক্ত শিলাফলকের সমস্ত পাঠোদ্ধার করিতে সময় হয় নাই, সুতরাং শিলাফলক সম্বন্ধে তখন যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সব ঠিক নহে। এখন উক্ত শিলালিপির সমস্ত পাঠোদ্ধার হওয়ায় অনেক নূতন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে।

গাঙ্গেয় শব্দে ৩১৮ পৃষ্ঠায় অনঙ্গভীম ও অনিয়ঙ্কভীম দুই জন ভিন্ন রাজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ২য় নরসিংহদেবের তাম্রফলক অনুসারে অনিয়ঙ্কভীমের পুত্রের নাম রাজরাজ (৩য়)। এক্ষণে চাটেশ্বরের শিলালিপিপাঠে জানা যাইতেছে যে, চোড়গঙ্গের অনঙ্গভীম নামে এক পুত্র জন্মে, ঐ অনঙ্গভীমের বৎসগোত্রীয় গোবিন্দ নামে এক বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং রাজেন্দ্র নামে এক পুত্র ছিলেন। ঐ রাজেন্দ্র হইতে ত্রিকলিঙ্গনাথ (২য়) অনঙ্গভীম জন্ম পরিগ্রহ করেন।

এই (২য়) অনঙ্গভীমের প্রধান মন্ত্রীর নাম বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর প্রবলপ্রতাপে বহুতর যবনরাজ্য অনঙ্গভীমের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং তুম্বাণ (২) নৃপতি তাঁহার ভয়ে সশঙ্কিত হইতেন। [প্রতিলিপির ৪, ৬, ৯, ১২, ১৫ পঙ্ক্তি দেখ।]

উক্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ২য় নরসিংহের তাম্রফলক বর্ণিত অনিয়ঙ্কভীম ও চাটেশ্বর শিলালিপির চোড়গঙ্গপুত্র অনঙ্গভীম উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ ৩য় রাজরাজ ও রাজেন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে চাটেশ্বর-লিপি ও ২য় নরসিংহের তাম্রফলক অনুসারে নিঃসন্দেহে উৎকলের গাঙ্গেয়রাজগণের বংশতালিকা এইরূপে অঙ্কিত হইতে পারে—
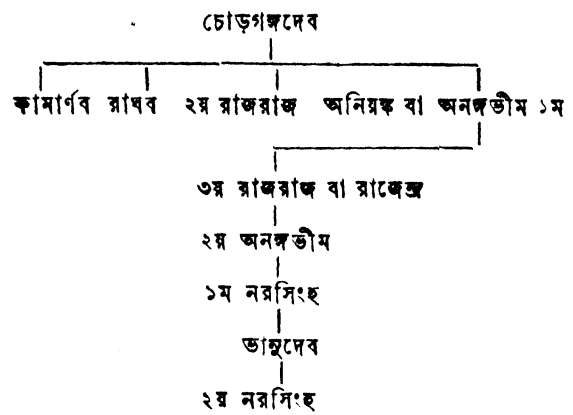
গাঙ্গেয় শব্দে লিখিত হইয়াছে যে ১ম অনঙ্গভীম অনেক পুরাতন কীর্ত্তি সংস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে চাটেশ্বর শিলালিপির ২৩শ পঙ্ক্তি পাঠে জানা যাইতেছে যে ১ম অনঙ্গভীম নহে, ২য় অনঙ্গভীমই এই কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তিনিই এই কামান্তকের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা এক্ষণে চাটেশ্বর নামে বিখ্যাত। [গাঙ্গেয় শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চাড় (দেশজ) ১ উৎকটেচ্ছা, একান্ত অভিপ্রায়। ২ ক্ষিপ্রতা। ৩ প্রয়োজন। ৪ এক পাকে যে খাদ্য রাঁধা হয়।

চাড়চট, গুজরাটের পালনপুর এজেন্সীর অন্তর্গত একটী জমিদারী। সচরাচর সন্তানপুরের সহিত সন্তানপুরচাড়চট নামে আখ্যাত। উভয়ের পরিমাণফল ৪৫০ বর্গমাইল। চাড়চটে ১১টী গ্রাম আছে। এখানকার রাজগণ ঝরিয়ারাজপুত-

(২) গাঙ্গেয় শব্দে লিখিত হইয়াছে, মহারাজ অনঙ্গভীমের পুত্র (১ম) নরসিংহ রাঢ় ও বরেন্দ্র আক্রমণ করিয়া তুগ্রিল-ই তুগান্খাঁকে পরাস্ত করেন। বোধ হয়, এই তুগান্খাঁই চাটেশ্বরের শিলাফলকে তুম্বাণ নৃপতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই যুদ্ধে বিষ্ণুসাত্রাই প্রধান সেনাপতিরূপে সৈন্যপরিচালনা করিয়া থাকিবেন।

কুলোদ্ভব। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। ইহারা তালুকদার শ্রেণীভুক্ত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ২১এ জুলাই ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত তালুকদারের বন্দোবস্ত হয়।

ইহার ভূমি সমতল ও জঙ্গলাদি শূন্য। মৃত্তিকা কোথাও কর্দ্দমময়, কোথাও বালুকাময়, কোথাও বা কৃষ্ণবর্ণ। ইহার অধিকাংশ জমীই এক ফসলা। এখানে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হয়। এখানে নদী প্রভৃতি অধিক নাই, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ অনেক পুষ্করিণী আছে। বৈশাখমাস পর্য্যন্ত তাহাতে জল থাকে, তৎপরে অধিবাসীদিগকে কূপ আশ্রয় করিতে হয়। এখানে ৫ হইতে ২০ ফিটের মধ্যে গর্ত্ত করিলেই জল পাওয়া যায়।

চাড়া (দেশজ) ১ মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রাদির ভগ্নাংশ। ২ ক্ষুদ্র গাছ। ৩ উচ্চ। ৪ অবলম্বন বা ঠেস।

চাণ (চিহ্ন শব্দজ) জল মধ্যে মৎস্যের উল্লাস।

চাণক (পুং স্ত্রী) চাণক্যস্য ছাত্রঃ চাণক্য-অণ্ যস্য লোপঃ। ১ চাণক্যের ছাত্র। ২ কম্পাস (Compasses)

চাণক, ইহার অপর নাম বারাকপুর। এই নগরটী ২৪ পরগণার অন্তর্গত এবং কলিকাতা হইতে ৭॥০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৫´ ৪০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৩´ ৫২´´ পূঃ। ইহার নিকট দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত। এখানে একটী সেনানিবাস আছে, এই জন্য ইংরাজেরা ইহার নাম বারাকপুর রাখিয়াছে। এখানে ই বি ষ্টেট্ রেলওয়ের একটী ষ্টেশন হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, জবচার্ণক এই স্থান সংস্থাপন করেন। তাঁহার নামের অপভ্রংশে চাণক নাম হইয়াছে। কিন্তু কর্ণেল ইউল (Yule) সাহেব প্রাচীন পত্রাদি দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে এই প্রবাদটীর মধ্যে কোন সত্য নাই। চার্ণক সাহেবের জন্মগ্রহণের বহুপূর্ব্বে এই স্থানটী আচাণক বা চাণক নামে অভিহিত হইত। ইহার লোকসংখ্যা ৩৫৬৪৭, তন্মধ্যে ২৬১৫৭ হিন্দু, ৮৫১২ মুসলমান এবং ৯৭৮ অন্যান্য জাতি। সেনানিবাসের দক্ষিণদিকে একটী মনোহর উদ্যান আছে, তাহা বারাকপুরপার্ক নামে অভিহিত। ইহার ভিতরে একটী উৎকৃষ্ট প্রাসাদ আছে। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ডমিণ্টো সাহেবের সময়ে তাহা নির্ম্মিত হয় এবং পরে মারকুইস্ অব হেষ্টিংস্ ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করেন। অবকাশ পাইলে বড়লাট চিত্তবিনোদনার্থ বারাকপুরে আসিয়া এই গৃহে অবস্থিতি করেন। এই উদ্যানটীর মধ্যে লেডি ক্যানিংয়ের কবর আছে। এখানে তিনবার সিপাহীবিদ্রোহ হইয়াছিল। প্রথমবার ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে। ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ে ৪৭ সংখ্যক বঙ্গ-পদাতিক যুদ্ধের জন্য সমুদ্রপথে যাইতে অস্বীকার করে এবং বলে যে দ্বিগুণ ভাতা না পাইলে তাহারা পদব্রজে যাইতে প্রস্তুত নহে। দ্বিতীয়বার, উক্ত বৎসরের শেষভাগে আর একদল সিপাহী যুদ্ধযাত্রা করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহারা যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নদী অভিমুখে গমন করিলে পর ইংরাজসৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কতকগুলিকে গুলিদ্বারা বধ করে। কতকগুলি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিল এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিতে গিয়া জলমগ্ন হইল। তৃতীয়, বা শেষ বিগ্রহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। এই বৎসরের প্রারম্ভে হিন্দু সিপাহীদিগের মধ্যে একটী কথা উঠিল যে, বন্দুকের টোটায় গোরুর চর্ব্বি দিয়া ইংরাজগণ তাহাদিগকে খৃষ্টান্ করিবার জন্য অভিসন্ধি করিয়াছেন। এ কথা যে অমূলক তাহা বুঝাইবার জন্য সেনাধ্যক্ষগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। পরে এই বিদ্রোহী সিপাহীগণ গৃহে অগ্নি দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে মঙ্গলপাঁড়ে নামক একটী সিপাহী একজন সেনাধ্যক্ষের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। পরে মঙ্গলপাঁড়ে ও সেই দলের অধ্যক্ষের ফাঁসি হয়। [বারাকপুর দেখ।]

চাণকীন (ক্লী) চণকানাং ভবনং ক্ষেত্রং চণক-খঞ্ (ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে। পা ৫।২।১) চণকের উৎপত্তিযোগ্য ক্ষেত্র।

চাণক্য (পুং) চণকস্য মুনে র্গোত্রাপত্যং চণক-গর্গাদি° যঞ্। একজন সুপ্রসিদ্ধ নীতিজ্ঞ মুনি। ইহার বিরচিত নীতিশাস্ত্র অদ্যাপিও ভারতের ঘরে ঘরে জাজ্বল্যমান। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে চাণক্য নাম দেখিয়া ইঁহাকে চণক মুনির পুত্র বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন; কিন্তু পাণিনির ৫।২।১ সূত্রানুসারে চণকের বংশোৎপন্ন যে কোন ব্যক্তিকেই চাণক্য বলা যাইতে পারে। মুদ্রারাক্ষস পাঠে জানা যায় যে ইহার আসল নাম বিষ্ণুগুপ্ত। ত্রিকাণ্ডশেষে কৌটিল্য, দ্রোমিণ ও অংগুল এই দুইটী নাম আছে। এ ছাড়া পক্ষিলস্বামী, মল্লনাগ, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি নামান্তর দৃষ্ট হয়।

কামন্দকনীতির টীকাকার 'কৌটিল্য' নামের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—'কুটো ঘটস্তং ধান্যপূর্ণং লান্তি সংগৃহ্ণন্তি ইতি কুটলাঃ কুম্ভীধান্যা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। অতএব তেষাং গোত্রাপত্যং কৌটিল্যো বিষ্ণুগুপ্তো নাম।" 'কুট' অর্থাৎ ধান্যপূর্ণ কুম্ভ যাঁহারা সঞ্চয় করেন, তাঁহাদিগকে 'কুটল' বলে। 'কুটল' শব্দের অপর পর্য্যায় 'কুম্ভীধান্য'। যাহারা একবৎসরের জীবিকার উপযোগী ধান্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাদৃশ গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ 'কুটল' বা 'কুম্ভীধান্য' বলিয়া অভিহিত। চাণক্যের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐরূপ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া চাণক্যের

নাম 'কৌটিল্য' হইয়াছে। আবার কাহারও মতে তিনি কুটিল মন্ত্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া 'কৌটিল্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইজন্য অধ্যাপক উইলসন (Professor Wilson) সাহেব ইঁহাকে Machiavelli of India বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ "নীতিসার"-প্রণেতা কামন্দক চাণক্যের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

চাণক্য কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে সংবদ্ধ বলিয়া ৩২৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বেই তাঁহার আবির্ভাবের সময় নিরূপিত হইয়াছে।

ইনি পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার বাল্যজীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তৎকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৈলঙ্গ অক্ষরে লিখিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—একদিন চাণক্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নন্দের ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন ও প্রধান আসনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। নব নন্দ তাঁহাকে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিয়া সেই সিংহাসন হইতে উঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রীগণ তাহাতে অনেক আপত্তি করেন, কিন্তু নন্দরাজগণ উহাতে কর্ণপাত না করিয়া রোষভরে চাণক্যকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিলেন। চাণক্য তখন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শিখা খুলিয়া এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, "যতদিন না নন্দবংশের উচ্ছেদ হইবে, ততদিন আমি আর এ শিখা বন্ধন করিব না।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। চন্দ্রগুপ্তও নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক চাণক্যের নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন। এখানে নন্দবংশের উচ্ছেদের জন্য ম্লেচ্ছাধিপ পর্ব্বতেন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। কথা হইল, যদি যুদ্ধে জয় হয়, তবে পর্ব্বতেন্দ্র অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবেন। তদনুসারে ম্লেচ্ছাধিপ সসৈন্যে আসিলেন। নন্দের সহিত যুদ্ধ চলিল। চাণক্যের কৌশলে একে একে সকলেই নিহত হইলেন।

মুদ্রারাক্ষস ও মহাবংশটীকা পাঠে জানা যায়—সপুত্র নন্দরাজ নিহত হইলেও, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ সহজে সম্পন্ন হয় নাই। মহামন্ত্রী রাক্ষস সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামক রাজভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইয়া, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের প্রাণনাশের জন্য অবিরত অবস্র কূটজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাক্ষসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। চাণক্য পণ্ডিতের সুদর্শনতুল্য নীতিকৌশলে ঠেকিয়া তাহার সকল অস্ত্রই চূর্ণ হইয়া গেল। চাণক্য বিপক্ষপক্ষ ধ্বংস করিয়া নন্দের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তকে স্থাপিত করিলেন এবং অতুল গৌরবে ও প্রবল পরাক্রমে তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিতে লাগিলেন। চাণক্য অন্যান্য শত্রুগণকে সংহার করিলেন বটে, কিন্তু পরাক্রমশালী সমকক্ষ শত্রু রাক্ষসের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেন না। রাক্ষসও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। উত্তরোত্তর প্রবল রাজার আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের ধ্বংসের চেষ্টা করিতে ছিলেন। রাক্ষস চাণক্যের ঘোর শত্রু ছিলেন বটে, কিন্তু গুণগ্রাহী চাণক্য তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি, কর্ত্তব্যকার্য্যে অবিচলিত অধ্যবসায়, অসামান্য বুদ্ধি ও অলৌকিক মন্ত্রণাকৌশল দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহার অনেক প্রশংসা করিতেন। চাণক্য যে ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, উহা পবিত্র ব্রাহ্মণ্য আচারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সুতরাং তাঁহাকে যে শীঘ্রই এই কুটিল পথ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু রাক্ষস বিপক্ষ থাকিলে এবং তিনি মন্ত্রিত্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য কখন বিপদশূন্য হইবে না। এই চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যে কোনও উপায়ে রাক্ষসকে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকেই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদে নিয়োজিত করিতে হইবে। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করিলে চন্দ্রগুপ্ত নিঃশঙ্কচিত্তে রাজত্ব করিতে পারিবেন, তাঁহার রাজপদ নিষ্কণ্টক হইবে। চাণক্যের অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে অবশেষে তাহাই সংঘটিত হইল। চাণক্য আন্তরিক ভক্তি ও যথোচিত সৌজন্য দ্বারা রাক্ষসের প্রীতি সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে শপথ করাইয়া চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বপদে বরণ করিলেন। তদবধি তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ প্রণীত বিনয়পিটকের সমন্তপাসাদিকা নাম্নী টীকায় ও মহানাম-স্থবির রচিত মহাবংশটীকায় চাণক্য সম্বন্ধে কএকটী নূতন পরিচয় অবগত হওয়া যায়—

তক্ষশিলাবাসী চাণক্য ধননন্দের নিকট অপমানিত হইয়া রাজকুমার পর্ব্বতের সহায়তায় অজ্ঞাতসারে বিন্ধ্যারণ্যে পলায়ন করেন। এখানে আসিয়া তিনি নিজ অসীম ক্ষমতাপ্রভাবে অপরিমিত ধন লাভ করেন এবং সংগৃহীত অর্থবলে অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার রাজা করিবার ইচ্ছা হয়।

মৌরিয়-বংশোদ্ভূত কুমার চন্দ্রগুপ্ত তাহার চিত্ত আকর্ষণ করেন। আপন সংগৃহীত অর্থবলে চাণক্যদেব বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং চন্দ্রগুপ্তকে সেই বিপুলবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে নানা কৌশলে ও প্রচণ্ড বিক্রমে পাটলীপুত্র আক্রমণ করিয়া ধননন্দকে নিহত করেন। [চন্দ্রগুপ্ত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বোক্ত "নীতিসার" নামক নীতিশাস্ত্রপ্রণেতা কামন্দক নিজ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে চাণক্যের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বংশে বিশালবংশ্যানামৃষীণামিব ভূয়সাম্।
অপ্রতিগ্রাহকাণাং যোবভূব ভুবি বিশ্রুতঃ॥
জাতবেদাইবার্চ্চিষ্মান্ বেদান্ বেদবিদাং বরঃ।
যোঽধীতবান্ সুচতুরশ্চতুরোঽপ্যেকবেদবৎ॥
যস্যাভিচারবজ্রেণ বজ্রজ্বলনতেজসঃ।
পপাত মূলতঃ শ্রীমান্ সুপর্ব্বা নন্দপর্ব্বতঃ॥
একাকী মন্ত্রশক্ত্যা যঃ শক্ত্যা শক্তিধরোপমঃ।
আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্॥
নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।
সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে॥" ইত্যাদি।

অর্থাৎ চাণক্য জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে জগৎ আলোকিত করিয়াছিলেন। তিনি জগতে অলৌকিকী প্রতিভাবলে অবলীলাক্রমে চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদজ্ঞগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞাবলে অর্থশাস্ত্ররূপ মহাসাগর মন্থনপূর্ব্বক নীতিশাস্ত্ররূপ অমূল্যরত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, চাণক্য ছয় সহস্র শ্লোকসম্বলিত একখানি রাজনীতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদ্ভিন্ন বৃদ্ধ-চাণক্য, লঘুচাণক্য ও বোধিচাণক্য নামধেয় কএকখানি গ্রন্থ চাণক্যপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বৃদ্ধচাণক্যের কোনও পুস্তকে ১৭ অধ্যায় ও ৩৪২ শ্লোক, কোনও পুস্তকে ততোধিক অধ্যায় ও ততোধিক শ্লোক, কোনও পুস্তকে ৮ অধ্যায় ও প্রায় সহস্র শ্লোক দৃষ্ট হয়। লঘুচাণক্যের অধিকাংশ পুস্তকেই অষ্টোত্তর শত শ্লোক দৃষ্ট হয়। বোধ হয় চাণক্যের পরবর্ত্তী কোনও পণ্ডিত চাণক্যের সুবৃহৎ রাজনীতিশাস্ত্র হইতে সাধারণ নীতিবিষয়ক শ্লোকগুলি ইচ্ছামত পৃথক্ করিয়া বৃদ্ধচাণক্য নামে প্রকাশিত করিয়া থাকিবেন এবং তৎপরবর্ত্তী আর কোন পণ্ডিত ঐ বৃদ্ধচাণক্য হইতে স্বেচ্ছানুসারে কতকগুলি শ্লোক নির্ব্বাচন করিয়া তাহা লঘুচাণক্য নামে প্রচারিত করেন। বোধিচাণক্যেও ৩০০ শ্লোক আছে, নেপালের বৌদ্ধসমাজে এই গ্রন্থ প্রচলিত।

কোন কোনও ইতিহাসলেখক বলেন, চাণক্য শকটারের গৃহ হইতে তপোবনে গমন করিয়া তথায় তিন দিবস অভিচার সাধন করেন। অভিচারকার্য্য সম্পন্ন হইলে, শকটারের নিকট কিঞ্চিৎ নির্ম্মাল্য পাঠাইয়া দেন। সেই নির্ম্মাল্য স্পর্শ করিয়া রাজা ও রাজপুত্রগণ দিনত্রয় মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, চাণক্য সাংঘাতিক দূত দ্বারা নন্দের প্রাণসংহার করেন।

চাণক্য জগতে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অবতার। চাণক্য মুনি শ্রেণীতে গণ্য ছিলেন।

বৈরনির্য্যাতনের জন্য তিনি যে কালাগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন, কঠোর প্রতিজ্ঞাপালনান্তে সেই ভৈরবী তামসী মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি কল্যাণী স্নেহবতী সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। কুটিল রাজ্যতন্ত্রের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য ও বিশ্বহিতব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি পরম দয়াবান্ মহর্ষিগণের পদানুবর্ত্তী হইয়া বিশ্ববাসীগণের মঙ্গলের জন্য উপদেশ শাস্ত্রের অবতারণা করিলেন।

চাণক্য নীতিশাস্ত্র ব্যতীত "বিষ্ণুগুপ্তসিদ্ধান্ত" নামে একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। বরাহমিহির, হেমাদ্রি, ভূধর, লক্ষ্মীদাস, স্মার্ত্তরঘুনন্দন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাহারও মতে ঐ সিদ্ধান্তের নামই বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত *। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত ও ভট্টোৎপলের বচন দ্বারা জানা যায় যে বিষ্ণুচন্দ্র নামধেয় এক ব্যক্তি বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন, বিষ্ণুগুপ্ত নয়। কাহারও মতে, ইনি বৈদ্যজীবন নামে একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বাৎস্যায়ন নামে পরিচয় দিয়া "কামশাস্ত্র" এবং ন্যায়সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন, উভয় গ্রন্থই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

[কথাসরিৎসাগর, ঋষিমণ্ডলপ্রকরণবৃত্তি, পালি অথকথা প্রভৃতি গ্রন্থেও চাণক্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইঁহার জীবনের অপরাপর বিবরণ চন্দ্রগুপ্ত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(ক্লী) চাণক্যেন প্রোক্তং চাণক্য-অণ্ তস্য লোপঃ। ২ চাণক্যরচিত নীতিশাস্ত্র। চণক-স্বার্থে ষ্যঞ্। ৩ চণক। [চণক দেখ।]

চাণক্যমূলক (ক্লী) চণক এব চাণক্যং তদিব মূলমস্য বহুব্রী। একজাতীয় মূলা, চণকমূলী। পর্য্যায়—বালেয়, বিষ্ণুগুপ্তক, স্থূলমূল, মহাকন্দ, কৌটিল্য, মরুসম্ভব, শালাক, কটুক।

* Max Müller's India, p. 320.

ইহার গুণ—উষ্ণ, কটু, রুচিকর, দীপন, কফ, বাত, কৃমি ও গুল্মনাশক, গ্রাহী ও গুরু। (রাজনি°)

চাণূর (পুং) কংসের অনুচর মল্লযুদ্ধাভিজ্ঞ একজন অসুর। ভাগবত ও হরিবংশের মতে ময়দানব এই নামে জন্মগ্রহণ করেন। ধনুর্যজ্ঞ সময়ে কৃষ্ণের হস্তে ইহার নিধন হয়। (ভাগবত ও বিষ্ণুপু°) কোন কোন গ্রন্থে 'চাণূর' স্থলে 'চাণুর' পাঠ আছে।

চাণূরসূদন (পুং) চাণূরং সূদয়তি নাশয়তি সুদি-ল্যু। শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রিকাণ্ড°) [চাণূরের নাশবৃত্তান্ত হরিবংশের ৮৬ অঃ দেখ।]

চাণ্ড (পুং স্ত্রী) চণ্ডস্যাপত্যং চণ্ড-অণ্। (শিবাদিভ্যোহণ্। পা ৪।১।১১২) ১ চণ্ডের অপত্য (ক্লী) চণ্ডস্য ভাবঃ চণ্ড-অণ্ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ২ চণ্ডতা।

চাণ্ডাল (পুং স্ত্রী) চণ্ডাল এব চণ্ডাল-স্বার্থে অণ্ (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।৩৮) ১ [চণ্ডাল দেখ।] স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়। "চাণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কুটঃ শ্বা তথৈব চ।

রজস্বলা চ ষণ্ডশ্চ নেক্ষেরন্নশ্নতোদ্বিজান্॥" (মনু ৩।২৩৯)

(ত্রি) চণ্ডালস্যেদং চণ্ডাল-অণ্। ২ চণ্ডাল সম্বন্ধীয়।

চাণ্ডালক (ক্লী) চণ্ডালেন কৃতং চণ্ডাল-বুঞ্ (কুলালাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।১১৮।) ১ সংজ্ঞাবিশেষ। (ত্রি) ২ চণ্ডালকৃত।

চাণ্ডালকি (পুং স্ত্রী) চণ্ডালস্যাপত্যং চণ্ডাল-ইঞ্ অকঙ্ চ। (সুধাতৃব্যাসবরুড়নিষাদচণ্ডালবিম্বানামিতি বক্তব্যম্। ৪।১।৯৭ মহাভাষ্য।) কোন মতে চণ্ডাল শব্দের উত্তর ইঞ্ প্রত্যয় করিয়া চাণ্ডালকি শব্দ নিষ্পন্ন হয় না, তাঁহারা প্রকৃত্যন্তর স্বীকার করেন। চণ্ডালের পুত্র বা কন্যা, চণ্ডালাপত্য।

চাণ্ডালিকা (স্ত্রী) চাণ্ডালক-টাপ্ ইত্বঞ্চ। বীণাবিশেষ, চণ্ডালবীণা। (অমর ২।১০।৩২)

চাণ্ডালিকাশ্রম, একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

"কোকামুখে বিগাহ্যাথ গত্বা চাণ্ডালিকাশ্রমে।"(ভা°১৩।২৫ অঃ)

চাণ্ডালী (স্ত্রী) চাণ্ডাল-গৌরাদি° ঙীষ্। ১ লিঙ্গিনীলতা, হিন্দীতে পঞ্চগুরিয়া বলে। (রাজনি°) চাণ্ডাল জাতৌ ঙীষ্। ২ চণ্ডালজাতীয় স্ত্রী।

চাতক (পুং স্ত্রী) চততে জলং চত-ণ্বুল্। স্বনামখ্যাত পক্ষী। পর্য্যায়—স্তোকক, সারঙ্গ, মেঘজীবন, তোকক, শারঙ্গ। এইরূপ প্রবাদ আছে যে এই পক্ষীর পিপাসা হইলে মেঘের নিকটে জল চাহিয়া থাকে। ইহারা বৃষ্টি জল ভিন্ন অপর জল কখন পান করে না। কখন জল হইবে এই প্রত্যাশায় শুষ্ককণ্ঠে মেঘের দিক্ চাহিয়া কালযাপন করে। এই কারণেই ইহাদিগকে চাতক বলে।

ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম আইওরা টাইফিয়া (Iora typhia), ইংরাজীতে The White-winged Green Bulbul বলে।

চাতক ও চাতকীর গঠনপ্রণালী ঠিক একরূপ হইলেও ইহাদের বর্ণের বিভিন্নতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চাতকের শরীরের সম্মুখভাগ জৈতুন ফলের ন্যায় সবুজ ও পশ্চাদংশ হরিৎ-বর্ণ, ইহার পক্ষদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু উভয় পার্শ্বের প্রান্তভাগ ঈষৎ হরিত। পক্ষদ্বয়ের মূলদেশস্থ পালকগুলি শ্বেতকৃষ্ণজড়িত; অংসদেশস্থ পালকসমূহ আংশিক শুক্ল এবং পুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ। কিন্তু চাতকীর পুচ্ছ ও শরীরবর্ণ প্রায় একপ্রকার, তবে পুচ্ছ শরীরাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহার পক্ষদ্বয় চাতকের পক্ষদ্বয়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নহে।

উভয় প্রকার চাতকেরই চঞ্চু ও পদদ্বয় ঈষৎ নীলের আভাবিশিষ্ট পিঙ্গলবর্ণ এবং নেত্রযুগল উজ্জ্বল কপিশবর্ণ। ইহার সমগ্র আকৃতির দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে পাঁচ ৫½ ইঞ্চি। পক্ষদ্বয় ২৬, পুচ্ছ ২ ও চঞ্চুর অগ্রভাগ $\frac{৯}{১৬}$ ইঞ্চি।

নেপাল, বাঙ্গালা, মধ্যভারত, আসাম, আরাকান এবং মলয় উপদ্বীপে চাতকপক্ষী বিচরণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই পক্ষী দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে ঐ সকল দেশে আসিয়াছে; অপর কেহ বলেন নাগপুর ও সাগর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এই পক্ষী অন্যান্য স্থানে গিয়াছে। কারণ ঐ প্রদেশেই বহুসংখ্যক চাতক নয়নগোচর হইয়া থাকে। তবে প্রভেদ এই যে, শেষোক্ত চাতক জাতীয় পক্ষীদিগের পৃষ্ঠ ও শিরোদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে, ইহাদের চঞ্চু ও অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং শারীরিক বর্ণেরও বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণের পৃষ্ঠ ও শিরোদেশবিশিষ্ট চাতকজাতীয় পক্ষীর উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও ঠিক ঐরূপ পক্ষী দেখা যায় না বটে, কিন্তু ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণের চাতকজাতীয় পক্ষীর আদর্শ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল পক্ষী দাক্ষিণাত্যবাসী চাতক জাতীয়পক্ষী ও এতদ্দেশীয় চাতকপক্ষীর মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্করজাতি বলিয়া বোধ হয়। কারণ দাক্ষিণাত্য ও সিংহলদেশীয় চাতকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট চাতক আর্য্যাবর্ত্তের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে চাতকীর মধ্যে উভয়দেশে কোনরূপ বিভেদ লক্ষিত হয় না।

পূর্ব্বোল্লিখিত কএকপ্রকার চাতক পক্ষী ভিন্ন আরও অনেক প্রকার চাতক পক্ষী আছে। যব ও অন্যান্য

দ্বীপে এতদ্দেশীয় চাতকের ন্যায় একপ্রকার চাতক নয়নগোচর হয়; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Iora scapularis। সরল পুচ্ছবিশিষ্ট বৃহৎ আকৃতির চাতকও অল্পদিন হইল আরাকান দেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; এই জাতীয় চাতকের বৈজ্ঞানিক নাম Iora lafresnayii, বোর্ণিও দ্বীপে Iora viridis, এবং সুমাত্রা দ্বীপে Iora viridissixa এই দুই শ্রেণীর চাতকও দেখা যায়।

ইহার মাংসের গুণ—লঘু, শীতল, রুক্ষ ও রক্তপিত্তনাশক এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর। (রাজবল্লভ।) সুশ্রুত ইহাদিগকে প্রাহণের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। ইহার সামান্য গুণ—মধুর, কষায় ও দোষনাশক।

চাতকানন্দন (পুং) চাতকমানন্দয়তি আনন্দ-ণিচ্-ল্যু। ১ বর্ষাকাল। (রাজনি°) ২ মেঘ।

চাতন (ক্লী) চত-ণিচ্-ল্যুট্। ১ পীড়ন, ক্লেশ দেওয়া। (পুং) ২ একজন বৈদিক ঋষি। (অথর্ব্বানুক্র° ১।২) (ত্রি) চাতয়তি যাচয়তি চত-ণিচ্-ল্যু। ৩ যাচনাপ্রযোজক, যে যাচ্ঞা করায়।

চাতর (দেশজ) বিদ্রোহ, দুষ্ট লোকের জোট বাঁধা।

চাতরদূর্ব্বা (দেশজ) এক প্রকার দূর্ব্বাঘাস।

চাতরা, বঙ্গদেশের হাজারিবাঘ জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৪° ১২´ ২৭´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৫৫´ পূঃ। হাজারিবাঘ সহর হইতে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতিবৎসর দশহরার সময়ে পশুমেলা হয়। চাতরাহাট হাজারিবাঘ জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ। লোহারডাঙ্গা, বর্দ্ধমান, গয়া, শাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য এই হাটে বিক্রয়ার্থ আনীত ও হাজারিবাঘে উৎপন্ন দ্রব্য এই হাট হইতে তত্তৎদেশে প্রেরিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে সিপাহীদিগের সহিত ইংরাজদিগের এখানে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। তাহাতে সিপাহীগণ পরাস্ত হইয়াছিল।

চাতা (ছাতা) ১ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ মথুরা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ইহা ব্রজমণ্ডলের অংশমাত্র। এখানে কোন নদী নাই, আগ্রাখাল দ্বারা জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। এখানকার ক্ষেত্রফল ২৫১২ বর্গমাইল। ২ মথুরা জেলার একটী সহর এবং উক্ত তহসীলের সদর। অক্ষা° ২৭° ৪৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৩২´ ৫০´´ পূঃ। মথুরা সহর এখান হইতে ২১ মাইল। এখানে একটী বৃহৎ পান্থশালা (সরাই) রহিয়াছে, তাহা দেখিতে দুর্গের ন্যায়, তাহা অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আছে; তাহার দৃশ্য অতি চমৎকার, কাহারও মতে সেরশাহের সময়ে ঐ পান্থশালা নির্ম্মিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহকালে বিদ্রোহিগণ তাহাতে অবস্থান করিয়াছিল। চাতাসহরে থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয় এবং সেনানিবাস আছে। এখানে প্রতি শুক্রবারে হাট বসিয়া থাকে।

চাত্বাল (চত্বর শব্দজ) অঙ্গন, চত্বর।

চাতুর (ত্রি) চতুর্ভির্বহ্যতে চতুর্-অণ্। ১ যাহা চারিজনে বহন করে। "চাতুরং শকটং" (সি° কৌ°)। চতুর স্বার্থে অণ্। ২ নেত্রগোচর। ৩ নিয়ন্তা। ৪ চাটুকার। (মেদিনী) ৫ চতুর। (পুং) ৬ চক্রগণ্ডু, গোল বালিশ। (ত্রিকাণ্ড°) (ক্লী) চতুরস্য ভাবঃ চতুর-অণ্। ৭ চতুরতা।

চাতুরক (ত্রি) চাতুর-স্বার্থে কন্। [চাতুর দেখ।]

চাতুরক্ষ (ক্লী) চতুর্ভিরক্ষৈর্নিষ্পাদ্যতে চতুরক্ষ-অণ্। ১ যে চারিটী ঘুটি লইয়া অক্ষক্রীড়া করা হয়। (পুং) ২ উপধানবিশেষ, গোলবালিশ। (মেদিনী)

চাতুরঙ্গক, শূর্পারকক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী একটী গিরি।

"এবং ক্ষেত্রং মহাদেবি ভার্গবেন বিনির্ম্মিতম্।
তন্মধ্যেতু কৃতো বাসঃ পর্ব্বতে চাতুরঙ্গকে॥" (সহ্যাদ্রি ২।১।৩০।)

চাতুরর্থিক (পুং) চতুর্ষু অর্থেষু বিহিতঃ চতুরর্থ-ঠক্। পাণিন্যুক্ত একটী প্রত্যয়। পাণিনির ৪।২।৬৭, ৬৮, ৬৯ ও ৭০ সূত্রে যে চারিটী অর্থের প্রত্যয়ের বিধান আছে, তদর্থক প্রত্যয়কে চাতুরর্থিক কহে।

"জনপদে বাচো চাতুরর্থিকস্য লুপ্ স্যাৎ।" (সি° কৌ°)

চাতুরাশ্রমিক (ত্রি) চতুর্ষু আশ্রমেষু বিহিতঃ চতুরাশ্রম-ঠক্। যাহা চারিটী আশ্রমে বিহিত আছে, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমবিহিত ধর্ম্ম। "চাতুর্বিদ্যং যথা বর্ণং চাতুরাশ্রমিকান্ পরং।
তানহং সংপ্রবক্ষ্যামি শাশ্বতান্ লোকভাবনান্॥"
(ভারত ১।৩৫৩ অঃ)

চাতুরাশ্রমিন্ (ত্রি) চতুরাশ্রমের মধ্যে এক আশ্রমভুক্ত।

চাতুরাশ্রম্য (ক্লী) চত্বারশ্চ তে আশ্রমাশ্চেতি সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধা° চতুরাশ্রম-স্বার্থে ষ্যঞ্। (ব্রাহ্মণাদিষু চাতুর্বর্ণ্যাদীনামুপসংখ্যানং। বার্ত্তিক ৫।১।১২৪। 'প্রত্যয়ান্তোচ্চারণং ভাবকর্ম্মসম্বন্ধনিবৃত্ত্যর্থমিতি স্বার্থ-এব ষ্যঞ্ ভবতি।' কৈয়ট।) আশ্রমচতুষ্টয়, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু।

"চাতুর্বিদং চাতুর্হোত্রং চাতুরাশ্রম্যমেবচ।" (ভারত ১৩।৪৬ অঃ)

চাতুরিক (পুং) চাতুরীং বেত্তি চাতুরী ঠক্। সারথি। (জটাধর)

চাতুরী (স্ত্রী) চতুরস্য ভাবঃ চতুর-ষ্যঞ্ ঙীষ্ যলোপশ্চ। ১ চতুরতা। "যশঃ পটং তদ্ভটচাতুরীতুরী।" (নৈষধ° ১স°) ২ নিপুণতা। (দেশজ) ৩ প্রবঞ্চনা। ৪ শঠতা।

"মিথ্যাকার্য্যে কর সাধু কপট চাতুরী।" (কবিকঙ্কণ)

চাতুর্জ্জাতক (পুং) গুর্জ্জরদেশীয় উচ্চ রাজপারিষদের উপাধিবিশেষ এবং উক্ত উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সিল্লা হইতে প্রাপ্ত

দারদদেবের প্রশস্তিতে লিখিত আছে—গুর্জ্জরদেশীয় ত্রিপুরান্তক যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সরস্বতী-সাগরসঙ্গম দেবপত্তন (প্রভাস) নামক স্থানে উপস্থিত হন, তথায় তিনি উমাপতি-বৃহস্পতির নিকট ষষ্ঠ মহত্তর-পদে অভিষিক্ত হইয়া চাতুর্জাতক সমীপে গমন করেন। তিনি তদীয় ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া অতিশয় সন্তোষলাভ করেন। এই প্রশস্তির ৬৫, ৬৩, ও ৬০-৬১ শ্লোকে চাতুর্জাতককে অনুশাসন প্রচার করিতে, এবং ৬৭ম শ্লোকে শিবরাত্রিপর্ব্বোপলক্ষে পান সুপারি বিতরণ করিতে দেখা যায়। চাতুর্জাতক শব্দের মূল অর্থ, যিনি চারি জাতিকে শাসন করেন, সুতরাং পরিভাষা মতে ইহার অর্থ প্রকৃত শাসনকর্ত্তা বা নগরশ্রেষ্ঠী *।

(ক্লী) চতুর্জাতক এব চতুর্জাতক-অণ্। ২ গন্ধচতুষ্টয়, গুড়ত্বক্, এলা, তেজপত্র ও নাগকেশর। ইহার গুণ—রেচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মুখগন্ধনাশক, লঘু, পিত্ত ও বিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ১ম ভাগ)

চাতুর্থক (পুং) ১ পঞ্চ প্রকার জ্বরের অন্তর্গত এক প্রকার জ্বর। দুই দিন অন্তর যে জ্বর হয় অর্থাৎ যে জ্বর একদিন হইয়া দুইদিন মগ্ন থাকে, তাহাকে চাতুর্থক বলে। ইহাতে বায়ুর আধিক্য থাকে। চাতুর্থক জ্বর দুই প্রকার—মজ্জাগত ও অস্থিগত। এই জ্বর অতি ভয়ানক। দোষ শিরঃস্থিত হইলে দ্বিতীয় দিবসে কণ্ঠ, তৃতীয় দিবসে হৃদয় এবং চতুর্থ দিবসে আমাশয় দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে, এই কারণে এই জ্বর দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে। (সুশ্রুত ৫।৩৯ অঃ)

[ইহার অপর বিবরণ জ্বর শব্দে দ্রষ্টব্য।] (ত্রি) ২ যাহা চতুর্থ দিনে উৎপন্ন হয়।

চাতুর্থকারী (পুং) ঔষধবিশেষ। হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁত, শঙ্খ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিবে। উহাকে আবার পুটে রাখিয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত গজপুটে পাক করিবে। ইহার মাত্রা ৩ রতি। তক্র পান করিয়া ঘৃত ও মরিচ অনুপানে ইহা সেবন করিবে। ইহা সেবনে শীতচাতুর্থকজ্বরে আশু উপকার হয়। (রসেন্দ্রসার°)

চাতুর্থাহ্নিক (ত্রি) চতুর্থমহ্নঃ সমাসান্ত-টচ্ অহ্নাদেশশ্চ চতুর্থাহ্নে দিনচতুর্থভাগে ভবঃ চতুর্থাহ্ন-ঠক্। ১ চতুর্থ দিন-সম্বন্ধীয়। ২ দিনের চতুর্থ ভাগে কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

চাতুর্থিক (ত্রি) চতুর্থে ভবঃ চতুর্থ-ঠক্। যাহা চতুর্থে বা চতুর্থ দিনে উৎপন্ন হয়, চতুর্থ-সম্বন্ধীয়।

"চাতুর্থিকস্ত বাৎসপ্রস্থ।" (লাট্যায়ন ৭।৭।২৮)

* Epigraphia Indica, vol. I. p. 275.

চাতুর্দ্দশ (ক্লী) চতুর্দ্দশ্যাং দৃশ্যতে চতুর্দ্দশ-অণ্। ১ রাক্ষস। (সি° কৌ°) (ত্রি) চতুর্দ্দশ্যাং ভবঃ চতুর্দ্দশ অণ্। ২ যাহা চতুর্দ্দশীতে উৎপন্ন হয়।

চাতুর্দ্দশিক (ত্রি) চতুর্দ্দশ্যামধীতে চতুর্দ্দশী-ঠক্। যে চতুর্দ্দশী তিথিতে অধ্যয়ন করে। (সি° কৌ° ৪।৪।৭১)

চাতুর্দ্দৈব (ত্রি) চারিদেবের পবিত্র।

চাতুর্ভদ্র (ক্লী) চতুর্ভদ্রমেব চতুর্ভদ্র-স্বার্থে-অণ্। [চতুর্ভদ্র দেখ।]

চাতুর্ভদ্রাবলেহ (পুং) চক্রদত্তোক্ত ঔষধবিশেষ। কট্ফল, পুষ্করমূল, কর্কটশৃঙ্গী ও কৃষ্ণা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশাইবে। ইহার নাম চাতুর্ভদ্রাবলেহ। ইহা সেবনে কাশ, শ্বাস, জ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত)

চাতুর্ভৌতিক (ত্রি) চতুর্ষু ভূতেষু ভবঃ চতুর্ভূত-ঠক্। যাহা চারিটী ভূত হইতে উৎপন্ন হয়। (সাঙ্খ্যসূ° ৩।১৮)

চাতুর্মহারাজকায়িক [চাতুর্মহারাজিক দেখ।]

চাতুর্মহারাজিক (পুং) চত্বারোমহারাজিকাঃ শীকায়স্তেনা-স্যাস্ত চতুর্মহারাজিক-অণ্। ২ পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

"মহারাজিকচাতুর্মহারাজিক" (ভারত ১৩।৩৪০ অঃ।)

২ বুদ্ধের নামভেদ।

চাতুর্মাসক (ত্রি) চাতুর্মাসং ব্রতং চরতি চাতুর্মাস-ড্বুন্ যলোপশ্চ। (চাতুর্মাস্যানাং যলোপশ্চ। পা ৫।১।৯৭ বার্ত্তিক) যে চাতুর্মাস্যব্রত আচরণ করে।

চাতুর্মাসিক (ত্রি) চতুরোমাসান্ ব্যাপ্য ব্রহ্মচর্য্যমস্য চতুর্মাস-ঠক্। চতুর্মাসব্যাপক ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত (কর্ম্ম)।

চাতুর্মাসিন্ (ত্রি) চাতুর্মাস্যং ব্রতং চরিতং চাতুর্মাস্য-ডিনি যলোপশ্চ (চাতুর্মাস্যানাং যলোপশ্চ ড্বুংশ্চ ডিনিশ্চ বক্তব্যং। ৫।১।৯৪ মহাভাষ্য।) যে চাতুর্মাস্য ব্রত আচরণ করে।

চাতুর্মাসী (স্ত্রী) চতুর্ষু মাসেষু ভবতি চতুর্মাস-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্ (সংজ্ঞায়ামণ্। পা ৫।১।৯৪ বার্ত্তিক।) পৌর্ণমাসী।

"চতুর্ষু মাসেষু ভবতি চাতুর্মাসী পৌর্ণমাসী" (৫।১।৯৪ মহাভাষ্য।)

চাতুর্মাস্য (ক্লী) চতুর্ষু মাসেষু ভবো যজ্ঞঃ, চতুর্মাস-ণ্য (চতুর্মাসানণ্যো যজ্ঞে তত্র ভবে পা বার্ত্তিক ৫।৪।১।৯৪) ১ চতুর্মাস-সাধ্য যজ্ঞবিশেষ। (চতুর্ষু মাসেষু ভবন্ত চাতুর্মাস্যানি যজ্ঞাঃ। ৫।১।৯৪ ভাষ্য।)

কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের ৫ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। সূত্রকারের মতে ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী তিথিতে এই যজ্ঞের আরম্ভ করিতে হয়। (চাতুর্মাস্যপ্রয়োগঃ ফাল্গুন্যাং। কাত্যায়নশ্রৌ° ৫।১।১) ভাষ্যকার ও পদ্ধতিকার শাখান্তরের সহিত একবাক্যতা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, ফাল্গুন, চৈত্র বা বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় ইহার আরম্ভ

হইতে পারে। এই যজ্ঞে চারিটী পর্ব আছে। যথা ১ বৈশ্বদেব, ২ বরুণঘাস, ৩ শাকমেধ ও ৪ শুনাশীরীয়। [বৈশ্বদেব প্রভৃতি শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাতব্য।]

২ চতুর্মাসসাধ্য ব্রতবিশেষ।

বরাহের মতে আষাঢ়মাসের শুক্লাদ্বাদশী বা পূর্ণিমায় এই ব্রতের আরম্ভ করিয়া যথাবিধি অনুষ্ঠানে কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে অথবা পূর্ণিমায় ইহার উদ্যাপন করিবে (১)।

মাৎস্যে লিখিত আছে যে, বৎসরের চারিমাস দেবগণের উত্থান পর্য্যন্ত গুড়ত্যাগ করিলে মধুর স্বর, তৈলত্যাগে সুশ্রী, কটুতৈলপরিত্যাগে শত্রুনাশ, স্থালীপক ভক্ষণ না করিলে সন্ততিবৃদ্ধি ও মদ্য মাংস পরিত্যাগ করিলে যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই কয়মাস একদিন অন্তর আহার করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, নখলোম ধারণ করিলে প্রতিদিন গঙ্গাস্নানের ফল, তাম্বূল পরিত্যাগে গীতশক্তি, ঘৃতত্যাগে শরীরে লাবণ্য ও স্নিগ্ধতা, ফলত্যাগে বুদ্ধি ও অনেক সন্তান লাভ হয়। ভক্তিপূর্ব্বক 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রটী জপ করিলে উপবাসের ফল এবং বিষ্ণুবন্দনা করিলে গোদানের সমান ফল হয়। ব্রত আরম্ভ করিবার মন্ত্র যথা—

"ইদং ব্রতং ময়া দেব! গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসন্নে ত্বয়ি কেশব॥
গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহংম্রিয়ে।
তন্মে ভবতু সংপূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাদ্ জনার্দ্দন॥" (সনৎকুমার)

ব্রতসমাপ্তির পরে এই মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়।

"ইদং ব্রতং ময়া দেব! কৃতং প্রীত্যৈ তব প্রভো।
ন্যূনং সংপূর্ণতাং যা তু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥"

কাঠকগৃহ্যের মতে যতির পক্ষে এই চারিমাস একস্থানে বাস করা উচিত। (তিথিতত্ত্ব।)

সনৎকুমারের মতে আষাঢ়ী একাদশী, পূর্ণিমা বা কর্কট সংক্রান্তিতে ইহার আরম্ভ করিবার বিধান আছে। আরম্ভ করিবার মন্ত্র—

"চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মেঽচ্যুত॥"

ভবিষ্যপুরাণের মতে যিনি চাতুর্মাস্য ব্রত না করেন, তাহার জীবন নিষ্ফল হয়। অতএব সকলের পক্ষেই চাতুর্মাস্য করা উচিত।

(১) "আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্মাস্যব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কটসংক্রমে।
অভাবেতু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবৎ তৎ সমাপয়েৎ।" (বরাহ)

স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে লিখিত আছে যে, শ্রাবণমাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনমাসে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকমাসে আমিষ পরিত্যাগ করা উচিত। শিম্বিকা, রাজমাষ, পূতিকরঞ্জ, পটোল ও বেগুণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। সেই কালজ রুচিকর ফলমূলাদি পরিত্যাগ করিবে। (ভবিষ্যপুরাণ) [ইহার অপর বিবরণ জানিতে হইলে বিষ্ণুরহস্য, ভবিষ্যোত্তর ও হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।]

॥ * ॥ বৈদিক চাতুর্মাস্য ইষ্টির ন্যায় প্রাচীন পারসিক জাতির মধ্যে "গহন্‌বার" নামক যাগ প্রচলিত আছে। বৈদিক চাতুর্মাস্যযাগের ন্যায় গহন্‌বারেও পশুবধ হইয়া থাকে, প্রভেদ এই যে চাতুর্মাস্য যাগ চারি মাসসাধ্য, কিন্তু গহন্‌বার বৎসরের মধ্যে ছয়বার করিতে হয়। বৈদিকগণ যাগকালে অগ্নিমধ্যে বপা নিক্ষেপ করেন, পারসিকেরা অগ্নিতে না দিয়া পবিত্র ভাবিয়া সেই পশুর মাংস আহার করেন। এখন দাক্ষিণাত্যেরও কোন কোন স্থানে যাগ উপলক্ষে মাংস অগ্নিকে উৎসর্গ করিয়া ঋত্বিকৃগণ তাহা আহার করিয়া থাকেন।

চাতুর্মাস্যদ্বিতীয়া (স্ত্রী) আষাঢ়, ফাল্গুন, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া।

"আষাঢ়ে ফাল্গুনোর্জেষে যা দ্বিতীয়া বিধুক্ষয়ে।
চাতুর্মাস্যদ্বিতীয়াস্তাঃ প্রবদন্তি মহর্ষয়ঃ॥" (স্মৃতি)

চাতুর্য্য (ক্লী) চতুরস্য ভাবঃ চতুর-ষ্যঞ্। ১ চতুরতা, দক্ষতা। "চাতুর্য্যমুদ্দতমনোভবয়া রতেষু।" (সাহিত্যদ°) ২ চাতুরী।

চাতুর্বর্ণ্য (ক্লী) চত্বারো ব্রাহ্মণাদয়ো বর্ণা চতুর্বর্ণ-স্বার্থে ষ্যঞ্ (ব্রহ্মণাদিষু চাতুর্বর্ণ্যাদীনামুপসংখ্যানং। পা ৫।১।১২৪ বার্ত্তিক) ১ চারিবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" (গীতা)

চাতুর্বর্ণ ভাবে-ষ্যঞ্। ২ বর্ণচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। স্মৃতিপ্রণেতা শঙ্খের মতে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—যজন, যাজন, দান, অধ্যাপনা, অধ্যয়ন ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম প্রজাপালন। বৈশ্যের বিশেষ ধর্ম্ম কৃষিকার্য্য, গোপালন ও বাণিজ্য। শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণসেবা ও শিল্পকর্ম্ম। ক্ষমা, সত্য, দম ও শৌচ এই কয়টী সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। গীতা, বিষ্ণুসংহিতা, মনু প্রভৃতি স্মৃতি, পুরাণ ও মহাভারতাদিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। জানিতে হইলে তৎতৎ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

চাতুর্বিংশিক (ত্রি) চতুর্বিংশতিদিন সম্বন্ধীয়।

চাতুর্বিদ্য (ক্লী) চতস্রো বিদ্যাএব চতুর্বিদ্যা স্বার্থে ষ্যঞ্।

(ব্রাহ্মণাদিষু চাতুর্বর্ণ্যাদীনামুপসংখ্যানং। পা ৫।১।১২৪ বার্ত্তিক)
১ চারিবেদ। ২ বিদ্যাচতুষ্টয়, আম্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা ও ত্রয়ী। (ত্রি) চতস্রোবিদ্যা বেত্তি চতুর্বিদ্যা-অণ্। ১ চতুর্বেদাভিজ্ঞ। ২ যে বিদ্যা চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছে।

চাতুর্বৈদ্য (ক্লী) চতুর্বেদমেব চতুর্বেদ-স্বার্থে-ষ্যঞ্। ১ চারবেদ। (চতুর্বেদমেবচাতুর্বৈদ্যং। পা ৫।১।১২৪ কৈয়ট) (ত্রি) চতস্রো বিদ্যা অধীতে চতুর্বিদ্যা-ঠক্ তস্য লুক্ চতুর্বিদ্য এব চতুর্বিদ্য স্বার্থে ষ্যঞ্ উভয়পদবৃদ্ধিঃ। ২ যে চারিটী বিদ্যা অধ্যয়ন করে।

"চতস্রো বিদ্যা অধীতে বিদ্যালক্ষণকল্পসূত্রান্তাদকল্পাদেরিতি ঠকঃ সর্ব্বসাদের্দ্বিগোশ্চ লইতি লুক্। চতুর্বিদ্য এব চাতুর্বৈদ্যমনুশতিকাদেরাকৃতিগণত্বাদুভয়পদবৃদ্ধিঃ।"

(পা ৫।১।১২৪ কৈয়ট।)

চাতুর্হোতৃক (পুং) চতুর্হোতৃপ্রতিপাদকগ্রন্থস্য ব্যাখ্যাতা, চতুর্হোতৃ-ঠক্। চতুর্হোতৃপ্রতিপাদক গ্রন্থের ব্যাখ্যানকর্ত্তা।

চাতুর্হোত্র (ত্রি) চতুর্ভির্হোতৃভিরনুষ্ঠেয়ং, চতুর্হোতৃ-অণ্। ১ যাহা চারিজন হোতাদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্ণাং হোতৃণাং কর্ম্ম চতুর্হোতৃ-অণ্। ২ চারিজন হোতার কর্ম্ম।

"চাতুর্হোত্রং কর্ম্মশুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।"

(ভাগবত ১।৪।১৯)

চাতুর্হোত্রিয় (ত্রি) যে যজ্ঞাদিতে চারিজন হোতা নিযুক্ত হয়।

চাতুষ্কাণ্ডিক (ত্রি) চারিকাণ্ডে বিভক্ত।

চাতুষ্টয় (পুং) চতুষ্টয়ং কলাপসূত্রবৃত্তিবিশেষং বেত্তি অধীতে বা চতুষ্টয়-অণ্। ১ চতুষ্টয় বৃত্ত্যাভিজ্ঞ, যে চতুষ্টয় বৃত্তি জানে। ২ যে চতুষ্টয় বৃত্তি অধ্যয়ন করে।

চাতুষ্প্রাশ্য (ত্রি) চতুর্ভিরধ্বর্য্যুব্রহ্মাদিভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রাশ্যং ৩তৎ, ততঃ স্বার্থে অণ্। চারিজন ঋত্বিকের ভোজনোপযুক্ত, যাহা চারিজন ঋত্বিকে ভোজন করিতে পারে।

"চাতুষ্প্রাশ্যমোদনং পচন্তি।" (শত° ব্রাঃ ২।১।৪।৪।)

চাতুঃসাগরিক (ত্রি) চতুর্ষু সাগরেষু ভবঃ চতুঃসাগর-ঠক্। চতুঃসাগরোৎপন্ন, যাহা চারিটী সাগরে কৃত হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

চাত্র (ক্লী) চায় করণে-ষ্ট্রন্। অগ্নিমন্থনযন্ত্রের অবয়ববিশেষ। অগ্নিমন্থনপ্রণালী কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের ভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে।—অশ্বটীকে পূর্ব্বদিকে পশ্চিমমুখী করিয়া রাখিয়া অগ্নিমন্থন করিবে। প্রথমে একখানি কাষ্ঠ উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে, ইহাকে অধরারণি বলে। অপর একখানি কাষ্ঠের ঈশানদিক্ হইতে ৮ আঙ্গুল দীর্ঘ, ২ আঙ্গুল মোটা একখানি কাষ্ঠ লইয়া প্রমন্থ বা মন্থনদণ্ড প্রস্তুত করিবে। চাত্রের মূলে প্রমন্থটীর মূল বসাইয়া দিবে। অধরারণির মূল হইতে ৮ ও অগ্র হইতে ১২ আঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া তাহার মধ্যে চারি আঙ্গুল পরিমিত মন্থনস্থান প্রস্তুত করিতে হয়। প্রমন্থের অগ্র সেই স্থানে স্থাপন করিয়া চাত্রের অগ্রকীলকের উপরে উত্তরাগ্র করিয়া ওবীলী রাখিবে। ইহার পরে চাত্রকে নেত্র বা মন্থনরজ্জু দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিয়া এইরূপে মন্থন করিবে যে অগ্নি যেন পশ্চিমে পতিত হয়। কোন শাখার মতে যজমান স্বয়ং যন্ত্রটী ধরিয়া থাকিবে ও তাহার পত্নী রজ্জু ধরিয়া মন্থন করিয়া লইবে। শাখান্তরে অধ্বর্য্যু পূর্ব্বমুখী হইয়া মন্থন করিবে এইরূপ বিধান আছে। বার আঙ্গুল একখানি খদিরকাষ্ঠকে গোল করিয়া তাহার অগ্র লোহকীলক যুক্ত ও মূলে একটী ছিদ্র করিবে এবং লোহপট্টিকাদ্বারা ইহার মূল ও অগ্র বাঁধাইতে হয়। ইহাকে চাত্র বলে। বার আঙ্গুল দীর্ঘ চারি আঙ্গুল মোটা একখানি খদির কাষ্ঠ লইয়া অধোভাগ সমান ও উপরিভাগ বর্ত্তুল করিবে। ইহাতেও লোহপট্টিকা দিতে হয়। ইহাকে ওবীলী বলে (১)।

(কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ৪।৮।২৬।)

চাত্রপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গঞ্জাম্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ইহা বহরমপুর হইতে ১৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং গঞ্জাম্ হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৩´ পূঃ। জেলার কালেক্টর এবং পুলিসের বড়কর্ত্তা এখানে অবস্থিতি করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে হাট বসে। বহরমপুর ও গঞ্জাম হইতে দ্রব্যাদি আমদানী হয়। এখানে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

চাৎসু, রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ইহা জয়পুর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণোত্তর। প্রাচীন কালে ইহার চারিদিক তাম্রের প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল বলিয়া ইহার নাম চাৎসু হইয়াছে। এখানে প্রতিবৎসর আটটী মেলা বসে, তাহাতে বহু লোকের সমাগম হয়। এখানে মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী চিকিৎসালয় আছে। [চম্পাবতী দেখ।]

চাত্বারিংশ (ক্লী) চত্বারিংশদধ্যায়াঃ পরিমাণমস্য চত্বারিংশৎ-

---

(১) "চাত্রবুধ্নে প্রমন্থাগ্রং গাঢ়ং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
কৃত্বোত্তরাগ্রামরণিং তদ্বুধ্নমুপরিন্যসেৎ।
চাত্রাগ্রঃকীলকাগ্রস্থামৌবীলীমুদগগ্রকাম্।
বিষ্টভ্যাদ্ধারয়েদ্‌যন্ত্রং নিষ্কম্পং প্রযতঃ শুচিঃ।
ত্রিরুদ্বেষ্ট্যাথ নেত্রেণ চাত্রং পত্ন্যোহহতাংশুকাঃ।
পূর্ব্বে মন্থত্যরণ্যন্তে প্রাচ্যগ্নেঃ স্যাদ্যথা চ্যুতিঃ॥" (কর্ম্মপ্রদীপ ১।৮।২০-৩)

ডণ্ (ত্রিংশচ্চত্বারিংশতোর্ব্রাহ্মণে সংজ্ঞায়াং ডণ্। পা ৫।১।৬২) ব্রাহ্মণবিশেষ, যাহাতে চল্লিশটী অধ্যায় আছে।

চাত্বারিংশৎক (ত্রি) চল্লিশ দ্বারা ক্রীত।

চাত্বাল (পুং) চততে যাচতে চত-বালঞ্ (স্বাচতিমৃজে বালচ্ বালঞালীয়রঃ। উণ্ ১।১১৫) ১ যজ্ঞকুণ্ড। ২ দর্ভ। ৩ উত্তান। ৪ উৎকট। (বিশ্বপ্র°) ৫ উত্তরবেদির অঙ্গ, মৃত্তিকাস্তূপ। ৬ গর্ত্ত। "চাত্বালং চাত্বালবৎস্থ।" (আশ° শ্রৌ° ১।১।৬।)

চাত্বালবৎ (ত্রি) চাত্বালোঽস্ত্যস্ত চাত্বাল-মতুপ্ মস্ত বঃ। চাত্বালযুক্ত, যাহার চাত্বাল আছে।

চাদর (পারসী) উত্তরীয় বস্ত্র।

চাদল, কালঞ্জরের ১৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমস্থিত অজয়গড় নামক স্থানের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি দধীচি বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অলৌকিক যশ ও সম্মানে ভূষিত ছিলেন। মূর্ত্তিমান্ বীর্য্যস্বরূপ রাজা শ্রীপাল ইহার পুত্র।

চানরাট (স্ত্রী) চনরাটস্যেদং চনরাট-অণ্। রাজা চনরাটের সভা। এই শব্দটী পরে থাকিলে দিক্‌বাচক শব্দের অন্ত উদাত্ত হয়। (দিক্‌ছন্দাগ্রামজনপদাখ্যানচানরাটেষু। পা ৬।২।১০৩।)

চানসম, গুজরাট প্রদেশস্থ বরদা গাইকবাড় রাজ্যের একটী সহর। অক্ষা° ২৩° ৪৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ১৪´ ৫৫´´ পূঃ। এখানে জৈনদিগের উপাস্য দেবতা পার্শ্বনাথদেবের একটী মন্দির আছে, এ প্রকার সুবৃহৎ জৈনমন্দির গাইকবাড় রাজ্য মধ্যে আর নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। চানসম সহরে বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা ও ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে।

চান্তপিল্লী (শান্তপল্লী) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলার একটী পল্লী। অক্ষা° ১৮° ২´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৩° ৪২´ ০´´ পূঃ, বিমলীপত্তনবন্দরে প্রবেশাভিমুখী জাহাজ সকল যাহাতে পাহাড়ের উপর পতিত হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যে নাবিকদিগকে সাবধান করিবার জন্য ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এখানে "শান্তপিল্লী" নামে একটী আলোকগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে ইহার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চান্দনিক (ত্রি) চন্দনেন সম্পদ্যতে চন্দন-ঠক্। যাহা চন্দন দ্বারা সম্পন্ন হয়।

"বপুশ্চান্দনিকং যস্য কার্দবেষ্টমিকং মুখং।" (ভট্টি)

চান্দনী [চাঁদনী দেখ।] ১ চন্দ্র দ্বারা আলোকিত।

২ এক প্রকার গুল্ম। ইহার বৈজ্ঞানিক ইংরাজী নাম Tabernæmontana coronana। ইহা ৪ হইতে ৬ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ, ইহার পাতা মসৃণ, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণাগ্র এবং ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা। ইহার ফুল দুধাফি, যোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, বৃহৎ এবং মৃদু সুগন্ধবিশিষ্ট। ইহার গন্ধ দিনের বেলায় অনুভূত হয় না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল উদ্যানেই এই গুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বাগানের অলঙ্কারস্বরূপ।

চান্দাভলু (শান্দাভলু) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলার একটী সহর। অক্ষা° ১৬° ১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০° ৪০´ পূঃ। লোকসংখ্যা ২৮৯৫। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানে অনেক স্বর্ণইষ্টক পাওয়া গিয়াছিল।

চান্দালা, মধ্যপ্রদেশের চন্দা জেলার মুল তহসীলের মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এই জমিদারী প্রথম স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল ১৭ বর্গমাইল।

চান্দোড়, বরদার গাইকবাড়ের অধিকারভুক্ত একটী গ্রাম। বরদা হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এই স্থানে এবং ইহার নিকটবর্ত্তী কার্ণালি গ্রামে অনেক দেবালয় আছে। তদ্দর্শনার্থ চৈত্র এবং কার্ত্তিক মাসে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়।

চান্দোড়, বোম্বায়ের নাসিক জেলার এবং চান্দোড় তালুকের অন্তর্গত, অক্ষা° ২০° ৯´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১৯´ পূঃ। নাসিক হইতে ৪০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ও মনমাড় হইতে ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহাতে রেণুকা এবং কালিকাদেবীর মন্দির এবং একটী বাদশাহী মসজিদ আছে। এখানে জৈনদিগের পর্ব্বতখোদিত মন্দির ছিল। এখন তাহা হিন্দু-দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে।

রেলপথ খুলিবার পূর্ব্বে, এখানে তাম্র, পিত্তল এবং লৌহের পাত্রাদি প্রস্তুত হইত। কথিত আছে যে মহারাজ হোলকর এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নির্ম্মিত একটী প্রাসাদ এখানে আছে। ইহার নিকটে একটী পুরাতন কেল্লা দৃষ্ট হয়।

চান্দোলি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ বনারস জেলার অন্তর্গত তহসীলদারের অধীন একটী উপবিভাগ, ইহা কাশীর পূর্ব্বদক্ষিণে গঙ্গার দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। এই তহসীলের মধ্য দিয়া রেলপথ গমন করিয়াছে। এখানে বিচারালয়, থানা প্রভৃতি আছে।

চান্দ্র (ত্রি) চন্দ্রস্যেদং চন্দ্র-অণ্ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০।) ১ চন্দ্র সম্বন্ধীয়, যাহাতে চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে, দিন মাস প্রভৃতি। (স্ত্রী) ২ চান্দ্রায়ণ ব্রত।

"চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মক্ষত্রবিশাংবিধিঃ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

(পুং) ৩ চন্দ্রকান্তমণি। (হেম°) (স্ত্রী) ৪ আর্দ্রক। (রাজনি°) ৫ পরিমাণবিশেষ। [চান্দ্রমাণ দেখ।]

৬ মৃগশীর্ষ নক্ষত্র। [নক্ষত্র ও মৃগশিরস্ শব্দ দেখ।] ৭ একখানি ব্যাকরণ। [চান্দ্রব্যাকরণ দেখ।] ৮ প্লক্ষদ্বীপস্থ একটী পর্ব্বত। (লিঙ্গপু° ৫৩।২।)

চান্দ্রক (ক্লী) চান্দ্রং আর্দ্রকমিব কায়তি কৈ-ক। শুণ্ঠী। (রাজনি°)

চান্দ্রপুর (পুং) [বহু] ১ একটী জনপদ। বৃহৎসংহিতার কূর্ম্মবিভাগে পূর্ব্বদিকে ইহার উল্লেখ আছে। ২ তদ্দেশস্থ শিবমূর্ত্তি।

চান্দ্রভাগা (স্ত্রী) চান্দ্রোভাগোঽস্ত্যাস্যাং বহুব্রী। চন্দ্রভাগা নদী। (দ্বিরূপকোষ) [চন্দ্রভাগা দেখ।]

চান্দ্রভাগেয় (পুং) চন্দ্রভাগায়া অপত্যং চন্দ্রভাগা-ঢক্ (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) চন্দ্রভাগা নদী হইতে উৎপন্ন একটী নদ।

চান্দ্রমস (ত্রি) চন্দ্রমস ইদং-অণ্। ১ চন্দ্রসম্বন্ধীয়, যাহাতে চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে।

"তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনং।" (তিথিতত্ত্ব)

(ক্লী) ২ মৃগশিরা নক্ষত্র।

চান্দ্রমসায়ন (পুং) চান্দ্রমসায়নি পৃষোদরাদিত্বাদিকারস্যাকারঃ। বুধ। (হলায়ুধ)

চান্দ্রমসায়নি (পুং) চন্দ্রমসো ঽপত্যং চন্দ্রমস-ফিঞ্ (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪।) বুধগ্রহ।

চান্দ্রমাণ (ক্লী) চান্দ্রঞ্চ তন্মানঞ্চেতি কর্ম্মধা°। কালের পরিমাণবিশেষ, চন্দ্রের গতি অনুসারে যে সকল পরিমাণ স্থির করা হয় তাহাকে চান্দ্রমাণ বলে। এ দেশে কালসম্বন্ধে সৌর ও চান্দ্রমাণ গণনা করা হয়। সৌরমাণে যেরূপ মাস ও বৎসর প্রভৃতির গণনা করা যায়, সেইপ্রকার চান্দ্রমাণেও দিন, মাস, বৎসর প্রভৃতি হইয়া থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে চন্দ্র নিজ গতি অনুসারে সূর্য্যের সমসূত্রপাতে অবস্থিত হইলে ইহাদের কিছুই অন্তর থাকে না, এই সময়কে অমাবস্যা বলা হইয়া থাকে। তৎপরে শীঘ্রগতি চন্দ্র সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকে। এই প্রকারে সূর্য্য হইতে দ্বাদশাংশ অতিক্রম করিতে চন্দ্রের যত সময় লাগে, তাহারই নাম চান্দ্রদিন। ১৫ চান্দ্রদিনে একপক্ষ, ২ পক্ষে এক মাস ও বারমাসে এক চান্দ্রবৎসর হয়। [ইহার অপর বিবরণ তিথি ও চন্দ্র শব্দে দ্রষ্টব্য।] সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে তিথি, করণ, বিবাহ, ক্ষৌরকর্ম্ম, অপর ক্রিয়া ও ব্রতোপবাস যাত্রা প্রভৃতি চান্দ্রমাণে করিতে হয়।

"তিথিকরণমুদ্বাহঃ ক্ষৌরং সর্ব্বক্রিয়াস্তথা।
ব্রতোপবাসযাত্রানাং ক্রিয়া চান্দ্রেণ গৃহ্যতে।" (সূর্য্যসি°)

চান্দ্রমাস (পুং) চান্দ্রশ্চাসৌ মাসশ্চেতি কর্ম্মধা°। চন্দ্রসম্বন্ধীয় মাস। চন্দ্রমাস দুই প্রকার গৌণ ও মুখ্য। কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ত্রিশটী তিথিকে গৌণ ও শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশটী তিথিকে মুখ্যচান্দ্র বলে।

মুখ্যচান্দ্রে বিহিত কর্ম্ম—সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধ, আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিক, সপিণ্ডীকরণ, চান্দ্রায়ণ ও প্রাজাপত্যাদি ব্রত, দান, নিত্যস্নান, গৃহ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ তিথি বিহিত কর্ম্ম।

গৌণচান্দ্রে বিহিত কর্ম্ম—অষ্টকাদি পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, বারুণীস্নান, জন্মতিথিকৃত্য, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উপবাস এবং দুর্গোৎসব প্রভৃতি নিয়ত কর্ম্ম। (স্মৃতি)

চান্দ্রব্যাকরণ, চন্দ্র বা চন্দ্রগোমিন্ নামধেয় পণ্ডিত প্রণীত ব্যাকরণ। অষ্টপ্রধান সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে ইহা একখানি।

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলীশাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

আজ কাল এই ব্যাকরণের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না; কোন কোন স্থানে দুই একখানি অনুলিপি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নহে। অল্প দিন হইল ইহার এক খানি অসম্পূর্ণ অনুলিপি নেপাল হইতে পাওয়া গিয়াছে; এই অনুলিপি ৪৭৬ নেপাল-অব্দে অর্থাৎ ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত। এই ব্যাকরণের অনেক সূত্রের ভাষা ও বর্ণবিন্যাস ঠিক পাণিনি ব্যাকরণের ন্যায়, এতদ্বারা অনুমিত হয় যে ইহা পাণিনি অপেক্ষা কিছু সহজ করিয়া উহার পরে প্রণীত হইয়াছিল। বেণ্ডাল সাহেব (Mr. Bendal) বলেন যে চান্দ্র ব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এক এক অধ্যায়ও পুনরায় চারি পাদে বিভক্ত, কিন্তু নেপাল হইতে যে অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনটীর অধিক পাদ নাই। চান্দ্র ব্যাকরণ যদিও পাণিনির অনুকরণে রচিত, তথাপি ইহার মধ্যে পাণিনিলিখিত সকল শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই, এতদ্ব্যতীত কতক শব্দের ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে; যথা উপসর্গের পরিবর্ত্তে প্রাদি, সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাদি, তদ্ধিতের পরিবর্ত্তে অণাদি ইত্যাদি।

চান্দ্রব্রতিক (পুং) চান্দ্রতুল্যং চান্দ্রায়ণং বা ব্রতমস্যাস্ত চান্দ্রব্রত-ঠন্। ১ রাজা, প্রজাবর্গ তাঁহার দর্শনে চন্দ্রদর্শনের ন্যায় আহ্লাদিত হয়, সেই জন্য রাজাকে চান্দ্রব্রতিক বলে।

"তথা প্রকৃতয়ো যস্মিন্ স চান্দ্রব্রতিকোনৃপঃ।" (মনু ৯।৩০৯।)

(ত্রি) ২ যে চান্দ্রায়ণব্রত করে।

চান্দ্রাখ্য (ক্লী) চান্দ্রমিত্যাখ্যা যস্য বহুব্রী। আর্দ্রক। (রাজনি°)

চান্দ্রায়ণ (ক্লী) চন্দ্রস্যায়নমিবায়ন যত্র বহুব্রী পূর্ব্বপদাৎ

সংজ্ঞায়াং পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘশ্চ যদ্বা চন্দ্রায়ণ স্বার্থে অণ্। ব্রতবিশেষ। পর্য্যায় ইন্দুব্রত। মিতাক্ষরার মতে চান্দ্রায়ণানুষ্ঠানকারী শুক্লপ্রতিপদের দিন ময়ূরাণ্ডপরিমিত একটী পিণ্ড এবং দ্বিতীয়ায় দুইটী পিণ্ড ভক্ষণ করিবে। এই প্রকার ক্রমে এক একটী বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমার দিনে পনরটী পিণ্ড বা গ্রাস খাইবে। তাহার পর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে ১৪টী, দ্বিতীয়ায় ১৩টী, এই প্রকারে ক্রমে এক একটী কমাইয়া কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে একটী পিণ্ড বা গ্রাস ভক্ষণ করিবে। অমাবস্যার দিনে কিছুই খাইতে নাই, উপবাস করিয়া থাকিবে। যথানিয়মে এইরূপ আচরণ করার নামই চান্দ্রায়ণ। এই ব্রত যবের ন্যায় মধ্যস্থূল বলিয়া ইহাকে যবমধ্যচান্দ্রায়ণ বলে। এই ব্রত কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমায় সমাপ্ত করা হইলে তাহাকে পিপীলিকাতনুমধ্য বলে। ইহাতে কৃষ্ণপ্রতিপদে ১৪ গ্রাস, দ্বিতীয়ায় ১৩ গ্রাস, এই প্রকার ক্রমে এক একটী গ্রাস কমাইয়া কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে একটী মাত্র গ্রাস ভক্ষণ করিবে। অমাবস্যার দিনে উপবাস করিয়া শুক্লপ্রতিপদে একটী গ্রাস, দ্বিতীয়ায় দুইটী গ্রাস, এই নিয়মে ক্রমে এক একটী বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমায় পনর গ্রাস ভোজন করিতে হয়। তিথির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে এক পক্ষে ১৪ দিন বা ১৬ দিন হইলে গ্রাসেরও হ্রাসবৃদ্ধি করিবে। গৌতমের মতে চান্দ্রায়ণের বিধি এইরূপ লিখিত আছে যে—প্রথমে কেশবপন ও কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিনে উপবাস করিবে। "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি (ঋক্ ১।৯১।১৮), "সন্তে পয়াংসি" ইত্যাদি (ঋক্ ১।৯১।১৭) ও "নবোনবঃ" ইত্যাদি (ঋক্ ১০।৮৫।১৯) এই কয়টী মন্ত্র দ্বারা তর্পণ, আজ্যহোম, হবির অনুমন্ত্রণ ও চন্দ্রের উপস্থান করিতে হয়। "য দ্দেবা দেবহেড়নং" ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্টয়ে আজ্যহোম এবং "দেবকৃতস্য" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা সমিধ্ আহুতি প্রদান করিবে। গ্রাসের মন্ত্র "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং যশঃ শ্রীঃ ঊর্ক্ ইট্ ওজঃ তেজঃ পুরুষঃ ধর্ম্মঃ শিবঃ।" প্রতি মন্ত্রে "নমঃ স্বাহা" উচ্চারণ করিয়া ভোজন করিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে পিণ্ডসংখ্যা সর্ব্বসমেত ২৪০টী। [সোমায়ন দেখ।]

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে চান্দ্রায়ণ পাঁচ প্রকার—পিপীলিকাতনুমধ্য, যবমধ্য, যতিচান্দ্রায়ণ, সর্ব্বতোমুখ ও শিশুসাহ্ব। কৃষ্ণ প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া একমাস পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে পিপীলিকাতনুমধ্য বলে। শুক্ল প্রতিপদে যে চান্দ্রায়ণের আরম্ভ করা হয়, তাহার নাম যবমধ্য।

কৃষ্ণপক্ষে যথাক্রমে প্রতিদিন এক একটী পিণ্ডের হ্রাস ও শুক্লপক্ষে এক একটী পিণ্ডের বৃদ্ধি এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া যে ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম চান্দ্রায়ণ (১)।

কল্পতরুর মতে প্রতিদিন তিন তিনটী গ্রাস ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহাকে যতিচান্দ্রায়ণ বলে। পরাশরের মতে গ্রাস-পরিমাণ, কুক্কুটাণ্ড পরিমাণের সমান অথবা যত বড় মুখে যাইতে পারে (২)। সকল রকম চান্দ্রায়ণেই চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও কেশ, শ্মশ্রু, নখ এবং রোম বপন করিয়া তৎপরদিন সংযম করিতে হয় (৩)।

গৌতমের মতে সকল রকম চান্দ্রায়ণেই চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। এই কারণে "চান্দ্রস্য চন্দ্রসম্বন্ধিনো লোকস্য অয়নং যস্মাৎ" এই বুৎপত্তি লইয়া ব্রতটীর নাম চান্দ্রায়ণ হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের জন্যও চান্দ্রায়ণ করিবার বিধান আছে। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।] চান্দ্রায়ণব্রতের অনুকল্প সার্দ্ধসপ্তধেনু। ব্রতানুষ্ঠানে অশক্তের পক্ষে অনুকল্প ধেনুদান করিলেও চান্দ্রায়ণের সমান ফল হয়। [ইহার অপর বিবরণ প্রায়শ্চিত্ত, পিপীলিকাতনুমধ্য, যবমধ্য, যতিচান্দ্রায়ণ, সর্ব্বতোমুখ, শিশুসাহ্ব, প্রায়শ্চিত্ত ও সোমায়ন শব্দে দ্রষ্টব্য।]
(ত্রি) চান্দ্রায়ণস্যেদং চান্দ্রায়ণ-অণ্। ২ চান্দ্রায়ণ সম্বন্ধী।

কোন কোন আভিধানিক চান্দ্রায়ণ শব্দটীকে পুংলিঙ্গও স্বীকার করেন।

চান্দ্রায়ণিক (ত্রি) চান্দ্রায়ণমাবর্ত্তয়তি চান্দ্রায়ণ-ঠঞ্। (পারায়ণতুরায়ণচান্দ্রায়ণং বর্ত্তয়তি। পা ৫।১।৭২।) চান্দ্রায়ণকারী।

চান্দ্রী (স্ত্রী) চন্দ্রস্য ইদম্ চন্দ্র-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।২।১২০।) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ চন্দ্রপত্নী। ২ জ্যোৎস্না। ৩ শ্বেতকণ্টিকারী। (ত্রি) ৪ চন্দ্রসম্বন্ধীয়। "শুক্রকাব্যানুগাং বিভ্রচ্চান্দ্রীমভিনভঃ-শ্রিয়ম্।" (মাঘ ২।২।)

চান্বরপথ, মধ্যভারতের অন্তর্গত নৃসিংহপুর জেলার একটী গ্রাম। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা অতিহীন। মহারাষ্ট্রদিগের একটী উৎকৃষ্ট কেল্লার ভগ্নাবশেষ এখানে আছে।

চাপ (পুং) চপস্য বংশবিশেষস্য বিকারঃ চপ-অণ্ (অবয়বেচ প্রাণ্যোষধি বৃক্ষেভ্যঃ। পা ৪।৩।১৩৫।) অথবা চপ্যতে ক্ষিপ্যতে অনেন চপ-ঘঙ্ (অকর্ত্তরিচ কারকে সংজ্ঞায়াম্। পা ৩।৩।১২।) ১ ধনু। "সচাপ মুৎসৃজ্য বিবৃদ্ধমৎসরঃ।" (রঘু ৩।৬০।)

---

(১) "একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লেচ বর্দ্ধয়েৎ।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।" (মনু)

(২) "কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণস্তু যাবান্ বা প্রবিশেন্মুখম্।
এতং গ্রাসং বিজানীয়াৎ শুদ্ধ্যর্থং কায়শোধনং।" (পরাশর)

(৩) "শুক্লাবৈব চতুর্দ্দশীমুপবসেৎ কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং বা কেশশ্মশ্রুনখরোমাণি বাপয়িত্বা।" (বৌধায়ন)

২ বৃত্তক্ষেত্রার্দ্ধ। চাপানয়নের প্রকার সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে—

"জ্যাং প্রোজ্‌ঝ্যাশেষং তত্বাশ্বিহতং তদ্বিবরোদ্ধৃতম্।
সংখ্যা তত্বাশ্বিসংবর্গে সংযোজ্য ধনুরুচ্যতে॥" (২।৩৩।)

অর্থাৎ যাহার ধনুসাধন করিতে হইবে, তাহাতে গ্রহাদির জ্যা সাধন করিবে, সেই জ্যা সাধিত হইলে তন্মধ্যে যত জ্যা খণ্ড বিয়োগ পড়িবে, সেই লব্ধ সংখ্যা পৃথক্ রাখিবে, পরে জ্যাখণ্ড সাধনের অবশিষ্ট যে অঙ্ক থাকিবে, তাহাকে ২২৫ দিয়া গুণন করিবে। পরে যে জ্যাখণ্ড বাদ পড়িয়াছে সেই খণ্ড ও তাহার পরখণ্ড যাহা হইবে, উভয়ের অন্তর যে খণ্ড তাহার দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। তাহাতে যাহা লব্ধ হইবে, সেই অঙ্কগুলি একস্থানে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বকার পৃথক্ রাখা বাদপড়া জ্যাখণ্ডসংখ্যা দ্বারা ২২৫ গুণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত একস্থানে স্থাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিলেই চাপ হইবে (১)।

মনে কর—কোন গ্রহাদির জ্যা ২০২৫ পরিমিত, তাহার চাপ আনয়ন এইরূপে করিতে হয়—

২০২৫ জ্যার মধ্যে জ্যাখণ্ডের নবমখণ্ড ১৯১০ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ১১৫ হইল, ইহাকে ২২৫ দিয়া গুণ করিলে ২৫৮৭৫ হইল। পরে ইহাকে উক্ত নবমখণ্ড ও দশমখণ্ডের অন্তর ১৮৩ দিয়া ভাগহার করিয়া ১৪১।১৭২ হইল, ইহাতে বাদপড়া নবম অঙ্কদ্বারা ২২৫কে গুণ করিয়াও ২০২৫ হওয়ায় লব্ধাঙ্ক ১৪১।৭২ যোগ করিলে ২১৬৬।৭২ চাপ বা ধনু হইল।

৩ ধনুরাশি। "চাপগতৈ গুহ্নীয়াৎ" (বৃহৎসং ৪২।১০।)

চাপড় (চপেট শব্দজ) চপেটাঘাত, থাবড়া।

চাপদণ্ড, যাহাদ্বারা জলাদি ঊর্দ্ধ ও অধোগত হয়, যেমন পিচ্‌কারীর দণ্ড।

চাপদাসী (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিবংশ)

চাপন (দেশজ) ১ ভার দেওন।

চাপপট (পুং) চাপো ধনুঃ তদ্বৎবক্রাকারঃ পটঃ পত্রং যস্য বহুব্রী। পিয়ালবৃক্ষ।

চাপল (ক্লী) চপলস্য ভাবঃ কর্ম্মবা, চপল-অণ্। (হায়নান্ত-যুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ১ চপলতা। ২ অনবস্থিতি।

"মাৎসর্য্যাদ্দ্বেষরাগাদেশ্চাপলস্তনবস্থিতিঃ।" (সাহিত্যদ°।)

চাপলায়ন (পুং) চপলস্য গোত্রাপত্যং পুমান্, চপল-ফঞ্। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) চপলের গোত্রজ পুরুষ।

(১) এবিষয়ে সিদ্ধান্তশিরোমণির গণিতাধ্যায়ে লিখিত আছে—
"জ্যাং প্রোজ্‌ঝ্য তত্বাশ্বিহতাবশেষং যাতৈষজীবা বিবরেণ ভক্তং।
জ্যা বিশুদ্ধা যতমাত্রতদ্দ্বৈস্তত্বাশ্বিভিস্তৎসহিতং ধনুঃ স্যাৎ।"

চাপল্য (ক্লী) চপলস্য ভাবঃ কর্ম্মবা। (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণিচ। পা ৫।১।১২৪) ১ চপলতা। ২ চাঞ্চল্য। ৩ অস্থৈর্য্য। "গুরোঃ স্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ।" (চাণক্য ৩০)

চাপবংশ, কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিমসীমান্তর্গত বর্দ্ধমান নামক স্থানের একটী রাজবংশ। হড্ডালা হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে এই বংশের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। কথিত আছে এই বংশের আদিপুরুষ মহাদেবের চাপ অর্থাৎ ধনু হইতে উৎপন্ন হইয়া "চাপ" নামে অভিহিত হন।

চাপের বংশে বিক্রমার্ক জন্মে, তিনিই সম্ভবতঃ এই বংশের প্রথম রাজা। নিম্নে চাপবংশাবলী দেওয়া হইল।
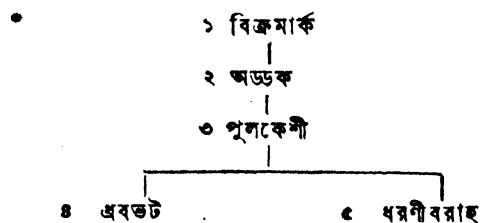
হড্ডালার অনুশাসনপত্রে জানা যায় যে ধরণীবরাহ ৮৩৯ সম্বৎ অর্থাৎ ৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানরাজ্যে রাজত্ব করিতেন। ৩ পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমার্কের আবির্ভাবকাল বোধ হয়।

উক্ত দানপত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ধরণীবরাহ নৃপতি কন্দর্পদেবের ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন, অর্জ্জুনের ন্যায় বলবীর্য্যশালী ও কর্ণের ন্যায় দানশীল ছিলেন। তিনি রাজপুতবীরদিগের ন্যায় শত শত গ্রাম ও নগর উৎসন্ন করিয়া বীরোচিত যশঃলাভ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান নামক নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

কাঠিয়াবাড় রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলস্থ বর্ত্তমান বঢ়বান নামক নগর প্রাচীন বর্দ্ধমান বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কারণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর জৈনলেখকগণ বঢ়বান নগরকে বর্দ্ধমান বা বর্দ্ধমানপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময়েও সেখানকার ব্রাহ্মণগণ শেষোক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পশ্চিমভারতে উক্ত নামাভিহিত দ্বিতীয় স্থানেরও অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না।

দানপত্রের মঙ্গলাচরণে মহাদেব ধঙ্কেশ্বর নামে স্তুত হইয়াছেন। আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত ও বর্দ্ধমানের সমীপস্থ ধন্ধুক নামক প্রাচীন নগরে ধঙ্কেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও আছে। পূর্ব্বে ধন্ধুক নগর ধরণীবরাহ রাজার পিতামহ অড্ডকের শাসনাধীন ছিল। ধরণীবরাহ উক্ত প্রদেশে আধিপত্য করিতেন।

দানপত্র দৃষ্টে বুঝা যায় যে চাপবংশ বঢ়বান স্থানের পরবর্ত্তী ঠাকুর উপাধিধারী রাজাদিগের ন্যায় সমীপবর্ত্তী প্রধান রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। যাহা হউক, ধরণীবরাহ "সমধিগতাশেষমহাশব্দ" এবং "সামন্তাধিপতি" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং স্বীকার করিতেন যে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী মহীপালদেবের অনুগ্রহে ও তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া রাজত্ব করিতেন।

চাপা, মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলা এবং সিওরিনারায়ণ তহসীলভুক্ত একটী গ্রাম।

চাপাল (ক্লী) বৌদ্ধদিগের এক বিখ্যাত চৈত্য।

চাপিন্ (পুং) চাপোঽস্ত্যস্য চাপ-ইনি। ১ ধনুর্দ্ধারী। "ত্বং গদী ত্বং শরী চাপীখট্টাঙ্গী ঝর্ঝরী তথা।" (ভারত ১২।২৮৬ অঃ) ২ শিব। ৩ ধনুরাশি। "চাপী নরোঽশ্বজনোমকরো মৃগাস্যঃ।" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

চাপোৎকট, গুজরাটের অন্তর্গত পত্তন নামক স্থানের একটী রাজবংশ। এই বংশের আদি রাজার নাম বাণ। তিনি পত্তননগর স্থাপন ও ৮৬২ বিক্রম সংবৎ অর্থাৎ ৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬০ বৎসরকাল তথায় রাজত্ব করেন। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর যোগরাজ ৮৪১ খৃষ্টাব্দ এবং তৎপরে ক্ষেমরাজ ৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ক্ষেমরাজের পর বান্দা ও ভূয়ড় ২৫ বৎসরকাল অর্থাৎ ৮৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসন ভোগ এবং দ্বারাবতী ও পশ্চিমদিকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া রাজ্যের পুষ্টিসাধন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ বংশীয় বীরসিংহ ২৫ বৎসর এবং রত্নাদিত্য ১৫ বৎসর ক্রমান্বয়ে শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম সামন্তসিংহ; তিনি ৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন (৯৩৫—৯৪২)। পরে ৯৪২ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভগিনীপুত্র চৌলুক্যবংশীয় মূলরাজ নরপতি গুজরাট ও পত্তনের অধিপতি হন।

চাপ্‌কান (পারস) পরিচ্ছদবিশেষ।

চাপ্‌ড়া, নদীয়াজেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্য প্রধান গ্রাম, জলঙ্গী নদীর উপর অবস্থিত।

চাপ্‌রাশি (হিন্দীজ) ১ যাহার চাপ্‌রাস আছে। ২ দূত।

চাপ্‌রৌলি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ মিরাট জেলার একটি পল্লী। অক্ষা° ২৯° ৫০´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৩৬´ ৩০´´ পূঃ। কথিত আছে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জাটেরা এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু শিখদিগের অত্যাচারে তাঁহাদের বংশ লুপ্তপ্রায় হয়। যাহা হউক প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে এখানকার আদিম অধিবাসীগণ মীরপুরের ধ্বংশাবশিষ্ট জাটদিগের সহিত মিলিত হওয়ায় এই স্থানটী পুনরায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। এখানে বাণিজ্য শিল্পাদির চর্চ্চা নাই; তবে চাষ আবাদ বেশ হয়। এখানে থানা, পান্থশালা, বাজার ও ডাকঘর আছে। অধিবাসী সংখ্যা ৬১১৫।

চাফট্টি (পুং স্ত্রী) চফট্টস্য ঋষেরপত্যং। চাফট্ট-ইঞ্ (নতৌবলিভ্যঃ। পা ২।৪।৬১) ইতি লুঙ্ নিষেধঃ। ১ চফট্ট ঋষির অপত্য।

চাফল, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত উম্‌রাজ নামক স্থানের ৬ মাইল পশ্চিমে কৃষ্ণার উপনদী মাড়নদীতীরে ও একটী উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত একটী বৃহৎ পল্লী। ইহার চতুর্দ্দিকে উর্ব্বরা ক্ষেত্র ও তৎপার্শ্বে পাহাড়শ্রেণী রহিয়াছে। ইহার নিকট পর্য্যন্ত একটী সড়ক আছে। প্রসিদ্ধ শিবজীর গুরু বিখ্যাত রামদাসস্বামীর বংশোৎপন্ন লক্ষ্মণরাও রামচন্দ্রস্বামী এখানকার রাজা। এই পল্লী মাড়নদীর উভয় তীরে বিস্তৃত; উত্তরপার্শ্বে গমনাগমন জন্য নদীর উপরে একটী সাঁকো আছে। নদীর দক্ষিণপার্শ্বে স্বামীর বাসভবন ও তাহার অনতিদূরে রামদাসস্বামী ও তাঁহার আরাধ্য মারুতিদেবের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির রহিয়াছে। এই মন্দির ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বালাজী মাণ্ডবগণি নামক একজন ধনবান্ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ হয়। ইহা একটী তীর্থস্থান। রামনবমীর সময় এখানে একটী মেলা বসিয়া থাকে, ঐ সময়ে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

চাবী (পর্ত্তুগীজ Chave শব্দের অপভ্রংশ।) ১ তালার কাটী। ২ ছাড়ান।

চাবুক (পারসী) ১ কশা। ২ অশ্বাদির তাড়নদণ্ড।

চাম, চামড়া (হিন্দী) ১ চর্ম্ম। ২ ত্বক্। [চর্ম্ম দেখ।]

চামচা (পারসী) ১ হাতা। ২ দর্ব্বী।

চাম আটালু, উকুণের মত একপ্রকার পোকা, ইহা চামড়ায় আট্‌কাইয়া থাকে।

চামদল (দেশজ) চর্ম্মরোগবিশেষ।

চামনিকী (দেশজ) চর্ম্মজ পোকার ডিম্ব।

চাম্‌চিকা (দেশজ, চর্ম্মচটক শব্দ হইতে উৎপন্ন)। চটক পক্ষীর ন্যায় আকার ও চর্ম্মনির্ম্মিত পক্ষযুক্ত বলিয়া ইহাদিগকে চর্ম্মচটিকা বা চাম্‌চিকা কহে। ইহারা স্তন্যপায়ী, ইহাদের হস্ত হইতে পদ ও পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত একখণ্ড পাতলা চর্ম্মাবৃত। ঐ চর্ম্ম ইচ্ছামত গুটাইতে, বিস্তার করিতে এবং সঞ্চালন করিতে পারে, ঐ চর্ম্ম দ্বারা ইহারা আকাশে উড়িতে পারে। হস্তের উপরিভাগে বড়শীর ন্যায় আঁকুশী আছে। বৃক্ষ প্রাচীরাদিতে ঐ আঁকুশী লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাদের অঙ্গলোমাবৃত এবং আকার বহু প্রকার। ইহারা প্রায়ই কীট

পতঙ্গাদি ভোজন করে। বৃক্ষকোঠর, গৃহাদির কোণ, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের চূড়ায় এবং অন্যান্য অন্ধকারময় স্থানে ইহারা বাস করে। দিবাভাগে কচিৎ বাহির হয়। বৈকালে সূর্য্যাস্তের সময় গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায়।

চামচিকা নানা জাতীয়। বাদুড়, কলাবাদুড় প্রভৃতিও এই জাতীয় জীব। বাদুড় ফলভোজী এবং আকারে অনেক বড়। চামচিকার আকার সচরাচর ৪ ইঞ্চি হইতে ৯।১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। বাদুড় ২।৩ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

এদেশের কোন কোন নীচ লোক এবং সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা চামচিকা ভক্ষণ করে। এ দেশের চামচিকার বর্ণ সচরাচর ধূসরকৃষ্ণ, কিন্তু সিংহলে পীত, লোহিত, পাটল প্রভৃতি বর্ণেরও চামচিকা দেখা যায়। [বাদুড় দেখ।]

চামর (পুং ক্লী) চমরী মৃগবিশেষস্তস্যা ইদম্, চমরী-অণ্। চমরীপুচ্ছ বা লোমনির্ম্মিত ব্যজন। চলিত কথায় চৌরী বলে। যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে—সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, কৈলাস, মলয়, উদয়াচল, অস্তাচল ও গন্ধমাদনপর্ব্বতে যে চমরী নামক মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পুচ্ছলোম হইতে প্রস্তুত বলিয়া ইহার চামরসংজ্ঞা হইয়াছে।

ইহার পর্য্যায়—প্রকীর্ণক, চমর, চামরা, চামরী, বালব্যজন, রোমপুচ্ছক। চামরের বায়ুর গুণ—ওজঃকর ও মক্ষিকাদি দূরকর। শুভ্রবর্ণ, দুই হস্ত উন্নত, সুবর্ণদণ্ডযুক্ত এবং হীরকদ্বারা অলঙ্কৃত চামরই রাজাদিগের শুভকর ও সম্মানজনক। চামরদণ্ড কিংবা চামরের দৈর্ঘ্য দেখিয়া ইহার বিস্তার ঠিক হয়। দণ্ড সুবর্ণ, রৌপ্য কিংবা সুবর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত হইতে পারে। চামরদণ্ডে হীরক, পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য ও নীলকান্তমণি যোগ করিতে হয়। চামর লোহিত, পীত, শুক্ল কিংবা নানা বর্ণের হইতে পারে। চামর দুইপ্রকার স্থলজ ও জলজ। আরণ্যদেশের রাজা স্থলজ এবং সজলদেশের রাজা জলজ চামর ব্যবহার করিবে।

চামরের গুণ—দীর্ঘ, স্বচ্ছ, ঘন ও লঘু। দোষও চারিপ্রকার—খর্ব্ব, গুরু, বিবর্ণ ও মলিনাঙ্গ। দীর্ঘ চামরে দীর্ঘায়ু, লঘু হইলে ভয়বিনাশ, স্বচ্ছ হইলে ধন ও কীর্ত্তিলাভ এবং ঘন হইলে সম্পদ্বৃদ্ধি হয়।

স্থলজ চামরের লক্ষণ।—খর্ব্ব হইলে অল্পায়ু, গুরু হইলে অতিশয় ভয়প্রদ, অল্পলোমযুক্ত হইলে রোগ ও শোকোৎপাদক এবং মলিন হইলে মৃত্যুজনক।

জলজ চামরের লক্ষণ।—সাতপ্রকার সমুদ্র হইতে উৎপন্ন চামর ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট। লবণ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন চামর পীতবর্ণ এবং গুরু ও লঘু উভয়বিধ হয়; ইহার রোম অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অল্প চট্ চট্ শব্দ করে। ইক্ষু সমুদ্রজাত চামর তাম্রবর্ণ, পরিচ্ছন্ন ও লঘু। ইহা ব্যজন করিলে মক্ষিকা ও মশক আইসে না। সুরাসমুদ্রজাত চামর নানাবর্ণযুক্ত, মলিন, গুরু ও কর্কশ। ইহার গন্ধে বৃদ্ধহস্তীগণও মত্ত হয়। সর্পিঃ সমুদ্রজাত চামর ঈষৎ পীতবর্ণযুক্ত শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, ঘন ও লঘু। ইহার বাতাসে বায়ুরোগ নাশ হয়। জলসমুদ্রজাত চামর পাণ্ডুবর্ণ, দীর্ঘ, লঘু ও অত্যন্ত ঘন। ইহার বায়ুতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মদ ও ভ্রম দূর হয়; এই চামর যাহার ঘরে থাকে, তাহার গৃহে কোনও রূপ অমঙ্গল বা ভয় থাকে না।

দুগ্ধসমুদ্রোদ্ভব চামর শুভ্রবর্ণ, দীর্ঘ, লঘু ও অত্যন্ত ঘন। ইহার গুণ নানাবিধ। দেবতারাও সহজে ইহা প্রাপ্ত হন না। সমুদ্রের মধ্য হইতে সর্পগণ ইহা হরণ করিয়া আনে।

স্থলজ চামর অনায়াসে দগ্ধ করা যায় এবং দাহকালে মিট্‌মিট্ করে। জলজ চামর সহজে দগ্ধ হয় না এবং দাহকালে অত্যন্ত ধূম উত্থিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ বিবেচনা করিয়া যে রাজা চামর ব্যবহার করেন, তিনিই সুখভোগ করিতে পারেন।

যে আরণ্য রাজা জলজচামর ব্যবহার করেন, শীঘ্রই তাঁহার বংশ, বীর্য্য, লক্ষ্মী ও আয়ুঃক্ষয় হয়। যে অনূপদেশের রাজা স্থলজচামর ধারণ করেন, তাঁহারও লক্ষ্মী, আয়ুঃ, যশঃ ও বলক্ষয় হয়। বালুকাযন্ত্রে মসুর ও জল প্রভৃতি দ্বারা ইহার সংস্কার করিতে হয়। সেই উষ্ণ জলের বাপে ইহার কৃত্রিমতা নষ্ট হয়। (ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

চামরগ্রাহ (ত্রি) চামরং গৃহ্লাতি চামর-গ্রহ-অণ্ উপ° স°। চামরেণ ব্যজনকর্ত্তরি স্ত্রিয়াং টাপ্। মুগ্ধবোধমতে ষণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। যে চামরদ্বারা বাতাস করে, চামরব্যজনকারী।

চামরধারিণী (স্ত্রী) চামরং ধরতি ধর-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। চামরগ্রাহিকা।

চামরপুষ্প (পুং) চামরবৎ পুষ্পমস্যেতি। যাহার পুষ্প সকল চামরের ন্যায় স্তবকে স্তবকে জন্মে। ১ ক্রমুক। ২ কাশতৃণ। ৩ কেতকীবৃক্ষ। ৪ আম্র। (মেদিনী)

চামরপুষ্পক (পুং) চামরপুষ্প এব স্বার্থে কন্ চামরমিব পুষ্পমস্য ইতি কন্ বা। কাশতৃণ। [চামরপুষ্প দেখ।]

চামরলাকোটা (সামুলকোটা) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী সহর, কাকনাড়ার সাতমাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ৩′১০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮২° ১২′

৫০" পূ°। এই স্থান হইতে রাজমহেন্দ্রী ও কাকনাড়া পর্য্যন্ত খাল কাটা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে সেনানিবাস ছিল, কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আর তথায় সেনা রাখা হয় না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত এক বারিক এখনও আছে।

চামরহস্তা (স্ত্রী) চামরং হস্তে যস্যাঃ সা বহুব্রী। [চামরধারিণী দেখ।]

চামরা (স্ত্রী) চামর অজাদিত্বাৎ টাপ্। চামর।

চামরাজ, মহিসুরের যাদববংশীয় আদি রাজা বিজয়ের বংশোৎপন্ন কএকজন রাজার নাম। ১ম চামরাজ ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহিসুরে রাজত্ব করেন। বিজয়নগর ধ্বংসের পর তিনি স্বাধীন হন। ২য় চামরাজ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; কথিত আছে ইনি প্রথম চামরাজের পিতৃব্যবংশোৎপন্ন। ৩য় চামরাজ ১ম চামরাজের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৩১ হইতে ১৭৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহিসুরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ইনি বিজয়বংশীয় রাজাদিগের শেষ বংশধর। ইহার পর অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং মুসলমানেরা উক্ত রাজ্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নরপতি নির্ব্বাচন করেন। যাহা হউক এই প্রকার বিশৃঙ্খলতার সময়ে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় রাজগণের মধ্যে চামরাজ নামক দুইজন রাজার নাম দৃষ্ট হয়। একজন ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অপর একজন হাইদরআলি কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হইয়া ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইনি কারুগহল্লীবংশীয় আর্কোতারের দেবরাজ অরসুর পুত্র।

চামরাজেন্দ্র উদেয়ার, মহিসুরের একজন রাজা। ইনি মহিসুরের শেষ হিন্দুরাজ কারুগহল্লীবংশীয় চামরাজের পৌত্র। শ্রীরঙ্গপত্তন ধ্বংশ ও টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর ইংরাজরাজ ইহার পিতৃদেবকে মহিসুরের সিংহাসন প্রদান করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ইনি নাবালকাবস্থায় সিংহাসনে অধিরোহণ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

চামরাজনগর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ১১°৫৬'১৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। এই সহরের প্রাচীন নাম আর্কোতার। মহিসুরাধিপতি চামরাজ উদেয়ার এইস্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, সে জন্য উক্ত মহারাজের পুত্র পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পিতৃসম্মানার্থ তদীয় জন্মস্থানের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চামরাজনগর নাম দেন ও তথায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ ও মন্দির মধ্যে চামরাজেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উক্ত দেবসেবার জন্য উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এখানে শেষোক্ত রাজনির্ম্মিত একটী রাজপ্রসাদও দৃষ্ট হয়। এই নগর চামরাজনগর নামক তালুকের সদর এবং মহিসুর নগর হইতে ৩৬ মাইল অন্তর। ইহার দুই মাইল পূর্ব্বে মণিপুর নামক প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

চামরিক (পুং) চামর-ঠন্। যে ব্যক্তি চামর বহন করে।

চামরী (পুং স্ত্রী) ১ চমরী গো। (Yak)

ভোজরাজরচিত যুক্তিকল্পতরু নামক সংস্কৃতগ্রন্থে লিখিত আছে—সুমেরু পর্ব্বতের চমরীগণ ঈষৎ পীতবর্ণ, হিমালয়ে ও বিন্ধ্যপর্ব্বতে শুভ্রবর্ণ, কৈলাসপর্ব্বতে কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ, মলয়পর্ব্বতে শুক্ল ও পিঙ্গলবর্ণ, উদয়াচলে ঈষৎ রক্তবর্ণ, অস্তাচলে ঈষৎ নীলাভাযুক্ত শুক্ল, কাহারও মতে কৃষ্ণবর্ণ এবং গন্ধমাদনে পাণ্ডুবর্ণ এবং অন্যান্য স্থান হইতে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ চমরী উৎপন্ন হয়। এই পর্ব্বতোদ্ভূত মৃগগণ আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চারিপ্রকার। তন্মধ্যে দীর্ঘ রোমযুক্ত, অতিশয় ক্ষুদ্র, স্নিগ্ধাঙ্গ, কোমল, সংখ্যায় অল্প, অল্পগ্রন্থিযুক্ত চমরী ব্রাহ্মণ জাতীয়। ইহাদের রোমসংস্কার ব্যতিরেকেও পরিষ্কার থাকে। দীর্ঘলোমযুক্ত, অত্যন্ত শুক্ল ও যাহা সচরাচর দেখা যায়, তাহারা ক্ষত্রিয়জাতীয়। স্থূলসন্ধিযুক্ত চমরীগণ বৈশ্যজাতীয়। অল্পলোমযুক্ত, অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কোমলাঙ্গ, সচরাচর দৃশ্য ও অল্পসন্ধিযুক্ত চমরী শূদ্রজাতীয়, ইহাদের চামর সংস্কার করিলেও মলিন হয়। (যুক্তিকল্প°)

বর্ত্তমান প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে—চমরী গোজাতীয় একপ্রকার বন্য জন্তু। তিব্বতের নানাস্থানে ইহারা গৃহপালিত ও ভারবহনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ইহাদের আকার অনেকাংশে বৃষ ও মহিষের মাঝামাঝি। ঐ জাতীয় অপরাপর চতুষ্পদদিগের ন্যায় ইহারাও মস্তক মৃত্তিকা-সন্নিহিত করিয়া ভ্রমণ করে। গৃহপালিত চামরী এক একটী প্রকাণ্ড বৃষভের ন্যায়, মস্তক, পদ ও আকৃতিও প্রায় তদনুরূপ। সর্ব্বাঙ্গ সুদীর্ঘ লোমাবলীদ্বারা আবৃত, মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, চক্ষুদ্বয় বৃহৎ ও উজ্জ্বল; শৃঙ্গ নাতি দীর্ঘ, বঙ্কিম ও সূচ্যগ্র; ললাট কুঞ্চিত, সুদীর্ঘ ও রোমগুচ্ছসমন্বিত; নাসিকা চৌরস ও ক্ষুদ্র রন্ধ্রযুক্ত; ঘাড় ছোট; পশ্চাৎভাগ নিম্ন, পদগুলি হ্রস্ব এবং স্কন্ধের উপর লোমময় ককুদ্ বিদ্যমান। ইহাদের পৃষ্ঠদেশের লোমাবলী সোজা হইলেও কর্কশ নহে। পুচ্ছ সুদীর্ঘ লম্বমান, ও বহুল লোমরাজি দ্বারা শোভমান। সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্য হইতে একগুচ্ছ দীর্ঘ লোম বাহির হয়। পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশের লোমাবলী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র,

নিম্ন ভাগের লোম সরল ও সুদীর্ঘ, কখন কখন ভূমি স্পর্শ করে।

শাদা, ধূসর প্রভৃতি নানাবর্ণের চমরী আছে। তন্মধ্যে শাদা ও কাল চমরই সচরাচর দেখা যায়। ইহাদের গায়ে প্রচুর লোম থাকাতে ইহারা তিব্বতের দুরন্ত শীত সহ্য করিতে পারে।

তিব্বতের উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশই ইহাদের প্রকৃত জন্মস্থান। তিব্বতের পূর্ব্বভাগে পর্ব্বতের উপরে দলে দলে বন্য চমরী দৃষ্ট হয়। তথায় গৃহপালিত চমরী গাভীর প্রয়োজন সাধন করে। তিব্বতীয়গণ ইহার দুগ্ধ পান করে, লোমে বস্ত্র প্রস্তুত করে।

ইহারা দুর্গম গিরিপথে ভারবহন করিয়া থাকে। তিব্বতের লোকেরা ইহার মাংস আহার করে এবং দুগ্ধ হইতে পনির, ছানা, মাখন প্রভৃতি নানারূপ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। পূর্ব্ব-নেপালে চামরী তথাকার প্রধান সম্পত্তি মধ্যে গণ্য, কৃষিকার্য্যে কিম্বা শকটাদি টানিতে ইহারা পটু নহে, কিন্তু পৃষ্ঠে ভার লইয়া অন্যপ্রাণীর অগম্য গিরিপথে প্রতিদিন প্রায় ২০ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারে। লামাগণ চমরীতে চড়িয়া থাকেন। চামর ভিন্ন ইহাদের লোমে রজ্জু ও একরূপ শক্ত কাপড় হয়, এবং সলোম চর্ম্মে টুপি, পিরাণ, কম্বল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চতুষ্পদ প্রাণীদিগের মধ্যে চমরীই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপ্রদেশে বাস করে। হিমালয় ও তিব্বতের তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত সকলে ইহারা বিচরণ করে। তথাকার দারুণ শীতে ইহাদের কষ্ট হয় না। ইহারা শীতাতপের সহসা অধিক পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেনা। গ্রীষ্মকালে সচরাচর ১৬০০০।১৭০০০ ফিট উচ্চে বাস করে। ১৯৩০০ ফিট উচ্চেও চামরী দেখা গিয়াছে। এই ভীষণ উচ্চ স্থানের বহুদূর নিম্নে তৃণগুল্মাদি জন্মিতে পারেনা, চিরতুষার-মণ্ডিত থাকে।

সিন্ধুনদের উৎপত্তি স্থানে বিস্তর চামরী দৃষ্ট হয়, কিন্তু কারাকোরম ও কিউন্‌লন্‌ পর্ব্বতের পাদদেশেই ইহাদের বহু সংখ্যক দল দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতের প্রাণীদিগের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার। বন্যাবস্থায় ইহারা অতিশয় ভীষণ ও দুর্দ্দান্ত, মহাবেগে শিকারির প্রতি ধাবমান হইয়া শৃঙ্গদ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করে বা বক্ষদ্বারা মাটিতে পিশিয়া ফেলে। ইহাদের জিহ্বা এমন খশখশে ও ধারাল যে কোন স্থানে লেহন করিলে সেস্থানের হাড় বাহির করিয়া দেয়। শীতকালে ইহারা উচ্চপর্ব্বত হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রদেশে আইসে এবং শীতশেষে আবার চলিয়া যায়। ইহারা একাকী কিম্বা-ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া নির্জ্জন উপত্যকায় বাস করে। ভল্লুক ও হরিণের ন্যায় মধ্যাহ্নকালে তুষারের উপর গভীর নিদ্রা যায়। শিকারিগণ এই অবস্থায় তাহাদিগকে নিহত করে।

বৃহদাকার কুকুর ও বন্দুক লইয়া চামরী শিকার করা হয়। শিকারীগণ ইহাদের মারিবার স্থান অন্বেষণ করিয়া তাহার ২।৪ গজ অন্তর অন্তর প্রস্তরের স্তূপ প্রস্তুত করিয়া রাখে। শিকারী উহার একটার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং যখন চামরী বেশ নিকটে আইসে, তখন গুলি করে এবং তৎক্ষণাৎ অন্য স্তূপ আশ্রয় লয়। চামরী শব্দ পাইবামাত্র আহতই হউক আর অনাহতই হউক বেগে সেই দিকে ধাবিত হয় ও শৃঙ্গদ্বারা প্রস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকে। শিকারী এই অবসরে আবার গুলি করে এবং আর এক স্তূপে লুকায়িত হয়। এইরূপে চমরী হত হয়।

বন্যচমরী গৃহপালিত চমরীর প্রায় চতুর্গুণ। পূর্ণবয়স্ক চমরীর শৃঙ্গ প্রায় দুই হাত লম্বা। তিব্বতবাসীগণ স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্যাদি খচিত করিয়া উহার পানপাত্র প্রস্তুত করে। বিবাহ ও উৎসবাদির সময় উহাদ্বারা সুমধুর পানীয় ভোক্তৃবর্গকে প্রদত্ত হয়।

তিব্বতের নানাস্থানে লামাসম্রাই মধ্যে মহাকালী মূর্ত্তির সম্মুখে বলিদানার্থ চমরী দৃষ্ট হয়।

চৈত্র ও বৈশাখমাসে চমরী একটী মাত্র সন্তান প্রসব করে। চমরীবৎস দেখিতে অতি সুন্দর ও অতিশয় ক্রীড়াসক্ত।

রূপসা, বুশাহর প্রভৃতি স্থানে চমরী গৃহপালিত হইতেছে। বুশাহর হইতে চমরী বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। শিপ্তিনগরে

চমরী দ্বারা হল চালনা হয়। চমরী ও গো সংমিশ্রণে এক-রূপ প্রাণী জন্মে। ইহারাও প্রায় চমরীর ন্যায়।

চামরমিব কেশরোঽস্ত্যস্যা ইনি প্রত্যয়ঃ। ২ ঘোটকী। ৩ চামর। [চামর দেখ।]

চামরীকোরেল্লা (দেশজ) এক প্রকার শুল্ম।

চামলা (দেশজ) শুষ্ক চর্ম্মের গন্ধের ন্যায় গন্ধযুক্ত।

চামসায়ন (পুং) চমসিন্-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) চমসীর গোত্রাপত্য।

চামাটী (দেশজ) ক্ষুরাদি শান দিবার চামড়া। চলিত কথায় চামাতী বা চামাটি বলে।

চামাটীপাটী (দেশজ) মাদুর প্রস্তুত করিবার উপযোগী তৃণবিশেষ। (Cyperus Pangorii)

চামার (চর্ম্মকার শব্দজ) ১ চর্ম্মপ্রস্তুতকারী। ২ পাদুকা নির্ম্মিতা. মুচি। [চর্ম্মকার দেখ।]

চামার-তেক্কড়ি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নাসিক নামক স্থান হইতে ৫·৬ মাইল অন্তরে অবস্থিত একটী পর্ব্বত। ইহা প্রায় ছয়শত ফিট উচ্চ। ইহার ৪৫০ ফিট উপরে জৈন-মন্দির আছে। এই পর্ব্বতের উপরে উঠিবার জন্য পাহাড় খোদিত সিঁড়ি এবং উপরে পুষ্করিণী মন্দির প্রভৃতি আছে। ইহার মধ্যদেশে ও উপরে স্ত্রী পুরুষাদি বহুবিধ প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

চামারদি, গুজরাট প্রদেশস্থ কাঠিয়াবাড় জেলার অন্তর্গত গোহেলবারের এক সামান্য রাজ্য। এই রাজ্যে একটী মাত্র গ্রাম আছে। এখানকার উৎপন্ন রাজস্ব মধ্যে কতক গাইক-বাড়কে ও কতক জুনাগড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হয়।

চামারবৈষ্ণব, চামার জাতির মধ্যে যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হয় ও ভেক লইয়া ডোরকৌপীন ধারণ করে, তাহাদিগের নাম চামারবৈষ্ণব। ইহারা কেবলমাত্র চামারদিগকে মন্ত্রোপদেশ দিয়া থাকে। চামারবৈষ্ণবদিগের মহান্ত আছে। মহান্তেরা পৃথক্ পৃথক্ মঠে বাস করে। চামারবৈষ্ণবেরা মহান্তদিগের নিকট শিষ্য হয়। উৎকলপ্রদেশে এই প্রকার বৈষ্ণবশ্রেণী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চামরাযুলি, অযোধ্যা প্রদেশস্থ উনাও জেলার একটী সহর। উনাও সহর হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। দীক্ষিত উপাধি-ধারী ক্ষত্রিয়গণ এই নগর স্থাপন ও বহুকাল এখানে কর্ত্তৃত্ব করেন। এখনও এখানকার একটী পল্লীতে বিস্তর দীক্ষিত ক্ষত্রিয়ের বসবাস আছে। এখানে একটী গবর্মেণ্টের বিদ্যালয়, শস্তের বাজার ও দুইটী প্রাচীন শিবমন্দির রহিয়াছে।

চামারালু (দেশজ) এক প্রকার আলু।

চামারী (দেশজ) এক প্রকার লতা।

চামারীশিম (দেশজ) লালরঙের এক প্রকার শিম।

চামীকর, (ক্লী) চমীকরে রত্নাকরবিশেষে ভবম্ চমীকর-অণ্। ১ স্বর্ণ। ২ ধুস্তুরবৃক্ষ। "জগতীমিহ স্ফুরিতচারুচামীকরাঃ।"(মাঘ) (ত্রি) ৩ স্বর্ণময়।

"লসদ চামীকরকিঙ্কিণীকঃ" (কুমারসম্ভব)। [স্বর্ণ দেখ।]

চামুণ্ডরাজ, গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় দ্বিতীয় রাজা। ইহার পিতার নাম মূলরাজ; ইনি চাপোৎকটবংশীয় শেষ রাজা সামন্তরাজের ভগিনীপুত্র। বাল্যকাল হইতেই চামুণ্ডরাজ অতিশয় বুদ্ধিকুশল ও বীর্য্যবান্ ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্য শৃঙ্খলা-বদ্ধ ও অনেক বিষয়ে উন্নতি করেন। বল্লভরাজ, দুর্ল্লভ-রাজ ও নাগরাজ নামে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। একদা চামুণ্ডরাজ কোন পাপকার্য্যে লিপ্ত হন। প্রায়শ্চিত্ত জন্য কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গমন করেন। পথিমধ্যে মালবরাজ তাঁহার রাজছত্র ও চামর আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, চামুণ্ডরাজ তীর্থস্থান হইতে রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া পুত্র বল্লভরাজকে মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বল্লভরাজ পথিমধ্যে বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করায় যুদ্ধযাত্রায় কোন ফল ফলে নাই। পরে দুর্লভরাজকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চামুণ্ডরাজ পুনরায় শুক্লতীর্থে গমন এবং তথায় ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। গুজরাটের অন্তর্গত পত্তননগরে ইহার রাজধানী ছিল। ইহার সময়ে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও গুজরাট লুণ্ঠন করেন।

চামুণ্ডরাজ, চাঁদবর্দ্দাই-লিখিত দোঁহার মধ্যে প্রবল প্রতা-পান্বিত বীরপুরুষ চামুণ্ডরাজের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি দেবগিরি জয় করিয়া পৃথ্বীরাজের নিকট উপস্থিত হন ও তাঁহাকে রেবাতট জয় করিবার জন্য উৎসাহপূর্ণ কতক-গুলি কথা বলেন।

চামুণ্ডরায়, দাক্ষিণাত্যের বেলগোলা নামক স্থানে জৈন মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠাতা মন্থুরারাজ রাচ্ছমল্ল নরপতির প্রধান মন্ত্রী। ইনি "চামুণ্ডরায়পুরাণ" নাম দিয়া কতকগুলি গ্রন্থ একস্থানে সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থে ৬৩ জন প্রধান প্রধান জৈন মহাত্মার অর্থাৎ ২৪ জন তীর্থঙ্কর, ১২ জন চক্রবর্ত্তী, ৯ জন বাসুদেব, ৯ জন শুক্লবল এবং ৯ জন বিষ্ণুদ্বিষের বিবরণ আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি চরিত্রসার নামে একখানি আধ্যাত্মিক জৈনগ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ৯০০ শকে জীবিত ছিলেন।

চামুণ্ডা (স্ত্রী) দুর্গা। মাতৃকাবিশেষ। ইহার নামান্তর—

চর্চিকা, চর্ম্মমুণ্ডা, মার্জারকর্ণিকা, কর্ণমোটী, মহাগন্ধা, ভৈরবী ও কাপালিনী। ইহার ধ্যান যথা,—

"কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা॥
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥"

ইহার চামুণ্ডা নাম হইবার কারণ—

"যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বাত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যতি॥" (চণ্ডী)

চামুণ্ডা নাম্নী শক্তি মহাসংগ্রামে শুম্ভ নিশুম্ভের চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষকে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার চামুণ্ডা নাম হইয়াছে।

যিনি চামুণ্ডাদেবীর ললাট হইতে নিক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারই নাম কালী। ইহার আটজন যোগিনী—ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হর্ত্রী, বিধাতৃকা, করালা এবং শূলিনী।

চামুণ্ডার বীজমন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ (ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে)। চামুণ্ডা দেবশক্তিস্বরূপা হইলেও সচ্চিদানন্দাত্মক-হেতু ত্রিরূপা। চিদ্রূপা মহাসরস্বতী, সেইজন্ত সরস্বতীবীজ ঐঁ, সদ্রূপা মহালক্ষ্মী তাই বীজ "হ্রীঁ"। আনন্দস্বরূপা মহাকালী তাই কামবীজ ক্লীঁ।

"বিচ্চে" (বিৎ, চ, ই,) পদত্রয়াত্মক চিৎসদ্ আনন্দবাচক। উক্ত সংজ্ঞা বিষয়ে প্রমাণও আছে যথা—"মহাসরস্বতি চিতে! মহালক্ষ্মীসদাত্মিকে! মহাকাল্যানন্দরূপে তত্ত্বজ্ঞানপ্রসিদ্ধয়ে। অনুসন্দধ্মহে চণ্ডি! বয়ং ত্বাং হৃদয়াম্বুজে।" (দক্ষিণামূর্ত্তিসং)

যদিও মহালক্ষ্মীর বীজমন্ত্র "শ্রীঁ", কিন্তু সেটী "হ্রীঁ" হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে, কারণ শকার ও হকার উভয়ে উষ্মবর্ণ ও সজাতীয়, অতএব "শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ" এই শাখান্তরে "শ্রী" স্থানে "হ্রী" পাঠ দেখা যায়। কামবীজ "ক্লীঁ", এস্থলে ৯কার স্থানে রকার যোগ করায় কালীবীজ "ক্রীঁ" হয়।

চামুণ্ডীবেট্টা, মহিসুর রাজ্যের একটী পর্ব্বত। অক্ষা° ১২° ১৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৪৪´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৮৯ ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। পর্ব্বতবাহিরে মন্দিরসম্মুখে গমনপথে শিবকিঙ্কর নন্দী ও শিববাহন বৃষের প্রতিমূর্ত্তি পর্ব্বতের গায়ে খোদিত ও পথের দুই তৃতীয়াংশে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজা দোদ্দদেব মহিসুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া এই প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করেন। হায়দরআলির রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এই মন্দির সমুখে নরবলি হইত। এখানে প্রবাদ আছে যে, ভগবতী চামুণ্ডা এই দেশেই মহিষুর বধ করেন, সেই জন্ত এই রাজ্য 'মহিষাসুর' শব্দের অপভ্রংশে মহিসুর নামে আখ্যাত।

চামুর্সি, মধ্যপ্রদেশস্থ চান্দা (চাঁদা) জেলার অন্তর্গত মূল তহসীলের একটী সহর। ইহা বেণগঙ্গার বামপার্শ্বে অবস্থিত। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও আদিম অধিবাসীর বাস। লোকসংখ্যা ৩৪৮০। নিজাম রাজ্যের সহিত তেরাণ্ডা বীজ ও পূর্ব্ব-উপকূল স্থিত প্রদেশের সহিত সূত কার্পাস প্রভৃতির বাণিজ্য চলিয়া থাকে। এখানে একটি সাপ্তাহিক হাট, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

চায় (ত্রি) চয়স্য বিকার, চয়-অণ্। (তালাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৫২) চয়ময়।

চায়ক (ত্রি) চি-ণ্বুল। যে চয়ন করে।

চায়নীয় (ত্রি) চায়-কর্ম্মণি অনীয়র্। পূজনীয়। (নিরুক্ত।)

চায়মান (পুং) চয়মানোঽস্য রাজ্ঞোঽপত্যং চয়মান-অণ্। ১ চয়মাণ রাজার পুত্র। (ঋক্ ৬।২৮।৮) (ত্রি) চায় শানচ্। ২ পূজ্য। ৩ দৃষ্ট।

চায়ু (ত্রি) চায়-উণ্। পূজক। "যজ্ঞেষু যউ চায়বঃ।" (ঋক্ ৩।২৪।৪) 'চায়বঃ পূজকাঃ।' (সায়ণ)

চার (পুং) চর এব চর-স্বার্থে অণ্। ১ গূঢ়পুরুষ, চর।

"চারঃ সুবিহিতঃ কার্য্য আত্মনশ্চ পরস্য বা।
পাষণ্ডাংস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্রেষু যোজয়েৎ॥"(ভারত ১।১৪ অঃ)

কৃষি, দুর্গ, বাণিজ্য, ধান্যাদি মর্দ্দনস্থানের খাজনা আদায়, সৈন্যদিগের করগ্রহণ, অশ্ব ও হস্তীদিগের বন্ধন, পতিত ক্ষেত্রাদির প্রজাসংগ্রহ, প্রজাদিগের শস্যরক্ষার্থ বাঁধ প্রভৃতি নির্ম্মাণ এই অষ্টবিধ বিষয়ে রাজা আটপ্রকার চার নিয়োগ করিবেন। স্বামী, সচিব, রাষ্ট্র, মিত্র, কোশ, বল, দুর্গ, রাজ্যাঙ্গ, অন্তঃপুর, পুত্রদিগের মনের ভাব, মাল্যপিষ্টকাদি রন্ধনগৃহ, শত্রু ও শত্রুতা মিত্রতাশূন্য উদাসীন রাজাদিগের বলাবল জানিবার জন্যও রাজা চার নিযুক্ত করিবেন। রাজা সন্ধ্যার সময়ে মন্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে গিয়া চারকে রহস্য বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন। স্বপুত্র, অন্তঃপুর, রন্ধনগৃহ ও মন্ত্রী ইহাদিগের রহস্য বৃত্তান্ত জানিবার জন্য যে চার নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে মধ্যরাত্রে রাজা স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিবেন।

যে নানা বেশ ধরিতে পারে, যাহার ভার্য্যা পুত্রাদি আছে, যে বহুভাষাভিজ্ঞ, পরের অভিপ্রায় সহজেই বুঝিতে পারে, অতিশয় ভক্ত, সামর্থ্যশালী ও নির্ভয় এইরূপ চার উপযুক্ত। রাজা কৃষিবিষয়ে আত্মসদৃশ বাণিজ্য ও দুর্গাদিবিষয়ে বলবান্, এবং অন্তঃপুরে পিতৃতুল্য বৃদ্ধ চার নিযুক্ত করিবেন।

(কালিকাপুঃ ৮৫ অঃ)

২ (স্ত্রী) চর-কর্ম্মণি অণ্. চর্য্যতে ভক্ষ্যতে কোপধেষাদি-বশাৎ। কৃত্রিম বিষ, মাছ ধরিবার জন্য বড়শীতে গাঁথা দ্রব্য। (দেশজ) ৩ চলিত কথায় চারি সংখ্যা।

চারআইমাক (আইমাক কাবুল, পারস্য, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং তুরুষ্কদেশীয় শব্দ, ইহার অর্থ জাতি।) অর্থাৎ চারিজাতি। হিরাত ও কাবুলের উত্তরে পার্ব্বত্যপ্রদেশে চারিপ্রকার চারআইমাক বাস করে। কথিত আছে প্রসিদ্ধ তৈমুর খাঁ ইহাদিগকে ফিরোজ-কোহ্ নামক স্থানে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশে স্থাপন করেন। তদবধি তাহারা ফিরোজকোহ্ নামেও বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। লাথাম্ সাহেব বলেন, চারআইমাক জাতি তাইমণি, হাজারা, জুরি ও তৈমুরী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, কিন্তু ভ্যাম্বে সাহেব বলেন, উহারা তৈমুরী, তেইমেণী, ফিরোজ-কোহিও-জামসিডি এবং পারসিক এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

চারইয়ারি, ইস্লাম্‌ধর্ম্মাবলম্বী একপ্রকার সুন্নি সম্প্রদায়। ইহারা আবুবকর, ওমার, ওসমান ও আলী এই চারিজনকেই প্রকৃত খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন।

চারক (ত্রি) চারয়তি ইতি চারি-ণ্বুল্। ১ গো অশ্বাদির পালক, পশুপালক। ২ সঞ্চারক। "ন চাহমাশাং কুর্য্যাৎ তে পাপ-প্রচ্ছন্নচারকঃ॥" (রামা° ৩।৬৬।১৮) ৩ বন্ধ। ৪ গতি। ৫ পিয়াল বৃক্ষ। ৬ কারাগার। "নিগড়িতচরণা চারকে নিবোদ্ধব্যা।" (দশকুমার)।

চার-স্বার্থে কন্। ৭ গুপ্তচর। "ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারকৈঃ।" (ভারত ২।৫।৩৮।) ৮ চালক। ৯ সহচর। ১০ অশ্বারোহী। ১১ ভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ ছাত্র। ১২ মনুষ্য।

(স্ত্রী) চরকেণ নির্ম্মিতং চরক-অণ্। ১৩ চরকনির্ম্মিত।

চারকচু (দেশজ) একপ্রকার কচু।

চারকীণ (ত্রি) চারক-খঞ্। ভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ ছাত্রের উপযুক্ত।

চারখানা (দেশজ) একপ্রকার চেকের কাপড়।

চারচক্ষুঃ (পুং) চারশ্চক্ষুরস্য বহুব্রী। রাজা।

"যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থাঃ সর্ব্বানর্থান্ নরাধিপঃ।
চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানশ্চারচক্ষুষঃ।" (রামা° ৩।৩৭ স°)

রাজগণ চারদ্বারাই দূরস্থ সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে চারচক্ষুঃ বলে।

চারচণ (ত্রি) চার-চণপ্। যাহার গমন সুন্দর।

চারচুঞ্চু (ত্রি) ভ্রমণকালে যাহাকে ভাল দেখায়। সুন্দরগতিযুক্ত।

চারটিকা (স্ত্রী) চর-ণিচ্-অটন্ (শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪।৮১) ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। নলীনামকগন্ধদ্রব্য।

চারটী (স্ত্রী) চর-ণিচ্-অটন্ ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পদ্মচারিণী বৃক্ষ। ২ ভূম্যামলকী।

চারণ (পুং) চারয়তি প্রচারয়তি নৃত্যগীতাদিবিদ্যাং জনা কীর্ত্তিং বা। চর্-ণিচ্-ল্যু। ১ কীর্ত্তিসঞ্চারক নট। ইহার নামান্তর কুশীলব। (অমর) ২ গন্ধর্ব্ববিশেষ।

"গন্ধর্ব্বাণাং ততো লোকঃ পরতঃ শতযোজনাৎ।
দেবানাং গায়নাস্তে চ চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥"
(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড)

৩ দেবযোনিবিশেষ। "গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাপ্সরঃ" (ভাগবত) ৪ চার পুরুষ। "অন্তর্ব্বহিশ্চ ভূতানাং পশ্যন্ কর্ম্মাণি চারণৈঃ। উদাসীন ইবাধ্যক্ষো বায়ুরাত্মেব দেহিনাম্॥" (ভাগ°) ৫ ভ্রমণকারী। "ন কুর্য্যাৎ দীর্ঘসূত্রৈরলসৈশ্চারণৈশ্চ"।
(ভারত)

৬ বাগীশ্বরী দেবীভক্ত অত্রিগোত্রীয় একজন রাজা, গ্রামের পুত্র। (সহ্যাদ্রি ১।৩২।২৬।)

৭ কোলাম্বা-দেবীভক্ত প্রিয়র্ষি গোত্রীয় একজন রাজা, শুকের পুত্র। (সহ্যাদ্রি ১।৩৭।৩)

চারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলস্থ একটী জাতি। সহ্যাদ্রিখণ্ডের মতে—

"বৈশ্যধর্ম্মেণ শূদ্রায়াং জাতো বৈতালিকাভিধঃ।
চারণোঽপ্যসাবপি ভবেন্নূনো বৃষলধর্ম্মতঃ।
রাজ্ঞাং চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুণবর্ণনতৎপরঃ।
সংগীতং কামশাস্ত্রঞ্চ জীবিকা তস্য বৈ স্মৃতা।" (২৬।৪৯-৫০)

বৈশ্যধর্ম্মী দ্বারা শূদ্রার গর্ভে বৈতালিক জন্মে, চারণজাতিরও ঐরূপ উৎপত্তি, তবে বৃষলত্ব হেতু ইহারা কিছু ন্যূন হইয়াছে। রাজা ও ব্রাহ্মণদিগের গুণবর্ণনা, সঙ্গীত ও কামশাস্ত্র ইহাদের উপজীবিকা।

আচার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপে এই জাতি ঠিক ভাট জাতির ন্যায়। চারণেরা বলে, মহাদেব পার্ব্বতীকে প্রীতিদান করিবার অভিলাষে নিজ ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু হইতে ভাট জাতির সৃষ্টি করেন; কিন্তু ভাটেরা পার্ব্বতীর গুণকীর্ত্তন না করিয়া মহাদেবেরই গুণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে; সুতরাং পার্ব্বতী ভাটদিগের উপর সন্তুষ্ট না হইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন এবং মর্ত্ত্যভূমে রাজাদিগের ও দেবতাদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য অভিসম্পাত করিয়া তাহাদিগকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ করেন। অপর একটী প্রবাদ আছে যে মহাদেব সিংহ হইতে তাঁহার বৃষের রক্ষণার্থ ভাটের সৃষ্টি করেন; কিন্তু ভাটের তত্ত্বাবধানে থাকিয়াও সিংহ প্রত্যহই বৃষের প্রাণসংহার করিয়া উদর পূরণ

করিত এবং মহাদেবকে প্রত্যহই নূতন বৃষসৃষ্টি করিতে হইত। ইহাতে মহাদেব অসন্তুষ্ট হইয়া ভাট অপেক্ষা বলবান্ ও সাহসী চারণকে সৃষ্টি করিয়া সিংহ ও বৃষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার হস্তে অর্পণ করেন। চারণের তত্ত্বাবধানে সিংহ আর বৃষের প্রাণ সংহার করিতে পারিত না। তাহার সন্তানেরা চারণ নামেই অভিহিত হইয়া একটি জাতিমধ্যে গণ্য হয় এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক মর্ত্ত্যে আসিয়া বাস করে। চারণেরা সকলের বংশাবলীর বিবরণ অভ্যাস করিয়া রাখে এবং কবিতায় বংশাবলী কীর্ত্তন দ্বারা সাধারণকে সন্তুষ্ট করে। সিন্ধু-প্রদেশস্থ মরুঅঞ্চলের চারণগণ ভিক্ষুকবেশী, বিবাহ ও অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষে তাহারা লোকের বাড়ী গিয়া নানা কৌশলে অর্থ উপার্জ্জন করে। যাহা হউক চারণেরা সাধারণের সম্মানিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মালব ও গুজরাট অঞ্চলে কেহ কোন সময়ে পথভ্রমণে বাহির হইলে সঙ্গে চারণ লইয়া যায়; বিশ্বাস যে, চারণেরা মহাদেব কর্ত্তৃক উৎপাদিত বলিয়া দস্যুগণ তাহাদের সম্মুখে পথিকদিগকে মারিতে সাহসী হয় না। ভ্রমণাবস্থায় কোন সময়ে দস্যু উপস্থিত হইলে সহচর চারণ অগ্রসর হইয়া "আমি শিব-বংশোদ্ভব, আমার সম্মুখে যেন কোনরূপ পাপকর্ম্ম না হয়" এই বলিয়া সহচর পথিককে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে দস্যুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া "এই শোণিত তোমাদিগের মস্তকে পতিত হউক" এই বলিয়া স্বীয় বাহুর উপর তরবারী নিক্ষেপ করে এবং যদ্যপি তাহাতেও কোনরূপ সুফল উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে নিজ বক্ষঃস্থলে তরবারী নিক্ষেপ করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করে। চারণগণ মৃত্যুকে ভয় করে না, সকলেই প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। ইহারা কাচিলি ও মরু দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই দুই প্রধান সম্প্রদায় পুনরায় ১২০ পরিবারে বিভক্ত। কাচিলি চারণগণ বাণিজ্য ব্যবসা ও মরু চারণগণ ভাটের কাজ করিয়া জীবন-যাপন করিয়া থাকে। এই দুই সম্প্রদায় মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য চলে না। তবে মরু-চারণগণ রাজপুতদিগের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে।

মিবার-ইতিবৃত্তে বিখ্যাত রাণা হামীর কচ্ছভুজ নামক স্থানের সন্নিহিত প্রদেশ হইতে চারণদিগকে আনাইয়া চিতোরের নিকট মার্লা নামক স্থানে বাস করান এবং তাহাদিগকে সম্মানসূচক কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে এখানকার চারণগণ সাধারণের নিকট সম্মানিত হয় এবং রাজপুতনার মধ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে অনুমতি পায়। চারণগণ লেখাপড়া শিক্ষা করে। কাচিলি-চারণগণ ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ নিপুণ। মরুচারণগণ বংশাবলী ও বীরগণের যশোগান অভ্যাস করিয়া রাখে। যুদ্ধপ্রিয় রাজপুত জাতি চারণদিগের মুখনিঃসৃত বীরকাহিনী সাদরে শ্রবণ করেন। বিশেষতঃ রাঠোরেরা চারণগণকে সকল সময়েই অন্তরের সহিত ভালবাসে।

ইহারা কখনই জাতীয়তা ত্যাগ করেনা। রাণা হামীর কর্ত্তৃক গুজরাট হইতে আনীত চারণগণ চিতোরের নিকটে বহুশতাব্দী বাস করিয়াও এ পর্য্যন্ত জাতীয় পরিচ্ছদেই ভূষিত থাকে, তাহাদিগকে রাজপুতদিগের ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত হইতে দেখা যায় না। ইহারা ঢিলা পোষাক ও উচ্চ উষ্ণীষ পরিধান এবং লম্বা দাড়ি রাখে।

চারণদারা (স্ত্রী) নটী প্রভৃতি।

চারণবিদ্য, চারণবৈদ্য, চারণাবিদ্য (পুং) অথর্ব্ববেদের অংশ বিশেষ।

চারপথ (পুং) যে স্থানে দুইটী রাস্তা মিলিত হইয়াছে সেই স্থান, বহুলোকের গমনের নিমিত্ত পথ, রাজপথ।

চারভট (পুং) চারেষু চরেষু ভটঃ যদ্বা চারে বুদ্ধিকৌশলাদি প্রচারে ভটঃ। বীর, সাহসী ব্যক্তি।

চারমিক (ত্রি) চরমমধীতে বেদ বা চরম-ঠক্ (বসন্তাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।২।৬৩।) চরম অধ্যয়নকারী।

চারবায়ু (পুং) চারেণ সূর্য্যজ্যোতিষ্পতিভেদেন প্রেরিতো যো বায়ুঃ। গ্রীষ্মকালের বাতাস।

চারসদ্দা, পঞ্জাবের অন্তর্গত পেশাবর জেলার একটী নগর। হস্তনগর তহসীলের কার্য্যালয় এই স্থানে অবস্থিত। ইহা পেশাবর হইতে ১৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে। স্বাৎ নদী ইহার বামদিক্ দিয়া প্রবাহিত। অক্ষা° ৩৪° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪৬´ ৩০´´ পূঃ। ইহার লোকসংখ্যা ১০৬১৯। তন্মধ্যে হিন্দু ৫৩৮, মুসলমান ৯৯৪৩ এবং শিখ ১৩৮। এখানে পেশাবর, মর্দ্দন এবং নওসহরের রাস্তার যোগ আছে। শেষোক্ত স্থানে উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। প্রাঙ্গ নামক গ্রাম ইহার নিকটে অবস্থিত। জেনারল কনিংহাম্ সাহেব লিখিয়াছেন যে প্রাচীনকালে এই দুইটী স্থান পুষ্কলাবতী নামে অভিহিত হইত, এবং যে সময়ে সম্রাট্ আলেক্‌সান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সে সময়ে ইহা একটী প্রসিদ্ধ নগররূপে গণ্য ছিল। ইতিহাসবেত্তা এরিয়ান্ লিখিয়াছেন যে, অস্‌টিস্ নামক একজন সেনাপতি শত্রুর আক্রমণ হইতে ইহার অন্তর্গত একটী কেল্লা রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হন। এক সময়ে ইহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটী পবিত্রস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। কথিত আছে যে বুদ্ধদেব এখানে তাঁহার চক্ষু দুইটী ভিক্ষাস্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থ এখানে একটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। তদ্দর্শনার্থ এখানে যাত্রীগণের সমাগম হইত। ইহার চারিদিকে এখন প্রাচীন অট্টালিকাসমূহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

চারসম্প্রদায়, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ভাটদিগের একটী বিভাগ। ইহারা রামানুজ প্রভৃতি প্রধান চারিসম্প্রদায়ের শিষ্যপ্রণালী প্রভৃতির বিবরণ লিখিয়া রাখে এবং প্রয়োজন মত তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই ভাটেরা আপনাদিগকে "চারসম্প্রদায় কা ভাট" বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা বিষ্ণূপাসক। সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের নিকট গমন করিয়া স্তুতিপাঠ, যশোবর্ণন ও শিষ্যপরম্পরার আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের কীর্ত্তন বিষয়কে কবিৎ বলে।

চারা (দেশজ) ১ একপ্রকার পক্ষী। ২ ছোটগাছ। ৩ উপায়ান্তর।

চারান্তরিত (পুং) গুপ্তচর।

চারায়ণ (পুং স্ত্রী) চরস্য গোত্রাপত্যং চর-ফক্। (পা ৪।১।৯৯) ১ চরের গোত্রাপত্য। ২ সাধারণাধিকরণ নামে এক কামশাস্ত্রকার, বাৎস্যায়ন ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চারায়ণক (ত্রি) চারায়ণেভ্যো আগতঃ। চারায়ণ-বুঞ্। (পা ৪।৩।৮০।) চারায়ণীয় ছাত্র।

চারায়ণীয় (পুং) ১ চারায়ণের ছাত্র। ২ কম্বল।

চারিকর, আফগানস্থানের অন্তর্গত একটী স্থান। ইহা ওপিয়ান্ নামক স্থানের নিকট। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে কাবুলযুদ্ধ হয় সেই সময় হইতে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে প্রধান সেনাপতি ম্যাক্ কাস্‌কিল দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করেন।

চারিকচারিকা (স্ত্রী) ১ সহচরী। ২ আরশুলা, তেলাপোকা।

চারিকাণিশিম (দেশজ) একপ্রকার শিম। (Psophcarpus tetragonolobus.)

চারিণী (স্ত্রী) চারয়তি স্বগুণমিতি চর-ণিচ্ ণিনি ঙীপ্ চ। করুণীবৃক্ষ।

চারিতার্থ্য (ক্লী) চরিতার্থস্য ভাবঃ। চরিতার্থতা, উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

চারিত্র (ক্লী) চরের্বৃত্তে চর-ণিত্রন্। চরিত্রমেব চারিত্রম্ স্বার্থে-অণ্। ১ চরিত্র, স্বভাব। "কুলাক্রোশকরং লোকে ধিক্ তে চারিত্রমীদৃশম্।" (রামা° ৩।৫৯।১।) ২ কুলক্রমাগত আচার। "চারিত্রং যেন নো লোকে দূষিতং দূষিতাত্মনা।" (হরিবংশ ১৭০ অঃ) (পুং) ৩ মরুৎগণের অন্যতম।

(হরিবংশ ২০৪ অঃ।)

চারিত্রকবচ (ত্রি) সৎস্বভাবরূপ বর্ম্মে আবৃত।

চারিত্রবতী (স্ত্রী) একপ্রকার সমাধি।

চারিত্রবর্দ্ধন, একজন বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার, অপর নাম সরস্বতীবাচনাচার্য্য। খরতরগচ্ছীয় শ্রীজিনপ্রভাচার্য্যের পুত্র। সাধু অরড়কমল্লের আদেশে ইনি শিশুহিতৈষিণী নামে কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের টীকা, এতদ্ভিন্ন নৈষধ, শিশুপালবধ, রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি কাব্যের টীকাও রচনা করেন। অফ্রেক্ট্ সাহেব ইহাকে রামচন্দ্রভিষজের পুত্র ও ইহার অপর নাম সাহিত্যবিদ্যাধর লিখিয়াছেন *। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, রামচন্দ্রের পুত্র বিদ্যাধর ও চারিত্রবর্দ্ধন উভয়েই বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

চারিত্রসিংহগণি, জিনভদ্রসূরির উত্তরাধিকারী ভাবধর্ম্মগণির প্রশিষ্য ও মতিভদ্রের শিষ্য। ইনি ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে কাতন্ত্রবিভ্রমসূত্র ও অবচূরি, এ ছাড়া ষড়্‌দর্শনবৃত্তি রচনা করেন।

চারিত্রা (স্ত্রী) চারিত্রমম্লস্বভাবো বিদ্যতে অস্যাঃ। চারিত্রঅচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ।

চারিত্র্য (ক্লী) চরিত্রমেব চারিত্র্যং চরিত্র-স্বার্থে ষ্যঞ্। স্বভাব। [চরিত্র দেখ।]

চারিদরজা (পারস্য) খোলা জায়গা।

চারিন্ (ত্রি) চর-ণিনি। ১ সঞ্চারকারী, গমনকারক। (পুং) ২ পদাতিসৈন্য। স্ত্রী চারিণী। ৩ করুণীবৃক্ষ।

* Aufrecht's Catalogus Catalogorum, p. 186.

চারিবাচ্ (স্ত্রী) একপ্রকার বৃক্ষের নাম, কর্কটশৃঙ্গী।

চারী (স্ত্রী) চারঃ পদনিক্ষেপশব্দঃ গতিভেদো বা অস্ত্যাস্যাং (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।১২৭।) ততঃ ঙীপ্। নৃত্যাঙ্গ বিশেষ। "মাধুর্য্যোদ্বর্ত্তনা নৃত্যে চারী চারুগতির্ম্মতা।" চারী ব্যতিরেকে নৃত্য হয় না। শৃঙ্গারাদিরসের ভাবোদ্দীপক এবং মধুরতাজনক সুন্দর গতিকে চারী কহে। মতান্তরে এক বা দুই পদদ্বারা নৃত্যকেও চারী বলে।

ভূচারী ছাব্বিশপ্রকার—যথা সমনখা, নূপুরবিদ্ধা, তির্য্যঙ্মুখী, সরলা, কাতরা, কুবীরা, বিশ্লিষ্টা, রথচক্রিকা, পার্ষ্ণিরেচিতকা, তলদর্শিনী, গজহস্তিকা, পরাবৃত্ততলা, চারুতাড়িতা, অর্দ্ধমণ্ডলা, স্তম্ভক্রীড়নকা, হরিণত্রাসিকা, চারুরেচিকা, তলোদ্বৃত্তা, সঞ্চারিতা, স্ফুরিকা, লঙ্ঘিতজঙ্ঘা, সঙ্ঘটিতা, মদালসা, উৎকুঞ্চিতা, অতিতির্য্যক্-কুঞ্চিতা ও অপকুঞ্চিতা। কাহারও মতে ভূমি-চারী ষোলপ্রকার—সমপাদস্থিতা, বিদ্ধা, শকটার্দ্ধিকা, বিব্যাধা, তাড়িতা, আবদ্ধা, এড়কা, ক্রীড়িতা, উরুবৃত্তা, ছন্দিতা, জনিতা, স্পন্দিতা, স্পন্দিতাবতী, সমতর্ষী সমোৎসারিতঘট্টিতা, উচ্ছন্দিতা।

আকাশচারীও ষোলপ্রকার—বিক্ষেপা, অধরী, অঙ্ঘ্রি-তাড়িতা, ভ্রমরী, পুরঃক্ষেপা, সূচিকা, অপক্ষেপা, জঙ্ঘাবর্ত্তা, বিদ্ধা, হরিণপ্লুতা, উরুজঙ্ঘান্দোলিতা, জঙ্ঘা, জঙ্ঘনিকা, বিদ্যুৎক্রান্তা, ভ্রমরিকা, দণ্ডপার্শ্বা। মতান্তরে—বিভ্রান্তা, অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তিকা, ঊর্দ্ধজানু, দোলোদ্বৃত্তা, পাদোদ্বৃত্তা, নূপুরপাদিকা, ভুজঙ্গত্রাসিকা, ক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, তালা, সূচিকা, বিদ্যুৎক্রান্তা, ভ্রমরিকা, দণ্ডপাদা। মিতাহারী ও শ্রমসহিষ্ণু হইয়া তৈল মাখিয়া এই সকল চারী প্রথমতঃ স্তম্ভ বা ভিত্তিদেশে অভ্যাস করিবে; রুক্ষাহারী বা টক্ খাইয়া কখনও অভ্যাস করিবে না। (সঙ্গীতদামো°)

চারু (ত্রি) চরতি চিত্তে ইতি চর-উণ্। ১ মনোজ্ঞ, সুন্দর। "কোশতং চারু চমূরুচর্ম্মণা" (মাঘ ১) চরতি দেবেষু শুক্রত্বেন (পুং) ২ বৃহস্পতি। (ক্লী) ৩ কুঙ্কুম। (পুং) ৪ রুক্মিণীর গর্ভসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (হরি° ১১৭।৩৯।)

চারুক (পুং) চারু-সংজ্ঞার্থে কন্। ক্ষুদ্রধান্যবিশেষ। ইহার গুণ—মধুর, রুক্ষ, রক্ত, পিত্ত ও কফনাশক, ঠাণ্ডা, লঘু, কষায়, বীর্য্যকর ও বাতবর্দ্ধক।

চারুকেশরী (স্ত্রী) চারূণি কেশরাণি অস্যা। ১ নাগরমুথা, নাগরমুস্তা। ২ তরুণীপুষ্প, সেঁইতীফুল।

চারুগর্ভ (পুং) চারুঃ মনোজ্ঞঃ গর্ভঃ অন্তঃকরণং যস্য. অথবা উৎপত্তিস্থানং যস্য। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (হরিবংশ ১৬০।৬।)

চারুগীতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, গীতির প্রকার ভেদ।

চারুগুপ্ত (পুং) চারু যথা স্যাৎ তথা গুপ্তঃ রক্ষিতঃ। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (হরিবংশ ১৬০।৬)

চারুচিত্র (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।

চারুতা (স্ত্রী) চারু ভাবে তল্। (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) টাপ্। সৌন্দর্য্য, রমণীয়তা।

চারুদত্ত (পুং) মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়ক। বেশ্যাকন্যা বসন্তসেনার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করেন। বসন্তসেনাও চারুদত্তকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। মৃচ্ছকটিক ব্যতীত জিনসেন আচার্য্য-কৃত অরিষ্টনেমিপুরাণে ও জৈন পদ্মপুরাণে চারুদত্তের প্রসঙ্গ আছে।

চারুদেষ্ণ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র। নিকুম্ভ প্রভৃতি অসুরদিগের সহিত কৃষ্ণসেনার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, চারুদেষ্ণ সেই যুদ্ধে সৈন্যব্যূহের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। (হরি° ৯৪৩ অঃ)

চারুধারা (স্ত্রী) চারুং চারুতাং ধারয়তি ধারি-অণ্ অথবা চার্ব্বী ধারা ব্যবহারঃ অস্যাঃ। ইন্দ্রপত্নী শচী।

চারুধিষ্ণ (পুং) একাদশ মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

চারুনালক (ক্লী) চারু নালং যস্য কপ্। কোকনদ, রক্তপদ্ম।

চারুনেত্র (ত্রি) চারু মনোহরং নেত্রং যস্য। ১ সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। ২ (পুং) হরিণ। ৩ অপ্সরাবিশেষ। (কাশীখ° ১০অঃ)

চারুপদ (পুং) পুরুবংশীয় রাজা মনুস্যুর এক পুত্র। (ভাগ° ৯।২০।২।)

চারুপর্ণী (স্ত্রী) চারূণি পর্ণানি অস্যাঃ। প্রসারণী, গন্ধভাদাল।

চারুপুট (পুং) চারুপুটমন্ত্র। সঙ্গীতের তালবিশেষ।

চারুপ্রতীক (ত্রি) সুন্দর উপক্রমযুক্ত। "চারুপ্রতীক আহুতঃ" (ঋক্ ২।৮।২) 'চারুপ্রতীকঃ শোভনোপক্রমঃ' (সায়ণ)

চারুফলা (স্ত্রী) চারু মনোহরং ফলং অস্যাঃ। দ্রাক্ষালতা, আঙ্গুরগাছ।

চারুবাহু (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। (হরিবংশ ১৬০।৬।)

চারুভদ্র (পুং) শ্রীকৃষ্ণের একপুত্র। (হরিবংশ ১৬০।৬।)

চারুমৎ (পুং) একজন বৌদ্ধ চক্রবর্ত্তী। (ব্যুৎপত্তি)

চারুমতী (স্ত্রী) রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের এক কন্যা। (হরিবংশ ১৬০ অঃ)

চারুযশস্ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের একপুত্র। (ভারত অনু° ১৪ অঃ)

চারুরাবা (স্ত্রী) ইন্দ্রপত্নী শচীর নামান্তর। (হেম°)

চারুলোচন (ত্রি) চারু লোচনং যস্য বহুব্রী। ১ সুন্দর নেত্রযুক্ত। "তস্যাং প্রণম্য যাতায়াং কামস্তাং চারুলোচনাং" (হরি° ১৫৩অঃ) (পুং) ২ হরিণ। (ত্রিকাণ্ড) স্ত্রিয়াং টাপ্।

চারুবক্ত্র (ত্রি) চারুবক্ত্রং মুখং যস্য। ১ সুন্দর মুখযুক্ত। (পুং) ২ কার্ত্তিকেয়ের এক অনুচর। (ভারত শল্য ৪৬ অঃ)

চারুবর্দ্ধন (ত্রি) চারুঃ চারুতাং বর্দ্ধয়তি বৃধ-ণিচ-ল্যুট্। সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক।

চারুবর্দ্ধনা (স্ত্রী) চারুবর্দ্ধন-স্ত্রিয়াং টাপ্। রমণী। (রাজনি°)

চারুবিন্দ (পুং) চারু চারুতাং বিন্দতি বিদ্-শ (গবাদিষু বিন্দেঃ সংজ্ঞায়াং। বার্ত্তিক ৩৷১৷১৩৮।) শ্রীকৃষ্ণের একপুত্র। (হরিবংশ ১৬০৷৬)

চারুবেশ (ত্রি) চারুঃ বেশঃ যস্ত বহুব্রী। ১ সুন্দর বেশযুক্ত। (পুং) ২ রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের একপুত্র। (ভা° অনু ১৪অঃ)

চারুব্রত (ত্রি) চারু ব্রতং যস্ত বহুব্রী। সুন্দর ব্রতবিশিষ্ট।

চারুব্রতা (স্ত্রী) চারুব্রত-স্ত্রিয়াং টাপ্। একমাস উপবাসী স্ত্রীলোক। (ত্রিকাণ্ড)

চারুশিলা (স্ত্রী) চার্ব্বী শিলা কর্ম্মধা। ১ সুন্দরশিলা। "কুতূহলাচ্চারুশিলোপবেশং" (ভট্টি)। ২ মণিরত্ন।

চারুশীর্ষ (ত্রি) চারু শীর্ষং মস্তকং যস্য বহুব্রী। ১ সুন্দর মস্তকবিশিষ্ট। ইন্দ্রের সখা আলম্ব ঋষির পুত্রহেতু ইহার আর একটী নাম আলম্বায়ন। (ভারত অনু ১৮ অঃ।)

চারুশ্রবস্ (ত্রি) চারুনী শ্রবসী কর্ণৌ যস্ত বহুব্রী। ১ সুন্দর কর্ণযুক্ত। (পুং) ২ শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীগর্ভজাত এক পুত্র। (ভারত অনু. ১৪ অঃ)

চারুহাসিন্ (ত্রি) চারু যথা তথা হসতি হস্-ণিনি। যে সুন্দর হাস্ত করে।

চারুহাসিনী (স্ত্রী) চারুহাসিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ সুন্দর হাস্তকারিণী স্ত্রী। ২ বৈতালীয় ছন্দোবিশেষ। "অযুগ্ভবা চারুহাসিনী" (বৃত্তর°)

বৈতালীয়ের অন্তর্গত প্রবৃত্তকের বিষম অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় পাদের লক্ষণাক্রান্ত যে ছন্দঃ তাহাকে চারুহাসিনী বলে।

চারেক্ষণ (পুং) চারঃ ঈক্ষণং যস্ত বহুব্রী। যিনি চার দ্বারা দেখেন, নৃপতি। [চারচক্ষুঃ দেখ।]

চার্ (দেশজ) বড়শীতে মৎস্যাদি ধরিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে যে ভক্ষ্যদ্রব্য দেওয়া যায়।

চার্চ্চিক (পুং) চর্চ্চাং বেত্তি তৎপরং গ্রন্থং অধীতে বা, চর্চ্চা-উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। (ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্। পা ৪৷২৷৬০।) বিচারমল্ল বা চর্চ্চাপরগ্রন্থঅধ্যয়নশীল। (ত্রিকাণ্ড°)

চার্চ্চিক্য (ক্লী) চর্চ্চিকা এব স্বার্থে ষ্যঞ্। কুঙ্কুমাদি দ্বারা গাত্রলেপন।

চার্ণক (Job Charnock) একজন ইংরাজ। ইহার পূর্ণ নাম যব চার্ণক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট হইয়া বাঙ্গালায় আগমন করেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ইনি মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ কাসিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি ইংরাজদিগের সহিত গোলযোগ করিয়া হুগলীর কুঠী আক্রমণ করিলে, চার্ণক সাহেব মোগলসৈন্তদিগকে পরাস্ত করিয়া অনেক বিষয়ে সুবিধা করিয়া লয়েন। তাহার কিছুকাল পরে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের যাত্রীপূর্ণ কএকখানি জাহাজ ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত ও হুগলী লুণ্ঠন করিতে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশক্রমে হুগলী কুঠীর উপর অত্যচার আরম্ভ হইলে চার্ণক সাহেব বাধ্য হইয়া লোকজন সহ হুগলীনদীর মোহানায় হিজলীদ্বীপে পলায়ন করেন। যাহা হউক, ইহার অল্পদিন পরেই বাঙ্গালার মোগলপ্রতিনিধি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সৈন্যাদি সহ সুতানুটি নামক স্থানে আসিবার জন্ত চার্ণক সাহেবকে লিখিয়া পাঠান, কিন্তু কাপ্তেন হিথ তৎকালে সন্ধি বন্ধ রাখিয়া যুদ্ধ চালাইবার আদেশ লইয়া ইংলণ্ড হইতে এ দেশে আসিয়া পৌছিলে, চার্ণক সাহেব সমুদায় সৈন্তসহ বালেশ্বর ধ্বংস ও চট্টগ্রাম পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইলে তিনি বাঙ্গালাদেশে আগমন করেন এবং হুগলীনদীর তীরস্থ সুতানুটী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল ক্রয় করিয়া তথায় এক কুঠী স্থাপন করিলেন। অনেকের বিশ্বাস যে চার্ণক সাহেবই কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। [কলিকাতা দেখ।]

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে চার্ণক সাহেব চাণকে (বারাকপুরে) একটী বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে অনুমান করেন, উক্ত সাহেবের নামানুসারে এই স্থানের চাণক নাম হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। [চাণক দেখ।]

চার্ণক একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, যে কতকগুলি লোক এক নবযৌবনা সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্তাকে তাঁহার মৃত পতির সহিত দাহ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, কিন্তু রমণী প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে। চার্ণক সাহেব দলবল লইয়া উপস্থিত লোকদিগের নিকট হইতে সেই রমণীকে কাড়িয়া আনিলেন, পরে তাহার প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সেই রমণীর মৃত্যু হইল। চার্ণক তাহার শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রতিবর্ষে সেই রমণীর মৃত্যুদিন উপলক্ষে তিনি তাহার সমাধিস্থানে (সেণ্টজন চর্চ্চে) গিয়া একটী মুরগ উৎসর্গ করিতেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে চার্ণকের মৃত্যু হয়।

চার্থাবল, উ° প° প্রদেশের অন্তর্গত মুজঃফরনগর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ৩২´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩৮´ ১০´´ পূঃ।

মুজঃফরনগর হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

চার্ম্ম (ত্রি) চর্ম্মণা আচ্ছাদিতঃ চর্ম্মন্‌-অণ্‌। ১ চর্ম্মাচ্ছাদিত। (পুং) ২ চর্ম্মাচ্ছাদিত রথ। (ভারত)

চার্ম্মণ (ক্লী) চর্ম্মণাং সমূহঃ চর্ম্মন্‌-অণ্‌। (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্‌। পা ৪।২।৩৮।) চর্ম্মসমূহ।

চার্ম্মিক (ত্রি) চর্ম্মণা নির্বৃত্তঃ চর্ম্মণ্‌-ঠক্‌। চর্ম্মনির্ম্মিত।

"চর্ম্মচার্ম্মিকভাণ্ডেষু।" (মনু)

চার্ম্মিকায়নি (পুং স্ত্রী) চর্ম্মিণোঽপত্যং চর্ম্মিণ্‌ অপত্যার্থে ফিঞ্‌ কুকাগমশ্চ। (বাকিনাদীনাং কুক্‌চ। পা ৪।১।১৫৮।) চর্ম্মীর অপত্য, ঢালীর সন্তান।

চার্ম্মিক্য (ক্লী) চার্ম্মিকস্য ভাবঃ চার্ম্মিক-ভাবে যক্‌ (পত্যন্ত-পুরোহিতাদিভ্যোযক্‌। পা ৫।১।১২৮) চার্ম্মিকের ভাব।

চার্ম্মিণ (ক্লী) চর্ম্মিণাং সমূহঃ চর্ম্মিণ্‌-অণ্‌। চর্ম্মি-সমূহ, ঢালীসমূহ।

চার্ম্মীয় (ত্রি) চর্ম্মণঃ অয়ং চর্ম্মণ্‌-ছঃ (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯।) চর্ম্মসম্বন্ধীয়।

চার্য্য (পুং) ব্রাত্যবৈশ্য হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ।

"বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্যএব।" (মনু ১০।২৩)

চার্ল্‌স্‌উইলকিন্‌স্‌, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বিংশতিবর্ষ বয়সে ভারতীয় সিভিলসার্ব্বিস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজকর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক বঙ্গদেশে আইসেন। এথানে কএক বৎসর অবস্থানের পর তাঁহার বন্ধু হালহেড্‌ সাহেবকে সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে দেখিয়া ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারও সংস্কৃত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি অনায়াসেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত একজন পণ্ডিত পাইলেন, কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা-স্বরূপ কোন পুস্তকের অস্তিত্ব না থাকায়, তিনি প্রথমে তাঁহার শিক্ষকের সাহায্যে অধীত ব্যাকরণের সার সঙ্কলন করিয়া ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করিতে বাধ্য হইলেন।

অল্পসময় মধ্যে তিনি সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিলেন। অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য প্রণীত সারস্বতপ্রক্রিয়া, বোপদেব প্রণীত মুগ্ধবোধ ও পুরুষোত্তম প্রণীত রত্নমালা এই তিনখানি প্রধান সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলম্বনপূর্ব্বক ইহাদের মধ্য হইতে আবশ্যক অংশ সকল উদ্ধৃত ও ইংরাজীতে তাহার অনুবাদ করিয়া একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবদ্গীতা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ডাইরেক্টরসভা তাঁহার শেষোক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণ করিয়া প্রচার করেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। তথায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে Trial of Sakuntala অর্থাৎ "শকুন্তলা-পরীক্ষা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত বৎসরে তিনি স্বচেষ্টায় লৌহফলক খুদিয়া দেবনাগরী অক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত করেন।

ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশে হস্তলিখন ভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে গ্রন্থাদি প্রচারের সুবিধা ছিল না। চার্লস্‌উইলকিন্স্‌ প্রথম এই অভাব মোচন করিতে স্থিরসংকল্প হইলেন। ইংলণ্ডে বসিয়া তিনি দেবনাগরী অক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত করিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের অন্যান্য উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া নিজ গৃহে বসিয়া মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই ঐ বৎসর ২রা মে দিবসে বাড়ীতে অগ্নি লাগিয়া মুদ্রাযন্ত্রের উপকরণসামগ্রী নষ্ট হইয়া যায়; তবে সুখের বিষয় এই যে তিনি তাঁহার মুদ্রাঙ্কিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ এবং অক্ষরের ছাঁচগুলি অগ্নিদেবের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু অক্ষর ও অন্যান্য উপকরণ সকল কতক ভস্মীভূত ও কতক অব্যবহার্য্য হইয়া যায়।

মনুষ্যের দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ হইলে একটী ঘটিয়াই শেষ হয় না; একটী দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ঘটিয়া থাকে। চার্লস্‌উইল্‌কিন্স্‌ মহোদয়ের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার উপকরণাদি নষ্ট হইয়া গেলে তাঁহার উৎসাহও হ্রাস হয়। যাহা হউক, ইহার কিছু দিন পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডায়রেক্টরগণ ইংলণ্ডের হার্টফোর্ড সহরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কলেজ নামক একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া আসিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইত। প্রাচ্যভাষা বিশেষতঃ সংস্কৃতশিক্ষাই এই কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সহজে জ্ঞানলাভ করিবার উপযুক্ত উক্ত ভাষার কোন ব্যাকরণ না থাকায় চার্লস্‌ উইলকিন্স্‌ ডায়রেক্টরগণ কর্ত্তৃক আহূত ও এ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব ছাঁচ দ্বারা নূতন অক্ষর সকল প্রস্তুত করিলেন, তদ্দ্বারা মুদ্রাঙ্কণ করিয়া নিজের বহুদিনের উদ্দেশ্য সাধন করিলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-হাউসের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যগ্রন্থাদির অনুবাদ লইয়া ইংলণ্ডে আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি তৎসম্বন্ধে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ম তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে তারিখে ৮৭ বৎসর বয়সে বোকার ষ্ট্রীটে উইল্‌কিন্স্ পরলোক গমন করেন।

উইল্‌কিন্স্ প্রথমে বাঙ্গালা ও পারসী অক্ষরের ছাঁচ করেন। তিনি সংস্কৃত হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া তাহাও প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের প্রতি রাজপুরুষদিগের যাহাতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং মহা উচ্চতত্ত্ব, জ্ঞান ও নীতিগ্রন্থ ভগবদ্‌গীতা যে জাতির ধন তাঁহারা কত শ্রদ্ধেয়, ইহা প্রমাণ উদ্দেশেই তিনি গীতার ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং তখনকার বড় লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে তাহা বুঝাইয়া দেন। হেষ্টিংস ডায়রেক্টরদিগকে গীতার মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য এক মুখবন্ধও লিখিয়াছিলেন।

চার্ব্বাক (পুং) চারু আপাতমনোরমঃ লোকমনোরঞ্জকো বাকো বাক্যং যস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তার্কিকবিশেষ। ইহার নামান্তর বার্হস্পত্য, নাস্তিক, লোকায়তিক।

ইনি নাস্তিক মতপ্রবর্ত্তক বৃহস্পতির শিষ্য। মহাভারতে দুর্য্যোধনের সখা চার্ব্বাক রাক্ষসের প্রসঙ্গ আছে। তিনি পরিব্রাজকরূপে যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইয়া জ্ঞাতি ও গুরুক্ষয়কারী বলিয়া যুধিষ্ঠিরের যথেষ্ট নিন্দা করেন ও তাঁহাকে জীবনত্যাগ করিতে বলেন। তাহাতে সভাস্থ শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং চার্ব্বাককে ভৎর্সনা করিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। সেই হুঙ্কারে দগ্ধ হইয়া চার্ব্বাক ভূতলশায়ী হইল। (শান্তিপর্ব্ব) অনেকে অনুমান করেন যে ঐ চার্ব্বাকই নাস্তিকমত-প্রবর্ত্তক।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকদর্শনের যে সকল কথা আছে, তাহাতে জানা যায় যে বৃহস্পতিই প্রথমে নাস্তিকশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, পরে চার্ব্বাক ও তাঁহার শিষ্যগণ সেই বৃহস্পতির মত প্রচার করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক বৃহস্পতিসূত্র নামে একখানি নাস্তিক-মত-প্রতিপাদ্য গ্রন্থও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই বৃহস্পতি কে ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে দেবগুরু বৃহস্পতি বলদৃপ্ত অসুরদিগকে ছলনা করিবার জন্য বেদের বিপরীত মত প্রচার করিয়াছিলেন।

আবার বিষ্ণুপুরাণে ঠিক চার্ব্বাকের মত-পরিপোষক কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে—হ্রাদপ্রমুখ ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ দৈত্যগণ ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ত্রিলোক ও যজ্ঞভার হরণ করে। তাহাতে দেবগণ নিতান্ত কাতর হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বিষ্ণু নিজ শরীর হইতে মায়ামোহের সৃষ্টি করিয়া দেবগণকে বলেন যে "এই মায়ামোহ সমুদয় দৈত্যকে মোহিত করিবে। পরে তাহারা বেদমার্গবিহীন হইলে তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে।" মহাসুরগণ তখন নর্ম্মদাতীরে তপস্যা করিতেছিল। দিগম্বররূপে মায়ামোহ তাহাদের নিকট আসিয়া নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া তাহাদিগকে বেদমার্গ ভ্রষ্ট করিলেন। মায়ামোহের কথায় কেহ দেবগণের, কেহ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের, কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে লাগিল। মায়ামোহের কথা এই—"যদি যজ্ঞে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তবে যজমান নিজের পিতাকে কেন না মারিয়া ফেলে (১)? যদি অন্যের ভুক্ত অন্নে পুরুষতৃপ্তি লাভ করে, তবে প্রবাসীদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ কর, আর তাহাদিগের অন্ন বহন করিতে হইবে না (২)। ইন্দ্র যদি অনেক যজ্ঞ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াও শমীকাষ্ঠাদি ভক্ষণ করে, তবে পত্রভোজী পশুও তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (৩)। আমার ও তোমাদের মত লোকের কাছে যুক্তিযুক্ত বচনই গ্রাহ্য (৪)।"

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে মহর্ষি জাবালি যখন রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছেন, সেই জাবালির বাক্যেও চার্ব্বাকমতের আভাস লক্ষিত হয়, ইহাতে অনুমিত হয়, চার্ব্বাক মত অতি প্রাচীন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের একস্থানে লিখিত আছে—বৃহস্পতি গায়ত্রীদেবীর মস্তকে আঘাত করেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু গায়ত্রী অমরী। তাঁহার মস্তিষ্কের প্রত্যেক বিন্দুতে বষট্‌কারের উৎপত্তি হইল।

উক্ত উপাখ্যানপাঠে বোধ হয় যে বৃহস্পতি কোন সময়ে বৈদিক ধর্ম্মবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উপনিষদ্ ও দর্শনসমূহে কর্ম্মকাণ্ডের অবজ্ঞা আছে। কর্ম্মকাণ্ডের বাড়াবাড়ির সময়ই উপনিষদাদির সৃষ্টি। বোধ হয় সেই সময়েই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ বৃহস্পতির তর্কসম্ভূত বর্ত্তমান চার্ব্বাক মত প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

য়ুরোপে আরিষ্টটল্, এপিকুরস্, বেকন, কোম্‌ত, মিল প্রভৃতি সকলেই যেমন ইহলোক ও সুখজীবন লইয়াই ব্যস্ত, চার্ব্বাকও সেইরূপ আপাতঃ সুখপ্রচারে বিশেষ

(১) "নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে।"

(২) "তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ।"

(৩) "যজ্ঞৈরনেকৈর্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎকাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ।"

(৪) "যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়ান্যৈশ্চ ভবেদ্বিধৈঃ।"

(বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ১৮ অঃ।)

উদ্যোগী। যদিও চার্ব্বাকের সহিত তাঁহাদের অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু মূল কথা এক।

ভারতের সকল দর্শনকারই পরলোক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু চার্ব্বাক পরলোক মানেন না, এইজন্য চার্ব্বাকদর্শনের অপর নাম লোকায়ত। [লোকায়ত দেখ।]

চার্ব্বাকদর্শনের মতে—সুখই ইহজীবনের প্রধান লক্ষ্য, দুঃখ আছে বলিয়া যে সুখ ভোগ করিতে চাহে না, সেত পশুবৎ মূর্খ। মাছে আঁষ আর কাঁটা আছে বলিয়া কি মাছ খাওয়া ছাড়িব? ধান্যের কুটা বাছিতে হইবে বলিয়া কি ভাত খাইব না? পশুগণ শস্য নষ্ট করিবে ভাবিয়া কি কেহ ধান্যবীজ বপন করিবে না? ভিক্ষুক আসিয়া বিরক্ত করিবে বলিয়া কি অন্নপাক পরিত্যাগ করিতে হইবে?

চার্ব্বাকের মতে ইহকালের সুখই সুখ, পরকাল অসম্ভব। যেমন সুরার উপযোগী দ্রব্যগুলি অর্থাৎ গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা সুরা প্রস্তুত হইলে তাহাতে যেমন মাদকতাশক্তি জন্মে, সেইরূপ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিভূত অচেতন হইলেও, তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় (৫)। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি শ্যামবর্ণ ইত্যাদি লৌকিকব্যবহারেও আত্মাই স্থূল, কৃশ ইত্যাদিরূপে মনে হয়। স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম সচেতন ভৌতিক দেহেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই ভৌতিক দেহই আত্মা, এ ছাড়া আর আত্মা নাই। উক্ত চারিভূতের অভাব হইলেই আমি অর্থাৎ চৈতন্যেও বিনাশ হয়, তখন তাহার অবস্থিতি অসম্ভব। এই চেতনাবিশিষ্ট দেহ ভস্মীভূত হইলে আর তাহার পুনরাগমন হয় না (৬)।

সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য অনুমানই অবলম্বন। কিন্তু পরম নাস্তিক চার্ব্বাক একেবারেই অনুমান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সন্নিকর্ষ হইলে তবে তাহার বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়, এরূপ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান কালে সম্ভব হইলেও ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারেই অসম্ভব।

বহ্নি ধূমের চিরসঙ্গী, কেবল এখন নহে, ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের সহগামী। যখন আমরা জন্মি নাই, তখনও বহ্নি ধূমের সহচর ছিল, যখন আমাদের মৃত্যু হইবে, তখনও অগ্নি ধূমের সঙ্গে থাকিবে। এই ব্যাপ্তিজ্ঞান ত্রিকালব্যাপক; এরূপ জ্ঞান মানসপ্রত্যক্ষ দ্বারাই হইতে পারে। কিন্তু তাহাও প্রামাণ্য নহে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনুভবের জন্য মন বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ। সুতরাং বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবার যে আপত্তি, মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবারও সেই আপত্তি। যদি বল অনুমান দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা হইলেও ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটে। কারণ যে ব্যাপ্তি লইয়া অনুমান সিদ্ধ করিতে চাও, সেই ব্যাপ্তিই অনুমান সাপেক্ষ।

কাণাদ মতে শব্দ অনুমানের অন্তর্ভূত। অনুমান দ্বারাই আমরা কোন শব্দ বিবেচনা করিয়া থাকি। মনে কর, কেহ কলস আনিতে বলিল। যাহাকে বলা হইল, সে বস্তুবিশেষ আনিয়া উপস্থিত করিল; আমরাও ঠিক করিয়া লইলাম, ঐ বস্তুই কলসী। এইরূপ বৃদ্ধ ব্যবহার দৃষ্টে শব্দার্থের অনুমান হয়, সুতরাং অনুমানকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিলে যে দোষ, শব্দকে অনুমানের কারণ বলিলেও সেই দোষ ঘটে (৭)। স্বার্থানুমানে শব্দপ্রয়োগ নাই, সুতরাং কিরূপে শব্দকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিবে? ধূম যেমন অগ্নি ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ সাপেক্ষ নহে, এরূপ স্থলে ধূমে যেমন অন্যানিরপেক্ষতার জ্ঞান সম্ভব, তেমন ভূতভবিষ্যতের দূরদেশবর্ত্তী জ্ঞান সকল স্থলে সম্ভব নহে, সুতরাং সর্ব্বত্র উপাধিশূন্যতা নির্ণয়াভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না (৮)।

(৫) "সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যং অবর্জ্জনীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ। তদ্যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্ মৎস্যানুপাদত্তে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। যথা বা ধান্যার্থী সপলালাদি ধান্যান্যাহরতি ন যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাদ্দুঃখভয়ান্নানুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুমুচিতম্।...যদি কশ্চিদ্ ভীরুর্দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ তর্হি স পশুবন্মূর্খো ভবেৎ।" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকদর্শন।)

(৬) "অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে॥
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
তেষু বিনষ্টেষু সৎস্থু স্বয়ং বিনশ্যতি॥"
"অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ॥
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী॥"

(৭) "কাণাদ-মতানুসারেনানুমান এবান্তর্ভাবাৎ অন্তর্ভাবে বা বৃদ্ধব্যবহাররূপলিঙ্গাবগতিসাপেক্ষতয়া প্রাগুক্তদূষণলঙ্ঘনাজঙ্ঘালত্বাৎ।"

(৮) "উপাধ্যভাবোঽপি দুরবগমঃ উপাধীনাং প্রত্যক্ষত্বনিয়মাসম্ভবেন প্রত্যক্ষাণামভাবস্য প্রত্যক্ষত্বেঽপি অপ্রত্যক্ষাণামভাবস্যাপ্রত্যক্ষতয়া অনুমানাদ্যপেক্ষায়ামুক্ত দূষণানতিবৃত্তে।"

যদি বেদ দ্বারা ঈশ্বর ও পরলোক সংস্থাপন করিতে চাও, চার্ব্বাক বলেন যে, বেদ এক কালে প্রামাণিক নহে, কারণ উহা প্রত্যক্ষবিলোপী যুক্তিবিরুদ্ধ ও ধূর্ত্ত লোকসম্ভূত। চার্ব্বাক বলিয়া গিয়াছেন—অনেক প্রধান অসাধারণ ধীশক্তিশালী পণ্ডিত বৃথা বহু অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন, ইহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে অবশ্যই পরলোক আছে; কিন্তু বাস্তবিক পরলোক নাই। ঐ সকল নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, কতকগুলি ধূর্ত্ত প্রতারক বেদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বর্গ, নরকাদি নানা প্রকার অলৌকিক পদার্থ বর্ণনা করিয়া সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তাহারা নিজে ঐ সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করিয়া সাধারণের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতেছে। সেই ধূর্ত্তগণ রাজগণকে নানারূপ যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ লইয়াছে ও তাহা হইতেই নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদের অভীষ্ট বুঝিতে না পারাতেই অনেকেই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছে এবং বহুকাল হইতে ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন—অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডগ্রহণ ও ভস্মলেপন এ সমস্তই নির্ব্বোধ ও কাপুরুষদিগের উপজীবিকা। বেদে আছে যে পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারিরীযাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগ করিলে শত্রুনাশ হয়, তাই অনেকে ঐ সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কিন্তু কৈ তাহাতে কোন ফল ত দেখা যায় না। বেদে এক স্থানে আছে যে, সূর্য্যোদয়ে অগ্নিহোত্র করিবে, আবার অপরস্থানে আছে যে সূর্য্যোদয়ে হোম করিবেনা, করিলে প্রদত্ত আহুতি রাক্ষসেরা ভোগ করে। এইরূপ বেদে অনেক বিষয়েরই পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, আবার উন্মত্ত প্রলাপের মত বারম্বার এক কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল দোষ দেখিয়া কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা এই সমস্তই মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলই বৃথা। ধূর্ত্তেরা বলিয়া থাকে, যজ্ঞে যে পশুবধ হয় সেই পশু স্বর্গে যায়। যদি ধূর্ত্তদিগের এমনই বিশ্বাস, তবে কেন তাহার যজ্ঞে আপনাপন বৃদ্ধ পিতামাতাকে বিনাশ করে না? তাহা হইলে পিতা মাতার স্বর্গ লাভ হইত, আর তাহাদিগের উদ্দেশে বৃথা শ্রাদ্ধ করিয়া কষ্টভোগ করিতে হইত না। যদি শ্রাদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তি পরিতোষ লাভ করে, তবে কোন লোক বিদেশে গেলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? গৃহে তাহার উদ্দেশে কোন এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তি হইতে পারে। যদি শ্রাদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে উঠানে শ্রাদ্ধ করিলে গৃহের উপরিস্থ ব্যক্তির পরিতোষ হয় না কেন? মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে প্রেতকৃত্য করা হয়, তাহা ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকামাত্র, তাহাতে কোন ফল নাই। এ দেহ ভস্ম হইলে আর তাহার পুনরাগমন কোথায়? যদি দেহ হইতে আত্মার পরলোকগমনের পর দেহান্তরে প্রবেশের ক্ষমতা থাকে, তবে বন্ধুবান্ধবের স্নেহে পূর্ব্বদেহে পুনরায় কেন না আসে? যত দিন বাঁচিয়া থাক, সুখে কাল অতিবাহিত কর, ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইবে। ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর এই তিন বেদের কর্ত্তা। জর্ফরী তুর্ফরী ইত্যাদি পণ্ডিতদিগের নাম সকলেরই জানা আছে। ভণ্ডেরা লিখিয়াছে যে অশ্বমেধযজ্ঞে রাজপত্নী অশ্বশিশ্ন ধরিবেন। ভণ্ডগণ এই রূপ কত কি ধরিবার কথাই লিখিয়াছে। সেই রূপ নিশাচরেরাই (যজ্ঞে) মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে।" *

চার্ব্বাক-দর্শন হইতে এই কয়টী মূল কথা আমরা জানিতে পারি—১ম ইহলোক দুঃখময় নয়, সুখ পরিত্যাগ করিবেনা। ২য় শাস্ত্রাপেক্ষা যুক্তিই প্রবল। ৩য় প্রত্যক্ষ-প্রমাণই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। [চার্ব্বাক মত বিস্তৃত রূপে জানিতে হইলে বৃহস্পতিসূত্র, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সর্ব্বদর্শনশিরোমণি ও নৈষধচরিতের ১৭শ সর্গ দ্রষ্টব্য।]

---

* "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং কার্য্যং পাথেয়কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্ব্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নস্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতম্॥"

চার্ব্বাকবধপর্ব্বন্ (ক্লী) মহাভারতের অন্তর্গত অবান্তর পর্ব্ব-বিশেষ। কুরুবংশ ধ্বংস হওয়ার পর দুর্য্যোধনের সখা চার্ব্বাক নামক রাক্ষস ব্রাহ্মণবেশে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় যাইয়া জ্ঞাতিবিনাশ করিয়া রাজ্যলাভহেতু তাঁহাকে তিরস্কার করিতে থাকে। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহার তিরস্কারে দুঃখিত হইলেন। তাঁহার সভাস্থিত ব্রাহ্মণগণ ছদ্মবেশধারী রাক্ষস জানিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া চার্ব্বাককে নিহত করিলেন। চার্ব্বাকবধপর্ব্ব স্ত্রীপর্ব্বের অন্তর্গত বলিয়া আদিপর্ব্বের উপক্রমণিকাতে লিখিত, কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে ঐ পর্ব্ব শান্তিপর্ব্বের মধ্যে দেখা যায়।

চার্ব্বাঘাট (পুং) চারু আহন্তি চারু-আ-হন-অণ্ অন্তস্ত চ টঃ। (দারাবাহনোঽণস্ত্যস্য চ টঃ সংজ্ঞায়াং চারৌ বা। বার্ত্তিক। পা ৩।২।৪৯।) খড়্গাবিশেষ।

চার্ব্বাদি (পুং) অন্তোদাত্তস্বরপ্রক্রিয়ার সূত্রোক্ত শব্দগণ। (ক্ত্যো কেষ্ণুচ্চার্ব্বাদয়শ্চঃ। পা ৬।২।১৬০)

চার্ব্বী (স্ত্রী) চারু-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ সুন্দরী স্ত্রী। ২ জ্যোৎস্না। ৩ বুদ্ধি। ৪ কুবেরের স্ত্রী। ৫ দীপ্তি।

চাল (পুং) চল-ণ অথবা ণিচ্ অচ্। ১ ঘরের চাল। পর্য্যায় পিঠ-পটল, ছদিস্, ফটল, ছাদ। ২ স্বর্ণচূড়পক্ষী। ভাবে ঘঞ্। ৩ চলন।

চালক (ত্রি) চল্-ণ্বুল্। ১ চালক, যে চালায়। ২ দুর্দম হস্তী।

চালকুমড়া (দেশজ) কুষ্মাণ্ড বিশেষ। সচরাচর গৃহের চালে হয় বলিয়া ইহাকে চালকুমড়া বলে। ইহার অপর নাম সাচিকুমড়া। (Benincasa cerifera)। এই কুমড়া "কুষ্মাণ্ডখণ্ড" ইত্যাদি ঔষধে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই ফলের আকার অণ্ডের ন্যায় ও ওজনে সচরাচর ৮।১০ সের হইয়া থাকে। অপক্বাবস্থায় ইহার সুমিষ্ট তরকারী হয়। পাকিলে এই ফলের গাত্রে শ্বেতবর্ণ গুঁড়ার ন্যায় একরূপ আবরণ জন্মে। দেবোদ্দেশে কুমড়াবলি প্রভৃতি কার্য্যে এই কুমড়া ব্যবহৃত হয়। বর্ষার প্রারম্ভে ইহার বীজ পোতা হয়, শরৎকাল হইতে ইহাতে ফল হয়। পল্লীগ্রামে তৃণাচ্ছাদিত গৃহের চালে শ্বেতপুষ্প-ভূষিত ও ফলযুক্ত কুমড়াগাছ দেখিতে বড়ই সুন্দর। এই সকল ফল নিতান্ত অরক্ষিতাবস্থায় পথের ধারে থাকিলেও পবিত্র ফলবোধে কেহ চুরি করে না। [কুষ্মাণ্ড দেখ।]

চাল্‌তা, একপ্রকার গাছ ও তাহার ফল। (Dillenia Speciosa) এই বৃক্ষ সুদীর্ঘ-ঘন-পত্রযুক্ত বৃহদাকার ও দেখিতে অতি সুন্দর এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে ইহাতে বৃহৎ শুভ্রবর্ণ ফুল হয়, ঐ ফুলের দলগুলি খসিয়া গেলে আবরক-দলগুলি গুটাইয়া বৃহৎ ফলরূপে পরিণত হয়। হেমন্ত ও শীতকালে ঐ ফল পাকিয়া থাকে। চাল্‌তায় সুমিষ্ট অম্ল প্রস্তুত হয়। পাকা চাল্‌তা চিংড়ি মাছের সহিত রন্ধন করিলে অতি উপাদেয় তরকারী হয়। বীজকোষাদি পরিত্যাগ করিয়া উপরের কঠিন খোসাই খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চাল্‌তা মুখরোচক ও পিত্তহর।

চাল্‌তা গাছের ঘন গুচ্ছ-বদ্ধ পত্র মধ্যে শুভ্র পুষ্প ও বৃহদাকার হরিৎবর্ণ ফল দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া অনেকে দেবালয়ের নিকটে ও উদ্যানে চাল্‌তাগাছ রোপণ করেন। চাল্‌তাগাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়।

ইহার কাষ্ঠ পরিপক্ব হইলে অতিশয় দৃঢ় হয় এবং সচরাচর নৌকানির্ম্মাণাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলে এই কাষ্ঠ পচিয়া যায় না।

চালন (ক্লী) চল-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ চালুনী। ভাবে ল্যুট্। ২ বায়ুর ক্রিয়াবিশেষ। (ভাগবত ৩।২৬।৩৬) ৩ চলন।

চালনী (স্ত্রী) চালন-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। চালুনী।

চালমুগ্‌রা, একজাতীয় বৃক্ষ (Genocardia Odorata)। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে চালমুগ্‌রা, ছাল্‌মুগ্‌রা, চাউলমুগ্‌রী, বাঙ্গালা দেশে চাউলমুগ্রী, চাল্‌মুগ্‌রা, নেপালী কছু, লেপ্‌চা তুকুং, বোম্বাই অঞ্চলে চাউলমুগ্রা, মগেরা ঠংপং, শৃঙ্গাপুরবাসীরা তালিনোই, পারসীতে ব্রিঞ্জমোগ্রা এবং চীনে তফাংচি কহিয়া থাকে।

চাল্‌মুগ্‌রা মধ্যায়তন ও চিরহরিৎবৃক্ষ। ইহা সিকিম, খসিয়া পাহাড়, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন এবং তেনসেরিম প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। এই বৃক্ষের গুঁড়িতে ও বৃহৎ বৃহৎ শাখায় দৃঢ় এবং বর্ত্তুলাকার এক প্রকার ফল জন্মিয়া থাকে, এই সকল ফল পেষণ করিলে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়, সেই তৈল বিখ্যাত 'চাল্‌মুগ্‌রাতৈল' নামে অভিহিত। চাল্‌মুগ্‌রাতৈল আমাদের অতি উপকারী বলিয়া ঐ গাছ সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে।

চাল্‌মুগ্‌রার ফল দেখিতে অনেকটা বাদামের মত ও আশ্বিনমাসের মধ্য সময়ে পাকিয়া থাকে। ইহার বীজ এত কোমল যে অনায়াসেই এমন কি হস্তের পেষণে ইহা হইতে তৈল বাহির হয়। এই ফলের গন্ধ ও আস্বাদন মন্দ নহে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পশুপক্ষ্যাদি জন্তু সকল এই ফলের অনিষ্ট করে না। ঝড় বাতাসে ফল বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িয়া থাকে, কখন বা গাছ হইতে পাড়িয়া আনিতে হয়।

চট্টগ্রাম প্রদেশ হইতে চাল্‌মুগ্‌রা ফল কলিকাতা অঞ্চলে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই সকল ফল পক্ব ও অপক্ব ভেদে দুই প্রকার। পক্ব ফলগুলির শস্য পিঙ্গলবর্ণ ও উহা তৈলে

পরিপূর্ণ, কিন্তু অপক্বগুলির শাঁস কৃষ্ণবর্ণ ও উহা হইতে বেশী তৈল বাহির হয় না; যে টুকু তৈল পাওয়া যায়, তাহাও অতি অপরিষ্কার।

ফল হইতে তৈল বাহির করিবার উদ্দেশে ফলগুলিকে ভাঙ্গিয়া উহার শাঁস গ্রহণপূর্ব্বক খোসার ভাগ পরিত্যাগ করিতে হয়; পরে উক্ত শাঁসকে আতপতাপে শুষ্ক করিয়া পশ্চিমদেশবাসীগণ যেরূপে উদূখলের সাহায্যে তণ্ডুল প্রস্তুত করে, সেইরূপে উদূখল দ্বারা অর্দ্ধ ভগ্ন করিতে হয়। তারপর অর্দ্ধভগ্ন শাঁস নরম কাম্বিসের ভিতরে রাখিয়া "ক্যাষ্টর অইল" প্রস্তুত-প্রণালীতে কলের সাহায্যে তৈল বাহির করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে পরিষ্কার তৈল পাওয়া যায় না। কারণ অগ্নির উত্তাপে তপ্ত না হইলে এই তৈল পরিষ্কৃত হয় না।

চালমুগরার তৈল সাধারণতঃ দুই প্রকার—এক প্রকার ময়লাবিহীন, উজ্জ্বল এবং দীপ্তিমান। দেখিতে ঠিক 'সেরি' মদের ন্যায়। অপর অতি সূক্ষ্ম শস্যকণাবিশিষ্ট, সুতরাং অনুজ্জ্বল।

জে মস্ মহোদয় রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির করেন, ইহার ৮০ ভাগ অম্লমিশ্রিত (শতকরা ১১.৭ অংশ Gynocardic acid, ৬৩ অংশ Palmitic acid, ৪ অংশ Hypogœic acid এবং ২.৩ অংশ Cocinic acid রহিয়াছে।) এই সকল অম্ল Glycerylএর সহিত রাসায়নিক সংযোগে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু কোন অম্লের কিছু কিছু অংশ অসংশ্লিষ্ট অবস্থাতেও থাকে। এই তৈল ৪২ ডিগ্রী উষ্ণতায় দ্রব হয়।

চালমুগরা-তৈল চর্ম্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এমন কি এই তৈল রীতিমত ব্যবহার করিলে কুষ্ঠব্যাধিও আরাম হইয়া থাকে। ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার প্রয়োগই ফলদায়ক। এ দেশে এখন চালমুগরা-বীজ ও উহার তৈলের বহুল প্রচার দৃষ্ট হইতেছে এবং অনেকে ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বলকারক এবং বাহ্যপ্রয়োগ উত্তেজক। পাঁচ্ড়া হইতে কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত সকল-প্রকার চর্ম্মরোগেই ইহা ব্যবহৃত এবং সমভাবে উপকারী।

চালমুগরা যে উপদংশ রোগের মহৌষধ, তাহা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতপ্রবাসী শ্বেতপুরুষগণ জানিতে পারেন এবং তাহার কিছুদিন পরে ডাক্তার আর জোন্‌স্ প্রকাশ করেন যে, উহা ক্ষয়কাশ ও গণ্ডমালা রোগে বিশেষ উপকারী। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উহা মহোপকারী ঔষধের উপকরণ বলিয়া ভারতীয় সরকারী ঔষধ-তালিকাভুক্ত হয়।

সেই সময়ে লিখিত হয় যে উহা কুষ্ঠব্যাধি, গণ্ডমালা, অন্যান্য চর্ম্মরোগ এবং বাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। সেই সময়ে উহার প্রয়োগ পরিমাণও স্থিরীকৃত হয়। ছয় গ্রেণ বীজচূর্ণ দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিবসে তিনবার কিম্বা দিবস মধ্যে পাঁচ ছয় ফোঁটা তৈল ব্যবহার করিবে। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে উহা পরিব্যক্ত হইয়াছে ও উহার যশঃগৌরব দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আজকাল ইহা হইতে (Gynocardic acid, gynocardata of magnesia প্রভৃতি) নানাপ্রকার মলম প্রস্তুত হইতেছে।

এই তৈল অত্যন্ত উপকারী হইলেও সকল রুগ্ন ব্যক্তির ব্যবহার্য্য নহে। রুগ্ন ও অজীর্ণ. লোকের পক্ষে ইহা সেরূপ নহে, কারণ ঐ প্রকার লোকের পক্ষে ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই তৈল আহারের পরে ব্যবহার করিতে হয়। ৪ হইতে ৩০।৪০ গ্রেণ পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। Vaselineএর সহিত একত্র করিয়া ইহার উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত করিতে হয়।

চালমুগরা তৈল, বীজচূর্ণ ও ইহার মলম ব্যবহার করিয়া অনেক কুষ্ঠরোগী যে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহার করিলে রোগ প্রবল হইতে পারে না এবং দিন দিন আরাম হইতে থাকে।

কলিকাতায় চালমুগরা বীজের মণ ৫৲।৭৲ টাকায় বিক্রীত হয়। কিন্তু আমদানী অল্প হইলে সময়ে ১২৲।১৩৲ করিয়াও বিক্রয় হইতে দেখা যায়। বর্ষার শেষে ইহার আমদানি হয়। ইহার তৈল প্রতি মণ ৬০৲।৭০৲ টাকা। কলিকাতা হইতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে রপ্তানি হইয়া থাকে, সুতরাং তথায় অপেক্ষাকৃত মূল্য অধিক।

চালায়ুনী, বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাগলপুর জেলার একটী নদী। হরাবত পরগণায় বাহির হইয়া পরগণা নারদিগরের অন্তর্গত থাল্লাগড়ী নামক গ্রাম দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে গেঁড়ো নদীতে গিয়া পতিত হইয়াছে। এই নদীর কিনারায় অনেক স্থানে চাউল জন্মিয়া থাকে।

চালিকর, মহারাষ্ট্র-আধিপত্যকালে ধারবারের খাজনা আদায়-কারী একপ্রকার কর্ম্মচারী। ইহারা অপেক্ষাকৃত অল্প করে জমি দখল করিত এবং তাহার পরিবর্ত্তে প্রজা-দিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া দিত। কোন প্রজা খাজনা দিতে না পারিলে চালিকরকে ঐ খাজনা পুরণ করিয়া দিতে হইত। তদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্যান্য দায়িত্ব ছিল। সচরাচর নির্দ্ধারিত খাজনা ব্যতীত আরও নানারূপ কর চালিকরদিগের নিকট আদায় হইত। চালিকরদিগের

ক্ষমতাও ছিল। তাহারা জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিত। অজন্মা বা ভাল শস্য না হইলে প্রজারা খাজনা দিতে পারিবে না তাহাকেই দিতে হইবে, সেই জন্য চালিকর অক্ষম প্রজাদিগকে বীজ, লাঙ্গল, বৃষ ও শস্য প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিত। কোথাও কোথাও চালিকরগণ নিষ্কর জমি ভোগ করিত। কৃষ্ণানদীর দুইপার্শ্বে চালিকরদিগের ক্ষমতা ভিন্ন রূপ ছিল। তৎকালে এই পদ বড়ই আদরের ছিল। চালিকরেরা গ্রামের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমি দখল করিত, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গৃহে বাস করিত, পতিত ভূমি হাসিল করিতে পাইত এবং তাহারাই বেসরকারী জমি অল্প করে বা নিষ্কর দখল করিত। তাহাদের হাতে প্রজাদিগের হিতাহিত মানসম্ভ্রম সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, এজন্য কোন চালিকর নিজ কর্ত্তব্য অবহেলা করিলে তাহার ক্ষমতা ও জমি প্রভৃতি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত।

চালিয়া, মলবার উপকূলের একটী পুরাতন বন্দর। ইহার অপর নাম চাল্যাম্, ইহা বেপুর নদীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এই স্থানে মান্দ্রাজ রেলওয়ে শেষ হইয়াছে।

চালিশগাঁ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেশ জেলার একটী উপবিভাগ। ইহার ভূপরিমাণ ৫০৪ বর্গ মাইল। ইহাতে ১৩২টী গ্রাম আছে। এই বিভাগটী জেলার দক্ষিণদিকে অবস্থিত। সাতমালা পর্ব্বতশ্রেণী খান্দেশ এবং দাক্ষিণাত্যের উচ্চভূমির মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। ইহার উত্তরস্থিত গ্রামের ভিতর দিয়া গিরনা, মন্যাড় এবং তিতুর নামক কএকটী নদী প্রবাহিত। ইহাতে ৪০২৭৯৫ বিঘা আবাদী জমি আছে। তাহার অধিকাংশেই শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২ উক্ত খান্দেশ জেলার একটী নগর। চালিশ-গাঁ উপবিভাগের কার্য্যালয় সকল ও জি আই পি রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে। ইহা ধুলিয়া নগর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

চালুক্য, দক্ষিণাপথের প্রবল পরাক্রান্ত এক প্রাচীন রাজবংশ। দাক্ষিণাত্যের শত শত তাম্রশাসন ও শিলাফলকে এই পরাক্রান্ত রাজগণের রাজ্যকাল ও কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রাচীনতম শিলালিপিতে এই বংশ চক্য, চলিক্য ও চলুক্য ইত্যাদি নামে অভিহিত।

বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কচরিতে লিখিত আছে কোন সময়ে ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিতে ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন, পৃথিবীতে ঘোর দুর্দ্দৈব উপস্থিত! আপনি একজন বীরপুরুষের সৃষ্টি করিয়া অত্যাচার হইতে ধরাকে রক্ষা করুন। তাহা শুনিয়া প্রজাপতি আপনার "চুলুক" অর্থাৎ জলপাত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই চুলুক হইতে এক সুন্দর বীর ত্রিভুবনরক্ষার্থ উদ্ভূত হইলেন। সেই চুলুক পুরুষ হইতেই মহাবীর চালুক্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। হারীতই তাঁহাদিগের আদিপুরুষ। এই বংশে শত্রুদমনকারী মানব্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের আদিবাস অযোধ্যা, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিগ্বিজয়োপলক্ষে দক্ষিণদেশ আক্রমণ করেন (১)।

বিহ্লণের উক্ত বর্ণানুসারে জানা যায় যে চুলুক হইতে চালুক্য নাম হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতম শিলালিপি-বর্ণিত চক্য, চলিক্য ইত্যাদি পাঠ করিলে বিহ্লণের বর্ণনা কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীনতম কোন চালুক্য-শাসনেই ব্রহ্মার চুলুক হইতে চালুক্যের উৎপত্তির কথা বর্ণিত নাই। কোন কোন চালুক্য-অনুশাসন পত্রে চালুক্যবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের বর্ণনা-উপলক্ষে কল্পিত পুরাণাখ্যান দৃষ্ট হয়। প্রাচ্যচালুক্যদিগের বহুতর তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, চালুক্যরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ও তাঁহাদের ৬০ পুরুষ অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। উক্ত রাজগণের মধ্যে শেষ রাজার নাম বিজয়াদিত্য। তিনি দিগ্বিজয় উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন, কিন্তু এখানে দুর্দ্দৈবক্রমে ত্রিলোচন-পল্লবের হস্তে নিহত হন। তাঁহার মহিষী তখন গর্ভবতী ছিলেন, তিনি কুলপুরোহিত বিষ্ণুভট্ট সোমযাজী ও সখীগণের সহিত মুড়িবেমু নামক অগ্রহারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে যথাকালে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইলে মাতার

(১) "সন্ধ্যাসমাধৌ ভগবান্ স্থিতোথ শক্রেণ বন্ধাঞ্জলিনা প্রণম্য।
বিজ্ঞাপিতঃ শেখরপারিজাতদ্বিরেফনাদদ্বিগুণৈর্বচোভিঃ॥ ৩৯॥
নিবেদিতস্তারজনেন নাথ তথা ক্ষিতৌ সংপ্রতি বিপ্লবো মে।
মন্তে যথা যজ্ঞবিভাগভোগঃ স্বর্গৌকসামেষ্যতি নির্জরাণাম্॥ ৪৪॥
ধর্ম্মদ্রুহামত্র নিবারণায় কার্য্যস্ত্বয়া কশ্চিদবার্য্যবীর্য্যঃ।
রবেরিবাংশুপ্রসরেণ যস্য বংশেন শুভ্রাঃ ককুভঃ ক্রিয়ন্তে॥ ৪৫॥
পুরন্দরেণ প্রতিপাদ্যমানমেবং সমাকর্ণ্য বচো বিরিঞ্চিঃ।
সন্ধ্যাম্বুপূর্ণে চুলুকে মুমোচ ধ্যানানুবিদ্ধানি বিলোচনানি॥ ৪৬॥
হিমাচলস্যেব কৃতঃ শিলাভিরুদারজাম্বূনদচারুদেহঃ।
অথাবিরাসীৎ সুভটস্ত্রিলোকত্রাণপ্রবীণশ্চুলুকাদ্বিধাতুঃ॥ ৫৫॥
ক্রমেণ তস্মাদুদিয়ায় বংশঃ শৌরেঃ পদাদ্গাঙ্গইব প্রবাহঃ॥ ৫৭॥
বিপক্ষনীরাজ্যকীর্ত্তিহারী হারীত ইত্যাদিপুমান্ স যত্র।
মানব্যনামা চ বভূব মানী মানব্যয়ং যঃ কৃতবানরীণাম্॥ ৫৮॥
প্রসাধ্য তং রাবণমধ্যুবাস যাং মৈথিলীশঃ কুলরাজধানীম্।
তে ক্ষত্রিয়াস্তামবদাতকীর্ত্তিং পুরীমযোধ্যাং বিদধুর্নিবাসম্॥ ৬৩॥
জিগীষবঃ কেপি বিজিত্য বিশ্বং বিলাসদীক্ষারসিকাঃ ক্রমেণ।
চক্রুঃ পদং নাগরখণ্ডচুম্বি পূগদ্রুমায়াং দিশি দক্ষিণস্যাম্॥ ৬৪॥
তদুদ্ভবৈর্ভূপতিভিঃ সলীলং চোলীরহঃসাক্ষিণি দক্ষিণাঙ্কেঃ॥"
(বিক্রমাঙ্কচরিত ১ম সর্গ।)

মুখে পিতৃপুরুষগণের ইতিহাস জানিতে পারিলেন। তখন তিনি চলুক্য নামক শৈলে নন্দা গৌরী, কুমার, নারায়ণ ও মাতৃকা-দিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া রাজছত্র ধারণ করিলেন। তাঁহার নাম বিষ্ণুবর্দ্ধন। তিনি গঙ্গ ও কাদম্বরাজগণকে পরাজয় করিয়া শ্বেতচ্ছত্র, শঙ্খ, পঞ্চমহাশব্দ, পালিকেতন, প্রতিঢক্কা, বরাহলাঞ্ছন, ময়ূরাসন, মকরতোরণ ও গঙ্গাযমুনাদি চিহ্নে বিভূষিত হইয়া অক্ষুণ্ণ প্রভাবে দক্ষিণাপথ শাসন করিতে থাকেন (২)।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্ সাহেব উক্ত প্রবাদকে কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। তাঁহার মতে, পুলিকেশিবল্লভ হইতেই চালুক্যবংশ দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎপূর্ব্বে চালুক্যরাজগণ উত্তরাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন এবং সম্ভবতঃ গুর্জ্জররাজগণের অধীন ছিলেন।

স্যার ওয়ালটর ইলিয়ট সাহেব লিখিয়াছেন—

"চালুক্যরাজগণের দাক্ষিণাত্যে আগমনের পূর্ব্বে পল্লব-রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ত্রিলোচনপল্লবের রাজ্যকালে জয়সিংহ অপর নাম বিজয়াদিত্য নর্ম্মদা-অতিক্রম করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মহিষী বিষ্ণু সোমযাজীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় রাজসিংহ নামে এক পুত্র প্রসব করেন, তাঁহার অপর নাম রণরাগ বা বিষ্ণুবর্দ্ধন। তিনিও পিতৃপদবীর অনুশরণ করিয়া পল্লবগণের সহিত বিবাদ বাঁধাইলেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন এবং পল্লবরাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রের নাম পুলি-কেশী (১ম)।" (৩)

১ম পুলিকেশীর রাজ্যকালে উৎকীর্ণ লিপিদৃষ্টে জানা যায় যে পূর্ব্বে চালুক্যরাজগণের ইন্দুকান্তি নগরীতে রাজধানী ছিল, তৎপরে পুলিকেশী (১ম) বাতাপি নগরী জয় করিয়া এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। বাতাপিনগরের বর্ত্তমান নাম বাদামি। [বাদামি দেখ।] সম্ভবতঃ এই স্থান পল্লবরাজগণের অধিকারে ছিল, পুলিকেশী পল্লবরাজকে তাড়াইয়া বাদামি অধিকার করেন। বীরবর পুলিকেশিবল্লভ ৪১১ শকে (৪৮৯ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৪)।

যেবুরের সোমেশ্বর-মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলাফলকে লিখিত আছে যে, তিনি দুই সহস্র গ্রাম দান ও অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন (৫)।

পুলিকেশীর পুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা, ইনি নল, মৌর্য্য ও প্রসিদ্ধ কাদম্ব রাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিবর্ম্মার পর তাঁহার কনিষ্ঠ মঙ্গলীশ ৪৮৮ শকে অভিষিক্ত হন। বাদামির গুহামন্দির-মধ্যস্থ বরাহমূর্ত্তির পার্শ্বে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বর্ণিত আছে যে, ইনি বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করেন এবং তাঁহার রাজত্বের ১২শ বর্ষে ৫০০ শকে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় (৬)। এতদ্ভিন্ন ইনি রেবাতট, মাতঙ্গ, কলচুরি, কোঙ্কণের কিয়দংশ এবং শঙ্করগণের পুত্র বুদ্ধকে পরাজয় করেন।

কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্রগণ সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় মঙ্গ-লীশ রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রেবতীদ্বীপ আক্রমণ ও কলচুরিদিগকে পরাভব করেন। জ্যেষ্ঠ সহো-দরের পুত্র সত্যাশ্রয় বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকেই রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন (৭)।

সত্যাশ্রয়ের অপর নাম পুলিকেশী (২য়)। ইঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী নরপতি চালুক্যবংশে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি ৫৩১ শকে রাজ্যারোহণ করেন। ঐহোলের মেগুটি-মন্দিরে উৎকীর্ণ ৫৩৪ শকের শিলালিপিতে লিখিত আছে, মহারাজাধিরাজ সত্যাশ্রয় কোশল, মালব, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, লাট, কোঙ্কণ ও কাঞ্চী জয় করেন, তিনি মৌর্য্য, পল্লব, চোল, কেরল প্রভৃতি নৃপতিবর্গকে পরাজয় করিয়াছিলেন। যে রাজাধিরাজ হর্ষের পাদপদ্মে শত শত নৃপতিবর্গ অবনত মস্তকে থাকিতেন, সেই মহা পরাক্রান্ত হর্ষরাজও সত্যাশ্রয়ের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। সত্যাশ্রয় পণ্ডিতমণ্ডলীকেও বিশেষ সমাদর করিতেন। "কালিদাস ও ভারবি সদৃশ কীর্ত্তিমান্ (জৈনপণ্ডিত) রবিকীর্ত্তি" তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহলাভ করিয়াছিলেন (৮)। এ ছাড়া তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দকে পরাজয় করিয়াও মহাযশোলাভ করেন। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং ইঁহার রাজ্যসমৃদ্ধির ও তথাকার রীতিনীতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে পারস্যরাজ ২য় খোস্রুর সহিত ইঁহার উপঢৌকন আদান-

(২) Indian Antiquary, vol. XIV. p. 51.

(৩) Madras Journal, 1858; Journal Royal Asiatic Society, (N. S.) vol I. p. 251.

(৪) Indian Antiquary, vol. VII. p. 209.

(৫) "স হি তুরগগজেন্দ্রোগ্রামসারং
সহস্রদ্বয়পরিমিতমৃত্বিক্‌সাচ্চকারাশ্বমেধে।"
Indian Antiquary, VIII. p. 13.

(৬) Indian Antiquary, vol. VI. p. 364.

(৭) „ „ vol. VII. p. 13-14.

(৮) „ „ vol. V. p. 70-71.

প্রদান ও পত্রবিনিময় হইয়াছিল (৯)। ৫৫৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সত্যাশ্রয়ের মৃত্যুর পর কাঞ্চীর পল্লবরাজ চোল, পাণ্ড্য ও কেরলরাজের সহিত মিলিত হইয়া চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করেন। এ সময়ে সত্যাশ্রয়ের পুত্র সম্ভবতঃ চন্দ্রাদিত্য অথবা আদিত্যবর্ম্মা কোঙ্কণ ব্যতীত আর সমস্ত জনপদই হারাইয়া ছিলেন। অনুজ বিক্রমাদিত্য বীর্য্যপ্রভাবে পল্লবরাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া কতক পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই পল্লবগণের হস্তে চালুক্যরাজ নিগৃহীত হন, কিছুদিন পরে বিক্রমাদিত্য যথেষ্ট দলবল সংগ্রহ করিয়া পল্লবরাজধানী কাঞ্চীপুর আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। দেবশক্তি প্রভৃতি পরাক্রান্ত সেন্দ্রকরাজগণ তাঁহার মহাসামন্ত ছিলেন। যেবূরের শিলাফলক অনুসারে ২য় পুলিকেশী বা সত্যাশ্রয়ের পুত্রের নাম নড়মরি, বোধ হয় তাঁহারই অপর নাম চন্দ্রাদিত্য। এই শিলাফলক মতে নড়মরির পুত্রের নাম আদিত্যবর্ম্মা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্সাহেব নড়মরি ও আদিত্যবর্ম্মা এই দুই নামই কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহার মতে পূর্ব্বতন শিলালিপিতে ঐ দুই নাম দৃষ্ট হয় না। বিক্রমাদিত্যের খোদিত লিপি পাঠে বোধ হয় যে, তিনিই পুলিকেশী সত্যাশ্রয়ের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কারণ তাহা হইলে বিক্রমাদিত্যের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন চালুক্যরাজের নাম থাকিত। কিন্তু মহাত্মা ফ্লিটের এই মত আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বিজয়-মহাদেবীর তাম্রশাসনে পুলিকেশী সত্যাশ্রয়ের পুত্র বিজয়মহাদেবীর স্বামী চন্দ্রাদিত্য মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন (১০)। ঐ তাম্রশাসনে বিক্রমাদিত্যের নামও আছে। ইহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, চন্দ্রাদিত্যের অল্পকাল রাজ্যভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে অনুজ আদিত্যবর্ম্মা অল্প বয়সেই রাজ্যলাভ করিয়া ছিলেন, তৎকালে মহিষী বিজয়-মহাদেবী তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে ছিলেন, কিছুকাল পরে আদিত্যবর্ম্মার মৃত্যু হওয়ায় বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ চন্দ্রাদিত্য পল্লবদিগের হস্তে উত্যক্ত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের শাসনাদিতে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয় না।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালীন শকচিহ্নিত কোন লিপিই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। দুই একখানি যাহাও পাওয়া গিয়াছে, তাহাও কৃত্রিম (১১)। তবে তৎপুত্র বিনয়াদিত্যের সময়কার শকচিহ্নিত খোদিতলিপি পাঠে জানা যায় যে তিনি ৬০১ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন (১২)।

যেবূরের শিলাফলক-মতে—বিক্রমাদিত্যের পুত্রের নাম যুদ্ধমল্ল। ইহার নামান্তর বিনয়াদিত্য। ইহার ৬১১ গত-শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, পল্লবপতি হইতে চালুক্যবংশ নিগৃহীত ও বিলুপ্তপ্রায় হইলে সেই পল্লবপতিকে বিনয়াদিত্য পিতার আদেশে বন্দী করিয়াছিলেন। এই বিনয়াদিত্যের অপরাপর তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, যে তিনি এক সময়ে প্রবল পরাক্রমে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খেড়া হইতে আবিষ্কৃত ৩৯৪ সম্বদঙ্কিত বিজয়রাজের তাম্রশাসন, নৌসারি হইতে ৪২১ ও সুরটের ৪৪৩ সম্বদঙ্কিত শিলাদিত্য শ্র্যাশ্রয়ের তাম্রশাসন, বলসার হইতে সংগৃহীত ৬৫৩ শকাঙ্কিত মঙ্গলরাজের তাম্রশাসন এবং নৌসারির ৪৯০ সম্বদঙ্কিত পুলিকেশি-বল্লভ-জনাশ্রয়ের তাম্রশাসন পাঠে বোধ হয় যে হর্ষবিজেতা পুলিকেশি-সত্যাশ্রয়ের সময় হইতে এই চালুক্যবংশীয় জন কএক রাজা গুজরাট অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের সহিত বিখ্যাত পুলিকেশি-সত্যাশ্রয় প্রভৃতির ও বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

নাসিক জেলার নির্পণ্ গ্রাম হইতে প্রাপ্ত নাগবর্দ্ধনের তাম্রশাসন ও বিজয়রাজের তাম্রশাসন একত্র করিলে এইরূপ বংশাবলী দৃষ্ট হয়—(১৩)
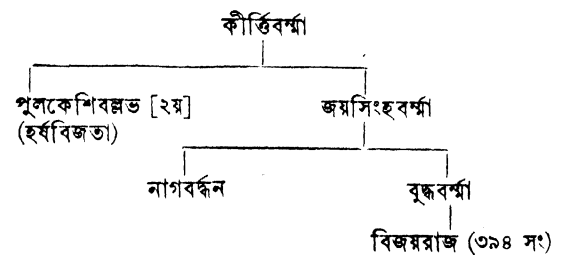
আবার পূর্ব্বোক্ত নৌসারি ও বল্সারের তাম্রশাসন কয়খানি একত্র করিলে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায় (১৪)।

(৯) Journal Royal Asiatic Society, vol. XI. p. 165.

(১০) Ind. Ant. vol. VIII. p. 45

(১১) Ind. Ant. vol. VII. p. 218.

(১২) Indian Ant. vol. VI. 85, VII. 186.

(১৩) Bombay Branch Royal Asiatic Society, vol. II. p. 4; and Ind. Ant. vol. VII. p. 252.

(১৪) Verhandlungen des siebenten Int. Orientalisten Congresses in Wien, Arische Section, p. 210 and Jour. Bom. Br. R. As. Soc. vol. XVI. p. 2.
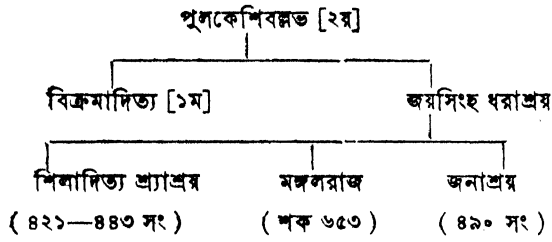
প্রথম বংশাবলীপাঠে বোধ হয় ২য় পুলিকেশিবল্লভের সময়ে জয়সিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যেই অথবা যে কোন প্রকারে হউক গুর্জ্জররাজের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার পৌত্র বিজয়রাজ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে রাজত্ব করেন। তৎপরে এই বংশের লোপ হয় অথবা বাতাপি বা গুর্জ্জররাজগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন।

বোধ হয়, সেই সময়েই কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজ চোল, কেরল ও পাণ্ড্যরাজের সহিত মিলিত হইয়া বাতাপিপুরীর চালুক্যরাজবংশ ধ্বংসের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

যুবরাজ শিলাদিত্যশ্র্যাশ্রয়ের অনুশাসন-পত্রে লিখিত আছে যে, ২য় পুলিকেশির পুত্র বিক্রমাদিত্যই তাঁহার পিতা জয়সিংহধরাশ্রয়কে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যসত্যাশ্রয় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া আপন কনিষ্ঠ সহোদর জয়সিংহধরাশ্রয়কে গুর্জ্জরের দক্ষিণাংশ অর্পণ করিয়াছিলেন। পিতার বর্ত্তমানেই বোধ হয় শিলাদিত্য কালগ্রাসে পতিত হন, সেই জন্য তিনি আর রাজপদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পরে অনুজ বিনয়াদিত্যমঙ্গলরাজ রাজা হন। তাঁহার ৬৫৩ শকাঙ্কিত তাম্রশাসন দৃষ্ট হয়। তৎপরে পুলকেশিবল্লভ-জনাশ্রয় ভ্রাতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার ৪৯০ (চেদি) সম্বদঙ্কিত তাম্রশাসন দৃষ্ট হয়। তৎপরে কে রাজা হন, তাহা এখনও কোন খোদিতলিপিদ্বারা জানা যায় নাই। যে সময়ে উক্ত পিতা ও পুত্রগণ দক্ষিণগুর্জ্জরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিনয়াদিত্যযুদ্ধমল্লকে বাতাপির সিংহাসনে দেখিতে পাই।

নানা স্থান হইতে এই বিনয়াদিত্যের তাম্রশাসনাদি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ইনি ৬০২ শকে রাজপদ লাভ করেন। ইনি পিতার আদেশে ত্রৈরাজ্যের পল্লবসেনাদিগকে পরাজয় করিয়া পল্লব-রাজধানী কাঞ্চী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। কলভ্র, কেরল, হৈহয়, বিল, মালব, চোল ও পাণ্ড্যরাজ প্রভৃতিও তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি সমস্ত দাক্ষিণাত্যের রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

তাঁহার অভাব হইলে তৎপুত্র বিজয়াদিত্য ৬১৮ শক হইতে ৬৫৫ শক পর্য্যন্ত নিরাপদে রাজ্যসম্ভোগ করেন। ইঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন পাঠে বোধ হয় ইনিও অনেক স্থান জয় ও অনেক গ্রাম দান করিয়াছিলেন (১৫)। পালিধ্বজ তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল এবং বৎসরাজ প্রভৃতি ইহলোক হইতে অবসর লইয়াছিলেন (১৬)। তৎপুত্র মহারাজ বিক্রমা-দিত্য (২য়), ইনি ৬৫৫ হইতে ৬৬৯ শক পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। বোক্কলে গ্রাম হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—ইনি তিনবার পল্লবরাজধানী আক্রমণ ও নন্দিপোতবর্ম্মাকে বিনাশ করেন। পল্লবরাজ নরসিংহ-পোতবর্ম্মা কাঞ্চীপুরে যে রাজসিংহেশ্বর ও অপরাপর যে সমস্ত দেবতার প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্য (২য়) সেই দেবমণ্ডলীকে সোণা দিয়া মুড়িয়াছিলেন। তৎপুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা (২য়) ৬৬৯ শকে রাজ্যারোহণ করেন, তিনিও এক-বার চালুক্যবংশের চিরশত্রু পল্লবরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌম উপাধি গ্রহণ করেন (১৭)।

মিরাজরাজ্যের অন্তর্গত কৌথেম হইতে সংগৃহীত ৫ম বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, (২য়) কীর্ত্তিবর্ম্মার সময়ে চালুক্যরাজ্যশ্রীর দারুণ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল (১৮)।

তাম্রশাসন দ্বারা ৬৭৯ শক পর্য্যন্ত ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মার অধি-কারকাল দেখিতে পাই। বোধ হয় উঁহারই অনতিপরে রাষ্ট্রকূটাধিপতি ২য় দন্তিদুর্গ কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া বিস্তীর্ণ চালুক্যরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রাচ্য চালুক্যগণ দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে প্রবলপ্রতাপে আধিপত্য করিতে থাকিলেও বাতাপির প্রবলপরাক্রান্ত চালুক্যবংশ যে নিতান্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববর্ণিত ৫ম বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশের পুনরায় অভ্যুদয় হইলেও আর ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্র বা উত্তরাধিকারী রাজ্যাধিকার পান নাই। তাঁহার পিতৃব্যবংশীয়গণই প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহার, পিতৃব্যের নাম ভীম। তৎপুত্র কীর্ত্তিবর্ম্মা (৩য়), তাঁহার পুত্রের নাম তৈলভুপ। তৈলের পুত্রের নাম বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্যের পুত্র ভীমরাজ, তৎপুত্র অয্যণার্য্য, ইনি (রাষ্ট্রকূটাধিপ) কৃষ্ণের কন্যার

(১৫) Ind. Ant. vol. VI. p. 85, VII. p. 186, VII. p. 14.

(১৬) Ind. Ant. vol. VIII. p. 28.

(১৭) ,, ,, ,, ,, ,, ,,

(১৮) "তদ্ভবো বিক্রমাদিত্যঃ কীর্ত্তিবর্ম্মা তদাত্মজঃ।
যেন চালুক্যরাজ্যশ্রীরন্তরায়িণ্যভূদ্ভুবি।"
৯৩০ শকাঙ্কিত তাম্রশাসন ৩১ পংক্তি।

পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পুত্র বিক্রমাদিত্য (৪র্থ)। ভীম হইতে বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ বোধ হয় অতি সামান্য জনপদে রাজত্ব করিতেন অথবা পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটরাজের মহাসামন্ত মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।

অয্যণের পুত্র ৪র্থ বিক্রমাদিত্য হইতেই এই বংশের পুনরভ্যুদয়।

ফ্লিট সাহেবের মতে—৪র্থ বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৈল (২য়) হইতেই চালুক্যরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। কিন্তু ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসন ও যেবুর-শিলাফলকে লিখিত আছে যে (৪র্থ) বিক্রমাদিত্য বিজয়বিভাসী ও বিরোধি-বিধ্বংসী ছিলেন, চেদিরাজলক্ষ্মণদুহিতা বোন্থাদেবীকে তিনি বিবাহ করেন, তাহার অপর নাম বিজিতাদিত্য (১৯)। ইহাতে বোধ হয় যে, ইনি চেদিরাজের সাহায্যে প্রথম নষ্ট গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ডাক্তার বুর্ণেলের মতে, ইনি ৮৯৫ শক হইতে ৯১৯ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরবর্ত্তী জয়সিংহদেবের সমকালীন শিলালিপিতে লিখিত আছে, যে সত্যাশ্রয় কুলোদ্ভব নূর্মড়ি তৈল (সম্ভবতঃ তৈল ২য়) রট্ট বা রাষ্ট্রকূটরাজগণকে বিদলিত ও তাঁহাদের হাত হইতে রাজ্যোদ্ধার করিয়া চালুক্যকুলচূড়ামণি হইয়াছিলেন (২০)।

অনুমান হয় যে পিতার সময়েই বীরবর তৈল (২য়) রাজ্যোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৪র্থ বিক্রমাদিত্য অথবা ২য় তৈলরাজ বাতাপিনগরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন নিদর্শন নাই।

৯৭৫ শকাঙ্কিত ১ম সোমেশ্বরদেবের সাময়িক শিলাফলকে তিনি কল্যাণাধীশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ৪র্থ বিক্রমাদিত্য বা ২য় তৈল চালুক্যরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া কল্যাণে রাজধানী স্থাপন করেন। [কল্যাণ দেখ।]

৪র্থ বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৈল (২য়) এক মহাপরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। যেবুরের শিলাফলকে লিখিত আছে যে তৈল রাষ্ট্রকূটরাজ কর্করের দুইটী রণস্তম্ভ বিচ্ছিন্ন করেন। তিনি কুটিল রাষ্ট্রকূটদিগের হস্ত হইতে চালুক্যবল্লভরাজলক্ষ্মী উদ্ধার করেন। চৈদ্য ও উৎকলরাজকে সমরে পরাভব এবং রাষ্ট্রকূটরাজ (ভম্মহের) কন্যা জাকব্বার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে জাকব্বার গর্ভে (২য়) সত্যাশ্রয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও নানাস্থান জয় করিয়া রাজ্যের পুষ্টি-সাধন করিয়াছিলেন। সত্যাশ্রয়ের পর তাহার অনুজ দশবর্ম্মা বা যশোবর্ম্মা সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার মহিষী ভাগ্যবতীর গর্ভে (৫ম) বিক্রমাদিত্য ত্রৈলোক্যমল্ল বল্লভেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার তাম্রশাসন দৃষ্টে জানা যায় যে ইনি ৯৩০ শকে রাজপদ-প্রাপ্ত হন। ইনি মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর-পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহ-জগদেকমল্ল রাজসিংহাসন লাভ করেন। তঞ্জোরের শিলাফলক পাঠে জানা যায় যে ইনি মালবদিগকে বিধ্বস্ত এবং চের ও চোলরাজগণের সহিত যুদ্ধ করেন। সমস্ত কুন্তলদেশ ইহার অধিকৃত হইয়াছিল। ৯৬৪ শক পর্য্যন্ত ইহার রাজ্যকাল। ইহার ভগিনী অক্কাদেবী।

তৎপরে তাঁহার পুত্র সোমেশ্বর আহবমল্ল প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব আরম্ভ করেন। বিক্রমাঙ্কচরিতে লিখিত আছে যে ইনি দুইবার চোলরাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার ১ম কুলোত্তুঙ্গের অনুশাসনাদি পাঠে বোধ হয় যে ইনিও তাঁহার নিকট এক-বার পরাজিত হইয়াছিলেন। এই ১ম সোমেশ্বরের সময়ে বনবাসীর কাদম্বরাজগণ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করেন। সোমেশ্বরের তিন পত্নী বচলাদেবী, চন্দ্রিকাদেবী ও মৈললা-দেবী। ইহার ভগিনী অব্বল্লদেবী, যাদবরাজ আহবমল্লের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়(২১)।

সোমেশ্বরের পুত্রের নাম ভুবনৈকমল্ল বা ২য় সোমেশ্বর। ইনি ৯৯০ হইতে ৯৯৭ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি কাদম্বরাজগণকে শাসন করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহ ত্রৈলোক্যমল্লকে বনবাসীর শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। জয়সিংহ তথায় ১০০১ হইতে ১০০৩ শক পর্য্যন্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

তৎপরে সোমেশ্বরের মধ্যম ভ্রাতা ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ত্রিভু-বনমল্লের অভ্যুদয়। মহাকবি বিহ্লণ ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" নামক কাব্য রচনা করেন। চোলরাজকন্যার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল। যে সময়ে তিনি তুঙ্গভদ্রানদীতীরে শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি অবিলম্বে সসৈন্যে কাঞ্চীপুরাভিমুখে যাত্রা করি-লেন। এখানে দারুণ বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে কাঞ্চীপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন, তৎপরে তিনি গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুর আক্রমণ করেন। অনতি-কাল পরেই তিনি শুনিলেন যে, যে তাঁহার শ্যালক বিদ্রোহী-দিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন এবং বেঙ্গিরাজ রাজিগ

(১৯) "অভবত্তয়োস্তনূজো বিজয়বিভাসী বিরোধিবিধ্বংসী তেজো বিজিতাদিত্যসত্যাধনো বিক্রমাদিত্যঃ।"

(২০) Ind. Ant. vol. V. p. 17.

(২১) Ind. Ant. vol. XII. p. 122.

(রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ চোড়দেব ১ম) কাঞ্চীপুরী অধিকার করিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে রাজিগের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করিলেন। রাজিগ (রাজেন্দ্রচোড়) বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা চালুক্যরাজ ২য় সোমেশ্বরকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। বিক্রমাদিত্য সোমেশ্বর ও রাজিগ উভয়কেই পরাস্ত করিলেন। রাজিগ পলাইয়া রক্ষা পাইলেন, কিন্তু সোমেশ্বর বন্দী হইলেন। এইবার বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের সার্ব্বভৌম নৃপতি বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিলেন। (বিক্রমাঙ্কচরিত)

তাঁহার রাজ্যারোহণ হইতেই তিনি "চালুক্যবিক্রমবর্ষ" নামে এক নব অব্দ প্রচলন করিলেন। ৯৯৭ শকে ফাল্গুনমাসের শুক্লপঞ্চমী হইতে এই অব্দের আরম্ভ। [চালুক্যবিক্রমবর্ষ দেখ।] শত শত তাম্রশাসনে এই মহাবীরের প্রতাপ ও মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। কাদম্বরাজগণ তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রীত হইয়া কাদম্বরাজকে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্য ১০৪৮ শক অবধি রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র সোমেশ্বর ৩য় বা ভুলোকমল্ল সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই চালুক্যগৌরবরবি হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হয়। চেদি ও গণপতিরাজগণ চালুক্যরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিস্তীর্ণ চালুক্যরাজ্য এক এক করিয়া বিপক্ষের করকবলিত হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে ভুলোকমল্ল ১০৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যলক্ষ্মী রক্ষা করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা জগদেকমল্ল [২য়] অপর নাম জয়কর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সেনাপতির নাম কালিদাস (২২)। রাজা জয়কর্ণ বড় ধার্ম্মিক ছিলেন, নানাস্থানে ইনি দেবতা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন (২৩)।

তৎপরে ভুলোকমল্লের পুত্র তৈল বা ত্রৈলোকমল্ল (৩য়) ১০৭২ শকে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তৎপুত্র বীরসোমেশ্বর ৪র্থ আবার চালুক্যরাজ্যশ্রী কিছুদিনের জন্য গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে অর্থাৎ ১১১১ শক পর্য্যন্ত চালুক্যগৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তৎপরে মহিসুরের হয়সাল বল্লালবংশের অভ্যুদয়ে চালুক্যরাজ্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়।

সিউএল্ সাহেব লিখিয়াছেন, ১১৮৯ খৃঃ অব্দের পর আর প্রতীচ্য চালুক্যের নামগন্ধ শুনা যায় না (২৪)। কিন্তু বোধ হয় যে তখনও প্রতীচ্য চালুক্যবংশ এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। ৩৬৬ শকাঙ্কিত একখানি তাম্রশাসনে কল্যাণপুরাধীশ্বর বীর নোণম্বের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ৩৬৬ শকে কল্যাণপুরে কোন চালুক্যের রাজধানী ছিল না, বিশেষতঃ ঐ শাসনপত্রের লিপি আধুনিক বলিয়াই বোধ হয় (২৫)। এরূপ স্থলে উক্ত শকাঙ্ক সম্ভবতঃ চালুক্যবিক্রমবর্ষেরই হইবে। যদি এ অনুমান প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ১৩৬৩ শকেও কল্যাণপুরে বীর নোণম্ব রাজত্ব করিতেছিলেন।

পূর্ব্বকথিত চালুক্যবংশ হইতেই প্রাচ্য চালুক্যবংশের উৎপত্তি। যে সময়ে বাদামি ও কল্যাণের চালুক্যরাজগণ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বেঙ্গীরাজ্যে প্রাচ্য চালুক্যগণ আধিপত্য করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব অংশে ইঁহারা রাজত্ব করিতেন বলিয়া প্রাচ্যচালুক্য নামে অভিহিত করিলাম। হর্ষবিজেতা পুলিকেশি সত্যাশ্রয়ের অনুজ কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধনই প্রাচ্য চালুক্যবংশের আদিপুরুষ।

পুলিকেশি সত্যাশ্রয়ের আধিপত্যকালে বিষ্ণুবর্দ্ধন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং চালুক্য-সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব অংশ জ্যেষ্ঠের অধীনে শাসন করিতেন। অবশেষে তিনি বেঙ্গীরাজ্য অধিকারপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার ও তদ্বংশীয় নরপতিগণের শত শত অনুশাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাদামি ও কল্যাণের চালুক্য রাজগণের প্রকৃত রাজ্যকালনির্ণয়ে যেরূপ অসুবিধা, এই প্রাচ্য চালুক্যের তাম্রশাসনাদিতে প্রত্যেকরাজের রাজ্যকাল বিবৃত থাকায় ইঁহাদের প্রকৃত সাময়িক ইতিহাস উদ্ধারে সেরূপ গোলযোগ নাই।

কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন স্বদত্ত অনুশাসনাদিতে কোথাও কুব্জবিষ্ণু, কোথাও বিষ্ণুবর্দ্ধন, কোথাও বিট্টরস, কোথাও শ্রীপৃথিবীবল্লভ, কোথাও বা বিষমসিদ্ধি বিরুদে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। পুলিকেশি সত্যাশ্রয়ের ৮ম বর্ষে লিখিত তাম্রশাসনে (৫৩৮ শকে অর্থাৎ ৬১৬ খৃষ্টাব্দে) ইনি যুবরাজ আখ্যায় ভূষিত ছিলেন (২৬)। আবার বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত চিপুরুপল্লি হইতে সংগৃহীত বিষ্ণুবর্দ্ধনের ১৮ সম্বদঙ্কিত তাম্রশাসনে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম "মহারাজ" উপাধি দেখিতে পাই। এই তাম্রশাসন সাহায্যেই জানা যায় যে বিষ্ণুবর্দ্ধন বাদামি রাজ্য হইতে অনেক দূর পূর্ব্বে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

(২২) Indian Antiquary, vol. VI. p. 140.
(২৩) Jour. Bom. Br. Roy. As. Soc. vol. X. p. 287.
(২৪) R. Sewell's Dynasties of Southern India, p. 11.
(২৫) Ind. Ant. VIII. p. 94, plate I and II
(২৬) Indian Antiquary, vol. XIX. p. 303.

প্রাচ্য চালুক্যগণের তাম্রশাসন-মতে বিষ্ণুবর্দ্ধন ১৮ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ রাজ্যকাল তাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেক হইতে গণিত হইয়াছে।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ১ম জয়সিংহ ৫৫৬ শকে রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং ৫৮৫ শক পর্য্যন্ত ৩০ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে জয়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রভট্টারক সাতদিন মাত্র রাজত্ব করেন। মহারাজ প্রভাকরের পুত্র পৃথিবীমূলের প্রদত্ত গোদাবরীর তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে তিনি (গঙ্গরাজ) ইন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রভট্টারকের উচ্ছেদের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম বাঁধাইয়াছিলেন (২৭)। ইন্দ্রভট্টারকের পর তৎপুত্র (২য়) বিষ্ণুবর্দ্ধন ৫৮৫ হইতে ৫৯৪ শক পর্য্যন্ত ৯ বর্ষ রাজত্ব করেন। কোন কোন তাম্রশাসনে তাঁহার নাম বিষ্ণুরাজ, সর্ব্বলোকাশ্রয় উপাধি এবং বিষমসিদ্ধি বিরুদ লিখিত আছে।

তৎপরে ২য় বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র মঙ্গি-যুবরাজ ৫৯৪ হইতে ৬১৯ শক পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার উপাধি সর্ব্বলোকাশ্রয় ও বিরুদ বিজয়সিদ্ধি, ইনি একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিতে ইনি অনেককেই পরাজয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল চালুক্যরাজের শাসনাদিতে লিখিত আছে যে স্বামী মহাসনের অনুগ্রহে চালুক্যবংশ রাজ্যশ্রী অর্জ্জন করেন, কিন্তু এই মঙ্গিরাজের একখানি শাসনে লিখিত আছে যে কৌশিকীর বরপ্রসাদেই তাঁহাদের রাজ্যলাভ হইয়াছিল (২৮)।

তৎপরে মঙ্গিযুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র ২য় জয়সিংহ ৬১৯ হইতে ৬৩২ শক পর্য্যন্ত ১৩ বর্ষ রাজ্যভোগ করেন। তৎপরে ২য় জয়সিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কোক্কিলি ৬ মাস মাত্র রাজত্ব করেন।

কোক্কিলির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৩য় বিষ্ণুবর্দ্ধন তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ৬৩২ হইতে ৬৬৯ শক পর্য্যন্ত ৩৭ বর্ষ রাজ্যশাসন করেন।

তৎপরে ৩য় বিষ্ণুবর্দ্ধনের পুত্র বিজয়াদিত্য ভট্টারক ৬৬৯ হইতে ৬৮৭ শক পর্য্যন্ত ১৮ বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজ্যভোগ করেন, ইঁহার বিক্রমরাম ও বিজয়সিদ্ধি এই দুই বিরুদ ছিল।

বিজয়াদিত্যের পুত্রের নাম বিষ্ণুরাজ বা ৪র্থ বিষ্ণুবর্দ্ধন। ইনি ৬৮৭ শক হইতে ৭২২ শক পর্য্যন্ত ৩৬ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার বীরপুত্র বিজয়াদিত্য নরেন্দ্রমৃগরাজ ৭২২ হইতে ৭৬৬ শক পর্য্যন্ত ৪৪ বর্ষ রাজ্যশ্রী ভোগ করেন। ইঁহার প্রথমাবস্থার তাম্রশাসনাদি উৎকীর্ণ হইবার সময়ে ইনি যুবরাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে ইনি ৪ বর্ষ যৌবরাজ্য ও ৪০ বর্ষ রাজপদ ভোগ করেন। ইনি চালুক্য-অর্জ্জুন ও সমস্তভুবনাশ্রয় নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। নানা স্থান হইতে ইঁহার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জানা যায়—ইনি গঙ্গবংশ-ধ্বংসের অনলস্বরূপ ও নাগাধিপবিজেতা। ইনি দ্বাদশবর্ষব্যাপী দিবারাত্র সংগ্রামে গঙ্গ ও রট্টসৈন্যের সহিত শতাষ্টবার যুদ্ধ করিয়া শতাষ্ট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র মহারাজ কলি-বিষ্ণুবর্দ্ধন বা ৫ম বিষ্ণুবর্দ্ধন। ইনি ১৮ মাস রাজত্ব করেন।

কলিবিষ্ণুর জ্যেষ্ঠপুত্র গুণক বিজয়াদিত্য বা ৩য় বিজয়াদিত্য। কোন কোন তাম্রশাসনে গুণগ বা গুণগাঙ্কবিজয়াদিত্য নাম ও সমস্তভুবনাশ্রয় উপাধি দৃষ্ট হয়। ইনি একজন অস্ত্রশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রট্টরাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অসমযোদ্ধৃদিগকে আক্রমণ করেন, যুদ্ধে মঙ্গিরাজের মস্তক ছেদন এবং (রাষ্ট্রকূটরাজ ২য়) কৃষ্ণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইনি ৭৬৭ হইতে ৮১১ শক পর্য্যন্ত ৪৪ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে ৩য় বিজয়াদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ ১ম বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়, ইনি রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই (১)। তৎপরে বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ১ম যুদ্ধমল্লের নাম পাওয়া যায়। ইনি মহারাজ চালুক্যভীমের পিতৃব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইনিও বোধ হয় রাজপদলাভ করিতে পারেন নাই।

যুবরাজ ১ম বিক্রমাদিত্যের পুত্র ১ম চালুক্যভীম ৮১১ শক হইতে ৮৪১ শক পর্য্যন্ত ৩০ বর্ষ রাজত্ব করেন। কৃষ্ণা-জেলাস্থ ইদর হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—৩য় বিজয়াদিত্যের পর বেঙ্গীদেশ রট্টগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। চালুক্যভীম কৃষ্ণবল্লভকে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ইঁহার সেনাপতির নাম মহাকাল।

চালুক্যভীমের জ্যেষ্ঠপুত্র ৪র্থ বিজয়াদিত্য ৮৪১ শকে ৬ মাস মাত্র রাজ্যভোগ করেন। নানা স্থানের তাম্রশাসনে ইনি কোল্লবিগণ্ড বিজয়াদিত্য, কোল্লভিগণ্ড বিজয়াদিত্য, কোল্লবিগণ্ড, কোল্লবিগণ্ডভাস্কর, কলিযর্ত্যাঙ্ক, কলিবর্ত্তিগণ্ড ইত্যাদি নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইঁহার পত্নীর নাম মেলাম্বা। ইনি সমস্ত বেঙ্গীমণ্ডল ও ত্রিকলিঙ্গ শাসন করিতেন। পট্টবর্দ্ধিনীবংশীয় পৃথিবীরাজের পুত্র ভণ্ডনাদিত্য অপর নাম কুন্তাদিত্য ইঁহার প্রধান অনুচর ছিলেন।

(২৭) Journal Bombay Branch Royal Asiatic Society vol. XVI. p. 19.

(২৮) Hultzsch's South Indian Inscription, vol. I. p. 35.

(১) Ind. Ant. vol. VI. p. 70 and vol. XI. p. 161n.

বাদামি, কল্যাণ ও গুজরাটের চালুক্যরাজবংশ।

জয়সিংহ ১ম

রণরাগ

১ পুলিকেশী বল্লভ [১ম] (শক ৪১১)

২ কীর্ত্তিবর্ম্মা [১ম] পৃথিবীবল্লভ (শক ৪৮৯)　　৩ মঙ্গলীশ বা মঙ্গলরাজ (শক ৪৮৯-৫৩১)

৪ সত্যাশ্রয় ইন্দ্রবর্ম্মা (শক ৫৩১)

৫ পুলিকেশী [২য়] সত্যাশ্রয় (শক ৫৩১-৫৫৬)　　বিষ্ণুবর্দ্ধন (১ম প্রাচ্য চালুক্যরাজ)　　জয়সিংহ ধরাশ্রয় (গুজরাটের ১ম চালুক্যরাজ)

নাগবর্দ্ধন　　বুদ্ধবর্ম্মা

বিজয়রাজ (৩৯৪ চেদিসং)

৬ নড়মরি (চন্দ্রাদিত্য) (শক ৫৫৭-৫৯০?) [মহিষী বিজয়মহাদেবী]　　৭ আদিত্যবর্ম্মা (শক ৫৯০-৯২?)　　৮ বিক্রমাদিত্য [১ম] (শক ৫৯২-৬০১)　　অম্বেরা (কন্যা)　　জয়সিংহ ধরাশ্রয় (গুজরাটাধিপ)

৯ বিনয়াদিত্য যুদ্ধমল্ল (শক ৬০২-৬১৮)　　শিলাদিত্য শ্রাশ্রয় (যুবরাজ) (৪২৬-৪৪৩ চেদিসং)　　বিনয়াদিত্যযুদ্ধমল্লমঙ্গলরাজ (৬৫৩ শক)　　পুলিকেশিবল্লভ জনাশ্রয় (৪৯০ চেদিসং)

১০ বিজয়াদিত্য (শক ৬১৮-৬৫৫)

১১ বিক্রমাদিত্য [২য়], (শক ৬৫৫-৬৬৯)

১২ কীর্ত্তিবর্ম্মা [২য়] (শক ৬৬৯-৬৭৯)

? ভীম [১ম]
কীর্ত্তিবর্ম্মা [৩য়]
তৈল [১ম]
বিক্রমাদিত্য [৩য়]
ভীম [২য়]
অয্যণ [১ম]

১৩ বিক্রমাদিত্য [১ম] বা সত্যাশ্রয় বিক্রমাদিত্য, (শক ৮৯৫-৯১৫)

১৪ তৈল [২য়] বা আহবমল্ল [১ম]

১৫ সত্যাশ্রয় [২য়], (শক ৯১৯-৯৩০)　　দশবর্ম্মা বা যশোবর্ম্মা

১৬ বিক্রমাদিত্য [৫ম] বা ত্রৈলোক্যমল্ল [১ম] (শক ৯৩০-৯৪০)　　অক্কাদেবী (শক ৯৪৪-৯৬৯)　　১৭ জয়সিংহ [৩য়] বা জগদেকমল্ল [১ম] (শক ৯৪০-৯৬৪)

(কল্যাণপুরে)
১৮ সোমেশ্বর [১ম] বা আহবমল্ল [২য়] ত্রৈলোক্যমল্ল (শক ৯৬৪-৯৯০)

১৯ ভুবনৈকমল্ল বা সোমেশ্বর [২য়] (শক ৯৯০-৯৯৭)　　২০ বিক্রমাদিত্য [৬ষ্ঠ] বা ত্রিভুবনমল্ল [২য়] (শক ৯৯৭-১০৪৮)　　জয়সিংহ [৪র্থ] বা ত্রৈলোক্যমল্ল (বনবাসীর শাসনকর্ত্তা), (শক ১০০১-১০০৩)

২২ জয়কর্ণ বা জগদেকমল্ল [২য়] (শক ১০৬০-৭২)　　২১ সোমেশ্বর [৩য়] বা ভূলোকমল্ল (শক ১০৪৮-১০৬০)　　মৈললাদেবী (কাদম্বরাজ ২য় জয়কেশীর পত্নী)

২৩ তৈল [৩য়] বা ত্রৈলোক্যমল্ল [৩য়] (শক ১০৭২-১০৮৪)

২৪ সোমেশ্বর [৪র্থ] বা ত্রিভুবনমল্ল [৩য়] (শক ১০৮৪-১১১১)

প্রাচ্য চালুক্যবংশাবলী।

কীর্ত্তিবর্ম্মা

- সত্যাশ্রয় বল্লভ (প্রতীচ্য)
- ১ কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন (প্রাচ্য) (১৮ বর্ষ। শক ৫৩৮-৫৫৬)
  - ২ জয়সিংহ [১ম] (৩০ বর্ষ। শক ৫৫৬-৫৮৫)
  - ৩ ইন্দ্রভট্টারক (৭ দিন। শক ৫৮৫)
    - ৪ বিষ্ণুবর্দ্ধন [২য়] (৯ বর্ষ। শক ৫৮৫-৫৯৪)
      - মঙ্গিযুবরাজ (২৫ বর্ষ। শক ৫৯৪-৬১৯)
        - ৬ জয়সিংহ [২য়] (১৩ বর্ষ। শক ৬১৯-৬৩২)
        - ৮ বিষ্ণুবর্দ্ধন [৩য়] (৪৭ বর্ষ। শক ৬৩২-৬৬৯)
          - ৯ ভট্টারক বিজয়াদিত্য (১৮ বর্ষ। শক ৬৬৯-৬৮৭)
            - ১০ বিষ্ণুবর্দ্ধন [৪র্থ] (৩৬ বর্ষ। শক ৬৮৭-৭২২)
              - ১১ নরেন্দ্রমৃগরাজ বিজয়াদিত্য [২য়] (৪৪ বর্ষ। শক ৭২২-৭৬৬)
                - ১২ কলি বিষ্ণুবর্দ্ধন [৫ম] (১৮ মাস। শক ৭৬৬-৭৬৭)
                  - ১৩ গুণক বিজয়াদিত্য [৩য়] (৪৪ বর্ষ। শক ৭৬৭-৮১১)
                  - যুবরাজ বিক্রমাদিত্য [১ম]
                    - ১৪ চালুক্য-ভীম [১ম] (৩০ বর্ষ। শক ৮১১-৮৪১)
                      - ১৫ কোল্লবিগণ্ড বিজয়াদিত্য [৪র্থ] (৬ মাস। শক ৮৪১)
                        - ১৬ অম্ম [১ম], বিষ্ণুবর্দ্ধন [৬ষ্ঠ] রাজমহেন্দ্র (৭ বর্ষ। শক ৮৪১-৮৪৮)
                          - ১৭ বেত বিজয়াদিত্য [৫ম] (১৫ দিন। শক ৮৪৮)
                            - সত্যাশ্রয় (পত্নী—গঙ্গমাগৌরী)
                              - বিজয়াদিত্য (পত্নী—বিজয়মহাদেবী)
                                - বিষ্ণুবর্দ্ধন
                                  - মল্লপদেব (পত্নী—চন্দলদেবী)
                                    - মল্লবিষ্ণুবর্দ্ধন (১১২৪ শকে বেঙ্গীরাজ)
                          - ২০ ভীম [৩য়] (৮ মাস। শক ৮৪৯-৫০)
                        - ২২ চালুক্যভীম [১ম], বিষ্ণুবর্দ্ধন [৭ম] (১২ বর্ষ। শক ৮৫৭-৮৬৮)
                          - ২৪ দানার্ণব (৩ বর্ষ। ৮৯৩-৮৯৬)
                            - (৩০ বর্ষ বিপ্লবের পর) ২৫ শক্তিবর্ম্মা (১২ বর্ষ। শক ৯২৬-৯৩৮)
                            - ২৬ বিমলাদিত্য (৭ বর্ষ। শক ৯৩৮-৯৪৫)
                              - ২৭ রাজরাজ [১ম], বিষ্ণুবর্দ্ধন [৮ম] (৪১ বর্ষ। শক ৯৪৫-৯৮৬)
                                - ২৮ রাজেন্দ্রচোড়, কুলোত্তুঙ্গ, চোড়দেব [১ম] (৪৯ বর্ষ। শক ৯৮৬-১০৩৫)
                                  - ২৯ বিক্রমচোড় (১৫ বর্ষ। শক ১০৩৫-১০৫০)
                                    - ৩০ কুলোত্তুঙ্গ চোড়দেব [২য়] (শক ১০৫০ শকে অভিষেক)
                                  - রাজরাজ (বেঙ্গীনাথ) (শক ১০০০-১০০১)
                                  - বীরচোড় বিষ্ণুবর্দ্ধন (বেঙ্গীনাথ শক ১০০১-১০২২)
                                  - রাজসুন্দরী (কলিঙ্গের গাঙ্গেয়-রাজ রাজরাজের পত্নী)
                              - বিজয়াদিত্য [৭ম] (বেঙ্গী শাসনকর্ত্তা) (৩৫ বর্ষ। শক ৯৮৫-১০০০)
                          - ২৩ অম্ম [২য়], বিজয়াদিত্য [৬ষ্ঠ] বা রাজমহেন্দ্র (২৫ বর্ষ। শক ৮৬৮-৮৯৩)
                      - ১৯ বিক্রমাদিত্য [২য়] (১১ মাস। শক ৮৪৮-৮৪৯)
                  - যুদ্ধমল্ল [১ম]
                    - ১৮ তাড়প (১ মাস। শক ৮৪৭)
                      - ২১ যুদ্ধমল্ল [২য়] (৭ বর্ষ। শক ৮৫০-৮৫৭)
              - নৃপরুদ্র
        - ৭ কোকিলি (৬ মাস। শক ৬৩২)

উক্ত বিজয়াদিত্যের পুত্র অম্ম ১ম বা রাজমহেন্দ্র বিষ্ণুবর্দ্ধন (৬ষ্ঠ) ৮৪১ হইতে ৮৪৮ শক পর্য্যন্ত ৭ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইহার জ্ঞাতি সামন্তগণ ইহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত যোগ দান করেন। ইনি উভয় শক্রদল নিপাত করিয়াছিলেন। ইহারই সময়ে রাজমহেন্দ্রপুর (বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী) চালুক্যরাজ্যভুক্ত এবং পুনরায় রাজমহেন্দ্র নামে অভিহিত হইতে থাকে।

তৎপরে অম্মের জ্যেষ্ঠপুত্র (৫ম) বিজয়াদিত্য অপর নাম বেত একপক্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। ২য় অম্মের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বেত বিজয়াদিত্য যুদ্ধমল্লের পুত্র তাড়প কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হইয়াছিলেন (২)।

পিট্টপুরের শিলাফলকে ও গোদাবরী হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে বোধ হয় যে, তাড়প বেত বিজয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলে বেতের পুত্রগণ বেঙ্গী অঞ্চলে পলায়ন করেন। বোধ হয় তৎকালে রাজমহেন্দ্রীতেই রাজধানী ছিল। বেঙ্গীতে গিয়া বেতের পুত্রগণ প্রথমে সামান্যভাবে থাকিয়া অবশেষে তথাকার শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কারণ, ১১২৪ শকে ঐ বংশীয় মল্লবিষ্ণুবর্দ্ধন "বেঙ্গীদেশবসুন্ধরেশ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। [২৬৮ পৃষ্ঠায় প্রাচ্যচালুক্যবংশাবলীতে মল্লবিষ্ণুবর্দ্ধনের পূর্ব্বপুরুষের বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

যুদ্ধমল্লপুত্র তাড়পের ভাগ্যেও বেশীদিন রাজপদ ভোগ করিতে হয় নাই, তিনি ১ মাস রাজত্ব করিতে না করিতে চালুক্যভীমের পুত্র (২য়) বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজপদ গ্রহণ করেন, তিনিও ১১ মাস ত্রিকলিঙ্গ ও বেঙ্গীমণ্ডল শাসন করেন। তৎপরে ১ম অম্মের আর এক পুত্র ভীম (৩য়) যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া ৮ মাস মাত্র রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করেন। তাড়পের পুত্র ২য় যুদ্ধমল্ল ভীমকে মারিয়া ৮৫০ শক হইতে ৮৫৭ শক পর্য্যন্ত ৭ বর্ষ রাজ্যসম্ভোগ করেন।

তৎপরে ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের পুত্র ও ১ম অম্মের বৈমাত্রেয় (২য়) চালুক্যভীম বা (৭ম) বিষ্ণুবর্দ্ধন ৮৫৭ শক হইতে ৮৬৮ শক পর্য্যন্ত ১২ বর্ষকাল রাজ্য অধিকার করেন। ২য় অম্ম বা ৬ষ্ঠ বিজয়াদিত্যের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—যে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চালুক্যভীম শ্রীরাজময্য, মহাবীর ধলগ বা বলগ, দুর্দ্ধর্ষ তাতবিক্কি বা তাতবিক্যন, রণদুর্ম্মদ বিজ্জ, দুর্দ্দান্ত অয্যপ*, চোলরাজ লোববিক্কি, যুদ্ধমল্ল† এবং গোবিন্দ‡-প্রেরিত বিপুল সৈন্যবর্গকে বিনাশ করেন। তিনি সর্ব্বলোকাশ্রয়, গণ্ডমহেন্দ্র, রাজমার্ত্তণ্ড, কন্নরিল্লদাত ও বেঙ্গীনাথ প্রভৃতি নামে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

প্রাচ্য চালুক্যরাজগণের মধ্যে ইনি একজন মহা পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ইহার শাসনপত্রে ইনি "মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক" এই উচ্চ উপাধি ও ইহার বরাহলাঞ্ছিত মোহরে ত্রিভুবনাঙ্কুশ নাম খোদিত আছে।

চালুক্যরাজের তাম্রশাসনে সংলগ্ন মোহর।

ইহার পত্নীর নাম লোকমহাদেবী। তৎপরে ২য় চালুক্যভীমের পুত্র অম্ম ২য় বা ৬ষ্ঠ বিজয়াদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইহার প্রদত্ত অনেক তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইনি সমস্তভুবনাশ্রয় ও রাজমহেন্দ্র নামে এবং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি ৮৬৮ হইতে ৮৯৪ শক পর্য্যন্ত ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দানার্ণব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার ৩ বর্ষ রাজ্যভোগ হইতে না হইতে চালুক্যরাজ্য অরাজক, বিশৃঙ্খল ও বিপ্লবপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজজ্ঞাতিবর্গ ও প্রতিপক্ষ চোলরাজগণ চালুক্য সিংহাসন গ্রহণ করিবার জন্য সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, চোলরাজ গঙ্গৈকোণ্ড-কো-রাজরাজ রাজকেশরিবর্ম্মার অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ সমস্ত বেঙ্গীরাজ্য কিছুদিনের জন্য অধিকার করিয়াছিলেন। গোদাবরী জেলাস্থ চোল্লুরী নামক স্থান হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসনে (৩) লিখিত আছে—"প্রায় ২৭ বর্ষ ধরিয়া বেঙ্গীমণ্ডল অরাজক ছিল।"

(২) Ind. Ant. XIII. p. 248

* প্রতীচ্যগঙ্গবংশীয় বেগুরের শিলালিপিবর্ণিত অয্যপদেব। Epigraphia Indica, vol. I. p. 347f.

† ইনি সম্ভবতঃ ২য় চালুক্যভীমের পূর্ব্ববর্ত্তী ২য় যুদ্ধমল্ল।

‡ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিট্সাহেব ইঁহাকে রাষ্ট্রকূটরাজ ৫ম গোবিন্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

(৩) Dr. Hultzsch's South Indian Inscriptions, vol. I. p. 94

তৎপরে দানার্ণবের জ্যেষ্ঠপুত্র চালুক্যচন্দ্র শক্তিবর্ম্মা বেঙ্গীর সিংহাসন অধিকার করেন। আরাকান ও শ্যামদেশ হইতে এই শক্তিবর্ম্মার নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইনি ৯২৬ শক হইতে ৯৩৮ শক পর্য্যন্ত ১২ বর্ষকাল রাজ্যশাসন করেন। তৎপরে শক্তিবর্ম্মার কনিষ্ঠ বিমলাদিত্য রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি সূর্য্যবংশীয় চোলরাজ রাজরাজের কন্যা ও রাজেন্দ্রচোলের কনিষ্ঠ ভগিনী কুণ্ডবামহাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার রাজ্যকাল ৯৩৮ হইতে ৯৪৪ শক।

মহারাজ বিমলাদিত্যের গর্ভে রাজরাজ জন্মগ্রহণ করেন। কোরুমেল্লি হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—রাজরাজ ৯৪৪ শকে সিংহরাশিতে সৌরভাদ্রপদ কৃষ্ণদ্বিতীয়া তিথি গুরুবারে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন (৪)। ইনি নিজ মাতুল রাজেন্দ্রচোলের কন্যা অনঙ্গদেবীকে বিবাহ করেন। ৯৮৬ শক পর্য্যন্ত ৪১ বর্ষ ইঁহার রাজত্বকাল। আরাকান ও শ্যাম হইতে ইহারও স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে (৫)।

তৎপরে তাঁহার বীরপুত্র কুলোত্তুঙ্গ-চোড়দেব বেঙ্গীরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনিও চোলরাজ রাজেন্দ্রদেবের কন্যা মধুরান্তকীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তিন পুরুষ ধরিয়া মাতুলবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চালুক্য রাজগণ এই সময়ে প্রকৃত "চোল" হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই জন্যই প্রত্যেককেই মাতামহের উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত হইতে দেখা যায়। [চোলরাজবংশ দেখ।]

মহাবীর কুলোত্তুঙ্গ চোড়দেব নানাস্থান জয় করিয়া গঙ্গাপুরী বা গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরম্ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। বিখ্যাত কাঞ্চীপুরে ইহার রাজসভা বসিত। বোধ হয়, যে সময়ে উত্তরাধিকার লইয়া চোলরাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, ইনি সেই সময়ে চোলরাজ্য অধিকার করিয়া তথায় কিছুদিনের জন্য রাজপাঠ স্থাপন করেন।

গাঙ্গেয়রাজ চোড়গঙ্গের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে তাঁহার পিতা রাজরাজ রাজেন্দ্রচোড়ের কন্যা রাজসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন এবং দ্রমিল যুদ্ধে জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়া বেঙ্গীরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৎপরে বিজয়াদিত্যকে বেঙ্গীরাজ্যের ভারার্পণ করিয়া কলিঙ্গে চলিয়া আইসেন। [গাঙ্গেয় দেখ।] সম্ভবতঃ চালুক্যরাজ কুলোত্তুঙ্গ-চোড়দেব চোলরাজ্য আক্রমণের সময়ে দ্রাবিড়ভূমে জামাতা রাজরাজের সাহায্য পাইয়াছিলেন, এবং বোধ হয় সেই জন্যই তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য বেঙ্গীর শাসনভার প্রদান করেন। গাঙ্গেয়রাজ রাজরাজের পর কুলোত্তুঙ্গের পিতৃব্য ও রাজরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়াদিত্য ৯৮৬ শক হইতে ৯৯৯ শক পর্য্যন্ত বেঙ্গীমণ্ডল শাসন করেন।

বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে মহারাজাধিরাজ কুলোত্তুঙ্গ-রাজেন্দ্র-চোড়দেব কেবল রাজিগ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি প্রথমে চোলরাজ্য অধিকার করিলে চোলরাজজামাতা (কল্যাণপুরের) চালুক্যবংশীয় ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে আসিয়া গঙ্গাপুরী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত ও কাঞ্চী উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি কল্যাণপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রাজছত্র গ্রহণের পরই বোধ হয় কুলোত্তুঙ্গ আবার চোলরাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। তিনি ৯৮৬ শক হইতে ১০৩৫ শক পর্য্যন্ত ৪৯ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রমচোড় ১০৩৫ হইতে ১০৫০ শক পর্য্যন্ত ১৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইনি প্রথমে কিছু দিন বেঙ্গীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। ইনি রাজা হইলে ইঁহার কনিষ্ঠ ২য় রাজরাজ ১০০০ শকে অল্পদিনের জন্য বেঙ্গীতে রাজপ্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তৎপরে কুলোত্তুঙ্গের তৃতীয় পুত্র বীরচোড়দেব বা ৯ম বিষ্ণুবর্দ্ধন ১০০০ হইতে ১০২২ শক পর্য্যন্ত প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেন।

বিক্রমচোড়ের পর তাঁহার পুত্র ২য় কুলোত্তুঙ্গ-চোড়দেব ১০৪৯ শকে চালুক্যসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন। চিত্তুর হইতে সংগৃহীত তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে ১০৫৬ শকে তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎপরে আর কতদিন তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার পর কে চালুক্যসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় ১৭শ নৃপতি বেতবিজয়াদিত্যবংশীয় মল্লবিষ্ণুবর্দ্ধনকে ১১২৪ শকেও বেঙ্গীসিংহাসনে অভিষিক্ত দেখি।

[২৬৮ পৃষ্ঠায় প্রাচ্য চালুক্যবংশাবলী দেখ।]

চাল্য (ত্রি) চল কর্ম্মণি-ণ্যৎ। চালনীয়, যাহাকে চালান যায়। "প্রভুভির্ন চাল্যঃ" (ভাগবত ২।৭।১৭)

চাবড়, গুজরাটের একটী প্রাচীন ও বিখ্যাত রাজপুত-রাজবংশ। চাবড়বংশীয় নানা শাখার রাজপুতগণ ভিন্ন ভিন্ন আদিপুরুষের নামোল্লেখ করেন, সুতরাং যদিও ইহারা অতি উচ্চ শ্রেণীর রাজপুত মধ্যে গণ্য এবং যদিও অণহল্লবাড়ের চাবড়-নৃপতিগণ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ, তথাপি তাঁহাদিগের বংশোৎপত্তি-বিবরণ

(৪) "যো রক্ষিতুং বসুমতীং শকবৎসরেষু
বেদাম্বুরাশিনিধিবর্ত্তিষু সিংহগেহস্কে।
কৃষ্ণদ্বিতীয়দিবসোত্তরভদ্রিকায়াম্
বারে গুরোর্বণিজি লগ্নবরেঽভিষিক্তঃ।"
কোরুমেল্লির তাম্রশাসন ৬।২।৪র্থ পঙ্ক্তি।

(৫) Ind. Ant. XIX. p. 79.

আজিও অজ্ঞাত রহিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন এই জাতি বিদেশ হইতে আসিয়া সৌরাষ্ট্ররাজ্য অধিকার করেন। ক্রমে উত্তরদিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া, অবশেষে এই বংশীয় বনরাজ পট্টনরাজ্য স্থাপন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, চাবড়গণ বহুবিস্তৃত ও বিখ্যাত প্রমার-বংশোদ্ভব। এই প্রমার বংশ হইতেই বর্ত্তমান বহুসংখ্যক রাজপুত বংশ উদ্ভূত হইয়াছে। এমন কি প্রাচীনকালে এক সময়ে ইহাদের রাজ্য এরূপ বহু বিস্তৃত হইয়াছিল যে, 'পর্ম্মার-কা-মুলুক' বলিয়া প্রবাদ চলিত ছিল। গুজরাটের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান বিখ্যাত নগরে প্রমারগণ কোন না কোন সময়ে রাজত্ব করেন। পট্টননগরেও প্রথমে প্রমারদিগের রাজধানী ছিল। চাবড়গণ এখানে আসিয়া অণ-হল্ নামক এক পশুপালকের সাহায্যে পট্টনের ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রমাররাজগণের সঞ্চিত বহুঅর্থ লাভ করেন। বনরাজ সেই অর্থ সাহায্যে পূর্ব্বরাজধানীর ধ্বংসাবশেষের উপর ৮০২ সংবতে এক নূতন নগর স্থাপন করিলেন, এবং অণহলের নামানুসারে উহার নাম অণহল্‌বাড় রাখিলেন। প্রাচীন বর্দ্ধমানপুরও বহুপূর্ব্বে প্রমারদিগের শাসনাধীন ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। সম্প্রতি ঐ প্রদেশের দক্ষিণাংশে এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে প্রমারবংশীয় এক নৃপতি বালাক্ষেত্র (বর্ত্তমান বালাক)-নগরে রাজত্ব করিতেন।

সম্ভবতঃ উক্ত চাবড়রাজগণ হইতেই পালানপুরের চাড়চট অর্থাৎ চাবড়চটের নামকরণ হইয়া থাকিবে। তথাকার প্রবাদেও এরূপ অনুমিত হয় যে, ঐ চাবড়গণ প্রমারবংশের এক শাখা মাত্র। বনরাজ বছরাজের পৌত্র ও দীবগড়াধিপতি বেণিরাজের পুত্র। পরম্পরাগত প্রবাদ যে, বছরাজ আরবসাগরের উপকূলে রাজ্য করিতেন। তথায় তিনি ও পরে তাঁহার পুত্র বেণীরাজ রাজত্ব করেন। বেণীরাজ জনৈক সওদাগরের বহুমূল্য রত্নাদি রাখিয়া প্রতারণা করায় সমুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বেণীরাজ সহ সমগ্র দ্বীপ জলসাৎ করিয়া ফেলে। তৎকালে গর্ভবতী রাজরাণী স্বপ্নযোগে এই বিপদ্ জানিতে পারিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। তিনি প্রথমে পঞ্চাসরে এবং ঐ নগর ধ্বংসের পর অরণ্যে গমন করেন। চন্দুর নামক স্থানে তিনি বনরাজ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। বনরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দুর্দ্দান্ত দস্যুপতি হইলেন। চতুষ্পার্শ্ব হইতে বহুসংখ্যক দস্যু আসিয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিতে লাগিল। এক সময় তিনি কনোজের রাজস্ব বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করেন। এই অর্থে তিনি দল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে অণহল্ নামে জনৈক রাখাল প্রাচীন পট্টননগরীর সঞ্চিত বহু গুপ্তঅর্থ বনরাজকে দেখাইয়া দিল। বনরাজ ঐ অর্থ দ্বারা বিখ্যাত অণহল্‌বাড়পত্তন নামক নগর স্থাপন করিলেন। ঐ প্রদেশে চারণ ও ভাটগণ চাবড়-রাজগণের ঐতিহাসিক অনেক ঘটনা কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সকল কবিতায় দীবনগর-ধ্বংসের বিবরণ এবং বনরাজ যে প্রমারবংশীয় তাহার উল্লেখ আছে। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ বার্গেস্ বলেন যে, তিনি একটী বংশাবলীতে বনরাজ, বেণীরাজ ও বছরাজ ইহারা বিক্রমাদিত্য নামক প্রমার-বংশীয় রাজার বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ দেখিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন যে, কনকসেন নামে বনরাজের কোন পূর্ব্ব-পুরুষ কনকবতী (বর্ত্তমান কাটপুর) নামক স্থানে বাস করেন, অবশেষে সমুদ্রতীর দিয়া দীবনগরে গমন করেন। তৎপরে বছরাজের সময় দীবনগর চাবড়দিগের অধিকৃত হয়। উল্লিখিত কনকাবতী বা কাটপুর বর্ত্তমান বালাকের অন্তর্গত। সম্প্রতি এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় এই বালাকে একজন প্রমার বংশীয় রাজা ছিলেন।

ঐ প্রদেশের কবিগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,* তাহাতে দেখা যায় যে ৯৯৭ সংবতে চাবড়গণ অণহল্লবাড় হইতে বিতাড়িত হন এবং ১২৯৭ সংবতে আলাউদ্দীন্ অণহল্লবাড় অধিকার করেন। ৯৯৭ সংবতে মূলরাজ ঐ নগর আক্রমণ করিয়া রাজা হন ও সকলকে বিনাশ করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি এই সময় বিজয়সোলাঙ্কীর প্ররোচনায় নিজ মাতার মস্তক ছেদন করেন। ছিন্ন রক্তাক্ত মস্তক যখন সিঁড়িতে গড়াইয়া গড়াইয়া সপ্তমসোপানে উপস্থিত হইল, তখন মূলরাজ উহা ধরিয়া রাখিলেন। বিজয় সোলাঙ্কী তাহা শুনিয়া বলিলেন, 'যদি তুমি সিঁড়ির নীচ পর্য্যন্ত মাথা গড়াইতে দিতে, তাহা হইলে তোমার বংশ চিরকাল পট্টনে রাজত্ব করিত। সম্প্রতি সাত-পুরুষ পর্য্যন্ত তোমরা পট্টনে রাজত্ব করিতে পারিবে।' যাহা হউক, চাবড়গণ প্রকৃত কোন বংশোদ্ভব তাহা নিশ্চয়রূপে নিরূপিত হয় নাই।

এক সময়ে গুজরাটের সমস্ত উপকূল চাবড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মামুদ্‌গজনীর আক্রমণ সময়ে সোমনাথ-পাটনাধিপতি চাবড়বংশীয়ের অধিকারে ছিল।

* একটী কবিতায় বনরাজ কর্ত্তৃক অণহলপুর স্থাপনের বর্ণনা করিয়া তাঁহার দিগ্বিজয়ের বর্ণনা এইরূপ আছে—

"প্রথম চাড়-চড়েণ, শক গণসেম গুণায়ো।
অরবুদ দীধী আণ, হেম ওত্তর দীশ আয়ো।
পরবন্নীয়ো পয়মার, বাসন্তীনমাল বসায়ো।
নবকোটী করমেত্র, খেত্র পাজনী খসায়ো।
ভোগ যেভোগ শক্রভগাং, রণায়ত ভগে বাধীয়ো রজ।
বণরাজ কুমরে বাশীয়ো, দশমো অণহলপুর দুরংগ।"

অণহল্লবাড়পত্তনের প্রাচীন গৌরব চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার ভগ্নাবশেষে অদ্যাপি বহুসংখ্যক মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত ভগ্নমূর্ত্তি পাওয়া যায়। তথাকার লোকে ঐ সকল পোড়াইয়া চূণ করিত। বর্ত্তমান ডাকঘরের নিকট একটী মন্দিরে শিবপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও ৮০২ সংবতে খোদিত একটী শিলালিপি আছে।

চাবণ্ড (চামুণ্ড) পুণাজেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। ইহাতে একটী বহু প্রাচীন দুর্গ আছে। এই পর্ব্বত জুনারগরের ১০ মাইল বায়ুকোণে এবং নানাঘাটের ১০ মাইল অগ্নি-কোণে অবস্থিত। চাবণ্ড, ঝিন্দা, হড়্‌সর ও শিবনয় এই চারিটী দুর্গ নানা-গিরিপথ রক্ষা করিতেছে। চাবণ্ডদুর্গ স্বভাবতঃ অতি দুরারোহ। ইহার কৃত্রিম প্রাচীরাদি তত সুদৃঢ় ছিল না। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে দুর্গে উঠিবার স্থান গোলা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে পার্ব্বতীয় লোক ব্যতীত কেহ উহাতে উঠিতে পারে না। ইহার শিখর-দেশে চাবণ্ডবাই (চামুণ্ডা) দেবীর মন্দির আছে। এখানে জল বেশ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য রসদ ভাল মিলে না। আহ্মদনগরের নিজামশাহীবংশের স্থাপয়িতা মালিকআহ্মদ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চাবণ্ড অধিকার করেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় নিজামবুর্হানের শিশুপুত্র বাহাদুর প্রায় একবর্ষ কাল চাবণ্ডদুর্গে বন্দী থাকিয়া পরবর্ষে আহ্মদনগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে শাহজী চাবণ্ড অর্থাৎ জন্দদুর্গ মোগলদিগকে দান করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-সমরের সময়ে মেজর এল্ড্রিজ-চালিত একদল সৈন্য চাবণ্ডদুর্গ অধিকারে প্রেরিত হয়। ১লা মে তারিখে রাত্রিকালে ইংরাজসৈন্য দুর্গে শতাধিক গোলাবর্ষণ করিলে প্রাতঃকালে দুর্গস্থ ১৫০ জন মহারাষ্ট্রসৈন্য পরাজয় স্বীকার করে।

চাবুণ্ড, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সিন্দবংশের রাজা। এই নামে সিন্দরাজবংশে দুইজন নৃপতি ছিলেন। প্রথম চাবুণ্ডের নামোল্লেখ ছাড়া আর কোন কীর্ত্তি শুনা যায় না। চাবুণ্ডের খোদিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বিজাপুরের দক্ষিণভাগ ও ধারবারের উত্তরপূর্ব্বভাগ লইয়া প্রাচীন সিন্দরাজ্য গঠিত ছিল। ২য় চাবুণ্ড আনুমানিক ১০৮৪ শকে (১১৬১ খৃঃ অব্দে) প্রাদুর্ভূত হন। ইনি দ্বিতীয় আবুগির পুত্র ও ১ম পর্ম্মাড়ির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি প্রতীচ্য চালুক্যরাজ ৩য় তৈলের সামন্তরাজ ছিলেন। দেমল-দেবীর গর্ভে চাবুণ্ডের আবুগি ও পর্ম্মাড়ি নামে দুই পুত্র জন্মে। তাঁহার সময়ের একখানি শিলালিপি অরশিবিদি ও অপরখানি পত্তদকল নামক স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত অনুশাসন ১০৮৪ শকে খোদিত। এই সময়ে চাবুণ্ড ত্রিশত কলাবাড়ী, সপ্ততি কিশুকাড় ও সপ্ততি বাগদগ প্রভৃতির অধীশ্বর ছিলেন। দেবলাদেবী ও রাজপুত্র আবুগি প্রতিনিধি স্বরূপ পত্তদকলে রাজত্ব করিতেছিলেন। কল-চুরি নৃপতি বিজ্জলের ভগিনী চাবুণ্ডের ২য় মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে চাবুণ্ডের বিজ্জল ও বিক্রম নামে আর দুই পুত্র জন্মে। এই সময় ইহারা কলচুরিরাজদিগের অধীন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। চাবুণ্ড কলচুরি রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া কতক স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। ১১৮০-১ খৃঃ অব্দে বিক্রমরাজ কলচুরিবংশীয় সঙ্গমরাজের সামন্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর সিন্দবংশের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চাশ, রাবলপিণ্ডীর ৩০ মাইল পশ্চিমে ও সাহধেরি নামক স্থানের ২৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী বৃহৎ সহর। ইহার বর্ত্তমান নাম ফতেজঙ্গ; পূর্ব্বে চাশ নামেই বিখ্যাত ছিল। খুসালগড় ও কালাবাগ নগরদ্বয় যে দুইটী প্রধান রাস্তার উপর অবস্থিত, সেই দুইটী রাস্তার সঙ্গমস্থলে এই সহর স্থাপিত এবং ইহাই এই সহরের উন্নতির অন্যতম কারণ। এই সহরের একমাইল অন্তরে একটী বৃহৎ পোস্তা আছে; এই পোস্তা ২২৫ ফিট দীর্ঘ, ১৬০ ফিট প্রশস্ত ও ২৬ ফিট ৩ ইঞ্চি উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিকে আরও অনেক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষসহ পোস্তাকে এ অঞ্চলের লোকে চাশধেরী বা চাশপোস্তা কহিয়া থাকে।

উক্ত পোস্তার পূর্ব্বদিকে ও উহার অতি নিকট আর একটী ক্ষুদ্র পোস্তা আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫ ফিট মাত্র।

এ প্রদেশস্থ লোকের বিশ্বাস যে চাশপোস্তায় প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পত্তি প্রোথিত আছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত অর্থ ব্যয় করিয়া পোস্তা খুঁড়িয়া ধনসম্পত্তি বাহির করিতে কেহই সাহসী হয় নাই।

চাশ, বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত মানভূম জেলার একটী গ্রাম। এখানে একটী পুলিশ থানা আছে।

চাষ (পুং) চাষয়তি ভক্ষয়তি কর্ণাদিকং চাষি-অচ্। ১ স্বর্ণ-চাতক, সোণাচড়া। ২ নীলকণ্ঠ (Coracias Indica) ইহার পর্য্যায়—কিকীদবি, নীলাঙ্গ, পুণ্যদর্শন, হেমতুণ্ড, মণিগ্রীব, স্বস্তিক, অপরাজিত, অশোক, বিশোক, নন্দন, পুষ্টিবর্দ্ধন। স্মৃতির মতে—এই পাখী দেখিয়া উক্ত কয়টী নাম পাঠ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। ইহাকে বধ করিলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বধের ন্যায় উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"হত্বা চাষং মণ্ডুকমেব চ।···শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।" (মনু ১১।১৩২)
'শূদ্রহত্যাব্রতং শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়বধইত্যুপপাতকপ্রায়শ্চিত্তং'
(কুল্লূক।)

ইহাদের মস্তক ও কণ্ঠদেশ মেটে হরিতাভ নীলবর্ণ, কপাল ঈষৎ রক্তবর্ণ, গ্রীবা স্কন্ধ ও উদর পাংশুবর্ণ, পুচ্ছমূল ও পুচ্ছ পীতাভ গাঢ় নীলবর্ণ, পক্ষদ্বয় ও তাহার দীর্ঘপালক সমুদায় ফিকে নীলবর্ণ, পুচ্ছ গোড়ায় সূক্ষ্ম ও শেষ দিকে বিস্তৃত, পদদ্বয় লোহিতাভ পীতবর্ণ, চক্ষু ধূসরবর্ণ, চক্ষের পাতা পীতবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ ইঞ্চ।

এই পক্ষী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যুরোপে ও এসিয়ার অন্যান্যস্থানে নীলকণ্ঠজাতীয় নানারূপ পক্ষী বিচরণ করে।

ভারতবর্ষীয় নীলকণ্ঠপক্ষী গভীর অরণ্যে থাকে না। ইহারা জঙ্গলের প্রান্তভাগে, গুল্মবনে, উদ্যানে, শস্যক্ষেত্রে, নির্ঝরাদির নিকটে এবং গ্রামের চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হয়। ইহারা সচরাচর উচ্চ বৃক্ষের চূড়ায় স্বভাবসিদ্ধ কর্‌ কর্‌ শব্দ এবং নৃত্য করিতে করিতে চারিদিকে কীটপতঙ্গাদি খুঁজিতে থাকে। ভূমিতে কোন সজীব কীটপতঙ্গাদি দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে, পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে বসিয়া নূতন কীটাদি অন্বেষণ করে। দেশীয় লোক চৌঘরা ফাঁদে জীবন্ত ঘুর্‌ঘুরে বাঁধিয়া ইহাদের বসিবার স্থানের নিকট রাখিয়া দেয়। চাষপক্ষী সেই স্থানে একবার বসিলে নিঃসন্দেহ ঘুর্‌ঘুরে দেখিতে পায় এবং ফাঁদে পড়ে।

বর্ষার প্রারম্ভে বৃক্ষের কোটরে, ভগ্ন প্রাচীরের ফাটলে অথবা প্রাচীন দেবমন্দিরাদির গাত্রে বাসা করিয়া একবারে ৩।৪টী শুভ্রবর্ণ ডিম্ব প্রসব করে। এই সময় ইহারা অতিশয় কলহপ্রিয় ও ক্রুদ্ধস্বভাব হইয়া পড়ে।

তৈলঙ্গভাষায় এই পক্ষীকে পালুপিত্ত অর্থাৎ দুগ্ধপাখী বলে। তৈলঙ্গীদের বিশ্বাস স্বল্পপয়া গাভীকে ঘাসের সহিত চাষপক্ষী অর্থাৎ পালুপিত্তপাখীর পালক খাওয়াইলে গাভীর অধিক দুগ্ধ হয়।

বরাহমিহিরের মতে—যাত্রাকালে চাষপক্ষী উত্তরদিকে থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি, অপরাহ্নে ঐ পক্ষী নকুলের সহিত বামদিকে থাকিলে শুভ, দৃষ্টির অগ্রভাগে পাপপ্রদ এবং পূর্ব্বাহ্ণে যাত্রাতুল্য গ্রাহ্য হইবে। (বৃহৎস° ৮৬।২৩-৪৩) আবার চাষপক্ষী রথের ধ্বজে বসিলে যুবরাজের অমঙ্গল হয়।
(বৃহৎসংহিতা ৪৮।৬২)

চাস (পুং) চাষ পৃষোদরাদিত্বাৎ সত্বং। ১ চাষপক্ষী। ২ ইক্ষুবিশেষ। (দেশজ) ৩ কৃষিকর্ম্ম, ভূমিকর্ষণ।

চাসকমান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণাজেলাস্থ একটী গ্রাম। ইহা ভীমানদীর উপর অবস্থিত এবং খেদ নামক স্থান হইতে ৬ মাইল উত্তরপশ্চিম। ইহার লোকসংখ্যা ২২০০। পেশবাদিগের সময়ে এইস্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। বালাজি বাজিরাওর কন্যা রুক্মিণীবাই এখানে কএকটী অট্টালিকা ও উৎকৃষ্ট ঘাট এবং মহাদেবের এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই লিঙ্গ সোমেশ্বর নামে বিখ্যাত। মন্দিরটী নানা প্রকার কারুকার্য্যে খচিত এবং ইহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য মণ্ডপ ও প্রস্তরনির্ম্মিত দীপমালা ইহার শোভা আরো বৃদ্ধি করিতেছে।

চাসম্‌খোর (পারসীক) চক্ষুলজ্জাহীন।
"কুচক্রী চাসম্‌খোর চোকলখোর হয়" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।১১।)

চাসা, উড়িষ্যার এক কৃষিজীবী জাতি। অনেকে অনুমান করেন এই জাতীয়েরা অনার্য্য, ক্রমে হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—ওড়চাষা বা মুণ্ডিচাসা, বেনাতিয়া, চুকুলিয়া ও স্নকুলিয়া। প্রত্যেক শাখার মধ্যে আবার কাশ্যপ ও শালঋষি গোত্র প্রচলিত। চুকুলিয়া শ্রেণীর চাসাগণ সংখ্যায় অল্প এবং সমুদ্রকূলে লবণ প্রস্তুত করে। ইহাদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ হয় না।

অপর শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। উড়িষ্যায় সমাজবন্ধন বাঙ্গালা অপেক্ষা শিথিল ছিল বলিয়া অনেক অনার্য্য জাতি এই চাসাদিগের দলভুক্ত হইয়া যায়। এদিকে ধনশালী চাসাগণ স্বয়ং লাঙ্গল ও কৃষিকার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মহান্তি উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হইবার চেষ্টায় আছে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বয়স্থের বিবাহ উভয়ই প্রচলিত। বাল্যবিবাহই অধিক গৌরবার্হ। আট বা নয় বর্ষে কন্যার বিবাহ দিয়া যৌবনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহাকে স্বামীর কাছে যাইতে দেয় না। বহুবিবাহের বিশেষ বাধা নাই। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা না হইলে দরিদ্রতানিবন্ধন অনেকেই দ্বিতীয় বিবাহ করে না। চাসাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা সচরাচর দেবরকে বিবাহ করে, দেবর না থাকিলে ইচ্ছামত অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। বিধবার বিবাহে আচারাদি নাই। দক্ষিণহস্তের পরিবর্ত্তে বামহস্ত দ্বারা পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা হয়। স্বামী অসতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। এরূপ স্থলে পঞ্চায়ত ও জ্ঞাতিদিগের নিকট তাহার বিচার হয়। বিচারে স্ত্রী অসতী স্থির হইলে স্বামী এক বৎসরের খোরাকী দিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে। পরিত্যক্তা স্ত্রী বিধবাবিবাহের নিয়মে আবার বিবাহ করিতে পারে।

চাসারা অনেকেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের পুরোহিতগণ বর্ণব্রাহ্মণ। ইহারা মৃতদেহের অগ্নিসৎকার করে, কখন কখন সমাধিও করিয়া থাকে। সমাধি দিবার সময় শবের সহিত অন্ন ও ফলাদি পুতিয়া ফেলে। অগ্নিসৎকার করিলে কখন ঐ ভস্ম পুঁতিয়া ফেলে, কখন বা গঙ্গাজলে দিবার জন্য কলসে রাখিয়া দেয়। শ্রাদ্ধাদি হিন্দুনিয়মে সম্পন্ন হয়।

চাসারা অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং ইহাই তাহাদিগের জাতিগত ব্যবসা। তবে অতি অল্প লোকই বাণিজ্য ও চাকরি করে। চাকরগণ অনেকে চাকরাণ্ জমি ভোগ করে, অপরে বেতনভোগী ভৃত্য। সমাজে ইহারা মালিদিগের নিম্ন ও জলাচরণীয়। ইহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও গৃহে ভাত খায় না। বন্য বরাহের মাংস এবং শালমাছ ব্যতীত অপর সকলমাছই ইহাদের আহার্য্য।

চাসাধোবা, বাঙ্গালার কৃষি ও বাণিজ্যোপজীবী জাতিবিশেষ। কেহ কেহ শিল্প ও গৃহনির্ম্মাণাদিও করিয়া থাকে। চাসাধোবারা বলিয়া থাকে যে, তাহারা বৈশ্যের ঔরসে ও বৈদেহ-কন্যার গর্ভে উৎপন্ন। আরও বলে যে—সচরাচর চাসাধোবার কৃষিকার্য্যাবলম্বী ধোবা অর্থাৎ রজক বলিয়া যেরূপ অর্থ করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, প্রকৃত অর্থ চাস অর্থাৎ কৃষি, তাহার ধব অর্থাৎ স্বামী, অর্থাৎ চাসজমির অধিকারী। ইহাদের উৎপত্তিবিষয়ক আরও একটী গল্প আছে। তাহা এই—"একদিন ব্রহ্মার ধোপানী মলিনবসনাদি লইবার জন্য পুত্রসহ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইল। পিতামহ তৎকালে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় পুত্রকে অপেক্ষা করিতে রাখিয়া ধোপানীকে যাইতে বলিলেন। বালক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। ইত্যবসরে ব্রহ্মা মলিন বস্ত্র সমুদয় লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ধোপানীর পুত্রকে না দেখিয়া ভাবিলেন, হয়ত কোন অসুর তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। যাহা হউক, ধোপানীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তিনি তাহার পুত্রের অনুরূপ একটী বালক সৃষ্টি করিলেন। এমন সময়ে ধোপানী যথাপূর্ব্ব নিজ পুত্র সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিল। ব্রহ্মা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মহাবিব্রত হইলেন, অবশেষে তাঁহার সৃষ্ট পুত্রটী ধোপানীকে দিয়া বলিলেন, ইহাকে পালন করিবে আর এই পুত্র দেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং বস্ত্রাদি ধৌতকরণ প্রভৃতি নীচ কার্য্য করিবে না, কৃষিকার্য্যই ইহার উপজীবিকা হইবে।" যাহা হউক এইরূপ গৌরবজনক কিম্বদন্তী থাকিলেও চাসাধোবাদিগের কতিপয় লোকের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় বংশোদ্ভব বলিয়া অনুমান করেন। সম্ভবতঃ ইহারা ধোবারই এক শাখা, কৃষিকার্য্যাদি উচ্চ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এক্ষণে আর ধোবা অর্থাৎ রজক বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না।

চাসাধোবাদিগের তিন শ্রেণী আছে। যথা—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্র। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির শ্রেণী বিভাগের ন্যায় ঐ বিভাগ আদি বাসস্থানপরিচায়ক। চাসাধোবাদিগের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আহারাদি হয়, কিন্তু কন্যা আদান প্রদান চলে না। ইহাদের মধ্যে অলিমান্, আতুলঋষি, বাঘঋষি, বৃহৎবট, ধবলঋষি, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য এই কয়টী গোত্র আছে। কোন গোত্রের লোক নিজ গোত্রে বিবাহ করিতে পারে না, কিন্তু মাতার গোত্রে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে আরও দুই বিভাগ আছে—যথা কুলীন ও মৌলিক। কুলীনগণ কুলীন কিম্বা মৌলিক উভয় শ্রেণীতেই বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু মৌলিকগণ নিজ শ্রেণী ভিন্ন কুলীন শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। এই জন্য মৌলিকগণের বিবাহ অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়, কারণ সকলেই কুলীনদিগকে কন্যা দান করিতে উৎসুক। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা বা তাহার অসাধ্য রোগ থাকিলে স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে।

স্ত্রী অসতী হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করে এবং প্রায়শ্চিত্ত, ব্রাহ্মণভোজন, কুটুম্বভোজন ও সত্যনারায়ণের পূজাদি করিয়া পাপমুক্ত হয়।

চাসাধোবাদের অধিকাংশ বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভুক্ত, অতি অল্পসংখ্যক লোকই শাক্ত। ইহাদের মধ্যে একজনও শৈব নাই। বৈষ্ণবমতাবলম্বীগণ মাংস ভোজন করে না, কিন্তু মৎস্য খাইয়া থাকে। কৃষিব্যবসায়ীগণ লক্ষ্মীদেবীর পূজা করে, আবার শিল্পব্যবসায়ী চাসাধোবারা বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের পুরোহিতগণ বর্ণব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য।

বঙ্গসমাজে চাসাধোবাদিগের স্থান ধোবা হইতে উচ্চ নহে, সকলে ইহাদিগকে ধোবাদিগের সমানই বিবেচনা করে। ইহাতেও ইহাদের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যা দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, অল্পদিনই এই জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কেননা এই জাতি প্রাচীন হইলে সম্ভবতঃ বস্ত্রধৌতকরণরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তি পরিত্যাগ ও কৃষিরূপ উচ্চতর উপজীবিকাবলম্বন জন্য ইহারা এতদিন সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিত। ইহারা শুঁড়ী, ধীবর ও কৈবর্ত্তদিগের ন্যায় অন্ত্যজশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। ইহারা জলাচরণীয় নহে। ইহাদের অনেকে ভূমিসম্পত্তি করিয়া

কৃষিকার্য্য করিতেছে ও অনেকে শস্যবিক্রয়াদি বা তেজারতি করিয়া অনেক অর্থসঞ্চয় করিয়াছে। অনেকে আবার সূত্রধার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতিরও কর্ম্ম করিয়া থাকে।

চাহড়দেব, নলপুর বা নরবাররাজ্যের একজন হিন্দু রাজা। তাঁহার সময়ে প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে তিনি ১৩০৩ হইতে ১৩১১ সংবৎ (খৃঃ ১২৪৬—১২৫৪) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পরিহারবংশের উচ্ছেদক মলয়বর্ম্মদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নরবার রাজ্যের রাজা হন ও তথায় এক নব রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া পরিশেষে দিল্লীরাজ সাম্‌স্‌উদ্দীন্ আল্‌তামাসের অধীনে করদরাজ মধ্যে গণ্য হন। চাহড়দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৩১১ হইতে ১৩৩৬ সংবৎ (খৃঃ ১২৫৪-১২৭৯) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

চাহড়দেব, দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দিল্লী ও আজমীর উভয় রাজ্যই পৃথ্বীরাজের ছিল; সুতরাং পৃথ্বী-রাজের অধীনে ইনি কিছুকাল দিল্লীতে করদরাজা হইয়া রাজত্ব করেন, রাজস্থানের ইতিবৃত্তপাঠে এইরূপ অনুমান হয়। যাহা হউক চাহড়দেব পৃথ্বীরাজ অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন হইলেও একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তৎপ্রচলিত মুদ্রাদৃষ্টে জানা যায়।

চাহমান, রাজপুতদিগের এক বিখ্যাত শাখা। চৌহান্ নামে খ্যাত। দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজ বিখ্যাত বীর পৃথ্বীরাজ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা মালব ও রাজপুতানার নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হয়।

চাহমানদিগের উদ্ভব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কাহারও মতে ইহারা অগ্নিকুলসম্ভূত ও আবু পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গস্থিত অনলকুণ্ড হইতে এই জাতির উদ্ভব। কিন্তু বাৎস্য চাহমানদিগের সাধারণ গোত্র, সেইজন্য অনেকে ইহাদিগের জন্ম সম্বন্ধে প্রথমোক্ত মত পরিহার করিয়া ইহারা ভৃগুকুলোদ্ভব জামদগ্ন্য বাৎস্যের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে এই-রূপ অনুমান করিয়া থাকেন। পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে চাহমানেরা আপনাদিগকে বাৎস্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিত। যাহা হউক, খিচি চাহমানদিগের কুলকবি মুকজি চাহমান-দিগকে কেবল "অনলোদ্ভব" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং চাহমান শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থেও অনলোদ্ভব বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে প্রকৃত নাম চতুরমান; চতুর অর্থে চারি অর্থাৎ অনলোদ্ভব পরিহার, প্রমার, শোলাঙ্কী ও চাহারমান এই চারিজাতির মধ্যে ইহা একটী। চৌ-শব্দ হিন্দীভাষায় চতুস্ শব্দের অপভ্রংশ; সুতরাং চাহারমান শব্দের অপর নাম চৌহান্ চতুরমান শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা অনেকের বিশ্বাস।

মাণিকরায় এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি ৮০০ খৃঃ অব্দে আজমীরে রাজত্ব করিতেন ও শম্বর হ্রদ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করেন। চাহমানরাজগণ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আজমীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বীরাজ তদীয় মাতামহ কর্ত্তৃক দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং দিল্লী ও আজমীর উভয় স্থানের রাজা হইয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ বৎসর মহম্মদঘোরী এদেশে আসিয়া পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আজমীর গ্রহণ করিয়া চাহমানবংশীয় রাজাদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন।

এখন সাহারণপুরের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলে, জাহাঙ্গিরা-বাদের সমীপস্থ প্রদেশে, আলিগড় জেলায়, রোহিলখণ্ড প্রদেশে এবং বিজনৌর জেলার পশ্চিম পরগণায় বহুসংখ্যক চাহমান দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত গোরক্ষপুর, আজিমগড়, দিল্লী ও মিরটে ইহাদিগের অনেকে বাস করিয়া থাকে। চাহমানদিগের মধ্যে রাজকুমার, হর, খিচি, ভদৌরিয়া, রাজোর, প্রতাপরুর, চক্রনগর এবং মৌচনা নামক কয়টী শ্রেণী বিশেষ বিখ্যাত।

ইহারা আপনাদিগকে পৃথ্বীরাজের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সেই জন্য দুই এক ঘর ভিন্ন অপরের সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি করে না। ইহারা রাজা উপাধিতে ভূষিত। মৌচনা-শ্রেণীভুক্ত চাহমানগণ সাধারণতঃ মৈনপুরীর রাজা বলিয়া বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন অপর শ্রেণীভুক্ত চাহমানদিগের মধ্যে রাণা, রাও, দেওয়ান প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মণ্ডাবারের রাওবংশ এবং নিমরাণার রাজবংশ পৃথ্বীরাজের সহোদর চাহড়দেবের পৌত্র সঙ্গৎরাজের বংশ। সঙ্গৎরাজ বার্দ্ধক্যাবস্থায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া তোঁহারবংশীয় একটী রূপলাবণ্যবতী কামিনীর কর-পার্থী হন এবং উক্ত রমণীর গর্ভজাত পুত্রই কেবল তাঁহার রাজ্যাধিকারের উত্তরাধিকারী হইবে, অপর মহিষীর সন্তানেরা রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এই প্রতি-জ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। মণ্ডাবারের রাওবংশের আদিপুরুষ লাহ এবং নিমরাণার রাজবংশের আদিপুরুষ লৌরি এই রাণীর গর্ভসম্ভূত। সঙ্গৎরাজের বংশীয় চাহমানদিগের মধ্যে মণ্ডাবাররাওবংশ বংশমর্য্যাদায় ও অন্যান্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠস্থান পাইয়া থাকেন। রাওবংশের প্রাধান্য সম্বন্ধে পরবর্ণিত শ্লোকটী শুনিতে পাওয়া যায়—

"লাহ্ মংডাবর বৈঠিয়ো আঠোং মঙ্গলবার।
জো জো বৈরী সংচরে সো সো গিরে যার॥"

প্রিয়তমা কনিষ্ঠ পত্নীসম্ভূত উক্ত দুইটী পুত্র ব্যতীত সঙ্গৎ রাজের অপর মহিষীর গর্ভজাত আরও উনবিংশতিটী পুত্র ছিল, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমনপূর্ব্বক আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। জম্বু প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ সর্দ্দারগণ তাঁহাদিগের অন্যতমের বংশ। উপরিলিখিত চাহমানবংশীয়েরা মুসলমানদিগের আধিপত্যবিস্তারে পুনঃ পুনঃ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ মুসলমানরাজাদিগের রাজত্ব সময়ে কিয়ৎকাল স্বরাজ্যে স্বাধীন জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন।

রেবা রাজ্যের পূর্ব্বে এবং কৈমুর পাহাড়ের দক্ষিণে সারগুজা ও সোহাগপুরের মধ্যে চৌহানখণ্ড নামক একটী বিস্তৃত স্থান আছে; এখানে অনেক চাহমানবংশীয় লোক বাস করিয়া থাকে এবং তাহারা মৈনপুরী চাহমানদিগের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। চাহমানদিগের বাস জন্য বোধ হয় উক্ত স্থানের নাম চৌহানখণ্ড হইয়াছে। চাহমানদিগের বিখ্যাত নায়ক চন্দ্রসেনের নামানুসারে চৌহানখণ্ডের চন্দ্রকোণা নাম হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশীয় চাহমানগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন চন্দ্রকোণা রেবারাজ্যের সন্নিকট নহে। উহা কলিকাতা হইতে ৪০ মাইল অন্তরে মেদিনীপুরের নিকট অবস্থিত। অপর কেহ কেহ বলেন বর্দ্ধমানের নিকট চন্দ্রকোণা নামক যে স্থান আছে, উহাই সেই চন্দ্রকোণা। ফলে রেবারাজ্যের নিকটস্থ অনার্য্যজাতির বাসভূমি পার্ব্বত্যপ্রদেশে চাহমানগণ না গিয়া বর্ত্তমান বঙ্গপ্রদেশের মধ্যে যে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

কেহ কেহ বলেন, গোরক্ষপুরের চাহমানগণ চিতোররাজ রত্নসেনের পুত্র রাজসেনের বংশ। এই বংশের একটী শাখা বিহারপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কোন কোন স্থানের চাহমানগণ এত নিকৃষ্টবংশসম্ভূত যে তাহারা রাজপুতদিগের মধ্যে গণনীয় নহে। উত্তররোহিলখণ্ড প্রদেশের চাহমানগণ ঠিক ঐরূপ।

চাহনি (দেশজ) দৃষ্টিপাত।

"তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও।"
(ভারতচন্দ্র বিদ্যা°)

চিক (দেশজ) ১ কণ্ঠাভরণ ভেদ। ২ বংশখণ্ডনির্ম্মিত একপ্রকার পর্দ্দা।

চিকন (দেশজ, সংস্কৃত চিক্কণ শব্দজ) ১ সুশ্রী, চক্‌চকে। ২ সূচিকার্য্য দ্বারা কার্পাস, উর্ণা বা রেসমী বস্ত্রের উপর নানাবর্ণের সূত্রাদি যোগে পুষ্প প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করাকে হিন্দি ও বাঙ্গালাভাষায় চিকণ, চিকণকারি ও চিকণদাজি বলে। কাপড়ের উপর ফুলতোলা ও বুটা-তোলার নামও চিকণ।

ভারতবর্ষ বহুপ্রাচীনকাল হইতে এই কার্য্যের জন্ত বিখ্যাত। সহিষ্ণুতা ও সূক্ষ্মকার্য্যে নৈপুণ্য থাকায় এদেশীয় লোকে অতি অল্পায়াসেই চিকণ শিক্ষা করিতে ও উহাতে নৈপুণ্যপ্রদর্শন করিতে পারে।

সভ্য অসভ্য পৃথিবীর সকল দেশেই চিকণ প্রচলন আছে। সকল সুসভ্যদেশেই একটী উৎকৃষ্ট শিল্পের অঙ্গবোধে চিকণকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রাসাদস্থিতা রাজকন্যা হইতে কুটীরবাসিনী দরিদ্রবালিকা পর্য্যন্ত এই কার্য্য শিক্ষা করে। যাহা হউক যদিও এক্ষণে নানারূপ যন্ত্রাদি সাহায্যে য়ুরোপে অতি অল্পসময়ে ও অল্পব্যয়ে বহুবিধ চিকণের কাজ করা বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে, তথাপি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত ঢাকার জামদানি, কারচব্ প্রভৃতি প্রাধান্য ও গৌরবরক্ষা করিতেছে। চীন, পারস্য, তুর্কিস্থান ও ভারতবর্ষের চিকণ কাজ আজও য়ুরোপ প্রভৃতি সভ্যদেশে সাদরে বিক্রীত হইয়া থাকে।

সচরাচর কার্পাসসূত্র, রেসম, উর্ণা অথবা স্বর্ণরৌপ্যাদির তার প্রভৃতিই এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সূত্রাদি যথাসাধ্য সুরঞ্জিত করিয়া লইতে হয়। কখন কখন তৎসহ পক্ষীপতঙ্গাদির পালক, পরকলা খণ্ড, চুম্‌কি, প্রাণীদিগের নখকেশাদি কিম্বা মুদ্রাদিও সংযোজিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জমির উপর ভিন্ন ভিন্ন সূত্রাদি দ্বারা কাজ করাতে উহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যথা— কারচব্, জামদানি, ঝাপ্পান, চারখানা, মুগা, কসিদা ইত্যাদি। কার্পাসবস্ত্রের উপর সূত্র, রেসম, উর্ণা অথবা স্বর্ণরৌপ্যাদির জরিদ্বারা ফুল তোলা হয়। রেসমী ও পসমী কাপড়ে কার্পাসসূত্র ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্য দিয়াও সূচিকার্য্য সম্পন্ন হয়। স্বর্ণরৌপ্যাদির তার ও রেসমসূত্রে জড়াইয়া একরূপ সূত্র হয়, উহাকে চলিত ভাষায় "কালাবতুন" বলে। সূচিকার্য্যে ইহারই বেশী ব্যবহার। এইরূপে ধুতি, উড়ানি, পিরান, জ্যাকেট, টুপি, কোট, চোগা, শাল, চাদর, গদি ও বালিশ প্রভৃতির আবরণ অতি সুন্দররূপে ও আশ্চর্য্য নৈপুণ্য সহকারে নানাবর্ণের পত্র-পুষ্পজীবাদির প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত হয়। রাজা ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ ঐ সকল বহুমূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন ও মহা আড়ম্বরযুক্ত আসবাবের জন্ত রাখিয়া দেন। কেহ কেহ বহু সহস্র টাকা

ব্যয় করিয়া চন্দ্রাতপ এবং হস্ত্যশ্বাদির গাত্রাবরণও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি দ্বারা খচিত করেন। সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য সোণার কাজকে কায়চব্ কহে। প্রথমে রেসমী বা পশমী জমির উপর কোনপ্রকার বর্ণদ্বারা পুষ্পাদির চিত্র অঙ্কিত করে, পরে কালাবতুন দিয়া সূচিসাহায্যে তুলিয়া লয়। অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে স্বর্ণরৌপ্যের কাজ থাকিলে তাহাকে কায়চিকণ বলে। সূতার কাপড়ের উপর সোণারূপার কাজের নাম কামদানি।

ঢাকার জামদানি কাপড় বিখ্যাত। উহার ফুল সকল তাঁতেই তোলা যায়। সুনিপুণ তন্তুবায়গণ বস্ত্র বুনিতে বুনিতে যথাস্থানে বংশনির্ম্মিত সূচিসাহায্যে প্রতানসূত্রের সহিত ফুলের সূত্র বসাইয়া দেয়। সোজা বাঁকা সকলদিকেই ইহারা ফুলের সারি রাখিয়া যায়। বাঁকা সারি হইলে তাহাকে তেড়চা কহে।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ফুল কাটা হইলে তাহাকে বুটিদার বলে। আরও নানারূপ জামদানি কাপড় আছে। যথা—ঝালআর, পান্নাহাজারা, ডুরিয়া, করেলা, গেঁদা, শবুরগা ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন ফুল ও বিন্যাসের প্রভেদানুসারে ইহাদের নাম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জামদানি কাপড়ের বিস্তর কাটতি ছিল, সম্প্রতি অনেক হ্রাস হইতেছে।

আসাম হইতে বহু পরিমাণে মুগা ঢাকায় আসে। মুগায় কাজ করা কাপড়কে কসিদা বলে। ঝাপ্পন, ঝব্বা, ডুরিয়া, চারখানা প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার রেসম ও সূত্রের-সূচিকার্য্যযুক্ত কাপড় ঢাকায় প্রস্তুত হয়। মুগা-চারখানা-কসিদা, কাটারুমি-কসিদা, নীলা-চারখানা-কসিদা প্রভৃতি বস্ত্র আরব, পারস্য, তুর্কিস্থান প্রভৃতিদেশে বহু পরিমাণে বিক্রীত হয়। বদন-খাস-হাঁসিয়া, সমুদ্রলহর প্রভৃতি বহুমূল্য সূচিকার্য্যও তথায় সমাদরলাভ করে। ৪½ গজ দীর্ঘ ৩৪ ইঞ্চি বিস্তৃত ঢাকার একখানি ঝাপ্পনের মূল্য ১৫৲ হইতে ৬০৲ টাকা, ৫½ গজ দীর্ঘ ৩৯ ইঞ্চ বিস্তৃত কসিদার মূল্য ১২৲ হইতে ৩০৲ টাকা।

কলিকাতায় নানাস্থান হইতে আনীত বহুপ্রকার সুলভ বুটিদার শাড়ী বিক্রয় হয়। বিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী প্রথমে ঢাকাতেই প্রস্তুত হইত, এক্ষণে নানাস্থানে উহার অনুকরণ হইতেছে। য়ুরোপীয়গণ পর্দ্দা প্রভৃতির জন্য বহু পরিমাণে চিকণ কাজ করা কার্পাসবস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকেন। বিবিদিগের পরিচ্ছদ, শিশুদিগের পোষাক, রুমাল ইত্যাদির সুন্দর চিকণকাজ কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ নানা স্থানে হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌনগরে দ্বাদশ শতাধিক দরিদ্র সম্ভ্রান্ত মুসলমান-মহিলা ও বালক বালিকা উৎকৃষ্ট চিকণকার্য্য করিতেছে।

সোজনী নামে আর একরূপ বস্ত্র লেপের জন্য প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালার মালদা, রাজসাহী, নদিয়া, উড়িষ্যার পুরী প্রভৃতি জেলায়, বোম্বাই, শিকারপুর (সিন্ধুপ্রদেশ) ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার সোজনী প্রস্তুত হয়।

বোখারা হইতে আনীত সোজনী বড়ই জাঁকাল, তাহাতে অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত রেসমের কাজ থাকে।

পাটনা ও মুর্শিদাবাদ নগরে কালাবতুনযোগে বহুমূল্য চিকণের হস্ত্যশ্বাদির সজ্জা, ঝালরযুক্ত চন্দ্রাতপ, পাল্কীর আবরণ, অঙ্গরাখা, টুপি, কার্পেট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনীতে মুর্শিদাবাদের মহারাণী স্বর্ণময়ী কায়চব্ কাজ করা একটী চন্দ্রাতপ ও একটী পাল্কীর আবরণ প্রেরণ করেন, উহাদের মূল্য যথাক্রমে ১৫১৮৲ ও ২০০০৲ টাকা। শারণ হইতে ঐরূপ কাজযুক্ত বালিশের খোলের একটী আদর্শ প্রেরিত হয়।

নাটক, যাত্রাদির অভিনেতাদিগের পরিচ্ছদ, তাজ প্রভৃতিতে অনেক সময় বহুমূল্য কারচবের কাজ হয়। কলিকাতায় ঐ সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ, কাশী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে অতি সুন্দর সূচিকার্য্যসম্পন্ন কামদানি, জর্দ্দোজি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মখমলের উপর সোণা ও রূপার কাজকে জর্দ্দোজি বলে। লক্ষ্ণৌএর শাড়ী, দোপাট্টা, কোট, শাল প্রভৃতির হাঁসিয়া, জিনের আচ্ছাদন, ব্যাগ, ঝালর, পাদুকা ইত্যাদি ভারতের সর্ব্বত্র বিক্রীত হয়। এখানকার স্বর্ণ রৌপ্যের তার, কালাবতুন প্রভৃতি সূচিকার্য্যের উপকরণ সম্প্রতি য়ুরোপে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। বারাণসীর শাড়ী সর্ব্বত্র বিখ্যাত। আগ্রায় হুকার নল, টুপি, কোমরবন্দ ইত্যাদি বিচিত্র সূচিকার্য্য শোভিত হয়।

পঞ্জাবের অমৃতসর, লুধিয়ানা, দিল্লী, প্রভৃতি নানা স্থানে উৎকৃষ্ট সূচির কাজ সম্পন্ন হয়। এই সকল স্থানের সূচির কাজ করা মলিদা প্রভৃতি শীতবস্ত্র, টেবিল, চেয়ার, বিছানা ইত্যাদির চাদর, পর্দ্দা, রুমাল ইত্যাদি সাহেবেরাই বেশী ব্যবহার করেন। লুধিয়ানা, নুরপুর, গুরুদাসপুর, শিয়ালকোট প্রভৃতি স্থানে কাশ্মীরীশাল প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বে কাশ্মীরেই উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত হইত, তদনুসারে উৎকৃষ্ট শালের নাম কাশ্মীরীশাল হইয়াছে। কাশ্মীরীশাল দুই প্রকার। ১ম প্রকারের শাল তাঁতে বুনিবার সময় বহুসংখ্যক মাকুদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সূতা দিয়া একবারেই চিত্রাদি করা হয়। এই প্রকার শালই উৎকৃষ্ট। ২য় প্রকার শালে সূচিসাহায্যে ফুলাদি তোলা হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত

অপকৃষ্ট। প্রথমপ্রকার শাল তিলিবালা, তিলিকার, কানিকার, বিনৌত এবং দ্বিতীয়প্রকার অমলিকার নামে খ্যাত। সম্প্রতি কাশ্মীরে কাশ্মীরীশালের অতি হীনাবস্থা ঘটিয়াছে।

অমৃতসর, শিয়ালকোট, মণ্টগমরী, রাবলপিণ্ডি, ফিরোজপুর, হাজারা, বন্নু, হিসার, লাহোর, কর্ণাল, কোহাৎ প্রভৃতি পঞ্জাবের অনেকস্থানে ফুলকারী নামে আর এক রকম চিকণের বস্ত্র প্রস্তুত হয়। সূতার কাপড়ের উপর রেসমের সূতা দিয়া ফুল বুনিলে তাহাকে ফুলকারী কহে। পঞ্জাব অঞ্চলে কৃষকপত্নীগণ এই ফুলকারী তৈয়ার করে। তথায় স্ত্রীলোকেরা ইহার ওড়না ও আজ্‌রাখা করিয়া থাকে। সাহেবেরা ফুলকারী বড় ভালবাসেন, তদ্ভিন্ন নানাবিধ চিকণকার্য্যযুক্ত আলোয়ান, রামপুরী-চাদর প্রভৃতি পঞ্জাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে শিকারপুর, রোহরি, করাচি, হায়দ্রাবাদ, সুরাট, সাবন্তবাড়ী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে চিকণ কার্য্য হইয়া থাকে।

শিকারপুর, রোহরি, সুরাট প্রভৃতি স্থানে সূচিকরদিগকে চিকণ্‌দাজ বা কুন্দিদাজ বলে। ইহারা মুসলমান। ইহারা হাতজারি, কারচোবি, বদলানি এবং রেসমী-ভরাত-কাম এই চারি প্রকার সূচিকার্য্যে পটু। হাতে বোনা স্বর্ণ-রৌপ্যের জরির সূচিকার্য্যকে হাতজারি এবং পাতলা সোণা রূপার তারকসির কাজকে বদলানি কহে। রেসমী-ভরাত-কাম কার্য্যে প্রথমে রেসমের উপর সূত্রদ্বারা চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থান স্বর্ণ-রৌপ্যের জরি দিয়া পূরণ করে। কারচোবি কাজ আবার ৫ ভাগে বিভক্ত। যথা ১ কসব্‌টিকি, ২ ঝিক্‌-চলক্‌, ৩ ভরাতকরাচি, ঝিক-টিকি ও ৫ চলক্‌টিকি। টিকির অর্থ চুম্‌কি, ঝিক্‌ একরূপ সোণার সূত্র এবং চলক্‌ অর্থে আঁকাবাঁকা। কসব্‌-টিকির অর্থ সোণারূপার চুম্‌কির কাজ, ঝিক সূত্রের আঁকাবাঁকা কাজকে ঝিক্‌চলক্‌, ঝিকের মধ্যে মধ্যে চুম্‌কি বসাইলে ঝিক্‌টিকি এবং আঁকাবাঁকা ও চুমকিযুক্ত হইলে চলক্‌টিকি হয়। করাচির অনুকরণে বস্ত্রের উপর ফুল তোলা থাকিলে তাহাকে ভরাতকরাচি বলে।

আসামে সুন্দর ফুল-কাটা রেসম ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। ইহাদের অধিকাংশই তাঁতে বোনা হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকই ঐ কাজ করে। নূতন নূতন ধরণের পুষ্পাদি বুনিতে পারিলে তাহারা গৌরব মনে করে। তথায় চাদর, খনিয়াকাপড়, চেলেঙ্গ, পরিদিয়া-কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। রেসমের রিহা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের চাদর এবং এড়াবর-কাপড়, ইত্যাদি সোণারূপার জরি দিয়া প্রস্তুত হয়। এখানকার মুগারেসমের বস্ত্রাদি বহুল পরিমাণে সূচিকার্য্যযুক্ত হইয়া থাকে। এই সকল কাপড়ের আঁচলা অতিসুন্দর ও ঘন ফুলকাটা হয়।

সম্প্রতি এদেশে ধনী দরিদ্র সকলেই চিকণকাজ ব্যবহার করিতেছেন। বড় লোকের মহিলাগণ বিচিত্র স্বর্ণরৌপ্যখচিত দুকূল পরিধান করেন, দরিদ্ররমণী কার্পাসসূত্রের অল্পমূল্য গুল্‌বাহারশাড়ী পরিয়া সখ মিটান। ধনবান্‌ কারচোবের কোট, টুপি, পায়জামা ও কাশ্মীরীশাল গায়ে দিয়া আয়াস করেন, নির্ধন চাদর ও বুটিদার কামিজ পরিয়া কথঞ্চিৎ খেদ মিটান। যাহার সোণার জরি কিনিবার সামর্থ্য নাই অথচ সখ আছে, তিনি তারকসির কাজেই বিলাসপিপাসার শান্তি করেন।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আসিরীয়দেশ চিকণকার্য্যের আদি-উৎপত্তি স্থান, তথা হইতে নানাদিকে ইহা বিস্তৃত হইয়াছে। প্লিনি বলেন, ফ্রিজিয়গণ ইহার উদ্ভাবয়িতা এবং তজ্জন্যই রোমের সূচিকরগণকে ফ্রিজিয়ান্‌ বলিত। যাহা হউক ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। (ঋগ্বেদ ২।৩৬, ২।৩৮।৪।) মোজেসের সময় হিব্রুগণ মধ্যে ইহার চর্চ্চা ছিল। মিসর, আরব ও পারসিকগণ প্রাচীনকালে সুন্দর সূচিকার্য্য করিত। ট্রয়-যুদ্ধের পূর্ব্বে সিডনের রমণীগণ সূচিকার্য্যে নিপুণ ছিল, তৎপরে গ্রীকরমণীগণ উহাতে নৈপুণ্যলাভ করে।

চিকণ কেবল সৌখিন কার্য্য নহে। ইহা অর্থাগমেরও একটী উপায়। য়ুরোপে নানারূপ কল সাহায্যে সূচিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মান-হান্‌মেন-নিবাসী মিঃ হিলম্যান (M. Heilman) এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তদ্দারা একবারে ৮০ হইতে ১৪০টী পর্য্যন্ত সূচী চালাইতে পারা যায়। সুতরাং হস্ত দ্বারা যে সময়ে ১টী মাত্র ফুল তোলা হয়, তদপেক্ষা অল্পসময়ে ঐ যন্ত্র সাহায্যে ৮০ হইতে ১৪০টী ফুল তোলা হইতে পারে। সূচিকার্য্য সহজ করিবার জন্য তথায় নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। পুষ্পাদির ছাবা ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত আদর্শ পাওয়া যায়। উহা কাপড়ের নীচে রাখিয়া আগে পেন্সিল্‌ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন রংএর দাগ দিয়া লইতে হয়। তৎপরে সূচি দিয়া যথোপযুক্ত বর্ণের সূতাদ্বারা ঐ সকল স্থান পূরণ করিয়া দেয়। বার্লিনে প্রথম উদ্ভব হয় বলিয়া এইরূপ কাজকে বার্লিনওয়ার্ক (Berlin-work) কহে। ইহাতে সূচিচালনে নৈপুণ্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বাহাদুরি নাই।

[সূচি দেখ।]

চিকবল্লপুর, ১ মহিসুর রাজ্যের কোলার জেলার একটী তালুক। ইহার ক্ষেত্রফল ৩৭৯ বর্গমাইল; এখানে নন্দিদুর্গ

ও কলবারদুর্গ নামক দুইটী প্রাচীন দুর্গ এবং বিচারালয়, থানা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। ২ উক্ত নামধেয় তালুকের সদর। ইহা কোলার অবস্থিত হইতে ৩৬ মাইল অন্তরে, অক্ষা° ১৩° ২৬´ ১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭´´ ৪৭´ ২১´´ পূঃ। এখানে একটী দুর্গ আছে। উক্ত দুর্গ পলিগারদিগের আদিপুরুষ মোয়স্থ বোকলবংশীয় মল্লবৈরিগণ্ড কর্ত্তৃক ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় এবং কালক্রমে মল্লবৈরিগণ্ডের বংশধরেরা মহিসুরের হিন্দুনরপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও তাঁহার অধীনতা অস্বীকারপূর্ব্বক চিক্‌বল্লপুরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ হায়দরআলি মহিসুর-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে চিক্‌বল্লপুর ও নন্দীদুর্গ অধিকার করিলে এখানকার গণ্ডবংশীয় শেষ ভূপতি কোবত্তুরের কারাগারে প্রেরিত হন। এখানকার বর্ত্তমান অধিবাসী সংখ্যা ১০৬২৩।

চিকলদহ, ১ বেরার প্রদেশের অন্তর্গত ইলিচপুর জেলায় অবস্থিত একটী পাহাড়। ইহা গাবিলগড়দুর্গ হইতে প্রায় দেড় মাইল ও ইলিচপুর হইতে প্রায় ১৫ মাইল অন্তর। ইহার উচ্চতা ৩৭৭৭ ফিট। অক্ষা° ২১° ২৪´ ও দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ পূঃ। ২ উক্ত পাহাড়ের অধিত্যকায় অবস্থিত একটী পল্লী। এই পল্লীটী মেলঘাটতালুকের অন্তর্গত। এখানে একটী স্বাস্থ্যনিবাস আছে; এস্থানটী অধিত্যকায় স্থাপিত হইলেও এস্থানে আরোহণ করা কষ্টসাধ্য নহে, এমন কি অশ্বারোহণে এখানে উঠিতে পারা যায়। গো, শকট কিম্বা উষ্ট্র দ্বারা এখানে দ্রব্যসামগ্রী আনীত হয়। এ স্থানটী নাতিশীতোষ্ণ। শীতকালে তাপমানযন্ত্রে ৫৯° ও গ্রীষ্মকালে ৮৩° উষ্ণতা অনুভূত হয়। এখানকার সাধারণ উষ্ণতা ৭১° ফারেণহিট্। এখানে আলু, চা, কাফি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার দৃশ্য অতি মনোহর। গোলাপ, পদ্ম প্রভৃতি ফুল এখানকার অধিবাসীদিগকে মোহিত করিয়া রাখে।

চিকাকোল (শ্রীকাকুলম্) মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর গঞ্জামজেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ক্ষেত্রফল ৪০২ বর্গমাইল। এখানে পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধরাজাদিগের অধিকারভুক্ত কলিঙ্গরাজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং মোগলরাজাদিগের অধীনস্থ সরকার প্রদেশের রাজধানী ছিল। এই স্থানটী ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের গজপতিরাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। পরে বঙ্গালার মুসলমান-শাসনকর্ত্তা অধিকার করিয়া কুতবশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু এখানকার শাসনভার হিন্দুরাজ হস্তেই ন্যস্ত থাকে। অবশেষে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে আসফজা নিজাম্-উল্-মুল্ক দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত ও হায়দরাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া চিকাকোলরাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। সুতরাং এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে এখানকার হিন্দুরাজগণের উচ্ছেদ সাধিত হয়। মুসলমানদিগের শাসনসময়ে এই তালুকটী ইছাপুর, কাশিমকোটা ও চিকাকোল এই তিনটী বিভাগে বিভক্ত হয়। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর ইহার কতক অংশ উত্তর সরকার প্রদেশের সহিত ফরাসীদিগকে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে, পরে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে প্রদান করেন। কাশিমকোটা ও চিকাকোল বিভাগদ্বয় ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়ার পর বিশাখপত্তন জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়, পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে গঞ্জামজেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই তালুকের মধ্যে ৩টী সহর আছে।

২ (শ্রীকাকুলম্) উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ১৮° ১৭´২৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৩° ৫৬´ ২৫´´ পূঃ। সমুদ্রতীর হইতে ৪ মাইল ও মান্দ্রাজ হইতে ৫৬৭ মাইল অন্তরে নাগবলীনদী এবং গ্রাণ্টট্রঙ্করোডের উপর অবস্থিত। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই স্থানে সেনানিবাস ছিল। এই সহরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কিছু দিনের জন্য জেলার শাসনকর্ত্তার ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কিছু দিনের জন্য জেলার জজসাহেবের বিচারালয় স্থাপিত হয়। এখনও এখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারালয়, চিকিৎসালয়, ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি রহিয়াছে। এখানকার রাজসংক্রান্ত অট্টালিকা সকল প্রাচীন দুর্গের চতুঃপার্শ্বস্থ পরিখার অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণপার্শ্বে এখানকার অধিবাসীগণ বাস করিয়া থাকে। এই স্থানে গোলকুণ্ডার কুতবসাহীবংশের শাসনকর্ত্তা সেরমহম্মদখাঁর প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক মস্‌জিদ অদ্যাবধি মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের আধিপত্যের ও এই প্রাচীন সহরের ঔৎকর্ষ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই সহরের স্থানীয় হিন্দু নাম শ্রীকাকুলম্ ও স্থানীয় মুসলমান নাম মহফুজ্ বা মনফুর বন্দর। লাসেনের মতে প্রাচীন মণিপুরের অপভ্রংশ মনফুর হইয়াছে। কেহ বলেন, চিকাকোলের প্রসিদ্ধ মুসলমানশাসনকর্ত্তা অনবরউদ্দীনখাঁর পুত্র মুফজখাঁর নামানুসারে এই সহরটীর শেষোক্ত নামকরণ হইয়াছে। ইহার স্থানীয় নাম গুলচানাবাদ অর্থাৎ মনোহর গোলাপবাগান।

এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা বিংশতিজন ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ও শতকরা আটজন শিল্পকার্য্য করিয়া জীবন যাপন করেন। এখানকার শিল্পকার্য্য অতি পরিপাটী, ঢাকা অপেক্ষা হীন নহে।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে চিকাকোলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় এ স্থান একরূপ জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেও একবার দুর্ভিক্ষ হয়, কিন্তু তাহা প্রথমবারের ন্যায় অনিষ্টকর হয় নাই।

চিকরিষু (ত্রি) করিতুং ক্ষেপ্তুং ইচ্ছুঃ কৃ-সন্-উঃ। ক্ষেপণ করিতে অভিলাষী।

চিকর্ত্তিষু (ত্রি) কৃৎ-সন-উ। করিতে অভিলাষী।

চিকাগো, আমেরিকার এক বিখ্যাত নগর। [আমেরিকা দেখ।] সার্ব্বজাতিক ও সার্ব্বধর্ম্মিক প্রদর্শনীর জন্য এই স্থান বিখ্যাত। [প্রদর্শনী দেখ।]

চিকাতি, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গঞ্জামজেলার মধ্যস্থ একটী রাজ্য। এখানকার অধিবাসী সংখ্যা ১১৯১৭, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। ৮৮১ খৃষ্টাব্দে একজন সামন্ত এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করায় উৎকলের তখনকার রাজার নিকট হইতে এই রাজ্য প্রাপ্ত হন। বলিন্দা নদী ইহার মধ্যে প্রবাহিত হওয়ায় রাজ্য মধ্যে গমনাগমনের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। এখানকার প্রধান সহর চিকাতি।

চিকারী (দেশজ) সেতারে আবদ্ধ যে পাঁচটী তারের অতিরিক্ত আরও তিন চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার আবদ্ধ থাকে, তাহাদিগের নাম চিকারী।

চিকিত (ত্রি) কিৎ-জ্ঞান ঘঙ্-লুক্ পচাদ্যচ্। চি জ্ঞানে কর্ম্মণি ক্ত নিষ্ঠায়াঃ সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞায়াং (ছন্দস্যুভয়থা। পা ৩।৪।১১৭।) শপ্জুহোত্যাদিত্বাৎ তস্য শ্লুঃদ্বিত্বম্। ১ অতিশয় জ্ঞানবিশিষ্ট। ২ জ্ঞাত। "ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষা" (ঋক্ ১।৯১।১।) 'প্রচিকিতঃ প্রকর্ষেণ জ্ঞাতঃ' (সায়ণ) (পুং) ৩ ঋষিবিশেষ।

চিকিতান (ত্রি) কিৎ-জ্ঞানে কানচ্। ১ অভিজ্ঞ। "চিকিতানো অচিত্তান্" (ঋক্ ৩।১৮।২) 'চিকিতানঃ কর্ম্মাভিজ্ঞ।' (সায়ণ) ২ (পুং) ঋষিবিশেষ।

চিকিতায়ন (পুং) চিকিতের গোত্রাপত্য।

চিকিতি (ত্রি) জ্ঞাত। পরিচিত।

চিকিতু (ত্রি) কিৎ-উণ্ বেদে দ্বিত্বং। অভিজ্ঞ। "অচেত্যগ্নিশ্চিকিতুর্হব্যবাট্" (ঋক্ ৮।৫৬।৫।)

চিকিত্বন্ (ত্রি) কিৎ-জ্ঞানে ক্বনিপ্ বেদে দ্বিত্বং। জ্ঞানবিশিষ্ট। "তুভ্যং চিকিত্বনা"। (ঋক্ ৮।৬০।১৮।)

চিকিত্বিৎ (ত্রি) যিনি জানেন বা জানান। "ত্বা চিকিত্বিৎ সূনৃতাবরি" (ঋক্ ৪।৫২।৪) 'চিকিত্বিৎ জ্ঞাপয়ন্তীং' সায়ণ।

চিকিত্বিন্মনস্ (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞঅন্তঃকরণবিশিষ্ট। "চিকিত্বিন্মনসাং ত্বা" (ঋক্ ৫।২২।৩) 'চিকিত্বিজ্জানন্মনো যস্য অসৌ।' (সায়ণ)

চিকিৎসক (পুং) চিকিৎসতি রোগং অপনয়তি কিৎ-স্বার্থে সন্ (গুপ্তিজ্‌কিদ্ভ্যঃ সন্ বহুলং। পা ৩।১।৫।) ণ্বুল্। যিনি রোগ আরাম করেন, বৈদ্য। "চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রচরতাং দমঃ।" (মনু ৯।২৮৪) পর্য্যায়—রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্। চিকিৎসক রোগ পরীক্ষা করিয়া বিচারপূর্ব্বক ঔষধ দান করিবেন; না চিনিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন। দোষ বিনা ব্যাধি হইতে পারে না। সেই সকল দোষের আনুমানিক লক্ষণদ্বারা রোগনির্ণয় করিবেন; বিকার শান্তি করিতে না পারিলেও তিনি লজ্জিত হইবেন না। বৈদ্যশাস্ত্রজ্ঞ, কৃতী, ক্ষিপ্রহস্ত, শুদ্ধাচারী, সদ্যরোগ প্রতীকারে সমর্থ, প্রিয়বাদী, অধ্যবসায়ী, ধার্ম্মিক ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট চিকিৎসকই প্রশংসনীয়। মলিনবস্ত্র, অপ্রিয়বাদী, অভিমানী, ঔষধ প্রয়োগে অনভিজ্ঞ ও স্বয়ং গৃহে আগত এইরূপ চিকিৎসক ধন্বন্তরীর সমান হইলেও জনসমাজে কখন আদরণীয় হয় না।

চিকিৎসক ধর্ম্মজ্ঞানে চিকিৎসা করিবেন। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কেবল ধনীদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। যিনি ক্লেশসহিষ্ণু, আস্তিক ও চিকিৎসকের বাক্য প্রতিপালন করেন এবং যাহার আত্মীয়স্বজন আছে, পথ্যাদির যোগাড় হইতে পারে এইরূপ রোগীই চিকিৎস্য। যিনি ভীরু, কৃতঘ্ন, শ্রদ্ধাহীন, ধূর্ত্ত, শঙ্কাযুক্ত, ক্রোধশীল, তিনি চিকিৎসকের বৈরী অর্থাৎ তাহাকে কখনও চিকিৎসা করিবে না। (ভাবপ্রকাশ)

চিকিৎসন (ক্লী) আরোগ্যকরণ, চিকিৎসা।

চিকিৎসা (স্ত্রী) কিৎ-সন্ ভাবে অঃ। রোগ-প্রতীকার। পর্য্যায়—রুক্‌প্রতিক্রিয়া, উপচার, উপচর্য্যা, নিগ্রহ, বেদনানিষ্ঠা, ক্রিয়া, উপক্রম, শম, চিকিৎসিত, প্রতীকার, ভিষগ্জিত, রোগপ্রতীকার। চিকিৎসা তিন প্রকার,—দৈবী, আসুরী, মানুষী। পারদপ্রধান চিকিৎসা দৈবী, অস্ত্রাঘাতাদি আসুরী, ছয় রসদ্বারা যে চিকিৎসা তাহাকে মানুষী কহে। মানুষীই কলিযুগে আদরণীয়। যে ক্রিয়ায় শরীরস্থ ধাতু সকল সমতা প্রাপ্ত হয়, অন্য ব্যাধি জন্মে না, তাহাকে চিকিৎসা কহে। চিকিৎসার ফল—অর্থ, মিত্রতা, ধর্ম্ম, যশঃ ও কার্য্যাভ্যাস। চিকিৎসার অঙ্গ—রোগী, দূত, বৈদ্য, দীর্ঘ আয়ুঃ। পথ্য—দ্রব্য, শুশ্রূষাকারী। পটু, নির্ম্মলবেশ ও রোগীর সজাতি দূত অশ্ব বা বৃষে আরোহণ করিয়া শুভ্রপুষ্প ও ফলহস্তে বৈদ্যকে আনিতে যাইবে। (ভাবপ্র°) [আয়ুর্ব্বেদ দেখ।]

চিকিৎসিত (ক্লী) কিৎ-সন্ ভাবে ক্ত। ১ চিকিৎসা। ২ ভেষজ। কর্ম্মণি ক্ত বা চিকিৎসা-ইতচ্ (ত্রি) ৩ কৃতরোগপ্রতীকার, চিকিৎসা দ্বারা যাহার রোগ শান্তি হইয়াছে। (পুং) ৪ ঋষিভেদ।

চিকিৎসু (ত্রি) চিকিৎ-সন-উ। যিনি চিকিৎসা করেন।

চিকিৎস্য (ত্রি) কিৎ-স্বার্থে সন্ কর্ম্মণি যৎ। প্রতিকার্য্য, চিকিৎসাসাধ্য। "ভেষজৈঃ স চিকিৎস্যঃ স্যাৎ" (ভারত শান্তি ১৪ অঃ।)

চিকিন (ত্রি) নি নতা নাসিকা অস্য ইনচ্ প্রকৃতে-

শ্চিকাদেশঃ। (ইনচ্ পিটচ্ চিকচি চ। পা ৫।২।৩৩।) নত, নাসিকাযুক্ত, খাঁদা।

চিকিল (পুং) চি বাহুলকাৎ ইলচ্ কুকচ। পঙ্ক, পাঁক।

চিকীর্ষক (ত্রি) কর্ত্তুমেচ্ছুকঃ কৃ-ইচ্ছার্থে-সন্ (ধাতো কর্ম্মণঃ সমানকর্ত্তৃকাদিচ্ছায়াং বা। পা ৩।১।৭) ততো ণ্বুল্। করিতে অভিলাষী।

চিকীর্ষা (স্ত্রী) কর্ত্তুমিচ্ছা কৃ-সন্ ততঃ অঃ প্রত্যয়ঃ (পা ৩।৩।১০২।) করিবার অভিলাষ।

"নাশকর্ম্ম চিকীর্ষয়া।" (ভারত ২।১০।২৪।)

চিকীর্ষু (ত্রি) কর্ত্তুমিচ্ছুঃ কৃ-সন্ উ (সন্নাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮।) করিবার ইচ্ছাবিশিষ্ট।

চিকীর্ষিত (ত্রি) কর্ত্তুমিষ্টং কৃ-সন্-কর্ম্মণি ক্ত। অভীপ্সিত, অভিলষিত।

চিকীর্ষ্য (ত্রি) কর্ত্তুমেষ্যং কৃ-সন্ কর্ম্মণি যৎ। করিতে অভিলষনীয়।

চিকুর (পুং) চি ইত্যব্যক্তশব্দং কুরতি চি-কুর্-কঃ। ১ কেশ। "চিকুরপ্রকার জয়ন্তি তে" (নৈষধ)। ২ বৃক্ষভেদ। ৩ পর্ব্বত। ৪ সরীসৃপ। ৫ সর্পবিশেষ, আর্য্যকের পৌত্র বামনের দৌহিত্র ও সুমুখের পিতা। (ভারত উদ্যোগ ১০৩।২) (ত্রি) ৬ চঞ্চল।

চিকুরকলাপ (পুং) চিকুরাণাং কলাপঃ ৬তৎ। কেশসমূহ। (হেম ৩।২৩২) [চুল দেখ।]

চিকূর (পুং) নিপাতনাদ্দীর্ঘঃ। কেশ, চুল।

চিকোড়ি, ১ বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত বেলগাঁও জেলার মধ্যস্থ কতকগুলি গ্রামসমষ্টি; উক্ত জেলার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কোলাপুর ও আথনি, দক্ষিণে গোকাক ও শাহপুর, পূর্ব্বে গোকাক এবং পশ্চিমে কোলাপুর-রাজ্য। ইহাতে মোট ২১৫টী গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ১৫৮টী গ্রাম গবর্মেণ্টের ও ৫৭টী অপর লোকের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। ইহার ক্ষেত্রফল ৮৪০ বর্গমাইল, অধিবাসী সংখ্যা ২৪৫৬১৪। ১৮৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট চিকোড়ির জরিপ করেন।

ইহার মধ্যস্থ ৩০০।৪০০ ফিট উচ্চ মালভূমির দ্বারা ইহা স্বভাবতঃ উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত। কৃষ্ণা ও তাহার উপনদী দুধগঙ্গা উত্তর চিকোড়ির মধ্য দিয়া এবং ঘাটপ্রভা ও তাহার উপনদী হরণকাশী দক্ষিণ চিকোড়ির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে। ইহা সহ্যাদ্রিপর্ব্বতের অনতিদূরে অবস্থিত বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের জলবায়ু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। পূর্ব্বাঞ্চলে বৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু অভ্যন্তর প্রদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হয়। আবার মধ্যস্থ মালভূমির উপরে অল্পবৃষ্টি হইয়া থাকে।

কৃষিকার্য্য দ্বারাই এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অল্প লোকেই বস্ত্রবয়ন, কম্বলাদি প্রস্তুত ও রঙ্গের কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করে। এখানকার অনেক গ্রামে সাপ্তাহিক হাট বসিয়া থাকে। নিপানি, শঙ্কেশ্বর ও চিকোড়ি নামক সহরত্রয় বাণিজ্য জন্য বিশেষ বিখ্যাত; এই তিনটী স্থান প্রধান প্রধান রাস্তার উপর অবস্থিত এবং সেইজন্য অন্য স্থানের বাণিজ্য দ্রব্য এই এই স্থানে আনীত ও এখানকার উৎপন্ন সামগ্রী অপর স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। এ প্রদেশের জমিদারগণ সঙ্গতিশালী। এখানকার প্রধান উৎপন্ন শস্য জোয়ারি। গোধূম ও অন্যান্য শস্যাদিও এখানে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তত বেশী উৎপন্ন হয় না।

চিকোড়ি, ১ বেলগাঁও জেলার একটী উপবিভাগ। উপরি লিখিত চিকোড়ির গ্রামসমষ্টি লইয়া এই উপবিভাগ সংগঠিত। ইহা একটী কৃষিকার্য্যকুশল উপত্যকাভূমি; ইহাতে বহুসংখ্যক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। ইহার দুই তিন মাইল দক্ষিণে অনুর্ব্বর পাহাড় পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত, ইহার উত্তরাঞ্চল অতিশয় উর্ব্বরা। এই উপবিভাগ ইক্ষু, উপাদেয় ফল ও ভাল ভাল বাগানের জন্য বিখ্যাত।

এই উপবিভাগের উত্তরপ্রদেশের জলবায়ু মনোরম ও স্বাস্থ্যকর; মধ্যঅঞ্চলের জলবায়ু না ভাল না মন্দ, কিন্তু দক্ষিণঅঞ্চলের জলবায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। ইহার দক্ষিণে অতিশয় বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব, কিন্তু পূর্ব্বদিকে সুবৃষ্টি হয় না।

চিকোড়ি উপবিভাগের উত্তরদিকে কৃষ্ণা, উত্তরপশ্চিমে এবং দক্ষিণপশ্চিমে দুধগঙ্গা ও বেদগঙ্গা এবং দক্ষিণে হরণকাশী ও ঘাটপ্রভা নদী প্রবাহিত হওয়ায় এখানে জলকষ্ট নাই; এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, খাল ও পুষ্করিণী বহুতর রহিয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত চিকোড়ি উপবিভাগের একটী সহর। অক্ষা° ১৬° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৮´ পূঃ। এই সহরের চতুর্দ্দিকে পাহাড়। কৃষ্ণানদী এখান হইতে ১০ মাইল অন্তর। লোকসংখ্যা ৫৬৯৯। ইহা একটী বাণিজ্য-প্রধান স্থান। রত্নগিরিউপকূলস্থ রাজপুর নামক স্থান ও নিকটবর্ত্তী অপরাপর স্থানের সহিত এখানকার বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ব্যবসানিপুণ মুসলমান বণিকগণ কোলাপুর রাজ্যের মধ্যস্থ অজরে নামক স্থান হইতে তণ্ডুল, দক্ষিণ বিজাপুরের বাঘলকোট নামক স্থান হইতে গোধূম, রত্নগিরির মধ্যস্থ রাজাপুর হইতে নারিকেল, তরকারী,

খেজুর, লবণ, মসলা প্রভৃতি এবং বোম্বাই হইতে বস্ত্রাদি আমদানি করিয়া থাকেন। এ স্থান হইতে রাজাপুরে কার্পাস, গঞ্জিকা, তামাকু প্রভৃতি, পুণা জেলায় চিনি, বেলগাঁও অঞ্চলে পাণ ও তামাকু প্রভৃতি রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের অতি উত্তম পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার স্বর্ণকারেরা অলঙ্কার মধ্যে উৎকৃষ্টরূপে হীরকখণ্ড স্থাপন করিতে নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। এখানে প্রতি বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক হাট বসে। দুর্গ ও সহরের মধ্যে দুই ফিট গভীর ও দুই ফিট্ প্রশস্ত একটী ক্ষুদ্র তটিনী প্রবাহিত হইতেছে; ইহার জলে জ্বর আরাম হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এখানে ছোটআদালত, বিদ্যালয়, ডাকঘর, থানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে।

চিক্ক (পুং) চিক্ ইত্যব্যক্তশব্দেন কায়তে শব্দায়তে চিক্-কৈ-ক। ছুছুন্দরী, ছুঁচা। নি নতা নাসিকা অস্ত নি-ক চিকা-দেশঃ। (ইন্ চ পিটচ্। পা ৫।২।৩৩) 'কপ্রত্যয় চিকাদেশৌ-বক্তব্যৌ' (বার্ত্তিক)। (ত্রি) নতনাসিকাযুক্ত, খাঁদা।

চিক্কণ (ত্রি) চিত্যাতে জ্ঞায়তে চিত্-কণ-কশ্চ। ১ স্নিগ্ধ, চিকণ, চক্‌চকে। "কঠিনশ্চিক্কণঃ শ্লক্ষ" (ভারত ১২।১৮৪।৩৪) (পুং) ২ গুবাকবৃক্ষ। (ক্লী) ৩ গুবাকফল। ৪ হরীতকীফল। (পুং) ৫ ঔষধপাকের অবস্থাবিশেষ। পাক তিন প্রকার—মন্দ, চিক্কণ, খর চিক্কণ। (বাভট)।

চিক্কণা (স্ত্রী) চিক্কণ স্ত্রিয়াং-টাপ্। ১ উত্তম গাভী। পর্য্যায়—নৈচিকী। (শব্দচন্দ্রিকা)। ২ পূগফল, সুপারি।

চিক্কণী (স্ত্রী) চিক্কণ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ গুবাকবৃক্ষ। ২ গুবাকফল। ৩ হরীতকী।

চিক্কণকণ্ঠ (ক্লী) নগরবিশেষ।

চিক্কণশল্কী (পুং) চিক্কণ আমিষবিশিষ্ট মৎস্য।

চিক্কদেব, মহিসুররাজ্যের যাদববংশীয় একজন রাজা। তিনি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তঞ্জোরের একোজির নিকট হইতে বঙ্গলূর ক্রয় ও অন্যায়পূর্ব্বক কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যের পুষ্টিসাধন করেন। রাজ্যসংক্রান্ত নানাবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া তিনি প্রজাগণের অতি প্রিয় হইয়া উঠেন। মহারাষ্ট্রগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন।

চিক্কনর্ত্তি, বোম্বাই প্রদেশস্থ হুবলী নামক স্থান হইতে প্রায় ১১ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার অধি-বাসী সংখ্যা ৪০১ জন মাত্র। এই গ্রামে কমলেশ্বর নামক একটী মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে উৎকীর্ণ প্রাচীনকালের একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়।

চিক্করায় তিম্ময্য, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পুঙ্গনূর নামক স্থানের একজন নরপতি। তাঁহার পিতার নাম ইম্মড়ি তিম্ময্য। তিনিই বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবরায়ের সহায়-তায় আদিলশাহীবংশীয় মুসলমানদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিনটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। চিক্করায় তিম্ময্য তদানীন্তন রাজকর্ত্তৃক বিশেষ সম্মা-নিত হন এবং নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। ইনিই পুঙ্গনূর নগর নির্ম্মাণ করেন।

চিক্করায়বাসব, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পুঙ্গনূরের অধিপতি চিক্করায়তিম্ময্যের পুত্র। অতি শৈশবাবস্থায় তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া কিয়দংশ আত্মসাৎ ও অবশিষ্টাংশ তাঁহাকে প্রদান করেন। তাঁহার পুত্রের নাম বীরচিক্করায়। তিনি মুসলমানদিগের প্রিয় হইয়াছিলেন।

চিক্কস (পুং) চিক্কয়তি পীড়য়তি চূর্ণকারিণমিতি শেষঃ চিক্ক-অসচ্। যবচূর্ণ, যবের ছাতু।

চিক্কা (স্ত্রী) চিক্কয়তি পীড়য়তি ভোক্তারং চিক্ক-অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। গুবাকফল, সুপারী।

চিক্কির (পুং) চিক্ক-ইরচ্। মূষিকভেদ, ইহার দংশনে শিরপীড়া, শোথ, হিক্কা ও বমির উৎপত্তি হয়। কষায়াদি প্রয়োগ করাইলে শান্তি হয়।

চিক্কুর (দেশজ) বিদ্যুৎ।

চিক্‌কুরু বিনবয়, কর্ণাটকবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের মাতৃ-ভাষা কণাড়ী; ইহাদিগের পুরুষমাত্রেই নিজনামের সহিত 'আপা' অর্থাৎ পিতা এবং রমণীমাত্রেই 'আবা' অর্থাৎ মাতা শব্দ সংযোগ করিয়া থাকে এবং নামের শেষে অন্য কোন প্রকার উপাধি উল্লেখ না করিয়া তাহাদিগের জাতিগত নাম অর্থাৎ চিক্‌কুরুবিনবয় এই শব্দ প্রয়োগ করে। যাহার নাম "আয়" সে আয়াপা-চিক্‌কুরু-বিন্‌বয় বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের ৬৪টী শাখা আছে, তন্মধ্যে আরে, বিলে মেনস্ এবং মিনে প্রধান। পাত্র পিতৃগোত্র ও মাতৃগো[illegible] পরিত্যাগ করিয়া অপর গোত্রের কন্যাকে বিবাহ করি[illegible] পারে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ়কায়। সামান্য একতল গৃ[illegible] বাস করিয়া থাকে এবং সামান্য কম্বল, লেপ ও কতকগু[illegible] মৃৎপাত্র ভিন্ন অপর কোন মূল্যবান্ গৃহসামগ্রী ইহাদিগে[illegible] আবাসগৃহে প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাদিগের মধ্যে চাক[illegible] রাখা প্রথা প্রচলিত নাই। ইহারা পক্ষী ও ছাগাদি পশু

প্রতিপালন করিয়া থাকে, কিন্তু যদি কেহ কুকুর প্রতিপালন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়।

রুটী, দাইল ও নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ইহাদিগের দৈনন্দিন খাদ্য। ছাগ, মেষ, খরগোস, হরিণ ও পক্ষীমাংস এবং গ্রাম্যমদিরা ব্যবহারের প্রথা প্রচলন আছে। শিবদেব ও খন্ডবাদেবের অর্চ্চনোপলক্ষে ইহারা ছাগ বলি দেয়। বীরভদ্র ইহাদিগের কুলদেবতা ও পুরোহিতেরা জঙ্গম। বিবাহাদি ব্যাপারে জঙ্গমের আবশ্যক।

এই জাতীয় পুরুষ কি স্ত্রী কেহই প্রত্যহ স্নান করে না। পর্ব্বোপলক্ষে উপবাস করিতে হইলে কিম্বা কোন স্থানে ভোজনাদির নিমন্ত্রণ হইলে পুরুষগণ এবং সপ্তাহ মধ্যে একদিন মাত্র রমণীগণ স্নান করে। পুরুষগণ গুম্ফ ও মস্তকে শিখা রাখে এবং জামা প্রভৃতি পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক শরীর আচ্ছাদন করে; রমণীগণ মহারাষ্ট্রকামিনীদিগের ন্যায় পোষাক পরে। সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং রমণীগণ স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা কষ্টসহ, মিতব্যয়ী, কিন্তু অতিশয় অপরিষ্কার। ব্যবসা বাণিজ্য ইহাদের পৈতৃক বৃত্তি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে তাহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে সেরূপ মনোনিবেশ করে না। কার্পাসবস্ত্রবয়ন ও কৃষিকর্ম্ম করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে। বালক বালিকা ও রমণীগণ পুরুষদিগের কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে। লিঙ্গায়ত এবং সালিগণ এই জাতি অপেক্ষা মর্য্যাদায় কিছু উচ্চ, কিন্তু শিম্পি এবং কুরুবর জাতি কিছু নীচ। ইহারা অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত কয়েক মাস অধিক পরিশ্রম করে।

বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা এ জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। পতির পরলোক হইলে, পত্নীর পিতামাতা কিম্বা অন্য কোন গুরুজন তাহাকে একটী নব-পরিচ্ছদ প্রদান করে এবং সে প্রদীপহস্তে পতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কিন্তু পত্নী পতির অগ্রে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলে পতির শিরোদেশ পুষ্পমালায় বিভূষিত করিয়া দেয়।

চিক্‌কুরুবিনবরগণ সামাজিক কলহে বড়ই নিপুণ; কিন্তু তাহাদিগের সামাজিক কলহ জাতীয় পঞ্চায়ত দ্বারা মীমাংসিত হয়। বালকগণ দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

চিক্‌কেরুর, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কোড় নামক স্থানের দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটী সহর। প্রতি বুধবারে এখানে হাট বসে। তণ্ডুল এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য। এখানে হিরিকেরে নামক একটী বৃহৎ সরোবর আছে। উক্ত সরোবর-তীরে ১০২৩ ও ১০২৫ শকে খোদিত দুইখানি শিলাফলক আছে। এখানে বাণশঙ্করী, হনুমন্ত ও সোমেশ্বর দেবের মন্দির এবং উক্ত মন্দিরত্রয়েও যথাক্রমে ৯৭৫, ১০২৩ ও ১০২৩ শকে খোদিত ৩টী শিলাফলক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ৯৯৯ ও ১১৪৪ শকে খোদিত প্রস্তরফলক-সংযুক্ত দুইটী বীরগলপাথর এবং ১০৪৭ ও ১০৫১ শকে খোদিত দুইখানি বৃহৎ শিলাফলক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চিক্‌নায়কন্‌হল্লি, ১ মহিসুরের অন্তর্গত তুমকুর জেলার একটী তালুক। ইহার ক্ষেত্রফল ৩৫৫ বর্গমাইল। এই তালুকের উত্তরদিকে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটী পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের পূর্ব্বদিক্ জঙ্গলময়, কিন্তু পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ভূমি উর্ব্বরা ও কৃষিকুশল। এখানে থানা, বিচারালয় প্রভৃতি আছে। নারিকেল প্রভৃতি পণ্য সামগ্রী এখান হইতে অন্য স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

২ উক্ত তালুকের সদর, তুমকুর সহর হইতে ৪০ মাইল অন্তরে অবস্থিত। অক্ষা ১৩° ২৫´ ১০″ উঃ ও দ্রাঘি ৭৬° ৩৯´ ৪০″ পূঃ। হাগাল্‌বাবংশীয় চিক্কনায়ক নামক সামন্ত কর্ত্তৃক এই সহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস্ শ্রীরঙ্গপত্তনে গমন করিলে মহারাষ্ট্র-সেনাপতি পরশুরামভাও তাঁহার সহিত মিলনাভিলাষে শ্রীরঙ্গপত্তনাভিমুখে আইসেন ও পথিমধ্যে এই সহর লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বহুল অর্থ সংগ্রহ করেন। বর্ত্তমান সময়ে এ স্থান বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। মোটা কার্পাসবস্ত্র এখানকার প্রধান পণ্য। এখানে ৭টী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

চিক্‌মগলুর, (অর্থাৎ কনিষ্ঠকন্যার নগরী।) ১ মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত কদুর জেলার ও চিকমগলুর তালুকের প্রধান সহর। বঙ্গলুর হইতে ১৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ১৮´ ১৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪৯´ ২০″ পূঃ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থানটী কদুর জেলার সদর হইয়াছে; ইহার নিকট কাফির চাষ হয় বলিয়া এস্থানে অনেক মুসলমান বণিক বাস করিয়া থাকেন। প্রবল পূর্ব্ববায়ু সময়ে সময়ে এই সহরের অনিষ্ট করিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থ সহরের চতুষ্পার্শ্বে তরুরাজি রোপিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, তাহাতে কার্পাস উৎপন্ন হয়। এখানে বিস্তৃত বাজার আছে এবং সাপ্তাহিক হাটও বসিয়া থাকে।

২ মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত কদুর জেলার একটী তালুক। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা। কাফি ও কার্পাস প্রচুর জন্মিয়া থাকে। এখানে বিচারালয়, থানা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে।

চিক্রংস (স্ত্রী) ক্রমিতুমিচ্ছা ক্রম্ ইচ্ছার্থে সন্ অ-টাপ্। ১ আক্রমণের অভিলাষ। ২ গমনের ইচ্ছা।

চিক্রাশী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ। (Swietenia Chickrassy.)

চিক্‌রি বেৎকর, কর্ণাটকবাসী একজাতি। অপর নাম অড়্-বিচিক্কর ও ফান্‌সেপার্দ্ধি। ইহারা সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও বিজাপুর জেলায় প্রায় সকল স্থানে কিছু কিছু দেখা যায়। ইহারা বর্ণসঙ্কর। ধাঙ্গড়, কাবুলিজার ও রাজপুতজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন।

ইহাদের মাতৃভাষা গুজরাটী, কিন্তু ইহারা কণাড়ী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। ইহাদিগের শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ নহে, কিন্তু ইহারা এত অপরিষ্কার ও ময়লা থাকে যে, দেখিলে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। রুক্ষ ও মলিন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কেশপাশ বন্ধন করে এবং ছিন্ন ধূলিধূসরিত বস্ত্র স্কন্ধ ও কটিদেশে জড়াইয়া রাখে। রমণীগণ অপরিষ্কৃত জামা ও পিতলাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করে।

ইহারা সাধারণতঃ ভ্রমণশীল, সুতরাং গৃহাদি নির্ম্মাণ না করিয়া ময়দান মধ্যে অনাবৃত স্থানেই বাস করে এবং শস্যের সময়ে দলে দলে ভ্রমণে বাহির হয়। সামান্য রুটি ইহাদের প্রধান আহার, কিন্তু মাংস পাইলে আর আহ্লাদ ধরে না। তবে শূকর ও গোমাংস ভক্ষণ করে না। ইহারা সর্ব্বদাই সুরাপানে উন্মত্ত থাকে। কৃষকদিগের শস্যাদি অপহরণ ও মৃগয়া করিয়া ইহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। অন্য কোন কার্য্য করিতে চাহে না। যল্লমা, তুলজাভবানী এবং ব্যঙ্কটেশ প্রভৃতি ইহাদিগের কুলদেবতা। এই সকল দেবতার প্রতিমূর্ত্তি ইহারা বস্ত্রে বাঁধিয়া রাখে এবং আশ্বিনমাসে পূজা করিয়া থাকে। ইহারা কোন পর্ব্বোপলক্ষে উপবাসাদি, আমোদপ্রমোদ কিম্বা তীর্থযাত্রা করে না। ভবিষ্যদ্বাণী ও যাদুবিদ্যায় ইহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। ইহাদের রমণীগণ তপ্ততৈলে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া সতীত্বের পরিচয় দেয়। যদি অঙ্গুলি দগ্ধ হয়, তাহা হইলে সে অসতী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহারা শবদেহ সময়ে সময়ে অগ্নিসৎকার ও সময়ে সময়ে মৃত্তিকায় প্রোথিত করে। পঞ্চায়তগণ ইহাদের সামাজিক বিবাদ মীমাংসা করিয়া থাকে।

চিক্লিদ (ত্রি) ক্লিদ্ যঙ্ লুক্ অচ্। অতিশয় ক্লেদযুক্ত, অতিঘর্ম্মাক্ত।

চিক্রীড়া (স্ত্রী) ক্রীড়িতুমিচ্ছা ক্রীড় ইচ্ছার্থে সন্-অ-টাপ্। ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা।

চিখলবহল, বোম্বাইপ্রদেশের নাসিকজেলার অন্তর্গত মালিগাঁর ১০ মাইল দূরে অবস্থিত একটী স্থান। এখানে একটী বড় গৌলিমন্দির আছে।

চিখাদিষু (ত্রি) খাদিতুমিচ্ছুঃ খাদ-ইচ্ছার্থে সন-উঃ। খাইতে অভিলাষী।

চিখ্‌লি, খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র ভীলরাজ্য। সাতপুরা পাহাড় ও তাড়িনদীর মধ্যে অবস্থিত। অধিবাসীদের ভাষা গুজরাটী, মরাঠী ও হিন্দুস্থানী এই তিন ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন। এরাজ্যের অধিকাংশ জঙ্গলময়, এই জন্য অতিশয় অস্বাস্থ্যকর; কেবল তাপ্তীনদীর সমীপস্থ অল্পমাত্র জমি উর্ব্বরা। মেবাসীবংশীয় জনৈক সর্দ্দার এখানকার শাসনকর্ত্তা।

চিখ্‌লি, বেরার প্রদেশের বুল্‌দানা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ইহার মধ্যে একটী সহর ও ২৭২টী গ্রাম আছে। ইহার ক্ষেত্রফল ৪৬৫১৯৪ একারের অধিক, কিন্তু অতি অল্প স্থানই কৃষিকার্য্যোপযোগী। অধিবাসীসংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ। চিখ্‌লি এই তালুকের প্রধান নগর। তথায় বিচারালয়, থানা প্রভৃতি আছে।

চিখ্‌লি, সুরাট জেলার একটী উপবিভাগ ইহার ক্ষেত্রফল ১৬৭ বর্গমাইল এবং ইহাতে ৬২টী গ্রাম আছে। এখানকার অধিবাসীসংখ্যা ৬০১৪৭। উচ্চ ও নিম্নভূমিভেদে এই উপবিভাগটী দুইভাগে বিভক্ত। উচ্চ অংশটী গিরিনিঃসৃত নদী কর্ত্তৃক প্লাবিত হইলেও ভূমি তেমন উর্ব্বরা নহে, কিন্তু নিম্নাংশ অতিশয় উর্ব্বরা; তথায় অম্বিকা, কাবেরী, খরেরা ও অরঙ্গা নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং নানাবিধ শস্য, ইক্ষু ও নানা জাতীয় ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২০° ৪৬´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৩° ৯´ পূঃ। এখানে বিচারালয়, থানা, ডাকঘর ও চিকিৎসালয় আছে।

চিখাদিষু (ত্রি) খাদিতমিচ্ছুঃ খাদ-ইচ্ছার্থে সন্-উ। খাইতে অভিলাষী।

চিঙ্গট (পুং) চিঙ্গ ইত্যব্যক্তশব্দেন অটতি চিঙ্গ-অট্-অচ্ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ অলোপঃ। মৎস্যভেদ, চিঙ্গড়ীমাছ। পর্য্যায়—মহাশল্ক। (হারাবলী)। এই মৎস্য গুরুপাক, বলবীর্য্যকর, পিত্তাদিনাশক, মুখরোচক এবং কফ ও বাতবর্দ্ধক। (রাজবল্লভ) ঊষাপানে এই মাছ পরিত্যাগ করিবে। (বৈদ্যক) [চিঙ্গড়ি দেখ।]

চিঙ্গটী (স্ত্রী) চিঙ্গট অল্পার্থে ঙীপ্। ঘুষাচিঙ্গড়ী।

চিঙ্গড় (পুং) চিঙ্গট পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। চিঙড়ী মাছ।

চিঙ্গড়ি (দেশজ) শল্করহিত কঠিন খোসা আচ্ছাদিত স্বনামখ্যাত মৎস্য। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ চিঙ্গড়িমাছকে কর্কটাদির সহিত একশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

ইহাদের সাধারণ লক্ষণ—উভয় পার্শ্বে দীর্ঘ দীর্ঘ গ্রন্থিযুক্ত পদ ও তন্মধ্যে সম্মুখের দুইটী দাড়া বৃহদাকার ও আত্মরক্ষার অস্ত্র

অন্নরূপ ধারাল কাঁটির ন্যায় অস্থিকাল শরীরের আবরণরূপে পরিণত। গাত্রচ্ছদ কঠিন ও গ্রন্থিযুক্ত।

এই মাছ আকার, বর্ণ ও গঠনভেদে বহুজাতিতে বিভক্ত। সচরাচর গল্দাচিংড়ি, মোচাচিংড়ি ঘুসোচিংড়ি, খুদেচিংড়ি, কাদাচিংড়ি, বাগদাচিংড়ি, কালচিংড়ি প্রভৃতি নানারূপ চিংড়িমাছ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মৎস্য অতি ক্ষুদ্র কাদাচিংড়ি হইতে /১ সের /১॥ সের ওজনের গল্দাচিংড়ি পর্য্যন্ত দেখা যায়। আকারগত পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের গঠনাদি এক রূপ। মস্তকের নিকট
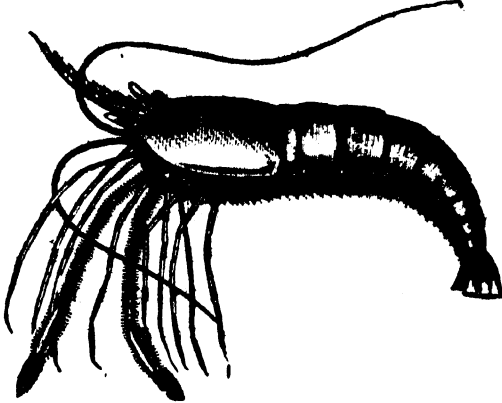
সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও ক্রমে পুচ্ছের দিকে সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। ইহারা শরীর গুটাইয়া পুচ্ছ ও মস্তক একত্র করিতে পারে। মস্তকের খোসা অতি দৃঢ় এবং সম্মুখে করাতের ন্যায় ধারাল খড়্গ ও সুতীক্ষ্ণ দাড়া দুইটার সাহায্যে ইহারা অপেক্ষাকৃত বলবান্ প্রাণীর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। ইহাদের চক্ষুর গঠন অন্যান্য প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাঁকড়ার ন্যায় ইহাদের দুইচক্ষু দুইটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাড়ার অগ্রভাগে অবস্থিত, ইচ্ছামত তাহা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে পারে।

ইহারা মধ্যে মধ্যে শরীরের খোসা পরিবর্ত্তন করে। খোসা ছাড়িলে ইহাদের শরীর কিছুদিন অতিশয় কোমল থাকে, পরে অবিলম্বেই সেই খোসা সুদৃঢ় হইয়া যায়। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও ভারতের অন্যান্য স্থানের সকল প্রধান প্রধান নদীতে ও পুষ্করিণীতে ছোট বড় নানারূপ চিঙ্ড়িমাছ পাওয়া যায়। বড় গল্দাচিঙ্ড়ি পুষ্করিণীতে অধিক জন্মে না, কিন্তু ক্ষুদ্র চিঙ্ড়ি বিস্তর হইয়া থাকে। ইহারা অণ্ড সমুদায় পরিপক্কাবস্থা পর্য্যন্ত উদরের উপর ধারণ করিয়া থাকে।

চিঙ্গলপৎ (চেঙ্গল্‌পৎ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ১২° ১৩´ হইতে ১৩° ৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩৫´ হইতে ৮০° ২৩´ পূঃ। বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ১১৫ মাইল এবং প্রস্থ ৪২ মাইল। পরিমাণফল ২৮৪২ বর্গমাইল। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে নেল্লুরজেলা, দক্ষিণে দক্ষিণআর্কট এবং পশ্চিমে উত্তরআর্কট জেলা অবস্থিত। এই জেলায় ৬টী নগর ও ১৯৭টী গ্রাম আছে।

এই জেলায় অধিকাংশ স্থানই সমতল ও মরুময়। মরুভূমি কোথাও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে, বরং উপকূলের নিকট কোন কোন স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও নিম্ন। এই সকল স্থান এ পর্য্যন্ত বালুকাপূর্ণ ছিল, সম্প্রতি স্থানে স্থানে বৃক্ষাদি রোপণ করায় উপকূলের দৃশ্য নূতন প্রকার হইয়াছে। মধ্যভাগে কোথাও বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র ও তাহার মধ্যে মধ্যে নারিকেল, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষসমাকীর্ণ গ্রামাবলী, কোথাও আবার বালুকাকঙ্করময় ক্ষুদ্রাবয়ব খর্জ্জুরবৃক্ষসমন্বিত অনুর্ব্বর প্রদেশ। আবার স্থানে স্থানে পুষ্করিণীতীরে শ্রেণীবদ্ধ তালবৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমভাগে নাগলপুরম্ ও কাম্বাকম্ পাহাড় বিস্তৃত। এই পাহাড়ের উচ্চতম স্থানে কাম্বাকম্ দুর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫৪৮ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত।

ইহাতে পালার, কোর্ত্তেলিয়ার, মারায়ণবরম্ বা অরানিয়া-নদী, চেয়ার, অদয়ার এবং কুবম্ প্রভৃতি নদী আছে। কোন নদীতেই নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে না। উপকূলের নিকট পুলিকট্, এন্নূর প্রভৃতি হ্রদ হইতে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত খাল কাটা হইয়াছে। ঐ সকল খাল দিয়াই নৌকাদি গমনাগমন করে। পুলিকট্ হ্রদের দৈর্ঘ্য ৩৫ মাইল, প্রস্থ ৩ হইতে ১১ মাইল পর্য্যন্ত এবং গভীরতা ১৪ হইতে ১৬ ফিটের অধিক নহে। এই জেলায় ১১৫ মাইল বিস্তৃত উপকূলে বিখ্যাত "মান্দ্রাজী ঢেউ" নামক উচ্চ উচ্চ ভীষণ তরঙ্গ সর্ব্বদা প্রতিহতহয়। নৌকাদি এখানে থাকিলে ভাঙ্গিয়া যায়। পুলিকট্ ও কোবিলঙ্গে সামান্য পোতাশ্রয় আছে। এই জেলায় আকরিক পদার্থ অধিক পাওয়া যায় না।

কাম্বাকম্ ও নাগলপুরম্ পাহাড়ে বন আছে, কিন্তু তাহাতে অধিক কাষ্ঠ উৎপন্ন হয় না। সম্প্রতি বালুকাময় উপকূলভাগে একপ্রকার ঝাউগাছ রোপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ঐ সকল বৃক্ষ অনেক দূর ব্যাপিয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে তাল, তেঁতুল, নারিকেল, আম, অশ্বত্থ, বট, শিংশপা প্রভৃতি প্রধান। মান্দ্রাজনগর এই জেলার অন্তর্গত হওয়ায় ইহাতে বহুসংখ্যক খাল, রাজপথ ও রেলওয়ে আছে। অরণ্যে অতি অল্পসংখ্যক বন্য জন্তু দেখা যায়। করঙ্গুলি সরোবরে বিস্তর কুম্ভীর দেখিতে পাওয়া যায়।

চিঙ্গলপৎ প্রাচীন বিজয়পুররাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখনও ইহার স্থানে স্থানে প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার বিস্তর

নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে তালিকোটে বিজয়রাজবংশের রাজ্যাবসান হইলে, সম্ভবতঃ ঐ বংশীয় রায়রাজগণ এই জেলায় রাজত্ব করেন। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গরায়ের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মান্দ্রাজনগর প্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্ত লাভের জন্য ইংরাজ ফরাসীতে ভীষণ বিবাদের সময় চিঙ্গলপতে অনেক সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে আর্কটের নবাব মুহম্মদআলি প্রত্যুপকারস্বরূপ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এই জেলা জায়গীর দেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ শাহআলম্ ঐ দান মঞ্জুর করেন। ১৭৬৩ হইতে ১৭৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই জেলা নবাবের ইজারাভুক্ত ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে হায়দরআলি দুইবার এই জেলা আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ বিনাশ করেন। তৎপরেই আবার ভীষণ দুর্ভিক্ষে ঐ জনপদকে প্রায় জনশূন্য করিয়া ফেলে। তাহার পর এখানে নূতন বন্দোবস্ত হয়।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে সমস্ত জেলা ১৪ ভাগে বিভক্ত হইল। তাহার চারি বৎসর পরেই উহা আবার ভিন্ন ভিন্ন কালেক্টরিতে বিভক্ত হয়। এই সমস্ত কালেক্টরি লইয়া আবার ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে একটী জেলা হয়। ১৮০১ খৃঃ অব্দে সত্তিয়াবাদ বিভাগ ও পুলিকছুপ্রদেশ চিঙ্গলপতের অন্তর্গত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজনগর এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, পরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য হয়।

হায়দরআলির আক্রমণ ও দুর্ভিক্ষাদির পর এই জেলার লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। এখন ক্রমে ইহার লোক বৃদ্ধি হইতেছে। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ৯৩৯৩১৪, মুসলমান ২৫০৩৪, এবং অবশিষ্ট ১৬৭৭৪ জন খৃষ্টান। জেলার মধ্যে প্রধান নগরগুলির নাম—কাঞ্চীপুর, সেণ্টটমাসেস্ মাউণ্ট (একটী সেনানিবাস), সৈদাপেট, তিরবেত্তিয়র, চেঙ্গলপৎ, পানামলি (সেনানিবাস), তিরুবল্লুর ও পল্লবরম্। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ক্ষুদ্র সহর আছে।

মান্দ্রাজের অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানকার ভূমি উর্ব্বরা নহে, সুতরাং অন্যান্য জেলা অপেক্ষা ইহা দরিদ্র; যেখানে সর্ব্বদা জল পাওয়া যায় এইরূপ স্থানেই শস্যাদি উৎপন্ন হয়। কাষ্ঠ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য বলিয়া লোকে গোময়াদি জ্বালাইয়া ফেলে, সুতরাং রীতিমত সার পাওয়া যায় না।

অনেক জমীদার মান্দ্রাজেই বাস করেন, সুতরাং নিজ জমি পরিদর্শন ও তাহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করায় প্রজাগণ কৃষিকার্য্যে তেমন যত্ন করে না। প্রজাগণ অধিকাংশই দরিদ্র প্রায়ই সমস্ত খাজানা দিয়া উঠিতে পারে না। জমিদারগণ খাজনার কতক অংশ ছাড়িয়া দিয়া আদায় করেন।

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি নিবন্ধন ইহাতে অনেকবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জল সেচনের সুব্যবস্থা না হওয়ায়, ১৭৮০ খৃঃ অব্দে মহিসুরসৈন্যগণের আক্রমণে, ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টিতে, ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে অতিবৃষ্টি ও তজ্জন্য ভীষণ বন্যায় খালবিলাদি ভগ্ন হওয়ায়, এবং ১৮০৬-৭ খৃঃ অব্দে সমস্ত মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীতে অজন্মা হওয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দে শস্য অত্যন্ত মহার্ঘ হয়, ১৮৭৬ সনেও ধান্য টাকায় ৴৮ সের মাত্র বিক্রয় হয়। এই জেলায় আর একটী প্রাকৃতিক বিড়ম্বনা আছে। বৈশাখ ও কার্ত্তিকমাসে এখানে ভীষণ ঝড় হইয়া প্রায়ই নানারূপে অনিষ্ট উৎপাদন করে। ১৭৪৬ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ ১৫টী ঝড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আর একবার ভীষণ ঝড় হয়। এইরূপ ঝড় প্রায়ই বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন হইয়া মান্দ্রাজ নগরের উত্তরপার্শ্বে দুই শতাধিক মাইল ব্যাপিয়া ভীষণবেগে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়। গৃহ, বৃক্ষ, সহস্র সহস্র নৌকা, জাহাজাদি চূর্ণীকৃত হইয়া যায় ও বহুসংখ্যক মনুষ্য, গোমেষাদি প্রাণত্যাগ করে।

উপকূলস্থ মান্দ্রাজনগর ব্যতীত আর কোথাও বহির্বাণিজ্য হয় না। মধ্যভাগে অন্তর্বাণিজ্য অল্পাধিক হইয়া থাকে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুলিকছুতে শুল্ক আদায়ের গৃহ ছিল এবং বেশ বাণিজ্যও হইত, কিন্তু ঐ বৎসর শুল্কগৃহ স্থানান্তরিত হওয়ায় উপকূলভাগ একরূপ বন্দরশূন্য হইয়াছে। এখানে গবর্মেণ্টের লবণ-পোক্তান আছে। তথায় বহুসংখ্যক লোক কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। মিয়াসীদারগণই বংশপরম্পরাক্রমে লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়নাদি একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়, কেবল এখানকার আর্ণিনগরে দুই এক শত তন্তুবায় আজও সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। তাহারও আর তেমন খ্যাতি নাই। সামান্য পরিমাণে বাসনাদি প্রস্তুত হয় এবং নীলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায় ও তাহা হইতেই কিছু আয় হইয়া থাকে। সন্নিহিত সমুদ্রেও মৎস্য, শুক্তি ও কচ্ছপাদি ধৃত হইয়া মান্দ্রাজ নগরে আনীত হয়। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই জেলার ভিতর দিয়া গিয়াছে।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই জেলা চিঙ্গলপৎ, কাঞ্চীপুর, মধুরান্তকম্, পোনেরি, সৈদাপেট ও তিরুবল্লুর এই ছয়টী তালুকে বিভক্ত। রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্ম্মচারী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট সৈদাপেটে বাস করেন। চিঙ্গলপতে সেসনে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। মান্দ্রাজনগর এই জেলার অন্তর্গত হইলেও ইহার বিচারকার্য্যাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে

মাল্রাজনগরেই হইয়া থাকে। এই জেলায় ১৩টী জেল আছে। সম্প্রতি এখানে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইতেছে। মান্দ্রাজনগরের সন্নিহিত বলিয়া ইহার অনেক বিদ্যালয়ে ইংরাজী প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। কেবল সৈদাপেটে গবর্মেণ্ট স্থাপিত একটী বিদ্যালয় আছে।

এই জেলা উষ্ণকটিবন্ধের অন্তর্গত হইলেও সমুদ্রকূলবর্ত্তী বলিয়া নাতিশীতোষ্ণ। ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সকলের ন্যায় ইহাতে কখন দারুণ গ্রীষ্ম কখন ভীষণ শীত হয় না। ইহার উত্তাপ ফারেণহিটের ৬৩° হইতে ১০৭° অংশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অন্য সময় বড় একটা জ্বর হয় না, কিন্তু শীতকালে কালাজ্বর অনেককে আক্রমণ করে, এবং অনেকেরই বসন্ত ও চক্ষুউঠা রোগ হয়।

২ চিঙ্গলপৎজেলার একটী তালুক। পরিমাণ ৪৩৬ বর্গমাইল। এই তালুকের ভূমি মধ্যভাগে লোহিতপলিযুক্ত ও পশ্চিমভাগে বালুকাময়। সাধারণতঃ ইহা পাহাড় জঙ্গলাদিপূর্ণ ও অমুর্ব্বর, তথাপি জেলার অন্যান্য তালুক অপেক্ষা নানারূপ দৃশ্যপূর্ণ। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ৩টী ফৌজদারী ও ২টী দেওয়ানি আদালত ছিল।

৩ উক্ত জেলা ও তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১২° ৪২´ ১´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ১´ ১৩´´ পূঃ। এই নগর মাল্রাজের ৩৬ মাইল দক্ষিণে, চিঙ্গলপৎ-আর্কোনম্ লাইন ও দক্ষিণভারতীয় রেলপথের সঙ্গমে অবস্থিত। ডিষ্ট্রীক্ট সেসন্‌জজ, সব-কালেক্টর ও সিভিলসার্জ্জন এই নগরে বাস করেন, তদ্ভিন্ন এখানে ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সেফের আদালত, জেল, হাঁসপাতাল, ডাকঘর প্রভৃতিও আছে। দেশীয় পথিকদিগের বিশ্রামার্থ স্থানীয় লোকের সাহায্যে এখানে একটী ছত্র আছে। য়ুরোপীয়দিগের জন্য একটী বাঙ্‌লা নির্ম্মিত হইয়াছে।

চিঙ্গলপৎ-দুর্গের উপর দিয়া সম্প্রতি রেলপথ গিয়াছে। এখন ঐ দুর্গ কোন ব্যবহারেই আসে না। কিন্তু পূর্ব্বে অতিশয় বিখ্যাত ছিল। বিজয়নগরের রাজগণ হীনতেজা হইলে পর তাঁহারা চিঙ্গলপৎ ও চন্দ্রগিরি এই দুই স্থানে যথাক্রমে রাজত্ব করিতেন। এই সময় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে চিঙ্গলপতের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গের গঠনপ্রণালী অপর দুর্গের ন্যায়।

ইহার দুর্গম অবস্থিতি দেখিলে বোধ হয় এই দুর্গ অজেয়, ইহার তিনদিকে জলাভূমি, অপর দিক্ সুদৃঢ় পরিখা ও প্রাচীরাদি দ্বারা সুরক্ষিত। পূর্ব্বে এই দুর্গ মাল্রাজনগরের একটী দ্বার বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ হইতেই গড়ের উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারা যায়। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ গোলকুণ্ডার সর্দ্দারদিগের হস্তগত হয়। তাঁহারা আর্কটের নবাবকে ঐ দুর্গ অর্পণ করেন। নবাব আবার ১৭৫১ খৃঃ অব্দে ফরাসীদিগের সাহায্যে কর্ণাট-আক্রমণকালে চাঁদসাহেবকে প্রদান করেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব এই দুর্গ আক্রমণ ও দুর্গস্থ ফরাসীসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। তৎপরে ঐ সকল দুর্গ কখন ফরাসী বন্দীদিগকে রাখিবার স্থান, রসদ রাখিবার ভাণ্ডার, কখন চতুঃপার্শ্বস্থ পলিগারগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সেনানিবাস ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত হয়। পরে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মাল্রাজরক্ষার নিমিত্ত চারিদিকের দুর্গ হইতে সৈন্যাদি মাল্রাজে আনিত হইল। এই সময়ে চিঙ্গলপৎদুর্গ একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই আবার ফরাসীদিগকে দক্ষিণ হইতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ঐ দুর্গে মাল্রাজের একদল ইংরাজসৈন্য রাখা হয়। ফরাসীসেনাপতি লালি আসিয়া দেখিলেন দুর্গ ইংরাজ-হস্তগত ও দুর্জ্জয়, সুতরাং তিনি মাল্রাজাভিমুখে গমন করিলেন। এই যুদ্ধে দুর্গস্থ সৈন্যগণ শত্রুগণকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারল বেলির হস্ত ভগ্ন করিয়া ইংরাজসৈন্য এই দুর্গে আশ্রয় লয়। মহিসুরযুদ্ধের সময় এই দুর্গ একবার মহিসুরের হস্তগত হয়, পরে আবার ইংরাজেরা জয় করেন। চিঙ্গলপৎ ও চন্দ্রগিরির পলিগার বা নায়কদিগের নিকট হইতে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ মাল্রাজনগর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ পান।

চিচাঙ্গিল, পঞ্জাবের বন্নু জেলার অন্তর্গত একটী গিরিমালা। অক্ষা° ৩২° ৫১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১০´ ৪৫´´ পূঃ। ইহার অপর নাম শিঙ্গড় বা মরদানি। এই গিরিশ্রেণীর উচ্চশৃঙ্গের নাম সুখাজারৎ, উহা কালাবাগ নামক স্থান হইতে ১৬ মাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৭৪৫ ফিট উচ্চ। ইহার পূর্ব্বদিকে বন্নু উপত্যকা। মিয়ানবালি হইতে যে পথ বন্নু উপত্যকাভিমুখে আসিয়াছে, তাহা চিচালির দক্ষিণপ্রান্তস্থিত ট্যাংদারা নামক গিরিপথ দিয়া গিয়াছে।

চিচিঙ্গা, এক প্রকার লতানিয়া গাছ (Trichosanthes anguina.) ইহার ফল প্রায় ৩।৪ হাত লম্বা ও সর্পাকৃতি হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ হরিতাভ শুভ্র। শীতকালে এই ফল জন্মে এবং ঝিঙ্গে, শিম প্রভৃতির ন্যায় তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর পুষ্করিণীর তীরে ইহার বীজ রোপণ করে, এবং লতা আশ্রয় পাইবার জন্য কাঁটাগাছ পুতিয়া দেয়। চিচিঙ্গা ফল অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। ইহার সংস্কৃত নাম চিচিণ্ড।

[চিচিণ্ড দেখ।]

চিচিণ্ড (পুং) ফলবিশেষ, চিচিঙ্গা। পর্য্যায়—শ্বেতরাজি, স্থদীর্ঘ, গৃহকূলক, বইকল। ইহার গুণ—বাতপিত্তনাশক, বল ও রুচি-কারক, পথ্য, প্রায় পটোলের মত উপকারক। (হারীত)

চিচ্গড়, মধ্যপ্রদেশস্থ ভাণ্ডারাজেলার দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তস্থিত একটী বিস্তৃত রাজ্য বা জমিদারী। এই রাজ্যটী সুবিস্তৃত হইলেও নানাকারণে ইহার অবস্থা ভাল নহে। ইহার ক্ষেত্রফল ২৩৭ বর্গমাইল, তন্মধ্যে কেবল ১২ বর্গমাইল মাত্র স্থানে কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে হল্বা, গোঁড় ও গোয়ালারাই প্রধান। চিচ্গড়ের বনে মূল্যবান্ কাষ্ঠ পাওয়া যায়। চিচ্গড় ও পালন্দুর ইহার প্রধান সহর। চিচ্গড়নগরে এখানকার অধিপতি একটী কূপ খনন ও একটী সরাই নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

চিঞ্চকেড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পচোয়া তালুকের একটী বিখ্যাত স্থান। অপর নাম মাই-জি। প্রতিবৎসর ১৫ই পৌষ হইতে এখানে একটী মেলা বসে। প্রবাদ আছে যে কোন রমণী এখানে সমাধিস্থ হন, তদুপলক্ষে বর্ষে বর্ষে মেলা হইয়া থাকে। ঐ রমণী জব্বলেরজেলার ছিবরি গ্রামের কিরোলী কুণবির কন্যা, শ্বশুর শাশুড়ী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়া মালপাহাড়ে আসিয়া গোরক্ষনাথের নিকট যোগশিক্ষা করেন। অবশেষে তিনি চিঞ্চকেড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রতিবৎসর অধিবাসীরা তাঁহার জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিত, তিনি প্রতিবৎসরই উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিতেন। দ্বাদশবর্ষ অন্তে তিনি স্বয়ং ভূগর্ভে সমাধিগত হন। অধিবাসীগণ ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

চিঞ্চনি, ঠানজেলার একটী নগর। এই নগর চিঞ্চনি তারাপুর খাড়ীর উত্তরকূলে এবং বরদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বজায়ম ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

চিঞ্চবড়, হাবেলীর একটী নগর। পুণার ১০ মাইল উত্তরপশ্চিমে পাবনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগরে রম্যঅট্টালিকা, মন্দিরাদি পূর্ণ ও নদীতীরে সুন্দর সোপান-শ্রেণীবিরাজিত ঘাট ছিল। সম্প্রতি একটী রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে গণপতি এখানে নরাকারে বাস করেন। এ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যানও শুনা যায়—

প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে পুণানগরে এক ধর্ম্মশীল দরিদ্র দম্পতি বাস করিতেন। তাঁহারা গণেশের উপাসনা করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। ঐ পুত্রের নাম মরবা। পুত্রের জন্মের পরই তাহারা চিঞ্চবড়ের চারি মাইল দক্ষিণে পিম্পলীতে আসিয়া বাস করেন। পিতা মাতার মৃত্যুর পর আজন্ম ধর্ম্মশীল মরবা চিঞ্চবড়ের দুই মাইল পশ্চিমে তাতবড়ে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই তাতবড় হইতে তিনি প্রতিমাসে ২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মরগাঁয়ে গণেশের মন্দিরে পূজা দিতে যাইতেন। মরগাঁএর প্রধান মণ্ডল মরবার ধর্ম্মানুরাগদর্শনে প্রীত হইয়া প্রতিবারই তাঁহাকে এক বাটী করিয়া দুগ্ধ দান করিত। একদিন ঐ ব্যক্তি এক অন্ধবালিকাকে গৃহে রাখিয়া ক্ষেত্রে গিয়াছিল, এমন সময় মরবা উপস্থিত হইয়া যথাপূর্ব্ব দুগ্ধ চাহিলেন। অন্ধবালিকা তৎক্ষণাৎ চক্ষু পাইল এবং দুগ্ধ আনিয়া মরবাকে প্রদান করিল। এই আশ্চর্য্য ঘটনা চারিদিকে জানিতে পারিল। অনতিকাল পরেই মরবা মহারাষ্ট্রবীর শিবজীর চক্ষুরোগ আরোগ্য করিলেন। মরবার যশোগৌরব চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নানাস্থান হইতে লোক আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে মরবার উপাসনাদির ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি চিঞ্চবড় অরণ্য মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। মরবা বৃদ্ধ হইলে তাঁহার পক্ষে প্রতিমাসে ২৫ ক্রোশ হাঁটিয়া মরগাঁও যাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। একদিন তিনি পূজা শেষ হই-বার পর তথায় উপনীত হইলেন এবং মন্দিরদ্বার বন্ধ দেখিয়া বাহিরে শয়ন করিয়া রহিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায় শীঘ্রই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। স্বপ্নে গণেশদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "তুমি আমার পূজা কর এবং ভবিষ্যতে আর কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিও না, আমি তোমার এবং তোমার পুত্রপৌত্রাদির দেহে বাস করিব।" মরবার নিদ্রা ভাঙ্গিলে দেখিলেন, মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। অনন্তর তিনি গণপতির পূজা করিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রভাতে পুরোহিতগণ আসিয়া গণপতির গলায় এক নূতন পুষ্পহার প্রদত্ত ও রত্নহার অপহৃত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সামান্য অনুসন্ধানেই মরবার গলায় সেই হার দৃষ্ট হইল, এবং দলপতিগণ তৎক্ষণাৎ মরবাকে বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলেন। গণেশের কৃপায় মরবা মুক্তি-লাভ করিয়া চিঞ্চবড়ে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার গৃহভিত্তি ভেদ করিয়া গণেশের মূর্ত্তি উত্থিত হই-য়াছে। তিনি এই মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মূর্ত্তির নিম্নে আপনি সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র চিন্তামণ ২য় গণেশাবতার বলিয়া গণ্য হইলেন। কথিত আছে, বিখ্যাত কবি তুকারামের সন্দেহমোচনার্থ একদিন চিন্তামণ গণেশমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। চিন্তামণ বৃদ্ধ হইয়া পরলোক গমন করিলেন। নারায়ণ তৃতীয় দেব হইলেন। তৎপুত্র সম্রাট্ আরঙ্গজেব উপহাস করিয়া তাঁহার খাদ্যের নিমিত্ত গোমাংস প্রেরণ

করেন, কিন্তু তাঁহার স্পর্শমাত্র একগুচ্ছ যুথিপুষ্পে পরিণত হয়। সম্রাট্ তাঁহার এই আশ্চর্য্য কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে চিরস্থায়ীরূপে আটখানি গ্রাম প্রদান করেন। ৪র্থ অবতার ২য় চিন্তামণ, ৫ম নারায়ণের পুত্র ধর্ম্মধর, ৬ষ্ঠ ৩য় চিন্তামণ এবং ৭ম দেব ২য় নারায়ণ। শেষোক্ত ব্যক্তি কৌতূহলপরবশ হইয়া মরবার সমাধি খনন করেন। সমাধিস্থ মরবা ধ্যানভঙ্গে অভিশাপ করিলেন যে, ২য় নারায়ণের পুত্রের পর আর দেববংশ থাকিবে না। তাহাই হইল। ২য় নারায়ণের পুত্র ধর্ম্মধর ১৮১০ খৃঃ অব্দে অপুত্রক লীলা সংবরণ করিল। অনন্তর তাঁহার দূরসম্পর্কীয় শখরী নামে জনৈক বালককে দেবপদে অভিষিক্ত করিয়া মন্দিরের বহুমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করা হইল। ঐ দেবতার সম্বন্ধে এখনও অনেকের বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় যতই লোক হউক না কেন, অতি অল্পমাত্র মিষ্টান্নাদি থাকিলেও দেব তাহাতেই সকলকে পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করাইতে পারেন।

দেববংশীয়েরা নদীতীরে এক সুন্দর প্রাসাদে বাস করেন। এই প্রাসাদের কতক অংশ নানাফড়্নবিশ্ (১৭৬৪-১৮০০ খৃঃ অঃ) ও কতকাংশ মহারাষ্ট্রসেনাপতি হরিপন্থফড়্কে (১৭৮০—১৮০০ খৃঃ অঃ) নির্ম্মাণ করিয়া দেন। প্রাসাদের নিকটেই পরলোকগত দেবদিগের এক এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মরবার মন্দিরই প্রধান। ইহাতে মরাঠী ভাষায় উৎকীর্ণ এক লিপি আছে। তদ্দারা জানা যায় এই মন্দির ১৫৮০ শকে আরম্ভ হয়। শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ ৩য় গণেশাবতারের মন্দিরে আর এক লিপি আছে। ঐ মন্দির ১৬৪১ শকে নির্ম্মিত হয়।

এই সকল মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ১৩৮০০৲ টাকা। পূর্ব্বোক্ত অরঙ্গজেব প্রদত্ত আটটী গ্রামের খাজনা হইতেই ঐ টাকা আদায় হইয়া থাকে। গণেশের সম্মানার্থ প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষে চিঞ্চবড়ে এক মেলা হইয়া থাকে।

মরবার বিবরণ সম্বন্ধে মতান্তর লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, মরবা বিদর-নিবাসী ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। যৌবনের পূর্ব্বেই অকর্ম্মণ্য বোধে পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তিনি চিঞ্চবড়ে আগমন করেন। পথিমধ্যে মোরেশ্বর বা মরগাঁও নামক স্থানের গণেশের উপাসনা করিতে তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা হয়। সুতরাং তিনি চিঞ্চবড় হইতে প্রতিদিন তথায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদিন ভাদ্রমাসে গণেশচতুর্থী যোগে মন্দির লোকে লোকারণ্য থাকায় মরবা বৃক্ষতলে নিজ নৈবেদ্য গণেশের উদ্দেশে অর্পণ করিলেন। কিন্তু দৈববলে ঐ নৈবেদ্য তৎক্ষণাৎ মন্দিরাভ্যন্তরে ও মন্দিরের নৈবেদ্য বৃক্ষতলে আনীত হইল। পুরোহিতগণ বালককে কুহকী অনুমান করিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিল। পরে স্বপ্নযোগে গণপতি পুরোহিতকে আদেশ করিলেন যে, "তুমি শীঘ্র মরবাকে লইয়া আইস, সে আমার পূজা করিবে।" পুরোহিতগণ অনেক অনুযোগ করিলেও মরবা আসিলেন না। স্বপ্নে গণেশ মরবাকে কহিলেন, "আমি তোমার সহিত চিঞ্চবড়ে অবস্থান করিব।" পরদিবস মরবা স্নান করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার আরাধ্য মরগাঁওয়ের গণেশমূর্ত্তি ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা গৃহে লইয়া গেলেন এবং একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রাখিলেন।" চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল যে, মরবা গণেশদেব হইয়াছে। পরে মরবা বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার পর তৎপুত্র চিন্তামণ গণেশাবতার বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। বিখ্যাত ভ্রমণকারী লর্ড ভালেন্সিয়া যৎকালে এই মন্দির দর্শন করেন, তখন কল্পিত গণেশাবতার চক্ষুরোগে ভুগিতেছিলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ গ্রেহাম্ এই মন্দির দর্শন করেন। তিনি বলেন, ঐ সময়ের দেব একটী বালক মাত্র। তিনি প্রতিদিন অতিমাত্র অহিফেণ সেবন করিয়া চক্ষু লাল করিয়া থাকিতেন।

চিচিকুটী (স্ত্রী) পক্ষীর চিৎকার।

চিচ্চিটিঙ্গ (পুং) চীয়তে চি কর্ম্মণি ক্বিপ্-চিৎ অগ্নিঃ তত্র চিটিং প্রেষণং গচ্ছতি চিটি-গম্-ড পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্। কীটভেদ, উচ্চিংড়া।

চিচ্ছুদৈবজ্ঞ, প্রশ্নসার নামে সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থকার।

চিচ্ছক্তি (স্ত্রী) চিদেব শক্তিঃ কর্ম্মধা°। চৈতন্যশক্তি। "মায়াং ব্যুদস্তচিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" (ভাগবত ১।৭।২৪।)

চিচ্ছায়াপত্তি (স্ত্রী) চিতি বুদ্ধ্যাদেঃ বুদ্ধ্যাদৌ বা চিতেঃ ছায়া প্রতিবিম্বঃ তস্যা আপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ। চিচ্ছক্তিতে বুদ্ধিসত্বাদির প্রতিবিম্ব বা বুদ্ধিসত্বাদিতে চিচ্ছক্তির প্রতিবিম্ব। পর্য্যায়— চিৎ-প্রতিবিম্ব, চৈতন্যাধ্যাস, চিদাবেশ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকারে বৃত্তি হইয়া থাকে। বিষয়াকারবুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। চেতনের ছায়া পাইয়া অচেতন বুদ্ধিও চেতন হইয়া উঠেন। বিষয়াকার পরিণাম হইলে বুদ্ধিও চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হন। তখন পরিণামীর প্রতিবিম্ব পাইয়া অপরিণামী নির্লেপ পুরুষও আপনাকে সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান করেন। (সাংখ্যভাষ্য)

চিচ্ছিৎসু (ত্রি) ছেত্তু মিচ্ছুঃ ছিদ্-ইচ্ছার্থে সন্-উ। ছেদন করিতে অভিলাষী।

চিচ্ছিল (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী। "মেকলৈস্ত্রৈপুরৈশ্চৈব বিচ্ছিলৈশ্চ সমন্বিতঃ।" (ভারত ভীষ্ম ৮৮ অঃ।)

চিচ্ছুক (চিৎসুখ) ভাগবতের একজন টীকাকার।

চিঞ্চা (স্ত্রী) ১ তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুল গাছ। ইহার পাতার রস গুল্মরোগের উপকারক। তস্যা ফলং ইত্যণ্ হরীতক্যাদিত্বা-লুপ্ (হরীতক্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।৩।১৬৭) চিঞ্চাফল, তেঁতুল।

চিঞ্চাটক (পুং) তৃণবিশেষ।

চিঞ্চাম্ল (স্ত্রী) চিঞ্চেবাম্লং। অম্লশাক, আমরুল।

চিঞ্চাসার (পুং) চিঞ্চায়া ইব সারোঽস্য। অম্লশাক, আমরুল।

চিঞ্চিড়ী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ।

চিঞ্চিনী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ, গঙ্গাদ্বারের দক্ষিণভাগে অবস্থিত।

চিঞ্চী (স্ত্রী) চিঞ্চ গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। গুঞ্জা।

চিঞ্চোটক (পুং) চিঞ্চে অটতি চিঞ্চা-অট-ণ্বুল্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। তৃণবিশেষ, চেঁচক।

চিটা (দেশজ) চটচটে।

চিটাগুড় (দেশজ) তরল চট্‌চটে খারাপ গুড়।

চিটিঙ্গ (পুং) কীটভেদ, উচ্চিঙড়া।

চিটী (স্ত্রী) চেটতি প্রেরয়তি চিট্-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। ১ চণ্ডাল-বেশধারিণী যোগিনী, বশীকরণের জন্য তাহার উপাসনা করিবে। মন্ত্র—"ওঁ চিটি! চিটি! মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা"। যাহাকে বশ করিবার ইচ্ছা তাহার নাম তালপত্রে লিখিয়া ক্ষীরমিশ্রিত জলে রাত্রিতে সিদ্ধ করিবে, তাহা হইলে অবশ্যই সে বশ হইবে, এই বিধিদ্বারা রাজা ৭ দিনে বশীভূত হয়। (তন্ত্রসার) (দেশজ) ২ পত্র।

চিঠা (দেশজ) ১ জমীর পরিমাণ যাহাতে লিখিত হয়। ২ পত্র।

চিড়া (দেশজ) চিপিটক, চিঁড়ে।

চিড়িক (দেশজ) ১ বিদ্যুৎ চম্‌কান। ২ বেদনাদিতে দপ্‌দপানি।

চিড়িয়াখানা (হিন্দী চিড়ীয়া অর্থাৎ পক্ষী, পারস্য খানা অর্থাৎ আবাস) পক্ষী রাখিবার স্থান।

চিড়িয়াঘাস (দেশজ) একপ্রকার ঘাস।

চিড়িমার্ (পারসীজ) তাস খেলার একটী রঙ্।

চিড়্‌বিড়্ (দেশজ) চঞ্চল।

চিৎ (স্ত্রী) চিৎ-সংজ্ঞানে সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্। ১ জ্ঞান, চৈতন্য। "ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ" (ভাগবত ৩।৭।২) ২ চিত্তবৃত্তি। "চিদসি মনাংসি ধীরসি" (শুক্লযজুঃ ৪।১৯) 'অচেতনদেহাদি সঙ্ঘাতস্য চেতনত্বং সম্পাদয়ন্তী বাহ্যবস্তুসু নির্বিকল্পরূপং সামান্যজ্ঞানং জনয়ন্তী বৃত্তিশ্চিত্তং দেবাত্র চিদিত্যুচ্যতে।' (মহীধর) ৩ নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ আত্মস্বরূপ সকল বস্তুর অবভাসক জ্ঞান। "চিদিহাস্মীতি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ। চিৎত্বং চিদহমেতেচ লোকাশ্চিদিতি ভাবয়েৎ।" ([illegible]) চিনোতি চি-কর্ত্তরি ক্বিপ্। (পুং) ৪ চয়ন-কর্ত্তা। কর্ম্মণি ক্বিপ্। (পুং) ৫ অগ্নি। (অব্য) ৬ অসাকল্য। ৭ বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের উত্তর প্রত্যয়বিশেষ "কশ্চিৎ কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি।

চিত (ত্রি॰) চি-কর্ম্মণি ক্ত। ১ ছন্ন। ২ কৃতচয়ন।

চিতং, পঞ্জাবের অন্তর্গত অম্বালা ও কর্ণাল জেলার একটী নদী। ইহা সরস্বতী নদীর কএক মাইল দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়া সরস্বতীর সহিত সমান্তরভাবে কিছু দূর গিয়াছে। বালচকর নগরের নিকট উভয় নদীর বালুকাময় গর্ভ প্রায় মিলিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুদূর গমনের পরই আবার পৃথক্ হইয়াছে। চিতংনদী যমুনার সহিত সমন্তরালভাবে হান্সি ও হিসার অভিমুখে গমন করিয়াছে। নদীর এই অংশ পশ্চিম যমুনা-খালের এক অংশ। ইহাতে কৃষিকার্য্যের বেশ সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদী ভাট্‌নেরনগরের কএক মাইল নিম্নে ঘর্ঘরানদীর সহিত মিলিত হইত; আজও বালুকাময় সেই প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। পরে স্রোত পরিবর্ত্তিত হইলে বর্ত্তমান খালে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন চিতং একটী মনুষ্যকৃত খালমাত্র, কৃষিকার্য্যের সুবিধা জন্য খনন করা হইয়া থাকিবে।

চিতরতলা, উড়িষ্যার কটকজেলার অন্তর্গত মহানদীর একটী শাখা। এই নদী বিরূপার উৎপত্তি-স্থান হইতে ১০ মাইল নিম্নে মহানদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিছুদূরে আসিয়াই চিতরতলা ও নুন এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রায় ২০ মাইল গমনের পর এই দুই নদী পুনরায় মিলিত হইয়া নুন নাম ধারণ করিয়াছে ও পরে উপকূলের কিছুদূরে মহা-নদীর মোহানায় পতিত হইয়াছে। কেন্দ্রপাড়া খাল প্রথমে এই চিতরতলানদীর উত্তর দিয়া আসিয়াছে, পরে নুননদীর উত্তর দিয়া কটক হইতে ৪২½ মাইল দূরে মার্শাঘাই নামক স্থানে নদীতে মিশিয়াছে।

চিতলদুর্গ, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত নগর বিভাগের একটী দুর্গ। দুর্গের নামানুসারে ঐ জেলা ও উহার প্রধান নগরের নামও চিতলদুর্গ হইয়াছে। ছাতার ন্যায় আকার বলিয়া এই দুর্গকে 'ছত্তথলদুর্গ' বলে, তাহা হইতে চিতলদুর্গ নাম হইয়াছে। জেলার পরিমাণফল ৪৪৭১ বর্গমাইল। ইহার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বসীমায় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেলারী জেলা, দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বসীমায় মহিসুরের তুমকুর্ জেলা এবং পশ্চিমে কদুর ও মহিসুরের শিমোগা জেলা অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিমে তুঙ্গভদ্রানদী ইহাকে ধারবার হইতে পৃথক্ করি-তেছে। ইহার প্রধান নগর চিতলদুর্গ বঙ্গলূর হইতে প্রায় ১২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষাং ১৪° ১৪´ উঃ,

দ্রাঘি° ৭৬°২৬´ পূঃ। এই নগরেই বিচারালয় ও পুলিশ-ষ্টেশন আছে।

মহিসুরের মধ্যে এই জেলা সর্ব্বাপেক্ষা অনুর্ব্বরা ও প্রস্তরভূমিময়। এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প। বেদবতী নামে তুঙ্গভদ্রার একটী উপনদী জেলার নৈর্ঋতকোণ হইতে ঈশানকোণাভিমুখে বহিতেছে। অনুচ্চ গিরিমালা স্থানে স্থানে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত। তদ্ভিন্ন অন্য স্থানে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে গড় ২০০০ ফিট উচ্চ। গ্রীষ্মকালে বেদবতীতে বালির চড়া পড়ে, প্রায় জল থাকে না। বালি খুঁড়িলে তবে কিছু জল পাওয়া যায়। এই জেলার কোনখানেই তেমন গাছপালা হয় না। অনেকে বলেন যে, বড় বড় বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলাতেই বৃষ্টির অভাব ও তজ্জন্য ক্রমেই জমি অনুর্ব্বরা হইয়া পড়িয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনাদির ব্যবস্থা করিলে উত্তম শস্যাদি জন্মে। পশুচারণের উপযোগী তৃণসমাচ্ছন্ন ক্ষেত্রও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভাগে লবণাক্ত মাটীতে নারিকেল প্রভৃতি গাছ জন্মে। মধ্যভাগের পাহাড়ে খনিজ লৌহ, চুম্বক, শ্লেট-পাথর ও অন্যান্য পাথর পাওয়া যায়। পাহাড়ে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, দ্বীপি, তরক্ষু ও বন্যবরাহ বাস করে।

পলিগার সর্দ্দারগণ বহুকাল চিতলদুর্গে রাজত্ব করিতেন। এই জেলার অন্তর্গত নিগুণ্ডা নামক অতি প্রাচীন গ্রামে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীয় এক শিলালিপি পাওয়া যায়। তৎপাঠে জানা যায় যে, ঐ স্থান গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের অধীন কোন জৈন রাজার রাজধানী ছিল। চালুক্য ও বল্লালবংশীয় রাজগণের প্রাধান্যকালে গঙ্গবংশীয় কোন রাজাই সম্ভবতঃ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। মুসলমানগণ বল্লালবংশ জয় করিলে বিজয়পুরের হিন্দুরাজগণ দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর হন। এই সময়েই রাজধানী বিজয়পুর হইতে বহু দূরবাসী সামন্তরাজগণ একরূপ স্বাধীনতা লাভ করেন। তন্মধ্যে চিতলদুর্গ, নিদুগল ও নায়কনহট্টির পলিগারেরাই প্রধান। এই পলিগারগণ বেদর বা বোয়াজাতি, প্রাচীন কিরাত জাতির ন্যায়। এই রাজবংশের স্থাপয়িতা ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের সমকালে চিতলদুর্গ অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্যে মোগল, পাঠান ও মহারাষ্ট্রদিগের ঘোর যুদ্ধকালে পলিগারগণ কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিতেন। জনৈক সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে চিতলদুর্গ হায়দরআলির অধিকৃত হয়। হায়দরআলি রাজাকে বন্দী ও বেদর বালকগণকে নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যান। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর মৃত্যুর পর চিতলদুর্গ মহিসুররাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৩০-৩১ খৃঃ অব্দে সমস্ত মহিসুরের সহিত চিতলদুর্গ ইংরাজগবর্মেণ্টের অধীন হয়। পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের শাসনভার পূর্ব্বরাজবংশীয় রাজার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সম্প্রতি বৃটিশ নিয়মেই ইহার শাসনকার্য্য চলিতেছে। দবনগিরি, হরিহর, চিতলদুর্গ ও তুর্ব্বনুর এই কয়টী প্রধান নগর। চিতলদুর্গের দক্ষিণে যোগীমঠ নামক পর্ব্বতের উপর একটী স্বাস্থ্যনিবাস আছে।

শস্যের মধ্যে ধান্য, ভুট্টা, বাজরা, সরিষা, তিল প্রভৃতি ও কোন কোন স্থানে কার্পাস জন্মে, দক্ষিণভাগে নারিকেলও উৎপন্ন হয়। এখানে শস্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য। বহুকাল হইতে বেদবতীনদীর উপর ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা বাঁধ করিবার কল্পনা হইতেছে। তাহা সম্পন্ন হইবে জেলার অনেক অংশ বিশেষ উর্ব্বরা হইবে। ইতিমধ্যে বহুব্যয়ে জলাগমের অনেক উপায় করা হইয়াছে।

দেশীয় লোকে কার্পাস, উর্ণা ও লৌহ প্রভৃতির নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ করে। কোন কোন স্থানে কার্পাসের অতিসূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হয়। জেলার সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট কম্বল প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কোন কম্বল ২০০৲ হইতে ৩০০৲ শত টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হয়। জেলার মধ্যভাগে পর্ব্বতে লৌহ পাওয়া যায়, তাহাতে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি ও ছুরী, কাটারি ইত্যাদি নির্ম্মিত হয়। মালিবেন্নুর ও হরিহরের কাচের চুড়ি মন্দ নয়। মোটা কাগজও স্থানে স্থানে প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি কাচের কাজ একপ্রকার উঠিয়া যাইতেছে।

দবনগিরি প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানকার বস্ত্রগুবাক্, মরিচ ও কম্বলাদির সহিত মান্দ্রাজ হইতে আনীত ছিটবস্ত্র, বাসন ও লবণাদির বিনিময় হয়। নায়কনহট্টি নগরে বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে।

২ উক্ত চিতলদুর্গ জেলার একটী তালুক। একটী পাহাড়দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণে এই তালুক দুই ভাগে বিভক্ত। এই তালুকের পশ্চিমভাগে ভীমসমুদ্র নামে সার্দ্ধ তিনমাইল দীর্ঘ ও দুইমাইল বিস্তৃত একটী প্রকাণ্ড জলাশয় আছে।

চিতলমারি, বাঙ্গালার অন্তর্গত খুলনাজেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম মধুমতীনদীতীরে অবস্থিত। এখানে চৈত্রমাসে ৬ দিন ধরিয়া একটী মেলা হয় এবং তাহাতে প্রায় প্রতিদিন ৪০০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

চিতলমাছ, (Notopterus Chitala) মৎস্যবিশেষ। এই জাতীয় মৎস্য অনেকাংশে ফলুইমাছের মত। পৃষ্ঠদেশ অতিশয় কুব্জাকার, নাসিকা উন্নত এবং পৃষ্ঠের পাখনা মস্তক অপেক্ষা পুচ্ছের অধিক নিকটবর্ত্তী। ইহাদের শল্ক অতি

ক্ষুদ্র এবং রৌপ্যবর্ণ। ইহাদের বিস্তর কাঁটা আছে। গলদেশ হইতে উদরের নিম্ন পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ সারি কাঁটা থাকে। বর্ণ পৃষ্ঠদেশে ধূসর ও তাম্রাভ, কিন্তু পার্শ্বদেশ রৌপ্যের ন্যায়। এক একটা চিতলমাছ ৩৷৪ হাত বড় ও ওজনে দেড় মণ দুই মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগর, উড়িষ্যা, আসাম, সিন্ধু-প্রদেশ, শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানের নদী ও পুষ্করিণীতে এই মাছ বাস করে। নিম্নবঙ্গেই এই মাছ বেশী বড় হয়।

ইহারা ছোট ছোট মাছ ধরিয়া খায় বলিয়া যে পুষ্করিণীতে চিতল মাছ থাকে, সেখানে অন্যান্য মাছ অধিক জন্মিতে পারে না। ইহাদের আবার বিভিন্নরূপ জাতিও দেখা যায়।

টাট্‌কা চিতলমাছ খাইতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। অধিকন্তর তৈলাক্ত বলিয়া অনেক সময় কেবল তৈলসংগ্রহ জন্যই ইহাদিগকে ধরা হয়। তৈল সংগ্রহ করিতে হইলে মাছ ধরিয়া প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল রাখিয়া জলে সিদ্ধ করিবে, পরে ভাজিয়া জাঁতা দিয়া চাপিলে তৈল বাহির হইবে। ঐ তৈল পরিষ্কার করিয়া জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট অংশে উত্তম সার হয়।

চিতা (স্ত্রী) চীয়তে শ্মশানাগ্নিরস্যাং চি অধিকরণে ক্ত স্ত্রিয়াং টাপ্‌। শবদাহাধার, চুল্লী। পর্য্যায়—চিত্যা, চিতি, কাষ্ঠমঠী, চৈত্য, চিতাচূড়ক, চিত্য। চিতায় শবদাহের প্রথা অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত। শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, লাট্যায়নশ্রৌতসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে চিতার কথা আছে। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের মতে যে কোন সমস্থানে বহুল তৃণ কাষ্ঠাদির নিম্নভাগে অগ্নি রাখিয়া চিতা রচনা করিতে পারা যায় (১)। কাষ্ঠাদির স্থানে ক্ষীরযুক্ত অর্কবৃক্ষ, দূর্ব্বা, শর, মুঞ্জ, পৃশ্নিপর্ণী, মাষপর্ণী, অধ্যণ্ডা অথবা চণটণিকাকাষ্ঠে চিতা সাজাইবে (২)।

শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে—সগোত্রজ, সপিণ্ড অথবা বন্ধুবর্গ শবকে লইয়া চিতায় স্থাপন করিতে পারে। পুরুষ হইলে দক্ষিণদিকে পা রাখিয়া উবুড় করিয়া শোয়াইবে, কিন্তু স্ত্রী হইলে চিৎ করিয়া শোয়াইতে হয়। [দাহ দেখ।]

তন্ত্রে মন্ত্রসাধনাঙ্গ চিতার কথা লিখিত আছে। বীর-তন্ত্রের মতে—যে কোন পক্ষে অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে চিতাসাধন হইতে পারে, তবে কৃষ্ণপক্ষই প্রশস্ত। দেড়প্রহর রাত্র অতীত হইলে শব লইয়া চিতায় গিয়া আপনার হিতের জন্য সাধন করিবে। ভয় করিবে না, হাসিবে না, চারিদিকে চাহিবে না। আপনার মনেই মন্ত্রপাঠ করিবে। সাধনের সময় আমিষযুক্ত অন্ন, গুড়, ছাগ, সুরা, পায়স, পিষ্টক ও ইচ্ছামত নানাফল দিয়া নৈবেদ্য করিয়া শস্ত্রপাণি সুহৃদের সহিত বীরসাধন করিবে।"

তন্ত্রসারে লিখিত আছে—

"অসংস্কৃতা চিতা গ্রাহ্যা ন তু সংস্কারসংস্কৃতা।
চাণ্ডালাদিষু সংপ্রাপ্তা কেবলং শীঘ্রসিদ্ধিদা॥"

অর্থাৎ অসংস্কৃত চিতাই বীরাচারে প্রশস্ত, যে চিতায় সংস্কার করা হইয়াছে তাহা উপযোগী নহে। বিশেষতঃ চাঁড়াল প্রভৃতিকে যে চিতায় দাহ করা হইয়াছে, সেই চিতায় শীঘ্র অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ২ সমূহ। (মেদিনী)

চিতাকড়ি (দেশজ) একপ্রকার কড়ি।

চিতাচ্ছাদন (ক্লী) চিতায়াঃ আচ্ছাদনং ৬তৎ। চিতার আচ্ছাদন-বস্ত্র।

চিতাপড়ন (দেশজ) চিৎ হইয়া পড়া।

চিতাবাঘ (চিত্রব্যাঘ্র, চিত্রক) শার্দ্দূল জাতীয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাবয়ব মাংসাসী হিংস্রজন্তু। য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে বিড়ালজাতির মধ্যে গণ্য করেন। সচরাচর নানাবর্ণে চিত্রিত বলিয়াই ইহাদিগকে চিত্রব্যাঘ্র বা চিতাবাঘ বলে। ইহাদের সমস্ত অবয়ব সুদৃঢ় ও সবল, গঠন অনতি স্থূল, মস্তক গোলাকার, দংষ্ট্রা অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং পায়ের থাবা সুতীক্ষ্ণ নখর-বিশিষ্ট। ইহাদের পুচ্ছ সুদীর্ঘ এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘন কর্কশ লোমাবৃত। গাত্রে গোল বক্র রেখা প্রভৃতি নানা আকারের কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন আছে। ইহাদের বর্ণ প্রায়ই কৃষ্ণাভ পীত। ভারতবর্ষ, পূর্ব্বউপদ্বীপ, আফগানস্থান, সিংহল প্রভৃতি এসিয়ার নানাস্থানে ও আফ্রিকায় চিতাবাঘ দেখা যায়। নানাস্থানে ইহাদের নানারূপ জাতি আছে। অনেকে কালবাঘকেও এই শ্রেণীভুক্ত করেন। এই চিতাবাঘেরই ক্ষুদ্রাকার এক জাতিকে বিবিবাঘ বলে।

চিতাবাঘ নিবিড় অরণ্যে বাস করে না, ঈষৎ জঙ্গলপূর্ণ গিরিপার্শ্বে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা ভয়ানক হিংস্র। মনুষ্যকে কিছুমাত্র ভয় করেনা এবং কোন কোন সময়ে শিকারীকে পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলে। ইহারা মৃগশাবক প্রভৃতি বন্য জন্তু ধরিয়া খায়, সুবিধা পাইলে গোমহিষাদিও নষ্ট করে। কখন কখন গ্রামে প্রবেশ করিয়া গোমেষাদি এমন কি বালকবালিকা পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া যায়। ইহাদের লম্ফ ও গমনাদি প্রায় ব্যাঘ্রের ন্যায়। অনায়াসেই ৫৷৬ হাত উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারে। অনেক সময় নিকটে

(১) "বিতানং সাধয়িত্বা সমে বহুলতৃণেঽগ্নয়ো চিতিং চিনোতি।"
(কাত্যায়নশ্রৌতসূ° ২৫।৭।১৫)

(২) 'ন চিতিবৎ বৃত্তস্য দাহার্থং ন বৃক্ষৈঃ কাষ্ঠৈশ্চিতিরবিহিতা তাদৃশে দেশে।' (কর্কাচার্য্য)

পাইলে যথেচ্ছা গোরু, ছাগল প্রভৃতি মারিয়া ফেলে। ক্ষুধা না থাকিলেও ইহারা প্রাণীহিংসায় নিবৃত্ত হয় না। ইহারা প্রায়ই মৃতজন্তু খায় না, তবে বেশী ক্ষুধা পাইলে মৃত জীবও উদরসাৎ করে। ইহারা গুল্মবনে লুকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সম্মুখে কোন প্রাণী আসিলে অমনি তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়ে। কখন কখন সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াও শীকার করে।

ইহারা সহজে পোষ মানেনা। কিন্তু শৈশবাবস্থায় ধরিয়া ইহাদিগকে পোষ মানাইতে ও কুকুরের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পোষা চিতাবাঘ সঙ্গে লইয়া অনেকে তামাসা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। আবার অনেকে চিতাবাঘ পুষিয়া তদ্দ্বারা মৃগাদি শিকার করে।
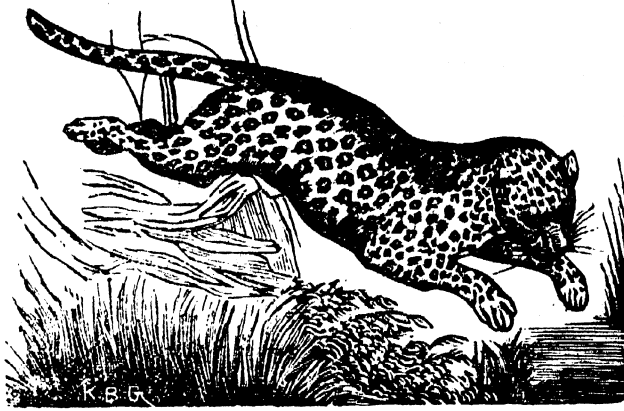
শিকারীচিতা (Falis jubata) মধ্যভারতে, দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে, রাজপুতানা ও সিন্ধুপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি এসিয়ার দক্ষিণপশ্চিমভাগে এবং আফ্রিকার সর্ব্বত্র ইহারা অল্পাধিক বাস করে। ইহাদের বর্ণ ধূসর ও শ্বেত এবং গায়ে ঘন ঘন গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নযুক্ত। প্রত্যেক চক্ষুর প্রান্ত হইতে একটী কৃষ্ণবর্ণ রেখা টানা, পুচ্ছে ডোরা ও অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ, উদরের লোমাবলী দীর্ঘ ও স্কন্ধে অল্প কেশর থাকে। ইহাদের চক্ষু গোলাকার, কটিদেশ সরু, পদ দীর্ঘ। এই জন্তু লইয়া কৃষ্ণসার ও অন্যান্য মৃগশিকার করা যায়, তাই ইহাদিগকে শিকারী চিতা বলে। কিছু বড় হইলে ধরিয়া আনিয়া পোষ মানায়, পরে শিকার করিতে শিখায়। পোষ মানাইবার সময় ইহাদিগকে অযথা উত্তেজিত করিলে বা সর্ব্বদা বন্দী করিয়া রাখিলে কিছুই ফল হয় না। সাবধানে যথোপযুক্ত স্বাধীনতা এবং আদর দেওয়া চাই। শিকারে যাইবার সময় শিকারীগণ চিতাকে একটী শকটের ভিতর রাখিয়া চক্ষে ঠুলি দিয়া লইয়া যায়। পরে সম্মুখে কৃষ্ণসারমৃগের পাল দৃষ্ট হইলে যথাসাধ্য নিকটে গমন করিয়া শকট হইতে চিতাকে বাহির করে এবং তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া দেয়। চিতা শিকার দেখিবামাত্র নিঃশব্দে তাহার দিকে অগ্রসর হয়, পরে যখন নিকটে গমন করে বা শিকার যদি জানিতে পারে, অমনি দ্রুতবেগে লম্ব ঝম্ফে শিকারের উপর গিয়া পড়ে। যদি প্রথম উদ্যমেই ধরিতে না পারে, তবে ক্রোধে ও হতাশে অধীর হইয়া বিকট মুখভঙ্গিপূর্ব্বক বসিয়া থাকে। চিতা দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার কৃষ্ণসারকেই আক্রমণ করে এবং গলায় কামড়াইয়া ও মস্তকের উপর একথাবা দিয়া এরূপভাবে তাহাকে আয়ত্ত করে যে কৃষ্ণসার শৃঙ্গদ্বারা চিতার কিছুই করিতে পারে না। শিকারের পর মৃগের একটা পা কাটিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ চিতাকে দেওয়া হয়। যে কৃষ্ণসারের দ্রুতগতির নিকট কি বিলাতী কি দেশীয় কোন ডালকুত্তা সমকক্ষ নয়, সেও চিতার নিকট সহজেই পরাস্ত হয়। কিন্তু চিতা অধিকক্ষণ দৌড়িতে পারে না। শিকারীগণ চিতাকে শিশুকাল হইতে পালন করিলে ভাল শিকার করিতে পারে না, কিছু বড় হইয়া মাতার নিকট পশু ধরিবার কৌশল শিক্ষা করিবার পর উহাদিগকে ধরিয়া পোষ মানাইলে তবে উৎকৃষ্ট শিকারী হয়।

চিতামণপুর, বেহারের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটী নগর।

চিতালিয়া, বাঙ্গালার অন্তর্গত সাঁওতালপরগণার একটী জমিদারী, ইহা গবর্মেণ্টের সম্পত্তি।

চিতারেবা, মধ্যপ্রদেশের একটী নদী। ইহা ছিন্দবারাজেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া ৫০ মাইল আসিয়া নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত পাটলোন্ নামক স্থানের নিকট সকরনদীতে পতিত হইয়াছে। নর্ম্মদা-মাইনিং কোম্পানির কয়লা এই নদীর সাহায্যে অন্যত্র প্রেরিত হয়।

চিতাভস্ম (ক্লী) চিতায়াঃ ভস্ম ৬তৎ। চিতার ভস্ম।

চিতাভূমি (স্ত্রী) চিতায়াঃ ভূমি ৬তৎ। শ্মশান।

চিতারূঢ় (ত্রি) চিতাং আরূঢ়ঃ ২তৎ। চিতাতে যে আরোহণ করিয়াছে।

চিতাশায়িন্ (ত্রি) চিতায়াং শেতে চিতা-শী-ণিনি উপস°। চিতাতে যে শয়ন করিয়াছে।

চিতাসাধন (ক্লী) চিতায়াং সাধনং ৭তৎ। চিতার উপরি সাধন। উভয়পক্ষের চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীর দিনে রাত্রি দেড়-প্রহরের সময়ে চিতার উপরে বসিয়া নির্ব্বিকচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। সামিষ অন্ন, গুড়, ছাগ, মদ্য, পায়স, পিষ্টক এবং নানাবিধ ফলদ্বারা নৈবেদ্য করিয়া পূজা করিবে। (তন্ত্রসার)

চিতাহরিণ (দেশজ) চিত্রমৃগ।

চিতি (স্ত্রী) চীয়তে অস্যাং চি আধারে ক্তিন্। ১ চিতা। [চিতা দেখ।]

"চিতিং দারুময়ীং চিত্বা।" (ভাগবত ৪।২৮।৫) ক্ষীরআটাযুক্ত আকন্দ প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠ, দূর্ব্বা, মুঞ্জ, মাষপর্ণী, ঢণঢণিকা (ধঞ্চে), অশ্বগন্ধা ইত্যাদি দ্বারা অনেক তৃণযুক্ত স্থানে চিতি নির্ম্মাণ করিবে, চিতির কাষ্ঠানুসারে মাটীর গুণ হইয়া থাকে। (কাত্যায়ন।)

ভাবে ক্তি। ২ সমূহ। ৩ চয়ন। ৪ অগ্নির সংস্কারবিশেষ। "গার্হপত্যং চেব্যন্ পলাশশাখাব্যুদূহতি অবস্তুতি হ্বৈতৎ গার্হপত্যং চিনোতি" (শতপথব্রাহ্মণ ৭।১।১।১।)

৫ ইষ্টকাদির সংস্কার। "প্রাণভৃত উপদধাতি। প্রাণা বৈ প্রাণভৃতঃ প্রাণানেবৈ তদুপদধাতি। তাঃ প্রথমায়াং চিতা উপদধাতি" (শতব্রাহ্মণ ৭।১।১।১।) ৬ ভিত্তিস্থ ইষ্টকসমূহ। [চিতিব্যবহার দেখ।] ৭ দুর্গা। "চিতিশ্চৈতন্তভাবাদ্ বা চেতনা বা চিতিঃ স্মৃতা" (দেবীপু° ৪৫ অ:) কপ্ হইলে দীর্ঘ হয় (চিতেঃ কপি। পা ৬।৩।১২৭।) যথা একাচিতীক ইত্যাদি। চায় দীপ্তৌ-ক্তিন্। ৮ চৈতন্ত।

চিতিকা (স্ত্রী) চিতিরিব কায়তি চিতি-কৈ-ক টাপ্। ১ কটিশৃঙ্খল, মেখলা। চিতি-স্বার্থে কন্ টাপ্। ২ চিতিশব্দের যে যে অর্থ। [চিতি শব্দ দেখ।] চিতা-স্বার্থে কন্ টাপ্। ৩ চিতা।

চিতিমৎ (ত্রি) চিতিরস্ত্যস্মিন্ চিতি-অস্ত্যর্থে মতুপ্। যে দেশে বা স্থানে চিতা আছে।

চিতিব্যবহার, যেরূপে ইষ্টক ও প্রস্তরাদির পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয়, তাহার প্রকরণকে চিতি কহে।

ভাস্করাচার্য্যের মতে—

"উচ্ছ্রয়েণ গুণিতং চিতেঃ কিল ক্ষেত্রসম্ভবফলং ঘনং ভবেৎ।
ইষ্টিকা ঘনহৃতে ঘনেচিতেরিষ্টিকাপরিমিতিস্ত লভ্যতে।
ইষ্টিকোচ্ছ্র্যহৃদুচ্ছ্রিতিশ্চিতেঃ স্যুঃস্তরাশ্চ দৃষদাং চিতেরপি।"
(লীলাবতী ১৬)।

প্রথমে খাতব্যবহার অনুসারে ইষ্টক প্রভৃতি চিতির ক্ষেত্রফল সাধন করিলে উচ্চতা (উচ্ছ্রয়) দ্বারা গুণ করিলে তাহাই চিতির ঘন হইবে। পরে ইষ্টিকাদিরও ঘনফল আনয়ন করিয়া উপরোক্ত চিতির ঘনকে ভাগ করিলে ইষ্টকাদির পরিমাণ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত মতে চিতির উচ্ছ্রিতিকে ইষ্টকাদির উচ্ছ্রিতি দ্বারা ভাগ করিলে স্তরকল সিদ্ধ হয়।

উদাহরণ—ইষ্টকাদির দৈর্ঘ্য ১৮ অঙ্গুল, প্রস্থ ১২ অঙ্গুল, ও উচ্চতা ৩ অঙ্গুল। যাহার দৈর্ঘ্য ৮ হাত, প্রস্থ ৫ হাত ও উচ্চতা ৩ হাত, এমন চিতির (পাঁজার) মধ্যে কত ইট্ ও তাহার মধ্যে কত স্তর সংখ্যা থাকে তাহার নিরূপণ কর।

অঙ্গুলিপরিমাণে চিতির ইষ্টকাদির ঘনফল ৬৪৮ হয়। আর অঙ্গুলপরিমাণে চিতিতে ১৬৫৮৮৮০ ঘনফল হয়। অতএব চিতির ঘনফল ১৬৫৮৮৮০কে ইষ্টকার ঘনফল ৬৪৮ দিয়া ভাগ করিলে ২৫৬০ চিতির ইষ্টকের সংখ্যা হইল। এইরূপ আবার চিতির উচ্ছ্রিতি ৩ হাত অর্থাৎ ৭২ অঙ্গুলিকে ইষ্টকের উচ্চতা ৩ অঙ্গুলিদ্বারা ভাগ করিলে ২৪ চিতির স্তরের পরিমাণ হইল।

চিতিসাপ (দেশজ) একজাতীয় সর্প, চিতুইসাপ। ইহারা চালে বাস করে। [সর্প দেখ।]

চিতোর, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুরের একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর ও পূর্ব্বতন রাণাগণের রাজধানী। অক্ষা° ২৪° ৫২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৪১´´ পূঃ। নীমচ হইতে রাজবর্ত্ম এই নগর দিয়া নসিরাবাদ গিয়াছে। ইহা হোল্‌কর-সিন্ধিয়া-ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন।

চিতোরের কোন উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়। প্রথমেই সমতল হইতে ক্রমোচ্চ প্রবণভূমি পর্ব্বতাকারে উত্থিত, তাহার শীর্ষস্থানে প্রাচীরবেষ্টিত গড় শোভিত, ইহার কোন স্থানে হিন্দুগৌরবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ অত্যুচ্চ জয়স্তম্ভ অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান, কোনস্থানে অত্যাশ্চর্য্য ভাস্করকার্য্যসমন্বিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধমালা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া তাৎ-কালিক অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে; কোথাও বিস্তীর্ণ জলাশয় ও তাহাদের তীরস্থ প্রাসাদ সকল মহাপরাক্রান্ত রাণাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে ও তাঁহাদের অদ্ভুত বীরকার্য্য সকল স্মৃতি-পথে উপস্থিত করি-তেছে। সূর্য্যকুলতিলক মহাবীর রামচন্দ্রের বংশধর বপ্পারাও

যে নগর প্রতিষ্ঠিত করেন, যে দ্বাদশবর্ষীয় রাজপুত বালকের শৌর্য্যে পদ্মিনীরূপমোহিত দুর্জ্জয় আলাউদ্দীনের অগণ্য সৈন্য যমনসদনে গমন করে সেই মহাবীর বাদলের জন্মভূমি, মহারাজ ভীমসিংহ ও মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী কুম্ভরাণার রাজধানী সুসমৃদ্ধ ভারতবিখ্যাত চিতোরনগর এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াও যাঁহারা সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন না এরূপ শত শত যোদ্ধার প্রসবিনী বীরমাতা চিতোরনগরী এক্ষণে কিরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা দেখিলে কাহার মনে সন্তাপের উদয় না হয়? যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই ভূরি ভূরি ভগ্নাবশেষ ইহার প্রাচীন গৌরব ও সুখসমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। কোথাও অত্যুচ্চ স্তম্ভ, কোথাও ভগ্নপ্রাসাদ, কোথাও প্রকাণ্ড তোরণদ্বার, কোথাও দেবালয়, এমন কি একখণ্ড সামান্য প্রস্তর পর্য্যন্ত কোন না কোন ঐতিহাসিক ঘটনার বিকাশ করিতেছে। বাস্তবিক হিন্দুকুলগৌরব রাজপুত-রাজধানী চিতোরে গমন করিলে বর্ত্তমান অধঃপতিত হিন্দুর হৃদয়ে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে।

শৈলের পশ্চিম পাদদেশে চিতোর নগর অবস্থিত। নগরের আকার একটী বিশাল আয়তক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার চতুর্দ্দিক দুর্গসংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত। পশ্চিমভাগে অদূরে গমেরীনদী বহিতেছে, তাহার উপর পাথরের সেতু কালের প্রতি উপেক্ষা করিয়াই যেন বর্ত্তমান রহিয়াছে। চিতোরের সমৃদ্ধিকালে শৈলশৃঙ্গস্থ দুর্গের ভিতর রাজপ্রাসাদ, কীর্ত্তিস্তম্ভ ও অন্যান্য মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইত, কাজেই নিম্নস্থ নগরে সুন্দর অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হয় নাই। নিম্নস্থনগরকে তলহাটী কহে। প্রাচীন শিলাফলকে উক্ত নগর চিত্রকূট ও পাহাড়ই চিত্রকূটাচল নামে বর্ণিত হইয়াছে। নগরের পূর্ব্বে ৩।৪ মাইল দীর্ঘ শৈলশিখরে ভুবনবিখ্যাত চিতোরগড় অবস্থিত। এই গড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৭৩৫ গজ ও বিস্তার ৮৩৬ গজ। শিখরদেশ অতিশয় দুর্গম, কিছুদূর নিম্ন হইতে প্রবণভূমি ক্রমনিম্ন হইয়া সমতলে মিশিয়া আসিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেক জলাশয় আছে। সর্ব্ব উত্তরভাগে দুর্গ প্রাচীর ১৭৬১ ফিট ও সর্ব্ব দক্ষিণভাগে ১৮১৯ ফিট উচ্চ। দুর্গে প্রবেশ জন্য তিন দিকে তিনটী তোরণদ্বার। ঐ সকল দ্বার পর্য্যন্ত উঠিবার তিনটী ক্রমোচ্চ পথ আছে। পশ্চিমদিকের রাজপথই তন্মধ্যে প্রধান। এই পথ প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ। নগরের অগ্নিকোণ হইতে দুইটী তোরণ দিয়া প্রথমে উত্তরমুখে ১০৮০ গজ পর্য্যন্ত গিয়াছে, পরে বাঁকিয়া গিয়া আরও ৩।৪টী তোরণ পার হইতে হইতে ৫০০ গজ অতিক্রমণের পর রামপোল নামক দুর্গদ্বারে মিশিয়াছে। সমস্ত পথ সমভাবে ১৫ ইঞ্চিতে ১ ইঞ্চ ক্রমোচ্চ ও স্থানে স্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত। ২য় দ্বার উত্তরভাগে অবস্থিত, ইহাতে উঠিবার পথ অতি দুর্গম, সুতরাং প্রায় অব্যবহার্য্য। সূর্য্যপোল নামে ৩য় দ্বার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এই দ্বারে উঠিবার পথ প্রায় ৭৫০ গজ, ইহার উপরের অর্দ্ধাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত। দুর্গে প্রায় ৩২টী সরোবর থাকায় প্রচুর জল পাওয়া যায়। পর্ব্বতমিয়ে নগরের উপরিভাগে একটী নির্ঝরিণী আছে, তথায় সকল সময়েই সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর জল পাওয়া যায়। মধ্যভাগে অত্যল্প স্থানে গোধূম চাস হয়, কিন্তু চারণযোগ্য তৃণাদি পাওয়া যায় না।

চিতোরগড়ের অবস্থান অতি উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ়। ইহা চতুর্দ্দিকের সমতল হইতে ৪৫০ ফিট উচ্চ। পর্ব্বতগাত্র গভীর, দুর্গম ও নিবিড় ধাও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান সর্ব্বোৎকৃষ্ট কামানদ্বারাও ইহার উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারা যায় না। বাস্তবিক চিতোরের সৌভাগ্যের সময় সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ গড় একটীও ছিল কি না সন্দেহ।

রাজপুতেরা বলিয়া থাকে সূর্য্যবংশাবতংস নৃপকুল-ধুরন্ধর মহাপতি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ তনয় লবের পবিত্র বংশে বপ্পরাও জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ৭২৮ খৃষ্টাব্দে চিতোরগড় নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশীয়েরা তথায় রাজত্ব করিতেন, পরে ঐ অব্দে সম্রাট্ অকবর চিতোরগড় অধিকার করিলে তখনকার রাণা উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

চিতোরের প্রাচীন মন্দির ও কীর্ত্তিস্তম্ভাদির মধ্যে কুম্ভরাণার কীর্ত্তিস্তম্ভ, খোবাসিনস্তম্ভ, মোকলজির মন্দির, শিঙ্গারচৌরী প্রভৃতিই প্রধান। এতদ্ভিন্ন দুর্গের সর্ব্বত্রই বহুল ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে জৈনদিগের খোদিত অনেক শিলালিপিও পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপিখানি ৭৫৫ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ।

মালব ও গুর্জ্জরের সুলতানকে পরাজয় করিয়া সেই জয়ঘোষণার্থ কুম্ভরাণা-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরের কীর্ত্তিস্তম্ভই চিতোরের হিন্দুগৌরবের প্রধান পরিচায়ক। ইহার উচ্চতা ১২২ ফিট এবং প্রস্থ নিম্নদেশে ৩৫ ফিট ও ঊর্দ্ধভাগে ১৭½ ফিট মাত্র। ইহা ৯টী তলে বিভক্ত। প্রত্যেক তল সুস্পষ্ট ও চতুর্দ্দিকে বাতায়নসমন্বিত। স্তম্ভের পাদদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সুন্দর রাজভাস্কর কার্য্য-সমন্বিত। উহাতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি, পৌরাণিক জনগণের মূর্ত্তি প্রভৃতি খোদিত এবং কুম্ভরাণার কীর্ত্তি ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ-বিঘোষক শিলালিপি আছে। রাজপুত ঐতিহাসিক টড্ সাহেব উক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালিপি সাহায্যে লিখিয়াছেন, ১৫১৫

সংবতে অর্থাৎ ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়(১)।

"In Samvat 1515, the temple of Brimba was founded and this year, Vrishpatwar (Thursday), the 10th......on the immoveable Chutterkote, this Kheerut Stambha was finished".

চিত্তোরের জয়স্তম্ভ।
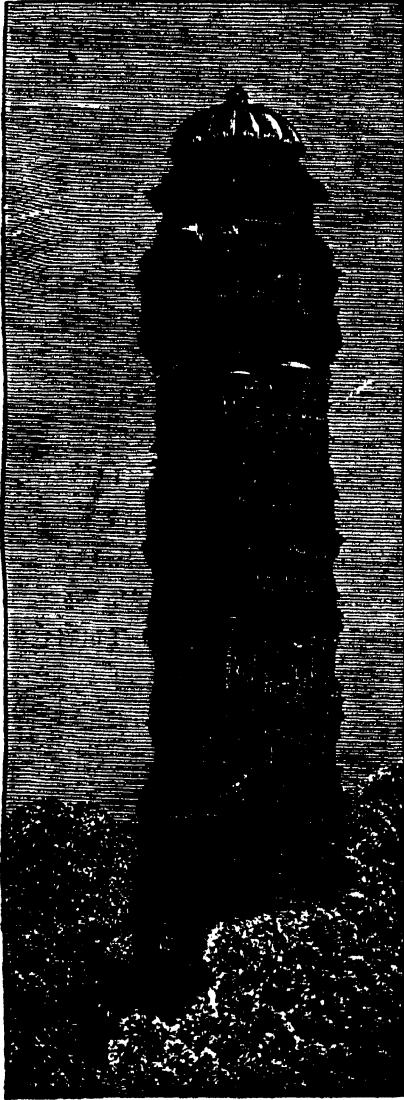
প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহামের অনুবর্ত্তী গ্যারিকও টডের মত স্বীকার করিয়াছেন। (২)

বিখ্যাত শিল্পশাস্ত্রবিৎ ফার্গুসন্ সাহেবের মতে ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে ঐ জয়স্তম্ভ নির্ম্মিত হয় (৩)। আবার বিখ্যাত হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন—"The chief object of interest is the Khirat Khúmb, the pillar erected in 1450 by Ráná Khúmbhu, to commemoratehis defeat of the combined armies of Málwá and Gujarat in 1439." (৪)

কিন্তু উপরোক্ত একটী মতও ঠিক নহে, ১৫১৫ সম্বতে কি ১৪৩৯ খৃঃ অথবা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দেও নির্ম্মিত হয় নাই, বাস্তবিক ১৫০৫ সংবতে অর্থাৎ ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ কীর্ত্তিস্তম্ভ সম্পূর্ণ হয়। উক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভে উৎকীর্ণ ১৮৪-১৮৭ শ্লোকে এইরূপ পরিচয় আছে—

"বর্ষে পঞ্চদশে শতে ব্যপগতে সপ্তাধিকে কার্ত্তিক-
স্যাস্তানঙ্গতিথৌ নবীনবিশিষাং * শ্রীচিত্রকূটে ব্যধাৎ।
উত্তুঙ্গতোরণচারুহীরনিকরস্ফীতপ্রভাভাস্বর-
প্রোদঞ্চৎকপিশীর্ষকাঙ্কিতশিরোরম্যাং মহীবল্লভঃ ॥ ১৮৪
শ্রীবিক্রমাৎ পঞ্চদশাধিকেঽস্মিন্ বর্ষে শতে পঞ্চদশে ব্যতীতে।
চৈত্রাসিতেঽনঙ্গতিথৌ ব্যধায়ি শ্রীকুম্ভমেরুর্বসুধাধিপেন ॥১৮৫
পুণ্যে পঞ্চদশে শতে ব্যপগতে পঞ্চাধিকে বৎসরে
মাঘে মাসি বলক্ষপক্ষদশমী দেবেজ্য পুষ্যাগমে।
কীর্ত্তিস্তম্ভমকারয়ন্নরপতিঃ শ্রীচিত্রকূটাচলে
র্নানা নির্ম্মিতনির্জ্জরাবতরণৈর্মেরো র্হসন্তং শ্রিয়ং ॥ ১৮৬
সৎপ্রাকারপ্রকারং প্রচুরসুরগৃহাড়ম্বরং মঞ্জুগুঞ্জ-
দ্ভৃঙ্গশ্রেণীবরেণ্যোপবনপরিসরং সর্ব্বসংসারসারং।
নন্দব্যোমেষুশীতদ্যুতিমিতিরুচিরে বৎসরে মাধমাসে
পূর্ণায়াং পূর্ণরূপং ব্যরচয়দচলং দুর্গমুর্ব্বীমহেন্দ্রঃ॥" ১৮৭

অর্থাৎ সপ্তাধিক পঞ্চদশ শতবর্ষ (১৫০৭) অতীত হইলে নরপতি কুম্ভকর্ণ কার্ত্তিকমাসের প্রথম ত্রয়োদশীতে চিত্রকূটে উন্নততোরণখচিতহীরকপ্রভাদ্বারা দীপ্যমান এবং যাহার শিরোদেশ কপিধ্বজ দ্বারা শোভমান এমন নূতন আতুরাগার নির্ম্মাণ করেন। [১৮৪] বিক্রম হইতে পঞ্চদশাধিক পঞ্চদশশতবর্ষ (১৫১৫) অতীত হইলে মহারাজ চৈত্রমাসের কৃষ্ণত্রয়োদশীতে কুম্ভমেরু নির্ম্মাণ করেন। [১৮৫] পঞ্চাধিক পঞ্চদশশতবর্ষ (১৫০৫) অতীত হইলে নরপতি মাঘমাসের শুক্লদশমী বৃহস্পতিবার পুষ্যানক্ষত্রে চিত্রকূটে অচলস্বরূপ খোদিত নানা দেবতার মূর্ত্তিদ্বারা সুমেরুর শোভাজয়কারী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। [১৮৬] নবাধিক পঞ্চদশশতবর্ষে (১৫০৯) মাঘমাসের পূর্ণিমাতিথিতে পৃথিবীপতি সুন্দর প্রাচীরযুক্ত অনেক

(১) Tod's Rajasthan, vol. II. p. 657.
(২) Sir A. Cunningham's Archæological Survey Reports, vol. XXIII. p. 111*n*.
(৩) Fergusson's History of Indian Architecture
(৪) Dr. Hunter's Imperial Gazetteer, (2nd ed) vol. III p. 431.
* শুদ্ধ পাঠ "বিশিখাং"।

দেবমন্দিরশোভিত মধুর গুঞ্জনশীল ভ্রমরকুলপূর্ণ-উপবন-বিরাজিত সকল সংসারসার অচল দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। [১৮৭]

উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে ১৫০৫ বিক্রম-সংবতে মাঘমাসে উক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। টড্সাহেব যে ১৫১৫ সম্বতে "বৃষ" নামক দেবমন্দির নির্ম্মাণের কথা লিখিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, বাস্তবিক কীর্ত্তিস্তম্ভে উৎকীর্ণ ১৮৫ শ্লোকে উক্ত বর্ষে কুম্ভমের নির্ম্মাণের কথাই লিখিত আছে *।

বিখ্যাত টড্ সাহেবের মতে এই জয়স্তম্ভ দিল্লীর কুতব্-মিনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু কনিংহাম্ সাহেবের মতে এই স্তম্ভ কুতব-মিনারের সমকক্ষ হইতে পারে না। তিনি বলেন, ইহার আপাদমস্তক সূক্ষ্ম ভাস্করকার্য্যে পরিপূর্ণ থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাসই হইয়াছে। এরূপ না হইয়া যদি মধ্যে মধ্যে শাদা জায়গা থাকিত, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইত। ইহাতে উঠিবার সোপানশ্রেণী অতি অপ্রশস্ত ও দ্বারগুলি অতি ক্ষুদ্র।

অপর একটী স্তম্ভের নাম কীর্ত্তম্ অর্থাৎ ছোটকীর্ত্তম্। ইহা সম্ভবতঃ দেবোদ্দেশে নির্ম্মিত হয়। এই স্তম্ভ সম্প্রতি পতনোন্মুখ হইয়া আছে। প্রাচীরের স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে, এবং চূড়ার কতক অংশ খসিয়া পড়িয়াছে।

চিতোরের মন্দিরগুলির মধ্যে মোকলজী-কা-মন্দির ও শিঙ্গারচৌরী নামক মন্দিরদ্বয়ই প্রধান। প্রবাদ আছে—রাণা কুম্ভকর্ণ পিতা মোকলজীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উল্লিখিত মোকলজী-কা-মন্দির নির্ম্মাণ করেন, আবার কাহারও মতে মোকলজী স্বয়ং ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে ৭২ ফিট দীর্ঘ এবং উত্তরদক্ষিণে ৬০ ফিট বিস্তৃত। ইহার মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ, উহার উপরের ছাদ খিলান করা এবং ক্রমে গোলাকার সূচীর আকার ধারণ করিয়া চূড়ায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই প্রধান প্রকোষ্ঠের পশ্চাতে মন্দিরের পূর্ব্বাংশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটী গর্ভগৃহ আছে, তাহা অতিশয় অন্ধকারময়। মন্দিরের কোথাও আলোক যাইবার বন্দোবস্ত নাই। উজ্জ্বল দিবাভাগেও দীপসাহায্য ব্যতীত কিছুই নেত্রগোচর হয় না। মন্দিরের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে তিনটী দরদালান ও প্রবেশদ্বার আছে, তন্মধ্যে পশ্চিমদিকের দ্বারই প্রধান। পূর্ব্বদিকের প্রকোষ্ঠে একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি স্তম্ভাকারে দণ্ডায়মান আছে। প্রস্তরের তিনদিকেই মূর্ত্তি খোদিত ও অত্যুৎকৃষ্ট ভাস্করকার্য্য-শোভিত। এই মন্দিরের সর্ব্বত্রই প্রস্তরখোদিত বহুসংখ্যক মূর্ত্তি পরিপূর্ণ। ইহার কোথাও বাদ্যকরগণ, কেহ ঢোল, কেহ করতাল, কেহ বাঁশী, কেহ নাগড়া ইত্যাদি লইয়া বাদ্য করিতেছে; কোথাও বিচারকগণ বিচার করিতেছেন, সম্মুখে প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত অপরাধী ভীতি বিহ্বলচিত্তে দণ্ডায়মান, কোথাও কোন মহিলা জলকুম্ভ মস্তকে লইয়া আসিতেছে, সম্মুখে করজোড়ে জনৈক পুরুষ দণ্ডায়মান; কোথাও কোন বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সশস্ত্র প্রত্যাগত, সম্মুখে শিশুক্রোড়ে করিয়া তাহার প্রিয়তমা আনন্দে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে, কোথাও যোদ্ধাগণ অসি চর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ করিতেছে, ইত্যাকার নানা ভাবের সুন্দর সুন্দর খোদিত মূর্ত্তি শত শত বর্ত্তমান।

শিঙ্গারচৌরী নামক মন্দিরের গঠন ঢেরার মত। ইহার প্রধান গর্ভগৃহ মধ্যভাগে নির্ম্মিত। তাহার চতুর্দ্দিকে চারিটী দরদালান, তন্মধ্যে পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে দ্বার নাই, উত্তর ও পশ্চিমদিক্ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। হিন্দুদেবমন্দিরাদি প্রায়ই পূর্ব্বদ্বারী হইয়া থাকে, কিন্তু চিতোরের মন্দিরাদি প্রায় সবই পশ্চিমদ্বারী। প্রবাদ যে এই শিঙ্গারচৌরী রাণা কুম্ভের জৈনধর্ম্মাবলম্বী কোষাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

শিঙ্গারচৌরীর মধ্য দিয়া মিবার-রাজ্যাপহারী বনবীর আত্মরক্ষার্থ এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। ঐ প্রাচীর দ্বারা গড় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

চৌথানের অদূরবর্ত্তী সরোবর মধ্যে ভীমসিংহ ও রাণী পদ্মিনীর প্রাসাদ। সম্প্রতি এই প্রাসাদের সংস্কার হইয়াছে।

একটী উচ্চভূমির উপর মিবারের অধিষ্ঠাত্রী কালিকাদেবীর মন্দির স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন এই মন্দিরের নিম্নভাগ এমন কি স্তম্ভাদি পর্য্যন্ত রাণাদিগেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত; রাণাগণ ইহার সংস্কার করিয়াছেন মাত্র।

এতদ্ভিন্ন কুকুরেশ্বরমন্দির, অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির, রত্নেশ্বর-সিংহের প্রাসাদ, নবলক্ষভাণ্ডার প্রভৃতি আরও অনেক অত্যাশ্চর্য্য মন্দিরাদি এবং সূর্য্যকুণ্ড, মাতাজিকুণ্ড প্রভৃতি চিতোরের শোভাসম্বর্দ্ধন করিতেছে।

* কীর্ত্তিস্তম্ভের শিলালিপির প্রকৃত পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়াই টড্ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ সকলেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। এইরূপ অপরাপর শিলালিপির প্রকৃত পাঠোদ্ধারের অভাবে মহাত্মা টড রচিত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত অধিকাংশই ভ্রমাত্মক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক শিলালিপির রীতিমত পাঠোদ্ধার হওয়া আবশ্যক।

উক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভের শিলালিপিতে রাণা কুম্ভকর্ণের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপাদি বর্ণিত আছে। এই শিলালিপিখানি অতি আবশ্যক হইলেও কেহই এপর্য্যন্ত ইহার প্রকৃত পাঠোদ্ধার করেন নাই। বাহুল্যভয়ে কেবল নির্দ্দিষ্ট স্থান মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

চিৎকণ (ত্রি) চিদিত্যব্যক্তশব্দং করোতি চিৎ-কণ্‌-অচ্‌। যে চিৎ এই শব্দ করে।

চিৎকণকন্থ (ক্লী) চিৎকণস্য কন্থা ৬তৎ। কন্থাশব্দস্য ক্লীবত্বং (সংজ্ঞায়াং কন্থোশীনরেষু। পা ২।৪।২০) কন্থার সংজ্ঞাভেদ। পূর্ব্ব-পদের আদিস্বরের উদাত্ততা। (আদিশ্চিহণাদীনাং। পা ৬।২।১২৫)

চিৎকার (পুং) চিৎ-কৃ-ভাবে ঘঞ্‌। চীৎকার, ভয়াদি জন্য উচ্চ-শব্দ। "স বিষীদতি চিৎকারাৎ তাড়িতো গর্দ্দভো যথা" (হিতোপ°)

চিৎকারবৎ (ত্রি) চিৎকার-অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্য বত্বং (মাদুপ-ধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ। পা ৮।২।৯।) চিৎকারকারী। "বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধুতয়ঃ পান্তু চিৎকারবত্যঃ।" (মালতীমাধব।) চিৎকারবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌।

চিত্ত (ক্লী) চিতী জ্ঞানে করণে ক্ত। ১ অন্তঃকরণভেদ। "মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং কারণমান্তরং" (বেদান্ত।) ২ মন। "তব চিত্তং বাত ইব ধ্রজীমান্‌" (ঋগ্বেদ ১।১৬৩।১১।) 'তব চিত্তং মনঃ' (সায়ণ)।

সাঙ্খ্যমতে চিত্ত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির কার্য্য। ইহার অধিষ্ঠাতা অচ্যুত। চিত্ত বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবস্তুর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বেদান্তসারে লিখিত আছে—নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম বুদ্ধি এবং সংকল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকেই মন বলে। চিত্ত ও অহঙ্কার এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি মাত্র। অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে চিত্ত এবং অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহঙ্কার বলা যায়।

আবার চার্ব্বাকের মতে মনই আত্মা। মন বিশুদ্ধ হইলে প্রাণাদির অভাব হয় (১)।

পঞ্চদশীর মতে—চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্‌ প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মন হৃৎপদ্মগোলকে অবস্থিত, তাহাকেই অন্তঃকরণ বলা যায়। আন্তরিক কার্য্যে মন স্বাধীন, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয় পরাধীন। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ মনের এই তিনটী গুণ আছে, এই সকল গুণ দ্বারা মন বিকৃত হয়। বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য ইত্যাদি সত্ত্বগুণের বিকার। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বৈষয়িক ব্যাপার সমুদয় রজঃগুণের বিকার। আলস্য, ভ্রান্তি ও তন্দ্রা ইত্যাদি মনের তমোগুণের বিকার। (২।৭-৯)। পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণসমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দুইপ্রকার মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মক ভাবকে মন এবং নিশ্চয়াত্মকবৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। (১।১৮)

বেদান্তদর্শনের মতে প্রাণই মনের কারণ। "তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ।" মরণকালে মনই প্রাণে লয় হয়। শারীরিক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"মন প্রাণে লয় হয়। এখানে মনোবিবক্ষিত বৃত্তি লয় হয় কি মনেরই লয় হয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। বৃত্তি সহিত মন প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয় বলিলে অর্থ সঙ্গতি হয় বটে। মন যে প্রাণমূলক শ্রুতিতেই তাহার প্রমাণ আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, মন অন্নমূলক, প্রাণ জলমূলক। অন্নময় মনের লয় স্থান প্রাণ, দেখাও যায় অন্নের লয়স্থান জল। অভেদভাবে গ্রহণ করিলে অবশ্যই বলা যায়, অন্নই মন আর জলই প্রাণ। অন্ন ও মন একই এই দৃষ্টিতে অবশ্যই প্রাণকে মনের প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। আবার সুষুপ্ত ও ম্রিয়মাণ অবস্থায় প্রাণের কার্য্য অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস থাকে, কিন্তু মনোবৃত্তি থাকে না, এরূপও দৃষ্ট হয়। এরূপ হইলে মন যে প্রকৃতপক্ষে প্রাণমূলক নহে, এজন্য প্রাণে মনের স্বরূপ বিলয় অসম্ভব। মনের প্রাণ-মূলকতা আছে সে কথা আবার সে প্রণালীর প্রকৃতিতে কার্য্য বিলয় মানিতে গেলে অন্নেও মনের বিলয় মানিতে হয়, এরূপ মন অন্নে, অন্ন জলে এবং প্রাণও জলে লয় প্রাপ্ত হয় বলিতে হইবে। কিন্তু প্রাণরূপে পরিণত জল হইতে যে মনের জন্ম, তাহার প্রমাণ নাই। সেই জন্যই বলিতেছি প্রাণে মনের বৃত্তি বিলয় হয়, কিন্তু স্বরূপ বিলয় হয় না।" (৪।২।৩ সূত্রভাষ্য।)

যোগবাশিষ্ঠরামায়ণের মতে—

"অসম্যক্‌ দর্শন হইতে অনাত্মশরীরাদিতে যে আত্মদর্শন হয় এবং অবস্তুতে যে বস্তুজ্ঞান জন্মে, তাহাই চিত্ত (২)। ভাবাভাব অবস্থার ও দুঃখসমূহের আধার এবং আশার বশবর্ত্তী এই শরীরের বীজই চিত্ত। এই চিত্ত বৃক্ষের দুইটী বীজ এক প্রাণ-স্পন্দন, দ্বিতীয় কঠিন ভাবনা। প্রাণস্পন্দন দ্বারা চৈতন্য রুদ্ধ হয়, তাহাতে দুঃখ জন্মে। ভাবনাদ্বারা ভবব্যবস্থ উৎপন্ন হয়, পুরুষ বাসনাবিহ্বল হইয়া সেই বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, সুতরাং বাসনাবশে জীবস্বরূপ ভুলিয়া যায়। এই জন্যই যোগীগণ প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বারা প্রাণস্পন্দন বোধ করেন। প্রাণস্পন্দ বোধ হইলে চিত্তের বিমল শান্তি হয়। এইরূপে যে ব্যক্তি চিত্ত হইতে সাংসারিক ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া মায়াতীত পরম বস্তুর ভাবনা করে, তাহারই নাম অচিত্তত্ব বা চিত্তশূন্যতা। বাসনা ও প্রাণস্পন্দ উভয়ের মধ্যে একের ক্ষয় হইলে দুই নষ্ট হয়। কারণ বাসনা দ্বারা প্রাণস্পন্দ আবার

(১) "ইতরস্তু চার্ব্বাকঃ অন্তোন্তরাত্মা, মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাৎ।" (বেদান্তসার)

(২) "অসম্যাগ্‌দর্শনং যৎস্যাদনাত্মন্যাত্মভাবনম্‌। যদবস্তুনি বস্তুত্বং তচ্চিত্তং বিদ্ধি রাঘব।" (যোগবাশিষ্ঠ ২৬।৪৭)

প্রাণস্পন্দ হইতে বাসনা উৎপন্ন হয়। জ্ঞেয় বস্তুর পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রাণস্পন্দ ও বাসনা উভয়ই নষ্ট হয়।"

ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধেরা বলেন যেমন অগ্নি নিজকে প্রকাশিত করিয়া অপর বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ চিত্ত স্বপ্রকাশ ও বিষয়প্রকাশক, চিত্ত অতিরিক্ত পৃথক্ আত্মা নাই।

পতঞ্জলি বলেন চিত্ত স্বপ্রকাশ হইতে পারে না (যোগসূ° ৪।১৮)। কারণ চিত্ত দৃশ্য, যে বস্তু দৃশ্য তাহা স্বপ্রকাশ নহে, যেমন ইন্দ্রিয় বা শব্দাদি, তাহার একজন প্রকাশক আছে, তিনিই আত্মা। অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারেনা। কারণ অগ্নি কিছু অপ্রকাশ নিজরূপকে প্রকাশ করে না। প্রকাশ্য ও প্রকাশকের সংযোগ হইলে বস্তুর প্রকাশ হয়, কিন্তু আপনার সহিত আপনারও সংযোগ হইতে পারে না। চিত্ত এক সময়ে স্ব ও পর উভয়কে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ ক্ষণিকবাদীর মতে সব বস্তুই ক্ষণিক উৎপত্তি ভিন্ন বস্তুর অন্য কোন ব্যাপার নাই। চিত্ত উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হইল, কিরূপে অপর বস্তু প্রকাশ করিবে? যদি বল পর চিত্ত দ্বারা পূর্ব্ব চিত্তের গ্রহণ হইবে, পূর্ব্ববুদ্ধি ও পরবুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হইবে, পরবুদ্ধির গ্রহণ কিরূপে হইবে? তৎপর বুদ্ধিদ্বারা তাহার গ্রহণ। এখানেও অনবস্থাদোষ হইল। যতগুলি অনুভব হইল, ততগুলি স্মৃতিও হইবে, অনুভবের ন্যায় স্মৃতি ও পর পর স্মৃতি দ্বারা গ্রাহ্য পৃথক্রূপে কোন স্মৃতির অবধারণ হইতে পারিল না। অতএব স্মৃতিসাঙ্কর্য্য দোষ হইল।

যোগসূত্রকার পতঞ্জলির মতে—চিত্ত ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য ও জড়পদার্থ, (৩) আত্মার সহায় ব্যতিরেকে চিত্ত কিছুই করিতে পারেনা (৪)। চিত্ত এক না বহু এ সম্বন্ধেও যোগসূত্রের বৈয়াসিকভাষ্য ও রাজমার্ত্তণ্ড নামক বৃত্তিতে অল্পবিস্তর অনেক কথাই লিখিত আছে, শেষে স্থিরীকৃত হইয়াছে মন এক, বহু নহে। কারণ যোগীগণের এক চিত্তই সকল চিত্তের অধিষ্ঠাতা, অতএব যোগীর এক চিত্ত নানাপ্রকার কার্য্যে বহুচিত্তকে প্রেরণ করিতে পারে। যোগসূত্রকারের মতে, চিত্তবৃত্তি পঞ্চবিধ-প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য ইহাদিগকে প্রমাণ, এক বস্তুকে অন্যবস্তু বলিয়া ভ্রমজ্ঞান তাহারই নাম বিপর্য্যয়, বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া কেবল শব্দজন্য জ্ঞানানুসারে যে এক প্রকার বোধ হয় তাহাকে বিকল্প, যে অবস্থায় চিত্তে সর্ব্ব বিষয়ের অভাব বোধ হয়, তাহাকে নিদ্রা এবং পূর্ব্বে প্রমাণ দ্বারা যে যে বিষয় অনুভূত হইয়াছে, কালান্তরে সংসার দ্বারা বুদ্ধিও সেই বিষয়ের আরোপ করাকে স্মৃতিবৃত্তি বলা যায়। যোগ অভ্যাস করিতে হইলে চিত্তের ঐ পঞ্চবৃত্তির নিরোধ করা চাই। (১।৬-১২) [যোগ দেখ।]

বৈয়াসিক ভাষ্যকারের মতে মন ও প্রাণ ইহারাই পরস্পরের সাহায্যে যোগ সাধন করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু সংযত হইলেই ইন্দ্রিয়বৃত্তিও সংযত হয়, তাহা হইলে চিত্তের নিরোধ বা একাগ্রতা সাধিত হইতে পারে। রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই ত্রিবিধ উপায়েও চিত্তের একগ্রতাসাধন হয়। যোগসূত্রকার বলেন, সমস্ত বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেও চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, তাহাকেই চিত্তশূন্যতা বা বীতরাগ বলে। রাজমার্ত্তণ্ডকারের মতে ঐরূপ অবস্থাকেই সম্প্রজ্ঞাতসমাধির বিষয় বলা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে আর চিত্তের অনুরাগ জন্মিতে পারে না, চিত্তে সমাধি উপস্থিত হয়। এ সময়ে একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত অনুরক্ত থাকে, তখন বিষয়ান্তরে চিত্তের আসক্তিমাত্র থাকেনা। (৩।১২)

ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে—

যেমন বায়ুশূন্য স্থানে প্রদীপের শিখা স্থিরভাবে থাকে, সেইরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত্ত একাগ্র হইয়া নিশ্চল হয়। তখন যোগী আত্মাকে জানিতে পারিয়া নিজ আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। (৬।১৯-২০)

পতঞ্জলিও লিখিয়াছেন—

যে সময় চিত্ত আপনার ও পুরুষের বিশেষ দর্শন করে, তখন কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া আত্মা চিত্তে ঐক্যপ্রাপ্ত হয়। চিত্তের কর্তৃত্বাদি অভিমানের নিবৃত্তি হইলেই কর্ম্ম নিবৃত্তি হইয়া যায়। (যোগসূত্র ৪।২৪-২৫)

যোগসূত্রকার আরও লিখিয়াছেন—

চিত্তসংযম-সিদ্ধি-বিষয়ে ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে—নিরোধপরিণাম, সমাধি-পরিণাম ও একাগ্রতা-পরিণাম। এই ত্রিবিধ পরিণাম দ্বারা দ্বিবিধ ভূত ও দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়েরও ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে। চিত্তের এই ত্রিবিধ পরিণাম অতীত হইয়া সমাধি সম্পন্ন হইলে অতীতঅনাগত-জ্ঞান, শব্দাদি প্রত্যেকের প্রতি সংযমহেতু সর্ব্ব ভূতাদি সমস্ত পদার্থের জ্ঞান ও পূর্ব্বজন্মান্তরীয় জাত্যাদি জ্ঞান এবং লোকের মুখ দেখিয়া তাহার মনোভাব জানিবার ক্ষমতা জন্মে। (যোগসূত্র ৩।৯, ১৬-১৯)

কর্ম্মণি ক্ত। ৩ জ্ঞাত। কর্ত্তরি ক্ত। ৪ জ্ঞাত, যিনি জানেন।

চিত্তগর্ভ (ত্রি) চিত্তং গর্ভয়তি গৃহ্লাতীতি যাবৎ চিত্ত-গর্ভ-অচ্। চিত্তগ্রাহী, মনোহর। "বয়াকিনং চিত্তগর্ভাসু সুস্বরুঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।৫) 'চিত্তগর্ভাসু চিত্তগ্রাহিণীষু স্তুতিষু' (সায়ণ।)

(৩) "ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ।" যোগ° সূ° ৪।১৮।

(৪) "ন হু চিত্তমেব যদি সঙ্কোৎকর্ষাৎ প্রকাশকং তদা স্বপরপ্রকাশরূপত্বাদাত্মানমর্থং প্রকাশয়তীতি।" (রাজমার্ত্তণ্ড)

চিত্তচাঞ্চল্য (ক্লী) চিত্তস্য চাঞ্চল্যং ৬তৎ। মনের অস্থিরতা।

চিত্তচারিণ্ (ত্রি) চিত্তে চরতি চিত্ত-চর-ণিনি। যাহাকে সর্ব্বদা মনে ভাবা যায়। "পতীনাং চিত্তচারিণী।" (ভারত বন।)

চিত্তচালন (ক্লী) চিত্তস্য চালনং ৬তৎ। মনোবৃত্তির চালনা।

চিত্তজ (পুং) চিত্তে জায়তে চিত্ত-জন্-ড। কন্দর্প, কাম।

চিত্তজন্মন্ (পুং) চিত্তাৎ জন্ম যস্য বহুব্রী। কাম।

চিত্তজ্ঞ (ত্রি) চিত্তং জানাতি চিত্ত-জ্ঞা-ক। যিনি চিত্ত বা আশয় বুঝিতে পারেন।

চিত্তদোষ (পুং) চিত্তস্য দোষঃ ৬তৎ। চিত্তের দোষ, বিষয়াদি গ্রহণে অসামর্থ্য।

চিত্তনদী (স্ত্রী) চিত্তমেব নদী অবধারণে কর্ম্মধা°। চিত্তবৃত্তিরূপ নদী। এই নদী পাপ ও পুণ্যবাহিনী। অবিবেক অবস্থায় পাপবাহিনী, তখন কেবল সংসারের দিকে ধাবমান হয়, বিবেকাবস্থায় পুণ্যবাহিনী, তখন কেবল কৈবল্যই ইহার অভিলষণীয়।

চিত্তনাশ (পুং) চিত্তস্য নাশঃ ৬তৎ। চিত্তবৃত্তির নাশ।

চিত্তনির্বৃতি (স্ত্রী) চিত্তস্য নির্বৃতিঃ ৬তৎ। মনের শান্তি।

চিত্তপরিকর্ম্মন্ (ক্লী) চিত্তস্য পরিকর্ম্ম ৬তৎ। মৈত্র্যাদিভাবনারূপ চিত্তের সংস্কার। [চিত্তপ্রসাদন দেখ।]

চিত্তপ্রমাথিন্ (ত্রি) চিত্তং প্রমথ্নাতি চিত্ত-প্রমথ-ণিনি। যে চিত্তকে ব্যাকুল করে।

চিত্তপ্রসন্নতা (স্ত্রী) চিত্তস্য প্রসন্নতা, ৬তৎ। মনের তৃপ্তি, প্রীতি।

চিত্তপ্রসাদ (পুং) ৬তৎ। মনের সন্তোষ।

চিত্তপ্রসাদন (ক্লী) চিত্তস্য প্রসাদনং ৬তৎ। মৈত্র্যাদি ভাবনা দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করা। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। সুখীর প্রতি মিত্র ভাব দুঃখীর প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি হর্ষ এবং পাপীর প্রতি উপেক্ষা দেখাইবে, এইরূপ ভাবনায় চিত্তের রাজস ও তামস ধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে কেবল সাত্বিক শুক্লধর্ম্ম উদিত হয়। "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনং॥" (যোগসূ° ১।৩৩।)

চিত্তভূ (পুং) চিত্তে ভবতি চিত্ত-ভূ-ক্বিপ্। কন্দর্প, কাম।

চিত্তভূমি (স্ত্রী) চিত্তস্য ভূমিঃ অবস্থা ৬তৎ। চিত্তের অবস্থা। পাতঞ্জলোক্ত চিত্তের অবস্থাভেদ যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত—রজোগুণ দ্বারা চলিত বিষয়ে সর্ব্বদা অস্থির। মূঢ়—তমোগুণের উদ্রেকহেতু নিদ্রাবৃত্তিযুক্ত। বিক্ষিপ্ত—ক্ষিপ্ত হইতে কিছু বিশেষ এই যে কখনও স্থির হয়। একাগ্র—একবিষয়ে মন থাকা। নিরুদ্ধ—বৃত্তিসকলের নিরোধ হওয়ায় কেবল সংস্কাররূপে অবস্থিত। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্তচিত্ত সমাধির উপযোগী নয়। একাগ্র অবস্থায় সংপ্রজ্ঞাতসমাধি হয়, রাজস তামসবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র সাত্বিকবৃত্তি থাকে। অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিতে তাহারও নিরোধ হয়। মধুমতী, মধুপ্রতীকা, বিশোকা ও ঋতম্ভরা এই চারি ভূমি। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুই ভূমির অন্তর্গত। (যোগসূ° ১ ব্যাস।)

চিত্তমোহ (পুং) ৬তৎ। মনের মোহ।

চিত্তযোনি (পুং) চিত্তং যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। কন্দর্প।

চিত্তরাগ (পুং) ৬তৎ। মনের অনুরাগ।

চিত্তলনার, মধ্যভারতের অন্তর্গত চাঁদা জেলার নিকটস্থ একটী জমিদারী। ইহার জমিদার জিগারগুণ্ডা নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। এখানকার জঙ্গলে উত্তম সেগুণকাঠ পাওয়া যায়।

চিত্তবৎ (ত্রি) প্রশস্তং চিত্তং বিদ্যতে অস্য চিত্তপ্রশংসায়াং মতুপ্ মস্য ব। উদারচেতা, উন্নতমনাঃ।

চিত্তবলাস, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলার একটী নদী। ইহার অপর নাম বিমলীপত্তন। ইহা গোলকুণ্ডা পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে গোপালপল্লি, জমি ইত্যাদি নগর দিয়া ৫৮ মাইল গমনের পর বিমলীপত্তনের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। চিত্তবলাস নগরের নিকট ইহার উপর এক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

চিত্তবাদ (পুং) চিত্তরূপঃ বাদ মধ্যলো° কর্ম্মধা। মন খুলে বলা বা মনের মত বলা।

চিত্তবিকার (পুং) ৬তৎ। মনের বিকার।

চিত্তবিক্ষেপ (পুং) চিত্তস্য বিক্ষেপঃ ৬তৎ। মনের চঞ্চল অবস্থা, এই অবস্থা যোগের ব্যাঘাতকারী। পাতঞ্জলে চিত্তবিক্ষেপ নয় প্রকার উক্ত হইয়াছে যথা—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব। ব্যাধি অর্থাৎ ধাতুরসাদির বৈষম্য। স্ত্যান—চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা। সংশয়—উভয়কোটিক জ্ঞান অর্থাৎ ইহা হইতেও পারে না হইতেও পারে। প্রমাদ—সমাধিসাধনে যত্ন না করা। আলস্য—শরীরের কফাদি জন্য গুরুত্ব ও চিত্তের তমোজন্য গুরুত্ব হেতু অপ্রবৃত্তি। অবিরতি—বিষয় বাসনার অনিবৃত্তি। ভ্রান্তিদর্শন—মিথ্যাজ্ঞান। অলব্ধভূমিকত্ব—সমাধিভূমির অলাভ। অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ লব্ধভূমিতে চিত্তের অনবস্থিতি। (যোগসূ° ১।৩০। ব্যাস)

চিত্তবিদ্ (ত্রি) চিত্তং বেত্তি চিত্ত-বিদ্-ক্বিপ্। ১ চিত্তজ্ঞ, যিনি মনের ভাব বুঝিতে পারেন। (পুং) ২ বৌদ্ধভেদ।

চিত্তবিনাশন (ত্রি) চিত্তং বিনাশয়তি চিত্ত-বিনাশি-নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। ১ চিত্তবিনাশক। ভাবে-ল্যুট্ (ক্লী) ২ চিত্তের বিনাশ।

চিত্তবিপ্লব (পুং) চিত্তস্য বিপ্লবো-যস্মাৎ বহুব্রী। ১ উন্মাদ-রোগ। ৬তৎ। ২ চিত্তের অনবস্থিতি।

চিত্তবিভ্রম (পুং) চিত্তস্য বিশেষেণ ভ্রমণমনবস্থানং যস্মাৎ বহুব্রী। ১ উন্মাদরোগ। ২ বুদ্ধিভ্রংশ। "অহো চিত্তবিকারো হয়ং তথা মে চিত্তবিভ্রমঃ।" (ভারত ১৮।২ অঃ)

চিত্তবিশ্লেষ (পুং) ৬তৎ। মনোভঙ্গ।

চিত্তবৃত্তি (স্ত্রী) চিত্তস্য বৃত্তিঃ ৬তৎ। চিত্তের অবস্থা, চিত্তের বিষয়াকার পরিণাম। পাতঞ্জলে পাঁচপ্রকার বৃত্তি উক্ত হইয়াছে, যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি। ইহারাও ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। অবিদ্যাদি ক্লেশ-হেতুক বৃত্তি ক্লিষ্ট, যাহা উক্ত ক্লেশ-হেতুক নহে তাহা অক্লিষ্ট।

চিত্তল (পুং স্ত্রী) চিত্তং লাতি চিত্ত-লা-ক। মৃগভেদ। বৈদ্যক-শাস্ত্র মতে—কৃষ্ণতিলের তৈল দ্বারা পক্ব, লবণযুক্ত চিত্তলমাংস রুচিকর ও রক্তপিত্তনাশক। (শব্দার্থচি°)

চিত্তসমুন্নতি (স্ত্রী) চিত্তস্য সমুন্নতিঃ ৬তৎ। ১ মনের উন্নতি। ২ গর্ব্ব।

চিত্তস্থিত (ত্রি) ৭তৎ। যাহা মনে রাখা যায়।

চিত্তহারিন্ (ত্রি) চিত্তং হরতি চিত্ত-হৃ-ণিনি। মনোহারী, সুন্দর।

চিত্তানুবর্ত্তিন্ (ত্রি) চিত্ত-অনুবৃৎ-ণিনি। যে মন যোগাইয়া চলে।

চিত্তান্তর (ক্লী) অন্যচ্চিত্তং সুপসুপেতিস° বা চিত্তস্য অন্তরং ৬তৎ। ১ অন্য চিত্ত। ২ মনের ভিতর।

চিত্তাপহারক (ত্রি) চিত্তস্যাপহারকঃ ৬তৎ। চিত্তকে যে হরণ করে, মনোহারী, সুন্দর।

চিত্তাপাহাড়, পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডি জেলার একটী গিরিমালা। ইহা ত্রিভুজাকৃতি, তাহার ভূমি নারানগরের নিকট সিন্ধুনদীর পূর্ব্বকূলে এবং শীর্ষবিন্দু প্রায় ৫০ মাইল পূর্ব্বে মর্গলা গিরিসঙ্কটের নিকট অবস্থিত। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তার ১২ মাইল। স্তরীভূত চূণাপাথরে ইহা শাদা দেখায় বলিয়া ইহার নাম চিত্তাপাহাড় হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে জলপাই গাছ জন্মে এবং ইহার পাথর হইতে যথেষ্ট চূণ পাওয়া যায়। ইহার পশ্চিমভাগ অতিশয় বন্ধুর ও দুরারোহ। পূর্ব্বভাগে স্থানে স্থানে উচ্চশৃঙ্গ ও স্থানে স্থানে গভীর খাল দৃষ্ট হয়।

চিত্তাপর্ণী, পঞ্জাবের অন্তর্গত হুশিয়ারপুর জেলাস্থ গিরিমালা। ইহার অপর নাম সোলাসিংহী। ইহা জামবানচুনের পূর্ব্ব সীমা। এই গিরিমালার উপর একটী স্থান আছে, ইহাকেও চিত্তাপর্ণী বলে। এখানে দেবীর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। প্রতি বৎসরে অনেক যাত্রী তাহা দেখিতে আসে।

চিত্তাভোগ (পুং) চিত্তস্য আভোগঃ একবিষয়তা ৬তৎ। একবিষয়ে চিত্তের প্রবৃত্তি, মনের স্থৈর্য্য। পর্য্যায়—মনস্কার।

চিত্তাধাদ্রিগি, মান্দ্রাজের অন্তর্গত বেলারী জেলার একটী সহর। অক্ষা° ১৫° ১৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪৭´ পূঃ। অধিবাসীর সংখ্যা ৩৭৫৯। এই সহর তুঙ্গভদ্রানদী ও হস্পেটনগর হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটী প্রধান হাট বসে। এই হাটে নিজামরাজ্যের পণ্য দ্রব্য সকল আমদানি হইয়া থাকে। ইহাতে ৩।৪টী মাত্র উত্তম রাস্তা আছে। হস্পেটের অনেক সমৃদ্ধ বণিক্ এখানে বাস করেন। বেলা নামক খাল এই নগরের ভিতর দিয়া গিয়াছে।

চিত্তি (স্ত্রী) চিত-ভাবে ক্তিন্। ১ বুদ্ধিবৃত্তি। "উদু ত্বা বিশ্বে দেবা অগ্নে! ভরন্ত চিত্তিভিঃ।" (শুক্লযজুঃ ১২।৩১) ২ অগ্নিতত্ত্ব-পরিজ্ঞানার্থ চিন্তা। "চিত্তিং জুহোমি মনসা ঘৃতেন।" (শুক্লযজুঃ ১৭।৭৮।) 'চিত্তিং অগ্নিতত্ত্বপরিজ্ঞানার্থং চিন্তনং' (বেদদীপ)। ৩ কর্ম্ম। "সাচিত্তিভি র্নিহি চকার" (ঋক্ ১।১০৯।২৯।) 'চিত্তিভিঃ কর্ম্মভিঃ' (নিরুক্ত)। ৪ খ্যাতি। "চিত্তিং দক্ষস্য সুভগ ত্বমস্মে" (ঋক্ ২।২১।৬) 'চিত্তিং খ্যাতিং' (সায়ণ) ৫ অথর্ব্বঋষির পত্নী। "চিত্তিস্ত্বথর্ব্বণঃ পত্নী লেভে পুত্রং ধৃতব্রতং" (ভাগবত ৪।১।৩৮)। কর্ত্তরি ক্তিন্। ৬ জ্ঞাপক বা প্রাপক। "চিত্তিরপাং দমে বিশ্বায়ুঃ" (ঋক্ ১।৬৭।৫।) 'চিত্তিশ্চেতয়িতা প্রাপয়িতা বা' (সায়ণ)।

চিত্তিত (ত্রি) চিত্তং অস্য সঞ্জাতঃ চিত্ত-তারকাদিত্বাদিতচ্। চিত্তযুক্ত।

চিত্তিন্ (ত্রি) চিত্তং অস্য অস্তি-চিত্ত-ইনি। প্রশস্ত চিত্তযুক্ত। "জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ট।" (অথর্ব্ব ৩।৩০।৫)।

চিত্তিবলাস, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৭° ৫৬´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩° ২৯´ ৩০´´ পূঃ। বিমলীপত্তন হইতে বিজয়নগ্রাম পর্য্যন্ত রাজবর্ত্ম এই নগরের মধ্য এবং সন্নিহিত চিত্তবিলাস ও গোস্থানী নদীদ্বয়ের উপরস্থ সেতু দিয়া গিয়াছে। ইহাতে একটী বৃহৎ পাটের কারখানা আছে।

চিত্তীকৃত (ত্রি) অচিত্তং চিত্তং কতরদভূততদভাবে চ্বি। চিত্তের সহিত প্রাপ্ত, যাহাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করা গিয়াছে। "একোময়েহভবান্ ধিবিধপ্রধানৈশ্চিত্তীকৃতঃ প্রজননায়।" (ভাগবত ৪।১।২৬)

চিত্তূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর আর্কট জেলার একটী তালুক বা সবডিভিজন। পরিমাণফল ৬৭১ বর্গমাইল। এই তালুক উত্তরআর্কটের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহাতে অনেক উচ্চ-উচ্চ পাহাড় এবং চিত্তূর, বেঙ্কটগিরি, অরশুণ্ডা ও ক্রৈরালা নামক পোইননদীর চারিটী শাখা আছে। বর্ষাকাল ব্যতীত ঐ সকল নদীতে জল থাকে না। এখানকার ভূমি লাল ও বালুকাময়, পর্ব্বত হইতে আনীত পলি পড়ায় বেশ

উর্ব্বরা। পূর্ব্বে এখানে লোহ তোলা হইত, কিন্তু এখন ঐ ব্যবসার লোপ পাইয়াছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান সদর। অক্ষা° ১৩° ১৩´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৮´১০´´ পূঃ। এই নগর বেল্লূর ষ্টেসন হইতে ১৮ মাইল উত্তর ও মান্দ্রাজের ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী। এই নগরে রাজকীয় বিচারালয়, পুলিস ষ্টেসন, জেলখানা, বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চিত্তূরে ইংরাজদিগের সেনানিবাস ছিল। প্রথমে আর্কটরাজবংশীয়দিগের সম্পত্তি ছিল, অবশেষে ১৭৮১ সালে সর আইয়ার-কুট্ অধিকার করিয়া ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত করেন।

চিত্তোন্নতি (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ মনের উন্নতি। ২ গর্ব্ব।

চিত্তোদ্বেগ (পুং) ৬তৎ। মনের উদ্বেগ।

চিৎপতি (পুং) চিতঃ জ্ঞানস্য পতিঃ ৬তৎ। পূর্ব্বপদস্য ন প্রকৃতিস্বরত্বং (ন ভূবাক্‌চিদ্দিধিষু। পা ৬।২।১৯) ১ মনোভিমানী জীব। "চিৎপতির্মা পুনাতু" (যজুঃ ৪।৪।) ২ হৃদয়েশ্বর।

চিৎপাত (পুং) চিৎ হইয়া পতন।

চিৎপাবন, কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণের প্রকৃত নাম। সহ্যাদ্রিখণ্ডে ইহারা চিত্তপূতাত্মা নামে বর্ণিত হইয়াছেন। [কোঙ্কণস্থব্রাহ্মণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চিৎপুর, কলিকাতার উত্তরপশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী একটী প্রাচীন স্থান। চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

চিৎপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) ৬তৎ। চৈতন্যের প্রবৃত্তি।

চিৎফিরোজপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ বালিয়াজেলার একটী সহর। ইহার অপর নাম বড়গাঁও। অক্ষা° ২৫° ৪৫´ ৪´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ২´ ৩৯´´ পূঃ। এই সহর বালিয়া হইতে ১০ মাইল অন্তরে উক্ত নগর হইতে গাজিপুর যাইবার পথের উপরে এবং সরযূনদীর তীরে অবস্থিত। ইহা কৃষিকর্ম্মের জন্য বিখ্যাত।

চিৎবইল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কদাপা (কড়াপা) জেলার মধ্যস্থ পালামপেট নামক তালুকের একটী প্রধান সহর। অক্ষা° ১৪° ১০´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৪´ ২৯´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগরে একটী সামান্য রাজ্যের রাজধানী ছিল ও ইহার শাসনকর্ত্তা ঘাটপর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ বিজয়নগররাজগণের অধীনস্থ অন্যতম প্রধান সামন্ত বা মহামণ্ডলেশ্বর ছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এখানকার অধিপতি ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও বৃত্তিভোগী হন।

চিত্য (পুং) চীয়তে চি-য নিপাতনে। (চিত্যাগ্নিচিত্যে চ। পা ৩।১।১৩২।) ১ অগ্নি। (ত্রি) ২ চয়নীয়। চীয়তে অস্মিন্ অগ্নিরিতি শেষঃ। (ক্লী) ৩ শবদাহ করিবার চুল্লী। চিতায়াং ভবঃ চিতা-যৎ। (ত্রি) ৪ চিতা হইতে জাত। "চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ।" (রামায়ণ ১।৫৮।১১।)

চিত্যা (স্ত্রী) চীয়তেঽগ্নিরস্যাং প্রেতস্য চি-য নিপাতনে, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ চিতা। ভাবে ক্যপ্। ২ চয়ন।

চিত্র (ক্লী) চিত্র্যতে চি-ক্ত্র (অমিচিমিদিশসিভ্যঃ ক্ত্রঃ। উণ্ ৪।১৬৩।) ১ তিলক। ২ আলেখ্য। "উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ।" (পঞ্চদশী ৬।৫) [চিত্রবিদ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] ৩ অদ্ভুত, আশ্চর্য্য। "চিত্রং সংক্রীড়মানাস্তাঃ ক্রীড়নৈর্বিবিধৈ স্তথা।" (রামায়ণ ১।১০।৪) ৪ শব্দালঙ্কারভেদ, পদ্মাকার বা খড়্গাদির আকারে বর্ণবিন্যাসের নাম চিত্রালঙ্কার। (সাহিত্যদ° ১০।৬৪৫।)

৫ কাব্যভেদ। যদি শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য থাকে এবং ব্যঙ্গার্থ অস্ফুটভাবে থাকে, তাহাকে তৃতীয় অধম কাব্য বলে। (কাব্যপ্রকাশ ১ উঃ।) ৬ ছন্দোভেদ। ইহার লক্ষণ সমানিকাছন্দের পাদদ্বয়ের সমান, তাহার প্রত্যেক পাদে ষোল অক্ষর অযুগ্ম, অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ইত্যাদি গুরু এবং যুগ্ম অর্থাৎ দ্বিতীয়া চতুর্থ ও ষষ্ঠ ইত্যাদি বর্ণ লঘু হইবে। (ছন্দোমঞ্জরী)। ৭ আকাশ। ৮ কুষ্ঠবিশেষ। ৯ (ক্লী পুং) কর্বুর বর্ণ, বিচিত্রবর্ণ। চিত্রয়তি পাপপুণ্যে বিচার্য্য লিখ্যতে চিত্র-ণিচ্ অচ্। (পুং) ৯ যমভেদ। "বৃকোদরায় চিত্রায়" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)। ১০ চিত্রগুপ্ত। ১১ এরণ্ডবৃক্ষ। ১২ অশোকবৃক্ষ। ১৩ চিত্রকবৃক্ষ। (ত্রি) ১৪ বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। "নিসর্গচিত্রোজ্জ্বলসূক্ষ্মপক্ষ্মণা।" (মাঘ) ১৫ আশ্চর্য্যজনক, বিস্ময়কর। "চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিবব্রুস্তপস্বিনঃ" (ভারত ১।১।৩১।)

চিত্রক (ক্লী) চিত্র-স্বার্থে কন্। ১ তিলক। চিত্রেণ চিত্র ইব বা কায়তি চিত্র-কৈ-ক। (পুং) ২ ব্যাঘ্রবিশেষ, চিতাবাঘ। ৩ শূর, বলবান্। ৪ এরণ্ডবৃক্ষ। ৫ চিতা। ৬ ওষধিভেদ, চিরাতা। ইহার গুণ—গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, কৃমি, কাস, বাতশ্লেষ্ম, বাতঅর্শ, শ্লেষ্ম ও পিত্ত-বিনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কটু।

চিত্রকশাক কাসমর্দ্দের সহিত মর্দ্দন করিয়া হিঙ্গের সহিত তৈলে পাক করিয়া আহার করিবে। (শব্দার্থচি°) চিত্রয়তি চিত্র-স্বার্থে কন্। ৬ (ত্রি) চিত্রকার। (পুং) ৭ মুচুকুন্দ। ইহার গুণ শিরঃপীড়াদিনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

চিত্রকণ্ঠ (পুং) চিত্রঃ কণ্ঠোযস্য বহুব্রী। ১ কপোত, পায়রা। ২ বনকপোত, ঘুঘু।

চিত্রকগুটিকা (স্ত্রী) গুটিকাবিশেষ। চিত্রক, পিপুলের মূল, ক্ষার, লবণ, ত্রিকটু হিঙ্গু ও যমানী একত্র চূর্ণ করিয়া দাড়িম বা নেবুর রস দ্বারা গুটি পাকাইবে, পরে সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব,

বিট্, উদ্ভিদ, সামুদ্র এই পঞ্চলবণের সহিত এক প্রহর পর্য্যন্ত অনলে পাক করিবে। (চক্রদত্ত)

চিত্রকগুড়িকা, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিঙ্গু (হিং), বনযমানী, চই, এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া টাবানেবু বা দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপ্তিকারক। (ভৈষজ্যর°)

চিত্রকঘৃত, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ চিতামূল ১২৷৷॰ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ৮ সের, দধির মাৎ ১৬ সের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মরিচ, সমুদায়ে ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্লীহা, গুল্ম, উদরাধ্মান, পাণ্ডু, অরুচি, জ্বর, অর্শঃ, শূল প্রভৃতি নানারোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যর°)

মতান্তরে ঘৃত চিত্রকের কাথ ও কল্কদ্বারা পাক করিবে। ইহা—গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, প্লীহা, শূল ও অর্শ নাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। (চক্রদত্ত)

চিত্রকতৈল, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্ক চিতামূল, চই, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দপত্র মিলিত ১ সের। ইহার নস্তে নাসার্শ ভাল হয়। (ভৈষজ্যর°)

প্রকারান্তরে চিত্রক, চই, জোয়ান, এলাচ, করমচার বীজ। আকন্দ ও লবণ তৈলের সহ একত্র করিয়া গোমূত্রে পাক করিবে। ঐ তৈলের গুণ অর্শনাশক। (ভৈষজ্যর°)

চিত্রকম্বল (পুং) কম্বলভেদ, গালিচা।

চিত্রকর (ত্রি) চিত্রং করোতি চিত্র-কৃ-ট। ১ যে চিত্র করে, চিত্রশিল্পকর। ২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, পটুয়া, শূদ্রার গর্ভে ও বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে এই জাতি উৎপত্তি হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ) রামায়ণ মহাভারতেও চিত্রকরের উল্লেখ আছে।

[চিত্রবিদ্যা দেখ।]

চিত্রকর্ম্মিন্ (ত্রি) চিত্রং কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। ১ চিত্রকর। ২ আশ্চর্য্যকর। (পুং) ৩ তিনিশবৃক্ষ। ৬ষ্ঠি তৎ (ক্লী) ৪ চিত্রকার্য্য, শিল্প।

চিত্রক-পিপ্পলীঘৃত, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ পিপুল ও চিতামূল মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পাক করিলে যকৃৎ ও প্লীহা নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

চিত্রকহরীতকী (স্ত্রী) চিত্রকের সহিত পাককরা হরীতকী। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধভেদ। চিত্রক, আমলকী, গুড়ূচী, ও দশমূলের রস দ্বারা হরীতকী চূর্ণ গুড়ে পাক করিবে, পরদিন ত্রিকটু ও তেজপত্রের ক্ষারদ্বারা মধুতে পাক করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি এবং ক্ষয় কাস, নাসিকারোগ, ক্রিমি, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, অর্শ ও শ্বাস আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত)

ভৈষজ্যরত্নাবলীর মতে, ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পুরাতন গুড় ১০০ পল। কাথার্থ চিতামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২৷৷॰ সের; আমলকীর রস (অভাবে কাথ) ১২৷৷॰ সের; গুলঞ্চ ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২৷৷॰ সের। দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২৷৷॰ সের। এই সমুদায় কাথ একত্র করিয়া তাহাতে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া হরীতকীচূর্ণ ৮ সের দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, শুঁট, পিপুল, মরিচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পরদিনে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধতোলা হইতে ২ তোলা মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং ক্ষয়, কাস, পীনস, ক্রিমি, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, অর্শ ও শ্বাসরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

চিত্রকাথি, বোম্বাইপ্রদেশবাসী একপ্রকার জাতি। ইন্দাপুর, পুরন্দর ও পুণা এই তিনটী স্থান ভিন্ন পুণাজেলার অপর সকল স্থানেই ইহাদিগের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্র ও কথা এই দুইটী শব্দ দ্বারা ইহাদিগের জাতীয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ ইহারা লোকের নিকট দেবদেবীর ও বীর পুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ চিত্রপ্রদর্শন এবং পৌরাণিক কথা শুনাইয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, শোলাপুর জেলার অন্তর্গত সিঙ্গানাপুর ইহাদিগের পূর্ব্ব বাস ছিল; সাহু রাজার রাজত্ব কালে (খৃঃ ১৭০৮-১৭৪৯ খৃঃঅব্দে) ইহারা পুণা জেলায় আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ নাই। যাদব, মোরে প্রভৃতি ইহাদিগের উপাধি। সমান উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আহারাদির প্রচলন আছে, কিন্তু বিবাহ প্রচলন নাই। ইহাদিগের পুরুষগণের নামের অন্তে "পেটেল" ও রমণীদিগের নামের শেষে "বাই" থাকে।

ইহাদিগের মাতৃভাষা মরাঠী। ইহাদিগের আকৃতি প্রকৃতি মরাঠী কুণবি জাতির মত। ইহারা শিখা ও গোঁফ রাখে। ইহারা ছাগ, মেষ প্রভৃতির মাংসভক্ষণ এবং নেসা করিতে ভালবাসে। প্রায় চিত্রকাথি জাতি অপরিষ্কার, কিন্তু মিতব্যয়ী ও অতিথিসেবক। ইহারা সময়ে সময়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার

নৃত্য ও তাহাদিগের যুদ্ধ দেখাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইহারা চিত্রপ্রদর্শন-ব্যবসা আরম্ভ করে। হিন্দুধর্ম্মে ইহারা অতিশয় অনুরক্ত। তুলজাপুরের ভবানী দেবী ও জেজুরীর খাণ্ডোবা ইহাদিগের কুলদেবতা। ইহারা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও ভবানীই ইহাদিগের প্রধান আরাধ্য দেবী। মহারাষ্ট্রদেশের কৃষকগণ যে সকল পর্ব্বাদি পালন করিয়া থাকে, ইহারাও সেই সমস্ত পালন করে। আলাণ্ডী, জেজুরী প্রভৃতি ইহাদিগের তীর্থস্থান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পক্ষণ পরেই ইহারা প্রসূতি ও জাত সন্তানকে স্নান করাইয়া দেয়।

বিবাহাদি কার্য্যোপলক্ষে বরকর্ত্তাকে কন্যাকর্ত্তার নিকট গিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয়। ৩ বৎসর হইতে ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষের ও ৩ বৎসর হইতে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত রমণীগণের বিবাহ হইয়া থাকে। যে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হউক না কেন ইহাদিগের পৌরহিত্য করিতে পারে। ইহারা শবদেহ গোর দেয় এবং তের দিন মৃতাশৌচ গ্রহণ করে, শেষ দিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে স্বজাতির ভোজ দেয়। এই উপলক্ষে সময়ে সময়ে ছাগ বলি দিয়া তাহার মাংস আহার করে। প্রতি ভাদ্রমাসে ইহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে উৎসব করিয়া থাকে। ইহাদের পঞ্চায়ত সামাজিক বিবাদের মীমাংসা করে। সামাজিক অপরাধে অপরাধী পাঁচ জনকে ভোজ দিলেই আবার সমাজে গৃহীত হয়।

চিত্রকাদিলোহ, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—চিতামূল, শুঁঠ, বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তাল-জটাভস্ম, আপাঙ্গমূলভস্ম, পুরাতন মাণ প্রত্যেক ৬ তোলা; লৌহ, অভ্র, পিপ্পল, তাম্র, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, প্রত্যেকে ২ তোলা, গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চিত্রকাদি লৌহ সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম, উদরাময়, যকৃৎ, গ্রহণী, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, গুদভ্রংশ ও প্রবাহিকা আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যর°।)

চিত্রকায় (ত্রি) চিত্রঃ কায়ঃ শরীরং যস্য বহুব্রী। চিত্রক-ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ। (রাজনি°)

চিত্রকার (ত্রি) চিত্রং করোতি চিত্র-কৃ-অণ্। ১ চিত্রকর। (পুং) ২ সঙ্করজাতিভেদ। গান্ধিকীর গর্ভে স্থপতির ঔরসে ঐ জাতির উৎপত্তি। (পরাসরপদ্ধতি)।

চিত্রকারিন্ (ত্রি) চিত্রং করোতি চিত্র-কৃ-ণিনি। চিত্রকর।

চিত্রকুণ্ডল (পুং) চিত্রে কুণ্ডলে হস্য বহুব্রী। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-ভেদ। (ভারত আদি ১১৭।৬)

চিত্রকূট (পুং) চিত্রাণি কূটানি অস্য বহুব্রী। পর্ব্বতবিশেষ। "দদর্শ চিত্রকূটস্থং স রামং সহলক্ষ্মণং।" (ভারত বন ২৭৬ অঃ)

রামায়ণ মতে ঐ পর্ব্বত প্রয়াগক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ভরদ্বাজাশ্রমের সাড়ে তিন যোজন দক্ষিণে অবস্থিত; ইহার উত্তরপার্শ্বে পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী নদী খরস্রোতে বহিতেছে। (রামায়ণ অযোধ্যা, ৯২ অ°)। ঐ স্থানে ভগবতী সীতারূপে বিরাজমান। "চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী" (দেবীভাগবত)

আদিরামায়ণীয় চিত্রকূটমাহাত্ম্যে ও ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্ম-খণ্ডে লিখিত আছে, রাম জানকী এই স্থানে অবস্থান করেন বলিয়াই ইহা পুণ্যভূমি। অধুনা ঐ পর্ব্বত আমতা নামে অভিহিত। এখনও কিন্তু দেশীয় লোকে ইহাকে চিত্তরকোট বলিয়া থাকে। এখন এই পাহাড় বান্দাজেলার মধ্যে অবস্থিত। ইহার পাদদেশে পয়োষ্ণী নদী প্রবাহিত। পুণ্যক্ষেত্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণা দেওয়া আছে, তীর্থযাত্রীগণ তাহারই চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পয়োষ্ণীনদীর তীরে অথবা শৈলদেশে ৩৩।৩৪টী সুদৃশ্য ও সুরম্য মন্দির আছে, ঐ সকল মন্দিরের দেবসেবার জন্য বৃটীশাধীন ৩৯ খানি গ্রাম ও দেশীয় রাজ্যভুক্ত কয়খানি গ্রামের আয় নির্দ্দিষ্ট আছে। রামনবমী ও দেওয়ালী উপলক্ষে পূর্ব্বে এখানে চল্লিশ পঞ্চাশহাজার তীর্থযাত্রী আসিত, এখন বিশহাজার লোকও হয় না। পূর্ব্বে ঐ সময়ে অনেক দেশীয় রাজা ও পেশবার পরিবারবর্গ আগমন করিতেন। এখনও পাণ্ডাদের তত্ত্বাবধানে ৩০টী ঘাট আছে, স্নান করিবার কালে ঐ সকল পাণ্ডাকে কিছু কিছু দিতে হয়।

চিত্রকূটে রামায়ণোক্ত মন্দাকিনী ও মালিনী নামে দুইটী ক্ষুদ্র নদীও প্রবাহিত হইতেছে।

২ চিতোর নগরের শিলালিপি-বর্ণিত প্রাচীন সংস্কৃত নাম। [চিতোর দেখ।] ৩ হিমালয়ের একটী পবিত্র শৃঙ্গ। (হিমবৎখণ্ড ৮।১০৬)

৪ সীতানদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত একটী পর্ব্বত।
"নীলাদ্রে র্দক্ষিণশাখাং যোজনৈকসহস্রকে।
সীতা পূর্ব্বতটে চিত্রং বিচিত্রং কূটমপ্যতঃ॥" জৈ° হরিবংশ ৫।১৯১।

চিত্রকৃৎ (ত্রি) চিত্রং করোতি চিত্র-কৃ-ক্বিপ্। ১ চিত্রকর। ২ আশ্চর্য্যকর। (পুং) ৩ সঙ্করজাতিভেদ। ৪ তিনিশবৃক্ষ।

চিত্রকেতু (পুং) ১ গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত ৫।৯৯ অঃ) ২ লক্ষ্মণের এক পুত্র। (ভাগ° ৯।১১।৭) ৩ উর্জ্জার গর্ভজাত বশিষ্ঠের পুত্র। (ভাগ° ৪।১।৩৪) ৪ কংসার গর্ভজ যদুবংশীয় দেবভাগের পুত্র। (ভাগ° ১১।২৪।৩) ৫ শূরসেন দেশের এক রাজা। তিনি

পুত্রশোক সন্তপ্ত হইলে দেবর্ষি নারদ আসিয়া তত্ত্বজ্ঞানের জন্য তাহাকে বাসুদেবমন্ত্রাদি উপদেশ দিয়াছিলেন। (ভাগ° ৬।১৪।৬)

(ত্রি) ৬ চিত্রপতাকাযুক্ত।

চিত্রকোণ (পুং) চিত্রঃ কোণোঽস্য বহুব্রী। অঞ্জনিকা, অঞ্জনী।

চিত্রক্রিয়া (স্ত্রী) কর্ম্মধা°। চিত্রকার্য্য।

চিত্রক্ষত্র (ত্রি) বিচিত্র বলবিশিষ্ট। "চিত্রক্ষত্র চিত্রতমং বয়োধাং।" (ঋক্ ৬।৬।৭।) 'হে চিত্রক্ষত্র বিচিত্রবল'। (সায়ণ)।

চিত্রগ (ত্রি) চিত্র-গম্-ড। চিত্রার্পিত, চিত্রলিখিত।

চিত্রগত (ত্রি) চিত্র-গম্-কর্ত্তরি ক্ত। চিত্রার্পিত।

"শুশুভাতে রণেঽতীব পটে চিত্রগতে ইব।" (ভারত ভীষ্ম ৪৪ অঃ)

চিত্রগন্ধ (ক্লী) চিত্রঃ গন্ধোঽস্য বহুব্রী। ১ হরিতাল।

(ত্রি) ২ আশ্চর্য্য গন্ধযুক্ত।

চিত্রগুপ্ত (পুং) চিত্রাণাং পাপপুণ্যাদিবিচিত্রাণাং গুপ্তং রক্ষণং যস্মাৎ বহুব্রী। ১ যমভেদ। "চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।" (যমতর্পণ) লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলে তাঁহার কায় হইতে বিচিত্রবর্ণ এক পুরুষ মস্যাধারলেখনীহস্তে নিঃসৃত হইল। পিতামহের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি সম্মুখস্থিত সেই বিচিত্র গঠন পুরুষকে নিরীক্ষণ করিলে, সে বলিল "হে তাত! আমার নাম কি? আমাকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করুন।" ব্রহ্মা স্বকায়সম্ভূত পুরুষের মধুর বাক্য শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, "আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এজন্য তুমি কায়স্থ নামে খ্যাত হইলে, আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। লোকদিগের পাপপুণ্যবিচারার্থ তুমি যমরাজের পুরে গিয়া বাস কর" এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। ভট্ট, নাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবাস্তব্য, মাথুর, অহিষ্ঠাণ, শৈকসেন এবং অম্বষ্ঠ ইহারা চিত্রগুপ্তের পুত্র। চিত্রগুপ্ত ইহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। (ভবিষ্যপুরাণ)

তিনি মানুষের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফল লিখেন।

(পদ্মপুরাণ, পাতালখ° ১০২ অঃ)

তিনি যমরাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া পাপীদিগকে যাতনা প্রদান করেন। ("তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ।" শা° সূ°)

গরুড়পুরাণের প্রেতকল্পে লিখিত আছে, যমলোকের নিকট চিত্রগুপ্তপুর নামে একটী স্বতন্ত্র লোক আছে, তথায় চিত্রগুপ্তের অধীনে কায়স্থগণ পাপীগণের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বিতীয়াতে কায়স্থেরা ভক্তিপূর্ব্বক চিত্রগুপ্তকে পূজা করিবে। গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ, নৈবেদ্য, পট্টবস্ত্র, শর্করা, পূর্ণপাত্র ইত্যাদি উপকরণ দ্বারা বিবিধ বাদ্যবাদনপূর্ব্বক মহাসমারোহের সহিত তাঁহার পূজা সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে আহার করাইবে।

চিত্রগুপ্তের নমস্কার-মন্ত্র যথা—

"মসীভাজনসংযুক্তঃ সদাচরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত! নমোঽস্তু তে॥
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকোনিত্যং নমঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥"

দুরাচার সৌদাস নামক রাজা কার্ত্তিক মাসে শুক্লদ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা করিয়া অনন্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্তে স্বর্গলোকে গমন করেন। ঐ তিথিতে মহাবাহু ভীষ্ম চিত্রগুপ্তের উপাসনা করায় চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, হে মহাবাহো! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমার মৃত্যু হইবে না। যখন তুমি ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুপ্তের প্রসাদেই ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিল।

কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার নাম যমদ্বিতীয়া। ঐ তিথিতে যম, যমদূত ও চিত্রগুপ্তকে পূজা করিবে। ভগিনী হস্তপ্রস্তুত অন্নাদি ও পঞ্চুষ পান ভোজন করিলে বুদ্ধি, যশঃ, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। ভ্রাতা ভোজনান্তে দেয় দ্রব্যাদি ভগিনীকে দিবেন। প্রার্থনা মন্ত্র—

"উৎপত্তৌ প্রলয়েচৈব ত্যাগে দানে কৃতাকৃতে।
লেখকত্বং সদাশ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্ত নমোস্তুতে॥
প্রিয়া সহ সমুৎপন্ন সমুদ্রমথনোদ্ভব!
চিত্রগুপ্ত! মহাবাহো মমাদ্যবরদোভব॥"

(ভবিষ্যোত্তরপুরাণে চিত্রগুপ্তব্রতকথা।)

"প্রিয়া সহসমুৎপন্ন সমুদ্র মথনোদ্ভব" ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে চিত্রগুপ্ত লক্ষ্মীর সহোদর সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন।

গোমন্তের (বর্ত্তমান গোয়ার) মাঙ্গীশের শঙ্খাবলীনদীর নিকট প্রাচীন চিত্রগুপ্তমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে।

"মুণ্ডনং চৈব মর্ত্ত্যানাং চিত্রগুপ্তস্য মন্দিরে।"

(সহ্যাদ্রি মাঙ্গীশমা° ৯।১১।)

২ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। জলোৎসর্গ ও মঠপ্রতিষ্ঠাদিতত্ত্বে রঘুনন্দন চিত্রগুপ্তস্মৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চিত্রগৃহ (পুং ক্লী) ৬তৎ। চিত্রশালা। চিত্রযুক্ত বা চিত্র করিবার গৃহ। [চিত্রবিদ্যা দেখ।]

চিত্রগ্রীব (ত্রি) চিত্রা গ্রীবা যস্য বহুব্রী। বিচিত্র গ্রীবাবিশিষ্ট।

চিত্রঘণ্টা (স্ত্রী) চিত্রা ঘণ্টা যস্যাঃ বহুব্রী। কাশীস্থ দেবীভেদ।

"বিশ্বে! বিধে! বিশ্বভুজে! নমোঽস্তু তে
শ্রীচিত্রঘণ্টে! বিকটে সুদর্শিকে!" (কাশীখণ্ড ৫ অঃ)

চিত্রঘণ্টেশী (স্ত্রী) কাশীস্থ দেবীবিশেষ। "ইয়ঞ্চ চিত্রঘণ্টেশী ঘণ্টাকর্ণস্ত্বয়ং হ্রদঃ।" (কাশীখণ্ড ৩৩ অঃ)

চিত্রচাপ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

চিত্রজল্প (পুং) চিত্রো মনোহরোজল্পঃ কর্ম্মধা। বাক্যভেদ, প্রিয়ব্যক্তি প্রিয়ব্যক্তির নিকট রোষের সহিত অনেক ভাবময় উৎকণ্ঠাযুক্ত যে বাক্য বলে। ইহার দশটী অঙ্গ যথা—প্রজল্প, পরিজল্পিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্পিত, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। প্রজল্প অবস্থায় প্রেয়সী অসূয়া, ঈর্ষা ও গর্ব্বযুক্ত হইয়া অবজ্ঞার সহিত কৌশল করে। পরিজল্পিত অবস্থায় স্বামীর নিষ্ঠুরতা, শঠতা ও চপলতা ইত্যাদি দেখাইয়া ভাব ভঙ্গিতে নিজের সরলতা প্রকাশ করে। বিজল্প অবস্থায় অভিমান চাপিয়া রাখিয়া অসূয়া প্রকাশপূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি কটাক্ষে কথা বলে। উজ্জল্প অবস্থায় গর্ব্ব চাপিয়া ঈর্ষার সঙ্গে কুহকাখ্যান ও অসূয়ার সহিত আক্ষেপ। সংজল্প অর্থাৎ উপহাস ও আক্ষেপ করিয়া প্রিয়তমাকে অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি বলা। অবজল্প অর্থাৎ ঈর্ষাপূর্ব্বক যেন ভয়ে প্রিয়জনকে নিষ্ঠুর, কামুক, ধূর্ত্ত ইত্যাদি বলা। অভিজল্পিত অর্থাৎ প্রিয়কে ত্যাগ করাই উচিত, ভঙ্গিতে ও অনুতাপের সহিত এরূপ ভাব প্রকাশ করা। আজল্প অর্থাৎ মনের খেদে প্রিয়কে কুটিল ও দুঃখদায়ক বলা। তিনি যে অন্যের সুখদাতা তাহাও ভঙ্গিতে প্রকাশ করা। প্রতিজল্প অর্থাৎ প্রিয়তম প্রেরিত দূতকে সম্মান করিয়া বেশ স্থির ভাবে কথা বলা যে "তিনি অন্যের প্রতি আসক্ত, তাহারা দুজনে সর্ব্বদাই একত্র থাকেন। এ অবস্থায় আমার যাওয়া উচিত নয়।" সুজল্প অর্থাৎ সরলতা, গাম্ভীর্য্যতা, চপলতা ও উৎকণ্ঠার সহিত প্রিয়তমকে জিজ্ঞাসা করা। (উজ্জ্বলনীলমণি)

চিত্রতণ্ডুল (ক্লী) চিত্রা তণ্ডুলো যস্য বহুব্রী। বিড়ঙ্গ।

চিত্রতণ্ডুলা (স্ত্রী) বিড়ঙ্গ।

চিত্রতৈল (ক্লী) এরণ্ডতৈল, ভেরাণ্ডার তেল।

চিত্রত্বচ্ (পুং) চিত্রাত্বক্ যস্য বহুব্রী। ভূর্জ্জপত্র।

চিত্রদণ্ডক (পুং) চিত্রো দণ্ডো যস্য বহুব্রী-কপ্। শূরণ, ওলগাছ।

চিত্রদীপ (পুং) পঞ্চদশীপ্রকরণের অন্তর্গত দীপভেদ। চিত্র যেমন পটে অঙ্কিত থাকে সেইরূপ স্বচৈতন্যে জগচ্চিত্রও অঙ্কিত। তাহাকে মায়াময় ও মিথ্যাজ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া চৈতন্যই এক ও বহুরূপে অবধারণ করিবে। এই চিত্র দীপের বিষয় যাহারা নিত্য অনুসন্ধান করে, তাহারা জগচ্চিত্র অবলোকন করিয়া [illegible] মত মুগ্ধ হয়না। (পঞ্চদশী।)

চিত্রদৃশীক (ত্রি) বিচিত্রদর্শন। "চিত্রদৃশীকমর্ণঃ" (ঋক্ ৬।৪৭।৫।) 'চিত্রদৃশীকং বিচিত্রদর্শনং' (সায়ণ)

চিত্রদেব (পুং) কার্ত্তিকের এক অনুচর। (ভারত শল্য, ৪৬ অঃ)

চিত্রদেবী (স্ত্রী) ১ মহেন্দ্রবারুণী, বড়মাকাল লতা। ২ শক্তিবিশেষ। কলিকাতার উত্তরপ্রান্তস্থ চিৎপুরের উত্তরে চিত্রদেবী নামে এক শক্তিমূর্ত্তি আছে। বোধ হয় তাঁহারই নামানুসারে চিত্রপুর এবং তাহা হইতে বর্ত্তমান চিৎপুর নামকরণ হইয়াছে। [চিৎপুর ও চিত্রেশ্বরী দেখ।]

চিত্রধর্ম্মন্ (পুং) দৈত্যনৃপতিভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

চিত্রধরশর্ম্মা, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি ঈশ্বরবাদ ও সংস্কারসিদ্ধিদীপিকা নামে সংস্কৃত ভাষায় নব্য ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চিত্রধা (অব্য) চিত্র-বিধার্থে ধা। অনেকধা, অনেকবিধ। "তর্করামাস চিত্রধা" (ভাগ° ৩।১৩।২০)

চিত্রধাম (ক্লী) কর্ম্মধা। চিত্রনির্ম্মিত পূজার মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল।

চিত্রধ্রজতি (ত্রি) বিচিত্র গতিবিশিষ্ট। "চিত্রধ্রজতিররতির্যো" (ঋক্ ৬।৩।৫।) 'চিত্রধ্রজতির্বিচিত্রগতিঃ' (সায়ণ)

চিত্রধ্বজ, একজন পাণ্ড্যরাজ। [পাণ্ড্য দেখ।]

চিত্রনেত্রা (স্ত্রী) চিত্রং নেত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। ১ সারিকা, শালিক। ২ মদনপক্ষী, ময়না।

চিত্রন্যস্ত (ত্রি) চিত্রে ন্যস্তঃ ৭তৎ। চিত্রার্পিত, চিত্রিত।

চিত্রপক্ষ (পুং) চিত্রৌ পক্ষৌ যস্য বহুব্রী। তিত্তিরীপক্ষী। ইহার মাংস বাত, কফ ও গ্রহণীনাশক। (রাজনি°)

চিত্রপট (পুং) ১ চিত্রিত বস্ত্র, ছিট। ২ চিত্রাধার, পট। 'নিঃশেষং বৃষ্ণিসৈন্যং তু স্থিতং চিত্রপটে যথা" (হরিব° ৩১৭ অঃ)

চিত্রপট্ট (পুং) চিত্রিত পট। "চিত্রপট্টং ময়াদত্তং স্বচ্ছিহ্নং বীক্ষ্য জীবতি" (হরিব° ১৭৭ অঃ)

চিত্রপটু (ত্রি) চিত্রে পটুঃ ৭তৎ। চিত্রকার্য্যে কুশল।

চিত্রপতি, সিদ্ধান্তপীযূষ নামে স্মৃতিসংগ্রহকার।

চিত্রপত্র (ত্রি) চিত্রে পত্রে পক্ষৌ যস্য বহুব্রী। ১ বিচিত্র পক্ষযুক্ত, সুন্দর ডানাবিশিষ্ট। "চিত্রপত্রশকুনিনীড়দ্যোতিতেত্যাদি।" (কাদম্বরী।)

চিত্রপত্রিকা (স্ত্রী) চিত্রাণি পত্রাণি পর্ণানি যস্যাঃ বহুব্রী, কপ্। অতইত্বং। ১ কপিত্থপর্ণী বৃক্ষ। ২ দ্রোণপুষ্পী।

চিত্রপত্রী (স্ত্রী) জলপিপ্পলী, জলপিপুল।

চিত্রপথা (স্ত্রী) প্রভাসতীর্থে ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপস্থ একটী ক্ষুদ্র নদী। যখন যমদূতেরা যমরাজের আদেশে চিত্রকে সশরীরে বাঁধিয়া লইয়া যায়, তখন চিত্রা নামে তাহার এক ভগিনী নিতান্ত

দুঃখিতচিত্তে যেন তাহার ভ্রাতাকে অন্বেষণ করিবার জন্যই নদী হইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই জন্য এই নদীর নাম চিত্রপথা হইয়াছে। কলিতে ঐ নদী অন্তর্হিত হইয়াছে। কখন কখন বর্ষাকালে দর্শন দিয়া থাকে। ঐ নদীতে স্নান করিয়া চিত্রাদিত্যকে দর্শন করিলে পরকালে তাহার সূর্য্য-লোক লাভ হয়। (প্রভাসখ°)

চিত্রপদ (ত্রি) চিত্রাণি পদানি সুপ্তিঙন্তরূপাণি যত্র বহুব্রী। সুন্দর পদবিশিষ্ট। "ন তদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো" (ভাগ° ১৫।১০)

চিত্রপদা (স্ত্রী) ১ গোধালতা, গোয়ালে লতা। ২ ছন্দোভেদ, ইহার প্রতি চরণে আটটী করিয়া অক্ষর। প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, ও অষ্টম গুরু ও অবশিষ্ট লঘু হইবে।

চিত্রপর্ণিকা (স্ত্রী) চিত্রাণি পর্ণানি অস্যাঃ বহুব্রী টাপ্ অত-ইত্বং। চিত্রপর্ণীভেদ। ছোট চাকুলে। পর্য্যায়—দীর্ঘা, শৃগাল-বিন্না, ত্রিপর্ণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা, অতিগুহা, ঘৃষ্টিলা। (রত্নমা°)

চিত্রপর্ণী (স্ত্রী) বহুব্রী, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ পৃশ্নীপর্ণী, চাকুলিয়া। ২ কর্ণস্ফোটলতা, কাণফাটা। ৩ জলপিপ্পলী। ৪ দ্রোণপুষ্পী। ৫ মঞ্জিষ্ঠা।

চিত্রপাদা (স্ত্রী) চিত্রৌ পাদৌ যস্যাঃ বহুব্রী। শারিকা।

চিত্রপিচ্ছক (পুং) চিত্রং পিচ্ছং যস্য বহুব্রী কপ্। ময়ুর।

চিত্রপুঙ্খ (পুং) চিত্র পুঙ্খো যস্য বহুব্রী। শর, বাণ।

চিত্রপুষ্পী (স্ত্রী) চিত্রাণি পুষ্পাণি যস্যা বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। অম্বষ্ঠা, আমড়াগাছ।

চিত্রপৃষ্ঠ (পুং) চিত্রং পৃষ্ঠং যস্য বহুব্রী। ১ কলবিঙ্কপক্ষী, চড়াই। ২ কুদ্রকমল, শুঁদী।

চিত্রপ্রতিকৃতি (স্ত্রী) চিত্রা চিত্রিতা প্রতিকৃতিঃ প্রতিমূর্ত্তিঃ কর্ম্মধা। চিত্রে অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি। "চিত্রপ্রতিকৃতিঞ্চৈব কাষ্ঠস্য প্রতিমাং তথা।" (হরিবংশ ১৩৮ অঃ)

চিত্রফল (পুং) চিত্রং ফলং ফলকং তদ্বদাকৃতির্বিদ্যতে যস্য চিত্রফল-অচ্। ১ চিত্রলমৎস্য চিতলমাছ। ইহা গুরুপাক, স্বাদু ও বলবীর্য্যকারক। (রাজবল্লভ।) ২ চেলান, চেলনাফল।

চিত্রফলক (পুং) চিত্রফল-স্বার্থে কন্। ১ চিতলমাছ। ২ ছবি।

চিত্রফলা (স্ত্রী) চিত্রাণি ফলানি যস্যাঃ বহুব্রী টাপ্। ১ চির্ভটী, কাঁকুড়। ২ মৃগের্বারু। ৩ লিঙ্গিনীলতা। ৪ মহেন্দ্রবারুণী, বড়মাকাল। ৫ বার্ত্তাকু, বেগুন। ৬ কণ্টকারী। ৭ ফলকী-মৎস্য, ফলুইমাছ। পর্য্যায়—রাজগ্রীব, মহোম্মদ।

চিত্রবর্হ (পুং) চিত্রোবর্হো যস্য বহুব্রী। ১ ময়ুর।

"কাকেনেমাংশ্চিত্রবর্হান্ শার্দ্দূলান্ ক্রোষ্টুকেনচ।
ক্রীণীষ পাণ্ডবান্ রাজন্।" (ভারত ২।৬০ অঃ)

২ গরুড়ের এক পুত্র। (ভারত ৫।১০০ অঃ)

চিত্রবর্হিন্ (ত্রি) চিত্রোবর্হো ঽস্যাস্তি চিত্রবর্হ অস্ত্যর্থে ইনি। বিচিত্র পুচ্ছবিশিষ্ট। "ময়ূরং চিত্রবর্হিণম্।" (ভারত অনু° ৮৬ অঃ)

চিত্রবর্হিস্ (ত্রি) চিত্রং বর্হিঃ কুশমস্য বহুব্রী বিচিত্র কুশময় বা কুশযুক্ত। "আপুষঞ্চিত্রবর্হিষমাশ্বেথে" (ঋক্ ১।২৩।১৩।) 'চিত্রবর্হিষং বিচিত্রৈর্দর্ভৈর্যুক্তং"। (সায়ণ)

চিত্রবাহু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

চিত্রভানু (ত্রি) চিত্রাভানবোরশ্ময়ো যস্য বহুব্রী। ১ বিচিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট। "শ্রুষ্ঠ্যা অগ্নিঃ চিত্রভানুঃ" (ঋক্ ২।১০।২।) 'চিত্রভানুঃ বিচিত্র-দীপ্তিঃ' (সায়ণ)। (পুং) ২ অগ্নি। "পুচ্ছৈঃ শিরোভিশ্চ ভৃশং চিত্রভানুং প্রপেদিরে" (ভারত ১৫২ অঃ) ৩ সূর্য্য। ৪ চিত্রকবৃক্ষ, চিতাগাছ। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৬ ভৈরব। (শব্দরত্না°) ৭ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। "প্রপূর্ব্বগা-পূর্ব্বজৌ চিত্রভানূ" (ভারত ১২।২২৬ অঃ) ৭ প্রভবাদি ষষ্টি-সংবৎসরে যে বারটী যুগ হয়, তাহাদের মধ্যে চতুর্থ যুগের প্রথম বৎসর। এই যুগের অধিপতি অগ্নি; ইহার অন্তর্গত পঞ্চবৎসরের নাম ১ চিত্রভানু, ২ সুভানু, ৩ তারণ, ৪ পার্থিব, ৫ ব্যয়। ইহাদের মধ্যে চিত্রভানুই অধিক ফলপ্রদ। "শ্রেষ্ঠং চতুর্থস্য যুগস্য পূর্ব্বং যচ্চিত্রভানুং কথয়ন্তি বর্ষম্।" (বৃহৎসং ৮।৩৫।)

৮ মণিপুরের রাজা অর্জ্জুনপত্নী চিত্রাঙ্গদার জনক।

চিত্রভূত (ত্রি) অচিত্রশ্চিত্রোভূতঃ কর্ম্মধা। আশ্চর্য্যভূত। "সহস্রশশ্চিত্রভূতাঃ সমৃদ্ধাঃ।" (ভারত, আশ্রম ১০ অঃ)।

চিত্রভেষজা (স্ত্রী) চিত্রং ভেষজং যস্যাঃ বহুব্রী। কাকোডু-ম্বরিকা, কাঠডুমুর।

চিত্রমণ্ডল (পুং) চিত্রং মণ্ডলং যস্য বহুব্রী। মণ্ডলজাতীয় সর্পভেদ।

চিত্রমহস্ (ত্রি) চিত্রং মহস্তেজোযস্য বহুব্রী। বিচিত্র বা চায়-নীয় তেজোবিশিষ্ট। "বসুং ন চিত্রমহসং গৃণীষে।" (ঋক্ ১০। ১২২।১) 'চিত্রমহসং চায়নীয়তেজস্কং' (সায়ণ)

চিত্রমৃগ (পুং) চিত্রবর্ণ হরিণ, পৃষতজাতীয় মৃগবিশেষ। "ষণ্মা সাংশ্ছাগমাংসেন পার্ষতেন চ সপ্তবৈ।" (মনু ৩।২৬৯।) 'পৃষত-শ্চিত্রমৃগ' (কুল্লূক) [মৃগ দেখ।]

চিত্রমেখল (পুং) চিত্রা মেখলাযস্য বহুব্রী। ময়ুর। (ত্রিকাণ্ড°)

চিত্রযাম (ত্রি) নানাগমনযুক্ত। "তং চিত্রযামং হরিকেশ-মীমহে" (ঋক্ ৩।২।১৩।) 'চিত্রযামং নানাবিধগমনং' (সায়ণ)

চিত্রযোধিন্ (ত্রি) চিত্রং যুধ্যতি চিত্র-যুধ্ ণিনি। ১ আশ্চর্য্য যুদ্ধকারী। "যদাদ্রোণো বিবিধানস্ত্রমার্গান্ নিদর্শয়ন্ সমরে

চিত্রযোধী।" (ভারত ১১ অঃ) (পুং) ২ অর্জ্জুন, পার্থ। ৩ অর্জ্জুনবৃক্ষ, আজনগাছ।

চিত্ররথ (পুং) চিত্রোরথো যস্ত বহুব্রী। ১ সূর্য্য। ২ সুরলোকবাসী এক গন্ধর্ব্ব। কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে ইহার জন্ম। (ভারত ১।১২৩। ৫৩।) ইনি কুবেরের সখা, ইহার নামান্তর গন্ধর্ব্বরাজ, অঙ্গারপর্ণ, কুবেরসখ, দগ্ধরথ। (ভারত ১।১৭১।৩৭-৯।) "গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ।" (গীতা।) ৩ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও গদের পুত্র। (হরিব' ১৬২ অঃ) ৪ একজন বিদ্যাধর। (হেম) ৫ অঙ্গদেশের একজন রাজা। (ভারত ১৩।৪২ অঃ) ৬ অঙ্গবংশীয় মহারাজ ধর্ম্মরথের পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অঃ) ৭ নৃপতি ঋষদগুর পুত্র। (ভারত, ১৩।১৪৭ অঃ।) ৮ যদুবংশীয় এক নৃপতি, বিশদগুর পুত্র। (ভাগ' ৯।২৩।৩০) বিষ্ণুপুরাণে বিশদগুর স্থানে রুষদ্রু পাঠ আছে। (বিষ্ণুপু' ৪।১২।১।) ৯ যদুবংশীয় নৃপতি বৃষ্ণির পুত্র। (ভাগ' ৯।২৪।১৪।) ১০ সুপার্শ্বকের একপুত্র। (ভাগ' ৯।১৩।২৩) ১১ গায়ন্তীর গর্ভসম্ভূত গয়ের এক পুত্র। (ভাগ' ৫।১৩।১৪) ১২ নৃপতি উক্তের এক পুত্র। (ভাগ' ৯।২২।৪০।) ১৩ মৃত্তিকাবতীর একজন রাজা। (ভারত বন) ১৪ একজন সূত। (রামা' ২।৩২।১৭)

(ত্রি) ১৫ নানাবর্ণ রথযুক্ত। "হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্য।" (ঋক্ ১০।১।৫।) 'চিত্ররথং নানারূপরথং।' (সায়ণ) "ইতি ধ্রুবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং।" (ভাগবত ৪।১০।২২)

চিত্ররথা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্ম)

চিত্ররশ্মি (ত্রি) চিত্রারশ্ময়ো যস্য বহুব্রী। ১ নানাবর্ণ রশ্মিবিশিষ্ট। ২ (পুং) মরুদ্‌ভেদ। (হরিব' ২০৪ অঃ)

চিত্ররাতি (ত্রি) চিত্রা রাতি র্দানং যস্য বহুব্রী। যিনি নানাবিধ দান করেন। "ভূরো বর্ত্তং গৃণতে চিত্ররাতী।" (ঋক্ ৬।৬২।১১।) 'চিত্ররাতী বিচিত্রদানৌ' (সায়ণ।)

চিত্ররাধস্ (ত্রি) বিচিত্র বা চায়নীয় ধনযুক্ত। "অগ্নিং হবামহে বাজেষু চিত্ররাধসং।" (ঋক্ ৮।১১।৯।) 'চিত্ররাধসং চায়নীয়ধনং' (সায়ণ।)

চিত্ররেফ (পুং) ১ শাকদ্বীপাধিপতি প্রিয়ব্রতপৌত্র ও মেধাতিথির এক পুত্র। মেধাতিথি বার্দ্ধক্যে তপোবনে যাইবার সময়ে পুরোজব, মনোজব, বেগমান্, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ, বিশ্বাধার এই সাতপুত্রকে সাতটীবর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। যিনি যে বর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন সেই বর্ষ তাহার নামে অভিহিত হইত। (ভাগ' ৫।২০।২৫) ২ বর্ষভেদ।

চিত্রল (পুং) চিত্রং আশ্চর্য্যং লাতি লা-ক। ১ কর্বুরবর্ণ। (ত্রি) ২ নানাবিধ বর্ণযুক্ত।

চিত্রলতা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা।

চিত্রলা (স্ত্রী) চিত্রল-টাপ্। (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪) গোরক্ষীবৃক্ষ। (রাজনি')

চিত্রলিখন (স্ত্রী) ১ চিত্র করা। ২ সুন্দর লেখা। 'চিত্রলিখনাদীনি সর্ব্বতঃ প্রতিগ্রহীতব্যানি।' (মনু ২।২৪ কুল্লূ ক)

চিত্রলিখিত (ত্রি) চিত্রং যথাস্যাৎ তথা লিখিতং। (সহ সুপা। পা ২।১।৪) বিচিত্রলিখিত, সুন্দরলিখিত।

চিত্রলেখক (পুং) চিত্রস্য লেখকঃ ৬তৎ। ১ চিত্রকার। ২ যে সুন্দর লেখে।

চিত্রলেখনিকা (স্ত্রী) চিত্রলেখনী-স্বার্থে-টাপ্। ঈকারস্য হ্রস্বঃ (কে হ্রণঃ। পা ৭।৪।১৩) তুলি।

চিত্রলেখনী (স্ত্রী) চিত্রং লিখ্যতে অনয়া করণে ল্যুট্ স্ত্রিয়াং-ঙীপ্। কূচী, চিত্র করিবার তুলি।

চিত্রলেখা (স্ত্রী) চিত্রোলেখা লেখনশক্তির্যস্যাঃ বহুব্রী। ১ অপ্সরাবিশেষ। ২ বাণাসুরদুহিতা ঊষার সখী, কুষ্মাণ্ডের কন্যা। ইনি চিত্র অঙ্কণে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। "বাণস্য মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডশ্চিত্রলেখাতু তৎসুতা" (ভাগ' ১০।৬২।১২) [চিত্রবিদ্যা দেখ।] ৩ ছন্দোভেদ। ইহার লক্ষণ—প্রত্যেক পাদে ১৮ অক্ষর। ৪র্থ হইতে ৯ম পর্য্যন্ত ও ১২শ ও ১৫শ লঘু, অবশিষ্ট গুরু। ১১শ ও অন্ত অক্ষরে যতি হইবে। "রুদ্রাশ্বৈর্মনন ততমকৈ কীর্ত্তিতা চিত্রলেখেয়ম্।" (বৃত্তর' টীকা) অন্যপ্রকার যথা। "মন্দাক্রান্তা নপর লঘুযুতা কীর্ত্তিতা চিত্রলেখা" (ছন্দোমঞ্জরী।) চিত্রলেখা মন্দাক্রান্তারই লক্ষণাক্রান্ত, কেবলমাত্র একটী লঘুবর্ণ অধিক যোগ করিতে হইবে। ইহার ৪র্থ ১১শ ও ১৮শ অক্ষর যতি। ৪ সপ্তদশাক্ষরপাদযুক্ত ছন্দোভেদ। লক্ষণ যথা—৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১৪শ, ১৬শ ও ১৭শ গুরু, অবশিষ্ট লঘু। ১০ম ও ৭ম অক্ষরে যতি হইবে। "সসজা ভজগা গু দিক্‌স্বরৈর্ভবতি চিত্রলেখা।" (বৃত্তর' টীকা) ৫ ব্রজাঙ্গনাভেদ। "প্রীতিং তস্যাং নয়নযুগবক্ষচ্চিত্রলেখাদ্ভুতায়াং।" (উজ্জ্বলনীল') ৬ চিত্রবর্ণ রেখা। ৭ চিত্রলেখনী।

চিত্রলোচনা (স্ত্রী) চিত্রং লোচনং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ শারিকা, শালিকপাখী। ২ মদনপক্ষী, ময়না।

চিত্রবৎ (ত্রি) চিত্রং বিদ্যতে অস্য চিত্র-মতুপ্ মস্যবাদেশঃ (মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ। পা ৮।২।৯) চিত্রযুক্ত, আলেখ্যশোভিত। "আসেদুষোঃ সদনসু চিত্রবৎসু।" (রঘু ১৪।২৫)।

চিত্রবদল (পুং) চিত্রবৎ আ সমন্তাৎ অলতি পর্য্যাপ্নোতি চিত্রবৎ আ-অল্-অচ্, অথবা চিত্রোবদালঃ কর্ম্মধা। পাঠীনমৎস্য, বোয়ালমাছ।

চিত্রবন (স্ত্রী) গণ্ডকীর নিকটবর্ত্তী পুরাণখ্যাত একটী বন।

চিত্রবর্ম্মন্ (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। "চিত্রবাহুশ্চিত্রবর্ম্মা।" (ভারত ১।১১৭।৬)। ২ কুলূতদেশের এক রাজা। "কৌলূতশ্চিত্রবর্ম্মা মলয়নরপতিঃ সিংহনাদোনৃসিংহঃ"। (মুদ্রারা° ১ অঙ্ক।)

চিত্রবর্ষিন্ (ত্রি) চিত্রং যথাস্যাৎ তথা বর্ষতি চিত্র-বৃষ-ণিনি। অদ্ভুত বর্ষণকারী। "চিত্রবর্ষী চ পর্জ্জন্যো যুগে ক্ষীণে ভবিষ্যতি।" (হরিবংশ ১৯৩ অঃ)

চিত্রবল্লিক (পুং) চিত্রবল্লিরিব কায়তি চিত্রবল্লি-কৈ-ক। চিত্রবদাল, বোয়াল।

চিত্রবল্লী (স্ত্রী) চিত্রা বল্লী কর্ম্মধা। ১ বিচিত্রলতা। ২ মৃগের্বারু, শাদা রাখালশশা। ৩ মহেন্দ্রবারুণী, বড়মাকাল।

চিত্রবহা (স্ত্রী) চিত্রং বহতি চিত্র-বহ-অচ্ টাপ্। নদীভেদ। "করীষিণীং চিত্রবহাং চিত্রসেনাং চ নিম্নগাং।" (ভারত ৬।৯ অঃ)

চিত্রবাজ (ত্রি) চিত্রোবাজঃ পক্ষোযস্য বহুব্রী। বিচিত্র পক্ষযুক্ত। "চিত্রবাজৈঃ শরৈরপি" (ভাগ° ৪।১০।১১।)

চিত্রবাণ (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।৬) (বহুব্রী) (ত্রি) ২ বিচিত্রবাণযুক্ত।

চিত্রবাহন (পুং) মণিপুরেশ্বর এক নাগ। "মণিপুরেশ্বরং রাজন্ ধর্ম্মজ্ঞং চিত্রবাহনং"। (ভারত ১।২১৫ অঃ)

চিত্রবিদ্যা, কলাবিশেষ। সমতল কোন বস্তুর উপর স্বভাবতঃ বৃক্ষলতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কিম্বা প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া মানবহৃদয়ে কোন ভাবোৎপন্ন করাই চিত্রবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহপ্রাচীর, দেবমন্দির, যানবাহনাদি নানাবর্ণে রঞ্জিত ও দেবদেবী বৃক্ষলতাদির প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিবার প্রথা বহুকাল হইতেই এদেশে প্রচলিত ও অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। কোন্ সময়ে চিত্রতত্ত্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যখন সমগ্র য়ুরোপ আমমাংসভোজী গুহাবাসী বর্ব্বর জাতির বাসস্থান ছিল, তখন ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। রামায়ণ মহাভারতাদিতে তাঁহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালে চিত্রে মনুষ্যাদির অনুরূপ প্রতিকৃতি হাব ভাব চেষ্টা প্রভৃতি অদ্ভুত নৈপুণ্যসহকারে চিত্রিত হইত। এমন কি ভয়বিস্ময়াদিতে স্তম্ভিত হইলে তাহাকে চিত্রার্পিত বলা হইত।

"অভূন্মুহূর্ত্তং স্তিমিতং সর্ব্বং তদ্রাজমণ্ডলম্।
তূষ্ণীংভূতে ততস্তস্মিন্ পটে চিত্রমিবার্পিতম্॥"
(ভারত, অনু° ১৬৬।৪)

রামায়ণের সময়েও রাজগণের চিত্রগৃহ ছিল, চিত্রশালায় গিয়া রাজগণ আমোদ প্রমোদ করিতেন। যথা—

"আপানশালা বিবিধা ভূয়ঃ পুষ্পগৃহাণি চ।
চিত্রশালাশ্চ বিবিধা ভূয়ঃ ক্রীড়াগৃহাণি চ॥" (রামা° ৫।১৫।৮)

পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে রাজগণ ও রাজপুত্রগণ সকলেই চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিতেন, চিত্রবিদ্যা না শিখিলে তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। এমন কি তৎকালে কুটীরবাসিনী বনচারিণী কুমারীগণও আলেখ্যরচনায় পটু ছিল, কালিদাসের শকুন্তলা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। "অহো রূপমালেখ্যস্য।" (শকুন্তলা।)

শকুন্তলা অপেক্ষা উষার সখী চিত্রলেখার নামবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বকালে কুলকামিনীগণ কিরূপ চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন, তাহা চিত্রলেখার বিবরণে অতি সুন্দর বিবৃত হইয়াছে। হরিবংশে ও ভাগবতে লিখিত আছে, বাণদুহিতা উষা অনিরুদ্ধের জন্য অধীর হইলে চিত্রলেখা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলেন, 'সখি! তোমার মনচোরের কুল, শীল, বর্ণ ও নিবাস আমি কিছুই জানিনা, তবে আমি বুদ্ধিবলে এই করিতে পারি যে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে যাঁহারা প্রভাবে, কুলে, শীলে, রূপে ও গুণে প্রধান, মনুষ্যলোকেও যাঁহারা লোকবিখ্যাত, তাঁহাদের আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া সাত দিনের মধ্যে তোমার নিকট উপস্থিত করিব। তুমি সেই আলেখ্যগত মহাত্মাদিগকে দেখিলেই তোমার কান্তকে চিনিতে পারিবে। তখন আর তিনি আমাদের হাত এড়াইতে পারিবেন না।' সাত দিন মধ্যেই চিত্রলেখা সমস্ত আলেখ্য যথামত প্রস্তুত করিয়া আনিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সমুদয় স্বহস্তলিখিত চিত্রপট বিস্তার করিয়া সখীগণের সমক্ষে উষাকে দেখাইতে লাগিলেন। শেষে চিত্রলেখা কহিলেন, 'আমি সকলকেই অবিকল চিত্রিত করিয়াছি, তুমি স্বপ্নে যাঁহাকে দেখিয়াছ, যদি তিনি ইঁহার মধ্যে থাকেন ত বাছিয়া লও।' উষা একে একে ছবি দেখিতে দেখিতে শেষে কৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধের ছবি চিনিতে পারিয়া চিত্রলেখাকে দেখাইয়া দিলেন। শেষে ঐ চিত্রলেখাই দ্বারকায় গিয়া অনিরুদ্ধকে আনিয়া উষার বিরহবেদনা বিদূরিত করেন। (হরি° ১৭৫ অঃ)

রামায়ণ মহাভারত পাঠে জানা যায় সেই প্রাচীনকালেও চিত্র-উপজীবী স্বতন্ত্র চিত্রকর ছিল। যথা—

"মূলবাপাঃ কাংস্যকারা শ্চিত্রকারাশ্চ শোভনাঃ।"
(রামায়ণ ২।৮০।১৮)

বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রের মতে—স্থপতি, স্থাপক, শিল্পী, বর্দ্ধকী ও তক্ষক ইহাদের মধ্যে শিল্পীই চিত্র অঙ্কণ করিবে।

"শিল্পী চিত্রবিনির্ম্মাণং বর্দ্ধকিস্তু শিলাক্রিয়াং।...
অলঙ্কারক্রিয়ারক্তং সর্ব্বচিত্রাদিসম্মতম্॥" (বিশ্বকর্ম্মীয় ১।১৯)

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র ও বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে পূর্ব্বকালে দেবতার চিত্র অঙ্কিত ও পূজিত হইত। এখনকার

মত পূর্ব্বকালেও চিত্রপটের ও চিত্রফলকের আদর ছিল। (হরিবংশ ১৭৭।৪৫, বিক্রমোর্ব্বশী ২ অঙ্ক।) তৎকালে চিত্র-প্রতিকৃতির* (Portrait painting) বিশেষ আদর ছিল, তাহা হেমচন্দ্ররচিত স্থবিরাবলীচরিতের পরিশিষ্টপর্ব্বে প্রথম সর্গে বিবৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভারতবাসী পূর্ব্বকালে এক-রূপ মোটামুটি ছবি আঁকিতে পারিলেও তাঁহারা চিত্রের সাম-ঞ্জস্য রাখিতে জানিতেন না, তাঁহাদের চিত্রবিদ্যার রীতিমত পদ্ধতি বা কোন প্রণালীশুদ্ধ গ্রন্থ ছিল না, বিশেষতঃ দূরস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য আদৌ চিত্র করিতে পারিতেন না।

কিন্তু ভারতবাসী যে বহুপূর্ব্বকাল হইতেই চিত্রবিদ্যায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। এ ছাড়া ভারতবাসীর চিত্রবিদ্যার স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। প্রায় এগারশত বর্ষ পূর্ব্বে কাশ্মীরাধিপতি জয়াদিত্যের সভাস্থ কবি দামোদরগুপ্ত তদ্বিরচিত কুট্টনীমত গ্রন্থে "চিত্রসূত্র" † নামক চিত্রাঙ্কনবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতে দামোদর গুপ্তেরও বহু পূর্ব্বে যে চিত্রসূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাকৃ-তিক দৃশ্য-অঙ্কনেও যে আর্য্যচিত্রগণ নৈপুণ্যলাভ করিয়া-ছিলেন, ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের প্রথমাঙ্কের বর্ণনা পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যায়। লক্ষ্মণ সীতার বিনোদনার্থ একখানি চিত্র আনয়ন করেন, তাহাতে রামের বনবাস হইতে সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনামূলক প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রিত ছিল। সীতা সেই ছবি দেখিয়া বিস্মিত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়াছিলেন "অজ্জ উত্ত! এদেণ চিত্তদংসণেন পচ্চুপ্পন্নদোহদাঞ অথি মে বিপ্পপ্পং।" (উত্তররামচরিত ১ অঃ) আর্য্যপুত্র! এই ছবি দেখিয়া আবার আমার সেই অভিলাষ মনে জাগিতেছে।

সেই প্রাচীন আর্য্যচিত্রের নিদর্শন এখন অতি বিরল। যেমন ভারতের প্রাচীনতম সহস্র সহস্র কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয়ও কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল উৎকলের কটকজেলাস্থ কপিলেশ্বর-মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত মণ্ডোদক চিত্র (Fresco-painting) অতি সামান্য ভাবে প্রাচীন হিন্দুচিত্রের নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। ময়-শিল্প ও মানসার নামক বাস্তুশাস্ত্রে ঐরূপ চিত্র "চিত্রতোরণ" নামে বর্ণিত হইয়াছে। (ময়শিল্প ২০ অঃ, মানসার ৪৩।২৩।)

ভারতীয় বৌদ্ধদিগের সময়ে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যে দুই একটার গাত্রে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত আছে, তন্মধ্যে অজন্তগুহাস্থিত মন্দিরের গাত্রে এইরূপ চিত্র অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই গুহা খৃষ্টের দুই শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে সহস্র বৎসর ধরিয়া খোদিত হয়। চিত্র সকলও সেই সময়ের। অজন্তার চিত্র দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীনকালেও যে ভারতে চিত্রনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ চিত্রবিদ্ গ্রিফিথ্‌সাহেব অজন্তাগুহার গাত্রে অঙ্কিত চিত্র সন্দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—"The artists who painted them were gaints in execution. Even on the vertical sides of the walls some of the lines which were drawn with one sweep of the brush struck me as being very wonderful; but when I saw long delicate curves drawn without faltering with equal precision upon the horizontal surface of a ceiling, where the difficulty of execution is increased a thousand-fold—it appeared to me nothing less than miraculous....... For the purpose of art education no better examples could be placed before an Indian art-student than those to be found in the caves of Ajantā, full of expression—limbs drawn with grace and action, flowers which bloom, birds which soar, and beasts that spring, or fight, or patiently carry burdens: all are taken from Nature's book—growing after her pattern and in this respect differing entirely from Muhammadan art, which is unreal, unnatural, and therefore incapable of development." (*Indian Antiquary*, vol. III. p. 26-28.)

অতি প্রাচীনকাল হইতে মিসরেও চিত্রবিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসরের উন্নতির সময় তথায় এই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। তথায় চিত্রদ্বারাই লিপিকার্য্যসম্পন্ন হইত। ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রকাশ করিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ চিত্র অঙ্কিত হইত। বিলাতে বৃটীশ মিউজিয়মে প্রায় ৩ সহস্র বৎসরের পুরাতন একটী মিসরীয় ছবি আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খৃষ্টের প্রায় ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে থিব নগরের প্রাচীর চিত্রিত ছিল। সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য সমস্ত বিদ্যার ন্যায় মিসর হইতেই গ্রীকগণ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে। খৃষ্টের ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে গ্রীসে চিত্রবিদ্যা বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

---

* মনুষ্যাদির অবিকল চিত্রকে চিত্রপ্রতিকৃতি বলা হইত—
"চিত্রপ্রতিকৃতিকৈব কাষ্ঠস্য প্রতিমাস্তথা।
শিলাপ্রতিকৃতিকৈব দর্পোহথ পন্নগস্তথা।" (হরিবংশ ১৬৮।২৭-২৮)

† "ভরতবিশাখিলদন্তিলবৃক্ষায়ুর্ব্বেদচিত্রসূত্রেষু।" (কুট্টনীমত ১২৩)

৪৬৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে আসস্ নগরে পলিগনোটাস্ নামে এক চিত্রকর প্রাদুর্ভূত হন। আরিষ্টটল তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলেন, "তাঁহার অঙ্কিত মনুষ্যের চিত্র প্রকৃত মনুষ্য অপেক্ষাও সুন্দর।" সিকিয়ন, করিন্থ, আথেন্স ও রোডস্ এই কয় স্থানে গ্রীসের প্রধান প্রধান চিত্রশালা ছিল। অপরাপর গ্রীক্ চিত্রকরদিগের মধ্যে এপিনিক্ ও রোডস্ নিবাসী প্রটোজিসন্ এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। গ্রীসে ভাস্করবিদ্যার সহিত চিত্রবিদ্যারও উন্নতি হয়। সুনিপুণ ভাস্করগণের মত চিত্রকরগণেরও অভাব ছিলনা।

রোমে চিত্রের সম্যক্ প্রচলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই গ্রীক্‌চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত। গ্রীসের অবনতির ও রোমনগরের সমৃদ্ধির আরম্ভ হইলে, গ্রীক্‌চিত্রকরগণ কার্য্য অন্বেষণে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইল। রোমকগণ তাহাদের সদ্‌গুণের পুরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে গ্রীসের সকল প্রধান চিত্রকর রোমে আসিয়া বাস আরম্ভ করিলেন। সুতরাং তৎকালে রোমের সমস্ত চিত্রকার্য্যই গ্রীক্‌চিত্রকর দ্বারা সম্পন্ন হইত। অবশেষে খৃষ্টীয় ৭৫ অব্দে রোমে চিত্রের সম্পূর্ণ হীনাবস্থা ঘটে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পুনরায় য়ুরোপে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়। ১২০৪ খৃঃ অব্দে লাটিনজাতি কনষ্টাণ্টিনোপল্ অধিকার করিলে গ্রীক্‌চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক ইতালীয় চিত্রবিদ্যা পুনর্জ্জীবিত হইল। সেনানিবাসী গিদো ইতালীর আদিচিত্রকর। ১২২১ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত তাঁহার একখানি চিত্র আজও রক্ষিত আছে। ইনি তৎকাল চিত্রবিদ্যার দোষ সকল অধিকাংশ বিদূরিত করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও নূতন প্রণালীতে চিত্রাদি অঙ্কন করেন। ইহার অনেক শিষ্য ছিল, তাহাদের অনেকের চিত্রাদি আজও দেখা যায়। ইহার পর ইতালীতে অনেক বিখ্যাত চিত্রকর জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে লিওনার্ডো-ডা-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯), মাইকেল-এঞ্জেলোবোনার্ত্তি (১৪৭৪-১৫৬৩) এবং রাফেল (১৪৮৩-১৫২০) এই তিন ব্যক্তিই প্রধান। টিসিয়ান্ ও করেজিও ইহারাও বিখ্যাত চিত্রকর। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভিনিস ভিন্ন ইতালীর সর্ব্বত্র চিত্রবিদ্যার অবনতি আরম্ভ হইল। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে পুনর্ব্বার ইতালীতে চিত্রবিদ্যার সংশোধন ও উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। একদল পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রণালীগুলি গ্রহণ করিয়া এক নূতন প্রণালী সৃষ্টি করিল। অপর দল কোন প্রকার প্রাচীন রীতির বশবর্ত্তী না হইয়া একেবারে প্রকৃতিকে আদর্শ ধরিয়া তদনুরূপ চিত্র করিতে অগ্রসর হইল। বলোগ্না নগরে প্রথম এবং নেপল্‌স্ নগরে দ্বিতীয় প্রকারের চিত্রালয় ছিল।

শার্লিম্যানের (Charlemagne) সময় হইতে জর্ম্মণিতেও চিত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি চিত্রবিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন এবং এক্সলা-চাপেলের গির্জ্জায় চতুর্বিংশতি উপাসক সমেত খৃষ্টের চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ওমোর (৯৭৪-৯৮৩) সহিত গ্রীকরাজকন্যা থিওফানির বিবাহ হইলে, জর্ম্মণচিত্রকরগণ গ্রীকদিগের নিকট চিত্রশিক্ষার সুবিধা পায়। এই সময় হইতেই বোহিমিয়া, হলণ্ড প্রভৃতি নানাস্থানে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়। ১৩৮০ খৃঃ অব্দে মিষ্টার উইল্‌হেলম্ নামে জনৈক বিখ্যাত জর্ম্মণ চিত্রকর ছিলেন। তাঁহার ও তৎপরবর্ত্তী অনেকের চিত্র আজিও কলোন, বার্লিন প্রভৃতি নগরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

শার্লিম্যানের সময় ও তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে ফ্রান্সদেশে চিত্রবিদ্যার আভাস পাওয়া যায়। ফরাসী চিত্রকরগণ ইতালীয়দিগের নিকট হইতেই শিক্ষা করিত, পরে সিমন ভোঁট (Simon voute) (১৫৮২-১৬৪১ খৃঃ) স্বাধীন প্রণালীতে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করেন।

বহুকাল হইতে ইংলণ্ডে চিত্র অঙ্কনের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সেখানে হস্তলিখিত পুস্তকাদি সুন্দর চিত্রাদির দ্বারা সুশোভিত করা হইত। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ডার্হম বুক (Durham Book) ইহার প্রমাণ স্থল। কিন্তু ক্রমে পরবর্ত্তী কালে ইহার ব্যবহার কমিয়া যায়। ৭ম ও ৮ম হেনরির সময় বিদেশীয় চিত্রকরগণ রাজপ্রাসাদের চিত্রাদি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। পরে এলিজাবেথের রাজত্বকালে প্রথম উল্লেখযোগ্য ইংরাজ চিত্রকরগণ প্রাদুর্ভূত হন। বাস্তবিক এই সময় হইতেই ইংরাজ চিত্রবিদ্যার উৎপত্তিকাল ধরা যাইতে পারে। এই সময় নিকল্‌স্ হিলিয়ার্ড ও তাঁহার শিষ্য আইজাক্ অলিভার প্রধান।

প্রথম চার্লস্ নানাস্থান হইতে উৎকৃষ্ট চিত্রসকল সংগ্রহ করিতেন। সকল বড়লোকেই তাঁহার অনুকরণ আরম্ভ করেন। ইহাতে ইংরাজ চিত্রকরগণ উৎসাহ পাইতে লাগিল। এ সময়ে যদিও অনেক বিদেশীয় চিত্রকর ইংলণ্ডে বাস করিত এবং অন্য অনেক বিষয়ে তাহারা ইংরাজ চিত্রকরদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তথাপি প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণে ইংরাজ চিত্রকরগণই শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। যাহা হউক, তৎপরেও অনেক চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন। অবশেষে বিখ্যাত ইংরাজ চিত্রকর উইলিয়ম্ হগার্থ (১৬৯৭-১৭৬৪ খৃঃ) চিত্রবিদ্যার নূতন পথ আবিষ্কার করেন। সর জসুয়া রেণল্ড (Sir Joshua Reynold) প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ইংরাজ চিত্রকর। প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণে ও যথাযথ বর্ণবিন্যাসে তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত শক্তি অল্প লোকেরই ছিল। ইনি ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পর অনেক বিখ্যাত চিত্রকর প্রাদুর্ভূত হন। পল সাণ্ডবি (Paul Sandby ১৭২৫-১৮০৯ খৃঃ) ইংলণ্ডে প্রথম জলীয় রঙে কাগজের উপর ছবি আঁকিবার প্রথা উদ্ভাবন করেন। ক্রমে তাহারই উন্নতি হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

মুসলমানদিগের মতে জীবজন্তুপ্রাণীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করা পাপ, সেই জন্য অনেক বাদসাহ চিত্রবিদ্যার উন্নতিকল্পে উদাসীন ছিলেন। ভারতের বিখ্যাত মোগলসম্রাট্ অকবর ঐ কুসংস্কার অপনোদন করিয়া অনেক বিখ্যাত চিত্রকর দিয়া সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি রাজম্‌নামা নামে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পারসী অনুবাদ করান। জয়পুর-রাজপুস্তকাগারে হস্তলিখিত ও সচিত্র ঐ মহাগ্রন্থের এক খণ্ড আছে। ঐ গ্রন্থের ছবি প্রায় চারিলক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পারসিক চিত্রকরগণ কর্তৃক চিত্রিত হয়। তখনকার বাদশাহ ও নবাবদিগের বহুসংখ্যক চিত্র আজও বর্ত্তমান আছে। মুসলমানদিগের নিকট হইতে এদেশীয় চিত্রকরগণ কিছু কিছু শিক্ষালাভও করেন।

অজন্তাগুহা নির্ম্মাণের পর এদেশে চিত্রবিদ্যার বিশেষ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দেশীয় চিত্রকরগণ যেরূপ চিত্র প্রস্তুত করেন, তাহা অতি কদর্য্য। তাহাদের চিত্রে আকারের সামঞ্জস্য, কিম্বা চিত্র ও চিত্রিত বস্তুর সৌসাদৃশ্য কিছুই নাই। সম্প্রতি পাশ্চাত্য অনুকরণে পুনর্ব্বার ইহার উন্নতি হইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রধান নগরে গবর্মেণ্টের সাহায্যে চিত্রশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়াই স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। বলা বাহুল্য ঐ সকল চিত্রের অধিকাংশই পাশ্চাত্য রুচি অনুযায়ী, কিন্তু ইহাই এক্ষণে ভারতীয় চিত্রবিদ্যাকে পুনর্জীবন দান করিতেছে।

কেবল চক্ষুর প্রীতি সম্পাদন করাই চিত্রবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। চিত্রবিদ্‌গণ ইহার অনুশীলনে বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত যেমন গ্রহগণের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া আনন্দিত হন, সেইরূপ চিত্রকর সুন্দর বর্ণবিন্যাস বা প্রাকৃতিক দৃশ্যদর্শনে কিম্বা নানারূপ চিত্রাদি কল্পনা করিতে করিতে অপার আনন্দনীরে ভাসিতে থাকেন। ইহার অনুশীলন এক বিশুদ্ধ আমোদের আকর। চিত্রবিদ্যানুশীলনে যুবকগণের রুচি ও প্রবৃত্তি সকল মার্জ্জিত ও উন্নত হয়। ইহা দ্বারা উদ্ভাবনী শক্তির সম্যক্ উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনের চক্ষু ফুটে এবং মানব-মনে ভাবের লহরী প্রবাহিত হয়। পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পড়িয়াও কোন স্থানের দৃশ্য বা কাহারও অঙ্গভঙ্গী হাবভাবাদির বর্ণনায় মনে যে ভাবের উদয় না হয়, হয়ত সুচিত্রকরের শুদ্ধ একটী মাত্র চিত্রদ্বারাই তাহা অনায়াসে হইতে পারে। সুতরাং সুচিত্রকর সুকবি হইতে ন্যূন নহেন। বরং অনেক অংশে উৎকৃষ্ট, কেননা কবির বর্ণনা যতই উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম হউক না কেন, তাহা চিত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট ও বিশদভাবের উদ্রেক করিতে পারে না। আবার কবির মনোভাব সেই ভাষাভিজ্ঞ লোকেরই বোধগম্য, কিন্তু চিত্রকরের মনোভাব সকল লোক সকলকালেই বুঝিতে পারে। এতদ্ব্যতীত চিত্রদ্বারা অন্যান্য শিল্পাদি ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ও তজ্জন্য দেশের ধনাগম হইয়া থাকে এবং চিত্রবিদ্যায় প্রাচীন পরিচ্ছদাদি ও বিখ্যাত জনগণের মূর্ত্তি প্রভৃতি চিরজীবিত করে, সুতরাং ইতিহাসের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হয়।

বর্ত্তমান চিত্রকার্য্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, রেখাদি দ্বারা অঙ্কিত করা ও পরে বর্ণাদি দ্বারা রঞ্জিত করা। প্রস্তর, প্রাচীর, কাষ্ঠ, বস্ত্র বা কাগজের উপর চাখড়ি, উড্‌পেন্‌সিল বা কালির দ্বারা প্রধানতঃ অঙ্কনকার্য্য সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থী প্রথমে সরল, বক্র প্রভৃতি নানারূপ রেখা টানিতে অভ্যাস করে, তাহাতে দক্ষতা জন্মিলে বৃত্ত ত্রিভুজাদি জ্যামিতিক ক্ষেত্র অঙ্কন করিতে শিখে। উহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে পর নানাবিধ বস্তুর ও মনুষ্য, পশুপক্ষ্যাদির প্রতিকৃতি আঁকিতে অগ্রসর হয়। প্রথম প্রথম বস্তু সকলের কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাত্র প্রদর্শন করিতে শিখে। পরে সমতলের উপর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ তিনদিক্ই আঁকিতে চেষ্টা করে। এইরূপ চিত্রকে (Perspective drawing) বলে। ইহা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও কিছু অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। ক্রমে চিত্রকর অনেক বস্তু একত্র যথাযথ আকারে অঙ্কন করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকার চিত্রে বস্তু সকলের আকার সমানুপাতিক হইবে এবং আলোকময় ও অন্ধকারময় ভাগ বিশেষ দক্ষতার সহিত অঙ্কন করা আবশ্যক। সুদক্ষ চিত্রকর এমন সুন্দরভাবে চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন যে, তাহা দেখিলে প্রকৃত বস্তু বলিয়া ভ্রম জন্মে। আলোক ও অন্ধকার চিত্রে প্রদর্শন করিতে দৃষ্টির প্রখরতা ও বিশেষ অনুশীলন প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য যথা, নগরমধ্যস্থ রাজপথ, নদীতীর, বন,

বা উপবনাদি অঙ্কন করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এই প্রকার চিত্রে পদার্থ সকল যেরূপ ভাবে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আকারেই তাহাদিগকে অঙ্কিত করিতে হয়। আমরা নিকটস্থ পদার্থ সুস্পষ্ট, বৃহৎ ও উজ্জ্বল দেখি, চিত্রেও তাহাদিগকে বৃহদাকার ও সুস্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিতে হয়। ক্রমে যতই দূরে যায়, ততই আকার ও স্পষ্টতার হ্রাস হয়। এইরূপ চিত্রের আকাশভাগে ঈষৎ মেঘমালা এবং চন্দ্রাদি অঙ্কন করিলে চিত্র অতি মনোহর দেখায়। শিক্ষার্থী প্রথমাবস্থায় অন্য চিত্র অথবা ফটোগ্রাফ দেখিয়া তাহার নকল করে, পরে তাহাতে বিশেষ পারদর্শী হইলে প্রাকৃতিক বস্তু দেখিয়া তাহাই অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করে। কিরূপ স্থানে কোন দিক্ হইতে দেখিয়া অঙ্কন করিলে চিত্র সুন্দর হইবে, তাহা জানিতে হইলে অভিজ্ঞতা চাই।

শিক্ষার্থী প্রথমে একখণ্ড পুরুকাগজ, তাহা বসাইবার একটী সমতল তক্তা, কএকটা উড্‌পেন্সিল ও একটুকরা রবার লইয়া চিত্র অভ্যাস করিতে পারে। চিত্রের নানাস্থান নানাপ্রকার পেন্সিলে অঙ্কিত হয়। কোথাও ঘোর কৃষ্ণ, কোথাও অল্প কৃষ্ণ, কোথাও নিতান্ত ফিকে। নিকটস্থ পদার্থ ও তাহাদের ছায়া ঘোর করিতে হয়। দূরস্থ বস্তু অপেক্ষাকৃত ফিকে কাল করা উচিত। রবারের পরিবর্ত্তে চিত্রকরেরা পাঁউরুটির খণ্ড ব্যবহার করে। চিত্রের পরিচ্ছন্নতার বিষয় দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, নতুবা সামান্য কারণেই চিত্র নষ্ট হইয়া যায়।

মনুষ্যের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা চিত্রবিদ্যার একটী প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ নাসিকা, কর্ণ, হস্তপদাদি এক একটী অঙ্গের উৎকৃষ্ট চিত্র লইয়া তাহার নকল করা উচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নকল আদর্শের সমান না হয়, ততক্ষণ যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট নকল অঙ্কিত করিতে হয়। এইরূপে ছোট বড় সকল আকারে ও ভঙ্গীতে হস্ত, পদ, বক্ষ, কটী, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি অঙ্কিত করিতে বিশেষ পারদর্শী হইলে পর শিক্ষার্থী ঐ সকলের একত্র সমাবেশ করিয়া মনুষ্য দেহ অঙ্কিত করিবে। মনুষ্য শরীরের সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিত্রকর চিত্রের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিবেক। মনুষ্য দেহ অঙ্কিত করিতে হইলে নিম্নস্থ নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য।

১। কাগজের যে পরিমাণ স্থানে চিত্র অঙ্কিত হইবে দাগ দিয়া লও।

২। ঐ পরিমাণ স্থানের অনুযায়ী করিয়া মস্তক অঙ্কিত কর।

৩। স্কন্ধ, বাহু ও বক্ষ অঙ্কিত কর।

৪। অবশেষে অগ্রে যে পদের উপর ছবি দাঁড়াইবে তাহা ও তৎপরে অন্য পদ অঙ্কিত কর।

নগ্নদেহ অঙ্কিত করিতে হইলে যথাস্থানে শিরা প্রভৃতি অঙ্কিত করিতে হয়। হস্তপদাদি দ্বারা কোন কার্য্য প্রদর্শন করিতে হইলে তত্তৎস্থানের শিরাদি অধিক সুস্পষ্ট করিতে হয়। কিশোর দেহে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় শিরাদি প্রদর্শন করা অন্যায়। স্থূলকায় ব্যক্তি, সুন্দর যুবা ও বালকদিগের শরীরে বড় একটা শিরা অঙ্কিত করিবে না। সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি আঁকিতে হইলে শিরা একবারেই পরিত্যাগ করিবে।

মনুষ্যের মুখ, চোখ প্রভৃতি দেখিয়া তাহার মানসিক অবস্থা অবগত হওয়া যায়, সুতরাং চিত্রেও উহা প্রকাশ করা যাইতে পারে। মুখই মানবহৃদয়ের দর্পণস্বরূপ, সুতরাং মানসিক অবস্থা চিত্রনে মুখের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বিষাদ প্রকাশ কালে মস্তক অনাহৃত রাখিতে হয়, ঔদ্ধত্য, নির্ভীকতা বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ কালে মস্তক সোজা ও উত্তোলিত রাখিবে। অবসন্নভাব দেখাইতে মস্তক একপার্শ্বে হেলিয়া রাখিবে। এইরূপ মস্তকের নানারূপ বিন্যাসে চিন্তা, বিলাপ, অহঙ্কার, ভীতি প্রদর্শন, প্রেম, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। মস্তকের মধ্যে আবার চক্ষু ও মুখদ্বারাই ভয়বিস্ময়াদি জানা যায়।

চিত্র অঙ্কিত হইলে পর তাহাতে রঙ্ দিবে। বস্তু সকলের স্বাভাবিক বর্ণ যে প্রকার, চিত্রেও সেই সেই প্রকার বর্ণাদি প্রয়োগ করা উচিত, তাহা হইলে চিত্র আরও সুসদৃশ ও সুন্দর হয়। বর্ণযোজনা নানা প্রকার হইয়া থাকে। জল, কাঁইমণ্ড, গঁদ, তৈল প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া চিত্রে রঙ্ ফলাইতে হয়, যে সকল রঙ্ জলে দ্রবণীয় তাহাদিগকে জলের রঙ্ (water colour) ও যাহা তৈলে দ্রবণীয়, তাহাদিগকে তৈলবর্ণ কহে। রঙ্ জলে দ্রব করিয়া চিত্র অঙ্কন করাকে painting in water-colour বা water-panting এবং তৈলে দ্রব করিয়া অঙ্কণ করাকে Oil painting বলে। এই দুইটী পরস্পর বিভিন্ন বিদ্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক অনুশীলন হইয়া থাকে।

সকল রঙ্ প্রধানতঃ তিন প্রকার। ১ আকরিক, ২ ধাতব ও ৩ উদ্ভিজ্জ। হিঙ্গুল, হরিতাল, মনঃশিলা প্রভৃতি আকরিক; সিন্দুর, জাঙ্গাল প্রভৃতি ধাতব এবং নীল, লাক্ষারসাদিবর্ণ উদ্ভিজ্জ। জলে গুলিয়া রঙ্ করিতে হইলে প্রায়ই শেষোক্ত প্রকার রঙ্ই ব্যবহৃত হয়। আজকাল মেজেন্টর সাহেব ও অন্যান্য অনেক কোম্পানির প্রস্তুত বহুপ্রকার জলের রঙ্ পাওয়া যায়। রঙ্ দিয়া কাপড় কিম্বা কাগজের উপর ছবি আঁকা যায়, কিন্তু এই প্রকার ছবি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহাদের রঙ্ শীঘ্রই ফিকে হইয়া পড়ে। অধিক কাল

স্থায়ী করিবার জন্য বার্ণিস মাথান হইয়া থাকে। বার্ণিস করিলে চিত্র উজ্জ্বল হয় এবং ধূলি লাগিয়া সেই চিত্র নষ্ট হয় না।

তৈলচিত্র (oil painting) অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘকালস্থায়ী। ইহা সচরাচর বস্ত্রের উপর অঙ্কিত হয়। একখানা মোটা কাপড় ফ্রেমে টান করিয়া লাগাইয়া তাহাতে একরূপ প্রলেপ মাথান হয়। ঐ প্রলেপদ্বারা বস্ত্রের ছিদ্র থাকে না ও রঙ্ দিলে আর চুপসিয়া যায়না। তিসি, গর্জ্জন প্রভৃতি তৈলে রঙ্ গুলিয়া ছবি আঁকিতে হয়। হিঙ্গুল, হরিতাল, সফেদা, ভুষা প্রভৃতি এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার তৈল এখন তৈয়ারি ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল রঙের কতক একটী ক্ষুদ্রপাত্রে রাখিয়া আবশ্যক মত তুলি দিয়া চিত্রে লাগান হয়। চিত্র আঁকা হইলে পর তাহা বার্ণিস করিতে হয়।

এদেশে পূর্ব্বকালে কিরূপ তৈলচিত্র ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে মুসলমানদিগের সময় যে ভারতে তৈলচিত্রের প্রচলন ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল তৈলচিত্রে তেমন উন্নতি লক্ষিত হয় না।

তৈল চিত্র প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে অধিক উন্নতি লাভ করে নাই। নানাস্থানে মোটামুটি রকমের তৈলচিত্র প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের চিত্রই প্রধান। তথায় পুরাতন বস্ত্র কর্দ্দম লেপন করিয়া পরে গালা সংযোগে তাহাকে শক্ত ও চিক্কণ করা হয়, তৎপরে উহাতে চিত্রাদি অঙ্কিত করে। জগন্নাথের পর্ব্বাদির চিত্র সম্বলিত এইরূপ একটী সুদীর্ঘ চিত্রপটের তাড়া ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হয়।

সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষকের নিকট অনেক ছাত্র এই বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। এখন অনেক ভারতবাসী উত্তম চিত্রকর হইয়াছেন। ইহারা বড় বড় লোকের, হিন্দুদেব-দেবী এবং সমাজের নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন।

অট্টালিকার প্রাচীর-গাত্রে ও মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রথা ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। দেওয়ালের চুণ (কাঁচা) আর্দ্র থাকিতে থাকিতে উহাতে রঙ্ মাথাইয়া ঐরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়। রঙ্ চুণের সহিত মিশিয়া কঠিন হইয়া যায় ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। কৃষ্ণনগরে এইরূপে চিত্রিত একটী প্রকাণ্ড দালান আছে।

মুসলমানরাজত্বের শেষভাগে (১৫০০ হইতে ১৮০০ খৃঃ অঃ) প্রস্তুত কাগজের উপর অঙ্কিত বাদসাহ প্রভৃতির বহুসংখ্যক প্রতিমূর্ত্তি আজও পাওয়া যায়। কলিকাতা-প্রদর্শনীতে ঢাকা ও সাহারাণপুর হইতে এইরূপ অনেকগুলি চিত্র সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে নুরজহান বেগম, শাবস্ত খাঁ, রাজা যশোবন্তসিংহ, সম্রাট্ সাহআলম্ ও আলমগীর প্রভৃতির চিত্র আছে। জয়পুর রাজপুস্তকাগারস্থ 'রাজম্ নামার' ছয়টী চিত্র বৃহদাকারে অঙ্কিত করিয়া ভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে একটী যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন, আর একটী রাজসূয়যজ্ঞের চিত্র। বলা বাহুল্য ঐ সকল চিত্র অতি উৎকৃষ্ট। জয়পুরে অদ্যাপি পুরুকাগজে উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত হয়। ঐরূপ একখানা মহাকালীর চিত্রের মূল্য ২১৲ টাকা, জয়পুরের রাজার চিত্র ৮৲ টাকা, শ্রীকৃষ্ণের চিত্র ৪৲ টাকা।

বিকানীরেও জয়পুরের ন্যায় উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত হয়। লাহোরের তোতারাম নামে জনৈক চিত্রকরের অঙ্কিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটী চিত্র ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। লাহোরের চিত্রকরগণের দ্বারা অঙ্কিত কুরুক্ষেত্র, কৌরবরাজসভা, কংসবধ, কালিয়দমন, বরাহ অবতার প্রভৃতি চিত্রের মূল্য ৭০৲ ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

মান্দ্রাজের নানাস্থানে কাগজের উপর উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত হয়। কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মান্দ্রাজ হইতে, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরভাণ্ডহস্তে ও তাঁহার দুইপার্শ্বে দুই গোপাঙ্গনা, এইরূপ একটী চিত্র প্রেরিত হয়। উহার মূল্য ১৩২৲ টাকা।

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার পটুয়াগণ উৎকৃষ্ট হিন্দু-দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করিত। লিথোগ্রাফের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহাদের অতি দুরবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বধরণের একখানা ছবির মূল্য প্রায় ১০৲ টাকা। মহিসুরে চিত্রকরগণ যবে রঙ্গে কাগজের উপর চিত্রাদি আঁকে। একখানার মূল্য ৫৲ হইতে ১৫৲ টাকা।

পূর্ব্বে বাঙ্গালার নানাস্থানে কাচের উপর দেবদেবী প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হইত। সম্প্রতি উহা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজের চন্দ্রগিরি এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে এখনও কাচের উপর নানারূপ চিত্র অঙ্কিত হয়।

দিল্লীতে হস্তীদন্তের উপর অতি সুন্দর নানারূপ চিত্র অঙ্কিত হয়। পারসী হস্তলিপিতে ঐরূপ চিত্র প্রদত্ত হইত। মুসলমান বাদসাহ, বেগম প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি এবং তাজমহল জুমা মসজিদ প্রভৃতি মন্দিরের চিত্র হস্তীদন্তের উপর জলের রঙে অঙ্কিত হয়। চিত্রকরেরা ফটোগ্রাফ দেখিয়া ও বর্ণ দ্বারা তদনুরূপ চিত্র আঁকিয়া থাকে। এই সকল চিত্রিত হস্তীদন্তের বাক্স, সজ্জায় কিম্বা মণিযোগে-অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর অনেক মুসলমান হস্তীদন্ত-চিত্রকর সম্প্রতি কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে। এক-

খানা এইরূপ ছবির মূল্য ১০৲ হইতে ১০০৲ টাকা। বারাণসী ও চিত্তপল্লীতে এইরূপ চিত্র হইয়া থাকে। জয়পুরে অনেকে হস্তীদন্তের উপর চিত্র আঁকিতে পারে।

বারাণসী, ত্রিচনাপল্লী প্রভৃতি স্থানে অভ্রের উপর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও উপজীবিগণের চিত্র এবং পর্ব্ব যাত্রাদির চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে।

ভারতের সর্ব্বত্র কাষ্ঠের উপর নানারূপ চিত্র অঙ্কিত হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজাফরপুর, দিল্লী, লাহোর, জালন্ধর, সিমলা, বারাণসী, বরেলি ও পাটনা প্রভৃতি স্থানের চিত্রিত কাঠের বাক্স ও খেলানা বিখ্যাত। কপাট, সিন্দুক, কৌটা প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া পরে বার্ণিস করা হয়।

হস্তলিখিত পুঁথিতে সুরঞ্জিত চিত্রাঙ্কন-প্রথা বহুকাল হইতে ভারত, ভোট ও চীনদেশে প্রচলিত ছিল। ভোটদেশের (তিব্বতের) অনেক প্রাচীন পুস্তকে সিদ্ধপুরুষ ও দেবদেবীগণের চিত্র অঙ্কিত আছে। ভারতের অনেক প্রাচীন জৈন হস্তলিপিতেও এইরূপ তীর্থঙ্কর ও মহাপুরুষগণের চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। বহুদিন হইতে এদেশে তান্ত্রিক যন্ত্রাদি পুঁথির মধ্যেই নানাবর্ণে অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে, এরূপ চিত্রিত চারিশত বর্ষের হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে।

হস্তলিখিত পুস্তক চিত্রিত করিতে মোগলসম্রাটগণ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। অকবর ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজম্ নামা সচিত্র করেন। অলবারের মহারাজ বালীসিংহ পারস্য-কবি সেখ সাদির গুলিস্তান নামক পুস্তকের সচিত্র হস্তলিখিত নকল করান। উহার কেবল চিত্রগুলিতে ৫০ হাজার টাকা ও সর্ব্বশুদ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে। এই পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠা নূতন রকম চিত্রদ্বারা শোভিত। জয়পুর প্রদর্শনীতে এই পুস্তক রাজম্‌নামার সহিত প্রদর্শিত হয়। ১৮৮৩ সালে কলিকাতা প্রদর্শনীতে অনেকগুলি সচিত্র হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত হয়। এগুলি উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুসলমান রাজগণ প্রেরণ করেন। উড়িষ্যায় তালপত্রের পুস্তকেও চিত্রাদি অঙ্কিত দেখা যায়।

সম্প্রতি মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর, কাষ্ঠফলকে খোদিত (Wood cut), লিথোগ্রাফেচিত্র (Lithograph), ফটো লিথোগ্রাফ (Photograph), তাম্রফলক (Copper-plate) চিত্র প্রভৃতি দ্বারা পুস্তকাদি সচিত্র করা হইতেছে।

পূর্ব্বে কেবল হস্তদ্বারা চিত্রাদি অঙ্কিত ও তাহাতে বর্ণ যোজিত হইত বলিয়া চিত্র অতিশয় দুর্ম্মূল্য ছিল। সম্প্রতি লিথোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতির উদ্ভাবন হওয়াতে চিত্রকার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে কোন চিত্রকর একটী চিত্র অঙ্কিত করিলে লিথোগ্রাফ সাহায্যে তদনুরূপ সহস্র সহস্র ছবি অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। [উহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিথোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চিত্রবিভাণ্ডকরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে শোধিত তাম্রপত্র ৩ তোলা ঐ কজ্জলী দ্বারা লিপ্ত করিয়া একটী স্থালী-মধ্যে ঘুটের ছাই রাখিয়া তাহার উপরিভাগে কজ্জলী লিপ্ত ঐ তাম্রপত্র স্থাপন ও খোল দিয়া ঢাকিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপর ঘুটিয়ার ছাই দিয়া স্থালী পূর্ণ করিবে। পরে স্থালীর মুখে সরা ঢাকিয়া তীব্র অগ্নিতে ২ প্রহর পাক করিবে। পরদিনে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া চূর্ণ ও জামীরের রসে পিষ্ট করিয়া মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া ৭বার গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ১ রতি, অনুপান ঘৃত ও মধু। সেবনান্তে কাঁজিতে ঘষা তালমূলী ও রসুন ভোজন করা কর্ত্তব্য। ইহা ব্যবহারে ভগন্দররোগ নষ্ট হয়। মিষ্টদ্রব্যভোজন, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন নিষেধ। (ভৈষজ্যর°)

চিত্রবীর্য্য (পুং) চিত্রং আশ্চর্য্যং বীর্য্যং যস্য বহুব্রী। ১ রক্ত এরণ্ড। (ত্রি) ২ আশ্চর্য্য বলযুক্ত।

চিত্রবৃত্তি (স্ত্রী) কর্ম্মধা°। অদ্ভুত ব্যাপার।

চিত্রবেগিক (পুং) চিত্রবেগোঽস্ত্যস্য চিতবেগ-ঠন্। নাগভেদ। (ভারত ৫৭ অঃ)

চিত্রবেশ (পুং) কর্ম্মধা°। বিচিত্রবেশ।

চিত্রব্যাঘ্র (পুং) চিতাবাঘ। [চিতাবাঘ দেখ।]

চিত্রশাল (স্ত্রী) চিত্রার্থা শাল মধ্য কর্ম্মধা°। চিত্র করিবার জন্য নির্ম্মিত ঘর, চিত্রগৃহ।

চিত্রশিখণ্ডিজ (পুং) চিত্রশিখণ্ডিনোঽঙ্গিরিসুমনর্জায়তে চিত্র-শিখণ্ডিন্-জন্-ড। বৃহস্পতি।

চিত্রশিখণ্ডি-প্রসূত (পুং) চিত্রশিখণ্ডিনঃ প্রসূতঃ সন্ততিঃ ৬-তৎ। বৃহস্পতি।

চিত্রশিখণ্ডিন্ (পুং) চিত্রঃ শিখণ্ডঃ শিখা অস্ত্যস্য চিত্র-শিখণ্ড-ইনিঃ (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ এই সাত ঋষির নাম। (অমর)

চিত্রশিরস্ (পুং) চিত্রং শিরোঽস্য বহুব্রী। ১ গন্ধর্ব্বভেদ। (হরিব° ২৬১ অঃ)। ২ মূত্র পুরীষোৎপন্ন বিষভেদ। (সুশ্রুত)।

চিত্রশীর্ষক (পুং) চিত্রংশীর্ষং শিরোঽস্য বহুব্রী, কপ্। কীট-ভেদ। (সুশ্রুত)

চিত্রশোচিস্ (ত্রি) চিত্রং শোচিঃ তেজো যস্য বহুব্রী। বিচিত্র-যুক্ত। "অং নাকং মিত্র-শোচিষং মন্দ্রং" (ঋক্ ৫।১৭।২।)

'চিত্রশোচিষং চিত্রতেজসং' (সায়ণ) ২ বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত। "চিত্রশোচিত্রজস্ত" (ঋক্ ৬।১০।৩।) "চিত্রশোচির্বিচিত্র দীপ্তিঃ" (সায়ণ)।

চিত্রশ্রবস্ (ত্রি) ১ বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত। "অগ্নির্হোতা হবিক্রতুঃ সত্য শ্চিত্রশ্রবস্তমঃ" (ঋক্ ১।১।৫।) 'চিত্রশ্রবস্তমঃ শ্রয়তে ইতি শ্রবঃকীর্ত্তিঃ অতিশয়েন বিবিধকীর্ত্তিযুক্তঃ। কবিক্রতুশ্চিত্র-শ্রবস্তমইত্যত্রোভয়ত্র বহুব্রীহিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং।' (সায়ণ) ২ বিবিধ অন্নযুক্ত। "ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম হবন্তে" (ঋক্ ১।৪৫।৬।) 'হেচিত্রশ্রবস্তম অতিশয়েন বিবিধ হবীরূপান্নযুক্ত। ···শ্রব ইত্যন্ননাম চিত্রংশ্রবো যস্তাসৌ অতিশয়েন চিত্রশ্রবাঃ চিত্রশ্রবস্তমঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং'। (সায়ণ)।

চিত্রসংস্থ (ত্রি) চিত্রে সংতিষ্ঠতি চিত্র-সং-স্থা-ক। চিত্রস্থিত, চিত্রগত।

চিত্রসঙ্গ (পুং ক্লী) চারিচরণ ও ষোল অক্ষরযুক্ত ছন্দোভেদ।

চিত্রসর্প (পুং) কর্ম্মধা°। মালুধান সর্প। (শব্দর°)

চিত্রসেন (ত্রি) চিত্রা সেনাযস্ত বহুব্রী। নানা সৈন্যবিশিষ্ট। "চিত্রসেনা ইযুবলা অমৃধ্রাঃ" (ঋক্ ৬।৭৫।৯।) 'চিত্রসেনাঃ দর্শনীয়সেনাঃ।' (সায়ণ) (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১৯৫ অঃ)। ৩ গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ২।১০ অঃ) ৪ পুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিতের অন্যতম পুত্র। (ভারত ১।৯৫।৫২) ৫ শম্বরাসুরের পুত্র। (হরিব° ১৬১।৪৩।) ৬ নরপতি নরিষ্যন্তের পুত্র। (ভাগ° ৯।২।১৯)।

চিত্রস্থ (ত্রি) চিত্রে তিষ্ঠতি চিত্র-স্থা-কঃ। চিত্রার্পিত, চিত্রগত।

চিত্রহস্ত (পুং) চিত্রোহস্তঃ হস্তক্রিয়া যত্র বহুব্রী। যুদ্ধাঙ্গ হস্ত-ক্রিয়াভেদ। (ভারত। ২২ অঃ)

চিত্রা (স্ত্রী) চিত্র অচ্-টাপ্। ১ শ্রীকৃষ্ণের সখী, ব্রজাঙ্গনাভেদ। (উজ্জ্বল নীলমণি) ইহার বয়স তেরবৎসর আটমাস, বর্ণ গৌর, বসন জাতীপুষ্প সদৃশ, কর্ম্ম চিত্রকরা। ইহার কুঞ্জ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-সুখদ। (গোস্বামি-গ্রন্থ)। ২ মূষিকপর্ণী। ৩ গোড়ুম্বা, রাজগোমুক। ৪ সুভদ্রা। ৫ দন্তিকা, দন্তীবৃক্ষ। ৬ মায়া। ৭ সর্পভেদ। ৮ নদীবিশেষ। ৯ চিত্রের ভগিনী, ইনি নদী হইয়া চিত্রপথা নামে আখ্যাত। (প্রভাস°) ১০ অপ্সরা-বিশেষ। ১১ মৃগের্বারু। ১২ গণ্ডদূর্ব্বা, গেঁটেদূর্ব্বাঘাস। ১৩ মঞ্জিষ্ঠা। ১৪ বিড়ঙ্গ। ১৫ আখুকর্ণী, ইদুরকাণী। ১৬ যবনিকা।

১৭ নক্ষত্রবিশেষ, (Spica virginis.) প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল-নক্ষত্র। অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের মধ্যে চতুর্দ্দশ তারা, ইহা মুক্তার মত উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত, ইহার তারা সংখ্যা এক, কিন্তু ইহার যোগতারাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা উত্তর দিকে চিত্রাক্ষ, অপাংবৎস নামে বিখ্যাত। ইহার কলার পরিমাণ ৪০। ইহার বিক্ষেপ দুই কলা। ইহার কলাংশ ১৩ অর্থাৎ সূর্য্যকক্ষার ত্রয়োদশ অংশ মধ্যে অস্ত এবং ত্রয়োদশ অংশের পরে উদিত হয়। গণিতস্থলে সামান্য অন্তর ঘটে। ইহা পূর্ব্বদিকে উদয় হয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। (সূ° সি° রঙ্গনাথ।) ইহার দেবতা বিশ্বকর্ম্মা।

এই নক্ষত্র জন্ম হইলে তাহার ফল এইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রতাপে প্রতিপক্ষ পক্ষপরিতাপিত, নীতিশাস্ত্রে নিপুণ, চিত্র বিচিত্র বস্ত্র পরিধানকারী ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)।

চিত্রানক্ষত্র যখন আকাশমণ্ডলে মনুষ্যের মস্তকের ঠিক উপরিভাগে অবস্থিতি করে, তখন মকরলগ্নের প্রথমকলা উদিত হইয়াছে জ্ঞান করিতে হয়। (কালিদাসকৃত রাত্রি-লগ্ননিরূপণ।) এই চিত্রানক্ষত্রে বা স্বাতীনক্ষত্রে বৃহস্পতি গ্রহের উদয় বা অস্ত ঘটে, তখন বার্হস্পত্যচৈত্র নামে সংবৎসর হইয়া থাকে। কন্যারাশির ২৩ অংশ ২০ কলা গত হইলে তুলারাশির ৬ অংশ ৪০ কলা পর্য্যন্ত চিত্রানক্ষত্রের ভোগকাল অর্থাৎ সেই সময়ে স্ফুটাংশ অনুসারে সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ চিত্রানক্ষত্রে থাকেন। ইহা পার্শ্বমুখ নক্ষত্র। ইহাতে যন্ত্র, রথ, জলযান, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ এবং গো, গজ, বাজি প্রভৃতির কার্য্য শুভদায়ক। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) চিত্রবিচিত্র মনোহর রূপলাবণ্যই ইহার চিত্রা নামের কারণ। (শতপথব্রা° ২।১।২।১৭) পুরাণে দক্ষপ্রজাপতির চতুর্দ্দশ কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইনি ও চন্দ্রের পত্নী বলিয়া গণ্য। চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র প্রায় এই নক্ষত্র ভোগ করেন, গণনার গোলযোগে বা অন্য কোন কারণে কখন কখন দুই এক নক্ষত্র অন্তরে পড়ে। ইহার স্থিতি ৩০ মুহূর্ত্ত।

এই নক্ষত্রে মেষে সূর্য্যগ্রহের সঞ্চার হইলে তীরে গোটিকা-পাত হইয়া থাকে, তাহার ফল সর্ব্বদেশে সুন্দর বৃষ্টি তদ্দ্বারা সকলপ্রকার শস্যের উন্নতি ও সর্ব্বজনের আনন্দ হয়।

রাত্রিমানকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক মুহূর্ত্ত হয়, তাহার চতুর্দ্দশ ভাগকে চিত্রার মুহূর্ত্ত বলা যায়, যদি সে দিবস রাত্রিকালে অন্য কোন নক্ষত্র থাকে, তথাপি চিত্রানক্ষত্রে যে যে কার্য্য করিবার বিধি আছে, তাহা ঐ মুহূর্ত্তে করিতে পারা যায় (১) এই নক্ষত্রে যাহার জন্ম তাহার রাক্ষসগণ হয়। রাক্ষসগণ ও নরগণের বিবাহে মেল হয় না। কেহ বলেন রাক্ষসগণ পুরুষ ও নরগণ কন্যা হইলে

(১) "নক্ষত্রে যদ্বিহিতং তৎকার্য্যং তন্মুহূর্ত্তেপি।" শুদ্ধিদীপিকা

বিবাহে মেল হয় (১)। সোমবার চিত্রানক্ষত্রে যোগ পাইলে পাপযোগ ও করকচা নামে যোগ হয়, তাহাতে যাত্রা নিষেধ। রবিবার বা মঙ্গলবারে চিত্রানক্ষত্র যোগ পাইলে যদি উত্তরপক্ষের প্রতিপদ্ বা ষষ্ঠী কি একাদশী তিথি মিলে, তবে অমৃতযোগ হয়। অমৃতযোগে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধিকর। শুক্ল চিত্রা-নক্ষত্র যাত্রায় মধ্যফলদ বলিয়া উক্ত আছে। শনিবারে চিত্রা নক্ষত্রে যোগ পাইলে কালযোগ হইয়া থাকে। ইহার যেমন নাম, তেমনি অশুভ জানিবে। মৃদু নক্ষত্রবর্গের মধ্যে চিত্রা নক্ষত্র আছে, ইহাতে মিত্রতা, মৈথুনাদিবিধি, বস্ত্র, ভূষণ, মঙ্গলগীত এই সকল কার্য্যে শুভ হয়। চিত্রা নক্ষত্রে জরোৎপত্তি হইলে অর্দ্ধমাস ভোগ করিতে হয়। কৌশিকের মতে চিত্রোদন ও ঘৃত হোম করিলে পীড়া নিবৃত্তি হয়। ভীমপরাক্রমে লিখিত আছে, যে চিত্রাতে পিষ্টক ও তগরপুষ্প দিবে। (জ্যো°তত্ত্ব)

১৭ চন্দ্রের পত্নী দক্ষকন্যা ভেদ। ১৮ গায়ত্রীস্বরূপা মহা-শক্তি। (দেবীপু° ৬।৫২)। ১৯ চিত্রায়াং জাতা অণ্ তস্য লুক্ (চিত্রারোহিণীভ্যঃ স্ত্রিয়ামুপসঙ্খ্যানং। পা ৪।৩।৩৪ বার্ত্তিক) চিত্রানক্ষত্রে জাতা স্ত্রী। স্ত্রী না বুঝাইলে অণের লুক্ হইবে না। যথা চৈত্র।

২০ মূষিককর্ণী, ইন্দুরকানী। ২১ ছন্দোবিশেষ, ইহার পাদে পঞ্চদশটী অক্ষর, তাহার ১০ম ১৩শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট সকল গুরু হইবে। "চিত্রা নাম ছন্দো যস্মিন্ স্যুস্ত্রয়োমাস্ততোযৌ" (বৃত্তর° টীকা)

চিত্রা, বাঙ্গালার যশোর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। এই নদী যশোরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কালীগঞ্জ, খজুরা, ঘোড়াখালি, নড়াইল ও গোবড়া নামক স্থান সকল অতিক্রম করিয়া পুনরায় উক্ত জেলার অভ্যন্তর দেশস্থ জলাপ্রদেশ মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়াছে। আষাঢ়মাস হইতে অগ্রহায়ণ-মাস পর্য্যন্ত এই নদীতে বড় বড় নৌকা সকল গমনাগমন করিতে পারে, কিন্তু অপর সময়ে সামান্য ডিঙ্গী ভিন্ন অন্য কোন নৌকা যাইতে পারে না। গত শতাব্দীর মানচিত্র দৃষ্টে জানা যায় যে, এই নদীটী প্রথমে নবগঙ্গার শাখানদী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নবগঙ্গায় চড়া পড়ায় ও নীলকর কুটিয়ালগণ বাঁধ প্রস্তুত করায় ইহার উৎপত্তিস্থান সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

চিত্রাক্ষ (ত্রি) চিত্রে অক্ষিণী যস্য বহুব্রী, ষচ্। (বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩) ১ বিচিত্রনেত্রযুক্ত। ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।৫)

চিত্রাক্ষী (স্ত্রী) চিত্রাক্ষ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শারিকা, শালিকপাখী।

চিত্রাক্ষুপ (পুং) নিত্যস°। দ্রোণপুষ্পী।

চিত্রাঙ্গ (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।৬) ২ রক্তচিত্রক, রাংচিতা। ৩ সর্পভেদ। ৪ চিত্রক, চিতা। ইহা বাতনাশক, বল ও মেদবর্দ্ধক। (হারীত ১১ অঃ) (ক্লী) চিত্রং অঙ্গং যস্মাৎ বহুব্রী। ৫ হিঙ্গুল। ৬ হরিতাল। চিত্রং অঙ্গং যস্য। (ত্রি) ৭ বিচিত্র অঙ্গযুক্ত।

চিত্রাঙ্গদ (পুং) ১ সত্যবতীর গর্ভজাত শান্তনুর পুত্র। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিচিত্রবীর্য্য। চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের সংগ্রামে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ২ গন্ধর্ব্ববিশেষ। (দেবীভাগ° ১।২০।২২) ৩ দশার্ণ দেশের একজন রাজা। (ভারত অশ্ব° ১৫) ৪ বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎ° ২২।১৩৬)

চিত্রাঙ্গদসূ (স্ত্রী) চিত্রাঙ্গদংসুতে চিত্রাঙ্গদ-সূ-কিপ্। শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতী। (ভারত ১।১০১ অঃ)।

চিত্রাঙ্গদা (স্ত্রী) ১ একটী অপ্সরা। (ভারত ১৩।১৯০ অঃ) ২ অর্জ্জুনের স্ত্রী। ইনি মণিপুরপতি চিত্রবাহনের কন্যা। (ভারত ১।১২৫ অঃ।) ৩ রাবণের স্ত্রী, বীরবাহুর জননী।

চিত্রাঙ্গী (স্ত্রী) চিত্রং অঙ্গং যস্যাঃ বহুব্রী, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ কর্ণজলোকা, কেন্নুই।

চিত্রাটীর (পুং) চিত্রাং নক্ষত্রবিশেষং অটতি চিত্রা-অট্-ঈরচ্। ১ চন্দ্র। (চিত্রং তিলকং অটতি প্রাপ্নোতি বলিচ্ছাগাস্রবিন্দু-ভিরিত্যর্থঃ) ২ উৎসৃষ্ট রক্তদ্বারা অঙ্কিত ঘণ্টাকর্ণের কপাল দেশ। ৩ শিবের অনুচরবিশেষ, ঘণ্টাকর্ণ।

চিত্রাদিত্য (পুং) চিত্রস্য চিত্রগুপ্তস্য আদিত্যঃ। ৬তৎ। প্রভা-সতীর্থে চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক স্থাপিত সূর্য্যমূর্ত্তিভেদ। ঐ মূর্ত্তি চিত্রপথা নদীর নিকটে অবস্থিত। যিনি চিত্রপথায় স্নান করিয়া চিত্রাদিত্যকে দর্শন করেন, তাহার সূর্য্যলোকে গমন হয়। (স্কান্দে প্রভাসখ°)

চিত্রান্ন (ক্লী) কর্ম্মধা°। অন্নবিশেষ। (যাজ্ঞবল্ক্য।) যব ও তিল-তণ্ডুল ছাগীর দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া পরে ছাগীর কর্ণের রক্ত দিয়া রঞ্জিত করিলে তাহাকে চিত্রান্ন বলে।

চিত্রাপূপ (পুং) কর্ম্মধা°। পিষ্টকবিশেষ, চিতুইপিঠা। (ত্রিকাণ্ড°)

চিত্রামঘ (ত্রি) বিচিত্র ধনযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। "শ্রুধি চিত্রামঘে! হবং।" (ঋক্ ১।৪৮।১০।) 'হে চিত্রামঘে! বিচিত্র ধনযুক্তে! মঘমিতি ধন-নাম। চিত্রং মঘং যস্যাঃ সা চিত্রামঘা। অন্যেষা-মপি দৃশ্যতে ইতি সংহিতায়াং পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং' (সায়ণ।)

চিত্রামঘা (স্ত্রী) চিত্রামঘ-টাপ্। উষা। (নিঘণ্টু)।

---

(১) "মানুষীচ যদা কন্যা রাক্ষসশ্চ যদা বরঃ।
তয়োর্বিবাহঃ শুভদো গর্গঃ সংপ্রজগৌ মুনিঃ।" (গর্গসংহিতা)

চিত্রায়স (ক্লী) চিত্রং অয়ঃ কর্ম্মধা টচ্ সমা° (অনোশ্মায়ঃসরসাং জাতি সংজ্ঞয়োঃ। পা ৫।৪।৯৪) তীক্ষ্ণলৌহ, ইস্পাত।

চিত্রায়ুধ (ত্রি) চিত্রাণি আয়ুধানি যস্য বহুব্রী। ১ আশ্চর্য্য আয়ুধযুক্ত। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের একপুত্র। (ভারত ১।১১৭অঃ) কর্ম্মধা°। (ক্লী) ৩ আশ্চর্য্য আয়ুধ। "চিত্রায়ুধ-সুরক্ষিতং।" (ভারত ২।১৬ অঃ)।

চিত্রায়ুস্ (ত্রি) চিত্রমায়ুর্যস্য বহুব্রী। চিত্র গমন বা অন্ন যুক্ত। "পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী।" (ঋক্ ৬।৪৯।৭) 'চিত্রায়ুঃ চিত্রগমনা চিত্রান্না বা' (সায়ণ)।

চিত্রারম্ভ (ত্রি) ১ চিত্র অঙ্কনের প্রথমে রেখাদি টানা। আ-রভ্-কর্ম্মণি ঘঞ্। (পুং) ২ চিত্রলিখিত পুত্তলিকাদি।

চিত্রার্পিত (ত্রি) চিত্রে অর্পিতঃ ৭তৎ। চিত্রন্যস্ত, চিত্রিত।

চিত্রার্পিতারম্ভ (ত্রি) চিত্রেঽর্পিত আরম্ভো যস্য বহুব্রী। চিত্রলিখিত। "চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে" (কুমার ৩।৪২)

চিত্রাল, কাশ্মীর দেশান্তর্গত কুনর বা কাস্কার উপত্যকাস্থিত চিত্রাল নামক রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ৩৫° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৫৮´ পূঃ। এই নগর কাস্কারনদী তীরবর্ত্তী মুস্তাজ হইতে ৪৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২০০ ফিট্ উচ্চ। এখানকার মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা। এখানে নানাবিধ শস্য ও প্রচুর পরিমাণে ফল মূল জন্মিয়া থাকে; বিশেষতঃ এখানকার আঙ্গুরফল অতি প্রসিদ্ধ। পণ্য বিনিময় দ্বারা এখানকার বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

কিম্বদন্তী আছে যে, এই স্থান অফ্রাশিয়াবের সুরাভাণ্ডার ছিল। এই উপত্যকাভূমির নৈসর্গিক গঠনপ্রণালী ও জলবায়ুর শৈত্য কাফ্রিস্থানের সদৃশ। এখানকার পুরুষগণ সুদীর্ঘ ও দৃঢ়কায় এবং রমণীগণ বিখ্যাত সুন্দরী। ইহাদের গঠন ও বর্ণ ঠিক চম্বা ও কাঙ্গড়ার পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগের ন্যায়। দাসপ্রথা এখানে সাধারণ ভাবে চলিয়া থাকে এবং এখানকার শাসনকর্ত্তাগণ এ ব্যবসা হইতে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

চিত্রাবতী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কদাপা জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। ইহা মহিসুর রাজ্যান্তর্গত নন্দীদুর্গ হইতে নিঃসৃত ও বেলারি জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জমলমডুগু তালুকের মধ্যস্থ পেন্নারনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

চিত্রাবাও, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাথিয়াবাড় প্রদেশস্থ গোহেলবার জেলার একটী সামান্য রাজ্য। এই রাজ্যে একখানি বই আর গ্রাম নাই। এখানকার রাজা বরদারাজকে কর দিয়া থাকেন।

চিত্রাবসু (স্ত্রী) বিবিধ নক্ষত্রাদি মণ্ডিত রাত্রি।

"চিত্রাবসো স্বস্তি তে পারমশীয়।" (শুক্লযজুঃ ৩।১৮) 'চিত্রাণি বিবিধানি চন্দ্রনক্ষত্রান্ধকাররূপাণি বসন্তি যস্যাং রাত্রৌ সা চিত্রাবসুঃ। হে চিত্রাবসো রাত্রে' (মহীধর)।

চিত্রাশ্রহর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

চিত্রাশ্ব (পুং) সত্যবানের নামান্তর। তিনি অশ্বের ছবি ভালবাসিতেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

চিত্রিক (পুং) চৈত্র-স্বার্থে-ক-পৃষো°। চৈত্রমাস (শব্দর°)

চিত্রিকা (স্ত্রী) চিত্রা-স্বার্থে-কন্-কাপি ইত্বং। [চিত্রা দেখ।']

চিত্রিণী (স্ত্রী) পদ্মিনী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ নায়িকার অন্তর্গত মীনগন্ধা নায়িকা। তাহার লক্ষণ যথা—শরীর অতিদীর্ঘ বা অতি খর্ব্ব হইবে না, নাসিকা তিলফুল সম, নেত্রদুটী পদ্মপত্রবৎ সুন্দর, মুখখানি সর্ব্বদা তিলকাদি দ্বারা চিত্রিত। এইরূপ সকল গুণগুম্ফিতা স্তনভারে অবনতা রতিনিপুণা সুচরিত্রা নায়িকাকে চিত্রিণী বলে। এরূপ স্ত্রী মৃগজাতীয় পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে। (রতিমঞ্জরী)।

চিত্রিত (ত্রি) চিত্র-কর্ম্মণি-ক্ত। চিত্রপটে লিখিত, চিত্রার্পিত।

চিত্রিন্ (ত্রি) চিত্র-িনি। ১ আশ্চর্য্যকারক। অস্ত্যর্থে ইনি। ২ চিত্রকর্ম্মযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "ভ্রমিশ্চিদ্বাসি তুতুজিরা চিত্রিনীম্বাং" (ঋক্ ৪।৩২।২) 'চিত্রিনীষু চিত্রকর্ম্মযুক্তাসু' (সায়ণ)।

চিত্রিয়, একপ্রকার অশ্বত্থের নাম।

চিত্রীকরণ (ক্লী) আশ্চর্য্যকরণ। চিত্রীকরণ অর্থে ধাতুর উত্তর সর্ব্বলকারাপবাদক লিঙ্ হয়। (পা ৩।৩।১৫০)

চিত্রীয়মাণ (ত্রি) চিত্রঙ্-ক্যচ্ (নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যচ্। পা ৩।১।১৯।) শানচ্। যে আশ্চর্য্যান্বিত করে। (ভট্টি ৫।৪৮।)

চিত্রেশ (পুং) ৬তৎ। ১ চিত্রানক্ষত্রপতি, চন্দ্র। (ক্লী) ২ চিত্রেশ্বর শিবলিঙ্গ।

চিত্রেশ্বর (ক্লী) প্রভাসক্ষেত্রস্থ চিত্রগুপ্ত স্থাপিত শিবলিঙ্গ। (প্রভাসখ°)

চিত্রেশ্বরী, কলিকাতার উত্তর প্রান্তস্থিত চিৎপুরে অবস্থিত একটী দেবীমূর্ত্তি ও তাঁহার প্রাচীন দেবমন্দির। পূর্ব্বে এই মন্দির দর্শনে বিস্তর যাত্রী আসিত, এখন আর তেমন সমৃদ্ধি নাই।

চিত্রোক্তি (স্ত্রী) চিত্রা আশ্চর্য্যকারিণী উক্তিঃ কর্ম্মধা°। ১ চিত্র কথন। ২ আকাশবাণী। (ত্রিকাণ্ড°)।

চিত্রোড়, বোম্বাইপ্রদেশস্থ কণ্ঠকোটের ১০ মাইল দূরে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহার ১ মাইল উত্তরে মিবাসা নগরে প্রতিষ্ঠিত চারিটী প্রাচীন জীর্ণমন্দির পুরাকালের ভাস্কর বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছে। মিবাসার একমাইল

পূর্ব্বপার্শ্বেস্থিত বিতিবেতীর ভগ্নাবশেষের নিকট একটী মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে, উক্ত মন্দিরে ১৫৫৯ সম্বতে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক আছে।

চিত্রোতি (ত্রি) নানাবিধ তৃপ্তিযুক্ত। "ভূরিরবর্পসশ্চিত্রোতয়ো-বামজাতাঃ" (ঋক্ ১০।১৪০।৩।) 'চিত্রোতয়ঃ চিত্রা বিচিত্রা উতিস্তৃপ্তির্যাসাং তাস্তথোক্তাঃ' (সায়ণ)।

চিত্রোৎপলা, ১ উৎকলের একটী বিখ্যাত নদী। (উৎকলখ° ১১ অঃ) ইহার বর্ত্তমান নাম চিতরতলা। [চিতরতলা দেখ।] ২ পুরাণোক্ত আর একটী নদী। মার্কণ্ডেয় ও মৎস্যপুরাণের মতে, ইহা ঋক্ষপাদনিঃসৃত। (মার্কণ্ডেয় পু° ৫৭।২২, মৎস্য ১১৩।২৫, বামন ১৩ অঃ)।

চিত্রোপলা (স্ত্রী) চিত্রউপলো যস্যাং বহুব্রী, স্ত্রিয়াং টাপ্। নদীভেদ। "চিত্রোপলাং চিত্রপথাং।" (ভারত ভীষ্ম° ৯ অঃ)।

চিত্রৌদন (ক্লী) কেতুপূজায় দেয় বিচিত্র অন্নবিশেষ। "চিত্রৌদনঞ্চ কেতুভ্যঃ সর্ব্বভক্ষ্যৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।" (গ্রহযাগতত্ত্ব) [চিত্রান্ন দেখ।]

চিত্র্য (ত্রি) চিত্র কর্ম্মণি যৎ। ১ পূজ্য। "সূর্য্যোমা ধখো দিবি চিত্র্যং রথং।" (ঋক্ ৫।৬৩।৭।) 'চিত্র্যং পূজ্যং' (সায়ণ)। ২ চায়নীয়। "চিত্র চিত্র্যং ভরা রয়িং নঃ।" (ঋক্ ৭।২০।৭) 'চিত্র্যং চায়নীয়ং' (সায়ণ)।

চিদ্ (অব্য) চিৎ-পৃষো°। (সায়ণ) ১ অপ্যর্থ। "শিরিণায়াং চিদক্তুনা" (ঋক্ ২।১০।৩) 'শীর্য্যন্তেঽস্যাং ভূতানীতি শিরিণা রাত্রিঃ অস্যামপি।' (সায়ণ) ২ এব। "অমর্ত্ত্যং চিদ্দাসং মন্যমানম্" (ঋক্ ২।১১।২)। 'অমর্ত্ত্যং চিৎ মরণধর্ম্মরহিতমেব' (সায়ণ)। ৩ চকারার্থ "জরাং চিন্মে নির্ঋতির্জগ্রসীত" (ঋক্ ৫।৪১।১৭) 'জরাং চিজ্জরাং চ' (সায়ণ)। ৪ পূজা। "ভূরিচিদর্য্যঃ সুদাস্তরয়েষা" (ঋক্ ১।১৮৫।৯) 'ভূরি চিৎ' চিৎ পূজায়াং। (সায়ণ)। ৫ কুৎসা। "আরাত্রচিচ্ছবসো অন্তমাপুঃ" (ঋক্ ১।১৬৭।৯) 'চিদিতি কুৎসায়াং'। (সায়ণ)। ৬ পাদপূরণে। "ত্বং চিন্নঃ সে রয়িং" (ঋক্ ৫।২০।১।) 'চিদিতি পাদপূরণঃ।' (সায়ণ) ৭ অসাকল্য। ৮ উপমা। "অথ নিপাতা উচ্চাবচেষর্থেষু নিপতন্ত্যুপমার্থে ঽপি।" ৯ কুৎসিত। (নিরুক্ত ১।৪) কিং শব্দের পরস্থিত চিৎ শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে তিঙন্ত পদ উদাত্ত হয় না। (পা ৮।১।৪৮) চিৎশব্দ পরে থাকিলে তিঙন্তপদও উদাত্ত হয় না। (পা ৮।১।৫৭) চিৎশব্দ উপমার্থে প্রযুক্ত হইলে বাক্যের অন্ত্যস্বর হইতে শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত অনুদাত্ত স্বর প্লুত হইবে। (চিদিতি চোপমার্থে প্রযুজ্যমানে। পা ৮।২।১০১)

চিৎসন্তোশানন্দতীর্থ, সচ্চিদানন্দতীর্থের শিষ্য, ইনি আকাশোপন্যাস নামক সংস্কৃত বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চিৎসুখ, একজন বিখ্যাত টীকাকার ও নৈয়ায়িক। ইনি গৌড়েশ্বরাচার্য্যের শিষ্য ও সুখপ্রকাশ মুনির গুরু। ইনি বড়্দর্শনসংগ্রহবৃত্তি, আনন্দবোধের ন্যায়মকরন্দের টীকা, প্রত্যক্তত্ত্বদীপিকা বা চিৎসুখী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার চিৎসুখী গ্রন্থে উদয়ন, উদ্যোতকর, কুমারিল, পদ্মপাদ, বল্লভ, বাচস্পতি, সুরেশ্বর প্রভৃতির নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশীখণ্ডটীকাকার রামানন্দ চিৎসুখরচিত ব্রহ্মস্তুতি ও শ্রীধরস্বামী ইহার কৃত বিষ্ণুপুরাণটীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

চিদম্বর, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার। অনন্তনারায়ণের পুত্র ও কৌশিক সূর্য্যনারায়ণ দীক্ষিতের পৌত্র। ইহার পুত্রের নামও অনন্তনারায়ণ। ইনি ভাগবতচম্পূ, শব্দার্থ-চিন্তামণি ও তাহার টীকা এবং কথাত্রয়ীব্যাখ্যান বা রাঘবযাদব-পাণ্ডবীয় রচনা করেন। কথাত্রয়ীব্যাখ্যানের কতকাংশ তাঁহার পুত্র অনন্তনারায়ণেরও রচিত।

চিদম্বরম্, ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণআর্কট জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। পরিমাণ ৩৯৩ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৭০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে কৃষিকার্য্য হয়। অধিবাসীগণের প্রায় ⅙ অংশ মুসলমান, অবশিষ্ট হিন্দু। ইহার প্রধান নগর চিদম্বরম্ ও পোর্টোনভো।

২ পূর্ব্বোক্ত চিদম্বর তালুকের প্রধান নগর ও একটী প্রাচীন তীর্থ, ইংরাজেরা চিলম্বরম্ বলিয়া থাকেন। এই নগর কদ্দালুরের ২৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রকূল হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ২৪´ ৯´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪৪´ ৭´´ পূঃ। তালুকের সদর বলিয়া এখানে জেলার অধীনস্থ কালেক্টরী, দেওয়ানি ও পুলিস আদালত, ডাকঘর ও সাহেবদিগের বাঙ্গলা ইত্যাদি আছে। অধিবাসীগণের একচতুর্থাংশ রেসম ও কার্পাসবস্ত্র বপন করিয়া থাকে। এখানে চিদম্বরেশ্বর দেবের উৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসর পৌষমাসের শুক্লপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একটী মেলা হইয়া থাকে। মেলায় চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রায় ৫০।৬০ হাজার লোক দেবদর্শন ও ব্যবসাদি উপলক্ষে আসিয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ-ফরাসী বিপ্লবের সময় চিদম্বরম্ একটী সেনানিবাস মধ্যে পরিগণিত হয়। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কোপ্ দেবীকোটের আক্রমণে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় সসৈন্যে এখানে উপস্থিত হন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে ফরাসীরা ইংরাজ সৈন্যদিগকে এই স্থান হইতে তাড়াইয়া দেয়। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ইহা দখল করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সিদ্ধকাম হন নাই। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে ফরাসীগণ হয়দার-আলীকে চিদম্বরম্ অর্পণ করিলে তিনি পরিখা প্রাচীরাদিদ্বারা

সুদৃঢ় করেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে সর্‌আইয়ার কুট্‌ চিদম্বরম্ আক্রমণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও শেষে বিতাড়িত হন।

চিদম্বরের দেবালয়গুলি অতি বিখ্যাত। তন্মধ্যে শিবদুর্গার কনকসভা সর্ব্ব প্রধান। স্থলপুরাণের মতে পঞ্চম মনুর তনয় শ্বেতবর্ণ (নামান্তর হিরণ্যবর্ণ) এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। শ্বেতবর্ণের শ্বেতকুষ্ঠ হইয়াছিল, এই নিমিত্ত পিতৃদত্ত গৌড়রাজ্য ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুর নগরে উপস্থিত হন। তথায় জনৈক ব্যাধ মুখে সংবাদ পাইলেন যে চিদম্বর নগরে ব্যাঘ্রপদ নামে কোন ঋষি বাস করিতেছেন। কৌতূহল পরবশ হইয়া তিনি চিদম্বরে আগমন করেন। ঋষিবর অরণ্য মধ্যে আকাশরূপী শঙ্করদেবের এক মন্দিরের নিকট বাস করিতেন। শ্বেতবর্ণ তথায় আসিলে তিনি ধ্যানযোগে সকল জানিতে পারিয়া শঙ্করের আজ্ঞাক্রমে রাজাকে হেমতীর্থে স্নান করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সেই তীর্থে স্নান করিবামাত্র রাজার রোগ দূর হইল তিনি দিব্য কাঞ্চন-কান্তি লাভ করিলেন। তদবধি তিনি শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে হিরণ্যবর্ণ নামে অভিহিত হইলেন। শঙ্করের কৃপায় সেই উৎকট রোগমুক্ত হইয়া তিনি কনক-সভা নামে শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই মন্দির মধ্যে কোন বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই। এখানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক-মূর্ত্তির অন্যতম আকাশমূর্ত্তির পূজা হয়। দেবালয়ের সম্মুখে একটী পর্দ্দা আছে। কোন যাত্রী দেব দর্শনে আসিলে পুরোহিতগণ পর্দ্দা তুলিয়া দেন, তখন দেবালয়ের দেওয়াল ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেননা দেবতা আকাশরূপী, সুতরাং মানব চক্ষুর অগোচর। এই লিঙ্গ চিদম্বর-রহস্য নামে কথিত এবং ইহা হইতেই নগরের নাম চিদম্বর হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিতগণ দীক্ষিত নামে বিখ্যাত। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যের মতে ইঁহারা পদ্মযোনির আদেশে তেল্লাই হইতে বারাণসী গিয়া বাস করেন। হিরণ্যবর্ণ ইঁহাদের তিন সহস্র ব্যক্তিকে চিদম্বরে আহ্বান করেন। তদবধি ইঁহারা এখানে বাস করিতেছেন।

চিদম্বরের একটী নাটমন্দির।

এই সকল প্রবাদ বিশ্বাস করিতে গেলে চিদম্বরের মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। কাশ্মীর-রাজবংশের ইতিবৃত্তে হিরণ্যবর্ণ রাজা ও তাঁহার সিংহলজয়ের উল্লেখ আছে। ইনিই যদি চিদম্বরের কনকসভা নির্ম্মাতা হন, তবে ঐ মন্দির খৃষ্টীয় পঞ্চম-শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার কোঙ্গুদেশরাজকাল নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে, "বীরচোলরায় এক দিন চিদম্বরেশ্বর (শিব) ও পার্ব্বতীকে সমুদ্রতীরে নৃত্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদের জন্য কনকসভা নির্ম্মাণ করেন" এই বীর-চোলরায় ৯২৭ খৃঃ অব্দে হইতে ৯৭৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তদনুসারে এই মন্দির খৃষ্টীয় দশম-শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

উক্ত গ্রন্থে অপর একস্থানে উল্লিখিত আছে— "অরিবৈরিদেব নামে বীরচোল-রাজের পৌত্র চিদম্বরেশ্বরের উদ্দেশে গোপুর, মণ্ডপ, সভাগৃহ ও প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করেন।" এই অরিবৈরিদেব ১০০৪ খৃঃ অব্দের সমকালে প্রাদুর্ভূত হন। এই প্রাচীর সম্ভবতঃ দেবালয়ের ভিতরের প্রাচীরই হইবে। বাহিরের প্রাচীরও সম্ভবতঃ ষোড়শশতাব্দীর প্রথমভাগে আরম্ভ হয়, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই।

মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যভাগে একটী পুষ্করিণী
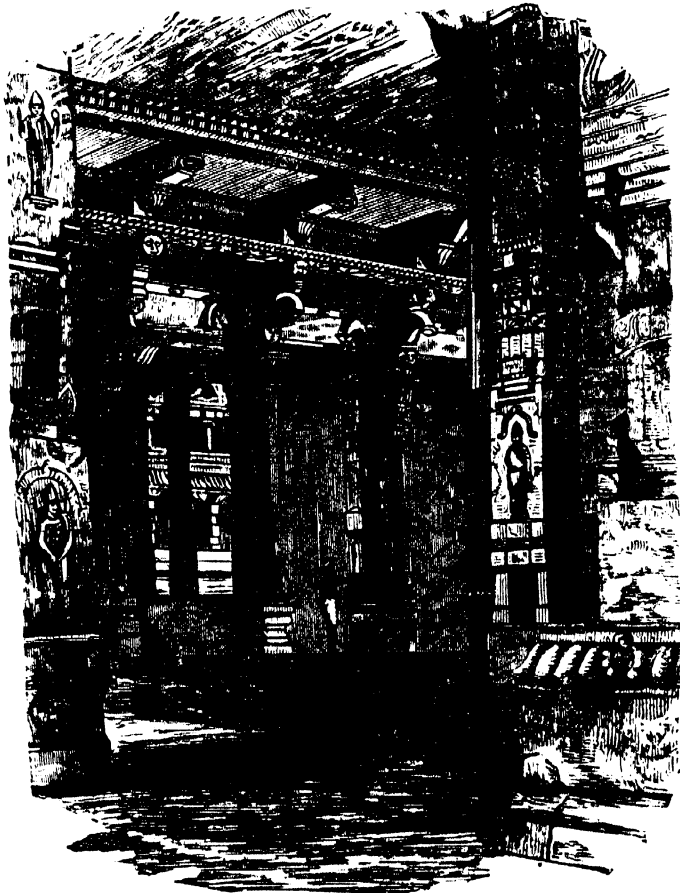
আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০ ফিট ও প্রস্থ ১০০ ফিট এবং চতুর্দ্দিকে প্রস্তর দিয়া বাঁধান। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যের মতে এই তীর্থ প্রাচীন হেমতীর্থের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুতর লোক এই সরোবরে অতি ভক্তিভাবে স্নান করে। তজ্জন্য এবং জলাদি যাতায়াতের কোন বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকায় উহার জল সবুজ হইয়া পড়িয়াছে। পানীয় জলের জন্য মন্দিরে ৪টী কূপ আছে। ঐ সকল কূপের জলও স্বাস্থ্যকর নহে।

এই সরোবরের উত্তরভাগে পার্ব্বতীর মন্দির। এই মন্দিরের সম্মুখের নাটমণ্ডপ অতিসুন্দর ও নানাবিধ ভাস্কর-কার্য্য সমন্বিত।

পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে বিখ্যাত সহস্রস্তম্ভমণ্ডপ। এই মণ্ডপ অনেকাংশে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এই মণ্ডপে অত্যুৎ-কৃষ্ট ভাস্করকার্য্যযুক্ত এক সহস্র স্তম্ভ আছে।

অপর একটী মণ্ডপে নটেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ এক সময়ে মহাদেব একপদে নৃত্য করিয়া ভগবতীকে পরাস্ত করেন। তদবধি ঐ স্থানে নটবেশে একপদে অবস্থান করিতেছেন। স্থল পুরাণাদির মতে ঐ মূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু ঐ সকল পুরাণাদিতে বিস্তর অলীক উপা-খ্যান থাকায় বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অপর একটী মন্দিরে অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও পিল্লিইয়ার নামক আর একটীতে বিঘ্নেশ্বরের মূর্ত্তি আছে। সমস্ত দেবা-লয়ের পরিমাণ ফল প্রায় ১২০ বিঘা।

দীক্ষিত উপাধিধারী পুরোহিতগণ মন্দিরের দেবসেবাদি করিয়া থাকেন। সকল দীক্ষিত এক সভায় সমাগত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করেন। একজন সভ্য কোন বিষয়ে আপত্তি করিলে তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারেনা। সর্ব্ববাদী সম্মত না হইলে কোন কার্য্যই হয় না। যাহার উপনয়ন হইয়াছে, এরূপ দীক্ষিত হইতে সকলেরই সভায় সমান ক্ষমতা। এই জন্য বালকগণের অতি অল্পবয়সেই উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কুড়ি জন করিয়া দীক্ষিত একবারে পূজায় নিযুক্ত থাকে। ইহাদের এক একজন প্রতিদিন এক এক মন্দিরে পূজা করে, এইরূপে ২০ দিনে প্রত্যেকেরই সকল মন্দিরে একবার করিয়া পূজা করিতে হয়। তখন নূতন ২০ জন আসিয়া উহাদের স্থান অধিকার করে। পূজার নৈবেদ্যাদি পূজক দীক্ষিতই গ্রহণ করেন, কিন্তু উৎসবাদির সময়ে বা অন্য কারণে বহুপরিমাণে মোদক ও দক্ষিণাদি সংগ্রহ হইলে তাহা সকল দীক্ষিতেই ভাগ করিয়া লয়। ইহারা পালাক্রমে এক এক দল করিয়া দেবতাদিগের পূজা আদায় করিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এইরূপ ভিক্ষায় যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহার যৎকিঞ্চিৎ দেবাসেবায় অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট তাহারা স্বয়ং গ্রহণ করে। কোন দীক্ষিত একবাড়ী হইতে একবার ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আর কোন দীক্ষিত সে বাড়ী যায় না।

চিদম্বরতন্ত্র, স্কন্দপুরাণীয় চিদম্বরমাহাত্ম্য প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে চিদম্বরের দেবমাহাত্ম্যাদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

চিদাকাশ (পুং ক্লীং) চিৎ আকাশমিব নির্লেপত্বাৎ সর্ব্বাধার-ত্বাচ্চ। আকাশবৎ নির্লিপ্ত পরব্রহ্ম। যেমন আকাশ কোন পদার্থের সহিত লিপ্ত না হইয়া সর্ব্বাধাররূপে অবস্থিত আছে সেইরূপ চিন্ময় পরব্রহ্ম সর্ব্ববস্তুতে নির্লিপ্ত হইয়া ও সকলের আধাররূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন।

চিদাত্মন্ (পুং) চিৎ চৈতন্যমাত্মা স্বরূপমস্য। চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম। "এতদ্রূপং ভগবতোহ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।" (ভাগ° ১।৩।৩০)

চিদানন্দযোগী, একজন দার্শনিক, তোটকব্যাখ্যা-রচয়িতা।

চিদানন্দসরস্বতী, আত্মপ্রকাশ নামক বৈদান্তিক গ্রন্থের এক-জন ব্যাখ্যাকার।

চিদাভাস (পুং) চিত আভাসঃ প্রতিবিম্বঃ ৬তৎ। ১ বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব। ২ জীবাত্মা। (বেদান্তসা°)

চিদ্রূপ (ত্রি) চিদেব রূপমস্য বহুব্রী। ১ স্ফূর্ত্তিযুক্ত। ২ হৃদ-য়ালু, প্রশস্তচেতা। ৩ জ্ঞানময়। (পুং) ৪ আত্মা। (ক্লী) ৫ চিতোরূপং চৈতন্যস্বরূপ। [চিত্রদীপ শব্দ দেখ।]

চিদুল্লাস (ত্রি) চিদিব উল্লাস উজ্জ্বলঃ কর্ম্মধা°। (উপমানানি সামান্যবচনৈঃ। পা ২।১।৫৫) ২ চৈতন্যের ন্যায় উজ্জ্বল। "মুক্তা-ফলৈশ্চিদুল্লাসৈঃ।" (ভাগ° ৯।১১।৩৩)। 'চিৎ চৈতন্যং তদ্বদুল্লাসৈ-রুজ্জ্বলৈঃ' (শ্রীধর) উৎ-লস-ভাবে ঘঞ্। ৬তৎ। (পুং) ৩ চৈতন্যের স্ফুরণ।

চিদ্রূপাশ্রম, একজন বিখ্যাত ব্যাকরণবিৎ। ইনি পরিভাষে-ন্দুশেখরের বিষমী নামে টীকা ও দীপব্যাকরণ রচনা করেন।

চিদ্বিলাস, শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য। দাক্ষিণাত্যে অনে-কের বিশ্বাস যে, ইনিও শঙ্করবিজয় নামে সংস্কৃত ভাষায় এক-খানি শঙ্করাচার্য্যের চরিত্র রচনা করেন। এই গ্রন্থে চিদ্বি-লাস বক্তা এবং বিজ্ঞানকন্দ শ্রোতা।

চিনকুলি খাঁ, নিজাম্ উল্মুল্ক্ আসফ্ জা দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর মোগলসম্রাটের একজন প্রতিনিধি, তিনি প্রথমে মালবপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রী শম্ভুজী ও সাহুর মধ্যে গৃহবিচ্ছেদানল প্রবল হইলে তিনি শম্ভুজীর পক্ষাবলম্বন করেন। চন্দ্রসেন নামক মহারাষ্ট্রী

সেনাপতি সাহুর বিরাগভাজন হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে আশ্রয় ও পারিতোষিক প্রদান করেন। ইনি হাইদ্রাবাদের নিজাম বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

(১৭১৪-১৭২০) খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের উপর সৈয়দ-দ্বয়ের একাধিপত্যে বিরক্ত হইয়া তিনি মালবদেশের শাসন-কর্তৃত্বপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় দক্ষিণাপথের অধীশ্বর হইবার চেষ্টা করেন। তিনি খান্দেশ লুণ্ঠন ও তৎবিরুদ্ধে প্রেরিত মোগলসৈন্যদিগকে বুরহানপুর নামক স্থানে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করেন। মোগল সেনাপতি দিলাবার আলি খাঁ এই যুদ্ধে নিহত হন। পরে মহারাষ্ট্রসৈন্য-সেনাপতি আলম-আলি খাঁর অধীনে নিজাম-উলমুলকের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বালাপুর নামক স্থানে সেনাপতি শমন সদন গমন করেন। যাহা হউক অল্পদিন মধ্যেই দিল্লীতে সৈয়দদিগের আধিপত্য ধ্বংস হয় এবং সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ তাঁহাদিগের করকবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। চিন্‌কিলিচ খাঁও তৎ-কালে দাক্ষিণাত্যের স্থায়ী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। কিন্তু সম্রাটের সহিত তাহার মনোমালিন্য রহিয়াই গেল।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম্‌উল্‌মুল্‌ক মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা পুনরুদ্দীপ্ত হইতে দেখিয়া বড় শঙ্কিত হইলেন। তিনি নানা কৌশলে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া হায়দ্রাবাদ নগরে রাজধানী স্থির করিলেন।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় পেশবার বাজীরাওর সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শম্ভুজী এই সকল যুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু বাজীরাওর যুদ্ধনৈপুণ্যে নিজাম-উল্‌মুল্‌ক সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন। বাজীরাও সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সন্ধির শর্ত্ত এই—শম্ভুজীকে তাম্বুতে পাঠাইতে হইবে। ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রদিগের অংশ মত রাজস্ব সংগ্রহ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না হয়, এই জন্য কতিপয় সুদৃঢ় দুর্গ প্রতিভূস্বরূপ রাখিতে হইবে এবং বাকী রাজস্ব আদায় করিয়া দিতে হইবে। নিজাম-উলমুল্‌ক প্রথমটী ভিন্ন অপর দুটীতে সম্মত হন; পরে বাজীরাও শম্ভুজীকে তাঁহার তাম্বু হইতে নিরাপদে নিজাম-উল্‌মুল্‌ক সমীপে প্রেরণ করিতে সম্মত হওয়ায়, তিনিও তৎপ্রস্তাব অনুমোদন করেন। তদনন্তর তিনি কখন মহা-রাষ্ট্রগণের সহিত সদ্ভাব কখন বা অসদ্ভাবে কাটাইয়া ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে দিল্লী যাত্রা করিতে হয়, কিন্তু তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর তাঁহার পুত্র নাসির-জঙ্গের বিদ্রোহবার্ত্তা শুনিয়া সত্বরে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৪৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

চিনমজ্রেম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কডাপাজেলার রায়চাতী তালুকের অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা' ১৩° ৫৭´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৮°৪৪´ পূ'।

চিনা (দেশজ) ১ নিরূপন। ২ পরিচিত।

চিনি, মধুর আস্বাদবিশিষ্ট পদার্থবিশেষ। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে চিনি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। (রামায়ণ ২।১০০।৬৭, ভারত ১২।২৮৫।৪৪, সুশ্রুত ১।৪৫ অঃ।) সংস্কৃত শর্করা, খণ্ড, গুড়, প্রভৃতি শব্দ হইতেই যে আরবী কণ্ড্, মলয় গুল্, পারসী শক্কর প্রভৃতি শর্করা-বাচক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এছাড়া গুড়, শর্করা, গুড়োদ্ভবা, সিতা, মিষ্ট, ইক্ষুসার, বালুকা-ত্মিকা ইত্যাদি গুড়ের সংস্কৃত পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। লাটিন শক্করম্, ফরাসী সুকার ও ইংরাজী সুগার শব্দের সহিত সংস্কৃত শর্করা শব্দের সমান সৌসাদৃশ্য আছে। সংস্কৃত গ্রন্থে খণ্ডমোদক, খণ্ড, মাক্ষিক শর্করা, উপলা, শুক্লোপলা, শর্করা, সিতাখণ্ড, দৃঢ়গাত্রিকা ইত্যাদি চিনির সংস্কৃত নাম দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা অনুমান হয়, ভারতবর্ষ হইতেই চিনির ব্যবহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রথমে ভারতীয় নামেই শর্করা অভিহিত হইত, কিন্তু ক্রমে ঐ সকল সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা-রূপ অপভ্রংশ হইয়া যায়। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে নানাস্থানে খণ্ড, গুড় প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তদপেক্ষা প্রাচীন মনু প্রণীত সংহিতাতেও শর্করার উল্লেখ আছে। পথশ্রান্ত সম্বলবিহীন দ্বিজ পথিক পথপার্শ্ববর্ত্তী ইক্ষুক্ষেত্র হইতে দুইগাছি ইক্ষু লইলে দণ্ডনীয় হইবে না, মনু এরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ গুড় চুরি করিলে পরজন্মে বাদুড় হইবে এইরূপ বিধিও দৃষ্ট হয়। মনু-সংহিতার দশম অধ্যায়ে শর্করা ও মিষ্টান্নের উল্লেখ আছে। সুতরাং মনুর সময় হইতে শর্করা, গুড় প্রভৃতির ব্যবহার ও ইক্ষুর যে চাষ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতি প্রাচীনকালে য়ুরোপে চিনির ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হেরোডোটস্, থিওফ্রাষ্টস্, সেনেকা, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদিগের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পলস্ ইজিনেটা অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থকার আর্কিজিনিসের অনুবর্ত্তী হইয়া "দেখিতে সাধারণ লবণের মত কিন্তু মধুর ন্যায় সুমিষ্ট, ভারতীয় লবণ" নামে যে বস্তুর উল্লেখ করেন, তাহা চিনিরই

বর্ণনা। ইহাতে বোধ হয় ভারত হইতেই চিনির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

ভারতবর্ষের অনেকস্থানে এরূপ অনেক গ্রাম আছে যাহাদিগের নামের সহিত শর্করা, গুড়, খণ্ড, খর্জ্জুর ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বোধ হয় ঐ সকল স্থান গুড় শর্করা প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যের নামানুসারে আখ্যাত হইয়াছে। ফ্লুকিগার (Fluckiger) ও হান্‌বারি (Hanbury) সাহেব অনুমান করেন, বাঙ্গালার গৌড় আখ্যা এইরূপেই হইয়াছিল। বাস্তবিক পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে বহু পরিমাণে ইক্ষু চাষ হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আরও অনেকে অনুমান করেন, ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে বঙ্গ দেশেই ইক্ষুর চাষ আরম্ভ হয়। তৎপরে এই স্থান হইতে ক্রমে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পারস্যোপসাগরের কূলে ইক্ষুর চাষ হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যোদ্ধাগণ (Crusaders) সিরীয় প্রদেশে ইক্ষু দেখিয়াছিলেন। ঐ সময়ের একজন ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন, "ধর্ম্ম যোদ্ধাগণ ত্রিপলীদেশের ক্ষেত্র সকলে সুক্রা (Sukra) নামে বহু পরিমাণে মধুযুক্ত তৃণ দেখিয়াছিল।" এই সকল মধুময় তৃণ যে ইক্ষু তাহাতে আর কি সন্দেহ? সারাসিন্‌গণ প্রথমে য়ুরোপে ইক্ষুর চাষ আরম্ভ করে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে য়ুরোপে চিনির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডেও এক আউন্স খাঁটী রূপায় এক পাউণ্ড সুপরিষ্কৃত চিনি পাওয়া যাইত। চিনি যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়, এ বিষয় বহুকাল পর্য্যন্ত গ্রীক্ ও রোমকগণ জানিতেন না। ভারতবর্ষ হইতে আরব, গ্রীস্ প্রভৃতি স্থানে চিনির আমদানির কথা আরব দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

১৩০৬ খৃষ্টাব্দে সুলতানের অধিকৃত রাজ্য মধ্যে ও সাইপ্রস্, রোডস্, সিসিলি প্রভৃতি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজার অধীনস্থ দেশসমূহে প্রথমে চিনি প্রস্তুত প্রণালী প্রচলিত হয়। ইতালি, স্পেন ও ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপবাসীগণ আরবদিগের নিকট হইতে ইক্ষুর চাষ, উহা হইতে রসনিঃসরণ ও চিনি প্রস্তুত প্রকরণ শিক্ষা করে। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীর্জেরা সিসিলি দ্বীপ হইতে মেদিরায় ইক্ষুর আমদানি করে। যাহা হউক স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীর্জ হইতে সর্ব্বপ্রথমে ভারত ও চীনদেশীয় চিনি প্রস্তুত-কৌশল য়ুরোপখণ্ডে প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বার্ব্বাডোজে ইংরাজদিগের চিনির কারখানা প্রথম স্থাপিত হয় এবং ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে উহা চরমসীমায় পদার্পণ করে। ইংরাজদিগের কারখানা স্থাপনের অল্প দিন পরেই পর্ত্তুগীজগণ য়ুরোপ খণ্ডে ব্রেজিলদেশীয় চিনির বহুল প্রচার করে।

কেবল ইক্ষু ও খেজুর গাছ হইতেই যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহা নহে, বহুসংখ্যক তরু গুল্মাদি হইতে অল্লাধিক পরিমাণে চিনি বাহির হইয়া থাকে, নিম্নে চিনিউৎপাদক উদ্ভিদ্ সকলের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ইক্ষু, খর্জ্জুর, তাল, নারিকেল, সাগু, বিট্‌পালঙ, মাপল্ (Sugar Maple) ও নিম্ব। এতভিন্ন ভুট্টা, দেধান, কাশীরমূল ইত্যাদির রস হইতেও চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। নলী প্রস্তুতকালে যখন নীল পচিতে দেয়, তখন নীলে সারের সহিত নীলের চিনিও জলের সহিত দ্রব হইয়া যায়। চিনি থাকায় শীঘ্রই এই মিশ্রদ্রব্যে অন্তরুৎসেক (Fermentation) হইতে থাকে এবং তৎপ্রভাবে নীলবর্ণ নীলসার শ্বেতবর্ণ নীলে পরিণত হয়। এই শ্বেতনীল পুনর্ব্বার নীলবর্ণ করিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সাধ্য, কিন্তু এই নীলজাত চিনি সকলেই অকর্ম্মণ্য বোধে ফেলিয়া দেয়। কাফি-উৎপাদকগণ কেবলমাত্র কাফির বীজগুলি গ্রহণ করে, কিন্তু ফলের সারভাগের সহিত বিস্তর চিনি প্রতি বর্ষে অযথা পরিত্যক্ত হয়। পাট হইতে এক প্রকার চিনি ও তাহা হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হইতে পারে।

মধুকপুষ্প অর্থাৎ মৌল ফুলে প্রচুর পরিমাণে চিনি আছে। তজ্জন্য যে যে স্থানে মৌল উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে উহা হইতে বিখ্যাত মৌলের মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন রাসায়নিকই মৌল হইতে দানাকারে চিনি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

নানাজাতীয় ফল ফুল হইতে চিনি পাওয়া যাইতে পারে। আমরা যাহা কিছু মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করি, তন্মধ্যে সকলেই কোন না কোন আকারে চিনি বিদ্যমান আছে। যে মধু পান করি, তাহাও চিনির অবস্থা ভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে, পুষ্পাদির মিষ্ট রস লইয়া মধুমক্ষিকাগণ তাহাই মধুরূপে পরিণত করে। সুতরাং মধু পরোক্ষভাবে বৃক্ষজ চিনির ভেদমাত্র। আঙ্গুর, আতা, পেয়ারা, জাম, আনারস, জামরুল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলে চিনি থাকাতে ঐ সকল হইতে অতিশয় মনোহর সুগন্ধযুক্ত আসব প্রস্তুত হয়। আর্য্যঋষিগণের সোমসুরা বোধ হয় এইরূপ কোন বস্তুদ্বারা সুবাসিত হইত।

কুঁচ বা গুঞ্জার মূলে এবং যষ্ঠী মধুর মূলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শর্করা আছে, তজ্জন্য উহা মিষ্ট বোধ হয়। দারুচিনিতেও চিনি আছে, কিন্তু উহাদের পরিমাণ অল্প এবং ঐ সকল বস্তুও অধিক মিলে না। সুতরাং ঐ চিনি বিশেষ কোন কার্য্যে আসে না।

সকরকন্দ আলু, গোল আলু প্রভৃতির পালো হইতেও চিনি প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি কার্পাসের বীজ হইতে ইক্ষুজ চিনি হইতেও উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হইতেছে।

কাষ্ঠচূর্ণ ও ছিন্নবস্ত্র হইতেও নেপোলিয়ানের উদ্যমে চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার প্রক্রিয়া অতিশয় কষ্ট সাধ্য।

এই সকল হইতে যে চিনি হয়, রাসায়নিকেরা তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—ইক্ষুজ শর্করা, মধুজ শর্করা, ফলজ শর্করা এবং দুগ্ধজ শর্করা। এই চারি প্রকার চিনির মধ্যে আস্বাদের বৈলক্ষণ্য আছে। ইক্ষুজ শর্করা অপেক্ষাকৃত রসনাপ্রিয়, অল্পায়াসলভ্য, সুতরাং বহু প্রচলিত। ইক্ষু, পালং মূল, খেজুর, সালগম্ প্রভৃতির রস হইতে যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহা ইক্ষুজ শর্করা, মধু ও টাট্কা ফল হইতে উৎপন্ন চিনি মধুজ শর্করা, ফলের মণ্ড, আঙ্গুর ও অন্যান্য শুষ্ক পদার্থ হইতে উৎপন্ন চিনি ফলজ শর্করা এবং জন্তুগণের দুগ্ধোৎপন্ন চিনি দুগ্ধজ শর্করা নামে অভিহিত। কেহ কেহ ঐ চারি প্রকারে বিভক্ত না করিয়া ইক্ষুজ ও ফলজ এই দুই প্রকার বিভাগ করিয়া থাকেন। য়ুরোপীয় রাসায়নিক মতে—ইক্ষুজ চিনিতে অঙ্গার ১২, উদজন ১১ ও অম্লজন ১১ ভাগ; মধুজ চিনিতে অং ১২, উদং ১২ ও অম্লং ১২ ভাগ, ফলজ চিনিতে অং ১২, উদং ১২, অম্লং ১২ ও জল ২ ভাগ এবং দুগ্ধজ চিনিতে অং ২৪, উদং ২৪, ও অম্লং ২৪ ভাগ থাকে। যে চিনি ইক্ষুজ নামে খ্যাত, তাহা বর্ণবিহীন, গন্ধশূন্য, সুমিষ্ট আস্বাদযুক্ত, অল্প দৃঢ়, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর। সাধারণ পরিষ্কৃত চিনির ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র দানা প্রস্তুত করিতে গেলে, দানাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়, কিন্তু অধিক উত্তাপে দ্রব করিয়া ধীরে ধীরে শীতল করিলে দানাগুলি মিছরির ন্যায় অপেক্ষাকৃত বড় হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৬। অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে ইহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, উত্তপ্ত হইলে ইহার জলীয় অংশ নষ্ট হইয়া যায় মাত্র। এক তৃতীয়াংশ পরিমিত শীতল ও যে পরিমাণেরই হউক না কেন উত্তপ্ত জলে ইহা দ্রব হয়। সুরাসারেও ইহা দ্রব হইয়া থাকে, কিন্তু জলের মত নহে। ফারেনহিটের তাপমান যন্ত্রের ৩২০° ডিগ্রী উষ্ণ হইলে চিনি অতি মসৃণ, বর্ণহীন, তরল পদার্থের মত হইয়া পড়ে এবং ঐ তরল পদার্থ অকস্মাৎ শীতল হইলে অতিশয় স্বচ্ছ গোটা বাঁধিয়া থাকে, কিন্তু কিছু সময় রাখিয়া শীতল করিলে অস্বচ্ছ হইয়া যায়। বেশী উষ্ণ হইলে ইহার অঙ্গার ভিন্ন অপর অংশ সকল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। দুইখণ্ড গোটা বান্ধা চিনি (মিছরী) অন্ধকারে পরস্পর সংঘর্ষিত হইলে আলোক উৎপন্ন হয়। ইক্ষুজ চিনি পুষ্টিকর, ইহাতে খাদ্য দ্রব্যাদিও যেরূপ সুমিষ্ট হইয়া থাকে, অপর কোন প্রকার চিনিতে সেরূপ হয় না।

প্রস্রাবের দোষ নিবারণ করিবার যতগুলি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, ফলজ চিনি তাহার অন্যতম উপায়। বহুমূত্র ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রস্রাবের সহিত উক্ত প্রকার চিনি বাহির হয়। সুতরাং ঐ সময়ে ফলজ চিনি ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া থাকে। কারণহিটের ১৪০° ডিগ্রী উষ্ণ করিলে ইহা নরম হইয়া যায় এবং ২১২° ডিগ্রী উষ্ণতায় দ্রব হয়, কিন্তু তদপেক্ষা উষ্ণতর হইলে ইহা ক্ষারে (Caramel) পরিণত হয়। ইক্ষুজ চিনি জলে যত শীঘ্র দ্রব হয়, এ প্রকার চিনি তত শীঘ্র দ্রব হয়না এবং দ্রব হইলে উহা দ্রবাবস্থার ইক্ষু চিনির ন্যায় নির্ম্মল ও সুমিষ্ট থাকেনা। উত্তপ্ত সুরাসারে ইহা দ্রব হয়। কিন্তু অল্পমাত্র শীতল হইলেই পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা বাঁধিয়া যায়। মধুজ চিনি তীক্ষ্ণ সুরাসারে তরল হয়।

দুগ্ধজ শর্করা সচরাচর বর্ণহীন। ইহা প্রায় ছয় গুণ শীতল অথবা আড়াই গুণ উষ্ণজলে দ্রব হয়। ইহার আস্বাদ তেমন সুমিষ্ট নহে, ইহা বায়ুতে অনাবৃত থাকিলে পরিবর্ত্তিত কিম্বা সুরাসারে দ্রবীভূত হয়না। অম্লের সহিত মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে তাহা ধীরে ধীরে ফলজ চিনিতে পরিণত হয়। জন্তুগণের দুগ্ধ ছিঁড়িয়া গেলে তাহার জল ফুটাইয়া তাহা দানাকারে পরিণত হইলে যে চিনি হয়, তাহাকে দুগ্ধজ চিনি বলে। উপরি লিখিত চারি প্রকার চিনি ভিন্ন আরও কয় প্রকার চিনি নবাবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু সে সমস্ত চিনিই ইক্ষুজ চিনির ন্যায়। অতি অল্প দিন হইল কয়লা-মধ্যে চিনির অস্তিত্ব উদ্ভাবন হইয়াছে। কোন কোন রাসায়নিক বলিতেছেন তাহা অপেক্ষা বেশী মিষ্টতা আর কোন দ্রব্যে নাই।

খেজুর গাছের নির্যাস হইতে প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে গুড়, চিনি ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালার সকল স্থানেই খেজুর রস সংগৃহীত ও তাহা হইতে গুড় প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে যশোর, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। খেজুর গাছ ৫।৭ বৎসরের হইলে পর তাহার শিরোভাগে শাখার নিম্নে একদিক্ চাঁচিয়া ফেলে। ত্বক্ ছোলা হইলে পর ঐ সমস্ত স্থানের রস একস্থানে গড়াইয়া পড়িতে পারে, এরূপ করিয়া আলি কাটিয়া দেয়। দুইদিক্ হইতে দুইটী আলি গিয়া মধ্যস্থলে মিলিত হয়। পরে ঐস্থানে একখণ্ড বাঁশের পাতি কিম্বা টিনের ফলক রাখে। ঐ পাতির নিম্নে রস সংগ্রহ করিবার জন্য একটী হাঁড়ি বাঁধিয়া দেয়। বৈকালে এইরূপ করিয়া রাখিলে সমস্ত রাত্রি ঐ স্থান হইতে রস নির্গত হইয়া ভাণ্ডে সঞ্চিত হয়। প্রত্যূষে অধিকারী আসিয়া রসপূর্ণ ভাণ্ড

লইয়া যায়। এইরূপ ক্রমাগত ৩ দিন রস সংগ্রহ হইলে বৃক্ষকে ৩ দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়। সচরাচর অগ্রহায়ণমাস হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্তই রস সংগৃহীত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পৌষমাসে অর্থাৎ অত্যন্ত শীতের সময়ই অধিক পরিমাণে রস নির্গত হয়। একটী পূর্ণ-বয়স্ক অর্থাৎ ১৬।১৭ বৎসরের বৃক্ষ হইতে গড়ে প্রতি দিন ৮ সের রস নির্গত হইতে পারে। প্রথম কয়েক বৎসর অল্প পরিমাণে এবং মধ্যে ৫।৭ বৎসর খুব অধিক পরিমাণে রস হয়, তৎপরে আবার রসের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে। রস লইলে খেজুর গাছের পরমায়ু অনেক হ্রাস হইয়া যায়। আবার অনিয়মিতরূপে রস সংগ্রহ করিলে আরও অল্পায়ু হয়। কেহ কেহ ৩।৪ বর্ষের গাছ হইতেই রস লইতে আরম্ভ করে। ইহাতে গাছ শীঘ্র শীঘ্রই রুগ্ন হইয়া যায় এবং বহু কষ্টে বড় হইলেও তাহাতে বেশী রস হয় না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। বাদলা কিম্বা কুয়াসা হইলে সেদিন রস সংগ্রহ করিবে না, তাহা হইলে রসও ভাল হয় না, আর গাছ পচিয়া যায়। এ বৎসর গাছের যে দিক্ চাঁচিয়া রস লইবে, পর বৎসর তাহার ঠিক বিপরীতদিকে কাটিবে। এইরূপে প্রতি বৎসর খেজুর গাছে একটী করিয়া খাঁজ পড়ে। ঐ সকল খাঁজের সংখ্যা গণনা করিয়া তাহার বয়স অনুমান করা যায়, রস হইতে এইরূপে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। সমস্ত বৃক্ষ হইতে রস একত্র করা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী কারখানায় লইয়া গিয়া কড়ায় চড়াইয়া জ্বাল দিতে থাকে। রস অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে উহাতে অন্তরুৎসেক (Fermentation) হইয়া সুরায় পরিণত হয়। তখন তাহাতে গুড় হয় না। সেইজন্য কাল বিলম্ব না করিয়া রস হইতে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। রস খুব টাট্‌কা ও উৎকৃষ্ট হইলে ৬ সেরে ১ সের গুড় হয়, অন্যথা ৭।৮ সেরে ১ সের গুড় হইতে পারে। সিউলি নামে এক জাতি বাঙ্গালার নানাস্থানে খেজুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত করে। ঐ গুড় হইতে ইক্ষুগুড়ের প্রণালী অনুসারে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। একশত খেজুর গাছ হইতে প্রতি বৎসর ১২০ মণ পর্য্যন্ত গুড় হইতে পারে।

খেজুরের ন্যায় তালগাছ হইতেও গুড় ও চিনি হইতে পারে। মলবার উপকূল তালের কাঁদি স্থানে স্থানে কাটিয়া দিয়া রস সংগ্রহ করে। ঐ রস হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালা দেশে তালের রস (তাড়ি) হইতেও গুড় প্রস্তুত অতি অল্প হয়। ব্রহ্মদেশে বহু পরিমাণে তালের গুড় উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে নারিকেল গাছ হইতে গুড় প্রস্তুত হয়। দাক্ষিণাত্যে নারিকেল গাছ বাঙ্গালার খেজুরগাছের কাজ করে। সিংহলের দক্ষিণাংশে সাগুবৃক্ষ হইতে চিনি উৎপন্ন হয়।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ফ্রান্সে চিনির আমদানি বন্ধ হইয়া যায়। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আদেশ করেন, যে কেহ য়ুরোপজাত কোন বস্তু হইতে অল্পব্যয়ে অনেক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার পাইবে। এই সময় অনেকেই অনেক পদার্থ হইতে চিনি প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে বিটের চিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুলভ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য উদ্ভাবয়িতা প্রতিশ্রুত লক্ষমুদ্রা প্রাপ্ত হন। পরে ইক্ষু প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ইহার লোপ পাইবার উপক্রম হয়। কিন্তু বিদেশীয় চিনির উপর অতিশয় কর বৃদ্ধি হওয়ায় বিটের চিনি টিকিয়া যায়। এখনও য়ুরোপে বিট্ মূল হইতে প্রভূত পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তেমন উৎকৃষ্ট বিট্ও হয় না, সুতরাং বিট্ হইতে তেমন ভাল চিনিও পাওয়া যায় না। একরূপ বিট্পালঙ্গ এদেশে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উহা শাকাদিবৎ ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয় মাত্র।

ইক্ষু, ইহার গুড় ও চিনি।

ইক্ষু হইতেই (বিশেষতঃ ইক্ষুর পরিপক্কাবস্থায়ই) অধিক পরিমাণে চিনি পাওয়া যায়। তরুণাবস্থায় ইক্ষুতে অধিক চিনি থাকে না, উহাতে শ্বেতসার ও চিনির পূর্ব্বরূপ সোট (Glucose) বিদ্যমান থাকে। তাহাই ক্রমে চিনিতে পরিণত হয়। আবার ইক্ষুর মূলভাগে অধিক চিনি ও শ্বেতসার প্রভৃতি অল্প পরিমাণে এবং অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প চিনি ও অধিক মাত্রার সোট শ্বেতসারাদি বিদ্যমান থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কালে ১০০ ভাগ ইক্ষুরস বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়—

	১ম পরীক্ষা ৩১ আগষ্ট	২য় পরীক্ষা ২৯ সেপ্টম্বর	৩য় পরীক্ষা ১০ ডিসেম্বর
ইক্ষুর দৈর্ঘ্য	৪½ ফিট	৫½ ফিট	৫½ ফিট
সপত্র ” ”	৯ ”	১০½ ”	১০½ ”
রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব	১·০৩৭	১·০৪	১·০৭১
শর্করা	৪·২৫	৮·০০	১৬·০০
সোট	১·২৭	২·০০	·৩১
ভস্ম	·৭৩	·৭৮	·৭৩
শ্বেতসার	১·৫১	·৮৯	৩·২৫
অম্ল	·১৬	...	...
জল	৯২·০৮	৮৮·৩৩	৭৯·৭১
	১০০	১০০	১০০

তালিকায় দেখা যাইতেছে যে সেপ্টেম্বর মাসে চিনির ভাগ আগষ্টের প্রায় দ্বিগুণ, এবং ডিসেম্বরে সেপ্টেম্বরের

দ্বিগুণ, আবার দেখা যাইতেছে যে সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে গ্লুকস্ অর্থাৎ মোটের ভাগ কমিয়াছে এবং শ্বেতসার বাড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া অনুমান হয়, মোটভাগই কোন রাসায়নিক ক্রিয়াপ্রভাবে চিনিরূপে পরিণত হয়। সূর্য্যের কিরণ ব্যতীত বৃক্ষলতাদি বর্দ্ধিত হইতে পারেনা এবং বৃক্ষপত্র সকল বায়ুস্থিত অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিতে পারে না, প্রখর রৌদ্র হইলে রাসায়ণিক ক্রিয়া অবাধে চলিতে থাকে, সুতরাং বৃক্ষাদিও সুন্দর বর্দ্ধিত হয়। এই কারণে রৌদ্র ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ হিতকারী। যে বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্পবৃষ্টি হয় এবং আকাশমণ্ডল অনেক সময় পরিষ্কার থাকে, সে বৎসর ইক্ষু অতি উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট হয়। কিন্তু বর্ষা অধিক হইলে অথবা গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ইক্ষুর বৃদ্ধি ও মিষ্টত্বের ব্যাঘাত হয়।

কঙ্করশূন্য উৎকৃষ্ট শুনা জমিতেই ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। ইক্ষু প্রায় ৮।৯ মাস কাল ধরিয়া বাড়ে, এইজন্য ক্ষেত্রে রীতিমত সার দিতে ও জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। বাঙ্গালায় কৃষকগণ ৫।৬ বার চাষ দেয় এবং গোময়, ভস্ম, বালুকা, পুরাতন প্রাচীরাদির মৃত্তিকা প্রভৃতির সার দিয়া জমি তৈয়ার করে। ইক্ষুর পাতা, খোয়া ইত্যাদিই ইক্ষুক্ষেত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। পরে লাঙ্গল দিয়া উহাতে দেড় হাত অন্তর অন্তর একটী নালা প্রস্তুত করে। নালা প্রস্তুত হইলে উহাতে এক বা দেড় হাত অন্তর এক একখানি ডগা অর্থাৎ ইক্ষুর অগ্রভাগ সোজাসুজি ভাবে ফেলিয়া যায়। অনন্তর ৪।৫ ইঞ্চি মাটী দিয়া ঐ ডগা সকল ঢাকিয়া দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে জল সেচন করিতে থাকে। ১০।১৫ দিন পরে এক একটী ডগা হইতে ৮।১০টী পর্য্যন্ত অঙ্কুর দেখা দেয়, তখন অতি সাবধানে ইক্ষু ক্ষেত্র একবার অল্প করিয়া খুঁড়িয়া উহাতে জলসেচন করা হয়। চৈত্রমাসই ইক্ষু রোপণের প্রশস্ত সময়। কথায় বলে—

"আখ, আদা, পুই, তিন চৈত্রে রুই।"

আখ এক হাত দেড় হাত বড় হইলে পর পুনরায় একবার জমি খুঁড়িয়া প্রত্যেক ঝাড়ের গোড়ায় মাটী দেওয়া চাই। ইহার ক্ষেত্র যতবার নিড়ান হয়, ততবারই জল সেচন করিতে হয়। ভাদ্রমাসে আখের গোড়ার পাতা দিয়া ডগা হইতে উৎপন্ন সমস্ত আখগুলিকে এক একটী ঝাড় করিয়া বাঁধে। প্রত্যেক ঝাড়ের গোড়ায় আবার মাটী দিয়া থাকে। আশ্বিন, কার্ত্তিকমাসে ইক্ষু অনেকটা মিষ্ট হয়। শৃগালগণ একবার এই কোমল ইক্ষুর রসাস্বাদ করিলে আর ভুলিতে পারেনা। কৃষক এই সময় একজন রক্ষক নিযুক্ত করে। সে আখবাড়ীর মধ্যে তিন হাত উচ্চ করিয়া মাচা বাঁধে এবং মাচার উপর একটী ক্ষুদ্র কুঁড়ে করিয়া রাত্রিকালে সেই স্থানে থাকিয়া শৃগালাদির উপদ্রব হইতে ইক্ষু রক্ষা করে। মাচা হইতে ৫।৬ গাছি বিচালির দড়ি ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বেড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। রক্ষক বসিয়া ঐ দড়ির গোড়া টানিলেই সমস্ত আখবাড়ী নড়িতে থাকে, সুতরাং শৃগালাদি পলায়ন করে। অনেক রাখা বা রক্ষক সুখে রাত্রি কাটাইবার নিমিত্ত মাচার নীচে আগুণ জ্বালিয়া নাগড়া বাজাইতে বাজাইতে গান করে ও শৃগাল তাড়ায়। কখন কখন রক্ষকপত্নী মাংস পিষ্টকাদি উপাদেয় খাদ্য লইয়া আখ ক্ষেতে স্বামীর নিকট যায়। উভয়ে মহানন্দে রাত্রি যাপন করিয়া আখবাড়ীর মধ্যেও স্বর্গসুখ অনুভব করে।

মাঘ, ফাল্গুনমাসে ইক্ষু পরিপক্ব হয়। তখন কোদালি দিয়া সমস্ত ইক্ষু কাটিয়া একত্র করে এবং পাতা ছাড়াইয়া ইক্ষুদণ্ড ও ডগাগুলি অর্থাৎ ইক্ষুর অগ্রভাগ পৃথক্ করিয়া দেয়। আলোক ও উত্তাপ পাইবার জন্য কৃষকগণ আখের শুষ্ক পাতা দ্বারা আগুণ জ্বালিয়া থাকে। ইহাকে গাদ্যাল দেওয়া বলে। সমস্ত আখ ছাড়ান ও ডগা গুলি ভাগ করা হইলে আখগুলি এক পণ অর্থাৎ ৮০ গাছি করিয়া তাড়া বাঁধা হয়। তাহার পর সমস্ত আখ গাড়ী করিয়া আখশালে লইয়া গিয়া মাড়াই করে। এক বৎসর যেখানে ইক্ষু চাষ হয়, পর বর্ষে সেখানে ইক্ষু চাষ না দিয়া অন্য কিছু চাষ হয়। পূর্ব্বে কাঠের চর্কিকলে আখ মাড়াই হইত। তেঁতুল কাঠের ৩ বা ৩½ ইঞ্চ লম্বা ও ৫।৬ ইঞ্চ ব্যাসের দুইটী গুঁড়ি উপর্য্যুপরি দৃঢ় ভাবে দুইদিকে দুইটী পায়ার মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া দুইজন লোকে দুইদিক্ হইতে গুঁড়িগুলি ঘুরাইতে থাকে। একজন আখ লইয়া গুঁড়ির মুখে ধরিয়া দেয়। এইরূপে আখ গুঁড়ির ভিতর দিয়া পার হইলে কতক রস নির্গত হইয়া যায়, তখন আর একজন ঐ অর্দ্ধ নিষ্পেষিত ইক্ষু লইয়া প্রথম ব্যক্তিকে প্রদান করে। এইরূপে ৫।৬ বা ততোধিক বারে আখ হইতে যথাকার্য্য রস বাহির করিয়া চপা বা খোয়া ফেলিয়া দেয়। এইরূপ আখ মাড়ায় অধিক পরিশ্রম ও অসুবিধা বলিয়া সম্প্রতি সর্ব্বত্র লোহার শাল ব্যবহৃত হইতেছে। লোহার শাল নানাপ্রকার, কোন শালে দুইটী কোনটায় তিনটী গুঁড়ি থাকে। আবার কোন শালের গুঁড়িগুলি সোজা দাঁড় করান, কোনটার গুঁড়িগুলি উপরি উপরি স্থাপিত। এই সমস্ত কল বাষ্পদ্বারা কিম্বা গো, মহিষাদি কর্ত্তৃক চালিত হয়। মাঝারি গোছ একটী আখমাড়া কল গোরু দ্বারা টানা হইলে প্রত্যহ ৪০।৫০ মণ রস ও তাহাতে ৭।৮ মণ গুড় হয়। এই সকল কলের মূল্য গুণানুসারে ৮০৲ হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। সম্প্রতি বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এইরূপ লোহার কলের ব্যবহার

হইতেছে। যাহারা স্বয়ং কিনিতে না পারে, তাহারা প্রায়ই অপরের নিকট হইতে ভাড়া করিয়া আনে। সচরাচর ইহার ভাড়া প্রতিদিন ১৲ টাকা।

আখমাড়া হইতে ঐ রস অতি শীঘ্র জ্বাল দিয়া গুড়ে পরিণত করা হয়। পূর্ব্বে ২।৩ হাত গভীর লম্বা খাল কাটিয়া উহাতে ১৮।১৯টা মাটীর বাণ (কুঁড়ি) বসান হইত। ইহাকে জোল বলে। এই জোলের মুখে শুষ্ক পাতা খড় কাঠ ইত্যাদি দিয়া জ্বাল দিলে অগ্নিশিখা সমস্ত কুঁড়ির নিম্ন দিয়া অপর মুখে বাহির হইয়া যাইত। মুখ হইতে ৫।৬টা কুঁড়ি অপেক্ষাকৃত নীচে ও অবশিষ্টগুলি প্রায় এক হাত উচ্চ থাকিত। সমস্ত কুঁড়িতে রস দিয়া অল্প অল্প জ্বাল দিলে ক্রমে রস যত শুকাইয়া আসিত ততই শেষদিকের কুঁড়ি হইতে রস মুখের অধিক উত্তপ্ত কুঁড়িতে নীত ও ঐ শূন্য কুঁড়ি নূতন রস দিয়া পূর্ণ করা হইত। মুখের কুঁড়ি ৫টী হইতেই গুড় প্রস্তুত হইত, শেষের গুলিতে রস গাঢ় করা হইত মাত্র। রসে প্রথম হইতেই অধিক জ্বাল দিলে ভাল দানাদার গুড় হয় না। প্রথমে মৃদুতাপে ঘন করিতে হয়। আজকাল সর্ব্বত্র লোহার ডেকে রস হইতে গুড় প্রস্তুত হইতেছে। রস হইতে গাদ প্রভৃতি তোলা হইলে যখন বড় বড় বুদ্বুদ্ সহ ফুটিতে থাকে, তখন হাতা দিয়া নাড়িতে হয়। পরে গুড় হইয়া আসিলে প্রথমে কতকটা লইয়া জোলের সম্মুখস্থ ইক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ ও রক্ষক দেবতা পোড়াগুঁড়ার (১) উপর ও অগ্নিতে ঢালিয়া দেয় এবং দেবার্চ্চনা, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতির জন্য রাখিয়া দিয়া পরে সমস্ত গুড় মাটীর কলসীতে ঢালিয়া রাখে। এই সমস্ত কলসীকে গুড়ের পায়া বলে। একটা পায়াতে ৬ হইতে ৩০ সের পর্য্যন্ত গুড় ধরে। কৃষক এই সমস্ত গুড় বাড়ী লইয়া যায় এবং সংবৎসরের নিজের ব্যবহারের উপযুক্ত রাখিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করে।

ভারতবর্ষে কৃষকগণ গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করে না। মোদকগণ কৃষকের নিকট হইতে গুড় কিনিয়া লয় এবং চিনি প্রস্তুত করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানারূপ উপায়ে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকলেরই প্রণালী প্রায়ই এক প্রকার। নিম্নে দেশীয় উপায়ে চিনি করিবার প্রণালী লিখিত হইল—

গুড়ের পায়া ২।১ মাস রাখিলে গুড়ের অধিকাংশ দানা বাঁধিয়া যায়। তখন পায়ার মুখ ভাঙ্গিয়া শৈবাল দিয়া ঢাকিয়া তলায় ছিদ্র করিয়া দিলে ছিদ্র দিয়া সমস্ত চিটা বাহির হইয়া যায়। শৈবালের গুণে উপরের কতকটা দানাকার গুড় শাদা হইয়া যায়। তখন ঐ শাদা অংশ চাচিয়া লইয়া পুনর্ব্বার নূতন শৈবাল ঢাকা দিতে হয়। তৎপর দিবস আবার শাদা অংশ লইয়া আবার নূতন শৈবাল দিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত চিটা বাহির হইয়া যায় এবং গুড় অনেকটা শাদা হইয়া পড়ে। তখন ঐ দ্রব্য রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তা করিয়া রাখে। ইহাকে দোলা, দোলাগুড় বা দোলো চিনি কহে। এই দোলাই অনেক স্থলে চিনির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। দোলা হইতে পরিষ্কৃত চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে মোদক লৌহ বা পিতলের একটা বৃহৎ কড়া চুলায় চড়াইয়া উহাতে দোলা ও জল ঢালিয়া দেয়। যখন ফুটিতে থাকে, তখন উহাতে অল্প অল্প তৈল, দুধজল, চূণজল, ক্ষারজল ইত্যাদি ঢালিতে থাকে। তখন উহার উপরে গাদ উঠিতে থাকে, মোদক ঝাঁঝরা দিয়া তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দেয়। এইরূপে যখন আর গাদ উঠে না, তখন জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া চুলা হইতে কড়া নামাইয়া রাখে। শীতল হইলে তাহাতে দানা বাঁধিতে আরম্ভ হয়। ঐ সমস্ত দানাই শর্করা। রস হইতে ঐ শর্করা ছাঁকিয়া রাখিলে আবার নূতন দানা বাঁধিতে থাকে। এইরূপে সমস্ত দানা সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্টাংশে জ্বাল দিয়া অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কখন কখন ঐ রস চুলাতেই জলশূন্য করা হয়। তখন সমস্ত চিনি দানা বাঁধিতে পায় না। একবারেই কাদার ন্যায় হইয়া যায়। ঐ দ্রব্যকে পাটায় ফেলিয়া ঈষৎ কোমল থাকিতে থাকিতে কাঠের তাড়ু বা পেষণী দ্বারা পিষিতে থাকে। ক্রমে উহা শুষ্ক শাদা ধূলার আকার ধারণ করে, ইহাকে মাড়াচিনি বা ধুলুয়া চিনি কহে। মিশ্রী বা মিছরি চিনিরই ভেদ মাত্র। জর্জ ওয়াট সাহেব অনুমান করেন, পূর্ব্বে এদেশে অধিক পরিমাণে সুপরিষ্কৃত চিনি হইত না। চীন ও মিসর হইতে ঐ সুপরিষ্কৃত চিনি এদেশে রপ্তানি হইত। এইরূপে চীনজাত শর্করা চিনি ও মিসরজাত শর্করা মিশ্রী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে।* কিন্তু তাঁহার এই কল্পনা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই যে ভারতে শর্করা নামক নানাবিধ চিনি প্রস্তুত হইত, তাহা সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে। [শর্করা শব্দ দেখ।]

(১) পোড়াগুঁড়া একটী গ্রাম্য দেবতা। অজ্ঞ কৃষকগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে পোড়াগুঁড়া ঠাকুরই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আখ রক্ষা করে। সুতরাং সম্বৎসর মধ্যে পোড়াগুঁড়ার বিশ্রাম নাই। প্রথমে ডগা-গয়লে পোড়াগুঁড়াকে চৌকি দিতে হয়। তাহার পরই আখবাড়ীতে প্রায় দশমাস কাল আখ রক্ষায় কাটিয়া যায়। ঐ কার্য্য শেষ হইতে না হইতেই আবার আখশালে পোড়াগুঁড়াকে গুড় দেখিতে হয়। এইরূপ সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, অবকাশহীন কোন লোককেও কৃষকগণ পোড়াগুঁড়া কহিয়া থাকে।

* Dr. Watt's Dictionary of the Economic products of India.

গুড় হইতে চিটা বাহির করিয়া সারভাগ শুষ্ক করিলে তাহাকে ভুরা বা ভুরাগুড় কহে। ভারতচন্দ্রও ভুরা এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

"আট পণে আনিয়াছি আধসের চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।"

এতদ্দ্বারা ভুরা চিনি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই প্রতীত হয়। কিন্তু উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ভুরা শব্দে উৎকৃষ্ট চিনি অর্থাৎ মিছরি বুঝায়।

কাশীর দোবরা চিনি অতি উৎকৃষ্ট। দুইবার পরিষ্কৃত করা হয় বলিয়া ইহার বোধ হয় দোবরা নাম হইয়াছে।

ওলা ও ইংরাজী লোফ্-সুগার (Loaf-sugar) একই পদার্থ।

ভারতবর্ষে নানাস্থানে নানারূপ ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালায় কাজলী, কাতরি, খাগড়া, ছাঁচি, দুধে, পুঁড়ি, বোম্বাই প্রভৃতি তদ্ভিন্ন মরিচসহর, ওটাহিটী, বার্বো, শিঙ্গাপুর, চীন প্রভৃতি হইতে আখের বীজ আনিয়াও চাস হইতেছে। কাজলী আখের রং লাল অথবা বেগুণে। তদ্ভিন্ন সকলেরই রং ঈষৎ পীত। দুধে আখের রং শাদা। চিত্র বিচিত্র আখও পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরের একরূপ স্বচ্ছ আখ অতিশয় কোমল ও মিষ্ট, কিন্তু অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া ঝড় বা বেশী বাতাসে সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। বোম্বাই ও ওটাহিটীর আখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বড় হইয়া থাকে। কেবল চিবাইয়া রস খাইবার জন্য বহুপরিমাণে ইক্ষু ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত ইক্ষু অপেক্ষাকৃত অনেক কোমল। খাইতে খুব ভাল হইলেই সে আখে উৎকৃষ্ট চিনি হয় না। কোমল ও ভঙ্গপ্রবণ আখ চাস করিলে ক্ষতির ভয় অধিক। খুব সতর্ক হইয়া রক্ষা না করিলে শৃগাল ও মানুষেই অনেক খাইয়া ফেলে। মনুষ্য শৃগালাদির উপদ্রব হইতে এড়াইবার জন্য অনেকে কাতরি, খাগড়া, চীনে প্রভৃতি কঠিন আখের চাষ করিয়া থাকে। এই সকল আখে গুড় প্রায় সমান হয়, তা ছাড়া মানুষের কথা দূরে থাকুক, শৃগাল, রুই ইত্যাদিও একখানি নষ্ট করিতে পারে না। সেই জন্য এই সকল আখ না বাঁধিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ঝড়ে পড়িয়া গেলেও ইহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে তুলিয়া দেওয়া যায়।

শৃগাল ও চোরের উপদ্রব ব্যতীত আখের আরও অনেক বিঘ্ন আছে। ১ম আখচাস বহু ব্যয়সাধ্য, সুতরাং দরিদ্র কৃষক ঋণ না করিয়া আখচাস করিতে পারে না। কিন্তু দেশীয় মহাজনদিগের কবলে একবার পড়িলে কেহই সহজে ঋণজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। ইক্ষুচাষ এইরূপ বিপদ্ দেখিয়া সহজেই বিশেষ সঙ্গতি না থাকিলে, কেহ অগ্রসর হইতে চায় না।

তাহার পর দেবতার অনুগ্রহ হইলে যদি কেহ চাস করিল, তখন আবার রুই, ইন্দুর, শৃগাল ভল্লুকাদির উপদ্রব আছে। সময়ে সময়ে ইহাদের এরূপ উপদ্রব হয় যে সমস্ত ইক্ষুক্ষেত্র একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তা ছাড়া মড়ক লাগা, ধসা ধরা ও অন্যান্য কীটাদির উপদ্রব আছে। একরূপ কীট আখের গায়ে ছিদ্র করিয়া বাস করে এবং রস পান করিতে থাকে। ইহারা একস্থানে ছিদ্র করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে এবং ক্রমে পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

একবার দুই একটা আখে রুই লাগিলে সমস্ত ঝাড়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, যে সুন্দররূপ আখ জন্মিয়াছে,-বাহিরে কোন বৈলক্ষণ্য নাই, কিন্তু একগাছি ভাঙ্গিয়া দেখ, কোন পাব (পর্ব্ব) শুষ্ক, কোথাও বা লাল ও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে অথবা সমস্তটাই একরূপ অম্লাস্বাদযুক্ত হইয়াছে। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেক কৃষিতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহোদয় এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে বহুবর্ষ ধরিয়া এক জমিতে একরূপ ইক্ষু আবাদ করিলে পূর্ব্বোক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বাঙ্গালায় যেসকল জমিতে বোম্বাই আখের চাস ১৯।২০ বৎসর ধরিয়া হইতেছে তথায় এই সকল রোগ অত্যন্ত অধিক, আবার যেখানে ১০।১২ বৎসর মাত্র চাস হইতেছে, তথায় আদৌ ঐরূপ কোন রোগ নাই।

অনেক সময় ইক্ষুক্ষেত্রে বহু পরিমাণে আগাছা ও পরগাছা জন্মিয়া বিস্তর ক্ষতি করে। এই সমস্ত পরগাছার দৌরাত্মে অনেক সময় কৃষককে ইক্ষুচাস বন্ধ করিতে হয়। পরগাছা আখের গোড়ার উৎপন্ন হয় এবং উহার গায় শিকড় ফুটাইতে থাকে। ইহাদের শিকড় ইক্ষুর ত্বক্ ভেদ করিলে ইক্ষু আর বর্দ্ধিত হয় না, শুষ্ক ও মৃতবৎ হইয়া যায়। প্রথমে জমিতে শণ, নীল প্রভৃতি আবাদ করিয়া পরে ভালরূপ সার দিলে ইহাদের হাত এড়াইতে পারা যায়।

এই সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ইক্ষু জন্মিলেও রক্ষা নাই। দেশীয় প্রথা অনুসারে কোন দ্বিজ ইক্ষুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছা ইক্ষু ভাঙ্গিয়া লইয়া গেলেও তাহাকে কিছু বলিবার যো নাই; কেন না মনুর নিয়মানুসারে দ্বিজের ইক্ষুগ্রহণে অধিকার আছে। তা ছাড়া পথিক, গাড়োয়ান, রাখাল প্রভৃতি গোপন ভাবে অনেক অপহরণ করে। গ্যাদাল দিবার (অর্থাৎ ইক্ষু কর্ত্তনের) দিন আখবাড়ীতে একরূপ লুঠ পড়িয়া যায়। লোক আসিয়া যথেচ্ছা ভক্ষণ করে ও দুচার গাছি না লইয়া ফিরে না। চক্ষের উপর এইরূপ ডাকাতি দেখিলেও দেশাচারের খাতিরে কৃষক কিছু বলিতে পারে না। আখশালেও ব্রাহ্মণাদি বা অপর

লোক আসিলে তাহাকে গুড়, রস বা আখ দিতে হইবে, কাহাকেও নিরাশ করিয়া রিক্তহস্তে ফিরাইলে অধর্ম্ম হয়। তাহার পর যখন গুড় হইবে, তখন গুরু, পুরোহিত, নাপিত, ধোপা, সকলকে গুড় দিতে হয়। এইরূপ অবিশ্রান্ত ব্যয়ের পর অল্পাংশ মাত্র কৃষকের ভাণ্ডারে যায়, ইহাতে অনেক সময় কৃষকের লাভ হওয়া দূরে থাকুক, চাসের খরচই উঠে না। এই কারণে অনেকে আখের চাস করিতে চায় না। তাহার উপর কৃষক অশিক্ষিত। পিতৃপিতামহাদি প্রদর্শিত প্রাচীন প্রণালীর অতিক্রম করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে জানে না বা চাহে না। সুতরাং এদেশে গুড় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিনির ব্যবসারও যে অধঃপতন হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। অতএব শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, ইহাতে তাহাদের লাভও আছে, তাহাতে দেশের উপকারও আছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনবাসিগণকর্ত্তৃক কানেরি-দ্বীপ-পুঞ্জে ইক্ষু চাস আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৪২০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-গণ সিসিলী দ্বীপ হইতে মেদিরা ও সেণ্ট টমাস দ্বীপে ইহার চাস করে। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে কানেরি দ্বীপ হইতে ইহা সান্‌ডোমিঙ্গো দ্বীপে প্রচলিত হয়। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজগণ ব্রেজিলে সর্ব্বপ্রথম ইক্ষুর চাস ও চিনির কারখানা স্থাপন করেন, কিন্তু শীঘ্র তথা হইতে পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কারখানা করেন। ইংরাজগণ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে বার্বার্ডোজ দ্বীপে এবং ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে জামেকা দ্বীপে চিনির কারখানা করিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই চিনির ব্যবসা লইয়া ইংরাজ, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে ভয়ানক আড়াআড়ি চলিতে লাগিল। ইংরাজেরা নানা উপায়ে খরচ কমাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ সান্‌ডোমিঙ্গোর কারখানার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া ইংরাজদিগের সহিত টক্কর দিয়া য়ুরোপে বিস্তর চিনি চালান দিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভারতবর্ষ হইতে ইক্ষুর চাস য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে রাজনৈতিক বিপ্লবে সান্‌ডোমিঙ্গোর ফরাসী-চিনির কারখানা উঠিয়া যায়। সুতরাং ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের চিনির কাটতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। এ সময় চিনি অতি-শয় মহার্ঘ হয়, এমন কি এই সময় ইংলণ্ডে অতি কদর্য্য চিনিরও সের প্রায় ৮০ আনায় বিক্রয় হইত। তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে চিনি রপ্তানী করিবার জন্য সকলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অনুরোধ করেন। তখন ভারতীয় চিনি এত অধিক পরিমাণে বিলাতে রপ্তানী হইতে লাগিল যে আমেরিকার চিনি ব্যবসায়ী ইংরাজগণ দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইল। কর্ত্তৃপক্ষ আমেরিকার কারখানা সকলের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া শুল্কের হার কমাইয়া দিলেন, কিন্তু ভারতীয় চিনির শুল্ক অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তৎকালে দাসত্ব-প্রথার প্রতি সাধারণের ভয়ানক বিদ্বেষ থাকায়, ক্রীত দাস দ্বারা প্রস্তুত আমেরিকার উৎকৃষ্ট চিনিও পরিত্যাগ করিয়া লোকে ভারতের চিনি ব্যবহার করিত। এই সমস্ত চিনি বাঙ্গালা হইতে রপ্তানি হইত। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দেও বাঙ্গালা হইতে ৫০০০০ মণ চিনি বিলাতে প্রেরিত হয়। এক্ষণে বাঙ্গালা হইতে চিনি রপ্তানির কথা দূরে থাকুক, খরচের উপযুক্ত পরিমাণ চিনিও এখানে উৎপন্ন হয় না। নানাস্থান হইতে চিনি, গুড় প্রভৃতি বাঙ্গালায় আমদানি হইয়া থাকে।

আজকাল আমেরিকার নানাস্থানে, মরিসস্, ওটাহিটী, শিঙ্গাপুর প্রভৃতি দ্বীপে প্রভূত পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইতেছে। বলা বাহুল্য এই সকল কারখানার অধিকারীগণ সকলেই য়ুরোপীয়। ইক্ষুরস হইতে চিনি প্রস্তুত পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই বৃহৎ বৃহৎ কল দ্বারা সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে জমিতে চাস ও সার দেওয়া এবং উপ-যুক্ত ইক্ষু রোপিত হয়। আমাদের দেশীয় কলে ইক্ষু হইতে শতকরা ৫০ ভাগের অধিক রস বাহির হইতে পারে না, কিন্তু য়ুরোপীয়গণের উৎকৃষ্ট কল সাহায্যে শতকরা ৭৫ ভাগ রস বাহির হয়।

ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় প্রণালীতে ইক্ষু চাস ও চিনি প্রস্তুত করণের চেষ্টা অনেকবার করা হইয়াছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কলি-কাতার বণিকদল প্রথম এই উদ্যম করেন। গবর্ণর জেনারেল ঐ কোম্পানিকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহারা প্রথমে কতক ভূমিতে ইক্ষু রোপণ করেন, কিন্তু ক্রমাগত কুই কীটে এরূপ অনিষ্ট করে যে কোম্পানিকে ঐ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। তাঁহারা তৎপরে দেশীয় কৃষকগণের নিকট হইতে ইক্ষু লইয়া কিছুদিন চিনি করেন, পরে বিশেষ লাভ না থাকায় ঐ ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার পর এ বিষয়ে প্রথম উদ্যমকারীগণকে বিশেষ সতর্কতা ও সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। বণিকসমিতির দশা দেখিয়া কাহারও হতাশ হইবার বিশেষ কারণ নাই, বরং তাঁহাদের কিরূপ সাবধান হইতে হইবে তাহাই বুঝা যায়।

চিনি প্রস্তুত করিবার কৌশল নানা প্রকার প্রচলিত আছে। বিদেশীয় কলে প্রস্তুত চিনিতে হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত কোন কোন

পদার্থ দেওয়া হয় বলিয়া উহা হিন্দুর পক্ষে অভোজ্য, সুতরাং এদেশে কলে চিনি প্রস্তুত হইত না। বৃহৎ কড়া, ডেক কিম্বা হাঁড়ির মধ্যে ইক্ষুরস রাখিয়া উহার নীচে জ্বাল দিতে ও মুখ খুলিয়া রাখিতে হয়। অগ্নির উত্তাপে ঐ রসের উপরিভাগে একপ্রকার মলিন পদার্থ জমিয়া যায়, উহা জমিবা মাত্র তুলিয়া ফেলিতে হয়, ইহাকে গাদতোলা কহে। এইরূপে কতক সময় জ্বাল দেওয়া ও গাদ তোলার পর জলীয় অংশ বাষ্প হইয়া গেলে এবং উহা ঘনীভূত হইয়া গুড়রূপে পরিণত হইলে শীতল করিবার জন্য মৃৎপাত্রে ঢালিয়া রাখিতে হয়। রীতিমত দানা বাঁধিলে উহার মধ্য হইতে তরল অংশ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সারাংশ রাখিবার উদ্দেশে ঐ গুড় মোটা বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া তাহার উপর চাপ প্রয়োগ করিতে হয়। তরল অংশ সুচারুরূপে নিঃসৃত হইয়া গেলে সারাংশে জল মিশ্রিত করিয়া পুনরায় জ্বালের উপর চাপাইতে হয়; এবারে ইহার সহিত সামান্য চূণ ও দুগ্ধ মিশাইতে হয়, কারণ চূণও দুগ্ধে ময়লা কাটে। জ্বালের উপর থাকিয়া উত্তপ্ত হইলে উহার উপর পুনরায় ময়লা (গাদ) জমিতে থাকে ও উহা তুলিয়া ফেলিতে হয়। ক্রমাগত এইরূপ প্রক্রিয়ার পর যখন আর ইহার উপর মলিনাংশ (গাদ) দৃষ্ট হয় না, অথচ জলীয় অংশ বাষ্পাকারে পৃথক্ হইয়া যায়, তৎকালে ইহা নামাইয়া শীতল করিবার জন্য মৃৎপাত্রে রাখিতে হয়। মৃৎপাত্র মধ্যে দানা বাঁধিলে তরলাংশ পৃথক্ করিবার জন্য তলদেশে ছিদ্র ও চিনির বর্ণ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার করিবার জন্য পাত্রের উপরিভাগ শৈবাল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হয়। শৈবাল নিঃসৃত রস পাত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চিনির মলিনাংশের সহিত ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। শৈবালের গুণে চিনির দানা শুভ্র হইয়া পড়ে। পরে হাঁড়ি হইতে চিনি বাহির করিয়া লইতে হয়। এই চিনি পুনর্ব্বার জ্বালে চড়াইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আবার দানা বাঁধিতে দেয়। চিনির মধ্য হইতে পাত্রের ছিদ্র দিয়া যে রস বাহির হইয়া যায়, তাহা অপর পাত্রে ধরিয়া অন্য প্রয়োজনে লাগান হইয়া থাকে। চীনদেশেও এই প্রক্রিয়ায় চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমেরিকা মহাদেশে অতি সহজ উপায়ে ইক্ষুরস হইতে চিনি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। তথায় আখ-মাড়া কল হইতে নিঃসৃত রস প্রণালীর মধ্য দিয়া পাত্রে পতিত হয়। ঐ পাত্রগুলি অগ্নিকুণ্ডের উপর স্থাপিত। অগ্নিকুণ্ড সকল সময়ে প্রজ্জ্বলিত থাকে না; পাত্র রসপূর্ণ হইলে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত ও সেই সময়ে রসের সহিত অতি অল্প পরিমাণে চূণ মিশ্রিত করা হয়। পাত্রস্থ রস উত্তপ্ত হইলে উহার ঘন অংশ উপরে ভাসিয়া উঠে। রস পরিষ্কৃত করিবার জন্য ঐ মলিন ঘন অংশকে তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, উহাকেই এদেশে গাদতোলা বলে। কিছুক্ষণ এইরূপে তাপে পরিষ্কৃত হওয়ার পর যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে রসের উপরিভাগ শুভ্রবর্ণ ফেণায় উথ্‌লাইয়া উঠিতেছে সেই সময়ে অগ্নিকুণ্ডস্থ অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিতে হয় এবং এক ঘণ্টাকাল ঐ রস সেই অবস্থায় রাখিয়া পরে অপর পাত্রে ঢালিয়া দেয়। এই সময়ে রস দেখিতে ঠিক পিঙ্গলবর্ণ সুরার ন্যায় উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত বোধ হয়। সমুদায় পাত্রান্তরিত হইলে উহার জলীয় অংশের কথঞ্চিৎ বাষ্পাকারে পরিণত করিবার জন্য পুনরায় রসপূর্ণ পাত্রের তলদেশে অগ্নির উত্তাপ দেয়। অগ্নির উত্তাপে রসের উপরিভাগে গাদ একত্র হইলে উহা অতি সতর্কভাবে তুলিয়া ফেলে; অবশেষে রস জমাট বাঁধিবার উপযোগী হইলে, হাতা কিম্বা ঐরূপ কোন উপকরণ দিয়া প্রথমে শীতলকরণার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স কিম্বা নলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কোন পাত্র মধ্যে রাখিয়া পুনঃ পুনঃ নাড়িতে হয়, পরে ঘন করিবার জন্য তাহা হইতে অপর পাত্রে ঢালিয়া থাকে। এই পাত্র মধ্যে রসের কিয়দংশ কোমল দানাবিশিষ্ট হয় ও কিয়দংশ ঘন আটাল দানাবিহীন তরল অবস্থায় থাকে। দানাদার অংশ, দানা বিহীন তরল রস হইতে পৃথক্ হইলেই চিনি হয়। সুতরাং উভয় প্রকার পদার্থ পৃথক্ করাই দরকার। তরল অংশ হইতে দানাদার অংশ পৃথক্ করিবার জন্য শেষোক্ত পাত্র হইতে দানাযুক্ত অংশ বাহির করিয়া একটী বৃহৎ গৃহ মধ্যে লইয়া যায়। উক্ত গৃহের মেজের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে তরল পদার্থ-ধারণের উপযুক্ত চৌবাচ্চা প্রস্তুত ও তাহার উপরিভাগে ফ্রেমের উপর কতকগুলি খালি পিপা স্থাপিত। ঐ সকল শূন্য পিপার তলদেশ কলার ডেগো ঢাকা ও তাহাতে আট দশটী করিয়া ছিদ্র থাকে। পূর্ব্বলিখিত দানাদার অথচ সামান্য তরল রসমিশ্রিত চিনি এই সকল পিপার মধ্যে রাখিলে উহার তরল অংশ ক্রমে সছিদ্র কলার ডেগোর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নীচে ভূমি গর্ত্তস্থ চৌবাচ্চা মধ্যে পতিত হয় এবং শুষ্ক চিনি পিপার মধ্যে রহিয়া যায়।

চিনি প্রস্তুতের জন্য অনেক স্থলে অনেক প্রকার কল আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে ডব্লিউ এণ্ড এ মইন (W. and A. M'onie) সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত কলই য়ুরোপখণ্ডে সর্ব্বত্র প্রচলিত ও বিশেষ আদৃত। [চিত্র দেখ।] এই কলে তাম্রনির্ম্মিত শূন্য কটাহ সংলগ্ন থাকে, ইহার ব্যাস ৯ ফিট্ ও নিম্নাংশ দ্বিতল। উভয় তলের মধ্যস্থলে ২ ইঞ্চি কিম্বা এক
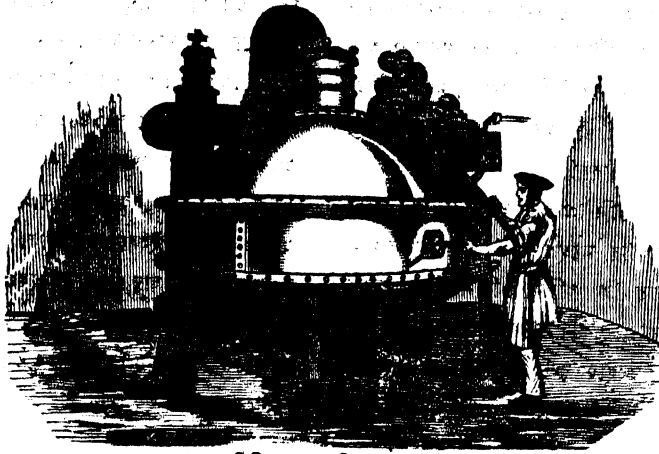
চিনি প্রস্তুত করিবার কল।

ইঞ্চি পরিমিত স্থান ধূম চলাচলের জন্য শূন্য থাকে। ইক্ষুরস পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীমত উত্তপ্ত ও উহার মলিনাংশ পৃথক্ হইয়া তরল হইলে এবং উত্তপ্তাবস্থাতেই তৈলের ন্যায় ঘন হইলে উহাকে এই কলের শূন্য কটাহে ঢালিয়া দিতে হয়। কল-সংলগ্ন শূন্য কটাহে নিক্ষিপ্ত রস শীতল হইতে আরম্ভ হইলে উহাতে দানা বাঁধিতে থাকে। দানা বাঁধিবার সময়ে যাহাতে দানাগুলি ঠিক একরূপ হয়, তৎপক্ষে চিনি প্রস্তুতকারীগণকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হয়। তাহারা শূন্য কটাহের সমুদায় অংশ রসপূর্ণ না করিয়া উহার তৃতীয় কি চতুর্থ অংশ রস পূর্ণ করিয়া অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিতে থাকে এবং দানাগুলি আয়তনে বৃহৎ হইয়া আসিলে উহার মধ্যে ক্রমশঃ মলিন রস দিয়া অগ্নির উত্তাপ দিতে থাকে। এইরূপে কটাহের রস দানাযুক্ত মণ্ডাকার হইলে উহা অপর পাত্রে ঢালিয়া এই পাত্র মধ্যে রাখিয়া শীতল করিলেই চিনি হয়, কিন্তু প্রস্তুতকারীগণ উহা তখন শীতল না করিয়া অন্যান্য দেশে রপ্তানির জন্য তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র মধ্যে ঢালিয়া শীতল করে। চিনির ভাল দানা বাঁধিলে এবং উহা শীতল হইলে পর পাত্রতলস্থ ছিদ্রগুলির ছিপি খুলিয়া দেয়। ছিপি খোলা হইলে পাত্রমধ্যস্থ যে রস জমিয়া দানাকারে পরিণত হয় নাই, তাহা বহির্গত ও প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়া বৃহৎ খাত মধ্যে গিয়া জমে। পরে পুনরায় ঐ রস কলের শূন্য কটাহে স্থাপন করিয়া উহা অপেক্ষা কিছু অল্প গুণবিশিষ্ট চিনি প্রস্তুত করে, ইহাই মাঝারি চিনি। এই চিনির অবশিষ্ট রসাংশ লইয়া তদপেক্ষা খারাপ চিনি প্রস্তুত করা হয়।

ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়া থাকে। চিনি পরিষ্কার করিবার স্থান আট নয় তল উচ্চ। অপরিষ্কৃত চিনি উহার উচ্চতম স্থানে লইয়া গিয়া চিনি-পরিষ্কারকগণ সম্ভবমত উহার সহিত উষ্ণ জল ও সামান্য গোরক্ত মিশাইয়া তলদেশে অগ্নির উত্তাপ দেয়, তাপ বেশী হইলে গোরক্তের সারভাগ ঘন হইয়া উক্ত তরল পদার্থ মধ্যস্থ সমুদায় অপরিষ্কৃত অংশ সহ পাতলা গাদের ন্যায় উপরে ভাসিয়া উঠে। সেই তরল চিনি মোটা ঘন বুনানি কার্পাসবস্ত্র নির্ম্মিত থলিতে ছাঁকিয়া লইতে হয়। এই থলি ব্যাগফিল্টার নামে অভিহিত। শীঘ্র শীঘ্র থলির মধ্য হইতে রস নিঃসরণের জন্য উহা লৌহদণ্ডে ঝুলাইয়া রাখে এবং পাছে শীঘ্র শীতল হইয়া যায়, এই উদ্দেশে উহার চারিপার্শ্বে উত্তাপ প্রয়োগ করে। বস্ত্রনির্ম্মিত থলি দিয়া সকল প্রকার ময়লা নষ্ট হয় বটে কিন্তু উহার কৃষ্ণবর্ণত্ব যায় না, সেই জন্য থলি হইতে বহির্গত হইলে পুনরায় লৌহনির্ম্মিত অঙ্গারাস্থি-পরিপূর্ণ পাত্র মধ্যে রাখিয়া দেয়। ঐ পাত্রের উচ্চতা সচরাচর ২০।৩০ ফিট এবং ব্যাস প্রায় ৫।৬ ফিট। পাত্রস্থ অঙ্গার চূর্ণ করিয়া দেয়। অঙ্গার চূর্ণের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর ইহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়। এই সময় অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া জলীয় অংশ বাষ্পাকারে পরিণত করিলে শুভ্র, উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত চিনি প্রস্তুত হয়।

চিনি অধিকতর পরিষ্কৃত ও দানাগুলি গোটাবাঁধিয়া বৃহদাকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে মিছরী বলে। চিনির রস সুচারুরূপে পরিষ্কৃত হইলে চিনি প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত সাধারণ কটাহ অপেক্ষা বৃহৎ কটাহে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ ও

মধ্যে মধ্যে নূতন রস ঢালিয়া দিতে হয়, উহার মধ্যে বড় বড় দানা দৃষ্ট হইলে উহা কেন্দ্রবিমুখ (Centrifugal Machine) কলের মধ্যে পাত্রান্তর করা হয়। উক্ত কলে ঢালিবামাত্র দানা-বিশিষ্ট অংশগুলি অবশিষ্ট রস হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে ও শুষ্ক হইয়া যায়। এই বড় বড় দানাদার চিনিই মিছরী নামে অভি-হিত। এই প্রকার চিনির দানাগুলি সহজে দ্রব করা যায় না।

চিনির ব্যবসা।

জগতে কি পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে টলি সাহেব কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ চিনি ভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার কৃত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে—

ভারতবর্ষ ও বৃটীশ আমেরিকায়	৯৬৬৬২৫০	মণ,
ফরাসী উপনিবেশ সকলে	১৭৭৩৭৫০	মণ,
হলণ্ডের উপনিবেশ সকলে	১৭৮৭৫০০	মণ,
স্পেনের উপনিবেশে	৯১৪৩৭৫০	মণ,
ডেন্মার্কের উপনিবেশ সকলে	২০৬২৫০	মণ,
ব্রজিল দেশে	৫৫০০০০০	মণ,
আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে	৩৭৫৩৭৫০	মণ,
	মোট ৩১৮৩১২৫০	মণ,

ইক্ষু-চিনি অন্য দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। তিনি আরও স্থির করেন যে, যে পরিমাণ চিনি এক এক দেশ হইতে ভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, উক্ত পরিমাণ চিনি সেই সেই দেশের প্রয়োজন জন্যও ব্যয়িত হয়। তিনি যে কেবলমাত্র ইক্ষুরসোৎপন্ন চিনির বিষয় স্থির করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি তাঁহার তালিকা মধ্যে ৪৫৩৭৫০০ মণ বিট-মূলের চিনি, ২৭৫০০০০ মণ খেজুরে চিনি এবং ৫৫০০০০ মণ মাপল্ চিনির বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা হউক যদি তাঁহার তালিকা বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা ৬৮৭৫০০০০ মণের অনেক অধিক চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মাকুলক্ সাহেবের মতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সমুদায় পৃথিবীতে ২৫০০০০০০ হণ্ড্রেট্ ওয়েট চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল।

অপরাপর দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে চিনি অধিক প্রয়ো-জনে লাগিয়া থাকে। চিনি ভিন্ন কোন প্রকার মিষ্টান্ন কি ভাল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে না। মিষ্টান্ন, পক্কান্ন প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত ব্যতিরেকেও বহু বিষয়ে চিনির আবশ্যক হইয়া থাকে।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কাশী, গাজিপুর প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয় এবং উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু সন্তান দেশীয় ব্যতীত বিদেশীয় পরিষ্কৃত চিনি ব্যবহার করেন না।

(১৮৩৬-৩৭ খৃঃ অব্দে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ৫১৩৮৪৬০৲ ১৮৪০-৪১ খৃঃ অব্দে ১৬৪৬৮৮৯৮৲ এবং ১৮৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৬৬২৮৫২৪৲ টাকার চিনি বিদেশে রপ্তানি হয়। এই সমস্ত চিনি অধিকাংশই বাঙ্গালা দেশে উৎপন্ন হইত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বাঙ্গালা দেশজাত চিনির উপর শুল্ক অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ঐ বর্ষ হইতেই ভারতীয় চিনির ব্যবসা কমিতে থাকে। ১৮৯০-৯১ সালে ভারতবর্ষে হইতে মোট ৩৮৩৭৫৪৯৲ টাকার চিনি ও ৩৭৯১৮৭১ মণ গুড় ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হয়।

ঐ বৎসর মরিচসহর, চীন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও উপ-নিবেশ সমূহ হইতে মোট ৩,৩২,৬৮৪৬৯৬৲ টাকার চিনি ও ৭৩০৩৬৩৲ টাকার গুড় প্রভৃতি ভারতবর্ষে আমদানি হয়।

১৮৮৯-৯০ সালে বাঙ্গালা হইতে ৫৮৬৯৬ মণ চিনি ও ৩৯৪৩৩৭ মণ গুড়, দোলা ইত্যাদি ভারতের নানাস্থানে রপ্তানি হয়। ঐ বর্ষে ভারতের নানাস্থান হইতে আমদানি পরি-মাণ ১০১১৩ মণ চিনি ও ৭৬৩৮২ মণ গুড় ইত্যাদি।

গত ১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে আমদানির পরিমাণ প্রায় ৭০৲ লক্ষ টাকা। কিন্তু ঐ বৎসর বাঙ্গালা হইতে ২৪২০৬৲ টাকার চিনি ও ৩১০০৲ টাকার গুড়, মোট ২৭৩০৬৲ টাকার মাত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। সুতরাং ঐ বর্ষে প্রায় ৬৯½ লক্ষ টাকা কেবল চিনি, গুড় ইত্যাদি ক্রয় জন্যই বাঙ্গালাকে দিতে হইয়াছে।

ম্লেচ্ছজাতির প্রস্তুত চিনির প্রতি পূর্ব্বে লোকের যে ঘৃণা ছিল তাহার শৈথিল্যই বিদেশীয় চিনির কাটতির কারণ।

কেবল কলিকাতা নগরেই প্রতিবর্ষে প্রায় ৩ তিন লক্ষ মণ চিনি খরচ হয়। ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে ১৩ সের ১০ ছটাক চিনি ভক্ষণ করিয়াছিল।

চিনিওৎ, পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝঙ্গ্ জেলার একটী নগর। ইহা চন্দ্রভাগানদীর দুই মাইল দক্ষিণে এবং ঝঙ্গ্ হইতে উজিরা-বাদে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৪৩′৩২″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৫৯″ পূঃ। এস্থল সমৃদ্ধিশালী। এখানে একটী উৎকৃষ্ট মস্জিদ এবং একজন মুসলমান সাধুর নামে প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির আছে। কাষ্ঠ এবং প্রস্তরে খোদিত কারুকার্য্যের জন্য এ স্থান বিখ্যাত। যে সময়ে, আগ্রায় বিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মিত, হয় সে সময়ে

প্রধানকার স্বর্ণবণিগণ তথায় গমন করিয়াছিল। চিনিওৎ তহশীলের কার্য্যালয় সকল এই নগরে অবস্থিত।

চিনিকামরাঙ্গা (দেশজ) একপ্রকার গাছ। ইহার ফল কামরাঙ্গার স্থায়। আকারে তাহার অর্দ্ধেক। পরিপক্কাবস্থায় ইহার বর্ণ ঘোর সবুজ, কিন্তু কামরাঙ্গার ন্যায় সুদৃশ্য নহে। ইহা কামরাঙ্গার মত অম্ল নয়, এবং ইহার আস্বাদও তেমন উত্তম নহে।

চিনিবাদাম (দেশজ) দক্ষিণআমেরিকাজাত ফল। কিন্তু এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহা উৎপন্ন হয়। এই বাদাম মাটীর ভিতর জন্মে এবং সেই খানেই ইহা পরিপক্ক হয়। এই নিমিত্ত ইহাকে ভূঁইমুগ বলে। ইহার আস্বাদন বাদামের ন্যায়।

চিনিতোপ (পুং) তোপচিনি।

চিন্‌চিন্‌ (দেশজ) অল্প অল্প জ্বালা করা।

চিন্তক (ত্রি) চিন্তয়তি চিন্তি-ণ্বুল্ (ণ্বুলতৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) যে চিন্তা করে, চিন্তয়িতা।

চিন্তন (ক্লী) চিতি-ণিচ্ ভাবে-ল্যুট্। অনুধ্যান, চিন্তা।

চিন্তনীয় (ত্রি) চিতি-ণিচ্ কর্ম্মণি অনীয়। অনুধ্যেয়, ভাবনীয়। "অতোঽন্যশ্চিন্তনীয়স্ত" (ভাগ° ৮।১১।৩৮)

চিন্তয়িতব্য (ত্রি) চিতি-ণিচ্ কর্ম্মণি তব্য। চিন্তনীয়, ধ্যেয়।

চিন্তা (স্ত্রী) চিতি-ণিচ্-স্ত্রিয়ামঙ্ (চিন্তিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চশ্চ। পা ৩।৩।১০৫) ততোঽ দন্তত্বাৎ টাপ্ (অজাদ্যতষ্টাপ্।) ১ আধ্যান, ভাবনা। "চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তঃ" (ভাগ° ৭।৫।৪৪।) ২ কম্পনাপতি উদয়ের পত্নী। (রাজত° ৮।৩৪৫৩) ৩ নাটকোক্ত ব্যভিচারি গুণবিশেষ। লক্ষণ,—প্রিয় বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু তদ্বিষয়ক ধ্যান; ইহা দৃষ্টির শূন্যতা, শারীরিক তাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস দ্বারা অনুমিত হয়। চিন্তা করুণ রসে° ব্যভিচারী। (সাহিত্যদর্পণ) ৪ দর্শনসম্ভোগবিষয়ক ভাবনাভেদ। (রসমঞ্জরী) পর্য্যায়—আধ্যা, ধ্যান, চিন্তিতি।

চিন্তাকর্ম্মন্‌ (ক্লী) চিন্তৈব কর্ম্ম কর্ম্মধা°। চিন্তারূপ কার্য্য।

চিন্তাকারিন্‌ (ত্রি) চিন্তাং করোতি চিন্তা-কৃ-ণিনি। যে চিন্তা করে।

চিন্তাপর (ত্রি) চিন্তা পরা প্রধানং যস্ত বহুব্রী। চিন্তাসক্ত, চিন্তান্বিত।

চিন্তামণি (পুং) চিন্তায়াং সর্ব্বকামদো মণিরিব। শাক-পার্থিববৎ সমাসঃ অথবা চিন্তয়া ধ্যান-ধারণাদিনা মন্যতে আহূয়তে চিন্তা মন-ইণ্। ১ ব্রহ্মা। ২ বুদ্ধবিশেষ। ৩ কামপ্রদ মণিভেদ। "চিন্তামণীন্দুদারাংশ্চ চিন্তিতে সর্ব্বকামদান্" (হরি° ১৫২ অঃ) ৪ সর্ব্বকামদপরমেশ্বর। ৫ মন্ত্রবিশেষ। ৬ যাত্রিক যোগভেদ। মঙ্গল সহজ স্থানে ও বৃহস্পতি ভাগ্যস্থানে থাকিলে তাহাকে চিন্তামণি যোগ বলে, ইহাতে যাত্রা করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয়। (জ্যোতিষ) ৭ স্পর্শমণি। "যথা চিন্তামণিং স্পৃষ্ট্বা লৌহং কাঞ্চনতাং ব্রজেৎ।" (পদ্ম—উত্তরখণ্ড) ৮ গণেশ ভেদ। ইনি কপিলের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবাহু গণ নামক দৈত্য কপিলের চিন্তামণি হরণ করিলে ইনি তাহাকে বিনাশ করিয়া সেই মণি উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই অবধি ইনি চিন্তামণি নামে অভিহিত হন। কপিলের গৃহে উৎপত্তি হেতু ইহার আর একটী নাম কপিল। (স্কন্দপু° গণপতিকল্প।) ৯ অশ্ববিশেষ। লক্ষণ—কণ্ঠদেশে একটী মাত্র বৃহৎ লোমাবর্ত্ত থাকিবে। এই অশ্ব চিন্তিত অর্থ-বৃদ্ধিকারী। (নকুলকৃতাশ্ব চিকিৎসা)

চিন্তামণি, ১ কৃষ্ণকীর্ত্তিপ্রবন্ধ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, মুহূর্ত্তচিন্তামণি-রচয়িতা রামের পিতামহ। সংস্কৃত ভাষায় ইহার রচিত এই কয়খানি জ্যোতির্গ্রন্থ পাওয়া যায়—গণিততত্ত্ব চিন্তামণি, গ্রহগণিতচিন্তামণি, জ্যোতিঃশাস্ত্র, রমলশাস্ত্র, রমলচিন্তামণি, রমলোৎকর্ষ।

৩ মুহূর্ত্তমালা নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

৪ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার, হরিহরের পুত্র ও সিদ্ধেশের পৌত্র। ইনি অঙ্কাবলী, অভিধানসমুচ্চয়, কংসবধ, কাদম্বরীরস, কৃত্যপুষ্পাঞ্জলি, ত্রিশিরোবধ, বাসুদেবস্তব, শম্বরারিচরিত এবং ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্ময়বিবেক নামে ছন্দোগ্রন্থ রচনা করেন।

৫ শেষ নৃসিংহের পুত্র শেষ চিন্তামণি নামে খ্যাত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় ছন্দঃপ্রকাশ, মেঘদূত টীকা, রসমঞ্জরীর ভাষ্য, রুক্মিণীহরণ নাটক এবং বৃত্তরত্নাকরের সুধা নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

৬ শিবপুরবাসী গোবিন্দ জ্যোতির্বিদের পুত্র, দৈবজ্ঞ চিন্তামণি নামে বিখ্যাত। ইনি ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তারচিন্তামণি নামে এক ছন্দোগ্রন্থ ও তাহার টীকা রচনা করেন।

৭ জ্ঞানাধিরাজ কৃত সিদ্ধান্তসুন্দরের একজন টীকাকার। এই নামে সংস্কৃত ভাষায় ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিস্তর গ্রন্থ আছে।

চিন্তামণি ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য, গৌড়বাসী একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত। ইনি স্মৃতিব্যবস্থা রচনা করেন। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে উদ্বাহ, তিথি, দায়, প্রায়শ্চিত্ত, শুদ্ধি ও শ্রাদ্ধব্যবস্থা বর্ণিত আছে।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দূর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা, এই সমুদায় একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ডপত্রে

বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। তিন দিবস পরে বাহির করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল। ইহা সেবন করিলে অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

চিন্তামণিপেট, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার জেলার একটী নগর। ইহা কোলার হইতে ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ২১´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫´৪৫´´ পূঃ।

চিন্তামণিরাও নামক একজন মহারাষ্ট্রী এই নগরটীকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং এই নিমিত্ত তাঁহার নাম হইতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি ব্যবসাদার লোক বাস করে। সোণা, রূপা, জহরৎ এবং নানা প্রকার শস্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে।

চিন্তামণিরস, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, বিষ ॥০ তোলা, জয়পাল ১॥০ তোলা, এই সকল দ্রব্য গোড়ানেবুর রসে মর্দ্দিত ও গোলাকার করিয়া তিনটী পাণ দিয়া বেষ্টন এবং মৃত্তিকার কৌটায় স্থাপন পূর্ব্বক কুট্টিত বস্ত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে তুলিয়া ঐ পাণ তিনটীর সহিত সমুদায় চূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার জয়পাল অর্দ্ধ তোলা ও বিষ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া আদার রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিকটুচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ ও চিতাপাতার রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, শূল প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

২য় প্রকার—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ তোলা ও রৌপ্য ॥০ তোলা সমুদায় একত্র করিয়া চিতার রস, ভৃঙ্গরাজ রস এবং অর্জ্জুন ছালের ক্বাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এক একটী বটিকা গোধূমের ক্বাথের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ, ফুস্‌ফুস্‌রোগ এবং প্রমেহ, শ্বাস, কাশ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্ন°)

চিন্তামণিবিনায়ক (পুং) গণপতির মূর্ত্তিভেদ। কাশীতে যে ৮টী বিনায়ক আছেন, ইনিও তাহাদের অন্তর্গত। ইনি হেরম্বের অগ্নিকোণে অবস্থান করিতেছেন। (কাশীখ° ৫০ অঃ)

চিন্তাময় (ত্রি) চিন্তা-ময়ট্ (ময়ট্ চ। পা ৪।৩।৮২) চিন্তাদ্বারা উপস্থিত, চিন্তাহেতু উৎপন্ন। "ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বরম্" (ভাগ° ২।২।১২) 'চিন্তাময়ং চিন্তয়া আবির্ভবন্তং' (শ্রীধর)।

চিন্তাবৎ (ত্রি) চিন্তা অস্ত্যস্য চিন্তা-মতুপ্ মস্য বশ্চ (মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ। পা৮।২।৯) চিন্তাযুক্ত, চিন্তিত।

চিন্তাবেশ্মন্ (ক্লী) চিন্তায়া মন্ত্রণাদের্বেশ্ম গৃহং ৬তৎ। মন্ত্রণাগৃহ। তৎপর্য্যায়—দার্ব্বাট (হারাবলী)।

চিন্তি (পুং) ১ দেশবিশেষ। ২ তদ্দেশবাসী জাতিভেদ। সুরাষ্ট্রপদের সহিত দ্বন্দ্ব সমাস করিলে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি স্বরত্ব হয়। ("চিন্তি সুরাষ্ট্রাঃ।" পা ৬।২।৩৭)

চিন্তিড়ী (স্ত্রী) তিন্তিড়ী পৃষোদরাদিত্বাত্তস্য চত্বং। তিন্তিড়ী, তেঁতুলগাছ।

চিন্তিত (ত্রি) চিতি-কর্ম্মণি ক্ত। ১ অনুধ্যাত, ভাবিত, আলোচিত। "যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রযাতি" (উদ্ভট) কর্ত্তরি ক্ত। ২ যে চিন্তা করে, চিন্তাযুক্ত। ভাবে-ক্ত। ৩ চিন্তা।

চিন্তিতা (স্ত্রী) ১ চিন্তিতা নাম্নী স্ত্রী। তস্যা অপত্যং চৈন্তিতঃ (অবৃদ্ধাভ্যো নদীমানুষীভ্যস্তন্নামিকাভ্যঃ। পা ৪।১।১১৩।) ২ চিন্তাযুক্তা, ভাবযুক্তা।

চিন্তিতি (স্ত্রী) চিতি ভাবে ক্তিচ্ ইট্‌চ। চিন্তা।

চিন্তিয়া (স্ত্রী) চিন্তা। (ত্রিকাণ্ড°)

চিন্তোক্তি (স্ত্রী) চিন্তয়া উক্তিঃ কথনং ৩তৎ। চিন্তা পূর্ব্বক যাহা বলা যায়।

চিন্ত্য (ত্রি) চিন্ত-কর্ম্মণি যৎ। চিন্তনীয়, ভাবনীয়। "কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া।" (গীতা ১০।১৭)

চিন্ত্যদ্যোত (পুং) চিন্ত্যঃ সন্ দ্যোততে দ্যুত-অচ্। দেবভেদ, চিন্তা দ্বারা যাঁহার পবিত্র জ্যোতি অনুভব করা যায়। "চিন্ত্যদ্যোতা যে চ মনুষ্যেষু মুখ্যাঃ"। (ভারত অনু° ১৮ অঃ)

চিন্ন (পুং) (Panicum miliaceum) শস্যবিশেষ, চিনে ধান।

চিন্নকিমেদি, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলার পশ্চিমে অবস্থিত এক বিস্তৃত জমিদারীর তিনভাগের এক ভাগ। [কিমেদি দেখ।] কন্ধজাতি ইহার অধিবাসী, কিছুকাল পূর্ব্বে ইহারা দেবতার সমক্ষে নরবলি দিত। যাহারা বলিরূপে মনোনীত হইত তাহাদিগকে মেরিয়া বলিত। কথিত আছে যে, কন্ধগণ সুরাপানে মত্ত হইয়া মেরিয়াকে টানিতে টানিতে লইয়া যাইত এবং যতক্ষণ তাহার মৃত্যু না হইত ততক্ষণ অস্ত্র দ্বারা তাহার দেহ হইতে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া মাংস কাটিয়া লইত। পরে মৃত দেহ দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম নূতন শস্যের সহিত মিশ্রিত করিত। কীট হইতে শস্য রক্ষা করিবার ইহা একটী উপায়।

চিন্নমলপুর, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলাস্থিত পাহাড়ের একটী চূড়া। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬১৫ ফিট উচ্চ।

চিন্নমভট্ট, বিষ্ণুদেবারাধ্যের পুত্র ও সর্ব্বজ্ঞের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে ইনি রাজা হরিহরের আদেশে তর্ক-

ভাষাপ্রকাশিকা, নিরুক্তিবিবরণ ও চিন্নভট্টীয় নামে স্থায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চিন্নবোম্মভূপাল, দক্ষিণাপথের নলবোম্মভূপালের পুত্র, ইনি সংস্কৃতভাষায় সঙ্গীতরাঘব রচনা করেন।

চিন্ময় (ত্রি) চিৎ ময়ট্। জ্ঞানময়।

চিন্মুলগুন্দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলার একটী স্থান। ইহা কোড় নামক নগর হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানটীর উত্তরপূর্ব্বদিকে কালপাথরে নির্ম্মিত চিকেশ্বরের মন্দির আছে। ইহা নানা প্রকার কারুকার্য্যে খচিত এবং ইহার ছাদ ১১টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এই স্থানটীর উত্তরে একটী ছোট পাহাড়ের উপর সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। ইহার ভিতরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ইহার কিছু দূরে একটী গুহা আছে। প্রবাদ এই যে গুহাটী অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এখানে মুচকুন্দরায়ের একটী আশ্রম ছিল এবং তাহা হইতে ইহার নাম মুলগুন্দ হইয়াছে। ইহার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে সোণার গুঁড়া পাওয়া যায় বলিয়া ইহা চিন্মুলগুন্দ নামে অভিহিত।

এই স্থানটীতে ছুটী উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে, একটী চিকেশ্বরের মন্দিরে অপরটী সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে।

চিপিট (পুং) চিনোতি চি-বাহুলকাৎ পিটচ্ সচ কিৎ। ভক্ষ্য-দ্রব্যবিশেষ, চিড়া। ইহা গুরুপাক, বলকারক ও কফবর্দ্ধক। দুগ্ধ মাখিয়া ভক্ষণ করিলে বায়ুনাশক ও রেচক। (রাজবল্লভ)

ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ,—উৎকৃষ্ট নূতন ধান্য কিছুক্ষণ জলে সিদ্ধ করিয়া একরাত্রি শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরদিবস ঐ ধান ছাঁকিয়া কাটখোলায় কতকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়া চাড়া করিয়া ভাজিতে হয়। যখন দুই একটা ধান ফুটিতে থাকে, তখন সমস্তগুলি ঢেঁকির গড়ে ফেলিয়া কুটিতে হয়। চিড়া কুটিবার ঢেঁকী ঠিক ধান ভাণিবার ঢেঁকির মত, তবে উহার মুখটির অগ্রভাগে লোহার শামা (belt) থাকে না। কুটিতে কুটিতে ধানের তুষ চূর্ণ এবং তণ্ডুলভাগ চেপ্টা হইয়া যায়। তখন গড় হইতে বাহির করিয়া কুলাদ্বারা চিড়া তুষ শূন্য করা হয়।

পুরাতন ধান্যে ভাল চিড়া হয় না। নূতন শালিধান্য, নীবারধান্য হইতেই উৎকৃষ্ট চিড়া হয়। চিড়া যত পাতলা ও শাদা হইবে ততই উৎকৃষ্ট।

এদেশে সর্ব্বত্রই চিড়া প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পাথেয় জন্য ব্যবসায়ীগণ চিড়া ও গুড় লইয়া যায়। চিড়ার সহিত সচরাচর মুড়কি ব্যবহৃত হয়। অসমর্থ পক্ষে লুচি কচুরির পরিবর্ত্তে অনেক সময় চিড়া, মুড়কি, দধি, গুড় ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সম্পন্ন হয়।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় দিবস চিড়া ও নারিকেলের জল ভক্ষণ করা শাস্ত্রবিহিত।

সংস্কৃত পর্য্যায়—পৃথুক, চিপিটক, চিপুট, ধান্যচমস, চিপীটক। বৈদ্যক মতে ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকারক। (ভাবপ্রকাশ)

চিপিট যতী বিধবা ব্রহ্মচারীদিগের অভক্ষ্য, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেও ভক্ষণে ইহা নিতান্ত প্রশস্ত নহে। দেশাচার ভেদে ইহা কোন কোন দেশে শুদ্ধ, কিন্তু দেবতার প্রতি উৎসর্গে ইহা প্রশস্ত নহে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখ°) ২ নি-নতা নাসিকা বিদ্যতেঽস্য নি-নাসিকা পিটচ্ প্রকৃতেশ্চিশ্চ। (ইনচ্পিটচ্ চিকচি চ। (পা ৫।২।৩৩ বার্ত্তিক) (ত্রি) ২ নতনাসিক, খেঁদা। চিপিট অধম, ইহার দর্শনে অনর্থোৎপত্তি হয়। (বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ ১৩।৫) ৩ চিপিটাকার। (পুং) ৪ অঙ্গুল্যাদি নিপীড়ন দ্বারা নেত্রের আকুলতা। "ভ্রান্তৌ দৃগন্তচিপিটীকরণাদিরাদিঃ" 'দৃগন্তচিপিটীকরণং নেত্রান্তাকুলীকরণং' (নৈবধে মল্লি)।

চিপিটক (পুং) চিপিট-স্বার্থে কন্। চিপিট, চিড়ে।

চিপিটজয়াপীড়, কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেথ।]

চিপিটনাসিক (পুং) চিপিটা নাসিকা যত্র বহুব্রী। ১ দেশ-ভেদ। ঐ দেশ কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত। (বৃহৎ সংহিতা) সোঽভিজনোঽস্য ইত্যণ্ তস্যলুক্। ২ তদ্দেশবাসী লোক। ৩ সেই দেশের রাজা। ৪ মধ্যদেশের উত্তরাংশবাসী লোক। (ত্রি) চিপিটানাসিকা যস্য বহুব্রী। ৫ চিপিটাকার নাসিকাযুক্ত।

চিপিটা (স্ত্রী) ১ গুণ্ডাসিনী তৃণ, হরিৎবর্ণ নিষ্পাবী। চিপিট-টাপ্। ২ চিপিট মূর্ত্তি। "চিপিটাভিভবেদ্ধানী।"(কাশীখ° ৩৭।১৬)

চিপিটিকাবৎ (ত্রি) চিপিটকের ন্যায় আকারযুক্ত।

চিপীটক (পুং) চিপিট, চিড়া।

চিপুট (পুং) চিপিট-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। চিপিটক, চিড়া।

চিপ্প (পুং) চিকতি পীড়য়তি অঙ্গুলিং চিক-অচ্ ক-স্থানে প্রাগমঃ। নখরোগবিশেষ, আঙ্গুলহাড়া। লক্ষণ—বাত ও পিত্তে নখ-মাংসে যদি জ্বালা ও যন্ত্রণা দেয় তাহাকে চিপ্পরোগ কহে। চিকিৎসা—প্রথম রক্তস্রাব বা শোধন দ্বারা ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিবে। যদি ইহার উষ্ণতা না থাকে, তবে গরমজল দ্বারা সেক দিবে। পরিপক হইলে কাটিয়া ব্রণো-চিত বিধান দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিবে। লৌহপাত্রে হরিদ্রার রসে হরীতকী ঘষিয়া তাহার সার দিয়া ইহাকে পুনঃ লেপন করিবে। গাম্ভারী বৃক্ষের কোমল সাতটী পত্র দ্বারা ইহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিলে শীঘ্রই ইহার উপশম হয়।

(ভাবপ্রকাশ মধ্যখণ্ড ৪র্থ ভাগ)।

মতান্তরে—চিপ্পরোগে নখমাংসের ভিতরে দপ্ দপ্ করে

জ্বালা, যন্ত্রণা ও জ্বর হয়। ইহা ক্ষতরোগ নহে। ইহাকে উপ-নখও বলা যায়। (বাভট উত্ত° ৩১ অঃ)। পাকিলে ইহাকে অস্ত্রদ্বারা কাটিবে। (বাভট উ° ২২ অঃ)

চিপ্পিকা (স্ত্রী) রাত্রিচর, জন্তুভেদ। ইহা অকাল অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিলে দেশ বা রাজার বিনাশের কারণ হয়। (বৃহৎস° ৮৮।২।)

চিপ্য (পুং) কৃমিভেদ।

চিপ্‌লুন, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত রত্নগিরি জেলার চিপ্‌লুন্ উপবিভাগের প্রধান নগর। ইহা সমুদ্র হইতে ২৫ মাইল দূরে এবং বাশিষ্ঠীনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। ইহার অক্ষা° ১৭° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৮´ পূঃ। ইহা কোঙ্কণস্থ বা চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণের আদিম বাসস্থান। ইহার অপর নাম চিত্তপোলন। এই নগরের দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল দূরে কতকগুলি প্রস্তর খোদিত মন্দির আছে। ইহার মধ্যে বড়টী লম্বায় ২২ ফিট, চৌড়ায় ১৫ ফিট এবং উচ্চে ১০ ফিট। ইহার একদিকে বৌদ্ধদের দেহগোপাকৃতি একটী মন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে পরশুরামের একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। পরশুরাম-শৈল এই স্থানের নিকটবর্ত্তী।

চিবুক (ক্লী) অধরাধোভাগ, দাড়ী, পুতনী।

চিম (পুং) কক্‌থট পত্র, পাট্ট।

চিমটন (দেশজ) নখদ্বারা পীড়ন, খামচান।

চিমটা (দেশজ) ১ আগুন তুলিবার জন্য লৌহনির্ম্মিত যন্ত্র। ২ মোচনা, সোন্না।

চিমন্‌গৌড়, গৌড়জাতির একটী বিভাগ, অপর নাম চামার-গৌড়। অপর দুইটী ভাগের নাম তাটগৌড় এবং বামনগৌড়। দিল্লীর অন্তর্গত মধ্যদোয়াবে এই জাতীয় বড় বড় লোক অবস্থিতি করে। চামারগৌড়েরা কয়েকটী বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গৌড়বংশীয়েরা বিপদাপন্ন হইলে পর তাহাদের একটী স্ত্রীলোক পূর্ণ গর্ভাবস্থায় একজন চামারের গৃহে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। আশ্রয়দাতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সে চামার নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু এই জাতীয় কতকগুলি লোকে বলিয়া থাকে যে, তাহাদের প্রকৃত নাম চৌহারগৌড়, এই নামে অভি-হিত কোন রাজা হইতে তাহারা এই নাম পাইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে চিমনগৌড় বলা উচিত। যেহেতু তাহারা চিমল মুনি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

চিমি (পুং) চিনোতি সঞ্চিনোতি মনুষ্যজাতিবদ্‌বাক্যানি চি-বাহুলকাৎ মিক্। ১ শুকপক্ষী। ২ পট্টকবৃক্ষ, পাটশাক।

চিমিক (পুং) চিমি-স্বার্থে-কন্। ১ শুকপক্ষী। ২ পট্টকবৃক্ষ।

চিমিচিমা (স্ত্রী) চেদনবিশেষ, চিন্ চিন্ করা।

চিমূয়, মধ্যপ্রদেশের চাঁদা জেলার অন্তর্গত চিমূর পরগণার একটী নগর। ইহার অক্ষা° ২০° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২৫´৩০´´ পূঃ। ইহা বরদা তহশিলের প্রধান নগর। এখানে উৎকৃষ্ট তুলার বস্ত্র প্রস্তুত হয় এবং প্রতিবৎসরে একটী মেলা বসিয়া থাকে।

চিম্‌নাজিআপা, মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের প্রথম পেশোবা বালাজি বিশ্বনাথের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে বালাজি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে পর তাঁহার প্রথম পুত্র বাজিরাও পেশোবার পদ প্রাপ্ত হন। চিম্‌নাজি তাঁহার অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন এবং সুপা নামক একটী জেলা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করা হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরকোঙ্কণের মধ্যে যে সকল স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, চিম্‌নাজি তাঁহার অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন। বাজিরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজিরাওয়ের তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত চিম্‌নাজির সাহায্যে তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র ক্ষমতা ও রাজ্য বিস্তার পক্ষে চিম্‌নাজি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বালাজিরাওকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের শেষে চিম্‌নাজি পরলোক গমন করেন। ইহার মৃত্যুতে বালাজিরাও বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

চিম্‌নাজিমাধবরাও, মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের অষ্টম পেশোবা। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষে মাধবরাওয়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময়ে তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার আত্মীয় বাজীরাও, যিনি শাস্ত্রবিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। নানা ফাড়্‌নবিস্ এই সময়ে পেশোবার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিলনা যে, বাজি-রাও পেশোবার পদ প্রাপ্ত হন এবং এই জন্য তিনি মাধব-রাওয়ের মৃত্যুকালের কথা গোপন করিয়া প্রস্তাব করেন যে, মাধবরাওয়ের বিধবা স্ত্রী যশোদা বাই একটী দত্তক গ্রহণ করেন, এবং সে যতকাল পর্য্যন্ত সাবালক না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত নানা তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ পেশোবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এই প্রস্তাবে হোল্‌কার এবং সে সময়কার বড় বড় লোক ও ইংরাজগণ সম্মত হন। বাজিরাও এই সমস্ত জানিতে পারি-লেন, এবং তিনি তাঁহার অধিকার রক্ষা করিবারজন্য যত্নবান্ হই-লেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। মাধবরাওয়ের বিধবা স্ত্রী বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা চিম্‌নাজিকে দত্তক গ্রহণ

করিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে ইনি পেশোবার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পরশুরাম ভাউ প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি স্বয়ং সৈন্যবিভাগের কার্য্য ভার গ্রহণ এবং নানা অন্যান্য বিভাগের কার্য্য পরিদর্শন করেন। এই প্রস্তাবে নানা সম্মতি প্রদান করিলেন এবং এতৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা স্থির করিবার জন্য পরশুরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিপন্থকে তাঁহার নিকটে ওয়াই নামক স্থানে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পরশুরাম ভাউয়ের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। হরিপন্থ ওয়াই নামক স্থানে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু দূত স্বরূপ না গিয়া সৈন্যসহ যাত্রা করিলেন। নানা পরশুরামের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া রায়গড় কেল্লার সন্নিহিত মাহাড় নামক স্থানে গমন করিলেন।

এই সময়ে নানা আপনাকে বিপদাপন্ন জ্ঞান করিলেন। কিন্তু এই বিপদে তাঁহার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইল। তিনি কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া অনেক বড় বড় লোক আবদ্ধ করিলেন। চিম্‌নাজির ভ্রাতা বাজিরাওয়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। স্থির হইল যে, বাজিরাও পেশোবা হইবেন এবং তিনি স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিবেন। নানা কএক বৎসর ধরিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই অর্থ দ্বারা তিনি ক্ষমতাপন্ন প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে হস্তগত করিলেন। যথেষ্ট সৈন্য তাঁহার অধীন হইল, বাজিরাও পেশোবার পদ পাইবেন, নিজাম এবং সিন্ধিয়া মহারাজা কোন কোন জমিদারী ও স্থান প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিলেন। সুতরাং তাঁহারা বাজিরাও এবং নানার সহায় হইলেন। ২৭শে অক্টোবরে মহারাজ সিন্ধিয়া তাঁহার মন্ত্রী বালবাকে বন্দী এবং পরশুরামকে ধরিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্য নিজাম প্রদত্ত আর একদল সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। পরশুরাম ইহা অবগত হইয়া চিম্‌নাজিকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু উল্লেখিত সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা ধৃত হন। এইরূপে নানার কূট নীতি সফল হইল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৫শে নবেম্বরে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং সেই বৎসরের ৪ঠা ডিসেম্বরে বাজিরাও পেশোবার পদে অভিষিক্ত হন। চিম্‌নাজিকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন। যাহা হউক তিনি গুজরাটের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাজিরাওয়ের পেশোবার পদ প্রাপ্তি বিষয়ে নাগপুরের রঘুজি ভোঁস্লে এবং ইংরাজগণ সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন।

চিম্‌নাজি যাদব, একজন মহারাষ্ট্র বিদ্রোহী। ইনি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ছিলেন। ভাউখড়ে এবং নানা দরবাড়ে নামক দুজন সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া সহ্যাদ্রি পার্শ্ববাসী কোলিদিগকে উত্তেজিত করেন, তৎপরে তাহাদিগকে লইয়া একটী দল সংগঠিত করিয়া অনেক পল্লীগ্রাম লুট করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কোলিদিগের উপদ্রব আরম্ভ হয়। ইহাদিগের নেতাগণ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা পেশোবার পরিবর্ত্তে রাজ্য শাসন করিবেন এবং প্রকৃতরূপে শাসন ভার গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রুড্ একদল অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোককেই দণ্ড দিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহারা সম্পূর্ণরূপে শাসিত হয়।

চিম্‌নাপাটেল, মধ্য প্রদেশস্থ নাগপুর বিভাগের অন্তর্গত কাম্‌থা এবং বরুদ তালুকদ্বয়ের জমিদার। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজবিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কাপ্তেন গর্ডন সাহেব তাঁহাকে শাসন করেন।

চির (ত্রি) চি-বাহুলকাৎ রক্। ১ দীর্ঘ, দীর্ঘকালবর্ত্তী। "বিললাপ চিরং কালং" (হরিবংশ ১৭৬) "(ক্লী) ২ দীর্ঘকাল। তপসঃ কিং চিরেণ তে" মার্কণ্ডেয়পু° ১৬।৮০) তৎপুরুষ সমাসে চিরশব্দ পরে থাকিলে প্রতিবন্ধবাচী পূর্ব্বপদের প্রকৃতি স্বরত্ব হয়। "গমন চিরং" (প্রতিবন্ধি চিরকৃচ্ছ্রয়োঃ। পা ৬।২।৬।) ৩ ছন্দঃ শাস্ত্রোক্তগণবিশেষ। যে গণে তিনটী মাত্রা থাকে তাহাকে চির বলে, কিন্তু ইহাতে প্রথম বর্ণ লঘু হওয়া আবশ্যক। (অব্য°) ৪ দীর্ঘকাল। পর্য্যায়—চিরায়, চিররাত্রিয়, চিরস্য, চিরেণ, চিরাৎ, চিরে, চিরত। "মাচিরং তনুথা অপঃ" (ঋক্ ৫।৭৯।৯।)

চিরকর্ম্মন্ (ত্রি) বহুব্রী। চিরক্রিয়, দীর্ঘসূত্র।

চিরকার (ত্রি) চিরং করোতি চির-কৃ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) দীর্ঘসূত্র।

"চিরকারৈস্তু যৎপূর্ব্বং বৃত্তং" (ভারত শান্তি ২৬৭ অঃ)

চিরকারি (ত্রি) দীর্ঘসূত্র "চিরকারিং দদর্শাথি পুত্রং।" (ভারত শান্তি ২৬৭ অ°)

চিরকারিক (ত্রি) চিরকারিন্-স্বার্থেকন্। দীর্ঘসূত্র "চিরকারিক ভদ্রংতে ভদ্রংতে চিরকারিক" (ভারত শান্তি। ২৬৭অ°)

চিরকারিন্ (ত্রি) চিরেণ করোতি চির-কৃ-ণিনিঃ। ১ দীর্ঘসূত্র, চিরক্রিয় "চিরকারীচ মেধাবী" (ভারত, শান্তি ২৬৭ অ°) ২ (পুং) গৌতমের পুত্র ভেদ "চিরকারী মহা প্রাজ্ঞো গৌতমস্যাভবৎ সুতঃ" (ভারত শান্তি ২৬৭ অঃ)

চিরকাল (পুং) কর্ম্মধা°। দীর্ঘকাল।

চিরক্রিয় (ত্রি) চিরা ক্রিয়া যস্য বহুব্রী। দীর্ঘসূত্র।

চিরক্কল, ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মলবার জেলার

একটী তালুক। পরিমাণ ফল ৬৪৮ বর্গমাইল। ইহাতে একটী নগর ও ৪৪টী অংশ আছে। ইহার প্রধান নগর কনানূর। এই তালুকে ২টী ফৌজদারী আদালত আছে। দেওয়ানী বিচার তেলিচেরীর মুন্সেফী আদালতে নিষ্পন্ন হয়।

২ পূর্ব্বোক্ত চিরক্কল তালুকের একটী সহর। এই সহর কনানূর হইতে ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ৫৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৯´ পূঃ। এই সহর পূর্ব্বে চিরক্কল তালুকের সদর ছিল। আজিও মলবার জেলার সেণ্ট্রালজেল এই সহরে অবস্থিত। এই স্থানের চিরক্কলরাজ বা কোলত্তিরিরাজ হইতেই ইংরাজগণ সর্ব্বপ্রথম তেলিচেরিতে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পান। এই রাজার বংশধরগণ নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছেন।

চিরক্রিয়তা (স্ত্রী) চিরক্রিয়-ভাবে তল্ (তস্য ভাবস্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯) তত টাপ্। দীর্ঘসূত্রতা।

চিরক্রীত (ত্রি) চিরং ক্রীতঃ সুপসুপেতি সমাসঃ। দীর্ঘকাল যাহা ক্রয় করা হইয়াছে।

চিরখড়ি বা চারখড়ি, বুন্দেলখণ্ড প্রদেশস্থ একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৫° ২১´ ও ২৫° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪০´ ও ৭৯° ৫৮´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার ক্ষেত্রফল ৭৮৭ বর্গমাইল। এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজা ছত্রশালের বংশসম্ভূত। এখানকার বিজয় বাহাদুর নামে একজন নরপতি প্রথমে বৃটীশসিংহের অধীনতা স্বীকার করেন। এবং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বৃটীশরাজ তাঁহাকে উক্ত রাজ্যের অধিপতি বলিয়া সনন্দ প্রদান করেন। তাঁহারই একজন বংশধর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে ইংরাজদিগের সাহায্য করিয়া পুরস্কার স্বরূপ একটী জায়গীর, সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও ১১ তোপ প্রাপ্ত হন ও এই রাজ্যের বার্ষিক উপস্বত্ব প্রায় পঞ্চলক্ষ টাকা।

চিরঙ্গদ্বার, আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার কতক অংশ। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ভোটানীদিগকে পরাজিত করিয়া এই ভূভাগ ও অন্যান্য দ্বার অধিকার করেন। পরিমাণ ফল ৪৯৫ বর্গমাইল। ইহার সর্ব্বত্র ভীষণ অরণ্য। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ৩ জন মাত্র লোক বাস করে, ২২৫½ বর্গমাইল স্থানে অর্থাৎ ইহার প্রায় অর্দ্ধেক অংশে গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত অরণ্য আছে। সমস্ত অরণ্য ১৩ ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগ হইতেই প্রতিবৎসর বহুমূল্যের শালকাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪০০০ বিঘায় শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫° ২৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৪৭´ পূঃ। বন্দা হইতে ৪১ মাইল দূরে, গোয়ালিয়র হইতে বান্দা নগর যাইবার পথের ধারে পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। নিকটে একটী সুন্দর দুর্গ আছে। নগরের কিছু নিম্নদেশে একটী বৃহৎ হ্রদ থাকায় নগরের শোভা অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই নগরের চতুস্পার্শ্বে সুগম্য পথ ও স্থানে স্থানে নিকুঞ্জ বনে শোভিত বলিয়া পথিকগণকে পথশ্রান্তি অনুভব করিতে হয় না। প্রান্তর মধ্যে সুবিস্তৃত সরোবর থাকায় শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি হইতেছে।

চিরজাত (ত্রি) চিরং দীর্ঘকালং জাতঃ সুপসুপেতি সমাসঃ। দীর্ঘকাল জাত। "ত্বত্তশ্চিরজাতঃ" মত্তশ্চিরজাতঃ"। (ভারত, বন ১৯৮ অঃ)

চিরজীবক (পুং) চিরং জীবতি চির-জীব-ণ্বুল্। ১ জীবক বৃক্ষ। (ত্রি) ২ চিরজীবী।

চিরজীবিকা (স্ত্রী) কর্ম্মধা°। দীর্ঘকালবৃত্তি, দীর্ঘকাল বাঁচা "বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ" (কঠ-উপ°)

চিরজীবিন্ (ত্রি) চিরং-জীবতি চির-জীব-ণিনি। ১ দীর্ঘকালজীবী, বহুকালজীবী "অথরাজ্যোবভূবৈবং বৃদ্ধস্য চিরজীবিনঃ।" (রামা° অযোধ্যা ১।৩৬ অঃ) (পুং) ২ বিষ্ণু। ৩ কাক (মেদি°) ৪ জীবকবৃক্ষ। ৫ শাল্মলিবৃক্ষ (রাজনি°) ৬ মার্কণ্ডেয়। "চিরজীবী যথা ত্বং ভোঃ" তিথিতত্ত্ব। ৭ অশ্বত্থামা প্রভৃতি সপ্তজন। যথা—অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনূমান্, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম। (তিথিতত্ত্ব)।

চিরঞ্জীব, বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণী রচয়িতা। ইনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহার জাতীয় উপাধি ভট্টাচার্য্য।

চিরঞ্জীবিন্ (পুং) চিরং জীবতি চিরম্-জীব-ণিনি। ১ বিষ্ণু। ২ কাক। ৩ জীবকবৃক্ষ। ৪ শাল্মলিবৃক্ষ (রাজনি°) (ত্রি) ৩ চিরজীবী।

চিরণ্টী (স্ত্রী) চিরেণ অটতি পিতৃগৃহাদিতি চির-অট্-অচ্ বয়সি প্রথমে। পা ৪।১।২০) ততো ঙীপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ১ উঢ়া বা অনূঢ়া পিতৃগৃহস্থিত বয়স্থা কন্যা। ২ যুবতী।

চিরতিক্ত (পুং) চিরস্তিক্তো রসো যত্র। বহুব্রী। ভূনিম্ব, চিরতা। পর্য্যায়—চিরাতিক্ত, তিক্তক, অনার্য্যতিক্তক, কিরাততিক্ত, ভূনিম্ব, কিরাতক, সুতিক্তক।

চিরতা (স্ত্রী) চির-ভাবে তল্ ততষ্টাপ। ১ দীর্ঘসূত্রতা। (চিরতিক্ত শব্দজ) ২ ভূনিম্ব, চিরতা। [চিরাতা দেখ।]

চিরত্ন (ত্রি) চির-ভবার্থে-ত্ন। (চিরপরুৎ-পরারিভ্যস্ত্নো বক্তব্যঃ (পা ৪।৪।২৩ বার্ত্তিক) পুরাতন, চিরকালোৎপন্ন।

চিরন্তন (ত্রি) চিরং ভবঃ চিরং ভবার্থে ট্যুল্ তুট্চ্। (সায়ং চিরং প্রাহ্ণে প্রাগবব্যয়েভ্যষ্ট্যুলৌ তুট্চ্। পা ৪।৩।২৩) ১ পুরাতন, পুরাণ। "স্বহস্ত-দত্তে মুনিমাসনে মুনিশ্চিরন্তনস্তাবদভিন্য

ধীবিশৎ” (মাঘ ১ সর্গ)। (পুং) ২ মুনিভেদ। “ব্রাহ্মণেষু পুরাণেন চিরন্তনেন মুনিনা প্রোক্তাঃ” (পা ৪।৩।১০৫ বার্ত্তিক)

চিরনীহারবাহু, চিরনীহার সীমার নিম্নভাগে যে বরফরাশি জমাট হইয়া থাকে কখন দ্রবীভূত হয় না।

চিরনীহারসীমা, পর্ব্বতের যে ভাগ নিয়ত তুষার মণ্ডিত, তাহার নিম্নরেখা।

চিরপত্রিকা (স্ত্রী) কপিশ্মপর্ণীবৃক্ষ, কপিশ্মানী।

চিরপাকিন্ (পুং) চিরেণ পাকো ঽস্তাস্য চিরপাক অস্ত্যর্থে ইনি। কপিত্থবৃক্ষ, কদ্‌বেল গাছ।

চিরপুষ্প (পুং) চিরাণি পুষ্পানি যস্য বহুব্রী। বকুলগাছ। (রাজনি°)

চিরপ্রবাসিন্ (ত্রি) চিরং প্রবসতি চির প্র-বস্ ণিনি। যে চিরকাল বিদেশে বাস করে, চিরবিদেশী।

চিরপ্রাপ্ত (ত্রি) চিরেণ প্রাপ্তঃ ৩তৎ। অনেকদিনের পর যাহা পাওয়া গিয়াছে।

চিরপ্রার্থিত (ত্রি) চিরেণ প্রার্থিতঃ ৩তৎ। চিরাভিলষিত, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত।

চিরপ্রোষিত (ত্রি) চিরং প্রোষিতঃ সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। যে বহুকাল বিদেশে বাস করে।

চিরম্ (অব্য) চি রমুক্। দীর্ঘকাল। “বিপক্ষ ভাবে চিরমস্য তস্থুষঃ” (রঘু ৩ সর্গ)

চিরমৃকোড়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নীলগিরি নগরের একটী বিভাগ। পরিমাণ ফল ৪৭ বর্গমাইল। একটী মাত্র সহরের চতুর্দ্দিকস্থ কিছুদূর পর্য্যন্ত লইয়া এই বিভাগ হইয়াছে।

চিরমেহিন্ (পুং) চিরেণ মেহতি চির-মিহ-ণিনি। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রস্রাব করে এরূপ গর্দ্দভ, গাধা।

চিরমেহিণী (স্ত্রী) চির মেহিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। গর্দ্দভী।

চিরমোচন (ক্লীং) তীর্থবিশেষ “চির (চীর) মোচন তীর্থান্তর্গণরাত্রং তপস্যত।” (রাজতরঙ্গিণী ১।১৪৯)।

চিরম্ভ (পুং) চিল্ল, চিল।

চিরম্ভণ (পুং) চিরং ভণতি চিরম্-ভণ-কর্ত্তরি অচ্। চিল্ল পক্ষী, চিল। (ত্রিকাণ্ড°)

চিররাত্র (ক্লী) চিররাত্রি রিতিযোগবিভাগাৎ অচ্ সমাসস্তঃ। দীর্ঘকাল “চিররাত্রোষিতা স্নেহ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে” (ভারত, আদি° ১৬৮ অঃ।)

চিররাত্রায় (অব্য) চিররাত্রং অয়তে চিরংরাত্র অয়ঃ অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) দীর্ঘকাল “হবির্ঘ চিররাত্রায় স চানন্ত্যায় কল্পতে” (মনু ৩।২৬৬) ‘চিররাত্রায়পদমব্যয়ং চিরকাল-বাচী অতএব চিরায় চিররাত্রায় চিরস্যাদ্যা শ্চিরার্থিকা ইত্যভিধানিকাঃ।’ কুল্লুক।

চিরলোক (পুং) চিরঃ চিরস্থায়ী লোকো যেষাং বহুব্রী। পরলোক গত পিতৃপুরুষ। “স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দঃ” (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ) ‘চিরকালস্থায়ী লোকো যেষাং পিতৃণাং চিরলোকাঃ পিতরঃ।’ ভাষ্য।

চিরবিল্ব (পুং) চিরং বিলতি আচ্ছাদয়তি পত্রকণ্টকাদিভিরিতি চির-বিল-বঃ। করঞ্জবৃক্ষ, করম্চা। “চিরবিল্বোগ্নিকো-দন্তী (সুশ্রুত ৩৬ অঃ)।

চিরবিল্বক (পুং) চিরবিল্ব স্বার্থে-কন্। করঞ্জ, করম্চা।

চিরবীর্য্য (পুং) রক্তএরণ্ডবৃক্ষ, লালভেরাণ্ডা।

চিরবৃষ্টিমণ্ডল (পুং) যে দেশে সর্ব্বদা বৃষ্টি পতিত হয়।

চিরসূতা (স্ত্রী) চিরং সূতা। চিরপ্রসূতা গাভী, যে গোরু বৎসর বৎসর প্রসব করে, ফলনগাই। পর্য্যায়—বস্কয়নী।

চিরস্থ (স্ত্রী) চিরংতিষ্ঠতি চির-স্থা-ক। ১ চিরকালস্থায়ী। (পুং) ২ নায়ক।

চিরস্থায়িতা (স্ত্রী) চিরস্থায়িন্-ভাবে তল্ ততষ্টাপ্। দীর্ঘকালস্থায়িতা।

চিরস্থায়িন্ (ত্রি) চিরংতিষ্ঠতি চির-স্থা-ণিনি। চিরকালস্থায়ী, দীর্ঘকালস্থায়ী।

চিরস্য (অব্য) চিরং অস্যতে চির-অস্-যৎ শকন্ধাদিত্বাৎ সাধু। দীর্ঘকাল (“চিরস্য দৃষ্টৈব মৃতোত্থিতেব।” কুমার।)

চিরা (যাবনিক) শিরোভূষণ যথা “বিলাতি খেলাত পরে জরকেশী চিরা”।

চিরাগত (ত্রি) চিরেণ আগতঃ সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। ১ বহুদিন হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে। ২ অনেকদিন পরে আগত।

চিরাটিকা (স্ত্রী) চিরং অটতি চির-অট্-ণ্বুল্ কাপি অত ইত্বং ১ শ্বেতপুনর্ণবা। ২ বটিকা লতা পাতাড়ী “গোমূত্রশুদ্ধস্য পুরাতনস্য যদ্বায়সন্তানি চিরাটিকায়াঃ।” বৈদ্যক°। ৩ কিরাতক চিরতা।

চিরাতা বা চিরতা, তিক্তাস্বাদবিশিষ্ট গুল্মবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ভূনিম্ব, অনার্য্যতিক্ত, কৈরাত, কাণ্ডতিক্তক, কিরাতক, কিরাততিক্ত, চিরতিক্ত, তিক্তক, সুতিক্তক, কটুতিক্ত ও রামসেনক। অনার্য্যতিক্ত, কৈরাত ইত্যাদি নাম দ্বারা বোধ হয় আর্য্যগণ কিরাত নামক অনার্য্যজাতির নিকট হইতে ইহার গুণাগুণ অবগত হন। [বৈদ্যকোক্ত গুণাগুণ সম্বন্ধে কিরাততিক্ত শব্দ দেখ।] ভারতবর্ষে প্রায় ৩৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন চিরতা দৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে প্রায় ১৮০ প্রকার চিরতা জাতীয় গুল্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সমস্ত গুল্ম Gentianaceæ শ্রেণী ভুক্ত। ভারতবর্ষের চিরতা জেন্‌সিয়ানার (Gentiana) সমধর্ম্মী। এই সকল চিরতার কাণ্ড ও মূল বহুল পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের গুণ—অগ্নি, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও বলকারী বিশেষতঃ অন্যান্য সমগুণ সম্পন্ন ঔষধের ন্যায় ইহা রুক্ষ ও উগ্র নহে। সর্ব্বপ্রকার আভ্যন্তরিক প্রদাহেই নিরাপদে চিরতা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। জ্বর ঘটিত আময় সকলেও ইহা ব্যবহারে ফল দর্শে।

চিরতার তিক্তাস্বাদ চিরতাবীর্য্য (Chiratin Gentianaceæ) যোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে অঙ্গার ২০, উদজন ৩০ ও অম্লজন ১২ ভাগ। Gentianin (অঙ্গ ১৪, উদ' ১০ ও অম্ল ৫৯) নামক আর একটী স্বাদ বিহীন, পীতবর্ণ দানাদার পদার্থ চিরতায় বিদ্যমান থাকে তদ্ভিন্ন ইহাতে শতকরা•১২ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত তরল শর্করা বর্ত্তমান থাকায় বাবেরিয়া ও সুইজর্লণ্ড বাসীগণ চিরতার মূল হইতে একরূপ সুরা প্রস্তুত করে। সুতরাং চিরতার বীর্য্যে উল্লিখিত তিনটী দ্রব্য বিদ্যমান আছে। বাজারে নিম্নলিখিত প্রকার চিরতার সমধর্ম্মী গুল্ম পাওয়া যায়। ১ ছোট চিরতা (Adenema hyssopifolia) দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ইহা পাওয়া যায়। ইহা অতিশয় তিক্ত, মৃদু, বিরেচক এবং অগ্নি উদ্দীপক। ২ চিরতা (Gentian Chirata, Ophelia Chirata) ইহা ভারতবর্ষের উত্তরভাগে ও মোরুঙ্গ (Morung) পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্পাদি সমস্তই অতিশয় তিক্ত। ইহার গুণ সর্ব্বাংশে জেন্‌সিয়ানার তুল্য। ভারতের সর্ব্বত্রই এই দ্রব্য বলকর ও জ্বরঘ্ন, ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। হিমালয়ের নিম্নভূমি সকলে এই চিরতা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহাই বাজারে চিরতা নামে সচরাচর বিক্রীত হয়। ৩ কালমেঘ (Justicia paniculata) হিন্দি ভাষায় ইহাকে কলাপুনাথ বা মহাতিতা কহে। ইহাই আদি ও প্রকৃত চিরতা। ৪ গীমা বা গীর্ম্মি (Chironia centauroides)। এই তিক্ত শাক জলাশয়াদির নিকট ভারতের সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। ৫ Exacum hyssopifolia, পূর্ব্বউপদ্বীপে জন্মে। ইহা অতিশয় তিক্ত। ইহা বলকর ও অগ্নিউদ্দীপক। অধিবাসীগণ ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার করে। ৬ Exacum bicolor, নীলগিরী সন্নিহিত স্থানে উৎপন্ন হয়। শরৎকালে এই বৃক্ষে ফুল ফুটে। ইহাতে জেন্‌সিয়ানা লুটিয়ার (G. lutea) সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে। তজ্জন্য অনেকে অনুমান করেন জেন্‌সিয়ানা লুটিয়ার পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ৭ কুবুড়ী (Exacum tetragona) ইহাকে বেগুণী চিরতা কহে। ৮ (Ophelia angustifolia) ইহাকে পাহাড়ী চিরতা কহে। প্রকৃত চিরতার পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হয়। ৯ শিলারস অর্থাৎ শিলাজতু (Ophelia elegans) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। আশ্বিন-মাসে ইহাতে অতি সুন্দর ফুল হয়। দাক্ষিণাত্যের কবিরাজ ও হকিমগণ হিমালয়ের চিরতা অপেক্ষা ইহাকে অধিক আদর করেন। বিশাখপত্তনে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ২৫০০৲ টাকার শিলারস ঐ স্থান হইতে রপ্তানী হয়। বাজারে শুষ্ক ও তাড়াবাঁধা শিলারস পাওয়া যায়, ইহার অরিষ্ঠ সেবন করিলে পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি এবং শরীর সবল ও কান্তিময় হয়।

সাধারণ চিরতা বা কিরাততিক্ত (Ophelia Chirata or Gentiana Chirata) হিমালয় পর্ব্বতে ৪০০০ হইতে ১০০০০ ফিট উচ্চে জন্মে। খসিয়া পর্ব্বতে ৪। ৫ সহস্র ফিট উচ্চেও চিরতা জন্মিয়া থাকে। এই সকল স্থানেই চিরতা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই সকল বৃক্ষ প্রতিবৎসর জন্মিয়া থাকে। এবং সচরাচর ২ হইতে ৫ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। ইহাদের কাণ্ড সকল গোল ও শাখা শূন্য। শরৎকালে ইহাদের ফুল হয়, এই সময় গাছগুলি শিকড় সহিত উপড়াইয়া শুষ্ক করিয়া লয়। পরে ৩ ফিট লম্বা চেপ্টা তাড়া বাঁধিয়া নানা স্থানে প্রেরিত হয়। বাজারে এই অবস্থাতেই চিরতা পাওয়া যায়। চিরতার উগ্রবীর্য্য জলে ও সুরায় দ্রব হইয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধ ও অগ্নিমান্দ্য হইলে অনেকে সন্ধ্যায় চিরতা ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে চিনির সহিত উহা পান করে। চিরতার শিকড়ই অধিক তিক্ত। তিক্তরসের জন্যই চিরতা আদরণীয়।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে চিরতার গুণ ইংলণ্ডীয় চিকিৎসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৩৯ অব্দে চিরতা এডিন্‌বর্গ ফার্মাকোপিয়াতে গৃহীত হয়। কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকায় ইহা এক্ষণে অধিক ব্যবহৃত হয় না। যাহা হউক ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ডাক্তারগণ ইহার প্রচুর প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

রাসায়নিক উপায়ে চিরতার বীর্য্য বাহির করিয়া উৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ প্রস্তুত হয়। গাত্রকণ্ডূ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ইত্যাদি রোগে উহা অতি আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। চিরতা ও গুলঞ্চের সমাংশ ক্বাথ কবিরাজগণ পরিবর্ত্তক ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। দেশীয় সালসায় চিরতার ক্বাথ থাকে। অশ্বদিগকে মোটা করিবার জন্য ইংলণ্ডে একরূপ চিরতা উহাদিগকে খাইতে দেয়।

অধিকমাত্রায় চিরতা খাইলে গাত্রদাহ, বমনেচ্ছা এমন কি বমি ও অতিসার হইতে পারে।

চিরতার মূল হইতে প্রস্তুত চারিপ্রকার ঔষধ ভারতবর্ষীয় ফার্মাকোপিয়াতে দৃষ্ট হয়।

অধিকাংশ চিরতা নেপাল হইতে কলিকাতা এবং তথা হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়।

চিরাতিক্ত (পুং) চিরং আতিক্তঃ। চিরতিক্ত, চিরতা।

চিরাৎ (অব্য) চিরং অততি চির-অত-ক্বিপ্। ১ চিরকাল, দীর্ঘকাল। "চিরাদ্দারৈঃ সমাগতং" (রামায়ণ ৪।২৭।১৭) (পুং) ২ চিরতিক্ত।

চিরাদ্ (পুং) চিরেণ অত্তি চির-অদ্ ক্বিপ্। গরুড়। (ত্রিকাণ্ড)

চিরান্তক (পুং) গরুড়ের পুত্র "সূর্য্যনেত্রশ্চিরান্তকঃ। (ভারত, উদ্যোগ° ১০১ অঃ)

চিরায় (অব্য) চিরং অয়তে চির-অয়-অণ্। দীর্ঘকাল "চিরায় নায়ঃ প্রথমাভিধেয়তাং" (মাঘ ১ সর্গ)

চিরালা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কৃষ্ণাজেলার বাপৎলা তালুকের একটী সহর। অক্ষা° ১৬° ৫৮´২০´´ উঃ দ্রাঘিঃ ৮০° ৪´১০´´ পূঃ। এই সহর পূর্ব্বে নেল্লুর জেলার অন্তর্গত ছিল। এই স্থান কার্পাসবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। ইহাতে একটী ঔষধালয় আছে।

চিরায়ুস্ (ত্রি) চিরং আয়ুর্যস্য বহুব্রী। ১ দীর্ঘকালজীবী। "লব্ধদোহৃদা চ বীর্য্যবন্তং চিরায়ুসং পুত্রং জনয়তি" (সুশ্রুত) (পুং) ২ দেবতা।

চিরাবা, রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত শেখাবতী বিভাগের একটী নগর।

চিরি (পুং) চিনোতি মনুষ্যবদ্ বাক্যাদিকং চি-রিক্। শুকপক্ষী, টিয়েপাখী। পর্য্যায়—করী, চিমি।

চিরিণ্টিকা (স্ত্রী) চিরিণ্টী-স্বার্থে কন্-টাপ্-ইকারহ্রস্বশ্চ (কেহণঃ। পা ৭।৪।১৩)। চিরণ্টী, বিবাহিত বা অবিবাহিত অবস্থায় যে মেয়ে বাপের বাড়ী থাকে।

চিরিণ্টী (স্ত্রী) চিরণ্টী-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। পিতৃ গৃহস্থিত কন্যা। বিবাহিত বা আইবড় অবস্থায় যে মেয়ে বাপের বাড়ী থাকে। পর্য্যায়—স্ববাসিনী, চিরণ্টী, সুবাসিনী (ভারত) ২ যুবতী।

চিরিবিল্ব (পুং) চিরবিল্ব-পৃষো° সাধু। করঞ্জবৃক্ষ, করমচাগাছ।

চিরু (ক্লী) চি-বাহুলকাৎ রুক্। বাহুসন্ধি, স্কন্ধ ও বাহুর সন্ধিস্থল।

চিরিমির, গাছড়া ভেদ।

চিরুণ (দেশজ) কঙ্কতিকা, কাঁকুই।

চিরুণদাঁতী (দেশজ, স্ত্রী) যাহার দন্তপংক্তি চিরুণের ন্যায়।

চিরুণী (দেশজ) চিরুণ।

চিরে (অব্য) চিরমেতি চির-ই-বিচ্। দীর্ঘকাল "চিরন্তাশ্চিরার্থকাঃ" (অমর) 'আভশব্দেন চিরে চিরেণ চিরাৎ ইতি গৃহ্যন্তে।' (ভানুজ দীক্ষিত)

চিরেণ (অব্য) চির-বাহুল্যাৎ এনপ্। দীর্ঘকাল। "নিদ্রা চিরেণ নয়নাভিমুখী বভূব"। (রঘু)

চির্কণা (স্ত্রী) পুগফল, সুপারী।

চির্ভট (ক্লী) রাজভবরী।

চির্ভটী (স্ত্রী) চিরেণ ভটতি চির-ভট-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু 'গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্'। কর্কটী, কাকুঁড়।

চির্ভিট (পুং) চির্ভটী-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ১ কাকুঁড়গাছ, গোরক্ষ কর্কটী, গুমুকগাছ। (ক্লী) ২ গোমুকফল।

চির্ভিটা (স্ত্রী) কর্কটী ভেদ, কাকুঁড়বিশেষ। পর্য্যায়—সুচিত্রা, চিত্রফলা, ক্ষেত্রচির্ভিটা, পাণ্ডুফলা, পথ্যা, রোচনফলা, চির্ভিটিকা ও কর্কচির্ভিটা। ইহা মধুর, রুক্ষ, গুরুপাক এবং পিত্ত ও কফনাশক। পাকা হইলে উষ্ণ, পিত্তকারক (ভাবপ্রকাশ)। কাকুঁড় কচি অবস্থায় তিক্ত এবং কিঞ্চিৎ অম্লরসযুক্ত। শুষ্ক চির্ভটী বাত, শ্লেষ্মা, অরুচি, শরীরের জড়তা দূর ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত করে। (রাজনি°)

চির্ভিটিকা (স্ত্রী) কর্কটী, কাকুঁড়।

চির্ভিটী (স্ত্রী) কর্কটী, কাকুঁড়।

চিল, (Milvinœ) পক্ষীবিশেষ। ঈগল, শাকুনিক, শ্যেন প্রভৃতি শ্বাপদ পক্ষীর সহিত ইহাদের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাদের চঞ্চু গোলাকার, দৃঢ় ও অগ্রভাগে বক্র। পায়ের অঙ্গুলি বক্র ও ধারাল নখর যুক্ত। পক্ষদ্বয় দীর্ঘ, পুচ্ছ হ্রস্ব, অখণ্ড অথবা দীর্ঘ ও দুই শাখায় বিভক্ত। ইহারা কপোত অপেক্ষা ৫।৬ গুণ বড়। পক্ষদ্বয় বিস্তার করিলে প্রায় ২৬।২৭ ইঞ্চ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচপ্রকার চিল বাস করে। তন্মধ্যে শঙ্খচিল (বা শঙ্কর চিল) ডোমরা চিল ও ধোবা চিলই সচরাচর বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন আফ্রিকা ও আমেরিকায় আরও নানা প্রকার চিল আছে। ইহারা কীট, পতঙ্গ, ইন্দুর, কৃকলাস, ছোট পক্ষী প্রভৃতি ধরিয়া ভক্ষণ করে। মৃত শবাদির মাংসও খাইয়া থাকে। কোন স্থানে মৃত সর্প, মৃত ইন্দুর বা অন্য কোন পূতিগন্ধকর আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকিলে, ইহারা দেখিবামাত্র উঠাইয়া লইয়া যায়। পল্লীগ্রামে যেখানে রাস্তা ঘাটাদি পরিষ্কার করিবার বন্দোবস্ত নাই তথায় ইহারাই রাস্তা পরিষ্কারকের কার্য্য করে। ইহারা অতি স্থির ভাবে, পক্ষ সঞ্চালন না করিয়াও আকাশে উড়িতে পারে, এবং চক্রাকারে শূন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তীব্রবেগে ছোঁ মারিয়া শিকারের উপর গিয়া পতিত হয় ও তৎক্ষণাৎ সেইরূপ বেগেই উড়িয়া যায়।

শিকার পাইলে উড়িতে উড়িতেই তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে ও পুনর্ব্বার উড়িতে থাকে। ছোঁ মারিবার সময় ইহারা লম্ব ভাবে ভূতলে আইসে না, বৃত্তপথে অবতরণ করিয়া ভূভাগ স্পর্শ করে ও সেই বেগেই চলিয়া যায়। কোন কোন চিল জলে ছোঁ মারিয়া মৎস্য ধরে, অনেক সময় মৎস্য ধরিতে গিয়া জলে ডুবিয়া যায়, পরে অনেক কষ্টে উপরে আসিয়া উড়িয়া যায়। মৎস্য ধরিবার স্থানে, কসাইখানার উপরে এবং বাজার প্রভৃতির নিকট যথায় পরিত্যক্ত খাদ্য ও জঞ্জালাদি প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইখানে বহুসংখ্যক চিল উড়িতে দেখা যায়। জাহাজাদির উপরও বহু-সংখ্যক চিল উড়িয়া থাকে, সেই জন্য কোন বৈদেশিক নূতন ভারতবর্ষে আসিলে প্রথমেই দেখিতে পান বহুসংখ্যক চিল তাঁহার মস্তকের উপর উড়িতেছে ও মধ্যে মধ্যে জাহাজের পাটা-তনে প্রক্ষিপ্ত, অন্নাদি আবর্জ্জনা বেগে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে।

শঙ্খচিলের বর্ণ তাম্রাভ লোহিত। ইহাদের গলদেশ শুভ্রবর্ণ। ডোমচিলের বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর ও দেখিতে অতি কদর্য্য। পুরাণের মতে—ভগবতী এক সময় শঙ্খচিলের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই হউক, অথবা ইহার সুন্দর আকার দেখিয়াই হউক এদেশীয় অনেক লোক শঙ্খচিলকে বিশেষ সমাদর করে। রবিবারে এইরূপ অনেক লোক মৎস্য ও অন্যান্য খাদ্য লইয়া ছড়াইতে থাকে ও ঝাঁকে ঝাঁকে শঙ্খচিল আসিয়া উহা ভোজন করে। কোন কার্য্যোপলক্ষে যাত্রাকালে শঙ্খচিল দেখিলে উহারা বিশেষ শুভলক্ষণ মনে করে, এবং কার্য্যে সফলতা নিশ্চিত বলিয়া স্থির করে। বালকবালিকাগণও শৈশবাবধি এইরূপ দেখিয়া শঙ্খচিলকে আদর করিতে শিক্ষা করে। শঙ্খচিল দেখিতে পাইলে দল শুদ্ধ বালকবালিকারা এই বলিয়া চীৎকার করে

"শঙ্খচিলের ঘটী বাটী।
ডোম চিলকে কুড়ুলে কাটি॥"

দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিল এদেশীয় কেহ মারে না এই জন্য ইহারা অতিশয় নির্ভীক। কলিকাতা প্রভৃতি সহরের ভিতর ইহাদের উপদ্রবে খাদ্যদ্রব্য, মৎস্য, মাংসাদি অতি সাবধানে লইয়া যাইতে হয়। একটু অসাবধান হইলেই চিল বেগে এক ঝাপ্টা দিয়া যথা সাধ্য লইয়া যায়। ইহারা অনেক সময় বালক বালিকার হস্ত হইতে মিষ্টান্ন কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করে। অনে-কের বিশ্বাস শঙ্খ চিল বিষ্ণুর বাহন ও গরুড়েরই রূপান্তর, ইংরাজগণ ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ-চিল (Brahmany kite) নামে উল্লেখ করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের আরও অনেক রকম চিল দেখিতে পাওয়া যায়।

পৌষ, মাঘ মাসে ইহারা ডিম পাড়ে। উচ্চ বৃক্ষের শাখায়, মন্দির অট্টালিকাদির চূড়ায় বা পাহাড়াদির উপরে ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে, একবারে দুই তিনটীর অধিক ডিম পাড়ে না। ছানা হইবার সময় বিশেষ সতর্কে বাসা রক্ষা করে। ইহারা অপরাপর পক্ষীর বাসা হইতে ছানা লইয়া নিজের শাবকগণকে ভক্ষণ করাইয়া থাকে। হংস ও কুক্কুটা-দির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবক প্রায়ই ইহাদিগের গ্রাসে পতিত হয়। উড়িতে উড়িতে কিম্বা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে ইহারা একরূপ চিঁ চিঁ শব্দ করে। ঐ শব্দ প্রায় হ্রেষা রবের সদৃশ। ইহাদের শব্দ হইতেই সম্ভবতঃ ইহাদিগের নাম চিল হইয়া থাকিবে। চিল অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধ-ভাগে উড়িতে পারে, ইহাদের দৃষ্টিও অতিশয় তীক্ষ্ণ।

চিল্ (চিল্লশব্দজ) চিল্লপক্ষী, চিল।

চিলনদেব, নেপালের অন্তর্গত পাটন ও কীর্ত্তিপুরের কএকটী মন্দির। প্রত্যেক স্থানে পাঁচটী করিয়া মন্দির আছে। মধ্যস্থলের মন্দিরটী সর্ব্বোচ্চ। মন্দিরগুলির গঠন প্রণালীর অতিশয় পরিপাটী আছে। ইহার মধ্যে স্থাপিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিগুলিও অতি সুন্দর।

পাটনের মন্দির একটী পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত। কিম্বদন্তী আছে যে, সম্রাট্ অশোক যখন এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন, সরোবরটীও সেই সময়ে খনন করা হইয়াছিল। এই মন্দিরটীর পূর্ব্বদিকে একখানি প্রস্তর ফলকে লেখা আছে যে, মধ্যস্থিত চৈত্যটী এবং ইহার চারি কোণে অবস্থিত অপর চারিটী শেরিস্থা নিবার মেগাপাল (Megapul) ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে উত্তমরূপে সংস্কার করেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে, ৮।১০ জন বানহ্রা (Banhras) একত্র হইয়া এই মন্দিরের অন্তর্গত একটী ধরম-ধাতুমণ্ডল নির্ম্মাণ করে। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, কীর্ত্তিপুরের মন্দির সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া যায় নাই। একখানি প্রস্তরফলক পাঠে জানা যায় যে, উক্ত অব্দে এই মন্দিরটীর সংস্কার করা হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। এই মন্দিটীর অন্তর্গত একটী ধরম-ধাতুমণ্ডল এবং ইহার চারিদিকে "অষ্ট মঙ্গল" শব্দদ্বয় খোদিত আছে। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে, বানহ্রা জাতীয় দুই ভ্রাতা ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। ইহার ভিতরে বুদ্ধদেবের ত্রিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রীনিবাস মল্লের (Mall) রাজত্বকালে, বানহ্রা কর্ত্তৃক এই দেবালয়টী নির্ম্মিত হয়।

চিলপুত, বৃক্ষভেদ।

চিলমুরী, বৃক্ষভেদ।

চিলমিলিকা (স্ত্রী) চিরং মীলতি চিরমীল্—ণ্বুল্—ততষ্টাপ্ অত ইত্বং। ১ কণ্ঠিভেদ, কণ্ঠমালা। ২ খদ্যোত, জোনাকী-পোকা। ৩ বিদ্যুৎ।

চিলম্ (দেশজ) ছিলিম, হুকা।

চিলমৃচি (দেশজ) মুখ হাত ধুইবার পাত্রবিশেষ।

চিলস্, কাশ্মীর-মহারাজের অধীনস্থ একটী করদ রাজ্য। ইহার উত্তর সীমা সিন্ধুনদী এবং ইহার দক্ষিণে ও পূর্ব্বে একটী হ্রদ। বৎসরের অনেক সময় ইহা তুষারে আবৃত থাকে। শিনিজাতিরাই এখানে প্রধান। ইহারা আরববংশীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। মুসলমানদের সহিত তুলনা করিতে গেলে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অধিক স্বাধীনতা পাইয়াছে এবং তাহাদের ক্ষমতাও অধিক। ইহারা সতীত্বের বড়ই পক্ষপাতী। এখানকার অসতী স্ত্রীলোকদিগের দণ্ড মৃত্যু। কি পুস্তু, কি ফারসি, কি হিন্দি, কোনটীরই সহিত ইহাদের ভাষার মিল নাই। ইহাদের প্রতিবাসী সৈয়দজাতী ও ঘিল-ঘিটের পশ্চিমস্থিত হুররাইল এবং তান্কীয়গণও ইহাদের ভাষা বুঝিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, মুসলমানেরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে, চিলস্বাসী-দিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। ইহারা প্রতিবৎসরে কাশ্মীরের মহারাজকে তিন তোলা সোণার গুঁড়া এবং একশত ছাগ কর স্বরূপ প্রদান করে।

চিলা (দেশজ) ছাদের উপরের ঘর, চিলে-ঘর।

চিলাসি, মধ্যএসিয়ার অন্তর্গত হিন্দুকুশপর্ব্বতবাসী জাতি-বিশেষ। ইহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু ইহাদের কাছে এই ধর্ম্মটী ভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে এই ধর্ম্মটী ইহাদের মধ্যে চলিত হইয়াছিল। পর্ব্বতস্থিত প্রত্যেক গ্রামে প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্মের চিহ্ন দেখা যায়। প্রস্তর নির্ম্মিত অবয়ব প্রায় সর্ব্ব-ত্রই প্রোথিত আছে। এই সকল মূর্ত্তির সমক্ষে সপথ করিলে তাহা অলঙ্ঘনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। স্বাত এবং বোনার হইতে মোল্লাগণ আসিয়া ইহাদের এবং পর্ব্বতস্থিত অন্যান্য জাতিদের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া থাকেন। প্রত্যেক জাতিই স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ইহা-দের মধ্যে স্ত্রীর বহুস্বামী গ্রহণ রীতি প্রচলিত আছে। ইহাদের বৈবাহিক বন্ধন শিথিল করা হইতে পারে। ইহারা আমোদ-প্রিয়; নৃত্য, গীত এবং অন্যান্য আমোদে ইহাদের বিশেষ উৎসাহ আছে।

চিলিয়াটঙ্গী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

চিলিকা (স্ত্রী) [চিক্রিকা দেখ।]

চিলি (পুং) মৎস্যবিশেষ।

চিলিচিম (পুং) চিলিং হিংসাং চিনোতি চিলি-চি-মক্ রস্য লত্বং। মৎস্যবিশেষ, বেলে গড়গড়ে মাছ। পর্য্যায়—নল-মীন, জলমীন, চিলীচিমি, চিলিচীম, চিলীচিম, চেলিচীম, চিলীম, চিলিমীনক, চিলিচীমি, কবল, বিলোটক। এই মৎস্য—লঘু, রুক্ষ, বায়ুকারী ও কফনাশক। (রাজবল্লভ)

চিলিয়ান্‌বালা, পঞ্জাব প্রদেশে গুজরাট জেলার অন্তর্গত ফেলিয়ান্ তহসিলের একটী গ্রাম। ঝিলাম্‌নদীর পূর্ব্বকূল হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৩৯´ ৪৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৮´ ৫২´´ পূঃ।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারীতে এই স্থানে শিখদিগের সহিত ইংরাজগণের একটী ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা পরাভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেক প্রধান রাজপুরুষ এবং সেনা সেই যুদ্ধে নিহত হন। ইহাদের স্মরণার্থে এই যুদ্ধক্ষেত্রে একটী চিহ্ন সংস্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী লোক সকল এই স্থানকে "কোতলগড়" বলে। জেনারেল কানিংহাম বলেন যে, এই রণক্ষেত্রে পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডারের সহিত পুরুরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল।

চিলিবা, মৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার বর্ণ নূতন বোউলের ন্যায়। ইহার আঁসে ঝুঁটা মতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আস্বাদনও অতি উত্তম।

চিল্কাহ্রদ, উৎকল প্রদেশের একটী বিখ্যাত হ্রদ। পুরী জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ হইয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে গঞ্জাম জেলায় গিয়া শেষ হইয়াছে। ইহা বঙ্গোপসাগরের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সমুদ্র ও হ্রদের মধ্যে একটী বালির ঢিবি আছে। এই ঢিবিটীতে একটী ছিদ্র থাকাতে হ্রদটীর সমুদ্রের সহিত সংযোগ হইয়াছে। ইহা ৪৪ মাইল লম্বা। ইহার উত্তরার্দ্ধ প্রায় ২০ মাইল চওড়া। ইহার দক্ষিণার্দ্ধ ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। ইহা চওড়ায় ৫ মাইলের অধিক নহে। ইহার গভীরতা কোনখানেই ৬ ফিটের অধিক নাই। ডিসেম্বর হইতে জুনমাস পর্য্যন্ত ইহার জল লবণাক্ত থাকে। বর্ষা আরম্ভ হইলে লবণাক্ত জল ক্রমে ক্রমে সরিয়া যায়, এবং হ্রদটী মিষ্ট জলে পরিপূর্ণ হয়। ইহার জল অতিশয় পরিবর্ত্তন-শীল, কখন বিস্তীর্ণ কখন বা সংকীর্ণ হইয়া থাকে। এখন ইহা সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এই হ্রদের স্থানে স্থানে অতি মনোহর দৃশ্য আছে। ইহার

দক্ষিণ ও পশ্চিম কূলে পর্ব্বতশ্রেণী শোভা পাইতেছে। এই অংশটুকুর মধ্যে মধ্যে প্রস্তরে গঠিত কএকটী দ্বীপ ও ইহার উত্তর অংশেও একটী দ্বীপ আছে, কিন্তু তাহা প্রস্তরে গঠিত নহে। এই দ্বীপটীতে লোকের বসতি নাই, কিন্তু ইহাতে শরবন থাকাতে লোকেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া শর কাটিয়া লইয়া যায়। হ্রদটীর পূর্ব্বদিকে পারিকুদ নামক দ্বীপপুঞ্জ আছে। ইহা নানাপ্রকার সুদৃশ্য পাদপশ্রেণীতে শোভিত। এই দ্বীপগুলিকে প্রকৃতির প্রমোদকানন বলিলে বলা যাইতে পারে। মনোহর বৃক্ষগুলির শাখায় অবস্থিত নানাবর্ণে রঞ্জিত সুন্দর সুন্দর বিহঙ্গমকুলের মধুর ধ্বনিতে দ্বীপপুঞ্জ সর্ব্বদাই সুখময় ও ভাবুকগণের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়া থাকে। এক সময়ে মহাত্মা চৈতন্যদেব এই হ্রদের শোভা সন্দর্শনে জ্ঞানশূন্য হইয়া জল মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

চিল্ল (ত্রি) ক্লিন্নে চক্ষুষী ক্লিন্ন-চিল্, লশ্চ (ক্লিন্নস্য চিল্ লশ্চাস্য চক্ষুষী। পা ৫।২।৩৩ বার্ত্তিক।) ১ ক্লিন্নচক্ষু। চিল্লতি হাব ভাবেন উড্ডীয়তে চিল্ল-অচ্। ২ পক্ষীবিশেষ, চিল্। পর্য্যায়—আতায়ী, শকুনি, আতাপী, খভ্রান্তি, কণ্ঠনীড়ক, চিরন্তণ।

চিল্লকা (স্ত্রী) চিল্লইব কায়তি চিল্ল-কৈ-ক। ঝিল্লিকা, ঝিঁঝিপোকা।

চিল্লভক্ষ্যা (স্ত্রী) চিল্লস্য ভক্ষ্যা ভক্ষণীয়া ৬তৎ। হট্টবিলাসিনী নামক গন্ধ দ্রব্য।

চিল্লা, যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে এবং বারদেওয়াল হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহা প্রয়াগ (এলাহাবাদ) হইতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামটী বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী বৃহৎ অট্টালিকা আছে, এই জন্যই গ্রামটী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রবাদ আছে যে, এই অট্টালিকাতে আলহা এবং উদল নামক দুইজন বিখ্যাত বানাফার বীর-পুরুষ বাস করিতেন। ইহার চারিদিক এরূপ উচ্চ এবং দৃঢ় প্রাকারে বেষ্টিত ছিল যে, ইহা কিছুকালের জন্য শত্রু সৈন্যের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিত।

এই অট্টালিকাটী হিন্দুদিগের আদিম কীর্ত্তি। কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, ইহা খৃষ্টীয় ৮ম কিম্বা ৯ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

চিল্লাভ (পুং) চিল্লইব প্রসহ্য হারিত্বাদাভাতি চিল্ল-আ-ভা-ক। ১ চৌরবিশেষ, গাঁটকাটা, হাত হর্চড়া। (পুং) চিতোলাভঃ ৬তৎ। ২ চৈতন্যলাভ।

চিল্লি (পুং) চিল্ল-ইন্। ১ ভ্রূদ্বয়ের মধ্য। ২ চিল পক্ষী।

চিল্লিকা (স্ত্রী) চিল্লি-স্বার্থে কন্ ততষ্টাপ্। ভ্রূ। "স্মলিলচর-কেতন-শরাসনতাং চিল্লিকালতাং" (কাদম্বরী)। চিল্লী-স্বার্থে কন্ ইকার হ্রস্বশ্চ। ২ চিল্লী শাক।

চিল্লী (স্ত্রী) চিল্ল-ইন্-ততো ঙীষ্। ১ লোধ্র বৃক্ষ। ২ ঝিল্লিকা, ঝিঁঝিপোকা। ৩ ক্ষুদ্র বাস্তুক শাক। পর্য্যায়—চিল্লিকা, ক্ষুনী, অগ্রলোহিতা, মৃদুপত্রী, ক্ষারদলা, ক্ষারপত্রা, বাস্তুকী, মহদ্দলা ও গৌড়বাস্তুক। ইহার সাধারণ গুণ—বাস্তুকের সমান। বিশেষ গুণ—শ্লেষ্ম, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ নাশক, পথ্য ও রুচিকর। (রাজনি°)

চিল্লীকা (স্ত্রী) ঝিল্লী, ঝিঁঝিপোকা। (শব্দর°)

চিল্লুপার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলার একটী পরগণা। ইহার উত্তরপূর্ব্ব সীমায় রাপ্তীনদী, পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম সীমায় ভাওয়াপার এবং ধুরিয়াপাড় নামক দুইটী পরগণা এবং দক্ষিণ সীমায় ঘর্ঘরা নদী। এই পরগণাতে নানা জাতীয় লোক বাস করে। একটী উপবিভাগে কেবল ব্রাহ্মণদিগের বসতি। ইহার নাম কাণুজিয়া, প্রায় ৮ সহস্র ব্রাহ্মণ এখানে বাস করে। এখানে অনেক জলাশয় আছে। জলাশয়গুলি দ্বারা শস্য ক্ষেত্রের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। গোরক্ষপুর জেলার মধ্যে এই পরগণাটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা। তড়াগগুলি যতই শুকাইতে থাকে অমনি সেই শুষ্ক জমীতে ধান্যের আবাদ হয়। ধান্য এবং নীল এই সময়কার উৎপন্ন দ্রব্য। বসন্তকালে গম, অড়হর, ছোলা এবং অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হয়। এই পরগণাটী প্রথমে ভারদিগের অধিকারে ছিল। কথিত আছে যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ধুরিয়াপাড়ের প্রথম রাজা ধুরচাঁদকৌশিক ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষে অথবা ১৭শ শতাব্দীর প্রথমে সেমরাবাসী বীরনাথসিংহ বিশেন ইহা অধিকার করেন। ইহার বংশধরগণ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পরে রাজা বিদ্রোহী হওয়াতে, এই বংশ হইতে রাজ উপাধী লোপ পায়, এই রাজাদের নরহরপুরে রাজধানী ছিল এবং এই নিমিত্ত ইহারা নরহরপুরের রাজা বলিয়া অভিহিত হন।

চিবি (স্ত্রী) চীব-ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। চিবুক। (জটাধর)

চিবিট (পুং) চিপিট, চিড়ে। (অমরটী°)

চিবিল্লিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—রক্তদলা, ক্ষুদ্রবোলা ও মধুমাল পত্রিকা। ইহার গুণ—কটু, কষায়, রসায়ন ও জীর্ণজ্বরে বিশেষ উপকারী। (রাজনি°)।

চিবু (পুং) চীব-উ পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ওষ্ঠের অধোভাগ, চিবুক। (ভরত)

চিবুক (ক্লী) চিবু-স্বার্থে কন্ অভিধানাৎ ক্লীবত্বং। ১ ওষ্ঠের অধোভাগ, চলিত কথায় থুঁতি বা দাড়ি বলে।

"উত্তম্ভ্য চিবুকং বক্ষস্যুত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।" (হঠ-যোগ দীপিকা ১।৪৬) (পুং) চিবু সংজ্ঞায়াং কন্ (২) মুচুকুন্দ বৃক্ষ। (রাজনি°)

চিশ্চা (অব্য) [বৈ] তূণীর হইতে বাণ উঠাইবার সময় যে শব্দ হয় তাহাকে চিশ্চা বলে। "চিশ্চা কৃণোতি সমনাব-গত্য।" (ঋক্ ৬।৭৫।৫) চিশ্চা কৃণোতি। চিশ্চেতি শব্দানু কৃতিঃ। ইষুবুদ্ধিঃ য়মানেম্বিষুধিশ্চিশ্চাশব্দং করোতি।' সায়ণ।

চিষ্টু (পুং) [অচিষ্টু দেখ।]

চিহণ (ত্রি) চিক্কণ পৃষোদরাদিত্বাৎ নিপাতনে সাধু। চিক্কণ, চিকণ। (পা ৬।২।১২৫)

চিহণকন্থ (ত্রি) চিহণা কন্থা যস্য বহুব্রী। যাহার চিক্কণ কন্থা আছে। (পা ৬।২।১২৫)

চিহণাদি (পুং) চিহণ আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনীয় একটী গণ। চিহণ, মহুর, মক্রমর, বৈতুল, পটৎক, বৈড়ালিকর্ণক, বৈড়ালিকর্ণি, কুক্কুট, চিক্কণ ও চিকণ এই কয়টী শব্দকে চিহণাদি বলে। কন্থা শব্দ পরে থাকিলে চিহণাদির আদি উদাত্ত হয়। (সি° কৌ°)

চিহার (দেশজ) এক প্রকার বৃক্ষ।

চিহারা (পারসী) মূর্ত্তি, আকৃতি।

চিহুর (পুং) চিকুর পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। কেশ, মাথার চুল। (শব্দার্থ চি°)

চিহ্ন (ক্লী) চিহ্ন-অচ্। ১ লক্ষণ, চলিত কথায় চিনা বা দাগ বলে। পর্য্যায় কলঙ্ক, অঙ্ক, লক্ষ্ম, লক্ষণ, লিঙ্গ, লক্ষ্মণ ও অভিজ্ঞান।

"চিহ্নীভূতং ত্বভিজ্ঞানং ত্বমঙ্গে কর্ত্তুমর্হসি।" (রামায়ণ ৪।১২।৪৪) ২ মাত্রা, গণবিশেষ। যে গণ আদিলঘু অথচ তিনটী মাত্রা যুক্ত তাহাকে চিহ্ন বলে। (শব্দার্থ চি°) ৩ পতাকা। (মেদিনী)

চিহ্নক (ত্রি) চিহ্নয়তি চিহ্ন-ণ্বুল্। ১ যে চিহ্নিত করে। (পুং) ২ বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় চিহ্না বলে।

চিহ্নকারিন্ (ত্রি) চিহ্নং করোতি চিহ্ন-কৃ-ণিনি। ১ চিহ্নকারক, যে দাগ দেয়। ২ ঘোর দর্শন। (বিশ্ব°) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

চিহ্নধারিন্ (ত্রি) চিহ্নং ধরতি চিহ্ন-ধৃ-ণিনি, চিহ্ন যুক্ত।

চিহ্নধারিণী (স্ত্রী) চিহ্নধারিন্-ঙীব। শ্যামালতা। (শব্দচন্দ্রিকা)

চিহ্নিত (ত্রি) চিহ্ন কর্ম্মণি ক্ত। ১ অঙ্কিত। ২ লক্ষিত, যাহাতে চিনা দেওয়া হইয়াছে।

"দিবা চরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।" (মনু ১০।৫৫)

চিহ্নিতনামা (দেশজ) জমী জমা সম্বন্ধে রাজা বা ভূস্বামী প্রদত্ত সীমা নিরূপণ পত্র।

চিহ্নীকৃত (ত্রি) চিহ্ন চ্বি কৃত। চিহ্নিত। "লিঙ্গৈনাপিহরন্ত্য সর্ব্বপুরুষাঃ প্রত্যক্ষচিহ্নীকৃতা।" (ভারত, অনুশাসন°)

চীচীকুচি (অব্য) শারিকা প্রভৃতির শব্দের অনুকরণ।

"চীচীকুচীতি বাসন্তে শারিকা বৃষ্ণিবেশ্মসু।" (ভারত ১৬।২)

"চীচীকূচী" এবং "চীচীকুচী" শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চীচীরিয়া (দেশজ) একজাতীয় ক্ষুদ্র গুল্ম।

চীজ্ (পারসী) দ্রব্য, জিনিষ।

চীড়া (স্ত্রী) চিড় টাপ্ পৃষোদরাদিত্বাদিকারস্য দীর্ঘত্বং। গন্ধদ্রব্য-বিশেষ; চলিত কথায় চীড়া-গন্ধ বলে। পর্য্যায়—দারুগন্ধা, গন্ধবধূ, গন্ধমাদনী, তরুণী, তারা, ভূতমারী, মঙ্গল্যা, কপটিনী, গ্রহভীতিজিৎ। ইহার গুণ কটু, কফ ও কাশ নাশক, দীপন, এবং ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পিত্তদোষ ও ভ্রান্তি বিনাশ হয়। (রাজনি°)

চীণ (পুং) [বহু] চীন পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। চীনদেশ-বাসী। (বৃহৎস° ১৬।১)

চীণক (পুং) [চীনক দেখ।]

চীতি (স্ত্রী) চি-ক্তিন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। চয়ন।

"দেবাস্তে চীতি মবিদন্ ব্রহ্মাণউতবীরুধঃ।" (অথর্ব্ব ২।৯।৪)

চীতু, একজন বিখ্যাত পিণ্ডারী সর্দ্দার। ইনি জাঠবংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু শৈশবাবস্থায় এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে পিতামাতা কর্ত্তৃক জনৈক পিণ্ডারীর নিকট বিক্রীত হন। পিণ্ডারী চীতুকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন ও নিজ ব্যব-সায়ে শিক্ষিত করিতে লাগিল। চীতু শীঘ্রই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে পিণ্ডারীদলে এরূপ প্রতিপন্ন হইয়া উঠিলেন যে, হীরু ও বুরান্ নামক প্রধান সর্দ্দারদ্বয়ের মৃত্যুর পর দৌলত-রাও সিন্ধিয়া চীতুকে নবাব উপাধি দিয়া একটী জায়গীর প্রদান করেন। দুই বৎসর পরে সিন্ধিয়ার কোপে পতিত হইয়া চীতু বন্দী হইলেন, এবং চারিবৎসর বন্দীভাবে থাকিয়া অবশেষে প্রচুর অর্থ বিনিময়ে মুক্ত হন। ইহার পর তিনি সিন্ধিয়ারাজের নিকট হইতে ভূপালের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫টী জেলা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। নর্ম্মদা-তীরে নিমার নামক স্থানে তাঁহার সেনানিবাস ছিল।

চীতুর সমকালে ওয়াসিল মহম্মদ, দোস্ত মহম্মদ ও করিম্ খাঁ নামক আরও তিন জন প্রধান পিণ্ডারী সর্দ্দার ছিল। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে চীতুর অধীনে প্রায় ১৫০০০ অশ্বারোহী ছিল। চীতুর সেনাপতিগণ বহুদেশ লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর অর্থ আনয়ন করে। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে চীতুর অধীনে প্রায় ২৫০০০ সহস্র অশ্বারোহী পিণ্ডারী সৈন্য নিজামরাজ্য আক্রমণ করিয়া বহুতর অর্থ আনয়ন করিয়াছিল।

চীতু রঘুজী ভোঁস্‌লার নিকট হইতে কতিপয় জায়গীর প্রাপ্ত হন, সুতরাং একসময়ে করিম্ খাঁ নামক পিণ্ডারীসর্দ্দার রঘুজী ভোঁস্‌লার রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলে চীতু সাহায্য করিতে অসম্মত হইলেন। এই বিষয় লইয়া করিমের সহিত তাঁহার ঘোরতর মনোবাদ হইল। পরস্পর এইরূপ বিবাদে উহাদের বলহীন হইলে শীঘ্রই সিন্ধিয়া প্রেরিত সৈন্য কর্ত্তৃক করিম্ পরাজিত হইল ও চীতু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ হইয়া পড়িলেন। তিনি ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ইংরেজাধিকৃত উত্তর সরকার পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসীদিগের দুর্দ্দশার একশেষ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে সর্‌জন্ মাল-কোল্‌ম্ নামক ইংরাজ সেনাপতি চীতুর দমনার্থ প্রেরিত হন। চীতু অন্যান্য পিণ্ডারী সর্দ্দারের সহিত উত্তরদিকে পলায়ন করিয়া জবাদের যশোবন্তরাও ভাওএর আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য ঐদিকে অগ্রসর হওয়ায় পিণ্ডারীগণকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। অতঃপর উহারা চিতোরে উপনীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিল।

চীতু প্রথমে গুজরাটাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার প্রবেশ দুর্ভেদ্য দেখিয়া পুনরায় স্বস্থানে ফিরিতে মানস করিলেন। বহুস্থান ঘুরিয়া ইংরাজ সৈন্য অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে চীতু হিন্দিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় মেজর হিথ্ চীতুকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া উহার দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলেন। চীতু পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত হঠাৎ একদিন ভূপালরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিতে বলিলেন। চীতুর ইচ্ছা ছিল ইংরাজরাজ তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া চীতু ও তাঁহার কতিপয় অনুচরকে একটী জায়গীর দিলে তাঁহারা ইংরাজের অধীনে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু ইংরেজগণ ঐ প্রার্থনায় সম্মত না হওয়ায় চীতু পলায়ন করিলেন এবং বিন্ধ্য ও সাতপুর পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার অর্দ্ধ-ভক্ষিত দেহ জনৈক মেষপালক দেখিয়া চিনিতে পারে।

চীৎকার (পুং) চীৎ-কৃ-ঘঞ্। চিৎকার, উচ্চধ্বনি, চেঁচান। [চিৎকার দেখ।]

চীন (পুং) চীয়তে সঞ্চীয়তে দোষ বিশেষো যত্র চি-বাহুলকাৎ নক্-দীর্ঘশ্চ। ১ দেশবিশেষ। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মতে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া কামরূপের পশ্চিমে ও মানসেশের দক্ষিণভোটান্ত দেশ; মানসেশের দক্ষিণ পূর্ব্বে চীন দেশ। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্ম বিভাগে ঈশানকোণে এই দেশের উল্লেখ আছে। (বৃহৎসংহিতা ১৪ অঃ)

বর্ত্তমান পূর্ব্ব এসিয়ার মধ্যবর্ত্তী সুবিখ্যাত দেশ। এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের পূর্ব্বসীমা চীনসাগর ও পীতসাগর, দক্ষিণ সীমা পূর্ব্ব উপদ্বীপ, পশ্চিম সীমা তিব্বত ও পূর্ব্বতুর্কিস্থান এবং উত্তর সীমা চীনের বৃহৎ প্রাচীর ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১৮৬০ মাইল এবং প্রস্থ পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১৫২০ মাইল। পরিমাণ ফল প্রায় ১৫,৩৪,৯৫৩ বর্গমাইল। হেনান্ দ্বীপ সহিত এই রাজ্য ১৮° উঃ হইতে ৪০° উঃ অক্ষরেখা পর্য্যন্ত এবং ৯৮° পূঃ হইতে ১২৪° পূঃ দ্রাঘিমান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপরে যে সকল পরিমাণ বলা হইল উহা কেবল চীনদেশের। তদ্ভিন্ন চীন সম্রাটের অধীনে মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, চীনতাতার প্রভৃতি দেশ আছে। সকলের মোট পরিমাণ ফল প্রায় ৪৪,৬৮,৭৫০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩০,৩২,৪১,। রাজস্ব আদায় প্রায় ২৫ কোটী টাকা।

এই বহু জনাকীর্ণ প্রকাণ্ডরাজ্য এক ভাষা ভাষী, এক আচার ব্যবহার সম্পন্ন, এক জাতীয় লোকের বাসস্থান এবং বহু প্রাচীনকাল হইতেই একই রাজাদ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবাসীগণ এই রাজ্যকে চীনরাজ্য ও অধিবাসীদিগকে চীনবাসী বা চীনা কহিয়া থাকে।

য়ূরোপে ইহার নাম চায়্‌না (China), পশ্চিম মঙ্গোলীয়গণ ইহাকে 'কাথে' এবং মাঞ্চুরীয় তাতারগণ 'নিকণ কোর্ণ', জাপান বাসীগণ 'থ' ও আনামবাসীগণ 'ছীন' কহে। চীনারা আপনাদের দেশকে 'চং কুয়ো' অর্থাৎ মধ্যরাজ্য বলে। তাহারা ইহাকে 'চং হো' অর্থাৎ 'মধ্য প্রসূন'ও কহিয়া থাকে। বর্ত্তমান রাজবংশ ইহাকে 'টাট্-সিং-কুয়ো' অর্থাৎ 'পবিত্র সাম্রাজ্য' এই আখ্যা দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন 'চং থ্যাং' 'টিয়াং চেয়ো' অর্থাৎ স্বর্গীয়রাজ্য প্রভৃতি আরও অনেক রূপক নাম আছে।

চীনদেশের ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই উর্ব্বরা। তিব্বতের পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াং-হো নদীদ্বয় ইহার বহুবিস্তীর্ণ প্রদেশে জল দান করিতে করিতে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। এই নদীদ্বয়ের উপর দিয়া একটী সুদীর্ঘ খাল কাটা হইয়াছে তদ্দ্বারা কৃষিকার্য্যের বিস্তর সুবিধা হয়। হোয়াং হো বা পীতনদীর গতি অতি পরিবর্ত্তনশীল। সম্প্রতি ইহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। এই সকল কারণে পীতনদীকে "চীনের শোক" (Chines Sorrow) কহে। অপর নদী সকলের মধ্যে দক্ষিণভাগে কাণ্টন্ নদী ও উত্তরভাগে পিহো নদী প্রধান।

চীনের ভূমিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১মত, পশ্চিমভাগে উন্নত মালভূমি; ২য়ত, মধ্য ও দক্ষিণাংশে পার্ব্বত্যভূমি এবং ৩য়ত, পূর্ব্বভাগে প্রকাণ্ড সমতল ক্ষেত্র। পে-লিং ও ইয়ন্-লিং এই দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী উত্তরদক্ষিণে ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিতেছে। নন্ লিং পর্ব্বত দক্ষিণভাগে অবস্থিত।

চীনের রাজধানী পিকিন্ নগর। পিকিন্ শব্দের অর্থ উত্তর রাজসভা, ইহা রাজ্যের উত্তরভাগে বৃহৎ প্রাচীর হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে পিহোনদীর তীরে অবস্থিত। একটী অত্যুচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর নগরকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। অপরাপর নগরের মধ্যে নাঙ্কিন্, কাণ্টন্, সাজ্যে, আময়, ফুচু ও নিংপো প্রধান। নাঙ্কিন্ নগর পূর্ব্বে রাজধানী ছিল।

বিদেশীয় অধিকারের মধ্যে হংকংদ্বীপ ইংরাজদের অধিকৃত।

জলবায়ু।—চীনের অধিকাংশ প্রদেশেই শীত গ্রীষ্মের অতিশয় বৈষম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পিকিন্ নগরের নিকট শীতকালে এরূপ শীত হয় যে, নদী প্রভৃতি পৌষমাস হইতে প্রায় ৩।৪ মাস বরফাবৃত থাকে। আবার গ্রীষ্মকালে অসহ্য গ্রীষ্ম হয়। কিন্তু পিকিনের গড় তাপাংশ ইহার সম অক্ষান্তর্ব্বর্ত্তী য়ুরোপের নগর সকলের গড় তাপাংশ অপেক্ষা অনেক কম। পিকিন্ ৩৯° ৫৪´ উঃ অক্ষাংশেস্থিত হইলেও ইহার গড় তাপাংশ ফারণহীটের ৫৪° অংশের অধিক নহে। কিন্তু নেপল্‌স নগর ইহার প্রায় ১° উত্তরে অর্থাৎ ৪০° ৫০´ উঃ অক্ষাংশেস্থিত হইলেও উহার গড় তাপাংশ ৬৩°। ইহার কারণ চীন রাজধানীতে শীতকালে দুরন্ত শীত হয় এবং তাপমানের তাপাংশ অনেক অল্প থাকে। কাণ্টন্ নগর কলিকাতার সম অক্ষান্তর্ব্বর্ত্তী হইলেও উভয়ের জলবায়ু শীতোষ্ণতা বিষয়ে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। বৃষ্টি-পরিমাণ সকল বর্ষে সমান নহে। সচরাচর বার্ষিক ৭০ ইঞ্চি পরিমিত বৃষ্টি পতিত হয়, কোন কোন বৎসর ৯০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণের মধ্য হইতে ফাল্গুনের কতকদিন পর্য্যন্ত উত্তর পূর্ব্বদিক্ হইতে অতি শীতল বায়ু বহিতে থাকে। উদ্ভিদাদি এই কালে বর্দ্ধিত হয় না।

বৈশাখ মাসে দক্ষিণ বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়। এই বায়ু দক্ষিণে উষ্ণ সাগর সকলে প্রচুর বাষ্পযুক্ত হইয়া উত্তর বায়ু দ্বারা শীতল চীনদেশে আসিবামাত্র, সেই বাষ্পরাশি কুজ্ঝাটিকারূপে পরিণত হয়। এই সময় বৃষ্টিও হইয়া থাকে। অবশেষে আষাঢ়, শ্রাবণমাসে ভয়ানক গ্রীষ্ম উপস্থিত হয়। কাণ্টন্ নগরের নিকট এই সময় বায়ু অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া এত পাতলা হইয়া যায় যে ভীষণ ঝটিকাদি উৎপন্ন হয়। চীনারা এইরূপ টাইফুন্ (Typhoon) অর্থাৎ ঝটিকাকে অতিশয় ভয় করে। কাণ্টনের নিকটস্থ প্রদেশে বিশেষতঃ হেনান্ দ্বীপের উপকূলে এই ঝটিকার উপদ্রব অধিক। চীনের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং অধিবাসীগণ দীর্ঘজীবী।

জীবজন্তু।—চীনের পার্ব্বত্য ও অরণ্য প্রদেশে হস্তী, গণ্ডার ভল্লুক, কেন্দুয়া, উল্কামুখী, মহিষ, ঘোটক, উষ্ট্র, বন্যগর্দ্দভ, বরাহ প্রভৃতি বন্য জন্তু বাস করে। উত্তর প্রদেশে বীবর সেবল্, আর্ম্মন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোমোৎপাদক পশুসমূহ দেখা যায়। এই দেশ সমমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইলেও এখানে অপেক্ষাকৃত শীতের আধিক্য বলিয়া সমমণ্ডলের অনেক প্রাণী বাস করিতে পারে না। ব্যাঘ্র, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু জনাকীর্ণ প্রদেশে অতি বিরল। শিলোথাবাঘ দক্ষিণ অংশে দুই একটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কলিকাতার সহিত প্রায় এক অক্ষরেথাস্থ হইলেও কাণ্টনে একটীও শীলোথাবাঘ দেখা যায় না। সিংহ একবারে নাই। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, অশ্ব, শূকরাদিই বেশী। চীনেরা গৃহপালিত পশুর প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করে না। গো, মেষ, অশ্বাদি মাঠে চরিতে ছাড়িয়া দেয়। পশুদিগের জন্য যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় এবং তাহাদিগকে যে আহার দিতে হয়, সে জ্ঞান ইহাদিগের আদৌ নাই। কাজেই এখানের সমস্ত পশুই অতি ক্ষুদ্রাকার ও হীনবল। অশ্ব সকলও ক্ষুদ্রাবয়ব ও ভীরু, এমন কি তাতারদিগের যুদ্ধাশ্বের হ্রেষারব শ্রবণমাত্র পলায়ন করে। যাহাহউক এদেশের ছাগ ছোট হইলেও য়ুরোপীয়দিগের নিকট অতি উপাদেয় খাদ্য। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র অজ্ঞাত এমন আরও নানাপ্রকার পশুমাংস চীনারা ভক্ষণ করে। চীনারা ছাগ কিম্বা পনির খায় না। বলদ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু ভারবহন করে, কিন্তু মজুর অতিশয় সুলভ বলিয়া অল্পসময়ই বলদ প্রভৃতি ভার বহনে নিযুক্ত হয়। এখানে আসামদেশীয় বানরই বিখ্যাত। দক্ষিণভাগে কস্তূরিকামৃগ আছে। তাতারদেশীয় অরণ্যে একজাতি পক্ষবিশিষ্ট উল্কামুখী ও ইন্দুর দেখিতে পাওয়া যায়। হরিণ, কৃষ্ণসার, বন্যবরাহ, শশক, কাষ্ঠবিড়াল প্রভৃতি শিকারও দুর্লভ নহে।

চীনে নানাপ্রকার অদ্ভুত পক্ষী দৃষ্ট হয়। এখানকার স্বর্ণ ও রৌপ্যবর্ণের কুক্কুটজাতীয় পক্ষী অতি প্রসিদ্ধ, উহাদের এক শ্রেণীর পুচ্ছ ৬ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। চীনের অরণ্যে ডাক, তিতির, বটের, বাণহাঁস প্রভৃতি বিস্তর পক্ষী বাস করে। হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষীও বিস্তর। এখানে একরূপ ধূসরবর্ণ হংসাকৃতি পক্ষী আছে,

তাহারা মৎস্য ধরিতে অতি পটু। চীনেরা ঐ পক্ষী পুষিয়া হ্রদ হইতে উহাদিগের দ্বারা মাছ ধরাইয়া লয়। অন্যান্য বহুজাতীয় পক্ষীর মধ্যে সামরিক তারুইপক্ষী, একপ্রকার ঘুঘু ও শুভ্রকণ্ঠ কাক বিখ্যাত।

বহুসংখ্যক লোকের বাস ও নদী সকল সর্ব্বদা অগণ্য নৌকাদি দ্বারা উদ্বেলিত হওয়ায় কান্টন্ নগরের উত্তরে হাঙ্গর কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তু প্রায় নাই। গ্রীষ্মকালে বহুসংখ্যক কৃকলাস, টিক্‌টিকি, শরট প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। বিষাক্ত সর্প অধিক নাই। একরূপ শাঁখমালা চিতিই তথায় সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত ও ভয়ঙ্কর সর্প। ইহারা ২।৩ ফিট লম্বা হয়।

চীনের নদী, হ্রদ ও সরোবরে অতি সুস্বাদু নানারূপ মৎস্য পাওয়া যায়। তথাকার অতি সুন্দর স্বর্ণ ও রৌপ্যবর্ণ মৎস্য অতি বিখ্যাত। ইহাদের আকার সামান্য পুঁটিমাছের ন্যায়। কাচের বোতলে করিয়া এই সকল মৎস্য নানাদেশে রপ্তানী হয়। কি সমুদ্র, কি নদী, সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। সার্, জে এফ্ ডেভিস্ (Sir J. F. Davis) অনুমান করেন যে, চীনের ন্যায় পৃথিবীর কোন স্থানেই জল হইতে এত অধিক খাদ্য সংগৃহীত হয় না।

কীট পতঙ্গাদির মধ্যে পঙ্গপাল চীনের কয়েকটী জেলার বিস্তর অনিষ্ট করে। কান্টন্ নগরের নিকট কাঁকড়া-বিছা দেখিতে পাওয়া যায়। এথানকার বৃক্ষে একপ্রকার মাকড়সা বাস করে, উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীও জালে ধরিয়া খাইতে পারে। কান্টনের পূর্ব্বদিকে লো-ফো-শান্ পর্ব্বতে একজাতি বৃহদাকার অতি সুন্দর প্রজাপতি বাস করে, ইহাদের বহুসংখ্যক প্রতিবৎসর পিকিনে প্রেরিত হয়। রেসমোৎপাদক গুটীপোকা বহু প্রাচীনকাল হইতেই চীনে জন্মিতেছে। চীনের উৎকৃষ্ট রেসম নানা দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

আকরিক।—চীনের আকরিক সম্পত্তির বিষয় অতি অল্প মাত্রই জানা যায়। পর্ব্বতময় প্রদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ, রঙ্গ, দস্তা, সীসা প্রভৃতি সকল প্রকার ধাতুই উৎপন্ন হয়। কিন্তু কৃষিকার্য্যের অদ্ভুত বিস্তৃতি জন্য খনি সকল রীতিমত খোদিত হয় না। এথানে স্বর্ণে মুদ্রা হয় না, এবং সম্রাট্ ব্যতীত অতি অল্প লোকেই স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে। ব্রহ্মদেশের সীমান্তস্থিত ইউনান্ প্রদেশে নদী সকলে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। উহাতে রৌপ্যেরও খনি আছে, এবং বিখ্যাত পি-টাং অর্থাৎ সিত-তাম্র ধাতুও এই প্রদেশেই উৎপন্ন হয়। পি-টাং ধাতু প্রায় রৌপের ন্যায় উজ্জ্বল। জাপান হইতে সুবর্ণ-বর্ণ তাম্র আনীত হয় তাহা অতি সুন্দর। সাধারণ তাম্র ইউনান্ ও কিউ-রো প্রদেশে পাওয়া যায়। হু-কুয়াং হ্রদের নিকট হরিৎবর্ণ আকরিক তাম্র দৃষ্ট হয়। হিঙ্গুল, হরিতাল, কোয়ার্ট্‌স ও সৈন্ধব লবাণাদিও পাওয়া যায়। সমুদ্রজলে লবণ প্রস্তুত হয়।

গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর ও শ্লেট-প্রস্তর দেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এথানকার মর্ম্মরপ্রস্তর উৎকৃষ্ট নহে। তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে চুণী, মরকত, পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরও পাওয়া যায়।

চীনের কেওলিন্ নামক কর্দ্দম অতিশয় বিখ্যাত। চীনা-বাসন সকল ইহাতেই প্রস্তুত হয়। চীনারা একপ্রকার খড়িমাটীর সহিত কেওলিন্ মিশ্রিত করিয়া বাসন প্রস্তুত করে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল প্রকার কলসাদি নির্ম্মাণোপ-যোগী মৃত্তিকাই চীনে প্রচুর পরিমাণে ও পাথরিয়া কয়লা চীনদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। চীনারা বহুপ্রাচীনকাল হইতে ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

ইতিহাস।—পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন চীনা-গণ কাস্পীয়ন্ হ্রদের দক্ষিণ হইতে আগমন করিয়া চীনে বাস করে। ইহাদিগের চিত্রময় বর্ণমালার সহিত প্রাচীন মিসরের বর্ণমালার সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন ইহারা মিসরীয় বংশোদ্ভূত হইবে। সূর্য্যদেবের যাণ্মাষিক অয়নান্ত-কালীন অর্ঘ্যদান ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদির বিধি আমাদিগের তুল্য। আরও ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় ইহারা দশভাগে দিগ্বিভাগ ও দ্বাদশভাগে রাশিচক্র বিভাগ করে। ঐ সকল সাদৃশ্য স্বত্বেও ইহারা হিন্দু বা মিসরীর বংশোদ্ভূত নহে। চীনাদিগের বদনাবয়ব আর্য্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত। এই জাতি কর্কট ক্রান্তি হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত এসিয়ার সমস্ত ভাগে বাস করে।

চীনাদিগের আদি রাজবংশের নাম ও বিবরণ প্রভৃতি আলৌকিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। উহারা কহে 'পূয়ং কু' চীন-রাজ্যের প্রথমাধীশ্বর ছিলেন। তৎপর সীন্‌হোয়াং রাজা প্রাপ্ত হন। পূয়ং কু শব্দে অতি প্রাচীনকাল ও সীন্‌হোয়াং শব্দে স্বর্গাধীশ্বর বুঝায়। সুতরাং ঐ সকল নাম রূপক ও প্রাচীন ইতিহাস অনিশ্চিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক চীনরাজ্য যে অতি প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। সকলেই অনুমান করেন ফোহিই চীনের প্রকৃত প্রথমাধীশ্বর। ফোহি খৃষ্টের ২৯৫০ বৎসর পূর্ব্বে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার জন্ম বিষয়ে এক উপাখ্যান আছে। তাঁহার জননী একদা আবাস সন্নিহিত কোন হ্রদের কূলে ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময়ে বালুকার উপর অপূর্ব্ব জ্যোতির্বিশিষ্ট রামধনুর

বর্ণশোভিত একটী পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইল। পুত্র প্রসূত হইলে তাহার নাম ফোহি রাখিলেন। ফোহি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরাক্রম ও শক্তিসম্পন্ন এবং বহুবিধ রাজগুণশালী দেখিয়া চীনবাসীগণ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। ফোহি চীন ভাষার সৃষ্টি করেন এবং রাজ্য মধ্যে বিবাহ প্রথা, সঙ্গীত শাস্ত্র, বেশভূষাদির নিয়ম প্রচলিত করিয়া সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান। প্রবাদ আছে যে, তিনিই প্রথম অক্ষর সৃষ্টি করেন। কুসংস্কারবিশিষ্ট লোকের অনুরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত তিনি প্রচার করেন যে, তিনি ঐ সকল অক্ষর একদিন কোন হ্রদ হইতে উত্থিত শঙ্ক ও পক্ষযুক্ত স্বর্গীয় এক অশ্ব পৃষ্ঠে দর্শন করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। অদ্যাপি চীন সম্রাটের পতাকা সমূহে ঐ অশ্বমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। ফোহি বহুকাল রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে তাঁহার পর সিন্নং, হোয়াংটী; সাওহাও, চিউনহিউ, টিকো, চী, ইয়াও এবং সান্ এই সপ্তজন সম্রাট্ রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্বকালের বিশেষ কোন বিবরণ জানা যায় নাই। ইয়াও সম্রাটের রাজ্যকাল হইতেই চীনের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। ইনি ও ইঁহার জামাতা সান্ সম্রাট্ চীনে অনেক সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া যান। সানের মৃত্যুর পর তদীয় মন্ত্রী ইউ খৃষ্টের ২২০৭ বৎসর পূর্ব্বে 'হায়া' নামক প্রথম চীন রাজবংশ স্থাপন করিয়া সম্রাট্-পদাভিষিক্ত হইলেন। নিম্নে 'হায়া' বংশের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজ বংশের নাম সম্রাট্ সংখ্যা ও তাহাদের রাজ্যারম্ভের কাল লিখিত হইল।

বংশের নাম	সম্রাট্ সংখ্যা		রাজ্যারম্ভ কাল		
১। হায়া বা কায়া	১৭	...	২২০৭	পূঃ	খৃঃ
২। সাং বা ইং,	২৮	...	১৭৬৬	„	„
৩। চিউ, ...	৩৫	...	১১২২	„	„
৪। ছিন্, ...	৫	...	২৫৫	„	„
৫। হান্, ...	২৯	...	২০৬	„	„
৬। হুহান্, ...	২	...	২২০	খৃঃ	অব্দ
৭। ছিন্, ...	১৫	...	২৬৫	„	„
৮। সং, ...	৮	...	৪২০	„	„
৯। ছি, ...	৫	...	৪৭৯	„	„
১০। লিয়াং ...	৪	...	৫০২	„	„
১১। চিন্ ...	৪	...	৫৭৭	„	„
১২। সুই ...	৩	...	৫৮১	„	„
১৩। টোয়াং ...	২০	...	৬১৮	„	„
১৪। হুলিয়াং, ...	২	...	৯০৭	„	„
১৫। হুটাং, ...	৪	...	৯২৩	„	„
১৬। হুছিন্, ...	২	...	৯৩৬	„	„
১৭। হুহান্, ...	২	...	৯৪৭	„	„
১৮। হুচু, ...	৩	...	৯৫১	„	„
১৯। সং, ...	১৮	...	৯৬০	„	„
২০। ইয়েন্, ...	৯	...	১২৮০	„	„
২১। মিং, ...	১৬	...	১৩৬৮	„	„
২২। ছিং ...	...	...	১৬৪৫	„	„

শেষোক্ত বংশের ৯ম ভূপতি এক্ষণে রাজত্ব করিতেছেন। নিম্নে শেষোক্ত দুই রাজবংশের প্রত্যেক সম্রাটের নাম, সিংহাসনারোহণকাল ও রাজত্বকাল লিখিত হইল।

মিং বংশ।

সম্রাটগণের নাম		সিংহাসনারোহণ কাল		রাজত্বকাল	
হাং হো,	...	১৩৬৮	...	৩০	বৎসর
কিয়েং বং	...	১৩৯৮	...	৫	„
ইয়াং লু,	...	১৪০৩	...	২২	„
হাং হু,	...	১৪২৫	...	১	„
সিনেং টি,	...	১৪২৬	...	১০	„
চিং টাং,	...	১৪৩৬	...	২১	„
কিং টাই,	...	১৪৫৭	...	৮	„
চিং হোয়া,	...	১৪৬৫	...	২৩	„
হাং চি,	...	১৪৮৮	...	১৮	„
চিং টি,	...	১৫০৬	...	১৬	„
কিয়া ছিং,	...	১৫২২	...	৪৫	„
নুং কিং	...	১৫৬৭	...	৬	„
ভং লি,	...	১৫৭৩	...	৪৭	„
তৈ চাং,	...	১৬২০	...	১	„
টিয়েং কি,	...	১৬২১	...	৭	„
ছাং চিং	...	১৬২৮	...	১৬	„

ছিং বংশ।

সম্রাটগণের নাম		সিংহাসনারোহণ কাল		রাজত্বকাল	
সাং চি,	...	১৬৪৪	...	১৭	„
কাং হি,	...	১৬৬১	...	৬১	„
ইয়াং চিং,	...	১৭২২	...	১৪	„
কিয়েং লুং	...	১৭৩৬	...	৬০	„
কিয়া কিং	...	১৭৯৬	...	২৫	„
টাঔ কোয়াং	...	১৮২১	...	২৯	„
হিয়েং ফুং,	...	১৮৫১	...	১০	„
টুং চি,	...	১৮৬২	...	১৩	„
কোয়াং সু,	...	১৮৭৬	...	...	...

প্রথম দুই বংশের রাজত্বকালে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। দ্বিতীয়বংশীয় টেভু সম্রাটের রাজত্বকালে রাজভবনে অকস্মাৎ এক প্রকাণ্ড তুঁতবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। সম্রাট্ ধর্ম্মপথাবলম্বী হইলে ঐ বৃক্ষ শুকাইয়া যায়।

চিউ বংশীয় ত্রয়োবিংশ সম্রাট্ লেং বং নৃপতির রাজত্বকালে ৫৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে শান্টং প্রদেশের কায়াকু নগরে মহাদার্শনিক, বিশ্ববিখ্যাত কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তাৎকালিক ভ্রমসঙ্কুল চীনের ধর্ম্মমত সকল খণ্ডন করিয়া নিজ বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত ও রাজনীতি সকল প্রবর্ত্তিত করিলেন। কন্‌ফুচি, পূর্ব্বতম চীন মনীষী ফোহি, ভেং ভাং প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের বিশুদ্ধ টীকাসহ সঙ্কলন এবং অনেক নূতন গ্রন্থ রচনা করেন। ঠিক এই সময়েই প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরস্ পশ্চিম দেশে যশোলাভ করিতেছিলেন। [কন্‌ফুচি দেখ।]

এই বংশীয় পরবর্ত্তী সম্রাটগণের রাজত্বকালে চীন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই সকল রাজ্যের নৃপতিগণ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় রাজ্য অতিশয় হীনবল হইয়াছিল। এই বংশের দ্বাত্রিংশ সম্রাট্ হীন্‌ভ্যাং যথন চীনে রাজত্ব করেন, তথন ৩২৭ পূঃ খৃঃ অব্দে আলেকজণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ছিন্ নামক চতুর্থবংশীয় সম্রাটগণের মধ্যে সিহোয়াংটি বা চিং নামক চতুর্থ সম্রাটই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত। ২১৩ পূঃ খৃঃ অব্দে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়া সমস্ত চীনদেশের একাধিপতি হন। উত্তরভাগে তাতারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ইনিই বিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন।

(এই প্রাচীর পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্যের মধ্যে একটি।)

পরিশেষে দিগ্বিজয়ে মহা গর্ব্বিত হইয়া তিনিই চীনের প্রথমাধীশ্বর, পরবর্ত্তী লোকদিগের এই বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত তিনি কৃষি ও শিল্পবিষয়ক ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থাদি ভস্মীভূত করিবার অনুমতি দেন, এবং তাৎকালিক অনেক পণ্ডিতের প্রাণবধ করেন। এই জন্যই চীনের প্রাচীন ইতিহাস সমস্ত জানা যায় নাই।

হান্ নামক পঞ্চমবংশীয় অষ্টাদশ সম্রাট্ চাংটির নিকট ৮৮ খৃঃ অব্দে পার্থীয়গণ কোন কার্য্যোপলক্ষে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। এই বংশীয় ষড়্‌বিংশ সম্রাট্ হোণ্টীর রাজত্বকালে তাঁহার নিকট বাণিজ্যকরণার্থ ১৬৬ খৃঃ অব্দে রোম রাজ্যের ৬ষ্ঠ সম্রাট্ মার্কাস অবিনিয়স্ কতিপয় রোমীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষকে প্রেরণ করেন। সেই অবধি চীনের সহিত রোমের বাণিজ্য আরম্ভ হয়। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমবংশীয় সম্রাটগণের রাজ্যকালে সমস্ত চীনদেশ যুদ্ধ বিগ্রহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। ৪১৬ খৃঃ অব্দে চীনরাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। হোনান্ নগর উত্তরভাগের এবং নাঙ্কিন্ নগর দক্ষিণভাগের রাজধানী হইয়াছিল।

৪৮৯ খৃঃ অব্দে নবমবংশীয় ২য় সম্রাট্ ভুটির রাজত্বকালে ফান্‌সিন্ নামক একজন নাস্তিক দার্শনিক চীনে জন্মগ্রহণ করেন। দশমবংশীয় সম্রাটগণের রাজত্বকালে সংগ্রামাদি দ্বারা চীনেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। একাদশবংশীয় সম্রাটগণের রাজত্বকালে চীনদেশে সুখ শান্তির উদয় হয়। ইহারা সাতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। এই বংশোদ্ভব ২য় সম্রাট্ ভিটি নিয়ম করেন যে, রজনীযোগে কোন ব্যক্তি অকারণ রাজপথে ভ্রমণ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত অসংখ্য প্রহরী এক ঘটিকা রাত্রি হইলে ভেরী বাজাইয়া লোক সাধারণকে সতর্ক করিয়া দেয়। এই নিয়ম অদ্যাপিও চলিয়া আসিতেছে। ত্রয়োদশবংশীয় ২য় সম্রাট্ টৈছং চীন দেশে বিদ্যার সমধিক উন্নতি করেন। তিনি রাজভবনেই এক উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রায় আটহাজার ছাত্রকে শিক্ষা প্রদান করেন। ইহার মহিষীও বিদুষী ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া যান। এই টৈছং সম্রাটের রাজত্বকালেই নোষ্টোরিয়ান্ খ্রীষ্টানগণ চীনে আগমন করেন। সম্রাট্ তাহাদিগকে ধর্ম্মপ্রচার করিবার অনুমতি ও গির্জ্জা নির্ম্মাণ জন্য ভূমি দান করেন।

ইহার পর চীনরাজ্য বার বার তাতারদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং নানা বংশের হস্তগত হইলে অবশেষে ১১১৭ খৃঃ অব্দে কিন্‌তাতারগণ চীনের উত্তরভাগে রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের রাজত্বকালে ১২১২ খৃঃ অব্দে দুর্দ্দান্ত মোগল সেনাপতি জঙ্গিস্ খাঁ চীন আক্রমণ করেন।

জঙ্গিস্ খাঁ চীনের বহু নগর জয় করিয়া গতাসু হইলে তৎপর-বর্ত্তী মোগল সেনাপতিগণ অনেক যুদ্ধের পর কিন্‌দিগকে বিতাড়িত করিয়া উত্তরভাগ অধিকার করিলেন। চীন সম্রাট্ দক্ষিণভাগে নাঙ্কিন্ নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে মোগলদিগের সহিত চীনসম্রাটের বিরোধ উপস্থিত হইলে চীনে পুনরায় সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষেই অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইল, অবশেষে পিয়েন্ নামক জনৈক মোগলবীর চীনদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলে, চীন সম্রাটের শেষ উত্তরাধিকারী নবম-বর্ষীয় যুবরাজ, অমাত্য, মান্দারিন্ ও অন্যান্য লক্ষাধিক ব্যক্তির সহিত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে ১২৮০ খৃঃ অব্দে চীনরাজবংশ শেষ হইলে হুপিলো ইয়েন্ নামক মোগলরাজবংশ স্থাপন করেন। হুপিলো তখন পর্য্যন্ত চীনদিগের অজ্ঞাত হোয়াংহো নদীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিয়া ঐ প্রদেশের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করান। তদ্ভিন্ন তিনি গণিত, সাহিত্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের বিস্তর উন্নতি করেন। বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধার জন্য ইনি এক সুবৃহৎ খাল খনন করান। ঐ খাল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই বংশীয় শেষ নৃপতি সান্টিকেচু নামক জনৈক চীন-বীরপুরুষ পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া হং ভু উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মিং নামক একবিংশবংশ স্থাপন করিলেন। এই বংশীয় নবম সম্রাট্ হাংচির রাজত্বকালে ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে নাবিকাগ্রগণ্য ভাস্কো ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন পূর্ব্বক ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হন। এই সময় হইতেই য়ুরোপীয় জাহাজ সকল চীনে যাতায়াত আরম্ভ করে। দশম সম্রাট্ চিংটির রাজত্বকালে গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা লপেজ-ডি সঙ্গা ১৫১৭ খৃঃ অব্দে টমাস্ পেরেরাকে দূত স্বরূপ চীনে প্রেরণ করেন। টমাস্ পেরেরা কারাবদ্ধ হইয়া পিকিনে প্রাণত্যাগ করিলেন, পরে লপেজ নানা কৌশলে চীনের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু চীনাদিগকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করাতে তাহারা পর্ত্তুগীজদিগকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিল। অবশেষে ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে ১১শ সম্রাট্ কিয়াছিঙ্গের রাজত্বকালে পর্ত্তুগীজগণ চাংটিসৌ নামক জলদস্যুকে বিনষ্ট করিয়া চীনের নিকট মেকেয়ো দ্বীপ প্রাপ্ত হইল। অদ্যাপি উহা পর্ত্তুগীজ-দিগের অধিকারে আছে। এই বংশীয় ত্রয়োদশ সম্রাট্ ভং-লির রাজত্বকালে ওলন্দাজগণ প্রথম মেকেয়োতে পদার্পণ করে। ষোড়শ সম্রাট্ ছং চিং এই বংশের শেষ নৃপতি। ইহার রাজত্ব-কালেই কাপ্তেন ওয়েডেল্ নামক জনৈক ব্রিটিশ পোতাধ্যক্ষ চীনে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজদিগের সহিত চীনের বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন। অবশেষে বিদ্রোহী সেনাপতিদ্বয় লি ও চাং অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, সম্রাট্ উপায়ান্তর না দেখিয়া শত্রুহস্তে পতিত হইবার আশঙ্কায় রাজ্ঞী ও দুহিতার সহিত আত্মহত্যা করিলেন। প্রধান বিদ্রোহী লি সম্রাটের দুই পুত্র ও অমাত্যবর্গের মস্তকচ্ছেদন করিয়া রাজ্যাধিকার করিলেন। উকান্‌ক্যে নামক চীনরাজবংশীয় এক সাহসী সেনাপতি লির অধীনতা স্বীকার না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন, এবং মাঞ্চুতাতারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাতাররাজ ছংটি তৎক্ষণাৎ অষ্ট সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। লি ইহা শুনিয়া পিকিন্ লুণ্ঠন করত প্রচুর ঐশ্বর্য্য অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তাতার-রাজ কালগ্রস্ত হইলে তাঁহার পুত্র সাংচি সাধারণ সম্মতিক্রমে রাজ্যাভিসিক্ত হইয়া ছিন্ নামক দ্বাবিংশতিতম বংশ স্থাপন করিলেন। অদ্যাপি এই বংশ রাজত্ব করিতেছে। সাং চি উকান্‌ক্যেকে সেন্সি প্রদেশের অধীশ্বর করিলেন, কিন্তু তাহাতে উকান্‌ক্যের তাতারদিগকে আহ্বান জন্য অনুতাপ দূর হইল না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "শৃগালদিগকে দূরী-করণার্থ সিংহসমূহ আহ্বান করিয়া কি কুকর্ম্মই করিলাম!" তিনি ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে একবার মাঞ্চুদিগের বিপক্ষে সৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু প্রতারিত হইয়া অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র হং হোয়া তাতারদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে, নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় আত্মহত্যা দ্বারা লীলা সংবরণ করিলেন, ক্রমে তাতারেরা অন্যান্য বিদ্রোহ দমন করিয়া চীনে সুদৃঢ় হইল। ১৬৮২ খৃঃ অব্দে চীনের ১৮ প্রদেশেই সম্পূর্ণরূপে তাতারদিগের বশীভূত হইয়া নিরুপদ্রব হইল। সাঙ্কির উত্তরাধিকারী কাঙ্খি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তারের অত্যন্ত আনুকূল্য করেন, কিন্তু শেষে উহার যথেষ্ট বিরোধী হন। তাঁহার পুত্র যঙ্কিং জেস্যুটদিগকে কান্টনে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, এবং তথা হইতে তাহাদিগকে ১৭৩২ খৃঃ অব্দে মেকেয়োদ্বীপে তাড়িত করেন।

১৭২৮ খৃঃ অব্দে ফরাসি পোতাধ্যক্ষ ভেলেয়ার প্রথম কান্টনে উত্তীর্ণ হন। ১৭৩১ খৃঃ অব্দে চীনের উত্তর প্রদেশে এক ভীষণ ভূমিকম্প ঘটিয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ বিনাশ করে।

যঙ্কিঙ্গের পুত্র কিয়েন্‌লিং সম্রাটের রাজত্বকালে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডাধীশ্বর চীনসম্রাটের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া চীনের সহিত বাণিজ্য প্রচলন করিবার নিমিত্ত লর্ড মেকার্টনিকে বহুলোক সমভিব্যাহারে দূত স্বরূপ প্রেরণ

করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারেন নাই। কিয়েন্ লিং সম্রাট্ অতীব বিদ্বান্ জ্ঞানী, নির্ম্মল স্বভাব ও পরম দয়ালু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮০০ খৃঃ অব্দে তাতারেরা চীন আক্রমণ করে কিন্তু তাঁহার পুত্র সম্রাট্ কায়াকিং কর্ত্তৃক পরাজিত ও তাড়িত হয়। ইনি মিশনরিদিগকে রাজধানীর ত্রিশ ক্রোশ দূরে বাস করিতে আদেশ করেন। কথিত আছে এই সময়ে কয়েক সহস্র বালক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ১৮০৫ অব্দে সেচুয়েন্ প্রদেশে অন্যূন ৬৪টী মিশনরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে পুনরায় খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই সময়ে সর্-জর্জ ষ্টটন, কাণ্টনস্থ ইংরেজদিগের কুঠির চিকিৎসক পিয়ার্সন সাহেবের সাহায্যে চীনে গো বীজের টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত করেন।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজের জনৈক নাবিক লগুড়াঘাত দ্বারা একজন চীনার প্রাণবধ করেন। ইহা লইয়া কাণ্টনস্থ ইংরাজদিগের সহিত চীনের বিবাদ হয়। কালক্রমে এই বিবাদ মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু ইংরাজের উপর চীনাদিগের বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইল। কায়াকিং স্বদেশের প্রচলিত আচার ব্যবহারাদি অনেক সংশোধন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র টৌকুয়াং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া য়ুরোপীয় যন্ত্র ও শিল্পকর্ম্মাদি চীনে প্রচার করিলেন। এ পর্য্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি চীনের সহিত সমস্ত বাণিজ্যের একাধিপত্য করিতেছিলেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট হইতে এক রাজাজ্ঞা উপস্থিত হইল যে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর চীনের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিবেন না; কেবল চীন-নিবাসী ইংরাজ-দিগের দ্বারাই উহা নিষ্পন্ন হইবে।

টৌকিয়াং সম্রাট্ অহিফেণ সেবনে প্রজাদিগের বুদ্ধি ও ধনক্ষয় দেখিয়া আদেশ দেন যে, চীনে আর অহিফেণ আনীত হইবে না। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে লিন্ নামে সম্রাটের জনৈক কমি-শনর কাণ্টনে উপস্থিত হইয়া যেখানে যত অহিফেণ ছিল সমস্ত বিনষ্ট করিলেন, এবং পর বৎসর সম্রাটের আদেশে ইংরাজ-দিগের সহিত বাণিজ্য একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক রণতরী চীনে প্রেরিত হইল। চীন রাজমন্ত্রী ভীত হইয়া কাণ্টনে ইংরাজদিগের সহিত এই নিয়মানুসারে সন্ধি করিলেন যে, হঙ্কং দ্বীপ ও যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৬০ লক্ষ ডালর তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে, বাণিজ্য অবাধে চলিতে থাকিবে। সম্রাট্ এই সংবাদ পাইলে মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিলেন, সুতরাং উক্ত সন্ধিও অগ্রাহ্য হইল। ইংরাজেরা ইহা শুনিয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল, অবশেষে চীনাগণ ৬০ লক্ষ ডালর প্রদানে সম্মত হইল ও বাণিজ্য চলিতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজ রণতরী আময়, কুজান দ্বীপ, শিংপো, চাপু প্রভৃতি অধিকার করাতে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। ১৮৪২ খৃঃ অব্দের মে মাসে ইংরেজেরা ইয়াং-সি-কিয়াং নদীতে প্রবেশ করিয়া বহুলোক নিহত ও উমাং, সাঙ্ঘে, মিন্‌কিয়াং অধিকার করিল। এপ্রিল মাসের অষ্টম দিবসে তাহারা নাঙ্কিন্ নগর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করাতে সম্রাট্ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ঐ মাসের ২৯শে তারিখে এই নিয়মে এক সন্ধি হইল যে ইংরাজদের সহিত আর বিবাদ না হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে, সম্রাট্ আগামী চারি বৎসরের মধ্যে একবিংশতি লক্ষ ডালর প্রদান করিবেন, কাণ্টন্, আময়, ফুচু, নিংপো ও সাঙ্ঘে বন্দরে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারিবে, এবং হংকং দ্বীপ ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদত্ত হইবে। তদনন্তর ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে জুন মাসে ইংরাজেরা হংকং দ্বীপ অধিকার করিল।

নাঙ্কিনের এই সন্ধির সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমেরিকা ও য়ুরোপের বণিকমণ্ডলীর দৃষ্টি চীনের উপর পড়িল। ইউ-নাইটেড্ ষ্টেটস্, ফ্রান্স, হলণ্ড, প্রুসিয়া, স্পেন, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি রাজ্য হইতে দূতগণ চীনে প্রেরিত হইয়া বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া গেল। সেই অবধি চীনের সমস্ত বন্দরে, বিশেষতঃ কাণ্টন্ ও সাঙ্ঘে নগরদ্বয়ে নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য চলিতেছে।

টৌকুয়াং সম্রাট্ ১৮৫০ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র হীং ফুং সম্রাট্ হইলেন। ইনি অবিবেচক, হীনবুদ্ধি ও নীচপ্রকৃতি ছিলেন। ইনি পিতৃ-নিযুক্ত জ্ঞানী, উন্নত কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া কুসংস্কারাবিষ্ট প্রাচীন মতাবলম্বী মান্দারিন্ নিযুক্ত করিলেন। রাজ্যে কোন প্রকার নূতন প্রথা প্রচলন নিষিদ্ধ হইল, মান্দারিনগণ বিদেশীয়দিগের বিশেষতঃ ইংরাজদিগের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিতে যত্নশীল হইলেন।

চীনগণ মাঞ্চু-তাতারদিগের শাসনে থাকিতে পূর্ব্ব হইতেই অসন্তুষ্ট ছিল, এক্ষণে সম্রাটের এই সকল ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিদ্রোহীগণ ক্রমেই বলশালী হইয়া অনেকা-নেক নগর অধিকার করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। ইংরাজেরা কাণ্টন্ অধিকার করিয়া পিকিন্ আক্রমণের ভয় দেখাইলে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ২৬শে জুলাই মাসে টীন্সিনে এক সন্ধি স্থির হইল। সন্ধির প্রধান সর্ত্তগুলি এইরূপ—১ম, বাণিজ্যের নিমিত্ত নূতন বন্দর সকল উন্মুক্ত থাকিবে; ২য়, খৃষ্টধর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে উপাসিত ও চীনা-খ্রীষ্টানগণ সুরক্ষিত হইবে; ৩য়, একজন

বৃটিস কর্ম্মচারী রাজ-প্রতিনিধি রূপে পিকিনে বাস করিবেন। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে চীনগণ সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ইংরাজগণ ফরাসিদিগের সহিত মিলিত হইয়া চীনের অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে পিকিনে সন্ধি হইল যে, বিদেশীয় বণিক্গণ যথেচ্ছাক্রমে চীনের নগর সকলে প্রবেশ করিয়া বাণিজ্য করিতে পারিবেন, এবং চীনগণও যথেচ্ছা বিদেশে গমনাগমন করিতে পারিবে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ হাং ফুঁ গতাসু হইলে তাঁহার পুত্র টুং-ছি রাজপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু যুবরাজ বালক থাকায় তাঁহার খুল্লতাত কং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে বিদ্রোহীগণ নাঙ্কিন্ নগরে একত্র হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। সম্রাটের সেনাপতি ছেং কোচান্ নাঙ্কিন্ অবরোধ. করিয়া বিদ্রোহীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিলেন। সেই অবধি বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে কোয়াং সু নামক মাঞ্চু-তাতারবংশীয় নবম ভূপতি চীনে রাজত্ব করিতেছেন। ইনি ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ১৫ আগষ্ট জন্মগ্রহণ ও ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ১২ জানুয়ারি সিংহাসনারোহণ করেন।

উৎপন্ন দ্রব্য।—চীনেরা অতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল এবং কৃষিকার্য্যে অতিশয় যত্নবান্। প্রজাবর্গকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য চীনসম্রাট্ স্বয়ং এক নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে স্বহস্তে লাঙ্গল চালনাদ্বারা সর্ব্বাগ্রে ভূমি কর্ষণ করেন। ভারতবর্ষীয় প্রায় সমস্ত শস্যই চীনে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণভাগে অধিক পরিমাণে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়, ইহাই চীনবাসীর প্রধান খাদ্য। এসিয়া ও য়ুরোপের প্রায় সমস্ত ফলই চীনে উৎপন্ন হয়। আম, আতা, পিয়ারা, দাড়িম্ব, জলপাই, পিচ, তুঁত, কমলালেবু, আখরোট, ডুম্বুর ও পিষ্টকফল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পর্ত্তুগীজগণ চীন হইতেই য়ুরোপে প্রথম কমলালেবু লইয়া যায়। এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লেবু পাওয়া যায়। এক প্রকার ক্ষুদ্র লেবুগাছ অতি সুন্দর, চীনেরা উহা টবে করিয়া ঘর সাজায়। চীনে হলদে রঙের এক প্রকার কাঁকুড় জন্মে; চীনেরা উহার খোসা সমেত ভক্ষণ করে। লিচু প্রভৃতি কএকটী চীনা-ফল ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইতেছে। চীনে দ্রাক্ষাফলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এসিয়া ও য়ুরোপের যাবতীয় শাকসব্জী ব্যতীত চীনে আরও নানাবিধ নূতন নূতন শাক মূলাদি পাওয়া যায়। কপি, বীট্পালঙ, চীনা-পিটুসে, হরিদ্রা, বিবিধপ্রকার আলু, পলাণ্ডু, রশুন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথাকার মানকচু ৩।৫ হাত পর্য্যন্ত বড় হয়।

বৃক্ষ সকলের মধ্যে চুকৌ ডুমুরবৃক্ষ সদৃশ। ইহার বল্কলে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হয়। এখানকার বার্ণিসবৃক্ষের নির্যাসে বার্ণিস প্রস্তুত হয়। চীনেরা ইহাকে 'সীচু' বৃক্ষ কহে। এখানকার এক প্রকার কাষ্ঠ লৌহ সদৃশ কঠিন ও গুরু। 'নানমু' নামক কাষ্ঠ অতি দীর্ঘকালস্থায়ী, রাজভবনের কড়ি, বরগা, জানালাদি এই কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়, গোলাপী সুগন্ধবিশিষ্ট একরূপ সুন্দর কাষ্ঠে সৌখীন গৃহসামগ্রী প্রস্তুত হয়। চীনদেশের কর্পূরবৃক্ষ সুবিখ্যাত। ইহার উচ্চতা শত হস্তেরও অধিক এবং গুড়ির পরিধি এত বড় হয় যে ২০ জন ব্যক্তিও ইহার মূলদেশ বেষ্টন করিতে পারেনা। চীনেরা এই বৃক্ষ হইতে কর্পূর প্রস্তুত করে। [কর্পূর দেখ।] এখানকার বাঁশ নারিকেল গাছের মত মোটা হয়। চীনেরা পাণ খায়, পাণ সেখানেই জন্মে। তামাকও বিস্তর উৎপন্ন হয়। এখানে নানাবিধ সুগন্ধি ও সুন্দর পুষ্প পাওয়া যায় তন্মধ্যে "উটংচু" নামক পুষ্পই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উলান্, লামু, চাহো, মোলীন্, হেটোং ও মুটান্ প্রভৃতি আরও অনেক পুষ্পবৃক্ষ আছে। এখানে নানারূপ পদ্মফুল হয়। চীনেরা অতিশয় ফুল ভালবাসে। চা-বৃক্ষ চীনের প্রধান উদ্ভিদ্। চীনে কি সমতল কি পার্ব্বত্যভূমি সর্ব্বত্রই চা জন্মে। চা এদেশের প্রধান পণ্য দ্রব্য। [চা-র বিস্তৃত বিবরণ চা শব্দে দেখ।]

চীনে বহুবিধ ওষধি জন্মে। রেউচিনি, চীনাটিহোপং, গিন্সেং, কাসিয়া নামে দারুচিনি, সপ্টসি, কৌলিন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। চীনের পুদিনা অতি উৎকৃষ্ট। চীনে কার্পাস বৃক্ষ সুন্দর জন্মে। ইক্ষুও বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার গুড়, চিনি ইত্যাদি ভারতবর্ষ ও য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়।

শণ, পাট প্রভৃতি বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে একপ্রকার বৃহৎ শণ গাছ জন্মে, উহা প্রায় ১০।১৫ ফিট লম্বা হইয়া থাকে।

কাণ্টন্ নগরের নিকট একরূপ শণ হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ বস্ত্র য়ুরোপে বিস্তর রপ্তানী হয়। য়ুরোপে ইহাকে চীনাঘাসের কাপড়* (China-grass-cloth) কহে। জলাভূমিতে নাগরমুথার চাস হইয়া থাকে। জুলাই মাসে তাহা কাটিয়া মাদুর প্রস্তুত করে।

অধিবাসী।—চীনদেশবাসীগণ শারীরিক বলে ও সৌন্দর্য্যে এসিয়ার অনেক জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কাণ্টন্ নগরের কুলিগণ অতিশয় সুগঠিত ও বলবান্। মঙ্গোলীয় শাখাভুক্ত হইলেও চীনদিগের মুখাবয়ব মঙ্গোলীয়দিগের ন্যায় কদাকার নহে, বরং অনেকটা গৌরব হইয়া গিয়াছে। চীন-

গণের স্ফীত ওষ্ঠ ও বিস্তৃত নাসারন্ধ্র অনেকটা কাফ্রিদিগের মত। আমেরিকার আদিমবাসীদিগের ন্যায় ইহাদের কেশ বিরল, কৃষ্ণ ও উজ্জ্বল। চীনদিগের গায়ে লোম নাই বলিলেই হয়। হস্ত, পদ, ও অস্থি সকল ক্ষুদ্রায়তন। উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণাংশের চীনদিগের মুখশ্রী অপেক্ষাকৃত চৌরস অর্থাৎ অল্প চতুষ্কোণ। ইহাদিগের বর্ণ শুভ্র। প্রায় বিংশতিবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত চীনদিগকে অতি সুন্দর দেখায়, পরে ক্রমে ক্রমে গণ্ডদেশে উচ্চ অস্থিদ্বয় বাহির হইয়া মুখকে চতুষ্কোণ করিতে থাকে। চীনের বুড়া, বুড়ী সকলেই প্রায় দেখিতে ভীষণ কদাকার।

চীনগণ অধিকাংশই পরিশ্রমী, শান্তপ্রকৃতি ও সন্তুষ্টচিত্ত। চীনের সম্রাট্ যথেচ্ছাচারী হইলেও তিনি প্রজাবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, তিনি ন্যায় ও দয়ার সহিতই তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন। ইহারা বাহিরে বিনয় ও শিষ্টাচার দ্বারা বশ্যতা দেখাইতে বড় মজবুত, কিন্তু অনেকেই ঘোর মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। কাজেই ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সদ্ভাব থাকেনা। ইহারা শিষ্টাচার দেখাইয়া এরূপ মনের ভাব গোপন করিতে পারে যে, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। যখন কোন চীন তোমার মাথা কাটিতে পাইলে আর কিছু চায়না, তখনও সে তোমার সহিত এরূপ বন্ধুভাবে আলাপ করিবে যে, তুমি তাহার মনের ভাব বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিবেনা। ইহাদের কথোপকথনে অধিক মাত্রায় বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়। আদব কায়দার এমনই আড়ম্বর যে অতি উদ্ধত স্বভাব গর্ব্বিত ব্যক্তিও কথাবার্ত্তায় আপনাকে 'হীন আমি' 'মূঢ় আমি' 'ইতর আমি' 'ক্ষুদ্রমতি আমি' ইত্যাদি ভাবে সম্বোধন করে। পথের ভিখারীকেও 'মহাশয়ের দর্শনে আমি ধন্য ও ভাগ্যবান্ হইলাম' এই বলিয়া আপ্যায়িত করে।

ইহারা কোন কার্য্যোপলক্ষে আগমন করিলে প্রথমেই নানারূপ বাজে কথার অবতারণা করিয়া অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দেয়, শেষে যাবার কিছু পূর্ব্বে 'মহোদয়কে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বড় বিরক্ত করিলাম' এইরূপ বহ্বাড়ম্বরপূর্ণ ভূমিকার পর যে জন্য আসিয়াছিল ২।৪টী মাত্র কথায় তাহা শেষ করিয়া চলিয়া যায়। লৌকিকাচার এইরূপ হইলেও ইহাদের নীতিজ্ঞান বড়ই অল্প। অনেকেই ঘোর মিথ্যাবাদী। চীনেরা অতিশয় অহিফেন সেবন করে। মিঃ নোল্টন (Mr. Knawlton) অনুমান করেন চীনে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩,৫১,১১৫ জন গুলিখোর (opium-smoker) আছে অর্থাৎ প্রতি ১৭০ জনে ১ জন গুলিখোর।

শান্তির সময়ে সাধারণতঃ ইহারা আপনা হইতেই রাজ্যে সুশৃঙ্খলা রক্ষা করে। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহাদির সময়ে কিম্বা অত্যাচার প্রপীড়িত হইলে ইহারা উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে, তখন নরহত্যা, শোণিতপাত, লুণ্ঠন প্রভৃতি কোন প্রকার ভীষণ ও নির্দ্দয় কার্য্যেই ইহারা পশ্চাৎ পদ হয় না। যখন যে বিষয় লইয়া থাকে, তদনুসারে ইহারা কখন দয়ালু, কখন নিষ্ঠুর, কখন নিরীহ, কখন বা ভীষণ প্রকৃতি হয়। কিন্তু যখন চীনবাসী নিজ শান্তিময় গৃহে সন্তুষ্টচিত্তে নিজ কার্য্য করে, তখন ইহাদিগের ন্যায় নিরীহ ও সুশৃঙ্খল লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

ইহারা কৃষি, মিস্ত্রী, মজুরি ও মাঝিগিরিতে বিলক্ষণ পটু। যে পরিমাণ বুদ্ধি, যত্ন ও সহিষ্ণুতা থাকিলে উৎকৃষ্ট কারিগর হওয়া যায় ইহাদের তাহা আছে। কলিকাতার চীনমিস্ত্রী ও চীনমুচি বিখ্যাত। সচরাচর ইহারা দেশীয় কারিগরগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, এবং গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অধিক আদৃত। ইহারা নম্র, ধীর, মিতাচারী, পরিশ্রমী, নিঃস্বার্থপর, কষ্ট-সহিষ্ণু এবং কতক পরিমাণে শান্তি-প্রিয়। ইহারা কি শীত কি গ্রীষ্মপ্রধান সকল দেশেই যাইয়া বাস করে। রীতিমত শিক্ষা, অর্থ-সাহায্য ও উৎসাহ পাইলে চীনেরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারিগর হইয়া দাঁড়ায়।

কষ্টে পড়িলে ইহারা অনায়াসে অপত্যস্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলে। এরূপ সময় নিরাশ্রয় বালিকারাই হত কিম্বা পরিত্যক্ত হয়। চীনদেশে বৃদ্ধ, খঞ্জ, অন্ধ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতির নিমিত্ত দাতব্যাগার প্রতিষ্ঠিত আছে। বৃদ্ধদিগের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হয়।

চীনদিগের আমোদ প্রমোদের জন্য রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয়, বাজিপোড়ান, পুতুলনাচ, ভেল্কিবাজী, কুস্তিবাজী, বাচখেলা, পক্ষী-লড়াই, ফড়িঙ-লড়াই প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহারা সুন্দর পক্ষী অতিশয় ভালবাসে। কিন্তু স্বভাবতঃ ইহারা গম্ভীর প্রকৃতি, আমোদ প্রমোদে অধিক কাল কাটাইতে ভালবাসেনা।

বেশভূষা।—চীনে সকল শ্রেণীর লোকেই প্রায় একরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। সম্ভ্রান্তগণ সম্মানসূচক চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি অলঙ্কার ধারণ করেন, অপরে উহা ব্যবহার করিলে দণ্ডিত হয়। ইহাদের অঙ্গরাখা অতিশয় লম্বা ও আল্‌গা এবং ৪।৫টী বোতাম দ্বারা বদ্ধ থাকে। ইহারা কোমরে একটী দীর্ঘ কটিবন্ধ পরিধান করে। ঐ কটিবন্ধে একটী ছুরি ও দুইটী কাটী ঝুলান থাকে, তদ্দারা উহারা আহার করে। ইহারা সাধারণতঃ নীল পরিচ্ছদ পরিধান

করে। পর্ব্বোৎসবাদিতে কৃষ্ণ, ধুসর, হরিত, পীত, লোহিত ইত্যাদি বর্ণের বস্ত্রও ব্যবহৃত হয়। সম্রাট্ স্বয়ং পীত-বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন।

রাজপরিবারগণ পীতবর্ণ কটিবন্ধ ধারণ করেন। শোকাদির সময় শুভ্রবেশ ধারণ করাই চীনের প্রথা। চীনগণ টুপি ব্যবহার করে। ইহারা সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যভাগে একটা দীর্ঘ বেণী রাখে। এই বেণী ইহাদের অতিশয় আদরণীয়। ইহা কর্ত্তন করিলে চীনগণ সাতিশয় অপমান বোধ করে। চীনদেশে বিংশবর্ষ অতিক্রম না করিলে কেহ রেসমের বস্ত্র ও টুপি পরিতে অনুমতি পায় না। চীনরমণীগণ অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে না। ইহারা মস্তকে বেণী বন্ধন করে এবং তাহাতে স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত নানাবিধ ফুল পরিয়া থাকে।

মান্দারিন পুরুষ।

মান্দারিন স্ত্রীলোক।

চীনেরা দীর্ঘ নখ রাখাকে সম্ভ্রান্তবংশের চিহ্ন জ্ঞান করে, কেননা হীনবংশীয়দিগকে কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং নখ ভাঙ্গিয়া যায়। যাহার যেরূপ সম্ভ্রম, তাহার নখও সেইরূপ দীর্ঘ। সম্রাটের নখই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়।

পারিবারিক ও সামাজিক রীতি।—চীনে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহিতা রমণীগণ এমন কি প্রথমপত্নীও স্বামীর সংসারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না; তবে পুত্রবতীদিগের বিশেষ ক্ষমতা আছে। পুত্র যত বড়ই হউক না তাহার উপর মাতার ক্ষমতা অসীম। এই কারণেই চীন-রমণীগণ কথঞ্চিৎ সপত্নী-নিগ্রহ সহ্য করিতে পারে। রাজাজ্ঞায় ধনী লোক ও বণিক্‌দিগকে নিজ নিজ দাস দাসীর বিবাহ দিতে হয়। স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় ও শিশুর স্তন্য পান কালে স্ত্রীসঙ্গম একান্ত নিষিদ্ধ বলিয়া অনেকে দারান্তর পরিগ্রহ করে। ধনীগণ বিশেষরূপে ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রধানা সম্রাজ্ঞী ব্যতীত আরও অনেক রাজমহিষী আছেন। প্রত্যেক মহিষীরই ভিন্ন ভিন্ন গৃহ, দাস, দাসী ও অন্যান্য আবশ্যকীয় আস্‌বাব আছে। এই সকল রাজমহিষীদিগের জন্য ১৮৭৭ সালের কিন্-ভি-চিনের রাজকীয় বাসনের কারখানা হইতে প্রায় ১১,৮৩৮টী চীনা-বাসনের মৎস্যাধার, ফুলদানি, এবং বহুচিত্র বিচিত্র উৎকৃষ্ট পাত্র প্রেরিত হয়। যাহা হউক সপত্নী-যন্ত্রণা-ভয়ে অনেকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া উহার হাত এড়াইয়া থাকে।

চীনে জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে সন্তানগণের বিবাহ দিয়া থাকে। অভিভাবক কিম্বা আত্মীয় স্বজনেরাই কন্যা নির্ব্বাচন করে। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যাকে দেখিতে পায় না। বিবাহের দিন দিবাভাগেও মশাল জ্বালিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ মহা আড়ম্বরে কন্যাকে পাল্কী করিয়া বরের বাড়ী পাঠান হয়। তৎপরে তথায় যথারীতি বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। কন্যা শ্বশুর শাশুড়ীকে অভিবাদন করে এবং নবদম্পতি ঈশ্বরোপাসনা করিলে রমণীগণ কন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া যায়। দাম্পত্য-প্রণয়ের আদর্শ স্বরূপ বিবাহে চক্রবাকমিথুন আনীত হয়। বিবাহের পর অন্তঃপুরে রমণীগণ ও বাহিরে পুরুষগণ আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে, পরে খুব ধুমধামের সহিত আহারাদি সম্পন্ন হয়।

বিবাহের প্রণালী রাজনিয়মের অন্তর্গত। কন্যা ১৪ বর্ষ বয়স্কা না হইলে বিবাহ করিতে পারে না। স্বগোত্রে কিম্বা নিতান্ত অন্তরঙ্গ মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। নট, কোটাল, নাবিক, দাস প্রভৃতি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করে। চীনে বিধবা বিবাহ সম্মানকর নহে। কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। বিবাহকালে অনেক স্থলে কন্যার পিতা বরের নিকট হইতে পণ গ্রহণ করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি বর বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা দেখিতে পায় না, সুতরাং অনেক সময় এমন ঘটে যে, কন্যা বরের আলয়ে আসিলে তাহার পছন্দ হয় না। তখন কন্যা বিমুখী হইয়া ফিরিয়া যায়। কিন্তু এরূপস্থলে বরকে বৃথা অনেক ব্যয় ভার বহন করিতে হয়।

চীনের অবরোধ প্রথা এদেশের অপেক্ষাও অধিক। সেখানে রমণীরা অন্তঃপুরের বাহির হইতে পারে না। আত্মীয় গুরুজনেরও হঠাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই।

পদদ্বয় অতিশয় ক্ষুদ্র হওয়াই চীন-রমণীর প্রধান সৌন্দর্য্য-লক্ষণ। এই জন্য বাল্যকাল হইতেই পদদ্বয় ছোট করিতে তাহাদের বিশেষ চেষ্টা থাকে। পদদ্বয় বড় হওয়া তাহাদের মতে নীচবংশের চিহ্ন। চীনরমণীগণের পদ স্বভাবতঃই অতি ক্ষুদ্র, তাহার উপর ৭।৮ বৎসর বয়স হইতে নানারূপ কৃত্রিম উপায়ে উহাদিগকে ক্ষুদ্রতর করা হয়। ঐ সময় মোটা বস্ত্রের ফিতা দিয়া পায়ের আঙ্গুল, পাতা, গোড়ালি এরূপ আটিয়া বাঁধিয়া দেয় যে আর কোন মতেই বর্দ্ধিত হইতে পারে না। তাহার উপর আবার লৌহ-পাদুকা পরিধান করা হয়। সুতরাং পা ক্ষুদ্রই থাকিয়া যায়। এইরূপ পদ আমাদিগের দেশে অতি কদাকার বোধ হইতে পারে, কিন্তু চীনে বহুকাল হইতে ইহার গৌরব হইয়া আসিতেছে। পায়ের অতি ক্ষুদ্র অঙ্গুলিগুলি অঙ্কুরের ন্যায় যেন পায়ের পাতা হইতে বহির্গত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষুদ্রপদেও চীনরমণী অতি দ্রুত যাইতে পারে, পাছে পড়িয়া যায় এই ভয়ে তাহারা মরাল গমনে হেলিতে দুলিতে যায়। চীন-দিগের অবরোধ প্রথা ও চীনরমণীদিগের পদে লৌহপাদুকা দেখিয়া কোন কবি বলেন যে, উহা লৌহপাদুকা নহে রমণী-দিগকে অন্তঃপুর-কারাগারে আবদ্ধ রাখিবার শৃঙ্খল। যাহা হউক সম্প্রতি লোকের ক্ষুদ্রপদের উপর দৃষ্টি কমিতেছে, অনেকে ইতিমধ্যেই আর পদ ক্ষুদ্র করিবার জন্য অযথা যন্ত্রণা ভোগ করে না।

চীনে বহুসংখ্যক শিশুহত্যা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য হত শিশুদিগের অধিকাংশই নবজাতা বালিকা। চীনদেশে পিতাই সন্তানদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা, সুতরাং এইরূপ নৃশংস ব্যবহারের জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয় না। অতিশয় দারিদ্র্য জন্য মহাকষ্টে পতিত হইলে যখন উহারা দেখে যে, বাঁচিয়া থাকিলে শিশুর জীবন কেবল কষ্টপূর্ণ হইবে মাত্র, তখন শীঘ্রই কষ্টের অবসান করিয়া দেয়। যাহা হউক সমৃদ্ধ জনপদ সকলে এই প্রথা দৃষ্ট হয় না। ফুচু নগরের নিকটে একটী নদীর তীরে একখণ্ড প্রস্তরে লেখা আছে যে, 'এখানে বালিকা ডুবাইয়া মারিওনা।' ইহাতে বোধ হয় চীনে বালিকা-বধ নিবারিত হইতে এখনও দেরি আছে।

খাদ্য।—ভাত চীনদিগের প্রধান খাদ্য, গোলআলু, কপি, শিম, মূলা, বেগুন প্রভৃতির তরকারীও ব্যবহৃত হয়। ইহারা সচরাচর শূকর, ছাগ ও মেষমাংস খায়, তদ্ভিন্ন অশ্ব, কুকুর, বানর, বিড়াল, ইন্দুর প্রভৃতির মাংসও অখাদ্য নহে। তবে শূকরমাংসই অধিক প্রচলিত। চীনদিগের এই মাংস এতদূর প্রিয় যে, উহারা কথায় বলে 'বিদ্যার্থী কখন বহি ছাড়ে না, এবং গরিব কখন শূকর ছাড়ে না।'

খাদ্যের বিষয়ে ইহাদের নিয়ম এই যে যাহা কিছু শরীর পোষণ করিতে পারে তাহাই ভক্ষ্য। ধনীগণ একরূপ পক্ষি-নীড়*, সমুদ্র-শম্বুক, হাঙ্গরের পাখনা, মাছের পেটী, গোক্ষুর শিরা, মহিষচর্ম্ম প্রভৃতি দুর্লভ উপাদেয় খাদ্য সকল ভোজন করে। আর একরূপ উপাদেয় খাদ্য কীটবিশেষের অণ্ডোদগত শাবক দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহারা সকল প্রকার মাছ, কাঁকড়া ও কচ্ছপাদি ভক্ষণ করে। গোবধ সম্পূর্ণরূপে আইন বিরুদ্ধ। কেহ গাভী কিম্বা বলদ বধ করিলে প্রথমবার তাহার এক শত বেত্রাঘাত দণ্ড হয়। ২য় বার ঐ অপরাধে ১০০ বেত্রাঘাত ও যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত হয়। চীনেরা তণ্ডুলের মদ্যপান করে, তবে মাতাল নহে। আফিংএর চণ্ডু ইহাদের মধ্যে অধিক মাত্রায় প্রচলিত। ইহারা য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর কাঠের হাতা ও দুইটী কাটি দ্বারা আহার করে। চা-পান ব্যতীত অন্য সময়ে চামচ ব্যবহার করেনা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।—চীনেরা মৃত্যুকে অতিশয় ভয় করে। তাহাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর মনুষ্য ক্ষুধার্ত্ত ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া হাহা করিয়া বেড়ায়। এই মৃত্যুভয় নিবারণার্থ চীন-শাস্ত্রকারগণ মৃতব্যক্তিকে দেবতাতুল্য জ্ঞান করিতে ও মৃত-দেহের মহাসমারোহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে বিধি দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মৃত্যুর পর হঠাৎ কোথায় যাইব কি করিব ইত্যাদি চিন্তায় তাহারা নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে। পরকালে অনন্ত সুখের আশাও উহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে পারে না। এরূপ স্থলে চীনে দাহপ্রথা চলিত থাকা সম্ভাবিত নহে। চীনে গোর দেওয়া প্রচলিত।

কোন চীন মরিলে তাহার প্রতি জীবিতকালের সহস্রগুণ সম্মান দেখান হয়। তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া সাধ্যানুযায়ী মূল্যবান্ সুন্দর শব-সিন্দুকে স্থাপন করে। ঐ সকল শব-সিন্দুক নানারূপ কারুকার্য্যযুক্ত, উজ্জ্বল রক্ত, পীত, নীলাদি বর্ণে চিত্রিত এবং বহুমূল্য হইলে স্বর্ণ রৌপ্যাদি মণ্ডিত হইয়া থাকে। এক একটীর মূল্য দুই হইতে তিন শত টাকা হইয়া থাকে। অনেকে জীবিতাবস্থাতেই

* এক জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষী মুখনিঃসৃত লালা দ্বারা প্রস্তরের উপর ক্ষুদ্র বাসা নির্ম্মাণ করে। ঐ পক্ষীর বাসা রন্ধন করিলে কোমল, পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

নিজের জন্য সিন্দুক ক্রয় করিয়া রাখে। যাহা হউক উহার মধ্যে তুলা, চুণ ও সময়ে সময়ে চা-পাতা দিয়া শবদেহ স্থাপিত হইলে ৩ হইতে ৭ দিবস পর্য্যন্ত গৃহে রাখা হয়। ইত্যবসরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় কুটুম্বাদি সকলে শ্বেতবর্ণ শোকসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আইসে। গৃহাদিও ঐ সময় শ্বেত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, শ্বেতভূষাই উহাদিগের শোকচিহ্ন। আগত কুটুম্বাদি কয়েক দিবস মৃতের বাটীতেই অবস্থান করে। সমাধির দিন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই শবের সঙ্গে গমন করে। সন্নিহিত পর্ব্বতের উপত্যকাই সমাধিস্থানরূপে নির্ব্বাচিত হয়। শব-সিন্দুক তথায় প্রোথিত কিম্বা মন্দিরাভ্যন্তরে নিহিত হয়। নগরাদির কিছু দূরে সমাধিস্থান উচ্চ বৃক্ষাদি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। শব সমাহিত হইলে চীনগণ প্রতিবর্ষে ঐ স্থানে আগমন করিয়া মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। পরকালে মৃত ব্যক্তি গৃহ ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হইবে, এই আশায় চীনেরা কাগজ নির্ম্মিত গৃহযানাদি দাহ করে। তাহাদের বিশ্বাস যে ঐরূপ ভস্মীভূত গৃহযানাদি পরকালে প্রকৃত হইয়া যায়। এইরূপে নগদ টাকা হইবে ভাবিয়া সোণালি কাগজও পোড়াইয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির মর্য্যাদানুসারে শোককাল সুদীর্ঘ হইতে থাকে। সম্রাট্ মৃত পিতামাতার জন্য পূর্ণ তিন বৎসর শোক-চিহ্ন ধারণ করেন, সম্ভ্রান্ত চীনগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। মদ্যমাংসাদি বর্জ্জন, শ্বেতবস্ত্র পরিধান, উৎসবাদি ত্যাগ ইত্যাদি শোকচিহ্ন। রাজকর্ম্মচারীগণ ঐ সময় রাজকার্য্যে বিরত হন, বিদ্যার্থীগণ পাঠাদি ত্যাগ করেন, সাধারণ লোকে কোন কর্ম্ম করে না। পাছে যথোচিতরূপে মৃতের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, এই জন্য প্রত্যেক নগরে সভা স্থাপিত আছে। কাহাকে কতক্ষণ কিরূপে কত মাত্রায় শোক প্রকাশ করিতে হইবে, সে সমস্তও ঐ সভায় নির্দ্দিষ্ট হয়। বিদেশে কোন চীন মরিলে তাহার সন্তানগণ দেশে আনিয়া তাহাকে সমাহিত করে। অন্যথা ঘোর দুর্ণাম হয়। যাহা হউক, অনেক সময় শব সকল ফেলিয়া দেওয়া হয় মাত্র। নাঙ্কিং নগরের নিকট এইরূপ বিস্তর শব প্রক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীনের সতীরমণী মৃতপতির অনুসরণ করিত। এ দেশের ন্যায় তাহারা জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিত না; অনাহারে বা অহিফেন সেবন দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিত। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ ইয়ুন্ চাং এই প্রথা রহিত করিয়া দেন। কিন্তু এখনও বিধবা-রমণী পতির সমাধিস্থানে গিয়া তাঁহার কবরের উপর পাখার বাতাস দিয়া হৃদয়ের শোকবেগ প্রকাশ করে।

পতির সহগামিনী চীন-বিধবা।

ভাষা, সাহিত্য।—চীন ভাষার ন্যায় প্রাচীন ভাষা জগতে দুর্লভ। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীনে যে ভাষায় কথোপ-কথন হইত, এখনও প্রায় সেই ভাষাতেই হইয়া থাকে। চীনদিগের বর্ণমালা চিত্রময়, ইহাদের ভাষা একমাত্রাবিশিষ্ট অর্থাৎ একটী শব্দে একটী স্বর ও একটী ব্যঞ্জন মোট দুইটীর অধিক বর্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং বর্ণমালা দ্বারা অতি অল্পসংখ্যক শব্দ হইতে পারে। সমগ্র চীন ভাষায় মোট ৪৫০টী মাত্র শব্দ আছে। কিন্তু প্রত্যেক শব্দ উচ্চারণভেদে নানারূপ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। এইরূপে প্রায় ৪৩,৪৯৬ বিভিন্নার্থবোধক শব্দ হইয়াছে। এই সংখ্যার কতক শিখি-লেই অধিকাংশ মনোভাব প্রকাশ করা যায়। খৃষ্টান মিসনরী-দিগের চীন ভাষার বাইবেলে মোট ৫০০০ শব্দ আছে মাত্র। ক্রমাগত পাঁচ বর্ষকাল অভ্যাস করিলে বিদেশী ব্যক্তি মোটামুটি চীন ভাষা শিখিতে পারে।

চীনের ভাষা ৪ প্রকার। ১ম কোয়েন্ অর্থাৎ রাজভাষা। এই ভাষা এক্ষণে চলিত নাই, কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদি ইহাতেই লিখিত হইত। এই ভাষা অতি মধুর এবং ইহা দ্বারা সংক্ষেপে গুরুতর বিষয়ও বর্ণনা করা যায়। ২য় ওঁয়েচ্চাং—এই ভাষায় বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রাদি লিখিত হয়। ৩য় হোয়ান্হোয়া—এই ভাষা বিচারালয়ে এবং শিক্ষিতমণ্ডলীতে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি এই ভাষা ১৮শ বিভাগেই প্রচলিত। তন্মধ্যে পিকি-নের নিকট ইহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ। ৪র্থ হায়াং টান্—ইহা পল্লীগ্রামের ও নীচ লোকের ভাষা।

চীনদিগের বর্ণমালা ৬ প্রকার। ১ম কিয়াই-সু—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ২য় চুয়েন্ সু—ইহা চিত্রময় বর্ণমালারই অব্যবহিত পরবর্ত্তী। ৩য় লে-সু রাজকার্য্যে ব্যবহৃত। ৪র্থ হিংসু হাতের লেখায় ব্যবহৃত; তাড়াতাড়ি লিখিতে ইহাই

প্রশস্ত। ৫ম চৌ-জি সংক্ষিপ্ত ও শীঘ্র লিখিত এবং কারবারে ব্যবহৃত হয়। ৬ষ্ঠ শাং-টি—পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে প্রচলিত। রাজকর্ম্ম-প্রার্থী পরীক্ষার্থিদিগের রচনা সুন্দর কিয়াই-সু বর্ণমালা দ্বারা পরিপাটীরূপে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

চীনেরা লেখা কাগজকে দেবতার ন্যায় মান্য করে। পাছে কেহ ছাপা বা লেখা কাগজের উপর পা দেয়, এই আশঙ্কায় বিদ্বৎসমাজ ঐসকল কাগজ সংগ্রহ করিতে লোক নিযুক্ত করেন। সংগ্রহকারী ভারে দুইটা বাঁশের চুপড়ি লইয়া দ্বারে দ্বারে 'সৌ-সুই-চু' অর্থাৎ চোতা কাগজ দাও বলিয়া বেড়ায়। উহা শুনিবা-মাত্র সকলে নিজ নিজ গৃহে চুপড়িতে সঞ্চিত বাজে কাগজ আনিয়া ভারবাহকের চুপড়িতে ঢালিয়া দেয়। তৎপরে ঐ সমস্ত কাগজ দেবালয়ে পোড়াইয়া ভস্মগুলি কলসীতে করিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়।

চীনের কাগজসংগ্রহকারী।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে বিদ্যার সমধিক আদর হইয়া আসিতেছে। চীনসম্রাট্ দেশের সমস্ত বিদ্বান্‌গণের মধ্য হইতে পরীক্ষা করিয়া নিজ কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য তাঁহার রাজকীয় সাহিত্যসমিতি আছে।

পুস্তকাদির মধ্যে কনফুচি প্রণীত ৫ খানি গ্রন্থই অতি প্রাচীন ও সর্ব্বত্র আদরণীয়। কনফুচির পূর্ব্বেও অনেক চীন-গ্রন্থকার পুস্তকাদি লিখিয়া যান। কনফুচি উঁহাদিগের পুস্তক সকল হইতে সঙ্কলন ও উঁহাদিগের সরলার্থ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, ইত্যাদি সকল প্রকার পুস্তকই লিখিয়া যান। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যাতেই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায়। কনফুচির শিষ্যগণ তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথোপকথন সমস্ত 'শু' নামে তিনখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২১৩ খৃঃ পূঃ অব্দে সম্রাট্ চি-ওয়াং-টি কৃষি, স্থপতি ও আয়ুর্ব্বেদ-বিষয়ক ভিন্ন দেশের অপর যাবতীয় পুস্তকই পোড়াইয়া ফেলেন। তাঁহার পরে ৬ষ্ঠ সম্রাট্ কিং টি ও তৎপরে সম্রাট্ 'ঐ-টি' পুস্তক সংগ্রহে ও রক্ষণে যত্নবান্ হন। শেষোক্ত সম্রাট্ ১২০ অধ্যায়ে ৫ ভাগে বিভক্ত এক প্রকাণ্ড ২০৯৭ পূঃ খৃঃ হইতে ১২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চীনের ইতিহাস প্রস্তুত করান।

১১০০ পূঃ খৃঃ অব্দে চৌকি নামে এক ব্যক্তি সর্ব্ব প্রথম সু-সু নামক একখানি চীন ভাষার অভিধান প্রণয়ন করেন। অদ্যাপি উহা চলিয়া আসিতেছে। সম্রাট্ কাঙ্গি তাঁহার রাজত্বের প্রধান পণ্ডিতগণ দ্বারা সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে ম্বিটিন নামক ৩২ খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান প্রস্তুত করেন।

চীনে কবিতার বিশেষ আদর আছে। পণ্ডিতগণ সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার্থ সকল প্রকার নীতিই সরল কবিতায় রচনা করেন। ইঁহাদের নাটকে বিশেষ একটা ঘটনা বা বিশেষ কোন রসের প্রাধান্য থাকে না। অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আগে নিজ পরিচয় দিয়া অভিনয় আরম্ভ করে। একজনই ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় করে।

চীন-ভাষায় উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ একখানিও নাই। খৃষ্টান মিসনরীগণ ঐ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়া কতক কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

প্রাচীন চীনভাষায় ছেদ চিহ্ন ব্যবহার ছিল না। এক্ষণে রাজকীয় পরীক্ষা প্রভৃতিতে লেখার সহিত ছেদ ব্যবহার হয় না। তবে বোধসৌকর্য্যার্থ মিসনরীদিগের ও অন্যান্য পুস্তকে ছেদ ব্যবহার হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রণালী।—মৃত পিতৃপুরুষদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শন ও তাহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করাই চীনদিগের প্রধান ধর্ম্ম। শিক্ষিত সম্প্রদায় কনফুচির মত অবলম্বন করিয়া থাকে। অনেকেই আবার ঘোর নাস্তিক। তৌইচি নামক আর এক সম্প্রদায় আছে, প্রথমে উঁহাদের মত উৎকৃষ্টই ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহার যাজকগণ ঐ ধর্ম্মকে নানারূপে বিকৃত করিয়া জঘন্য পৌত্তলিকতায় পরিণত করিয়াছে। অন্য লোকে অনেকেই নানাবিধ দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মও প্রচলিত আছে। চীনগণ বুদ্ধদেবকে "ফো" ও বৌদ্ধযাজকগণকে হোচাং বলিয়া থাকে। এই হোচাং অর্থাৎ লামাগণ সর্ব্বদা পীতবসন পরিধান করে এবং দারপরিগ্রহ না করিয়া ধর্ম্মমন্দিরে বাস করে। চীনের বৌদ্ধগণ নিজে কোন প্রাণীহত্যা করে না, কিন্তু অপর কর্ত্তৃক হত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে। বহুকাল হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম চীনে প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ হাক্‌স্ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান সমস্ত চীন-রাজ্যে খৃষ্টানের সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। প্রবাদ আছে, মহম্মদের

মাতুল উস্‌কোশিন্‌ চীনে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন। এক্ষণে চীনে অনেক মুসলমান বাস করিতেছে। এই সকল নানাধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও কন্‌ফুচি প্রণীত ধর্ম্মই রাজার অনুমোদিত।

চীনের বৌদ্ধ-যাজক।

শাসনপ্রণালী।—চীনসাম্রাজ্যে যথেচ্ছাচারপ্রণালী প্রচলিত। সম্রাট্‌ই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। পরিবার শাসনের অনুরূপে তিনি রাজ্যস্থ প্রজাদিগকে সন্তানবৎ পালন ও শাসন করেন। পিতৃভক্তির আদর্শেই রাজভক্তি সংগঠিত হয়। সুতরাং কেহ পিতামাতার অবাধ্য হইলে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়। সমস্ত প্রজা সম্রাট্‌কে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। তিনি এবং মান্দারিনগণ প্রজাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। সম্রাট্‌ই রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন। রাজ্ঞীকে চীনেরা পৃথ্বীমাতার অংশ বলিয়া মান্য করে।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য চীনদেশ অষ্টাদশ বিভাগে বিভক্ত। যথা—উত্তরভাগে শাং টুং, পেচিলি; শান্সি, শেন্সী, দক্ষিণভাগে কোয়াং টুং ও কেয়াংসি; পূর্ব্বভাগে চেকিয়াং, ফোকিয়েং ও কিয়াংসু; পশ্চিমভাগে কাংসু, ছেচুয়েন্‌ ও ইয়ুনান্‌; এবং মধ্য প্রদেশে নাংঘুই, কিয়াংসি, হুনান্‌, হুফে, হোনান্‌ ও কুইচু। প্রত্যেক প্রদেশে একজন শাসনকর্ত্তা আছেন। তিনি ঐ প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার উপর প্রভুত্ব করেন।

রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য রাজার দুইটী মন্ত্রীসভা আছে। ঐ দুই সভা আইন প্রস্তুত ও নিয়মাদি পরিবর্ত্তন-বিষয়ে সম্রাট্‌কে উপদেশ প্রদান করেন। চীনের সৈন্যসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১২ লক্ষ। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে চীনে মোট ১৬০ খানি যুদ্ধ তরী ছিল। সম্প্রতি য়ুরোপ হইতে অনেক যুদ্ধের আস্‌বাব ক্রয় করা হইতেছে।

প্রধান শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতিদিগকে মান্দারিন্‌ বলে। যে সকল মান্দারিন্‌ শাসনকার্য্যে কিম্বা যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে কোয়াং, হিও, প্যায়েক, ছি ও নান্‌ ইত্যাদি সম্ভ্রমসূচক উপাধি দেওয়া হয়। অন্যান্য প্রধান লোকেও এই সকল উপাধি পাইতে পারে। তাহা যথাক্রমে বিলাতের ডিউক, মার্ক্‌ইস্‌, আর্ল্‌, বারণ ও বারনেট উপাধির মত। এই সকল উপাধি বংশানুক্রমিক নহে। রাজবংশীয় ও মহামতি কন্‌ফুচির বংশীয়েরাই পুরুষানুক্রমে উপাধি প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ উহারা আমাদের দেশের গবর্মেণ্ট প্রদত্ত রাজা, মহারাজ, রায় বাহাদুর ইত্যাদির ন্যায়। রাজবংশীয়গণ রাজোপাধি এবং লোহিত ও পীতবর্ণের কটিবন্ধ ধারণ করিতে পান মাত্র। রাজসরকারে পদপ্রার্থী হইলে তাহাদিগকেও জন সাধারণের ন্যায় রীতিমত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়।

চীনদেশের রাজদণ্ড অতি কঠোর ও সময়ে সময়ে অতি নৃশংস বলিয়া বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত সামান্য অপরাধে পদতলে যষ্টিপ্রহার ও গলায় হাড়কাঠ পরাইয়া দেওয়া হয়। নরহত্যা, রাজদ্রোহ ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে দোষীকে নির্ব্বাসিত, অথবা প্রস্তরনিক্ষেপ, শ্বাসরোধ প্রভৃতি নৃশংস উপায়ে বধ করা হয়। অপরাধীকে ৮,২৪,৩৬,৭২ বা ১২০ খণ্ডে খণ্ড খণ্ড করিবার প্রথা চীন ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও চলিত নাই। চীনের কারাগার সকল সাক্ষাৎ নরক সদৃশ।

মুদ্রা।—চীনে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত নাই। একরূপ রৌপ্যনির্ম্মিত মুদ্রা চলিত আছে, উহা দ্বারাই কর্ম্মচারীদিগের বেতনাদি প্রদত্ত হয়। রাজস্ব ও সাধারণ বণিকদিগের কারবারেও এই মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। সাধারণ লোকে সর্ব্বদা পৈত্তল মুদ্রা ব্যবহার করে। এই সকল মুদ্রা মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত পাতলা পিতলের চাকা মাত্র। ইহাদের মূল্য অতিশয় কম। ৬০০।৭০০ এইরূপ পিতলের মুদ্রার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। বণিকদিগের কারবারে সুবিধার্থে একরূপ হুণ্ডি ব্যবহৃত হয়।

ওজন প্রণালী।—চীনের ওজন-প্রণালী সন্নিহিত অনেক দেশে প্রচলিত। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ওজন-পরিমাণ 'পিকুল' প্রায় ৬৬ সেরের সমান। ৩ কাটি প্রায় ২ সের।

১০ ক্যাশ = ১ কান্দারিন।	১৬ টাইল = ১ কাটি।
১০ কান্দারিন = ১ মেস।	১০০ কাটি = ১ পিকুল।
১০ মেস = ১ টাইল।	

কালগণনা।—চীনগণ উত্তরপূর্ব্ব এসিয়ার অন্তান্ত জাতির ন্তায় ৬০ বৎসরের কালাবর্ত্ত দ্বারা সময় গণনা করে, ঐ ৬০ বর্ষ পরিমিত কালের প্রত্যেক বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। চীন ভাষায় এই কালাবর্ত্তকে ছয়া-কি-চি কহে।

ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদ হইতে চীনেরা বর্ষ গণনা করে। ২৯ বা ৩০ দিনে এক চান্দ্রমাস, এইরূপ ১২ চান্দ্রমাসে এক বৎসর; সৌরবর্ষের সহিত সমান রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ইহারাও একটী মলমাস ধরিয়া থাকে। রাত্রি ১১টা হইতে ইহারা দিবস গণনা করে। দিবারাত্রি ২ ঘণ্টা করিয়া দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের পৃথক্ নাম যথা—

চি	১১ টা হইতে	১টা	পূর্ব্বাহ্ন		য়ু	১১	হইতে	১	অপরাহ্ণ
চৌ	১ „ „	৩	„		উই	১	„	৩	„
য়িউ	৩ „ „	৫	„		শিন্	৩	„	৫	„
মৌউ	৫ „ „	৭	„		ইউ	৫	„	৭	„
শিন	৭ „ „	৯	„		সিও	৭	„	৯	„
জি	৯ „ „	১১	„		হাই	৯	„	১১	„

প্রত্যেক ভাগের প্রথম ঘণ্টা জ্ঞাপন করিতে হইলে ঐ ভাগের নামের পূর্ব্বে কেও এবং শেষ ঘণ্টা বুঝাইতে চিং শব্দ যুক্ত হয়। যথা—কেও-চি বলিলে রাত্রি ১১টা এবং চিং-চি বলিলে রাত্রি ১২টা বুঝায়। কেও-চৌ বলিলে রাত্রি ১টা এবং চিং চৌ বলিলে রাত্রি ২টা বুঝায় ইত্যাদি। ক'হি শব্দে এক চতুর্থাংশ এবং চিহ্, আঢ়, সেও শব্দে যথাক্রমে ১,২,৩ বুঝায়। ঘণ্টার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ বুঝাইতে ক'হি শব্দের পূর্ব্বে য়িহ, আঢ় এবং সেও শব্দ প্রযুক্ত হয়, যথা—চিং-মাউ-দিদ্-কহি অর্থাৎ ৬।০টা কেও-য়ু-আঢ় ক'হি ১১॥০টা ইত্যাদি। চীনরাজসরকারে সচরাচর এইরূপ বিভাগই প্রচলিত। যাহা হউক সম্প্রতি চীনে বহু পরিমাণে য়ুরোপীয় ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতেছে ও তজ্জন্য ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদিও চলিত হইতেছে।

শিল্পাদি।—চীনগণ সুবুদ্ধি, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও কষ্টসহিষ্ণু। কি উপায়ে নির্ম্মাণের উপকরণ সকল বাজে নষ্ট হয় না, তাহা ইহারা বেশ জানে। উদ্ভাবনীশক্তিও ইহাদের বিলক্ষণ আছে। বিদেশীয়গণ চীন হইতে অনেক বিষয় শিখিয়াছে। আমাদের দেশের চীনাংশুক বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিখ্যাত। রেসম, সাটিন্, চা প্রভৃতি চীন হইতেই য়ুরোপে প্রথম নীত হয়; শিল্ক (Silk), সাটিন (Satin), টি (Tea) প্রভৃতির সহিত উহাদের চীনা নাম জি, জেটান, টি শব্দের সৌসাদৃশ্যই তাহার প্রমাণ।

এক্ষণে সকলেই স্বীকার করেন যে, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র, বারুদ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবিষ্কার প্রথম চীনদেশেই হয়। খৃষ্টের ১০৫ বৎসর পূর্ব্বে হোটি সম্রাটের রাজত্বকালে চীনে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। ইতিপূর্ব্বে কার্পাস ও রেসম নির্ম্মিত বস্ত্রে ধাতুফলকে এবং বৃক্ষপত্রাদিতে লিপিকার্য্য সম্পন্ন হইত। ঐ বৎসর একজন মান্দারিন্ বল্কল, শণ ও পুরাতন বস্ত্রাদি সিদ্ধ করিয়া তাহার মণ্ড হইতে একরূপ কাগজ প্রস্তুত করেন। বলা বাহুল্য ঐ প্রথম আবিষ্কৃত কাগজ অতি কদর্য্য হইয়াছিল। পরে চীনগণ নানারূপ বুদ্ধিকৌশলে উহার প্রভূত উন্নতি করিয়া কাগজকে চিক্কণ, শুভ্রবর্ণ ও পরিষ্কার করিতে শিক্ষা করে। এখনও উহারা যে সকল সহজ উপায়ে কাগজ প্রস্তুত করে, তাহা য়ুরোপীয় শিল্পকারগণও জানেন না। প্রত্যেক প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। কোকিন প্রদেশে কচি বাঁশ হইতে, চেকিয়াং প্রদেশে ধানের খড় হইতে এবং কিয়াংনান্ প্রদেশে অকর্ম্মণ্য রেসম হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ঐ শতাব্দীতে ৯৩২ খৃষ্টাব্দে চীন-সম্রাট্ বহু সংখ্যায় পুস্তক মুদ্রিত করিতে অনুমতি দেন এবং সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া রাজভবনে রক্ষিত করেন। ইহার প্রায় ৫০০ বৎসর পরে য়ুরোপে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া বর্ত্তমান উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কোপোলো চীনরাজ্যে মুদ্রিত কাগজের টাকা অর্থাৎ নোটের প্রচলনের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি চীনদেশে ছাপা পুস্তকও দেখিয়া থাকিবেন।

চীনদেশে অতি পূর্ব্বে কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদিত করিয়া তাহাতেই পুস্তক মুদ্রিত হইত, এক্ষণেও চীনেরা লি-মো নামক বৃক্ষের কঠিন কাষ্ঠে পুস্তকের পৃষ্ঠা খোদিত করিয়া মুদ্রিত করে। কিন্তু যদিও চীনে বহুকাল মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি ইহার সমধিক উন্নতি হয় নাই। বর্ত্তমান উৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় মুদ্রাযন্ত্রের তুলনায় চীনের মুদ্রাযন্ত্র অতি অপকৃষ্ট।

সর্ জন ডেভিস্ সাহেব অনুমান করেন যে—বারুদ, চুম্বকসূচী (দিগ্দর্শন যন্ত্র) এবং মুদ্রাযন্ত্র এই তিন মহোপকারী অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ চীনেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

চীনের কালি সর্ব্বত্র বিখ্যাত। চিত্রাদি অঙ্কনে য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশে উহা আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীপ-শিখা-জাত ভূষা, শিরীষ ও অন্যান্য পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয়। ঐ সমস্ত পদার্থ একত্র জমাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তিত হয়, পরে মোহরযুক্ত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। কিয়াংনান্ প্রদেশের হৈচিউ নগরের কালিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

তথাকার মসী-প্রস্তুতকারিগণ বিদেশীয়দের কথা দূরে থাকুক, স্বদেশীয়দিগকেও ইহার কৌশল জানিতে দেয় না। এই চীনাকালি ইণ্ডিয়ান্-ইঙ্ক্ (Indian ink) নামে খ্যাত।

চীন দেশেই সর্ব্বপ্রথমে মাটী হইতে দৃঢ় উজ্জ্বল বাসন প্রস্তুত হয়, এক্ষণে ঐ বাসন পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ প্রকার বাসন মাত্রকেই চীনদেশের নামানুসারে চীনা-বাসন কহে। অদ্যাপি চীনদেশের কেওলিন্ মৃত্তিকা হইতে য়ুরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সুন্দর বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদিগের কার্পাসের বীজ ছাড়াইয়া তুলা বাহির করিবার থাউই য়ুরোপীয় কল অপেক্ষাও কর্ম্মোপযোগী। তদ্ভিন্ন ইহাদিগের লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, দস্তা ও নিকেল নির্ম্মিত নানাবিধ ধাতুদ্রব্য এবং পিকিন্ নগরের ১৩।১৪ ফিট বৃহৎ ঘণ্টা অতি বিখ্যাত। চীনের সিন্দুর প্রভৃতি ধাতব বর্ণ, চীনের বার্ণিস, চীনের খোদকারীযুক্ত মণি, হস্তীদন্ত ও কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত বহুবিধ দ্রব্য, স্বর্ণরৌপ্যাদির নানারূপ অলঙ্কারাদি অতীব বিস্ময়জনক। নানাবিধ জরির কাজ করা চীনের পট্টবস্ত্র বহুকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে য়ুরোপে গুটিপোকা ছিল না। প্রবাদ চীনদেশ হইতেই জনৈক রোমান্‌কাথলিক ধর্ম্মযাজক শূন্য-গর্ভ যষ্টির ভিতর গুটিপোকার অণ্ড লুকাইয়া য়ুরোপে লইয়া যান এবং তথায় রেসমের চাস প্রবর্ত্তিত করেন। বহু পূর্ব্বে কন্‌ফুচির সময় হইতে চীনেরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদির মুদ্রা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। হান্‌বংশীয় সম্রাটগণের রাজত্ব-কালে চীনেরাই সর্ব্বপ্রথম ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থ নোট প্রচলন করে। ওটা নামক সম্রাটের রাজত্বকালে সুরঞ্জিত ১২৫৲ টাকা মূল্যের 'ফাইপাই' নামক নোট চলিত ছিল। অন্যান্য চীনের নোটের নাম ফেতিসিয়ন্, ফাইটিসৌ, পিয়ান্ টিসিয়ান্, টিচিটিসি, কৈওটিস্যু ইত্যাদি ছিল। বস্তুতঃ আমাদের দেশের নোটে লিখিত থাকে, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে ব্যক্তি এই নোট আনিবে তাহাকে চাহিবামাত্র লিখিত টাকা দিব"। কিন্তু চীনের নোটে লেখা থাকিত, "কোষাধ্যক্ষদিগের প্রার্থনায় আদেশ হইল যে মিঙ্গ্‌রাজ-বংশীয় মুদ্রাঙ্কিত এই কাগজের টাকা সম্পূর্ণরূপে তাম্র মুদ্রার পরিবর্ত্তে প্রচলিত হইবে, যে ব্যক্তি ইহা অমান্য করিবে, তাহার মস্তকচ্ছেদ হইবে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশের নোট গবর্মেণ্টের একরূপ খত, আর চীনের নোট একরূপ কাগজের টাকা। যাহা হউক ঐরূপ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা স্বত্বেও চীনের নোট অর্দ্ধেক বাটার কমে বিক্রয় হইত না।

রেলপথ ও তাড়িতবার্ত্তা।—য়ুরোপীয়গণ বহুকাল হইতেই চীনে রেলপথ ও তাড়িতবার্ত্তার তার স্থাপনের চেষ্টা করিতে-ছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একবার য়ুরোপীয়গণ চীনসম্রাটের অনুমতি লইয়া নিজ ব্যয়ে সাঙ্ঘাই হইতে উসাং পর্য্যন্ত ৩৪ ক্রোশমাত্র রেলপথ করেন। কিন্তু ইহা চীনকর্ম্মচারীদিগের এরূপ চক্ষুশূল হইল যে, উহারা সমস্ত ক্রয় করিয়া লইল এবং ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যাহা হউক সম্প্রতি কৈপিং হইতে পীহোনদী পর্য্যন্ত কেবল কয়লা আনিবার জন্য একটী রেলপথ ও ১৮৯১ খৃঃ অব্দে টিয়েন্সিং হইতে টংশাং পর্য্যন্ত ৮১ মাইল যাতায়াতের জন্য একটী রেলপথ হইয়াছে। ফর্ম্মোজা দ্বীপে প্রায় ৬১ মাইল রেলপথ হইয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ সকলের সরঞ্জাম সমস্তই য়ুরোপীয়। সম্প্রতি আরও নানা স্থানে রেলপথ খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে। ইতিমধ্যে চীনে ৩০০০ মাইল তাড়িতবার্ত্তার তার বিস্তারিত হইয়াছে।

সম্প্রতি চীনে য়ুরোপীয় বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুত, বস্ত্রবয়ন এবং নৌকা, যুদ্ধতরী প্রভৃতি পরিচালিত হইতেছে।

বাণিজ্য।—ভারতবর্ষের সহিত চীনের বাণিজ্য ঠিক ইংল-ণ্ডের নীচে ধরা যাইতে পারে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে বিদেশ হইতে চীনে মোট আমদানির পরিমাণ ২৬ কোটি টাকা। ঐ অব্দে মোট রপ্তানির পরিমাণ ২৩ কোটি। ১৮৯০ অব্দে বিলাত হইতে প্রায় ৭ কোটী টাকার মাল চীনে আমদানি হয় এবং প্রায় ৫ কোটী টাকার মাল চীন হইতে বিলাতে প্রেরিত হয়। চীনে আমদানির মধ্যে আফিং, তুলা, ঊর্ণাজাত, কেরোসিন ও তণ্ডুল এবং রপ্তানীর মধ্যে চা, চিনি, রেসম, পট্টবস্ত্র ও কর্পূরই প্রধান।

অধিকার।—চীনসম্রাটের অধীনে চীন ব্যতীত চীনতাতার, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশ আছে। চীনের ন্যায় বহুজনাকীর্ণ দেশ ভূমণ্ডলে আর নাই। চীন-সম্রাটই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রজার অধীশ্বর। কোরিয়া প্রদেশ একজন চীনের করদ নৃপতি কর্ত্তৃক শাসিত হয়। সম্প্রতি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার প্রাধান্য লইয়া চীন ও জাপানে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। য়ুরো-পীয় রাজগণ এই যুদ্ধে নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিয়াছেন। সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ।—পূর্ব্বে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে (২৫০ খৃঃ পূঃ) ছিন্ (জিন্) বংশ অথবা (৩০০ খৃঃ অব্দে) সিন্ বা চিন্‌বংশ হইতে "চীন" শব্দের উৎপত্তি হই-য়াছে, এতদনুসারে মনুসংহিতা ও মহাভারতে চীন শব্দের

প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ঐ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ছিন্ বা সিন্ বংশের সময়ে বা পরবর্ত্তীকালে রচিত হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। বর্ত্তমান চীন-পুরাবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, চীন শব্দ বহু প্রাচীন, ঐ নাম ভারতবাসীর প্রদত্ত, ছিন্‌বংশেরও পূর্ব্বে বাইবেলের প্রাচীনতম অংশে চীনদেশ "সিনিম্" (Sinim) নামে বর্ণিত হইয়াছে (১), হিন্দুপ্রদত্ত "চীন" নামই টলেমি সিনাই (Sinai) নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতে লিখিত আছে যে, মহারাজ ভগদত্ত চীন ও কিরাত সৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন (২) [কামরূপ দেখ।] ইহাতে বোধ হয় যে ভারত যুদ্ধকালেও চীনের সহিত ভারতের সংস্রব ছিল। অতিপূর্ব্বকাল হইতেই সিন্ধুবাসী বণিকগণ চীনসাম্রাজ্যের মধ্য দিয়া কাশ্পিয় সাগরের তীরে দাহিস্তানে পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করিত, ১২২ খৃঃ পূঃ অব্দে হান্‌বংশীয় চীনসম্রাট্ বু-তি উক্ত বণিকগণের প্রথম সংবাদ পান এবং তাহা হইতেই ভারতের দিকে তাঁহার লক্ষ্য পড়ে (৩)। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। তুঙ্-কিএন্-কং-মু-নামক প্রাচীন চীনগ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ অশোক যে আশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ১৯ ভাগ চীনদেশে নির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যে মিং-চেউ (বর্ত্তমান নিম্পো) নগরের স্তূপই প্রধান। অপর পুস্তকে লিখিত আছে যে ২১৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ভারতবাসী সেন্-সি প্রদেশস্থ চীন-রাজধানীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিল।

৬১ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট্ মিঙ্গটি স্বপ্নে বিদেশীয় দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ১৮ জন ব্যক্তিকে ভারত হইতে বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম পুস্তক সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সেই দূতগণ ভারতসীমায় শ্বেত অশ্বারোহী দুইজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান, তাঁহাদের সহিত দেবমূর্ত্তি, প্রতিমা ও অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল। ৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা চীনসম্রাটের সমীপে উপনীত হইলেন; তাঁহাদের সহিত ভারতবাসী কশ্যপমতঙ্গ নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে চীনভাষায় "দ্বিচত্বারিংশ সূত্র" অনুবাদ করেন, চীনের লোয়ঙ্গ নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহারই পর হইতে চীনবাসী বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করিতে থাকে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দে ভারতবাসী চীনদেশে গিয়া নানাস্থানে বৌদ্ধ-দেবালয় স্থাপন করিতে থাকেন। এই সময় ধর্ম্মকাকল নামে এক ভারতসন্তান "বিনয়পিটক" অনুবাদ করেন। ২৯০ খৃষ্টাব্দে চু-সি-হিং নামে একজন চীন, তৎপরে চুকহ-ক-লিং বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য উত্তর ভারতে আসিয়াছিলেন। ধর্ম্মরক্ষ নামে একজন বৌদ্ধাচার্য্য ভারত হইতে একখানি সংস্কৃত "নির্ব্বাণসূত্র" লইয়া গিয়া চীনদেশে প্রচার করেন। তৎপরে বুদ্ধযশা নামে এক ভারতসন্তান "মহাগম সূত্র" প্রভৃতি চীনভাষায় প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মনন্দি, ধর্ম্মাগম, সঙ্ঘদেব প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে গিয়া অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সময়ে যশোহিত ও বুদ্ধনন্দি সিংহল হইতে চীনদেশে গিয়া অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার করেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধজঙ্গ নামে এক ভারতবাসী চীনদেশে গমন করেন, চীনের চৌ-রাজকুমার তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন এবং আপনার প্রজাবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বৌদ্ধজঙ্গও ধর্ম্মপুস্তক সঙ্কলনে চীনবাসীকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ৪০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতসন্তান কুমারজীব চীনসম্রাটের নিকট উচ্চ পদলাভ করেন, তিনি সম্রাটের আদেশে ভারতীয় ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। প্রায় আটশত বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার মহাকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বয়ং চীনসম্রাট্ও স্বহস্তে প্রাচীন হস্তলিপি ধরিয়া পাঠ সংশোধন করিতেন। কুমারজীবের অধ্যবসায় গুণে ৩০০ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছিল। আজও চীনের বর্ত্তমান বৌদ্ধগ্রন্থে কুমারজীবের নাম প্রথম উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৎকালে কুমারজীবের প্রিয় শিষ্য ফা-হিয়ান্ নামে এক চীনপরিব্রাজক ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক সংগ্রহ করিবার জন্য আগমন করেন। তিনি ৪১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমে ফিরিয়া পলৎসঙ্গ নামে এক ভারতবাসীর সহিত তাঁহার সংগৃহীত ধর্ম্মপুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে ফা-হিয়ান্ গুরু কুমারজীবের আদেশে আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তিনি ভদ্র নামক এক ভারতীয়ের সাহায্যে "অসংখ্যের বিনয়" সূত্রের অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগ্রন্থ চীনদেশে যতই প্রচার হইতে লাগিল, চীনের রাজা প্রজা সকলেরই বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ততই অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। সম্রাট্ সুংবেত্তির রাজত্বকালে (৪৩৩-৪৫৩ খৃঃ অব্দে) বৌদ্ধধর্ম্মের সমৃদ্ধিদর্শনে নানাস্থান হইতে চীনসম্রাটের উপর সাধুবাদ আসিতে লাগিল, তন্মধ্যে আরষ্টরাজ শিবধর্ম্মা ও দেবধর নামে ভারতবর্ষীয় অপর এক রাজার নাম চীন ইতিহাসে রক্ষিত আছে।

(১) Edkins' Chinese Buddhism, p. 93*n* ;
Indian Antiquary, vol XIII. p. 317*n*.

(২) "স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।" (ভারত ২।২৬।৯)

(৩) Edkins' Chinese Buddhism, p. 83.

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর নির্যাতন আরম্ভ হইলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অনেক ভারতসন্তান হিমালয়ের তুষার ভেদ করিয়া চীনরাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমে চীনদেশে প্রায় তিনহাজার ভারতসন্তানের বাস হইয়াছিল। তাঁহাদের ভরণপোষণ ও সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য বেই-রাজকুমার চীনের নানাস্থানে মনোহর সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ৫১৮ খৃষ্টাব্দে বেই-রাজ সুঙ্-য়ুনকে বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন, তাঁহার সঙ্গে হেই-সেং নামে এক বৌদ্ধযাজকও আসিয়াছিলেন।

৫২৬ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যবাসী বৃদ্ধ বোধিধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ সমুদ্রপথে কাণ্টন নগরে গমন করেন, তথা হইতে তিনি চীনসম্রাট্ লিয়াংবুতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া নান্‌কিং নগরে রাজসভায় উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি সম্রাটের উপর বিরক্ত হইয়া লোয়ঙ্গে আসিয়া ৯ বর্ষকাল ধ্যান নিমগ্ন থাকেন। ক্রমে তাঁহার গুণের কথা চীনসম্রাট্ বুঝিতে পারেন, কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও আর বোধিধর্ম্মকে আপন সভায় আনিতে পারিলেন না। হো-নান্ ও শেন্‌সির মধ্যবর্ত্তী হিউঙ্গর পর্ব্বতে তিনি সমাধিলাভ করেন। পরিব্রাজক সুঙ্-য়ুন্ ভারত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বোধিধর্ম্মের পূতদেহ কোন মন্দিরে রক্ষা করিবার জন্য শবাধারে লইয়া আসেন, কিন্তু পরে শবাধার খুলিলে বোধিধর্ম্মের একপাটী পাদুকা ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া গেল না, সেই পাদুকা একটী বিহারে রক্ষিত হয়, কিন্তু টৌয়াংবংশের রাজত্বকালে সেই পাদুকাও যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, কেহই তাহার সন্ধান পাইল না।

৬২৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ং সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের জন্য ভারতে আগমন করেন। তদ্রচিত সি-য়ু-কি নামক গ্রন্থে তৎকালীন ভারতবর্ষের নানাস্থানের আচার ব্যবহার, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অনেক অত্যাবশ্যকীয় কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎপাঠে প্রাচীন ভারতের অনেক কথা আমরা জানিতে পারি। উক্ত চীনপরিব্রাজক সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের জন্য যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া ছিলেন, তাহা শুনিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে তিনি ২২টী ঘোটকে ৬৫৭ খানি প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তজ্জন্য চীনসম্রাট্ তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিস্তৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করেন। হিউএন্-সিয়ং সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪০ খানি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ ১৩৩৫ খণ্ডে বিশুদ্ধ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। [হিউএন্-সিয়ং দেখ।]

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কন্‌ফুচির মতাবলম্বী চীনবাসীগণ ভারতীয় বৌদ্ধদিগের উপর দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ে চীনদেশবাসী হিন্দুগণ তথাকার পঞ্জিকা সংশোধন করিতে নিযুক্ত হন। কিছুকাল গৌতমসিদ্ধান্ত অনুসারে পঞ্জিকা চলিয়া ছিল। কৌচুঙ্গের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে টৌয়াংবংশের রাজত্বকালে (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে) ভারতীয় বৌদ্ধগণ ওঁয়ুররাজ্যে হিন্দুপঞ্জিকা প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন তংয়ুন্, য়ু-শিয়ান্ প্রভৃতি প্রাচীন চীনমহাকোষে যে সকল বৌদ্ধশাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভারতবাসীর সাহায্যে লিখিত হয়।

একটী বুদ্ধমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগ হইতে গৌতমসিদ্ধান্তের চীনানুবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ অনুবাদের নাম কই-য়ুএন্-চন্‌কিং। ঐ গ্রন্থে ভারতীয় অঙ্কপ্রণালীরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। গৌতমসিদ্ধান্ত ব্যতীত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মলয়বাসী দলুচি কর্ত্তৃক ২০ অধ্যায়ে ব্রহ্মসিদ্ধান্তের (লো-সেন্-তিএন্ বেন্), চীনানুবাদ তৎপরে গর্গসংহিতার ও ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্রের চীনানুবাদ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সকল অনুবাদ দ্বারা অনুমিত হয় যে সেই প্রাচীনকালেও ভারতসন্তান দূরদেশে ভারতীয় বিদ্যা ও সভ্যতা বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইৎসুঙ্ চীনসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তিনি বৌদ্ধগ্রন্থ প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় মূল গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, এবং সংস্কৃত অক্ষরে লিখিতেন। ঐ সময়ে বোধিরুচি নামে একজন বৌদ্ধাচার্য্য আসিয়া কএকখানি বৌদ্ধসূত্র অনুবাদ করেন। টৌয়াংবংশের রাজত্বকালে অমোঘ (চীনভাষায় পু-কুং) সিংহল হইতে চীনদেশে আইসেন। অসঙ্গ মহাযান, ব্রহ্ম, শৈব ও ধ্যানী বুদ্ধমতানুসারী যে যোগাচার মত প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, অমোঘ চীনদেশেও সেই যোগাচার মত প্রচার করেন।

৯৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ভারত হইতে সামন্ত নামে একজন সন্ন্যাসী ১৬ পরিবারসহ চীনরাজসভায় গমন করেন। ইহারই কিছুকাল পরে তৌ-য়ুএন্ নামে এক চীনযাজক ভারতবর্ষ হইতে তালপত্রে লিখিত ৪০ খানি সংস্কৃত পুথি লইয়া যান। তাহার পরবর্ষে (৯৬৬ খৃষ্টাব্দে) সম্রাটের আদেশ লইয়া ১৫৭ জন চীনযাজক বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ভারতে আগমন করেন। ৯৮২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম চীনবাসী একজন যাজক ভারতদর্শন করিয়া ভারতীয় এক রাজার পত্র লইয়া চীনসম্রাটের নিকট উপস্থিত হন। ঐ পত্রে ভারতের

ভৌগোলিক পরিচয় ছিল। পর বর্ষে এক চীনসন্ন্যাসী সমুদ্র পথে আসিতে আসিতে কম্বোজের নিকট এক ভারতবাসীর দেখা পান ও তাঁহাকে চীনদেশে লইয়া আসেন। চীন সম্রাটের আদেশে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী কএক বর্ষ ধরিয়া অনেক ভারতসন্তান স্থলপথে ও জলপথে চীনদেশে আসিতে থাকেন।

অসীম কষ্ট ও দারুণ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের জন্মভূমি দর্শনের অনুরাগ পরিত্যাগ করেন নাই, চীনভাষায় সহস্র সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদের ভারতদর্শন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ-সংগ্রহলিপ্সা এককালে তিরোহিত হয় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগেও তৌ-বু নামে এক চীনযাজক তাঁহার ভারত ভ্রমণ ও বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরে আর কোন চীনপরিব্রাজকের নাম লিপিবদ্ধ নাই। তবে এখনও কষ্টসহিষ্ণু কোন কোন চীনসন্ন্যাসী ভারতে বৌদ্ধতীর্থ দর্শনে আসিয়া থাকেন, আমরা তাহার সন্ধান পাইয়াছি।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে ভারত হইতে যে সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থ চীনদেশে গিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই পালি ভাষায় লিখিত; কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। এখনও নেপালে যেমন সংস্কৃত ও প্রাকৃত বৌদ্ধগ্রন্থ প্রচলিত আছে, ঐরূপ সংস্কৃত গ্রন্থ ভূরি ভূরি ভারতে প্রচলিত ছিল, চীনপরি-ব্রাজকগণ সেই সকল সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থ চীনদেশে লইয়া যান (৪)। চীনদেশে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ আদর ছিল, এখনও চীনের অনেক প্রাচীন বৌদ্ধদেবালয়ে দেবনাগর অক্ষরের লিপি ও সংস্কৃত ভাষায় ধারণী প্রভৃতি মন্ত্র প্রচলিত দেখা যায়। ভারতসন্তান চীনদেশে সংস্কৃত বর্ণমালা অনু-করণে চীনভাষায়ও ৩৬ ব্যঞ্জনবর্ণ চালাইয়াছিলেন, এখনও প্রাচীন চীন ধর্ম্মপুস্তকে তাহার নিদর্শন আছে। এখনও বৃদ্ধ বৌদ্ধযাজকগণ সংস্কৃতকে দেবভাষা বোধে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। চীনেরই কোন ধর্ম্মমত লইয়া এদেশে তন্ত্রোক্ত চীনাচারক্রম প্রবর্ত্তিত হয়। রুদ্রযামল, শক্তিসঙ্গম প্রভৃতি তন্ত্রে চীনাচারের উল্লেখ আছে। [বৌদ্ধ প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

[বহু] চীনোদেশবিশেষোঽভিজ নোঽস্য চীন-অণ্ তস্য লুক্। ২ চীনদেশবাসী। তস্য রাজা চীন-অণ্ পূর্ব্ববৎ। ৩ চীনদেশের রাজা। (ভারত ২।২৬।৯)।

মনুর মতে চীনদেশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ সদাচারবিহীন ও বেদবর্জ্জিত হইয়া বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (৫)। ৪ অংশুপোৎ-পর বস্ত্র, চীনের কাপড়।

"কার্পাসী চীনবীনিতম বসনকণাক্ষোলনম্পনমম।" (উদ্ভট)

কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বকালে চীনদেশেই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট সরু কাপড় প্রস্তুত হইত। এই কারণেই এদেশীয় প্রাচীন কবিগণ সরু কাপড়কে চীনাংশুক বা চীন বস্ত্র নামে উল্লেখ করিতেন। ৫ ব্রীহিবিশেষ, চলিত কথায় চীনা বলে। [ধান্য দেখ।] ৬ তন্ত, সূতা। ৭ মৃগবিশেষ। (মেদিনী) (স্ত্রী) ৮ পতাকা। (ত্রিকাণ্ড°) ৯ সীসক। (রত্নমালা) (পুং) ১০ আচারবিশেষ। তন্ত্রের মতে চীন-বাসীগণের পক্ষে সেই আচার প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১১ কর্পূরবিশেষ, যাহা চীনদেশে উৎপন্ন হয়। (রাজনি°)

চীন—পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। স্থানভেদে ইহারা কিন্ নামেও খ্যাত। পূর্ব্ববঙ্গের শৈলভূমে, চীনদেশের পশ্চিমাংশে, অস্সম্ ও কম্বোজের প্রান্তভাগে এই জাতির বাস। মোটা-মোটী হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে নিগ্রেস্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থানেই এই জাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তরাঞ্চলে এই জাতি কিছু বেশী উগ্র ও অসভ্য, কিন্তু আরাকান-শৈলমালার পশ্চিম পাদদেশে ইহারা কতকটা সভ্য। বৃটীশাধিকার মধ্যে ইহারা প্রায় শিষ্ট শান্ত ও নিরীহ। ইহাদের কোন প্রকার লিখিত ভাষা বা নির্দ্দিষ্ট শাসনপ্রণালী নাই। স্ব স্ব পরিবার মধ্যে পিতাই ইহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহারা ভ্রমণশীল; শীকার ও তৌজ নামক কৃষিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইংরাজ-অধীনে অনেকে স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে ও ধান্যাদি চাষ করিতেছে।

কর্ণেল ইয়ুল সাহেব এই জাতিকে কুকী নাগাদিগের মত ইন্দুচীনবংশীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আরাকানের চীনেরা বলে যে তাহারা আরাকাণী ও ব্রহ্মদিগের এক জাতীয়, ঘটনা-বৈচিত্রে ইহারা গিরিজঙ্গলে পরিত্যক্ত হয় এবং জাতীয় সৈনিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার কাহারও মতে ইহারা করেণজাতির এক শ্রেণীভুক্ত। যাহা হউক নির্জ্জন বনভূমে ইহাদিগকে প্রকৃতির শিশু সরলতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। ইহারা সহজে কোন পাপকার্য্য করিতে চাহে না। একবার যদি কেহ কোন দোষ করে,

---

(৪) Rev. J. Edkin's Chinese Buddhism, p. 400-412.

(৫) "শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩ ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" ৪৫। (মনু ১০ অধ্যায়)

তবে সে নির্দয় নিষ্ঠুর বিবাহসাপরায়ণ ও দুর্দম হইয়া উঠে, সহজে কেহ তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে না।

চীনদিগকে দেখিতে ঠিক ব্রহ্মবাসীর মত। তাহারা একখণ্ড কাপড় কোমরে জড়াইয়া রাখে, কিন্তু যদি তাহারা জাতীয় পোষাক ছাড়িয়া কোন ব্রহ্মের মত পোষাক পরে, তাহা হইলে আর তাহাকে চীন বলিয়া চেনা যায় না। কেবল গায়ের উল্কীর দাগেই ধরা পড়ে।

কেহ কেহ অল্প ব্রহ্মভাষায় কথা কহিতে পারে; তাহাদের ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে তাহারা একমাত্র ভগবান্ গৌতমের উপাসক। তাহারা জগতের স্রষ্টা ও বিধাতা একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করে, কিন্তু কখন তাঁহার পূজা করে না। ইহারা খাঙ্ নামক সুরা দিয়া "নাট" নামক উপদেবগণের পূজা করে। তাহারা বলে যে নাটেরাই সকল প্রকার অনিষ্টের মূল, খাঙ্ পাইলে তাহারা তুষ্ট হয়।

চীনমাত্রেই খাঙ্ খাইতে বড় ভালবাসে, সকল উৎসবে খাঙ্ না হইলে চলে না। কিন্তু বেশী খাঙ্ খাইলে বড়ই মাতাল হইয়া পড়ে।

ইহাদের কুমারীগণের উপর ভ্রাতারই কর্ত্তৃত্ব চলে। ভ্রাতার ইচ্ছায় চীনকুমারীর বিবাহ হয়। পিতা মাতার তাহাতে কোন কথা কহিবার জো নাই। কন্যা জন্মিবামাত্রই তাহার এক ভ্রাতা তাহার রক্ষক স্থির হয়। ভ্রাতা না থাকিলে তাহার পিস্তুতা বা খুড়তুতা ভাই ঐ ভার পায়। বিবাহের সময় বরকে ঐ ভ্রাতার মত লইতে হয়, বিবাহের পরও বর শ্যালককে সমধিক সম্মান দেখাইতে বাধ্য। যদি কোন সময় কেহ শ্বশুরালয়ে শ্যালকের সহিত দেখা করিতে যায়, তবে শ্যালককে দিবার জন্য তাহাকে খাঙ্ সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়।

কাহারও মৃত্যু হইলে মহা ধুমধাম পড়িয়া যায়। গৃহস্থের অবস্থানুসারে আত্মীয় কুটম্বদিগের ভোজের জন্য মহিষ, বৃষ, শূকর ও নানাপ্রকার পাখী মারা হয়। শবের সহিত একটা মুরগী দেয়, শবের অঙ্গে সেই মুরগীর একটা পা বাঁধা থাকে। পরে খোলা করিয়া শব লইয়া গিয়া দাহ করে। দাহান্তে মৃতের অস্থিগুলি লইয়া খাঙ্সুরায় ধুইয়া হলুদ মাখাইয়া এক বৎসরকাল এক পাত্রে রাখিয়া দেয়, তৎপরে সাধারণ সমাধিস্থানে আনিয়া সেই অস্থিগুলি প্রোথিত করে।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরেই চীনরমণীগণ কালরেখাকারে উল্কী কাটিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলে, তাহাতে তাহাদিগকে এক কিম্ভূত কিমাকার দেখায়। কেন যে তাহারা এরূপ উল্কী কাটে, কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ বলে যে মুখে এরূপে উল্কী কাটা থাকিলে অপর জাতীয় কোন পুরুষ তাহাকে আলিঙ্গন চায় না। আবার কেহ বলে যে এরূপ চিহ্নিত থাকিলে অপর জাতি লইয়া গেলে শীঘ্রই ধরা পড়ে। চীনজাতির মধ্যে সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত আছে; তবে খৃষ্টানধিকার মধ্যে সভ্যতার বাতাসে উল্কীর ব্যবহার কিছু কমিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মদেশ ও আরাকানে অন্যূন লক্ষ চীনের বাস আছে।

চীনক (পুং) চীন স্বার্থে-কন্। ১ ধান্যবিশেষ। চলিত কথায় চীনা বলে। পর্য্যায় কাককঙ্গু।

"প্রিয়ঙ্গবোহথোদারাশ্চ কোরদূষাঃ স চীনকাঃ।" (বিষ্ণুপু° ১।৬।২১)

ইহার গুণ—শোষক, বায়ুবৃদ্ধিকর, পিত্তশ্লেষ্মনাশক ও রুক্ষ। (রাজবল্লভ) ২ কঙ্গুনী। [কঙ্গুনী দেখ।] ৩ চীন কর্পূর। (রাজনি°) [বহু] ৪ চীনদেশবাসী।

"সুহ্মানন্ধ্রাংশ্চ বাদাংশ্চ নিষধান্ পুণ্ড্রচীনকান্।" (ভা° ৮।৮।১৯)

চীনকর্পূর (পুং) চীননামকঃ কর্পূরঃ মধ্যলো°। কর্পূরবিশেষ। পর্য্যায়—চীনক, কৃত্রিম, ধবল, পটু, মেঘসার, তুষার, দীপকর্পূরজ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ঈষৎ শীতল, কফ, কণ্ঠদোষ ও কৃমিনাশক, মেধ্য এবং পবিত্র। (রাজনি°)

চীনজ (ক্লী) চীনে জায়তে চীন-জন-ড। ১ তীক্ষ্ণলৌহ, ইস্পাৎ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ চীনজাত, যাহা চীনদেশে উৎপন্ন হয়।

চীনতাতার, চীনসম্রাটের শাসনাধীন তুর্কিস্থানের পূর্ব্বভাগ। ইহার তিনদিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত, কেবল পূর্ব্বদিকে সমতল ক্ষেত্র গোবি নামক মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। উত্তরভাগে থিয়ান্শান্ পর্ব্বত এই দেশকে জঙ্গেরিয়া হইতে, এবং দক্ষিণে কারাকোরম্ ও কিয়ুন্লন্ পর্ব্বত ইহাকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ করিতেছে। পর্ব্বতের উপত্যকা সকলের ভূমি কর্দ্দমময়, কিন্তু মধ্যভাগ বালুকাপূর্ণ। এখানে বৃষ্টি অতি বিরল, তজ্জন্য বায়ু অতি প্রখর। ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও নাতিশীতোষ্ণ। খনি সকলে স্বর্ণ, তাম্র, লবণ, গন্ধক ও কৃষ্ণবর্ণ মণি পাওয়া যায়। এখানে ইয়র্কন্দ, কাসগর, খোতন, আক্সু, ইয়াঙ্গিসর এবং উস্‌টাতান এই ছয়টী নগর আছে। খোতন নগরে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সহিত বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইত, এখনও তথা হইতে উর্ণা, বনাত, চর্ম্ম ও চিনি আমদানি হয়। অধিবাসিগণ অনেকেই মুসলমান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রুষিয়া ইহার ইলি প্রদেশ ও কুল্‌জা সহর জয় করিয়া লইয়াছে।

প্রধানতঃ তুর্ক বা তাতার জাতির আবাসস্থান বলিয়া এদেশের নাম তুর্কিস্থান বা তাতার হইয়াছে। পশ্চিমের উচ্চ ভূমিতে যাহারা বাস করে, তাহারা খিরঘিজ-তাতার নামে অভিহিত। ইহারা এক স্থানে স্থায়ী নহে। ইহারা খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু পরিমাণে বিভিন্ন হইলেও, আত্মবাসীদের

মধ্যে তুর্কভাষা প্রচলিত এবং প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। [তাতার দেখ।]

চীনপট্ট (পুং) চীনদেশে উৎপন্ন পট্ট বস্ত্র।

চীনপতি (পুং) ১ চীনদেশের রাজা। ২ জনপদবিশেষ।

চীনপত্তন, মান্দ্রাজের আর একটী নাম। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের প্রথম দিনে, ইংরাজগণ এখানে একটী কেল্লা নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিজয়নগরের রাজবংশীয়ের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই আদেশপত্রে লেখা ছিল, যে নগর ও কেল্লা নির্ম্মিত হইবে তাহা শ্রীরঙ্গরায়-পত্তন নামে অভিহিত হইবে। কিন্তু স্থানীয় শাসনকর্ত্তা দমিরলা বেঙ্কটাদ্রি নায়ক ফ্রান্সিস্‌ডে সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা চীন-আপ্পার নামে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিবে, এই জন্য মান্দ্রাজ প্রদেশবাসীগণ ইহাকে চীনপত্তন বলিয়া থাকে। [মান্দ্রাজ দ্রষ্টব্য।]

চীনপিষ্ট (ক্লী) চীনস্য সীসকস্য পিষ্টং ৬তৎ। ১ সিন্দুরবিশেষ, চলিত কথায় চীনের সিন্দুর বলে। চীনং পিষ্টমিব। ২ সীসক। (রাজনি°)

চীনরাজপুত্র (পুং) ১ রাজপুত্র। ২ নাসপাতি গাছ।

চীনবঙ্গ (ক্লী) চীনভবং বঙ্গং মধ্যলো°। সীসক।

চীনা (চীন শব্দজ) ১ চীন দেশীয়। ২ ধান্যবিশেষ।

চীনাংশুক (ক্লী) চীনোৎপন্নমংশুকং কর্ম্মধা°। পট্টবস্ত্রবিশেষ। "চীনাংশুকমিবকেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।" (শাকুন্তল ১ অঙ্ক)

চীনাক (পুং) চীনং চীনাকারমকতি অক-অণ্। কর্পূরবিশেষ। "চীনাকসংজ্ঞঃ কর্পূরঃ কফক্ষয়করঃ স্মৃতঃ।" (ভাবপ্রকাশ) ইহার গুণ—কফ, কুষ্ঠ, কৃমি ও বিষনাশক এবং তিক্তরসযুক্ত।

চীনাকর্কটী (স্ত্রী) চীনমিব স্বাদুঃ কর্কটী কর্ম্মধা° পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। চিত্রকূটপ্রদেশপ্রসিদ্ধ কর্কটীবিশেষ, রাজকর্কটী। হিন্দীতে চীনা ও রাঢ়দেশে বাথারী বলে। পর্য্যায়—রাজকর্কটী, সুদীর্ঘা, রাজফলা, বালা, ফুলকর্কটী। ইহার গুণ—রুচিকর, শীতল, পিত্ত, দাহ ও শোষনাশক, মধুর ও তৃপ্তিকর। (রাজনি°)

চীনাচন্দন, একপ্রকার ভরত পক্ষী। ইহার চূড়া ক্ষুদ্র। ইহার উপর অংশ চূড়াসহ ঈষৎ কপিশ পীতবর্ণ। কিন্তু ইহাতে লম্বালম্বী কাল কাল ডোরা আছে। ইহার পুচ্ছদেশ অধিকাংশ লালচে রং, বক্ষস্থলে কএকটী কালডোরা এবং ঠোঁট কটা। ইহার চূড়াতে অন্যান্যস্থান অপেক্ষা লম্বা লম্বা পালক আছে।

এই পক্ষী দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়, তবে কর্ণাটক দেশে অতি বিরল, সেখানকার লোকে ইহাকে পিঞ্জর-বদ্ধ করিয়া রাখে। এই পাখী মধুরস্বরে গান গায় এবং নানাপ্রকার কৌতুক করিয়া লোককে হাসায়।

চীনামাটী, চীনদেশজাত মৃত্তিকা। চীন ভাষায় ইহাকে কেওলিন্ কহে। এই মৃত্তিকার শতকরা সিলিকেট অক্সাইড ৪৬.৪ ভাগ, আলুমিনাম অক্সাইড ৩৯.৭৪ ভাগ ও জল ১৩.৯২ ভাগ থাকে। চীনের কিং-তি-চীন্ পর্ব্বতে এই মৃত্তিকা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, তদনুসারে ইহাকে কেওলিং অর্থাৎ উচ্চ পাহাড় কহে। নানারূপ উদ্ভিজ্জ ও আকরিক ধাতুর মিশ্রণে ইহার গুণের তারতম্য ঘটে। বাসন প্রস্তুত করিতে বিশুদ্ধ চীনমৃত্তিকাই উৎকৃষ্ট। হিন্দুগণ একবার ব্যবহৃত মৃৎপাত্র পুনরায় ব্যবহার করে না বলিয়া ভারতবর্ষের কুম্ভকারগণ চিক্কণ ও সুন্দর মাটীর বাসন প্রস্তুতে যত্ন করিত না। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ ও বাঁকুড়া জেলায় চীনা মাটীর সদৃশ একরূপ শাদা মাটী বাহির হইয়াছে, রাণীগঞ্জের বারন্ এণ্ড কোং উহা দ্বারা বহুতর সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন।

চীনা-বাসন, চীনমাটী নির্ম্মিত চিক্কণ ও দৃঢ় বাসন। ইহাকে সচরাচর এদেশে কাচের বাসন কহে। চীনদেশে ইহা সর্ব্ব প্রথম প্রস্তুত ও তথা হইতে অপরাপর দেশে নীত হয় বলিয়া ইহাকে চীনাবাসন কহে।

চীনানারাঙ্গী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, (Triphasia aurantiola) ইহার ফল অতি সদ্‌গন্ধযুক্ত।

চীনাসিন্দূর (দেশজ) একপ্রকার সিন্দুর। এই সিন্দুর প্রথমে চীনদেশ হইতে আনীত হয়।

চীনি, পঞ্জাবের বশহর জমিদারীর অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ৩১° ৩১´ উঃ, দ্রাঘি: ৭৮° ১৯´ পূঃ। একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতের দক্ষিণদিকের উপত্যকায় শতদ্রু নদী হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। নদীগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ১৫০০ ফিট, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ৯০৮৫ ফিট। পর্ব্বতনিঃসৃত বহুসংখ্যক নির্ঝরিণী চীনিবাসীদিগকে জলদান করে। ইহার চতুর্দ্দিকে দ্রাক্ষাকানন। দ্রাক্ষাই অধিবাসীদিগের প্রধান খাদ্য। অধিবাসীগণ বৃহৎ বৃহৎ কুকুর দ্বারা ভল্লুক তাড়াইয়া দ্রাক্ষা রক্ষা করে। এইস্থানে লর্ড ডালহৌসীর অতি প্রিয় শৈলনিবাস ছিল।

চীনী (চীন শব্দজ) কদলীবিশেষ, ইহার ফল খাইতে মিষ্ট।

চীনীগোড়ানেবু (দেশজ) একপ্রকার সুমিষ্ট গোড়ানেবু।

চীপুরপল্লি, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলার একটী জমিদারী। ইহার মধ্যে একটী পল্লিগ্রাম আছে। পূর্ব্বে ইহা পাঁচদারলা জমিদারীর অন্তর্গত ছিল।

চীর (ক্লী) চিনোতি আবৃণোতি চি-ক্রন্ দীর্ঘশ্চ। (শুসিচিমীনাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।২৫) ১ বস্ত্রখণ্ড, কানি।

"চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং।" (ভাগবত ২।২।৫)

২ বৃক্ষত্বক্, বকল। (ত্রুতুতি) ৩ গোস্তন। ৪ বস্ত্রবিশেষ।

"চীরবাসা দ্বিজোঽরণ্যে চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্।" (মনু ১১।১০১)

৫ রেখাবিশেষ। (মেদিনী) ৬ বস্ত্র। ৭ চূড়া।

"চীরাণীব ব্যুদস্তানি রেজুস্তত্র মহাবনে।" (ভারত ৩।১১১।৪৯)

৮ সীসক। (হেম°) ৯ লিখনবিশেষ, চীরকুট্। (শব্দার্থচিন্তামণি।)

চীরক (পুং) চীর-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ বিক্রিয়ালেখ, বিকার লেখন, যাহাতে বিকৃত লেখা থাকে। (বিশ°) (ক্লী) চীর স্বার্থে-কন্। [চীর দেখ।]

চীরগাঁও, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত ঝাঁসি জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫২´ পূঃ। ইহা ঝাঁসি হইতে ১৮ মাইল উত্তরপূর্ব্ব এবং মোথ হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে। কাণপুরের অভিমুখে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহারই উপরে এই নগর অবস্থিত। এই স্থানটী এবং আরও ২৫টী গ্রাম পূর্ব্বে বুন্দেলার একজন ঠাকুরের অধিকারে ছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এখানকার অধিপতি ভক্ত-সিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করায় তাঁহার দুর্গ ভূমিসাৎ, তাঁহাকে অধিকার চ্যুত এবং অবশেষে তাহার প্রাণবধ করা হয়।

চীরপত্রিকা (স্ত্রী) চীরমিব পত্রমস্যাঃ বহুব্রী, কন্ টাপি অত ইত্বঞ্চ। চঞ্চুশাক। (রাজনি°)

চীরপর্ণ (পুং) চীরমিব পর্ণমস্য বহুব্রী। শালবৃক্ষ। (রাজনি°)

চীরনিবসন (পুং) চীরং নিবসনং বস্ত্রং যত্র বহুব্রী। ১ দেশ-বিশেষ। কূর্ম্মবিভাগে ঈশানকোণে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "পৌণ্ড্রকচীরনিবসনত্রিমরত্রমুঞ্জাদ্রি-গন্ধর্বাঃ।" (বৃহৎসং ১৪।৩১) [বহু] ২ তদ্দেশবাসী। ৩ সেই দেশের রাজা। (ত্রি) চীরং নিবসনং বস্ত্রমস্য বহুব্রী। ৪ চীরধারী, যে ছিন্ন খণ্ড বস্ত্র পরিধান করে।

চীরভবন্তী (স্ত্রী) স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

চীরল্লি (পুং) পক্ষিবিশেষ।

"ধারয়েদপি জিহ্বাশ্চ চাষ চীরল্লি সর্পজাঃ।" (সুশ্রুত ৫।৩৫ অঃ)

চীরীল্লি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চীরবাসস্ (ত্রি) চীরং বাসোযস্য বহুব্রী। যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে। (পুং) ২ শিব। ৩ যক্ষ।

চীরি (স্ত্রী) চি বাহুলকাৎ ক্রি দীর্ঘশ্চ। ১ নেত্রাংশুক। (শব্দরত্না°) ২ ঝিল্লিকা। ৩ কচ্ছটিকা। (শব্দার্থচি°)

চীরিকা (স্ত্রী) চীরীতি কায়তি শব্দায়তে কৈ-কটাপ্। ঝিল্লিকা। (হেম।)

চীরিণী (স্ত্রী) বৈবস্বত মনুর তপস্যাস্থানের নিকটবর্ত্তী বদরী ক্ষেত্রস্থ নদীবিশেষ। "তং কদাচিৎ তপস্যন্তমার্দ্রচীর জটাধরং। চীরিণীতীরমাগম্য মৎস্যো বচনমব্রবীৎ॥" (ভারত ৩।১৮৭ অঃ)

চীরিত (ত্রি) চীরং জাতমস্য চীর-ইতচ্। যাহার বকল জন্মিয়াছে।

চীরিতচ্ছদা (স্ত্রী) চীরিতশ্চীরবদাচরিতশ্ছদো দলং যস্যাঃ বহুব্রী, টাপ্। পালঙ্ক্যশাক। (ভাবপ্র°)

চীরিন্ (ত্রি) চীরমস্যাস্তি চীর-ইনি। চীরযুক্ত, যাহার চীর আছে।

চীরী (স্ত্রী) চীরি-ঙীষ্। কচ্ছাটিকা, । ঝিল্লী। (হেম°)

চীরীল্লি (স্ত্রী) [চিরল্লি দেখ।]

চীরীবাক (পুং) চীরীতি শব্দো বাকো বাচকোঽস্য বহুব্রী। কীটবিশেষ। মনুর মতে লবণ হরণ করিলে পরজন্মে চীরী-বাক যোনি প্রাপ্ত হয়।

"চীরীবাকস্তু লবণং বলাকা শকুনির্দধি।" (মনু ১২।৬৩)

'চীরীবাকাখ্য উচ্চৈঃ স্বরঃ কীটঃ।' (কুল্লূক)

চীরুক (ক্লী) চী ইতি কৃত্বা রৌতি রু-ক। ১ ফলবিশেষ, চলিত কথায় 'চেঁউর' বলে। ইহার গুণ—রুচিকর, দাহজনক, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক এবং অম্লরস। (রাজবল্লভ)

চীর্ণ (ত্রি) চর-নক্ পৃষোদরাদিত্বাদত্বঈত্বং। ১ কৃত। ২ শীলিত। (ত্রিকাণ্ড°) ৪ বিভক্ত। ৫ সম্পাদিত।

"চীর্ণব্রতানপি সদাঃ কৃতস্ন সংহিতানিমান্।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

৬ বিদারিত।

চীর্ণপর্ণ (পুং) চীর্ণং বিদারিতং পর্ণং যস্য বহুব্রী। ১ নিমগাছ। ২ খেজুর গাছ। (মেদিনী)

চীল (দেশজ) পক্ষীবিশেষ। [চিল দেখ।]

চীলিকা (স্ত্রী) চীতি শব্দং লাতি লা-ক টাপ্-অত ইত্বং যদ্বা চীরিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ রেফস্য লকারঃ। ঝিল্লিকা। (শব্দরত্না°)

চীল্লক (পুং) চীদিতি শব্দং লকতি লক-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ঝীল্লিকা। (শব্দরত্ন°)

চীবর (ক্লী) চীয়তে তন্তুভিঃ চি-ষরচ্ নিপাতনে সাধু (উণ্ ৩।১।) ১ যোগী বা সন্ন্যাসীরা যে জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে, ভিক্ষুপ্রাবরণ। (উজ্জ্বলদত্ত।)

"কৌপীনাচ্ছাদনং বাচবস্তাবদিচ্ছেচ্চ চীবরং।" (ভারত ১।৯১।১২)

২ বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের পরিচ্ছদের একটী অংশ। ইহাদের পরিধেয় দুইভাগে বিভক্ত—উপরকার ভাগকে চীবর ও নিম্নের অংশকে নিবাস বলে।

চীবরিন্ (পুং) চীবরমস্ত্যস্য চীবর-ইনি। ১ বুদ্ধভিক্ষুক। (ত্রিকাণ্ড°) ২ ভিক্ষুক।

চুআ (দেশজ) ১. একপ্রকার ক্ষুদ্রগাছ। ২ ইন্দুর। ৩ জ্বরাদি দ্রব্য ভেদ। ৪ ঔষধ লতাবিশেষ।

চুআন (দেশজ) ক্ষরণ, গলন, নিঃসরণ।

চুঁচন (দেশজ) হাত বা পা চোঁচা।

চুঁচি (চুচুকশব্দজ) [চুচুক দেখ।]

চুঁচুড়া, হুগলী জেলার একটী সহর। এই সহর হুগলীনগরের কিছু দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৩´ ১´´ উঃ, দ্রাঘিঃ ৮৮° ২৬´ ৪০´´ পূঃ। এক্ষণে চুঁচুড়া হুগলী মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ওলন্দাজগণ এই নগরে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। ১৮৫২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই নগর উহাদিগেরই অধিকারে থাকে, পরে ঐ বৎসর ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে আতুর সেনানিবাস ও ইংলণ্ডযাত্রী কিম্বা ইংলণ্ড হইতে আগত সেনাদিগের থাকিবার আড্ডা ছিল।

চুক (দেশজ) ১ শক্ত খোড়্। (হিন্দী) ২ ভুল। (চুক্রশব্দজ) ৩ টক্, অম্লরস।

চুকন (দেশজ) ১. ভুলন, ভ্রমে পড়ন। ২ পরিশোধ। ৩ নিষ্পাদন। ৪ নির্দ্ধারণ।

চুকালি (দেশজ) নিন্দা, অপবাদ, কোন ব্যক্তির অপকার উদ্দেশে গোপনে গোপনে তাহার নিন্দা করা।

চুকপালঙ্গ (দেশজ) অম্লরসবিশিষ্ট এক রকম শাক, ইহার অপর নাম টক্ পালঙ্গ, ভারতবাসী অনেকেই ইহা খাইতে ভালবাসে।

চুকানিয়া (দেশজ) যে কার্য্যের পারিশ্রমিক পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়।

চুকে (ক্রি-বি) ভুলক্রমে।

চুক্কার (পুং) চুক্ক্ ভাবে অচ্ চুক্কং পীড়নং আরাতি সম্যক্ দদাতি চুক্ক আরা-ক। সিংহনাদ। (ত্রিকাণ্ড)

চুক্চুক্ (দেশজ) ১ অল্পে অল্পে সুরাদি পান করিবার শব্দ। ২ বালকের স্তন্য পান করিবার শব্দ।

চুক্তি (দেশজ) ১. নিয়ম, সমাধান। ২ কার্য্যের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যে নির্দ্ধারণ করা হয় তাহাকে চুক্তি বলে।

চুক্তিআইন, চুক্তিবিষয়ক আইন। ইহা ১৮৭২ সালের ৯ আইন বলিয়া পরিচিত। ঐ সালের ২৫এ এপ্রিল তারিখে এই আইন গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদিত হয় এবং ১৮৭২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতবর্ষের ইংরেজাধিকৃত প্রদেশসমূহে প্রচলিত হইয়াছে। কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অন্য এক প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কোন কার্য্য করিতে বা না করিতে আইন-সঙ্গত যে অঙ্গীকার, তাহাকে চুক্তি কহে। চুক্তি সাক্ষীর সম্মুখে বাচনিক কিম্বা লিখিত উভয়ই হইতে পারে। বেআইনি বিষয়ে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক, জবরদস্তি মতে, প্রতারণাদ্বারা কিম্বা বিকৃতমতি ব্যক্তির যে চুক্তি তাহা আদালতে অগ্রাহ্য। চুক্তির একটী সর্ত্ত বেআইনি হইলে সমস্ত সর্ত্ত বাতিল হইয়া যায়। কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনামূলক চুক্তিকে অনিশ্চিত (Contingent) চুক্তি কহে। এইরূপ চুক্তির উল্লিখিত ভবিষ্যৎ ঘটনা না ঘটিলে কিম্বা উহার ঘটনা অসম্ভব না হইলে কার্য্যকারী বা বাতিল হয় না। ঐ ঘটনা যদি একবারেই অসম্ভব হয়, তবে উভয় পক্ষ জানুক আর না জানুক চুক্তি বাতিল হইবে। পরস্পর কোন কার্য্য করিতে উভয় পক্ষ চুক্তি করিলে প্রত্যেক পক্ষকে চুক্তির লিখিত অঙ্গীকৃত কার্য্য করিতে বা করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে হইবে। স্পষ্ট চুক্তিভঙ্গ প্রতিপন্ন না হইলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও তাহার উত্তরাধিকারীকে চুক্তির সর্ত্ত পালন করিতে হইবে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কাহারও নিকট মিলিত চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হইলে প্রত্যেকে অপর সকলকেও চুক্তির লিখিত সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য করিতে পারে। যখন চুক্তির এক পক্ষ নিজ সর্ত্ত পালন করিতে সম্মত না হয়, তখন অপরপক্ষকে নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত পালন করিতে হয় না। উভয়ের সম্মতিক্রমে কোন চুক্তি পরবর্ত্তী চুক্তি দ্বারা রহিত বা পরিবর্ত্তিত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী চুক্তির নিয়ম পালন করিতে হয় না। উন্মত্ত বা আতুর ব্যক্তিদিগের প্রতিপালনাদি বিষয়ে প্রকাশ্য চুক্তি না থাকিলেও চুক্তি উহ্য থাকে এবং আইন মতে বাধ্য না হইলেও অন্য কেহ ঐরূপ লোককে প্রতিপালনাদি করিলে উহাদের সম্পত্তি হইতে খরচ পাইতে পারে।

চুক্তির উল্লিখিত সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অপর পক্ষের নামে আদালতে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে, কিন্তু ঐ ক্ষতি পরোক্ষ বা অন্য কারণ সম্ভূত হইলে হইবে না।

কেহ কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্তু অপর ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে স্বীকার করিলে তাহার আংশিক বা পুরামূল্য লইলে চুক্তির নিয়মানুসারে সে ঐ বস্তু আর অপরকে বিক্রয় করিতে পারে না। চুক্তিতে বিক্রেতাকে বিক্রেয় বস্তু বিক্রয়োপযোগী করিয়া দিবার কথা থাকিলে, যতদিন উহা সম্পন্ন না হয়, ক্রেতা ঐ বস্তু লইতে বাধ্য নহে। চুক্তি ধার্য্য হইলে ক্রেতা ক্রীত বস্তুর লাভলোকসানের মালিক হয়। বিক্রেয় বস্তু বিক্রেতার অধিকারে না থাকিলেও উহা বিক্রয়ের চুক্তি হইতে পারে। বিক্রেতা নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে ঐ বস্তু সংগ্রহ করিয়া ক্রেতাকে দিতে বাধ্য। চুক্তিতে

বিশেষ কিছু উল্লেখ না থাকিলে বিক্রের বস্তু বিক্রয় কালে যথায় থাকে, সেইস্থানেই ক্রেতাকে লইতে হয়। যদি বিক্রয় কালে ঐ বস্তু প্রস্তুত না থাকে, তবে যেখানে প্রস্তুত হয় ক্রেতাকে তথায় লইতে হয়। চুক্তিতে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে বিক্রেতা সমস্ত মূল্য না পাওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখিতে পারে।

কেহ কোন বস্তু অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখিলে রক্ষক ঐ বস্তুর যথোচিত যত্ন লইতে বাধ্য। যথোচিত যত্ন স্বত্বেও ঐ বস্তুর ক্ষতি হইলে যদি চুক্তিতে অন্যথা কিছু উল্লেখ না থাকে, তবে রক্ষক দায়ী হইবে না। যে বস্তু যে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত হয়, উহা তদ্ব্যতীত অন্য ব্যবহারে লাগাইলে উহার ক্ষতি জন্য রক্ষিতা দায়ী। গচ্ছিত বস্তুর যদি কোন দোষ থাকে, তাহা রক্ষককে বলিয়া দিতে গচ্ছিতকারী বাধ্য, অন্যথা রক্ষকের কোন ক্ষতি হইলে গচ্ছিতকারী তজ্জন্য দায়ী।

কোন ব্যক্তির ক্ষমতাপন্ন প্রতিনিধি কর্ম্মচারীর সহিত চুক্তি করিলে প্রথম ব্যক্তির সহিত চুক্তি সিদ্ধ হয়। প্রতিনিধির ক্ষমতা প্রকাশ্য দেওয়া না থাকিলে স্থল অনুসারে উহ্য থাকে। বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রতিনিধি মালিকের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। প্রতিনিধি ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কার্য্য করিলে মালিক তাহা অগ্রাহ্য বা গ্রাহ্য করিতে পারেন। তজ্জন্য কোন ক্ষতি হইলে প্রতিনিধি দায়ী।

এইরূপ কার্য্যের কোন অংশ গ্রাহ্য করিলে সমস্তই গ্রাহ্য করা হয়। প্রতিনিধি মালিকের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য, প্রকাশ্য আদেশ না থাকিলে ব্যবহারানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য। মালিক প্রতিনিধির আইন সঙ্গত সমস্ত কার্য্যের জন্য দায়ী থাকেন। বেআইনী কার্য্যের জন্য মালিক দায়ী নহে।

চুক্র (ক্লী) চকতে তৃপ্যত্যনেন চক-রক্ উত্বঞ্চ (চকিরম্যোরুচ্চোপধায়াঃ। উণ্ ২।১৪।) ১ অম্লরস। ২ অম্লদ্রব্যবিশেষ। চলিত কথায় মহাদা বলে। পর্য্যায়—তিন্তিড়ীক, বৃক্ষাম্ল, চুক্রক, মহাম্ল, অম্লবৃক্ষক। ৩ পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায় চুক বলে। পর্য্যায়—চুক্রবাস্তুক, লিকুচ, অম্লবাস্তুক, দলাম্ল, অম্লশাকাখ্য, অম্লাদি, হিলমোচিকা। ইহার গুণ—অম্লরস, লঘু, উষ্ণ, বাতগুল্মনাশক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তবৃদ্ধিকর, পথ্য। ৪ শুক্তবিশেষ। ৫ কাঞ্জিকবিশেষ, চলিত কথায় কাঁজি বলে। পর্য্যায়—সহস্রবেধ, রসাম্ল, চুক্রবেধক, শাকাম্ল, ভেদন, চক্র, অম্লসার, চুক্রিকা। ইহার গুণ—স্বাদু, তিক্ত, অম্ল এবং কফ, পিত্ত, নাসিকারোগ, দুর্গন্ধ ও শিরঃপীড়ানাশক। (রাজনি°) ৬ রসাম্ল। ৭ সন্ধানবিশেষ। বৈদ্যক পরিভাষার মতে মস্বাদি, গুড়, মধু ও কাঞ্জিক একটী পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ধানের মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহাকে চুক্র বলে (১)। (পুং) ৮ অম্লবেতস।

চুক্র স্বল্প, পরিস্কৃত ভাণ্ডে গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ ও দধির মাত ৮ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিলে উহা বিকৃত হইয়া যায়। ঐ বিকৃত বস্তুর নাম শুক্ত বা চুক্র। বৃহৎ চুক্রের সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য ইহাকে স্বল্প চুক্র বলা হয়।

চুক্র বৃহৎ, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—একটী কলসে গুড়োদক ৪ সের, কাঁজি ১২ সের, দধি ২ সের, কাঁজির অধঃস্থ সিটি ১ সের, গুড় ২ সের একত্র ফেলিয়া তাহাতে ত্বক্‌রহিত খণ্ড খণ্ড আদা ২ সের, সৈন্ধবলবণ, জীরা, মরিচ, পিপুল ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ পল। এই সকল প্রদান করিয়া সরা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিয়া ধান্য রাশির অভ্যন্তরে রাখিবে।

গ্রীষ্মকালে ৩ দিন, শরৎকালে ৩ দিন, বর্ষাকালে ৪ দিন, বসন্তকালে ৬ দিন ও শীতকালে ৮ দিন পর্য্যন্ত ধান্যাদির মধ্যে রাখিতে হয়। অনন্তর ধান্যরাশির অভ্যন্তর হইতে ভাণ্ড উদ্ধার করিয়া গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার নাম বৃহৎ শুক্ত বা বৃহৎ চুক্র। ইহাতে মন্দাগ্নি, শূল, গুল্ম প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

চুক্রক (ক্লী) চুক্র-সংজ্ঞার্থে কন্। ১ শাকবিশেষ, চুকাপালঙ্গ। ইহার গুণ—ভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তবৃদ্ধিকর এবং গুরু, ইহা বিলম্বে জীর্ণ হয়। (রাজবল্লভ) চুক্র-স্বার্থে কন্। ২ [চুক্রদেখ।]

চুক্রফল (ক্লী) চুক্রং ফলং যস্য বহুব্রী, যদ্বা চুক্রং ফলতি ফল-অচ্। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°) [বৃক্ষাম্ল শব্দে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চুক্রবাস্তুক (ক্লী) চুক্রং বাস্তুকমিব। শাকবিশেষ, চুকাপালঙ্গ। (রাজনি°)

চুক্রবেধক (ক্লী) চুক্রমিব বিধ্যতি বিধ-ণ্বুল্। কাঞ্জিকবিশেষ।

চুক্রা (স্ত্রী) চুক্র-টাপ্। ১ চাঙ্গেরী, আমরুল। ২ তিন্তিড়ী।

চুক্রাম্ল (ক্লী) চুক্রমিবাম্লং। ১ বৃক্ষাম্ল। ২ শাকবিশেষ, চুকাপালঙ্গ।

চুক্রাম্লা (স্ত্রী) চুক্রমিব অম্লং অম্লত্বং যস্য বহুব্রী, টাপ্। অম্ললোণিকা, আমরুল।

---

(১) "যন্মস্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকং।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে।" (বৈদ্যকপরি°)

চুক্রিকা (স্ত্রী) চুক্রো বিদ্যতে হস্যাঃ চুক্র-ঠন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ অম্ললোণিকা, আমরুল। পর্য্যায়—চাঙ্গেরী, দন্তশঠা, অম্বষ্ঠা, অম্ললোণিকা। ২ কুচাঙ্গেরী, চুকাপালঙ্ক। ৩ তিন্তিড়ী। (ভাবপ্রকাশ।)

চুক্রী (স্ত্রী) চুক্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। চাঙ্গেরী, আমরুল। ইহার গুণ—অতিশয় অম্লরস, স্বাদু, বাতনাশক, কফ ও পিত্ত-বর্দ্ধক, লঘু এবং রুচিকর। বেগুণের সহিত পাক করিলে ইহা অতিশয় রুচিকর হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ।)

চুক্রিমন্ (পুং) চুক্র-ভাবে ইমনিচ্। অম্লত্ব, চুক্রের ভাব।

চুক্ষা (স্ত্রী) চষ-বধে বাহুলকাৎ স পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। হিংসা। [চৌক্ষ দেখ।]

চুগলখোর (পারসী) নিন্দাকারী।

চুগলখোরী (পারসী) অপবাদের কার্য্য।

চুঙ্গী (দেশজ) কুক্রনল।

চুচু (পুং) [চুচু দেখ]।

চুচুক (পুং ক্লী) চুচু ইত্যব্যয় শব্দং কায়তি কৈ-ক। ১ কুচের অগ্র, স্তনের বোঁটা। পর্য্যায়—চুচুক, চূচুক, কুচানন, স্তনবৃন্ত। ২ দক্ষিণ দেশবিশেষ। (পুং) ৩ তদ্দেশবাসী।

"গুহাঃ পুলিন্দাঃ শবরাশ্চুচুকা মদ্রকৈঃ সহ।"

(ভারত ১।২০৭।৪২)

চুচুপ (পুং) ১ দেশবিশেষ। [বহু] ২ তদ্দেশবাসী।

"অন্ধ্রাস্তালচরাশ্চৈব চুচুপারেণুপাস্তথা।" (ভারত ৫।১৩৯ অঃ)

চুচূ (পুং) চ্যুৎ বাহুলকাৎ উ নিপাতনে সাধু। সুনিষণ্ণশাক, চলিত কথায় সুষুণী বলে। (ত্রিকাণ্ড)

চুচূক (পুং) চুচুক-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। স্তনাগ্র, স্তনের বোঁটা।

চুচ্চু (পুং) শাকবিশেষ। বাগ্‌ভটের মতে ইহার গুণ—পালক্য-শাকের সমান। [পালক্য দেখ।] ইহার বিশেষ গুণ—সংগ্রাহী। সুশ্রুতের মতে ইহার গুণ—কষায়, স্বাদু, তিক্ত, রক্তপিত্তনাশক, কফঘ্ন, বায়ুবৃদ্ধিকর, পাকে লঘু। কোন কোন আভিধানিকের মতে এই অর্থে "চুচ্য" শব্দও দেখিতে পাওয়া যায়।

চুঞ্চু (পুং) ১ ছুছুন্দরী, ছুঁচ। (হারাবলী) ২ সঙ্কর জাতিবিশেষ। বৌধায়নের মতে বৈদেহ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"চুঞ্চুর্মদ্গুশ্চ বৈদেহবন্দিস্ত্রিয়ো র্ব্রাহ্মণেন জাতৌ" (বৌধায়ন)

মনুর মতে বন্যপশু হিংসাই ইহাদের প্রধান জীবিকা।

"মেদান্ধ্র চুঞ্চুমদ্গুনামারণ্যপশুহিংসনং।" (মনু ১০।৪৮)

৩ ত্রিশঙ্কু বংশীয় হরিতের পুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।৩।১৫) কোন কোন পুস্তকে চুঞ্চু স্থলে চঞ্চু এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

চুঞ্চুমায়ন (স্ত্রী) বাতশ্লেষ্ম জন্য ব্রণের অবস্থাবিশেষ।

"কণ্ডূক্লশ চুঞ্চুমায়নপ্রায়ঃ পাণ্ডু ঘনরক্তস্রাবী চেতি বাতশ্লেষ্মশোণিতেভ্যঃ।" (সুশ্রুত চিকিৎসিত ১ অঃ) কোন কোন পুস্তকে চুঞ্চুমায়ন স্থলে চুমচুমায়ন পাঠ দেখিতে যে পাওয়া যায়।

চুঞ্চুরী (স্ত্রী) চুঞ্চুরিব রাতি রা-ক স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তেঁতুলের বীজ দ্বারা যে দ্যূতক্রীড়া করা হয়, তাহাকে চুঞ্চুরী বলে, তিন্তিড়ীদ্যূত, কাইবীচির খেলা। (ত্রিকাণ্ড°) চুঞ্চুলী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (হারাবলী।)

চুঞ্চুল (পুং) গীতপ্রথা প্রবর্ত্তক বিশ্বামিত্র মুনির একজন পুত্র। (হরিবংশ ২৭ অঃ)

চুঞ্চুলি [চুঞ্চুরী দেখ।]

চুঞ্চুলী (স্ত্রী) চুঞ্চুরী বিকল্পে রেফস্য লকারঃ। [চুঞ্চুরী দেখ।]

চুণ্ডা (স্ত্রী) চুড়ি অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। কূপ। (ত্রিকাণ্ড°) কোন কোন পুস্তকে চুণ্ডা স্থলে চুণ্টা পাঠ আছে।

চুণ্ডী (স্ত্রী) চুণ্ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। উপকূপ, কূপের নিকটবর্ত্তী জলাধার। (হেমচন্দ্র)

চুট্‌কিয়া (দেশজ) ছোট।

চুট্‌কি (দেশজ) ১ যাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। ২ পদাঙ্গুষ্ঠের অলঙ্কারবিশেষ।

চুট্‌কিয়া ইন্দুর, একজাতীয় ছোট রকমের ইন্দুর, স্থানবিশেষে নেঙটেকেই চুট্‌কিয়া বলে।

চুট্‌কী, যে গল্প বা উপাখ্যানে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই অথচ বিলক্ষণ রসিকতাপূর্ণ, তাহাকে চুট্‌কী বলে।

চুড়চি (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য।

চুড়ী (দেশজ) অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম স্বর্ণরৌপ্যাদির তারনির্ম্মিত স্ত্রীলোকদিগের করাভরণ। সোজা ও বাঁকা দুই প্রকার চুড়ী হয়। দুই প্রকারেই সূক্ষ্ম খোদকার্য্য থাকে। এই অলঙ্কার অতিশয় লঘু বলিয়া অনেক মহিলা অতি আদরে পরিধান করেন।

স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত পিত্তল প্রভৃতির গিল্টি করা চুড়ীও বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কাচ, গালা, শঙ্খ, হস্তীদন্ত ইত্যাদিরও চুড়ী প্রস্তুত হয়। আজকাল নানারূপ কাচের চুড়ী এদেশের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকই পরিধান করিতেছে। এই সকল চুড়ী কাল, লাল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি সকল রঙেই হইয়া থাকে। কখন কখন এই সকল চুড়ী স্বর্ণরৌপ্যাদির ন্যায় রংযুক্ত করা হয়। উৎকৃষ্ট কাচের চুড়ীতে নানারূপ ফুলকাটা থাকে। বাজারে বহুপ্রকার চুড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট চুড়ী ১।০ টাকা ২৲ টাকা জোড়া বিক্রয়

হয়। ভারতবর্ষে, গাজিপুর, কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, হাজিপুর, পাটনা, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও পুণার নিকটস্থ শিবপুরে কাচের চুড়ী প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য উৎকৃষ্ট কাচের চুড়ী বিলাত, চীন প্রভৃতি স্থান হইতে আইসে। গালার চুড়ী প্রায় দেশের সর্ব্বত্রই প্রস্তুত হইতেছে। গালা ও মাটী মিশাইয়া প্রথমতঃ চুড়ী প্রস্তুত হয়, পরে উহার উপরে লাল, নীল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি রঙের গালা দিয়া রং করা হয়। রং করা হইলে অনেক সময় উহার উপরে কাচের মালা, রাংতা, চুমকি, ক্ষুদ্র রঙ্গিন কাচ ইত্যাদি বসাইয়া সুন্দর করা হয়। গালার সহিত ধাতুর গুঁড়া মিশাইয়া উহা চুড়ীর উপর মাখাইলে চুড়ী ধাতুর ন্যায় আভাযুক্ত হয়।

আসামের মধ্যে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ গালার চুড়ী তৈয়ারের প্রধান স্থান। দিল্লী, রেবা, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গালার চুড়ী প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বে সধবা স্ত্রীলোকমাত্রেই শঙ্খ পরিধান করিতেন। এখনও অনেকে শাঁখের বালা ও শাঁখের চুড়ী পরিতেছেন। ঢাকা নগরেই এক্ষণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাঁখের চুড়ী নির্ম্মাণ হয়। এই সকল চুড়ী গালা দ্বারা রঞ্জিত ও চুমকী ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া থাকে। ঢাকায় জলতরঙ্গ, ডায়মণ্ডকাটা, কার্ণিশদার প্রভৃতি নানা প্রকার শাঁখের চুড়ী প্রস্তুত হয়।

পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, রাজপুতনার পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ও মধ্যপ্রদেশের অনেক স্থানে ও বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে হস্তীদন্তের চুড়ী ব্যবহার হয়। পঞ্জাবে বিবাহের সময় কন্যার মাতুল তাহাকে এক জোড়া রং করা ও চুম্‌কি বসান হাতীর দাঁতের চুড়ী প্রদান করে। উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পর এক বর্ষ পর্য্যন্ত ঐ চুড়ী পরিধান করিয়া থাকে, অনন্তর স্বর্ণরৌপ্যাদির আভরণ পরে। রাজপুতানা রেলওয়ের যোধপুর শাখায় অবস্থিত পালিনগর হাতীর দাঁতের চুড়ী ব্যবসার প্রধান স্থান।

মহিষশৃঙ্গ হইতেও চুড়ী প্রস্তুত হইতেছে। এই চুড়ীর উপর স্বর্ণরৌপ্যাদির নানারূপ লতা পাতা কাটা থাকিলেও অতি সুন্দর ও মূল্যবান্ হয়।

চুণী (হিন্দী) রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র রত্নবিশেষ, স্থানবিশেষে চুণীমুক্তাও বলিয়া থাকে। [চুণী দেখ।]

চুত (পুং) চোততি ক্ষরতি শোণিতাদিকমস্মাৎ চুত বাহুলকাৎ ঘঞর্থে-কঃ। ১ মলদ্বার। ২ যোনি। (শব্দরত্না°)

চুতি (স্ত্রী) চোততি ক্ষরতি মলশোণিতাদি যস্থাঃ চুত-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৭) মলদ্বার (শব্দরত্নাবলী)

চুনন, (দেশজ) ১ বাছন। ২ নির্ব্বাচন।

চুনারগড় [চনার দেখ।]

চুনী, চুণী, রত্নবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—মাণিক্য, শোণরত্ন, রত্নরাজ, রবিরত্ন, শৃঙ্গারী, রঙ্গমাণিক্য, তরুণ, রাগযুক্, পদ্মরাগ, রত্ন, শোণোপল, সৌগন্ধিক, লোহিতক, কুরুবিন্দ।

আধুনিক জহরীগণ রক্তবর্ণ বহুমূল্য অনেক প্রকার প্রস্তরকে চুণী আখ্যা প্রদান করেন। রত্নশাস্ত্রে মাণিক্যরত্নের যেরূপ লক্ষণাদি নির্ণীত আছে, তৎপাঠে অনুমিত হয় যে, আধুনিক চুণী নামক প্রস্তরকেই পূর্ব্বে মাণিক্য বলিত। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও কাঠিন্য ইত্যাদি ভেদে জহরীগণ চুণীকে চারি জাতিতে বিভক্ত করেন, যথা চুণী নরম, চুণী শ্যাময়েৎ, চুণী কড়া ও চুণী মাণিক্। শেষোক্ত চুণী মাণিকই প্রাচীন পদ্মরাগমণি। ইহার ইংরাজী নাম Oriental ruby, অন্যান্য চুণী Spinel ruby, Brass ruby, Almandine ruby ইত্যাদি নামে খ্যাত।

চুণী মাণিক্, পান্না, মরকত ইত্যাদি কয়েকটী রত্নের রাসায়নিক উপাদান একরূপ। ইহারা সকলেই আলুমিনিয়াম্ (Aluminium) ও অম্লজান (Oxygen) এই দুই মূল পদার্থযোগে উৎপন্ন (Al: 2, O_3)। কুরুন্দ প্রস্তর (Corundum) ঠিক ঐ সকল পদার্থযোগে উৎপন্ন। সুতরাং অঙ্গারের সহিত হীরকের যেরূপ সম্বন্ধ, কুরুন্দ প্রস্তরের সহিত চুণী ইত্যাদিরও সেইরূপ সম্বন্ধ। চুণী ইত্যাদি প্রস্তর অতি কঠিন ও স্বচ্ছ। চুণীর বর্ণ সচরাচর গাঢ় লোহিত, লোহিত, গোলাপী লোহিত, পীতাভ লোহিত, ঈষল্লোহিত ও নীলাভ লোহিত হইয়া থাকে। হীরক ব্যতীত পার্থিব যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা চুণী কঠিন, হীরকের কাঠিন্য ১০ হইলে চুণীর কাঠিন্য ৯ ও নরম চুণীর কাঠিন্য ৮ হইবে। সুতরাং হীরক ভিন্ন অপর কোন পদার্থ চুণীর মত কঠিন হইবার নহে। এই বিশেষ গুণ থাকাতে নকল চুণী হইতে প্রকৃত চুণী অনায়াসে পৃথক্ করা যাইতে পারে। দুইখানি চুণী লইয়া পরস্পর ঘর্ষণ করিলে যেটিতে দাগ পড়িবে তাহা অপকৃষ্ট ও যেটিতে দাগ পড়িবে না সেইটীই উৎকৃষ্ট ধরিতে হইবে। সচরাচর চুণী নরম (Spinel) হইতে চুণী মাণিক (Ruby) এইরূপেই চেনা যায়। এই (Spinel) প্রস্তরের রাসায়নিক উপকরণ ম্যাগ্‌নিসিয়াম্ (Magnasium), আলুমিনিয়াম্ (Aluminium) এবং অম্লজান (Oxygen), (Md. O. Al 2, O3)। খাঁটি চুণী ও Spinel দেখিতে প্রায়ই একরূপ, কিন্তু খাঁটি চুণীর গুরুত্ব, ঔজ্জ্বল্য ও আলোকবিকীর্ণশক্তি অধিক। উহাদের রাসায়নিক উপাদানের উল্লিখিত রূপভেদ আছে। আরও Spinel প্রস্তরের দ্বারা চুণীর

দানা হইতে বিভিন্ন এবং ইহা অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ হইতে কঠিন হইলেও হীরক ও চুণী অপেক্ষা কোমল, সুতরাং চুণী দ্বারা অঙ্কিত হইতে পারে। উভয় প্রকার প্রস্তরই স্বচ্ছ, অতি অল্প পরিমাণে লৌহ ও ক্রোমিয়াম্ ধাতুমিশ্রিত থাকাতে উহাদের লোহিতবর্ণ উৎপন্ন হয়। চুণী কোন প্রকার দ্রাবকেই দ্রব হয় না। সহজ উত্তাপে চুণীর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সোহাগা যোগে অতিশয় উত্তপ্ত করিলে চুণী গলিয়া বর্ণহীন কাচে পরিণত হয়।

যেমন চুণী গলাইয়া কাচে পরিণত করিতে পারা যায়, সেইরূপ উহার বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিলে কাচ হইতে চুণীও প্রস্তুত হইতে পারে। বাস্তবিক ক্রোমিয়াম্ ধাতুযোগে কাচ হইতে অতি কঠিন নকল চুণী প্রস্তুত হয়। এই সকল নকল চুণী হইতে প্রকৃত চুণী বাছিয়া লওয়া বড়ই কঠিন।

চুণী মাণিক্ অর্থাৎ মাণিক্যের দোষ গুণ, জাতিবিভাগ, এবং ধারণ ফল ইত্যাদির শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও প্রাচীন নিয়মে পরীক্ষা প্রভৃতির শাস্ত্রীয় মত মাণিক্য ও পদ্মরাগ শব্দের পরিভাষায় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইবে। এস্থলে আমরা চুণীর বর্ত্তমান ব্যবহার, পরীক্ষা, উৎপত্তিস্থান, মূল্য ইত্যাদির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আফগানস্থান প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চুণী পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বোহিমিয়া, শ্যাম, সুমাত্রা, বোর্ণিও এবং পেগু প্রদেশে নানাপ্রকার হীন জাতি চুণী ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে বিরলী-মোদো ও ষোলশীগমনী নামক দুই স্থানে সচরাচর কুরুন্দ প্রস্তর (Curundum) ও নিস্ (Gneiss) প্রস্তরের সহিত চুণী দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিচিনগড় তালুক ও মল্লপোল্লাই নামক স্থানেও অল্প পরিমাণে চুণী পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশের চুণীক্ষেত্র সকল মুক্তমীট হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ১৮৭০ সালে মিঃ ব্রেডমিয়ার (Mr. Bred Meyer) যে চুণীক্ষেত্রের তত্বাবধারক ছিলেন, উহা মান্দালা হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী। পিয়ার ডি আমেটো (Pere de Amato) যে রত্নক্ষেত্র দর্শন করেন, উহা আবা নগরের ৬০।৭০ মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত।

এই রত্নক্ষেত্রের পরিমাণ ফল প্রায় ৬৬ বর্গমাইল। ২।৩ ফিট বা ততোধিক নিম্নে একটী স্তরে রত্ন পাওয়া যায়। এই রত্নস্তরের বেধ কোথাও ২ ইঞ্চি মাত্র, কোথাও বা ২।৩ ফিট। রত্নসংগ্রহকারিগণ গর্ত্ত কাটিয়া রত্নস্তরের মৃত্তিকা ধৌত করিতে থাকে। এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুণী বাহির হইয়া পড়ে। এই সকল চুণী অধিকাংশই ¼ এক চতুর্থাংশ রতি অপেক্ষাও কম। কচিৎ বৃহদাকার চুণী পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের আকার গোল ও গাত্র অনেকটা মসৃণ। দুই একটা বড় চুণী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা নির্দ্দোষ ও অক্ষুণ্ণ নহে, মিঃ স্পিয়ার্স্ বলেন, তিনি আধ তোলা অপেক্ষা অধিক ওজনের অক্ষুণ্ণ চুণী একটীও দেখেন নাই। এই চুণীক্ষেত্র পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজের খাস ছিল। ইহা হইতে তাঁহার প্রতি বৎসর লক্ষাধিক মুদ্রা আয় হইত। ইহা ছাড়া এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (১০০ তিকল) অপেক্ষা বড় চুণী পাইলে তাহা রাজভাণ্ডারে রক্ষিত হইত। কেহ এই চুণী পাইয়া নিজের কাছে রাখিলে গুরুতর দণ্ডনীয় হইত। কিন্তু এইরূপ গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলেও অনেক বড় চুণী রাজকোষগত হইত না। জহরী-গণ এইরূপ মণি পাইলে, হয় ভাঙ্গিয়া ছোট করিয়া ফেলিত, না হয় গোপনে চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য ইত্যাদির সওদাগর-গণকে বিক্রয় করিয়া ফেলিত। সুতরাং রাজার অনেক ক্ষতি হইত। ইংরাজরাজ ব্রহ্মদেশ জয় করিলে ব্রহ্মের রাজভাণ্ডারে যে সকল মণি পাওয়া যায়, তাহা সাউথ কেন্‌সিংটন্ মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি কয়েকটী ব্যতীত অপর সকলগুলিই কোন না কোন দোষযুক্ত। ইহাতে বোধ হয় উৎকৃষ্ট বহুমূল্য চুণী অতিশয় বিরল ছিল। কেননা এইরূপ চুণী অধিক উৎপন্ন হইলে রাজভাণ্ডারে নিশ্চয়ই দু দশটা সঞ্চিত থাকিত।

এই রত্নখনি ব্যতীত মান্দালার ১৬ মাইল দূরে সেগিয়ান্ নামক মর্ম্মরপ্রস্তরের পর্ব্বতে অপেক্ষাকৃত হীন জাতি প্রস্তর পাওয়া যায়। মান্দালার ১৫ মাইল উত্তরে চুণীক্ষেত্রের আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ শুনা যাইতেছে, কিন্তু ঠিক জানা যায় নাই।

উল্লিখিত উপায়ে গর্ত্ত দ্বারা মণিসংগ্রহ ব্যতীত আরও তিন প্রকার উপায়ে ব্রহ্মদেশে রত্নাদি সংগৃহীত হয়। পর্ব্বতের গাত্রে নালা কাটিয়া উহাতে বেগে জল ছাড়িয়া দেয়। জলে কর্দ্দম ধুইয়া যায় ও প্রস্তরাদি নিম্নে পড়িয়া থাকে। পরে তাহা হইতে মণি বাছিয়া লয়।

আর একরূপে অতি উৎকৃষ্ট চুণী পাওয়া যায়। পর্ব্বতের স্তরবিশেষ জলের স্রোতে ধুইয়া যায় এবং উহার রন্ধ্রাদি স্থানে স্থানে গুহাতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। রত্নানুসন্ধিৎসুগণ পর্ব্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ সকল গুহা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। কোথাও ঐ রূপ গুহা দৃষ্ট হইলে তাহারা নিম্ন হইতে ঝুড়ি করিয়া প্রস্তরাদি তুলিয়া আনে এবং চুণী, পান্না ইত্যাদি বাছিয়া লয়। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চুণীসকল এইরূপেই পাওয়া গিয়াছে।

এক প্রকার কঠিন প্রস্তরের ভিতর হইতেও চুণী পাওয়া যায়। কিন্তু প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বাহির করিবার সময় অনেক চুণী কাটিয়া যায়। খনি হইতে যে চুণী পাওয়া যায়, তাহাকে কাটিয়া মাজিয়া লইতে হয়। সচরাচর হীন জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুণী গুঁড়াইয়া তদ্দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরে উহাকে পিত্তল বা তামা দ্বারা পালিশ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়।

চুণী ব্যতীত আরও নানা রূপ মূল্যবান্ প্রস্তর ব্রহ্মদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৮৯ সালে ৩৩,৮৪৮৲ টাকা মূল্যের ৬৫৬২৮·৫ ক্যারাট্ (প্রায় ১৩১২৭ রতি) চুণী ও ২৫৯৲ টাকা মূল্যের ৪৪৯৬ ক্যারাট্ (প্রায় ৮৯৯২ রতি) স্পিনেল (Spinel) অর্থাৎ নরম চুণী ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়।

সম্প্রতি শ্যামদেশে বাঙ্কক নগর হইতে চারি দিবসের পথে চুণী ও পান্নার খনি বাহির হইয়াছে। এখানকার মণি ব্রহ্মদেশের মণির ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে; কিন্তু বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ ঘোর গোলাপী। ধূর্ত্ত জহরীগণ এই প্রস্তরকে সিংহলের মণি বলিয়া অনভিজ্ঞ লোকদিগকে বহু মূল্যে বিক্রয় করে।

তুর্কিস্থানের অন্তর্গত বদক্ষণ নামক স্থানে অল্প পরিমাণে উৎকৃষ্ট চুণী পাওয়া গিয়াছে। অক্সস্ নদীর তীরবর্ত্তী শুসান ও চরণ নামক স্থানেও অল্প চুণী পাওয়া যায়। তথাকার লোকের বিশ্বাস যে চুণী সর্ব্বদা জোড়া জোড়া থাকে। সুতরাং একটী পাইলে আর একটী চুণী যতদিন না পায়, প্রথমটী গোপন করিয়া রাখে। যদি আর না পায়, তখন প্রথমটীকেই ভাঙ্গিয়া দুইটী করিয়া ফেলে।

অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি হইতে অনেক চুণী পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার অধিকাংশই অপকৃষ্ট প্রস্তর মাত্র।

সিংহল, আবা, মহিসুর, বেলুচিস্থান এবং য়ুরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অনেক নদীগর্ভে কঙ্করাদির সহিত নরম চুণী (Spinel) পাওয়া যায়। সুইডেন ও সিংহলে নীলবর্ণ নরম চুণী দৃষ্ট হয়। সবুজ কাল ইত্যাদি নরম চুণীও পাওয়া গিয়া থাকে। ফল কথা ঐ সমস্ত প্রস্তরের উপাদান ও গঠন একরূপ, কেবল বর্ণ দ্রব্যের সামান্য ইতরবিশেষ হওয়ায় লোহিত, নীল, হরিত প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করে। ব্রেজিলে বর্ণহীন চুণীও পাওয়া গিয়াছে।

নির্দ্দোষ বৃহদাকার চুণী অতি দুর্লভ বলিয়া সময়ে সময়ে ইহার মূল্য হীরক অপেক্ষাও অধিক হয়। বর্ত্তমান সময়ে অর্দ্ধরতি ওজনের নির্দ্দোষ চুণী ১০৲ হইতে ১০০৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে।

২	রতি	ওজন	চুণীর	মূল্য	১৪০৲	হইতে	২০০৲
৩	„	„	„	„	২৫০৲	„	৩৫০৲
৪	„	„	„	„	৭০০৲	„	৮০০৲
৬	„	„	„	„	২০০০৲	„	২৫০০৲
৮	„	„	„	„	৪০০০৲	„	৪৫০০৲

৮ রতি অপেক্ষা অধিক ওজনের চুণী অতি বিরল, সুতরাং তাহাদের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেনা।

চিহ্নযুক্ত অনুজ্জ্বল, অত্যন্ত ঘোর কিম্বা ফিকে লোহিত বর্ণ চুণীর মূল্য সচরাচর অনেক কম হইয়া থাকে। এইরূপ ৪ রতি ওজনের একটা চুণী ১২০৲ টাকা অপেক্ষাও অল্প মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। জহরীর দোকানে অনেক রকম চুণী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের চুণীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অধিক মূল্যবান্।

নরম চুণীর দর অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ক্ষুদ্র নরম চুণী প্রতি রতি ২৫৲ হইতে ৫০৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। মাঝারি ও বড় আকারের হইলে প্রতি রতি ১০০৲ হইতে ৫০০৲ টাকাতেও বিক্রয় হয়। ফল কথা, ইহাদের মূল্য ক্রেতার সখ ও খেয়ালের উপর নির্ভর করে।

নানারূপ প্রস্তর প্রকৃত চুণী বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। কুরুন্দ প্রস্তরে ঘর্ষণ করিলে ইহাদের কোমলতা ও ওজন করিলে লঘুতা বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপে তাহাদের জাতি স্থির করা যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুণী টেঁক ঘড়িতে বসান হইয়া থাকে। ঘড়ির চাকার সূক্ষ্ম পিভট (Pivot) চুণীর ছিদ্রে বসান থাকিলে চাকা অতি সহজে ঘুরিতে পারে। এই সকল চুণী ব্যবহার্য্য হইলেও বিস্তর পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের মূল্য অতি অল্প।

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে চুণী অর্থাৎ মাণিক অন্ধকারে রাখিলে আলোক প্রদান করে। উহা নিতান্ত অমূলক নহে। চুণীর আলোক শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে। দিবাভাগে রৌদ্রে রাখিলে রাত্রিতে উহা হইতে প্রভা নির্গত হয়। আরও অনেক প্রস্তরের এইরূপ গুণ আছে।

প্রায় সকলদেশেই পূর্ব্বকালের লোকেরা বিশ্বাস করিত যে চুণী ধারণ করিলে অনেক বিপদ্ ও রোগের হাত এড়াইতে পারা যায়। আবার অনেকের বিশ্বাস, যে পদ্মরাগ মণি বিবর্ণ ও হীনপ্রভ হইলে শীঘ্রই ধারকের কোন দুর্ঘটনা ঘটে।

টাভার্ণিয়ার লিখিয়া গিয়াছেন—পারস্যরাজের কপোত-অণ্ডাকৃতি একটী চুণী ছিল। এই চুণীর মধ্যে ছিদ্র ছিল এবং ইহার লাবণ্য অতি চমৎকার। রুষিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইনের মুকুটে একটী কপোত অণ্ডাকৃতি চুণী ছিল।

সুইডেনের তৃতীয় গুস্তাভাস্ (Gustavus III) ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে সেন্ট পিটর্সবর্গ আগমন উপলক্ষে ক্যাথারাইন্‌কে উহা উপঢৌকন প্রদান করেন। ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটের সম্মুখভাগে একটী বৃহৎ চুণী আছে। ১৩৬৭ খৃঃ অব্দে ডনপেড্রো ঐ চুণী এড্‌ওয়ার্ড দি ব্লাকপ্রিন্সকে (Edward the Black Prince) প্রদান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম চুণীমাণিক সম্প্রতি রুষিয়ার রাজমুকুটে শোভা পাইতেছে। সাইবিরিয়ার শাসনকর্ত্তা প্রিন্স গার্গেরিন্ চীন হইতে ঐ চুণী প্রাপ্ত হন।

প্রবাদ আছে, মহারাজ রণজিৎসিংহের ১৪ তোলা ওজনের একটী চুণীমাণিক ছিল। ঐ চুণীর গাত্রে অরঙ্গজেব, আহ্মদশাহ প্রভৃতি বাদশাহদিগের নাম খোদা ছিল।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজভাণ্ডারেই এবং ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের গৃহে নানা আকারের চুণী আছে।

কণ্ঠহার, পদক, অঙ্গুরীয়ক, ঘড়ির লকেট ইত্যাদিতে চুণী বসাইয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয়।

চুন্দ (পুং) বুদ্ধদেবের এক শিষ্য।

চুন্দী (স্ত্রী) চোদতি প্রেরয়তি নায়কাদীন্ চুদ বা নিপাতনে সাধু। কুট্টনী, কুট্টনী। (হেম ৩।১৯৭)

চুপ্ (দেশজ) নীরব, মৌন।

চুপ্‌চাপ (দেশজ) বাক্যরোধ, কথা না বলা।

চুপড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্র করণ্ডিকা, টুকরী।

"চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা।
মাগোর বসন পরি ভূমে লম্বা কোঁচা।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

চুপড়িয়া (চুপড়ি শব্দজ)

চুপড়ী [চুপড়ি দেখ।]

চুপড়ী আলু (দেশজ) এক প্রকার আলু। ইহা খামআলু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই আলু শাদা, ইহার ফুল অতি সুগন্ধ।

চুপিচুপি (দেশজ) আস্তে আস্তে, অপ্রকাশ্য ভাবে।

চুপুণীকা (স্ত্রী) চুপ-বাহুলকাৎ উনন্ ততঃ স্বার্থে-ঈ-কন্। ইষ্টকাবিশেষ, যজ্ঞের আগুন রাখিবার নিমিত্ত যে ইট্ লওয়া হয়।

"ইষ্টকা চুপুণীকা নামাসি।" (কৃষ্ণযজুঃ ৪।৪।৫।১) কোন কোন আভিধানিক 'চুপুণীকা' স্থলে "চুপূনীকা" পাঠ করেন।

চুপ্য (ত্রি) চুপ্-ক্যপ্। ১ যে ব্যক্তি ধীরে ধীরে গমন করেন। ২ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। কোন বৈয়াকরণিকের মতে এই শব্দটী অশ্বাদিগণান্তর্গত।

চুবান (দেশজ) ডুবান, নিমগ্ন করা।

চুবুক (ক্লী) চিবুক-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। [চিবুক দেখ।]

"চুবুক দঘ্নংবা।" (আপস্তম্বসূত্র)

চুত্র (ক্লী) চুষ্যতে অনেন চুষি-র মকার লোপশ্চ। (উণ্ ২।২৮) মুখ। (উণাদিকোষ)

চুম (চুম্বন শব্দজ) চুম্বন। "এত বলি মড়া মুখে মাতা দেন চুম। বিরলে শোয়ায়ে বলে বাছা যাও ঘুম।" (শ্রীধর্ম্ম° ৪ সর্গ)

চুমা (চুম্বন শব্দজ) চুম্বন।

চুমাচুমি (চুমাশব্দজ) পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন।

চুমুক (দেশজ) পানীয় দ্রব্য খাইবার জন্য তাহার আধারে ওষ্ঠ সংযোগ।

চুমুরি (পুং) ঋগ্বেদপ্রসিদ্ধ একটী অসুর। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। "ধুনী চুমুরী যাহসিষপ্।" (ঋক্ ৬।২০।১৩) 'ধুনিশ্চ চুমুরিশ্চেত্যেতন্নামকাবসুরৌ।' (সায়ণ)

চুমুরী, নারিকেল, খেজুর বা তাল গাছের অবয়ববিশেষ। ঐ সকল গাছের অগ্রভাগে থাকে। প্রথমে অপর একটা কোষের মধ্যে থাকিয়া কিছুদিন পরে কোষ ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতেই ফল ও ফুল হইয়া থাকে।

চুম্‌কী (চুমুক শব্দজ) ১ জলপাত্রবিশেষ, ক্ষুদ্র ঘটী। ইহাতে প্রায়ই চুমুক দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে চুম্‌কী বলে।

২ পরিচ্ছদাদির শোভা বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নির্ম্মিত উজ্জ্বল চাক্‌চিক্যশালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা ধাতুখণ্ড। ইহাদিগকে তারা বা সিতারাও কহে। পট্ট ও ঊর্ণা বস্ত্রনির্ম্মিত টুপি, অঙ্গরেখা, চোগা, উড়ানী ইত্যাদি বহুমূল্য কারচবের চিকণ চুম্‌কি দ্বারা সুশোভিত হইয়া থাকে। চিকণ কাজের প্রচুর পরিমাণে চুম্‌কি ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন যাত্রানাটকাদির ও প্রতিমার ডাকসজ্জায়ও তারকসির সহিত বিস্তর চুম্‌কি থাকে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের তার পিটিয়া খুব পাতলা করিয়া তাহা হইতে চুম্‌কি প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকার মুসলমান নবাবগণের প্রায় সকল রাজধানীতেই স্বর্ণরৌপ্যাদির সরু তার ও চুম্‌কি প্রস্তুত হইত। তামা, পিত্তল ও রাং ইত্যাদি গিল্টিকরা চুম্‌কি সুলভ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চুম্ব (পুং) চুবি ভাবে ঘঞ্। চুম্বন, মুখে মুখ স্পর্শ।

চুম্বক (পুং) চুম্বতি আকর্ষতি লৌহং চুবি-ণ্বুল্। লৌহাকর্ষক মণি, আকর্ষণ, বিকর্ষণ ইত্যাদি কয়েকটী গুণসম্পন্ন বস্তুবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—কান্তপাষাণ, অয়স্কান্ত, লৌহকর্ষক।

চুম্বক দুইপ্রকার, স্বভাবজ ও কৃত্রিম। ভারতবর্ষ, সুইডেন প্রভৃতি স্থানে খনি হইতে যে চুম্বক প্রস্তর পাওয়া যায় তাহাই স্বভাবজ চুম্বক। এই প্রস্তর লৌহ ও অম্লজান যোগে উৎপন্ন একরূপ লৌহপ্রস্তর মাত্র। কিন্তু অতিশয় বিরল। আর ইস্পাত হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে

চুম্বক প্রস্তুত হয়, তাহাই কৃত্রিম চুম্বক। শেষোক্ত প্রকার চুম্বকই সুলভ ও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চুম্বকের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহা লৌহ আকর্ষণ করে এবং একটী চুম্বকশলাকা অবাধে চারিদিকে ঘুরিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে ঐ শলাকার একপ্রান্ত নিয়তই একটী নির্দ্দিষ্ট দিকে অবস্থান করে।

চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণশক্তি ইহার দুই প্রান্তেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একটী কৃত্রিম চুম্বকশলাকা লৌহচূর্ণের মধ্যে নিমজ্জিত করিলে অধিকাংশ লৌহচূর্ণ দুইপ্রান্তেই সংলগ্ন হয়, মধ্যস্থান প্রায় চূর্ণশূন্য থাকে। এই মধ্য স্থানকে সমমণ্ডল কহে। দুই প্রান্তের মধ্যে অবাধে ঘুরিতে পারিলে যে প্রান্ত উত্তরদিকে থাকে, তাহাকে উত্তরমেরু বা সুমেরু এবং যে প্রান্ত দক্ষিণদিকে থাকে, তাহাকে দক্ষিণমেরু বা কুমেরু কহে।*

একটী চুম্বকশলাকার উপর একটুকরা পুরু কাগজ রাখিয়া উহার উপর লৌহচূর্ণ ছড়াইয়া দিলে, ঐ সকল চূর্ণ এক প্রকার রেখাকারে সজ্জিত হয়। ঐ সকল রেখাদ্বারা চুম্বকাকর্ষণের দিক্ ও পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত চুম্বক-শলাকার নাম চুম্বক-সূচী। সচরাচর চুম্বক-সূচী পাতলা ইস্পাতের পাতদ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যভাগ ঈষৎ আয়ত এবং দুই প্রান্ত ক্রমে সূক্ষ্ম। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত থাকে। একটী সূচীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগে ঐ চুম্বক-সূচী বসাইয়া দিলে উহা এক নির্দ্দিষ্টভাবে অবস্থিত হয়। বিচলিত হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা পাইতে চেষ্টা করে। চুম্বকের কাঁটা বা চুম্বক-সূচী প্রায় উত্তর দক্ষিণে দাঁড়ায়। কিন্তু এই উত্তর দক্ষিণ ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রকৃত উত্তর দক্ষিণের সহিত এক নহে। অনেক স্থলে চুম্বকের কাঁটা প্রকৃত উত্তরের অনেক অংশ পূর্ব্বে বা পশ্চিমে দাঁড়ায়; ইহাকে চুম্বকাপসৃতি (Magnetic declination) বলা যায়। এই চুম্বকাপসৃতি একস্থানেও সকল সময় সমান থাকে না। ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর নানাস্থানের চুম্বকাপসৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল নিয়মানুসারেই নাবিকদিগের দিগ্দর্শনযন্ত্র (Compass) নির্ম্মিত হয়। নাবিকগণ ঐ যন্ত্র ও চুম্বকাপসৃতির একটী তালিকা সাহায্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অকূল সমুদ্র মধ্যেও দিগ্নির্ণয় করিতে পারে। চুম্বক-সূচী যে রেখায় দাঁড়ায় উহাকে ঐ স্থানের চৌম্বকীয় দ্রাঘিমা কহে।

* ফরাসীগণ চুম্বকশলাকার যে প্রান্ত উত্তরদিকে থাকে, তাহাকে কুমেরু ও যে প্রান্ত দক্ষিণদিকে থাকে, তাহাকে সুমেরু কহিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহাই সুসঙ্গত।

[পৃথিবীর নানাস্থানের চৌম্বকীয় দ্রাঘিমার চিত্র ও অন্যান্য বিষয় দিগ্দর্শন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

একটী চুম্বক-সূচী চৌম্বকীয় দ্রাঘিমায় অবস্থিত একটী দণ্ডায়মান সমতলে অবাধে ঘুরিতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিলে, সূচী ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তর থাকে না, একপ্রান্ত নামিয়া যায়, উহাকে চুম্বকাবনতি (Magnatic dip) বলা যায়।

একটী চুম্বকের উত্তরমেরু অপর চুম্বকের দক্ষিণমেরুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু উত্তরমেরুকে আকর্ষণ করে না। এই গুণ থাকাতে একটী দ্রব্য চিরস্থায়ী চুম্বকধর্ম্মসম্পন্ন কিংবা কেবলমাত্র চুম্বকদ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারে বুঝিতে পারা যায়। যদি কোন বস্তু চুম্বকের উভয় মেরু দ্বারাই সমান আকৃষ্ট হয়, তবে তাহা চুম্বকধর্ম্মসম্পন্ন নহে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি চুম্বকের এক মেরুদ্বারা আকৃষ্ট ও অপর মেরুদ্বারা বিপ্রকৃষ্ট হয়, তবে উহা চুম্বকধর্ম্মাক্রান্ত বুঝিতে হইবে।

একটী চিরস্থায়ী চুম্বকের নিকট লৌহাদি আনিলে উহাও তৎকালে চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং চিরস্থায়ী চুম্বকের ন্যায় লৌহাদি আকর্ষণ করিতে পারে। এইরূপ চুম্বককে অস্থায়ী চুম্বক কহে। স্থায়ী চুম্বকের যে মেরুর নিকট অস্থায়ী চুম্বক উৎপন্ন হয়, সেই মেরুর বিপরীত মেরু নিকটবর্ত্তী ও সমমেরু দূরবর্ত্তী হইবে। অর্থাৎ স্থায়ী চুম্বকের উত্তরমেরু একখণ্ড লৌহের নিকট ধরিলে লৌহের দক্ষিণমেরু স্থায়ী চুম্বকের নিকটবর্ত্তী ও উত্তরমেরু দূরবর্ত্তী অর্থাৎ অপর দিকে হইবে। লৌহ যতক্ষণ চুম্বকের সন্নিহিত থাকে, ততক্ষণই চুম্বকধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, উহা অপর একখণ্ড লৌহকে এবং ঐ খণ্ড আবার এক তৃতীয় খণ্ড, আবার চতুর্থ খণ্ডকে এইরূপে বহুসংখ্যা পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পারে।

কিন্তু দূরে লইবামাত্র পুনরায় উহাদের চুম্বকধর্ম্ম প্রায় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। ইস্পাতকে চুম্বকের নিকট ধরিলে উহাতে লৌহের ন্যায় প্রবল চুম্বক ধর্ম্ম লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু উহা একবার চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে সহজে ত্যাগ করেনা। এই গুণ থাকাতে ইস্পাতকে চিরস্থায়ী চুম্বকে পরিণত করিতে পারা যায়। যে সকল চিরস্থায়ী চুম্বক দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি সমস্তই
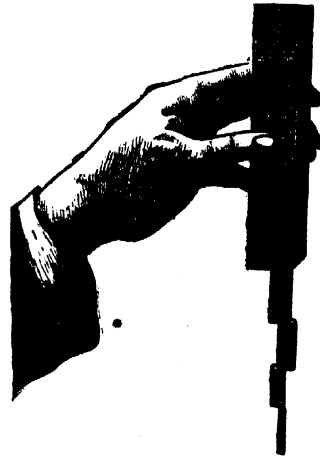
ইস্পাত নির্ম্মিত। আকার অনুসারে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে—যথা দণ্ডাকৃতি চুম্বক, অশ্বখুরাকৃতি চুম্বক ইত্যাদি। একটী দণ্ডাকৃতি চুম্বককে দুই বা ততোধিক খণ্ডে ভাঙ্গিলে উহা হইতে দুই বা ততোধিক খণ্ডে পৃথক্ চুম্বক উৎপন্ন হইবে। এই সকল খণ্ড চুম্বকের স্বতন্ত্র দুইটী করিয়া মেরু থাকিবে এবং সমমেরুগুলি সকলেই এক দিকে ও বিষমমেরুগুলি অপর দিকে হইবে। ক ও খ চুম্বককে চারিখণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সকল খণ্ডের ক ক ক ক মেরু একরূপ এবং খ খ খ খ মেরু বিপরীত নামধারী। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ

ক ——— খ

ক —— খ ক —— খ ক —— খ ক —— খ

অনুমান করেন দুই প্রকার পরস্পর বিপরীত চুম্বক শক্তি আছে। উহাদের একটীকে সম ও অপরটীকে বিষম চুম্বকশক্তি বলা যাইতে পারে। এই দুই শক্তির সংমিশ্রণে সাম্য ভাবের উৎপত্তি হয়। নানা উপায়ে এই দুই শক্তিকে পৃথক্ করিতে পারা যায়। প্রত্যেক চুম্বকেই এই দুই শক্তি সমান পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তবে পৃথক্ হইয়া থাকে মাত্র। এই দুই বিভিন্ন প্রকার শক্তি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সমজাতীয় শক্তি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

পৃথিবীপৃষ্ঠে নানাস্থানে চুম্বকের আকর্ষণ ও চুম্বক-সূচীর অবস্থান দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, পৃথিবীর চুম্বক-শক্তিদ্বয় বিচ্ছিন্ন ভাবে আছে। পৃথিবীর মেরুদণ্ডের সহিত প্রায় ২০° অংশ কোণ করিয়া আড়ভাবে অবস্থিত একটী বৃহৎ চুম্বকের অস্তিত্ব কল্পনা করিলে পার্থিব চুম্বকশক্তির মোটামুটি নির্দ্দেশ করা হয়। এই কাল্পনিক চুম্বক উভয় পার্শ্বে ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে যে দুই স্থানে মিলিবে, ঐ দুই স্থানই পৃথিবীর চৌম্বকীয় মেরুদ্বয়। এই দুইস্থানে চুম্বকের কাঁটা সমতল ভাবে থাকিলে যে কোনদিকে থাকিতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে অবস্থিত হইতে চেষ্টা করিবে না। এই দুই বিন্দুর চুম্বকাবনতি ৯০°। ঐ দুই চৌম্বকীয় মেরুর সমদূরে একটী বৃত্ত কল্পনা করিলে ঐ বৃত্তই চৌম্বকীয় নিরক্ষবৃত্ত। এই বৃত্তের সর্ব্বত্র চুম্বকাবনতি ০° শূন্য। এই কাল্পনিক চুম্বকের উত্তরদিকে সুমেরু-আকর্ষক অর্থাৎ কুমেরু চুম্বকশক্তি আছে এবং দক্ষিণদিকে সুমেরু চুম্বকশক্তি আছে।

এক্ষণে কিরূপে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত হয়, সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। সাধারণতঃ একটী স্থায়ী চুম্বকে একখণ্ড পানি দেওয়া ইস্পাত ঘর্ষণ করিয়া চুম্বক প্রস্তুত হয়। একটী বা দুইটী চুম্বক দ্বারা একবারে ঘর্ষণ হইতে পারে। একটী চুম্বকদ্বারা চুম্বক করিতে হইলে ইহার একটী মেরু ইস্পাতের একদিক্ হইতে অপরদিকে ঘষিয়া লইয়া যাইতে হয়। শেষ হইলে আবার তুলিয়া পূর্ব্বস্থান হইতে আবার ঘষিতে হয়। দুইটী চুম্বক থাকিলে উহাদের বিভিন্ন মেরুদ্বয় ইস্পাত-শলাকার মধ্য-স্থলে রাখিয়া দুইদিকে টানিতে হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ অনেক-বার করিতে করিতে ইস্পাতে চুম্বকশক্তি স্থায়ী হইয়া যায়।

তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা অতি প্রবল চুম্বক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। একটী লৌহদণ্ডের উপর সূত্রমণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ তারে তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চারিত করিলে লৌহদণ্ড প্রবল চুম্বকধর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এই প্রকার চুম্বককে তাড়িত-চুম্বক (Electro magnet) কহে। সম্প্রতি তাড়িত দ্বারাই দুই উপায়ে চুম্বক প্রস্তুত হইয়া থাকে—

১। একটী দৃঢ়বদ্ধ তাড়িত-চুম্বকের (১ম চিত্র) দুইটী
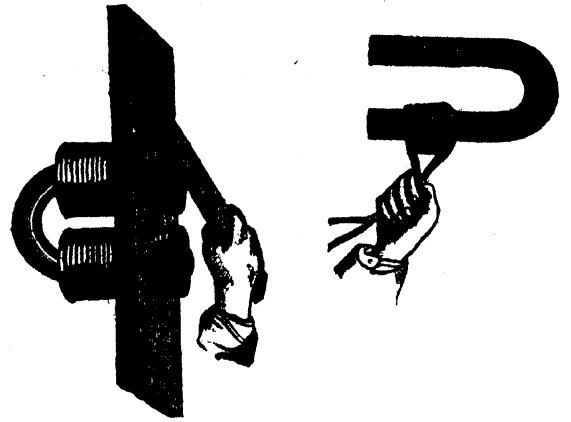
মেরুর উপর ইস্পাত দণ্ড পরস্পর উল্টাদিকে টানিতে হয়। প্রত্যেক টানের শেষে ইস্পাত-শলাকার অগ্রভাগে সংলগ্ন মেরুর বিপরীত চুম্বকধর্ম্ম উদ্ভূত হয়, সুতরাং দুইপ্রকার টানেই চুম্বক উৎপাদনে একরূপ সাহায্য করে।

২। অতি প্রবল চুম্বক করিতে হইলে তাড়িত-চুম্বক অতিশয় তেজবিশিষ্ট হওয়া দরকার, কিন্তু তাহা হইলে ইস্পাত শলাকা এরূপ দৃঢ়ভাবে তাড়িত-চুম্বকের মেরুতে লাগিয়া যায় যে টানিতে অত্যন্ত জোর লাগে। এরূপ স্থলে তাড়িত স্রোতবান্ তারের কুণ্ডলী দণ্ডের উপর (২য় চিত্র) একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত নাড়া চাড়া করিতে হয়। আরাগো (Arago) এবং আম্পিয়ার (Ampere) সর্ব্বপ্রথম এই প্রণালী অনুসারে চুম্বক প্রস্তুত করেন। ইস্পাতকে চুম্বক করিতে করিতে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন আরও অধিক চুম্বকশক্তি উহাতে উৎপন্ন করিলে তাহা স্থায়ী হয় না। এই সময় ঐ ইস্পাতকে চরম চুম্বকশক্তিসম্পন্ন (Magnetized to saturation) বলা যাইতে পারে।

কখন কখন ইস্পাতে সর্ব্বত্র সমান পানি দেওয়া না হইলেও অন্যান্য কারণে চুম্বকের দুইটির অধিক মেরু হইয়া যায়। সুতরাং সে স্থলে একটী সমমণ্ডল না হইয়া অনেকগুলি সমমণ্ডল হয়।

চুম্বকের ভারধারণশক্তি প্রায় আকারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ক্ষুদ্র চুম্বক নিজের যতগুণ ভার ধারণ করিতে পারে, বৃহৎ চুম্বক নিজের তত গুণ পারে না। সেই জন্য একটা বৃহৎ চুম্বক অপেক্ষা সমান ওজনের অনেকগুলি ক্ষুদ্র চুম্বক একত্র করিলে অধিক ভার ধারণ করিতে পারে। আবার কোন চুম্বকে একবারে বহু ভার ঝুলাইয়া দিলে রাখিতে পারে না, বহুদিবস ধরিয়া অল্প অল্প ভার ঝুলাইতে হয় ও তদপেক্ষাও অধিক ভার ধারণ করিতে পারে।

চুম্বক যে কেবল লৌহকেই আকর্ষণ করে তাহা নহে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, চুম্বক লৌহ ব্যতীত নিকেল, কোবাণ্ট, ম্যাঙ্গানিস্, ক্রোমিয়াম্, প্লাটিনাম্ ইত্যাদি ধাতুকেও আকর্ষণ করে।

আবার কতকগুলি এরূপ বস্তু আছে, যাহাদিগকে চুম্বকের নিকট লইয়া গেলে বিপ্রকৃষ্ট হয়। জল, সুরাসার, কোচ-পাথর, কাচ, প্রস্কুরক, গন্ধক, ধূলা, মোম, চিনি, শ্বেতসার, কাষ্ঠ, হস্তীদন্ত, রক্ত ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

যেমন তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা চুম্বক উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চুম্বক দ্বারাও তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফ্যারাডে (Faraday) প্রথম আবিষ্কার করেন যে, কোন তারকুণ্ডলীর নিকট চুম্বক লইবামাত্র কুণ্ডলী মধ্যে তাড়িতস্রোত উৎপন্ন হয়। আবার চুম্বক অপসারিত করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কুণ্ডলীতে বিপরীতদিকে তাড়িতস্রোত ঘটে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে পিক্সিআই (Pixii) সাহেব একটী চৌম্বকীয় তাড়িতকোষ প্রস্তুত করেন। দুইটী তারকুণ্ডলীর অগ্রভাগে একটী স্থায়ী চুম্বক ঘুরিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া ঐ যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। চুম্বক ঘুরাইলেই তারে তাড়িত উৎপন্ন হয়। বাত ও পক্ষাঘাত, রোগে যে তাড়িতকোষ দ্বারা রোগীর শরীরে তাড়িতস্রোত সঞ্চালিত হয়, তাহা এই যন্ত্রেরই প্রকার ভেদমাত্র।

বহুসংখ্যক চুম্বক লাগাইয়ে ও বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা তার-কুণ্ডলী অতি বেগে ঘুরাইলে এরূপ প্রবল তাড়িতস্রোত উৎপন্ন হয় যে উহাদ্বারা জল প্রভৃতি মূল উপাদানে বিশ্লিষ্ট, অতিশয় তাপ উৎপন্ন, এমন কি উজ্জ্বল আলোক পর্য্যন্তও বহির্গত হইতে পারে। তাড়িতালোক সচরাচর এইরূপ যন্ত্র দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। [তাড়িত দেখ।]

বৈদ্যক মতে চুম্বকের গুণ—লেখন গুণযুক্ত, শীতল, মেদ ও বিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ)। ২ মঠের উপরিস্থিত অবলম্বন। (মেদিনী) ৩ বিক্ষুব্ধ বহু গ্রন্থের সারসংগ্রহ। (ত্রি) ৪ যে চুম্বন করে। ৫ কামুক। ৬ ধূর্ত্ত। ৭ গ্রন্থের একদেশজ্ঞ। (মেদিনী)

চুম্বকপাথর (চুম্বকপ্রস্তর শব্দজ) লৌহাকর্ষক মণি। [চুম্বক দেখ।]

চুম্বন (ক্লী) চুবি-ভাবে ল্যুট্। মুখসংযোগবিশেষ, চলিত কথায় চুমা বলে। কামশাস্ত্রে চুম্বন করিবার এই কয়টী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—

"মুখে স্তনে ললাটে চ কণ্ঠে চ নেত্রয়োর্ম্মণি।
গণ্ডেচ কর্ণয়োশ্চৈব কক্ষোরুভগমূর্দ্ধসু ॥
চুম্বনস্থানমিত্যুক্তং বিজ্ঞেয়ং কামুকৈরিহ।"

মুখ, স্তন, ললাট, কণ্ঠ, নেত্রদ্বয়, গণ্ডস্থল, কর্ণদ্বয়, কক্ষ, উরু, ভগ ও মস্তক এই কয়টী চুম্বনের স্থান, কামুকগণের ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

চুম্বনা (স্ত্রী) চুবি-ভাবে যুচ্-টাপ্। চুম্বন।

চুম্বনীয় (ত্রি) চুবি-কর্ম্মণি অনীয়র্। যাহাকে চুম্বন করা উচিত, চুম্বনযোগ্য।

চুম্বা (স্ত্রী) চুবি-ভাবে অ-টাপ্। চুম্বন।

"স্বেদোহস্তু চুম্বা প্রথমাভিযোগঃ।" (বৃহৎসং ৭৮ অঃ)

চুম্বিত (ত্রি) চুবি-কর্ম্মণি-ক্ত। যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে।

চুম্বিন্ (ত্রি) চুবি-ণিনি। ১ যে চুম্বন করে। ২ সংযুক্ত।

"পীনোন্নতস্তনযুগোপরিচারুচুম্বি মুক্তাবলী।" (চৌরপং ১৭)

চুয়াল (দেশজ) ১ ক্ষরণশীল। ২ পাহাড়ীয়া লোক।

চুর (ত্রি) চুর-বাহুলকাৎ ক। যে চুরি করে, চোর।

চুরট (দেশজ) তামাকনির্ম্মিত নল।

চুরা (স্ত্রী) চুর-বাহুলকাৎ ভাবে অ-টাপ্। চৌর্য্য, পরদ্রব্যের অপহরণ।

চুরাদি (পুং) চুর আদির্যস্য বহুব্রী। চুর প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু। ইহাদের উত্তর স্বার্থে ণিচ্ হইয়া থাকে।

চুরি (চুরা শব্দজ) চৌর্য্য, পরদ্রব্যাপহরণ।

চুরী (স্ত্রী) চুর-বাহুলকাৎ কি-ঙীপ্। উপকূপ, কূপের নিকট-বর্ত্তী ক্ষুদ্র জলাশয়। (হেম)

চুরুচুর (ত্রি) চুর-কু চুর-ক ততঃ কর্ম্মধা°। চর্ব্বন।

চুল (ত্রি) চুর-ক রস্য ল। ১ চোর। এই শব্দটী বলাদি গণান্তর্গত। ২ মনুষ্যের শিরোদেশ-শোভন ও পূর্ণভাবে আচ্ছাদন-কারী ত্বক্‌সংলগ্ন স্পন্দজনক সূত্রবিশেষ। সংস্কৃত ভাষায় চুলকে কেশ, গুজরাটী ও হিন্দী ভাষায় বাল, লাটিন ভাষায় কাপিলি

পেলেম, ইটালি ভাষায় পেলো, মলয় ভাষায় রুম, রুক্ম ; রুষ ভাষায় ভোলস্, তুরক ভাষায় সাচ্, ফরাসী ভাষায় চিভিউ, জর্ম্মণ ও ইংরাজী ভাষায় হেয়ার (hair) কহিয়া থাকে। ইহা উপত্বকের অবস্থান্তর মাত্র এবং চর্ম্মাভ্যন্তরস্থ কন্দপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন। ঐ কন্দ মধ্যে ইহার পুষ্টিবর্দ্ধক মজ্জা নিহিত থাকে।

শৃঙ্গের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহিত চুলের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাতিশয় সাদৃশ্য আছে। ইহা অতীব দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক এবং শুষ্ক ও উত্তপ্ত হইলে বৈদ্যুতিক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। জলীয় বায়ুবিতান হইতে জলকণা আকর্ষণ এবং বায়ুবিতান শুষ্ক হইলে উক্ত জলকণা বাষ্পাকারে নিঃসরণ করিবার গুণ ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বর্ণ ও গুণানুসারে ইহা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

১। পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট, সময়ে সময়ে ইহার একপৃষ্ঠ লোহিত ও অপর পৃষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই চুল সুদীর্ঘ, কোমল ও অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। য়ুরোপস্থ নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের অধিবাসীদিগের গাত্রে এইরূপ চুল দৃষ্ট হয়।

২। কৃষ্ণবর্ণ, পর্য্যাপ্ত, দৃঢ় ও সরল। মঙ্গোলিয়া ও আমেরিকাবাসীদিগের এইরূপ চুল হয়।

৩। কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কোমল, ঘন, অপর্য্যাপ্ত এবং কুঞ্চিতাকার। দক্ষিণসমুদ্রস্থিত দ্বীপবাসীদিগের শরীরে এইরূপ চুল জন্মিয়া থাকে।

৪। কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিতাকার সাধারণতঃ দেখিতে পশমের ন্যায়। আফ্রিকাখণ্ডের অধিবাসীগণের মধ্যে অনেকের চুল এই প্রকার।

এখন দেখা যাইতেছে যে জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার গুণ ও বর্ণবিশিষ্ট চুল জন্মিয়া থাকে। একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহাও জানা যাইবে যে শরীরের বর্ণের বিভিন্নতাভেদে চুলের বর্ণের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। শরীরের বর্ণ গৌর এবং ত্বক্ কোমল হইলে চুল পিঙ্গল অথবা লোহিতবর্ণবিশিষ্ট এবং কোমল হইয়া থাকে। ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে অর্থাৎ শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ এবং ত্বক্ পুরু হইলে চুলও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। কোন কোন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত জীবশরীরের এই পার্থক্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে জাতিবিভাগ করিয়া থাকেন।

কালচুল শাদা চুল অপেক্ষা দৃঢ় ও রুক্ষ। চীনবাসীগণের চুল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আফ্রিকাবাসী নিগ্রোজাতি, আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণ এবং নবজিলণ্ডবাসীদিগের চুল য়ুরোপখণ্ডের কৃষ্ণকায় অধিবাসীগণের অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণের চুল ঠিক তাহাদিগের ত্বকের বর্ণানুযায়ী, এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে গাত্র-বর্ণের সহিত কেশের বর্ণেরও সাদৃশ্য রহিয়াছে। নবগিনির অধিবাসী পেপুয়া নামক জাতির কেশ পশম সদৃশ এবং কুঞ্চিত। নবজিলণ্ড এবং আরও কতিপয় স্থানের অধিবাসীগণের কেশ পশম সদৃশ কুঞ্চিত অথচ অপর্য্যাপ্ত।

যাহা হউক উপরি লিখিত নিয়মানুসারে চর্ম্ম ও চুলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও সময়ে সময়ে কাল চর্ম্মের উপর লোহিত চুলের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত, জাতিগত নহে।

জগতের যাবতীয় মানবজাতির মস্তকে সমপরিমাণে কেশ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণের শিরোদেশে বেশী কেশরাজি উৎপন্ন হয়, কিন্তু মঙ্গোলিয়া, আমেরিকা এবং আফ্রিকাবাসী কৃষ্ণকায় পুরুষদিগের মস্তকে অত্যল্প পরিমাণে চুল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকাবাসী কতকগুলি জাতি ভিন্ন সাধারণতঃ আমেরিকার আদিম অধিবাসীগণের মস্তকে অল্প চুল হইয়া থাকে। [জাতি দেখ।]

কোন কোন স্থানে সর্ব্বাঙ্গ চুল-বেষ্টিত লোকের অস্তিত্ব দেখা যায়। মান্দালা প্রদেশে এইপ্রকারের একটী স্ত্রীলোক একবার দেখা গিয়াছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় যে ঐ স্ত্রীলোকটীর যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঐরূপ চুলে বেষ্টিত নয় এবং তাহাদের সন্তানগণের মধ্যে একটী পিতার ন্যায় অপর দুইটী মাতার ন্যায় হইয়াছিল। যাহা হউক আরও অনেক স্থলে ঐরূপ অস্বাভাবিক মনুষ্য মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়া থাকে, শরীরের লোম বড় ও ঘন কৃষ্ণ হইলে তাহাকেও চুল কহিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক চুল শব্দ মস্তকের কেশকেই বুঝাইয়া থাকে। চুলের নাম কেশ ও গাত্রের অপর স্থানে উৎপন্ন চুল লোম প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়।

চুল মানবজাতির ভূষণ মধ্যে গণ্য। রমণীগণের নিকট কেশ যেরূপ আদরের দ্রব্য সেরূপ অপরের নিকট নহে। কেশহীনা রমণী কুৎসিতা মধ্যে গণ্য। রমণীগণ স্বকীয় কেশের পরিবর্ত্তে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

গজনি-পতি মাজ্মুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে লাহোরাধিপতি অনঙ্গপাল তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু তাহার সৈন্যদিগের ধনুর ছিলার অভাব হওয়ায় তাঁহাকে বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, সেই সময়ে এতদ্দেশীয় রমণীগণ জন্মভূমিরক্ষার্থ মস্তকশোভন কেশ কর্ত্তন করিয়া অনঙ্গপালের নিকট পাঠাইয়া দেশের উপকার করেন। ইহা

ভিন্ন রমণীগণের শিরোদেশ হইতে কেশ বিচ্ছিন্ন করিবার অন্য কোন উদাহরণ শুনা যায় না। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী বিধবাগণ মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন। তবে ভারতবর্ষে কেশের যতদূর আদর, অন্য দেশে সে পরিমাণে আদর না হইলেও গৌরব ও সৌন্দর্য্যসূচক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সমান সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেরলবাসিনীদিগের কেশের ন্যায় সুন্দর কেশ ভারতে আর নাই, সেই জন্য প্রসিদ্ধ লেখক দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন—

"সজল জলদ রুচি কেরলের চুল।
কর্ণাটকামিনী কটী ভুবনে অতুল॥" [চের শব্দ দেখ।]

চুলের পুষ্টিবর্দ্ধক পদার্থের অভাব হইলে ইহা ধূসর বর্ণে পরিণত হয়। বার্দ্ধক্যাবস্থায় সাধারণতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

কোনরূপ আকস্মিক ভয় দুঃখ কিম্বা মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেও চুল ধূসর বর্ণ হইয়া যায়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। ফরাসী রাজ্যের প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশীয় তদানীন্তন নৃপতি ১৪শ লুই ও তদীয় মহিষী আণ্টইনিকে কারাবদ্ধ করিলে মহিষী নিশি মধ্যে এত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ঐ রাত্রিতেই তাহার কেশরাশি ধূসর বর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

অতিশয় ভয়, দুঃখ ও মানসিক চাঞ্চল্য দ্বারা চুলের মূলদেশস্থ স্কন্ধে এক প্রকার অম্ল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া উহাকে বিবর্ণ করিয়া দেয়।

হিন্দু মতে শিরোমুণ্ডন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ, সেই জন্য হিন্দুপুরুষগণ শিরোদেশে শিখা রাখিয়া থাকে। চীনদেশীয় লোকেরা মস্তকে বেণী রাখে। আফগানস্থান ও বেলুচিস্থান-বাসীগণ মস্তকের সম্মুখভাগ কামাইয়া পশ্চাদ্‌ভাগে চুল রাখিয়া থাকে। হিন্দুগণ তাহাদিগের জ্ঞাতির পরলোকপ্রাপ্তি হইলে কিছুদিন তাহার স্মরণার্থ ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করেন না। কোন কোন স্থানের স্ত্রীলোকেরা আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে। হিন্দুগণ কোন দেবতার উদ্দেশে মানস করিয়া চুল রাখিয়া থাকে এবং সময়ান্তে মস্তক মুণ্ডন করিয়া উক্ত দেব সমীপে উহা দিয়া থাকেন। কোন কোন তীর্থস্থলে গিয়াও হিন্দুরা মুণ্ডন করিয়া থাকে।

কেশ বর্ণান্তর করিবার বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে চীনবাসীগণ যেরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকে, সেরূপ আর কোন জাতিই দেখাইতে পারে না। তাহারা তাহাদের আবিষ্কৃত কেশবর্ণান্তর করিবার ঔষধ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ-পূর্ব্বক পিঙ্গল ও লোহিত বর্ণের কেশকে ঘন কৃষ্ণ করিতে পারে। এম্ গুইয়ণ সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, দুইজন ধর্ম্মযাজক শ্বেতকায় পুরুষ চীন হইতে তাহাদিগের কেশ কৃষ্ণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে তিন প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ দ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাহা হউক এই প্রকার ঔষধের গুণ স্থায়ী এবং অনিষ্টকর নহে। কিন্তু এতদ্দেশে ও অন্যান্য স্থানে চুল পক্ক হইলে অনেকে একপ্রকার কৃত্রিম ঔষধ, চুলে ব্যবহার করিয়া ইহা কাল করিবার চেষ্টা করেন। তাহাকে কলপ কহে। এ প্রকার ঔষধের গুণ স্থায়ী নহে, কিন্তু বিলক্ষণ অনিষ্টকর, সুতরাং এই ঔষধ ব্যবহার করিলে কেশের শুভ্রতা নষ্ট করিতে গিয়া অপর প্রকার অনিষ্ট আনয়ন করে।

মুসলমানগণ কুসুমফুল ও মেহেদীপাতার দ্বারা কেশ রঞ্জিত করিয়া থাকে।

রমণীগণ নানা প্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া চুল বন্ধন করিয়া থাকে। [বেণী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

রীতিমত যত্ন করিলে চুলের পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার পুষ্টিবর্দ্ধক ও সৌন্দর্য্যোৎপাদক বহুতর দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যত্ন ব্যতিরেকে সময়ে সময়ে মস্তকে জটা বান্ধিয়া যায়, তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইতে পারে না। তাই সময় মত কিয়ৎ পরিমাণে যত্নেরও আবশ্যক।

চুল একটী প্রধান পণ্য মধ্যে গণ্য। ইহা নানাকার্য্যে লাগিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার এত অধিক প্রয়োজন যে সুবিধা মত যোগাড় করিয়া উঠিতে পারা যায় না। ইহার প্রতি অর্দ্ধসের ১৬ শিলিং করিয়া ইংলণ্ডে বিক্রয় হইয়া থাকে। তথাকার রমণীগণ কেশদ্বারা নানা প্রকার শিল্পকর্ম্ম করিয়া থাকেন। পরচুলা প্রস্তুত জন্য লণ্ডনে বৎসরে প্রায় ১০০ হণ্ড্রেডওয়েট কেশের আমদানি হইয়া থাকে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই কেশের ব্যবসা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডদেশের দরিদ্র রমণীগণ মস্তকের চুল বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের রমণীগণ অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিলেও ঐরূপ কর্ম্ম করে না।

বসন্তের প্রারম্ভে কেশব্যবসায়ীগণ বিলাতে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে কেশ আহরণার্থে লোক প্রেরণ করিয়া থাকে। পরচুলা ভিন্ন অপর প্রকার শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন জন্যও কেশের আবশ্যক হইয়া থাকে। কেশে ঘড়ীর চেন প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

চুল পরস্পর জড়িত হইয়া কার্য্যের অনুপযুক্ত হইবার

আশকার ব্যবসায়ীগণ তাহাকে প্রথমে সোডা ও গরম জলে পরিষ্কার করিয়া কোমল বস্ত্র খণ্ড দ্বারা শুষ্ক করে, পরে ব্রুস দিয়া আচড়াইয়া ভিন্ন প্রকার দৈর্ঘ্য ও গুণবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

কোন স্থানে স্ত্রীলোকেরা চুলের দ্বারা সুন্দর সুন্দর বাটী, রেকাবী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

চুলকানি (দেশজ) কণ্ডুয়া, গাত্রকণ্ডু।

চুলা (চুল্লী শব্দজ) উনান, আখা।

চুলিয়া, মলবার ও সিংহলের এক শ্রেণীর মুসলমান। কিন্তু মলবারবাসীগণ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী মাত্রকেই চুলিয়া বলে। তথাকার ব্যবসায়ীগণ সকলেই চুলিয়া ও ক্লিং এই দুই জাতিভুক্ত। ক্লিং সম্ভবতঃ কলিঙ্গ শব্দ হইতে ও চুলিয়া চোল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বোধ হয় চুলিয়াগণ চোলরাজ্য হইতেই তথায় গমন করিয়াছিল।

চুলুক (পুং) চুল বাহুলকাৎ উকক্। ১ প্রসৃতি, হস্তকোষ। ২ ঘন পঙ্ক বা ঘন কর্দ্দম। ৩ ক্ষুদ্রভাণ্ডবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°) (ক্লী) ৪ মাষ মজ্জনোপযুক্ত জল, যতটুকু জলে কেবল একটী মাষ ডুবিতে পারে তাহাকে চুলুক বলে।

"মাষমজ্জনজলমাচামং তচ্চুলুকং।" (মহোপনি°)

৫ গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। [গর্গাদি দেখ।]

চুলুকা (স্ত্রী) নদীবিশেষ।

"কাবেরীং চুলুকাঞ্চাপি বেণ্বাং শতবলামপি।" (ভার° ৬।৯অঃ)

চুলুকিন্ (পুং) চুলুক উর্দ্ধোন্নতির্বিদ্যতে ২স্য চুলুক-ইনি। ১ মৎস্যবিশেষ, ইহার আকৃতি শিশুমারের তুল্য। (শব্দরত্নাবলী) (ত্রি) ২ চুলুকযুক্ত।

চুলুম্প (পুং) চুলুম্প-ভাবে ঘঞ্। বালকের লালন, অতিশয় যত্নের সহিত বালকের প্রতিপালন। (জটাধর)

চুলুম্পা (স্ত্রী) চুলুম্প-টাপ্। ছাগী। (ত্রিকাণ্ড°)

চুলুম্পিন্ (পুং) চুলুম্প-ণিনি। মৎস্যবিশেষ, ইহার আকৃতি শিশুমারের তুল্য। (শব্দরত্নাবলী)

চুল্ল (ক্লী) ক্লিন্ন-স্বার্থে লচ্ চুল্লাদেশশ্চ (ক্লিন্নস্য চিল্ পিল্লশ্চাস্য চক্ষুষী। পা ৫।২।৩৩ বার্ত্তিক) "চুলচবক্তব্যঃ।" (মহাভাষ্য) 'ক্লিন্ন শব্দাচ্চক্ষুর্বিশেষার্থাভিধায়িনঃ স্বার্থে-লোবিধেয়ঃ।' ১ ক্লিন্ননেত্র, ক্লেদযুক্ত চক্ষু। (ত্রি) চুল্ল-অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্। ২ ক্লেদযুক্ত চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার চক্ষু ক্লিন্ন হইয়াছে।

চুল্লক [চুলুক দেখ।]

চুল্লকী (স্ত্রী) চুল্লতি জলজনেন ক্রীড়তি-চুল্ল-বুন্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শিশুমার, শুশুক। ২ কণ্ডীবিশেষ, একপ্রকার স্থালী। ৩ কুলবিশেষ। (মেদিনী)

চুল্লি (স্ত্রী) চুল্লতে বাহুলামনেকার্থত্বাৎ স্থাপ্যতে অগ্নির্যত্র চুল্ল-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ পাকের নিমিত্ত অগ্নি রাখিবার স্থান, উনান, আখা। পর্য্যায়—অশ্মন্ত, উদ্ধান, অধিশ্রয়ণী, অন্তিকা, অশ্মন্ত, উদ্ধান, উদ্ধার, চুল্লী, আন্তিকা, উদ্ধানি।

চুল্লী (স্ত্রী) চুল্লি বা ঙীষ্ (কৃদিকারাদক্তিন্ নঃ। পা ৪।১।৪৫ বার্ত্তিক) ১ চিতা। ২ উনান, চুলা।

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।" (মনু ৩।৬৮)

চুষ্চ্যা (স্ত্রী) চুষ্যত সন্ নিপাতনে সাধু। ভাল করিয়া চোষা।

"অতস্করস্য চুষ্চ্যাকারং ধানাঃ সংদশ্য।" (মানব°)

চুস্ত (ক্লী, পুং) চুষ্যতে আস্বাদ্যতে চুষ্-ক্ত-নিপাতনে সাধু। ১ বুস্ত, মাংসপিণ্ডবিশেষ। ২ স্থালীভৃষ্ট মাংস, যে মাংস স্থালীতে ভাজা হইয়াছে, চলিত কথায় হাঁড়াকাবাব বলে। ৩ পনস প্রভৃতি ফলের অসার ভাগ, চলিত কথায় ভোতা বলে। (ভরত)

চুচুক (ক্লী) চুষ্যতে পীয়তে চুষ-পানে বাহুলকাৎ উকঃ ষকারস্য চকারশ্চ। ১ চুচুক, কুচাগ্র। (ভরত) (ত্রি) ২ চুষণশক্তিহীন, যাহার জিহ্বা দ্বারা রস আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা নাই।

"পাপযোনিং সমাপন্নাশ্চাণ্ডালামূকচুচুকা। (ভারত ১৫।৩৬ অঃ)

চুড় (দেশজ) হস্তের আভরণ।

চূড়ক (পুং) চূড়াস্ত্যস্য চূড়া বাহুলকাৎ-কন্। কূপ। (ত্রিকাণ্ড)

চূড়ত্রিপাদোপমান, বুদ্ধদেবের ধর্ম্মব্যাখ্যান। মহেন্দ্র নামে একস্থবির ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে আসিয়া তথাকার রাজা দেবানম্-প্রিয়তিষ্যকে উক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যান বুঝাইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার অধীনস্থ চল্লিশহাজার লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

চূড়া (স্ত্রী) চোলয়তি উন্নতো ভবতি চুল অঙ্ তস্য উকারঃ দীর্ঘশ্চ নিপাতনাৎ। ১ ময়ূরশিখা। ২ শিখা, টিকি। পর্য্যায়—শিখা, কেশপাশী, জুটিকা, জুটিকা। ৩ বড়ভী, তৃণাদিনির্ম্মিত গৃহের পাইর। ৪ বাহুর অলঙ্কার (মেদিনী।) ৫ অগ্রভাগ।

"অস্তাচলচূড়াবলম্বিনি ভগবতি চন্দ্রমসি।" (হিতোপ°)

৬ কূপ। ৭ গুঞ্জা। ৮ শ্বেতগুঞ্জা। (বৈদ্যক) ৯ মস্তক। ১০ প্রধান। ১১ দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত একপ্রকার সংস্কার। [চূড়াকরণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

"চূড়াকার্য্যা যথা কুলং।" (মলমাসতত্ত্ব)

চূড়াকরণ (ক্লী) চূড়ায়াঃ করণং ৬তৎ। ১ দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত একটী সংস্কার। গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারের ন্যায় এই সংস্কারটীও হিন্দুগণের বিশেষ আদরণীয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য। মুহূর্ত্তচিন্তামণির মতে—গর্ভাধান বা জন্মদিন হইতে তৃতীয় ৫ম বা সপ্তমবর্ষে চূড়াকরণ করিবে। কিন্তু মন্বের মতে প্রথম বর্ষেও চূড়ার বিধান আছে। পীযূষধারার মতে গৃহ্যসূত্রে

যাহার যে বিধান আছে, তাহার তদনুসারেই চূড়াকরণ করা উচিত। অনেক স্থানে উপনয়নের সহিতই এই সংস্কারটী হয়, আবার কোন স্থানে পৃথক্‌রূপে চূড়াকরণের প্রথাও প্রচলিত আছে। কুলাচার অনুসারে উপনয়ন সংস্কারের সহিত যাহাদের চূড়া হয়, তাহাদের পক্ষে আর চূড়ার জন্য পৃথক্ শুভদিন দেখিতে হয় না, যে শুভদিনে উপনয়নের বিধান আছে সেই দিনেই চূড়াও হইতে পারে। কিন্তু চূড়াকরণ সংস্কার যাহাদের পৃথক্ হয়, তাহাদের পক্ষে ইহারও শুভদিন দেখিতে হয়। মুহূর্ত্ত-চিন্তামণির মতে যথাকালে উত্তরায়ণ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও দ্বাদশী রিক্তা ও প্রতিপৎ ভিন্ন অপর তিথি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার এবং এই সকল গ্রহের লগ্ন ও নবাংশে চূড়াকরণ করা উচিত। কিন্তু চৈত্র বা পৌষ মাসে চূড়া করিতে নাই। অষ্টম স্থানে শুক্র ভিন্ন অপর গ্রহ থাকিলে তাহাতেও চূড়াকরণ বিধেয় নহে। অনুরাধাবর্জ্জিত মৃদু চর ও লঘুগণ এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র চূড়ায় প্রশস্ত। যে লগ্নের তৃতীয় ষষ্ঠ বা একাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকে, সেই লগ্নে চূড়া করা উচিত। ক্ষীণ চন্দ্র লগ্নের কেন্দ্র গত হইলে মৃত্যু হয়, এইরূপ কেন্দ্রস্থানে মঙ্গল থাকিলে শস্ত্রভয়, শনি থাকিলে পঙ্গুতা এবং সূর্য্য থাকিলে জ্বর হইয়া থাকে। অতএব লগ্নের কেন্দ্রস্থানে ঐ সকল গ্রহ না থাকে এরূপ দেখিয়াই চূড়াকরণ করা উচিত। কিন্তু বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র কেন্দ্রগত হইলে শুভ ফল হয়। ইহাতে তারাশুদ্ধিও দেখিবার আবশ্যক। (১) মাতা গর্ভিনী হইলে শিশুর চূড়াকরণ করিতে নাই। কিন্তু গর্ভের প্রথম পাঁচ মাস মধ্যে বা শিশুর বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক হইলে কোন দোষ হয় না। উপনয়ন ও চূড়া একসঙ্গে হইলে গর্ভের প্রথম মাস মধ্যেও করা যাইতে পারে। (২) বিবাহাদির ন্যায় চূড়াকরণও বেদভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

ভবদেবভট্টকৃত দশকর্ম্মপদ্ধতিতে সামবেদীর চূড়াকরণ এই প্রকার লিখিত আছে। যে দিন চূড়াকরণ হইবে সেই দিন প্রাতে বালকের পিতা যথানিয়মে প্রাতঃস্নান ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে। তৎপরে কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা করিবে। ইহাতে সত্য নামক অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। [কুশণ্ডিকা দেখ।] তৎপরে একবিংশতি দর্ভ পিঞ্জুলি অর্থাৎ প্রত্যেক ভাগে সাতটী অপর একটী কুশপত্রে বেষ্টন করিবে। উষ্ণ জলপরিপূর্ণ কাংস্যপাত্র, তামার ক্ষুর, তাহার অভাবে দর্পণ আনিয়া রাখিতে হয় এবং নাপিতকে লৌহক্ষুর হাতে করিয়া বসিতে হইবে। অগ্নির উত্তরদিকে বৃষ-গোময়, তিল, তণ্ডুল ও মাষ যোগে পক্ক কৃশর (খেচুড়ী), অগ্নির পূর্ব্বদিকে ধান, যব, তিল ও মাষ এই সকল দ্রব্যে পরিপূর্ণ তিনটী পাত্র রাখিবে। ইহার পরে বালকের গর্ভধারিণী একখানি পরিষ্কার বস্ত্রে আচ্ছাদিত বালককে ক্রোড়ে লইয়া অগ্নির পশ্চিমে স্বামীর বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশার উপরে পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। ইহার পরে বালকের পিতা প্রাদেশ পরিমিত একটী সমিধ্ ঘৃত মাখাইয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। বালকের পিতা উঠিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া পশ্চিম দিকে অবস্থিত নাপিতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে সূর্য্যের ন্যায় ভাবিয়া "প্রজাপতির্ঋষি সবিতাদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওম্ আয়মগাৎ সবিতাক্ষুরেণ।" এই মন্ত্রটী ও উষ্ণ জলপূর্ণ কাংস্যপাত্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ এবং মনে মনে বায়ুকে চিন্তা করিয়া "প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগ ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি।" এই মন্ত্রটী জপ করিবে। ইহার পরে পূর্ব্বস্থাপিত কাংস্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল ডান হাতে লইয়া বালকের ডানদিকের কপুষ্ণিকা ভিজাইয়া দিবে। (শিখাস্থানের নীচে ও কর্ণের নিকটবর্ত্তী উচ্চ স্থানকে কপুষ্ণিকা বলে।) মন্ত্র যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরাপোদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ উদন্তু জীবসে।" অনন্তর তাম্রক্ষুর বা দর্পণ অবলোকন করিয়া "প্রজাপতির্ঋষি বিষ্ণুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্দংষ্ট্রোঽসি।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ইহার পরে কুশবেষ্টিত সেই দর্ভপিঞ্জলীটী* লইয়া "প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওম্ ওষধে ত্রায়স্বৈনং।" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দর্ভপিঞ্জলীর মূল উপরের দিকে রাখিয়া পূর্ব্ব সিক্ত কপুষ্ণিকা দেশে সংযোজিত করিবে এবং তাম্রক্ষুর বা দর্পণ ডান হাতে লইয়া "প্রজাপতির্ঋষিস্বধিপতির্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।" এই মন্ত্র উচ্চারণে তথায় সংযোজিত করিতে হয়। ইহার পরে সেইস্থানে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ "প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষাদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ

(১) "চূড়াবর্ষাৎ তৃতীয়াৎ প্রভবতি বিষমেঽষ্টার্করিক্তাদ্যা ষষ্ঠী।
পর্ব্বোনাহে বিচৈত্রোদগয়নসময়েজ্ঞেন্দুশুক্রেজ্যকানাম্।
বারে লগ্নাংশয়োশ্চাস্বভনিধনতনৌ নৈধনে শুদ্ধিযুক্তে।
শাক্রোপেতৈর্বিমিত্রৈর্মৃদুচর লঘুভৈরায় ষট্‌ত্রিস্থপাপৈঃ।
ক্ষীণচন্দ্রকুজসৌরিভাস্করৈর্মৃত্যু শস্ত্রমৃতি পঙ্গুতা জ্বরাঃ।
স্যুঃ ক্রমেণবুধজীবভার্গবৈঃ কেন্দ্রগৈশ্চ শুভমিষ্টতারয়া।" (মুহূর্ত্তচি°)

(২) পঞ্চমাসাধিকে মাতুর্গর্ভে চৌলং শিশোর্ণসৎ।
পঞ্চবর্ষাধিকস্যেষ্টং গর্ভিণ্যামপি মাতরি।" (মুহূর্ত্তচি°)

* কুশান্তরবেষ্টিত প্রাদেশপরিমিত অগ্রযুক্ত কুশপত্রদ্বয়কে পিঞ্জলী কহে।

ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতের্বায়োবিন্দ্রস্য চাবপত্তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে" এই মন্ত্র পড়িয়া এরূপ ভাবে চালনা করিবে যেন একটী কেশও ছিন্ন না হয়। ইহা ছাড়া বিনামন্ত্রেও দুইবার চালনা করিতে হয়। ইহার পরে লৌহক্ষুর দ্বারা সেই কপুষ্ণিকা দেশের কেশ ছেদন করিয়া বালকের কোন মিত্র ব্যক্তির হস্তস্থিত সেই বৃষগোময়-পূর্ণপাত্রের উপরে দর্ভপিঞ্জলীর সহিত কেশগুলি রাখিয়া দিবে। তৎপরে কপুচ্ছল দেশের কেশ ছেদন করিতে হয়। (মাথার পিছন শিখাস্থানের নীচ ও নাপিতের ক্রোড়াভিমুখ উচ্চস্থান কপুচ্ছল শব্দে বুঝিতে হইবে।) ইহার নিয়ম—প্রথমে "আপ-উন্দন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণে উষ্ণজলে ভিজাইয়া "ওঁ বিষ্ণোর্দংষ্ট্রোঽসি।" এই মন্ত্রে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ ও "ওম্ ওষধয়ে ত্রায়স্বৈনং" এই মন্ত্রে দর্ভপিঞ্জলী সংযোজিত করিবে। তৎপরে "ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ" এই মন্ত্রে তাম্রক্ষুর বা দর্পণের চালনাপূর্ব্বক লৌহক্ষুরে কেশচ্ছেদন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করিতে হয়। বামকপুষ্ণিকা হইতেও এই প্রকারে কেশ ছেদন করিতে হয়। এইরূপে কেশচ্ছেদন হইয়া গেলে বালকের মস্তক দুই হাতে ঢাকিয়া "প্রজাপতি ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো জমদগ্নিকশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং॥" এই মন্ত্রটী জপ করিবে। ইহার পরে পুষ্পাদি দ্বারা নাপিতকে অলঙ্কৃত করিতে হয়। নাপিত অগ্নির উত্তরদিকে বসিয়া বালকের মস্তক মুণ্ডন করিবে। সমস্ত কেশগুলি বৃষগোময়ের উপরে রাখিয়া বনের মধ্যে বাঁশের ঝাড়ে স্থাপন করিবে। ইহার পরে পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম ও একটী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিবে এবং তৎপরে কুশণ্ডিকার নিয়মে শাট্যায়ন-হোম প্রভৃতি বামদেব্যগানান্ত কর্ম্ম সমান করিয়া কর্ম্মকারক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা এবং ধান্যাদিপূর্ণ পূর্ব্বস্থাপিত পাত্রগুলি নাপিতকে অর্পণ করিবে। (ভবদেবভট্টকৃত দশকর্ম্ম)

ঋগ্বেদীয় চূড়াকরণ—নিজ কুলাচার অনুসারে তৃতীয় বা প্রথম বর্ষে কিম্বা উপনয়নের সময় চূড়াকরণ বিধেয়। স্বয়ং অশক্ত হইলে অপর ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে পারে। যে দিন চূড়াকরণ হইবে সেই দিন প্রাতঃস্নান প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া তিল, জল ও কুশপত্র লইয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি কর্ত্তব্য কুমারসংস্কারকচৌলকর্ম্মাঙ্গনান্দীমুখশ্রাদ্ধমহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে যথোক্ত বিধানানুসারে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া কুশণ্ডিকার নিয়মে অগ্নি স্থাপন পর্য্যন্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ইহাতে অগ্নির নাম সত্য রাখিতে হয়। ইহার পরে প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি কুমারসংস্কারার্থং চৌলাখ্যকর্ম্ম তদঙ্গমন্বাধানং দেবতা পরিগ্রহার্থঞ্চ করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে নমঃ।" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দুইটী সমিধ্ ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে "ওঁ অদ্যেত্যাদি অগ্নিমন্বাহিতে অগ্নৌ অগ্নিং জাতবেদসমিধ্মেন প্রজাপতিং চাঘারদেবঞ্চ আজ্যেনাগ্নিং পবমানং প্রজাপতিঞ্চ প্রধানদেবতা আজ্যশেষেণ স্বিষ্টকৃতমিধ্ম সন্নহনেন রুদ্রং বিশ্বান্ দেবান্ সংস্রাবেণ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তদেবতা অগ্নিং দেবান্ বিষ্ণুং বায়ুং সূর্য্যং প্রজাপতিঞ্চ জ্ঞাতা জ্ঞাতদোষনির্হরণার্থ মনাজ্ঞাতমিতি তিস্রঃ আজ্যদ্রব্যেণমাঙ্গেন কর্ম্মণামস্তোঽহং যক্ষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া আজ্যহোমের আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিবে। [কুশণ্ডিকা দেখ।] অগ্নির উত্তরদিকে ধান, মাষ, যব ও তিলপূর্ণ চারিটী শরা, তাম্রক্ষুর, লৌহক্ষুর, শীতলোষ্ণোদক, নবনীত, দধি ও পূর্ণপাত্র স্থাপন করিবে। বালকের জননী বালকটীকে কোলে লইয়া অগ্নির পশ্চিমে উপবেশন করিবে। সমীপত্রপূর্ণ বৃষগোময়যুক্ত দুইটী নূতন শরা বালকের নিকটে রাখিবে। বালকের পিতা একবিংশতি দর্ভপিঞ্জলী হাতে লইয়া দক্ষিণে উপবেশন-পূর্ব্বক কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে ইধ্মাধান হইতে আধার পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। তৎপরে চারিটী ঘৃতাহুতি দিতে হয়। মন্ত্র যথা "অগ্ন আয়ূংষীতি তিসৃণাং শতং বৈখানস ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ১ ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস আসুবো র্জমিষং চনঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনা স্বাহা" (ঋক্ ৯।৬৬।১৯।) ২ "অগ্নিঋর্ষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং। স্বাহা" (ঋক্ ৯।৬৬।২০।) ৩ "অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যং দধদ্রয়িমমযি পোষম্। স্বাহা" (ঋক্ ৯।৬৬।২১) এই তিনটী মন্ত্রের শেষে "ইদমগ্নয়ে পবমানায় নমঃ" এইরূপ যোগ করিয়া তিনটী আহুতি ও "প্রজাপতে নত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা" (ঋক্ ১০।১২১।১০) ইত্যাদি মন্ত্রের শেষে "স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে নমঃ" এইরূপ যোগ করিয়া একটী একটী আহুতি দিবে। এইরূপে চারিটী আহুতি দেওয়া হইলে বালকের ডানদিকে একটী শরা রাখিয়া পূর্ব্ব স্থাপিত শীতলোষ্ণ জল দুইহাতে লইয়া "ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহি।" এই মন্ত্রে মিশাইবে। একটী শরাতে সেই মিশ্রিত জল হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া নবনী তাহার অভাবে দুধের শর দিয়া বালকের ডান কাণের উপরের চুলগুলি "ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপতু আপঃ উন্দন্তু বর্চ্চসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায়

বর্চ্চসে।" এই মন্ত্র পড়িয়া আস্তে আস্তে ভিজাইয়া দিবে। এই প্রকারে মাথার সকল চুলই ভিজাইতে হয়। মাথার কেশ গুলিকে ডান ও বাম ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার ডান ভাগকে চারি ভাগে ও বাম ভাগকে তিনভাগে বিভক্ত করিবে, ইহার পরে হোমকর্ত্তা বালকের ডানদিকের কেশ-ভাগের এক চতুর্থভাগে "ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনটী কুশপিঞ্জলী অর্পণ করিবে এবং সেই কুশপিঞ্জলীর সহিত সেই কেশগুলি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া ডান হাতে তাম্রক্ষুর লইয়া "ওঁ স্বধিতে মৈনংহিংসীঃ।" এই মন্ত্রে চালনা করিবে ও লৌহক্ষুরের দ্বারা "ওঁ যেনা পবৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্ত রাজ্ঞো বরুণস্ত বিদ্বান্। তেন তে ব্রহ্মণো বপভেদ-মস্তায়ুষ্মান্ জরদষ্টীর্যথাসৎ।" এই মন্ত্রটী উচ্চারণে ছেদন করিয়া শমীপত্রের সহিত মিশাইয়া বালক জননীর হস্তাঞ্জলিতে অর্পণ করিবে। এই সময়ে ছিন্ন কেশগুলির অগ্রভাগ পূর্ব্বদিকে রাখিতে হয়। বালকের জননী সেই কেশগুলি বৃষগোময়ের উপরে রাখিয়া দিবেন। এইরূপে ডানদিকের চারিভাগ কেশ ছেদন করিবে। ছেদনের মন্ত্র ব্যতীত অপর সকল নিয়মই পূর্ব্বের সমান। ২য় বার ছেদন মন্ত্র "ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতে রগ্নেরিন্দ্রস্ত চায়ুষে বপৎ। তেন তে আয়ুষে বপানি সুশ্লোকায় স্বস্তয়ে।" তৃতীয়বার ছেদনের মন্ত্র "ওঁ যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চপশ্যতি সূর্য্যং। তেন তে আয়ুষে পামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে॥" এবং এই তিনটী মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ ভাগ ছেদন করিতে হয়। ইহার পরে হোমকর্ত্তা বালকের উত্তরে গিয়া বসিবেন এবং বালকের পিতা বাম কর্ণের উপস্থিত কেশে পূর্ব্বের ন্যায় দর্ভপিঞ্জলী অর্পণ পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিনটী মন্ত্রে তিনবার ছেদন করিবেন। তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় সেই কেশগুলিকে বালকের জননী বৃষগোম-য়ের উপরে রাখিয়া দিবেন। ইহার পর হোমকর্ত্তা অঙ্গুষ্ঠ ও উপকনিষ্ঠা অঙ্গুলীদ্বারা "ওঁ যৎ ক্ষুরেণ মার্জ্জয়তা সুপেশমা বপসি কেশান্ ছিন্দি মাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ।" এই মন্ত্রোচ্চারণে ক্ষুরের মার্জ্জন করিবেন। অনন্তর বালকের মাতা নাপিতের হস্তে ক্ষুর অর্পণ করিয়া "শীতোষ্ণাভিরদ্ভিরক্ষুণ্ণমমুংকুশলী কুরু।" এইরূপ আদেশ করিবেন। নাপিতকে "করোমি" বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহার পরে নাপিত সেই শীত-লোষ্ণ জলে সকল কেশ ভিজাইয়া মুণ্ডন করিবে। এই সময়েই কর্ণবেধ করিতে হয়। অনন্তর হোমকর্ত্তা প্রায়শ্চিত্ত ও স্বিষ্টকৃৎ হোম সমাপন করিবেন। ইহার পরে দক্ষিণাদান ধান্যাদিপূর্ণ শরাগুলি নাপিতকে দিতে হয়। কুমারীর চূড়ায়ও এই সকল কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে কোন মন্ত্র পড়িতে হয় না, বিনা মন্ত্রেই এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। (বাসুদেবভট্ট বিরচিত আশ্বলায়নপদ্ধতি।)

যজুর্ব্বেদীয় চূড়াকরণ নিবন্ধে যেরূপ বিধান আছে তদনু-সারে চূড়া কাল জানিবে। চূড়াকরণের দিনে বালকের পিতা নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া শুভলগ্নে গৌর্য্যাদি মাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। তৎপরে "ওম্ অদ্যেত্যাদি মৎপুত্রস্যামুকস্য চূড়াকরণকর্ম্মণি কর্ত্তব্যে যথাসম্ভব-গোত্রশাখনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতং তৃপ্ত্যৌ-পয়িকমন্নমহমুৎসৃজে।" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবে, তৎপরে তিনজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সাধ্যানুসারে তাম্বূলাদি ও দক্ষিণা প্রদান করিবে। ইহার পরে প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপের মধ্যে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া অগ্নি স্থাপন করিবে। উষ্ণজল, শীতলজল, নবনীত পিণ্ড, শ্বেতশল্লকীর তিনটী কাঁটা, কুশনির্ম্মিত নয়টী ত্রিপাত্র, তাম্রক্ষুর, ও নূতন শরাতে বৃষগোময় এই সকল দ্রব্যের সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার পরে পবিত্রচ্ছেদন, প্রোক্ষণীর উপরে স্থাপন, প্রণীতা পাত্রের জলে প্রোক্ষণী পূরণ, বা মহ-ত্তের উপরে প্রোক্ষণীটীকে উঠাইয়া লওয়া, ডান হাতের অঙ্গুলী গুলি চিৎ করিয়া প্রোক্ষণী হইতে জল উঠান, ঐ জলে সমস্ত দ্রব্যের প্রোক্ষণ, আজ্যস্থালীতে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া, জলন্ত অনলে বেষ্টন, পর্য্যগ্নীকরণ, শ্রুবটিকে উত্তপ্ত করা, সম্মার্জ্জন, কুশপত্র দ্বারা শ্রুবটির মূল মধ্যে ও অগ্রভাগ মার্জন, প্রণীতা জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ, পুনর্ব্বার উত্তপ্ত করণ, ও ভূমিতে স্থাপন, আজ্যোৎপবন, আজ্যাবেক্ষণ, উপযমন, কুশপত্র ও প্রোক্ষণী জল বামহস্তে গ্রহণ, উঠিয়া অগ্নিতে সমিধ্নিক্ষেপ, অগ্নি পর্যুক্ষণ, প্রণীতাপাত্রে পবিত্র স্থাপন এবং অগ্নির উত্তরদিকে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন এই সকল কার্য্যগুলি যথাক্রমে যথানিয়মে সমাপন করিবে। বালকের জননী বালককে স্নান ও নূতন বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইবেন ও কোলে লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে উপবেশন করিবেন। ব্রাহ্মণ "ওঁং অগ্নেস্বং সত্য নামাসি" এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও অন্বারম্ভপূর্ব্বক "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে।" এই মন্ত্রে অগ্নির বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দান ও "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়" এই মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ঘৃতধারা প্রদান করিবে, ইহাকে আধার বলে। তৎপরে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে এবং "ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায়" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণে ঘৃতাহুতি দিবে। এই দুইটীকে আজ্যভাগ বলে। ইহার পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম ও

স্বিষ্টিকৃৎহোম করিবে। তৎপরে "ওঁ উষ্ণেন বায়ে উদকে নেহ্যদিতে কেশান্ বপ।" এই মন্ত্রে শীতলজলের সহিত উষ্ণজল মিশ্রিত করিবে। সেই জলের মধ্যে নবনীত পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহা দ্বারা বালকের মাথার দক্ষিণ ভাগের কেশগুলি "ওঁ সবিতা প্রসূতা দেব্য আপ উন্দন্তু তে তনুং। দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চ্চসে॥" এই মন্ত্রে ভিজাইয়া দিবে। শল্লকী কণ্টকত্রয় দ্বারা চুলের জলা ভাঙ্গিয়া "ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব। স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাহাতে কুশ পত্রত্রয় সংযোজিত করিবে।

কুশযুক্ত কেশে "ওঁ নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষে হন্নাত্তায় প্রজননায়, রায়স্পোয়ায় সুপ্রজস্তায় সুবীর্য্যায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাম্রক্ষুরটী চালনা করিবে। তৎপরে "ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞোবরুণস্য বিদ্বান্। তেন বপামি ব্রহ্মণো বপতেদমস্তায়ুষং জরদষ্টীর্যথাসৎ।" এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক লৌহক্ষুরদ্বারা কুশযুক্ত কেশ ছেদন করিয়া বালকের উত্তর-দিকে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত পূর্ব্বস্থাপিত গোময়পিণ্ডের উপরে নিক্ষেপ করিবে। দক্ষিণপার্শ্বেও এই প্রকার সমস্ত কার্য্য অমন্ত্রক করিতে হয়। ইহার পরে মস্তকের পশ্চিমপার্শ্বেও দক্ষিণপার্শ্বের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। প্রথমবার কেশচ্ছেদনের মন্ত্র—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ যমদগ্নে স্ত্র্যায়ুষং। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তত্তে হস্তু ত্র্যায়ুষং।" এই প্রকার মস্তকের উত্তরভাগে ও দক্ষিণপার্শ্বের ন্যায় সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। প্রথমবার ছেদনমন্ত্র "ওঁ যেন ভূরিশ্চরা দিবং যে কেচ পশ্চাদবি সূর্য্যং। তেনতে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।" ইহার পরে সেই জলে সমস্ত কেশ ভিজাইয়া "ওঁ অক্ষুণ্ণং পরিবপং।" এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক নাপিতের হস্তে ক্ষুরগাছি অর্পণ করিবে। নাপিত সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া চুলগুলি সেই গোবর পিণ্ডের উপরে নিক্ষেপ করিবে, কুলাচার অনুসারে পাঁচটী বা একটী শিখা রাখিয়া মুণ্ডন করিতে হয়। মুণ্ডন হইয়া গেলে সেই চুল-গুলি কোন গোষ্ঠে, সরোবরে বা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিবে। ইহার পরে বালককে স্নান করাইয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে রাখিয়া শান্তিকর্ম্ম ও আশীর্ব্বাদ করিবে। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে সাধারণ কার্য্যসমাপ্তির ন্যায় অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়। (পশুপতিকৃত দশকর্ম্মপদ্ধতি)

চূড়াকর্ম্মন্ (ক্লী) চূড়ায়াঃ কর্ম্ম ৬তৎ। চূড়াকরণ, বিধি অনুসারে প্রথম কেশচ্ছেদন। "চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষা-মেব ধর্ম্মতঃ।" (মনু ২।৩৫) [চূড়াকরণ দেখ।] মেধাতিথি চূড়াকর্ম্ম শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করেন। 'চূড়া শিখা তদর্থং কর্ম্ম চূড়াকর্ম্ম কেষুচিন্নর্দ্দেশেষু কেশানাং স্থাপনং রচনা বিশেষস্তৈতচ্চূড়াকর্ম্মোচ্যতে' (মনু ২।৩৫ ভাষ্যে মেধাতিথি)

চূড়ানাগ, সিংহল দ্বীপস্থিত একটী পর্ব্বত। সিংহল দ্বীপের রাজা মহাদাঠিক মহানাগ এই পর্ব্বতের উপর একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

চূড়ান্ত (পুং) চূড়ায়া অন্তঃ ৬তৎ। ১ চূড়ার শেষভাগ। ২ সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি। (দেশজ) ৩ শেষ সীমা, পরাকাষ্ঠা, ঊর্দ্ধসংখ্যার যতদূর সম্ভব হইতে পারে।

চূড়াপ্রতিগ্রহ (পুং) চূড়ায়াঃ শিখায়াঃ প্রতিগ্রহঃ স্বীকারো যত্র বহুব্রী। বৌদ্ধগণের একটী তীর্থস্থান। বুদ্ধদেব সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণের পর নিজ অসিতে মস্তকের সমুদায় কেশকর্ত্তন করিয়া যে স্থানে চূড়া অর্থাৎ শিখাধারণ করেন সেই স্থানকে 'চূড়াপ্রতিগ্রহ' বলে। ইহার অপভ্রংশ চূড়াগহ, চলিত কথায় চূড়িয়া বলে।

চূড়াভয়, সিংহল দ্বীপের একজন রাজা। প্রায় ৩৮ খৃষ্টাব্দে ইনি চূড়গুল নামক একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন। এই বিহারটী গোনক নদীর তীরে এবং রাজধানীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল।

চূড়ামণি (পুং) চূড়াস্থিতোমণিঃ মধ্যলো°। ১ শিরঃস্থিত মণি, শিরোরত্ন, যে মণিদ্বারা শিরোভূষণ করা হয়।

"ভূষণানাং হি সর্ব্বেষাং যথা চূড়ামণির্ব্বরঃ।" (মার্কণ্ডেয়° ১।৪)

চূড়ায়াং মণিরিবাস্য বহুব্রী। ২ কাকমাচিকা। (মেদিনী)

৩ যোগবিশেষ।

"সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা।
চূড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্তং ফলং স্মৃতম্।
অন্যস্মাদ্ গ্রহণাৎ কোটী গুণমাত্রফলং লভেৎ॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ কিম্বা সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে তাহার নাম চূড়ামণিযোগ। ইহাতে যে কোন পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার অনন্তফল হইয়া থাকে। অন্য গ্রহণ অপেক্ষা ইহাতে কোটী গুণ ফল লাভ হয়।

৪ শুভাশুভ গণনাবিশেষ। শুভাশুভ জানিবার জন্যই এই গণনার অবতারণা করা হইয়াছে। গণক প্রথমে সূর্য্য, দেবী, গণ ও চন্দ্রকে চিন্তা করিবে। গো-মূত্রিকার ন্যায় তিনটী রেখা টানিয়া ধ্বজাদি গণনা করিবে। প্রশ্নবাক্যানুসারে ধ্বজাদি গণিতে হয়। নামমন্ত্রানুসারে ইহাদের ন্যাস করিতে হয় (১)। ১ ধ্বজ, ২ ধূম্র, ৩ সিংহ, ৪ শ্বা, ৫ বৃষ, ৬ খর,

(১) 'অথ চূড়ামণিং বক্ষ্যে শুভাশুভবিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্যং দেবীং গণং সোমং স্মৃত্বাতু বিলিখেদ্বরঃ॥১॥

৭ দণ্ডী ও ৮ ধ্বাজ্ঞ এই আটটীকে ধ্বজাদি জানিবে। [ইহার অপর বিবরণ গরুড়পুরাণের ২০৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।] ৫ বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণের উপাধিবিশেষ। ৬ শ্রেষ্ঠ, প্রধান। "অবনীতে অবতরি, শ্রীচৈতন্য নাম ধরি, বন্দন সন্ন্যাসীচূড়ামণি।" (কবিকঙ্কণ)

৭ শঙ্খচূড়ের মস্তকস্থিত মণি। বৈষ্ণবগ্রন্থের মতে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের ঈশাণকোণে রত্ন-সিংহাসন নামে একটী স্থান আছে। রাধিকা কৃষ্ণের সহিত তথায় হোলীখেলা করিতেছেন, এমন সময়ে কংসপ্রেরিত শঙ্খচূড় রাধিকাকে হরণ করিবার উদ্দেশে উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ তাহাকে সংহার করিয়া তাহার মস্তকমণিটী সংগ্রহ করেন, তাহাকেই চূড়ামণি বলে। এই মণিটীর প্রতি বলরামেরও লোভ ছিল, কিন্তু রাধিকাই পরিশেষে ইহার স্বত্বাধিকারিণী হন। (বৃন্দা-লী ১০ অঃ) ভক্তমাল গ্রন্থের মতে এই চূড়ামণির অপর নাম স্যমন্তক।

চূড়ামণি, ১ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। রঘুনন্দন ও কমলাকর ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ একজন জ্যোতিঃ-শাস্ত্রকার, বসন্তরাজ ও রাজমার্ত্তণ্ডে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

চূড়ামণিদীক্ষিত, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত কবি, ইনি আনন্দরাঘবকাব্য, কমলিনীকালহংসনাটক ও রুক্মিণীকল্যাণ রচনা করেন।

২ বৃত্তরত্নাকরের একজন টীকাকার।

চূড়ামণিদাস, একজন বৈষ্ণব গ্রন্থকার, ইনি বাঙ্গলা পদ্যে চৈতন্যচরিত রচনা করেন।

চূড়ামণি রস, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ ॥০ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য চিতার রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর ও ছাগদুগ্ধে ৩ প্রহর মাড়িয়া তাহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক ॥০ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া মাড়িয়া চক্রাকার করিবে। পরে ঐ চক্র সকল বদ্ধমূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনুপান—মধু ও ছাগ ঘৃত। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ শান্তি হয়।

চূড়াম্ল (ক্লী) চূড়ায়ামগ্রভাগে অম্লং যস্য বহুব্রী। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°)

ত্রিরেখাগোমূত্রিকাভ্যাং অথবা প্রশ্নবাক্যতঃ।
দিগ্স্থানপ্রভৃতোবা ধ্বজাদীন্ গণয়েৎ ক্রমাৎ। ২।
ধ্বজো ধূম্রোঽথ সিংহশ্চ শ্বাবৃষ: খরদন্তিনঃ।
ধ্বাঙ্ক্ষশ্চ অষ্টমোজ্ঞেয়ো নাম মন্ত্রৈশ্চ তান্যসেৎ। ৩।
(গরুড়পু° ২০৫ অঃ)

চূড়ার (ত্রি) চূড়ায়ৃচ্ছতি চূড়া-ঋ-অণ্। চূড়াগত, চূড়ায় অবস্থিত। এই শব্দটী পাণিনীয় প্রগদ্স্বাদি গণান্তর্গত। (পা ৪।২।৮০)

চূড়ারক (ত্রি) চূড়ায়ৃচ্ছতি ঋ-ণ্বুল্, যদ্বা-চূড়া বাহুল° আরক্। ১ চূড়াযুক্ত। (পুং) ২ ঋষিবিশেষ। ইহার উত্তর গোত্রাপত্যে ইঞ্ হইয়া চৌড়ারকি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। (পুং স্ত্রী) [বহু] চৌড়ারকি-ইঞোলুক্। ৩ চূড়ারক মুনির গোত্রাপত্য।

চূড়ারত্ন (ক্লী) চূড়ায়া রত্নং ৬তৎ। চূড়ামণি। (হেম°)

চূড়াল (ত্রি) চূড়া অস্ত্যস্য চূড়া-লচ্। (প্রাণিস্থাদাতো লজন্যতরস্যাং। পা ৫।২।৯৬) ১ চূড়াযুক্ত প্রাণী, যে সকল প্রাণীর চূড়া আছে।

"চূড়ালাঃ কর্ণিকারাশ্চ প্রহৃষ্টাঃ পিঠোরোদরাঃ।"
(ভারত ১০।৭।৩৭।) (ক্লী) ২ মস্তক। (শব্দরত্না°)

চূড়ালা (স্ত্রী) চূড়াল-টাপ্। ১ উচ্চটা তৃণ, চলিত কথায় নির্বিষী ঘাস বলে। (অমর) ২ শ্বেতগুঞ্জা। ৩ নাগরমুস্তা, নাগরমুথা। (রাজনি°)

চূড়াবন (ক্লী) লাহোড়ের নিকটবর্ত্তী একটী গিরি।
"সন্ত্যজ্য লোহরুড়ং প্রায়াদ্ গিরিং চূড়াবনাভিধং।"
(রাজতর° ৮।৫৯৭।)

চূড়াবৎ (ত্রি) চূড়াস্ত্যস্য চূড়া-মতুপ্ মস্য বঃ। চূড়াবিশিষ্ট, যাহার চূড়া আছে। (পা ৫।২।৯৬)

চূড়িক (ত্রি) চূড়া-ঠন্। চূড়াযুক্ত। এই শব্দ পাণিনীয় পুরোহিতাদি গণান্তর্গত। (পা ৫।১।১২৮)

চূড়িকা (স্ত্রী) চূলিকা লস্য ডকারঃ। [চূলিকা দেখ।]

চূড়িন্ (ত্রি) চূড়া-অস্ত্যস্য চূড়া-বলাদিত্বাৎ ইন্। চূড়াযুক্ত, যাহার চূড়া আছে।

চূড়িমাছ (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য। ইহার বর্ণ শাদা এবং ইহার ডানাগুলির বর্ণ হরিদ্রাভ শাদা।

এই মৎস্য ভারতবর্ষের সমুদ্রে অথবা খালের মোহানায়, মলয়দ্বীপপুঞ্জে এবং চীনদেশে পাওয়া যায়।

ইহা লম্বায় অন্যূন ১৬ ইঞ্চি। ইহার নীচের চুয়াল উপরকার চুয়াল অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। ইহার উপরকার চুয়ালের একধারে ৮টী ধারাল ও চাপা দাঁত অবস্থিত। ইহার সম্মুখে ২ কিম্বা ৩ জোড়া বাঁকা এবং বৃহৎ ধারাল বিষ দাঁত। নীচের চুয়ালের উপর আরও দুজোড়া দাঁত আছে। মুখ বন্ধ হইলে এই কএকটী দাঁত ইহার নাকের সম্মুখে থাকে। পাশে ও উপরকার চুয়ালের দাঁতের ন্যায় প্রায় পাঁচটী দাঁত আছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহার পৃষ্ঠদেশে এবং বক্ষস্থলে রীতিমত ডানা আছে। ইহার গুহ্যদেশে বা তাহার নিকটে ডানা নাই বটে, কিন্তু তথায় ৭৬ হইতে ৮২টী

হাড় থাকে। এই কএকটী কাঁটা চর্ম্মের মধ্যে ঢাকা থাকে ও উপর হইতে দেখা যায়।

চুড়িয়া (দেশজ) [চূড়াপ্রতিগ্রহ দেখ।]

চুড়ী (চূড়াশব্দজ) হস্তালঙ্কারবিশেষ। [চুড়ী দেখ।]

চুণ (দেশজ) ক্ষার-ধর্ম্মী পদার্থবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—সুধা-চূর্ণ, শঙ্খভস্ম, কপর্দ্দকভস্ম, শুক্তিভস্ম, শম্বূকভস্ম।

চুণ দুই প্রকার। ১ম বাখারি চুণ বা গোড়া চুণ (Ca. O) ২য়, কলিচুণ (Ca. H_2. O_2)। ঘুটিং, শঙ্খ, শম্বূকাদি ভস্ম করিলে যে শ্বেতবর্ণ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই বাখারি চুণ (Quick-lime), ইহা অতিশয় উত্তাপেও দ্রব হয় না, কিন্তু যে বস্তু পোড়াইয়া বাখারি চুণ প্রস্তুত হয় উহার আকার অবিকৃত সেইরূপ থাকে। অতিশয় উত্তপ্ত করিলে তাহা হইতে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ আলোক নির্গত হয়। অম্লজান ও উদজান প্রজ্বলিত করিয়া ঐ দীপ-শিখায় এই বস্তু স্থাপন করিলে যে প্রখর আলোক পাওয়া যায়, উহাকেই চুণের আলোক (Lime-light) কহে। বাখারি চুণ বায়ুতে থাকিলে জল ও দ্ব্যম্লঙ্গারকবায়ু শোষণ করে।

জল দিলে বাখারি চুণ প্রথমে স্পঞ্জের ন্যায় জলশোষণ করিতে থাকে, পরে অতিশয় তাপ উৎপাদন করিয়া ফুলিয়া উঠে এবং শুষ্ক শ্বেতবর্ণ গুঁড়ায় পরিণত হয়। ইহাকে চুণ ভড়কান কহে। এই নূতন বস্তুর নাম Slacked lime; (Ca. H_2. O_2)। এই চুণ অতি অল্প পরিমাণে জলে দ্রব হয়। জলে গুলিলে কতক অংশ জলে মিশিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই নীচে পড়িয়া থাকে। উপরের স্বচ্ছ জলই চুণ-জল। এই চুণজল ক্ষারধর্ম্মসম্পন্ন। ইহাতে লাল জবাফুল ডুবাইলে নীলবর্ণ হইয়া যায়। চুণজল দ্ব্যম্লঙ্গারক বাষ্পশোষণ করিয়া ঘোলা হইয়া যায়। তখন নীচে যে গুড়ি পড়ে, তাহা চা-খড়ি মাত্র।

ঐ চুণ জলে গুলিয়া কাদার মত করিলে কলিচুণ প্রস্তুত হয়। চূর্ণক (Calcium) ও অম্লজান (Oxygen)-যোগে চুণ উৎপন্ন হয়। অম্লজান, সৈকত প্রভৃতির ন্যায় এই (Calcium) ধাতু প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা ও প্রস্তরের সহিত আবার অনেক স্থলে জলের সহিত চুণ মিশ্রিত থাকে। তিন প্রকার দ্রব্য হইতে চুণ উৎপন্ন হয়—১ম মর্ম্মর পাথর, চূণাপাথর, চাখড়ি ইত্যাদি খনিজ পদার্থ হইতে, ২য় গোলাকার ঘুটিং হইতে এবং ৩য় শঙ্খ, শুক্তি, শম্বূক, কপর্দ্দক প্রভৃতি প্রাণীদিগের গাত্রাবরণ হইতে।

ভারতবর্ষে কড়পা, বিজাপুর, আরাবল্লী, বিন্ধ্যগিরি, গোণ্ডবন প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার মর্ম্মর প্রস্তর পাওয়া যায়। এই সকলের যে গুলিতে বেশ পালিশ চলে, তাহা অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্ট পোড়াইয়া চুণ করা হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ত্রিচীনপল্লী, কোইম্বাতোর, কড়পা, কার্ণূল এবং গণ্টুরে চূণাপাথরের খনি আছে।

বাঙ্গালার মানভূম, সিংহভূম, হাজারিবাগ, লোহার্ডাগা প্রভৃতি স্থানেও চূণাপাথরের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, কচ্ছ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সকল স্থানেই চূণাপাথরের খনি আছে। কিন্তু তথাপি ভারতের অনেক স্থানেই চুণ অতি মহার্ঘ। তাহার কারণ এই—যেখানে চুণের কাটতি অধিক, সেস্থান হইতে খনি দূরবর্ত্তী। কলিকাতার সমস্ত চুণ নৌকা, রেল প্রভৃতি দ্বারা বহুদূর হইতে আনীত হয়। সুতরাং যে সকল খনি নদী বা রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী ঐ সকল হইতেই চুণ আনিবার সুবিধা অধিক। সম্প্রতি নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতেই অধিক পরিমাণে চুণ নানাদিকে প্রেরিত হয়—

১। জব্বলপুর জেলার কাট্‌নি নামক স্থানে অতি উৎকৃষ্ট চুণ প্রস্তুত হয়। এই চুণ বহু পরিমাণে ৭৩৭ মাইল দূরবর্ত্তী কলিকাতা পর্য্যন্ত রপ্তানি হইয়া থাকে।

২। শ্রীহট্ট পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে বিস্তীর্ণ চূণাপাথরের খনি আছে। পূর্ব্বে এই স্থান হইতেই কলিকাতায় অধিকাংশ চুণ আসিত, এখনও বহু পরিমাণে আসিয়া থাকে।

৩। রোহতক দুর্গের নিকট বিন্ধ্যগিরিতে চূণাপাথরের খনি হইতে অনেক চুণ হয়।

৪। হিমালয়ের স্থানে স্থানে অনেক চুণ আছে। পঞ্জাবের অধিকাংশ চুণ পাহাড় হইতে উৎপন্ন হয়।

৫। আন্দামান দ্বীপ হইতে অতি উৎকৃষ্ট চুণ আমদানি হয়। আন্দামান প্রায় কাট্‌নির সমরেখাবর্ত্তী এবং ইহার চুণও কাট্‌নির চুণের ন্যায় উৎকৃষ্ট।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে যে চুণ হয়, তাহা স্থানীয় ব্যবহারে লাগে মাত্র। ঘুটিং প্রায় ভারতের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত ঘুটিং মৃত্তিকার সহিত নানা আকারে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ও উত্তর প্রদেশে অট্টালিকা-নির্ম্মাণাদি কার্য্যে এই চুণই অধিক ব্যবহৃত হয়। ঘুটিংএর উৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, জলের সহিত প্রস্তরাদির চূর্ণ ধুইয়া আইসে এবং পুনরায় জমাট বাঁধিয়া ঘুটিংএর আকার ধারণ করে। বলা বাহুল্য এইরূপে বহুকাল ধরিয়া বৃদ্ধি হইলে পর এতাদৃশ বৃহদাকার ধারণ করে। এই সকল ঘুটিং বিশুদ্ধ চূণাপাথর নহে। উহাদের সহিত আরও নানাবিধ পদার্থ থাকে।

বাঙ্গালায় সমুদ্র, নদী, বিল, পুষ্করিণী ইত্যাদিতে প্রতি বৎসর বহুপরিমাণে শুগ্‌লি, শঙ্খ, শুক্তি ও শম্বূকাদি ধৃত হয়।

ঐ সকল পোড়াইয়া দুই প্রকার চূণ হয়। শুগ্‌লি ও শঙ্খ প্রভৃতি এই উভয় প্রকার চূণই অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযোগী।

চূণ যেখানে প্রস্তুত হয়, তাহাকে চূণের ভাটী কহে। এদেশে কয়লা বা কাঠদ্বারা চূণ পোড়ান হইয়া থাকে। ভাটী-গুলি সচরাচর ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হয়। চতুর্দ্দিকে তিন বা চারিহাত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা একটী স্থান ঘেরা করিয়া প্রাচীরের গোড়ায় চারিটী বা ততোধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি রাখিয়া দেয়। ঐ গলিগুলির সোজাসুজি ভাটীর মেজেতে নালা কাটা থাকে, ঐ সকল নালার উপর দুই আঙ্গুল অন্তর ইট বসাইয়া তাহার উপর প্রথম একস্তর কয়লা বা কাঠ রাখে। পরে একস্তর ঘুটিং দেয়। এইরূপ স্তরে স্তরে ভাটী সাজাইয়া নিম্ন-স্তরে অগ্নি জ্বালিয়া দেয়। ক্রমে সমস্ত ভাটিতে আগুণ লাগিয়া ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে। এইরূপ ২।৩ দিন পুড়িলে আগুন নিবিয়া যায়। তখন শীতল হইলে ভাটী হইতে পোড়া চূণ বাহির করিয়া তাহাতে জল ছড়াইয়া দিলে পাথর গলিয়া গুঁড়া গুঁড়া শ্বেতবর্ণ বাখারি চূণ হয়। তারপর এই চূণ বস্তা করিয়া নানাস্থানে লইয়া যায়।

ঘুটিং প্রভৃতি যত আস্তে আস্তে পোড়ে, ততই অধিক পরিমাণে চূণ হয়। এই জন্য চূণারীগণ ভাটির গোড়ায় ছিদ্র বেশী বড় করে না, তাহাতে অধিক বাতাস ঢুকিয়া কয়লা শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায় না। সুতরাং ঘুটিং প্রভৃতির অন্তরস্থ কতকভাগ অবিকৃত থাকিয়া যায়। ঘুটিং ও কয়লার উৎ-কর্ষাপকর্ষ অনুসারে উভয়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। সচরাচর ১০০ মণ ঘুটিং পোড়াইতে ৪০ হইতে ৬০ মণ পর্য্যন্ত পাথুরিয়া কয়লা লাগে। অনেক স্থানে কয়লা ও ঘুটিং স্তরে স্তরে না সাজাইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া দেয়। ১০০ মণ ঘুটিং হইতে ৫০ হইতে ৬০ মণ চূণ হইতে পারে। এইরূপে চাখড়ি ও অন্যান্য চূণাপাথর হইতেও চূণ হয়। শঙ্খ, শুক্তি, শম্বুকাদির আবরণও এইরূপে পোড়াইয়া চূণ পাওয়া যায়। শঙ্খ প্রভৃতি পোড়াইতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ কয়লা বা কাঠ লাগে। উপাদানের বিশুদ্ধতা অনুসারে চূণ উৎকৃষ্ট হয়। উৎকৃষ্ট চূণ শ্বেতবর্ণ ও কঙ্কর রহিত।

তৈয়ার করিবার খরচ, কাট্‌তি ও দূরত্ব অনুসারে চূণের মূল্য স্থির হয়। কলিকাতায় সচরাচর ॥৶০, ৮০ আনা করিয়া মণ বিক্রয় হয়।

যে সকল পদার্থ হইতে চূণ উৎপন্ন হয়, তাহাদের অধি-কাংশই চূণ ও দ্ব্যম্লজারক যোগে উৎপন্ন। (Ca. CO_3) পোড়াইলে উহা হইতে দ্ব্যম্লজারকবাষ্প বাহির হইয়া যায়, কেবল চূণ অবশিষ্ট থাকে। চাখড়ি, মর্ম্মর প্রভৃতিতে উক্ত দুই দ্রব্য ভিন্ন প্রায় অন্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে না। কিন্তু অনেক চূণা পাথর ও ঘুটিং প্রভৃতিতে লৌহ ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। চাখড়ি বা চূণাপাথর বায়ুতে দগ্ধ করিলে সাধারণ চূণে পরিণত হয়। কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে উহা গলিয়া একপ্রকার স্বচ্ছমর্ম্মরপ্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। চূণ হইতে রাসায়নিক উপায়ে অম্লজান পৃথক্ করিলে চূর্ণক (Calcium) অবশিষ্ট থাকে। চূর্ণক একটী ধাতু, ইহার বর্ণ রৌপ্যমিশ্রিত স্বর্ণের ন্যায়। ইহা সীসক অপেক্ষা কঠিন, কিন্তু অতিশয় লঘু। ইহাকে পিটিয়া পাত করা যায়। বায়ুতে থাকিলে শীঘ্রই মরিচা ধরে। উত্তপ্ত করিলে ইহা বায়ুতে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিয়া পুড়িতে থাকে। পুড়িলে যে দ্রব্য হয়, তাহা চূণ মাত্র।

কোন পদার্থ হইতে অধিক চূণ হইবে কিনা তাহা গন্ধক-দ্রাবক দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। গন্ধকদ্রাবকে একটু চূণাপাথর ফেলিয়া দিলে যদি তাহা হইতে প্রচুর পরি-মাণে বাষ্প উঠিতে থাকে, তবে তাহাতে অধিক চূণ আছে বুঝিতে হইবে। অল্প বাষ্প উঠিলে অল্প চূণ থাকিবে।

চূণ আমাদিগের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য বস্তু। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুতর কার্য্যেই ইহার প্রয়োজন।

কাপড়ে নীল রঙের ছিট্ করিতে হইলে নীলবড়ির সহিত চূণ ও সেঁথো যোগে রঙ্ প্রস্তুত হয়। নীলকে শাদা করিতে হইলে চূণ ও চিনির সহিত নীলবড়ি ভিজাইয়া রাখে। ইহাতে শীঘ্র অস্তরুৎসেক আরম্ভ হইয়া নীল শাদা হইয়া যায়।

চাখড়ি প্রভৃতি অনেক সময় রঙ্ রূপে ব্যবহৃত হয়। লোমস প্রাণীদিগের কাঁচা চামড়া চূণে ডুবাইয়া রাখিলে লোম সকল উঠিয়া যায় এবং চামড়া ঈষৎ ফুলিয়া উঠে। পরে চামড়া কসা হয়।

সাবান ও বাতি প্রস্তুত করিতেও চূণের ব্যবহার লাগে। [সাবান ও বাতি দেখ।]

কাপড় শাদা করিতে, কোন স্থানে দুর্গন্ধ ঘুচাইতে ও অন্যান্য নানা কার্য্যে যে ব্লিচিং পাউডার (Bleeching Powder) ব্যবহৃত হয়, তাহা চূণ হইতেই প্রস্তুত। চূণের ভিতর দিয়া হরিতক বাষ্প (Chlorine) চালাইলে চূণ ব্লিচিং পাউডারে পরিণত হয়। ইহার বর্ণনাশক গুণ আছে।

চিকিৎসা—কি বৈদ্যক কি ডাক্তারী কি হাকিমী সকল চিকিৎসাতেই চূণ প্রচুর ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন বহুতর মুষ্টিযোগে চূণ লাগে। কোন কোন স্থানে আঘাত লাগিলে চূণ ও হলুদ মিশাইয়া ঐ স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা সারিয়া যায়। আগুনে পুড়িলে চূণজল ও নারিকেল তৈল ফেনাইয়া ঐ ফেন

সরু নেকড়া বা তুলা দ্বারা দগ্ধ স্থানে লাগাইলে ঘা সারিয়া যায়। পাণিবসন্ত স্থানে ঐ প্রলেপ দিলে বসন্তের দাগ হয় না।

অম্ল জন্য অজীর্ণ হইলে প্রতিদিন ২ বার তিন চারি তোলা করিয়া চূণজল খাইলে শীঘ্র অজীর্ণ আরাম হয়। শিশুদিগের পেটের পীড়ায় দুগ্ধের সহিত চূণজল দেওয়া যাইতে পারে। কোন খনিজ দ্রাবক দ্বারা বিষাক্ত হইলে চূণ জল খাওয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে। সেঁখো বিষ খাইলেও চূণজলে অনেক ফল হয়।

কটু করিলে মূত্রনালীতে জ্বালা ও ঘন ঘন কষ্টদায়ক প্রস্রাবপীড়ায় নাভিমণ্ডলে ও উপস্থে চূণ লেপিলে তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য ফললাভ হয়। একভাগ চূণজল ও ২।৩ ভাগ জল মিশাইয়া পিচকারী দিলে অনেক সময় শ্বেতপ্রদরাদি যোনিব্যাধি সকল একবারে আরাম হয়।

যে সকল বেদনা হইতে অধিক পূয নির্গত হয়, চূণজল দ্বারা সর্ব্বদা ধৌত করিলে তাহা শুকাইয়া যায়।

উপদংশসংক্রান্ত ঘায়ে জল প্রায় দেড়পোয়া ও ৩০ গ্রেণ কালোমেল (Calomel) মিশাইয়া সর্ব্বদা লাগাইলে বিস্তর উপকার হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত দ্রব্যই ব্লাক ওয়াস্ (Black Wash) নামে খ্যাত।

খাদ্য—আমরা প্রতিদিন পাণের সহিত চূণ ভক্ষণ করি; তদ্ভিন্ন অনেক শাক ও ফলাদির সহিত চূণ সংযুক্ত হয়। চূণ একটী অস্থিনির্ম্মাণকারী বস্তু। চূণের একটী গুণ মাংসপাককারী। এই জন্য পাণে অধিক চূণ হইলে মুখ পুড়িয়া যায়।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সৌখিন নবাবগণ মুক্তাভস্ম দিয়া পাণ খাইতেন। মুক্তাচূণও অম্লজানযোগে উৎপন্ন পদার্থ এবং ইহার রাসায়নিক উপাদান শুক্তি হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। সুতরাং মুক্তা পোড়াইলে ঝিনুকের মতই চূণ হয়। কিন্তু ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক, গুণও বেশী।

কৃষিকার্য্যে সাররূপে চূণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে ভূমিতে অত্যন্ত গাছ পালা হয়, তথায় চূণ দিলে ঐ সকল গাছ পালা পচিয়া সুন্দর সার হইয়া যায়।

গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে চূণ সর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইট গাঁথিবার মসলা সচরাচর ১ ভাগ চূণ ও ২।৩ ভাগ সুর্কি দিয়া প্রস্তুত হয়। অনেক স্থানে সুর্কির পরিবর্ত্তে চূণের সহিত বালুকা মিশাইয়া মসলা প্রস্তুত করে। চূণ টাট্কা এবং মসলা সূক্ষ্ম ও উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলেই গাঁথনি দৃঢ় হয়। কেবল চূণের মসলা অপেক্ষা চূণ ও সুর্কি-মিশ্রিত মসলা অধিক উৎকৃষ্ট।

চূণকাম (চূর্ণকর্ম্মশব্দজ) চূণ দিয়া ইষ্টকাদি নির্ম্মিত গৃহলেপন।

চূণখড়্কী (দেশজ) এক রকম ঘাস।

চূণতী (চূর্ণবতীশব্দজ) চূর্ণ রাখিবার ক্ষুদ্র ভাণ্ডবিশেষ।

চূণবালী (দেশজ) চূণ ও বালী।

চূণা (চূর্ণশব্দজ) চূণ। দালান রঙ্ করিতে যে সকল চূণ ব্যবহৃত হয়, চলিত কথায় তাহাকে চূণা বলে। কোন কোন দেশে পাণের সহিত যে চূণ ব্যবহার করে, তাহাকেও চূণা বলিয়া থাকে। হিন্দীতে সকল চূণকেই চূণা বলে।

চূণারী (চূর্ণকারীশব্দজ) ১ যে চূণ প্রস্তুত করে। ২ চূর্ণপ্রস্তুতকারী, বর্ণশঙ্করজাতিবিশেষ। রামায়ণে ইহারা চূর্ণোপজীবী নামে বর্ণিত। ৩ স্ত্রীলোকের পরিধেয় এক প্রকার বস্ত্র।

চূত (পুং) চুষ্যতে আস্বাদ্যতে চুষ কর্ম্মণি-ক্ত পৃষোদরাদিত্বাৎ ষকারলোপে সাধু, যদ্বা চোততি রসং চুত-অচ্। ১ আম্রবৃক্ষ।
"পরিশ্চ্যুতি সংবিশ্য ভ্রমরশ্চূতমঞ্জরী।" (রামায়ণ ৩।৭৯।১৭)
(ক্লী) চূত-অণ্ তস্য লুক্। ২ আম্রফল, আম। চোততি ক্ষরতি শোণিতাদিকং চুত-অচ্। ৩ মলদ্বার। (শব্দরত্নাবলী) কোন কোন পুস্তকে ৩ অর্থে "চূত" স্থলে 'চ্যূত' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চূতক (পুং) চূত-কন্। ১ আম্রবৃক্ষ, আম গাছ। ২ গুণ বৃক্ষ, যাহাতে গুণ বাঁধা হয়।

চূতি (স্ত্রী) যোনি।

চূয়া, বৃক্ষবিশেষ। বাঙ্গালায় এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পার্ব্বতীয় স্থানে এই গাছ জন্মে। ঔষধ এবং খাদ্য জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার গুণ উত্তেজক, গণ্ডরোগনাশক এবং উদরাময়ে সঙ্কোচক। ইহার পত্রগুলি লোকে রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করে, এবং কোন কোন স্থানে ইহার বীজ অন্যান্য শস্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড় হইতে লাল রঙ্ নির্গত হয়। এই রঙে কাপড় রংকরা হইয়া থাকে। সেই কাপড় ছিট্ রূপে ব্যবহৃত হয়।

চূর্ (চূর্ণশব্দজ) চূর্ণ করা, গুঁড়ন।
"দক্ষের নিজ পুর, ভাঙ্গিয়া করে চূর" (কবিকঙ্কণ)

চূরী (স্ত্রী) ক্ষুদ্র কূপ।

চূরু (পুং) চূর-উণ্। কৃমিবিশেষ।
"চূরবোদ্বিমুখাশ্চৈব সপ্তৈবৈতে পুরীষজাঃ।" (সুশ্রুতঃ ৫।৫৪ অঃ)
[ইহার বিশেষ বিবরণ কৃমি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চূর্চুর্ (দেশজ) ভরপুর, পূর্ণরূপে যে পান করিয়াছে।

চূর্ণ (ক্লী) চূর্ণ্যতে পিষ্যতে যৎ-চূর্ণ-কর্ম্মণি অপ্। পেষণ দ্বারা কঠিন দ্রব্যের শুষ্কভাবে পরিণাম, গুঁড়া। প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্রের মতে অত্যন্ত শুষ্ক দ্রব্য পেষণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া

লইলে তাহাকে চূর্ণ বলে। ইহার মাত্রা এক কর্ষ বা আশী রতি। কোন চূর্ণে গুড় দিতে হইলে সমান এবং চিনি দিতে হইলে দ্বিগুণ দেওয়া উচিত। কোন কারণে চূর্ণে হিঙ্গু মিশাইতে হইলে উহা ভাজিয়া লইতে হয়। চূর্ণ লেহন করিবার ব্যবস্থা হইলে ঘৃত প্রভৃতি কোন তরল দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে ইহার অনুপান এবং পান করিতে হইলে চতুর্গুণ তরল দ্রব্যে গুড়িগুলি আলোড়িত করিয়া সেবন করা উচিত। কিন্তু পিত্ত, বায়ু ও কফজাত রোগে যথাক্রমে ৩ পল ২ পল ও এক পল অনুপান ব্যবহার করা উচিত। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ২ ভাগ)

২ গন্ধদ্রব্যযুক্ত ধূলি, আবীর।

"অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণপ্রতিনিধী কৃতঃ।" (রঘুবংশ)

৩ ধূলি। ৪ তাম্বূলোপকরণবিশেষ, চূণ। (মেদিনী) [চূণ দেখ।]

"চূর্ণমানীয়তাং তূর্ণং পূর্ণচন্দ্রনিভাননে।" (উদ্ভট)

(পুং) চূর্ণ ভাবে অপ্। পেষণ, গুড়ন। চূর্ণ-কর্ম্মণি অপ্। ৬ ধূলি। ৭ চূণ। ৮ কপর্দ্দক। (মেদিনী) (ত্রি) চূর্ণ কর্ম্মণি অসংজ্ঞার্থে অপ্। ৯ যাহা গুঁড় হইয়াছে। (দেশজ) ১০ যাহা নষ্ট হইয়াছে, যাহা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

চূর্ণক (ক্লী) চূর্ণ সংজ্ঞার্থে কন্। ১ গদ্যবিশেষ। কঠোর অক্ষরহীন, শ্রুতিকটু, দোষশূন্য, অল্পসমাসযুক্ত, অর্থাৎ যাহাতে দীর্ঘ সমাস নাই এইরূপ গদ্যকে চূর্ণক বলে। ইহা বৈদর্ভরীতিতে রচিত হইলে অতিশয় মনোহর হইয়া থাকে।

"অকঠোরাক্ষরং স্বল্পসমাসং চূর্ণকং বিদুঃ।

তত্তু বৈদর্ভরীতিস্থং গদ্যং হৃদ্যতরং ভবেৎ।" (সাহিত্যদ°)

উদাহরণ যথা—

"সহি ত্রয়াণামেব জগতাং গতিঃ পরম পুরুষঃ

পুরুষোত্তমঃ দৃপ্তদানবভরেণ ভঙ্গুরাঙ্গীমবনি-

মবলোক্যকরুণার্দ্র হৃদয়স্তস্তাভারমবতারয়িতুং

রামকৃষ্ণরূপেণাংশতো যদুবংশে অবততার।" (ছন্দোমঞ্জরী)

(পুং) ২ ষষ্টিক, শালিধান্যবিশেষ।

"চূর্ণককুরবকেদারকপ্রভৃতয়ঃ ষষ্টিকাঃ।" (সুশ্রুত ১।২৪অঃ)

৩ সক্তু, ছাতু। চূর্ণ স্বার্থে কন্। ৪ [চূর্ণ দেখ।]

৫ ধাতুবিশেষ। (Calcium) [চূণ দেখ।]

চূর্ণকার (পুং স্ত্রী) চূর্ণং করোতি চূর্ণ-কৃ-অণ্ উপস°। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিত কথায় চুণারী বলে। পরাশরপদ্ধতির মতে নটজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে পুণ্ড্রকের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। [চুণারী দেখ।] স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। (ত্রি) ২ চূর্ণকারক, যে চূর্ণ করে।

চূর্ণকুণ্ডল (পুং) চূর্ণশ্চাসৌ কুণ্ডলশ্চেতি কর্ম্মধা°। অলক, ঝাপ্টা, জুল্পী।

চূর্ণখণ্ড (ক্লী) চূর্ণায় খণ্ডং ৪তৎ। কর্কর, চলিত কথায় কাঁকর বা ঘুটিং বলে। (হারাব°)

চূর্ণতা (স্ত্রী) চূর্ণস্ত ভাবঃ চূর্ণ-তল্-টাপ্। চূর্ণের ভাব, চূর্ণত্ব।

"নীত্বা সুবর্ণাদিচূর্ণতাং।" (রসেন্দ্রসার° ৪।১৬)

চূর্ণন (ক্লী) চূর্ণ-ভাবে ল্যুট্। গুড়ন, চূর্ণ করা।

চূর্ণপদ (ক্লী) গতিবিশেষ, নানাভঙ্গে অগ্রপশ্চাৎ ভ্রমণ।

চূর্ণপারদ (পুং) চূর্ণঃ পারদস্ত একদেশি সমাসঃ। হিঙ্গুল। (রাজনি°) ইহা হইতে পারদ জন্মে বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে।

চূর্ণযোগ (পুং) চূর্ণস্থ যোগঃ ৬তৎ। নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের মিশ্রণ।

চূর্ণশস্ (অব্য) চূর্ণ-শস্। চূর্ণ-বিচূর্ণ, অতিশয় চূর্ণ।

"ততস্তৃতীয়ং হত্বা তং দগ্ধা কৃত্বা চ চূর্ণশঃ।" (ভারত আদি°)

চূর্ণশাকাঙ্ক (পুং) চূর্ণ-ইব শুভ্রঃ শাকঃ চূর্ণশাকঃ তমঙ্কতে সদৃশী করোতি চূর্ণশাক-অঙ্কি-অণ্ উপসম। চিত্রকুট গিরিপ্রসিদ্ধ একরকম শাক, ইহার অপর নাম গৌরসুবর্ণ। (রাজনি°)

চূর্ণাদি (পুং) চূর্ণ-আদির্যস্ত বহুব্রী। পাণিনীয় একটী গণ। তৎপুরুষ সমাসে এই গণান্তর্গত শব্দ অপ্রাণিবাচক। শব্দের উত্তরবর্ত্তী হইলে তাহার আদি উদাত্ত হয়। চূর্ণ, করীষ, করিষ, শাকিন, শাটক, দ্রাক্ষা, তুস্ত, কুন্দম, দলপ, দলপ, চমসী, চক্কন ও চৌল ইহাদিগকে চূর্ণাদিগণ বলে। (পা ৬।২।১৩৪)

চূর্ণি (স্ত্রী) চূর্ণয়তি খণ্ডয়তি শতসহস্রপণ্ডিতানাং তর্কং চূর্ণ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৭।) ১ পতঞ্জলিকৃত পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য। "চূর্ণিভাগুরিবাভটাঃ।" (ব্যা° কা°) ২ শতসংখ্য কপর্দ্দক, একশত কড়ি। (সি° কৌ° উণাদিবৃত্তি।) ৩ কার্ষাপণ, পুরাণপরিমিত কপর্দ্দক। চূর্ণ-ভাবে ইন্। ৪ চূর্ণন, গুড়ন।

চূর্ণিকা (স্ত্রী) চূর্ণোঽস্ত্যস্ত চূর্ণ-ঠন্-টাপ্। সক্তু, ছাতু। (ভূরিপ্রয়োগ)

চূর্ণিকৃৎ (পুং) চূর্ণিং মহাভাষ্যং করোতি কৃ-ক্বিপ্। মহাভাষ্যকারক, পতঞ্জলি মুনি।

চূর্ণিত (ত্রি) চূর্ণ-কর্ম্মণি-ক্ত। যাহাকে চূর্ণ করা হইয়াছে।

চূর্ণিদাসী (স্ত্রী) চূর্ণৌ চূর্ণনে নিযুক্তা দাসী, মধ্যলো°। যে দাসীকে পেষণকর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। (শব্দার্থ-চি°)

চূর্ণিন্ (ত্রি) চূর্ণৈঃ সংসৃষ্টঃ চূর্ণ-ইনি। (চূর্ণাদিনিঃ। পা ৪।৪।২৩) চূর্ণনির্ম্মিত, যাহা চূর্ণ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

"চূর্ণিনোঽপুপাঃ।" (সি° কৌ°)

চূর্ণী (স্ত্রী) চূর্ণি-ঙীপ্। ১ কার্ষাপণ, পুরাণ (কাহণ) পরিমিত কপর্দ্দক। "অশীত্যুত্তরপরিমিতধেনুশতং দেয়ং তদশক্তৌ

চত্বারিংশৎপুরাণোত্তরচূর্ণীশতপঞ্চকং।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)
২ পতঞ্জলিপ্রণীত পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য। ৩ নদীবিশেষ।

চূর্ণীকৃত (ত্রি) অচূর্ণঃ চূর্ণঃ সম্পদ্যমানঃ কৃতঃ চূর্ণ-চ্বি-কৃ-ক্ত। যাহা চূর্ণ করা হইয়াছে, চূর্ণিত।
"সর্ব্বশ্চূর্ণীকৃতস্তত্র সমাংসাস্থিশিরাগুলুঃ।" (রামা° ৫।৩৯।৩১)

চূর্ত্তি (স্ত্রী) চর-ভাবে ক্তিন্ অত উত্বং। চরণ।

চূল (পুং) চোলয়তি পুনঃ পুনশ্ছেদনে হপি উন্নতো ভবতি চুল উন্নতৌ-ক পৃষোদরাদিত্বাদ্দীর্ঘঃ। যদ্বা চুর-কঃ রেফস্ত লকারঃ। কেশ, চুল। (অমর) "গৃহীতচূলকো বিপ্রো ম্লেচ্ছেন রজকাদিনা।" (মৎস্যসূক্ত ৩৮প°)

চূলা (স্ত্রী) চূড়া ডস্ত লঃ। ১ গৃহের উপরিস্থিত গৃহ, চিলেঘর। (শব্দার্থচি°) ২ চূড়া।

চূলিক (ক্লী) চোলয়তি ভর্জনসময়ে সমুন্নতো ভবতি চুল-ণ্বুল্ নিপাতনে সাধু। ঘৃতপক্ক গোধূমপিষ্টক, লুচি। (শব্দার্থচি°)

চূলিকা (স্ত্রী) চূলিক্-টাপ্। ১ হস্তীর কর্ণমূল। ২ নাটকের অঙ্গবিশেষ। নাটকের লক্ষণানুসারে অঙ্কে অদর্শনীয় কতকগুলি বিষয়, অর্থোপক্ষেপক দ্বারা প্রকাশিত হয়। যে স্থলে যবনিকার মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণের দ্বারা কোন বিষয়ের সূচনা করা হয়, সেই অর্থোপক্ষেকের নাম চূলিকা।
"অন্তর্জবনিকাসংস্থৈঃ সূচনার্থস্ত চূলিকা।"
উদাহরণ যথা—বীরচরিতে চতুর্থাঙ্কস্যাদৌ "ভো ভো বৈমানিকাঃ প্রবর্ত্তন্তাং রঙ্গমঙ্গলানীত্যাদি" রামেণজিতঃ পরশুরামঃ।" ইতি নেপথ্যে পাত্রৈঃ সূচিতং।
সংস্কৃত নাটকের লক্ষণানুসারে যুদ্ধাদি ঘটনা অঙ্কে অভিনয় করিতে নাই। এই কারণে বীরচরিতের চতুর্থ অঙ্কের প্রথমে পরশুরামের সহিত রামচন্দ্রের যুদ্ধ অভিনয় না করিয়া নেপথ্যস্থিত অভিনেতাগণের বাক্যেই প্রকাশিত করা হইয়াছে। অতএব এই অর্থোপক্ষেপকটীকে চূলিকা বলা যাইতে পারে। [নাটক দেখ।] ৩ মোরগের মাথার ঝুঁটি। ৪ জৈনদিগের দৃষ্টিবাদের এক অংশ।

চূলিকাবটী, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির চতুর্গুণ জয়পাল। ভীমরাজ বা কেশুরিয়ার রসে এবং মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, উদরী, কামলা, পাণ্ডুরোগ, আমবাত, হলীমক, ভগন্দর, কুষ্ঠ, প্লীহা, গুল্ম প্রভৃতি রোগ শান্তি হয়।

চূলিকোপনিষদ্ (স্ত্রী) অথর্ব্ববেদীয় একখানি উপনিষদ্।

চূলিন্ (ত্রি) চূড়া অস্ত্যস্ত চূড়া ইনি ডস্ত লঃ। ১ চূড়াযুক্ত, যাহার চূড়া আছে।
"মৌলৌ চঞ্চলচূলিনী তিলকিনী ভালে মুখে হাসিনী।"
(গোপীনাথপুরের শিলাপ্রশস্তি)
(পুং) ২ এক ঋষি। রূপবতী গন্ধর্ব্বকুমারী সোমদার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ঋষিঠাকুর তাহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন। তাহাতেই গন্ধর্ব্বকুমারী একটী পুত্ররত্ন লাভ করেন। তাহার নাম ব্রহ্মদত্ত। (রামা° বালকা° ৩৩ অঃ) [সোমদা ও ব্রহ্মদত্ত দেখ।]

চূষণীয় (ত্রি) চূষ-কর্ম্মণি-অনীয়র্। আস্বাদনীয়, যাহা আস্বাদন করা হইবে বা আস্বাদনের যোগ্য।

চূষা (স্ত্রী) চূষ্যতে পীয়তে পৃষ্ঠমাংসেন দর্শনাবিষয়তাং নীয়তে চূষ-ষঞর্থে-ক-টাপ্। হস্তীর মধ্য বন্ধনরজ্জু, যাহা দ্বারা হাতীর মধ্যভাগ বন্ধন করা হয়, ইহার অপর নাম কক্ষ্যা, চলিত কথায় কাছদড়ি বলে। (অমর) চূষ-ভাবে অঙ্ টাপ্। চূষণ।

চূষিত (ত্রি) চূষ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ আস্বাদিত, যাহা চূষণ করা হইয়াছে। (ক্লী) চূষ-ভাবে-ক্ত। ২ চূষণ, আস্বাদন-।

চূষী (দেশজ) শিশুদের একপ্রকার খেলানা, বালকেরা ইহা মুখে পুরিয়া চুষিয়া থাকে বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

চূষ্য (ত্রি) চূষ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ। পেয়বিশেষ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ লাগাইয়া যাহা পান করিতে হয় তাহাকে চূষ্য বলে, চোষণীয়, যাহা চুষিয়া খাইতে হয়। "প্রাপ্তির্ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যপেয়চূষ্যাভ্যবহার্য্যাণাং।" (ভারত শল্য ১৯১ অঃ)

চূস্ত (দেশজ) ফলাদির অসার ভাগ, যেমন কাঁটালের ভূতি।

চেঁউড় (দেশজ) জন্তুবিশেষের চরণ, যাহাতে ক্ষুর থাকে।

চেঁচাচেঁচি (চীৎকার শব্দজ) একাধিক লোকের চীৎকার, উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান।

চেঁচান (দেশজ) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা।

চেঁচানি [চেঁচান দেখ।]

চেঁচুয়া (দেশজ) এক জাতীয় ঘাস।

চেঁচুক (দেশজ) একপ্রকার ঘাস।

চেঁট (দেশজ) লিঙ্গ।

চেঁড় (দেশজ) এক প্রকার মাছ।

চেকিত (ত্রি) কিৎ যঙ্ লুক্-অচ্। ১ অতিশয় বাসনা ও জ্ঞানযুক্ত। (পুং) ২ ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনীয় গর্গাদি গণান্তর্গত, গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর যঞ্ হইয়া থাকে।

চেকিতান (ত্রি) কিত যঙ্লুক্ তাচ্ছিল্যে চানশ্। ১ অত্যন্ত জ্ঞানযুক্ত। (পুং) ২ মহাদেব।
"রুদ্রমীশানমৃষভং জিষ্ণুং শম্ভুং কপর্দ্দিনম্।
চেকিতানং পরং যোনিং তিষ্ঠতোগচ্ছতশ্চ হ॥"(ভারত ৭।২০১ অঃ)

৩ দ্বাপরযুগের একজন ক্ষত্রিয় রাজা, ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবের পক্ষে সহায়তা করিয়াছিলেন।

"ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।" (গীতা ১ অঃ)

চেক্নাই, বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত পাবনা জেলার একটী নদী। যে সকল স্থান দিয়া ইহা প্রবাহিত তন্মধ্যে আটটী স্থানে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মৎস্য ধরিবার ব্যবসা চলিতেছে।

চেক্রিয় (ত্রি) পরিশ্রমী, কার্য্যকুশল।

চেগাপাখী, পক্ষীবিশেষ। ইহার মাথার উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু লম্বালম্বী একটী হরিদ্রাভ শাদা ডোরাকাটা, চক্ষের উপর দুইটী রেখা, একটী কৃষ্ণাভ কটা অপরটী হরিদ্রাভ, পৃষ্ঠ এবং কণ্ঠদেশে মখমলের রঙ, পাঁশুটে ও গিরিমাটীর মত অঙ্কিত; পাখার নিম্নভাগ কৃষ্ণাভ কটা, কিনারায় লালচে শাদা ডোরা। ইহার কৃষ্ণবর্ণ শক্ত পালক লেখনীরূপে ব্যবহৃত হয়। দাড়ি এবং গলা শাদা; গাল, ঘাড় এবং বুকের উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত; পাঁজরার উপর শাদা এবং কালা ডোরা; বক্ষের নিম্নভাগ এবং তলপেট শাদা; পুচ্ছ কাল, কিন্তু ইহার কোন কোন অংশে শাদা দাগ থাকে, ঠোঁট লালচে কটা; কটা পা ধূসরাভ সবুজ। এই পাখী এক একটা ১১ হইতে ১২ ইঞ্চি লম্বা হয়। ভারতবর্ষে এই পক্ষী শীতকালে দেখা যায়। জলাভূমিতে, প্লাবিত ধান্যক্ষেত্রে, ঝিল, পুষ্করিণী এবং নদীতে অবস্থিত করে। কৃমি এবং জলীয় কীট ইহাদের খাদ্য। ইহারা বংশীর ন্যায় ধ্বনি করিয়া বায়ুর বিপরীত দিকে উড়িয়া যায়।

চেগো, মলবারবাসী একপ্রকার নীচ জাতি। ইহারা খেজুর নারিকেল প্রভৃতি গাছ হইতে তাড়ি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এইরূপ প্রবাদ যে চেগোগণ সিংহল হইতে আসিয়াছে। ইহারা বলে যে চেরুম্ পেরুমল রাজার রাজত্ব কালে তাঁহার রাজ্যে এক ধোপানী বাস করিত। একদা সে কাপড় কাচিতে কাচিতে কাপড়ের অন্য দিক্ ধরিবার জন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রতিবেশী আজারি অর্থাৎ সূত্রধরের কন্যাকে ডাকিল। বালিকা সমাজের নিয়ম জানিত না, সুতরাং ধোপানীকে সাহায্য করিল। ইহার অনতিকাল পরেই একদিন ধোপানী ঐ প্রতিবেশী আজারির গৃহে প্রবেশ করিল। আজারী ইহাতে মহাক্রোধান্ধ হইলে ধোপানী বলিল, তোমার জাতি গিয়াছে, এখন তুমি আমাদের সমজাতীয়; তোমার কন্যা আমার সঙ্গে কাপড় কাচিয়াছে। আজারী ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ধোপানীকে মারিয়া ফেলিল। এই ঘটনা চেরুম্ পেরুমলের কর্ণগোচর হইলে রাজদণ্ডভয়ে সমস্ত আজারীগণ পলাইয়া কাণ্ডির রাজার আশ্রয় লইল। চেরুম্ পেরুমল তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্য কাণ্ডিরাজের নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু আজারীগণ, ফিরিয়া আসিলে কি জানি রাজা কি করেন এই ভয়ে কাণ্ডিরাজের নিকট দুইজন চেগো অর্থাৎ সৈনিক প্রার্থনা করিল। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন তোমাদের রক্ষার মূল্য স্বরূপ তোমরা চেগো ও উহাদের বংশধরদিগকে বিবাহশ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল দিবে। তদনুসারে দুইজন চেগো সস্ত্রীক মলবারে আসিয়া বাস করে। বর্ত্তমান চেগোগণ উহাদেরই বংশধর। অদ্যাপি আজারীগণ প্রাচীন প্রথামত বিবাহাদিতে চেগোদিগকে তণ্ডুল দিয়া থাকে। কোন আজারী নিতান্ত অসমর্থ হইলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাউল চেগোকে দিয়া তাহার অনুমতি লইয়া ফিরিয়া আনে, তথাপি নিয়ম ভঙ্গ করে না। যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময় ইহারা রাজার পক্ষে যুদ্ধ করে। তাড়ি প্রস্তুতই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত চেগো ও তোয়েন্ চেগো। উইলসন সাহেব যে চেগাবান্ বা চেকাবান্ নামক নীচ জাতির বিষয় লিখিয়াছেন তাহারা বোধ হয় এই চেগো জাতিই হইবে।

চেঙ্গ (দেশজ) এক জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য। ইহারা লম্বায় এক একটা একহাত দেড়হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহাদের নিম্নের চুয়ালের দন্তশ্রেণী সূচাল। মাথার উপরকার আঁইষ বড় বড়, কিন্তু বাঁকাচোরা। আঁইষগুলি সারি সারি স্থাপিত আছে। নাসিকা হইতে পৃষ্ঠদেশের ডানা পর্য্যন্ত ১৮ হইতে ২০ সারি দাঁত আছে। চক্ষু হইতে কাণ্কা পর্য্যন্ত ৯টী সারি। অন্যান্য স্থানের আঁইষ বিভিন্ন প্রকারে স্থাপিত। ইহার উপরকার বর্ণ কৃষ্ণাভ ফ্যাকাশে, নিম্নের বর্ণ শাদাটে বা হরিদ্রাভ। গাল এবং মুখের নিম্নের দিকে ধূসর ডোরা অঙ্কিত। অন্যান্য স্থানে নানাবর্ণের ডোরা এবং দাগ আছে।

এই মৎস্য ভারতবর্ষের জলাশয় সকলে পাওয়া যায়। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও দৃষ্ট হয়। ইহারা জলা এবং ঘাসপূর্ণ পুষ্করিণীতে থাকিতে ভালবাসে।

চেঙ্গড়া (দেশজ) ১ অপরিণত বুদ্ধি, অপ্রবীণ, অর্ব্বাচীন। ২ বংশরচিতপাত্রবিশেষ।

চেঙ্গড়ামি (দেশজ) অপরিণত বুদ্ধির কার্য্য।

চেঙ্গমা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সালেম্ ও দক্ষিণ অর্কাড় জেলা মধ্যবর্ত্তী একটী গিরিবর্ত্ম। ইহার প্রকৃত নাম তিঙ্গরীকোট বা সিঙ্গরীকোট। অক্ষা° ১২° ২১′ হইতে ১২° ২৩′ ৪৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫০′ হইতে ৭৮° ৫২′ ৫৫″ পূঃ। কর্ণাট প্রদেশ হইতে বারমহলে যাইবার পথে অবস্থিত বলিয়া এখানে অনেক প্রসিদ্ধ যুদ্ধাদি হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খৃঃ

অব্দে মকদুমআলি এই পথ দিয়া কর্ণাটে প্রবেশ করেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে হায়দর আলী বৃটীশ সৈন্যের অনুগমন করিতে গিয়া এইখানে পরাজিত হন। ইহার দুই বৎসর পরে মহিসুরের সৈন্য চেঙ্গমা দিয়া ফিরিয়া আসে, এবং ১৭৮০ খৃঃ অব্দে এই পথ দিয়া জেনারেল বেলিকে পরাজয় করিতে গমন করে। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে টিপু এই পথ দিয়া ইংরাজাধিকৃত কর্ণাট আক্রমণ করেন। তাহার পর আর কেহ কর্ণাট আক্রমণ করে নাই।

চেঙ্গারি (দেশজ) বংশশলাকা নির্ম্মিত পাত্র।

চেঙ্গুয়া (দেশজ) একরকম মৎস্য। (Gobius Boddarti)

চেঞ্চু একটী প্রাচীন জনপদ। গাজিপুর নগরের নিকটস্থ গঙ্গানদীর তীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কানিংহাম্ সাহেব অনেক ইটের ঢেলা এবং পুরাতন মাটীর পাত্র পাইয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, এখানে চেঞ্চু রাজধানী ছিল। কিন্তু, কারলেলে সাহেব বলেন যে, জমানিয়া তহসিলের অন্তর্গত উধারণপুর গ্রামই প্রাচীনকালে চেঞ্চু রাজত্বের রাজধানী ছিল। তিনি এখানে প্রাচীন অট্টালিকার বিস্তর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছেন এবং তাঁহার মতে উধারণপুর সংস্কৃত যুদ্ধরণপুরের অপভ্রংশ মাত্র। চেঞ্চুর অর্থ—যুদ্ধ বিজয়ীর রাজধানী এবং যুদ্ধারণপুরেরও এই তাৎপর্য্য। চীনদেশের বিখ্যাত পর্য্যটক হিউএনসিয়াং এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন।

চেট (পুং) চেটন্তি প্রেরয়তি চিট-অচ্। ১ দাস, ভৃত্য।

"শৃঙ্গারস্য সহায়া বিটচেট বিদূষকাদ্যাঃ স্যুঃ।" সাহিত্যদ°।

২ পতি। ৩ ভাঁড়, উপনায়কবিশেষ। (দেশজ) ৪ পুরুষের উপস্থেন্দ্রিয়। ৫ সিংহলের রাজা বাসবের প্রধানা মহিষী। ইনি পূর্ব্বে বাসবের মাতুলানী ছিলেন। বাসবের মাতুল সিংহলরাজ শুভের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বাসব আবার মাতুলের অধীনে কার্য্য করিতেন। রাজা যশস্তাল এই ভবিষ্যবাণী করেন যে বাসব নামক এক ব্যক্তি সিংহলের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। রাজা শুভ তাহাতে সশঙ্কিত ছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সিংহলদ্বীপের মধ্যে বাসব নামে যত লোক ছিল, সকলকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় যে উল্লিখিত সৈন্যাধ্যক্ষ বিবেচনা করিলেন যে তাহার ভাগিনেয় বাসবকে রাজার হস্তে সমর্পণ করা উচিত। স্ত্রীর সহিত এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া তিনি বাসবকে লইয়া রাজবাটীতে গমন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বাসবের হস্তে কএকটী পাণ দিলেন, কিন্তু ইহাতে চূণ দিলেন না। যখন তাঁহারা রাজবাটীর কটকের নিকটে উপস্থিত হইলেন, উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বাসবের নিকট হইতে পাণ লইলেন। কিন্তু তাহাতে চূণ না থাকায় বালককে চূণের জন্য তাঁহার স্ত্রীর কাছে পাঠাইলেন। বাসবের জীবনরক্ষার জন্যই চেট এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন তাহাকে দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করিলেন। পরে গুপ্ত অভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া তাহাকে পলায়ন করিতে বলিলেন এবং তাঁহার খরচের জন্য তাঁহাকে কিছু টাকা দিলেন।

বাসব মহাবিহারে গিয়া তথাকার কএক দল বৌদ্ধ পুরোহিতের আশ্রয় লইলেন। এখানে তাঁহার মনে রাজসিংহাসন পাইবার আশা বলবতী হইল। তিনি যুদ্ধ অভিপ্রায়ে লোক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সাহায্যে নিকটস্থ কএকটী গ্রাম হস্তগত করিলেন। পরে অগ্রসর হইয়া একটীর পর আর একটী স্থান জয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজধানী আক্রমণ করিয়া রাজাকে পরাভূত ও নিহত করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার মাতুলও হত হইলেন। বাসব তাঁহার মাতুলানীর উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রধানা রাজমহিষীরূপে বরণ করিলেন।

চেটরাণী একটী উৎকৃষ্ট স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে একটী ছাদ ও গৃহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা চেটবিহার নামে অভিহিত হইয়াছিল।

৬ উপপতি, সন্ধানদক্ষনায়ক। (রসময়)

চেটক (পুং) চিট-ণ্বুল্। দাস, ভৃত্য।

চেটা (দেশজ) খর্জ্জুর বা তালপত্রে নির্ম্মিত আসন, চেটাই।

চেটাই (দেশজ) খর্জ্জুর বা তালপত্রনির্ম্মিত আসন, চেটা।

চেটাল (দেশজ) বিস্তৃত, চওড়া।

চেটিকা (স্ত্রী) চেটক-টাপ্ অত ইত্বং। ১ দাসী। ২ উপনায়িকাবিশেষ। "অঙ্গীকুর্ব্বন্ স তন্মূঢ়শ্চেটিকাভিঃ প্রবেশিতঃ।"

(কথাসরিৎ ৪।৫১)

চেটী (স্ত্রী) চেট-ঙীপ্। দাসী। (হেম°)

"প্রেষ্যাশ্চেট্যশ্চ বধ্বশ্চ বলস্থাশ্চাপি শতশঃ।" (রামা° ২।৯১।৬৪)

চেড় (পুং) চেটতি পরপ্রেষ্যত্বং করোতি চিট্-অচ্ টস্য ডত্বং। দাস, ভৃত্য। (অমরটীকা রমানাথ)

চেড়ক (পুং) চেটতি পরপ্রেষ্যত্বং করোতি চিট-ণ্বুল্ টস্য ডত্বং। দাস, ভৃত্য। (অমরটী°)

চেড়া (দেশজ) ১ দুই খণ্ড করা। ২ দ্বিখণ্ডিত, যাহা দুইখণ্ড করা হইয়াছে।

চেড়াচেড়ি (দেশজ) বার বার চেড়া।

চেড়ান (দেশজ) দুইখণ্ড করান।

চেড়িকা (স্ত্রী) চেড়ক-টাপ্, অত ইত্বং। দাসী। (ত্রিকাণ্ডশেষ ...)

চেড়ী (স্ত্রী) চেড়-ঙীপ্। দাসী। (অমরটী°)

চেৎ (অব্য) চিৎ-বিচ্ তস্য লোপঃ। ১ যদি।

"অন্তর্ব্বায়কং সর্ব্বামিতি চেদন্তর্ব্বারণম্।

ছুটিত্বন্তাত্বতাং রক্তু স্থিটমেবহি তদ্ভবেৎ।" (পঞ্চদশী ৬।৪২)

২ পক্ষান্তর। (অমর) ৩ যে স্থলে সন্দেহ নাই, সেই স্থলেও সন্দেহ কথন। -

"সত্যঞ্চেদ্‌গুরুবাক্যমেব পিতরো দেবাশ্চ চেদ্‌যোগিনী।

প্রীতা চেৎপরদেবতা চ যদিচেদ্ বেদাঃ প্রমাণং হি চেৎ॥

শাক্তীয়ং যদি দর্শনং ভবতি চেদাজ্ঞাপ্যমোঘাস্তিচেৎ।

স্বাতন্ত্র্যা অপি কৌলিকাশ্চ যদি চেৎস্তান্মে জয়ঃ সর্ব্বদা॥"

(শব্দার্থচিন্তামণিধৃত তন্ত্র) [চেদ্ দেখ।]

চেৎবাই, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মলবার জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম বাদানপল্লী নগরের একটী অংশ। খাড়ীর শেষে অবস্থিত বলিয়া পূর্ব্বে এই স্থান বাণিজ্য জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজগণ সামরীরাজের নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লয় ও এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পাপিনীপত্তম্ প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করে। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে হায়দরআলী সমস্ত জেলা আক্রমণ করিয়া সেই দুর্গ অধিকার করে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইলে উহা কোচিন-রাজকে প্রদত্ত হয়, অবশেষে ১৮০৫ খৃঃ অব্দে কোম্পানি এই স্থান খাস করিয়া লন।

চেৎসিংহ, কাশীর একজন বিখ্যাত রাজা। ইনি সাহসী ও তেজস্বী ছিলেন এবং রাজনীতিতে ইহার অভিজ্ঞতা ছিল। যে সময়ে মোগলরাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়, সেই সময়ে বারাণসী প্রদেশ অযোধ্যার নবাবের অধীনে আইসে। তখন বলবন্ত-সিংহ এই প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। দিল্লীর পাদশাহ মহম্মদ-শা তাঁহার পিতা মনসারামকে যে রাজ-উপাধি প্রদান করেন, তিনি সেই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত অযোধ্যার নবাবের যুদ্ধের সময়ে, বলবন্তসিংহ অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া কোম্পানির সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এই বিগ্রহ শেষ হইলে নবাবের সহিত কোম্পানির যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তন্মধ্যে এই কথাটী লেখা ছিল যে, তিনি পুনরায় অযোধ্যার নবাবের অধীনে থাকিবেন, কিন্তু পূর্ব্ব অধিকৃত জমিদারী তিনি অবিবাদে ভোগ করিবেন এবং যে পরিমাণে রাজস্ব দিয়া আসিয়াছেন সেই পরিমাণেই রাজস্ব দিবেন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বলবন্তসিংহ স্বর্গারোহণ করিলে, অযোধ্যার নবাব তাঁহার পুত্র চেৎসিংহকে তাঁহার পিতৃপদে অভিষিক্ত হইবার সনন্দ দিতে সম্মত হইলেন না। চেৎসিংহ ইহা অবগত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু আত্মীয়গণের পরামর্শে শান্তভাব ধারণ করিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃপদ পাইবার জন্য নবাবকে বিনীতভাবে একখানি আবেদনপত্র পাঠাইয়া দিলেন, এবং নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে, তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য, বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমগ্র চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে, তিনি ইংরাজ-দিগের শরণাগত হইলেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের অনুরোধে, নবাব সুজাউদ্দৌলা ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে চেৎসিংহকে কাশীর রাজত্ব প্রদান করেন, তবে কিয়ৎপরিমাণে রাজস্ব বাড়াইয়া দেন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পাইলেন। তাঁহারা সুজাউদ্দৌলার পুত্র আসফস্উদ্দৌলার সহিত একটী নূতন সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই সন্ধির একটী ধারা অনুসারে চেৎসিংহ কোম্পানির অধীনে আসিলেন। চেৎসিংহ রাজনীতিকুশল ছিলেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহে-বকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে যে তিনি তাঁহার প্রভুত্ব বাড়াইতে পারিবেন, তাঁহার ইহা খুব বিশ্বাস ছিল এবং এই জন্য তিনি সাধ্যমতে হেষ্টিংস্ সাহেবের আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ সাহেবও তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন। চেৎসিংহ সুযোগ বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে কোম্পানির নিকট হইতে এক একটী ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া নিজের নামে সিক্কা চালাইতে লাগিলেন এবং কাশীপ্রদেশ মধ্যে শান্তি-রক্ষা, বিচার এবং জমিদারী সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিবার ভার তাঁহার হস্তগত হইল। কেবল নির্দ্ধারিত কর ২২,৬৬,১৮০৲ সিক্কা টাকা তাঁহাকে প্রতিবৎসর কোম্পানিকে দিতে হইত।

কিন্তু এ সদ্ভাব আর অধিক কাল রহিল না। চেৎসিংহ প্রভূত ক্ষমতা লাভ করায় অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ইংরাজগণের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তিনি নির্দ্ধারিত সময়ে রাজস্ব প্রদান না করাতে, কোম্পানির বিবাদভাজন হইলেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন—চেৎসিংহ নিয়মমতই রাজস্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ একদিকে মরাঠাদের সহিত এবং অপর দিকে ফরাসি-দের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের অর্থ এবং সৈন্যের প্রয়োজন হইল। তাঁহারা চেৎসিংহের নিকট হইতে পাঁচলক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। চেৎসিংহ যদিও মদোন্মত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ইংরাজদিগকে ভয় করিতেন। তিনি বিনীতভাবে হেষ্টিংস্ সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়া, তাঁহার অর্থাভাব জানাইলেন, কিন্তু হেষ্টিংস্ সাহেব তাহাতে কর্ণপাত না করায়, চেৎসিংহ টাকা দিতে সম্মত হইলেন, পর বৎসরে তাঁহার কাছে

পুনরায় পাঁচলক্ষ টাকা চাওয়া হয়। এবারেও তিনি টাকা দিতে সম্মত হন নাই এবং নানাপ্রকার আপত্তি করেন। হেষ্টিংস্ সাহেব একদল সৈন্য পাঠাইয়া চেৎসিংহকে এই টাকা দিতে বাধ্য করেন।

চেৎসিংহ মনে মনে বুঝিলেন যে, ইংরাজগণ তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের ক্রোধ শান্তির জন্য তিনি লালা সদানন্দকে হেষ্টিংস্ সাহেবের কাছে পাঠাইলেন এবং তাঁহার দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টিংস্ সাহেব বলিলেন যে, যদি তিনি বিনা আপত্তিতে আরো পাঁচলক্ষ টাকা প্রদান করেন, তাহা হইলে চেৎসিংহের পূর্ব্বকার ত্রুটী ক্ষমা করা হইবে। সদানন্দ চেৎসিংহকে এই আদেশ জানাইলে, তিনি সে সময়ে এই টাকা দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহার পরে অঙ্গীকারপূর্ণ করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। চেৎসিংহের কার্য্য দেখিয়া হেষ্টিংস্ সাহেব বিরক্ত হইলেন এবং টাকা আদায়ের জন্য তাঁহার কাছে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

টাকা আদায় হইল বটে, কিন্তু বহুকাল অপেক্ষা করায় সৈন্যদিগকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দুইহাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইবার জন্য চেৎসিংহ আদেশ প্রাপ্ত হন। এই আদেশ পাইয়া চেৎসিংহ তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়া হেষ্টিংস্ সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তিনি এই পত্রে বুঝাইয়া দেন যে, সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার ১৩০০ মাত্র অশ্বারোহী আছে এবং শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদের আবশ্যক। হেষ্টিংস্ সাহেব সম্ভবতঃ চেৎসিংহের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কারণ তিনি প্রথমে ১৫০০ এবং তাহার পর ১০০০ মাত্র সৈন্য চাহিয়াছিলেন। চেৎসিংহ এই সৈন্য পাঠাইবার জন্য চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার ১৩০০ মাত্র অশ্বারোহী ছিল, সুতরাং ইহা হইতে ১০০০ সৈন্য পাঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। অবশেষে তিনি ৫০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০ পদাতিক সংগ্রহ করিয়া হেষ্টিংস্ সাহেবকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে অযোধ্যার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হেষ্টিংস্ সাহেব উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন। ইতিপূর্ব্বে, চেৎসিংহের অধিকারভুক্ত স্থান সকল ক্রয় করিবার জন্য নবাবের সহিত হেষ্টিংস্ সাহেবের পত্র লেখালেখি হইতেছিল। চেৎসিংহ এই অভিসন্ধির আভাস পাইয়া, স্বরাজ্য রক্ষার জন্য গবর্ণর জেনারেল সাহেবকে ২০ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু নবাবও ৫০ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া চেৎসিংহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছিল। চেৎসিংহ ইহাতে অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে যে ঘোর বিপদ উপস্থিত তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। হেষ্টিংস্ সাহেবের পদাবনত হওয়া ভাবী বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় বলিয়া স্থির করিলেন এবং এই নিমিত্ত তিনি বক্সরে গিয়া গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার অধিকারভুক্ত সমুদায়ই তিনি তাঁহার অর্থাৎ হেষ্টিংসের কার্য্যে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। এই বলিয়া তিনি তাঁহার মাথার পাগড়ী হেষ্টিংস্ সাহেবের পদে নিক্ষেপ করিলেন। এত করিয়াও চেৎসিংহ গবর্ণর জেনারেলের কৃপালাভ করিতে পারিলেন না। হেষ্টিংস্ সাহেব তাঁহাকে কোন আশ্বাস দিলেন না। অগত্যা চেৎসিংহকে বিদায় লইয়া যাইতে হইল। যখন হেষ্টিংস্ সাহেব ইংলণ্ডীয় মহাসভায়, তাঁহার চেৎসিংহ-সম্বন্ধীয় কার্য্য সমর্থন করেন, সেই সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, চেৎসিংহের টাকা দিবার প্রস্তাব অতি বিলম্বে পাওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ইহার পর চেৎসিংহের ঘোর বিড়ম্বনা উপস্থিত হইল।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্টে হেষ্টিংস্ সাহেব কাশীতে উপস্থিত হইলেন। চেৎসিংহ তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। পরদিন প্রাতে তথাকার রেসিডেন্ট মারখাম সাহেব চেৎসিংহের নিকট প্রেরিত হন। ইনি চেৎসিংহের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ এবং তাঁহার নিকট হইতে পাওনার বিষয় সম্বলিত একখানি কাগজ সঙ্গে লইলেন। এই কাগজখানি চেৎসিংহের হস্তে প্রদত্ত হইলে, তিনি সেই দিনেই প্রত্যুত্তর দিলেন, কিন্তু ইহা হেষ্টিংসের মনোমত হইল না। কেনই বা হইবে? তাঁহার কার্য্য ন্যায় কি অন্যায় হইয়াছে, হেষ্টিংস্ সাহেবেরও আর সে বিচার করিবার প্রয়োজন ছিল না। চেৎসিংহই বা কত টাকা দিতে পারেন? তিনি পূর্ব্বে ২০ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইহার উপর আরও ২ লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু ইহাতেও হেষ্টিংস্ সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে, হেষ্টিংস্ সাহেব রেসিডেন্ট সাহেবকে আদেশ করিলেন যে, তিনি শিবালয়ঘাটের দুর্গে গমন করিয়া চেৎসিংহকে বন্দী করিয়া দুইশত সৈন্য দুর্গ মধ্যে প্রহরী স্বরূপ রক্ষা করেন। মারখাম সাহেব সেই মত কার্য্য করিলেন। এইরূপে চেৎসিংহ আপনার প্রাসাদ মধ্যে বন্দী ভাবে রহিলেন।

চেৎসিংহ প্রজারঞ্জক ছিলেন। তাঁহার শান্তপ্রকৃতি এবং তাঁর সমস্ত বিচারপ্রণালীতে সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। বিশেষতঃ এক হিন্দুর চক্ষে রাজা দেবতাস্বরূপ, তাহার উপর আমার চেৎসিংহ নির্দোষ, সুতরাং এমন রাজার অপমান কে সহ্য করিতে পারে? কাশীধামে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। কেহ আর সুস্থির থাকিতে পারিল না। লোকে দলে দলে রাজপ্রাসাদে গমন করিতে লাগিল। কাশী-রাজ্যের সৈনিক পুরুষগণ কেল্লা আক্রমণ করিল। দুর্গটী দুর্ভেদ্য ছিল। দুইশত সেনা অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল শত্রুর আক্রমণ হইতে দুর্গ রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইংরাজরক্ষিত সেনা কর্তৃক কোন কাজই হইল না। তাহাদের সহিত বারুদ ছিল না। সুতরাং তাহারা আক্রমণকারীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। তাহারা একে একে শত্রুহস্তে নিহত হইল। এই সময়ে আর একদল ইংরাজসৈন্য বারুদ লইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তখন আক্রমণকারীরা দুর্গ অধিকার করিয়াছে। তাহারা জয়োল্লাসে উত্তেজিত হইয়া নবাগত সৈন্যগণকেও নিহত করিল। সর্বশুদ্ধ ২০৫ জন সেনা জীবন হারাইল। এই গোলমালের সময় চেৎসিংহ পলাইবার চেষ্টা করিলেন এবং তৎপক্ষে সুযোগও হইল। তখন বর্ষাকাল; সুতরাং গঙ্গার জল অধিক উচ্চে ছিল। তিনি তাঁহার পাগড়ির কাপড় কটিদেশে বাঁধিয়া একটী গবাক্ষদ্বার হইতে ঝুলিয়া পড়িয়া, একখানি নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেই নৌকাযোগে অপর পারে গমন করিলেন।

এই সময়ে হেষ্টিংস্ সাহেব মধুদাসের বাগানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, চেৎসিংহের জয়োন্মত্ত লোকগণ হেষ্টিংস্ সাহেবকে আক্রমণ না করিয়া রাজার সঙ্গে গমন করিল। রাজার লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তাহাদের শীঘ্র দমন করা আবশ্যক। তখন মেজর পোফাম সাহেবের অধীনে কতকগুলি সৈন্য ছিল। ইহার মধ্যে অধিকাংশ কাশীতে এবং অন্যাংশ মৃজাপুরে ছিল। এতদ্ভিন্ন রেসিডেণ্ট সাহেবের বাটীতেও কএকজন সৈন্য প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিল, হেষ্টিংস্ সাহেব স্থির করিলেন যে, কাশীস্থিত সৈন্যের সহিত মৃজাপুরের সৈন্য একত্র হইলে, পোফাম সাহেব অনায়াসে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিবেন। মৃজাপুরস্থিত সেনাধ্যক্ষকে তখনই পত্র লেখা হইল যে, তিনি তথাকার সৈন্যগণকে লইয়া রামনগরে আসিয়া অপেক্ষা করিবেন। উক্ত সেনাধ্যক্ষ এই আদেশ অনুসারে আগমন করিলেন। কিন্তু বুঝিবার ভ্রমেই হউক, কিম্বা নিজে গৌরব পাইবার আশাতেই হউক, তিনি, অন্য সেনার অপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার অধীনস্থ সেনাগণকে লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। বিদ্রোহীগণ জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইল। তাহারা নানাস্থান আক্রমণ করিতে লাগিল। এমন কি, গবর্ণর জেনারেলের বাসগৃহ আক্রমণ করিবে, এরূপ জনরবও চারিদিকে প্রচারিত হইল। তাহা হেষ্টিংস্ সাহেবও জানিতে পারিলেন। তিনি আপনাকে আর নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। অবশেষে চনারে প্রস্থান করিলেন।

বড়লাট ভয়ে কাশী ত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে প্রচার হওয়াতে, ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হইল। কেবল কাশীধামের লোক নহে, অযোধ্যা এবং বিহারের কোন কোন স্থানের লোকও চেৎসিংহের সপক্ষ হইয়া ইংরাজদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

এই বিপ্লবের সময়ে, চেৎসিংহ স্বয়ং ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। প্রত্যুত তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে, চেৎসিংহ হেষ্টিংস্ সাহেবকে কএকখানি পত্র লেখেন এবং তিনি যে নির্দোষ তাহা বুঝাইয়া দেন, কিন্তু হেষ্টিংস্ সাহেব এই সকল পত্রের কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই।

হেষ্টিংস্ সাহেব চনার হইতে সমরের আয়োজন করিলেন। পোফাম সাহেব অনেক সৈন্য লইয়া কাশী আক্রমণ করিলেন। চেৎসিংহ সৈন্য সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, প্রবল ইংরাজ সেনাগণকে পরাভব করা তাঁহার সাধ্যাতীত, তখন তিনি পলায়ন করিয়া প্রথমে লতিফপুরে এবং পরে তাহার রাজধানী হইতে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে বিজয়গড় নামক দুর্গে আসিলেন। এই দুর্গে তিনি তাঁহার প্রায় সমস্ত ধন রাখিয়া দিয়াছিলেন। পোফাম সাহেব তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহার সমভি-ব্যাহারে যতদূর সম্ভব ধন লইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে চেৎসিংহ মহারাজ সিন্ধিয়ার আশ্রয় লইয়া গোয়া-লিয়রে অবস্থিতি করিলেন।

চেৎসিংহ পলায়ন করিলে পর তাঁহার মাতাঠাকুরাণী কেল্লাতে ছিলেন। কেল্লা রক্ষা করিবার জন্য রাজসেনাগণ চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। যখন ইংরাজসেনাগণ বলিল যে, কেল্লা তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে, তখন রাজ-রাণী কেল্লা না ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। তবে ইংরাজদের সহিত এইরূপ কথা রহিল যে, রাজপরিজনবর্গের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করা হইবে না এবং গৃহে কোন প্রকার খানাতল্লাসী করা হইবে না।

ইহার পর হেষ্টিংস্ সাহেব চেৎসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া

তাঁহার ভগিনীপুত্র মহীপনারায়ণকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। তখন মহীপনারায়ণের বয়স অষ্টাদশ মাত্র।

চেৎসিংহ অনেক বৎসর গোয়ালিয়ারে বাস করিয়াছিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সেই স্থানে ভবলীলা শেষ হয়।

চেৎসিংহের কোন কোন বিষয়ে ক্রটী থাকিলেও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, হেষ্টিংস্ সাহেব তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহাতে ধন জন দিয়া কোম্পানির সাহায্য করিবার কোন কথা ছিল না, অথচ জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উভয়ই লওয়া হইয়াছিল। হেষ্টিংসের আদেশ পালন করিতে বিলম্ব হওয়ায় অথবা তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি বন্দী হইলেন এবং অবশেষে রাজ্য হারাইলেন। চেৎসিংহ যেমন সদাচরণ দ্বারা প্রজাগণকে সুখে রাখিয়াছিলেন, নগরকে সুদৃঢ় করিবার জন্য সেইরূপ যত্নবান ছিলেন। শিবালয়ঘাটের নিকটস্থ দুর্গ এবং রামনগরের দুর্গের পূর্ব্বদিক্ ও মুরচা কএকটী তাঁহার আজ্ঞায় প্রস্তুত হয়। কাশীতে প্রতিবৎসর যে বুড়ামঙ্গল-মেলা হইয়া থাকে, প্রজাগণের মনোরঞ্জনের জন্য তিনিই তাহা আরম্ভ করেন।

চেতকী (স্ত্রী) চেতয়তি উন্মীলয়তি বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়াণি চিত-ণিচ্-ণ্বুল্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ হরীতকী। (অমর) ২ সপ্ত প্রকার হরীতকীর মধ্যে একপ্রকার হিমাচলোৎপন্ন তিনটী শিরাযুক্ত হরীতকী। ভাবপ্রকাশের মতে চেতকী দুই প্রকার শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। শুক্লবর্ণ চেতকী আয়তনে প্রায় ৬ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ চেতকী আয়তনে ১ অঙ্গুলির অধিক হয় না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চেতকী হরীতকী বৃক্ষের ছায়াতে গমনাগমন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ভেদ হইতে থাকে। চেতকী হাতে ধারণ করিলে প্রবলবেগে ভেদ হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নাই। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ বা ঔষধবিদ্বেষী রোগীর পক্ষে চেতকী প্রশস্ত সুখ-বিরেচন। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১ম ভাগ) [ইহার অপর বিবরণ হরীতকী শব্দে দ্রষ্টব্য।] ৩ জাতিফুল। (রাজনি°)

চেতন (পুং) চেততি জানাতি চিৎ-কর্ত্তরি ল্যু। ১ আত্মা, জীব। ২ পরমেশ্বর। (হেম°)

"চেতনা চেতনাভিদা কূটস্থাজকৃতা নহি।
কিন্তু বুদ্ধি কৃতাভাস কৃতৈবেত্যব গম্যতাম্।" (পঞ্চদশী ৬।৪৫)

[ইহার বিস্তৃত বিবরণ চৈতন্য শব্দে দ্রষ্টব্য।] ৩ মনুষ্য। (রাজনি°) ৪ প্রাণী, যাহার জীবন আছে। (অমর) (ত্রি) চেতনং চৈতন্যং বিদ্যতেহস্য চেতন-অচ্ (অর্শ আদিভ্যোহচ্। পা ৫।২।১২৭।) ৫ প্রাণযুক্ত, চেতনাবিশিষ্ট।

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।" (মেঘদূত পূর্ব্ব° ৫)

চেতনকী (স্ত্রী) চেতনং করোতি চেতন-কৃ-ড-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। হরীতকী। (রাজনি°)

চেতনতা (স্ত্রী) চেতনস্য ভাবঃ চেতন-তল্-টাপ্। চৈতন্য, চেতনের ধর্ম্ম। "দেহশ্চেতনতামিয়াৎ।" (বালব° ৭)

চেতনত্ব (ক্লী) চেতনস্য ভাবঃ চেতন-ত্ব। চেতনতা, চৈতন্য।

চেতনা (স্ত্রী) চিৎ যুচ্-টাপ্। ১ বুদ্ধি। (অমর) "প্রধান-কালাশয়ধর্ম্মসংগ্রহে শরীর এষ প্রতিপদ্যচেতনাম্।" (ভাগবত ৪।২১।৩৪।) ২ মনের বৃত্তিবিশেষ, জ্ঞান।

"ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।" (গীতা ১৩।৬) 'জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ' (শ্রীধর।) ৩ চৈতন্য। ৪ চিত্তবৃত্তিবিশেষ, স্বরূপ জ্ঞানব্যঞ্জক, প্রমাণের অসাধারণ কারণ। (শব্দার্থচি°)

চেতনাবৎ (ত্রি) চেতনা বিদ্যতেহস্য চেতনা মতুপ্ মস্য বঃ। চেতনাযুক্ত, যাহার চেতনা আছে।

"চেতনাবৎসু চৈতন্যং সর্ব্বভূতেষু পশ্যতি।" (ভারত ১৪ প°)

চেতিয়া, বনারস বিভাগের অন্তর্গত গাজিপুর জেলায় নারায়ণপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামের ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে, গঙ্গার উত্তরতীরে দুইটী স্তূপ আছে। ইহা চেতিয়া এবং অম্বিকোট বা অম্বিরিখ নামক দুইটীর ভগ্নাবশেষ। অম্বিকোটের স্তূপ একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কথিত আছে যে, অম্বিঋষি এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এস্থান চেরু রাজার অধীনে ছিল।

চেতনীয় (ত্রি) চিত-অনীয়র্। জ্ঞেয়।

চেতনীয়া (স্ত্রী) চেতনায়ৈ হিতা চেতনা-ছ। ঋদ্ধি নামক ঔষধ। (রাজনি°)

চেতয় (ত্রি) চেতয়তি চিত নিচ্-শ (অনুপসর্গাল্লিম্পবিন্দধারি-পারিবেদ্যুদেজিচেতিসাতিসাহিভ্যশ্চ। পা ৩।১।১৩৮) চেতনাযুক্ত।

চেতয়িতব্য (ত্রি) যাহা চেতনাযুক্ত করা হইবে, চেতনীয়।

"চিত্তং চেতয়িতব্যং।" (প্রশ্নোপনি° ৪।৮)

চেতয়িতৃ (ত্রি) চিত-ণিচ্-তৃচ্। চেতনাযুক্ত।

চেতৃ (ত্রি) চি-তৃচ্ যদ্বা চিত-তৃচ্ নিপাতনে সাধু। ১ চেতনাযুক্ত।

"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" (শ্বেতাশ্ব° উপ° ৬।১১)

[বৈ] ২ হিংসক, যে হিংসা করে।

"ইমে চেতারো অনৃতস্য ভূরের্মিত্রোহর্য্যমা বরুণোহি সন্তি।" (ঋক্ ৭।৬০।৫) "চেতারো হন্তারঃ" সায়ণ।

চেতব্য (ত্রি) চি-তব্য। চয়নীয়, যাহা সংগ্রহ করা উচিত।

চেতস্ (ক্লী) চিত্যতে জ্ঞায়তে অনেন চিত-অসুন্। ১ চিত্ত। (অমর)

"চেতোনলং কাময়তে মদীয়ং।" (নৈষধচরিত) ২ মন। নৈয়ায়িক মতে অণুপরিমাণ মনকেই চিত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, ইহাদ্বারা সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি কতকগুলি আত্মধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়। [মনস্ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ বুদ্ধিতত্ত্ব। সাংখ্যমতে বুদ্ধিতত্ত্বেই জ্ঞানাদি স্বীকার করা হয় ও তাহাকেই স্থলবিশেষে চিত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, অন্তঃকরণের অতিরিক্ত চিত্ত নামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। [বুদ্ধি ও মহত্তত্ত্ব দেখ।] ৪ বৃত্তবিশেষ। (নিঘণ্টু) (ত্রি) চিত কর্ত্তরি অসুন্। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। ৫ জ্ঞাতা, যে জানে। (ক্লী) চিত-ভাবে অসুন্। ৬ চৈতন্য। ৭ প্রজ্ঞা। (বোপদেব ৬।৬২)

চেতসক (পুং) [বহু] একটী জনপদ।

চেতসিংহ [চেৎসিংহ দেখ।]

চেতান (চেতন শব্দজ) চৈতন্যযুক্ত, জ্ঞানবিশিষ্ট।

চেতানি (দেশজ) উত্তেজনা।

চেতিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন চেতয়িতা চেতয়িতৃ-ইষ্ঠন্। অতিশয় চৈতন্যযুক্ত, চেতয়িতৃপ্রধান।

"চেতিষ্ঠোবিশামুষর্ভুৎ।" (ঋক্ ১।৬৬।১০)

'চেতিষ্ঠো অতিশয়েন চেতয়িতা।' (সায়ণ)

চেতিত (ত্রি) চিৎ-ণিচ্-ক্ত। জ্ঞাপিত, যাহা জানান হইয়াছে।

চেতোংশু (পুং) চেতসশ্চৈতন্যস্যাংশুরিব। জীব। বেদান্ত মতে জলগত বা জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় পুরুষের প্রতিবিম্ব বা আভাসকে জীব বলা হয়; অতএব বৈদান্তিকেরা জীবকে চেতোংশু নামে উল্লেখ করেন। [জীব দেখ।]

চেতোজন্মন্ (পুং) চেতসি জন্ম যস্য বহুব্রী। ১ কামদেব, কন্দর্প।

"চেতোজন্মশরপ্রসূনমধুভি র্ব্যামিশ্রতামাশ্রয়ৎ।" (নৈষধ)

(ত্রি) ২ যাহা মনে উৎপন্ন হয়। মনোজাত। চেতোভব, চেতোভূ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চেতোমৎ (ত্রি) প্রশস্তং চেতো বিদ্যতে যস্য চেতস্-মতুপ্। ১ প্রশস্ত চিত্তযুক্ত, মনস্বী। ২ চৈতন্যযুক্ত, যাহার চেতনা আছে।

"চেতোমন্তি চ নামানি ধনুর্ব্বেদশ্চ ভারতঃ।" (ভারত নব°)

চেতোমুখ (পুং) চেতো মুখং দ্বারং যস্য বহুব্রী। বেদান্ত প্রসিদ্ধ প্রাজ্ঞ।

"আনন্দভূক্‌চেতো মুখঃ প্রাজ্ঞঃ।" (শ্রুতি)

চেতোবিকার (পুং) চেতসো বিকারঃ ৬তৎ। চিত্তের বিকৃতি, ক্রোধ। 'ক্রোধং চেতো বিকারং' (কুল্লূক মনু ১।২৫)

চেতৃ (ত্রি) চিত-অন্তর্ভূত নিজর্থে তাচ্ছীল্যে তৃণ্ নিপাতনাদিড়ভাবঃ। ১ জ্ঞাপয়িতা, যিনি জানান।

"হিরণ্যপাণিং মূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে। সচ্চেতত্তা দেবতা পদং।" (ঋক্ ১।২২।৫) 'চেত্তা জ্ঞাপয়িতা চিতী সংজ্ঞানে অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ তাচ্ছীল্যে তৃণ্ অনিত্যমাগমশাসনমিতীড়ভাবঃ।' (সায়ণ)

চেত্য (ত্রি) চিত কর্ম্মণি ণ্যৎ। ১ জ্ঞেয়, জ্ঞাতব্য। ২ স্তুত্য, যাহাকে স্তব করা উচিত।

"ত্বং ত্রাতা তরণে চেত্যোভূঃ পিতামাতা।" (ঋক্ ৬।১।৫)

'চেত্যো জ্ঞাতব্যঃ স্তুত্যঃ।' (সায়ণ)

চেত্যা (স্ত্রী) চেত্য-টাপ্। ক্ষেপণীয়, যাহা ক্ষেপণ করা উচিত।

"কর্হি স্বিৎসা ত ইন্দ্র চেত্যা সদঘস্য।" (ঋক্ ১০।৮৯।১৪)

'চেত্যা চেতয়িতব্যা…ক্ষেপণীয়া।' (সায়ণ)

চেদ্ [অব্য] ১ যদি। ২ পক্ষান্তর। ৩ সন্দেহ না থাকিলেও সন্দেহসূচনা। [চেৎ শব্দক]

চেদয়ী (দেশজ) একরকম মৎস্য।

চেদার (পুং) [বেদার দেখ।]

চেদি (পুং) ১ দেশবিশেষ। ভারত প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসেই এই দেশের অল্পবিস্তর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নামান্তর ত্রৈপুর, ডাহল ও চৈদ্য। এই দেশটী অগ্নিকোণে শুক্তিমতী নদীর তীরে বিন্ধ্যপৃষ্ঠে অবস্থিত।

"বিন্ধ্যপৃষ্ঠে হ্যভিচক্রেন চেদিরাষ্ট্রমধিষ্ঠিতম্।" জৈনহরিবংশ।

বর্ত্তমান বাবেলখণ্ড ও তেবার বা তেওয়ার চেদিরাজ্যের মধ্যে ছিল। [তেবার দেখ।] [বহু] সোঽভিজনোঽস্য চেদি অণ্ তস্য লুক্। ২ চেদিদেশের রাজা। ৩ তদ্দেশবাসী। (হেম°) (পুং) ৪ কৈশিকের পুত্র।

চেদিক (পুং) [বহু] চেদিদেশ।

"শৌলিকবিদর্ভবৎসান্ধ্রচেদিকাশ্চোর্দ্ধকণ্ঠাশ্চ।" (বৃহৎস° ১৪।৮)

চেদিপতি (পুং) চেদীনা° পতিঃ ৬তৎ। ১ উপরিচর নামক বসু।

"ইন্দ্র প্রীত্যৈ চেদিপতিশ্চকারেন্দ্র মহঞ্চ সঃ।
পুত্রাশ্চাস্য মহাবীর্য্যাঃ পঞ্চাশন্নমিতৌজসঃ॥" (ভারত)

[ইহার অপর বিবরণ উপরিচর ও চেদিরাজ শব্দে দেখ।]

২ দমঘোষের পুত্র, শিশুপাল। (ভার° ২।৪০।১৫)

৩ চেদিদেশের অধিপতি। চেদিপ প্রভৃতি শব্দ ও এই অর্থে ব্যবহৃত।

চেদিরাজ (পুং) চেদীনাং রাজা-টচ্। ১ শিশুপাল।
(ভারত ২।৪০।১২)

২ উপরিচর বসু, ইনি চন্দ্রবংশীয় কৃতি রাজার পুত্র, অতিশয় বৈষ্ণব ছিলেন। স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সহিত ইহার বন্ধুতা হয়। ইন্দ্র ইহাকে একখানি আকাশগামী রথ প্রদান করেন। ইনি তাহাতে চড়িয়া প্রায় সর্ব্বদাই উপরিদেশে

(আকাশে) ভ্রমণ করিতেন, এই কারণে ইহার নাম উপরিচর হইয়াছিল। সত্যযুগের কোন সময়ে যাজক ঋষি ও দেবগণের ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদের মূল এই—ঋষিগণ পশুহিংসা পাপ মনে করিয়া কেবল ধান্যাদি বীজসমূহ দ্বারাই যাগ করিতেন। দেবতারা ইহাদের এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হইয়া একদিন ঋষিগণের নিকটে আসিয়া বলিলেন যে, যাজক মহাশয়গণ! আপনারা একি করিতেছেন, "অজেন যষ্টব্যং" এই শাস্ত্রানুসারে ছাগপশুদ্বারা যাগ করাই উচিত। মুনিগণ বলিলেন, "তা নহে, পশুহিংসা করিলেই পাপ হয়। 'বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যং' এই বৈদিকী শ্রুতি অনুসারে বীজ দ্বারাই যাগ করা উচিত। আপনারা যে শাস্ত্র বলিলেন, তাহাতেও অজ শব্দে বীজেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা পশুবাচক নহে।" কিন্তু দেবতারা ইহা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা বহুতর যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইয়া নিজের মত প্রবল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঋষিরাও বড় কম নহেন। তাঁহারাও অনেক যুক্তি ও প্রমাণ বলে দেবতাদিগের মত খণ্ডন ও স্বীয় মত প্রতিপালনে যত্নবান্ হইলেন। অনেক দিন বিচার চলিল, বাক্যযুদ্ধ অনেক হইল, কিন্তু কোন মতটী ভাল তাহার কোন নির্ণয় হইল না। এই সময়ে উপরিচর নৃপতি যাইতেছিলেন; উভয়পক্ষই তাঁহাকে দুই মতের কোনটী ভাল তাহা নির্ণয় করিবার ভার অর্পণ করেন। রাজা দেবগণের পক্ষপাত করিয়া তাঁহাদের মতেই অনুমোদন করেন। ঋষিগণ কুপিত হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন। সেই শাপেই মহারাজ সেই বিমানের সহিত অধোবিচারে (ভুগর্ত্তে) গমন করিয়াছেন। ইহাতে দেবগণের বড়ই লজ্জাবোধ হইল। তাঁহারা রাজাকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন ও শুভকর্ম্মে বসোর্ধারা দিতে হইবে, এরূপ বিধান করেন। ইহাতেই ভূগর্ভস্থিত বসুর প্রীতি হইয়া থাকে। আজও বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্ম্মে বসোর্ধারা দিবার নীতি চলিত আছে। কালক্রমে বিষ্ণু সন্তোষ হইয়া ইহাকে মুক্ত করেন। (ভারত শান্তি ৩৩৯ অঃ)

চেদিরাজবংশ, এক বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশ, খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই বংশীয় রাজগণ ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ত্রৈপুর ও তুম্মানের রাজগণই প্রধান। এই বংশ কলচুরি ও হৈহয় নামেও কথিত। [কলচুরি ও হৈহয়রাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চেদিসম্বৎ, অপর নাম কলচুরি সম্বৎ। ত্রৈপুরের চেদিরাজ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে ঐ সম্বৎ প্রচলিত হয় বলিয়া ইহার নাম চেদিসম্বৎ হইয়াছে। [হৈহয়রাজবংশ ও কলচুরি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চেদুবা, ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকানের একটী দ্বীপ। ইহা খাতাবৈদ নদীর অপর পারে অবস্থিত। ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইহা সমৃদ্ধিশালী ছিল। তখন একজন রাজা এই দ্বীপটী শাসন করিতেন। তাঁহার অধীনে সৈন্য থাকিত এবং শত্রুসহ যুদ্ধ করার বৃত্তান্ত ইতিহাসে দেখা যায়। ইহার অক্ষা° ১৮° ৪০´ হইতে ১৮°৫৬´ উঃ এবং ইহার উত্তর চড়ার দ্রাঘি° ৯৩° ৩১´ পূঃ। ইহার পরিমাণফল ১২০ বর্গমাইল। দ্বীপের উত্তরপশ্চিম কোণ ১৭৬০ ফিট উচ্চ।

এই দ্বীপের অনেক স্থানে মেটেতৈল পাওয়া যায়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ইহা বৃটীশ রাজ্যাধীন হয়।

চেন্দবাড়, বঙ্গদেশের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার একটী পাহাড়। হাজারিবাগ ষ্টেশনের নিকটে যে চারিটী পাহাড় আছে, তন্মধ্যে চেন্দবাড় প্রধান। ইহা মালভূমি হইতে ৮০০ ফিট এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮১৬ ফিট উচ্চ।

চেন্নগিরি (চন্নগিরি) মহিসুররাজ্যের অন্তর্গত শিমোগা জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৬৭ বর্গমাইল। ইহার দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকে গিরিমালা বিস্তৃত। এই সকল পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত জল-ধারা একত্র হইয়া একটী বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার নাম শুলিকেরি, পরিধি প্রায় ৪০ মাইল। এই জলাশয় উত্তরদিকে গিয়া হরিদ্রা নামে তুঙ্গভদ্রা নদীর সহিত মিলিয়াছে। এই তালুকের অপরাপর অংশ উর্ব্বরা। ইহার উত্তর অংশ নানা প্রকার উদ্যানে শোভিত এবং ইহাতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটী ফৌজদারী আদালত এবং ৬টী থানা আছে।

চেন্সুকরীর, কোবত্তুরের সন্নিহিত পার্ব্বত্য প্রদেশের এক যাযাবর জাতি। ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ বা কৃষিকার্য্য করে না, নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ইহারা ফাঁদ ও ধনুতীর দ্বারা পক্ষী শিকার করে এবং তাহার বিনিময়ে চাউল প্রভৃতি ক্রয় করে। ইহারা উইপোকা খায়। শিক্ষিত মহিষ বা গোরুর আড়ালে থাকিয়া পক্ষী প্রভৃতি শিকার করে। ইহাদের ভাষা তামিল ও কণাড়ী মিশ্রিত। যাহারা নগরের নিকট বাস করে, তাহারা তৈলঙ্গ ভাষা শিখিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যাই নগরের বাহিরে কুটীরে বাস করে, কিন্তু অনেকেরই অরণ্য, গুহা, বৃক্ষকোটর বা পর্ণকুটীরে বাস।

চেন্সুয়ার, দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বঘাটনিবাসী এক অসভ্যজাতি। পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীগণ ইহাদিগকে চেঞ্চুকুলাম্, চেঞ্চবড় ও চেন্সুয়ার বলে। উইলসন সাহেব যে চেঞ্চুবড় জাতির

বিষয় লিখিয়াছেন তাঁহা বোধ হয় এই চেন্সুয়ার বা চেঞ্চবড় জাতিই হইবে। ইহারা কৃষ্ণা ও পালার নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের পশ্চিম উপত্যকা সকলে এবং নেল্লুর জেলার পশ্চিমস্থ নন্দিকোণ্ডা পর্ব্বতে বাস করে। নন্দিকোণ্ডা গিরিবর্ত্মের নিকটে বহুসংখ্যক চেন্সুয়ার আছে, তথায় ইহারাই প্রহরী ও পথপ্রদর্শকের কার্য্য করে। ইহারা জঙ্গলের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে এবং মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মাংস, বাঁশের কোঁড়, বন্যমূল ও বাজরা ইত্যাদি ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা জঙ্গল হইতে মোম, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করে এবং বাঁশী ও বাঁশের কোঁড় বিক্রয় জন্য কখন কখন নেল্লুরে আসিয়া থাকে।

পুরুষগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করে, স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ তথাকার ডোম্বিনীদিগের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা চিরকাল পত্রবল্কলাদি পরিধান করিয়া জঙ্গলেই বাস করে, কখনও লোকালয়ে যায় না, অথবা কখন কৃষিকার্য্য করে না, কচিৎ কেহ ছাগ মেষাদি পালন করিয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ ধূসর হইতে কৃষ্ণ, আকৃতি ঈষৎ খর্ব্ব, গণ্ডাস্থি উচ্চ, কেশ কুঞ্চিত। স্ত্রীপুরুষ সকলেই দীর্ঘচুল রাখে ও বেণীবন্ধন করে। শিকারের সময় ইহারা বর্শা, বন্দুক, কুঠার, তীরধনু ইত্যাদি ব্যবহারে।

ইহারা মৃতদেহ প্রোথিত করে। কখন কখন দগ্ধও করিয়া থাকে। কেহ কেহ পুলিসে চাকরি করে। ইহাদের ভাষা তৈলঙ্গী, কিন্তু উচ্চারণ কর্কশ।

চেপাঙ্গ, মধ্য নেপালের অন্তর্গত জঙ্গলনিবাসী একটী জাতি। ইহার অপর নাম চিবিঙ্গ। নেপাল রাজধানীর ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ রেসিডেণ্ট বি, এইচ্ হজ্‌সন্ সাহেব লিখিয়াছিলেন, মধ্য-নেপালের নিবিড় বনের মধ্যে দুইটী জাতি বাস করে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। ইহারা অসভ্য অবস্থায় আছে। একটী জাতির নাম চেপাঙ্গ, অপরটীর নাম কসন্দা। ইহারা সভ্য জাতিদের সহিত কোন সংস্রব রাখে না বা ক্ষেত্রাকর্ষণ করে না। কোন রাজাকে কর দেয় না, কাহারও বশ্যতাস্বীকারও করে না। পশুমাংস এবং বন্য বৃক্ষের ফল ইহাদের খাদ্য। ইহাদের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে—'রাজা আবাদী ভূমির অধিপতি এবং আমরা পতিত জমির স্বামী।' অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে ইহাদের তীর ধনুক আছে। জীবহিংসাই ইহাদের উপজীবিকা। বৃক্ষশাখায় ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারে এই ঘর উঠাইয়া লয়। যদিও ইহারা সভ্য জাতিদের সংস্রবে থাকে না, তথাপি ইহাদিগকে কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখা যায় না। ইহারা কাহারও অপকারী নহে, কিন্তু আপনারা সহায়হীন। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া সভ্যজাতীয় লোকের মনে বড় কষ্ট হয়। চেপাঙ্গজাতি লোক আজকাল সভ্যজাতির সহিত কোন কোন বিষয়ে সংস্রব রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদের কোন কোন দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। ইহাদের বর্ণ কাল, উদর বড় ও ইহারা অতিশয় কৃশ। ইহাদের ভাষায় সহিত ভূটানের লহোপাদের ভাষার সৌসাদৃশ্য আছে। আর্দ্রভূমি এবং নদীর কূলে ইহারা বাস করে।

চেপ্‌টা (চিপিট শব্দজ) চওড়া, প্রশস্ত, চেটাল।

চেপ্‌টাভোলা (দেশজ) এক রকম মৎস্য।

চেমুয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

চেয় (ত্রি) চি-যৎ। ১ চয়নীয়, যাহার চয়ন বা সংগ্রহ করা উচিত। ২ যথাবিধানে সংস্কৃত অগ্নি।

"অগ্নিশ্চেয়ো বহুভিশ্চাপি যজ্ঞৈঃ।" (ভারত ১৩।১৯৩ অঃ)

চেয়রু, ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কড়াপা জেলার একটী নদী। ইহা পান্নার নদীর একটী উপনদী এবং পার্ব্বত্য-পথে প্রবাহিত। নন্দালুরের নিকট রেলপথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে।

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর অর্কাড় জেলার একটী নদী। ইহার অপর নাম বাহুনদী, জাবড়ী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া বহুসংখ্যক প্রণালী ও শস্যক্ষেত্রে জলদান করিতে করিতে ত্রিবাতুর নগরের নিকট দিয়া ৯০ মাইল গমনের পর চেঙ্গলপট্ট জেলায় পালার নদীর সহিত মিশিয়াছে।

চের, দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন জনপদ, ইহারই কিয়দংশ কেরল ও পরবর্ত্তীকালে কোঙ্গুরাজ্য নামে খ্যাত হয়। ঠিক চেররাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বর্ত্তমান কণাড়া, মলবার, কোচীন, ত্রিবাঙ্কুর, সালেম প্রভৃতি জনপদ প্রাচীন চেররাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

পূর্ব্বকালে চের, চোল ও পাণ্ড্য এই তিনটী রাজ্যই বিখ্যাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে এই তিনটীর মধ্যে কোনটী প্রাধান্য লাভ করিয়া অপরকে বশে আনিত। চের জনপদে চেরবংশ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ সময়ে এই বংশ আবির্ভূত হন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। টলেমি সেরেই (Carei) ও সেরেবেথ্রি (Cerebothri) নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অনেক পুরাবিদের মতে চের ও চের-পতি শব্দের অপভ্রংশ। ইহাতে বোধ হয় যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে চেরবংশের অস্তিত্ব ছিল। উইলসন সাহেবের মতে কোঙ্গুর অপর নাম চের। (Wilson's Mackenzie Collections, p. 35) কোঙ্গুদেশরাজকল নামক প্রাচীন

গ্রন্থে এই চের রাজবংশের পরিচয় আছে, তদনুসারে ডাক্তার বার্গেশ ও ডৌসন সাহেব এইরূপ চেররাজ বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন—

১ম বীররায় চক্রবর্ত্তী স্কন্দপুরে রথের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, কাহারও মতে ইনি সূর্য্যবংশীয় আবার কাহারও মতে ইনি চন্দ্রবংশীয়। তৎপুত্র গোবিন্দরায়, তৎপুত্র কৃষ্ণরায়, তৎপুত্র দিগ্বিজয়ী কালবল্লভরায়, তৎপুত্র গোবিন্দরায়। নাগনন্দী নামে একজন জৈন কালবল্লভ ও গোবিন্দের মন্ত্রী ছিলেন। গোবিন্দের পর চতুর্ভুজ কনরদেব চক্রবর্ত্তী রাজা হন। তৎপুত্র তিরু বিক্রমদেব স্কন্দপুরে অভিষিক্ত হন, তিনি কর্ণাট ও কোঙ্গু দেশ শাসন করিতেন। ইহার ১০০ শকাঙ্কিত খোদিত লিপিতে লিখিত আছে যে ইনি পাণ্ড্য, চোল, মলয় প্রভৃতি জনপদ জয় করেন এবং শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার খোদিত লিপিতে শঙ্করাচার্য্যের নাম দেখিয়া অনেকে ঐ লিপিখানি জাল বলিয়া স্থির করেন। অনন্তর গঙ্গবংশীয় রাজগণের নাম পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে গঙ্গ বা কোঙ্গু বংশীয়গণ আসিয়া চেররাজ্য জয় করেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান হইতে কোঙ্গুবংশীয় রাজগণের যে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিট সাহেব তাহার অধিকাংশই আধুনিক ও জাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখনও কোঙ্গুবংশের প্রকৃত রাজ্যকাল স্থির হয় নাই। তবে যখন হয়সালবল্লালবংশ ১০৮০ খৃষ্টাব্দে চোলরাজের হস্ত হইতে চেররাজ্য অধিকার করেন, তখন বোধ হয় কোঙ্গুরাজগণ চোলরাজবংশের হস্তে রাজ্য হারাইয়াছিলেন।

দলবনপুর বা তালকড়ি নামক স্থানে বল্লালবংশের রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে হয়সালবল্লালবংশ রাজ্য হারাইলে চেররাজ্য মুসলমান রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। অতি অল্পকাল পরেই বিজয়নগরের রাজগণের যত্নে অনেক হিন্দুরাজ একত্র হইয়া চেররাজ্য উদ্ধার করেন। তৎপরে চের রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনাকীর্ণ হইয়া উঠে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা বিজয়নগর রাজ্য অধিকার করিলেও মদুরার নায়কগণ প্রবলপ্রতাপে চেররাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের আদিলশাহীরাজ চেররাজ্য আক্রমণ করেন, ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে মহিসুররাজ বহু প্রয়াসে এই স্থান অধিকার করেন। [চোল শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভারতে বহুকাল হইতে চের বা কেরলরমণীর কেশের আদর চলিয়া আসিতেছে। এখনও অনেক কবি কেরলের চুলের উপমা দিয়া থাকেন।

চের বা কেরলরমণী।

চেরমহামেদ, একজাতীয় বৃক্ষ।

চেরমেদ, একজাতীয় বৃক্ষ।

চেরা (দেশজ) দুই খণ্ড করা, ছেদন।

চেরা, আসামের অন্তর্গত খাসিপর্ব্বতস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। সামন্তের উপাধি সায়েম্। কমলানেবু, সুপারি, মধু, বাঁশ, চুণ ও পাথরিয়া কয়লা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানকার বাঁশের ঝুড়ি ও মাদুর উৎকৃষ্ট। খাসি ভাষায় এই জমিদারী ও ইহার প্রধান নগরের নাম শোহ্রা, এক প্রকার খাদ্য উদ্ভিদ্ হইতে ঐ নাম হইয়াছে। ইহার প্রধান নগর চেরাপুঞ্জি। [চেরাপুঞ্জি দেখ।]

চেরাণ (দেশজ) দুইখণ্ড করান।

চেরাৎ, পঞ্জাবপ্রদেশে পেশবার জেলার নওসরা তহসীলের একটী পার্ব্বত্যসেনাগার ও স্বাস্থ্যনিবাস। অক্ষা° ৩৩° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ১´ পূঃ। পেশবার ও কোহাত জেলার মধ্যবর্ত্তী খট্টক পর্ব্বতের পশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪৫০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। ইহা পেশবারের ৩৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ও নওসরা হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস করিবার প্রস্তাব হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে সেনানিবাস হইলে সেনাদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার লক্ষিত হয়। প্রায় ৩ মাইল দূরে একটী পার্ব্বতীয় নির্ঝরিণী থাকায় জলাভাব হয় না। এখানকার বায়ু অতি মৃদু। প্রখর গ্রীষ্মকালেও বায়ু ৮০ অংশ ফারেণহিটের অধিক উত্তপ্ত হয় না। জুন মাসের শেষে উত্তাপবৃদ্ধি হইলেও শীঘ্র এক পস্‌লা বৃষ্টি হইবামাত্র বায়ু আবার শীতল হয়। পর্ব্বত প্রস্তরময় হইলেও নানারূপ তরুগুল্মে শোভিত,

বসন্তাগমে নানাবিধ ফুল ফুটিয়া থাকে। এই স্থান শাহকোট, পেনাখানা ও ভক্তিপুর এই তিন গ্রামের উড়িয়া-খেল-খট্টক-দিগের অধিকারভুক্ত। শীতকালে সৈন্যগণ স্থানান্তরে গমন করিলে গ্রামবাসিগণ গবর্মেণ্টের দ্রব্যাদি রক্ষার নিমিত্ত মাসে ২০০৲ করিয়া প্রাপ্ত হয়। এই স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে এক দিকে সমস্ত পেশবার উপত্যকা ও অন্য দিকে রাবলপিণ্ডি ও খওরা উপত্যকার অধিকাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে একটী রোমান কাথলিক গির্জ্জা আছে।

চেরান, সারণ জেলার অন্তর্গত গঙ্গার তীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন স্থান। প্রাচীনকালে এখানে একটী সমৃদ্ধিশালী গড় ছিল। সম্প্রতি এখানে পুরাতন গৃহের বিস্তর ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। ইহা ছাপ্‌রা হইতে সাত মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। একটী বড় স্তূপের উপরে একটী মসজিদ্ এবং তাহার প্রবেশদ্বারের উপর একটী খোদিত লিপি আছে। কতকগুলি হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে এই মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। প্রাচীরের ভিতর আটটী স্তম্ভ আছে। তাহাতে "আলা উল্ দুনিয়াবাল্ দিন আবুয়া আল্ জাফর যে হুসেন্ সা উল্ সুলতান ইবন্ সৈয়েদ আসরফ" নামে এক বঙ্গীয় রাজার নাম খোদিত আছে। এই রাজা অনুমান খৃষ্টাব্দ ১৪৯৮ হইতে ১৫২০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বোধ হয় উক্ত মুসলমানরাজই প্রাচীন হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার মসলা হইতে উক্ত মসজিদটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে চেরু জাতি হইতে চেরান নাম হইয়াছে। [চেরু দেখ।]

চেরাপুঞ্জি, আসামের খাসিপর্ব্বতস্থিত চেরা নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। খাসিজাতি কর্ত্তৃক ইহা শোহ্‌রাপুঞ্জি নামে অভিহিত। ইহা শিলং হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫৮৮ ফিট্ উচ্চ। ইহার অক্ষা° ২৫° ১৬´ ৫৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৪৬´ ৪২´´ পূঃ। খাসিপর্ব্বতের মধ্যে এইখানে প্রথমে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের আবাস ছিল। কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জেলার প্রধান প্রধান কার্য্যালয় শিলঙ্গে উঠিয়া যাওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হয়। এই গ্রামের দক্ষিণে একটী স্থান আছে, সেখানে চেরা রাজ্যের অধিপতি অবস্থিতি করেন। চেরাপুঞ্জির দৃশ্য এক্ষণ শোচনীয়। বড় বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। একটী ডাক বাঙ্গালা, ডাকঘর এবং থানা মাত্র এখানে আছে।

খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ খাসি জাতির মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারার্থ এখানে সদা সর্ব্বদা আসিয়া থাকেন। সম্প্রতি ব্রাহ্মগণও চেষ্টা করিতেছেন। শোহ্‌রারিন্ চেরারাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল, উহা চেরাপুঞ্জি হইতে ৭ মাইল উত্তরে। সে স্থানে একটী পান্থনিবাস (সরাই) আছে। আসাম শ্রীহট্ট যাইবার রাস্তার উপরে অবস্থিত। এখানে একটী সাপ্তাহিক হাট বসিয়া থাকে।

চেরাপুঞ্জিতে কয়লা পাওয়া যায়। দেশীয় রাজার নিকট হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কয়লার জমি পত্তন লইয়াছেন। পূর্ব্বে এই জমি হইতে কয়লা বাহির হইত। কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পড়িয়া রহিয়াছে।

এখানে বহু পরিমাণে আলুর চাষ হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জির বিশেষত্ব এই যে এখানে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে পৃথিবীর কোন স্থানে সেরূপ হয় না।

চেরু (ত্রি) চি-বাহুলকাৎ রু। চয়নশীল, চয়ন করা যাহার স্বভাব। "ত্বং হেহিচেরবে বিদাভগং বসুত্তয়ে।" (ঋক্ ৮।৬১।৭)

চেরু, ভারতের প্রাচীন জাতি। ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা একটী প্রবল পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল স্বাধীন জাতি বলিয়া গণ্য ছিল। প্রবাদ এই যে, ইহারা নাগজাতির অন্তর্গত। এই বংশীয় লোক এবং ইহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি সকলের চিহ্ন এখনও ভারতবর্ষে অনেক স্থানে দেখা যায়। কথিত আছে যে সাসেরাম, রামগড় এবং বুদ্ধগয়ার অনেক অট্টালিকা তাহারাই নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সে সকলের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। শাহাবাদ জেলার যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, তাহার অধিকাংশই চেরুজাতি কর্ত্তৃক স্থাপিত। শেরিং সাহেব বলেন যে, আসাম পাহাড়ের নাগাজাতি, নাগপুরের আদিম জাতি, নাগবংশীয় রাজপুত এবং নাগা ফকীরদের সহিত চেরু জাতির সংস্রব আছে। ইহা কতদূর প্রকৃত, তাহা স্থির করা যায় না।

ইহাদের মধ্যে একটী প্রথা আছে যে প্রত্যেক ৫।৬টী পরিবারের মধ্যে এক জনকে রাজারূপে বরণ করা হয় এবং রাজপুতদের রীতি অনুসারে এই রাজার কপালে টীকা দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহারা গঙ্গা নদীর নিকটবর্ত্তী অনেক জনপদের উপর প্রভুত্ব করিত এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে তাহারা বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিল। অনেকেই বলেন যে, চেরুরাজগণ শুনকবংশীয় এবং গৌতমের সময়ে ইহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। চেরুদের আধিপত্য সময়ে এই জাতি অতিশয় বলশালী ছিল। উত্তরে বেহার হইতে গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে মৃজাপুর জেলার অন্তর্গত শোণনদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ তাহাদের অধিকারে ছিল, গাজিপুরের পূর্ব্বদিকের সকল স্থান চেরু জাতির অধীনে ছিল, সরযূ নদীর তীরে কোপাচিতের অন্তর্গত পাক্কাকোট নামক স্থানে ৭০ হইতে ৯০ বিঘা জমী ব্যাপিয়া প্রাচীন অট্টালিকার

ধ্বংসাবশিষ্ট ইট্ এবং অন্যান্য দ্রব্য অনেক পড়িয়া আছে। বালিয়া পরগণার অন্তর্গত বাইনা নামক স্থানে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বড় বড় বাঁধের ভগ্নাবশেষ নয়নগোচর হয়। এই সকল স্থানের লোকেরা বলে যে, গঙ্গা নদীর তীরে বীরপুরের অন্তর্গত কোট নামক স্থান হইতে তিকমদেব নামক একজন চেরুবংশীয় রাজা মহম্মদাবাদ নামক একটী পরগণা শাসন করিতেন। মহীপ চেরু নামক আর একজন রাজার সুরাহা হ্রদের উত্তর দিকে দেউরি গ্রামে একটী দুর্গ ছিল। যখন আর্য্যগণ এখানে আসে, তখন গঙ্গানদীর মধ্য-বর্ত্তী সকল স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। এই স্থানে একটী প্রবাদ আছে যে, এখানকার একটী জলাশয় রাজা সুরথের সময়ে চেরু জাতি খনন করে। গাজিপুর জেলায় এই জাতির চিহ্নমাত্রও নাই, তবে শাহাবাদ জেলার নিকটবর্ত্তী বাহিয়া পরগণায় ইহাদের দেখা যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে এই জেলা এবং বেহারের অন্যান্য জেলা এই জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। হল্দী নামক স্থানের হয়বংশীয় রাজপুতদের কতক-গুলি পারিবারিক ইতিহাসে লিখিত আছে যে বাহিয়া নামক স্থানে অবস্থিতির সময়ে তাহারা চেরুদের সহিত বহু শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শেষে তাহারা জয়ী হইয়াছিল। শেরশাহের সময়ে চেরুজাতি তাহার ভীষণ শত্রুরূপে গণ্য ছিল।

মির্জ্জাপুর জেলার দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে, তাহা এক সময়ে চেরু এবং খরবার প্রভৃতি কএকটী জাতির সম্পূর্ণ অধিকারে ছিল। পরে বহুকালব্যাপী সমরের পর চন্দেল রাজপুতগণ অধিকার করে। কানিংহাম্ সাহেব বলেন যে, শাহাবাদের দেও-মার্কণ্ড নামক স্থানে যে সকল প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা চেরুরাজগণ কর্ত্তৃক সম্ভবতঃ ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কএক বৎসর ধরিয়া নোরা এবং কোরা নামক দুইজন চেরুজাতীয় দস্যু শোণনদতীরস্থিত মঙ্গেসর পাহাড়ে ভীষণ ডাকাতি এবং নরহত্যা করিত। দস্যুবৃত্তি করিয়া তাহারা পাহাড়ের উপরে পলায়ন করিত এবং পাহাড়ীরা তাহাদিগকে আশ্রয় দিত। অবশেষে স্থানীয় মেজিষ্ট্রেটের চেষ্টায় গ্রামবাসী-গণ তাহাদের ধরিয়া দেয়। বর্ত্তমান সময়ে চেরু জাতীয় লোক বেহার এবং ছোটনাগপুরে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন যাপন করে। শাহাবাদ, কাশী এবং মৃজাপুরেও তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পালামৌর রাজা রাজপুতবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিলেও অনেকে বলেন যে তিনি চেরুজাতীয়। পালামৌ নামক স্থানে চেরুদের অধিকারে কিছু কিছু জমি আছে। তাহারা তাহা আবাদ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারা রাজপুতবংশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। সকলেই রাজপুত গোত্র অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা উপবীত ধারণ করে। তথাপি ইহারা প্রকৃত রাজপুতদের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না।

পালামৌর চেরুগণ বলিয়া থাকে যে, তাহারা চৈন্ মুনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তিনি কুমাযুনে অবস্থিতি করিতেন। তিনি একটী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই পুত্রই চেরু জাতির আদিপুরুষ। আর একটী প্রবাদ এই যে চেরু জাতি উক্ত মুনির আসন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

অন্যান্য স্থানের অধিকার বহু পূর্ব্বে তিরোহিত হইলেও চেরুগণ পালামৌয়ে অনেক দিন প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্টের শাসনে আসিবার সময় পর্য্যন্ত ইহারা স্বাধীন ভাবে ছিল। এমন কি, চেরুরাজ বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াশ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজার বিষয় সকল ক্রয় করিয়া লয়েন। তথাপি রাজার জ্ঞাতিবর্গের জমি তাহাদের অধিকারে থাকে এবং এখনও তাহারা তাহা ভোগ করিতেছে।

স্থানীয় চেরুগণ বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রোহ-তাস্ হইতে আসিয়া এই স্থান অধিকার করে। তখন এখানে কএকটী জাতির বাস ছিল। ইহাদের মধ্যে খরবার জাতিই প্রসিদ্ধ। চেরুগণ ইহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া ইহাদিগকে সরগুজা নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যদেশে বাস করিতে দেয়।

যখন পালামৌয়ে চেরুরাজ্য স্থাপিত হয়, তখন চেরুজাতি ১২০০০ ও খরবার জাতি ১৮০০০ ঘর ছিল। উভয় জাতিই বলে যে তাহারা রাজপুতবংশীয়। এই জন্য ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়।

চেরুজাতি এক সময়ে প্রবল ছিল বলিয়াই বিশুদ্ধ হিন্দু-পরিবারের সহিত বিবাহসূত্র স্থাপনে সমর্থ হয়। এই জন্য ইহা-দের অবয়বে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তথাপি কোন কোন লক্ষণে ইহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। ইহাদের বর্ণ বিভিন্ন, তবে সাধারণতঃ কটা। ইহাদের গালের হাড় উচ্চ, চক্ষু ক্ষুদ্র ও বক্রভাবে স্থাপিত। নাসিকা নত এবং চওড়া। মুখ বড় এবং ঠোঁট উন্নত।

চেরুজাতির কন্যাদের বিবাহের বয়স স্থানভেদে ভিন্ন। কোন কোন স্থানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কোথাও বা কন্যা

অবস্থা হইলে তাহার বিবাহ দেয়। ইহাদের বিবাহপ্রণালী সাধারণতঃ হিন্দুদিগের মত। তবে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়।

'ভানবার' নামে ইহাদের বিবাহপ্রণালীর একটী অনুষ্ঠান আছে। বৃক্ষের শাখায় ইহারা একটী চাঁদোয়া প্রস্তুত করে। ইহার ভিতরে বিবাহ সমাধা হয়। এখানে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র আছে। বর ও কন্যা যখন এই মৃণ্ময় পাত্রটীর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে থাকে, সেই সময়ে বর মাথা হেঁট করিয়া কন্যার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলে যে, সে যাবজ্জীবন তাহার প্রতি ব্যভিচার করিবে না। সিন্দুরদান শেষ হইলে পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাত্রের পদ ধুইয়া যুগল হস্তে যৌতুক প্রদান করে। ইহার পর, বরের টোপর হইতে পাতমৌড়ী লইয়া কন্যার মাথায় স্থাপন করা হয়। আর একটী অনুষ্ঠানের নাম 'আম্‌লো'। বিবাহ করিবার জন্য কন্যার বাটীতে যাইবার পূর্ব্বে বরের মা মুখে একটী আম পাতা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে। এই সময়ে তাঁহার মাতুল ঐ পাতাটীর উপর জল ঢালিতে থাকেন। আবার পাত্র কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইলে, কন্যার মাতাও ঐরূপ করিয়া থাকে এবং কন্যার মাতুলও জল ঢালিয়া দেন।

চেরুদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। তবে ইহা বিরল। চেরুজাতীয় সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। তবে নিম্নশ্রেণীর রমণীদের পুনরায় বিবাহ করিবার পক্ষে কোনরূপ বাধা নাই। এ প্রকার বিবাহে ইহাদিগকে কোন কোন নিয়ম রক্ষা করিতে হয়। পারিবারিক সুবিধার জন্য, ইহারা স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর কিম্বা অন্য ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহা হইলে পূর্ব্বকার বিবাহে যে সকল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিল, সেই সকল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। যে রমণী ব্যভিচার করে, তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয় এবং সে কোন প্রকারেই বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না।

ইহাদের ধর্ম্মপ্রণালী নানা আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারা হিন্দুদের দেবতা সকলকে পূজা করে, আবার কোন কোন আদিম অসভ্য জাতির দেবতার সমক্ষেও বলি দেয়। হিন্দু দেবতার পূজার সময়ে ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করে, আবার বন্য জাতির দেবতার নিকট বলিদান কার্য্য সেই জাতীয় বৈগা দ্বারাই সম্পন্ন করে। খরিয়া এবং মুণ্ডা জাতির দেবগণের সমক্ষে ইহারা ছাগ, পাখী, মদ এবং মিষ্টান্ন উৎসর্গ করে। অগ্রহায়ণ মাসে দেবতার কৃপায় উত্তম শস্যলাভ উদ্দেশ্যে পূজা দেয়। কোল জাতির ন্যায় ইহারা তিন বৎসর অন্তর বলি দিয়া থাকে এবং মহিষ ও অন্যান্য গ্রাম্য পশু উৎসর্গ করে।

চেরুগণ জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি সকল স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জমিদার আছে। অনেকেই বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে জীবন যাপন করিতেছে। যাহারা অতিশয় দীন, তাহারাই কেবল স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে অথবা মজুরের কার্য্য করে।

চেরুম পেরুমল, প্রাচীন চেররাজ্যের শেষ রাজা। চন্দ্রগিরি নদী হইতে কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমেপাহাড় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত চেররাজ্যের সীমা ছিল। কথিত আছে যে, চেরুম পেরুমল আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া নিজ রাজ্য তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া মক্কায় গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় গিয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

আরব সাগরের ধারে সাফহাই নামক স্থানে তাঁহার কবর আছে, তাহাতে খোদিত আছে যে, তিনি ২১২ হিজিরায় (৮২৭ খৃঃ অব্দে) তথায় গমন করেন এবং ২১৬ হিজিরায় (৮৩১ খৃঃ অব্দে) মানবলীলা সম্বরণ করেন।

চেরুম পেরুমল যে কএক জনকে তাঁহার রাজত্ব বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহারা বহুকাল ধরিয়া নিজ নিজ অধীনস্থ স্থান সকল শাসন করেন। কিন্তু তাঁহারা অন্যান্য রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়েন। কেবলমাত্র ত্রিবাঙ্কুরের রাজা এখনও ইংরাজরাজের অনুগ্রহে প্রতাপশালী আছে।

চেরৈটি (চিরতিক্ত শব্দজ) [চিরতিক্ত দেখ।]

চেপুর্লচরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মলবার জেলায় পতাম্বী ষ্টেসনের ১০ মাইল দূরবর্ত্তী একটী গ্রাম। অক্ষা° ১০° ৫৩' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২২'২০" পূঃ। ১৭৯২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত এখানে বোম্বায়ের "সাদারণ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট" সাহেবের আফিস ছিল। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে, এখানে নেদুনগণাড় তালুকের সদর হয়। এখানে ডাকঘর, বাঙ্গালা, বিচারালয় প্রভৃতি আছে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা মহিসুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্থানেই সামরীরাজের পরিবারবর্গ ১৭৯০ খৃঃ অব্দে বড়ই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়।

চেল (ক্লী) চিল্যতে আচ্ছাদ্যতে পরিধীয়তে চিল-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ বস্ত্র, কাপড়।

"চেল কর্ম্মাম্বিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্।" (মনু ১১।১৬৬)

(ত্রি) ২ অধম। (অমর ৩৩।২০৬)

"ন্না জাতিচেলং ভুবি কল্পচিন্তুঃ।" (ভট্টি)

স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। "ব্রাহ্মণি চেলি।" (সি° কৌ°)

চেলক (পুং) একজন মুনি।

"চেলক উহ স্মাহ শাণ্ডিল্যায়নঃ।" (শতপথব্রা° ১০।৪।৫।৩)

চেলগঙ্গা (স্ত্রী) চেলমিব গঙ্গা। গোকর্ণের নিকটবর্তী একটী নদী। ভারতে ইহার উল্লেখ আছে।

"গোকর্ণস্তোপরিষ্টাত্তু ভ্রংশিতঃ স মহাসুরঃ।
পপাত চেলগঙ্গায়াঃ পুলিনে সহ কন্যয়া॥" (হরিবংশ ১৪৯ অঃ)

চেলা (দেশজ) ১ সন্ন্যাসীগণের শিষ্য, যাহারা সন্ন্যাসী প্রতি-পালন করিতে যত্নবান্। ২ কাষ্ঠখণ্ড, স্থান বিশেষে চলা কহিয়া থাকে। ৩ একজাতীয় ক্ষুদ্রাকার মাছ।

চেলান (পুং) চেল-বাহুলকাৎ আনচ্। লতাবিশেষ, চেলনা ও স্থানবিশেষে তরমুজ বলে। পর্য্যায়—অম্লপ্রমাণক, চিত্র-ফল, সুধাংশ, রাজতিনিশ, লতাপনস, নাটাম্র, মেট। ইহার গুণ গুরু, বিষ্টম্ভ, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। (রাজনি°)

[অপর বিবরণ শীর্ণবৃন্ত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চেলাপিপল (দেশজ) একজাতীয় বৃক্ষ।

চেলাল (পুং) চেলমিবালতি অল-অচ্। লতাপনস। (ত্রিকাণ্ড)

চেলাশক (পুং) চেলং তত্র স্থিতযূকামশ্নাতি চেল-অশ-ণ্বুল্। প্রেতবিশেষ। [চৈলাশক দেখ।]

চেলি (দেশজ) পট্টবস্ত্র বিশেষ, রেসমী কাপড়।

চেলিকা (স্ত্রী) চেল-কন্ টাপ্ অতইত্বং। পট্টবস্ত্র, চেলির কাপড়।

"সেয়ং কৃষ্ণস্য বনিতা পীতশাটীপরিচ্ছদা।
রক্তচেলিকয়াচ্ছন্না শাতকুম্ভঘনস্তনী॥" (পদ্মপু° পাতালখ°)

চেলিচিম, চেলিচীম (পুং) একজাতীয় ক্ষুদ্রমৎস্য।

চেলিনী (দেশজ) চাউল ধোয়াজল,স্থানবিশেষে চেলুনী বলে।

চেলী (স্ত্রী) চেল-ঙীপ্। পট্টবস্ত্র, চেলির কাপড়।

চেলীমি (দেশজ) ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

চেলুক (পুং) চেল-উক। বৌদ্ধভিক্ষুক বিশেষ। (ত্রিকাণ্ড) পর্য্যায়—শ্রামণের, প্রব্রজিত, মহাপাসক, গোমী।

চেলুনটিয়া (দেশজ) একরকম ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

চেবী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। (হলায়ুধ)

চেষ্টক (ত্রি) চেষ্টতে চেষ্ট-ণ্বুল্। ১ যে চেষ্টা করে, চেষ্টাযুক্ত। (পুং) ২ রতিবন্ধবিশেষ।

"পাদমেকং হৃদিন্যস্য ইতরেণৈব চেষ্টয়েৎ।
কান্তক্রোড়ে স্থিতানারী বন্ধোঽয়ং চেষ্টকোমতঃ॥ (স্মরদীপিকা)

চেষ্টন (স্ত্রী) চেষ্ট-ল্যুট্। চেষ্টা।

"খংসন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনস্পর্শনে ঽনিলম্।" (মনু ১২।১২০)

চেষ্টয়িতৃ (ত্রি) চেষ্ট-ণিচ্-তৃচ্। যিনি চেষ্টা করান।

চেষ্টা (স্ত্রী) চেষ্ট-অঙ্-টাপ্। ১ কায়িকব্যাপার বিশেষ, নৈয়ায়িক মতে আত্মার যত্ন বা কৃতি জন্য ক্রিয়াসাধন কায়িক ব্যাপারের নাম চেষ্টা।

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ।" (নৈয়া° প্রসি°)

২ ব্যাপার। ৩ কর্ম্ম, কার্য্য, গতি।

চেষ্টানাশ (পুং) চেষ্টায়া বিশ্বরচনাব্যাপারস্য নাশো যত্র বহুব্রী। প্রলয়। (রাজনি°)

চেষ্টাবল (স্ত্রী) জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ গ্রহগণের বলবিশেষ, গতি অনুসারে গ্রহগণ বলবান্ হইয়া থাকে, এইরূপ বলকেই জ্যোতিঃশাস্ত্রে 'চেষ্টাবল' নামে উল্লেখ করা হয়। বৃহ-জ্জাতকের মতে উত্তরায়ণে রবি, চন্দ্র এবং বক্রগামীমঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি চেষ্টাবলযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত গ্রহকেও চেষ্টাবলযুক্ত বলা হয়। যুদ্ধা-দিসময়ে জয়যুক্ত গ্রহগণেরও চেষ্টাবল হইয়া থাকে (১)।

চেষ্টাবৎ (ত্রি) চেষ্টা বিদ্যতেঽস্য চেষ্টা মতুপ্-মস্য বঃ। চেষ্টা-যুক্ত, যাহার চেষ্টা আছে।

"চেষ্টাবদন্ত্যাবয়বিমাত্রবৃত্তিঃ"। (মুক্তাবলী)

চেষ্টার্হ (ত্রি) চেষ্টামর্হতি অর্হ-অণ্। যাহার চেষ্টা করা উচিত।

চেষ্টিত (ত্রি) চেষ্ট কর্ত্তরি-ক্ত। ১ চেষ্টাযুক্ত, যে চেষ্টা করে। (ক্লী) চেষ্ট ভাবে ক্ত। ২ গতি। ৩ চেষ্টা, কায়িক ব্যাপার।

"জলুকেব সদানারী রুধিরং পিবতীতিব।
মূর্খস্তু ন বিজানাতি মহিতো ভাবচেষ্টিতৈঃ।"

(দেবীভাগ° ১।১৫।১৮)

চেস্ (চেষ্টা শব্দজ) চেষ্টা।

চৈ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বাজীকর। ভোজবাজীতে ইহারা সুচতুর। অযোধ্যা, গোরক্ষপুর এবং অন্যান্য স্থানে ইহারা বাস করে। কিন্তু ইহাদিগকে কোন স্থানেই স্থির থাকিতে দেখা যায় না। যেখানে মেলা বসে বা কোন প্রকার উৎসব হয় ইহারা সেইখানে গমন করে এবং তাহাদের ক্ষিপ্র-হস্ততা দেখাইয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করে।

চৈ (চব্য শব্দজ) চবিকা, কটুরসযুক্ত দ্রব্যবিশেষ। [চবিকা দেখ।]

চৈকিত (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক একজন ঋষি। এই শব্দটী গর্গাদি গণান্তর্গত, গোত্রাপত্যার্থে ইহার উত্তর যঞ্ হয়। (পা ৪।১।১০৮) চৈকিত্যস্য চৈকিতস্য ঋষে র্গোত্রাপত্যস্য ছাত্রঃ চৈকি-

(১) "উদগয়নে রবিশীতমযূখৌ বক্রসমাগমগাঃ পরিশেষাঃ।
বিপুলকরাযুধি চোত্তরসংস্থাশ্চেষ্টিতবীর্য্যযুতাঃ পরিকল্প্যাঃ।" (বৃহজ্জাতক)

ত্যকথাদি' অণ্ (কথাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪।২।১১১) চৈকিত্যের ছাত্র।

চৈকিত্য (পুং স্ত্রী) চেকিতস্ত গোত্রাপত্যং চেকিত-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) চেকিত মুনির গোত্রাপত্য।

চৈকিতান (পুং) চিকিতানস্ত গোত্রাপত্যং চিকিতান-অণ্। উপনিষৎ প্রসিদ্ধ একজন পুরুষ। [চৈকিতানেয় দেখ।]

চৈকিতানেয় (পুং) উপনিষৎপ্রসিদ্ধ একজন জ্ঞানী পুরুষ।

"তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্ত শ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্ উবাচ।" (বৃহদার' উপ' ১।৩।২৪) কেহ কেহ ইহার অপর নাম চৈকিতান বলিয়া স্বীকার করেন।

চৈকিতায়ন (পুং) চিকিতায়নস্তাপত্যং চিকিতায়ন-অণ্। চিকিতায়ন ঋষির পুত্র। ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে। (ছান্দো' উপ ১।৮।১) 'চিকিতায়নস্তাপত্যং চৈকিতায়নঃ' (ভাষ্য।)

চৈকিৎসিত (ত্রি) চৈকিৎসিত্যস্ত ছাত্রঃ চৈকিৎসিত্য-অণ্ (কথাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪।২।১১১) চৈকিৎসিত্য মুনির ছাত্র।

চৈকিৎসিত্য (পুং স্ত্রী) চিকিৎসিতস্ত ঋষের্গোত্রাপত্যং চিকিৎসিত-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) চিকিৎসিত ঋষির গোত্রাপত্য, তদ্বংশোৎপন্ন।

চৈকীর্ষত (ত্রি) চিকীর্ষন্নেব চিকীর্ষৎ-অণ্ (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।৩৮) যাহার চিকীর্ষা আছে, যিনি করিতে ইচ্ছা করেন। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

চৈটয়ত (ত্রি) চেটইব যততে যত অচ্ অতঃ স্বার্থে অণ্। ভৃত্যের ন্যায় যত্নশীল, যে ব্যক্তি ভৃত্য না হইয়াও ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে। (পা ৪।১।৮০)

চৈটয়তায়নি (পুং স্ত্রী) চৈটয়তস্যাপত্যং চৈটয়তং ফিঞ্ (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪) চৈটয়তের অপত্য স্ত্রীলিঙ্গে ষ্যঙ্ প্রত্যয় হইয়া "চৈটয়ত্যা" হইয়া থাকে। (পা ৪।১।৮০) কোন কোন গণপাঠে 'চৈটয়ত' স্থলে 'চৌটয়ত' পাঠ আছে।

চৈতন্য (ক্লী) চেতন এব চেতন স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ চিৎস্বরূপ, আত্মা। সাঙ্খ্যমতে চৈতন্য আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় না। তাঁহাদের মতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ দ্রব্য পদার্থবিশেষ। ইহা অপরিণামী অথচ ব্যাপক। পৃথিবী, জল প্রভৃতি দ্রব্যের ন্যায় ইহাতে রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষ গুণ নাই, কিন্তু সংযোগ, বিভাগ ও পরিমাণ প্রভৃতি গুণ আছে বলিয়া দার্শনিকগণ ইহাকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই মতে জ্ঞান ও চৈতন্য এক নহে। জ্ঞান বুদ্ধি বা মহত্তত্বের ধর্ম্ম; আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে জ্ঞানকেই চৈতন্য বলিয়া থাকি। ("নির্গুণত্বার চিদ্ধর্ম্মা"। সাংখ্য সূ'।) ২ পরমাত্মা। বৈদান্তিকগণ পরমাত্মাকে চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপ স্বীকার করেন। [জীবাত্মা ও পরমাত্মা দেখ।] ৩ আত্মধর্ম্ম, জ্ঞান। নৈয়ায়িক মতে জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ; ইহা আত্মার ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত কোন পদার্থে ইহার অস্তিত্ব নাই।

"শরীরস্ত ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।" (ভাষাপরি')

৪ চেতনা। ৫ প্রকৃতি। (মেদিনী)। ৬ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক। [চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

চৈতন্যচন্দ্র (পুং) সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক, চৈতন্য-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, ইহার পূর্ণ নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, তাহার একদেশ "চৈতন্য" লইয়াই ইহাকে চৈতন্য নামে অভিহিত করা হয়।

সময়ে সময়ে ধর্ম্মের অবনতি হইলে কোন না কোন মহাত্মা অবতীর্ণ হইয়া সদুপদেশ ও নানা প্রকার উপায়ে ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন। এই চৈতন্যদেবও একজন সেইরূপ অদ্বিতীয় ধর্ম্মপ্রচারক, ইহার সুমধুর ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মূঢ়প্রকৃতি পাষণ্ডতম ব্যক্তির হৃদয়ও ধর্ম্মভাবে গলিয়া যাইত, কেহই আর ইহার মতের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিত না। যখন বৌদ্ধগণের প্রবল প্রতাপে ভারতে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাণ হইয়া আসিতেছিল, অনেকেই হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার অনতিকাল পরেই বঙ্গদেশে তান্ত্রিকমতের সূত্রপাত হয়। তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বীগণ দিন দিন তন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া পশুহিংসা ও সুরাপান প্রভৃতি কুকার্য্যে রত হন। ইহাদের দলবৃদ্ধি ও প্রবল পরাক্রান্ত যবনরাজগণের অত্যাচারে ভারতের ধর্ম্মভাব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ধর্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তিগণের অসহ্য, হৃদয়-বিদারক ভীষণ মনস্তাপ হইতে লাগিল। তাঁহারা নীরস ভক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রেম, ভক্তি ও জীবে দয়া করাই প্রধান সাধন স্থির করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাত্মগণ ঐ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার পরে শ্রীহট্টে চন্দ্রশেখর প্রভৃতি, চট্টগ্রামে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, রাঢ়দেশে নিত্যানন্দ, বুড়নে হরিদাস ও শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সাহায্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিল না, কেবল সূত্রপাত হইয়া থাকিল। তাঁহারা পাষণ্ডীদের ভীষণ অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য ঈশ্বরকে মনপ্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। তাহার অনতিকাল পরেই চৈতন্যচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল জাতির মধ্যে সমানভাবে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার

করিয়া চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর প্রাণধন ও স্মরণীয় হইয়াছেন। কল্পনাপ্রিয় ভারতে জীবনচরিত অতি দুর্লভ বস্তু, কিন্তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সেই অভাব নাই, বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যচন্দ্রের প্রায় সমস্ত জীবনীই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বৃন্দাবনদাসকৃত সংস্কৃত চৈতন্যমঙ্গল ও ভাষা চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃত, চূড়ামণিদাসের চৈতন্যচরিত, কবিকর্ণপুরকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়, প্রেমদাসকৃত তাহার পদ্যানুবাদ, প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃত, প্রদ্যুম্নমিশ্রকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, জগজ্জীবন কৃত মনঃসন্তোষিণী, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, ভক্তিরত্নাকর, গৌরাঙ্গস্মরকল্পতরু, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও গোবিন্দ প্রভৃতি রচিত প্রাচীন কড়চা গ্রন্থই প্রধান। ইহা ছাড়া কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থেও ইহার বিষয়ে অনেক লিখিত আছে। বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অলৌকিক বিশ্বাস ও ঐকান্তিক-ভক্তি ছিল, তাঁহার সমস্ত চরিত্রই অলৌকিক বলিয়া ইহাদের মনে ধারণা ছিল, তাই তাঁহারা কল্পনাবলে তিলকে তাল করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, এই সকল কারণেই চৈতন্যচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থলে এমন ভাবের অনেক গল্প চৈতন্যজীবনচরিতে সংযোজিত আছে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য বা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যদিও চৈতন্যচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানকাল এখনও চারিশত বৎসর অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণও তাঁহার জীবনী লিখিতে ত্রুটী করেন নাই, তথাপি সেই সকল অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইতে প্রকৃতভাব গ্রহণ করা বড়ই সুকঠিন। যাহা হউক তাঁহার জীবনচরিতের অতিরঞ্জিত অংশ পরিত্যাগ করিয়া দেখিতে গেলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, কলিযুগে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক বা আদর্শ পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, মহাত্মা চৈতন্যচন্দ্র তাহাদের শীর্ষস্থানীয়, দ্বাপরের শেষ আদর্শ পুরুষ বা অবতার কৃষ্ণচন্দ্রের পর আর এতাদৃশ পুরুষ ভারতে বা পৃথিবীর কোন স্থানে উদিত হন নাই।

মহাত্মা চৈতন্যচন্দ্র উদিত হইলে সাধু বৈষ্ণবমণ্ডলীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদের ঐকান্তিক-ভক্তি ও বিশ্বাস চৈতন্যচন্দ্রকে তাহাদের নিকটে স্বয়ং পরমেশ্বর বা ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বলিয়া আদিষ্ট করিল এবং তাঁহারাও তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে চৈতন্যের ঈশ্বরত্বস্থাপনের জন্য বৈষ্ণবেরা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। অপর দিকে তন্ত্রমতাবলম্বী বা শাক্তগণ তাঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তি, ঈশ্বর-বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও দেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী একেবারে বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার ও অবজ্ঞা করিতে ত্রুটী করেন নাই। [বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেখ।] বৈষ্ণবগণ চৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার ও পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু শাক্ত বা অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে সাধু ভক্ত, ও ধর্ম্মপ্রচারক ভিন্ন ঈশ্বরাবতার বলিয়া কখনই গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে বহুদিন হইতে ঘোর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। চারিশত বৎসর চলিয়া গেল, চিরস্মরণীয় চৈতন্যচন্দ্র কেবলমাত্র হৃদয়াকাশ আলো করিয়া উদিত থাকিলেন, তথাপি এ বিবাদের সুচারু মীমাংসা হইল না। বৈষ্ণবগণ চৈতন্যকে ঈশ্বর করিবার জন্য এই যুক্তি বলেন যে ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তিনি ইচ্ছা করিলে মনুষ্য হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! এবং তাঁহাদের মতের পরিপোষক শাস্ত্রীয় প্রমাণও দেখাইয়া থাকেন—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহম্।
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥
কৃষ্ণশ্চৈতন্যগৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌরহরি র্গৌরো নামানি ভক্তিদানিমে।" (অনন্তসংহিতা)

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি ঈশ্বর তাহাদের সহিত (ধরাতলে) বিচরণ করিব। আমি কালবশে বিনাশপ্রাপ্ত ভক্তিপথ পুনর্ব্বার স্থাপন করিব। কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরাঙ্গ, গৌরচন্দ্র, শচীসুত, প্রভু, গৌরহরি ও গৌর আমার এই কয়টী নাম অতিশয় ভক্তিপ্রদ।

ইহা ছাড়া মহাভারতের একটী শ্লোকও তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"

বিষ্ণুসহস্রনামের মধ্যে তাহাকে সুবর্ণবর্ণ বা গৌরাঙ্গ, চন্দনতিলকধারী, সন্ন্যাসকারী ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ বলিয়া উক্ত শ্লোক দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে (১)। বিষ্ণু আর কোন

(১) চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস এইদিকে ভারতের দানধর্ম্মের ২৪৯ অধ্যায়ের ৯০ শ্লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [চৈতন্যচরিতামৃত আদি ৩ পরিচ্ছেদ দেখ।] কিন্তু মহাভারতে ঐ রকম একটী শ্লোক নাই। অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪৯ অধ্যায়ের দানধর্ম্মের ৯২ শ্লোকের প্রথম অর্দ্ধেক ও ৭৫ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ লইয়া উহা সংগঠিত হইয়াছে। সেই দুইটী শ্লোক যথা—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
বীরহা বিষমঃ শূন্যো ঘৃতাশীরচলশ্চলঃ।" ৯২
"ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।" ৭৫

অবতারেই উক্ত লক্ষণ বা চিহ্নাদি ধারণ করেন নাই। অতএব মহাতারতের ঐ শ্লোকানুসারে চৈতন্যকেই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিষ্ণু ঈশ্বরের পূর্ণাবতার, সেই বিষ্ণুই যখন চৈতন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তখন আর তাহার পূর্ণত্ব কোথা যায় *। তাঁহারা আরও বলেন যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রারম্ভে ভগবান্ কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুরাত্মগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন করিবার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব। অতএব কলিযুগে কৃষ্ণের অবতার না হইবে কেন?

শাক্তগণ চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব নিরাকরণের জন্য তন্ত্ররত্নাকরের কতকগুলি বচন বলিয়া থাকেন। তাহার মর্ম্ম এই যে—ত্রিপুরাসুর মহাদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শিবধর্ম্ম বিনাশ করিবার জন্য তিন পুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিনরূপে অবতীর্ণ হন। পরে নারীভাবে ভজনার উপদেশ দিয়া ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী ও বর্ণসঙ্কর দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাদেবের ক্রোধ আবার উদ্দীপ্ত হইল। ত্রিপুরের সঙ্গী অসুরগণ রুদ্রের বেশ ধারণ করিয়া ত্রিপুরের তিন অবতারকে ভজনা করিতে লাগিল। ইহারা ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু, দ্বিতীয় অংশকে বলরাম ও তৃতীয় অংশকে মহাদেব বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল (২)।

ইহার কোনটীকেই বা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়? বৈষ্ণবেরা যে সকল গ্রন্থ হইতে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরের পূর্ণাবতারত্ব স্থাপন করিবার জন্য প্রমাণ উদ্ধৃত করেন, তাহার অধিকাংশেরই প্রাচীনত্ব বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। শাক্তগণের উল্লেখিত তন্ত্ররত্নাকরের বচনগুলিকেও প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, চৈতন্যের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত দেখিলে তাঁহাকে অবতার বলিতে কোন বাধা নাই। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে অবতারের লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার অনেক সাদৃশ্য চৈতন্যচন্দ্রে দেখিতে পাই। ইনিও একটী ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া জগতের অনেক পাপীদিগকে ত্রাণ করিয়াছেন।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। পরিশেষে ইহার মীমাংসার জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় করলিপি প্রস্তুত হইল। তাহাতে এইরূপ উত্তর পাওয়া যায়—

"চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণোন চাংশকঃ।"

অর্থাৎ চৈতন্য ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণ বা অংশাবতার নহে। শান্তিপুরনিবাসী অদ্বৈত বংশোদ্ভব শাস্ত্রবিশারদ জনৈক গোস্বামী কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইয়া উক্ত করলিপির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা ও চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করেন। তৎকৃত ব্যাখ্যা—

"চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তোন, অংশকোন, কিন্তু পূর্ণএব।"

---

* বিষসার প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতন্ত্রেও চৈতন্যের ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে। ঈশানসংহিতায় লিখিত আছে—

"পার্ব্বতী উবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শ্রুতবক্তে্‌ণ তে পুরা।
কথিতো গৌরচন্দ্রোবতত্র মে সংশয়ো মহান্।
কৃষ্ণভক্তো গৌরচন্দ্রো মানবেতি শ্রুতং ময়া।
চতুর্বর্গপ্রদো দেবস্ত্বয়াসৌ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যদীশ্বরো হি গৌরাঙ্গশ্চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কঃ।
তদা কথং স কৃতবান্ সন্ন্যাসাদিকধারণম্।
মহেশ্বর উবাচ।
শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুভগে যৎপৃষ্টং গোপিতং বচঃ।
এক এব হি গৌরাঙ্গঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদঃ।
যো বৈ কৃষ্ণঃ স গৌরাঙ্গস্তয়ো র্ভেদো ন বিদ্যতে।
শিক্ষার্থং সাধকানাঞ্চ স্বয়ং সাধকরূপধৃক্।
শিক্ষাগুরুঃ শচীপুত্রঃ পূর্ণব্রহ্ম ন সংশয়ঃ।"

ব্রহ্মযামলীয় চৈতন্যকল্প নামক বৈষ্ণবগ্রন্থেও লিখিত আছে—

"গোকুলে বলরামস্তং যঃ প্রাপ্তঃ শৃণু পার্ব্বতি।
নিত্যানন্দঃ সোঽভবত্তি লোকানাং হিতকাম্যয়া।
শচী তে দেবকী দেবী বসুদেবঃ পুরন্দরঃ।
তয়োঃ প্রীত্যৈব ভগবান্ চৈতন্যশ্চ স্বয়ং গতঃ।
কলৌ জন্ম সমাসাদ্য চৈতন্যং ন ভজন্তি যে।
তেষাঞ্চ নিষ্কৃতি র্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি।" [চৈতন্যকল্প ২ অঃ।]

(২) "গণপতিরুবাচ। স এব ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
রুষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্ত্রিধা।
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহ-হেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানাং উপায়ানসৃজদ্বহূন্।
অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ।
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে।
ততো দুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ।
উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ।
বৃষলৈ র্বৃষলীভিশ্চ সঙ্করৈঃ পাপযোনিভিঃ।
পূরয়িত্বা মহীং কৃৎস্নাং রুদ্রকোপমদীপয়ৎ।
প্রথমং বর্ণয়ামাসঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণুসনাতনম্।
দ্বিতীয়মচ্যুতং শেষং তৃতীয়ন্তু মহেশ্বরম্।" (রত্নাকর)

অর্থাৎ চৈতন্য একজন ভগবদ্ভক্ত বা ভগবানের অংশাবতার নহেন। তিনি পূর্ণ। ইহাতেও বিবাদের মীমাংসা হইল না। আজ পর্য্যন্তও এই বিবাদের সুচারু মীমাংসা হয় নাই।

চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে চৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত যেরূপ লিখিত আছে, তাহাই এই স্থানে লিখিত হইবে।

বৈষ্ণব কবিগণ চৈতন্যচন্দ্রের জীবনলীলাকে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তাহা আদি-লীলা ও সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বনের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি অন্ত্যলীলা নামে বর্ণিত। অন্ত্যলীলা আবার মধ্য ও শেষ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

পাশ্চাত্যবৈদিককুলমঞ্জরীর মতে যশোধরের সহিত সমাগত ভরদ্বাজগোত্র জিতমিশ্রের বংশে জগন্নাথমিশ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রথীতরগোত্র নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিষ্ণুদাসের ভগিনী শচীদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জগ-ন্নাথের ঔরসে শচীর গর্ভে বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর নামে দুইটী পুত্র হয়। কনিষ্ঠ বিশ্বম্ভরই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া চৈতন্য নামে বিখ্যাত হন। ইঁহাদের বংশ না থাকাতেই পাশ্চাত্য বৈদিককুলে সামবেদী ভরদ্বাজগোত্রের লোপ হইয়াছে (১)। অনেকেই বলেন যে পাশ্চাত্যবৈদিকেরা কোন সময়েও শ্রীহট্টে বাস করিতেন না, তাহা হইলে বৈদিক-সমাজের মধ্যে শ্রীহট্টের উল্লেখ থাকিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষগণকে যে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে অভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না।

চৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষেরা চন্দ্রদ্বীপে বা অন্য কোন বৈদিক সমাজে বাস করিতেন। জগন্নাথ তথা হইতে গঙ্গাবাস নিমিত্ত নদীয়া আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ সেই স্থানকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত মনে করিয়া চৈতন্যের পিতামহের বাসস্থান শ্রীহট্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২), কিন্তু শ্রীহট্ট-নিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র রচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী নামক গ্রন্থে ও তাহার অনুবাদ মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে (৩) লিখিত আছে যে, তপস্তানিরত জিতেন্দ্রিয় মধুকর নামক একজন পাশ্চাত্য-বৈদিক শ্রীহট্টে আগমন করেন। ইনি ঘরে কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি লাভ করেন। সেই স্থান বরগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার সহধর্ম্মিণী চারিটী পুত্র ও একটী সর্প (?) প্রসব করেন। তাহার অন্তর মধ্যম পুত্র উপেন্দ্রমিশ্র কৈলাসপর্ব্বতের নিকটে ইক্ষুনদীর পশ্চিম পারে অমৃত নামক গুপ্তকুণ্ডের সন্নিধানে বাস করেন। তাঁহার কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোক নামক সাতটী পুত্র হয়। তাহার মধ্যে জগন্নাথ মিশ্র দেশে ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপন করিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বৈদিককুলসম্ভূত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার কন্যা শচীর সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। শচীর গর্ভে জগ-ন্নাথের ঔরসে বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপ বাল্য-কালে সংসারের অসারতা জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। জগন্নাথের মনে হইল যে তিনি অনেকদিন পিতামাতার চরণ দর্শন করেন নাই, তাই তাঁহার পুত্রটীর এইরূপ ঘটিয়াছে।

(১) "চৈতন্যস্য গ্রহণাৎ সামবেদীভরদ্বাজো নাস্তি।"
(পাশ্চাত্য বৈদিক কুলমঞ্জরী)

(২) "শ্রীহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান।
সপ্তমিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর।
জনার্দ্দন জগন্নাথ ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈলা জগন্নাথ।"
(চৈতন্যচরিতামৃত আদিলী° ১৩ পরি)

(৩) প্রদ্যুম্নমিশ্রের খুল্লতাতবংশের জগজ্জীবন মিশ্র বাঙ্গালা পদ্যে চৈতন্যোদয়াবলীর অনুবাদ করেন। তাহারই নাম "মনঃসন্তোষিণী।" প্রদ্যুম্নমিশ্র চৈতন্যচন্দ্রের আদেশেই কৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থরচনা করেন—
"তস্যৈবাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্যোদয়াবিধেঃ।
প্রদ্যুম্নাখ্যেন মিশ্রেণ কৃতেয়মুদয়াবলী।" (৩ সং ১৯ শ্লো°)
নিম্নে তাঁহাদের বংশাবলী দেওয়া হইল—

তিনি এইরূপ ভাবিয়া শচীর সহিত দেশে আগমন করেন। পরমানন্দের স্ত্রী সুশীলার সহিত শচীর বিশেষ সদ্ভাব ছিল। দেশে থাকিতে থাকিতেই শচীর গর্ভ হইয়াছিল। শেষে জননীর বাক্যে জগন্নাথ শচীকে লইয়া নবদ্বীপ ফিরিয়া আসেন (৩)। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীহট্ট বৈদিকের সমাজ নয় বটে, কিন্তু চৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষ মধুকর মিশ্র কোন কারণে আসিয়া শ্রীহট্টে বাস করেন এবং তথায় বৈদিকের সংখ্যা তত অধিক না থাকায় ও অল্পদিন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে সমাজ বলিয়া গণনা করা হয় নাই। কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি কুলজীগ্রন্থে নাই বলিয়াই চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের কথা উড়াইয়া দিয়া চন্দ্রদ্বীপ বা অন্য কোন স্থানে চৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

বৈষ্ণবগণের মতে সিদ্ধপদ্মের কর্ণিকারূপ অন্তর্দ্বীপের মধ্যে মায়াপুরে জগন্নাথমিশ্রের আবাস স্থান ছিল। [নবদ্বীপ দেখ।] জগন্নাথ ও শচীর প্রথমে সন্তানভাগ্য ভাল ছিল না। একটী করিয়া আটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া মরিয়া গেল। দম্পতীর দুঃখের সীমা রহিল না, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার পরে অনেকদিন শচী জগন্নাথের আর কোন সন্তান হয় নাই। বিশ্বরূপ প্রায় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে চৈতন্যের জন্ম হয়। ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিংহলগ্নে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যের জন্মসময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। তখন নবদ্বীপবাসী বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উৎসাহিত! ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি, ঈশ্বর নামকীর্ত্তন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা নবদ্বীপ অমরাবতী হইতে সুখ ও শান্তিময় বোধ হইয়াছিল। এ সকল কার্য্য অন্য কারণে হইলেও অনেকের বিশ্বাস হইল যে এরূপ শুভ সময়ে যাহার জন্ম হইয়াছে, তিনি অবশ্যই কোন না কোন মহাপুরুষ হইবেন, কালে এই সকল বিশ্বাসই

(৩) "আসীৎ শ্রীহট্টমধ্যস্থো মিশ্রোমধুকরাভিধঃ।
পাশ্চাত্যবৈদিকশ্চৈব তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ৩
যরেণাপ্যেব তেনেহ কিয়দ্ভূমিঃ করোৎকরা।
যরগঙ্গেতিযো দেশঃ সুজনৈঃ পরিগীয়তে। ৪
চত্বারস্তস্য পুত্রাস্তু সর্ব্বেকেশচ শঙ্করে।
বভূবুর্গুণসংযুক্তাঃ সুব্রাহ্মণাঃ প্রতাপিনঃ। ৫
তস্য মধ্যৈকপুত্রো হিত্বা দেশস্তু পৈতৃকং।
শ্রীমদুপেন্দ্রমিশ্রাখ্যঃ প্রধানং স্থানমাগমৎ। ৬
কৈলাসসন্নিধানেতু গুপ্তবৃন্দাবনং মহৎ।
ইন্দু নাম্নী তস্য পূর্ব্বে কালিন্দী সদৃশী নদী। ৭
বৃদ্ধগোপেশ্বরস্তত্র দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ।
কৈলাসস্তোত্তরে কুণ্ডং গুপ্তং পরমশোভনম্। ৮
আস্তেহমৃতাখ্যঃ লোকৈস্তৎ কদাচিদপি দৃশ্যতে।
তত্র স্থিত্বা স বিপ্রর্ষিস্তপস্তেপে নিরাকুলঃ। ৯
শোভয়া ভার্য্যয়া যুক্তোপ্যাশ্চর্য্যগুণযুক্তয়া।
বভূবুঃ সপ্তপুত্রাস্তু তস্য বিপ্রস্য ধীমতঃ। ১০
ব্রহ্মণ্যগুণসম্পন্না নারায়ণপরায়ণাঃ।
কংসারিঃ পরমানন্দো জগন্নাথস্ততঃপরঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ পদ্মনাভো জনার্দ্দনস্ত্রিলোকপঃ। ১১ (প্রথম সর্গ)
ধীমন্তং যমুতং বীক্ষ্য জগন্নাথ গুণার্ণবম্।
কাতন্ত্রাদীনি শাস্ত্রাণি পাঠয়ামাস সদ্দ্বিজঃ। ১
আদেশং তস্য তত্রৈব দৃষ্ট্বা মিশ্রঃ প্রতাপবান্।
প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্বীপে মনোরমে। ২
নিশম্য গুণরূপাণি শ্রীলবৈদিকসত্তমঃ।
নীলাম্বরো দ্বিজবরো দ্রষ্টুং তং প্রযযৌ মুদা। ৬
দৃষ্ট্বা তং নরশার্দ্দূলং চক্রবর্ত্তী স্বধর্ম্মরাট্।
অস্মৈকন্যাং প্রদাস্যামি সুশীলায় মহাত্মনে। ৭
ইতি নিশ্চিত্য মনসা গত্বা স নিজ কেতনম্।
ভার্য্যায়ৈ কথয়ামাস মনসা যৎকৃতস্তু তৎ। ৮
প্রাজাপত্যবিধানেন জগন্নাথায় ধীমতে।
শুভে দিনে প্রদদতুঃ শচীং স্বীয়সুতাং বরাম্। ১০
কৃত্বা পাণিগ্রহং শচ্যা নবদ্বীপে দ্বিজোত্তমঃ।
জগন্নাথোঽবসৎ প্রীত্যা কান্তয়া শৌর্য্যয়াবৃতঃ। ১১
সদা তৌ ধর্ম্মসম্পন্নৌ গোবিন্দধ্যানতৎপরৌ।
তপো নারায়ণক্ষেত্রে তেপতুর্বাঞ্ছিতপ্রদে। ১২
বিশ্বরূপঃ প্রথমজঃ শচ্যাঃ পুত্র গুণাকরঃ।
অল্পায়ুসি সমাসাদ্য জ্ঞানং বৈরাগ্যমাযযৌ। ১৩
তস্মিন্ পুত্রে গতে তত্র জগন্নাথঃ সুপণ্ডিতঃ।
চিন্তামাপেদে মহতীং বর্ত্তেতে পিতরৌ মম। ১৪
তাভ্যাং দত্তেন শাপেন মাদৃশামীদৃশী গতিঃ।
অতো যাস্যামি তৌ দ্রষ্টুং ভার্য্যয়া সহিতস্ত্বরং। ১৫
এতস্মিন্নেব সময়ে শ্রীমদুপেন্দ্রমিশ্ররাট্।
পত্রং প্রস্থাপয়ামাস পুত্রাগমনকারণাৎ। ১৬
পত্রং প্রাপ্য জগন্নাথো ভার্য্যয়া সহিতোলঘু।
স্বদেশমগমদ্বিদ্বান্ পিত্রোঃ প্রীতিং বিবর্দ্ধয়ন্। ১৭
অথাগতো জগন্নাথঃ পিতৃসেবাপরায়ণঃ।
তস্য পত্নী শচীসাপি শ্বশ্রুসেবনতৎপরা। ১৮
আসীৎ শ্বশ্রুসমীপে চ ধন্যা মান্যা চ যোষিতাং।
পরমানন্দপত্নীচ সুশীলাখ্যাতি হর্ষিতা।
শ্রীশচীং মাতরং নিত্যং পুত্রিকাবদপালয়ৎ। ২০
গতে কিয়তি কালেচ শ্রীশচী সর্ব্বদেবতা।
বভুমাতা বভূবাত্র সুন্দরী পূর্ব্বতোঽধিকা। ২১
তস্মিন্নিশীথে ভগবান্ বাচমাহাশরীরিণীং।

চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইল। চৈতন্যদেব ১৩ মাস মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়া জন্ম গ্রহণ করিলে (৪) শচী ও জগন্নাথের আনন্দের সীমা থাকিল না। সকলেই নব বালকটীকে দেখিতে আসিলেন এবং বালকের রূপ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। তাঁহার রূপ ও জন্ম সময় ভাবিয়া আস্তিক বৈষ্ণবগণ তাহাকে ঈশ্বর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং দিন দিনই তাঁহাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে ডাকিনী ও শাকিনীরা বালকের অনিষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু নিমাই নাম রাখিলে আর তাহারা অনিষ্ট করিতে পারে না। তাই বিষ্ণুভক্ত অদ্বৈতের সহধর্ম্মিণী "নিমাই" নাম রাখিয়াছিলেন (৫)। কিন্তু চূড়ামণিদাসের মতে শচী ১৩ মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে নাই। দশমাস পূর্ণ হইলেই চৈতন্যের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপই নবশিশুর নিমাই নাম রাখিয়াছিলেন (৬)। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী দৌহিত্রের কোষ্ঠী গণনা করেন, তাহাতেও শারীরিক লক্ষণে ইহাকে মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের জন্মকাল যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। চূড়ামণিদাস নিজকৃত চৈতন্যচরিতে একখানি অদ্ভুত কোষ্ঠীর অবতারণা করেন। যাহারা একটুও গণিতশাস্ত্র দেখিয়াছেন তাহারাই সেই কোষ্ঠীর উপাদেয়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন (৭)। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বৈষ্ণব কবির বিশ্বাস যে চৈতন্যে কিছুই অসম্ভব হইবার নহে। তাই এইরূপ কোষ্ঠীর অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছেন। বালকের জন্মগ্রহণের পর জগন্নাথের ঘরে মহোৎসব আরম্ভ হইল। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই নানা উপহার লইয়া বালকটীকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। মিশ্র পুরন্দরও যথাসাধ্য দান ধ্যান করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। জনক জননীর হৃদয়ানন্দের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি অতিশয় গৌর হইয়াছিল বলিয়া মহিলাগণ শিশুটীকে গৌরাঙ্গ ও কখন গৌরচন্দ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কালে এই গুলিও চৈতন্যের নামান্তর মধ্যে গণ্য হইল।

চৈতন্যের বাল্যকালে যে কোন মহত্বসূচক বা ঈশ্বরত্ব-জ্ঞাপক কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বোধ হয় না, কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ বালক কালেই চৈতন্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে একদিন গৃহলেপনের পর শচী ও জগন্নাথ গৃহ মধ্যে ছোট ছোট পদ চিহ্ন দেখিতে পান এবং তাহাতে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ,

শৃণু শোভে স্মৃযায়াস্তে প্রাদুর্ভবামি চানঘে।
অতঃ পুরং স্মৃযাকৈব নবদ্বীপে মনোহরে। ২৩
শীঘ্রং প্রত্যাপরম্যাত্বং ভবাশ্রয়ো ভবিষ্যতি।
অন্যথা চরণাস্তে্র ভবিষ্যন্তি বিপত্তয়ঃ। ২৪
ইতি শ্রুত্বা তু সা ভীতা প্রাভর্গত্বা নিজং পতিং।
বৃত্তান্তং বেদয়ামাস রজনীজং মহাদ্ভুতং। ২৫
পিতৃভ্যাস্তু সমাদিষ্টো জগন্নাথাখ্য ভূসুরঃ।
প্রয়াণং কর্ত্তুমুমুক্তো ভার্য্যয়া সান্নগর্ভয়া। ২৮"
(চৈতন্যোদয়াবলী দ্বিতীয় সর্গ।)

(৪) "চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চাঁদে আর কিবা প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিয়া গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥"
(কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরি° আদি° ১৪ পঃ)

(৫) "ডাকিনী শাকিনী হ'তে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই।"
(কৃষ্ণদাস চৈতন্য চরি° আদি ১৪ প°)

(৬) "ভাবিতে চিন্তিতে তার পৌষ মাস গেল।
দশমাস পূর্ণ গর্ভ শচীত ধরিল॥"
"কতক্ষণে দখিতে সে ভাতৃমুখ যাই।
শুন মাতা পিতা ইহার নাম নিমাই॥" (চূড়ামণিদাস)

(৭) "অতিশুভ বৃষলগ্ন তিথি পৌর্ণমাসী।
বিংশতি দিবসে মহাযোগ ভেল আসি॥
চতুঃসাগর কোষ্ঠী উভচরি যোগ।
নিজ নিজ গৃহে সর্ব্ব গ্রহ করে ভোগ॥
মেষে ভানু গ্রহরাজ দশ অংশে বসে।
মৃত্যুঞ্জিত সুধানিধি ত্র্য অংশে বৃষে॥
মকরেত ভূমিসুত অষ্ট অংশ বসে।
কর্কটেত দেব গুরু বসে পঞ্চ অংশে॥
কন্যায়ত বুধ বসে পঞ্চদশ অংশে।
তুলাগত শনি বসে একবিংশতি অংশে॥
সিংহেত সুতুঙ্গ রাহু নব অংশে বসে।
কুম্ভে কেতু তুঙ্গ হেতু বসে পঞ্চ অংশে॥
এ সব সুতুঙ্গে বসি নব গ্রহগণে।
বিমাতি বিপক্ষ সব রাখে খ্যাতি দিনে॥
এত দেখি সুরলোক বলে হরি হরি।
আনন্দ আহ্লাদে গৌরচন্দ্র অবতরী॥" (চূড়ামণি)

চক্র ও মীন চিহ্ন দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হন। মিশ্র একজন বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন। তিনি অনুমান করিলেন যে, ঘরে বালগোপাল দেববিগ্রহ রহিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার পদচিহ্ন। এই সময়ে শচীদেবী বালককে স্তনপান করাইতে ছিলেন, তিনি পুত্রের পদতলে হঠাৎ ঐ সকল চিহ্ন দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইলেন এবং জগন্নাথকে ডাকিয়া দেখাইলেন। ইহা ছাড়া বংশীবাদন ও মাতাপিতাকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিপ্রদর্শন প্রভৃতি আরও কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা আছে।

শুভদিন দেখিয়া বালকের নাম বিশ্বম্ভর রাখা হইল। চূড়ামণিদাস বলেন যে, চৈতন্যের জন্মনক্ষত্র রোহিণী ও জন্মরাশি বৃষ এই কারণে গণক রাশি অনুসারে ইহার নাম বিশ্বম্ভর রাখিয়াছিল (১)। কিন্তু একথা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক, চৈতন্য রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহা হইলে সেইদিন কখনই চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারিত না।

বালকের জন্ম হইতেই জগন্নাথের অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। তিনি ১৪০৮ শকে শ্রাবণমাসে হস্তানক্ষত্রে ও বৃহস্পতি বারে বেশ ধুম ধাম করিয়া চৈতন্যের অন্নপ্রাশন করাইলেন। ইহাতে নবদ্বীপবাসী সকলেই উৎসাহিত হইল (২)।

নিমাই বালককালে অপেক্ষাকৃত চালাক ও ক্রোধপরতন্ত্র ছিলেন, যখন যাহা বলিতেন তাহা করিতে না পারিলে আর রক্ষা ছিলনা, কাঁদিয়া আকুল হইতেন; বাড়ীর সকলকেই উৎপাত করিয়া তুলিতেন, কিন্তু ইহাতেও তাহার একটুকু অলৌকিকতা ছিল যে, যদি কেহ মধুরস্বরে হরিনাম করিত, তবে আর কাঁদিতে পারিতেন না। হরিনাম শুনিবামাত্র কচি কচি হাত পা গুলি সঞ্চালন করিয়া যেন হৃদয়ের উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে দিন গত হইতে লাগিল, চন্দ্রকলার ন্যায় গৌরচন্দ্রও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইয়া পিতামাতা ও ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ১৪০৯ শকের ৫ই বৈশাখ নিমাইয়ের চূড়াকরণ হইল (৩)। নিমাই বালককালে বড়ই চপল ছিলেন। একদিন শচীদেবী তাঁহাকে খই ও সন্দেশ খাইতে দিয়া গৃহকার্য্যে গেলেন। কিন্তু বালক খাদ্য দ্রব্য ফেলিয়া মাটী খাইতে লাগিল। শচী তাহা দেখিতে পাইয়া মাটী কাড়িয়া লইলেন ও মাটী খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক নিমাই তাহার উত্তরে দার্শনিক কথা বলিয়া মাতাকে অবাক্ করিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর কহিলেন, 'মা বিবেচনা করিয়া দেখ সকলেই মাটীর বিকার। খই, সন্দেশ প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য সকলেই মাটী হইতে উৎপন্ন। তবে মাটী খাইতেছি বলিয়া দুঃখিত হইতেছ কেন?' শচী ঠাকুরাণীও বড় কম ছিলেন না। তিনিও তর্কে বালককে পরাজয় করিলেন। আর একদিন একজন ব্রাহ্মণ জগন্নাথের গৃহে অতিথি হইলেন। তিনি বালগোপাল মন্ত্রে নাকি দীক্ষিত ছিলেন; পাক সমাপ্ত করিয়া যাই নিজ ইষ্টদেবকে নিবেদন করিলেন, অমনি দুর্দ্দান্ত নিমাই কোথা হইতে আসিয়া স্তূপীকৃত অন্নের একগ্রাস খাইয়া ফেলিল। জগন্নাথ ও শচী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া হায় হায় করিয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার পাক করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে নিমাইকে বাড়ী হইতে বিদায় দেওয়া হইল। সেবারেও নাকি অন্ন প্রস্তুত হইলে নিমাই আসিয়া একগ্রাস অগ্রভাগ লইয়াছিলেন। এইরূপে তিনবারের বার গৌরাঙ্গ প্রভু যোগনিদ্রায় পিতামাতা প্রভৃতি সকলকে মুগ্ধ করিয়া গোপালবেশে ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়া উদ্ধার করেন।

কোন দিন নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বালক বিশ্বম্ভর গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যান। দুইজন প্রসিদ্ধ চোর অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে মিঠাই ও সন্দেশ এবং বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যায়। পরে উভয়ে বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া গন্তব্য স্থানের পথ ভুলিয়া যায়, শেষে ঘুরিতে ঘুরিতে জগন্নাথের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নিমাইয়ের কোন অনিষ্ট ঘটিল না, সকলে জানিয়া শুনিয়া অবাক্ হইল। গোঁড়া ভক্তগণ কংসপ্রেরিত অসুরের ন্যায় ঐ দুইজন চোরকে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

জগদীশ ভাগবত ও হিরণ্য পণ্ডিত নামে দুই ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সহিত মিশ্র জগন্নাথের বেশ সদ্ভাব ছিল। উভয়ে একাদশীর দিনে নানা প্রকার উপাদেয় সামগ্রী আনিয়া কৃষ্ণপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। নিমাইয়ের খাইতে ইচ্ছা হইল। তিনি ব্যাধির ছলনা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিয়া বসিলেন যে, ঐ সব নৈবেদ্য খাইতে না দিলে তাহার পীড়া ভাল হইবে না। নিমাইয়ের রোদনে বাটীর সকলে এত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে ঐ কথা প্রতিবেশী-

(১) "গণকে কহিল রাশি যোগিনীতে বৃষ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহার পরম সদৃশ।" (চূড়ামণি—চৈতন্যচরিত)

(২) "এত শুনি মিশ্রবর আনন্দে পূরিত।
গণক আসিয়া দিন করিয়ে ত্বরিত॥
সিত পঞ্চমী হস্তা নক্ষত্র গুরুবারে।
অন্নপরাশন করাইবে ত পুত্রেরে॥" (চূড়ামণিদাস চৈতন্যচরি°)

(৩) "বৈশাখের পাঁচ দিনে এ চূড়াকরণ।
ফাল্গুনের সাধো জন্মতিথির পূজন॥" (চূড়ামণি চৈতন্যচরি°)

ম্বরকে জানাইতে হইল। সরল মতি বৈষ্ণবদ্বয় অগত্যা দেবতার অগ্রেই বালককে নৈবেদ্য দিয়া শান্ত করিলেন।

ক্রমেই বালক নিমাই অতি দুষ্ট স্বভাব ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন; পাড়ার বালকগণের অগ্রণী হইয়া একটী দল বাঁধিলেন এবং নানাবিধ কৌশলে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ভবিষ্যৎ জীবনে যে শক্তি তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিল, সেই মোহিনী শক্তি চৈতন্যের বাল্যকালেই বিকশিত হইল। দলের সকল বালকই তদ্গত প্রাণ্ হইয়া ছিল, কিছুকালের জন্য চৈতন্যের বিচ্ছেদে তাহাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিত। নিমাই ঐ দল লইয়া পাড়াপড়শীর ঘরে চুরী করিতেন, দলের কোন বালক তাহার মতে অবাধ্য হইলে তাহাকে শাস্তি দিতেও ত্রুটী করিতেন না। কখন কখন ভাগীরথীতীরস্থ বালুকাময় স্থানে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে দাঁড়াইয়া মার্ত্তণ্ডখেলা খেলিতেন এবং কখনও কখন দলে দলে জলে পড়িয়া সাঁতার কাটিতেন। ইহাদের জলক্রীড়ায় অপর লোকের স্নান আহ্নিকে বিশেষ বাধা পড়িত। শচী-জগন্নাথ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনিতে পাইতেন।

একদিন শচীমাতা পুত্রকে ডাকিয়া তাড়না ও তিরস্কার করেন। নিমাইয়ের রাগ হইল, তিনি ঘরে যাইয়া হাঁড়ি কুড়ি যাহা কিছুই পাইলেন, সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ বলেন, কোন একদিন নিমাই শচীমাতাকে প্রহার করেন। শচী ছল করিয়া মূর্চ্ছিত হইলে অপর মহিলাগণ নিমাইকে বলিল তুমি যদি দুইটী নারিকেল আনিয়া দিতে পার, তবে তোমার মাতা সুস্থ হইবেন। নিমাই আর ওজর করিলেন না। তথা হইতে বাহির হইয়াই দুইটী নারিকেল আনিয়া দিলেন। দেখিয়া শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা ফুলের সাজী ও নৈবেদ্য লইয়া গঙ্গার ঘাটে পূজায় বসিত, দুর্দান্ত নিমাই সময় বুঝিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতেন, "ওহে তোমরা আমায় পূজা কর, আমি তোমাদের উত্তম বর দিব, তোমরা জাননা যে গঙ্গা দুর্গা ও মহাদেব সকলেই আমার আজ্ঞাকারী।" এইরূপ বলিয়া চন্দন, ফুলের মালা ও চাল কলা কাড়িয়া লইতেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ কিছু বলিলে বিশ্বম্ভর মধুর হাসি হাসিয়া বলিতেন, "আমি তোমাদিগকে বর দিতেছি যে তোমাদের পরম সুন্দর, যুবা, রসিক ও ধনবান্ স্বামী হইবে।" চাল কলা লইতে কোন বালিকা বাধা জন্মাইলে বিশ্বম্ভরের ক্রোধের সীমা থাকিত না, তিনি রাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন যে, "তোমায় বুড়ার হাতে পড়িতে হইবে, তাহার উপর আবার সাতটা সতীন্ হইবে।" নিমাইয়ের কথাবার্ত্তায় সকল বালিকাই চমৎকৃত হইত। "নিমাই যাহা বলে তাহা সত্য, এ বোধ হয় ঈশ্বরের অবতার না হইলে এরূপ কথা বলিতে সাহস পাইত না।" এই ভাবিয়া কন্যাগণ বিশ্বম্ভরকে সন্তুষ্ট না করিয়া কোন ব্রতানুষ্ঠান করিত না। নিমাই এইরূপ সুযোগে চাল কলা খাইয়া আমোদ করিতেন। এই সময়ে একদিন নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবপূজার জন্য চন্দন মালা ও নৈবেদ্য লইয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহাকে দেখিয়া তাহার নিকটে যাইয়া বলিলেন, "দেখ সুন্দরি! তুমি আমাকে পূজা কর, আমি তোমাকে অভীষ্ট বর দিব।" চৈতন্যের মূর্ত্তি ও মধুমাখা কথায় লক্ষ্মী আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না; তিনি মাল্য ও চন্দন দিয়া গৌরাঙ্গের অর্চ্চনা করিলেন। এই সময়ে উভয়ের মনে সাহজিক প্রীতির উদয় হয়।

বিশ্বম্ভরের অশেষ দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে শুনিতে পিতা মাতা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন শচীদেবী নিমাইকে ধরিবেন বলিয়া যাইতেছিলেন, নিমাই লাফাইয়া একটী উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির উপরে বসিলেন। শচী বলিলেন যে নিমাই অশুচি হইয়াছ, গঙ্গাস্নান না করিলে গৃহে যাইতে পাইবে না। নিমাই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কেন মা, ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানই অস্পৃশ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মের বর্ত্তমানতায় সকল স্থানই মহাতীর্থময়।" পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মুখে তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শুনিতে পাইয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বহু যত্নে শান্ত করিয়া তাহাকে গৃহে আনিলেন।

কিছুদিন পরে জগন্নাথমিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দেন, বিশ্বম্ভর নিজ প্রতিভাবলে অল্পদিন মধ্যেই পাঠশালার লেখা পড়া শেষ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি দেখিয়া গুরুমহাশয় ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপমণ্ডলীর বালকদলের মধ্যে নিমাইয়ের তুল্য আর কেহই থাকিল না। এরূপ হইলেও তাহার দৌরাত্ম্যের কিছুই উপশম হইল না। বৈষ্ণব কবিগণ ইহার সহিত আর দুই একটী অলৌকিক গল্প যোগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা সমাপন করিয়াছেন।

গৌরাঙ্গের বড় ভাই বিশ্বরূপ চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়রাজ্যে বৈরাগ্যের বিলাসভবন হইয়াছিল, তিনি সংসারের দিকে বড় একটা মনোযোগ করিতেন না, প্রায় সকল সময়ই সাধুগণের সহিত ধর্ম্মালাপে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার

এইরূপ বৈরাগ্যে জনকজননীর মনে বড়ই আঘাত লাগিত। তাই তাঁহারা নিমাইয়ের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। জগন্নাথের বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্যা শিখিলে প্রাণাধিক নিমাইও বিশ্বরূপের অনুকরণ করিবে। এদিকে গৌরাঙ্গের বাল্য-চাঞ্চল্য ও দৌরাত্ম্য হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধবয়সের সন্তান বলিয়া পিতামাতা বড় একটা শাসন করিতেন না। নিমাইও তাঁহাদিগকে বিশেষ ভয় করিতেন না। কিন্তু অগ্রজ বিশ্বরূপকে বড় ভয় করিতেন, তাঁহাকে দেখিলেই শান্ত হইয়া বসিতেন—

"পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।

বিশ্বরূপ অগ্রজে দেখিলে নম্র হয়॥" (চৈ° ভা° ১৬ অ:)

গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া নিমাই বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশীগণ বিরক্ত হইয়া শচী বা জগন্নাথের নিকটে জানাইত, তাঁহারা মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিতেন, কিন্তু পুত্রস্নেহে নিমাইকে বেশী শাসন করিতে পারিতেন না। ইহার কিছুদিন পরে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন।

চূড়ামণিদাস চৈতন্যের বিদ্যাভ্যাসের পূর্ব্বে একটা নূতন ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি সত্য হইলে এই হইতেই চৈতন্যের ভাবি-জীবনের সূত্রপাত ও বিকাশ স্বীকার করিতে হইবে। ঘটনাটী এই—

পুত্র নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের কথা প্রতিবেশীর মুখে শুনিতে শুনিতে শচীর মনে অতিশয় খেদ হইল। তিনি জগন্নাথের নিকটে যাইয়া নিমাইকে অধ্যয়ন করাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মিশ্র মহাশয় শচীর কথা কাটিয়া বলেন যে, নিমাইয়ের লেখা পড়ার দরকার নাই, আমার যে ধন আছে, তাহাতেই একরূপ খাইয়া পরিয়া কাটাইতে পারিবে। বিশ্বম্ভর পিতার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে লেখাপড়া শিখিয়া জগতের কোন না কোন উপকার করিতে পারিবেন। যখন দেখিলেন যে তাঁহার সে আশা ফুরায়, পিতা তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে দিবেন না, তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা থাকিল না। তিনি অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, 'ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে যাহার অস্থি গঙ্গায় পড়ে, তাহারই মুক্তি হইয়া থাকে, অতএব আমি যতদূর পারি মৃত প্রাণীর অস্থি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিব। অতএব ইহাতেও জগতের অনেকটা উপকার সাধন হইতে পারিবে।' বিশ্বম্ভর বাল্যকাল হইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, যখন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন, তাহা সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিতেন না। তিনি বালকদিগকে লইয়া গঙ্গার তীরবর্ত্তী বিশাল ময়দান হইতে বোঝা বোঝা হাড় আনিয়া জলে ফেলিতে লাগিলেন। গঙ্গার জল অস্থিময় হইয়া উঠিল, অনেকেরই স্নানাহ্নিকে বাধা পড়িল। সকলে নিমাইকে বারণ করিলেন, কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিজ্ঞা অটল, তিনি কিছুতেই বিরত হইলেন না। পরে এই সংবাদ মিশ্রের নিকটে পৌছিল। মিশ্র ক্রোধভরে গঙ্গাতীরে আসিয়া নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইলেন। পরিশেষে অনেক ভর্ৎসনা ও ভয় দেখাইলে বিশ্বম্ভর কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত মনোভাব ব্যক্ত করেন। বালক নিমাইয়ের এতদূর গুরুতর উদ্দেশ্য শুনিতে পাইয়া সকলেই যারপর নাই সুখী হইলেন। মিশ্র মহাশয়ও পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া নিমাইকে টোলে পাঠাইলেন।

(চূড়ামণিদাসের চৈতন্যচরিত)

গঙ্গাদাস পণ্ডিত নবদ্বীপের প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন। তাহার চতুষ্পাঠীতে দেশীয় অনেক বুদ্ধিমান্ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। নিমাই অতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রতিভা দেখিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আনন্দের সীমা রহিল না। নিমাই কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। টীকা, পঞ্জী প্রভৃতিও বিশেষ আদর করিয়া অভ্যাস করিতেন (১)। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি এত সুতীক্ষ্ণ ছিল যে, যাহা একবার পড়িতেন বা যাহার ব্যাখ্যা শুনিতেন তাহা কখনও ভুলিতেন না। তাঁহার গুণ ও অসাধারণ শক্তির কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল, তাঁহার মাতাপিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিছুদিন এই ভাবে চলিল, ক্রমে চৈতন্যের উপনয়নের বয়স দেখিয়া মিশ্র মহাশয় মহাধূমধামে বিশ্বম্ভরের উপনয়ন দিলেন। বৈশাখমাসের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন নিমাইয়ের উপনয়ন হইয়াছিল। পণ্ডিত গঙ্গাদাস নিমাইয়ের সাবিত্রীদীক্ষার আচার্য্য (২)।

কিছুদিন সুখে কাটিয়া গেল। এই সময়ে মিশ্র মহাশয় জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরূপের হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল,

(১) "গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল বৃত্তিসূত্রগণ।
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন।"

(কৃষ্ণদাস চৈতন্য° আদিলীলা ১৫ অ:)

(২) "পীড়ায় বসিয়া মিশ্র গঙ্গাদাসে কয়।
দিন করি বিশ্বম্ভরে দেহ উপনয়।
ভাল যে বুঝিয়া দিন করে গঙ্গাদাস।
অক্ষয়তৃতীয়া তিথি শ্রীবৈশাখ মাস।" (চূড়ামণিদাস)

যৌবনপ্রারম্ভে তাহার পূর্ণবিকাশ হইল। তিনি বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া পিতামাতাকে জন্মের মত শোকসাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। এই নিদারুণ ঘটনায় পিতামাতা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বম্ভরও ভ্রাতৃবিরহে অনেক ক্রন্দন করেন। অবশেষে তিনি জনকজননীকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া শান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে চৈতন্য পিতামাতাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহাতে তিনিও যে বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন তাহা বেশ প্রতীয়মান হয়। নিমাই উপদেশচ্ছলে বলিয়া ছিলেন যে—

"ভাল হইল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল।
আমিত করিব তোমা দুহার সেচন॥"

(চৈতন্য চরি° আদি° ১৫ পরি°)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী-রচয়িতা প্রদ্যুম্নমিশ্রের মতে নিমাইয়ের জন্মের পূর্ব্বেই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তৎপরে মিশ্রপুরন্দর পিতামাতার চরণ দেখিতে শ্রীহট্টে যান, তৎপরে নিমাইয়ের জন্ম (৩)। কিন্তু বৈষ্ণবকবি বৃন্দাবন প্রভৃতি সকলেই চৈতন্যের বাল্যজীবনের পর বিশ্বরূপের সন্ন্যাস বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পরে বিশ্বম্ভরের বালচাপল্য একেবারেই তিরোহিত হইল। নিমাই প্রাণপণে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। জগন্নাথমিশ্র ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, অধ্যয়নই সর্ব্বনাশের মূল, অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালাভ না করিলে বিশ্বরূপ কিছুতেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। তিনি শচীকে ডাকিয়া বলিলেন—

"এও যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥
অতএব ইহার পড়ার কার্য্য নাই।
মূর্খ হয়ে ঘরে মোর রহুক নিমাই॥" (চৈ° ভা° আদি ৬ অঃ)

শচীদেবী জগন্নাথ অপেক্ষা অনেক স্থিরপ্রকৃতি ও বিদ্যাভ্যাসের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনি ইহাতে সম্মত না হইয়া উত্তর করিলেন—

"শচী বলে মূর্খ হয়ে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরে কন্যা নাহি দিবে কোন জনে॥" (চৈ° ভা° ১৬ অঃ)

অবশেষে জগন্নাথের মতই প্রবল হইল। সেই দিন হইতেই নিমাইকে পাঠবন্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। গৌরচন্দ্র নিতান্ত অনিচ্ছায় পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু পাঠবন্ধ করায় হিতে বিপরীত হইল। নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকায় নিমাইয়ের স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী চাপিল। তাঁহার দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশী সকলেই জগন্নাথকে গাল দিতে লাগিল এবং গৌরচন্দ্রকে অধ্যয়ন করাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল। অবশেষে জগন্নাথ নিমাইকে অধ্যয়ন করিতে অনুমতি করেন। এবারে বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বালকেরা কেহই তাঁহার সহিত ফাঁকিতে আটিয়া উঠিতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে গৌরচন্দ্র "সর্দ্দার প'ড়ো" হইয়া উঠিলেন, এই টোলে তাঁহার ভাবী ধর্ম্ম-বন্ধু মুরারিগুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ সঞ্জয় প্রভৃতির সহিত নিমাইয়ের সৌহৃদ্য হয়। গঙ্গার ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন টোলের ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর তর্ক বিতর্ক চলিত। গৌরাঙ্গের সহিত কেহই বিচারে আঁটিয়া উঠিত না। তিনি একটী ফাঁকির বিবিধরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া প্রতিবাদীদিগকে পরাজয় করিতেন। তখনও গৌর তত গম্ভীরভাব অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তিনি বিচারে পরাজিত বালকগণের সহিত নানারূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া কলহ করিতেন। সময়ে সময়ে তাহাদের গায়ে বালি জল ও কাদা দিয়া নির্যাতন করিতেও ছাড়িতেন না। কিন্তু এ সময়ে গৌরচাঁদ দিবরাত্রি পড়িতেন। স্নানান্তে গৃহে আসিয়া বিষ্ণুপূজা ও আহারাদি করিতেন। পরে নির্জনে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন

---

(৩) "স্বল্পায়ুষি সমাসাদ্য জ্ঞানং বৈরাগ্যমাযযৌ। ১৩
তস্মিন্ পুত্রে গতে তত্র জগন্নাথঃ সুপণ্ডিতঃ।
চিন্তামাপেত্তি মহতীং বর্ত্ততে পিতরৌ মম। ১৪
তাভ্যামস্তেন শাপেন মাদৃশামীদৃশীগতিঃ।
অতো যাস্যামি তৌ দ্রষ্টুং ভার্য্যায়া সহিত স্বয়াং। ১৫
স্বদেশমগমদ্বিদ্বান্ পিত্রোঃ প্রীতিবিবর্দ্ধয়ন্। ১৭
"পিতরাবভিবন্দ্যাথ জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠপ্রিয়াং তথা।
লৌকিকং কারয়ামাস বিহিতং যস্ত যৎস্থিতম্। ২৭
প্রয়াণসময়ে শোক্তা শচীং সম্বোধ্য সাব্রবীৎ।
সুন্দরীং সদ্গুণযুতাং শ্বশ্রুয়াজ্ঞানুকারিণীম্। ২৮
শৃণু চার্ব্বঙ্গি তে গর্ভে পুরুষো যো ভবিষ্যতি।
প্রস্থাপয়েষ্ট......তং দিদৃক্ষাময়ি বর্ত্ততে। ২৯
ইতি স্বীকৃতয়া শচ্যা সহিতোদ্বিজসত্তমঃ।
মিশ্রবরো জগন্নাথো নবদ্বীপমগাৎ পুনঃ। ৩০

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়° দ্বিতীয় সর্গঃ)

পূর্ণে গর্ভে তু সঞ্জাতে শ্রীচৈতন্যো হরিঃ স্বয়ং।
তারণায়াস্ত জগতঃ করুণাসাগরঃ কলৌ। ১
শৈলখোদধিভূমানে শাকে ত্রৈলোক্যকেতনঃ।
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যান্ত নিশীথে চৈতন্যাবিতঃ। ২
শ্রীশচ্যাং দেবরূপিণ্যামাবিরাসীৎ সুমঙ্গলে।
গ্রামে সংকীর্ত্তনযুক্তে লোকে হর্ষসমাকুলে॥" ৩ (তৃতীয় সর্গ)

এবং অবকাশ মত স্বহস্তে পুস্তক লিখিতেন। পুস্তকের উপরে টিপ্পনী দেওয়াও তাঁহার অভ্যাস ছিল। জগন্নাথ পুত্রের বিদ্যোপার্জনে গাঢ় নিপুণতা দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর হইতেই বিশ্বম্ভর সম্বন্ধেও তাঁহার চিত্তে একটা আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। একদিন তিনি স্বপ্নে নিমাইয়ের অদ্ভুত সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িলেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির সহিত নিমাইয়ের একটী বিচার হয়, এই বিচারে রঘুনাথকেও নিমাইয়ের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেই হইতে নবদ্বীপে নিমাইয়ের নাম পড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সুখযামিনী ভোর হইল। জগন্নাথ পুত্র নিমাই ও পত্নীকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নিমাইয়ের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনা আর জগন্নাথের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। এই সময়ে পিতৃবিয়োগে বিশ্বম্ভরের হৃদয়ে অতিশয় আঘাত লাগিল। প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব আসিয়া অনেক প্রবোধ দিলেন। বিশ্বম্ভর শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থালী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুদিন বেশ চলিয়া গেল। দিন দিন বিশ্বম্ভর ও শচীর অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইল। জগন্নাথ মিশ্রের স্থায়ী ভূসম্পত্তি কিছুই ছিলনা, একমাত্র যাজনাদি ক্রিয়া দ্বারাই যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন। কাজেই তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পরিবারবর্গের যে অর্থ কষ্ট হইবে তাহা অসম্ভব নহে। নিমাই কিন্তু ইহা বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। যখন যাহা আবশ্যক, তখনি তাহা না পাইলে রক্ষা থাকিত না।

একদিন বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নানে যাইবেন বলিয়া মাতার নিকটে মালা ও চন্দনাদি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শচী তদ্দণ্ডেই তাহা দিতে পারিলেন না, বলিলেন যে কিছুকাল অপেক্ষা কর, আনিয়া দিতেছি। ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। শচীকে তিরস্কার করিতে করিতে একটী লগুড়হস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং গঙ্গাজল রাখার যত কলসী ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহা ছাড়া চাউল, ডাল প্রভৃতি গৃহের প্রায় সকল সামগ্রীই নষ্ট করিলেন। শচী ভাব গতিক দেখিয়া মালা আনিয়া দেন, তবে নিমাইয়ের শান্তি হয়। নিমাই প্রকৃতিস্থ হইলে শচী মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—

"এত অপচয় বাপ কি কার্য্যে করিলা ॥
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার।
অপচয় তোমার সে কি দায় আমার ॥
পড়িবারে তুমি এবে এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাই কালি কি খাইবা ॥"

জননীর মিষ্ট ভৎর্সনা শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ লজ্জিত হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সংসারে অর্থ কষ্ট উপস্থিত। অল্পদিন হইল পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাতে আবার অর্থের অভাব; ইহাতেও নিমাইকে বিচলিত করিতে পারিল না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি জননীকে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে টাকা কড়ির জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। যিনি বিশ্বনিয়ন্তা, যাঁহার কৃপায় সকলে জীবন ধারণ করিতেছে, সেই ভগবান্ কোন মতে চালাইয়া দিবেন। জননীকে যাহাই বলুন না কেন, এই সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রকে আর্থিক চিন্তা করিতে হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ এই প্রস্তাবে নিমাইয়ের অলৌকিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, নিমাই গঙ্গাতীরে যাইয়া অলৌকিক শক্তিবলে কতকগুলি সুবর্ণ আনিয়া জননীর হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে গৌরচন্দ্র শাস্ত্রীয় চর্চ্চায় বড়ই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, দিন রাত্রি প্রায় সকল সময়ই শাস্ত্রালাপ ও শাস্ত্রচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। ঘাটে, পথে, প্রান্তরে যেখানে যাহার সহিত দেখা হইত, সকলের সহিতই শাস্ত্রালাপ করিতেন। নিমাই বিদ্বান্ হইয়াও দম্ভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, শাস্ত্রালাপে হীনপক্ষের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিতেন। বৈষ্ণবগণের প্রতিই তাঁহার অধিক আক্রোশ ছিল। বৈষ্ণব পাইলে (তাঁহার পিতার বয়সের লোক হইলেও) ছাড়িয়া দিতেন না। মুরারিগুপ্তের সহিত প্রায়ই কলহ হইত।

অল্প বয়সেই নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। ব্যাকরণের পাঠসমাপ্তি হইলে গৌরাঙ্গ ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার মানসে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করেন। একে নিমাই বালক, তাতে আবার অল্পদিন ছিলেন বলিয়া বাসুদেব নিমাইকে তত লক্ষ্য করেন নাই। এই সময়ে প্রসিদ্ধ দীধিতিকার রঘুনাথশিরোমণিও বাসুদেবের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। রঘুনাথের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সকলের প্রধান হইবেন। নিমাইকে দেখিয়া তাহার সে আশা শুকাইতে লাগিল। এই সময়ে রঘুনাথ "দীধিতি" লিখিতে আরম্ভ করেন, নিমাইও একখানি ন্যায়ের পুঁথি লিখিতেছিলেন। রঘুনাথের সহিত নিমাইয়ের সদ্ভাব ছিল। একদিন উভয়ে নৌকারোহণে গঙ্গাপার হইবার সময়ে নিমাই নিজের গ্রন্থ রঘুনাথকে শুনাইতে ছিলেন। রঘুনাথ শুনিয়া একেবারে হতাশ হইলেন, তিনি দেখিলেন যে নিমাইয়ের গ্রন্থ চলিত হইলে আর কেহই তাঁহার দীধিতির আদর

করিবে না। তাঁহার প্রাধান্যের আশা একেবারেই ফুরাইয়া আসিল, রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যখন নিমাই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থই রঘুনাথের রোদনের কারণ, তখন "ভাই! রঘুনাথ তুমি কাঁদিওনা, তোমার চিন্তা নাই, তোমার গ্রন্থই আদরণীয় হইবে" এই বলিয়া নিজকৃত গ্রন্থখণ্ড টানিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন। নিমাইয়ের ছাত্র-পড়া সেইখানেই শেষ হইল। তিনি স্বয়ং একটী চতুষ্পাঠী করিলেন। তাঁহার নিজের বাড়ীতে স্থান ছিল না, তাই মুকুন্দসঞ্জয়ের বড় চণ্ডীমণ্ডপে টোল করেন। এই সময়ে নিমাইয়ের বয়স ষোল বৎসর। তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রদক্ষতার কথা কাহারও অগোচর ছিল না, দিন দিনই চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিমাই একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন। এখন আর শচীর ঘরে অর্থকষ্ট নাই। বড় বড় বিষয়ীগণ নিমাইকে যথেষ্ট সম্মান করিত এবং সাহায্যের জন্য আর্থিক সাহায্য করিতেও ত্রুটি করিত না। কিন্তু নিমাই অমিতব্যয় ছিলেন বলিয়া কিছুই সঞ্চয় হইত না। অতিথির প্রতি নিমাইয়ের বিশেষ যত্ন ছিল। ইহার কিছু দিন পরে গৌরাঙ্গচন্দ্র বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব কবিগণের মতে এ বিবাহে শচীর মত ছিল না, কিন্তু নিমাই ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করেন।

অল্পদিন মধ্যেই নিমাইয়ের যশে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ হইল, দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিমাই প্রায় সকল সময়েই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিবিষ্ট থাকিতেন, মুহূর্ত্ত মাত্রও অবকাশ পাইতেন না। নিমাই পণ্ডিত এ সময়েও অতি চঞ্চল স্বভাব, কিন্তু দীর্ঘকায়, সুগঠিত অঙ্গ, জন্মাবধি শরীরে কখনও কোনও রোগ হয় নাই বলিয়া বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। প্রত্যহ দুইবেলা গঙ্গায় সাঁতার কাটিয়া এপার ওপার হইতেন এবং প্রতিদিন শিষ্যগণ লইয়া নগরভ্রমণে বাহির হইতেন, যেখানে যাহাকে দেখিতে পাইতেন, অমনি শাস্ত্রালাপ করিতেন।

মুকুন্দদত্ত নামক একজন চট্টগ্রামবাসী বৈদ্যকুমার নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ও সুগায়ক ছিলেন, অদ্বৈতের বাটীতে তিনি কীর্ত্তন ও গান করিতেন। ইহাকে পাইলে নিমাই সহজে ছাড়িতে চাহিতেন না। একদিন গৌরচন্দ্র আপনার শিষ্যগণ লইয়া রাজপথে যাইতেছিলেন, মুকুন্দ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া অন্যপথে চলিয়া গেল, এই সময়ে নিমাই পণ্ডিত জ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ভক্তিভাব দেখা যাইত না, ভক্ত মুকুন্দ তাঁহার নিকটে বড় ঘেঁসিতেন না। অনেকেই অনেক রকম মীমাংসা করিলেন, কিন্তু নিমাই উপহাস করিয়া বলিলেন যে 'বেটা বৈষ্ণব আমাকে জ্ঞানের পক্ষপাতি জানিয়া ধারে ঘেসে না, আচ্ছা আমিও একদিন এইরূপ ভক্ত হইব যে সকল বৈষ্ণবই আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইবে।'

আর একদিন মুকুন্দের দেখা পাইয়া গৌরাঙ্গ তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'তুমি আমাকে দেখিয়া পালাও কেন, আজ বিচার না করিলে ছাড়িব না।' মুকুন্দ নিমাইকে সাধারণ পণ্ডিত জানিয়া ঠকাইবার মানসে অলঙ্কারের কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। নিমাই পণ্ডিত সহাস্য বদনে তৎক্ষণাৎ তাহার অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। মুকুন্দ শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং ইনি যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি তাহাও বুঝিয়া লইলেন। প্রকৃত পক্ষে নিমাই ব্যাকরণের পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু কি দর্শন, কি অলঙ্কার, যে কোন শাস্ত্রের বিচার উপস্থিত হইত, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইত ও বিচারে তিনি জয়লাভ করিতেন। একদিন পণ্ডিত গদাধরের সহিত মুক্তি সম্বন্ধে বিচার হয়। গৌরচন্দ্র তাঁহার সিদ্ধান্তে শত শত দোষ দিয়া মুক্তিপদের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ক্রমেই তাঁহার যশঃ ও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল।

প্রত্যহ অপরাহ্নে নগরভ্রমণ করা বিশ্বম্ভরের অভ্যাস ছিল। পাড়া প্রতিবেশী সকলের সহিতই তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল, সকলেই তাঁহাকে প্রাণের মত ভালবাসিত। এই সময়ে বিদ্যার গরিমা ভিন্ন নিমাইয়ের হৃদয় ঈর্ষ্যা, অভিমান প্রভৃতি আর কোন দোষেই কলঙ্কিত ছিল না।

একদিন পথে শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাইয়ের দেখা হয়। আপনার ভাবী অভীষ্ট দেবকে দেখিয়া নিমাই পণ্ডিতের গর্ব্বিত মস্তক আপনা হইতেই যেন অবনত হইল, এই হইতেই তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে ভক্তিরসের অঙ্কুর জন্মিল। পুরীর সহিত নিমাইয়ের পরিচয় হইল, তিনি পুরীকে নিজের গৃহে আনিলেন। ঈশ্বরপুরী অদ্বৈতের আবাসে অবস্থিতি করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অধ্যাপনা সমাপন করিয়া বিশ্বম্ভর তাঁহাকে প্রণাম করিতেন ও তাঁহার সহিত অল্পবিস্তর ধর্ম্মপ্রস্তাবও হইত। একদিন ঈশ্বরপুরী স্বরচিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নামক কাব্য দেখাইয়া নিমাই পণ্ডিতকে তাহার দোষগুণ অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। নিমাই অস্বীকার করিয়া বলিলেন—

"প্রভু বলে ভক্ত বাক্যে কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ পাপী সেই জন॥

ভক্তের কবিত্ব যে তেমত কেন নহে।
ঈশ্বর সর্ব্বথা প্রীত তাহাতে নিশ্চয়ে॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দোষিবে কোন সাহসিক জন॥"

যিনি ভক্তির নাম শুনিলেও অবজ্ঞা করিতেন, জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনাই যাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সেই বিদ্বজ্জনের হৃদয়ের যবনিকা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল, তাঁহার হৃদয়রাজ্য ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। এই স্থলেই চৈতন্যের ভাবী ধর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত। যাহা হউক পুরীর অনুরোধে নিমাই তাঁহার গ্রন্থে একটী ব্যাকরণ দোষ বাহির করিয়া দিলেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরীও প্রকারান্তরে তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নিমাই বায়ুরোগে কাতর হন ও অনেক চিকিৎসার পর আরোগ্যলাভ করেন। কোন কোন বৈষ্ণব কবির মতে, এই অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে দুই একটী মহা-ভাবের কথা অর্থাৎ "আমি ঈশ্বর তোমরা আমাকে চিন না" ইত্যাদি শুনা গিয়াছিল। ইহার অল্প দিন পরেই গৌরচন্দ্র বঙ্গদেশে গমন করেন। এই সময়ে হঠাৎ পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার কারণ কি? ইহার সমস্তায় বৈষ্ণব কবিগণ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু প্রদ্যুম্নমিশ্রকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, যে সময়ে মিশ্রপুরন্দর শচীকে লইয়া স্বরজননীর চরণ দর্শন করিতে জন্মস্থান শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন, তখন জগন্নাথের জননী একটী স্বপ্ন দেখেন যে, কে যেন বলিতেছেন—"শচীর গর্ভে একটী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। এখানে থাকিলে বিপদ্ হইবে, অতএব আর বিলম্ব করিওনা, এখনই নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেও।" জগন্নাথ-জননী তাঁহাদিগকে নবদ্বীপ পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, "শচি! তোমার এই গর্ভে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিবে।" শচী শ্বশ্রুঠাকুরাণীর কথায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। বোধ হয় শচী সেই প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালনের জন্য নিমাইকে পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার অনুমতি করেন। কিন্তু চৈতন্যোদয়াবলীতে চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পরও আর একবার শ্রীহট্টগমনের কথা আছে (১)। নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বদেশের কোন্ ভাগে গমন করিয়াছিলেন ও কোন্ কোন্ দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র পাওয়া যায় যে, তিনি শিষ্য-গণ পরিবৃত হইয়া পদ্মানদীর তীরে আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই নিমাই পণ্ডিতের যশ-সৌরভ পূর্ব্ববঙ্গে বিকীর্ণ হইয়া

(১) "কেশবং ভারতীং প্রাপ্য সন্ন্যাসমকরোৎ প্রভুঃ।
ততঃ স্বপিতৃপুরেঽপ্যেতে কদাপ্যে স মহাপ্রভুঃ॥ ১৭
[illegible] নিদ্রাবশেন নিদ্রিতা।
[illegible] ॥ ১৮
পিতামহ্যা মদুক্তং তে তৎসমাসেন মে শৃণু।
তব গর্ভে মহাভাগে পুরুষো যো ভবিষ্যতি॥ ১৮
প্রত্যাপদে ভবচিরং দিদৃক্ষামরি বর্ত্ততে।
শ্রীকৃষ্ণোতি সমায়াতা নবদ্বীপে পুরাণম॥ ১৯
ততোঽবশ্যং পালনীয়ং মদ্বাক্যং ভবত্যাবিদম্।
ইতি মাতৃ বচঃ শ্রুত্বা শ্রীচৈতন্যো মহাপ্রভুঃ॥ ২০
ভক্তয়া লীলয়া গন্তমুপক্রমমথাকরোৎ।
এত্যাযৌ বরগঙ্গাখ্যে প্রপিতামহপালিতে॥ ২১
দুলপ্রবাহকাম্যোক্য হরিণজং ভবান নঃ।
মধ্যাহ্নে তন্মুখাচ্চ যা গাথচক্রং হরিধ্বনিঃ॥ ২২
জলবাহান্ত তদ্দৃষ্ট্বা গ্রামস্থাযাম্যাচ্ছিদম্।
শ্রুত্বা স্বর্থাং ক্রতঃ প্রেক্ষ্য গ্রামবৈর্দ্দিগ্রবংশজৈঃ॥ ২৩
সমাবৃতঃ প্রভুস্তত্র মধুকরস্য কেতনে।
দিনমেকং নিবস্তৈব পুষ্করিণ্যাস্তটে ততঃ॥ ২৪
ব্যগ্রমনা জ্ঞাপয়িত্বা চাত্রাগমন কারণম্।
পিতৃমহস্থলে প্রাগাৎ তত্তদৃন্দাবনান্তরে॥ ২৫
উপেন্দ্রমিশ্রপত্নী চ বৃদ্ধা ধর্ম্মপরা সদা।
কদা দ্রক্ষ্যামি নপ্তারমিতি চিন্তাপরাভবৎ॥ ২৬
অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্নেহতান্ত্র দয়ানিধিঃ।
বেশ্মসুমেপন্ধবিশ্রন্ত রত্নামেকতত্তঃ প্রভুঃ॥ ২৭
ভৃতিমং তং সমালোক্য সুশীলা স্বগ্রসাদিশৎ।
শীঘ্র মাগচ্ছ মাতস্ত্বং পশ্য ভিক্ষুবরোত্তমম্॥ ২৮
অত্যল্প বয়সং গৌরদেহং সর্ব্ব মনোহরম্।
ইতি শ্রুত্বাতু বৃদ্ধা সা গৃহান্নির্গত্য সত্বরম্॥ ২৯
দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং নারায়ণ স্বরূপকম্।
ঈশ্বরোঽয়ং সমায়াত ইতি বুদ্ধ্যা ববন্দ সা॥ ৩০
চক্রে স্তোত্রং ধর্ম্মপরায়ণা।
সাশ্রুনেত্রা সপুলকা নীত্বা মধুরয়া গিরা॥ ৩১
সাক্ষাৎকারাঃ পিতামহ্যাঃ শ্রুত্বেদং বাক্যমীশ্বরঃ।
কৃপয়া কৃষ্ণচৈতন্যস্তস্তৈ পরিচয়ং দদৌ॥ ৩৪
নিগদ্য যুগধর্ম্মাদীন্ কৃষ্ণরূপং বিধায়সঃ।
দর্শয়ামাস বৃদ্ধায়ৈ স্ব স্বরূপং দয়ানিধিঃ॥ ৩৫
দৃষ্ট্বারূপদ্বয়ং সাপি বিস্মিতা ভক্তিসংযুতা।
সমস্তত্বং ভগবত্তে ইত্যাহ পুলকাবৃতা॥ ৩৬
দর্শয়িত্বা নিজং কায়ং প্রভুনা সা নিবারিতা।
সাশ্রুনেত্রাপি সা বৃদ্ধা পুনরেব সভাষত॥ ৩৭
পিতামহস্তে সত্যাজ্য পৈতৃকং স্থানমেবচ।
ভবতারণ্যে তপস্তপ্তুং প্রায়াদত্র দয়ানিধে॥ ৩৯
বৃত্তিহীনো দিবঙ্গতঃ পুত্রৈশ্চ পত্নিভিঃ সহ।
তত্র পৌত্রা বৃত্তিহীনা জীবিষ্যন্তি কথং বিভো॥ ৪০
এতদন্যচ্চ ভাবত্যা প্রার্থমানোঽব্রবীৎ প্রভুঃ।
পালয়ামি ভবৎ পৌত্রান্ সমস্তানানিহ স্থিতঃ॥ ৪১

ছিল। তাঁহাকে দেশে পাইয়া সকলেই পরম সমাদর করিতে লাগিল। অনেকেই তাঁহার কৃত টিপ্পনীর সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেছিল এবং অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিবার মানসে নবদ্বীপে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এই সময়ে নিমাইচাঁদকে ঘরের দুয়ারে পাইয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনিও টোল করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে অবস্থিতিকালে তপনমিশ্র নামে একজন নিরীহ সারগ্রাহী ব্রাহ্মণের সহিত নিমাইয়ের পরিচয় হয়। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া কাশী পাঠাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে ঐ স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার বলেন যে, সেই সময়ে তিনি হরিনামের নৌকা সাজাইয়া সজ্জন, দুর্জন, আচারী, বিচারী, পতিত ও অধম সকলকেই পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন এভাব কিছুই ছিল না, আবার যখন নদীয়ায় ফিরিয়া আসিলেন, তখনও এই ভাব কিছু রহিল না, অথচ বঙ্গদেশে যাইয়া আপনার ভাবী জীবনের সেই অমোঘ শক্তি বিস্তার করিয়া সকলকে হরিনামে মাতাইলেন এবং নিজেও ভক্তিরসে মাতিয়া উঠিলেন। গৌরচন্দ্র পরম সুখে অতিবাহিত করিতেছেন, এই সময়ে নবদ্বীপে তাঁহার ঘরে বিপদ্ উপস্থিত। তাঁহার গৃহত্যাগের কিছুদিন পরে দৈবাৎ রজনীযোগে সর্পাঘাতে তাঁহার প্রিয়পত্নী লক্ষ্মীঠাকুরাণীর প্রাণবিয়োগ হইল। শচীর সুখের গৃহ বিষাদের অন্ধকারে ঢাকা পড়িল। কিছুদিন পরে গৌরচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমন করেন। বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার ধন সামগ্রী উপঢৌকন দেয়। নিমাই পণ্ডিত কয়েকমাস পরে বহুশিষ্য ও ধন সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপাভিমুখে আসিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় খানি উৎসাহপূর্ণ এবং অনেক দিন পরে জননী ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইবেন, এই আশায় প্রাণ আশ্বাসিত ছিল। কিন্তু হায়! তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার আশা ভীষণ নিরাশায় পরিণত হইবে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌছিয়া সর্ব্বপ্রথমে জননীর চরণ বন্দন করিলেন, শচী ঠাকুরাণী হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জনৈক প্রতিবেশী নিমাইকে পত্নীবিয়োগের সংবাদ বলিয়া দেন। এই নিদারুণ সংবাদে কিছুকালের জন্য গৌরাঙ্গের মস্তক অবনত হইল ও অশ্রুধারা গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবাহিত হইল। অবশেষে জননীকে অত্যন্ত কাতর জানিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন—

"প্রভু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণ।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমন॥
এই মত কালগত কেহ কারও নয়।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয়॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
সেই সে হইল কি কার্য্য দুঃখ তায়॥"

নিমাই পণ্ডিত এইরূপ উপদেশ আর কখনও দেন নাই। বোধ হয় পত্নীবিয়োগ হইতেই প্রথম তাহার হৃদয়ে সংসার অসার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। দিন দিন শোক কমিয়া আসিল, গৌরাঙ্গ নিজের চতুষ্পাঠীতে জাঁক জমকের সহিত আবার পড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি নিজের পড়ুয়াদের মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনাদি ও কপালে তিলক ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না দেখিলে শাসন করিতেন, কিন্তু এ বয়সেও তাঁহার চাপল্যস্বভাব সম্পূর্ণ যায় নাই।

সনাতন নামে একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে বাস করিতেন। বংশপরম্পরাক্রমেই তাঁহারা রাজপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের সম্পত্তিও বড় কম নহে। তাঁহার কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব চলিল। সনাতন নিমাইকে দেখিয়া ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না। কিন্তু নিমাই বিবাহে অমত করেন, পরে জননীর আগ্রহে বিবাহ করিতে সম্মত হন। নিমাইয়ের নিজের অবস্থা ভাল না হইলেও এই বিবাহে অনেক ব্যয় হইয়াছিল। নবদ্বীপের প্রধান ধনী বুদ্ধিমন্ত খাঁ, মুকুন্দ, সঞ্জয় ও প্রধান প্রধান ছাত্রগণ এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক রাজপুত্রের বিবাহের ন্যায় নিমাইয়ের দ্বিতীয় পরিণয় হইয়াছিল।

এই সময়ে কেশব ভারতী নামে জনৈক কাশ্মীরী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপ জয় করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি একরূপ সকলকেই শাস্ত্রে পরাজয় করেন, কিন্তু নিমাই তৎকৃত একটী শ্লোকে কতকগুলি আলঙ্কারিক দোষ দেখাইয়া

কৈলাসং তত্যোগম্য জুংখে সংস্থাপ্যসপ্রভুঃ।
বৃদ্ধগোপেশ্বরঃ দৃষ্ট্বা পিতামহপুরস্বগাৎ॥ ৪২
পরমানন্দপত্নী তু সুশীলা ভক্তিসংযুতা।
বিধায়ান্নব্যঞ্জনং তং ভোজয়ামাস মাতৃবৎ॥ ৪৪
প্রতিজ্ঞা ব্যাঘ্রমালখ্য সম্বোধ্য চ পিতামহীঃ।
স্বয়ং দ্বিত্রাত্র চৈতন্যো বভ্রাম ক্ষিতিমণ্ডলম্॥" ৪৫
(চৈতন্যোদয়াবলী ৩ সর্গ)

আহার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। কেশব পরাজিত ও নিমাইয়ের ছাত্র কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দণ্ডী হইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে গৌরচন্দ্র গয়া যাত্রা করেন। তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর ও অনেক পড়ুয়া গৌরের সহিত গয়াধামে গমন করেন। গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া আসিয়া মান্দারণে নিমাইয়ের জ্বর হইল। সঙ্গীরা সকলেই বিষম চিন্তায় পড়িলেন। পরিশেষে নিমাই সেখানকার ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া প্রাণনাশক ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করেন।

গৌরাঙ্গ গয়ায় যাইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলেন এবং পিতৃকার্য্যও সমাধান করিতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গীগণের সহিত বিষ্ণুপদচিহ্ন দেখিতে যান। গয়ালী পাণ্ডাগণ পাদচিহ্নের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া পাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অমনি ভাবোচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই ভাবময়, এতদিন পাণ্ডিত্যের বৃথাড়ম্বরে তাহা ঢাকিয়াছিল। শুভক্ষণে আবরণ উন্মুক্ত হইল। নিমাই একদৃষ্টে সেই পদচিহ্ন পানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে বাক্য নাই, শরীরে রোমাঞ্চ ও স্বেদ প্রভৃতি সকল ভাবই প্রকাশ পাইল। গৌরাঙ্গের এইরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অনেকেই দেখিতে আসিলেন; লোকে লোকারণ্য হইল। সেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরপুরীও ছিলেন। নিমাইয়ের সেই অবস্থা দেখিয়া ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে ধরিলেন। তখন নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান হইল। ইহার পরে ঈশ্বরপুরীর নিকটে নিমাই দশাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষান্তে নিমাই অভীষ্টদেবকে নিবেদন করিলেন—

"তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে॥
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥"

ইহার কিছুদিন পরে ঈশ্বরপুরী অন্তর্হিত হন। এখন হইতে দিন দিন গৌরের ধর্ম্মরাজ্যের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল, নিমাইয়ের প্রকৃতি ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নিমাই বাক্যালাপ ছাড়িলেন। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে সঙ্গীগণের সহিত দুই একটী কথা কহিতেন, তাহা ছাড়া প্রায়ই নিভৃতে বসিয়া গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতেন। একদিন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—

"কৃষ্ণরে! বাপরে! প্রাণ জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা॥"

তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া দেশে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও, আমি আর দেশে যাইব না, যেখানে যাইলে আমার প্রাণনাথের সহিত দেখা হইবে, আমি তথায় চলিয়া যাইব।" ইহার পরে এক দিন গভীর রজনীযোগে সমভিব্যাহারী লোকদিগকে না বলিয়া তিনি মথুরায় যাইবেন বলিয়া বাহির হইয়াছিলেন। পথে দৈববাণী শুনিয়া ফিরিয়া আসেন। চন্দ্রশেখর ও নিমাইয়ের শিষ্যগণ বড় বিপদে পড়িলেন, পরে নিমাইকে নানামত প্রবোধ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনেন। সকলে পৌষমাসের শেষে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

গৌরচন্দ্র গয়া হইতে নবজীবন লাভ করিয়া বাটীতে আসিলেন, সে মানুষ নাই, সে ভাব নাই, সে চেহারা নাই, স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পড়িয়া সকলই নূতন হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডিত্য, গর্ব্ব ও চাঞ্চল্যের স্থানে ব্যাকুলতা ও বিনয় অধিকার করিয়াছে। নিমাইচাঁদ ভাবে বিভোর হইয়া যখন নদীয়ার রাজপথ দিয়া গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখনকার ভাব দেখিয়া নবদ্বীপবাসী সকলেই অবাক্ হইয়া গেল।

বিশ্বম্ভর জননীর চরণবন্দন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দুই একটী মিষ্টালাপ করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে যান। তিনি পুনর্ব্বার অধ্যাপনা আরম্ভ করিতে উপদেশ দেন। বিশ্বম্ভর শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুরারিগুপ্তের নিকটে গয়ায় যে অপূর্ব্ব ভগবানের লীলা দেখিয়াছেন তাহা বলিতে লাগিলেন, বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, শেষে "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এই তিন ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন, নিমাইয়ের ভাব দর্শনে তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না।

পরদিন শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রীবাসের বাড়ীতে সমাগত বৈষ্ণবদলের মধ্যে নিমাই পণ্ডিতের নবজীবনের কথা প্রকাশ করিলেন, বৈষ্ণবমণ্ডলী আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পূর্ব্বদিনের কথানুসারে শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত ও মুরারিগুপ্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে যথা সময়ে মিলিত হন। গদাধর পণ্ডিতকে আসিতে না বলিলেও তিনি নিমাই পণ্ডিতের মনোদুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্য শুক্লাম্বরের গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী একজন উদাসীন বৈষ্ণব, নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। ইনি অতিশয় সৎপ্রকৃতি ও বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বপরিচিত। তাই

শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতিকে সেইস্থানে যাইতে নিমাই অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে শচীনন্দন ভক্তিরসের উদ্দীপক শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া "হা নাথ! কোথা যাও। ওঃ পাইয়া হারাইলাম" এইরূপ পাগলের ন্যায় কতই বলিতে লাগিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার এই মহাভাব দেখিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর হৃদয় প্রেমোচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিল, সকলেই ভাবে বিভোর হইয়া নাচিতে, হাসিতে ও সময়ে সময়ে কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে নিমাইয়ের চেতনা হইল, তিনি মহাভাবে উন্মত্ত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরের কুটীর প্রেমময় হইয়া গেল। অপরাহ্ণ উপস্থিত! কিন্তু কাহারও সে জ্ঞান নাই, নিমাই পণ্ডিত যে তরঙ্গে ডুবিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাহাতে মগ্ন। তাঁহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া গদাধর আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, গৃহ মধ্য হইতে কাঁদিয়া উঠিলেন। নিমাই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সকলেই গদাধরের অনেক প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিলেন, গদাধরও তাঁহাদের সহিত নাচিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার সময় নিমাই পণ্ডিত ভাবে ঢুলিতে ঢুলিতে গৃহে চলিলেন। সমস্ত দিন স্নানাহার হয় নাই। শচী অনেক যত্ন করিয়া স্নানাহার করাইলেন। সরলমতী শচীদেবী গৌরাঙ্গের এইরূপ ভাব দেখিয়া কত কি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়াও এই ভাবে বড়ই ভয় পাইয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া টোলে পড়াইতে চলিলেন, পড়াইতেও বসিলেন, কিন্তু যে যে প্রশ্ন করে ও যাহার যে পাঠ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতেই হরিনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া শতমুখে ভগবানের মহিমা গান করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যগণ বেগতিক বুঝিয়া পুঁথি বাঁধিল। এইরূপে কএকদিন অতীত হইল। নিমাই অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল, তাহারা নিমাইয়ের অনুসরণ করিল, অপর ছাত্রগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

তখন গৌরাঙ্গচন্দ্র ভক্ত পড়ুয়াগণকে লইয়া একটী সঙ্কীর্ত্তনের দল করিলেন। তিনি হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া শিষ্যগণকে গান শিখাইতে লাগিলেন। যে কীর্ত্তনের মধুর লহরী বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল, যাঁহার তরঙ্গাঘাতে কত পাষাণ হৃদয় গলিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল, এই সর্ব্বপ্রথম তাহার সূত্রপাত। এই কীর্ত্তনে "হরি হরয়ে নমঃ! গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।" এই গানটী করা হইত।

শচী পুত্রের এরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। নিমাইকে সম্ভাষণ করিয়া অনেক সময়ই উত্তর পাইতেন না, যাহাও দুই একটী উত্তর পাইতেন তাহাও অপ্রকৃত, কেবল ভগবানের নাম করিয়া যায়। শচী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাহার পরম আত্মীয় ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠাইয়া সংবাদ জানাইলেন। শ্রীবাস দেখিতে আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তি একেবারে উথলিয়া উঠিল, শ্রীবাসকে প্রণাম করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই চেতন হইলে শ্রীবাসের সহিত অনেক কথা হইল। শ্রীবাস শচীকে অনেক প্রবোধ দিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের কথা লইয়া নানাস্থানে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। কেহ ভাল, কেহ মন্দ, কেহ বা নিমাইকে পাগল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যিনিই যাহা বলুন না কেন, নিমাইকে দেখিলে আর সে ভাব থাকিত না, সকলেই প্রেমভক্তিতে ডুবিয়া যাইতেন। যাঁহারা বৈষ্ণব-ভক্ত তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইলেন, বিশ্বম্ভর অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনি ভক্তিপথ অবলম্বন করিলে তাহার উন্নতি অবশ্যই হইবে, ইহাই তাহাদের আনন্দের প্রধান কারণ। এই সময়ে বিশ্বম্ভর সাধুসেবা করিতে যত্নবান্ হইলেন। শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণকে দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে নমস্কার ও বিশেষ যত্ন করিতেন। ১৪৩০ শকে "হরি হরয়ে নমঃ" ইত্যাদি কীর্ত্তন প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল।

অদ্বৈতাচার্য্য নামে একজন পরম বৈষ্ণব নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে নিমাইচাঁদের বড় ভাই বিশ্বরূপ ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়ে বালক বিশ্বম্ভরও মধ্যে মধ্যে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে যাইতেন। অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া কোন মহাপুরুষের অবতার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনেক দিন চলিয়া গেল, তথাপি তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এক দিন তিনি একটী বন্ধুর মুখে বিশ্বম্ভরের নবজীবনের কথা শুনিলেন এবং তাহার পূর্ব্বদিন তিনি ভাগবতের একটী শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখেন যে "আচার্য্য! আর চিন্তা নাই। যাহা বুঝিতে পার নাই, তাহার অর্থ এই। তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে, ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন।" আচার্য্য এখন বন্ধুর মুখে গৌরের কথা শুনিয়া বলিলেন যে, 'যদি বিশ্বম্ভর বাস্তবিকই ঈশ্বর হন, তবে অবশ্যই আমার সহিত দেখা করিতে আসিবেন।' তাহার পরেই একদিন নিমাই গদাধরের সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের বাটী যাইয়া উপস্থিত

হন। সেই সময়ে আচার্য্য ভক্তিরসে ডগমগ হইয়া তুলসীর সেবা করিতেছিলেন। বিশ্বম্ভরের আর সহিল না, হৃদয়ে ভক্তির তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল ও মহাভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈত সময় বুঝিয়া গঙ্গাজল, তুলসী ও চন্দন দিয়া নিমাইয়ের পূজা করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" বলিয়া নমস্কার করিলেন। ইহাতে নিমাইয়ের অকল্যাণ মনে করিয়া সঙ্গী গদাধর ভীত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে নিমাইয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি ভক্তিভরে আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আচার্য্য আমাকে কৃপা করুন। আপনার কৃপা ব্যতীত আমার কৃষ্ণলাভের আশা নাই, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।" * অদ্বৈতাচার্য্যও অল্পবিস্তর বিশ্বম্ভরের প্রশংসা করিতে ত্রুটী করিলেন না। ইহার কিছুদিন পরে অদ্বৈতাচার্য্য নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপ ছাড়িয়া শান্তিপুর নিজ বাড়ীতে চলিয়া যান।

যে দিন অদ্বৈতাচার্য্য নিমাইকে পূজা করেন, সেই দিন হইতেই বৈষ্ণবগণ তাহাকে অন্য চক্ষে দেখিতে শিখিলেন। সকলেই নিমাইকে ঈশ্বর বা কৃষ্ণের অবতার জ্ঞানে মন-প্রাণে ভক্তি করিতে লাগিলেন। গৌরের ভক্তদল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে ভক্তগণ মিলিত হইয়া গৌরের বহির্বাটীতে সংকীর্ত্তন করিতেন। একদিন আবিষ্ট অবস্থায় গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগের গলা ধরিয়া বলিলেন যে, "যখন আমি গয়া হইতে আসি, তখন কানাই-নাটশালা গ্রামে প্রাতে একটী ভুবনমোহন পরম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু নাচিতে নাচিতে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, আমার মন প্রাণ পবিত্র হইল, কিন্তু আর দেখিতে পাইলাম না।" ইহা ছাড়া প্রতিদিনই প্রায় আবেশের সময় বলিতেন, "ভাই! কৃষ্ণ আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও। ভাই! কৃষ্ণ ভজনা কর, এমন দয়ালু ঠাকুর নাই।" ইহার পরে শ্রীবাসের যত্নে তাঁহার গৃহে কীর্ত্তন করা হইত। এই সময়ে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দদত্ত মিলিত হন।

নিমাইয়ের ভাবেরও বিরাম নাই, নয়নধারারও বিশ্রাম নাই। তবে অপর লোক দেখিলে অতিকষ্টে গোপন করিয়া থাকিতেন। একদিন গঙ্গাতীরে কতগুলি গাভী দেখিয়া ও তাহাদের রব শুনিয়া মহাভাবের উদয় হইয়াছিল।

দিন দিন ভক্তদল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কীর্ত্তনও পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকিল। মাঘমাসে প্রথমে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, ফাল্গুনমাসে প্রকৃত প্রস্তাবে কীর্ত্তন চলিতেছিল। চৈত্রমাসের শেষে এই কীর্ত্তন লইয়া সকলেই আন্দোলন করিতে লাগিল। এই সময়ে অপর লোকের প্রবেশ-ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাসের মন্দিরে কীর্ত্তন হইত। গঙ্গাদাস নামক একজন ভক্ত দ্বাররক্ষা করিতেন। শ্রীবাসভবনে গীত, বাদ্য প্রভৃতি কলরব শুনিয়া সকলে দেখিতে আসিত, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ, প্রবেশ করিবার উপায় নাই। ইহাতে অনেকেই কল্পনা করিয়া বসিল যে ইহারা সকলে মদ্যপায়ী ও স্ত্রীলোক লইয়া আমোদপ্রমোদ করে, তাই অপরকে যাইতে দেয় না। পাষণ্ডদলের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা শ্রীবাসকে জব্দ করিবার জন্য একটী মিথ্যাকথা প্রচার করিল যে, "শ্রীবাসকে সপরিবারে ধরিয়া লইবার জন্য বাদশাহ লোকজন পাঠাইয়াছেন।" এই সংবাদে শ্রীবাসের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতি বিশ্বম্ভর একটুও ভীত হইলেন না; তিনি বলিলেন যে, 'যদি একান্তই রাজা তোমাকে ধরিতে পাঠায়, তবে আমি এই ভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিব, দেখিবে আমার সহিত রাজা এবং সভাসদ্‌গণ সকলেই কাঁদিয়া উঠিবে, এবং আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া সম্মান করিবে।' নিমাইচাঁদের মুখে এই সব কথা শুনিয়াও শ্রীবাসের সন্দেহ একবারে দূর হইল না, নিমাই বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, 'তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, দেখ এই চারি বৎসরের বালিকাটীকে কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদাইতে পারি কি না?' এই বলিয়া শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী চৈতন্যভাগবতপ্রণেতা বৃন্দাবনদাসের জননীর চারি বৎসরের মেয়ে নারায়ণীকে বলিলেন, "নারায়ণী মা একবার কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদ" দেখি।" নারায়ণী অমনি 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' বলিয়া প্রেমাবেগে কাঁদিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীবাসের সন্দেহ মিটিল।

বৈশাখের শেষ কি জ্যৈষ্ঠের প্রথম এক দিন শ্রীবাসের গৃহে বেলা দুইপ্রহরের সময় নিমাইর নৃসিংহভাবের আবির্ভাব হয়। তাহাতে তিনি বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অভিষেক করিবার নিমিত্ত শ্রীবাসকে অনুমতি করেন। শ্রীবাস ও ভক্তবৃন্দ ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় দেখিয়াছিল। গঙ্গাজল প্রভৃতি দেবোপচারে তাঁহার অভিষেক হয়। তখন হইতেই মধ্যে মধ্যে নিমাইয়ের দেবভাব প্রকাশ পাইত, আবিষ্টাবস্থায় গৌরাঙ্গ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝাইয়া দিতেন এবং ভক্তগণও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ করিতে বিমুখ হইতেন না। আবেশ চলিয়া গেলে নিমাইচাঁদ পূর্ব্বের ন্যায় মানুষ হইয়া দাস্যভাবে উপাসনা করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে বরাহাবতারের শ্লোকাবলী ব্যাখ্যা

* কাহারও মতে ঐ সময়ে গৌরচন্দ্র "অদ্বৈতাষ্টক" পাঠ করেন। চৈতন্যরচিত ঐ ৮টী শ্লোক এখনও একত্র পাওয়া যায়।

করিতে শুনিয়া বরাহাবেশ হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ বরাহাবেশে মুরারিগুপ্তের ঘরে যাইয়া তাঁহার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন। আবেশের শেষ অবস্থায় নিমাইচাঁদ "আমি যাই" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন, চেতন হইলে আর পূর্ব্বভাবের কোন চিহ্ন দেখা যাইত না। এইরূপে ভক্তদল তাঁহাকে নানারূপে দেখিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব দৃঢ় হইয়া উঠিল। যে সকল ভক্তের মনে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা দিন দিন তিরোহিত হইল, ভক্তদল এক বাক্যে তাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিলেন। এই জ্যৈষ্ঠমাসেই নিত্যানন্দ আসিয়া মিলিত হন। [ইহার বিবরণ নিত্যানন্দ শব্দে দ্রষ্টব্য।] অবধূত ভক্তপ্রধান নিত্যানন্দের সহিত মিলন হইতে গৌরাঙ্গের ভাবময় হৃদয়ে আরও লহরী উঠিতে থাকিল! নিতাইও ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। ভক্তগণ নিতাইকে বলরাম বলিয়া ধারণা করিলেন, নিমাইও তাঁহাকে বড়ভাইয়ের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।

এই সময়ে নিমাইচাঁদের মুহুর্মুহু ভাবাবেশ হইত। একদিন ভাবাবেশে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ শ্রীরামকে শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে লইয়া আসিতে অনুমতি করেন। শ্রীবাস শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতকে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং নিমাইকে ঈশ্বরাবতার বলিয়াও প্রতিপাদন করেন। পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্য্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাবে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া লুকাইয়া থাকেন। গৌরাঙ্গ ভাবাবেশে অদ্বৈতের চালাকী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনেন। সেই সময়ে নিমাইয়ের নৃসিংহভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। দেখিয়া শুনিয়া অদ্বৈতের মন ভিজিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে অদ্বৈতাচার্য্য নিজের ইষ্টমূর্ত্তিরূপে গৌরাঙ্গকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতেন, তাহা শুনিতে পাইলে নিমাই ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া আপনাকে সামান্য মানব বলিয়া প্রতিপাদন করিতেন। কিন্তু আবিষ্টাবস্থায় নিজমুখেই আপনাকে ঈশ্বর বলিতেন।

একদিন কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া বিশ্বম্ভর "বাপরে পুণ্ডরীক! তোমায় কবে দেখিব" বলিয়া রোদন করেন। তখন কেহই ইহার বিশেষ মর্ম্ম পাইল না। কিছুদিন পরে চট্টগ্রামনিবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আসিয়া নিমাইয়ের সহিত মিলিত হন। ইনি একজন পরমভক্ত। নিমাইচাঁদ ইহাকে বড় মান্য করিতেন।

দুই এক মাসের মধ্যেই অনেক প্রধান লোক গৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিতাই, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি, গঙ্গাদাস, চন্দ্রশেখর, পুরুষোত্তম (স্বরূপ দামোদর), বক্রেশ্বর, দামোদর, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব, বাসু ঘোষ, সারঙ্গ ও হরিদাস ইহারা প্রধান। [ইহাদের বিবরণ তৎ তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই সময়ে গৌরাঙ্গ অনেক ভক্তের মনোগত গোপনীয় কথা প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস আরও বাড়িতে লাগিল। একদিন নিমাইয়ের জননী স্বপ্নে নিমাইয়ের কৃষ্ণমূর্ত্তি ও নিতাইয়ের বলরামমূর্ত্তি অবলোকন করেন। এই সময়ে ভক্ত শ্রীবাসাদির পরামর্শে বৃদ্ধাশচী নিজপুত্র নিমাইকে কৃষ্ণজ্ঞানে অর্চনা করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাত্রিতে কীর্ত্তন হইত। এই সময় হইতে কীর্ত্তনের প্রকৃতিও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এতদিন সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতেন। গৌরাঙ্গের বহির্বাটী, চন্দ্রশেখর ও শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তন হইত। এখন আর সে নিয়ম থাকিল না, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রতি একাদশীর রজনীতে মহাধুমধামের সহিত কীর্ত্তন হইত। একদিন আবেশ অবস্থায় নিমাই "শ্রীধরকে নিয়া এসো" বলিয়া চীৎকার করেন। কিন্তু শ্রীধরকে কেহই চিনিতে পারিল না। পরে নিমাই বলিয়া দিলেন, "দরিদ্র খোলাবেচা শ্রীধর।" ভক্তদল যাইয়া তাহাকে লইয়া আসিল। শ্রীধর এক পরমভক্ত।

একদিন রাত্রিতে শ্রীবাসের ভবনে কীর্ত্তন হইতেছিল। হঠাৎ ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ মূর্চ্ছিত হন। এই ভাবাবেশ প্রায় তৃতীয় প্রহরকাল ছিল, শরীরে স্পন্দ বা শ্বাস প্রশ্বাস কিছুই ছিল না। ভক্তদল নিমাইয়ের এই অবস্থায় বড়ই ভীত হইয়াছিলেন, শেষে কীর্ত্তনের রবে বিশ্বম্ভরের চেতনা হয়। বৈষ্ণবগণ ইহাকে মহাভাব-প্রকাশ বলিয়া থাকেন।

মুকুন্দদত্ত নিমাইয়ের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল, ইহার সুমধুর গানে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইত। বিশ্বম্ভরের এক দিন মহাভাবের প্রকাশ হয়। সেইদিন সকল ভক্তকে তিনি অভীষ্টবর প্রদান করিয়াছিলেন।

নিমাই দিবানিশি কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর। ইহাতে শচী বড় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। শচীর ইচ্ছা নিমাই সংসারী হইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত আমোদ প্রমোদ করেন। বিশ্বম্ভর মায়ের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার সন্তোষের জন্য শ্রীমতীকে লইয়া রজনীতে কখন কখন দিবাভাগেও আমোদ করিতেন। একদিন নিমাইচাঁদ বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নিতাই উলঙ্গ হইয়া তথায় উপস্থিত হন; ইহাতেও বিশ্বম্ভরের

বিকার উপস্থিত হয় নাই। এই ঘটনাটী চৈতন্যভাগবতে অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ নাই।

এই সময়ে অনেকেই নিমাইয়ের নিকটে উপদেশ লইতে যাইতেন। বিশ্বম্ভর সকলকেই বৃহন্নারদীয়ের—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই শ্লোকটী উপদেশ দিতেন। ইহাছাড়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সূত্রস্বরূপ আর একটী শ্লোকও বলিতেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" (পদ্যাবলী ২০ অং)

এই শ্লোকটী নিমাইয়ের নিজকৃত বলিয়া প্রকাশ আছে।

এই সময়ে শ্রীবাসের ঘরে দ্বাররোধ করিয়া কীর্ত্তন হইত। এই রকম এক বৎসর চলিয়া গেল। পাষণ্ডদল তথায় যাইতে না পারিয়া ইঁহাদের অনিষ্ট সাধনের অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। গোপাল চাপাল নামক জনৈক পাষণ্ড এক দিন রাত্রিকালে হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন ও মদ্য প্রভৃতি শ্রীবাসের গৃহদ্বারে রাখিয়াছিল, তাহার মনের ভাব প্রাতে সকলে তাহা দেখিয়া ইহাদিগকে কপটাচারী মনে করিবে। তাহার কিছুদিন পরে নাকি গোপালের ভয়ানক কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল। আর একদিন একজন সরল চিত্ত ব্রাহ্মণ প্রেমে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছিল, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাকায় তাঁহার অদৃষ্টে কীর্ত্তন দেখা ঘটিল না। তৎপরে কোন দিন নিমাই সদলে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন, সে সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের নিকট আসিয়া বলিল, "তুমি আমার মনোদুঃখ দিয়াছ। অতএব তোমার সংসার সুখ বিনষ্ট হউক।" বিশ্বম্ভর এই শাপ শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে ধন্যবাদ দিয়া গঙ্গায় চলিয়া গেলেন। ইহার পরে নিমাইয়ের আম্রলীলা। বৈষ্ণবকবিগণ বলেন যে বিশ্বম্ভর ভক্তগণের মনস্তুষ্টির জন্য একদিন একটী আমের আঁটী রোপণ করিয়াছিলেন, দেখিতে না দেখিতে বেশ লম্বা চওড়া একটী গাছ হইল, আম হইল, পাকিল এবং ভক্তগণ ঝাঁকে ঝাঁকে ডালে চড়িয়া আম ছিঁড়িয়া খাইতে বসিল, সকলেরই ভরপূর পেট হইল, আমটী কিন্তু ঠিক সেইরূপই থাকিয়া গেল! প্রত্যেক বৎসরের শেষে এইরূপ আম্রলীলা করা হইত।

এতদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৌরের ধর্ম্মসাধন হইতেছিল, বাহিরের লোকে ভিতরের তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারেন নাই। একদিন ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা দুইজনে আজ হইতে নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ কর। যাহাকে দেখিবে, তাহাকে মিনতি করিয়া হরিনাম সাধন করিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল বা স্ত্রীপুরুষ বলিয়া কোন ভেদ করিবে না, সকলেই সমান অধিকারী। দিনান্তে প্রচারবৃত্তান্ত আমার নিকটে আসিয়া বলিয়া যাইও।" প্রচারের আদেশ শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী মহা আনন্দলাভ করিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রচারক হইয়া ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারা লোক দেখিলে—

"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন,
হেন কৃষ্ণ বল ভাই করি এক মন।"

এই বলিয়া উপদেশ দিতেন। যে হরিনাম প্রচারক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইয়া এক সময়ে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছিল, তাহার সূত্রপাত এইরূপে হইল। জগাই মাধাই নামক দুইজন পাপাচারী ইহাদের উপদেশেই পরম বৈষ্ণব হইয়াছিল। জগাই মাধাই পরিত্রাণে বিশ্বম্ভরের কোন মাহাত্ম্য প্রকাশ নাই, কেবল নিতাইয়ের শক্তিতেই তাহাদের পরিত্রাণ হয়। ইহারা প্রথমে নিতাইকে প্রহার করিয়াছিল শুনিয়া বিশ্বম্ভর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দণ্ড দিতে উদ্যত হন, পরে নিত্যানন্দের অনুনয়ে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইহারা বিনীতভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে গৌরচন্দ্র ইহাদের প্রতি অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহার পরে কিছু দিন পর্য্যন্ত আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। একদিন অদ্বৈতের সহিত কোঁদল করিয়া নিমাই জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই সময়ে নিমাইয়ের জলে ঝাঁপ দেওয়া একটী রোগ হইয়াছিল। এক দিন গৌরাঙ্গ সঙ্কীর্ত্তনান্তে গঙ্গাস্নান করিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন মান্যা ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহার সম্মুখে পতিত হইয়া "তুমি আমাকে উদ্ধার কর" বলিয়া তাঁহার পদ স্পর্শ করিল। ইহা দেখিয়া গৌরাঙ্গ স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার মুখখানি মলিন হইয়া আসিল। কিছুকাল পরে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন। পরিশেষে নিতাই তাঁহাকে তীরে উঠাইয়াছিলেন। চেতন হইলে নিমাই আপনার লঘুতা ও 'গুরু ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণের নিকট অপরাধী করিয়াছে' ইত্যাদি বলিয়া অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর নামক জনৈক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে বাস করিতেন। বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, শুক্লাম্বরও মনে প্রাণে গৌরাঙ্গের ভক্তি করিত। এক দিন গৌরাঙ্গ নিতাই প্রভৃতির সহিত শুক্লাম্বরের

আশ্রমে যাইয়া থোড় ভাতে ভাত খাইয়াছিলেন। শুক্লাম্বর প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন। কারণ সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহার অন্ন নিমাই খাইতে পারেন না। তিনিও অস্বীকার করিয়াছিলেন। অবশেষে গৌরাঙ্গের কথা ঠেলিতে না পারিয়া তাহাকে থোড় ও ভাত খাওয়াইতে বাধ্য হন।

এক দিন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখে কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে বৈষ্ণবমণ্ডলী মিলিয়া চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ীতে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেন। বিশ্বম্ভর রাধিকা সাজিয়াছিলেন। তাঁহার মনোহর অভিনয়ে ভক্তদলে কৃষ্ণপ্রেম সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই অভিনয়কাণ্ডে বিশ্বম্ভর নাকি অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাই অভিনয়-সমাপ্তির পরেও সপ্তাহ পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখরের গৃহ জ্যোতির্ম্ময় ছিল।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গের অদর্শনে তাঁহার মন আবার ফিরিয়া গেল, তিনি আবার ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই গৌরাঙ্গ নিতাইকে লইয়া শান্তিপুরে গমন করেন। যাইবার সময় গঙ্গার ধারে ললিতপুর গ্রামে একজন সন্ন্যাসীর আশ্রমে অতিথি হন। কিন্তু বীরাচারী সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। ইহারা তখন মনে ভাবিলেন যে তীরপথে যাইলে আবার হয় ত, এইরূপ কপটাচারীর হাতে পড়িতে হইবে। এই ভাবিয়া গঙ্গার জলে সাঁতার কাটিয়া শান্তিপুরে পৌঁছিলেন। নিমাই অদ্বৈতের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "হাঁরে নাড়া, ভক্তিকে নাকি আবার অবহেলা করিতেছিস্।" অদ্বৈত বলিলেন, "চির কালই জ্ঞান বড়, ভক্তি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। বিনা জ্ঞানে ভক্তির কোন ক্ষমতা নাই।" নিমাই এ কথায় আর কোন উত্তর করিলেন না। বৃদ্ধ আচার্য্যকে ধরিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিলেন এবং কিলাইতে লাগিলেন। অদ্বৈত মার খাইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না এবং তাঁহার মন ফিরিয়া গেল, তিনি উঠিয়া নিমাইয়ের চরণতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও শতমুখে ভক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নিমাই আচার্য্যকে ধরিয়া বলিলেন, "আপনি করেন কি, আমাকে ক্ষমা করুন" ইহা বলিয়া তাহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। কিছুকাল পরে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বলিলেন, "গোঁসাই আমিত কিছু চপলতা করি নাই।" সকলে নিমাইয়ের এই সকল ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। ইহার পরে গঙ্গাস্নান করিয়া নিতাই, অদ্বৈত ও নিমাই ভোজন করিলেন। এখানে আসিয়া প্রথমে যে কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

শালিগ্রামবাসী গৌরীদাস পণ্ডিত গৃহত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের ওপারে অম্বিকা-কাল্‌নায় বাস করিতেন। ইনি একজন পরম ভক্ত। একদিন নিমাই নাকি একখানি বৈঠা ঘাড়ে করিয়া একাকী যাইয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং বৈঠাখানি দ্বারা তাপিত জীবনকে ভবনদী পার করিতে উপদেশ দেন। গৌরীদাসের মৃত্যুর পর ঐ বৈঠাখানি নাকি তাঁহার প্রিয় শিষ্য হৃদয়চৈতন্য পাইয়াছিলেন। এই অদ্ভুত গল্পটী ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে। গৌরাঙ্গ কিছুদিন শান্তিপুরে থাকিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার কিছুদিন পরে গৌরাঙ্গচন্দ্র ভক্তগণ লইয়া বিষ্ণুগৃহ-মার্জন ও নৌকায় উঠিয়া নানাবিধ কৃষ্ণলীলা করিতে লাগিলেন।

প্রবাদ আছে যে নদীয়ার একপার্শ্বে জাহান্নগরে সারঙ্গদেব নামক একজন পরম সাধু বাস করিত। সারঙ্গদেব গৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়া উঠিলে গৌরাঙ্গ তাহাকে একটী শিষ্য রাখিতে উপদেশ দেন। কিন্তু সারঙ্গদেব উপযুক্ত শিষ্যের অভাবে প্রথমে কাহাকেও শিষ্য করিতে সম্মত হন নাই। শেষে গৌরাঙ্গের কথানুসারে স্থির হইল যে প্রাতে যাহার মুখ দেখিবেন সারঙ্গদেব তাহাকেই শিষ্য করিবেন। পরদিন প্রত্যূষে সারঙ্গদেব গঙ্গাতীরে নয়ন মুদিয়া জপ করিতে বসিলেন, কিছুকাল পরে একটী মৃত বালকের দেহ ভাসিয়া আসিয়া তাহার গায় লাগিল। তিনি চক্ষু মেলিয়া ভাবিলেন যে, 'কি আশ্চর্য্য! যাহাকে দেখিব, তাহাকেই মন্ত্র দিব, এ যে মৃতদেহ দেখিলাম, এখন কি করি' অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, 'গৌরাঙ্গের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, দেখি কি হয়, ইহাকেই মন্ত্র দিব।' সারঙ্গদেব মৃতবালকের কর্ণে মন্ত্র দিলেন, দেখিতে দেখিতে বালক চেতন হইল। কিছুকাল পরে নিমাই আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া ইহাদের প্রেম উথলিয়া উঠিল, সকলে প্রাণ ভরিয়া হরিনাম করিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার জানিয়া শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল এবং নিমাইকে ঈশ্বর ভাবিতে আর কোন বাধা থাকিল না। পরে জানা গেল যে ঐ বালকের নাম মুরারি উপাধি গোস্বামী, সপ্তগ্রামে বাড়ী। ইহাকে রাত্রিতে সর্পে দংশন করে, সকলে মৃত ভাবিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়, তিনি ভাসিতে ভাসিতে এখানে আসিয়াছিলেন।

ক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যত উৎসব আছে, গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে লইয়া সেই সমুদায়েরই অনুষ্ঠান করিতে

লাগিলেন। নিমাই যখন যে উৎসব করেন, তখন ভক্তগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাতে যোগ দিত। এই সময়ে নবদ্বীপে বাস্তবিকই সুখস্রোত বহিতে লাগিল, সর্ব্বদা হরিনাম-কীর্ত্তন ও ধর্ম্মকথায় সকলেই ঈশ্বরপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু একদল পাষণ্ড হিন্দু ও দুষ্ট মুসলমানের পক্ষে ইহা নিতান্তই অসহ্য হইল। গৌড়রাজের দৌহিত্র চাঁদকাজী নামে জনৈক মুসলমান নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট কতকগুলি পাঠানসৈন্য থাকিত। রাজার আদেশে তিনিই এই স্থানের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাষণ্ড হিন্দু ও মুসলমানগণ কাজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা করে, কিন্তু চাঁদকাজী প্রথমে কীর্ত্তনে বাধা দিতে সম্মত হন নাই। শেষে তাঁহার কর্ম্মচারী ও হিন্দুগণের উৎপীড়নে থাকিতে না পারিয়া কীর্ত্তনে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে আজ হইতে নবদ্বীপে কেহ কীর্ত্তন করিতে পারিবে না, করিলে অর্থদণ্ড ও আবশ্যক হইলে জাতিনাশ ও প্রাণদণ্ডও হইতে পারিবে, নবদ্বীপবাসীরা তখন প্রেমে মত্ত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই কাজীর গুরুতর আদেশে কর্ণপাত করিল না, শেষে এক দিন কাজী স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য লইয়া কোন একটী কীর্ত্তনস্থানে উপস্থিত হইয়া মৃদঙ্গ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দেন এবং নিজ মুখে সকলকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কীর্ত্তন ভঙ্গ করিতে অনুমতি করেন। এই বার সকলেরই ভয় হইল, কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া বিশ্বম্ভরের নিকটে সংবাদ দিতে চলিল।

নিমাই শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, "তোমাদের কোন চিন্তা নাই আমি আজই দুরাচার চাঁদকাজীকে জব্দ করিব।" নিমাই প্রচার করিয়া দিলেন যে সন্ধ্যার সময় সকলেই কীর্ত্তনের সাজ ও হস্তে একটী দীপ লইয়া যেন নিমাইর সহিত কীর্ত্তন করিতে যায়। সকলে তাহাই করিল। সন্ধ্যার সময়ে নিমাইচাঁদ দল বল লইয়া কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে এই নগর-কীর্ত্তনের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে।

গৌরাঙ্গ সদল বলে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তাঁহার লোকেরা কাজীর প্রতি কিছু দৌরাত্ম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, নিমাই সকলকে নিবারণ করেন। চাঁদ এই সকল লোকসমারোহ দেখিয়া প্রথমে পলায়ন করেন, শেষে নিমাই তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। নিমাইকে দেখিয়া কাজীর মন ফিরিয়া গেল, তিনিও একজন কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্বম্ভরের সহিত গোবধ করা হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়েরই অকর্ত্তব্য এই সম্বন্ধে অনেক বিচার হয়। তাহাতে কাজী পরাস্ত হইয়াছিলেন। কাজীদমন বিবরণটী চৈতন্যভাগবতে অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। এই কাজীর বংশধরগণও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। এইরূপে নবদ্বীপ নিষ্কণ্টক হইল। বিশ্বম্ভর কাজী-ভবন হইতে প্রত্যাগমন সময়ে শ্রীধরের জীর্ণ জলপাত্রে জলপান করিয়াছিলেন।

নগর কীর্ত্তন করিয়া নিমাই আবার ঘরে কবাট দিলেন। বাহিরের লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার একেবারেই কমিয়া গেল, দিবানিশি অবিরল ধারে নিমাইয়ের নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। দিন দিন কীর্ত্তন করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ভক্তমণ্ডলী অদ্বৈতাচার্য্যকে নায়ক করিয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিমাইও মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। এই সময়ে নিমাই মধ্যে মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িতেন এবং প্রায় সকল সময়ই ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। একদিন বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপূজা করিবেন বলিয়া স্নান করিয়া আসিলেন, পূজার আসনে বসিলেন, অমনি চক্ষুর জলে পরিধেয় কাপড়খানি ভিজিয়া গেল, কাপড় পরিত্যাগ করিয়া আবার বসিলেন, আবারও তাহাই হইল। এইরূপ চার পাঁচবার দেখিয়া নিমাই ভাবিলেন যে আমার দ্বারা আর বিষ্ণুপূজা হইবে না। তখন তিনি গদাধরকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "গদাধর! আমার অদৃষ্টে পূজা নাই, আজ হইতে তুমি বিষ্ণুপূজা কর।" এই দিন হইতেই নিমাইয়ের বিষ্ণুপূজা বন্ধ হইল, তিনি দিবানিশি নাম করিতে থাকিলেন।

বৈষ্ণবকবিগণ বলেন যে, তখন অদ্বৈত গৌরচাঁদকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেন নাই, তাই একদিন কীর্ত্তন সময়ে আচার্য্যের মনে বড়ই দৈন্য উপস্থিত হয়। তিনি মনোদুঃখে শ্রীবাসের ভবনে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। নিমাই জানিতে পারিয়া তথায় যাইয়া এবং আচার্য্যকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহার ভ্রান্তি দূর করেন। ইহার পরে একদিন ভাগীরথী পুলিনের মনোহর বনরাজি-দর্শনে চৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মনে পড়িয়াছিল। তাহার পরে তিনি ভক্তগণ লইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন।

এ সময়েও শ্রীবাস-ভবনে কীর্ত্তন হইত; সময়ে সময়ে বিশ্বম্ভরও তাহাতে যোগ দিতেন। একদিন গৌরচাঁদ ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণও প্রভুর সহিত কীর্ত্তনে নিমগ্ন। ওদিকে বাড়ীর মধ্যে শ্রীবাসের বালক পুত্রের মৃত্যু হইল, শ্রীবাসের নিকট খবর আসিল, তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল বদনে নৃত্য করিতে থাকিলেন। কিন্তু অপর ভক্তগণ এই সংবাদে দুঃখিত

হন। কিছুকাল পরে নিমাইয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি মৃত শিশুটীকে বাহিরে আনাইয়া তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলে মরা ছেলেটী নাকি এই ভাবে উত্তর দিল যে, "আমার এ জগতের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই আমি ভাল স্থানে যাইতেছি। প্রভো! তুমি কৃপা কর, তোমার চরণে যেন মতি থাকে।" নিমাই হাত উঠাইলেন, বালকও আবার মড়া হইল। এই ঘটনায় শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দুঃখের অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল, নিমাই সদলে সেই মৃত বালকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন। এই সময়ে পুরাণাদি শাস্ত্রে কৃষ্ণবিরহে গোপীগণের যেরূপ অবস্থার বর্ণনা আছে, নিমাইচাঁদেরও সেই সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণবকবিগণ ইহাকে কৃষ্ণবিরহাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

এই সময়ে বিশ্বম্ভর নিজ ভবনে থাকিয়া প্রায়ই নাম কীর্ত্তন করিতেন। একদিন একজন চতুষ্পাঠীর ছাত্র নিমাইকে দেখিতে আসিয়াছিল, তখন নিমাই গোপীভাবে বসিয়া গোপীর নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। ছাত্র বলিল, "মহাশয়! আপনি পণ্ডিত, বলুন দেখি, কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করিয়া গোপবালার নাম জপ করেন কেন?" ইহাতে নিমাইয়ের রাগ হইল। তিনি দীর্ঘ লগুড় লইয়া তাহাকে মারিতে যান। এই ঘটনার পর হইতে নবদ্বীপের সমস্ত ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠে। অধ্যাপকমণ্ডলী পূর্ব্ব হইতে বিরক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবকবিগণ বলেন যে, ইহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্যই নাকি প্রভু নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার মনের ভাব যে, "সন্ন্যাসী হইলে ইহারাও আমার উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করিবে এবং আমার ভক্ত হইবে।"

(চৈতন্যচরি° আদিলীলা।)

চৈতন্যমঙ্গলের মতে এই সময়ে নিমাই একটী স্বপ্ন দেখিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। স্বপ্নের মর্ম্ম এই—কোন একজন মহাপুরুষ উপস্থিত হইয়া যেন নিমাইকে বলিতেছেন যে, "নিমাই ঈশ্বর তোমাকে যে উদ্দেশে পাঠাইয়াছেন তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ, শীঘ্র সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর।" ইহা শুনিয়া নিমাই শিহরিয়া উঠিলেন, প্রথমে ভক্তগণ ও বালিকা স্ত্রীর মায়ায় ও জননীর স্নেহে সন্ন্যাস করিতে সম্মত হইলেন না। মহাপুরুষ তথাপিও সন্ন্যাস লইতে বার বার উপদেশ দেন। গৌরচন্দ্র এই স্বপ্নবৃত্তান্ত অথবা পূর্ব্বোক্ত মনোগত ভাব নিত্যানন্দ প্রভৃতি কএকটী প্রধান ভক্তের নিকটে প্রকাশ করেন। ক্রমে নবদ্বীপে তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের জনরব রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহার কিছুদিন পরে নবদ্বীপনগরে কেশবভারতী আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি ভারতী সম্প্রদায়ের একজন উদাসীন সন্ন্যাসী, ভাগীরথীর তীরস্থ কণ্টকনগরীতে (বর্ত্তমান নাম কাটোয়া) ইঁহার আশ্রম। গৌরচন্দ্র নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া পথিমধ্যে ভারতীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, 'মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে ইনিই কি তিনি? সে দিন স্বপ্নে কি এই মহাপুরুষকেই দেখিয়াছি।' নিমাইয়ের মনে এই সকল আন্দোলন হইতে লাগিল। যত্ন করিয়া সন্ন্যাসীকে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন। রাত্রিতে সন্ন্যাসীর নিকটে যাইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত ও মনোগত ভাব প্রকাশ করেন। ভারতীও তাহাতে সম্মত হইলেন। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে দীক্ষার দিন স্থির হইল।

ইহার পরে বিশ্বম্ভর নিজেই ভক্তগণের নিকটে সংসার পরিত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়া বিদায় হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে ইহার কোন কথাই তিনি বলেন নাই।

১৪৩১ শকের উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে বিশ্বম্ভর প্রত্যুষ হইতে শ্রীবাসভবনে উন্মত্তভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। শচী পূর্ব্ব হইতেই গৃহপরিত্যাগের দিন জানিতেন, তাই তাঁহারও নিদ্রা হয় নাই। সে দিন গদাধর ও হরিদাস নিমাইয়ের বহির্বাটীতে শয়ন করিয়াছিলেন। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে গৌরচাঁদ ইষ্টদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এবং ভগবানের হস্তে মাতা ও পত্নীকে সমর্পণ করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে নাকি প্রিয়তমার মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া গৌরের হৃদয়ে বিকারের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে প্রিয়তমার মুখখানি চির দিনের মত আর একবার দেখিয়া লইলেন। গৌরচাঁদ কিছুকাল স্তম্ভিত থাকিয়া আপনার দুর্ব্বলতাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং জোরে দ্বার খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার পদশব্দ পাইয়া গদাধর ও হরিদাস নিকটে আসিয়া সঙ্গী হইবার প্রস্তাব করেন। গৌর তাহাদিগকে বারণ করিলেন। শচীমাতা পুত্রের গমনোদ্যোগ বুঝিতে পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় বাহির দ্বারে আসিয়া বসিয়া আছেন। গৌরচন্দ্র জননীকে তদবস্থ দেখিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন এবং জননীকে কত রকম উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু শচী তাঁহার কোনটীর উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল নয়নজলে বুক ভাসাইয়া পুত্রের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। বিশ্বম্ভর শোকাভিভূতা পতিতা জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া পদধূলি লইলেন এবং আর কিছু না বলিয়া দুয়ার খুলিয়া একেবারে বাটী হইতে

নিদ্রান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। নবদ্বীপ আঁধার হইল। শচী দেবী মূর্চ্ছিত হইয়া জড়ের ন্যায় দ্বারদেশে পড়িয়া থাকিলেন। সরলা বিষ্ণুপ্রিয়ার কালনিদ্রা তখনও ভাঙ্গে নাই। গদাধর ও হরিদাস মাথায় হাত দিয়া বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই গৌরের হৃদয়ে যত প্রেম, যত ভাব, যত আনন্দ ভবিষ্যৎ জীবনের জ্যোতির্ময় আভাস একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে যাইতে যাইতে তিনি ঘর বাড়ী, মাতা, ভার্য্যা ও বন্ধুগণ এ সকলের চিন্তা ভুলিয়া গিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। গাহিতে গাহিতে, নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে, পড়িতে পড়িতে, ঢুলিতে ঢুলিতে কাঁটোয়ার পথে মন্থর গতিতে যাইতে লাগিলেন। দিন হইল, ক্রমে গৌরের গৃহত্যাগের সংবাদ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে রাষ্ট্র হইল, সকলেই প্রভুর বিচ্ছেদযন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া জাগিয়া পতিকে শয্যায় না দেখিয়া ছুটিয়া শচীর নিকটে আসিলেন এবং শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য্য এবং ব্রহ্মানন্দ এই পাঁচজন গৌরের নিষেধ না মানিয়া দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত পথে মিলিত হন। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, গৌরচন্দ্র সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বন্ধুগণের সহিত কেশব-ভারতীর কুটীরদ্বারে উপনীত হইলেন।

চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলের মত লইয়া উপরোক্ত ঘটনা লিখিত হইল, কিন্তু কবিকর্ণপুর স্বরচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থে সন্ন্যাসযাত্রার বৃত্তান্তটী অন্যরূপ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসগ্রহণের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কেবল শচীকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন যে কোন প্রয়োজনে গৃহ ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য তীর্থ গমন করিবেন, শচী যেন তাহাতে উদ্বিগ্ন না হন। যে রাত্রিতে গৌরাঙ্গ চলিয়া যান, তাহার পরে শচী গৌরাঙ্গকে ঘরে না দেখিয়া মনে করিলেন যে বিশ্বম্ভর শ্রীবাসগৃহে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মনে করিলেন যে প্রভু নিজ ভবনে গমন করিয়াছেন। বাস্তবিক রাত্রির কীর্ত্তন সমাধা করিয়া ভক্তগণ স্ব স্ব ভবনে গমন করিলে গৌর গৃহে যাইবার ব্যপদেশে বাহির হন। তাঁহার সঙ্গে কেবল আচার্য্যরত্ন ছিলেন। একটু প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। ইহারা তিন জনে গঙ্গাপার হইয়া কাঁটোয়াভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দিন অবসানে ভারতীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হন। প্রত্যুষে গৌর নবদ্বীপে নাই জনরব হইল, শচী ও ভক্তগণ কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিনে আচার্য্যরত্ন কাঁটোয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে রহস্য প্রকাশিত হইল।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কেশবভারতীর কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রদোষ সময়। সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে গৌরচন্দ্র দেখিতে পাইলেন যেন স্বপ্নের সেই ছবি সেইস্থানে বেড়াইতেছে, তাঁহার হৃদয় অমনি প্রেমে পুলকিত হইল। ভারতী গোঁসাই মনুষ্যের পদ শব্দ পাইয়া বাহিরে আসিয়া সঙ্গীগণ সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া প্রেম পুলকিত অন্তরে আলিঙ্গন করিলেন। গৌরাঙ্গ যথারীতি ভারতীর পদবন্দনা করিয়া গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং পর দিন তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা করিতে হইবে তাহাও জানাইলেন। কেশবভারতী প্রথমে তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতে সম্মত হন নাই। একে তাঁহার নবীন বয়স, তাহাতে আবার গৃহে বালিকা পত্নী ও বৃদ্ধা জননী ইত্যাদি ভাবিয়া সন্ন্যাসী কেশবের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'নিমাই! সত্য সত্যই তোমাকে সন্ন্যাসী করিতে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে!' গৌরাঙ্গও প্রেমে বিহ্বল হইয়া করজোড়ে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে আবেগে হরি বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সময় বুঝিয়া মুকুন্দ সুমধুর স্বরে সংকীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন, গৌরের নয়ন দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল, তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়া উঠিলেন। কীর্ত্তনের কোলাহলে চারিদিক্ হইতে লোকসমাগম হইতে লাগিল। মনোহর গৌরমূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। কেশবভারতী গৌরের এইরূপ অবস্থা কখন দেখেন নাই, তাই তিনি বালকের বৈরাগ্য অসম্ভব ভাবিয়া অস্বীকার করেন। এখন গৌরের মহাভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'নিমাই তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। আমি তোমার কথায় অমত প্রকাশ করিয়া অপরাধী হইয়াছি, তুমি যাহা বল আমি তাহাই করিব।' গৌরচন্দ্র এই আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "গুরুদেব! আমি স্বপ্নে যে মন্ত্রটী পাইয়াছি দেখুন, দেখি সে মন্ত্রটী সিদ্ধ কি না।" এই বলিয়া ভারতীর কাণে সেই মন্ত্রটী বলিলেন। ভারতী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। সে রাত্রি কাহারও নিদ্রা হইল না। প্রভাতে নিমাইয়ের কথানুসারে আচার্য্যরত্ন দীক্ষার উপযোগী সমস্ত আয়োজন করিলেন। গৌরচন্দ্রও প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের কথা নগর মধ্যে রাষ্ট্র হইয়াছিল, তাই পল্লীর সরলমতি নর নারীগণ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি, তাম্বুল ও বস্ত্র প্রভৃতি

ভারতী ঠাকুরের কুটীরদ্বারে আনিয়া সজ্জিত করিল, দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসদীক্ষার উপযোগী সমস্তই আসিল। এদিকে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিক্ হইতে নর নারী, বালক বালিকা ছুটিয়া আসিয়া ভারতীর কুটীরদ্বার ঘেরিয়া দাঁড়াইল। গৌরের মোহনমূর্ত্তি ও তৎকালের ভাব দেখিয়া সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিল, গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস, তাঁহার ও পত্নীর অবস্থা কি হইবে ভাবিয়া সকলেরই নয়ন বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৈষ্ণব কবিগণ নাগরিকগণের এই সময়ের অবস্থা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়।

ক্রমে বেলা অবসান হইতে চলিল, তখনও গৌরচন্দ্রের প্রেমাবেগের সম্বরণ হইল না। অবশেষে নিতাইয়ের ইঙ্গিতে গৌরচন্দ্র একটু স্থির হইয়া বসিলেন। তখন গৌরের মুণ্ডন করিবার জন্য একজন নাপিত ডাকা হয়। নাপিত আসিয়া গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বসিল। প্রভুর সুন্দর কেশরাজি চিরদিনের তরে অন্তর্হিত হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। তাহা দেখিয়া শুনিয়া দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় গলিয়া গেল, তাহারাও কাঁদিয়া উঠিল। নাপিত ক্ষুর তুলিবে কি, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গৌরচন্দ্রও প্রেমাবেগে নানাবিধ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাজেই ক্ষৌরকর্ম্মে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। চৈতন্যমঙ্গলের মতে নাপিত মুণ্ডন করিতে অস্বীকার করায় গৌরচন্দ্র তাহাকে কাতরস্বরে অনেক বলিয়াছিলেন। শেষে নাপিতও হরিনামে মত্ত হইয়া গৌরের হাত ধরিয়া নৃত্য করিয়াছিল।

এই সময়ে চাকন্দীগ্রামবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য গৌরাঙ্গের মুণ্ডন দেখিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে বেলা অবসান হইয়া আসিল, নাপিত কোন মতে নয়নজলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিল। কেশগুলি দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু স্পর্শ করিতে কাহারও সাহস হইল না। গৌরভক্তমণ্ডলী ঐ কেশগুলিকে গঙ্গাতীরে মৃত্তিকা খনন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন ও তাহার উপরে একটী মন্দির উঠান হইয়াছে। কাটোয়ায় অদ্যাপি সেই স্থান প্রভুর কেশসমাধি নামে বিখ্যাত, ভক্ত বৈষ্ণবগণ তথায় যাইয়া প্রেমানন্দে গড়াগড়ি করিয়া প্রাণ শীতল করেন।

নাপিতের কার্য্য শেষ হইলে প্রভু স্নান করিতে গেলেন, দর্শকমণ্ডলীও হাহাকার করিয়া দৌড়াইয়া চলিল। নাপিত অস্ত্রগুলি মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় যাইয়া অস্ত্রগুলি দূরে নিক্ষেপ করিল। বৈষ্ণবগণ বলেন যে, নাপিত যে হাতে প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিয়াছে, সে হাতে আর কাহারও ক্ষৌরকার্য্য করিবে না, জন্মের মত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে স্থির করিয়াই অস্ত্রগুলি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিল।

প্রভু স্নান করিয়া আর্দ্রবসনে ভারতীর নিকটে আসিলেন, অপর সকলেও প্রভুর ন্যায় ভিজা কাপড়ে হরিধ্বনি করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতী তিন খণ্ড বস্ত্র হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহার একখানি কৌপীন আর দুইখানি বহির্ব্বাস। গৌরাঙ্গ আসিলে ভারতী সেই তিনখানি বস্ত্রখণ্ড তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। নিমাই তখন কৃতার্থ হইয়া অরুণ বসন মস্তকে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "ভাই বন্ধু! বাবা! মা! তোমরা অনুমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পার হইব। তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি কৃষ্ণ পাই।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত লোকমণ্ডলীর চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। ভারতী কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরচন্দ্রের কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র দিলেন। কেশবভারতী মন্ত্র দিয়া নিমাইয়ের কি নাম রাখিবেন ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া নিমাইয়ের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "বাপ নিমাই! তুমি জীবমাত্রকে শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য করাইলে, অতএব আজ হইতে তোমার নাম হইল শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" এইরূপে মহাপ্রভুর নামকরণ হইলে সেই নামটী মুখে মুখে সকলে শুনিতে পাইলেন, তখন কেহ কৃষ্ণ কেহ বা চৈতন্য বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব কথিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য গৌরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শুনিয়া "চৈতন্য চৈতন্য" করিতে করিতে গঙ্গাতীরে দৌড়িয়া চলিল। তদবধি তাহার মুখে "চৈতন্য" ভিন্ন আর অন্য কথা উচ্চারিত হইল না। গ্রামবাসীগণ তাহাকে ক্ষেপা মনে করিয়া চৈতন্যদাস নামে ডাকিতে লাগিল। গৌরাঙ্গের অন্তর্ধানের পর ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মকে রক্ষা করেন।

কিয়ৎকালের মধ্যেই সেই জনরব থামিয়া গেল। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিল। এই সময়ে নাকি দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ করযোড়ে "আমি বৃন্দাবনে আমার প্রাণনাথের কাছে চলিলাম, আমাকে বিদায় দাও" এই কথা

বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন। গদাধর সঙ্গী হইবার প্রার্থনা করায় তাঁহাকে নিষেধ করেন। ভারতী তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু দিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ সেই নবীন বয়সে, কাঙ্গালবেশে দণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে দাঁড়াইয়া সকলের নিকটে কৃষ্ণ নাম ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আহা! তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে গৌরের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া আসিল, মনে ভাবিতে লাগিলেন এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে যাইবেন। তাই তিনি পশ্চিমদিকে দৌড়াইয়া চলিলেন। ইহা দেখিয়া নরহরি, দামোদর ও বক্রেশ্বর প্রভৃতি অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া চলিলেন এবং সেইস্থানে উপস্থিত সহস্রাধিক দর্শকবৃন্দও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে হুড়াহুড়ি করিয়া দৌড়িতে লাগিল।

গৌরাঙ্গ প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, শেষে দেখিলেন যে লোকের ভিড়ে তাঁহার যাইবার পথ নাই, তখন অতি মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'বাবা! মা! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি প্রাণনাথের উদ্দেশে যাইতেছি, আমাকে বাঁধা দিওনা।" এই কথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর ও ভারতী প্রভৃতি আসিয়া গৌরাঙ্গকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভারতী সঙ্গে যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করায় গৌরাঙ্গ স্বীকার করিলেন।

এই সময়ে চন্দ্রশেখর প্রভুর নয়নগোচর হন। নিমাই এ পর্য্যন্ত রাধাভাবে আপনাকে হারাইয়া প্রাণেশ্বরের নিকটে যাইবার জন্য উন্মত্ত ছিলেন, তাঁহার আর কিছুই মনে ছিল না। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, নবদ্বীপ মনে পড়িল, জন্মভূমি, ঘর, বাড়ী, বৃদ্ধা জননী, প্রাণাধিক ভক্তগণ ও প্রিয়তমা নবীনাভার্য্যা এই সকলই ধীরে ধীরে তাঁহার স্মৃতি-পথে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে গৌরের নয়ন হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি বসিয়া চন্দ্রশেখরের গলা ধরিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাপ! তুমি বাড়ী যাও। আমার জননীকে তুমি যাইয়া সান্ত্বনা করিও। দেখিও তিনি যেন আমার বিচ্ছেদে প্রাণে না মরেন। আর যাহারা আমার নিমিত্ত দুঃখ পাইতেছে, তাহাদিগকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও যে তাহাদের নিমাই এ জন্মে কেবল আত্মীয় স্বজনকে দুঃখ দিতে জন্মিয়া ছিল। তাহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। ঘরে তাহাদের বলিও যে, নিমাই যে দিন গদাধরের পাদ-পদ্ম দর্শন করিয়াছে, সেই অবধি তাহার প্রাণ তাহাতে মিশিয়া গিয়াছে।" বলিতে বলিতে নিমাইয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; আবার প্রেমে বিহ্বল হইয়া "প্রাণবল্লভ! আমি এই আইলাম" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন। সমুদায় লোক তাঁহার পশ্চাতে দৌড়াইল। কাঁটোয়ার পশ্চিমে তখন বন ছিল, দেখিতে দেখিতে প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন। সকল লোকও তাঁহার অনুসরণ করিয়া বনে প্রবেশ করিল। নিমাই দৌড়াইয়া যাইতেছেন, লোক সঙ্গে চলিতে পারিতেছে না, কিয়ৎকালের মধ্যেই প্রভু সকলকে পাছে রাখিয়া নিবিড় বনে অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রাণপণে তাঁহার সহিত দৌড়াইতে লাগিলেন। প্রভু কমণ্ডলুটী কটির ডোরে বাঁধিয়া হাতে নূতন বংশদণ্ডটী লইয়া বিদ্যুতের ন্যায় দৌড়াইতেছেন, নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত দৌড়াইতে না পারিয়া পশ্চাৎ হইতে "প্রভো! একটু অপেক্ষা কর, আমরা আর পারিনা।" ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতেছেন, প্রভু তাহাতে "হাঁ" কি "না" কিছুই বলিতেছেন না। ভক্তগণের মধ্যে কেবল নিতাই প্রভুর পশ্চাতে অল্পদূরে, তাহা ছাড়া আর সকলেই অনেকদূরে পড়িয়াছেন। এখন আর প্রভুর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান বড় একটা নাই। পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর পরমভক্ত। প্রভু তাহা-দিগকে ছাড়িয়া নির্ম্মমের ন্যায় চলিয়া গেলেন এই কারণে তাহার মনে বড়ই দৈন্য উপস্থিত হইল। পুরুষোত্তম ক্রোধ করিয়া যে দেশে নিমাইয়ের কথা নাই, যে নগরের সাধুগণ ভক্তিকে ঘৃণা করে, সেই বারাণসীধামে যাইয়া গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া সন্ন্যাসী হন। তাঁহার নাম হইল স্বরূপ দামোদর।

দৌড়িতে দৌড়িতে বিশ্বম্ভর মূর্চ্ছিত হন, কিছুকাল পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে আবার দৌড় মারিলেন, তাঁহার নিকটস্থিত ভক্তগণের প্রতি একবার লক্ষ্যও করিলেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিমাই অতিশয় দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন, এবারে নিত্যানন্দও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, ভক্তগণ বিষণ্ণ মনে অধোবদনে দাঁড়াইলেন। 'নিমাই কোথায়!' সম্মুখের গ্রামে প্রবেশ করিয়া বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেহ কোন খবর বলিতে পারিল না। সকলে বসিয়া রহিল। কাহারও আহার নিদ্রা নাই, কষ্টে রাত্রি শেষ হইল। এমন সময়ে তাহারা কাতর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ভক্তগণ সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া মাঠের মধ্যে যাইয়া দেখিলেন যে তাঁহাদের কৃষ্ণচৈতন্য একটী অশ্বত্থবৃক্ষের তলে বসিয়া শূন্যগাত্রে একখানি কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া, "প্রাণনাথ! কৃষ্ণ! আমি কি দর্শন পাইব না, আর যে সহিতে পারি না, এখন দেখা দেও।'

ইত্যাদি কাতরতাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতেছেন। একটু পরে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া পশ্চিম মুখে চলিলেন। ভক্তগণ তাঁহার নিকটে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের এই সময়ের গমন বিবরণ এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অগ্রে পশ্চাতে কিছু না কর বিচার॥
সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হীন কলেবর।
কোথা যান ইতি উক্তি নাহিক ঠাওর॥
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জেয়ান।
পথপানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ান॥
কখন উন্মত্ত প্রায় উঠেন উর্দ্ধস্থানে।
কখন বা গর্ত্তে পড়ে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে।
কখনও প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে॥"

(প্রেমদাস কৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকানুবাদ)

নিমাই যাইতে যাইতে হঠাৎ ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"

এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধু! সাধু! হে ব্রাহ্মণ তুমিই সাধু। আমিও বৃন্দাবন যাইয়া তোমার মত শ্রীমুকুন্দের সেবা করিব।" বৈষ্ণব কবিগণ বলেন যে এই সময়ে নবদ্বীপে ভক্তগণ ও নিমাইয়ের আত্মীয় স্বজন তাঁহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া রোদন করিতেছিল, নিমাইয়ের অন্তর মধ্যে মধ্যে তাহাতে আকৃষ্ট হইত, কেবল তিনি স্বকীয় বিবেক বলে সেই সকল বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন।

এইরূপে নিমাই তিন দিবস রাঢ়দেশে ঘুরিতেছেন, বৃন্দাবনের নিকট এক পাও যাইতে পারিতেছেন না। প্রভু প্রথম দিনে যেখানে, তিনদিনের দিনও প্রায় সেখানে, অথচ তিন দিবস অবিশ্রান্ত হাঁটিতেছেন। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি চলিয়া গেল, প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণও করেন নাই। প্রভু যখন অচেতন হইলেন, তখন ভক্তগণ ভাবিলেন যে, তাঁহাকে কোন গতিকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। প্রভু কাঁটোয়া হইতে গমন করিয়া অনেক দূরে গিয়াছিলেন, এখন সেই প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে দুই চারি ক্রোশ দূরে। ভক্তগণ নানা কৌশলে তাঁহাকে এত নিকটে আনিয়াছেন। নিমাই নয়ন অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া চলিয়াছেন, দিগ্বিদিক্ বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। এইরূপ দেখিয়া প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন বলিয়া ভক্তগণের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। সেখানে মাঠে রাখাল বালকেরা গোরু চরাইতেছিল। প্রভুকে দেখিয়া তাহারা হরিবোল দিয়া উঠিল, শেষে আনন্দে সকলেই হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য নিমাই হরিনাম শুনিয়া দাঁড়াইলেন, জ্ঞান হইল, চক্ষু মেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাপ রাখালগণ! তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাও, বাপ! আমি বহু দিন হরিনাম শুনি নাই। তাই একরূপ মরিয়া আছি, তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া প্রাণদান কর।" রাখালগণ আবার হরিনাম বলিয়া নাচিতে লাগিল। নিমাই তাহাদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করেন। নিত্যানন্দের সঙ্কেত অনুসারে তাঁহারা শান্তিপুরের পথ দেখাইয়া দিল। প্রভু সেই পথ ধরিলেন।

সেই সময় নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, অদ্বৈতকে সংবাদ বলিয়া বাড়ী যাইয়া প্রভুর সন্ন্যাসের কথা প্রকাশ করেন। এ পর্য্যন্ত নবদ্বীপবাসীরা নিমাইয়ের সন্ন্যাসসংবাদ জানিতে পারে নাই।

প্রভু শান্তিপুরের প্রশস্ত পথ ধরিলেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাঁহার পিছনে একটু দূরে গোবিন্দ ও মুকুন্দ। এই সময়ে নিমাইয়ের কিছু জ্ঞান হইয়াছে। তিনবার "এতাং সমাস্থায়" ইত্যাদি শ্লোকটী পড়িয়া বলিলেন, "সাধু! সাধু! ব্রাহ্মণ! তোমার সঙ্কল্প জীবমাত্রেরই অনুকরণ করা উচিত।" এই রূপ বলিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময় বুঝিলেন যেন কেহ তাহার পশ্চাৎ আসিতেছে। বুঝিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় নির্নিমেষ নয়নে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দাবন আর কতদূর।" নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন "বৃন্দাবন আর অধিক দূরে নাই।" নিত্যানন্দ পরিচয় দিবার জন্য পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি নিত্যানন্দ।" এই কথা শুনিয়া প্রভু মুখ উঠাইয়া নিতাইয়ের পানে চাহিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না, তাঁহাকে চিনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় নিতাই প্রভুর ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "প্রভো! চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমার নিত্যানন্দ।" অনেক পরে নিমাই নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি এখানে কিরূপে আসিলে? আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমি কি প্রকারে আমাকে ধরিলে?" নিতাই বেশী কথা না কহিয়া চলিতে লাগিলেন, প্রভুও চলিলেন। নিমাই "কৃষ্ণ আমায় দর্শন দিবেন ত? আমি বৃন্দাবনে যাইয়া কি করিব?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, নিতাইও সংক্ষেপে উত্তর

দিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন আর কতদূর আছে।" নিতাই বলিলেন "বৃন্দাবন অতি নিকট।" কিছুদূর যাইয়া নিমাইয়ের ব্যগ্রতা নিবারণের জন্ত গঙ্গার তীরবর্ত্তী একটী বটবৃক্ষকে বৃন্দাবনের বংশীবট ও গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া বুঝাইয়া দেন। দেখিতে দেখিতে প্রভু গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইয়া যমুনা ভাবিয়া ঝম্প প্রদান করিলেন। ঝাঁপ দিবার সময়ে এই শ্লোকটী পাঠ করিয়াছিলেন।, যথা—

"চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপু র্মিত্রপুত্রী॥" (চৈতন্যচন্দ্রোদয়)

নিতাইয়ের সংবাদ অনুসারে অদ্বৈতাচার্য্যও নৌকা লইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। নিমাই স্নান করিয়া উঠিলে অদ্বৈত তাঁহার নিকটে গেলেন, নিমাই অদ্বৈতকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলেন এবং নিতাই তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছেন, তিনি যমুনাভ্রমে গঙ্গায় স্নান করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারিলেন। আচার্য্য অনেক প্রবোধ দিয়া নিমাইকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। আচার্য্যের যত্নে নিমাই তিনদিন তিন রাত্রি উপবাসের পর অদ্বৈতের গৃহে ভিক্ষা (ভোজন) করিলেন। ভোজন সময়ে মুকুন্দ ও হরিদাসকে তাঁহার নিকটে বসিয়া খাইতে বলেন, তাহারা হীনজাতি বলিয়া খাইতে অস্বীকার করায় বাহিরে বসিয়া খাইতে বাধ্য হয়। নিমাইয়ের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া অদ্বৈতভবনে লোকারণ্য হইল। সন্ধ্যাকালে আচার্য্য প্রভুকে লইয়া কীর্ত্তন করেন। এদিনেও নৃত্য করিতে করিতে প্রভু উন্মত্ত হন, শেষে নিত্যানন্দ অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন। প্রভুর অনুমতি মত নিতাই নবদ্বীপে যাইয়া তাহাদিগকে নিমাই দর্শন করিবার জন্ত শান্তিপুরে আসিতে বলেন, বিষাদপূর্ণ নবদ্বীপ এ সংবাদে একেবারে আলোকিত হইল, সকলেই উৎসাহে মাতিয়া শান্তিপুরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়াও স্বামীদর্শন-লালসায় সাজসজ্জা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বহুদিনের আশা মিটিল না। নিতাই বলিলেন, যে প্রভু নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই যাইতে অনুমতি করিয়াছেন, কিন্তু পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়ার যাইবার অনুমতি নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় ফাটিয়া কান্না আসিল, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। যেরূপ আসিয়াছিলেন সেই রূপেই চলিয়া গিয়া চিরবিরহশয়নে পড়িয়া থাকিলেন। তাঁহার অলৌকিক মুখশ্রী ও তৎকালের ভাব দেখিয়া সকলেই মোহিত ও অকূল বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে নবদ্বীপে কতকগুলি লোক নিমাইয়ের বিরোধী ছিল, তাহারা যখন শুনিল যে সেই কমনীয়মূর্ত্তি যুবক নিমাই রাজভোগ ছাড়িয়া কাঙ্গালের বেশে সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন, আর গৃহে আসিবেন না, আর পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়াকেও নয়নে দেখিবেন না। তখন তাহাদের অজ্ঞান-যবনিকা খসিয়া পড়িল। সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হৃদয় গলিয়া গেল, নিমাইকে দেখিবার জন্ত সকলেই উৎসুক হইলেন। শচী দোলায় চড়িয়া শান্তিপুরে চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাহার অনুগমন করিলেন। নবদ্বীপ প্রায় লোকশূন্ত হইয়া উঠিল। কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া একটী সখীর সহিত অঝোর নয়নে কাঁদিতে থাকিলেন।

এদিকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ীতে সহস্র সহস্র লোক আসিতে লাগিল, লোকসঙ্ঘট্ট বেশী হইলে অদ্বৈত বলবান্ লোক দ্বারে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে অনেকেই প্রবেশ করিতে না পারিয়া মনোদুঃখে দ্বারে থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অদ্বৈত তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে নিমাইকে লইয়া ছাদের উপরে উঠিলেন। ভক্তের বাসনাপূর্ণ হইল; তাহারা নয়ন ভরিয়া প্রাণকান্ত গৌরাঙ্গকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ইহাদের নয়ন ও মনের পরিতৃপ্তি নাই। যে একবার দেখিল, তাহার গৃহে যাইবার ইচ্ছা রহিল না।

এই সময়ে নবদ্বীপ হইতে লোকবৃন্দ আসিয়া অদ্বৈতভবনে উপস্থিত হইল। গৌরাঙ্গ দেখিলেন যে শচীমাতা দোলায় চড়িয়া আসিয়াছেন। অমনি ছাদ হইতে নামিয়া শচীর চরণে পড়িয়া গেলেন। শচী প্রাণধন নিমাইচাঁদকে কোলে লইয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাপ! নিমাই! বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া আর আমাকে দেখা দেয় নাই। বাপরে তুমিও যদি নিঠুর হও, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব।" নিমাই জননীর চরণে বার বার নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মা! এ শরীর তোমার, চিরজীবনেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। যদিও না জানিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি, তথাপি তোমাকে কখনও ভুলিতে পারিব না। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।" আচার্য্যরত্ন শচী ও নিমাইকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। যে যে ভক্ত প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল নিমাইচাঁদ মধুরবাক্যে সকলকেই সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন আচার্য্যগৃহে থাকিয়া গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন যে, 'সন্ন্যাসীর একস্থানে অনেকদিন বাস

করা উচিত নহে, আমি স্থানান্তরে যাইব।' এ কথায় সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। শচীমাতাও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শেষে স্থির হইল যে, নিমাই নীলাচলে থাকিবেন। কারণ সেখানে এদেশীয় লোক মধ্যে মধ্যে যাইয়া থাকে, তথায় থাকিলে শচী প্রায়ই নিমাইয়ের সংবাদ পাইবেন। নমাইও জননীর কথায় সম্মত হইলেন এবং ভক্তগণকে বলিলেন, "বাপ ধন! তোমরা সকলেই আমার প্রাণতুল্য। প্রাণ থাকিতে তোমাদিগকে ভুলিতে পারিব না। তোমরা সকলেই ঘরে যাইয়া কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণ-আরাধনা করিয়া দিনাতিপাত কর। আমি নীলাচলে চলিলাম, মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোমাদের সহিত দেখা করিব এবং তোমরাও সময় মত আমার সহিত দেখা করিতে পারিবে।" প্রভুকে ছাড়িয়া থাকিতে সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু নিমাইয়ের কথার পর কথা বলিতে কেহই সাহস করিল না। তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুকে নমস্কার করিয়া গৃহে যাইয়া তাঁহার অনুমতি প্রতিপালন করিতে লাগিল। আচার্য্যরত্নের অনুরোধে গৌরাঙ্গচন্দ্র আরও কএকদিন তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। পরে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ এই চারিজনকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর আঁধার করিয়া ছত্রভোগপথ দিয়া নীলাদ্রি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বীয় জননীর প্রতিপালনের ভার অদ্বৈতাচার্য্যকে অর্পণ করিলেন।

(চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত আদিলীলা এবং তাঁহার উন্মাদ অবস্থায় তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ অবধি মধ্যলীলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।)

এই সময়ে গমনাগমনের বড়ই অসুবিধা ছিল, নৌকাপথে জলদস্যু ও তীরপথে ডাকাত ও হিংস্র জন্তুর ভয়ে গমনাগমন সকলের সাহসে কুলাইত না। ইহা ছাড়া পথরক্ষক রাজপুরুষগণের উৎপীড়নে অনেক পথিকই প্রাণ হারাইতেন। কিন্তু চৈতন্যের হৃদয় ভয়শূন্য, তিনি নির্ভীক চিত্তে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইলে নিকটস্থ গ্রামে যাইয়া ভিক্ষা করিতেন। তিনি যে গ্রামে যাইতেন, যে গ্রামবাসীরা একবার তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিত, তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিত। চৈতন্য এক গ্রামে একদিনের বেশী ভিক্ষা করেন নাই। একদিন পথে বিপদ্ ঘটিল, উপযুক্ত অর্থ না দিলে কেহই পার করিতে চায় না। সন্ন্যাসী চৈতন্যচন্দ্র নিঃসম্বল, কমণ্ডলু, বহির্বাস ও বংশ দণ্ডটী ভিন্ন আর কিছুই সম্বল নাই, অথচ দানীরাও অর্থ না পাইলে ছাড়িবে না; প্রভু তাহাদিগকে বলিলেন, "বাপ সকল! আমরা সন্ন্যাসী, টাকা কড়ি কোথা পাইব, আমাদিগকে পার করিলে তোমাদের পুণ্য হইবে।" তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্ম বা দয়ার উদ্রেক নাই, তাহারা সে কথা শুনিল না, শেষে চৈতন্যচন্দ্র শক্তি বিস্তার করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, দেখিয়া শুনিয়া দানী পুরুষগণের হৃদয় ভিজিয়া গেল, তাহারাও "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি হরি!" বলিয়া নাচিতে কাঁদিতে হাসিতে লাগিল। চৈতন্যের পায়ে পড়িয়া পরম সমাদরে পার করিয়া দিল। পথে আর কোন বিঘ্ন হইল না, চৈতন্যচন্দ্র সঙ্গীগণের সহিত রেমুণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে গোপীনাথ নামক একটী দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমাবেগে অনেক নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবির মতে শ্রীচৈতন্য এখানে উপস্থিত হইবামাত্র গোপীনাথদেবের চূড়ার পুষ্প তাঁহার উপহারের জন্য খসিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে চৈতন্য অতিশয় আনন্দিত হন। গোপীনাথের সেবকগণ প্রভুর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়া সে রাত্রি সেইস্থানে রাখিয়াছিলেন। গোপীনাথের প্রসাদী ক্ষীর খাইয়া তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরীর মুখে এই গোপীনাথের ক্ষীর চুরি করার বিষয় যে অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছিলেন, প্রভু সেই গল্পটী ভক্তগণকে শুনাইয়া বড়ই হর্ষ প্রকাশ করিলেন। [কর্ত্তাভজা ২২১ পৃ দেখ।] গৌরচন্দ্র পুরীর প্রশংসা করিতে করিতে পুরীকৃত—

"অয়িদীন দয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

এই শ্লোকটী পড়িয়া মূর্চ্ছিত হন। পরদিন সেই স্থান হইতে চলিলেন। কিছুদিন পরে যাজপুরে উপস্থিত হন। যাজপুরে বরাহ মূর্ত্তি দর্শন ও প্রেমাবেগে নৃত্যগীত করিয়া কটক যাইয়া গোপাল দর্শন করেন। গোপাল দর্শনে প্রভুর ভাবাবেশ উপস্থিত হয়, আবেশে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গোপালের স্তব করেন। নিতাই সাক্ষীগোপালের অলৌকিক প্রস্তাব বলিলে চৈতন্য আরও হর্ষযুক্ত হন। বৈষ্ণব কবিগণ বলেন যে, চৈতন্য গোপালের নিকটে দাঁড়াইলে ভক্তগণ উভয়কেই একরূপ দেখিত। এক রাত্রি এই স্থানে থাকিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করেন। চৈতন্য যে গ্রাম দিয়া গমন করেন বা যে স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করেন, সেই স্থানবাসীরাই তদ্গতপ্রাণ ও বৈষ্ণব হইয়া প্রেমে মাতিয়া উঠিতে লাগিল। চৈতন্যচন্দ্র স্বীয় অমোঘ শক্তি সঞ্চার করিয়া সমস্ত পথ কৃষ্ণপ্রেমে মাতাইয়া ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন। তৎপরে কমলপুর, ভার্গবী নদীর পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর দর্শন করিতে যান। যাইবার সময় নিতাইয়ের হস্তে দণ্ডটী অর্পণ করিয়া-

ছিলেন। নিত্যানন্দ দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া ভাসাইয়া দেন। নিতাইয়ের এইরূপে দণ্ড ভাঙ্গিবার কারণ কি! কেনই-বা চৈতন্য তাঁহাকে দণ্ড অর্পণ করেন? বৈষ্ণব কবিগণ ইহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—

"বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি॥
ইহা কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তিঁহো কেন তাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া ক্রোধ তিঁহো এহোত্ত ভরায়॥
দণ্ডভঙ্গলীলা এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে দুহার পদে যার ভক্তি ধীর॥"

(চৈ° চরি° মধ্য° ৫ পরি°)

চৈতন্য কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া হর্ষগদ্‌গদ চিত্তে রাজপথে চলিতে লাগিলেন। জগন্নাথ নিকটবর্ত্তী, অনতিবিলম্বেই দর্শন পাইবেন, এই ভাবিয়া চৈতন্যের হৃদয়াবেগ উথলিয়া উঠিল! স্বেদ, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি সাত্বিক ভাব এক একটী করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখন জগন্নাথ-মন্দির তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত, চৈতন্য এই স্থান হইতে মন্দিরের দেউল দেখিয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। দণ্ডবৎ হইয়া মন্দির উদ্দেশে দূর হইতে নমস্কার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে হাসিতে হাসিতে, গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে, ও কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর সদলে আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া গৌরাঙ্গের বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি নিতাইয়ের নিকট দণ্ড চাহিলে নিতাই প্রকৃত ব্যাপার গোপন করিয়া বলিলেন, "তুমি প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া দণ্ডের উপরে পড়িয়াছিলে তাহাতে দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া কোথায় গিয়াছে জানিনা।" চৈতন্য ইহাতে ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, "আমি তোমাদিগকে সঙ্গী করিয়াই ঠকিয়াছি, আমি বৃন্দাবন চলিলাম, তোমরা ভুলাইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত করিলে, এখন আবার একমাত্র সম্বল দণ্ডটীও ভাঙ্গিয়া দিলে। তোমরা আগে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে ঈশ্বর দেখিতে যাইব না।" ইহা শুনিয়া ভক্তগণ পশ্চাতে যাইবার মত প্রকাশ করিলে চৈতন্য প্রেমে আত্মহারা হইয়া সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া জগন্নাথ দেখিতে একাকী দৌড়াইয়া চলিলেন। ক্রমে গৌরের হৃদয়ে আবেশের সঞ্চার হইল, তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়াই উন্মত্তের ন্যায় ঠাকুর আলিঙ্গন করিতে ধাবমান হইলেন। কিছুদূর যাইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। জগন্নাথের সেবকগণ পরিছা (পরীক্ষার জন্য বেত্রাঘাত) করিতে আসিল। কিন্তু সে সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হন, এবং সেবকগণকে নিবারণ করিয়া আগন্তুকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই চেতনা হইল না, ওদিকে জগন্নাথের ভোগের সময় উপস্থিত, কাজেই সার্ব্বভৌম অচেতন সন্ন্যাসী চৈতন্যচন্দ্রকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম তাঁহাকে লইয়া নিজ ভবনে রাখিয়াছেন। সঙ্গীগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এই সময়ে নদীয়াবাসী বিশারদের জামাতা গোপীনাথ আচার্য্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। নবদ্বীপ অবস্থানকালে ইনিও চৈতন্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, মুকুন্দের সহিত ইহার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল, ইহাকে পাইয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হন এবং ইহার সহিত যাইয়া সার্ব্বভৌমের ঘরে প্রভুকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিতে পান। উপরোক্ত চৈতন্যের উৎকল-গমন-বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতের মতানুসারে লিখিত হইল। অপরাপর বৈষ্ণবগ্রন্থের সহিত ইহার অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। চৈতন্যভাগবতের মতে শান্তিপুর পরিত্যাগের পর চৈতন্যচন্দ্র সঙ্গীদিগকে বৈরাগ্যধর্ম্ম উপদেশ দিতে দিতে সন্ধ্যার সময়ে আঠিসারা গ্রামে অনন্তপণ্ডিত নামক জনৈক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং সঙ্গীগণের সহিত তথায় আতিথ্যগ্রহণ করিয়া সমস্ত রজনী হরিনাম সংকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করেন। প্রভাতে তথা হইতে ভাগীরথীর ধারে ধারে গমন করিয়া ছত্রভোগে উপস্থিত হন। কোন কোন কবির মতে সে সময়ে এই স্থানের অনতিদূরেই গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগরে মিলিত ছিলেন এবং এই স্থানে অম্বুলিঙ্গ নামে একটী জলময় শিবলিঙ্গ ছিল। শিবের নামানুসারে অম্বুলিঙ্গ নামে একটী প্রসিদ্ধ ঘাটও ছিল, চৈতন্যচন্দ্র তথায় স্নান ও সেখানকার লোকের মুখে অম্বুলিঙ্গ শিবের উপাখ্যান শুনিয়া এবং শতমুখী গঙ্গার নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তিনি অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকারণ্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে যবন-নরপতির স্থাপিত দক্ষিণরাজ্যের অধিকারী রামচন্দ্র খান আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। গৌর তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উৎকল যাইবার সুবিধা করিয়া দিতে বলেন। তদুত্তরে রামচন্দ্র খান বলেন যে, "এখন উৎকল ও বঙ্গরাজ্যে ভয়ানক যুদ্ধ চলিয়াছে। সে দেশে যাইবার আসিবার কেহ পথ পাইতেছে না, এ সময়ে উৎকল গমন ভয়ানক কষ্টকর। আপনার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকিলে আমি প্রাণপণে চেষ্টা

করিয়া গোপনে আপনাদিগকে পাঠাইয়া দিব।" এই বলিয়া চৈতন্য ও তৎসঙ্গীদিগকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়া সেথায় আয়োজন করিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র নীলাচল দেখিবার জন্য মহা উৎকণ্ঠিত, ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারিলেন না। ভোজনান্তে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে রামচন্দ্র খানের প্রদত্ত নৌকায় আরোহণ করেন। চৈতন্য নৌকায় আসিবার সময় সমস্ত পথে সঙ্গীগণের সহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা সময়ে নৌকা আসিয়া উৎকলরাজ্যের প্রয়াগঘাটে উপস্থিত হইল। গৌর সদলে সেইস্থানে নৌকা হইতে অবতরণ করেন। তিনি উৎকল দেশের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া সেইখানে গঙ্গাঘাট নামক ঘাটে স্নান করিলেন। তথায় যুধিষ্ঠির-স্থাপিত শিব দর্শন করিয়া তীরপথে চলিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইলে সঙ্গীদিগকে বলিলেন তোমরা এইস্থানে উপবেশন কর, আমি ভিক্ষায় চলিলাম। ইহা বলিয়া সেই নবীন মোহন মূর্ত্তি গৌরাঙ্গদেব গ্রামে যাইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে অপরিমিত ভিক্ষা দিতে লাগিল, তিনি সঙ্গীগণের আহারের উপযুক্ত সংগ্রহ হইলেই চলিয়া আসিলেন। জগদানন্দ এক বৃক্ষমূলে পাক করিলেন। গৌরচন্দ্র মহানন্দে ভোজন করিয়া হরিনামানন্দে সেই রাত্রি বৃক্ষতলে যাপন করিয়া প্রত্যূষে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে এক ঘাটে, দান না পাইলে দানী নদী পার করিতে চাহিল না। এইস্থানে চৈতন্যভক্তগণ একটু চিন্তিত হইল, কারণ তাহাদের সহিত এক কপর্দ্দকও নাই। শেষে দানী সন্ন্যাসী চৈতন্যের সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তি ও অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গে কয়জন লোক।" চৈতন্য তখন মহাভাবে নিমগ্ন, সেই ভাবে উত্তর করিলেন—

"... ... জগতে আমার কেহ নয়।
আমিই কাহার নহি কহিল নিশ্চয়॥
এক আমি দুই নহি সকল আমার।"

বলিতে বলিতে গৌরের নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দানী বলিল, "গোঁসাই আপনি নৌকায় উঠুন, এ সকল লোকের কড়ি না পাইলে পার করিব না"। গৌরাঙ্গ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, নৌকায় উঠিয়া পরপারে যাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দানীর হৃদয় ফিরিয়া গেল। নিত্যানন্দ প্রভৃতির মুখে প্রভুর পরিচয় জানিয়া সকলকেই পার করিল এবং গৌরের চরণে গড়াগড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চৈতন্য দানীকে কৃপা করিয়া চলিতে লাগিলেন। ইহার পরে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া অতি দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। সঙ্গীরা পাছে পড়িয়া রহিল। কতদূর যাইয়া তাহাদের অপেক্ষায় একটী বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন। এতকাল চৈতন্যের দণ্ডটী জগদানন্দের হাতে থাকিত। এই দিন জগদানন্দ ভিক্ষায় যাইবার সময়ে নিতাইয়ের হাতে সমর্পণ করেন। নিতাই দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া ফেলেন। জগদানন্দ আসিয়া দণ্ড ভাঙ্গা দেখিয়া নিতাইকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহার কোন সদুত্তর দিলেন না। জগদানন্দ সেই ভাঙ্গা দণ্ড কুড়াইয়া লইয়া গৌরচন্দ্রের নিকটে দেন। দণ্ডভাঙ্গার অপর বিবরণ চরিতামৃতের বর্ণনার সমান। চৈতন্য সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে গমন করেন এবং জলেশ্বর নামক গ্রামে যাইয়া জলেশ্বর-শিব-পূজা দেখিয়া প্রেমে [illegible] সঙ্গীগণ এই স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত [illegible] মধ্যে বাসশাহ গ্রামে একজন মদ্যপায়ী শাক্ত সন্ন্যাসীর সহিত চৈতন্যের দেখা হয়, প্রভুর কৃপায় শাক্ত সন্ন্যাসী নাকি সেই দিন হইতেই বৈষ্ণব হইয়াছিল। ইহার পরে রেমুণায় আসিয়া ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করেন। এক রাত্রি তথায় কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া আবার চলিতে থাকেন। যথাসময়ে চৈতন্য সদলে যাজপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত ও অসংখ্য দেবালয় সুশোভিত। গৌরাঙ্গ সঙ্গীদিগকে লইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া বরাহমন্দিরে যাইয়া কীর্ত্তন করেন। যাজপুরের দৃশ্যে গৌরের মনে ক্রমেই ভাবলহরী উঠিতে লাগিল, তিনি সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া একাকী যাজপুরের দ্রষ্টব্যগুলি অবলোকন করিলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে সঙ্গীগণের সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পরে সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন এবং যথাসময়ে কটক নগরে পুণ্যসলিলা মহানদীতে স্নান করিয়া পথ পর্য্যটন করিতে করিতে সাক্ষীগোপাল মন্দিরে উপস্থিত হন। এখান হইতে যাত্রীদল ভুবনেশ্বর মন্দিরে গমন করেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ভুবনেশ্বর দর্শনে মহা সুখী হইলেন এবং বিন্দুসরোবরে অবগাহন করিয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহার পরে কপিলেশ্বর শিব দর্শন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। যাত্রীদল যথা সময়ে তথা হইতে কমলপুরে আসিয়া ভার্গবী নদীতে স্নান করেন। এই স্থান হইতে জগন্নাথের দেউলধ্বজা অবলোকন করিয়া চৈতন্যচন্দ্র প্রেমে অস্থির ও বিহ্বল হইয়া—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃস্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্যসস্মিতবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ।"

এই শ্লোকার্দ্ধ আবৃত্তি করিতে করিতে পাগলের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। ঐ শ্লোকার্দ্ধের তাৎপর্য্য যে, ভগবান্ বাল-

গোপাল মূর্ত্তিতে প্রাসাদের অগ্রভাগে থাকিয়া আমায় দেখিয়া হাসিতেছেন।

এইরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আছাড় খাইতে খাইতে তিন চারিদণ্ডের পথ তিন প্রহরে অতিবাহিত করিয়া আঠারনালায় আসিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীচৈতন্য আঠারনালায় আসিয়া বন্ধুদিগকে বিনয়বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন। সঙ্গীগণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন মূর্চ্ছিত চৈতন্য সার্ব্বভৌমের আজ্ঞায় সেবকেরা বহিয়া লইয়া যাইতে ছিল, তখন সঙ্গীগণ তাঁহার অনুগমন করেন। (চৈ° ভা° শেষখণ্ড ২ অঃ।)

সঙ্গীগণ সার্ব্বভৌমভবনে মহাপ্রভুকে অজ্ঞানাবস্থায় শয়ান দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। সার্ব্বভৌম আগন্তুকদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া জগন্নাথ দর্শনে পাঠাইলেন। দর্শনান্তর সকলে ফিরিয়া আসিলে মুকুন্দ মহাপ্রভুর কর্ণমূলে সুস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিন প্রহরকাল পরে গৌরচন্দ্র হরিনাম শ্রবণে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখন বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মহানন্দে সমুদ্রে স্নান করিয়া সার্ব্বভৌমের যত্নে পরিতোষরূপে ভোজন করিলেন। এই সময়ে সঙ্গীগণের সহিত গৌরের অনেক আলাপ হয়। তাঁহারা ও সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গকে একাকী জগন্নাথ দর্শনে যাইতে বারণ করেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জগন্নাথ দর্শন করিতে তিনি আর কখনও মন্দির মধ্যে যাইবেন না, বাহিরে গরুড়স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিবেন। যাত্রীদল ভোজনান্তে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে সার্ব্বভৌম গোপীনাথের মুখে গৌরাঙ্গের পরিচয় শুনিয়া গৌরের নিকটে যাইয়া বলিলেন, "নীলাম্বর আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী, জগন্নাথকেও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, অতএব আপনি আমার গৌরবের পাত্র, বিশেষতঃ যখন আপনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তখন বিশেষ পূজনীয় সন্দেহ নাই।" শ্রীচৈতন্য বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে এরূপ বলিবেন না, আপনি জগতের গুরু, বেদান্তাধ্যাপক মহাপূজনীয় ব্যক্তি। আমি বালক সন্ন্যাসী সদসদ্‌জ্ঞানহীন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার নিকটে আমার অনেক শিখিবার আছে। আজ হইতে আমি আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিলাম, আমাকে শিষ্য জ্ঞানে সদুপদেশ দিবেন।"

চৈতন্যের বিনয়বাক্য শুনিয়া সার্ব্বভৌম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার যতদূর সাধ্য তোমাকে উপদেশ করিব, কিন্তু বাপু হে একটা কথা বলি রাগ করিও না, এই কাঁচা বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণটা বড় ভাল কাজ হয় নাই, ইন্দ্রিয়দমন করা চাই, লোভ মোহ পরিত্যাগ করা চাই, তবে সে সন্ন্যাসী হইতে পারে। বিশেষ সন্ন্যাসগ্রহণে কেবল অহঙ্কারের বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই ফল নাই।" গৌরাঙ্গচন্দ্র পণ্ডিতবর সার্ব্বভৌমের বিদ্রূপোক্তি শুনিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আমি ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই, কৃষ্ণের জন্য মতিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, তাই সন্ন্যাসী হইয়াছি, ইহাতে আমার বিশেষ অপরাধ নাই।" কিছুকাল এইরূপ আলাপের পর সার্ব্বভৌম তাঁহার মাসীর গৃহে চৈতন্য ও তাঁহার সঙ্গীদলের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। প্রভু নিজ দলের সহিত তথায় যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ ইহাদের সঙ্গে যাইয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া দেন। কিছুকাল পরে গোপীনাথাচার্য্য মুকুন্দকে লইয়া সার্ব্বভৌমের নিকটে আসিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাদের মুখে চৈতন্য কেশব ভারতীর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত হন এবং পুনঃসংস্কার করিয়া চৈতন্যকে উত্তম সম্প্রদায়ভুক্ত করিলে বড়ই ভাল হয় এইরূপ অনেক কথা বলেন। এই সময়ে চৈতন্য ঈশ্বর কি না! ইহা লইয়া গোপীনাথের সহিত ঘোরতর বিচার হইয়াছিল। প্রথমে সার্ব্বভৌমের সহিতই বিচার হইতেছিল, শেষে তাঁহার ছাত্রগণও চীৎকার করিয়া অনেক গণ্ডগোল করিয়াছিল। গোপীনাথ অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা চৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্থির করিলেন। [চৈতন্যচরিত মধ্যখণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখ।] বৈষ্ণবগণের মতে এই বিচারে সার্ব্বভৌম ও তাঁহার ছাত্রগণ পরাজিত হন, কিন্তু তার্কিকগণের সহজ লভ্য কূটতর্কে তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করেন নাই। পরিশেষে সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে বলিলেন যে, "এখন যাইয়া তোমাদের ঈশ্বরকে মহাপ্রসাদ খাইতে দাও। তাঁহাকে ও তাঁহার দলকে আমার নামে নিমন্ত্রণ করিবে।" গোপীনাথ প্রভুর নিকটে আসিয়া প্রথমেই পণ্ডিতধুরন্ধর সার্ব্বভৌম তাঁহাদের সহিত যে অন্যায় বিচার করিয়াছেন, তাহা জানাইয়া সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন। মহাপ্রভু বিচারের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সার্ব্বভৌম বড় পণ্ডিত, তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, তাই ওরূপ বিচার করিয়াছেন।" কিন্তু ইহাতে গোপীনাথ ও মুকুন্দের হৃদয় আরও জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিল যে, প্রভুকে বলিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ সাজ সজ্জা করিয়া সার্ব্বভৌমের সহিত তুমুল বিচার করিতে যাইবেন, সার্ব্বভৌম বিচারে পরাজিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই ভক্ত

হইবেন ও চক্ষুর জলে বুক ভাসাইয়া চৈতন্যের পাদুটী ধরিয়া কাঁদিতে বসিবেন।

পরে তাঁহারা সার্ব্বভৌমকে সদুপদেশ দিয়া ভক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে প্রভু উত্তর করিলেন যে, "ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে সার্ব্বভৌম শীঘ্রই ভক্ত হইবে।" রজনী প্রভাত হইলে কৃষ্ণচৈতন্য গোপীনাথের সহিত জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিয়া যথাসময়ে সার্ব্বভৌমের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ভট্টাচার্য্য প্রভুর অনুপস্থিতি সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসীটী তাঁহার নিকট আসিলে তিনি সদুপদেশ দিয়া তাঁহার মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বৈদান্তিক মতে তাঁহাকে দীক্ষিত করিবেন। নবীন সন্ন্যাসীর যাহাতে ভাল হয়, তাহা করাই ভট্টাচার্য্যের একান্ত অভিপ্রায়, ইহা ছাড়া তাঁহার হৃদয়ে কিন্তর গর্ব্ব এবং অহঙ্কার হইয়াছিল। চৈতন্য আসিলে সার্ব্বভৌম যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নিকটে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে দাম্ভিক সার্ব্বভৌমের হৃদয় ভাব ফিরিয়া আসিল। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "তুমি হয়ত সব বিষয়ই অবগত আছ, কিন্তু আমার উচিত, তাই বলিয়াই আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, আমাদের এখানে প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ হইয়া থাকে, তুমি তাহা শুনিবে, বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য।" চৈতন্যও অতিশয় নম্রভাবে তাঁহাকে আপনার গুরুস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন এবং যাহাতে তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকে, এইরূপ আরও উপদেশ দিতে প্রার্থনা করেন।

পরদিবস শ্রীমন্দিরে প্রভু ও সার্ব্বভৌম মিলিত হন। সেখান হইতে চৈতন্য সার্ব্বভৌমের সহিত তাঁহার ভবনে আগমন করেন। সার্ব্বভৌম বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, চৈতন্যচন্দ্র মনোনিবেশপূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রতিদিন আসিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র বেদান্ত শুনিতেন, কিন্তু হাঁ কি না কোন উত্তর করিতেন না। সাতদিন অতীত হইল, চৈতন্য এক ভাবেই শুনিতে লাগিলেন। ইহাতে সার্ব্বভৌম মনে করিলেন যে, চৈতন্য বেদান্তের কঠিন সমস্যায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না, সেই কারণেই চুপ করিয়া থাকেন। পরদিন গৌরাঙ্গ উপস্থিত হইলে সার্ব্বভৌম বলিলেন যে "তুমি সাত দিন পর্য্যন্ত শুনিতেছ, কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই উত্তর কর না, তুমি বুঝিতে পার কি না তাহাও আমি স্থির করিতে পারিলাম না।" সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন যে, "আমি মূর্খ তাহাতে আবার বালক, বেদান্তের কঠিন সিদ্ধান্ত উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে। বিশেষ মূলসূত্রের অর্থ বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করেন, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" ইহার পরে সার্ব্বভৌমের সহিত চৈতন্যচন্দ্রের বেদান্ত সম্বন্ধে বিচার হয়, প্রভু মায়াবাদে শত শত দোষ দিয়া সার্ব্বভৌমের মত খণ্ডন এবং সকল বেদ ও পুরাণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করেন, ইহাতে সাকারবাদ ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সার্ব্বভৌম কিছুতেই নিজ মত রক্ষণ করিতে পারিলেন না। চৈতন্য নিজমত স্থাপন করিবার জন্য ভাগবতের—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥" (ভা° ১।৭।১০)

এই শ্লোকটী পাঠ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া অভিমান প্রকাশ করিলে চৈতন্যচন্দ্র তাঁহার ব্যাখ্যার কোনটী অবলম্বন না করিয়া নূতন অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করেন। [সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর বিচার চরিতামৃতের মধ্যখণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ও শ্লোকের ১৮শ প্রকার ব্যাখ্যা বৈষ্ণবগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

প্রভুর শ্লোকের অর্থ শুনিতে শুনিতে সার্ব্বভৌমের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়াই চৈতন্যকে অসাধারণ লোক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এখন শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া ভাবিলেন যে গোপীনাথ যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। ইনি স্বয়ং ঈশ্বর। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অনুতাপ উপস্থিত হইল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, গলায় বসন দিয়া "প্রভো! আমি অপরাধী, দয়াময়! আমায় ক্ষমা কর" বলিয়া চৈতন্যের চরণে পড়িতে গেলেন। চৈতন্য প্রথমে ইহাতে বাধা দেন, কিন্তু শেষে তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া আর বাধা দিতে পারিলেন না, তাঁহাকে লইয়া প্রেমাবেগে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ বলেন যে, এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভট্টাচার্য্যের প্রতি কৃপা করিয়া প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ ও পরে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দেখাইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের কৃপায় ভট্টাচার্য্যের সকল ভাব উপস্থিত হইল, তিনি প্রেমে গদগদ হইয়া প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে সার্ব্বভৌম পরমভক্ত হইয়া উঠিলেন। চৈতন্য কিছুকাল এইরূপে কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সকল ঘটনা দেখিয়া সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণও ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। গোপীনাথ এবং মুকুন্দের তাপিত প্রাণও শীতল হইল। সার্ব্বভৌমের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও চৈতন্যের সন্দেহ দূর হইল না। পরদিন অরুণোদয়কালে চৈতন্য জগন্নাথ দর্শন

করিয়া ও পূজারী প্রভৃতি মালা ও মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্ব-ভৌমের ভবনে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা পাইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিয়া বসাইলে গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের হস্তে মহাপ্রসাদার অর্পণ করিলেন। তখন ভট্টাচার্য্যের স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন প্রভৃতি কোন কার্য্যই হয় নাই। তথাপিও তিনি বিরক্তি করিলেন না, প্রসাদ খাইয়া প্রেমাবেগে বিভোর হইয়া দুইটী পৌরাণিক বচন আবৃত্তি করিলেন—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥
নদেশ নিয়মস্তত্র ন কাল বিষয়স্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ।" (পদ্মপুরাণ)

সার্ব্বভৌম এইরূপে প্রসাদ খাইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। চৈতন্য চিরভক্তি-বিদ্বেষী সার্ব্বভৌমের এরূপ ব্যবহার ও ভক্তি দেখিয়া আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"আজি মুই অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ।
আজি মোর পূর্ণ হল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥"

এই ভাবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া কতক্ষণ নৃত্যগীত ও কীর্ত্তনের পর চৈতন্য নিজ বাসস্থানে আসিলেন। সার্ব্বভৌম সেই দিন হইতেই ভক্তিশাস্ত্র ভিন্ন অপর শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা অনুশীলন একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। পরদিন ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শন না করিয়া প্রথমেই চৈতন্য দর্শনে গমন করেন। প্রভুর চরণ-তলে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া অনেক অনুতাপ করিলে, প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "কলিকালে হরিনাম ভিন্ন আর গতি নাই, অতএব সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর।" ভট্টাচার্য্য প্রভুর কথায় দিন রাত্রি নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ভক্ত হইয়া উঠিলেন, চিরাভ্যস্ত নির্ব্বাণমুক্তির প্রতি যে অনুরাগ ছিল তাহা লোপ পাইল। সার্ব্বভৌম এখন ভক্তি-প্রার্থী, তাই তিনি একদিন শ্রীচৈতন্যের সম্মুখে ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশাধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকটীর চতুর্থ চরণের "মুক্তিপদে" এই পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া "ভক্তিপদে" এই পাঠ করেন। মহাপ্রভু পাঠ পরিবর্ত্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সার্ব্বভৌম বলেন যে, মুক্তির নাম শুনিলেও তাঁহার ভয় হয়, তাই তিনি 'মুক্তি' স্থলে 'ভক্তি' পাঠ করেন।

ইহার পরে একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতকে নিজ বাটীতে ডাকিয়া মহাপ্রভুর জন্য উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ ও স্বরচিত দুইটী শ্লোক একখানি তালপত্রে লিখিয়া শ্রীচৈতন্যকে পাঠাইয়া দেন। ঐ শ্লোক দুইটী প্রথমে মুকুন্দের হস্তগত হয়, তিনি পাঠ করিয়া বাহির ভিত্তের গায় লিখিয়া রাখেন। চৈতন্যের নিকটে ঐ তালপত্র পৌঁছিলে তিনি উহাতে নিজের প্রশংসা দেখিয়া বিরক্তি সহকারে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবগণ ভিত্তির লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করেন। বৈষ্ণবগণ সেই শ্লোক দুইটীকে "ভক্তকণ্ঠমণিহার" বলিয়া উল্লেখ করেন। শ্লোকটী এই—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজ ভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ১॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥২॥"
(চৈ° চরি° মধ্য° ৬ পরি°)

নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, মায়াবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের কৃপায় ভক্ত হইয়াছেন। কঠোর জ্ঞানী সার্ব্বভৌমের ভক্তি দেখিয়া সকলেই শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। সেই হইতেই উৎকলরাজের ইষ্টদেব কাশীমিশ্র ও নীলাচলের প্রধান প্রধান লোক চৈতন্যের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার যশে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল।
(চৈ° চরি° মধ্য° ৬ পরি°।)

মাঘ মাসের প্রথমে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আগমন করেন। ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা দর্শনের পর সার্ব্বভৌমকে কৃপা করেন। ইহার মধ্যেই নীলা-চলবাসীরা প্রায় সকলেই চৈতন্যের ভক্ত হইয়া উঠিল। বৈশাখ মাসের প্রথমে গৌরাঙ্গের দক্ষিণদেশ পর্য্যটনের ইচ্ছা হইল। একদিন তিনি ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া তাঁহাদের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার প্রাণাধিক বন্ধু, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু তোমাদিগকে ছাড়িতে পারিব না। তোমরা আমাকে এখানে আনিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়া সত্য সত্যই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। এখন তোমাদিগের নিকট একটী ভিক্ষা চাহিতেছি, তোমরা অনুমতি কর, আমি বিশ্ব-রূপের উদ্দেশে দক্ষিণাপথে গমন করিব। কিন্তু এবারে আমি একাকী যাইব। সেতুবন্ধ হইতে আমি যাবৎ ফিরিয়া না আসি, তোমরা সে পর্য্যন্ত এখানেই থাকিও।" চৈতন্যের কথায় ভক্তগণ নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। নিতাই এ কথায় অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু চৈতন্যচন্দ্র কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্গী করিতে স্বীকার করিলেন না। শেষে কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র বহন করিবার জন্য সরলমতি

কৃষ্ণদাস নামক একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করেন। সার্ব্বভৌম এই সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত কাতর হইয়া আরও কএকদিন তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলে চৈতন্য তাহাতে সম্মত হইলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে চৈতন্যচন্দ্র জগন্নাথদর্শন ও বন্ধুগণের সহিত সাদরসম্ভাষণ করিয়া দক্ষিণ যাত্রা করেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি চারিজন ভক্ত, গোপীনাথাচার্য্য ও সার্ব্বভৌম আলালনাথ পর্য্যন্ত চৈতন্যের অনুগমন করেন। এই স্থান পুরী হইতে চারিক্রোশ দক্ষিণে। চৈতন্যচন্দ্র এই স্থানে আসিয়া আলালনাথ-দেবমন্দিরের পুরোভাগে সদলে হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অধিবাসীগণ সন্ন্যাসীর অপরূপ ভাব ও পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ দেখিয়া এক প্রাণে শুনিতে ও দেখিতে লাগিল। ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিতে আসিয়া ভক্তিরসে ভাসিতে লাগিল, সকলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া হাহাকার করিয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি ভিড় কমিল না। শেষে নিতাইয়ের যত্নে গৌরচন্দ্র স্নান করিলেন। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চৈতন্য ও তৎসঙ্গীগণ ভোজন করেন। ইহার পরে আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এবারে জনতা আরও বাড়িয়া গেল। সমস্ত লোক সারাদিন অম্লান ও অনাহারে প্রেমপিপাসায় সেইস্থানে থাকিয়া সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে হরিনাম গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিয়া গেল। চৈতন্য সেরাত্রি তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ে সার্ব্বভৌম গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে উৎকলরাজের প্রতিনিধি পরম বৈষ্ণব রামানন্দ রায়ের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য চৈতন্যকে অনুরোধ করেন। রজনী প্রভাত হইলে গৌরচন্দ্র স্নানান্তে ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইলেন। ভক্তগণ তাঁহার বিচ্ছেদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কৃষ্ণদাস পাছে পাছে জলপাত্র বহিয়া গমন করিলেন। চৈতন্যচন্দ্র

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং॥"

এই সকল নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। তিনি যে পথে যাইতে লাগিলেন, সেই পথেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের ভিড় হইতে লাগিল এবং ক্ষণকালের মধ্যে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কেহ কেহ "হা কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত। তাহারাও প্রভুকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না, কিন্তু প্রভু তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া দিতেন। তাহারা অনেক কষ্টে গৃহে ফিরিয়া যাইত এবং তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া অপর গ্রামবাসীরাও সেইরূপ কৃষ্ণনামে পাগল হইত। এইরূপে প্রেম, নাম ও ভক্তি বিলাইতে বিলাইতে শচীনন্দন সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন।

আলালনাথের পর গৌরচন্দ্র কূর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কূর্ম্মদেবের বন্দনান্তে নামসংকীর্ত্তনের স্রোতে সমাগত লোকদিগকে ভাসাইয়া কূর্ম্ম নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হন। কূর্ম্ম তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন। পরদিন প্রাতে চৈতন্যের প্রস্থান করিবার সময়ে কূর্ম্ম তাঁহার অনুগমন করিতে যান। চৈতন্যচন্দ্র তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দেন যে "গৃহাশ্রমই পবিত্র সাধনক্ষেত্র, গৃহে বসিয়া নাম সাধন কর। ফিরিয়া আসিবার সময় আবার আমার দেখা পাইবে।" কূর্ম্মকে রাখিয়া চৈতন্য পূর্ব্বভাবে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।

সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যেখানে যাহার গৃহে গৌরাঙ্গ অতিথি হইয়াছিলেন, সেই সেই গৃহস্বামীই কূর্ম্মের ন্যায় তদ্‌গতচিত্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু চৈতন্য তাহাকে ঐ উপদেশ দিয়া গৃহে রাখিয়া যাইতেন। পরিণামে এই সকল গৃহস্বামীই দেশে চৈতন্যমত প্রকাশ করিয়া আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইতেন। কূর্ম্মগ্রামে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বাসুদেব নামে একজন ভক্ত বাস করিত। চৈতন্য চলিয়া গেলে সে কূর্ম্মের ভবনে আসিয়া তাঁহার দর্শন না পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। চৈতন্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন ও গৃহে বসিয়া কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ দেন। বৈষ্ণবগ্রন্থের মতে চৈতন্যের আলিঙ্গনে বাসুদেবের কুষ্ঠরোগ সারিয়া যায়; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর ও সুশ্রী হইয়া প্রেমভক্তি প্রচার করেন। বাসুদেবের এইরূপ কুষ্ঠ বিমোচন করায় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের নাম "বাসুদেবামৃত" রাখিয়া ছিলেন। (চৈ° চরিঃ মধ্য° ৭ পরি°)

ইহার কতকদিন পরে চৈতন্য জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নৃসিংহের স্তব ও বন্দনা করেন। কিন্তু পথে কোথায় কোথায় গমন করেন, বা ভোজন করেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, সে সময়ে এই পথ অতিশয় জঙ্গলময় ছিল, পথে জনমানবের বসতি ছিল না, থাকিলেও তাহা অসভ্যজাতিপূর্ণ, পথিমধ্যে প্রায়ই ভোজন দ্রব্য মিলিত না, চৈতন্য উপবাসী থাকিয়া কেবল

কৃষ্ণনামামৃত পান করিতে করিতে গমন করিতেন। বনে হিংস্র জন্তগণ তাঁহার মুখ দেখিয়া সরিয়া যাইত।

নৃসিংহক্ষেত্র ছাড়িয়া কতকদিন পরে গৌর গোদাবরীতীরে উপনীত হন। গোদাবরী দেখিয়া যমুনা ও তীরস্থ বন দেখিয়া বৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় তিনি অনেকক্ষণ নৃত্য গীত করিলেন। তারপর গোদাবরী পার হইয়া রাজমহেন্দ্রিনগরে গমন করেন। মহাপ্রভু ঘাটে স্নান করিয়া একধারে বসিয়া জপ করিতেছেন, এমন সময়ে রামানন্দ রায় গোদাবরী-স্নানের জন্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি স্তাবক ও অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় দোলা হইতে অবতরণ করিয়া সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ছুটিয়া আসিয়া নমস্কার করিলেন। গৌর উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রাজা রামানন্দ রায়?" আগন্তুক উত্তর করিলেন, "হাঁ আমি সেই মন্দবুদ্ধি শূদ্রাধম।" তাহার পর সার্ব্বভৌমের কথায় গৌর রামানন্দের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া রামানন্দের হৃদয়ে দ্বিগুণ প্রেমোচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল। গৌর-চন্দ্রও অনায়াসে রামানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ও প্রেমে মাতিয়া উঠিল, প্রথমে উভয়েই বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন, কিছুকাল পরে উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। কম্প, স্বেদ, অশ্রু, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্বিকভাবে বিহ্বল হইয়া উভয়েই ভূমি-তলে পড়িয়া গেলেন। কিছুকাল পরে উঠিয়া বসিয়া পর-স্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই রামানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, এ সন্ন্যাসী মানুষ নহে, ইনি স্বয়ং ঈশ্বর, এই সময়ে রামানন্দ রায়ের ইঙ্গিতে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তথায় যাইয়া মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে চলিলেন। রামা-নন্দও সন্ধ্যার পরে আবার সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্রীচৈতন্য সায়াহ্ন স্নানসমাপনান্তে নিভৃতে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময়ে রামানন্দ একমাত্র ভৃত্য সমভি-ব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক শিষ্টালাপের পরে প্রভু তাঁহাকে সাধ্যনির্ণয় করিতে বলেন। পরম বৈষ্ণব রামানন্দ ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান সাধ্য বাৎ-সল্যপ্রেম ও কান্তভাব-প্রেম, তাহার মধ্যে আবার রাধিকার প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এইরূপ সাধ্য নির্দ্দেশ করেন। শ্রীচৈতন্যও তাহা স্বীকার করিলেন। বৈষ্ণবগণ বলেন যে, চৈতন্য রামানন্দ রায়ের শরীরে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহার মুখে নিজ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ে রামানন্দ এই ধর্ম্মের উপাস্য কৃষ্ণ ও তৎশক্তি রাধি-কার স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। (চৈ° চরি° মধ্য° ৮ পরি°) রাজমহেন্দ্রীনগরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক লোক বাস করিত। গৌরাঙ্গের উপদেশ শুনিয়া এবং তাঁহার ভাব অব-লোকন করিয়া তাহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। চৈতন্য এই স্থানে দশদিন অবস্থিতি করেন। রামানন্দ রায়ের ব্যবহারে গৌরসুন্দর সন্তুষ্ট হইয়া রসরাজ মহাভাব দুইরূপে বিবর্ত্তিত অপূর্ব্ব রূপ দেখাইয়াছিলেন।

দশমরাত্রির শেষে গৌরচন্দ্র রামানন্দের নিকট বিদায় চাহিয়া বলিলেন, তুমি বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ কর, এদিকে আমিও তীর্থভ্রমণ করিয়া অচিরে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। রজনী প্রভাত হইলে গৌর-চন্দ্র প্রাতঃকৃত্য শেষে রাজমহেন্দ্রী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

ইহার পরে গৌরচন্দ্র যে সকল তীর্থ স্থানে গমন করেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা আনুক্রমিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই, কেবল প্রধান প্রধান তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সময়ে দক্ষিণদেশে জ্ঞানী, কর্ম্মী ও পাষণ্ডীর সংখ্যাই অধিক, বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি কম ছিল, আবার বৈষ্ণবের মধ্যেও রামোপাসক ও তত্ত্ববাদীই বেশী। শ্রীচৈতন্যের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া সকলেই কৃষ্ণনাম লইতে লইতে কৃষ্ণো-পাসক হইয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্য এইরূপে দক্ষিণদেশ উজ্জ্বল করিয়া গৌতমীগঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুনতীর্থে মহেশ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ইহার পরে অহোবলম্ নগরে যাইয়া রামানুজ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও নৃসিংহবিগ্রহ দর্শন করিয়া সিদ্ধবট নামক স্থান দর্শন করেন। সিদ্ধবটে একজন রামোপাসক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হন। এখান হইতে গৌরচন্দ্র স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিমঠে যাইয়া বামনমূর্ত্তি দর্শন করেন। ত্রিমঠ হইতে ফিরিয়া পুনর্ব্বার সিদ্ধবটে সেই রামোপাসক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, সে নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইতেছে। আহারান্তে চৈতন্যদেব তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল যে, "তোমাকে দর্শন করিয়া আমার চিরদিনের অভ্যাস ঘুচিয়াছে। সেই হইতে রামনামের পরিবর্ত্তে আমার জিহ্বা হইতে কেবল কৃষ্ণনামই স্ফুরিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্য তাহাকে কৃপা করিয়া বৃদ্ধকাশী (বৃদ্ধকাশী?) যাইয়া শিব দর্শন করেন এবং তথা হইতে নিকটবর্ত্তী একগ্রামে

যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই গ্রামে তৎকালে ব্রাহ্মণ সজ্জন বহুবিধ লোকের বাস ছিল। তার্কিক, মীমাংসক, দার্শনিক, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক প্রভৃতি নানা পণ্ডিত এখানে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। ইহা ভিন্ন এখানে বৌদ্ধদিগেরও একটী আশ্রম ছিল। এই সকল পণ্ডিতগণের সহিত চৈতন্যের তুমুল বিচার হয় এবং তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে সকলকে অবহেলে আনয়ন করেন। বৌদ্ধগণ তাঁহাদের নবপ্রশ্ন যাহা নবম নামে প্রসিদ্ধ, তাহা লইয়া বিচার করিতে উপস্থিত হইলে, গৌরাঙ্গ স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তিপ্রভাবে সেই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বৌদ্ধমতকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেলেন এবং বৌদ্ধাচার্য্য লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকিলেন।

কতকগুলি দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে যুক্তি করিয়া একটী থালিতে অপবিত্র অন্ন-পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিবার জন্য আসিতেছিল, হঠাৎ বৃহদাকার একটী পক্ষী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া সেই থালিটী লইয়া ঊর্দ্ধে উড়িতে গেলে বৌদ্ধাচার্য্যের মাথার পড়িয়া গেল। থালিখানি পড়ায় আচার্য্যের মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে; আচার্য্য ধরায় পড়িয়া মূর্চ্ছিত হন। বৌদ্ধগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং চৈতন্যের কোপে ঐরূপ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া তাহাদের গুরুকে বাঁচাইতে বলিল। গৌরচন্দ্র তাঁহা-দিগকে আচার্য্যের কর্ণমূলে রামকৃষ্ণ ও হরিনাম উচ্চারণ করিতে বলিলে তাহারাও ঐরূপ করিল। তখন বৌদ্ধাচার্য্য চেতন পাইয়া কৃষ্ণ বলিয়া কতই অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত হইল।

মহাপ্রভু এই স্থান হইতে ত্রিপদীমল্লে যাইয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক বেঙ্কটগিরি হইয়া ত্রিপদীনগরে রাম-সীতা দর্শন করেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র পানা-নরসিংহ দর্শন করিয়া শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া পার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণ দেখিতে পান। তৎপরে ত্রিমল্ল ও ত্রিকাল হস্তী এই দুইটী তীর্থস্থান ও পক্ষতীর্থে বৃদ্ধকাল, শ্বেত বরাহমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক পীতাম্বর শিবস্থান অতিক্রম করিয়া শিয়ালীনগরে শিয়ালী-ভৈরবীমূর্ত্তি অবলোকন করেন। অন-ন্তর তিনি কাবেরী নদীর তীরে গোসমাজ (?) শিব, বেদা-বনে মহাদেব মূর্ত্তি ও অমৃতলিঙ্গ দর্শন করে। এই সকল শিবালয়ের উপাসক পাণ্ডা শৈবগণ গৌরকে দেখিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিল। ইহার পরে দেবস্থানে যাইয়া বিষ্ণুদর্শন ও বৈষ্ণব-গণের সহিত ধর্ম্মালাপ করেন। গৌরচন্দ্র এইরূপে ক্রমে ক্রমে, কুম্ভকর্ণ-কপালের সরোবর, শিবক্ষেত্র ও পাপনাশন-তীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া কাবেরীস্নান ও রঙ্গ-নাথ দর্শন করেন। রঙ্গনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া গৌরাঙ্গ প্রেমে বিহ্বল হন। তদ্দর্শনে বেঙ্কট-ভট্টনামে জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পরম সমাদরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যান। এই সময়ে চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত, পথপর্য্যটনও বিশেষ কষ্টকর জানিয়া বেঙ্কট ভট্ট সেই চারি মাস তাঁহার গৃহে থাকিতে অনুরোধ করেন। প্রভুও ভক্ত বেঙ্কটভট্টের অনুরোধে চারিমাস তথায় অবস্থিতি করেন। এস্থানে থাকিয়া প্রাতে কাবেরী স্নান করিয়া রঙ্গনাথ দর্শন, দুই সন্ধ্যা মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্য ও সংকীর্ত্তন এবং অবশিষ্ট সময় বেঙ্কট প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া কালাতিপাত করেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল, সকলেই তাঁহাকে দেখিতে আসিল ও তাঁহার শ্রীমুখদর্শনে পদতলে পড়িয়া শরণাগত হইল। তিনিও কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। চারিমাস মধ্যে অনেক লোকই বৈষ্ণব হইল। এই সময়ে বেঙ্কটের বালকপুত্র গোপালভট্ট চৈতন্যের সঙ্গে থাকিয়া বৈষ্ণব হন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ এক একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন।

রঙ্গনাথের মন্দিরে বসিয়া একজন ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রাতে গীতা পাঠ করিতেন, ব্রাহ্মণ অতি নিরেট, ব্যাকরণ জ্ঞান আদৌ নাই, যাহা উচ্চারণ করিত, সকলই অশুদ্ধ ও বিকৃত! তাহা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ কাহারও কথায় কাণ না দিয়া আবিষ্টচিত্তে অষ্টাদশাধ্যায় গীতা পাঠ করিত; অধ্যয়ন সময়ে চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যাইত, তাহার শরীরে রোমাঞ্চ, স্বেদ ও বৈবর্ণ্য দেখা যাইত। শ্রী-চৈতন্য দেবালয়ে যাইয়া প্রতিদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। একদিন সেই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার উচ্চারণ শুনিয়া মনে হয় যে আপনি গীতার এক অক্ষরও বুঝিতে পারেন না, অথচ চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যায়, ইহার কারণ কি? আমায় খুলিয়া বলিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "প্রভো! আমি গীতার এক অক্ষর বুঝিনা, কিন্তু যতক্ষণ গীতা পড়িতে থাকি, ততক্ষণ দেখিতে পাই যেন অর্জ্জুনের রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরজ্জু ধরিয়া অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ দিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার আনন্দবেগ হয়, এই কারণে লোকের উপহাসে কাণ না দিয়া আমি গীতা পাঠ করি।" ব্রাহ্মণের

বাচক্য সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য "গীতাপাঠ তোমারই সার্থক, ইহাতে তুমিই বাস্তবিক অধিকারী" এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই দিন হইতেই তাঁহার পরমভক্ত হইল। এসময়ে শ্রীবেঙ্কটের সহিত পরিহাসচ্ছলে গৌরাঙ্গ অনেক ধর্মমত প্রকাশ করেন। [চৈঃচরিঃ মধ্যঃ ৯ পরিঃ দেখ।]

এইরূপে চাতুর্মাস্য পূর্ণ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ তথা হইতে ঋষভ-পর্ব্বতে যাইয়া নারায়ণ দর্শন করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর প্রধান শিষ্য ও চৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুরীর অধ্যাত্মভ্রাতা পরমানন্দ-পুরী তথায় চাতুর্মাস্য করিতেছিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গে তিন দিন পরম সুখে অতিবাহিত করেন, ইহার পরে পুরী মহাশয় পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গাস্নানে যাইবার মত প্রকাশ করিলে গৌর তাঁহাকে পুনর্ব্বার পুরুষোত্তমে আসিতে অনুরোধ করেন। পুরী চলিয়া গেলে গৌরচন্দ্র শ্রীশৈলে আসিয়া শিবদুর্গা দর্শন করিয়া কাম-কোষ্ঠি নগরে গমন করেন। তথা হইতে দক্ষিণ মথুরায় (মদুরায়) উপস্থিত হন। এইস্থানে একজন রামোপাসক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়া দেখেন যে, ব্রাহ্মণ জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য উপবাস করিতেছে। চৈতন্য তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বাস্তবিক সীতা চিন্ময়মূর্ত্তি, তাঁহাকে স্পর্শ করিবার শক্তি দূরে থাকুক, সাধারণ লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতেও পায়েনা। রাবণ সীতাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে সীতা অন্তর্দ্ধান হন, রাবণ মায়াময়ী সীতাকৃতি লইয়া যায়।" ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলে চৈতন্য তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দুর্বেশন নগরীতে রঘুনাথ ও মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দেখিয়া সেতুবন্ধে যাইয়া ধনুতীর্থে স্নান ও রামেশ্বর দর্শন করেন। এইস্থানে ব্রাহ্মণসভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ হইতে-ছিল, তাহাতে মায়াসীতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃত হয়, এইরূপ উপাখ্যান শুনিয়া স্বীয় ব্যাখ্যার পোষকতার জন্য পুরাতন পুঁথির পাতা লইয়া দক্ষিণ মদুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন। সেই দিন দক্ষিণ মদুরায় সেই রামদাস বিপ্রের ঘরে থাকিয়া তাম্রপর্ণী নদীর তীরে পাণ্ড্যরাজ্যে ভ্রমণ করেন। তৎপরে যথাক্রমে নয়-ত্রিপদি, চিয়ড়তালা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বতে অগস্ত্যাশ্রম, কন্যাকুমারী ও আমলীতলা এই সকল স্থান পর্য্যটন করেন। তৎপরে গৌরচন্দ্র মল্লার বা মল্লবার উপকূলে আগমন করেন। এইস্থানে তমালকার্ত্তিক ও বতাপানিতে রঘুনাথ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া একরাত্রি অবস্থান করেন। তৎকালে সে দেশে ভট্টমারীগণ চৈতন্যের সঙ্গী কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণকে সুন্দরী স্ত্রী ও ধনের লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখে। চৈতন্য জানিতে পারিয়া ভট্টমারীগণের আড্ডায় যাইয়া বলিলেন, "তোমরাও সন্ন্যাসী আমিও সন্ন্যাসী, আমার সঙ্গীকে আটক করিয়া রাখা ভাল হয় নাই।" দস্যুপ্রকৃতি ভট্টমারীগণ এই কথা শুনিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চৈতন্যকে মারিতে উঠিল, কিছুকাল মধ্যেই ভট্টমারীগণের হস্তস্থিত অস্ত্রশস্ত্র তাহাদের নিজের গায়ে পড়িতে লাগিল, এই ঘটনায় সকলেই নিদারুণরূপে আহত হইয়া পলায়ন করিল। তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল, মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই সুযোগে চৈতন্য কৃষ্ণদাসকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চুল ধরিয়া বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া দৌড়িতে লাগিল এবং সেই দিনেই পয়স্বিনী নদীর তীরস্থ কোন ভদ্র গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এখানে আদিকেশবের মন্দিরে নৃত্য ও কীর্ত্তন করায় তাঁহার ভক্তি দেখিয়া বহুলোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এই স্থানে তিনি ব্রহ্মসংহিতা নামক ভক্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাইয়া অতি যত্নের সহিত লেখাইয়া লইলেন। গৌরচন্দ্র এইস্থান হইতে মধ্বাচার্য্যের দীক্ষাস্থান অনন্ত-পদ্মনাভ যাইয়া অনন্তেশ্বর শিব দর্শন করিলেন এবং তথা হইতে শ্রীজনার্দ্দন দেখিয়া দুই দিন তথায় কীর্ত্তন করিয়া পয়োষ্ণী যাইয়া শঙ্কর-নারায়ণ দর্শন করেন। ইহার পর গৌরাঙ্গচন্দ্র শৃঙ্গপুরে শঙ্করা-চার্য্যের প্রতিষ্ঠিত সিংহারিমঠ ও মৎস্যতীর্থ দেখিয়া মাধবা-চার্য্যের প্রধান স্থান উড়ুপীনগরে উড়ুপকৃষ্ণ দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। মাধবাচার্য্যের অনুবর্ত্তী তত্ত্ববাদীগণ গৌরকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে প্রথমে বড় একটা গ্রাহ্য করেন নাই। পরে তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তাঁহার সম্মান করেন, শেষে বিচারে পরাস্ত হইয়া সকলে গৌরের শরণাপন্ন হন।

ইহার পরে গৌরচন্দ্র ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, বিশালা, পঞ্চা-প্সরা, গোকর্ণ শিব, দ্বৈপায়নি, সূর্পারক, কোল্হাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীরভগবতী, লিঙ্গগণেশ ও চোর পার্ব্বতী এই কয়টী দেব-মন্দির দর্শন করিয়া পাণ্ডুপুরে গমন করেন। তথায় বিঠল ঠাকুর অবলোকনে প্রেমাবেশে অনেকক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়া একজন ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হন। এই সময়ে মাধ-বেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত গৌরের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত কৃষ্ণকথা ও নৃত্য কীর্ত্তনে পাঁচ সাত দিন অতীত হইলে তাঁহার মুখে শুনিতে পাইলেন যে, নবদ্বীপবাসী জগন্নাথমিশ্রের পুত্র শঙ্করারণ্য (বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম) এই তীর্থে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে গৌর শ্রীরঙ্গপুরী ও দ্বারকাতীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন।

কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অনুরোধে আরও চারিদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া কৃষ্ণবেণা নদীর তীরে নানা তীর্থ দর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে বৈষ্ণবব্রাহ্মণমণ্ডলী-পরিবৃত কোন গ্রামে গমন করিয়া বৈষ্ণবসমাজে "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মধুর গ্রন্থ পাঠ হইতেছে শুনিয়া পরম সমাদরে তাহা লিখিয়া লইলেন। সিদ্ধান্তবিষয়ক ব্রহ্মসংহিতা ও লীলাবিষয়ক কৃষ্ণকর্ণামৃত এই দুই গ্রন্থ পাইয়া চৈতন্যচন্দ্র মহা আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তদিগকে উপহার দিবেন বলিয়া অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেন। ইহার পরে গৌরচন্দ্র কৃষ্ণার তীর হইতে উত্তরপশ্চিমাভিমুখে নানা রাজ্য ভ্রমণ ও তাপীনদীতে স্নান করিয়া মাহেষ্মতীপুরে উপস্থিত হন, কৃষ্ণা হইতে তাপীনদী অনেক দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণা হইতে আসিতে পথে চৈতন্য কোন্ কোন্ দেশ ভ্রমণ করেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহার পরে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া গৌরসুন্দর নর্ম্মদাতীরে আগমন করেন ও ধনুতীর্থ এবং ঋষ্যমুখপর্ব্বত দেখিয়া দণ্ডকারণ্য হইয়া সপ্ততাল গমন করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থকর্ত্তাদের মতে সেই রামের সময়কার সপ্ততালবৃক্ষ এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল, গৌরাঙ্গের দর্শনের পর অন্তর্হিত হইল। এখান হইতে গৌরচন্দ্র চম্পা সরোবরে স্নান করিয়া পঞ্চবটীবনে গমন করেন এবং তথা হইতে নাসিক ও ত্র্যম্বক নগরে গমন করিয়া ব্রহ্মগিরি হইয়া গোদাবরীর উৎপত্তি-স্থান কুশাবর্ত্তে গমন করিলেন। সপ্তগোদাবরী দর্শন করিয়া গোদাবরীর ধারে ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে চৈতন্যপ্রভু পুনরায় বিদ্যানগরে আসিয়া রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্মিলনে উভয়েই মহা আনন্দিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "তুমি যে সব সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে আমায় শুনাইয়াছ, এই দুই গ্রন্থ তাহারই প্রমাণ স্বরূপ।" রামানন্দ রায় গৌরের সঙ্গে গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া সুখী হইলেন এবং নকল করিয়া লইয়া মূলগ্রন্থ গৌরকে ফিরাইয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্য কিছুদিন তথায় থাকিয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন। রায় রামানন্দও তথায় যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য পূর্ব্বপরিচিত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে যথা সময়ে আলালনাথে উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণদ্বারা নিত্যানন্দাদির নিকটে আগে সংবাদ পাঠাইয়া নিজে পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন।

ভক্তগণ মৃত শরীরে প্রাণ পাইল, তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথের প্রধান পাণ্ডা ও উৎকলরাজের ইষ্টদেব কাশীমিশ্র প্রভৃতি বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক সমুদ্রতীরে আসিয়া গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। সকলে একত্র জগন্নাথ দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাইয়া অবস্থান করিলেন। গৌরচন্দ্র বন্ধুগণের নিকট তীর্থযাত্রা বর্ণনা করিতে করিতে সে রাত্রি জাগরণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলে উৎকলরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের মুখে গৌরের প্রভাব ও ভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন এবং সার্ব্বভৌমকে বলেন, "সন্ন্যাসী গৌরচন্দ্র এখানে আসিলেন, আপনাদিগকে কৃপা করিলেন, আপনি আমার সহিত তাঁহার দেখা করাইলেন না কেন? এবং কেনইবা তাঁহাকে এত অল্পকাল মধ্যে যাইতে দিলেন।" ইহার উত্তরে সার্ব্বভৌম বলেন যে, "তিনি সন্ন্যাসী, স্বপ্নেও বিষয়ীর সহিত দেখা করেন না, সেই কারণে ইচ্ছা থাকিতেও আপনার সহিত দেখা করাইতে পারি নাই, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, আমি অনেক চেষ্টায়ও তাঁহাকে রাখিতে পারি নাই। তবে তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগত হইবেন।" মহারাজ সার্ব্বভৌমের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব কাশীমিশ্রের বাড়ীতে প্রভুর বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। গৌরাঙ্গ উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রের ভবনে বাসা দিলেন। কাশীমিশ্র পরমভক্ত, তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য তাহাকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের দক্ষিণ গমন বৃত্তান্ত যাহা পাওয়া যায় উপরে তাহাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দের কড়চা ও অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সহিত চরিতামৃতের বিবরণের কোন মিল নাই। উক্ত গ্রন্থগুলির মতে দুই বৎসর যাবৎ প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করেন। পুরুষোত্তম হইতে বিদ্যানগর পর্য্যন্ত গমন বৃত্তান্ত প্রায় চরিতামৃতের সমান।

তৎপরে বিদ্যানগর হইতে ত্রিমদনগরে যাইয়া বৌদ্ধপণ্ডিত রামগিরির সহিত বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। তৎপরে ঢুণ্ডিরামতীর্থে ঢুণ্ডিরামের সহিত প্রভুর বিচার হয়। সেই পণ্ডিত তাঁহার কৃপায় বৈষ্ণব হইয়া হরিদাস নামে বিখ্যাত হন। তাহার পর শ্রীচৈতন্য অক্ষয়বটে উপস্থিত হন। এইখানে তীর্থরাম নামক একজন ধনী বণিক্ সত্যবাই ও লক্ষীবাই নামক দুটী বেশ্যা লইয়া প্রভুকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিল, শেষে তাঁহার ভক্তি দেখিয়া ইহারা তিনজনেই তাঁহার চরণে পড়িয়া বৈষ্ণব হয়। তীর্থরামের পত্নী কমলকুমারীও প্রভুর কৃপা পাইয়াছিলেন। অক্ষয়বটে সাতদিন থাকিয়া বিশাল জঙ্গলে প্রবেশ করেন। এই জঙ্গলটী দশক্রোশব্যাপী। ইহার মধ্যে কোন স্থানে

কি বিশেষ ঘটনা হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। পরে মুন্নানগর হইয়া বেঙ্কটনগরে গিয়া ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করেন। পরে তিনি .বগুলা নামক প্রসিদ্ধ বনে যাইয়া পন্থভীল নামক দস্যুকে উদ্ধার করেন। দুর্বৃত্ত পন্থ-ভীল শ্রীচৈতন্যের দুইচারিটী কথা শুনিয়াই অস্ত্র, শস্ত্র ও চির সঞ্চিত হিংসা প্রবৃত্তি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। পন্থভীলের উদ্ধারের পর গৌরাঙ্গ তিনদিন অনাহারে কেবল কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে ভ্রমণ করেন। চতুর্থ দিবসে দুগ্ধ ও আটা আহার করেন।

অনন্তর তিনি গিরীশ্বর লিঙ্গদর্শন করিয়া স্বহস্তে বিল্বপত্রাদি উপহার লইয়া শিবের পূজা করেন। এইখানে একজন মৌনসন্ন্যাসী প্রভুর প্রেমাবেগ দেখিয়া মৌনভঙ্গ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এখান হইতে ত্রিপতী-নগরে উপস্থিত হন। সেখানে সর্ব্বপ্রধান তার্কিক মথুরা নামক একজন রামায়েত-পণ্ডিতকে তিনি বিচারে পরাজিত করেন। তৎপরে পানা নরসিংহ, বিষ্ণুকাঞ্চীনগরে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও ত্রিকালেশ্বর শিবদর্শন করিয়া ভদ্রানদীর তীরে পক্ষগিরিতীর্থে উপস্থিত হন। তৎপরে কালতীর্থে বরাহমূর্ত্তি দেখিয়া সন্ধিতীর্থে অদ্বৈতবাদী সদানন্দপুরীকে বৈষ্ণব করিয়া চাঁইপল্লী তীর্থ ও নাগর নগর অতিক্রম করিয়া তঞ্জোরের কৃষ্ণভক্ত ধনেশ্বর ব্রাহ্মণের বাড়ী উপস্থিত হন। তৎপরে সন্ন্যাসীর প্রধান আড্ডা চণ্ডালু পর্ব্বতে যাইয়া তথাকার ভট্টনামক ব্রাহ্মণ ও সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসীকে বৈষ্ণব করিয়া পদ্মকোটতীর্থে গমন করেন। এখানে অষ্টভুজাদেবীর নিকটে কীর্ত্তন করিবার সময়ে প্রভুর উপরে হঠাৎ পুষ্প বৃষ্টি হয়। একজন চিরান্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ গৌরের কৃপায় চক্ষুদান পাইয়া প্রভুর রূপ দর্শনমাত্রে প্রাণত্যাগ করে এবং প্রভুও মহাসমারোহে তাহাকে সমাধিস্থ করেন। পদ্ম-কোট হইতে ত্রিপাত্র নগরে যাইয়া চণ্ডেশ্বর শিব দর্শন ও তথাকার প্রধান দার্শনিক বৃদ্ধ ও অন্ধ ভর্গদেবকে কৃপা করেন। এখানে সাতদিন ছিলেন।

তৎপরে গৌরচন্দ্র আবার গভীর বনে প্রবেশ করেন। এক পক্ষ পরে জঙ্গল পার হইয়া রঙ্গধামে যাইয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে ঋষভপর্ব্বতে যাইয়া পরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তৎপরে রামনাদ নগর হইয়া রামেশ্বরতীর্থে উপস্থিত হন। এ স্থান হইতে তিন দিন পরে সাধ্বীবন নামক স্থানে মৌনব্রতধারী একজন মহাতাপসকে বৈষ্ণব করেন। মাঘীপূর্ণিমার দিনে তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করিয়া সমুদ্রপথে কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। তথায় সমুদ্রে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসেন। আসিবার সময়ে সাঁতন পর্ব্বত দিয়া ত্রিবাঙ্কুরে উপস্থিত হন। প্রভুকে দেখিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতি তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

ত্রিবাঙ্কুরের নিকটবর্ত্তী রামগিরি নামক পর্ব্বতে অদ্বৈত-বাদী শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদিগকে বৈষ্ণব করিয়া মৎস্যতীর্থ, নাগপঞ্চপদী, চিতোল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়া তুঙ্গ-ভদ্রানদীতে স্নান করেন। সেথান হইতে চণ্ডীপুরে যাইয়া ঈশ্বরভারতী নামক কোন জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে বৈষ্ণব করিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখিয়াছিলেন।

চণ্ডীপুরের পর প্রভু একটী ভয়ানক জঙ্গলে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁহার মুখ দেখিয়া বনবাসী হিংস্র জন্তুরাও হিংসা ছাড়িয়া শান্তিরসে ভাসিয়াছিল। এই দুর্গম পথ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতবেষ্টিত কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রামে যাইয়া কোন ভক্ত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে দেখা দেন। ক্রমে নীলগিরির নিকটস্থ কাণ্ডারি নামক স্থানে যাইয়া কতকগুলি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তৎপরে অপরাপর স্থান ভ্রমণ করিয়া গুর্জ্জরী নগরে অগস্ত্যকুণ্ডে স্নান করেন। তথা হইতে বিজাকুল পর্ব্বত দিয়া সহ্যপর্ব্বত ও মহেন্দ্রমলয় দর্শন করিয়া পুণা নগরে উপস্থিত হন। বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তাদের মতে এখানে প্রভু ঠিক নবদ্বীপের মত ধর্ম্মপ্রকাশ করিয়া চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও ছাত্রগণকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। পরে তচ্ছর নামক জলাশয়ের ধারে বসিয়া কৃষ্ণবিরহে অনেক সময় রোদন করেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া যথাক্রমে ভোলে-শ্বর ও দেবলেশ্বর দর্শন করিয়া খাণ্ডবায় খাণ্ডোবাদেবকে দর্শন করেন। প্রবাদ এইরূপ যে নারীর বিবাহ না হয়, তাহার পিতামাতা তাহাকে খাণ্ডোবাদেবের সেবায় নিযুক্ত করিতেন, এইরূপে তথায় অনেক দেবদাসী হইয়াছিল ও দিন দিন তাহারা ভ্রষ্টাচারিণী হইয়া উঠে। শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়া সেই সকল ভ্রষ্টাচারিণী দেবদাসীগণকে সৎপথে আনয়ন করেন। তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তৎপরে গৌরাঙ্গচন্দ্র চোরানন্দী বনে প্রবেশ করিয়া প্রসিদ্ধ ডাকাইত নারোজিকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া মুলানদীর তীরস্থ খণ্ডলাতীর্থ, নাসিক নগর ও পঞ্চবটী বন অতিক্রম করিয়া দমন নগরে উপস্থিত হন। সেথান হইতে উত্তরদিক্ ধরিয়া ১৫ দিন পরে সুরট নগরে গমন করেন। এখানে তিন দিন থাকিয়া তথাকার অষ্টভুজা ভগবতীর নিকটে পশু বলিদানপ্রথা নিবারণ করিয়া তাপ্তী নদীতে যাইয়া স্নান করেন। তৎপরে নর্ম্মদায় স্নান ও বরোচ নগরে যজ্ঞকুণ্ড দর্শন

করিয়া বরদার উপস্থিত হইলেন। এইখানে নারোজি ডাকাইত প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময়ে প্রভু তাহার কর্ণে কৃষ্ণনাম গান করিয়াছিলেন। এই সময়ে বরদার রাজা প্রভুর শরণাগত হন।

মহানদী পার হইয়া আহম্মদাবাদ দিয়া শুভ্রানদীর তীরে উপনীত হইলে কুলীনগ্রামের রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। তৎপরে যোগানন্দ স্থানে আসিয়া বারমুখী নাম্নী বেশ্যাকে কৃপা করিয়া সোমনাথ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং জাফরাবাদ দিয়া ছয়দিনে সোমনাথে উপস্থিত হইলেন। যবনেরা সোমনাথের দুর্দশার একশেষ করিয়াছে দেখিয়া প্রভু হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কাতরস্বরে সোমনাথের নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। ক্রমে জুনাগড় অতিক্রম করিয়া গির্ণার পাহাড়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হন। এই স্থানে ভর্গদেব নামক একজন সন্ন্যাসীকে পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রেমদান করেন।

প্রভুর বিশ্রাম নাই। ষোলজন ভক্ত সঙ্গে নিবিড় জঙ্গল পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া সাত দিন পরে অমরাবতী ও গোপীতলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহারই নাম প্রভাসতীর্থ। এখানে যাইয়া গৌর জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন ও চেতনা হইলে অনেক রোদন করেন।

১লা আশ্বিন প্রভাস ছাড়িয়া দ্বারকায় চলিলেন, সাগরের তীরে চারিদিন চলিয়া দড়ার উপর দিয়া সাগরের খাড়ি পার হইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন; এখানেও প্রভাসের ন্যায় প্রেমে বিহ্বল হন। একপক্ষ কাল তথায় থাকিয়া নীলাচল অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (এই স্থান হইতে অপর সঙ্গীদিগকে বিদায় করেন।) আশ্বিনমাসের শেষে পুনরায় বরদানগরে আসিলেন। তার ষোলদিন পরে নর্ম্মদানদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। এখানে ভর্গদেবের সহিত প্রভুর বিচ্ছেদ হইল। নর্ম্মদার ধারে ধারে চলিতে আরম্ভ করিয়া দোহদনগর ও কুক্ষি নগরে অনেক বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিন্ধ্যাচলে মন্দুরা নগরে উপস্থিত হন। তথা হইতে তিন দিনে দেওঘরে আসিয়া আদিনারায়ণ নামক এক কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেন। তথা হইতে দুই দিনে শিরানীনগরে আসিয়া তাহার পূর্ব্বভাগস্থ মহলপর্ব্বত দিয়া চণ্ডীনগরে যাইয়া চণ্ডীদেবীকে দর্শন করেন। তথা হইতে রায়পুর দিয়া অবশেষে বিদ্যানগরে রামানন্দরায়ের সহিত মিলিত হন। এইস্থান হইতে পুরীতে যাওয়ার বিবরণ চরিতামৃতের সমান।

মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া নীলাচলবাসী প্রধান প্রধান লোক তাঁহার নিকটে পরিচিত হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। সকলে উপস্থিত হইলে সার্ব্বভৌম একে একে তাঁহাদের পরিচয় দিয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগন্নাথের সেবক জনার্দ্দন, স্বর্ণ বেত্রধারী, লিখনাধিকারী শিখি মাহিতি, বৈষ্ণব প্রদ্যুম্নমিশ্র, জগন্নাথের মহাসোয়ার দাস নামক ব্যক্তি, শিখি মাহিতির ভ্রাতা মুরারি মাহিতি, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি, বিষ্ণুদাস, প্রহরাজ মহাপাত্র, এবং পরমানন্দ মহাপাত্র এই সকল লোক এই দিন হইতে শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত হইলেন। এই সময় রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় চারি পুত্র সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন, ভট্টাচার্য্য তাঁহার পরিচয় দিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে ও রামানন্দরায়কে অনেক প্রশংসা করেন। তিনিও চারি পুত্রের সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন এবং পুত্র বাণীনাথকে চৈতন্যের সেবার জন্য তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিলেন, চৈতন্য ভবানন্দের মুখে দিন পাঁচের মধ্যে রামানন্দ রায় আসিবেন শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ভবানন্দ বিদায় হইয়া চলিলেন, বাণীনাথ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যতীত আর সকল লোক বিদায় হইয়া গেল। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে ডাকিয়া লইলেন ও ভট্টমারীগণের প্রলোভনে তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "এখন আমি ইহাকে দেশে আনিয়া দিলাম ও বিদায় দিতেছি। উহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, আমার নিকটে আর থাকিতে পাইবে না।" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস হোঁ হোঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীচৈতন্য উঠিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাসের ক্রন্দন শ্রবণে নিত্যানন্দ দুঃখিত হইয়া চৈতন্যচন্দ্রের অনুমতি মতে মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ দিবার জন্য নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতা ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে এবং শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে সংবাদ দেন। এই শুভসংবাদে ভক্তগণের আনন্দের সীমা থাকিল না। ভক্তগণ মিলিত হইয়া এই উপলক্ষে দুই তিন দিন উৎসব করিয়া নীলাচলে যাইবার যুক্তি করিয়া শচীমাতার ভবনে যাইয়া তাঁহার আজ্ঞা লইলেন। কৃষ্ণদাসের মুখে সংবাদ পাইয়া নবদ্বীপবাসী বাসুদেবদত্ত, মুরারিগুপ্ত, শিবানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্যনিধি, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, বিজয়দাস, খোলাবেচা শ্রীধর,

রাঘব পণ্ডিত ও হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাচলে গমনোদ্যোগ করেন। কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজখাঁ ও রামানন্দ এবং শ্রীখণ্ডনিবাসী মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন ইহারাও আসিয়া যোগ দেন।

এই সময়ে পরমানন্দপুরী দাক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া শচীগৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৌরের নীলাচলে আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া গৌরাঙ্গের জনৈক ভক্ত কমলাকান্তকে লইয়া ভক্তগণের গমনোদ্যোগ না হইতে হইতেই নীলাচলে চলিয়া আসিলেন। শ্রীচৈতন্য তাহাকে পাইয়া প্রণাম করিয়া মহানন্দে বলিলেন,—"আপনার সঙ্গে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা, এখন নীলাদ্রি আশ্রয় করুন।" পুরীও ইহাতে বিশেষ অমত করিলেন না। গৌরচন্দ্র পুরীর জন্য কাশীমিশ্রের সেই বাড়ীর মধ্যে নির্জ্জন একখানি ঘর ও সেবার জন্য একটী কিঙ্কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পুরীর মুখেই গৌরচন্দ্র ভক্তগণ শীঘ্রই আসিবেন এই খবর পাইয়াছিলেন।

দিন দিন কাশীমিশ্রের বাড়ী জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন প্রাতে সার্ব্বভৌম ও পরমানন্দ পুরীকে লইয়া শ্রীচৈতন্য ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময়ে স্বরূপ দামোদর আসিয়া গৌরের পদতলে লুঠাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার নিবাস নবদ্বীপ ও পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইলে ইনিও বারাণসী যাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। ইনি চৈতন্যের একান্ত অনুরাগী, ইহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম স্বরূপ। ভক্তিরস ও বাক্যশাস্ত্রে ইনি অদ্বিতীয়, বেদান্তাদি শাস্ত্রেও ইহার ন্যায় পণ্ডিত আর দেখা যাইত না। ইহার কণ্ঠস্বর অতিশয় মধুর। শ্রীগৌরের নীলাচলে আগমন সংবাদ পাইয়া গুরুর অনুমতি লইয়া চৈতন্যের নিকটে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্য স্বরূপকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি যে আসিবে, তাহা আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি। ভালই হইয়াছে, আমি অন্ধ ছিলাম, আজ তোমাকে পাইয়া চক্ষুরত্ন লাভ করিলাম।" স্বরূপ অনেক কাঁদিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। গৌরচন্দ্র স্বয়ংই সমস্ত ভক্তগণের সহিত স্বরূপের পরিচয় করিয়া দিলেন এবং স্বরূপের জন্য কাশীমিশ্রের বাড়ীর নিভৃত স্থানে একখানি ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরিচর্য্যার্থ একটী ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। এখন হইতে স্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের প্রধান সভাসদ্ হইলেন। কেহ কোন গীত, শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া গৌরাঙ্গের নিকট দেখাইতে আনিলে ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইয়াছে কি না তাহা স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া দিলে প্রভুর নিকটে তাহা যাইতে পাইত। স্বরূপ নিভৃতে বসিয়া উপাসনা করিতেন এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের সুললিত পদ ও রায়ের নাটক প্রভুকে শুনাইয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে গোবিন্দ চৈতন্যের নিকটে আসিয়া বলেন যে, ঈশ্বর-পুরীর সিদ্ধি হইয়াছে, সিদ্ধি প্রাপ্তিকালে তিনি গোবিন্দকে চৈতন্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অপর ভৃত্য কাশীশ্বরও তীর্থ দর্শন করিয়া এইস্থানে আসিতেছেন। চৈতন্যের অমত থাকিলেও গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গোবিন্দকে আপনার সেবকরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে রামাই ও নন্দাই নামে আর দুই ব্যক্তি এবং কীর্ত্তনীয়া ছোট ও বড় হরিদাস এই চারিজনও প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

অনতিকাল পরে ব্রহ্মানন্দ ভারতী উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দের মুখে ব্রহ্মানন্দের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া প্রভু স্বয়ং উঠিয়া তাঁহার নিকটে যান। ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গৌর মুকুন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াও যেন দেখিলেন না। মুকুন্দকে কহিলেন, "তিনি কোথায়?" মুকুন্দ বলিলেন, "এই যে তিনি আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।" গৌর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মুকুন্দ তোমার কি বুদ্ধি ভ্রম হইয়াছে যে, এক জনকে আর এক ব্যক্তি বলিতেছ, ভারতী গোঁসাই চর্ম্মাম্বর পরিলেন কেন?" গৌরের এই পরিহাসব্যঞ্জক বাক্যে ভারতীর মনে আঘাত লাগিল, মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, শেষে দাম্ভিকতার পরিচায়ক মৃগচর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পদবন্দনা করিলে তিনি গৌরাঙ্গকে আলিঙ্গন দেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে উভয়েই উভয়কে সচল ব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করেন। এই সময়ে ভগবান্ আচার্য্য ও রামভট্টাচার্য্য নামে দুই ব্যক্তি গৌরের আশ্রয় লইলেন। কতকদিন পরে ঈশ্বরপুরীর অপর শিষ্য কাশীশ্বর আসিয়া পৌঁছিল, সে অতিশয় বলিষ্ঠ ছিল। তাহার উপরে লোকের ভিড় ঠেলিয়া গৌরাঙ্গকে জগন্নাথ দর্শন করাইবার ভার অর্পিত হয়।

(চৈ° চরি° মধ্য° ১০ পরি।)

কিছুদিন এইরূপে চলিতে লাগিল, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়া শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সহিত পরমানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন যে রাজা প্রতাপরুদ্র তোমায় দেখিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিয়া কাণে হাত দিয়া বলিলেন—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়না' ৮।৩৪)

অর্থাৎ যিনি ভবসাগরের পর পারে যাইবার মানসে সকল ছাড়িয়া ভগবানের ভজন করিতে উদ্যত, তাহার পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রীলোকের সন্দর্শন করা অপেক্ষা বিষভক্ষণ করাও ভাল। তোমার কথায় আমি দুঃখিত। সার্ব্বভৌম আবার বলিলেন, "প্রভো! আমাদের রাজা জগন্নাথসেবক ও পরমভক্ত।" শ্রীচৈতন্য ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮।২৫)

অর্থাৎ রাজা ও স্ত্রী কালসর্পের ন্যায় পরিত্যজ্য, যেরূপ কাষ্ঠময় রমণীমূর্ত্তি দেখিলে মনের বিকার হইবার সম্ভাবনা, তেমনি রাজদর্শনেও ধনতৃষ্ণা প্রবল হইতে পারে। অতএব এরূপ কথা আর মুখে আনিবে না, পুনরায় বলিলে আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না।

সার্ব্বভৌম আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

কথিত আছে, রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের দর্শন জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সার্ব্বভৌমকে একপত্রে লিখিলেন যে, তিনি যেন গৌরভক্তদিগের কাছে তাঁহার অনুরোধ করাইয়া প্রভুকে সম্মত করিতে চেষ্টা করেন। সার্ব্বভৌম ঐ পত্রখানি নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে দেখাইলে তাঁহারা সেই কথা চৈতন্যকে জানাইলেন, গৌর তাহাতেও সম্মতি প্রদান করিলেন না। পরিশেষে ভক্তদল পরামর্শ করিয়া প্রভুর একখানি বহির্বাস রাজার নিকটে পাঠাইয়া দেন, রাজা সেই খানি মাথায় রাখিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রামানন্দরায়ও আসিয়াছিলেন। রামানন্দ নীলাচলে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে গৌরচন্দ্র চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌর মহা আনন্দিত হইলেন এবং সকল ভক্তের সহিত তাঁহার মিলন করাইয়া দিলেন।

নীলাচলে আসিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের মুখে শুনিলেন যে, গৌরচন্দ্র কিছুতেই তাঁহাকে দর্শন দিবেন না। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যদি গৌরাঙ্গের দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। শেষে সার্ব্বভৌমের পরামর্শে নিতান্ত দীনবেশে উদ্যানে থাকিয়া রথযাত্রার দিনে প্রভুকে দর্শন করেন।

স্নানযাত্রা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য গোপীভাবে নিতান্ত ব্যাকুল হন ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া আলালনাথে গমন করেন। সার্ব্বভৌম অনেক অনুনয় করিয়া প্রভুকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে গৌরভক্তগণ তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। ভক্তদল প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে যাইতে লাগিল। সে হরিধ্বনি, হুঙ্কার, গর্জ্জন ও উৎসাহ দেখিলে মৃত প্রাণেও উৎসাহ সঞ্চার হয়। রাজা প্রতাপরুদ্র অট্টালিকার ছাদে দাঁড়াইয়া গৌরের ভক্তদিগকে অবলোকন করেন। গোপীনাথ আচার্য্য যথাক্রমে ভক্তগণের নাম উল্লেখ করিয়া রাজার নিকটে পরিচয় দিয়াছিলেন। ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শন না করিয়া সর্ব্বাগ্রে চৈতন্য দর্শন করিতে গমন করেন। গৌরচন্দ্র ভক্তগণের আগমনবার্ত্তা পাইয়া প্রথমে মালা ও চন্দন পাঠাইয়া দেন। ক্রমে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে স্বয়ং গমন করিয়া পথিমধ্যে তাহাদের সহিত মিলিত হন। তখন একটা আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিল। কিছুকালে সেই আনন্দে মগ্ন থাকিয়া চৈতন্য অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তদিগকে একে একে আলিঙ্গন ও কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে মুকুন্দদত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীদত্তকে বলিলেন, "তোমার জন্য ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত নামে দুইখানি পুঁথি আনিয়াছি, স্বরূপের নিকটে আছে, চাহিয়া লইয়া পাঠ করিও।" সকলের সঙ্গে মিলনের পর চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস কোথায়?" ভক্তগণ বলিলেন যে, হরিদাস আপনাকে নীচজাতি জ্ঞানে মন্দিরের নিকটে যাইতে অনধিকারী মনে করিয়া রাজপথে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। সার্ব্বভৌমের পরামর্শ মতে রাজা প্রতাপরুদ্র গৌড়বাসী ভক্তগণের উপযুক্ত বাসস্থান পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাশীমিশ্র ও পড়িছা আসিয়া জানাইলেন। শ্রীচৈতন্য ভক্তগণকে বাসায় যাইতে ও সমুদ্রস্নান করিয়া পুনর্ব্বার সকলে মিলিত হইয়া গৌরের বাসায় আসিয়া মহাপ্রসাদ লইতে বলিলেন।

ভক্তদল বিদায় হইলে গৌরাঙ্গ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাজপথে যেখানে হরিদাস পড়িয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস কাতরস্বরে আপনার নীচজাতিত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্পর্শ করিতে বারণ করিলে প্রভু উত্তর করিলেন—

"প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থ স্নান।
তিজ্ঞাসী হতে তুমি পরমপাবন॥ (চৈ° চরি° মধ্য° ১১ প°)

শ্রীচৈতন্য এই কথা বলিয়া পুষ্পোদ্যানের মধ্যে একটী নির্জ্জন ঘর হরিদাসের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

তৎপরে গৌরচন্দ্র সমুদ্র স্নান করিয়া বাসায় আসিয়া বৈষ্ণবদিগের ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ ও কাশীমিশ্র আদেশ পাইয়া বৈষ্ণবদিগের উপযুক্ত মহা প্রসাদ আনিয়া রাখিয়াছিলেন। যথাসময়ে অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ ভোজনের জন্য চৈতন্যের আবাসে উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে যথাক্রমে বসাইয়া স্বহস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্তগণ প্রভুর অপেক্ষায় হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিলেন। পরিশেষে গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসের জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া গৌরচন্দ্র স্বয়ং ভোজন করিতে বসিলেন। স্বরূপ দামোদর ও জগদানন্দ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলে হরিধ্বনি দিয়া মহানন্দে ভোজন করিয়া আচমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে মাল্যচন্দন দিয়া বিশ্রামার্থ বাসায় পাঠাইয়া আপনিও বিশ্রাম করিলেন।

সায়াহ্নে ভক্তমণ্ডলী গৌরাঙ্গ-সভায় সমাগত হইলে রামানন্দ রায় উপনীত হইলেন। গৌরচন্দ্র একে একে সমস্ত ভক্তগণের সহিত রামানন্দের পরিচয় করিয়া দেন। সকলেই হরিকথায় মত্ত হইলেন। ইহার পর শ্রীচৈতন্য সকল ভক্ত সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া সন্ধ্যারতির অন্তে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই দিনে গৌরের মনে বড়ই উৎসাহ হইয়াছিল। নবদ্বীপ ছাড়িয়া এমন কীর্ত্তন আর হয় নাই। গৌর আনন্দ-তরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তনের চারিটী সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। আটখান খোল ও বত্রিশ জোড়া করতাল বাজিতে লাগিল। কীর্ত্তনস্বরে আকাশ ভেদ করিয়া গ্রামবাসী সকলকেই উন্মত্ত করিয়া তুলিল। নীলাচলবাসী নরনারীগণ ঘর ছাড়িয়া দৌড়িয়া আসিল। ভক্তগণের স্বেদ, অশ্রু প্রভৃতি ভাব দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। প্রতাপরুদ্র অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে জগন্নাথ মন্দির বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন। নৃত্যাবসানে মন্দিরের পশ্চাৎভাগে দাঁড়াইয়া গান করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে সে দিনকার সংকীর্ত্তন শেষ হইল। বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে বেড়া-কীর্ত্তন নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

তৎপরে চৈতন্যচন্দ্র ভক্তগণকে লইয়া বাসায় আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন। নীলাচলের পবিত্র ক্ষেত্রে গৌরচন্দ্রের প্রেমের হাট বসিল, দিন দিন ভারতের নানাস্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া ইহাতে যোগ দিতে লাগিলেন।

তৎপরে রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যের নিকটে রাজা প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু চৈতন্য কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি বলিলেন যে, "রাজা বৈষ্ণব হইলেও আমি তাহার সহিত মিলন করিলে লোকনিন্দা হইবে, তোমরা এ বিষয় আমাকে অনুরোধ করিবেনা।" চৈতন্যচরিতামৃতের মতে এই সময়ে প্রভুর একখানি বহির্বাস রাজাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পরে প্রভুর অনুমতিক্রমে প্রতাপরুদ্রের পুত্র আসিয়া মিলিত হন। শ্রীচৈতন্য তাহার ভক্তি দেখিয়া প্রেমাবেশে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। রাজকুমারও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যসঙ্গী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এইরূপ নানারঙ্গে অতিবাহিত হইতে লাগিল, জগন্নাথের রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী।

চৈতন্যচন্দ্র গুণ্ডিচা-মন্দির বড়ই অপরিষ্কার দেখিয়া সকলকে বলিয়া তাহার মার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুর আদেশে একশত সম্মার্জনী ও একশত কলসী আনা হইল। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীহস্তে একখানি মার্জনী লইয়া মার্জন করিতে লাগিলেন। প্রথমে মন্দিরের উপর মার্জন করিয়া ছোট বড় সকল মন্দিরই ধৌত করা হইল। গৌরচন্দ্র কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে মত্ত হইয়া মার্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণও সেই প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মার্জন করিতে লাগিলেন। মার্জন-কালে তৃণ ধূলি সকল বহির্বাসে করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে গুণ্ডিচা মন্দির পরিষ্কার হইল। এই সময়ে প্রভুর একজন ভক্ত তাহার পায়ের উপরে এক কলসী জল ঢালিয়া তাহা পান করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া প্রভু অনেক রাগ করিয়াছিলেন। গুণ্ডিচা মন্দিরের মার্জন শেষ হইলে শ্রীচৈতন্য সমস্ত ভক্তকে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। স্বরূপ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। সকল ভক্তের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। এই সময়ে আচার্য্য গোস্বামীর পুত্র গোপাল নাচিতে নাচিতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক চেষ্টায়ও তাহার চেতনা হইল না দেখিয়া সকলেই বিষম চিন্তিত হইলেন। শেষে শ্রীচৈতন্য তাহার বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "বাপ গোপাল, উঠিয়া একবার কৃষ্ণনাম কর।" গোপাল অমনি উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরে গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণকে

লইয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের এই বৃত্তান্তটীকে "ধোয়া পাখলা লীলা" নামে উল্লেখ করেন। ইহার পরে জগন্নাথের নেত্রোৎসব নামে আর একটী লীলা আছে। গৌরাঙ্গ দলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইয়া যে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেন, তাহাই নেত্রোৎসব নামে বিখ্যাত।

রথযাত্রার দিন প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া পাণ্ডু-বিজয় দর্শন করিতে যান। এই সময়ে লোকের অতিশয় ভিড়, প্রায় অনেকের অদৃষ্টেই জগন্নাথ দর্শন ঘটিয়া উঠে না। গৌরাঙ্গ ও তাহার ভক্তগণের দর্শনে ব্যাঘাত না হয় এইজন্য স্বয়ং প্রতাপরুদ্র পাত্রগণ লইয়া বন্দোবস্ত করেন। জগন্নাথ রথে উঠিলেন, সেবকগণ রাজার ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিল, সকল লোক রথ ধরিয়া টানিল, রথ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। শ্রীচৈতন্য তাহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি চারিটী সম্প্রদায় বাঁধিয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু স্বয়ংই ভক্ত-গণের গলায় মালা ও চন্দন দিয়া সাজাইয়া দিলেন। চারি সম্প্রদায়ে সর্ব্ব সমেত চব্বিশজন গায়ক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইটী করিয়া মৃদঙ্গ। অবশিষ্ট বৈষ্ণবগণ জুটিয়া আরও তিনটী সম্প্রদায় বাঁধিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন দেখিয়া সকলেরই প্রাণ উন্মত্ত হইল। বৈষ্ণবগণ বলেন, এই কীর্ত্তন শুনিতে নাকি জগন্নাথ রথ রাখিয়াছিলেন।

প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল সম্প্রদায়েই যোগ দিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে চৈতন্য দণ্ডবৎ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে জগন্নাথের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। স্তব করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেগ আরও উথলিয়া উঠিল, তিনি ধরাতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। চৈতন্যের সাত্ত্বিক ভাব সকল প্রকাশ পাইয়া অতি মনোহর করিয়া তুলিল। কিছুকাল নৃত্য করিয়া গৌরাঙ্গ স্বরূপকে আজ্ঞা করিলে স্বরূপ হৃদয় বুঝিয়া "সেইত পরাণনাথ পাইনু। যাহা লাগি মদন দহনে পুড়ি গেনু।" এই পদটী গান করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য পদটী শুনিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। ক্রমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শরীর রোমাঞ্চিত, অবিশ্রান্ত অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়া গিয়াছে, কখন ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছেন, কখনও বা বীর গর্জ্জন করিয়া হুঙ্কার দিতেছেন। গৌরাঙ্গের অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত যাত্রীমণ্ডলীর মন বিচলিত হইল, তাঁহারাও নাচিয়া, কাঁদিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাগলের ন্যায় ছুটাছুটী করিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি সকল ভক্তই অজ্ঞান হইয়াছেন। চৈতন্য প্রেমাবেশে পড়িয়া যাইতেছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। প্রতাপরুদ্রের স্পর্শ মাত্রেই চৈতন্যের জ্ঞান হইল, তিনি বিষয়ী স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তৎপরে গৌর আপন ভক্তগণ লইয়া জগন্নাথের রথের অগ্রে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। প্রভু প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। সেই সময়ে সার্ব্বভৌমের পরামর্শ মতে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে যাইয়া চৈতন্যের পদ মর্দ্দন করিতে করিতে ভাগবতের "জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় পাঠ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যের জ্ঞান হইল, "আবার বল, বড় মধুর শুনিতেছি, তাই আবার বল।" এই বলিতে বলিতে উঠিয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। রাজা ও চৈতন্য কিছুকাল প্রেমাবেগে নৃত্য করেন। তৎপরে প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল, শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন কৃত্য শেষ করিয়া ভক্তগণ লইয়া মহানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। এদিকে জগন্নাথের রথ চালনের সময় উপস্থিত হইল, সকলে মিলিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কিন্তু রথ সুমেরু হইতে ভারি হইল, এক পাও চলিল না। এই সংবাদ রাজার নিকটে পৌছিল, তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া প্রধান প্রধান মল্ল ও কতকগুলি মত্ত হস্তীদ্বারা টানাইতে লাগিলেন, কিন্তু রথ একটুও নড়িল না। রথ চলেনা দেখিয়া ভক্তগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, এই সংবাদ পাইয়া চৈতন্য স্বয়ং ভক্তগণ লইয়া রথ টানিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, গৌরাঙ্গ রথের পিছনে মাথা দিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিলে রথ হড়্ হড়্ করিয়া চলিয়াছিল। এইরূপে রথযাত্রা শেষ হইয়া গেলে প্রভু ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তনানন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যাইয়াও ক্রীড়া করা হইত। ইহার পরে হোরা-পঞ্চমী দিনের লক্ষ্মীর বিজয়রঙ্গ দর্শন করেন। জগন্নাথের ভিতর বিজয় এবং কৃষ্ণজন্মোৎসব দিনেও পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তগণের সহিত নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে চারিমাস চলিয়া গেল। শ্রীচৈতন্য বিজয়ার দিনে রামলীলা অভিনয় করিলেন। উত্থান-একাদশীর পর দিনেও নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে প্রেমে মাতাইয়াছিলেন। ইহার পরে একদিন শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া পরামর্শ করেন। উভয়ে কি পরামর্শ করিয়াছিলেন বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। পরদিন শ্রীচৈতন্য গৌড়বাসী ভক্তগণকে ডাকিয়া মিষ্টবাক্যে বলিলেন, "তোমরা এখন দেশে যাইয়া আচণ্ডাল প্রভৃতি সকলকেই কৃষ্ণ-ভক্তি দান করিতে চেষ্টা কর। প্রতি বৎসরে রথযাত্রার পূর্ব্বে

এখানে আসিয়া আমার সহিত গুণ্ডিচা দর্শন করিবে।" ইহার পরে নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমিও গৌড় দেশে যাইয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার কর! গদাধর প্রভৃতি কএকজন প্রধান ভক্ত তোমার সহায়তা করিবেন।" অপর অপর সকল ভক্তকেই মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া দেশে যাইতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ চৈতন্যের বিচ্ছেদে কাতর হইয়াও প্রভুর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়া মন প্রাণ তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৌড়দেশে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্যও ভক্তগণের বিচ্ছেদে বিষন্ন হইয়াছিলেন। গদাধর পণ্ডিত, পুরী গোঁসাই, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর এই কয়জন ভক্ত প্রভুর সহিত নীলাচলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বঙ্গের ভক্তগণ এখন হইতে প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া ৪।৫ মাস গৌরের সহিত একত্র থাকিয়া কার্ত্তিকমাসে দেশে প্রত্যাগমন করিতেন। যতদিন গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্তই এই নিয়ম চলিয়াছিল। ইহার পরে গৌড়বাসী ভক্তগণের স্ত্রীপুত্রও আসিতে লাগিল।

ভক্তগণ চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে তাঁহারও ঘরে শ্রীচৈতন্য ভোজন করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের পত্নী ষাঠীর মাতাও প্রভুর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, পরম ভক্ত ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে প্রভু অধিক ভোজন করিতেন, দশ বারজনের উপযুক্ত অন্নব্যঞ্জন অনায়াসে খাইয়া ফেলিতেন। একদিন ষাঠীর ভর্ত্তা ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ প্রভুর ভোজন দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ॥"
(চৈ° মধ্য° ১৫ পরি°)

প্রভুর নিন্দা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য লগুড় লইয়া তাহাকে মারিতে গেলেন, অমোঘ পলাইয়া গেল। তৎপরে ভট্টাচার্য্য ও ষাঠীর মাতা অমোঘের চৌদ্দপুরুষ উচ্ছন্ন দিয়া বার বার ষাঠীর বৈধব্য প্রার্থনা করিলেন। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া গৌরচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "অমোঘ সরলমতি তাই ওরূপ বলিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন অপরাধ নাই।" ভোজনের পর প্রভু আপনার বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম চৈতন্যনিন্দুক জামাতার মুখ দর্শন করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং কন্যা ষাঠীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! চৈতন্য-নিন্দা করিয়া অমোঘ পতিত হইয়াছে, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর, শাস্ত্রে পতিত ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিবার উপদেশ আছে।" ইহাতে সার্ব্বভৌমের মন পরিষ্কার হইল না, চৈতন্য-নিন্দাশ্রবণে পাপ হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি ও ষাঠীর মাতা উপবাসী থাকিলেন।

কথিত আছে যে সেই রাত্রিতেই অমোঘের বিসূচিকা হয়, তাহার বাঁচিবার আশা রহিল না। অমোঘ ক্রমে অচেতন হইল, সকলেই ঠিক করিল যে অমোঘ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যনিন্দার অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম ও ষাঠীর মাতা এই সংবাদ পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। প্রাতে গোপীনাথ আচার্য্য যাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিলেন যে, সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ বিসূচিকারোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য এই সংবাদ শুনিয়া ব্যস্তে ব্যস্তে অমোঘের মৃত শরীরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও অমোঘের বুকে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাপ অমোঘ! তোমার হৃদয় সরল, ইহা কৃষ্ণের বসিবার যোগ্য, ইহাতে মাৎসর্য্য-চণ্ডালকে কেন স্থান দিয়াছিলে? বাপ, সার্ব্বভৌমের সম্পর্কে তোমার সমস্ত পাপ লোপ পাইয়াছে, উঠ, একবার তুমি কৃষ্ণনাম লও, ভগবান্ তোমাকে কৃপা করিবেন।" চৈতন্যের কথা শুনিয়া অমোঘের জ্ঞান হইল, উঠিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল ও কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীচৈতন্যের চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেল, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণ এই সংবাদে তথায় উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমকে অনেক প্রবোধ দিয়া চলিয়া গেলেন। (চৈ° চরি° মধ্য° ১৫ পরি°)

সন্ন্যাসের পর চারিবৎসর গত হইয়াছে, গৌরচন্দ্র নীলাদ্রির পুণ্যভূমিতে বাস করিতেছেন। দ্বিতীয় বর্ষে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তৃতীয় বৎসরে তাঁহার বৃন্দাবন যাইবার অভিলাষ। রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম আজকাল করিয়া দুইবৎসর কাটাইয়া দিলেন। পঞ্চম বৎসরে বঙ্গদেশের ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্ব্বে আসিয়া রথযাত্রা দর্শন করিয়াই দেশে ফিরিয়া গেলেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সেবারে চারি মাস নীলাচলে থাকিলেন না। ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে গৌরচন্দ্র রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমের নিকট বঙ্গদেশে জননীর চরণ ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বর্ষাকালে যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া উভয়ের পরামর্শ মতে বিজয়াদশমীর দিনে যাত্রা করিবেন স্থির হইল।

বিজয়ার দিনে জগন্নাথের প্রসাদ ও মালাচন্দন সংগ্রহ করিয়া গৌরাঙ্গ প্রাতে যাত্রা করিলেন। পুরী গোঁসাই, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য্য, দামোদর

পণ্ডিত এবং রামাই নন্দাই প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যাত্রীদল ভবানীপুরে উপস্থিত হইলে রামানন্দ রায় ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আসিয়া মিলিত হন। কাশীনাথ বাহকের দ্বারা এখানে মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন। সকলে মহানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া ভুবনেশ্বর হইয়া কটকে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য সাক্ষীগোপাল দর্শনান্তে স্বপ্নেশ্বর নামক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া বকুলতলায় বিশ্রাম করিতেছেন। রামানন্দের মুখে শুনিয়া রাজা প্রতাপ-রুদ্র তথায় আসিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে রাজার সহিত গৌরাঙ্গের অনেক কথা হয়। অনেক কথাবার্ত্তার পরে গৌরচন্দ্র গমনোদ্যোগ করিলেন। প্রতাপ-রুদ্র মহাপ্রভুর গমনের সুবিধার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন। হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ নামক সচিবদ্বয় এবং রামানন্দ রায় প্রভুর সঙ্গে সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত যাইতে আদিষ্ট হইলেন। অপর অপর বেত্রধারী সৈন্যগণও প্রভুর সঙ্গে যাইবার আদেশ পাইল। এদিকে চিত্রোৎপলা নদীর পর পারে যাইবার জন্য উৎকৃষ্ট তরণী রাখা হইল, নগরের পথে ও ঘাটে রমণীয় স্তম্ভ ও তোরণ নির্ম্মিত হইল। রাজা রাজমহিষী ও পরিজনবর্গ লইয়া যাইবার পথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সন্ধ্যাকালে তথা হইতে যাত্রা করিয়া নদীঘাটে আসিয়া অবগাহন করেন। এই সময়ে রাজা মহিষীদিগকে লইয়া চৈতন্যের পাদ বন্দনা করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি অনেক প্রবোধ দিয়া গদাধরকে বিদায় করেন। সন্ধ্যার পরে নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পার হইয়া চতুর্দ্বার (চৌদ্বার) নামক স্থানে আসিয়া রজনী যাপন করিলেন। প্রাতে রাজাজ্ঞায় নীলাচল হইতে অনেক মহাপ্রসাদ আসিল, গৌর প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে স্বদলে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করেন। যাজপুরে আসিয়া অমাত্যদ্বয়কে বিদায় দিলেন। রেমুণায় আসিয়া রামানন্দ রায়কে বিদায় করেন। গৌরচন্দ্র যেখানে যান, সেইখানেই রাজাজ্ঞায় মহাসম্মান পাইলেন। উৎকলরাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে উপনীত হইলে রাজ-কর্ম্মচারী মহাপাত্র তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। দুই চারিদিন বিশ্রামের পর মহাপাত্র গৌরের নিকটে বলিলেন—

"মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হতে নারে পার॥
দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইল গমনে॥"

এই সময়ে যবনরাজের এক গুপ্তচর ছদ্মবেশে উড়িয়া-কটকে আসিয়া চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি ও আচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল এবং স্বীয় প্রভুর নিকটে যাইয়া আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া পাগলের ন্যায় হাসিতে কাঁদিতে ও কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল। এই ব্যাপারে যবনাধিপতির মন ফিরিয়া গেল। তখন তিনি নিজের বিশ্বাসকে উৎকলরাজ-কর্ম্মচারীর সমীপে পাঠাইয়া গৌরাঙ্গ দর্শনের ব্যাকুলতা ও তাঁহার প্রতি বন্ধুত্ব ভাব জানাইলেন। মহাপাত্র তাঁহাকে নিরস্ত্র হইয়া কেবল চারি পাঁচটী ভৃত্য সঙ্গে আসিতে বলেন। এই সংবাদে ম্লেচ্ছাধিপ হিন্দুর বেশধারণ করিয়া উড়িয়া শিবিরে উপনীত হইয়া চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া প্রেম-বিহ্বল চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও কতই অনুতাপ করিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়া যবনরাজকে হরিনামে দীক্ষিত করেন। উৎকলরাজ-প্রতিনিধি যবনরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। উভয় রাজ্যে সন্ধি হইয়া গেল। মুকুন্দ দত্ত সময় বুঝিয়া যবনরাজকে প্রভুর বঙ্গদেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। যবন-রাজ আপনাকে কৃতার্থমন্য ভাবিয়া নৌকা সাজাইয়া প্রভুকে নিজ শিবিরে আনয়ন করিলেন। উৎকলরাজের মহাপাত্রও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মুসলমান-রাজ এক সুবৃহৎ নৌকায় সদলে প্রভুকে উঠাইয়া দিয়া জলদস্যুর ভয়ে আর দশখানি নৌকায় সৈন্য লইয়া স্বয়ং সঙ্গে চলিলেন। শ্রীচৈতন্য উৎকল-রাজপ্রতিনিধিকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন। যবনা-ধিপতি মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট নদী পার করাইয়া দিয়া পিছলদা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন এবং নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছেন জানিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া সাশ্রুলোচনে বিদায় লইলেন।

মহাপ্রভু সেই নৌকায় পানিহাটী গ্রামে আসিয়া পুরস্কার দিয়া নাবিকদিগকে বিদায় করিলেন।

পানিহাটীগ্রামে রাঘব পণ্ডিতের বাসস্থান। তিনি প্রভুকে মহাসমাদরে নিজ গৃহে আনিয়া সেবা করাইলেন। গৌর আসিয়াছেন শুনিয়া রাঘবের গৃহে মহাজনতা হইল। এইখানে এঁড়িয়াদহ-নিবাসী গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও মকরধ্বজ করকে মহাপ্রভু কৃপা করেন। নিত্যানন্দ এই স্থানে আসিয়া গৌরের সহিত মিলিত হন। রাঘবগৃহে একদিন অবস্থান করিয়া গৌরচন্দ্র কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালি-সহর গ্রামে শ্রীবাসের ভবনে আগমন করেন। [শ্রীবাস দেখ।] শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করিয়া মহানন্দে

অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই গ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনের গৃহে যাইয়াও গৌরসুন্দর অনেক লীলা কৌতুক করিয়াছিলেন। এইরূপে কিছুদিন শ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করিয়া ও শ্রীরাম পণ্ডিতকে শ্রীবাসের সেবা করিবার জন্য বিশেষ উপদেশ দিয়া শিষ্যগণের সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। দুই একদিন পরেই গৌরের আগমন-বার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বিদায় দিতে লাগিলেন, কিন্তু লোকের ভিড় কমিল না। গৌর লোকের ভিড়ে উত্ত্যক্ত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি কএক-জন বিশ্বাসী বন্ধু সঙ্গে লইয়া কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের ঘরে পলাইয়া গেলেন। এদিকে আগন্তুক ব্যক্তিবর্গ গৌরকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া বাচস্পতিকে তিরস্কার ও নির্যাতন করিতে লাগিল। বাচস্পতি অনেক অনুসন্ধানে চৈতন্যের সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে তথায় লইয়া যাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন।

কুলিয়াতে জন-কোলাহল আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া গ্রাম, প্রান্তর, বন জঙ্গল ছাইয়া ফেলিল। গ্রামে দোকানী পশারী জমিয়া এক মহামেলা হইয়া গেল। গোপাল চাপাল অপরাধী হইয়া কুষ্ঠরোগে কষ্ট পাইতেছিল। চৈতন্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া অনুতাপ ও আর্ত্তনাদ করায় তাঁহার অনুমতি মতে শ্রীবাসের প্রসন্নতা-লাভ করিয়া রোগ হইতে মুক্তি পাইল। সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের প্রতিবাসী দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাস পণ্ডিতের অপকার করিয়া অপরাধী ছিল, বক্রেশ্বরের কৃপায় তাহার জ্ঞান লাভ হয়। বক্রেশ্বর একদিন জিজ্ঞাসা করেন, সাধুনিন্দা ও পরনিন্দাজনিত পাপ কিসে ক্ষয় হয়? চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন, "নিন্দিত ব্যক্তির নিকট নিজ পাপ স্বীকার, তাঁহার স্তুতি, পুনরায় আর নিন্দা না করা এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণই ইহার প্রায়শ্চিত্ত।" দেবানন্দ ভাগবত পড়াইতেন, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। কথিত আছে যে, তিনি শ্রীচৈতন্যের নিকটে ভাগবতের অর্থ শুনিতে চাহিলে চৈতন্য ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে ভাগবতের আদ্যন্তে ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন, এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

সাতদিন কুলিয়া গ্রামে অবস্থিতি করিয়া বহুবিধ লোককে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া শ্রীচৈতন্য সদলে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন করেন। আচার্য্য-ভবনে একজন সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া কেশব-ভারতী চৈতন্যের কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে অদ্বৈত উত্তর করিলেন, "চৈতন্যের গুরু।" এই কথা শুনিয়া অদ্বৈতের পঞ্চবর্ষীয় পুত্র অচ্যুতানন্দ রাগ করিয়া বলিলেন, "আপনি বলেন কি? চৈতন্যই জগদ্গুরু, তার আবার গুরু কে?" আচার্য্য পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহাকে কোলে লইয়া প্রেমানন্দে নাচিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রীচৈতন্য হরিবোল দিয়া তথায় উপস্থিত হন। আচার্য্যের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, হরিনামের ঘোর ঘটা পড়িয়া গেল। অদ্বৈত দোলা পাঠাইয়া নবদ্বীপ হইতে শচীদেবীকে আনাইলেন। শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রাণের নিমাইকে খাওয়াইতে লাগিলেন। এ সময়ে নবদ্বীপের ভক্তগণও আসিয়া মিলিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য দিন কতক তথায় থাকিয়া প্রত্যাগমনকালে পুনর্ব্বার আসিবেন, বলিয়া ভক্তগণের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, লোকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একজন উড়িয়া ভক্ত নাকি জানিতে পারিয়াছিল যে এবার চৈতন্যের বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না, কানাইয়ের নাটশালা হইতে ফিরিতে হইবে। গৌরাঙ্গ ভক্তদল ও পথে উপস্থিত লোকসমূহ লইয়া অল্পদিন মধ্যে বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী গৌড়নগরের নিকট রাম-কেলী গ্রামে উপস্থিত হন। নগরকোতোয়াল গৌড়েশ্বরকে জানাইল যে, এক সন্ন্যাসী বহুসংখ্যক লোক লইয়া অনবরত ভূতের সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে। সৈয়দ হুসেন বা দ্বিতীয় আলা-উদ্দীন্ তখন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি হিন্দু সভা-সদগণকে জিজ্ঞাসা করায় কেশবছত্রী, রূপ ও সাকর মল্লিক বা দবীরখাস তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সব মিথ্যাকথা, এক জন ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটনে যাইতেছেন, তাহার সঙ্গে দুই চারিজন ভিক্ষুক চলিয়াছে। এদিকে তাঁহারা গোপনে অন্যত্র যাইতে চৈতন্যকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহা-দের মনে আশঙ্কা যে যবনরাজ পাছে সন্ন্যাসীর কোন অনিষ্ট করেন। কিন্তু সৈয়দ হুসেন চৈতন্যের থাকিবার ও সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের সুবিধার জন্য এবং কাজীগণ তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে না পারে তজ্জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন। উক্ত রূপ ও সাকরমল্লিকই পরম বৈষ্ণব রূপ ও সনাতন নামে বিখ্যাত। [রূপ ও সনাতন গোস্বামী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রূপ ও সাকরমল্লিক রাজদরবার হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া চৈতন্যের দর্শন-মানসে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া যাত্রা করিলেন। চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর লোকপরম্পরায় তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া ইহারা একান্ত

অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং মধ্যে দুই একবার আপনাদের কর্ত্তব্য কি, এই বিষয়ে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য তদুত্তরে একটীমাত্র সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কবিতাটী এই—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।

তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"

অর্থাৎ পরপুরুষাসক্তা কুলকামিনী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও মনে মনে যেমন সর্ব্বদাই তাহার সম্ভোগসুখ আস্বাদন করে, সেইরূপ বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও ভগবানের রসে মন মগ্ন রাখিবে।

ইঁহারাও সেই উপদেশ অনুসারে চলিয়া আসিতেছিলেন। যথা সময়ে চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চৈতন্য বলিলেন, "তোমাদিগকে বড় ভালবাসী, সেই কারণেই এখানে আসিআছি, এখন ঘরে যাও, শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।" পরে উপস্থিত ভক্তগণকে বলিলেন, "সকলে কৃপা করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার কর। আজ হইতে ইহাদের নাম হইল রূপ ও সনাতন।" ভক্তগণ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, রূপ সনাতনের হৃদয়ে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল, তাঁহারা নবজীবন্ পাইয়া আনন্দে হরিবোল দিয়া নাচিতে লাগিলেন। বিদায় হইয়া যাইবার সময় সনাতন শ্রীচৈতন্যকে সে স্থান হইতে শীঘ্র যাইতে বলেন ও ভঙ্গীক্রমে বুঝাইয়া দেন যে, এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়া উচিত নহে, একাকী অথবা দুই একজন সঙ্গী লইয়া গেলেই ভাল হয়। গৌরাঙ্গ সনাতনের উপদেশের সারবত্তা গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রত্যুষেই যাত্রা করিয়া কানাইয়ের নাটশালা গ্রামে চলিয়া আসিলেন। সেই দিন তথায় থাকিয়া প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এবার বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। শান্তিপুরে শচীমাতাকে আনাইয়া দশ দিন পর্য্যন্ত মহোৎসবে অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে অদ্বৈতের গুরু মাধবেন্দ্র পুরী তথায় উপস্থিত হন। রামভক্ত মুরারিগুপ্ত রামাষ্টক রচনা করায় চৈতন্য তাহার কপালে রামদাস নাম লিখিয়া দেন।* রঘুনাথ দাসও এই সময়ে চৈতন্যের কৃপালাভ করিলেন।

শ্রীচৈতন্য মাতা ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া ও সে বৎসরে ভক্তবৃন্দকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়া কেবল বলভদ্র আচার্য্য ও দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন। পথে বরাহনগরে এক ব্রাহ্মণের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি প্রদান করেন। [ভাগবতাচার্য্য দেখ।]

পূর্ব্বকার পথে নীলাচলে গমন করিলেন। প্রতাপরুদ্র জানিতে পাইয়া পথে পরিচর্য্যার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় লোক রাখিয়াছিলেন। গৌর যথাসময়ে পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের নিকটে রূপ সনাতনের মিলন ও বৃন্দাবনে না যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ বর্ণনা করিলেন।

চৈতন্য নীলাচলে আসিয়াই বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভক্তগণের অনুরোধে বর্ষার কয়মাস তথায় থাকিয়া স্বরূপ গোস্বামীর প্রস্তাব মতে বলভদ্রাচার্য্য ও তৎসঙ্গী ব্রাহ্মণ ভৃত্য এই দুই জনকে সঙ্গে লইয়া কাহাকেও না বলিয়া রজনীযোগে নীলাচল হইতেই যাত্রা করিলেন। লোকসমাগমের ভয়ে প্রসিদ্ধ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া কটক নগরকে ডাহিনে রাখিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে এই পথ ঝারিখণ্ড বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বনের শোভা দর্শনে ও কলনাদী বিহঙ্গগণের গান শ্রবণে গৌরের বৃন্দাবন-ভাব উথলিয়া উঠিল। তিনি অনবরত নাচিতে, গাইতে ও মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র অনেক দিন উচ্চকণ্ঠে হরিসংকীর্ত্তন করেন নাই। এখন নির্জ্জন বন পাইয়া মনের সুখে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বন-পথে দলে দলে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি বিচরণ করিতেছে। গৌরচন্দ্র নির্ভয়চিত্তে তাহার মধ্য দিয়া নাচিয়া গাইয়া যাইতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্রের প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া হিংস্রজন্তুরাও পথ ছাড়িয়া যাইত। বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তাদের মতে একদিন একটা বাঘ ও আর এক দিন এক দল হাতী চৈতন্যের কথা অনুসারে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল !!

গৌর নিবিড় বনভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সাঁওতাল ও ভীলদিগের জনপদে উপনীত হন এবং হরিনাম বিতরণ করিয়া সকল স্থান পবিত্র করেন। বনপথে সবদিন আহারীয় সামগ্রী মিলিত না। সুযোগমতে বলভদ্র দুই চারি দিনের তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া লইতেন। বনমধ্যে শাক ও ফলমূল তুলিয়া পাক হইত, গৌরচন্দ্র তাহাই পরম সুখে ভোজন করিতেন। পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে যেমন হরিনাম বিলাইয়া তদ্দেশবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঝারিখণ্ডের অসভ্য লোকদিগকেও তেমনি বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে যাত্রীগণ মধ্যাহ্ন সময়ে কাশীধামে যাইয়া উপনীত

* ইনি-ই সর্ব্বপ্রথমে চৈতন্যের আদিলীলা-ঘটিত (সংস্কৃত) চৈতন্যচরিত রচনা করেন। লোচনদাস তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা পদ্যে চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করেন।

হইলেন এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য গমন করিলেন। এখানে তপনমিশ্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তপন প্রথমে সন্ন্যাসী গৌরকে চিনিতে পারেন নাই। পরিচয় পাইয়া গৌরচন্দ্র ও সঙ্গীদ্বয়কে অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দেখাইয়া গৃহে লইয়া যান। মিশ্র পরমানন্দে চৈতন্যদেবকে আহার করাইলেন। বলভদ্র আচার্য্য পৃথক্ পাক করিলেন। চৈতন্য শয়ন করিলে মিশ্রের বালকপুত্র রঘুনাথ তাঁহার পায় সম্বাহন করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে এই রঘুনাথই ছয় গোস্বামীর অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর নামে তপনের একজন বন্ধু কাশীতে বাস করিতেন, ইনি জাতিতে বৈদ্য, ব্যবসা গ্রন্থলেখা। সংবাদ পাইয়া ইনি আসিয়া চৈতন্যের চরণবন্দনা করেন এবং কাশীতে ভক্তির কথা নাই, কেবল বেদান্তচর্চ্চা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন এইরূপ বলিয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন।

শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের শিষ্য একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচৈতন্যের রূপমাধুরী ও প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া প্রকাশানন্দের নিকট বলিলে তিনি অনেক উপহাস করিয়া চৈতন্যকে একজন ঐন্দ্রজালিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং শিষ্য মহারাষ্ট্রীয়কে তথায় যাইতে বারণ করিয়া বলিলেন যে, "ইহার নাম কাশী, তোমরা চুপ করিয়া থাক, কাশীপুরে আর তাহাকে ভাব কদলী বেচিতে হইবে না।" ব্রাহ্মণ এই কথায় অতিশয় দুঃখিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট মনোদুঃখ নিবেদন করিয়া বলিল, "প্রভো! এক আশ্চর্য্য দেখিলাম, আমাদের অধ্যাপক তিনবার চেষ্টা করিয়াও 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। কেবল 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' বলিলেন, ইহার কারণ কি?" গৌরাঙ্গ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "মায়াবাদী সন্ন্যাসী কৃষ্ণাপরাধী, কাজেই তাঁহার জিহ্বায় নাম স্ফূর্ত্তি হয় নাই। আর আমিত কাশীর হাটে ভাবকদলী বেচিতেই আসিয়াছি। গ্রাহক না পাইলে, মাল বিকাবে না, কিন্তু বোঝাই বা টেনে বেড়াব কত? দাম না পাইলে অল্প স্বল্প মূল্যে ছাড়িয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি উচ্চ হাস্য করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়কে কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন। মিশ্রের অনুরোধে দশদিন কাশীতে অবস্থিতি করিলেন। প্রত্যাগমনকালে পুনর্ব্বার আসিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। যথাসময়ে প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণীতে স্নান ও মাধব দর্শন করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। যমুনা দর্শনে বৃন্দাবনলীলা স্মরণ হওয়ায় দিশাহারা হইয়া যমুনায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন, ভট্টাচার্য্য আস্তে ব্যস্তে ধরিয়া রাখিলেন।

তিনদিন প্রয়াগে থাকিয়া যাত্রীদল মথুরা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে যেমন দাক্ষিণাত্যের পথে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে নাম প্রচার করিয়াছিলেন, পশ্চিমের পথেও চৈতন্যদেব তাহাই করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে মথুরায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রামতীর্থে স্নান করিলেন এবং কেশব-মন্দিরে কেশব দর্শন করিয়া প্রেমাবেগে হাসিতে কাঁদিতে ও নাচিতে নাচিতে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সংবাদ রাষ্ট্র হইলে ক্রমে লোকের ভিড় হইতে লাগিল। আগন্তুকের মধ্যে এক ব্রাহ্মণও প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিল। চৈতন্য তাঁহার গলা ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন, নৃত্যাবসানে কেশবপূজারি প্রভুকে সেবা করাইলেন। গৌরাঙ্গ আগন্তুক ব্রাহ্মণকে নিভৃতে ডাকিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরী কৃপা করিয়া আমাকে দীক্ষিত করিয়াছেন, আমি সনাঢীয়া ব্রাহ্মণ। সনাঢীয়ার হাতে সন্ন্যাসীরা আহার করেন না, কিন্তু মাধবেন্দ্র সে বিচার না করিয়া আমার হাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন।" পরিচয় পাইয়া চৈতন্য ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন ও আত্মপরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণ পরিচয় জানিয়া মহানন্দে চৈতন্যকে লইয়া গৃহে গেলেন, শ্রীচৈতন্য সনাঢীয়া ব্রাহ্মণের হাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার পরে যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করিয়া স্বয়ম্ভু, বিশ্রামতীর্থ, বিষ্ণু, ভূতেশ্বর ও গোকর্ণাদি তীর্থ দর্শন করিলেন। অনন্তর সনাঢীয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চৌরাশী যোজন বিস্তীর্ণ বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন অবলোকন করেন। এই সময়ে তিনি অষ্টপ্রহরই মহাভাবে বিভোর থাকিতেন। বৈষ্ণব কবিগণ বলেন যে, পুরুষোত্তমে গৌরের যে প্রেম ছিল, ঝারিখণ্ড পথে তাহার শতগুণ, মথুরা-দর্শনে সহস্রগুণ এবং বৃন্দাবন-বনলীলায় লক্ষগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থ কর্ত্তারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বৃন্দাবনের পশুপক্ষী, লতাপাতা, জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই নাকি তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছিল এবং তাহাদের পূর্ব্বপরিচিত কৃষ্ণ মনে করিয়াছিল। তাই একদিন গৌরাঙ্গ বিশ্রামের জন্য একটী তমাল তরুতলে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ এক জোড়া শুকশারী আসিয়া তাঁহার হাতে পড়িয়া লম্বা চওড়া কএকটী সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিয়া রাধা ও কৃষ্ণের বর্ণনা করিতে লাগিল!

(চৈঃ চরিঃ মধ্যঃ ১৭ পরিঃ।)

এই সময়ে প্রত্যেক বস্তুতে গৌরের কৃষ্ণভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কিছু দিন পরে আসিঠ গ্রামে আসিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর রাধাকুণ্ড নির্ণয় করিয়া তথায় স্নান ও কুণ্ডের স্তব করি-

গেলেন। কৃষ্ণলীলার তীর্থ সকল পূর্ব্ব হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্য বহু অনুসন্ধানে অনেক তীর্থের উদ্ধার করেন। তথা হইতে সুমন সরোবর দর্শন করিয়া গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের নিকটে গোবর্দ্ধন গ্রামে যাইয়া হরিদেব-বিগ্রহ দর্শন করেন। সে রাত্রি হরিদেবের মন্দিরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে অন্নকূটপল্লীতে মাধবেন্দ্র-পুরী-প্রতিষ্ঠিত গোপালমূর্ত্তি আছে, চৈতন্য সেই মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎসাহী হইলেন, কিন্তু পবিত্র লীলাস্থান বলিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে উঠিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কাজেই কি প্রকারে গোপালমূর্ত্তি দর্শন হইবে ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন, দৈবাৎ সেই রাত্রে অন্নকূট গ্রামে গুজব উঠিল যে "গ্রাম লুঠিতে তুরুকসোয়ার আসিতেছে, তোমরা পালাও।" এই জনরবে সকল লোক চারিদিকে পলাইয়া গেল, পূজারিগণ গোপাল লইয়া গাঁঠুলী গ্রামে লুকাইয়া রাখিল। চৈতন্য প্রাতে এই সংবাদে প্রেমে গদগদ হইয়া গাঁঠুলী যাইয়া দেবমূর্ত্তি দর্শন করেন। তিনদিন পর্য্যন্ত গোপাল দর্শন করিয়া কাম্যলীলা স্থান দর্শন ও নন্দীশ্বরশৈলে পাবনকুণ্ডে স্নান করিয়া পর্ব্বতের উপরে যাইয়া ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বরী ও কৃষ্ণমূর্ত্তি অবলোকন করেন। তথা হইতে খদিরবনে শেষশায়ী ও খেলাতীর্থ দেখিয়া ভাণ্ডীর স্কন্ধ উপনীত হন। এখানে যমুনা পার হইয়া ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন ও মহাবন হইয়া গোকুলে যাইয়া ভগ্নমূল যমলার্জ্জুন দেখিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন।

বন পর্য্যটন শেষ করিয়া মথুরায় আসিয়া সেই ব্রাহ্মণের ঘরে অবস্থিতি করেন। বন-পর্য্যটন কালে প্রায়ই ফলমূল আহার করিয়া দিনাতিপাত করিতেন।

চৈতন্যের সাধুতা ও প্রেমের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, প্রতিদিন অসংখ্য অসংখ্য লোক আসিতে লাগিল, প্রভু তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কৃপা করিতে লাগিলেন। শেষে লোকের ভিড়ে ত্যক্ত হইয়া যমুনার নিকটে অক্রূর তীর্থে আসিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। অক্রূরতীর্থের নিকটে কৃষ্ণলীলা-সময়ের একটী বৃহৎ তেঁতুল গাছ ছিল, তাহার মূলদেশ পিড়ির আকারে বাঁধান। চৈতন্য তথায় আপনার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া যমুনা দর্শন ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এখানেও বহুতর লোকের সমাগম হইতে লাগিল দেখিয়া গৌরচন্দ্র প্রত্যূষে বনের মধ্যে পলাইয়া যাইয়া সাধন ভজন করিতেন। মধ্যাহ্নে তেঁতুল তলায় আসিয়া স্নানাবগাহনান্তে অক্রূরে যাইয়া ভোজন করিতেন। যমুনাপারবাসী কৃষ্ণদাস নামক জনৈক রাজপুত পরিবারাদি ছাড়িয়া এই সময়ে চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময়ে যে সকল সাধুলোক চৈতন্যকে দেখিতে আসিতেন, তাহারা তাঁহার রূপলাবণ্য ও প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া এবং ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান করিতে পারিতেন না। তাই দেশময় রব উঠিল যে, কৃষ্ণ পুনর্ব্বার উদিত হইয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় বহুতর লোক কোলাহল করিয়া বৃন্দাবন যাইতেছে দেখিয়া চৈতন্য তাহাদিগকে গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল যে "কালিয়দহের জলে কৃষ্ণ উদিত হইয়াছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে কালিয়-নাগের মাথায় দাঁড়াইয়া নৃত্য করেন, আমরা তাহাই দেখিতে যাইতেছি।" গৌরাঙ্গ এই সকল কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার সঙ্গী সরলমতি বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য কালিয়দহে যাইতে চাহিলে চৈতন্য উত্তর করিলেন—

"মূর্খবাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া ॥
কৃষ্ণ কেন দর্শন দিবেন কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥
বাতুল না হইও ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণ দরশন করিহ কালি রাত্রে গিয়া ॥"

পরদিন প্রাতে পরিচিত কএকটী ভদ্রলোক চৈতন্যের নিকটে আসিলে চৈতন্য কালিয়দহের কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা উত্তর করিল, "কালিয়দহের জলে রাত্রিকালে কৈবর্ত্ত মসাল জ্বালিয়া মৎস্য ধরিতেছিল, মূর্খলোক না বুঝিয়া নৌকাকে সর্প, মসালকে মাণিক ও ধীবরকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে।" এই কথার পরে আগন্তুক ভক্তেরা চৈতন্যকেই কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। গৌরাঙ্গ কাণে হাত দিয়া সেই ভক্তদিগকে উপদেশ করিলেন—

"বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিবা।
জীবাধমে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিবা ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণ কনক সম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥
জীবের ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥
যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥" (চৈ-চরি॰ মধ্য॰ ১৮পরিঃ)

ইহার পরে মথুরার ঘরে ঘরে প্রভুর নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। প্রতিদিন কুড়ি পঁচিশটী করিয়া নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইত। গৌরাঙ্গ একটীর বেশী গ্রহণ করিতেন না, কাজেই অনেকের মনে দৈন্য থাকিয়া গেল। একদিন তেঁতুল-তলায় বসিয়া শ্রীচৈতন্য ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞান হইয়া যমুনার

জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া যান। কৃষ্ণদাস রজপুত এই ঘটনা দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, ভট্টাচার্য্য সেই শব্দে দৌড়িয়া আসিয়া জলে পড়িয়া অনেক যত্নে প্রভুকে উঠাইলেন এবং অনেক শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিলেন।

ভট্টাচার্য্য ও মথুরানিবাসী ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া গঙ্গা-তীরের প্রকাশ্যপথে সোরোক্ষেত্র দিয়া শ্রীচৈতন্যকে লইয়া প্রয়াগ গমন করেন। রজপুত কৃষ্ণদাস ও পথাভিজ্ঞ আর দুইজন লোক সঙ্গে চলিলেন। শ্রান্তিনিবারণের জন্য পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে বসিয়া শ্রীচৈতন্য একদল গাভী চরিতেছে দেখিলেন। বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাইতেছেন ভাবিয়া তাঁহার মনে কতই আন্দোলন হইতে লাগিল। এমন সময়ে একজন গোপ বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল। বাঁশীর রবে গৌরচন্দ্র কৃষ্ণাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দিল্লী হইতে দশজন পাঠান সৈনিক অশ্বারোহণে সেই পথে যাইতে ছিল, তাহারা এই ঘটনা দেখিয়া মনে করিল যে, সঙ্গের পাঁচজন লোক যতির সর্ব্বস্ব হরণ করিবে বলিয়া ধুতরা খাওয়াইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়াছে। সৈনিকগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়া সঙ্গী পাঁচজনকে বাঁধিয়া ফেলিল ও অসি নিষ্কাসিত করিয়া কাটিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণদাস সাহস করিয়া তাহাদের সহিত অনেক বাক্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রজপুত কৃষ্ণদাসের গুরু গম্ভীর ধমকানি খাইয়া সৈনিক-গণ একটু সঙ্কুচিত হইয়া তাহাদের বন্ধন খুলিয়া দিল। এদিকে চৈতন্যেরও জ্ঞান হইল। ম্লেচ্ছগণ তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ইহারা সকলেই আমার সঙ্গী, আমার অপকারের চেষ্টা করেন নাই। আমার মৃগী রোগ আছে, তাই মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়ি।" সৈনিকগণের মধ্যে বিজুলীখাঁ নামে একজন রাজকুমার ও কোরাণাদি শাস্ত্রে পারদর্শী একজন মৌলবী ছিলেন। তাঁহারা চৈতন্যের প্রকৃতি, আকৃতি ও সম্ভাষণাদি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত চৈত-ন্যের শাস্ত্রীয় বিচার হয়। পাঠানগণ কোরাণ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু প্রভুর নিকটে তাহাদের প্রমাণ ও যুক্তি স্থান পাইল না। তিনি তর্কে তাহাদের ধর্ম্মমত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন এবং সঙ্কীর্ত্তন ও প্রেমভক্তিই মুক্তির প্রধান উপায় ইহা বুঝাইয়া দিলেন। বিচার শেষ হইলে মৌলবী কাঁদিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে চৈতন্যের পা ধরিয়া আশ্রয় লইলেন। চৈতন্য তাহাকে দীক্ষিত করিয়া তাহার "রামদাস" নাম রাখিলেন। রাজকুমার বিজুলীখাঁও শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। পরিণামে ইহারা পাঠান-বৈষ্ণব নামে পরিচিত হন।

শ্রীচৈতন্য সোরোক্ষেত্র দিয়া প্রয়াগ অভিমুখে চলিলেন। পথাভিজ্ঞ দুই ব্যক্তি এইস্থান হইতে বিদায় পাইলেন। রজপুত কৃষ্ণদাস, মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ও তাহার সেবক গৌরের সঙ্গে চলিল। যাত্রীদল যথাসময়ে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ত্রিবেণীতে মকরস্নান করিয়া পূর্ব্ব-পরিচিত একজন দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ত্রিবেণীঘাটের উপর একখানি পরিষ্কার ঘর চৈতন্যের বাসার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার সম্মুখে একটী মনোহর পুষ্পোদ্যান। চৈতন্য এই স্থানে থাকিয়া প্রাতে গঙ্গাস্নান, বিন্দুমাধব দর্শন, নৃত্য কীর্ত্তন এবং ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগি-লেন। তাঁহার গুণের কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লইতে লাগিল ও চৈত-ন্যের প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে আরম্ভ করিল। একদিন বিন্দুমাধবের প্রাঙ্গণে গৌরচন্দ্র প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে, দর্শকমণ্ডলী গৌরের ভাবাবেশ দেখিয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে শ্রীরূপ ও তাহার কনিষ্ঠ অনুপম মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হন। [বিবরণ রূপগোস্বামী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রয়াগের অনতিদূরে যমুনা পারে আড়লীগ্রামে বল্লভভট্ট নামে একজন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত বাস করিতেন, ইনি ভাগবতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি লোকমুখে শ্রীচৈতন্যের কথা শুনিয়া অনুরক্ত হইয়া প্রয়াগে আসিয়া মিলিত হন এবং চৈতন্যের প্রেমভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। রূপ ও অনুপম উপস্থিত হইল, চৈতন্য তাঁহাদিগকে কৃপালিঙ্গন করিয়া বল্লভের সহিত পরি-চিত করিয়া দেন। এই সময়ে বল্লভ পণ্ডিত ও প্রভু উভয়েই বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহার মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় অর্থাৎ যিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার জন্ম হীনজাতি বা নীচ কুলে হইলেও তিনি ব্রাহ্মণাদির সমান। এই কারণেই তাঁহাদের সহিত রূপ ও অনুপমের সাম্য হইয়া গেল। ইহার পরে বল্লভভট্ট ভক্তসহ চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যান। নৌকায় যাইবার সময় গৌরচন্দ্র ভাবাবেশে ঝাঁপ দিয়া যমুনায় পড়িয়াছিলেন। অনেক যত্নে তাঁহাকে উঠান হয়। যথা সময়ে আড়লীগ্রামে বল্লভের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ত্রিহুত-বাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় চৈতন্যের সহিত

মিলিত হন। তাঁহার সহিত চৈতন্যের অনেক ধর্ম্মকথা হইয়াছিল। (চৈ·চরি মধ্য° ১৯ পরিঃ দেখ।)

এখানেও ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল দেখিয়া পুনর্ব্বার ত্রিবেণীঘাটে চলিয়া আসিলেন। ত্রিবেণীঘাটের বাসায় দিন দিন লোকের ভিড় দেখিয়া চৈতন্যদেব দশাশ্বমেধে যাইয়া বাস করেন। এইখানে দশ দিন থাকিয়া রূপগোস্বামীকে তত্ত্ব উপদেশ এবং সূত্ররূপে ভক্তিরসের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া দিলেন। (চৈ° চ° মধ্য ১৯ প°) দশ দিন এইরূপে রূপগোস্বামীকে উপদেশ করিয়া শ্রীরূপ ও অনুপমকে মথুরার ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রজপুতের সহিত মথুরায় যাইতে অনুমতি করিয়া নৌকারোহণে প্রয়াগ হইতে কাশী গমন করেন।

গৌরচন্দ্র যথাসময়ে কাশী উপস্থিত হইলেন। এখানে চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাসা লইলেন এবং তপনমিশ্রের ঘরে ভোজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সনাতন আসিয়া মিলিত হন। সনাতন দরবেশ সাজিয়া কাশীতে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্যের দর্শনকামনায় চন্দ্রশেখরের বহির্বাটীতে উপবেশন করেন। গৌরাঙ্গ অভ্যন্তরে থাকিয়া মনে মনে তাহা জানিতে পারিলেন এবং চন্দ্রশেখরকে বলিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কৃপা করিলেন। রূপের মিলনের সময় যে সকল সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, এবারেও সেই সকল সিদ্ধান্তানুসারে ইঁহাকে গ্রহণ করা হইল। [সনাতন গোস্বামী দেখ।] প্রায় দুইমাস পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া সনাতনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। সনাতনের প্রশ্নানুসারে শ্রীচৈতন্য যে সকল ধর্ম্ম মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবসমাজে সনাতনশিক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। তাহার বিষয় জানিতে হইলে ষট্‌সন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসীসঙ্গ পরিহার করিতেন। তাহাতে পরমহংসগণ অপমান জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সব নিন্দাবাদ শুনিয়া] চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া ইহার কোন একটা বিহিত করিতে প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। এক দিন কাশীনিবাসী কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সন্ন্যাসী ও পরমহংসগণের নিমন্ত্রণ হইল। চৈতন্য এতদিন এরূপ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সেদিন নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণের গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসীদিগের সভার মধ্যভাগে বসিয়া প্রকাশানন্দ স্বামী মহাশয় জাঁকজমকের সহিত বেদান্ত আলোচনা করিতেছেন। গৌরচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার করিয়া নিম্নাসনে উপবেশন করিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহাকে সভার মধ্যে বসিতে বলিলে গৌর অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি অতি হীন-সম্প্রদায়, আপনাদের সঙ্গে বসিবার উপযুক্ত নই।" প্রকাশানন্দ গৌরের বিনয়বাক্যে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং তাঁহার হাত ধরিয়া সভার মধ্যস্থানে বসাইলেন। কথায় কথায় সরস্বতীর সহিত প্রভুর বিচার আরম্ভ হইল। চৈতন্য একে একে তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব ও একমাত্র উপাস্য এবং জীব তাহা হইতে ভিন্ন ইত্যাদি তাৎপর্য্যে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা নিজ মত স্থাপন করিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত শ্রবণে সন্ন্যাসীগণ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এখন সন্ন্যাসীসভায় গৌরের নিন্দার পরিবর্ত্তে প্রশংসা হইতে লাগিল।

তাহার পরে একদিন গৌরচন্দ্র বিন্দুমাধবের প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছেন, প্রকাশানন্দ তাহা দেখিয়া সশিষ্যে আসিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। গৌরাঙ্গও তৎক্ষণাৎ নৃত্য ছাড়িয়া প্রকাশানন্দের চরণ ধরিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রকাশানন্দ মায়াবাদের নিন্দা করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রকাশানন্দের অনুরোধে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দেন। প্রকাশানন্দ মায়াবাদ ছাড়িয়া ভক্ত হইয়া উঠিলেন। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ ও শত শত ব্যক্তি সংকীর্ত্তন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইতে লাগিল। পরে এক দিন প্রাতে উঠিয়া সনাতনকে বৃন্দাবনে যাইতে বিদায় দিয়া বলভদ্র আচার্য্যের সঙ্গে চৈতন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন, তপনমিশ্র রঘুনাথ ও চন্দ্রশেখর সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে বলিলেন, ইচ্ছা হইলে পরে আসিও, এখন আমি একা যাইব। গৌরাঙ্গ ঝারিখণ্ডের পথে গমন করিয়া যথা সময়ে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন।

সুবুদ্ধি রায় নামক জনৈক হিন্দু গৌড়নগরের বিপুল ভূম্যধিকারী, তিনি চাকর সৈয়দ হুসেনখাঁকে কোন অপরাধে চাবুক মারেন। কালে ঐ সৈয়দ হুসেনখাঁ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কারোয়ার জল খাওয়াইয়া সুবুদ্ধি রায়ের হিন্দুত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায় বিষয়, বিভব, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাইয়া পণ্ডিতগণের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলে তাঁহারা বলিলেন, "উত্তপ্ত ঘৃতপানে প্রাণত্যাগ করাই ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।" এই ব্যবস্থা রায় মহাশয়ের অভিমত হইল না, তিনি পাগলের ন্যায় কাশীর রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য

উপস্থিত হইলে সুবুদ্ধি রায় তাঁহার নিকটে যাইয়া জানাইলে তিনি বলিলেন—

"ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন॥
এক নাম ভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণ-স্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥"

রায়ের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তিনি চৈতন্যচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া কঠোর ভজনা আরম্ভ করিলেন, অচিরে সুবুদ্ধি রায় পরমভক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ এই পর্য্যন্ত মধ্যলীলা বলিয়া বর্ণনা করেন।

এদিকে গৌরচন্দ্র নীলাচলে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ দল বাঁধিয়া নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। শিবানন্দ সেন ইহাদের তত্ত্বাবধারকরূপে গমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে নাকি একটী কুকুরও গিয়াছিল, এবং নীলাচলের নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে যাইয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হয়। রূপ ও অনুপম চৈতন্য-দর্শনার্থ বৃন্দাবন ছাড়িয়া কাশী আসিলেন, তথায় প্রভুর নীলাচল গমনবার্ত্তা শুনিয়া গৌড়দেশ দিয়া উৎকলে গমন করেন। গৌড়দেশে অনুপমের মৃত্যু হয়, রূপ একাকী চৈতন্যের নিকটে উপস্থিত হন। রূপ এখানে আসিলে চৈতন্য ভক্তগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। ক্রমে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী হইল। পূর্ব্বের ন্যায় গুণ্ডিচা-মার্জন, বন-ভোজন, রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন সকলই হইল। রথের সময়ে চৈতন্যদেব ভাবে বিভোর হইয়া সামান্য একটী আদিরসের শ্লোক পড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। এই শ্লোকের সঙ্গে প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা স্বরূপ ব্যতীত আর কেহই জানিত না। সকলেই শুনিয়া অবাক্ হইলেন। কথিত আছে যে, রূপ ঐ শ্লোকের সহিত প্রভুর মনের ভাব লইয়া আর একটী শ্লোক রচনা করেন। গৌর তাহা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

চারিমাস পরে গৌড়দেশের ভক্তমণ্ডলী চলিয়া গেলে, রূপগোস্বামী দোলযাত্রা পর্য্যন্ত নীলাচলে অবস্থিতি করেন। দোলযাত্রা দর্শনের পরে চৈতন্য রূপকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "এখন বৃন্দাবনে যাও; দুই ভাই মিলিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও কৃষ্ণ সেবা করিও। আমার একবার তথায় যাইবার ইচ্ছা আছে। সনাতনকে একবার এখানে পাঠাইয়া দিবে।" রূপ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

শতানন্দ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবান্ আচার্য্য বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইয়া চৈতন্য-চরণে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি অল্পদিন মধ্যেই সকল ভক্তের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একদিন ভগবান্ আচার্য্য ছোট হরিদাসের দ্বারা শিখি মাইতির ভগিনী মাধবীর নিকট হইতে এক মণ আতপ চাউল ভিক্ষা করাইয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য খাইতে বসিয়া এই সকল সংবাদ শুনিতে পাইলেন, ভোজনান্তে বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন, "আজ হইতে ছোট হরিদাসকে এখানে আসিতে দিওনা।" ছোট হরিদাস শ্রীচৈতন্যের একজন কীর্ত্তনীয়া, প্রভুর বাসায়ই থাকিত। গোবিন্দ প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। ছোট হরিদাসের গৌরাঙ্গ-দর্শন বন্ধ হইল। হরিদাস তিনদিন অনাহারে রহিল। তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের নিকটে ছোট হরিদাসের অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন—

"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব কপট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

(চৈ° চরি° অন্ত্য° ২ পরি°)

ইহার পরে সমস্ত ভক্ত মিলিত হইয়া হরিদাসের জন্য প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে ভক্তগণের অনুরোধে পরমানন্দপুরীও ছোট হরিদাসের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য কিছুতেই তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। এইরূপে একবৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু চৈতন্য কিছুতেই ছোট হরিদাসের অপরাধ ক্ষমা করিলেন না। তৎপরে একদিন রাত্রিশেষে হরিদাস নীলাচল ছাড়িয়া প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। হরিদাসের কঠোর দণ্ড দেখিয়া অপর বৈষ্ণবগণ স্বপ্নেও স্ত্রীসম্ভাষণ পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থ-কর্ত্তারা বলেন যে, হরিদাস নরদেহ ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ দিব্যমূর্ত্তি লাভ করিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি রাত্রিতে সুমধুর গান করিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতেন। একদিন সমুদ্রস্নানে যাইয়া নাকি জগদানন্দ প্রভৃতিও হরিদাসের গান শুনিতে পাইয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে একজন বৈষ্ণব

আসিয়া নবদ্বীপে শ্রীবাসাদির নিকটে হরিদাসের প্রাণত্যাগের কথা বলিয়াছিল। পর বৎসরে শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া গৌরাঙ্গের নিকটে ছোট হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।" ইহার পরে শ্রীবাস হরিদাসের বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রসন্ন চিত্তে উত্তর করিলেন "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"

পুরুষোত্তমনিবাসী একটী পিতৃহীন ব্রাহ্মণ বালক প্রতিদিন চৈতন্যের নিকট আসিত। বালকটী দেখিতে অতি সুন্দর এবং কথাগুলিও বেশ মধুর; চৈতন্য তাহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন। বালকের মাতারও যৌবন অতিক্রম করে নাই, দেখিতেও পরমাসুন্দরী, কিন্তু তিনি সতী সাধ্বী, বিধবা হইয়া সর্ব্বদাই তপস্যায় নিরত ছিলেন। ব্রাহ্মণকুমারের সহিত চৈতন্যচন্দ্রের অত আলাপ পরিচয় দামোদর পণ্ডিতের মনে ভাল লাগিল না। একদিন বালক উঠিয়া গেলে দামোদর বলিতে লাগিলেন—

"অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঞি।
গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে॥"

(চৈ° চরি° অন্ত্য ৩ পরি°)

দামোদরের বিদ্রূপোক্তি শুনিয়া গৌরাঙ্গ তাহাকে খুলিয়া বলিতে বলিলে দামোদর বিনীতভাবে বলিলেন—

"———তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতে মুখ পার আচ্ছাদিতে॥
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডীর বালকে প্রীতি কেন কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেহ তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর॥"

(চৈ° চরি° অন্ত্য° ৩ পরি:)

গৌরাঙ্গ নিজ ভক্তের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন, আমার ভক্তগণের মধ্যে দামোদরই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। পরদিন দামোদরকে নিভৃতে ডাকিয়া শচীদেবীর রক্ষণের ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া নবদ্বীপ যাইয়া বাস করিতে আজ্ঞা দিলেন। আর বলিলেন, "দামোদর, তোমার মত নিরপেক্ষ আমার দলের মধ্যে আর কেহই নাই, নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্মরক্ষা হইতে পারে না। আমা হইতে যাহা হয় না, তাহাও তোমাদ্বারা হইতেছে, তুমি যখন আমাকেই দণ্ড করিতে পরিয়াছ, তখন অপরকেও পারিবে। তুমি নবদ্বীপে যাইয়া জননীর নিকটে অবস্থান কর।" দামোদর চৈতন্যের আজ্ঞায় নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে সনাতন আসিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। সনাতন ঝারিখণ্ডের পথে আসিয়াছিলেন, দুর্গম পথের কষ্টে তাহার সমস্ত শরীরে কণ্ডু জন্মিয়াছিল। দিন দিন কণ্ডু হইতে পূয রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার জাতীয় লঘুতা ও শরীরের অপবিত্রতা মনে ভাবিয়া চৈতন্য-দর্শনে নিরাশ হইয়া জগন্নাথের রথের চাকার তলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। তিনি পুরুষোত্তমে আসিয়া বড় হরিদাসের বাসায় রহিলেন। জগন্নাথের উপলভোগ দর্শন করিয়া চৈতন্যদেব হরিদাসের বাসায় উপস্থিত হইলে সনাতন তাহার সহিত মিলিত হন। চৈতন্য পরম আহ্লাদে দুর্গন্ধময় পূয-রক্তমাখা সনাতনকে কোলে করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। অনেক আলাপের পর সনাতন আপনার সঙ্কল্প জানাইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সেই দারুণ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিয়া শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া বৈষ্ণবকৃত্য, বৈষ্ণব আচার, কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তি-সেবা এবং লুপ্ততীর্থের উদ্ধার করিতে বলিলেন।

যথাসময়ে গৌড়বাসী ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন। রথযাত্রায় পূর্ব্বকার ন্যায় সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইল। সনাতনের ব্যবহারে গৌড়বাসী ভক্তগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। চারিমাস পরে গৌড়বাসীগণ বিদায় হইলেন। সনাতন দোলযাত্রা পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমে থাকিয়া গৌরাঙ্গের আদেশ অনুসারে গৌরাঙ্গ যে পথে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, সেই পথে বৃন্দাবন গমন করেন। কিছুদিন পরে প্রদ্যুম্নমিশ্র নামে জনৈক সরল প্রকৃতি সাধু ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের নিকটে ধর্ম্মোপদেশ লইতে আসিলে তিনি তাঁহাকে রামানন্দ রায়ের নিকটে পাঠাইয়া দেন। প্রদ্যুম্ন রায় রামানন্দের নিকটে যাইয়া জানিলেন যে, তিনি অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী যুবতী রমণী লইয়া নির্জ্জন উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছেন। রামানন্দের ভৃত্যের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া প্রদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন এবং রায়ের সহিত মৌখিক শিষ্টালাপ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্রের নিকট আসিয়া জানাইলেন। যুবতী সুন্দরী স্ত্রী লইয়া নিভৃতে ক্রীড়া করিয়াও রামানন্দের বিকার হয় না বলিয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহার অনেক প্রশংসা করিলেন এবং প্রদ্যুম্নকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "রায় রামানন্দ আমা হইতেও অধিক শ্রেষ্ঠ। অত-

এব তুমি তাহার নিকটে যাইয়া উপদেশ দাও।" প্রদ্যুম্ন তাহাই করিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশবাসী কোন একজন পণ্ডিত গৌরাঙ্গচরিত অবলম্বনে একখানি সংস্কৃত নাটক লিখিয়া প্রভুকে উপহার দিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যভক্তগণ তাহা সমাদরে গ্রহণ করেন নাই।

এইরূপে নীলাচলে থাকিয়া গৌরচন্দ্র নানাবিধ লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুখে ভক্তগণের সহিত ধর্ম্মালাপ ও নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া আমোদ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর দিন দিনই কৃষ্ণ-বিরহানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। রজনীযোগে কৃষ্ণবিরহ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিত, প্রায় সকল রাত্রিই কাঁদিয়া কাটাইতেন, এই কারণে দিন দিন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান কমিয়া আসিতে লাগিল, মূর্চ্ছা ও ভাবাবেশ প্রায়ই হইত। প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রামানন্দ রায় ও স্বরূপ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতেন। এই সময়ে রঘুনাথদাস আসিয়া মিলিত হইলেন। যথাকালে গৌড়বাসী ভক্তগণ আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চারিমাস থাকিয়া রথযাত্রার পরে দেশে চলিয়া গেলেন। এবারেও গুণ্ডিচামার্জন প্রভৃতি সমস্তই হইল। বৃন্দাবনবাসী শঙ্করানন্দ সরস্বতী প্রভুকে শিলামালা অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তিন বৎসর যাবৎ সেই শিলামালা ধারণ করেন, শেষে রঘুনাথের বৈরাগ্য-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই মালা অর্পণ করেন।

[রঘুনাথ দাস শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বর্ষান্তরে গৌড়ের ভক্তগণ উপস্থিত হইলে গৌরচন্দ্র তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বল্লভভট্ট তথায় উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্য পরম সমাদরে ভট্টকে গ্রহণ করিলেন। কথায় কথায় চৈতন্যের মুখে ধর্ম্মমীমাংসা শুনিয়া ভট্টের অভিমান কমিয়া আসিল। একদিন বল্লভভট্ট শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যায় দোষ দিয়া ভাগবতের একটী নূতন ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুকে দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। প্রভু প্রথমে তাহা দেখিতে সম্মত হন নাই। শেষে ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে একবার মাত্র শুনিয়া শত শত দোষ দিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। বল্লভভট্ট বালগোপালের উপাসক ছিলেন, কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের দেখাদেখি কিশোর-গোপালের উপাসনা করিতে অভিলাষী হইয়া চৈতন্যের আদেশমতে গদাধরের নিকটে কিশোর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিলেন, গৌরচন্দ্র তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যথেষ্ট ভক্তি দেখাইলেন। রামচন্দ্র পরনিন্দা করিতে বৃহস্পতি তুল্য। নীলাচলে আসিয়া ভক্তগণের অনুরোধে শ্রীচৈতন্যের আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কথিত আছে যে, সে সময়ে তথায় চারিপণ কড়িতে যে প্রসাদ পাওয়া যাইত, প্রভু তাহা খাইতে পারিতেন, কোন কোন দিন কাশীশ্বর ও গোবিন্দ ভাগ পাইতেন। রামচন্দ্রপুরী তথায় উপস্থিত হইলে জগদানন্দের গৃহে নিমন্ত্রণ হয়, রামচন্দ্র গৌরের আহার দেখিয়া অনেক নিন্দা করিয়া বলেন যে, "সন্ন্যাসীর কি এত খাওয়া ভাল? দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়-দমন করিতে হইলে আহার কমাইতে হয়, কেবল জীবন ধারণের জন্য দুইটী খাওয়া উচিত। বাস্তবিক বৈরাগ্য হইলে লোক এত খাইতে পারে না, ইহারা বৈরাগ্যের ছলনা করিয়াছে।" রামচন্দ্র এই রকম ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্রের কুৎসা রটাইতে লাগিলেন, কিন্তু গৌর তাহাতে একটুও ক্ষুব্ধ হইলেন না, তিনি রামচন্দ্রকে দেখিলেই ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিতেন। রামচন্দ্র প্রাতে গৌরাঙ্গের বাসভবনে আসিয়া কতকগুলি পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতেছে, দেখিয়া চৈতন্যকে মিষ্টভোজী মনে করিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই অনেক নিন্দা করেন। চৈতন্য তাহার পরদিন হইতে পূর্ব্বে যে আহার করিতেন, তাহার চারিভাগের এক ভাগ খাইতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ তাহাতে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আহার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, "রামচন্দ্র পুরী যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক, সন্ন্যাসীর পক্ষে অধিক ভোজন উচিত নহে।" শেষে সকলের যত্নে অর্দ্ধেক ভোজন করিতেন।

ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথের নিকট কর বাবদ প্রতাপরুদ্রের দুইলক্ষ কাহন পাওনা হইয়াছিল, গোপীনাথ দিতে অসমর্থ হইলে রাজা কোন রাজপুত্রের পরামর্শে তাঁহাকে চাঙ্গে চড়াইয়া খড়্গের উপরে ফেলিয়া প্রাণ লইতে অনুমতি করেন। জল্লাদেরা গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইতে লইয়া গেল, তাহার সেবকগণ বিপদে পড়িয়া প্রভুকে জানাইলে তিনি ঈষৎ কোপ করিয়া বলিলেন, "আমি দীন দরিদ্র সন্ন্যাসী, ইহার উপায় কি করিব, রাজার টাকা না দিলে এই দশাই ঘটিয়া থাকে।" তৎপরে আরও তিনবার চৈতন্যের নিকটে সংবাদ আসিল, তিনি প্রতিবারই এইরূপ উত্তর করেন। ভবানন্দের পরিবারবর্গ চৈতন্যের আশ্রিত মনে করিয়া ভক্তগণও প্রভুকে ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করেন। শেষে গৌরাঙ্গ গোপীনাথের প্রাণ রক্ষার জন্য জগন্নাথের নিকটে প্রার্থনা করিতে অনুমতি করেন। ভক্তগণ তাহাই করিলেন। এদিকে হরিচন্দনপাত্রের পরামর্শে রাজা তাহার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে আবদ্ধ রাখিতে অনুমতি করেন। ইহার পরে

কাশীনাথ মিশ্র চৈতন্যের নিকটে আসিলে তিনি তাঁহাকে এই সকল কথা বলিয়া বলেন যে "আমি এস্থান ছাড়িয়া আলালনাথ যাইব।" কাশীনাথ রাজা প্রতাপরুদ্রকে এই কথা জানাইলে তিনি গোপীনাথের নিকট প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দিয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করেন।

পর বৎসরে যথাসময়ে গৌড়ের ভক্তগণ উপস্থিত হইল। এ বৎসরে জগন্নাথের জলকেলির দিনে খুব সমারোহে নৃত্য-কীর্ত্তন হয়। প্রায় সব সময়েই গৌরাঙ্গ ভাবাবেশে উন্মত্ত ছিলেন। চারিমাস পরে বড় হরিদাস শ্রীচৈতন্যের চরণ ধ্যান করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে চৈতন্য স্বয়ং তাঁহার কাণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে মহাসমারোহে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া সমুদ্রতীরে বালুকার গর্ত্তে হরিদাসের সমাধি হয়।

চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্তর সর্ব্বদাই বিষাদপূর্ণ, রাত্রিদিন কোন সময়েই তাঁহার শান্তি ছিল না। "হা কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ! প্রাণনাথ কোথায় গেলে তোমাকে দেখিতে পাইব।" দিবানিশি এই বলিয়া রোদন করিতেন। রাত্রিদিনই তিনি বিরহে কাতর থাকিতেন, কথনও শান্তি পাইতেন না। প্রভুর এইরূপ অবস্থা শুনিয়া গৌড়বাসী ভক্তগণ প্রভুকে দেখিতে আসিলেন। এইবারে ভক্তগণের সঙ্গে তাহাদের স্ত্রীপুত্রও আসিয়াছিল। জগদানন্দ এই সময়ে প্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। একদিন শ্রীচৈতন্য যমেশ্বর টোটা যাইতেছেন, এমন সময়ে কতকগুলি দেবদাসী গান করিতেছিল, গান শুনিয়া চৈতন্যের ভাবাবেশ হইল। তিনি স্ত্রীপুরুষ লক্ষ্য না করিয়া আলিঙ্গন করিতে চলিলেন। গোবিন্দ দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "ওরা স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া প্রভুর ভাবাবেশ কমিয়া গেল। তিনি গোবিন্দকে সাধুবাদ দিলেন। কিছুদিন পরে তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হন। রঘুনাথ আটমাস প্রভুর নিকটে অবস্থান করিলে প্রভু তাঁহাকে বাড়ী যাইয়া পিতামাতার সেবা করিতে উপদেশ দেন এবং বিবাহ করিতে নিষেধ করেন। রঘুনাথ তদনুসারে চলিয়া যান। উদ্ধবদর্শনে রাধা যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণচৈতন্যও কৃষ্ণের বিরহে দিবানিশি সেইরূপ করিতে লাগিলেন, বিরহের সমস্ত দশাই তাহার স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল।

একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে কৃষ্ণের রাসলীলা অবলোকন করিয়া আরও ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। অনিচ্ছায় নৃত্যকীর্ত্তন সমাপন করিয়া গরুড়ের পাশে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, একটী উড়িয়া স্ত্রীলোক ভিড়ে দর্শন করিতে না পারিয়া চৈতন্যের স্কন্ধে পা দিয়া গরুড়ের উপরে উঠিয়া জগন্নাথ দর্শন করিল। গোবিন্দ নিকটে ছিলেন, তিনি দেখিয়া "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!" বলিয়া স্ত্রীলোকটীকে বারণ করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীচৈতন্য তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ইহার ন্যায় ভাগ্যবতী আর কেহই নাই, জগন্নাথ ইহাকে কৃপা করিয়াছেন, তাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দেখিতেছে।" স্ত্রীলোকটী তথা হইতে নামিলে চৈতন্য তাহার পদবন্দনা করেন।

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীগণের যে সকল দশা হইয়াছিল, কৃষ্ণচৈতন্যেও সেই সকল দশা অর্থাৎ চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, অঙ্গের মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মত্ততা, মোহ ও মৃত্যু এই দশটী অবস্থা স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, রাত্রিদিন সর্ব্বদাই গৌরাঙ্গ অস্থির থাকিতেন, কথন কোন দশা উঠিবে তাহার স্থির ছিল না, এই জন্য স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতেন। একদিন সন্ধ্যার পরে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতিকে লইয়া গৌরচন্দ্র ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার বাক্যরুদ্ধ হইল, ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রামানন্দ ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, স্বরূপ কৃষ্ণলীলা গান করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহাতে অনেক পরে গৌরাঙ্গের কিছু জ্ঞান হইল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল, তথাপি কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল না, দেখিয়া ভক্তগণ প্রভুকে লইয়া ভিতর প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইলেন, গৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া গোবিন্দ ও স্বরূপ দ্বারে শয়ন করিলেন। চৈতন্যচন্দ্র রাত্রিতে প্রায়ই জাগরণ করিতেন, এ দিনও শয্যায় শয়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ প্রভৃতি কিছুকাল নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, জাগিয়া প্রভুর সাড়া শব্দ না পাইয়া কপাট খুলিয়া দেখিলেন প্রভু চলিয়া গিয়াছেন। তখন ভক্তগণ ব্যাকুল মনে প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, অনেক অনুসন্ধানের পর সিংহদ্বারের উত্তরপাশে বিকৃত অবস্থায় প্রভুকে দেখিতে পাইলেন। গৌরাঙ্গের সেই অবস্থাটী কৃষ্ণদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসার শ্বাস নাহি বয়॥
এক এক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত॥
হস্তপাদ গ্রীবা কটি অস্থি যত।
একেক বিক্রতি ভিন্ন হইয়াছে তত॥

চর্ম মাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান শয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥"

(চৈ° চরি° অন্ত্য° ১৪ প°)

স্বরূপ গোঁসাই ভক্তগণকে লইয়া প্রভুর কাণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন, কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্য হরিবোল দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই সকল বিকৃত অবস্থা লোপ পাইল, তিনি আবার পুর্ব্বের মত হইয়া উঠিলেন। গৌরাঙ্গের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে তিনি সিংহদ্বারে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বরূপ তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "কি বল, আমিত ইহার কিছুই জানি না। কিন্তু আমি সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যেন কৃষ্ণ আমার নিকটে আসিয়া বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া যান।" ইহার পরে মহাপ্রভু স্নান করিতে গেলেন। প্রভুর এই অদ্ভুত বিকার রঘুনাথদাস নিজকৃত চৈতন্যস্তবকল্পতরু গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ও সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আর একদিন, সমুদ্র গমনকালে চটক পর্ব্বত তাঁহার নয়নগোচর হয়, পর্ব্বত দর্শনে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ভাগবতের

"হন্তায়মদ্রিরবলাহরিদাসবর্য্যো-
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥" (১০।২১।১৮)

এই শ্লোকটী পড়িতে পড়িতে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে লাগিলেন, গোবিন্দও তাঁহার পিছনে ছুটিলেন, কিন্তু প্রভু এত বেগে দৌড়িতেছিলেন যে, গোবিন্দ প্রাণপণে ছুটিয়াও তাঁহার নাগাল পাইলেন না। তখন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একটী হুলস্থুল পড়িয়া গেল, সকলেই সমুদ্রতীরে আসিলেন। কিছু দূর অতিক্রম করিয়া প্রভুর গমনবেগ থামিয়া আসিল, শরীর বিকৃত হইল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। এই সময়ে গৌরাঙ্গের শরীরের অবস্থা কৃষ্ণদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হইল চলিতে নাহি শকতি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার।"
"দুইনেত্র বহি অশ্রু পড়য়ে অপার।"
বৈবর্ণ্য শঙ্খ প্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।"

স্বরূপ অনেক শুশ্রূষা করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, অনেক পরে কিছু জ্ঞান হইলে তিনি বলিলেন যে "কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন, তাহা শুনিতে তিনি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন হইতে তাঁহাকে আনিয়া ভক্তগণ ভাল কাজ করেন নাই।" সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে স্বরূপ বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে সমুদ্র স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গৌর মহানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করেন। পরে সর্ব্বদাই তাঁহাতে কৃষ্ণ ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্ফূর্ত্তি হইত, তিনি সর্ব্বদাই ভাবে বিভোর হইয়া ছুটাছুটী করিতেন, রোদন, বিলাপ ও মূর্চ্ছা তাঁহার দৈনিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

এইরূপে সে বর্ষ শেষ হইল। বর্ষান্তরে গৌড়বাসী ভক্তগণ আসিলেন। এ বৎসরে কালিদাস নামক একজন বৈষ্ণব ও শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপুর আসিয়া প্রভুর কৃপা পাইয়াছিলেন।

একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় বেণুর শব্দ শুনিয়া শ্রীচৈতন্য সিংহদ্বারের পাশে গাভীগণের মধ্যে যাইয়া অচেতন হইয়া পড়েন, এই দিন হস্ত পদ প্রভৃতি অবয়ব তাঁহার পেটে প্রবেশ করায় তিনি দেখিতে একটী কুষ্মাণ্ডের ন্যায় হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ তাহাকে কূর্ম্মাকৃতি ভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিন শারদীয় রাত্রিতে প্রভু ভক্তগণ লইয়া উদ্যানভ্রমণ করিতে বাহির হন, ক্রমে ভক্তগণের সহিত রাসের কথা ও নানাবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে আইটোটায় আসিয়া উপস্থিত হন। হঠাৎ সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি যমুনা ভাবিয়া সঙ্গীগণের অলক্ষিত ভাবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যান। তৎপরে ভক্তগণ চৈতন্যকে না দেখিয়া অবাক্ হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মন্দির, গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণ, চটকপর্ব্বত ও সমুদ্রের তীর অনুসন্ধান করিয়া কোথাও প্রভুকে না পাইয়া ভক্তগণ প্রভুর অন্তর্দ্ধান স্থির করিলেন। প্রভুর বিচ্ছেদে সকলেই শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। রাত্রি শেষ হইল, তথাপি গৌরাঙ্গের কোন সংবাদ নাই। শেষে সমুদ্রের তীরে আসিয়া কএকজন বিবধূ পর্ব্বতের দিকে গমন করিলেন এবং স্বরূপ কএকজনকে লইয়া সমুদ্রের তীরে

পূর্ব্বদিকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইলেন। কতদূর যাইয়া দেখিলেন যে এক ধীবর হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মত্তের ন্যায় যাইতেছে। তাহার শরীরেরও নাকি অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমার জালে একটী মৃত শরীর উঠিল, আমি প্রথমে মৃত শরীর বলিয়া জানিতে পারি নাই, মৎস্য ভাবিয়া পরম সমাদরে উঠাইয়া দেখি একটী মড়া। দেখিয়াই আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, জাল হইতে খসাইয়া ফেলিবার জন্য সেই মড়া স্পর্শ করিয়াই আমার এই দশা হইয়াছে।" স্বরূপ সকলই বুঝিতে পারিলেন, জালিকের ভয় নিবারণের জন্য কপট রোঝা সাজিয়া তাহার পৃষ্ঠে তিন চাপড় মারিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন এবং তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিয়া তাহার সহিত প্রভুর নিকটে যাইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব প্রদর্শিত অদ্ভুত বিকারের ন্যায় এই দিনেও গৌরের সমস্ত শরীর বিকৃত হইয়াছিল। অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করায় প্রভুর শরীরে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় অর্দ্ধেক জ্ঞান সঞ্চার হইলে তাঁহাকে তথা হইতে আনা হইল। তিনি উঠিয়া বলিলেন যে তিনি বৃন্দাবনে যমুনায় নামিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন।

সমালোচকগণ বলেন যে, এই সমুদ্র-পতনের দিনই ভারতের এক প্রধান আদর্শ পুরুষ ও ধর্ম্মপ্রচারক গৌরচন্দ্র ভারতভূমি অন্ধকার করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে অস্তমিত হন। বৈষ্ণবগণ জালিয়ার জালে তাঁহার জীবনহীন শরীরটী পাইয়াছিলেন।

কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে ইহার পরেও চৈতন্য কএকমাস জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মতে এই ঘটনার পরে চৈতন্যচন্দ্র জগদানন্দ পণ্ডিতকে মাতার নিকটে অনুনয় করিয়া পাঠাইয়া দেন। জগদানন্দ এই সংবাদ লইয়া নদীয়ায় গেলেন। শচীমাতা ও ভক্তগণকে চৈতন্যের নিবেদন ও উপদেশ জানাইয়া ফিরিয়া আসিবার কালে আচার্য্য গোঁসাই চৈতন্যের নিকট একটী প্রহেলিকা বলিয়া পাঠান। যথা—

"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউল কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কায়ে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥" (চৈ° চরি° ৩।১৯)

জগদানন্দ যথাসময়ে নীলাচলে আসিয়া আচার্য্যের প্রহেলিকাটী প্রভুকে বলিলেন। ইহা শুনিয়া সকল ভক্তগণই অবাক্ হইলেন, কেহই কোন অর্থ বুঝিলেন না। চৈতন্যচন্দ্রকে ইহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "পাগল সন্ন্যাসীর কথা আমিও বুঝিতে পারি নাই।" কিন্তু প্রথমে জগদানন্দের মুখে শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। এই দিন হইতে বিরহদশা দ্বিগুণ হইতে লাগিল। তখন হইতেই প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধ রাত্রির পরে স্বরূপ গোঁসাই তাঁহাকে গম্ভীরাতে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। এই দিন প্রেমাবেশে দেয়ালে ঘর্ষণ করায় চৈতন্যের সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। এইরূপে কতকদিন চলিয়া গেল। বৈশাখের পূর্ণিমার রাত্রিতে জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যানে যাইয়া চৈতন্য অচেতন হইলেন। পরে ভক্তগণের চেষ্টায় তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল। ইহার পরে একদিন রাত্রিতে পরমানন্দ রায় প্রভৃতিকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যোপদেশ দেন। এই সময়ে শিক্ষাষ্টক নামে যে আটটী শ্লোক শ্রীচৈতন্যকৃত বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহা প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণদাস বিবৃত চৈতন্যামৃতগ্রন্থ এই স্থানেই সমাপ্ত করিয়াছেন, প্রভুর অন্তর্দ্ধানের বিষয় কিছুই লেখেন নাই। অপর বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণও এই মতেরই অনুরাগ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস সূত্রাধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, ১৪০৭ শকের ফাল্গুনে চৈতন্যের জন্ম, চব্বিশবৎসর গৃহবাস, তৎপরে সন্ন্যাস লইয়া ছয় বৎসর গমনাগমনে অতিবাহিত করেন, এবং তৎপরে ১৮ বৎসর নীলাচলে থাকিয়া নানা উপায়ে লোকশিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু অন্তর্হিত হন। (১)

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও তিরোভাবে বঙ্গদেশে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেরূপ ধর্ম্মপ্রচার ও সাহিত্যযুগ বঙ্গে কখন হয় নাই। চৈতন্যের প্রধান প্রধান ভক্তগণ সকলেই পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা এই সময় শত শত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়া ভারত বিখ্যাত হইয়াছেন ও গৌড়দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। কবি যদুনন্দন দাস কর্ণানন্দ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

---

(১) "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর র'হিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেমলীলামৃতে ভাসালে সকলে॥" (চৈ° চরি° ১।১৩ পরি°)

"শুন শুন ভক্তগণ করি এক মন।
দুই শক্তি মহাপ্রভু কৈলা প্রকটন॥
গ্রন্থ প্রকটিলা তাতে শ্রীরূপে শক্তি দিয়া।
আনন্দ হইল চিত্তে শক্তি প্রকাশিয়া॥
শ্রীনিবাসরূপে কল্পবৃক্ষের সাজন।
গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন॥" (১ম নি°)

চৈতন্য-ভক্তগণের সেই ভক্তিগাথা এখনও ভাবুক ও প্রকৃত ভক্তের হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিতেছে, সেই কবিতা-কাননের কলকণ্ঠ নিনাদ সুপ্তবঙ্গে এখনও প্রেমামৃত বর্ষণ করিতেছে। সে একদিন গিয়াছে, সেদিন আর বঙ্গে আসিবে কি না সন্দেহ! চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ বঙ্গভাষার কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। তৎকালে যে বাঙ্গালা গ্রন্থ সকল পদ্যেই লিখিত হইত, এমন নহে, সে সময়কার রচিত অনেক গদ্যগ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তখন যে শিষ্ট বাঙ্গালা গদ্যের আদর ছিল, তখন যে লোকে সুললিত গদ্য লিখিতে পারিতেন, তাহা নরোত্তমদাসের দেহকড়চ, কবিরাজ গোস্বামীর জিজ্ঞাসাতত্ত্বসার, মুরারিগুপ্তের কড়চা প্রভৃতি পাঠ করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।

[বঙ্গভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চৈতন্যের ধর্ম্মমত।—চৈতন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে সময় বিশেষে উপদেশচ্ছলে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনেক জানা যাইতে পারে। বাল্যকালে অপরাপরের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদেবদেবীতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি ছিল, তিনি বাল্যকাল হইতেই বিশ্বসংসারকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া জানিতেন। প্রথম জীবনে বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল না, গয়ায় যাইয়া বিষ্ণুপদ দর্শনের পর হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রধান স্থির করিয়া তাহার পক্ষপাতী হন। চৈতন্য নিজে কোন দর্শন বা দার্শনিক মতের উদ্ভাবন করেন নাই, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে যে সকল গ্রন্থ বা মত সপ্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, চৈতন্যচন্দ্রও সেই মত ও গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ব্বতন মত হইতে ইহার মতে অনেক নূতনত্ব হইয়াছে। ইনি ধর্ম্মমত সপ্রমাণ করিবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ, গীতা, ভাগবত, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড, বৃহন্নারদীয়, পঞ্চরাত্র ও ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন, এ ছাড়া উপনিষদ্, শ্রুতি ও বেদান্তসূত্রেরও যথেষ্ট আদর করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত সার্ব্বভৌমের সহিত বিচার, রামানন্দের ধর্ম্মমীমাংসা, রূপের প্রতি উপদেশ, সনাতন-শিক্ষা ও বল্লভভট্টের সহিত বিচার প্রভৃতি পাঠ করিলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত জানা যাইতে পারে।

তাঁহার মতে উপনিষদ্, শ্রুতি ও আর্য্য ঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ্যার্থ অবলম্বনে যে ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহাই গ্রহণ করা উচিত, গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব নিরূপণ করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, অতএব লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনে শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা যথার্থ হইতে পারে না (১)। চৈতন্যের মতে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সাকার। যে সকল শ্রুতিতে ঈশ্বরকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া উল্লেখ আছে, প্রাকৃতত্ব নিষেধ করাই তাহার তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও তাহাতেই পুনর্ব্বার লয় হয়। ভগবান্ ঈশ্বর এই জগতের অপাদান, করণ ও অধিকরণ রূপে অবস্থিত। ঈশ্বরের নেত্র, মনঃ প্রভৃতি সকলই নিত্য, যখন প্রাকৃত জগৎ কিছুই ছিল না, তখনও বর্ত্তমান ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার শক্তি হইতে প্রাকৃত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতিতে যে সকল ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ঈশ্বর (২)। দ্বাপরের শেষে নন্দ গোপের গৃহে অবস্থিত কৃষ্ণের সহিত ঈশ্বরের কোন ভেদ নাই, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ৩১শ শ্লোক ইহার প্রমাণ। কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বরসপূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধার এবং তাঁহার

(১) "প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই ত প্রমাণ।
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য সেই কয়।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়।" (চৈ° চরি° মধ্য° ৬ পরি)

(২) "বেদপুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান।
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রকৃতি-নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন।
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেই জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয় তাহা লয়।
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের × × × বিশেষ এই তিন চিহ্ন।
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন।
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।" (চৈ° চরি° মধ্যঃ ৬ পরি)

শরীর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ (৩)। তাহার অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটীকে প্রধান বলা যায়, যথা—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীব-শক্তি। এই তিনটী শক্তিকে যথাক্রমে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে চিচ্ছক্তিই প্রধান, ইহার অপর নাম স্বরূপশক্তি (৪)। স্বরূপশক্তি আবার তিন প্রকার—আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে সম্বিৎ নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ বা ঈশ্বর স্বয়ং সুখময় হইয়াও ভক্তগণকে সুখী করিবার জন্য হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা সুখাস্বাদন করেন। হ্লাদিনীর সারাংশকে প্রেম এবং প্রেমের পরমসার অংশকে মহাভাব বলে। বৃন্দাবনের রাধা ঠাকুরাণী এই মহাভাবস্বরূপা। তাঁহার শরীর প্রেমস্বরূপ, ললিতাদি সখী তাঁহার কায়ব্যূহ, তিনি কৃষ্ণ প্রেয়সী রূপে প্রসিদ্ধ (৫)। রাধা ও কৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয়ের নাম তত্ত্বনির্ণয়। ঈশ্বর হইতে জীব সম্পূর্ণ পৃথক্। এই মতে দুই প্রকার সদ্গতি স্বীকার করা হয়। ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্যলাভপূর্ব্বক চিরন্তন স্বর্গভোগ ও আনন্দময় বৈকুণ্ঠধামে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস। কৃষ্ণভক্তগণ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য এই চতুর্বিধ মুক্তিলাভ পূর্ব্বক পরম সুখ সম্ভোগ করেন। জ্ঞানশূন্য ভক্তি, প্রেম-ভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম ও কান্তভাব প্রেম এই কয়টীই প্রধান সাধ্য, ইহাতে আবার রাধিকার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দাস্য ও বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে শ্রেষ্ঠ সাধ্য প্রাপ্তি হয় না। সখীভাবই তৎপ্রাপ্তিপক্ষে প্রধান উপায়। চৈতন্য ইহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। কলিকালে হরিনাম কীর্ত্তনই প্রধান, ইহা ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। যিনি তৃণ হইতে লঘু বৃত্তি, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে পারেন, এবং স্বয়ং অহঙ্কারশূন্য হইয়া অপরকে সমাদর করেন, তিনিই নামকীর্ত্তনে অধিকারী। সকল জাতিরই ইহাতে অধিকার আছে। কৃষ্ণভক্ত নীচজাতিও ব্রাহ্মণাদি হইতে লঘু নহে। পরহিংসা, পরদ্বেষ ও পরস্ত্রীসম্ভাষণ প্রভৃতি একান্ত পরিত্যাজ্য। [চৈতন্যসম্প্রদায় শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।] রামানন্দ রায় যে প্রণালী ক্রমে অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই চৈতন্যের মতসিদ্ধ। ইনি ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত এই দুই খানি গ্রন্থ প্রতিপাদিত ধর্ম্মকে নিজ মতসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শিব প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণের অভেদ স্বীকার করিতেন। [অপর বিবরণ জানিতে হইলে উক্ত গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য *।]

চৈতন্যচন্দ্রামৃত, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৈষ্ণবগ্রন্থ বিশেষ, পরমহংস প্রবোধানন্দ সরস্বতী ইহার প্রণেতা।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ১ মহাত্মা চৈতন্যচন্দ্রের চরিত্রবিষয়ক এক খানি সংস্কৃত নাটক। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর ইহার প্রণেতা। ১৫০১ শকে লিখিত হইয়াছে। ২ প্রেমদাস কৃত চৈতন্যচন্দ্রের চরিতবিষয়ক উক্ত নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ।

চৈতন্যচরিতামৃত, ১ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার প্রণেতা। ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হয়। ইহাতে অতি বিশদরূপে চৈতন্যের জন্মাবধি অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ আদি, মধ্যম ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যের জীবন বৃত্তান্তবিষয়ক যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে

(৩) "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার।
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস পূর্ণ॥" (চৈ॰ চরি॰ মধ্য॰ ৮ প॰)
"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

(৪) "কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তিমান্॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥" (চৈ॰ চরি॰ মধ্য॰ ৮ পরি॰)

(৫) "সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥" (চৈ॰ চরি॰ মধ্য॰ ৮ পরি॰)

* চৈতন্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—

মুরারিগুপ্ত রচিত (সংস্কৃত) চৈতন্যচরিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত স্বরূপ-নির্ণয় ও চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকর্ণপূরকৃত (সংস্কৃত) চৈতন্যচরিতামৃতকাব্য, শ্যামানন্দপুরীকৃত অদ্বৈতকড়চা, ঈশানপুরিকৃত অদ্বৈতমঙ্গল, প্রদ্যুম্নমিশ্রকৃত (সংস্কৃত) চৈতন্যোদয়াবলী, জগজ্জীবন মিশ্রকৃত চৈতন্যবিলাস, প্রবোধানন্দসরস্বতীকৃত (সংস্কৃত) চৈতন্যচন্দ্রামৃত, বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্যভাগবত, প্রেমদাসকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়, লোচনদাস কৃত চৈতন্যমঙ্গল, চূড়ামণিদাসের চৈতন্যচরিত, ঘনশ্যামকৃত ভক্তিরত্নাকর, ঈশ্বরদাসকৃত চৈতন্যসঙ্গীত, (উৎকল ভাষায়) জগন্নাথচরিতামৃত, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির কড়চা ইত্যাদি।

এইখানি বিশেষ আদরণীয়। চৈতন্য-সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মমীমাংসায় ইহার কথা প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হয়। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক বিষয়ের মীমাংসা আছে।

[কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখ।]

চৈতন্যভাগবত, ইহার অপর নাম চৈতন্যমঙ্গল। পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাস ইহার প্রণেতা। ইহা আদি. মধ্য ও অন্ত্য এই তিনখণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যের উৎপত্তি, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিবাহ ও গয়াগমন; মধ্যখণ্ডে চিত্তের ভাবান্তর, কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সহিত মিলন, সঙ্কীর্ত্তন, পাতকীদিগের উদ্ধার প্রভৃতি; অন্ত্যখণ্ডে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ, নীলাচলে গমন, গৌড়ে আগমন, ধর্ম্মপ্রচার ও পুনর্ব্বার নীলাচলে গমন বর্ণিত আছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও রচয়িতার যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে।

চৈতন্যভৈরবী (স্ত্রী) চৈতন্যঃ শিবস্তদ্‌যুক্তা ভৈরবী মধ্যলো°। তন্ত্রসারোক্ত ভৈরবী বিশেষ।

চৈতন্যমঙ্গল, ১ চৈতন্যভাগবতের অপর নাম। [চৈতন্যভাগবত দেখ।] ২ লোচনদাস প্রণীত একখানি গ্রন্থ। ইহা আদি, মধ্যম ও অন্ত্য এই তিনখণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে সঙ্ক্ষেপে প্রায় সমস্ত চৈতন্যলীলাই বর্ণিত আছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে পাঁচালীরূপে ইহার গান হইয়া থাকে। মুরারিগুপ্তের সংস্কৃত চৈতন্যচরিত অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত।

চৈতন্যসম্প্রদায়, ভারতবর্ষীয় আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ তাঁহার প্রধান সহকারী। চৈতন্যের প্রাদুর্ভাবের কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার সূত্রপাত হয়। পরে চৈতন্য অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি দ্বারা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কালে তাঁহাদিগের শিষ্য ও প্রশিষ্যদিগের যত্নে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বদেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে।

চৈতন্য এ সম্প্রদায়ের কেবল প্রবর্ত্তক নহে, উপাস্যও বটে। এ সম্প্রদায়ের মতানুসারে চৈতন্য ঈশ্বরের পূর্ণাবতার; অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ অংশাবতার। তাঁহারা দুইজনে চৈতন্যের দুই অঙ্গ স্বরূপ। যিনি কৃষ্ণাবতারে বলরাম, তিনিই চৈতন্য অবতারে নিত্যানন্দ। অদ্বৈত সাক্ষাৎ সদাশিব।

শ্রীকৃষ্ণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের উপাস্য দেবতা। ইঁহাদের মতে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ সর্ব্বকারণের কারণ পরমেশ্বর এবং তিনিই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদায় বস্তু। তাঁহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা ধ্বংস নাই। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন এবং পৃথিবীর ভারমোচন, প্রজাপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য সময়ে সময়ে পূর্ণাবতার ও অংশাবতার প্রভৃতি অনন্তরূপ গ্রহণ করিয়া লীলা প্রকাশ করেন। সেই বৃন্দাবনবাসী নন্দদুলালই নবদ্বীপে শচীর পুত্র গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হন। সুতরাং চৈতন্যদেবও স্বয়ং ঈশ্বর এবং উপাস্য। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন। দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর কৃষ্ণই ভগবানের কূটস্থ রূপ। পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা উভয়ে লীলাচ্ছলে অনুপম সুখসম্ভোগ করিতেন, কিন্তু কৃষ্ণের অতুল মাধুর্য্য-রসানুভব করিয়া রাধিকা যেরূপ আনন্দলাভ করিতেন, কৃষ্ণ সে রসাস্বাদে বঞ্চিত থাকিয়া দুঃখিত ছিলেন। এই হেতু আপনার মাধুর্য্য-রস অনুভব করিবার জন্য পূর্ণশক্তিস্বরূপা রাধিকা ও পূর্ণশক্তিমান্ কৃষ্ণ উভয়ে এক দেহে মিলিত হইয়া গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হন। ইহা ছাড়া প্রেমভক্তিপ্রকাশ এবং হরিনাম প্রচার প্রভৃতিও অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই সাম্প্রদায়িকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, পূর্ব্বে দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল গোপাল বালক ও সখীগণ লইয়া লীলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কলিযুগে গৌরাঙ্গলীলায় নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার পার্ষদগণও বৈষ্ণবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চৈতন্যের সমসাময়িক প্রধান বৈষ্ণবগণ ও চৈতন্যের অতিশয় অন্তরঙ্গ স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি কএকজন এই সিদ্ধান্তের উদ্ভাবন করেন। দিন দিন ভক্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া উঠিল, এবং ভক্তগণের পূর্ব্ববিবরণ সম্বন্ধে মতামত হইতে লাগিল, সেই সময়ে পরমানন্দ দাস (কবিকর্ণপুর) মথুরা ও গৌড়বাসী ভক্তগণের মৌখিক সিদ্ধান্ত এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া চৈতন্যসম্প্রদায়ের পূর্ব্ব বিবরণ নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সম্প্রদায়ে চৈতন্য মহাপ্রভু, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই দুই প্রভু এবং চার গোস্বামী এই কয়জন আদিগুরু ও ইঁহাদের পার্ষদগণকে মহান্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। নিত্যানন্দসঙ্গীগণ গোপাল এবং তাঁহাদের সম্পর্কে যাঁহারা এই সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপগোপাল বলে (১)। স্থান

(১) "ত্রয়োঽত্র বিগ্রহা জ্ঞেয়াঃ প্রভবশ্চাত্র তে ত্রয়ঃ। ২০
একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ো দ্বৌ প্রভূ সম্মতৌ সতাম্।
গোস্বামিনশ্চ চত্বারো বাচ্যাঃ প্রথমপুরুষৎ। ২১
এষাং পার্ষদবর্গা যে মহান্তঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
নিত্যানন্দগণাঃ সর্ব্বে গোপালাঃ গোপবেশিনঃ। ২২
এষাং সম্বন্ধসম্পর্কাদুপগোপালসত্তমাঃ।" ২৩

(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা)

ভেদে এই সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে ছয় গোস্বামী ও চৌষট্টি জন মহান্ত এইরূপ ন্যূনাধিক কল্পনা করা হইয়া থাকে। কর্ণপূরের মতে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ মহত্তম, নীলাচলবাসীরা মহত্তর এবং দক্ষিণদেশে যাঁহারা চৈতন্যের কৃপাপাত্র হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মহান্ত বলে (২)। গৌরাঙ্গ মাধ্বী-সম্প্রদায়ী ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অতএব এ সম্প্রদায়ের চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুপ্রণালী মাধ্বী-সম্প্রদায়ের অনুরূপ। [মাধ্বী-সম্প্রদায় দেখ।]

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এই সাম্প্রদায়িকগণের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

(কৃষ্ণলীলার নাম)	(গৌরাঙ্গলীলার নাম)
পর্য্যন্তগোপাল (৩)	উপেন্দ্র মিশ্র।
বরীয়সী (৪)	কমলাবতী। (৫)
নন্দগোপ	জগন্নাথ পুরন্দর।
যশোদা	শচীমাতা।
বসুদেব	মুকুন্দ।
রোহিণী	পদ্মাবতী।
পৌর্ণমাসী	শ্রীগোবিন্দাচার্য্য।
অম্বিকা (৬)	মালিনী (শ্রীবাসপত্নী)
কিলিম্বিকা (?)	নারায়ণী।
ভীষ্মক	বল্লভাচার্য্য।
রুক্মিণী	লক্ষ্মী (গৌরের ১ম পত্নী)
সত্রাজিৎ	সনাতন মিশ্র।
সত্যভামা	বিষ্ণুপ্রিয়া।
সান্দীপনি	কেশবভারতী।
বৃষভানু	পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি।
শ্রীকৃষ্ণ	গৌরাঙ্গ (মহাপ্রভু।)
বলদেব	নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ। (৭)
প্রদ্যুম্ন	রঘুনন্দন।
ব্রহ্মা	গোপীনাথাচার্য্য।
সদাশিব	অদ্বৈতাচার্য্য।
যোগমায়া	সীতা (অদ্বৈতপত্নী).
অচ্যুতা গোপী	অচ্যুতানন্দ।
নারদ	শ্রীবাস পণ্ডিত।
পর্ব্বত (নারদবন্ধু)	শ্রীরাম পণ্ডিত।
হনুমান্	মুরারিগুপ্ত।
অঙ্গদ	শ্রীপুরন্দর।
সুগ্রীব	গোবিন্দানন্দ।
ঋষিক মুনির পুত্র, ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদ	হরিদাস।
অণিমাদ্যষ্টশক্তি	অনন্ত, সুখানন্দ, গোবিন্দ, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ, কেশব, দামোদর ও রাঘব যথাক্রমে অণিমাদি অষ্ট-শক্তির অবতার।
গর্গ	নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
ভাগুরি (৮)	দেবানন্দ পণ্ডিত।
সনক	কাশীনাথ।
সনাতন	লোকনাথ।
সনন্দ	শ্রীনাথ।
সনৎকুমার	রামনাথ।
বেদব্যাস	বৃন্দাবন।
শুক	অদ্বৈত।
দুর্ব্বাসা	জগন্নাথাচার্য্য।
চন্দ্র	চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও উদ্ধবদাস।
দিবাকর	বিশ্বেশ্বরাচার্য্য।
বিশ্বকর্ম্মা	ভাস্কর ঠাকুর।
সুদাম	বনমালী ভিক্ষুক।
অক্রূর	গোপীনাথ। (৯)
উদ্ধব	পরমানন্দপুরী।
ইন্দ্রদ্যুম্ন	প্রতাপরুদ্র।
বৃহস্পতি	সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
অর্জ্জুন ও মধ্যম পাণ্ডব	রামানন্দ রায়। (১০)
শ্রীদাম	অভিরাম।

(২) "তত্র শ্রীমন্নবদ্বীপে বিশ্বম্ভরসমীপতঃ।
বিলসন্তি স্ম তে জ্ঞেয়া বৈষ্ণবা হি মহত্তমাঃ।
নীলাচলে হি যে খ্যাতা স্তেহি জ্ঞেয়া মহত্তরাঃ।
দক্ষিণস্যাং গতস্যাসীদ্ যৈ যৈঃ সঙ্গো মহাপ্রভোঃ।
তে তে মহান্তো মন্তব্যাঃ সর্ব্বে জ্ঞেয়াঃ যথোপমাঃ।"
(গৌরগণোদ্দেশদী°)

(৩) কৃষ্ণের পিতামহ। (৪) পর্য্যন্তের স্ত্রী। (৫) উপেন্দ্রমিশ্রের স্ত্রী। (৬) কৃষ্ণের ধাত্রী জননী। (৭) কৃষ্ণলীলায় বলরামই প্রকাশ-বিশেষে বিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দ এই উভয় রূপে অবতীর্ণ হন। বৈষ্ণবগণ অনেক স্থলে একের দুই অবতার ও দুয়ের একরূপে অবতার স্বীকার করেন।

(৮) নন্দের সভাপণ্ডিত।

(৯) কোন মতে কেশব ভারতী অক্রূরাবতার।

(১০) কেহ কেহ রামানন্দকে ললিতার অবতার বলিয়া স্থির করেন।

সুদাম	ঠাকুর সুন্দর।
বসুদাম	ধনঞ্জয় পণ্ডিত।
সুবল	গৌরীদাস পণ্ডিত।
মহাবল	কমলাকর পিপ্পলাই।
সুবাহু	উদ্ধারণ দত্ত।
মহাবাহু	মহেশ পণ্ডিত।
পুরুষোত্তম	পুরুষোত্তম।
অর্জ্জুন	পরমেশ্বর দাস।
লবঙ্গ	কাল কৃষ্ণদাস।
কুসুমাকর	খোলাবেচা শ্রীধর।
প্রবল গোপবালক	হলায়ুধ ঠাকুর।
বরূথপ	রুদ্র পণ্ডিত।
গান্ধর্ব্ব	কুমুদানন্দ পণ্ডিত।
ভৃঙ্গার	কাশীশ্বর।
ভঙ্গুর	গোবিন্দ। (১১)
রক্তক	বড় হরিদাস।
পত্রক	ছোট হরিদাস।
মধুকণ্ঠ	মুকুন্দ দত্ত।
মধুব্রত	বাসুদেব দত্ত।
চন্দ্রমুখ	শঙ্কর, মকরধ্বজ।
সুধাকর	শঙ্করঘোষ।
চন্দ্রহাস (নর্ত্তক)	জগদীশ পণ্ডিত।
মালাধর (বেণুধারক)	বনমালী পণ্ডিত।
বৃন্দাবনের শুকদ্বয়	চৈতন্য ও রামদাস।
রাধা	গদাধর পণ্ডিত।
চন্দ্রকান্তি	গদাধর দাস।
চন্দ্রাবলী	সদাশিব কবিরাজ।
ভদ্রা	শঙ্কর পণ্ডিত।
তারকা	গোপাল।
পালী	জগন্নাথ।
চণ্ডী	দামোদর পণ্ডিত।
বিশাখা	স্বরূপ গোস্বামী।
চম্পকলতা	রাঘব গোস্বামী।
তুঙ্গবিদ্যা	প্রবোধানন্দ সরস্বতী।
ইন্দুরেখা	কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।
রঙ্গদেবী	গদাধর ভট্ট।
সুদেবী	অনন্তাচার্য্য গোস্বামী।
শশিরেখা	কাশীশ্বর গোস্বামী।
ধনিষ্ঠা	রাঘব পণ্ডিত।
দময়ন্তী	গুণরাজ।
রত্নলেখা	কৃষ্ণদাস।
কলাবতী	কৃষ্ণানন্দ।
নারায়ণী	বাচস্পতি।
কাবেরী	পীতাম্বর।
সুকেশী	মকরধ্বজ।
মাধবী	মাধবাচার্য্য।
ইন্দিরা	জীব পণ্ডিত।
সুমধুরা (তুঙ্গবিদ্যা)	বিদ্যা বাচস্পতি।
মধুরেক্ষণা	বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
চিত্রাঙ্গী	শ্রীনাথমিশ্র।
মনোহরা	কবিচন্দ্র।
নান্দীমুখী	সারঙ্গ ঠাকুর।
কলকণ্ঠী	রামানন্দ বসু।
সুকণ্ঠী	সত্যরাজ খাঁ।
কাত্যায়নী	শ্রীকান্ত সেন।
বৃন্দাদেবী	মুকুন্দ দাস।
বীরা	শিবানন্দ সেন।
বিন্দুমতী	কবিকর্ণপুরের জননী।
মধুমতী	নরহরি সরকার।
রত্নবতী	গোপীনাথাচার্য্য।
বংশী	বংশীদাস ঠাকুর।
রূপমঞ্জরী	রূপগোস্বামী।
রতিমঞ্জরী	সনাতন গোস্বামী।
লবঙ্গমঞ্জরী	শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী।
অনঙ্গমঞ্জরী	গোপালভট্ট।
রাগমঞ্জরী	রঘুনাথ ভট্ট।
রসমঞ্জরী	রঘুনাথ দাস।
প্রেমমঞ্জরী	ভূগর্ভ ঠাকুর।
লীলামঞ্জরী	লোকনাথ গোস্বামী।
কমলাবতী	গোবিন্দ।
রসোল্লাসা	মাধবানন্দ।
গুণতুঙ্গা	বাসুদেব।
রাগলেখা	শিখিমহান্তি।
কলাকেলী	মাধবী (শিখিমহান্তির ভগিনী)
যজ্ঞপত্নিকা	শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর কৃষ্ণের চাকর। কাশীশ্বর ও গোবিন্দ নীলাচলে চৈতন্যের সেবকরূপে নিযুক্ত ছিল।

সৈরিন্ধ্রী	কাশীমিশ্র।
মালতী	শুভানন্দ।
চন্দ্রতিলকা	শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
মঞ্জুমেধা	পরমানন্দ গুপ্ত।
বরাঙ্গদা	রঘুনাথ দ্বিজ।
রত্নাবলী	কংসারিসেন।
কমলা	জগন্নাথসেন।
গুণচূড়া	সুবুদ্ধিমিশ্র।
সুকেশিনী	শ্রীহর্ষ।
কর্পূরমঞ্জরী	রঘু মিশ্র।
শ্যামমঞ্জরী	শ্রীভাগবতাচার্য্য।
শ্বেতমঞ্জরী	সুশীল পণ্ডিত।
বিলাসমঞ্জরী	জীব।
কামলেখা	বাণীনাথ।
মৌনমঞ্জরী	ঈশানাচার্য্য।
গন্ধোন্মদা	কমল।
রসোন্মদা	লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত।
গোপালহরিণী	জগন্নাথ দ্বিজ।
কালী	অনন্ত শ্রীকণ্ঠ।
কাকাক্ষী	হস্তীগোপাল।
নিত্যমঞ্জরী	হরি আচার্য্য।
কর্ণকণ্ঠী	শ্রীনয়ন মিশ্র।
কুরঙ্গাক্ষী	রামদাস।
চন্দ্রিকা	চিরঞ্জীব।
চন্দ্রশেখরা	সুলোচন।

প্রেমভক্তিই এ সম্প্রদায়ের সর্ব্ব সম্পত্তি, তাহার অনুষ্ঠানে সকল ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। সর্ব্বজাতীয় লোকই ঐ প্রেমভক্তির অনুষ্ঠানে অধিকারী। অতএব মুসলমান ও অপরাপর ম্লেচ্ছজাতি সকলেই এই সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে। মহাপ্রভু ও তাঁহার সহযোগী ভক্তেরা মুসলমানদিগকেও উপদেশ দিয়া এই সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন।

[চৈতন্যচন্দ্র শব্দে বৃত্তান্ত দেখ।]

এই সম্প্রদায় প্রেমের অন্তর্গত পাঁচ প্রকার ভাব স্বীকার করেন। যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। সনক সনাতন প্রভৃতি যোগীগণ যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন তাহার নাম শান্তভাব। সাধারণ ভক্তেরা যে ভাবে উপাসনা করেন, তাহাকে দাস্যভাব বলে। ভীমার্জ্জুন যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই সখ্য। বাৎসল্য পিতামাতার স্নেহ স্বরূপ। নন্দ ও যশোদা এই ভাবে উদ্ধার হইয়াছিলেন। মাধুর্য্য সকল ভাবের প্রধান। রাধিকা প্রভৃতি গোপাঙ্গনাগণ এই ভাবে কৃষ্ণ সেবা করেন। চৈতন্য মহাপ্রভুও শেষোক্ত ভাবের ভাবী হইয়াছিলেন।

বল্লভাচারী বৈষ্ণবেরা যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাহার সহিত ইহাদের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের গৃহস্থ লোকে বল্লভাচারীদিগের মত প্রতিদিন অষ্টবার কৃষ্ণসেবা করেনা। বাঙ্গালার অনেক স্থলেই কেবল পূর্ব্বাহ্নে ও সায়ংকালে তাঁহার পূজা হয়। তবে কখনও কখনও উল্লেখিত অষ্টবিধ সেবাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নামসঙ্কীর্ত্তন এই সম্প্রদায়ের প্রধান সাধন। ইহাদের মতে হরিনামকীর্ত্তন ভিন্ন কলিযুগে আর কোন উপায় নাই। ইহা ছাড়া কৃষ্ণপ্রীতিকামনায় উপবাস, নৃত্য ও রিপুসংযমাদি চৌষট্টি প্রকার সাধনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গুরুপাদাশ্রয় সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। অন্য উপাসকের ন্যায় ইহাদেরও দেব, গুরু ও মন্ত্রের অভেদজ্ঞান এবং গুরুকে আত্মসমর্পণ ও সর্ব্বস্ব দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস আছে। ইহাদের মতে গুরুকে সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য বলিয়া মানিতে হয় (১২)। মন্ত্রই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ, যিনি গুরু, তিনিই স্বয়ং হরি (১৩)। অগ্রে গুরুর পূজা করিয়া তৎপরে অভীষ্ট দেবতার পূজা করিতে হয়। গুরু তুষ্ট হইলে অভীষ্ট দেব তুষ্ট হন, অন্যথা কোটিকল্পেও তাঁহার তুষ্টি হয় না। হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরুর কোপে কেহই রক্ষা করিতে পারে না (১৪)। গোস্বামীরা এ সম্প্রদায়ের গুরুত্বপদের অধিকারী। গোস্বামীরা গৃহস্থদিগকে মন্ত্র দান করিয়া উপাসনার প্রকরণ উপদেশ দেন। যাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি, কুল, মান পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মাবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে ভেক লইতে হয়। গোস্বামীরা প্রায় ফৌজদার ও ছড়িদার দ্বারাই সেই কাজ সমাধা করিয়া থাকেন (১৫)। তাহারা উপস্থিত শিষ্যের মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক স্নান করাইয়া ডোর, কৌপীন, বহির্ব্বাস, তিলক, মুদ্রা, করঙ্ক বা ঘটী এবং জপমালা ও ত্রিকণ্ঠি গলমালা প্রদান করিয়া মন্ত্রাদেশ করেন এবং তাহার স্থানে ন্যূনসংখ্যা পাঁচসিকা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া

(১২) "যোমন্ত্রঃ সহরিঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃস্বয়ম্।" (ভজনামৃত)

(১৩) "প্রথমন্তু গুরুঃ পূজ্যাস্ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।" (ভজনামৃত)

(১৪) "গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো নান্যথা কল্পকোটিভিঃ।
হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।" (ভজনামৃত)

(১৫) ফৌজদার ও ছড়িদার-শিষ্য-শাসনার্থ নিযুক্ত গোস্বামীদিগের কর্ম্মচারী বিশেষ।

চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুর ভোগ দিতে এবং বৈষ্ণবদিগকে মহোৎসব করিয়া ভোজন করাইতে হয়। অনেকে বলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু এই ভেকাশ্রমের সৃষ্টি করেন।

ইহাদের বিবাহেও ঐ তিন প্রভুর ভোগ দিবার নিয়ম আছে এবং গোস্বামী ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে মালা ও বাতাস দিয়া বরণ করিতে হয়। পাণিগ্রহণের সময় ছড়িদার বর-কন্যা উভয়ের গলায় মালা দান করে, তৎপরে পরস্পরের মাল্য-পরিবর্ত্তন হয়। এই উপলক্ষে গোস্বামীরা ন্যূনসংখ্যা পাঁচসিকা দক্ষিণা পাইয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন ছড়িদারেরাও কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়। এ সম্প্রদায়ী বৈরাগীদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইলে তাহার কপালে বা সীমন্তে সিন্দুর দেওয়ার নিয়ম নাই। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এ সম্প্রদায়ের মত-প্রতিপাদক অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে রূপগোস্বামী কৃত বিদগ্ধমাধব নাটক, ললিতমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, দানকেলি-কৌমুদী, বহুস্তবাবলী, অষ্টাদশলীলাকাণ্ড, গোবিন্দবিরুদাবলী, মথুরামাহাত্ম্য, নাটকলক্ষণ, লঘুভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ব্রজবিলাস ও কড়চা এবং সনাতনগোস্বামী কৃত গীতাবলী, বৈষ্ণবতোষণী, গোপালভট্টের হরিভক্তিবিলাস, ভাগবতামৃত ও সিদ্ধান্তসার এই কয়খানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয়। ইহা ছাড়া অপরাপর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ এ সম্প্রদায়ের প্রামাণিক শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হয়। যথা—আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, কৌস্তুভালঙ্কার, আচার্য্যশতক, ভজনামৃত, শ্রীস্মরণদর্পণ, গোপীপ্রেমামৃত, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি।

এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা নাসামূল অবধি কেশ পর্য্যন্ত গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া নাসাগ্রের সহিত তাহার যোগ করিয়া দেন। বাহু, বক্ষস্থল ও ললাটপার্শ্বে ছাপা দিয়া রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কন, কণ্ঠদেশে তুলসী কাষ্ঠের ত্রিকণ্ঠী-মালাধারণ ও সহস্র সংখ্যক তুলসীমণি-গ্রথিত জপমালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করা ইহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। এ সম্প্রদায়-ভুক্ত ভেকধারী বৈরাগীরা কটিদেশে ডোর বন্ধন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে দুই মত প্রচলিত আছে, এক মতাব-লম্বীরা বামপার্শ্বে ও অপরেরা দক্ষিণ পার্শ্বে ডোরের গ্রন্থি দিয়া থাকে। যাহারা বামদিকে গ্রন্থি দেয়, অপরেরা তাহাদিগকে বেঁড়ো বলিয়া উপহাস করে।

মহাপ্রভু চৈতন্য যে সময়ে এই ধর্ম্মপ্রচার করেন, তখন তিনি কৃষ্ণকেই উপাস্য বলিয়া উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহার অলৌকিক প্রেমভক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকেই ঈশ্বর অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া স্বীকার করেন ও তাঁহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। দিন দিন চৈতন্যপূজার নিয়ম ও কর্ত্তব্য-প্রতিপাদক গ্রন্থও আবিষ্কার হইয়াছে,—

এ সম্প্রদায়ী কতকগুলি লোকেরা নবদ্বীপের নিমাইচাঁদকে ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকে। অপরা-পর দেবতাদের ন্যায় গৌরাঙ্গের ধ্যান, মন্ত্র, পূজাপ্রণালী ও স্তব প্রভৃতি আছে। চৈতন্য-উপাসকেরা তদ্দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে।

ঈশানসংহিতার মতে গৌরের এই কয়টী মন্ত্র আছে। যথা—
(১৬) ওঁ গৌরায় নমঃ। (১৭) হ্রীঁ ওঁ গৌরায় নমঃ হ্রীঁ।
(১৮) হ্রীঁ গৌরচন্দ্রায় হ্রীঁ। হ্রীং শ্রী৺গৌরচন্দ্রায় নমঃ।

গৌরাঙ্গের ধ্যান। যথা—

"দ্বিভুজং সুন্দরং স্বচ্ছং বরাভয়করং বিভুম্।
সুহাস্যং পুণ্ডরীকাক্ষং দধানং সিতবাসসী॥
কৃষ্ণকৃষ্ণেতি ভাষন্তং সুস্বরং সুমনোহরম্।
যতিবেশধরং সৌম্যং বনমালাবিভূষিতম্॥
তারয়ন্তং জনান্ সর্ব্বান্ ভবাম্ভোধের্দয়ানিধিম্॥" (ঈশানস°)

ব্রহ্মজামলের মতে চৈতন্যের মন্ত্র "ওঁ চং চৈতন্যায় নমঃ।" (১৯)

চৈতন্যের যন্ত্র—প্রথমে একটী ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে কর্ণিকা ও অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎ-পরে অপরাপর যন্ত্রের ন্যায় চতুরস্র চতুর্দ্বার ও ভূপুর অঙ্কিত করিতে হয় (২০)।

চৈতন্যের স্তব—

"শ্রীশিব উবাচ। নমস্যামি শচীপুত্রং গৌরচন্দ্রং জগদ্‌গুরুম্।
কলিপাপবিনাশার্থং হরিনামপ্রদায়কম্॥

---

(১৬) "প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য ঙেন্তং গৌরং সমুদ্ধরেৎ।
হৃদন্তো মনুবর্য্যোঽয়ং গৌরাঙ্গস্য ষড়ক্ষরম্।"

(১৭) "মায়াদিকস্তদন্তশ্চেৎ মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ।"

(১৮) "আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য গৌরচন্দ্রং ততো বদেৎ।
ঙেযুতং চৈব দেবেশি ততো মায়াং সমুচ্চরেৎ।
এষ সপ্তাক্ষরোমন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ।
মায়াশ্রিয়ৌ গৌরচন্দ্রং ঙেন্তমুচ্চার্য্যতৎপরম্।
হৃন্মন্ত্রং দেবদেবেশি। মন্ত্রস্তু নবাক্ষরঃ।"

(১৯) "চংবীজং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য চৈতন্যায় নমঃ পদম্।
মন্ত্রস্য পূর্ব্বে প্রণবং অষ্টার্ণমন্ত্রমুত্তমম্।"

(২০) "যন্ত্রঞ্চ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণঞ্চ লিখেৎ বুধঃ।
দলাষ্টকং লিখেদ্দেবি চতুরস্রং লিখেত্ততঃ।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং ভূপুরঞ্চ ততো লিখেৎ।" (ব্রহ্মযামলে চৈ°)

কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নবনীতবিবালিনম্ ॥
শক্রৌ বিজেষুপাদাসীনে সর্ব্বস্ব সমর্পণম্ ॥
নমস্তে গোকুলেশায় নমস্তে ব্রজবাসিন।
গোপীনাং কলবাক্যৈশ্চ তুষ্ট্যাং নতো নমঃ ॥
রাধিকারমণং দেবং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ।
নন্দগোপসুতমেব নমস্যেহং গদাগ্রজম্ ॥
গোপিকারঞ্জকং বন্দে পুতনাবধকারকম্।
বকাসুরাদিহন্ত্রে চ বৃন্দাবনবিহারিণে ॥
নমো মথুরাপ্রিয়ায় নমস্তে কংসনাশিনে।
নমশ্চাণূরঘাতায় নমস্তে বিশ্বভাবন ॥
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে নরকান্তক।
নমস্তে মৎস্যরূপায় নমস্তে কূর্ম্মরূপিণে ॥
নমো বরাহরূপায় নৃসিংহায় নমো নমঃ।
নমো বামনরূপায় বলিনিগ্রহকারিণে ॥
নমঃ পরশুরামায় ক্ষত্রিয়ান্তকরায় চ।
নমো রামায় হলিনে প্রলম্বনিধনায় চ ॥
নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ।
নমঃ কৃষ্ণায় হরয়ে রাধয়া সেবিতায় চ ॥
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় হিংসয়া রহিতায় চ।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ কল্কিরূপিন্ নমোঽস্তুতে ॥
নমশ্চৈতন্যরূপায় পুরন্দরসুতায় চ।
বৈষ্ণবপ্রাণদাতা চ গৌরচন্দ্রায় তে নমঃ ॥
ভক্তিপ্রিয়ায় গুরবে হরিনাম (?) কলৌ যুগে।
নমস্তে ভক্তরূপায় কালিন্দ্যা সেবিতায় চ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি স্তবরাজং পুরাপ্রিয়ে।
চৈতন্যস্য স্তবং দেবি তব ভক্ত্যা প্রকাশিতম্ ॥
ন দেয়ং যস্য কস্যাপি চৈতন্যোঽপি মহাপ্রভো।
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় ভক্তায় সত্যবাদিনে।
দেবতাভেদ-হীনায় ভক্ত্যা পুজাপরায়ণঃ ॥
দাতব্যং হি সদা ভক্ত্যা ইতি তে কথিতং ময়া।
প্রভাতে স্নানকালে চ সায়াহ্নে বাপি বৈষ্ণবঃ ॥
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা তস্য বশ্যঃ শচীসুতঃ।”
ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে চৈতন্যকল্পে চৈতন্যস্তোত্রম্ ॥

এতদ্ব্যতীত ঈশানসংহিতায় চৈতন্যের শতনাম ও ব্রহ্মযামলোক্ত চৈতন্যকবচ ও পুজার অপরাপর নিয়ম লিখিত আছে, জানিতে হইলে তত্তৎগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। [বৈষ্ণবসম্প্রদায় দেখ।]

চৈতসঘৃত স্বল্প, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ গাম্ভারীবর্জ্জিত দশমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়িমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল, শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ রাখালশশামূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপানি, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল (নীলশুঁদি), এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম্ববীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ এই ২৮টী দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা। জল ১৬ সের। ইহা সেবনে চিত্তবিকার ভাল হয়।

চৈতসঘৃত বৃহৎ, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। কাথার্থ শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রাস্না, পিপুল, সজিনামূল, প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—ভূমিকুম্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, খেজুরমাতী (বা পিণ্ডখর্জ্জুর), দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতি, গোক্ষুর এবং স্বল্প চৈতসঘৃতোক্ত কল্ক মিলিত ১ সের। ইহাতে সকল প্রকার অপস্মার, উন্মাদ ও অন্যান্য অনেক রোগ ভাল হইয়া থাকে।

চৈত্ত (ত্রি) চিত্তস্যেদম্ চিত্ত-অণ্। ১ চিত্তসম্বন্ধী স্মরণাদি। (পুং) ২ চিত্তাভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ। “চৈত্ত্যেন হৃদয়ং চৈত্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্ যদা।” (ভাগ° ৩।২৬।৭৫) (ক্লী) ৩ বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানস্কন্ধাতিরিক্ত স্কন্ধমাত্র। বৌদ্ধেরা চিত্ত ও চৈত্ত নামক কেবল দুইপ্রকার পদার্থ স্বীকার করেন। তাহাদের মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ মাত্রই চৈত্ত।

চৈত্তক (ত্রি) চৈত্ত-স্বার্থে-কন্। চিত্তসম্বন্ধী। [চৈত্ত দেখ।]

চৈত্য (ক্লী পুং) চিত্যাস্তেদম্ চিত্যা-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) ১ আয়তনগৃহ। ২ যজ্ঞায়তন। ৩ দেবায়তন। ৪ দেবকুল, দেউল।

“যত্র যূপা মণিময়াশ্চৈত্যাশ্চাপি হিরণ্ময়াঃ।” (ভারত সভা° ৩। ১২)

৫ চিতা। চৈত্যদেশায়তনাদিস্থানে তিষ্ঠতি চৈত্য-অণ্। (পুং) ৬ চৈত্যস্থ দেবভেদ। ৭ বুদ্ধদেব। ৮ বিম্ব। ৯ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি। ১০ উদ্দেশবৃক্ষ। পর্য্যায়—দেবতরু, দেবাবাস, করিভ, কুঞ্জর।

“বৃক্ষা পতন্তি চৈত্যাশ্চ গ্রামেষু নগরেষু চ।” (ভারত ৬।৩।৪০)

১১ জিনতরু। ১২ গ্রামাদি-প্রসিদ্ধ মহাবৃক্ষ।

“সেতুবল্মীকনিম্নাস্থিচৈত্যাদ্যৈরুপলক্ষিতা।
চৈত্যশ্মশানসীমাসু পুণ্যস্থানে সুরালয়ে।” (যাজ্ঞবল্ক্য)

গৃহের নিকটে চৈত্যবৃক্ষ থাকিলে গ্রহভয় হয়।

(বৃহৎসংহিতা ৫৩।৯০)

(ক্লী) ১৩ বিহার, বৌদ্ধমঠ। (পুং) ১৪ বুদ্ধবিগ্র। (ত্রি) ১৫ বুদ্ধবেদ্য। ১৬ চিতাসম্বন্ধীয়। (পুং) ১৭ বিল্ববৃক্ষ।

চৈত্য, বৌদ্ধদিগের মতে যে সকল মন্দির আদিবুদ্ধ বা ধ্যানী-বুদ্ধদিগের নামে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই চৈত্য বলে, কিন্তু মানুষী-বুদ্ধগণের উদ্দেশে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহাকে কূটাগার বলে। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে চৈত্য বা বুদ্ধমণ্ডলের নির্ম্মাণপ্রণালী বর্ণিত আছে। চৈত্য নামক বুদ্ধমন্দিরে গর্ভ ও তাহার ঊর্দ্ধে লিঙ্গাকৃতি চূড়ামণি থাকে, এই অংশের নাম অকনিষ্ঠভুবন। তাহার উপর পাঁচ পাকি ছাতা থাকে, এই পাঁচটী পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের ভবন বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্বে অক্ষোভ্য, দক্ষিণে রত্নসম্ভব, পশ্চিমে অমিতাভ, উত্তরে অমোঘসিদ্ধ ও কখন কখন বৈরোচন মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে, কিন্তু বজ্রসত্ত্বের মূর্ত্তি কখন চৈত্যে অঙ্কিত হয় না। ভারতবর্ষের নানাস্থানেই বৌদ্ধচৈত্য দেখা যায়, সেই সকল প্রাচীন চৈত্যগৃহের শিল্পনৈপুণ্য ও নির্ম্মাণকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। নেপালী চৈত্যপুঙ্গব নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে চৈত্যপূজাবিধি বর্ণিত আছে।

চৈত্যক (পুং) চৈত্যইব কায়তি চৈত্য কৈ-কন্। ১ অশ্বত্থবৃক্ষ। ২ গিরিব্রজপুরবেষ্টক পঞ্চগিরির অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ।

(ভারত ২০।২ অঃ)

বর্ত্তমান নাম সোণার। রাজগৃহের সীমা পঞ্চ পর্ব্বতের মধ্যে পঞ্চম। ইহা গয়া হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পর্ব্বত এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানকার চরণচিহ্ন-দর্শনার্থ অনেক জৈনযাত্রীর সমাগম হয়।

চৈত্যগৃহ (ক্লী) চৈত্যস্ত সন্নিহিতং গৃহং শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমা°। চৈত্যের সন্নিহিত গৃহ।

চৈত্যতরু (পুং) কর্ম্মধা°। ১ গ্রামাদিতে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ২ অশ্বত্থ-বৃক্ষ। "চৈত্যতরৌ সা পতিতা সৎকৃতপীড়াং করোত্যুল্কা।"

(বৃহৎসংহিতা ৩৩।২১)

উল্কা চৈত্যতরুতে পতিত হইলে সাধুগণের পীড়া হয়।

চৈত্যদ্রু (পুং) কর্ম্মধা°। অশ্বত্থ বৃক্ষ। [চৈত্যতরু দেখ।]

চৈত্যদ্রুম (পুং) কর্ম্মধা°। ১ অশ্বত্থবৃক্ষ। ২ অশোক বৃক্ষ। ৩ জিনতরু। [চৈত্যতরু দেখ।]

চৈত্যপাল (পুং) চৈত্যং পালয়তি চৈত্য-পালি-অচ্। চৈত্যরক্ষক।

চৈত্যমুখ (পুং) চৈত্যং দেবকুলমেব মুখমস্ত বহুব্রী। কমণ্ডলু। (ত্রিকাণ্ড°)

চৈত্যযজ্ঞ (পুং) আশ্বলায়নগৃহ্যোক্ত যজ্ঞভেদ। "চৈত্যযজ্ঞে প্রাক্ স্বিষ্টকৃতশ্চৈত্যায় বলিং হরেৎ।" (সূ°)

শঙ্কর, পশুপতি, আর্য্যা, জ্যেষ্ঠা ইত্যাদি দেবতাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিবে, "যদি আমার অভিপ্রেত বস্তু লাভ হয় তাহা হইলে আমি আজ্যদ্বারা স্থালীপাক বা পশুদ্বারা আপনার যাগ করিব।" পরে অভিপ্রেত বস্তু লব্ধ হইলে আজ্যাদি দ্বারা তাহার যাগ করিবে। ইহাকেই চৈত্যযজ্ঞ বলে। এই যজ্ঞে চৈত্যায়তন উপস্থাপন করিতে হয়, স্বিষ্টকৃতের বলির পূর্ব্বেই চৈত্যকে বলি (পূজা) দিতে হয়। "যদ্যু বৈ বিদেশস্থং পলাশদূতেন যত্র বেচ্ছা বনস্পতে ইত্যেতয়র্চা দ্বৌ পিণ্ডৌ কৃত্বা বীবধেঽভ্যাধায় দূতায় প্রযচ্ছেদিমন্তস্মৈ বলিং হরেতি চৈনং ব্রূয়াদয়ং তুভ্যমিতি যো দূতায়।" (আশ° গৃ° সূ°)

বিদেশস্থ চৈত্যের যাগ করিতে হইলে পলাশকাষ্ঠ দ্বারা দূত ও বীবধ (ভারবহণের বাঁক) নির্ম্মাণ করিবে। পরে "যত্রবেচ্ছা" এই মন্ত্রদ্বারা দুইটী পিণ্ড পাকাইয়া বীবধে স্থাপন করিয়া দূতকে বলিবে "একটী তাঁহার (বিদেশস্থ) চৈত্যের উদ্দেশে লইয়া যাও এবং অপরটী তুমি নিজে গ্রহণ কর।"

"প্রতিভয়ং চেদন্তরা শস্ত্রমপি কিঞ্চিৎ।" (সূ°) "নাব্যা চেৎ নদ্যন্তরা প্রবরূপমপি কিঞ্চিদনেন তরিতব্যম্।" (সূ°)

যাগকর্ত্তা ও বিদেশস্থ চৈত্য উভয়ের মধ্যস্থিত পথে কোন রূপ ভয় থাকিলে পলাশকল্পিত দূতকে একখানি শস্ত্র প্রদান করিবে, নৌকাদ্বারা তরণীয় নদী মধ্যে থাকিলে তরণের জন্ত ভেলার স্তায় কিঞ্চিৎ বস্তু প্রদান করিবে। "ধন্বন্তরি-যজ্ঞে ব্রাহ্মণমগ্নিং চান্তরা পুরোহিতায়াগ্রে বলিং হরেৎ।" (সূ°) যদি ধন্বন্তরি চৈত্য হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সমীপে পুরোহিতকে অগ্রে বলি প্রদান করিবে। মন্ত্র "পুরোহিতায় নমঃ" পরে "ধন্বন্তরয়ে নমঃ"। ধন্বন্তরি বিদেশস্থ হইলে ধন্ব-ন্তরি ও পুরোহিতকে একটী পিণ্ড দিবে এবং আর একটী দূতকে দিবে।

চৈত্যবৃক্ষ (পুং) কর্ম্মধা°। অশ্বত্থ বৃক্ষ। "চতুষ্পথাশ্চৈত্য-বৃক্ষাঃ সমাজাঃ প্রেক্ষণানি চ" (মনু ৯।২৬৪) [চৈত্যতরু দেখ।]

চৈত্যবিহার (পুং) চৈত্যমেব বিহারোঽত্র বহুব্রী। জিন-গৃহ, জৈন বা বৌদ্ধমঠ।

চৈত্যশৈল (পুং) চৈত্যপর্ব্বত।

চৈত্যস্থান (ক্লী) ৬তৎ। ১ যে স্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ২ পবিত্র স্থান। "চৈত্যস্থানে স্থিতং বৃক্ষং ফলবন্তমিব দ্বিজাঃ।" (ভারত অনুশাসন ১৬৬ অঃ)

চৈত্র (ক্লী) চি-ষ্ট্রন্ চিত্রং ততঃ স্বার্থে-অণ্। ১ দেবকুল, দেউল। ২ মৃত। (ত্রিকা°) (পুং) ৩ বুদ্ধ ভিক্ষুক। ৪ বর্ষপর্ব্বত-ভেদ। "হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুরেবচ। চৈত্রঃ কর্ণীচ শৃঙ্গীচ সপ্তৈতে বর্ষপর্ব্বতাঃ॥" (হারাবলী) (পুং) চিত্রা ভবার্থে অণ্। ৫ চিত্রাগর্ভসম্ভূত বুধের পুত্র। ইনি সপ্তদ্বীপের অধিপতি ও সুরথ রাজার প্রপিতামহ।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড)। ৬ মাসভেদ। ইহা সৌর ও চান্দ্রভেদে দ্বিবিধ। সূর্য্যের মীনরাশিতে সংক্রমণ অবধি সেই রাশি ভোগ পর্য্যন্ত সৌরচৈত্র। চিত্রা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী যত্র চিত্রা-অণ্ (বিভাষাফাল্গুনশ্রবণাকার্ত্তিকীচৈত্রীভ্যঃ। পা ৪।২।২৩) যে চান্দ্রমাসে চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা হয়, তাহা চান্দ্রচৈত্র। চান্দ্রচৈত্র কৃষ্ণ প্রতিপদাবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণ ও শুক্ল প্রতিপদ্ অবধি অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্য।

পর্য্যায়—চৈত্রিক, মধু, চৈত্রী, কালাদিক, চৈত্রক, চৈত্রিক।

চৈত্রমাসে জন্ম গ্রহণ করিলে সৎকর্ম্মশালী, বিনয়ী, সুন্দরাকৃতি, সুখী, সৎসঙ্গযুক্ত, দ্বিজ ও দেবতাভক্ত হয়। চৈত্রমাসের কৃত্য বারুণী, অশোকাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, মদনত্রয়োদশী, মদনচতুর্দ্দশী, সন্ন্যাস প্রভৃতি। [ইহাদিগের প্রকরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।] ৭ বার্হস্পত্যবর্ষভেদ। ৮ বার্হস্পত্য অর্দ্ধমাস। (ক্লী) ৯ চৈত্য। (ত্রি) ১০ চিত্রানক্ষত্রজাত।

চৈত্রক (পুং) চৈত্র-স্বার্থে-কন্। চৈত্রমাস।

চৈত্রমখ (পুং) চৈত্রস্য মখঃ ৬তৎ। চৈত্রমাসীয় মদনত্রয়োদশী প্রভৃতি উৎসব।

চৈত্ররথ (ক্লী) চিত্ররথেন গন্ধর্ব্বেণ নির্ব্বৃত্তং চিত্ররথ-অণ্ (তেন নির্ব্বৃত্তম্। পা ৪।২।৬৮) ১ কুবেরের উপবন, ইলাবৃতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, চিত্ররথ এই বন নির্ম্মাণ করেন।

"বভৌ বহুজনাকীর্ণং বনং চৈত্ররথং যথা।" (হরি° ৩২৪ অ°)

লিঙ্গপুরাণের মতে ইহা মেরুর পূর্ব্বে অবস্থিত। দেবীভাগবতের মতে চৈত্ররথ একটী পীঠস্থান, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মদোৎকটা। "মদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।"

(দেবীভাগ° ৭।২০।৫৮)

(পুং) ২ মুনিবিশেষ।

"অবিক্ষিতমভিষ্যন্তং তথা চৈত্ররথংমুনিম্॥" (ভারত ১।৯৪।৪৯)

(ক্লী) চিত্ররথং গন্ধর্ব্বমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ চিত্ররথ-অণ্। ৩ মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত একটী পর্ব্বাধ্যায়।

"তথা চৈত্ররথং দেব্যাঃ পাঞ্চাল্যাশ্চ স্বয়ম্বরম্॥"(ভারত ১।১০অঃ)

চৈত্ররথি (পুং) চিত্ররথস্য অপত্যং চিত্ররথ-ইঞ্ (অত-ইঞ্। পা ৪।১।৯৫।) শশবিন্দু নৃপতি।

"আসীৎ চৈত্ররথির্বীরো যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ।
শশবিন্দুঃ পরং বৃত্তং রাজর্ষীণাং সমন্বিতঃ॥"(হরিবংশ ৩৭ অঃ)

চৈত্ররথী (স্ত্রী) চৈত্ররথেরপত্যং স্ত্রী চৈত্ররথি অণ্-ততো ঙীপ্। শশবিন্দু রাজার কন্যা, যুবনাশ্বের পুত্র ইহার পাণিগ্রহণ করেন। (হরিব° ১২ অঃ)

চৈত্ররথ্য (ক্লী) চৈত্ররথমেব স্বার্থে ষ্যঞ্। কুবেরের উপবন, চৈত্ররথ।

"মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রামরা রতঃ।" (ভাগ° ৩।২৩।৩৯)

চৈত্ররাজ (পুং) চম্পাবতীনেবীতক্ত গোপবিন্দুনস্ব প্রথম রাজা। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩৩।৪২)

চৈত্রবতী (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (হরিব°)

চৈত্রবাহনী (স্ত্রী) চিত্রবাহনস্যাপত্যং স্ত্রী চিত্রবাহন-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। চিত্রবাহনের কন্যা, অর্জ্জুনের পত্নী, বভ্রুবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদা।

চৈত্রায়ন (পুং) চিত্রস্য গোত্রাপত্যং চৈত্র নড়াদিত্বাৎ ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ১ চিত্রের গোত্রজ। চিত্রেণ নির্ব্বৃত্তঃ চিত্রপক্ষাদিত্বাৎ ফক্। (বুঞ্ছণকঠজিলেত্যাদি। পা ৪।২।৮০) (ত্রি) ২ চিত্রনির্ব্বৃত্ত।

চৈত্রাবলী (স্ত্রী) চৈত্রং চৈত্রমাসং আসম্যক্রূপেণ বরয়ত্যভিলষতি চৈত্র আবর-ণিচ্-অচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্, রস্য লত্বং। ২ চৈত্রী পূর্ণিমা। পর্য্যায়—মধূৎসব, সুবসন্ত, কামমহ, বাসন্তী, কর্দ্দমী। (ত্রিকা°) "চৈত্রাবল্যাঃ পরেঽপি বা।" (তিথিতত্ত্ব) ২ মদনত্রয়োদশী।

চৈত্রি (পুং) চৈত্রী বিদ্যতে অস্মিন্ চৈত্রী ইঞ্। চৈত্রীগত পূর্ণিমাযুক্ত চৈত্রমাস।

চৈত্রিক (পুং) চিত্রানক্ষত্রযুক্তপূর্ণিমা বিদ্যতে অস্মিন্ চৈত্রপক্ষে ঠক্। (বিভাষা ফাল্গুনেত্যাদি। পা ৪।২।২৩) চৈত্রমাস।

চৈত্রিন্ (পুং) চিত্রানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা বিদ্যতেঽস্মিন্ ব্রীহ্যাদিত্বাৎ ইনি। চৈত্রমাস।

চৈত্রী (স্ত্রী) চিত্রা-অন্ ততো ঙীপ্। চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, চৈত্রপূর্ণিমা। "চৈত্র্যাংহি পৌর্ণমাস্যাং তব দীক্ষা ভবিষ্যতি"

(ভারত ১৪।৭২ অঃ)

চৈদিক (ত্রি) চেদিদেশে ভবঃ চেদি কাশ্যাদিত্বাৎ ঠঞ্ ঞিঠ্। চেদিদেশজ।

চৈদ্য (পুং) চেদীনাং জনপদানাং রাজা চেদি-ষ্যঞ্। ১ চেদিদেশের রাজা, শিশুপাল। "ত্বয়া বিপ্রকৃতশ্চৈদ্যঃ" (মাঘ ২ স°) ২ (ত্রি) চেদিদেশজ "নকুলশ্চ চৈদ্যাংকরেণুমতীং" (ভারত আদি ৯৫ অং) (পুং) [বহু] ৩ ত্রিপুরদেশ, বর্ত্তমান নাম তেওয়ার। (হেম° ৪।২২) ৪ তদ্দেশবাসী। ৫ চেদিরাজ বসুর বংশোৎপন্ন। (ত্রিকাণ্ড°)

চৈন্তিত (পুং, স্ত্রী) চিন্তিতানাম্নামিকায়াঃ স্ত্রিয়া অপত্যং চিন্তিতা অণ্ (অবৃদ্ধাভ্যো নদীমানুষীভ্যস্তন্নামিকাভ্যঃ। পা ৪।১।১১৩) ১ চিন্তিতানামিকা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র বা কন্যা। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

চৈন্তিতেয় (পুং) চিন্তিতায়াশ্চিন্তাযুক্তায়াঃ স্ত্রিয়া অপত্য ঢক্। চিন্তাযুক্ত স্ত্রীর অপত্য।

চৈল (ত্রি) চেলস্যেদং চেল-অণ্। ১ বস্ত্রসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ বস্ত্র।
"প্রদীপ্তমিব চৈলান্তং কস্তং দেশং ন সন্ত্যজেৎ।" (ভা° ১৩।২৮৯ অঃ)

চৈলক (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। শূদ্রের ঔরসে রাজন্য-কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

"জাতঃ শূদ্রেণ রাজন্যা বৈদেহাখ্যশ্চ পুক্কসঃ।
অন্যাসনেন চৌর্য্যেণ চৈলকাখ্যোভিজায়তে॥" (আশ্বলায়নস্মৃতি)

চৈলকি (পুং) চেলকস্য ঋষেরপত্যং চেলক-ইঞ্। (অত ইঞ্। পা ৪।১।৯৫) চেলক নামক ঋষির পুত্র, ইহার অপর নাম জীবল।

"তদু হোবাচ জীবলশ্চৈলকিঃ।" (শত° ব্রা° ২।৩।১।৩৪)

চৈলধাব (পুং) চৈলং বস্ত্রং ধাবতি পরিষ্কুরুতে চৈল-ধাব-অণ্ উপ° স°। ১ রজক, ধোপা।

"চৈলধাব-সুরাজীবি-সহোপপতিবেশ্মনাম্॥" (যাজ্ঞ° ১।১৬৪)

চৈলাশক (পুং) চৈলং বস্ত্রকীটং অশ্নাতি অশ্-ণ্বুল্। ১ ক্ষুদ্র প্রাণীবিশেষ। ইহারা বস্ত্রকীট ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। মনুর মতে শূদ্র স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে জন্মান্তরে চৈলাশকরূপে জন্মগ্রহণ করে।

"চৈলাশকশ্চ ভবতি শূদ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ।" (মনু ১২।৭২)
(ত্রি) ২ যে বস্ত্র সম্বন্ধীয় কীট ভক্ষণ করে। (মনুটীকা গোবিন্দরাজ)

চৈলিক (পুং) বস্ত্রখণ্ড। "স্বেদমুক্তাসু চৈলিকঃ।" (সুশ্রুত° উত্তর° ১৮ অঃ।)

চো (পারসী) গর্ত্ত, কূপ।

চোআলি (দেশজ) দন্তপাটির সন্ধিস্থল।

চোঁআ (চূর্ণ শব্দজ) পুড়িয়া যাওয়া, ধরা।

চোঁআন (দেশজ) গলন, ক্ষরিত হওয়া।

চোঁই (দেশজ) চই গাছ।

চোঁওন (দেশজ) অন্ন পুড়িয়া যাওয়া।

চোঁকা (দেশজ) তীক্ষ্ণ।

চোঁকান (দেশজ) ১ ছুরি ধার করা। ২ তীক্ষ্ণ।

চোঁচ (দেশজ) ১ আঁশ, ছালের অভ্যন্তরস্থ ভাগ। ২ অসার অংশ।

চোঁচড়া (দেশজ) এক রকম ঘাস।

চোঁচা (দেশজ) ১ মন্দ। ২ দ্রুতগতি।

চোঁচাল (দেশজ) চোঁচযুক্ত।

চোঁতা (দেশজ) সামান্যতঃ লেখা।

চোঁয়ান (দেশজ) পরিস্রবণ। কোন তরল দ্রব্যকে বাষ্পীভূত করিয়া অন্যপাত্রে লইয়া তথায় পুনর্ব্বার তরল করাকে চোঁয়ান বলে। যে যন্ত্র দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, উহাকে বকযন্ত্র কহে। [বকযন্ত্র দেখ।] প্রকৃত চোঁয়ান কার্য্যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না, কিন্তু জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ বদ্ধপাত্রে প্রখর উত্তাপে চোঁয়াইলে সেই সব ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। ইহাকে বিশ্লেষক চোঁয়ান বলা যাইতে পারে।

সকল বস্তু সমান তাপে বাষ্পীভূত হয় না। অতি অল্প বস্তুই একতাপে বাষ্পীভূত হয়। সুতরাং মিশ্রদ্রব্যকে এক নির্দ্দিষ্ট তাপে উত্তপ্ত করিলে, যে দ্রব্যটী সর্ব্বাপেক্ষা অল্প তাপে বাষ্পীভূত হয়, তাহাই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় ও অন্যান্য পদার্থ পড়িয়া থাকে। পদার্থের এই গুণ থাকাতেই চোঁয়ান সহজ। জল ফারেণহীটের ২১২° অংশতাপে বাষ্প হইয়া যায়, এইরূপ সুরাসার ১৭৩°, সল্‌ফিউরিক ইথর ৯৪·৮°, তার্পিন তৈল ৩১৮° ও পারদ ৬৬২° অংশ তাপে বাষ্পীভূত হয়। সুতরাং ঐ সকল বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপে বাষ্প হয়, এরূপ পদার্থের সহিত মিলিত থাকিলে ঐ মিশ্র দ্রব্যকে উক্ত পরিমাণ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলেই জল, সুরাসার প্রভৃতি পৃথক্ হইয়া পড়িবে। যাহা হউক কার্য্যতঃ চোঁয়াইলে একবারে বিশুদ্ধ কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না। কোন না কোন অন্য পদার্থও থাকিয়া যায়। একবারে বিশুদ্ধ দ্রব্য করিতে ভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রয়োজন।

সুরা প্রস্তুতই চোঁয়ানকার্য্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নানাবিধ ফল, ফুল ও শস্যাদি জল যোগে কিছুদিন পচাইয়া রাখিলে উহাদের মধ্যে অন্তরুৎসেক আরম্ভ হইতে থাকে। এইরূপে ঐ ফলাদির কতক অংশ সুরাসারে পরিণত হয়। তখন মৃদুতাপে বকযন্ত্রে চোঁয়াইয়া লইলেই মদ্য প্রস্তুত হইল। এই মদ্যের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে জল থাকিয়া যায়। মদ্য নির্জ্জল করিতে হইলে তাহাকে পুনরায় চোঁয়ান উচিত। সম্পূর্ণ নির্জ্জল করিতে অনেকবার এই প্রক্রিয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে শৌণ্ডিকগণ সচরাচর মউল, চাউল প্রভৃতি হইতেই মদ্য প্রস্তুত করে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, চিনি ও শ্বেতসারই বিকৃত হইয়া সুরাসাররূপে পরিণত হয়। সুতরাং যে সকল দ্রব্যে চিনি ও শ্বেতসার বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত হইতেই মদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। আলু, যব, গুড়, চিনি, দ্রাক্ষা ও নানাবিধ ফল হইতে মদ্য প্রস্তুত হইতেছে। [মদ্য দেখ।]

ফল চোঁয়াইয়া উহার সার বাহির করিয়া লইলে ফলের আরক প্রস্তুত হয়। লেবুর আরক, জামের আরক, এলাইচের আরক প্রভৃতি এইরূপেই প্রস্তুত হয়।

গোলাপফুল ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য নির্দ্দিষ্টকাল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া চোঁয়াইলে উহাদের সুগন্ধ জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিলাতি রোজ-ওয়াটার (Rose-water) অর্থাৎ গোলাপজল ও লাভেণ্ডার, অডিকলন প্রভৃতি এইরূপেই প্রস্তুত হয়।

নদী, হ্রদ, সমুদ্র, সরোবরাদির জলে প্রায়ই চুণলবণাদি নানারূপ খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। বকযন্ত্রে চোঁয়াইয়া লইলে ঐ সকল খনিজ পদার্থ পড়িয়া থাকে, বিশুদ্ধ জল অন্ত পাত্রে সঞ্চিত হয়। এই জলকে চোঁয়ান জল বলে। ইহা বৃষ্টি জল অপেক্ষাও বিশুদ্ধ। চোঁয়ান জলের কোন বর্ণ বা গন্ধ নাই, ইহা বিস্বাদ। কোন পাত্রে উত্তপ্ত করিলে সমস্তই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, নীচে কিছু পড়িয়া থাকে না।

জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ আবদ্ধ পাত্রে প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত করিলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। কয়লার গ্যাস ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাথরিয়া কয়লা এই প্রকারে চোঁয়াইলে উহা হইতে কয়লার গ্যাস, আল্কাতরা, স্থাপ্থা, আমোনিয়া প্রভৃতি বাষ্পরূপে বাহির হয়, এবং কোক পড়িয়া থাকে। কাষ্ঠকে এইরূপে চোঁয়াইলে কাঠের শির্কা, কাঠের স্পিরিট, আল্কাতরা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এইরূপে হাড় চোঁয়াইলে পাত্রে জান্তব অঙ্গার পড়িয়া থাকে এবং একরূপ তৈল বাহির হয়; এই তৈলকে ডিলেল্‌স্‌ অ্যানিম্যাল অয়েল কহে।

চোঁয়ানি [চোঁআন দেখ।]

চোক (স্ত্রী) ১ কটুপর্ণীমূল। (ভাবপ্র°) [চক্ষু শব্দজ] ২ চক্ষু।

চোক, বোম্বাই প্রদেশের কাথিবাড় রাজ্যের উন্দসর্ব্বীয় নামক স্থানের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার মধ্যে দুটী গ্রাম আছে, দুই জন ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে ইহার রাজস্ব দিয়া থাকেন। তাহার অধিকাংশই বৃটিশ গবর্মেণ্ট এবং অল্পাংশ জুনাগড়ের নবাব পাইয়া থাকেন।

চোকপুটি (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য।

চোকহাতু, বাঙ্গালা প্রদেশের লোহারডাগা জেলাভুক্ত তামর পরগণার একটী গ্রাম। এখানে মুণ্ডাদিগের একটী বৃহৎ গোরস্থান আছে, তাহাতে সাত হাজারের অধিক কবর দৃষ্ট হয়। এই কবর হইতেই গ্রামের নাম চোকহাতু হইয়াছে।

চোকা (দেশজ) ১ তীক্ষ্ণ। ২ বন্দোবস্ত। ৩ নিষ্পত্তি।

চোকান (দেশজ) ১ তীক্ষ্ণকরণ। ২ নিষ্পত্তি।

চোকাল (দেশজ) তীক্ষ্ণ, ধারাল।

চোকুটি (পুং) প্রবরবিশেষ। (প্রবরাধ্যায়)

চোক্কণ, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন সংস্কৃত কবি, তঞ্জোররাজ শরভোজীর জন্য ইনি কুমারসম্ভবচম্পূ রচনা করেন।

চোক্কনাথ, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, তিপ্পের পুত্র। ইনি শব্দকৌমুদী ও ধাতুরত্নাবলী নামে ব্যাকরণ এবং শাহজিরাজের জন্য কান্তিমতী-পরিণয়নাটক রচনা করেন।

চোক্ষ (পুং) খ্যায়তে প্রশংস্যতে চক্ষ-ঘঞ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ স্বাভাবিক শুচি প্রদেশ।

"অবকাশেষু চোক্ষেষু নদীতীরেষু চৈবহি॥" (মনু ৩।২০৭)

(ত্রি) ২ গীত, প্রশংসিত। ৩ শুচি, পবিত্র। ৪ দক্ষ।

"প্রভাবযো রহাবস্তস্তোকাশ্চোক্ষজনপ্রিয়াঃ॥" (ভারত ১৩।১৪৩ অঃ)

৫ তীক্ষ্ণ। ৬ মনোজ্ঞ। (মেদিনী)

চোখা (দেশজ) তীক্ষ্ণ।

চোখান (দেশজ) লেহন, শব্দপূর্ব্বক জিহ্বা নাড়িয়া আস্বাদন।

চোগা (হিন্দী) ঢিলা অঙ্গরাখা, গলা হইতে পা পর্য্যন্ত। প্রধানতঃ কাবুলীরা ব্যবহার করে। তবে আজ কাল ভারতবাসীরা ব্যবহার করিতেছে। প্রায় নরম পশম দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার কিনারাগুলি কারুকার্য্যের দ্বারা খচিত থাকে।

চোঙ্গা (দেশজ) নল, নলী, ছিদ্রযুক্ত বংশখণ্ড।

চোচ (ক্লী) কোচতি অবরুণদ্ধি আবৃণোতি কুচ-অচ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ ককারস্ত চকারঃ। ১ বল্কল। ২ চর্ম্ম। (ধরণি) প্রশস্তং চোচং ত্বগ্‌ বিদ্যতেঽস্য চোচ-অচ্‌ (অর্শ আদিভ্যোঽচ্‌। পা ৫।২।১২৭) ৩ গুড়ত্বক্‌, দারুচিনি। (অমর)

"স্পৃক্কাচৌরকচোচপত্রতগরস্থৌণেয়জাতীরসাঃ।" (বাভট ১।১৫।৪৫)

৪ তেজপত্র। ৫ তালফল। ৬ উপভুক্ত ফলের অবশিষ্টাংশ, চলিত কথায় চোচা বলে। (ভরত) ৭ কদলীফল। (সারসুন্দরী) ৮ নারিকেল। (স্বামী)

চোচক (ক্লী) চোচ-স্বার্থে-কন্‌। [চোচ দেখ।]

"দদ্যাচ্চাত্র পিপ্পলীমূলতণ্ডুলীয়কবরাঙ্গচোচকঃ।" (সুশ্রুত ৭ অঃ)

চোচকপুর, স্বর্গভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। (ভ° ব্রহ্মখ° ৫৬ অঃ)

চোট (দেশজ) আঘাত।

চোটখেকুয়া (দেশজ) আহত, যে আঘাত পাইয়াছে।

চোটা (দেশজ) অতিরিক্ত সুদ।

চোটান (দেশজ) ঠোকরান, আঘাত করণ।

চোটিলা, সুরাষ্ট্রের থানের নিকটবর্ত্তী এক প্রাচীন গ্রাম, অপর নাম চোটগড়। পূর্ব্বে প্রমাররাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন, সামৎগণ আবার তাঁহাদের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লয়েন।

চোটী (স্ত্রী) চুট-অণ্‌-ঙীপ্‌। শাড়ী। (হেম°)

চোড় (পুং) চোড়তি সংবৃণোতি শরীরং চুড়-অচ্‌। ১ প্রাবরণ, উত্তরীয় বস্ত্র, চাদর। [বহু] ২ দেশবিশেষ। (মেদিনী) [চোল দেখ।]

চোড়ক (পুং) একপ্রকার জামা (Jacket)। (দিব্যাবদান)

চোড়গঙ্গ, একজন বিখ্যাত ত্রিকলিঙ্গাধিপতি এবং উৎকলের গঙ্গবংশীয় রাজগণের প্রথম। ইহার প্রকৃত নাম অনন্তবর্ম্মা। ইহার মাতামহের নাম মহারাজ রাজেন্দ্রচোড় ও পিতার

নাম রাজরাজ। বোধ হয় মাতামহ ও পিতামহ উভয়ের উপাধি একত্র করিয়া ইনি চোড়গঙ্গ নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইহার প্রদত্ত তাম্রশাসনপাঠে জানা যায় যে, ইনি ৯৯৯ শকে কলিঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হন। কলিঙ্গরাজ্য হইতে ইহার প্রদত্ত অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।* উৎকলের ঐতিহাসিকগণ মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন যে, ইনি ১০৩৪ শকাব্দে উড়িষ্যা জয় করেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। যদিও ঠিক কোন সময়ে তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু পুরীজেলার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কেদারেশ্বর মন্দির হইতে আবিষ্কৃত খোদিত শিলালিপিপাঠে † জানা যায় যে, তিনি ১০০৪ শকে উৎকলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রকাশিত উড়িষ্যার ইতিহাসের মতে, ইনি ১১৩২ হইতে ১১৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩০ বর্ষ রাজত্ব করেন, আবার গঙ্গবংশচম্পূ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে উৎকলরাজ চুড়ঙ্গদেব ৭৪ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু নরসিংহদেবের ৩ খানি তাম্রশাসনেই লিখিত আছে যে চোড়গঙ্গ প্রায় ৭০ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার প্রিয় পুত্র কামার্ণব ১০৬৪ শকে উৎকলের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও উড়িষ্যার ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, মহারাজ অনঙ্গভীম দেব ১১১৯ শকে ‡ জগন্নাথের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু নরসিংহের বৃহৎ তাম্রফলকে লিখিত আছে, গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গ উৎকলরাজকে পরাজয় করিয়া কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য পুরুষোত্তমের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। [জগন্নাথ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মহাবীর চোড়গঙ্গ নানাস্থান জয় করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু জাজল্লদেবের ৯১৯ চেদিসম্বৎ অঙ্কিত শিলাফলকে লিখিত আছে, চন্দ্রবংশীয় চোড়গঙ্গ চেদিরাজ রত্নদেব কর্ত্তৃক পরাস্ত হন §।

চোড়া (স্ত্রী) মহাশ্রাবণিকা, বড় থুল্‌কুড়ী।

চোড়ী (স্ত্রী) চোড়-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শাড়ী। (হেম°)

চোণা (দেশজ) ১ গোমূত্র।

চোতক (ক্লী) ১ বল্কল। (শব্দরত্না°) ২ গুড়ত্বক্, দারুচিনি।

চোদ (পুং) চোদয়তি প্রেরয়তি অশ্বান্ চুদ-অচ্। ১ অশ্বতাড়নী, কশা। ২ অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ লৌহশলাকাযুক্ত কাষ্ঠবিশেষ।

"জঘনে চোদএষাং বি সক্থানি নরো যমুঃ।" (ঋক্ ৫।৬১।৩)

'চোদঃ প্রেরিকা কশা অরাগ্রকাষ্ঠবিশেষো বা।' (সায়ণ।)

(ত্রি) ৩ প্রেরক, যে প্রেরণ করে।

"চোদঃ কুবিত্তুতুজ্যাৎ সাতয়ে ধিয়ঃ।" (ঋক্ ১।১৪৩।৬)

'চোদঃ অস্মাকং কর্ম্মসু প্রেরকঃ।' (সায়ণ।)

চোদক (ত্রি) চুদ-ণ্বুল্। ১ যে প্রেরণ করে, প্রেরক। "অকরোদ্ যস্ত্বয়ং কর্ম্ম ভয়োঽর্জুনক চোদকং।" (ভারত শান্তি°)

(পুং) ২ প্রবৃত্তির জনক বিধিবাক্য।

"বর্ত্তমানোপদেশাচ্চোদনাশব্দাৎ শ্রুত্যর্থাভাবাত্তৈব চেতি বচনান্নির্দ্দেশাৎ কর্ম্মচোদকঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।১০।১)

চোদন (ক্লী) চুদ-ভাবে ল্যুট্। ১ প্রবর্ত্তন, চোদনা।

"প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ।" (মনু ২।৩৫)

২ প্রেরণ। "কার্য্যকারণসন্দেহে ভবত্যস্তোক্তচোদনাৎ।" (ভারত ১৩।৪১ অঃ) (ত্রি) চুদ-কর্ত্তরি ল্যু। ৩ যে প্রেরণ করে। (ক্লী) ৪ কর্ম্ম।

"অপি প্রয়ং চোদনা বাং মিমানা।" (শুক্লযজুঃ ২৯।৭)

'চোদনা চোদনানি কর্ম্মাণি।' (মহীধর।)

চোদনা (স্ত্রী) চোদ্যতে প্রবর্ত্ত্যতেঽনয়া চুদ-ণিচ্ যুচ্-টাপ্। ১ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য, বিধিবাক্য।

"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ।" (ভর্ত্তৃহরি)

"চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ।" (মীমাংসা ১।১।২)

'চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনমাহুঃ।' (শবরস্বামী।)

২ প্রেরণ। ৩ প্রবর্ত্তনা। ৪ প্রবৃত্তির কারণ।

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।" (গীতা ১৮।১৮)

---

* Indian Antiquary, Vol. XVII; Epigraphia Indica, Vol. III. p 17.

† ঐ শিলালিপিখানি অতি প্রয়োজনীয় হইলেও এপর্য্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধারে চেষ্টা করেন নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল অস্পষ্ট বলিয়া উহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। (Antiquities of Orissa, Vol. II. p. 93.) উক্ত শিলালিপিখানির আবশ্যকীয় প্রারম্ভ অংশের পাঠোদ্ধার পঙ্‌ক্তিক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শকস্থ দশবর্ষাণাং দশানাং শতানাং চতুষ্টয়যুতা-
মধুনা কর্কটকমাসস্থ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং শ্রীমদনন্ত-
বর্ম্মণো চোড়গঙ্গাধিপস্যানুজো ভগবৎ শ্রীকেদারেশ্বরৈ-
কপরঃ রাজা শ্রীপদ্মাড়িনামা ত্(ত্রি)ভুবনহিতয়ে শ্রীকেদারেশ্বরোদ্দে
শতঃ দীপং প্রাদাদ্" ইত্যাদি।

‡ রাজা রাজেন্দ্রলাল স্বমতপ্রতিপাদনার্থ এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥" (Ant. Ori. II. 11n.)

তাঁহার মতে, এইটী খোদিত শিলালিপির শ্লোক, কিন্তু পুরুষোত্তমের মহামন্দিরের কোন স্থানে ঐ লিপির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শ্লোকটী অমূলক বলিয়া বোধ হয়।

§ Epigraphia Indica, Vol. I. p. 40.

'কর্ম্মচোদনা কর্ম্ম চোন্ততে প্রবর্ত্ত্যতেহনয়া চোদনা জ্ঞানাদিত্রয়ং প্রবৃত্তিহেতুঃ।' (শ্রীধর।) ৫ অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞাপক শব্দ।

"যাহি চোদনা ধর্ম্মস্য লক্ষণং সা স্ববিষয়ে নিযুঞ্জানৈব পুরুষমববোধয়তি ব্রহ্মচোদনাতু পুরুষমেব বোধয়ত্যেব কেবলং॥" (শা' সূ' শাঙ্করভাষ্য।) 'অজ্ঞাতজ্ঞাপকঃ শব্দশ্চোদনা।' (রত্নপ্রভা।) ৬ যাগাদিবিষয়ক প্রযত্ন। "একং বা সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ।" (জৈমিনিসূ' ২।৪।৯) 'তত্র চোদনা প্রবর্ত্তকঃ শব্দশ্চোদিতঃ প্রযত্নোবা।' (রত্নপ্রভা।)

চোদনাগুড় (পুং) চোদনয়া প্রেরণয়া আগুড্যতে উৎক্ষিপ্যতে আ-গুড়-ক। কন্দুক। (ত্রিকাণ্ড' ২।৬।৪৩)

চোদপ্রবৃদ্ধ (ত্রি) চোদঃ স্তোত্রং তেন প্রবৃদ্ধঃ। স্তুতি দ্বারা যাহাকে বর্দ্ধিত করা হয়।

"জঘন্ বাঁ ইন্দ্র মিত্রেরুঞ্চোদপ্রবৃদ্ধঃ।" (ঋক্ ১।১৭৪।৬)

'চোদপ্রবৃদ্ধশ্চোদনৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রবৃদ্ধঃ।' (সায়ণ।)

চোদয়ন্মতি (ত্রি) চোদয়ন্তী প্রেরয়ন্তী মতির্যস্য বহুব্রী। প্রেরণ করিবার মতি যাহার আছে।

"চক্ষুর্দধিয়ে চোদয়ন্মতি।" (ঋক্ ৫।৮।৬) 'চোদয়ন্তী মতির্যস্য তচ্চোদয়ন্মতি।' (সায়ণ)

চোদয়িতৃ (ত্রি) চুদ-ণিচ্-তৃচ্। যে প্রেরণ করে, প্রেরয়িতা। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। "চোদয়ত্রী সুনৃতানাম্।" (ঋক্ ১।৩।১১) 'চোদয়ত্রী প্রেরয়ত্রী' (সায়ণ।)

চোদিত (ত্রি) চুদ-তৃচ্। প্রেরিত।

চোদিষ্ঠ (ত্রি) চোদিতৃ ইষ্ঠ, তৃচো লোপঃ। প্রেরক শ্রেষ্ঠ।

চোদ্য (ক্লী) চুদ-ণ্যৎ। ১ প্রশ্ন। ২ পূর্ব্বপক্ষ। (অমর)

"সত্যং ধ্যানং সমাধানং চোদ্যং বৈরাগ্যমেবচ।" (ভারত৫।৪৩।৩৪)

(পুং) ৩ চোদনার্থ, প্রেরণযোগ্য।

"নীবারমূলেঙ্গুদশাকবৃত্তিঃ
সুসংযতাগ্নিকার্য্যেষু চোদ্যঃ॥" (ভারত ৫।৩৮।৮)

৪ আক্ষেপ্য, যাহার জন্য শোক প্রকাশ করা হয়।

"চপলাজনং প্রতি ন চোদ্যমদঃ।" (মাঘ)

চোনা (দেশজ) গোমূত্র, গোরুর প্রস্রাব।

চোনাট (দেশজ) আকুঞ্চিত করণ, কেশ ও বস্ত্রাদির সৌন্দর্য্য সাধন করা।

চোপ্ (দেশজ) নির্বাক্।

চোপ, বঙ্গদেশের অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার একটী গ্রাম। ইহা হাজারিবাগ নগর হইতে ৮ মাইল দূরে এবং মোহানি নদীর নিকটে অবস্থিত। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। ইহার নিকটে একটী কয়লার খনি আছে। ইহাতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা ভাল নহে।

চোপ্সা (দেশজ) লেখা বিকৃত হইয়া যাওয়া।

চোপ্সান (দেশজ) চুষিয়া টানিয়া লওয়া।

চোপদার (পারসিক) ভৃত্যবিশেষ, যাহারা আশাসোঁটা বহন করে ও তাঁহাদের প্রশংসাসূচকবাক্য ঘোষণা করে।

চোপন (ত্রি) চুপ কর্ত্তরি ল্যু। ১ মন্দগামী। ২ মৌনী। (ক্লী) চুপ-ল্যুট্। ৩ মন্দগমন। ৪ মৌনভাব।

চোপ্‌ড়া, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেশ জেলার অন্তর্গত চোপ্‌ড়া উপবিভাগের প্রধান নগর। তাপ্তী নদী হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা' ২১°১৫´১৫´´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৫° ২০´২৫´´ পূঃ। নগরটী অতি প্রাচীন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দেও হিন্দুরাজগণের আমলে এখানে বহু লোকের বাস ছিল। এখানকার রামেশ্বরমন্দিরদর্শনার্থ বহু দূরদেশ হইতে যাত্রী আসিয়া থাকে। এখানে ডাকঘর, পাঠশালা প্রভৃতি আছে, তিসি ও কার্পাসের ব্যবসায় প্রধান। লোকসংখ্যা ১৫৬৫৫।

চোপ্‌চিনি (স্ত্রী) [তোপচিচি দেখ।]

চোপ্‌কা, এক প্রকার পক্ষী। ইহার পক্ষ নানাবর্ণে রঞ্জিত। সাদা, কটা, ফেকাঁসে, কাল, খাকী ইত্যাদি। আবার এক প্রকার বর্ণের উপর অন্য প্রকার বর্ণের দাগও লক্ষিত হয়। এতভিন্ন শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে ইহার বর্ণভেদ ঘটে। এক একটা প্রায় ৯ ইঞ্চি লম্বা হয়। শীতকালে সমগ্র ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ইহারা সরোবরের তৃণপূর্ণ পাড়ের নিকটে, ধান্যক্ষেত্রে অথবা ভিজে ময়দানে বাস করে।

চোবচিনী (পারসী) বৃক্ষমূলবিশেষ, তোপচিনি (Smilax china.)

চোব্‌দার (পারসী) [চোপদার দেখ।]

চোবা (দেশজ) নারিকেল প্রভৃতি ফলের বাকল।

চোবারি, বোম্বাই বিভাগের উত্তর কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে দুইজনের অধিকারে তিনটী গ্রাম আছে।

চোবুতরা (হিন্দী) ১ উচ্চাসন, বিচারাসন। ২ বধ্যভূমি।

চোবাহ (দেশজ) জলচর পক্ষীবিশেষ।

চোয়া (দেশজ) পরিষ্কার, শৈবালাদি শূন্য জল এবং গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি আবর্জনাশূন্য স্থল।

চোয়ালি (দেশজ) কস্, হনু।

চোর (পুং) চোরয়তি চুর-ণিচ্-অচ্। ১ যে পরদ্রব্য অপহরণ করে, তস্কর। পর্য্যায়—চৌর, দস্যু, তস্কর, প্রতিরোধী, মলিম্লুচ, স্তেন, ঐকাগারিক, স্তৈন্য, প্রচ্ছন্নতস্কর, মোষক, পাটচ্চর, পরাস্কন্দী, কুম্ভিল, খনক, শঙ্কিতবর্ণ, খানিক, প্রচুরপুরুষ, তৃপু, তক্কা, রিভ্বা, রিপু, রিকা, বিহায়স্, তায়ু, বনর্গু, হুরশ্চিৎ, মুষীবান্, অন্তশংশ, বৃক।

২ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, চোরক। (হেম°) ৩ কৃষ্ণপটী। (হড্ডচন্দ্র) ৪ ভারতবর্ষীয় একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। [চোরকবি দেখ।]

চোরক (পুং) ১ পৃক্কাশাক, চলিত কথায় পিড়িঙ্গ শাক। ২ সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, নেপালে 'ভেটউর' বলে। পর্য্যায়—শঙ্কিত, খড়্গা, দুষ্পত্র, ক্ষেমক, রিপু, চপল, কিতব, ধূর্ত্ত, পটু, নীচ, নিশাচর, গণহাস, কোপনক, চোর, ফলচোরক, গ্রন্থিপর্ণ, গ্রন্থিদল, গ্রন্থিপত্র। ইহার গুণ—তীব্র গন্ধ, উষ্ণ, তিক্ত, বাত, কফ, নাসিকারোগ, মুখরোগ, অজীর্ণ ও কৃমিদোষনাশক। (রাজনি°) চোর-স্বার্থে কন্। ৩ তস্কর।

চোরকণ্টক (পুং) চোরক নামক গন্ধদ্রব্য। ভাঁটুই ও স্থানবিশেষে চোর-কাঁটকী বলে।

চোরকবি, ভারতবর্ষীয় একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। কিংবদন্তী আছে যে, এই কবি মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন, ইঁহার সহিত কালিদাসের সদ্ভাব ছিল না, পরস্পর পরস্পরকে দ্বেষ করিতেন। এক দিন এক লোক কালিদাসকে কবির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাকবি চিরবিদ্বেষী চোরকবির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি

"কবিরমরুঃ কবিরমরঃ কবী চোরময়ূরকৌ।
অন্যে কবয়ঃ কপয়ঃ কপিজাতিত্বাচ্চঞ্চলমতয়ঃ॥"

এই কবিতাটী রচনা করিলেন। এই কিংবদন্তী ভ্রান্তিশূন্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। কারণ চোর কবির অনেক পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাসের উদয় হইয়াছিল। অনেকের মতে এই কবিই প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশিকার প্রণেতা।

কবি বিহ্লণের নামান্তর। [বিহ্লণ দেখ।]

চোরকাঁটা (চোরকণ্টক শব্দজ) [চোরকণ্টক দেখ।]

চোরগণেশ (পুং) চোরশ্চাসৌ গণেশশ্চেতি কর্ম্মধা°। গণেশবিশেষ, কর ছিদ্র করিয়া জপ করিলে ইনি তাহার ফল হরণ করেন। (তন্ত্র)

চোরছিদ্র (ক্লী) চোরেণ কৃতং ছিদ্রং মধ্যলো°। সন্ধি, সিঁধ।

চোরপুচ্ছ (পুং) চোরো লুক্কায়িতঃ অপ্রশস্তঃ পুচ্ছঃ পশ্চাদ্‌ভাগো যস্য বহুব্রী। গর্দ্দভ। (শব্দর°)

চোরপুষ্পিকা (স্ত্রী) চোরপুষ্পী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। চোরপুষ্পী। (শব্দরত্ন°)

চোরপুষ্পী (স্ত্রী) চোর ইব পুষ্পমস্যাঃ বহুব্রী। পুষ্পবিশেষ, শঙ্খিনী। চলিত বাঙ্গলা—চোরহুলী বা হোটাহুলী, হিন্দী শঙ্খাহুলী বা বোলা। এই ফুলের আকার অনেকটা শঙ্খের ন্যায়, ইহা অধোমুখে বৃন্ত ঝুলিয়া থাকে। পর্য্যায়—শঙ্খিনী, কেশিনী, চোরপুষ্পিকা, অধঃপুষ্পী, মঙ্গল্যা, অমরপুষ্পী, রাজ্ঞী, ছেটনী। [শঙ্খপুষ্পী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

চোরস্নায়ু (পুং) চোরস্য গন্ধদ্রব্যবিশেষস্য স্নায়ুরিব। কাকনাসিকা। (শব্দার্থচি°)

চোরা (স্ত্রী) চোরতুল্যং রাত্রি-বিকাশিতত্বা পুষ্পমস্ত্যস্যাঃ চোর-অচ্-টাপ্। চোরপুষ্পী। (শব্দার্থচি°)

চোরা, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াবাড় রাজ্যভুক্ত, ঝালাবার জেলার একটী নগর।

চোরাঙ্গল, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ইহার পরিমাণ ১৬ বর্গ মাইল। ইহাতে ১৭টী গ্রাম আছে। ইহার শাসনকর্ত্তা একজন রাঠোর রাজপুত। ইনি বরদারাজকে রাজস্ব দিয়া থাকেন। এখানকার অধিকাংশ নিবাসী কোলি জাতীয়।

চোরাপথ (দেশজ) অপ্রশস্ত পথ, যে পথে গোপনে গমনাগমন করা যাইতে পারে।

চোরাসি, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সুরট জেলার একটী বিভাগ। ইহার পরিমাণ ১১০ বর্গমাইল। ইহাতে দুটী নগর এবং ৬৫টী গ্রাম আছে। সমগ্র বিভাগটী উর্ব্বরা, এবং কৃষিক্ষেত্রে পরিপূর্ণ, তাপ্তী নদী ইহার উত্তরাংশে প্রায় ১৮ মাইল ব্যাপিয়া আছে। তদ্ভিন্ন ইহার অপরাংশে সামান্য নদী বহে। তাহাতে জলের অভাব পূর্ণ হয় না। এখানকার কূপের জল লবণাক্ত। জেলার প্রধান নগর সুরট এই বিভাগের মধ্যে অবস্থিত।

চোরিকা (স্ত্রী) চোরস্য ভাবঃ চোর-ঠন্-টাপ্। চোরের ভাব, তস্করতা। (অমরটী° রায়মুকুট)

চোরিত (ত্রি) চুর-ণিচ্ কর্ম্মণি-ক্ত। ২ অপহৃত, যাহা চুরি করিয়াছে। (ক্লী) ২ চুরি করা।

চোরিতক (ক্লী) চোরিত-স্বার্থে-কন্। পর দ্রব্যের অপহরণ।

চোল (পুং) চুল সমুচ্ছ্রায়ে কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ কঞ্চুলিকা, কাঁচুলি।

"নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্।" (আনন্দল° ৬৬)

পর্য্যায়—কূর্পাসক, কঞ্চুক, কুঞ্চুলী, কুঞ্চলিকা। ২ স্ত্রীদিগের বস্ত্রবিশেষ, নিচোল। (রমানাথ) ৩ পুরুষের বস্ত্রবিশেষ, চলিত কথায় চোলা বলে। (পুং) [বহু] ৪ দেশবিশেষ।

এই রাজ্য অতি প্রাচীন, রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

"দ্রবিড় তৈলঙ্গয়োর্মধ্যে চোলদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
লম্বকর্ণাশ্চ তে প্রোক্তাস্তদ্দেশো বাস্তরে ভবেৎ॥"

দ্রবিড় ও তৈলঙ্গের মধ্যে চোলদেশ। সংক্ষেপশঙ্করজয়ের মতে—এই চোলদেশ দিয়া কাবেরী নদী প্রবাহিত।

"বক্রাপগাবহতি তত্র কবেরকন্যা।" অশোকের খোদিত লিপিতে এই স্থান "চোর"-টলেমি কর্ত্তৃক "চোরই" (Chorai) ও প্লিনি কর্ত্তৃক "সোর" নামে বর্ণিত হইয়াছে।

আর্কট, কাঞ্চীপুর ত্রিচীনপল্লীর নিকটবর্ত্তী, বরিউর, কুম্ভকোণ, গঙ্গৈকোণ্ডসোরপুর ও শেষে তঞ্জোরে চোলরাজ্যের রাজধানী ছিল।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই চোলরাজগণ প্রবল হইয়া ছিলেন। মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে—বুদ্ধ-নির্ব্বাণের ২৯৬ বর্ষ পরে (২৪৭ খৃঃ পূঃ অব্দে) চোলবীর সিংহল অধিকার করেন। তৎকালে তামিলভাষী সমস্ত জনপদের উপর চোলরাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পল্লববংশের অধঃপতনকালে চোলরাজগণ কাঞ্চীপুরে অধিষ্ঠিত হন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং চোলরাজ্যে আগমন করেন। তৎকাল এই স্থান প্রায় দুই শত ক্রোশ (২৫০০ লি) বিস্তৃত ছিল। তখন ইহার রাজধানী ধ্বংস প্রায়। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে চোলরাজগণ আবার প্রবল হইয়া পাণ্ড্য ও কোঙ্গুরাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময়ে রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ চোড়দেব বঙ্গবেহার পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে চোলরাজ্যলক্ষ্মী চোলরাজদৌহিত্র চালুক্যরাজগণের করশায়িনী হয়। [চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

অনেকে বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান করমণ্ডল উপকূলই চোলমণ্ডল শব্দের অপভ্রংশ।

চালুক্যবংশের যেরূপ প্রকৃত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, চোলরাজগণের সম্বন্ধে সেরূপ পাওয়া যায় না। চোলচরিত্র, চোলমাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে চোল সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক বলিয়া বোধ হয় না। চোলরাজগণের সময়কার অনেক শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কালনির্দ্দেশ না থাকায় প্রকৃত ধারাবাহিক রাজগণের নাম স্থির করাও কিছু কঠিন।

পরবর্ত্তীকালে চোলরাজগণ তঞ্জোরে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুরের আক্রমণে ও পরে বিজয়নগররাজের অভ্যুদয়ে চোলরাজ্য বিধ্বস্ত হয়।

তস্য রাজা সোঽভিজনোঽস্য ইতি বা চোল-অণ্ বহুত্বে তস্য লুক্। ৫ চোলদেশের রাজা। ৬ তদ্দেশবাসী। এই দেশের ক্ষত্রিয় রাজগণ সগররাজ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। [কাম্বোজ দেখ।]

(পুং) ৭ চীনদেশস্থ একটী প্রসিদ্ধ হ্রদ। (শব্দার্থচি°)

চোলক (পুং) চোলইব কায়তি কৈ-ক। ১ বর্ম্ম, সাঁজোয়া। (হারা° ১৯৭) ২ দেশবিশেষ, চোল।

"চোলকেশ্বরকীর্ত্তিশ্চ কালুষ্যং যযতুঃ সমম্।"(কথাসরিৎ ১৯।৯৫)

৩ বল্কল। (শব্দর°)

চোলকিন্ (পুং) চোলক-অস্ত্যর্থে-ইনি। ১ করীর, বাঁশের কোঁড়া। ২ নাগরঙ্গ। ৩ কিষ্কুপর্ব্ব, নল, খাগড়া। (হারা°)

চোলণ্ডুক (পুং) চোলস্য অণ্ডুক ইব শকন্ধ্বাদি° অকারলোপঃ। শিরোবেষ্ট, পাকড়ী। (ত্রিকাণ্ড°)

চোলন (ক্লী) চোলইব আচরতি চোল-কিপ্ কর্ত্তরি ল্যু। ১ নাগরঙ্গ। ২ করীর, কোঁড়া। ৩ কিষ্কুপর্ব্ব, নল, খাগড়া। (শব্দার্থচি°)

চোলী (স্ত্রী) চুল-ঘঞ্ গৌরাদি° ঙীষ্। ১ স্ত্রীলোকের বস্ত্রবিশেষ, ঘাঘরা। ২ পুরুষের বস্ত্রবিশেষ, চোলা।

চোলোণ্ডুক (পুং) চোল উণ্ডুকইব। উষ্ণীষ, পাকড়ী।

চোষ (পুং) চীয়তে চি-ড চশ্চাসৌ উষশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ পার্শ্ব জ্বালাবিশেষ, ভিষক্ শাস্ত্রমতে পার্শ্বস্থিত অগ্নির সন্তাপের ন্যায় পার্শ্বে জ্বালা হইলে, তাহাকে চোষ বলে।

"হৃচ্ছূলপীড়নযুতং পবনেন পিত্তা-
ত্তৃড়্দাহচোষ বহুলং সকফপ্রসেকম্॥"

'চোষঃ পার্শ্বস্থিতাগ্নিনেব সন্তাপঃ।' (ভাবপ্রকাশ)

চোষক (ত্রি) যে চোষণ করে।

চোষা (দেশজ) চোষণ করা।

চোষাণ (দেশজ) চুষিবার জন্য নিযুক্ত করা।

চোষ্য (ক্লী) চুষ-ণ্যৎ আর্ষত্বাৎ গুণঃ। চুষ্য, যাহা চুষিয়া খাইতে হয়।

"ভোজনীয়ানি পেয়ানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
লেহ্যান্যমৃতকল্পানি চোষ্যাণি চ তথার্জ্জুন॥"(ভারত ১।১৭৫ অঃ)

[চুষ্য দেখ।]

চোস্ক (পুং) ১ উৎকৃষ্ট ঘোটক। ২ সিন্ধুবার, সোঁদাল। (ত্রিকাণ্ড°)

চোহান (চাহমান্ শব্দজ) রাজপুতদিগের এক শ্রেণী।

[চাহমান দেখ।]

চৌ (চতুর্ শব্দজ) চারসংখ্যাবিশিষ্ট। এই শব্দটী প্রায়শ অন্যশব্দের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা চৌরস্তা, চৌদিক্।

চৌক (চক্ষুঃ শব্দজ) ১ চক্ষু। ২ চারিপণ বা একের চতুর্থাংশবোধক চিহ্ন। ৩ খাতের পরিমাণবিশেষ।

চৌক, অযোধ্যা প্রদেশের একটী নদী। উৎপত্তি স্থানে ইহার নাম শারদা; খেরী ও সীতাপুর জেলায় ইহা চৌক নাম ধারণ করিয়াছে। তাহার পর দহোর নামে কুটাইঘাটের নিকট কৌরিয়ালা নদীর সহিত মিলিত হইয়া ঘর্ঘরা নাম হইয়াছে।

চৌকিডাঙ্গা, বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জের নিকট একটী কয়লার খনি। এই খনিতে মোট ১৪ ফিট ৬ ইঞ্চ পুরু কয়লার স্তর আছে। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথম খোঁড়া হয়। ১৮৬১

খৃঃ অব্দে অগ্নি লাগিয়া ইহার বিস্তর ক্ষতি করে। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ইহার কার্য্য বন্ধ হয়।'

চৌকস (দেশজ) সতর্ক, কার্য্যদক্ষ, মনোযোগী।

চৌকা (চতুষ্কোণ শব্দজ) ১ চারিকোণবিশিষ্ট স্থান। ২ পাকস্থান।

চৌকাঠ (দেশজ) চারিখণ্ড কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্বারের অবয়ব। উপরের কাঠকে কপালী, দুই পাশের কাঠকে পানাবাজু ও নীচের কাঠকে গোবরাট, উঁতটা প্রভৃতি কহে।

চৌকি (দেশজ) ১ আসনবিশেষ, খুরসী। ২ পাহারা, রক্ষা। ৩ পুলিষে থাকিবার স্থান কিম্বা কর আদায়ের স্থান।

চৌকিঘর (দেশজ) রক্ষাগৃহ।

চৌকিদার (পারসী মিশ্র) যে ব্যক্তি চৌকি অর্থাৎ পাহারা দেয়, প্রহরী। এক্ষণে চৌকিদার বলিলে পল্লীগ্রামস্থ নীচজাতীয় প্রহরীদিগকেই বুঝায়। পূর্ব্বে চোর ডাকাতদিগের সর্দ্দারদিগকেই চৌকিদার করা হইত। সর্দ্দার নিজে চৌকিদার হইলে চুরি ডাকাতি অধিক হইত না। এখন চৌকিদার যে বেতন পায়, তাহা গ্রামবাসিগণের নিকট আদায় হয়। গ্রামবাসীরা চৌকিদারের বেতন স্বরূপ যাহা দেয়, উহাকে চৌকিদারি কর বলে। কর গ্রামস্থ পঞ্চায়েতগণ আদায় করিয়া থাকেন। চৌকিদারদিগের বেতন অল্প হইলেও তাহাদের দায়িত্ব অনেক। তাহাদিগকে প্রতি সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট থানায় গিয়া হাজরি দিতে হয়, গ্রামের জন্ম ও মৃত্যুর সংবাদ দিতে হয়। তাহার সীমানার মধ্যে কোথাও কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে তাহাকে থানায় জানাইতে হয়। বস্তুতঃ পল্লীগ্রামের পুলিসের যাবতীয় কার্য্যই তাহাকে করিতে হয়।

চৌকিদারী (পারসীমিশ্র) ১ চৌকিদারের কাজ। ২ চৌকিদার সম্বন্ধীয়।

চৌকিয়া (দেশজ) ১ যে চৌকি দেয়, চৌকিদার।

চৌকী [চৌকি দেখ।]

চৌকোণ (চতুষ্কোণ শব্দজ) যাহার চারিটী কোণ আছে।

চৌক্র্য (ক্লী) চুক্রস্য ভাবঃ চুক্র-দৃঢ়াদি' ষ্যঞ্। (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) চুক্রের ভাব, চুক্রতা।

চৌক্ষ (ত্রি) চুক্ষা হিংসা শীলমস্য চুক্ষা-ছত্রাদি' ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ১ হিংস্রক, হিংসা করা যাহার স্বভাব। ২ মনোজ্ঞ।

"চৌক্ষং চৌক্ষজনাকীর্ণং সুমুখং সুখদর্শনম্।"

(ভারত ১২।১১৮ অঃ)

কোন কোন আভিধানিক 'চৌক্ষ' স্থলে চৌক্ষ্য পাঠ করেন।

চৌগঞ্জ, রাজসাহী জেলার একটী সহর। নাটোরের ১৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা' ২৪° ৩৩´ উঃ, দ্রাঘি' ৮৯° ১২´ পূঃ।

চৌগান্ (পারসী) এক প্রকার খেলা। [চৌথান দেখ।]

চৌগাছা, যশোহর জেলার একটী গ্রাম। চিনির কারখানার জন্য বিখ্যাত।

চৌগাল, কাশ্মীর রাজ্যের একটী সহর। ইহা শ্রীনগরের ৩৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে ও ঝিলমের ১১১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা' ৩৪° ২৩´ উঃ, দ্রাঘি' ৭১° ১০´ পূঃ।

চৌঘাট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মলবার জেলার পনানি তালুকের একটী সহর। পূর্ব্বে এই সহর চৌঘাট তালুকের সদর ছিল, এখনও ইহাতে বিদ্যালয় ও নিম্ন বিচারালয়াদি আছে। চৌঘাট তালুক পনানি তালুকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

চৌঘরা, চৌঘড়া, ১ ধীবরদিগের জালবিশেষ। দুইটী ধনুর ন্যায় লম্বা বাঁশের মধ্যস্থানে বাঁধিয়া অগ্রভাগে একখানি চতুষ্কোণ জাল খাটাইয়া দেয়। বাঁশ দুইটীর মধ্যস্থান অপর একটী দণ্ডে বাঁধা থাকে। ধীবর ঐ দণ্ডদ্বারা চৌঘরা জাল জলাশয়ে ফেলিয়া রাখে এবং মাছ আসিলেই ছাঁকিয়া তুলে।

২ আঠা দিয়া পক্ষী ধরিবার একপ্রকার ফাঁদ। চারিদিকে বাঁশের কাঠিদ্বারা একটী ঘর করিয়া তাহার উপর দুই চারিটী আঠা মাখান কোমল কাঠি থাকে। আঠা-কাঠির নীচে একটী জীবন্ত ঘুর্‌ঘুরে অথবা অন্য কোন কীটপতঙ্গাদি বাঁধিয়া দেয়। কেরকেটে, চাষ ইত্যাদি পক্ষী যেমন ঐ কীট খাইতে যায়, অমনি আঠায় পড়ে।

চৌঘরা (হিন্দী) মসলাদি রাখিবার জন্য চারিটী খোপবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বাক্স।

চৌঘানবাজি, কাশ্মীরের উত্তরবর্ত্তী লদাক ও তিব্বতে প্রচলিত ক্রীড়াবিশেষ। এই খেলায় একজন অশ্বে আরোহণ করিয়া একটী ভাঁটাকে দণ্ডদ্বারা আঘাত করিতে করিতে অতি বেগে লইয়া যায়। ইহা ইংরাজদিগের হকি (Hockey) খেলার ন্যায়। আস্তর ও ঘিলঘিটের লোকেরা এই খেলায় এত উন্মত্ত হয় যে, খেলার সময় তাহাদের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। আস্তর নগরে এই খেলাকে তোপো এবং যে প্রান্তরে এই খেলা হয়, উহাকে শাজারান্ কহে। ঘিলঘিটে ইহার নাম বুল্লা। তিব্বতীয় ভাষায় এই খেলাকে পোলো (Polo) বলে।

চৌচাপট (দেশজ) ১ যাহার চারিদিক সমান। ২ চতুর, চালাক।

চৌচালা (চতুঃশাল শব্দজ) চারি চালযুক্ত গৃহ।

চৌট (চতুষ্টয় শব্দজ) চার।

"মীন মেষের পরে চৌট।
আধ ছয় আধ ছয় বৃষকুম্ভ ছুটো।" (খনা)

চৌটী (চতুর্থ শব্দজ) চারিভাগের এক ভাগ। এক চতুর্থাংশ।

চৌঠা (চতুর্থ শব্দজ) মাসের চতুর্থ দিন।

চৌড় (ক্লী) চূড়া প্রয়োজনমস্য চূড়া-অণ্। চূড়াকরণ।
"গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনম্।" (মনু ২।২৭)
'চৌড়ং চূড়াকরণকর্ম্ম' (কুল্লূক)। চূড়া স্বার্থে-অণ্। ২ চূড়া।
"লেলিহানৈর্মহানাগৈঃ কৃতচৌড়মমিত্রহন্।" (ভারত ৩।১৭ অঃ)

চৌড়া (দেশজ) প্রস্থ পরিমাণ, পরিসর।

চৌড়ার্য্য (ত্রি) চূড়ার প্রগল্ভাদি চাতুরর্থিক ঞ্য। (পা ৪।২।৮০) চূড়ান্বিত পদার্থের নিকটবর্ত্তী।

চৌড়ি (পুং স্ত্রী) চূড়ায়া অপত্যং চূড়া-ইঞ্। চূড়া নামক স্ত্রীর অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

চৌরিক্য (ক্লী) চূড়িকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা চূড়িক-ষ্যঞ্ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) চূড়াবিশিষ্টের ধর্ম্ম। ২ তৎকর্ম্ম।

চৌণ্ঠ্য (ক্লী) চুণ্ঠে ভবং চুণ্ঠ-ষ্যঞ্। চুণ্ঠ-জলাশয়ের জল। [চুণ্ঠ দেখ।] ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, রুক্ষ, কফনাশক, লঘু, মধুর রস, পিত্তঘ্ন, রুচিকর, পাচক ও স্বচ্ছ। (ভাবপ্র° পূর্ব্ব° ২ ভাগ) কোন কোন আভিধানিকের মতে 'চৌণ্ঠ্য' স্থলে 'চৌণ্ড্য' পাঠ দৃষ্ট হয়। সুশ্রুত ইহাকে চৌক্ষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (সুশ্রুত নিদান° ১২ অঃ) কেহ কেহ লিপিকর প্রমাদে 'চৌণ্ড্য' স্থানে চৌক্ষ পাঠ হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা করেন।

চৌতান, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুরের একটী সহর। ইহা যোধপুর হইতে ১৪১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৬১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৩´ পূঃ।

চৌতারা (চতুস্তন্ত্রী শব্দজ) ভারতবর্ষীয় একটী তত যন্ত্র। ইহা তানপুরা জাতীয়, চারিটী তারযুক্ত করিতে হয়। পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য ভিক্ষাজীবীরা ইহা ব্যবহার করে। এদেশীয় একতারার ন্যায় ইহার দণ্ডটী বাঁশের হইয়া থাকে।

চৌতাল (চতুস্তাল শব্দজ) তালবিশেষ, ইহাতে ছয়টী পদ থাকে। তন্মধ্যে ১।৩।৫।৬ এই চারিটী পদে আঘাত এবং ২।৪ পদে ফাঁক। ইহার পদ দুই মাত্রাবিশিষ্ট। ইহাতে চারিটী আঘাত আছে বলিয়া ইহার নাম চৌতাল হইয়াছে। যথা—

।+ । ।০। ।১ । ।০ । ।১
(১) ধা ধা, দিন্ তা, কৎ তেটে, তেটে তা, তেটে
।
কতা, গেদি ধিনা : :—। (স-রত্না°)

।+। । ।০ । ।১ । ।০ ।
(২) ধা গে, দিন্ তা, কৎ তাগে, দিন্ তা,
।১ । ।১
তেটে কতা, গেদি ধিনি : :—।

চৌত্রিশ (চতুস্ত্রিংশৎ শব্দজ) চতুস্ত্রিংশৎ সংখ্যা, ৩৪।

চৌত্রিশগড়, ছত্রিশগড়ের নামান্তর। [ছত্রিশগড় দেখ।]

চৌথ, রাজস্বের এক চতুর্থাংশ। মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণ প্রবল হইয়া নানাদেশ লুণ্ঠন করিয়া তত্তৎস্থানে অধিপতিদিগকে চৌথ প্রদানে বাধ্য করিত। যতদিন রাজগণ চৌথ দিত, ততদিন লুণ্ঠন হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন, কিন্তু চৌথ বন্ধ করিলেই অশ্বারোহী মহারাষ্ট্রসৈন্য দেশ লুণ্ঠন করিত। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শিবজী সর্ব্ব প্রথমে খান্দেশ হইতে চৌথ আদায় করেন। ক্রমে হায়দরাবাদ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য দেশ এবং বাঙ্গালা হইতেও মরাঠাগণ চৌথ আদায় করে। ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ চৌথ দিয়া মরাঠাদিগের নিকট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

প্রজারা আপনাদিগের বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিলে তাহার চতুর্থাংশ বা তন্মূল্য জমিদারকে প্রদান করে, তাহার নামও চৌথ।

চৌত্রিশা (চতুস্ত্রিংশ শব্দজ) চতুস্ত্রিংশত্তম।

চৌদায়নি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

চৌদিগ্ (চতুর্দ্দিশ্ শব্দজ) চারিদিক্, চতুষ্পার্শ্ব।

চৌহ্লী, দাক্ষিণাত্যে সালেম্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৪৮ মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৩´ উঃ, দ্রাঘি ৭৭° ২৭´ পূঃ।

চৌদ্দ (চতুর্দ্দশ শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, চতুর্দ্দশ, ১৪।

চৌদ্দই (দেশজ) মাসের চতুর্দ্দশ দিন।

চৌদ্বার, উড়িষ্যার অন্তর্গত মহানদীর উত্তর তীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। উড়িয়াগণ বলে এই নগর উড়িষ্যার ৭ কটকের মধ্যে একটী কটক। অন্যান্য কটক যথা—১ যাজপুর, ২ পুরী, ৩ ভুবনেশ্বর, ৪ বড়া, ৫ সারণগড়, ৬ ছাতিয়া। প্রবাদ রাজা অনঙ্গভীম একদা মহানদীতে ভ্রমণ করিতে করিতে চৌদ্বারগ্রামে হত শ্যেনপক্ষীর উপর উপবিষ্ট এক বক দৃষ্টি করেন। এই ব্যাপার শুভলক্ষণ মনে করিয়া তিনি চৌদ্বারে রাজধানী স্থাপন করেন। এখনও এইস্থানে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। কাহারও মতে গুপ্তরাজগণের সময়েও এখানে সহর ছিল।

চৌধরী, চৌধুরী (চতুর্ধুরীন্ শব্দের অপভ্রংশ) ১ বাঙ্গালায় চৌধুরী শব্দে গ্রামের মোড়ল বা কোন ব্যবসায়ের প্রধান ব্যক্তিকে বুঝায়। যে ব্যক্তি রসদ পত্রাদি ওজন করে ও পুলিসে উহার সংবাদ দেয় তাহাকেও চৌধুরী কহে। কোন

সম্প্রদায়বিশেষের প্রধানকেও চৌধুরী কহে। বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ প্রভৃতি অনেকেরই এই উপাধি দেখা যায়।
২ পরিদর্শক। ৩ রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মচারী। ৪ দাক্ষিণাত্যে অনেক দেবমন্দিরের বেদির কোণে দুই দুইটী মূর্ত্তি থাকে, ঐ মূর্ত্তি সকলকেও চৌধুরী বলে।

চৌপয়ত (পুং) চুপ-অচ্ চোপঃ সন্ যততে যত-অচ্ ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ ঋষিবিশেষ। পাণিনীয় ক্রৌড্যাদি, তিকাদি ও ভৌবিক্যাদিগণে এই শব্দের পাঠ আছে।

চৌপয়তবিধ (ক্লী) চৌপয়তস্য বিষয়ঃ চৌপয়ত-বিধল্ (ভৌরিক্যাদ্যৈষু কার্য্যাদিভ্যো বিধল্‌ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪) চৌপয়ত ঋষির দেশ।

চৌপয়তায়নি (পুং, স্ত্রী) চৌপয়তস্য ঋষেরপত্যং চৌপয়ত-তিকাদি' ফিঞ্ (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪) চৌপয়ত নামক ঋষির অপত্য।

চৌপয়ত্যা (স্ত্রী) চৌপয়তস্যাপত্যং স্ত্রী চৌপয়ত-ষ্যঙ্ (ক্রৌড্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮০) চৌপয়ত ঋষির কন্যা। কোন কোন পুস্তকে ক্রৌড্যাদিগণে 'চৌপয়ত' শব্দের পাঠ নাই।

চৌপল (চতুষ্পল শব্দজ) চারি কোণ শির-যুক্ত।

চৌপায়ন (পুং, স্ত্রী) চুপস্যাপত্যং চুপ-অশ্বাদি ফঞ্ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) চুপ নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

চৌপাটী (চতুষ্পাঠী শব্দজ) ১ সংস্কৃত বিদ্যালয়, যাহাতে চারি বেদ অধ্যয়ন হয়। ২ ক্ষুদ্র বিদ্যালয়, টোল।

চৌপাড়ি (চতুষ্পাঠী শব্দজ) চারিবেদ অধ্যয়ন করিবার স্থান, টোল।

চৌপাড়িখেলা (দেশজ) একপ্রকার দেশীয় খেলা।

চৌপায়া (চতুষ্পাদ শব্দজ) ১ যাহার চারিটী মাত্র অবয়ব আছে। ২ চতুষ্পদবিশিষ্ট জন্তু।

চৌপালা (দেশজ) পাল্কী।

চৌপিঠা (দেশজ) চতুর্দ্দিকে যাহার দৃষ্টি আছে, চতুর, চালাক।

চৌম্বক (ত্রি) ১ আকর্ষক। ২ চুম্বকসংক্রান্ত।

চৌয়াত্তর (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৭৪, চতুঃসপ্ততি।

চৌয়ান্ন (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৫৪।

চৌয়াল্লিশ (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৪৪, চতুশ্চত্বারিংশৎ।

চৌর (পুং) চুরা চৌর্য্যংশীলমস্য চুরা-ছত্রাদি' ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ১ চোর, চুরি করা যাহার স্বভাব।
"চৌরৈরুপপ্লুতে গ্রামে সংভ্রমে চাগ্নিকারিতে।" (মনু ৪।১১৮)
(ক্লী) ২ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ চোরপুষ্পী, ভাঁটুই।

চৌর, পঞ্জাবের অন্তর্গত শির্ম্মুর রাজ্যের একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্ছ্রায় ১১৯৮২ ফিট্। এই পর্ব্বত চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী যাবতীয় পর্ব্বত হইতে উচ্চ। অক্ষা' ৩০° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৭° ৩২´ পূঃ। সরহিন্দের প্রান্তর হইতে এই পর্ব্বতের দৃশ্য অতি চমৎকার। পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলে দক্ষিণদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও উত্তরে সোপানশ্রেণীবৎ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। চিরতুষার রেখার নিম্নে হইলেও পর্ব্বতের ছায়াময় গুহায় গ্রীষ্মকালেও তুষাররাশি সঞ্চিত থাকে। পর্ব্বতের উত্তর ও পূর্ব্বপার্শ্বে স্থানে স্থানে গভীর দেবদারুবন এবং দক্ষিণপার্শ্বে স্থানে স্থানে চিরতা প্রভৃতি নানাজাতীয় ফলপুষ্পশোভিত গুল্ম জন্মে।

চৌরকর্ম্মন্ (ক্লী) চুরি, পরদ্রব্যের অপহরণ।

চৌরঙ্গী, ১ একজন বিখ্যাত হঠযোগী। কাহারও মতে, তাঁহার নাম হইতে কলিকাতার দক্ষিণভাগে অবস্থিত রাস্তা ও পল্লীর নাম চৌরঙ্গী হইয়াছে। [কলিকাতা দেখ।]
২ বাতরোগবিশেষ।

চৌরপঞ্চাশিকা (স্ত্রী) ১ চোরকবি প্রণীত পঞ্চাশৎশ্লোক। [চোরকবি দেখ।]

চৌরপুষ্পৌষধি (পুং) চোরপুষ্পিকা।

চৌরপূর্ব্ব (ত্রি) যে পূর্ব্বে চৌর্য্যবৃত্তি করিয়াছিল।

চৌরস্ (হিন্দী) ২ অযোধ্যার প্রতাপগড় জেলার একটী সহর। অক্ষা' ২৫° ৫৬´ উঃ, দ্রাঘি' ৮১° ৪৭´ পূঃ।

চৌরাই (দেশজ) একপ্রকার পক্ষী।

চৌরাগড়, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলায় একটী ভগ্ন গিরিদুর্গ। সাতপুরশ্রেণীর উপকণ্ঠ মহাদেব পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ইহা অবস্থিত। এই পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪২০০ ফিট্ ও নর্ম্মদানদীগর্ভ হইতে ৮০০ ফিট্ উচ্চ, নরসিংহপুর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।
ইহার অক্ষা' ২২° ৪৬´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৮° ৫৯ পূঃ। মধ্যস্থলে প্রায় ১০০ ফিট্ গভীর দুইপার্শ্বে দুইটী দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে এই গড় নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটী শৃঙ্গে প্রাচীন গোঁড় নৃপতির রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও অপরটীতে নাগপুর গবর্মেণ্টের সৈন্যাগার আছে। এখানে বহুসংখ্যক সরোবরে প্রচুর জল পাওয়া যায়। ঐ দুর্গে উঠিবার তিনটী পথ আছে।

চৌরাদার, মধ্যপ্রদেশে মণ্ডলা জেলার পূর্ব্ববর্ত্তী একটী মাল ভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২০০ ফিট্ উচ্চ। এখানে শীতকালে দারুণ শীত হয়, গ্রীষ্মকালেও বায়ু শীতল থাকে; জলও ভাল। দুরারোহ না হইলে এখানে সুন্দর একটী স্বাস্থ্যনিবাস হইত।

চৌরানব্বই (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৯৪, চলিত কথায় চুরানব্বই বলে।

চৌরাশি (চতুরশীতি শব্দজ) ১ সংখ্যাবিশেষ, ৮৪। ২ মধ্য-বাঙ্গালার কুম্ভকারদিগের শ্রেণীবিশেষ।

৩ চুরাশিটী গ্রাম লইয়া একটী বিভাগ। পূর্ব্বে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ত ঐরূপ বিভাগ প্রচলিত ছিল। তাহা এখানকার পরগণা প্রভৃতির ন্যায়। রাজপুতানার উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এইরূপ বহুসংখ্যক চৌরাশি দৃষ্ট হয়।

চৌরাশি, ১ মানভূমের অন্তর্গত একটী পরগণা। পরিমাণফল ১৬৩৭৫ বর্গমাইল। ইহা পঞ্চকোট রাজ্যভুক্ত।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সুরাট জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ১১০ বর্গমাইল। ভূমি উর্ব্বরা ও জঙ্গলময়। উত্তরদিকে তাপ্তী নদী ভিন্ন অন্ত বৃহৎ নদী নাই। জেলার প্রধান নগর সুরাট এই উপবিভাগে অবস্থিত।

চৌরিকা (স্ত্রী) চোরস্ত কার্য্যং ভাবো বা চোর-বুঞ্ (দ্বন্দ্ব মনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) ১ চোরের ধর্ম্ম, তস্করতা। ২ চৌর্য্য, চুরি।

"চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ।" (মনু ১।৮২)

চৌরিকাক (পুং) একরকম কাক। মহাভারতের মতে লবণ-চোর পরজন্মে চৌরিকাকযোনি প্রাপ্ত হয়।

"লবণং চৌরয়িত্বা তু চৌরিকাকঃ প্রজায়তে।"(ভারত১৩।১১১অঃ)

চৌরী (স্ত্রী) চোর-ঙীষ্। ১ চুরি, চৌর্য্য। (শব্দর°) ২ গায়ত্রীর নামান্তর। "চন্দ্রিকাচন্দ্রধাত্রী চ চৌরী চৌরাচ চণ্ডিকা।" (দেবীভা°১২।৬।৪৯)

চৌরীভূত (ত্রি) অচোরশ্চোরোভূতঃ চোর-চ্বি-ভূ-ক্ত। যে সংপ্রতি চোর হইয়াছে।

"চৌরীভূতেঽথ লোকেঽহং যজ্ঞার্থেঽগ্রসমোষধীঃ।" (ভাগ° ৪।১৮।৭)

চৌর্ণস্তর (পুং) খড়ীদ্বারা নির্ম্মিত স্তর।

চৌর্য্য (ক্লী) চোরস্ত কর্ম্ম, ভাবো বা। চোর-ষ্যঞ্ (গুণ-বচনাদ্ব্রহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪।) চৌরের ধর্ম্ম, চুরি। পর্য্যায়—স্তৈন্ত, স্তেয়, চৌরিকা, চৌরী, চোরিকা।

আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মতে যে দ্রব্যে নিজের স্বত্ব নাই, তাহার অপহরণ বা গ্রহণের নাম চৌর্য্য। কিন্তু সাধারণ ধনাদি অর্থাৎ যাহাতে নিজের ও পরের স্বত্ব আছে, তাহা গ্রহণ করিলে চুরি করা হয় না। মনুর মতে স্বামী বা রক্ষকের অসাক্ষাতে বঞ্চনা করিয়া পরধন অপহরণ করাকে চুরি বলে। স্বামী বা রক্ষকদিগের সমক্ষেও অপহরণ করিয়া ভয়ে গোপন করিলে তাহাকেও চুরি বলা যায়।

প্রাচীনকালে এই নিয়মে চুরির বিচার হইত। ধন অপহৃত হইলে ধনস্বামী রাজপুরুষদিগের নিকটে ধনের অবস্থা ও চুরির বিবরণ বিশেষরূপে জানাইত। বিচারকগণ ধনস্বামীর নিকট হইতে ঐ সকল কথাগুলি সুন্দররূপে বুঝিয়া লইয়া গ্রাহক বা অনুসন্ধানকারী রাজপুরুষ দ্বারা চোরের অনুসন্ধান করিতেন। অনুসন্ধানকারী রাজপুরুষগণ যাহাদের নিকট অপহৃত দ্রব্য বা চোরামাল পাওয়া যায়, গৃহস্বামী যে সকল পদ-চিহ্নকে চোরের পদচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহার সহিত যাহাদের পায়ের মিল হয়, পূর্ব্বে যাহারা চৌর্য্যাপরাধে দণ্ড পাইয়াছে, (দাগী) এবং যাহাদের বাসস্থান অজ্ঞাত, প্রথমে তাহা-দিগকেই চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করিত। এতদ্ভিন্ন স্মৃতিমতে, দ্যূতাসক্ত, বেশ্যাসক্ত, মদ্যপায়ী এবং রাজপুরুষগণের প্রশ্ন বাক্যে যাহাদের মুখ শুষ্ক ও স্বরভীতিসূচক হইয়া উঠে, যাহারা অকারণে পর গৃহদ্রব্যের খবর করে, যাহাদের আয় অল্প কিন্তু ব্যয় বেশী, অথবা যাহারা অপহৃত দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরা যাইতে পারে (১)। এইরূপ চোর গ্রেপ্তার করিয়াই তাহাদিগকে দণ্ড করা যাইতে পারে না। যথাসাধ্য প্রমাণাদি লইয়া বিচারে চোর বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তবে উপযুক্ত দণ্ড করিতে হয় (২)।

চৌর্য্যাপরাধের দণ্ডবিধি জানিতে হইলে চৌর্য্য ও চোরের ভেদ জানিতে হয়। আর্য্যপ্রাড্‌বিবাকগণের মতে চুরি তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম দ্রব্য চুরির নাম উত্তম, মধ্যম দ্রব্যের চুরির নাম মধ্যম এবং ক্ষুদ্র দ্রব্যের চুরিকে অধম চৌর্য্য বলে। চৌর্য্যের ন্যূনাধিক্যে দণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে হয়।

মৃদ্‌ভাণ্ড, আসন, খট্বা, অস্থি, কাষ্ঠ, চর্ম্ম, তৃণ, শমী ধান্য ও পক্কান্ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্রব্য, কৌষেয় বস্ত্র ভিন্ন অপর বস্ত্র, গো ভিন্ন পশু, সুবর্ণ ভিন্ন ধাতুদ্রব্য ও ধান্য, যব প্রভৃতি মধ্যম এবং সুবর্ণ, রত্ন, কৌষেয় বস্ত্র, স্ত্রী, পুরুষ, গোরু, হাতী, ঘোড়া এবং যাহাতে দেবতা, ব্রাহ্মণ বা রাজার স্বত্ব আছে, এই সকলকে উত্তম দ্রব্য বলে (৩)।

(১) "গ্রাহকৈর্গৃহ্যতে চৌরো লোপ্ত্রেণাথ পদেন বা।
পূর্ব্বকর্ম্মাপরাধী চ তথাশুদ্ধবাসকঃ।
অন্তেঽপি শঙ্কয়া গ্রাহ্যা জাতিনামাদিনিহ্নবৈঃ।
দ্যূতস্ত্রীপানসক্তাশ্চ শুষ্কভিন্নমুখস্বরাঃ।
পরদ্রব্যগৃহাণাঞ্চ পৃচ্ছকা গূঢ়চারিণঃ।
নিরায়া ব্যয়বন্তশ্চ বিনষ্টদ্রব্যবিক্রয়াঃ।" (বীরমিত্রোদয়ধৃত স্মৃতি)

(২) "অসত্যাঃ সত্যসঙ্কাশাঃ সত্যাশ্চাসত্যসন্নিভাঃ।
দৃশ্যন্তে বিবিধা ভাবাস্তস্মাদ্‌যুক্তং পরীক্ষণম্।" (নারদ)

(৩) "মৃদ্ভাণ্ডাসনখট্বাস্থিদারুচর্ম্মতৃণাদি যৎ।
শমীধান্যং কৃতান্নঞ্চ ক্ষুদ্রং দ্রব্যমুদাহৃতম্।
বাসঃ কৌষেয়বর্জ্জঞ্চ গোবর্জ্জং পশবস্তথা।
হিরণ্যবর্জ্জং লোহঞ্চ মধ্যং ব্রীহিযবাদি চ।
হিরণ্যরত্নকৌষেয় স্ত্রীপুংগোগজবাজিনঃ।
দেবব্রাহ্মণরাজ্ঞাঞ্চ বিজ্ঞেয়ং দ্রব্যমুত্তমম্।" (নারদ)

কার্য্যভেদে চোরদিগকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রকাশ ও অপ্রকাশ। নৈগম, বৈদ্য, কিতব, উৎকোচকগ্রাহী বা বঞ্চক, সভ্য, দৈবোৎপাদবিদ্, ভদ্র, শিল্পজ্ঞ, প্রতিরূপ, অক্রিয়াকারী, মধ্যস্থ ও কূটসাক্ষী ইহাদিগকে প্রকাশ এবং উৎক্ষেপক, সন্ধিভেদক, পান্থাপহারী, গ্রন্থিভেদক, স্ত্রীহর্ত্তা, পুরুষাপহারক, গোচোর, পশুহর্ত্তা ও বন্দীগ্রহ ইহাদিগকে অপ্রকাশ চোর বলে (৪)।

দণ্ডবিধি—নারদের মতে নৈগম প্রভৃতি চোরগণের দোষানুসারে দণ্ড করিবে, কিন্তু ধনের ন্যূনাধিক্যে দণ্ডের হ্রাস বৃদ্ধি করিবে না। বৃহস্পতির মতে বাণিজ্যব্যবসায়ী বিক্রেয় দ্রব্যের দোষ গোপন করিয়া অপর ভাল জিনিষের সহিত মিশাইয়া বা কোন রকম সংস্কার করিয়া বিক্রয় করিলে তাহাকে নৈগম তস্কর বলে। ইহার দণ্ড ক্রেতাকে দ্বিগুণ পণ্যদান ও তৎসমান রাজদণ্ড। ঔষধ, মন্ত্র বা রোগনির্ণয় করিতে না জানিয়া যে বৈদ্য রোগীকে অযথা ঔষধ দিয়া অর্থ গ্রহণ করে, তাহাকে বৈদ্যতস্কর বলে। ইহার দণ্ড সাধারণ চোরের সমান। কূটাক্ষক্রীড়াকারী বা জুয়া-খেলয়ার, রাজ প্রাপ্য ধনের অপহারক ও বঞ্চনাকারী ইহাদিগকে কিতবচোর বলে। সভ্য হইয়া অন্যায্য কথা বলিলে তাহাকে সভ্যতস্কর, উৎকোচগ্রাহীকে (ঘুষখোর) উৎকোচক এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির বঞ্চনাকারীকে বঞ্চক বলে। ইহাদের দণ্ড চিরনির্বাসন। যাহাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিদ্যা বা উৎপাত স্থির করিবার শক্তি নাই, অথচ ছল করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদিগের নাম দৈবোৎপাদবিচ্চোর। দণ্ড সাধারণ চোরের সমান। বিচারক বিশেষ সতর্ক হইয়া ইহাদের দণ্ডাজ্ঞা করিবেন। যাহারা দণ্ডচর্ম্ম প্রভৃতি সন্ন্যাসীর বেশধারণ করিয়া গোপনে গোপনে মনুষ্যের অনিষ্ট সাধন করে, তাহাদিগকে ভদ্রচোর বলে, দণ্ড প্রাণান্ত। যাহারা অল্প মূল্য জিনিষ সংস্কার বা গিল্টী করিয়া স্ত্রী বা শিশুদিগকে ঠকাইয়া বহু অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে শিল্পীতস্কর বলে। অর্থানুসারে ইহাদের দণ্ড করিতে হয়। যাহারা কৃত্রিম সুবর্ণ রত্ন বা প্রবালাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগকে প্রতিরূপক বলে। ইহাদের দণ্ড ক্রেতাকে গৃহীত মূল্য প্রত্যর্পণ ও মূল্যের দ্বিগুণ রাজদণ্ড। যে মধ্যস্থ হইয়া স্নেহ বা লোভবশত একজনকে বঞ্চনা করে, তাহাকে মধ্যস্থ তস্কর বলে। ইহার দণ্ড দ্বিগুণ। সাক্ষী যথার্থ গোপন করিয়া অযথা বলিলে, তাহাকে সাক্ষীতস্কর বলা যায়। তাহার দণ্ড সাধারণ চোরের দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ। (বৃহস্পতি।)

বিষ্ণুস্মৃতিতে দ্যূতখেলায় কূটাক্ষ-ক্রীড়াকারীর করচ্ছেদ করিবার বিধান আছে। মনু কূটাক্ষ-ক্রীড়াকারীকে ক্ষুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে বিধান দিয়াছেন।

অপ্রকাশ চোরের দণ্ড—যাহারা ধনস্বামীর অনবধানতা লক্ষ্য করিয়া ধনির সাক্ষাতেই ধন সরাইয়া অপহরণ করে, তাহাদিগের নাম উৎক্ষেপক। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ইহাদের দণ্ড প্রথম অপরাধে করচ্ছেদ, দ্বিতীয়বারে একহস্ত ও একপদ ছেদন করিবে। যাহারা গৃহের সন্ধিস্থানে থাকিয়া ভিত্তি কাটিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক চুরি করে, তাহাদিগের নাম সন্ধিভেদক বা সিঁধেলচোর। দণ্ড—হস্তদ্বয় ছেদন ও শূলারোপণ। বৃহস্পতি সন্ধিভেদক চোরের হাত কাটার ব্যবস্থা না করিয়া কেবল শূলে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহারা ভীষণ কান্তার প্রভৃতি স্থানে পথিকদিগের ধন লুটপাট করে, তাহাদের নাম পান্থমুট্। দণ্ড—গলে বৃক্ষ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা। যাহারা পরিধেয় বস্ত্রাদিতে গ্রথিত ধনগ্রন্থি কাটিয়া অপহরণ করে, তাহাদের নাম গ্রন্থিভেদক, চলিত কথায় গাঁটকাটা বলে। দণ্ড—বৃহস্পতির মতে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ছেদন। মনুর মতে প্রথমবারে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী ছেদন, দ্বিতীয়বারে হস্তপদ ছেদন ও তৃতীয়বারে প্রাণদণ্ড করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীহর্ত্তা চোরকে লোহময় স্থানে (?) কটাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা বিধেয়। পুরুষহর্ত্তা চোরের হাত পা কাটিয়া চৌরাস্তায় রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বৃহস্পতির মতে, গোচোরের নাসিকা ছেদনপূর্ব্বক হাত পা বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া দেওয়া উচিত।

নারদের মতে, কন্যাপহারকের প্রাণদণ্ড করা উচিত এবং নারী বা হস্তী, ঘোটক প্রভৃতির অপহারকের যথাসর্ব্বস্ব দণ্ড করা বিধেয়। পশুচোরের দণ্ড তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধ পদচ্ছেদন। নারদের মতে, মহাপশু চুরি করিলে উত্তম সাহস, মধ্যম পশু চুরিতে মধ্য সাহস এবং ক্ষুদ্র পশু চুরি করিলে ক্ষুদ্র সাহস দণ্ড করিতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বন্দীগ্রহ প্রভৃতিকে শূলে দিব। স্মৃতির মতে, বিচারক চোরের নিকট হইতে আদায় করিয়া অপহৃত দ্রব্য বা তাহার মূল্য ধনস্বামীকে অর্পণ করিয়া যথাবিধি চোরের দণ্ড করিবে।

ইহা ছাড়া অপহৃত দ্রব্যানুসারে চোরের ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড করিবার বিধান আছে।

(৪) "নৈগমা বৈদ্যকিতবাঃ সভ্যোৎকোচকবঞ্চকাঃ।
দৈবোৎপাদবিদো ভদ্রাঃ শিল্পজ্ঞাঃ প্রতিরূপকাঃ॥
অক্রিয়াকারিণশ্চৈব মধ্যস্থাঃ কূটসাক্ষিণঃ।
প্রকাশতস্করা হ্যেতে তথা কুহকজীবিনঃ॥
উৎক্ষেপকঃ সন্ধিভেত্তা পান্থমুড্ গ্রন্থিভেদকঃ।
স্ত্রীপুংগোঽশ্বপশুস্তেয়ী চৌরো নবাবিধঃ স্মৃতঃ॥"

মনুর মতে দশকুম্ভের অধিক ধান্ত অপহরণে প্রাণান্ত, দশকুম্ভের অনধিক ধান্ত চুরি করিলে অপহৃত দ্রব্য মূল্যের ১১শ গুণ, মুখ্যরত্ন অপহরণে প্রাণান্ত, পঞ্চাশের অধিক সুবর্ণ, রজত প্রভৃতি ধাতু বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র চুরি করিলে হস্তচ্ছেদন, পঞ্চাশের অনধিক হইলে হৃত দ্রব্যের ১১শ গুণ, কাষ্ঠ, ভাণ্ড, তৃণাদি, মৃণ্ময়পাত্র, বেণু ও বৈণবভাণ্ড, স্নায়ু, অস্থি, চর্ম্ম, শাক, আর্দ্রমূল, ফলমূল, দুগ্ধ, গুড় প্রভৃতি, লবণ, তৈল, পক্কান্ন, মৎস্য, ঔষধ প্রভৃতি অল্প মূল্য জিনিষ হরণ করিলে হৃতদ্রব্যের পঞ্চগুণ দণ্ড করা উচিত। কার্পাস, কিণ্ব (সুরার উৎপাদক দ্রব্যবিশেষ), গোময়, গুড়, দধি, ক্ষীর, ঘোল, পানীয়, তৃণ, বেণু, বেণুনির্ম্মিত ভাণ্ড, লবণ, মৃণ্ময় প্রভৃতি পাত্র, ভস্ম, ছাগ, পক্ষী, লবণ, ঘৃত, মাংস, মধু, মদ্য, ভাত, পক্কান্ন প্রভৃতি অপহরণে হৃতদ্রব্যের দ্বিগুণ দণ্ড করিতে হয়।

যে চুরিতে যে রকম দণ্ড বিধান উক্ত হইয়াছে, শূদ্র চোর হইলে তাহার অষ্ট গুণ, বৈশ্য হইলে ১৬ গুণ, ক্ষত্রিয়পক্ষে ৩২ গুণ এবং ব্রাহ্মণ চোর হইলে ৬৪ বা ১২৮ গুণ দণ্ড করিবে।

লঘুবৃত্তি পথিক ব্রাহ্মণ প্রাণরক্ষার জন্য ক্ষেত্র হইতে দুগাছা আক ও দুইটী মূলা লইতে পারে, ইহাতে কোন দণ্ড হইতে পারে না, এইরূপ ক্ষুধাতুর পথিক চণক, ব্রীহি, গোধূম, যব ও মুগের একমুষ্টি মাত্র অপহরণ করিলে কোন দণ্ড হয় না। কর্ম্মশূন্য কোন ব্যক্তির আহার না জুটিলে তিনি একদিনের উপযুক্ত চুরি করিতে পারেন, ইহাতেও রাজদণ্ড নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি চোরকে অন্ন, নিবাস, স্থান, আগুণ, জল, মন্ত্রণা, চৌর্য্যসাধন কোন দ্রব্য কিংবা চুরি করিবার জন্য দূরদেশাদি যাইবার পাথেয় দিয়া সহায়তা করে, তাহার পক্ষেও উত্তম সাহস দণ্ড হওয়া উচিত। (বীরমিত্রোদয়)

[চুরির প্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্ত শব্দে এবং কোন দ্রব্য চুরি করিলে কি ফল হয়, তাহা কর্ম্মবিপাক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

চৌর্য্যগণনা (স্ত্রী) জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে অপহৃত দ্রব্যের অবস্থা, চোরের নাম প্রভৃতি এবং অপহৃত জিনিষ কোথায় আছে, পাওয়া যাইবে কিনা ইত্যাদি বিষয় যে প্রক্রিয়ায় নিরূপিত হয়, তাহার নাম চৌর্য্যগণনা। এদেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই গণনা করিবার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম লিখিত আছে। তন্মধ্যে লাগ্নিক, পঞ্চপক্ষী ও প্রশ্নাক্ষরানুসারী এই তিনটী প্রক্রিয়াই প্রশস্ত। প্রশ্নদীপিকা, চণ্ডেশ্বর, হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা ও প্রশ্নকৌমুদী প্রভৃতির মত লইয়া এইরূপ চৌর্য্যগণনা করিতে হয়। গণনা আরম্ভের পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্ মনস্থির করিয়া একটী খড়ি লইয়া নির্জনস্থানে উপবেশন করিবেন। প্রশ্নকর্ত্তা পবিত্রভাবে ফল ও দূর্ব্বা লইয়া গণকের নিকটে প্রশ্ন করিবেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রশ্নলগ্ন স্থির করিয়া গণনা করিবেন। এই গণনায় প্রশ্নলগ্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, লগ্ন স্থির করিতে একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে গণনার ফলাফল ঠিক হয় না। ইহার নাম লাগ্নিক চৌর্য্যগণনা।

প্রশ্নদীপিকার মতে, প্রশ্নলগ্ন রবি, মঙ্গল, শনি প্রভৃতি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা অধিষ্ঠিত হইলে কিংবা ঐ লগ্ন যদি পাপগ্রহের নবাংশ হয়, তাহা হইলে উদ্দিষ্ট দ্রব্য চোর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে (১)।

লাগ্নিক গণনায় প্রশ্নলগ্নানুসারে চোরের অবস্থা, প্রশ্নলগ্ন অপেক্ষা দ্বিতীয় লগ্ন বা গৃহে অপহৃত বস্তুর অবস্থা এবং চতুর্থ গৃহ অনুসারে অহৃত বস্তু কোথায় আছে, তাহার নিরূপণ করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন সপ্তম গৃহের অধিপতি চৌর্য্যের অধিনায়ক হইবেন অর্থাৎ সপ্তম গৃহানুসারে কে চুরি করিয়াছে, তাহা নির্ণয় হইতে পারে এবং লগ্নাধিপতি অনুসারে ধনস্বামীও সূর্য্য ও চন্দ্র দ্বারা ধন কাহার নিকট আছে, তাহা জানা যাইতে পারে।

হোরাষট্‌পঞ্চাশিকার মতে নবাংশদ্বারা অপহৃত দ্রব্য, দ্রেক্কাণ দ্বারা চোর, রাশিদ্বারা দিক্, দেশ ও কাল এবং লগ্নাধিপতি দ্বারা চোরের জাতি ও বয়ঃক্রম জানা যাইতে পারে।

নবাংশদ্বারা দ্রব্যনিরূপণ—মেষের প্রথমভাগে প্রশ্ন হইলে তামা, রাঙ্, অথবা চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ দগ্ধমৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্র এবং মেষের দ্বিতীয়াংশে প্রশ্ন হইলে মূল, জলজদ্রব্য, স্নিগ্ধ, ক্ষার অথবা অম্লরসযুক্ত কোন পত্রাদি অপহৃত হইয়াছে। এইরূপ অপরাপর অংশেও স্থির করিতে হয়। [ইহার অপর বিবরণ প্রশ্নগণনা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্রেক্কাণদ্বারা চোর-নির্ণয়—মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে চোর পুরুষ এবং ঐ চোরের পরিধান বস্ত্র শুক্লবর্ণ স্থির করিবে ইত্যাদি।

রাশি অনুসারে দিক্, দেশ ও কালনির্ণয়—মেষ, সিংহ বা ধনু প্রশ্নলগ্ন হইলে অপহৃত বস্তু পূর্ব্বদিকে, বৃষ, কন্যা ও মকর লগ্ন হইলে দক্ষিণদিকে, মিথুন, তুলা বা কুম্ভলগ্নে প্রশ্ন হইলে পশ্চিমদিকে এবং কর্কট, বৃশ্চিক বা মীনলগ্নে প্রশ্ন হইলে হৃত বস্তু উত্তরদিকে আছে জানিতে হইবে। দেশ গণনার নিয়ম সাধারণ প্রশ্নগণনার সমান। মেষ, বৃষ প্রভৃতি

(১) "পাপেক্ষিতে পাপযুতে পাপাংশগতেঽপিবা।
তদ্বদেৎ হৃতং দ্রব্যং বক্তব্যং বিচক্ষণৈঃ।" (প্রশ্নদীপিকা)

ছয় লগ্নে প্রশ্ন হইলে রাত্রি এবং সিংহ, কন্যা প্রভৃতি ছয়টী লগ্নে প্রশ্ন হইলে চুরির সময় দিবস স্থির করিতে হয়। সাধারণ প্রশ্নগণনার নিয়মে চোরের আকৃতি স্থির করিবে। প্রশ্নাঙ্ককৌমুদীর মতে প্রশ্ন লগ্ন স্থির রাশি হইলে কোন বন্ধুলোক, চর হইলে অপর এবং দ্ব্যাত্মক হইলে পার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তি চুরি করিয়াছে জানিতে হইবে।

হোরাষট্পঞ্চাশিকার মতে বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ লগ্নে কিংবা এই সকল রাশির নবাংশে অথবা প্রশ্নলগ্নের নবাংশে প্রশ্ন হইলে দ্রব্য কোন আত্মীয় কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে এবং সেই বস্তু সেই স্থানেই আছে। ইহার বিপরীত হইলে দ্রব্য অপর কর্ত্তৃক হৃত হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে। বর্গোত্তম ভিন্ন দ্ব্যাত্মক লগ্নে প্রশ্ন হইলে পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বস্তু অপহরণ করিয়াছে এবং তাহার নিকটেই আছে।

প্রশ্নকৌমুদীর মতে লগ্নাধিপতির দৃষ্টি লগ্নে থাকিলে আপনার কুটুম্ব কোন ব্যক্তি চোর হইবে এবং লগ্নাধিপতির স্বীয় মিত্র গ্রহের গৃহে দৃষ্টি করিলে আপনার মিত্র চোর ও প্রশ্নকালে লগ্নের ষড়্‌বর্গাধিপতি যে কোন গ্রহ লগ্নস্বামীর শত্রু হইবে, সে যদি ঐ লগ্নকে দর্শন করে, তবে অপর ব্যক্তি চোর এইরূপ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। যদি প্রশ্নলগ্ন রবি ও চন্দ্র এই উভয় গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে চোর গৃহবাসী এবং একের দৃষ্টি থাকিলে প্রতিবেশী কোন ব্যক্তি চোর হইবে। যদি ঐ উভয় গ্রহ লগ্ন বা লগ্নস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করে, তাহা হইলে গৃহস্বামী চোর। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য স্বীয় গৃহে থাকিয়া লগ্ন দর্শন করিলে গণক পরিজনের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। প্রশ্নকালে চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিত হইয়া কোন দ্ব্যাত্মক রাশিতে অবস্থিতি করিলে নির্ণয় করিতে হইবে যে, চোর গৃহবাসী ব্যক্তিগণের অজ্ঞাতসারে আসিয়া চুরি করিয়াছে। প্রশ্নকালে সপ্তম গৃহের অধিপতি দ্বিতীয় বা দশম স্থানে অবস্থিত করিলে কিঙ্কর বা কিঙ্করী চুরি করিয়াছে জানিতে হইবে। সপ্তম গৃহের অধিপতি পুরুষ হইলে কিঙ্কর ও স্ত্রী হইলে কিঙ্করীকে চোর স্থির করিতে হয়। সপ্তম গৃহের অধিপতি পাপরাশির সহিত মিলিত হইয়া কেন্দ্রে অবস্থান করিলে বিশ্বস্ত আত্মীয় ব্যক্তি এবং সপ্তম গৃহের অধিপতি শুভগ্রহের সহিত কেন্দ্রে অবস্থান করিলে অনাত্মীয় কোন ব্যক্তিকে চোর স্থির করিতে হয়। যদি সপ্তমগৃহের অধিপতি অষ্টমগৃহে অবস্থিতি করেন, তবে চোর বিনষ্ট বা নিরুদ্দেশ হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হইবে। চন্দ্র সপ্তমগৃহের অধিপতি হইলে মাতা, সূর্য্য সপ্তমগৃহের অধিপতি হইলে পিতা, শুক্র সপ্তমগৃহের অধিপতি হইলে পত্নী, শনি সপ্তমগৃহের অধিপতি হইলে ভৃত্য, বৃহস্পতি সপ্তমগৃহের অধিপতি হইলে গৃহস্বামী এবং মঙ্গল হইলে ভ্রাতা, পুত্র, মিত্র বা আত্মীয় স্বজন চুরি করিয়াছে জানিতে হইবে। প্রথম দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে অপহৃত বস্তু গৃহের দ্বারদেশে, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে নষ্ট বস্তু গৃহের মধ্যে এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে নষ্টবস্তু গৃহের বাহিরে আছে নিশ্চয় করিবে। সিংহ লগ্নে প্রশ্ন হইলে হৃত দ্রব্য ভূমধ্যে প্রোথিত, ধনু বা তুলায় প্রশ্ন হইলে জল মধ্যে নিমজ্জিত, কন্যারাশিতে প্রশ্ন হইলে অশ্বশালায়, মেষ হইলে গৃহে, মকর হইলে অগ্নির নিকটে বা দৃঢ় ভূমিতে, কুম্ভ হইলে মহিষীস্থান, গোস্থান বা অজস্থানে, মিথুন হইলে ক্ষেত্রের ধানের নিকটে এবং কর্কট, মীন বা মেষ প্রশ্ন লগ্ন হইলে হৃত বস্তু গৃহে অথবা ভূমিগত হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিবে। (ইহার অপর বিবরণ জানিতে হইলে হোরাষট্পঞ্চাশিকা, প্রশ্নকৌমুদী ও প্রশ্নদীপিকা প্রভৃতি জ্যোতির্গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

চৌর্য্যবৃত্তি (স্ত্রী) চৌর্য্যরূপা বৃত্তিঃ। চোরের কাজ, চুরি।

চৌল (ক্লী) চূড়া প্রয়োজনমস্য চূড়া চূড়া-অণ্ ডস্য লঃ। [চৌড় দেখ।]

চৌলি (পুং) চৌলস্যাপত্যং চৌল-ইঞ্। প্রবর ঋষিবিশেষ।

চৌলুক (ত্রি) চৌলুক্যস্য ছাত্রং চৌলুক্য কণ্বাদিঃ অণ্ যলোপঃ। চৌলুক্যের ছাত্র।

চৌলুক্য (পুং স্ত্রী) চুলুকস্য গোত্রাপত্যং চুলুক গর্গাদি°। ১ চুলুক নামক ঋষির গোত্রাপত্য। ২ গুজরাটের অনহিল্লপত্তনের এক পরাক্রান্ত রাজবংশ। এখন ঐ বংশীয় লোকেরাই শোলাঙ্কি নামে অভিহিত। চাহমান, প্রমার প্রভৃতি অগ্নিকুলোৎপন্ন চারি শ্রেণীর মধ্যে চৌলুক্য একটী। রাজপুতানার ভট্ট কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, কনোজে রাঠোর রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে শোলাঙ্কিগণ গঙ্গাপ্রবাহিত সুরু নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। তৎপরে ইহারাই গুজরাটে অতিশয় প্রবল হন।

হেমচন্দ্র ও লেশাজায় তিলকগণি-বিরচিত দ্ব্যাশ্রয়, ধর্ম্মসাগর প্রণীত প্রবচনপরীক্ষা, বিচারশ্রেণী, রাসমালা, সোমেশ্বরকৃত কীর্ত্তিকৌমুদী ও সুরথোৎসব, কুমারপালচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে অনহিল্লপুরের বিখ্যাত চৌলুক্যরাজগণের বিবরণ বর্ণিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর বড় একটা মিল নাই, যতটুকু সামঞ্জস্য আছে, তাহারই সারাংশ প্রদত্ত হইল।

অনহল্‌বাড়-পাটনের চৌলুক্যরাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মূলরাজের নাম পাওয়া যায়। মূলরাজ কল্যাণাধিপতি ভুবনাদিত্যের পৌত্র ও চাপোৎকটরাজ সামন্তসিংহের ভগিনী

লীলাদেবীর পুত্র। ঐ সামন্তসিংহের মৃত্যুর পর মূলরাজ উত্তরাধিকার-সূত্রে ৯৯৮ বিক্রমাব্দে (৯৪২ খৃঃ অঃ) মাতুলের সিংহাসন লাভ করেন (১)। তিনি গ্রাহরিপু প্রভৃতি রাজগণকে পরাজয় করিয়া ৫৫ বর্ষ অতুল প্রতাপে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

তৎপরে তাঁহার প্রিয় পুত্র চামুণ্ডরাজ ১০৫৩ সম্বতে রাজ্যারোহণপূর্ব্বক ১০৬৬ সম্বৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (২) চামুণ্ডরাজের তিন পুত্র বল্লভরাজ, দুর্ল্লভরাজ ও নাগরাজ।

দ্ব্যাশ্রয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, চামুণ্ডারাজ কোন সময়ে কামোন্মত্ত হইয়া ভগিনী কাচিনীদেবীর সহবাস করেন, সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তিনি কুমার বল্লভদেবকে রাজ্যভার দিয়া কাশীবাসী হন। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বল্লভদেবকে বলেন, "যদি তুমি আমার পুত্র হও, তবে সত্বর গিয়া মালবরাজের দণ্ডবিধান কর।" বল্লভ সসৈন্যে মালব যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে শীতলা (বসন্ত) রোগে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। (দ্ব্যাশ্রয় ৭স') কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতে, বল্লভ ৬ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন (৩)।

চামুণ্ডরাজ প্রিয় পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া দুর্ল্লভকে সিংহাসনে বসাইয়া (ভরুকচ্ছের নিকটবর্ত্তী) শুক্লতীর্থে গমন করেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দুর্ল্লভরাজ জিনেশ্বর সূরির নিকট জৈনধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন। তাঁহার ভগিনীর সহিত মারবাড়রাজ মহেন্দ্রের বিবাহ হয়, এবং তিনিও স্বয়ম্বরা মহেন্দ্ররাজ-সহোদরাকে পত্নীত্বে লাভ করেন। স্বয়ম্বরলব্ধ মারবাড়-রাজকন্যাকে লইয়া যাইবার সময় তাঁহার করপ্রার্থী মালব, হূণ, মাথুর, কাশী, অঙ্গ প্রভৃতি রাজগণের সহিত দুর্ল্লভরাজের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই মহাযুদ্ধে তিনিই জয়লাভ করেন।

দুর্ল্লভরাজের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি নাগরাজের পুত্র ভীমকে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রবন্ধচিন্তামণিতে লিখিত আছে, দুর্ল্লভ ভীমদেবকে রাজ্য প্রদান করিয়া বারাণসী যাত্রা করেন, পথে মালবের মুঞ্জরাজ তাঁহার রাজচিহ্ন কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে অপমানিত করেন। শেষে কাশীধামে গিয়া দুর্ল্লভের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনা ভীমদেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্য মুঞ্জরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

দুর্ল্লভ ১০৭৮ সম্বৎ পর্য্যন্ত ১১ বর্ষ ৬ মাস রাজত্ব করেন (৪)। ভীমদেব একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন। তিনি সিন্ধুরাজ হম্মুক ও চেদিরাজকে পরাজয় করেন। তাঁহার ক্ষেমরাজ ও কর্ণ নামে দুই পুত্র জন্মে।

জ্যেষ্ঠ ক্ষেমরাজ পিতৃরাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্রের নাম দেবপ্রসাদ। দেবপ্রসাদের ত্রিভুবনপাল নামে এক পুত্র জন্মে।

কর্ণদেব পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি কদম্বরাজ জয়কেশির কন্যা ময়ণল্লদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের জন্ম। জয়সিংহ উজ্জয়িনীরাজ যশোবর্ম্মা ও বর্ব্বরকে পরাজয় করেন। অবন্তিরাজকে জয় করিয়া আসিয়া সিদ্ধপুরে সরস্বতীনদীতীরে রুদ্রমাল নামে বৃহৎ শিবালয় ও জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর মন্দির প্রভৃতি বহুতর কীর্ত্তি স্থাপন করেন। ইনি ১১৯৯ (২) বিক্রম সম্বৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া কুমারপালকে রাজ্য দিয়া যান।

দ্ব্যাশ্রয়ের মতে, কুমারপাল উক্ত ত্রিভুবনপালের পুত্র *। ইনি ১১৯৯ বিক্রমাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, ইঁহার যত্নে জৈনধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

১২৩০ সম্বতে কুমারপালের মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র অজয়পাল সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপরে বালমূল ২ বর্ষ, ভীম ৬৩ বর্ষ, ভিহুনপাল বা ত্রিভুবনপাল (২য়) ৪বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহাদের সময় বিশেষ ঘটনা হয় নাই।

১৩০২ সম্বতে চৌলুক্যরাজ্য বাঘেলা-রাজগণের অঙ্কশায়ী হয়। [বাঘেলা দেখ।]

কোন কোন পুস্তকে চৌলুক্যস্থানে চালুক্য পাঠ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে চৌলুক্য ও চালুক্য এই দুইটী স্বতন্ত্র বংশ। কিন্তু চালুক্যরাজগণ বহুদিন কল্যাণে রাজ্য করিয়াছিলেন, যদি তথা হইতেই মূলরাজ অনহিলপুরে আসিয়া থাকেন, তাহা

---

(১) "বিক্রমাদ্বর্ষতো যাবৎ বহ্নবাঙ্কবর্ষয়ো।
মূলরাজা ভদাস্থাপ্য সামন্তো ভগিনীসুতঃ।
বর্ষা পঞ্চপঞ্চাশৎ রাজ্যং কৃত্বা সুখানিচ॥"

(২) "তদোপরি নরনাথঃ চামুণ্ডেতি মহাবলী।
বর্ষত্রয়োদশৈকৈব রাজ্যং কৃত্বা সুখানি চ।
বিক্রমাদ্বর্ষতো যাবৎ রসরাগদশস্মৃতঃ॥"

(৩) "বল্লরাজো মহাবীর যুদ্ধে চ সিংহবিক্রমঃ।
রসমাসং চ রাজ্যানি কর্ত্তব্যং সু মনোহরম্॥"

(৪) "তদোপরি চ রাজ্যানি বর্ষ একাদশ তথা।
মাসং ষড়ধিকং চৈব রাজ্যং কৃত্বা সুখানি চ।
বিক্রমাদ্বর্ষতো যাবৎ বসুমুনিদশস্মৃতঃ।"

* আবার কোন জৈন পুথিতে লিখিত আছে, কুমারপাল সিদ্ধরাজের ভগিনী রত্নসেনার পুত্র। (Dr. Bhandarkar's Report of the Sanskrit Mss, 1883-84. p. 11.) এইরূপ আরও মতভেদ আছে। [কুমারপাল দেখ।]

হইলে চৌলুক্যদিগকে চালুক্যবংশেরই + একটী শাখা বলিয়া বোধ হয়।

চৌবাচ্ছা, ১ প্রাচীন রীত্যনুসারে দিল্লী প্রদেশে পাগ, টাগ্ কড়ি, পংছি, এই চারি বস্তুর উপর কর। পাগ্ শব্দে পাগড়ী অর্থাৎ পুরুষ; টাগ্ শব্দে ক্ষুদ্রবস্ত্র অর্থাৎ বালক কড়ি বা চুল্লী, পংছি গোমহিষাদি জন্তু। এইরূপ ঘাস, ছোলা খুরপী, দরন্তী অর্থাৎ কাস্তিয়া প্রভৃতির উপরও কর ছিল।

২ ইষ্টকাদি নির্ম্মিত চতুষ্কোণ জলাধার।

চৌবাড়ী, ১ আলাহাবাদ জেলার একটী গ্রাম। আলাহাবাদ হইতে কুংরা গিরিসঙ্কট দিয়া রেবা যাইবার পথে প্রথমোক্ত নগরের ৩৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২°.১৪´ পূঃ।

২ চতুষ্পাঠী টোল।

চৌবিন্দুদ, পুরীর পশ্চিমস্থ একটী পরগণা।

চৌবে (চতুর্ব্বেদী শব্দের অপভ্রংশ) কনোজব্রাহ্মণদিগের শ্রেণীবিশেষ। ইহারা চৌ অর্থাৎ চারি বেদ পাঠ করিতেন বলিয়া চৌবে আখ্যা প্রাপ্ত হন। এইরূপ দুই বা তিন বেদ পাঠ হেতু দোবে, ত্রিবেদী প্রভৃতি আখ্যা হইয়াছে। এক্ষণে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের চোবেগণ অনেকেই মল্লগিরি করে। কচিৎ কেহ কেহ বেদাধ্যয়ন করে। মথুরার চৌবেগণ তথাকার প্রায় সমুদায় দেবমন্দিরে পূজা করে। ইহারা দীর্ঘকায় ও সবল।

+ নিম্নে চৌলুক্যরাজবংশাবলী দেওয়া গেল—
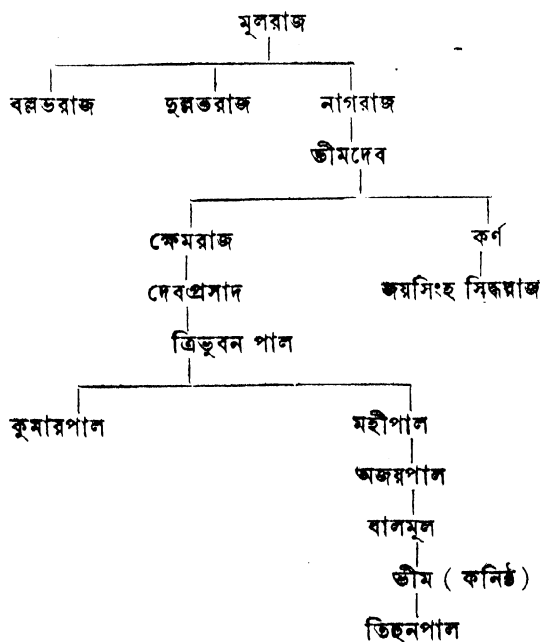
চৌষট্টি (চতুঃষষ্টি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ৬৪।

চৌসা, বেহারের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটী থানা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। এই সহর কর্ম্মনাশাতীরে বক্সার হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানেই বিখ্যাত সেরশা ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মোগলসম্রাট্ হুমায়ুনকে পরাজয় করেন। হুমায়ুন কএকজন অনুচর লইয়া গঙ্গা সাঁতরাইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া রক্ষা পান। কিন্তু প্রায় ৮০০ মোগলসৈন্য ঐ উদ্যমে বিনষ্ট হয়।

চৌসা, শাহাবাদ জেলার একটী খাল এবং শোণ নদীর পয়ঃপ্রণালী গুলির একটী শাখা। এই খাল দৈর্ঘ্যে ৪০ মাইল। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

চৌহাতিয়া, গুজরাটের অন্তর্গত মুচাকান্থানিবাসী মিয়ানা বা মাল্লিয়া জাতির সমাজপতি। এই মিয়ানাগণ অধিকাংশই মুচুনদীর তীরে বাস করে। ইহাদের অনেকেই মৎস্যজীবী।

চৌহান, রাজপুত জাতিবিশেষ। [চাহমান দেখ।]

চ্যবন (ত্রি) চ্যবতে পততি নশ্যতি চ্যু-ল্যু। ১ নশ্বর, অচিরস্থায়ী। "যেনে মা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি।" (ঋক্ ২।১২।৪) 'চ্যবনা নশ্বরাণি' (সায়ণ।) ২ ক্ষরণকারী। "বিভূতদ্যুম্নশ্চ্যবনঃ পুরুষ্টুতঃ।" (ঋক্ ৮।৩৩।৬) 'চ্যবনঃ সোমানাং চ্যাবয়িতা' (সায়ণ।) (পুং) চ্যবতে মাতুরুদরাৎ চ্যু-কর্ত্তরি ল্যু। ৩ ঋষিবিশেষ, ইহার পিতা মহর্ষি ভৃগু ও মাতা পুলোমা। মহাভারতে লিখিত আছে যে, পুলোমার গর্ভসঞ্চার হইলে কোন দিন মহর্ষি ভৃগু অভিষেকার্থ গমন করেন। সেই সময়ে একটা রাক্ষস মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পুলোমার রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হরণ করিবার চেষ্টা করে। গর্ভস্থ পুত্র মাতাকে বিপদ্‌গ্রস্তা দেখিয়া গর্ভ হইতে বাহির হইল, তাহার তেজে রাক্ষস ভস্মীভূত হইয়া গেল। ইনি স্বয়ং মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম চ্যবন হইল। (ভারত ১।৬ অঃ)

ইনি কোন সময়ে অরণ্যমধ্যে একটী সরোবরের তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, দিন দিন ইহার সমস্ত শরীর বল্মীকে ঢাকিয়া গেল, কেবল উজ্জ্বল চক্ষু দুইটী বাহিরে ছিল। এক দিন রাজা শর্য্যাতির কন্যা সুকন্যা চক্ষু দুইটী দেখিতে পাইয়া উজ্জ্বল কোন অপূর্ব্ব পদার্থ জ্ঞানে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেন। তাহাতে মহর্ষি রোষাবিষ্ট হইয়া যোগপ্রভাবে রাজা শর্য্যাতির সৈন্য সামন্তগণের মলমূত্র বন্ধ করিয়া দিলে রাজা অনেক অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া চ্যবনের নিকট ক্ষমা চাহিলে তিনি রাজকন্যা সুকন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ জানাইলেন। রাজা বিপদে পড়িয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, সুকন্যাও

বৃদ্ধ, জরাতুর মহর্ষি চ্যবনকে পতিত্বে বরণ করিতে আপত্তি করিলেন না। বিবাহের কিছুদিন পরে পরমসুন্দর অশ্বিনী-কুমারদ্বয় চ্যবনের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পরমা সুন্দরী রূপ-লাবণ্যবতী নবযৌবনা রাজবালা সুকন্যাকে বৃদ্ধ জরাতুর পতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে বরণ করিতে অনুরোধ করেন। চ্যবনপত্নী তাহাতে সম্মত হইলেন না, তাঁহার ব্যব-হারে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া চ্যবন ঋষিকে সুন্দর যুবক করিয়া দিলেন। ইহার প্রত্যুপকারে মহর্ষি চ্যবন শর্যাতির যজ্ঞে ব্রতী হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস দান করেন। তাহাতে স্বর্গরাজ ইন্দ্র প্রথমে আপত্তি করেন, কিন্তু মহর্ষি তাঁহার কথায় কাণ দিলেন না। ইন্দ্র রোষাবিষ্ট হইয়া ইহার উপর বজ্রনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে ইনি মন্ত্রবলে তাঁহার বাহু স্তম্ভিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য তপোবলে একটা বিকটাকার অসুর সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র ভয়ে চ্যবনের শরণাগত হইলে মহর্ষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমভাজন করিয়া ইন্দ্রকে মুক্তি দান করিলেন এবং সেই অসুরটীকে স্ত্রীজাতি, মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া ও মৃগয়াতে বিভক্ত করিয়া দিলেন। (ভারত ৩।১২১-২২-২৩ অঃ) (ক্লী) চ্যু-ভাবে ল্যুট্। ৪ ক্ষরণ।

চ্যবনপ্রাশ, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী—বেলছাল, গণিয়ারিছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা ছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই আমলা, দ্রাক্ষা জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শটী, মুতা, পুনর্নবা, মেদ, ছোট এলাচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী, কাকজঙ্ঘা, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, শ্লথ পুঁটলী বদ্ধ আমলা ৫০০ টা (অথবা ।৭৸৴০ ছটাক) এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবে এবং পুটুলীবদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া বীজ ফেলিয়া দিয়া ৬ পল ঘৃত ও ৬ পল তিল তৈলে (একত্র) ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া লইবে। পরে মিস্রি ৫০ পল, কাথ জল ও উল্লিখিত শিলাপিষ্ট ও নির্ব্বীজ আমলকী একত্র পাক করিবে। লেহবৎ হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিপুল ২ পল, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা ২ তোলা, অনুপান ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মারোগ ও শুক্রগত দোষ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে এবং মেধা, স্মৃতি, কান্তি, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বল ও অগ্নি বৃদ্ধি, বায়ুর অনুলোমতা, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং জরাজীর্ণ বৃদ্ধেরও যৌবনভাব উপস্থিত হয়। ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণ ধাতুর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চ্যবান (পুং) চ্যবন-পৃষোদরাদি দীর্ঘ। চ্যবন ঋষি।
"প্রামুঞ্চতং দ্রাপিমিব চ্যবানাৎ।" (ঋক্ ১।১১৬।১০)
'চ্যবানাৎ চ্যবনাখ্যাদৃষেঃ।' (সায়ণ।)

চ্যাং (দেশজ) একরকম মাছ।

চ্যাঁট (দেশজ) [চেঁট দেখ।]

চ্যাবন (ত্রি) চ্যু-ণিচ্-ল্যু। ১ চ্যুতিকারক।
"দুশ্চ্যাব চ্যাবনোজেতা হন্তাব্রহ্মদ্বিষাং হরঃ।" (ভারত৮।২৪অঃ)
(ক্লী) চ্যু-ভাবে ল্যুট্। ২ ক্ষরণ।
"যইদং চ্যবনং স্থানাৎ প্রতিষ্ঠাঞ্চ শতক্রতোঃ।" (হরিবংশ২৮অঃ)
(পুং) চ্যবন-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ৩ চ্যবন ঋষি।
(ক্লী) ৪ সামবিশেষ।

চ্যাবয়িতৃ (ত্রি) চ্যু-ণিচ্-তৃচ্। চ্যুতিকারক।

চ্যুৎ (ত্রি) চ্যু-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। চ্যুতিকারক।

চ্যুত (ত্রি) চ্যু-ক্ত চ্যুত-ক ইতি বা। ১ ভ্রষ্ট। ২ পতিত। ৩ ক্ষরিত।

চ্যুতপথক (পুং) শাক্যমুনির নামান্তর।

চ্যুতসংস্কারতা (স্ত্রী) কাব্যদোষবিশেষ। সাহিত্যদর্পণের মতে কাব্যে ব্যাকরণ বিরুদ্ধ পদবিন্যাস করিলে তথায় চ্যুত-সংস্কারতা দোষ ঘটিয়া থাকে। এই দোষটী কেবল পদগত হয়। উদাহরণ—
"গাণ্ডীবী কনকশিলানিভং ভুজাভ্যামজঘ্নে
বিষমবিলোচনস্য বক্ষঃ।"
এই স্থলে আঙ্ পূর্ব্বক হন্ ধাতুর আত্মনেপদপ্রয়োগ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ, ব্যাকরণবিরুদ্ধপদ বিন্যাস আছে বলিয়া উক্ত পদ্যার্দ্ধে চ্যুতসংস্কারতা দোষ ঘটিয়াছে। কাব্যদোষের মধ্যে এই দোষটীই সর্ব্বপ্রধান, ইহার সদ্ভাবে কবিত্বের সংপূর্ণ হানি হয়। (সাহিত্য° ৭ পরি°)

চ্যুতসংস্কৃতি (স্ত্রী) কাব্যদোষবিশেষ। [চ্যুতসংস্কারতা দেখ।]

চ্যুতি (স্ত্রী) চ্যু-ক্তিন্। ১ গতি। ২ পতন, স্খলন।
"সত্যাচ্চ্যুতিঃ ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্ম্মেষু প্রশস্যতে।"(ভা° ১।১০৩ অঃ)
৩ ক্ষরণ। ৪ অভাব।
"প্রলাপঃ স্রোতসাং পাকঃ কূলনং চেতনাচ্যুতিঃ।" (সুশ্রুত)
অপাদানে কি। ৫ গুদদ্বার। (শব্দার্থচি°) ৬ ভগ। (হেম°)

চ্যুপ (পুং) চ্যবস্তে ভাষন্তেঽনেন চ্যু-প-কিচ্চ (চ্যুবঃ কিচ্চ। উণ্ ৩।১৪।)' মুখ। 'চ্যুপো বক্ত্রং' (উজ্জ্বলদত্ত)

চ্যুত (পুং) চ্যুত পৃষোদরাদিত্বাহুকারস্য দীর্ঘত্বং। ১ আম্রবৃক্ষ। (ক্লী) ২ আম্রফল, আম।

চোৎত (ক্লী) চ্যুত পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ঘৃতাদি ক্ষরণ। [শ্চোত দেখ।] (অমরটীকা)

চ্যোত্ন (ক্লী) চ্যবতে-চ্যু-করণে যত্নণ্ (জনিদাচ্যুস্বৃমদিশমিনমিভঞ্জভ্যা ইত্বন্ ত্বন্ ত্নন্ ক্লিন্শকৃস্থঠডটাট চঃ। উণ্ ৪।১০৪।) ১ বল। (নিঘণ্টু ২।৯) (ত্রি) চ্যু-কর্ত্তরি ত্নণ্। ২ দৃঢ়।

"চ্যোত্নানি দেব বস্তো ভরন্তে।" (ঋক্ ১।১৭৩)

'চ্যোত্নানি চ্যাবয়িত্রীণি দৃঢ়ানি।' (সায়ণ)

৩ গমনকর্ত্তা। ৪ অণ্ডজ। ৫ ক্ষীণপুণ্য। (সি° কৌ°)

ছ

ছ, সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ বা চবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান তালু (ইচুযশানাং তালু। পা ১।১।৮) উচ্চারণার্থ বাহ্য প্রযত্ন, বিবৃত কণ্ঠে শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণতা। "তত্র বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়া বিবৃতকণ্ঠাঃ শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ। একেঽল্পপ্রাণা ইতরে মহাপ্রাণাঃ" (মহাভাষ্য ১।১।৯।) ইহা পঞ্চ দেবময়, পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ঈশ্বরসংযুক্ত এবং পীতবর্ণ, বিদ্যুতের আকার পরমাশ্চর্য্য কুণ্ডলী। (কামধেনুতন্ত্র) মাতৃকান্যাসের সময়ে বাম কফোনিতে ইহার ন্যাস করিতে হয়।

ইহার ধ্যান "ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি দ্বিভুজাং তু ত্রিলোচনাম্।
পীতাম্বরধরাং নিত্যাং বরদাং ভক্তবৎসলাম্।
এবং ধ্যাত্বা ছকারং তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

তন্ত্র মতে, ইহার বাচক শব্দ—ছন্দন, সুষুম্না, পশু, পশুপতি, মৃতি, নির্ম্মল, তরল, বহ্নি, ভূতমাত্রা, বিলাসিনী, একনেত্রা, দ্বিশিরাঃ, বামকূর্পর, গোকর্ণ, লাঙ্গলী, রাম, কামমত্ত, সদাশিব, মাতা, নিশাচর, পায়ু, বিকৃত, স্থিতিশব্দক। বঙ্গাক্ষরে ইহার লেখন প্রকার—একটী রেখা ঊর্দ্ধ হইতে নীচের দিকে টানিয়া কুঞ্চিতাকারে কুণ্ডলী করিয়া পুনর্ব্বার নীচের দিকে টানিবে। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।) কাব্যের আদিতে ছকার বিন্যাস করিলে মঙ্গল হয়। (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

ছ (পুং) ১ ছ বর্ণ। ছো ভাবে ডঃ ঘঞর্থে বা ক। ২ ছেদন। (ক্লী) ৩ গৃহ। (ত্রি) ছো-কর্ম্মণি ঘঞর্থে-ক। ৪ নির্ম্মল। ৫ তরল। (একাক্ষরকোষ) ছদ্-ভাবে ড (ক্লী) ৬ আচ্ছাদন।

ছই (ছদি শব্দজ) শকট নৌকাদির ছাদ বা আবরণ।

ছকুর (হিন্দী) অযোধ্যা প্রদেশে জমিদারের প্রাপ্য উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ।

ছগ (পুং) ছং রোমভিশ্ছাদনং যজ্ঞাদৌ ছেদনং বা গচ্ছতি ছ-গম্-ড। ছাগল।

ছগণ (ক্লী, পুং) ছায় বহ্নেশ্ছাদনায় গণ্যতে ছ-গণ্-কর্ম্মণ্যপ্। করীষ, শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে।

ছগল (ক্লী) ছ্যতি, ছিনত্তি, ছায়তে বা ছো-কল, গুগাগমঃ, হ্রস্বশ্চ। (ছোগুগহ্রস্বশ্চ। উণ্ ১।১১২) ১ নীলবর্ণ বস্ত্র। (পুং) ২ ছাগল। ৩ বৃদ্ধদারক বৃক্ষ। ৪ ঋষিভেদ, অত্রি। ৫ ছাগল প্রধান দেশ।

ছগলক (পুং) ছগল-স্বার্থে কন্। ছাগল, ছাগ।

ছগলণ্ড (পুং) দক্ষিণদেশে সমুদ্রের নিকট প্রচণ্ডদেবীর পীঠস্থান। (দেবীভা° ৭।৩০।৭৩)

ছগলা (স্ত্রী) ১ বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, বিতারক গাছ। ২ ছাগী। ৩ মুনিপত্নীভেদ। তস্যা অপত্যে অণ্ বাহ্বাদিত্বাৎ অত ইঞ্চ ছাগলিঃ। (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬)

ছগলাঙ্ঘ্রী (স্ত্রী) ছগলবদঙ্ঘ্রির্মূলমস্যাঃ বহুব্রী ততো ঙীপ্। বৃদ্ধদারক ঔষধ। (রমানাথ)

ছগলাণ্ডী (স্ত্রী) ছগলবদণ্ডং অন্ত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ততো ঙীপ্। বৃদ্ধদারক বৃক্ষ।

ছগলান্ত্রিকা (স্ত্রী) ছগলান্ত্রী-স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বস্বরহ্রস্বঃ। ১ ছগলান্ত্রী, বৃদ্ধদারক, বিতারক গাছ। ২ নীলবুহ্ণা, নীলবোনা। ৩ বৃক, নেকড়ে বাঘ।

ছগলান্ত্রী (স্ত্রী) ছগলবদন্ত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ততো ইদন্তত্বাৎ ঙীপ্। ১ বৃদ্ধদারক। ২ বৃক, নেকড়ে বাঘ। ৩ নীলবুহ্ণা, নীলবোনা।

ছগলিন্ (পুং) ঋষিভেদ। ইনি কলাপীর শিষ্য। "হরিদ্রুশ্ছগলীতুম্বুরুরুলপশ্চত্বারঃ কলাপ্যন্তেবাসিনঃ" (মনোঃ) কলাপিনো ঽন্তেবাসী' এই অর্থে (কলাপিবৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যঃ। পা ৪। ৩। ১০৪।) ণিনিপ্রাপ্তি সত্ত্বেও বিশেষ সূত্র বলে ছগলিন্ শব্দের উত্তর ঢিনুক্ হইবে। ছগলিনা প্রোক্তং অধীয়তে ছগলিন্-ঢিনুক্ (ছগলিনোঢিনুক্। পা ৪।৩।১০৯) ছাগলেয়ী।

ছগলী (স্ত্রী) ছগল জাতিত্বাৎ ঙীপ্। ১ ছাগী। ২ বৃদ্ধদারকবৃক্ষ।

ছচ্ছিকা (স্ত্রী) সারহীন তক্র, মাথনতোলা ঘোল। ইহা শীতল, লঘুপাক, পিত্ত, বাত ও কফনাশক। ইহা খাইলে শ্রম ও তৃষ্ণা দূর হয়, লবণ দিয়া খাইলে জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়। (ভাবপ্রকাশ)

ছটা (স্ত্রী) ছো-অটন্ কিচ্চ। ১ দীপ্তি। "প্রতাপাংশুচ্ছটাকূটৈঃ" (রাজতর° ৪।১২৮)। ২ সমূহ, পরম্পরা। "সটাচ্ছটাভিন্নঘনেন বিভ্রতা।" (মাঘ ১।৪৭)

ছটাক (দেশজ) সেরের ষোড়শাংশ, পাঁচতোলা।

ছটাফল (পুং) ছটাইব পরস্পর-সংস্থানি ফলানি যস্য বহুব্রী। গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ। (ত্রিকা°)

ছটাভা (স্ত্রী) ছটয়া দীপ্ত্যা ভাতি ভা-কিপ্ অথবা কঃ উত্তটাপ্। বিদ্যুৎ।

ছট্‌ফট্ (দেশজ) বেদনায় অস্থির হওয়া, এপাশ ওপাশ করা।

ছট্‌ফাট (দেশজ) অস্থির, চঞ্চল।

ছড় (দেশজ) ১ দালান প্রভৃতির সম্মুখস্থ সরু থাম। ২ আঁচড়, দাগ।

ছড়্‌রা, ১ মানভূম জেলার একটী পরগণা। ইহা পঞ্চকোট-রাজের জমিদারীভুক্ত।

২ উক্ত পরগণার (পুরুলিয়ার নিকটস্থ) একটী গ্রাম। এখানে দুইটী প্রাচীন দেউল আছে। প্রবাদ আছে যে, সাতটী দেউল এবং একটী পুষ্করিণী এখানকার সরাক বা শ্রাবকগণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পাঁচটী দেউল পড়িয়া গিয়াছে, কেবল প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটী দেউল বর্ত্তমান, ইহাদের গাত্রে চূণকাম বা বিশেষ কোন কারু-কার্য্য নাই। এই দেউল দুইটীতে এখন কোন প্রকার লিপি বা দেবমূর্ত্তি নাই, কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনেক ভগ্নপ্রস্তরে তীর্থঙ্করদিগের নগ্ন-মূর্ত্তির আভাস পাওয়া যায়। দামোদরতীরে তেলকুপী নামক স্থানেও এইরূপ ৮।৯টী জৈনমন্দির আছে। উহাদের একটীতে বিরূপ নামে এক মূর্ত্তি আছে। সন্নিহিত লোকেরা উহার পূজা করে। এই বিরূপ মূর্ত্তি সম্ভবতঃ ২৪শ তীর্থঙ্কর বীর বা মহাবীরের মূর্ত্তি হইবে।

ছড়া (দেশজ) ১ এক বৃন্তে গ্রথিত কতকগুলি ফলসমষ্টি, কলা প্রভৃতির কাঁদির অংশ। ২ বিস্তৃত পদ্যবিশেষ। কবি বা তরজার দলের অধিকারী প্রতিপক্ষের প্রতি ছড়া কাটাইয়া থাকেন। ছড়া প্রায় গ্রাম্য ভাষায় রচিত হয়। ৩ ঝাঁটি দিবার পূর্ব্বে জলাদি ক্ষেপণ।

ছড়ান (দেশজ) বিস্তৃত করণ, বীজাদি ক্ষেপণ।

ছড়াছড়ি (দেশজ) চারিদিকে বিস্তৃত।

ছড়াঝাঁটি (দেশজ) জল ছিটাইয়া গৃহাদি ঝাঁট দেওয়া।

ছড়িদার, চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগুরুদিগের প্রতিনিধি-কর্ম্মচারী। ইহারা স্থানে স্থানে ঘুরিয়া শিষ্যগণের নিকট হইতে গুরুর বার্ষিক আদায় করে এবং অন্যান্য লোককে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা পায়। কেহ কেহ ইহাদিগকে ফৌজদারও বলেন।

ছড়ী (দেশজ) ক্ষুদ্র যষ্টি, সরু লাঠী।

ছতিয়া, কটকের ২৬ মাইল উত্তরস্থিত একটী গ্রাম। এখানে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী দেবমন্দির ও তাহার অভ্যন্তরে সিন্দুর ও হরিদ্রা-লিপ্ত অনেক ভগ্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

ছত্তুর, কর্ণাট প্রদেশের মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কুমারী অন্তরীপ হইতে ১১২ মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। অক্ষা° ৯° ৪১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১´ পূঃ।

ছত্র (স্ত্রী) ছাদয়ত্যনেনাতপাদিকং ছদ্‌-ণিচ্-ক্রন্ উপধায়া হ্রস্বশ্চ (ইস্মন্ত্রন্ কিষুচ্। পা ৬।৪।৯৭) ছাতা। "শশিপ্রভং ছত্রং শুভে চ চামরে" (রঘু ৩অ°) "ছত্রোপানাহং"। (পা ৫।৪।১০৬)। পর্য্যায়—আতপত্র, ছায়ামিত্র, পটোটজ, আতপবারণ।

পুরাণের মতে, একদা জ্যৈষ্ঠমাসে মহর্ষি জমদগ্নি বাণক্রীড়া করিতেছেন, তৎপত্নী রেণুকা সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ কুড়াইয়া আনিতেছেন। রেণুকা প্রখর তপন তাপে তাপিত হইয়া বৃক্ষের ছায়ায় কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া আগমন করিলে মহর্ষি জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিলম্বে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রেণুকা কহিলেন, "প্রভো! অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আমি তরুর ছায়ায় বিশ্রাম করিতে ছিলাম।" তাহা শুনিয়া মহর্ষি সূর্য্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুকে জ্যারোপণপূর্ব্বক বাণ সন্ধান করিলে সূর্য্যদেব ভীত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং অনেক স্তব স্তুতি করিয়াও তাঁহার ক্রোধ একবারে অপনোদন করিতে পারিলেন না। তখন সূর্য্যদেব শিরস্ত্রাণ ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া মহর্ষিকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন যে, "আজ হইতে লোকে ছত্র দ্বারা আমার রৌদ্রতাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ব্রতাদি নিয়মে ইহার দান অতি পুণ্যজনক হইবে।" এই কথা বলিয়া সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। দান ফল—যিনি ব্রাহ্মণকে শুভ্রবর্ণ ও শত শলাকাযুক্ত ছত্র দান করেন, তিনি পরকালে সুখলাভ এবং ব্রাহ্মণ, অপ্সরা ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দেবলোকে বাস করেন। (ভারত দানধর্ম্ম) ছত্র বৃষ্টি, আতপ, বায়ু ও হিম প্রভৃতির নিবারক, চক্ষুর উপকারক। ইহা ধারণে মঙ্গল হয়। (রাজবল্লভ)

ছত্র দ্বিবিধ—বিশেষ ও সামান্য। রাজাদিগের ছত্রই বিশেষ। বিশেষও দ্বিবিধ—সদণ্ড ও নির্দণ্ড। সদণ্ড ছত্র সংকোচ ও বিকাশ করা যায়। দণ্ড, কল্প, শলা, রজ্জু, বস্ত্র কীলক এই ছয়টী দ্বারা ছত্র নির্ম্মিত হয়। চারি যুগে এই ছত্রের যথাক্রমে চারি প্রকার পরিমাণ—দণ্ড দশ, আট, ছয় ও চারিহস্ত পরিমিত। কল্প ছয়, পাঁচ, চারি ও তিন বিতস্তি পরিমিত। শলাকা ছয়, পাঁচ, চারি ও তিন হস্ত পরিমিত। ইহাদিগের সংখ্যাও চারিযুগে ক্রমে একশত, আশী, যাট ও চল্লিশ হইয়াছে। নয়টী তন্তু পাকাইয়া একটী সূত্র করিবে, এইরূপ নয়টী সূত্রদ্বারা একটী গুণ, নয়টী গুণ দ্বারা একটী পাশ, নয়টী পাশদ্বারা একটী রশ্মি (দড়ি) করিবে। যুগক্রমে নয়, আট, সাত ও ছয়টী রশ্মিদ্বারা এক একটী রজ্জু নির্ম্মিত হয়। বস্ত্র শলাকার দ্বিগুণ দীর্ঘ হইবে। কীলকও যথাক্রমে—এগার, দশ, নয় ও আট অঙ্গুলি পরিমিত।

এইরূপ পরিমিত ছত্রই রাজাদিগের মঙ্গলকর। যুবরাজের ছত্রের পরিমাণ রাজছত্র অপেক্ষা একপাদ (সিকি) কম হইবে। বিশুদ্ধ কাষ্ঠের দণ্ড ও কন্দ, বিশুদ্ধ বাঁশের শলাকা, রজ্জু ও বস্ত্র রক্তবর্ণ এইরূপ ছত্রই রাজাদিগের প্রশস্ত। যুবরাজের স্বর্ণছত্রের নাম প্রতাপ, তাহার দণ্ড ও বস্ত্র নীলবর্ণ, মস্তকে সুবর্ণময় কুম্ভ। রজ্জু ও বস্ত্র শুক্লবর্ণ, শিরোদেশে সুবর্ণ কুম্ভ এরূপ ছত্রের নাম কনকদণ্ড। ইহা সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধিদায়ক। দণ্ড, কন্দ, শলাকা ও কীলক বিশুদ্ধ সুবর্ণ নির্ম্মিত; রজ্জু ও বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ। শিরোদেশে কুম্ভ, হংস ও চামর যথাক্রমে বিন্যাস করিবে। বত্রিশটী মুক্তা নির্ম্মিত বত্রিশ ছড়া মালা তাহাতে ঝুলাইয়া দিবে। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জাতীয় হীরক সকলের উপরে নিহিত, দণ্ডের প্রান্তদেশে কুরুবিন্দ ও পদ্মরাগ বিন্যস্ত,—রাজাদিগের এইরূপ ছত্রের নাম নবদণ্ড এবং ইহা সকল ছত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অভিষেক ও বিবাহকালে ইহাতে গ্রহাদির বৈগুণ্য দূর হয়। এই নবদণ্ড ছত্রের অগ্রভাগে আট অঙ্গুলী পরিমিত পতাকা নিহিত করিলে, তাহাকে রাজাদিগের "দিগ্বিজয়ী" নামক ছত্র বলে। (ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

(পুং) ২ ভূতৃণ, গন্ধখড়। ৩ বৃক্ষবিশেষ। তাহার মূল ও পত্র দেখিতে বচার ন্যায়। ৪ ছাতরিয়াবিষ, ছাতনাবিষ, খরবিষ। পর্য্যায়—অতিচ্ছত্র, কুট।

ছত্রক (পুং) ছত্রমিব কায়তি ছত্র-কৈ-ক। ১ মৎস্যরঙ্গপক্ষী, মাছরাঙ্গাপাখী। ২ রক্তবর্ণ কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, রাঙ্গাকুলেকাঁটা। ৩ ঈশ্বর-গৃহবিশেষ। ছত্র স্বার্থে-কন্। (ক্লী) ৪ ছত্র, ছাতা।

(পুং) ৫ ছাতু, বেঙের ছাতা, কোঁড়ক (Agaricus Campestris)। ছত্রের সহিত আকারগত সাদৃশ্যহেতু ইহাদের নাম ছত্রক, অতিচ্ছত্রা ও চলিত ভাষায় ছাতু হইয়াছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ছাতুকে উদ্ভিদ্ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, কাষ্ঠ ও প্রাচীরাদির গাত্রে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছাতা পড়ে, ঐ সকল হইতে বৃহদাকার ছাতু পর্য্যন্ত সমস্তই একজাতীয় উদ্ভিদ্। ইহারা সকলেই কোমল, অতিবর্দ্ধনশীল ও অধিকাংশই শুভ্র। সমগ্র পৃথিবীতে যে কত প্রকার ছাতু আছে, তাহা সংখ্যা করা যায় না। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ন্যূনাধিক ৪০০০ প্রকার ছাতুজাতীয় উদ্ভিদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। সে সমুদয় আর্দ্রবস্তু ও শস্যাদির উপরে জন্মে এবং শুষ্ক হইলে ধূলিকণাবৎ দৃষ্ট হয়। অনেক ছাতু তরু, গুল্ম, গলিত কাষ্ঠ ও পত্রাদির উপর জন্মে, অবশিষ্ট ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদের আকার কোনটী সূত্রবৎ, কোনটী ক্ষুদ্র সরিষার মত, কোনটী বা দণ্ডাকার ও অগ্রভাগে বর্ত্তুলযুক্ত, কোনটী বা ধুতরা ফুলের মত, কোনটী বা পত্রাকৃতি, কোনটী ছত্রের ন্যায়, কোনটী আবার মূল ও দণ্ডরহিত অণ্ডাকৃতি। এদেশে নানাপ্রকার ছাতু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক ছাতু অতিশয় বিষাক্ত, সুতরাং ছাতু ভোজনে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

সচরাচর বর্ষা ও শরৎকালই ছাতু জন্মিবার সময়। তখন উদ্যান, জঙ্গল, নদীতীর, প্রান্তর, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালা, পঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি সকল স্থানেই আহার্য্য ছাতু জন্মে, তন্মধ্যে সিকিম প্রদেশে যেরূপ উৎকৃষ্ট ও অপর্য্যাপ্ত ছাতু হয়, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ হয় না। ছাতু অতি শীঘ্র বাড়ে, কোন কোন ছাতু আবার এত শীঘ্র জন্মে যে দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এই দেখিতেছি শূন্যস্থান, কোথাও কিছু নাই, আবার ক্ষণমধ্যেই হয়ত সেখানে দেখিতে পাই, দুই তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদাকার ছাতু মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতেছে। ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই উহারা পূর্ণাকৃতি হইয়া উঠে, আবার তখনই শুকাইতে আরম্ভ করে।

বাঙ্গালার খাদ্য ছাতুর মধ্যে উই ছাতু অতি উৎকৃষ্ট। লোকে কথায় বলে—

"মাছের মধ্যে রুই।
ছাতুর মধ্যে উই॥"

ইহারা অতি ক্ষুদ্র এবং উই ঢিবিতে জন্মে। উই ছাতু অপেক্ষা বড় এক রকম ছাতুর নাম কুড়্কি। ইহারা প্রান্তরে বেড়ার নিকট ও গোচারণভূমিতে এক একস্থানে বহু পরিমাণে জন্মে। ঐ সকল স্থানকে ছাতুর আড়া কহে। কুড়্কি ছাতুর আকার ১॥ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। কুড়্কি ছাতু অতিশয় কোমল, ইহাদের মস্তকের ছাতা ছিন্ন ভিন্ন, প্রায় গোটা থাকে না, মূলও মাটীর অধিক নীচে থাকে না। এই জাতীয় খুব বড় ছাতুর নাম বড় কুড়্কি। আর এক প্রকার শুভ্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, রেসমবৎ নালযুক্ত ছাতু বর্ষা ও শরৎকালে জন্মে। সেই সময়ের নামানুসারে উহাদিগকে কাড়ান, পার্ব্বণ ইত্যাদি বলা হয়। ইহাদের মূল মাটীতে অনেকদূর পর্য্যন্ত যায়। এই সকল ছাতুরই মাথার ছাতা যখন ঈষৎ ফুটে, তখনই তাহাতে উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়, সমস্ত ফুটিলে অপেক্ষাকৃত খারাপ হইয়া যায়। গলিত খড়, কাঠ, পাতা ও গোময়াদিতে বিস্তর ছাতু জন্মে, উহাদের অনেকগুলি অতি সুন্দর ও নিরাপদে খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছাতুর গন্ধই আদরণীয়। যে সকল ছাতু শুভ্রবর্ণ ও সদ্গন্ধযুক্ত, যাহাদের ছত্র পুরু ও নীচের পর্দ্দাগুলি ঈষৎ

লোহিতাভ, দণ্ড সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং উত্তম স্থানে জন্মে, ভোজনে সেই সকল ছাতুই প্রশস্ত। অজ্ঞাত ও কুস্থানে উৎপন্ন ছাতু, কিম্বা যাহার ছত্র পাতলা, যাহাতে সুগন্ধ নাই, কিম্বা যাহা নিংড়াইলে দুগ্ধবৎ রস নির্গত হয়, যাহাতে অম্লের ন্যায় তীব্র গন্ধ বা অন্য কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, যাহার বর্ণ কৃষ্ণাভ বা পীত, এরূপ ছাতু কখন ভোজন করিবে না। অনেক ছাতু এরূপ বিষাক্ত যে খাইলে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হইতে পারে। রুষিয়ার জার প্রথম আলেক্সিসের পত্নী বিষাক্ত ছাতু খাইয়া মারা পড়েন।

রোমনগরে ছাতু পরিদর্শন জন্য একজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, তিনি বাজারে আনীত সমস্ত ছাতু পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

ছাতু শুষ্ক ও টাট্‌কা উভয় প্রকারেই ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। শুকাইলেও ছাতুর সুগন্ধ নষ্ট হয় না। টাট্‌কা ছাতু উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া উহার মূল ও উপরের পাতলা ছাল ছাড়াইয়া ফেলা উচিত, পরে কিছু কাল শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া নিংড়াইয়া লবণ ও মসলাযোগে পাক করিলে উপাদেয় তরকারী প্রস্তুত হইতে পারে। ডিউপেটিট প্রভৃতি কোন কোন রাসায়নিকের মতে অধিকাংশ ছাতুই বিষাক্ত, কিন্তু ঐ বিষধর্ম্ম শতাংশিক তাপমানের ১০০ অংশ উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ছাতু খুব অধিক উত্তাপে পাক করিয়া খাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু অখাদ্য বোধে ছাতু খান না। একটী কথা আছে—"ডাহুক, ডুমুর, ছাতু, তিন খায়না সরাক জাতি" অর্থাৎ সরাক (শ্রাবক?)-গণ ডাকপক্ষী, ডুমুর ও ছাতু খায় না।

একরূপ উৎকৃষ্ট ছাতু মাটীর নীচে জন্মে। ইহাদের আকার গোল, আবরণ কঠিন এবং মূল বা কাণ্ড কিছুই নাই। উপরের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলে অতি কোমল শুভ্রবর্ণ সুগন্ধি শাঁস বাহির হয়। অন্যান্য ছাতুর ন্যায় ইহারও উত্তম তরকারী হইতে পারে। এই ছাতু জঙ্গলে শালগাছের গোড়ায় প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মানভূম প্রভৃতি জেলায় এই ছাতুকে কুড়্‌কুড়ে ছাতু কহে *। অনেক অনেক ডাক্তার বলেন যে, ইহা বিলাতী ট্রাফল (Truffle) অপেক্ষা কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে।

আর একরূপ বড় বড় গোল ছাতু মাটীর উপরে জন্মে। ইহাদের উপরে কঠিন খোসা থাকে না। ইহা খাইতে ভাল নহে।

পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে শুষ্ক ছাতু বহু পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। বহুবিধ বিষাক্ত ছাতু ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। একপ্রকার ছাতু আছে, উহা খাইলে সিদ্ধির ন্যায় নেশা হয়। ডাক্তার গ্রেনভিল্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, কামস্কট্‌কা প্রদেশে এইরূপ একজাতীয় ছাতু আছে। তথাকার অধিবাসীগণ ইহার বড় একটা বা ছোট দুইটা জল দিয়া গিলিয়া ফেলে। ২।৩ ঘণ্টা পরেই ছাতুর মাদকতাশক্তি প্রকাশ পায় এবং সেবনকারী মাতালের ন্যায় হাস্য, প্রলাপাদি করিতে থাকে। সাহেব বলেন যে, এইরূপ একবার সেবন করিলে পুরা এক দিন নেশা থাকে। তিনি আরও বলেন, এই ছাতুর একটী আশ্চর্য্য গুণ যে, মত্ত ব্যক্তি রাত্রিতে ঘুমাইলে পরদিন প্রকৃতিস্থ হয় বটে, কিন্তু উহার মূত্র অসাধারণ মাদকতাগুণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ছাতুর অভাবে পাকা মাতালগণ সেই দুর্লভ বস্তু বৃথা নষ্ট না করিয়া উপাদেয় বোধে পান করে। ইহাতে তাহার ছাতু-পানের সমানই নেশা হয় ও তৎপর দিবস তাহার মূত্রেও পূর্ব্বরূপ মাদকতাশক্তি জন্মে। পাকা মাতাল এইরূপে একবার ছাতু সেবন দ্বারা ক্রমাগত ৭।৮ দিন মাতলামি রাখিতে পারে। একজনের মূত্র অন্য জন এবং তাহার মূত্র আর একজন এইরূপে বহুলোকেও এক ছাতুতে নেশা করিতে পারে। ছাতুর নেশা ছাড়াইবার ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় অন্যান্য ফলমূলাদির ন্যায় ছাতুর চাস হয়। ইহার চাস তত কষ্টসাধ্য নহে, অথচ অল্প ব্যয়ে নির্দ্দোষ ছাতু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

আমাদের দেশে ছাতুর চাস নাই। ইহার একটী বিশুদ্ধ প্রকারের রীতিমত চাস করিলে বোধ হয় ছাতুরও অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং লোকেও নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ছাতু ভক্ষণ করিতে পারে। জঙ্গলে যে সকল ছাতু উৎপন্ন হয়, তাহার কোন্‌টী বিষাক্ত কোন্‌টী নির্দ্দোষ স্থির করা অতিশয় কঠিন, এই জন্য ছাতু খাইয়া বিষাক্ত হইবার কথা প্রায়ই শুনা যায়। ছাতুর বীজ অতিশয় সঞ্চরণশীল, এমন কি কেবল বায়ুদ্বারাও ইহা সহস্র সহস্র মাইল দূরে নীত হইতে পারে। ছাতু বীজ সর্ব্বত্রই আছে, কোথাও সুবিধাজনক স্থান পাইলেই সেখানে জন্মে। য়ুরোপে ও আমেরিকায় নানা উপায়ে ছাতু উৎপন্ন হয়। একটা কাঠের

---

* কুড়্‌কুড়ে ছাতুর উৎপত্তিবিষয়ে এদেশের স্ত্রীলোকগণের মধ্যে একটা বড় হাস্যজনক প্রবাদ আছে। একদা ব্রজগোপীগণ গেঁড়ে গেঁড়ে পিঠা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবার মানসে কুঞ্জবনে গমন করিল, কিন্তু তথায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া শালতরুতলে পিষ্টক প্রোথিত করিয়া রাখিয়া আসিল। ঐ পিষ্টকই পরে কুড়্‌কুড়ে ছাতু হইয়া গেল।

গামলায় এক স্তর গলিত খড় তার পর টাট্‌কা অর্দ্ধগলিত অশ্ববিষ্ঠা এক থাক ও তৎপরে সামান্য মৃত্তিকা এইরূপে দুই তিন স্তর করিয়া ছায়ায় রাখিয়া দিলে প্রায় তাহা হইতে ছাতু উৎপন্ন হয়। আবার ঐ মাটী যদি ছাতুর আড়ার মাটী হয়, তাহা হইলে ছাতু জন্মিবার কোন সন্দেহ থাকে না। তথায় স্পন (Spawn) নামে ছাতুর বীজ বিক্রয় হয়। উহা একরূপ মাটী ও ছাতু একত্র চট্‌কাইয়া প্রস্তুত হয়। ঐ মাটী ভাঙ্গিয়া সারের সহিত ছায়ায় আর্দ্রস্থানে রোপণ করিলেই ছাতু হয়।

ছাতুজাতীয় নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ গলিত কাষ্ঠ, বৃক্ষ, ফল ও শস্যাদিতে জন্মে। উহাদের কোন কোন জাতি চর্ম্মের ন্যায় এবং আকারে কিঞ্চিৎ বড় হইয়া থাকে। অনেকগুলি আবার সূক্ষ্ম লোমের ন্যায় ফলাদির গাত্রে জন্মে। তাহাতে শস্যাদি একবারে নষ্ট হইয়া যায়। আসাম প্রদেশে একরূপ ছাতু গোল আলুর বিস্তর অনিষ্ট করে। সিংহলের কাফিগাছেও বেঙের ছাতা দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়; তদ্ভিন্ন গোধূম, যব, ধান্য, চা প্রভৃতি ইহাদের দৌরাত্ম্যে ভাল বাড়িতে পায় না। ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলে বড় বড় বৃক্ষও শীঘ্র শুকাইতে আরম্ভ করে ও পড়িয়া যায়।

ছত্রকদেহিন্ (পুং) যাহাদের দেহ ছত্রকের (বেঙ্গের ছাতার) সদৃশ, যথা সেডুসী নামক সমুদ্রজ জীব, ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার ইংরাজী নাম Discophorn.

ছত্রগড়, আগরা জেলায় চর্ম্মণ্বতী নদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী একটী নগর। এই নগর গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৫৮° ২৫´ পূঃ।

ছত্রগুচ্ছ (পুং) ছত্রমিব গুচ্ছোঽস্য বহুব্রী। গুণ্ড তৃণ।

ছত্রচক্র (ক্লী) ছত্রাকৃতিচক্রং কর্ম্মধা°। চক্রবিশেষ। অশ্বিনী হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত ৯টী, মঘা হইতে জ্যেষ্ঠা পর্য্যন্ত ৯টী ও মূলা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ৯টী নক্ষত্রকে যথাক্রমে তিনটী চক্র বা পঙ্‌ক্তি কল্পনা করিয়া নামনক্ষত্রানুসারে শুভাশুভ গণনা করা যাইতে পারে। ইহারই নাম ছত্রচক্র। পশ্চিমদিকের মধ্যরেখা হইতে নরাধিপের ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, নরাধিপের অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত, গজাধিপের নৈঋতকোণ অবধি ইহাদিগের ছত্রবিভাগানুসারে শুভাশুভ জানা যায়। রাজার নামনক্ষত্র ছত্রস্থ হইলে তাহার চামর, কলস, বীণা, ছত্র, দণ্ড, পতৎগ্রহ (পিক্‌দানী), আসন, কীলক ও রজ্জু ইহাদিগের মধ্যে শনি ছত্রস্থ হইলে ছত্রভঙ্গ হয়। চামরে বায়ু প্রচণ্ড হইলে অনাবৃষ্টি, ঘোর দুর্ভিক্ষ ও প্রজা সকল ব্যাধিগ্রস্ত হয়। শনি কলসস্থ হইলে যুদ্ধে ভঙ্গ, বীণাস্থ হইলে পট্টমহিষীর বিনাশ ও রাজা চঞ্চলচিত্ত এবং পৃথিবী ভয়বিহ্বলা হয়। শনি, নক্ষত্রত্রয় অর্থাৎ ছত্র, দণ্ড ও পতৎগ্রহস্থ হইলে ছত্রভঙ্গ হয়। আসনস্থ হইলে আসন বিনাশ, কীলকস্থ হইলে যুবরাজের মৃত্যু, রজ্জুস্থ হইলে রাজার বন্ধন হয়। কিন্তু অতিচারস্থ শনি যদি যুধযুক্ত হন, তাহা হইলে উক্ত মন্দফল হয় না। কারণ ক্রূরগ্রহ যদি ক্রূরগ্রহযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সে মন্দ ফল দেয়। শনি রাহু মঙ্গল রবি ইহারা বৃহস্পতি ও চন্দ্রযুক্ত হইলে উত্তরদিক্‌স্থ রাজার ছত্রভঙ্গ হয়।

ক্রূরগ্রহ চতুষ্টয় বুধ ও চন্দ্রযুক্ত হইলে পূর্ব্বদিক্‌স্থ রাজার ছত্রভঙ্গ এবং শুক্র ও চন্দ্র সংযুক্ত হইলে দক্ষিণদিকের শস্য বিনাশ হয়। শনি যেমন মন্দফলদায়ক, বুধ ঠিক সেইরূপ শুভ-কারক। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু ও রবি-চন্দ্র ইহারা তুল্য-বল। রাজার নাম রাহু বা কেতু নক্ষত্রস্থ হইলে ছত্রভঙ্গ হয়। ক্রূরগ্রহ ছত্রস্থ হইলে রাজা মৃগয়া, বিজয়যাত্রা, দুষ্ট হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বাহন ও বিগ্রহ ত্যাগ করিবে। (সময়ামৃত)

ছত্রচণ্ডেশ্বর, শিবের নামভেদ। নেপালে শৈবদিগের প্রতি-ষ্ঠিত ছত্র-চণ্ডেশ্বরের বিস্তর মন্দির আছে। এই সকল মন্দি-রের দক্ষিণে বা অগ্নিকোণে এক একটী চণ্ডেশ্বর মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তিগুলি দেখিতে ঠিক শিবলিঙ্গের ন্যায়। শিবপূজার অবশিষ্ট পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি উহাদের উদ্দেশে অর্পিত হয়। সাধারণ লোকে উক্ত লিঙ্গ মূর্ত্তিকে কামদেবের মূর্ত্তি বলিয়া থাকে।

ছত্রদণ্ড (পুং ক্লী) ১ রাজছত্র। ২ ছত্র ও দণ্ড।

ছত্রধর (পুং) ছত্রং ধরতি ছত্র-ধৃ-অচ্। ছত্রধারী। ছায়াকর।

ছত্রধার (পুং) ছত্রং ধরতি ছত্র-ধৃ-অণ্। ছত্রধারী। পূর্ব্বপদের আদিস্বর উদাত্ত। (অণি নিযুক্তে। পা ৬।২।৭৫।)

ছত্রধারণ (ক্লী) ছত্রস্য ধারণং ৬তৎ। ছাতি ধরা। "উপান-চ্ছত্রধারণম্" (মনু ২।১৭৮)

ছত্রধারিন্ (পুং) ছত্রং ধরতি ছত্র-ধৃ-ণিনি। যে ছত্রধারণ করে, ছত্রধর।

ছত্রপতি (পুং) রাজোপাধিবিশেষ, সম্রাট্।

ছত্রপত্র (ক্লী) ছত্রমিব পত্রমস্য বহুব্রী। ১ স্থলপদ্ম। (পুং) ২ ভূর্জ-পত্র বৃক্ষ। ৩ মাণক, মাণকচু। ৪ সপ্তপত্রবৃক্ষ, ছাতিন গাছ।

ছত্রপুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত মধ্যভারত এজেন্সীর শাসনা-ধীন একটী রাজ্য। এই রাজ্য হামিরপুর জেলার দক্ষিণে দশার্ণ ও কেন এই দুই নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরিমাণ ফল ১১৬৯ বর্গমাইল। বর্ত্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা মহা-রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় ছত্রশাল-বংশীয় নৃপতিকে পরাজয় করিয়া ছত্রপুর অধিকার করেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে এই রাজ্য ইংরাজা-ধিকৃত হইলে তিনি সনন্দ দ্বারা ঐ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরগণ গবর্মেণ্ট হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন। রাজা ৬২ জন অশ্বারোহী, ১১৭৮ জন পদাতিক, ৬৮ জন গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩২টী কামান রাখিতে পারেন। ইঁহার সম্মানার্থ ১১টী তোপ বন্দোবস্ত আছে।

২ পূর্ব্বোক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৪° ৫৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৩৮´ পূঃ। ইহা বান্দা হইতে সাগরের পথে প্রায় ৭০ মাইল নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৯১) মোট ১২৯৫৭। তন্মধ্যে হিন্দু ১০৩৪৮, মুসলমান ২০৯৫, জৈন ২৮৬। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রশাল এই নগর স্থাপন করেন। এখানে একটী কাগজের কল আছে ও সন্নিহিত পর্ব্বতের খনিজ লৌহ হইতে নানাবিধ অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এই নগরের নিকটই ইহার স্থাপয়িতা বুন্দেলা নৃপতি ছত্রশালের সুন্দর রাজভবন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদের নিকট একটী বৃহৎ পঞ্চচূড় মসজিদ্ দৃষ্ট হয়। এখানকার রাস্তা ঘাট অপ্রশস্ত এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর লোকের গৃহ নিম্ন ও সংকীর্ণ।

ছত্রপুষ্প (পুং) ছত্রমিব পুষ্পমস্য বহুব্রী। তিলকপুষ্পবৃক্ষ, তিলফুল গাছ।

ছত্রপুষ্পক (পুং) ছত্রপুষ্প স্বার্থে কন্। তিলকপুষ্পবৃক্ষ।

ছত্রপ্রকাশ, লালকবি প্রণীত একখানি হিন্দী গ্রন্থ। ইহাতে বুন্দেলখণ্ডাধিপতি মহারাজ ছত্রশালের সূর্য্যবংশ হইতে উৎপত্তি, তাঁহার বহু রাজ্য জয় এবং অরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহের সহিত তাঁহার যুদ্ধাদির বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ হইতে ঐ সময়ের অনেক প্রকৃত ইতিহাস জানা যায়।

ছত্রভঙ্গ (পুং) ৬তৎ। ১ রাজার বিনাশ। ২ বৈধব্য। ৩স্বাতন্ত্র্য।

ছত্রভোগ (পুং) ডায়মণ্ডহারবারের এলাকাধীন ভাগীরথী তীরস্থ একটী গ্রাম। চৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রার সময়ে আঠিসারা গ্রাম হইতে দক্ষিণদিকে আসিয়া এক রাত্রি এই গ্রামে অবস্থান করেন। এই গ্রামের জমীদার রামচন্দ্র খাঁ সে রাত্রি সশিষ্য তাঁহাকে সেবা করিয়াছিলেন। এই গ্রামে গঙ্গাতীরে অম্বুলিঙ্গ নামে এক ঘাট ও শিবলিঙ্গ আছে। চৈতন্যদেব তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। (চৈ°ভাগ°)। ছত্রেশ্বরীর মন্দিরের জন্যও পূর্ব্বে এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল।

ছত্রমহারাজ, বৌদ্ধদিগের মতে আকাশমণ্ডলস্থ দিক্‌পাল চতুষ্টয়। ১ম বীণারাজ—ইনি পূর্ব্বদিকের অধিপতি এবং হস্তে বীণা ধারণ করেন। ২য় খড়্গরাজ—ইনি পশ্চিমদিকের অধিপতি এবং হস্তে অসি ধারণ করেন। ৩য় ধ্বজরাজ—ইনি উত্তরদিকের অধিপতি এবং হস্তে ধ্বজ ধারণ করেন। ৪র্থ চৈত্যরাজ—ইনি দক্ষিণ দিকের অধিপতি এবং হস্তে এক চৈত্য ধারণ করিয়াছেন। এই চারিজন দিক্‌পালকেই ছত্রমহারাজ কহে। অনেক বৌদ্ধমন্দিরে ইঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি আছে।

ছত্রবৎ (ত্রি) ছত্রং বিদ্যতেঽস্য ছত্র-মতুপ্ মস্য বত্বং। ছত্রবিশিষ্ট, প্রশস্ত ছত্রযুক্ত।

ছত্রবতী, প্রাচীন পাঞ্চালরাজ্যের উত্তরবর্ত্তী একটী রাজ্য অপর নাম অহিচ্ছত্র, অহিক্ষেত্র ও অহিক্ষত্র। রাজধানী অহিচ্ছত্রা নগরী। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণাদিতে ইহার নামোল্লেখ আছে।

ছত্রবস্তু, বৌদ্ধদিগের মহাবস্ত্ববদান নামক গ্রন্থের একটী অংশ। ইহাতে বুদ্ধদেবের নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী বর্ণিত আছে—হিমালয়ের অধিত্যকাপ্রদেশে কন্দলা নাম্নী সহস্র পুত্রবতী এক যক্ষিণী বাস করিত। তাহার পুত্রগণ একদা বৈশালী নগরে আসিয়া তথাকার অধিবাসীগণের তেজ হরণ করে। অধিবাসীগণ ইহাতে হীনতেজ হইয়া নানারোগভোগ করিতে লাগিল এবং বংশোৎপাদনে বিস্মৃত হইল। বৈশালীর লিচ্ছবিপতি তোসল প্রজাগণের এই দুর্দশা দূর করিবার জন্য রাজগৃহ হইতে বুদ্ধদেবকে আনয়নার্থ গমন করিলেন। তোসলের অনুরোধে বুদ্ধদেব বৈশালী আসিতে স্বীকার করেন। পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে কপোতমূর্ত্তি গোশৃঙ্গ রাজদূতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কপোত বুদ্ধদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক মনুষ্যবাক্যে তাঁহাকে গোশৃঙ্গে গমনের জন্য অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে সকলে অতিশয় বিস্মিত হইলে, বুদ্ধদেব কহিলেন, "ইহা আশ্চর্য্য নহে। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তেরও তিন পুত্র পেচক, শালিক ও কপোত পক্ষী ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে ঋষিদিগের প্রসাদে ঐ তিন পুত্র প্রাপ্ত হন। তিনটীই অতিশয় রাজনীতিজ্ঞ; রাজার প্রশ্নে জ্ঞানীর ন্যায় উত্তর প্রদান করিত। পেচক বলিত, 'উদ্ভ্রান্ত মনোবৃত্তি রাজার অযোগ্য, উহাদের সংযমনেই অর্থ বৃদ্ধি, ধর্ম্ম ও বুদ্ধির বিকাশ হয়।' শালিক বলিত, 'অর্থনীতির মূলসূত্র তিনটী যথা—অর্থোপার্জ্জন, অর্থসঞ্চয় ও অর্থের সদ্ব্যবহার।' কপোত বলিত, 'রাজশক্তি পাঁচ প্রকার—প্রাধান্য, সম্মতি, আত্মীয়বর্গ, চতুরঙ্গসৈন্য ও পরিণামদর্শিতা। তন্মধ্যে পরিণামদর্শিতাই প্রধান।"

বুদ্ধদেব বৈশালী আগমন করিবামাত্র অধিবাসীগণের সর্ব্বপ্রকার আময় দূরীভূত হইল এবং তাহারা পূর্ব্বতেজ ও ধীশক্তি প্রাপ্ত হইল। ইহাতে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলে বুদ্ধদেব বলিলেন, "তোমরা বিস্মিত হইও না, আমি পূর্ব্বে পাঞ্চালস্থ কাম্পিল্যপতির পুরোহিত ব্রহ্মদত্তের পুত্র ছিলাম। আমার নাম রক্ষিত। সেই রক্ষিত তপোবলে অলৌকিক শক্তিমান্ হইয়াছিল। একদা কাম্পিল্যদেশে দুর্নিবার্য্য মারীভয় হইলে, রক্ষিত আসিবামাত্র উহা নিবারিত হয়।

"এই রূপে আমি যখন কাশীরাজের মহেশ নামক হস্তীরূপে

জন্মগ্রহণ করি, তখনও মিথিলায় যাইয়া তথাকার অধিবাসী-গণকে এক অলৌকিক ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলাম।

"এইরূপে অঙ্গদেশবাসী শ্বেত বৃষরূপে আমি রাজগৃহ নগরের লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।"

এই কথা বলিয়া বুদ্ধদেব ভোজনান্তে মরকত হ্রদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ছত্র (ক্ষেত্র) নেপালের একটী তীর্থ। পূর্ণিয়া হইতে এই স্থান উত্তর-পশ্চিমকোণে ৮২ মাইল দূরবর্ত্তী। অক্ষা° ২৬° ৯৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ৪´ পূঃ। ইহার নিকটে বরাহক্ষেত্র নামক তীর্থে বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। বরাহক্ষেত্রে অনেক বিশ্বাসী হিন্দু-সন্ন্যাসী সজীবাবস্থায় আপনাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে। লোকের বিশ্বাস যে, এই সময় তাহারা ভবিষ্যদ্বক্তা হয়।

ছত্রবৃক্ষ (পুং) মুচুকুন্দ ফুলের গাছ।

ছত্রশাল, ১ চৌহান-কুলোদ্ভব হরবংশীয় বুন্দীর একজন বিখ্যাত রাজপুতরাজ। টড্ সাহেবের রাজস্থানে ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে। ইনি রাও রতনের পৌত্র ও গোপীনাথের পুত্র। পিতামহের মৃত্যুর পর শাহজহান বাদশা কর্ত্তৃক বুন্দীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সম্রাট্ তাঁহার সম্মান বৃদ্ধিজন্য তাঁহাকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করেন। ছত্রশাল আজীবন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাহজহান নিজ সাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারি পুত্রকে রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিলে ছত্রশালও অরঙ্গজেবের অধীনে একদল সৈন্যের সেনাপতি হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তথায় তিনি দৌলতাবাদ, বিদর, কুলবর্গা, দামনী প্রভৃতির যুদ্ধে নিজ অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করেন।

এই সময়ে সম্রাট্ শাহজহানের অলীক মৃত্যুসংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। রাজকুমারগণ সকলেই সাম্রাজ্য লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুজা বাঙ্গালা হইতে দিল্লীমুখে অগ্রসর হইলেন; অরঙ্গজেব মুরাদকে লইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে রাজধানী অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শাহজহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাই কেবল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। এ দিকে সম্রাট্ শাহজহান অরঙ্গজেবের অসদভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার সহচারী ছত্রশালকে ত্বরায় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার আদেশ করেন। ছত্রশাল আদেশপ্রাপ্তিমাত্র, রাজাজ্ঞা পালনকরা কর্ত্তব্যবোধে দিল্লীযাত্রার আয়োজন করিলেন এবং অরঙ্গজেবকেও সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করিলে তিনি সম্মতিপ্রদানে অস্বীকার করিলেন। ছত্রশাল শাহজহানের আদেশপত্র দেখাইলেও অরঙ্গজেব নিজ সৈন্যগণকে ছত্রশালের অনুচরাদিকে আটক করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ছত্রশাল যানবহনাদি পূর্ব্বেই পাঠাইয়া ছিলেন। এখন তিনি বীর অনুচরবর্গ লইয়া সদর্পে অরঙ্গজেবের সৈন্যদলকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, কেহই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। এই সময়ে নর্ম্মদানদী বন্যায় প্লাবিত, ছত্রশাল শোলাঙ্কী রাজগণের সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে বুন্দীরাজ্যে উপস্থিত হন এবং তথায় কয়েকদিন থাকিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, যে এই সময় মোগল-সম্রাট্ কোন মুসলমান সেনাপতিকেই বিশ্বাস করিতেন না; রাজপুতগণই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। রাজপুত সেনাপতিগণ প্রাণপণে প্রভুর উপকার সাধনে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এদিকে অরঙ্গজেব ঢোলপুরের যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এই যুদ্ধে ছত্রশাল ও হরবংশীয় বীরগণ কুঙ্কুমচন্দনলিপ্ত রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় দারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। ছত্রশাল সগর্ব্বে সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া ব্যূহরচনাপূর্ব্বক হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। এই সময় বিপক্ষ পক্ষের একটী গোলা আসিয়া তাঁহার কুঞ্জরকে আহত করিল, হস্তী রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। ছত্রশাল হস্তীপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "যদিও আমার হস্তী পলাইতেছে, তাই বলিয়া আমি রণক্ষেত্র হইতে পলাইব না।" এই বলিয়া তিনি অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় তিনি মুরাদকে বধ করিবার জন্য যেমন বর্শা লক্ষ্য করিতে ছিলেন, অমনি শত্রুপক্ষীয় গোলা আসিয়া তাঁহার ললাট বিদীর্ণ করিল। ছত্রশাল বীরপুরুষের ন্যায় রণশায়ী হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভরতসিংহও মহাক্রোধে যুদ্ধ করিতে করিতে অগণ্য শত্রু বিনাশ করিয়া ধরাশায়ী হইলেন। আরও অনেক রাজবংশীয় বীরগণ এই যুদ্ধে সমরাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন।

বুন্দীর রাজবংশের ইতিবৃত্তে উল্লিখিত আছে, ছত্রশাল তাঁহার জীবনে বাহান্নটী যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততার চিরস্থায়ী যশ উপার্জ্জন করেন। তিনি ছত্রমহল নামে বুন্দী রাজপ্রাসাদের কতক অংশ নূতন নির্ম্মাণ করেন এবং পাটন নামক স্থানে কেশবরায় নামক বিগ্রহের এক মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। ১৭১৫ সংবতে অর্থাৎ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গত হন। তাঁহার চারি পুত্র। রাও ভাওসিংহ, ভীমসিংহ, ভগবন্ত সিংহ ও ভরতসিংহ। জ্যেষ্ঠ রাও ভাওসিংহ ছত্রশালের পর বুন্দীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

২ বুন্দেলখণ্ডের বিখ্যাত বুন্দেলাবংশীয় একজন পরাক্রান্ত রাজা। ইনি চম্পৎরায়ের পুত্র। লালকবি প্রণীত ছত্রপ্রকাশ নামক গ্রন্থে ইঁহার বহুসংখ্যক যুদ্ধজয়ের বিবরণ সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

পিতার মৃত্যুর পর ছত্রশাল রাজাসন লাভ করেন। এই সময়ে মোগল সম্রাট্‌গণ হীনবল ও মহারাষ্ট্রগণ প্রবল হইতেছিল। ছত্রশাল প্রথম হইতেই মুসলমান সম্রাট্‌দিগের শাসন অবহেলা করিয়া প্রথমে ঝাঁসি অধিকার করিয়া, রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ১৬৭১ খৃঃ অব্দে জলায়ুন হইতে তিনি প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে হামিরপুর অধিকার করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। পান্নানগরে ছত্রশালের রাজধানী ছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দামনী নগর সম্রাট্ প্রেরিত শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইতেছিল, ঐ অব্দে ছত্রশাল উহার শেষ শাসনকর্ত্তা নবাব মৈরতখাঁকে পরাজিত করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ বাহাদুরশাহ ছত্রশালকে ঝাঁসি প্রদেশ দান করিলেন, কিন্তু ইহাতেও মুসলমানগণ বুন্দেলা রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে ফরক্কাবাদের পাঠানশাসনকর্ত্তা আহ্মদ-খাঁ-বঙ্গস্ ছত্রশালের রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি মহারাষ্ট্রদিগের সাহায্য চাহিলেন। পেশবা বাজীরাও সাহায্যদানে সম্মত হইলেন। ছত্রশাল বাজীরাওর সাহায্যে সমস্ত বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিয়া প্রত্যুপকার স্বরূপ পেশবাকে রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দান করিলেন। এই সময়ে সন্ধি হইল যে, পেশবা ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ছত্রশাল ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে সাহায্য করিবে। ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে ছত্রশালের মৃত্যু হয়।

এই ছত্রশাল বুন্দেলা রাজপুতবংশীয়। ইনি বিদ্যাচর্চ্চার অতিশয় আদর করিতেন। ইনিই বিখ্যাত লালকবিকে নিজের সভায় রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ছত্রপ্রকাশ নামে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপবিষয়ক পুস্তক লিখিতে আদেশ করেন। এই সময়ে বিশ্বনাথ পণ্ডিত তাঁহারই জীবনীমূলক সংস্কৃত ভাষায় "শক্রশল্যকাব্য" প্রণয়ন করেন। ছত্রশালই বহুতর যুদ্ধাদির পর বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া যান, ছত্রপুরে আজিও তাঁহার নির্ম্মিত এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। তাঁহার সময়ে বুন্দেলখণ্ডে অভিনব সাহিত্য-যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, শত শত ব্যক্তি দেশীয় হিন্দীভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

ছত্রসিংহ, ১ খণ্ডরের জায়গীরদার মোকামসিংহের পুত্র। ইনি গৃহ-বিবাদে বিরক্ত হইয়া দিল্লীতে গিয়া বাস করেন এবং নিজ গুণে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সম্রাট্ ছত্রসিংহকে কাবুল জয় করিতে পাঠাইলে তিনি গজনীনগরে শত্রুগণকে পরাজয় করেন। সম্রাট্ এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ৬০টী গ্রাম প্রদান করেন।

ছত্রসিংহ আতরীবালা, সর্দ্দার—ইংরাজরাজনিযুক্ত কাশ্মীরের হজারা জেলায় এক শাসনকর্ত্তা। ইনি আফগানস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পঞ্জাবজয়ের চেষ্টা করেন। ঐ অভিপ্রায়ে তিনি কাশ্মীরের রাজা গোলাবসিংহের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। গোলাবসিংহ সাহায্যদানে অসম্মত হওয়ায় তিনি দোস্ত মহম্মদের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহী হন (১৮৪৮ খৃঃ অব্দে)। গুজরাটের যুদ্ধে সর্দ্দার ছত্রসিংহের পরিচালিত শিখগণ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিলেও ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। পরাজিত হইয়া ছত্রসিংহ, অনুচর সহিত অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ছত্রসিংহ ও তাঁহার পুত্র সেরসিংহের বিদ্রোহই পঞ্জাবের শেষ বিদ্রোহ।

ছত্রা (স্ত্রী) ছদ-ষ্ট্রন্ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ১ মধুরিকা, মৌরী। ২ শলুফা, শলফা। ৩ ধন্যাক, ধনে। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ শিলীন্ধ্র, কোঁড়কছাতা। ৬ ধাত্রী। ৭ কাশ্মীরদেশজাত ধনের ন্যায় গাছ। ৮ রসায়ন ওষধিভেদ। (সুশ্রুত চিকিৎসা° ৩০ অ°)

ছত্রাক (ক্লী) ছত্রমিব কায়তি ছত্রা-কৈ-ক। ১ কবক। ইহা ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য। "ছত্রাকং বিড়্‌বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্যকুক্কুটং। পলাণ্ডুং গৃঞ্জনং চৈব মত্যা জগ্ধা পতেদ্ দ্বিজঃ।" (মনু ৫।১৯) 'ছত্রাকং কবকানি' (মেধাতিথি।) (পুং) ২ জালবর্ব্বূরক বৃক্ষ।

ছত্রাকী (স্ত্রী) ছত্রাক-গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। ১ রাস্না। ২ সর্পাক্ষী।

ছত্রাঙ্গ (ক্লী) গোদন্ত, হরিতাল।

ছত্রাতিচ্ছত্র (পুং) ছত্রমতিক্রম্য ছত্রমাবরণমস্ত্যস্য অর্শাদিত্বাদচ্। ছত্রাকার জলজাত সুগন্ধি তৃণভেদ। পর্য্যায়—পালঘ্ন, অতিপুত্রা, সুগন্ধা, ছত্রক, কটুক, কটু। চলিত কথায় ছাতু বলে। [ছত্রক দেখ।]

ছত্রাদি (পুং) ছত্রং আদি র্যস্য বহুব্রী। পাণিনি উক্ত গণভেদ। ইহার উত্তর শীলার্থে ণ প্রত্যয় হয়। (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ছত্রাদিগণ যথা—ছত্র, শিক্ষা, প্ররোহ, স্থা, বুভুক্ষা, চুরা, তিতিক্ষা, উপস্থান, কৃষি, কর্ম্মন্, বিশ্বধা, তপস্, সত্য, অনৃত, বিশিখা, বিশিকা, ভক্ষা, উদস্থান, পুরোডাশ, বিক্ষা, চুক্ষা, মন্ত্র।

ছত্রাধান্য (ক্লী) ছত্রাধান্যমিব কর্ম্মধা। ধন্যাক, ধনে।

ছত্রি, ছত্রী (ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ) অনেক রাজপুত আপনাদিগকে ছত্রি বলিয়া থাকে।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের চৌহান, ভদৌরিয়া, শিকরবাড়, মোড়ি, পরীহার, পরমার, যাদব, বরেগিরি, তোমর, কচ্ছ-

বহ, তর্কন, বয়গুজয়, রাঠোর, চকরা, ইন্দোলিয়া বচাল, গহলোৎ, বল্ভাটি, বৈ ও চন্দেল্ল প্রভৃতি আপনাদিগকে ছত্রি বলিয়া পরিচয় দেয়।

কত্রি, কাছি ও আঠগণও ছত্রিদিগের সহিত পূর্ব্বে মিলিত ছিল।

ছত্রিকা (স্ত্রী) ছত্রা এব ছত্রা-স্বার্থে কন্ অত ইত্বঞ্চ অথবা ছত্রং তদাকারপুষ্পং বা অস্ত্যস্য ছত্র-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১৫।) শিলীন্ধ্র, পাতালকোঁড়। পর্য্যায়—গোময়ছত্রিকা, দিলীর, শিলীন্ধ্রক, বসারোহ, গোলাস, উর্ব্বঞ্জ, ছত্রাক, উচ্ছিলীন্ধ্র। উৎপত্তিস্থানভেদে ইহার গুণ—গোময়ে, বাঁশের গায়, ইক্ষুপলাল বা মাটীতে জাত ছত্রিকা শীতল, কষা, স্বাদু, পিচ্ছিল গুরুপাক এবং ছর্দ্দি, অতিসার, জ্বর ও শ্লেষ্মকারক। পলালজ ছত্রিকা সুস্বাদু, রুক্ষ ও দোষকর। অশুচি স্থানে কাষ্ঠ বা বাঁশের গাঁইট হইতে উৎপন্ন শ্বেতছত্রিকা অত্যন্ত দোষকর। (রাজনির্ঘণ্ট) [ছত্রক দেখ।]

ছত্রিক (পুং) ছত্রং অস্ত্যস্য ছত্র-ঠন্। ছত্রবিশিষ্ট। ছত্রিকের-ভাবকার্য্য ছাত্রিক্য ছত্রিক-পুরোহিতাদিত্বাদ্ যক্। (পা ৫।১।১২৮)

ছত্রিন্ (ত্রি) ছত্রং বিদ্যতেঽস্য ছত্র-ইনি। ১ ছত্রযুক্ত। "গচ্ছেদ্ বর্ষাতপে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষুচ" (স্মৃতি) ২ (পুং) নাপিত।

ছত্রিশগড় (ছত্তিশগড়) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী বিভাগ। অক্ষা° ২০° ১´ হইতে, ২২° ৩৩´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘিঃ ৮০° ২৮´ হইতে ৮৪° ২৪´ পূঃ। এই বিভাগ রায়পুর, বিলাসপুর ও সম্বলপুর এই তিনটী জেলা লইয়া গঠিত। পূর্ব্বে এই স্থান ঝারখণ্ড নামে বিখ্যাত ছিল। রায়পুর জেলায় ছুইকাদান, কাঙ্কেড়, রায়গড়, নন্দগাঁও এই চারিটী ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত। এইরূপ বিলাসপুর জেলায় কৌয়াড়ধা ও শক্তি নামে দুইটী এবং সম্বলপুর জেলায় কালাহাণ্ডী, রায়গড়, সারণগড়, পাটন, শোণপুর, রাইরাখোল ও বামড়া নামে সাতটী রাজ্য আছে।

এই বিভাগের মোট পরিমাণফল ৩৯৭৬১ বর্গমাইল। কেবল ইংরাজশাসনভুক্ত প্রদেশের পরিমাণফল ২৪,২০৪ বর্গ মাইল। এই বিভাগের ভূমি উর্ব্বরা ও অধিকাংশই সমতল। এখানে ধান্য, সর্ষপ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বহুলোক আসিয়া এই বিভাগে বাস করিতেছে। এতদিন ইহা বোম্বাই কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্যস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী ছিল, সম্প্রতি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ইহার মধ্য দিয়া যাওয়াতে অবাধে বাণিজ্য চলিতেছে।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে রঘুজী ভোন্সলে এই দেশ জয় করিয়া মহারাষ্ট্রীদিগের অধীন করেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে নাগপুরের সহিত এই প্রদেশও ইংরাজের অধিকৃত হয়। এ প্রদেশে অনেক গাভী ও টাটু জন্মে।

ছত্বর (পুং) ছদতে অপবারয়তি বর্ব্বোজ্ঞাদিকত্বিতি ছদ-ষরচ্ (ছিত্বরছত্বরেত্তি। উণ্ ৩।১) গৃহ। ২ কুঞ্জ।

ছদ (ত্রি) ছাদয়তি-ছাদি-ক্বিপ্ হ্রস্বশ্চ। (ইস্মন্ত্রন্ ক্বিষুচ। পা ৬।৪।৯৭) আচ্ছাদক।

ছদ (পুং) ছদ-অচ্। ১ পক্ষ, পাখনা। ২ গ্রন্থিপর্ণী বৃক্ষ, গেঁঠেলা। ৩ তমালবৃক্ষ (পুং ক্লী) ৪ পত্র, পাতা। (ক্লী) ৫ তেজপত্র।

ছদন (ক্লী) ছদ্-ল্যুট্। ১ পত্র, পাতা। ২ পক্ষ, পাখনা। ৩ তমালপত্র। ৪ তেজপাতা। ভাবে-ল্যুট্। ৫ পিধান, আচ্ছাদন।

ছদপত্র (পুং) ছদার্থং পত্রমস্য বহুব্রী। ভূর্জ্জপত্র।

ছদি (স্ত্রী) ছদ-কি। ছাদ, চাল।

ছদিস্ (ক্লী) ছাদয়তি ছাদ্যতে অনেন বা ছাদি-ইসি (অর্চি-শুচিহুসৃপিছাদিছর্দ্দিভ্য ইসিঃ। উণ্ ২।১০৯) হ্রস্বশ্চ। (ইস্মন্ ত্রন্ ক্বিষু চ। পা ৬।৪।৯৭) ছাদ। "ক তদীয়রতির্ভার্য্যা কায়-মাত্মা নভশ্ছদিঃ।" (ভাগবত ৭।১৪।১৩)

"ইন্দ্রস্যচ্ছদিরসি বিশ্বজনস্য ছায়া।" (বাজসনেয়সং ৫।২৮)

'সদোনামকং মণ্ডপং নির্ম্মায় তস্যোপরি প্রাবরণায় মধ্যং কটমারোপয়েদিতি সূত্রার্থঃ। ছদিঃ শব্দেন তৃণনির্ম্মিতঃ কট উচ্যতে। হে তৃণময়কট! ত্বমিন্দ্রস্য ছদিরসি ইন্দ্রসম্বন্ধ-কটোঽভবসি' (মহীধর)

ছদ্মতাপস (পুং) ছদ্মোপলক্ষিতস্তাপসঃ শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। ছলতাপস, কপট ব্রহ্মচারী। পর্য্যায়—সর্ব্বাভিসন্ধী, বৈড়ালব্রতিক, বেশধারী।

ছদ্মট্ (অব্য) বিনাশ। "এষা ঘোরতমা সন্ধ্যা লোকচ্ছম্বট্করী প্রভো।" (ভাগবত ৩।১৮।২৪)

ছদ্মন্ (ক্লী) ছাদ্যতে স্বরূপমনেন ছদ-মনিন্ (সর্ব্ব-ধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) হ্রস্বশ্চ (ইস্মন্ত্রন্ ক্বিষুচ। পা ৬।৪।৯৭) কপটছল। "ছদ্মনাচরিতং চ যৎ" (মনু ৪।১৯৯)

ছদ্মবেশ (পুং) ছদ্মোপলক্ষিতোবেশঃ, মধ্যলো°। কপটবেশ।

ছদ্মবেশিন্ (ত্রি) ছদ্মবেশ-অস্ত্যর্থে ইনি। ছদ্মবেশধারী, কপট বেশধারী।

ছদ্মিকা (স্ত্রী) ছদ্ম অস্ত্যস্যাঃ ব্রীহ্যাদিত্বাদিনি সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্চ। গুড়ূচী, গুলঞ্চ।

ছদ্মিন্ (ত্রি) ছদ্ম অস্ত্যস্য ছদ্ম-ইনি। ছদ্মবেশধারী। "সোঽহং দত্ত্বা মঘবতে ভিক্ষামেতামনুত্তমাং। ব্রাহ্মণচ্ছদ্মিনে" (ভারত ৩।২৯৯।৩৯)

ছন্‌ছন্ (দেশজ) অতি বেগ।

ছন্দ (ত্রি) ছন্দি-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ উপচ্ছন্দনীয়, উপাসনীয়।

"অগ্নিছিজানেপূর্ব্যাচ্ছনো" (ঋক্ ১০।৭।৩৬)। 'ছন্দউপচ্ছন্দনীয়ং' (সায়ণ) ভাবে ঘঞ্। (পুং) ২ অভিপ্রায়। "পরচ্ছন্দমবিছুষা" (ভাগবত ৩৩১।২৫)

৩ বিষ। (ত্রি) ৪ রহঃ, নির্জ্জন। (অমরটীকা)

ছন্দক (ত্রি) ছন্দয়তি ছদি-ণ্বুল্। ১ রক্ষক। (পুং) ২ বাসুদেব। "বাসুদেব! সর্ব্বচ্ছন্দক! হরিহর! মহাযজ্ঞ!" (ভারত ১২।৩৪ অ°)

ছন্দকপাতন (পুং) ছন্দকেন ছলেন পাতয়তি লোকানিতি ছন্দক পাতি-ল্যু। ছদ্মতাপস, ভণ্ড তপস্বী।

ছন্দজ্ঞ (পুং) বসু প্রভৃতি দেবগণ।

ছন্দঃপর্ণ (পুং) ছন্দাংসি বেদবিহিতকর্ম্মাণি পর্ণানীব যস্ত বহুব্রী। মায়াময় সংসার। যেমন পত্র বৃক্ষকে আচ্ছাদন ও রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মও সংসারকে রক্ষা করে অর্থাৎ পুরুষ কর্ম্মহীন হইলে আর তাহার সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না। "ছন্দাংসি যস্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ" (গীতা)।

ছন্দশ্চিতি (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ ছন্দঃসমূহ। ২ ছন্দের ভেদ ও গুরুলঘুজ্ঞানার্থ প্রস্তার। একটী ছন্দের যতগুলি অক্ষরে একটী পাদ হয়, সেই সঙ্খ্যা হইতে ক্রমে এক পর্য্যন্ত সঙ্খ্যা বিন্যস্ত করিবে। উক্ত বিন্যস্ত সঙ্খ্যার পূর্ব্ব সঙ্খ্যাটী (অর্থাৎ যতগুলি অক্ষরে একপাদ হইয়াছে) এক সঙ্খ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হয়। ভাগের যাহা ফল হয়, তৎসঙ্খ্যকই উক্ত ছন্দে এক গুরু অক্ষরযুক্ত পাদভেদ। আবার ঐ ভাগফলকে পরস্থিত সংখ্যা (অর্থাৎ যে সঙ্খ্যাকে ভাগ করা হইল উহার পরস্থিত) দ্বারা গুণ করিবে। ঐ গুণিত সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করিবে। ঐ ভাগফল পরিমিতই উক্ত ছন্দের দুই গুরু অক্ষরযুক্ত পাদ জানিবে।

উক্ত ভাগফলকে আবার পরপরস্থিত সঙ্খ্যা দ্বারা গুণ করিয়া তিন প্রভৃতি সঙ্খ্যা (যতগুলি অক্ষরে একপাদ হইয়াছে সেই সংখ্যা পর্য্যন্ত) দ্বারা ভাগ করিলে যে যে ভাগফল হয়, তৎ তৎ সঙ্খ্যাই উক্ত ছন্দের তিন প্রভৃতি গুরু অক্ষরযুক্ত পাদ হইবে। উদাহরণ-গায়িত্রীর পাদ ছয় অক্ষরে—

৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

৬ ১৫ ২০ ১৫ ৬ ১

একাক্ষর ৬। দুই অক্ষর গুরু ১৫। তিন অক্ষর গুরু ২০। চারি অক্ষর গুরু ১৫। পাচ অক্ষর ৬। ছয় অক্ষর গুরু ১। সর্ব্ব লঘু ১। সমষ্টি ৬৪। (লীলাবতী)

পিঙ্গলাচার্য্যের মতে প্রস্তার যথা—গ (গুরু এক অক্ষর) ও তাহার নিম্নে ল (লঘু এক অক্ষর) লিখিবে। রেখা টানিয়া আবার গ ও ল লিখিবে। রেখার উপরিস্থিত গ ও লর পার্শ্বে গ নিম্নস্থিত গ ও ল র পার্শ্বে ল যোগ করিবে। পরে রেখাটী পুঁছিবে, লএর নিম্নে রেখা টানিয়া উপরিকার ন্যায় চারিটী রেখা লিখিবে, পরে উপরিকার রেখায় গ ও নিম্নকার রেখা ল যোগ করিবে। পূর্ব্বকার ন্যায় আবার যোগ করিয়া নিম্নে রেখা টানিয়া নিম্নে উপরিউক্ত আট ছত্র লিখিবে। পরে রেখার উপরে গ ও নিম্নে ল যোগ করিবে। এক এক অক্ষর বাড়াইতে হইলে ঐরূপে গ ও ল যোগ করিবে। এই উপায়ে ছন্দের ভেদ এবং গুরু ও লঘু জানা যায়। প্রস্তার—

গ
ল

গ গ
ল গ
গ ল
ল ল

গ গ গ
ল গ গ
গ ল গ
ল ল গ
গ গ ল
ল গ ল
গ ল ল
ল ল ল

এইরূপ ক্রমে ক্রমে গ ও ল যোগ করিলে ছন্দের ভেদও গুরু লঘু জ্ঞাত হওয়া যায়। ভেদ যথা—একাক্ষরপাদক—২ প্রকার। দ্ব্যক্ষরপাদক—৪ প্রকার। ত্র্যক্ষরপাদক—৮ প্রকার। চতুরক্ষর—১৬ প্রকার। পঞ্চাক্ষরপাদক ৩২। ষড়ক্ষরপাদক—৬৪ প্রকার ইত্যাদি।

ছন্দস্ (ক্লী) ছন্দয়তি আহ্লাদয়তি চদি-অসুন্ চস্ত ছশ্চ। (চন্দেরাদেশ্চ ছঃ। উণ্ ৪।২১৮) ১ ইচ্ছা, অভিলাষ।

"কামাত্মকাশ্ছন্দসি কর্ম্মযোগাৎ" (ভারত ১২।২০১।১২)

"ইচ্ছাপর্য্যায় শ্ছন্দঃ শব্দঃ" (পা ৪।৪।৯৩)

২ বেদ। "প্রণবশ্ছন্দসামিব" (রঘু ১ সর্গ)

৪ নিয়ত অক্ষর বর্ণ বা মাত্রা নিবদ্ধ চতুষ্পদাদি পদ্য। ইহা বেদের অঙ্গ। উপনিষৎ প্রভৃতিতে এই শব্দটীর নানাবিধ ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আরণ্যকাণ্ডের মতে পাপ সম্বন্ধ বারণ করিবার জন্য যে পুরুষকে আচ্ছাদন করে,

তাহাকে ছন্দঃ বলে (১)। তৈত্তিরীয়সংহিতার মতে যাহা দ্বারা সংচীয়মান অগ্নির উত্তাপ আচ্ছাদিত হয়, তাহার নাম ছন্দঃ (২)। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে অপমৃত্যু বারণ করিবার জন্য যে আচ্ছাদন করে তাহাকে ছন্দঃ বলা যায় (৩)। এই কয়টী মতেই নিজন্ত ছদ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অসুন্ প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে 'ছন্দস্' এই শব্দটী সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। পাণিনি চদি ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় করিয়া 'ছন্দস্' এই শব্দটী সিদ্ধ করিয়াছেন। (চন্দেরাদেশ্চ ছঃ। উণ্ ৪।২১৮) ব্যাকরণ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাহাতে আহ্লাদ জন্মায় বা আহ্লাদিত করে তাহারই নাম ছন্দঃ এইরূপ যৌগিকার্থ হইতে পারে। মেদিনীকার প্রভৃতি আভিধানিকগণ পদ্যের নামান্তর ছন্দঃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার "ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যং" অর্থাৎ ছন্দোবিশিষ্ট পদ বা বাক্যকে পদ্য বলে, এইরূপ পদ্যের লক্ষণ করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় যে পদ্য হইতে ছন্দঃ পৃথক্। বাস্তবিক পক্ষে লঘু, গুরুস্বর বা মাত্রার নিয়মবিশিষ্ট বর্ণযোজনার নামই ছন্দঃ।

ইহার আদি বিবরণ পাইবার উপায় নাই। সুতরাং কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রথমে ছন্দ প্রকাশিত হয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভাষা সৃষ্টির অব্যবহিত পরে কিংবা গ্রন্থরচনাপ্রণালী আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে ছন্দোনিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে। সমস্ত ভাষাকেই প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত বলা যাইতে পারে—পদ্য, গীত ও গদ্য। ছন্দোবদ্ধ বাক্যের নাম পদ্য, গীত পদ্যের রূপান্তর এবং ছন্দোনিয়মশূন্য বাক্যকে গদ্য বলে। সর্ব্বপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষার আদি গ্রন্থ বেদ, বেদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থ বা ভাষার অস্তিত্বের বিশেষ প্রমাণ নাই। বৈদিক ভাষাও তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পদ্যভাগের নাম ঋক্ বা মন্ত্র, গীতের নাম সাম ও গদ্য ভাগের কতকাংশ যজুঃ এবং কতক অংশকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ঋক্ উপনিষৎ ও মনুস্মৃতি প্রভৃতির মতে বেদের ঋক্ অংশই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে (১)। ভাষার রচনা প্রণালী দৃষ্টে ও ইহা অস্বীকার করা যায় না। অতএব এখন বলা যাইতে পারে যে, ভারতের সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃত প্রাচীন, তাহাতে বৈদিক ভাষাই প্রাথমিক, আবার সেই বৈদিক ভাষার মধ্যেও যখন ঋক্ বা পদ্যাংশ সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা সপ্রমাণ, তখন মৌলিক সংস্কৃত ভাষার প্রথম অংশই যে পদ্য বা ছন্দোবদ্ধ তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তবে যদি বৈদিক ভাষার পূর্ব্বে ব্যবহারিক গদ্যময় কোন ভাষা প্রচলিত ছিল কল্পনা করা যায়, তথাপিও আদিগ্রন্থ বেদের পূর্ব্বে যে ছন্দোনিয়ম আবিষ্কার হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। [ভাষা শব্দে ইহার অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এই ছন্দঃ প্রধানতঃ বৈদিক ও লৌকিক এই দুইভাগে বিভক্ত। বৈদিক কালে যে কয়টী ছন্দের আবিষ্কার ও বেদে যে কয়টীর ব্যবহার দেখা যায়, তাহাদিগকে বৈদিক এবং সেই কয়টীকে মূল করিয়া লৌকিক ভাষায় যে অসংখ্য ছন্দোনিয়মের আবির্ভাব হইয়াছে সেই গুলিকে লৌকিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ছন্দের প্রধান প্রয়োজন ভাষার লালিত্য, পদ্য যেমন কর্ণ মনকে আশু পরিতৃপ্ত করিতে পারে, গদ্য শ্রবণে সেরূপ তৃপ্তিলাভ হয় না। পদ্যে গভীর ভাব সঙ্ক্ষেপে লিখিত হয়, পদ্য সহজে অভ্যস্ত হয় এবং সহসা বিস্মৃত হয় না। গদ্যে এই কয়টী গুণ লক্ষিত হয় না। [পদ্য দেখ।] এতদ্ভিন্ন বৈদিক ছন্দঃজ্ঞানের অন্য আবশ্যকতা আছে। ছন্দ না জানিয়া যজ্ঞ বা বেদের অধ্যাপনা করিলে পাপী হইতে হয় (২)। এই কারণে ইহাকে বেদের অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা বেদের পাদ স্বরূপ। কাব্যের রস, গুণ ও দোষাদি সমস্ত বিষয়েই ছন্দের উপযোগিতা আছে। বৈদিক ছন্দ বেদ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক খণ্ডে বৈদিক ছন্দ বিষয়ে অনেক কথা উল্লেখিত আছে। কিন্তু তাহাতে ছন্দের বিশেষ জ্ঞানলাভ

---

(১) "পুরুষস্ত পাপসম্বন্ধং বারয়িতুমাচ্ছাদকত্বাচ্ছন্দ ইত্যুচ্যতে। তচ্চারণ্যকাণ্ডে সমাম্নায়তে। "ছাদয়ন্তি হবা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণঃ।" (ঋক্ সায়ণভাষ্যভূমিকা)

(২) "প্রজাপতিরগ্নিমচিনুত সক্ষুরপবিভূর্ত্বা তিষ্ঠৎ। তং দেবা বিভ্যতো নোপায়ন্ তে ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বোপায়ন্ তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বং।" (কৃষ্ণযজুঃ ৫।৬।৬।১)

(৩) "অপমৃত্যুং বারয়িতুমাচ্ছাদয়তীতি ছন্দঃ।" (ঋক্সায়ণভাষ্য ভূমিকা) "দেবাবৈ মৃত্যোর্বিভ্যত ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরাত্মানমাচ্ছাদয়ন্ য দেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বং।" (ছান্দোগ্যোপ° ১।৪।২)

(১) "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।" (ঋক্ ১০।৯০।৯) "তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস" (উপনি°)
"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনম্।
ছন্দোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্।" (মনু)

(২) "যোহ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দো দৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাধ্যাপয়তি বা স্থাণুংবাচ্ছ'তি গর্ত্তং বাপদ্যতি প্রবামীয়তে পাপীয়ান্ ভবতি" (ঋক্সায়ণভাষ্য ভূমিকাধৃত শ্রুতি)

হয় না। কাত্যায়ন সর্ব্বানুক্রমণিকায় সাতটী বৈদিক ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—১ গায়ত্রী, ২ উষ্ণিক, ৩ অনুষ্টুভ্, ৪ বৃহতী, ৫ পংক্তি, ৬ ত্রিষ্টুপ্, ৭ জগতী।

প্রথম ছন্দ গায়ত্রী, ইহাতে সর্ব্ব সমেত ২৪টী অক্ষর বা স্বরবর্ণ থাকে। বৈদিক গায়ত্রী ছন্দ তিনটী চরণে নিবদ্ধ। গায়ত্রী হইতে চারি অক্ষর বেশী অর্থাৎ যাহাতে সর্ব্ব সমেত ২৮টী অক্ষর থাকে, তাহার নাম উষ্ণিক্। এইরূপ অনুষ্টুভ্ ৩২ অক্ষর, বৃহতী ৩৬, পংক্তি ৪০, ত্রিষ্টুভ্ ৪৪ এবং জগতী ছন্দঃ ৪৮ অক্ষরে নিবদ্ধ। ইহা অপেক্ষা অধিক অক্ষরের ছন্দ বৈদিক কালে আবিষ্কৃত হয় নাই। বেদের বিস্তৃত মন্ত্রভাগ মাত্র এই সাতটী ছন্দে প্রকাশিত, তন্মধ্যে প্রথম ছন্দটাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাত্যায়ন এই সাতটী ছন্দের আবার কতকগুলি ভেদ স্থির করিয়াছেন। তাহা জানিতে হইলে কাত্যায়নপ্রণীত সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মৌলিক সাতটী ছন্দকে অবলম্বন করিয়া ব্যবহারিক ভাষায় যে অনন্ত ছন্দোনিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই গুলিকেই লৌকিক ছন্দ বলা হয়। কিন্তু কোন্ দিন কোন্ ব্যক্তি প্রথমে লৌকিক ছন্দের আবিষ্কার করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। মহাকবি ভবভূতি উত্তররামচরিতে লিখিয়াছেন, আদিকবি বাল্মীকির মুখ হইতে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।" এই শ্লোকটী নির্গত হইলে কিছুদিন পরে আত্রেয়ী গল্পচ্ছলে বনদেবতার নিকটে প্রকাশ করেন। তাহা শুনিয়া বনদেবতা বলিলেন, "চিত্রং আম্নায়াদন্যোহয়ং নূতনশ্ছন্দসামবতারঃ।" (উত্তরচ° ২ অঃ) আশ্চর্য্য ? বেদ হইতে নূতন ধরণের ছন্দের অবতারণা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় যে ভবভূতির মতে বাল্মীকিই প্রথমে লৌকিক ছন্দের আবিষ্কার করেন এবং সর্ব্বপ্রথমে অনুষ্টুভ্ ছন্দই লৌকিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

বাল্মীকির রামায়ণপাঠে জানা যায় যে নারদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া মহর্ষি তমসা নদীতে স্নান করিতে যান। তথায় ব্যাধ কর্ত্তৃক বকমিথুনের একটিকে নিহত দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে "মানিষাদ" ইত্যাদি শ্লোকটী নির্গত হয়। অশ্রুতপূর্ব্ব লৌকিক ছন্দের আবির্ভাবে বাল্মীকি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি বলিতেছি! ইহা গদ্য, না পদ্য (১)?" ইহাতেও স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আদি কবি বাল্মীকি হইতেই লৌকিক ছন্দের প্রথম অবতারণা। রামায়ণের প্রাচীন টীকাকার তীর্থ প্রভৃতি অনেকেই এই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক টীকাকার রামানুজ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে বাল্মীকির পূর্ব্বেও লৌকিক ছন্দ চলিত ছিল। [রামায়ণ আদিকাণ্ড ২ সর্গ ১৫ শ্লোকের রামানুজকৃত টীকা দেখ।]

লৌকিক ছন্দের অনেক গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে মহর্ষি পিঙ্গল কৃত ছন্দগ্রন্থই প্রথম রচিত হয়।

পিঙ্গলাচার্য্য ১, ৬৭, ৭৭, ২১৬ প্রকার বর্ণ বৃত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ছন্দোরাশির মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে সচরাচর অন্যূন ৫০টী মাত্র ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আধুনিক ছন্দঃ—একাক্ষরা বৃত্তির নাম উক্থা ১শ্রী। দ্ব্যক্ষরাবৃত্তি অত্যুক্থা—১ স্ত্রী, ২ মধু, ৩ মহী, ৪ সার। ত্র্যক্ষরা বৃত্তি মধ্যা—১ নারী, ২ মৃগী, ৩ শশী, ৪ রমণ, ৫ পঞ্চাল, ৬ মৃগেন্দ্র, ৭ মন্দর, ৮ কমল। চতুরক্ষরা বৃত্তি প্রতিষ্ঠা—১ কন্যা, ২ সতী, ৩ স্নাবি। পঞ্চাক্ষরাবৃত্তি সুপ্রতিষ্ঠা—১ পংক্তি, ২ প্রিয়া, ৩ সম্মোহা, ৪ হারীনবন্ধ, ৫ যমক। ষড়াক্ষরাবৃত্তি গায়ত্রী—১ তনুমধ্যা, ২ শশিবদনা, ৩ সোমরাজী, ৪ বাণী, ৫ বসুমতী, ৬ তীর্ণা, ৭ দ্বিযোষা, ৮ মন্থান, ৯ মালতী, ১০ দমনক। সপ্তাক্ষরা বৃত্তি উষ্ণিক্—১ মধুমতী, ২ কুমারললিতা, ৩ মদলেখা, ৪ হংসমালা, ৫ সুমালী, ৬ সুবাস, ৭ কররুহ, ৮ শীর্ষ। অষ্টাক্ষরা বৃত্তি অনুষ্টুপ্—১ চিত্রপদা, ২ মানক, ৩ বিদ্যুন্মালা, ৪ সমানিকা, ৫ প্রমাণিকা, ৬ গজগতি, ৭ হংসরুত, ৮ বিতান, ৯ নারাচিকা, ১০ মল্লিকা, ১১ তুঙ্গ, ১২ কমল। নবাক্ষরাবৃত্তি বৃহতী—১ ভুজগশিশুভৃতা, ২ মণিমধ্য, ৩ ভুজঙ্গসঙ্গতা, ৪ হলমুখী, ৫ ভদ্রিকা, ৬ কমলা, ৭ রূপমালী, ৮ মহালক্ষ্মী, ৯ সারঙ্গিকা, ১০ পবিত্রা, ১১ বিম্ব, ১২ তোমর। দশাক্ষরাবৃত্তি পংক্তি—১ রুক্মবতী, ২ মত্তা, ৩ ত্বরিতগতি, ৪ মনোরমা, ৫ শুদ্ধবিরাট্, ৬ পণব, ৭ ময়ূরসারিণী, ৮ উপস্থিতা, ৯ দীপকমালা, ১০ হংসী, ১১ সংযুক্ত, ১২ সারবতী, ১৩ সুষমা। একাদশাক্ষরাবৃত্তি ত্রিষ্টুপ্—১ ইন্দ্রবজ্রা, ২ উপেন্দ্রবজ্রা, ৩ উপজাতি, ৪ সুমুখী, ৫ শালিনী, ৬ বাতোর্ম্মি, ৭ ভ্রমরবিলসিত, ৮ অনুকূলা, ৯ রথোদ্ধতা, ১০ স্বাগতা, ১১ দোধক, ১২ মোটনক, ১৩ শ্যেনী, ১৪ বৃত্তা, ১৫ ভদ্রিকা, ১৬ উপস্থিত, ১৭ শিখণ্ডিত, ১৮ উপচিত্র, ১৯ কুপুরুষজনিতা, ২০ অনবসিতা, ২১ বিম্বকমালা, ২২ সাত্রপদ, ২৩ ক্রতা, ২৪ ইন্দিরা, ২৫ দমনক, ২৬ মালতীমালা। দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি জগতী—১ চন্দ্রবর্ত্ম, বংশস্থবিল, ৩ ইন্দ্রবংশা, ৪ জলোদ্ধতগতি, ৫ ভুজঙ্গপ্রয়াত, ৬ তোটক, ৭ স্রগ্বিণী, ৮ বৈশ্বদেবী, ৯ প্রমিতাক্ষরা, ১০ দ্রুতবিলম্বিত, ১১

(১) "তস্যোধং ক্রবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্ত্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।"
(রামায়ণ ১।২।১৬)

মন্দাকিনী, ১২ কুসুমবিচিত্রা, ১৩ তামরস, ১৪ মালতী, ১৫ মণিমালা, ১৬ জলধরমালা, ১৭ পুট, ১৮ প্রিয়ম্বদা, ১৯ ললিতা, ২০ উজ্জ্বলা, ২১ নবমালিকা, ২২ ললনা, ২৩ ললিত, ২৪ দ্রুতপদ, ২৫ বিদ্যাধার, ২৬ পঞ্চ চামর, ২৭ সারঙ্গ, ২৮ মৌক্তিকদাম, ২৯ মোটক, ৩০ তরলনয়ন। ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি অতিজগতী—১ প্রহর্ষিণী, ২ রুচিরা, ৩ মত্তময়ূর, ৪ চণ্ডী, ৫ মঞ্জুভাষিণী, ৬ চন্দ্রিকা, ৭ কলহংস, ৮ প্রবোধিতা, ৯ মৃগেন্দ্রমুখ, ১০ চঞ্চচিকাবলী, ১১ চন্দ্ররেখ, ১২ উপস্থিত, ১৩ মঞ্জুহাসিনী, ১৪ কুটজগতী, ১৫ কন্দুক, ১৬ প্রভাবতী, ১৭ তারকা, ১৮ পঙ্কজালী। চতুর্দ্দশাক্ষরা বৃত্তি শর্করী—১ অসংবাধা, ২ বসন্ততিলক, ৩ অপরাজিতা, ৪ প্রহরণকলিকা, ৫ বাসন্তী, ৬ লোলা, ৭ নান্দীমুখী, ৮ ইন্দুবদনা, ৯ নদী, ১০ লক্ষ্মী, ১১ সুপবিত্র, ১২ মধ্যক্ষামা, ১৩ কুটিল, ১৪ প্রমদা, ১৫ মঞ্জরী, ১৬ কুমারী, ১৭ সুকেশর, ১৮ চন্দ্রোরস, ১৯ বাসন্তী, ২০ চক্রপদ, ২১ কুররীরুতা। পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি অতিশর্করী—১ শশিকলা, ২ স্রক্, ৩ মণিগুণনিকর, ৪ মালিনী, ৫ লীলাখেল, ৬ বিপিনতিলক, ৭ তূণক, ৮ চন্দ্রলেখা, ৯ চিত্রা, ১০ প্রভদ্রক, ১১ মেলা, ১২ চন্দ্রকান্তা, ১৩ উপমালিনী, ১৪ ঋষভ, ১৫ মানসহংস, ১৬ নলিনী, ১৭ নিশিপালক। ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি অষ্টি—১ চিত্র, ২ ঋষভগজবিলসিত (গজতুরগবিলসিত), ৩ চকিতা, ৪ পঞ্চচামর, ৫ মদনললিতা, ৬ বাণিনী, ৭ প্রবরললিত, ৮ অচলধৃতি, ৯ গরুড়রুত, ১০ ধীরললিতা, ১১ অশ্বগতি, ১২ মণিকল্পলতা, ১৩ রূপ, ১৪ বরযুবতী। সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি অত্যষ্টি—১ শিখরিণী, ২ পৃথ্বী, ৩ বংশপত্রপতিত, ৪ মন্দাক্রান্তা, ৫ হরিণী, ৬ নর্দ্দটক, ৭ কোকিলক, ৮ হারিণী, ৯ ভারাক্রান্তা, ১০ হরি, ১১ কান্তা, ১২ রতিশায়িনী, ১৩ পঞ্চচামর, ১৪ মালাধর। অষ্টাদশাক্ষরা বৃত্তি ধৃতি—১ কুসুমিতলতাবেল্লিতা, ২ নন্দন, ৩ নারাচ, ৪ চিত্রলেখা, ৫ শার্দ্দূলললিত, ৬ হরিণপ্লুতা, ৭ অশ্বগতি, ৮ সুধা, ৯ ভ্রমরপদক, ১০ শার্দ্দূল, ১১ কেশর, ১২ চল, ১৩ লালসা, ১৪ গজেন্দ্রলতা, ১৫ সিংহবিস্ফূর্জ্জিত, ১৬ হরনর্ত্তন, ১৭ ক্রীড়াচক্র, ১৮ চন্দ্রলেখা, ১৯ হীরক। ঊনবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি অতিধৃতি—১ মেঘবিস্ফূর্জ্জিতা, ২ ছায়া, ৩ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, ৪ সুরসা, ৫ ফুল্লদাম, ৬ পঞ্চচামর, ৭ বিম্ব, ৮ মকরচন্দ্রিকা, ৯ মণিমঞ্জরী, ১০ সমুদ্রতা। বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি কৃতি—১ সুবদনা, ২ গীতিকা, ৩ বৃত্ত, ৪ শোভা, ৫ সুবংশা, ৬ মত্তেভবিক্রীড়িত। একবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি প্রকৃতি—১ স্রগ্ধরা, ২ সরসী, ৩ সিংহক। দ্বাবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি আকৃতি—১ হংসী, ২ মদিরা, ৩ ভদ্রক, ৪ লালিত্য, ৫ মহাস্রগ্ধরা। ত্রয়োবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি বিকৃতি—১ অদ্রিতনয়া, ২ অশ্বললিত, ৩ মত্তাক্রীড়, ৪ সুন্দরিকা। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি সংস্কৃতি—১ তন্বী, ২ কিরীট, ৩ দুর্ম্মিল। পঞ্চবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি অতিকৃতি—১ ক্রৌঞ্চপদা। ষড়্বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি উৎকৃতি—১ ভুজঙ্গ-বিজৃম্ভিত, ২ অপবাহ। সপ্তবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি দণ্ডক—১ চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত, ২ অর্ণ, ৩ অর্ণব, ৪ ব্যাল, ৫ জীমূত, ৬ লীলাকর, ৭ উদ্দাম, ৮ শঙ্খ, ৯ আরাম, ১০ সংগ্রাম, ১১ সুবাম-বৈকুণ্ঠ, ১২ সার, ১৩ কাসার, ১৪ বিসার, ১৫ সংহার, ১৬ নীহার, ১৭ মন্দার, ১৮ কেদার, ১৯ আসার, ২০ সৎকার, ২১ সংস্কার, ২২ মাকন্দ, ২৩ গোবিন্দ, ২৪ সানন্দ, ২৫ সন্দোহ, ২৬ আনন্দ, ২৭ প্রচিত, ২৮ কুসুমস্তবক, ২৯ মত্তমাতঙ্গ, লীলাকর, ৩০ অনঙ্গশেখর, ৩১ অশোকপুষ্পমঞ্জরী, ৩২ সিংহবিক্রীড়, ৩৩ অশোকমঞ্জরী, ৩৪ সিংহবিক্রান্ত, ৩৫ ভুজঙ্গবিলাস, ৩৬ কামবাণ।

লৌকিক ছন্দগুলি প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত—বৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত। যে সকল ছন্দে স্বর সংখ্যা ও লঘু গুরুর নিয়ম আছে, তাহার নাম বৃত্ত এবং যাহাতে স্বর সংখ্যার নিয়ম নাই, কেবল মাত্রার নিয়ম করা যায়, তাহাকে মাত্রা-বৃত্ত বলে। বৃত্ত আবার তিনভাগে বিভক্ত সমবৃত্ত, অর্দ্ধসমবৃত্ত ও বিষম বৃত্ত। যাহার চারিটী চরণ সমান তাহার নাম সমবৃত্ত। যে সকল ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণ এক লক্ষণাক্রান্ত এবং অপর দুই চরণ তাহা হইতে ভিন্ন লক্ষণযুক্ত, তাহার নাম অর্দ্ধসম এবং যে সকল ছন্দের চারিটী চরণই ভিন্ন লক্ষণে লক্ষিত তাহার নাম বিষম। সমবৃত্তের ভেদ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্দ্ধসমবৃত্ত—১ উপচিত্র, ২ বেগবতী, ৩ হরিণপ্লুতা, ৪ অপরবক্ত্র, ৫ পুষ্পিতাগ্রা, ৬ সুন্দরী, ৭ দ্রুতমধ্যা, ৮ ভদ্রবিরাট্, ৯ কেতুমতী, ১০ আখ্যানকী, ১১ বিপরিতপূর্ব্বা, ১২ কৌমুদী, ১৩ মঞ্জুসৌরভ, ১৪ মালভারিণী। বিষমবৃত্ত—১ উদ্গাতা, ২ সৌরভক, ৩ ললিত, ৪ বক্ত্র, ৫ প্রচুপিত, ৬ বর্দ্ধমান, ৭ আর্ষভ, ৮ শুদ্ধবিরাট্। মাত্রাবৃত্ত আর্য্যা—১ লক্ষ্মী, ২ ঋদ্ধি, ৩ বুদ্ধি, ৪ লজ্জা, ৫ বিদ্যা, ৬ ক্ষমা, ৭ দেবী, ৮ গৌরী, ৯ রাত্রি, ১০ চূর্ণা, ১১ ছায়া, ১২ কান্তি, ১৩ মহামায়া, ১৪ কীর্ত্তি, ১৫ সিদ্ধা, ১৬ মনোরমা, ১৭ গাহিনী, ১৮ বিশ্বা, ১৯ বাসিতা, ২০ শোভা, ২১ হরিণী, ২২ চক্রী, ২৩ সারসী, ২৪ কুররী, ২৫ সিংহী, ২৬ হংসী, ২৭ গীতি, ২৮ উপগীতি, ২৯ উদ্গীতি, ৩০ বৈতালীয়, ৩১ ঔপচ্ছন্দসিক, ৩২ আপাতলিকা, ৩৩ দক্ষিণান্তিকা, ৩৪ উদীচ্যবৃত্তি, ৩৫ প্রাচ্যবৃত্তি, ৩৬ প্রবৃত্তক, ৩৭ পরান্তিকা, ৩৮ চারুহাসিনী, ৩৯ অচলধৃতি, ৪০ মাত্রাসমক, ৪১ বিশ্লোক, ৪২ নবাসিকা, ৪৩ চিত্রা,

৪৪ উপচিত্রা, ৪৫ পাদাকুলক, ৪৬ শিখা, ৪৭ খঞ্জা, ৪৮ অনঙ্গ-ক্রীড়া, ৪৯ রুচিরা। এতদ্ব্যতীত পজ্ঝটিকা, গাথা প্রভৃতি আর কতকগুলি ছন্দ আছে। তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে পিঙ্গলকৃত ছন্দোগ্রন্থ ও ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

[এস্থলে ছন্দের নামমাত্র লিখিত হইল তাহার লক্ষণ ও উদাহরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সংস্কৃত ভাষার ন্যায় পরবর্ত্তী ভাষায়ও ছন্দোনিয়ম আছে। বাঙ্গালা ভাষার পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, এই ভাষা সৃষ্টির অনেকদিন পরে যখন ইহার অঙ্গ পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল এবং এই ভাষায় গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, সেই সময়ে ইহাতে ছন্দোনিয়মের আবিষ্কার হয়। এই ভাষায় সর্ব্ব প্রথমে পয়ার ছন্দের আবিষ্কার হইয়াছে। আদিম বঙ্গভাষার গ্রন্থ পয়ারে লিখিত, দিন দিন উন্নতি হইয়া পয়ার ভিন্ন অপরাপর অনেক ছন্দ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার ছন্দ নিয়ম সংস্কৃত ছন্দ নিয়ম হইতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে স্থলবিশেষে স্বরহীন ব্যঞ্জনবর্ণও একটী অক্ষর বলিয়া ধরা হয়। ১ পয়ার, ২ ত্রিপদী, ৩ লঘু ত্রিপদী, ৪ ভুজঙ্গ প্রয়াত, ৫ তূণক, ৬ অমিতাক্ষর প্রভৃতি ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়াছে। [অপর বিবরণ বাঙ্গালা ভাষা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ছন্দস্কৃত (ত্রি) গায়ত্র্যাদিছন্দোযুক্ত। "যথো-দিতেন বিধিনা নিত্যং ছন্দস্কৃতং পঠেৎ। ব্রহ্মচ্ছন্দস্কৃতং চৈব দ্বিজো যুক্তো হ্যনাপদি।" (মনু ৪।১০০) 'ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীন্তৈঃপ্রেতানি তৈঃ কৃতং যুক্তং ব্রহ্ম ঋক্সাম। অনেকার্থত্বাৎ করোতেরয়মর্থো ব্যাখ্যায়তে। যথা গোময়ান্ কুরু ইতি সংহারে, পৃষ্ঠং কুরু ইত্যুন্মর্দ্দনে। এবমত্র যুজে রর্থে বর্ত্ততে' (মেধাতিথি)

ছন্দস্য (ত্রি) ছন্দসোভবঃ ছন্দস্-যৎ (ছন্দসোযদণৌ। পা ৪।৩।৭১) ১ ছন্দোযুক্ত ছন্দঃ হইতে উৎপন্ন। "ছন্দস্যাং বাচং বদন্" (ঋক্ ৯।১১৩।৬) 'ছন্দস্যাং সপ্তছন্দোভিঃ কৃতাং তেষু ভবাং' (সায়ণ) ছন্দসা ইচ্ছয়া নির্ম্মিতঃ ছন্দস্-যৎ "ছন্দস্য নির্ম্মিতে" 'ছন্দসা নির্ম্মিতঃ ছন্দস্যঃ। ইচ্ছা পর্য্যায়শ্ছন্দঃ শব্দঃ'। (বৃত্তি) (পা ৪।৪।৯৩) ২ অভিলাষ দ্বারা সম্পাদিত।

ছন্দস্বৎ (ত্রি) ছন্দস্-মতুপ্ মস্য বত্বঞ্চ। প্রশস্ত ছন্দোযুক্ত। "ছন্দস্বতী উষসা পেপিশানে" (তৈত্তিরীয়স° ৪।৩।১১।১)

ছন্দঃস্তুৎ (ত্রি) ছন্দসা স্তৌতি ছন্দঃ-স্তু-ক্বিপ্। যিনি ছন্দঃ দ্বারা স্তব করেন। "ছন্দঃ স্তুতঃ পতত্রি রাজস্য"। (ভাগ° ৫।২০।৮)

ছন্দঃস্তুভ্ (ত্রি) ছন্দসা স্তোভতে স্তভ্যতে বা ছন্দঃ-স্তুভ্-কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা ক্বিপ্। যিনি ছন্দঃ দ্বারা স্তুতি করেন বা যাঁহাকে ছন্দঃ দ্বারা স্তুতি করা যায়। "ছন্দঃস্তুভঃ কুভন্যবঃ" (ঋক্ ৫।৫২।১২) 'ছন্দঃস্তুভঃ ছন্দোভিঃ স্তোতারঃ যদ্বা যে ছন্দঃস্তুভঃ ছন্দোভিঃস্তুত্যাঃ' (সায়ণ) ছন্দসা পক্ষেণ স্তুভ্নাতি আচ্ছাদয়তি সূর্য্যমিতি শেষঃ কর্ত্তরি ক্বিপ্। (পুং) ২ সূর্য্য-সারথি, অরুণ। পিতামহ ব্রহ্মা রবির ত্রিলোকদাহক তেজোরাশি দেখিয়া কশ্যপসুত অরুণকে সূর্য্যের সারথি-পদে নিযুক্ত করেন। মহাকায় অরুণ সম্মুখে থাকায় মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণরাশি খর্ব্ব হইয়াছে। (ভারত আদি ২৪ অ:)

ছন্দু (ত্রি) যিনি কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি লওয়ান, উপচ্ছন্দয়িতা। "বৃষাচ্ছন্দুর্ভবতি হর্য্যতঃ" (ঋক্ ১।৫৫।৪) 'হর্য্যতঃ প্রেপ্সাবতো-বিষক্তশ্ছন্দুরূপ চ্ছন্দয়িতা ভবতি। বিবক্ষাং পুরুষাণাং যাগে মতিমুৎপাদয়তি।" (সায়ণ)

ছন্দুকী, মুলতান প্রদেশস্থ একটী জেলা। বন্যার সময় সিন্ধু, লার্খাম্বু ও আকল নদী ইহার চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলে। ইহার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা।

ছন্দোগ (পুং) ছন্দো বেদবিশেষং সামেত্যর্থঃ গায়তি ছন্দঃ গৈ-টক্। (গাপোষ্টক্। পা ৩।২।৮) ১ সামগ, সামবেদজ্ঞ। "যত্নেন ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগং।

শাখান্তগমথাধ্বর্য্যুং ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকম্।" (মনু ৩।১৪৫)

ছন্দোগপরিশিষ্ট (ক্লী) ছন্দোগেন সামগেন কাত্যায়নেন কৃতং পরিশিষ্টং মধ্যলো°। কাত্যায়নকৃত সামবেদোক্ত কর্ম্মবোধক গোভিলসূত্রের পরিশিষ্ট।

ছন্দোগমাহকি (পুং) একজন বৈদিক আচার্য্য।

ছন্দোদেব (পুং) মতঙ্গ নামক চণ্ডাল, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও নাপিতের ঔরসে ইহার উৎপত্তি। এই মতঙ্গ জাতি সাঙ্কর্য্য হেতু ব্রাহ্মণ্যহীন হইয়া তপস্যা করে। দেবরাজ ইন্দ্র তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলে সে ব্রাহ্মণ্যলাভের বর প্রার্থনা করিল। দেবরাজ কহিলেন, অন্যবর প্রার্থনা কর। মতঙ্গ কহিল, 'প্রভো! নিতান্তই যদি আমাকে ব্রাহ্মণ না করেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যাহাতে আমি যথেচ্ছাচারী কামরূপী বিহঙ্গ হই ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলের কাছে পূজা লাভ করিতে পারি।' ইন্দ্র কহিলেন, "তথাস্তু, অদ্য হইতে তুমি ছন্দোদেব নাম ধারণ করিলে। স্ত্রীলোকেরা তোমার পূজা করিবে।" এই বর দিয়া ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। (ভারত ১৩।২৯ অ°)

ছন্দোনামন্ (ক্লী) ৬তৎ। ১ ছন্দের নাম। বহুব্রী। (ত্রি) ২ ছন্দোনামক। 'ছন্দঃ' এই নামবিশিষ্ট। "ছন্দোনা-মানাং সাম্রাজ্যং গচ্ছেতি" (বাজসনেয়সংহিতা ৪।২৪)

ছন্দোভাষা (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ ছন্দের ভাষণ, ছন্দের কথন। ততো ভবে তদ্ব্যাখ্যানে গন্ধে ছান্দোভাষঃ ছান্দোভাষ্য

ঋগয়নাদিত্বাদণ্। (অনৃগয়নাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৩) ২ উপাস্ত্য-শাস্ত্রভেদ। (দেবীপুরাণ)

ছন্দোম (পুং) ত্রিস্তুত্য বা তিনদিনসাধ্য অহীনযাগভেদ। ('ত্র্যহাঃ ত্রিস্তুত্যাঃ পঞ্চ অহীনাঃ।' কর্ক) রাজ্য অভিলাষ করিয়া এই যাগ করিতে হয়।

"দ্বিতীয়ে ত্রিবৃতোঽতিরাত্রাঃ সর্ব্বে। রাজ্যকামস্ত" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৩।২।৮)

ছন্দোমদশাহ (পুং) দশদিনসাধ্য যাগভেদ। পশুকামীরা এই যাগ করিয়া থাকে। "ছন্দোমদশাহঃ পশুকামস্ত।" (কাত্যা° শ্রৌ° সূ° ২৩।৫।২৮)

ছন্দোময় (ত্রি) ছন্দস্-ময়ট্। ১ গায়ত্র্যাদি ছন্দোময়। ২ বেদময়। "ছন্দোময়ো মখময়োঽখিল দেবতাত্মা" (ভাগ° ২।৭।১১)

ছন্দোমান (ক্লী) ৬তৎ। ছন্দের মান।

ছন্দোমালা (স্ত্রী) ৬তৎ। ছন্দঃসমূহ।

ছন্দোরুট্স্তোম (ক্লী) ছন্দোভেদ।

ছন্দোবিচিতি (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ ছন্দঃসমূহ। ততোভবে ব্যাখ্যানে বা ঋগয়নাদিত্বাদণ্ ছান্দোবিচিতঃ। ২ তন্নামক ছন্দোগ্রন্থ।

ছন্দোবৃত্ত (ক্লী) অক্ষরসঙ্খ্যাত ছন্দঃ। "ছন্দোবৃত্তৈশ্চ বিবিধৈরন্বিতং বিদুষাং প্রিয়ম্।" (ভারত ১।২৪।

ছন্ন (ত্রি) ছদ-ক্ত। ১ আচ্ছাদিত। ২ লুপ্ত। ৩ নির্জন। (ক্লী) ৪ রহঃ। "ছন্নেষপি স্পষ্টতরেষু যত্র।" (মাঘ)

ছন্নমতি (ত্রি) ছন্না লুপ্তামতির্যস্ত বহুব্রী। নষ্টবুদ্ধি, যাহার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়াছে।

ছন্নবেশিন্ (ত্রি) ছন্নবেশ-অস্ত্যর্থে ইনি। ছন্নবেশধারী, মায়াবী।

ছপ্পর (দেশজ) নৌকাদির ছাদ।

ছপরবল্লী, ধারবাড় জেলায় একটী গ্রাম। এখানে হনুমানের একটী প্রাচীন মন্দির ও তথায় একখানি শিলালিপি আছে।

ছপ্পরবন্দ, পুণা ও হাবেলীবাসী জাতিবিশেষ, ইহারা রাজপুত কুলোদ্ভব। ছপ্পর অর্থাৎ খড়ের ঘর নির্ম্মাণ করে বলিয়া ছপ্পরবন্দ আখ্যা পাইয়াছে। ইহারা বলে যে প্রায় দেড়শত বর্ষেরও পূর্ব্বে রাজপুতানা হইতে স্ত্রীপুত্র সহ একশত রাজপুত জীবিকানির্ব্বাহের জন্ত পুণায় আসিয়া বাস করে। ইহারা ভবানীদেবীর উপাসক। পুরুষগণ দীর্ঘশিখা ও গোঁফ রাখে, কিন্তু শ্মশ্রু রাখে না এবং মহারাষ্ট্রদিগের স্তায় পাগড়ী পরে। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী রমণীগণের স্তায়। ইহারা পরস্পর হিন্দীভাষায়, কিন্তু অপর লোকের সহিত মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়। ইহারা সকলেই প্রায় কুকুর পুষে। পরদেশী ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত। পুত্রদের ১২ হইতে ২৫ এবং কন্তাগণের ১০ হইতে ২০ বর্ষ বয়স মধ্যে বিবাহ দেয়। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খ'ড়োঘর রাখিবার নিষেধ হওয়ায় ইহাদের ব্যবসা উঠিয়া যাইতেছে। ইহারা অতিশয় দরিদ্র; কিন্তু পরিশ্রমী, শান্ত ও কষ্টসহিষ্ণু।

ছমচ্ছমিত (ক্লী) শব্দভেদ। "জলন্ মাংসবসামেদচ্ছমচ্ছমিতসঙ্কুলম্।" (মার্কণ্ডেয় ৮।১১১)

ছমণ্ড (পুং) পিতৃহীন বালক, ছেমড়া।

ছম্বট (অব্য) ১ অন্তর ব্যবধান। "যজ্ঞমুখস্ত চ ছম্বটকারায়।" (শতপথ ১৩।৪।১।১৪) 'অচ্ছম্বট্কারায় অনন্তরায়'। (সায়ণ)

ছয় (ষট্ শব্দজ) ছয় সংখ্যা।

ছর্দ্দ (ক্লী) ছর্দ্দ-ভাবে ঘঞ্। বমন, ছর্দ্দি।

ছর্দ্দন (ক্লী) ছর্দ্দ-ভাবে ল্যুট্। ১ বমি, ছর্দ্দি।

"ছর্দ্দনং দধ্যুদশ্বিভ্যামথবা তণ্ডুলাম্বুনা" (সুশ্রুত ৪।১০)

কর্ত্তরি ল্যু। (পুং) ২ অলম্বুষ রাক্ষস। হেতৌ ণিচ্-ল্যুট্। ৩ অলম্বুষ, তিৎলাউ। ৪ নিম্ববৃক্ষ। ৫ মদনবৃক্ষ। (ত্রি) ৬ বমনকারী।

ছর্দ্দাপনিকা (স্ত্রী) ছর্দ্দিং বমনং আপয়তি প্রাপয়তি ছর্দ্দ-আপ্-ল্যু, ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং চ। কর্কটী, কাঁকুড়। (রাজনি°)

ছর্দ্দি (স্ত্রী) ছর্দ্দ-হেতৌ ণিচ্-ইন্। বমনরোগ। পর্য্যায়—প্রচ্ছর্দ্দিকা, ছর্দ্দ, বমথু, বমন, বমি, ছর্দ্দিকা, ছর্দ্দীকা, বান্তি, উদ্গার, ছর্দ্দন, উৎকাসিকা। অতিশয় তরল, তৈলাক্ত, কটু ও লবণাক্ত এবং যাহার ধাতুতে যাহা সহ্য হয় না এইরূপ পদার্থ ভোজন, শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণতা, ক্রিমিদোষ ও অসময়ে অতিশয় ভোজন এবং অন্য বীভৎস্য হেতু গর্ভিণী ও দ্রুতাহারীর ছর্দ্দিরোগ জন্মে। হিক্কা, উদ্গার, রোধ, মুখ হইতে জলস্রাব ও আহারে অরুচি ইহাই পূর্ব্বলক্ষণ। বাতজ ছর্দ্দি হৃদয়, পার্শ্ব ও নাভিতে শূলের স্তায় বেদনা ধরে, মুখ শুষ্ক হয় এবং অতি কষ্টে অল্প অল্প সফেন কষায় কৃষ্ণবর্ণ বমি হয়, হইবার সময় গলার শব্দ অধিক হয়।

পিত্তজ ছর্দ্দি মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, শির, তালু ও অক্ষি প্রভৃতির সন্তাপ এবং বমনকালে গাত্রদাহ হয়। পিত্তজ ছর্দ্দি পীত ও হরিদ্বর্ণ এবং অতিশয় তিক্ত।

শ্লেষ্মজ ছর্দ্দি স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু ও বিশুদ্ধ। ইহাতে মুখের আস্বাদ থাকে, নাক বা মুখ দিয়া কফ উঠে, নিদ্রা হয়। আহারে রুচি থাকে। বমনকালে অল্প কষ্ট ও লোমহর্ষ হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ ছর্দ্দি লবণ ও অম্লরস এবং অতিশয় উষ্ণ। ইহার রং নীল বা লোহিত। ইহাতে শূল, অপাক, অরুচি, দাহ,

তৃষ্ণা, শ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ পায়। আগন্তুক ছর্দ্দি পাঁচপ্রকার—যথা বীভৎসজ, দৌহৃদজ, আমজ, অসাত্ম্যজ ও ক্রিমিজ।

ক্রিমিজ ছর্দ্দিতে ক্রিমিদোষ ও হৃদরোগের লক্ষণ দেখা যায়। ইহাতে শূলব্যথা ও হিক্কা হইয়া থাকে। ক্ষীণ অবস্থায় ক্রিমিজ ছর্দ্দি যদি লোপ ও শোণিত পূযযুক্ত হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে। ছর্দ্দির উপদ্রব—কাস, শ্বাস, হিক্কা, তৃষ্ণা, বৈচিত্ত্য ও হৃদ্রোগ।

ঔষধ—অশ্বগন্ধা ও হরীতকী চূর্ণ জল দিয়া কিম্বা হরীতকী ও কুষ্ঠ গুঁড়া করিয়া ঐ গুঁড়া ঠাণ্ডা জল দিয়া এক গাল পান করিবে। গুলঞ্চ, কুষ্ঠ, অরিষ্ট, ধনে ও রক্তচন্দন এ গুলিও ছর্দ্দির উপকারক। মধু দিয়া বিল্ব মূল ও গুলঞ্চসিদ্ধ জল পান করিলে অথবা চালুনী জলে দূর্ব্বা বাটিয়া খাইলে ত্রিবিধ ছর্দ্দিনাশ হয়। বাতজ ব্যতীত আর সকল ছর্দ্দিতে লঙ্ঘন দিবে।

দুগ্ধ শুষ্ক করিয়া তাহাতে জল দিয়া পান করিলে অথবা মুগ ও আমলাযূষ ঘৃতসৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া পান করিলে বাতজ ছর্দ্দি ভাল হয়।

পিত্তজ ছর্দ্দিতে গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিম্ব ও পটোল সিদ্ধ জল মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। কফজ ছর্দ্দিতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও পেপুলের চূর্ণ অথবা বিড়ঙ্গ, প্লব (কেউটে মুথা) ও শুঁঠের চূর্ণ মধু দিয়া পান করিবে।

ধাইফল, চিনি ও খই একত্র বাটিবে পরে তাহাতে একপল মধু ও বত্রিশ তোলা জল দিবে, কাপড়ে ছাকিয়া পান করিলে তাহাতে ত্রিদোষজ ছর্দ্দি নষ্ট হয়। গুলঞ্চসিদ্ধ জল ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে মধু দিয়া পান করিলেও ত্রিদোষ ছর্দ্দির পক্ষে উপকারী। রুচিকর ফল খাইলেও বীভৎসজ বমি, বাঞ্ছিত ফল ভোজনে দৌহৃদজ, লঙ্ঘন দ্বারা আমজ ও অসহ্য বস্তু ভোজনাদি জনিত ছর্দ্দি, ধাতুতে যাহা সহ্য হয়, এরূপ জিনিস খাইলে ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

ছর্দ্দিকা (স্ত্রী) ছর্দ্দি-স্বার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্, যদ্বা ছর্দ্দয়তি ছর্দ্দি ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। ১ বিষ্ণুক্রান্তা, একপ্রকার বৃক্ষ। অপরাজিতা গাছ। ২ উৎকাসিকা। ৩ বমন।

ছর্দ্দিকারিপু (পুং) ৬তৎ। সুক্ষ্মৈলা, গুজরাটী এলাচ।

ছর্দ্দিঘ্ন (পুং) ছর্দ্দিং হন্তি ছর্দ্দি-হন্-টক্। নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ।

ছর্দ্দিষ্প (ত্রি) ছর্দ্দিঃ গৃহং পাতি রক্ষতি ছর্দ্দিঃ পা-ক। গৃহ পালক। "যাতং ছর্দ্দিষ্পা উতন পরস্পা" (ঋক্ ৮।৯।১১) 'ছর্দ্দিষ্পৌ, ছর্দ্দিরিতি গৃহ-নাম। তস্যাস্মদীয়স্তপালকৌ' (সায়ণ)

ছর্দ্দিস্ (স্ত্রী) ছর্দ্দ-ইসি (উণ্ ২।১০৯।) ১ বমি, বমনরোগ। "ছর্দীংষি যানীহ পুরোদিতানি" (চরক ২৩ অঃ) ২ উদ্গার। ৩ গৃহ। "ছর্দির্যচ্ছ মদাত্যং" (ঋক্ ৮।৪।১২) 'ছর্দিঃ গৃহং' (সায়ণ) ৪ তেজঃ। "বায়ুষ্ট্বাভিপাতু মহ্যা স্বস্ত্যা ছর্দিষা" (বাজসনেয় ১৪।১২) 'ছর্দিষা তেজসা বিশেষেণ।' (মহীধর)

ছর্দ্দীকা (স্ত্রী) ছর্দ্দিরোগ।

ছর্দ্দ্যাপনক (পুং) ছর্দ্দিং বমিং আপয়তি প্রাপয়তি, আপ্-ণিচ্-ল্যু ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ অতইত্বং। কর্কটী, কাঁকুড়।

ছল (ক্লী) ছো-পৃষোদরাদিত্বাৎ কলচ্ যদ্বা ছল-অচ্। ১ স্বরূপাচ্ছাদন, শাঠ্য, কাপট্য, ব্যাজ। "ধর্ম্মেণ ব্যবহারেণ ছলেনাচরিতেন চ।" (মনু ৮।৪৯।)

২ ন্যায়মতসিদ্ধ দোষভেদ। প্রতিবাদী যদি বাদীর অভিমত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনা করিয়া যুক্তিবিশেষ দ্বারা বাদীর বাক্য খণ্ডন করেন, তাহাকে ছল বলে। ছল তিন প্রকার, যথা বাক্ছল, সামান্যছল, উপচারছল। "বিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যাচ্ছলম্" "তৎ ত্রিবিধং বাক্ছলং সামান্যচ্ছলমুপচারচ্ছলঞ্চেতি" (গৌতমসূত্র।) দুইটী অর্থ হইতে পারে, এরূপ শব্দ বক্তা প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বক্তার অভিপ্রেত অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করেন, তাহাকে বাক্ছল বলে; যথা ইনি নেপালদেশ হইতে আগত কারণ ইনি নবকম্বল ধারণ করিয়াছেন। এস্থলে 'নব' শব্দের নূতন অর্থই বক্তার অভিপ্রেত। কিন্তু প্রতিবাদী 'নব' শব্দের নয় সংখ্যা কল্পনা করিয়া বাদীর বাক্য খণ্ডন করিতেছে। "অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকল্পনা বাক্ছলম্।" (গৌতমসূত্র)

সামান্য প্রকারে সম্ভব অর্থকে অতি সামান্য প্রকারে অসম্ভব করিয়া প্রতিবাদী যদি খণ্ডন করেন, তাহাকে সামান্য ছল বলা যায়; ইনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, কারণ ইনি ব্রাহ্মণ। এস্থলে বাদী ব্রাহ্মণত্ব রূপ সামান্য দ্বারা বিদ্যাচরণ সম্পদ্ সাধন করিতেছেন। ব্রাহ্মণস্বরূপে বিদ্যাচার-সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রতিবাদী বাল্যরূপ অতিসামান্যদ্বারা তাহা খণ্ডন করিতেছেন। ব্রাহ্মণত্ব হেতু দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পন্ন সাধিত হইতে পারেনা, কারণ বাল্যে বিদ্যাচরণসম্পন্ন পক্ষে ব্যভিচার রহিয়াছে। কিন্তু তখন ব্রাহ্মণত্বের অভাব নাই। "সম্ভবতোঽর্থস্যাতিসামান্যযোগাদসম্ভূতার্থকল্পনাসামান্যচ্ছলম্" (গৌতমসূ°) শক্তি বা লক্ষণাদ্বারা বাদী কর্ত্তৃক প্রযুক্ত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনা করিয়া অর্থাৎ লাক্ষণিক অর্থ ও লাক্ষণিক স্থলে শক্যার্থ কল্পনা করিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্য খণ্ডন করেন, তাহাকে উপচারছল বলে। যথা 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' 'মঞ্চ' শব্দে এখানে মঞ্চস্থ পুরুষ ইহাই বাদীর অভিপ্রেত লাক্ষণিক অর্থ। কিন্তু প্রতিবাদী ইহার

বিরুদ্ধ অর্থ অর্থাৎ মঞ্চশব্দের লক্ষ্যার্থ (মঞ্চ বা মাচা) কল্পনা করিয়া বাদীর বাক্যখণ্ডন করিতেছেন। "ধর্ম্মবিকল্প-নির্দ্দেশেঽর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধউপচারচ্ছলম্।" (গৌতমসূত্র ১।৫৫)

কেহ বলেন, ছল দ্বিবিধ। বাক্‌ছল ও উপচারচ্ছল একই, বাস্তবিক তাহা নয়, কারণ উভয়ই প্রমাণ দ্বারা ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে। আরও, কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য থাকিলে যদি উভয়ের একতা হয়, তাহা হইলে কোন বস্তুরই ভেদ হইতে পারে না, কারণ পরস্পরের কিছু না কিছু সাধর্ম্ম্য আছেই। "বাক্‌ছলমেবোপচারচ্ছলং তদবিশেষাৎ।" "ন তদর্থান্তরভাবাৎ।" "অবিশেষে বা কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যাদেকচ্ছলপ্রসঙ্গঃ।" (গৌতমসূ°)

৩ নাটকোক্ত বীথির অঙ্গভেদ। একটী অঙ্ক থাকিতে নায়ক আকাশবাণী অবলম্বন করিবে। সাহিত্যদর্পণের মতে প্রিয় বহুল অপ্রিয় বাক্য দ্বারা লোভিত করিয়া যে ছলনা, তাহাকে ছল বলে। কাহারও কোন কার্য্য উদ্দেশ করিয়া হাস্য ও রোষজনক শঠতাপূর্ণ কথাকেও কেহ ছল বলে।

(সাহিত্যদ° ৬ অঃ)

ছলক (ত্রি) ছলয়তি ছল-ণ্বুল্। ১ ছলকারক, মায়াবী। "মধুকৈটভৌ ছলকৌ ধর্ম্মশীলনাম্" (হরিবংশ ২০৩ অঃ) ছল-স্বার্থে কন্। (ক্লী) ২ ছল। [ছল দেখ।]

ছলকারক (ত্রি) ছলং করোতি ছল-কৃ-কর্ত্তরি ণ্বুল্। ছল-কারী, মায়াবী, শঠ।

ছলগ্রাহক (ত্রি) ছলেন গৃহ্লাতি ছল-গ্রহ-ণ্বুল্। প্রতারক, প্রবঞ্চক।

ছলন (ক্লী) ছল-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। প্রতারণা। "যথাপরং যথা-যোগং ন চ স্যাৎছলনং পুনঃ।" (ভারত ৬।১ অঃ)

ছলনা (স্ত্রী) ছলন-স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রতারণা, বঞ্চনা।

ছলি (স্ত্রী) চর্ম্ম, চামড়া।

ছলিক (ক্লী) নাটকভেদ। "দেবি! শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কৃতিং চতুষ্পদীং ছলিকং দুষ্প্রয়োজ্যমুদাহরন্তি।" (মালবিকাগ্নিমিত্র)

ছলিত (ত্রি) ছল-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। ১ প্রতারিত, বঞ্চিত। ভাবে ক্ত (ক্লী) ২ বঞ্চনা, ছলনা।

ছলিতক (ক্লী) ছলিক, নাটকভেদ।

ছলিতরাম (ক্লী) ছলিতঃ প্রতারিতো রামো যত্র তৎ বহুব্রী। তন্নামক নাটকভেদ।

ছলিতস্বামিন্ (পুং) কাশ্মীররাজ চন্দ্রাপীড়ের রাজত্বকালে তাহার নগররক্ষক 'ছলিতক' কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি। (রাজত° ৪।৮১)

ছলিন্ (ত্রি) ছলমস্ত্যস্য ছল-ইনি। ছলকারী।

ছল্‌ছল্ (দেশজ) অশ্রুভারাক্রান্ত, নয়নজলপূর্ণ।

ছল্ল (ক্লী) বল্কল, ছাল।

ছল্লি (স্ত্রী) ছদং ছাদ্যতাং লাতি ছদ্-লা-কি। বল্কল, ছাল।

ছল্লী (স্ত্রী) ছল্লি-ঙীপ্। ১ বল্কল, ছাল। ২ লতা। ৩ সন্ততি। ৪ কুসুমবিশেষ।

ছবি (স্ত্রী) ছ্যতি সুন্দরং করোতি, যদ্বা ছ্যতি ছিনত্তি দূরী-করোতি মালিন্যাদিকুবেশাদিকমিতি ছো-ক্বিন্ নিপাতনাৎ সাধুঃ (কৃবিঘৃষিচ্ছবিস্থবিকিকীদিবি। উণ্ ৪।৫৬) শোভা, কান্তি, দীপ্তি। "ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতিগণৈঃ সাদরং বীক্ষ্য-মানঃ" (মেঘদূত ৩৫) (দেশজ) ২ চিত্র, প্রতিকৃতি।

ছবিল্লাকর (পুং) একজন কবি। ইনি কাশ্মীররাজ অশোক হইতে তদ্বংশীয় আর চারিজন রাজার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। (রাজতরঙ্গিণী ১।১৯)

ছবী (স্ত্রী) ছবি-ঙীপ্। শোভা, কান্তি।

ছব্বি (দেশজ) বেশবিন্যাস করা।

ছষট্টি (ষট্‌ষষ্টি শব্দজ) ছেষট্টি।

ছা (পুং) ছো-ক্বিপ্। ১ শাবক, বাচ্ছা।

"ছায়ে ভাঁড়াইল মায়।" (ধর্ম্মমঙ্গল ১।২৫)

২ পারদ। (ত্রি) ৩ ছেদনকর্ত্তা।

ছাই (দেশজ) ভস্ম, পাঁস।

ছাই, ভাগলপুর জেলার একটী পরগণা। ইহা গঙ্গানদীর উত্তর-তীরে অবস্থিত। পরিমাণফল প্রায় ৪৯০ বর্গমাইল। মদহ-পুরের মুন্সফী আদালতের এলাকাভুক্ত, অন্যান্য মোকদ্দমা ভাগলপুরে হয়। ইহার ভূমি স্বভাবতঃ সিক্ত, জমিতে জল-সেচনের আবশ্যকতা হয় না। শিবগঞ্জ, শাহাজাদপুর, শেখপুর, চমন, আলমনগর, ফুলাট, জয়পুর, জোহার, ধরমপুর, রত্তি, পরমেশ্বরপুর, বুধৌনা, শণবর্ষা, তুলসীপুর, জয়সিং ও মুরলী-কৃষ্ণগঞ্জ এই কয়েকটী প্রধান গ্রাম।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পরগণা জঙ্গলময় ছিল। ঐ সময়ে ছোটনাগপুরের হীরাগড় হইতে লাঠি, ঘনা ও হরিশ নামে তিন ভ্রাতা আসিয়া বাস করে। তাহারা এখানে কিছু করিতে না পারিয়া গঙ্গার পরপারে বর্ত্তমান ছাই পরগণায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং এখানে মহাদেবের এক মূর্ত্তি স্থাপন করিল। মহাদেব স্বপ্নে হরিশকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'তুমি এই পরগণার রাজা হইবে।' তদনুসারে হরিশ বিন্দ, পাসবান, খরবার, তীবর, মুশাহর, মার্কণ্ডী, গঙ্গোত, কলোয়ার, ভড় প্রভৃতি জাতীয়দিগকে সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশ উপহার দিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সনন্দ পাইলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তপ্পা দেউরা নামে ঐ জমিদারী হরিশের বংশধরগণের অধিকারে ছিল।

ছাইলা, একপ্রকার গাছ। এই গাছ সুন্দরবন ও ২৪ পরগণায়

বিবরণ অগ্নে, গুঁড়ির গড় দৈর্ঘ্য ৮ হাত। ইহার কাষ্ঠ আলানি হইয়া থাকে, আর কোন কাজে লাগে না।

ছাওনী (দেশজ) সেনানিবেশ, তাঁবু।

ছাওয়াল (হিন্দী) বালক, সন্তান।

ছাওবাল (হিন্দী) বালক।

ছাঁকন (দেশজ) বস্ত্রাদি দ্বারা দ্রব্যনিঃসারণ, নির্ম্মলকরণ।

ছাঁকনী (দেশজ) যে ছাঁকে অথবা যাহার দ্বারা ছাঁকে।

ছাঁট (দেশজ) প্রতিকৃতি, অবয়ব।

ছাঁটন (দেশজ) কর্ত্তন, ছেদন।

ছাঁটনী (দেশজ) মন্থনদণ্ড।

ছাঁটি (দেশজ) গৃহের চালের অগ্রভাগ।

ছাঁদ (দেশজ) ১ গঠন। ২ যে রজ্জু দ্বারা গাভীর পদ বন্ধন করিয়া দুগ্ধ দোহন করে। ৩ ছন্দঃ।

"নানাবাদে নানাছাঁদে পদ্য ফাঁদে কত" (অন্নদামঙ্গল ৫৭)

ছাগ (পুং) ছ্যয়তে ছিদ্যতে দেবালয়ে ছো-গন্ (ছাপুখড়িভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১২৩) ১ স্বনামখ্যাত পশুবিশেষ, ছাগল। পর্য্যায়—বস্ত, ছগলক, অজ, স্তভ, ছগ, ছগল, ছাগল, তভ, স্তুভ, শুভ, লম্বুকাম, ক্রয়সদ, বর্কর, পর্ণভোজন, লম্বকর্ণ, মেনাদ, বুক, অম্নায়ু, শিবাপ্রিয়, অবুক, মেধ্য, পশু, পয়স্বল।

[অজ দেখ।]

ছাগমাংস দ্বারা পিতৃদিগের শ্রাদ্ধ করিবে।

"মাৎস্যহারিণকৌরভ্রশাকুনছাগপার্ষতৈঃ।" (যাজ্ঞ ১।২৫৮)

শ্রাদ্ধে ছাগমাংস ভোজন করিয়া পিতৃগণ ছয়মাস পর্য্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন। "ষণ্মাসান্ ছাগমাংসেন" (মনু ৩।২৬৯) ছাগ যজ্ঞিয় পশু। যজ্ঞাদি বিধিতে যদি সামান্য পশুমাত্রের আলম্ভন ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে ছাগই আলভ্য বা বধ্য পশু জানিবে। "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" (শ্রুতি।) ইত্যাদি স্থলে ছাগই আলভ্য। "অনাদেশে পশুশ্ছাগঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

"হোতা যক্ষদশ্বিনৌ ছাগস্তেভাদিষু।" (বাজসনেয়° ২১।৪১)

ছাগবিষয়ক শুভাশুভ লক্ষণ। বরাহমিহির লিখিয়াছেন—অষ্ট, নব ও দশদন্ত ছাগসকল ধন্য ও গৃহে রক্ষণীয়। কিন্তু যে সকল ছাগ সপ্তদন্ত তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। শুক্ল ছাগের দক্ষিণপার্শ্বে কৃষ্ণমণ্ডল শুভফলপ্রদ। ঋষ্য (শ্বেতপাদমৃগ) সদৃশ কৃষ্ণলোহিত ছাগগণের শ্বেত মণ্ডলও শুভ জানিবে। ছাগগণের কণ্ঠে যাহা স্তনবৎ লম্বিত হয় তাহা মণি বলিয়া বিখ্যাত। একমণি ছাগ শুভকর। যাহাদিগের দ্বি-মণি বা ত্রি-মণি আছে, তাহারা আরও ভাল। যাহার মুণ্ড শ্বেতবর্ণ ও সমস্ত দেহ কৃষ্ণবর্ণ তাহাও শুভ। দেহ অর্দ্ধ কৃষ্ণ ও অর্দ্ধশ্বেত কিম্বা অর্দ্ধ কপিলবর্ণ ও অর্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও ভাল। যে যূথের অগ্রে বিচরণ ও প্রথমে জলে অবগাহন করে, সেই ছাগ শ্বেত মস্তকবিশিষ্ট বা মস্তকে টিকি থাকিলে শুভ। পৃষত মৃগের ন্যায় কণ্ঠ ও মস্তক, তিলপৃষ্ঠ সদৃশ তাম্রলোচন, শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণপদ, অথবা কৃষ্ণছাগের শ্বেতপদ হইলেও প্রশস্ত। যে ছাগের কৃষ্ণবর্ণ অণ্ড শ্বেতবর্ণ হইয়া মধ্যস্থলে কৃষ্ণপট্ট দ্বারা আবৃত দেখায়, কিম্বা যে ছাগ ডাকিতে ডাকিতে অল্প অল্প বেড়ায়, সেই ছাগও প্রশস্ত।

যে ছাগ ঋষ্যের ন্যায় মস্তক ও পাদবিশিষ্ট, যাহার সম্মুখ ভাগ পাণ্ডুর ও অপরভাগ নীলবর্ণযুক্ত, সেই ছাগ শুভকারী। কুট্টক, কুটিল, জটিল ও বামন এই চারি প্রকার ছাগ লক্ষ্মীর পুত্র। শ্রীহীন ব্যক্তির গৃহে তাহারা কখনও বাস করে না। গর্দ্দভ সদৃশ রবকারী, প্রদীপ্তপুচ্ছ, কুৎসিত নখ, বিবর্ণ, ছিন্নকর্ণ, হস্তীর ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ তালু ও জিহ্বাসম্পন্ন ছাগ মন্দ। যে ছাগের মুণ্ড প্রশস্ত, বর্ণ মণিযুক্ত এবং নয়ন তাম্রবর্ণ, সেই ছাগ মনুষ্যের পূজ্য। এরূপ ছাগ সৌখ্য, যশঃ ও শ্রীবৃদ্ধিকারক। (বৃহৎসং° ৬৫ অঃ)

দেবতারা কৃষ্ণবর্ণ, মানবগণ পীত বা হরিদ্বর্ণ এবং রাক্ষসেরা শুক্ল ও বৃহৎকায় ছাগই উৎসর্গ করিবে। (স্মৃতি)

ছাগমাংসের গুণ—লঘুপাক, রুচি, বল ও পুষ্টিকারক, ত্রিদোষঘ্ন, শুক্রধাতু সাম্যকারী, মৃদু ও স্নিগ্ধ। (রাজবল্লভ)

অপ্রসূতা ছাগীর মাংস পীনসরোগনাশক, শুষ্ককাস, অরুচি ও শোষে উপকারী এবং জঠরাগ্নি বৃদ্ধিকর। (ভাবপ্রকাশ)

ছাগশিশুর মাংস—লঘুপাক, জ্বরনাশক, বল ও রুচিকারক।

খাসির মাংস—কফকারী, শোথ, বাত ও পিত্তনাশক, বল ও পুষ্টিকারক। বৃদ্ধ বা রোগে যে ছাগ মরিয়াছে, তাহার মাংস বাতজ ও রুক্ষ। ছাগমুণ্ড ত্রিদোষঘ্ন ও রুচিকারক।

ছাগদুগ্ধ—ঠাণ্ডা, লঘুপাক, মধুর; রক্তপিত্ত, অতিসার ক্ষয়কাশ ও জ্বরনাশক। ছাগদধি রুচিকর, লঘুপাক, ত্রিদোষঘ্ন, জঠরাগ্নির সন্দীপক, শ্বাস, কাশ, অর্শঃ ও ক্ষয়কাসে উপকারী। (ভাবপ্রকাশ।) ছাগ অপেক্ষা ছাগের মূত্র অধিক উপকারী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, রূক্ষ, কফ, শ্বাস, গুল্ম, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক। (রাজনি°) [অজ দেখ।]

২ শৃঙ্গহীন অজ। "এষ ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনা" (ঋক্ ১।১৬২।৩)

'ছাগঃ শৃঙ্গরহিতোঽজঃ।' (সায়ণ)

ছাগণ (পুং) ছগণ এব স্বার্থে অণ্। করীষাগ্নি, ঘুঁটের আগুন।

ছাগভোজিন্ (পুং) ছাগং ভুংক্তে ছাগ-ভুজ-ণিনি। ১ বৃক, নেকড়ে বাঘ। (ত্রি) ২ ছাগভক্ষক।

ছাগময় (স্ত্রী) কার্ত্তিকের ষষ্ঠ মুখ। (ভারত বন ২২৭ অ)

ছাগমাংস (ক্লী) ৬তৎ। ছাগলের মাংস।

ছাগমিত্র (পুং) দেশভেদ। (কাশ্যাদিগণের অন্তর্গত।)

ছাগমিত্রিক (ত্রি) ছাগমিত্রে ভবঃ ছাগমিত্র-কাশ্যাদিত্বাৎ ঠঞ্ বা ঞিঠ্ (কাশ্যাদিভ্যষ্ঠঞ্‌ঞিঠৌ। পা ৪।২।১১৬) ছাগমিত্রদেশজাত।

ছাগমুখ (পুং) ছাগস্য মুখমিব মুখং যস্য বহুব্রী। ১ কুমারের অনুচরভেদ। ২ কুমার, কার্ত্তিকের ষষ্ঠ মুখ ছাগের মত। [ছাগময় দেখ।]

ছাগমূত্র (ক্লী) ছাগপ্রস্রাব, ছাগলের মূত। [ছাগ দেখ।]

ছাগরথ (পুং) ছাগোরথোঽস্য বহুব্রী। ছাগবাহন, অগ্নি। (হেম)

ছাগল (পুং) ছগলএব ছাগলঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ ছাগ। ছগলস্য গোত্রাপত্যং পুমান্ ছগল-অণ্ (বিকর্ণশুঙ্গছগলাদ্ বৎসভরদ্বাজাদিষু। পা ৪।২।১১৭) ২ আত্রেয় ঋষিভেদ।

ছাগলক (পুং) ছাগল-স্বার্থে কন্। মৎস্য বিশেষ। "শ্বেতং সুপাকং সমদীর্ঘবৃত্তং নিঃশল্কলং ছাগলকং বদন্তি। গলে দ্বিকণ্টঃ কিল তস্য পৃষ্ঠে কণ্টঃ সুপথ্যো রুচিরো বলপ্রদঃ।" (রাজনি°)

ছাগলাখু (দেশজ) ছগলান্ত্রী, বৃদ্ধদারকবৃক্ষ, বিতারিয়া গাছ।

ছাগলগোত্রিয়া (দেশজ) ছাগলের গোত্রসম্ভূত অর্থাৎ, ছাগলের ন্যায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানরহিত।

ছাগলনাদি (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ। ২ ছাগলের বিষ্ঠা।

ছাগলপট্‌পটী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

ছাগলপাটী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

ছাগলা (স্ত্রী) ছাগী।

ছাগলাদ (পুং) ১ বৃক্ষভেদ। ছাগলং অত্তি ছাগল-অদ-অণ্। ২ বৃক, নেকড়ে বাঘ। (দেশজ) ৩ ছাগলাদ্য ঘৃত।

ছাগলাদ্যঘৃত, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী— ঘৃত ৪ সের, ছাগমাংস ৫০ পল, দশমূল ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ জীবনীয়দশক (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু) মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে, অর্দ্দিত, কর্ণশূল, বধিরতা, বাক্‌শক্তিরাহিত্য, মিন্মিনভাষণ, অস্পষ্ট ভাষা, জড়তা, পঙ্গুতা, খঞ্জতা, গৃধ্রসী, কুব্জতা, অপতানক ও অপতন্ত্রক প্রভৃতি নানাপ্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয়।

ঘৃতারম্ভে মন্ত্র। "ওঁ কালি বজ্রেশ্বরী অমুকস্য ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা। জাগরিত্বা ছাগমাদৌ মধু দত্বা ললাটকে। উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা ভিষগেনমুপালভেৎ।"

ছাগমারণমন্ত্রঃ। "ওঁ হ্রাঁ ওঁ গৌ গণপতয়ে স্বাহা।"

ছাগলাদ্য ঘৃত বৃহৎ, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—গব্যঘৃত ১৬ সের, কাথার্থ নপুংসক ছাগমাংস ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দশমূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের; অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বেড়েলা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল (অভাবে সুন্দি-পুষ্পমূল), মুথা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগানি, মাষানি, চাকুলে, শালপানি, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমবীজ, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ, জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নিতাপে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া উহার সহিত চিনি ২ সের মিশ্রিত করিয়া মৃণ্ময় ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। ব্যাধি বিবেচনা করিয়া দুগ্ধাদি অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঘৃত বাতব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠরোধ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধিরতা, অপ-তন্ত্রক, ভূতোন্মাদ, গৃধ্রসী, অগ্নিমান্দ্য, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাত-রক্ত প্রভৃতি বহুপ্রকার ব্যাধির উপশম হয়। কিছুদিন সেবনে শরীর বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল হইয়া উঠে।

ছাগলাদ্য তৈল, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলভেদ। পাকপ্রণালী—৫০ পল ছাগ মাংস, ৫০ পল দশমূল, ৮ সের জলে পাক করিবে। জল কিছু কমিয়া আসিলে ৪ সের তৈল, দুগ্ধ, শতাবরী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কণ্টিকারী, শৈলজ (সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ), জটামাংসী, নাগকেশর, তালীশপত্র, নালুকা, ঘনবালুক এই সকল পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিয়া এক সঙ্গে তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা, লোধ্র প্রত্যেক ৩২ তোলা করিয়া তাহাতে দিবে, পরে ৮ সের জল দিয়া বিধিপূর্ব্বক পাক করিবে। এই তৈল সকল প্রকার জ্বরনাশক, পান, মর্দ্দন ও ভোজনে অতি প্রশস্ত। (বৈদ্যকস্নেহমালিকা)

ছাগলান্ত্রিকা (স্ত্রী) ছাগলান্ত্রী সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বঃ। ১ বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, বিতারক গাছ। ২ বৃকী, বাঘিনী।

ছাগলান্ত্রী (স্ত্রী) ছাগলং অস্যতি বাহুলকাৎ ত্রক্ ততো ঙীপ্। ১ বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, বিতারক গাছ। ২ বৃক, নেকড়ে বাঘ।

ছাগলি (পুং) ছগলস্য গোত্রাপত্যং পুমান্ ছগল-বাহ্বাদিত্বাদিঞ্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ১ ছগল নামক ঋষির গোত্রসম্ভূত। ২ ছগলদেশীয়। "ছাগলিঃ পুরুমিত্রশ্চ বিরাটশ্চ মহীপতিঃ।" (হরি° ৯৯ অঃ) অত্রির গোত্রসম্ভূত এই অর্থে ছাগল হইবে।

ছাগলী (স্ত্রী) ছাগল-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ছাগী। ২ একজন মুনিপত্নী।

ছাগলেয় (পুং) ছাগল্যা অপত্যং পুমান্ ছাগলী-ঢক্। একজন স্মৃতিকর্ত্তা ঋষি।

ছাগলেয়িন্ (পুং) ছগলিনা প্রোক্তমধীতে ছগলিন্-ঢিনুক্। ছগলী ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র যে অধ্যয়ন করে। ছগলী ঋষি কলাপীর ছাত্র। (মন্থ)

ছাগবাহন (পুং) ছাগেন আত্মানং বাহয়তি ছাগ-বাহ-ল্যু অথবা ছাগো বাহনমস্ত বহুব্রী। অগ্নি। (ত্রিকাণ্ড)

ছাগক্ষীর (ক্লী) ৬তৎ। ছাগলের দুধ।

ছাগিকা (স্ত্রী) ছাগী-স্বার্থে-কন্ ততঃ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বঃ। ছাগী, ছাগের স্ত্রী।

ছাগী (স্ত্রী) ছাগ-স্ত্রিয়াং জাতৌ ঙীপ্। ছাগমাতা, বকরী। পর্য্যায়—অজা, পয়স্বিনী, ভীরু, মেধ্যা, গলেস্তনী, ছাগিকা, মঞ্জা, সর্ব্বভক্ষ্যা, গলস্তনী, চুলুম্পা, গল্গা, মুখবিলুণ্ঠিকা। ছাগীদুগ্ধ—সুস্বাদু, ঠাণ্ডা, জঠরাগ্নিসন্দীপক, লঘুপাক, রক্তপিত্ত, বিকার, ক্ষয়কাশ, অতিসার, জ্বর ইত্যাদি রোগনাশক। (রাজনি°) ছাগীদুগ্ধের দধি উত্তম ও সুস্বাদু, লঘুপাক, ত্রিদোষঘ্ন, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্ষয় ও দৌর্ব্বল্যের উপকারী (ভাবপ্রকাশ)। ইহার নবনী—ক্ষয়কাশ, নেত্ররোগ ও কফনাশক, বলকারক এবং অগ্নিসন্দীপক। তাহার ঘৃত চক্ষুঃরোগের মহৌষধ, বলকারক, জঠরাগ্নির সংবর্দ্ধক, শ্বাসকাস ও কফনাশক, যক্ষ্মারোগের বিশেষ উপকারী। (রাজনি°) [অজ দেখ।]

ছাগীদুগ্ধ (ক্লী) ৬তৎ। ছাগীর দুধ।

ছাগীপয়স্ (ক্লী) ৬তৎ। ছাগীর দুধ।

ছাগীপালক (পুং) ছাগীং পালয়তি ছাগী পা-ণিচ্ ণ্বুল্। যে ছাগী পোষে।

ছাগ্যায়নি (পুং) ছাগস্তাপত্যং পুমান্ ছাগ ফিঞ্। ছাগের অপত্য, ছাগলের সন্তান।

ছাগ্লিয়া মীরগঞ্জ, রঙ্গপুর জেলাস্থ একটী গ্রাম, পাট ও চাউল ব্যবসার একটী প্রধান আড্ডা।

ছাট্ (দেশজ) ১ ছড়ী, ক্ষুদ্র যষ্টি। ২ ছিটা।

ছাটা (দেশজ) কর্ত্তন, কাটা।

ছাটান (দেশজ) ছাটিয়া ফেলান, কাহারও দ্বারা কর্ত্তন করণ।

ছাড় (দেশজ) ১ মালপত্রের রসিদ। ২ গুদাম হইতে মালপত্র বাহির করিয়া লইবার অনুমতিলিপি। ৩ শুল্কভারাদি হইতে মুক্তিপত্র।

ছাড়া (দেশজ) ১ ত্যাগ। ২ হীন, শূন্য। যথা "লক্ষ্মীছাড়া"।

ছাড়াছাড়ি (দেশজ) পরস্পর বিচ্ছেদ।

ছাত (ত্রি) ছো-ক্ত বিভাষায়ামিত্বাভাবঃ (শাচ্ছোরন্যতরস্যাম্। পা ৭।৪।৪১) ১ ছিন্ন। ২ দুর্ব্বল, কৃশ। "ছাতোদরামুচ্চেতা।" (কাব্যপ্রকাশ।)

ছাতক, শ্রীহট্ট জেলার সুর্ম্মা নদীতীরে অবস্থিত একটী নগর। শ্রীহট্ট হইতে ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী। অক্ষা° ২৫° ২´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯১° ৫২´ ২০´´ পূঃ। বৎসরের সকল সময়েই সুর্ম্মা নদী দিয়া ছাতক পর্য্যন্ত যাতায়াত চলে। খাসি পর্ব্বতে উৎপন্ন গোল আলু, চূণাপাথর ও নেবুর ব্যবসায়ে ছাতক দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিশালী হইতেছে, ঐ সকলের বিনিময়ে চাউল, ডাল, লবণ, চিনি, সুত্রবস্ত্র ইত্যাদি গৃহীত হয়। নদী দিয়া বাষ্পীয় বণিকপোত শ্রীহট্ট, কাছাড় ও শিলং পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। ছাতক শ্রীহট্টের একটী থানা।

ছাতনা, বাঁকুড়া জেলার একটী প্রাচীন সামন্তরাজ্য। কোন সময়ে এই রাজ্য স্থাপিত হয় তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে এখানে ব্রাহ্মণ রাজগণ রাজত্ব করিতেন। পরে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবী ব্রাহ্মণ রাজাদিগের প্রতি বিরূপা হন এবং সামন্তগণ রাজা হইবে বলিয়া রাজাকে স্বপ্ন দেন। ব্রাহ্মণ রাজা ইহাতে সামন্তগণকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমস্ত সামন্ত কাটিয়া ফেলেন। প্রবাদ এইরূপ যে তাহাতেও রাজার ভয় দূর না হওয়ায় সামন্ত নামের সাদৃশ্য হেতু বনের শ্যামালতা পর্য্যন্ত কাটিয়াছিলেন।

এই সামন্তগণ যে কি জাতীয় ও কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। সমাজে ইহারা জলাকরণীয় ও নবশাখদিগের সমান ক্ষমতা ভোগ করে। একই পুরোহিত উভয়েরই যাজকতা করে। কেহ কেহ উপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া থাকে। কানিংহাম্ সাহেব অনুমান করেন, সামন্ত সম্ভবতঃ সামতাল নামেরই রূপান্তরমাত্র। সামতাল অর্থাৎ সাঁওতালগণই ব্রাহ্মণ রাজাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করে এবং ক্ষমতাবলে হিন্দুসমাজে চলিত হয়। ক্রমে লোকে তাহাদের উৎপত্তি ভুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এই অনুমান কতদূর সত্য, তাহা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদিগের বিবেচ্য বিষয়। ছাতনার বর্ত্তমান রাজবংশীয়গণ আপনাদিগকে ছত্রি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন।

কথিত আছে—ব্রাহ্মণরাজ সামন্তদিগের উচ্ছেদ সাধন করিলে ১২ জন সামন্ত জনৈক কুম্ভকারের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পায়। তাহারা কুম্ভকারদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করায় আর ধরা পড়ে নাই। যাহা হউক, পরদিবস তাহারা অরণ্যে আশ্রয় লইল এবং প্রতিশোধ লইবার চিন্তা করিতে লাগিল। জঙ্গলেই তাহারা দল পুষ্ট করিতে লাগিল এবং একদিন অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া বলিল,

আজি যে আমাদের সঙ্গে ভোজন করিবে, সেই আমাদের জাতিভুক্ত হইবে। বলা বাহুল্য অনেক নীচজাতি ঐ সুযোগে সামন্তদিগের সহিত মিশিয়া যায়। একজন সামন্ত এইরূপ নানাজাতির সহিত একত্র আহার করিতে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত কিছুদূরে এক পাথরে বসিয়া আহার করে। ইহাতে সকলেই তাহাকে সমাজচ্যুত করিল এবং তাহার পাথরকাটা সামন্ত উপাধি দিল। আজও তাহার বংশীয়েরা পাথরকাটা সামন্ত বলিয়া পরিচিত। সামন্তসমাজে ইহাদের মর্য্যাদা অন্যান্য সামন্ত অপেক্ষা কম। যাহা হউক একদিন সামন্তগণ অতিশয় ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত হইয়া জঙ্গলে বেড়াইতেছিল, এমন সময়ে বাশুলীদেবী বৃদ্ধা স্ত্রীবেশে কেঁদ লইয়া উহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উহারা কেঁদ চাহিলে তিনি সকলকে দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধার ঝুড়ি হইতে কেঁদ কাড়িয়া লইল। তখন বাশুলী পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই ১২টী টাঙ্গি (পরশু) ও খাঁড়া গ্রহণ কর। অমুকদিনে তোমরা ছদ্মবেশে রাজবাটী প্রবেশ করিবে। ঐ দিবস উৎসবে রাজা বাহিরে আসিবে। যখন ঢাকের বাজনায় এই নির্দ্দিষ্ট বোল বাজিতে থাকিবে, তখন তোমরা প্রকাশ্যে রাজাকে আক্রমণ করিবে। যুদ্ধে তোমাদেরই জয় হইবে, কিন্তু তোমরা আমার কেঁদ কাড়িয়া লইয়াছ, সুতরাং প্রথম রণে একজন কাটা পড়িবে। তদনুসারে ১২ জন সামন্ত অনুচর সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট উৎসব দেখিবার ছলে রাজবাটী প্রবেশ করিল। রাজা দেবদর্শনে বাহিরে আসিলেন। এদিকে ঢাকে সহসা সঙ্কেত বোল বাজিয়া উঠিল,

"ডেডেং ডেডেং কাশমলা।
নারবি পারবি এই বেলা।"

১২জন সামন্ত তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাশুলী-প্রদত্ত তীক্ষ্ণ ধার টাঙ্গি ও খড়্গ বাহির করিয়া হুহুঙ্কার রবে রাজাকে আক্রমণ করিল। বাশুলীর কথামত একজন সামন্ত হত হইলে অবশিষ্ট ১১জন রাজাকে কাটিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিল। এইরূপে সামন্তগণ কুলক্ষয়ের প্রতিশোধ লইয়া রাজ্যাধিকার করিল। প্রবাদ, এখন যেখানে রাজবাড়ী তাহার ঈশানকোণে ছাতনার পশ্চিমে ব্রাহ্মণ রাজাদিগের রাজপ্রাসাদ ছিল। দুই একখানি ইষ্টক ও ভাস্করকার্য্যসমন্বিত প্রস্তর আজও তথায় পাওয়া যায়। লোকে বলে তথায় রাজারা যে সকল লোককে কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা এখনও মাথাকাটা ভূত (কবন্ধ) হইয়া তথায় মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। আরও অশোকবনে ঐ স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণীর ঘাটের অগ্রভাগে তামার এক প্রকাণ্ড কটাহে পাকতৈল সঞ্চিত ছিল। ঐ কটাহের উপর তামার ঢাকনিতে ব্রাহ্মণ রাজাদিগের বিবরণ লিখিত ছিল। কিন্তু ঐ কটাহ বা উহার ঢাকনি কে রাখিয়াছে জানিবার উপায় নাই।

এগার জনেই রাজ্যাধিকার করিয়াছে, সুতরাং কে রাজা হইবে এই গোলযোগ হইল। প্রতিদিন এক একজন রাজা হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। পরে সকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদিন পরামর্শ স্থির করিল যে, কল্য প্রাতে উঠিয়া যাহাকে দেখিব, তাহাকেই রাজা করিব।

এদিকে বিধাতার ঘটনায় ঠিক ঐ দিন দুইটী রাজপুত-বালক জগন্নাথ দর্শনে যাইতে যাইতে সম্বলহীন হইয়া ছাতনায় উপস্থিত হইল এবং রাজাদিগের দানশীলতার পরিচয় পাইয়া অতি প্রত্যুষেই ভিক্ষা করিবার জন্য রাজভবনে প্রবেশ করিল। সেই সময় সামন্তগণ কাহাকে রাজা করিব, এই রূপ চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় দুইটী সর্ব্বসুলক্ষণ কুসুমসুকুমার বালককে আসিতে দেখিলেন। বালকদ্বয় আসিয়াই তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তাহাদের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "মহারাজ! আমরা জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি, পথে নিঃস্ব হইয়া আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" সামন্তগণ বলিলেন, "আমাদের ভিক্ষা দিবার কিছুই নাই, রাজ্য, ধন, জন, যান, বাহনাদি যাহা কিছু সকলই আপনাদের হইয়াছে, আমরা আপনাদের আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। এখন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে ও প্রজামণ্ডলীকে পালন করুন।" এই বলিয়া তাঁহারা ঐ বালকদুইটীকে রাজোচিত অভিবাদন করিলেন এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতাদি আসিয়া ঐ স্থানেই জ্যেষ্ঠকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। বালকদ্বয় এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যলাভে তথায় রাজা হইয়া পরাক্রান্ত সামন্তগণের সাহায্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই দুইজনের জ্যেষ্ঠের নাম হামির ও কনিষ্ঠের নাম উত্তররায়। বর্ত্তমান রাজবংশীয়েরা এই হামির ও উত্তরের বংশধর। উত্তররায় ১৪৭৬ শকে বাশুলী দেবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, উহার ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। ভগ্ন মন্দিরের প্রাচীর ও প্রধান দেবালয় ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। ঐ সকল ইষ্টকের অধিকাংশই লিপিযুক্ত। আমরা ঐ দেবালয়ে দুই প্রকার (এক প্রকার উচ্চ অক্ষরে ও এক প্রকার গভীরাক্ষরে) ইষ্টক দেখিয়াছি। উচ্চ অক্ষরে লিখিত ইষ্টকে লেখা আছে—

"শ্রীছাতনানগরেশ শ্রীউত্তররায় শক ১৪৭৬।"

গভীরাক্ষরে লিখিত ইষ্টক আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। গভীরাক্ষরে লেখা-ইষ্টকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইবে। ইহার লেখা পড়া যায় না। আমরা ইহার একখানিও গোটা পাই নাই। মন্দিরের সদরদরজা ও পশ্চিমের একটী মণ্ডপ প্রস্তরনির্ম্মিত (Laterite red), উহা আজও দণ্ডায়মান আছে। এই মন্দির বর্ত্তমান রাজপথের ঠিক উত্তরে অবস্থিত; এখন বাশুলীদেবী ঐ মন্দিরে নাই। প্রবাদ আছে, ইংরাজেরা এদেশ জয় করিলে ঐ পথে গোরাপল্টন যাতায়াত করিতে লাগিল। বাশুলীদেবী তাহাতে রাজাকে স্বপ্ন দিলেন, "ফিরিঙ্গীর পায়ের ধুলা উড়িয়া আমার গায়ে লাগে, আমাকে তুমি স্থানান্তরিত কর।" তদনুসারে বিবেকানন্দ নৃপতি ১৬৫৫ শকে রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রস্তরনির্ম্মিত এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাহা ঐ মন্দিরের খোদিত লিপিতে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মাশেষসুরেশবন্দ্যচরণ শ্রীবাসুলীপ্রীতয়ে
শর্ব্বান্তস্মরশারকর্ত্তৃশশভৃৎ সংখ্যে শকাব্দে শুভে।
সামন্তান্বয়সাগরেন্দুরতুবন্দন্তীশজিৎকেশরী
ভূভুগ্ নন্দবরো বিবেকনৃপতিঃ সৌধং দদৌ দার্শ্মদং॥"

ঐ মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে, স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে এবং দুই একখানি প্রস্তর খসিয়া পড়িতেছে, মন্দিরের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। প্রবাদ এইরূপ বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস ঐ বাশুলীর উপাসক ছিলেন এবং প্রাচীন মন্দিরের নিকট বাস করিতেন। তাহার পর ১২৭৯ সালে বর্ত্তমান বাশুলীমন্দির নির্ম্মিত হয়। উহাতেই এখন বাশুলীদেবী আছেন।

বাশুলীদেবী প্রাপ্তির বিষয় এইরূপ প্রবাদ আছে—এক ব্যাপারী ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় রাজার স্বপ্ন হয়, 'আমি বাশুলী, অমুক ব্যাপারীর শিলে আমি আছি। তুমি শীঘ্র আমাকে আনিয়া স্থাপন কর।' তদনুসারে রাজা ঐ ব্যাপারীর নিকট হইতে শিলাখানি আনিয়া এক সূত্রধারকে খোদিতে দিলেন। সূত্রধর ভাস্করকার্য্য জানিত না, কিন্তু বাটালী লাগাইতে লাগাইতে বাশুলীর কৃপায় প্রস্তর খসিয়া মূর্ত্তি আপনিই বাহির হইল। তখন রাজা সমাদরে তাঁহার পূজা করিয়া মন্দিরে স্থাপন করিলেন। আরও প্রবাদ আছে যে, পুরাতন মন্দিরে অবস্থানকালে বাশুলী একদিন এক শঙ্খবণিকের নিকট পূজারির কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া শঙ্খ পরিয়াছিলেন। শেষে শঙ্খবণিক পূজারির কন্যা নাই এবং সকলই বাশুলীর মায়া জানিতে পারিয়া মোহিত হইল। তদবধি সে প্রতি বৎসরে এক এক জোড়া শাঁখা বাশুলী-বাঁধে ফেলিয়া দিয়া যাইত। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার বংশীয়েরা এখানেও প্রতি বর্ষে শঙ্খ দিয়া আসিতেছিল।

ইহা ভিন্ন ছাতনায় আরও কয়েকটী অতি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে। ছাতনার মধ্যস্থানে কামারপাড়ায় পূর্ব্বে রাস্তার উত্তরে অনতিদূরে তিনটী প্রস্তর মোটামুটী খোদিত মূর্ত্তিসহ দণ্ডায়মান আছে। বড় পাথরখানি প্রায় ৪ ফিট্ উচ্চ ও উহাতে এক মূর্ত্তি ধনু ও দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান। আর একটী পাথরে একটী ধনুপাণি মূর্ত্তি ও নিকটে একটী শিশু।

ছাতনায় একটী থানা আছে। পূর্ব্বে ইহা মানভূম জেলার অন্তর্গত ছিল, তখন এখানে মুন্সেফ থাকিত। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত হইয়া অবধি ইহার মুন্সেফী উঠিয়া গিয়াছে।

[সামন্ত রাজাদিগের বিশেষ বিবরণ সামন্ত শব্দে দেখ।]

ছাতা (ছত্র শব্দজ) ১ ছত্র। ২ বক। ৩ বেঙের ছাতা।

ছাতা, ১ মথুরাজেলার একটী তহসীল। পরিমাণফল ২৫১$\frac{1}{2}$ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ১৮৭ বর্গমাইলে চাস হয়। এই তহসীল প্রাচীন ব্রজমণ্ডলের এক অংশ, আগরা-খাল ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ভূমি সমতল ও উর্ব্বরা। ইহাতে একটী ফৌজদারী আদালত ও তিনটী থানা আছে।

২ উক্ত ছাতা তহসীলের সদর সহর। এই নগর মথুরা হইতে ২১ মাইল দূরে বায়ুকোণে অবস্থিত। ইহাতে সেরশাহ প্রতিষ্ঠিত একটী সুন্দর সরাই আছে। অনেকেই অনুমান করেন যে এই সরাই আসফখাঁ নামে হুমায়ুনের দেওয়ান নির্ম্মাণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহীগণ এই সরায়ে আড্ডা করিয়াছিলেন। সরাইয়ের নিকট উহার অত্যুচ্চ কটক অপেক্ষাও উচ্চতর ছত্তিশ নামে একটী পাহাড় আছে। ছাতা যাইতে হইলে বহুদূর হইতে অগ্রেই ঐ পাহাড় পথিকের নয়নপথে পতিত হয়। তথাকার ব্রাহ্মণগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঐস্থানে ছত্র-ধারণ লীলা করিয়াছিলেন, তদনুসারে উহার নাম ছাতা হইয়াছে। এখানে প্রতি শুক্রবারে হাট বসে।

ছাতারিয়া (দেশজ) পক্ষী বিশেষ। (Turdus canorous.)

ছাতি (ছত্র শব্দজ) ছত্র।

ছাতু (দেশজ, সংস্কৃত শক্তু শব্দের অপভ্রংশ) ১ ভর্জ্জিত যবাদি চূর্ণ। রাজবল্লভ মতে ইহার গুণ—যবের ছাতু রুক্ষ, উত্তেজক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত ও কফনাশক এবং সারক। ধানের ছাতু গুরু, মূর্চ্ছার উদ্রেকক, পিণ্ডীকৃত ছাতু গুরুপাক, তদ্বিপরীত লঘুপাক। লেহন করিয়া খাইলে ছাতু শীঘ্র পরিপাক হয়। ভাবপ্রকাশ মতে—যাত্র ভাজিয়া যব যাঁতা পিষ্ট করিলে ছাতু হয়। যবের ছাতু শীতল, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, লঘু, কফ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ ও উত্তেজক।

ছোলা ভাজিয়া খোসা ছাড়াইয়া সমান অংশ যবের সহিত চূর্ণ করিলে যুটের ছাতু প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্মকালে ঘৃত ও চিনি যোগে এই ছাতু অতি তৃপ্তিকর।

শালিধান্যের ছাতু অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, শীতল, মধুর, গ্রাহী, রুচিকর, পথ্য ও শুক্রবর্দ্ধক।

আহার করিয়া, চর্ব্বণ করিয়া, রাত্রিতে, অধিক মাত্রায়, শুষ্ক, দুই ছাতু একত্র অথবা কেবল ছাতু ভক্ষণ করিবে না। পৃথক্ পান, পুনর্ভোজন, সামিষ, দুগ্ধ সহিত, দন্তে চর্ব্বণ করিয়া ও উষ্ণ থাকিতে থাকিতে ছাতু খাইবে না।

জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিত আছে, জন্মতিথিতে ছাতু ভক্ষণ করিলে শত্রুবিনাশ হয়। মেষ সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণকে ছাতু দান করিলে সকল পাপ দূর হয়। (তিথিতত্ত্ব)

চাতুর্ম্মাস্যব্রতে প্রাতঃস্নানে ঘী ও ছাতু দক্ষিণা দিবার বিধান আছে। (নারদ।) ২ উদ্ভিদ্ বিশেষ। [ছত্রক দেখ।]

ছাত্র (পুং) ছাত্রং গুরোর্দোষাবরণং শীলমস্য ছত্র-ণ (ছত্রাদিভ্যোণঃ। পা ৪।৪।৬২) ১ শিষ্য, অন্তেবাসী। "ছাত্রাণ্যমার্য্যাদেস্তানাং তেন বিদ্যার্থিনাং মতঃ।" (রাজতর° ৬।৮৭) (ক্লী) ২ কপিল ও পীতবর্ণ বরটাকৃত ছত্রাকার চাকসম্ভব মধু। ইহা পিচ্ছিল, ঠাণ্ডা, গুরুপাক, ক্রিমি, শ্বিত্র (ধবলরোগ), রক্তপিত্ত ও প্রমেহনাশক এবং সুস্বাদু। ইহার বর্ণ কপিল পীত। (ভাবপ্রকাশ)

ছাত্রক (ক্লী) ছাত্র-স্বার্থে কন্। ১ পীত ও পিঙ্গলবর্ণ সরঘা (মধুমক্ষিকা)-কৃত বা কপিল ও পীতবর্ণ বরটাকৃত ছত্রাকার চাকসম্ভূত মধু। (রাজনি°) [ইহার গুণ ছাত্র শব্দে দেখ।] ছাত্রস্য ভাবঃ কর্ম্ম ছাত্র-মনোজ্ঞাদিত্বাৎ বুঞ্। (পা ৫।১।১৩৩) ২ ছাত্রের ভাব বা কর্ম্ম।

ছাত্রগণ্ড (পুং) ছাত্রো গণ্ড ইব উপমানকর্ম্মধা°। পদাগুবিৎ ছাত্র, যে ছাত্র শ্লোকের প্রথম চরণ মাত্র জানে অর্থাৎ অল্প জ্ঞানবিশিষ্ট।

ছাত্রদর্শন (ক্লী) ছাত্রং বরটাচ্ছত্রসম্ভবং মধু তদিব দৃশ্যতে ছাত্র-দৃশ্-কর্ম্মণি-ল্যুট্। ১ মধুতুল্য স্বাদযুক্ত হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যোজাত ঘৃত। ৬তৎ। ২ ছাত্রদিগের দর্শন।

ছাত্রবৃত্তি (স্ত্রী) ৬-তৎ। ছাত্রদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ পারিতোষিক স্বরূপ মাসিকাদি নিয়মে যে অর্থ দেওয়া হয়।

ছাত্রব্যংসক (পুং) ছাত্রো ব্যংসকঃ ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ। ধূর্ত্ত ছাত্র।

ছাত্রি (স্ত্রী) ছাদি-ক্রিন্। ছাদন, আচ্ছাদন। শালাশব্দ পরে থাকিলে উদাত্ত স্বর হইবে। (ছাত্র্যাদয়ঃ শালায়াং। পা ৬।২।৮৬) যথা ছাত্রি-শালা। তৎপুরুষ সমাসে শালা শব্দ ক্লীব হইলেও ছাত্রি-স্বর উদাত্ত হইবে। "যদাপি শালান্তসমাসো নপুংসকলিঙ্গোভবতি তদাপি তৎপুরুষে শালায়াম্ নপুংসক ইত্যেতৎ পূর্ব্ববিপ্রতিষেধেনায়মেব স্বরঃ ছাত্রিশালম্" (সি° কৌ°)

ছাত্রিক্য (ক্লী) ছত্রিকস্য ছত্রযুক্তস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ছত্রিকপুরোহিতাদিত্বাদ্ যক্। (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ছত্রযুক্তের কার্য্য বা ভাব।

ছাত্র্যাদি (পুং) পাণিনি উক্ত শব্দগণভেদ (ছাত্র্যাদয়ঃ শালায়াং। পা ৬।২।৮৬) ছাত্তি, পেলি, ভাণ্ডি, ব্যাড়ি, আখণ্ডি, আটি, গোমি এই কয়টী ছাত্র্যাদিগণ।

ছাদ (ক্লী) ছাদ্যতেঽনেন ছাদি-করণে-ঘঞ্। ১ ছাত, পটল, চাল। ২ বস্ত্র, কাপড়।

ছাদক (পুং) ছাদয়তি ছাদি-ণ্বুল্। ১ আচ্ছাদনকর্ত্তা, যে গৃহের চাল ছায়। ২ যে বসন পরাইয়া দেয়।

ছাদন (ক্লী) ছাদি-করণে-ল্যুট্। ১ ছদন, অন্তর্ধান। ভাবে-ল্যুট্। ২ আচ্ছাদন। "ছাদনার্থপ্রকীর্ণৈশ্চ কণ্টকৈস্তৃণসঙ্কটৈঃ" (হরিব° ৬৫।২৫) কর্ত্তরি ল্যু। ৩ পত্র, পাতা। (পুং) ৪ নীলাম্লান বৃক্ষ, কালাকোরঠা ফুলগাছ। (ত্রি) ৫ ছাদক, আচ্ছাদনকর্ত্তা। "ফণাভৃতাং ছাদনমেকমোকসঃ।" (মাঘ ১স°)

ছাদিত (ত্রি) ছাদি-ক্ত ইড়াগমাৎ সাধুঃ পক্ষে ছন্ন (বা দান্তশান্তপূর্ণদস্তস্পষ্টচ্ছন্নজ্ঞপ্তাঃ। পা ৭।২।২৭) আচ্ছাদিত, ছন্ন। "ঘনতরঘনবৃন্দৈশ্ছাদিতৌ পুষ্পবন্তৌ।" (উদ্ভট)

ছাদিন্ (ত্রি) ছাদয়তি আচ্ছাদয়তি ছাদি-ণিনি। আচ্ছাদনকর্ত্তা, ছাদক।

ছাদিষেয় (ত্রি) ছদিষে ইদং ছদিস্-ঢঞ্ (ছদিরুপাধিবলে র্ঢঞ্। পা ৫।১।১৩) ছাদনির্ম্মাণার্থ তৃণাদি।

ছাদ্মিক (ত্রি) বাহিরে ধার্ম্মিক অন্তরে ঘোর কপট। "ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ" (মনু ৪।১৯৫) 'ছদ্মনা চরতি ছাদ্মিকঃ। ছদ্ম ব্যাজঃ। প্রকাশং ধার্ম্মিকঃ রহসি নিক্ষিপ্তমপহরতি, অপ্রকাশ্যং প্রকাশয়তি।' (মেধাতিথি)

ছাদী (স্ত্রী) চর্ম্ম, চামড়া।

ছান্দত (পুং) ঋষিভেদ।

ছানা (দেশজ) ১ শিশু সন্তান। ২ আমিক্ষা। [আমিক্ষা ও দুগ্ধ দেখ।] ৩ হস্তাদি দ্বারা কোন বস্তু মন্থন করা।

ছানি (দেশজ) চক্ষুরোগবিশেষ। এই রোগের প্রথমে রোগী দূরস্থ বস্তু অস্পষ্ট দেখে। দিবা ভাগে দৃষ্টি যেরূপ ঘোলা হয়, রাত্রিকালে অথবা মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সেরূপ হয়না, কিঞ্চিৎ পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়। এই রোগে চক্ষুর মণি ক্রমে অস্বচ্ছ হইয়া শ্বেতোজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। উহা কঠিন, কোমল

ও বিমিশ্র এই ত্রিবিধ হয়; তন্মধ্যে বার্দ্ধক্য অবস্থায় প্রায়ই কঠিন হইয়া থাকে।

কিরূপে এই রোগের উৎপত্তি হয়, তদ্বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত দিয়া থাকেন। যাহা হউক, যাহাতে চক্ষুমণির পরিপোষণের ব্যাঘাত ঘটে, তাহাকেই এই ছানি রোগের কারণ বলা যায়। বার্দ্ধক্য, বহুমূত্র, চক্ষুগর্ত্তের অপরাপর অবয়বের প্রদাহ, আঘাতজনিত কিম্বা আজন্মজাত হইলে ছানি সেই সেই নামে উক্ত হয়। অন্তরোগ জন্য দৃষ্টির অস্পষ্টতা জন্মিলে রোগীর আলোকান্ধকারে প্রভেদ জ্ঞান থাকে না এবং তারা সঙ্কোচন ও প্রসারণে অক্ষম থাকে। এরূপ স্থলে অস্ত্রসাধনেও পুনর্দৃষ্টি লাভ করা অসম্ভব।

চক্ষুর মণি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, কোমল ও বর্ত্তুলাকৃতি, ছানি পড়িলে উহা পীতাভ মলিন শ্বেতবর্ণ হয় ও অপেক্ষাকৃত অধিক চেপ্টা হইয়া যায়। ছানি থাকিলে কেবলমাত্র আলোক ও অন্ধকার জ্ঞান থাকে, কোন বস্তুরই আকার দেখিতে পাওয়া যায়না। এই সময় অস্ত্র চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অস্ত্রচিকিৎসকগণ অতি সাবধানে এই মলিন মণি চক্ষু হইতে বাহির করিয়া ছানি আরোগ্য করেন। এদেশীয় চক্ষু-চিকিৎসকগণ ঐ মণি বাঁধিয়া দেয় কিম্বা অস্ত্রদ্বারা উহা ঠেলিয়া চক্ষুতারকার দ্রবগোলকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। ইহাতে কিছু দিনের জন্য বিলক্ষণ দৃষ্টিশক্তি থাকে বটে, কিন্তু তারকা মধ্যে চক্ষুমণির অবস্থান-নিবন্ধন, বেদনা, জলপড়া ইত্যাদি রোগে চক্ষু একবারে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় একবারে ভাল হইতেও দেখা যায়।

আঘাত জন্য ছানি হইলে অনেক সময় তাহা আপনা হইতেই সারিয়া যায়, সুতরাং হঠাৎ অস্ত্রচিকিৎসা করান ভাল নহে। ক্যানাব, কোনায়ম, ফস্প, সাইলেক্স, সল্‌ফর ইত্যাদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে অস্ত্র ব্যতীত অনেক ছানি আরোগ্য হইয়াছে। চক্ষু অঞ্জন প্রভৃতি দ্বারা ধৌত করিলেও উপকার হয়।

ছাতুয়া, ১ বালেশ্বর জেলার একটী পরগণা। ২ বালেশ্বর জেলার একটী নদী। ৩ বালেশ্বর জেলায় পাঁপোড়া নদীর তীরে একটী গ্রাম। চাউলের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।

ছান্দস (পুং) ছন্দোবেদং অধীতে বেত্তি বা ছন্দস্-অণ্ (তদধীতে তদ্বেদ। পা ৪।২।৫৯)। ১ বেদাধ্যেতা শ্রোত্রিয়। ছন্দসো ব্যাখ্যানগ্রন্থস্তত্র ভবঃ ইত্যণ্ (ছন্দসো যদণৌ। পা ৪।৩।৭১) ছন্দসোঽয়ং। তস্যেদং ইত্যণ্ বা। (ত্রি) ২ বেদভব বা বেদ-সম্বন্ধীয়। "ছান্দসীভিরুদারাভিঃ শ্রুতিভিঃ সমলঙ্কৃতঃ" (হরিব° ২২৩ অঃ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ছান্দসক (ক্লী) ছান্দসস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ছান্দস-মনোজ্ঞাদিত্বাৎ বুঞ্। (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) ছান্দসের কর্ম্ম অথবা ভাব, ছান্দসত্ব।

ছান্দসত্ব (ক্লী) ছান্দস-ভাবে ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯) ছন্দঃসম্বন্ধীয়ত্ব, বেদসম্বন্ধীয়ত্ব। "দুর্ব্বরায়েশশ্চান্দসত্বায় ভবতি" (পা ৭।১।৩৯ বৃত্তি)

ছান্দসীয় (ত্রি) ছান্দস-ছ। ছান্দস সম্বন্ধী।

ছান্দোগ্য (ক্লী) ছন্দোগানাং ধর্ম্ম আম্নায়ো বা ছন্দোগ-ঞ্য (ছন্দোগৌক্থিকযাজ্ঞিকবহ্বৃচ নটাঞ্ঞ্যঃ। পা ৪।৩।১২৯) ১ সামবেদীয় একখানি উপনিষৎ। "ঐতরেয়ং চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকমেবচ"। (মৌক্তিকোপ ১অঃ) ২ ছন্দোগের ধর্ম্ম। ৩ ছন্দোগদিগের সমূহ।

ছান্দোভাষ (ত্রি) ছন্দোভাষা ঋগয়নাদিত্বাদণ্। (অনুগয়নাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৩) ছন্দোভাষাসম্বন্ধীয়।

ছান্দোমান (ত্রি) ছন্দোমান-ঋগয়ণাদিত্বাদণ্। ছন্দের পরিমাণ বা সংখ্যাসম্বন্ধীয়।

ছান্দোমিক (ত্রি) ছন্দোমস্যেদম্ ছন্দোম-ঠক্। ১ ছন্দোম যজ্ঞ সম্বন্ধীয়। "যথো এতচ্ছান্দোমিকং সূক্তংসৌর্য্যবৈশ্বানরং ভবতি" (নিরুক্ত ৭।২৪)

ছান্দোবিচিত (ত্রি) ছন্দোবিচিতি ঋগয়নাদিত্বাদণ্। ছন্দঃ-সমূহসম্বন্ধীয়, ছন্দোবিস্তারসম্বন্ধীয়।

ছাপ (দেশজ) ১ মুদ্রা। ২ চিহ্ন। ৩ ছাপা। ৪ আবরণ, লুকান।

ছাপন (দেশজ) ১ বস্ত্রাঙ্কন, মুদ্রাঙ্কন। ২ গোপন।

ছাপর (দেশজ) ১ নৌকার ছাদ। ২ বিছানার আচ্ছাদনী, চাদর।

ছাপরখাট (দেশজ) শয়নের খাট।

ছাপা (দেশজ) কোন মোহর কিম্বা ধাতুকাষ্ঠ বা প্রস্তরাদিতে উচ্চ বা গভীরাকারে খোদিতলিপি অথবা চিত্রাদির উপর বর্ণ দ্রব্যযোগে কাগজ বস্ত্রাদিতে ছাপ দিয়া প্রতিকৃতি তোলাকে ছাপা কহে। অনায়াসে ছাপ দিয়া একটী ছবি বা লিপির বহু-সংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত করাই ছাপার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নানা উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে, যথা ধাতুময় অক্ষর দ্বারা পুস্তকাদি ছাপান, কাঠের উপর ছবি প্রভৃতি খোদিয়া ছাপান (Wood-cut Printing), তামা বা ইস্পাতের পাতে ছবি খোদিয়া ছাপান (Copper or Steel-plate Printing) ও প্রস্তরের উপর ছবি আঁকিয়া ছাপান (Lithography)। [কাষ্ঠ, তাম্র ও ইস্পাতে খোদিত চিত্রের বিস্তারিত বিবরণ তক্ষকতা শব্দে এবং প্রস্তরের ছবির বিষয় লিথোগ্রাফ শব্দে লিখিত হইবে।] এস্থলে কেবল পুস্তক মুদ্রণের বিষয়ই বর্ণনা করিব

প্রথমে তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রফলক প্রভৃতিতে পুস্তকাদি লিখিত হইত। তৎপরে এদেশে কাগজ প্রচলিত হয়। কোন্ সময় হইতে যে এদেশে কাগজ প্রচলিত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। [কাগজ দেখ।]

পূর্ব্বে কাগজ প্রস্তুত হইলেও লিপিকার্য্য হস্ত দ্বারাই চলিত। সুতরাং একখানি অভিনব পুস্তকের বহুল প্রচার অতি দীর্ঘকালসাপেক্ষ ছিল। পুস্তকের দুর্লভতা জন্ত অতিশয় দুর্ম্মূল্য ছিল। সংবাদপত্রাদি এরূপ স্থলে থাকা সম্ভব নয়। এখন মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অতি অনায়াসে লক্ষ লক্ষ পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে। সকলেই ইচ্ছা করিলে অল্পব্যয়ে সুন্দর অক্ষরে ছাপা সকলপ্রকার পুস্তক প্রাপ্ত হইতেছে। আজি একখানি অভিনব গ্রন্থ কেহ প্রণয়ন করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে তাহা দেশময় প্রচারিত হয়। মুদ্রাযন্ত্রসাহায্যে আজিকার ঘটনা সহস্র সহস্র সংবাদপত্রে ছাপা হইয়া ডাকযোগে দেশের নানাস্থানে নীত হইতেছে এবং কল্যাই লক্ষ লক্ষ লোকের নয়ন পথে পতিত হইতেছে। যাহা হউক এই ছাপাখানা দ্বারা পুস্তক সস্তা হওয়াতে বিদ্যাশিক্ষা যে কত সুলভ ও জ্ঞানলাভ যে কত সহজ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

বর্ত্তমান প্রণালীতে পুস্তক মুদ্রাঙ্কণপ্রথা সর্ব্বপ্রথম ১৪২০ হইতে ১৪৩৮ খৃঃ অব্দ মধ্যে হলণ্ড ও জর্ম্মণিতে আবিষ্কৃত হয়। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে কাষ্ঠ প্রভৃতির ছাপ দিয়া লিপি তুলিবার প্রথা বহুদেশে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, চীনদেশেই ছাপার আদি সৃষ্টি হয় *। তাহা হইতে বিবিধ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়া বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ৯৫০ হইতে ৯৩০ পূঃ খৃঃ অব্দের মধ্যে মং-তাঁও নামে জনৈক রাজমন্ত্রী সর্ব্বপ্রথম চীনে ছাপা আবিষ্কার করেন। তাঁহার ছাপিবার প্রণালী বর্ত্তমান কাষ্ঠফলক খোদিত চিত্রের ন্যায়। চীনগণ আজও পুস্তক মুদ্রিত করিতে ধাতুনির্ম্মিত খুচরা অক্ষর ব্যবহার করে না, সেই প্রাচীন প্রথানুসারেই পুস্তকাদি ছাপিয়া থাকে। তাহারা পাতলা কাগজের এক পৃষ্ঠা লিখিয়া উহার লেখার দিক্ একটী পালিস্ করা কাঠের উপর বসাইয়া দেয়, তৎপরে কাঠে ঐ লেখার উল্টা দাগ পড়িলে, লেখা ব্যতীত অপরাংশ খোদিয়া ফেলে। তাহারা যন্ত্র দ্বারা পুস্তক ছাপে না। ঐ কাষ্ঠফলকের উপর কালি মাখাইয়া তাহার উপর কাগজ রাখিয়া একরূপ বুরুশ দিয়া অল্প অল্প চাপ দেয়, তাহাতে এক পৃষ্ঠায় ছাপ উঠে।

* বড়লাট হেষ্টিংসের সময় কাশীধামে মৃত্তিকা মধ্য হইতে কাষ্ঠনির্ম্মিত কল পাওয়া যায়। অনেকে বলেন পূর্ব্বে ঐরূপ যন্ত্র দ্বারা ভারতবর্ষে ছাপা হইত, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে অনুমান ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ নাই।

বলা বাহুল্য এরূপ প্রণালী যে অতি কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিনিসনগরবাসী বণিকগণ সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপে এইরূপ কাষ্ঠফলকের ছাপা প্রচলিত করে। প্রথমে কেবল খেলিবার তাস ঐ প্রণালীতে ছাপা হইত। ১৪৪০ খৃঃ অব্দে কাষ্ঠফলকে একখানি বাইবেল ছাপা হয়।

অবশেষে জন গুটেনবর্গ নামে জনৈক জর্ম্মণ এক একটী অক্ষর পৃথক্ তৈয়ার করিয়া ছাপার প্রকৃতপথ প্রদর্শন করিলেন। (১৪৫০—১৪৫৫ খৃঃ অঃ)।

অনেকে বলেন, গুটেনবর্গ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে অক্ষরপ্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করেন, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যে স্বয়ং অক্ষরের অনেক উন্নতি করিয়া যান, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল অক্ষর কাষ্ঠ কিম্বা ধাতুর উপর খোদিয়া বাহির করা হইত, অবশেষে সুফার নামে অপর একজন জর্ম্মণ ছাঁচে ঢালিয়া অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রথা উদ্ভাবন করিলেন। ১৪৫৯ খৃঃ, এইরূপ ছাঁচে ঢালা অক্ষরের দ্বারা প্রথম পুস্তক ছাপা হয়। কিন্তু কারিকরগণ নির্ম্মাণকৌশল গোপন রাখায় বিদেশে প্রচারিত হইতে পারে নাই। ১৪৬২ খৃঃ অব্দে মেণ্ট্জ্ নগর ধ্বংস হইলে তথাকার ছাপাকরগণ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং পুস্তক ছাপা প্রচলন করে।

১৪৬৫ খৃঃ অব্দে ইটালীতে, ১৪৬৯ অব্দে ফ্রান্সে, ১৪৭৪ অব্দে ইংলণ্ডে এবং ১৪৭৭ অব্দে স্পেনদেশে ছাপার কৌশল প্রচলিত হয়।

পরে প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত ছাপাকরগণ নিজেই অক্ষর ও ছাপার দ্রব্যাদি সমস্তই তৈয়ার করিয়া লইত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওলন্দাজগণ পৃথক্ অক্ষর তৈয়ারের কারখানা খুলে। হলণ্ড হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে অক্ষর রপ্তানি হইত। পরে নানাস্থানে অক্ষরের কারখানা স্থাপিত হইল। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম ক্যাশলন ইংলণ্ডে অক্ষরের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিলেন।

ছাঁচে ঢালা অক্ষর হস্তনির্ম্মিত অক্ষর অপেক্ষা অনেক লঘু ও সছিদ্র হইত এবং প্রস্তুতপ্রণালী সময়সাপেক্ষ ছিল বলিয়া প্রতিদিন অতি অল্প পরিমাণই অক্ষর তৈয়ার হইত। অবশেষে ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্কনিবাসী ডেভিড্ ব্রুস্ অক্ষর প্রস্তুত করিবার এক কল প্রস্তুত করিলেন। ঐ কল ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে আরও উৎকৃষ্ট উপায়ে বাষ্পীয় কলদ্বারা চালিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে হস্ত দ্বারা ছাঁচে কলে প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ চারিশতের অধিক অক্ষর প্রস্তুত হইত না, কিন্তু ডেভিড্ ব্রুসের বাষ্পীয় কলে প্রতি মিনিটে

১০০ একশত পর্য্যন্ত অক্ষর তৈয়ার হয় অথচ ঐ সকল অক্ষর দৃঢ় ও শুদ্ধ। অক্ষর ঢালা হইলে পর সে গুলিকে ঘসিয়া, ছাটিয়া এবং খাঁজ কাটিয়া লইতে হয়। পূর্ব্বে ঐ সকল কার্য্য পৃথক্‌রূপে হস্তদ্বারা করা হইত, পরে ১৮৭১ খৃঃ অব্দে কলে একবারেই ঐ সকল কার্য্য করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখন কল হইতে একবারেই ছাপার উপযুক্ত অক্ষর তৈয়ার হইতেছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অক্ষরের মুখ তামা দিয়া মোড়া হয়, তাহাতে অক্ষর আরও দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইয়াছে।

ছাপার কার্য্যে নানা প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার অক্ষরেরই দৈর্ঘ্য ঠিক এক ইঞ্চি। যাবতীয় কারখানার কারিগরগণ এই পরিমাণ ঠিক রাখিতে চেষ্টা করে, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন কারখানার হরপ একত্র ব্যবহার করিতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও এক ছাপাখানায় একই কারখানার তৈয়ারি হরপ ব্যবহার করা উচিত। অক্ষরগুলির বিস্তৃতি সমান, তবে কোন অক্ষর বড়, কোনটী বা ছোট বলিয়া উহাদের বেধের তারতম্য হইয়া থাকে। বিস্তৃতি সমান বলিয়া এক পংক্তির সমস্ত অক্ষরগুলি ঠিক দুইখানি সীসার পাতার ভিতর আড়ভাবে থাকিতে পারে। কোন কোন অক্ষর তাহার গাছ হইতে বড়; সুতরাং উহাদের অংশ গাছ হইতে বাহির হইয়া থাকে। ঐরূপ অক্ষরকে করণ্ (Kern) কহে। বাঙ্গালা ছাপার কাজে রেফ (´), রফলা (‸) প্রভৃতি যোগ করিতে অধিক মাত্রায় করণ্ অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

য়ুরোপীয় প্রথানুসারে বিলাতী যন্ত্রাদি দ্বারা য়ুরোপীয়েরাই এদেশে ছাপা কার্য্য আরম্ভ করেন, এখনও বিলাতী যন্ত্রদ্বারাই ছাপা চলিতেছে। যদিও সম্প্রতি এদেশে অক্ষর ঢালাই হইতেছে, উহার কল প্রভৃতি সমস্তই বিলাতী এবং য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতেই শিক্ষা। সুতরাং এদেশে ছাপাখানাতে ছাপাবিষয়ক সমস্ত ইংরাজী শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অক্ষর ব্যতীত স্পেস (Space) নামে আরও কতকগুলি জিনিস ছাপার শব্দ সকলের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সেগুলি অক্ষরের গাছের ন্যায়, কেবল অগ্রভাগে অক্ষর থাকে না অর্থাৎ অক্ষরের মাথাটী কাটিলেই একটী স্পেস্ হয়। ইহাদের স্থূলতা নানাপ্রকার। যাহার পরিমাণ ইংরাজি এম্ অক্ষরের মত তাহাকে এক এম্ বলে। তদনুসারে উহার অর্দ্ধেককে আধএম্; দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ইত্যাদিকে দুএম্, তিনএম্ ইত্যাদি বলে। এম্‌এর বিস্তৃতি ও বেধ সমান।

অক্ষরের স্থূলতার পরিমাণ লইয়া উহাদের নানারূপ নাম হয়। ইংরাজী ছাপাখানায় ১২ প্রকার অক্ষর সচরাচর প্রচলিত। যথা, ১ গ্রেট্ প্রাইমার (Great primer), ২ ইংলিস্ (English), ৩ পাইকা (Pica), ৪ স্মল পাইকা (Small pica), ৫ লঙ্ প্রাইমার (Long primer), ৬ বর্জ্জাইস্ (Bourgeois), ৭ ব্রেভিয়ার (Brevier), ৮ মিনিয়ন (Minion), ৯ ননপেরিল্ (Nonpareil), ১০ রুবি (Ruby), ১১ পারল্ (Pearl) ও ১২ ডায়মণ্ড (Diamond)। ইহার মধ্যে গ্রেট্ প্রাইমার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পুস্তক মুদ্রণে ইহার অপেক্ষা বৃহৎ অক্ষর ব্যবহৃত হয় না; তবে বহির নাম দিতে আরও বৃহৎ অক্ষর ব্যবহৃত হয়। অপরাপর অক্ষরগুলি ক্রমানুযায়ী ক্ষুদ্র। ডায়মণ্ড অক্ষরই সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইংরাজী ডায়মণ্ড অক্ষর অপেক্ষাও একরূপ ক্ষুদ্র অক্ষর আছে। এ ছাড়া উক্ত অক্ষরগুলির আবার আকারানুসারে নানাপ্রকার ভেদ আছে। যাহা হউক সেই সকল অক্ষরের ব্যবহার অতি অল্প।

পাইকা অক্ষরের পরিমাণ ও আদর্শ লইয়া ছাপার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়, পাইকা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক এমের সমান করিয়া রুল, সীসা প্রভৃতি কাটা হয়; সুতরাং এত এম্ রুল বলিলে পাইকা এম্ বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালায় অক্ষর সকল সমান আকারের ইংরাজী অক্ষরের নামানুসারেই উক্ত হইয়া থাকে। তবে এখনও বাঙ্গালা অক্ষর অতি ক্ষুদ্র হয় নাই। বাঙ্গালা ছাপাখানায় সচরাচর গ্রেট প্রাইমার, ইংলিস, পাইকা, টু-লাইন পাইকা, স্মল পাইকা ও বর্জাইস্ ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে স্মল পাইকাই বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই বিশ্বকোষ কুড়ি পাইকা এম্ স্তম্ভে স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হইতেছে।

গ্রেট প্রাইমার অপেক্ষা বড় অক্ষর সচরাচর যথাক্রমে পারাগন্, ডবল পাইকা, টু-লাইন পাইকা, টু-লাইন ইংলিস, ইত্যাদি। ডবল পাইকা অক্ষর স্মল পাইকার ঠিক দ্বিগুণ। অন্যান্য বড় অক্ষর পাইকার যত গুণ তদনুসারে কথিত হয়, যেমন ৫ গুণ হইলে পাঁচলাইন পাইকা, ৬ গুণ হইলে ছলাইন পাইকা ইত্যাদি। বৃহৎ বৃহৎ বিজ্ঞাপনাদি ছাপাইবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষর সকল প্রথমে বালির ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত হইত, এক্ষণে বড় অক্ষর প্রায়ই কোমল কাঠে খোদিয়া প্রস্তুত হইতেছে। তদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রকার চিত্রময় অক্ষর প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

অক্ষর সমস্ত লইয়া যে ব্যক্তি শব্দ ও বাক্যাদি গ্রন্থন করে, তাহাকে ইংরাজিতে কম্পোজিটার কহে। একটী সমতল অগভীর কাঠের ডালাতে ও তাহার তিন দিকে তিনটী

হেলান ডালাতে অক্ষর সাজান থাকে। ঐ ডালাগুলিকে ইংরাজীতে কেস্ (Case) কহে। কেস্‌গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেক খোপে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর থাকে। ছাপার সকল অক্ষর সমান ব্যবহৃত হয় না. সুতরাং যে সকল অক্ষরের অধিক দরকার, সেগুলি নীচের ডালার বড় বড় খোপে থাকে। কম্পোজিটার সম্মুখে বসিয়া অভ্যাসবলে অতি সত্বরই ঐ সকল ঘর হইতে যথাযথ অক্ষর লইয়া একটী পিতলের ফ্রেমে সাজাইতে থাকে। ঐ পিতলের ফ্রেমের নাম কম্পোজিং-ষ্টিক্ (Composing-stick)। বাম হাতে ষ্টিক্ ধরিয়া ডান হাতে অক্ষর লইয়া ষ্টিকের বামদিক্ হইতে সাজাইয়া যায়। এক একটী অক্ষর যেমন সাজান হয়, অমনি বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা উহা ধরিয়া রাখে। সমস্ত পঙ্‌ক্তি কম্পোজ হইলে পুনরায় অন্য পংক্তি আরম্ভ করে, এইরূপে সমস্ত ষ্টিক্ পূর্ণ হইলে উহা হইতে গ্রথিত অক্ষরগুলি একটী কাঠের ফ্রেমে রাখিয়া দেয়। কাঠের ফ্রেমটীকে গ্যালি (Gally) কহে। প্রত্যেক অক্ষরটী দেখিয়া দেখিয়া সাজাইতে গেলে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়, এইজন্য অক্ষরের গায়ে একটী খাঁজ কাটা থাকে, কম্পোজিটরগণ ঐ খাঁজটীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাজাইয়া যায়। তাহাতেই অক্ষরের মুখ উপরদিকে ও সোজা পড়ে। কম্পোজ ভাল হইল কিনা দেখিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখা উচিত। প্রথমতঃ সমস্ত অক্ষর ঠিক ঠাস্ বসিয়াছে কি না, দ্বিতীয়তঃ পঙ্‌ক্তি সকলের গোড়া ও শেষ ঠিক সমান আছে কি না, তৃতীয়তঃ শব্দ সকলের ব্যবচ্ছেদ সর্ব্বত্র সমান হইয়াছে কিনা। ভাল কম্পোজিটর শব্দ সকল কোথাও ঘেঁস ও কোথাও ছাড়া ছাড়া করেনা, সর্ব্বত্র সমান করিতে চেষ্টা করে।

এক পৃষ্ঠা কম্পোজ হইলে তাহা দড়ি দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধা হয়, পরে এইরূপে যত পৃষ্ঠা দরকার সমস্ত প্রস্তুত হইলে একটী সমতল তক্তার উপর রাখিয়া লোহার ফ্রেমে দৃঢ়রূপে কাষ্ঠফলক দিয়া আঁটা হয়। তৎপরে ঐ ফ্রেমশুদ্ধ অক্ষর সমস্ত ছাপার কলে অর্থাৎ প্রিণ্টিং প্রেসে দেওয়া হয়। কলে একজন শিরীষের বেল্‌না অর্থাৎ রোলার দ্বারা অক্ষরের উপর কালি মাখাইয়া দেয়, অপর ব্যক্তি আধ ভিজা কাগজ ফ্রেমে চড়াইয়া অক্ষরের উপর রাখে এবং একটা হাতা টানিয়া চাপ দেয়। চাপদ্বারা কালি কাগজে লাগিয়া ছাপ পড়ে, তখন একটা হাতল ঘুরাইলে ঐ অক্ষর কাগজ সমেত বাহিরে আইসে, ফ্রেম খুলিলে অপর একব্যক্তি ছাপা কাগজ বাহির করিয়া লয়। তখন আবার কালি মাখান হয়, এইরূপে ছাপা চলিতে থাকে।

কিন্তু এইরূপ কলে ঘণ্টায় সচরাচর ৫০০।৬০০ অপেক্ষা অধিক ছাপা হইতে পারে না। সংবাদপত্রাদির অধিক গ্রাহক থাকিলে এরূপ কলে নিয়মিতরূপে কাজ হয় না। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ডব্লিউ নিকল্‌সন নামে জনৈক ইংরাজ গোল রোলার দ্বারা চাপ দিয়া ছাপিবার কল প্রস্তুত করেন। কিন্তু ঐ কল তখন অধিক ব্যবহৃত হয় নাই। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে বাষ্পীয় কল দ্বারা চালিত ছাপাখানায় বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রিকা মুদ্রিত হয়। ইহাতে সমতল তক্তাতেই অক্ষর সাজান থাকে এবং বাষ্পীয় কলে যেমন গোল রোলার ঘুরিতে থাকে, তখন ঐ অক্ষর সকল একবার উহার নীচ দিয়া যাতায়াত করে। ফিরিয়া আসিবার সময় উহার উপরিস্থ সরু সরু রোলার দ্বারা অক্ষরে কালি মাখান হইয়া যায়। কেবল কাগজ দিতে ও তুলিয়া লইবার জন্য দুইটীমাত্র বালকের প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ কলেও সংবাদপত্রের কাট্‌তি কুলাইয়া উঠিতে পারিল না। ইহা অপেক্ষাও অতি শীঘ্র ছাপা হইবার উপায় চিন্তা হইতে লাগিল।

বহুদিন হইতে য়ুরোপে ও আমেরিকায় কলদ্বারা কম্পোজ করিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক কলও তৈয়ার হইয়াছে, ঐ সকলের সাহায্যে অতি সহজে কম্পোজ হইয়া থাকে। কিন্তু এখনও ঐ কম্পোজিটর-কল বিশেষরূপে প্রচলিত হয় নাই।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্কনিবাসী রিচার্ড এম্ হো (Richard M. Hoe) নামে এক সাহেব ঘূর্ণমান চোঙ্গে (Cylinder) অক্ষর কম্পোজ করিবার কৌশল বাহির করিলেন। এই কলে অক্ষরসমূহ মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ গোলাকার রোলারের গায়ে দৃঢ় আঁটা থাকে। বাষ্পীয় কলে ঐ রোলার অক্ষর সহ ঘুরিতে থাকে। বড় রোলারের চারিদিকে অপেক্ষাকৃত সরু আরও অনেকগুলি রোলার থাকে। এ গুলি চাপ দিবার জন্য; ইহাদের মধ্যে কাগজ ধরিলে তাহা ছাপা হইয়া অন্য দিকে বাহির হইয়া যায়। সরু সরু বহু সংখ্যক রোলার দিয়াও অক্ষরে কালিমাখান হয়। এরূপ প্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত কলের ন্যায় অক্ষর যাতায়াত জন্য সময় নষ্ট হয় না, অক্ষর ও চাপের রোলার উভয়ই ঘুরিতে থাকে, সুতরাং ছাপা অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে। ক্রমে এই কলের উন্নতি হওয়াতে একবারে দুই বা ততোধিক সংখ্যক কাগজ একই রোলারে একবারে ছাপা হইতেছে। ঐ সমস্ত কাগজ অক্ষরযুক্ত বড় রোলার ও উহার চারিদিকের সরু চাপ দিবার রোলার সকলের মধ্য দিয়া ছাপা হয়। সুতরাং অক্ষরের রোলার যত বড় হইবে, উহার চতুর্দ্দিকের চাপ দিবার রোলার গুলির সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি

করিতে পারা যায়, সুতরাং অক্ষরগুলি একবার ঘুরিলে তত-গুলি কাগজে একবারে ছাপ পড়ে। একবারে ১০টা কাগজ এক পৃষ্ঠায় ছাপা হইতে পারে, এমন কলও প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপ শেষোক্ত কলে ঘণ্টায় ২০,০০০ পর্য্যন্ত ছাপ উঠিতে পারে।

ইহার পর ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়াবাসী উইলিয়ম এ বুক এক কল উদ্ভাবন করেন। ইংলণ্ডেও ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে এক কল উদ্ভাবিত হয়। উহাতে কাগজ সকল খণ্ড খণ্ড ছাপা হয় না, লম্বালম্বী এক সুদীর্ঘ কাগজ কৌশলক্রমে একবারে দুই পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়া বাহির হয়। ২।৩ মাইল লম্বা এক কাগজ একটী দণ্ডের গায়ে গুটাইয়া গুটাইয়া তলে পাকান থাকে। উহার একপ্রান্ত খুলিয়া কলে ধরিয়া দিলে অবিশ্রান্ত ছাপা চলিতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত কলে প্রত্যেক কাগজ ধরিতে এক একজন লোকের দরকার, কিন্তু এ কলে আপনি কাগজ বাহির হইতে থাকে এবং যথেচ্ছা আকারে কাটা, ছাপা ও কাগজের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ সমস্ত লম্বা কাগজ আবার কলেই সুচারুরূপে ভাঁজা ও একবারে মোড়াই হইয়া বাহির হয়, তখন উহা এক-বারেই ডাকে দিতে পারা যায়। বিলাতের টাইমস্ প্রভৃতি এবং আমেরিকার অনেক বড় বড় সংবাদপত্র এইরূপে ছাপা হয়। আজ পর্য্যন্ত সংবাদপত্র ছাপিবার যত কল হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৮৩-৪ খৃঃ অব্দে হো সাহেবের কলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে প্রতি মিনিটে ৫০০ শত ও ঘণ্টায় গড়ে ২৫,০০০ হাজার কাগজ দুই পৃষ্ঠায় ছাপা, ভাঁজা ও মোড়াই হইতে পারে।

আজকাল আমেরিকা ও বিলাতে পুস্তকাদিও উল্লিখিত প্রকার কলে ছাপা হইতেছে। পুস্তকাদি ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় ভাঁজি-বার, সেলাই করিবার ও ছাঁটিবার কলও প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং তথায় অল্পকাল মধ্যে এতাদৃশ অধিক সংখ্যক পুস্তক বাহির হইতে পারে যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ভারতবর্ষে ছাপাখানার ব্যবহার অতি আধুনিক। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ বোধ হয় তালপত্র, ভূর্জ্জ-পত্রাদিতেই শকুন্তলা, উত্তর রামচরিত প্রভৃতি লিখিয়া যান। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ তুলট কাগজেই পুস্তকাদি লিখিতেন। যাহা হউক, কাগজ প্রচলিত হইলেও তৎকালে কেহই পুস্তক ছাপিবার কথা আদৌ ভাবে নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়! বোধ হয় মুসলমানদিগের অত্যাচারে তখন দেশীয় সাহিত্য-চর্চ্চা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণী ব্যতীত কচিৎ বিদ্যাশিক্ষা করিত। সুতরাং পুস্তকের তাদৃশ অভাব উপলব্ধি না হওয়ায় বহুসংখ্যক পুস্তক প্রস্তুত করিতে কেহই যত্ন করে নাই। দীর্ঘায়াসসাধ্য হস্তলিখিত পুস্তকেই কথঞ্চিৎ লোকের বিদ্যার্জ্জন পিপাসা শান্তি করিত।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষের গোয়া নগরে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। তাঁহারাই সর্ব্ব-প্রথম রোমান্ অক্ষরে কোঙ্কণী ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। দাক্ষিণাত্যে অম্বলকড়ু নামক স্থানে খৃষ্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে অনেক দেশীয় পুস্তক নেষ্টোরীয় মিশনরীগণ দ্বারা ছাপা হয়। ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে কোচিন নগরে গনসল্‌ভেস্ নামে এক জেস্যুট প্রথম মলবার অক্ষর সৃষ্টি করেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডাম নগরে দেশীয় উদ্ভিজ্জ নাম ছাপিবার জন্ম প্রথম তামিল অক্ষর প্রস্তুত হয়।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হুগলীতে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা বহি ছাপা হয়। এই বহিখানি নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড (Nathaniel Brassey Halhed B. C. S.) প্রণীত একখানি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ। এই পুস্তক ছাপিবার বাঙ্গালা অক্ষরগুলি তদানীন্তন বঙ্গীয় সৈন্সবিভাগের লেপ্টেনাণ্ট সি উইল্‌কিন্স্ (Lieut. C. Wilkins) ও সংস্কৃতজ্ঞ সর্ চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ (Sir Charles Wilkins) কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। লেপ্টেনাণ্ট উইলকিন্স্ সাহেবের উপদেশ ক্রমে পঞ্চানন নামে জনৈক কর্ম্মকার এদেশে সর্ব্বপ্রথম অক্ষর প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। ইনি প্রথমে শ্রীরামপুরের মিশনরীদিগকে প্রত্যেক বাঙ্গালা অক্ষর ১।০ পাঁচসিকা দরে প্রস্তুত করিয়া দেন। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ছাপাখানা হইতে ২য় বাঙ্গালা ছাপা পুস্তক বাহির হয়। যখন ঐ ছাপাখানা হইতে লর্ড কর্ণ-ওয়ালিসের ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের রেগুলেসনের বাঙ্গালা অনুবাদ বাহির হয়, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিসনরীগণ দেবনাগর অক্ষর প্রস্তুত করেন। তাহার পর তাঁহারাই ১৮১৮ খৃঃ অব্দে সমাচারদর্পণ নামে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র বাহির করেন। এই পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে শ্রীরামপুর হইতে জনক্লার্ক মার্সমান সাহেবের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত। ইহার পর কলিকাতায় দিগ্‌দর্শন নামে একখানি মাসিকপত্রিকা বাহির হয়, তাহার পর তিমিরনাশকপত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিমিরনাশকপত্রিকা শীঘ্রই লোপ হইল। সমাচারদর্পণ বহুকাল প্রকাশিত হইবার পর অবশেষে ১৮৪১ খৃঃ অব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

এখন ইংরাজ গবর্মেণ্টের যত্নে দেশে বিদ্যা চর্চ্চার সম্যক্ উন্নতি হওয়ায় ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তকের বহু প্রয়োজন হই-য়াছে। তদনুসারে বাঙ্গালায় অনেক ছাপাখানা হইয়াছে।

রেলপথ বিস্তার ও ডাকের সুব্যবস্থা হওয়ায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, ক্রমে দৈনিক সকল প্রকার সংবাদপত্রই ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হইতেছে। প্রথমে এদেশে কেবল হাতেই ছাপা হইত, এখন বড় বড় সংবাদপত্রাদি বাষ্পীয় কলে ছাপা হইতেছে।

প্রতি বর্ষ শত শত বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক এদেশে ছাপা হইতেছে। ইংরাজী, বাঙ্গালা, দেবনাগর প্রভৃতি যাবতীয় বর্ণমালাই দেশীয় অক্ষরের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ছাপার কল সমস্তই য়ুরোপ বা আমেরিকা হইতে আনীত। বাঙ্গালার ন্যায় বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানেও ছাপাখানা হইয়াছে। এখন প্রায় প্রত্যেক নগরেই ছাপাখানা হইতেছে।

ষ্টিরিওটাইপিং (Stereotyping)।—একবার অক্ষর কম্পোজ করিয়া তাহার ছাঁচ প্রস্তুত ও তাহা হইতে গালা বা সীসা প্রভৃতি ধাতু দ্বারা অবিকল অক্ষরের প্রতিরূপ করিতে পারা যায়। এইরূপে একটী বা ততোধিক প্রতিরূপ করিয়া অক্ষরগুলি পুনরায় অন্য পুস্তক কম্পোজ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, অথচ পূর্ব্বকৃত প্রতিরূপ ফলকটী দ্বারা পুনরায় যথেচ্ছা সেই খণ্ড ছাপিতে পারা যায়। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম জেড নামে স্কটলণ্ডবাসী জনৈক স্বর্ণকার বাইবেল ও স্তোত্রাদি ছাপিবার জন্য প্রথম ষ্টিরিওটাইপ্ প্রস্তুত করে। তদবধি ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী নানারূপ হইলেও সকলেরই মূল প্রায় এক। সকল প্রণালীতেই কর্দ্দম, সূক্ষ্ম বালুকা, বিলাতি মাটী প্রভৃতি মিশাইয়া উত্তপ্ত ও পেষণ করিতে হয়। ঐ প্রস্তুত দ্রব্যে অক্ষরের ছাপ দিলে ছাঁচ অতি শীঘ্রই শুখাইয়া দৃঢ় হয়, তখন উহাতে অক্ষরনির্ম্মাণোপযোগী সীসা, রসাঞ্জন প্রভৃতি ধাতু গলাইয়া ঢালিয়া দিলে অবিকল অক্ষরের প্রতিরূপ প্রস্তুত হয়।

যথোচিত দক্ষতা ও তৎপরতা সহ এইরূপ ফলক ৮।১০ মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হইতে পারে। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকার জন্য এইরূপ ফলক ৮ মিনিটেই প্রস্তুত হয়। ঐ সকল ফলক সাহায্যে একবারে একই লেখা দুই তিন স্থানে ছাপা হইতে পারে। এই জন্যই ঐ সকল সংবাদপত্র অতি অল্পকালের মধ্যে ছাপা হয়।

ইলেক্ট্রোটাইপিং (Electrotyping)।—এই প্রথা ১৮৩৯ হইতে ১৮৪১ খৃঃ অব্দের মধ্যে নিউইয়র্ক নগরে জোসেফ এ এডামস্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। একখণ্ড পীতবর্ণ মোমের উপর অক্ষর বা চিত্রের ছাপ মারিয়া ঐ মোমের উপর উডপেন্সিল্ বা অন্য কোন তাড়িত-পরিচালক বস্তুর গুড়া মাখাইয়া দিতে হয়। ইহাতে মোমের ছাপ দেওয়া পৃষ্ঠ তাড়িত-পরিচালক হইয়া যায়। তৎপরে ঐ মোম রাসায়নিক উপায়ে তামা দ্বারা গিল্টি করিয়া লইলে তামা যখন খুব পুরু হইয়া পড়ে, তখন উহা হইতে মোম ধুইয়া ফেলে। এই পাতলা তামার ছাঁচের পশ্চাদ্দিকে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া লইলেই মুখে তামার পাতমোড়া সুন্দর অক্ষরের ফলক প্রস্তুত হয়। ষ্টিরিওটাইপ্ অপেক্ষাও এইরূপ ফলক দীর্ঘকালস্থায়ী। তিন লক্ষ ছাপের পরও এইরূপ অক্ষরের বিশেষ ক্ষয় দৃষ্ট হয় না। কাষ্ঠফলকাদি চিত্রের এই উপায়ে বহুসংখ্যক অবিকল অনুরূপ ফলক করিতে পারা যায়, অথচ কাষ্ঠফলকখানি যেমন তেমনিই থাকে।

ছাপ্‌রা, মধ্যপ্রদেশে সিওনী জেলার লক্ষণাদর তহসীলের একটী পুরাতন সহর। সিওনী নগর হইতে ২২ মাইল উত্তরে জব্বলপুর যাইবার রাস্তায় অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু পিণ্ডারীদিগের দৌরাত্ম্যে উৎসন্নপ্রায় হয়।

ছাপ্‌রা, বেহারপ্রদেশস্থ সারণ জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৯৯৮ বর্গ মাইল। গ্রামসংখ্যা প্রায় ১৬৪৩। প্রতি বর্গমাইলে গড় অধিবাসীর সংখ্যা ৯৮৮। ইহার পূর্ব্বদিকে গণ্ডকী নদী, দক্ষিণে গঙ্গা ও পশ্চিমে ঘর্ঘরা নদী প্রবাহিত। বন্যার সময় ইহার অনেক স্থল জলপ্লাবিত হয়। ইহাতে পাঁচটী থানা আছে, যথা—ছাপ্‌রা, দিঘবারা, পরশা, মাঝি ও বসন্তপুর।

২ উক্ত সারণ জেলার প্রধান নগর। এই নগর ঘর্ঘরা নদীতীরে গঙ্গার ১ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৬′ ৪২″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ৪৬′ ৪৯″ পূঃ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মাইল, প্রস্থ কোথাও ১৷৷° মাইলের অধিক নহে। এই নগরের অবস্থান অতি নিম্ন। পশ্চিম ও উত্তরদিকে দুইটী বাঁধ। অধিবাসী (১৮৯১ খৃঃ অঃ) ৫৭৩৫২ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৪৩৫৮, মুসলমান ১২৮২৯, খৃষ্টান ৯৩, জৈন ৬৭ ও বৌদ্ধ ৪ জন। অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে বিচারালয়, কারাগার, ডাকঘর, থানা, পান্থনিবাস, সরকারী হাঁসপাতাল, ইংরাজী বিদ্যালয়াদি আছে। পূর্ব্বে গঙ্গানদী এই নগরের অতি নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত, এখন প্রায় ১ মাইল দূরে পড়াতে ইহার কৃষিকার্য্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। পূর্ব্বে ছাপ্‌রা সোরার ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজগণ ইহাতে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ঐ ব্যবসা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। এখানকার মাটী ও পিতলের বাসন অতি উৎকৃষ্ট। ছাপ্‌রা হইতে বাহির হইয়া কয়েকটী রাস্তা শোণপুর, মুজাফরপুর, মতিহারী, সেবান ও গুঠনী গিয়াছে। এই স্থান জর্ম্মণ মিশনরীদিগের একটী প্রধান আড্ডা।

ছায় (স্ত্রী) অনাতপ। "সন্তিরায় বিতিরায়চ্ছায়ায়ানা তপায়চ" (ভারত ২৮৬ অ°)

ছায়া (স্ত্রী) ছ্যতি ছিনত্তি সূর্য্যাদেঃ প্রকাশঃ নাশয়তি ছো-য (মাচ্ছাসসিসূভ্যো যঃ। উণ্ ৪।১০৯) ততষ্টাপ্। ১ অনাতপ, রৌদ্রশূন্য। পর্য্যায়—তাবানুজা, শ্যামা, অতেজঃ, তীক্ষ্ণ, অনাতপ, আভীতি, আতপাভাব, ভাবালীনা। "উপচ্ছায়ামিব ঘৃণের্‌গম" (ঋক্ ৬।১৬।৩৮) "ছায়ামিব প্রতান্ সূর্য্যঃ" (অথর্ব্ব ৮।৫।৮)

বৈদ্যকমতে ছায়ার গুণ—মধুর, শীতল, দাহশ্রমহারী, ঘর্ম্ম-নাশী। (রাজনি°) মেঘের ছায়া, শ্রম, ভ্রম, মূর্চ্ছা ও সন্তাপ-নাশক। (রাজবল্লভ) বিশেষতঃ বটবৃক্ষের ছায়া বল ও বর্ণ-বর্দ্ধক। (চরক)। প্রদীপ, খাট ও শরীরের ছায়া অত্যন্ত দোষকর। (কর্ম্মলোচন)

জ্যোৎস্না, আতপ, জল, দর্পণ ও কাহারও অঙ্গে যাহার ছায়া বিকৃতভাবে পতিত হয়, তাহার মৃত্যু আসন্ন। ছিন্ন ভিন্ন, আকুল, হীন বা অধিক বিভক্ত, মস্তক শূন্য বা বিকৃত ও প্রতিচ্ছায়ারহিত এরূপ ছায়া অতি অপ্রশস্ত ও কোন কারণ জন্য নহে, যাহারা মুমূর্ষু তাহাদেরই ঐরূপ ছায়া পতিত হয়। যিনি স্বপ্নকালে নিজের ছায়ার অবয়ব সংগঠন বা প্রমাণ, বর্ণ ও প্রভা পরিবর্ত্তিত দেখেন, তাহারও মৃত্যু আসন্ন।

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণে পাঁচ প্রকার ছায়া আছে। যথা—আকাশ সম্বন্ধীয় ছায়া নির্ম্মল, নীলবর্ণ, স্নেহ ও প্রভাযুক্ত। বায়বীয় ছায়া রূক্ষ, কপিশ ও অরুণবর্ণ এবং নিষ্প্রভ। অগ্নির ছায়া বিশুদ্ধ রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল ও রমণীয়। জলীয় ছায়া নির্ম্মল, বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নীলবর্ণ ও সুস্নিগ্ধ। পৃথিবীর ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, শ্যাম ও শ্বেতবর্ণ। ইহার মধ্যে বায়বীয় ছায়া অপ্রশস্ত ও বিনাশের বা মহাকষ্টের কারণ।

অগ্নির প্রভা সাত প্রকার—রক্ত, পীত, শুক্ল, কপিশ, হরিত, পাণ্ডুর ও কৃষ্ণ। বিকাসী, স্নিগ্ধ ও বিপুল প্রভাই শুভ এবং রূক্ষ, মলিন ও সংক্ষিপ্ত প্রভাই অশুভ। প্রভার শুভাশুভ অনুসারে তদ্‌যুক্ত ছায়া প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত।

(চরক ইন্দ্রিয়স্থান ৭ অঃ)

বর্ত্তমান বিজ্ঞান মতে কোন অস্বচ্ছ বস্তুর ব্যবচ্ছেদ হেতু যে স্থান হইতে আলোক অপসারিত হয়, সেই সমস্ত স্থানকে ছায়া কহে। এই ছায়া ভূমি বা অন্য কোন তলক্ষেত্র দ্বারা বিভক্ত হইলে যে প্রতিকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকেও ঐ অস্বচ্ছ বস্তুর ছায়া কহে। ছায়া সর্ব্বদা বস্তুর সমানাকৃতি হয় না। আলোকপ্রদ বস্তুর আকার ও দূরত্বভেদে এবং তলের সহিত অস্বচ্ছ বস্তুর অবস্থানভেদে ছায়ার ভেদ হইয়া থাকে। আলোক বহুদূরবর্ত্তী এবং তলক্ষেত্রের উপর লম্বভাবে থাকিলে ছায়া বস্তুর ব্যবধানের প্রায় সমান হয় এবং ছায়ার প্রান্ত অতি সুস্পষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন ছায়া প্রায়ই ব্যবহিত বস্তু হইতে ভিন্নাকৃতি হইয়া থাকে। আলোকের গতি সরল রেখাক্রমে হইয়া থাকে। একটীমাত্র বিন্দু হইতে আলোক নির্গত হইলে সকল বস্তুরই ছায়া একটীমাত্র ও অতি সুস্পষ্ট হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ একটী বিন্দু হইতে আলোক উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব; সুতরাং বস্তুর একটীমাত্র ছায়া না হইয়া অনেকগুলি ছায়া উৎপন্ন হয়। যেখানে সমস্ত ছায়াগুলি উপরি উপরি পতিত হয়, তথায় ছায়া সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় ও ক্রমে চারিদিকে পাতলা হইয়া যায়। এই পাতলা অংশকে উপচ্ছায়া (Penumbra) কহে। আলোকপ্রদ বস্তু ব্যবহিত বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে ছায়াময় স্থান ক্রমশঃ হ্রস্ব হইতে থাকে, কিন্তু ব্যবহিত বস্তু বৃহত্তর হইলে, ছায়া ক্রমশঃই বৃহৎ হইতে থাকে। ছায়া ও উপচ্ছায়ার চিত্র দেওয়া গেল।

মধ্যস্থ বর্ত্তুলটী আলোকপ্রদ। ক ক´ অপেক্ষা খ খ´ ক্ষুদ্রতর এবং গ গ´ বৃহত্তর। ক ক´ এর দুই প্রান্তস্থ বিপরীত বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি খ খ´ এর দুই প্রান্ত দিক্ ঘ বিন্দুতে মিশিয়াছে। সুতরাং খ খ´ ঘ নামক স্থান সম্পূর্ণ ছায়া, এবং ঘ খ জ ও ঘ খ´ জ´ নামক স্থান উপচ্ছায়া, গ গ´ বৃহত্তর বলিয়া ইহার ছায়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং গ গ´ এর ছায়া ক ক´ এর বিপরীত দিকে মিলিত হইতে পারে না। জ খ ঘ নামক উপচ্ছায়া খ খ´ ঘ নামক ছায়াসূচীর চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে; এই স্থান ক ক´ এর কোন না কোন অংশ হইতে আলোকিত হয়। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া ঠিক এই ভাবেই থাকে। এই সময়ে চন্দ্র ঘ খ জ এই উপচ্ছায়ার মধ্যে আসিলে রক্তবর্ণ দেখায়। অস্বচ্ছ
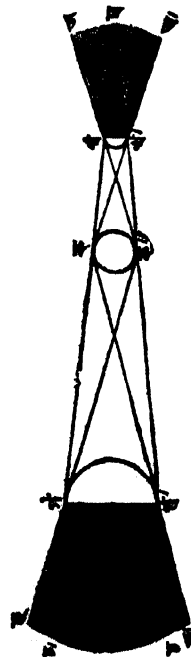
বস্তুর ছায়া নিকটে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট হয়, ক্রমে ছায়া যত দূরে যাইতে থাকে ততই উপচ্ছায়ার ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলোকের আকার ও যে তলে ছায়া প্রক্ষিপ্ত হয় তাহার অবস্থানভেদে ছায়ার আকার ভেদ হয়।

২ প্রতিবিম্ব। "মন্নি তেজ ইতিচ্ছায়াং স্বাং দৃষ্ট্বা সুগতাং স্রপেৎ" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৭৯) ৩ কান্তি, শোভা, দীপ্তি। "সং ছায়য়া দধিরে সিধ্রিয়াপ্সু" (ঋক্ ৪।৩৪।৬) 'ছায়য়া দীপ্ত্যা'

(সায়ণ) ৪ পালন। ৫ উৎকোচ, ঘুষ। ৬ পংক্তি, শ্রেণী। ৭ কাত্যায়নী। (শব্দরত্নাকর)। ৮ সূর্য্যের এক পত্নী। বিবস্বান্ সূর্য্যের সংজ্ঞা নামে এক পত্নী ছিলেন। তাহার গর্ভে বৈবস্বত শ্রাদ্ধদেব এবং যম ও যমুনার জন্ম। পতির রূপে তাহার চিত্ত সন্তুষ্ট ছিলনা। সূর্য্যের তেজ তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় মায়াদ্বারা নিজের ছায়া হইতে আত্মসদৃশ এক কামিনী করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "হে ভদ্রে! আমি পিতার ভবনে গমন করিতেছি, তুমি আমার এই বালকদ্বয় ও কন্যাটিকে প্রতিপালন কর এবং এই বৃত্তান্ত কাহারও নিকট যেন প্রকাশ করিও না" এই বলিয়া সংজ্ঞা পিতা বিশ্বকর্ম্মার নিকটে গমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও সমস্ত জানিতে পারিয়া সংজ্ঞাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক স্বামীর গৃহে গমন করিতে কহিলেন। বারংবার পিতার তাড়নায় সংজ্ঞা নিজরূপ ত্যাগ করিলেন এবং ঘোটকীর আকার ধারণ করিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিবস্বান্ সূর্য্যও সংজ্ঞা-প্রতিকৃতি ছায়াকে সংজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাহাতে দুইটী পুত্র উৎপাদন করিলেন, প্রথমটীর নাম সাবর্ণি, দ্বিতীয় শনৈশ্চর (শনি)। ছায়া তাহাদিগকে সংজ্ঞার পুত্র অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তদ্দর্শনে যম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। ছায়া দুঃখিত হইয়া "তোমার চরণ খসিয়া পড়ুক" এই শাপ দিলেন। যম শাপগ্রস্ত হইয়া পিতার নিকটে গিয়া কহিলেন, "পিতঃ! মাতার সকল পুত্রের প্রতি সমভাবে স্নেহ করা উচিত। কিন্তু তিনি আমাদিগের অপেক্ষা আমাদের কনিষ্ঠদিগকে অধিক ভালবাসেন। এই জন্যই তাঁহাকে পদাঘাত করিতে আমি উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু গাত্রে আঘাত করি নাই। তথাপি তিনি অভিশাপ দিলেন যে পুত্র হইয়া আমাকে চরণাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার চরণ খসিয়া পড়ুক। সূর্য্য বলিলেন, "তোমার মাতৃবচন আমি অন্যথা করিতে পারিব না। কৃমিগণ তোমার পাদ হইতে মাংস লইয়া ভূতলে গমন করিবে।" অনন্তর সূর্য্য সংজ্ঞা-প্রতিকৃতি ছায়াকে আহ্বান করিয়া তাহাকে কনিষ্ঠ সন্তানদিগের উপর অধিক স্নেহের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু ছায়া কিছুই প্রকাশ করিলেন না। সূর্য্যদেব সমাধিদ্বারা সমস্ত জানিতে পারিয়া শাপ দিতে উদ্যত হইলে ছায়া ভয়বিহ্বলা হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকটে গমন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, "সংজ্ঞা তোমার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোটকীর আকার ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছে। যাও গিয়া দর্শন কর।" সূর্য্যও বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞার নিকটে গমন করিলেন। পত্নীকে কৃশা দীনা ও ব্রহ্মচারিণী দেখিয়া কহিলেন, "দেবি! আর তপস্যা করিবার প্রয়োজন নাই আমি নিজরূপ পরিবর্ত্তন করিতেছি।" অনন্তর সূর্য্যদেব নিজরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন। (হরিবংশ ৯ অঃ) ৯ তমঃ, অন্ধকার। মীমাংসকেরা তমকে পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন আলোকের অভাবই তমঃ, ইহা একটী পৃথক্ দ্রব্য নহে। ১০ সাদৃশ্য। "অন্নাদন্নেত্যাচং জপ্ত্বা আঘ্রায় শিশুমূর্দ্ধনি। বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য পুত্রচ্ছায়াবহং সুখং" 'পুত্রচ্ছায়া পুত্রসাদৃশ্যম্।' (দত্তকচন্দ্রিকা) ১১ ছন্দোভেদ। লক্ষণ যথা প্রত্যেক পদে ১৯টী অক্ষর, ২।৩।৪।৫।৬।১২।১৩। ১৪।১৬।১৭।১৯বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট লঘু। ৬।১২।১৯ অক্ষরে যতি। "ভবেৎ সৈবচ্ছায়াতযুগগযুতা স্যাদ্দ্বাদশান্তে যদা" (ছন্দোমঞ্জরী) ১২ রাগিণী বিশেষ। ইহা হাম্বির ও শুদ্ধ নটযোগে উৎপন্ন ও সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত। পঞ্চম বাদী, ঋষভ সম্বাদী, অবরোহণে ইহা তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়। ইহার গ্ন, গ্রহ, অংশ ও ন্যাস (সঙ্গীতসার)। দামোদর মতে ইহা ওড়ব যথা—"নি ধ ম গ সা" (স-রত্না॰) নারায়ণকৃত সঙ্গীতসারে ইহা ষড়্জ শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা "ষড়্জগ্রহামরহিতা ছায়া শৃঙ্গারবীরয়োঃ"। ইহার মূর্ত্তি এলোকেশী দিগম্বরী নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও ভয়ঙ্করী। সূর্য্যকান্তমণি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। (সঙ্গীতসার) ১৩ পরিমাণভেদ। তৎপুরুষ সমাসে ছায়ান্ত শব্দ বাহুল্যে ক্লীবলিঙ্গ হয়। (ছায়া বাহুল্যে। পা ২।৪।২২) ইক্ষুচ্ছায়ং।

ছায়াক (ত্রি) [বৈ] ছায়াযুক্ত।

ছায়াকর (ত্রি) ছায়া-কৃ-অচ্। ছত্রধারী।

ছায়াগণিত (ক্লী) ছায়ানুগতং গণিতং মধ্যলো॰। গণিত প্রক্রিয়া বিশেষ। এদেশীয় প্রাচীন আর্য্যজ্যোতির্বিদ্‌গণ ছায়া অবলম্বন করিয়া যে প্রক্রিয়ায় গ্রহ গতি ও অয়নাংশের গমনাগমন প্রভৃতি নিরূপণ করিতেন, তাহাকেই ছায়াগণিত বলা যায়।

দিগ্‌দেশ ও কাল নিরূপণ করিতে ছায়া অবলম্বন করিতে হয়। [প্রাচীন আর্য্যগণ ছায়া অবলম্বন করিয়া যে নিয়মে দিগ্‌দেশ নিরূপণ করিতেন, তাহার বিবরণ খগোল শব্দে ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।] সেই প্রক্রিয়া অনুসারে শঙ্কু দ্বারা পূর্ব্ব পশ্চিম রেখা বা বিষুবমণ্ডল স্থির করিয়া ছায়াকর্ণ নিরূপণ করিতে হয়।

ছায়াকর্ণ নিরূপণ করিবার উপায়—শঙ্কুর বর্গ বা ১৪৪এর সহিত ছায়ার বর্গ যোগ করিয়া যে ফল হয়, তাহার বর্গমূলকে ছায়াকর্ণ বলে। ছায়াকর্ণ ঠিক হইয়াছে কি না তাহা জানিতে হইলে ছায়াকর্ণের বর্গ হইতে ১৪৪ অন্তর

করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার বর্গমূল ছায়া হইলে গণিত বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিবে। [ইহার উপপত্তি সূর্য্য-সিদ্ধান্তের টীকায় দ্রষ্টব্য।]

অয়ন সংস্কৃত রবির স্ফুট যে দিনে শূন্য হইবে, সেইদিনের মধ্যাহ্নকালের শঙ্কুছায়ার নাম বিষুবতী ছায়া। ইহাকে বিষুবৎ প্রভা ও অক্ষভা নামেও উল্লেখ করা হয়। শঙ্কু পরিমাণ কোটী ও বিষুবৎপ্রভা পরিমাণকে ভুজ কল্পনা করিয়া ক্ষেত্রব্যবহারের কর্ণ আনিবার নিয়মানুসারে প্রক্রিয়া করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাকে অক্ষকর্ণ বা অক্ষক্ষেত্র বলে। [কর্ণ স্থির করিবার প্রক্রিয়া ক্ষেত্রব্যবহার শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ত্রিজ্যাসাধনপ্রক্রিয়া দ্বারা ত্রিজ্যা স্থির করিয়া তাহাকে পৃথক্‌রূপে শঙ্কু ১২ ও বিষুবৎপ্রভা দ্বারা গুণ করিলে যে দুইটী রাশি হইবে, তাহা দুই স্থানে রাখিয়া বিষুবৎপ্রভা দ্বারা ভাগ করিবে। যাহা লব্ধ হইবে তাহাই উভয়গোলের দক্ষিণদিক্‌স্থিত লম্বাঙ্ক।

অক্ষানয়নপ্রক্রিয়া—অভীষ্ট দিনের মাধ্যাহ্নিকী ছায়া দ্বারা ত্রিজ্যাকে গুণ করিয়া মধ্যাহ্ন ছায়ার কর্ণ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার চাপসাধন করিবে, লব্ধ চাপকলাকে নতকলা বলা যায়। মধ্যাহ্ন ছায়া পূর্ব্বাপর সূত্রমধ্য হইতে দক্ষিণস্থ হইলে নত-কলাকে উত্তরনতকলা আর যদি মধ্যাহ্ন ছায়া উত্তরদিক্‌স্থ হয়, তবে ঐ নতকলাকে যাম্য-নতকলা বলে। নতকলা ও সূর্য্যক্রান্তি-কলার একদিক্ হইলে উভয়ের যোগ এবং বিভিন্ন দিক হইলে উভয়ের বিয়োগ করিবে। যাহা ফল হইবে, তাহার নাম অক্ষকলা। স্থল বিশেষে ইহাকে অক্ষ নামে উল্লেখ করা হয়।

অক্ষভা স্থির করিবার প্রক্রিয়া—অক্ষ কলা হইতে প্রথমে অক্ষজ্যা স্থির করিবে। [জ্যা দেখ।] ত্রিজ্যার বর্গ হইতে অক্ষজ্যার বর্গ অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূলকে লম্বজ্যা বলে। অক্ষজ্যাকে ১২ দিয়া গুণ করিয়া লম্বজ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহার নাম অক্ষভা। স্থানবিশেষে ইহার পলভা নামেও উল্লেখ আছে।

নতাংশ স্থির করিবার নিয়ম—একদিক্ হইলে স্বদেশের অক্ষাংশ ও মধ্যাহ্নকালিক সূর্য্যক্রান্তির যোগ এবং ভিন্নদিক্ হইলে অক্ষাংশ ও সূর্য্যক্রান্তির বিয়োগ করিবে। যাহা ফল হইবে তাহার নাম মাধ্যাহ্নিক সূর্য্য নতাংশ। এই নতাংশকে ভুজ কল্পনা করিয়া প্রক্রিয়া করিলে কোটিজ্যা স্থির করিতে পারা যায়।

ছায়া ও কর্ণ স্থির করিবার উপায়—নতাংশজ্যা শঙ্কু ১২ দ্বারা গুণ করিয়া কোটিজ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে মাধ্যাহ্নিকী ছায়া এবং ত্রিজ্যাকে শঙ্কু ১২ দ্বারা গুণ করিয়া কোটিজ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে মাধ্যাহ্নিক ছায়াকর্ণ বলে।

অগ্রা ও কর্ণাগ্রা আনয়ন করিবার প্রক্রিয়া—সূর্য্যক্রান্তি-জ্যাকে অক্ষকর্ণ দ্বারা গুণ করিয়া শঙ্কু ১২ দ্বারা ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহার নাম অগ্রা। ইহাকে সূর্য্যের অগ্রাও বলে। অপর গ্রহ সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম জানিবে। অগ্রাকে অভীষ্টকালের ছায়াকর্ণ দ্বারা গুণ করিয়া ত্রিজ্যা দ্বারা ভাগ করিবে, যাহা লব্ধ হইবে তাহাকে কর্ণাগ্রা বলে।

ভুজানয়নপ্রক্রিয়া—অভীষ্ট সময়ের সূর্য্যাগ্রার সহিত অক্ষভা যোগ করিবে। যোগ ফল দক্ষিণগোলের উত্তর ভুজ এবং পলভা হইতে কর্ণাগ্রা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে উত্তর গোলের উত্তর ভুজ জানিবে। যদি পলভা হইতে কর্ণাগ্রা অধিক হয়, তবে কর্ণাগ্রা হইতে পলভা অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে দক্ষিণ ভুজ জানিবে। সূর্য্য যাম্যোত্তর বৃত্তে অবস্থিত হইলে যে প্রকারে ছায়াকর্ণ স্থির করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

সূর্য্য পূর্ব্বাপর বৃত্তস্থ হইলে ছায়াকর্ণ স্থির করিবার নিয়ম—লম্বজ্যাকে অক্ষভা এবং অক্ষজ্যাকে ১২ দ্বারা গুণ করিয়া ক্রান্তিজ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে দুইটী রাশি লব্ধ হইবে, তাহাই সমবৃত্তস্থ বা পূর্ব্বাপর বৃত্তস্থ সূর্য্যের কর্ণদ্বয়। এইরূপে কোণছায়া ও কর্ণাদিরও সাধন করিতে হয়। তাহার প্রয়োজন ও বিস্তৃত বিবরণ স্ফুটাদি শব্দে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ছায়াকর্ণ নিরূপিত হইলে সূর্য্য সাধন করা যাইতে পারে। তাহার নিয়ম—অভীষ্টকালের কর্ণাগ্রা দ্বারা লম্বজ্যা গুণ করিয়া তাৎকালিক ছায়াকর্ণের পরিমাণ অঙ্গুলী দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে ক্রান্তিজ্যা বলে। ক্রান্তিজ্যা ত্রিজ্যার দ্বারা গুণ করিয়া পরমক্রান্তিজ্যাদ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার ধনুর রাশ্যাদিকে ক্ষেত্র বলে। এই ক্ষেত্র হইতে স্ফুট নিয়মে রবি সাধন করিবে। [রবিস্ফুট দেখ।] প্রাচীন আর্য্যজ্যোতির্বিদেরা ছায়া অবলম্বনে অনেক গণিতকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এই স্থলে তাহার একটী প্রক্রিয়া সংক্ষেপরূপে প্রদর্শিত হইল। যে নিয়মে সূর্য্যসাধনপ্রণালী দর্শিত হইল, এইরূপ নিয়মে অপরাপর গ্রহেরও সাধন হইতে পারে। [স্ফুট প্রভৃতি শব্দে ইহার অপরাপর বিবরণ দেখ।]

ছায়াগ্রহ (পুং) দর্পণ।

"প্রসন্নালাপসংপ্রাপ্তৌ ছায়াগ্রহ ইবাচলঃ।" (রাজতর° ৩।৫৪)

ছায়াঙ্ক (পুং) ছায়া সূর্য্যপ্রতিবিম্বঃ অঙ্কোযস্ত বহুব্রী। চন্দ্র।

ছায়াতনয় (পুং) ছায়ায়াঃ সূর্য্যপত্ন্যা স্তনয়ঃ ৬তৎ। ছায়াপুত্র, শনি।

ছায়াতরু (পুং) ছায়াপ্রধানাস্তরুঃ শাকপার্থিববৎ মধ্যলো°। ছায়া প্রধানবৃক্ষ। লক্ষণ যথা—পূর্ব্বাহ্ণ বা অপরাহ্ণে যে বৃক্ষের তলে শীতল ছায়া থাকে। ছায়াপ্রধান হেতু সেই বৃক্ষকে ছায়াতরু বলে। ২ সুরপুন্নাগ, ছবিয়ান ফুল। "যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া স্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু" (মেঘদূত)

ছায়াতোড়ী (দেশজ) তোড়ী ও ছায়াযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ। নি ও প বিবাদি। (সঙ্গীতরত্নাকর)

ছায়াত্মজ (পুং) ছায়ায়া আত্মজঃ ৬তৎ। শনি।

ছায়াদেবী (স্ত্রী) গায়িত্রী দেবী। (দেবীভাগবত ১২।৬।৫৪)

ছায়াদ্রুম (পুং) ছায়া প্রধানোদ্রুমঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। ১ ছায়াতরু। ২ নমেরু বৃক্ষ।

ছায়ানট, রাগবিশেষ। ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস ধৈবত। এই রাগটী সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত। (নারায়ণকৃত সঙ্গীতসার।) ইহা ছায়া ও নট যোগে উৎপন্ন। অবরোহণে তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়। সা বাদী গ সম্বাদী। ইহা নয় প্রকার নটের মধ্যে একটী। নয়প্রকার নট যথা—বৃহন্নট, কেদারনট, কল্যাণনট, কামোদনট, মল্লারনট, ছায়ানট, কদম্বনট, হাম্বীরনট ও আহীরীনট। (সঙ্গীতরত্নাকর)

ছায়ানট্ট (পুং) ছায়ানট রাগবিশেষ। ইহার লক্ষণ। "ধৈবতাংশগ্রহন্যাসশ্ছায়ানট্টঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। সম্পূর্ণঃ কথিতশ্চাসৌ কবিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।" (সঙ্গীতসার)। [ছায়ানট দেখ।]

ছায়াপথ (পুং) ছায়াযুক্তঃ পন্থাঃ শাকপার্থিববৎ সমাস। ১ দেবপথ। ২ আকাশ। "ছায়াপথেনেব শরৎ প্রসন্নং।" (রঘু) ৪ জ্যোতিশ্চক্র মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতি প্রদেশবিশেষ। ৫ জ্যোতিশ্চক্র মধ্যবর্ত্তী মণ্ডলাকার নক্ষত্র শ্রেণী।

। * । মেঘশূন্য রজনীতে নির্ম্মল আকাশে অসংখ্য তারকারাজির সহিত উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে শুভ্রবর্ণ নীহারবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহাকে জ্যোতির্ব্বিদেরা ছায়াপথ বা নীহারিকা বলিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন কবিগণ ইহাকে দেববর্ত্ম, দেবমার্গ ইত্যাদি কত নাম দিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে উহাকে যমকুলি অর্থাৎ যমের বাড়ী যাইবার রাস্তা কহে। এই অদ্ভুত পদার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ইহার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য কাহার চিত্ত ব্যাকুল না হয়? কাহার চিত্ত সংশয়দোলায় আন্দোলিত হইয়া দুর্দ্দান্ত কৌতূহল বশে এই মনোহর বিমানস্থ পদার্থের প্রতি ধাবিত না হয়?

সহজ দৃষ্টিতে এই পথে কেবল শুভ্রবর্ণ নীহারবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র, কিন্তু উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য তারকারাজি দৃষ্ট হয়। এই সকল তারার পশ্চাতে আবার পূর্ব্ববৎ নীহারিকা দৃষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই দ্বিতীয় স্তবকেও কেবল তারাসমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আবার নীহারিকাময় তৃতীয় স্তবক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রসাহায্যে তাহাতেও তারাপুঞ্জ দেখিয়াছেন। কিন্তু যতই তাঁহারা এক এক স্তর বিশ্লিষ্ট করিয়া যান, ততই পশ্চাতে সেই এক নীহারিকাময় স্তর দেখিতে পান। জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিগণ অনুমান করেন, এই সকল স্তরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাসমষ্টি হইবে। ছায়াপথের এই সকল তারকা এত দূরবর্ত্তী যে আমরা ইহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাই না, রাশি রাশি একত্র হইয়া পাতলা মেঘবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। ইহাদের দূরত্ব ও আকারের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অতীব বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ছায়াপথের সকল তারকা পৃথিবী হইতে সমান দূরবর্ত্তী নহে। এই সকল তারকা হয়ত সূর্য্য অপেক্ষা বহুগুণ বৃহত্তর, উহাদের আলোক প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশ এই অভাবনীয় দ্রুতগতিতে ধাবমান হইলেও অযুত বর্ষে পৃথিবীতে আসিতে পারে না। এই ছায়াপথে আমাদের তারাজগতের ন্যায় কত কোটী কোটী জগৎ বিরাজ করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। ছায়াপথ এক প্রকাণ্ড বলয়ের ন্যায় পৃথিবীর চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত আছে। ইহার অর্দ্ধেক অংশ দুই শাখায় বিভক্ত। এই বলয়ের সহিত সমকোণ করিয়া গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে ঐ অংশ তারকার সংখ্যা অতি অল্পই দেখা যায়। ক্রমে যত ছায়াপথের সন্নিকট হওয়া যায়, ততই তারকা সংখ্যার বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ছায়াপথের উভয় পার্শ্বে ও ছায়াপথে একবারে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। সমস্ত স্থানেই যেন তারকাময় বোধ হয়। ইহাতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই অনন্ত শূন্যে এই দৃশ্যমান নক্ষত্ররাজির সমাবেশ সর্ব্বত্র সমান নহে, প্রত্যুত অধিকাংশ নক্ষত্র একটী অসীমস্তরে অবস্থিত। এই স্তরের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের তুলনায় বেধ অত্যল্প। পৃথিবী এই প্রকাণ্ড স্তরের মধ্যদেশে ঈষৎ হেলানভাবে এক স্থলে অবস্থিত।

ছায়াপথ রাশিচক্রকে উত্তর খগোলার্দ্ধে একবার বৃষ ও মিথুন রাশির মধ্যে ও আবার দক্ষিণে খগোলার্দ্ধে বৃশ্চিক ও ধনুরাশির মধ্যে ছেদ করিয়াছে।

ছায়াপথের সকল স্থান সমান উজ্জ্বল নয়। উজ্জ্বল স্থান সকলের আকার নানারূপ। কোথাও বৃত্তাকার, কোথাও

আবর্ত্তাকৃতি, কোথাও ডমরু সদৃশ। সকলেরই মধ্যস্থান অধিকতর উজ্জ্বল; কোন কোন তারকার চতুর্দ্দিকে নীহারিকা-মণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও কোন কোন নীহারিকায় তারা দেখা যায় না। ইহাতে কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত অনুমান করেন, ঐ সকল নীহারিকা ধূমকেতুর পুচ্ছের ন্যায় উজ্জ্বল বাষ্পময় পদার্থ হইবে। এই বিশাল বাষ্পরাশি কোটী কোটী যোজন ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে এবং কোন অচিন্ত্য নৈসর্গিক কারণে আবর্ত্তিত হইতেছে। এই ঘূর্ণন জন্য উহাদের অণু সকল ক্রমাগত কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উহারা ক্রমশঃ হ্রস্বায়তন ও ঘনীভূত হইতেছে। কালে উহারা গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত এক এক প্রকাণ্ড সূর্য্যে পরিণত হইবে। ঐ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সৌরজগৎ সম্ভবতঃ এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে।

গ্রীকগণ এই ছায়াপথকে গ্যালাক্সিয়ান্ অর্থাৎ দুগ্ধবর্ত্ম বলিত। প্রাচীন গ্রীকগণের বিশ্বাস ছিল, জুপিটর হারকিউ-লিস্‌কে জুনোদেবীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলে জুনোদেবী তাহাকে মার (Marr)-পুত্র জানিতে পারিয়া ত্যাগ করেন। জুনোদেবীর স্তন্যদুগ্ধ আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতেই ঐ পথ হইয়াছে। আবার অনেকে বলিত, ছায়াপথের সমস্ত দুগ্ধ নহে; আইসিস্ (Isis) টাইফন হইতে পলায়নকালে পথে পথে শস্যের শীষ ফেলিয়া যায়, তাহাতেই ঐরূপ হইয়াছে।

প্লেটো যে গল্প লিখিয়াছেন, তাহাতে ছায়াপথ দেবতা ও মহাবীরগণের চলিবার প্রশস্ত পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রোমকগণও ইহাকে দুগ্ধবর্ত্ম বলিত। পিথাগোরস্-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ইহাকে সূর্য্যের পরিত্যক্ত রথ্যা বলিতেন, আবার কেহ কেহ সূর্য্যরশ্মির প্রতিফলন বলিয়া বিশ্বাস করিত। আরিষ্টটল্ অনুমান করেন, ইহা ধূমকেতু-পুচ্ছবৎ উজ্জ্বল বাষ্পরাশি। আবার কেহ বলিত, ইহা পৃথিবীর ছায়া, কেহ বলিত অগ্নিমণ্ডল, কেহ বলিত উত্তর খগোলার্দ্ধকে বাঁধিবার দৃঢ় জ্যোতিষ্মান্ বলয়, কেহ আবার বলিত ইহা বিস্তীর্ণ কঠিন গগনতলের ফাট দিয়া দৃশ্যমান স্বর্গের আলোকরাশি। অবশেষে ডিমোক্রিটাস্ প্রকৃত তত্ত্বের কতক আভাস দেন, তিনি বলেন ইহা বহু দূরস্থিত তারাপুঞ্জ মাত্র, দূরত্ব নিবন্ধন পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট না হইয়া কেবল শুভ্র দুগ্ধবৎ দেখায়। গ্যালিলিও আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে ছায়াপথে তারকা দেখিয়া বলেন, তিনি সমস্ত ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট করিয়া কেবল তারাপুঞ্জ দেখিয়াছেন। গ্যালিলিও নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ এখনকার উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ অপেক্ষা নিশ্চয়ই অপকৃষ্ট ছিল, যেহেতু তিনি শনিগ্রহের বলয় স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। সুতরাং তাহা দ্বারা যে সকল ছায়াপথ তারকাময় দৃষ্ট হইবে সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও সমস্ত ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট হয় না, পশ্চাতে নীহারিকাময় এক স্তর থাকিয়া যায়। ইহাতে বোধহয় গ্যালিলিও অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্তর দেখিয়াই ঐ কথা বলিয়া থাকিবেন।

ইংরাজীতে ছায়াপথকে গ্রীকদিগের অনুকরণে গ্যালাক্সি (Galaxy) বা মিল্কিওয়ে (Milkyway) অর্থাৎ দুগ্ধবর্ত্ম বলিয়া থাকে। ছায়াপথের ঈষৎ আভাময় স্থান সকলকে নীহারিকা (Nebulæ) কহে। [নীহারিকা দেখ।]

ছায়াপুরুষ (পুং) ছায়ায়াং দৃষ্টঃ পুরুষঃ পুরুষাকৃতিবিশেষঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। আকাশে দৃষ্ট নিজ ছায়ারূপ পুরুষ। তন্ত্রে লিখিত আছে—এক দিন গৌরী ভগবান্ শূলপাণিকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভো! কিরূপেই বা ভবিষ্যৎ বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে।"

ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, "দেবি! শ্রবণ কর, কিরূপে পাপিদিগের পাপরাশি বিনষ্ট হয় ও ভবিষ্যৎ বিষয় জানা যাইতে পারে। লোকে শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিজের ছায়া আকাশে দেখিতে পায়, তদ্দর্শনে-পাপ নষ্ট হয় ও ছয় মাসের মধ্যে যাহা ঘটিবে তাহা জানা যায়।" ভগবতী কহিলেন, "লোকে কিরূপে ভূতলস্থিত নিজের ছায়াকে আকাশে দেখিতে পায়, কেমনেইবা তাহা দেখিয়া ছয়মাস মধ্যে ভাবী শুভাশুভ জানিতে পারে?" মহাদেব কহিলেন, "আকাশ মেঘশূন্য ও নির্ম্মল হইলে নিশ্চল চিত্তে নিজ ছায়াভি-মুখে দণ্ডায়মান হইবে, গুরুর উপদেশানুসারে স্বচ্ছায়ায় কণ্ঠ দর্শনপূর্ব্বক নিমেষশূন্যনয়নে সম্মুখস্থ গগনতল দর্শন করিবে, তাহাতে দেখিতে পাইবে স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ এক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিতে না পাইলে বারংবার পরীক্ষা করিবে। কাহারও বহু পুণ্যবলে ছায়াপুরুষ দর্শন ঘটে। গুরুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া গুরুকে প্রণামপূর্ব্বক ছায়াপুরুষের দর্শন করিতে হয়। তদ্দর্শনে ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু ঘটে না। কিন্তু ছায়াপুরুষকে মস্তকশূন্য দর্শন করিলে ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। চরণ দেখিতে না পাইলে ভার্য্যার মরণ ও হস্ত দেখিতে না পাইলে ভ্রাতৃহানি ঘটে। এই সকল জানিতে পারিলে বুদ্ধিমান্ লোকেরা গঙ্গাতীরে গিয়া হবিষ্যাশী ও সংযত হইয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম লক্ষবার জপ করিবে। যদি ছায়াপুরুষের আকৃতি মলিন দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার জ্বরপীড়া উপস্থিত হয়। সমাহিত চিত্তে মহাদেবের সেবা করিয়া ইহার শান্তি বিধান করিবে। ছায়াপুরুষের আকৃতি রক্তবর্ণ দর্শন

করিলে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়; মধ্যে ছিদ্র দর্শন করিলে শত্রু-বিনাশ হয়। কলিযুগে ছায়াপুরুষদর্শন পুরুষের লক্ষণ এবং তদ্দর্শনে দীর্ঘায়ুলাভ হয়।" (যোগপ্রদীপিকা ৫ পটল)

মন্ত্র—"ওঁ অস্য শ্রীছায়াপুরুষগ্রহণমন্ত্রস্য ব্রহ্মর্ষি বৃহদ্গায়িত্রীচ্ছন্দঃ, ছায়াদেবী দেবতাঃ হাং বীজং স্বাহা শক্তিঃ পুরুষঃ ইতি কীলকং সর্ব্বসিদ্ধিসন্দর্শনসিদ্ধার্থে জপে বিনিয়োগঃ। হামিত্যাদি ষড়ঙ্গন্যাসঃ। মায়য়া মায়য়া লোঁ লোঁ হ্রীঁ মায়া শিববিচার্য্যা ঋষয়ঃ ওঁ হ্রীঁ অং গাং সরস্বতি! ওঁ নমোভগবতে ভূতশরীরমাত্মান-মাকাশে দর্শয়। ব্রাঁ ব্রাঁ ব্রাঁ হ্রীঁ ভৈরবায় নমঃ স্বাহা।" আকাশে দর্শনমন্ত্র—"ওঁ হ্রীঁ ভূতচরী খেচরী আত্মানমাকাশে দর্শয় সর্ববৃত্তান্তং কথয় কথয়, হুং ফট্ স্বাহা।" (যোগপ্র° ৬ প°)

ছায়াভৃত (পুং) ছায়াং ছায়ারূপং মৃগলাঞ্ছনং শীতলকান্তিং বা বিভর্ত্তি ছায়া ভৃ-কিপ্। চন্দ্র।

ছায়াময় (ত্রি) ছায়া-ময়ট্। অজ্ঞানময়। "যত্রবারং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ সএববদৈব শাকল্য।" (শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৬।৯।১৬)

ছায়ামান (পুং) ছায়য়া সূর্য্যপ্রতিবিম্বেন মীয়তে ছায়া-মা-ল্যুট্। ১ চন্দ্র। (হেম)। ৬তৎ। (ক্লী) ২ ছায়ার মান, প্রমাণ।

ছায়ামিত্র (ক্লী) ছায়ায়ামিত্রমিব অথবা ছায়য়া ছায়াকরণেন মিত্রমিব। আতপত্র, ছত্র। (শব্দরত্নাকর)

ছায়ামৃগধর (পুং) ছায়ারূপং মৃগং ধরতি ছায়ামৃগ-ধৃ-অচ্। ধৃ-অচ্ ধরঃ, ছায়া মৃগস্য ধরঃ ৬তৎ। চন্দ্র। (ত্রিকাণ্ড)

ছায়াযন্ত্র (ক্লী) ছায়য়া কালজ্ঞানসাধকং যন্ত্রং। ছায়াদ্বারা কাল-জ্ঞানসাধক যন্ত্রভেদ।

"শঙ্কু যষ্টিধনুশ্চক্রৈশ্ছায়াযন্ত্রৈরনেকধা। গুরূপদেশাদ্বিজ্ঞেয়ং কালজ্ঞানমতন্দ্রিতৈঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

ছায়াবৎ (স্ত্রী) ছায়া বিদ্যতেঽস্য ছায়া-মতুপ্ অবর্ণান্তত্বাৎ মস্য বত্বং। ১ ছায়াবিশিষ্ট। ২ কান্তিযুক্ত।

ছায়াবিপ্রতিপত্তি (স্ত্রী) ছায়ানাং দেহকান্তীনাম্ বিপ্রতি-বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিজ্ঞানং ৬তৎ। মরণসূচক দেহকান্ত্যাদির অন্যথাভাব। যাহার ছায়া কপিশ লোহিত বা নীলবর্ণ কিম্বা পীতবর্ণ তাহার মৃত্যু আসন্ন। যাহার লজ্জা ও শ্রী অকস্মাৎ নষ্ট হয়, তেজঃ, বল, স্মরণশক্তি ও প্রভা সকলও অকস্মাৎ দূরীভূত হয়, তাহারও অন্তকাল নিকটবর্ত্তী। যাহার অধরোষ্ঠদ্বয় পতিত বা ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত, এক বা দুইটী ওষ্ঠই জামফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহার দন্তগুলি ঈষৎ রক্তবর্ণ বা কপিশ-বর্ণ অথবা খঞ্জন সদৃশ হইয়া পতিত হইতেছে এবং যাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, নিশ্চল, অবলিপ্ত, স্ফীত কিম্বা কর্কশ এবং যাহার নাসিকা বক্র, স্ফুটিত, শুষ্ক বা মগ্ন ও অধিক শব্দযুক্ত যাহার চক্ষুদ্বয় ছোট, বিষম, নিস্পন্দ, রক্তবর্ণ ও জল ঝরিতে থাকে, এবং যাহার কেশ সিঁথি-যুক্ত, ভ্রুযুগল ছোট ও ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষুপাতার লোম ছিন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের মৃত্যু আসন্ন। মুখে অন্ন তুলিয়া দিলেও যে আহার করিতে পারে না, মাথা লুটাইয়া পড়ি-তেছে ও দৃষ্টি একাগ্র, সে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। দুর্ব্বল বা বলবান্ হউক বারংবার তুলিয়া দিলেও যে মূর্চ্ছা যায়, যে সর্ব্বদা চিৎ হইয়া শয়ন করে, শয়নাবস্থায় ইতস্ততঃ পা ফেলে এবং যাহার হস্তপদ শীতল ও শ্বাস নষ্ট-প্রায় হইয়াছে কিম্বা কাকের ন্যায় শ্বাস পড়িতেছে, সর্ব্বদা নিদ্রিত বা জাগরিত থাকে বা বলিতে বলিতে মোহপ্রাপ্ত হয়, যে অধরলেহন ও উদ্গার করে কিম্বা প্রেতপুরুষের সহিত আলাপ করে, যাহার রোমকূপ হইতে রক্ত ক্ষরিতে থাকে এবং যাহার হৃদয়ে ঊর্দ্ধগত বাতষ্ঠীলা ও অরুচি রোগ হয়, সে শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। আকস্মিক পাদজশোথে পুরুষের, মুখজ বা গুহ্যজ শোথে স্ত্রীদিগের এবং শ্বাস বা কাসরোগীর অতিসার, জ্বর, হিক্কা, ছর্দি বা মেঢ্রস্ফীত ও অণ্ডের মত হইলে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে।

যাহার জিহ্বা কপিশ বর্ণ, বামচক্ষু কোঠরগত, মুখ দুর্গন্ধ-যুক্ত, তাহার অচিরেই মৃত্যু হয়। যাহার মুখ নয়নজলে ভাসিতে থাকে, পা দুটী ঘষিতে থাকে, চক্ষুদ্বয় আকুল, তাহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। যাহার গাত্র অকস্মাৎ অতিশয় লঘু বা গুরু, যে পঙ্ক, মৎস্য, বশা, তৈল ও ঘৃতের গন্ধই কেবল আঘ্রাণ করে; যাহার ললাটে উকুন উঠে, কাক যাহার পূজার দ্রব্য গ্রহণ করে না এবং অন্তরে সন্তোষ নাই, দৌর্ব্বল্য অবস্থায় যাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা সুস্বাদু অন্নপানাদি দ্বারা শান্তি হয় না, যাহার এককালে উদরাময়, শিরঃশূল, কোষ্ঠশূল, পিপাসা ও দৌর্ব্বল্য ঘটে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। এইরূপ মরণোন্মুখ ব্যক্তির নিকটে ভূতপ্রেত পিশাচাদি নিত্যই আগমন করে। ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে তাহার কতকটা নিবারণ হয়।

(সুশ্রুত সূত্র° ৩১ অঃ)

ছায়াব্যবহার, যে কোন বস্তুর ছায়া দ্বারা তাহার পরিমাণ স্থির করাকে ছায়াব্যবহার বলা যায়। ভাস্করাচার্য্য লীলা-বতীতে ইহার প্রক্রিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

ছায়াদ্বয়ের অন্তর ও কর্ণদ্বয়ের অন্তর জানা থাকিলে ছায়া-দ্বয় ও কর্ণদ্বয় বাহির করিবার উপায়।—

ছায়াদ্বয়ের অন্তরের বর্গ ও কর্ণদ্বয়ের অন্তরের বর্গ এই উভয় বর্গের বিয়োগফল দ্বারা ৫৭৬ পাঁচশত ছিয়াত্তরকে ভাগ কর। লব্ধ ভাগফলে ১ যোগ করিয়া ঐ যোগফলের বর্গ মূলদ্বারা কর্ণদ্বয়ের অন্তরকে গুণ কর। ঐ গুণফলে ছায়াদ্বয়ের

অন্তর একবার যোগ ও একবার বিয়োগ করিয়া উভয় ফলের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক লইলে দুইটী ছায়ার পরিমাণ জানা যাইবে।

উদাহরণ। ছায়াদ্বয়ের অন্তর ১৯, কর্ণদ্বয়ের অন্তর ১৩; ছায়াদ্বয় ও কর্ণদ্বয় কত? ছায়াদ্বয়ের অন্তর ১৯, ইহার বর্গ ৩৬১; কর্ণদ্বয়ের অন্তর ১৩, ইহার বর্গ ১৬৯; উভয় বর্গের বিয়োগফল ১৯২। ৫৭৬কে ১৯২ দিয়া ভাগ দিলে ৩ হয়। এই ভাগফলকে ১ যোগ করিলে ৪ হয়। উহার বর্গমূল ২ দ্বারা কর্ণদ্বয়ের অন্তর ১৩কে গুণ করিলে ২৬ হয়। ২৬এর সহিত ১৯ যোগ করিলে ৪৫ ও বিয়োগ করিলে ৭ হয়। ইহাদের অর্দ্ধেক লইলে ছায়াদ্বয় ৭/২ ও ৪৫/২ অঙ্গুলি হইল।

এইরূপে কর্ণান্তরের পরিবর্ত্তে ছায়ান্তর ১৯কে ২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে কর্ণান্তর যোগবিয়োগাদি করিলে বর্গদ্বয় ২৫/২ ও ৫১/২ বাহির হইবে।

প্রদীপের উচ্চতা ও প্রদীপ তল হইতে শঙ্কুতলের দূরত্ব জানা থাকিলে শঙ্কুর ছায়ার পরিমাণ বাহির করিবার উপায়।

শঙ্কু ও প্রদীপতলের দূরত্বদ্বারা শঙ্কুর পরিমাণকে গুণ কর। ঐ গুণফলকে শঙ্কুমান রহিত দীপশিখার উচ্চতা দ্বারা ভাগ দিলে লব্ধ ভাগফল ছায়ার পরিমাণ হইবে।

উদাহরণ। শঙ্কু ১/২ হস্ত প্রদীপ ও শঙ্কুতলের দূরত্ব ৩, প্রদীপের উচ্চতা ৩১/২ হাত, ছায়া কত?

শঙ্কু ও প্রদীপতলের অন্তর ৩কে শঙ্কুর পরিমাণ ১/২ দিয়া গুণ করিলে ৩/২ হয়। দীপের উচ্চতা ৩১/২ হইতে শঙ্কুর উচ্চতা ১/২ বিয়োগ করিলে বিয়োগফল ৩ থাকে। ৩/২কে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে ১/২ ছায়ার পরিমাণ হইল।

শঙ্কুর উচ্চতা, ছায়ার পরিমাণ ও শঙ্কু হইতে প্রদীপতলের দূরত্ব জানা থাকিলে, প্রদীপের উচ্চতা বাহির করিবার কৌশল।—শঙ্কু ও প্রদীপতলের অন্তর দ্বারা শঙ্কুর পরিমাণকে গুণ কর। ঐ গুণফলকে ছায়ার পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিয়া উহার সহিত শঙ্কুর পরিমাণ যোগ করিলে দীপের উচ্চতা বাহির হইবে।

উদাহরণ। প্রদীপতল ও শঙ্কুর অন্তর ৩ হস্ত, ছায়া ১৬ অঙ্গুল, শঙ্কু ১২ অঙ্গুল, প্রদীপের উচ্চতা কত?

শঙ্কু ১/২ হস্ত, অন্তর ৩ হস্ত, উভয়ের গুণফল ৩/২কে ছায়া পরিমাণ ২/৩ দিয়া ভাগ করিলে ৯/৪ হয়। এই ভাগফলে শঙ্কুর পরিমাণ ১/২ যোগ করিলে ১১/৪ প্রদীপের উচ্চতা হইল।

প্রদীপ ও শঙ্কুর দূরত্ব বাহির করিতে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনীয়। শঙ্কু পরিমাণরহিত প্রদীপের উচ্চতা-পরিমিত অঙ্কদ্বারা ছায়াঙ্গুলিকে গুণ করিয়া গুণফলকে শঙ্কুর পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিলে প্রদীপ ও শঙ্কুর অন্তর জানা যাইবে।

উদাহরণ পূর্ব্বের ন্যায়।

দীপোচ্ছ্রায় ৭/২, শঙ্কু ১/২, ছায়া ১/২। প্রণালী মতে লব্ধ দূরত্ব ৩ হস্ত।

ছায়া ও প্রদীপের অন্তর এবং প্রদীপের উচ্চতা বাহির করিবার উপায়—

ছায়াগ্রভাগদ্বয়ের অন্তরকে ছায়াদ্বারা গুণ করিয়া ছায়াদ্বয়ের অন্তর দ্বারা ভাগ দিলে ভূমি অর্থাৎ প্রদীপ তল হইতে ছায়াগ্রভাগের দূরত্ব পাওয়া যাইবে। এই ভূমিতে শঙ্কু পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া ছায়াদ্বারা ভাগ করিলে দীপশিখার উচ্চতা লব্ধ হইবে।

উদাহরণ। ১২ অঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কুর ছায়া ৮ অঙ্গুলি শঙ্কুকে ছায়ার দিকে পূর্ব্বস্থান হইতে সোজাসুজি ২ হস্ত দূরে রাখিলে ছায়া ১২ অঙ্গুলি হয়। ছায়া হইতে প্রদীপের অন্তর ও উচ্চতা বাহির কর।

ছায়াগ্রভাগদ্বয়ের অন্তর ৫২ অঙ্গুলি, ছায়াদ্বয় ৮ ও ১২ অঙ্গুলি। ৫২কে প্রথম ছায়া ৮ দিয়া গুণ করিলে গুণফল ৪১৬ হয়। ইহাকে ছায়াদ্বয়ের অন্তর ৪ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল ১০৪ ভূমি অর্থাৎ প্রদীপতল হইতে প্রথম ছায়ার অগ্রভাগের দূরত্ব হইল। এইরূপে দ্বিতীয় ছায়াগ্রভাগের দূরত্ব ১৫৬ অঙ্গুলি। ইহাদের একটীকে শঙ্কুদ্বারা গুণ করিয়া তাহার ছায়া দ্বারা ভাগ করিলেই প্রদীপের উচ্চতা ১৩/২ হস্ত বাহির হইবে।

ত্রৈরাশিকের নিয়মেও এই অঙ্ক সাধন করা যায়। প্রথম ছায়া ৮ হইতে দ্বিতীয় ছায়া ১২ যত অধিক ৪, ঐ পরিমাণ ছায়াদ্বয় দ্বারা ভূমির পরিমাণ যদি ছায়াগ্রভাগদ্বয়ের অন্তরের ৫২ সমান হয়, তবে ছায়াগ্র কত হইবে। এইরূপে ছায়া ও প্রদীপতলের অন্তর নিরূপিত হইবে। ভূমিদ্বয় নিরূপিত হইলে ছায়া পরিমাণ ভুজে যদি শঙ্কু পরিমাণ কোটি হয়, তবে ভূমি-পরিমাণ ভুজে কোটি কত হইবে? এইরূপ ত্রৈরাশিক দ্বারা প্রদীপের উচ্চতা নিরূপিত হইবে।

ছায়াসুত (পুং) ছায়ায়াঃ সূর্য্যপত্ন্যাঃ সুতঃ ৬তৎ। শনি।

ছার (ক্ষার শব্দজ) ১ ক্ষার, ভস্ম। ২ অধম, হেয়।

ছারকচু (দেশজ) একপ্রকার কচু।

ছারকপাল (দেশজ) দুরদৃষ্ট, মন্দভাগ্য।

ছারকপালে (দেশজ) মন্দ কপালযুক্ত, দুর্ভাগ্য।

ছারখার, ১ ভস্মসাৎ। ২ সর্ব্বনাশ। ৩ উচ্ছিন্ন, নষ্ট।

ছারপোকা, রক্তপায়ী ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। সংস্কৃত নাম গন্ধকীট, তল্পকীট ও মৎকুণ। (Cimex lectuarius) ছারপোকা জাতীয় অনেক কীট মনুষ্য পশুপক্ষ্যাদির রক্তপান করিয়া

জীবনধারণ করে। লেপ, তোষক ও গদিবালিশাদির কুঞ্চিত স্থানে, খাট, পালঙ্ক, চৌকি ইত্যাদির ফাটালে কিম্বা দেওয়ালের গায়ে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, এবং সুবিধা পাইলেই সূচ্যগ্র শুণ্ড মনুষ্যগাত্রে বিদ্ধ করিয়া রক্ত পান করে। এই শুণ্ড মস্তকের নীচে গুটান থাকে, আবশ্যক মত বাহির করিয়া ব্যবহার করে। ইহাদের শরীর নিতান্ত চেপ্টা বলিয়া খাট পালঙ্কাদির ফাটালে থাকিতে বিশেষ সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হয় না। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এই সকল আবাসে ছারপোকা সাদা সাদা ছোট ছোট ডিম পাড়ে। প্রথমে ঐ সকল ডিম আঠাল থাকে, সুতরাং কোন বস্তুতে লগ্ন হইলে সহজে ছাড়েনা। প্রায় তিন সপ্তাহ মধ্যে ডিম ফুটিয়া ছারপোকার ছানা বাহির হয়। ছারপোকার ছানা ধাড়ী ছারপোকা অপেক্ষাও অধিক বিরক্তজনক। প্রায় তিনমাস পরে ছারপোকা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বৃক্ষাদির ফাটালে এবং কপোত, চটক, চামচিকা প্রভৃতির বাসাতেও ছারপোকা বাস করে এবং ঐ সকল পক্ষীর রক্ত শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

ছারপোকা নাড়িলেই একরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়। বিছানাদিতে ইহারা একবার বাস করিলে অতিশয় বিরক্তিকর হইয়া উঠে। ইহাদের হস্ত হইতে এড়াইবার বিস্তর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাই বিশেষ ফলজনক।

তুর্কিস্থানে একরূপ ছারপোকা আছে, উহা দংশন করিলে শরীর বিষাক্ত হয়। তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ছাল (পুং, ক্লী) ছো-অলচ্ অর্দ্ধর্চাদিত্বাৎ, পুংলিঙ্গতা ক্লীবলিঙ্গতাচ (অর্দ্ধর্চাঃপুংসি। পা ২।৪।৩১) বল্কল, ত্বক্।

ছালন (পারসীক) ব্যঞ্জন, তরকারি।

ছাল্না (দেশজ) বিবাহাদির জন্য যে চন্দ্রাতপ বা চাঁদোয়া টাঙ্গান হয়।

ছালনাতলা (দেশজ) যেস্থলে বর ও কন্যাকে লইয়া স্ত্রীলোকেরা স্ত্রী-আচার করে, বিবাহকালে বিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নতল।

ছালা (দেশজ) ধান্য চাউলাদি বহনের থলি।

ছালাপাক, রঙ্গপুর জেলার একটী নগর, এখানে পাট ও চূণের বাণিজ্য চলে।

ছালিক্য (পুং) ছলিক্কে রূপকভেদে ভবঃ ছলিক-ষ্যঞ্। গান ভেদ, এ গান পূর্ব্বে কেবল দেবলোকেই ছিল, পরে ভগবান্ বাসুদেবের ইচ্ছায় নরলোকে আনীত হয়। এই গান প্রশস্ত, পুণ্যকর, ভগবানের প্রীতিপ্রদ, ইহার কীর্ত্তনে দুঃস্বপ্ন দূর হয়। ভূপতি আত্মসুকৃতফলে স্বর্গে গমন করিয়া ঐ গান শ্রবণ করেন। (হরিবংশ ১৪৮ অঃ)

ছালিয়া (দেশজ) সন্তান, পুত্র।

ছালিয়া পিলিয়া (দেশজ) সন্তান সন্ততি।

ছালিয়ার, গুজরাটের রেবাকাণ্ঠা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। বহুদিন হইতে এখানে চৌহানগণ বাস করিতেছেন।

ছাল্ল, গুজরাটের ঝালাবার রাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য।

ছাবী (স্ত্রী) সুরপুন্নাগবৃক্ষ, ছবিয়ান ফুল।

ছি (দেশজ) তিরস্কার ও অবজ্ঞাসূচক।

ছিক্কণ (ক্লী) ক্ষুৎ, হাঁচ।

ছিক্কণী (স্ত্রী) ছিক্-ইত্যব্যক্তক্ষুৎশব্দং কনত্যনয়া ছিৎ-কন্-করণে অপ্ ততো ঙীপ্। বৃক্ষভেদ, হাঁচুটী, ছিকনি, নাকছিক্নী। পর্য্যায়—ক্ষবকৃৎ, তিক্তা, ছিক্কিকা, ঘ্রাণদুঃখদা, উগ্রা, উগ্রগন্ধা। ইহার গুণ—কটু, রুচিকর, অত্যন্ত তীব্র, অগ্নি ও পিত্তকর, বাত, রক্ত, কুষ্ঠ, কৃমি ও বাতকফনাশক। (ভাবপ্রকাশ।)

ছিক্কর (পুং) ছিক্ ইত্যব্যক্তং শব্দং করোতি, ছিক্-কৃ-ট। মৃগভেদ। ইহা দক্ষিণে শুভ। (বৃহৎসংহিতা ৮৬ অঃ)

ছিক্কা (স্ত্রী) ছিক্ ইত্যব্যক্তশব্দেন কায়তি ছিক্-কৈ-ক ততষ্টাপ্। ক্ষুৎ, হাঁচি। ইহার ফল—অগ্নিকোণে ও নৈঋতে শোক ও মনস্তাপ, দক্ষিণে হানি, পশ্চিমে মিষ্টান্ন লাভ, বায়ুকোণে অন্ন, উত্তরে কলহ এবং ঈশানকোণে মরণ। (গরুড় জ্যোতিশ্চক্র ৬০ অঃ)

ছিক্কার (পুং) ছিক্-কৃ-অণ্। মৃগভেদ। (বৃহৎসং ৮৬ অঃ)

ছিক্কিকা (স্ত্রী) ছিক্কা ক্ষুতং সাধ্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ ছিক্কা বাহুলকাৎ ঠঠন্। বৃক্ষবিশেষ, হাঁচুটী।

ছিক্কিণী [ছিক্কণী দেখ।]

ছিঁচ্কা (শলাকা শব্দজ) শিক, গজ।

ছিঁটা (দেশজ) বিন্দু বিন্দু জলাদি সেক, অঙ্গুলি দ্বারা জলছিটান।

ছিঁটাগুলি (দেশজ) ক্ষুদ্রগুলি।

ছিঁড়নি (দেশজ) ১ জলনির্গম পথ। ২ স্বভাব।

ছিঁড়া (দেশজ) ছিন্নকরণ, ছেড়া।

ছিচ্কাচোর (দেশজ) চোরবিশেষ, সামান্য দ্রব্যাদি যে চুরি করিয়া বেড়ায়।

ছিচ্কাঁদনি (দেশজ) অল্পকারণে ক্রন্দন করা।

ছিচকাঁদনে (দেশজ) একটুতেই যে ক্রন্দন করিতে থাকে।

ছিছি (দেশজ) তিরস্কার বা লজ্জাসূচক অব্যয়পদ।

ছিট্ (দেশজ) স্বভাব, প্রকৃতি।

ছিট, এক বা ততোধিক পাকা রঙ্গের চিত্রযুক্ত কার্পাসবস্ত্র। ছিট কাপড় বলিলে সচরাচর সাদা বা এক রঙ্গা জমির উপর

ছাপ দেওয়া কাপড়কেই বুঝায়। [রঞ্জিত সুত্রাদি দ্বারা ফুল-তোলা অথবা তাঁতে বোনা ছিটের বিষয় চিকণ শব্দে দেখ।]

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসী ছিট প্রস্তুত জন্ত বিখ্যাত। বাঙ্গালায় ঢাকার ছিট বহু সমাদরে য়ুরোপে বিক্রীত হইত। দাক্ষিণাত্যের কালিকোট্ট বন্দর হইতে বিলাতে ছিট রপ্তানী হইত বলিয়া তথায় ছিট তৈয়ারের নাম কালিকো-প্রিংন্টিং (Calico-printing) হইয়াছে।

যাহা হউক এক সময়ে ইংলণ্ডে ইহার এরূপ অধিক রপ্তানী হয় যে তথাকার অর্থসচিবগণ ইংলণ্ডীয় রেসম ও উর্ণা-শিল্পের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ভারতীয় ছিট ব্যবহারের নিষেধ ঘোষণা করেন। তাহার পর বিলাতে ছিট প্রস্তুত করিবার নানারূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে উহারই উন্নতি হইয়া এখন চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এখন তথায় নানারূপ কলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ছিট প্রস্তুত হইতেছে।

কতকগুলি রঙ্ জলে সহজেই দ্রব হয়, আবার কতকগুলি স্বভাবতঃ দ্রব হয় না; কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে উহাদের দ্রব করা যাইতে পারে। দ্রবনীয় অবস্থায় রঙ্ কাপড়ে লাগাইয়া পরে উষ্ণ জল এবং সাবান ও ক্ষার জলে অদ্রবনীয় করিতে পারিলে ঐ সকল রঙ্ সছিদ্র সূত্রের মধ্যে দৃঢ় ও স্থায়ীভাবে বদ্ধ হইয়া যায়। তখন আর সহজে রঙ্ নষ্ট হয় না। ছিট প্রস্তুতের ইহাই মূল সূত্র, এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বিলাতে ছিটকরগণ নানা বর্ণের উৎকৃষ্ট ছিট প্রস্তুত করিতেছেন।

আমাদের দেশের ছিট-প্রস্তুতকারীগণ পূর্ব্ব প্রথামত ছিট প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। ঐ সকল প্রক্রিয়ার গূঢ় মর্ম্ম তাহারা জানে না, সুতরাং বদ্ধ সংস্কারের ন্তায় প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষ সাধন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এদিকে য়ুরোপ ও আমেরিকার তত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ছিটের যাথার্থ অবগত হইয়া উহার প্রভূত উন্নতি করিতেছেন, তথায় বড় বড় রাসায়নিক পণ্ডিত সাহায্যে ইহার রঙ্ পাকা করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে ও মহা মহা শিল্পিগণ শীঘ্র ও সুন্দর ছিট ছাপাইবার নানারূপ কল প্রস্তুত করিতেছেন। আমাদের দেশে এক ব্যক্তি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যত কাপড়ে ছাপ দিতে পারে, বিলাতে কলে ১ মিনিটে তাহার দশগুণ ছিট ছাপা হইতেছে। সম্প্রতি বিলাতী ছিটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশীয় ছিটের বড় দুর্দ্দশা, এখন কলে প্রস্তুত বহু প্রকার সুন্দর সুরঞ্জিত চিক্কণ ছিট অতি সুলভ মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং দেশীয় ছিটের তত কাটতি নাই। দিন দিন এই ব্যবসায় ভারতে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নানা স্থানের প্রস্তুত ছিট বিদেশীয়-দিগের বিস্ময়োৎপাদন করে।

ভারতবর্ষীয় রঙ্ওয়ালাগণ কাপড় রঙ্ করিতে নিম্নলিখিত উপকরণ সকল ব্যবহার করে। যথা—বাবলাছাল, বাবলা-ফল, খদির, সুপারির জল, মাজুফল, গিরিমাটী, হিঙ্মিজ, নীল, কুসুমফুল, জাফরাণ, রক্তচন্দন, অশ্বত্থছাল, হরিতকী, বহেড়া, মঞ্জিষ্ঠা, পলাশ, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আতৈচ, দাড়িম্বছাল, হরিতাল, হিরাকস, তুঁতে ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন রঙ্ করিতে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান চাই। পাকা কাল রঙ্ নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল যোগে উৎপন্ন হয়। যথা—১ আতৈচ (আচ), হিরাকস, হরিতকী ও ফটকিরি। ২ কুসুমফুল, হিরাকস ও হরিতকী। ৩ গিরিমাটী, হিরাকস ও হরিতকী। ৪ গিরিমাটী, হিরাকস, হরিতকী ও ফটকিরি। ৫ বাবলা, শুঁটি ও কালমাটী। ৬ হিরাকস, হরিতকী ও ফটকিরি ইত্যাদি।

এইরূপে ধূসরবর্ণ নীলবড়ি ও মাজুফল যোগে উৎপন্ন হয়।

লাভেণ্ডার রঙ্—কুসুমফুল, মাজুফল ও ফটকিরি।

মেরুনো রঙ্—নীলবড়ি ও কুসুমফুল।

নীল রঙ্—নীলবড়ি, তুঁতে ও চূণ।

সবুজ—নীলবড়ি, পলাশফুল, (কিংশুক) ও সেফালিকা, অথবা হিরাকস, হরিদ্রা, দাড়িম্বছাল ও ফটকিরি, কিম্বা হরিদ্রা ও তুঁতে।

পীতবর্ণ—হরিদ্রা, সেফালিকা, পলাশফুল, চূণ ও অম্লজল, কিম্বা হরিদ্রা, দাড়িম্বছাল ও ফটকিরি, অথবা হরিতাল ও হলদে পেউড়িমাটী।

জরদ—হরিদ্রা, কুসুমফুল ও অম্লজল।

পাটল—রসসিন্দুর।

লোহিত—কুসুমফুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিতকী ও ফটকিরি, কিম্বা বকম, হরিতকী ও ফটকিরি, অথবা লাক্ষারস ও হিরাকস।

কাপড়ে ছিট করিবার পূর্ব্বে তাহাকে ছাপার উপযোগী করিয়া লইতে হয়। দেশীয় ছিটকরগণ বস্ত্র ধৌত করিয়া ও ক্ষারজল, চূণজলাদি দ্বারা উত্তমরূপ শুভ্র করিয়া উহাতে হরিতকী, মাজুফল, বাবলা ও গঁদ মিশ্রিত মণ্ড মাখায়, শুষ্ক হইলে কাঠের মুগুর দিয়া সমান করিয়া পরে ছাপ দিয়া থাকে।

এদেশে সচরাচর ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কাপড় রঞ্জিত হয়। ১, কাপড়ে দ্রবণীয় রঙ্ মাখাইয়া পরে ঐ রঙ্ পাকা করা হয়। ২, কাপড়ে ধাতুর মরিচা অথবা অন্ত কোন রঙ্ পাকা করি-বার মসলা মাখাইয়া বা ছাপ দিয়া পরে উহাতে রঙ্গ দেওয়া হয়। ৩, ভিজা পাকা রঙ্ দিয়া একবারেই কাপড়ে ছাপ দেয়।

শেষোক্ত প্রকার ছাপ দেওয়া রঙ্ শুকাইলে পাকা হইয়া যায়। প্রথম উপায় শালু, খেরুয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেই প্রশস্ত। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন মসলা দ্বারা কাপড়ে ছাপ দিয়া একই রঙে ডুবাইলে ছাপ দেওয়া স্থানগুলি ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হয়।

ছাপ সকল সচরাচর মিহি দৃঢ় কাঠেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশীয় ছিটওয়ালাগণ তেঁতুল ও কাঁঠাল প্রভৃতি কাষ্ঠ ব্যবহার করে। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কাপড় ধৌত ও পরিষ্কার ও চিক্কণ করা হইলে উহাতে ছাপ দেওয়া হয়। ছাপ দিবার মসলা রঙ্ অনুসারে নানাপ্রকার। কাল বর্ণের ছিট করিতে লৌহ, লালবর্ণের ছিট ফটকিরি বা রাঙ্গ, নীলবর্ণ করিতে তামা, এইরূপ নানাপ্রকার ধাতুর মরিচা ব্যবহৃত হয়। এই সকল মরিচা সির্কায় বা তদ্রূপ কোন দ্রব্যে দ্রব করিয়া শিরীষ বা গঁদযোগে ঘন করিয়া তৎপরে ছাপ দিলে কাপড়ে লাগিয়া যায়।

এদেশীয় রঙ্ করেরা বড় বড় জালায় জল ও গুড় একত্র গুলিয়া উহাতে লোহার টুক্রা ফেলিয়া রাখে। গুড়-জল ক্রমে সির্কায় ও এসিটিক এসিডে পরিণত হইয়া লোহাকে দ্রব করিতে থাকে। এইরূপ ২।৩ মাস রাখিয়া ঐ জল ছাঁকিয়া উহাতে কিছু তুঁতে মিশাইয়া দেয় এবং ময়দা অথবা গঁদ যোগে ঘন করিয়া ছাপ দেয়।

ছাপার পর দুই তিন দিন রাখিয়া দিলে ধাতুমরিচা কাপড়ে লাগিয়া যায়। তখন ঐ কাপড় পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতির জলে ধৌত করিয়া বকম, আতৈচ, মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতির জলে কিছুক্ষণ ফুটাইলে ছাপ দেওয়া রঙ্ পাকা হইয়া যায়। তারপর উহা পুনরায় পুষ্করিণী বা নদীর জলে ধৌত করিয়া সাবান বা ক্ষার জলে কাচিয়া লইলে ছাপ ভিন্ন অন্য সমস্ত স্থানের রঙ্ উঠিয়া যায়। যদি কাপড়ে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর মরিচা দ্বারা ছাপ দেওয়া থাকে, তাহা হইলে একরূপ রঙে ছাপাইলেও কাপড়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পাকা ছিট হয়। যদি কাপড়ে লৌহ ও ফটকিরির ছাপ থাকে, তবে বকম কাঠের রঙে ডুবাইলে লৌহছাপযুক্ত স্থান কৃষ্ণ ও ফটকিরি ছাপযুক্ত স্থানে লোহিত বর্ণ হইবে। লৌহ ও ফটকিরি মিশাইয়া ছাপ দিলে উহা ধূমলবর্ণ হইবে। নামাবলী প্রভৃতি এই নিয়মেই ছাপা হয়।

চুনরী কাপড় নামে আর একরূপ ছিট প্রায় সকল স্থানেই প্রস্তুত হয়। উহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ। প্রথমে কাপড় ভিজাইয়া তাহার স্থানে স্থানে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতে হয়। ঐ কাপড় রঙের জলে ডুবাইলে বাঁধা স্থান ব্যতীত অপর সকল স্থানেই রঙ্ লাগে। তাহার পর নিংড়াইয়া বাঁধন খুলিয়া শুখাইলেই চুন্‌রী হইল। ইহাতে রঙ্গিন্ কাপড়ে কেবল সাদা চিহ্ন হয়। কাপড় ও ফুল উভয়ই রঙ্গিন করিতে হইলে প্রথমে সমস্ত কাপড়কে একটী রঙে ডুবাইয়া তারপর বাঁধিয়া পুনরায় অন্য রঙে ছোপাইলে কাপড় ও ফুল উভয়ই রঙ্গিন্ হয়। প্রথমে কাপড়কে হলদে রঙে ছোপাইয়া পরে গাঁট বাঁধিয়া লালরঙে ছোপাইলে লাল কাপড়ে হলদে ফুল হয়। কলিকাতার রঙ্গদারগণ এই উপায়েই চুন্‌রী করিয়া থাকে।

সোণালী ও রূপালী ছিটও কলিকাতায় প্রস্তুত হইতেছে। কাপড়ে রং করিবার পর উহাতে গঁদ বা অন্য কোনরূপ আঠার ছাপ দিয়া ঐ সকল স্থানে নকল সোণা বা রূপার পাতা বসাইয়া দিলেই সোণালী বা রূপালী ছিট প্রস্তুত হয়। সচরাচর গাঢ় বেগুণে জমিতে সোণালী ও রক্তবর্ণ জমিতে রূপালী পাতা বসান হয়। এরূপ ছিট্ দেখিতে সুন্দর ও জরির কাজ করা বহুমূল্য বস্ত্রের ন্যায়।

এখন বাঙ্গালাদেশে অতি অল্প পরিমাণই ছিট প্রস্তুত হইতেছে। আবার ঐ সকল ছিটপ্রস্তুতকারিগণের প্রায় সকলেই বেহার ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী। ইহাদের লোক কলিকাতায় বাস করে। কলিকাতা ব্যতীত পাটনা, দ্বারভাঙ্গা ও সারণ জেলায় অল্পবিস্তর ছিট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের ছিটকরগণ একবারে পাকা রঙের মসলা দিয়া ছিট ছাপিয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতার ছিটকরগণ কাপড় ছাপিয়া পুনরায় উহা কষায় জলে সিদ্ধ করে। এজন্য কলিকাতায় ছাপা কাপড় একটু লাল্‌চে দেখায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে প্রায় প্রত্যেক নগরেই অল্প বিস্তর ছিট প্রস্তুত হইতেছে। লক্ষ্ণৌ নগরে সচরাচর বিলাতী কাপড়েই ছিট প্রস্তুত হয়। কনৌজ ও ফরক্কাবাদে দেশী মোটা কাপড়ে গজি, জোড়া, ধুতি জোড়া প্রভৃতি ছিট প্রস্তুত হয়।

ব্যবহার ও বস্ত্রাদির প্রকারভেদে তথায় ছিট্ সকলের নানারূপ নাম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান। ফর্দ্দ ও রেজাই—শীতকালের গাত্রাবরণ স্বরূপ, লিহাফ্ বালাপোষের ন্যায়, তোষক পালঙ্কপোষ বা বিছানার চাদর, জাজিম ও ফরাস মেজের উপর বিছাইবার জন্য এবং শামিয়ানা ও ছিট-জর্দ্দা তাম্বু প্রস্তুত করণে ব্যবহৃত হয়।

য়ুরোপীয়গণ এদেশীয় অনেক ছিট মশারী ও পর্দ্দা করিবার জন্য ক্রয় করেন, বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ নগরের আতৈচ-রঞ্জিত ছিট তাঁহাদের নিকট বিশেষরূপ আদৃত। এখন লক্ষ্ণৌ ও ফরক্কাবাদ হইতেই বহুপরিমাণ ছিট অন্যান্য স্থানে রপ্তানী হয়। তদ্ভিন্ন কাশীপুর, আলিগড়, অত্রৌলী, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, মৈনপুরী, আলাহাবাদ, ফতেপুর, কল্যাণপুর, জাফরগঞ্জ, কানপুর, চাঁদপুর, নাজিরগঞ্জ, শাজাহানপুর, মীর্জাপুর, মুজাফ্ফরনগর, দেওবাঁদ, জাহাঙ্গীরাবাদ, বাগপত, এতাবা, বান্দা,

পৈলাসী, কাশী ও চুয়ানপুর প্রভৃতি নগরে উত্তম উত্তম ছিট প্রস্তুত হয়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে থেরুয়া ও শালু নামে রক্তবর্ণের কাপড় বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। থেরুয়া দেশী মোটা কাপড়ে প্রস্তুত এবং বালিশ ইত্যাদি মোটা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শালু অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও বিলাতী কাপড়ে প্রস্তুত এবং পাগড়ী, উড়নী, লেপ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

পঞ্জাব প্রদেশেও উক্ত সকল প্রকার ছিটই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় এক বর্গ গজ পরিমিত ছিটের গড় মূল্য ।৶০ দশ আনা। পঞ্জাবে আর এক প্রকার ছিটের ন্যায় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কাপড়ে প্রথমে লাল, হলদে ইত্যাদি ঘন রঙে নানারূপ চিত্র আঁকিয়া পরে উহাতে গুড়ান অভ্র ছড়াইয়া দেয়।

কাশ্মীরের ছিট সম্প্রতি গৃহসজ্জার নিমিত্ত বহুপরিমাণে বিলাতে ব্যবহৃত হইতেছে। অত্যধিক কাট্‌তি দেখিয়া কাশ্মীর গবর্মেণ্ট ইহার ব্যবসা একচেটিয়া করিয়াছেন।

রাজপুতানার সাঙ্গানীর, জয়পুর, বেরার প্রভৃতি স্থানে অনেকে ছিট প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই সকল স্থানে অতি উৎকৃষ্ট ছিট পাওয়া যায়।

গোয়ালিয়ার, রৎলাম্, উজ্জয়িনী, মন্দোশর, ইন্দোর প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশের অনেক নগরে মোটা ছিট প্রস্তুত হয়। উড়িষ্যাবাসিনীদিগের লুগা শাড়ী সম্বলপুরে প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে বল্লজা, আর্কট, মেদেরপাক, তিম্পুর, অনন্তপুর, কুম্ভকোনম্, সালেম, চিঙ্গলপট্ট, কড়াপা, কাকনাড়া, ত্রিচিনপল্লী ও গোদাবরী ছিট প্রস্তুতের প্রধান আড্ডা। তথাকার প্রস্তুত ছিটের বর্ণবিন্যাস ও চিত্রাদি য়ুরোপীয় ছিটের অনুরূপ না হইলেও দৃশ্য অতি সুন্দর।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহ্মদাবাদ, খেড়া, বরদা, বরোচ, মালগা, কচ্ছ প্রভৃতি স্থানে ছিট প্রস্তুত হয়। শাড়ী প্রভৃতি মিহি ছিট বিলাতী কাপড়ে ও জাজিম প্রভৃতি মোটা ছিট দেশী কাপড়ে প্রস্তুত হয়। খেড়া নগরেই প্রায় ৪০০ শত হিন্দু ও ১৫০ শত মুসলমান পরিবার এই কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কার্পাসবস্ত্র ভিন্ন ধূপছায়া, ময়ূরকণ্ঠী, চাঁদতারা, পাঁচপাত, ফুলাল, ঝিলমিলি, লহরিয়া, পীতাম্বর প্রভৃতি বহুবিধ পট্ট ও উর্ণাজাত বস্ত্র ভারতের নানা স্থানে প্রস্তুত হয়।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ভারতীয় সুরঞ্জিত বস্ত্র য়ুরোপীয়দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে ছিট প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু রেসম ও উর্ণাবস্ত্রকারীগণ ইহাতে স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখিয়া প্রাণপণে উহার প্রতিরোধে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত হইতে বহু পরিমাণে ছিট বিলাতে রপ্তানী করিতেছিলেন। ইংলণ্ডীয় উর্ণা ও রেসম-ব্যবসায়ীগণ পুনঃ পুনঃ পার্লামেণ্টে আবেদন করিয়া ভারতীয় বস্ত্রের শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ১৭০০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্ট উর্ণা ও রেসম-ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য ভারতীয় ছিটের আমদানি একবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। ১৭২০ খৃঃ অব্দে অবশেষে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল প্রকার ছিটের ব্যবহারই একবারে বন্ধ হইল। যাহা হউক ১৭৩০ খৃঃ অব্দে পার্লামেণ্ট রেসম ও কার্পাসসূত্র মিলিত বিলাতী ছিট ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে বহু ব্যয়ে পার্লামেণ্টে আবেদন করিয়া ছিট প্রস্তুতকারীগণ কার্পাসবস্ত্রের ছিট প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাইলেন। তাহা হইলেও করভারে ছিটের অধিক উন্নতি হইল না।

অবশেষে ১৮৩১ খৃঃ অব্দে আইন পরিবর্ত্তিত হইলে ছিটের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। তদবধি ছিটের প্রভূত উন্নতি সাধন হইয়াছে ও হইতেছে।

বিলাতে যে উপায়ে ছিট প্রস্তুত হয়, নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া গেল।

যে বস্ত্র হইতে ছিট করিতে হইবে, প্রথমেই তাহার উপরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি দূর করা উচিত। এই কার্য্য দুই প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লোহার উপর কিম্বা গ্যাসআলোর উপর দিয়া বস্ত্র টানিয়া লইলে সূক্ষ্ম শিথিল আঁশগুলি পুড়িয়া বস্ত্র মসৃণ হয়। তাহার পর কাপড় সাদা করিতে হয়। কাপড় যত সাদা হয়, বর্ণও তত উজ্জ্বল দেখায়। এই কার্য্যের নিমিত্ত সোডা, চূণজল প্রভৃতি ক্ষার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাপড়ে মৃদু ক্ষারজল ও মোটা কাপড়ে উগ্র ক্ষারজল আবশ্যক। সচরাচর ব্লিচিং পাউডার দিয়া কাপড় সাদা করা হইয়া থাকে। প্রথমে কাপড় কিছুকাল ক্ষার জলে ফুটাইয়া পরে পরিষ্কার জলে কাচিয়া লয়। বিলাতে এই সমস্ত প্রক্রিয়া কলেই হইয়া থাকে। কলে কাপড় ক্রমাগত একবার নিংড়ান ও আবার জলে ডুবান হইতে থাকে। এইরূপে কাপড় হইতে সমস্ত ক্ষার দূর করিবার জন্য তাহা অতি অল্প পরিমাণ গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric Acid) মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া পরিষ্কারজলে ধৌত করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে কাপড়ের সমস্ত ক্ষার ও লৌহাদি দূর হওয়ার পর তাহার শুভ্রতা নষ্ট করিতে পারে না। কাপড় শুষ্ক হইলে পর কলে চাপ দিয়া চিক্কণ ও মসৃণ করিয়া লওয়া হয়। তখন তাহাতে ছিট হইতে পারে।

বিলাতী ছিট ছাপিবার প্রণালী সাধারণতঃ চারি প্রকার। ১, কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপ দিয়া হস্তদ্বারা ছাপান। ২, কতকগুলি ছাপ একটী ফ্রেমে বদ্ধ করিয়া কলে ছাপান। ৩, সমতল তামার ছাপ। ৪, তামার দণ্ডাকার ছাপ। প্রথম প্রকার ছাপা এদেশের ছাপার ন্যায়। এখন বিলাতে উহা অল্পই প্রচলিত। তবে যেখানে অতি সূক্ষ্ম কার্য্যের প্রয়োজন, সেই সকল স্থলেই মিহি কাপড়ের উপর হাতে ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় প্রণালী বিস্তৃতভাবে প্রচলিত। তৃতীয় প্রকার এখন আর বড় প্রচলিত নাই। চতুর্থ প্রকারই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার সকল বৃহৎ ছিটের কারখানায় প্রচলিত। ইহার স্থূল প্রণালী এইরূপ—

একটী স্তম্ভাকৃতি ঘূর্ণমান ধুরমুসের (Press-roller) চারিদিকে ছিটের বর্ণ সংখ্যানুসারে দুই চারি বা ততোধিক খোদিত তামার চোঙ্গা লাগান থাকে, ধুরমুসে ছাপ থাকে না। ইহা কেবল চাপ দিয়া কাপড়ে ছাপ লাগায়। এই ধুরমুস্ ও চোঙ্গাসকলের দৈর্ঘ্য সচরাচর ৩ ফিট। বাষ্পীয় কলে ধুরমুস্ ও তামার চোঙ্গা সকল ঘুরিতে থাকে, কাপড় ঐ ধুরমুস্ও প্রত্যেক চোঙ্গার মধ্য দিয়া আসিবার কালে অতি বিশদরূপে প্রত্যেক চোঙ্গা দ্বারা এক এক ধাতু-মরিচা বা বর্ণে যথাস্থানে ছাপা হইয়া বাহির হয়। একবারে ১০।১২টী তামার চোঙ্গা লাগাইয়া ১০।১২ প্রকার রঙ্গের ছিট ছাপিবার কলও প্রস্তুত হইয়াছে, তবে সচরাচর ৩।৪টী রঙ্গের ছিটই অধিক ছাপা হয়। এইরূপ একটী কলে অতি অল্পমাত্র পরিশ্রমে ২৮ গজ পর্য্যন্ত ছিট ৩।৪টী বর্ণে সুন্দররূপে ছাপা হইতে পারে। সুতরাং প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ কাপড় এক ঘণ্টার মধ্যেই ছাপা হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি রুল দিয়া ঐ সকল তামার চোঙ্গায় কলেই রং বা মরিচা মাখান যায়, সুতরাং ছাপা অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে। পৃথক্ পৃথক্ থানের মুখে সেলাই করিয়া এক খণ্ড করা হয়। ঐ সুদীর্ঘ কাপড় একটী দণ্ডে গুটান থাকে। ছাপার সময় উহার এক প্রান্ত কলে ধরিয়া দেয়। একটী ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ এক বা ২ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট ইস্পাতের ছাঁচ দিয়া বাষ্পীয় কলের ভীষণ চাপে অপেক্ষাকৃত কোমল তামার চোঙ্গায় যথেচ্ছা ফুল কাটা হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল ছিটের যান্ত্রিক ছাপার বিষয় বর্ণনা করিলাম, অতঃপর রাসায়নিক প্রণালীতে কিরূপে উহার বর্ণ পাকা করা হয়, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। সচরাচর বিলাতে ছিটের বর্ণ পাঁচ প্রকারে পাকা করা হয়।

১। প্রথমে রঙ্ শোষণকারী ধাতু-মরিচা দ্বারা বস্ত্রে ছাপ দিয়া পরে ঐ কাপড় রঙের জলে ডুবাইয়া লইলে ছাপা পাকা হইয়া যায়।

২। সমস্ত কাপড়ে একরূপ পাকা রং করিয়া পরে রাসায়নিক উপায়ে উহাতে সাদা ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ফুল তোলা যায়। ফরাসী শাড়ী প্রভৃতি এইরূপেই প্রস্তুত হয়।

৩। কাপড়ে বর্ণপ্রতিরোধক কোন দ্রব্যাদি দ্বারা ছাপ দিয়া পরে রঙের জলে ডুবাইলে ছাপ দেওয়া স্থানগুলি শাদা থাকিয়া যায়। নীল রঙের অনেক ছিট এইরূপেই প্রস্তুত হয়।

৪। রঙ্ ও মরিচা একত্র বস্ত্রে ছাপ দিয়া বাষ্পের তাপে পাকা করা হয়।

৫। নাইট্রোমিউরিয়েট্ অব্ টিন নামক রাঙ্গের লবণযোগে কাপড়ে রঙ্ দিলে উহার বর্ণ উজ্জ্বল হয়; কিন্তু এই প্রকার ছিটের রঙ্ অস্থায়ী।

ফটকিরি, লোহা ও রাঙ্গ এই তিনটী দ্রব্যই রঙ্ পাকা করিবার প্রধান উপায়। ফটকিরি অ্যাসিটেট্ অব্ আলুমিনা অবস্থায়, লৌহ অ্যাসিটেট্ অব্ আয়রন্ ও রাঙ্গ নাইট্রোমিউরিয়েট্, অক্সিমিউরিয়েট্ অথবা পারক্লোরাইড্ অব্ টিন্ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এসিটিক্ এসিডের গুণ এই যে উহা ঐ ধাতু মরিচা সকলকে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত করে, কিন্তু বস্ত্রে সংলগ্ন হইলে অতি সহজেই পৃথক্ হইয়া যায়, তখন মরিচা সকল অদ্রবণীয় অবস্থায় কাপড়ে সংলগ্ন থাকে। অথচ এই অম্ল বস্ত্রের কোন অনিষ্ট করে না। অন্যান্য অম্ল মরিচা সকল দ্রব করিতে পারে বটে, কিন্তু উহারা উগ্র ক্রিয়া উৎপাদন করে বলিয়া বস্ত্রের সূত্র শিথিল হইয়া পড়ে। ফটকিরি হইতে রঙের জল করিতে নানারূপ দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমরা এস্থানে গোটাকয়েক মাত্র উল্লেখ করিব। বস্তুতঃ উহাদের সকলেরই মূল এক।

ফুটন্ত গরম জল—২৫০ সের।

ফটকিরি—৫০ সের।

দানাদার সোডা—২০ সের।

সীসশর্করা (Acetate of lead) ৩৭½ সের।

প্রথমে গরম জলে ফটকিরি দ্রব করিয়া উহাতে ক্রমে ক্রমে সোডা যোগ করিতে হইবে। জল উথলিয়া উঠিয়া স্থির হইলে পর উত্তমরূপে চূর্ণ করা সমস্ত সীসশর্করা একবারে ঢালিয়া দিয়া হাতাদ্বারা ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। কিছু ক্ষণ রাখিলে সীস প্রভৃতি অদ্রবণীয় অবস্থায় নীচে পড়িয়া যাইবে। উপরের স্থির জল ফুটাইয়া ও আঠাদ্বারা ঘন করিলেই লাল রঙের মসলা প্রস্তুত হয়। এই জলে কিয়ৎ পরিমাণে ফটকিরি অপরিবর্ত্তিতভাবে থাকিয়া যায়, সমস্ত ফটকিরি পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে সীসশর্করা ৮২ সের দিতে হয়।

১০০ ভাগ ফটকিরি জলে দ্রব করিয়া উহার সহিত ১৫০

ভাগ পাইরোলিগ্নাইট্ অব লাইম্ মিলিত করিয়া জল প্রস্তুত হয়।

ফটকিরি ৪ ভাগ, ক্রিম্ অব্ টার্টার ১ ভাগ প্রয়োজন মত জলে দ্রব করিলেও জল প্রস্তুত হয়। ৫ সের পটাশ, ৪ সের গোঁড়া চূণ (Quick lime) ২৫ সের জলে একঘণ্টা কাল ফুটাইয়া স্থির হইলে উপরের জল লইতে হইবে। এই জলকে ফুটাইয়া আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৩২ হইলে উহার ৭ সেরে ৫ সের ফটকিরি যোগ করিতে হয়। তখন সলফেট্ অব্ পটাস্ দানা বাঁধিয়া যায়। ছাঁকিয়া লইলে ফটকিরির জল প্রস্তুত হয়। উপরে যে সকল পরিমাণ লিখিত হইল তাহার সামান্য ইতর বিশেষে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

লোহা হইতে রঙের জল পাইরোলিগ্নাইট্ অব্ লাইম্ (Pyrolignite of lime) ও হিরাকস মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। সীসশর্করাযোগে হিরাকসের গন্ধকদ্রাবক হরণ করিয়া এটি-টেট্ অব্ আয়রন্ অর্থাৎ লৌহের ছাপিবার জল প্রস্তুত হয়। শির্কা বা এসিটিক্ এসিডের মধ্যে ছোট ছোট লোহার টুকরা দীর্ঘকাল ডুবাইয়া রাখিলেও এসিটেট্ অব্ আয়রন্ প্রস্তুত হয়।

রাঙ্গ হইতে ছাপার জল করিতে হইলে রাঙ্গকে হাইড্রো-ক্লোরিক্ এসিডে দ্রব করা হয়। এসিডে রাঙ্গ দিলে উহা দ্রব হইয়া ক্লোরাইড্ অব্ টিন্ নামক রাঙ্গের লবণ প্রস্তুত হয়। উহার সমস্ত অম্ল দূর করিতে হইলে অধিক মাত্রায় রাঙ্গ দিয়া ফুটাইতে হয়।

একটী দৃঢ় মাটীর বাসনে ৫ সের জল রাখিয়া উহাতে ৫ সের সোরা ও ৩ সের মিউরিয়াটিক্ এসিড মিশাইতে হয়। উত্তমরূপে মিলিত হইলে ২।৩ দিন ক্রমে ক্রমে ৫ ভরি রাঙ্গ উহাতে গালাইতে হইবে। একবারে সমস্ত রাঙ্গ দিলে উগ্র রাসায়ণিক ক্রিয়া হইয়া জল নষ্ট হইয়া যায়। বর্ণ ঘোর লাল করিতে হইলে উহাতে আরও রাঙ্গ দিতে হয়।

লাক্ষার বর্ণ পাকা করিতে মিউরিয়াটিক্ ১৫ সের, জল ১০ সের ও নাইট্রিক্ এসিড ৫ সের একত্র মিশাইয়া ইহাতে ৩ সের রাঙ্গ যোগ করিতে হয়।

ফিকা লাল রঙের ৫ সের মিউরিয়াটিক্ এসিডে ১ সের রাঙ্গের দানা দ্রব করিলেই জল প্রস্তুত হয়।

উল্লিখিত ছাপিবার জল সকল ময়দা বা গঁদ দিয়া ঘন করিয়া বস্ত্রে ছাপ দিতে হয়। আঠা না থাকিলে চুপসিয়া গিয়া ফুল নষ্ট ও অস্পষ্ট হইয়া যায়। উপকরণের পরিমাণ অনুসারে বর্ণ গাঢ় ও ফিকা হয়। ঘোর বর্ণ করিতে মসলা খুব ঘন করিয়া উহাতে গঁদ দেওয়া উচিত। ছাপার পর শীঘ্র শীঘ্র শুখাইলে মসলা ভালরূপে কাপড়ে সংযুক্ত হইতে পার না, এই জন্য ছাপার ঘর যথাসাধ্য আর্দ্র রাখা হয়। এই সকল ঘরের উত্তাপ ৬৫° হইতে ৭৫° (ফা°) পর্য্যন্ত থাকে। বস্ত্র ছাপা হইলে পর উহা ৩৷৪ দিনে শুষ্ক হয়, তখন জলে ধৌত করিয়া লওয়া যায়। বস্ত্রে ধাতুর মরিচায় ছাপ থাকি-লেও উহাকে গোবরজলে ধুইয়া লয়। এই কার্য্য অতি কদর্য্য বলিয়া গোময়ের পরিবর্ত্তে অনেক দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পর কাপড় বকম, মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতির জলে ছোপান হয়।

রঙের জল যথোপযুক্ত গাঢ় রাখা আবশ্যক। রঙ্-ঘরের উত্তাপও ৬৫° হইতে ৭৫° (ফা°) এবং বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ রাখিলেই ভাল। কোন কোন রঙের জলে কিয়ৎ পরিমাণে অম্ল থাকিয়া যায়। উহা নষ্ট করিবার জন্য রঙের জলে কিঞ্চিৎ চা-খড়ি অথবা কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা যোগ করা উচিত, সুদক্ষ রঙ্করগণ যথাপরিমাণ ঐ সকল দ্রব্য যোগ করে, অন্যথা পরিমাণ অধিক হইলে বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। রঙের জলে কাপড় প্রায় ১৫ মিনিট মৃদুতাপে সিদ্ধ হইলে, উহা নিংড়াইয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করা হইয়া থাকে। তাহারপর ক্ষারজলে ধৌত করিলে ছাপা ভিন্ন অন্য স্থানের রঙ্ উঠিয়া যায়। বলা বাহুল্য বিলাতে এই সকল কার্য্যই নানারূপ সুকৌশলে কলে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অন্যান্য প্রকার ছিট প্রস্তুতের প্রণালীও প্রায় এইরূপ। তবে উহাদের উপকরণ ভিন্ন প্রকার এবং কোন কোন স্থলে প্রক্রিয়ারও সামান্য ইতর বিশেষ আছে।

রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি সহকারে বহুতর বর্ণদ্রব্য ও তাহাতে কাপড় পাকা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্ব্বে কেবল উদ্ভিজ্জ বর্ণদ্বারাই বস্ত্র রঞ্জিত হইত, লাক্ষা নামে জান্তব বর্ণও ব্যবহৃত হইত। ১৭১০ খৃঃ অব্দে ডিস্‌বক্ নামে বার্লিন-নগরনিবাসী জনৈক রাসায়নিক প্রুসিয়ান্ ব্লু (Prussian blue) নামে খনিজ বর্ণ আবিষ্কার করিলেন। ইহার পর অন্যান্য খনিজ বর্ণও বাহির হইয়া পড়িল এবং বস্ত্রাদি রঙ্ করিতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

১৮২৬ খৃঃ অব্দে জর্ম্মন্ রাসায়নিক অন্‌ভার্ডর্বেন (Unver-derben) অ্যানিলাইন (Aniline) নামক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া ছিটের বহু উন্নতি সাধন করিলেন। তিনি প্রথমে নীলবড়ি চোঁয়াইয়া অ্যানিলাইন প্রস্তুত করেন। শীঘ্রই ইহা দ্বারা কাপড়ে পাকা রঙ্ করিবার উপায় বাহির হইল। অবশেষে গ্যাস প্রস্তুতের কারখানায় আলকাতরা হইতে সুন্দর অ্যানিলাইন প্রস্তুত হইল। মঞ্জিষ্ঠার মত বর্ণও আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

সম্প্রতি বিলাতের নানাস্থানে বড় বড় ছিটের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ সকলের স্বত্বাধিকারিগণ নানারূপ নূতন নূতন বর্ণের ছিট প্রস্তুত করিতেছেন। যাহা হউক ঐ সকলের মূল মর্ম্ম প্রায় এক। তথাকার ছিটের কারখানা সকলও এদেশের মত নহে। প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ কারখানাতেই এক একটী রসায়ন বিভাগ আছে। তথায় সর্ব্বপ্রকার রঙ, মসলা, অন্যান্য উপকরণ এবং পরীক্ষা করিবার নানারূপ যন্ত্রাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ ঐ সকল লইয়া নূতন নূতন প্রণালী ও রঙ উদ্ভাবন করিতে থাকেন। প্রসিদ্ধ ছিট-ওয়ালাগণ অন্য কারখানার ব্যবহৃত নমুনার ছিট করে না; সুতরাং নূতন নূতন চিত্রাদির নমুনা বাহির করিবার জন্য সুদক্ষ লোক নিযুক্ত থাকে। তাহারা কেবল নানারূপ নূতন ফুল ও চিত্রাদির আদর্শ অঙ্কন করে। আর এক বিভাগে ঐ সকল আদর্শের সর্ব্বোৎকৃষ্টগুলি কাষ্ঠ বা তাম্রফলকাদিতে খোদাই হয়। তাহার পর কাপড় পরীক্ষা, ছাপা, রং করা, শুকান, মণ্ড দেওয়া, মসৃণ করা, গাঁট বাধা ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যের জন্য এক এক পৃথক্ বিভাগ আছে। ইহা ব্যতীত এতাদৃশ সুবৃহৎ কারখানার সমস্ত কল প্রভৃতি মেরামত জন্য সকল প্রকার যন্ত্রাদিসম্বলিত এক শিল্প বিভাগ থাকে, এইরূপ বহু কার্য্য বিভাগ থাকাতেই বিলাতের এক এক ছিটের কারখানায় এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিট প্রস্তুত হয়।

ভারতবর্ষে বিলাতী ছিটের আমদানি কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা নিম্নস্থ তালিকা দৃষ্টে জানা যায়।

বর্ষ	আমদানি ছিটের মূল্য।
১৮৬৬-৬৭	২,৫৭,৬৯,৯৪০৲ টাকা।
১৮৭৫-৭৬	২,৮৩,৭২,৫০৬৲ ,,
১৮৮৮-৮৯	৫,৬২,৩১,৮১৭৲ ,,

শেষোক্ত বর্ষে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৪৩,১৮,৭৪১৲ টাকার ছিট, খেরুয়া প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয়।

ছিটন (দেশজ) ক্ষিপ্তকরণ, ছড়ান।

ছিটনি (দেশজ) ১ ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তকরণ, ছড়ান। ২ বাঁশের শলা। ইহার দ্বারা চিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ৩ যে স্ত্রীলোক ছিটনি অর্থাৎ বাঁশের শলাকা দ্বারা চিক ইত্যাদি বুনে।

ছিটান (দেশজ) জলাদি সেক, জল ছড়ান।

ছিটানি (দেশজ) জলাদি সেক।

ছিটাপাড়া (দেশজ) মন্ত্র পড়িয়া গায়ে জল নিক্ষেপ করা।

ছিট্‌কা (দেশজ) ফাঁদ।

ছিট্‌কী (দেশজ) ১ বাঁশের শলা। ২ মৎস্য ধরিবার জালভেদ।

ছিট্‌কনী (দেশজ) ১ বংশের বা কাঠের শলাকা। ২ মৎস্য ধরিবার জালভেদ।

ছিৎ (ত্রি) ছিনত্তি ছিদ্‌-কিপ্‌। ছেদনকর্ত্তা।

ছিত (ত্রি) ছো-ক্ত ইত্বঞ্চ (শাচ্ছোরন্যতরস্যাং। পা ৭।৪।৪১) পক্ষে ছাতঃ। ছিন্ন।

ছিত্তরাজদেব, কোঙ্কণদেশীয় শিলাহারবংশীয় একজন নৃপতি। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ভাণ্ডুপ নামক স্থানের নিকট ইহার নামে ৯৪৮ শকাঙ্কিত একটী তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

[শিলাহার-রাজবংশ দেখ।]

ছিত্তি (স্ত্রী) ছিদ-ক্তিন্‌। ১ ছেদ, ছেদন। (পুং) ২ করঞ্জবৃক্ষ, উণ্‌ ৩।১) ডহরকরম্‌চা গাছ।

ছিত্বর (ত্রি) ছি-ষ্বরপ্‌ পৃষো' দস্য তঃ। (ছিত্বরচ্ছত্বরেতি। ১ ছেদক। ২ ধূর্ত্ত। ৩ বৈরী।

ছিদক (ক্লী) ছিদ-কন্‌। বজ্র। (উণাদিকোষ)

ছিদা (স্ত্রী) ছিদ্‌-অঙ্‌ (ষিদ্‌ভিদাদিভ্যঙ্‌। পা ৩।৪।১০৪) ততষ্টাপ্‌। ছেদন।

ছিদি (স্ত্রী) ছিদ্যতেঽনয়া ছিদ্‌-ইন্‌-কিচ্চ (কৃগৃপৃ কুটি ভিদি ছিদিভ্যশ্চ। উণ্‌ ৪।১৪২) ১ কুঠার। ২ বজ্র। কর্ত্তরি (ত্রি) ৩ ছেদনকর্ত্তা।

ছিদির (পুং) ছিনত্ত্যনেন ছিদ্‌-কিরচ্‌। (ইষিমদিমুদিখিদিচ্ছিদীতি। উণ্‌ ১।৫১) ১ অগ্নি, আগুন। ২ কুটার, কুড়ুল। ৩ করবাল, তরবাল। ৪ রজ্জু, দড়ি।

ছিদুর (পুং) ছিনত্তি ছিদ্‌-কুরচ্‌। (বিদিভিদিচ্ছিদেঃ কুরচ্‌। পা ৩।২।১৬২) ১ ছেদক, ছেদনকর্ত্তা। ২ বৈরী। ৩ ধূর্ত্ত। ৪ ছেদনদ্রব্য। কর্ত্তরি (ত্রি) ৫ স্বয়ং ছিন্ন। "সংলক্ষ্যতে ন ছিদুরোপি হারঃ।" (রঘু ১৬।৬২)

ছিদ্যমান (ত্রি) ছিদ্‌-কর্ম্মণি-শানচ্‌। যাহাকে ছেদন করা হইতেছে।

ছিদ্র (ত্রি) ছিদ্যতে ভিদ্যতে ছিদ্‌-রক্‌ (স্ফায়ি তঞ্চি বঞ্চীত্যাদি। উণ্‌ ২।১৩) ১ ছিদ্রযুক্ত। "স্বয়মাতৃণাং পুরুষে শকরাং ছিদ্রাং ধ্রুবাসীতি" (কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১৭।৪।১৫) 'ছিদ্রাং স্বাভাবিক ছিদ্র যুক্তাং' (ভাষ্য) ২ ভেদ, ছেঁদা। তৎপর্য্যায়—কুহর, শুষির, বিচর, বিল, নির্ব্যথন, রোক, রন্ধ্র, শ্বভ্র, বপা, শুষি, স্বভ্র, শুষী। "ছিদ্রঞ্চ বারয়েৎ সর্ব্বং শশূকরমুখানুগম্‌" (মনু ৮।২৩৯) ৩ অবকাশ। ৪ দূষণ, দোষ।

দেহে ছিদ্র সংখ্যা। *।—লোমকূপ চোয়াল্লকোটী ৫৪০০০০০০৲, ঘর্ম্মনির্গম ছিদ্রের সহিত ইহার সংখ্যা ৪৫ কোটী ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার, ইহা বায়বীয় পরমাণু দ্বারা বিভক্ত হইয়া পৃথকরূপে গণিত হয়। ইহা সূক্ষ্ম ছিদ্র। স্থূল ছিদ্র নয়টী মুখ,

নয়ন, কর্ণ ও নাসিকা (ইহার ছিদ্র দুইটী দুইটী) পায়ু ও উপস্থ। ৫ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান "ছিদ্রাখ্যমষ্টমস্থানং" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)। ৬ নব সংখ্যা।

কর্ণ শব্দ পরে থাকিলে সংহিতা অর্থে লক্ষণাবাচক শব্দের যে দীর্ঘ উক্ত হইয়াছে যথা "দ্বিগুণাকর্ণঃ" তাহা ছিদ্র শব্দের উত্তর হইবে না। (কর্ণে লক্ষণাস্তাবিষ্টাষ্টপঞ্চমণিভিন্নছিন্ন-ছিদ্রস্রুবস্বস্তিকস্য। পা ৬।৩।১১৫) "ছিদ্রকর্ণঃ"।

ছিদ্রকর্ণ (ত্রি) ছিদ্রযুক্তঃ কর্ণোঽস্য বহুব্রী। ছিদ্রযুক্ত কর্ণবিশিষ্ট। [ছিন্নকর্ণ শব্দ দেখ।]

ছিদ্রতা (স্ত্রী) ছিদ্র-ভাবে তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ছিদ্রযুক্ততা, ছিদ্রযুক্তের ভাব। "আকাশস্য গুণঃ শব্দো ব্যাপিত্বং ছিদ্রযুক্ততা।" (ভারত ১২।২৫৫ অঃ)

ছিদ্রদর্শন (ত্রি) ছিদ্রং পশ্যতি ছিদ্র-দৃশ্-কর্ত্তরি ল্যুট্। যে ছিদ্র দর্শন করে, দোষদর্শী।

"ভূমির্ভবতি ভূতানাং সম্যগচ্ছিদ্রদর্শনাঃ।" (ভারত ৯ অঃ)

ছিদ্রদর্শিন্ (ত্রি) ছিদ্র-দৃশ-ণিনি। ১ দোষদর্শক। ২ ছিদ্রান্বেষী শত্রু। (পুং) ৩ যোগভ্রষ্ট ব্রাহ্মণভেদ, ইনি বাভ্রব্যের পুত্র। (হরিবংশ ২৩ অঃ)

ছিদ্রবৈদেহী (স্ত্রী) ছিদ্রপ্রধানা বৈদেহী শাকপার্থিববৎ সঃ। গজপিপ্পলী। (রাজনি°)

ছিদ্রশ্বাসিন্ (পুং) ছিদ্রেণ শ্বসিতি ছিদ্র-শ্বস্-ণিনি। যাহারা কয়েকটী দেহপার্শ্বস্থিত ছিদ্রদ্বারা শ্বাস ফেলে। ইহাদিগের চক্ষুঃ ৪টী। যথা—মাঠমাকড়।

ছিদ্রাত্মন্ (ত্রি) ছিদ্রঃ ছিদ্রযুক্তকুটিল ইতি যাবৎ আত্মা স্বভাবো যস্য বহুব্রী। খলস্বভাব, কুটিল। "নির্ণয়শ্চাপি ছিদ্রাত্মা ন তং বক্ষ্যতি তত্ত্বতঃ।" (ভারত ১২।৩০৭ অঃ)

ছিদ্রান্তর (পুং) ছিদ্রমন্তর্মধ্যে যস্য বহুব্রী। নল, খাগড়া।

ছিদ্রানুসন্ধানিন্ (ত্রি) ছিদ্রস্যানুসন্ধানং বিদ্যতেঽস্য ইনি। যে ছিদ্র অন্বেষণ করে, শত্রু।

ছিদ্রানুসরণ (ত্রি) ছিদ্রস্যানুসরণং যেন। যে ছিদ্র অন্বেষণ করে, শত্রু।

ছিদ্রান্বেষিন্ (ত্রি) ছিদ্র অনু-ইষ-ণিনি। যে ছিদ্র, দোষ বা অবকাশ অনুসন্ধান করে, শত্রুভেদ।

ছিদ্রাফল (ক্লী) ছিদ্রং ভুবণং আফলতি ছিদ্র-আ-ফল-অচ্। মায়াফল, মায়ফল।

ছিদ্রিত (ত্রি) ছিদ্র-তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ কৃতবেধ। ২ জাতছিদ্র।

ছিদ্রিন্ (ত্রি) ছিদ্রমস্ত্যস্য ছিদ্র-ইনি। ছিদ্রযুক্ত, ছেদা।

ছিদ্রোদর (ক্লী, পুং) ক্ষতোদর রোগ। এই রোগ প্রায় নাভির নিম্নেই হয়। ইহাতে উপসর্গ, খাসকাস, হিক্কা, তৃষ্ণা, প্রমেহ, অরুচি ও দৌর্ব্বল্য, নির্গত মল লোহিত ও পীতবর্ণ, পিচ্ছিল, অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত। (চরক)

ছিদ্রালদেহিন্ (পুং) (Porifera) এই বর্গের প্রত্যেক জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু ইহারা যে আবাস নির্ম্মাণ করে তাহা বহু ছিদ্রপূর্ণ সেই জন্য ইহাদিগকে ছিদ্রালদেহী কহা যায়। উক্ত আবাসের সামান্য নাম স্পঞ্জ।

ছিনন (দেশজ) ছিনিয়া লওন, বলদ্বারা গ্রহণ।

ছিনাল (হিন্দী) ১ ভ্রষ্টা, কুলটা। কোন কোন স্থানে ছিনার কথা ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—"ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার" (ল)।

ছিনালপনা (দেশজ) ভ্রষ্টা স্ত্রীর চাতুরী।

ছিনালী (দেশজ) ১ ভ্রষ্টা, কুলটা। ২ ছিনালপনা ভ্রষ্টার চতুরতা।

ছিত্বর (ত্রি) ছিদ্‌ঘরপ্। বিকল্পাৎ দস্য ন তঃ। ১ ঠেরী। ২ ধূর্ত্ত। ৩ ছেদক।

ছিন্দবাড়া, মধ্যপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন নর্ম্মদা-বিভাগের একটী জেলা। অক্ষ° ২১° ২০´ ও ২২° ৫৯´ দ্রাঘি° ৭৮° ১৪´ ও ৭৯° ২৩´ পূঃ। ইহার উত্তর ও বায়ুকোণে নরসিংহপুর ও হোসেঙ্গাবাদ, পশ্চিমে বেতুল, পূর্ব্বে সিউনি, দক্ষিণে নাগপুর। পরিমাণ ফল (১৮৮৩), ৩৯১৫ বর্গমাইল। ছিন্দবারা নগর ইহার সদর।

জেলার অধিকাংশ ভূমিই পর্ব্বতময়, ঐ ভাগ বালাঘাট নামে বিখ্যাত। সাতপুর পর্ব্বতের একশাখা এই জেলার মধ্য দিয়া জব্বলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে রাণাঘাটের গড় উচ্চতা ২০০০ ফিট। দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে তিনটী পরগণা নিম্নভূমিতে অবস্থিত। পার্ব্বত্য প্রদেশের অনেক স্থান বৃক্ষাদিশূন্য, কিন্তু সাতপুর পর্ব্বতের দক্ষিণ উপত্যকায় শাল ও সেগুণ গাছের বিস্তীর্ণ অরণ্য দৃষ্ট হয়। ঐ সকল অরণ্য হইতে বহু পরিমাণে কাষ্ঠাদি নাগপুরে প্রেরিত হয়। ১৮৮০-৮১ সালে এখানে গবর্মেণ্টের রক্ষিত ৭৩৬ বর্গ মাইল অরণ্য ছিল। কন্হণ নদী এই জেলার প্রধান নদী। মহাদেব পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে মহলঝির নিকটস্থ আনোনি নামক স্থানে একটী উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। মৃত্তিকা স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ। কয়েকস্থানে কয়লার খনি বাহির হইয়াছে। অরণ্যে শার্দ্দুল, চিত্রব্যাঘ্র, তরক্ষু, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি শিকারীদিগের প্রভাবে উহাদের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বহু প্রকার মৃগ, শৃগাল, শশক, বন্য কুক্কুর প্রভৃতি চতুষ্পদ ও তিত্তির, ডাক প্রভৃতি বন্য পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে দেবগড়ের গোঁড়-নৃপতির রাজধানী এই জেলায় ছিল। এই বংশীয় ভক্ত-বুলন্দ নামে নৃপতি দিল্লী গমন ও তথায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সম্রাট্ অরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র হন। তিনি চতুর্দ্দিক্ হইতে হিন্দুমুসলমান উভয় প্রকার অধিবাসী আহ্বান করিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোঁড় রাজবংশ বিলুপ্ত হয়। গোঁড় রাজগণের অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়া পড়ে। কুর্ক্ নামে গোঁড় সর্দ্দারগণ অবশেষে মহারাষ্ট্রদিগের অধীনতা স্বীকার করে। তাহারা ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধে আপ্পা সাহেবের সহিত যোগদান করায় প্রথমে রাজ্য হারাইয়াছিল, কিন্তু পুনর্ব্বার কর দিতে সম্মত হইলে নিজ নিজ অধিকার প্রাপ্ত হয়। ৩য় রঘুজীর মৃত্যুর পর ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে এই জেলা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ইহার অন্তর্গত বরিয়াম্-পাগরা জায়গীর ও পাঁচমারি অংশ বোরি ও দেনবা নামক দুইটী উৎকৃষ্ট জঙ্গলসহ হোসঙ্গাবাদ জেলাভুক্ত হইয়াছে।

জেলার ১৩০৪ বর্গমাইলে কৃষিকার্য্য হয়। অবশিষ্ট ভূমির ৯৯৯ বর্গমাইল চাসের উপযুক্ত। ধান্য, গোধূম, সর্ষপ, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, শণ প্রভৃতি এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। সম্প্রতি গোল-আলুর চাস হইতেছে। এখানে ফসল দুই প্রকার, খরিফ ও রবি। প্রথম প্রকার আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত কাটা হয়; দ্বিতীয় প্রকার ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে জন্মে। বৃষ্টির উপরই সমস্ত ফসল নির্ভর করে; কেবল পন্ধুর্ণা পরগণায় ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে পারা যায়। এই জেলার খামারপানি পরগণায় অতি উৎকৃষ্ট দুগ্ধদাত্রী গাভী পাওয়া যায়। ছিন্দবাড়া, পন্ধুর্ণা, মোহগাঁ, লোধিখেরা ও সৌসর প্রধান নগর।

এই জেলায় শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র প্রধান। পূর্ব্বে লোধিখেরা প্রভৃতি স্থানে ভাল পিতল ও তামার বাসন প্রস্তুত হইত; এখন আর সেরূপ হয় না। স্থানে স্থানে হাট আছে, তাহাতেই কেনা বেচা নিষ্পন্ন হয়। ছিন্দবাড়া হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, এই পথ দিয়াই অন্য স্থানের সহিত আমদানি রপ্তানী হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন রাস্তা সকল কোথাও কর্দ্দম ও কোথাও গভীর খাল বিল থাকাতে অতি দুর্গম। ছিন্দবাড়া ও রামকোণায় ডাকবাঙ্গালা ও সরাই, লোধিখেরা, সৌসর, পন্ধুর্ণা, অমরবারা ও চৌরাই নামক স্থানে কেবল সরাই আছে। বড়গাঁ ও উমরানালায় সরকারী পূর্ত্তবিভাগের আড্ডা আছে।

ছিন্দবাড়া মধ্যপ্রদেশের একটী পৃথক্ জেলা বলিয়া পরিগণিত। একজন ডেপুটি কমিশনর, একজন সহকারী কমিশনর ও দুইজন তহসীলদার এই জেলা শাসন করেন। জেলায় ৬ জন জজ ও ৫ জন মাজিষ্ট্রেট বসেন।

ঘাটপর্ব্বতের উপরিস্থ অংশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও নাতিশীতোষ্ণ। শীতকালে তুষারপাত বিরল নহে। বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রখর গ্রীষ্ম হয় না। বর্ষাকাল সুশীতল ও মনোরম। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪৩° ২২ ইঞ্চি।

২ উক্ত ছিন্দবাড়া জেলার উত্তরভাগস্থ একটী তহসীল। পরিমাণফল ২৮২৭ বর্গমাইল। এই তহসীল বা উপবিভাগে ৪টী দেওয়ানী ও ৪টী ফৌজদারী আদালত আছে।

৩ ছিন্দবাড়া জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২২° ৩´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৯´ পূঃ। এই নগর সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট উচ্চ, অনুচ্চ পাহাড় বেষ্টিত একটী প্রান্তরে অবস্থিত। নগরের চারিদিকে শস্যক্ষেত্র ও আম্রকানন আছে। জল প্রচুর হইলেও পানীয় জল নগরের বাহির হইতে আনিতে হয়। এখানে একটী সরকারী বাগান, জেলা আদালত, কমিশনর সাহেবের সরকিট হাউস্, জেল, খাজনাখানা, থানা, দাতব্য-চিকিৎসালয়, ফ্রি-চার্চ্চ-মিশনরী, ইংরাজী ও দেশীয় বিদ্যালয় এবং সরাই আছে।

ছিন্দিপাড়া, কটক জেলার অঙ্গুল রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সহর। অক্ষা° ২১° ৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ৫৫´ পূঃ। এখানে একটী থানা আছে।

ছিন্দু, জাতিবিশেষ। বিলাসপুরের নিকট ৯৯২ খৃষ্টাব্দের যে একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে এই জাতির উল্লেখ আছে। এখন ছিন্দু নামে কোন জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না। সার্ হেনরি ইলিয়ট্ সাহেব অনুমান করেন, এই নাম প্রাচীন চন্দেল্ল বা চন্দ্রাত্রের শব্দের রূপান্তর হইবে।

ছিন্ন (ত্রি) ছিদ্-ক্ত। ১ কৃতচ্ছেদন, খণ্ডিত। পর্য্যায়— ছাত, লূন, কৃত্ত, দাত, দিত, ছিত, বৃক্ণ, কৃষ্ট, ছাদিত, ছেদিত, খণ্ডিত। "ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৯০।১১) ২ বিভক্ত। "ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি" (গীতা) (পুং) ৩ মন্ত্রভেদ। যে মন্ত্রের আদি মধ্য ও অন্তে বায়ুবীজ সংযুক্ত বা বিযুক্তরূপে উচ্চারণ করিতে হয়, তিন চারি বা পাঁচ প্রকারে পরাক্রান্ত সেই মন্ত্রকে ছিন্ন বলে। (বিশ্বসার।) ৪ আগন্তুক ষট্ প্রকার ব্রণের অন্তর্গত ব্রণভেদ। ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্ছিল, ঘৃষ্ট এই ছয় প্রকার ব্রণ। বক্র বা সরল আয়ত ব্রণের নাম ছিন্ন; ইহাতে গাত্রের মাংস খসিয়া পড়ে।

ছিন্নক (ত্রি) ছিন্ন-কন্। (অনত্যন্তগতৌ ক্তাৎ। পা ৫।৪।৪) ঈষৎ ছিন্ন।

ছিন্নকর্ণ (ত্রি) ছিন্নঃ কর্ণোঽস্য বহুব্রী ছিন্নশব্দস্য বিষ্টাদিত্বাৎ

দীর্ঘপ্রতিষেধঃ (কর্ণে লক্ষণস্যাবিষ্টেতি। পা ৬।৩।১১৫) ছিন্ন-কর্ণরূপ চুর্ণলক্ষণযুক্ত। কাণ বেঁড়া।

ছিন্নগ্রন্থিনিকা (স্ত্রী) ছিন্নগ্রন্থিনী সংজ্ঞায়াং কন্ হ্রস্বশ্চ। ত্রিপর্ণিকা লতা। (রাজনি°)

ছিন্নগ্রন্থিনী (স্ত্রী) ত্রিপর্ণিকালতা।

ছিন্নদ্বৈধ (ত্রি) ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়োঽস্য বহুব্রী। নিবৃত্ত-সংশয়, বেদান্তাদি বাক্য শ্রবণে যাহার সংশয় দূর হইয়াছে।

ছিন্নতরক (ত্রি) ছিন্ন-তরপ্ (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়-সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭) ততঃ স্বার্থে কন্। 'উত্তরবচনে উত্তরং প্রাপ্নোতি ভিন্নতরকং ছিন্নতরকং। তমাদস্যো ভবতি পূর্ব-প্রতিষেধেন।' তদন্তাচ্চ স্বার্থে কন্ বচনং। 'তদন্তাচ্চ স্বার্থে কন্ বক্তব্যঃ।' ভিন্ন তরকমিতি। (মহাভাষ্য, পা ৫।৪।৪) 'ভেদস্ত প্রকর্ষণ ত্যপ্তগস্ত্যে। যুগপদ্ বিবক্ষায়াং পূর্বপ্রতিষেধ। তরপি কৃতে ক্রান্তত্বাৎ কন্ প্রাপ্নোতি ইত্যাহ তদন্তাচ্চেতি স্বার্থ পুনর-সত্যন্তগতিযুক্তএব নতু শুদ্ধঃ।' ভাষ্যপ্রদীপ, অতিশয় ছিন্ন।

ছিন্নপক্ষ (ত্রি) ছিন্নৌ লূনৌ পক্ষৌ যস্য বহুব্রী। ছিন্নপাখা, কৃত্তপক্ষ, যাহার পাখা ছেদ করা হইয়াছে। "ত্বমিন্দ্র কপোতস্য ছিন্নপক্ষায় বঞ্চতে।" (অথর্ব্ববেদ ২০।১৩৫।১২)

ছিন্ননাস (ত্রি) ছিন্না নাসা নাসিকা অস্য বহুব্রী। দ্বিধাভূত নাসাযুক্ত, ছিন্ননাসিক।

ছিন্নপত্রী (স্ত্রী) ছিন্নং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী, ততোঙীপ্। অম্বাষ্ঠা, অম্বাড়া ক্ষুপ।

ছিন্নপুষ্প (পুং) ছিন্নং পুষ্পং যস্য বহুব্রী ততঃ স্বার্থে কন্। তিলকপুষ্পবৃক্ষ।

ছিন্নভিন্ন (ত্রি) বিশেষণেন সহ বিশেষণস্য কর্মধা°। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট।

ছিন্নমস্তক (ত্রি) ছিন্নং মস্তকং যস্য বহুব্রী। মস্তকহীন।

ছিন্নমস্তা (ত্রি) ছিন্নং মস্তং শিরো যস্যাঃ বহুব্রী। দশমহাবিদ্যার মধ্যে এক মহাবিদ্যা। (তন্ত্রসার) [দশমহাবিদ্যা দেখ।]

ইনিই প্রচণ্ডচণ্ডিকা নামে খ্যাত। ইনি প্রসন্ন হইলে লোকে শিবত্ব লাভে সমর্থ হয়, অপুত্র পুত্রবান্, নির্ধন ধনী ও মূর্খ বিদ্বান্ হয়। ইহার পূজাপ্রয়োগ এইরূপ—সাধক প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর আচমন করিয়া বসিবে। পরে লক্ষ্মী, মায়া ও কূর্চ্চবীজ দ্বারা তিনবার জলপান করিবে। বাগ্‌বীজ দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় সংমার্জ্জন করিয়া মায়াবীজ দ্বারা দুইবার উন্মার্জন করিবে। পরে শ্রী, মায়া, কূর্চ্চ, সরস্বতী, কাম, ত্রিপুটা, ভগবতী ও ভগবীজ এবং কামকলা ও অঙ্কুশ দ্বারা যথাক্রমে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাভি, হৃদয়, মস্তক ও অংসদ্বয় স্পর্শ করিবে। আচমনানন্তর ষোঢ়ান্যাস পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষিই, সম্রাট্ ছন্দঃ, ছিন্নমস্তা দেবতা, হুঁকারদ্বয় বীজ, স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থসিদ্ধির বিনিয়োগ। যথা—শিরসি ভৈরবঋষয়ে নমঃ। মুখে সম্রাট্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি ছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে হুঁ হুঁং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।" করাঙ্গন্যাস—কনিষ্ঠাঙ্গুলে "ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা।" পবিত্রাঙ্গুলিদ্বয়ে "ওঁ ইং সু খড়্গায় শিরসে স্বাহা।" মধ্যমাদ্বয়ে "ওঁ ঊং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা।" তর্জনীদ্বয়ে "ওঁ ঐঁ পাশায় কবচায় স্বাহা।" অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে "ওঁ ঔং অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা।" করতলপৃষ্ঠদ্বয়ে "ওঁ অঃ সুরক্ষ সুরক্ষ সুরাস্ত্রায় ফট্।" এই প্রকার হৃদয়াদিতেও ন্যাস করিবে। ত্রিশক্তিতন্ত্রে লিখিত আছে—নিজের নাভিতে অর্দ্ধবিকশিত শুক্লবর্ণ পদ্ম ধ্যান করিবে। তাহার মধ্যে জবাকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল, তন্মধ্যে কোটিসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা মহাদেবী ছিন্নমস্তাকে ভাবনা করিবে। ইনি বামকরে নিজ মস্তক ধারণ করিয়া লক্ লক্ জিহ্বা দ্বারা নিজ কণ্ঠনিঃসৃত রুধিরধারা পান করিতেছেন। বিবিধ কুসুম-শোভিত কেশপাশ ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্তা, আলুলায়িতাকেশা, দিগম্বরী, দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী। মুণ্ডমালাবিভূষিতা, ষোড়শবর্ষী, পীনোন্নত পয়োধরা, রতি ও কামের উপরি প্রত্যালীঢ় পদে দণ্ডায়মানা। গলে অস্থিমালা ও সর্পরূপযজ্ঞোপবীত ভূষিতা। বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ডাকিনী ও বর্ণিনী। ডাকিনী দেখিতে কল্পান্ত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, বিদ্যুজ্জটা, ত্রিনয়না, বিকটদন্তা, মুক্তকেশী ও দিগম্বরী। বাম ও দক্ষিণ হস্তে নরকপাল ও কর্ত্তরী, লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক দেবীর কণ্ঠনির্গত রক্ত-ধারা পান করিতেছে। দক্ষিণপার্শ্বে বর্ণিনী—দেখিতে লোহিত-বর্ণা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী বাম ও দক্ষিণ হস্তে কপাল ও কর্ত্তরী, গলে নাগযজ্ঞোপবীত ও মুণ্ডমালা। প্রত্যালীঢ়পদে অবস্থিত হইয়া দেবীর কণ্ঠনিঃসৃত রুধিরধারা পান করিতেছে। রতি ও কামকে বিপরীত রতিতে আসক্তরূপে ভাবনা করিতে হয়। যথা—

"স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েদর্দ্ধং বিকসিতং সিতম্।
তৎপদ্মকোষমধ্যেতু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ॥
জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধূকসন্নিভম্।
রজঃসত্ত্বতমোরেখা যোনিমণ্ডলমণ্ডিতম্॥
মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্॥
প্রসারিতমুখীং দেবীং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্॥
বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাম্।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥

বিলসন্তীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদে স্থিতাম্।
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
রতিকামোপরিষ্ঠাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
বিপরীতরতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্ রতিমনোভবৌ।
ডাকিনীবর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ॥
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত ধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্।
বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্॥
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জলন্তেজোময়ীমিব॥
প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
সদা দ্বাদশবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাম্॥
ডাকিনীং বামপার্শ্বে তু কল্পসূর্য্যানলোপমাম্।
বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপংক্তিবলাকিনীম্॥
দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্॥
লেলিহানমহাজিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
দেবী গলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্॥
করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্।
আভ্যাং নিষেব্যমানাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ॥"

ধ্যান না করিয়া দেবীকে পূজা করিলে তাহার মস্তক সদ্যঃ ছিন্ন হয়।

ধ্যানান্তর যথা—

'প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃকর্ত্তৃকাং
দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধারাং পিবন্তীং মুদা।
নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতা
রত্যাসক্তমনোভবোপরিদৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্॥
দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কর্ত্রীং তথা খর্পরং
হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণোদ্ভবঃ নাম্নাপি সা বর্ণিনী॥
দেব্যাশ্ছিন্নকবন্ধতঃ পতদসৃগ্‌ধারাং পিবন্তী মুদা
নাগাবদ্ধশিরোমণির্মনু বিদা ধ্যেয়া সদা সাত্ত্বরৈঃ॥
বামে কৃষ্ণতনুস্তথৈব দধতী খড়্গাং তথা খর্পরং
প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবন্তী মুদা।
সৈষা যা প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী
শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্না পরাডাকিনী॥'

পূজাযন্ত্র—একটী দশদলপত্র আঁকিবে, ইহার দল পূর্ব্বদিকে শ্বেত, অগ্নিকোণে রক্ত, দক্ষিণে কৃষ্ণ, বায়ুকোণে পীত, পশ্চিমে শুক্ল, নৈঋতে রক্ত, উত্তরে সিত, ঈশানকোণে কৃষ্ণবর্ণ। কর্ণিকা মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহাতে রক্তবর্ণ রজঃ, শুক্লবর্ণ সত্ত্ব ও কৃষ্ণবর্ণ তমো গুণের রেখা আঁকিতে হয়। পরে ষড়ক্ষরযুক্ত মায়াবীজদ্বয় আঁকিয়া কর্ণিকার চতুর্দ্দিকে প্রাকার আঁকিবে। পূর্ব্বদিকে রক্তবর্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চিমে শুক্লবর্ণ ও উত্তরে পীতবর্ণ। প্রাকারের চারিটী দ্বার, প্রত্যেক দ্বারেই এক একজন ক্ষেত্রপাল থাকিবে। (ভৈরবীয়°)

প্রকারান্তর যথা—ত্রিকোণাকার রেখা টানিবে, তাহার মধ্যে তিনটী মণ্ডল এবং তাহার মধ্যে দ্বারত্রয়যুক্ত যোনি আঁকিবে। বাহিরে অষ্টদলপদ্ম ও ভূ-বিম্বত্রয় এবং তন্মধ্যে কূর্চ্চ বীজ আঁকিবে। তিন কোণে কট্‌যুক্ত করিবে। এইটা ধ্যানোক্ত যন্ত্র। উক্ত ধ্যানযন্ত্র যোগিদিগের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। গৃহস্থেরা তাহাকে নিজ নাভিপদ্ম মধ্যস্থিত নির্লেপ, নির্গুণ, সূক্ষ্ম বালচন্দ্রসদৃশ দ্যুতি এবং সত্ত্ব রজ ও তমো গুণদ্বারা বেষ্টিত মনে করিয়া ধ্যান করিবে।

"অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি যথাক্রমম্।
স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েদ্ ভানুমণ্ডলসন্নিভম্॥
যোনিচক্রসমাযুক্তং গুণত্রিতয়সংজ্ঞিতম্।
তত্র মধ্যে মহাদেবীং ছিন্নমস্তাং স্মরেদ্‌যতিঃ॥
প্রদীপকলিকাকারামদ্বিতীয়ব্যবস্থিতাম্।
যোনিমুদ্রাসমাযুক্তাং হৃদয়ে স্থিতলোচনাম্॥
ধ্যেয়মেতদ্‌যতীনাঞ্চ গৃহস্থানাং নিশাময়।
অন্তরে স্বশরীরস্থ নাভিনীরজ-সংগতাম্॥
নির্লেপাং নির্গুণাং সূক্ষ্মাং বালচন্দ্রসমপ্রভাম্।
সমাধিমাত্রগম্যাঞ্চ গুণত্রিতয়-বেষ্টিতাম্॥
কলাতীতাং গুণাতীতাং মুক্তিমাত্রপ্রদায়িনীম্।" (তন্ত্র)

এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক মানসপূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিবে। তার পর পীঠপূজা করিতে হয়। যথা—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ প্রভূতায় নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ। ওঁ রত্নদ্বীপায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ তদধঃ স্বর্ণসিংহাসনায় নমঃ। ওঁ আনন্দকন্দায় নমঃ। ওঁ সম্বিন্নালায় নমঃ। ওঁ সর্ব্বতত্ত্বাত্মকপদ্মায় নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ। ওঁ রং রজসে নমঃ। ওঁ তং তমসে নমঃ। ওঁ আং আত্মনে নমঃ। ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ। ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। পদ্মমধ্যে ওঁ রতিকামাভ্যাং নমঃ।

ভৈরব মতে—আধারশক্তি, কূর্ম্ম, নাগরাজ, পদ্মনাল, পদ্ম, চতুষ্কোণমণ্ডল, রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ, রতি ও কামকে পূজা করিয়া শক্তিপূজা করিবে।

পীঠমন্ত্র যথা—"রতি কামোপরি বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি

দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহা।" পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। "সর্ব্বসিদ্ধিবর্ণনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিডাকিনীয়ে বজ্রবৈরোচনীয়ে ইহাবহ ইহাবহ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সংনিরুধ্যস্ব" এই মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া "আং হ্রীং ক্রোঁ হং সঃ" এই মন্ত্র দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। "ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাসপূর্ব্বক যথাশক্তি পূজা করিয়া বলি দিবে। মন্ত্র যথা—"বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ণ গৃহ্ণ ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে। হুং ফট্ স্বাহা।" পরে দেবীর দক্ষিণে "ওঁ বর্ণিন্যৈ নমঃ", বামে "ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা বর্ণিনী ও ডাকিনীর পূজা করিবে। দেবীর ষড়ঙ্গপূজা করিয়া দক্ষিণে "ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ" বামে "ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ" পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মী, দক্ষিণে লজ্জা, পশ্চিমে মায়া, উত্তরে সরস্বতী, অগ্নিকোণে ব্রহ্মা, বায়ুকোণে বিষ্ণু, নৈঋ‌র্তকোণে রুদ্র, ঈশানকোণে ঈশ্বর এবং মধ্যে সদাশিবকে আদিতে "ওঁ" অন্তে "নমঃ" দিয়া পূজা করিবে। পরে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিপূর্ব্বক আবরণপূজা করিবে। অষ্টদিক্ ও মধ্যে "ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদলে পূজা করিবে। যথা—পূর্ব্ব দলে "ওঁ কাল্যৈ নমঃ।" অগ্নিকোণ দলে "ওঁ বর্ণিন্যৈ নমঃ"। দক্ষিণ দলে "ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ"। বায়ুকোণদলে "ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ"। পশ্চিম দলে "ওঁ মহাভৈরব্যৈ নমঃ"। নৈঋ‌র্তকোণ দলে "ওঁ ইন্দ্রাক্ষ্যৈ নমঃ"। উত্তর দলে ওঁ পিঙ্গলাক্ষ্যৈ নমঃ।" ঈশানকোণ দলে "ওঁ সংহারিণ্যৈ নমঃ"। পদ্ম-মধ্যে "হুং হুং ফট্ নমঃ স্বাহা নমঃ।" দেবীর দক্ষিণে "সম্রাট্ ছন্দসে নমঃ" উত্তরে "সর্ব্ববর্ণেভ্যো নমঃ" পুনর্ব্বার দক্ষিণে "ওঁ বীজশক্তিভ্যাং নমঃ"। পত্রের অগ্রভাগে পূর্ব্বদিকে "ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ" অগ্নিকোণে "ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ" দক্ষিণে "ওঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ" বায়ুকোণে "ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ", পশ্চিমে "ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ", নৈঋ‌র্তকোণে "ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ" উত্তরে "ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ" ঈশানকোণে "ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ"। পূর্ব্বদ্বারে "ওঁ করালায় নমঃ" দক্ষিণ দ্বারে "ওঁ বিকরালায় নমঃ" পশ্চিমদ্বারে "ওঁ অতিকরালায় নমঃ" উত্তর দ্বারে "ওঁ মহাকালায় নমঃ"।

"পূর্ব্বদ্বারে করালঞ্চ বিকরালঞ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমেঽতিকরালঞ্চ মহাকরালমুত্তরে॥" (ভৈরবীত)

"যোনিমুদ্রা সমারূঢ়াং প্রদীপকলিকোজ্জ্বলাম্।
কৃষ্ণপক্ষে বিধুমিব ক্রমেণ ক্ষীণতাং গতাম্॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রূপভাবনা পূর্ব্বক বাম নাসাপুট দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে নিবেশিত করিবে।

পুরশ্চরণ লক্ষ জপ। রাত্রিতে মৎস্য মাংস সুরাদি দ্বারা বিভবানুরূপ বলি দিবে। বলি মন্ত্র। "ওঁ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে বর্ণনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে ডাকিনীয়ে ছিন্নমস্তে দেবি এহ্যেহি ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং দেহি দেহি হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা।" (ভৈরবীত)

"দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইল কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হইল সতী অতি বিপরীত॥
বিকসিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাঝে।
তিন গুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে॥
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদ বরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হইতে রুধির উঠিছে তিনধার।
একধার নিজ মুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব-আরোহিণী॥"
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥" (ভারত অন্নদা॰)

ছিন্নমস্তিকা (স্ত্রী) ১ ছিন্নমস্তাদেবী। কাঠমাণ্ডুর দেড়মাইল পূর্ব্বে ললিতপত্তন নামক স্থানে ছিন্নমস্তাদেবীর এক সুন্দর ও প্রাচীন মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের অনতিদূরের ৪৮ সম্বৎ অঙ্কিত জিষ্ণুগুপ্তের একখানি খোদিত শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

ছিন্নরুহ (পুং) ছিন্নোপি রোহতি রুহ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫)। তিলকবৃক্ষ। (রাজনি॰)

ছিন্নরুহা (স্ত্রী) ছিন্নরুহ-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ গুড়ূচী, গুলঞ্চ। পর্য্যায়—বৎসাদনী, মধুপর্ণী, অমৃতা, অমরা, কুণ্ডলী, অমৃতবল্লী, গুড়ূচী, চক্রলক্ষণা। ২ স্বর্ণকেতকী। ৩ শল্লকী।

ছিন্নবেশিকা (স্ত্রী) ছিন্নো বিচ্ছিন্নো বেশো যস্যাঃ সংজ্ঞায়াং কন্ ততষ্টাপি অতইত্বং। পাঠা, আকনদী।

ছিন্নশ্বাস (পুং) কর্ম্মধা। সুশ্রুতোক্ত শ্বাসরোগবিশেষ। শ্বাসরোগে কফ ও বাতের আধিক্য হইলে তাহাকে ছিন্নশ্বাস বলে। (নিদান) (বহুব্রী) ২ ছিন্নশ্বাসযুক্ত।

ছিন্না (স্ত্রী) ছিদ্যতেঽসৌ ছিদ্-ক্ত ততষ্টাপ্ (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪)। ১ গুড়ূচী, গুলঞ্চ। ২ পুংশ্চলী। (বিশ্ব)

ছিন্নোদ্ভবা (স্ত্রী) ছিন্নাপি উদ্ভবতি ছিন্ন-উৎ-ভূ-অচ্ ততষ্টাপ্। গুড়ূচী, গুলঞ্চ।

ছিপ (দেশজ) ১ মৎস্যধারণ যন্ত্র। ২ নৌকাবিশেষ।

ছিপি (দেশজ) বোতলের মুখবন্ধ, কাক।

ছিপিগর, ছিটপ্রস্তুতকারী জাতি। এই জাতীয় লোক অতি বিরল। খেরা ও কাশীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহারা বাস করে। বস্ত্রে ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত করাই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। ছিপিগরগণ আপনাদিগকে রাঠোর-রাজপুতবংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদিগকে ভাবসারও বলে।

ছিপিয়া, অযোধ্যাপ্রদেশে গোণ্ডা জেলার একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে বৈষ্ণবধর্ম্মসংস্কারক সহজানন্দের সম্মানার্থ একটী সুন্দর মন্দির আছে। সহজানন্দ প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে এই ছিপিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে জুনাগড়ের বৈষ্ণব-মঠের প্রধান মহান্ত হন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া থাকে। তাঁহার উপাধি স্বামীনারায়ণ। তাঁহার বংশধরগণ আজিও তাঁহার প্রবর্ত্তিত মতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের নেতা বলিয়া পরিগণিত। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মতাবলম্বী গুজরাটস্থ বৈষ্ণবগণ তাঁহার জন্মস্থানে এক মন্দির নির্ম্মাণার্থ যত্নবান্ হয়। তদনুসারে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের গঠন সুন্দর, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাৎভাগে প্রতিবৎসর রামনবমী ও কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় দুইটী মেলা হয়। বারমাসই নানাস্থান হইতে যাত্রীগণ এই স্থান দেখিতে আইসে।

ছিপী (দেশজ) গুঁজি, ছিদ্ররোধক কাষ্ঠ। [ছিপি দেখ।]

ছিপ্‌লিয়া (পারস্তজ) বালক।

ছিবড়া (দেশজ) রস খাইয়া যে অসার ভাগ পরিত্যক্ত হয়, কোন দ্রব্যের নীরস ভাগ।

ছিবলা (পারস্তজ) ছেপলা, বালক।

ছিম (শিম্বী শব্দজ) শিম।

ছিয়াত্তর (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ৭৬, ছেয়াত্তর।

ছিয়ানই (ষণ্ণবতি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ৯৬, ছেয়ানই।

ছিয়ানব্বই (ষণ্ণবতি শব্দজ) ৯৬, ছিয়ানই।

ছিয়াশী (ষড়শীতি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ৮৬, ছেয়াশী।

ছির্‌ছিরা, ক্ষুদ্র গায়ক পক্ষীবিশেষ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫।৬ ইঞ্চি। দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে এবং সিংহল ও বাঙ্গালার কোন কোন জায়গায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নির্ভয়ে লোকালয়ে আসে, ফাঁকা স্থানে লাফাইয়া বেড়ায়, অথবা গাছের ডালে বসিয়া গান করে। ইহারা একবার অল্প উপরে উড়িয়া আবার তখনি পাখা মেলিয়া নামিয়া পড়ে এবং এইরূপ করিতে করিতে গান করে।

ছিল্‌কা (ছিল্লি শব্দজ) বন্ধল, ছাল।

ছিলা (দেশজ) ১ ধনুকের গুণ। ২ বস্ত্রাদির প্রান্তভাগস্থ সূত্রাদি।

ছিলিম (পারস্তজ) হুঁকা, হুকা।

ছিলিমিলি (দেশজ) মুসলমান ফকিরের গলার মালাবিশেষ।

ছিলিহিণ্ড (পুং) চিলিনা বসনখণ্ডরূপতয়া হিণ্ডতে অনাদ্রিয়তে চিলি-হিণ্ড-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাচ্চস্য ছঃ। পাতাল-গরুড়বৃক্ষ।

ছীঁটা (হিন্দি ছীটনা শব্দজ।) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে জমিতে ধান্য থাকিতে থাকিতে উহাতে মটর ও মসিনা ছড়াইয়া দেয়। ধান্য কাটিয়া লইলে পর ঐ সকল শস্য জন্মে। ঐরূপ জমিকে ছীঁটা কহে।

গোরক্ষপুর জেলায় ছীঁটা শব্দে একবার চাষ দিয়া বুনা জমিকে বুঝায়। দখল পাইবার জন্য অনেকে জমি ছীঁটা করিয়া লয়।

ছুঁই (সূচী শব্দজ) ছুঁচ।

ছুঁচ (সূচী শব্দজ) ১ সূচী, ছুঁই। ২ সোমাজি।

ছুঁচক্রু, কোকিল জাতীয় পক্ষীবিশেষ।

ছুঁচা (দেশজ) গন্ধমূষিক। [ছুছুন্দরী দেখ।]

ছুঁচাল (দেশজ) তীক্ষাগ্রযুক্ত।

ছুঁচ্‌কি (দেশজ) ওৎ, শীকারাদি করিবার আশায় অতি সন্তর্পণে অবস্থান।

ছুঁচিয়া (দেশজ) তৃণবিশেষ।

ছুঁচিয়াব্রহ্মজাল, সর্পবিশেষ।

ছুঁছা (ছুছুন্দরী শব্দজ) গন্ধমূষিক, ছুঁচা।

ছুঁড়ী (দেশজ) অল্পবয়স্কা, ছুকরী।

ছুইকদান (কোঁড়কা)।—১ মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণফল ১৭৪ বর্গ মাইল। এই রাজ্য শালিটেক্‌রি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। নিম্ন ভূমিতে উত্তম আবাদ হয়। গোধূম, ছোলা ও কার্পাসই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজা কোঁড়কা বা ছুইকদান নামক গ্রামে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র দুর্গে বাস করেন। ইনি গৃহস্থ বৈরাগী দলভুক্ত। গবর্মেণ্টকে বার্ষিক ১১০০৲ টাকা খাজনা দিতে হয়।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান গ্রাম ও রাজার বাসস্থান।

ছুক্‌রী (দেশজ) বালিকা, ছুঁড়ী।

ছুগের, এক পতিত রাজপুত জাতি। ইহারা জাড়েজা রাজপুত বংশীয়। কচ্ছপ্রদেশে বাস করে।

ছুছুকা (স্ত্রী) ছু ছু ইত্যব্যক্তশব্দং কায়তি ছুছু-কৈ-ক। ছুছুন্দরী, ছুঁচা।

ছুছুন্দর (পুং) ছুছুমিত্যব্যক্তশব্দো দীর্ঘ্যতে নিগচ্ছত্যস্মাৎ ছুছুম্-দৃ-অপাদানে অপ্। মূষিকভেদ, ছুঁচা। "ছুন্দুন্দরেণ বিড়্‌ভক্তো গ্রীবা স্তম্ভোবিজৃম্ভণম্।" (সুশ্রুত)

ছুছুন্দরি (পুং) ছুছুম্ দৃ-ইন্। মূষিকভেদ।

"ছুছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকন্তু বর্হিণঃ॥" (মনু ২১।৬৫)

মনুর মতে—কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য হরণ করিলে ছুছুন্দরি জন্ম হয়।

ছুছুন্দরী (স্ত্রী) ছুছুন্দর-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। গন্ধমূষিক, ছুঁচা। পর্য্যায়—গন্ধমূষা, চিকবেক্ত, নকুল, পুংবৃষ, গন্ধমূষিক, গন্ধমূষিকা, রাজপুত্রী, প্রতিমূষিকা, সুগন্ধিমূষিকা, গন্ধশুণ্ডিনী, শুণ্ডিমূষিকা, গন্ধাখু, গন্ধনকুল, চুচু। (Mole)

ইহারা কীটপতঙ্গভুক্ নিশাচর প্রাণী, দিবাভাগে অন্ধকার গর্ত্তে বাস করে, রাত্রি হইলে কিচ্ কিচ্ শব্দে অতি দ্রুতবেগে শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়। প্রায়ই উঠানে ইহাদিগকে আরসুলা প্রভৃতি ধরিতে দেখা যায়। ভ্রমণকালে ইহাদের শরীর হইতে মৃগনাভির কতক অনুরূপ, কিন্তু অতি অপ্রীতিকর তীব্র গন্ধ নির্গত হয়। ঐ গন্ধ এরূপ তেজস্কর যে কোন পদার্থের উপর দিয়া ছুঁচা চলিয়া গেলে দীর্ঘকাল উহাতে ছুঁচার গন্ধ থাকে। খাদ্য বস্তু ছুঁচা-স্পর্শে একবারে নষ্ট হয়। এমন কি আবৃত পাত্র, কিম্বা ছিপি দেওয়া বোতলের নিকট দিয়া গেলেও তন্মধ্যস্থ বস্তু ছুঁচার গন্ধযুক্ত হইয়া যায়।

ছুঁচার দংশনে অনেক সময় শরীর বিষাক্ত হয়। প্রবাদ আছে যে, সাপ ছুঁচার কামড়ে মরিয়া যায়।

জয়পুর প্রভৃতি স্থানের অনেকে শুষ্ক ছুঁচা সোণা রূপা তামা ইত্যাদির মাদুলীতে পুরিয়া কবচরূপে পরিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে ইহা পরিলে সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পায়, এমন কি অস্ত্রাঘাতে বা গুলিতে তাহার কোন ক্ষতি হয় না। ছুঁচা জাতীয় অনেক প্রকার জীব ভারতবর্ষে বাস করে।

ছুচ্ছু (স্ত্রী) ছুছুকা, গন্ধমূষিক। যাত্রাকালে ছুছা বামদিকে থাকিলে যাত্রা শুভ। (বৃহৎসংহিতা ৮৬ অঃ)

ছুট্ (দেশজ) বাদ।

ছুটকী (দেশজ) ক্ষুদ্র পক্ষী।

ছুটন (দেশজ) পলায়ন, দ্রুত গমন।

ছুটা (দেশজ) অস্থায়ী।

ছুটাছুটি (দেশজ) দৌড়াদৌড়ি।

ছুটান (দেশজ) দ্রুত গমন করান।

ছুটী (দেশজ) ১ বিদায়, ছাড়ানি, উদ্ধার। ২ বর্দ্ধমানের দক্ষিণে সুলেমানাবাদ পরগণার একটী গ্রাম।

ছুড়ন (দেশজ) প্রক্ষেপ করণ, ছড়ান।

ছুত (ছল শব্দজ) ছল, চাতুরী, ভান।

ছুতল (দেশজ) ছুতওলা, যে ছুতা বা ছল করে।

ছুতা (দেশজ) ছুত, ছল।

ছুতার (সূত্রধার শব্দজ) সূত্রধার। [সূত্রধার দেখ।]

ছুদ্র (ক্লী) ছদ-রক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রতীকার, রন্ধ্র।

ছুনী (দেশজ) ছোট, ক্ষুদ্র।

ছুপ (পুং) ছুপ-স্বার্থে ক। ১ ক্ষুপ, ক্ষুদ্র শাখাযুক্ত বৃক্ষ। ২ স্পর্শ। ৩ যুদ্ধ। (ত্রি) ৪ চপল।

ছুবুক (ক্লী) চিবুক। "অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি"। (ঋক্ ১০।১৬৩।১) 'ছুবুকাৎ চিবুকাৎ ওষ্ঠাধঃ প্রদেশাচ্চ।' (সায়ণ।)

ছুরণ্ড (পুং) পক্ষী। (শব্দরত্না°)

ছুরা (স্ত্রী) ছুরতি রঞ্জয়তি নাশয়তি দুর্গন্ধাদিকমিতি বা ছুর-ক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ সুধা, কলিচুণ। ২ চূর্ণ, গুঁড়া।

ছুরিকা (স্ত্রী) ছুরতি ছিনত্তি ছুর-কুন্। যদ্ বা ছুরী-স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। অস্ত্রবিশেষ, ছুরী। পর্য্যায়—শস্ত্রী, অসিপুত্রী, অসিধেনুকা, ছুরী, খুরী, ছুরী, কৃপাণিকা, ধেনুপুত্রী, ছুরিকা। "তাবৎস্ত্রিয়মপশ্যন্তাং ছিত্বা ছুরিকয়া ভৃশম্। খাদন্তী তস্য মাংসানি পুংসঃ শূলাগ্রবর্ত্তিনঃ॥" (কথাসরিৎসাগর ২৫।১৪৯)

ছুরিকাপত্রী (স্ত্রী) ছুরিকেব পত্রমস্যাঃ ততো ঙীপ্। শ্বেতবৃক্ষ। (রাজনি°)

ছুরিত (ত্রি) ছুর-ক্ত। খচিত, রঞ্জিত। "পরস্পরেণ ছুরিতামলচ্ছবী তদৈকবর্ণাবিব তৌ বভূবতুঃ॥" (মাঘ ১ সর্গ ২২।

ছুরিমার, পঞ্জাব প্রদেশের এক শ্রেণীর ফকির। ইহারা সঙ্গে ছুরি লইয়া বেড়ায় এবং লোকের বাড়ী গিয়া ছুরিকা দ্বারা নিজের শরীরে আঘাত করিতে থাকে। লোকে ভয় পাইয়া ইহাদিগকে ভিক্ষা দেয়। দড়িওয়ালা, তস্মীওয়ালা, দণ্ডীওয়ালা, ছড়িমার, গুর্জ্জমার নামে আরও কয়েকশ্রেণী এইরূপ ফকির আছে।

ছুরী (স্ত্রী) ছুরতি ছিনত্তি ছুর-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ততো ঙীপ্। ছুরিকা, ছুরী। ভারতের নানা স্থানেই ছুরী প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঞ্চননগরের ছুরীই দেশবিখ্যাত। সেখানকার ছুরী বিলাতী উৎকৃষ্ট ছুরী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

ছুরী, মধ্যপ্রদেশে বিলাসপুর জেলার ঈশানকোণস্থিত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণফল ৩২০ বর্গ মাইল।

ছুরিপত্রক (ক্লী) বৃশ্চিকালী লতা, বিছুটী।

ছুরিপত্রিকা (স্ত্রী) বৃশ্চিকালী লতা, বিছুটী।

ছুরিপত্রী (স্ত্রী) বৃশ্চিকালী লতা, বিছুটী।

ছুলী, চর্ম্মরোগবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কিলাস, সিধ্ম, ত্বক্পুষ্প। এই রোগ সামান্য কুষ্ঠরোগ মধ্যে গণ্য।

সচরাচর উরু, গ্রীবা প্রভৃতি স্থানেই উৎপত্তি হইয়া ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই রোগে বিশেষ কোন উপসর্গ নাই ছুলী দ্বারা আক্রান্ত স্থান ঈষৎ শুভ্র বা বিবর্ণ এবং কর্কশ বো

হয়। ছুলী ঘর্ষণ করিলে ধুলির ন্যায় পদার্থ বাহির হয়। ঘা হইলে ছুলী অতিশয় চুলকাইতে থাকে। অনেক সময় ছুলী আপনা হইতেই গাত্রে বিলীন হইয়া যায়। আবার অনেক সময় রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ফেলে, সুতরাং ছুলী দৃষ্ট হয় না। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে এই রোগ সংক্রামিত হয়। [কিলাস দেখ।]

ছুহারা (আফগানী) অর্দ্ধপক্ক পিণ্ডখেজুর গরম জলে সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া লইলে ছুহারা প্রস্তুত হয়। [পিণ্ডখেজুর দেখ।]

ছুরিকা (স্ত্রী) ছুরী-স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ। ছুরী।

ছুরিকাপত্রী (স্ত্রী) ছুরিকাইব পত্রাণি যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীপ্ হয়। বৃশ্চিকালী লতা, বিছুটী।

ছুরী (স্ত্রী) ছুরী-পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। ছুরিকা।

ছে (ছেদ শব্দজ) খণ্ড।

ছেআন (দেশজ) কর্ত্তন, খণ্ডন।

ছেআনি (ছেয়ান হইতে) ছেদকরণ, খণ্ডন।

ছেআশী (ষড়শীতি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ৮৬, ছেয়াশী।

ছেওড় (ছেমণ্ড শব্দজ) পিতৃহীন বালক।

ছেঁকচা (দেশজ) তপ্তলোহাদি দ্বারা দগ্ধকরা।

ছেঁকচি (দেশজ) অল্প তৈলাদিতে ভাজা বা ভর্জ্জিত দ্রব্য।

ছেঁচ্কা (দেশজ) লৌহশলাকা।

ছেঁচ্কি (দেশজ) অল্প তৈলাদিতে ভাজা বা ভর্জ্জিত দ্রব্য।

ছেঁচড়া (দেশজ) ১ অসৎ, অভদ্র। ২ ব্যঞ্জনবিশেষ। মাছের কাঁটা কান্কুয়া প্রভৃতি পরিত্যক্ত অংশ ও শাকাদি দ্বারা এই ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, ইহা অতি মুখপ্রিয়।

ছেঁচড়ামি (ছেঁচড়া শব্দজ) অভদ্রতা।

ছেঁচড়ী (দেশজ) অভদ্র, অসৎ।

ছেঁচা (দেশজ) ১ জলাদি সেচন। ২ আঘাত, থেতড়ান। ৩ চেপ্টাকরা বংশাদি।

ছেঁচোড় (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রচোর। ২ অভদ্র।

ছেঁড়া (ছেদ শব্দজ) ছেদকরা।

ছেঁদী (ছিদ্র শব্দজ) ১ ছিদ্র। ২ ছিদ্রযুক্ত।

ছেঁদে (দেশজ) দৃঢ়বন্ধন।

"আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।"

ছেক (পুং) ছো-বাহুলকাৎ ডেকন্। ১ গৃহাসক্ত মৃগপক্ষী আদি। তৎপর্য্যায়—গৃহ্যক। (ত্রি) ২ নাগর। (পুং) ৩ শব্দালঙ্কার-ভেদ। বহুব্যঞ্জনের স্বরূপতঃ ও ক্রমতঃ একবার সাম্যকে ছেকানুপ্রাস বলে। (সাহিত্যদর্পণ ১০।৪)

উদাহরণ যথা—"আদায় বকুলগন্ধানন্ধীকুর্ব্বন্ পদে পদে ভ্রমরান্। অয়মেতি মন্দমন্দং কাবেরী-বারিপাবনঃ পবনঃ। অত্র গন্ধানন্ধীতি সংযুক্তয়োঃ কাবেরী বা বীত্যসংযুক্তয়োঃ পাবনঃ পবন ইতি বহূনাং ব্যঞ্জনানাং সকৃদাবৃত্তিশ্ছেকোবিদগ্ধস্তৎ প্রয়োজ্যত্বাদেব ছেকানুপ্রাসঃ।" (সাহিত্যদর্পণ ১০।৪) (দেশজ) ৪ বিরাম। ৫ বেদনাদিতে উত্তাপ দেওয়া।

ছেকাপহ্নুতি (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারভেদ। [অলঙ্কার দেখ।]

ছেকাল (ত্রি) [ছেক দেখ।]

ছেকিল (ত্রি) [ছেক দেখ।]

ছেকোক্তি (স্ত্রী) ছেকানাং বিদগ্ধানামুক্তিঃ ৬তৎ। বক্রোক্তি, লোকোক্তি অর্থান্তরযুক্ত হইলে তাহাকে ছেকোক্তি বলে। (কুবলয়ানন্দ)

ছেটন (দেশজ) বংশশলাকা দ্বারা গৃহের চাল প্রভৃতি ছাটন।

ছেটা (দেশজ) শলাদ্বারা ছাটা।

ছেত্তব্য (ত্রি) ছেদনীয়। "ছেত্তব্যং তত্তু দেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্।" (মনু ৪।২৭৯)

ছেত্তৃ (ত্রি) ছিদ্-তৃচ্। ছেদনকর্ত্তা। "ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতিদ্রুমঃ" (হিতোপদেশ)

ছেদ (ত্রি) ছিদ্-কর্ত্তরি-অচ্। ১ ছেদনকারী। "স্থাণু চ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতোমৃগম্" (মনু ৯।৪৪) কর্ম্মণি ঘঞ্। ২ ভাজক। "ছেদং গুণং গুণং ছেদম্" (লীলাবতী) ৩ খণ্ড। "বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগমকালসন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্।" (কুমার ১।৪)

ভাবে ঘঞ্। (পুং) ৪ ছেদন। "অভিজ্ঞাশ্ছেদপাতানাং ক্রিয়ন্তে নন্দনদ্রুমাঃ" (কুমার ২।৪১) ৬ নাশ, অপগতি। "মেদশ্ছেদকৃশোদরং।" (শাকুন্তল ২ অঙ্ক) ৭ শ্বেতাম্বর জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের একটী বিভাগ।

ছেদক (ত্রি) ছিদ্-ণ্বুল্। ছেদনকর্ত্তা।

ছেদন (ক্লী) ছিদ-ভাবে ল্যুট্। ছেদন, অস্ত্রদ্বারা দ্বিধাকরণ। পর্য্যায়—বর্দ্ধন, কর্ত্তন, কল্পন, ছেদ। "ফলদানাস্তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যামৃকশতম্" (মনু ১১।১৪২) ২ নাশ, অপনোদন। "সনৎকুমারং ধর্ম্মজ্ঞং সংশয়চ্ছেদনায় বৈ" (ভারত বন ১৮৫।২৪) (ত্রি) ছিনত্তি ছিদ-ল্যু। ৩ ছেদক। "প্রসন্নো বা প্রকাশো বা যোগো যোঽরিং প্রবাধতে। তদ্বৈ শস্ত্রং শস্ত্রবিদাং ন শস্ত্রং ছেদনং স্মৃতম্।" (ভারত ২।৫৪।৯)

ছেদনী (স্ত্রী) ছিদ্-করণে ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কর্ত্তরী, কাটারী।

ছেদনীয় (ত্রি) ছিদ-কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ ছেত্ত, ছেদের উপযুক্ত। ২ কতকবৃক্ষ, মর্ম্মর ফলের গাছ।

ছেদা (হিন্দি ছেঁদ অর্থাৎ ছিদ্র শব্দজ) ঘুণ। (Calandria graneana) ইহারা শস্যের অতিশয় হানিকর। শস্যের ঘুণ ধরা রোগকেও হিন্দিতে ছেদা কহে।

ছেদাম, ছদাম, (ছ=ছয়, দাম=কৌড়ি অর্থাৎ ছয় কৌড়ি।) এক পয়সার এক চতুর্থাংশ।

ছেদাদি (পুং) বহুব্রী। নিত্য মর্হতি এই অর্থে ঠঞ্ প্রত্যয় নিমিত্ত শব্দগণ। যথা—ছেদ, ভেদ, দ্রোহ, নর্ত্ত, কর্ষ, তীর্থ-সংযোগ, বিপ্রয়োগ, প্রয়োগ, চিত্রকর্ষ, প্রেষণ, সংপ্রশ্ন, বিপ্রশ্ন, বিকর্ষ, প্রকর্ষ, বিরাগ, বিরঙ্গ। (পাণিনি) ছিদ্-ঠঞ্ ছৈদিক।

ছেদি (ত্রি) ছিনত্তি ছিদ্-ইন্। (ছপিবিরুহীত্যাদি। উণ্ ৪।১১৮) ১ ছেদনকর্ত্তা। ২ বজ্র। ৩ বর্দ্ধকি। (ধরণি)

ছেদিত (ত্রি) ছেদ-তারকাদিত্বাদিতচ্ কিম্বা ছিদ্ ণিচ্ ক্ত। দ্বিধাকৃত, কর্ত্তিত। "ছেদিতাখিলপাপৌঘা ছদ্মঘ্নী কুলহারিণী" (কাশীখণ্ড ২৯।৬২)

ছেদিন্ (ত্রি) ছেদ-ইনি উপপদে ণিনি। ছেদযুক্ত বা ছেদকর্ত্তা। "লোষ্ট্রমর্দ্দী তৃণচ্ছেদী নখখাদী চ যো নরঃ" (মনু ৪।৭১)

ছেদার (পুং) শল্লকীজন্তু, সজারু।

ছেদ্য (ত্রি) ছিদ্ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ছেদনীয়, ছেদনের উপযুক্ত। "শীর্ষচ্ছেদ্য নতোহং ত্বাং" (ভট্টি)। (পুং) ২ কপোতপক্ষী, পায়রা। ৩ অক্ষিরোগের প্রতিষেধের একটী উপায়।

রোগী অন্ন পথ্য করিয়া সুস্থভাবে উপবেশন করিলে ভিষক্ তাহার চক্ষে লবণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে জ্বালা করিবে ও চক্ষু দিয়া জল ঝরিবে। রোগীকে আড়নয়নে চাহিতে বলিয়া বড়িশ, মুচুটী অথবা সূচীসূত্র চক্ষুর গলিতে লাগাইবে। চক্ষুর জল পড়িতে দিবে না। তীক্ষ্মমণ্ডলাগ্রদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া বলি উদ্ধৃত করিবে। পরে যবনাল, ত্রিকটু ও লবণ চূর্ণ দ্বারা স্বেদ করিয়া চক্ষুদ্বয় বাঁধিয়া দিবে। ব্রণের ন্যায় তৈল দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে। তিন দিন পরে হাতের ঘাম দিয়া তাহার শোধন করিবে। করঞ্জবীজ, আমলকী ও মধুকপঙ্কজল মধুসংযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা দুইদিন প্রক্ষালন করিবে। মধুক, পদ্ম-কেশর, দূর্ব্বা ও কল্কদ্বারা মস্তকে শীতল প্রলেপ দিবে। রোগের কিছু অবশেষ থাকিলে লেখ্যাঞ্জন দ্বারা তাহার শোধন করিবে। বলিরোগ যদি শুক্ল, নীল, রক্ত বা ধূসরবর্ণ হয়, তাহা হইলে শুক্ররোগের ন্যায় ঔষধ দিয়া তাহার প্রতিকার করিবে। অর্ম্ম (চক্ষুঃরোগবিশেষ) মাংসবহুল বা কৃষ্ণ মণ্ডলগত হইলে তাহাকে ছেদন করিবে। শিরার উপর হইলে ইহা অতি দুঃসাধ্য। মণ্ডলাগ্র দ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাকে উদ্ধৃত করিবে। শিরার উপরে স্ফোটক হইলে অর্ম্মরোগের ন্যায় তাহাকে অস্ত্র করিবে। (অর্ম্মরোগবৎ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।)

পর্বণিকা নামক নেত্ররোগে অস্ত্র করিয়া সৈন্ধব ও মধু দিয়া প্রতিসারণ করিবে। শঙ্খ, সমুদ্রফেন, সমুদ্রজ মণ্ডূকী, স্ফটিক, কুরুবিন্দ, প্রবাল, অশ্মন্তক, বৈদূর্য্য, মণি, মুক্তা, লৌহ ও তাম্র সমভাগে পেষণ করিয়া স্রোতোঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া তাহা দ্বারা অঞ্জন দিবে। অর্ম্ম, পিড়কা, শিরাজাল, অর্শঃ প্রভৃতি রোগ ইহাতে বিনষ্ট হয়। (সুশ্রুত ৫।১৫ অঃ)

ছেদ্যকণ্ঠ (পুং) পারাবত, পায়রা।

ছেনা (দেশজ) আমিক্ষা, দুগ্ধবিকারবিশেষ, ছানা।

ছেনি (দেশজ) যন্ত্রবিশেষ, ইহা দ্বারা গর্ত্ত করা হয়।

ছেপ (দেশজ) নিষ্ঠীবন, থুথু।

ছেবলা (দেশজ) বালকের ন্যায় চপল।

ছেমণ্ড (পুং) ছমু-অদনে বাহুলকাৎ অণ্ডন্ অত এত্বঞ্চ। পিতৃহীন বালক, ছেমড়া।

ছেমড়া (ছেমণ্ড শব্দজ) পিতৃহীন বালক।

ছেয়াত্তর (ষট্সপ্ততি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ। ছয় অধিক সত্তর, ৭৬।

ছেয়ানই (ষণ্ণবতি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ছয় অধিক নব্বই, ৯৬।

ছেয়াশী (ষড়শীতি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ছয় অধিক আশী, ৮৬।

ছেলক (পুং) ছো-কর্ম্মণি ভেলক্। ছাগ, ছাগল।

ছেলিকা (স্ত্রী) ছাগী।

ছেলিয়া (দেশজ) বালক, শিশু।

ছেলিয়ামি (দেশজ) বালকতা।

ছেলু (পুং) ছো-ভেলু। সোমরাজী গাছ।

ছেলে (দেশজ) ১ পুত্র। ২ বালক।

ছেলেমি (দেশজ) বালকতা।

ছেষট্টি (ষট্ ষষ্টি শব্দজ) সংখ্যাবিশেষ, ছয় অধিক ষাট, ৬৬।

ছৈ (দেশজ) নৌকা প্রভৃতির আবরণ।

ছোঁ (দেশজ) অতর্কিত ভাবে গ্রহণ করা বা আসিয়া পড়া।

ছোঁআ (দেশজ) স্পর্শ।

ছোঁআচ (দেশজ) ১ অপবিত্র। ২ স্পর্শজনিত।

ছোঁআন (ছোঁআ হইতে) স্পর্শ করান।

ছোঁচা (দেশজ) ১ লুব্ধ পেটুক। ২ ছুঁচা।

ছোঁচান (দেশজ) শৌচকরণ।

ছোঁচানি (দেশজ) ১ পেটুকতা। ২ অসদ্ব্যবহার।

ছোঁছো (দেশজ) খাদ্য দ্রব্যের গন্ধ শুঁকিয়া বেড়ান, পেটুকতা।

ছোঁড়া (দেশজ) বালক।

ছোকরা (পারস্যজ) বালক।

ছোকরী (দেশজ) বালিকা, ছুকরী।

ছোট (দেশজ) ক্ষুদ্র, কনিষ্ঠ।

ছোটআকন্দ (দেশজ) একপ্রকার আকন্দ গাছ।

ছোটআদালত (দেশজ) বিচারালয়ভেদ; যেখানে দুই হাজার টাকার অনধিক বিষয়ের বিচার হয়।

ছোটআমতী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

ছোট উদয়পুর, গুজরাটপ্রদেশে রেবাকাণ্ঠা এজেন্সীর অধীনস্থ একটী রাজ্য। অক্ষা° ২২° ২´ হইতে ২২° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪৭´ হইতে ৭৪° ২০´ পূঃ। পরিমাণফল প্রায় ৮৭৩ বর্গমাইল। এখানকার অধিবাসীগণ অধিকাংশই ভীল বা কোলি। অরসিঙ্গ নদী ইহার মধ্য দিয়া বহিতেছে। দক্ষিণ-সীমায় কয়েক মাইল নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত। ইহার সর্ব্বত্র পর্ব্বত ও জঙ্গলময়। বৎসরের মধ্যে অনেক সময়ই জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর; জ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে নানাবিধ শস্য ও কড়িকাঠই প্রধান। কড়িকাঠ ও মউল নানাস্থানে রপ্তানি হয়। এখানকার রাজা চৌহান রাজপুতবংশীয়। ১২৪৪ খৃঃ মুসলমানগণ প্রবল হইলে ইহারা পূর্ব্বনিবাস ত্যাগ করিয়া গুজরাটে প্রবেশপূর্ব্বক চম্পানর অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন। ১৪৮৪ খৃঃ অব্দে মহম্মদ বেগার চম্পানরদুর্গ অবরোধ করিলে রাজবংশীয়গণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক শাখা বারিয়া ও অপর শাখা ছোট উদয়পুরে রাজ্য স্থাপন করেন।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার রাজা তান্তিয়াতোপীর সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হন এবং তান্তিয়া তোপীর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকেন। ছোট উদয়পুরের নিকটে তান্তিয়া জেনারেল পার্ক কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

রাজার উপাধি মহারাওল। ইনি ৯টী মাস্তোপ প্রাপ্ত হন। ইহার ৩২০ জন সিপাহী আছে। কেবল প্রাণদণ্ডকালে রাজা নিজ প্রজার বিচার করিতে পারেন। বরদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ১০১৪০৲ টাকা কর দিতে হয়। এক সময়ে রাজবংশ মোহন নামক সুদৃঢ় স্থানে বাস স্থাপন করেন, তদনুসারে এই রাজাকে কখন কখন মোহন রাজা বলে। ছোট উদয়পুরের অবস্থান সুরক্ষিত নহে, অনেকে অনুমান করেন তজ্জন্যই এই রাজবংশ বরদারাজের অধীন হয়। ১৮২২ খৃঃ অব্দে এই স্থান বৃটীশ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। মালব হইতে বরদার রাস্তা এই রাজ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে রাজাদিগের বেবন্দোবস্ত ছিল, তজ্জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজাকে শাসনকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য একজন ইংরাজ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন।

২ পূর্ব্বোক্ত ছোট উদয়পুর রাজ্যের প্রধান নগর। এই নগর বরদা হইতে ৫০ মাইল পূর্ব্বে মাউ নগরের পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১´ পূঃ।

ছোটউলুচা (দেশজ) ঘাসবিশেষ।

ছোটকর্ষা (দেশজ) লতান বৃক্ষভেদ। (Carpopogon pruriens)

ছোটকল্প (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Borago Indica)

ছোটকাঞ্চড়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Tradescantia umbricata)

ছোটকুক্‌সিমা (দেশজ) এক প্রকার কুক্‌সিম। [কুকসিম দেখ।]

ছোটকেশরাজ (দেশজ) পক্ষীবিশেষ।

ছোটক্ষীরই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Euphorbia chamæsyce)

ছোটখুড়া (দেশজ) কনিষ্ঠ পিতৃব্য।

ছোটখুড়ী (দেশজ) কনিষ্ঠ পিতৃব্যের স্ত্রী।

ছোটগোখুরী (দেশজ) ছোট গোক্ষুর গাছ। (Cyperus dubius)

ছোটগোটদার (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

ছোটগোত্রা, পক্ষীবিশেষ। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ ধূসরবর্ণ, মস্তক ও কণ্ঠ শুভ্র রেখাঙ্কিত, ভ্রূ ও গণ্ড শুভ্রবর্ণ বিন্দুময়, পালক কৃষ্ণধূসর, বক্ষ ও পুচ্ছ শুভ্র, চঞ্চু কৃষ্ণাভ হরিদ্বর্ণ। এই পক্ষী নবীন ধান্যক্ষেত্রে, বিল ও পুষ্করিণীর জলের নিকটে দৃষ্ট হয়। পুরাতন মহাদ্বীপের সকল স্থানে এবং অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে এই পক্ষী বাস করে।

ছোটচাঁদ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Ophioxylon Serpentium)

ছোটচাহা (দেশজ) এক প্রকার কাদাখোঁচা পাখী।

ছোটচিরতা (দেশজ) চিরতাভেদ।

ছোটজঙ্গলীমোরগ (হিন্দী) ক্ষুদ্র বন্যকুক্কুট পক্ষী। ইহাদের আকার অনেকাংশে গ্রাম্যকুক্কুটের ন্যায় এবং দৈর্ঘ্যে ১৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মধ্যভারতে, বিন্ধ্যগিরির নিকটে ও দাক্ষিণাত্যের অরণ্য সকলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ছোটজাগুলিয়া, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী গবর্মেণ্ট বিদ্যালয় ও অপর বিদ্যালয় আছে।

ছোটজাম (দেশজ) একপ্রকার গাছ, ইহা হইতে কড়ি হয়। (Eugenia Caryophyllata)

ছোটঝঞ্ঝন (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Crotolaria prostrata)

ছোটঝাঁজি (দেশজ) ক্ষুদ্রাকার ঝাঁজি। (Utricularia biflora)

ছোটতুত (দেশজ) ছোট জাতীয় তুতগাছ। (Morus Javanica)

ছোটতুতী (দেশজ) পক্ষীভেদ। (Loxia rosea)

ছোটদুধলতা (দেশজ) লতাভেদ। (Asclepias geminata.)

ছোটদেউলি, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত জোকাহি ষ্টেশন হইতে

১৩ মাইল পশ্চিমে স্থিত একটী গ্রাম। এখানে অনেকগুলি সুন্দর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এক বর্গ হস্ত প্রশস্ত ৭ ফিট ২ ইঞ্চি উচ্চ একটী স্তম্ভ ও তাহাতে বহু প্রাচীন ১১ ছত্র লিপি আছে। ঐ লিপি সমস্ত পড়া যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন উহা কলচুরি-বংশীয় রাজা শঙ্করগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইলেও হইতে পারে।

ছোটন (দেশজ) দৌড়ান, দ্রুতগমন।

ছোটনাগপুর, বাঙ্গালার একটী বিভাগ। নাগপুরের কমিশনরের শাসনাধীন। অক্ষা° ২১° ৫৮´ ৩০´´ হইতে ২৪° ৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৩° ২২´ হইতে ৮৭° ১৫´ পূঃ। ইহার উত্তরে মীর্জাপুর, শাহাবাদ ও গয়া জেলা; পূর্ব্বে মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় দক্ষিণস্থ উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহ এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সম্বলপুর জেলা ও রেবারাজ্য। এই বিভাগে হাজারিবাগ, লোহার্ডাগা, সিংহভূম ও মানভূম এই চারিটী জেলা ও চাংভুকার, কোরিয়া, সরগুজা, উদয়পুর (ছোট), জশপুর, গাঙ্‌পুর, বোনাই, খরসাবান ও সরাইকালা এই নয়টী দেশীয় রাজ্য আছে। ছোটনাগপুর বিভাগের সমগ্র পরিমাণফল ৪৩০২০ বর্গমাইল। অধিবাসীগণের অধিকাংশ গোঁড়, খরবার, ভুঁইয়া, ভূমিজ, কোচ, কোল ও সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বাগ্‌দি, বেনিয়া, গোয়ালা, লোহার, কুর্ম্মি ও রাজোয়ার প্রভৃতি হিন্দুজাতি।

দেশীয় রাজ্য নয়টী ছোটনাগপুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই সকল রাজ্য পরিমাণে ক্ষুদ্র। ভূমি সর্ব্বত্র পর্ব্বতময়, স্থানে স্থানে নদী ও গভীর গিরিসঙ্কটাদি দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। এই ভূভাগের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, পূর্ব্বে এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩৬০০ ফিট উচ্চ মালভূমি ছিল, ক্রমে নদী বায়ু ও বৃষ্টি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও ইহার অনেক পর্ব্বতের চূড়া বিস্তীর্ণ সমতলের ন্যায়। দেশীয় ভাষায় ঐরূপ স্থানকে পাট বলে।

ঐ সমস্ত রাজ্য ছোটনাগপুরের কমিশনরের তত্ত্বাবধানে দেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হয়। পূর্ব্বে এই সকল রাজ্য সম্বলপুর ও সরগুজার অন্তর্গত ছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে নাগপুরের মহারাষ্ট্রা রাজা ২য় রঘুজী ভোন্‌স্‌লে দেওগাঁর সন্ধি অনুসারে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ৮টী রাজ্যের সহিত সম্বলপুরের অন্তর্গত বোনাই ও গাঙ্‌পুর ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে গাঙ্‌পুর ব্যতীত ঐ সমস্ত রাজ্যই রাজাকে পুনরর্পিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে মধুজী ভোন্‌স্‌লে (অপ্পা সাহেব) নাগপুরের রেসিডেন্সি আক্রমণে ব্যর্থমনোরথ হইলে রঘুজীর সহিত বন্দোবস্ত মতে পুনরায় ঐ সমস্ত রাজ্য ইংরাজদের হস্তে আইসে, অবশেষে অপ্পা সাহেবের উত্তরাধিকারী ৩য় রঘুজী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমস্ত রাজ্য ইংরাজ গবর্মেন্টের শাসনভুক্ত হয়। সম্বলপুরের রাজাই এতদিন সকলের উপর প্রাধান্য করিতেছিলেন, এখন গবর্মেন্ট তাঁহার সে ক্ষমতা লোপ করিলেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে রাজগণ নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হারে রাজস্ব স্থির হইল। ১৮৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য গবর্ণর জেনারেলের রাঁচি নগরস্থ দক্ষিণপশ্চিমসীমান্ত-শাসনকারী প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হইত। ঐ বর্ষে বোনাই ও গাঙ্‌পুর ব্যতীত অপর সমস্ত রাজ্য উড়িষ্যার গড়জাতমহলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের শাসনভুক্ত এবং কিছুকাল পরেই মধ্যপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন হইল। বোনাই ও গাঙ্‌পুর মাত্র ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রহিল। উত্তরভাগে সরগুজাপ্রমুখ চাংভুকার, জশপুর, কোরিয়া, উদয়পুর ও সরগুজা এই পাঁচটী রাজ্য ১৮১৮খৃঃ অব্দে অপ্পাসাহেব ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। ইংরাজ গবর্মেন্ট প্রথমে রাজাদিগের উপর বিশেষ কড়াকড়ি করিলেন না। রাজগণ প্রকাশ্যরূপে প্রজাবর্গ হইতে রাজস্ব ও শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা পাইলেন এবং কয়েকটী স্থূল নিয়মের বশীভূত হইয়া একরূপ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বাণিজ্যের প্রতিরোধক কয়েকটী শুল্ক রহিত হইয়া গেল। প্রত্যেক রাজার নিকট হইতে সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইল।

পরে ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে রাজাদিগের দণ্ডবিধান ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট হইল। তদনুসারে তাঁহাদিগের ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা ও দুইবৎসর সপরিশ্রম বা পরিশ্রমহীন কারাবাস দিবার ক্ষমতা রহিল। অপর একটী সর্ত্ত অনুসারে তাঁহাদের ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস ও ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড করিবার ক্ষমতা রহিল বটে, কিন্তু ঐরূপস্থলে কমিশনরের সম্মতি প্রয়োজন। তদপেক্ষা অধিক শাস্তি কমিশনর স্বয়ং বিধান করেন, রাজগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় কমিশনরের নিকট ঐরূপ মোকদ্দমা প্রেরণ করেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ছোটলাটের সম্মতি ব্যতীত হয় না। সমস্ত রাজ্যের মোট খাজনা আদায় ২,৩৪,০০০৲ টাকা, তন্মধ্যে ৪৬৮০৲ টাকা বৃটীশ গবর্মেন্ট প্রাপ্ত হন। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে সকল রাজাই গবর্মেন্টের সাহায্য করিতে বাধ্য। শান্তিরক্ষকগণ সকলেই দেশীয় প্রথানুসারে বেতন স্বরূপ ভূমি দখল করে। এই সকল রাজ্যে নরহত্যা প্রায়ই ঘটে, কিন্তু সম্পত্তি লইয়া গুরুতর

জোকলয়া অতি বিরল। এখানকার লোকে ডাইনীতে বিশ্বাস করে। অনেক সময় স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে ডাইনী বলার জন্ত বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত হয়। মধ্যে মধ্যে ডাইনী বিশ্বাসে কোন কোন রমণী নিহত বা অপমানিত হয়।

ছোটনৌকা (দেশজ) ১ জলজ বৃক্ষভেদ (Pontidera hastata)। ২ ক্ষুদ্র নৌকা।

ছোটপত্রাঙ্গী (দেশজ) পক্ষীভেদ। (Merops viridis)

ছোটপিউ (দেশজ) কোকিলজাতীয় পক্ষীভেদ। (Cuculus melancholicus)

ছোটপিনেনটী (দেশজ) নটেবিশেষ। (Aira filiformis)

ছোটবউ (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী।

ছোটবন্দা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Loranthus globosus)

ছোটবয়র (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Zizyphus rotundifolius)

ছোটবিষতাড়ক (দেশজ) বিষতাড়ক বৃক্ষভেদ।

ছোটভুইকামাদী (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Columnea tomentosa)

ছোঠপানলোহা, একপ্রকার পক্ষী। ইহাদের পৃষ্ঠ ও পক্ষ ধূমবর্ণ, মুখপ্রান্ত হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত ধূসরবর্ণ একটী রেখা আছে। পুচ্ছ ধূসর ও অগ্রভাগে শুভ্র; কণ্ঠ, উরু ও উদর শুভ্রবর্ণ, পার্শ্ব পাংশুবর্ণ, চঞ্চু ও পদ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৬ ইঞ্চি।

গ্রীষ্মকালে মস্তক, পৃষ্ঠ ও পুচ্ছমধ্যস্থিত পক্ষ দুইটী কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, প্রান্তভাগ লোহিতাভ ধূসরবর্ণ ধারণ করে এবং গণ্ড, গ্রীবার পার্শ্ব ও বক্ষ লোহিতাভ হয়।

শীতকালে এই পক্ষী পালে পালে জলা ভূমিতে, ধান্ত ক্ষেত্রে এবং পুষ্করিণী, নদী ইত্যাদির নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মাংস অতিশয় সুস্বাদু।

ছোট ভাগীরথী, মালদহ জেলায় গঙ্গার একটী শাখা। পূর্ব্বে ইহাই গঙ্গার প্রধান স্রোত ছিল। এখন বর্ষাকাল ব্যতীত ইহাতে জল থাকে না। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়। গঙ্গার স্তায় ইহাও পুণ্যতোয়া বলিয়া খ্যাত। এই নদী প্রথমে পূর্ব্বাভিমুখে ও পরে দক্ষিণমুখে ১৩ মাইল ব্যাপিয়া গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষ বেষ্টনের পর পাগ্‌লা বা পাগলী নামক গঙ্গার অপর শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ একটী দ্বীপ বেষ্টন করিয়া পুনরায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ছোটমটর (দেশজ) মটরভেদ। (Pisum sativum viride)

ছোটমাছরাঙ্গা (দেশজ) ক্ষুদ্রজাতীয় মাছরাঙ্গা পক্ষী। (Alcedo Bengalensis)

ছোটমেছেতা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Justicia polysperma)

ছোটমেথী (দেশজ) ক্ষুদ্র মেথী। (Trifolium Indicum)

ছোটলোক (দেশজ) নীচলোক, ইতর।

ছোটলোটরা (দেশজ) পক্ষীভেদ।

ছোটবৈঠান, বৃন্দাবনে বৈঠান ও ছোট বৈঠান নামে দুইটী গ্রাম আছে। জাবট গ্রামের উত্তরে বৈঠান ও বৈঠানের উত্তরে ছোট বৈঠান গ্রাম। বৈঠানের অগ্নিকোণে কৃষ্ণকুণ্ড ও ছোট বৈঠানের মধ্যে কুন্তল কুণ্ড নামক দুইটী কুণ্ড আছে। বৈঠান ও ছোট বৈঠান গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ সখীদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। (বৃন্দাবনলীলা ২৪ অঃ)

ছোটশালুক (দেশজ) শালুকভেদ। (Nymphæa stettata)

ছোটশিকার (দেশজ) খরগোস্।

ছোটসুঁদি (দেশজ) উৎপলভেদ। (Nymphæa esculenta)

ছোটহরিয়াল, পক্ষীবিশেষ। এই পক্ষী অনেকাংশে হরিতাল বা হড়িয়াল পক্ষীর স্তায়, কেবল আকারে ক্ষুদ্র। পুংজাতির পৃষ্ঠ হরিত, ললাট উজ্জ্বল পীতবর্ণ, গ্রীবা ও পুচ্ছ ধূমল এবং একটী কৃষ্ণরেখাঙ্কিত, উদর হরিত, কণ্ঠ পীতাভ, বক্ষদেশ পাটল চিহ্নযুক্ত ও পুচ্ছের অগ্রভাগ শুভ্রচিহ্নিত কৃষ্ণবর্ণ।

স্ত্রীজাতির বর্ণও প্রায় ঐরূপ, তবে উহাদের বক্ষে পাটল-চিহ্ন নাই, সমস্ত উজ্জ্বল হরিতবর্ণ।

ইহাদের চঞ্চু হরিতাভ নীলবর্ণ, পদ পাটলাভ রক্তবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ বৃত্তবেষ্টিত। এই পক্ষীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১১ ইঞ্চি। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহাদের স্বর মিষ্ট, কিন্তু হরিতালের স্তায় নহে। কলিকাতায় এই পক্ষিশাবক অনেক আনীত হয়।

ছোটহলকষা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Leucus esculenta)

ছোটহাজরী (হিন্দী) প্রাতর্ভোজন, বালভোগ। ভারতবাসী য়ুরোপীয়গণ প্রাতঃকালে যে চা ও সামান্ত পনিরাদি ভক্ষণ করেন, উহাকেই ছোটহাজরী কহে। এইরূপ সোপচার মধ্যাহ্ন ভোজনকে বড়হাজরী বলে।

ছোটা (দেশজ) ১ দৌড়ান, ধাবন। ২ কলাগাছ প্রভৃতির গাত্র হইতে উদ্ধৃত অংশভেদ। ইহাতে বন্ধনরজ্জুর কার্য্য চলে।

ছোটিকা (স্ত্রী) ছুটতি যজ্ঞবিঘ্নকারিণাং মায়াং ছিনত্তি ছুট-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বঞ্চ। তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা যে শব্দ হয়, তুড়ী দেওয়া।

ছোটিন (পুং) ছুটতি নীচজাতিতয়া স্বল্পী ভবতি ছুট-িনি। কৈবর্ত্ত। (ত্রিকাণ্ড)

ছোড়ন (দেশজ) নিক্ষেপ করণ।

ছোড়া (দেশজ) ১ নিক্ষেপ করা। ২ নিক্ষিপ্ত।

ছোড়ান (দেশজ) চাবী, তালার কাটী, কুঞ্চিকা।

ছোপ (দেশজ) বস্ত্রাদির রঙ্গকরণ।

ছোপড়া (দেশজ) নারিকেলাদি ফলের বাহিরের তন্তুময়।

ছোপা (দেশজ) রঞ্জিত, বর্ণান্তর প্রাপ্ত।

ছোবড়া (দেশজ) নারিকেলাদির বাহিরের তন্তুময় অংশ।

ছোয়ারা, [ছুহারা দেখ।]

ছোরকবমন, ঔষধবিশেষ।

ছোরণ (স্ত্রী) ছুর ভাবে ল্যুট্। পরিত্যাগ।

ছোরা (দেশজ) অস্ত্রবিশেষ, বৃহদাকার ছুরী।

ছোল (ছল্লী শব্দজ) ১ ত্বক্, বাকল। ২ বাকল ফেলা।

ছোলঙ্গ (পুং) ছুরতি ছুর-বাহুলকাৎ অঙ্গচ্ তস্যোরন্ত লত্বং। মাতুলঙ্গ, টেঁবালেবু। (রত্নাকর°)

ছোলন (দেশজ) বাকল ছাড়ান।

ছোলা (দেশজ) ১ চণক, কলাইবিশেষ। [চণক দেখ।] ২ ত্বকনির্মুক্ত।

ছোহারা (স্ত্রী) দ্বীপান্তরস্থ খর্জ্জুরিকা। [ছুহারা দেখ।]

"খর্জ্জূরী গোস্তনাকারা পরদ্বীপাদিহাগতা।
জায়তে পশ্চিমে দেশে সা ছোহারেতি কীর্ত্যতে॥" (ভাবপ্র°)

ছ্যা (দেশজ) লজ্জা বা নিন্দাসূচক।

জ

জ, ব্যঞ্জনবর্ণের অষ্টম অক্ষর, চ-বর্গের তৃতীয়। ইহার উচ্চারণ স্থান তালু। উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন জিহ্বার মধ্য-ভাগ দ্বারা তালু স্পর্শ। বাহ্য প্রযত্ন—ঘোষ, সংবার ও নাদ। ইহা অল্পপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত। কলাপ মতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞা আছে। মাতৃকান্যাসে বামমণিবন্ধে ইহার ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্রমতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শব্দ চতুরানন, শূলী, ভোগী, বিজয়া, স্থিরা, বলদেব, জয়, জেতা, ধাতকী, সুমুখী, বিভু, লম্বোদরী, স্মৃতি, শাখা, সুপ্রভা, কর্তৃকা-ধরা, দীর্ঘবাহু, রুচি, হংস, নন্দী, তেজাঃ, সুরাধিপ, জবন, বেগিত, বামমণিবন্ধ, হুন্মারুতেশ্বর, বেণী, আমোদী, মদবিহ্বল। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।) কামধেনুতন্ত্রের মতে—জকারের স্বরূপ মধ্যকুণ্ডলীযুক্ত, ত্রিগুণাত্মক, শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় মনোহর কান্তিযুক্ত, পঞ্চদেবস্বরূপ ও পঞ্চপ্রাণময়। ইহাতে ত্রিগুণ, ত্রিশক্তি ও তিনটী বিন্দু আছে। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

"ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।
নানালঙ্কারসংযুক্তৈর্ভুজৈর্দ্দশভির্যুতাম্॥
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্।
ত্রিলোচনাং জগদ্ধাত্রীং বরদাং ভক্তবৎসলাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

কাব্যের সর্ব্বপ্রথমে ইহার বিন্যাস করিলে মিত্রলাভ হয়। "জো মিত্রলাভং" (বৃত্তর° টী°)

২ ছন্দঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ গণবিশেষ। তিনটী অক্ষরে তিনটী স্বরবর্ণকে গণ বলে। যে গণের মধ্যস্বরটী গুরু ও অপর দুটী লঘু তাহার নাম জগণ। যথা রমেশ।

জ (পুং) জয়তি জি-ড, যদ্বা জায়তে জন-ড (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) ১ মৃত্যুঞ্জয়। ২ জন্ম। ৩ পিতা, জনক। ৪ জনার্দ্দন। (মেদিনী) ৫ বিষ। ৬ মুক্তি। ৭ তেজঃ। ৮ পিশাচ। (শব্দরত্না°) ৯ বেগ। (একাক্ষরকোষ) (ত্রি) ১০ জাত।

"প্রাবৃট্ শরৎকালদিবাং জে।" (পা অলুক্) ১১ বেগিত। ১২ জেতা। (শব্দরত্না°)

জক (পুং) একজন ব্রাহ্মণ। ইহার বাসস্থান পতঙ্গগ্রাম, ইনি সল্থরাজের মন্ত্রীত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন। (রাজতর° ৮।৪৭৪)

জকুট (পুং) জং জাতং কুটতি কুট-ক। ১ মলয়াচল। ২ কুক্কুর। (স্ত্রী) ৩ বার্ত্তাকুপুষ্প। (মেদিনী) [জুকুট দেখ।]

জকো, সিমলা জেলাস্থ একটী গিরিশৃঙ্গ, সিমলা-শৈলনিবাস এই গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫´ পূঃ। ইহাতে নানাজাতীয় পার্ব্বতীয় বৃক্ষ জন্মে।

জকৃতাল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির নীলগিরি জেলার অন্তর্গত একটী গিরি। কনূরের প্রায় দেড়মাইল দূরে দোড্ডবেট্টা নামক গিরিমালা হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬১০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উপর শৈলনিবাস আছে। ইংরাজেরা তাহাকে ওয়েলিংটন্ বলে। ইহা মান্দ্রাজী সৈন্যগণের প্রধান স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া গণ্য। বিষুবরেখা হইতে কেবল ১১ অংশ দূরে হইলেও এখানকার জলবায়ু মনোরম, স্বাস্থ্যকর ও জমি বেশ উর্ব্বরা। এখানে ৭৫° (ফা) অধিক উত্তাপ হয় না।

এখানকার সেনানিবাসের চারিদিকে মনোহর উপবন ও নানাবিধ ফলফুলশোভিত বৃক্ষরাজি দৃষ্ট হয়। এখানে নানাবিধ বিলাতী ফলও জন্মিতেছে।

জক্রানি, বলুচজাতির একটী শাখা, ইহারা রণকুশল বলিয়া খ্যাত। [বলুচ দেখ।]

জক্ষ (পুং) [যক্ষ দেখ।]

জক্ষণ (ক্লী) জক্ষ-ভাবে ল্যুট্। ভক্ষণ। (হেম°)

জক্ষন্ (পুং) [যক্ষন্ দেখ।]

জক্ষাদি (পুং) পাণিনীয় একটী গণ। জক্ষ, জাগৃ, দরিদ্রা, চকাস, শাস, দীধী, বেবী এই কয়টী ধাতুকে জক্ষাদি বলে। ঐগুলি অভ্যস্তসংজ্ঞা।

জখনাচার্য্য, মহিসুরের একজন বিখ্যাত শিল্পী ও নৃপতি। মহিসুরের সকল প্রধান দেবালয় ইহার নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে হয়শাল-বল্লাল রাজগণের সময়ে মহিসুরের কৈড়ল বা ক্রীড়াপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যে কএকটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তন্মধ্যে কৈড়লের ছিন্নকেশব, সোমনাথপুরের প্রসন্ন-চিন্ন-কেশব ও বেলূর গ্রামস্থ কেশব মন্দির প্রধান।

জখাউ, কচ্ছরাজ্যের একটী বন্দর। অক্ষা° ২৩° ১৪´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৮° ৪৫´ পূঃ। ভুজনগর হইতে ৬৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচহাজার। এই স্থান অতিশয় শস্যশালী। এখান হইতে বোম্বাইয়ে নানাবিধ শস্য, কড়ি, বরগা, চিনি, খেজুর, তৈল প্রভৃতি যথেষ্ট রপ্তানি হয়। সমুদ্র হইতে ৫ মাইল অন্তরে গোদিয়া নামক খাল। এই খাল দিয়াই এখানকার বারমাস বাণিজ্য চলে।

জগচ্চক্ষুস্ (পুং) জগতাং চক্ষুরিব প্রকাশকত্বাৎ। সূর্য্য। (হেম°)

জগচ্ছন্দস্ (ত্রি) জগতী ছন্দোঽস্য বহুব্রী নিপাতনাৎ পুংবদ্ভাবঃ। জগতী ছন্দদ্বারা যাহার স্তব করা হয়। "স্বরোঽসি গয়োঽসি জগচ্ছন্দাঃ।" (তাণ্ড্যব্রা° ১।৫।১৫)

জগজ্জীবনদাস, সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক একজন মহাত্মা। চন্দেল-ঠাকুরবংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গা-রাম। বারবাঁকি জেলার অন্তর্গত সর্দ্দহাগ্রামে ১৭৩৮ সম্বতে জগজীবন জন্মগ্রহণ করেন। ছয়মাসের সময় তাঁহার পিতৃ-গুরু বিশ্বেশ্বরপুরী এক দিন তাঁহার মাথায় উত্তরীয় প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রদান করিবামাত্র তাঁহার ব্রহ্মতলে কুঙ্কুম-লিপ্ত তিলক দেখা দিয়াছিল, বিশ্বেশ্বর তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে এই বালক এক মহাসাধু হইয়া উঠিবে।" গুরু-দেবের কথা সত্য হইল। জগজীবনের যতই বয়স হইল, গ্রাম-বাসী ততই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি রীতিমত শাস্ত্রচর্চ্চা না করিলেও সময়ে সময়ে তাঁহার মুখ হইতে ভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক কথা বাহির হইত, তাহাতে সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিত। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনিয়া ব্রাহ্মণ হইতে নীচ চামার, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। জগজীবন বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার মত ও বিশ্বাস অনেকটা গুরু নানকের মত। তিনি জাতি ভেদ মানিতেন না। তিনি আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার জন্য সুললিত হিন্দী কবিতায় অঘবিনাশ, জ্ঞানপ্রকাশ, মহাপ্রলয় ও প্রথমগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে অঘবিনাশ নামক গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ এবং জ্ঞানপ্রকাশ ১৮১৭ সংবতে রচিত হয়। মৃত্যুর দশবর্ষ পূর্ব্বে তিনি জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হইয়া জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া ৫ মাইল দূরে কোটবা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানে ১৮১৭ সম্বতে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সৎনামীগণ এখনও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। অযোধ্যার নবাব আসফ্ উদ্দৌলার রাজত্ব-কালে রায় নিহালচাঁদ মৃত জগজীবনের সম্মানার্থ একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখন প্রতিবর্ষে কার্ত্তিক ও বৈশাখের সংক্রান্তির দিন কোটবা গ্রামে মেলা হয়, তাহাতে অনেক যাত্রী জগজীবনের সম্মানার্থ ও পবিত্রসলিলা অভি-রাম-তলাও নামক কুণ্ডে স্নান করিবার জন্য কোট্‌বায় গিয়া থাকে। এখনও কোটবা গ্রামে জগজীবনের বংশধর বাস করিতেছেন, নিম্নে বংশাবলী দেওয়া হইল।

জগজীবন দাস
- অনন্ত
- বাল
- পতাদাস
- সভা
- জলালিদাস
  - ধোকুলদাস
  - গিরিবরদাস
    - জবাহিরদাস
      - ইন্দ্রদমনদাস
      - যশকরণদাস
    - অযোধ্যাদাস
    - গুরুপ্রসাদ
    - অমানদাস
      - সানুমানদাস
  - সাধনদাস
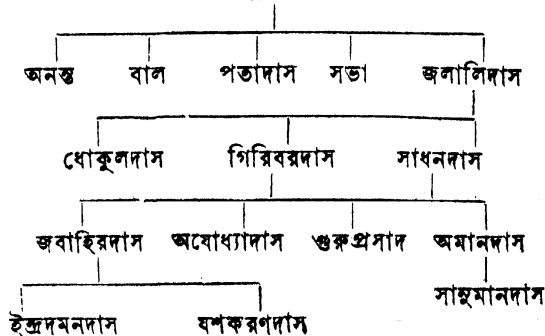
জগজ্জীবনমিশ্র, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জ্ঞাতিবংশীয় একজন বৈষ্ণব কবি, ইঁহার পিতার নাম রামজীবন। [চৈতন্যচন্দ্র শব্দে ৪০৮ পৃষ্ঠা দেখ।] ইনি স্বরচিত মনঃসন্তোষিণীর শেষে এই মাত্র পরিচয় দিয়াছেন—

"পূর্ব্বে কুসীয়ারানদী পশ্চিমে কৈলাস।
দক্ষিণেতে বৃদ্ধগোপেশ্বরের নিবাস॥
উত্তরে কাকিনী নদী এই চতুষ্কোণ।
শ্রীহট্টদেশের মধ্যে গুপ্তবৃন্দাবন॥
অন্তকালে শ্রীঢাকা দক্ষিণ দেশখ্যাতি।
মিশ্রবংশান্বিত প্রভু যাহাতে বসতি॥
যে স্থানেতে জন্ম মোর হৈল পুণ্যফলে।
ভক্তিহীন হৈয়া জন্ম গেলেন বিফলে॥"

জগজ্জন (পুং) জগতাং জনঃ ৬তৎ। জগতের লোক।

জগজ্জয়মল্ল, নেপালের একজন রাজা। ৮২২ নেপালী সংবতে ভাস্করমল্ল অপুত্রক কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার মহিষী পতির দূরসম্পর্কীয় জগজ্জয়মল্লকে সিংহাসন প্রদান করেন। ইনি ৩০ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ৮৫২ নেপালী সং (১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাহার মধ্যম পুত্র জয়প্রকাশ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

জগঝম্প, ভারতবর্ষীয় বাহির্দ্বারিক যন্ত্র বিশেষ। ইহা পূজা ও বিবাহাদি উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে ইহা যুদ্ধকালে বাদিত হইত। ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী চর্ম্মরজ্জুদ্বারা সম্বদ্ধ থাকে, ধ্বনি-কোষ মৃত্তিকানির্ম্মিত। বাদ্যকর গলায় এবং সম্মুখে রাখিয়া বাজাইতে থাকে। ইহা তামা যন্ত্রের সহিত ব্যবহৃত হয়।

জগৎ (পুং) গচ্ছতি গম্-ক্বিপ্ নিপাতনাৎ দিত্বং তুগাগমশ্চ। ১ বায়ু। ২ মহাদেব।

"বিমুক্তো মুক্ততেজাশ্চ শ্রীমান্ শ্রীবর্দ্ধনোজগৎ॥"

(ভারত ১৩।১৭।১৫১) (ত্রি) ৩ জঙ্গম। (মেদিনী) (ক্লী) ৪ বিশ্ব। পর্য্যায়—জগতী, লোক, পিষ্টপ, ভুবন।

"যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।" (মনু ১।৫২)

জগতী (স্ত্রী) গচ্ছতি গম-অতি নিপাতনে সাধুঃ শতৃবদ্ ভাবাৎ ততো ঙীপ্। (বর্ত্তমানে পৃষদ্বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবচ্চ, উণ্ ২।৮৪) ১ ভুবন। "উপরুদ্ধাশ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতাং।"

(রামা° ২।৬৯।১১)

২ পৃথিবী। আর্য্যভটের মতে পৃথিবীর গতি আছে বলিয়া 'জগতী' নাম হইয়াছে। যাহারা পৃথিবীকে অচলা বলেন তাহাদের মতে ইহার গতি না থাকিলেও জগৎ অর্থাৎ সমস্ত জঙ্গমের আধার বলিয়া ইহাকে ঐ নামে উল্লেখ করা হয়।

"জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্বা শূলেন বক্ষসি।" (মার্কপু° ৯।২২)

৩ জম্বূক্ষেত্র। (হেম°) ৪ ছন্দোবিশেষ। দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি বা যে সমবৃত্তের প্রত্যেক চরণে ১২টী অক্ষর বা স্বরবর্ণ থাকে, তাহার নাম জগতী, ইহা আবার বংশস্থবিল, তোটক প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত। [উদাহরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জগতীধর (পুং) ১ পৃথিবীধারণকারী। ২ বোধিসত্ত্ব।

জগতীপাল (পুং) জগতীং পালয়তি জগতী-পালি-অণ্ উপস°। ভূপাল, রাজা। জগতীপতি প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

জগতীভর্ত্তৃ (পুং) জগত্যা ভর্ত্তা ৬তৎ। পৃথিবীপতি।

জগতীভুজ্ (পুং) জগতীং ভুঙ্‌ক্তে জগতী ভুজ্-কিপ্। পৃথিবী-ভোগকারী, রাজা।

জগতীরুহ (পুং) জগত্যাং রোহতি রুহ-ক। মহীরুহ, বৃক্ষ।

জগৎকর্ত্তৃ (পুং) জগতঃ কর্ত্তা ৬তৎ। ১ ঈশ্বর। ২ ব্রহ্মা।
"জগৎকর্ত্তা জগন্নাথো যকারায় নমোনমঃ।" (শিবষড়ক্ষরস্তোত্র)

জগৎকুণ্ঠ, কাথিবাড়ের অন্তর্গত দ্বারকার কিছু দূরে অবস্থিত একটী অন্তরীপ। এখানে বহুদিন হইতে বধইল নামক রাঠোর রাজপুতগণ আধিপত্য স্থাপন করেন।

জগত্তুঙ্গ, রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের নামান্তর। [রাষ্ট্রকূট দেখ।]

জগৎনারায়ণ, একজন বিখ্যাত হিন্দুস্থানী কবি। ইনি লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার উদ্দেশে অনেক কসিদা লিখিয়া গিয়াছেন।

জগৎপতি (পুং) জগতাং পতিঃ ৬তৎ। ১ জগৎকর্ত্তা, পরমেশ্বর। ২ হরি। ৩ হর। ৪ ব্রহ্মা। ৫ রাজা। (জগদীশ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।)

জগৎপাণ্ড্য, সিংহলের একজন পাণ্ড্যরাজ, ১০৬৪ খৃঃ অব্দের পর কিছুদিন ইনি সিংহল শাসন করিয়াছিলেন। [পাণ্ড্য দেখ।]

জগৎপাল (জগপাল) মধ্যপ্রদেশের রাজমালবংশীয় একজন পরাক্রান্ত রাজা, বর্ত্তমান রাজিম নামক স্থানে ইনি রাজত্ব করিতেন। রাজিমের রামচন্দ্রমন্দিরের প্রাচীরগাত্রে ৮৯৬ কলচুরি সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই জগৎপালের বীরত্ব-কাহিনী বর্ণিত আছে। তৎপাঠে জানা যায়, ইহার মাতার নাম উদয়া ঠাকুরাণী ও পিতার নাম দেবসিংহ; তিনি কমোমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। তৎপুত্র জগপাল চেদিরাজ জাজল্ল-দেবের সময়ে মায়ুরিক ও নানাস্থানের সামন্তগণকে জয় করেন। চেদিরাজ রত্নদেবের সময় তিনি তলহারি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজ পৃথ্বীদেবের সময়ে সরহরাগড়, মবকাসিহ, ভ্রমরবদ্র, কান্তার, কুসুম, ভোগ, কান্দাসেহবার ও কাকয়র নামক স্থান জয় করেন। ইনি নিজ নামে জগপালপুর নামে একটী নগরও স্থাপন করিয়াছিলেন। [রাজিম দেখ।]

জগৎপ্রকাশমল্ল, নেপালের অন্তর্গত ভাটগাঁও রাজ্যের একজন রাজা, নরেন্দ্রমল্লের পুত্র। ইহার রাজত্বকালে ভীমসেনের মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহাতে ৭৭৫ নেপালী সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। বিমলসুচমণ্ডপ ও নারায়ণচোকের শিলালিপিতে লেখিত আছে যে, ইনি ৭৮২ নেপালী সম্বতে ভবানীশঙ্করের উদ্দেশে ৫টী স্তোত্র এবং ৭৮৫ নেপালী সম্বতে গরুড়স্তম্ভের উপর গরুড়ের উদ্দেশে একটী প্রশস্তি খোদিত করেন। ৭৮৭ নেপালী সম্বতে ইনি প্রসিদ্ধ ভবানী-শঙ্করের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

জগৎপ্রাণ (পুং) জগতাং প্রাণঃ ৬তৎ। বায়ু।
"জগৎপ্রাণ প্রাণানপহরসি কিন্তে ব্যবসিতম্।" (সাহিত্যদ°)

জগৎশেঠ (জগৎশ্রেষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ।) মুর্শিদাবাদনিবাসী ইতিহাস-বিখ্যাত বণিক বংশ। শ্বেতাম্বর জৈন-সম্প্রদায়ভুক্ত রাজপুতবংশে ইহাদের জন্ম। রাজপুতানার যোধপুররাজ্যের অন্তর্গত নাগর নামক নগরে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল, প্রায় দুই শত বর্ষ অতীত হইল অপরাপর মারবাড়ী বণিকদিগের ন্যায় ইহারাও গৌড়রাজ্যে আগমন করেন।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে শেঠদিগের পূর্ব্বপুরুষ হীরানন্দসা প্রথমে পাটনা নগরে আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে পাটনা নগরে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজগণের বড় বড় কুঠি ছিল। হীরানন্দসার সাত পুত্র, এই সাতজনই পিতার ন্যায় ভারতের নানাস্থানে মহাজনী ও হুণ্ডীর কাজ করিত, তন্মধ্যে হীরানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। এই মাণিকচাঁদ হইতেই শেঠবংশের নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়। তখন ঢাকায় বঙ্গের রাজধানী, এখানে থাকিয়াই মুর্শিদকুলীখাঁ বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। মাণিকচাঁদ তাঁহার দক্ষিণহস্ত হইলেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী মুর্শিদাবাদে রাজ-ধানী পরিবর্ত্তন করিলে, মাণিকচাঁদও তাঁহার সহিত নব রাজ-ধানীতে আসিয়া বাস করেন এবং নবাব-সরকারে একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইলেন। এখানে নূতন টাঁকশাল স্থাপিত হইল, মাণিকচাঁদ তাহার কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। এই সময় নিয়ম হইল, জমিদার বা রাজস্ব আদায়ীকারীদিগকে মাসিক হিসাবে খাজনা জমা দিতে হইবে। এই সমস্ত টাকা মাণিকচাঁদের হাতে জমা হইত, তাঁহার হাত দিয়া প্রতিবর্ষে দিল্লীশ্বরের নিকট দেড় কোটী টাকা পাঠান হইত। দিল্লীতে মাণিকচাঁদের ভ্রাতারও কুঠি ছিল। মাণিকচাঁদ বঙ্গদেশ হইতে নগদ টাকা না পাঠাইয়া হুণ্ডী বা চালান পাঠাইতেন। এইরূপে বঙ্গের সমস্ত নগদ খাজনা মাণিকচাঁদের নিকট জমা থাকিত। নবাবের টাকার দরকার হইলে অনেক সময় মাণিকচাঁদের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইত, কাজেই মাণিকচাঁদের ক্ষমতা অধিক বাড়িয়া উঠিয়া-

ছিল। তাঁহার উপর কথা কহিবার আর কেহ ছিল না। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফরুখশিয়ার নবাব মুর্শিদকুলীর আবেদন মত মাণিকচাঁদকে "শেঠ" উপাধি প্রদান করেন। শুনা যায়, মাণিকচাঁদও নাকি অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যাহাতে মুর্শিদকুলীর নবাবী বজায় থাকে, তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখনকার কালে রাজকর্ম্মচারী মাত্রেই অর্থের বশ ছিল। এরূপ স্থলে মহাধনী মাণিকচাঁদ যে মুর্শিদকুলীর দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। প্রবাদ এইরূপ যে, মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পরও মাণিকচাঁদের নিকট পাঁচকোটী টাকা পাওনা ছিল।

মাণিকচাঁদের পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার ভগিনী ধনবাইএর সহিত ধন্দলরাজবংশীয় রায় উদয়চাঁদের বিবাহ হয়, এই ধনবাইএর গর্ভে ফতেচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদ ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে দত্তক লইলেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিস্তর অর্থ রাখিয়া মহাসম্মানে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তৎপরে ফতেচাঁদও একজন ধনকুবের হইয়া পড়িলেন, ভারতের নানাস্থানে হুণ্ডীর কারবার চলিতে লাগিল। সে সময়ে তাঁহার মত অর্থনীতিবিৎ আর কেহ ছিল না। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী গিয়া সম্রাট্ মহম্মদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে সম্রাট্ তাঁহাকে "জগৎশেঠ"* উপাধি প্রদান করেন। তৎকালে দিল্লীদরবারে বঙ্গের নবাবনাজিম "সাহেবে তহসীল" অর্থাৎ আদায়ের কর্ত্তা, জগৎশেঠ "সাহেবে তহবিল" অর্থাৎ ধনরক্ষক এবং ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারী "সাহেবে তহরীর" অর্থাৎ হিসাব কেতাবের কর্ত্তা এইরূপ উপাধি পাইয়াছিলেন।

শেঠদিগের বংশপত্রিকায় লিখিত আছে যে—কোন কারণে সে সময়ে দিল্লীশ্বর নবাব মুর্শিদকুলীর উপর ক্রুদ্ধ হন এবং জগৎশেঠ ফতেচাঁদকেই বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চহৃদয় ফতেচাঁদ তাঁহাদের পূর্ব্বউপকারী মুর্শিদকুলীর যাহাতে কোন অমঙ্গল না ঘটে ও তিনি বঙ্গরাজ্যে বরাবর থাকিতে পান, তজ্জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটী সমুজ্জ্বল মরকতমণি খেলাৎ দিয়াছিলেন, সেই মণির উপর "জগৎশেঠ" নাম খোদিত।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলীর মৃত্যু হয়, তৎপরে সুজাউদ্দৌলা নবাব হইয়া ১৪ বর্ষ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করেন, এই সুদীর্ঘ কাল ফতেচাঁদ তাঁহার চারিজন প্রধান সচিব মধ্যে গণ্য ছিলেন।

* জগৎশেঠ অর্থাৎ জগতের মধ্যে প্রধান শ্রেষ্ঠি।

নবাব সকল সময়েই জগৎশেঠের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। তখন বঙ্গের রাজকোষ ফতেচাঁদের হস্তে ছিল।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সর্‌ফরাজ খাঁ বঙ্গের মস্‌নদে উপবেশন করেন। তিনি কিছু লম্পট ছিলেন। এই লাম্পট্যদোষেই তাঁহার সহিত জগৎশেঠ ফতেচাঁদের বিবাদ হয়। ফতেচাঁদের পুত্রবধূ নাকি বড়ই সুন্দরী ছিলেন, তেমন সুন্দরী বুঝি আর বঙ্গে ছিল না। তাঁহার উপর নবাব সরফরাজের লোভ পড়িল। তিনি একবার সেই সুন্দরীকে দেখিতে চাহিলেম। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রথমে সম্মত হন নাই, কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে এক দিন সন্ধ্যাকালে ক্ষণকালের জন্য সেই বধূকে নবাবের প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব সরফরাজ সেই সুন্দরীর দেহ কলঙ্কিত করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ধনকুবের ফতেচাঁদ মহা অপমানিত বোধ করিলেন। নবাব জানিতেন যে মাণিকচাঁদের নিকট মুর্শিদকুলী সাতকোটী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, এখন নবাব সেই টাকা চাহিয়া বসিলেন।

একে ফতেচাঁদ নবাবের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন আবার টাকার লোভে সরফরাজের শত্রু হইয়া উঠিলেন। তিনি সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। [মুর্শিদাবাদ ও আলীবর্দ্দী দেখ।] জগৎশেঠের সাহায্যে আলীবর্দ্দী বঙ্গের নবাব হইলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মরাঠা-সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ লুঠ করিতে আসেন, সেবার জগৎশেঠের আড়াই ক্রোর টাকা লুট হইয়াছিল।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র শেঠ দয়াচাঁদ ও শেঠ আনন্দচাঁদ। দয়াচাঁদের ঔরসে স্বরূপচাঁদ ও আনন্দের ঔরসে মহতাব্‌রায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" এবং মহতাব্‌রায় "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মাণী বণিকদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব আলীবর্দ্দী কাশিমবাজারের কুঠি আক্রমণ করিলে ইংরাজবণিকগণ জগৎশেঠের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা লইয়া নবাবকে দিয়া অব্যাহতিলাভ করেন। সেই সময় হইতে ইংরাজেরা শেঠদিগের নিকট হইতে সময়ে সময়ে বিস্তর উপকার লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপনের জন্য বিশেষ তাগাদা করেন, কিন্তু এখানকার সভাপতি লিখিয়া জানান, "এখানে নবাবকে ঠাণ্ডা করা আমাদের কর্ম্ম নয়, আমরা যে হারে টাকা দিতে চাহিব, জগৎশেঠ তদপেক্ষা

বেশী দিয়া আমাদের হতাশ করিবে। এদেশে যেখান হইতে যত চাঁদি বা সোণা আসে, সমস্তই জগৎশেঠ খরিদ করিয়া লন, ইহাতেও তাঁহার প্রতিবর্ষে যথেষ্ট লাভ থাকে। তবে যদি আমরা কোনরূপে দিল্লী হইতে সম্রাটের আদেশ লইতে পারি, তবেই আমাদের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও অন্ততঃ দুই লক্ষ টাকা চাই। আর এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, যেন জগৎশেঠের কোন লোক বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে আমাদের বিপদ্ নিশ্চয়।"

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গের নবাব হইলেন। এই সময় হইতেই জগৎশেঠের সহিত ইংরাজগণের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিলে ইংরাজবণিকগণ জগৎশেঠের দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। জগৎশেঠ নিরপেক্ষভাবে ইংরাজের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অপরাপর লোকের ন্যায় তিনি নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

শেঠেরা যে কেবল ইংরাজদিগের প্রতি অনুকূল ছিলেন, এরূপ নহে, ফরাসীগবর্মেণ্টও তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। যখন ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণ করেন, তখনও ফরাসীগবর্মেণ্টের নিকট জগৎশেঠের ১৫ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল *।

এই সময় দিল্লীশ্বর সিরাজের উপর ক্রুদ্ধ হন। পূর্ণিয়ার নবাব বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। মীরজাফর তাঁহার বিপক্ষে প্রেরিত হইলেন। সিরাজ জগৎশেঠকে ডাকিয়া বলেন, "তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার ফরমাণ আনান নাই কেন? তাঁহাকে অনতিবিলম্বে ৩ কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।" তাহাতে জগৎশেঠ বলেন, "এখন রাজ্যের চারিদিকেই অজন্মা, এসময়ে কেহই সুবিধা মত টাকা দিতে পারিতেছে না। এমন অসময়ে তিনি কিরূপে এত টাকা যোগাড় করিয়া দিবেন।" একথা শুনিয়া উদ্ধত সিরাজ জগৎশেঠের গালে একটি চাপড় মারিলেন ও তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

জগৎশেঠের অবমাননাই সিরাজের অধঃপতনের মূল কারণ। জগৎশেঠ বন্দী হইয়াছে শুনিয়া মীরজাফর অবিলম্বে পূর্ণিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন ও তাঁহার মুক্তির জন্য সিরাজকে অনেক বলিলেন। কিন্তু মন্দমতি নবাব কাহারও কথা শুনিলেন না।

২৩এ নবেম্বর পলতা হইতে ইংরাজ-বণিকসভা জগৎশেঠকে এই ভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন—"তাঁহাদের আশা ভরসা সকলই তিনি, তাঁহারই আশায় এখনও তাঁহারা পথ পানে চাহিয়া আছেন।"

জগৎশেঠ মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু নবাবের ভয়ে উভয় ভ্রাতাই আর প্রকাশ্যে ইংরাজপক্ষ সমর্থন করিলেন না। তাঁহাদের প্রধান নায়েব রণজিতরায়কে ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নবাবের কাছে রাখিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সিরাজের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহা ঐ রণজিতরায়ের কার্য্যদক্ষতায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

ক্লাইব কর্ত্তৃক চন্দননগর দখলের পর সিরাজের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইল। তখন ইংরাজবণিকগণ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সিরাজের অধঃপতন ও তাঁহারাই বঙ্গের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে। জগৎশেঠই সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য প্রথম প্রস্তাব করিলেন। মীরজাফর তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইয়ার-লতিফ্ খাঁ এই গুপ্ত রহস্য কাশিমবাজারে ওয়াট্‌সাহেবকে জানাইলেন। ইয়ার-লতিফ্ খাঁ নবাবের অধীনে দুইহাজার সৈন্যের নায়ক ছিলেন। নবাবের অধীনস্থ হইলেও তিনি শেঠদিগের বেতনভোগী। কথা ছিল যে, সকল বিপদ আপদে এমন কি নবাবও বিপক্ষ হইলে তাঁহাকে শেঠদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। বাস্তবিক জগৎশেঠের আদেশেই ইয়ারলতিফ্ নবাবের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, এই ষড়যন্ত্রের ফলে জগৎশেঠের সাহায্যেই ভবিষ্যতে ইংরাজবণিক বঙ্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

পলাসীযুদ্ধের সাতদিন পরে জগৎশেঠের ভবনে মহা ধূমধাম হইয়াছিল। এইখানেই লাল সন্ধিপত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। সিরাজের অধঃপতনে জগৎশেঠ মহাসুখী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লাভ কি লোকসান হইল, তাহা তিনি একবারে ভাবিয়াও দেখেন নাই।

পর বর্ষে কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপিত হইল। জগৎশেঠের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ থাকিলেও এই সময় হইতেই তাঁহার ব্যবসায় কিছু হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। সুচতুর ইংরাজগণ জগৎশেঠকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকারে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মীরজাফরের সহিত জগৎশেঠও নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এমন কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জগৎশেঠের অভ্যর্থনায় জন্য এই সময়ে ১৭৩৭৪৲ আর্কটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহাতাব রায়ের যত্নেই মীরজাফর মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিয়াছিলেন, কিন্তু এই অর্থলোভী নব নবাবের অর্থপিপাসা তাঁহারা

* Orme's Hindusthan, vol. II.

কিছুতেই মিটাইতে পারেন নাই। এই মীরজাফর হইতেই শেঠদিগের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়।

উভয় ভ্রাতা নবাবের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তীর্থযাত্রা করেন। পথেও নবাব টাকা চাহিয়া তাঁহাদের ফিরিয়া আসিবার জন্য দুই হাজার সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্যগণ অর্থলোভে শেঠদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার জামাতা মীরকাসিম নবাবী পদ পাইলেন। প্রথমেই তিনি শেঠদিগকে হস্তগত করিলেন, তাঁহার নিকট উভয় ভ্রাতাই প্রথমে যথেষ্ট সম্মান পাইলেন। কিন্তু যখন ইংরাজদিগের সহিত মীরকাসিমের গোলমাল বাঁধিল, যখন তিনি শুনিলেন শেঠেরা ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ২১এ এপ্রেল) সপরিবারে শেঠদিগকে বন্দী করিবার জন্য মহম্মদ তকিখাঁকে পাঠাইলেন। জগৎশেঠের পুরমহিলাগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, আর তাঁহাদের নিস্তার নাই; শীঘ্রই যবনের হস্তে তাঁহাদিগকে অপমানিত হইতে হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা আগুন হাতে করিয়া বারুদের উপর বসিয়াছিলেন, সেই দারুণ সঙ্কটকালে ক্লাইব গিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। কিন্তু মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহাতাবরায় নবাবের বন্দী হইলেন।

ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ উভয়ের মুক্তির জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মীরকাসিম তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইলে তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে উভয় ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া মুঙ্গেরে আনিলেন। এখানে আসিয়া বুঝিলেন যে, "যখন চারিদিকে বিশ্বাসঘাতক, তখন আর রাজ্যরক্ষা বড়ই কঠিন।" এই সময়ে তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহাতাবরায়কে বিনাশ করিলেন। তৎপরে উভয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃপদ লাভ করিলেন।

তৎকালে স্বরূপ ও মহাতাবরায়ের কনিষ্ঠ সহোদরগণের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। উভয় ভ্রাতার কনিষ্ঠ সহোদরের পুত্রকেও বন্দীভাবে দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। মীরজাফর বঙ্গের সিংহাসনে পুনরায় উপবেশন করিলে তিনি উক্ত শেঠদিগের মুক্তির জন্য অযোধ্যার নবাব উজীরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু উজীর অনেক টাকা চাহিয়া বসেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে জগৎশেঠ তাঁহাদের দুরবস্থার কথা লর্ড ক্লাইবকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তদুত্তরে নবেম্বর মাসে ক্লাইব লিখিয়াছিলেন—"আপনার পিতাকে আমি কতই যত্ন ও সাহায্য করিয়াছি, তাহা বোধ হয় আপনি অবগত আছেন। কিন্তু মান সম্ভ্রম ও সাধারণের উপকারের জন্য যাহা করা উচিত তাহা করেন নাই। কথা ছিল, কোষাগারে তিনটী করিয়া চাবি দেওয়া হইবে, কিন্তু সে কথা কার্য্যে পরিণত হইল না। সমস্ত অর্থ-ই আপনাদের গৃহেই রহিল। এদিকে শুনিতেছি, জমিদারদিগের সরকারীর খাজনা ৫ মাস বাকি থাকিলেই আপনি পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তাহাদিগের উপর জোরজুলুম করিতেছেন। একাজ আপনার ভাল হয় নাই, এমন কাজ করিতে দেওয়া আমাদের উচিত নহে। আপনারা এখনও মহাধনী বটে, কিন্তু অর্থলোভেই দেখিতেছি আপনাদের মহা অসুবিধা ঘটিবে, আপনার উপর পূর্ব্বে যেরূপ ধারণা ছিল, তাহাও দূর হইবে।"

পর বর্ষে জগৎশেঠ ইংরাজদিগের নিকট ৫০।৬০ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া বসেন, ইহার মধ্যে মীরজাফর ও ইংরাজ সেনার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জগৎশেঠ ২১ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব সেই ২১ লক্ষ টাকা দিতে আদেশ করিলেন, আর কিছু দিলেন না। কিন্তু পরবর্ষেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জগৎশেঠের নিকট দেড় লক্ষ টাকা ধার করিলেন।

লর্ড ক্লাইব শাহআলমের নিকট হইতে বাঙ্গালায় দেওয়ানী পাইলে মহাতাব রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় খুশালচাঁদ কোম্পানীর সরক্ অর্থাৎ তহবিলদার নিযুক্ত হইলেন। ঐ বর্ষে শাহআলম খুশালচাঁদকে "জগৎশেঠ" উপাধি এবং মহারাজ স্বরূপচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্যোতচাঁদকে "মহারাজ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৬৬ ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে নবাবের সহিত কোম্পানীর সন্ধিপত্রে জানা যায় যে তখনও জগৎশেঠ রাজ্যের মধ্যে একজন প্রধান মন্ত্রী বলিয়া গণ্য ছিলেন। লর্ড ক্লাইব খুশালচাঁদকে বার্ষিক ৩৲ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে চান, কিন্তু খুশালচাঁদ তাহা অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার প্রতিমাসে লক্ষ টাকা খরচ হইত। এ সময়ে জগৎশেঠের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিলেও খুশালচাঁদ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পার্শ্বনাথশৈলে অনেক জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ঐ মন্দিরের দেবমূর্ত্তিতে তাঁহার ভ্রাতা সুগোলচাঁদ ও হোসিয়ালচাঁদের নাম খোদিত আছে। এখন মুর্শিদাবাদের জৈনবণিকসম্প্রদায়ের ব্যয়ে মন্দিরের দেব সেবা নির্ব্বাহ হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন, জগৎশেঠ খুশালচাঁদের সময়েই শেঠবংশ অবসন্ন হইয়া পড়ে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মহা দুর্ভিক্ষে জগৎশেঠের অনেক টাকা মারা যায়। বিশেষতঃ ১৭৭২

খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলিকাতায় খাল্‌সা তুলিয়া আনিলে জগৎশেঠের সরফ্‌ পদ যায়। কেহ কেহ বলেন; যে দুর্ভিক্ষ কিম্বা পদচ্যুতির জন্য শেঠবংশের অধঃপতন ঘটে নাই। কিন্তু খুশালচাঁদের মৃত্যুই অধঃপাতের কারণ। ৩৯ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন সকলেই ধনরাশি পুতিয়া রাখিত, কিন্তু খুশালচাঁদ মৃত্যুকালে সেই প্রভূত গুপ্তধনের কথা কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারেন নাই, সেই জন্যই খুশালচাঁদের সহিত জগৎশেঠের লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল। পূর্ব্বে যেমন কেবল একজনেই জগৎশেঠ উপাধি ব্যবহার করিতেন, কিন্তু খুশালচাঁদের পর আর নিয়ম রহিল না, তাঁহার সহোদর ও তৎপুত্রগণ সকলেই নামমাত্র "জগৎশেঠ" উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

খুশালচাঁদের পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র হরখ্‌চাঁদকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইহাকে দিল্লী হইতে উপাধি আনিতে হয় নাই, ইংরাজরাই তাঁহাকে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রদান করেন। হরখ্‌চাঁদের খুবই টাকার টানাটানি হইয়াছিল, শেষে গোলাপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলে তাঁহার কষ্ট দূর হয়। হরখ্‌চাঁদ পুত্র লাভের জন্য জৈনশাস্ত্রানুসারে সকল প্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার পুত্র হয় নাই, শেষে এক বৈরাগীর কথানুসারে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও পুত্র সন্তান লাভ করেন। তদবধি এই বংশ বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য। বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হয় নাই। এখনও উচ্চশ্রেণীর জৈনদিগের সহিতই তাঁহাদের আদান প্রদান প্রচলিত।

হরখ্‌চাঁদের দুইপুত্র ইন্দ্রচাঁদ ও বিষ্ণুচাঁদ। ইন্দ্রচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি পান। তাঁহার পুত্র গোবিন্দচাঁদ। এই গোবিন্দচাঁদ পরিবার পোষণের জন্য বহুমূল্য হীরামুক্তা বিক্রয় করিয়া শেষে একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ইংরাজ কোম্পানী দয়া করিয়া তাঁহার ১২০০০৲ টাকা বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দেন। গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর বিষ্ণুচাঁদের পুত্র কৃষ্ণচাঁদ শেঠবংশের কর্ত্তা হন। তাঁহার সময়ে গবর্মেণ্ট বৃত্তি কমাইয়া আটহাজার টাকা মাত্র করিলেন। জগৎশেঠ কৃষ্ণচাঁদ পরম ধার্ম্মিক, তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই, তিনি কাশীধামে তাঁহার পরম আত্মীয় রাজা শিবপ্রসাদের * সহিত বাস করেন।

প্রবাদ এইরূপ জগৎশেঠের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা ছিল। প্রতি বর্ষে মহাধুম ধামে জগৎশেঠের গৃহে লক্ষ্মীপূজা হইত। সেই লক্ষ্মীদেবীর বেদীর নিম্নে লক্ষ আসরফী গাড়া ছিল।

জগৎসাক্ষিন্ (পুং) জগতাং সাক্ষী ৬তৎ। ১ ঈশ্বর। ২ সূর্য্য।

জগৎসিংহ, মেবারের একজন রাণা। রাণা কর্ণের পুত্র। কর্ণের মৃত্যুর পর ইনি ১৬৮৪ সম্বতে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময়ে মেবারে তেমন কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই, এ জন্য বীররসামোদী ভট্টকবিগণ জগৎসিংহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার শান্তিময় রাজত্বকালে মেবারে শিল্প ও স্থাপত্যবিস্তার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। সেই সময়ে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। তখন সম্রাট্‌পুত্র খুরম্ সৌরাষ্ট্রে অবস্থান করিতেছিলেন। জগৎসিংহ তাঁহার নিকট আপন ভ্রাতাকে পাঠাইয়া সেই সংবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে উদয়পুরে আহ্বান করিলেন। জগৎসিংহের যত্নেই রাজপুতানার সকল নৃপতিই খুরম্‌কে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করেন। এই উপলক্ষে জগৎসিংহ উদয়পুরস্থ বাদলমহল নামক প্রাসাদ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন এবং এই ভবনেই খুরম্ করদনৃপতিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম শাহজহান্ নামে অভিহিত হন। সম্রাট্ শাহজহান্ উদয়পুর হইতে বিদায়কালে কৃতজ্ঞতায় উপহারস্বরূপ জগৎসিংহকে একখানি বহুমূল্য মরকতমণি ও মোগলাধিকৃত পাঁচটী প্রদেশ প্রত্যর্পণ করিয়া যান। তিনি যাইবার সময় রাণাকে চিতোরের দুর্গপ্রাকারগুলির পুর্ণসংস্কার করিতেও অনুমতি করিয়াছিলেন।

জগৎসিংহের যত্নে মেবারে বহুসংখ্যক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে জগনিবাস ও জগমন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। জগনিবাস উদয়সাগরের তীরে ও সেই হ্রদের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপোপরি জগমন্দির নির্ম্মিত হয়। কি ভিত্তি, কি স্তম্ভ, কি স্নানাগার, কি তড়াগ, কি কৃত্রিম ঝরণা উক্ত দুই প্রাসাদের সমস্তই মূল্যবান্ মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। আবার দ্বার ও বাতায়নাদি নানাবর্ণের কাচনির্ম্মিত কবাটসমূহে পরিশোভিত, দেখিলেই নয়ন মন বিমুগ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত গহলোৎকুলের অভ্যুদয় হইতে একাল পর্য্যন্ত যে সকল প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়াছে, প্রাসাদের প্রকোষ্ঠসমূহে সেই সমস্তই চিত্রিত। দেখিলেই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।

এ ছাড়া জগৎসিংহ মালবুরুজ, সিংহদ্বার ও ছত্রলাট প্রভৃতি অন্যান্য ভগ্নস্থান গুলির পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন।

১৭১০ সম্বতে তিনি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বীরবর রাজসিংহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

জগৎবিলাস নামক গ্রন্থে জগৎসিংহের সময়কার ইতিহাস কথঞ্চিৎ বর্ণিত আছে।

* রাজা শিবপ্রসাদও জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় সুভগচাঁদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সুভগচাঁদের পৌত্র দলচাঁদ মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহাতাব রায়ের সহিত নবাব মীর কাসিমের বন্দী হন। দলচাঁদের পুত্র রাজা উত্তমচাঁদ, তৎপুত্র বাবু গোপীচাঁদ, তৎপুত্র রাজা শিবপ্রসাদ।

জগৎসিংহ, জয়পুরের একজন রাজা। মহারাজ প্রতাপসিংহের পুত্র। সবাইজগৎসিংহ নামে খ্যাত। প্রতাপসিংহের মৃত্যু হইলে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজপদ লাভ করেন। এ সময়ে সমস্ত রাজপুতানা মহারাষ্ট্রদিগের প্রবল আক্রমণে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। এই সময় মহারাষ্ট্রনেতা হোল্‌কর ও সিন্ধিয়া এবং দুর্দান্ত আমীর খাঁ প্রভৃতি পাঠানদস্যু ভারতের নানাস্থানে অরাজকতা আরম্ভ করিয়াছিল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালায় পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক ভারতের অপরস্থানে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর। বৃটীশ রাজনৈতিকগণ দেখিলেন এ সময়ে রাজপুত রাজগণ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, এ সময়ে মহারাষ্ট্রদিগের অত্যাচার হইতে সেই সমস্ত রাজন্যবর্গকে রক্ষা করিবার আশা দিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। এই উদ্দেশ্যে বড়লাট ওয়েলেস্‌লি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর মহারাজ জগৎসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে মহারাজ জগৎসিংহ ইংরাজরাজের মিত্র বলিয়া গণ্য হইলেন এবং আপদে বিপদে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তৎপরে কর্ণওয়ালিস্ বড়লাট হইয়া আসিলে তিনি বুঝিলেন যে দীর্ঘসূত্রী রাজপুতরাজের সহিত ঐরূপ সন্ধিসূত্রে বদ্ধ থাকায় তাঁহাদের কোন লাভ নাই। এজন্য মহারাজ জগৎসিংহের কোন প্রকাশ্য দোষ না থাকিলেও তাঁহার উপর বৃথা দোষারোপ করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিলেন। সন্ধিভঙ্গের সংবাদ জয়পুরে না যাইতে যাইতে লর্ড লেকের সহিত হোলকারের সমরানল প্রজ্বলিত হয়। মহারাজ জগৎসিংহ সেই সময়ে লর্ড লেককে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া পূর্ব্বসম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

পরে যখন সন্ধিভঙ্গের প্রস্তাব হয়, তখন লর্ড লেক বিশেষ প্রতিবাদ করিলেও সার জর্জ বার্লো লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজনীতির অনুসরণ করিয়া সন্ধি বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলেন। মহারাজ জয়সিংহ তাহাতে বৃটিশজাতির উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং ইংরাজকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মারবারের প্রধান সামন্ত পোকর্ণের অধিপতি সবাইসিংহের সহিত মারবারপতি মানসিংহের দারুণ মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। চতুর সবাইসিং পূর্ব্বতন মারবারপতি ভীমসিংহের পুত্র রাজকুমার ধনকুলসিংহকেই মারবারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে সুবিধা না হওয়ায় যাহাতে জয়পুররাজের সহিত মানসিংহের বিবাদ বাধে তাহারই পথ পরিষ্কার করিলেন। এ সময়ে মেবাররাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর রূপের কথা রাজপুতানায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। [কৃষ্ণকুমারী দেখ।] সবাইসিং বন্ধুভাবে জগৎসিংহকে জানাইলেন, "রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারী পরমাসুন্দরী, আপনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য রাণার কাছে প্রস্তাব করুন।"

ইন্দ্রিয়পরায়ণ জগৎসিংহ লোকমুখে কৃষ্ণকুমারীর রূপের কথা শুনিয়া অবিলম্বে বহুমূল্য উপঢৌকনসহ চারিসহস্র সৈন্য ও বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য একজন দূতকে পাঠাইলেন। পোকর্ণাধিপ যখন শুনিলেন যে, জয়পুর হইতে মেবার অভিমুখে সৈন্য যাইতেছে, তিনি মারবারপতি মানসিংহকে গিয়াও ঐ কথা জানাইয়া বলিলেন, "রাণা ভীমসিংহের কন্যার সহিত আমাদের মৃত মহারাজ ভীমসিংহের বিবাহ প্রস্তাব হইয়াছিল। এখন শুনিতেছি, জয়পুরপতি জগৎসিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উপহার দ্রব্য পাঠাইতেছেন। জগৎসিংহ যদি কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করেন, তাহা হইলে মারবাররাজের আর কলঙ্কের সীমা থাকিবে না।" এ কথায় মারবারপতির মন বিচলিত হইল, তিনিও চাতুরীজালে জড়িত হইলেন। তিনি অবিলম্বে সামন্তগণের সহিত তিনহাজার সৈন্য লইয়া বহির্গত হইলেন এবং জয়পুরের সৈন্যগণ মেবারে প্রবেশ করিতে না করিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইলেন।

এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ জগৎসিংহ আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন এবং মানসিংহকে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য উত্তেজিত হইলেন। জগৎসিংহ ও মানসিংহে বিবাদ সংবাদ পাইয়া দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রনায়ক সিন্ধিয়া জগৎসিংহের নিকট প্রচুর অর্থ চাহিয়া বসিলেন এবং অর্থ না দিলে তাহার সহিত কোন ক্রমে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ হইতে দিবেন না, তাহারও ভয় দেখাইলেন। জয়পুরাধিপ সিন্ধিয়ার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এদিকে সিন্ধিয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মেবার আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। রাণা ভীমসিংহ সিন্ধিয়ার আগমনবার্ত্তা পাইয়া জয়পুরপতির নিকট সাহায্য চাহিলেন, তদনুসারে জগৎসিংহ একজন দূতসহ কএক হাজার সৈন্য মেবারে পাঠাইয়া দিলেন। সিন্ধিয়া রাণা ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "তিনি কোনক্রমে জগৎসিংহের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না।" রাণা ভীমসিংহও তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সিন্ধিয়ার প্রতিরোধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুর্দান্ত সিন্ধিয়ার আক্রমণে রাণা ভীমসিংহের সকল কৌশল ব্যর্থ হইল, তিনি মহারাষ্ট্রদিগের অত্যাচার-ভয়ে জয়পুরের সৈন্যবর্গকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে মহারাজ জগৎসিংহ মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চতুর সবাইসিং কুমার ধনকুলসিংহকে লইয়া জগৎসিংহের সহিত যোগদান করেন। জগৎসিংহ ধনকুলকে মারবারের প্রকৃত রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মারবার জয়ে অগ্রসর হইলেন। ইতিপূর্ব্বে জয়পুরের কোন রাজাই এত অধিক সৈন্যের একত্র সমাবেশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং জগৎসিংহের সেই বিপুলবাহিনীসংগ্রহ যে মহাক্ষমতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

গাঙ্গোলী নামক স্থানে জগৎসিংহ মানসিংহকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, এই সময়ে মারবারের প্রধান সামন্তগণ সবাই সিংহের উত্তেজনায় সকলেই জগৎসিংহের পক্ষ হইয়াছিলেন। জগৎসিংহ ও অপরাপর নেতাগণ মানসিংহের শিবির লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনরত্ন ও যুদ্ধসজ্জাদি লাভ করিয়াছিলেন। পরে সবাইসিংহের পরামর্শ মত জগৎসিংহ যোধপুর রাজধানী অধিকার করেন।

মানসিংহ দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। জগৎসিংহ ক্রমাগত ছয় মাসকাল দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু দুর্গস্থিত গোলাবর্ষণে তাঁহার বিস্তর সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল। এই সময়ে জগৎসিংহের অধীনস্থ আমীর খাঁ নামে একজন সেনাপতি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মারবারের নানাস্থান লুণ্ঠন করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতেছিল, তাহাতে জগৎসিংহ আমীরখাঁর উপর আরও বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবার ইচ্ছা করেন। আমীরখাঁ জয়পুরপতির মনোভাব জানিতে পারিয়া জয়পুরে পলাইয়া যায় এবং সহসা জয়পুরীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া অরক্ষিত রাজধানী লুণ্ঠন করিতে থাকে। মহারাজ জগৎসিংহ যোধপুর হইতে এই সংবাদ শুনিলেন, এবং আপনার রাজনীতি রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনবোধে শিবির পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। এই সময় রাঠোর-সৈন্যগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। পূর্ব্বেই যোধপুর অবরোধে তাঁহার ধনাগার শূন্য ও বিস্তর সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, এখন আরও হীনবল হইয়া পড়িলেন। যে কৃষ্ণকুমারীর জন্য এত ধনব্যয়, এত সমর, জগৎসিংহের ভাগ্যে সে কৃষ্ণকুমারী-রত্নও লাভ হইল না। এদিকে হোলকরের সৈন্যবর্গ বার বার জয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল, দুর্বৃত্ত আমীরখাঁও হোলকরের নামে অনেক প্রদেশ জয় করিয়া চৌথস্বরূপ সেই স্থানের আয় ভোগ করিতে লাগিল। সেই সময়ে জগৎসিংহের চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছিল। রসকর্পূর নামে এক যবনীকে লইয়া তিনি উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই বেশ্যাকে তিনি অর্দ্ধেক রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি মহারাজ সবাই-জয়সিংহ যে সকল অমূল্য গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া যান, তাহার অর্দ্ধাংশ অবধি সেই বেশ্যাকে প্রদান করেন। সেই সমস্ত গ্রন্থ বিধ্বস্ত হয় এবং বারবিলাসিনীর আত্মীয়গণ ধনসম্পত্তি বণ্টন করিয়া লয়। এমন কি যে কেহ সেই বেশ্যাকে অবজ্ঞা করিত, তাহাকেই জগৎসিংহ বন্দী করিতে লাগিলেন। তাহাতে বীরচেতা রাজপুত-সামন্তগণ জগৎসিংহকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই সময় তাঁহার কয়জন মিত্র রাজসম্মান রক্ষার জন্য রসকর্পূরের চরিত্র সম্বন্ধে অতি ঘৃণিত ব্যবহার জগৎসিংহের কর্ণগোচর করেন, জগৎসিংহও সহজেই সেই সকল বিশ্বাস করিলেন। তিনি রসকর্পূরকে যাহা যাহা দান করিয়াছিলেন সমস্তই কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে সামান্য বন্দীর ন্যায় কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

এ দিকে বিলাতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারেরা জয়পুরের সহিত কোম্পানীর সন্ধিভঙ্গ সন্দেহজনক বলিয়া পুনরায় জয়পুরের সহিত সন্ধিরক্ষা করিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু এত বিপদে পড়িয়াও মহারাজ জগৎসিংহ ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপনে সম্মত হন নাই, কিন্তু যখন দেখিলেন দুর্বৃত্ত আমীরখাঁ জয়পুর আক্রমণ করিবার জন্য মধুরাজপুরে আসিয়া গোলা বর্ষণ করিতেছে, এবং ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত, তিনি তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধিপত্রেও পূর্ব্বের সকল কথা রহিল, এ ছাড়া স্থির হইল যে, ২য় বর্ষে ৪ লক্ষ, ৩য় বর্ষে ৫ লক্ষ, ৪র্থ বর্ষে ৬ লক্ষ, ৫ম বর্ষে ৭ লক্ষ ও ৬ষ্ঠ বর্ষে ৮ লক্ষ টাকা দিল্লীর কোষাগারে বৃটীশ গবর্মেণ্টকে দিতে হইবে।

তারপর বরাবর তাঁহাকে ৮ লক্ষ টাকাই দিতে হইবে, কিন্তু রাজ্যের আয় ৪০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে ৮ লক্ষ টাকা ব্যতীত বর্দ্ধিত আয়ের ষোল ভাগের ৫ ভাগ অতিরিক্ত দিতে হইবে। সন্ধিতে জগৎসিংহ মিত্র রাজা বলিয়া গণ্য হইলেও এইরূপে প্রকারান্তরে তিনি সুচতুর বৃটীশের করদরাজ হইয়া পড়িলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রেলে এই সন্ধি হয়, এই বর্ষে ২১এ ডিসেম্বর তারিখে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জগৎসিংহ, ১ বিসেন-বংশীয় একজন হিন্দী কবি। গোড়া ও ভিঙ্গার রাজবংশে ইহার জন্ম। ইনি দেউবহা পরগণার তালুকদার ছিলেন ও শিব-অরসেলা নামক কবির নিকট

কাব্য শিক্ষা করেন। পরে হিন্দীভাষায় ছন্দশৃঙ্গার ও সাহিত্য-সুধানিধি নামে একখানি অলঙ্কার রচনা করেন। ইনি প্রায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

২ মউরাজ্যের একজন প্রবল রাজা, ইনি সম্রাট্ শাহ-জহানের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কবি গম্ভীররায় এই যুদ্ধকাহিনী উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (J. As. Soc. Beng. XLIV.)

৩ হরবংশীয় মুকুন্দসিংহের পুত্র, ইনি একজন মহা যোদ্ধা। অরঙ্গজিবের সময় জীবিত ছিলেন।

জগৎসিংহ, ইতিহাসে ইনি জগৎরাজ নামে বিখ্যাত। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রশালের পুত্র। ইঁহারা চারি সহোদর—হৃদয়সিংহ, জগৎরাজ, পাণ্ডুসিংহ এবং ভারতীসিংহ। রাজা ছত্রশাল তাঁহার রাজ্য দুইভাগে বিভাগ করিয়া পন্নারাজ্য জ্যেষ্ঠপুত্র হৃদয়সিংহকে এবং জৈতপুর রাজ্য দ্বিতীয় পুত্র জগৎসিংহকে প্রদান করেন। ভণ্ডগড়, বোড়াগড়, বর্ধা, অজয়গড়, রণগড়, জৈতপুর, চর্থারি প্রভৃতি স্থান জৈতপুররাজ্যের অন্তর্গত। জগৎরাজ জৈতপুররাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে ফরুখাবাদের নবাব মহম্মদ খাঁ বঙ্গশ বুন্দেলখণ্ড জয় করিবার জন্য দলীল খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন।

জগৎরাজ সসৈন্যে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন, নন্দপুরীয়া নামক স্থানে উভয় সৈন্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। প্রথম বারের যুদ্ধে জগৎসিংহ ভয়ানক আহত হইয়া ভূমিশায়ী হইলে তাঁহার রাণী অমরকুমারী সৈন্যগণকে উৎসাহ দিয়া নিজে যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন। জগৎরাজ রক্ষা পাইলেন।

কিছুদিন পরে মৌএর যুদ্ধে দলীল খাঁ নিহত হইলে মুসলমানসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। জগৎরাজ রাণী অমরকুমারীর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তৎপুত্র কীর্ত্তিসিংহকে সিংহাসন দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এদিকে দলীল খাঁর পরাজয়ের পর নবাব মহম্মদ খাঁ ক্রোধে অধীর হইয়া সসৈন্যে আবার বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। জগৎরাজ বহুবার পরাজিত হইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। পরে পেশোবা বাজিরাওর সাহায্যে নবাবকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই রাণী অমরকুমারীর পুত্র কীর্ত্তিসিংহের মৃত্যু হইল। জগৎরাজ কীর্ত্তির পুত্র গুমানসিংহকে "দেওয়ান্ সবায়ী" উপাধি প্রদান করিলেন। অল্পদিন পরেই মহোবার নিকটবর্ত্তী মৌগ্রামে জগৎরাজ উৎকটরোগে ১৮১৫ সম্বতে (১৭৫৮ খৃঃ অঃ) পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র জন্মে—পাহাড়সিংহ, কেশরীসিংহ, সিনপতসিংহ, বিহারসিংহ এবং রাণী অমরকুমারীর গর্ভজাত কীর্ত্তিসিংহ।

জগৎসিংহপুর, উড়িষ্যার কটকজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২০° ১৫′ ৫০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ১২′ পূঃ, মাছগাঁও খালের ধারে অবস্থিত। এখানে প্রায় দুই হাজার লোকের বসবাস আছে।

জগৎসেতু (পুং) জগতঃ সেতুরিব ৬তৎ। ১ পরমেশ্বর। পক্ষে অলুক্ স°।

জগদ (পুং) রক্ষক, পালক।

"বৎসো জগদৈঃ সহ বধ্নংশ্চ রুদ্রানাদিত্যান্।" (পারস্করগৃ° ৩।৪)

জগদন্তক (পুং) জগতামন্তকঃ ৬তৎ। জগদ্বিনাশক, মৃত্যু

"উদ্যম্য শূলং জগদন্তকান্তকম্।" (ভাগবত ৪।৫।৬)

জগদম্বা (স্ত্রী) জগতো ংম্বা ৬তৎ। দুর্গা।

জগদম্বিকা (স্ত্রী) জগদম্বা-স্বার্থে কন্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। দুর্গা।

"সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং বিধাত্রী জগদম্বিকা।" (ভগবতীগীতা)

জগদাদি (পুং) জগত আদিঃ কারণম্ ৬তৎ। ১ পরমেশ্বর। ২ ব্রহ্মাদি। "জগদাদিরনাদিস্ত্বং।" (কুমারসং)

জগদাদিজ (পুং) জগতাং আদৌ হিরণ্যগর্ভরূপেণ জায়তে প্রাদুর্ভবতি জন-ড উপস°। পরমেশ্বর।

"ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা সহিষ্ণুর্জগদাদিজঃ।" (বিষ্ণুস°)

জগদাধার (পুং) জগত আধারঃ ৬তৎ। ১ বায়ু। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ জগতের আশ্রয়। "কালোহি জগদাধারঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

জগদানন্দ (পুং) জগত আনন্দঃ। ১ পরমেশ্বর। ২ কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকার—একজন কবি, পদ্যাবলীতে ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। এক ব্যক্তি কৃত্যকৌমুদী নামক স্মৃতিসংগ্রহ করিয়াছেন। অপর একজন ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে কৌলার্চ্চনদীপিকা রচনা করেন।

জগদায়ু (পুং) জগতামায়ুঃ পৃষোদরাদি° সকারলোপঃ। জগৎপ্রাণ, জগতের জীবন।

"অহং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুনা।"(ভার° ৩।১৪৭ অঃ)

জগদায়ুস্ (ক্লী) জগত আয়ুঃ ৬তৎ। জগৎপ্রাণ, জগতের জীবন।

"বায়ু বা দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠঃ কথিতো জগদায়ুষা।" (ভারত ১০।৩৪০ অঃ)

জগদীশ (পুং) জগতামীশঃ ৬তৎ। ১ বিষ্ণু। ২ বিধাতা। (কুমার ২।৯)

৩ শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেকের ভাবার্থদীপিকা নামে টীকাকার। ৪ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর একজন হিন্দী কবি।

জগদীশ তর্কালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, দীধিতিগ্রন্থের অন্যতম টীকাকার। চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতনমিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। পুরুষ গণনার হিসাবে ইহাকে চৈতন্যের ন্যূনাধিক শত বৎসর পরবর্ত্তী স্বীকার করা যাইতে পারে।

নবদ্বীপে জগদীশের বংশধরেরা আজিও বর্ত্তমান আছেন, পুরুষ গণনায় জগদীশ হইতে এখন ১০।১১ পুরুষ পাওয়া যায়। ইহাতে তাঁহাকে ৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

জগদীশের পিতার নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যাদব একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, তাঁহার পাঁচপুত্র, তন্মধ্যে জগদীশ তৃতীয়। যখন জগদীশের বয়স ৫।৭ বৎসর, তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। জগদীশ বালককালে অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাব ছিলেন, পিতৃবিয়োগে তাঁহার দুর্বৃত্ততা আরও বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠীদাস তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিতেন, কিন্তু জগদীশ তাহাকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। দুর্বৃত্ততার মধ্যে পক্ষিশাবক ধরা একটা প্রধান রোগ ছিল।

কোন এক দিন জগদীশ পক্ষিশাবক পাড়িবার মানসে এক প্রকাণ্ড তালগাছে আরোহণ করিয়া ছানা বাহির করিবার জন্য পাখীর বাসায় হাত ঢুকাইয়া দিলে এক প্রকাণ্ড সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। এই আকস্মিক বিপদে জগদীশ বিচলিত হইলেন না, আর কোন উপায় না দেখিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তখন সাপও লেজ দিয়া তাহার হাত জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু জগদীশ ইহাতেও ভীত হইলেন না। তালবৃক্ষের ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করিয়া সাপের গলা কাটিয়া মুখটীকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং অক্ষতশরীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। এক জন সন্ন্যাসী জগদীশের অসাধারণ সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির এইরূপ পরিচয় পাইয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। জগদীশও এই বিপদের সময়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন যে, এ যাত্রায় রক্ষা পাইলে এমন কার্য্য আর কখনও করিবেন না, এখন সন্ন্যাসীর কথায় তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

জগদীশ যখন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। এখনও তাঁহার বর্ণপরিচয় হয় নাই। জগদীশ প্রগাঢ় পরিশ্রমে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সময়ে জগদীশ অকূল দুঃখসাগরে ভাসমান, রাত্রিতে তৈলাভাবে তাহার পাঠ হইত না। তজ্জন্য তিনি বাঁশের পাতা জ্বালিয়া তাহার আলোকে অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপ দুঃখে পড়িয়াও জগদীশ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই, সর্ব্বদাই অবিচলিত অধ্যবসায়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

কাব্যাদি পাঠ শেষ হইলে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের চতুষ্পাঠীতে ন্যায় অধ্যয়ন করেন। তিনি আপনার প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়া চতুষ্পাঠীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। এই চতুষ্পাঠীতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া জগদীশ সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি নবদ্বীপে একটী চতুষ্পাঠী খুলিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অর্থাভাবে কিছুদিন তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। পরে গ্রামস্থ লোকের সাহায্যে তাঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়। অল্পদিন মধ্যেই তাহার চতুষ্পাঠী জমকাইয়া উঠিল, দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল। তাঁহার পূর্ব্বে দীধিতিগ্রন্থ অনেক স্থলে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, এই কারণে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হইত। জগদীশ সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য দীধিতির টীকা রচনা করেন। তৎকৃত অনুমানদীধিতি টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই—

"প্রাচ্যৈরম্ভুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽধুনা।
দীধিতিযুতমণিবেষ শ্রীজগদীশ প্রকাশিতঃ স্ফুরতু॥"

লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই সময়ে জগদীশ অর্থাভাব পূরণ করিবার জন্য ৩৬০ ঘর শূদ্র শিষ্য করেন।

জগদীশ যথাক্রমে অনুমানদীধিতির তর্ক, সামান্যাভাব, ব্যাপ্ত্যনুগম, সিংহব্যাঘ্র, পক্ষতা, উপাধিবাদ, টিপ্পনী এবং ব্যাপ্ত্যনুমানদীধিতির অনুমিতি, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিংহব্যাঘ্রী, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তলক্ষণ, ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, অবচ্ছেদক নিরুক্তি, বিশেষ নিরুক্তি বা ব্যাপ্তিগ্রহোপায়, অতএব চতুষ্টয়-তর্ক, সামান্যলক্ষণা, সামান্যাভাব, পক্ষতা, পরামর্শ, কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী, অন্বয়ব্যতিরেকী, বাধ, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষ, ব্যাপ্ত্যনুগম, অনুপসংহারী, অবয়ব, হেত্বাভাস, সাধারণ, সব্যভিচারী প্রভৃতি, দীধিতিপ্রকাশিকার টিপ্পনী, গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত অনুমানময়ূখ গ্রন্থের ভাষ্য, প্রশস্তপাদ আচার্য্যের কৃত বৈশেষিক সূত্রের দ্রব্যভাষ্যের টিপ্পনী, শিরোমণি কৃত ন্যায়-লীলাবতীপ্রকাশ-দীধিতি গ্রন্থের টীকা ও শব্দশক্তিপ্রকাশিকা রচনা করিয়া ন্যায়জগতে অসাধারণ কীর্ত্তিলাভ করিলেন। ইহা ছাড়া ইহার কৃত তর্কামৃত গ্রন্থ এবং রহস্যপ্রকাশ নামে কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়। নবদ্বীপের পণ্ডিত হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের ঘরে হস্তলিখিত একখানি "কাব্যপ্রকাশ রহস্যপ্রকাশ" আছে। পুথির শেষে লেখকের বাক্যানুসারে জানা যায় যে ১৫৭৯ শকে ঐ পুস্তক লিখিত হয় এবং সেই সময় পর্য্যন্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার জীবিত

ছিলেন (১)। জগদীশের দুই পুত্র রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিত, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পরিকর। বৈষ্ণবকবি আনন্দচন্দ্র দাস ভাগবতানন্দের আদেশে "জগদীশচরিত্রবিজয়" রচনা করেন, এই গ্রন্থে জগদীশ পণ্ডিতের জীবনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তৎপাঠে জানা যায়—পূর্ব্বদেশে ভট্টনারায়ণবংশে (গয়ঘড়) কমলাক্ষ বন্দ্য বাস করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম ভাগ্যবতী। এই ভাগ্যবতীর গর্ভে বৈষ্ণবপ্রধান জগদীশ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশ বাল্যকাল হইতে সর্ব্বদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, আবার কখন কৃষ্ণমূর্ত্তি গড়িয়া খেলা করিতেন। পাঠে তাঁহার তেমন মনোযোগ ছিল না, কিন্তু গুরুমহাশয় যখন যে প্রশ্ন করিতেন, অনায়াসেই তাঁহার উত্তর দিতেন। আট বর্ষে তিনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করেন, এই সময় শ্রীমদ্ভাগবত পাইয়া তাঁহার মনে কৃষ্ণভক্তি আরও প্রবল হইয়া উঠে। এই সময়ে তিনি সকলের নিকটই ভক্তিতত্ত্বের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। কিছু দিন পরেই জগদীশ একজন মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র আসিতে লাগিল। তিনি তাঁহাদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের লইয়া নামসংকীর্ত্তন করিতেন। তখনও চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন নাই।

জগদীশের এক ভাই ছিল, তাঁহার নাম মহেশ পণ্ডিত। জগদীশ তপনের কন্যা দুখিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি ছোট ভাই ও ভার্য্যাকে লইয়া গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

তিনি চৈতন্যের পিতা জগন্নাথের গৃহের নিকটেই বাস করিলেন। এখানে জগন্নাথ মিশ্র ও হিরণ্যভাগবতের সহিত জগদীশের বেশ আলাপ হইল। হিরণ্যভাগবতের সহিত তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিতেন।

যথাকালে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশের পত্নী দুখিনীর সহিত শচীঠাকুরাণীর প্রণয় ছিল, এখন উভয়েই নিমাইকে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

এক দিন একাদশী। জগদীশ মিত্র হিরণ্যভাগবতের সহিত একাদশী ব্রত করিলেন। সেইদিন নিমাইচাঁদ কাঁদিয়া আকুল, বলিলেন "জগদীশ ও হিরণ্য একাদশী ব্রত করিয়াছে, তাহারা দুই জনে বিষ্ণুপূজা করিবার জন্য নৈবেদ্য সাজাইয়াছে, সেই নৈবেদ্য আনিয়া দাও, তবে আমি চুপ করিব।" শচীমাতা নিমাইএর কথা শুনিয়া খেদ করিতে লাগিলেন, এদিকে দুই বিপ্র বালকের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইকে খাইতে দিলেন।

পর একাদশীর দিন বালক নিমাই আপনি গিয়া জগদীশের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন জগদীশ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া এক মনে কৃষ্ণের ধ্যান করিতেছেন। এই সুযোগে নিমাই নৈবেদ্যের ফল খাইতে বসিলেন। জগদীশ ধ্যানান্তে চাহিয়া দেখেন, নিমাইচাঁদ বেশ আহার করিতেছেন। তখন তিনি নিমাইকে আপন ইষ্টদেব ভাবিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কত স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। নিমাই কহিলেন, "আপনি বৃদ্ধ, মহাপণ্ডিত। আমি ক্ষুদ্র বালক, আমাকে এরূপ স্তব স্তুতি করা আপনার উচিত নহে।" এই সময়ে জগদীশের পত্নী দুখিনীদেবী সেখানে আসিয়া দেখিলেন,—

"ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন পদতলে শোহে।
চারিভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম তাহে।
বক্ষস্থলে বনমালা কটিতটে ধড়া।
ললাট অলকাবৃত তদুপরি চূড়া॥ (জগদীশচ° ৭ অঃ)

দেখিয়াই দুখিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে জ্ঞান হইলে পতীপত্নী উভয়ে মিলিয়া নিমাইএর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন বালক নিমাই এইরূপে আত্মপরিচয় দিলেন—

"তুমি দোঁহে মোর পারিষদ ছিলা পূর্ব্বে।
ভকত হইয়া জন্ম লভিয়াছ এবে॥
তোমা সহ মিলিলাম সবার অগ্রেতে।
তবে সর্ব্ব ভক্তসহ মিলিত পশ্চাতে॥
মিলি সব ভাগবত ধর্ম্ম আচরিব।
হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিব॥
বিষয়েতে মত্ত জীব আছে কলিকালে।
হরিনাম দিয়া আমি তারিব সকলে॥" (জগদীশচ°)

এইরূপে চৈতন্যের সহিত জগদীশের মিলন হইল। পরে গৌরাঙ্গের নামসংকীর্ত্তন কালে জগদীশ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। [চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

কিছুদিন পরে তিনি চৈতন্যদেবের অনুমতি লইয়া নীলাচলে গমন করেন। এখানে তিনি জগন্নাথের প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন্। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় নীলকান্তমণিময়রূপে তাঁহাকে দেখা দেন। তিনি প্রেমে গদ্ গদ্ হইয়া জগন্নাথদেবকে বলিয়াছিলেন—

(১) "শাকে রত্নাত্রি বাণক্ষিতিপরিগণিতে মাঘমাসে নবম্যাং
পক্ষে চৈবাবলক্ষে গ্রহপতিদিবসে জীবযুগ্ যুগ্মলগ্নে।
ন্যায়ালঙ্কারধীরো নিজগুরুরচিতং পুস্তমেতৎ সমস্তং
শ্রীমং শ্রীরামনাম্নো ব্যালিখদনদলসোঽহ ধ্যাপনার্থং সুখেন॥"

"তোমার যে কলেবর, আছয়ে বৈকুণ্ঠস্থল,
মন্দিরের উত্তরাংশে।
যদি তব আজ্ঞা পাই, সেই মূর্ত্তি লই যাই,
সেবা প্রকাশিব গৌড়দেশে॥"

তখন ভগবান্ ভক্তকে কৃপা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অঙ্গিকার করিলুঁ তোমায়।
চলি যাহ একেশ্বর, লই মোর কলেবর,
যেই স্থানে তব ইচ্ছা হয়॥" (জগদীশচরিত্র ৮ বং)

পরে জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথমূর্ত্তি আনিয়া জসোড়াগ্রামে স্থাপন করিলেন। জসোড়ার রাজা দেবসেবার জন্য জগদীশকে অনেক ভূমি দান করিলেন, এখানে পণ্ডিত পত্নী ও ভ্রাতাকে আনাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অল্প দিন পরেই মহেশ পণ্ডিতের বিবাহ হইল, তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করিলেন।

যথাকালে জসোড়াগ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের তিন পুত্র জন্মিল। এক দিন চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দদাস লিখিয়াছেন, এখানে চৈতন্যদেব পরমান্ন খাইতে ইচ্ছা করেন। জগদীশের গৃহিণী চৈতন্যের আগমনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া রন্ধন করিতেছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভু জগদীশকে বলিয়াছিলেন, "আমার বড়ই হাত জ্বালা করিতেছে, তুমি রন্ধনশালায় গিয়া ঔষধ আন।" জগদীশ রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিলেন, দুখিনী দেবী কাঠির পরিবর্ত্তে নিজ হস্ত দ্বারা পরমান্ন নাড়িতেছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। জগদীশ বুঝিলেন যে এই জন্যই মহাপ্রভুর হাতে জ্বালা করিতেছে। তিনি পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি হাত দিয়া রাঁধিতেছ, হাত যে পুড়িয়া যাইবে।" এতক্ষণ দুখিনীর জ্ঞান ছিল না। তিনি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া হাত সরাইয়া লইলেন এবং কহিলেন, "আমার হাতে ত কিছুই লাগে নাই।" জগদীশ কহিলেন, "তোমার লাগে নাই বটে, কিন্তু ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর হাত জ্বালা করিতেছে।"

চৈতন্যদেব মহাপরিতোষে পরমান্ন ভোজন করিলেন। তখন পৌষ মাস, নিত্যানন্দ সেই অকালে জগদীশের নিকট আম খাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। এখানে উভয়ে কিছুদিন থাকিলেন। সেই সময়ে জগদীশের বিষ্ণুদ্বেষী তিন পুত্রের মৃত্যু হয়। চৈতন্যদেব দুখিনীকে সান্ত্বনা করিয়া চলিয়া আসিলেন।

জগদীশ এক গৌরাঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সেই মূর্ত্তির নাম হইল গৌরগোপাল। কবি আনন্দদাস লিখিয়াছেন, সেই গৌরগোপাল মূর্ত্তি দুখিনী দেবীকে মা বলিয়া ডাকিতেন ও দেবী তাঁহাকে কোলে লইয়া স্তন্যপান করাইতেন। চৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে সেই কথা প্রকাশ করেন এবং স্বমূর্ত্তি দেখিবার জন্য আর একবার জসোড়ায় আগমন করিলেন।

চৈতন্যকে দেখিয়া দুখিনী দেবী গৌরগোপাল মূর্ত্তি লুকাইয়া রাখিলেন। নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের আহারের জন্য দুইখানি আসন পাতা হইলে চৈতন্যদেব বলিলেন, "পণ্ডিত! শুনিলাম এক ভাস্কর আসিয়া আমার মূর্ত্তি গড়িয়া গিয়াছে, তুমি তাহাকে আমি ভাবিয়া পূজা কর, সেই মূর্ত্তিও নাকি দুখিনী দেবীকে মা বলিয়া ডাকে। তাহার জন্য একখানি আসন পাতিয়া দাও। তাতে আর আমাতে ভেদ নাই। সেই মূর্ত্তি বাহির করিয়া আন, আমরা তিনজনে একস্থানে ভোজন করিব।"

জগদীশ গৌরগোপালমূর্ত্তি বাহির করিলেন। নিত্যানন্দ সেই মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইলেন। একবার চৈতন্যের দিকে চান, একবার মূর্ত্তি দেখেন। উভয়ে কোন প্রভেদ দেখিতে পাইলেন না। তিনজনের ভোগ হইল, জগদীশ শেষে প্রসাদ পাইলেন। তৎপরে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ নিদ্রিত হইলেন। নিত্যানন্দ নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, গৌরগোপাল দুখিনীর কোলে থাকিয়া মাতৃসম্বোধন ও স্তন্যপান করিতেছে। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

প্রভাত হইল, চৈতন্যদেবও দুখিনীকে "মা" সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার গৃহে দুই গৌর রহিয়াছে, এক গৌরের নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা। একজনকে বিদায় দিন।" গৌরের গমনের কথা শুনিয়া দুখিনী তৎক্ষণাৎ গৌরগোপালকে কোলে লইলেন। গৌর তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া নিত্যানন্দ সঙ্গে জসোড়া পরিত্যাগ করিলেন। (জগদীশচ° ৮ বঃ)

কিছু দিন পরে চৈতন্যদেব নীলাচলে আসিলেন, এখানে আসিয়া তিনি জগদীশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জগদীশ নীলাচলে গিয়া চৈতন্যের চরণবন্দনা করিয়া নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসেন। নীলাচলে গৌরচন্দ্র ভগবান্ আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্র হইলে তাহার রঘুনাথ নাম রাখিবে এবং তাহার শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য তাহাকে জগদীশ পণ্ডিতের নিকট রাখিয়া দিবে। তদনুসারে বৃদ্ধ জগদীশপণ্ডিত বিখ্যাত রঘুনাথাচার্য্যের গুরু হইয়া তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। [রঘুনাথাচার্য্য দেখ।]

জগদীশপণ্ডিতের উক্ত তিন পুত্রের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল, সেই পুত্রের নাম রামভদ্র

ও কন্যার নাম রসমঞ্জরী। নিত্যানন্দের দৌহিত্র ও মাধবের পুত্রের সহিত রসমঞ্জরীর বিবাহ হয়।

পৌষমাসে শুক্ল-তৃতীয়ার দিন জগদীশ পণ্ডিত অন্তর্ধান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেই এখনও জগদীশকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। উক্ত শুক্ল-তৃতীয়ার দিন এখনও একটী বৈষ্ণবপর্ব্ব বলিয়া খ্যাত। জগদীশ-ভক্তগণ ঐ দিন জগদীশ পণ্ডিতের পূজা করিয়া থাকেন।

জগদীশপুর, অযোধ্যার সুলতানপুর জেলার অন্তর্গত (মুসাফর খানা তহসীলের) একটী পরগণা। ইহার পশ্চিমদিকে গোমতী নদী প্রবাহিত। পরিমাণ ১৫৫ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা প্রায় ৯৫০০০। ভর রাজাদিগের আধিপত্যকালে জগদীশপুর সাতন ও কুঞ্চী নামে দুই পরগণাতে বিভক্ত ছিল। মুসলমানেরা ভরবংশ উচ্ছেদ করিবার পর হইতে দুই পরগণা এক হইয়া জগদীশপুর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই পরগণাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৬ খানি গ্রাম আছে।

ইহার প্রধান নগর নিহালগড়। জগদীশপুর হইতে একটী বাঁধা রাস্তা রায়বরেলী এবং ফয়জাবাদে গিয়াছে। এখান হইতে উৎপন্ন শস্য, বস্ত্র এবং অন্য নানাবিধ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ফয়জাবাদের রাস্তা এবং গোমতী নদী দ্বারা বাণিজ্যের বেশ সুবিধা হইয়া থাকে।

জগদীশপুর, বিহারের অন্তবর্ত্তী শাহাবাদ জেলার একটী নগর। ইহার পরিমাণ ৬৫১৮ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ১২,৪৭৫। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহি-বিদ্রোহের সময়ে এই নগর কুমার সিংহ নামে একজন ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে ছিল। জগদীশ-পুরের উত্তরপূর্ব্বদিকে প্রায় ১৪ মাইল দূরে নালন্দা বা বড়গাঁ অবস্থিত। নালন্দা পূর্ব্বকালে একটী সমৃদ্ধিশালী বৌদ্ধ নগর ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। জগদীশপুরের অতি নিকটে এইরূপ একটী প্রকাণ্ড স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার পরিমাণ প্রায় ২০০ বর্গ ফিট্। এই স্তূপটী অধিক উচ্চ নহে, কেবল দক্ষিণপূর্ব্ব-ভাগ ৭০ বর্গ ফিট্। এই স্তূপের দক্ষিণদিকে একটী বৃহৎ নিম্ব বৃক্ষ আছে। বৃক্ষের নিম্নে অনেকগুলি প্রস্তরখোদিত প্রতি-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটী মূর্ত্তি বোধ-গয়াস্থিত বোধিবৃক্ষতলে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির মত। জগদীশপুর হইতে ৮ মাইল দূরে মধুপুর। হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত করহারবাড়ী হইতে পাথুরে কয়লা আনয়ন জন্য মধুপুর হইতে করহারবাড়ী পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। জগদীশপুর এই লাইনের একটী ষ্টেশন।

জগদীশপুর নিহালগড়, অযোধ্যাপ্রদেশের সুলতানপুর জেলার অন্তর্গত জগদীশপুর পরগণার প্রধান নগর। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০। নগরটী ক্ষুদ্র। এখানে একটী গবর্মেণ্ট বিদ্যালয় আছে।

জগদীশ্বর (পুং) জগতামীশ্বরঃ ৬তৎ। [জগদীশ দেখ।]

জগদীশ্বরী (স্ত্রী) জগদীশ্বর-ঙীপ্। ভগবতী, পার্ব্বতী।

জগদেকনাথ (পুং) জগত একোঽদ্বিতীয়ো নাথঃ। জগতের প্রধান অধীশ্বর, সম্রাট্, একচ্ছত্র ধরণীপতি।

জগদেব, ইহার অপর নাম জগদ্দেব ও ত্রিভুবনমল্ল। দাক্ষি-ণাত্যে মহিসুর প্রদেশে শান্তরবংশীয় একজন রাজা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার প্রাদুর্ভাব। জগদেবের পিতার নাম কাম এবং মাতার নাম বিজ্জলাদেবী। ইহারা দুই সহোদর, কনিষ্ঠের নাম সিংহদেব। জগদেবের পুত্রের নাম বম্মরস। শান্তরবংশীয়রাজগণ চালুক্যরাজাদিগের অধীনে করদ ছিলেন। এক দিন জগদেব চালুক্যভূপতি তৈলের আদেশে ওরঙ্গলের নিকটবর্ত্তী অনুমকুণ্ড আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া যান।

জগদেব প্রমার, ভক্তমালগ্রন্থ বর্ণিত একজন ভক্ত বৈষ্ণব। ইনি যে রাজ্যে বাস করিতেন, সেই রাজ্যের রাজকুমারী সাধুতা ও গুণশ্রবণে মোহিত হইয়া ইঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। রাজা কন্যার কথায় সম্মত হইয়া ইঁহাকে আনাইয়া অনেক যত্ন করেন, কিন্তু বিষয়-নিস্পৃহ জগদেব কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রাজকুমারীও জগদেব ভিন্ন অপর বরে মাল্যদান করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাজা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া জগদেবকে ভুলাইবার জন্য একদিন পরমরূপসী কোন একটী নায়িকাদ্বারা হরিনাম গান করাইতে লাগিলেন, রাজনিমন্ত্রণে জগদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নর্ত্তকীর মুখে হরিগুণগান শুনিয়া তাহার পুরস্কার-স্বরূপ আপনার মাথা কাটিয়া অর্পণ করেন। তাহাতে রাজকুমারী শোকাতুরা হইয়া জগদেবের কাটামুণ্ড সুবর্ণ থালে রাখিয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, জগদেবের কাটামুণ্ডটীও নাকি আপনার প্রতিজ্ঞা ছাড়িল না, রাজকুমারীর মুখ না দেখিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। অনেক যত্নেও তাহাকে রাখা গেল না। শেষে জগদীশের দেহে মুণ্ড মিলিত করিলে জগদেব বাঁচিয়া উঠিলেন। রাজকুমারীর প্রার্থনায় ও তাঁহার বৈষ্ণব-ভাব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে কিছু কাল সংসারে থাকিয়া গৃহপরিত্যাগ করেন। (ভক্তমাল)

জগদেবরায়, মহিসুর ও সালেমের রাজা। ইনি বিজয়নগরাধি-পতি শ্রীরঙ্গের জামাতা।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা শ্রীরঙ্গের রাজধানী পেন্নকুণ্ড

আক্রমণ করিলে জগদেবরায় সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। শ্রীরঙ্গ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রভূত ভূসম্পত্তি দান করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা বেঙ্কটপতি চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করেন। জগদেবরায় এ সময়ে চেন্নপত্তন নামক স্থানের রাজপ্রতিনিধি হইয়াছিলেন।

জগদ্‌গুরু (পুং) জগতোগুরুঃ ৬তৎ। ১ পরমেশ্বর। ২ শিব প্রভৃতি।

৩ জগতের উপদেষ্টা নারদ প্রভৃতি। (নৈষধচ°)

৪ বৃত্তকৌমুদী নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

জগদ্‌গৌরী (স্ত্রী) জগৎসু মধ্যে গৌরী। ১ দুর্গা। ২ মনসা দেবী। "বিষহরী জগদ্‌গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।" (মনসাস্তব)

জগদ্দল (পুং) দরদের একজন রাজা।
"সাহায্যকার্থমানিন্যে দরদ্রাজং জগদ্দলম্।" (রাজতর° ৮।২১০)

জগদ্দল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে পূর্ব্বে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এক কাছারী বাটী ও জর্ম্মনদিগের এক কুঠি ছিল। এখনও প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরের পুষ্করিণীটী আছে, লোকে তাহাতে "রাণীপুখুর" বলে।

জগদ্দলক, আফগানস্থানের একটী নদী, একটী উপত্যকা ও একটী গিরিপথের নাম। নদীটী কোটাল নামক গিরিপথের নিকট উত্থিত হইয়া কাবুল নদীতে মিশিয়াছে। উপত্যকায় জবলখেল ইব্রাহিম ও খিলজাই জাতি কর্ত্তৃক অধিবেশিত। গিরিপথটি উচ্চ, অপ্রশস্ত, আকাবাঁকা, ৪০।৫০ গজের অধিক বিস্তার কোথাও নাই, একস্থানে আবার ৬ ফিটমাত্র বিস্তৃতি। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারী তারিখে পলায়নপর ভারতের ইংরাজসৈন্যগণ এই গিরিপথে বিনষ্ট হয়, কএকজন মাত্র গণ্ডামকে পলাইতে পারিয়াছিল।

জগদ্দলপুর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তার রাজ্যের প্রধান নগর। এই নগরে বস্তারের রাজবাড়ী। অক্ষা° ১৯° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪´ পূঃ। এই নগর শত গজ বিস্তৃত ইন্দ্রাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। নগরের এক দিকে নদী অপর তিনদিকে মৃণ্ময়প্রাচীর ও গভীর খাদ, মধ্যে কেবল কুটীর। মুসলমান বণিকেরাই এখানকার ধনী। যে সকল পথবাহী বণিক উষ্ট্র, টাটুঘোড়া, চোগা, খর্জ্জুর প্রভৃতি বেচিতে আসে, তাহারা নগর-প্রাচীরের বাহিরে থাকে। নগরের নিকটে একটী বৃহৎ দীঘী আছে। চারি পার্শ্বে বেশ খোলা জমি, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্রগ্রাম ও বাগান। এই নগরের ৪০ মাইল দূরে জয়পুর রাজ্যের জয়পুর নগর। এখানকার লোকসংখ্যা (১৮৯১ খৃঃ গণনা হিসাবে) মোট ৫০৪৪, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৬৩১, মুসলমান ৩০৯ ও জৈন ২ জন। এখানকার অসভ্য অধিবাসীরা গোই নামে খ্যাত। [ভদ্রাচলম্ দেখ।]

জগদ্দীপ (পুং) জগতোদীপইব প্রকাশকঃ। ১ ঈশ্বর। ২ শিব।

জগদ্দেব, দুর্লভরাজের পুত্র, স্বপ্নচিন্তামণি-রচয়িতা।

জগদ্ধর, একজন সংস্কৃত কবি, দর্পদলনকাব্য ইঁহার প্রণীত।

জগদ্ধর, যজুর্ব্বেদের টীকাকার কাশ্মীর-দেশীয় পণ্ডিত গৌরধরের পৌত্র। ইঁহার পিতার নাম রত্নধর। ইনি স্তুতিকুসুমাঞ্জলি, কাতন্ত্রের বালবোধিনীটীকা এবং অপশব্দনিরাকরণ এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

জগদ্ধর, মথুরাবাসী একজন সংস্কৃত কবি। ইনি অনেক গ্রন্থের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে দেবীমাহাত্ম্যটীকা, ভগবদ্গীতাপ্রদীপ, মালতীমাধবটীকা, রসদীপিকা নামে মেঘদূতটীকা, তত্ত্বদীপনী নামে বাসবদত্তাটীকা এবং বেণীসংহারটীকা পাওয়া যায়। তৎকৃত তত্ত্বদীপনীতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—চণ্ডেশ্বরের পুত্র বেদেশ্বর (বা বেদধর), বেদেশ্বরের পুত্র রামেশ্বর (বারামধর), রামেশ্বরের পুত্র গদাধর, গদাধরের পুত্র বিদ্যাধর, বিদ্যাধরের পুত্র রত্নধর। এই রত্নধর জগদ্ধরের পিতা।

জগদ্ধাতৃ (পুং) জগতাং ধাতা ৬তৎ। ১ ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব।

জগদ্ধাত্রী (স্ত্রী) জগতাং ধাত্রী ৬তৎ। ১ দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ। ভারতবাসী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আস্তিকগণের মধ্যে বহুকাল হইতে মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিয়া ইঁহার পূজা প্রচলিত আছে। কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রথমে এই পূজা আরম্ভ হয়, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শারদীয় দুর্গাপূজা প্রচলিত হইবার পরে জগদ্ধাত্রীপূজা প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় কাহারও বিশ্বাস যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথমে মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া জগদ্ধাত্রী পূজা করেন।

যে নিয়মে, যে পদ্ধতিতে এবং যে ফলকামনায় মহা ধুমধামে তিনদিনব্যাপী শারদীয় দুর্গাপূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই নিয়ম, সেই পদ্ধতি ও সেই কামনায় এক দিনে তিনবার জগদ্ধাত্রীপূজা করা হয়। ইহাকে একরূপ সংক্ষেপে এক দিন-নিষ্পাদ্য দুর্গাপূজা বলা যাইতে পারে।

কাত্যায়নীতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্র, ভবিষ্যপুরাণ, স্মৃতিসংগ্রহ ও দুর্গাকল্প প্রভৃতি গ্রন্থে অল্পবিস্তর জগদ্ধাত্রীপূজার উল্লেখ আছে।

নিগমকল্পসার জ্ঞানসারস্বত গ্রন্থে জগদ্ধাত্রীপূজার কাল ও বিধি এইরূপ লিখিত আছে। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের নবমীতিথিকে দুর্গানবমী বলে। সেই দিনে দুর্গাপূজা করিলে চতুর্বর্গ লাভ হয়। প্রাতে সাত্ত্বিকী, মধ্যাহ্নে রাজসিকী এবং

সায়ংকালে তামসী এই ত্রিকালিকী পূজা করা উচিত। সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত ত্রিবিধ পূজা করিয়া দশমীতে যে প্রকার বিসর্জ্জনের বিধান আছে, সেইরূপ ইহাতে একদিনে ত্রিবিধ পূজা করিয়া দশমীতে বিসর্জ্জন করিতে হয় (১)। এই নবমী তিথি কোন দিনেও ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী না হইলে যেদিন প্রাতঃকালব্যাপিনী নবমী হইবে, সেই দিনে তিনবার পূজা করা উচিত। কিন্তু এইরূপ স্থলে যদি নবমী প্রাতে মুহূর্ত্ত-ব্যাপিনী না হয়, তবে পূর্ব্বদিনেই করা উচিত। এক সময়ে তিন পূজা করা অবিধেয়, অতএব তিন বেলা তিন পূজা করিবে (২)। এরূপ স্থলে দশমীতে বলিদান দেওয়া নিষিদ্ধ নহে (৩)। কাত্যায়নীতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র প্রভৃতিরও এই মত।

এতদ্ভিন্ন কাত্যায়নীতন্ত্রের মতে চন্দ্র কুম্ভরাশিগত হইলে কার্ত্তিকের নবমী তিথিতে উষাকালে সূর্য্যোদয়ে পুত্র, আরোগ্য ও বলকামনায় এবং শনিবার বা মঙ্গলবারে যোগ থাকিলে চতুর্বর্গকামনায় দুর্গাপূজা করিবে (৪)। কাত্যায়নী-তন্ত্রে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

এক সময়ে কএকজন দেবতা মনে মনে ভাবিলেন যে, আমরাই ঈশ্বর, এতদ্ভিন্ন অপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার দরকার নাই। দেবগণের এতাদৃশ গর্ব্ব জানিয়া জগন্মাতা চৈতন্যরূপিণী ভগবতী দুর্গা দেবগণকে প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে দেবগণের নিকটে আবির্ভূত হইলেন, লোক-ভয়ঙ্কর কোটীসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত সেই তেজোরাশি অবলোকনে দেবগণ ভীত হইয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া পবনকে ওটী কি পদার্থ তাহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দেন। বায়ু দ্রুতগমনে সেই তেজঃপুঞ্জের নিকট উপস্থিত হইলে তেজোময়ী দেবী বায়ুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'যদি তুমি এই তৃণটী লইয়া যাইতে পার, তবে তোমাকে বলবান্ বলি।' বায়ু অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তৃণটীকে নড়াইতে পারিলেন না, অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া আসিলেন। ইহার পরে অগ্নিদেব আসিয়াও সেই তৃণগাছিকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। ইহার পরে সকল দেবতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরী স্বীকার করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে জগদ্ধাত্রী আবির্ভূতা হন। কেনোপনিষদে হৈমবতীর আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প লিখিত আছে। ইহাতে অনেকেই উভয়কে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। ইনি মৃগেন্দ্রের উপরে উপবিষ্টা, মুখ হাস্যযুক্তা, শরীর সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা, ইহার চারিখানি হাত, পরিধানে

রক্তবস্ত্র, শরীরের বর্ণ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় ও কোটি চন্দ্রের ন্যায় আভাযুক্ত নাগযজ্ঞোপবীত ও তিনটী চক্ষু এবং দেবর্ষি ও মুনিগণ সর্ব্বদাই ইহার সেবায় নিযুক্ত আছেন। ইহার ধ্যান—

"সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীং তনুম্॥
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্।
ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীম্॥

(১) "কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে চ যা দুর্গানবমী তিথি।
সা প্রশস্তা মহাদেব! মহাদুর্গাপ্রপূজনে॥
প্রাতশ্চ সাত্ত্বিকীপূজা মধ্যাহ্নে রাজসী মতা।
সায়াহ্নে তামসী পূজা ত্রিবিধা পরিকীর্ত্তিতা॥
সপ্তম্যাদিনবম্যান্তং পূজাকালমিতীরিতম্।
ত্রিদিনে ত্রিবিধা পূজা দশম্যাঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ॥
পূজা পরেঽহ্নি দেবেশ তত্রাপ্যত্র বিসর্জ্জনম্॥"

(২) "ত্রিসন্ধ্যাঽব্যাপিনী যদিস্যান্নবমী তিথিঃ।
ত্রিকালে ত্রিবিধা পূজা কথং দেব্যা জগন্ময়ি॥
ইতি প্রশ্নে—
সা প্রাতর্ব্যাপিনী যত্র বাসরে নবমী তিথিঃ।
ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েত্তত্র বাসরে জগদম্বিকাম্॥
মুহূর্ত্তব্যাপিনী চাপি তত্র গ্রাহ্যা মহেশ্বর॥" (দুর্গাকল্প)

(৩) "নবমী তিথিমাশ্রিত্য যত্র পূজাবিধির্ভবেৎ।
নিষিদ্ধং বলিদানন্তু দশম্যাং তত্র সুন্দরি॥"
"নবমী দিনমাশ্রিত্য পূজাবিধিরিহোদিতঃ।
দশম্যাং বলিদানন্তু নিষিদ্ধং নাত্র পার্ব্বতি॥"

(৪) "পুত্রারোগ্যবলং লেভে লোকসাক্ষিত্বমেব চ।
তাং তিথিং প্রাপ্যমনুজঃ শনিভৌমদিনে যদি॥" (কাত্যা° তন্ত্র ১৮)

জম্বুদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥"
(কাত্যায়নীতন্ত্র ৭৭ পটল)

জগদ্ধাত্রীর যন্ত্র—প্রথমে তিনটী ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া ত্রিবিম্ব ও ত্রিরেখাযুক্ত অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে যথাবিধানে বজ্র ভূপুর লিখিতে হয়। ইহাকে জগদ্ধাত্রীযন্ত্র বলে। [ইহার অপর বিবরণ দুর্গা ও দুর্গাপূজা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ সরস্বতী। "জগদ্ধাত্রীমহং দেবী মারিরাধয়িষুঃ শুভাম্। স্তোষ্যে প্রণম্য শিরসা ব্রহ্মযোনিং সরস্বতীম্॥" (মার্ক° ২৩।৩০)

জগদ্বল (পুং) জগতাং বলমস্মাৎ বহুব্রী। বায়ু। উপনিষদের মত পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রাণীগণের বল কার্য্যের প্রতি বায়ু (ব্যান বায়ু) প্রধান কারণ, এই কারণে বায়ুকে জগদ্বল নামে উল্লেখ করা হয়। [ইহার অপরাপর বিবরণ বায়ু শব্দে দেখ।]

জগদ্যোনি (পুং) জগতাং যোনিরুৎপত্তিস্থানং ৬তৎ। ১ শিব। "জগদ্যোনিং জগদ্বীজং জয়িনং জগতোগতিম্।" (ভা° ৭।২০০।১৩)

২ বিষ্ণু। "তং সমেত্য জগদ্যোনিমনাদিনিধনং হরিম্।" (বিষ্ণু° ১।১২।৩২) ৩ ব্রহ্মা। "জগদ্যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ।" (কুমার ২।৯) ৪ পরমেশ্বর। (স্ত্রী) ৫ পৃথিবী। (শব্দচন্দ্রিকা)

জগদ্বন্দ্য (পুং) জগতাং বন্দ্যঃ ৬তৎ। জগৎপূজ্য, কৃষ্ণ। "ববন্দে চরণৌ মূর্দ্ধা জগদ্বন্দ্যঃ পিতৃস্বসুঃ।" (ভার° ২।২।৩)

জগদ্বহা (স্ত্রী) জগন্তি বহতি ধারয়তি জগদ্বহ-অচ্-টাপ্। পৃথিবী। (ত্রিকাণ্ড°)

জগদ্বন্ধুশর্ম্মা, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনার রাজা শম্ভুচন্দ্র রায়ের অনুগ্রহে ইনি আরব্যোপন্যাসের প্রথম ৫০ রাত্রির গল্পগুলি সংস্কৃত ভাষায় গদ্য পদ্যে অনুবাদ করেন। এই সংস্কৃত আরব্যোপন্যাসের নাম "আরব্যযামিনী"। ইহাতে মোট ১৫৮৪১ শ্লোক আছে।

জগদ্বিনাশ (পুং) জগতাং বিনাশো ধ্বংসো যত্র বহুব্রী। যুগান্ত, প্রলয়কাল। (হলায়ুধ) প্রলয়কালে সমস্ত জন্য ভাব-পদার্থের বিনাশ হয় বলিয়া তাহাকে জগদ্বিনাশ বলে। [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রলয় শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জগনকবি, কালিদাস ত্রিবেদীকৃত "হাজারা" নামক কবিতা-সংগ্রহ ধৃত জনৈক কবি। ইনি ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

জগনন্দকবি, একজন হিন্দী কবি, বৃন্দাবনে ইহার বাস ছিল। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অপরাপর বৃন্দাবনী কবিদিগের ন্যায় ইহার কবিতামালাও কালিদাস ত্রিবেদীকৃত হিন্দীকবিতা-সংগ্রহ "হাজারা" নামক পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

জগনিক, ইহার অপর নাম জগনায়ক। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি রাজপুতানার প্রসিদ্ধ রাজকবি চাঁদবর্দ্দাইয়ের সম-সাময়িক। ইনি রাজকবি ছিলেন। বুন্দেলখণ্ডে মহোবা নামক স্থানের রাজা পরমর্দ্দীর (পরমল্) সভায় থাকিতেন। ইনি পৃথ্বীরাজের সহিত পরমর্দ্দীর যুদ্ধব্যাপার লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন। চাঁদকবির "পৃথ্বীরাজ-রাস" নামক মহাকাব্যের মহোবা খণ্ডটি অনেকের মতে প্রক্ষিপ্ত এবং এই জগনিক কবির লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়।

জগনেশকবি, বাঁকিপুরের প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী কবি, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের "সুন্দরীতিলক" নামক কবিতাসংগ্রহে এই কবির কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

জগন্নাথ, ভারত মধ্যে এখনকার সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র। উৎকলের দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তে পুরীজেলার মধ্যে (অক্ষা° ১৯° ৪৮´ ১৭´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৫১´ ৩৯´´ পূঃ) সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এই স্থান নীলাচল, পুরী, পুরুষোত্তম, শ্রীক্ষেত্র, শঙ্খক্ষেত্র ও কেবল ক্ষেত্র নামেও বিখ্যাত।

দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের আবির্ভাব হেতু এই স্থান সর্ব্বত্রই জগন্নাথ নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতবাসী উচ্চ নীচ সকল হিন্দুর নিকট জগন্নাথ অপেক্ষা পুণ্য স্থান আর জগতে নাই, এখানে স্বর্গদ্বার, এখানে বৈকুণ্ঠ, এখানে ভুক্তিমুক্তিদাতা স্বয়ং ভগবান্ দারুব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, এখানে ছোট বড় বিচার নাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ সকলেই এখানে সমান, এখানে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই একত্র মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করেন, এমন শান্ত পবিত্রভাব আর হিন্দুজগতে কোথাও নাই, তাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভক্ত হইতে অতি বড় মহারাজাধিরাজ সকলেই এই স্থান প্রকৃত নির্ব্বাণ-মুক্তির স্থান বলিয়া জ্ঞান করেন, তাই লক্ষ লক্ষ যাত্রী ধনপ্রাণে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শতসহস্র কষ্ট ভোগ করিয়াও মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া থাকে। এমন মহাপুণ্য স্থানের বিবরণ কোন্ হিন্দুর না জানিতে ইচ্ছা হয়?

ব্রহ্মপুরাণ, নারদপুরাণ, স্কন্দপুরাণে উৎকলখণ্ড, কূর্ম্ম, পদ্ম ও ভবিষ্যপুরাণীয় পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, কপিলসংহিতা, নীলাদ্রিমহোদয়, পুরাণসর্ব্বস্ব, বিষ্ণুরহস্য, মুক্তিচিন্তামণি, রঘুনন্দনকৃত পুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্ব, পুরুষোত্তমপুরাণ, আগমকল্পতরু, পুরুষোত্তমপুরীমাহাত্ম্য প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে, উৎকল ভাষায় লিখিত মাণ্ডনিয়াদাস ও শিশুরামকৃত ক্ষেত্রপুরাণ ও দারুব্রহ্ম, মহাদেবদাসকৃত নীলাদ্রিমহোদয় এবং বেঙ্কটাচার্য্যরচিত তৈলঙ্গভাষায় জগন্নাথমাহাত্ম্য, বঙ্গকবি মুকুন্দরামকৃত জগন্নাথ-মঙ্গল এবং পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে জগন্নাথদেব ও

জগন্নাথক্ষেত্রের মাহাত্ম্যাদি অল্পবিস্তর বর্ণিত আছে, এতদ্ভিন্ন মৎস্যপুরাণ, বরাহপুরাণ ও প্রভাসখণ্ডে পুণ্যধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে।

জগন্নাথের উৎপত্তি।—পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে জগন্নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর মতভেদ আছে, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি।

নারদপুরাণে উত্তরভাগে (৫২-৫৬ অঃ) লিখিত আছে—

'একদিন সুমেরুপর্ব্বতে লক্ষ্মী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন, "নাথ! পৃথিবীতে এমন কি আছে, যাহাতে মানব সংসার-সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে?"

ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—"দেবি! পুরুষোত্তম নামে এক মহাতীর্থ আছে, ত্রিলোকের মধ্যে তেমন স্থান আর কোথাও নাই। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে একটী কল্পস্থায়ী বটবৃক্ষ আছে, এই কল্পবৃক্ষের উত্তরে গিয়া তাহার কিছু দক্ষিণে কেশবপ্রতিমা আছে, স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক সেই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলে মানব বৈকুণ্ঠলাভ করেন (১)। একদিন ধর্ম্মরাজ সেই মূর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলেন এবং আমার নিকটে গিয়া বিস্তর স্তব স্তুতি করিয়া বলিয়াছিল, 'ভগবান্! আপনার ইন্দ্রনীলময়ী প্রতিমা দর্শন করিয়া সকলেই মুক্ত হইতেছে, সুতরাং আমার কার্য্য কিছুই হইতেছে না (২)। অতএব আমার একান্ত নিবেদন, আপনার ইন্দ্রনীলময়ী মূর্ত্তি গোপন করুন। তখন আমার সেই মূর্ত্তি বল্মীমধ্যে গোপন করিলাম।" (৩) (নারদ উঃ ৫২ অঃ)

'সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা জন্মগ্রহণ করেন, একদিন তাঁহার বিষ্ণুপূজা করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তিনি কি প্রকারে কোথায় বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, এই দারুণ চিন্তায় অস্থির হইলেন। মনে মনে সকল তীর্থস্থানই একবার ভাবিয়া লইলেন, কিন্তু তবু তাঁহার মন উঠিল না। তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান এবং পুরুষোত্তমে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। (নারদ° উ° ৫২) কিন্তু সেই প্রাসাদে তিনি কি মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন, কিরূপে তিনি সর্গস্থিত্যন্তকারী পুরুষোত্তমের দর্শন লাভ করিবেন, তাঁহার এই বড় ভাবনা হইল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, কেবল বিষ্ণুর স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন কুশাসনের উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন, এই সময় ভগবান্ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন—'হে মহীপাল! তোমার যাগ যজ্ঞে ও ভক্তি শ্রদ্ধায় আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার সনাতনী প্রতিমা প্রাপ্ত হইবে। আজ যখন নিশা অবসানে নির্ম্মল ভাস্কর উদিত হইবে, তুমি সাগরতীরে জলে স্থলে এক মহা বৃক্ষ দেখিতে পাইবে (৪)। একাকী পরশু হস্তে তথায় যাইবে। সেই বৃক্ষে আমার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে।" এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রাতে উঠিয়া প্রথমে সাগর-সলিলে স্নান করিলেন, পরে পবিত্রভাবে হৃষ্টচিত্তে সাগরকূলে সেই মহাবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেরূপ বৃক্ষ তিনি কখনও দেখেন নাই; বুঝিলেন ভগবানের কৃপা হইয়াছে। অনতিবিলম্বেই স্বয়ং বিষ্ণু ও বিশ্বকর্ম্মা ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন (৫)। নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন পরশুদ্বারা সেই বৃক্ষ ছেদন করিতেছিলেন, এমন সময় বিষ্ণু সেইখানে আসিয়া কহিলেন, "মহাবাহো! এই নির্জন গহনে সমুদ্রতীরে একাকী কিসের জন্য বৃক্ষ ছেদন করিতেছ, তোমার কি প্রয়োজন?" রাজা সেই তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"জগৎপতির পূজার জন্য তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, সেই জন্য এই বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছি।"

বিষ্ণু রাজার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "রাজন্! তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, আমার সহিত বিশ্বকর্ম্মার সমকক্ষ একজন শিল্পী আসিয়াছে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই শিল্পী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে পারে।"

ইন্দ্রদ্যুম্ন তখনই সম্মত হইলেন এবং বিশ্বকর্ম্মার নিকট গিয়া তাঁহাকে এইরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে কহিলেন,—প্রথমটী পদ্মপত্রায়তনয়ন, শঙ্খচক্রগদাধর, শান্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি; দ্বিতীয়টী গোক্ষীরসদৃশ গৌরবর্ণ ও লাঙ্গলাস্ত্রধারী মহাবল

(১) "প্রতিমাং তত্র তাং দৃষ্ট্বা স্বয়ং দেবেন নির্ম্মিতং।
অনায়াসেন বৈ যান্তি ভবনং মে ততো নরাঃ।"
(নারদপু° উত্ত° ৫২।১২)

(২) "ইন্দ্রনীলময়ে দৃষ্ট্বা প্রতিমা সার্ব্বকামিনী।
তাং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষাভাবেনৈকেন শুদ্ধয়া।
শ্বেতাখ্যং ভুবনং যান্তি নিষ্কামাশ্চৈব মানবাঃ।" (৫২।১৫।)

(৩) "ততঃ সা প্রতিমা দেবি বল্লীভির্গোপিতা ময়া।
যথা তত্র ন পশ্যন্তি মনুজাঃ স্বর্গকাঙ্ক্ষিণঃ।" (৫২।২৮।)

(৪) "জলং তথৈব বেলায়াং দৃশ্যন্তে যত্র বৈ মহৎ।
লবণাম্ভোদধেস্তীরাজংস্তরঙ্গৈঃ সমভিপ্লুতঃ।
কূলান্তরী মহাবৃক্ষঃ স্থিতঃ স্থলজলেষু চ।"
(নারদপু° উ° ৫৪।২২-২৩।)

(৫) "বিশ্বকর্ম্মা চ বিষ্ণুশ্চ বিপ্ররূপধরাবুভৌ।
আজগ্মতু র্মহাত্মানৌ তথা তুল্যাগ্রজন্মনৌ।"
(নারদপু° উ° ৫৫।২৬।)

অনন্তমূর্ত্তি এবং তৃতীয় বাসুদেবের ভগিনী সুভদ্রার রুক্মবর্ণ ও সুশোভন মূর্ত্তি হইবে। তদনুসারে বিশ্বকর্ম্মা কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল-বিভূষিত ও হস্তে চক্রলাঙ্গলাদিশোভিত ঐরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন (৬)। মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রেমে ভাসিতে লাগিলেন। তখন তিনি সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপী দেবদ্বয়কে কহিলেন, "দেব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অথবা স্বয়ং হৃষীকেশ, আপনারা কে? আমায় যথার্থ পরিচয় দিন।"

'দ্বিজরূপী বিষ্ণু পরিচয় দিলেন, "আমি স্বয়ং পুরুষোত্তম। আমিই বিষ্ণু, আমিই ব্রহ্মা, আমিই শিব, আমিই স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। হে রাজন্! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি দশহাজার নয় শত বর্ষ রাজত্ব করিবে, তৎপরে পরাৎপর নির্লেপ নির্গুণ পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য সমুদ্র ও দেবগণ থাকিবে, ততদিন তোমার কীর্ত্তি স্থায়ী হইবে। তোমার যজ্ঞাজ্যসম্ভূত ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর মহাতীর্থ মধ্যে গণ্য হইবে। সেই সরোবরের দক্ষিণে নৈঋর্তকোণে বটবৃক্ষ আছে, তাহার নিকট কেতকীবন-ভূষিত নানা পাদপরাজি-বেষ্টিত মণ্ডপ আছে, আষাঢ়মাসের শুক্লপঞ্চমীর দিন সাতদিন যাবৎ মহোৎসব করিয়া তথায় ইষ্টদেবকে স্থাপন করিবে।"

'আজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ধন্য হইলেন। নৃত্যগীতবাদ্যাদিপূর্ব্বক মহাসমারোহে পুরোহিতাদি-পরিবৃত হইয়া সেই মূর্ত্তিত্রয় রথে করিয়া আনিয়া প্রাসাদে বিধিবৎ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অনন্তর বহুতর যাগযজ্ঞাদি করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিলেন।' (নারদ° পু° ৫৪ অঃ)

ব্রহ্মপুরাণেও জগন্নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। নারদপুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্যতীত আর কোন রাজার উল্লেখ নাই, কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে কলিঙ্গরাজ, উৎকলরাজ এবং কোশলরাজ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন (৭)।

স্কন্দপুরাণীয় উৎকলখণ্ডে অন্যপ্রকার উপাখ্যান বর্ণিত আছে, তাহা এইরূপ—

'ব্রহ্মা চরাচর সৃষ্টি করিলেন, যথাস্থানে তীর্থ সকল স্থাপন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে ত্রিতাপে সন্তপ্ত প্রাণীগণ মুক্তিলাভ করিবে, কি উপায়ে আমি এই গুরুভার বহন হইতে নিষ্কৃতি হইব, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁহার মনের কথা জানিয়া বলিলেন, 'সাগরের উত্তরকূলে মহানদীর দক্ষিণে এক প্রদেশ আছে, এখানে পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থের ফল হয় (৮)। মানব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে এখানে আসিয়া বাস করে, অল্পপুণ্য ও ভক্তিহীন মানব এখানে জন্মিতে পারে না। একাম্রকানন হইতে দক্ষিণসমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রতিপদে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতম বলিয়া জানিবে। পৃথিবীর মধ্যে তোমারও দুর্লভ অতিগুপ্ত নীলাচল সমুদ্রতীরে বিরাজ করিতেছে, আমার মায়ায় আচ্ছাদিত বলিয়া দেবদানব কেহই জানিতে পারে নাই। আমি সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সর্ব্বসঙ্গ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক সশরীরে বাস করিতেছি। এই পুণ্যধাম সৃষ্টি বা

(৬) "শ্রুত্বৈতদ্বচনং তস্য বিশ্বকর্ম্মা সুকর্ম্মকৃৎ।
তৎক্ষণাৎ কারয়ামাস প্রতিমাঃ শুভলক্ষণাঃ।
কুণ্ডলাভ্যাং বিচিত্রাভ্যাং কর্ণাভ্যাং সুবিরাজিতাঃ।
চক্রলাঙ্গলবিন্যাসহস্তাভ্যাং সাধুসম্মতাঃ।
প্রথমং শুক্লবর্ণাভং শারদেন্দু সমপ্রভম্।
স্বরকাক্ষ-মহাকায়ং জটাবিকটমস্তকম্।
নীলাম্বরধরং চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্॥
দ্বিতীয়ং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলজীমূতসন্নিভম্।
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্॥
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ পীতবাসসমচ্যুতম্।
চক্রপূর্ণকরং দিব্যং সর্ব্বপাপহরং হরিম্।
তৃতীয়াং স্বর্ণবর্ণাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিচিত্রবস্ত্রসংছন্নাং হারকেয়ূরভূষিতাম্।
বিচিত্রাভরণোপেতাং রত্নমালাবিলম্বিতাম্।
পীনোন্নতকুচাং রম্যাং বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মমে॥"
(নারদপু° উ° ৫৪।৫৮-৬৫ শ্লোক।)

"কৃষ্ণরূপধরং শান্তং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
শ্রীবৎসকৌস্তভধরং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
গৌরং গোক্ষীরবর্ণাভং দ্বিতীয়ং * * কান্তকম্।
লাঙ্গলাস্ত্রধরং দেবং অনন্তাখ্যং মহাবলম্।
ভগিনীং বাসুদেবস্য রুক্মবর্ণাং সুশোভনাম্।
তৃতীয়াং বৈ সুভদ্রাঞ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাম্॥" (নারদপু° ৫৪ অঃ)

(৭) "কলিঙ্গাধিপতিং শূরমুৎকলাধিপতিং তথা।
কোশলাধিপতিঞ্চৈব॥" ইত্যাদি (ব্রহ্মপু° ৪৫ অঃ)

(৮) "সাগরস্যোত্তরেতীরে মহানদ্যাস্ত দক্ষিণে।
স প্রদেশঃ পৃথিব্যাংহি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ।
একাম্রকাননাৎ যাবদ্দক্ষিণোদধিতীরভূঃ।
পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমা ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতা॥
সিন্ধুতীরে তু যো ব্রহ্মন্ রাজতে নীলপর্ব্বতঃ।
পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি সুদুর্লভম্।
ক্ষরাক্ষরাবতিক্রম্য বর্ত্তেঽহং পুরুষোত্তমে।
সৃষ্ট্যালয়েন নাক্রান্তং ক্ষেত্রং মে পুরুষোত্তমম্॥" (উৎকলখ°)

প্রলয়কালেও আক্রান্ত হয় না। এখানে চক্রাদিচিহ্নিত আমার যেরূপ দেখিতেছ, সেখানেও ইহার অনুরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। তথায় কল্পবৃক্ষ ও তাহার পশ্চিমে রৌহিণকুণ্ড আছে। আমাকে দর্শন করিয়া সেই কুণ্ডের নির্ম্মল বারি পান করিলে মানব আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।"

'বিষ্ণুর কথা শুনিয়া ব্রহ্মা নীলাচলে গমন করিলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন একটী কাক রৌহিণকুণ্ডে স্নান ও জলপান করিয়া ভগবান্‌কে দেখিবামাত্র বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নীলমাধবের পার্শ্বে বাস করিতে লাগিল। এদিকে ধর্ম্মরাজ সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি আসিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। নীলমাধব সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকে ইঙ্গিত করিলে দেবী বলিলেন,—"ধর্ম্মরাজ! তুমি ভয় পাইয়াছ, যে যদি সকলেই কাকের মত মুক্ত হয়, তবে আর তোমার আধিপত্য থাটিবে না, এ আশঙ্কা অমূলক। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ব্যতীত আর সকল স্থানেই তোমার অধিকার, কেবল এখানে কেহ প্রাণত্যাগ করিলে তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত আমরা এখানে নীলকান্তমণিময়ী মূর্ত্তিতে অবস্থান করিব, পরে অপরার্দ্ধের প্রারম্ভে শ্বেত বরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আসিবার পূর্ব্বেই আমরা অন্তর্হিত হইব। ইন্দ্রদ্যুম্ন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে পর পুনরায় দারুময়ী চারিটী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া অপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করিব।" তখন ব্রহ্মা ও ধর্ম্মরাজ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া আসিলেন।

'অপরার্দ্ধের প্রথমে দ্বিতীয় সত্যযুগে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অবন্তিনগরে আবির্ভূত হইলেন। তিনি পরম ভাগবত হইয়া উঠিলেন। একদিন পূজার সময় বিষ্ণুমন্দিরে গিয়া কএক জন বেদবিদ্‌কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি বলিতে পারেন, আমি এই চর্ম্ম-চক্ষে জগন্নাথের দর্শন পাই, এমন পবিত্রস্থান কোথায় আছে?" তথায় একজন তীর্থপর্য্যটক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজার কথা শুনিয়া কহিলেন, "রাজন্! আমি বহু কাল হইতে অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিতেছি ও অনেক ভ্রমণকারীর নিকটও বহু তীর্থের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু পুরুষোত্তমক্ষেত্র অপেক্ষা পুণ্যস্থান আর কোথাও নাই। দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ওড্রদেশে কাননাবৃত নীলাচল মধ্যে পুরুষোত্তমক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র মধ্যে ক্রোশব্যাপী একটী কল্পবট, তাহার পশ্চিমভাগে রৌহিণকুণ্ড, এবং এই কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে নীলকান্তমণি-নির্ম্মিত ভগবানের নীলমাধব মূর্ত্তি আছে, আপনি তথায় গিয়া সেই কৈবল্যদায়িনী মূর্ত্তি দর্শন করুন।"

'তপস্বী ব্রাহ্মণ এই বলিয়া সর্ব্ব সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই ব্রাহ্মণের কথা ঠিক কি না জানিবার জন্য পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে পাঠাইয়া দিলেন।

'বিদ্যাপতি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া মহানদী পার হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে চারিদিকে নিবিড় বন, বিদ্যাপতি কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কুশাসনে বসিয়া এক মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময় বেদধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া নীলগিরির পশ্চাতে শবরদ্বীপে শবরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় বিশ্বাবসু নামে এক বৃদ্ধ শবর ভগবানের পূজা করিয়া নির্ম্মাল্য চন্দন ও ভোগাবশেষ লইয়া গৃহে আসিল। সে বিদ্যাপতির নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য শুনিয়া প্রথমে ভগবান্‌কে দেখাইতে অসম্মত হইল। পরে ব্রহ্মশাপের ভয়ে বিদ্যাপতিকে রৌহিণকুণ্ডে লইয়া গেল, বিপ্রবর তথায় স্নান করিয়া নীলমাধবকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া অনেক স্তব স্তুতি করিলেন। পরে শবরের সহিত শবরালয়ে আসিয়া তৎপ্রদত্ত ভোগান্ন আহার করিলেন ও পরে বিশ্বাবসুর সহিত বন্ধুতা করিয়া রাজার জন্য দেবের নির্ম্মাল্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

'ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবের নির্ম্মাল্য পাইয়া পুরুষোত্তমে যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন ও বিদ্যাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমি এ রাজ্য ছাড়িয়া সেই ক্ষেত্রে গিয়া বহুশত নগর, গ্রাম ও দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিব এবং জগন্নাথের প্রীতির জন্য শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব।" এই সময় নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও রাজার অভিপ্রায় শুনিয়া তিনিও হৃষ্টচিত্তে রাজার সহিত যাইতে সম্মত হইলেন।

'জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লসপ্তমী পুষ্যানক্ষত্রে শুক্রবারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সদলে পুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উৎকলের সীমায় আসিয়া মুণ্ডমালাবিভূষিত করালবদনা চণ্ডিকাদেবীকে দর্শন ও তাঁহার পূজাদি করিলেন। তৎপরে চিত্রোৎপলানদীতীরে ধাতুকন্দর নামক বনে উপস্থিত হইলেন। মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ওড্ররাজ উপহার লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, "হে অবন্তিরাজ! দক্ষিণ সাগরের কূলে নিবিড় বন মধ্যে নীলাচল অবস্থিত, তাহা অতি দুর্গম, লোকের কথা দূরে থাক, দেবতারাও তথায় যাইতে পারেন না। অল্পদিন হইল, শুনিলাম যেদিন বিদ্যাপতি শবরপতির সাহায্যে নীলমাধব সন্দর্শন করিয়া অবন্তিপুরে ফিরিয়া যান, সেইদিন সন্ধ্যাকালে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে থাকে, তাহাতে সাগরের প্রান্তভূমি হইতে প্রভূত বালুকারাশি

উড়িয়া নীলাচলকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সেই দিন হইতেই আমার রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়াছে।” রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এরূপ সংবাদ শুনিয়া, ভগ্নোৎসাহ হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া নারদ বলিলেন, “রাজন্! বিস্মিত হইবেন না, বিষ্ণুভক্তের কোন কার্য্যই বৃথা হয় না; আপনি তথায় গেলে অবশ্যই নীলমাধব মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন। ভগবান্ আপনার প্রতি কৃপা করিয়া, চতুর্ধা মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন।”

‘পরে সকলে মহানদী পার হইয়া, একাম্রকাননে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে নারদের মুখে একাম্রের উৎপত্তির কথা শুনিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন ত্রিভুবনেশ্বরের পূজাদি সমাপন করিলেন। ত্রিভুবনেশ্বর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, “রাজন্! তোমার মত বৈষ্ণব আর নাই, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।”

‘এখন ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরুষোত্তমক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন, পথে কপোতেশ্বর ও বিল্বেশ্বর দর্শন করিয়া পুরুষোত্তমের প্রান্তসীমায় নীলকণ্ঠের নিকট আসিলেন। এখানে ইন্দ্রদ্যুম্ন অনেক কুলক্ষণ দেখিতে লাগিলেন, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় নারদ বলিলেন, “মন্দ হইতেই আবার ভাল হয়। সুতরাং আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আপনার পুরোহিতের কনিষ্ঠ সহোদর বিদ্যাপতি, নীলমাধব দর্শন করিয়া যাইবার পর, নীলাচল বালুকায় ঢাকিয়া গিয়াছে এবং সেই নীলমাধব পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন।” এ নিদারুণ কথা শুনিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ও পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলে বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদ তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য কহিলেন, “রাজন্! আমি বার বার বলিতেছি, শুভকার্য্যে পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে, এজন্য আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। এখন স্থির চিত্তে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া গদাধরকে সন্তুষ্ট করুন, তাহা হইলে তাঁহার দেখা পাইবেন।”

‘রাজা নারদের কথা শুনিয়া নীলকণ্ঠের পূজা করিলেন এবং তাহার অনতিদূরে জ্যৈষ্ঠ শুক্লদ্বাদশী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্রে নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহারই সম্মুখে তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।

‘যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে শেষরাত্রে তিনি স্বপ্নে শ্বেতদ্বীপস্থ ভগবানের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। নারদ রাজার মুখে তাহা শুনিয়া কহিলেন, “সূর্য্যোদয়কালে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, অতএব দশদিনের মধ্যেই ইহার ফল প্রত্যক্ষ হইবে। এই যজ্ঞ শেষ হইলেই বৈকুণ্ঠনাথ দেখা দিবেন।”

‘যজ্ঞাবসানে যাজ্ঞিকগণ উদাত্তাদিস্বরে বৈদিক স্তুতিপাঠ করিতেছেন, এমন সময় রাজনিযুক্ত কতকগুলি ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে জানাইলেন, “এই মহাসাগরের তীরে স্নান করিবার পথে মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় বর্ণ এক বৃক্ষ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে শঙ্খ ও চক্রের চিহ্ন আছে। এরূপ বৃক্ষ আমরা কখন দেখি নাই, তাহার সুগন্ধ সমুদ্রতীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে (১)।”

‘তখন নারদ সহাস্যমুখে রাজাকে বলিলেন, “নৃপবর! আপনার যজ্ঞের ফল-স্বরূপ এই কাষ্ঠ আসিয়া পড়িয়াছে। আপনি স্বপ্নে শ্বেতদ্বীপে যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারই অঙ্গস্খলিত রোম বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। ভগবানের অংশাবতার অপৌরুষেয় যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, ভগবান্ এই তরুতে সেই মূর্ত্তি ধারণ করিবেন।” নারদের কথা মত ইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রে গিয়া অবভৃত স্নান করিলেন এবং স্বপ্নে যে রূপ দেখিয়াছিলেন, এই বহুশাখ বৃক্ষেও সেইরূপ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলেন। মহাসমারোহে নৃত্যগীত বাদ্য করিয়া সেই মহাতরু লইয়া আসিলেন এবং সেই তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরকে যজ্ঞের মহাবেদীতে স্থাপন করিলেন। পূজান্তে রাজা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন বিষ্ণুর কিরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইব?” নারদও রাজাকে কহিলেন, “তিনি অচিন্ত্য, জগৎপতি, জগৎস্রষ্টা, তাঁহার রূপ কে স্থির করিতে পারে?”

---

(১) “দক্ষিণে তটভূদেশে বিল্বেশ্বরসমীপতঃ।
নিযুক্তা সেবকা রাজ্ঞো সসংভ্রমমুপস্থিতাঃ।
জ্ঞাপয়ন্তং নৃপতিং কৃতাঞ্জলিপুটা দ্বিজাঃ।
দেব দৃষ্টো মহাবৃক্ষস্তটভূমৌ মহোদধেঃ।
প্রবিষ্টাগ্রঃ সমুদ্রান্তকল্লোলপ্লবমূলকঃ।
মাঞ্জিষ্ঠবর্ণঃ সর্ব্বত্র শঙ্খচক্রাঙ্কিতঃ প্রভন্।
স্নানবেশ্মসমীপেঽসৌ দৃষ্টোঽস্মাভিঃ পরোঽদ্ভুতঃ।
ন দৃষ্টপূর্ব্বো বৃক্ষোঽয়মুদ্যৎ সূর্য্যানিভাংশুনা।
গন্ধেন বাসয়ন্ সর্ব্বাং তটভূমিং সুগন্ধিনা।
দ্রুমঃ সাধারণো নায়ং লক্ষ্যতে দেবভূরুহঃ।
কশ্চিদ্দেবতরুর্ব্যাজাদাগতো লক্ষ্যতে ধ্রুবম।
নিযুক্তানাং বচঃ শ্রুত্বা রাজা নারদমব্রবীৎ।
তৎ কিংনিমিত্তং যদ্দৃষ্টং তরুশ্রেষ্ঠং বদন্তি তে।
নারদঃ প্রহসন্ বাক্যমুবাচ নৃপসত্তমং।
পূর্ণাহুতিসমাপ্তে তু যেন স্যাৎ সফলঃ ক্রতুঃ।
উপস্থিতং তে তদ্ভাগ্যং স্বপ্নে যদ্দৃষ্টবান্ পুরা।
শ্বেতদ্বীপে যস্ত মূর্ত্তি র্দৃষ্টো যো বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
তদঙ্গস্খলিতং রোম তরুত্বমুপপদ্যতে।
অংশাবতারঃ স্বাম্ভশ্চ পৃথিব্যাং পরমেষ্ঠিনঃ।
তদ্রূপীচ তরুর্যাতি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
দ্রুমোঽহসৌ পৌরুষেয় ভাজনং তস্ত দর্শনে।” (উৎকলখ° ১৮ অঃ)

এমন সময় আকাশবাণী হইল, "এই অপৌরুষের ভগবানকে ১৫ দিন ঢাকা দিয়া রাখ, একজন শস্ত্রপাণি বর্দ্ধকি আসিয়া প্রবেশ করিলে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিবে, যে পর্য্যন্ত না ভগবানের প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা বাহিরে থাকিয়া নানা বাদ্য ধ্বনি করিবে। যে প্রতিমা-নির্ম্মাণের শব্দ শুনিবে, তাহার বংশনাশ ও নরকে বাস হইবে। যে বেদী মধ্যে প্রবেশ করিবে ও দর্শন করিবে, সে যুগে যুগে অন্ধ হইবে। সেই মূর্ত্তি মধ্যে ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন (১০)।"

'ইন্দ্রদ্যুম্ন দৈববাণী শুনিয়া তদনুসারে সকল কার্য্যই করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বৃদ্ধ সূত্রধাররূপে আসিয়া মহাবেদী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ১৫ দিন অতীত হইল। রাজা স্বপ্নে যেরূপ প্রতিমা দেখিয়াছিলেন, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমার দিন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ঠিক সেইরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন—

'ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত দিব্য রত্নময় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। জগন্নাথের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, মাথায় উজ্জ্বল মুকুট; বলরামের হস্তে গদা, মূষল, চক্র ও পদ্ম (কর্ণে) কুণ্ডল ও মাথার উপর ছত্রাকারে সাতটী ফণা; উভয়ের মধ্যে বর, অভয় ও পদ্মধারিণী চারুমুখী সুভদ্রাদেবী বিরাজ করিতেছেন।'

উৎকলখণ্ডের মতে, এই সুভদ্রাই স্বয়ং চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মী, ইনিই কৃষ্ণাবতারে রোহিণীর গর্ভে বলদেবের রূপ চিন্তা করিয়া বলভদ্রা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি নীলমণির বিচ্ছেদ কখন সহিতে পারেন না। বলদেব ও কৃষ্ণে কিছুই ভেদ নাই। বলদেব ও সুভদ্রা একগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন্য লৌকিক ব্যবহারে ও পুরাণে সুভদ্রা বলদেবের ভগিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী স্ত্রীপুরুষ উভয়রূপেই সর্ব্বদা বিরাজ করেন! তাঁহারই পুং নাম বিষ্ণু ও স্ত্রী নাম লক্ষ্মী। ব্রহ্মবিদেরা সকলেই জানেন যে লক্ষ্মী-নারায়ণে কিছুমাত্র ভেদ নাই। চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত কেহই ফণাগ্রদ্বারা এই চতুর্দ্দশ ভুবনধারণে সমর্থ নহে। যে অনন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করেন, তিনিই বলদেব। বলদেব ও কৃষ্ণ অভিন্ন। তাঁহার শক্তিস্বরূপা এই লক্ষ্মীই ভগিনীরূপে কীর্ত্তিত। শাখাগ্রস্তম্ভমধ্যস্থ যে সুদর্শনচক্র বিষ্ণুর হস্তে সর্ব্বদাই বিরাজমান, সেই সুদর্শন বিষ্ণুর তুরীয়রূপ চতুর্থ মূর্ত্তি (১১)।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ চারিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময় আবার আকাশবাণী হইল, "রাজন্! নীলাচলের উপর যে কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার বায়ুকোণে শতহস্ত দূরে নৃসিংহমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উত্তরে যে বিস্তৃত ভূমি আছে, তাহাতে হাজার হাত উচ্চ এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ভগবানের মূর্ত্তি স্থাপন কর। পূর্ব্বে এই নীলাচলে ভগবান্ অবস্থান করিতেন, তখন বিশ্বাবসু নামে এক শবরপতি তাঁহার পূজা করিত। তোমার পুরোহিতের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। সেই বিশ্বাবসুর বংশধর আছে,

(১০) "অপৌরুষেয়োভগবানবিচারপথে স্থিতঃ।
সুগুপ্তায়াং মহাবেদ্যাং স্বয়ং সোঽদ্য বসিষ্যতি।
প্রচ্ছাদ্য তাং দিনান্যেব যাবৎ পঞ্চদশানি বৈ।
উপস্থিতোঽয়ং যো বৃদ্ধঃ শস্ত্রপাণিস্তু বর্দ্ধকী।
একমন্তঃ প্রবিশ্যৈব দ্বারং বধ্নন্তু যত্নতঃ।
বহির্বাদ্যানি কুর্ব্বন্তি যাবত্তদ্ঘটনা ভবেৎ।
শ্রুতো হি ঘটনাশব্দো বাধির্য্যান্ধ্যদায়কঃ।
নরকে বসতিশ্চৈব কুর্য্যাৎ সন্তাননাশনঃ।
নান্তঃ প্রবেশনং কুর্য্যান্নপশ্যেচ্চ কদাচন।
দ্রষ্টুশ্চাপি মহাভীতিরন্ধতা চ যুগে যুগে।" (১৮ অঃ)

(১১) "নির্ব্বিবাহ স্বয়ং দেবঃ ক্রমাৎ পঞ্চদশে দিনে।
চতুর্মূর্ত্তিঃ স ভগবান্ যথাপূর্ব্বং ময়োদিতঃ॥
তাদৃশাবির্বভূবাসৌ যুষ্মাকং বর্ণিতঃ পুরা।
দিব্যসিংহাসনারূঢ়ো বলভদ্রাসুদর্শনৈঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মলক্ষ্মবাহুর্জনার্দ্দনঃ।
গদামূষলচক্রাব্জং ধারয়ন্ পন্নগাকৃতিঃ॥
ছত্রাকৃতিফণা সপ্তমুকুটোজ্জ্বলকুণ্ডলঃ।
সুভদ্রা চারুবদনা বরাব্জাভয়ধারিণী।
লক্ষ্মীঃ প্রাদুর্বভূবেয়ং সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী।
ইয়ং কৃষ্ণাবতারেহি রোহিণী গর্ভসম্ভবা।
বলভদ্রাকৃতির্যাতা বলরূপস্য চিন্তনাৎ।
ক্ষণং ন সহতে সা হি সোঢ়ুং নীলাবতারিণম্।
ন ভেদস্তাস্তিকো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ।
একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ।
ভগিনী বলদেবস্য চৈবা পৌরাণিকী কথা।
পুংরূপে স্ত্রীস্বরূপেণ লক্ষ্মী সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি।
পুংনাম্না ভগবদ্বিষ্ণু স্ত্রীনাম্না কমলালয়া।
দেবতেতি মনুষ্যাদৌ বিদ্যোতনয়োঃ পুনঃ।
কোঽন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষাদ্ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ধারয়েত্তু ফণাগ্রেণ সোঽনন্তো বলসংজ্ঞিতঃ।
তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী শ্রীঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সুদর্শনস্তু যচ্চক্রং সদা বিষ্ণোঃ করে স্থিতম্।
শাখাগ্রস্তম্ভমধ্যস্থং তদ্রূপস্তু তুরীয়কম্।
এবন্তু মূর্ত্তয়স্তেন চত্বারো বৈ প্রকাশিতাঃ।" (উৎকলখণ্ড ১১ অঃ)

তাহাদিগকে আনিয়া জগৎপতির লেপ-সংস্কার ও উৎসবাদি নির্ব্বাহ করিও।"

'দৈববাণী শুনিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বাবসুর পুত্রবর্গকে আনিয়া লেপ-সংস্কার ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গর্ভপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে ব্রহ্মার দ্বারা জগন্নাথের প্রতিষ্ঠাদি করিবার জন্ম নারদের সহিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন।

'যখন তিনি ব্রহ্মলোক উপস্থিত হন, তখন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত পূর্ণব্রহ্মের লীলা-গান শুনিতেছিলেন। এজন্ম ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছু না বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গান শেষ হইল, ব্রহ্মা তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে আমি সম্মত, কিন্তু এই যে ক্ষণকাল বিলম্ব করিলে ইহাতে ৭১ যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন তোমার রাজ্য বা বংশ কিছুই নাই, ইতিমধ্যে কোটি কোটি রাজা রাজত্ব করিয়া কালের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে। সেই দেবতা ও দেবপ্রাসাদের সামান্য চিহ্নমাত্র আছে। এখন স্বারোচিষ মনুর অধিকার চলিতেছে। তুমি কিছুকাল এখানে বিশ্রাম কর, ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে নরলোকে যাইও। দেবতা ও প্রাসাদ বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠার দ্রব্য সংগ্রহ করিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

'ইন্দ্রদ্যুম্ন বিধাতার আদেশে নারদের সহিত পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেবমন্দির বাহির করিলেন।

'তখন উৎকলে গাল নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তিনি মাধব নামে দেবের এক প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রাসাদে স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে তিনি আরও পাঁচটী ছোট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মাধব প্রতিমা স্থাপন করেন। এখন ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একব্যক্তি আসিয়া সেই প্রাসাদে দেবপ্রতিষ্ঠা করিতেছে শুনিয়া গাল মহাক্রোধে সসৈন্যে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া দুর্লভ দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহার মন একবারে গলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন যে ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মা ও নারদের সাহায্যে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। গাল নৃপতির সে রাগ কোথায় চলিয়া গেল, তিনি আজ দারুব্রহ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। (২৫ অঃ)। ইন্দ্রদ্যুম্নকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ভাবিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন এবং তাঁহার নিকটে থাকিয়া আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া ভরদ্বাজ মুনিকে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিতে আজ্ঞা দিলেন, তদনুসারে বৈশাখমাসে বৃহস্পতিবার পুষ্যানক্ষত্রে শুক্ল অষ্টমী তিথিতে প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা ও এক ধ্বজা স্থাপিত হইল। সে সময়ে ভগবান্ ইন্দ্রদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার নিষ্কাম কার্য্যে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি কোটি কোটি অর্থব্যয় করিয়া আমার এই আয়তন নির্ম্মাণ করিয়াছ, কালে ইহা ভগ্ন হইলেও আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না। আমি অপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে দারুব্রহ্মরূপে অবস্থান করিব।" দেবের নিত্যপূজা ও বিবিধ উৎসবাদি চলিতে লাগিল। যথাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিলেন।' (১৫—২৯ অঃ)

উৎকলখণ্ডে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, কপিলসংহিতাতেও ঠিক এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। নীলাদ্রিমহোদয়েও দেবের উৎপত্তি-বিবরণ অপর সকল বিষয়ে কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডের মত, কেবল জগন্নাথের আবির্ভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। উৎকলখণ্ড ও কপিলসংহিতায় ভগবানের চতুর্দ্ধা মূর্ত্তিতে আবির্ভাবের কথা আছে; কিন্তু নীলাদ্রিমহোদয়ের ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

'পঞ্চদশদিন আসিলে, স্বয়ং ভগবান জনার্দ্দন তথায় দিব্য রত্নসিংহাসনে বলদেব, ভদ্রা, সুদর্শন, বিশ্বধাত্রী, লক্ষ্মী ও মাধবের সহিত আবির্ভূত হইলেন।

'জগদানন্দকন্দ (জগন্নাথের) নীলমেঘের মত বর্ণ, পদ্মপত্রের মত আয়তলোচন, পদ্মাসনে অবস্থিত থাকায় দুইটী করকমল গুপ্ত ও দুইটী উত্তোলিত। বলভদ্রের সপ্ত ফণাবেষ্টিত বিকট মস্তক, বর্ণ কুন্দেন্দুশঙ্খ-ধবল, পদ্মলোচন, গুপ্তপাদ, দুই হস্ত গুপ্ত ও দুইটী উত্তোলিত। ভক্তের মুক্তিদায়িনী শুভাননা সুভদ্রার মূর্ত্তিও ঐরূপ, তাঁহার করপদ্ম অধোলম্বিত ও বর্ণ কুঙ্কুমাভ। সুদর্শন স্তম্ভরূপী ও জিতেন্দ্রিয়। মাধবও ভগবানের স্বরূপ, কিন্তু হ্রস্বায়তন। সুহাস্য-বদনা লক্ষ্মী চতুর্ভুজা, দুই হাতে বর ও অভয় এবং দুই হাতে দিব্যকমল, তিনি কমলাসনে উপবিষ্টা, চারিটী গজ শুণ্ডদ্বারা সুবর্ণকলস ধরিয়া অমৃতদ্বারা তাঁহার অভিষেক করিতেছে। দেবী বিশ্বধাত্রীও পদ্মাসনে অবস্থিতা, তিনি দক্ষিণ করে জ্ঞানমুদ্রা ও বামকরে চারুকমল ধরিয়া আছেন। প্রকাশার মূর্ত্তি ধবল বর্ণা। ১৫ দিন পরে সকলে ভগবানের এইরূপ সাতটী দারুময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইল, কিন্তু সেই সূত্রধারকে কেহ আর দেখিতে পাইল না।' (১২)

(১২) "দিনে পঞ্চদশে প্রাপ্তে তদা বিপ্রাঃ স্বয়ং বিভুঃ।
রত্নসিংহাসনে দিব্যে তাবদাবির্ব্ভূব হ।
বলেন ভদ্রয়াযুক্তস্তথা সহ সুদর্শনঃ।
বিশ্বধাত্র্যা চ লক্ষ্ম্যা চ মাধবেন সমং তদা।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের কথা, কিন্তু উৎকলের দেশীয় ভাষায় লিখিত আধুনিক গ্রন্থে ও প্রবাদে জগন্নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু তারতম্য আছে।

মাগুনিয়া দাস ও শিশুরাম দাস লিখিয়াছেন—

'মালবদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজত্ব করিতেন। একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁহার সভায় আসিয়া কহিলেন, "রাজন্! তুমি বিষ্ণুকে লাভ করিবে, তোমার মহিমা জগতে প্রকাশিত হইবে।"

ইন্দ্রদ্যুম্ন কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ভগবান্ আছেন, কোথায় তাঁহাকে পাইব?" নারদ তখন কহিলেন, "নীলাচলে ভগবান্ নীলমাধবরূপে আছেন, একজন শবর অতি গুপ্তভাবে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।" এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন চারিদিকে দূত পাঠাইয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি নামে একজন ব্রাহ্মণও প্রেরিত হইলেন। তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে বসু শবরের গৃহে আসিয়া অতিথি হইলেন। বসু শবরের ললিতা নামে এক যুবতী কন্যা ছিল। বিদ্যাপতি এথানে কিছুদিন বাস করিলে বসু শবর তাঁহাকে অনুরোধ করে, "আমার এই একমাত্র আদরের কন্যা, আমার ইচ্ছা, তোমার সহিত ললিতার বিবাহ দিই।" বিদ্যাপতি শবরের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, তখন শবর বহু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমার পিতা একটী বাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। আমি কি তোর মত একটী ব্রাহ্মণকে বধ করিতে পারি না।" তখন দ্বিজবর নিতান্ত ভীত হইয়া কহিলেন, "তোমার বাপ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহার করিয়া ছিল, অগ্রে তাহা বল, তবে আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিব।"

'তখন শবর এইরূপ পরিচয় দিল, "ভগবান্ বসুদেবের মায়ায় দ্বারকাপুরীতে কুকুরাভয় ঘটিল। ভগবান্ যাদবগণকে লইয়া কুকুয়া বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। কুকুয়া পলাইয়া গেল। তখন দ্বারকানাথ প্রভাসক্ষেত্রে একটী কদম্বতরু লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এই তরুমূলেই কুকুয়া লুকাইয়াছে। বলরাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গাছে মুষলাঘাত করিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই কদম্ব গাছ হইতে দুগ্ধবৎ নির্যাস বাহির হইল। যাদবগণ সকলে মিলিয়া সেই কাদম্বরী পান করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাদম্বরীপানে সকলে মত্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই বিবাদেই যদুকুল নির্ম্মূল হইল। বলরাম সাগরসলিলে দেহপাত করিলেন। কৃষ্ণ সিয়ালীপাতায় শুইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় আমার পিতা মৃগ অন্বেষণে সেই বনে বেড়াইতে ছিলেন। তিনি লতার ভিতর কৃষ্ণপদ দেখিয়া তাহা মৃগকর্ণ ভাবিয়া শর প্রয়োগ করিলেন। সেই বাণে কৃষ্ণ বিদ্ধ হইয়া "অর্জ্জুন আমায় রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমার পিতা সেই স্থানে গেলেন ও কৃষ্ণের অঙ্গে শরাঘাত দেখিয়া ভয়ে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। তিনি সংজ্ঞালাভ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন, "শবর! আমি নিরপরাধে তোমার পিতাকে বধ করিয়াছি, তাহারই এই প্রায়শ্চিত্ত। পূর্ব্বজন্মে বালী তোমারই পিতা ছিল এবং তুমিই অঙ্গদ। শবর! তুমি হস্তিনায় গিয়া পাণ্ডবদিগকে সংবাদ দাও যে আমি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছি।" যথাকালে পাণ্ডবগণও সেই সংবাদ পাইলেন এবং অবিলম্বে শবরের সহিত তথায় আসিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া নানা আক্ষেপ করিলেন ও অর্জ্জুনের বল হরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের পবিত্র দেহ চিতায় অর্পণ করিলেন, কিন্তু সাতদিন চেষ্টা করিয়াও সেই পূতদেহ দগ্ধ করিতে পারিলেন না। আকাশবাণী হইল, 'তোমরা কি পাগল হইয়াছ? এ দেহ কি অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে?

সপ্তধাবির্ভবো দেবঃ স্বয়ং তত্র জনার্দ্দনঃ।
জগদানন্দকন্দোহভূৎ সমুত্তোল্য ভুজদ্বয়ং॥
পদ্মাসনস্তয়া বিপ্রা গুপ্তবৎপাণিপঙ্কজঃ।
দারুব্রহ্মশরীরেণ প্রকাশোহজনি ভূতলে॥
নীলজীমূতসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
শোণাধরধরঃ শ্রীমান্ ভক্তানামভয়ঙ্করঃ॥
বলভদ্রস্তথা সগুহণাবিকটমস্তকম্।
কুন্দেন্দুশঙ্খধবলঃ প্রকাশোহম্বুজলোচনঃ॥
গুপ্তপাদকরাম্ভোজসমুত্তোলিতসদ্ভুজঃ।
ভক্তানামবনায়ৈব তথা ভদ্রাপি ভদ্রদা॥
অধোলম্বিতহস্তাব্জা কুঙ্কুমাভা শুভাননা।
সুদর্শনস্তম্ভরূপী বভূব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
প্রভোঃ স্বরূপমতজম্মাধবো দ্রুমরূপকঃ।
লক্ষ্মীশ্চতুর্ভুজা বিপ্রা বরাভয়ধরা সতী॥
তথৈবাব্জযুগং দিব্যং ধারয়ন্তি স্মিতাননা।
চতুর্গজকরোৎক্ষিপ্তসুবর্ণকলসামৃতৈঃ॥
কৃতাভিষেককমলা কমলাসনসংস্থিতা।
পদ্মাসনগতা দেবী বিশ্বধাত্রী তথা স্থিতা॥
জ্ঞানমুদ্রাং করে দক্ষে বামেচ চারুপঙ্কজম্।
ধারয়ন্তি ধরাদেবী প্রকাশা ধবলাকৃতিঃ॥
ততঃ পঞ্চদশাক্তাস্ত দিনস্যানন্তরে তদা।
এবং সপ্তবিধা বিষ্ণোর্দারুরূপধরস্য বৈ।
প্রকাশমূর্ত্তয়ো যেদাং সর্ব্বকিঞ্চ ন বিদ্যতে॥"

(নীলাদ্রিমহোদয় ৪র্থ অঃ)

সাগরে ফেলিয়া দাও। কলিযুগে নীলাচলে দারুব্রহ্মরূপে ইহা পূজিত হইবে।' পঞ্চপাণ্ডব আকাশবাণী শুনিয়া সাগরে সেই দেহ ভাসাইয়া দিল।

এইরূপ বর্ণনা করিয়া বৃদ্ধ শবর বিদ্যাপতিকে কহিল, "আমি সেই শবরের পুত্র, তুমি যদি আমার কন্যাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ যাইবে।"

'বিদ্যাপতি তখন ফাঁপরে পড়িয়া ললিতার পাণিগ্রহণ করিয়া শবরগৃহে উভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ললিতা দেখিল যে তাহার স্বামীর মনে সুখ নাই, সর্ব্বদাই চিন্তায় কাতর। একদিন শবরবালা বিদ্যাপতিকে অতি আদরে ডাকিয়া বলিল, "নাথ! তোমার কিসের ভাবনা, সর্ব্বদাই তোমাকে বিষন্ন দেখি কেন? তোমার মলিন মুখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। পায়ে ধরি, তোমার মনের কথা খুলিয়া বল।" বিদ্যাপতি কহিল, "তুমি সত্য বল যে তোমার পিতা প্রতিদিন শেষরাত্রে কোথায় যান, আর মধ্যাহ্ন সময়ে কোথা হইতে আসেন। সেই সময় তাঁহার শরীর হইতে কেন চন্দন গন্ধ বাহির হয়?"

শবরকন্যা বলিল, "এই জন্য তোমার চিন্তা। নীলাচলে নীলমাধব আছেন, একথা কেহ জানেনা, আমার বাবা অতি গোপনে তাঁহাকে পূজা করিয়া আসেন। আজ আসিলে তাঁহাকে বলিব। তুমি জগন্নাথের দর্শন পাইবে।"

'বৃদ্ধ শবর ঘরে আসিলে ললিতা তাঁহাকে গিয়া ধরিল। ললিতার মুখে সকল কথা শুনিয়া শবর বিস্মিত হইল ও কন্যাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "আমি পুরাণে শুনিয়াছি যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের পূজা করিবেন। বোধ হয় এই ব্রাহ্মণ তাঁহারই চর। ইহাকে দেখিতে দিলে নিশ্চয়ই জগন্নাথকে হারাইব।" ললিতা কাঁদিতে লাগিলেন। কন্যার ক্রন্দনে শবরের মন ফিরিল এবং বিদ্যাপতির চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া গিয়া জগন্নাথকে দেখাইতে সম্মত হইল।

ললিতা বিদ্যাপতিকে পিতার মনোভাব জানাইল। বিদ্যাপতি কহিলেন, "যদি আমার চক্ষুই বাঁধা থাকে, তবে আর আমার দর্শনে কাজ নাই।" ললিতা কহিল, "তার জন্য ভাবনা কি, আমি পথ চিনিবার উপায় করিয়া দিব। তোমার টেঁকে তিল বাঁধিয়া লও, যাইবার সময় পথের দুইপার্শ্বে সেই তিল ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে। গাছ বাহির হইলে তুমি আপনি পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে।"

পরদিন প্রভাতে শবর বিদ্যাপতিকে অন্ধের ন্যায় চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল, বন মধ্যে গিয়া শবর ব্রাহ্মণের চক্ষু খুলিয়া দিল। বিদ্যাপতি বটবৃক্ষ মূলে বহুদিনের সাধ নীলমাধব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। শবর ব্রাহ্মণকে বটবৃক্ষ মূলে বসিতে বলিয়া ফল আনিতে চলিল। এই সময় বিদ্যাপতি দেখিলেন, একটা ভূষণ্ডী কাক ঘুমের ঘোরে বৃক্ষ হইতে নিকটস্থ রোহিণকুণ্ডে পড়িয়া গেল, পড়িয়াই চতুর্ভুজ হইয়া চন্দনবৃক্ষে গিয়া বসিল। তাহা দেখিয়া বিদ্যাপতিও চতুর্ভুজ লাভ ও এই সংসার হইতে মুক্ত হইবার আশায় আপনিও রোহিণকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে গেলেন। তখন সেই ভূষণ্ডী কাক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল—"ব্রাহ্মণ! তুমি যে কাজে আসিয়াছ, আজ কি তাহা ভুলিয়া গেলে। তোমা হইতে মর্ত্ত্যলোকে ভগবান্ জগন্নাথ প্রকাশিত হইবেন। তুমি তাহাতেই কৃতার্থ হইবে।"

বিদ্যাপতির আর ঝাঁপ দেওয়া হইল না। এই সময় শবরপতি ফল মূল লইয়া উপস্থিত হইল ও নীলমাধবকে নিবেদন করিয়া কহিল—"মহাপ্রভো! আমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ কর।" বৃদ্ধ বার বার মিনতি করিলেও সেদিন আর ভগবান্ শবরের ফলমূল গ্রহণ করিলেন না। শবর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমার উপর ক্রোধ হইল কেন?"

তখন দৈববাণী হইল, "শবর! তুই ব্রাহ্মণকে কেন এখানে আনিলি! এতদিন তোর কাছে কন্দমূল খাইয়াছি, কিন্তু তাহা আর ভাল লাগে না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখা দিয়াছে। আর তোর কাছে থাকিব না। নীলাচলে দারুব্রহ্মরূপে দেখা দিব। নানা উপচারে ভোগ পাইব। সুরাসুরনর আমার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। ব্রহ্মার আয়ুর অর্দ্ধকাল এখানে ছিলাম, অপরার্দ্ধে দারুব্রহ্মরূপে বিরাজ করিব।"

শবর দৈববাণী শুনিয়া মাথার হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। "হায় হায় আমার মেয়ে হতেই আমার সর্ব্বনাশ হইল," এই বলিয়া কতই বিলাপ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল আক্ষেপ করিয়া আবার ব্রাহ্মণের চক্ষু বাঁধিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

বিদ্যাপতির মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। এদিকে তিলবৃক্ষ গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ সকল পথ ভাল করিয়া চিনিয়া লইলেন। এখন কিরূপে দেশে যাইবেন, সেই ভাবনাই বেশী হইল। একদিন ললিতা স্বামীকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাপতি দুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন, "অনেকদিন হইল আমি দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, আমার আত্মীয় স্বজন কে কেমন আছে, জানিনা, তাহাদের দেখিবার জন্য আমার মন আকুল হইতেছে।"

তখন ললিতা কাতরভাবে বলিল, "এখন জানিলাম, তুমি

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের চর। যাহা হউক, পিতাকে বলিয়া তোমার দেশে পাঠাইয়া দিব। তুমি আমার প্রাণসর্ব্বস্ব, এ দাসীর নিবেদন, আমাকে যেন পরিত্যাগ করিও না।" বিদ্যাপতিও ললিতার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার কনিষ্ঠা পত্নী, তোমাকে কি আমি পরিত্যাগ করিতে পারি?"

'শবরপতি কন্যার অনুরোধে বিদ্যাপতিকে পথ দেখাইয়া দিল। দ্বিজবর আকাশগঙ্গাী নামক স্থানে শবরের নিকট হইতে কন্দমূল লইয়া বিদায় হইলেন। যথাকালে তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। দৌবারিক গিয়া রাজাকে বলিল, "ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি আসিয়াছেন। তাঁহার দেহে শঙ্খচক্রের চিহ্ন দেখিয়াছি।" ইন্দ্রদ্যুম্ন গোবিন্দ নাম করিয়া ভাবিলেন যে, বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই জগৎপতির দর্শন পাইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বিদ্যাপতিকে তাঁহার সমক্ষে আনিতে আদেশ করিলেন। বিদ্যাপতি রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আমি ভগবান্‌কে দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি নীলমাধব মূর্ত্তিতে বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তথায় রোহিণকুণ্ডের জলে পড়িয়া কাকও চতুর্ভুজ হইয়াছে।"

'তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতির পাদ বন্দনা করিয়া কহিলেন, "আপনার প্রসাদে আমি উদ্ধার হইব।" পরে মন্ত্রীগণকে আজ্ঞা করিলেন, "আমি নীলাচলে যাত্রা করিব, শীঘ্র প্রস্তুত হও।"

'যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি ও সৈন্যসামন্ত লইয়া অবন্তিরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। বিদ্যাপতি তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া চলিলেন। যথাকালে নীলাচলে সেই ন্যগ্রোধ তরুমূলে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজা এখানে নীলমাধব বা রোহিণকুণ্ড কিছুই দেখিতে না পাইয়া বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলমাধব কোথায়?"

'নারায়ণের মায়ায় তখন সকলি অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাপতি তাহা না জানিয়া রাজাকে কহিলেন, "বোধ হয় বসু শবর কোথায় লইয়া গিয়াছে।" ইন্দ্রদ্যুম্ন শবরকে ধরিয়া আনিবার জন্য তখনই লোক পাঠাইলেন।

'রাজপুরুষগণ শবরালয়ে উপস্থিত হইল। বসু তাহাদিগকে দেখিয়া কাতরভাবে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, "জগবন্ধো! আমার কি শেষে এই দশা করিলে। এতকাল তোমার সেবা করিলাম, এখন কি তাহার এই ফল হইল।"

'ভক্তাধীন ভগবান্ তখন দৈববাণীরূপে ইন্দ্রদ্যুম্নকে শুনাইলেন, "এখন আমার দর্শন পাইবে না। আমার মন্দির নির্ম্মাণ কর, দেবলোক হইতে ব্রহ্মাকে আনিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা কর, তবে আমার দেখা পাইবে।"

'রাশি রাশি বউলমালা পাথর সংগৃহীত হইল (১)। বৈশাখ মাসে পুষ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে শুক্ল পঞ্চমীতিথি মহেন্দ্র লগ্নে মন্দির-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির সম্পূর্ণ করিলেন। এই সময় নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের সহিত তাঁহার ঢেঁকিতে চড়িয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এখানে ব্রহ্মা রাজার মনোগত ভাব জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি পূজাতর্পণাদি শেষ করিয়া তোমার সহিত জগতে গিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।"

'সেই সময় মধ্যে শতাব্দী কাটিয়া গেল। সাগরের তরঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্নের রচিত প্রাসাদও ক্রমে ক্রমে বালুকামধ্যে ঢাকা পড়িল। রাজা গালে হাত দিয়া ব্রহ্মার দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন (২)। এদিকে সুদেব, বসুদেব, শ্রীপতি প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। মাধব নামে এক ব্যক্তি উড়িষ্যার রাজা হইয়া ১৩৭ বর্ষ রাজ্যশাসন করিলেন। মাধব মকর দশমীর দিনে পাত্রমিত্র লইয়া সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, অগ্রে অগ্রে তাঁহার অনুচরগণ পথ পরিষ্কার করিতেছিল। সেই সময় হঠাৎ তাহারা মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইল ও রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা সেই স্থান খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। দীর্ঘকাল খননের পর সমস্ত মন্দির দেখা গেল। মাধব ভাবিলেন যে, বোধ হয় আমারই কোন পূর্ব্বপুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, আমিও ইহাতে মূর্ত্তি স্থাপন করিব।

'ব্রহ্মার তর্পণ শেষ হইল। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্ন ও নারদের সহিত নীলাচলে আসিলেন। তাঁহারা এখানে দেখিলেন যে মন্দির পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে, মন্দিরের দ্বারদেশে কতকগুলি দৌবারিক অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহারা ব্রহ্মা প্রভৃতিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। তখন দৌবারিক গিয়া রাজা মাধবকে জানাইল যে, "একটা চতুর্ম্মুখ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একটা লোক আপনার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে।"

'মাধব দৌবারিকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

(১) মাগুনিয়াদাস লিখিয়াছেন যে কূর্ম্মগণ সেই সকল পাথর পৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিয়াছিল—"কূর্ম্মমানঙ্ক পিঠরে। আনন্তি বহাই পথরে।"

(২) মুকুন্দরামের জগন্নাথ মঙ্গলেও এইরূপ কথা লিখিত আছে।

মন্দিরে গিয়া ব্রহ্মা ও ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, "তোমরা কি জন্ত এখানে আসিয়াছ।" ইন্দ্রদ্যুম্ন উত্তর করিলেন, "আমি প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছি।" মাধব সদর্পে বলিল, "এ মন্দির আমার, তোমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।"

'এইরূপে মাধব ও ইন্দ্রদ্যুম্নে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "তোমাদের কাহার কি সাক্ষী আছে?" মাধব কহিলেন, "আমি নিজে মন্দির করিয়াছি, তাহার আবার সাক্ষী কি?" ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন, "আমার সাক্ষী আছে। আমার প্রথম সাক্ষী ভূষণ্ডী কাক, দ্বিতীয় সাক্ষী ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরবাসী কূর্ম্মগণ।" ব্রহ্মা সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন, তদনুসারে কাক ও কূর্ম্মগণ সকলেই ইন্দ্রদ্যুম্নের হইয়া সাক্ষ্য দিল। ব্রহ্মা রাজা মাধবকে বলিলেন, "তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সেই জন্ত কলিযুগে তুমি লিঙ্গ হইবে, কেহই তোমার পূজা করিবে না।"

'তারপর ব্রহ্মা মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু কিরূপে দারুব্রহ্ম স্থাপন করিবেন, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিকালে ভগবান্ স্বপ্নে দেখা দিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, "কাল প্রাতে সাগরতীরে যাইবে, তথায় বাঁকিমোহনায় দারুব্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাইবে।" পরদিন রাজা সসৈন্যে সাগরতীরে আসিয়া বাঁকিমোহনায় দারুব্রহ্মের দর্শন পাইলেন।

'তখন সকলে মিলিয়া সেই মহাকাষ্ঠকে তীরে তুলিয়া আনিবার জন্ত অগ্রসর হইল, কিন্তু হস্তী ও মনুষ্য সকলে মিলিয়া কিছুতেই সেই কাষ্ঠখণ্ড সরাইতে পারিল না। অবন্তিপতি মহা চিন্তায় পড়িলেন। সেই দিন রাত্রিকালে আবার বিষ্ণু তাঁহাকে দেখা দিয়া কহিলেন, "ইন্দ্রদ্যুম্ন! ভক্ত ভিন্ন কেহ এই কাষ্ঠ নাড়িতে পারিবে না। সেই বসু শবরকে ডাকাইয়া আন। সে ও তুমি স্পর্শ করিলেই উঠিয়া আসিব।" পরদিন প্রাতে রাজা বিদ্যাপতিকে পাঠাইয়া বসু শবরকে ডাকিয়া আনিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ও শবরের স্পর্শ মাত্র দারু রথে উঠিল। মন্দিরের সম্মুখে গরুড়স্তম্ভের নিকট প্রথমে দারু স্থাপিত হইল।

'দ্বাদশ শত সূত্রধার জগন্নাথমূর্ত্তি নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইল। সাতদিন পরে রাজা কিরূপ মূর্ত্তি হইতেছে দেখিতে আসিলেন, কিন্তু মূর্ত্তি হওয়া দূরে থাক, দেখিলেন—যেমন কাষ্ঠ ঠিক তেমনি আছে। সূত্রধারেরা বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজ! আমাদের দ্বারা কিছুই হইবে না, দেখুন আমাদের অস্ত্র শস্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" রাজা তাহাদের উপর চটিয়া বলিলেন—যদি আগামী কল্য দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রাণদণ্ড করিব।

'সূত্রধারেরা কঠোর রাজাজ্ঞা শুনিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া জগন্নাথকে ডাকিতে লাগিল। দৈববাণী হইল—"সূত্রধারগণ! তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি কল্য রাজার সহিত দেখা করিয়া তোমাদের রক্ষা করিব।"

'পরদিন স্বয়ং ভগবান্ (৩) বৃদ্ধসূত্রধারের বেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পায়ে গোঁদ, পিঠে কুঁজ, চক্ষে পিচুটী, এদিকে আবার কালা। দ্বারবান্ তাঁহাকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিল না। পরে তিনি রাজার আদেশে সভায় আনীত হইলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইল। মন্ত্রী বলিলেন—ইহার মরণ নিকটবর্ত্তী, তবু ধনলোভ ছাড়িতে পারে নাই।" রাজা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তোমার নাম কি?" বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার নাম বাসুদেব মহারাণা, আমি বিশ্বকর্ম্মার গুরু, আমার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই। যাহা বলিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়া দিব"

রাজা বুড়াকে সঙ্গে করিয়া সেই মহাবৃক্ষের নিকট আনিলেন। বুড়া নখ দিয়াই সেই গাছের ছাল তুলিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া সকলেই অবাক্। তখন বুড়া রাজাকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আমি মন্দিরের ভিতর থাকিয়া প্রতিমা গড়িব। ২১ দিন দ্বার রুদ্ধ থাকিবে। এই কয়েকদিন কেহ দ্বার খুলিতে পারিবে না।" রাজাও তাহাতে সম্মত হইলেন।

বৃদ্ধ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা দ্বাররুদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিলেন। গুণ্ডিচা নামে ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণী ছিলেন। একদিন তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! তুমি আমায় জগন্নাথ দেখাইবে বলিয়াছিলে? কৈ দেখাইলে না ত?" রাজা বলিলেন, "এক বৃদ্ধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে। আজ ১৫ দিন হইল। আর ছয়দিন পরে দেখিতে পাইবে।" গুণ্ডিচা হাসিয়া কহিলেন, "বারশ ছুতার আসিয়া যখন কিছুই করিতে পারিল না। তখন একটা বুড়া কি করিবে? বোধ হয়, এতদিন সে অনাহারে মরিয়া গিয়াছে।" রাণীর কথা শুনিয়া রাজারও কিছু চিন্তা হইল। তিনি মন্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বারে কাণ পাতিয়া কোন শব্দ না পাইয়া ভাবিলেন, বুঝি বুড়া মরিয়া গিয়াছে।

'প্রথমে মন্ত্রী দ্বার খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার কথা শুনিলেন না, দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, তখন মধ্যে দেখিলেন, সিংহাসন উপরে দারুব্রহ্ম জগন্নাথ-

(৩) নীলাদ্রিমহোদয়েও লিখিত আছে—ভগবান্ সূত্রধার রূপে আসিয়া নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করেন।

মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার হাত অঙ্গুলি কিছুই নাই। বৃদ্ধও অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজা বৃদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া প্রথমে অবাক্ হইলেন, শেষে সত্যলঙ্ঘন করিয়াছেন ভাবিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শেষে কুশশয্যা রচনা করিয়া তাহাতে শুইয়া থাকিলেন। ক্রমে অর্দ্ধরাত্রি কাটিয়া গেল, গভীর রজনীকালে জগন্নাথ রাজাকে দেখা দিয়া বলিলেন, 'তোমার কোন চিন্তা নাই। কলিযুগে আমি হস্তপদহীন বুদ্ধরূপে এখানে থাকিব। তুমি সোণা দিয়া আমার হাত গড়াইয়া দিও (৪)।"

'তখন রাজা হাতজোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! কে আপনার পূজা করিবে?"

'নারায়ণ বলিলেন, "যে শবর বনে আমার পূজা করিত, তাহার পুত্র পশুপালক দৈতাপতি আমার সেবক হইবে। তাহার সন্তানগণ চিরকাল দৈতাপতি নামে আমার সেবক থাকিবে।" বলভদ্র গোত্রীয় "সুয়ার"-গণ আমার রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইবে।" আমার প্রসাদ সকল জাতিই জাতিভেদ ভুলিয়া একত্র বসিয়া আহার করিতে পারিবে।"

'তদনুসারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবসেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখনও সেই নিয়মেই পূজাদি নির্ব্বাহ হইতেছে।'

উপরে যে উপাখ্যানটী লিখিত হইল, উড়িষ্যার অধিবাসীদিগের মধ্যেও ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। বোধ হয় প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই শিশুরাম, মুকুন্দরাম, মাগুনিয়া দাস, বেঙ্কটাচার্য্য প্রভৃতি জগন্নাথের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্‌গণ জগন্নাথের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ষ্টার্লিং, রাজা রাজেন্দ্রলাল, কানিংহাম, ফার্গুসন, হণ্টর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে লিখিয়া গিয়াছেন, বৌদ্ধদিগের মাল মসলা লইয়া যে জগন্নাথদেবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন যাহাকে আমরা জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম বলি, তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের রূপান্তর। তাঁহারা সকলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ঐ মূর্ত্তিত্রয় বৌদ্ধস্তূপেরই রূপ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি এইরূপ লিখিয়াছেন—'খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে ইলুভাষায় দলদাবংশ লিখিত হয়, এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে 'দাথধাতু বংশ বা দাঠবংশ' রচিত হইয়াছে। এই দাঠবংশ পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য ক্ষেম কলিঙ্গাধিপতি ব্রহ্মদত্তকে বুদ্ধের দন্ত প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত ভক্তিপূর্ব্বক সেই দন্ত দন্তপুর নামক নিজ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা বহুদিন উৎকল ও তাহার নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলি শাসন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীনকাল হইতেই উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অলতিগিরি, খণ্ডগিরি, ধৌলি প্রভৃতি স্থানে এখনও বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দের শেষে রাজা গুহশিব উড়িষ্যায় আধিপত্য করিতেন। প্রথমে তিনি হিন্দু ছিলেন। একদিন নাগরিকগণকে উৎসবে মত্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন এরূপ উৎসবের কারণ কি? কলিঙ্গবাসী শ্রমণগণ তাঁহার কাছে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধদন্তের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শেষ জানাইলেন, "আজ সেই বুদ্ধদন্তকে লইয়া দন্তোৎসব হইতেছে।" অনেক তর্ক বিতর্কের পর মহারাজ গুহশিব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী সচিবগণকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণেরা অপমানিত হইয়া মগধরাজ পাণ্ডুর নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক অভিযোগ করিলেন। তখন মহারাজ পাণ্ডু চৈতন্য নামে এক সামন্তরাজকে গুহশিবের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ধার্ম্মিক গুহশিব যুদ্ধ না করিয়া অতি বিনীতভাবে নানা উপহার লইয়া চৈতন্যরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। এখানে চৈতন্য বলেন, "পাণ্ডুরাজের আদেশ আপনার উপাস্য দেবতার সহিত আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।" রাজা গুহশিব পাণ্ডুরাজের আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইলেন। এখানে চৈতন্য গুহশিবের মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ম্মল উপদেশ শুনিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। উভয়ে বুদ্ধদন্ত লইয়া পাটলীপুত্রনগরে রাজাধিরাজ পাণ্ডুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। পাণ্ডু দন্ত নষ্ট করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন তিনি ঐ দন্তের জন্য এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এদিকে ক্ষীরপুররাজ দন্ত আনিবার জন্য পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন। সেই যুদ্ধে রাজাধিরাজ পাণ্ডু নিহত হইলেন। তৎপরে রাজা গুহশিব সেই দন্ত আনিয়া পুনরায় দন্তপুরে স্থাপন করিলেন।

'মালবদেশের এক রাজপুত্র বুদ্ধদন্ত দর্শন করিবার জন্য দন্তপুরে আগমন করেন। তাঁহার সহিত গুহশিবের কন্যা হেমমালার বিবাহ হয়। মালব-রাজকুমার দন্তের অধ্যক্ষ হইয়া দন্ত-

(৪) "মুহি বউদ্ধ রূপ হই।
কলিযুগরে থিবু রহি।
সুবর্ণ হাত গোড় করি।
গড়াহি দেব দণ্ডধারী। (মাগুনিয়াদাস।)

কুমার মারে ব্যাপ্ত হইলেন। স্বস্তিপুরের রাজা ক্ষীরধারের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ আরও চারিজন রাজার সহিত বুদ্ধদন্ত গ্রহণ করিবার জন্ত দন্তপুর আক্রমণ করেন। রণক্ষেত্রে রাজা গুহশিবের মৃত্যু হয়। দন্তকুমার গোপনে রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া এক বৃহৎ নদী অতিক্রম করিয়া নদীতীরে বালুকার মধ্যে সেই দন্ত প্রোথিত করেন। পরে গুপ্তভাবে হেমমালাকে আনিয়া সেই দন্ত উদ্ধার করিয়া তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন পূর্ব্বক। এখানে তিনি অর্ণবপোতে বুদ্ধদন্ত লইয়া সস্ত্রীক সিংহলে উপস্থিত হইলেন।

হণ্টর, ফার্গুসন্ প্রভৃতি অনেকেই লিখিয়াছেন—উক্ত দন্ত এই জগন্নাথক্ষেত্রেই ছিল, এই পুরীধামেরই প্রাচীন নাম দন্তপুর *। এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন, জগন্নাথের দেহ মধ্যে যে বিষ্ণুপঞ্জর আছে, তাহা ঐরূপ কোনপ্রকার পবিত্র অস্থিই হইবে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মতে—পুরীকে দন্তপুর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পুরী দন্তপুর হইলে দন্তকুমার পুরী হইতে সুদূরবর্ত্তী তাম্রলিপ্তনগরে গিয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন না। মেদিনীপুরের অন্তর্গত দাঁতন নামক স্থানই সম্ভবতঃ দন্তপুর, তথা হইতে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক অধিক দূরবর্ত্তী নহে। তিনি আরও বলেন, পুরী দন্তপুর না হইলেও এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম বহুদিন প্রবল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেবের দন্তোৎসবই এখন জগন্নাথের রথযাত্রারূপে পরিণত হইয়াছে। [রথযাত্রা দেখ।]

উক্ত ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্‌গণের মত অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিয়াছেন—

"জগন্নাথের ব্যাপারটীও বৌদ্ধধর্ম্মমূলক বা বৌদ্ধধর্ম্ম মিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটী জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী ফাহিয়ন্ ভারতবর্ষে বৌদ্ধতীর্থ-পর্য্যটনার্থ যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে তাতারদেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটী বৌদ্ধমহোৎসব সন্দর্শন করেন। তাহাতে জগন্নাথের রথযাত্রার স্থায় অবিকল এক রথে তিনটী প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া আইসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধমূর্ত্তি ও তাহার দুইপার্শ্বে দুইটী বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল।

"খোটানের উৎসব যে সময়ে ও যতদিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইত, জগন্নাথের রথযাত্রাও প্রায় সেই সময়ে ও ততদিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মেজর জেনেরেল কনিংহেম বিবেচনা করেন, ঐ তিনটী মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমূর্ত্তিত্রয়ের অনুকরণ বই আর কিছুই নয়। সেই তিনটী মূর্ত্তি—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। বৌদ্ধেরা সচরাচর ঐ ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। তিনি জগন্নাথের সুভদ্রা। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচারপরিত্যাগপ্রথা এবং জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জরের অবস্থিতিপ্রবাদ, এ দুটী বিষয় হিন্দুধর্ম্মের অনুগত নয়; প্রত্যুত নিতান্ত বিরুদ্ধ। কিন্তু এই উভয়ই সাক্ষাৎ বৌদ্ধমত বলিলে বলা যায়। দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাবতার-স্থলে জগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়। কাশী এবং মথুরার পঞ্জিকাতেও বুদ্ধাবতার স্থলে জগন্নাথের রূপ আলেখিত হইয়া থাকে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জগন্নাথের ব্যাপারটী বৌদ্ধধর্ম্মমূলক বলিয়া স্বতই বিশ্বাস হইয়া উঠে। জগন্নাথক্ষেত্রটী পূর্ব্বে একটী বৌদ্ধক্ষেত্রই ছিল, এই অনুমানটি জগন্নাথবিগ্রহস্থিত উল্লিখিত বিষ্ণুপঞ্জর-বিষয়ক প্রবাদে একরূপ সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। যে সময়ে বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইতে ছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হয়, ইহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ঘটনাটিতেও উল্লিখিত অনুমানের সুন্দররূপ পোষকতা করিতেছে। চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ থ্‌সঙ্গ উৎকলের পূর্ব্বদক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রতটে (অর্থাৎ উড়িষ্যার যে অংশে পুরী সেই অংশে) চরিত্রপুর নামে একটী সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। এই চরিত্রপুরই এক্ষণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে পাঁচটি অত্যুন্নত স্তূপ ছিল। শ্রীমান্ এ কনিংহেম্ অনুমান করেন, তাহারই একটী অধুনাতন জগন্নাথের মন্দির। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধাদির অস্থিকেশাদি সমাহিত থাকে, এই নিমিত্তই জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জরের অবস্থিতি-বিষয়ক উল্লিখিত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে।"*

পরিশিষ্টে তিনি আবার লিখিয়াছেন—

"জেনেরেল কনিংহেম্ ঐ (দারুমূর্ত্তি) তিনটী বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এই মূর্ত্তিত্রয়ের বিজ্ঞাপক হওয়াই অতিমাত্র সম্ভাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি সাঞ্চি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানাস্থান হইতে ও এমন কি শকরাজাদিগের মুদ্রা হইতেও ঐরূপ ধর্ম্মযন্ত্র অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ধর্ম্মযন্ত্র বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ বীজস্বরূপ য র ল ব ন এই পাঁচটী পালি অক্ষরের সমষ্টি স্বরূপ

* Hunter's Statistical Account of Bengal, vol. XIX. p. 42; Fergusson's Indian Architecture, p. 416.

* উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ উপ° ২১২ পৃষ্ঠা।

বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে *। উল্লিখিত তিনটী ধর্ম্মযন্ত্রের সহিত জগন্নাথাদি তিনমূর্ত্তির অভেদ বা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জেনেরেল্ কনিংহেম্ ভিল্‌সা-স্তূপ-বিষয়ক বত্রিশসংখ্যক চিত্রপটে ঐ উভয়কেই পার্শাপার্শি করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। দেখিলেই শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণব-ত্রিমূর্ত্তি তিনটী বৌদ্ধধর্ম্মযন্ত্রের অনুকরণ বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ঐ তিনটী যন্ত্র সমগ্র বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তির পরিচায়ক হউক বা না হউক, যখন জগন্নাথপুরীর তিনমূর্ত্তি কোনরূপ পরিজ্ঞাত দেবাকৃতি, পশ্বাকৃতি বা প্রকৃত মনুষ্যাকৃতি নয় এবং যখন ঐ তিন ধর্ম্মযন্ত্রের সহিত তাহার অত্যন্ত সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন উল্লিখিত অনুমানটী সর্ব্বতোভাবেই সম্ভাবিত ও সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আরঙ্গাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত ইলোরায় নিকটস্থ একটী বৌদ্ধদেবালয় অদ্যাপি জগন্নাথের মন্দির বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে হিন্দুদেবতার জগন্নাথ এই নামটীও বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত এইরূপ অক্লেশেই মনে করা যাইতে পারে।" (২)

রাজা রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন—'মহারাজ যযাতিকেশরী সাধারণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই সেই মূর্ত্তিত্রয় দারুব্রহ্মরূপে গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপও হিন্দুদিগের প্রধান আরাধ্য দেবরূপে গণ্য হয়। তিনিই হিন্দুধর্ম্মানুসারে পূজা সংস্কার প্রভৃতি প্রচলন ও বৌদ্ধনাম পরিবর্ত্তন করিয়া যান *। যেরূপে বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ গয়াধাম হিন্দুতীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, বোধ হয় সেই মত পুরুষোত্তমক্ষেত্রও হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।'

উৎকলের দেশীয় ও বিদেশীয় পুরাবিদ্‌গণ এক বাক্যে সকলেই বলেন যে জগন্নাথক্ষেত্রের মাহাত্ম্যপ্রকাশক পুরাণাদিও ঐ যযাতিকেশরীর পরে রচিত হইয়াছে।

জগন্নাথের ইতিহাস।—উপরোক্ত পুরাবিদ্‌গণের মত গ্রহণ করিলে বলিতে হয়—বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান ও রাজা যযাতিকেশরীর অভ্যুদয় হইতে হিন্দুজগতে জগন্নাথের আবির্ভাব। বাস্তবিক কি তাই? যে জগন্নাথক্ষেত্র হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতীয় হিন্দুগণের প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য, প্রাচীন পুরাণাদিতে যাহার মাহাত্ম্য বর্ণিত, সেই পুণ্যস্থান বৌদ্ধধর্ম্মমূলক ও এত আধুনিক! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! সাঞ্চি হইতে যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকেই যখন কেবল অনুমান দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মযন্ত্র বলা হইয়াছে, তখন কিরূপে আমরা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত দারুব্রহ্মের মূর্ত্তিত্রয় ধর্ম্মযন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? বিশেষতঃ এখন যেরূপ দারুব্রহ্মের মূর্ত্তি আছে, তাহার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মযন্ত্রের প্রকৃত সাদৃশ্য নাই। মূর্ত্তিত্রয় ও ধর্ম্মযন্ত্রের চিত্র দেওয়া গেল, এতদ্দ্বারাই সাধারণে বুঝিতে
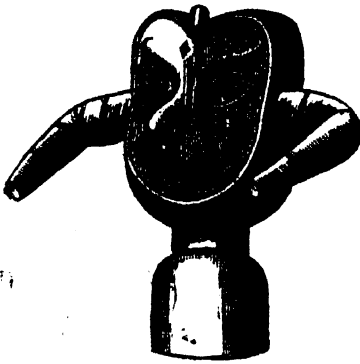
বলরাম

সুভদ্রা

জগন্নাথ

তিনটী ধর্ম্মযন্ত্র
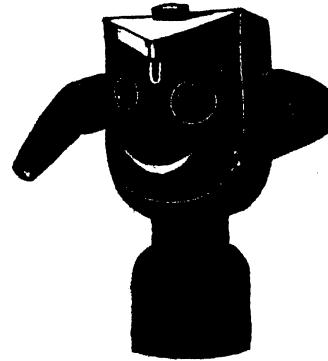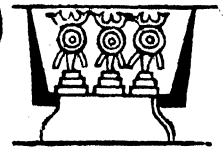
পারিবেন যে, ধর্ম্মযন্ত্রের সহিত এখনকার দারুব্রহ্মমূর্ত্তির কিরূপ সম্বন্ধ। রাজেন্দ্রলাল, কানিংহাম্, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি সকলেই দারুব্রহ্মের মূর্ত্তিত্রয়ে দেব, পশু বা মনুষ্যের রূপ না দেখিয়াই উহা ধর্ম্মযন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এ যুক্তি সমীচীন নহে, নারদ ও ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে, কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডে যেরূপ মূর্ত্তির পরিচয় আছে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে প্রকৃত দেবমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয়, এখন আমরা যে মূর্ত্তি দেখিতেছি পূর্ব্বকালে এ মূর্ত্তি ছিল না। এ মূর্ত্তি আধুনিক, ইহার বিবরণ পরে লিখিব। ইলোরায় বৌদ্ধদেবালয় জগন্নাথদেবের মন্দির বলিয়া গণ্য হইলেই যে জগন্নাথকে বুদ্ধ বলিতে হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই; অথবা দুই একখানি আধুনিক পঞ্জিকা অথবা অজ্ঞ চিত্রকর অঙ্কিত আধুনিক দুই একখানি ছবিতে দশাবতারের বুদ্ধমূর্ত্তি

* Mitra's Antiquities of Orissa, vol. II. p. 126.

(২) উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ ৩২৪-২৫ পৃঃ।

* Dr. Mitra's Antiquities of Orissa, vol. II. p. 109.

স্থানে জগন্নাথ অঙ্কিত হইলেই জগন্নাথকে বুদ্ধাবতার বলা যাইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে যেখানে দশাবতারের বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে, তথায় ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়; এখনকার মত হস্তপদহীন জগন্নাথমূর্ত্তি দেখা যায় না। যেমন প্রাচীন বোধগয়া হিন্দুর করতলগত হইবার পরেও বায়ুপুরাণীয় গয়া-মাহাত্ম্যে বোধিতরুমূলে বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া পিণ্ডাদি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে; সেইরূপ যদি জগন্নাথ বৌদ্ধতীর্থ হইত, তাহা হইলে পুরাণাদি কোন না কোন সংস্কৃত গ্রন্থে নিশ্চয়ই বুদ্ধের কোনরূপ আভাস থাকিত। বরং উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

"অতো দশাবতারাণাং দর্শনাদ্যেস্তু যৎ ফলম্।
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্॥" (৫১ অঃ)

উক্ত শ্লোকে দশাবতার হইতে জগন্নাথের প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে। মাগুনিয়া দাসাদির কথা নিতান্ত আধুনিক ও অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য। রাজেন্দ্রলাল যে জগন্নাথের বুদ্ধবেশাদির কথা লিখিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ নাই। নীলাদ্রিমহোদয়ে জগন্নাথের শৃঙ্গারবেশাদির সমস্তই উল্লেখ আছে, কিন্তু বুদ্ধবেশের কথাই নাই। এ ছাড়া উক্ত পুরাবিদ্গণ শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচারপরিত্যাগপ্রথা উল্লেখ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে, শ্রীক্ষেত্রে বিলক্ষণ বর্ণবিচার প্রথা প্রচলিত আছে, কেবল এখন মহাপ্রসাদ ভক্ষণ সম্বন্ধে নাই, কিন্তু এ প্রথা আধুনিক, যথাস্থানে তাহা প্রকাশ করিব। জগন্নাথের রথযাত্রা যে বুদ্ধদেবের রথযাত্রার অনুকরণ, তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ রথযাত্রার প্রথা বহু প্রাচীন, জগন্নাথ ব্যতীত অপরাপর হিন্দু দেবদেবীরও রথযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও মহাবীর স্বামীর রথযাত্রার প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই যে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। [রথযাত্রা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

আমরা যেরূপ প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে পুরুষোত্তমকে আর্য্যজাতির এক প্রাচীনতম দেবপ্রতিমা বলিয়া মনে করি।

শাখায়নব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদা লভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্॥"

শাখায়ন-ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'আদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্ত্তমানং যদ্দারু দারুময় পুরুষোত্তমাখ্যদেবতাশরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপূরুষং নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপূরুষং তৎ আলভস্ব দুর্দ্দনো হেহোতঃ তেন দারুময়েণ দেবেন উপাস্যমানেন পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ।'

আদিকাল হইতে বিপ্রকৃষ্টদেশে যে অপৌরুষেয় দারুমূর্ত্তি সমুদ্রতীরে ভাসিয়াছে, তাহার উপাসনা করিলে লোক পরমলোকে গমন করে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও বাচস্পত্য-রচয়িতা পণ্ডিত তারানাথও অথর্ব্ববেদের নাম দিয়া এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোর্মধ্যে অপূরুষম্।
তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্॥"

কিন্তু উক্ত বচনটী মুদ্রিত অথর্ব্ববেদে পাইলাম না, বোধ হয় ঐ বচনটী শাখান্তরে অথবা অথর্ব্ববেদীয় অপর কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে। অনেকেই এই বচনটী কল্পিত বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে চান, কিন্তু ঐ বচনটী প্রক্ষিপ্ত বা আধুনিক নয়, তাহারও প্রমাণ আছে। আমরা সাত শত বর্ষের হাতের লেখা উৎকলখণ্ডের পুথি পাইয়াছি, তাহাতে উক্ত বচনের অনুকূলে এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়—

"য এষ প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ।
তমুপাস্য দুরারাধ্যং মুক্তিং যান্তি সুদুর্লভাম্॥"
(উৎকল খ° ২১।৩ শ্লোক)

ঐ শ্লোকের পর লিখিত আছে—

"ব্রহ্মজ্ঞাননিধিঃ সাক্ষান্নারদঃ প্রত্যুবাচ তং।
নহি প্রবৃত্তির্বিজ্ঞোস্ত বিনা বেদং প্রবর্ত্ততে।
পরেষাং যস্ত বা সৃষ্টৌ শ্রুতিপ্রামাণ্যবান্ প্রভুঃ।
বিনা শ্রুতিং প্রবৃত্তে তৎ কস্তৎ প্রামাণ্যমৃচ্ছতি।
তস্মাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধোঽয়মবতারোঽত্র ভূপতে।
বেদান্তবেদ্যং পুরুষং গীতং তং সামগীতিষু।
প্রতিমামেব জানীহি নিঃশ্রেয়সকরীং নৃণাম্।
সন্ত্যেব শ্রুতয়ঃ পূর্ব্বমেতদর্চ্চাপ্রকাশিকাঃ।"

উক্ত প্রমাণের দ্বারা অনুমিত হয় যে সময়ে বেদান্তবেদ্য উপনিষদে ব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছিল, সেই প্রাচীন কালে অথবা তাহার অনতিকাল পরে দারুব্রহ্মের প্রতিমা প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

আমরা ঋগ্বেদ হইতেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য শুনিতে পাই। [বিষ্ণু দেখ।] বোধ হয় যখন বিষ্ণুমতাবলম্বী আর্য্যগণ প্রথম উৎকলরাজ্যে প্রবেশ করেন, সেই সময় এখানে অনার্য্যগণের আধিপত্য দেখিতে পান। পৃথিবীর নানা স্থানেই আদিম অসভ্য জাতিগণ এখনও কাষ্ঠপ্রস্তরাদির পূজা করিয়া থাকে। সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে তাহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রপুত্র দুর্দ্ধর্ষ শবরজাতির উল্লেখ আছে। [শবর দেখ।] উৎকল ও দক্ষিণ কোশলে বহু পূর্ব্বকাল হইতে শবরগণ প্রবল ছিল।

বোধ হয়, আর্য্যগণ এখানে আসিয়া প্রথমে সেই শবরদিগকে সমুদ্রতীরে কাষ্ঠ ও প্রস্তরের পূজা করিতে দেখেন। ক্রমে এখানে কোন পরাক্রান্ত শবর বা অনার্য্য জাতির সহিত আর্য্যগণ মিলিত হইয়া পড়েন এবং এখানকার দারু ও প্রস্তরমূর্ত্তির পূজা করিতে থাকেন। বোধ হয় উৎকলাগত আর্য্যগণ এখানে সেই আরাধ্য দারু বা প্রস্তরকেই অপৌরুষেয় বিষ্ণু বা ব্রহ্মমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিবেন। নারদ ও ব্রহ্মপুরাণ হইতেই আমরা ইহার কতকটা রূপক আভাস প্রাপ্ত হই।

নারদ ও ব্রহ্মপুরাণে শবরপ্রসঙ্গ, ইন্দ্রদ্যুম্ন-নির্ম্মিত মন্দিরের বালুকা মধ্যে আচ্ছাদন ও ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মার আগমনের কথা কিছুই নাই। এতদ্দ্বারা উৎকলখণ্ড ও কপিলসংহিতা প্রভৃতির আখ্যান অপেক্ষা নারদ ও ব্রহ্মপুরাণের বিবরণ মৌলিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে অনুমান করা যায় যে—যখন আর্য্যগণ সিন্ধুতীরে দারুব্রহ্ম প্রকাশ করেন, তখন শবর বা অনার্য্যগণের সহিত তাঁহারা পূর্ব্বসংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন এখানে আসিয়া প্রথমে দারুব্রহ্মের দর্শন পান নাই। নারদ ও ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, তখন পুরুষোত্তম সমুদ্রের বল্লীমধ্যে গুপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন আসিয়া কেবল বেদী দর্শন পান ও তাহাতেই শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যখন পঞ্চ পাণ্ডব এখানে আগমন করেন, তখনও তাঁহারা কেবল মহাবেদী দর্শন করিয়া স্তবপাঠ করিয়াছিলেন। মহাভারতে বনপর্ব্বে লিখিত আছে—

"ততঃ প্রসন্না পৃথিবী তপসা তস্য পাণ্ডব।
পুনরুন্মহ সলিলাদ্বেদীরূপাস্থিতা বভৌ।
সৈষা প্রকাশতে রাজন্ বেদী সংস্থানলক্ষণা।
আরুহ্যাত্র মহারাজ বীর্য্যবান্ বৈ ভবিষ্যসি।
সৈষা সাগরমাসাদ্য রাজন্ বেদী সমাশ্রিতা।
এতামারুহ্য ভদ্রন্তে ত্বমেকস্তর সাগরম্।
অহঞ্চ তে স্বস্ত্যয়নং প্রযোক্ষ্যে ত্বমেনামধিরোহসেহদ্য।
স্পৃষ্টা হি মর্ত্ত্যেন ততঃ সমুদ্রমেষা বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ়॥
ওঁ নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় তে।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি॥
অগ্নির্মিত্রো যোনিরাপোঽথ দেব্যো বিষ্ণোরেতস্ত্বমৃতস্য নাভিঃ।
এবং ব্রুবন্ পাণ্ডব সত্যবাক্যং ততোঽবগাহেত পতিং নদীনাম্॥"
(বনপর্ব্ব ১১৪।২২-২৭)

পৃথিবী তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া সলিল মধ্য হইতে উঠিয়া বেদীরূপে বিরাজমান হইলেন। মহারাজ ঐ সেই বেদী লক্ষিত হইতেছে, ইহাতে আরোহণ করিলে বীর্য্যবান্ হইবেন। বেদী সাগরকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহাতে আরোহণ করিলে একাকীই (ত্বর) সাগর পারে যাইতে পারিবেন। আমি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি, আপনি স্পর্শ করুন। হে দেবেশ! তুমি বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার। তুমি লবণসাগরের সন্নিহিত হও। তুমি অগ্নি, তুমি মিত্র, তুমি সলিলের আধার, তুমি দেবীস্বরূপ ও অমৃতের আকর, এইরূপে স্তব করিয়া বেদীতে প্রবেশ কর।

এখনও পুরুষোত্তমবাসী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে জগন্নাথের দারুমূর্ত্তি অপেক্ষা তাঁহার মহাবেদীই প্রকৃত সিদ্ধপীঠ ও মহাপুণ্যপ্রদ। বেশীদিনের কথা নয়, মন্দির অভ্যন্তরে একখানি প্রস্তর খসিয়া পড়ায় দারুমূর্ত্তিগুলি স্থানান্তর করা হইয়াছিল, সে সময়ে জগন্নাথের প্রসাদ অনেকেই আহার করেন নাই। পণ্ডিতগণ বলেন যে—ভগবান্ মহাবেদীতে না থাকিলে মহাপ্রসাদ হইতে পারে না। নারদ, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণেও এই বেদীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, জগন্নাথের রথোৎসবও উৎকলখণ্ডে "মহাবেদী-উৎসব" বলিয়া কথিত হইয়াছে। (উৎকলখণ্ড ৩৩।৩৪ অঃ)

উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা ও নীলাদ্রিমহোদয়ের মতে, এই বেদীতেই ইন্দ্রদ্যুম্ন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই বেদীতেই দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হয়। শাখায়নবর্ণিত অপৌরুষেয় দারুমূর্ত্তিও বোধ হয় এই বেদীতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে—বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই পুরুষোত্তমক্ষেত্র হিন্দুর নিকট মহাতীর্থ বলিয়াই গণ্য ছিল। মহাভারতে পাণ্ডব কর্ত্তৃক বেদীর নিকট যে স্তব বর্ণিত আছে, তাহা দারুব্রহ্ম (?) পুরুষোত্তম-উদ্দেশক স্তব বলিয়াই মনে হয়।

অনন্তর উৎকলরাজ্যে বৌদ্ধদিগের অধিকার বিস্তৃত হইল। তাহাতে সুদীর্ঘকাল দারুব্রহ্মের বা মহাবেদীর মাহাত্ম্য হিন্দুজগতে অপ্রকাশিত রহিল। বৌদ্ধদের পরাক্রম খর্ব্ব হইলে অনার্য্য শবরগণ কলিঙ্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিল ও ক্রমে তাহারা আর্য্য সংস্রবে সভ্য হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণজাতির উপর অনার্য্যজাতির চিরকাল আক্রোশ। [ডোম, সাঁওতাল প্রভৃতি দেখ।] কিন্তু সুচতুর শবররাজগণ বৈরিভাব বিসর্জ্জন দিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইল, বৌদ্ধ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ব্রাহ্মণগণও অসভ্য শবরের সহিত যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

রায়পুর, সম্বলপুর ও কটক জেলা হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও শিলালিপি পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বতন শবররাজগণ সকলেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, মহাকোশলে রাজত্ব করিতেন এবং আপনাদিগকে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি বলিয়া পরিচয় দিতেন।

শ্রীপুর, রাজিম, দুর্গ ও কটক প্রভৃতি স্থানে শবররাজগণের রাজধানী ছিল। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মহানদীকূলস্থ শিরপুর নামক প্রাচীন গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত আছে—(১৫)

'শবর বংশে উদয়ন * নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র ইন্দ্রবল, তৎপুত্র নন্নদেব, ইনি অনন্তেশ্বর নামক দেবালয় নির্ম্মাণ করেন, তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত, তৎপুত্র হর্ষগুপ্ত, তৎপুত্র মহাবীর শিবগুপ্ত, ইহার অপর নাম বালার্জ্জুন †।'

বিখ্যাত কনিংহাম্ এই শিবগুপ্তকে ৪৭৫ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ক্লিট্‌সাহেব তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে উক্ত শিলালিপির অক্ষর কিছুতেই খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এরূপ স্থলে শিবগুপ্তও ঐ সময় বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুতরাং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে শবরগণ প্রবল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণভট্ট-রচিত হর্ষচরিত-পাঠে জানা যায় যে যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ভগিনী রাজ্য-শ্রীকে অনুসন্ধান করিতে বাহির হন, তখন বিন্ধ্যপ্রদেশে শবররাজ শরভকেতুর পুত্র ব্যাঘ্রকেতু রাজত্ব করিতেছিল এবং সেই শবররাজের সাহায্যেই হর্ষরাজ ভগিনীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। বোধ হয় হর্ষরাজ যখন উৎকল জয় করেন, তখনও উড়িষ্যা শবর-রাজগণের অধিকারে ছিল।

উড়িষ্যার পুরাবিদ্‌গণ মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন, যে শিবদেব বা শোভনদেবের রাজত্বকালে (২৪৫ শকে বা ৩২৩ খৃষ্টাব্দে) রক্তবাহু নামে যবন অর্ণবপোতে আসিয়া নগর আক্রমণ করেন, রাজা যবনের ভয়ে জগন্নাথ মূর্ত্তি ও সমস্ত তৈজস পত্র লইয়া শোণপুর জঙ্গলে পলাইয়া যান। রক্তবাহু মন্দির লুণ্ঠন করিয়া নগরবাসীর উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করে। রাজা শিবদেব ঐ সংবাদ পাইয়া দারুব্রহ্মমূর্ত্তি মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করেন।

রায়পুরের অন্তর্গত দুর্গ নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে শিবদেব ও পুরুষোত্তমের নাম উৎকীর্ণ আছে, ঐ শিলালিপির অক্ষরের সহিত শিরপুর হইতে প্রাপ্ত শিবগুপ্তের চারি খানি শিলালিপির অক্ষরের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কটক জেলার অন্তর্গত মহানদীতীরস্থ কপালেশ্বর নামক প্রাচীন গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে প্রতীয়মান হয় যে মহারাজাধিরাজ শিবগুপ্তের পুত্র ভবগুপ্ত ত্রিকলিঙ্গ ও কোশলরাজ্যে আধিপত্য করিতেন। (Indian Antiquary, vol. V. p. 59.) পূর্ব্বোক্ত দুর্গ, রাজিম শিরপুর, শোণপুর প্রভৃতি স্থানগুলি প্রাচীন দক্ষিণ কোশলের অন্তর্গত ছিল। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা দুর্গের শিলালিপি-বর্ণিত শিবদেব ও শবররাজ শিবগুপ্ত উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। শবররাজগণ মহানদীতীরস্থ রাজিমনগরে রাজত্ব করিতেন ও এখানে বহুসংখ্যক বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, রাজিম-মাহাত্ম্যে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এখন রাজিমনগরে জগন্নাথদেবের এক প্রাচীন মন্দির আছে। এখানকার লোকের বিশ্বাস এবং রাজিমমাহাত্ম্যেও লিখিত আছে, ঐ মন্দিরে যে দারুময়ী জগন্নাথ-মূর্ত্তি বিরাজমান, তাহা প্রথমে শ্রীক্ষেত্রের মহামন্দির হইতে আনীত হয়। দারুব্রহ্মের মত রাজিমস্থ দারুমূর্ত্তিরও লেপসংস্কারাদি হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে যবনের ভয়ে মহারাজ শিবগুপ্ত শ্রীক্ষেত্র হইতে পবিত্র মূর্ত্তি আনিয়া নিজ রাজধানীতে স্থাপন করেন। এখানে একটী গোলযোগ উঠিতে পারে, মাদলাপঞ্জীর মতে ২৪৫ শকে শিবদেব কর্ত্তৃক জগন্নাথমূর্ত্তি স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শিবগুপ্ত খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং উভয়ে এক ব্যক্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? আমরা গাঙ্গেয় শব্দে প্রমাণ করিয়াছি যে উৎকলের ঐতিহাসিকগণ মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া যে সকল প্রাচীন কথা লিখিয়াছেন, তাহার

(১৫) এই শিলালিপির মূলের পাঠ এ পর্যান্ত কোন পুস্তকে মুদ্রিত না হওয়ায় সাধারণের অবগতির জন্য ঐতিহাসিক অংশ উদ্ধৃত হইল—

"আসীদুদয়নো নাম ভূপতিঃ শবরান্বয়ঃ।
অভূদ্বলভিদা তুল্যস্তস্যাদিন্দ্রবলো বলী॥
ততঃ শ্রীনন্নদেবোঽভূদভিমানমহোদয়ঃ।
পূর্ণানন্তেশ্বরাখ্যো যশ্চকার দেবালয়ং॥
চন্দ্রগুপ্তো ভুবো গোপ্তা তস্য জজ্ঞে সুতোত্তমঃ।
ততঃ শ্রীহর্ষগুপ্তোঽভূজ্জনহর্ষাবিবর্দ্ধনঃ॥
তস্যাজনি সূনুঃ শিবগুপ্তো মহীপতিঃ।
অভূত্রিজনমুখ্যো যঃ খ্যাতো বালার্জ্জুনাখ্যয়া॥
যেত্তামসিলতাংসংখ্যে কৃত্বা যঃ করপঙ্কিনীম্।
• • • • •
যস্য নির্জ্জিতা নির্জ্জিত্য স্বভুজা ইব সায়কঃ।" ইত্যাদি।

* পল্লবরাজ নন্দিবর্ম্মা পল্লবমল্লের তাম্রশাসনেও এই শবররাজের নামোল্লেখ আছে। নন্দিবর্ম্মা ইঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইহার ময়ূর-পুচ্ছরচিত দর্পণধ্বজ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। (Indian Antiquary, Vol. VIII. p. 375.)

† শিরপুরস্থ গন্ধেশ্বর মন্দিরের শিলাফলকেও ইনি কেবল বালার্জ্জুন নামে অভিহিত হইয়াছেন। (Cunningham's Archæological Survey Reports, vol. XVII. plate XX.)

অধিকাংশই ভ্রমমূলক। এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্‌সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন, যে সচরাচর উৎকলরাজ যযাতি কেশরীর যেরূপ সময় নিরূপিত হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহার চারিশত বর্ষের পরে তাঁহার সময় স্থির করিতে হইবে *। বাস্তবিক আমরা নানা প্রমাণ পাইয়াছি যে মহারাজ শিবগুপ্ত খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে আধিপত্য করিতেন।

উৎকলের ঐতিহাসিকগণ রক্তবাহু যবনকে গ্রীক বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গ্রীক কর্তৃক উৎকল-প্রান্ত আক্রমণের কথা অপর কোন ইতিহাসে শুনা যায় না। যবদ্বীপের অধিবাসীগণও যবন্ বা জবন্ নামে খ্যাত। খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে যবদ্বীপীয়গণ অতিশয় প্রবল হইয়া অর্ণবপোতে গিয়া চীনসমুদ্রবর্ত্তী কম্বোজ হইতে ভারতের পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী নানাস্থান লুণ্ঠন করিয়াছিল, তন্মধ্যে ৭০৯ শকে তাহারা কম্বোজে যে ভীষণ উৎপাত করিয়াছিল, তথাকার প্রাচীন সংস্কৃত শিলাফলকে তাহা জলন্ত ভাষায় বর্ণিত আছে †।

আমাদের বোধ হয়—কম্বোজের মত জবনগণ অর্ণবপোতে আসিয়া শ্রীক্ষেত্রেও লুণ্ঠন করিয়াছিল। পরাক্রান্ত জবন-সৈন্যের ভয়েই রাজা শিবগুপ্ত জগন্নাথ স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শবররাজ শিবগুপ্তের পর তৎপুত্র মহারাজ ভবগুপ্ত ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকল ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থান হইতে ভবগুপ্তের সময়কার খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি মহাভবগুপ্ত নামেও আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কটক জেলার কপালেশ্বর গ্রাম হইতে প্রাপ্ত ভবগুপ্তের তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ সম্বৎ অঙ্ক দৃষ্টে বোধ হয়, ইনি বহু দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ ভবগুপ্তের রাজত্বকালে উৎকলের বিখ্যাত রাজা যযাতির পিতা জনমেজয় প্রাদুর্ভূত হন। এখনকার কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, মহারাজ যযাতি-কেশরী মগধ হইতে আসিয়া উড়িষ্যা জয় করেন, কিন্তু এ কথা ঠিক নহে, ব্রহ্মেশ্বরের শিলালিপিতে লিখিত আছে—যযাতির পিতা চন্দ্রবংশীয় জনমেজয় ত্রিকলিঙ্গ হইতে আসিয়া ওড্ররাজকে পরাজয় করিয়া উড়িষ্যারাজ্য গ্রহণ করেন (১৩)।

* Fleets' Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 294.

† Inscriptions Sanskrites de Campa et du Cambodge par M. Abel Bergaigne, p. 33. (1894.)

(১৩) "তদ্বংশেহজনি শুভ্রকীর্ত্তিরতুলো বিখ্যাতরাবমতো
রাজাশ্রীজনমেজয়ঃ স রিপুহা ভুক্তত্রিকলিঙ্গাধিপঃ।
যস্তাসিতিকরাকরিপ্রমবিধাক্তয়ে রিপূণাং ক্ষিপে
যঃ কৃত্বাগ্রহতৌড্রদেশনৃপতের্লক্ষ্মীং সমাকৃষ্টবান্।"
ব্রহ্মেশ্বরলিপি ২ শ্লোক।

শম্বলপুর হইতে প্রাপ্ত ও কটকের কালেক্টরী আপিসে রক্ষিত দুইখানি তাম্রশাসনে যযাতির পিতা জনমেজয়ের নাম পাওয়া যায়, তিনি ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহারাজ ভবগুপ্তের অধীনে উৎকল-রাজ্য শাসন করিতেন *।

মহারাজ যযাতির তাম্রশাসন দ্বারাও জানা যায় যে তিনি ভবগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহাশিবগুপ্তের (অধীনে) সময়ে উৎকলরাজ্য শাসন করিতেন †।

উৎকলের ঐতিহাসিকগণ যযাতির পিতার নামোল্লেখ না করিলেও তাঁহার ১১শ পুরুষ পরে জনমেজয়কেশরী নামে কেশরীবংশীয় এক রাজার নাম লিখিয়াছেন। পুরুষোত্তম-চন্দ্রিকা প্রভৃতির মতে জনমেজয়কেশরী ৬৭৬—৬৮৫ শক অর্থাৎ ৭৫৪—৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ‡।

পূর্ব্বে যেরূপ লেখা হইয়াছে, তাহাতে যযাতির পিতা জনমেজয় ঐ সময়ের লোক হইতেছেন বটে।

তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়—যে শবরাধিপ ভবগুপ্তের সময়ে রাজা জনমেজয়দেব এবং ভবগুপ্তের পুত্র মহাশিবগুপ্তের সময় রাজা যযাতি আবির্ভূত হন। উৎকলের ঐতিহাসিকগণের মতে ৩৯৬ শকে রাজা যযাতি রাজত্ব করিতেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে প্রকৃত ঘটনা হইতে যযাতির সময় কমবেশ চারিশত বর্ষ পিছাইয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে যযাতির আবির্ভাব স্বীকার করিতে হয়। রাজা যযাতির তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ বর্ণমালা দ্বারাও তাঁহাকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

উৎকলখণ্ড ও তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে শবর কর্তৃক যে পুরুষোত্তমের পূজাদি লিখিত আছে, তাহা শবর-রাজগণের সময়কার কথা হওয়াই সমধিক সম্ভব। যযাতি শবররাজধানী হইতে দারুব্রহ্মমূর্ত্তি আনিয়া নানা যাগ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বোধ হয় এই উপলক্ষ করিয়াই উৎকলখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মা কর্তৃক দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণিত হইয়া থাকিবে।

নারদ বা ব্রহ্মপুরাণে শবর বা ব্রহ্মার প্রসঙ্গ না থাকায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, যে শবরপ্রসঙ্গমূলক উৎকলখণ্ড ২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাধিধারী যযাতির সময়ে বা তাঁহার কিছু পরে

* Journal Asiatic Society of Bengal, 1877, pt. I p. 153, 175.

† তাম্রশাসনে উৎকলরাজ জনমেজয় ও তৎপুত্র যযাতি সোমবংশীয় বলিয়া পরিচিত।—J. A. S. B. Vol. VII. p. 558.

‡ Dr. Hunter's Orissa, Vol. I. p. 200.

রচিত হইয়াছে*। তিনি ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া যে সকল বন্দোবস্ত করেন, তাহাই উৎকলখণ্ডরচয়িতা নারদ ও ব্রহ্মপুরাণ অবলম্বন করিয়া বিস্তৃতভাবে অনেক অপরাপর কথার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখনও শবররাজার আধিপত্য ছিল বলিয়াই রাজা যযাতি শবরদিগকে জগন্নাথের সেবকরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেইজন্যই পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থে জগন্নাথের লেপসংস্কারাদি সকল কার্য্যে শবরের পূর্ণ অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখনও সেই পূর্ব্বতন জগন্নাথ-সেবক শবরদিগের বংশধরেরা দৈতাপতি (১৪) নামে খ্যাত ও পূর্ব্ব অধিকার ভোগ করিতেছে, কিন্তু অপরাপর কোন শবরের মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবারও অধিকার নাই।

উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—মহারাজ (সম্ভবতঃ ২য়) ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য যখন চিত্রোৎপলা নদীতীরে উপনীত হন, তখন উৎকলরাজ আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন। কপিলসংহিতায় লিখিত আছে—

"উৎপলেশং সমাসাদ্য যাবচ্চিত্রা মহেশ্বরা।
তাবৎ চিত্রোৎপলা খ্যাতা সর্ব্বপুণ্যপ্রদা নদী॥"

এই শ্লোক অনুসারে যেখানে উৎপলেশ্বর আছে, সেই স্থানেই চিত্রোৎপলানদী প্রবাহিত। রাজিমমাহাত্ম্যের মতে যেখানে মহানদী ও প্রেতোদ্ধারিণী নদী মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই উৎপলেশ্বর বিরাজমান।

রাজিম নগরেই মহানদী ও প্রেতোদ্ধারিণী বা পাইরি মিলিত হইয়াছে, যযাতির সময়ে ঐ স্থানে শবররাজের রাজধানী ছিল। যদি উৎকলখণ্ডের বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে মহারাজ (২য়) ইন্দ্রদ্যুম্ন এই রাজিম নগরেই উৎকলরাজের নিকট নীলাচলের সংবাদ পান। পূর্ব্বেই লিখিত আছে, যবন-আক্রমণকালে এই রাজিমনগরে জগন্নাথমূর্ত্তি আনীত হইয়াছিল এবং এখনও এখানে দারুময়ী জগন্নাথমূর্ত্তি রহিয়াছে। বোধ হয় যযাতি এখানকার মূর্ত্তি দেখিয়াই নীলাচলে দারুব্রহ্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন।

উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—ইন্দ্রদ্যুম্ন † স্বর্গ গমন করিলে বহু যুগ ধরিয়া মহামন্দির সমুদ্রের বালুকায় ঢাকিয়া গিয়াছিল, গাল নামক একজন রাজা সেই মন্দির উদ্ধার (সংস্কার) করেন এবং আরও পাঁচটী প্রস্তরমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রস্তরময়ী মাধবের প্রতিমা স্থাপন করেন—

"সোঽপ্যত্র প্রতিমাং কৃত্বা মাধবাখ্যাং দৃষন্ময়ীং।
স্থাপয়িত্বাত্র প্রাসাদে পূজয়ামাস শুদ্ধিমান্॥
বরীয়ান্ পঞ্চপ্রাসাদান্ নির্ম্মায় নৃপসত্তমঃ।
তত্র তাং স্থাপয়ামাস ততো নিষ্কৃত্য সাদরম্॥" (উৎ ২৬।৪৬)

প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চরিত্রপুরে (বর্ত্তমান পুরী) আসিয়া উক্ত পাঁচটী প্রাসাদের উচ্চ চূড়া দর্শন করিয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজক উক্ত পঞ্চমন্দিরের গাত্রে নানা সিদ্ধর্ষির মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন ‡। বোধ হয়, চীনপরিব্রাজকের সময়ে জগন্নাথের মূলমন্দির বালুকাশায়ী অথবা ভগ্ন হইয়াছিল। উৎকলের ইতিহাসে লিখিত আছে, সেই মন্দিরের পুনঃসংস্কার বা পুনরুদ্ধার করিয়াই যযাতিকেশরী দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন §।

মাদলাপঞ্জী ও বংশাবলী অবলম্বন করিয়া উৎকলের ঐতিহাসিকগণ যেরূপ কেশরীবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। যযাতি ও তদ্বংশীয়গণের সময়ে উৎকীর্ণ যে সমস্ত শিলাফলক ও তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান উৎকলেতিহাস বর্ণিত যযাতি ও জনমেজয়ের নাম ব্যতীত আর কাহারও নাম পাওয়া যায় না, এতদ্দ্বারা ইতিহাসবর্ণিত কেশরীরাজগণের নামগুলি অধিকাংশই কল্পিত বলিয়া বোধ হয়। [ভুবনেশ্বর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ব্রহ্মেশ্বর-শিলালিপি দ্বারা আমরা ঐ বংশীয় মোট ৮ জন রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখি। যথা—

* কপিলসংহিতা, নীলাদ্রিমহোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকলখণ্ড প্রাচীন, তাহা আনুসঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা জানা গিয়াছে।

(১৪) পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ অসভ্য অনার্য্যগণকে দৈত্য, অসুর প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিতেন। সেইরূপ শবরপতিনিযুক্ত জগন্নাথের সেবকদিগকে বোধ হয় উৎকলবাসীগণ "দৈত্যপতীয়" অর্থাৎ দৈত্য বা শবরপতি নিযুক্ত বলিয়া উপহাস করিতেন, কালে সেই 'দৈত্যপতীয়' শব্দ অপভ্রংশে দৈতাপতি নামে খ্যাত হইয়াছে।

† আমাদের বিবেচনায় ইনিই প্রথম ইন্দ্রদ্যুম্ন। মৈত্রী-উপনিষদে ইঁহার নাম দৃষ্ট হয়।

‡ কনিংহাম্ সাহেব ও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া অক্ষয়কুমারদত্ত ঐ বৃহৎ পাঁচটী মন্দিরকে ভ্রমক্রমে পাঁচটী স্তূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ চীনভাষাবিদ্ বিল সাহেব ঐ ভ্রম সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। (Beal's Si-yu-ki or Records of Western Countries, Vol. II. p. 206.)

§ Sterling's Orissa, (Printed at the De's Utkal Press) p. 114.

ব্রহ্মেশ্বর-লিপিতে লিখিত আছে, রাজা অপবায়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁহার মৃত্যুকালে জনমেজয়-তনয় (বৃদ্ধ) বিচিত্রবীর দেশান্তরে ছিলেন, পরে উৎকলে আসিয়া রাজছত্র গ্রহণ করেন। শিলালিপিতে উদ্যোতকেশরী ভিন্ন এই বংশীয় আর কোন রাজার কেশরী উপাধি পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, এই উদ্যোতকেশরী হইতেই কেশরী নাম বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। ইনি একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, ইনি গৌড় ও চোড় প্রভৃতি রাজগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ছিলেন (১৫)। খণ্ডগিরির অনন্তগুহা ইঁহারই ১৮শ অব্দে নির্ম্মিত হয় (১৬)।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে মহারাজ যযাতি আবির্ভূত হন, এরূপস্থলে তাঁহার ভ্রাতার চতুর্থ পুরুষ মহারাজ উদ্যোতকেশরী (৩ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা হিসাবে) খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এই ১১শ শতাব্দে গাঙ্গেয়রাজ মহাবীর চোড়গঙ্গ উৎকলরাজ্য অধিকার করেন। চোড়গঙ্গ যখন উৎকল রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন উৎকলে কেশরীবংশীয় কোন রাজা ছিলেন কি না, এখনও শিলালিপি হইতে সে সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উদ্যোতকেশরী ও চোড়গঙ্গের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে পরস্পর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকায় অনুমান হয় যে উদ্যোতকেশরী অথবা তাঁহার বংশধরের সময়ে মহারাজ চোড়গঙ্গ উৎকল জয় করেন। [চোড়গঙ্গ দেখ।] এই সময়েই বোধ হয় কেশরীবংশীয় রাজগণ দক্ষিণাভিমুখে পলাইতে বাধ্য হন। পারলা কিমেদীর রাজগণ উক্ত কেশরী-বংশীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। [জগন্নাথ গজপতি নারায়ণ দেব শব্দে দেখ।]

গঙ্গবংশীয় ২য় নরসিংহের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

'গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গ উৎকলরাজসিন্ধুকে মন্থন করিয়া কীর্ত্তিরূপ চন্দ্র, পৃথিবীরূপা রাজ্যলক্ষ্মী, মদমত্ত সহস্র হস্তী, দশহাজার অশ্ব ও অসংখ্য রত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

'এই বিশাল ভূমণ্ডল যাহার চরণ, অন্তরীক্ষ যাঁহার নাভি, দশদিক্ যাঁহার কর্ণ, সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার নয়নযুগল এবং স্বর্গলোক যাঁহার মস্তক, সেই ত্রিলোকব্যাপী পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের বাসযোগ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? এই ভাবিয়াই যেন পূর্ব্বতন নরপতিগণ পুরুষোত্তমের মন্দির নির্ম্মাণে উপেক্ষা করেন, কিন্তু গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গ উপেক্ষা না করিয়া এই মহা মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন (১৭)।'

তাম্রশাসনের উক্ত বিবরণ দ্বারা বোধ হইতেছে, মহারাজ যযাতি যে মন্দিরের সংস্কার করিয়া ২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাধিলাভ করেন, কালে সেই মন্দির বিধ্বস্ত অথবা ভগ্ন হইয়া ছিল, যযাতিবংশীয় কোন রাজা তাহার সংস্কার অথবা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়া দেন নাই, তাঁহারা শিবমন্দির নির্ম্মাণেই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু মহারাজ চোড়গঙ্গ পুরুষোত্তমের মহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কেদারেশ্বরদ্বারে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে ১০০৪ শকে চোড়গঙ্গের আধিপত্যকালে কেদারেশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হয়, বোধ হয় ঐ সময়েই বা কিছু পূর্ব্বে জগন্নাথের মহামন্দির নির্ম্মাণ হইতে থাকে।

উৎকলের সকল ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, মহারাজ অনঙ্গভীমদেব পরমহংস বাজপেয়ীর তত্ত্বাবধানে ৩০।৪০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐ মহামন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। গঙ্গবংশীয় রাজগণের সময়কার পঞ্চাশ ষাটখানি খোদিত শিলাফলক ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন খানিতে অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক মহামন্দির নির্ম্মাণের কথা আদৌ নাই, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক অপরাপর শত শত মন্দির-নির্ম্মাণের প্রসঙ্গ বর্ণিত থাকায় স্বীকার করিতে হইবে, যে অনঙ্গভীমদেব উক্ত মহামন্দির নির্ম্মাণ করেন নাই। চাটেশ্বরের শিলাফলকে তৎকর্ত্তৃক প্রাচীন মন্দির সংস্কারের কথা লিখিত থাকায় অনুমান হয় যে তাঁহার সময়ে উক্ত মহামন্দিরের সংস্কার হইলেও হইতে পারে।

জগন্নাথের দেউল-করণেরা বলিয়া থাকেন যে, মহারাজ চোড়গঙ্গই জগন্নাথের প্রাত্যহিক বিবরণমূলক মাদলাপঞ্জী লেখাইবার ব্যবস্থা করেন, তৎপর হইতে বরাবর আজি পর্য্যন্ত প্রত্যহ তালপত্রে মাদলাপঞ্জী লিখিত হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি মুসলমান আক্রমণে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন মাদলাপঞ্জীর

(১৫) "বালক্রীড়াভিরেব প্রতিভটমখিলং সিংহলং চোড়গৌড়ৌ
যুদ্ধে সন্নদ্ধযোধদ্বিরদবলঘটাসঙ্করং যো বিজিত্য।"
ব্রহ্মেশ্বরলিপি ১০ম ও ১১শ পংক্তি।

(১৬) উক্ত গুহায় এখনও "শ্রীমদুদ্যোতকেশরিদেবস্য প্রবর্দ্ধমানে বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ১৮" উৎকীর্ণ আছে।

(১৭) "নির্ম্মথ্যোৎকলরাজসিন্ধুমপরং গঙ্গেশ্বরঃ প্রাপ্তবান্
একঃ কীর্ত্তিসুধাকরং পৃথুতরং লক্ষ্মীকরণ্যা সমং।
মাদ্যদ্দন্তিসহস্রমশ্বনিযুতং রত্নান্যসংখ্যানি বা
তৎসিন্ধোঃ কিমিদং প্রকর্ষমথবা ক্রমমস্তুন্মাথিনঃ ॥
পাদৌ যস্য ধরান্তরীক্ষমখিলং নাভিশ্চ সর্ব্বা দিশঃ
শ্রোত্রে নেত্রযুগং রবীন্দুযুগলং মূর্দ্ধাপি চ দ্যৌরসৌ ॥
প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতিঃ কোনামকর্ত্তুং ক্ষম-
স্তস্যেত্যাদ্যনৃপৈরুপেক্ষিতমমুং চক্রেথ গঙ্গেশ্বরঃ ॥"
(২য় নরসিংহের তাম্রশাসন ২৬–২৭ শ্লোক।)

অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই জন্যই মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া উড়িষ্যার পঞ্জীকারগণ যে প্রাচীন বংশাবলী আওড়াইয়া থাকেন, তাহা অধিকাংশই কল্পিত এবং এই জন্যই উৎকলের ঐতিহাসিকগণ মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল বংশাবলী ও ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উৎকলরাজগণের সাময়িক খোদিত লিপির সহিত তাহার অধিকাংশই মিলে না।

গঙ্গবংশীয় রাজগণের আধিপত্যকালেই জগন্নাথের সমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠে। গঙ্গবংশীয় রাজগণ উৎকলের অধিকাংশ আয়ই জগন্নাথের সেবায় ব্যয় করিতেন এবং আপনাদিগকে জগন্নাথের ঝাড়ুদার বলিয়া পরিচয় দিতেন। এখনও যে রথযাত্রার দিন জগন্নাথ রথে উঠিবার সময় সর্ব্বাগ্রে পুরীর রাজা ঝাঁড় দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন, এই প্রথা গঙ্গবংশীয় রাজগণের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

গঙ্গবংশীয় রাজগণের প্রতাপ খর্ব্ব হইলে সূর্য্যবংশীয় কপিলেন্দ্রদেব কর্ণাট হইতে আসিয়া উৎকলরাজ্য অধিকার করেন, ইনি ও ইঁহার মন্ত্রীগণ সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। জগন্নাথের মহামন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে মহারাজ কপিলেন্দ্রদেব জগন্নাথের সেবার্থ বিস্তর জমি জমা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। [গোপীনাথপুর দেখ।]

কপিলেন্দ্রের পর তৎপুত্র পুরুষোত্তমদেব উৎকলের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার সময়ে উড়িষ্যার নানাস্থানে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নামাঙ্কিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়। রাজা পুরুষোত্তমদেবও জগন্নাথের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। [পুরুষোত্তমদেব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] ইনিও দারুব্রহ্মের উদ্দেশে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এখন জগন্নাথের মহামন্দিরের চূড়ায় যে নীলচক্র (১৮) বিরাজ করিতেছে, তাহা এই পুরুষোত্তম দেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত। ঐ নীলচক্রের মধ্যেও পুরুষোত্তমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়, তাহার উপর পুনঃ পুনঃ বর্ণ-সংস্কার হওয়ায় এখন সেই লিপি অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পুরুষোত্তমদেবের পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইঁহার সময়ে শ্রীক্ষেত্রে নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহার সময়েই দীর্ঘকাল শ্রীক্ষেত্রধামে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি কতকগুলি নূতন উৎসব প্রচার করেন এবং এই সময়ে মহাপ্রসাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। (মহাপ্রসাদের বিবরণ পরে লিখিত হইবে।)

একবার প্রতাপরুদ্র দাক্ষিণাত্য জয়ে বহির্গত হন, এই সুযোগে বঙ্গের মুসলমান সুবাদার সসৈন্যে আসিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। মুসলমানসৈন্য শ্রীক্ষেত্র অবধি লুণ্ঠন করিয়াছিল। এই সময়ে জগন্নাথের সেবকগণ দারুব্রহ্মমূর্ত্তি গিরিগহ্বরে লুকাইয়া রাখিবার জন্য গুপ্তভাবে নৌকায় করিয়া চিল্কাহ্রদে লইয়া আইসে। পরে প্রতাপরুদ্র ফিরিয়া আসিয়া ম্লেচ্ছদিগকে তাড়াইয়া দারুব্রহ্ম মূর্ত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বহুসংখ্যক পুত্র ও মন্ত্রী মধ্যে রাজ্য লইয়া বিবাদ হয়, ক্রমে মন্ত্রী ও সামন্তগণ প্রবল হইয়া ক্রমে ক্রমে সিংহাসন অধিকার করিতে থাকে, এই গোলযোগের সময় জগন্নাথদেবের সেবারও বিশেষ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। রাজ্যবিপ্লব মিটিতে না মিটিতে দেবদ্বেষী কালাপাহাড়ের রণঢক্কা উৎকলক্ষেত্রে নিনাদিত হইল। মুকুন্দদেব তখন উৎকলের রাজা, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই অন্তর্বিপ্লবে গজপতিরাজগণের প্রতাপ অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছিল।

মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় বহুসংখ্যক সৈন্যসহ যাজপুরে উপস্থিত হইল। এখানে উৎকলবাসীগণ প্রাণপণে তাহার গতিরোধ করিল, এই যুদ্ধেই রাজা মুকুন্দদেব নিহত হইলেন। উৎকলরাজের পরাজয়বার্ত্তা জগন্নাথে পৌঁছিল। এবারও সেবকগণ দারুব্রহ্মের মূর্ত্তিগুলি রক্ষা করিবার জন্য চিল্কাহ্রদের নিকটে পারিকুদে আনিয়া একটী গর্ত্তমধ্যে লুকাইয়া রাখিল। দুর্দান্ত কালাপাহাড় শত শত দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ বা অঙ্গহীন করিয়া জগন্নাথের মহামন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এখানে বিস্তর লুণ্ঠনাদি ও অপচয় করিয়া দারুব্রহ্মমূর্ত্তির সন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে চর পাঠাইয়া দিল।

সেবকেরা বহুযত্ন করিয়াও কালপাহাড়ের করাল কবল হইতে পবিত্র মূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না। কালাপাহাড় পারিকুদ হইতে দারুব্রহ্মকে বাহির করিয়া টানিয়া লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। এখানে স্তূপাকারে কাষ্ঠ সাজাইয়া অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক তন্মধ্যে দারুব্রহ্মমূর্ত্তি নিক্ষেপ করিল, পরে সেই দগ্ধমূর্ত্তি অগ্নি হইতে লইয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, দারুব্রহ্মকে অগ্নিমধ্যে প্রদান করিবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ খসিয়া গেল ও সে মৃত্যু-

(১৮) তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই নীলচক্র ছিল। ব্রহ্ম, নারদ প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে।

"চক্রং দৃষ্ট্বা হরের্দূরাৎ প্রাসাদোপরিসংস্থিতম্।
সহসা মুচ্যতে পাপান্নরো ভক্ত্যা প্রণম্য তং॥" (নারদপু° উত্তর।)

বোধ হয় প্রাচীন চক্র ভগ্ন হওয়ায় পুরুষোত্তমদেব একটী নূতন চক্র স্থাপন করেন।

মুখে পতিত হইল। তাহার অনুচরেরা যখন সেই পবিত্র মূর্ত্তি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে, তখন দেবের এক প্রধান ভক্ত বেসর মহান্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি অতি গুপ্তভাবে সেই দগ্ধ দেবমূর্ত্তি লইয়া উৎকলের কুজঙ্গ দুর্গাধিপতি খণ্ডাইত গৃহে রক্ষিত করেন। তাহার কুড়িবর্ষ পরে রাজা রামচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে দারুব্রহ্ম কুজঙ্গ হইতে আনীত হয়।

এ সময়ে উৎকলের অধিকাংশই পাঠানের হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু অক্‌বর বাদশাহের আদেশে মুনিম্ খাঁ তৎপর খাঁজহান আসিয়া পাঠানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে উৎকল রাজ্য দিল্লীশ্বরের অধিকার ভুক্ত করিলেন। উক্ত যুদ্ধ ঘটনার সময়ে জগন্নাথদেবকেও দুই তিনবার চিল্কাহ্রদে আনিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। মোগল পাঠানের যুদ্ধকালে উৎকলে যে ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার সামন্তগণ একত্র হইয়া দনাই বিদ্যাধরের পুত্র রণাই রাওত্রাকে রামচন্দ্রদেব নাম দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে অক্‌বরের অন্যতম প্রধান সেনাপতি সবাই জয়সিংহ, বাদশাহের কার্য্যোদ্ধারের জন্য উৎকলে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও রামচন্দ্রদেবের অভিষেক কার্য্যে অনুমোদন করিলেন। তৎকালে জয়সিংহের আদেশেই রামচন্দ্রদেব বংশপরম্পরায় উৎকলের অপর সকল সামন্তরাজ হইতে প্রাধান্য লাভ করিলেন। রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহার বংশধরই জগন্নাথের প্রধান সেবকরূপে নিযুক্ত হইলেন। রামচন্দ্র রাজা হইয়াই শাস্ত্রীয় বিধানে নিম্বকাষ্ঠে দারুব্রহ্মের নবকলেবর স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। (নবকলেবরের বিবরণ পরে লিখিত হইবে)। পূর্ব্ববৎ ষোড়শোপচারে দেবের পূজা চলিতে লাগিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় অল্পদিন না হইতে হইতেই আবার গোলকুণ্ডার আদিলশাহীরাজ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া রামচন্দ্রদেবকে পরাজয় করিলেন।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ উড়িষ্যায় আসিয়া জগন্নাথক্ষেত্র দর্শন করেন। তিনি রাজা রামচন্দ্রদেবের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহারাজ উপাধি এবং জগন্নাথ ও তাহার চারিপার্শ্বস্থ ১২৯ কিল্লার শাসনভার প্রদান করেন। এই সময় হইতেই খোর্দ্দারাজ সর্ব্বপ্রকারে প্রাধান্য লাভ * করিলেন।

তৎপরে কিছু দিন জগন্নাথে আর কোন গোলযোগ হয় নাই। তব্‌শিরৎ-উল্ নাজিরিন্ নামক পারসী রোজনামচায় লিখিত আছে—

'বাদশাহ অরঙ্গজেব জগন্নাথের মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য নবাব ইক্‌রামখাঁকে আদেশ করেন। তখন ঐ মহামন্দির রাজা দ্রব্যসিংহদেবের অধীনে ছিল। রাজা মীরমুহম্মদকে নবাবের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং মন্দির ভাঙ্গিয়া বিরাট্‌মূর্ত্তি সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিতে সম্মত হন। তদনুসারে রাজা সিংহদ্বারে রক্ষিত একটী রাক্ষসমূর্ত্তি ও দ্বারের সম্মুখস্থ দুইটী তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই সময়ে একটী বৃহৎ চন্দনকাষ্ঠের মূর্ত্তি ও দেবের নেত্রস্থানে রক্ষিত দুইটী প্রধান হীরক বিজাপুরে অরঙ্গজেবের নিকট পাঠান হয়।'

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে দেবদ্বেষী অরঙ্গজেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে জগন্নাথমূর্ত্তিও এড়াইতে পারেন নাই। কেবল খোর্দ্দারাজের কৌশলেই দারুব্রহ্মমূর্ত্তি রক্ষা পাইয়াছিল। উক্ত দ্রব্যসিংহের সময় জগন্নাথের পাকশালা নির্ম্মিত হয়।

তাহার কিছু দিন পরে উৎকলে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এ সময় অর্থলোভী মহারাষ্ট্রদিগের নির্য্যাতনে পড়িয়া উৎকলবাসীগণ কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু এ দুঃসময়ে জগন্নাথদেবের সেবার কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই। মহারাষ্ট্রনায়কগণ জগন্নাথদেবকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সেবার জন্য বিস্তর অর্থাদিও দান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহা মন্দিরে সিংহদ্বারের সম্মুখে গরুড়স্তম্ভ ছিল, বোধ হয় কালাপাহাড় প্রভৃতি মুসলমানের আক্রমণে সেই গরুড়স্তম্ভ নষ্ট হইয়াছিল, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাষ্ট্রগণ কোণার্কের অরুণস্তম্ভ তুলিয়া মহামন্দিরের সম্মুখে স্থাপন করেন, এখনও সেই একখানি কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত প্রায় ২৮ হাত উচ্চ সুন্দর শিল্পকার্য্যযুক্ত অরুণস্তম্ভ মহামন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে খোর্দ্দারাজের অধিকৃত সমস্ত ভূভাগ বৃটীশ অধিকৃত হইল, এই সময়ে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার কিছুদিনের জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্টের হস্তে আসিল। ইংরাজরাজ যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন।

খৃষ্টান গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক হিন্দুমন্দিরের তত্ত্বাবধান খৃষ্টীয় মিসনরীগণের অসহ্য বোধ হইল, তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় গবর্মেণ্ট পুরীর রাজাকে আবার মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলেন এবং দেবসেবার জন্য উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তিও ছাড়িয়া দিলেন। এখন পুরীর রাজাই সেই দেবসেবা

* এখনও ইহারাই বংশধর পুরীর ঠাকুর রাজা বলিয়া খ্যাত। এখন পুরীর রাজা জগন্নাথের মোহান্ত ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাঁহার সে আধিপত্য, সম্পত্তি কিছুই নাই বলিলেই হয়। কিন্তু উড়িষ্যার পঞ্জিকায় এখনও সেই পুরীরাজের রাজ্যাঙ্ক গৃহীত হইয়া থাকে।

নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। জগন্নাথের সকল কার্য্যে এখন তাঁহারই অধিকার।

ক্ষেত্রের সীমা ও মাহাত্ম্য।—নীলাদ্রিমহোদয়ের মতে—

"ঋষিকুল্যাং সমাসাদ্য যাবৎ বৈতরণী নদী।
তাবৎ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং বর্ত্ততে মুনিপুঙ্গবাঃ।
সমুদ্রস্যোত্তরং তীরং মহানদ্যাস্তু দক্ষিণম্।
তটমারভ্য তৎ ক্ষেত্রং রাজমানং চ পাবনম্।
বর্ত্ততে তৎ সমারভ্য সমন্তাদ্দশযোজনম্।
পদে পদে শ্রেষ্ঠতমং তৎক্ষেত্রং বর্ত্ততেঽনঘাঃ।
তন্নীলাচলপর্য্যন্তং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥"

ঋষিকুল্যা নদী হইতে বৈতরণী নদী পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য আছে, মহানদীর দক্ষিণ ও সাগরের উত্তরকূল নীলাচল পর্য্যন্ত দশযোজনের মধ্যে স্থানে স্থানে শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র আছে।

"যৎক্ষেত্রস্পর্শতো বিপ্রাঃ সমুদ্রস্তীর্থরাট্ স্মৃতঃ।
ক্রোশত্রয়োন্নতিযুতে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
শংখাকারেঽপি তন্মধ্যে রাজতে নীলভূধরঃ॥"

যে ক্ষেত্র স্পর্শ করিয়া সমুদ্র তীর্থরাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সেই তিন ক্রোশ বিস্তৃত শঙ্খাকার পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে নীলাচল অবস্থিত।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে ঋষিকুল্যা হইতে বৈতরণী-পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইলেও পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র তিন ক্রোশব্যাপী। এই ক্ষেত্র শংখাকার হইলেও উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

"ইদং ক্ষেত্রং সসর্জ্জাদৌ স্বমূর্ত্তিসদৃশং বিভুঃ।" (৫৫ অঃ)

এই ক্ষেত্র ভগবান্ নিজ মূর্ত্তির অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

কপিলসংহিতায় লিখিত আছে—

"সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥" ৫।৩৯।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই সকল তীর্থের রাজা এবং জগন্নাথদেবও সকল দেবতার রাজা।

নারদ ও ব্রহ্মপুরাণাদির মত অবলম্বন করিয়া চৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

"সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
মরণ মঙ্গল করি কহি যে সে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সেখানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার॥" (চৈ°ভা° অন্ত্যখ° ২)

মন্দিরাদি।—জগন্নাথের বর্ত্তমান মহামন্দির অক্ষা° ১৯° ৪৮´ ১৭´´ উঃ এবং ৮৫° ৫১´৩৯´´ পূঃ, ২২ ফিট্ উচ্চ জমির উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই অঞ্চলই নীলাচল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান মন্দির-প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে পূর্ব্বপশ্চিমে ৬৬৫ ফিট্ ও প্রস্থে উত্তরদক্ষিণে ৬৪৪ ফিট্। ইহার চারিদিকে ২৪ ফিট্ উচ্চ মুগ্নি পাথরে নির্ম্মিত মেঘনাদ নামক প্রাচীর-বেষ্টিত। এই প্রাচীর রাজা পুরুষোত্তমদেবের সময় নির্ম্মিত হয়। ইহাতে চারিটী দ্বার আছে, পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার, পশ্চিমে খাঞ্জাদ্বার, উত্তরে হস্তি-দ্বার এবং দক্ষিণে অশ্বদ্বার। সিংহদ্বার কালপাথরে নির্ম্মিত, ইহাতে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য আছে, ইহার দুইপার্শ্বে ২টী সিংহ মূর্ত্তি। ইহার কপাট শালকাষ্ঠে ও ইহার ছাদ চূড়াকারে নির্ম্মিত। এই দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি আছে। এই দ্বারের সম্মুখে ৪৪ ফিট্ উচ্চ প্রসিদ্ধ অরুণস্তম্ভ রহিয়াছে। খাঞ্জাদ্বারে কোন মূর্ত্তি নাই, অপর দুইদ্বারের নামানুসারে দুইটী করিয়া অশ্ব ও হস্তীমূর্ত্তি আছে।

পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করিয়া বামভাগে শ্রীকাশী বিশ্বনাথ ও রামচন্দ্রমূর্ত্তি দেখা যায়। তারপর বাইস্ পৈঠা অর্থাৎ ২২টী ধাপ পার হইলে ভিতর প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণও পূর্ব্বপশ্চিমে ৪০০ ও উত্তরদক্ষিণে ২৭৮ ফিট। ইহারও চারিদিকে চারিটী প্রবেশ-দ্বার আছে, এই প্রাঙ্গণের মধ্যে জগন্নাথদেবের বিখ্যাত মন্দির এবং তাহার চারি পাশে অনেক ছোট বড় দেব দেবীর মন্দির আছে।

জগন্নাথদেবের মন্দিরও চারিভাগে বিভক্ত—সর্ব্ব পশ্চিমে জগন্নাথের মূলমন্দির, তাহার সম্মুখে মোহন, মোহনের সম্মুখে নাটমন্দির ও তৎপূর্ব্বে ভোগমণ্ডপ। ভোগমণ্ডপের দেয়ালে ও

পোতায় অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট কুরুচির পরিচয়ও আছে। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে ৫৮ ফিট্ ও উত্তরদক্ষিণে ৫৬ ফিট্ ভূমির উপর গঠিত, ইহার দ্বারোপরি অতি সুন্দর নবগ্রহমূর্ত্তি আছে। ইহারও চারিটী প্রবেশদ্বার, এখানে অন্নভোগ হয় বলিয়া ইহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তরদ্বার সর্ব্বদাই বদ্ধ থাকে।
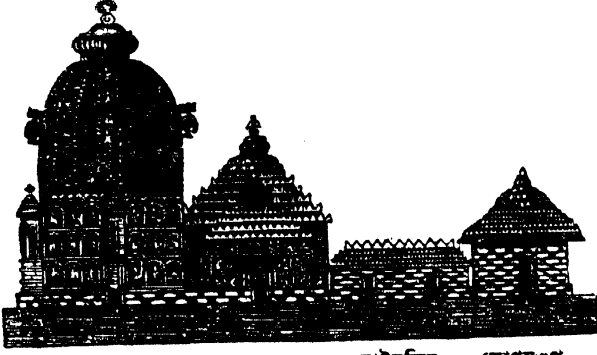
মূলমন্দির মোহন নাটমন্দির ভোগমণ্ডপ

তৎপরে নাটমন্দির। ইহা লম্বা চওড়ায় প্রায় ৮০ ফিট্। ইহারও চারিটী প্রবেশ দ্বার; পূর্ব্বদ্বারে জয় বিজয়ের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে। নাটমন্দিরের পশ্চাতে মোহন বা জগমোহন, ইহাও ৮০ ফিট্ ভূখণ্ডের উপর গঠিত। মোহনের ছাদ ১২০ ফিট উচ্চ দেখিতে পিরামিডের মত। পশ্চাতে মূল-মন্দির বা মহামন্দির, এই দেউলই মহারাজ চোড়গঙ্গ নির্ম্মাণ করেন, অপর অংশ তাঁহার অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। এই মূলস্থানও ৮০ ফিট্ ভূমির উপর নির্ম্মিত। এই মূলমন্দিরের চূড়া কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা উচ্চ, উচ্চতায় ১৯২ ফিট; এই জন্য বহুদূর হইতেই ঐ চূড়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মন্দিরের অগ্নিকোণে বদরীনারায়ণ, তাহার পশ্চিমে শ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি, উভয়ের মধ্যে পুরাতন পাকশালার দরজা, তাহার পশ্চিমে বটকৃষ্ণ, তাহার পশ্চিমে বটমূলস্থিত অষ্টশক্তির অন্যতমা মঙ্গলাদেবী (১৯)। উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা ও নীলাদ্রিমহোদয়ের মতে মঙ্গলার দর্শন ও পূজা করিলে মানবের মোহবন্ধ দূর হয়। তাহার ঈশানকোণে মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও তাঁহার দক্ষিণে বটমূলে বটেশ্বর লিঙ্গ।

নারদ, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে এই বটই অক্ষয়বট বা কল্পবৃক্ষ নামে বর্ণিত। এখানে আসিয়া কল্পবৃক্ষকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিষ্ণুরূপে তাহার পূজা করিতে হয়। জগন্নাথক্ষেত্র বৌদ্ধমূলক বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা বলেন বৌদ্ধেরা বোধগয়াস্থ বোধিদ্রুমের শাখা লইয়া গিয়া নানাস্থানে সযত্নে রোপন করে, এই অক্ষয়বটও সেইরূপে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু অনুমান ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ না থাকায় সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না, বুদ্ধের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতাদি গ্রন্থে অক্ষয়বটের উল্লেখ থাকায় আমরা এই অক্ষয়বটকেও বৌদ্ধস্থাপিত বলিতে পারিলাম না।

মার্কণ্ডেয়েশ্বরের উত্তরে ইন্দ্রাণী, বটেশ্বরের নৈর্ঋতে সূর্য্য-মূর্ত্তি, তাহার পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চাতে মুক্তিমণ্ডপ। রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের অবস্থিতিকালে ৩৮ ফিট ভূমির উপর এই মুক্তিমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে এই মণ্ডপে নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ আগমন করেন ও যাত্রী-দিগকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনাইয়া থাকেন।

মুক্তিমণ্ডপের পশ্চিমে নরসিংহমূর্ত্তি। তাঁহার পশ্চিমে মণ্ডপ, এখানে দেবের অনুলেপনাদি ঘর্ষিত হয়। তাহার পশ্চিমে গণেশ ও বায়ুকোণে ভূষণ্ডীকাকের মূর্ত্তি। গণেশের পশ্চিমভাগে একটী কুণ্ড। উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই কুণ্ডের স্নানমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

উক্ত কুণ্ডের পশ্চিমভাগে অষ্টশক্তির অন্যতমা বিমলা দেবীর মন্দির, মন্দিরটী দেখিলেই অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। উৎকলস্থ তান্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন যে বিমলাই ক্ষেত্রের প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রী আদ্যাশক্তি, জগন্নাথ তাঁহারই ভৈরব। বাস্তবিক এখনকার অপর সকল শক্তিমূর্ত্তি অপেক্ষা বিমলা প্রধান ও প্রাচীন, তাহা মৎস্যপুরাণ পাঠে জানা যায় (২০)। আশ্বিনমাসের মহাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে জগন্নাথের শয়নের পর এই দেবীর সম্মুখে ছাগবলি হয়, এ ছাড়া ক্ষেত্র মধ্যে আর কোথায়ও ছাগবলি হইতে পারে না। বলরামের উৎকৃষ্ট ভোগান্নে বিমলার ভোগ হইয়া থাকে। বিমলার উত্তর ও দক্ষিণভাগে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি। পশ্চিমদ্বারের দক্ষিণভাগে ভাণ্ড-গণেশ, এই দ্বারের উত্তরগায়ে গোপীনাথমূর্ত্তি, তাহার উত্তরে মাখমচোরার মূর্ত্তি, তাহার উত্তরে সরস্বতী ও নীলমাধব মূর্ত্তি।

নীলমাধবের উত্তরে লক্ষ্মীর মন্দির, ইহার গঠন অতি সুন্দর; জগন্নাথের মত এই মন্দিরও ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির,

(১৯) উৎকলখণ্ডে ঐ অষ্টশক্তির নাম এইরূপ লিখিত আছে—

"মঙ্গলা বটমূলে তু পশ্চিমে বিমলা তথা।
শঙ্খস্য পৃষ্ঠভাগে তু সংস্থিতা সর্ব্বমঙ্গলা॥
অর্দ্ধাশনী তথা লম্বা কুবেরদিশি সংস্থিতা।
কালরাত্রি দক্ষিণস্যাং পূর্ব্বস্যাস্তু মরীচিকা॥
কালরাত্র্যাস্তথা পশ্চাৎ চণ্ডরূপা ব্যবস্থিতা।
এতাভিরুগ্ররূপাভিঃশক্তিভিঃ পরিরক্ষিতম্॥"

বটমূলে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পশ্চাদ্ভাগে সর্ব্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্দ্ধাশনী ও লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রি, কালরাত্রির পশ্চাতে চণ্ডরূপা এবং পূর্ব্বদিকে মরীচিকা। এই অষ্টশক্তি ক্ষেত্ররক্ষা করিয়া থাকেন।

(২০) "গয়ায়াং মঙ্গলা নাম বিমলা পুরুষোত্তমে॥" (মৎস্যপু° ১০০ অঃ)

মোহন ও মূলমন্দির এই চারি অংশে বিভক্ত। ইহার মূলমন্দির দর্শন করিলে অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে মহারাজ চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক লক্ষ্মীদেবীর প্রতিষ্ঠার আভাস আছে। [গাঙ্গেয় শব্দের ক্রোড়পত্র ২৮ শ্লোক দেখ।] বোধ হয়, মহারাজ চোড়গঙ্গ জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরটীও নির্ম্মাণ করাইয়া ইহাতে লক্ষ্মীদেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মীদেবীর স্বতন্ত্র পাকশালা আছে। তাহাতে সাধারণ বিগ্রহদিগের ভোগায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীমন্দিরের পশ্চিমে একটী ছোটমন্দিরে সর্ব্বমঙ্গলা নামে কালীমূর্ত্তি বিদ্যমান। লক্ষ্মীর নাটমন্দিরের উত্তরে দুইটী রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও ঈশানকোণে সূর্য্যনারায়ণ, তাহার পূর্ব্বে সূর্য্যের মন্দির, এ মন্দিরের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর, কেহ কেহ বলেন নরসিংহদেবের সময় এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ইহার পূর্ব্বে জগন্নাথ, তাহার পূর্ব্বে পাতালেশ্বর, তাহার নিকটেই উত্তরদ্বার। ইহার পূর্ব্বভাগে কৃষ্ণ ও তাহার নিকট বাহনদিগের মন্দির। তৎপূর্ব্বে মহামন্দিরের ঈশান-কোণে রাধাশ্যাম ও তাহার দক্ষিণে ভোগমণ্ডপের ঈশানকোণে গৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি। রাধাশ্যাম ও গৌরাঙ্গের মধ্যস্থলে একটী দ্বার আছে, এই দ্বার দিয়া স্নানবেদীতে যাইতে হয়। এই বেদীতে জন্মোৎসব বা স্নানযাত্রা হইয়া থাকে। স্নানমণ্ডপের অগ্নিকোণে চাহনিমণ্ডপ। এখানে লক্ষ্মী আসিয়া দেবের স্নানোৎসব দেখিয়া থাকেন।

সিংহদ্বারের দক্ষিণভাগে ভেটমণ্ডপ। জগন্নাথ গুণ্ডিচা-মন্দিরে গমন করিলে লক্ষ্মীদেবী এখানে আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। বাইশপইঠার উত্তরে পাণ্ডাগৃহে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

হস্তিদ্বারের নিকট প্রদক্ষিণার মধ্যে বৈকুণ্ঠনামে একটী দ্বিতল গৃহ আছে। এখানে কতকগুলি নিম কাঠ থাকে, যে কাঠে গতবারে নবকলেবর হইয়াছে, ইহা তাহারই অবশিষ্ট, প্রতিবর্ষে স্নানযাত্রার পর এখানে দেবের কলেবর চিত্রিত হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠের পশ্চিমাংশে এক পাকা চত্বর আছে, সেইখানে কলেবর প্রস্তুত হয়। (নবকলেবর প্রসঙ্গে অপরাপর বিবরণ দেখ।) ঐ চত্বরে দুইটী বেদী আছে, একটীতে পুরাতন-মূর্ত্তি রাখা হয় ও অপরটীতে নূতন মূর্ত্তি খোদিত হইয়া থাকে।

শ্রীমূর্ত্তি ও মহাবেদী।—রঘুনন্দনের পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে,—মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অগ্রে কল্পবট ও গরুড়কে নমস্কার করিয়া পরে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবে, তাহাতে পরমগতি লাভ হয়।

মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া প্রথমে রত্নবেদীকে তিনবার প্রদ-ক্ষিণ করিতে হয়। অনন্তর প্রথমে বলরাম, তৎপরে দ্বাদশ-ক্ষর মন্ত্রে শ্রীজগন্নাথদেবকে, পরে মূলমন্ত্রে সুভদ্রাদেবীকে পুজা করিবে। (পুরুষোত্তমতত্ত্ব)

সচরাচর যাত্রীগণ সিংহদ্বার দিয়া মন্দিরে গিয়া প্রাঙ্গণ-মধ্যে অপরাপর দেবতা দর্শন করিয়া নাটমন্দিরের উত্তর দ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। পরে জগমোহনে আসিয়া, গরুড়মূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া থাকে। জগমোহনের মধ্যে একটী বেড়া আছে, এই বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া, তাহারা শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করে।

শ্রীমন্দিরের ভিতর অন্ধকার, দুইটীমাত্র দীপ জ্বলে, সুতরাং যাত্রীগণ আলো হইতে আসিয়া এখান হইতে প্রথমে মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, অনেকক্ষণ পরে অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে পায়। যাহাদের দর্শন শক্তি কম, হয়ত তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না। এই জন্যই সাধারণের বিশ্বাস যে, সকলের ভাগ্যে জগ-ন্নাথ দর্শন ঘটে না। এখানে দেবদর্শন উপলক্ষে যাহা প্রণামী দেওয়া হয়, তাহা পাণ্ডারাই আত্মসাৎ করে। যাহারা কিছু বেশী খরচ করে, তাহারাই দক্ষিণদ্বার দিয়া মূলমন্দিরে যাইতে পায়। এখানে যাহা দক্ষিণা দেওয়া যায়, তাহা মন্দিরের আয় ব্যয় হিসাবে জমা হইয়া থাকে। এখানে রত্নবেদী বা মহাবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শক কর্পূরালোকে দেবদর্শন ও পুজাদি করিয়া থাকেন।

রত্নবেদী প্রস্তরে নির্ম্মিত, দৈর্ঘ্যে ১৬ ফিট ও উর্দ্ধে ৪ ফিট। প্রবাদ এইরূপ—ইহার মধ্যে লক্ষ শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে, এই জন্য দারুব্রহ্মমূর্ত্তি অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য অধিক, এই জন্য ইহা মহাবেদী বা সিদ্ধপীঠ বলিয়া গণ্য।

এই রত্নবেদীর উপর প্রথমে দক্ষিণপার্শ্বে বলরাম, তৎপরে সুভদ্রা, তৎপরে জগন্নাথ এবং তৎপরে সুদর্শন মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত।

ইহাদের সম্মুখে স্বর্ণনির্ম্মিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি, রজতের বিশ্ব-ধাত্রী মূর্ত্তি ও পিত্তলের মাধবমূর্ত্তি আছে।

প্রধান চতুর্মূর্ত্তি কেবল স্নানযাত্রা ও রথোৎসব উপলক্ষে বাহিরে আনা হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দারুমূর্ত্তির নানা প্রকার শৃঙ্গার (বেশ) হইয়া থাকে, প্রথমে প্রাতঃকালে মঙ্গল-আরতি-শৃঙ্গার, তৎপরে অবকাশ-শৃঙ্গার, তৎপরে দ্বিপ্রহরের সময় প্রহরশৃঙ্গার, সন্ধ্যার পূর্ব্বে চন্দনশৃঙ্গার এবং সন্ধ্যার পর বড়শৃঙ্গার বেশ হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে দামোদর, বামন প্রভৃতি বেশও হয়।

দেবের প্রাত্যহিক বিধি।—প্রথমে জাগরণ, এই সময়ে দুন্দুভি ধ্বনি, মঙ্গল আরতি, পরে যথাক্রমে দন্তকাষ্ঠ প্রদান, বস্ত্রপরিধান, বালভোগ ও সকাল ভোগ হয়। বালভোগে

খই, নবনী, দধি ও নারিকেল এবং সকাল ভোগে খেচরান্ন ও পিষ্টকাদি দেওয়া হয়। তৎপরে অন্নব্যঞ্জনাদিযুক্ত দ্বিপ্রহর ভোগ হইয়া দ্বার বন্ধ হয়। পরে ৪ টার সময় নিদ্রাভঙ্গ ও জিলাপি ভোগ, পরে নানা প্রকার মিষ্টান্নযুক্ত সন্ধ্যাভোগ, পরে বড়শৃঙ্গার ভোগ হইয়া থাকে, এই সময়ে রাজবাটী হইতে "গোপালবল্লভ" নামে মিষ্টান্ন আসে ও তদ্দ্বারা দেবের ভোগ হয়। সকল ভোগের পূর্ব্বে পূজা ও পরে আরতি হইয়া থাকে।

মহাপ্রসাদ।—জগন্নাথ উদ্দেশে যাহা ভোগ দেওয়া হয়, তাহা মহাপ্রসাদ নামে গণ্য। এই মহাপ্রসাদের জন্যই জগন্নাথ এখন সাধারণের নিকট এত বিখ্যাত।

এই অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যের জন্যই আচণ্ডাল সাধারণে জগন্নাথকে মহাপুণ্য স্থান বলিয়া জ্ঞান করে। যে হিন্দুসমাজে পরস্পর আহারাদির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই জাতি-ভেদ-প্রথা রক্ষিত হইয়া থাকে, সেই হিন্দুসমাজে মহাপ্রসাদের এরূপ আদর, কম আশ্চর্য্যের কথা নয়!

পুরাবিদ্‌গণ সকলে এক বাক্যে লিখিয়াছেন যে, জাতিভেদ ভুলিয়া হিন্দু সাধারণে যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকে, এ প্রথা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতেই গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এ প্রথা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয় নাই, তাহা হইলে বোধগয়া প্রভৃতি স্থানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল ছিল ও যেখানে আজও হিন্দু কর্ত্তৃক বুদ্ধদেব পূজিত হইয়া থাকে, সেখানে কেন এ প্রথা প্রচলিত নাই? এইরূপ নেপাল প্রভৃতি স্থানে যেখানে এখনও বুদ্ধদেব হিন্দু কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে, সেখানেও ত এ প্রথা নাই, সুতরাং যদি বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে এ প্রথা গৃহীত হইত, তাহা হইলে যেখানে আজও বুদ্ধদেব হিন্দুর কাছে পূজা পাইয়া থাকেন, সেখানে নিঃসন্দেহে এই প্রথা প্রচলিত থাকিত, ইত্যাদি কারণে আমরা ঐ প্রথা বৌদ্ধমূলক বলিতে পারিলাম না।

আমাদের বিশ্বাস যে, যখন জগন্নাথক্ষেত্র শবররাজগণের অধিকারে ছিল, তখন ইহা সামান্যভাবে প্রকাশ পায়, পরে চৈতন্যদেবের সময় সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

শবরের হাতে কোন উচ্চ হিন্দুই এখন আহার করেন না, কিন্তু যখন সমস্ত কলিঙ্গরাজ্যে শবররাজগণের আধিপত্য ছিল, যখন সোমবংশীয় রাজা যযাতি শবররাজের অধীনে উড়িষ্যা শাসন করিতেন, যখন শবরসেবকেরা জগন্নাথের পূজা ও জগন্নাথের ভোগ প্রস্তুত করিত, যখন শত শত ব্রাহ্মণ শবরের আশ্রিত হইয়াছিলেন এবং জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন, সেই সময়েই খৃষ্টীয় ৯ম বা ১০ম শতাব্দে মহাপ্রসাদের আদরের সূত্রপাত হয়। অনার্য্য বা নীচজাতি কোন সভ্য বা আর্য্যজাতির উপর আধিপত্য পাইলে সভ্যজাতিকে আপনাদিগের সমাজভুক্ত করিয়া নিজেরাও বড় হইবার চেষ্টা করে, ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সুচতুর শবররাজগণ তাঁহাদের অধীনস্থ সোমবংশীয় রাজগণকে আয়ত্ত করিয়া, তাঁহাদিগের ন্যায় তাঁহারাও আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাহা শবররাজ শিবগুপ্ত ও ভবগুপ্তের সময়ে উৎকীর্ণ শাসনপত্রপাঠে জানা যায়।

এইরূপে শবরেরা হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুর আরাধ্য দেবতা জগন্নাথের নিকট নিজ আত্মীয়বর্গকে সেবক রূপে নিযুক্ত করিলেন, মিত্রতা ও অধীনতাপাশে বদ্ধ রাজা যযাতি ও তাঁহার অনুগত ব্রাহ্মণগণ, প্রবল পরাক্রান্ত শবররাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, বরং দারুরূপী পরমব্রহ্মের নিকট জাতিভেদ থাকিতে পারে না, ছোট বড় সকলেই তাঁহার সেবার সমান অধিকারী এবং উচ্চ নীচ সকলেই দেবের প্রসাদ একত্র গ্রহণ করিতে পারে, পুণ্যস্থানে তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তৎপরবর্ত্তী উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে তাহাই মহাপ্রসাদমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাই উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—"ভগবানের দেহার্দ্ধধারিণী অমূল্য বৈষ্ণবী শক্তি (লক্ষ্মীদেবী) স্বয়ং অমৃত সদৃশ অন্ন পাক করেন, স্বয়ং নারায়ণ তাহা ভোজন করেন, তাঁহার ভোগাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন পবিত্র ও সমস্ত পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। এমন পবিত্র বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। ত্রৈবর্ণিক হউক বা শূদ্রই হউক যে কেহই পাক করুক, স্বয়ং লক্ষ্মী দ্বারাই সে পাককার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে জানিবে, সুতরাং অপরাপর লোকের সম্পর্কেও কোন দোষ হয় না। সকল জাতি, দীক্ষিত, অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই মহাপ্রসাদ ভোজনে পবিত্র হয়, যেমন গঙ্গাজল চণ্ডাল স্পর্শে অপবিত্র হয় না সেইরূপ এই মহাপ্রসাদও কিছুতেই অপবিত্র হয় না। ইহার ক্রয় বিক্রয়েও দোষ নাই। শুষ্ক বা দূর হইতে আনিলেও শুদ্ধ, যখন যে অবস্থায় পাওয়া যায়, তখনই ভোজন করা উচিত, ইহাতে সকল পাপ দূর হয় (২১)।

(২১) "চরুসংস্কারদ্রব্যাণি ভোগ্যভোজ্যাদিকানি বৈ।
বহুন্নিয়োজয়েত্তত্র পক্তুং ত্রৈবর্ণিকাং পুনঃ॥
আচার্য্যান্ বাথ শূদ্রান্ বা ত্রিবর্ণপরিসেবকান্।
লৌকিকব্যবহারোঽয়ং পচতি শ্রীঃ স্বয়ং ধ্রুবম্॥

এ সময়ে বোধ হয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু জগন্নাথের সেবকগণ বুঝাইয়া দিলেন—

"সাধারণং ধর্ম্মশাস্ত্রং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ন বিচার্য্যতে।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যো দেবেন প্রবর্ত্তিতঃ॥
আচারপ্রভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ।" (উৎকলখ° ৩৮ অঃ)

সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র এখানে খাটিতে পারে না। এই (মহাপ্রসাদ-ভক্ষণ-রূপ) ধর্ম্ম স্বয়ং ভগবান্ প্রচার করিয়াছেন। আচার হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং স্বয়ং জগন্নাথই ধর্ম্মের কর্ত্তা।

বাস্তবিক যখন জগন্নাথ শবররাজের পূজা পাইতেন, নীচ শবর জাতি কর্ত্তৃকই জগন্নাথের ভোগ প্রস্তুত হইত, তখন ২য় ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাধিধারী যযাতি ব্রাহ্মণ দ্বারা দেবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেও শবররাজের অধীন ছিলেন বলিয়া জগন্নাথের পূর্ব্বা-পর পদ্ধতি এককালে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণেরা পূজক হইলেন বটে, কিন্তু তখনও শবরেরা ভোগ প্রস্তুত করিত। তাহাদের তাড়াইবার যো ছিল না। যখন জগন্নাথসেবক ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে, তীর্থযাত্রীগণ আসিয়া সকলেই পরম পরিতোষে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে, সাধারণ লোকে বড় আর গোলযোগ করিতেছে না, তখন তাহারা শবরসেবকদিগকে যজ্ঞোপবীত দিয়া এক স্বতন্ত্র প্রকার ব্রাহ্মণ করিয়া লইলেন, এখনও জগন্নাথের সূপকারগণ সকলেই বলভদ্রগোত্রীয় 'শওয়র' বলিয়া পরিচিত। শবর হইতেই "শওয়র" নাম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই শবরেরাই এখন বলভদ্রগোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে যযাতির পূর্ব্বে মহাপ্রসাদ-ভক্ষণপ্রথা প্রচলিত ছিল না (২২)। নারদ ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে বিস্তৃত ভাবে জগন্নাথের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিলেও মহাপ্রসাদের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। ইহা আধুনিক প্রথা বলিয়াই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ জগন্নাথের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেও মহাপ্রসাদের কথাই তোলেন নাই। বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত জগন্নাথ দর্শনে গিয়া এখনও কেহ কেহ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন না, কেবল দেবদর্শন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। পূর্ব্বে পুরুষোত্তম মধ্যে কোন কোন প্রধান পণ্ডিত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন না, তাহার কথা শুনা যায়। চৈতন্যদেব যখন পুরুষোত্তমে গমন করেন, তখনও রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান পণ্ডিত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রসাদ আহার করিতেন না। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের ভক্ত হইলে একদিন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে মহাপ্রসাদ আনিয়া ভট্টাচার্য্যকে প্রদান করিলেন। ভট্টাচার্য্যের স্নানাহ্নিক কিছুই হয় নাই। কিন্তু আজ

ভুঙ্‌ক্তে নারায়ণো নিত্যং তয়া পক্বং শরীরবান্।
অমৃতং তদ্ধি নৈবেদ্যং পাপঘ্নং মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ॥"
"বৈষ্ণবী শক্তিরতুলা বিষ্ণুদেহার্দ্ধধারিণী।
সুরোপমং সা পচতি ভুঙ্‌ক্তে নারায়ণপ্রভুঃ॥
নহি তৎসদৃশং পুণ্যং বস্তুস্তি পৃথিবীতলে।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ভগবৎপাদপদ্মান্নপ্রেক্ষণোপাসনাদিভিঃ।
পাকসংস্কারকর্ত্তৄণাং সম্পর্কোঽত্র ন দুষ্যতি॥
লক্ষ্ম্যাঃ সন্নিধানেন সর্ব্বে চ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ।"
"নিন্দন্তি যে তদমৃতং মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
স্বয়ং দণ্ডধরস্তেষু সহতে নাপরাধিনঃ॥
তেষামত্র ন দণ্ডশ্চেন্মৃতা তেষাং হি দুর্গতিঃ।
কুম্ভীপাকে মহাঘোরে পচ্যন্তে তে হি দারুণে॥
বিক্রয়শ্চ ক্রয়ো বাপি প্রশস্তস্তস্য ভো দ্বিজাঃ।
নির্ম্মাল্যং জগদীশস্য নাশিস্থাপ্নোমি কিঞ্চন॥
চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ।
যথা তথৈব ভুক্তং তৎ সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥" (উৎকলখণ্ড ৩৮ অঃ)
"জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং মহাপাতকনাশনম্।
ভক্ষণাৎ ফলমাপ্নোতি কপিলাকোটিদানজং॥ ৩১॥
কিং তেন ন কৃতং পাপং কিং তেন চ কৃতং তপঃ।
ভক্ষিতং যেন নারায়ণং দারুব্রহ্মস্বরূপিণঃ।
জগন্নাথো যথা সাক্ষাদ্দর্শনান্মুক্তিদো ধ্রুবম্॥
তথৈব মুক্তিদং হ্যন্নং জগন্নাথস্য ভো দ্বিজাঃ।
যেনাস্তরগতং বাপি শুষ্কমার্দ্রমথাপি বা॥
ভক্ষণাদ্দর্শনাচ্চৈব দ্বিজাতীনাঞ্চ মুক্তিদম্।
পুরুষোত্তমাৎপরং ক্ষেত্রং নাস্তি নাস্তি মহীসুরাঃ॥
দ্বিজাদ্য শ্বপচান্তয়ং যত্র ভুঞ্জন্তি পূপকং।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গন্তব্যং পুরুষোত্তমম্॥" (কপিলসং ৫ অঃ)

(২২) এই যযাতির সময়ে শবররাজের অধিকারকালে বোধ হয়, ভুবনেশ্বরেও মহাপ্রসাদ-ভোজনপ্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কপিল-সংহিতায় লিখিত আছে—

"একাম্রবিপিনে বিপ্রা লিঙ্গং সাক্ষাৎ সনাতনম্।
নৈবেদ্যমস্য বাঞ্ছন্তি শক্রাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ॥ ৩৩
অগ্রাহ্যমীশনৈবেদ্যং ন ভোক্তব্যমিতি দ্বিজাঃ।
যানি বাক্যানি তান্যত্র নাদ্রিয়ন্তে কদাচন॥ ৩৪
কাশ্যামেকাম্রকে সেতৌ তথোঙ্কারেশ্বরে দ্বিজাঃ।
মহাপ্রসাদং নৈবেদ্যমিতি প্রাহুর্মহর্ষয়ঃ॥
তদনাদৃত্য নরকং যাতি নাত্রাত্র সংশয়ঃ॥" (কপিলস° ১৩ অঃ)

উক্ত প্রথা আজও ভুবনেশ্বরে প্রচলিত আছে।

সার্ব্বভৌম চৈতন্যের হাতে মহাপ্রসাদ পাইয়া আনন্দে ভক্ষণ করিলেন। চৈতন্যদেব চিরভক্তিবিদ্বেষী সার্ব্বভৌমের ব্যবহার দৃষ্টে প্রেমাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন,"আজ আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইল। আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম, আজ আমার বৈকুণ্ঠ লাভ হইল, সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়াছে।" [চৈতন্যচন্দ্র ৪৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

চৈতন্যদেবের কথার ভাবেও জানা যাইতেছে যে, অনেকেরই মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ছিল না, তাঁহারই গুণে মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়া ছিল। প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব জগন্নাথে পা দিয়াই জগবন্ধুর প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট জগন্নাথদেবের যাহা কিছু সমস্তই অপার্থিব ও অলৌকিক, সুতরাং যে মহাপুরুষ হিন্দু যবনকে সমভাবে কোল দিয়াছিলেন, তিনি যে শবর-পক্ক মহাপ্রসাদও সাদরে গ্রহণ করিবেন, তাহা কে না বিশ্বাস করিবে? তাঁহার দেখাদেখি শত শত চৈতন্যভক্ত, মহাপ্রসাদকে অমৃত ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতেই মহাপ্রসাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। যে চৈতন্যদেবকে উৎকলবাসীগণ সকলেই ভগবানের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি উৎকলের আট শতাধিক মন্দিরে এখনও পূজিত হইয়া থাকে, সেই চৈতন্যদেবের প্রসাদিত মহাপ্রসাদ উৎকলদেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি?

"নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ॥"

চৈতন্যভাগবতের এই কবিতাও আমাদের কথার সমর্থন করিতেছে।

বাস্তবিক আমরা জগন্নাথে গিয়া দেখিয়াছি যে শাক্তগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবেরাই মহাপ্রসাদের বেশী আদর করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা দেশদেশান্তরে লইয়া অতি ভক্তিভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। এখনও অনেক শাক্ত জগন্নাথের অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন না, কিন্তু মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য শুনিয়া অন্ন ব্যতীত অপরাপর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রত্যহ হাজার হাজার টাকার মহা প্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ কোন কোন রথযাত্রার সময় একদিনে লক্ষ টাকার মহাপ্রসাদবিক্রয়ের কথা শুনা যায়। মহাপ্রসাদবিক্রয়ে পুরীর ঠাকুর রাজা ও পাণ্ডা পড়িহারীদিগের যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

মহোৎসব।—প্রাত্যহিক নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ব্যতীত জগন্নাথের অনেকগুলি যাত্রা বা উৎসব হইয়া থাকে—

১ বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়া হইতে ২২ দিনব্যাপী গন্ধলেপন বা চন্দনযাত্রা। এই সময় জগন্নাথের ভোগমূর্ত্তি মদনমোহনকে প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী নরেন্দ্রসরোবরে লইয়া গিয়া নৌকায় পরিভ্রমণ করান হয়।

২ বৈশাখের শুক্ল অষ্টমীতে প্রতিষ্ঠোৎসব। এই দিন ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দেবের প্রতিষ্ঠা হয়।

৩ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্ল একাদশীতে রুক্মিণীহরণ। এইদিন মদনমোহন গুণ্ডিচায় গিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিয়া আনেন। রাত্রিকালে বটমূলে উভয়ের বিবাহ হয়।

৪ জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমার দিন স্নানযাত্রা বা জন্মযাত্রা। এই দিন দারুমূর্ত্তিগুলি স্নানবেদীতে আনিয়া রাখা হয়, এবং অক্ষয়-বটমূলস্থ রোহিণকুণ্ডের জল লইয়া দেবের স্নানকার্য্য সম্পন্ন হয়, এসময়ে লক্ষ্মীদেবী চাহনিমণ্ডপে বসিয়া স্নানোৎসব দর্শন করেন। স্নানের পর শৃঙ্গারবেশ হয়। এই দিন মহাধূমধামে পূজাদি হইয়া থাকে। তৎপরে দারুব্রহ্ম জগমোহনের পার্শ্বস্থ নিরোধন (আঁতুড়) ঘরে গিয়া ১৫ দিন থাকেন।

এই সময় ১৫ দিন কপাট ও পাকশালা বন্ধ থাকে। এই কয়দিন মহাপ্রসাদ হয় না, অথবা কেহ দেবদর্শন করিতে পায় না। পাণ্ডারা বাহিরের লোকদিগকে বুঝাইয়া দেন, অতিরিক্ত জলসেচন দ্বারা জগন্নাথ মহাপ্রভুর জ্বর হইয়াছে, এই জন্য তাঁহারা পাচন ভোগ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক পাণ্ডাদিগের এই সকল কথা মিথ্যা, এই ১৫ দিন নিরোধনগৃহে অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। তথনকার গুপ্ত ব্যাপার সাধারণে জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়া থাকেন। নীলাদ্রিমহোদয়ে ১৫ দিনের কার্য্যাদি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

'স্নানোৎসবের পর ১৫ দিন দ্বাররুদ্ধ বংশাবৃত স্থানে প্রভুকে রাখিয়া ঐ বংশাবরণ চিত্র বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রমণীয় একখানি পর্য্যঙ্ক উহার নিকটে রাখিবে, পরে সার্দ্ধ হস্তত্রয়পরিমিত মোটা কাপড়ে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির মূর্ত্তি চিত্রিত করিবে। বলরাম-মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, হল ও মুষলধারী এবং নানা প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। কৃষ্ণমূর্ত্তি মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ পদ্মাসনস্থ, ইহার হস্ত চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম থাকিবে এবং বনমালা ও কৌস্তুভাদি নানা আভরণ চিত্রিত হইবে। সুভদ্রামূর্ত্তি পীতবর্ণ, পদ্মাসনস্থ, চতুর্ভুজ, হস্ত চতুষ্টয়ে পদ্মদ্বয়, বর ও অভয় থাকিবে। এই প্রকারে ৩ খানি পটে উক্ত মূর্ত্তিত্রয় চিত্রিত করিয়া পূর্ব্বদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিবে, প্রদক্ষিণান্তে পূর্ব্বোক্ত বংশাবৃত স্থানে ঐ মূর্ত্তিত্রয় স্থাপন করিবে। অনন্তর পূর্ব্বস্থাপিত পর্য্যঙ্কে বলদেবের সম্মুখভাগে

রাম, নৃসিংহ ও কৃষ্ণের চিত্রিত মূর্ত্তি, সুভদ্রার সম্মুখভাগে বিশ্বধাত্রী ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি এবং জগন্নাথের সম্মুখভাগে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিবে, উক্ত কৃষ্ণ (জগন্নাথ) মূর্ত্তির নিকটে সুদর্শন চক্ররূপী নারায়ণ-চক্র স্থাপন করিবে। এইরূপে মূর্ত্তি সকল স্থাপিত হইলে দর্পণাদির প্রতিবিম্বে পঞ্চামৃত প্রভৃতি দ্বারা মহাস্নান সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নবিহিত পূজা করিবে। ঐ দিন হইতে ক্রমে পনর দিন যথাসময়ে স্নান ও পূজা করিতে হয়। দারুব্রহ্ম মূর্ত্তির মহাস্নানে শরীর অলস হয় এজন্য প্রধান মন্দিরে পূজা প্রভৃতি যাবদীয় উৎসব ব্যাপার নিষিদ্ধ। ঐ পনর দিন নির্ম্মাল্য ও উক্ত বংশাবরণের মধ্যেই রাখিয়া দিবে। ঐ সময়ে মিশ্রি ও চিনির জল প্রশস্ত পূজোপকরণ। বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসু-বংশীয় ব্যক্তিগণই সমস্ত কার্য্য করিবেন। ক্রমে ৬ দিন পর্য্যন্ত দারুমূর্ত্তির লেপনাদি কার্য্য হইলে ৭ম দিবসে সুবাসিত তিলতৈল মর্দ্দন করিবে। ৮ম দিবসে রমণীয় পট্টসূত্র দ্বারা দারুমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া শুষ্ক সর্জ্জবৃক্ষের রস চূর্ণ করিয়া সুবাসিত তিলতৈলে মিশাইয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে, পরে ৯ম দিবসে চিক্কণ আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা পূর্ব্বদত্ত অনুলেপন বার বার পুঁচিয়া ফেলিবে। ১০ম দিবসে অতি চিক্কণ বস্ত্রদ্বারা দারুমূর্ত্তি আচ্ছাদন করিয়া রক্ত চন্দন, সারচন্দন, কস্তূরী, কুঙ্কুম ও কর্পূর প্রভৃতি সুবাসিত দ্রব্য একত্র করিয়া লেপন করিবে, পরে ১১শ দিবসে সায়ংকালীন পূজাসমাপনান্তে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত চন্দনাদি দ্রব্য দ্বারা লেপন করিবে। প্রথম বারের লেপনে দারুমূর্ত্তিতে রক্ত কল্পনা, দ্বিতীয় বারের লেপনে মাংসকল্পনা করিবে। অনন্তর ১২শ দিবসে পুনর্ব্বার বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লেপন করিয়া চর্ম্মকল্পনা করিবে। ঐ দিন পূজা, স্নান ও লেপনাদিতে দেড় প্রহর অতীত হইলে নানাবিধ মঙ্গলবাদ্যপূর্ব্বক সুদৃঢ় বস্ত্র ও পূর্ব্বোক্ত লেপন দ্বারা পদদ্বয় নির্ম্মাণ করিবে। ঐ লেপনের শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে বধির হইয়া থাকে, অতএব যাহাতে শব্দ না হয় ঐরূপে লেপনাদি কার্য্য করিবে। রোমকল্পনার্থ কর্পূরের লেপ দিতে হয়। পক্ষান্তের দিন যখন নেত্র চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাকে নেত্রোৎসব বলে (২৩)।

৫ আষাঢ়মাসের শুক্ল দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা। এই দিন জগন্নাথের প্রধান উৎসব হইয়া থাকে। উৎকলখণ্ড, কপিল-সংহিতা, নীলাদ্রিমহোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে রথযাত্রাদর্শন-মাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, উক্ত কয়খানি গ্রন্থের মতে রথযাত্রাদর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই রথযাত্রাদর্শন করিবার জন্য লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে।

(২৩) "স্নানোৎসবস্য তস্যান্তে নিরোধনগৃহে বিভুং।
স্থাপয়েৎ কেবলং ব্রহ্মন্নিত্যেতৎ কথিতং ত্বয়া।
দশপঞ্চদিনান্তেব বংশাবরণবেষ্টিতং।
কর্ত্তব্যং তত্র কিং কর্ম্ম নোক্তস্ত কমলাসন।
শৃণু রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ স্নানোৎসবসমাপনে।
তদ্বংশাবরণে ভুক্তে বিচিত্রং বসনং বহ।
বদ্ধা চারুতরং কৃত্বা পর্য্যঙ্কং তৎপুরো ন্যসেৎ।
হস্তান্তরেঽন্বরে হস্তত্রয়মানেঽতিশোভনে।
সার্দ্ধহস্তায়তিযুক্তে তত্রৈব প্রতিমাং ন্যসেৎ।
চিত্রৈর্বিনির্ম্মিতং রামং ধবলঞ্চ চতুর্ভুজম্।
শঙ্খং চক্রং হলং তাবদ্দধানং মুষলং পরম্।
তত্র সংলিখ্য পদ্মস্থৈর্ভূষণৈরতিশোভিতং।
কুর্য্যাৎ পটত্রয়ং রম্যমিত্থং তাবৎ প্রমাণকম্।
সুভদ্রাং পীতবর্ণাভাং পদ্মাসনগতাং শুভাম্।
চতুর্ভুজাং করে দ্বন্দ্বে ধৃতপদ্মদ্বয়াং পরাম্।
বরাভয়করাঞ্চৈব নানাভূষণভূষিতাম্।
পট্টে চ তাদৃশে তত্র বিলিখ্য প্রযত্নার্চ্চয়েৎ।
নীলজীমূতসঙ্কাশং পদ্মাসনবিরাজিতম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবিলসৎকরপঙ্কজম্।
চতুর্ভুজং চারুভুবং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্।
তাদৃশে পটমধ্যেঽপি চিত্রে সংলিখ্য তং হরিম্।...
তৎ পটত্রয়মানীয় পূর্ব্বদ্বারপ্রদেশতঃ।
প্রাসাদং প্রবিশ্যাথ তদ্বংশাবরণে ন্যসেৎ।
ততস্তত্রৈব পর্য্যঙ্কে তুলিমাপাতয়েৎ পরাম্।
রামং নৃসিংহং কৃষ্ণঞ্চ প্রতিমারূপধারিণম্।
স্থাপয়েৎ বলদেবাগ্রে তাদৃশং প্রতিমাত্রয়ং।
ভদ্রায়াঃ পুরতো ভূপ বিশ্বধাত্রীং রমাং ন্যসেৎ।
জগদীশস্য পুরতঃ শ্রীকৃষ্ণং স্থাপয়েত্তদা।
চক্রাগ্রে তত্র পর্য্যঙ্কে নারায়ণমথো ন্যসেৎ।
সুদর্শনচক্ররূপং জগদীশকরেস্থিতম্।
পূজয়েত্তং তথা ভক্ত্যা পট্টে মূর্ত্তিং ন কল্পয়েৎ।
এবং সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রতিবিম্বে ততঃ পরম্।
পঞ্চামৃতৈর্মহাস্নানং কুর্য্যাদাচার্য্য এব চ।
ততো মধ্যাহ্নপূজাঞ্চ পূজকঃ পূর্ব্ববৎশুচিঃ।
কুর্য্যাত্তদ্দিনমারভ্য দশপঞ্চ চ বাসরান্।...
তথা চতুর্থকালার্চ্চাঃ কার্য্যাস্থাচার্য্যবর্য্যকৈঃ।
তন্নির্ম্মাল্যো হবিষ্যাসং ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন।
কুর্য্যাচ্চেন্নরকে ঘোরে পচ্যতে মূঢ়ধী র্নরঃ।
অজ্ঞাতসে জায়মানে ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপতে।
দেবদেবস্য কালেঽস্মিন্নোৎসবানপি কারয়েৎ।...
বিদ্যাপতিরদ্বয়জো দশপঞ্চদিনেষ্বপি।
সিতাপ্রপানকৈর্বিষ্ণুং সর্ব্বৈরেব প্রপূজয়েৎ।
কালদ্বয়েঽপি নৃপতে নির্ম্মাল্যং নো বহির্নয়েৎ।

প্রতি বর্ষে তিনখানি নূতন রথ প্রস্তুত হয়। জগন্নাথের রথ ৩২ হাত উচ্চ ও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩৫ ফিট্ তাহাতে ৭ ফিট্ ব্যাসের ১৬টী লৌহ চক্র আছে, চূড়ায় চক্র বা গরুড়পক্ষীর মূর্ত্তি থাকে, সেই জন্য এই রথকে চক্রধ্বজ বা গরুড়ধ্বজ বলে। বলরামের রথ ৪৪ ফিট্ উচ্চ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩৪ ফিট্ এবং ইহাতে ৬ ফিট্ ব্যাসের ১৪টী চক্র থাকে। এই রথের মাথায় তাল চিহ্ন থাকে বলিয়া তালধ্বজ নাম হইয়াছে। সুভদ্রার রথ ৪৩ ফিট্ উচ্চ ও দৈর্ঘে ও প্রস্থে ৩২ ফিট, ইহাতে ৬ ফিট ব্যাসের ১২টী চক্র থাকে। ইহার মাথায় পদ্মচিহ্ন থাকে বলিয়া ইহার পদ্মধ্বজ নাম হইয়াছে (২৪)।

দৈতাপতিগণ মূর্ত্তি বহন করিয়া রথে আনিয়া স্থাপন করে। জগন্নাথ ও বলরামের কোমরে রেশমের দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যায়। এ সময়ে পাণ্ডারাও ধরিয়া থাকে। সুভদ্রা ও সুদর্শনকে মাথায় তুলিয়া আনা হয়। জগন্নাথের রথেই সুদর্শনকে রাখা হয়। এই সময় শ্রীমূর্ত্তির রাজশৃঙ্গার বেশ ও স্বর্ণের হস্তপদ দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রথানুসারে পুরীর রাজা রাজবেশে আসিয়া রথের সম্মুখভাগ মুক্তাখচিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা প্রথমে পরিষ্কার করিয়া দেন, পরে মূর্ত্তির পূজা করিয়া রথের দড়ি ধরিয়া টানিতে থাকেন। এ সময় ৪২০০ কালবেত্তিয়া নামক কুলি রথের রজ্জু ধরিয়া রাজার সাহায্য করিয়া থাকে। তৎপরে সাধারণ যাত্রীগণ রথ টানিতে আরম্ভ করে। সেই দিনই গুণ্ডিচাতে

অন্নাক্তস্তিযুক্তেন্তদ্বংশাবরণবাহুতঃ।
শিতাপ্রধানকে ক্ষিপ্ত্বা সুকুমারং মনোহরং।
চিত্রয়িত্বা পরং ব্রহ্ম তদা তচ্চ সমর্পয়েৎ।
বিশ্বাবসোরন্বয়জা বংশা বিদ্যাপতেস্তথা।
তদা দারুস্বরূপস্য বিষ্ণোরঙ্গাৎ পুনঃ পুনঃ।
রক্তলেপনদ্রব্যঞ্চ বহিষ্কুর্য্যাৎ শনৈঃ শনৈঃ।
বড়্‌্রাসরমতিব্যাপ্য ততশ্চ সপ্তমেঽহনি।
সুবাসিতঞ্চ তৈলেন মর্দ্দয়েন্ন্ তিলোদ্ভবং।
অষ্টমেঽহনি সূত্রাণি পট্টস্য রুচিরাণি বৈ।
বদ্ধা চিত্রতরং বিষ্ণোঃ সর্ব্বাঙ্গে নাড়িকল্পনম্।
ততঃ সর্জ্জরজোঃক্ষীরং শুষ্কং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ।
সুবাসিতৈস্তিলোদ্ভূতৈস্তৈলৈর্যুক্তঞ্চ মর্দ্দিতং।
তচ্চূর্ণং হরের্গাত্রে লেপয়েচ্চ প্রকল্পনে।
নবমেঽহনি রাজেন্দ্র সূক্ষ্মার্দ্রাংশুকপাতনাৎ।
শোধয়েত্তাদৃশং লেপং দেবাঙ্গেষু চ সর্ব্বতঃ।
দশমে দিবসে প্রাপ্তে নেত্রপট্টাংশুকৈঃ পুনঃ।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বাঙ্গমাচ্ছাদ্য ততঃ শোণিতকল্পনাং।
চন্দনানি চ কস্তূরিং কুঙ্কুমং হিমবালুকাম্।
তথা চন্দনসারঞ্চ সর্ব্বমেকত্র পেষয়েৎ।
একাদশ্যাং তিথৌ বিষ্ণোঃ সায়ং পূজাবসানতঃ।
ততঃ কাহোলকাংস্যাদিধ্বনৌ জাতে মনোরমে।
তচ্চন্দনাদিকং বিষ্ণোঃ সর্ব্বাঙ্গেষু বিলেপয়েৎ।
তদ্বিলিপ্য ততো ম্যংসকল্পনা স্যান্নৃপোত্তম।
দ্বাদশেঽহনি শুক্লানি দৃঢ়ানি বসনানি চ।
দত্ত্বা যত্নেন পরমং লেপং দত্ত্বা পুনর্দৃঢ়ম্।
চর্ম্মকল্পনমাকুর্য্যাত্তথা লেপবিলেপনাৎ।
ততো ভূপ পুনর্নব্যৈঃ শুক্লৈর্দৃঢ়তরাংশুকৈঃ।
শ্রীহরেঃ পাদরচনাং কুর্য্যাৎস্বল্পে দৃঢ়ং তদা।
দ্বাদশেঽহনি জাতেঽপি সার্দ্ধযামে নৃপোত্তম।
ঘণ্টামর্দ্দলশঙ্খানাং নিঃস্বনে চ পুনঃ পুনঃ।
তৎপাদরচনা শব্দো ন কেন শ্রূয়তে যথা।
তস্মা ন কর্ণয়োঃ কর্ণৌ জায়েতে বধিরৌ যথা।
অতস্তচ্ছ্রবণং কার্য্যং নোচিতং নৃপসত্তম।
অত্রৈব তৎপরো রাজন্ তব প্রজ্ঞিনির্ম্মলঃ।
কর্পূরকটিনীলেপং সর্ব্বাঙ্গেষু পুনশ্চরেৎ।
চিত্রবিচ্চ তদা কুর্য্যাচ্ছেবাং লোমপ্রকল্পনে।
ত্রয়োদশ্যাদিষু কর্ম্ম বর্ণৈরেব বিচক্ষণঃ।
যথারূপং প্রকুর্য্যাচ্চ জ্বালাদেশ্যং চ লৌম্যকম্।
যথাবিধি নৃপশ্রেষ্ঠ চিত্রবিচিত্রকর্ম্মণি।
চতুর্দ্দশীদিনে চাপি তথা পঞ্চদশী দিনে।
দিনদ্বয়েঽপি তৎকর্ম্ম চিত্রং চারুতরং চরেৎ।
নিরোধনগৃহাত্তস্মাদ্বহিষ্কৃত্য নৃপোত্তম।
যাঃদশ্যামেব তদ্দদ্যাৎ কৃত্যং নির্ম্মাল্যমাদরাৎ।"

(নীলাদ্রিমহোদয় ১৫ অঃ)

(২৪) "আরভেত রথং কৃত্বা বিষ্ণুরাজ মহোৎসবম্।
ষোড়শাক্ষৈঃ ষোড়শভিশ্চক্রৈর্হেমময়ৈর্দৃঢ়ৈঃ।
যুক্তং বিষ্ণোরথং কুর্য্যাদুচ্চাঙ্গং দৃঢ়কূবরম্।
বিচিত্রঘটিতং কাষ্ঠপুত্তলীপরিবেষ্টিতম্।
মধ্যে বেদিসমাচ্ছাদিচারুমণ্ডপরাজিতম্।
চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্দ্বারসুশোভনম্।
নানাবিচিত্রবহুলং হেমপত্রবিভূষিতম্।...
রথমেবং হরেঃ কুর্য্যাৎ কাসনং সুপরিষ্কৃতম্।
চতুর্দ্দশরথাক্ষৈস্তু রথং কুর্য্যাচ্চ সৌরিণঃ।
চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ কুর্য্যাৎ সুভদ্রায়া রথোত্তমম্।
সগুচ্ছদময়ং কুর্য্যাৎ সিরিণো লাঙ্গলধ্বজম্।
দেব্যাঃ পদ্মধ্বজং কুর্য্যাৎ পদ্মকাষ্ঠবিনির্ম্মিতম্।
বিরচয্য রথান্ রাজা প্রতিষ্ঠাং পূর্ব্বমাচরেৎ।"

(পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য)

"বাসুদেবরথো দিব্যো গরুড়েন চ চিহ্নিতঃ।
পদ্মধ্বজঃ সুভদ্রায়া তথা স্বর্ণময়ো রথঃ।
বলস্যাপি রথো বিপ্রাস্তালধ্বজসুলক্ষিতঃ।"

(নীলাদ্রিমহোদয় ৫ম অঃ)

যাইবার কথা, কিন্তু সেখানে যাইতে প্রায় চারি দিন লাগে। অবশিষ্ট কয়দিন শ্রীমূর্ত্তিগুলি গুণ্ডিচা-মন্দিরে অবস্থান করেন। দশমীর দিন পুনর্যাত্রা হইয়া থাকে, এ সময়ও মহামন্দিরে পৌঁছিতে চারি দিন লাগে।

পূর্ব্বে বিশেষ জনতার কারণ রথচক্রের নিম্নে পড়িয়া কাহার কাহার মৃত্যু হইত, কেহ বা দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য রথচক্রে প্রাণত্যাগ করিত। এখন পুলিসের বিশেষ লক্ষ্য থাকিলেও কোন কোন বর্ষে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

৬ আষাঢ়মাসের শুক্লএকাদশীর নাম শয়নএকাদশী, এই দিন মন্দির মধ্যে এককোণে খাটের উপর বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথ মূর্ত্তিকে শোয়াইয়া রাখে।

৭ শ্রাবণমাসে শুক্লএকাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা। এই কয়দিন রাত্রিতে সুসজ্জিত মুক্তিমণ্ডপের দোলমঞ্চে গিয়া মদনমোহন উপবেশন করেন, এই কয়দিন এখানে বিবিধ নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

৮ ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীতে একজন ব্রাহ্মণ ও এক ভিতর-সায়িনী (দেবনর্ত্তকী) বসুদেব ও দেবকী সাজিয়া জন্মাষ্টমীর অভিনয় করে। এই দিন মহাধুম ধামে পূজা হয়।

৯ শ্রাবণমাসে কৃষ্ণএকাদশীর দিন কালীয়দমন যাত্রা হয়। এই দিন মদনমোহনকে মার্কণ্ডেয় সরোবরে আনিয়া কালীয়দমনের অভিনয় হইয়া থাকে।

১০ ভাদ্রমাসের শুক্লএকাদশীর দিন দেবের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন; এই দিন ভগবান্ শয়নগৃহে পর্য্যঙ্কে শুইয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, শয়নগৃহেই তাঁহার যথাবিধি পূজা হয়। এই দিন বামন-জন্মোৎসব হইয়া থাকে। দেবের বামনাকৃতি মূর্ত্তি ছত্র কমণ্ডলুসহ শিবিকায় লইয়া পরিভ্রমণ করান হয়।
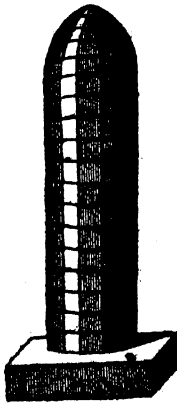
১১ আশ্বিনমাসে কোজাগার পূর্ণিমার দিন সুদর্শনোৎসব হইয়া থাকে। এই দিন সুদর্শনকে শিবিকায় লইয়া নৃত্যগীতাদি সহ নগর পরিভ্রমণ করান হইয়া থাকে। এই দিন মহামন্দিরে লক্ষ্মীর পূজা ও সকলেই রাত্রিজাগরণ করিয়া থাকে।

১২ কার্ত্তিকমাসের শুক্লএকাদশীর দিনে উত্থানএকাদশী। এই দিন প্রাতঃকালে সন্ধ্যা ও অর্দ্ধরাত্রে পূজা করিয়া দেবকে শয্যা হইতে উঠান হয়।

১৩ কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমার দিন মহাসমারোহে রাসযাত্রা হইয়া থাকে।

১৪ অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লষষ্ঠীতে দেবের প্রাবরণোৎসব। উড়িয়ারা ইহাকে ঘরনাগি বলে। এই দিন দেবকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

১৫ পৌষমাসের পৌর্ণমাসীতে অভিষেকোৎসব। এই দিন দেবের সুন্দর শৃঙ্গারবেশ হইয়া থাকে।

১৬ মকরসংক্রান্তির দিন মকরোৎসব হইয়া থাকে। এই দিন নূতন নূতন দ্রব্য দ্বারা দেবের ভোগ হয়।

১৭ মাঘমাসে শুক্লপঞ্চমী বা চৈত্রমাসে শুক্লঅষ্টমীতে গুণ্ডিচা উৎসব। এই সময় মদনমোহন গুণ্ডিচা মন্দিরে আনীত হয়। উৎকলখণ্ডে রথযাত্রাকালে জগন্নাথের গুণ্ডিচা-মন্দিরে আগমনকেও গুণ্ডিচোৎসব নামে বর্ণিত হইয়াছে।

১৮ মাঘীপূর্ণিমা, এই দিন ভোগমূর্ত্তি সাগর-সলিলে আনিয়া স্নান করান হয়। এই দিন সকলে সমুদ্রজলে তর্পণ করেন। উৎকলখণ্ডাদিতে লিখিত আছে, সাগর-সলিলে স্নান করিয়া দেব দর্শন করিলে শতপুরুষ উদ্ধার হয়।

১৯ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় দোলযাত্রা। মন্দিরের ঈশাণ কোণে যে স্নানমঞ্চ আছে, তাহাতেই দোলযাত্রা হইয়া থাকে। এই সময়ে দেবের গাত্রে সকলে ফল নিক্ষেপ করে। পূর্ব্বে এখানে মূলমূর্ত্তি আনীত হইত, কিন্তু রাজা গৌড়ীয় গোবিন্দের সময় মঞ্চের কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া জগন্নাথদেব পড়িয়া গিয়া মঞ্চ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সেই অবধি জগন্নাথের পরিবর্ত্তে মদনমোহনের দোল হয়।

২০ রামনবমীর দিন জগন্নাথ ও তাঁহার ভোগ মূর্ত্তিকে রামবেশে সাজাইয়া মহাসমারোহে পূজা হইয়া থাকে।

২১ চৈত্রশুক্লত্রয়োদশীর দিন দমনকভঞ্জিকা। জগন্নাথ-বল্লভ নামক বাগানে এই দিন দমনকপত্রের মালা গাঁথিয়া মদনমোহনের মাথায় সাজাইয়া দেয় এবং ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে।

উৎকলখণ্ডাদিতে লিখিত আছে, উপরোক্ত যে কোন উৎসব দর্শন করিলেই মহাপুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

নব কলেবর।—উপরোক্ত উৎসবাদি ব্যতীত সময়ে সময়ে

শ্রীমূর্ত্তির জীর্ণ দেহপরিত্যাগ ও নূতন মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, এই নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবই নবকলেবর নামে বিখ্যাত। এই সময় লক্ষ লক্ষ যাত্রী বহু দূর দেশান্তর হইতে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে আসিয়া থাকে, জগন্নাথে যত উৎসব হয়, তন্মধ্যে এই কলেবর উৎসবই সর্ব্বপ্রধান। এ সময়ে যেরূপ মহাসমারোহ হইয়া থাকে, এমন আর কখন হয় না। সাধারণের বিশ্বাস যে প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে দেবের নূতন কলেবর হইয়া থাকে। কিন্তু জগন্নাথের পূজাপদ্ধতি মূলক গ্রন্থ সমূহে দ্বাদশ বৎসরান্তে যে নবকলেবর করিতে হইবে, এমন কোন কথা লিখিত নাই। উড়িষ্যার পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে আষাঢ় মাসে দুইটী পূর্ণিমা ও মলমাস হইলে, সেই সময় নবকলেবর হইবে, এরূপস্থলে সাতবর্ষ হইতে ত্রিশ বর্ষ মধ্যে উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে নবকলেবর হইয়া থাকে। নীলাদ্রিমহোদয়ে লিখিত আছে—

"বর্ষাণাং শততো বাপি তদর্দ্ধং বা নৃপোত্তম।
আবির্ভাব-তিরোভাবৌ ভবিষ্যতো হরেঃ কলৌ।
বর্ষ-বিংশতিতো বাপি পঞ্চবিংশতিতশ্চ বা।
জীর্য্যতাং দারুদেহানাং দেবানাং ঘটনা ভবেৎ।"

শত বর্ষেই হউক আর পঞ্চাশ বর্ষেই হউক কলিকালে হরির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে। কুড়ি বর্ষেই হউক আর ২৫ বর্ষেই হউক জীর্ণ দারুমূর্ত্তির পুনর্নির্ম্মাণ হইয়া থাকে।

নব কলেবর হইবার ব্যবস্থা থাকিলেও অনিষ্ট আশঙ্কায় এখন কেবল সংস্কার হইয়া থাকে, আর কলেবর হয় না। সাধারণে বলিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত নব কলেবরের সময়েই বৃটীশ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক খোর্দ্দারাজ নির্ব্বাসিত হন। আজ তিনবর্ষ হইল, নবকলেবর হইবার কথা হইয়াছিল এবং তাহা দেখিবার জন্য প্রায় দশলক্ষ যাত্রী শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিল, কিন্তু রাজমাতা পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া নব কলেবর হইতে দেন নাই, কেবল দেবের পূর্ণসংস্কার হইয়াছিল মাত্র। নীলাদ্রিমহোদয়ে নবকলেবরের বিধান এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"আষাঢ়স্য চ মাসস্য যদা বৃদ্ধির্ভবেদ্ভুবি।
তদা তদ্দারুমূর্ত্তিঃ স্যাৎকর্ম্মশীলনৃপাজ্ঞয়া॥
বৈশাখে শুক্লপক্ষেঽপি শুভে লগ্নে শুভে দিনে।
বিদ্যাপতিকুলোদ্ভূতা দ্বিজাঃ সদ্বৃত্তয়োঽমলাঃ।
বিশ্বাবসোশ্চ কুলজাস্তথা তে গহনং বনম্।
নৃপাজ্ঞয়া গমিষ্যন্তি দারুশাতনতৎপরাঃ।
পবিত্রং শোভনং তত্তু বনং শোভনমুত্তমম্।
রাজ্ঞঃ প্রতিনিধিস্তাবদ্গমিষ্যন্তি সমং দ্বিজৈঃ।
চতুর্ব্বেদবিদো বিপ্রা রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ।
শিল্পবিদ্যাসু নিপুণা বর্দ্ধকিপ্রবরাশ্চ যে।
তে সর্ব্বে চ গমিষ্যন্তি তন্নাজ্ঞামাল্যভূষিতাঃ।
যজ্ঞসংভারসহিতাঃ প্রবিশ্য তাদৃশং বনম্।
শান্তয়িত্বা নিম্বতরুং মহান্তং ঋজুমুত্তমম্।
মহোরগসমাবাসং সমন্তাৎ শোভনং নগম্।
চতুঃশাখাযুতং রম্যং কীটপক্ষ্যাদিবর্জ্জিতম্।
তাদৃশং দারুসংযুক্তং শান্তয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ।
তন্মূলে সংস্কৃতে দিব্যৈর্মার্জ্জিতে গোময়াম্বুভিঃ।
চর্চ্চিতে চন্দনাদ্যৈশ্চোপচারৈর্মনোহরৈঃ।
ধ্যাত্বা তং গরুড়ারূঢ়ং পূজয়িত্বা জগৎপতিম্।
উপোষ্য তত্র ত্রিদিনং হ্যেকং বা দৃঢ়ভক্তিতঃ।
তবানুকূল্যং দৃষ্ট্বাথ রাত্রৌ স্বপ্নগতং চ তে।
বেদাধ্যয়নসংসক্তা ব্রাহ্মণাঃ স্যুর্নিরন্তরম্।
তন্নামকীর্ত্তনং তত্র কুর্বন্তশ্চাপি সন্ততম্।
মন্ত্ররাজং জপন্তশ্চ তত্র কেচন সত্তমাঃ।
এবং ব্রতং কুর্বতাং তদ্গতানাং সাধুবর্ত্ম্মনাম্।......
ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যং কর্ম্ম সমাপ্য তে।
ব্রতান্তে তস্য তৎপূজাং কৃত্বা সর্ব্বেচ মানবাঃ।
হবিষ্যঞ্চ করিষ্যন্তি তদ্ভক্তিদৃঢ়চেতসঃ।
আদৌ গণেশং সংপূজ্য দুর্গাঞ্চ শঙ্করং রবিম্।
বিষ্ণুঞ্চ ধরণীনাথং স্তোত্রৈস্তি নিজ ভক্তিতঃ।
বরুণার্চ্চাং ততঃ কুর্য্যাৎ সংকল্প্য দেশকালবিৎ।
স্বস্তিবাচনকং কর্ম্ম বহু কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
আচার্য্যব্রহ্মণোরেব বরণং তত্র কারয়েৎ।
মন্ত্ররাজেন তেনৈব মনুনা মনুজাধিপ।
হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন তস্য সান্নিধ্যহেতবে॥
পাতালনরসিংহেন জুহুয়াদ্দ্বিসহস্রকম্।
অযুতং নিযুতং বাপি সমিদ্ধোমং চ বৈ চরেৎ॥
পূর্ণাহুতিং ততঃ কুর্য্যাদ্ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং দদ্যাদাচার্য্যায় দ্বিজন্মনে।
আচার্য্যস্তত্র গত্বাথ মন্ত্ররাজং পরং জপন্।
কুঠারং পরিপূজ্যাসৌ চন্দনেন চ পুষ্পতঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্বেদান্ পঠৎসু ব্রাহ্মণেষু চ।
স্বয়ং ছিন্দ্যান্নিম্বতরুং মহোৎসবতয়া ততঃ।
তে সর্ব্বে বর্দ্ধকিগণাঃ পশ্চাত্তং তরুসত্তমম্।
ছেদয়িত্বা মুদা যুক্তাস্তন্নামপরিকীর্ত্তনাৎ।
পাত্যমানে তরৌ তত্র তচ্চ কুর্য্যাদ্দ্বিখণ্ডকম্।
প্রথমং জগদীশস্য দ্বিখণ্ডং কারয়েন্নৃপ।
বলস্য চ তথা কুর্য্যাত্তদ্রার্থঞ্চ দ্বিখণ্ডকম্।
একং সুদর্শনস্যার্থে তথৈকং মাধবস্য চ।

সর্ব্বার্থং স্বধিকং দিব্যং দ্বিখণ্ডং কল্পয়েত্ততঃ।
ইত্থং দ্বাদশখণ্ডানি কৃত্বা তচ্চতুরস্রকম্।
শাখাপত্রাণি বদ্ধানি তানি সর্ব্বাণি তত্র হি।
দীর্ঘখাতে সমারোপ্য প্রোথয়েৎ শকলানি তৎ।
চতুশ্চক্রেষু দিব্যেষু স্বনোযন্ত্রেষু ভক্তিতঃ।
সমারোপ্য চ তান্যেব ছাদয়িত্বা পরং ততঃ।
দৃঢ়দিব্যাম্বরৈঃ সূক্ষ্মৈর্দৃষ্ট্যুৎসাহকরৈঃ পরৈঃ।
বদ্ধাং দৃঢ়তরং তত্র পট্টরজ্জুং সমন্ততঃ।
আনয়েয়ুশ্চ তান্যেব ছত্রচামরবীজনৈঃ।
সায়ংকালেঽপি চ তথা যজেত্তং চোপচারতঃ।
শীতদ্রব্যময়ৈর্ভোগৈস্তোষয়েৎ পরমেশ্বরম্।
এবং প্রতিদিনং তত্র পূজয়েজ্জগতীপতিম্।
প্রাসাদোত্তরতো দ্বারে তদ্দারুত্তমবেশনম্।
কারয়িত্বা দিব্যশালান্তরে তৎ স্থাপয়েন্নৃপ।
সুদিনে সুমুহূর্ত্তে চ শুভে লগ্নে নৃপোত্তম।
শ্রীমূর্ত্তের্ঘটনা কার্য্যা চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে।
ঘটনারম্ভকালে চ কুর্য্যাদ্বরুণপূজনম্।
বিদ্যাপতেস্তথা বিশ্বাবসোশ্চ কুলসম্ভবান্।
বস্ত্রালঙ্কারগন্ধস্রক্ সৎকারৈঃ পরিতোষয়েৎ।
শিল্পিকাংশ্চ তথা কুর্য্যাত্তে সর্ব্বে তত্র চোদ্যতাঃ।...
ষট্তিলৈশ্চঃ যবঃ প্রোক্তো মুষ্টিঃ স্যাত্তচ্চতুর্যবৈঃ।
ষণ্মুষ্টিভির্ভবেদ্ধস্তচ্চতুর্ভিশ্চ ধেনুকম্।
হিত্বা ততো দ্বিভাগৌ চ তচ্চতুর্দ্দশভাগতঃ।
যবানাং তচ্চতুরশীত্যেবমুচুর্বুধা নৃপ।
তন্মানেন তদা কুর্য্যাদাশিখং পাদপীঠতঃ।
তথৈব ভুজভাগাস্তং দৈর্ঘ্যমায়তিকং সমম্।
চক্রাকৃতিতয়া ভালং কুর্য্যাদ্দ্বাত্রিংশভাগতঃ।
মস্তকান্মুখপর্য্যন্তং চতুর্দ্দশকভাগকম্।
ত্রিপাদাধিকষট্ত্রিংশৎ যবতো মানমুচ্যতে।
চতুর্ব্বন্ধং প্রকুর্বীত দিনেশযবমানতঃ।
হৃদয়ং স্যান্নবযবৈস্তদ্দ্বয়ং বসুভাগতঃ।
সার্দ্ধদিগ্‌যবতো মধ্যং পরিধাপনসংজ্ঞকম্।
এতচ্চতুর্ভাগমিতি কথিতং তৎপুরো ময়া।
তৎপাদপদ্মং ষড়্‌ভাগং পাদহীনকলাযবৈঃ।
চতুরশীতিযবকৈরিত্থং দ্বাদশভাগকম্।
অষ্টাবিংশতিমানেন ষট্পঞ্চাশদ্‌যবৈর্ভুজৌ॥
করৌ পার্শ্বভুজৌ তাবচ্চতুর্বন্ধপ্রমাণতঃ।
চতুশ্চতুর্যবৈঃ পার্শ্বভুজয়োরায়তির্ভবেৎ॥
শূলাঙ্কং করয়োঃ কুর্য্যাৎ চতুর্যবপ্রমাণতঃ।
তদ্বেদমানং ভুজয়োরন্ধ্রঞ্চ কল্পয়েদ্বুধঃ।
নাসাধোদ্বাদশযবৈস্তদূর্দ্ধং মস্তকাবধি॥
পাদহীনপঞ্চবিংশপ্রমাণং রচয়েৎ কৃতী।
শ্রীমুখায়তিমানন্তু কুর্য্যাত্ত্রিংশদ্‌যবৈস্তথা॥
হৃদি ব্রহ্মস্থাপনার্থং চতুর্দ্দশযবৈঃ স্মৃতম্।
কল্পয়েত্তৎ পদং রম্যং ব্রহ্মদারুস্বরূপিণঃ॥
এতাদৃশী জগন্নাথঘটনা জায়তে নৃপ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বলদেবস্য নির্ম্মিতিম্॥
শঙ্খাকৃতিরসৌ খ্যাতঃ পশ্যতাং সর্ব্বকামদঃ।
দারুদ্বাত্রিংশভাগাশ্চ পঞ্চাশীতি যবৈর্মিতিঃ॥
তদ্বক্ত্রাম্বুজনির্ম্মাণমেকত্রিংশদ্‌যবান্বিতম্।
তদূর্দ্ধং ফণনির্ম্মাণং জ্ঞেয়ং পঞ্চযবৈঃ পরম্॥
চতুর্বন্ধস্থিতির্জ্ঞেয়া রুদ্রসংখ্যৈর্যবৈর্নৃপ।
কুর্য্যান্নবযবং ছিদ্রং সন্ধানং বেদবন্ধনম্॥
নবানাং যবতঃ কুর্য্যাৎ হৃদয়ঞ্চ বিচক্ষণঃ।
সার্দ্ধদিগ্‌যবতো নূনং পরিধাপনমুত্তমম্॥
অষ্টাদশযবৈঃ সার্দ্ধৈঃ শ্রীপাদসরসীরুহম্।
পঞ্চাশীতিযবাঃ প্রোক্তা হ্যেবং হলভৃতঃ প্রমা॥
ভুজদ্বয়বিভাগঞ্চ চতুর্বন্ধবিভাগকম্।
প্রত্যেকঞ্চ বিজানীয়াৎ চতুর্বিংশতিভির্যবৈঃ।
তত্র স্কন্ধোপরিভ্রাজৎ ফণায়াশ্চ যুগং যুগম্।
যবেনার্দ্ধযুজা জ্ঞেয়ং ঘটিতং স্যান্নৃপোত্তম॥
রন্ধ্রমর্দ্ধযবং প্রোক্তং তদাধারতয়া ভবেৎ।
চতুর্বন্ধপ্রমাণেন হস্তৌ পার্শ্বভুজৌ তথা॥
যবানামেকবিংশত্যা মুখস্যায়তিরুত্তমা।
নাসাধোঽষ্টৌযবাঃ প্রোক্তা উর্দ্ধমষ্টাদশা যবাঃ॥
ললাটং যবমাত্রং স্যাৎ ফণাঃ পঞ্চযবাঃ স্মৃতাঃ।
ইত্থং শ্রীবলদেবস্য নির্ম্মিতির্নৃপসত্তম॥
দ্বিপঞ্চাশদ্‌যবৈঃ সার্দ্ধৈর্ভদ্রা পদ্মাকৃতির্ভবেৎ।
তদীয়ং শ্রীমুখং নম্রং ভবেৎ সপ্তদশৈর্যবৈঃ॥
যবৈঃ পঞ্চদশৈর্ভূপ বিস্তারস্তন্মুখস্য চ।
ধম্মিল্লঃ সার্দ্ধত্রিযবো হৃদয়ং ত্রিযবং ভবেৎ॥
রবিসংখ্যযবং মধ্যং পরিধাপনসংজ্ঞকম্।
যবাঃ সপ্তদশ প্রোক্তাস্তৎপাদযুগপঙ্কজম্॥
যবৈঃ পঞ্চদশৈঃ খ্যাতৌ ভুজৌ চাধোগতৌ কটিম্।
তথা পার্শ্বভুজৌ সপ্তদশৈশ্চাধোগতৌ নৃপ।
এবং ভদ্রাকৃতির্দিব্যা ভব্যশিল্পিকনির্ম্মিতা।
সুদর্শনো গদাকারো ভবেন্নৃপতিসত্তম।
চতুরশীতিযবৈকৈর্দৈর্ঘ্যেণ পরিভাবিতম্॥

তদায়তিঃ পরিখ্যাতা চৈকবিংশতিভির্যবৈঃ।
এবং সুদর্শনো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বলিঙ্গাকরো মহান্॥"
(নীলাদ্রিমহোদয় ৩৮ অঃ।)

যে বৎসর আষাঢ়মাসে মলমাস হইবে, ঐ বৎসর রাজার আদেশে রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ কোন ব্যক্তি বৈশাখমাসে শুভদিনে শুভলগ্নে বিদ্যাপতিবংশীয় ও বিশ্বাবসুবংশীয় নিষ্ঠাপর ব্যক্তিগণ রাজপুরোহিত, চতুর্ব্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শিল্পনিপুণ বর্দ্ধকীগণের সহিত নানাবিধ পূজোপকরণ লইয়া পবিত্র অরণ্যে প্রবেশ করিয়া চতুঃশাখাযুক্ত, সরল, কীটপতঙ্গাদির দংশনবর্জ্জিত, আয়ত নিম্ব বৃক্ষ সংগ্রহ করিবে, তাহার মূলদেশ গোময়জল দ্বারা পবিত্র করিয়া বৃক্ষমূলে চন্দনাদি দ্বারা অনুলেপন করিবে। গরুড়ারূঢ় ভগবানের ধ্যান, নানাবিধ উপচারে অর্চ্চনা, বেদপাঠ, মন্ত্ররাজ জপ ও প্রভুর নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক উপবাস করিয়া তিন দিন বা একদিন অতিবাহিত করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক প্রথমে গণেশ, দুর্গা, শঙ্কর, রবি, বিষ্ণু ও বরুণের পূজা করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। পরে আচার্য্যবরণ ও ব্রহ্মবরণ করিয়া মন্ত্ররাজ দ্বারা হোম করিবে, ঐ হোমের পর "পাতাল নরসিংহেন" ইত্যাদি মন্ত্রে দুই হাজার বার আহুতিপ্রদান, অযুত বা নিযুত সংখ্যক সমিধ্ হোম, তাহার পর ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে, আচার্য্য ঐ বৃক্ষের মূলদেশে প্রভুর মন্ত্ররাজ জপ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা কুঠারের অর্চ্চনা করিবে। বেদপাঠক ব্রাহ্মণগণ বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে বেদধ্বনি করিতে থাকিবেন, আচার্য্য স্বয়ং ঐ বৃক্ষচ্ছেদন করিলে বর্দ্ধকিগণ উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইবে। প্রথমতঃ দুই খণ্ড করিয়া এক খণ্ড হইতে জগন্নাথের মূর্ত্তির জন্য এবং বলদেব ও সুভদ্রা মূর্ত্তির জন্য দুই খণ্ড করিবে, পরে অপর এক খণ্ড হইতে মাধবমূর্ত্তির জন্য এক খণ্ড, সুদর্শনচক্রের জন্য এক খণ্ড এবং সকলের জন্য অতিরিক্ত দুই খণ্ড সমষ্টিতে দ্বাদশ খণ্ড করিয়া ঐ খণ্ডগুলিকে প্রথমে চতুরস্র করিয়া লইবে। ঐ বৃক্ষের শাখা পত্র ও বল্কলাদি সমস্ত একটী গর্ত্তে পুতিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। পরে রমণীয় বস্ত্র ও পট্টসূত্রাদি দ্বারা ঐ খণ্ডগুলিকে আচ্ছাদন ও বন্ধন করিয়া চারি চাকার গাড়ীতে উঠাইয়া ছত্র ধারণপূর্ব্বক চামরাদির ব্যজন করিতে করিতে চলিয়া আসিবে, তারপর প্রতিদিন নানাবিধ ভোগাদি উপচারে ত্রৈকালিক অর্চ্চনাদি করিবে। মন্দিরের উত্তরাংশে রমণীয় গৃহে ঐ খণ্ড সকল রাখিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ আরম্ভ করাইবে। আরম্ভের সময় বরুণের পূজা এবং বিশ্বাবসুর বংশীয় দ্বিজাতি ও বিদ্যাপতি বংশীয়দিগকে মালা, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। ঐ সময়ে শিল্পীগণকেও মালাচন্দনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়।...

ছয়টী তিল পর পর সংলগ্ন করিয়া সাজাইলে যতটুকু দৈর্ঘ্য হয়, ঐ পরিমাণের নাম এক যব, ঐরূপ চারি যবে এক মুষ্টি, ছয় মুষ্টিতে এক হাত, চারি হাতে এক ধনু। ইহার ১৬শ ভাগের ২ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ১৪শ ভাগে যে পরিমাণ হয়, ঐ পরিমাণে জগন্নাথদেবের পাদপীঠ হইতে শিখা পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ হইবে। ভুজদ্বয়ও ঐ পরিমাণে আয়ত। ঐ পরিমিত মূর্ত্তির ৩২শ অংশের এক অংশে চক্রাকার কপালদেশ নির্ম্মাণ করিতে হয়। মস্তক হইতে মুখ পর্য্যন্ত ১৪শ অংশে বিভক্ত হইবে। পরে বার যবে চতুর্ব্বন্ধ, ৯ অষ্টমাংশে ৯ যব পরিমিত হৃদয়স্থান, সার্দ্ধ দশ যবে মধ্যস্থান এবং ছয় ভাগে পাদদ্বয় ও সার্দ্ধ দশ যবে পরিধানক নির্ম্মিত হইবে। পরে ছাপ্পান্ন যবে ভুজদ্বয় এবং করপার্শ্ব ও ভুজ চতুর্ব্বন্ধ প্রমাণানুসারে করিতে হইবে। হস্তদ্বয়ে চারি যব পরিমিত দুইটী শুন চিহ্ন নির্ম্মিত হইবে। পার্শ্ব ও ভুজের আয়ত চারি যব, নাসিকার অধোভাগ বার যব, শ্রীমুখের আয়তন ত্রিশ যব। ব্রহ্মস্থাপনার্থ ১৪শ যব পরিমিত হৃদয়স্থান কর্ত্তব্য। এই প্রকারে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি করিতে হয়। বলদেবের মূর্ত্তি শঙ্খাকৃতি, ৮৫ যবে সম্পূর্ণ হইবে, তন্মধ্যে ৩১ যবে শ্রীমুখ হইবে। মুখের উর্দ্ধে ৫ যব পরিমিত ফণা থাকিবে। একাদশ যবে চতুর্ব্বন্ধ, নয় যবে হৃদয় স্থান, সার্দ্ধ দশ যবে পরিধাপন এবং সার্দ্ধ অষ্টাদশ যবে পদদ্বয় নির্ম্মিত হইবে। ২৪ যবে ভুজদ্বয় বিভাগ এবং চতুর্ব্বন্ধ বিভাগ করিতে হয়। স্কন্ধের উপরিভাগে অর্দ্ধ যব পরিমাণে ছুটি ছুটি করিয়া ফণা প্রস্তুত করিবে, পার্শ্ব ও ভুজ মুখের আয়াম এক বিংশতি যব, নাসিকার অধোদেশ অষ্ট যব, ললাট সার্দ্ধ অষ্টাদশ যব পরিমিত হইবে, এই প্রকারে বলদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। সুভদ্রা-মূর্ত্তির পরিমাণ সার্দ্ধ দ্বিপঞ্চাশৎ যব, আকৃতি পদ্মের তুল্য। সুভদ্রার মুখ ১৭ যব আয়ত, ১৫ যব বিস্তৃত, কেশকলাপ সার্দ্ধ তিন যব পরিমিত, হৃদয়স্থান ৩ যব, মধ্যস্থান ১২ যব, পদদ্বয় ১৭ যব, পার্শ্ব ও ভুজ সার্দ্ধ সপ্তদশ যব পরিমাণে প্রস্তুত হইবে। এই প্রকারে সুভদ্রার মূর্ত্তি রচনার পর সুদর্শন ও গদা একবিংশতি যব পরিমিত করিতে হয়।' (নী° ম°)

পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন যে নব কলেবর নির্ম্মিত হইলে প্রধান পাণ্ডা জগন্নাথের পূর্ব্বদেহস্থ বিষ্ণুপঞ্জর লইয়া নব মূর্ত্তির হৃদয় মধ্যে স্থাপন করেন। কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে ঐ বিষ্ণুপঞ্জরের উল্লেখ নাই।

এখন যেরূপ নবকলেবর হইয়া থাকে, তাহাই নীলাদ্রি-

মহোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে। (মূর্ত্তির প্রতিরূপ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।) কিন্তু পূর্ব্বে দেবের এরূপ কলেবর হইত না। নারদ ও ব্রহ্মপুরাণে এবং উৎকলখণ্ড ও কপিল-সংহিতায় জগন্নাথ ও বলরামের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি এবং সুভদ্রার দ্বিভুজমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থগুলির বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, ভুবনেশ্বরস্থ অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার যেরূপ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে, পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রেও দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি গুলিও ঐরূপ নির্ম্মিত হইত। নীলাদ্রিমহোদয়ে চারিমূর্ত্তির স্থানে সপ্তমূর্ত্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যখন জগন্নাথদর্শনে গমন করেন, তখনও তিনি চারিটী মূর্ত্তিই দেখিয়াছিলেন, সপ্তমূর্ত্তি দেখেন নাই। (চৈতন্যভাগবত ২ অঃ)

চৈতন্যের জীবনচরিতলেখকগণও লিখিয়াছেন যে, তিনি জগন্নাথের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব জীবনের অধিকাংশ সময়ই এই ক্ষেত্রধামে অতিবাহিত করেন, তিনি শ্রীক্ষেত্রস্থ তীর্থ, উপতীর্থ প্রভৃতি সমস্তই দর্শন করিয়াছিলেন। কপিলসংহিতায় অলাবুকেশ্বর নামে এক প্রসিদ্ধ লিঙ্গের উল্লেখ আছে। চৈতন্য এখানে যে যে তীর্থ দর্শন করেন, তাঁহার পারিষদবর্গ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অলাবুকেশ্বরের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, উৎকলখণ্ড, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য এবং ১৩৯৬ শকে রচিত পুরাণসর্ব্বস্বে জগন্নাথস্থ নানাতীর্থ ও লিঙ্গাদির উল্লেখ থাকিলেও অলাবুকেশ্বরের আদৌ উল্লেখ নাই, ইত্যাদি কারণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে ১৩৯৬ শক অথবা চৈতন্যদেবের পরে অলাবুকেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১)। সুতরাং এরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অলাবুকেশ্বর-প্রসঙ্গ-মূলক কপিলসংহিতাও চৈতন্যদেবের পরে রচিত হইয়াছে। রঘুনন্দনকৃত পুরুষোত্তমতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে কপিলসংহিতার আদৌ উল্লেখ না থাকায় এই প্রস্তাবের কতকটা সমর্থন করিতেছে। কপিলসংহিতায়ও দেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ইহাতে স্বীকার করা যায় খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দেও জগন্নাথাদির চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ছিল, এখনকার মত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ছিল না, বোধ হয় সেই জন্যই এখনও স্নানযাত্রাদির সময়ে জগন্নাথ ও বলরামের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই চিত্রিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের দুই মাইল পশ্চিমে লোকনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির আছে।

নারদ ও ব্রহ্মপুরাণে, উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা ও পুরাণ-সর্ব্বস্বে অথবা চৈতন্যদেবের তীর্থভ্রমণ-প্রসঙ্গে এই লোকনাথের উল্লেখ না থাকিলেও নীলাদ্রিমহোদয়ে লোকনাথের বিবরণ বর্ণিত আছে, এরূপ স্থলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও কপিল-সংহিতা রচিত হইবার পরে যে লোকনাথ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এরূপ স্থলে বোধ হয় লোকনাথ-প্রসঙ্গ-মূলক নীলাদ্রিমহোদয়ও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে অথবা তাহার অনতি পরে রচিত হইয়াছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করেন। সকলে জানেন যে দুষ্ট কালাপাহাড়ই জগন্নাথমূর্ত্তি আনিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। বেসর মহান্তি সেই দগ্ধমূর্ত্তি লইয়া গিয়া কুজঙ্গে খণ্ডাইতের ঘরে রক্ষা করেন। তৎপরে রাজা রামচন্দ্রদেব সেই মূর্ত্তি আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, রামচন্দ্রদেবের সময় দেবের নব কলেবর হইয়াছিল।

বোধ হয়, শ্রীমূর্ত্তিগুলি দগ্ধ হইবার পর যে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই মূর্ত্তিই এখন আমরা দেখিতে পাই এবং তাহারই আদর্শে শ্রীমূর্ত্তির নব কলেবর হইয়া থাকে। এই অভিনব মূর্ত্তির বিবরণই নীলাদ্রিমহোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক শত শত অঙ্গহীন দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল দেবের মন্দিরাদি বারম্বার পুনঃসংস্কার হইলেও দেবমূর্ত্তির আর পুনঃসংস্কার হয় না, সেই ভগ্নরূপেই পূজা পাইয়া থাকেন। বোধ হয় জগন্নাথের দগ্ধ মূর্ত্তিও সেইরূপে পূজা পাইয়াছিল, সেই রূপ পরিবর্ত্তন করিতে কেহ সাহসী হয় নাই।

অন্যান্য তীর্থ ও উপতীর্থ।—মহামন্দিরের অর্দ্ধমাইল উত্তরে মার্কণ্ডেয়হ্রদ। নারদ ও ব্রহ্মপুরাণ কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডে এই মার্কণ্ডেয়হ্রদের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। শ্রীক্ষেত্রের পঞ্চ তীর্থের মধ্যে ইহাও একটী। এখানে মার্কণ্ডেয়বট ছিল। কপিলসংহিতার মতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মার্কণ্ডেয়ের মঙ্গলার্থ মার্কণ্ডেয় বট নির্ম্মাণ করেন। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—মার্কণ্ডেয়-হ্রদে স্নান করিয়া মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিব দর্শন করিলে দশ অশ্বমেধের ফল, সকল পাপ হইতে মুক্তি ও শিবলোক লাভ হয়।

মার্কণ্ডেয় সরোবরের দক্ষিণ কূলে মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির। এই মন্দির নাটমন্দির, মোহন ও মূলস্থান ভেদে তিন অংশে বিভক্ত। ইহার চারিদিকে আল্লনাথ, হরপার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয়, পঞ্চপাণ্ডবলিঙ্গ, ষষ্ঠীমাতা প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে।

(১) উড়িষ্যার ঐতিহাসিকগণের মতে অলাবুকেশ্বরের মন্দির রাজা অলাবুকেশরীর সময়ে নির্ম্মিত হয়; কিন্তু অলাবুকেশরী নামে কোন রাজা উৎকলে রাজত্ব করিতেন কিনা খোদিতলিপি বা প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার প্রমাণাভাব।

সরোবরের পূর্ব্বাংশের মধ্যভাগে কালিয় সর্পের ফণার উপর দণ্ডায়মান বংশীধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি রহিয়াছে। কালিয় দমনোৎসবের সময় এখানে মদনমোহন আসিয়া লীলা করিয়া থাকেন। উত্তরভাগে একটী মন্দিরে চতুর্ভুজা সপ্ত মাতৃকা, গণেশ, নবগ্রহ ও নারদের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।—মহামন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ দূরে এই সরোবর। ব্রহ্ম ও নারদপুরাণের মতে ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞাজ্য হইতে এই তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। উৎকলখণ্ডের মতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গাভীর খুরাগ্র হইতে যে গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহাই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এখানে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃ উদ্দেশে তর্পণ করিলে সহস্র অশ্বমেধের ফল হয়, এই জন্য এই তীর্থের অপর নাম অশ্বমেধাঙ্গ। এই সরোবর দৈর্ঘ্যে ৪৮৬ ফিট্ ও প্রস্থে ৩৯৬ ফিট্, চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধান। ইহাতে অনেক বড় বড় কচ্ছপ আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন পাছে বংশ থাকিলে আপনার কীর্ত্তিলোপ হয়, এই ভাবিয়া জগন্নাথের নিকট বংশনাশের জন্য প্রার্থনা করেন। জগন্নাথের বরে ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্রগণ কচ্ছপরূপে পরিণত হইয়াছে। সরোবরের দক্ষিণকূলে নৃসিংহ ও পশ্চিম তীরে নীলকণ্ঠের মন্দির আছে। কপিলসংহিতার মতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করিয়া ঐ দুই মূর্ত্তির পূজা করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। উক্ত নীলকণ্ঠ ক্ষেত্রের অষ্টলিঙ্গের মধ্যে একটী (২৫)। উক্ত লিঙ্গ দুইটী অতি প্রাচীন হইলেও উভয়ের মন্দির তেমন পুরাতন নহে।

গুণ্ডিচাগার—ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে শ্রীমন্দির হইতে ২ মাইল দূরে এই বিখ্যাত মন্দির। এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের গুণ্ডিচা নামে পাটরাণী ছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীর নামোল্লেখ নাই অথচ নারদ, ব্রহ্ম, সাম্ব প্রভৃতি পুরাণেও গুণ্ডিচাগারের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখনকার গুণ্ডিচা-মন্দির দর্শন করিলে সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান গুণ্ডিচা-মন্দিরের চারিদিকে ৫ ফিট্ বিস্তৃত ও ২০ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর আছে, ইহার প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ৪৩২ ফিট্ ও প্রস্থে ৩২১ ফিট্। প্রাচীরের পশ্চিমাংশে সিংহদ্বার, উত্তরাংশে বিজয়দ্বার ও মধ্যস্থলে দেবাগার। এই দেবাগার আবার চারিভাগে বিভক্ত—দেউল বা মূলমন্দির দৈর্ঘ্যে ৫৫ ফিট্ ও প্রস্থে ৪৬ ফিট; মোহন দৈর্ঘ্যে ৪৮ ফিট্, নাটমন্দির দৈর্ঘ্যে ৪৮ ফিট্ ও প্রস্থে ৪৫ ফিট্ এবং ভোগমণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ৫৯ ফিট্ ও প্রস্থে ২৬ ফিট্। মূলমন্দির বা দেউল উচ্চে ৭৫ ফিট, ইহার মধ্যে কালপাথরে নির্ম্মিত ১৯ ফিট দীর্ঘ ও ৩ ফিট উচ্চ এক রত্নবেদী আছে। রথযাত্রার সময়ে দারুমূর্ত্তি আসিয়া এই রত্নবেদীর উপর সাত দিন অবস্থান করেন। রথযাত্রাকালে দারুব্রহ্ম সিংহদ্বার দিয়া এখানে প্রবেশ করেন এবং বিজয়দ্বার দিয়া বাহির হন। প্রবাদ আছে, এই স্থানেই বিশ্বকর্ম্মা প্রথমে দারুব্রহ্মের ওঁকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।

চক্রতীর্থ। বালগণ্ডি-নালার ধারে সমুদ্রতীরে একটী ক্ষুদ্র সরোবর আছে, তাহারই নাম চক্রতীর্থ। পাণ্ডারা বলিয়া থাকে, এই চক্রতীর্থের ধারে প্রথমে ব্রহ্মদারু ভাসিয়া আসিয়াছিল। এখানে আসিয়া শ্রাদ্ধাদি করিয়া লোকে বালুকার পিণ্ড প্রদান করে। শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে এই চক্রতীর্থের জলই সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট। এই চক্রতীর্থের নিকট উত্তরভাগে চক্রনারায়ণ মূর্ত্তি ও তাহার ঈশানকোণে শৃঙ্খলবদ্ধ হনুমানের মূর্ত্তি আছে।

শ্বেতগঙ্গা।—মহামন্দিরের উত্তরভাগে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও নারদপুরাণ, কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অতি পুণ্যতীর্থ ভাবিয়াই প্রায় সকল যাত্রীই এই তীর্থ দর্শন করিয়া থাকে। ইহার ধারে শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধবমূর্ত্তি আছে। কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডের মতে, শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিয়া শ্বেত ও মৎস্যমাধব দর্শন করিলে সকল পাপদূর ও শ্বেতদ্বীপ লাভ হয়।

যমেশ্বর। মহামন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দূরে যমেশ্বরের মন্দির। উৎকলখণ্ডের মতে মহাদেব এখানে যমের সংযম নষ্ট করিয়া যমেশ্বর নামে খ্যাত হন। কপিলসংহিতার মতে যমেশ্বরের পূজা করিলে যমদণ্ড এড়াইয়া শিবত্ব লাভ করে।

অলাবুকেশ্বর। যমেশ্বরের পশ্চিমে অলাবুকেশ্বরের মন্দির। এই লিঙ্গ দেখিতে অনেকটা অলাবুর মত, বোধ হয় সেই জন্য ইহার অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে। কপিলসংহিতার মতে এই লিঙ্গ দর্শন করিলে অপুত্র পুত্রবান্ এবং কদাকার ব্যক্তিও সুন্দর হইয়া থাকে।

কপালমোচন। অলাবুকেশ্বরের নিকটই কপালমোচন, কাশী প্রভৃতি স্থানে কপালমোচনের যেরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এখানকার কপালমোচনের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সেইরূপ কথিত হইয়া থাকে।

---

(২৫) "কপালমোচনং নাম ক্ষেত্রপালং যমেশ্বরম্।
মার্কণ্ডেয়ং তথেশানং বিশ্বেশং নীলকণ্ঠকম্।
বটমূলে বটেশঞ্চ লিঙ্গানষ্টৌ মহেশেতু।" (উৎকলখং ৪ অঃ)
কপালমোচন, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়, ঈশান, বিশ্বেশ্বর, বটেশ্বর ও নীলকণ্ঠ মহেশের এই অষ্টলিঙ্গমূর্ত্তি শ্রীক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন।

স্বর্গদ্বার। মহামন্দিরের নৈঋতকোণে অর্দ্ধমাইল দূরে সমুদ্রের বেলাভূমিতে স্বর্গদ্বার। প্রবাদ এইরূপ ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় এইখানেই প্রথম অবতরণ করেন। যাত্রীগণ এইখানে আসিয়া সমুদ্রে স্নান করিয়া থাকে। এখানে যে কোন সময়ে স্নান করিলেই পুণ্যলাভ হয়। পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যের মতে সূর্য্যগ্রহণের সময় এখানে স্নান করিলে কোটী জন্মের পাপ দূর হয়। ইহার নিকট স্বর্গদ্বারসাক্ষী ও কাণপাতা হনুমান্ মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ এইরূপ সাগরের তরঙ্গশব্দে সুভদ্রা ভীত হইলে তাঁহার হাত উদর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে জগন্নাথ সাগরকে বলিয়া দেন "যেন আমার মন্দির মধ্যে তোমার শব্দ আর না আসে।" সেই জন্য ভগবানের আজ্ঞায় হনুমান্ কাণপাতিয়া সাগরের শব্দ শুনিতেছে ও সাগরের ঢেউ যাহাতে মন্দিরের নিকট না আসে সেজন্য চৌকী দিতেছে।

লোকনাথ। শ্রীক্ষেত্রের পশ্চিমসীমায় লোকনাথের মন্দির। সাধারণের বিশ্বাস রামচন্দ্র এই লোকনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি লোকনাথ অধিক প্রাচীন নহে, মন্দিরের গঠন দৃষ্টে বোধ হয় যে মহারাষ্ট্রদিগের সময়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। আমাদের এদেশে যেমন তারকেশ্বর, উৎকলে সেইরূপ লোকনাথ। পুরীর লোকেরা জগন্নাথ অপেক্ষা লোকনাথকে অধিক ভয় করিয়া থাকে। লোকনাথ লিঙ্গ সর্ব্বদাই পীঠের মধ্যস্থ একটী কৃত্রিম উৎস মধ্যে ডুবিয়া আছে; নিকটস্থ কোন সরোবরের সহিত ঐ উৎসের যোগ থাকায় মন্দির মধ্যে ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে ও অতিরিক্ত জল পীঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। কেবল শিব-চতুর্দ্দশীর দিন লোকনাথলিঙ্গ বাহির হন। এই সময়ে এখানে বিশ ত্রিশ হাজার যাত্রী আসিয়া থাকে। এখানে অপর সময়েও হরপার্ব্বতীর উদ্দেশে অনেক যাত্রী হইয়া থাকে।

মঠ। জগন্নাথক্ষেত্রে নানা সম্প্রদায়ীর আগমনে এখানে বিস্তর সম্প্রদায়ীর মঠ স্থাপিত হইয়াছে। কেহ কেহ এখন ৭৫২টী মঠ গণনা করেন। উক্ত মঠগুলির মধ্যে নিমাই-চৈতন্যের মঠ, বিদুরপুরী বা মূলকদাসের মঠ, সুদামাপুরী ও পাতালগঙ্গার নিকট নানকসাহী মঠ, অতলস্পর্শী স্বর্গদ্বার-স্তম্ভের নিকট কবীরপন্থীর মঠ ও বালুসাহীর শঙ্করমঠ প্রধান। ঐ সকল মঠে সেই সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা আশ্রয় ও আহারাদি পাইয়া থাকে। শঙ্করমঠে বিস্তর বৈদান্তিক গ্রন্থ আছে।

আঠারনালা। পুরীর বড় রাস্তা দিয়া গমন করিলে শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময়েই প্রথমে আঠারনালা সম্মুখে পড়ে। প্রবাদ এইরূপ রাজা মৎস্যকেশরী মুটিয়ানদী পারাপারের সুবিধার জন্য আঠারটী ফোকরযুক্ত একটী সেতু প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহাই আঠারনালা নামে খ্যাত। আবার কেহ বলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন যাত্রীদের পারাপারের সুবিধার জন্য নিজের ১৮টী পুত্রের মাথা কাটিয়া ১৮টী নালায় প্রদান করেন, তাহাতে আঠারনালা হইয়াছে। আবার কোন কোন বৈষ্ণব বলেন, চৈতন্যদেব এখানে আসিয়া নদী পার হইতে না পারায় জগন্নাথদেব তাঁহার সুবিধার জন্য এক রাত্রি মধ্যে ঐ নালা প্রস্তুত করিয়া দেন। বাস্তবিক কখন ঐ আঠারনালা হয়, এখনও তাহা স্থির হয় নাই।

জলবায়ু। জগন্নাথক্ষেত্রের জলবায়ু ভাল নহে। এই জন্য অধিক যাত্রীর সমাগম হইলেই এখানে নানাপ্রকার পীড়া সংক্রামিত হইয়া পড়ে। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহাতে সাধারণে বিনা অর্থব্যয়ে চিকিৎসিত হয়।

কার্য্যালয়। সমুদ্রের ধারে আদালত প্রভৃতি আছে। পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে উৎকলস্থ বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারীগণ এখানে হাওয়া খাইতে আসিতেন।

নিষেধ। জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের প্রদক্ষিণার মধ্যে যবন ব্যতীত বাওরি, শবর, পাণ, হাড়ি, কাওরা, চামার, ডোম, চণ্ডাল, চিড়িয়ামার, সিউলী, তীবর, দুলিয়া, পাত্র, তন্তুবায়, কাণ্ডার (চৌকিদার), কস্‌বী, সর্ব্বপ্রকার জঙ্গলিয়া, রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি, কুম্ভকার, রজক এই কয় জাতির প্রবেশ নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন নীলাদ্রিমহোদয়ে লিখিত আছে—

পাককর্ম্মে অধিকারী ভিন্ন যতি, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থাশ্রমী ও শূদ্র অথবা উহাদের পুত্রগণ দেবের পাকশালায় যাইতে পারিবে না, পাকশালায় প্রবেশ করিলে সমুদয় ভোক্ষ্য-ভোজ্য দীর্ঘখাতে ফেলিয়া দিবে (২৬)।

জগন্নাথ (পুং) জগতাং নাথঃ ৬তৎ। ১ পরমেশ্বর। ২ বিষ্ণু।

জগন্নাথ, ১ কিম্মুরীবংশীয় একজন রাজা। ইহারই অনুগ্রহে কবি নরসিংহ ভট্ট অদ্বৈতচন্দ্রিকা এবং ভেদাধিকারটীকা প্রণয়ন করেন। [নরসিংহ দেখ।]

---

(২৬) "পাককর্ম্মণি যো মর্ত্ত্যোঽধিকারী তং জনং বিনা।
ন লঙ্ঘয়েৎ কোঽপি বিষ্ণোঃ পাকমন্দিরদেহলীম্।
যতয়ো ব্রাহ্মণাশ্চৈব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিণঃ।
বাণপ্রস্থাশ্চ শূদ্রাশ্চ যে কেচিচ্চ তথাত্মজাঃ।
ন কেঽপি পাকশালাং বৈ গচ্ছেয়ুশ্চ নরেশ্বর।
যদা দৈবাৎ পাকশালাং যত্যাদ্যাশ্চ বিশন্তি বৈ।
তদা তদ্দ্রব্যনিকরং দীর্ঘখাতে নিপাতয়েৎ।"
(নীলাদ্রিমহোদয় ৭ অঃ)

২ একজন কাম্বোজরাজ। ইহারই অনুগ্রহে কবি সুরমিশ্র জগন্নাথপ্রকাশ প্রণয়ন করেন।

৩ নিত্যাদিত্যের পিতা। [নিত্যাদিত্য দেখ।]

৪ অন্নভোগকল্পতরুনামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

৫ ঋগ্বেদবর্ণক্রমলক্ষণ, ঋগ্বেদসর্ব্বানুক্রমণিকাবিবরণ ও দীক্ষাদীপন নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

৬ পর্ব্বনস্তব নামক সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ-রচয়িতা।

৭ মানসিংহকীর্ত্তিমুক্তাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি বর্ত্তমান শতাব্দীতেই বিদ্যমান ছিলেন।

৮ বেদান্তাচার্য্যতারাহারাবলী নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

৯ শঙ্করবিলাসচম্পূরচয়িতা।

১০ শরভরাজবিলাসপ্রণেতা, এই গ্রন্থে তঞ্জোরের শরভোজী রাজের বিবরণ আছে।

১১ সারপ্রদীপক নামক সংস্কৃত ব্যাকরণরচয়িতা।

১২ সিদ্ধান্ততত্ত্ব নামক দর্শনমূলক একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

১৩ বৈদান্তিসিদ্ধান্তরহস্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

১৪ হৌত্রমঞ্জরী নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

১৫ নারায়ণ দৈবরিদের পুত্র, ইনি সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানবিলাসকাব্য রচনা করেন।

১৬ একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ। ইহার পিতার নাম পীতাম্বর, পিতামহের নাম রামভদ্র। ইনি ফতেশাহের অনুমতি অনুসারে অতন্দ্রচন্দ্রিকা নাটক রচনা করেন।

১৭ যোগসংগ্রহ নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা, ইহার পিতার নাম লক্ষ্মণ। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে যোগসংগ্রহ রচিত হয়।

১৮ অগ্নিষ্টোমপদ্ধতিকার, ইহার পিতার নাম বিদ্যাকর।

১৯ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গোকুলনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বংশধরের মাতুল।

২০ রাজা ভগবানদাসের ভ্রাতা। রাণা প্রতাপের যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনিই জগমল্লের পুত্র রামদাসকে বধ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথঅবস্তি, জনৈক হিন্দী কবি। ইনি প্রথমে অযোধ্যার মহারাজ মানসিংহের সভায় ছিলেন। [মানসিংহ দেখ।] তৎপরে অলবরের মহারাজ শিবদীনসিংহের আশ্রয়ে গমন করেন। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দীভাষায় ইহার কতকগুলি কবিতা আছে। সুমেরুপুরে ইহার বাস ছিল। মিঃ গ্রিয়ার্সন্ অনুমান করেন, কবিতায় ইনি জগন্নাথদাস নামে খ্যাত।

জগন্নাথকলাবিৎ, সামান্যতঃ জগন্নাথ ক্যালোয়াৎ নামে খ্যাত। একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ। মোগলবাদশাহ শাহজহানের দরবারে থাকিতেন। সম্রাট্ ইহাকে "মহাকবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন।

জগন্নাথ গজপতিনারায়ণ দেব, দাক্ষিণাত্যে গঞ্জাম্ জেলায় কিমেদী নামে এক বহুবিস্তৃত জমিদারী আছে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত; পারলা কিমেদী, পেড্ডা কিমেদী ও চিন্না কিমেদী। এই তিন স্থানের জমীদারেরাই এক বংশোদ্ভূত এবং উড়িষ্যাধিপতি কেশরীবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পারলা-কিমেদীর জমীদারগণের কাগজপত্র দেখিয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে ইহাদের বংশাবলী এইরূপ পাওয়া যায়—

কপিলদেব
(১২২৭—১২৪৫)
|
নরসিংহদেব (১ম)
(১২৪৫—১২৬৫)
|
মদনদেব
(১২৬৫—১২৯০)
|
নারায়ণদেব
(১২৯০—১৩০৯)
|
আনন্দদেব
(১৩০৯—১৩১৭)
|
অনন্তরুদ্রদেব
(১৩১৭—১৩২৫)
|
জয়রুদ্রদেব
(১৩২৫—১৩৬৭)
|
লক্ষ্মী নরসিংহ ভানুদেব
(১৩৬৭—১৩৯২)
|
মধুকর্ণ দেব
(১৩৯২—১৪২৩)
|
মৃত্যুঞ্জয় ভানুদেব
(১৪২৩—১৪৫৭)
|
মাধব মদনসুন্দর ভানুদেব
(১৪৫৭—১৪৯৪)
|
চন্দ্রবেতাল ভানুদেব
(১৪৯৪—১৫২৭)
|
সুবর্ণলিঙ্গ ভানুদেব
(১৫২৭—১৫৬৬)
|
শিবলিঙ্গনারায়ণ দেব
(১৫৬৬—১৫৯০)
|
সুবর্ণকেশরীনারায়ণ দেব
(১৫৯০—১৬৩০)
|
মুকুন্দরুদ্রনারায়ণ দেব
(১৬৩০—১৬৫৬)
|
মুকুন্দদেব
(১৬৫৬—১৬৭৪)
|
অনন্ত পদ্মনাভদেব
(১৬৭৪—১৬৮৬)
|
সর্ব্বজ্ঞ জগন্নাথনারায়ণ দেব
(১৬৮৬—১৭০২)
|
নরসিংহদেব (২য়)
(১৭০২—১৭২৯)
|
বীর পদ্মনাভনারায়ণ দেব
(১৭২৯—১৭৪৮)
|
বীর প্রতাপরুদ্রনারায়ণ দেব
(১৭৪৮—১৭৬৬)
ইনি অপুত্রক বলিয়া দত্তক লয়েন
|
জগন্নাথনারায়ণ দেব
(১৭৬৬—১৮০৬)
|
গৌরচন্দ্র গজপতিনারায়ণ দেব
(১৮০৬—১৮৩৯)
|
পুরুষোত্তম গজপতিনারায়ণ দেব
(১৮৩৯—১৮৪৩)
|
জগন্নাথ গজপতিনারায়ণ দেব
(১৮৪৩—১৮৫০)
|
বীর প্রতাপরুদ্র গজপতি নারায়ণ দেব
(১৮৫০)

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বঙ্গদেশের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। সন ১১০১ অব্দে আশ্বিন মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে হুগলি জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। বৃদ্ধ বয়সে রুদ্রদেবের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পুত্রাদি না থাকায় তিনি বন্ধুগণের অনুরোধে ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাসুদেব ব্রহ্মচারীর কন্যা অম্বিকার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে জগন্নাথের জন্ম হয়। বৃদ্ধবয়সের পুত্র বলিয়া রুদ্রদেব জগন্নাথকে বড়ই আদর করিতেন, আদর পাইয়া জগন্নাথ ক্রমেই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশী সকলের উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এই জন্য রুদ্রদেব তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করিতেন।

সাত বৎসর বয়সে জগন্নাথ পিতার নিকটে ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই পুস্তক পাঠ করিতেন না। একদিন রুদ্রদেব তাঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মারিতে গেলে তিনি ব্যাকরণের পরীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু পরীক্ষাতে তিনি সমস্ত প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

জগন্নাথের ৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার পড়াইবার জন্য তাঁহাকে ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী বংশবাটী গ্রামে লইয়া গেলেন। জগন্নাথ অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। একদিন ভবদেব তাঁহার পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতির প্রণীত দ্বৈতনির্ণয় নামক স্মৃতিসংগ্রহ জনৈক ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন, তাঁহার এক স্থলে সন্দেহ হওয়াতে জগন্নাথ তাহা সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ভবদেব যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্মৃতি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জগন্নাথের বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম দ্রৌপদী। ইহার কিছুদিন পরেই ভবদেবের মৃত্যু হইল। ভবদেবের মৃত্যুর পরে জগন্নাথ ত্রিবেণীতে কামালপুরনিবাসী রঘুদেব বিদ্যাবাচস্পতির টোলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন রঘুদেবের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার জগদীশবংশীয় নবদ্বীপনিবাসী রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশের ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। জগন্নাথ সেই তর্কের মীমাংসা করিয়া দেন। তিনি অধ্যাপকের নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং অবসর মত নিজে অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করিতেন।

২৪ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জগন্নাথের পিতা পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার অতিশয় দুরবস্থা ঘটিল। পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনের সহিত তাঁহারও পাঠ শেষ হইল।

জগন্নাথ "তর্কপঞ্চানন" উপাধি লাভ করিয়া নিজ বাটীতে একটী চতুষ্পাঠী খুলিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার যশঃ সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইল। দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। একদিন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পাণ্ডুয়া পরগণার অন্তর্গত হেদুয়াপেত নামক গ্রাম নিষ্কর দান করিলেন। পরে বর্দ্ধমানরাজ তাঁহাকে আরও অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ও একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দান করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রায়-রাঁয়া নন্দকুমার তাঁহার গুণে সাতিশয় প্রীত হইয়া নবাবের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। নবাব তাঁহাকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। নবাবের অনুমতিক্রমে তাঁহার বসতবাটী ইষ্টক নির্ম্মিত হয়।

কোন সময়ে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মনান্তর ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে অবমানিত করিবার অভিপ্রায়ে বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের আর আর সমস্ত প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। 'পাছে পণ্ডিতগণ মনে করে যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কিন্তু তিনি পরাজয়-ভয়ে সভায় উপস্থিত হইতেছেন না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তর্কপঞ্চানন বিনা নিমন্ত্রণেই সশিষ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য শাস্ত্রমীমাংসায় সকলেই চমৎকৃত হইল। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার আগমনে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তৎপরে জগন্নাথ অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য নন্দকুমারের নিকট গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন। নন্দকুমার তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণচন্দ্রকে বাকীখাজনার জন্য ধরিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। সেখানে জানিতে পারিলেন যে সমস্তই জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হইতে হইয়াছে। অনেক স্তুতি মিনতির পর ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র অব্যাহতি পাইলেন।

জগন্নাথের ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। এই সময় হইতে তিনি অধিক সময় পূজা আহ্নিকে অতিবাহিত করিতেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করেন। হিন্দুদিগের বিচারের নিমিত্ত তৎকালে তাঁহাদিগের বোধগম্য গ্রন্থ না থাকায় তাঁহারা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে

ঐরূপ গ্রন্থ সঙ্কলনে নিযুক্ত করিলেন। তিনি স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া "বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু" নামক স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করিলেন।

ইংরাজগণ তাঁহার গুণে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্লাইব, হেষ্টিংস্, হার্ডিঞ্জ্, কোলব্রুক, জোন্স্ প্রভৃতি মহাত্মগণ তাঁহার বাটীতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইয়া যাইতেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়। তাহার জন্ত একজন প্রধান পণ্ডিতের আবশ্যক হইলে জগন্নাথকে ঐ পদ দিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঘনশ্যামকে ঐ পদ দেওয়া হইল।

তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে রামচরিতনাটকের কিয়দংশ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

বঙ্গীয় ১২১৪ সালে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে গঙ্গাগহ্বরে ১১৩ বৎসর বয়সে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দশ পৌত্রকে সমান ভাগে ১ লক্ষ টাকা এবং নিজ শ্রাদ্ধ ও দৌহিত্র প্রভৃতির জন্ত ছত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া যান।

আর একজন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম পাওয়া যায়, ইনি জগন্নাথীয় নামক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথদাস, উৎকলের একজন প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ। উৎকল-বাসী বৈষ্ণবদিগের নিকট ইনি গোলোকবাসিনী শ্রীরাধিকার অবতার বলিয়া খ্যাত। জগন্নাথচরিতামৃত নামক প্রাচীন উড়িয়া গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন বৈকুণ্ঠধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া প্রেমাবেশে হাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে রাধার হাস্ত হইতে জগন্নাথদাস এবং শ্রীকৃষ্ণের হাস্ত হইতে চৈতন্তদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত জগন্নাথ দাস উৎকলে এবং শ্রীচৈতন্তদেব নবদ্বীপে উভয়ে এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পুরী জেলার অন্তর্গত কপিলেশ্বরপুর নামক ব্রাহ্মণশাসনে উৎকল ব্রাহ্মণের গৃহে ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমী বুধবারে মাহেন্দ্র ক্ষণে জগন্নাথদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ভগবান দাস পুরাণ পাণ্ডা ও মাতার নাম পদ্মাবতী।

বাল্যকাল হইতেই জগন্নাথের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম অঙ্কুরিত হয়, কালে তাহারই সৌরভ বিস্তৃত হইয়া উৎকলবাসীকে বিমুগ্ধ করে। ইনি অল্পবয়সেই কলাপ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ব্যাকরণ, যজুঃ ও সামবেদ অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পরে চৈতন্তদেব পুরুষোত্তম দর্শনে আসিলেন। একদিন তিনি দারুব্রহ্ম দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় বড় গণেশের নিকট জগন্নাথদাসকে দেখিতে পাইলেন। জগন্নাথের মুখনিঃসৃত ব্রহ্মস্তুতি শুনিয়া চৈতন্তের মন মুগ্ধ হইল। এই দিন হইতে চৈতন্তদেব প্রত্যহ তাঁহার ভাগবতপাঠ শুনিতে আসিতেন, কিন্তু গৌড়ীয় ভক্তগণের তাহা ভাল লাগিত না। একদিন তাঁহারা চৈতন্তকে কহিলেন, "একজন অনুপদিষ্ট উৎকল ব্রাহ্মণের প্রতি এত অনুরাগ ভাল দেখায় না।" চৈতন্ত তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর করেন, "উপদিষ্ট কি অনুপদিষ্ট যেই হউক, যাহার মুখে বিশুদ্ধ ভগবৎ নাম শুনিব, সেই আমার অনুরাগের পাত্র।"

জগন্নাথদাসও এই সংবাদ পাইলেন, তিনি চৈতন্তের মঠে আসিয়া যথাবিধানে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং পরমভক্তিতে চৈতন্তের সেবা করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রেম ও ভক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া চৈতন্তদেব তাঁহাকে "অতি বড়" উপাধি প্রদান করিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে তাহাতে আঘাত লাগিল, তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "আমরা এত করিয়া প্রভুর সেবা করি, তবু আমাদের উপর প্রভু কিছুমাত্র তুষ্ট নন, একটা উড়িয়াকে কিনা তিনি আমাদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।"

চৈতন্তদেব সর্ব্বদাই জগন্নাথকে "অতিবড়" বলিয়া ডাকিতেন, তাহাতে কোন কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া পুরুষোত্তম পরিত্যাগপূর্ব্বক যাজপুরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। চৈতন্ত ভক্তগণের এরূপ ব্যবহার শুনিয়া বরং জগন্নাথদাসের উপর বেশী অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথচরিতামৃতে লিখিত আছে যে জগন্নাথদাস ছয় বৎসর কাল চৈতন্তসেবায় অতিবাহিত করেন।

চৈতন্তের প্রেম দেখিয়া জগন্নাথদাসের হৃদয়রাজ্যে সেই রূপ প্রেমতরঙ্গ প্রবাহিত হইল। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কেবল পুরুষোত্তমের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভক্তিদর্শনে শ্রীক্ষেত্রের শত শত ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার ভক্তির কথা রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ণগোচর হইল। একদিন তিনি জগন্নাথের সেবকদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "জগন্নাথদাসের কি দোষ আছে, তোমরা সত্বর আমাকে জানাইবে।"

এক দিন নিশীথ সময়ে মেধা ও সুমেধা নামে দুইজন দেবদাসীকে জগন্নাথের গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেবকেরা

রাজাকে আসিয়া সংবাদ দিল। প্রতাপরুদ্র ও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যেমন জগন্নাথকে ধরিতে যাইবেন, দেখিলেন সেই দেবদাসীদ্বয় কোথায় অন্তর্হিত হইল। রাজা বিস্মিত হইয়া জগন্নাথের পা জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভাতে পাত্রমিত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের সম্মুখেই জগন্নাথদাস আপনাকে পুরুষোত্তমের দাসী বলিয়া পরিচয় দিলেন। জগন্নাথচরিতামৃতরচয়িতা লিখিয়াছেন—এই সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগন্নাথের পুরুষ-অঙ্গে স্ত্রীচিহ্ন ও তাঁহার কৌপীনবাসে রক্ত দেখিয়া রাধিকার অবতার ভাবিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়াছিলেন। জগন্নাথচরিতামৃতে জগন্নাথ-দাস সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক কথার প্রসঙ্গ আছে।

তৎপরে জগন্নাথ ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রথমে ১৬ জন সাধু তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে আরও অনেক লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। এই সময় তিনি উৎকল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত, প্রেমসাধন, ব্রহ্মাণ্ডভূগোল, দূতীবোধ প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করেন।

৬০ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি পুরুষোত্তমের অঙ্গে বিলীন হইলেন। (জগন্নাথচরিতামৃত)

এখনও উৎকলের অনেকেই জগন্নাথকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

জগন্নাথদীঘী, ত্রিপুরা সদরের অধীন একটী থানা। এই থানায় কতকগুলি আদিম অসভ্য জাতির বাস আছে, তাহারা পাহাড়িয়া নামে খ্যাত। ইহারা বলে যে প্রায় ৩০।৪০ বৎসর হইল, তাহারা ইংরাজ রাজত্বে আসিয়া বাস করিতেছে, কারণ ইতিপূর্ব্বে তাহারা স্ত্রীপুত্রহরণ, গ্রামদাহ ইত্যাদি নানা কারণে উৎপীড়িত হইত।

জগন্নাথদেব, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলার অধিপতি। ১৪২৭ খৃঃ অব্দে কোণ্ডবীড়ু-রাজবংশ মুসলমান-কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে ইনি কৃষ্ণাজেলায় আধিপত্য বিস্তার করেন। পরে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ (?) খৃষ্টাব্দে ইহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। জগন্নাথ দেব বিদ্রোহাদি নানা উৎপাতে সর্ব্বদাই বিব্রত থাকিতেন। কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত মাচর্ল্ল গ্রামে বিভূতিকুণ্ড নামে একটী তীর্থ আছে। ঐ কুণ্ডসমীপে ১৩৬৬ শকে উৎকীর্ণ শিলাফলকে বর্ণিত আছে যে রুধিরোদ্গারী নামে জনৈক ব্যক্তি অধিপতি জগন্নাথদেবের সম্মানার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন।

জগন্নাথপঞ্চানন, আনন্দলহরীর একজন টীকাকার।

জগন্নাথপণ্ডিত, ১ তঞ্জোরনিবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি অশ্বধাটীকাব্য, রতিমন্মথ নাটক ও বসুমতীপরিণয় নাটক রচনা করেন।

২ "সংবাদবিবেক" নামক ন্যায়গ্রন্থ রচয়িতা।

৩ তঞ্জোরবাসী শ্রীনিবাসের পুত্র, অনঙ্গ-বিজয়ভাণ-রচয়িতা।

৪ বিশ্বনাথের পুত্র, ইনি ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐষ্টিকৈকাহিক-পদ্ধতি রচনা করেন।

জগন্নাথপণ্ডিতরাজ, একজন বিখ্যাত তৈলঙ্গ পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম পেরম্। ইহার শিক্ষাগুরুগণের নাম জ্ঞানেন্দ্র, মহেন্দ্র, খণ্ডদেব, বিদ্যাধর, পেরু ভট্ট ও লক্ষ্মীকান্ত। ইনি দিল্লীতে বাস করিতেন ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইহার কাব্যে শব্দলালিত্য ও অলঙ্কারের মাধুর্য্য অতি সুন্দর। মোগলসম্রাট্ শাহজহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার হস্তে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ইনি নিহত হন। ইহার রচিত গ্রন্থ অনেক; তন্মধ্যে অমৃতলহরী (যমুনাস্তোত্র), আসফ্‌বিলাস (নবাব আসফখাঁর গুণকীর্ত্তন), করুণালহরী, গঙ্গালহরী, চিত্রমীমাংসাখণ্ডন, জগদাভরণ, পীযূষলহরী, জ্ঞানাভরণকাব্য, ভামিনীবিলাস, মনোরমাকুচমর্দ্দন, যমুনাবর্ণনচম্পূ, রসগঙ্গাধর (অলঙ্কার গ্রন্থ), লক্ষ্মীলহরী ও সুধালহরী (সূর্য্যস্তোত্র) পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন কোন পুস্তকে কবির যে "ভট্ট" উপাধি ছিল, তাহা জানা যায়। প্রবাদ এইরূপ যে ইনি কেবল অপ্পয়দীক্ষি-তকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন। ইনি বালবিধবার বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। অল্পবয়সে ইহার এক কন্যা বিধবা হইয়াছিল, তাহার পুনর্বিবাহ দিবার জন্য জগন্নাথ অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু অপর পণ্ডিতেরা তাঁহার বিরোধী হইয়াও শাস্ত্রযুক্তিতে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া তাঁহার মাতাকে আসিয়া ঐ সম্বাদ দেন। জগন্নাথ নিজ বালবিধবা কন্যার পাত্র স্থির করিয়া মাতার অনুমতি লইতে গেলেন। জগন্নাথের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া কহিলেন, "যখন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, তখন আমার একটী কথা আছে। তোমার কন্যা প্রেমরসে বঞ্চিতা, কিন্তু আমি যখন উপভুক্ত হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত জানিতেছি, তখন অগ্রে আমার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।" মাতার কথা শুনিয়া জগন্নাথ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন।

জগন্নাথপাঠক, দেবনাভের পুত্র, স্বভাবার্থদীপিকা নামে বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার।

জগন্নাথপাণ্ড্য, দাক্ষিণাত্যের একজন পাণ্ড্যরাজ, চন্দ্রবংশীয় ৬৩শ রাজা। মদুরাস্থাপয়িতা কুলশেখরপাণ্ড্য হইতে ৬২ পুরুষ অধস্তন। কথিত আছে—কাঞ্চীপুরের চোলরাজ ইহার সময় পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু ইনি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন ও চোলের জৈন-গণকে ঘানিগাছে নিষ্পেষিত করেন। এই ঘটনা কাহারও

মতে ইহার পিতা অরিমর্দ্দনের সময়ে ঘটিয়া ছিল। ইহার পুত্রের নাম বীরবাহু। [পাণ্ড্য দেখ।]

জগন্নাথপুর, ১ ছোট নাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি সহরের ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী গ্রাম, বর্ত্তমান এই গ্রামে পাহাড়ের উপর জগন্নাথদেবের এক বৃহৎ মন্দির আছে। পুরীর মহামন্দিরের অনুকরণে এখানকার এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কতদিন হইল এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় না, তবে অনেক প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। রথযাত্রার সময় এখানেও প্রায় ৬।৭ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

২ কটকজেলার জগৎসিংহপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী থানা।

জগন্নাথভট্টাচার্য্য, মন্ত্রকোষ নামে তান্ত্রিকগ্রন্থ প্রণেতা।

জগন্নাথ মহামহোপাধ্যায়, সিদ্ধান্ততত্ত্ব নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রণেতা।

জগন্নাথমিশ্র, ১ একজন মৈথিল পণ্ডিত, সংস্কৃতে সাধু কথোপকথন সম্বন্ধে সভাতরঙ্গ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২ একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় কথাপ্রকাশ রচনা করেন। ৩ চৈতন্যদেবের পিতা। [চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

জগন্নাথ যতি, একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যদীপিকারচয়িতা।

জগন্নাথরায়, স্বারস্বত ব্যাকরণের একজন টীকাকার।

জগন্নাথশাস্ত্রী, ১ ব্রজেশ্বরী কাব্যপ্রণেতা। ২ ন্যায়শাস্ত্রীয় সামান্য নিরুক্তিটীকারচয়িতা।

জগন্নাথসম্রাট্, একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্। ইনি সংস্কৃত ভিন্ন আরও অনেক ভাষা জানিতেন। জয়পুররাজ জয়সিংহের আদেশে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত ভাষায় রেখাগণিত ও সিদ্ধান্তসারকৌস্তভ বা সম্রাট্‌সিদ্ধান্ত রচনা করেন।

রেখাগণিত ইউক্লিডের জ্যামিতি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

জগন্নাথ সরস্বতী, হরিহর সরস্বতীর শিষ্য, অদ্বৈতামৃত, তত্ত্বদীপন নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথসূরি, একজন বিখ্যাত স্মৃতিবিদ্, ধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ে 'সমুদায়প্রকরণ' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

জগন্নাথসেন, জনৈক কবি, পদ্যাবলীপ্রণেতা।

জগন্নাথসেন কবিরাজ, গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরীর এক টীকাকার। ইহার পিতার নাম জটাধর।

জগন্নাথা (স্ত্রী) জগন্নাথ-টাপ্। দুর্গা। "নমোঽস্তু তে জগন্নাথে প্রিয়ে দান্তে মহাব্রতে।" (হরিবংশ ১৭৮ অঃ)

জগন্নারায়ণ, ভুবননারায়ণের পুত্র ও দেবীভক্তিরসোল্লাস নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

জগন্নিবাস (পুং) নিবসত্যত্র নি-বস-ঘঞ্। নিবাস, আশ্রয়। স্থানং জগতাং নিবাসঃ ৬তৎ। ১ পরমেশ্বর। ২ বিষ্ণু।

"জগন্নিবাসো বসুদেবসদ্মনি।" (মাঘ ১।১) প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরে ও পৌরাণিক মতে বিষ্ণু শরীরে লীন হইয়া অবস্থিতি করে, এই কারণে বিষ্ণুর জগন্নিবাস নাম হইয়াছে। [প্রলয় দেখ।]

জগন্নু (পুং) জগতা বিশ্বজীবজাতেন নম্যতে জগৎ-নম-ডু। ১ জন্তু। ২ অগ্নি। (বিশ্ব)

জগন্মঙ্গল (ক্লী) জগতাং মঙ্গলং যস্মাৎ বহুব্রী। কালীর কবচবিশেষ।

"শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং পূর্ব্বসূচিতম্।" (ভৈরবীখণ্ড)

জগন্ময় (পুং) জগৎস্বরূপ, বিষ্ণু।

"ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগন্ময়।" (ভাগবত ৮।২২।২১)

জগন্ময়ী (স্ত্রী) জগন্ময়-ঙীপ্। যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, শক্তি।

"প্রিয়ভক্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে।" (হরিবংশ ১৭৮ অঃ)

২ লক্ষ্মী। (মার্কণ্ডেয় পুঃ ১৮।৩২)

জগন্মদন (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Justicia gandarussa.)

জগন্মাতৃ (স্ত্রী) জগতাং মাতা ৬তৎ। ১ দুর্গা।

জগন্মোহন বসু, সাধারণের নিকট "দেওয়ানজী" নামেই পরিচিত। ১৮০১ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিঙ্গলা গ্রামে ইহার জন্ম হয়। পিতা মধুসূদন বিশিষ্ট ধনশালী ব্যক্তির সন্তান ছিলেন, কিন্তু শেষাবস্থায় তিনি সমস্তই নষ্ট করেন। তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জগন্মোহন বাল্যকালে পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত পারস্য ভাষা শিখিবার জন্য খিদিরপুরে এক প্রতিবেশীর গৃহে উপস্থিত হন। তাঁহার বাসায় থাকিয়া পাকাদিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পারস্য ভাষা শিক্ষার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। দুই বেলা বহু লোকের পাকাদিকার্য্যের পরিশ্রমে ও অধিক রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করায় বালক জগন্মোহন বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার নির্দ্দয় প্রভু এই সময়ে তাঁহাকে পাকাদি কার্য্যে অপটু দেখিয়া পাথেয়াদি কিছুই না দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, এমন কি তাঁহার শীতবস্ত্রখানি যাহা তিনি দিয়াছিলেন, তাহাও কাড়িয়া লইয়া বলিয়া দিলেন যে "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, এখানে কাঁদিতে পাইবে না, কাঁদিতে হয় খিদিরপুরের পোলে বসিয়া কাঁদ গিয়া।" জগন্মোহন বাসা হইতে আসিয়া বাস্তবিক খিদিরপুরের পোলে বসিয়া অনাবৃত অঙ্গে পৌষমাসের দারুণ শীতে কাঁপিতে

কাঁপিতে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার স্বদেশীয় একজন দয়ালু মহাজন তাঁহার এই দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে দেশে পৌছাইয়া দেন। এত কষ্ট পাইয়াও জগন্মোহন লেখাপড়া ছাড়িতে পারিলেন না। তাঁহার বাটী হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক মুসলমান মৌলবী বাস করিতেন, জগন্মোহন তাঁহার নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। জগন্মোহনের বাসস্থানের কিছু দূরেই একটী খাল ছিল, বর্ষাকালে কেহই নৌকা বা ডোঙ্গা ব্যতীত ঐ খাল পারাপার হইতে পারিত না, কিন্তু জগন্মোহন প্রত্যহ পারাপারের পয়সা দিতে পারিতেন না, কাজেই তিনি প্রত্যহ গামছা পরিয়া পুস্তক ও পরিধেয় কাপড় মাথায় বাঁধিয়া খাল সাঁতারিয়া পার হইতেন ও মৌলবীর নিকট যাইতেন। এই সময়ে তিনি গ্রাসাচ্ছাদননির্ব্বাহের জন্য প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক স্বহস্তে তৎকালের পাঠশালায় ব্যবহার্য্য পুস্তক দাতাকর্ণ, গঙ্গার বন্দনা প্রভৃতি লিখিয়া দিয়া কৃষকদিগের নিকট যে তণ্ডুলাদি পাইতেন, তাহাতেই সপরিবারে প্রাণ ধারণ করিতেন। এইরূপ অদম্য উৎসাহে ও চেষ্টায় তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মুন্সি হইয়া উঠিলেন।

প্রথমে ফৌজদারী আদালতে মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে কার্য্যারম্ভ করেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও বিশ্বাসবত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে মীর মুন্সীর পদ প্রদান করেন। ঐ সময়ে তিনি একবার তিন বৎসরের জন্য মেদিনীপুরের দক্ষিণ মাজ্না প্রভৃতি পরগণার তহসীলদারের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি অভিলষিত কালেক্টারীর দেওয়ানের পদ লাভ করেন। কএক বৎসর কার্য্য করিয়া জগন্মোহন অনেক অর্থসঞ্চয় করেন, কিন্তু সে কালের আমলাগণের ন্যায় বিশেষ কূটপন্থা অবলম্বন করিতেন না। তিনি অত্যন্ত উন্নতমনা ও দয়ার্দ্রচেতা ছিলেন। দেওয়ান হইলে পর তাঁহার পরিচিত লোকের সম্পত্তি তিনি জানিতে পারিলে বাকী রাজস্বের জন্য নিলামে বিক্রীত হইতে পারিত না। টাকা দিয়া বিষয়রক্ষা করিতেন। তিনি নিজ গ্রামে এক অতিথিশালা করেন। প্রতিবৎসর জগন্নাথের ও গঙ্গাসাগরের শত শত সন্ন্যাসী যাত্রীদিগকে আহার্য্য বস্ত্র ও কিছু কিছু পাথেয় প্রদান করিতেন। মেদিনীপুরের নিজ বাটীতে অনেক দরিদ্র সন্তানকে অন্ন দিয়া লেখাপড়া শিখাইতেন এবং অনেকগুলি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপককে বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। কন্যাদায়গ্রস্ত যে কোন লোক তাঁহার নিকট আসিলে তিনি দায়োদ্ধারের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তাঁহার দেওয়ান হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পিঙ্গলা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়, তিনি প্রত্যেক দরিদ্রের ঘরে ঘরে গিয়া তাহাদের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। অধিক কি, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দয় প্রভুর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রকে লালন পালন করেন ও স্বীয় ভাগিনেয়ীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

সাধারণের জলকষ্ট নিবারণার্থ তিনি কতকগুলি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। সাতপুত্র রাখিয়া ৩ বৎসরকাল পেন্‌সন্ ভোগ করিয়া জগন্মোহন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

জগন্মোহিনী (স্ত্রী) জগন্তি মোহয়তি মুহ-ণিচ্-ণিনি ৬তৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ মহামায়া। ২ দুর্গা।

জগন্মোহনী সম্প্রদায়, বাঙ্গালাদেশের পূর্ব্বখণ্ডে এই নামে এক শ্রেণীর সম্প্রদায় আছে। বঙ্গে যখন মুসলমান অধিকার, তখন রামকৃষ্ণ গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। এই সম্প্রদায়ীরা বলে যে রামকৃষ্ণেরও পূর্ব্বে জগন্মোহন গোঁসাই নামে এক ব্যক্তি এই ধর্ম্মোপাসনার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই নামে সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। প্রবাদ আছে, জগন্মোহন উৎকলের একজন রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া ভেক ধারণ করেন। জগন্মোহনের শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাই, গোবিন্দের শিষ্য শান্ত গোঁসাই, এই শান্তের শিষ্য রামকৃষ্ণ গোঁসাই।

রামকৃষ্ণের সময়ই এই মতের সমধিক প্রচলন হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে যে ন্যূনাধিক পাঁচহাজার লোক এখন এই সম্প্রদায়ভুক্ত। বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাদের অনেকগুলি আখ্ড়া আছে। আখ্ড়ার প্রধান পুরুষের উপাধি মোহান্ত। শিষ্যদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে তাহারা আখ্ড়ায় মানসিক ভোগাদি প্রদান করে, এইরূপে সংগৃহীত অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারাই ঐ সকল আখ্ড়ার ব্যয় চলে। ইহারা নির্গুণ উপাসক, কোন সাকার দেবতার অর্চ্চনা করে না। গুরুকেই মূর্ত্তিমান্ পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহাকেই ত্রাণকর্ত্তা বলে।

দীক্ষাকালে ইহারা "গুরু সত্য" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহার নিকট ব্রহ্মনাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনা অবলম্বন করে। ইহাদের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই, কতকগুলি ধর্ম্মসঙ্গীতই প্রধান অবলম্বন। এই সকল সঙ্গীতের নাম নির্ব্বাণ-সঙ্গীত*।

* এখানে একটী নির্ব্বাণ-সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল—
রাগিণী সারঙ্গ।
সাধুরে ভাই, পূর্ণব্রহ্ম গুরু কেমন ভাবে পাই।
ছাড়িয়া সকল মায়া, প্রভুর পদে লও ছায়া,
অন্তকালে আর ভয় নাই।

অন্যান্য উপাসক সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারা গৃহী ও উদাসীন এই দ্বিবিধ, তন্মধ্যে গৃহীই অধিক।

জগন্‌বংশী, অযোধ্যার অন্তর্গত ফতেপুর জেলায় কোরা পরগণার মধ্যে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা আপনাদিগকে জগন্‌বংশী বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের জমীদারী আছে। শাহজহানপুরের গৌতম ঠাকুরেরাও এই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কোরার মধ্যে অর্ঘাল নামক স্থানে এক বংশের লোকেরা আপনাদিগকে গৌতম ঠাকুরদিগের আদিবংশ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং গৌতম ঠাকুরেরাও তাহা স্বীকার করেন। শাহজহানপুরে ৩৭ খানি গ্রাম গৌতম-ঠাকুরদিগের অধীনে আছে।

জগর (পুং) জাগর্ত্তি যুদ্ধক্ষেত্রেঽনেন জাগৃ-অচ্, পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। কবচ। (হেম)

জগল (পুং) জন-ড, জঃ জাতঃ সন্ গলতি গল-অচ্। ১ মদ্যকল্ক, মেওয়া। (অমর) পর্য্যায় মেদক। ২ মদনবৃক্ষ। ৩ মদিরাবিশেষ, পিষ্টমদ্য। [মদ্য দেখ।] (ত্রি) ৪ ধূর্ত্ত। (মেদিনী) (ক্লী) ৫ কবচ। ৬ গোময়। (রত্নমালা)

জগহ্ (হিন্দী) জায়গা, স্থান।

জগা, কাশীর 'ভট্ট' উপাধিধারী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে একশাখা জগা নামে খ্যাত। এই ভট্টগণ জনৈক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ময়ূরভট্টের ঔরসে ও সর্ব্বরিয়া জাতীয়া কোন কামিনীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সঙ্করদোষান্বিত কি না জানা যায় না।

জগাই, একজন বিখ্যাত বৈষ্ণবদ্বেষী, নিত্যানন্দের অনুগ্রহে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। [নিত্যানন্দ দেখ।]

জগাৎ (আরবী) ১ ভিক্ষা। ২ কোরাণ-নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষুকের সেবায় দত্ত সম্পত্তি। ৩ শুল্ক, কর।

জগাতী (আরবীজ) শুল্ক, আদায়কারী।

জগাদ্রি (জগাধ্রি) পঞ্জাব প্রদেশের অম্বালা জেলার উত্তরপূর্ব্ব তহসীল। পরিমাণ ফল ৩৮৭ বর্গমাইল। গম, যব, বাজ্‌রা, ছোলা এই তহসীলের প্রধান শস্য। এখানে একজন তহসীলদার একজন মুন্সেফ ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট থাকে। ৩টী দেওয়ানী ও ২টী ফৌজদারী আদালত আছে। ইহার সদরের নাম জগাদ্রি। ইহা ৩০° ১০´ অক্ষা° এবং দ্রাঘি ৭৭° ২০´ ৪৫´´। যমুনা নদী হইতে পশ্চিমে অতি অল্প দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৩০২৯, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। শিখ অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এখানে সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল। শিখবিজয়ী বুড়িয়া-নিবাসী রায়সিংহের যত্নে বণিক ও শিল্পকারেরা বাস করে ও তাঁহার সময় হইতেই জগাদ্রি বিখ্যাত হইয়া উঠে। নাদিরশাহ এই নগর ধ্বংস করেন, কিন্তু ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রায়সিংহ ইহা পুনরায় স্থাপন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাজাধিকারে আসে। নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে এখানে লোহা ও তামা আমদানী হয়। ঐ সকল ধাতুনির্ম্মিত পাত্রের জন্য এই সহর প্রসিদ্ধ। খোদিত পিত্তলের কারুকার্য্য এখানে যেমন সুন্দর হয়, এমন কোথাও হয় না। এখানকার পিত্তল ও তামার বাসনাদি উঃ পঃ প্রদেশে ও সমস্ত পঞ্জাবে রপ্তানী হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সোহাগা পরিষ্কারের দ্রব্যাদি আমদানী হয় এবং এখান হইতে বাঙ্গালাদেশে রপ্তানী হয়। এখানে তহসীল-কাছারী, থানা ও সরাই আছে। এখানকার একজন দেশীয় মহাজন পথিক ও নিরুপায়দিগকে অর্দ্ধসের হিসাবে আটা দান করেন।

জগালুর, মহিসুররাজ্যে চিত্তলদুর্গ জেলার একটী গ্রাম। ইহাই আবার কল্লুপ্পা তালুকের সদর। ইহা চিত্তলদুর্গ সহর হইতে ২২ মাইল পশ্চিমে। এখানকার লোকসংখ্যা ২৫১০, অধিকাংশ লিঙ্গায়ত। এখানকার বাড়ীগুলি স্লেটের মত পাথরে নির্ম্মিত হয়। এখানে একটী বৃহৎ সরোবর আছে।

জগী, ময়ূরশ্রেণীভুক্ত একপ্রকার পক্ষী। ইহাদিগকে সিমলার পাহাড়ে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থলে দেখা যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইহাদিগকে জেওয়ার, জোওয়ার, জবাহীর বা জৈর বলে। সিমলার পাহাড়ে জহ্‌গী ও লুঙ্গি এবং কুমায়ন প্রদেশে শিংমোনাল অর্থাৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট মোনাল বলে। সিমলা পাহাড়ে শিকারপ্রিয় সাহেবেরা ইহাদিগকে আর্গাস্ ফেজান্ট বলে।

ইহাদের মধ্যে পুরুষগুলির মস্তক কৃষ্ণবর্ণ, চূড়ার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, গলার পার্শ্বদ্বয় গাঢ় রক্তবর্ণ, পৃষ্ঠদেশ গাঢ় পাটল, এই সকল স্থানে সরু সরু অনিয়মিত কৃষ্ণবর্ণের ডোরা আছে, ডানার পালক গাঢ় রক্তবর্ণ। পালকের কলমগুলি কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘপুচ্ছের পালক কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু প্রত্যেক পালকের গোড়ার দিক্ হইতে শ্বেতাভ পাটল ডোরা টানা। গলা ও ঘাড় সিন্দূর বর্ণ। এই সিন্দূর বর্ণের নিম্নেই ধূমল ও পীতবর্ণের কতকগুলি কাঁটার মত কঠিন পালক আছে, বক্ষস্থল ও নিম্নভাগ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ম্লান রক্তবর্ণের অল্প ছায়া পাওয়া

অবিনাশে কর মন, বুদ্ধি কর স্থিতি,
হেলায় তরিবা ভব, পাইবা মুকতি,
হীন রামদাসে বলে, আমি হেলায় বড় হীন।
কৃপা করি রাখ পদে না বাসিও ভিন।

আরও কতকগুলি গান দেখা গিয়াছে, সকল গুলিতেই রামদাস ও গোবিন্দদাস ইত্যাকার দাসান্ত ভণিতা দেখা যায়, বোধ হয় ইহাদেরও উদাসীনেরা দাসান্ত নাম গ্রহণ করিয়া থাকে।

যায়; এই স্থানের প্রত্যেক পালকে একটী করিয়া শাদা বিন্দু আছে। ঠোঁট কৃষ্ণাভ। ঠোঁটের দুই পার্শ্বে শৃঙ্গের ন্যায় মাংসল কাঁটা জন্মে।

ইহা লম্বে প্রায় ২৭।২৮ ইঞ্চ। স্ত্রী জাতীয়ের মস্তক হইতে সমস্ত দেহের উপরিভাগে গাঢ় ও তরল পাটল বর্ণ এবং কৃষ্ণাভ-বর্ণের মিশ্রবর্ণের পালক এবং পালকের মুখে মুখে পীতবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা আছে। দেহের নিম্নভাগ পাংশু পাটল কিন্তু সর্ব্বত্র শাদা বিন্দু আছে। স্ত্রীজাতির শৃঙ্গ নাই। ইহারা লম্বে ২৪ ইঞ্চ। পুংশাবক প্রথমে ঠিক স্ত্রী পক্ষীর মত দেখাইতে থাকে, তৎপরে যখন বয়স দ্বিতীয় বৎসরে পড়ে, তখন হইতে দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং তৃতীয় বৎসরে বর্ণাদিতে ঠিক পুংপক্ষীর পূর্ণদেহ প্রাপ্ত হয়।

এই জাতীয় সুদৃশ্য পক্ষী পশ্চিম নেপাল হইতে উঃ পঃ হিমালয়ের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। অনেকে বলেন সিমলা বা মুসৌরীর নিকট এই পক্ষী অধিক দেখা যায় না। আলমোরাতে ইহাদের সংখ্যা অধিক। চিরতুষারাবৃত স্থানের অতি নিকটে নিম্নে গভীর জঙ্গলে ইহারা বাস করে। এক স্থানে একটিমাত্র বা দূরে দূরে কতকগুলি থাকে। শীতে ইহারা নামিয়া আরও নিম্নে ওক্, বাদাম ও দেবদারু বনে বাস করে। পাহাড়ে বাঁশের দুর্গম ঝোপেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। যেখানে দল বাঁধিয়া থাকে, সেখানে ১২টীর বেশী থাকে না। প্রতি বৎসর শীতে এক স্থানে আসিয়া বাসা বাঁধে। বড় ঝড় বা অন্য উৎপাতে ইহারা বন হইতে বিতাড়িত হইলে পাহাড়ের ঝোপে গিয়া বাস করে।

ইহারা ভয় না পাইলে কখন শব্দ করে না। ইহারা ভীত হইলে ক্রমাগত ঠিক ভেড়া বা ছাগল ছানার মত চেচায়, প্রথমে আলাপ আরম্ভ করিয়া পরে স্বরের মাত্রা চড়াইতে থাকে, শেষে অতি চীৎকার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া পলায়। যেখানে ইহারা উত্ত্যক্ত হয় না, সেখানে ইহারা বড় নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করে, এমন কি অতি নিকটে মানুষ আসিলেও ভয় পায় না। উড়িবার সময় ইহারা ডাকিতে থাকে, কিন্তু একবার উড়িয়া পুনরায় বসিলে আর ডাকে না। একটা ভয় পাইয়া ডাকিয়া উঠিলে একত্র যতগুলা থাকে, সবগুলা একবারে ডাকিয়া উঠে। ইহারা উড়িলে উপরে উঠে না, ক্রমশই নিম্ন পর্ব্বতের ঝোপের দিকে বা বৃক্ষাভিমুখে নামিতে থাকে। ইহারা চিলের মত পাক দিয়া উড়ে। ইহারা বড় চতুর। বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে ইহারা শীতের বাসা পরিত্যাগ করিয়া উপরের দিকে চলিয়া যায় এবং পরস্পর ছড়াইয়া পড়ে। যতদূর পর্য্যন্ত বৃক্ষলতাদি দেখা যায়, ইহারা গ্রীষ্মে তত উচ্চে গিয়াও বাস করে। বৈশাখে ইহারা জোড় বাঁধিতে আরম্ভ করে। এই সময় কোন একটা পুংপক্ষী একটা পতিত বৃক্ষের উপর বা শাখার উপর বা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া অতি স্পষ্ট অথচ উচ্চৈঃস্বরে "ওয়া," "ওয়া" শব্দ করিতে থাকে। এই শব্দ এক মাইল দূর হইতে শুনা যায়। এইরূপ ডাক হয় ত প্রতি ৫।১০ মিনিট অন্তর বা সমস্ত দিনে ৫।৭ বার মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। পুং পক্ষীরা মদন-পীড়ায় পীড়িত হইয়া ঐরূপ ডাকিতে থাকে এবং রমণাভিলাষিণী স্ত্রী-পক্ষীরা ঐ ডাক শুনিয়া নিকটে উপস্থিত হয়। তৎপরে স্ত্রীপক্ষী গর্ভধারণ করিয়া ঐ পুংপক্ষীর সহিত একত্র এক গুপ্ত স্থানে আসিয়া বাসা বাঁধে। এই সময়ে প্রায়ই শীত আরম্ভ হয়।

ইহারা সাধারণতঃ ওক্ ও বক্স বৃক্ষের পাতা খায়, ক্ষুদ্র গুল্মের মধ্যে রিংগল নামক ঝুপড়ি কাঁটাগাছের পাতাই ইহাদের প্রিয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বৃক্ষের পাতা, ফল ও মূল পর্য্যন্ত খায়, কিন্তু পাতাই প্রধান খাদ্য। কয়েকপ্রকার কীটাদিও খায়। গর্ভিণী হইলে স্ত্রীপক্ষীরা শস্য ভোজন করে। ইহারা পোষ মানে।

শাকুনশাস্ত্র মতে ইহাদের দুইটী শ্রেণী আছে, সেরিওর্ণিস্ মেলানো সিফলা ও সেরিওর্ণিস টেম্মিরিতটাই।

জগুরি (ত্রি) গৃ-কিন্ দ্বিত্বং উত্বঞ্চ ছান্দসত্বাৎ। ১ উদ্গূর্ণ।
"দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।" (ঋক্ ১০।১০৮।১)
'জগুরিরুদ্গূর্ণঃ।' (সায়ণ।) ২ জঙ্গম। (নিরুক্ত ১১।১৫)

জগ্‌গয্যপেট, মান্দ্রাজের কৃষ্ণা জেলায় নন্দীগ্রাম তালুকের একটী সহর। এখানে ১০০৭২ জন অধিবাসী, অধিকাংশ হিন্দু ও বণিক। নিজামরাজ্যের সীমার উপর ১৬° ৫২´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮০° ৯´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখনও এই সহর রোহিলাদিগের উপদ্রবে পীড়িত হইয়া থাকে। বণিকের মধ্যে মাড়বারীই অধিক। অহিফেন এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। নগরের চতুর্দ্দিকে মৃণ্ময় ভেড়ী বাঁধা আছে। ইহার প্রাচীন নাম বেত-বোলু।

বসিরুদ্দী বেঙ্কটাদ্রি নাইডু নামক এক ব্যক্তি ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত করাইয়া স্বীয় পিতার নামে জগ্‌গয্যপেট নামকরণ করেন। ইহার উত্তরপূর্ব্ব অংশে কণ্ডাপা কর্ণুল পর্ব্বতমালায় পাথুরে কয়লা আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহার নিকটে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২ শত বৎসরের পুরাতন এক বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে।

জগ্‌গারী, সামুদ্রিক ক্ষুদ্র মৎস্য, দাক্ষিণাত্যে নদীতেও অল্প পাওয়া যায়। মলয় উপসাগর হইতে দাক্ষিণাত্যের উপকূলে সমস্ত সাগরেই পাওয়া যায়, গঞ্জামবাসীরা ইহাকে জগ্‌গারী

বলে, তামিল ভাষা উদান ও আরাকাণে "জা জিজ্ব্যু" বলে। নদীর মৎস্তগুলি কিছু ক্ষুদ্রাকার লম্বে ৪।০ ৪॥০ ইঞ্চি, কিন্তু সমুদ্রেরগুলি ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। মৎস্ততত্ত্ববিদেরা ইহাকে "গেরেস্ ফ্ল্যামেণ্টোসাস্" নাম দিয়াছেন। ইহা দেখিতে বাঙ্গালার খলিসা মাছের মত, তবে বর্ণটা রূপার মত ঝক্ ঝকে এবং তাহার উপর পায়রাচাদার গায়ের ফুট্‌কি ফুট্‌কি দাগের মত দাগ আছে।

জগ্গিক (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত একজন বীরপুরুষ, ইহার উপাধি ঠক্কুর। (রাজতর° ৮।২২১৯)

জগ্ধ (ত্রি) অদ-কর্ম্মণি ক্ত জগ্ধ্যাদেশঃ (অদো জগ্ধির্ল্যপ্তিকিতি। পা ২।৪।৩৬) ১ ভুক্ত, ভক্ষিত।

"ফিগ্ধং ফলং কুটজবল্কলমস্ত জগ্ধম্।" (চক্রপাণি)

(ক্লী) অদ-ভাবে-ক্ত। ২ ভোজন।

জগ্ধি (স্ত্রী) অদ-ক্তিন্ পূর্ব্ববদ্ জগ্ধ্যাদেশঃ। ১ ভক্ষণ, ভোজন।

"স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ।" (মনু ৩।১১৫)

২ সহভোজন। (অমর ২।৯৫৫।)

জগ্নর, আগরা হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ফতেপুর শিকরি হইতে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে স্থিত একটী সুরম্য নগর।

ভরতপুর এবং ঢোলপুর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী ইংরাজ অধিকারের পশ্চিম সীমায় ইহা অবস্থিত। দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ দিয়া পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী গিরিমালা আছে। গিরির শিখরদেশ সমতল। তথায় একটী সুন্দর দুর্গ আছে।

তথাকার অধিবাসীগণের মতে মহোবাধিপতি আল্হর মাতুল জগন্সিংহের নামানুসারে ইহার নাম জগ্নর হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যদুবংশীয় কোনও রাজা এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় জগ নামে একজাতীয় লোক আছে, বোধ হয়, তাহাদিগের নামানুসারেই এস্থানের নাম হইয়াছে।

মহাত্মা টড্ লিখিয়াছেন ১৬১০ খৃঃ পর্য্যন্ত জগ্নর প্রমারবংশীয় রাজপুতগণের অধিকারে ছিল। তৎপরে ইহা মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। এখানে অনেকগুলি মন্দির ছিল, কিন্তু এখন অধিকাংশই ভগ্ন। মন্দিরগুলি সম্রাট্ অকবরের সময়ের পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় না। মন্দিরে সংলগ্ন বতগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন খানি নাগরীতে লিখিত, এই খানির তারিখ ১৬২৮ সংবৎ।

জগ্মাঝি, সাঁওতালদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি বালক বালিকা এবং স্ত্রীলোকদিগের নীতি শিক্ষা দেয় ও নৈতিক আচারাদির দৃষ্টি রাখে, তাহাকে জগ্মাঝি বলে। বিবাহের সময় ঐ ব্যক্তি উৎসবকর্ত্তা ও কন্যার হস্তে আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া দেয়। [সাঁওতাল দেখ।]

জগ্রা, রণথম্ভয়ের চৌহানকুলতিলক হাম্বীরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (দাসীগর্ভজাত) ভোজদেব এইস্থান সম্রাট্ আলাউদ্দীনের নিকট জায়গীর প্রাপ্ত হন। [হাম্বীর ও ভোজদেব দেখ।]

জগ্রাওন, পঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানা জেলার পশ্চিম তহসীলের নাম জগ্রাওন। এই তহসীলের পরিমাণফল ৪০৯ বর্গ মাইল। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। এখানে একটী ফৌজদারী ও দুইটী দেওয়ানী আদালত আছে। একজন মুন্সেফ ও তহসীলদার তিনটী আদালতের কার্য্য করেন। ২টী থানা আছে। সদরের নামও জগ্রাওন। এই সহর ৩০° ৪৭′ ২০″ উত্তর অক্ষা° ও ৭৫° ৩০′ ৪৫″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জগরাওন্ সহর লুধিয়ানা সহরের ২৯ মাইল দক্ষিণে ও লুধিয়ানা ফিরোজপুর রাস্তার উপর অবস্থিত। এই সহরের লোকসংখ্যা মোট ১৮১১৬ জন। এই স্থান মোগলাধিকারে রায়কোটের রায়দিগের অধীনে ছিল, শেষে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের অধীন হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ ইহা ফতেসিংহ আহলুবালিয়াকে অর্পণ করেন। শস্যের ব্যবসায়ই এখানে প্রধান, সহরে থানা, স্কুল, ডাক্তারখানা, সরাই ইত্যাদি আছে।

জগ্রাসিংহ, মোগল রাজত্বকালে পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার মধ্যে বতাল ও পাঠানকোট নামে দুটী বিখ্যাত স্থান ছিল। বতাল দোয়াবের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল। অকবরের সময়ে তাঁহার ধাত্রীপুত্র সম্শের খাঁ এই স্থানে থাকিতেন, তিনি ইহার প্রাচীর বাড়াইয়া দেন ও একটী সুন্দর সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে। তৎপরে যখন শিখেরা প্রবল হইয়া সমস্ত পঞ্জাব আপনাদের সর্দ্দারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়, সেই সময় রামঘরিয়া দলের সর্দ্দার জগরাসিংহ বতাল প্রাপ্ত হন। বতাল ভিন্ন দীননগর, কালনৌর, শ্রীগোবিন্দপুর ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য নগরও তাঁহার অধীনস্থ হয়। অমরসিংহ ভগের অধীনে কন্হিয়াগণ প্রবল হইয়া জগ্রাসিংহকে একবার বিতাড়িত করে, কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার পুত্র যোধসিংহ রণজিতের অধীনে রাজা হন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যোধসিংহের মৃত্যু হইলে, রণজিৎ উত্তরাধিকারী-নির্ণয়ে মহা গোলমাল দেখিয়া সমস্ত রাজ্য স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া লয়েন।

জগ্মি (পুং) গম কিঃ দ্বিত্বঞ্চ (ভাষায়াং ধাঞ্ কৃসৃগমিজনিনমিভ্যঃ। পা ৩।২।১৭১ বার্ত্তিক') ১ বায়ু। (ত্রি) ২ গমনশীল, গন্তা। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

জঘন (ক্লী) হন্তে ২সৌ হন-কর্ম্মণি অচ্ দ্বিত্বঞ্চ। (হন্তেঃ শরীরাবয়বে যে চ। উণ্ ৫।৩২) ১ স্ত্রীলোকের কটিদেশের পুরোভাগ।

"স্ত্রীণাং বৃহজ্জঘনসেতুনিবারিতানি।" (মাঘ ৫।২৯)

২ কটিদেশ, শ্রোণি।

"ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা।
শীর্ষে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্ভুতে॥"

(দেবীভাগবত ১।৯।৮১)

জঘনকূপক (পুং) [দ্বিব'] জঘনস্থ কূপে ইব কায়তঃ কৈ-কঃ। কুকুন্দর। (হলায়ুধ)

জঘনচপলা (স্ত্রী) ১ মাত্রাবৃত্তবিশেষ। যে মাত্রা বৃত্তের প্রথমার্দ্ধ আর্য্যার প্রথমার্দ্ধের লক্ষণাক্রান্ত এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ চপলার দ্বিতীয়ার্দ্ধের লক্ষণে লক্ষিত হয়, তাহার নাম জঘনচপলা।

"প্রাক্প্রতিপাদিতমর্দ্ধে প্রথমেতরে তু চপলায়াঃ।
লক্ষাশ্রয়েত সোক্তা বিশুদ্ধধীভির্জঘনচপলা।"

(বৃত্তরত্নাকর ২ অঃ) উদাহরণ।—

"কৃষ্ণঃ শৃঙ্গারপটুর্যৌবন-মদ-চঞ্চলঃ সুললিতাঙ্গঃ।
আসীদ্ব্রজাঙ্গনানাং মনোহরো জঘনচপলানাম্॥"

(ছন্দোমঞ্জরী) [আর্য্যা ও চপলা দেখ।]

জঘনং চপলং যস্যাঃ বহুব্রী। যে সকল স্ত্রীলোকের জঘন দেশ অতিশয় চঞ্চল, কামুকী।

জঘনার্দ্ধ (পুং) জঘনস্যার্দ্ধঃ ৬তৎ। পূর্ব্বার্দ্ধ, পূর্ব্বভাগ।

"রাজানমন্বয়ুঃ সর্ব্বে পরিচার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
জঘনার্দ্ধে বিরাটশ্চ যাজ্ঞসেনিশ্চ সৌমকিঃ॥" (ভারত ৫।৫০ অঃ)

জঘনিন্ (ত্রি) জঘনমস্ত্যস্য জঘন-ইনি। প্রশস্ত জঘনযুক্ত।

"লম্বোদরা জঘনিনঃ পিঙ্গাক্ষা বিশ্বরূপিণঃ।"(হরিবংশ ১৬৮ অঃ)

জঘনেফলা (স্ত্রী) জঘনে ইব মধ্যভাগে ফলমস্যাঃ অলুক্স'। কাকোডুম্বরিকা (অমর)

জঘন্য (ত্রি) জঘনমিব জঘন-যৎ (শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩)

১ চরম। "জঘন্যস্য পলার্দ্ধেন স্নেহকথ্যৌষধেন চ।"

(চক্রপাণি স্নেহাধিকার)

২ গর্হিত। "তত্র দ্যূতমভবন্নো জঘন্যং তস্মিন্ জিতাঃ প্রব্রজিতাশ্চ সর্ব্বে।" (ভারত ২৩।৩৫।১৩) (ক্লী) জঘনে কটিদেশে ভবং জঘন্যং দিগাদিত্বাৎ যৎ। ৩ মেহন। (মেদিনী)

(ত্রি) ৪ ক্ষুদ্র। (পুং) ৫ শূদ্র। (শব্দরত্নাবলী) ৬ হীনজাতি।

"জঘন্যাং সেবমানাস্তু সংযতাং বাসয়েদ্গৃহে।" (মনু ৮।৩৬৫)

৭ পৃষ্ঠভাগ।

"ততো জঘন্যং সহিতৈঃ স মন্ত্রিভিঃ পুরপ্রধানৈশ্চ তথৈব সৈনিকৈঃ।"

(রামা' ২।১০৪।২৯)

'জঘন্যং জঘনভাগং পৃষ্ঠভাগমাশ্রিতঃ সন্' (রামানুজ)।

(ত্রি) ৮ নিকৃষ্ট। "জঘন্যেয়ং প্রবৃত্তিঃ।" (উদ্ভট)।

(পুং) ৯ রাজগণের পঞ্চপ্রকার সংকীর্ণ অনুচরের অন্তর্গত এক প্রকার। বৃহৎসংহিতায় ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—জঘন্য পুরুষ প্রায়ই মালব্য পুরুষের সেবা করিয়া থাকে। ইহাদের কর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় অর্দ্ধবৃত্তাকার, সন্ধিস্থল অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, শুক্র সারময়, অঙ্গুলিগুলি স্থূল। ইহারা ক্রূর প্রকৃতি, রুক্ষাকৃতি; ইহাদের কবিত্ব শক্তি থাকে। জঘন্য পুরুষ ধনী, স্থূলবুদ্ধি, তাম্রমূর্ত্তি ও পরিহাসশীল। ইহাদের বক্ষ, হস্ত ও পদে অসি, শক্তি, পাশ ও পরশু সদৃশ চিহ্ন থাকে।

(বৃহৎস' ৬৯।৩১-৩৪)

জঘন্যচপলা (স্ত্রী) [জঘনচপলা দেখ।]

জঘন্যজ (পুং) জঘন্যে চরমে জায়তে জঘন্য-জন-ড। (সপ্তম্যাং জনের্ডঃ। পা ৩।২।৯৭।) ১ শূদ্র। (ত্রি) ২ কনিষ্ঠ।

"জঘন্যজস্তু সর্ব্বেষামাদিত্যানাং গুণাধিকঃ।" (ভারত ১।৬৫।১৬)

জঘন্যতর (ত্রি) জঘন্য-তরপ্। নিকৃষ্টতর।

"জন্ম দ্বিতীয়মিত্যেতজ্জঘন্যতরমুচ্যতে।" (ভা' ১৪।৪২ অঃ)

জঘন্যভ (ক্লী) আদ্রা, অশ্লেষা, স্বাতি, জ্যেষ্ঠা, ভরণী ও শতভিষা এই ছয়টী নক্ষত্রকে জঘন্যভ বা জঘন্য নক্ষত্র বলে।

জঘন্যশায়িন্ (ত্রি) জঘন্যং চরমং শেতে শী-ণিনি। অবশেষে যে শয়ন করে।

"জঘন্যশায়ী পূর্ব্বং স্যাদুত্থায় গুরুবেশ্মনি।"(ভার' ১২।২৪২ অঃ)

জঘ্নি (পুং) হন-কিন্ দ্বিত্বঞ্চ (আদৃগমহনেতি। পা ৩।২।১৭১) ১ বধসাধন অস্ত্রাদি। ২ হন্তা।

"জঘ্নির্বৃত্রমমিত্রিয়ং সস্নির্বাজং দিবে দিবে।" (ঋক্ ৯।৬১।২০)

'জঘ্নির্হন্তাসি।' (সায়ণ)।

জঘ্নু (ত্রি) হন-কর্ত্তরি কু দ্বিত্বঞ্চ। (কুভ্রশ্চ। উণ্ ১।২৩) ঘাতক। (উণাদিকোষ)

জঘ্রি (ত্রি) ঘ্রা-কি-দ্বিত্বঞ্চ। যে গন্ধ গ্রহণ করে, ঘ্রাণকারী।

"ভ্রাজস্যাভি বিক্ত জঘ্রিঃ।" (ঋক্ ১।১৬২।১৫)

'জঘ্রির্জিঘ্রতী ঘ্রা গন্ধোপাদানে আদৃগমহনেতি কিন্ প্রত্যয়ঃ।'

(সায়ণ)

জঙ্কি (দেশজ) একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

জঙ্কিজাম (দেশজ) একজাতীয় বৃক্ষ।

জঙ্গপূগ (পুং) নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, পাপকর্ম্ম।

জঙ্গবাহাদুর, নেপালের একজন বীরপুরুষ। ঠম্মাবংশীয়

বীর কুমার বালনরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র। বালনরসিংহ অত্যন্ত রাজভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশাবলী কাজি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বামবাহাদুর সিংহ, বদরী-নরসিংহ প্রভৃতি জঙ্গবাহাদুরের আর চারি ভ্রাতার বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বামবাহাদুর জঙ্গকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। জঙ্গের খুল্ল পিতামহ ভীমসেন গোর্খাবংশীয় চতুর্থ রাজা রণবাহাদুরের সময়ে ১৮০৪ খৃঃ নেপালের রাজমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বহু দিবস অভূতপূর্ব্বক্ষমতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছিল। ১৮৩২ খৃঃ ভীমসেনের প্রধান সহায় মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর মৃত্যুর পর হইতে ঠপ্পাদিগের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে লাগিল। রণবাহাদুরের পৌত্র এবং যোধ-বিক্রমের পুত্র রাজেন্দ্রবিক্রম এই সময়ে নেপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ঠপ্পাদিগের পরম শত্রু পাঁড়েগণ নানা কৌশলে তাঁহাকে স্ববশে আনিয়া তাহাদিগকে সমুদয় রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত করিল। ভীমসেনের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ আনায় নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া তিনি অবশেষে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ভীমসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র মর্ত্তবর সিংকে একরূপ নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল।

রাজেন্দ্র-বিক্রমের দুই রাণী। বড় রাণী পাঁড়েদিগের প্রধান সহায়। তাঁহার সাহায্যেই পাঁড়েগণ ঠপ্পাদিগের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইয়াছিল। বড় রাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রবিক্রমকে যুবরাজ করা হইল। পাঁড়েগণ ও চৌত্রাগণ এ সময়ে নেপালের প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত।

১৮৪১ খৃঃ অব্দে বড় রাণীর মৃত্যু হইল। তখন চৌত্রাবংশীয় ফতেজঙ্গ চৌত্রা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজ্যে যারপর নাই বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল। রাজা কোনও কার্য্যের ভার আপনার উপরে লইতে অনিচ্ছুক; তাঁহার ইচ্ছা তিনি রাজা থাকিবেন, যুবরাজ সমস্ত কার্য্য করিবেন অথচ দায়িত্ব কাহাকেও স্পর্শ করিবে না। আবার যুবরাজ নিতান্ত উদ্ধতস্বভাব, সামান্য কারণে নানা ছলে প্রজাগণের উপর অসহ্য উৎপীড়ন করিতেন। কাহারও ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। এরূপ অবস্থায় রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ একত্র হইয়া ১৮৪২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রাজার নিকটে এক আবেদন করিল। তদনুসারে রাজা ছোট রাণীর উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে পাঁড়েগণ নানা কারণে রাজার ক্রোধভাজন হইয়া উঠে, বিশেষতঃ ছোটরাণী তাহাদিগের উপরে খড়্গহস্ত ছিলেন। ছোটরাণী স্বপুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে স্থির করিলেন যে, ঠপ্পাবংশীয় মর্ত্তবরসিংহকে নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে আনয়ন করিয়া প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিতে পারিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে। রাজাকে বলিয়া তিনি মর্ত্তবর সিংহকে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে নেপালে আনাইলেন। রাজা প্রথমে তাহাকে প্রধান মন্ত্রিপদ প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু রাণীর অনুরোধে পরে সম্মত হইলেন। জঙ্গবাহাদুর এই সময়ে খুল্লতাত মর্ত্তবরের সহিত নেপালে প্রত্যাগমন করেন। মর্ত্তবর নেপালরাজ্যে আসিয়াই ভীমসেনের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া পাঁড়েদিগের শাস্তি বিধান করিলেন। পাঁড়ে এবং চৌত্রা সর্দ্দারগণ নির্ব্বাসিত হইলেন। মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রমের পক্ষ সমর্থন করায় মর্ত্তবর রাণীর বিদ্বেষভাজন হইলেন, নানা কারণে রাজাও তাঁহার উপর চটিয়া গেলেন। রাজা এবং রাণী উভয়ে পরামর্শ করিয়া মর্ত্তবরকে গোপনে নিহত করেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ১৭ই মে তারিখে মর্ত্তবর নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জঙ্গবাহাদুরও লিপ্ত ছিলেন। তিনি অনেকদিন পরে প্রকাশ করেন যে রাজা প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। মর্ত্তবরের মৃত্যুর পর পাণ্ডে ও চৌত্রাগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল, যতদিন তাহারা আসিয়া না পৌছায় ততদিন জঙ্গবাহাদুর প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিবেন এইরূপ স্থির হইল। তাঁহাকে 'জেনরল' উপাধি দিয়া তিনটী রেজিমেণ্টের অধিনায়ক করা হইল। ফতেজঙ্গ চৌত্রা ফিরিয়া আসিয়া প্রথমত মন্ত্রিপদ গ্রহণে অসম্মত হন। তখন জঙ্গবাহাদুর, গগনসিং, অভিমান রাণা প্রভৃতি অনেকে মন্ত্রিপদের প্রার্থী। প্রথমতঃ স্থির হইল যে সেনাবিভাগের কার্য্য জঙ্গবাহাদুর এবং অন্যান্য বিভাগের কার্য্য গগনসিং করিবেন। পরে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ফতেজঙ্গ প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং গগনসিং, অভিমান রাণা, দলভঞ্জনপাঁড়ে এবং ফতেজঙ্গ এই কয়েক জন লইয়া একটি মন্ত্রি সভা স্থাপিত হইল। ফতেজঙ্গ ইহার সভাপতি হইলেন। জঙ্গবাহাদুর যুবরাজের পক্ষ সমর্থন করিতেন বলিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হইল না। কিন্তু তাঁহার বলবিক্রম ও বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া প্রকাশ্যে কেহ তাঁহার শত্রুতা-সাধনে সাহস করিল না। মন্ত্রিসভার মধ্যে গগনসিংহের প্রভুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গগনসিংহ রাণীর অতিশয় প্রিয়পাত্র, সর্ব্বদা রাণীর নিকট তাহার গতিবিধি। রাণীর চরিত্রে সন্দেহ হওয়াতে রাজা

পুত্র এবং মন্ত্রিগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ১৮৪৬ খৃঃ অঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে গগনসিংকে গোপনে বিনাশ করেন। হত্যাসংবাদশ্রবণে রাণী ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ কোট (সংগ্রাম-সভাগৃহ) অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সকলকে সমবেত করিবার নিমিত্ত বংশীধ্বনি করা হইল। জঙ্গবাহাদুর সর্ব্বপ্রথমে কোটে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া রাণীকে বলিলেন যে তিনি এবং গগনসিং উভয়ে রাণীর প্রধান কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহার জীবনও নিরাপদ নহে; এজন্য এই হত্যাকাণ্ডের সবিশেষ অনুসন্ধান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সকলে সমবেত হইলে রাণী হত্যাকারীর অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। বীরকিশোর পাঁড়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইল, সে পুনঃ পুনঃ দোষ অস্বীকার করাতে রাণী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমান রাণার প্রতি তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। অভিমান রাণা রাজার অনুমতির অপেক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে রাজা প্রধান মন্ত্রীকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে কোট পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রধান মন্ত্রী ফতেজঙ্গ আসিয়া বিচারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় রাজ্ঞী ক্রমশঃই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। জঙ্গবাহাদুর রাণীর ইঙ্গিত ক্রমে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ফতেজঙ্গ, অভিমান রাণা ও দলভঞ্জন ভূমিশায়ী হইলেন। চতুর্দ্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ-শেষে রাণী সন্তুষ্ট হইয়া জঙ্গবাহাদুরকে প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই সময়ে জঙ্গ বাহাদুর রাণীর অত্যন্ত বিশ্বাসী হইয়া পড়িলেন। যুবরাজকে নিহত করিবার উদ্দেশে রাণী তাঁহাকে সর্ব্বদাই অনুরোধ করিতেন; কিন্তু তিনি নানা কৌশলে তাঁহার অনুরোধ এড়াইয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে বীরধ্বজ বস্‌নিয়ৎ রাণীর নিকটে গিয়া যুবরাজের প্রতি জঙ্গের গোপনে আনুরক্তির কথা প্রকাশ করিয়া জঙ্গকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু পণ্ডিত বিজয়রাজ নামে জঙ্গের একজন হিতৈষী ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিয়া সমুদয় কথা জঙ্গের নিকটে প্রকাশ করিয়া দিলেন। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। বস্‌নিয়তদিগের অনেকের প্রাণদণ্ড হইল। সন্ধ্যাকালে যুবরাজের অনুমতিক্রমে জঙ্গবাহাদুর রাণীর নিকট জ্ঞাপন করিলেন যে তিনি যুবরাজের পরমশত্রু, নেপালরাজ্যে তাঁহার স্থান হইতে পারে না; শীঘ্র নেপাল পরিত্যাগ করিয়া পুত্রগণের সহিত তাঁহার অন্যত্র চলিয়া যাওয়া আবশ্যক। রাণীও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া ভয়ে কোনও দ্বিরুক্তি করিলেন না। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ ২৩এ নবেম্বরে রাজা ও রাণী পুত্রদ্বয়ের সহিত নেপাল পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেলেন। যুবরাজ নেপালে রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। বস্‌নিয়ৎ-ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইবার পরে রাজা জঙ্গবাহাদুরকে মহাসমারোহে প্রধান মন্ত্রিপদে পুনঃ স্থাপন করিলেন। তাঁহাকে সম্মানসূচক নানা উপাধি দেওয়া হইল। এই সময় হইতে তাঁহার পারিবারিক উপাধি কুমারের পরিবর্ত্তে রাণাজি হইল। জঙ্গের এখন অসীম ক্ষমতা, সমস্ত নেপাল এখন তাঁহার বশীভূত।

রাণী এবং তাঁহার সঙ্গীগণ বারাণসীতে পৌঁছিয়া কিরূপে পুনরায় নেপাল হস্তগত করিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজাও কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তায় পড়িলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে রাজা বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া সিগোলিতে আসিলেন। গুরুপ্রসাদ চৌত্রা নামে জনৈক ব্যক্তির দ্বারা নানারূপ ষড়যন্ত্রে রাজাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া রাণী পত্র দ্বারা রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এদিকে যুবরাজ এবং জঙ্গবাহাদুর পুনঃ পুনঃ পত্র দ্বারা রাজাকে নেপালে আসিতে লিখিলেন। কিন্তু তিনি রাণীকে লইয়া নেপালে যাইতে পারিবেন না, একথাও তাঁহারা তাঁহাকে স্পষ্ট বলিলেন। রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কখনও জঙ্গের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, কখনও বা নানা মিষ্ট বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন।

অবশেষে ১২ই মে তারিখে গুরুপ্রসাদ চৌত্রা এবং কাজি জগৎরাম পাঁড়ে ধৃত হইল। তাহাদের নিকট হইতে একখণ্ড পত্র পাওয়া গেল। তাহাতে রাজার স্বাক্ষর ছিল। পত্রখানি ৮০০০ সৈন্য এবং ৫৬০০০০০ প্রজাকে উদ্দেশ করিয়া এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল—যেন তাহারা যে কোনও প্রকারেই হউক প্রধান মন্ত্রী এবং তাহার আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিনাশ করে। এতদিন পরে রাজার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইয়া জঙ্গবাহাদুর সমস্ত সৈন্যের সম্মুখে রাজাজ্ঞা পাঠ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে, "তাঁহারা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা অবগত আছেন, এখন রাজার এই আদেশ, তিনিই তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এবং প্রজাবর্গের সম্মুখে উপস্থিত, তাঁহারা যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিতে পারেন।" সৈন্যগণ রাজাজ্ঞা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিল না। বরং

যুবরাজকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম সা নেপালের রাজা হইলেন। যুবরাজকে রাজা করিবার কারণ উল্লেখ করিয়া প্রায় ৩৭০ জন সর্দার, কাজি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ভূতপূর্ব্ব রাজা রাজেন্দ্র-বিক্রমের নিকটে প্রেরিত হইল। পত্রে ভীমসেনের হত্যাকাণ্ড অবধি বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর প্রাণ-নাশের চেষ্টা পর্য্যন্ত রাজার সমুদয় কার্য্যের কথা বিবৃত ছিল। কিন্তু রাজা রাজেন্দ্র-বিক্রম নেপালে আসিতে পারিবেন না এমন কোনও কথা ছিল না, বরং তাঁহাকে তথায় যাইতে অনু-রোধ করা হইয়াছিল। এই ঘটনার পরে রঘুনাথ পণ্ডিত অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজেন্দ্র-বিক্রমের অনুমতিক্রমে জঙ্গের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। রাজা রাজেন্দ্র-বিক্রম তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। ২৭এ নবেম্বর রঘুনাথের সৈন্যের সহিত তিনি সিগোলি হইতে আলুতে যাইয়া পৌঁছিলেন। সৈন্যসংগ্রহের কথা জানিতে পারিয়া জঙ্গবাহাদুর কাপ্তেন সনকসিংকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সনক-সিং ২৮এ মে তারিখে রাত্রিতে আলুতে পৌঁছিয়াই বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিলেন। সকলে পলায়ন করিল, রাজেন্দ্র-বিক্রম বন্দী হইয়া নেপালে আনীত হইলেন।

১৮৪৯ খৃঃ অঃ স্থির হইল যে মহারাণী ভারতেশ্বরীকে রাজার অভিবাদন জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত জঙ্গবাহাদুরকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইবে। ১৮৫০ খৃঃ জানুয়ারিতে জঙ্গবাহাদুর বিলাত যাত্রা করিলেন। জঙ্গের মধ্যম ভ্রাতা জেনারল বাম-বাহাদুর তাঁহার অনুপস্থিতিকালে প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিতে লাগিলেন।

১৮৫১ খৃঃ ৬ই ফেব্রুয়ারি জঙ্গবাহাদুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলে রাজা এবং তাঁহার পিতা ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে ২১টী কামান শব্দ করিয়া জঙ্গবাহাদুর পূর্ণ দরবারে ভারতেশ্বরীপ্রেরিত সম্ভাষণসূচক পত্র পাঠ করিলেন। তিনি ইংলণ্ডে নাইট্ অব্ দি গ্রাণ্ড ক্রশ অব্ দি বাথ্ এবং গ্রাণ্ড-কমাণ্ডার অব্ দি ষ্টার্ অব্ ইণ্ডিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জঙ্গের বিরুদ্ধে আর একটী ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিলাতগমনহেতু জঙ্গ জাতিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া ষড়যন্ত্র হয়, তাঁহার ভ্রাতা কুমার বদরীনরসিং রাণাজি, খুল্লতাতপুত্র জয়বাহাদুর রাণাজি এবং রাজ-সহোদর মহিলা সাহেব এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাহারা জঙ্গের মধ্যম ভ্রাতা বামবাহাদুরের নিকট সমুদয় কথা প্রকাশ করেন। বামবাহাদুর জঙ্গের নিকটে সমস্ত খুলিয়া বলেন। ষড়যন্ত্রকারীগণ ধৃত হইয়া দরবারে নীত হইলে তাহাদের বিচার হইয়া দোষ সপ্রমাণ হইল। রাজা বলিলেন অন্যান্য অপরাধীগণ যে শাস্তি পাইবে মহিলা সাহেবকেও সেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। দরবারের সকলেরই মত হইল যে অপরাধীদিগের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কিন্তু কেবলমাত্র জঙ্গবাহাদুর সে মতের সমর্থন করিলেন না। তিনি বলিলেন, অপরাধীগণকে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাহায্যে বৃটিশ অধিকারে কোনও স্থানে কারারুদ্ধ করা উচিত। দরবার প্রথমে সে প্রস্তাবে সম্মত হইল না, অবশেষে জঙ্গবাহাদুর নানাপ্রকারে দরবারকে সম্মত করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পরে বৃটিশ গবর্মেণ্ট অপরাধীদিগকে আলাহাবাদে আবদ্ধ রাখিতে সম্মত হইলেন। তাহাদিগের ভরণপোষণের ভার নেপাল-রাজের উপর পড়িল।

জঙ্গবাহাদুর।

এই সমস্ত গোলমাল শেষ হইলে জঙ্গবাহাদুর নেপালের দণ্ডবিধি আইনের কঠোরতা হ্রাস করিতে সচেষ্ট হইলেন। নরহত্যা ব্যতীত অপর সমস্ত অপরাধে প্রাণদণ্ড রহিত হইল। বিশেষ গুরুতর অপরাধ না হইলে অঙ্গচ্ছেদ শাস্তিও বন্ধ হইল। নেপালে সতীদাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু জঙ্গ-বাহাদুর সবিশেষ চেষ্টা করিয়া অনেক সতীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

জঙ্গবাহাদুর বৃটিশগবর্মেণ্টের পক্ষপাতী। ১৮৫১ খৃঃ অব্দ হইতে মহারাণী ভারতেশ্বরীর জন্মদিন উপলক্ষে ২৪এ মে

তারিখে বৎসর বৎসর ২১টী কামান ধ্বনির প্রথা তিনি নেপাল রাজ্যে প্রচলিত করেন। এই প্রথা সেই হইতে চলিয়া আসিতেছে। ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্ তাঁহার বন্ধু ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদে জঙ্গবাহাদুর ৮৩টা কামান দাগিয়াছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ মহাসমারোহে জঙ্গবাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ থাণ্ডিখেল ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই উপলক্ষে নেপালে মহাধুম ধাম হইয়াছিল।

পরবৎসর ৮ই মে তারিখে জঙ্গবাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত মহারাজের বড় রাণীর জ্যেষ্ঠাকন্যার বিবাহ মহাসমারোহে সমাধা হইয়া গেল। অল্পদিন পরে জঙ্গের সহিত ফতেজঙ্গ চৌত্রের কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হইল। এই বিবাহে ঠপ্পা (থপ) এবং চৌত্রাদিগের পুনর্মিলন হয়।

তৎপরে ১৮৫৫ খৃ: অব্দে ২৪এ ফ্রেব্রুয়ারিতে জঙ্গের দ্বিতীয় পুত্রের সহিত রাজার দ্বিতীয় কন্যার, এবং ২রা মে তারিখে ফতেজঙ্গ চৌত্রের ভ্রাতৃকন্যার সহিত জঙ্গের বিবাহ হইল। সুতরাং জঙ্গবাহাদুর ফতেজঙ্গের ভগিনী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী উভয়েরই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খৃ: অব্দে ২৫এ জুন, রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত জঙ্গের জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ হইল। এইরূপে রাজপরিবার এবং চৌত্রা-পরিবারের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হওয়াতে ইহাদের বহুকালব্যাপি দ্বেষাদেষী ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল।

১৮৫৬ খৃ: অব্দে ১লা আগষ্ট জঙ্গবাহাদুর হঠাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়া নিজ ভ্রাতা বামবাহাদুরকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু এরূপ করার কোনও কারণ জানিতে পারা যায় নাই। তিনি বলিতেন যে নিয়ত রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকায় তৎপ্রতি বৈরাগ্যনিবন্ধন তিনি মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা সুরেন্দ্রবিক্রম জঙ্গবাহাদুরকে কাশকি এবং লংজঙ্গ প্রদেশের রাজত্ব প্রদান করিয়া মহারাজ উপাধি দান করিলেন। উক্ত প্রদেশ মধ্যে জঙ্গবাহাদুর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলেন। স্থির হইল, প্রধান মন্ত্রিপদ তাঁহার বংশে পুরুষানুগত হইবে। তিনি নেপালের রাজা এবং রাণীর উপরেও প্রভুত্ব করিতে পারিবেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া চীনগবর্মেণ্ট কিংবা বৃটিশ গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহারা কোনও কার্য্য করিতে পারিবেন না। এইরূপে জঙ্গবাহাদুর নেপালের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ২৫এ মে তারিখে বামবাহাদুরের মৃত্যু হয়। অল্পদিন পরে জঙ্গবাহাদুরের বিরুদ্ধে আর একটী ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে, নেপালের গুরুঙ্গ সেনাদলের একজন জমাদার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সৈন্যগণ ষড়যন্ত্রকারী উক্ত জমাদারকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিহত করিয়া ফেলিল। বামের মৃত্যুতে জঙ্গ অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছিল, শোক কিয়ৎ-পরিমাণে হ্রাস হইলে তিনি রাজা এবং প্রধান প্রধান লোকদিগের অনুরোধে ২৮এ জুন তারিখে পুনরায় মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে সিপাহি বিদ্রোহ হয়। বহুকাল হইতে জঙ্গবাহাদুরের ইচ্ছা ছিল যে তিনি নিজে বৃটিশদিগের সাহায্য করেন। এখন সেই সুযোগ দেখিয়া বৃটিশ গবর্মেণ্টের নিকটে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাদরে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে জঙ্গবাহাদুর সসৈন্যে আসিয়া ইংরাজদিগের সহিত যোগদান করেন। যাত্রার সময়ে তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য আর একটী ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রধান ষড়যন্ত্রকারীদিগকে তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে অযোধ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এখানে কেবলমাত্র সিপাহিগণ নহে অধিবাসীগণ পর্য্যন্ত বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। ইংরাজ সেনাপতি জেনরল ফ্রাঙ্কস্ বারাণসীতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন।

এমন সময়ে বিশ্বস্ত গোরখা সৈন্য লইয়া জঙ্গবাহাদুর ইংরাজ-দিগের সাহায্যার্থ আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার সহিত ৯০০০ সৈন্য ছিল। জঙ্গবাহাদুরের অসীম বিক্রমে সমস্ত অযোধ্যা বশীভূত হইল। তিনি গোরখপুরের বিদ্রোহী দলাধিপতি মহম্মদ হোসেনকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে ইংরাজদিগের সাহায্য করিয়া তিনি ও গোরখাগণ বৃটিশ গবর্মেণ্টের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন।

জঙ্গবাহাদুর অত্যন্ত সাহসী এবং শিকারপ্রিয় ছিলেন। যেখানে অত্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা, তিনি সেরূপ অরণ্যে নির্ভয়ে একাকী প্রবেশ করিয়া শিকারান্বেষণ করিতেন এবং অতি আশ্চর্য্য কৌশলে স্বকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

জঙ্গ বাহাদুর ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

জঙ্গম (ত্রি) পুনঃ পুনর্গচ্ছতি গম-যঙ্-অচ্। ১ অস্থাবর, যাহার গতি আছে। সুশ্রুতের মতে জঙ্গম চারিভাগে বিভক্ত—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্য পশু প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষী, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি অণ্ডজ, কৃমি কীট প্রভৃতি স্বেদজ এবং ইন্দ্রগোপ, মণ্ডূক প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ। (সুশ্রুত সূত্র° ১ অঃ) ইহার বিশেষ বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

জঙ্গম (অর্থাৎ লিঙ্গাধিকারী মানব) দাক্ষিণাত্যবাসী লিঙ্গায়ত

পুরোহিত। অপর নাম অষ্য বা বীরশৈব। সমস্ত দাক্ষিণাত্যে প্রায় লক্ষাধিক জঙ্গমের বাস আছে। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার উপাধি নাই, তবে যে যে গ্রাম বা নগরে বাস করে, সেই স্থানের নামানুসারে পরিচয় দিয়া থাকে।

জঙ্গমেরা বলিয়া থাকে, যে এই সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কিন্তু কালবশে অবনতি হইলে শৈবধর্ম্মপ্রচারার্থ শিব নন্দীকে আদেশ করেন। নন্দী শ্রীশৈলের পশ্চিমস্থ হিঙ্গুলেশ্বর-পার্ব্বতী নামক অগ্রহারে মাদিগ রায় নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে ও মহাম্বা বা মহাদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম হইল বাসব বা বাসবন্ন। বাসবপুরাণে ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু তৎপাঠে বোধ হয়, এই বাসব হইতেই জঙ্গম-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

জঙ্গমেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ধতস্থল বা বিরক্ত এবং গুরুস্থল বা গৃহস্থ। বিরক্ত জঙ্গমেরা বিবাহ করিতে পারেন না, উদাসীন, বৈরাগীদিগের ন্যায় সংসারে আসক্তি-পরিত্যাগপূর্ব্বক পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করেন। ইহাদের দেখিতে অনেকটা স্মার্ত্ত সন্ন্যাসীদিগের ন্যায়। ইহারা লিঙ্গায়তদিগের উপর গুরুগিরি করিতে পান না অথবা তাঁহাদের উপর কোনরূপ ক্ষমতা চালাইতে পারেন না। শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রোপদেশ প্রদানই ইহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

গুরুস্থলেরা বিবাহ করেন। অপরাপর লিঙ্গায়তদিগের উপর গুরুগিরি করিয়া থাকে বলিয়া গুরুস্থল নাম হইয়াছে। কোন বিরক্তের মৃত্যু হইলে একটী দশম বর্ষীয় বালক তাঁহার পদ অধিকার করে। গুরুস্থল শ্রেণী হইতেই এরূপ বালক গৃহীত হয়। তাহাকে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিতে হয়। নানাস্থানের লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও গুরুস্থলেরা বিধবাবিবাহ করিতে পারেন না, তাঁহারা কুমারীবিবাহ করিয়া থাকেন।

জঙ্গমদিগের এক একটী মঠ বা আথড়া আছে, তথায় এক একজন গুরু থাকেন, তাঁহার নাম পট্টদয়। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে পট্টদয় ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বিরক্ত কি পট্টদয়গণ কখন নিজ নিজ মঠ পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাদের কয়েক জন সহকারী থাকে, তাহাদের নাম চরন্তি। এই চরন্তিরাই ধর্ম্মভীরু লিঙ্গায়তদিগের গৃহে গিয়া অর্থাদি আদায় করে ও মঠের অপরাপর সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

চরন্তি ব্যতীত বিরক্ত ও পট্টদয়গণের আরও ১২ জন কর্ম্মচারী থাকে, তাহারা বয়সে বড়ই হউক আর ছোটই হউক, তাহাদের নাম মরি অর্থাৎ ছোঁড়া। গুরুস্থলদিগের ঘর হইতে অতি শৈশবকালেই চরন্তি বা মরি নির্ব্বাচিত হয়। পট্টদয়, চরন্তি অথবা যে মরি ভবিষ্যতে পট্টদয় হইবে, তাহারা বিবাহ করিতে পায় না। অপর মরিরা ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে।

কাহাকে জাতিচ্যুত অথবা সমাজভুক্ত করিতে পট্টদয়ের সম্পূর্ণ অধিকার। জাতিচ্যুত ব্যক্তি পট্টদয়কে অধিক টাকা দিতে না পারিলে সহজে সমাজভুক্ত হইতে পারে না। এই জন্য লিঙ্গায়ত জঙ্গমমাত্রেই পট্টদয়কে বিশেষ ভয় ভক্তি করে, এবং ইষ্টদেব ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকে।

বিরক্তেরা আত্মীয় কুটুম্বের সহিত মিশিতে চান না, কিন্তু পট্টদয়েরা মঠে জাতি কুটুম্বকে কাছে রাখিতে পারে। শুনা যায়, অনেকেই আবার সেবাদাসী রাখিয়া থাকে। বিরক্ত, পট্টদয়, চরন্তি ও মরিরা প্রত্যহ একবার হইতে তিনবার পর্য্যন্ত স্নান করিয়া থাকে। সকল বড় মঠ বা আথড়া এক একজন পট্টদয়ের অধীন, কিন্তু অতি অল্প ছোট মঠ চরন্তি ও মরির অধীনে দেখা যায়।

বিরক্ত ও পট্টদয়েরা স্ব স্ব মঠে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে পুষ্পভূষিত করিয়া লিঙ্গের পূজা করে। শিষ্যগণ দিনে দুই বার করিয়া তাহাদের পা ধুইয়া দেয়। প্রথম বারের পদধৌত জলের নাম ধূল-পাদোদক। লিঙ্গায়তদিগের নিকট এই পাদোদক অতি মহার্ঘ্য সামগ্রী, তাহারা এই জল গঙ্গাজলের ন্যায় অতি পবিত্র মনে করে, এই জলে স্নান ও জল-স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়। যখন কোন ভক্ত বিরক্ত বা পট্টদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, সে অগ্রেই তাঁহাদের পাদধৌত "করুণবারি" পান করিয়া ধন্য হয়। দর্শনকালে গুরুগণ লিঙ্গায়তদিগের মাথায় পা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

জঙ্গমেরা আহারে বড় পটু, কিন্তু পাককার্য্যে তেমন নহে। দুগ্ধ, ঘৃত, ঘোল, অন্ন, যব, ইহাদের প্রধান খাদ্য, রশুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি খাইতেও ইহাদের আপত্তি নাই, তবে কেহ মদ্য মাংস আহার করে না। মঠে জঙ্গমদের আহারেরও একটু আদপ কায়দা আছে। আহারের পূর্ব্বে একখানি গালিচা অথবা মাদুর পাতিয়া তাহার উপর এক এক খানি "অড্ডঙ্গি" নামে তেপায়া রাখিয়া তাহার উপর সারি সারি পিত্তল বা কাঁসার থালা সাজাইয়া যায়। পরে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হইলে সকলে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করে। আহারান্তে সকলে স্ব স্ব উত্তরীয় দিয়া সেই পাত্র মুছিয়া ফেলে।

গুরুস্থল অর্থাৎ সাধারণ জঙ্গমেরা কণাড়ীদিগের বেশভূষা করে, গায়ে জামা দেয়, তাঁহাদের পরিবারেরাও অঙ্গরাখা ব্যবহার করে, কিন্তু বিরক্ত, পট্টদয়, চরন্তি ও মরিরা উত্তরীয় ও লালপাগড়ী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু গায়ে জামা দেয় না।

জঙ্গম পুরুষমাত্রেই গায়ে বিভূতি, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও চৌকা রূপার ডিবা এবং লিঙ্গ রাখিবার একটী গুন্দগুর্দগী বা গোলাকার রূপার কৌটা ধারণ করে। স্ত্রীলোকেরা সকল প্রকার অলঙ্কার পরে। জঙ্গমেরা সাধারণতঃ নম্র, সৎপ্রকৃতি ও আতিথেয়। শান্তিস্বস্ত্যয়ন, স্নানাহ্নিক, লিঙ্গোপাসনা, সাধারণ লিঙ্গায়তের নিকট পূজাগ্রহণ, সাধারণকে শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান ইত্যাদি জঙ্গমদিগের বিশেষতঃ বিরক্ত ও পট্টদ্দয়দিগের উপজীবিকা। হাল-কণাড়া ভাষায় লিখিত বাসবপুরাণ ও চেনবাসবপুরাণই তাঁহাদের প্রধান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, ইহাতে জঙ্গম গুরু ও সাধুদিগের উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

জঙ্গমেরা হিন্দু হইলেও বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অপরাপর দেবতার উপাসনা করে না অথবা অপর কোন ব্রাহ্মণকে সম্মান করে না। উলবী ও শ্রীশৈলই ইহাদের প্রধান পুণ্যক্ষেত্র।

চিত্তলদুর্গে মার্গস্বামী নামে জঙ্গমদিগের প্রধান আচার্য্য বাস করিয়া থাকেন।

অপরাপর ব্রাহ্মণের ন্যায় জঙ্গমেরা সকল সংস্কার করে না। সন্তান প্রসূত হইবামাত্র নাড়ীকাটা হয়, একজন জঙ্গম পুরোহিত আসিয়া আঁতুড়ঘরে গিয়া বসেন। তাঁহার পাদধৌত ধূল-পাদোদক সকলের মাথায় ও গৃহচত্বরে ছড়াইয়া সকলে পরিশুদ্ধ হয়। তৎপরে পুরোহিতের পাদপূজা, লিঙ্গপূজা, করুণবারি পান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে পুরোহিত একটী নব পাষাণ-লিঙ্গ লইয়া দুই এক মিনিটের জন্য নবজাত শিশুর গলায় ঠেকাইয়া প্রসূতির গলায় বাঁধিয়া দেন এবং পুরোহিত এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যেন শিশু বড় হইয়া ঐ লিঙ্গ ধারণে উপযুক্ত হয়। তৎপরে পুরোহিত আপনার পাওনা লইয়া বিদায় হয়। পঞ্চমদিনে রাত্রিকালে অন্নাদি উৎসর্গ করিয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়। লিঙ্গায়তেরা বলে এ প্রথা তাহাদের ছিল না। অপর হিন্দুর অনুকরণে এখন প্রচলিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ দিনে পুরোহিত আসিয়া ধূলপাদোদক ও করুণ-বারি প্রদানান্তে সন্তানের নামকরণ করেন। এই দিন সন্ধ্যাকালে পাঁচজন সধবা আসিয়া শিশুকে দোলায় স্থাপন করে। এই দিন অভ্যাগতদিগকে পাণ সুপারি দেওয়া হয়। মাসের দুই এক দিন থাকিতে আত্মীয় রমণীগণ প্রসূতিকে নদী বা কোন পুষ্করিণীতীরে লইয়া যায়। এখানে সিন্দুর ও হলুদ দিয়া জলদেবের পূজা করিয়া প্রসূতি এক কলসী জল কক্ষে লইয়া ফিরিয়া আসে। এক বর্ষ হইলে বালকের চূড়াকরণ হয়। এ সময়ে পুরোহিত আসিয়া দুইটী পাণ কাঁচির মত ভাঁজ করিয়া বালকের চুলে ঠেকায়, তৎপরে নাপিত আসিয়া মুড়াইয়া দেয়, ইহাকে জঙ্গমেরা সদি-কত্রি-সোণা বলে। বালকের যে কোন অযুগ্ম বর্ষে চূড়াকরণ হইতে পারে, কিন্তু কন্যার পাঁচ বর্ষের পর চূড়াকরণ হয় না। কোন কোন জঙ্গম বলেন যে, পাঁচবর্ষে কন্যার চুল বড় হইলে কাটিয়া দিতে হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ঋতুকালে ঐ চুল ঠেকিলে নবজাত শিশুর কোন পীড়া হইতে পারে। দশমবর্ষে জঙ্গমবালকের উপনয়ন হইয়া থাকে।

বর ও কন্যাপক্ষের এক গোত্র অথবা এক গুরু হইলে বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের সময় আচার্য্য আসিয়া বরকন্যার কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখে। কোষ্ঠী মিলিলে শুভদিনে পুরোহিত, আত্মীয় কুটুম্ব ও পাঁচজন সধবা স্ত্রীলোকের সমক্ষে বিবাহের দিন ধার্য্য হয়। পাণ-বিতরণ ও বরপক্ষীয়দিগকে ভোজ দেওয়া হয়। বিবাহের পূর্ব্বদিনে কন্যাকর্ত্তা বরের বাড়ীতে দুই খণ্ড জামার কাপড়, ৫টী পাণ, ৫টী সুপারি, ৫ সের চাউল, ৫টী নেবু, ৫ খানি হলুদ ও ৫টী চাপ গুড় পাঠাইয়া দেন ও তাঁহার গৃহে আসিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠান।

বিবাহের সময় ইহাদের মধ্যে হলুদের ছড়াছড়ি খুব বেশী। বরের বাড়ী অপর গ্রামে হইলে, বরযাত্রীগণ কন্যার গ্রামে আসিয়া পৌছিলে কন্যাপক্ষীয়গণ মহা সমারোহ করিয়া কিছুদূর পথ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসে। বরযাত্রিদিগের থাকিবার জন্য একটী ভাল ঘর ঠিক করা থাকে। এখানে বর আসিয়া উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়েরা পাঁচটী মঙ্গলীভাঁড় পূজা করিয়া বর যে বাড়ীতে উপস্থিত হয়, কন্যাকে তথায় লইয়া আসে। বর কন্যা উভয়ে একখানি চৌকির উপর বসিতে পায়, পাঁচজন সধবা উভয়কে উত্তমরূপে তৈলহরিদ্রা লেপন করে। পরে তাহাদের চারিদিকে এলসুতা ঘেরিয়া দেয়। তার পর বর ও কন্যা উভয়ে কন্যার বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে পুরোহিতের পদধৌত করুণ-বারি পান করে। পরদিন বরকন্যা উভয়ে আবার রীতিমত হলুদ মাখে ও করুণ-বারি পান করে। পরে নব দম্পতি বরের বাড়ীতে আগমন করে। এই সঙ্গে কন্যাকর্ত্তা পাণ সুপারি ও কাপড়াদি পাঠাইয়া দেন। এ সময়ে বর ও কন্যার উভয়ের বাড়ীতেই লিঙ্গপূজা ও লিঙ্গায়ত-মন্দিরে মাটীর দীপ দিয়া "গুগল" নামক উৎসব করে। পরদিন সধবারা বরকন্যাকে আবার তৈল-হরিদ্রা মাখাইয়া থাকে। কন্যাপক্ষীয়গণ বরের বাড়ীতে গিয়া পক্বান্ন আহার করে, বরকেও তাহার কিছু কিছু খাইতে

হয়। এই দিন কন্যার পিতা একখানি থালের উপর বরের পা ধুইয়া দেন ও পিতামাতা উভয়েই সেই জলে ফল ও সিন্দূর নিক্ষেপ করেন। বর এইবার সুন্দর পোষাক পরিয়া কপালে বিভূতি মাখিয়া বৃষভে চড়িয়া মন্দিরে গিয়া পূজা করে, তৎপরে বিবাহ করিবার জন্য শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হয়। শ্বশুরালয়ে আসিবামাত্র তাহাকে উত্তম বিছানায় বসাইয়া বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করে, তাহার হাতে পায়ে ও গালে হলুদ মাথাইয়া দেয়। পরে অন্তঃপুরে আনা হয়। এখানে গোময়ধৌত স্থানে বিচালি বিছাইয়া তাহার উপর গালিচা পাতিয়া রাখে, বর কন্যা তাহাতেই উপবেশন করে। কন্যার সখী স্বরূপ দুইটী কুমারী তাহার পার্শ্বে বসে। তাহাদের সম্মুখে পাঁচটী কলস ও পাঁচ খেই সূতা দিয়া তাহাদের চারিদিকে ঘেরিয়া রাখে ও তাহারই খানিকটা পুরোহিত ও কন্যার হাতে জড়ান থাকে।

পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে, কন্যা বরের ডানহাত ধরিয়া থাকে। মঠপতি খানিক পঞ্চগব্য বরের ডান হাতে ঢালিয়া দেয়, কন্যা তাহা স্পর্শ করে। এই সময় উভয়ে পাঁচবার হাত ধুইয়া লয়। পাঁচজন সধবা আলো লইয়া বরণ করে। পুরোহিত ও উপস্থিত সকলে ধান দিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করে। তখন পুরোহিত ধান সিন্দূর ও ফুল দিয়া মঙ্গলসূত্রের পূজা করিয়া পাঁচজন সধবার হাতে দেন, তাহারা ঐ সূতা কন্যার গলায় বাঁধিয়া দেয়। এই সময় পূর্ব্বোক্ত পুরোহিতের হাতের সূতা খুলিয়া তাহাতে তেল হলুদ মাথাইয়া বরের ডান হাতের কবজীতে বাঁধিয়া দেয়, এই সূতাকে তাহারা গুরুকঙ্কণ বলে। এই সময়ে পাঁচজন সধবা কন্যার হাতেও ঐরূপ সূতা বাঁধিয়া দেয়, তাহার নাম বধূকঙ্কণ। নবদম্পতি উপস্থিত গুরুজনকে নমস্কার করে, তারপর আত্মীয় কুটুম্ব সকলের ভোজ হয়। বর কন্যা এক পাতেই আহার করে। এই হইলেই বিবাহের কাজ শেষ হয়। পর দিন বরকন্যা ফুলচন্দন দিয়া পুরোহিতের পা পূজা করিয়া তাঁহার করুণবারি পান করে। মধ্যাহ্নভোজনের পর নরনারী সকলে মহাসমারোহে নাচ গান করিতে করিতে বড় রাস্তা দিয়া লিঙ্গমন্দিরে যায়। বর কন্যা এখানে লিঙ্গের পূজা করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ জাঁকজমকে বরের গৃহে আসে। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় বরের ভগিনী, ভগিনী যদি না থাকে, তবে অপর কোন বালিকা দ্বার আটকাইয়া দাঁড়ায়, আর বলে যে "তোমাদের মেয়ে হইলে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবে বল, তবে ছাড়িয়া দিব।" বরকন্যা স্বীকার করিলে পথ ছাড়িয়া দেয়। এ দিকে অন্তঃপুরে বরের মাতা ষাঁড়ের জিনের উপর কোল পাতিয়া বসিয়া থাকেন, বর মাতার ডান কোলে ও কন্যা বাম কোলে আসিয়া বসে। বসিয়াই আবার উভয়ে কোল পরিবর্ত্তন করে। তখন পাঁচজন সধবা মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "দুটী ফুলের মধ্যে কোন্‌টী ভারী।" মাতা উত্তর করেন, আমার দুটী ফুলই সমান, আমি চিরদিন সমান ভাবে দুটাকে যত্ন করিব।

তৎপরে বরকন্যা কলাতলায় আনীত হয়, এখানে নাপিত উভয়ের হাতে পায়ে হলুদ মাথাইয়া দেয়, পাঁচজন সধবা বরণ করিয়া উভয়কে স্নান করাইয়া দেন। বরকন্যার ভিজা কাপড় নাপিত পায়। তৎপরে আত্মীয় স্বজনের ভোজ দিয়া বিবাহ উৎসব শেষ হয়।

কন্যা বার তের বৎসর পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে থাকে, তৎপরে বরের আত্মীয় স্বজন কন্যার বাটীতে আসিয়া খুব ধুমধাম করিয়া কন্যাকে বরের বাড়ীতে লইয়া আসে। এই সময় ভোজ ও বরকন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া হয়। তৎপরে কন্যা ঋতুমতী না হইলেও উভয়কে এক ঘরে একত্র শয়ন করিতে দেয়। কন্যা ঋতুমতী হইলে এদেশের মত জঙ্গমেরাও তাহাকে তিন দিন তীর-ঘরে রাখে, সে তিন দিন কোন পুরুষ-মুখ দেখিতে পায় না। চতুর্থ দিবসে কেবল তাহাকে স্নান করাইয়া দেয়, আর কোন উৎসব হয় না। অন্য সময়ে ঋতুমতী হইলে জঙ্গমেরা তিন দিন অশুচি মনে করে না বটে, কিন্তু দেবালয় বা রন্ধনশালায় তাহাকে যাইতে দেয় না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মঠপতি বা পুরোহিত আসিয়া ধূলপাদোদক ও করুণবারি পান করিতে দেন, পরে তিনি মুমূর্ষুর সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি বা গোময় লেপন করিয়া কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দেন। মুমূর্ষু ও পুরোহিতকে পাণ সুপারি, এক তাল বিভূতি ও কিছু অর্থ দিয়া প্রণাম করে। মৃত্যু হইলে আবার পুরোহিত আসিয়া পদধূলি দেন। মৃত ব্যক্তি বিবাহিত বা পুরোহিত হইলে মঠপতি তাহাকে বসাইয়া বিভূতি মাথাইয়া নানা অলঙ্কার পরাইয়া দেয়। তৎপরে বাহির করিয়া আনিয়া রথাকৃতিদোলায় স্থাপন করে, তৎপরে চারিজন লিঙ্গায়ত সেই দোলা কাঁধে করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হয়। এখানে মৃতের আত্মীয়েরা সেই অলঙ্কার ভাগ করিয়া লয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র মাথার পরিচ্ছদাদি পায়। পরে মৃত ব্যক্তিকে বসাইয়া একটী থলির মধ্যে পুরিয়া তাহার কণ্ঠস্থ লিঙ্গসহ মাটীর মধ্যে পুতিয়া ফেলে। সমাধিখনককে পুরোহিত একুশটী পয়সা প্রদান করেন। সেই পয়সার উপর পুরোহিত কতকগুলি মন্ত্র লিখিয়া দেন। খনক সেই পয়সা লইয়া কবরের মধ্যে গিয়া মৃত দেহের নানাস্থানে রাখিয়া দেয়। তৎপরে সেই কবরস্থ শবের উপর একখানি কাপড় বিছাইয়া উপস্থিত সকলে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক

ফুল ও বিল্বপত্র নিক্ষেপ করে। খনক সেইগুলি কুড়াইয়া শবের উপর একত্র করে, তখন মৃতের আত্মীয়েরা এক এক মুঠা মাটী লইয়া শবের উপর ফেলিয়া দেয়। পরে মাটী চাপা দিয়া কবরের মুখ বন্ধ করা হয়। তৎপরে পুরোহিতের পায়ের নিকট একটী নারিকেল ভাঙ্গা হয় ও সকলে তাঁহার পায়ে ফুল ও সিন্দূর অর্পণ করে। তারপর সকলে ঘরে ফিরিয়া আসে। ঘরে আসিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র ধূলপাদোদক লইয়া গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। তাহাতেই সব শুদ্ধ হয়। মাসান্তে পুরোহিতদিগকে ভোজ দেওয়া হয়। বালক ও অবিবাহিতকে লম্বালম্বীভাবে শোয়াইয়া পুতিয়া ফেলে।

জঙ্গম ও তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্য লইয়া এক একটী সমাজ আছে, প্রত্যেক সমাজেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম ও তাহার এক এক জন মঠাধিকারী আছে। কেহ কেহ আবার সমাজভুক্ত নয়। ইহাদের মধ্যে তেমন জাতিবিচার নাই। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

জঙ্গমকুটী (স্ত্রী) জঙ্গমা কুটীব। ছত্র, ছাতি। (ত্রিকাণ্ড)

জঙ্গমগুল্ম (পুং) জঙ্গমশ্চাসৌ গুল্মশ্চেতি কর্ম্মধা। পদাতি সৈন্য।

জঙ্গমবিষ (ক্লী) জঙ্গমস্য বিষং ৬তৎ। জঙ্গম হইতে প্রাপ্ত বিষ, জঙ্গম সম্বন্ধীয় বিষ। প্রাচীন পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে বিষ তিন ভাগে বিভক্ত—স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম। [স্থাবর ও কৃত্রিম বিষের বিবরণ বিষ শব্দে দ্রষ্টব্য।] জঙ্গম বা প্রাণী শরীরে যে বিষ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম জঙ্গম বিষ। ইহার আধার ষোলটী। ১ দৃষ্টি, ২ নিশ্বাস, ৩ দংষ্ট্রা, ৪ নখ, ৫ মূত্র, ৬ পুরীষ, ৭ শুক্র, ৮ লালা, ৯ আর্ত্তব, ১০ আল, ১১ মুখসন্দংশ, ১২ অস্থি, ১৩ পিত্ত, ১৪ বিশর্দ্ধিত (?) ১৫ শূক ও ১৬ মৃত দেহ। দিব্য সর্পের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ, পৃথিবীস্থ সর্পের দংশনে বিষ ; মার্জার, কুক্কুর, বানর, মকর, ভেক, পাকমৎস্য, গোধা, শম্বূক, প্রচলাক, গৃহগোধিকা ও অন্যান্য চতুষ্পদী কীটদিগের দংষ্ট্রায় ও নখে বিষ ; চিপিট, পিচ্চটক, কাষায়বাসিক, সর্ষপবাসিক, তোটকবর্ষ, এবং কীটকৌণ্ডিল্যক ইহাদিগের বিষ্ঠায় ও মূত্রে বিষ। মূষিকের শুক্রে বিষ। লূতা বা মাকড়সার লালা, মূত্র, পুরীষ, মুখসন্দংশ, নখ, শুক্র, আর্ত্তব এই সকল বিষাক্ত। বৃশ্চিক, বিশ্বম্ভর, রাজীব মৎস্য, উচ্চিটিঙ্গ এবং সমুদ্রবৃশ্চিক ইহাদিগের আলে (হুলে) বিষ। চিত্রশির, সরাবকুর্দ্দি, শতদারুক, অরিমেদক ও শারিকামুখ ইহাদের মূত্র ও পুরীষ বিষাক্ত। বিষহত প্রাণীর অস্থি, সর্পকণ্টক ও বরটীমৎস্যের অস্থি এই গুলি অস্থিবিষ।

শকুলীমৎস্য, রক্তরাজী ও চরকীমৎস্য ইহাদিগের পিত্তে বিষ ; সূক্ষ্মতুণ্ড, উচ্চিটিঙ্গ, বরটী, শতপদী, শূক, বলভিক, শৃঙ্গী ও ভ্রমর, ইহাদিগের শুয়াঁতে ও মুখে বিষ।

(সুশ্রুত কল্প° ৩ অঃ)

জঙ্গমত্ব (ক্লী) জঙ্গমস্য ভাবঃ জঙ্গম-ত্ব। জঙ্গমের ধর্ম্ম, জঙ্গমের ভাব। "তথা দেবী জঙ্গমত্বাদ্বিশিষ্টা।" (ভারত১৪।২১ অঃ)

জঙ্গল (ত্রি) গল-যঙ্‌-অচ্‌ নিপাতনে সাধু। ১ জলশূন্য, নির্জল। (হেম ৪।১৯) ২ নির্জন। (শব্দার্থচি°) (পুং ক্লী) ৩ মাংস। (মেদিনী)

জঙ্গলী (দেশজ) ১ বনবাসী, বন্য। ২ অসভ্য।

জঙ্গলীকাপাস (দেশজ) একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। (Hibiscus vitifolius)

জঙ্গলীখেজুর (দেশজ) এক প্রকার খেজুর।

জঙ্গলীজয়গড়, বোম্বাই প্রদেশে সাতারা জেলায় সহ্যাদ্রিমালা ৬০ মাইল বিস্তৃত, এই ৬০ মাইলের মধ্যে পর্ব্বতের উপর ৫টী পার্ব্বত্যদুর্গ আছে। উত্তরদিকে প্রতাপগড়, ইহার ৭ মাইল দক্ষিণে মার্কণ্ডগড়, ইহার ১০ মাইল দক্ষিণে জঙ্গলীজয়গড়। [সাতারা দেখ।]

জঙ্গলীনারাঙ্গা (দেশজ) এক রকম বৃক্ষ।

জঙ্গলী বকরী (দেশজ) এক রকম হরিণ।

জঙ্গলরশূন (দেশজ) এক রকম ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

জঙ্গাল (পুং) জঙ্গল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাঁধ, জাঙ্গাল। (জটাধর) পর্য্যায়—আলি, পঙ্কার, সেতু, সঙ্কর।

জঙ্গিড় (পুং) মণিবিশেষ, ইহাতে রাক্ষস প্রভৃতির ভয় নিবারণ করে। "দেবৈর্দত্তেন মণিনা জঙ্গিড়েন ময়োভুবা।" (অথর্ব্ব)

জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ জেলার একটী উপবিভাগ। এখানকার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। এখানে রঘুনাথগঞ্জ, মির্জাপুর, দেওয়ানসরাই, সুঁতি, শমসেরগঞ্জ এই ৫টী থানা আছে। একটী দেওয়ানী ও একটী ফৌজদারী আদালত আছে।

এখানকার সদরের নামও জঙ্গীপুর। জঙ্গীপুর 'জাঁহাঙ্গীরপুরের' অপভ্রংশ। প্রবাদ আছে এই সহর মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহরটী ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে ২৪° ২৮´ উত্তর অক্ষা° ও ৮৮° ৬´৪৫´´ পূর্ব্বদ্রাঘিমায় অবস্থিত। সুঁতির ছাপঘাটীর মোহানায় যেখানে গঙ্গা হইতে ভাগীরথী নদী বহির্গত হইয়াছে, তাহারই ২১ মাইল দক্ষিণে এই সহর অবস্থিত। এই সহরের অপর পারে বাঁশলেই ও পাগলা নদী একত্র আসিয়া ভাগীরথীতে মিলিয়াছে, ইহারই নিকটে গড়ে সহরে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী ও সরফরাজ খাঁর যুদ্ধ ঘটে ও ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিমের সহিত ইংরাজের শেষ যুদ্ধ হয়।

জঙ্গীরা, রাজমহল ও মুঙ্গেরের মধ্যবর্ত্তী একটী পাহাড়।

বহুকাল হইতে ইহা একটী গঙ্গাতীরস্থ পবিত্রস্থান বলিয়া গণ্য। এখানে নারায়ণমন্দিরে যাত্রী-সমাগম হয়।

জঙ্গুল (ক্লী) গম-যঙ্-লুক্ বাহুলকাৎ ডুল্। বিষ। (ত্রিকাণ্ড°)

জঙ্ঘ (পুং) প্রশস্তা জঙ্ঘা বিদ্যতেঽস্য জঙ্ঘা-অচ্। রামায়ণ-প্রসিদ্ধ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৬।৬৯।১২)

জঙ্ঘা (স্ত্রী) জংঘন্যতে কুটিলং গচ্ছতি হন্-যঙ্-লুক্-অচ্ পৃষোদরাদি° তত্তষ্টাপ্। ১ গুল্ফের ঊর্দ্ধ ও জানুর অধোভাগ, গুল্ফ অবধি জানু পর্য্যন্ত ঠ্যাং। পর্য্যায়—টঙ্কা, টঙ্ক, টঙ্কিকা। "শক্রর্নিমজ্জতা গ্রাহো জঙ্ঘায়াং প্রপতিস্মৃতা।" (ভা° ৫।১৩৩।১৯)

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ইহাতে চারিখানি অস্থি আছে। "চত্বার্য্যরত্নিকাস্থীনি জঙ্ঘয়োস্তাবদেব চ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

জঙ্ঘাকর (ত্রি) জঙ্ঘাং তৎসাধ্যগতিং করোতি জঙ্ঘা-কৃ-ট (পা ৩।২।২১) যে ব্যক্তি অতিশয় দ্রুতবেগে গমন করে, ধাবক।

জঙ্ঘাকরিক (ত্রি) কৃ-অপ্ করো বিক্ষেপঃ জঙ্ঘায়াঃ করো ঽস্ত্যস্য জঙ্ঘাকর-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) জঙ্ঘা চালনা করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে; ধাবক। পর্য্যায়—ধাবক, ডাকচক্রী।

জঙ্ঘাত্রাণ (ক্লী) ত্রায়তে ঽনেন ত্রা-ল্যুট্ জঙ্ঘায়াস্ত্রাণং ৬তৎ। জঙ্ঘাসন্নাহ, জঙ্ঘার আবরণ, পেণ্ট্‌লন।

জঙ্ঘাপ্রহত (ত্রি) জঙ্ঘা তদ্গতিঃ প্রহতা অস্য বহুব্রী। নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ। মন্দগামী। এই শব্দটী অক্ষদ্যূতাদি গণান্তর্গত।

জঙ্ঘাপ্রহৃত (ত্রি) জঙ্ঘা প্রহৃতা অস্য বহুব্রী। যাহাকে জঙ্ঘা দেশে প্রহার করা হইয়াছে। এই শব্দটী পাণিনীয় অক্ষদ্যূতাদি গণান্তর্গত।

জঙ্ঘাবন্ধু (পুং) ঋষিবিশেষ।

"জঙ্ঘাবন্ধুশ্চ রৈভ্যশ্চ কোপবেগস্তথাভৃগঃ।" (ভারত ২।৪ অঃ)

জঙ্ঘারথ (পুং) জঙ্ঘা রথইব গমনসাধনং যস্য বহুব্রী। ১ ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনীয় যস্কাদিগণান্তর্গত। (বহু) জঙ্ঘারথস্য গোত্রাপত্যানি জঙ্ঘারথ-ইঞ্ বহুত্বে যস্কাদিত্বাৎ তস্য লুক্। ২ জঙ্ঘারথ নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

জঙ্ঘারি (পুং) বিশ্বামিত্রের এক পুত্র।

"মার্গমর্ষি হিরণ্যাক্ষো জঙ্ঘারির্বাভ্রবায়ণিঃ।" (ভা° ১৩।৪ অঃ)

জঙ্ঘাল (ত্রি) জঙ্ঘা বেগবতী অস্ত্যস্য জঙ্ঘা-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ১ ধাবক, জঙ্ঘাচালনা দ্বারা যাহার উপজীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। (পুং স্ত্রী) ২ পশুবিশেষ। ভাবপ্রকাশের মতে—হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পৃষত, ন্যঙ্কু, শম্বর, রাজীব ও মুণ্ডী প্রভৃতিকে জঙ্ঘাল বলে। তাম্রবর্ণ মৃগ হরিণ, কৃষ্ণবর্ণ এণ, কৃষ্ণসারাকৃতি ঈষৎ তাম্রবর্ণ বৃহৎ মৃগ কুরঙ্গ, নীলবর্ণ ঋষ্য, হরিণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট শরীর চন্দ্রবিন্দুযুক্ত মৃগ পৃষত, অধিক শৃঙ্গযুক্ত মৃগ ন্যঙ্কু, বৃহৎকায় মৃগ সম্বর এবং যে মৃগের সর্ব্বাঙ্গ রেখাদ্বারা বেষ্টিত তাহাকে রাজীব ও যাহার শৃঙ্গ নাই তাহাকে মুণ্ডী বলে। এক মৃগ জাতির অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। ইহাদের মাংসের গুণ পিত্ত ও কফনাশক, কিঞ্চিৎ পরিমাণে বায়ু প্রকোপকারী, লঘু ও বলকারক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব° ২ ভাগ)

জঙ্ঘাশূল (ক্লী) জঙ্ঘায়াঃ শূলমিব। শূলরোগবিশেষ, ইহাতে জঙ্ঘার ব্যথা হইয়া থাকে।

হরিতকী, আর্দ্রক, দেবদারু, চন্দন এবং অপামার্গের মূল ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া যথানিয়মে সেবন করিলে, সপ্তরাত্র মধ্যে জঙ্ঘাশূল ও জঙ্ঘার বেদনা নিবারিত হয়।

"জঙ্ঘাশূলমুরুস্তম্ভং সপ্তরাত্রেষু নাশয়েৎ।"

(গরুড়পু° ১৮৭ অঃ)

জঙ্ঘিল (ত্রি) প্রশস্তা অতিশয়েন বেগবতী জঙ্ঘাঽস্ত্যস্য জঙ্ঘা-ইলচ্। অতিশয় দ্রুতগামী ধাবক।

জঙ্ঘিয়া (দেশজ) জাঙ্গিয়া, ছোট ইজার।

জঙ্ঘীর (দেশজ) জলচর পক্ষীবিশেষ।

জজ্ (ইংরাজী) বিচারক, উচ্চ আদালতের বিচারকর্ত্তা। এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতেই এখনকার মত জজ নিয়োগপ্রথা চলিয়া আসিতেছে; ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৯এ অক্টোবর সর্ব্বপ্রথমে বড় আদালতে জজ আসিয়া নামেন। [বিচার ও বিচারক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জজ (পুং) জজতি যুদ্ধ্যতে জজ-অচ্। যোদ্ধা।

জজহারসিং বুন্দেলা, রাজা নরসিংহ দেব বুন্দেলার পুত্র। নরসিংহ দেব সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে প্রভূত ধন সম্পত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে নরসিংহ দেবের মৃত্যুর পরে জজহার পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে শাহজহান দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, এই সময়ে জজহারসিং বিদ্রোহী হইলেন। সম্রাট্ বিদ্রোহ দমন নিমিত্ত মহাবৎ খাঁ খান্‌খানান্‌কে পাঠাইলেন। জজহার উপায়ান্তর না দেখিয়া বশ্যতাস্বীকার করিলেন, সম্রাট্ তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে মহাবতখাঁ ও খান্‌খানানের সহিত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন।

১৬৩০ খৃঃ জজহারের পুত্র বিক্রমজিৎ খাঁ জাহান নামক জনৈক রাজবিদ্রোহীকে নিজ অধিকারের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট্ জজহারের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহা শুনিয়া বিক্রমজিৎ খাঁ জাহানের অনুসরণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং ধরিয়া

খাঁ নামক তাঁহার সেনাপতির মস্তকছেদনপূর্ব্বক সম্রাট্ সমীপে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমজিৎকে 'জগরাজ' উপাধি প্রদান করিলেন। ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে অবকাশ লইয়া জজহার গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বাটীতে পৌঁছিয়াই তিনি গড়ার জমিদার ভীমনারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। ভীমনারায়ণ বাধ্য হইয়া সন্ধি করিল। কিন্তু সন্ধির নিয়মভঙ্গ হওয়াতে জজহার ভীমনারায়ণ ও তাহার অনেকগুলি অনুচরের প্রাণ বিনাশ করিলেন। বাদশাহ তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জজহারকে সমুদয় সম্পত্তি ত্যাগ এবং দশ লক্ষ টাকা রাজসরকারে প্রেরণ করিতে হুকুম দিয়া তাঁহার নিকটে একখানি ফরমাণ পাঠাইয়া দিলেন। জজহার সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। ২০০০০ সৈন্য লইয়া অরঙ্গজেব জজহারের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। জজহারও সৈন্যসংগ্রহ করিয়া উণ্ডচের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। প্রত্যহ অশ্বারোহীদিগের সহিত কাটাকাটি চলিতে লাগিল। অবশেষে ভীত হইয়া জজহার প্রথমে ধামুনি, তৎপরে তথা হইতে সপরিবারে চৌরাগড়ে পলাইয়া গেলেন। অবশেষে দাক্ষিণাত্যের পথে সপরিবারে পলাইবার সময় সম্রাট্সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আপন পুরমহিলাগণের সম্মানরক্ষার্থ স্বহস্তে সকলকে বিনাশ করিলেন। বিক্রমজিৎ বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হইল। দুর্গাবাহন, উদ্বাহন, শ্যাম, দেব প্রভৃতি জজহারের পুত্রগণ এবং বিক্রমজিতের পুত্র দুর্জনসাল বন্দী হইলেন। পথে জজহার এবং বিক্রমজিৎ অধিবাসীগণের হাতে নিহত হইলেন।

জজহার খাঁ হাবসী, গুজরাটের একজন প্রধান আমীর। ইহার পৈতৃক বাসস্থান আবিসিনিয়াতে ছিল। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে ইনি গুজরাটের শাসনকর্ত্তা চেঙ্গিজ্খাঁকে বিনাশ করেন। তিন বৎসর পরে অক্বর বাদশাহ গুরাট জয় করিলে চেঙ্গিজ্খাঁর মাতা পুত্রের নিধনবার্ত্তা জানাইয়া সম্রাটের নিকটে বিচারপ্রার্থনা করেন, বিচারে জজহারের অপরাধ সপ্রমাণ হইল। সম্রাট্ হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন।

জজহোতি, (জিঝ্হোতী) ১ কনোজ ব্রাহ্মণদিগের একটী শ্রেণী। শব্দটী "যজুর্হোতা" শব্দের অপভ্রংশ। পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদের বিধান অনুসারে ইহারা হোম করিতেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে। রূপরৌদ্রের চোবে, দৌড়িয়ার দোবে এবং হামিরপুর ও ফড়িয়ার মিশ্রগণ জজহোতিবংশসম্ভূত।

২ বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম।

৩ প্রাচীন চন্দেল প্রদেশের একশ্রেণীর বণিক।

জজিয়তী, ১ জজ্ সম্বন্ধীয়। ২ জজের কর্ম্ম, জজের পদ।

জজ্জ, উতঙ্গন্ নদীতীরস্থ একটী গ্রাম। খেরাগড় হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। গোয়ালিয়রের পুরাতন রাস্তাটী ইহার নিকট দিয়া গিয়াছে। এই গ্রামে একটী সুবৃহৎ সরাই এবং একটী মসজিদ্ আছে। মসজিদটী দেখিতে অতি সুন্দর এবং লালবর্ণ বালুপাথরে নির্ম্মিত, এখানে অনেক ভগ্ন মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টে বোধ হয় যে পূর্ব্বে এখানে হিন্দুদিগের আধিপত্য ছিল।

জজ্জ (পুং) রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত এক ব্যক্তি, মহারাজ জয়াপীড়ের শ্যালক। জয়াপীড় যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলে জজ্জ তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। জয়াপীড় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নিজ দেশে প্রত্যাগত হইলে জজ্জ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। পুষ্কলেত্র গ্রামে উভয়ের ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল। একদিন শ্রীদেব নামে এক গ্রামচণ্ডাল হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জজ্জের প্রাণ সংহার করে। কাশ্মীরবাসী প্রজাবৃন্দ জজ্জের রাজ্যশাসনে দুঃখিত ছিল। (রাজতরঙ্গিণী ৪।১১০-৮০)

জজ্জ, মথুরার রাজা বিজয়পালের (কিংবা অজয়পালের) অধীন একজন ক্ষত্রিয় সামন্তরাজ। ইহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম সিংহরাজ এবং প্রপিতামহের নাম তেজরাজ। ইনি ঋষিক রাজ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার চারি পুত্র জন্মে, সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম আশিক। ১২০৭ সংবৎ-চিহ্নিত কেশবশৈলের শিলালিপিতে ইহার কথা আছে। তদ্দ্বারা জানা যায়, জজ্জ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জজ্জ একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং একটী প্রকাণ্ড বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জজ্জুক, তোমরবংশীয় একজন রাজা, পৃথূদকতীর্থে ত্রিমূর্ত্তি-সম্বলিত বিষ্ণুমন্দিরে একখানি শিলাফলকে ইহাদের বংশাবলীর উল্লেখ আছে। ইনি বজ্রটের পুত্র এবং জোলের পৌত্র, চন্দ্রা এবং নায়িকা নাম্নী ইহার দুই স্ত্রী। চন্দ্রার গর্ভে গগ্গা এবং নায়িকার গর্ভে পূর্ণরাজ ও দেবরাজ এই তিন পুত্র জন্মে। তাঁহারাই উপরি উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

জজ্বজ্ (গ্রাম্য) যথেষ্ট, প্রচুর।

জজ্জি (ত্রি) জ্বা কিম্ দ্বিত্বং যদ্বা জন-কিন্ দ্বিত্বং। ১ জাতা। ২ জাত। "জজ্জিবীজং বৰ্ষ্টাপর্য্যন্তঃ।" (কৃষ্ণযজুঃ ৭।৪।২০।১)

জঝ্ঝতী (স্ত্রী) [বৈ] শব্দবিশিষ্ট জল।

"অগ্নেনা অহ বিদ্যুতো মরুতো জঝ্ঝতীরিব।" (ঋক্ ৫।৫২।৬)

'জঝ্ঝতীরাপো ভবন্তি শব্দকারিণ্যঃ' (নিরুক্ত ৬।১৬)

জঞ্জ (ত্রি) জজি-অচ্। ১ যোদ্ধা। জজি ভাবে ঘঞ্। ২ যুদ্ধ। এই শব্দটী পাণিনীয় উঞ্ছাদি গণান্তর্গত। [উঞ্ছাদি দেখ।]

জঞ্জণাভবৎ (ত্রি) জঞ্জণা-ভূ-শতৃ। যাহা জলিতেছে।
"জিহ্বাভিরহ নংনমদর্চির্বাং জঞ্জণাভবন্।" (ঋক্ ৮।৪৩।৮)
'জঞ্জণাভবন্ জলন্। জঞ্জণাভবন্ মন্মলাভবন্নিতি জলতি কর্ম্মসু পাঠাৎ।' (সায়ণ।)

জঞ্জন (ত্রি) জন-যঙ্‌ লুক্ অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। যাহা বার বার উৎপন্ন হয়।

জঞ্জপূক (ত্রি) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা জপতি জপ-যঙ্ উক। ১ অতিশয় জপশীল। ২ (পুং) তপস্বী।

জঞ্জাল (দেশজ) ১ আবর্জনা, ওচলা। ২ উৎপাত, ঝঞ্ঝাট।

জঞ্জালিয়া (দেশজ) ১ আবর্জনাকারী। ২ উৎপাতকারী।

জঞ্জিরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোঙ্কণ অঞ্চলে একটী রাজ্য। দেখিতে একটী দ্বীপাকার। ইহার অক্ষা° ১৮° হইতে ১৮° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭২° ৫৩´ হইতে ৭২° ১৭´ পূঃ। ইহার উত্তরে কোলাবার অন্তর্গত কুণ্ডলিকা অথবা রোহা নামক খাড়ী, পূর্ব্বদিকে রোহা ও মহাড় উপবিভাগ, দক্ষিণে বাণকোট উপসাগর এবং পশ্চিমে আরবসাগর। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্শী, বেণী ইস্রায়েল এবং অন্যান্য নানাধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে।

১৪৮৯ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগরের নিজামশাহী রাজসরকারের একজন হাবসি সৈনিক পুরুষ, বণিকবেশে জঞ্জিরাতে উপস্থিত হন। তিনি তথাকার অধিপতির অনুমতিক্রমে ৩০০টী বাক্স লইয়া নামিলেন, প্রত্যেক বাক্সের মধ্যে এক এক জন সৈন্য ছিল। রজনীযোগে তাহারা বাহির হইয়া জঞ্জিরা দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। সেই হইতে জঞ্জিরা মুসলমানদিগের অধীন হয়। এখানকার অধিপতিকে নবাব বলে। ইহারা সিদি অর্থাৎ হাবসি সুন্নিশ্রেণীর মুসলমান।

এই দ্বীপ অবশেষে বিজাপুররাজের অধিকারভুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রদলপতি শিবজি অনেক বার এই দ্বীপ আক্রমণ করেন, পরে শম্ভুজিও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারেন নাই। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জঞ্জিরাধিপতি স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। কিন্তু তৎপরে রাজ্য মধ্যে নানা বিশৃঙ্খল ঘটে, সেই জন্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট ইহার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। এখন কোঙ্কণের পলটিকাল্ এজেণ্ট এখানকার রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এখানকার নবাবের সম্মানার্থ গবর্মেণ্ট হইতে ৯টী তোপ হয়।

জঞ্জীর্ (পারসী) জিঞ্জির, শৃঙ্খল, বেড়ী।

জঞ্জুহিয়, আফগান জাতিবিশেষ। মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফিরিস্তার মতে ইহারা পঞ্জাব অঞ্চলে সিন্ধুসাগর-দোয়াবের অন্তর্গত মখিয়ালা নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত। কোনও এক সময়ে ইহারা সেখানকার রাজা কেদাররায়কে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করে। পঞ্জাব অঞ্চলে ইহারা বিখ্যাত জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিল।

জট (জটাশব্দজ) সংহতকেশ, জটা।

জটমল্ল, কোশলবংশসম্ভূত স্বর্ণপুরীর একজন রাজা। ইনি কালচন্দ্রের পুত্র এবং মল্লদেবাত্মজ চোলের পৌত্র। শ্রীধরপ্রণীত জটমল্লবিলাস গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে।

জটলা (দেশজ) ১ যাহার জটা আছে। ২ গোলমাল।

জটা (স্ত্রী) জটতি পরস্পরং সংলগ্না ভবতি জট-অচ্-টাপ্। যদ্বা জায়তে জন-টন্-অন্ত্য লোপঃ। (জনেষ্টন্ লোপশ্চ। উণ্ ৫।৩০) ১ পরস্পরসংহত কেশ, সংলগ্নকচ, জঁট। পর্য্যায়— শটা, জটি, জটী, জূট, জটক, শট, কোটীর, জুটক, হস্ত।
"নীলাঃ প্রসন্নাশ্চ জটাঃ সুগন্ধাঃ।" (ভারত ৩।১১২।২)
২ ব্রতীর শিখা। ৩ শটা, কেশর। ৪ মূল।
"যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা।" (ভাগবত)
৫ শাখা। (মেদি°)। ৬ কপিকচ্ছু। (রাজনি°)।
৭ রুদ্রজটা। ৮ জটামাংসী। ৯ শতাবরী। (রত্নমা°)।
১০ বেদপাঠবিশেষ। [ইহার বিবরণ ঋগ্বেদ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জটাকর (ত্রি) জটাং করোতি-জটা কৃ-অচ্। যাহাতে জটা হয়, জটা জন্মিবার কারণ।

জটাকাকড়া (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

জটাচীর (পুং) জটাসহিতং চীরং বসনং যস্য বহুব্রী। শিব।

জটাজূট (পুং) জটানাং জূটঃ সমূহঃ ৬তৎ। জটাসমূহ, ঝুঁটি।
"জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।" (দুর্গাধ্যান)

জটাজ্বাল (পুং) জটেব জ্বালাঽস্য বহুব্রী। প্রদীপ। (হারাবলী)

জটাটঙ্ক (পুং) জটা টঙ্ক ইবাস্য বহুব্রী। শিব। (ত্রিকাণ্ড°)

জটাটীর (পুং) জটামটতি অট-ঈরন্। শিব। (ত্রিকাণ্ড°)

জটাধর (পুং) জটাং ধরতি জটা-ধৃ-অচ্। ১ শিব। (শব্দরত্না°) ২ বুদ্ধবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড°) ৩ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী দেশ। (বৃহৎসং ১৪ অঃ।) ৪ অভিধানতন্ত্র নামক কোষকার। ইনি দিণ্ডীগ্রামীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, ইহার পিতার নাম রঘুপতি ও মাতার নাম মন্দোদরী। (ত্রি) ৫ জটাধারী।

জটাধর, একজন গ্রন্থকার, ১৭৬১ সম্বতে ইনি ফতেশাহপ্রকাশ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার পিতার নাম বনমালী, পিতামহের নাম দুর্গামিশ্র। ইহারা গর্গগোত্রীয়।

জটাধর কবিরাজ, গঙ্গাদাসপ্রণীত ছন্দোমঞ্জরীর একজন টীকাকার, জগন্নাথসেনের পিতা।

জটাধারিন্ (ত্রি) জটাং ধরতি জটা-ধৃ-ণিনি। যিনি জটাধারণ করেন, যাহার মাথায় জটা আছে।

জটাপটল, ১ ঋগ্বেদবিহিত ক্রমপাঠের জটিল প্রকার ভেদ; প্রবাদ এইরূপ যে হয়গ্রীব ইহা প্রচার করেন।

গঙ্গাধরাচার্য্য, দয়াশঙ্কর, মথুরানাথ শুক্ল, মধুসূদন ও অনন্তাচার্য্য প্রভৃতি রচিত জটাপটলের টীকা পাওয়া যায়।

জটামাংসী (স্ত্রী) জটাং জটাকৃতিং মন্যতে মন-স দীর্ঘশ্চ। (মনের্দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৬৪) স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ, সংস্কৃত পর্য্যায়—নলদ, বহ্নিনী, পেষী, মাংসী, কৃষ্ণজটা, জটী, কিরাতিনী, জটিলা, লোমশা, তপস্বিনী, জড়ামাংসী, মিংসী, মিসি, মিসী, মিষিকা, মিষি, ভূতজটা, পেশী, ক্রব্যাদি, পিশিতা, পিশী, পেশিনী, জটা, হিংস্রা, মাংসিনী, জটালা, নলদা, মেষী, তামসী, চক্রবর্ত্তিনী, মাতা, অমৃতজটা, জননী, জটাবতী ও মৃগভক্ষ্যা। (Nardostachys Jatamansi.)

হিন্দীতে জটামাংসী, বালুচর, বালছর এবং বালচির; বঙ্গে জটামাংসী; বিহারে বেথকুরকুস; নেপালে হস্ব, নস্য্, জটামাংসী; কাশ্মীরে ভূতজট ও কুকিলিপট; বোম্বায়ে বলচরিয়া সুম্বুল্ এবং আরবী ভাষায় সুম্বুল্-হিন্দ বলে।

গড়বাল হইতে সিকিম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে এই বৃক্ষ জন্মে। জটামাংসীর মূলের বর্ণ ফিকে কাল, গন্ধ তীব্র ও সুমিষ্ট এবং আস্বাদ কটু। বর্ত্তমান চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—বলকারক, উত্তেজক, হিক্কা-নিবারক ও বিষদোষঘ্ন; মৃগী, হিষ্টিরিয়া, পাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং কামলা প্রভৃতি রোগে ইহার ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে কেশবৃদ্ধি এবং কেশের বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ হয়। ইহা হইতে শীতল গুণবিশিষ্ট একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। ২৮ সের জটামাংসী চোঁয়াইলে দেড় ছটাক উত্তম তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যান্য দ্রব্য সংমিশ্রণে নানা প্রকার কবিরাজী তৈল প্রস্তুত করিতে জটামাংসী ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশে লোহারডাগা অঞ্চলে কমলাগুঁড়ী ও জটামাংসীমূল মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার বর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি স্থানে জটামাংসীর আদর। বাইবেলেও ইহার উল্লেখ আছে।

বাইবেলোক্ত নার্ড (Nard) কি এবং কোথা পাওয়া যায় সে বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের নির্ণয় অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর স্যর-উইলিয়ম জোন্স স্থির করিয়াছেন যে বাইবেলের উল্লিখিত নার্ড জটামাংসী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—সুরভি, কষায়, কটু, শীতল, কফ, ভূতদাহ ও পিত্তনাশকর, কান্তি ও আমোদজনক। (রাজনি°)। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ তিক্ত, মেধ্য, বলকর, স্বাদু, ত্রিদোষ, রক্ত, বিসর্প ও কুষ্ঠনাশক। রাজবল্লভ বলেন যে ইহার অনুলেপন ব্যবহার করিলে জ্বর ও রুক্ষতা দূর হয়।

জটামাংস্যাদি (পুং) জটামাংসী আদির্যস্য বহুব্রী। বৈদ্যকোক্ত একটী গণ। জটামাংসী, নখী, পত্রী, লবঙ্গ, তগর, শিলারস ও গন্ধপাষাণ এই সাতটী গন্ধ দ্রব্যকে জটামাংস্যাদিগণ বলে। (রাজনি°)

জটামালিন্ (পুং) শিব।

জটায়ু (পুং) জটা-যাতি লভতে যা-কু। ১ স্বনামখ্যাত পক্ষী। সূর্য্য-সারথি অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে ইহার জন্ম। ইহার ভ্রাতার নাম সম্পাতি। জটায়ু সকল পক্ষীর উপর আধিপত্য পাইয়াছিল। ইহাকে পক্ষিরাজ নামে উল্লেখ করা হয়। মহারাজ দশরথের সহিত ইহার বন্ধুতা ছিল। [দশরথ দেখ।] সীতাহরণের সময় সীতার ক্রন্দন শুনিয়া পক্ষিরাজ জটায়ু রাক্ষসাধিপ রাবণের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া তাহার খড়্গাঘাতে নিদারুণ আহত হইয়াছিল। রাম ইহার নিকট উপস্থিত হইলে সীতাহরণবার্ত্তা বলিতে বলিতেই ইহার প্রাণ বহির্গত হয়। রামচন্দ্র ইহাকে পিতৃসখা জানিয়া ইহার দাহ ও তর্পণ করেন। (রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড)
২ গুগ্‌গুলু। (মেদিনী)

জটায়ুস্ (পুং) জটং সংহতমায়ুর্যস্য বহুব্রী। পক্ষিরাজ, জটায়ু। (রামায়ণ ৩।১৪ অ:)

জটারুদ্রা (স্ত্রী) রুদ্রজটা লতা, রুদ্রাড়। (রাজনি°)

জটাল (পুং) জটা অস্ত্যর্থে লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭।) ১ বটবৃক্ষ। ২ কর্চ্চূর। ৩ মুষ্কক। ৪ গুগ্‌গুলু। (রাজনি°) (ত্রি) ৫ জটাধারী, যাহার জটা আছে।
"চীরিণঃ শিখিনশ্চান্যে জটালোর্দ্ধশিরোরুহাঃ।" (হরিবং ১৮০অঃ)

জটালা (স্ত্রী) জটাল-টাপ্। জটামাংসী। (রাজনি°)

জটাবৎ (ত্রি) জটা বিদ্যতে ঽস্য জটা-মতুপ্ মস্য বঃ। জটাযুক্ত, যাহার জটা আছে।

জটাবতী (স্ত্রী) জটাবৎ ঙীপ্। জটামাংসী। (রাজনি°)

জটাবল্লী (স্ত্রী) জটেব বল্লী। ১ রুদ্রজটালতা। ২ গন্ধমাংসী।

জটাশালপাণি (পুং) জটাযুক্ত শালপাণি, একজাতীয় বৃক্ষ।

জটাসুর (পুং) জটাযুক্তঃ অসুরঃ মধ্যলো°। ১ ভারতপ্রসিদ্ধ এক রাক্ষস; পাণ্ডবগণ নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া যখন নর-নারায়ণাশ্রমে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে জটাসুর দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণবেশে পাণ্ডবের সহিত

মিলিত হয়। একদিন ভীমসেন মৃগয়ার্থ নিবিড় অরণ্যে গমন করিলে সুযোগ পাইয়া পাণ্ডবগণের অস্ত্র শস্ত্র গোপন করিয়া দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে আবদ্ধ করিয়া হরণ করিবার উদ্যোগ করে। রাক্ষস সকলকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে ছিল, পথিমধ্যে ভীম আসিয়া তাহাকে সংহার করেন। (ভারত ৩।১৫৭ অঃ) (বহু) ২ দেশবিশেষ। (বৃহৎসং° ১৪ অঃ)

জটি (স্ত্রী) জটতি পরস্পরং সংলগ্না ভবতি জট-ইন্। (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ বটবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ জটা। ৩ সমূহ। (উ° কো°) ইহার উত্তর বিকল্পে ঙীপ্ হয়। ৫ জটামাংসী। (অমর)

জটিক [জাটিকায়ন দেখ।]

জটিন্ (পুং) জটা হস্ত্যস্ত জটা-ইনি। ১ প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়। (ত্রি) ২ জটাযুক্ত, যাহার জটা আছে।

"ততো হরো জটী স্থাণুর্নিশাচরপতিঃ শিবঃ।"(ভারত ৭।৪২ অঃ)

(পুং) ৩ কার্ত্তিকের এক সৈনিক। (ভারত ৯।৪৬ অঃ)

জটিল (পুং স্ত্রী) জটাঽস্ত্যস্য জটা-ইলচ্ (লোমাদি পামাদি পিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) ১ সিংহ। (শব্দচ°) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। (ত্রি) ২ জটাযুক্ত।

"বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনে।" (কুমার ৫।৩০)

(পুং) ৩ ব্রহ্মচারী।

"জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবং তথা।" (মনু ৩।১৫১)

(দেশজ) ৪ যাহাতে অনেক গোল আছে, দুর্ব্বোধ।

৫ দয়াহীন। "বন্ধনে রেখেছে পাত্র দারুণ জটিল।

ডাকিয়া সুধান তারে রাজা দয়াশীল॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।১৯)

৬ এক বিষ্ণুভক্ত বালক। পৌরাণিকেরা ইহার উপাখ্যান এইরূপ বর্ণনা করেন—জটিল নামে একটী বালক জননীর আজ্ঞায় প্রতিদিন পাঠশালায় যাইত, পথে একাকী বলিয়া তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। একদিন জননীর নিকটে ভয়ের কথা প্রকাশ করিলে জটিলের মাতা বলিয়া দিলেন, "বৎস! পথে যাইতে যাইতে ভয় পাইলে তোমার সখা গোবিন্দকে ডাকিও, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন।" পর দিন বিদ্যালয়ে যাইবার সময় জটিল ভয় পাইয়া, "সখে! গোবিন্দ" বলিয়া কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিল। বালকের ডাকে জগৎপতি হরি কৃপাপন্ন হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই অবধি বালক জটিল গোবিন্দের সহিত অনেকক্ষণ খেলা করিয়া অধিক বেলায় পাঠশালায় যাইত, একদিন গুরুমহাশয় বেলা হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, জটিল আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিন্তু গুরুমহাশয় জটিলের কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে বেত্রপ্রহার করিলেন, কিন্তু ইহাতে জটিলের শরীরে বিন্দুমাত্রও দাগ হইল না। ইহার পরে গুরুর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জটিল দধির ভার গ্রহণ করে এবং যথাসময়ে কেবল একটী ভার দধি লইয়া উপস্থিত হয়। সকলে অল্প দধি দেখিয়া জটিলকে তিরস্কার করিতে লাগিল। জটিল বলিল, তাহার সখা গোবিন্দ বলিয়া দিয়াছেন যে নিমন্ত্রিত সকল লোকে পেট ভরিয়া খাইলেও ভারের দধি পূর্ণই থাকিবে। প্রথমে বালকের কথায় কেহই বিশ্বাস করিল না, শেষে বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, ইহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইহার পরে জটিল গুরুকে লইয়া গোবিন্দদর্শন করাইতে বনে গমন করেন, কিন্তু গোবিন্দ বলিয়া দিলেন যে ঐ তিন্তিড়ীবৃক্ষে যত পাতা আছে, ততকাল তপস্যা করিলে তোমার গুরু আমার দর্শন পাইবে। জটিলের মুখে এই কথা শুনিয়া তাহার গুরু সেই তিন্তিড়ীবৃক্ষমূলে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

৭ শিব। যখন উমা শিবকে পাইবার জন্য হিমালয়ে তপস্যা করিতে ছিলেন, তখন তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্য মহাদেব জটিলরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। শিবপুরাণান্তর্গত জ্ঞানসংহিতায় কথিত আছে যে, পার্ব্বতী মহাদেবকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন, তাহাতে ঋষিগণ ভীত হইয়া মহাদেবের নিকট গিয়া বলিলেন, "পার্ব্বতী দারুণ লোকশোষণকারী তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমরা এমন তপস্যা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন দেখিব না। অতএব হে সদাশিব! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহার উপায় বিধান করুন।" দেবতাদিগকে বিদায় দিয়া মহাদেব জটিল মূর্ত্তিধারণ করিয়া পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। পার্ব্বতী একজন বৃদ্ধ জটাধারী পুরুষকে তপোবনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিধিমতে তাঁহার সৎকার করিলেন। এখানে জটিল উপহাস করিয়া শিবের নানা প্রকার নিন্দা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীর কমনীয় রূপ গুণের সহিত শিবের অসামঞ্জস্য দেখাইয়া পার্ব্বতীকে ব্রতানুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিলেন। পার্ব্বতী শিবনিন্দা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব জটিল মূর্ত্তি ত্যাগ ও স্বমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক পার্ব্বতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। (জ্ঞানসংহিতা ১৩ অঃ)

জটিলক (পুং) জটিল-কন্। ১ একজন ঋষি। (পা ২।৪।৬৯) [বহু] জটিলকস্য গোত্রাপত্যানি জটিলক-অণ্ তস্য লুক্ বহুত্বে। (উপকাদিভ্যোঽন্যতরস্যামদ্বন্দ্বে। পা ২।৪।৬৯) ২ জটিলক ঋষির গোত্রাপত্য।

জটিলা (স্ত্রী) জটিল-টাপ্। ১ জটাযুক্ত স্ত্রী। ২ জটামাংসী।

(অমর ২।৬।১৩৪) ৩ পিপ্পলী। (মেদি°) ৪ বচা। ৫ উচ্চটা। (রত্নমা°) ৬ লমজকবৃক্ষ। (রাজনি°) ৭ রাধিকার শ্বশ্রু, আয়ানের মাতা। (গৌরগণোদ্দেশ°) ইনি গোল নামক গোপের পত্নী। ইহার আয়ান ও দুর্মদ নামে দুই পুত্র ও কুটিলা নামে একটী কন্যা ছিল। বৃন্দাবনের অন্তর্গত জাবট বা জাও গ্রামে ইহার বাস ছিল। রাধিকার কৃষ্ণপ্রেমে ইনি অনেক নিন্দা রটাইয়াছিলেন। (বৃন্দাবন-লীলা ২২ অঃ)

৮ গৌতমবংশসম্ভূতা একজন ধর্ম্মপরায়ণা ঋষিকন্যা, সাতজন ঋষিপুত্রের সহিত ইহার বিবাহ হয়। যথা—

"শ্রূয়তে হি পুরাণে২পি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীন্ অধ্যাসিতবতী সপ্তধর্ম্মভৃতাম্বরা॥" (ভারত ১।১৯৬।১৪)

জটিলীভাব (পুং) জটিল-চ্বি-ভূ-ঘঞ্। সংহতি, জটাকারে পরিণতি। "গলজিহ্বাবলোৎপত্তিঃ জটিলীভাবঃ কেশানাম্" (সুশ্রুত নিদা° ৬ অঃ)

জটী (স্ত্রী) জট্-বা ঙীষ্ (কৃদিকারাদিক্তি। পা ৪।১।৪৫ বার্ত্তিক) ১ পর্কটী বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ জটামাংসী। (রত্নমা°)

জটুল (পুং) জট-উলচ্। শরীরস্থ চিহ্নবিশেষ, জতুক। চলিত কথায় জড়ুল বলে। পর্য্যায়— কালক, পিপ্লু।

জটেশ্বর (পুং) নর্ম্মদানদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন তীর্থ, এখানে জটেশ্বর লিঙ্গ আছে। (শিবপু° রেবামা°)

জটোদা (স্ত্রী) কামরূপস্থ একটী বিখ্যাত নদী।
[কামরূপ দেখ।]

জঠর (পুং ক্লী) জায়তে গর্ভো মলং বা অস্মিন্ জন-অর ঠশ্চান্তাদেশঃ। ১ উদর, কুক্ষি।

"আস্তে২স্যা জঠরে বীর্য্যমবিষহং সুরদ্বিষঃ।" (ভাগ° ৭।৭।৯)

(ত্রি) ২ বদ্ধ। ৩ কঠিন।

"ইদানীমস্মাকং জঠরকরঠপৃষ্ঠকঠিনামনোবৃত্তিস্তৎ কিং ব্যসনি বিমুখৈব কলয়সি।" (শান্তিশতক ৪।১৩) (পুং) ৪ পর্ব্বতবিশেষ। মেরুর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত একটী পরিধিপর্ব্বত। এই পর্ব্বত উত্তরদক্ষিণায়ত নীলপর্ব্বত হইতে নিষধগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আয়াম বা দৈর্ঘ্য ১৯ হাজার যোজন এবং স্থূলত্ব ও উচ্চতা ২ হাজার যোজন। (ভাগ° ৫।১৬।২৭।) [বহু] ৬ দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগের অগ্নিকোণে এই দেশের উল্লেখ আছে। (বৃহৎসং ১৪।৮)

মহাভারতে দশার্ণ ও কুকুরদেশের সন্নিধানে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত ৬।৯।৪২)

৭ উদররোগবিশেষ। সুশ্রুতের মতে কুপিত বায়ু বেগে চালিত হইয়া অন্ত্রদ্বার উপমেহের ন্যায় কোষ্ঠ হইতে নির্গত হয়। ক্রমে ত্বক্ উন্নমনপূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা হইতেই জঠররোগের উৎপত্তি। বল ও বর্ণের হীনতা, অরুচি ও পেটের উপরে রেখা দর্শন ইহার পূর্ব্বরূপ। (সুশ্রুত নিদান ৭ অঃ) [ইহার অপর বিবরণ উদররোগ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

৮ শরীর। "যান্তি পর্ব্বা জঠরস্য।" (ঋক্ ১।১২।৭৭)
'জঠরস্য জঠরোপলক্ষিতশরীরস্য।' (সায়ণ)

জঠরগদ (পুং) জঠরস্য গদঃ ৬তৎ। উদররোগ। জঠররোগ, জঠরাময় প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জঠরজ্বালা (স্ত্রী) জঠরস্য জ্বালা ৬তৎ। উদরযন্ত্রণা।

জঠরনুৎ (পুং) জঠরং নুদতি নুদ-ক্বিপ্ ৬তৎ। আরগ্বধ, সোঁদাল। ইহাতে উদর ভঙ্গ হয় বলিয়া 'জঠরনুৎ' নাম হইয়াছে।

জঠরযন্ত্রণা (স্ত্রী) জঠরস্য যন্ত্রণা ৬তৎ। ১ জঠর জ্বালা। ২ ক্ষুধা।

জঠররোগ (পুং) উদররোগ।

"কলত্র কলহাক্ষিরুগ্ জঠররোগকৃৎসপ্তমে।" (বৃহৎজ° ১০৪।১৬)

জঠরব্যথা (স্ত্রী) জঠরযন্ত্রণা।

জঠরাগ্নি (পুং) জঠরস্থিতো২গ্নিঃ মধ্যলো°। কুক্ষিগত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাককারী অগ্নি। প্রাচীন শরীরতত্ত্ববিৎ আর্য্যগণের মতে প্রাণীমাত্রের উদরেই ইহা সন্নিহিত আছে, ভুক্ত দ্রব্য ইহা দ্বারা পরিপক্ক হয়। ভোজনের অব্যবহিত পরে আভ্যন্তরীণ বায়ু কর্ত্তৃক ভুক্ত দ্রব্যের অসার অংশগুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে। তৎপরে বায়ু কর্ত্তৃক চালিত জঠরাগ্নির উপরিভাগে প্রথমে জল ও তাহার উপরে অন্ন সংস্থাপিত হয়। প্রাণ বায়ু তাহার নীচে যাইয়া ধীরে ধীরে অগ্নি উদ্দীপ্ত করে এবং সেই অগ্নিতে জল উত্তপ্ত হইয়া অন্নপাক করিতে থাকে। পাক হইলে তাহার কিট্ট বা মল পৃথক্ হইয়া যায় এবং অপরাংশ রস নাড়ীপ্রণালিকা দ্বারা সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হয়। (যোগার্ণব।) [ইহার অপর বিবরণ শারীর-বিজ্ঞান শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জঠরাময় (পুং) জঠরস্যাময়ো রোগঃ ৬তৎ। ১ জলোদর রোগ। (রাজনি°) ২ অতীসাররোগ। [অতীসার দেখ।]

জঠরিন্ (ত্রি) [উদরিন্ দেখ]

জঠরীকৃত (ত্রি) উদরীকৃত, যাহাকে উদরস্থ করা হইয়াছে।

"জঠরীকৃতলোকযাত্রা।" (ভাগ° ৩।৯।১৯)

জঠল (ক্লী) জঠরং সাদৃশ্যেনাস্ত্যস্য অর্শ° অচ্ রস্য লঃ। জলপাত্রবিশেষ, ইহার আকার উদরের সদৃশ।

"চতস্রোনাবো জঠলস্য জুষ্টাঃ।" (ঋক্ ১।১৮২।৬) 'জঠরস্য জঠরবদুদকাধারস্য' (সায়ণ)

জড় (ত্রি) জলতি ধনী ভবতি জল-অচ্ লস্য ড়। ১ মন্দবুদ্ধি। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত আপনার ইষ্টানিষ্ট ধারণা করিতে পারে না, সর্ব্বদা পরের বশীভূত থাকে, তাহাকে জড় বলে।

"ইষ্টং বানিষ্টং বা ন বেত্তি যো মোহাৎ।
পররশগঃ স ভবেদিহ জড়সংজ্ঞকপুরুষঃ॥" (নীতিশা°)

২ মূর্থ। ৩ বেদগ্রহণাসমর্থ। "বেদগ্রহণাসমর্থঃ জড়ঃ"। (দায়ভাগ।) ৪ হিমগ্রস্ত। ৫ শীতল।

"পরামৃশন্ হর্ষজড়েনপাণিনা তদীয়মঙ্গং কুলিশব্রণাঙ্কিতম্।" (রঘু ৩।৬৮)

'হর্ষজড়েন হর্ষশিশিরেণ' (মল্লিনাথ।) ৬ মূক।

"জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।" (মনু ২।১১০)

৭ বধির।

"অন্ধোজড়ঃ পীঠসর্পী সপ্তত্যাস্থবিরশ্চ যঃ।" (মনু ৮।৩৯৪।)

৮ অপ্রজ্ঞ, অনভিজ্ঞ।

"বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্ত" (বিক্রমোর্ব্বশী)

৯ নিস্পন্দ। (রঘু ২।৪২) ১০ মোহিত, যাহার মোহ হইয়াছে।

"অভিষঙ্গজড়ং বিজজ্ঞিবান্।" (রঘু ৮।৭৫)

(ক্লী) ১১ জল। (অমরটী° রায়মুকুট।) ১২ সীসক। (রাজনি°) (ত্রি) ১৩ যাহার চেতনা নাই।

"অবিদাত্মা ঘটাদীনাং যৎস্বরূপং জড়ং হি তৎ॥" (পঞ্চদশী ৬।১২৭)

জড়ক্রিয়া (ত্রি) জড়স্য হিমক্লিন্নস্যেব ক্রিয়া যস্য বহুব্রী। দীর্ঘসূত্রী, চিরক্রিয়। (হলায়ুধ)

জড়তা (স্ত্রী) জড়স্য ভাবঃ জড়-তল্-টাপ্। ১ শীতলত্ব। ২ অপটুতা।

"উদঞ্চদ্রোমাঞ্চং ব্রজতি জড়তামঙ্গমখিলম্।" (সাহিত্যদ°)

৩ ব্যভিচারিভাববিশেষ।

সাহিত্যদর্পণের মতে মঙ্গল বা অমঙ্গলের দর্শন বা শ্রবণে কিছু সময়ের জন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া অচেতন পদার্থের ন্যায় অবস্থিতির নাম জড়তা। নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন ও তুষ্ণীভাব প্রভৃতি ইহার কার্য্য।

"অপ্রতিপত্তির্জড়তাস্যাদিষ্টানিষ্টদর্শনশ্রুতিভিঃ।
অনিমেষনয়ননিরীক্ষণতুষ্ণীম্ভাবাদয়োঽপ্যত্র॥"

(সাহিত্যদ° ৩ প°)

জড়ত্ব (ক্লী) জড়স্য ভাব জড়ত্ব। [জড়তা দেখ।]

জড়ভরত (পুং) জড়োমূক ইব ভরতঃ। আঙ্গিরস প্রবর কোন ব্রাহ্মণের পুত্র একজন যোগী। ইনি পূর্ব্বজন্মে ভরত নৃপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। দৈব দোষে একটী হরিণ-শিশুর বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া জন্মান্তরে পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপরে আঙ্গিরস নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আবার সঙ্গদোষে পশুযোনি প্রাপ্ত না হন এই জন্য জ্ঞানী হইয়াও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ভাগবতে ইহার উপাখ্যান সংক্ষেপে এইরূপ লিখিত আছে—

আঙ্গিরস প্রবর কোন ব্রাহ্মণের প্রথমপত্নীর গর্ভে ভরতের জন্ম হয়। ভরত জ্ঞানী বলিয়া পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত তাহার স্মরণ ছিল। তিনি সঙ্গদোষ সমস্ত অনর্থের মূল নিশ্চয় করিয়া জড়ের ন্যায় অনুষ্ঠান করিতেন। তাহার পিতা যথাসময়ে তাঁহার উপনয়ন দিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত করেন। দৈবক্রমে তাহার অনতিকাল পরেই পিতার মৃত্যু হইলে ভরতজননী সপত্নীর হস্তে পুত্র অর্পণ করিয়া পতির অনুমৃতা হইলেন। ভরতের ভ্রাতারা তাহাকে জড়মতি মনে করিয়া তাঁহাকে আর পড়িতে দিলেন না। ভরত নিজে ইহাদিগের কোন কার্য্যই না করিয়া অপরে যাহা করাইত, তাহাই করিতেন। ভরতের ভ্রাতাগণ তাঁহাকে ধান্যক্ষেত্র রক্ষা করিতে নিযুক্ত করেন। একদিন রাত্রিকালে ভরত বীরাসনে বসিয়া ক্ষেত্ররক্ষা করিতেছিলেন। কোন বৃষল নরপতি পুত্রকামনায় ভদ্রকালীকে নরবলি দিবার মানসে অনুচরগণ দ্বারা ভরতকে লইয়া যান। ভরতের দ্বিরুক্তি নাই। পশু বলিদানের যে সমস্ত আয়োজন হয়, তাহার কোনটীই বাকী থাকিল না। ব্রাহ্মণকুমার ভরতকে স্নান করাইয়া রক্তমালা পরাইয়া দেবীর নিকটে রাখা হইল, রাজা স্বহস্তে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিবেন বলিয়া অসিহস্তে দেবীকে নমস্কার করিলেন। ভদ্রকালী এই সকল অসহ্য ব্যাপার দর্শনে কুপিত হইয়া নিজমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক সেই অসি দ্বারা রাজা ও তাহার অনুচরদিগকে বিনাশ করেন। এইরূপে ভরতের প্রাণ রক্ষা হইল।

আর একদিন রহুগণ নামক রাজার শিবিকাবাহকের অভাব হওয়ায় ভরতকে লইয়া যাইয়া শিবিকা বহনে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ভরত অপর বাহকগণের ন্যায় শিবিকা বহনে পটু হইলেন না দেখিয়া রাজা তাহাকে অনেক তিরস্কার করেন। এইবার ভরতের মুখে কথা ফুটিল, তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাজা শিবিকাবাহকের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং শিবিকা হইতে নামিয়া তাহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। জড়ভরত এইরূপে কিছুদিন ভূমণ্ডলে বাস করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয়ের পর মুক্তিলাভ করিলেন।

(ভাগবত ৫।১০-১১ অঃ)

জড়সড় (দেশজ) সঙ্কুচিত।

জড়া (স্ত্রী) জড়ং করোতি জড়-ণিচ্-অচ্-টাপ্। ১ শূকশিম্বী, আলকুশী। (অমর) ২ ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা। (রত্নমালা)

জড়াও (দেশজ) খচিত, সংলগ্ন।

জড়াজড়ি (দেশজ) পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন।

জড়ান (দেশজ) বেষ্টন, বেয়ন, আবৃত করণ।

জড়ানিয়া (দেশজ) ১ যে আবরণ করে। ২ যাহাতে জড়ান হয়।

জড়ানিয়াকল (দেশজ) বায়ুদ্বারা চালিত কল।

জড়ামড়ি (দেশজ) পরস্পর আলিঙ্গন।

জড়িত (দেশজ) ১ বেষ্টিত। ২ খচিত।

জড়িতবাক্য (দেশজ) অস্পষ্ট বাক্য।

জড়িবটী, ঔষধবিশেষ।

জড়ামাংসী (স্ত্রী) জটামাংসী। (শব্দরত্না°)

জড়িমন্ (পুং) জড়স্য ভাবঃ জড়-ইমনিচ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্য ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) জড়তা। উজ্জ্বলনীলমণির মতে ইষ্টানিষ্টের অপরিজ্ঞানপ্রযুক্ত প্রশ্নের অনুত্তর এবং দর্শন ও প্রবণের অভাবকে জড়িমা বলে।

"ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরম্।
দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

জড়ীকৃত (ত্রি) ১ স্ফূর্ত্তিহীন। ২ স্পন্দহীন। ৩ যাহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে।

জড়ীভাব (পুং) জড়-চ্বি-ভূ-ঘঞ্। জড়তা।

জড়ীভূত (ত্রি) জড়-চ্বি-ভূ-ক্ত। ১ স্ফূর্ত্তিহীন। ২ যাহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে। ৩ ভয়বিস্ময়াদি কারণে স্পন্দরহিত।

জড়ুর (জড়ুল শব্দজ) শরীরের চর্ম্মের বিকার, দেহস্থ তিলক, জটুল।

জড়ুল (পুং) জটুল পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দেহস্থ তিলক। (হেম)

জড়েসাপটে (দেশজ) সম্পূর্ণ, আমূল।

জড়জড়িয়া (দেশজ) আটাল, যাহা জড়িয়া যায়।

জত্বিল (ত্রি) জতু-ইল্ (কাশাদিভ্যঃ ইলচ। পা ৪।২।৮০) ১ জতুনির্ম্মিত কঙ্কদ্রব্য। ২ বহ্নির উদ্দীপক দ্রব্যবিশেষ।

জতিঙ্গা, কাছাড়ের উত্তরদিক্ দিয়া প্রবাহিত একটী নদী। বরাইল পাহাড় হইতে বাহির হইয়া শিলচরের দক্ষিণে বরাক নদীতে মিলিত হইয়াছে।

জতুরাণী, দিল্লী এবং রোহিলখণ্ডনিবাসী জাটদিগের একটী শ্রেণী। [জাট দেখ।]

জজ্জ, গোড়নিবাসী একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম জয়গুণ। সংবৎ একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি ভোটরাজ্যাধিপতি যশোবর্ম্মার করণিক ছিলেন।

জতু (ক্লী) জায়তে বৃক্ষাদিভ্যঃ জন-উ, তো হস্তাদেশশ্চ। (কৃলিপাটিনমিমনিজনাং গুক্পাটিনাকিধতশ্চ। উণ্ ১।১৯) ১ বৃক্ষনির্য্যাসবিশেষ, চলিত কথায় 'জৌ' ও স্থান বিশেষে লা বলে। পর্য্যায়—রাক্ষা, লাক্ষা, যাব, অলক্ত, ক্রমাময়, রক্তা, কীটজা, ক্রিমিজা, জতুকা, জন্তুকা, দ্রবারিকা, জতুক, যাবক, অলক্তক, রক্ত, পলঙ্কষা, কৃমি, বরবর্ণিনী।

"জিঘ্রন্ সোঽহন্তা রসা গন্ধং সর্পিজ্জতুবিমিশ্রিতম্।"
(ভারত ১।১৪৭।১৩)

জতুক (ক্লী) জতু ইব কায়তি কৈ-ক। ১ হিঙ্গু। জতুএব জতু-স্বার্থে-কন্। ২ লাক্ষা। (মেদিনী)

জতুকা (স্ত্রী) জতুক-টাপ্। ১ জনী নামক গন্ধ দ্রব্য। (অমরটীকা ভরত) ২ চর্ম্মচটিকা, চামচিকা। (শব্দরত্না°) ৩ পর্পটী লতাবিশেষ, চলিত হিন্দীভাষায় পপ্‌রী বলে। পর্য্যায়—জতুকারী, জননী, চক্রবর্ত্তিনী, তির্য্যক্‌ফলা, নিশাঙ্কা, বহুপুত্রী, সুপুত্রিকা, রাজবৃক্ষা, জনেষ্টা, কপিকচ্ছু, ফলোপমা, রঞ্জনী, সুক্ষবল্লী, ভ্রমরী, কৃষ্ণবল্লিকা, বিজ্জুলিকা, কৃষ্ণরুহা, তরুবল্লী, দীর্ঘফলা। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত ; রক্তপিত্ত, কফ, দাহ, তৃষ্ণা ও বিষনাশক, রুচিকর এবং দীপন। (রাজনি°) কোন কোন গ্রন্থে 'জতুকা' স্থলে জন্তুকা পাঠ দৃষ্ট হয়। মালবদেশে সচরাচর এই লতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পত্র গ্রন্থিযুক্ত, ফল আল্‌কুশী ফলের সদৃশ। কিন্তু তদপেক্ষা দীর্ঘ ও চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন। ইহা হইতে লার ন্যায় এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ নির্য্যাস বাহির হয়।

জতুকারী (স্ত্রী) জতুকবৎ সংশ্লেষমিচ্ছতি ঋ-অণ্ উপস° গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। জতুকা লতা। (রাজনি°)

জতুকৃৎ (স্ত্রী) জতুবৎ সংশ্লেষং করোতি কৃ-কিপ্। জতুকালতা। (অমর)

জতুকৃষ্ণা (স্ত্রী) জত্বিব কৃষ্ণা। জতুকা লতা। (ভাবপ্র°)

জতুগৃহ (ক্লী) জৌ গঁদ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থনির্ম্মিত গৃহ, পাণ্ডবগণের বিনাশার্থ রাজা দুর্য্যোধন বারণাবতে এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করেন।

জতুনী (স্ত্রী) জতুইব নয়তি জন্বাকারেণ প্রাপয়তি সংশ্লিষ্টদ্রব্যমিতি নী-কিপ্। চর্ম্মচটিকা। (ত্রিকাণ্ড)

জতুপালঙ্গ (দেশজ) একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। (Salicornia Indica)

জতুপুত্রক (পুং) জতুনির্ম্মিত পুত্রইব কায়তি কৈ-ক। পাশক, গুটিকা, পাশার ঘুঁটি। (ত্রিকাণ্ড)

জতুমণি (পুং) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, চলিত কথায় জড়ুল বলে। এই রোগ চর্ম্মের উপরে হইয়া থাকে। শস্ত্র দ্বারা তুলিয়া ক্ষারাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে ইহার প্রতীকার হয়।

জতুমুখ (পুং) জতুনেব সংশ্লিষ্টং মুখং যস্য বহুব্রী। ব্রীহিবিশেষ।

"কৃষ্ণব্রীহিশালামুখজতুমুখনন্দীমুখনারাচকম্বরিতককুক্কুটাগুকপারাবতকপাটলপ্রভৃতয়ো ব্রীহয়ঃ।" (সুশ্রুত)

জতুরস (পুং) জতুনোরসঃ ৬তৎ। অলক্তক, আলতা। (রাজনি°) [অলক্তক দেখ।]

জতু (স্ত্রী) জতু নিপাতনাদূঙ্। পক্ষিবিশেষ।

"জতূঃ সুষিলীকা তে ত্বম ইতরজনানাং।" (শুক্লযজুঃ ২৪।৩৬)

'জতূঃ সুষিলীকা এতৌ পক্ষিবিশেষৌ' (মহীধর।)

জতূকর্ণ (পুং) ১ ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী গর্গাদি গণান্তর্গত, অপত্যার্থে ইহার উত্তর যঞ্ প্রত্যয় হয়।

জতূকা (স্ত্রী) জতুকা-নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বং। ১ চর্ম্মচটিকা। (অমর) ২ জতীনামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দর°)

জত্রু (স্ত্রী) জন্-রু-তান্তাদেশশ্চ। (জযাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১০২) স্কন্ধসন্ধি, স্কন্ধের উত্তর পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়। (অমর)

"জত্রুদেশে ভৃশং বীরো ব্যবাসীদভ্রথে তথা।" (ভার° ৩।১৭।২২)

জত্রুক (স্ত্রী) জত্রু এব জত্রু-স্বার্থে কন্। জত্রু।

জত্বশ্মক (স্ত্রী) জতুরূপমশ্ম-কন্। শিলাজতু। (রাজনি°)

জন (ত্রি) জায়তে ইতি জন-অচ্। ১ জাত।

"উষে বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্র মানুষে জনে।" (ঋক্ ১।৪৮।১১)

'জনে জাতে যজমানে' (সায়ণ)

(পুং) ২ লোক, মনুষ্য সাধারণ, মানবজাতি, মানবসমষ্টি।

"অকর্ম্মণাহি জীবন্তি স্থাবরানেতরে জনাঃ।" (ভারত ৩।৩২।৩)

৩ ভুবন। ৪ অসুরবিশেষ। ৫ ভূরাদি সপ্তলোকের অন্তর্গত পঞ্চম লোক, মহর্লোকের ঊর্দ্ধ লোক। [জনলোক দেখ।]

"যান্ত্যমগ্রা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দ্দিতাঃ।"

(ভাগ° ৩।১১।২৯)

৬ যে শারীরিক পরিশ্রমলব্ধ দৈনিক বেতনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"রাজকর্ম্মসু যুক্তানাং স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।" (মনু ৭।১১৫)

৭ পামর। ৮ প্রজা। ৯ শর্করাক্ষের পুত্রভেদ।

(ছান্দোগ্য উ° ৫।১১।২)

জনংসহ (ত্রি) বলবান্ লোকের বিজেতা।

"সত্রাসাহো জনভক্ষো জনংসহশ্চ্যবনো।" (ঋক্ ২।২১।৩)

'জনংসহো বলিনাং জনানামভিভবিতা'। (সায়ণ)

জনক (পুং) জনয়তি ইতি-জন-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ পিতা, জন্মদাতা। ২ শম্বরাসুরের চতুর্থ পুত্র। ৩ উপস্মৃতিকারক ঋষিদিগের মধ্যে একজন ঋষি। ৫ ইক্ষ্বাকুবংশজাত নিমিরাজের পুত্র, মিথিলার একজন রাজা। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে জনকের উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

শতপথব্রাহ্মণের মতে ইনি বিদেহের একজন রাজা। (শতপথব্রা° ১১।৩।১।২) রামায়ণে দুই জন জনকের নাম পাওয়া যায়—একজন মিথির পুত্র ও উদাবসুর পিতা, অপর হ্রস্বরোমার পুত্র ও সীতার পিতা। (রামায়ণ আদি ৭১স°)

ভাগবতে লিখিত আছে—নিমি বশিষ্টকে ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন। তখন ঋষিগণ গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার দেহ পূজা করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই মথিত দেহ হইতে পুত্র জন্মিল। মথ্যমান দেহ হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম মিথি হইল, ইহার অপর নাম জনক। ইহার নাম হইতে এই বংশের রাজাদিগকেও জনক বলে। মিথি নাম প্রযুক্ত জনকের স্থাপিত দেশের নাম মিথিলা হইল। ইহার পুত্রের নাম উদাবসু। (ভাগবত ৯।১৩ অঃ)

উপনিষদ্ ও পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে জনক সংসারে থাকিয়াও যোগী হইয়াছিলেন, শুকদেব প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার নিকট উপদেশ লইয়াছিলেন। প্রধানতঃ তিনি রাজর্ষি নামে খ্যাত।

৬ কাশ্মীররাজ সুবর্ণের পুত্র। ইনি অত্যন্ত প্রজারঞ্জক ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম শচীনর। ইনি বিহার এবং জালোর নির্ম্মাণ করেন। (রাজতং ১।৯৮) ৭ (ত্রি) উৎপাদক। ৮ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। "বৃষকো স্যাত্ জনকো নন্দীতরূ-জকো মতঃ।" (রত্নমালা)

জনকতা (স্ত্রী) জনক-তল্ টাপ্। (তস্যভাবোত্বতলৌ) ১ কারণতা, উৎপাদকতা। জনকত্ব দ্বিবিধ স্বরূপযোগ্যত্ব এবং ফলোপহিতত্ব। ২ উৎপাদনশক্তি।

জনককূপ (পুং) তীর্থবিশেষ।

জনককন্যা (স্ত্রী) জনকস্য তনয়েব তৎপাল্যত্বাৎ। সীতা, জানকী। (জনকতনয়া প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।)

জনকজী সিন্ধিয়া, সিন্ধিয়াবংশীয় একজন মহারাষ্ট্র বীরপুরুষ। অতি অল্প বয়সেই ইহাকে ভীষণ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। যে সময় আহ্মদশাহ দুরাণী ভারতবর্ষে বিজয়ধ্বজা উড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত, সেই সময়ে মরাঠাগণের প্রভুত্ব ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রব্যাপী। আটক নদীতীরে আহ্মদশাহের সহিত মরাঠাগণের প্রথম সঙ্ঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে দত্তপাটেল সিন্ধিয়া এবং সপ্তদশবর্ষীয় জনকজী মরাঠাদিগের অধিনায়ক ছিলেন। মরাঠাগণ পরাস্ত হইল বটে, কিন্তু ইহার পরে আরও অনেকবার জনকজীকে আহ্মদশাহের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারিতে পানিপথের ভীষণ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রগর্ব্ব সম্পূর্ণ রূপে খর্ব্ব হইলে জনকজীও বন্দী হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর মাত্র। তাঁহার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অনেকেই

আজমশাহকে অনুরোধ করিয়াছিল। আজমদেরও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজমের মন্ত্রী বরখর্দার খাঁর ইঙ্গিতক্রমে জনকজীকে গোপনে হত্যা করা হয়।

জনকজী, সিন্ধিয়া রাজ্যের একজন রাজা। পূর্ব্বরাজা দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে বিধবা রাজ্ঞী বৈজবাই জনকজীকে দত্তকগ্রহণ করেন। সিন্ধিয়া রাজ্যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া মহাগোলযোগ ঘটে। জনকজী সিংহাসনে বসিতে চাহিলে, রাণী তাহাতে বাধা দেন। তখন দুইদল হইয়া যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হয় ও রাজ্যে মহা বিশৃঙ্খলা ঘটে। ব্যাপার এতই গুরুতর হইয়া উঠে যে তাহাতে সমস্ত মধ্যভারতের দেশীয় রাজগণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কেহ এ পক্ষে কেহ ও পক্ষে যোগদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তখন ন্যায়পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ভারতের বড় লাট। তিনি এই গোলমাল দেখিয়া নিজে গোয়ালিয়রে আসিলেন, কিন্তু রাজার গৃহ বিবাদ বলিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। এ সময় এখানে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১০ই জুলাই তারিখে উভয়দলে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু রেসিডেণ্টের নানা কৌশলে ঘটিতে পারে নাই। তিনিই সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া গভর্ণরজেনেরলকে দিয়া জনকজীকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইলেন। রাণী বৈজবাই হতাশ হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

[গোয়ালিয়ার দেখ।]

জনকপুর, ১ মিথিলাধিপতি জনক নৃপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত নগর। এই স্থানে জনকের রাজধানী ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে মিথারি জেলার মধ্যবর্ত্তী আধুনিক জনকপুরই প্রাচীন মিথিলার রাজধানী। ভবিষ্যে ব্রহ্মখণ্ডে বর্ণিত আছে—মিথিলাদেশে জনকপুর নামে একটী নগর স্থাপিত হইবে। ইহার দুই যোজন পূর্ব্বে মোবর এবং তরসা নামে দুইটি গ্রাম কালে বনভূমিতে পরিণত হইবে। শেরশাহ আসিয়া জনকপুর আক্রমণ করিলে এখানকার ক্ষত্রিয়গণ স্ত্রীপুত্ররক্ষার্থ তুমুল যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। শেরশাহ তিনদিবস ধরিয়া নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক কালঞ্জরে গমন করিলে সেখানে তাহার মৃত্যু হইবে। ইহার পর হইতে জনকপুরের স্থানে স্থানে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির এবং অনেকগুলি দীর্ঘিকা বিদ্যমান থাকিবে। জনকপুরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রজাতির বসতি হইবে। (৪৫।২৫-৩৫)

জনকপুরে সীতামারী এবং সীতাকুণ্ড নামে দুইটী পবিত্র তীর্থস্থান আছে। প্রবাদ এইরূপ যে সীতামারীতে সীতার জন্ম হইয়াছিল এবং শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে সীতা সীতাকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন।

২ চাংভখার রাজ্যের রাজধানী।

জনকবংশ (পুং) জনকানাং বংশঃ। ইক্ষ্বাকুবংশের একটী শাখা। এই বংশের সকলেই জনক উপাধিধারী। বিষ্ণুপুরাণমতে এই বংশে ৫৬ এবং ভাগবত মতে ৫৩ জন রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা—১ ইক্ষ্বাকু, ২ নিমি, ৩ জনক, ৪ উদাবসু, ৫ নন্দিবর্দ্ধন, ৬ সুকেতু, ৭ দেবরাত, ৮ বৃহদুক্থ, ৯ মহাবীর্য্য, ১০ সত্যধৃতি, ১১ ধৃষ্টকেতু, ১২ হর্য্যশ্ব, ১৩ মরু, ১৪ প্রতিবন্ধক, (ভাগবত মতে প্রতীপ), ১৫ কৃতরথ, ১৬ কৃতি, ১৭ বিবুধ, ১৮ মহাধৃতি, ১৯ কৃতিরাত, ২০ মহারোমা, ২১ সুবর্ণরোমা, ২২ হ্রস্বরোমা, ২৩ সীরধ্বজ (জনকোপাধিধারী সীরধ্বজ পুত্রার্থ যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে সীতা নামে একটী অযোনিসম্ভবা কন্যা প্রাপ্ত হয়, এই সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হয়), ২৪ সীরধ্বজের পুত্র ভানুমান্, ২৫ শতদ্যুম্ন, ২৬ শুচি, ২৭ ঊর্জ্জবহ, ২৮ সত্যধ্বজ, ২৯ কুণি (ক্রুণি), ৩০ অঞ্জন, ৩১ ঋতুজিৎ, ৩২ অরিষ্টনেমি, ৩৩ শ্রুতায়ু, ৩৪ সূর্য্যাশ্ব, ৩৫ সঞ্জয়, ৩৬ ক্ষেমারি, ৩৭ অনেনাঃ, ৩৮ মীনরথ, ৩৯ সত্যরথ, ৪০ সত্যরথি, ৪১ উপগু, ৪২ শ্রুত, ৪৩ শাশ্বত, ৪৪ সুধন্বা, ৪৫ সুভাস, ৪৬ সুশ্রুত, ৪৭ জয়, ৪৮ বিজয়, ৪৯ ঋত, ৫০ সুনয়, ৫১ বীতহব্য, ৫২ সঞ্জয়, ৫৩ ক্ষেমাশ্ব, ৫৪ ধৃতি, ৫৫ বহুলাশ্ব, ৫৬ কৃতি। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে করাল ও বসুমান্ নামে জনকবংশীয় আরও দুইজন রাজার নাম আছে।

জনকসপ্তরাত্র (পুং) সপ্তভিঃ রাত্রিভিঃ সাধ্যঃ অণ্, জনকেন দৃষ্টঃ সপ্তরাত্রঃ। জনকদৃষ্ট সপ্তরাত্রিসাধ্য যজ্ঞবিশেষ। কাত্যায়ন, শাঙ্খায়ন, আশ্বলায়ন ও মাশকশ্রৌতসূত্রে এই সপ্তরাত্রের বিবরণ বর্ণিত আছে।

জনকারিন্ (পুং) জনৈঃ কীর্য্যতে কৃ-ণিনি (কর্ম্মণি)। অলক্তক, আলতা।

জনকল্প (ত্রি) ঈষদূনঃ জন-কল্প। ১ মনুষ্যজাতি সদৃশ। ২ অথর্ব্ববেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ক ২০।১২৮।৬ মন্ত্র। "জনকল্পা সংসতি প্রজাবৈ জনকল্পা" (ঐতরেয়ব্রা° ৬।২২।)

জনকীয় (ত্রি) জনক-ছ (গহাদিভ্যশ্ছ। পা ৪।২।১৩৯) জনকসম্বন্ধীয়।

জনকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) জনকেন স্থাপিত ঈশ্বরঃ জনকেশ্বরঃ। তস্য তীর্থং। নর্ম্মদানদীতীরস্থ একটী তীর্থ। জনকেশ্বরতীর্থে জনকরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত শিবলিঙ্গ আছে। (শিবপু° রেবামা°)

জনখোরি, হোসেনখেল, আরমখেল এবং আফ্রিদি পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যস্থিত জনকবাকের ক্ষুদ্র উপত্যকানিবাসী পার্ব্ব-

জীব জাতিবিশেষ। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—টুটকাই এবং বয়কাই। ইহারা সাহসী এবং সমরনিপুণ।

জনঙ্গম (পুং) জনেভ্যো গচ্ছতি বহিঃ-গম্-খচ্ মুমাগমঃ। চণ্ডাল। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

জনচক্ষুস্ (ক্লী) জনস্য চক্ষুরিব। চক্ষুবৎ প্রকাশকঃ। সূর্য্য।

জনজন্মাদি (পুং) জনস্য জনিমতো জন্মন আদিঃ। যিনি জন্মের পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান আছেন, পরমেশ্বর। "জননো জনজন্মাদিঃ" (বিষ্ণুস°)

জনৎ (পুং) জন-ভাবে অতি। ১ ধর্ম্মক্রিয়ানুষ্ঠান সময়ে উচ্চারিত ওঙ্কারাদি তুল্য পাবনশব্দ বিশেষ। ২ জনন।

জনতা (স্ত্রী) জনানাং সমূহঃ। (গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তল্) জন-তল্-টাপ্। ১ জনসমূহ, ভিড়। জনস্য ভাব। ২ জনত্ব, মনুষ্যত্ব। ৩ উৎপাদন।

জনত্রা (স্ত্রী) জনান্ ত্রায়তে জন্-ত্রৈ-ক। লোকদিগকে রৌদ্র কিংবা বৃষ্টি হইতে যে ত্রাণ করে, ছত্র, আতপত্র, ছাতি। কাহারও মতে "জনত্রা" না হইয়া জলত্রা শব্দ হইবে।

জনদেব (পুং) জনো দেব ইব উপমি°। ১ নরদেব, রাজা, ভূপতি। ২ মিথিলার একজন রাজা। একশত আচার্য্য ইহার আলয়ে থাকিয়া ইহাকে আশ্রমবাসীগণের বিবিধ ধর্ম্ম উপদেশ দান করিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের উপদেশে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না। অবশেষে কপিলপুত্র মহর্ষি পঞ্চশিখ মিথিলায় আসিয়া ইহাকে মোক্ষমার্গ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলে ইনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন।

(মহাভারত শান্তি ২১৮ অঃ।)

জনদ্বৎ (পুং) জনৎ জননং অস্তি অস্য জনৎ-মতুপ্। জননগুণযুক্ত অগ্নি। "অগ্নয়ে তপস্বতে জনদ্বতে পাবকবতে স্বাহা।" (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭।৮)

জনধা (পুং) জনঃ দধাতি, জন-ধা ক্বিপ্। জনপোষক বহ্নি। জঠরস্থিত অন্নাদির পরিপাক দ্বারা রসবীর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক জীবগণকে পোষণ করে বলিয়া অগ্নির 'জনধা' নাম হইয়াছে।

জনন (ক্লী) জন-ভাবে ল্যুট্। ১ উদ্ভব, উৎপত্তি। ২ জন্ম। (স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ শরীরগ্রহণ)। ৩ আবির্ভাব। "যদৈব পূর্ব্বং জননে শরীরম্" (কুমার।) ৪ যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত ব্যক্তির সংস্কারবিশেষ; দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষারূপ জন্মগ্রহণ হেতু এই সংস্কারের "জনন" নাম হইয়াছে, জাতকর্ম্ম। "মাতুরগ্রে ঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ।" (মনু) জন্যতে ঽস্মিন্নিতি আধারে ল্যুট্। ৫ বংশ। জন্-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ৬ উৎপাদন। "অস্তোকশোভা জননাদ্ বভূব" (কুমার°) জায়তি ইতি কর্ত্তরি ল্যু। ৭ (ত্রি) উৎপাদক। "একত্র চিরবাসো হি ন প্রীতিজননো ভবেৎ।" (ভারত ৩।৩৬।৩৪।) (পুং) ৮ পিতা। ৯ পরমেশ্বর, বিষ্ণু। "জননো জনজন্মাদিঃ" (বিষ্ণুস°।)

জননাশৌচ (ক্লী) জনন নিমিত্ত অশৌচ। [অশৌচ দেখ।]

জননি (স্ত্রী) জায়তে ইতি জন্-ভাবে অনি। ১ উৎপত্তি, জন্ম। জন্যতেঽত্র ইতি জন-আধারে অনি। ২ বংশ। জনয়তি ঘ্রাণসুখং ইতি জন্-ণিচ্ কর্ত্তরি অনি। ৩ জনীনামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ। (শব্দরত্না°)। ৪ মালবদেশজাত জনী নামক লতা।

জননী (স্ত্রী) জনয়তি ইতি জন্-ণিচ্-অনি; অথবা জায়তে অস্যাঃ ইতি জন্-অপাদানে অনি। কৃদিকারাদিতি বিকল্পে ঙীপ্। ১ মাতা। ২ উৎপাদিকা। "বিশ্বজননী শক্তিঃ।" ৩ দয়া, অনুকম্পা। ৪ জনীনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৫ চর্ম্মচটিকা, চর্ম্মচটী, চামচিকা। (শব্দর°) ৬ যুথিকা, যুঁইফুল। (শব্দচ°) ৭ পর্পটী, উত্তরদেশে পপরী বলে। ৮ কটুকা, কট্‌কী। ৯ মঞ্জিষ্ঠা। ১০ অলক্তক, আলতা। ১১ জটামাংসী। (রাজনি°)। ১২ উৎপাদক স্ত্রীমাত্র। "বীজপ্ররোহজননীং জ্বলনঃ করোতি।" (রঘু)

জননীয় (ত্রি) জন-অনীয়র্। উৎপাদনযোগ্য।

জনপদ (পুং) জনাঃ পদ্যন্তে গচ্ছন্তি অত্র ইতি জনপদ, আধারে ঘ। অথবা জনানাং পদং আশ্রয়স্থানং যত্র। ১ দেশ, যেখানে বহুলোক বাস করে।

"ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে-আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥" (চাণক্য)

২ লোক।

জনপদাধিপ (পুং) জনপদস্য অধিপঃ। জনপদের অধিপতি, রাজা।

জনপদিন্ (ত্রি) জনপদাঃ সন্তি অস্য স্বত্বেন ইনি। জনপদস্বামী।

জনপদেশ্বর (পুং) জনপদস্য ঈশ্বরঃ। জনপদের অধীশ্বর। রাজা।

জনপ্রবাদ (পুং) জনেষু প্রবাদঃ অপবাদঃ ৭তৎ। লোকাপবাদ, লোকনিন্দা। পর্য্যায়—কৌলীন, বিগান, বচনীয়তা। (হেম°)

"জনপ্রবাদান্ সুবহন্ শৃণ্বন্নপি নরাধিপঃ" (ভা° ২।১২।১৬)

২ জনরব, কিম্বদন্তী।

জনপ্রিয় (পুং) জনানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজনে গাছ। (পুং ক্লী) ২ ধন্যাক, ধনে। (ত্রি) ৩ লোকপ্রিয়, যাহাকে লোকে ভালবাসে। (পুং) ৪ মহাদেব।

জনপ্রিয়া (স্ত্রী) হিলমোচিকাশাক, হেলাঞ্চা। কোনও কোনও স্থানে হিঞ্চা বলে।

জনবল্লভ (পুং) ১ শ্বেতরোহিত বৃক্ষ, হিন্দীতে শ্বেতরোহিত বলে। ২ লোকপ্রিয়।

জনভক্ষ (পুং) জনানাং ভক্ষঃ। জন-ভজ-বাহুল' স। ১ কামনা-পূরণ হেতু যজমান যাঁহাকে ভজনা করেন বা ভালবাসেন।
"সত্রাসাহো জনভক্ষো জনং সহঃ।" (ঋক্ ২।২১।৩)
ভক্ষ-ভাবে ঘঞ্ জনানাং ভক্ষঃ ৬তৎ। ২ মনুষ্যের ভক্ষণ।

জনভূয়িষ্ঠ (ত্রি) জনা ভূয়িষ্ঠা বহুলা যত্র। ১ যে স্থানে অনেক লোকের বাস। ২ বহুজনাকীর্ণ।

জনভৃৎ (পুং) জনান্ বিভর্ত্তি ধারয়তি পোষয়তি। জন-ভৃ ক্বিপ্, পিত্বাৎ তুগাগমঃ। মনুষ্যগণের ভরণকর্ত্তা, যিনি লোকদিগকে পোষণ করেন।

জনমরক (পুং) জনানাং মরকঃ নাশনঃ। জন-মৃ-বুন্। মনুষ্যনাশকারী দেশব্যাপী রোগ, মহামারী সমুৎপাদক পীড়া। (বৃহৎসংহিতা ৭৮।২৪)

জনমর্য্যাদা (স্ত্রী) জনানাং মর্য্যাদা। লৌকিকরীতি, লোকাচার।

জনমেজয় (পুং) জনান্ শত্রুজনান্ এজয়তি প্রতাপৈঃ কম্পয়তি ইতি। এজ্ কম্পনে ণিচ্-খশ্। ১ বিষ্ণু, জনার্দ্দন। ২ কুরুনৃপতির পঞ্চমপুত্র। এই কুরু সূর্য্যতনয়া তপতীর পুত্র। ৩ পুরু নৃপতির এক পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অঃ) ৪ অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিতের পুত্র। [জন্মেজয় দেখ।] জনমেজয় মন্ত্রিদিগের নিকটে পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুবিবরণ শুনিয়া পিতৃহন্তা তক্ষকের উপরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে মহর্ষি উতঙ্ক তক্ষক কর্ত্তৃক নানারূপে উৎপীড়িত হইয়া প্রতিবিধান মানসে হস্তিনায় আগমন করিলেন, এবং রাজা জনমেজয়কে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তক্ষককে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিলেন। তখন জনমেজয় ঋত্বিকগণকে সর্পকুল ধ্বংশ করিবার নিমিত্ত সুমহৎ সর্পসত্র আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ঋত্বিকগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিতে লাগিলেন। নামোচ্চারণপূর্ব্বক সর্পগণের আহুতি আরম্ভ হইলে সর্পগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইতে লাগিল। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। জরৎকারুপুত্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নিজ ভাগিনেয় আস্তীককে সর্পসত্র নিবারণ করিতে জনমেজয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। আস্তীকযজ্ঞের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই আস্তীকের গুণে অত্যন্ত প্রীত হইল। জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়া ঋত্বিকগণকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্র তক্ষককে ছাড়িয়া না দেন, তবে ইন্দ্রের সহিত একত্র তক্ষককে ভস্মসাৎ করুন।" রাজাজ্ঞা পাইয়া হোতৃগণ তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রের সহিত তক্ষক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইন্দ্র ভীত হইয়া তক্ষককে ত্যাগ করিলেন, তক্ষক নিতান্ত কাতর হইয়া প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। ঋত্বিক্‌গণ বলিলেন, "মহারাজ! আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে আর কোনও প্রতিবন্ধক দেখি না।" তখন জনমেজয় আস্তীককে বলিলেন, "ব্রাহ্মণকুমার! আপনার অভীষ্ট কি বলুন, তাহা আপনাকে প্রদান করিতেছি।" আস্তীক বলিলেন, "মহারাজ সর্পসত্র নিবৃত্ত হউক এবং আমার মাতুলকুল নিরাকুল চিত্তে যথেচ্ছাক্রমে অবস্থিতি করুন।" জনমেজয় "তথাস্তু" বলিয়া সর্পসত্র হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

তৎপরে জনমেজয় অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। (মহাভারত, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ও শতপথব্রাহ্মণে পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের অশ্বমেধ প্রসঙ্গ আছে।)

৫ পুরঞ্জয়ের এক পুত্র। (হরিবংশ) ৬ সোমদত্তের এক পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ৭ সুমতির পুত্র। (ভাগ ৯।২।৩৬) ৮ মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র। (ভাগ ৯।২৩।২)

৯ একটী প্রসিদ্ধ নাগ। (পঞ্চবিংশ ব্রা° ২৫।১৫)

১০ উৎকলের একজন সোমবংশীয় রাজা। রাজা যযাতির পিতা। ইনি পূর্ব্বে ত্রিলঙ্গের রাজা ছিলেন, ওড্ররাজকে পরাজয় করিয়া উৎকল অধিকার করেন। ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহাভবগুপ্তের আধিপত্যকালে ইনি উড়িষ্যা শাসন করিতেন। [জগন্নাথ শব্দ দেখ।]

জনমোহ (পুং) মুহ-ঘঞ্, জনানাং মোহঃ ৬তৎ। মনুষ্যদিগের মোহ, অচৈতন্য।

জনয়ৎ (ত্রি) জন-ণিচ্-শতৃ। উৎপাদক।

জনয়তি (স্ত্রী) জন্-ণিচ্-ভাবে অতি। উৎপাদন।
"জনয়ত্যৈ ত্বা সংযোমি" (শুক্লযজুঃ ১।২২)

জনয়ন্তী (স্ত্রী) সুমাগমঃ [জনয়ৎ শব্দ দেখ।]

জনয়িতৃ (পুং) জন-ণিচ-তৃচ্। ১ পিতা। ২ জন্মের কারণ। উৎপাদক।

জনয়িত্রী (স্ত্রী) জনয়িতৃ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মাতা।
"জনয়িত্রীমলঞ্চক্রে যঃ প্রশ্রয়ইব শ্রিয়ম্।" (রঘুবংশ)

জনয়িষ্ণু (ত্রি) জন-ণিচ্-ইষ্ণুচ্। জননশীল, উৎপাদনশীল, উৎপাদক।

জনযোপন (ত্রি) জনাহ্লাদকর। (বেদ)

জনরঞ্জন (ত্রি) জনানাং রঞ্জনঃ জন-রঞ্জ-ল্যু। মনুষ্যগণের চিত্তাকর্ষণকারী।

জনরব (পুং) জনেষু লোকেষু রবঃ প্রবাদঃ ৭তৎ। ১ নিন্দা, লোকাপবাদ। লোকে যে কথা রটায়। ২ বহুলোকের কোলাহল। ৩ জনশ্রুতি, কিংবদন্তী।

জনরাজ (পুং) জনেষু রাজতে শোভতে ইতি রাজ্ কিপ্। জনাধিপ। "জনরাড়সি রক্ষোহা" (শুক্লযজুঃ ৫।২৪)

জনরাজন (পুং) [বৈ] জনাধিপ; রাজা।

জনলোক (পুং) ভূরাদি সপ্তলোকান্তর্গত পঞ্চম লোক।

"ভূর্ভুবঃ স্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপএবচ।
সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্ত পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

জনলোকে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ এবং ঊর্দ্ধরেতা যোগীন্দ্রগণ সর্ব্বদা সুখে বাস করেন। স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ড মতে জনলোক দুইকোটী যোজনব্যাপী এবং ক্ষিতি হইতে কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

জনবাদ (পুং) জনানাং বাদঃ কথনং। ১ জনপ্রবাদ। ২ নিন্দা। ৩ গুজব।

জনবাদিন্ (ত্রি) জনবাদকারী।

জনবার, রাজপুতদিগের একটা শ্রেণী। ইহাদের সংখ্যা অধিক নহে, বুন্দেলখণ্ডের সিহোণ্ডা এবং সিমনী, কানপুরের রসুলাবাদ, বিঠুর, এবং ফতেপুরের কুটিয়াগুণীয়ে ইহাদের বাস আছে।

জনবিদ্ (পুং) জনান্ বেত্তি জন-বিদ্-কিপ্। বহুজনের অধিকারী।

জনব্যবহার (পুং) জনানাং ব্যবহারঃ। প্রচলিত রীতি, লোকাচার।

জনশ্রী (স্ত্রী) ১ যে জন-সমীপে গমন করে। ২ পূষার একটী নাম।

জনশ্রুত (ত্রি) জনে শ্রুতঃ বিখ্যাতঃ। ১ লোকবিখ্যাত। (পুং) ২ একজন রাজার নাম। অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় করিয়া "জানশ্রুতি" পদ হয়।

জনশ্রুতি (স্ত্রী) জনেভ্যঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং। ১ লোকপ্রবাদ। ২ একজন রাজা, ইনি অতি দানশীল ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে।

জনস্ (স্ত্রী) জন-ণিচ্-অসুন্। ১ সর্ব্বভূত জনয়িত্রী, দ্যাবা পৃথিবী। এই অর্থে দ্বিবচনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২ জনলোক। ("জনস্তপঃ সত্যনিবাসিনো জনাঃ"। ভাগ° ৩।১৩।২৫।)

জনসমূহ (পুং) জনানাং সমূহঃ। লোকের সমষ্টি।

জনসংক্ষয় (পুং) জনানাং সংক্ষয়ঃ নাশঃ। জনসমূহের ক্ষয়, বিনাশ।

জনসংবাধ (পুং) জনানাং সংবাধো যত্র। জনাকীর্ণ স্থান, যে স্থানে বহুজনের একত্র সমাবেশ হয়।

জনসংসদ্ (স্ত্রী) জনানাং সংসৎ। বহুলোকপরিপূর্ণ সভা, সমাজ।

জনস্থ (ত্রি) জনসমীপে অবস্থিত।

জনস্থান (ক্লী) জনস্ত স্থানং ভূভাগঃ। ১ লোকবসতি, লোকালয়। "জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধিয়া" (সাহিত্যদর্পণ) ২ দণ্ডকারণ্য। (জটাধর)। ৩ দণ্ডকারণ্য সমীপবর্ত্তী স্থানবিশেষ। রামায়ণে লিখিত আছে—ইক্ষ্বাকুরাজপুত্র দণ্ড শুক্রাচার্য্যের কন্যা অরজাকে বলাৎকার করিলে পর শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন। শাপ-প্রভাবে দণ্ডরাজ সপ্তরাত্রি মধ্যে ভস্মীভূত হইলেন। সেই দণ্ডরাজের নাম হইতে দণ্ডকারণ্য নাম হইয়াছে এবং তপস্বিগণ যে স্থানে অবস্থান করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাকে 'জনস্থান' বলে। ৪ দণ্ডকারণ্যে রাবণবলনিবেশ স্থান। 'জনস্থানং নাম দণ্ডকারণ্যে রাবণবলনিবেশস্থানং' (রামায়ণটীকায় রামানুজ)। এই স্থানে খর দূষণ প্রভৃতি সৈন্যগণ অবস্থান করিত। "খরেণাসীন্মহদ্বৈরং জনস্থাননিবাসিনা" (ভারত আদি ২৭৬ অঃ)

জনস্থানরুহ (পুং) জনস্থানে রোহতি রুহ-ক। জনস্থানে যাহা উৎপন্ন হয়। সেখানকার বৃক্ষাদি।

জনা (স্ত্রী) জন্-অঙ্ টাপ্। ১ উৎপত্তি। (মুগ্ধবোধ)। ২ মাহিষ্মতীরাজ নীলধ্বজের পত্নী। ইনি গঙ্গাভক্ত ছিলেন। তাঁহার কৃপায় এক শিবকিঙ্কর জনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রবীর নামে খ্যাত হইয়াছিল। জনার দুহিতা স্বাহার সহিত অগ্নিদেবের বিবাহ হয়। পাণ্ডবগণের আশ্বমেধিক অশ্ব মাহিষ্মতীপুরীতে উপস্থিত হইলে প্রবীর সেই অশ্ব আবদ্ধ করিলেন। নীলধ্বজ অশ্ব ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে বীরমাতা জনা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া পুত্রকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন এবং স্বয়ং সৈন্যগণকে সাহস দানে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে অনেক কষ্টে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিল এবং প্রবীর নিহত হইল। যুদ্ধের পরে অগ্নিদেবের পরামর্শ মত কৃষ্ণভক্ত নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলে, পুত্রশোকার্ত্তা তেজস্বিনী জনা রাজাকে বহুবিধ ভৎর্সনা করিয়া মহাতেজে উন্মাদিনীর ন্যায় সমরক্ষেত্রে ছুটিলেন। তাঁহার তেজে সকলেই ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। বহু কষ্টে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে পাণ্ডবগণ রক্ষা পাইল। জনা পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে জাহ্নবীক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া দারুণ শোকানল নির্ব্বাপিত করিলেন। (জৈমিনি ভারত)

জনাই, পুণা জেলায় কুণ্‌বিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত সপ্তমাতৃকার মধ্যে একটী। এই সপ্তমাতৃকা সাধারণের অনিষ্ট করেন ভাবিয়া কুণ্‌বিরা সর্ব্বদাই ইহাদের পূজা দেয়। সাতটীর নাম—জখাই, জোখাই, জনাই, কোলকাই, মেত্তিসাই, মুকাই ও নবলাই।

২ হুগলীজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার মনোহরা ও মনোহরা প্রসিদ্ধ।

জনাকীর্ণ (ত্রি) জনৈঃ আকীর্ণঃ আ-কৃ-ক্ত। বহুলোকপরিবৃত।

জনাচার (পুং) জনস্ত আচারঃ ৬তৎ। লোকাচার, প্রচলিত পদ্ধতি, রীতি।

জনাজাত (দেশজ) প্রত্যেক লোককে বিশেষ করিয়া, প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া।

জনাতিগ (ত্রি) জনমতীত্য গচ্ছতি অতি-গম্-ড। যে জনকে অতিক্রম করে। লোকাতীত, অলৌকিক।

জনাধিনাথ (পুং) ৬তৎ। ১ জনসমূহের অধিনাথ, প্রভু। ২ রাজা। ৩ বিষ্ণু।

জনাধিপ (পুং) জনানাং অধিপঃ অধি-পা-ক। রাজা, নরপতি।

জনানা (পারসীজ) ১ স্ত্রী-সমূহ। ২ স্ত্রীলোক। ৩ অন্তঃপুর।

জনান্ত (পুং) জনস্ত অন্তঃ ৬তৎ। ১ দেশ, সীমাবদ্ধ প্রদেশ, জেলা। (ধনঞ্জয়) ২ জনসমীপ। ৩ জনমর্য্যাদা। ৪ যম। (ত্রি) ৫ মনুষ্যনাশক। ৬ যে স্থানে মনুষ্যের বাস নাই।

জনান্তিক (ক্লী) জনস্ত অন্তিকঃ সমীপঃ। ১ জনসমীপ। ২ অপ্রকাশ ভাবে কথোপকথন। অনেকে একত্র আছে এমন স্থলে অন্যে বুঝিতে বা জানিতে না পারে এরূপ কথোপকথন। নাটকে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্য্যান্তরা কথাং।
অন্যোঽন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাৎ জনান্তে তজ্জনান্তিকং।" (সাহিত্যদর্পণ)

জনাব্ (পারসী) ১ হুজুর, সম্মানসূচক উপাধি। ২ লোকপালন।

জনাবাই, বিঠোবার উপাসিকা জনৈক মহারাষ্ট্রমহিলা। সোলাপুরের অধীন পন্ধরপুরের বিখ্যাত গোপালকৃষ্ণের মন্দিরের নিকটে জনাবাইর কুটীর আছে। কুটীর মধ্যে দুইটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। একটী বিঠোবার, অপরটী জনাবাইর। কুটীর মধ্যে একখানি অতি পুরাতন কন্থা আছে। প্রবাদ এইরূপ যে ঐ কন্থাখানি জনাবাইর। এ অঞ্চলের লোকেরা জনাবাইরও পূজা করে।

জনার (দেশজ) শস্যবিশেষ। বৈজ্ঞানিক নাম Zea Mays; ইংরাজীতে মেজ্ ও ইণ্ডিয়ান্‌কর্ন্ (Maze, Indian Corn); বঙ্গভাষায় জনার, ভুট্টা এবং জোনার (ছোটনাগপুর) এবং হিন্দীতে ভুট্টা, মক্কা, মকাই, জুনরি, বড় জুয়ার এবং কুক্‌রি বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—যবনাল, যোনাল, জূর্ণাহ্বয়, দেবধান্য, জোন্তালা এবং বীজপুষ্পিকা। (হেম°) [যবনাল দেখ।]

জনার বৃক্ষ প্রায় ৬।৭ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইয়া থাকে। পত্রগুলি দীর্ঘ এবং প্রায় ১২ ইঞ্চি প্রশস্ত। বৃক্ষদণ্ডটি ইক্ষু বৃক্ষের ন্যায় গ্রন্থিবিশিষ্ট। গাছের মধ্যস্থল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কয়েকটী গ্রন্থিতে ফল ধরিয়া থাকে। ফলগুলি প্রায় অর্দ্ধহস্তপরিমিত দীর্ঘ এবং শ্বেত ও সবুজবর্ণ বিশিষ্ট পাতলা পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত। ফলের মূলদেশ প্রায় ১২ ইঞ্চি স্থূল এবং অগ্রভাগ ক্রমে সূক্ষ্ম। আবরণ উদ্‌ঘাটন করিলে শ্বেতবর্ণ কিম্বা ঈষৎ পীতাভ দানা দৃষ্ট হয়। লোকে সেই দানাগুলি খাইয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এখন জনারের চাস হইয়া থাকে। ডি-কণ্ডোল্ নামে একজন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন যে, আমেরিকা মহাদেশস্থ নিউ গ্রানেডা নামক দেশে প্রথমে জনার জন্মে। কোন্ সময়ে উহা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে আনীত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ করা এখন অত্যন্ত কঠিন। কোন কোন য়ুরোপীয়ের মতে ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজগণ লঙ্কা, মরিচ, আনারস প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত জনারও লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সুশ্রুতে যবনাল নামক শব্দের উল্লেখ থাকায় ঐরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষে বাহুল্যরূপে জনারের চাস হইয়া আসিতেছে। কি শীতপ্রধান, কি গ্রীষ্মপ্রধান সকল প্রকার স্থানেই জনার উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঋতু ও স্থানভেদে জনার বৃক্ষের দৈর্ঘ্য এবং পত্রাদির পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেও খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং য়ুরোপে তাহার কিছু পূর্ব্বে জনারের চাষ আরম্ভ হয়। জনার প্রধানতঃ দুই প্রকার; এক প্রকার কাঁচা খাইতে হয় এবং অন্য প্রকার পাকা খাইতে হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জনার জন্মিয়া থাকে; কিন্তু পঞ্জাব, অযোধ্যা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে জনার প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সেখানকার অধিবাসীদিগের ইহা প্রধান খাদ্য।

যে সমুদয় জনার কাঁচা খাইতে হয়, খাইবার পূর্ব্বে সেগুলিকে অগ্নির উত্তাপে কিঞ্চিৎ ঝল্‌সাইয়া লইতে হয়। জনার হইতে ছাতু, ময়দা, শুজি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় চিকা নামে এবং পশ্চিম আফ্রিকায় পিটো নামে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়। জনারের কাঁচা গাছ কাটিয়া অশ্ব প্রভৃতির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাকা গাছ শুকাইলে তদ্দ্বারা ঘরের চাল ছাওয়া যায়।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জনারতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ তৈলে একপ্রকার সাবান প্রস্তুত হয়।

চিকিৎসাকার্য্যেও জনার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমান হকিমদিগের মতে ইহা প্রদাহনিবারক, সঙ্কোচক এবং পুষ্টিকারক। য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে জনার হইতে পোলেণ্টা (Polenta) অর্থাৎ জনারের শুজি এবং মেজিনা (Maizena) অর্থাৎ জনারের ময়দা প্রস্তুত করিয়া শিশু ও দুর্ব্বলদিগের জন্য বলকারক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। স্ফোটক,

মূত্রাশয়ের প্রদাহ প্রভৃতিতে ইহা দ্বারা অনেক উপকার পাওয়া যায়।

পটাশ সল্ট্ নামে একপ্রকার লবণও জনার হইতে প্রস্তুত হয়। জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে জনার ফলের পাতলা আবরণ হইতে অতি সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হয়।

২ লুধিয়ানা এবং ফিরোজপুর হইতে সমদূরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে শতদ্রু নদী ইহার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ইহার জজনার, জগনর, হজনর, জানিজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিবাসীগণ ইহাকে জনার বলে এবং তাহাদিগের মতে এই নগর জনক রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে বহুদূরব্যাপী একটী মৃত্তিকা-স্তূপ আছে। স্তূপ খনন করিলে অতি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই স্তূপ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত একটী স্ত্রীলোক জনার নগরে তাহার ভ্রাতার আশ্রয়ে আসিয়াছিল। কিন্তু ভ্রাতৃবধূ অসূয়াবশে তাহাকে কোনরূপ আহার্য্য দিত না। স্ত্রীলোকটী বাড়ী বাড়ী ময়দা পিষিয়া পুত্রদ্বয়ের নিমিত্ত অতি কষ্টে খাদ্য সংগ্রহ করিত। ভ্রাতৃবধূ তাহাও বন্ধ করিয়া দিল। কিছু দিন অতীত হইলে তাহার পুত্রদ্বয়কে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃবধূ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, কাপড় কাচিয়া আসিয়া সে কাপড় নিঙ্গড়াইয়া পুত্রদিগকে জল পান করায়, তাহা শুনিয়া তাহার ভ্রাতৃবধূ তাহাকে কাপড় কাচিতে বারণ করিল, তাহাতে সে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল যেন জনার নগর তৎক্ষণাৎ উল্টাইয়া পড়ে। তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল। সেই হইতে নগর উল্টাইয়া যাওয়াতে এই মৃত্তিকাস্তূপ হইয়াছে।

জনার্ণব (পুং) জনাঃ অর্ণবাঃ ইব উপমিং। বহুলোকের সমাবেশ, লোকসমুদ্র।

জনার্থশব্দ (পুং) পারিবারিক উপাধি।

জনার্দ্দন (পুং) (১) জনং অসুরবিশেষং অর্দ্দিতবান্ ইতি জন-অর্দ্দ-ণিচ্-কর্ত্তরি ল্যু। (২) অথবা জনৈঃ অর্দ্দ্যতে যাচ্যতে পুরুষার্থলাভায় ইতি জন-অর্দ্দ-কর্ম্মণি ল্যুট্। অথবা (৩) জনং (জন্-ভাবে ঘঞ্) জন্ম অর্দ্দয়তি হন্তি ভক্তস্য মুক্তিদানেন ইতি জন-অর্দ্দি-ল্যু। অথবা (৪) জনান্ লোকান্ অর্দ্দয়তি হররূপেণ সংহারকত্বাৎ ইতি। অথবা (৫) জনয়তি উৎপাদয়তি ব্রহ্মরূপেণ ইতি জনঃ (জন্-ণিচ্-পচাদ্যচ্) অর্দ্দতি হন্তি লোকান্ হররূপেণ ইতি অর্দনঃ (অর্দ্দ-ল্যু) জনশ্চাসৌ অর্দনশ্চেতি (কর্ম্মধা)। অথবা (৬) জনান্ লোকান্ অর্দ্দতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি রক্ষণার্থং পালকত্বাৎ ইতি। (ভরত) ১ বিষ্ণু। ২ গয়াতীর্থে-জনার্দ্দন নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি। গয়াক্ষেত্রে ইহার হস্তে জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড অর্পিত হইয়া থাকে। গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে যাহার উদ্দেশে এইরূপ পিণ্ড অর্পিত হয়, তাহার মৃত্যুর পরে স্বয়ং ভগবান্ জনার্দ্দন সেই পিণ্ড তাহার জন্য গয়াশিরে অর্পণ করেন।

"বস্তু পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
যমুদ্দিশ্য ত্বয়া দেব! তস্মিন্ পিণ্ডো মৃতে প্রভো॥
এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
অন্তকালে গতে মহ্যং ত্বয়া দেয়ো গয়াশিরে॥"

৩ শালগ্রামশিলা বিশেষ। ইহার লক্ষণ পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ১০ম অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"সশঙ্খচক্রাব্জগদং জনার্দ্দনমিহো নমঃ।
উপেন্দ্রং গদিনং সাবিপদ্মশঙ্খ নমোঽস্তু তে।"

ইহার উপাসনা করিলে মোক্ষলাভ হয়। (কর্ম্মলোচন)।
৪ (ত্রি) জনপীড়ক, লোকপীড়নকারী।

জনার্দ্দন, ১ একজন বৈদান্তিক, অনুভূতিস্বরূপাচার্য্যের শিষ্য। ইনি তত্ত্বালোক নামে বেদান্ত রচনা করেন।

২ একজন সংস্কৃত কবি।

জনার্দ্দন ভট্ট, আনন্দতীর্থপ্রণীত ভগবত্তাৎপর্য্যনির্ণয়ের এবং মেঘদূতের একজন টীকাকার। এ ছাড়া ইনি মন্ত্রচন্দ্রিকাতন্ত্র নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার টীকায় স্থিরদেব, বল্লভ এবং আসড়ের নামোল্লেখ আছে।

২ বিবাহপটলনামক সংস্কৃত-জ্যোতিষগ্রন্থরচয়িতা।

৩ একজন খ্যাতনামা সংস্কৃত-গ্রন্থকার। ইহার রচিত বৈরাগ্যশতক, এবং শৃঙ্গারশতক এই দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

জনার্দ্দন বিবুধ, একজন বিখ্যাত টীকাকার। অনন্তের শিষ্য। ইনি শ্লোকদীপিকা নামে কাব্যপ্রকাশটীকা, রঘুবংশটীকা এবং ভাবার্থদীপিকা নামে বৃত্তরত্নাকরটীকা প্রণয়ন করেন।

জনার্দ্দনব্যাস, একজন বিখ্যাত দার্শনিক। বাবুজী ব্যাসের পুত্র, বিট্ঠল ব্যাসের পৌত্র এবং জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের শিষ্য। ইনি পদার্থমালা ও গূঢ়ার্থদীপিকা-নামক বৈশেষিকদর্শনসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

জনাশন (পুং) জনান্ অশ্নাতি ভক্ষয়তি জন-অশ্ ভোজনে ল্যু। ১ বৃক, নেকড়িয়া বাঘ। (রাজনি°) ২ (ত্রি) লোকভোজী, মনুষ্যভক্ষক। ৩ (স্ত্রী) লোকভক্ষণ।

জনাশ্রয় (পুং) জনানাং আশ্রয়ঃ ৬তৎ। ১ মণ্ডপ, কোনও কার্য্য জন্য কিছুদিনের নিমিত্ত নির্ম্মিত গৃহ। ২ গৃহ, ঘর। ৩ লোকালয়। ৪ মনুষ্যদিগের আশ্রয় জন্য নির্ম্মিত সরাই গৃহ, পান্থশালা।

জনাষাহ্ (পুং) [বৈ] জনান্ সহতে সহ-ক্বিপ্। লোকসহিষ্ণু।

জনি (স্ত্রী) জন-ইণ্ (জনিঘসিভ্যামিণ্। উণ্ ৪।১২৯।) ১ উৎপত্তি। ২ নারী। ৩ মাতা। ৪ স্নুষা, পুত্রবধূ। ৫ জায়া, ভার্য্যা। জায়তে আরোগ্যমনয়া। ৬ ওষধিবিশেষ। ৭ জতুকা। (শব্দরত্ন°) ৮ জনী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৯ জন্মভূমি, জন্মস্থান। [জনী দেখ।] ১০ বেদে সম্ভবতঃ জনি শব্দে "অঙ্গুলি" বুঝায়। যথা "জনিভিঃ সমিদ্ধ" অর্থাৎ অঙ্গুলি দ্বারা প্রজ্বলিত।

জনিকা (স্ত্রী) জনি-স্বার্থে কন্ ততঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ জনি। [জনি দেখ।] জন্-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপ্। ২ জননকর্ত্রী, উৎপাদিকা স্ত্রী।

জনিকাম (পুং) জনিং ভার্য্যাং কাময়তে জনি-কম-অণ্। স্ত্রীলাভেচ্ছু।

জনিত (ত্রি) জন্-ণিচ্-ক্ত। ১ উৎপাদিত। জন্-ক্ত। ২ উৎপন্ন।

জনিতব্য (ত্রি) জন্-তব্য। জন্মিবার যোগ্য।

জনিতৃ (পুং) জনয়তি ইতি জন্-ণিচ্-তৃচ্। নিপাতনাৎ ণিলোপ। ১ পিতা। (শব্দরত্না°) জন-তৃচ্। (ত্রি) ২ যে জন্মিয়া থাকে।
"জনিতারমপি ত্যক্ত্বা নিঃস্বং গচ্ছতি দূরতঃ।"

জনিত্রী (স্ত্রী) জনিতৃ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মাতা। (শব্দর°)

জনিত্ব (পুং স্ত্রী) জন্-ণিচ্-ইত্বন্। ১ পিতা। ২ মাতা। জন্-ভবিষ্যতি ইত্বন্। ৩ জনিষ্যমাণ, যাহা জন্মিবে। (ক্লী) ৪ ভার্য্যাত্ব।

জনিত্বন (ক্লী) জন্-ভাবে ইত্বন। ১ জনন, জন্ম। ২ ভার্য্যাত্ব।

জনিত্বা (স্ত্রী) জন্-ইত্বন্-টাপ্। মাতা।

জনিত্র (ক্লী) জন্ আধারে ত্রল্। জন্মস্থান।

জনিদা ((স্ত্রী) [বৈ] জনি-দা-ক স্ত্রিয়াং টাপ্। যিনি ভার্য্যা প্রদান করেন।

জনিনীলিকা (স্ত্রী) জন্যা উৎপত্যা নীলিকা। মহানীলী বৃক্ষ।

জনিবৎ, জনিমৎ (পুং) জনি-জন্ম মতুপ্। জন্মযুক্ত। বেদে "জনিবৎ" এইরূপ প্রয়োগ আছে।

জনিমন্, জনিমা (পুং) জন্যতে ইতি জন্-ঔণাদিক ইমনিন্। জন্ম।

জনিষ্য (ত্রি) জন বাহুলকাৎ ভবিষ্যতি স্য। জনিষ্যমাণ, যাহা জন্মাইবে। "জাতো বা জনিষ্যো বা" (রামায়ণ)

জনী (স্ত্রী) জন্-ইন্-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। জায়তে সন্ততির্যস্যাঃ। ১ বধূ। ২ জন্-ভাবে ইন্। উৎপত্তি। ৩ জনীনামক গন্ধদ্রব্য। ৪ ওষধিবিশেষ। জায়তে আরোগ্যমনয়া। পর্য্যায়—জতুকা, রজনী, জতুকৃৎ, চক্রবর্ত্তিনী, সংস্পর্শা, জতুকা, জনি, জননী।

জনীন (ত্রি) জন-খ। ১ জনের হিতকারী। ২ যাহার যেরূপ প্রয়োজন তদুপযোগী, যথাপ্রয়োজন।

জনীবেগ তুর্খন্ মির্জা, সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত ঠট্টের একজন শাসনকর্ত্তা। ইহার পিতামহ মির্জা মহম্মদ বাকীর মৃত্যু হইলে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহাসন লাভ করেন। মহম্মদ বাকী জীবিত থাকিতে সম্রাট্ অকবর শাহ জনীবেগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একবার লাহোরে গিয়াছিলেন। জনীবেগ সাক্ষাৎ না করায় সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়া ১৫৯১ খৃঃ অব্দে বৈরাম্ খাঁর পুত্র আবদুল রহিম্ খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ৩রা নবেম্বর উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে জনীবেগ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। তৎপরে জনীবেগ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলে আবদুল রহিম খাঁ জনীবেগের কন্যার সহিত নিজ পুত্র মির্জা ঈরিচের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া (১৫৯২ খৃঃ অব্দে) সম্রাটের নিকট আসিলেন। অকবর উচ্চ উপাধি দানে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। তখন হইতে সিন্ধুরাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে বুর্হানপুরে জনীবেগের মৃত্যু হয়।

জনু (স্ত্রী) জন্ উ। জন্ম, উৎপত্তি।

জনুস্ (ক্লী) জন্-উসি। জন্ম।

জনূ (স্ত্রী) জনু স্ত্রিয়াং ঊঙ্। জন্ম। (শব্দর°)

জনেন্দ্র (পুং) জন ইন্দ্র ইব উপমি°। নৃপতি, রাজা।

জনেবাদ (পুং) অলুক্ স°। জনবাদ, জনশ্রুতি, কিম্বদন্তী।

জনেশ, জনেশ্বর (পুং) নৃপতি, রাজা।

জনেষ্ট (পুং) ৬তৎ। ১ মুদ্গরপুষ্পবৃক্ষ। ২ (ত্রি) জনাভিমত, লোকের বাঞ্ছিত।

জনেষ্টা (স্ত্রী) ৬তৎ। ১ জতুকা। ২ বৃদ্ধিনামক ঔষধবিশেষ। ৩ হরিদ্রা। ৪ জাতীপুষ্প।

জনোদাহরণ (ক্লী) জনৈরুদাহ্রিয়তে কথ্যতে জন উৎ-আ-হৃ কর্ম্মণি ল্যুট্। যশঃ, সুখ্যাতি।

জনৌ (ত্রি) জনান্ অবতি রক্ষতি জন-অব-ক্বিপ্ (ঊট্ বৃদ্ধিশ্চ।) জনাব্, জনরক্ষক।

জনৌঘ (পুং) জনানাং ওঘঃ সমূহঃ। জনসমূহ, ভিড়।

জন্তু (পুং) জায়তে ইতি জন্-ঔণাদিক তুন্। ১ প্রাণী, জন্মশীল জীব। ২ মায়ামোহবশতঃ দেহাত্মাভিমানী জীব। "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়-গোচরে" (চণ্ডী) ৩ মনুষ্য। (এই অর্থে বহুবচনে প্রয়োগ হয়)। ৪ সোমকরাজপুত্র। সোমকের একশত রাণী ছিল। বৃদ্ধবয়সে সেই ভার্য্যায় জন্তু নামে পুত্র জন্মিল। রাজা এক শত পুত্র ইচ্ছা করিয়া লোমশের দ্বারা জন্তুর বপা লইয়া হোম করাইলেন। তখন জন্তু হইতে সোমকের এক শত পুত্র হইল। (ভারত ৩।১২৭-১২৮ অঃ)

জন্তুক (পুং) জন্তু-স্বার্থে-কন্। ১ জন্তু।

জন্তুকম্বু (পুং) জন্তুশ্চেতনাবিশিষ্টঃ কম্বুঃ। কৃমিশঙ্খ, জীবিত শঙ্খ।

জন্তুকা (স্ত্রী) জন্তুভিঃ কায়তি প্রকাশতে জন্তু-কৈ-ক টাপ্। ১ লাক্ষা। ২ নাড়ীহিঙ্গু।

জন্তুঘ্ন (পুং) জন্তূন্ কৃমীন্ হন্তি হন-টক্। ১ বীজপুর বৃক্ষ, টাবা-নেবু। (ক্লী) ২ বিড়ঙ্গ। ৩ হিঙ্গু, হিং। (ত্রি) ৪ প্রাণিঘাতক।

জন্তুঘ্নী (স্ত্রী) জন্তুঘ্ন-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিড়ঙ্গ।

জন্তুনাশন (ক্লী) জন্তূন্ কীটান্ নাশয়তি নশ্-ণিচ্-ল্যু। ১ হিঙ্গু। (পুং) ২ বিড়ঙ্গ।

জন্তুপাদপ (পুং) জন্তুপ্রধানঃ পাদপঃ। কোষাম্র বৃক্ষ, কেওড়া। (রাজনি°)।

জন্তুফল (পুং) জন্তবঃ কীটাঃ ফলে যস্য। উডুম্বর বৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর।

জন্তুমৎ, জন্তুমান্ (ত্রি) জন্তবঃ সন্ত্যস্যাং বাহুল্যেন মতুপ্। যাহাতে অধিক পরিমাণে (কীটাদি) জন্তু থাকে। স্ত্রীলিঙ্গে জন্তুমতী।

জন্তুমারিন্ (পুং) জন্তু-মৃ-ণিচ্-ইনি। জীবঘাতী।

জন্তুমারী (স্ত্রী) জন্তূন্ কৃমীন্ মারয়তি মৃ-ণিচ্-অণ্-ঙীষ্। নিম্বুকবৃক্ষ, পাতিনেবু।

জন্তুলা (স্ত্রী) জন্তূন্ কীটান্ লাতি আদদাতি জন্তু-লা-ক টাপ্। কাশতৃণ, ইহাতে অনেক কীট থাকে বলিয়া এই নাম হইয়াছে, কেশে।

জন্তুহন্ত্রী (স্ত্রী) জন্তূন্ হন্তি হন্-তৃচ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ বিড়ঙ্গ। (ত্রি) ২ জন্তুঘাতক।

জন্তু (ত্রি) জন্ কৃত্যার্থে-ত্বন্। জনিতব্য, যাহা জন্মিবে।

জন্ম (জন্মন্) (ক্লী) জায়তে ইতি জন্-ঔণাদিক মনিন্। ১ উৎপত্তি, উদ্ভব। ২ আদ্যক্ষণ সম্বন্ধ। ৩ অপূর্ব্ব দেহগ্রহণ। (ন্যায়।) পর্য্যায়—জনুঃ, জন, জনি, উদ্ভব, জন্ম, জনী, প্রভব, ভাব, ভব, সংভব, জনু, প্রজনন, জাতি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পাঠে জানা যায় যে প্রাণি মাত্রেরই স্ব স্ব উপার্জ্জিত সৎ বা অসৎ কর্ম্ম অনুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্টরূপে জন্ম হইয়া থাকে।

বৈদ্যক মতে—ঋতু হওয়ার পরে যোনিক্ষেত্র পদ্মের ন্যায় বিকসিত হয়, ঐ সময়েই শোণিতবিশিষ্ট গর্ভাশয় বীর্য্য ধারণ করিয়া থাকে। অন্য সময়ে যোনিক্ষেত্র মুকুলিত থাকে। কিন্তু ঋতু সময়েও উহা বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাতে আবৃত থাকিলে যদি বিকশিত না হয়, তাহা হইলে গর্ভও হয় না। ঋতুকাল উপস্থিত হইলে যদি অবিকৃত বীর্য্য নিষিক্ত হয়, তবেই উহা বায়ুগতিতে চালিত হইয়া স্ত্রী-শোণিতের সহিত মিলিত হয়। ঐ সময়েই নিষিক্ত বীর্য্যে করণ-সংবৃত জীব আসিয়া সম্পৃক্ত হয়। এক দিন পরে উহাতে কলল জন্মে। পাঁচ রাত্রিতে সেই কলল বুদ্বুদাকৃতি ধারণ করে। ঐ বীর্য্য শোণিতময় বুদ্বুদে সাত রাত্রিতে মাংসপেশী ও দুই সপ্তাহ পরে রক্তমাংসে ব্যাপৃত হইয়া দৃঢ়, পঞ্চবিংশতি রাত্রিতে পেশীবীজ অঙ্কুরিত এবং এক মাসের সময় পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার এক ভাগে কণ্ঠ, গ্রীবা ও মস্তক; দ্বিতীয় ভাগে পৃষ্ঠ, বংশ ও উদর, তৃতীয় ভাগে পাদদ্বয়, চতুর্থভাগে হস্তদ্বয়, পঞ্চমভাগে পার্শ্ব ও কটি। পরে দুই মাস হইলে ক্রমে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে থাকে। তিন মাসে সর্ব্বাঙ্গের সন্ধিস্থান সকল উৎপন্ন হয়। চারিমাসে অঙ্গুলি এবং অঙ্গের স্থিরতা জন্মে। পাঁচ মাসে রক্ত, মুখ, নাসিকা ও কর্ণদ্বয়; ষষ্ঠমাসে বর্ণ, বল, রোমাবলী, দন্ত-পংক্তি, গুহ্য এবং নখ, ষষ্ঠমাস অতীত হইলে কর্ণদ্বয়ের ছিদ্র, পায়ু, উপস্থ, মেঢ্র, নাভি ও সন্ধি সকল উৎপন্ন হয়। ঐ সময়ে মন অভিভূত হয়, জীবও চৈতন্যযুক্ত হইয়া পড়ে। স্নায়ু এবং শিরা সকলও ঐ সময়ে জন্মে। সপ্তম বা অষ্টম মাসের মধ্যে মাংস জন্মিয়া উহা চর্ম্মে আবৃত হইয়া পড়ে। ঐ সময়েই জীবের স্মরণশক্তি জন্মে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পরিপূর্ণ ও সুব্যক্ত হয়। নবম বা দশম মাসে প্রাণী জরাক্রান্ত হইয়া প্রবল প্রসববায়ু কর্ত্তৃক চালিত হয় এবং যোনিছিদ্র দ্বারা বাণবেগে নির্গত হইয়া পড়ে।

চঞ্চলচিত্তে গর্ভ উৎপাদন করিলে প্রাণীর আকার বিকৃত, মাতৃরক্তের আধিক্যে কন্যা, পিতৃবীর্য্যের আধিক্যে পুত্র, উভয়বীর্য্য তুল্য হইলে নপুংসক সন্তান জন্মে।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন বিষম তিথিতে গর্ভোৎপাদন হইলে কন্যাসন্তান জন্মে আর সম তিথিতে গর্ভোৎপাদন হইলে পুত্র জন্মে। গর্ভ বামভাগে থাকিলে কন্যা এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে পুত্র হয়। গর্ভের সময় শোণিতাংশ অধিক হইলে গর্ভস্থ শিশু মাতার আকৃতি গ্রহণ করে, আর শুক্রের অংশ অধিক হইলে পিতার আকৃতি গ্রহণ করে। মিশ্রিত শুক্র শোণিতময় গর্ভ বায়ু কর্ত্তৃক বিভক্ত না হইলেই একটী মাত্র সন্তান প্রসূত হয়। দুই ভাগে বিভক্ত হইলে দুইটী সন্তান জন্মিয়া থাকে। অনেক ভাগে বিভক্ত হইলে বামন, কুব্জ প্রভৃতি নানারূপ বিকৃত অথবা সর্প অণ্ড প্রভৃতি জন্মে।

সারকলিকায় লিখিত আছে—যোনিযন্ত্রের পীড়নদুঃখ গর্ভযন্ত্রণা হইতেও কোটী গুণ। উদর হইতে নির্গমনের সময় শিশুর মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। শিশুর মুখ মল, মূত্র, শুক্র ও শোণিতে আচ্ছাদিত হয়। অস্থিবন্ধন সকল প্রাজাপত্য বাতে আক্রান্ত হয়। প্রবল সূতিকা বায়ুতে শিশুকে অধোমুখ

করে। শিশুর জন্মযন্ত্রণা খুব বেশী। শিশু জন্মিবামাত্রই বৈষ্ণবীমায়ায় মোহিত হইয়া পড়ে। তখন হইতেই পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়। কখন কখন ক্ষুধায় বা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কাঁদিয়া উঠে। ঐ সময়ে "কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, কি করিয়াছি, কি করিতেছি, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম" ইত্যাদি কিছুই বুঝিতে পারে না। (সুখবোধ)

এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জীব-জগতের অতি নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণ সবল জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত কিংবা নিহত না হইলে, তাহারা কোনও কালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতনা অর্থাৎ তাহাদের ভাগ্যে কেবল অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে, স্বাভাবিক মৃত্যু তাহাদের হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, মোনর (Moner), এমিবস্ (amæbas) প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র কীটাণু সমূহ মাতৃগর্ভে জন্মে না; কিন্তু প্রত্যেকটী আপন আপন শরীর বিভক্ত করিয়া দুইটী স্বতন্ত্র জীবমূর্ত্তি ধারণ করে এবং ইহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে পরিণত হয়। এইরূপে অসংখ্য জীবের আবির্ভাব হয়। ইহারা প্রত্যেকটী অন্য কোনও প্রকারে নিহত না হইলে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিত। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রতম কীটাণুসকল স্বাভাবিক মৃত্যুর অধীন না হইল, তবে জীব-জগতের শীর্ষবর্ত্তী মানব প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবগণের এরূপ মৃত্যু হইবার কারণ কি? বিবর্ত্তনবাদী বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ অতি ক্ষুদ্র কীটাণুর পূর্ণবিকাশ মাত্র। কীটাণুর অমরত্ব যদি স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইল, তাহা হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থ জীবসমূহের নশ্বরত্ব স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইল কিরূপে?

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে জন্মই মৃত্যুর কারণ। জন্মিলেই মরিতে হয়। কীটাণু-গণের জন্ম হয় না; একটী জীবের শরীর বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এইরূপে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উচ্চশ্রেণীস্থ জীবগণ মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। এই জন্যই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। এখন দেখা আবশ্যক জীবজগতে জন্মের আবির্ভাব কি প্রকারে হইল।

মোনরের (Moner) মাতা পিতা নাই, একটী মোনর বিভক্ত হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র জীবরূপে পরিণত হয়।

এমিবাস্ফিরোকক্কাস্ (amæba sphærococcus) নামে আর একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র জীব আছে, তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্রম মোনর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ জটিল।

এইরূপে এক শরীর বিভক্ত হইয়া যে ভিন্ন ভিন্ন জীবের আবির্ভাব হয়, তাহারা একবারেই পূর্ণাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে শৈশবাবস্থা ভোগ করিতে হয় না।

শরীরবিভাগপ্রণালীর পরে মুকুলোদ্গমপ্রণালী (Gemmation)। এ প্রণালী আরও জটিল, বৃক্ষ হইতে পুষ্পের উদ্গম এবং প্রবালাদি কীটের বৃদ্ধি-প্রাপ্তি এই নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। ইহার পরে বীজোদ্গমপ্রণালী। এই প্রণালী অনুসারে মাতৃশরীরে যে সমস্ত বীজাঙ্কুর বিদ্যমান রহি-য়াছে তাহাই উদ্ভিন্ন হইয়া ভিন্ন শরীর ধারণ করে। এই পর্য্যন্ত জীবগণ কেবল একটী মাত্র জীবের শরীর হইতে আবির্ভূত।

ইহার পরে ঊর্দ্ধক্রমে জীবজগতে যে সমুদয় জীবের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে স্ত্রীপুরুষ আবশ্যক। অনেকগুলি প্রাণী এরূপ আছে যে তাহারা উদ্ভিদ্ শ্রেণী কি জীব শ্রেণীর অন্ত-র্গত, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, দুইটী অঙ্কুরের (cells) একত্র সমাবেশে ইহাদের উৎপত্তি হয়। এই বিভিন্ন অঙ্কুরদ্বয় অনেক সময়ে সমধর্ম্মী (Hormogeneous) হইলেও কখনও বিভিন্ন প্রকৃতিক হইয়া থাকে, জীবজগতে এইরূপে ক্রমিক বিকাশ হইতে হইতে কাল-ক্রমে দুইটী অঙ্কুর বিভিন্নধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং পরস্পরের অভাবপূরক (Sporogony) ভাবধারণ করিয়া দুইটী স্বতন্ত্রজীব মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। ইহাদের পরস্পরের স্বাভাবিক মিল-নেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। যে সময় হইতে জীবজগতে এইরূপ দুইটী পরস্পর মিলনেচ্ছু বিভিন্নপ্রকৃতিক জীবের আবির্ভাব হয়, সেই সময় হইতে স্ত্রীপুরুষ ভেদ দৃষ্ট হয়, এবং পরস্পরের সমাগম ব্যতীত নূতন জীবের উদ্ভব রহিত হইয়া যায়। তাহার পর হইতে ক্রমিক বিকাশমার্গে একটী জীব হইতে আর নূতন জীব উদ্ভূত হয় না। এইরূপ পরস্পর সমাগমে যে যে জীবের আবির্ভাব হয়, তাহাকে কিছুদিন মাতৃগর্ভে থাকিয়া পরে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। জীবজগতে এই প্রকারে জন্ম-প্রকরণের আবির্ভাব হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মোনর প্রভৃতি কীটাণুগণ প্রথম হইতেই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়, কিন্তু জীবজগৎ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া যতই স্ত্রীপুরুষভেদের সমীপবর্ত্তী হয়, ততই জীবকে শৈশবে নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হইতে হয়। এইরূপে উন্নতিপথের পূর্ণসীমায় পদার্পণ করিলে জীব সম্পূর্ণ নিঃসহায় হয়। সেই জন্য মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবগণ শৈশবকালে সম্পূর্ণ অসহায় থাকে। [জীব, পঞ্চজন্য, পুনর্জন্ম, অন্তঃসত্বা, গর্ভ, মৃত্যু প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

জন্ম (অকারান্ত) (স্ত্রী) জন্-মন্। উৎপত্তি।

জন্মকাল (পুং) জন্মনঃ কালঃ ৬তৎ। জন্মসময়, যে সময়ে জন্ম হয়।

জন্মকীল (পুং) জন্মনঃ কীল ইব রোধকইব। বিষ্ণু, কারণ বিষ্ণুসেবায় পুনর্জ্জন্ম হয় না।

জন্মকৃৎ (পুং) জন্ম-কৃ-ক্বিপ্ পিত্বাৎ তুগাগমঃ। পিতা, জন্মদাতা।

জন্মক্ষেত্র (ক্লী) জন্মনঃ ক্ষেত্রং। জন্মভূমি, জন্মস্থান।

জন্মজ্যেষ্ঠ (ত্রি) জন্মনা জ্যেষ্ঠঃ। প্রথমজাত।

জন্মতিথি (পুং স্ত্রী) জন্মন উৎপত্তেস্তিথিঃ কালবিশেষঃ ৬তৎ। ১ জন্মসময়ে যে তিথি থাকে সেই তিথি। ২ তাহার সজাতীয় তিথি। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়। জন্মতিথী।

প্রতিবৎসর জন্মতিথি দিনে জন্মতিথিকৃত্য কর্ত্তব্য। তিথিতত্ত্বে জন্মতিথি কৃত্য ও তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

যে স্থলে পূর্ব্বদিন নক্ষত্রযুক্ত তিথির লাভ হয়, আর পরদিন কেবল তিথি থাকে, সে স্থলে পূর্ব্বদিনে আর যে স্থলে উভয়দিনেই নক্ষত্রবর্জ্জিত তিথির লাভ হয় সে স্থলে পরদিনে জন্মতিথি গণ্য হইয়া থাকে।

যে বৎসর জন্মমাসে জন্মতিথি জন্মনক্ষত্র যুক্ত হয়, সেই বৎসর সম্মান, সুখ ও সুস্থতা লাভ হইয়া থাকে।

শনিবার বা মঙ্গলবার যদি জন্মতিথি পড়ে, অথচ উহাতে যদি জন্মনক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলে সেই বৎসর পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ঐরূপ হইলে সর্ব্বৌষধিমিশ্রিত জলে স্নান, দেবতা, নবগ্রহ ও ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করিলে শান্তি হয়। বার দোষের শান্ত্যর্থ মুক্তা এবং জন্মনক্ষত্রের যোগ না হইলে তাহার শান্ত্যর্থ কাঞ্চন দান করিতে হয়।

জন্মতিথিকৃত্যে গৌণ চান্দ্রমাসের উল্লেখ হইয়া থাকে। জন্ম মাস কোন বৎসর মলমাস হইলে ঐ মাস ত্যাগ করিয়া চান্দ্রমাসে জন্মতিথির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

জন্মতিথির দিনে তিলতৈল বা তিলবাটা শরীরে মাখিয়া তিলযুক্ত জল দ্বারা স্নান করিয়া তিলদান, তিলহোম, তিলবপন ও তিল ভক্ষণ করিবে। এইরূপে তিল ব্যবহার করিলে আর কোনরূপ বিপদ্ হয় না।

গুগ্গুলু, নিম্বপত্র, শ্বেতসর্ষপ, দূর্ব্বা ও গোরোচনা একত্র লইয়া পুলটী করিয়া,

"ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু তানি মে।"

এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণ ভুজে জন্মগ্রন্থি ধারণ করিবে, উহাকে কেহ বা জন্মগ্রন্থি, কেহ বা রক্ষাগ্রন্থি বলে।

জন্মতিথির দিনে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তর স্বস্তিবাচনাদিপূর্ব্বক "অদ্যেত্যাদি জন্মদিবসনিমিত্তকগুর্ব্বাদিপূজনমহং করিষ্যে" অথবা "অদ্যেত্যাদি শুভবর্ষবৃদ্ধৌ সকলমঙ্গলসম্বলিত দীর্ঘায়ুষ্ট্ব কামো মার্কণ্ডেয়াদিপূজনমহং করিষ্যে" ইত্যাদি রূপে সঙ্কল্প করিয়া গণেশাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বক গুরুদেব, অগ্নি, বিপ্র জন্মনক্ষত্র, পিতা, মাতা ও প্রজাপতির যথাবিধি পূজা করিতে হয়।

"দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
দণ্ডাক্ষসূত্রহস্তঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং বিচিন্তয়েৎ॥" (মার্কণ্ডেয় ধ্যান)

উক্ত প্রকারে মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান করিয়া 'ওঁ মাং মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া

"ওঁ আয়ুঃপ্রদ মহাভাগ সোমবংশসমুদ্ভব।
মহাতপ মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া "চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে। রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা। মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন। আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব।" এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। অনন্তর ব্যাস, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, বলি, প্রহ্লাদ, হনুমান ও বিভীষণের পূজা করিয়া "ওঁ ষাং ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে দধি ও অক্ষত দ্বারা ষষ্ঠীদেবীর পূজা এবং "মাতৃভূতাসি ভূতানাং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা, তস্মনাঃ পুত্রবৎ কৃত্যা পালয়িত্বা নমোঽস্তু তে" এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া ত্রিশরণাদির পূজা করিবে। পরে পূজিত দেবতা সকলের উদ্দেশে তিলহোম করিয়া দক্ষিণান্ত ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

স্কন্দপুরাণের মতে—জন্মতিথির দিনে নখকেশাদির ছেদন, মৈথুন, দূরগমন, আমিষ ভক্ষণ, কলহ ও হিংসা বর্জ্জনীয়।

জ্যোতিষের মতে—স্ত্রীসংসর্গপরিত্যাগ এবং যথাবিধি স্নান করিলে অভীষ্ট সম্পদ্ লাভ হয়। ব্রাহ্মণদিগকে মৎস্যদান করিলে আর জীবিত মৎস্য জলে ছাড়িয়া দিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং ঐ দিন যে ছাতু ভক্ষণ করে, তাহার শত্রু ক্ষয় হয়। ঐ দিন যে নিরামিষ ভোজন করে, সে জন্মান্তরে পণ্ডিত হয়।

হিন্দুদিগের ন্যায় জগতের অপরাপর প্রধান জাতির মধ্যে দেশপ্রচলিত প্রথা অনুসারে জন্মদিনে উৎসব হইয়া থাকে।

জন্মদ (পুং) জন্ম দদাতীতি জন্ম দা-ক। পিতা।

জন্মদিন (ক্লী) জন্মনো দিনং দিবসং। জন্মদিবস, যে দিনে জন্ম হয়। [জন্মতিথি দেখ।]

জন্মনক্ষত্র (ক্লী) জন্মনো নক্ষত্রং। জন্ম সময়ের নক্ষত্র। "গোপয়েজ্জন্মনক্ষত্রং ধনসারং গৃহে মলং।" (বিষ্ণুধ°)

জন্মনক্ষত্র সাধারণের নিকট বলিতে নাই। জ্যোতিষ-

মতে—জন্মনক্ষত্রে যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে—প্রতি মাসে জন্মনক্ষত্রের দিনে যথাবিধি স্নান করিয়া চন্দ্র, জন্মনক্ষত্র, অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিতে হয়।

জন্মপ (পুং) জন্ম জন্মলগ্নং পাতি পা-ক। ১ জন্মলগ্নপতি। ২ জন্মরাশির অধিপতি।

জন্মপতি (পুং) ১ জন্মলগ্নপতি। ২ জন্মরাশিপতি।

জন্মপত্র (ক্লী) ১ জন্মবিবরণ। ২ কোষ্ঠী।

জন্মপত্রিকা (স্ত্রী) জন্মসূচকং পত্রং কন্ টাপ্। কোষ্ঠী, ঠিকুজী।

জন্মপাদপ (পুং) জন্মনঃ পাদপঃ। যে বৃক্ষতলে কাহারও জন্ম হয়। পারিবারিক বৃক্ষ।

জন্মপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) জন্মনঃ প্রতিষ্ঠা। ১ জন্মস্থান। ২ মাতা।

জন্মফের (দেশজ) দেহান্তর ধারণ, রূপান্তর।

জন্মবৎ (ত্রি) জন্মন্-মতুপ্। প্রাণী, জীব।

জন্মবর্ত্ম (ক্লী) জন্মনঃ বর্ত্ম পন্থাঃ। যোনি।

জন্মবসুধা (স্ত্রী) জন্মস্থান, জন্মভূমি।

জন্মবৈলক্ষণ্য (ক্লী) পৈতৃক পদ্ধতির বিপরীতাচরণ।

জন্মভ (ক্লী) ১ জন্মনক্ষত্র। ২ জন্মলগ্ন। ৩ জন্মরাশি। ৪ জন্ম নক্ষত্রের সজাতীয় নক্ষত্রাদি।

জন্মভাজ্ (পুং) জীব, প্রাণী।

জন্মভাষা (স্ত্রী) মাতৃভাষা, স্বদেশের ভাষা।

জন্মভূ (স্ত্রী) জন্মভূমি।

জন্মভূমি (স্ত্রী) ১ জন্মস্থান। ২ স্বদেশ, যে দেশে জন্ম হয়। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" অযোধ্যামাহাত্ম্যে রামচন্দ্রের জন্মস্থানও জন্মভূমি নামে বর্ণিত হইয়াছে, এই স্থানে আসিয়া স্নান দান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল হয়।

জন্মভৃৎ (ত্রি) জন্ম বিভর্ত্তি জন্ম-ভৃ-ক্বিপ্। প্রাণী।

জন্মমাস (পুং) ১ যে মাসে জন্ম হয়। ২ জন্মমাসের সজাতীয় মাস। *। জ্যোতিষ মতে জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ম্ম, বিবাহ, কর্ণবেধ ও যাত্রা নিষিদ্ধ। বশিষ্ঠের মতে জন্মমাসে জন্মদিন মাত্র, গর্গের মতে ৮ দিন মাত্র, যবনাচার্য্যের মতে ১০ দিন মাত্র এবং ভাগুরির মতে সমস্তমাসই উক্ত কার্য্যে বর্জ্জনীয়। (তিথিতত্ত্ব)

জন্মযোগ (পুং) কোষ্ঠী।

জন্মরাশি (পুং) যে রাশিতে জন্ম হয়। জন্মকালিক রাশির সজাতীয় রাশি।

জন্মরোগী (পুং) যে আজন্ম রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে।

জন্মর্ক্ষ (পুং) জন্ম-ঋক্ষ। ১ যে নক্ষত্রে কাহারও জন্ম হয়। ২ প্রথম নক্ষত্রের নাম।

জন্মলগ্ন (ক্লী) যে লগ্নে জন্ম হয়। [লগ্ন দেখ।]

জন্মশয্যা (স্ত্রী) জন্মনিমিত্ত শয্যা, প্রসবার্থ শয্যা। যে শয্যাতে জন্ম হয়। "স দদর্শ মহাত্মানং শরতল্পগতং প্রভো। জন্মশয্যাগতং বীরঃ কার্ত্তিকেয়মিব প্রভুম্।" (ভারত)

জন্মশোধ (পুং) জন্মের মতন।

জন্মসাফল্য (ক্লী) জন্মনঃ সাফল্যং। জন্মোদ্দেশ্যের সফলতা।

জন্মস্থান (ক্লী) ১ জন্মভূমি। ২ মাতৃগর্ভ।

জন্মাধিপ (পুং) ১ শিবের একটী নাম। ২ জন্মরাশিপতি। ৩ জন্মলগ্নপতি। [জন্মপ দেখ।]

জন্মান্তর (ক্লী) অন্যৎ জন্ম জন্মান্তরং। ১ অন্যজন্ম, পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম। ২.জন্মনঃ অন্তরং। লোকান্তর।

জন্মান্তরকৃত (ক্লী) (ত্রি) ১ অন্যজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম।

জন্মান্তরীণ (ত্রি) যাহা জন্মান্তরে ঘটিয়াছে বা ঘটিবে।

জন্মান্তরীয় (ত্রি) ১ জন্মান্তরসম্বন্ধীয়। ২ যাহা জন্মান্তরে ঘটিয়াছে বা ঘটিবে।

জন্মান্ধ (ত্রি) আজন্ম দৃষ্টিহীন। যে অন্ধ হইয়াই জন্মিয়াছে।

জন্মাবচ্ছিন্ন (ত্রি) যাবজ্জীবন, জীবনাবধি।

জন্মাষ্টমী (স্ত্রী) জন্মনঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবস্য অষ্টমী ৬তৎ। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি অষ্টমী। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণো হসৌ দেবকীসুতঃ॥"

অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে দেবকীর গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বিষ্ণুপুরাণে মহামায়ার প্রতি ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥"

বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে নিশীথ সময়ে আমি আবির্ভূত হইব, তুমি পরদিন নবমীতে আবির্ভূত হইবে।

উল্লিখিত বচনদ্বয়ে শ্রাবণ ও ভাদ্র উভয় মাসই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সুতরাং মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র ভেদে উহার সমাধান হইবে। যখন মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীই গৌণচান্দ্র ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী হইয়া থাকে, তখন ভিন্ন ভিন্ন বচনে ভিন্ন ভিন্ন মাসের উল্লেখ সঙ্গতই বুঝিতে হইবে। জন্মাষ্টমী তিথি কোন বৎসর সৌর শ্রাবণ মাসে হয়, কোন বৎসর বা সৌর ভাদ্রমাসে হয়। ঐ দিনে উপবাস, যথা নিয়মে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, চন্দ্রকে অর্ঘ্য দান এবং রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি নিয়মে জন্মাষ্টমী ব্রত করিতে হয়। জন্মাষ্টমীব্রতের ফল—ভবিষ্যের মতে, ঐ দিনে কেবলমাত্র উপবাসেও সপ্তজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। মন্বন্তর প্রভৃতি

পুণ্য দিবসে স্নানপূজাদি করিলে যে ফল জন্মে, জন্মাষ্টমী দিনে তাহার কোটিগুণ ফল জন্মিয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্তের মতে ঐ দিনে কেবল তর্পণ করিলেও শতবর্ষব্যাপী গয়াশ্রাদ্ধের ন্যায় পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। স্কন্দপুরাণের মতে—জন্মাষ্টমী ব্রত স্ত্রীপুরুষ সাধারণেরই প্রতিবৎসর কর্ত্তব্য। এই ব্রত করিলে সন্তান, সৌভাগ্য, আরোগ্য, অতুল আনন্দ এবং ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি ইহকালে লাভ করিয়া পরকালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, জন্মাষ্টমী ব্রতে চতুর্ব্বর্গ ফলই হইয়া থাকে (১)।

ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষে যে মনুষ্য জন্মাষ্টমী ব্রত না করিবে, সে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং যে স্ত্রী প্রতিবর্ষে জন্মাষ্টমী ব্রত না করিবে, সে অরণ্যের সর্পিণী হইবে (২)। শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক জয়ন্তীব্রত করিতে হয়, না করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগ্য সময় পর্য্যন্ত নরক ভোগ করিতে হয়। জন্মাষ্টমীব্রত ত্যাগ করিয়া অন্য ব্রত প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সম্পন্ন করিলেও তাহার ফললাভ হয় না। ঐ জন্মাষ্টমী তিথি যদি নিশীথ সময়ের পূর্ব্বদণ্ডে বা পর দণ্ডে কলামাত্র ও রোহিণীনক্ষত্রের সহিত যুক্ত হয় তবে ঐ যুক্ত তিথি জয়ন্তী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ যোগের নামই জয়ন্তীযোগ (৩)। জয়ন্তীযোগ হইলে উপবাস প্রভৃতিতে অধিক ফল হয়। উহাতে আবার সোমবার বা বুধবার পড়িলে আরও প্রশস্ত। কালমাধবীয়ের মতে জন্মাষ্টমী ব্রত ও জয়ন্তীব্রত দুইটী পৃথক্। উপবাস, জাগরণ, অর্চ্চনা, দান ও ব্রাহ্মণভোজন এই সকল কার্য্যের নাম জয়ন্তীব্রত আর কেবল উপবাসের নাম জন্মাষ্টমীব্রত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই জন্মাষ্টমী বা জয়ন্তীব্রতই রোহিণীব্রত নামে কথিত হইয়াছে। শত একাদশী ব্রতের ফলাপেক্ষাও ইহার ফল অধিক।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবদিগের মতভেদে জন্মাষ্টমী ব্রতের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন স্মার্ত্তদিগের মধ্যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা একপ্রকার নহে। রঘুনন্দনের মতে বশিষ্ঠ প্রভৃতির বচনানুসারে যেদিন জয়ন্তীযোগ হয়, সেই দিনই জন্মাষ্টমী ব্রত করিতে হয়, কিন্তু দিনদ্বয়ে ঐ যোগ হইলে পরদিনে ব্রত হইয়া থাকে। জয়ন্তীযোগ না হইলে রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে ব্রতের ব্যবস্থা, দুই দিনেই যদি রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী হয় তাহা হইলে পরদিনে, রোহিণীর যোগ না হইলে যে দিন নিশীথ সময়ে অষ্টমী থাকিবে সেই দিনে জন্মাষ্টমী ব্রত কর্ত্তব্য। উভয় দিনে নিশীথ সময়ে অষ্টমী পাইলে অথবা একদিনেও না পাইলে পরদিন কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবদিগের মতে যে দিন পলমাত্রও সপ্তমী থাকে, সেদিন জন্মাষ্টমী ব্রত হয় না। নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও নবমীযুক্ত অষ্টমী গ্রাহ্য, কিন্তু সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী নক্ষত্রযুক্ত হইলেও অগ্রাহ্য (৪)।

ভবিষ্যপুরাণে ও ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে—উপবাসের পূর্ব্বদিনে হবিষ্য করিয়া থাকিবে, উপবাসের দিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে উপবাসের সঙ্কল্প করিবে, ঐ দিন প্রাতঃকালে সপ্তমী তিথি থাকিলে সঙ্কল্পে "সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য" এই রূপে তিথির উল্লেখ হইবে। সঙ্কল্পের পর "ধর্ম্মায় নমঃ ধর্ম্মেশ্বরায় নমঃ ধর্ম্মপতয়ে নমঃ ধর্ম্মসম্ভবায় নমঃ গোবিন্দায় নমঃ" ইত্যাদি উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া এই মন্ত্রগুলি পড়িবে। "বাসুদেবং সমুদ্দিশ্য সর্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে। উপবাসং করিষ্যামি কৃষ্ণাষ্টম্যাং নভস্যহং। অদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং দেবীং নভশ্চন্দ্র সরোহিণীম্। অর্চ্চয়িত্বোবাসেন ভোক্ষ্যেঽহমপরেঽহনি। এনসো মোক্ষকামোঽস্মি যদ্ গোবিন্দ ত্রিযোনিজং। তন্মে মুঞ্চতে মাং ত্রাহি পতিতং শোকসাগরে। আজন্মমরণং যাবৎ যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং। তৎ প্রণাশয় গোবিন্দ প্রসীদ পুরুষোত্তম।" পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে প্রণবাদি নমঃশব্দান্ত স্ব স্ব নামরূপ মন্ত্রে বাসুদেব, দেবকী, বসুদেব, যশোদা, নন্দ, রোহিণী, চণ্ডিকা, বামদেব, দক্ষ, গর্গ ও ব্রহ্মার পূজাপূর্ব্বক "শ্রীবৎসবক্ষঃ পূর্ণাঙ্গং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্" ইত্যাদি ভবিষ্যোত্তরীয় ধ্যান করিয়া "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হয়। অর্ঘ্য, স্নান, নৈবেদ্য, ঘৃত-তিল-হোম ও শয়নের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র আছে। শ্রীকৃষ্ণের পূজার পর

---

(১) "ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ মুনিপুঙ্গব।
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থানন্যার্থানতিদুর্লভান্।" (স্কন্দপুরাণ)

(২) "শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং।
ন করোতি নরো যস্তু স ভবেৎ ক্রূররাক্ষসঃ।
বর্ষে বর্ষেতু যা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং।
ন করোতি মহাক্রূরা ব্যালী ভবতি কাননে।" (ভবিষ্যোত্তর)

(৩) "সিংহার্কে রোহিণীযুক্তা নভঃ কৃষ্ণাষ্টমী যদি।
রাত্র্যর্দ্ধপূর্ব্বাপরগা জয়ন্তী কলয়াপি চ।" (বরাহসংহিতা)

(৪) "জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন।
পলবেধে তু বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যাং চাষ্টমীং ত্যজেৎ।
সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলসং যথা।
বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী।
সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ত্যাজ্যামেবাশুভং বুধৈঃ।
বেধে পুণ্যক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।" (হরিভক্তিবিলাস)

শ্রীপূজা, তারপর দেবকীপূজা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যশোদা প্রভৃতির স্বর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। পূজান্তে গুড় ও ঘৃত দ্বারা বসুধারা দিতে হয়। অনন্তর নাড়ীছেদন, ষষ্ঠীপূজা এবং নামকরণাদিসংস্কার কর্ত্তব্য। এই সকল কার্য্যের পর চন্দ্রোদয়ে চন্দ্র উদ্দেশে হরিস্মরণপূর্ব্বক শঙ্খপাত্রে জল, পুষ্প, চন্দন ও কুশ লইয়া "ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ প্রদান করিয়া "জ্যোৎস্নায়াঃ পতয়ে তুভ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্রকে প্রণাম করিতে হয়। চন্দ্রপ্রণামের পর "অনঘং বামনং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নামকীর্ত্তন এবং "প্রণমামি সদা দেবং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রণামপূর্ব্বক "ত্রাহিমাং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া স্তবপাঠ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি যাহা জন্মাষ্টমী কথাতে উল্লিখিত আছে, ঐ সকল শ্রবণ [কৃষ্ণ দেখ।] ও নৃত্যগীতাদি করিয়া রাত্রি যাপন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দুর্গার মহোৎসব কর্ত্তব্য। পরে ব্রাহ্মণভোজন ও তাহাদিগকে সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া "সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পারণ ও "ভূতায়" ইত্যাদি মন্ত্রে উৎসব-সমাপন করিবে। স্ত্রী ও শূদ্রজাতির পক্ষে পূজাদিতে মন্ত্রপাঠ করিতে হয় না (৫)।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতির বচনানুসারে পারণ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। উপবাসের পরদিন তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের অবসান হইলে পারণ করিতে হয়। যে স্থলে মহানিশার পূর্ব্বে তিথি বা নক্ষত্রের মধ্যে একের অবসান হইবে এবং অপরের মহানিশাতে অথবা তৎপরে অবসান হইবে সে স্থানে একের অবসান হইলেই পারণ কর্ত্তব্য। যে স্থলে মহানিশাসময়ে তিথি নক্ষত্র উভয়ই থাকিবে, সে স্থলে উৎসবের পর প্রাতঃকালে পারণ করিবে।

জন্মাস্পদ (ক্লী) জন্মস্থান, জন্মভূমি।

জন্মিন্ (ত্রি) প্রাণী, জীব, জন্তু।

"জন্মিনোঽস্য স্থিতিং বিদ্বান্ লক্ষ্মীমিব চলাচলাম্।" (ভারবি)

জন্মেজয় (পুং) জনমেজয় রাজা। দেবীভাগবতের ২।১১।৩৬ শ্লোকের টীকায় লিখিত আছে—"জন্মনৈবাতিশুদ্ধেন শত্রূন্‌ জিতবান্ যতঃ। এজৃঙ্ কম্পনে ধাতোর্হি জন্মেজয় ইতি শ্রুতঃ॥" [জনমেজয় দেখ।]

জন্মেশ (পুং) জন্মরাশির অধিপতি। [জন্মপ দেখ।]

জন্য (ক্লী) জন-ণ্যৎ। ১ হট্ট, হাট, বাজার। ২ পরীবাদ, নিন্দা। ৩ সংগ্রাম, যুদ্ধ।

"তত্র জন্যং রঘোর্ঘোরং পার্ব্বতীয়ৈর্গণৈরভূৎ।" (রঘু° ৪।৭৭)

(পুং) ৪ জনক, উৎপাদক, পিতা। ৫ মহাদেব। "উগ্রতেজা মহাতেজা জন্যো বিজয়কালবিৎ।" (ভারত ১৩।১৭।৫৬) ৬ দেহ, শরীর। "নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রমস্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দ্দনং।" (ভাগ° ১।৯।৩১) ৭ জনজল্পা। [জল্প দেখ।] ৮ কিংবদন্তী।

(ত্রি) ৯ উৎপাদ্য। "জন্যানাং জনকঃ কালো জগতাং আশ্রয়ো মতঃ"। (ভাষাপরিচ্ছেদ ৪৫) ১০ জনয়িতা, উৎপাদক। ১১ নবোঢ়ার ভৃত্য। ১২ নবোঢ়ার জ্ঞাতি। ১৩ নবোঢ়ার মিত্র। ১৪ নবোঢ়ার প্রিয়জন। ১৫ বরের বয়স্য, বরের প্রিয়জন, বরযাত্র। ১৬ জায়মান। ১৭ জনন, জন্ম। ১৮ জনহিত, যদ্দ্বারা লোকের হিত হয়, মনুষ্যের হিতকর। ১৯ জাতীয়। (পুং) ২০ জাতি। ২১ ইতর লোক।

জন্যতা (স্ত্রী) জন্য-তল্-টাপ্। উৎপাদ্যতা।

জন্যা (স্ত্রী) জন্য-টাপ্। ১ মাতার সখী। ২ প্রীতি, স্নেহ।

জন্যু (পুং) জন-যুচ্ বাহুলকাৎ ন অনাদেশঃ। ১ অগ্নি। ২ ব্রহ্মা, বিধাতা। ৩ প্রাণী, জন্তু। ৪ জনন, উৎপত্তি, জন্ম।

"অমৃতায়াং দ্বিতীয়োঽয়ং জন্যুর্হি মম সর্ব্বথা।" (হরিব° ১২৫অঃ)

৫ চতুর্থ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদিগের মধ্যে একজন। (হরিব°)

জপ (ত্রি) জপ-কর্ত্তরি অচ্। ১ জপকারক। "কর্ণেজপৈরাহিত-রাজ্যলোভা"। (ভট্টি।) (পুং) ভাবে অপ্। ২ পাঠ, অধ্যয়ন। ৩ মন্ত্রাদির আবৃত্তি, মন্ত্রাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ। অগ্নিপুরাণ ও তন্ত্রসারে লিখিত আছে—নির্জ্জন স্থলে সমাহিত চিত্তে দেবতাকে চিন্তা করিয়া জপ করিতে হয়। জপকালে বিন্মূত্র ত্যাগ করিলে কিংবা ভয় বিহ্বল হইলে জপ নষ্ট হয়। মলিন বেশে কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত মুখে জপ করিলে দেবতার প্রীতি হয় না। জপকালে আলস্য, জৃম্ভা, নিদ্রা, হাঁচি, নিষ্ঠীবন ত্যাগ, কোপ এবং নীচাঙ্গ স্পর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা উচিত।

জপ তিন প্রকার—মানস জপ, উপাংশু জপ, এবং বাচিক জপ। মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করা মানস জপ। দেবতাকে চিন্তা করিয়া, জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয়ের যৎসামান্য চালনাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য যে জপ করা যায়, তাহা উপাংশু জপ। বাক্য দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে জপ করা যায়, তাহা বাচিক জপ। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার জপ আছে তাহাকে জিহ্বা-জপ বলে। কেবল জিহ্বা দ্বারা এ জপ করিতে হয়। বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ দশ গুণ, জিহ্বাজপ শতগুণ এবং মানস জপ সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ। জপ করিতে করিতে কত জপ করা হইল তাহার সংখ্যা করা উচিত। এই নিমিত্ত জপমালার প্রয়োজন। [জপমালা দেখ।] অক্ষত, হস্তপর্ব্ব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন কিংবা মৃত্তিকা

(৫) "পূজয়েদ্ দ্বিজাঃ সর্ব্বে স্ত্রীশূদ্রাণামমন্ত্রকম্।" (তিথিতত্ত্ব)

দ্বারা জপ সংখ্যা করা নিষিদ্ধ। লাক্ষা কিংবা গোময় দ্বারা জপসংখ্যার বিধান আছে। (তন্ত্রসার)

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে—উচ্চৈঃস্বরে জপ অধম, উপাংশুজপ মধ্যম এবং মানস জপই উত্তম বলিয়া কথিত। জপ অতি হ্রস্ব হইলে রোগ এবং অতি দীর্ঘ হইলে তপঃক্ষয় হয়। মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্র-চৈতন্য ও যোনিমুদ্রা জানা না থাকিলে শত কোটী জপেও কোন ফল হয় না। এ ছাড়া গুপ্তবীর্য্য অর্থাৎ অচৈতন্যমন্ত্র জপে কোন ফল হয় না। চৈতন্যযুক্ত মন্ত্রই সর্ব্বসিদ্ধিকর (১)। চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র একবার জপ করিলে যে ফল হয় অচৈতন্য মন্ত্র শত সহস্র অথবা লক্ষ জপ করিলেও সে ফল হয় না। চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র একবার জপ করিলেই জপকর্ত্তার হৃদয়ে গ্রন্থিভেদ, সর্ব্বাঙ্গ বৃদ্ধি, আনন্দ, অশ্রু, পুলক, দেহাবেশ এবং সহসা গদ্‌গদ ভাষা হইয়া থাকে (২)।

পদ্ম, স্বস্তিক বা বীরাসনাদিতে বসিয়া জপ করিবে, অন্যথা জপ নিষ্ফল হয় (৩)।

পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গিরিগুহা, গিরিশৃঙ্গ, তীর্থস্থান, সিন্ধু-সঙ্গম, বন, উপবন, বিল্ববৃক্ষের মূল, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রতীর, অথবা যেখানে চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে, এমন স্থানে জপ করা উচিত। নির্জ্জন গৃহে শত গুণ, গোষ্ঠে লক্ষ গুণ, দেবালয়ে কোটি গুণ এবং শিব সন্নিধানে অনন্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে (৪)। গুরুমুখ হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রের জপই সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক। ইচ্ছাক্রমে শুনিয়া অথবা কৌশল ক্রমে দেখিয়া কিম্বা পাতায় লিখিত মন্ত্র অভ্যাস করিয়া জপ করিলে কোন অনর্থ ঘটে না, কিন্তু পুস্তকে লিখিত মন্ত্র দেখিয়া যে জপ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হইয়া থাকে (৫)।

জপতা (স্ত্রী) জপস্য জপকারকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। জপ-কারকের কর্ম্ম (ভাব)।

জপন (ক্লী) জপ ভাবে ল্যুট্। জপ। [জপ দেখ।] "সন্ন্যাস এব বেদান্তে বর্ত্ততে জপনং প্রতি।" (ভারত শান্তি ১১৬ অঃ)

জপনীয় (ত্রি) জপ-অনীয়র্। যাহা জপ করিতে হয়, জপ করিবার যোগ্য।

জপপরায়ণ (ত্রি) জপ এব পরময়নং আশ্রয়ো যস্য বহুব্রী। জপাসক্ত, জপনশীল। "শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

জপমালা (স্ত্রী) জপস্য জপার্থা মালা। জপের নিমিত্ত যে মালা ব্যবহৃত হয়। যে মালা অবলম্বন করিয়া জপ করা হয়। কাম্যভেদে জপমালা নানা প্রকার হইতে পারে।

প্রধানতঃ জপমালা তিন প্রকার—করমালা, বর্ণমালা ও অক্ষমালা। (১) তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলী দ্বারা মালার কল্পনা করিতে হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলির তিন পর্ব্ব, অনামিকার তিন পর্ব্ব, মধ্যমার এক পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর তিন পর্ব্ব এই দশ পর্ব্ব লইয়া একগাছি মালা হয়, এই মালার মেরুরূপে মধ্যমাঙ্গুলীর অপর পর্ব্বদ্বয় কল্পনা করিবে (২)।

---

(১) "উচ্চৈর্জপোঽধমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
উত্তমো মানসো দেবি ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ॥
অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘে তপঃক্ষয়ঃ।
অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেন্মৌক্তিকপংক্তিবৎ॥
মনসা যঃ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং জপেৎ।
উভয়ং নিষ্ফলং দেবি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা॥
জাতসূতকমাদৌ স্যাদন্তে মৃতসূতকম্।
সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিদ্ধ্যতি॥
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥
গুপ্তবীর্য্যাশ্চ যে মন্ত্রা ন দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে।
মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ॥"

(২) "মন্ত্রোচ্চারে কৃতে যাদৃক্ স্বরূপং প্রথমং ভবেৎ।
শতৈঃ সহস্রৈর্লক্ষৈর্বা কোটিজাপেন তৎফলম্॥
হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনম্।
আনন্দাশ্রুশ্চ পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি॥
গদ্‌গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
সকৃদুচ্চরিতেঽপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে॥"

(৩) "পদ্মস্বস্তিকবীরাদিষ্বাসনেষু স্থিতশ্চ।
জপার্চ্চনাদিকং কুর্য্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

(৪) পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহাপর্ব্বতমস্তকম্।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজং গৃহম্॥
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি॥"

(৫) "মন্ত্রং গুরুমুখাৎ প্রাপ্তমেকং স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
যদৃচ্ছয়া শ্রুতং মন্ত্রং দৃষ্টেনাপি ছলেন চ।
পত্রে স্থিতং বা চাধ্যাপ্য তজ্জপেন্ন হ্যনর্থকৃৎ॥
পুস্তকে লিখিতান্মন্ত্রান্ বিলোক্য প্রজপন্তি যে।
ব্রহ্মহত্যাসমং তেষাং পাতকং পরিকীর্ত্তিতম্॥"
(কুলার্ণব° ১৫ উল্লাস°)

(১) "মালা তু ত্রিবিধা দেবি বর্ণাক্ষকরভেদতঃ।" (মৎস্যসূক্ত)

(২) তর্জ্জনী মধ্যমানামা কনিষ্ঠা চেতি তাঃ ক্রমাৎ।
তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা।
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ॥" (সনৎকুমার সং)

ইহারই নাম করমালা। ইহাতে জপ করিবার ক্রম এই-রূপ—অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব লইয়া ক্রমে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত দশ পর্ব্বে জপ করিতে হয়, ঐরূপ নিয়মে দশবার জপ করিলে এক শতবার জপ হইয়া থাকে। অষ্টাদশ, অষ্টাবিংশতি, অষ্টোত্তরশত প্রভৃতি অষ্টাধিক জপের স্থলে অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব লইয়া ক্রমে তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত আট পর্ব্বে আটবার জপ করিতে হয় (৩)।

শক্তিমন্ত্রের জপে করমালা অন্য প্রকার, তাহাতে অনামিকার তিন পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, মধ্যমার তিন পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব এই দশ পর্ব্ব লইয়া একগাছি মালা হয়। তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব ও অগ্র পর্ব্ব ঐ মালার মেরুরূপে কল্পিত হয়। মেরুস্থানে জপ নিষিদ্ধ। ইহাতে অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তিন পর্ব্ব লইয়া ক্রমে মধ্যমাঙ্গুলির তিন পর্ব্ব দিয়া তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশ পর্ব্বে জপ করিতে হয়। ঐরূপ মালায় আটবার জপের স্থলে অনামিকা অঙ্গুলীর মূল হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব লইয়া ক্রমে মধ্যমার মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত আটপর্ব্বে আটবার জপ করিতে হয়।

ত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্রজপে আবার অন্যপ্রকার করমালা। ইহাতে মধ্যমার মূল ও অগ্র, অনামিকার মূল ও অগ্র, কনিষ্ঠা ও তর্জ্জনীর মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব এই দশপর্ব্বে একগাছি মালা হয়। অনামিকার মধ্য পর্ব্ব এবং মধ্যমার মধ্য পর্ব্ব এই দুইটী ঐ মালার মেরুরূপে গণ্য।

জপের নিয়ম—মধ্যমার মূল পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অনামিকার মূল পর্ব্ব লইয়া কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব দিয়া ক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত। ইহাতেই দশবার জপ হইয়া থাকে। আটবার জপের স্থলে কনিষ্ঠার মূল পর্ব্ব হইতে ক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত জপ করিতে হয় (৪)।

সকল প্রকার করমালা জপেই করতল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিয়া অঙ্গুলীগুলি পরস্পর সংলগ্নভাবে রাখিয়া জপ করিতে হয়। ইহার অন্যথা করিলে জপ নিষ্ফল হয়। অঙ্গুলীসকলের অগ্রে অগ্রে এবং পর্ব্বসন্ধিতে জপ করা এবং মেরুলঙ্ঘন করা অতি নিষিদ্ধ। গণনার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া জপ করিলে জপের ফল রাক্ষসেরা গ্রহণ করে। অতএব অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অপরাপর অঙ্গুলীর পর্ব্ব সকল স্পর্শ করিয়া সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হয় (৫)।

বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে—জপের সংখ্যা ও উপসংখ্যা উভয়ই রাখিতে হয়।

তন্ত্রমতে হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া অঙ্গুলীগুলি কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক জপ করিতে হয়।

তণ্ডুল, ধান্য, পুষ্প, চন্দন, মৃত্তিকা ও অঙ্গুলীপর্ব্ব এই সকল দ্বারা জপের উপসংখ্যা রাখা নিষিদ্ধ। রক্তচন্দন, লাক্ষা, সিন্দূর, গোবর ও ঘুঁটে একত্র মিশাইয়া গুলি করিয়া মালা গাঁথিয়া জপসংখ্যা করা প্রশস্ত।

বর্ণমালা।—'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত বর্ণ সকলে একগাছি মালা কল্পনা করিবে, ইহাকে বর্ণমালা বলে। তন্ত্রমতে—'ক্ষ' র পূর্ব্বেও একটা 'ল' র পাঠ করিতে হয়। সুতরাং সমষ্টিতে ৫১টী বর্ণ হয়। 'ক্ষ' এই বর্ণটী মালার মেরু সাক্ষীরূপে

(৩) "অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ।
অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এবচ।
তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ।" (সনৎকুমারীয়)

(৪) "অনামিকাত্রয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠাদি ত্রিপর্ব্বিকা।
মধ্যমায়াশ্চ ত্রিতয়ং তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি।
তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।" (শ্রীক্রম)
"পর্ব্বদ্বয়মনামায়াঃ পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ।
পর্ব্বত্রয়ং মধ্যমায়াস্তর্জ্জন্যেকং সমাহরেৎ।
পর্ব্বদ্বয়ন্ত তর্জ্জন্যা মেরুত্বিতি পার্ব্বতি।
শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রপ্রদীপিকা।
অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ।
মধ্যমামূলপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ।" (হংসপারমেশ্বর)
"অনামায়া মধ্যমায়া মূলাগ্রঞ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্।
কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জ্জন্যাস্ত্রয়ং পর্ব্ব সুরেশ্বরি।
অনামা মধ্যমায়াশ্চ মেরুঃ স্যাদ্দ্বিতয়ং শুভম্।
প্রদক্ষিণক্রমাদ্দেবি জপেত্ত্রিপুরসুন্দরীম্।" (যামল)
"অনামিকাদ্বয়ং পর্ব্ব প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ তু।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং করমালা প্রকীর্ত্তিতা।
কনিষ্ঠামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ।" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

(৫) "অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে তলে।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রে চ স্রবতে জপঃ।
অঙ্গুল্যগ্রে তু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং বিফলং ভবেৎ।"
"গণনাবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যো জপেত্তজ্জপং যতঃ।
গৃহ্ণন্তি রাক্ষসাস্তেন গণয়েৎ সর্ব্বথা বুধঃ।"
"নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্ব্বা ন ধান্যৈর্নচ পুষ্পকৈঃ।
ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাং ন কারয়েৎ।
লাক্ষাকুশীদসিন্দূরগোময়ঞ্চ করীষকম্।
এভির্নির্ম্মায় গুলিকাং জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ।" (সনৎকুমার)

কল্পনাপূর্ব্বক একবার মন্ত্র চিন্তা করিয়াই আবার ঐ বর্ণমালার সর্ব্বপ্রথম "অ" বিন্দুযুক্ত এই বর্ণও চিন্তা করিবে। এই প্রকারে একবার মন্ত্রচিন্তা আর পর পর একটী একটী বিন্দুযুক্ত বর্ণের চিন্তা করিলেই 'ল' পর্য্যন্ত পঞ্চাশবার চিন্তা করা হয়। এইরূপ একবার অনুলোমে চিন্তার পরে আবার একবার বিলোমে অর্থাৎ বিপরীত ক্রমে 'ল' হইতে 'অ' পর্য্যন্ত এক একটী বর্ণের চিন্তা করিলে সমষ্টিতে এক শতবার জপ বা চিন্তা করা হয়। ইহার পর আবার আটবার জপ বা চিন্তা করিতে হইলে অষ্টবর্গের আগু আগু আটটী বর্ণ চিন্তা করিতে হয়। তন্ত্রের মতে অকার হইতে অঃ পর্য্যন্ত ষোড়শস্বরে এক বর্গ, আর ম পর্য্যন্ত ২৫টী বর্ণে পাঁচ বর্গ, 'য র ল ব' এই চারিটী বর্ণে এক বর্গ, 'শ ষ স হ ল' এই পাঁচটী বর্ণে একবর্গ হয়, সুতরাং অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ, নামে অষ্টবর্গ হইয়া থাকে। আটবার চিন্তা বা জপের স্থলে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত। কোন কোন মতে ঐ অষ্টবর্গের অন্ত্য বর্ণদ্বারাও আটবার জপের বিধান আছে (ক)।

অক্ষমালা।—তন্ত্রসারে লিখিত আছে—রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ, পদ্মাক্ষ, পুত্রজীব, বক, মুক্তা, স্ফটিক, মণি, সুবর্ণ, বিক্রম, রৌপ্য ও কুশমূল এই কয় প্রকার দ্রব্য দ্বারা গৃহস্থগণের অক্ষমালা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে অঙ্গুলী দ্বারা জপে এক গুণ, পর্ব্ব দ্বারা অষ্ট গুণ, পুত্রজীব নির্ম্মিতমালা দ্বারা দশ গুণ, শঙ্খমালায় সহস্র গুণ, প্রবাল ও মণিরত্নাদিনির্ম্মিত মালায় ও স্ফটিকমালায় দশ সহস্র গুণ, মৌক্তিকমালায় লক্ষ গুণ, পদ্মবীজমালায় দশলক্ষ, সুবর্ণ মালায় কোটি, কুশগ্রন্থির মালায় শতকোটি এবং রুদ্রাক্ষ মালায় অনন্তগুণ ফল হইয়া থাকে। বাস্তবিক সকল প্রকার মালাই মানবের মুক্তিপ্রদ (৬)।

কালিকাপুরাণের মতে—রুদ্রাক্ষ বা স্ফটিক মালাদির সহিত পুত্রজীবাদি যোগ করিবে না; তাহাতে কাম ও মোক্ষ সিদ্ধ হয় না (৭)।

রুদ্রাক্ষমালায় শত্রুনাশ, কুশগ্রন্থিময়ী মালায় সকল পাপনাশ, পুত্রজীবফলের মালায় পুত্রসম্পদ, রৌপ্য ও ও মণিরত্নাদির মালায় অভীষ্ট-সিদ্ধি এবং প্রবাল-মালায় জপ করিলে বিপুল ধনলাভ হয়। বারাহীতন্ত্রের মতে—ভৈরবী-বিদ্যায় সুবর্ণ, মণি, স্ফটিক, শঙ্খ ও প্রবালের মালা ব্যবহার করিবে, পুত্রজীব, পদ্মাক্ষ, রুদ্রাক্ষ ও ইন্দ্রাক্ষমালা পরিত্যাগ করিবে (৮)।

তন্ত্ররাজে ও কুমারীকল্পে লিখিত আছে—ত্রিপুরার জপে রক্তচন্দন ও রুদ্রাক্ষমালা, গণেশের জপে গজদন্ত নির্ম্মিতমালা, বৈষ্ণব জপে তুলসীমালা; কালিকা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরা, তারিণী, ইঁহাদের জপে রুদ্রাক্ষমালার ব্যবহার করিতে পারে, (কিন্তু পুরশ্চরণ ব্যতীত দিবসে রুদ্রাক্ষমালা ব্যবহার করিবে না।) নীলসরস্বতী ও তারার জপে মহাশঙ্খময়ী মালা ব্যবহার করিবে (৯)। কিন্তু উপরোক্ত শক্তি ব্যতীত অপর শক্তি মন্ত্র-জপে রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিবে না। কর্ণ ও নেত্রান্তরালের মধ্যস্থ ললাটাস্থি দ্বারা যে মালা প্রস্তুত হয়, তাহাকেই মহাশঙ্খময়ী মালা বলে (১০)।

মুণ্ডমালাতন্ত্রের মতে—মহাতান্ত্রিকের পক্ষে ধূমাবতীর

(ক) "আদি কু চু টু তু পু যু শবোষ্টৌ বর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (সনৎকুমার)
"সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ।
অকারাদিক্ষকারান্তং বিন্দুযুক্তং বিভাব্য চ॥
বর্ণমালা সমাখ্যাতা অনুলোমবিলোমতঃ॥" (নারদ)
"অনুলোমবিলোমেন বর্গাষ্টকবিভাগতঃ।
মন্ত্রেণান্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনান্তরিতান্ মনূন্॥" (বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র)

(৬) "পদ্মবীজাদিভির্মালা বহির্যাগে শৃণুষ তাঃ।
রুদ্রাক্ষশঙ্খপদ্মাক্ষপুত্রজীবকমৌক্তিকৈঃ॥
স্ফাটিকৈর্মণিরত্নৈশ্চ সুবর্ণৈর্বিক্রমৈস্তথা।
রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থাক্ষমালিকা॥ *॥
"অঙ্গুলীগণনাদেকং পর্ব্বণ্যষ্টগুণং ভবেৎ।
পুত্রজীবৈর্দশগুণং শতং শঙ্খৈঃ সহস্রকম্।
প্রবালৈর্মণিরত্নৈশ্চ দশসাহস্রকং মতম্।
তদেব স্ফটিকৈঃ প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে॥
পদ্মাক্ষৈর্দশলক্ষং স্যাৎ সৌবর্ণঃ কোটিরুচ্যতে।
কুশগ্রন্থ্যা কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃ স্যাদনন্তকম্॥
সর্ব্বৈর্বিরচিতা মালা নৃণাং মুক্তিফলপ্রদা॥"

(৭) "যদ্যন্তু প্রযুঞ্জীত মালায়াং জপকর্ম্মণি।
তস্য কামশ্চ মোক্ষশ্চ ন দদাতি প্রিয়ঙ্করী॥" (কালিকাপু°)

(৮) "সুবর্ণমণিভির্মালা স্ফাটিকীং শঙ্খনির্ম্মিতাম্।
প্রবালৈরেব বা কুর্য্যাৎ পুত্রজীবং বিবর্জ্জয়েৎ।
পদ্মাক্ষৈশ রুদ্রাক্ষমিন্দ্রাক্ষঞ্চ বিশেষতঃ॥"

(৯) "বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈর্গজাননে।
ত্রিপুরায়া জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ॥" (তন্ত্ররাজ)
"কালিকা ছিন্নমস্তা চ ত্রিপুরা তারিণী তথা।
এতাঃ সর্ব্বা ন দুষ্যন্তি জপে রুদ্রাক্ষমালয়া॥
দিবা নৈব প্রজপ্তব্যং রুদ্রাক্ষমালয়াপি চ।
পুরশ্চর্য্যাযুক্তে চাত্র দূষণস্ত বরাননে॥
মহাশঙ্খময়ী মালা নীলসারস্বতে বিধৌ॥ *॥
রুদ্রাক্ষৈঃ শক্তিমন্ত্রঞ্চ মন্ত্রী যঃ প্রজপেৎ প্রিয়ে।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি নিষ্ফলস্তস্য তজ্জপঃ॥" (কুমারীকল্প)

(১০) "নৃললাটাস্থিখণ্ডেন রচিতা জপমালিকা।
মহাশঙ্খময়ী মালা তারাবিদ্যাজপে প্রিয়ে।
কর্ণনেত্রান্তরালাস্থি মহাশঙ্খঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

জপ বিষয়ে শ্মশানজাত ধুস্তুরমালা প্রশস্ত। নাড়ী ও রক্তবাস দ্বারা প্রথিত নরাঙ্গুলির অস্থিমালাও সর্ব্বকামপ্রদ (১১)।

হরিভক্তিবিলাসের মতে—গোপালমন্ত্রজপে পদ্মবীজের মালায় সিদ্ধি, আমলকীর মালায় সকল অভীষ্টপূর্ণ এবং তুলসীমালায় অচিরাৎ মোক্ষ হয় (১২)।

তন্ত্রে কিরূপ সূতায় জপমালা গাঁথিতে হয়, তাহারও ব্যবস্থা আছে। গৌতমীয়তন্ত্রের মতে—ব্রাহ্মণকন্যার হস্তনির্ম্মিত কার্পাস সূত্রই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ। শান্তি, বশীকরণ, অভিচার, মোক্ষ, ঐশ্বর্য্য ও জয়লাভার্থ শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পট্টসূত্র ব্যবহার্য্য। কিন্তু অপর সকল বর্ণ অপেক্ষা রক্তবর্ণের সূতাই প্রশস্ত। তিন খেই সূতা এক করিয়া এক একবার প্রণব জপ করিয়া মণি লইয়া সূতার মধ্যে মধ্যে গাঁথিবে ও ব্রহ্মগ্রন্থি দিবে। মালা গাঁথা হইলে সংস্কার করিতে হয়। নব অশ্বত্থপত্র পদ্মাকারে রাখিয়া বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক তন্মধ্যে মালা স্থাপন করিবে, পরে পরিষ্কার জল ও পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিয়া লইবে। এ সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"ওঁ সদ্যোজাত প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবেঽভবে ঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥"

বামদেব মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক জপমালা চন্দন, অগুরু ও কর্পূর দিয়া লেপন করিবে। তৎপরে প্রত্যেক মণি শতবার জপ করিয়া শুদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে জপমালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতার পূজা করিবে।

রুদ্রযামলের মতে বিষ্ণুপক্ষে জপমালা করিতে হইলে বাগ্‌ভব ও লক্ষ্মীবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক "অক্ষাদিমালিকায়ৈ নমঃ" এইরূপে মালার পূজা করিবে।

যোগিনীতন্ত্রের মতে—মালাসংস্কার করিয়া দেবতাভাবসিদ্ধ্যর্থ ১০৮ বার হোম করিবে, হোম করিতে অপারক হইলে দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রত্যেক মণিতে দুইশত জপ করিবে। জপকালে কম্পন হইলে সিদ্ধি হানি, করভ্রষ্ট হইলে বিনাশ, ও সূতা ছিঁড়িলে মৃত্যু হয়। জপান্তে কর্ণদেশে বা উচ্চদেশে মালা রাখিবে।

"ত্বং মালে সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে।"

এই মন্ত্রে মালার পূজা করিয়া যত্নপূর্ব্বক মালা গোপন করিয়া রাখিবে।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে, মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি প্রতিষ্ঠা না হইলে সেই মালায় কোন ফল হয় না, এরূপ অপ্রতিষ্ঠিত মালার জপ করিলে দেবতারাও ক্রুদ্ধ হন (১৩)।

এখন অনেক পণ্ডিত নীলতন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া থাকেন যে—বিষয়ী গৃহস্থ ভোজনে গমনে, দানে ও গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে মালা জপ করিতে পারে, এরূপ স্থলে স্ফাটিকী বা অস্থিময়ী মালা ধারণ করিবে না, রুদ্রাক্ষ, পুত্রজীব, রক্তচন্দন-বীজ, প্রবাল, শঙ্খ ও তুলসীর মালাই প্রশস্ত (১৪)। কিন্তু আমরা এরূপ প্রমাণ নীলতন্ত্র বা বৃহন্নীলতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পাইলাম না, বরং গায়ত্রীতন্ত্রে লিখিত আছে, পথে যাইতে যাইতে মালা দ্বারা জপ করিবে না, তাহাতে হানি হয় ও জপকারী সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পথে করমালায় জপ করিতে পারিবে (১৫)। এইরূপ বিরোধ দৃষ্টে বোধ হয় পূর্ব্বে জপকারী গমনকালেও করমালা বা পর্ব্ব সন্ধিদ্বারা জপ করিতে পারিত, কিন্তু মালা দ্বারা পথে জপ করিতে পারিত না, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি নির্ম্মিত মালাই করমালারূপে কল্পিত হয়, তদবধি সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে সকল সময়ে জপমালার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(নীলতন্ত্র ৭ম পটল, মাতৃকাভেদতন্ত্র ১৪ পটল, বৃহন্নীলতন্ত্র ৪র্থ পটল, ফেৎকারিণীতন্ত্র সাধারণ পটল ও কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রেও জপমালার বিবরণ বর্ণিত আছে।)

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানগণ জপমালা ব্যবহার করিয়া থাকে। মুসলমানদিগের জপমালার ১০০ গুটিকা থাকে। জপকালে ইহারা আল্লার ১০০ নাম স্মরণ করে। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধদিগের জপমালায় গুটিকার সংখ্যা ১০৮। হিন্দুগণ জপকালে কখন কখন গোমুখ (থলিয়া বিশেষ) ব্যবহার

(১১) "শ্মশানধুস্তুরৈর্মালা জ্ঞেয়া ধূমাবতীবিধৌ।
নরাঙ্গুল্যস্থিভির্মালা গ্রথিতা সর্ব্বকামদা।
নাড্যা সংগ্রথনং কার্য্যং রক্তেন বাসসা প্রিয়ে।"

(১২) "পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমনুসিদ্ধিদা।
আমলকীভবা মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তুলসীসম্ভবা যা তু মোক্ষং বিতনুতেঽচিরাৎ।" (হরিভক্তিবিলাস)

(১৩) "অপ্রতিষ্ঠিতমালাভির্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ।
সর্ব্বং তদ্বিফলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি দেবতা॥" (রুদ্রযামল)

(১৪) "আচারাপেক্ষিতা নাস্তি শুদ্ধাশুদ্ধবিচারণা।
ভোজনে গমনে দানে স্নানে গার্হস্থ্যকর্ম্মণি।
বিষয়াসক্তমনসাং রুচিমন্ত্রং সমাচরেৎ।
সমাদায় চরেৎ কর্ম্ম সদা কালং স্মরেন্মনুং॥"

(১৫) "মালয়া ন জপেন্মন্ত্রং গচ্ছন্ পথি কদাচন।
জপ্ত্বা মন্ত্রং যথা দৃঢ়ং সর্পযোনৌ চ জায়তে।
করমালাসু জপ্তব্যং গচ্ছন্ পথি নৃপোত্তম।
মালয়া পথি জপ্ত্বা বৈ তস্য হানিঃ প্রজায়তে।
বেদমন্ত্রবিহীনশ্চ তথা যাতি পরাভবম্।
উপবিশ্য জপেন্মন্ত্রং মালয়া নৃপনন্দন।" (গায়ত্রীতন্ত্র ৫ পং)

করেন। য়িহুদীগণ এবং প্রাচীন খৃষ্টানগণ জপমালা ব্যবহার করিত কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টানগণের মধ্যে কেবল রোমান কাথলিকগণ জপমালা ব্যবহার করে। ইহাদের মালা গুটিকানির্ম্মিত। মুসলমানেরা কাচের তসবি (গুটিকা) ব্যবহার করেন, এরূপ উৎকৃষ্ট তসবি কান্দাহারে প্রস্তুত হয়।

জপযজ্ঞ (পুং) জপ-এব যজ্ঞঃ। জপরূপ যজ্ঞ। জপযজ্ঞ তিন প্রকার—বাচিক, উপাংশু এবং মানস। [জপ দেখ।]

জপস্থান (ক্লী) জপসাধন স্থান, জপের স্থান। [জপ দেখ।]

জপহোম (পুং) জপযজ্ঞ।

"জপহোমৈরপৈত্যেনো যাজনাধ্যাপনৈঃ কৃতম্।"(মনু ১০।১১১)

জপা (স্ত্রী) জপ-অচ্ টাপ্। ১ জবাপুষ্পবৃক্ষ। ২ জবাপুষ্প, জবাফুল।

"ওড্রপুষ্পং জবা চাথ ত্রিসন্ধ্যা সায়ণাসিতা।
জপা সংগ্রাহিণী বেশ্যা ত্রিসন্ধ্যা কফবাতজিৎ॥" [জবা দেখ।]

জপিন্ (ত্রি) জপ ণিনি। জপকারী।

জপ্ত (ত্রি) জপ-ক্ত। যাহা জপ করা হইয়াছে।

জপ্তব্য (ত্রি) জপ-তব্য। যাহা জপ করা হইবে, জপনীয়।

"ইদং বিবিক্তং জপ্তব্যাং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্।"(ভাগ° ৪।২৪।৩১)

জপ্য (ত্রি) জপ-ণ্যৎ। ১ জপ। "জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।" (মনু)। ২ জপনীয়।

জপ্যেশ্বর (ক্লী) একটী প্রসিদ্ধ সিদ্ধপীঠ।

"জপ্যেশ্বরে মহাস্থানে শঙ্করী চ ত্রিশূলিনী।
ত্রিশূলী শঙ্করস্তত্র সর্ব্বপাপবিমোচকঃ॥" (বৃহন্নীলতন্ত্র)

জব (পুং) জু-ভাবে-অপ্। ১ বেগ। "জবেন কণ্ঠং সভয়াঃ প্রপেদিরে।" (মাঘ) (ত্রি) জু-কর্ত্তরি-অচ্। ২ বেগবান্।

জবন (ক্লী) জু-ভাবে ল্যুট্। ১ বেগ। (ত্রি) জু-কর্ত্তরি-ল্যু। ২ বেগবান্, বেগযুক্ত। "আরুহ্য জবনানশ্বান্ নিযত্তমুপচক্রমে" (হরিবংশ)। ৩ বেগযুক্ত অশ্ব। ৪ দেশবিশেষ, আরবদেশ, পারস্যদেশ, যুনান। ৫ উক্ত দেশবাসী। [যবন দেখ।] ৬ ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, মুসলমান জাতি। পূর্ব্বে ইহারা জবনদেশোদ্ভব ক্ষত্রিয় ছিল, পরে সগররাজ ইহাদিগকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়া দেন। (হরিবংশ)। ৭ স্কন্দের সৈনিকগণের মধ্যে একজন সৈনিক। (ভারত ৯।৪৫।৭২) ৮ শীকারী মৃগ। ৯ ঘোটক। ১০ যবদ্বীপের অধিবাসী।

জবনাল (ক্লী) ফলোষধি শস্যবিশেষ। জনার, মক্কা। ইহার গুণ—স্বাদু, শীতল, বায়ুজনক এবং কফপিত্তনাশক। (রাজবল্লভ)।

জবনিকা (স্ত্রী) ১ ব্যবধারক বস্ত্রবিশেষ, তিরস্করিণী। কানাৎ, চিক, পর্দা। "সতাং জবনিকা নিকাম সুখিনাং" (মাঘ।) পর্য্যায়—প্রতিসীরা, তিরস্করিণী, যবনিকা, যমনিকা, তিরস্কারিণী, অপটী, পটী, চিত্রা, কাণ্ডপট। ২ জবনী স্ত্রী।

জবনিমন্ (পুং) জবন-ইমনিচ্। জব, বেগ।

জবনী (স্ত্রী) ১ যবনিকা। ২ ওষধিবিশেষ। ৩ যবনস্ত্রী।

জববৎ (ত্রি) জব-মতুপ্ মস্য ব। বেগবান্, জবযুক্ত।

জবযুক্ত (ত্রি) জবেন যুক্তঃ। ৩-তৎ। বেগবান্, বেগশালী।

জবর (আরবী) ক্ষমতা, বল।

জবরদস্তি (আরবী) অত্যাচার।

জবলী (স্ত্রী) কষায় ফলযুক্ত একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার ফলের গুণ—কফ ও পিত্তনাশক, অরতিক্ত, রুচিপ্রদ, সুখাবহ, সুগন্ধযুক্ত। কোনও কোনও পুস্তকে "লবলী" শব্দ আছে। জবলী বোধ হয় ওষধিজাতীয় হইবে।

জবস্ (পুং) বেগ, জব। "আশুেমস্ত জবসা" (ঋক্ ১।১৮।১১)

জবস (পুং) ঘাস, তৃণ। (শব্দরত্ন°)। [যবস্ দেখ।]

জবা (স্ত্রী) জব-টাপ্। ১ বেগবতী। ২ স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ। জবাফুল গাছ। ইহার পুষ্প ঘোর রক্তবর্ণ। হিন্দীতে ইহাকে "ওড়ুল" ও ইংরাজীতে Chinese rose বলে। পর্য্যায়—ওড্রপুষ্প, জপা, ওড্রা, রক্তপুষ্পী, অর্কপুষ্পী, অর্কপ্রিয়া, রাগপুষ্পী, প্রতিকা, হরিবল্লভা।

বৈদ্যক রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, ইন্দ্রলুপ্তবিনাশক, বিচ্ছর্দ্দি ও জন্তুজনক এবং সূর্য্যারাধনার উপযুক্ত (রাজনি°) রাজবল্লভের মতে—মলমূত্রস্তম্ভন রঞ্জনকারী। (রাজব°) বৈদ্যক চক্রপাণিদত্তের মতে—জবাপুষ্প ঘৃতে ভাজিয়া ব্যবহার করিলে স্ত্রী ঋতুমতী হয়।

জবাই (পারসী) হত্যা।

জবাকুসুম (ক্লী) জবাফুল।

জবাদি (ক্লী) সুগন্ধি দ্রব্য ভেদ। "জবাদিনীরসং স্নিগ্ধমীষৎ পিঞ্জসুগন্ধিদং। আপত্তে বহুলামোদং রাজ্ঞাং যোগ্যঞ্চ তন্মতং।" ইহা একপ্রকার মৃগের ঘর্ম্ম হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার গুণ—সুগন্ধ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, সুখাবহ, বাতে হিতকর এবং রাজগণের আহ্লাদজনক। (রাজনি°) ইহার পর্য্যায়—গন্ধরাজ কৃত্রিম, মৃগঘর্ম্মজ, সমূহগন্ধ, গন্ধাঢ্য, স্নিগ্ধ, সাস্রাণিকর্দ্দম, সুগন্ধতৈলনির্য্যাস, কটুমোদ।

জবাঁমর্দ্দ (পারসী) ১ যুবক, যুবাপুরুষ। ২ যৌবনান্বিত। ৩ সাহসী, বলবান্। ৪ দয়ালু। ৫ উদার চরিত।

জবাঁমর্দ্দী (পারস্য) ১ যৌবন। ২ কর্ম্মপটুতা। ৩ সাহস। ৪ ঔদার্য্য।

জবাধিক (ত্রি) ১ অতিশয় বেগযুক্ত। (পুং) ২ অধিক বেগবিশিষ্ট ঘোটক। (অমর)

জবাপুষ্প (স্ত্রী) জবাফুল।
জবান্ (পারস্ত) ১ জিহ্বা। ২ ভাষা। ৩ বাক্য।
জবান (জোয়ান পারসী) ১ বলবান্, কর্ম্মক্ষম। ২ যুবক।
জবানিল (পুং) প্রচণ্ড বায়ু।
জবানী (পারসী) ১ জিহ্বা দ্বারা যাহা উচ্চারিত হয়, ভাষা। ২ কথিত, উক্ত। ৩ বল, কর্ম্ম ক্ষমত্ব।
জবানী (স্ত্রী) ১ ঘাসবিশেষ, ওষধিবিশেষ। [যবানী দেখ।] ২ বৃক্ষভেদ।
জবানবন্দী (পারসী) সাক্ষীর এজাহার।
জবাব (পারসী) ১ উত্তর। প্রত্যুত্তর। ২ কর্ম্মচ্যুতি, ভৃত্যকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া।
জবাবী (পারসী) প্রত্যুত্তর-দেয় অথবা যদ্দ্বারা প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়।
জবারু (স্ত্রী) ১ জবমানরোহি। ২ জরমাণরোহি। "সশস্ত চর্ম্মগ্রধি চারু পৃশ্নেরগ্রে রূপ আরুপিতং জবারু" (ঋক্ ৪।৫।৭।) 'জবমানরোহি জরমাণরোহি বা' (সায়ণ)।
"জবারু জবমানরোহি জরমানবোহি।" (নিরু° ৬।১৭)
জবাল (পুং) [জাবাল দেখ।]
জবালা (স্ত্রী) সত্যকাম ঋষির মাতা। "সত্যকামোহ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি।" (ছান্দোগ্য°) সত্যকাম ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়া মাতাকে স্বীয় গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। জবালা বলিলেন যে, তিনি যৌবনে অনেকের পরিচর্য্যা করিয়া সত্যকামকে লাভ করিয়াছেন, অতএব সত্যকাম কোন গোত্রসংভূত তিনি ঠিক জানেন না। এজন্ত তিনি সত্যকামকে বলিলেন যে তাঁহার নামানুসারে "জাবাল" নাম গ্রহণ করা বিধেয়।
জবজবিয়া (দেশজ) সিক্ত, ভিজা, সেঁৎসেঁতিয়া।
জব্দ (আরবী) ১ পরাজিত অবমানিত। ২ বাজেয়াপ্ত করা। ৩ শাসন।
জভন (স্ত্রী) জভ-ল্যুট্। ১ মৈথুন। ২ মৈথুনদ্বারা ধর্ষণা।
জভ্য (পুং) জভ-যৎ। শস্তের অনিষ্টকারী একপ্রকার কীট। "তর্দ হৈ পতঙ্গ হৈ জভ্য হা উপক্বস" (অথর্ব্ব। ৬।৫০।২)
জম্ (অব্য) পত্নী।
জমক (দেশজ) জাঁকজমক, আড়ম্বর।
জমজ (ত্রি) যমজ শব্দের। যমজাত। যমজ। (ত্রিরূপকো°)।
জমৎ (ত্রি) উজ্জ্বল, দীপ্তিকর।
জমদগ্নি (পুং) একজন বৈদিক ঋষি। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব প্রভৃতি সকল বেদেই এই ঋষির পরিচয় আছে। (ঋক্ ৯।৬৫।২৫, শুক্লযজুঃ ৩।৬২, অথর্ব্ব ৪।২৯।৩)। সর্ব্বানুক্রমণিকার মতে ইনি অনেকগুলি ঋক্ প্রকাশ করেন। আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে ইনি ভৃগুবংশীয় বলিয়া বর্ণিত। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১০) ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রেই বিশ্বামিত্রের সহিত ইনিও বশিষ্ঠের বিপক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। (ঋক্ ১০।১৬৭।৪, ৭।৯৬।৩) আবার ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৭।১৬) নরমেধ যজ্ঞকালে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মপদে নিযুক্ত ছিলেন। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে জমদগ্নির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

ইনি মহর্ষি ঋচীকের পুত্র। [ঋচীক দেখ।] কান্তকুব্জরাজকন্তা সত্যবতীর গর্ভসম্ভূত। সত্যবতী পতিব্রতা ছিলেন, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি ঋচীক সত্যবতী ও তাঁহার মাতার জন্ত দুই চরু প্রস্তুত করিয়া বলেন, "তুমি ঋতুস্নান করিয়া উডুম্বরবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই চরু এবং তোমার মাতা অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া অপর চরু গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা পুত্রবতী হইবে।" সত্যবতী চরু লইয়া মাতার নিকট গেলেন ও তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার মাতা উৎকৃষ্ট পুত্র পাইবার ইচ্ছায় সত্যবতীকে চরু ও বৃক্ষ পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন, সত্যবতী মাতার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সম্মত হইলেন। যথাকালে উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। ঋচীক পত্নীর গর্ভলক্ষণ দেখিয়া কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে তোমরা চরু ও বৃক্ষ পরিবর্ত্তন করিয়াছ। আমি চরু প্রস্তুত করিবার সময় তোমার গর্ভে বিশ্ববিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার মাতার গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিবে ভাবিয়া চরু প্রস্তুত করিয়াছিলাম। এখন তাহার বিপর্য্যয় হওয়াতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমার গর্ভে উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয় ও তোমার মাতার গর্ভে শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবে।" তাহা শুনিয়া সত্যবতী বড়ই কাতর হইয়া পতির পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার পুত্র যেন উগ্র ক্ষত্রিয় না হয়, বরং পৌত্র ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষতি নাই।" ঋচীক তাহাই স্বীকার করিলেন। যথাকালে সত্যবতী জমদগ্নিকে ও গাধিরাজপত্নী বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। পিতার প্রভাবে যদিও জমদগ্নি ক্ষত্রিয় হন নাই, কিন্তু সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয়োচিত শর-ক্রীড়ায় অনুরক্ত থাকিতেন। [ছত্র দেখ।] ইনি প্রসেনজিৎ রাজকন্তা রেণুকাকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে ইহার রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম এই পাঁচ পুত্র জন্মে। ঋচীকের কথানুসারেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা হইয়াছিলেন। একদিন মহর্ষি জমদগ্নি রেণুকাকে ব্যভিচারদোষে দূষিত ভাবিয়া রুমন্বান্

প্রভৃতিকে মাতৃবধ করিতে আদেশ করেন, কিন্তু পরশুরাম ব্যতীত কেহই মাতৃবধ করিতে সম্মত না হওয়ায় রুমন্বান্ প্রভৃতি পিতৃকোপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। পরশুরাম পিতার আদেশ মাত্রই কুঠারাঘাতে মাতার প্রাণ বিনাশ করিলেন, তাহাতে জমদগ্নি রামের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর লইতে বলেন। রাম বর চাহিলেন, "যেন আমার মাতা পাপমুক্ত ও পুনর্জ্জীবিত হয় এবং আমি সকলের অজেয় হই।" তখন জমদগ্নির কৃপায় রেণুকা আবার জীবন পাইলেন, রুমন্বান্ প্রভৃতিরও জড়ত্ব দূর হইল।

কোন সময়ে হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নির আশ্রমে আগমন করেন, তখন জমদগ্নি ব্যতীত আশ্রমে আর কেহ ছিল না, সেই সুযোগে হৈহয়রাজ ইহার গো হরণ করেন। পরশুরাম পিতার নিকট কার্ত্তবীর্য্যের আচরণের কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরশু দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু কাটিয়া দেন। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পরশুরামের অনুপস্থিতকালে আশ্রমে গিয়া জমদগ্নির প্রাণ বিনাশ করেন। সেই জন্যই পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

জমদগ্নিও গোত্রকারক ঋষির মধ্যে একজন।

"জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥" (মনু)

[রেণুকা ও পরশুরাম দেখ।]

জমন, ১ যেমন, ভোজন। ২ খাদ্যদ্রব্য। ৩ (দেশজ) জমিয়া যাওয়া।

জমশেদ্, পারস্যদেশের প্রসিদ্ধ পিশদাদবংশীয় ৪র্থ নরপতি। বেলি প্রভৃতির মতে ইনি খৃষ্ট জন্মের তিনহাজার বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস যে ইনি খৃষ্টের ৮ শতবর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ইনিই বিখ্যাত পার্সিপোলিস নগরী স্থাপন করেন, এখনও ঐ স্থান ইস্তর্ ও তখ্‌ৎ জমশেদ নামে খ্যাত।

এই জমশেদ হইতেই পারস্যে সৌর বর্ষ আরম্ভ হয়। সূর্য্য মেষরাশিতে যে দিন প্রবেশ করে, সেই দিন হইতে এই বর্ষ আরম্ভ। এই নব বর্ষ উপলক্ষে মহা উৎসব হইত।

ফের্দৌসির শাহনামায় লিখিত আছে—এই জমশেদ হইতেই মানবজাতির মধ্যে সভ্যতা বিস্তৃত হয়। সিরীয়রাজ জুহাক ইহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জমশেদ রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া সিস্থান, ভারত, চীন প্রভৃতি নানা দেশে পলাইয়া যান। কিন্তু জুহাকের কর্ম্মচারীগণও ইহার অনুসরণ করে। অবশেষে ইনি বন্দী হইয়া সিরীয়রাজের নিকট আনীত হন। সিরীয়রাজের আদেশে ইহাকে দুইখানি নৌকার মধ্যে রাখিয়া করাত দিয়া চিরিয়া ফেলা হয়। বিধ্বস্ত পার্সিপোলিস্ নগরের প্রস্তরের উপর যে রাজসভার চিত্র খোদিত আছে, তাহা অনেকের মতে জমশেদের নৌরোজ উৎসব-জ্ঞাপক। জমশেদ সম্বন্ধে পারস্যে নানা অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

২ মুসলমানেরা ডেভিদের পুত্র সলমনকেও জমশেদ বলিয়া থাকেন।

জমশেদ্ কুতুব্ শাহ্, গোলকুণ্ডাধিপ কুলি-কুতব্ শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

জমশেদী, ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে মুর্ঘাব-নদীতটবাসী পারসিক জাতিবিশেষ। ইহারা পারস্যরাজ জমশেদ্ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ঠিক তুর্কজাতির মত। ইহারা এক স্থানে বাস করিতে ভালবাসে না। আল্লাকুলি খাঁ ইহাদিগকে পারস্য হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহারা খিবায় আসিয়া ১২ বর্ষকাল অক্সস্ নদীতীরে বাস করিয়াছিল, তৎপরে তুর্কদিগের অভ্যুদয়কালে ইহারা পৈত্রিক জন্মভূমি মুর্ঘবে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ইহারা তাতারদিগের ন্যায় নলখাগড়ার উপর কম্বল ঘেরিয়া কোণাকারে তাঁবু প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করে। ইহাদের আহার ও পোষকাদি তুর্কদিগের মত। ইহারা সুদক্ষ অশ্বারোহী ও রণকুশল। মানুষ ধরা কাজে বিশেষ পটু। এখনও ইহারা প্রাচীন পারসিকদিগের মত অগ্নিপূজা ও পূর্ব্বদ্বারী তাঁবু নির্ম্মাণ করে।

জমা (আরবী) ১ মোট সংখ্যা। ২ আয়। ৩ নির্দ্দিষ্ট কর। ৪ সংগৃহীত। ৫ প্রজার দেয় মোট খাজনা।

জমাওয়াশীলবাকী, অযোধ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে দেয় রাজস্বের বিশেষ বিবরণ কোন কোন কিস্তির রাজস্ব পরিশোধ করা হইয়াছে এবং কত বাকী আছে এরূপ একটী হিসাব সম্বলিত তালিকার নাম জমাওয়াশীলবাকী। বঙ্গদেশে প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজনা এবং যেম্ কোন কোন কিস্তির খাজনা পরিশোধ হইয়াছে, এবং হালে ও বকায়ায় কত খাজনা বাকী আছে, প্রজাগণের মধ্যে কে কত ভূমি ভোগ করে ইত্যাদি বিবরসম্বলিত তালিকার নাম জমাওয়াশীল বাকী।

জমাওয়াশীলবাকী নবীশ, যে কর্ম্মচারী জমাওয়াশীলবাকী বহি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

জমাখরচ (আরবী) ১ আয় এবং ব্যয়। ২ চলিত হিসাব। ইহাতে দৈনিক আয় এবং খরচের বিষয় লেখা থাকে।

জমাগুজস্তা (আরবী) গত বৎসরের জমা অর্থাৎ অতীত বা গত বৎসরের কাগজে প্রজার নামে (খাজনা প্রভৃতি যাহা প্রজায় দেয়) যে জমা লেখা যায়।

জমাট্ (আরবী) ১ বহু লোকের সমাগম, জনতা। ২ কোনও বস্তু যাহা জমিয়া গিয়াছে, যেমন জল জমাট হইয়া বরফ হইয়া যায়।

জমাৎ, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী একত্র হইয়া অবস্থিতি কালে কিংবা তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলে ঐ দলকে জমাৎ বলে। ইহাদিগের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত মহান্ত, পূজারী, কুঠারী, ভাণ্ডারী, কারবারী, হিসাবী, কোতোয়াল, পাহারাদার ও তুরীওয়ালা প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে। মহান্ত সমস্ত বিষয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন। পূজারী যথাবিধি দত্তাত্রেয়ের চরণপাদুকা পূজা করিয়া থাকেন। কুঠারী প্রকৃত ভাণ্ডারী, তাঁহার নিকট সমস্ত আহার দ্রব্যাদি সংরক্ষিত থাকে। পাচককে ভাণ্ডারী বলে, তাঁহার উপর রন্ধন এবং পরিবেশনের ভার। কারবারী কোষাধ্যক্ষ, তিনি জমাতের ধনরক্ষা করেন এবং প্রয়োজনমতে ব্যয়ার্থ অর্থ দিয়া থাকেন। হিসাবী মুহুরির কার্য্য অর্থাৎ জমাতের আয় ব্যয় লিখিয়া থাকেন। কোতোয়াল মহান্তের আদেশক্রমে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন এবং তাহাদের সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। পাহারাদারগণ জমাতের তৈজস, নিসান, ডঙ্কা প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর রক্ষার্থ চৌকী দিয়া থাকে। তুরীওয়ালাগণ তুরী বাজাইয়া জমাতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই সমস্ত কার্য্যে কেবল সন্ন্যাসীরাই নিযুক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন যোগী পরমহংস প্রভৃতি অন্যান্য শৈবউদাসীনও জমাতে যোগ দিয়া দল পুষ্টি করিয়া থাকেন।

হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, গোদাবরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে সময়ে সময়ে অনেক জমাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। বরদা, নাগর প্রভৃতি স্থানে বড় বড় জমাৎ আছে। তত্তৎস্থানের হিন্দু রাজগণ তাঁহাদের যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়া থাকেন।

জমাতের কোনও সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে, শবদেহ দগ্ধ না করিয়া মৃত্তিকাতে প্রোথিত কিংবা জলে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ইহাকে মৃৎসমাধি বা জলসমাধি বলে। তৎপরে তৃতীয় দিবসে তাহার উদ্দেশে রোঠভোগ (ঘৃত, আঠা ও চিনি মিশ্রিত একপ্রকার চূর্ণ পদার্থ) দেওয়া হয় এবং ত্রয়োদশ দিবসে পঙ্গৎ ও শঙ্খঢাল নামে একটী ক্রিয়া করা হয়। রোঠভোগ ও পঙ্গৎ দিবাভাগে হয়, কিন্তু শঙ্খঢাল রাত্রির কার্য্য। ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া শঙ্খঢাল-ক্রিয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেবল জ্যোৎমার্গানুসারী সন্ন্যাসীদেরই শঙ্খঢাল হয়, অন্যের হয় না। মৃত ব্যক্তির কোনও শিষ্য বা অনুশিষ্য কুশপুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া শঙ্খঢাল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং ক্রিয়াভূমিস্থ অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সেই পুত্তলের উপর জলসেচন করিয়া থাকেন।

জমাৎখানা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণাসহরে আদিৎবাড়-পেঠে ইস্মাএলী-মতাবলম্বী শিয়া মুসলমানদিগের একটী সুবৃহৎ উপাসনা গৃহ। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই গৃহটী নির্ম্মিত হয়।

জমাদার, বিহারাঞ্চলে দুনিয়া জাতির চৌহান বিভাগের একটী শ্রেণী। ২ দেশীয় সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী বিশেষ, ইহার পদ সুবাদারের নিম্ন। ৩ পুলিষের একজন কর্ম্মচারী, ইহার পদ দারোগার নিম্নে এবং হেড কনষ্টেবলের উপর। ৪ শুল্ক এবং অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারী বিশেষ। ৫ কোনও কোনও ধনী গৃহস্থের বাড়ীর কর্ম্মচারী বিশেষ, ইহারা নিম্নতম ভৃত্যদিগের উপরে কর্তৃত্ব কিংবা আস্তাবলের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। ৬ কতকগুলি লোকের অধিনায়ক।

জমাদ্দার [জমাদার দেখ।]

জমানি (আরবী) ১ সংগৃহীত। ২ কঠিনতাপন্ন।

জমামস্‌জিদ্, ১ দিল্লীসহরস্থ মুসলমানদিগের একটী বিখ্যাত উপাসনাগৃহ। ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের যতগুলি মস্‌জিদ্ আছে, জমামস্‌জিদ্ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সুন্দর। সম্রাট্ শাহজহান দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া প্রত্যহ বহুসংখ্যক মিস্ত্রী খাটাইয়াও ৬ বৎসরে এই মস্‌জিদটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, মস্‌জিদের সম্মুখে এবং উভয়পার্শ্বে তিনটী অতি উচ্চ, প্রশস্ত এবং সুদৃশ্য প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী আছে। এই তিনটী সোপানশ্রেণী দ্বারা মস্‌জিদের বৃহৎ প্রাঙ্গণে আসিতে হয়। প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে একটী জলাধার (চৌবাচ্ছা) আছে। ইহার জলে সকলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া মস্‌জিদে প্রবেশ করে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে উপাসনাগৃহ (মস্‌জিদ্) এবং অপর তিন দিকে সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠমালায় অলঙ্কৃত। উপাসনাগৃহটী তিনটী প্রকাণ্ড গুম্বজ এবং অনেকগুলি সুন্দর প্রাকার দ্বারা সুশোভিত। দুইটী প্রাকার অতি বৃহৎ এবং মনোহর। এই স্থান হইতে উপাসনার নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। মস্‌জিদের অভ্যন্তর দেশ অতি প্রকাণ্ড এবং পর্ব্বদিনে কিম্বা কোনও উৎসব উপলক্ষে এখানে অসংখ্য মুসলমান সমবেত হইয়া থাকে।

২ বিজয়পুর-নগরস্থ একটী মস্‌জিদ্‌। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এই মস্‌জিদটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কথিত আছে যে ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে প্রথম আলী আদিলশাহ ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী রাজগণের বিশেষ চেষ্টাতেও ইহার চূড়া এবং অন্যান্য অঙ্গ শেষ হয় নাই। মস্‌জিদটী নগরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে ৩০ ফিট্‌ উচ্চ প্রকোষ্ঠশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। প্রধান তোরণদ্বারটী মস্‌জিদের পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত, কিন্তু উত্তরদ্বারই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট্‌ অরঙ্গজেব বিজয়নগর জয় করিয়া ইহার কতক অংশ নির্ম্মাণ করেন। মস্‌জিদের মধ্যস্থিত একখানি শিলালিপিদৃষ্টে জানা যায় যে ১৬৩৬ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ আদিলশাহ ইহার কতকাংশের নক্‌সা করাইয়াছিলেন। ইহার ভিতর চারিহাজার লোক বসিতে পারে।

৩ পুণানগরস্থ একটী বিখ্যাত মস্‌জিদ্‌, আদিৎবাড়পেঠে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ১৫০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপরে ইহার অনেকাংশ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। মস্‌জিদ্‌-মধ্যস্থ উপাসনাগৃহটী ৬০ ফিট্‌ দীর্ঘ এবং ৩০ ফিট্‌ বিস্তৃত। পুণার মুসলমানদিগের ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধীয় সমুদয় অধিবেশন এই মস্‌জিদ্‌ মধ্যে হইয়া থাকে।

জমালকোটা, জমালগোতা (হিন্দী) বৃক্ষবিশেষ।
[ইহার বিশেষ বিবরণ জয়পাল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জমাল খাঁ, সম্রাট্‌ শাহজহানের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। দিল্লীতে প্রতি বৎসর খোসরোজ নামে একটী স্ত্রীলোকের মেলা হইত। এই মেলায় বাদসাহ-পরিবার ক্রেতা এবং সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ বিক্রেত্রী। স্বয়ং বাদশাহ মেলায় উপস্থিত হইয়া মহিলাগণের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন।

একবার এই মেলায় সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজহান মেলায় একটী পরমসুন্দরী মহিলার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাকী আছে কি না, তিনি তাঁহাকে একখণ্ড উজ্জ্বল মিস্‌রি দেখাইয়া বলিলেন, "এই জিনিষ অবশিষ্ট আছে, ইহার মূল্য লক্ষ টাকা।" শাহজহান তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে একলক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া মিস্‌রিখণ্ড ক্রয় করিলেন, তাঁহার কথোপকথনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। মহিলা যুবরাজের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অনুরোধে পড়িয়া রাজভবনে তাঁহার তিন দিবস বিলম্ব হইল। তৎপরে গৃহে গমন করিলে তাঁহার স্বামী জমালখাঁ তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তাহা শুনিয়া শাহজহান ক্রুদ্ধ হইয়া জমালখাঁকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। জমালখাঁ ধৃত হইয়া স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপ্রভাবে শাহজহানের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। শাহজহান সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, 'যুবরাজ অনুগ্রহ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক যে নারীর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন তিনি কিরূপে তাঁহার সহিত সহবাস করিতে পারেন।' যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক দশসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দিলেন। সেই মহিলার নাম আর্জ্জমন্দ বানু, ইনিই শাহজহানের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া মমতাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। [তাজমহল দেখ।]

জমালি, সেখ জমালি মৌলানা। দিল্লী-নিবাসী একজন সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি। সায়র-উল্‌-আরিফিন্‌ অর্থাৎ ধার্ম্মিক জীবনী নামক গ্রন্থখানি ইহার রচিত। পূর্ব্বে ইহার উপাধি জলালি ছিল, পরে ইনি জমালি উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাট্‌ হুমায়ুনের শাসন-সময়ে ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। প্রাচীন দিল্লীতে ইহার সমাধিমন্দির আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখ গদাই কাম্বো নামক ইহার পুত্র বৈরামখাঁর অধীনে বহুকাল যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

জমাবন্দী, বঙ্গদেশে প্রজাগণের নাম, যোত, যোতের পরিমাণ ও অন্যান্য বিবরণ, বিঘা প্রতি খাজনার হার এবং কত খাজানা এই সমুদয় বিষয় সম্বলিত তালিকার নাম জমাবন্দী। কোড়গ প্রদেশে জমির খাজনা নির্দ্ধারণ করিয়া যে বার্ষিক বন্দোবস্ত করা যায়, তাহাকে জমাবন্দী বলে। বোম্বাই অঞ্চলে কোনও মহাল, গ্রাম কিংবা জেলায় নির্দ্ধারিত রাজস্বের বন্দোবস্ত, কোনও গ্রাম কিংবা কোনও জেলার প্রজাগণের দেয় খাজনা ও তাহাদিগের যোতের বিবরণ সম্বলিত তালিকা অথবা প্রজাগণের সহিত গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের বার্ষিক বন্দোবস্ত।

মান্দ্রাজ এবং মহিসুর অঞ্চলে প্রজাগণের সহিত রাজস্বের বার্ষিক বন্দোবস্তের নাম জমাবন্দী।

মধ্যপ্রদেশে গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব অথবা প্রজাগণের খাজানা এবং যোতের বিবরণতালিকাকেও জমাবন্দী বলে।

জমি, জমিন্‌ (পারসী) ভূমি, ভূখণ্ড।

জমিদার (আরবী জমিন্‌=ভূমি, পারসী দার=অধিকারী) ভূম্যধিকারী, ভূস্বাধিকারী।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জমিদার শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। জমিদার শব্দে কোনও স্থানে ভূম্যধিকারী (Land-lord),

কোনও স্থানে সরকারপক্ষীয় রাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারী বিশেষকেও বুঝায়।

জমিদার শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভূমি সত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। ভূমি কাহার সম্পত্তি, ভূমির প্রকৃত অধিকারী কে, প্রথমতঃ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন,—

"পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদো বিদুঃ।" (মনু ৯।৪৪)

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে রাজাই ভূমির সত্বাধিকারী, কারণ তিনি পৃথিবীপতি। মনু আবার বলিয়াছেন,—

"স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্।" (মনুসং ৯।৪৪)

শীকারীর মধ্যে যে প্রথম মৃগকে শরবিদ্ধ করে, সেই যেমন শীকারলব্ধ মৃগ পায়, সেইরূপ যে বন কাটিয়া ভূমি উদ্ধার করিয়া কর্ষণাদি করে, ভূমি তাহারই হইয়া থাকে। সুতরাং রাজা এবং কৃষক উভয়েই ভূমির অধিকারী। অধিকন্তু রাজা উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশভাগী, কিন্তু প্রজাগণ অবশিষ্ট সমস্তেরই অংশভাগী। পুরোহিত, গুরুমহাশয়, সূত্রধার, কর্ম্মকার, রজক, নাপিত প্রভৃতি গ্রামসমিতি এই অবশিষ্ট শস্যের যথাযোগ্য অংশপ্রাপ্ত হইত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে রাজা, কৃষকগণ এবং সমিতি ইহাদের সকলেরই ভূমিতে ন্যূনাধিক অধিকার আছে।

সমীপবর্ত্তী গ্রামসমূহের কর আদায় রাজধানী হইতে সহজে নিষ্পন্ন হইত, কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানসমূহের জন্য রাজা গ্রামাধিপতি, দশগ্রামপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিতেন।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাৎ দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥" (মনু ৭।১১৫)

গ্রামস্থ ভূমি প্রজাগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া গ্রামাধিপতি শস্যচ্ছেদন সময়ে শস্যের পরিমাণ নির্ণয়পূর্ব্বক রাজার প্রাপ্য অংশ আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন, প্রজাদের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। এই সকল কার্য্যের জন্য তিনি রাজার নিকট হইতে শস্যের অংশ প্রাপ্ত হইতেন, কিম্বা অল্প খাজনায় ভূমি ভোগ করিতে পাইতেন।

এইরূপে ভূমি বিভাগ হইলে পর প্রজাগণের স্ব স্ব অংশ কালক্রমে তাহাদের নিজ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। প্রজাগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া রাখিতে পারিত এবং পরক্ষেত্র হইতে কেহ কোনও বস্তু অপহরণ করিলে তজ্জন্য সে দণ্ডনীয় হইত।

"গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদজ্ঞানাৎ দ্বিশতো দমঃ॥" (মনু ৮।২৬৪)

সে সময়ে প্রজাগণের বেশী জমি থাকায় নিজে সমস্ত কর্ষণ করিতে পারিত না। নিজের উপযোগী ভূমি রাখিয়া অবশিষ্ট অপরকে বিলি করিয়া দিত। তাহারা রাজস্ব এবং ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য অংশ দিতে স্বীকৃত হইয়া ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইত। এইরূপে রায়তের উৎপত্তি হইল এবং সমিতির প্রজাগণের উপরে ভূমির সত্বাধিকার জন্মিল।

তৎপরে ভারতবর্ষ মুসলমানগণের হস্তগত হইলে প্রাচীন প্রথা অনেক স্থলে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হিন্দুগণ পৈতৃক প্রথা ত্যাগ করিতে অসম্মত; কিন্তু মুসলমানগণ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিতে প্রাণপণে সচেষ্ট।

মুসলমান শাস্ত্রানুসারে শাসনকর্ত্তাই ভূমির একমাত্র সত্বাধিকারী। ভারতবর্ষের যে যে স্থানে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই প্রদেশে ভূমির উপরে শাসনকর্ত্তার সত্ব স্থাপিত হইল। কৃষকগণের নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় করা হইত, তৎসমস্তই রাজস্ব, সমস্তই রাজকোষে প্রেরিত হইত। রাজা ভিন্ন অপর কেহ তাহার অংশভাগী ছিল না।

রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত বহুবিধ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। যথা—আমিল, জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি। দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসন জন্য এক এক জন সুবাদার নিযুক্ত হইল। সুবাদারগণ নিজ নিজ সুবার রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিচারপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুবাদারের অধীনস্থ জমিদারগণ রায়তদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া সুবাদারের নিকটে এবং সুবাদার তাহা রাজসমীপে প্রেরণ করিতেন। নিজ নিজ জমিদারীর প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে জমিদারগণ তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। সুতরাং প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ, জমিদারীর তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব সংগ্রহের ভার জমিদারের উপরে ন্যস্ত থাকিত। ভূমিতে তাহাদের কোনও সত্বাধিকার ছিল না।

এখন প্রশ্ন এই—কাহার উপরে এই সমস্ত কার্য্যের ভার দেওয়া হইত, অর্থাৎ কে জমিদার পদের অধিকারী হইত? বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যায় বহুদিন হইতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং সেই সেই স্থানে প্রাচীন হিন্দুপ্রথা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরাজহস্তে সমর্পিত হইলে তাঁহাদিগকে রাজস্ব সংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন রাজ্যের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, ভূমিতে যাঁহাদিগের

সত্ব ও স্বার্থ আছে, তাঁহাদিগের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা যাহাতে স্বীয় সম্পত্তির উন্নতি সাধন হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইবেন। সেই সময়ে উক্ত প্রদেশত্রয়ে জমিদার নামে এক শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন, তাহাদিগের উৎপত্তি এবং স্বার্থ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইতে লাগিল। স্যর জর্জ কাম্বেল তাহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন—(১)

'মুসলমানদিগের প্রবল আধিপত্যকালে রাজা এবং প্রজার মধ্যে কোনও প্রকার মধ্যসত্বাধিকারী ছিল না। কিন্তু রাজক্ষমতার ক্রমিক হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, এইরূপে প্রাচীন হিন্দুপ্রথার ন্যায় পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজের উদয় হয়। সেই হইতেই আধুনিক জমিদারশ্রেণীর অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহাদের উৎপত্তির নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ বিবৃত হইতেছে।

প্রথমতঃ—অতি প্রাচীন কতিপয় করদ রাজা মুসলমান আধিপত্যসময়ে ক্রমশঃ রায়তের অবস্থা প্রাপ্ত হন, কিন্তু স্বীয় মহালের শাসনকর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন নাই। সুতরাং তাঁহারা সত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও মহাল শাসন করিতেন। সীমান্ত প্রদেশ এবং অর্দ্ধসভ্য জঙ্গল প্রদেশসমূহে এই প্রকারের জমিদার দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ—কতকগুলি দেশীয় দলপতি এবং অধিনায়ক লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কালক্রমে রাজসরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কোনও কোনও প্রদেশে স্থিতিলাভ করিয়াছিল। সেই সেই স্থানে ইহারা জমিদার, পলিগার ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত, পরে ক্রমশঃ রাজক্ষমতা হ্রাস হইলে ইহারাও প্রজাগণের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করে।

তৃতীয়তঃ—কখন কখন আমিল, তহশীলদার প্রভৃতি রাজস্ব আদায়কারীগণ উচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, স্বীয় কার্য্যের কোনরূপ হিসাব নিকাশ দিত না এবং কালক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া রাজার সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া জমিদার পদবী লাভ করিয়াছিল।

চতুর্থতঃ—কখন কখন ইজারদারগণ পুরুষানুক্রমে ইজারা মহাল ভোগ করিয়া কালক্রমে জমিদাররূপে পরিণত হয়।

এইরূপে রাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারীগণ, কালক্রমে মুসলমান আধিপত্য হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে জমিদার হইয়া পড়েন এবং হিন্দুগণের প্রায় সমস্ত পদই বংশানুগত হইত বলিয়া এই জমিদার পদবীও কালক্রমে বংশানুগত হইয়া উঠিল।

মুসলমানদিগের অধিকারকালে বঙ্গীয় জমিদারগণের সম্বন্ধে ফিল্ড সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন—(২)

(১) "In the days when the Mahomedan rule was vigorous, there was little intermediate tenure between the State and the people; but in proportion as the central power declined, smaller authorities rose. In the long period of anarchy there was, under a nominal imperial rule, a partial return in many parts of the country to the Hindu system of petty chiefship. Out of these the large modern Zemindaries have sprung. I would trace them to the following principal origins :—

"*First.*—Old tributary *rajas*, who have been gradually reduced to the position of subjects, but have never lost the management of their ancient territories, which they hold rather as native rulers than as proprietors. These are chiefly found in out-lying border districts and jungly semi-civilised countries.

"*Second.*—Native leaders, sometimes leading men of Hindu clans, sometimes mere adventurers, who have risen to power as Guerilla plunderers, levying black mail, and eventually coming to terms with the Government, have established themselves, under the titles of Zemindars, polygars &c., in the control of tracts of country for which they pay a revenue or tribute, uncertain under a weak power, but which becomes a regular land revenue when a strong power is established...................

"*Third.*—The officers, whose business it is to collect and account for the revenue, have frequently, in disturbed times, gained such a footing that their rendering of an account becomes almost nominal and practically they pay the sum which the ruling power is willing to accept, and make the most of their charges.

"*Fourth.*—I have alluded to mercantile countries for the dues payable by the raiyats, held by persons in the position of farmers generally. To a weak Government this system is very tempting, and in the decadence of the Mogal empire, enterprizing bankers and other speculators taking contracts of this kind, exercised great authority and handed it down to their successors."

Cobden Club Essay—141, 142.

(২) "The Bengal Zemindars, as we have found them, were the persons who collected the revenue from the cultivators and other subordinate holders, and were responsible for paying it into the Government Treasury. They were, no doubt, *rajas* or chiefs, or persons otherwise possessed of local importance and influence, which the Mahomedan *subahdars* utilized for the collection of the revenue, and which were augmented and extended by being thus called into active exercise, supported by the authority of Government. Where no such persons existed, the want was supplied by appointing some of the numerous candidates who were ready to give a handsome consideration for a position which afforded great opportunities of profit. Once the practice was introduced of making money out of the appointment of Zemindars, it became the most natural thing possible to exact a sum by way of fine

যে সময়ে বাঙ্গালা প্রভৃতির দেওয়ানী ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, সে সময়ে এখানকার জমিদারগণ রাজস্ব আদায় করিত এবং তজ্জন্ম তাহাদিগকে দায়ী থাকিতে হইত। যে যে স্থানে প্রভুত্বশালী গণ্য মান্ত ব্যক্তিগণ বাস করিত, মুসলমান রাজগণ এবং সুবাদারগণ তাহাদিগের উপরে সেই সেই স্থানের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করিতেন এবং যে স্থানে তাদৃশ প্রভুত্বশালী ব্যক্তির বাস ছিল না, সে সকল স্থানে যাহারা সম্রাট্‌কে অধিক নজর দিতে পারিত, তাহারা রাজস্ব সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইত। কোনও সময়ে এরূপ রীতি প্রচলিত হইয়াছিল যে, জমিদার পদবীতে অভিষিক্ত হইতে হইলেই সম্রাট্‌কে নজর দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইত; এমন কি যাহারা পুরুষানুক্রমে জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেন, তাঁহাদিগকেও নজর দিতে হইত। কারণ তাঁহারা দেখিলেন শাসনকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে কার্য্য না করিলে তিনি তাঁহাদিগের জমিদারী কাড়িয়া লইয়া অন্যকে তৎপদে নিযুক্ত করিবেন এবং যাঁহাদিগের উত্তরাধিকার বংশানুগত নহে, তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে নজর দিয়া জমিদারীর সনন্দ গ্রহণ করিতেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন জমিদারীতে তাঁহাদিগের কোনও সত্ব নাই এবং সমস্ত রাজস্ব রাজকোষে প্রেরণ করিলেও জমিদারীতে অনেক প্রকার লাভের আশা ছিল।

বাঙ্গালার তথনকার য়ুরোপীয় রাজস্ব কর্ম্মচারীগণ উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সকল জমিদারকে এক শ্রেণীভুক্ত করায় জমিদার শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং জমিদারের সত্ব সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। যাঁহারা প্রধানতঃ প্রথম শ্রেণীর জমিদারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, তাঁহারা ভাবিতেন জমিদারীসত্ব বংশানুগত সত্ব, পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা অপর শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন, জমিদারী পদ রাজকীয় পদবীমাত্র, বংশানুগত নহে। কোনও জমিদার পুরুষানুক্রমে জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছে দেখিলে, তাঁহারা বলিতেন মুসলমানদিগের সময়ে ভারতবর্ষের সমস্ত পদই কালক্রমে বংশানুগত হইয়া পড়িত (৩)।

উভয়পক্ষেই স্বমত প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু কোনও যুক্তিই সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য নহে।

হারিংটন সাহেব তথনকার জমিদারগণের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (৪)—

জমিদার প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন।

---

or *nazarana* upon every accession to the position, even in the case of the *Zemindars* of the former class, in whose family their rights had been hereditary before the existence of the Mogal power. Persons who had undoubted rights of succession found it expedient to comply with the demands of those who had it in their power to put these rights set aside; and the heirs of those whose *sanads* or patents were not a generation old, were too willing to pay for succeeding to a position to which they had not a shadow of a tittle other than the will of the ruler."

Field's Introduction to the Regulations 29.

(৩) "Those who looked chiefly at the one class of Zemindars were convinced that a Zemindary was an hereditary proprietory right in the soil............... Those who confined the attention to the other class contended that it was nothing but an office; and when pressed with instance of regular succession, replied that it was the tendency of all offices to become hereditary under the particular system." *Field's Introduction 30.*

(৪) "A landholder of a peculiar description not definable by any single term in our language—a receiver of the territorial revenue of the State from the raiyats and other undertenants of land—allowed to succeed to his Zemindary by inheritance, yet in general required to take out a renewal of his title from the sovereign or his representative on payment of a *peishcush* or fine of investiture to the Emperor and a *nazarana*, or present, to his provincial delegate, the Nazim—permitted to transfer his *Zemindari* by sale or gift; yet commonly expected to obtain previous special permission—privileged to be generally the annual contractor for the public revenue receivable from his zemindari; yet set aside with a limited provission in land or money, whenever it was the pleasure of Government to collect the rents by separate agency or to assign them temporarily or permanently, by the grant of a *jagir* or *altamgha*—authorised in Bengal since the early part of the eighteenth century to apportion to the parganas, villages and lesser divisions of land within his Zemindari the *abwab* or cesses imposed by the subadar usually in some proportion to the standard assessment of the Zemindari established by Todar Mall and others; yet subject to the discretionary interference of public authority within to equalise the amount assessed on particular divisions or to abolish what appeared oppressive to the raiyat—entitled to any contingent emoluments proceeding from his contract during the period of his agreement, yet bound by the terms of his tenure to deliver in a faithful account of his receipts—responsible, by the same terms for keeping the peace within his jurisdiction; but apparently allowed to apprehend only and deliver over, to a Musalman magistrate for trial or punishment."

জমিদারী সত্ব বংশানুগত ছিল, কিন্তু সম্রাটকে পেশকাস এবং তৎপ্রতিনিধি সুবাদারকে নজর দিয়া জমিদারী পদে অভিষিক্ত হইতে হইত। জমিদার দানবিক্রয় দ্বারা জমিদারী-সত্ব হস্তান্তর করিতে পারিতেন, কিন্তু অনেক সময়ে তজ্জন্ত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত জমিদারের সহিতই হইত; কিন্তু কখন কখন তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া সরকার বাহাদুরের ইচ্ছানুসারে অপরের সহিত বন্দোবস্ত করা হইত, এবং জমিদারকে কিছুকাল কিম্বা চিরকালের জন্ত জায়গীর অথবা অলতম্ঘা দেওয়া হইত। নির্দ্ধারিত রাজস্বের হার অনুসারে সুবাদার কোনও আব কিংবা সেস্ নিরূপণ করিলে জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন পরগণা কিংবা মৌজা প্রভৃতিতে তাহা বিভাগ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা বাঙ্গালার জমিদারবর্গকে (১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে) দেওয়া হইত; কিন্তু সময়ে সময়ে কোন্ পরগণার কিরূপ বিভাগ হইয়াছে, সরকার হইতে তাহার তদন্ত হইয়া প্রজাবর্গের উপরে অন্যায় অত্যাচার হইলে তাহার নিবারণ করা হইত। রাজস্বের বন্দোবস্ত যতদিনের জন্ত হইত ততদিনের মধ্যে নির্দ্ধারিত রাজস্ব বাদে যাহা আদায় হইত, তাহা জমিদার পাইতেন, কিন্তু যাহা আদায় হইত, তাহার কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত নিকাশ দিতে হইত। জমিদারীর মধ্যে যাহাতে শান্তিভঙ্গ না হয় তজ্জন্ত জমিদারকে দায়ী থাকিতে হইত; কিন্তু তিনি অপরাধীকে কেবল ধৃত করিয়া কোনও মুসলমান বিচারকের নিকটে প্রেরণ করিতে পারিতেন।

জমিদার শব্দের অর্থ পঞ্চম রিপোর্টের গ্লসারিতে এইরূপ আছে (৫)—

'মুসলমানদিগের রাজত্বকালে রাজস্ব ও মহালের তত্ত্বাবধান, প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ, এবং উৎপন্ন শস্য হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার জমিদারের উপরে থাকিত। রাজস্ব হইতে তিনি শতকরা ১০৲ টাকা করিয়া কমিশন পাইতেন, কখন কখন ভরণপোষণের জন্ত ননকর স্বরূপ কতকগুলি মৌজার উৎপন্ন শস্য হইতে সরকারের প্রাপ্য তাঁহাকে দেওয়া হইত। কখন কখন নূতন ব্যক্তিকে জমিদার পদে নিযুক্ত করা হইত; কিন্তু সরকার বাহাদুরের সন্তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক রাজস্ব আদায় কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারিলে সচরাচর এক ব্যক্তিই জমিদার পদে নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎপদে অভিষিক্ত হইতেন। কালক্রমে মুসলমান আধিপত্য হ্রাস হইলে জমিদারেরা জমিদারী সত্ব বংশানুগত বলিয়া দাওয়া করিতেন; শাসনকর্ত্তারাও তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতেন না। অবশেষে বাঙ্গালার জমিদারবর্গ মহালের তত্ত্বাবধায়ক পদ হইতে ক্রমে মহালের বংশানুগত সত্বে সত্ববান্ হইলেন, এবং এতকাল পর্য্যন্ত যে রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল না, তাহা চিরকালের জন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।'

এইরূপ নানা প্রকার বাদানুবাদের পর কিছুই সুচারুরূপে মীমাংসা না হওয়ায় ইংরাজ রাজস্বকর্ম্মচারীগণ এক বাক্যে স্থির করিলেন যে, মুসলমানদিগের সময়ে জমিদারের যে অর্থ-ই থাকুক না কেন, জমিদারদিগকে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারীদিগের মত ভূমির সত্বাধিকারী করা কর্ত্তব্য। এতদনুসারে ১৭৯০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় এবং ১৭৯১ খৃঃ অব্দে বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারগণের সহিত দশবৎসরের জন্ত রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হইল। ইহাকে দশশালা বন্দোবস্ত বলে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারগণ ভূসত্বাধিকারী বলিয়া নির্ণীত হইলেন।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ২২এ মার্চ্চ এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইল বলিয়া কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণের অনুমতি অনুসারে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল মার্কুইস্ অব্ কর্ণওয়ালিস্ এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া দিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারের কিরূপ সত্ব ও স্বার্থ জন্মিল, হারিংটন সাহেব সে সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন (৬)—

(৫) "Zemindar means Land-holder, land-keeper—an officer who, under the Mahomadan government, was charged with the superintendent of a district, financially considered, the protection of the cultivators, and the realisation of the government's share of its produce either in money or kind; out of which he was allowed a commission of about 10 per cent; and occassionally a special grant of the government's share of the produce of the land of a certain number of villages for his subsistence, called Nauncar. The appointment was occasionally renewed; and as it was generally continued in the same person, so long as he conducted himself to the satisfaction of the ruling power, and even continued to his heirs; so in process of time and through the decay of that power the confusion which ensued, hereditary right was claimed and tacitly acknowledged; till at length the Zemindars of Bengal in particular, from being the mere superintendents of the land have been declared the hereditary proprietors of the soil and........fluctuating dues of government have, under a permanent settlements, been unalterably fixed in perpetuity."

(৬) "A land-holder, possessing Zemindari estate which is hereditable and transferable by sale, gift or request; subject under all circumstances to the public assessment fixed upon it; entitled after the payment of such assessment to appropriate any surplus rents and profits which may be lawfully receivable by him from the under-tenants of land in his Zemindari, or from the cultivation and improvement of untenanted lands; but subject nevertheless

জমিদার জমিদারী মহালের সত্বাধিকারী। জমিদারী সত্ব পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারীও পাইবে। জমিদার দান বিক্রয় উইল প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় জমিদারী হস্তান্তর করিতে পারিবেন। মহালের উপরে নির্দ্ধারিত রাজস্ব যথানিয়মে সরকার বাহাদুরকে দিতে জমিদার বাধ্য, জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাগণের নিকট হইতে কিম্বা ভূমির উৎকর্ষসাধন জন্য যাহা কিছু আইন অনুসারে তিনি প্রাপ্ত হইবেন, তাহা হইতে রাজস্ব বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তৎসমস্তই তিনি আত্মসাৎ করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে সরকার বাহাদুর রায়ত কিম্বা অন্য প্রজাগণের সত্ব ও স্বার্থের রক্ষা এবং তাহাদিগকে অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষার নিমিত্ত কোনও আইন করিলে জমিদারকে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

জমীন্ (পারসী) ভূমি, ভূমিখণ্ড।

জমীন্দার (পারসী) [জমিদার দেখ।]

জমীদারী (পারসী) ১ জমিদারের অবস্থা। ২ জমিদারের ভূসম্পত্তি।

জম্‌কাল (আরবী) ১ সমবেত হওয়া, একত্র হওয়া। ২ সমৃদ্ধি, জাঁক জমক করা।

জম্পতী (পুং) জায়া চ পতিশ্চ। (রাজদন্তাদিগণে পাঠাৎ জায়া শব্দস্য জম্ভাবো নিপাত্যতে। পা ২।২।৩১) ১ দম্পতী, জায়াপতী, স্ত্রীপুরুষ (অমর)। পতি এবং পত্নী শব্দটী দ্বিবচনান্ত।

জম্বাদ্যতৈল, বৈদ্যোকোক্ত ঔষধ-তৈলবিশেষ। কচি জামপাতা, কয়েৎবেল, কার্পাস ফুল, আদা এই সমুদায়ের সহিত নিম, করঞ্জ ও সর্ষপতৈল সিদ্ধ করিবে, ইহাকে জম্বাদ্য তৈল বলে। ইহা কাণে পুরিয়া দিলে কর্ণস্রাব নিবারণ হয়।

জম্বাল (পুং) ১ পঙ্ক, কর্দ্দম, কাদা। ২ শৈবাল, শেওলা। ৩ কেতকবৃক্ষ, কেওয়া ফুলের গাছ। (শব্দর°)

"জম্বূবজ্জলবিম্ববজ্জলজবজ্জম্বালবজ্জালবৎ।" (উদ্ভট)

জম্বালিনী (স্ত্রী) জম্বাল-অস্ত্যর্থে ইনি। ১ নদী। (হেম) ২ শৈবলিনী। ৩ পদ্মিনী। (শব্দর°)

জম্বির (পুং) জম্বীর নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। জম্বীর। [জম্বীর দেখ।]

জম্বীর (পুং) জমু ভক্ষে নিপাতনাৎ ঈরন্ বুক্‌চ। (গম্ভীরাদয়শ্চ) ১ মরুবকবৃক্ষ, নাগদানা গাছ। ২ অর্জ্জকবৃক্ষ, ক্ষুদ্র তুলসীগাছ। ৩ সিতার্জ্জক বৃক্ষ, শ্বেততুলসী গাছ। (রাজনি°)। ৪ (কাহারও কাহারও মতে) খাকজের, পুদিনে শাক। ৫ নিম্বুক বৃক্ষ, নেবুগাছ, জামীর। সংস্কৃত পর্য্যায়—দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর, জম্ভল, জম্ভক, জম্ভর, দন্তহর্ষণ, দন্তকর্ষণ, জম্ভির, গম্ভীর, রেবত, বক্ত্রশোধী, দন্তহর্ষক, জম্ভী, রোচনক, শোধক, জড্যারি।

হিন্দীতে লিম্বু, বঙ্গে নেবু, মরাঠী লিম্বু, গুজরাটী লিম্বু, সিন্ধু লিমু, তামিল এলুমিচ্ চম্পথম্, তৈলঙ্গ নিম্বপণ্ডু, মলয় চেরুনারঙ্গা, আরবী লিমুএ হামিজ, পারসী লিমু, দক্ষিণী লিমুন, এই লিমুন্ হইতে ইংরাজী Lemon হইয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Citrus Bergamia (The Bargamot orange). ভারতে এই শ্রেণীর মধ্যে পাতিনেবু, গোড়ানেবু, কাগজীনেবু, চীনা গোড়ানেবু, কামরালীনেবু, রঙ্গপুরী নেবু ও টেবানেবু দেখা যায়।

সমস্ত ভারতবর্ষে, সুন্দা ও মলক্কা দ্বীপপুঞ্জে ও য়ুরোপের স্থানে স্থানে জম্বীরনেবু জন্মে। ফ্রান্স, সিসিলী ও কালাব্রিয়ায় ইহার চাষ হয়। এই জাতীয় নেবুর কোনটী গোলাকার, কোনটী ছোট, কোনটী কোমল, কোনটী মসৃণ, কোনটীর ছাল পুরু, কোনটী বা পীতাভ রসবিশিষ্ট দেখা যায়। এই নেবুর কোন কোনটী পাকিলেও সবুজ থাকে।

এই নেবুর খোসা নিংড়াইয়া রস বাহির করিয়া তাহাতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাকে Bergamot oil বলে। এই তৈল সুগন্ধি দ্রব্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বাহ্য প্রয়োগের কোন কোন ঔষধ সুগন্ধি করিবার জন্য এই তৈল দেওয়া যায়। ইহার ফুল হইতেও অল্পপরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। এই নেবুর রস বীজপুর বা বড় নেবুর মত সম গুণবিশিষ্ট। [বীজপুর দেখ।] হাম, বসন্ত ও উত্তাপদায়ক অন্যান্য জ্বরে ইহার রস শান্তিকর। কণ্ঠনলী, উদর, জরায়ু বৃক্ক প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব হইলে এই নেবু ব্যবহার করা যায়।

ইহার ফলের গুণ—অম্ল মধুর রস, বাতনাশক, পথ্য, পাচন, রুচিকর, পিত্ত, বল ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) ইহার পকফলের গুণ—মধুর, কফরোগ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক, বর্ণবীর্য্য, রুচি, পুষ্টি ও তৃপ্তিকর। (রাজবল্লভ)

"জম্বীরমুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ।
শূলকাশকফক্লেশচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ॥
আস্যবৈরস্য হৃৎপীড়া বহ্নিমান্দ্যকৃমীন্ হরেৎ।
স্বল্পজম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারিণী॥" (ভাবপ্রকাশ)

জম্বীরক (পুং) জম্বীর স্বার্থে-কন্। জম্বীর নেবু, জামির।

জম্বীরিকী (স্ত্রী) জম্বীরভেদ। (ভাবপ্রকাশ)

---

to such rules and restrictions as are already established, or may be hereafter enacted by the British Government for securing the rights and privileges of raiyats and other-under-tenants, of whatever denomination, in their respective tenures and for protecting them against undue exaction or oppression."

জম্বু (স্ত্রী) জমু ভক্ষণে নিপাতনাৎ কু। বাহুলকাৎ হ্রস্বঃ। ১ বৃক্ষভেদ, জামগাছ। [জম্বু দেখ।]

"তস্যা জম্বোঃ ফলরসো নদীভূয় প্রবর্ত্ততে"। (বিক্রমাদিত্য)

২ সুমেরুপর্ব্বতের নদীবিশেষ, জম্বুনদী। [জম্বুনদী দেখ।]

৩ জম্বুবৃক্ষফল, জাম। ফলার্থে স্ত্রী ও ক্লী হয়। ৪ জম্বুদ্বীপ। [জম্বুদ্বীপ দেখ।]

জম্বু, কর্ণাটকপ্রদেশবাসী এক নীচ জাতি। ইহারা সচরাচর হোলয়া ও মহার নামেও খ্যাত। ধারবার জেলায়ই এই জাতীয় বেশী লোক দেখা যায়।

ইহারা বলে যে ইহাদের আদিপুরুষের নাম ছিল জম্বু। তাহার সময়ে এই পৃথিবী জলে ভাসিতে ছিল, নর নারী তেমন সুখী বা নিরাপদ ছিল না। জম্বু আপন পুত্রকে জীবিতাবস্থায় পৃথিবীগর্ভে পুতিয়া ফেলিয়া পৃথিবীর বনিয়াদ শক্ত করেন। সেই হইতেই পৃথিবীর জম্বুদ্বীপ নাম হইল।

ইহারা বলে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই প্রথমে এই পৃথিবীতে আধিপত্য করিত, তৎপরে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি আসিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেয় ও আধিপত্য কাড়িয়া লয়।

ইহাদের মধ্যে হোলয়া ও পোতরাজ এই দুই শ্রেণী আছে। দয়মব, উড়চব ও যেল্লব এই কয়কটী তাহাদের উপাস্য দেবী।

পোতরাজের অর্থ মহিষের রাজা। পোতরাজেরা বলিয়া থাকে, কোন সময়ে তাহাদের এক পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণের বেশে লক্ষ্মীর অবতার দয়মবকে বিবাহ করে। কিছুকাল উভয়ে পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছিল।

একদিন দয়মবের শাশুড়িকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। হোলয়া তাহার মাতাকে আনিল। দয়মব মিষ্টান্ন রন্ধন করিয়া শাশুড়িকে খাইতে দেন। শাশুড়ি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া পুত্রকে বলেন, "আহা! ইহা খাইতে ঠিক যেন মহিষের দাঁতের মত।" দয়মব অল্পকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি জঘন্য হোলয়ার হাতে পড়িয়াছেন। অবশেষে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পতিকে বিনাশ করেন। এই উপলক্ষ করিয়া এখনও দয়মবের উৎসবে মহিষবলি হইয়া থাকে। [দয়মব দেখ।] হোলয়া হইতে জাত দয়মবের পুত্রেরা সেই হইতে পোতরাজ নামে খ্যাত হইল।

ইহারা গ্রাম বা নগরের প্রান্তভাগে বাস করে, অপর কোন জাতির সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখে না। অপর জাতিরাও ইহাদিগকে ঘৃণা করে। মৃতজীব জন্তুবহন, চন্দন প্রস্তুত ও ভারবহনই ইহাদের নিত্য উপজীবিকা। ইহারা মৃত গোমেষাদি আনিয়া তাহার মাংস আহার করে। এই জন্যই সাধারণে ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে "হোলয়া" অর্থাৎ নোংরা বলিয়া ডাকে। ইহারা মাংস ছাড়া মদ খাইতেও বড় ভালবাসে।

ইহারা কঠিন পরিশ্রমী ও বড় আতিথেয়। বেশ ভূষা নিম্নশ্রেণীর মরাঠীদিগের মত। সকলেই কাণে কুণ্ডল ও হস্তে অঙ্গুরী ব্যবহার করে। ইহারা কর্ণাড়ী ভাষায় কথা কয়।

ইহারা কোন ব্রাহ্মণকে ভক্তি শ্রদ্ধা অথবা ব্রাহ্মণ্য দেব দেবীর পূজা করে না। হোলী, নাগপঞ্চমী, দশরা ও দেওয়ালী হিন্দুদের এই কয়টী পর্ব্ব পালন করে। ইহাদের বলবসাপ্প নামে এক স্বজাতীয় গুরু আছে, বেল্লারিতে ঐ গুরুর বাস।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জম্বুরা তাহার নাড়ী কাটিয়া ঘরের সম্মুখে পুতিয়া ফেলে। তাহার উপর একখানি পাথর রাখিয়া দেয়, সেই পাথরে বসিয়া নবজাত শিশু ও প্রসূতি স্নান করে।

পঞ্চমদিনে আঁতুড় ঘরে একখানি শিলার উপর পাঁচটী পাত্রে কাঙ্গনিদানা সিদ্ধ ও চিনি রাখে, পাঁচজন সধবা আসিয়া তাহা আহার করে। নবমদিনেও কাঙ্গনিদানা, অড়হর, মুগ, গম ও যব একত্র সিদ্ধ করিয়া ও অল্প তৈলে ভাজিয়া চিনি দিয়া পাঁচজন সধবাকে খাইতে দেয়। তাহারা শিশুকে দোলায় তুলিয়া নৃত্য গীত করিতে থাকে। ২১ দিনে শিশুকে উড়চব দেবীর মন্দিরে আনিয়া দেবীর পাদপদ্মে স্থাপন করে। পুজারী একটী পাণ লইয়া কাঁচির মত করিয়া শিশুর চুল কাটিবার উদ্দেশে স্পর্শ করে। পরে পুজারী যেন ধ্যানস্থ হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে শিশুর একটী নাম বলিয়া দেয়। তৎপরে সকলে দেবীকে ফুল, হলুদ ও সিন্দুর দিয়া চলিয়া আসে। তারপর যে কোনদিনে শিশুর সমস্ত চুল কাটিয়া দেয়।

বিবাহ স্থির হইলে ইহাদিগকেও প্রায় কুড়ি টাকা কন্যাপণ দিতে হয়। বিবাহের দিনে কন্যাকে লইয়া কন্যা পক্ষীয়গণ বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। কন্যা বয়স্থা হইলে হাঁটিয়া আসে, নহিলে ষাঁড়ে চড়িয়া আসে।

কন্যাযাত্রীগণ বরের গৃহের নিকট আসিলে বরপক্ষীয়গণ একটী পাত্রে ধূপ ধুনা ও অপর পাত্রে দীপ জ্বালিয়া কন্যা ও কন্যাপক্ষীয়গণকে বরণ করে। পরে কন্যাপক্ষীয়গণও বরপক্ষকে ঐরূপ ভাবে বরণ করিলে উভয় দল বরগৃহে প্রবেশ করে।

এখানে বরকন্যা ছাঁদলাতলার একখানি কম্বলের উপর আসিয়া বসে। একজন লিঙ্গায়ত চেল্‌বাড়ি এই সময় মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে। পরে তিনি বরকন্যাকে ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কন্যার গলায় মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেন। তৎপরে আহারাদির পর বিবাহকাণ্ড শেষ হয়।

ইহাদের স্ত্রীলোকেরা প্রথম ঋতুমতী হইলে তিন দিন এক

স্থানে বলিয়া থাকে, তাহাকে ভাতের সঙ্গে কেবল গুড় ও নারিকেল খাইতে দেওয়া হয়। ৪র্থ দিনে সে বাবুলগাছের তলে আসিয়া ডান হাত দিয়া আলিঙ্গন করে, পরে ঘরে আসিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়।

অনেক পুত্রকন্যা থাকিলে ইহারা কন্যাগুলির বিবাহ দেয়, কিন্তু পুত্র সন্তান না থাকিলে একটী কন্যাকে ঘরে রাখে। এরূপ কন্যাকে বসবী বলে, সে বিবাহ করিতে পারে না। শুভদিনে সেই কন্যা পাণ সুপারি ফুল ও নারিকেল লইয়া উড়চব দেবীর মন্দিরে আসে। এখানে পূজারী দেবীর পূজা করিয়া কন্যার কণ্ঠে স্বর্ণ বা কাচের মালা ও তাহার কপালে ঘুঁটের ছাই মাখাইয়া দিয়া বলে—"আজ হইতে তুমি বসবী হইলে।" বসবী হইলে সে ইচ্ছামত বেশ্যাবৃত্তি করিতে পারে, তাহাতে কাহারও বাধা নাই। কিন্তু সেইদিন হইতে তাহাকে প্রত্যহ দেবীর অঙ্গে যাহাতে একটীও মাছি না বসে, তজ্জন্য পাখার বাতাস করিতে হয়। পিতামাতার মৃত্যুর পর সেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি পায়। তাহার কন্যা হইলে তাহাকেও ভাল ঘরে বিবাহ দিতে পারে।

ইহাদেরও একটী সমাজ আছে, সামাজিক গোলযোগ চেলবাড়িই মিটাইয়া দেন। কেহ তাহার কথা অমান্য করিলে তৎক্ষণাৎ সে জাতিচ্যুত হয়। জন্ম ও মৃত্যুতে ইহাদের ১১ দিন অশৌচ হয়। বিবাহিত জম্বুর মৃত্যু হইলে তাহাকে সমাধিস্থানে আনিয়া চেলবাড়ি তাহার কপালে বিভূতি মাখায় ও শবের মুখে একখণ্ড সোণা পুরিয়া দেয়। পরে তাহাকে মাটী চাপা দিয়া পুতিয়া ফেলে। বসবীদিগেরও এইরূপে গোর দেওয়া হয়। কিন্তু অবিবাহিত জম্বুর মৃত্যু হইলে তাহাকে আনিয়া কেবল পুতিয়া ফেলে, ভস্মলেপন প্রভৃতি আর কোন কার্য্য করে না।

জম্বু, উড়িষ্যাদেশে কটক জেলার একটী ক্ষুদ্র শাখা নদী। ফল্‌স্ অন্তরীপের নিকটে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাতে নৌকাচালনা অনেক সময়ে বিপজ্জনক। সাগরসঙ্গমের নিকটে একটী চড়া পড়ায় ভাটার সময়ে এখন সে স্থানে প্রায় ১ ফুট পরিমাণ জল থাকে। নদীর কোনও কোনও স্থানে ভাটার সময়ে ১৮ ফিট গভীর জল হয়। সমুদ্রতট হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী দেলপাড়া নামক স্থান পর্য্যন্ত এই নদীতে বড় নৌকা বাইতে পারে। এখন ইহা বর্দ্ধমান-মহারাজের অধিকারভুক্ত।

জম্বুক (পুং) জমু ভক্ষণে কু নিপাতনাৎ বুক্ স্বার্থে-কন্। ১ জম্বুবৃক্ষভেদ, গোলাপজাম। (শব্দর°) ২ শ্যোনাক বৃক্ষবিশেষ, সোনালু গাছ। (রাজনি°) ৩ কেতকবৃক্ষ, স্বুবর্ণকেতকী, একপ্রকার কেয়াফুলের গাছ।

"কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ।
সুবর্ণকেতকী ত্বন্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী।" (ভাবপ্র°)

৪ শৃগাল, শেয়াল।

"এবং তেষু প্রয়াতেষু জম্বুকো হৃষ্টমানসঃ।" (ভারত ১।১৪১।৪৬)

৫ বরুণ। ৬ বরুণবৃক্ষ। (দ্রব্যার্থচ°)

৭ (ত্রি) নীচ ব্যক্তি। (শব্দর°)। জম্বু স্বার্থে-কন্। ৮ স্কন্দের অনুচরভেদ।

জম্বুকতৃণ (ক্লী) ভূতৃণ, গন্ধখড়। (ভাবপ্রকাশ)

জম্বুকেশ্বর, একটী প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ। শিবপুরাণে রেবা-মাহাত্ম্য ও শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্যের মতে ইহা নব শৈবতীর্থ মধ্যে একটী। এখানে মহাদেবের জলমূর্ত্তি বিরাজমান। স্থলপুরাণ-মতে এই স্থানে আসিয়া দেবাদিদেবের জলময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

শ্রীরঙ্গের মহামন্দিরের অর্দ্ধমাইল দূরে বিখ্যাত জম্বুকেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান। সেই দেউলের বহির্ভাগে একটী ছোট কূপ হইতে সর্ব্বদাই অল্প অল্প জল উঠিতেছে, মন্দিরচত্বর কূপের জল অপেক্ষা এক ফুট নীচে, সুতরাং ভিতরে সর্ব্বদাই প্রায় এক ফুট জল থাকে। এখানে সর্ব্বদাই আপনাআপনি জল উঠিতে দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস যে মহাদেব জলমূর্ত্তিতে এখানে প্রবাহিত। দেউলের পার্শ্বে একটী পুরাতন জম্বুবৃক্ষ আছে। শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, মহাদেব এই জম্বুবৃক্ষের তলায় বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।

ফার্গুসন সাহেবের মতে জম্বুকেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির ১৬০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু এখানকার উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ১৪০৩ শকে দেবালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূমিদানের উল্লেখ থাকায় অনুমান হয়, এই মন্দির ঐ সময়ে বা তাহারও পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু জম্বুকেশ্বর দেব তাহারও অনেক প্রাচীন, তাহা রামানুজের জীবনী ও সহ্যাদ্রি-খণ্ড প্রভৃতি পাঠে জানা যায়।

এই মন্দিরে চারিটী উচ্চ প্রাকার আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রাকারে ৬৫ ফিট্ উচ্চ একটী গোপুর ও কএকটী মণ্ডপ, তৃতীয় প্রাকারের দুইটী প্রবেশদ্বারে একটী ৭৩ ফিট্ ও অপরটী ১০০ ফিট্ উচ্চ এই দুইটী গোপুর এবং ইহার প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী ও নারিকেল বাগান আছে। বৎসরান্তে দেবের ভোগমূর্ত্তি উক্ত পুষ্করিণীতে আনীত হয়। চতুর্থ প্রাকারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪৩৬ ফিট্, প্রস্থে ১৪৯৩ ও উচ্চে ৩৫ ফিট্। ইহার মধ্যে সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপ আছে। এখন সহস্রটী স্তম্ভ না থাকিলেও ৯৩৮টী আছে। ঐ সকল স্তম্ভে বিস্তর অনুশাসনলিপি খোদিত আছে। পূর্ব্বে এই

মন্দিরের যথার্থ বিস্তর ভূ-সম্পত্তি ছিল, বৃটীশ গবর্মেণ্ট সেই সকল অধিকার করিয়া দেবসেবার জন্ত প্রতিবর্ষে ২০৫০৲ টাকা দিয়া থাকেন। এখানে বিস্তর তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে, তাহারা যাহা দক্ষিণা দেয়, তাহা পূজকেরাই গ্রহণ করিয়া থাকে।

জম্বুকোল, সিংহলের মহাবংশবর্ণিত নাগদ্বীপের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অনেকে বর্ত্তমান জাফনা প্রদেশের অন্তর্গত কলম্ব গ্রামকেই জম্বুকোল নামে উল্লেখ করেন।

জম্বুখণ্ড (পুং) জম্বুদ্বীপ।

জম্বুদ্বীপ (পুং) পৃথিবীর সপ্তদ্বীপান্তর্গত একটী দ্বীপ। ইহার চতুর্দ্দিকে লবণসমুদ্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং অন্ত ছয় দ্বীপ ইহার চতুর্দ্দিকে পদ্মদলের ন্তায় অবস্থিত। ভাগবতের মতে—জম্বুদ্বীপ লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ এবং পদ্মমধ্যস্থিত কোষের ন্তায় অবস্থিত। ইহা পদ্মপত্রের ন্তায় সম্পূর্ণ গোল এবং লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপ নয়বর্ষে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ষ নয় সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং সীমাপর্ব্বত দ্বারা উত্তমরূপে বিভক্ত। এই নয় বর্ষের নাম ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, হরিবর্ষ, কিম্পুরুষ, ভারত, কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ব। ইলাবৃতবর্ষ জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে নীলপর্ব্বত, তদুত্তরে রম্যক, তদুত্তরে শ্বেতপর্ব্বত, তদুত্তরে হিরণ্ময় বর্ষ, তদুত্তরে শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত, এবং তাহার উত্তরে কুরুবর্ষ, তৎপরে সমুদ্র। ইলাবৃতের দক্ষিণদিকে নিষধ পর্ব্বত, তাহার দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে হেমকূট পর্ব্বত, তাহার দক্ষিণে কিম্পুরুষ বর্ষ, তৎপরে হিমালয় পর্ব্বত, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ, তৎপরে সমুদ্র। ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব্বদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত, তাহার পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ, তৎপরে সমুদ্র। ইলাবৃতের পশ্চিমদিকে মাল্যবান্ পর্ব্বত, তৎপশ্চিমে কেতুমালবর্ষ এবং তৎপরে সমুদ্র।

ইলাবৃতের মধ্যস্থানে সুমেরু নামে ৮৪ যোজন উচ্চ একটী কুলপর্ব্বত অবস্থিত। সুমেরুর নিম্নদেশে পদ্মকিঞ্জল্কের ন্তায় ২০টী পর্ব্বত আছে, যথা—কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিখর, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষেধ, শিতিবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর, এবং নীরদ। ইলাবৃতের পূর্ব্বভাগে মন্দরপর্ব্বত, দক্ষিণভাগে মেরুমন্দর পর্ব্বত, পশ্চিমভাগে সুপার্শ্বপর্ব্বত, এবং উত্তরভাগে কুমুদ পর্ব্বত। মন্দরপর্ব্বতোপরি বহুযোজন বিস্তৃত একটী মহান্ চূতবৃক্ষ আছে। নিপতিত আম্রসমূহ বিদীর্ণ হইয়া অরুণোদা নামে একটী নদী মন্দরপর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া ইলাবৃতের পূর্ব্বদিক্ প্লাবিত করিতেছে। ঐরূপ মেরুমন্দর পর্ব্বতে একটী বহু যোজন বিস্তৃত বিশাল জম্বুবৃক্ষও আছে। এই জম্বুবৃক্ষ হইতে জম্বুদ্বীপ নাম হইয়াছে। তথায় হস্তিপ্রমাণ পতিত জম্বুফল রসে একটী নদী সৃষ্টি হইয়া ইলাবৃতের দক্ষিণভাগ প্লাবিত করিতেছে। এই নদীর নাম জম্বুনদী। ইহার তীরস্থ মৃত্তিকায় 'জাম্বুনদ' নামক সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। ইলাবৃতের পশ্চিমে সুপার্শ্ব পর্ব্বতের উপরে একটী সুমহান্ কদম্ব বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের পাঁচটী কোটর হইতে মধুধারা নির্গত হইয়া সেই স্থান আমোদিত করিতেছে। উত্তরদিকে কুমুদ পর্ব্বতোপরি একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, এই বটবৃক্ষ কল্পতরু সদৃশ; অনবরত তাহা হইতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি নির্গত হইয়া সেখানকার অধিবাসিদের অভাব পূরণ করিতেছে। ইলাবৃতবর্ষে দুগ্ধ, মধু, ইক্ষুরস এবং জলপরিপূর্ণ চারিটী হ্রদ এবং নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক ও সর্ব্বতোভদ্র নামে চারিটী দেবকানন নানা শোভায় সুশোভিত হইয়া অধিবাসিদের নিয়ত মনোরঞ্জন করিতেছে। সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে জঠর এবং দেবকূট, দক্ষিণদিকে কৈলাস এবং করবীর, পশ্চিমে পবন এবং পারিযাত্র এবং উত্তরে মকর এবং ত্রিশৃঙ্গ নামে আটটী পর্ব্বতে দেবগণ সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। (ভাগ° ৫।১৬ অঃ)

এইরূপ অন্তান্ত বর্ষেও নানা নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির বর্ণনা আছে। [তৎসমুদয়ের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।] •

সকল পুরাণেই জম্বুদ্বীপের উক্ত প্রকার বর্ষভেদাদির বিবরণ লিখিত আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে বর্ষাদির অল্পই নামান্তর দৃষ্ট হয়। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব, বিষ্ণুপু°, লিঙ্গপু° ৪৬ অঃ, বামনপু° ১৩ অঃ, কূর্ম্মপু° ৪৫ অঃ, বরাহপু° ৭৭ অঃ, অগ্নিপু° ১১৯ অঃ, নৃসিংহপু° ৩৫ অঃ, কুমারিকাখণ্ড, জৈন হরিবংশ ৪৭ অঃ প্রভৃতি গ্রন্থে জম্বুদ্বীপের বিবরণ বর্ণিত আছে।) আমাদের পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে বোধ হয় যে এখন যাহাকে আমরা এসিয়া মহাদ্বীপ বলি তাহাই পুরাণে জম্বুদ্বীপ নামে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ইহার কোন কোন অংশ জলময় ছিল, আবার কোন কোন প্রাচীন স্থান এখন সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে। [উত্তরকুরু ও লঙ্কা দেখ।]

বৌদ্ধমতে জম্বুদ্বীপ শব্দে ভারতবর্ষ, এবং কোন কোন জৈনমতে ভারতবর্ষের পঞ্চবিভাগের একটী বিভাগকে বুঝায়।

জম্বুধ্বজ (পুং) ১ জম্বুদ্বীপ, বহুযোজনবিস্তৃত প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষ ধ্বজ স্বরূপ বিরাজমান থাকায় জম্বুদ্বীপকে জম্বুধ্বজ বলে। ২ একজন নাগ।

জম্বুনদী (স্ত্রী) [জম্বূনদী দেখ।]

জম্বুপর্ব্বত (পুং) জম্বুদ্বীপ।

"অষ্টাদশ সহস্রাণি যোজনানাং বিশাম্পতে।
ষট্ শতানি চ পূর্ণানি বিষ্কম্ভো জম্বুপর্ব্বতঃ॥" (ভারত ৬।১১।৫)

জম্বুপ্রস্থ (পুং) একটী নগরের নাম। কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত বর্ত্তমান জম্বুনগর। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আসিবার সময় এই নগর দিয়া আসিয়াছিলেন।

"তোরণং দক্ষিণার্দ্ধেন জম্বুপ্রস্থং সমাগমৎ।" (রামায়ণ ২।৭১।১১)

জম্বুবনজ (ক্লী) শ্বেতজবাপুষ্প। "পারিভদ্রং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী। তিলকং জম্বুবনজং পীতকং তগরন্তপি॥
এতানি হি প্রশস্তানি কুসুমাগুচ্যুতার্চ্চনে।" (বামনপু°)

জম্বুমৎ (পুং) ১ এক পর্ব্বতের নাম। ২ বানরের নাম।

জম্বুমতী (স্ত্রী) এক অপ্সরা।

জম্বুমালিন্ (পুং) এক রাক্ষসের নাম।

জম্বুমার্গ (ক্লী) পুষ্করস্থ তীর্থভেদ।

"জম্বুমার্গং সমাবিশ্য দেবর্ষিপিতৃসেবিতং।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সর্ব্বকামসমন্বিতঃ॥" (ভারত ৩।৮২ অঃ)

জম্বুরুদ্র (পুং) পাতালবাসী এক নাগরাজ। (সহ্যাদ্রি ১।৪।৫)

জম্বুল (পুং) ১ জম্বুবৃক্ষ, জামগাছ। ২ কেতকপুষ্পবৃক্ষ, কেয়াফুল গাছ। ৩ কর্ণপালির রোগবিশেষ, কর্ণের বহির্দ্দেশ সম্বন্ধীয় একরূপ পীড়া।

"উৎপাটকশ্চোৎপুটকঃ শ্যাবঃ কণ্ডুযুতো ভৃশং।
অবমন্থঃ সকণ্ডুকো গ্রন্থিকো জম্বুলস্তথা॥" (সুশ্রুত ১।১৬)

জম্বুসর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ভরুচ জেলার একটী প্রাচীন বিভাগ, উত্তরে মহানদী, পূর্ব্বে বরদারাজ্য, দক্ষিণে ধাধর নদী এবং পশ্চিমে কাম্বে উপসাগর। পরিমাণ প্রায় ৩৭৩ বর্গমাইল। এই বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমাংশ অনুর্ব্বর, কিন্তু পূর্ব্বাংশ কিয়ৎ পরিমাণে উর্ব্বরা। এখানে অনেক কূপ, সরোবর ও পুষ্করিণী আছে। জোয়ার, বাজরা, গম, নানাপ্রকার ডাইল, তামাক, তুলা এবং নীল জন্মে। লোকসংখ্যা ১২০৭২। এখানকার প্রধান নগরের নাম জম্বুসর।

জম্বুসর নগরের অক্ষা° ২২° ৩´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৫১´৩০´´ পূঃ। পূর্ব্বে দশমাইল দূরে তঙ্কারিয়া নামে একটী বন্দর থাকায়, জম্বুসরে বাণিজ্য ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। সে সময়ে এখানে নীল রপ্তানি হইত। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে রেল হওয়ায় তঙ্কারিয়ার সহিত এখানকার সমুদ্রবাণিজ্য অনেক হ্রাস হইয়াছে। সম্প্রতি রেলপথেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কার্য্য চলিয়া থাকে। এখানে যথেষ্ট তুলা জন্মে, তাহা বিদেশে রপ্তানি হয়। ছিট, পরিষ্কৃত চর্ম্ম, হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এবং নানা প্রকার খেলনা এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৭৭৫ খৃঃ অব্দে জম্বুসর নগর ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে মিষ্টর ক্যালেণ্ডর এখানে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে নগরটী পুনরায় মহারাষ্ট্রাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে পুণার সন্ধি অনুসারে বৃটিশ গবর্মেণ্ট নগরটী পুনরায় পাইয়াছেন।

জম্বুসর নগরের উত্তরদিকে সর্পদেবতা নাগেশ্বরের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। সরোবরের মধ্যস্থলে আম্র ও নানাজাতীয় বৃক্ষ পরিশোভিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে এবং তীরে চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই স্থান একটী প্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য।

"জম্বুসরো মহাতীর্থং তানি তীর্থানি বিদ্ধি চ।
সূর্য্যঃ শিবো গণো দেবী হরির্যত্র চ তিষ্ঠতি॥" (গরুড়পু° ৮১।১২)

এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় ষষ্ঠাংশ মুসলমান। ইহারা পূর্ব্বে রাজপুত ছিল, পরে মুসলমান হইয়াও প্রাচীন হিন্দু নাম পরিত্যাগ করে নাই। গঙ্গাধর শর্ম্মা নামে একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত এই নগরে বাস করিতেন।

জম্বুস্বামিন্, একজন জৈন স্থবির। রাজা শ্রেণিকের রাজত্বকালে ঋষভদত্ত শ্রেষ্ঠীর ঔরসে ধারিণীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে একদিন সুধর্ম্মস্বামীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণে ইচ্ছা হইল। পিতামাতার অনুমতি চাহিলেন। তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না।

জম্বুর পিতামাতা পূর্ব্বেই আটজন শ্রেষ্ঠীর কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে তাঁহার পুত্রের সহিত তাঁহাদের আটকন্যার বিবাহ দিবেন। এখন জম্বুর পিতামাতা পুত্রের নিকট সেই কথা জানাইলেন। তখন জম্বু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আটজন শ্রেষ্ঠিকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহ করিয়াও তিনি ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করেন নাই।

সে সময়ে বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট জয়পুরনগরে বিন্ধ্য নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন, প্রবর এবং প্রভু নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। প্রবর (প্রভব) পিতার সহিত বিবাদ করিয়া গৃহ ছাড়িয়া দস্যুবৃত্তি করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি জম্বুর গৃহে ডাকাতী করিতে গিয়াছিলেন। জম্বুর মনোমুগ্ধকর ধর্ম্মোপদেশে প্রবরের মন পরিবর্ত্তন হইল। প্রবর গৃহে গিয়া পিতার অনুমতি লইয়া পরদিন জম্বুর নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। জম্বুও পিতা, শ্বশুরগণ এবং পত্নীগণের সহিত সুধর্ম্মার নিকটে দীক্ষিত হইলেন। প্রবরও সুধর্ম্মার নিকটে দীক্ষিত হইয়া

জম্বুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। মহাবীরের নির্ব্বাণের ৬৪ বৎসর অতীত হইলে জম্বুস্বামী প্রবরকে স্বপদে অভিষিক্ত করিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন। (ঋষিমণ্ডলপ্রকরণবৃত্তি)

হেমাচার্য্যরচিত স্থবিরাবলীচরিতে লিখিত আছে, রাজগৃহ নগরে ঋষভদত্ত বাস করিতেন। যথাকালে তাঁহার পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি পত্নী ধারিণীকে সঙ্গে করিয়া বৈভার গিরিতে উপস্থিত হন। এখানে শেষ অর্হৎ মহাবীরের শিষ্য সুধর্ম্মস্বামীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ধারিণী গণধর সুধর্ম্মের নিকট তাঁহার পুত্র সন্তান হইবে কি না জানিতে চাহিলে তিনি বলেন—

"ভদ্রে ব্রহ্ম্যস্তথো কুক্ষৌ সুতসিংহং ধরিষ্যসি।
"আখ্যাতজম্বূতরুবদ্‌গুণরত্নময়শ্চ তে।
জম্বূনামা সুতো ভাবী দেবতাকৃতসন্নিধিঃ॥" (২।৫৩)

তদনুসারে যথাকালে ধারিণীর পুত্র জন্মিল, তাহার জম্বু নাম রাখা হইল। হেমাচার্য্যের মতে, বিদ্যুন্মালী নামে সুরবর ব্রহ্মলোকভ্রষ্ট হইয়া ধারিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে আটজন শ্রেষ্ঠিকন্যাকে জম্বুস্বামী বিবাহ করেন, তাঁহাদের নাম সমুদ্রশ্রী, পদ্মশ্রী, পদ্মসেনা, কনকসেনা, নভঃসেনা, কনকশ্রী, কনকবতী ও জয়শ্রী। [স্থবিরাবলীচরিতে পরিশিষ্টপর্ব্বে ২য় সর্গে ও উত্তরাধ্যয়নবৃত্তিতে জম্বুস্বামীর বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

জম্বূ (স্ত্রী) ১ নাগদমনী, নাগদামা। (রাজনি°) ২ জামগাছ। হিন্দীতে জামন বলে। ইহার ফল পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। পর্য্যায়—সুরভিপত্রা, নীলফলা, শ্যামলা, মহাস্কন্ধা, রাজার্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া, মোদমোদিনী, জম্বু, জম্বুল।

বর্ত্তমান উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে—প্রায় জগতে ৭০০ প্রকার জম্বুজাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০ প্রকার। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে যতগুলি বৃক্ষ জম্বুজাতীয় বলিয়া গণিত হইত তাহার অনেকই প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন জাতীয়। কোন কোনও মতে লবঙ্গ প্রভৃতিও জম্বুজাতীয়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ব্রহ্ম, মলয়, সিংহল, আমেরিকা মহাদেশস্থ ব্রেজিল এবং ওয়েষ্টইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে জম্বু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ইউজিনিয়া (Eugenia)। কথিত আছে সাভয়রাজ ইউজিনের সম্মানার্থে জম্বুর ঐ নামকরণ হয়।

জম্বুজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে এই কয় প্রকার প্রধান—

জাম, কালজাম (Eugenia Jambolana) ইংরাজীতে ব্ল্যাক্ প্লম্ (Black plum), হিন্দীতে জামন, জাম, জামুন, জমনি ফল ও পয়মান, উড়িয়া ভাষায় জামু ও জামকুলি এবং আসামে জামু বলে।

কালজাম জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পাকে। এই জাতীয় বৃক্ষ মধ্যবিধ। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। পঞ্জাব হিমালয় প্রদেশে ৩০০০ ফিট ঊর্দ্ধ স্থানেও আপনি জন্মে। আসাম অঞ্চলে ছোটনাগপুরে এবং অন্যান্য স্থানে ইহার বকলে অপর দ্রব্য মিশাইয়া (জাল প্রভৃতি) অনেক দ্রব্য রং করা হয়।

নীল প্রস্তুত করিবার সময়ে ইহার বকলের কাথ ব্যবহৃত হয়। জম্বু অনেক ঔষধে লাগে। ইহার বকল সঙ্কোচক, অজীর্ণনিবারক, আমাশয়নাশক এবং মুখক্ষত-নিবারক। অপক্ব ফলের রস বায়ুনাশক এবং জীর্ণকারক। আমাশয় রোগে এবং বৃশ্চিক দংশনে ইহার পাতার রস উপকারী। বীজ চূর্ণ বহুমূত্র নিবারক। পাথুরী, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগে ইহার পক্বফল উপকারী।

কালজাম কোনও কোনও স্থানে পারাবতের ডিম্বের ন্যায় বড় হয় এবং পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়। খাইতে কষায় এবং ঈষৎ অম্ল রসাত্মক। লবণ সংযোগে অধিক সুস্বাদু হয়। গোয়া অঞ্চলে ইহার ফল হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা খাইতে অনেকটা পোর্টের মত। [মদ্য দেখ।] বেশী জাম ভক্ষণ করিলে জ্বর হইবার সম্ভাবনা।

জামকাঠ কিঞ্চিৎ লোহিতাভ ধূসরবর্ণ। তেমন শক্তও নহে ও বেশী নরমও নহে। গুঁড়িতে একপ্রকার পোকা গর্ত্ত করিয়া বাস করে। কপাট, চৌকাট, লাঙ্গল প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যে জামকাঠ ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকমতে ফলের গুণ—কষায়, মধুর, শ্রম পিত্তদাহ, কণ্ঠরোগ, শোষ, কৃমিদোষ, শ্বাস কাস ও অতিসার রোগনাশক, বিষ্টম্ভি, রুচিকর এবং পরিপাকজনক। (রাজনি°) গুরু, স্বাদু, শীতল, অগ্নিসন্দীপন, রুক্ষ এবং বাতকর। (রাজবল্লভ)

বৈদ্যকমতে—বৃহৎ, ক্ষুদ্র এবং আরণ্যভেদে জম্বু ত্রিবিধ। বৃহৎ ফলের পর্য্যায়—মহাজম্বু, মহাপত্রা, রাজজম্বু, বৃহৎফলা, ফলেন্দ্র, নন্দ, মহাফলা, সুরভিপত্রা। ক্ষুদ্রজম্বুর পর্য্যায়—সূক্ষ্মা, কৃষ্ণফলা, দীর্ঘপত্রা, মধ্যমা। ইহাকে ভাষায় ক্ষুদে জাম বলে। আরণ্য বা বনজম্বুর পর্য্যায়—ভূমিজম্বু, কাকজম্বু, নাদেয়ী, শীতপল্লবা, সূক্ষ্মপত্রা, জলজম্বুকা, বঙ্গভাষাতে বনজাম, ভুঁইজাম, পানশিউলী বলে। ভুঁইজামের গাছ ছোট এবং প্রায়ই নদীতীরে জন্মে। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—বিষ্টম্ভি, গুরু, রুচিকর। (ভাবপ্র°) বনজম্বুফলের গুণ—গ্রাহী, রুক্ষ, কফ, পিত্ত, রক্ত ও দাহনাশক। (ভাবপ্র°) জলে থাকিলে এই কাঠ ভাল থাকে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এজন্য বঙ্গদেশে অনেক স্থলে জামকাঠে নৌকা প্রস্তুত করে।

ছোটজাম—বৈজ্ঞানিক নাম (Eugenia caryophyllæa)

সাঁওতাল ভাষায় বট্‌জনিরা বলে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। ফল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পত্র সূক্ষ্মাগ্র এবং ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, সুদৃঢ় এবং দীর্ঘকালস্থায়ী।

গোলাপজাম—বৈজ্ঞানিক নাম Eugenia jambos, ইংরাজীতে রোজ আপেল (Rose Apple), উৎকলে ও হিন্দিতে গোলাপজাম, সংস্কৃতে জম্বুরাজ এবং আরবী ভাষায় তফা বলে।

গোলাপজামের গাছ ছোট হয়, ফলফুলে ভূষিত হইলে অতি মনোহর শোভা ধারণ করে। ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উদ্যানে এই বৃক্ষ রোপিত হয়। গোলাপজামের গাছ কুলগাছের মত বড় হয়। ফলগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, কোনটী আপেল ফলের মত বড়। গ্রীষ্মকালে ফল পাকে। পাকা ফলের রং চাঁপা ফুলের মত, গন্ধ গোলাপ জলের ন্যায়, খাইতে অতি সুস্বাদু, কিন্তু তেমন রসাল নহে। ইহার ফুল লোহিতাভ এবং সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট। বৎসরের মধ্যে গোলাপজামের তিন চারিবার ফুল ধরে।

গোলাপজামের বিশেষ গুণ—প্রত্যেকবার ফলের সময়ে গাছের যে পার্শ্বে ফল ধরে, সে পার্শ্বের পাতা ঝরিয়া যায়, কিন্তু যে পার্শ্বে ফল ধরে না, তাহার পাতাও ঝরে না। ইহার কাষ্ঠের বর্ণ লোহিতাভ ধূসর। গোলাপজামের পাতায় চক্ষুরোগের এক প্রকার ঔষধ হয়।

জামরুল—বৈজ্ঞানিক নাম Eugenia Javanica। মলাক্কা, আন্দামান, নিকোবরপ্রভৃতি দ্বীপে জামরুলের আদিম বাসস্থান। এখন ভারতে নানা স্থানে উদ্যানপ্রভৃতিতে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহার ফল পাকে। ফলগুলি শ্বেতবর্ণ, মসৃণ এবং উজ্জ্বল। স্নিগ্ধ এবং রসাল হইলেও খাইতে কোনও আস্বাদ পাওয়া যায় না। ইহার কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও শক্ত, কিন্তু প্রায় কোনও কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। আর এক প্রকার জামরুল আছে, তাহাকে ইউজিনিয়া মলাক্কেন্সিস্ Eugenia malaccensis, ইংরাজীতে মালয় আপেল (Malay apple) ও এ দেশে মলাক-জামরুল বলে।

পূর্ব্বে মলয়দ্বীপপুঞ্জ হইতে আনীত হইয়াছিল। এখন বাঙ্গলা এবং ব্রহ্মদেশে উদ্যানে জন্মিয়া থাকে। ইহার ফুল লাল ও ফল সুরঙ্গাল, আকার পেয়ারার মত। এই গাছ দুই জাতীয় আছে।

বড় জাম—বৈজ্ঞানিক নাম Eugenia operculata, হিন্দীতে রায়জাম, পরমান, জামবা বলে। হিমালয়পর্ব্বতের নিম্নদেশে; চট্টগ্রাম, ব্রহ্ম, পশ্চিম ঘাট প্রদেশ এবং সিংহলের বনভূমিতে জন্মে। বৃক্ষগুলি বেশ বড় হয়। গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগে ইহার ফল পাকে। ইহা খাইতে স্বাদু। বাতরোগে ইহার ফল উপকারী। মূল, পত্র এবং বল্কল প্রভৃতিও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ৩ জম্বুফল, জাম। (অমর)। ৪ স্বনামপ্রসিদ্ধ নদী, জম্বুনদী।

"মেরোঃ পার্শ্বাৎ প্রভবতি হ্রদশ্চন্দ্রপ্রভো মহান্।
জম্বূশ্চৈব নদী পুণ্যা যস্যাং জাম্বূনদং স্মৃতং॥"(মৎস্যপু° ১২০।৬৭)

৫ জম্বুদ্বীপ। [জম্বুদ্বীপ দেখ।]

জম্বূক (পুং) শৃগাল, শেয়াল (শব্দর°)। [অপরাপর অর্থ জম্বুক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জম্বূকা (স্ত্রী) কাকলীদ্রাক্ষা। (রাজনি°।) কিসমিস্।

জম্বূকী (স্ত্রী) শৃগালী।

জম্বূখণ্ড (পুং) [জম্বুখণ্ড দেখ।]

জম্বূনদপ্রভ (পুং) ভাবিবুদ্ধদেবের নাম।

জম্বূনদী (স্ত্রী) ১ জম্বুদ্বীপস্থ বিশাল জম্বুবৃক্ষ হইতে পতিত জম্বুফল রসজাত নদী।

"জম্বুদ্বীপস্য সা জম্বূর্নামহেতুর্মহামুনে।
মহাগজপ্রমাণানি জম্বাস্তস্যাঃ ফলানি বৈ॥
পতন্তি ভূভৃতঃ পৃষ্ঠে শীর্য্যমাণানি সর্ব্বতঃ।
রসেন তেষাং প্রখ্যাতা তত্র জম্বূনদীতি বৈ॥"
(বিষ্ণুপু° ২।২।১৯-২০)

২ ব্রহ্মলোক হইতে প্রবাহিত সপ্তনদীর মধ্যে একটী নদী।

"ব্রহ্মলোকাদপক্রান্তা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে।
বস্বোকসারা নলিনী পাবনী চ সরস্বতী।
জম্বূনদী চ সীতা চ গঙ্গা সিন্ধুশ্চ সপ্তমী॥" (ভারত ৬।৬ অঃ)

জম্বূবনজ (ক্লী) শ্বেতজবাপুষ্প। [জম্বুবনজ দেখ।]

জম্বূবৃক্ষ (পুং) জম্বূনামক বৃক্ষ। জামগাছ। [জম্বূশব্দ দেখ।]

জম্বূমার্গ (পুং) পুষ্করস্থ তীর্থভেদ। এই তীর্থ ভ্রমণে লোকে অশ্বমেধ তুল্য ফললাভ করে এবং তথায় পঞ্চরাত্রি বাস করিলে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূতাত্মা হয়।
(ভারত ৩।৮২ অঃ)

"জম্বূমার্গং গমিষ্যামি জম্বূমার্গং বসাম্যহম্।
এবং সঙ্কল্পয়ানোঽপি রুদ্রলোকে মহীয়তে॥"(হরিবংশ ১৪১ অঃ)

জম্বূর, দাক্ষিণাত্যে কোড়গ প্রদেশের অন্তর্গত মঞ্জরাজপত্তন তালুকের মধ্যস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১২° ৩৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৫৩´ পূঃ। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে হাট হয়। এখানে কোড়গাধিপ সিংহরাজের সমাধিমন্দির আছে।

জম্বূরাজ (পুং) রাজজম্বূ, জামরুল।

জম্বূল (পুং) ১ জম্বূবৃক্ষ, জামগাছ। ২ কেতকবৃক্ষ, কেয়াগাছ।

"জম্বূজম্বূলবৃক্ষাঢ্যং কন্দকম্বলভূষিতং।" (হরিবংশ ৯৬।১৬)

৩ (ক্লী) বরপক্ষীয় স্ত্রীদিগের পরিহাসবচন, বর কন্যাপক্ষের পরস্পর হাস্য পরিহাস। (ভারত-টীকায় নীলকণ্ঠ)

জম্বূলমালিকা (স্ত্রী) ১ বর কন্যাপক্ষের পরিহাসবচনসমূহ। ২ কন্যা এবং বরের মুখচন্দ্রিকা।

"আশীর্ভির্বর্দ্ধয়িত্বা চ দেবর্ষিঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ।
অনিরুদ্ধস্ত বীর্য্যাঢ্যো বিবাহঃ ক্রিয়তাং বিভো॥
জম্বূলমালিকাং দ্রষ্টুং শ্রদ্ধা হি মম জায়তে॥" (হরিবং ১৮৩।২২)

৩ জম্বূলপুষ্পের মালা।

জম্বূস্বামিন্ (পুং) জৈনদিগের এক স্থবির। [জম্বুস্বামিন্ দেখ।]

জম্বোষ্ঠ (ক্লী) বৈদ্যদিগের অস্ত্রচিকিৎসার্থ শলাকাবিশেষ। [জাম্ববৌষ্ঠ দেখ।]

জম্ভ (পুং) জম্ভতে জৃম্ভতে ইতি জম্ভ গাত্রবিনামে অচ্ (রধিজভোরচি। পা ৭।১।৬১) ইতি নুম্।

১ একজন দৈত্য, মহিষাসুরের পিতা। কোন সময়ে জম্ভ ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হয়। পরে মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে, মহাদেব তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া 'তুমি ত্রিভুবন-বিজয়ী পুত্র লাভ কর' এই বর প্রদান করেন। দৈত্য বর পাইয়া গৃহে আসিতেছে, এই সময় ইন্দ্র নারদের নিকট সংবাদ পাইয়া পথিমধ্যে যুদ্ধার্থ তাহাকে আহ্বান করেন। জম্ভ স্নান করিবার ছল করিয়া সরোবরে গমন করে, তথায় পত্নীকে দেখিতে পায়। পরে তাহার গর্ভোৎপাদন করিয়া ইন্দ্রের নিকট যুদ্ধার্থ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধেই ইন্দ্রের নিকট জম্ভ নিহত হয়। (মার্কণ্ডেয়পুং)

২ প্রহ্লাদের তিনটী পুত্রের মধ্যে একটী। (হরিবংশ ২১৮।৩৫) ৩ হিরণ্যকশিপুর এক পুত্র, প্রহ্লাদের ভ্রাতা। (হরিবংশ ২৩৯।১৪) ৪ হিরণ্যকশিপুর শ্বশুর ও কয়াধুর পিতা। (ভাগবত ৬।১৮।১২) জম্ভ্যতে ভক্ষ্যতে অনেনেতি জম্ভ-করণে ঘঞ্। ৫ দন্ত, দংষ্ট্রা। "কাকস্ত বায়বস্তাস্তে দধামি জম্ভয়োঃ।" (শুক্লযজুঃ ১১।৭৯।) 'জম্ভয়োঃপ্রদংষ্ট্রয়োঃ' (মহীধর) জভ-ণিচ্-ণ্বুল্। ৬ জম্বীর। জম্ভ-ভাবে ঘঞ্। ৭ ভক্ষণ। ৮ অংশ। ৯ হনু। ১০ তূণ। (হেম) ১১ বলির সখা এক দৈত্য, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে নিহত হয়। (ভাগবত) ১২ সুন্দের পিতা। (রামায়ণ ২।৭।৭) ১৩ দন্তস্থানীয় জ্বালা।

"অগ্নির্জম্ভৈস্তিগিতৈ" (ঋক্ ১।১৪৩।৫)
'জম্ভৈঃ দন্তৈঃ দন্তস্থানীয়াভির্জ্বালাভিঃ' (সায়ণ)

১৪ রম্ভা নামে এক অসুর। (কালিকাপুং ৬১ অঃ) এই অসুর যুদ্ধে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়। ১৫ জৃম্ভা।

জম্ভক (পুং) জম্ভয়তি জভ-ণিচ্-ণ্বুল্ স্বার্থে-কন্ (রধিজভোরচি। পা ৭।১।৬১) ১ জম্বীর (শব্দচ৽।) (ত্রি) জম্ভ-ণ্বুল্। ২ ভক্ষক। (পুং) ৩ স্বনামখ্যাত নৃপবিশেষ। (পুং স্ত্রী) জভতীতি, জভ জভনে কর্ত্তরি ণ্বুল্। ৪ কামুক। (ত্রি) ৫ হিংসক।

"সাহ্বত্যো জম্ভকং" (শুক্ল যজুঃ ৩।১৬)
'জভি নাশনে জম্ভয়তীতি তং হিংসকং।' (মহীধর)

৬ শস্ত্রদেবতা। "দদৌ মন্ত্রং জম্ভকানাং বশীকরণমুত্তমম্।" (রামায়ণ ১।৩১।৪)

৭ শিব। (হরিবংশ ১৬৮ অঃ)

জম্ভকা (স্ত্রী) জম্ভা এব-স্বার্থে কন্ টাপ্। জৃম্ভা। (রাজনি৽)

জম্ভকুণ্ড (ক্লী) বিরজাক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী তীর্থ। (কপিলস৽)

জম্ভগ (পুং) জম্ভায় ভক্ষণায় গচ্ছতি ক্রমতীতি, জম্ভ-গম-ড। অতিশয় ভোজনলোলুপ এক রাক্ষস।

"ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্ভগাঃ খগাঃ।" (আহ্নিকতত্ত্বধৃত পদ্মপুং)

জম্ভদ্বিট্ (পুং) জম্ভমসুরং দ্বেষ্টি জম্ভ-দ্বিষ-কিপ্ জম্ভস্য দ্বিট্ ইতি বা। ১ ইন্দ্র। (হেম) ২ বিষ্ণু। (ভারত)

জম্ভন (ক্লী) ১ রতি। ২ ভক্ষণ। ৩ জৃম্ভা।

জম্ভভেদিন্ (পুং) জম্ভং ভেত্তুং শীলমস্য, ভিদ্-ণিনি (সুপ্য জাতৌণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা ৩।২।৭৮) ১ ইন্দ্র। (অমর) জম্ভরিপু প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জম্ভর (পুং) জম্ভং ভক্ষণরুচিং রাতি দদাতি রা-ক। ১ জম্বীর, গোঁড়ালেবু। (শব্দচ৽)

জম্ভল (পুং) জম্ভর রস্য লত্বং। ১ জম্বীর। ২ বৃক্ষবিশেষ। (মেদিনী)

জম্ভলদত্ত, বেতালপঞ্চবিংশতি নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

জম্ভলা (স্ত্রী) জম্ভং ভক্ষণং লাতি আদদাতীতি লা-ক। রাক্ষসী-বিশেষ। "সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী। তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সমুদ্রের উত্তর তীরে জম্ভলা নামে রাক্ষসী বাস করিত। ইহার নাম বটপত্রে লিখিয়া গর্ভিণীর মস্তকে রাখিয়া দিলে গর্ভিণী সত্বর প্রসব করে। গোদাবরী তীরে ইহার বাস ছিল এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। (পঞ্জিকা)

জম্ভলিকা (স্ত্রী) সঙ্গীতবিশেষ।

জম্ভসুত (ত্রি) দন্তদ্বারা অভিষুত।

"জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং।" (ঋক্ ৮।৯১।২)
'জম্ভসুতং দন্তৈরভিষুতমিমং সোমং।' (সায়ণ)

জম্ভা (স্ত্রী) জভি জৃম্ভায়াং জম্ভ্যতে ইতি স্বার্থে ণিচ্ ভাবে অ। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্। জৃম্ভা। (রাজনি৽)

জম্ভারি (পুং) জম্ভস্য অসুরভেদস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ ইন্দ্র। ২ অগ্নি। ৩ বজ্র। (বিশ্ব) ৪ বিষ্ণু। (ভারত)

জম্ভিন্ (পুং, স্ত্রী) জম্ভয়তি ক্ষুধামান্দ্যাদিকং নাশয়তি, জম্ভ-ণিচ্-ণিনি। ১ জম্বীর। (ত্রি) ২ জৃম্ভাযুক্ত।

জম্ভীর (পুং) জম্ভ্যতে অগ্নিবৃদ্ধ্যর্থং ভক্ষ্যতে জভ-ঈরন্। গম্ভীরাদয়শ্চ। তত স্তুম্। ১ জম্বীর। ২ মরকত। (ভারত)

জম্ভ্য (পুং) জম্ভএব স্বার্থে যৎ জম্ভ্যতে ইতি কর্ম্মণি ণ্যৎ বা। দন্ত। "দংষ্ট্রাভ্যাং মলিম্লূঞ্জম্ভ্যৈস্তস্করাঁ।" (শুক্লযজুঃ ১১।৭৮।) 'জম্ভ্যাঃ জম্ভাবর্ত্তিমাশ্রিতা' (মহীধর)

জম্মু, (জম্বু) কাশ্মীররাজ্যের একটী প্রদেশ এবং প্রধান নগর। নগরের অক্ষা° ৩২° ৪৩´ ৫২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪´ ১৮´´ পূঃ। জম্মু প্রদেশ হিমালয়পর্ব্বতশ্রেণী মধ্যে অবস্থিত। সীমা পর্ব্বতগুলি প্রায় ১৪০০ ফিট্ উচ্চ।

তাবি উপনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চন্দ্রভাগাতে পতিত হইয়াছে। জম্মুনগরটী তাবির পূর্ব্বধারে অবস্থিত এবং বহুসংখ্যক সুরম্য অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত। এখানকার দুর্গ সুদৃঢ় এবং পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া শত্রুগণ কামান প্রভৃতি দ্বারাও ইহাকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাচীনকালে নগরটী মহা সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন পর্য্যন্ত ইহার চতুঃপ্রান্তে বৃহদাকার ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিবাসিগণ সকলেই হিন্দু। এক সময়ে এখানে ডুগ্‌ড়া বংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে মুসলমানদিগের হস্ত হইতে জম্মু শিখদিগের হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎসিং কোনও সময়ে গোলাপসিংহকে জম্মুপ্রদেশ উপঢৌকন স্বরূপ দান করেন, তদবধি গোলাপসিংহের বংশধরগণ জম্মুতে আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে জম্মুনগরে একটী বাৎসরিক মেলা স্থাপিত হয়। প্রত্যেক বৎসর নানাস্থান হইতে বহুবিধ শিল্পজাত এবং অন্যান্য দ্রব্য মেলায় আমদানি হয়। কাশ্মীরের মহারাজ শিল্পিদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন। শ্রীনগর হইতে বহুবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ জম্মুতে নীত হইয়া থাকে।

শিয়ালকোট হইতে জম্মু পর্য্যন্ত একটী রেলপথে আছে, তাহাতে জম্মুর বাণিজ্যের অনেকটা সুবিধা হয়।

রামায়ণেও এই নগর জম্বু নামে বর্ণিত আছে।

জয় (পুং) জি জয়ে অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬।) ১ যুদ্ধাদি স্থলে শত্রুপরাজয়, শত্রুদমন, শত্রুকে হারাইয়া দেওয়া।

২ উৎকর্ষলাভ। ৩ অয়ন। ৪ বশীকরণ। জয়তীতি পচাদ্যচ্। ৫ যে জয়ী হয়। ৬ যুধিষ্ঠির, তিনি বিরাটগৃহে ছদ্মবেশে অবস্থিতি কালে এই কৃত্রিম নাম ধারণ করেন।

"জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়সেনো জয়দ্বলঃ।
ইতি গুহ্যানি নামানি চক্রে তেষাং যুধিষ্ঠিরঃ॥" (ভার° ৪।৫।৩২)

৭ ইক্ষ্বাকুবংশীয় একাদশ রাজচক্রবর্ত্তী। (হেম ৩।৩৫৮) ৮ নারায়ণের পার্ষচর। জয় ও তাহার ভ্রাতা বিজয় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বার রক্ষা করিতেন, কোন সময়ে উভয়ে শনকাদি ঋষিগণকে হরিদর্শনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে অভিসম্পাত করেন। সেই অভিশাপে জয় প্রথমে হিরণ্যাক্ষ, পরে রাবণ, তৎপরে শিশুপাল হইয়া এবং বিজয় প্রথমে হিরণ্যকশিপু, পরে কুম্ভকর্ণ ও তৎপরে দন্তবক্র হইয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিনযুগে জন্মগ্রহণ করে এবং নারায়ণ-হস্তে হত হইয়া মুক্ত হয়।

সর্ব্বাণি ভূতানি জয়তীতি, জীয়তে সংসারঃ অনেন বা। ৯ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬)

১০ নাগবিশেষ। (ভারত ৫।১০৩।১৬)

১১ একজন দানবরাজ। (হরিবংশ ২৩৪।৮৩)

১২ দশম মন্বন্তরীয় একজন ঋষি। (ভাগ° ৮।১৩।২১-২২)

১৩ ধ্রুববংশীয় বৎসর নৃপতির পুত্র। (ভাগ° ৪।১৩।১২)

১৪ বিশ্বামিত্র ঋষির এক পুত্র। (ভাগ° ৯।১৬।৩৬)

১৫ উর্ব্বশীগর্ভজাত পুরুরবার এক পুত্র। (ভাগ° ৯।১৫।১)

১৬ একজন রাজর্ষি। (ভাগ° ২।৮।১৪)

১৭ ধৃতরাষ্ট্রের একটী পুত্র। (ভারত ১।৬৩।১১৩)

১৮ সঞ্জয়রাজের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।১৬)

১৯ যুযুধান নৃপতির পুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।১৪)

২০ ভারতাদি শাস্ত্রবিশেষ।

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
বিষ্ণুধর্ম্মাদিশাস্ত্রাণি শিবধর্ম্মাশ্চ ভারত॥
কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমো বেদো যন্মহাভারতং স্মৃতম্।
শৌরাশ্চ ধর্ম্মা রাজেন্দ্র! মানবোক্তা মহীপতে॥
জয়েতি নাম এতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।" (ভবিষ্যপু°)

২১ দক্ষিণদ্বারিগৃহ। (শব্দার্থচিন্তামণি)

২২ বার্হস্পত্যসম্বৎসরের প্রোষ্ঠপদ নামক ষষ্ঠযুগের তৃতীয় বৎসর।

এই বর্ষে অত্যন্ত উদ্বেগ ও বৃষ্টিপাত হয়। (বৃহৎসং° ৮।৩৮) এই বৎসরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নটনর্ত্তক সকলই পীড়িত হইয়া থাকে। (জ্যোতি°)

২২ অগ্নিমন্থ বৃক্ষ। (অমর) ২৩ পীতমুদ্গ। (হেম ৪।১৩৮)

২৪ সূর্য্য।

"জয়ো বিশালো বরদো সর্ব্বধাতুনিষেচিতা।" (ভা° ৩।৩।২৪)

২৫ ইন্দ্র। (হেম) ২৬ দেবভেদ। (বায়ুপু°)

২৭ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত। "জয় ইতি চ নৈর্ঋতে রুদ্রশ্চানিলে হুতাশুরপদেষু।" (বরাহ—বৃহৎসংহিতা ৫২।৪৮)

২৮ বিদেহরাজবংশীয় সুশ্রুতের পুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।৫।১৩)

২৯ শ্রুতের এক পুত্র। (ভাগ° ৯।১৩।২৫)

৩০ সংকৃতির এক পুত্র। (ভাগ° ৯।২৭।১৮)

৩১ মধুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২১।১)

৩২ কজের পুত্র অশোক। (বৌদ্ধশাস্ত্র)

জয়ক (ত্রি) জয়-কন্ (আর্কবাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।২।৬৪) জয়যুক্ত।

জয়কণ্ঠ, সূক্তিকর্ণামৃত একজন প্রাচীন কবি।

জয়করণ [জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন দেখ।]

জয়কৃষ্ণ, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি বদরিকাশ্রমযাত্রা-পদ্ধতি, ভক্তিরত্নাবলী, হরিভক্তিসমাগম প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

২ রূপদীপকপিঙ্গল-রচয়িতা।

৩ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত কবি, বালকৃষ্ণের পুত্র। ইনি অজামিলোপাখ্যান, কৃষ্ণস্তোত্র, কৃষ্ণচরিত্র, ধ্রুবচরিত, প্রহ্লাদ-চরিত, বামনচরিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪ কবিচন্দ্রোদয় ধৃত একজন কবি।

৫ একজন হিন্দী কবি, ভবানীদাসের পুত্র। হিন্দীতে ছন্দসার প্রণয়ন করেন।

জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ, একজন স্মার্তপণ্ডিত, ইনি শ্রাদ্ধদর্পণ নামে স্মৃতিসংগ্রহ, দায়াধিকারক্রমসংগ্রহ ও জীমূতবাহনরচিত দায়ভাগের দায়ভাগদীপ নামে টীকা রচনা করেন।

জয়কৃষ্ণমৌনিন্, একজন বিখ্যাত শাব্দিক। রঘুনাথভট্টের পুত্র ও গোবর্দ্ধনভট্টের পৌত্র। ইনি কারকবাদ, লঘুকৌমুদী-টীকা, বিভক্ত্যর্থনির্ণয়, বৃত্তিদীপিকা, শব্দার্থতর্কামৃত, শব্দার্থ-সারমঞ্জরী, শুদ্ধিচন্দ্রিকা, স্ফোটচন্দ্রিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৈদিকপ্রক্রিয়ার সুবোধিনী নামে টীকা প্রভৃতি রচনা করেন।

জয়কেসরিন্, দুর্গশ্লোকার্থ নামে দুর্গামাহাত্ম্যের টীকাকার।

জয়কেতু, কান্যকুব্জের একজন রাজা। (তাপীখণ্ড)

জয়কেশি, ১ গোয়ার একজন কাদম্ব রাজা। ইনি ১০৫২ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করিতেন। ২ উক্ত জয়কেশির পৌত্র। ৩ ঐ বংশীয় একজন রাজা, বিজয়াদিত্যের পুত্র। ইনি ১১৭৫ খৃঃ হইতে ১১৮৮ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন।

জয়কোলাহল (পুং) জয়স্য কোলাহলো যত্র বহুব্রী, জয়স্য কোলাহলঃ, ৬তৎ। ১ কলকলধ্বনি, জয়ধ্বনি, জয়সূচক শব্দ-বিশেষ। ২ জয়পুত্রক, পাশকভেদ। (শব্দরত্ন°)

জয়ক্ষেত্র (ক্লী) পুণ্যস্থানবিশেষ।

জয়গড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী বন্দর। অক্ষা° ১৭° ১৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ১৫´ পূঃ। বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ৯৯ মাইল দক্ষিণে শাস্ত্রী বা সঙ্গমেশ্বর নদী-তীরে অবস্থিত। এখান হইতে গুড় এবং জ্বালানী কাষ্ঠ রপ্তানি হয়। বিদেশ হইতে লবণ ও চাউলের আমদানি হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইহার সমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। এখানে একটী বৃহৎ দুর্গ আছে। দুর্গটী বিজয়-পুরের রাজার নির্ম্মিত। নায়ক নামে একজন দস্যু এই দুর্গে আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। ১৫৮৩ এবং ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে তাহার সহিত পর্ত্তুগীজদিগের এবং বিজয়পুররাজের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে উভয়েই পরাস্ত হইয়াছিলেন। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে দুর্গটী অঙ্গ্রিয় নামক মরাঠা-নৌদস্যুর হস্তগত হয়। তৎপরে ১৮১৮ খৃঃ অব্দ হইতে পেশবাদিগের অধঃপতনের পরে ইংরাজরাজ ইহার অধিকারী হইয়াছেন।

জয়গুপ্ত, শার্ঙ্গধরধৃত একজন কবি।

জয়গোপাল, সেবাফলবিবরণ-টীকা-প্রণেতা।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। নদীয়া জেলার (বর্ত্তমান যশোর জেলার) অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা কেবলরাম তর্কপঞ্চানন নাটোর-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কেবল-রামের ৫ পুত্র—রঘূত্তম, সদাশিব, বলভদ্র, কালিদাস ও জয়গোপাল। রঘূত্তম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও জয়গোপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইহাদের কৌলিক উপাধি ভট্টাচার্য্য। কেবলরাম বৃদ্ধ বয়সে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে সঙ্গে করিয়া কাশী-বাসী হন। জ্যেষ্ঠপুত্র রঘূত্তম নাটোরের সভাপণ্ডিতের পদলাভ করিয়া "বাণীকণ্ঠ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি নাটোর-রাজসভায় স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া এক জমিদারী লাভ করেন। বজরাপুরের ভট্টাচার্য্যবংশ সেই জমিদারী ভোগ করিতেছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই রঘূত্তম বাণীকণ্ঠের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখণ্ড হস্তলিখিত "উত্তর-রচিত" নাটক ও কাশী হইতে প্রাপ্ত অপর একখণ্ডের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম উত্তরচরিত মুদ্রিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরচরিতের ভূমিকায় এই কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

জয়গোপাল কাশীতে শিক্ষালাভ করেন। সাহিত্যশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে তিনি একজন অদ্বিতীয় শাব্দিক ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জয়গোপালের প্রথম বিবাহ হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা ৺কাশী লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়। নানাস্থানে অনেক চেষ্টার পর ত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের কর্ম্ম স্বীকার করেন। তিনি ৪৬ বর্ষ বয়সে দ্বিতীয়-বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

জয়গোপাল স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৬ বর্ষ

তিনি কলেজে ছিলেন। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গরত্নগণ সকলই তাঁহার ছাত্র। জয়গোপাল তখনকার সুপ্রীমকোর্টের জজ পণ্ডিতদিগের অন্যতম ছিলেন। সুবিখ্যাত মিসনরী কেরী ও মার্সম্যান তাঁহার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষা অধ্যয়ন করেন। উপরোক্ত মিসনরীদ্বয় কর্তৃক শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশিরামদাসের মহাভারত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত মিসনরীদিগের যত্নেই হইয়াছিল। ধরিতে গেলে জয়গোপালই এই উন্নতির মূলে সর্ব্বপ্রথম শক্তি-সঞ্চার করিয়া মাতৃভাষার নব-জীবন দান করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী। অপর দিকে জয়গোপাল একজন সুকবি ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার সকলই সুললিত ও কবিত্বপূর্ণ। অধুনা বঙ্গদেশে যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত প্রচলিত আছে, উহার অধিকাংশই জয়গোপালের কবিত্বের সাক্ষ্যস্থল। আসল রামায়ণ মহাভারত এখন মিলে না। [কৃত্তিবাস ও কাশিরামদাস দেখ।]

যদিও জয়গোপাল একজন সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন, প্রথমে রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া দরিদ্র বঙ্গবাসীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালার প্রাচীনতম গ্রন্থ রামায়ণের সংস্কার করিয়া প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ঘোর অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালাভাষা কিরূপ ছিল, জানিতে হইলে প্রাচীন গ্রন্থ অবিকল মুদ্রিত হওয়া উচিত, কিন্তু জয়গোপাল তাহা না করিয়া রামায়ণ সংশোধন ও নিজ রচনা সংযোজিত করায় মুদ্রিত রামায়ণের অনেক স্থানে রসভঙ্গ এবং প্রাচীনত্বের লোপ হইয়াছে।

শ্রীরামপুর সংস্করণের মহাভারতে বিরাটপর্ব্বের সূচনায়—

"বন্দ মহামুনি ব্যাস তপস্যা-তিলক
মহামুনি পরাশর যাহার জনক"

ইত্যাদি ভারতপ্রণেতা ব্যাসের যে একটী স্তব আছে, উহা জয়গোপালের সম্পূর্ণ নিজস্ব। অন্য কোন সংস্করণের পুস্তকে আমরা ঐ স্তবটী দেখিতে পাই না।

এতদ্ব্যতীত তিনি কবি বিল্বমঙ্গলকৃত হরিভক্ত্যাত্মিকা সংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ, পারশী অভিধান নামাভিধেয় একখানি অভিধান ও ষড়ঋতুবর্ণনা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার রচনার নমুনা স্বরূপ বিল্বমঙ্গলকৃত প্রথম শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"চতুর্ব্বেদে চতুর্ম্মুখ চতুর হইয়া
নিরন্তর নাভিপদ্মে নিবাস করিয়া
তথাপি না জানিলেন যে লক্ষ্মীপতিকে
সে লক্ষ্মীপতিকে দেখ গোধূলি-ভূষণ,
তীরে লয়ে ক্রীড়া করে গোপ গোপীগণ।"

জয়গোপালের সময় তাঁহার জন্মভূমি বজরাপুরে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ন্যায়, জ্যোতিষ ও সাহিত্যশাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিল্বমঙ্গলের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় তিনি স্বনামের নিম্নলিখিত শ্লাঘাসূচক পরিচয় দিয়াছেন—

"চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
ভূমিপতি ভূমিসুরপতি।
তাঁর রাজ্য শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজ-পূজিত গ্রাম,
বজরাপুরেতে নিবসতি॥
শ্রীজয়গোপাল নাম, হরিভক্তিলাভকাম,
উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।
ভক্তবৃন্দ মধ্য রবি, শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি,
কবিতার প্রকাশে পয়ার।"

বিল্বমঙ্গলের বঙ্গানুবাদের শেষ ভাগে তিনি একটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার পরম সুহৃদ্ বজরাপুরনিবাসী মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম গ্রন্থে সংযোজিত করিয়াছেন। তৎপাঠে জানা যায় যে জয়গোপাল মহেশচন্দ্রের আদেশেই বিল্বমঙ্গলের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

জয়গোপাল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। ইনি দুই বার দার পরিগ্রহ করিয়াও সন্তান মুখাবলোকনে বঞ্চিত ছিলেন। অবশেষে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার সেই পোষ্যপুত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন। ইহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা।

(১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে) ১৭৬৬ শকে চান্দ্র চৈত্রের দ্বিতীয়া তিথিতে জয়গোপাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জয়গোপালদাস, ভক্তিভাবপ্রদীপ নামে ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা।

জয়ঘোষণ (ক্লী) জয়শব্দোচ্চারণ, উচ্চৈঃস্বরে জয়ঘোষণা।

জয়চাঁদ, কনোজের রাঠোরবংশীয় শেষ রাজা। ১২২৫ সম্বতে উৎকীর্ণ লিপিতে ইনি জয়চ্চন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। [কনোজ ৮১ পৃষ্ঠা দেখ।] ইহার পিতার নাম বিজয়চন্দ্র, তিনি দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। জয়চাঁদ তাঁহারই গর্ভসম্ভূত। এক সময়ে সার্ব্বভৌমপদের নিমিত্ত রাঠোররাজের সহিত অনঙ্গপালের তুমুল সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে অজমীররাজ চোহানবংশীয় সোমেশ্বর অনঙ্গপালের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, দিল্লীশ্বর এই উপকারের

প্রতিদান স্বরূপ তাঁহার সহিত স্বীয় কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই কন্তার গর্ভে পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়। অনঙ্গপাল দৌহিত্রদ্বয়ের মধ্যে পৃথ্বীরাজকেই সমধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার পুত্রাদি ছিল না। তিনি আপন রাজসিংহাসন পৃথ্বীরাজকে প্রদান করিয়া পরলোক গমন করেন। মাতামহের ঈদৃশ পক্ষপাতিতা দর্শনে কুটিলমতি জয়চাঁদের হৃদয়ে ঈর্ষ্যানল প্রধূমিত হইতে লাগিল। তিনি তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাঠোররাজ মহা পরাক্রান্ত ছিলেন, তাহার চিরশত্রু চোহান জাতিও তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতেন। তিনি সিন্ধুর পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী নৃপতিকে পরাজয় করিয়া অনহলবাড়ার অধিপতি সিদ্ধরাজকে দুইবার যুদ্ধে পরাভূত করেন। তাঁহার রাজ্য নর্ম্মদানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি লাভের জন্য গর্ব্বিতচিত্তে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই যজ্ঞ অতি মহান্ ব্যাপার। ভোজনপাত্র প্রক্ষালন পর্য্যন্ত ইহার সমস্ত কার্য্য রাজগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যজ্ঞসংবাদ শ্রবণে সমগ্র ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞসমাপ্তির পরেই জয়চাঁদের কন্তা সংযুক্তা (সংযোগিতা) সমবেত নৃপতিবর্গের সমক্ষে স্বয়ম্বরা হইবেন, নিমন্ত্রণ পত্রমধ্যে এ সংবাদও প্রেরিত হইল। যজ্ঞস্থলে সকল নৃপতিই উপস্থিত হইলেন, কেবল পৃথ্বীরাজ এবং পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি সমরসিংহ উপস্থিত হইলেন না। জয়চাঁদ তাঁহাদের অবমাননা করিবার উদ্দেশে তাঁহাদের স্বর্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দৌবারিকবেশ পরিধান করাইয়া যজ্ঞশালার দ্বারে স্থাপিত করিলেন। যজ্ঞান্তে জয়চাঁদকন্তা সংযোগিতা অন্যান্য নৃপতিগণকে উপেক্ষা করিয়া পৃথ্বীরাজের স্বর্ণমূর্ত্তির গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাহুবলে জয়চাঁদ-দুহিতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। ক্ষোভে ও লজ্জায় জয়চাঁদের পূর্ব্ব হইতেই প্রধূমিত ঈর্ষ্যাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি গজনীপতি সাহেবউদ্দীন্ ঘোরীকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। সুযোগ দেখিয়া ঘোরীও তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দৃষদ্বতী নদীতটে ১১৯৩ খৃঃ অব্দে মুসলমান সৈন্যের সহিত পৃথ্বীরাজের শেষ যুদ্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ বন্দী ও নিহত হইলেন। যুদ্ধজয় করিয়া মুসলমানগণ বিজয়োন্মত্ত হইয়া ভীমদর্পে ভারতবক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে জয়চাঁদ আপন কৃতকার্য্যের ফল অচিরেই প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরেই মুসলমানগণ কনোজ আক্রমণ করিল, কনোজ শত্রু হস্তগত হইলে, জয়চাঁদ জীবনরক্ষার্থ পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন; পলায়নকালে নৌকামগ্ন হইয়া তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। ইহারই কুটিলতা, স্বার্থপরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা হেতু ভারতগৌরবরবি চিরকালের জন্ত অস্তমিত হইল। রাজপুতানার ভাটেরা জয়চাঁদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।

কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে জয়চাঁদ রণক্ষেত্রেই বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। মিন্হাজের তবকাত-ই-নাসিরির মতে—কুতব্ উদ্দীন্ ৫৯০ হিজিরায় সিপাসালার ইজ্ উদ্দীনের সহিত বারাণসীরাজ জয়চাঁদকে আক্রমণ করেন। চন্দবাল নামক স্থানে জয়চাঁদ পরাস্ত হন। কামিল্-উৎ-তবারিখ নামক পারসী ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সাহেব উদ্দীন্ ঘোরী যমুনাতীরে জয়চাঁদকে আক্রমণ করেন। তখন মালব হইতে চীন পর্য্যন্ত জয়চাঁদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। রণক্ষেত্রে জয়চাঁদের সহিত সাত শত নিষাদী ও প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য উপস্থিত ছিল। সেই যুদ্ধে জয়চাঁদ নিহত হন।

তাজ্উল্ মাসীরের মতে—কুতব্ উদ্দীনের হস্ত-নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া জয়চাঁদের চক্ষুতে বিদ্ধ হয়, তিনি হাতীর হাওদা হইতে পড়িয়া যান, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জয়চাঁদ, জয়পুরনিবাসী একজন গ্রন্থকার, ১৮০৬ খৃঃ অব্দে ইনি সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় স্বামিকার্ত্তিকেয়ানুপ্রেক্ষ নামক একখানি জৈন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জয়চাঁদ, নাগরকোট বা কাঙ্ড়ার রাজা। সম্রাট্ অক্বরের সময়ে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

জয়ঢক্কা (স্ত্রী) জয়ার্থা ঢকা, মধ্যলো°। বাদ্যবিশেষ। জয়ধ্বনি করিবার জন্য এই বাদ্য বাদিত হইত।

জয়তীর্থ (ক্লী) ১ তীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ)।

২ একজন বিখ্যাত দার্শনিক। পদ্মনাভ ও অক্ষোভ্যতীর্থের শিষ্য। ইহার পূর্ব্বনাম ঢুণ্ডু রঘুনাথ, সন্ন্যাসগ্রহণের পর জয়তীর্থ নামে বিখ্যাত হন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। আনন্দতীর্থ রচিত প্রায় সকল গ্রন্থেরই ইনি টীকা লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে এই কএকখানি টীকা পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের তত্ত্বপ্রকাশিকা নামে টীকা, উপাধিখণ্ডনের তত্ত্বপ্রকাশিকাবিবরণ নামে টীকা, ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানের ন্যায়সুধা নামে টীকা, অনুব্যাখ্যানাম্বয়বিবরণের পঞ্জিকা, প্রমাণলক্ষণের ন্যায়কল্পলতা নামে টীকা, ঈশোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, ঋগ্বেদভাষ্যের টীকা, কথালক্ষণের টীকা, কর্ম্মনির্ণয়ের টীকা, তত্ত্ববিবেকের টীকা, তত্ত্বসংখ্যানের টীকা, তত্ত্বোদ্দ্যোতের টীকা, মায়াবাদখণ্ডনের টীকা, প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বা-

হুমানখণ্ডের টীকা, ভগবদ্গীতাভাষ্যের প্রমেয়দীপিকা নামে টীকা, গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়ের ন্যায়দীপিকা নামে টীকা, বিষ্ণু-তত্ত্বনির্ণয়ের টীকা ও অণুভাষ্যের টীকা। এ ছাড়া জয়তীর্থ ষট্‌পঞ্চাশিকা, বেদান্তবাদাবলি, প্রমাণপদ্ধতি প্রভৃতি ন্যায় ও বেদান্তসম্বন্ধীয় কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে জয়তীর্থের তিরোভাব হয়। নৃসিংহ স্মৃত্যর্থসাগরে ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জয়তুঙ্গনাড়, ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের একটী প্রাচীন বিভাগ। সুচীন্দ্রম মন্দিরে রাজা আদিত্যবর্ম্মার সময়ের যে শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ১৮ নাড়ে (বিভাগে) বিভক্ত ছিল, এরূপ উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে জয়তুঙ্গনাড় ত্রিবাঙ্কুররাজের রাজধানী ছিল। জয়তুঙ্গনাড়ের অপর নাম জয়সিংহনাড়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে জয়তুঙ্গনাড়ের সীমা নির্দ্ধারণ অনুমানসাপেক্ষ, বোধ হয় ঘাটপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ইহা অবস্থিত ছিল।

জয়তোড়া, মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। পরিমাণ প্রায় ২২.৫০ বর্গমাইল। ইহা পঞ্চকোটের রাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

জয়ৎসেন, ১ বিরাটগৃহে গুপ্তাবস্থান-সময়ে নকুলের একটী নাম। ২ মগধের এক রাজা।

"মগধেষু জয়ৎসেনস্তেষামাসীৎ স পার্থিবঃ।
অষ্টানাং প্রবরাস্তেষাং কালেয়ানাং মহাসুরাঃ॥"

(ভারত আদি° ৬৭ অঃ)

৩ পুরুবংশীয় সার্ব্বভৌম রাজের পুত্র। সার্ব্বভৌমের ঔরসে ও কেকয় রাজকন্যার গর্ভে ইহার জন্ম। (ভারত আদি° ৯৫ অঃ) ৪ সোমবংশীয় অহীনন্প পুত্র।

জয়দ (ত্রি) জয়ং দদাতি জয়-দা-ক্বিপ্‌। জয়দাতা।

জয়দত্ত (পুং) জয়েন বিজয়েন দত্তএব। ১ ইন্দ্রপুত্র। ২ একজন রাজা। ইহার পুত্রের নাম দেবদত্ত।

৩ একজন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌। বিজয়দত্তের পুত্র। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অশ্ববৈদ্যক নামে অশ্বচিকিৎসা সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

জয়দুর্গা (স্ত্রী) দুর্গা মূর্ত্তিবিশেষ। তন্ত্রসারে জয়দুর্গার এইরূপ মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে—

"কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্‌।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধকামৈঃ।"

[দুর্গা দেখ।]

জয়দেব, এই নামে সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা অনেক কবির সন্ধান পাই, তন্মধ্যে গীতগোবিন্দপ্রণেতা জয়দেবই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

১ গীতগোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম রামাদেবী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দু-বিল্ব (বর্ত্তমান কেন্দুলি) গ্রামে এই সুবিখ্যাত বঙ্গীয় কবি জন্মগ্রহণ করেন। জয়দেবচরিত লেখকের মতে—ইনি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় জয়দেব তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ-সেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের সূক্তিকর্ণামৃতে জয়দেবের বিমোহিনী কবিতামালা উদ্ধৃত হইয়াছে। গীত-গোবিন্দের একখানি প্রাচীন পুথির শেষে লিখিত আছে—

"সমাপ্তশ্চেদং শ্রীগীতগোবিন্দাভিধং সমীচীনতমং শাস্ত্রং সম্পূর্ণম্‌। কৃতিঃ শ্রীভোজদেবাত্মজ শ্রীরামাদেবীপুত্র শ্রীজয়দেব-পণ্ডিতরাজস্যেতি শ্রেয়ঃ॥ অথ লক্ষ্মণসেন নাম নৃপতিসময়ে শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজপ্রতিষ্ঠা॥"

উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মহাকবি জয়দেব কিছু দিন গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সভায় ছিলেন। দিল্লী মুসলমানাধিকৃত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা মাণিক্যচন্দ্রের আদেশে রচিত অলঙ্কারশেখরে লিখিত আছে, জয়দে[ব] উৎকলরাজের সভাকবি ছিলেন।

ভক্তিমাহাত্ম্য (সংস্কৃত) ও ভক্তমাল প্রভৃতি গ্র[ন্থে] জয়দেবের এইরূপ পরিচয় আছে—

অল্প বয়সেই জয়দেব বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পুরুষোত্ত[ম] ক্ষেত্রে আগমন করেন। এখানে তিনি সর্ব্বদাই পুরুষোত্তমে[র] সেবা করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। জগন্নাথও তাঁহার ভক্তি-গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেখানে কএক ব্যক্তি জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উৎকলাধিপতিও তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

একজন ব্রাহ্মণের পুত্র সন্তান না হওয়ায় বহুকাল জগন্নাথের আরাধনা করিয়া একটী কন্যা লাভ করেন। সেই কন্যার নাম পদ্মাবতী। বিবাহযোগ্য হইলে ব্রাহ্মণ কন্যাকে জগন্নাথ-দেবের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিবার জন্য আনিলেন, তদ্দর্শনে পুরুষোত্তম প্রত্যাদেশ করিলেন, "জয়দেব নামে আমার এক সেবক সংসারধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া আমার নাম সার করিয়াছে, তুমি তাহাকেই এই কন্যা সম্প্রদান কর।" তখন ব্রাহ্মণ কন্যাকে লইয়া জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জয়দেব আর

সংসারী হইতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি ব্রাহ্মণের কথা অগ্রাহ্য করিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। জয়দেবও তখন নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া কন্যাকে কহিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে বল, সেই-খানে তোমাকে রাখিয়া আসি, এখানে থাকা হইবে না।" পদ্মাবতী কাতরস্বরে বলিলেন, "পিতা জগন্নাথের আদেশে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়াছে, তুমি আমার স্বামী, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তুমি যদি আমায় ত্যাগ কর, আমি তোমায় ছাড়িব না, কায়মনোবাক্যে তোমার চরণসেবা করিব।"

পণ্ডিতকবি জয়দেব তখন কি করেন, পদ্মাবতীকে পরি-ত্যাগ করিতে পারিলেন না, আবার সংসারী হইলেন। এক নারায়ণবিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবার তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল, সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অপূর্ব্ব পীযূষপূরিত গীতগোবিন্দ প্রচার করিলেন। কথিত আছে—জয়দেব গীতগোবিন্দে সকল রস ও সকল ভাবের অবতারণা করিলেন বটে, কিন্তু খণ্ডিতা মধুর রসের বর্ণনা করিতে পারিলেন না, যাঁহাকে তিনি জগৎপিতা পরমপুরুষ বলিয়া জানেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি রাধিকার পায়ে ধরিবে, এ কথা তিনি লিখিতে সাহসী হন নাই। দৈবক্রমে একদিন তিনি সমুদ্রস্নানে বাহির হইয়াছেন, এই সময়ে স্বয়ং জগন্নাথ জয়দেবের বেশে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পুথি খুলিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারং" কবিতাটী লিখিয়া দিলেন।

পদ্মাবতী এত শীঘ্র জয়দেবকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, "এই মাত্র তুমি স্নান করিতে গেলে, এর মধ্যে ফিরিয়া আসিলে কেন?" জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করেন, "যাইতে যাইতে একটী কথা মনে পড়ে গেল, পাছে ভুলিয়া যাই, সেই জন্যই আসিয়া লিখিয়া গেলাম।" জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া যেমন চলিয়া গেলেন, তাহারই অনতি-পরে জয়দেব স্নান করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। এবার পদ্মাবতীও অবাক্ হইয়া বলিলেন, 'এই তুমি স্নান করিতে গিয়াছিলে, এসে এই কতক্ষণ লিখিয়া গেলে, আবার এত অল্প সময় মধ্যে কিরূপে আসিলে? এখন আমার মনে সন্দেহ হইয়াছে, যে লিখিয়া গেল সেই বা কে, আর তুমিই বা কে?" বুদ্ধিমান্ জয়দেব তখনি গিয়া আপনার পুথি খুলিয়া দেবাক্ষর দর্শন করিলেন। পুলকে প্রেমাবেশে তাঁহার হৃদয় বহিয়া অশ্রু-বিগলিত হইতে লাগিল। পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, "তুমিই ধন্য, তোমারই জন্ম সার্থক, তোমার ভাগ্যে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ হইল, আমি হতভাগ্য, সেইজন্য তাঁহার দর্শন পাইলাম না।"

জয়দেবের গীতগোবিন্দের মহিমার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। ভক্ত ও ভাবুকমাত্রেই গীতগোবিন্দের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। প্রবাদ এইরূপ, একদিন এক মালিনী ক্ষেত্রে বসিয়া গীতগোবিন্দ গান করিতেছিল, জগন্নাথ তাহা শুনিতে যান, তাহাতে তাহার গায়ে ধুলা ও কাঁটা লাগে। উৎকলরাজ মন্দিরে গিয়া দেবের শ্রীঅঙ্গে ধুলা কাঁটা দেখিয়া কিরূপে লাগিল, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন প্রত্যাদেশ হয় যে, অমুক স্থানে এক মালিনী গীতগোবিন্দ গান করিতেছে, তাহার গান শুনিতে গিয়া শ্রীঅঙ্গে এইরূপ কাঁটা লাগিয়াছে। উৎকলরাজ তখনই শিবিকা পাঠাইয়া সেই মালিনীকে আনাইয়া গীতগোবিন্দ গান করাইলেন। এখনও এই মালিনীর বংশীয় রমণীগণ জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে গীত-গোবিন্দ গান করিয়া থাকে।

গীতগোবিন্দের এত আদর দেখিয়া উৎকলরাজও এক-খানি গীতগোবিন্দ লিখিয়া জগন্নাথদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। কিন্তু ভগবান পুরুষোত্তম জয়দেবের গীতগোবিন্দ-খানি রাখিয়া রাজার গীতগোবিন্দ ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে উৎকলরাজ অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া সাগরে ঝাঁপ দিতে যান। তখন জগন্নাথদেব কৃপা করিয়া কহিলেন, "তুমি মরিও না, জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথমেই তোমার রচিত ১২টী শ্লোক থাকিবে।" রাজা তাহাতেই কৃতকৃতার্থ হইলেন। সেইদিন হইতে এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যহ জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে গীতগোবিন্দ পাঠ হইয়া থাকে। কোনদিন গীতগোবিন্দ পাঠ না হইলে সে দিনের পুজা সিদ্ধ হয় না।

জয়দেবের উপর রাধামাধবের বড়ই যত্ন। ভক্তমালে লিখিত আছে, একদিন জয়দেব নিজ কুটীরের ছাপ্পর ছাইতে ছিলেন, তখন বিষম রৌদ্র, হরির তাহা দেখিয়া দুঃখ হইল। তিনি শীঘ্র কার্য্য শেষ হইবে ভাবিয়া গির ফুড়িয়া দিতে লাগি-লেন। জয়দেব ভাবিলেন, বুঝি পদ্মাবতী গির ফুড়িয়া দিতে-ছেন। কিন্তু নামিয়া আসিয়া দেখেন, কেহ কোথায় নাই, রাধামাধবের হাতে ঝুল ময়লা লাগিয়াছে। বুঝিলেন, ভক্তবৎসল হরি ভক্তের জন্য কষ্ট করিয়াছেন। জয়দেবের মনে বড়ই দুঃখ হইল। তিনি হরির শ্রীচরণে পড়িয়া কতই কাকুতি মিনতি করিলেন। এইরূপে শ্রীহরি জয়দেবরূপ ধরিয়া এক দিন পদ্মার হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। রাধামাধবের সেবা ও উৎসবের জন্য অর্থ-প্রয়োজন হইল। কবিরাজ জয়দেব তজ্জন্য দেশান্তর যাত্রা করিলেন। পথে ডাকাতেরা ধরিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল ও তাঁহার হাত পা কাটিয়া একটী কূপ মধ্যে ফেলিয়া গেল। সেই স্থান দিয়া একজন রাজা মৃগয়া

করিতে যাইতেছিলেন, তিনি শুনিলেন, কে যেন কূপ মধ্য হইতে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" করিতেছে। স্বর শুনিয়া কূপের নিকট আসিয়া জয়দেবকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে কূপ হইতে তুলিয়া অতি সমাদরে শিবিকায় করিয়া রাজপ্রাসাদে আনিলেন। এখানে জয়দেবের কথামত রাজা প্রত্যহ বৈষ্ণব-ভোজন করাইতে লাগিলেন। একদিন সেই ডাকাতেরা বৈষ্ণব সাজিয়া ছদ্মবেশে রাজভবনে উপস্থিত হইল। জয়দেব তাহাদিগকে দেখিয়াই তাহাদের শুশ্রূষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জয়দেবের আদর অভ্যর্থনায় ডাকাতদিগের আরও ভয় হইল। তাহারা ভাবিল, হয়ত এইরূপ আদর দিয়া শেষে সকলের প্রাণবধ করিবে। তাহারা পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু জয়দেবের অনুমতি ভিন্ন কেহ তাহাদিগকে ছাড়িল না। জয়দেব তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া বহু অর্থ ও সঙ্গে লোকজন দিয়া বিদায় করিলেন। কিছু দূরে গিয়া তাহারা রাজকর্ম্মচারীদিগকে চলিয়া আসিতে বলিল, আরও কহিল—"আমরা এক রাজার বাড়ী চাকর ছিলাম, সেই রাজা ঐ বাবাজীকে মারিতে আদেশ করেন, আমরা বাবাজীর হাত পা কাটিয়া ছাড়িয়া দিই। এখানে আসিয়া ভণ্ড মহান্ত হইয়াছে, কিন্তু পাছে তাহার কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই জন্য সে অর্থ দিয়া আমাদিগকে বিদায় করিল।" এই কথা বলিতে না বলিতে দুর্বৃত্ত ডাকাতগণ তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল। ভৃত্যগণ আসিয়া এই অপূর্ব্ব ঘটনা রাজার নিকট জানাইল। তখন জয়দেব ডাকাতদিগের ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিয়া রাজার সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। শেষে বলিলেন, "পরহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। দুষ্ট লোককেও দয়া করা উচিত। সেই জন্যই দুষ্টদিগের কোন অনিষ্টাচরণ না করিয়া অর্থ দিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছি।"

এদিকে রাজপত্নীর সহিত পদ্মাবতীর বেশ প্রণয় জন্মিয়াছিল। এক দিন রাণী তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুতে ভ্রাতৃপত্নীর সহগমনের কথা শুনিয়া রোদন করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া পদ্মাবতী বলেন যে 'পতির মৃত্যুতে পতিপ্রাণা রমণীর প্রাণ থাকে না।' সে কথা রাণীর মনে জাগিয়া থাকিল। তিনি একদিন পদ্মাবতীকে পরীক্ষা করিবার জন্য জয়দেবের মৃত্যুর কথা রটাইলেন। পতিপ্রাণা পদ্মাবতী সে দুঃসহ সংবাদ শুনিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন সাধক জয়দেব আসিয়া তাঁহার কাণে কৃষ্ণনাম দিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এবার জয়দেবের বৃন্দাবনদর্শনে ইচ্ছা হইল। তিনি নিজ ইষ্টদেব রাধামাধবকে ঝুলিতে করিয়া লইয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া কেশীঘাটে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন, কোন মহাজন রাধামাধবের ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জন্য এই কেশীঘাটে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। জয়দেবের অপ্রকট হইবার পর জয়পুররাজ সেই মূর্ত্তি লইয়া গিয়া জয়পুরে ঘাটি নামক স্থানে স্থাপন করেন।

জয়দেব জীবনের শেষাবস্থায় জন্মভূমি কেন্দুলী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কেন্দুলী হইতে গঙ্গা ১৮ ক্রোশ। প্রবাদ আছে, প্রতিদিন জয়দেব সেই ১৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন ঘটনাক্রমে তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতে না পারায় তাঁহার মনে বড়ই ক্ষোভ হইল। কিন্তু গঙ্গাদেবী ভক্তের ক্ষোভ দূর করিবার জন্য কলনাদে প্রবাহিত হইয়া কেন্দুলীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়দেবের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। এই গ্রামেই জয়দেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এখনও তাঁহার স্মরণার্থ এখানে প্রতিবর্ষে মাঘ-সংক্রান্তিতে একটী মেলা হয়, তাহাতে প্রায় পঞ্চাশহাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ ভাবুক ভক্তের এক অপার্থিব জিনিষ। হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি ভারতীয় নানা ভাষায়, এতদ্ভিন্ন অনেক বিদেশীয় ভাষায়ও গীতগোবিন্দের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। [গীতগোবিন্দ দেখ।] উদয়নাচার্য্য, কমলাকর, কুম্ভকর্ণ মহেন্দ্র, কৃষ্ণদত্ত, কৃষ্ণদাস, গোপাল, চৈতন্যদাস, নারায়ণভট্ট, নারায়ণদাস, পীতাম্বর, ভগবদ্দাস, ভাবাচার্য্য, মানাঙ্ক, রামতারণ, রামদত্ত, রূপদেব পণ্ডিত, লক্ষ্মণভট্ট, লক্ষ্মণসূরি, বনমালিভট্ট, বিট্ঠল দীক্ষিত, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, শঙ্করমিশ্র, শ্রীহর্ষ, হৃদয়াভরণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ-গীতগোবিন্দের টীকা লিখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অনির্দ্দিষ্ট গ্রন্থকার-রচিত বালবোধিনী, বচনমালিকা প্রভৃতি নাম কয়েকখানি টীকা পাওয়া যায়।

২ একজন প্রসিদ্ধ কবি, ইঁহার পিতার নাম মহাদেব ও মাতার নাম সুমিত্রা, ইনি প্রসন্নরাঘব ও চন্দ্রালোক রচনা করেন।

৩ একজন কবি, ইনি ত্রিপুরীসুন্দরীস্তোত্র প্রণয়ন করেন।

৪ একজন নৈয়ায়িক, নৃসিংহের পুত্র। ইনি ন্যায়মঞ্জরীসার প্রণয়ণ করেন।

৫ একজন শাস্ত্রবিদ্ বৈদ্য। ইনি রসামৃত নামে বৈদ্যশাস্ত্র প্রণয়ণ করেন।

৬ মিথিলাবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক, ইঁহার উপাধি পক্ষধর, ইনি হরিমিশ্রের শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির সমসাময়িক। ইনি তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক বা চিন্তামণিপ্রকাশ, ন্যায়পদার্থমালা ও ন্যায়-লীলাবতীবিবেক নামে বিখ্যাত ন্যায়গ্রন্থ এবং দ্রব্যপদার্থ নামে

বৈশেষিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই কয়খানি গ্রন্থের মধ্যে তত্বচিন্তামণ্যালোক নামক গ্রন্থই অতি বৃহৎ এবং নৈয়ায়িক মাত্রেই অতি সমাদর করিয়া থাকেন। [রঘুনাথশিরোমণি দেখ।]

৭ একজন ছন্দঃশাস্ত্রকার।

৮ গদ্যাষ্টপদী নামে সংস্কৃত কাব্যপ্রণেতা।

৯ ঈশতন্ত্র নামে একখানি ব্যাকরণপ্রণেতা।

১০ অলঙ্কারশতক-রচয়িতা।

১১ একজন মৈথিল কবি, কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। ইনি সুগাওনা-রাজ শিবসিংহের সভায় অবস্থান করিতেন।

জয়দেব, এই নামে নেপালের দুইজন রাজার নাম পাওয়া যায়। একজন অতি প্রাচীন, তিনি কোন সময়ে রাজত্ব করিতেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ২য় জয়দেবের সময়কার উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিতে লিখিত আছে—মহারাজ শিবদেব মৌখরিরাজ ভোগবর্ম্মার কন্যা এবং মগধরাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী বৎসদেবীর পাণিগ্রহণ করেন এই বৎসদেবীর গর্ভে (২য়) জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন, ইহার অপর নাম পরচক্রকাম। ইনি গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের কন্যা ও ভগদত্তবংশীয় রাজদৌহিত্রী রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন (১)। এই জয়দেব রাজকুমার হইলেও সুকবি ছিলেন। তিনি উক্ত শিলালিপিতে পাঁচটী শ্লোক নিজে রচনা করেন। এই ২য় জয়দেবের আবির্ভাব-কাল ও বংশনির্ণয় সম্বন্ধে এখানকার প্রধান প্রধান পুরাবিদ্‌গণ অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি কোন্ হর্ষদেবের জামাতা তাহা কেহ এখন স্থির করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার বুহ্‌লর (Bühler) লিখিয়াছেন—'উক্ত ভগদত্ত ও শ্রীহর্ষদেব সম্ভবতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজবংশীয়, যে বংশে হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক কুমাররাজও জন্মগ্রহণ করেন (২)।'

তৎপরে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিট্ সাহেব অনেক বিচারের পর প্রকাশ করেন যে, 'জয়দেব (২য়) ঠাকুরীবংশীয় রাজা, ইনি ১৫৩ হর্ষ সম্বতে অর্থাৎ ৭৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন (৩)।' ডাক্তার হোর্‌নলি সাহেবও ফ্লিটের মত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অতএব উপরোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের মত স্বীকার করিলে বলিতে হয়, জয়দেবের শ্বশুর শ্রীহর্ষদেব সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন হইতে স্বতন্ত্র, ঐ হর্ষদেব ও জয়দেবের মাতামহ উভয়েই প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজবংশীয় ছিলেন এবং নেপালরাজ জয়দেব সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের ১৫৩ বর্ষ পরে রাজত্ব করিতেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। [গুপ্তরাজবংশ শব্দ ৪৩৩ পৃঃ দেখ।] ২য় জয়দেব লিচ্ছবিবংশীয় ছিলেন। লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণের শিলালিপিতে শক সম্বৎ ও গুপ্ত-সম্বতের অঙ্ক আছে। ডাক্তার বুহ্‌লর প্রভৃতির মতে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনই নেপাল জয় করিয়া তথায় নিজ সম্বৎ প্রচার করেন। কিন্তু আমরা এমন কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাই না, যদ্দ্বারা ঐ মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অল্‌বিরুনী দুইটী হর্ষসম্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। একটী ৪৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এবং অপরটী ৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ। তাঁহার মতে শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর যে গোলযোগ ঘটে, সেই সময়েই কাশ্মীরের হর্ষসম্বৎ আরম্ভ হয় *। কিন্তু চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ংএর জীবনীতে লিখিত আছে যে শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইতে হর্ষসম্বৎ আরম্ভের কথা একান্ত অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ ৪৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে যে হর্ষসম্বতের উল্লেখ আছে, তাহার আর কোন প্রমাণ নাই।

কাশ্মীর ব্যতীত আর কোন স্থানে যে কখন হর্ষসম্বৎ প্রচলিত ছিল, এ পর্য্যন্ত কোন প্রাচীন গ্রন্থে অথবা কোন প্রাচীন শিলালিপিতে তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বাণভট্ট ও হিউএন্-সিয়ং হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক সম্বৎ প্রচলনের কোন কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। এরূপ স্থলে

(১) "জাতঃ শ্রীশিবদেব ইত্যভিমতো লোকস্য ভর্ত্তা ভুবঃ।
দেবী বাহুবলাঢ্যমৌখরিকুল শ্রীবর্ম্মচূড়ামণি-
খ্যাতিক্ষেপিতবৈরিভূপতিগণশ্রীভোগবর্ম্মোদ্ভবা।
দৌহিত্রী মগধাধিপস্য মহতঃ শ্র্যাদিত্যসেনস্য যা
ব্যূঢ়া শ্রীরিব তেন সা ক্ষিতিভুজা শ্রীবৎসদেব্যাদরাৎ।
তস্মাদ্ বিভুর্গোপাজায়ত জিতারাতেরযাঃ পরৈ
রাজশ্রীজয়দেব ইত্যবগতঃ শ্রীবৎসদেব্যাত্মজঃ।...
মাদ্যদ্দন্তিসমূহদন্তমুসলক্ষুণ্ণারিভূভৃচ্ছিরো-
গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গকোসলপতিশ্রীহর্ষদেবাত্মজা।
দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতগুণৈর্যুক্তা প্রভূতা কুলৈ
র্যেনোঢ়া ভগদত্তরাজকুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাভুজা।"
পশুপতিমন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি ১৩ ও ১৪ পংক্তি।

(২) "Bhagadatta and Sriharshadeva probably belong to the dynasty of Prâg-jyotisha, to which Harshavardhana's contemporary Kumararaja also belonged." Note 57 by Dr. Bühler in Twenty-three Inscriptions from Nepal, p. 53.

(৩) Fleet's Corp. Inscriptionum Indicarum, p. 189.

* Journal Roy. As. Soc. vol. XII, p. 44. (O.S.)

হর্ষবর্দ্ধনের সহিত হর্ষ-সংবতের কোন সংস্রব আছে কি না, তাহা এখন সন্দেহস্থল। এরূপ স্থলে জয়দেব প্রভৃতির শিলালিপিতে উৎকীর্ণ সম্বতের অঙ্ক নিঃসন্দেহে হর্ষসম্বৎ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। [হর্ষ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] নেপালের পার্ব্বতীয়-বংশাবলীতে লিখিত আছে, ঠাকুরীবংশীয় প্রথম রাজা অংশুবর্ম্মার শ্বশুরের সময়ে বিক্রমাদিত্য নেপালে আগমন করেন এবং এখানে সম্বৎ প্রচলন করিয়া যান (৪)।

গুপ্তসম্রাট্গণের সময়েই নেপালে প্রবল পরাক্রান্ত লিচ্ছবিরাজগণ রাজত্ব করিতেন। গুপ্তসম্বৎ-প্রবর্ত্তক মহারাজাধিরাজ ১ম চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) লিচ্ছবিরাজকন্যা কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর সমুদ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। যেমন সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের পিতামহ আদিত্যবর্দ্ধন মহাসেনগুপ্তের ভগিনী মহাসেনগুপ্তার পাণিগ্রহণ করেন (৫)। যেমন মৌখরিরাজ আদিত্যবর্ম্মা হর্ষগুপ্তের ভগিনী হর্ষগুপ্তাকে বিবাহ করেন। সেইরূপ মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র বিক্রমাদিত্য-উপাধিধারী ২য় চন্দ্রগুপ্ত নেপালের লিচ্ছবিরাজ ধ্রুবদেবের ভগিনী ধ্রুবদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ ধ্রুবদেব ও ঠাকুরীবংশীয় মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা উভয়েই এক সময়ের লোক। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত ৪৮ সম্বৎজ্ঞাপক শিলালিপিতে মহারাজাধিরাজ ধ্রুবদেবের রাজত্বকালে মহারাজ অংশুবর্ম্মা কর্ত্তৃক 'তিলমক' নির্ম্মাণের প্রসঙ্গ আছে। ডাক্তার বুহলর প্রভৃতি বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ একবাক্যে ঐ ৪৮ অঙ্ক হর্ষসম্বৎজ্ঞাপক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা লিখিয়াছি যে, নেপালে যে কোন কালে হর্ষসম্বৎ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পার্ব্বতীয় বংশাবলীর মতে রাজা অংশুবর্ম্মার কিছু পূর্ব্বে নেপালে বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক গুপ্তসম্বৎ প্রচলিত হয়। এরূপ স্থলে নেপালরাজ ধ্রুবদেবের ভগিনী ধ্রুবদেবীর সহিত ২য় চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হইবার পূর্ব্বে এবং সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী গুপ্ত-সম্বৎ-প্রবর্ত্তক ১ম চন্দ্রগুপ্তের সহিত লিচ্ছবিরাজকন্যা কুমারদেবীর বিবাহকালে সমাগত ১ম চন্দ্রগুপ্তকর্ত্তৃক নেপালে গুপ্তসম্বৎ প্রচারিত হইয়া থাকিবে। এরূপ স্থলে অংশুবর্ম্মা ও ধ্রুবদেবের শিলালিপির অঙ্ক যে গুপ্তসম্বৎজ্ঞাপক, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

এরূপস্থলে ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ২৯৯ অঙ্ক গুপ্ত-সম্বৎ জ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। [গুপ্ত রাজবংশ শব্দ দেখ।] তাহা হইলে (২৯৯×৩১৯।২০=) ৬১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে লিচ্ছবিরাজ ২য় জয়দেবকে আমরা নেপালের সিংহাসনে সমাসীন দেখি। এ সময়ে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাণভট্ট ও চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ংএর বর্ণনায় জানা যায়, সম্রাট্ হর্ষদেব সমস্ত উত্তর ভারত এবং গৌড়, ওড্র কলিঙ্গাদি অনেক স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ২য় জয়দেবের শ্বশুর গৌড়-ওড্র-কলিঙ্গ-কোশলাধিপ শ্রীহর্ষদেব ও শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন উভয়ে যে অভিন্নব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখানে একটী কথা উঠিতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্ সাহেব লিখিয়াছেন, 'হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কনোজরাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে মগধরাজ আদিত্যসেন মহারাজাধিরাজ অর্থাৎ সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করেন। শাহপুর শিলালিপি মতে তিনি ৬৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন (৬)।' সুতরাং আদিত্যসেনের দৌহিত্রীর পুত্র ২য় জয়দেব ৬১৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান থাকা একান্ত অসম্ভব।

কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি, "শাহপুরের সূর্য্যপ্রতিমায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ৬৬৬ সম্বতে রাজা আদিত্যসেনের কথা বিবৃত আছে।" [গুপ্তরাজবংশ ৪৩১ পৃষ্ঠা দেখ।] এরূপস্থলে ৬০৯ খৃষ্টাব্দে আদিত্যসেনকে মগধের সিংহাসনে দেখিতে পাই। ঐ সময়েও শ্রীহর্ষদেব আধিপত্য করিতেছিলেন। মগধরাজ আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত হর্ষদেবের সহচর ছিলেন এবং সম্পর্কেও আদিত্যসেন সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের একপ্রকার ভ্রাতা হইতেছেন। অতএব আদিত্যসেন ও হর্ষদেব উভয়ে যে সমসাময়িক তাহাতে সন্দেহ নাই।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, যখন মাধবগুপ্ত হর্ষের বন্ধু ছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র আদিত্যসেন হর্ষদেব অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬-৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন ৬০৯ খৃষ্টাব্দে আদিত্যসেন রাজ্যাভিষিক্ত হইলেও ৬১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দৌহিত্রীপুত্রের রাজ্যগ্রহণ একান্ত অসম্ভব।

উত্তর। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ংএর জীবনীতে লিখিত আছে—(৬৪০ খৃষ্টাব্দে †) তিনি বলভীরাজ্যে গিয়া

(৪) Inscriptions from Nepal, p. 38.
(৫) Epigraphia Indica, vol. I. p. 68.
(৬) Fleet's Inscriptionum Indicarum, vol. III. p. 14.
† Cunningham's Aucient Geography of India, p. 566.

তথাকার রাজা ধ্রুবভট্টকে দেখিয়াছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের পৌত্রীর সহিত এই বলভীরাজ ধ্রুবভট্টের বিবাহ হয়। ইনি (৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) প্রয়াগের ধর্ম্মসভায় শ্রীহর্ষদেবের নিকট উপস্থিত ছিলেন (৭)।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে শ্রীহর্ষদেবের বিবাহের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ের প্রসঙ্গ আছে। এরূপস্থলে বোধ হয়, তিনি সম্রাট্ হইবার পর বিবাহ করেন, স্বইচ্ছায় প্রথমে বিবাহ করেন নাই।

সুতরাং তিনি যে বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি রাজপদ পাইলেও ঐ সময়েই বোধ হয় তিনি সম্রাট্পদে অভিষিক্ত হন এবং দারপরিগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ বিবাহের পর বর্ষে তাঁহার কন্যা রাজ্যমতী জন্মগ্রহণ করেন। রাজ্যমতীর ১০ম বর্ষে (সম্ভবতঃ ৬১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সমবয়স্ক লিচ্ছবিরাজ কুমার ২য় জয়দেবের সহিত বিবাহ হয়।

শ্রীহর্ষচরিতে বাণভট্ট ও হর্ষের পরিচয় পাঠ করিলে হর্ষকে অল্প বয়স্ক যুবক বলিয়া বোধ হয় না। বাণভট্ট অনেক দিন হর্ষের সভায় ছিলেন, সম্ভবতঃ বাণভট্টের মৃত্যুর পর প্রৌঢ়াবস্থায় হর্ষের বিবাহ হইয়া থাকিবে। এরূপ স্থলে ৪০।৪১ বর্ষ বয়সের সময় (৬০৬।৭ খৃষ্টাব্দে) হর্ষদেব বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে প্রায় ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে হর্ষদেব জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মাধবগুপ্ত হর্ষদেবের সহচর হইলেও তৎপুত্র আদিত্যসেন সম্পর্কে হর্ষদেবের ভ্রাতা, এরূপস্থলে আদিত্যসেন হর্ষ অপেক্ষা ৭।৮ বর্ষের ছোট ছিলেন, এরূপ ধরিয়া লওয়া যায়। এরূপ স্থলে প্রায় ৫৭০।৭১ খৃষ্টাব্দে আদিত্যসেনের জন্ম হইয়া থাকিবে। বোধ হয় আদিত্যসেনের ও তাহার কন্যাবংশীয়ের অল্পবয়সে পুত্র সন্তান হইয়াছিল।

যেমন শ্রীহর্ষ ৬১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২৭।২৮ বর্ষের মধ্যেই পুত্র, পৌত্রী ও নাতি জামাইএর মুখ দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ আদিত্যসেনেরও (৫৭০ হইতে ৬১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে) ৪৮।৪৯ বর্ষ মধ্যে কন্যা, দৌহিত্রী ও দৌহিত্রীর পুত্র হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে।

মহারাজ আদিত্যসেনের শিলালিপিতে মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিয়াই ফ্লিট্সাহেব তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু কেবল মহারাজাধিরাজ নাম দেখিয়াই এক জনকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রাঢ়ে ও বরেন্দ্রে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও যেমন বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ দেব, ক্ষুদ্ররাজ্যের অধীশ্বর হইলেও মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন (৮), সেইরূপ আদিত্যসেনও কেবল মগধের রাজা ছিলেন, সম্রাট্ হন নাই। [গুপ্তরাজবংশ শব্দ দেখ।]

বুহ্লর সাহেব নেপালরাজ ২য় জয়দেবের শ্বশুর ও দাদাশ্বশুর উভয়কেই প্রাগ্জ্যোতিষ-বংশীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু শ্বশুর এবং শাশুড়ীর পিতা কখন একবংশীয় হইতে পারে না। সম্ভবতঃ মহাবীর হর্ষদেব কামরূপপতি ভগদত্তবংশীয় কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মার কন্যা অথবা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন, সেই রমণীর গর্ভেই ২য় জয়দেবের পত্নী রাজ্যমতী জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্যই শিলালিপিতে রাজ্যমতী "ভগদত্তরাজকুলজা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

২য় জয়দেবের শিলাফলকে লিখিত আছে—তাঁহার মাতা বৎসদেবী মৃতস্বামীর উদ্দেশ্যে পশুপতির উদ্দেশে একটী রজতপদ্ম উৎসর্গ করেন। বোধ হয় এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হইবার অনতিপূর্ব্বে জয়দেবের পিতা শিবদেবের মৃত্যু হয়। বিবাহ হইলেও তখন জয়দেব বালক।

জয়দেবপুর, ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাবালরাজ্যের রাজধানী। [ভাবাল দেখ।]

জয়দ্বল (পুং) বিরাটভবনে ছদ্মবেশী সহদেব।

জয়দ্রথ (পুং) জয়ৎ রথো যস্য বহুব্রী। ১ সিন্ধুসৌবীর দেশের একজন রাজা। বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র। দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি ও দুঃশলার স্বামী। ইনি এক সময়ে কাম্যকবনের মধ্য দিয়া শাম্বদেশে যাইতেছিলেন। সেই সময় পাণ্ডবগণও ঐ বনে ছিলেন। দ্রৌপদীকে একাকী বন মধ্যে দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য জয়দ্রথের ইচ্ছা হইল। তিনি পারিষদ কোটীকাস্যকে দূতরূপে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। কোটীকাস্য দ্রৌপদীকে আসিয়া বলিলেন, 'আমি সুরথরাজার পুত্র, আমার নাম কোটিকাস্য। সিন্ধুদেশাধিপতি রাজা জয়দ্রথ আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, আপনি কে? কাহার দুহিতা এবং কাহারই বা ভার্য্যা, তাহা জানিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা।' দ্রৌপদী আপনার পরিচয় দিলেন। তাহা শুনিয়া জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভীম ও অর্জ্জুনের হস্তে তিনি বিশেষরূপে অবমানিত হইলেন। উভয় ভ্রাতায় জয়দ্রথের মাথা মুড়াইয়া দেন। জয়দ্রথ সেই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাদ্বারে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া শঙ্করের তপস্যা করিতে লাগিলেন, "মহাদেব তপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ

(৭) La Vie de Hiouen-Thsang par Stanislas Julien, p.254.

(৮) See—*The Sena kings of Bengal*, by N. Basu.

করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন "ভগবন্। আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিব।" মহাদেব বলিলেন, "না, তুমি অর্জ্জুন ব্যতীত পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, এই জন্য অর্জ্জুন দেবগণেরও অজেয়। অতএব আমি বর প্রদান করিতেছি, একদিন তুমি অর্জ্জুন ব্যতীত সসৈন্য পাণ্ডব চতুষ্টয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।" তদনুসারে যে দিন দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেইদিন ব্যূহদ্বার রক্ষক হইয়া তিনি পাণ্ডব চতুষ্টয়কে সমরে জয় করেন। সেই চক্রব্যূহ মধ্যে অসহায় প্রবিষ্ট অভিমন্যু নিহত হন। এই জন্য অর্জ্জুন জয়দ্রথকে অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ স্থির করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। জয়দ্রথের পিতা পুত্রকে বর দিয়াছিলেন যে কেহ ইহার মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিবে, তখনই তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। অর্জ্জুন কৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া ইহার মস্তক শরীর হইতে বিমুক্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র-সন্নিহিত সমন্তপঞ্চকস্থ তপপরায়ণ বৃদ্ধক্ষত্রের অঙ্কে স্থাপন করেন। বৃদ্ধক্ষত্র তপস্যান্তে উঠিবামাত্র মস্তক তাহা কর্ত্তৃক ভূপতিত হয়। সুতরাং তাহারই মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। (ভারত বন ও দ্রোণ) ইঁহার পুত্রের নাম সুরথ।

২ একজন কাশ্মীর দেশীয় বিখ্যাত কবি, ইঁহার গুরুর নাম সুভটদত্ত, শিব ও সঙ্গধর। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সুপণ্ডিত ও কাশ্মীররাজ যশস্কর, অনন্ত, উচ্ছল প্রভৃতির সচিব ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শৃঙ্গাররথ, তিনিও রাজরাজের সচিব ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জয়রথকৃত তন্ত্রালোক-বিবেকগ্রন্থে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় বর্ণিত আছে। জয়দ্রথের মহামাহেশ্বর ও রাজানক উপাধি ছিল। ইনি হরশিবচিন্তামণি, অলঙ্কারবিমর্শিনী ও অলঙ্কারোদাহরণ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

৩ বামকেশ্বরতন্ত্রবিবরণ নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৪ এক খানি যামলের নাম।

জয়ধর্ম্মন্ (পুং) একজন কুরুসেনাপতি। (ভারত ৭।১৫৬)

জয়ধ্বজ (পুং) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্র, অবন্তীর এক রাজা। ইঁহার পুত্রের নাম তালজঙ্ঘ। (লিঙ্গপু° ৬৮।১২)

জয়ন (ক্লী) জীয়তে ২নেন করণে-ল্যুট্। ১ অশ্বাদির সজ্জা। ভাবে ল্যুট্। ২ জয়।

জয়নগর, ১ মানভূম জেলার একটী পরগণা। পরিমাণ প্রায় ৩০·৩৯ বর্গ মাইল।

২ মগধপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের দুর্গ। প্রবাদ আছে, তিনি মুসলমানদলপতি মখদুম্ মৌলাগাযুর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া এই দুর্গে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। অনুমান হয়, জয়নগর এক সময়ে অতি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল।

৩ বঙ্গদেশে দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। অক্ষা° ২৬° ৩৪´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ১১´ পূঃ। নেপাল-সীমান্তে কয়েক মাইল দক্ষিণে কমলা নদীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ আছে। বাঙ্গালার সুবাদার আলাউদ্দীন্ ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে পার্ব্বতীয়-দিগের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত দুর্গটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নেপালযুদ্ধের সময়ে ইংরাজগণ এই দুর্গের নিকটে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে নীল ও চিনির দুইটী কুঠি ছিল; এখন তাহা বন্ধ হইয়া আছে। নরায়া হইতে দ্বারভাঙ্গা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জয়নগর হইতে জেলার সর্ব্বত্র যাতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। জয়নগরের নিকটে শিলানথ নামক গ্রামে বৎসর বৎসর একটী মেলা হয়।

৪ বঙ্গদেশে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২২° ১০´ ৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৭´ ৪০´´ পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটি, পুলিস, থানা এবং একটী ইংরাজীস্কুল আছে। পূর্ব্বে এই স্থানের নিম্ন দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। এখন গঙ্গা অপসৃত হওয়ায় তথায় কতকগুলি ঝিল হইয়াছে। একটী ঝিলের তটে কতিপয় দেবমন্দির আছে। জয়নগরে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী দেবমন্দির আছে, কিন্তু তাহাতে কোনও বিগ্রহ নাই। এখান হইতে খদিরপুর পর্য্যন্ত একটী খাল আছে, তদ্দ্বারা কলিকাতায় যাতায়াত চলে।

জয়নন্দী, সূক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন প্রাচীন কবি।

জয়নরেন্দ্রসিংহ, পাটিয়ালার একজন মহারাজ। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতা করম্-সিংহের মৃত্যু হইল ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। শিখ-যুদ্ধকালে ইনি বৃটীশগবর্মেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বৃটীশগবর্মেণ্ট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের একটী জায়গীর প্রদান করেন্। তিনি আপনার রাজ্য মধ্যে অপর সকল প্রকার পণ্যদ্রব্যের মাসুল উঠাইয়া দেওয়ায় বৃটীশগবর্মেণ্ট পর বর্ষে লাহোররাজের অধীন কতকগুলি সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া রাজা নরেন্দ্রসিংহকে প্রদান করেন। শিপাহীযুদ্ধের সময়েও ইনি ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইনি দুই লক্ষ টাকা আয়ের মঞ্জুর রাজ্য ও পুরুষানুক্রমে দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ইনি G. C. S. I. উপাধি লাভ করেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১৪ই নবেম্বর দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র মহেন্দ্রসিংহকে রাজ্য দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জয়নাথ, তমসানদী-প্রবাহিত প্রদেশের একজন মহারাজ। উচ্চকল্পে ইঁহাদের রাজধানী ছিল, এই জন্য ইঁহারা উচ্চকল্পের রাজা বলিয়া খ্যাত। ইনি ব্যাঘ্র মহারাজের ঔরসে ও অজ্ঝিত দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৭৪ হইতে ১৭৭ (গুপ্ত কিম্বা কলচুরি) সম্বতে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার পুত্রের নাম মহারাজ সর্ব্বনাথ।

জয়নারায়ণ, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র। ইনি শঙ্করসঙ্গীত রচনা করেন।

২ সপ্তশতী চণ্ডীর একজন টীকাকার।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, একজন বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত, কলিকাতার দক্ষিণে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মুচাদিপুর গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক বংশে ১২১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার পিতা হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। জয়নারায়ণ পঞ্চম বৎসর বয়ক্রমকালে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হন, অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতৃসন্নিধানে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করিয়া অসামান্য বুদ্ধিবলে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, অমরকোষ ও কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে ভবানীপুরনিবাসী রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র এবং শালিখা-নিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া উভয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি কখনও আলস্যে কালযাপন করিতেন না। অধ্যাপকের নিকট হইতে অবসর পাইলেই স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। কখনও কখনও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট যাইয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সময়ে সময়ে অধ্যাপকের সহিত নানাস্থানে পণ্ডিতসভায় নিমন্ত্রণে যাইয়া বিচারে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে পরাস্ত করিতেন, এ জন্য অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িল। তাঁহার ছাব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার অধ্যাপক জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যু হইল। সকলের অনুরোধে তিনি শালিখায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। নানাস্থান হইতে ছাত্রমণ্ডলী সমাগত হইয়া তাঁহার নিকটে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিল। এই সময়ে আর্থিক অনাটন জন্য ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। স্থানীয় লোকেরা তাঁহার ছাত্রবর্গের বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন। এইরূপ অধ্যাপনা করিতে করিতে তর্কপঞ্চানন মহাশয় এক সময়ে "ল কমিটীর" পরীক্ষা দিয়া জজ পণ্ডিত হইবার প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু অধ্যাপনা কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তিনি সেই কার্য্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

একদিন সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণির সহিত তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের লিখিত বিচার হয়, বিচারে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে স্বীয় স্থান অধিকার করিবার যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। নিমচাঁদের মৃত্যুর পরে ১৮৪০ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করা হইল। তিনি মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনাকার্য্য ত্যাগ করিলেন না। সিমুলিয়াতে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক কলেজের কার্য্য করিয়া অবসর সময়ে প্রাতে ও রাত্রিতে ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিতেন। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অধিক হওয়াতে তিনি নারিকেলডাঙ্গায় একটী প্রশস্ত বাটী ক্রয় করিয়া, তথায় চতুষ্পাঠী খুলিলেন। তাঁহার কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এবং চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ, হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও তারাচাঁদ তর্করত্ন প্রভৃতি সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়াছেন।"

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে তিনি পেনসন লইয়া বারাণসীতে গিয়া বাস করেন। সেখানেও তিনি নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দণ্ডী, পরমহংস, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাত্মগণও তাঁহার নিকটে যোগশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিতেন। তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১২৮০ সালে কাশীতে পরলোক গমন করেন।

সর্ব্বদাই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া, তিনি অধিক গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। কণাদসূত্রবিবৃত নামক একখানি বৈশেষিক গ্রন্থের টীকা, পদার্থতত্ত্বসার নামক একখানি ন্যায়গ্রন্থ, তারকেশ্বরশতক ও চামুণ্ডাশতক প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত পদ্যগ্রন্থ, শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ ঘোষের আদেশে নীরাজনপ্রকাশ, এবং বঙ্গভাষায় লিখিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক পুস্তক রচনা করেন। এই সমুদয় পুস্তকে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কাশীবাসকালে তিনি একখানি ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কাশীরাজকে উপহার দিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণ দীক্ষিত, তর্কমঞ্জরী নামে ন্যায়গ্রন্থ-রচয়িতা।

জয়নী (স্ত্রী) জয়ন স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। ইন্দ্রকন্যা।

জয়ন্ত (পুং) জয়তীতি জি-ঝচ্ (তৃভূবহিবসীতি। উণ্ ৩।১২৮)

১ ইন্দ্রপুত্র, পাকশাসনি, ঐন্দ্রি। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯৮।) অতিশয়েনারীন্ জয়তে জয়হেতুরিতি জয়ন্তঃ। ৩ শিব। (মৎস্য পু° ৫।৩০) ৪ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ৫ বিরাটগৃহে ছদ্মবেশী ভীম। [জয় দেখ।] ৬ মরুত্বতী গর্ভজাত ধর্ম্মের এক পুত্র, ইনি উপেন্দ্র নামে বিখ্যাত। (ভাগবত ৬।৬।৮।) ৭ রাজা দশরথের একজন মন্ত্রী। (রামায়ণ ১।৩।২-৩) ৮ পর্ব্বতবিশেষ। (হরিবংশ ১৩০।১৪) ৯ যাত্রিক যোগবিশেষ, যাহার রাশি অপেক্ষা চন্দ্র উচ্চস্থ হইয়া একাদশ স্থানে অবস্থান করেন, তাহার এই জয়ন্ত যোগ হয় *। এই যোগে শত্রুপক্ষ নাশ করে। ১০ তালবিশেষ, ইহা ধ্রুবক জাতীয়।

"আদিতালে জয়ন্তঃ স্যাৎ শৃঙ্গাররসসংযুতঃ।
রুদ্রসংখ্যাক্ষরপদ আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকরঃ পরঃ॥" (সঙ্গীত দামো°)
[জয়ন্তিকা দেখ।]

জয়ন্ত, ১ জয়ন্তী বা-দীপিকা নামে কাব্যপ্রকাশের একজন টীকাকার। ইঁহার পিতার নাম ভারদ্বাজ, তিনি গুজরাটের বাঘেলরাজ সারঙ্গদেবের মন্ত্রী-পুরোহিত ছিলেন। সারঙ্গদেবও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। ১৩৫০ সম্বতে জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণা তৃতীয়ায় কাব্যপ্রকাশদীপিকা রচিত হয়।

২ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, ইনি ন্যায়কলিকা ও ন্যায়মঞ্জরী রচনা করেন। কাশ্মীরে ঐ গ্রন্থ প্রচলিত।

৩ সারস্বতব্যাকরণের "বাদিঘটমুদ্গর" নামে টীকা-রচয়িতা।

৪ প্রকাশপুরীর মধুসূদনের পুত্র। ইনি তত্ত্বচন্দ্র নামে প্রক্রিয়াকৌমুদীর টীকা প্রণয়ন করেন।

৫ পদ্যাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি।

৬ জয়ন্তস্বামী নামে খ্যাত। ইঁহার পিতার নাম কান্ত, পিতামহের নাম কল্যাণস্বামী, এবং পুত্রের নাম অভিনন্দ। ইনি বিমলোদয়মালা নামে আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রভাষ্য, আশ্বলায়নকারিকা ও ঋগ্বেদের স্বরনির্ণয় সম্বন্ধে স্বরাঙ্কুশ নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হরিহর, কমলাকর, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ জয়ন্তস্বামীর গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জয়ন্তপুর, নিমিরাজস্থাপিত একটী নগর, ইহা গৌতমাশ্রমের নিকট ছিল।

জয়ন্তিকা (স্ত্রী) জয়ন্তীব কায়তীতি কৈ-ক, ততো হ্রস্বো নিপাতনাৎ। ১ হরিদ্রা। (রাজনি°) ২ দুর্গার সখী। (কাশীখণ্ড ৪৭।৪৬) ৩ এক প্রাচীন রাষ্ট্র।

"প্রত্যগ্ব্রহ্মিতটে রম্যে বিখ্যাতেতি জয়ন্তিকা।"
(সহ্যাদ্রি° ২।১৬।৩৬।)

জয়ন্তিয়া, জয়ন্তী, বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের অন্তর্গত একটী রাজ্য। পূর্ব্বে এই স্থানে স্বাধীন হিন্দু রাজগণ রাজত্ব করেন। ব্রহ্মখণ্ড, দেশাবলী, দিগ্বিজয়প্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এই রাজ্য জয়ন্ত নামে ও বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেশাবলী মতে এখানে জয়ন্তেশী দেবী বিরাজ করেন। বৃহন্নীলতন্ত্রেও ইহা পীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—
"জয়ন্তং বিজয়ন্তঞ্চ সর্ব্বকল্যাণদং প্রিয়ে।" (৫ম পটল)

এখনও জয়ন্তেশীদেবীর কালীমূর্ত্তি দেখিবার জন্য অনেক যাত্রী এখানে আগমন করিয়া থাকে। প্রতি বর্ষে এখানে জয়ন্তরাজ নরবলি দিতেন। জয়ন্তের শেষ রাজা রাজেন্দ্রসিংহ এই নরবলির অপরাধেই ইংরাজের কুদৃষ্টিতে পড়েন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে নওগাঁ হইতে কএকজন প্রজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া জয়ন্তেশীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয়। তজ্জন্যই বড়লাট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রসিংহকে রাজ্যচ্যুত এবং জয়ন্তরাজ্য শ্রীহট্টের অন্তর্ভূত করিয়া লন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা বার্ষিক ছয়হাজার টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। সেই সময় হইতে জয়ন্তরাজ্যের পার্ব্বতীয় অংশ খাসি ও জয়ন্তী পাহাড়ের অন্তর্গত এবং সমতলভাগ শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত হয়। এই সমতল অংশের পরিমাণ ৪৬৩ বর্গমাইল হইবে। পূর্ব্বে জয়ন্তরাজ আপন ইচ্ছামত প্রজাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্য বা কর আদায় করিতেন, বৃটীশ অধীন হইবার পর এখানে নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত হয়। [শ্রীহট্ট ও জয়ন্তিয়া পাহাড় দেখ।]

জয়ন্তিয়া পাহাড়, আসাম প্রদেশের এক উপবিভাগ, সাধারণে জোবাই বলে। ইহার পরিমাণ-ফল ২০০০ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরসীমা নওগাঁ, পূর্ব্বে কাছাড়, দক্ষিণে শ্রীহট্ট ও পশ্চিমে খাসি পাহাড়।

ইহার জোবাই নামক সদরে সহকারী কমিসনরের কাছারী আছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থান বৃটীশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। প্রথমে এখানকার প্রতি গ্রাম হইতে বর্ষে একটী করিয়া ছাগ আদায় হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রতি গৃহে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১৲ টাকা করিয়া কর ধার্য্য হয়। প্রথমে ঐ কর আদায় সম্বন্ধে গোল বাঁধিয়া ছিল। পাহাড়ীরা রাজা ভিন্ন আর কাহাকেও কর দিতে স্বীকৃত হইল না। তাহাতে তাহাদের সহিত একটী ছোট খাট যুদ্ধ বাঁধে। যাহা হউক, তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয়। তৎপরে এখানে মাছ ধরা ও কাঠ কাটার উপরও কর ধার্য্য হয়। কিন্তু এখানকার পাহাড়ীরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে

* "যত্র যোচ্চগশ্চন্দ্রো লগ্নাদেকাদশে স্থিতঃ।
জয়ন্তো নাম যোগোঽয়ং শত্রুপক্ষবিনাশকৃৎ।" (জ্যোতি°)

জানুয়ারীমাসে পূজা উপলক্ষে সকলে একত্র হইয়া ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। পুলিস ঘর পুড়াইয়া দিল। বৃটীশের কোন চিহ্ন পাহাড়ে রহিল না। তাহাদের বিরুদ্ধে সিপাহীসৈন্য প্রেরিত হইল। প্রথমে এই সিপাহীরা কিছু করিতে পারিল না, পুনরায় গজারোহী ও দুই দল সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে দমন করা হইল। এখন জয়ন্তিয়া পাহাড় ২৩টী পরগণায় বিভক্ত; তন্মধ্যে দুইটীতে কুকী ও দুইটীতে মিকির জাতির বাস। এখানে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা কর আদায় হইয়া থাকে।

এখানে ঝুম্ নামক কৃষিপ্রথা প্রচলিত। এখানকার নদী-তট হইতে উৎকৃষ্ট পাথুরিয়া চুণ পাওয়া যায়, তাহা বঙ্গে শ্রীহট্টের চুণ বলিয়া বিক্রীত হয়।

জয়ন্তী, কদম্ব-রাজগণের রাজধানী বনবাসীর অপর নাম। [বনবাসী দেখ।]

জয়ন্তীপুর, শ্রীহট্টজেলার উত্তরপূর্ব্বাংশে একটী গ্রাম ও থানা। অক্ষা° ২৫° ৮´ ৭´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯২° ১০´ ২´´ পূঃ, হরিনদীর পুরাতন গর্ভে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এখানেই জয়ন্তরাজের রাজধানী ছিল। এখনও ইহার নানাস্থানে প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর শিল্পযুক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, শিবলিঙ্গ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। এখানে খাসি ও সন্তেং বণিকেরা প্রতি সপ্তাহে একবার হাট করিতে আইসে।

জয়ন্তী (স্ত্রী) জয়তীতি জি-ঝচ্। (তৃভূবহীতি। উণ্ ৩।১২৮) গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। দুর্গা।

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে।" (কালিকাপু°)

২ ইন্দ্রকন্যা। ৩ পতাকা। ৪ অগ্নিমন্থবৃক্ষ, গুণুরীগাছ। (ভাবপ্র°) ৫ বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—জয়া, তর্কারী, নাদেয়ী, বৈজয়ন্তিকা, বলা, মোটা, হরিতা, বিজয়া, সূক্ষ্মমূলা, বিক্রান্তা, অপরাজিতা। ইহার গুণ—মদগন্ধযুক্ত, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ক্রিমিনাশক, কণ্ঠবিশোধন। জয়ন্তী পত্রের গুণ বিষদোষ-নাশক, চক্ষুর হিতজনক, মধুর, শীতল। (রাজবল্লভ) ইহা নবপত্রিকায় ব্যবহৃত হয়।

"কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচু।
বিল্বোঽশোকো জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বৈদ্যক মতে—রবিবারে শ্বেতজয়ন্তীর মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে শ্বিত্ররোগ আরোগ্য হয়।

"শ্বেতজয়ন্তী মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ গব্যপয়সৈব।
শ্বিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা।" (চক্রপাণি)

৬ বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। বিষ, পাঠা, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল, নিম ও জয়ন্তী প্রত্যেক সমভাগ ছাগমূত্রে পিষিয়া চণকপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।) ৭ যোগবিশেষ, যদি শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রের প্রথম ও শেষ দণ্ডে কলামাত্র রোহিণী নক্ষত্র থাকে, তাহা হইলে এই যোগ হয়, এই যোগ সকল পাপনাশক।

"জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীমিতি তাং বিদুঃ।
রোহিণীসহিতা কৃষ্ণা মাসেব শ্রাবণেঽষ্টমী॥
অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥" (তিথিত°)

[জন্মাষ্টমী দেখ।] ৮ দ্বাদশীবিশেষ।

"উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।
দ্বাদশ্যষ্টৌ মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

জয়ন্তীব্রত, জন্মাষ্টমীর অপর নাম। [জন্মাষ্টমী দেখ।]

জয়পতাকা (স্ত্রী) জয়সূচকা পতাকা অথবা জয়স্য পতাকা মধ্যলো°। জয়লাভের পর যে পতাকা উড়ান হয়।

জয়পত্র (ক্লী) জয়জ্ঞাপকং পত্রং মধ্যলো°। কোনও বিবাদের বিচারের পর যাহাতে রাজকীয় মন্তব্য লিখিত হয়।

বীরমিত্রোদয়ে জয়পত্রের লক্ষণ ও ভেদ বর্ণিত আছে। ব্যাসের মতে—কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক বিবাদে অথবা কোন বিভাগের বিবাদে অথবা কোন বাগ্‌-বিরোধ প্রভৃতিতে যথাসম্ভব রাজা স্বয়ং দেখিয়া অথবা প্রাড়্‌বিবাকদিগের নিকটে শুনিয়া প্রমাণানুসারে যাহার জয় বিবেচনা করিবেন, তাহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিবেন (১)। জয়-পত্র রাজা ও সভ্যদিগের স্বাক্ষরিত এবং রাজমুদ্রায় অঙ্কিত হইবে। জয়পত্রে উভয়পক্ষের মন্তব্য, প্রাপ্ত প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্রের মত ও সভ্যদিগের মন্তব্য লিখিত হয়। কোন বিষয়ের জয়পত্র আবার পশ্চাৎকার নামে কথিত হয়।

রাজা প্রকৃত বিষয় নিশ্চয় করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ জয়পত্রে লিখিয়া জয়ী ব্যক্তিকে ঐ পত্র প্রদান করেন।

২ অশ্বমেধযজ্ঞীয় অশ্বের কপালে বদ্ধ লিপিবিশেষ।

জয়পাল (পুং) জয়ং পালয়তীতি, পালি-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ বিধি। ২ বিষ্ণু। ৩ ভূপাল। (শব্দরত্না°)

(১) "ব্যবহারান্ স্বয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বা প্রাড়্‌বিবাকতঃ।
জয়পত্রস্ততো দদ্যাৎ পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ।...
প্রাড়্‌বিবাকাদিহস্তাঙ্কং মুদ্রিতং রাজমুদ্রয়া।" (বীরমিত্রোদয়)

৪ বৃক্ষবিশেষ, (Croton Tiglium) সাধারণ কথায় জামালগোটা কহে। পর্য্যায় জৈপাল, সারক, রেচক, তিন্তিড়ীফল, দন্তীবীজ, মলদ্রাবি, বীজরেচন, কুম্ভীবীজ, কুম্ভিনীবীজ, ঘণ্টাবীজ, ঘণ্টিনীবীজ, নিকুম্ভবীজ, শোধিনীবীজ, চক্রদন্তীবীজ। মরাঠী, হিন্দী, নেপালী ও গুজরাটী ভাষায় জামালগোতা বা জামালগোটা, তামিল ও মলয়ে নির্ব্বলম্, তৈলঙ্গে নেপালবিতুয়া, ব্রহ্মে কনকো ও আরবে বতু বা হব্বুস্‌সলাতীন্। ইংরাজীতে Purging Croton.

এই গাছ এক একটী ১৫ হইতে ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ভারতের প্রায় সকল স্থানে ও মলকা, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশেও জন্মে।

ইহার ফল দেখিতে কমলানেবুর মত ও আকার সুপারীর ন্যায়। এই ফল হইতে জোলাপের মত কটু কষায় স্বাদযুক্ত এক প্রকার তৈল বাহির হয়। ইহার গুণ অতি বিরেচক। কএক ফোঁটা পেটে পড়িলে অল্প সময় মধ্যেই পেট ধুইয়া যায়। কঠিন কোষ্ঠবদ্ধ, উদরী, সংন্যাস, পক্ষাঘাত, এমন কি যখন রোগী এক ফোঁটা ঔষধও গিলিতে পারিতেছে না, এরূপ স্থলে এক ফোঁটা লাগাইয়া দিলে অল্প সময় মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এখান হইতে জয়পালতৈল বিলাতে প্রেরিত হইত। ইহার আধ সের তৈল করিতে ৵০ আনা মাত্র খরচ হইলেও বিলাতে ৫৲ টাকায় আধ ছটাক মাত্র বিক্রীত হইত। তাহার উপর বেশী ভেজাল চলিত হওয়ায় বিলাতে জয়পাল তৈলের ব্যবহার একবারে উঠিয়া যায়। কাহারও মতে, জয়পালের পাতা ও নূতন কাঠ হইতেও অল্পপরিমাণ তৈল পাওয়া যায়।

জয়পাল বীজ বা তৈল অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, ইহার রস চর্ম্মে লাগিলে তৎক্ষণাৎ ফোস্কা পড়ে। ঠাণ্ডায় কফ বসিলে বুকে বাহ্যপ্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্লিষ্টরের কার্য্য করে। বাহ্যপ্রয়োগে ইহার গুণ চর্ম্মপ্রদাহকারী ও অতি উত্তেজক। ইহার তৈলে বিশেষ জলনিঃসারক গুণ আছে। জয়পাল ফলের ছাল কাহারও মতে বিষাক্ত। পূর্ব্বকালে হিন্দু চিকিৎসকগণ জয়পালতৈল ব্যবহার করিতেন কি না, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ফল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া কিম্বা ঘুঁটের পোড়ে পুড়াইয়া ব্যবহার করা হইত।

অতি সাবধানে জয়পাল ব্যবহার করিতে হয়, অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে অজ্ঞ বেদিয়ার নিকট জয়পাল খাইয়া অনেকে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়াছে। ইহা অতি সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

বৈদ্যক মতে—ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, বিরেচন, দীপন, ক্রমি, কফ, আম ও জঠরাময়নাশক। (রাজনি°) কোন কোন বর্ত্তমান্ চিকিৎসকের মতে—অম্লজলযোগে পুরুষাঙ্গে জয়পালের প্রলেপ দিলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। ভয়ানক হাঁপানির সময় দীপশিখায় জয়পালবীজ জ্বালাইয়া নাকে ইহার ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানি কমিয়া আসে। মাথা ধরা বা চক্ষুরোগ প্রবল হইলে ব্রহ্মতলে ইহার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

জয়পাল, লাহোরের একজন বিখ্যাত হিন্দু রাজা। ইহার পিতার নাম হিতপাল। জয়পালের রাজ্য সরহিন্দ্ হইতে লম্‌ঘন্ এবং কাশ্মীর হইতে মুলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

জয়পালের রাজত্বকালে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করে।

গজনীপতি সবক্তগীন ৯৭৭ খৃঃ অব্দে জয়পালের রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক কয়েকটী দুর্গ হস্তগত করিয়া দেশলুণ্ঠন ও স্থানে স্থানে মসজিদ্ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। জয়পাল ক্রুদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের শাস্তিবিধানার্থ সসৈন্যে যাত্রা করিলেন।

সবক্তগীনের সহিত লম্‌ঘনে তাহার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু যুদ্ধ না হইতেই রাত্রিতে প্রচণ্ড বাত্যা উপস্থিত হইয়া জয়পালের সৈন্যগণকে অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল।

সুতরাং তিনি সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন।

৫০ হস্তী এবং ১০ লক্ষ দির্হাম উপঢৌকন প্রদান করিতে সম্মত হইয়া জয়পাল স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ যবনকে উপঢৌকন দিয়া হিন্দুগৌরব নষ্ট করিতে বারণ করিলেন।

তদনুসারে উপঢৌকন না দিয়া সবক্তগীনের প্রেরিত দূতগণকে কারারুদ্ধ করা হইল, এই সংবাদ শ্রবণে সবক্তগীন ক্রোধে অধীর হইয়া জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিল। যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত হইলেন। সবক্তগীন স্বীকৃত উপঢৌকন গ্রহণ এবং পেশবার ও লম্‌ঘন্ অধিকারপূর্ব্বক, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় হইতে পেশাবর হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের সীমা হইল, ১০০১ খৃঃ অব্দে ২৭এ নবেম্বর সবক্তগীনের পুত্র সুলতান মাহ্‌মুদ ১২০০০ অশ্বারোহী এবং ৩০০০০ পদাতিক লইয়া জয়পালকে আক্রমণ করেন। জয়পাল পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন; কিন্তু বাৎসরিক কর দানে সম্মত হইলে মামুদ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখনকার প্রথা অনুসারে কোনও রাজা দুইবার পরাজিত হইলে, তিনি রাজ্য চালাইতে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইতেন এবং রাজত্ব করিতে পাইতেন না। রাজা জয়পাল পুত্র অনঙ্গপালকে

সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিলেন।

জয়পাল, লাহোররাজ অনঙ্গপালের পুত্র এবং প্রথম জয়পালের পৌত্র। ১০১৩ খৃঃ অব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইরাবতী নদীতীরে ১০২২ খৃঃ অব্দে গজনীপতি সুলতান মাহ্মূদের সহিত জয়পালের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে জয়পালের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের পর হইতে লাহোর মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের এই ভিত্তিভূমি।

জয়পাল, হামির মহাকাব্য মতে চোহানবংশীয় পঞ্চম এবং সপ্তবিংশ রাজা, পঞ্চম রাজা জয়পাল চক্রী মহারাজ চন্দ্ররাজের পুত্র। সপ্তবিংশ রাজা জয়পাল মহারাজ বিশালের পুত্র। [চাহমান দেখ।]

জয়পুত্রক (পুং) জয়েন বিজয়েন পুত্র ইব কায়তীতি কৈ-ক। পাশকভেদ। জতুপুত্রক। [জয়কোলাহল দেখ।]

জয়পুর, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী বিখ্যাত দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তরসীমা বিকানের, লোহারু, ঝজ্জর, ও পাটিয়ালা ; পূর্ব্বে আলবার, ভরতপুর, করৌলি ; দক্ষিণে গোয়ালিয়র, বুন্দী, টোঙ্ক ও মেবাড় বা উদয়পুর এবং পশ্চিমে কৃষ্ণগড়, যোধপুর ও বিকানের। ইহার পশ্চিম সীমায় ধূন্ধ (ঢুণ্ঢ) নামে একটী যজ্ঞীয় গিরি আছে, পূর্ব্বে তদনুসারে এই রাজ্যকে ধূন্ধর বলা হইত। ইহার বর্ত্তমান রাজধানী জয়পুরের নামানুসারে এই রাজ্য এখন জয়পুর নামে বিখ্যাত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮০ মাইল ও প্রস্থে ১২০ মাইল। অক্ষা° ২৫° ৪৩´ হইতে ২৮° ২৭´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫০´ হইতে ৭৭° ১৫´ পূঃ। শেখাবতী সমেত ইহার ভূপরিমাণ ১৫৩৪৯ বর্গমাইল। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের লোকসংখ্যানুসারে এখানে ২৮৩২২৭৬ জন লোকের বাস। ইহার রাজস্ব আদায় প্রায় ৪৯৬০০০০৲ টাকা। এই রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য সকল স্থানে সমান নয়। মধ্যভাগে ত্রিকোণাকার সমুচ্চ অধিত্যকাভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ বা ১৬০০ ফিট্ উচ্চ বনাস নদী অভিমুখে দক্ষিণপার্শ্বে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব সীমায় গিরিমালা উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখে অলবার রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর দরী সকল বিকীর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণ সীমা আরাবল্লীর শাখা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন গিরিমালায় বেষ্টিত। এখানকার গিরিগুলিও অধিক উচ্চ। উত্তরপশ্চিমে বালুকা-সমাকীর্ণ শেখাবতী ও বিকানের রাজ্য। দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশই শস্যশ্যামলা ও সমধিক উর্ব্বরা। বনাস্ নদীই এখানকার সকল নদী অপেক্ষা বড়। বর্ষাকালে যত জলপাত হয়, সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন উপনদী দিয়া এই বনাস্নদীতে আসিয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন বাণগঙ্গা, অমানিশা, গম্ভীর, বান্দী, মোয়েল, ধুন্দ, মাস্সি, খারি, সবি, কাণ্টালি এই কএকটী নদী ও উপনদী আছে। এইগুলির মধ্যে বাণগঙ্গা পূর্ব্বাংশে, সবি উত্তরাংশে ও কাণ্টলি উত্তরপশ্চিমাংশে প্রবাহিত। বনাস্ ও সবি নদী ছাড়া অপর সকলগুলি গভীর হইলেও দারুণ গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। জয়পুর নগরের নিকটবর্ত্তী এবং রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমাংশের জমি অধিকাংশই বালুকা ও কঙ্কর মিশ্রিত। বিশেষতঃ শেখাবতীর সমুদয় জমিই বালুকাময়। বাণগঙ্গার তীরবর্ত্তী সমুদয় ভূভাগ ও জয়পুর নগরের দক্ষিণাংশ সমধিক উর্ব্বরা ও শস্যশালী।

এখানে তেমন নিবিড় বন নাই, পাহাড়ে সামান্য জঙ্গল দৃষ্ট হয়। তাহাতে ধাও-গাছই অধিক জন্মে। রাজ্যের সর্ব্বত্রই নিম্ব ও বাব্‌লা গাছ দেখা যায়।

ইহার উত্তরাংশে পাহাড়ে দানাদার পাথর, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বালুপাথুর, তাহার সহিত শ্বেত ও কাল মর্ম্মর এবং মধ্যে মধ্যে অভ্র পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে তামা, মনঃশিলা ও নিকেলের খনি আছে। তামার খনি হইতে তামা উঠান হয়, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে মূলশিরা হইতে আদত তামা বাহির করিতে পারে না। জয়পুরের মিনার কাজ জগৎবিখ্যাত। তাহাতে মনঃশিলা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

এ ছাড়া খনিজ পদার্থের মধ্যে এখানকার শাম্ভরহ্রদ হইতে বর্ষে প্রায় দুই লক্ষ মণ শাম্ভর লবণ উৎপন্ন হয়। রায়বাল নামক স্থান হইতে অতি উৎকৃষ্ট পাথুরিয়া চুণ উৎপন্ন হয়। এখানকার রাজমহাল নামক স্থানের নিকট যথেষ্ট লাল চুণি পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এখানে অনেক ফিরোজা মণিও পাওয়া যাইত।

এখানকার উর্ব্বরা জমিতে জোয়ার, ধান্য, কার্পাস, তিল, সরিষা, গম, যব, ছোলা, অহিফেন, তামাক, ইক্ষু ও ডাল যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু শেখাবতী অঞ্চলে বাজরা, মুগ ও মুথা ভিন্ন আর কিছু উৎপন্ন হয় না। অতি পূর্ব্বকাল হইতে এখানে ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুররাজ জল-সরবরাহের সুবন্দোবস্তের জন্য ২৩৮৬২০৲ টাকা ব্যয় করেন। এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান ও অতি অল্প সংখ্যক পারসীর বাস আছে। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতের সংখ্যাই বেশী, জৈনদিগের সংখ্যাও কম নহে। শাম্ভর-হ্রদের বরাহানা নামক গ্রামে দাদুপন্থী সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। জয়পুর-রাজের অধীনে বিস্তর নাগা সৈন্য আছে।

এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য জৈন বণিকদিগের বড় বড় কুঠী আছে। [জয়পুর নগরের বিবরণ দেখ।] এখানকার মর্ম্মর পাথরের ভাস্কর কার্য্য ও সোণার উপর মিনার কাজ অতি উৎকৃষ্ট, জয়পুরের শিল্পিগণ এই জন্যই সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এখানকার পশমী কাপড়ও আদরের জিনিষ। রাজধানীর নিকট সঙ্গনের নামক স্থানে বহুবিস্তৃত রঙের কারবার আছে। রাজ্যের মধ্য দিয়া রাজপুতানা মালব-ষ্টেট্ রেলওয়ে গিয়াছে, ইহা দ্বারা শাম্ভর লবণ নানাস্থানে রপ্তানি হয় ও নানাপ্রকার যন্ত্র, লোহার দ্রব্য, মসলা, রোহিলখণ্ডের চিনি প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে। শেখাবতী হইতে আজমীর ও হিসারের ভবানী নামক স্থানে পশম রপ্তানী ও তথায় তামাক, মসলা, কাপড় ও বাসনাদি আমদানী হয়। শেখাবতী হইতে সকল দ্রব্য উষ্ট্রে বহিয়া আনে। রাজ্যের দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে যত কার্পাস, শস্য, সরিষা, দোলাচিনি ও তামাক উৎপন্ন হয়, তাহা মন্দাবার ও করৌলির পথ দিয়া হিন্দোলের হাটে আনীত হয়। সবাই মধুপুর নামক নগরে তামা ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হয়, তাহা ইন্দ্রগড় দিয়া হারাবতী রাজ্যে রপ্তানী হইয়া থাকে।

এই রাজ্যের রাজধানী জয়পুর, এ ছাড়া চাকেন, আমের, [অম্বর দেখ।] লালসোত, দোষা, বাসবা, গিজগড়, হিন্দোল-তোদাভীম, বামনিবাস, গঙ্গাপুর, মধুপুর, শীকর, মালপুর, শাম্ভর, শ্রীমাধবপুর, ফতেপুর, রামগড়, নবলগড়, ঝুঞ্ঝুনু, উদয়পুর, লচমনগড়, বিশৌ, চিরাবা, সিংহানা, সূর্য্যগড়, পাটন, কোট-পুটুলি, খণ্ডেলা, জিলো (পাটন), বৈরাট, মন্দর, তোদা ও খেত্রি এই কয়েকটী প্রধান নগর।

পূর্ব্বে অম্বরে টাঁকশাল ছিল, এখন জয়পুরে টাঁকশাল হইয়াছে। এখানে জয়পুর রাজের নামাঙ্কিত মোহর, টাকা ও পয়সা বাহির হয়।

ইতিহাস।—জয়পুর রাজগণ আপনাদিগকে রামচন্দ্রের পুত্র কুশবংশীয় কচ্ছবাহ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। রাজপুত ভাটেরা বলেন—কুশবংশীয় রাজা নল পশ্চিমাঞ্চলে আসিয়া ৩৫১ সম্বতে নরবর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এখানে তাহার বংশধরেরা বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পাল উপাধি ছিল। রাজা নল হইতে ৩৩ পুরুষ পরে রাজা সুরসিংহ জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র ঢুল্লারাও রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ১০২৩ সম্বতে এই ধুন্দর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। [অম্বর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মহাবীর ঢুল্লারাওর ৬ষ্ঠ পুরুষে পূজন জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ভগিনীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। যখন পৃথ্বীরাজ কনোজ-রাজনন্দিনী সংযোগিতাকে হরণ করিয়া আনেন, যে সময়ে পূজন, শ্যালকের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

পূজনের ১৩শ পুরুষ পরে বাহারমল (বেহারীমল্ল) রাজা হন। ইনিই প্রথমে মোগলাধিপ বাবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া চিরস্মরণীয় বিশুদ্ধ কুলে কালিমা লেপন করেন।

তৎপুত্র ভগবানদাস অকবর বাদশাহের বন্ধু ছিলেন। তিনি অকবরপুত্র সেলিমের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া প্রথিত কচ্ছবহ বংশ কলঙ্কিত করেন। রাজা ভগবান্‌দাসের পূর্ব্বে আর কোন রাজপুত মুসলমানের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন নাই। ভগবান্‌দাসের পুত্র মানসিংহ বাদশাহের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বাদশাহের জন্য উড়িষ্যা, বাঙ্গালা ও আসামে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যে সময়ে পাঠানদিগের সহিত মোগলদিগের বিদ্বেষবহ্নি দারুণ প্রজ্বলিত হইতেছিল, সেই বিষম সঙ্কটকালে তিনি কাবুল শাসন করিতেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। মানসিংহের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়সিংহ বিখ্যাত হন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে "মীর্জারাজা" উপাধি প্রদান করেন। ইনি অরঙ্গজেবের পক্ষে মহারাষ্ট্রবীর শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষে ধূর্ত্ত অরঙ্গজেব-প্রদত্ত হলাহল পানে তাঁহার জীবন লীলা শেষ হয়। [জয়সিংহ দেখ।] জয়সিংহের ৩য় পুরুষে সুবিখ্যাত সবাই জয়সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোগল-সম্রাটের নিকট ইনি "সবাই" অর্থাৎ অপর সকল রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই উপাধি লাভ করেন, ইহার বংশধরেরা আজও এই উপাধি ভোগ করিতেছেন। সবাই জয়সিংহ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্, বুদ্ধিমান্ ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইহার সময় জয়পুর রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল এবং অম্বর হইতে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান জয়পুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়। [সবাই জয়সিংহ ও জয়পুর নগরের বিবরণ দেখ।]

যে সময়ে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ প্রবল হইয়া রাজপুতানা লুট করিতেছিল, সেই সময় কিছুদিনের জন্য জয়পুরের রাজগণ উদয়পুর ও যোধপুরের রাজগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই সময় জয়পুররাজ আপনাদের চিরকলঙ্ক দূর করিবার জন্য মেবারের রাণার সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। স্থির হইল, মেবার-রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র জ্যেষ্ঠই হউক আর কনিষ্ঠই হউক, তিনিই জয়পুরের সিংহাসন লাভ করিবেন। চিরন্তনপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া জয়পুর ও যোধপুরের অনেক সামন্ত উত্তেজিত হইয়া

উঠেন। সবাই জয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরীসিংহ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু মহাগোলযোগ বাঁধিল। পূর্ব্বতন রাজার প্রতিজ্ঞানুসারে মেবার-রাজকুমারীর গর্ভজাত মধুসিংহও রাজ্য দাওয়া করিয়া বসিলেন। অনেক সামন্ত কিন্তু তাহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে মেবারের রাণা হোলকরের সাহায্যে মধুসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। [মধুসিংহ দেখ।]

তৎকালে ভরতপুরের জাটেরা উপর্য্যুপরি জয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া কতকাংশ অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে অলবারের সামন্ত পরাজিত হইলে জয়পুর রাজ্যের আরও কতকাংশ কমিয়া গেল।

১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে জয়পুর রাজ্যের আরও বিশৃঙ্খল ঘটিল। একদিকে গৃহবিবাদ ও অপর দিকে মহারাষ্ট্র দস্যু কর্ত্তৃক রাজ্যলুণ্ঠন চলিতে লাগিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য জয়পুররাজ জগৎসিংহের সহিত বৃটীশগবর্মেণ্টের এক সন্ধি হয়, কিন্তু বড় লাট কর্ণ-ওয়ালিশ অন্যায়রূপে সেই সন্ধি ভঙ্গ করেন। ইহারই পর মেবার-রাজনন্দিনী কৃষ্ণকুমারীকে লইয়া জয়পুর ও যোধপুর-রাজের বিষম বিবাদ বাঁধিল। সুবিধা পাইয়া দুষ্ট আমীর খাঁ পিণ্ডারীদিগের সাহায্যে জয়পুররাজ্য লুঠ করিতে লাগিল। এই দুঃসময়ে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জগৎসিংহ ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধি করিলেন। [জগৎসিংহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জগৎসিংহের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া আবার গোলযোগ হইল। রাজপুত প্রথা এই—নিঃসন্তান অবস্থায় রাজার মৃত্যু হইলে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে কোন শিশু বা যুবককে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহা দ্বারা মৃত নরপতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিতে হইবে।

পূর্ব্বে নরবরে কচ্ছবহ রাজগণ রাজত্ব করিতেন। নর-বরের শেষ রাজার অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হইলে তথাকার সামন্ত-গণ অম্বররাজ ১ম পৃথ্বীরাজের নিকট তাহার একটী পুত্র লইয়া তাঁহাকেই নরবর রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার ১৪শ পুরুষ মনোহরসিংহ। এখন এই মনোহরসিংহের বালক পুত্র মোহনসিংহকে আনিয়া তাঁহাকেই জয়পুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল। তাহার কিছু দিন পরেই আবার প্রকাশ পাইল যে মৃত জগৎসিংহের মহিষী ভট্টিয়ানী গর্ভবতী, শীঘ্রই তাঁহার সন্তান হইবার সম্ভাবনা। সামন্তগণ প্রথমে কেহ বিশ্বাস করেন নাই, পরে তাঁহাদের পত্নীদিগকে রাজান্তঃপুরে পাঠাইয়া প্রকৃত বিষয় অবগত হইলেন। যথাকালে রাণী ভট্টিয়ানীর গর্ভে ৩য় জয়সিংহ জন্ম-গ্রহণ করিলেন। তখন মোহনসিংহ রাজ্যচ্যুত হইলেন। সামন্তগণ ও বৃটীশ গবর্মেণ্টের সম্মতিক্রমে ৩য় জয়সিংহই রাজা হইলেন। এ সময়েও ২য় পৃথ্বীসিংহের পুত্র গোয়ালিয়ারে সিন্ধিয়ার আশ্রয়ে রাজ্যঃপাইবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রথমে অনেক সামন্ত তাঁহাকে রাজা করিতেও স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মূর্খতা ও অসচ্চরিত্রের কথা শুনিয়া কেহই তাঁহাকে রাজা হইতে দিলেন না।

৩য় জয়সিংহ রাজা হইলে তাঁহার মাতা রাণী ভট্টি-য়ানীই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজার স্বার্থের জন্য বৃটীশগবর্ণমেণ্ট রাবল বৈরিলালকে জয়পুরের মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত করিলেন। জগৎসিংহের শেষাবস্থায় তাঁহার অধীনস্থ সামন্তগণ জয়পুররাজের অধিকৃত অনেক জমি খাস করিয়া লন। কিন্তু বৃটীশগবর্মেণ্টের সহিত সন্ধি হইলে জগৎসিংহ সেই সকল জমি আবার উদ্ধার করেন। যাহাতে সামন্তগণ পুনরায় সেই সকল জমি ভোগ করিতে না পায়েন, ভট্টিয়ানী তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া সকলের স্বাক্ষর করিয়া লয়েন। প্রথমে রাণী ভট্টিয়ানী রাজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু জটারাম নামে এক ব্যক্তির সহিত ভট্টিয়ানী গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত হন। তাহাতেই আবার অনর্থের সূত্রপাত হয়। ভট্টিয়ানী সদাশয় বৈরিলালকে তাড়াইয়া ধূর্ত্ত জটারামকে জয়পুরের প্রধান মন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। জটারামই ক্রমে রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভট্টিয়ানী রাণীর মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ বৃটীশগবর্মেণ্ট এতদিন জয়পুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু এখন প্রাপ্য কর বাকি পড়ার সূত্র ধরিয়া জয়পুর রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ১৮৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে শেখাবতী প্রদেশে শান্তি-স্থাপন জন্য বৃটীশগবর্ণমেণ্ট একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়ের ব্যয়ের জন্য বৃটীশরাজ শাম্ভরহ্রদ ও তৎসন্নিহিত মূল্যবান্ শেখাবতীর অংশ অধিকার করিয়া লইলেন।

এই সময় জয়পুর রাজধানীতে মহাবিভ্রাট্ উপস্থিত। ৩য় জয়সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই শাসনভার গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ধূর্ত্ত জটারামের তাহা প্রাণে সহিল না। ধূর্ত্ত জানিত যে, ৩য় জয়সিংহ শাসনভার গ্রহণ করিলে আর তাঁহার কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। এই ভাবিয়া তিনি ১৭শ বর্ষীয় জয়-সিংহকে বিষ খাওয়াইয়া অকালে তাঁহার জীবনকলিকা উৎপাটিত করিলেন। তখন ৩য় জয়সিংহের ২য় রামসিংহ নামে একটী পুত্র হইয়াছিল। এখন দুই বর্ষীয় রামসিংহই রাজা হইলেন।

তাঁহার রাজ্যারোহণকালে জটারামের ষড়যন্ত্রে রাজধানীতে ভয়ানক গোলমাল বাঁধিল। সেইদিন বড় লাটের এজেণ্ট কর্ণেল অলভেস্ সাহেব আহত ও তাঁহার সহকারী মার্টিন্ ব্লেক্ সাহেব নিহত হন। রাজ্যে সুশৃঙ্খল স্থাপনের নিমিত্ত বৃটীশ-গবর্মেণ্ট স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

দুর্বৃত্ত জটারাম তাড়িত হইলেন। আবার রাবল বৈরিলাল মন্ত্রীত্ব পাইলেন। বৃটীশগবর্মেণ্ট ইংরাজ পলটিকেল এজেণ্টকে বালক রামসিংহের অভিভাবক পদে নিযুক্ত করিলেন।

২য় রামসিংহের রাজত্বকালে জয়পুরের অনেক উন্নতি হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ও বাড়িয়া যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বৃটীশগবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বৃটীশগবর্মেণ্ট হইতে কোট-কাসিম পরগণার চিরস্বত্ব এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার সনন্দ লাভ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে তিনি দরিদ্রগণের প্রতি যেরূপ উদারতা ও বদান্যতা দেখাইয়াছিলেন, তজ্জন্য বৃটীশগবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্মানার্থ ২টী অধিক তোপের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পরে তাঁহার সম্মানার্থ সর্ব্বশুদ্ধ ২১টী তোপ হইল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি মহারাজ জগৎসিংহের দ্বিতীয় পুত্রবংশীয় কায়েমসিংহকে মৃত্যুকালে দত্তক গ্রহণ করেন।

কায়েমসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সবাই মাধোসিংহ (মাধবসিংহ) নামে খ্যাত হন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় সচিবমণ্ডলী ও রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক জয়পুর রাজ্য শাসিত হইত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সবাই মাধোসিংহ রাজ্যশাসনের পূর্ণক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এখনও ইনি জীবিত আছেন *।

জয়পুর-রাজগণের মধ্যে কাহার পুত্র সন্তান না হইলে রাজাবৎকুল হইতে কোন বালককে লইয়া তাহাকেই সিংহাসনে বসান হয়। ১ম পৃথ্বীরাজের দ্বাদশপুত্র হইতে এই রাজাবৎবংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

ঐ দ্বাদশপুত্রের নাম যথাক্রমে—১ চতুর্ভুজ, ২ কল্যাণ, ৩ নাথু, ৪ বলভদ্র, ৫ জগমল্ল ইহার পুত্র খাঙ্গার, ৬ সুলতান, ৭ পুচায়েন, ৮ গুগা, ৯ কায়েম, ১০ কুম্ভ, ১১ সুরত ও ১২ বনবীর। এই দ্বাদশজন হইতে যথাক্রমে ১ চতুর্ভুজোৎ, ২ কল্যাণোৎ, ৩ নাথাবৎ, ৪ বলভদ্রোৎ, ৫ খাঙ্গারোৎ, ৬ সুলতানোৎ, ৭ পচায়েনোৎ, ৮ গুগাবৎ, ৯ কুম্ভানী, ১০ কুম্ভাবৎ, ১১ সুবর্ণপোতা ও ১২ বনবীরপোতা। এই বার ঘরকে রাজপুতেরা "বার কুঠরী" বলে। ইহারাই জয়পুরের প্রধান দ্বাদশ সামন্ত বলিয়া খ্যাত। এখন এই দ্বাদশ ঘর হইতে প্রায় একশত ঘর উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাদের আর পূর্ব্ববৎ বিষয় সম্পত্তি নাই, কিন্তু এখনও যথেষ্ট সম্মান আছে।

এ ছাড়া কিছু দিন পূর্ব্বে রাজাবৎ, নারুক, ভানুকবৎ, পুর্ণমল্লোৎ প্রভৃতি কচ্ছবহ জাতীয় কএক ঘর সামন্ত ছিলেন, এখনও দুই এক ঘর পূর্ব্ব সম্মান বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু অনেকেরই অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জয়পুর রাজের অধীনে ভট্টি, চোহান্, বীরগুজার, চন্দ্রাবৎ, শিকারবার, গুজার, মুসলমান প্রভৃতি জাতীয় ৪০।৪৫ ঘর সামন্ত আছেন। উপরোক্ত সামন্তগণের মধ্যে গুগাবৎ সামন্তগণই প্রধান, তাঁহাদের আয় চারি লক্ষ টাকার অধিক। কএকজন ব্রাহ্মণ সামন্তও আছেন, তাঁহাদের আয়ও কম নয়।

জয়পুর-রাজগণ বহুদিন হইতেই অনেক জায়গীর ও

* নিম্নে জয়পুর-রাজগণের নাম প্রদত্ত হইল।—

১। দুল্লারাও* ১০২৩ সম্বতে অভিষেক।
২। কঙ্কাল (ধুন্ধররাজ্য উদ্ধারকর্ত্তা)
৩। মাদল রাও*।
৪। হনুদেব।
৫। কুন্তল।
৬। পুজন*।
৭। মল্লসিংহ* (মালসি°)
৮। বিজলী।
৯। রাজদেব।
১০। কল্যাণ।
১১। কুন্তল।
১২। জোয়ানসিংহ।
১৩। উদয়করণ।
১৪। নরসিংহ।
১৫। বনবীর।
১৬। উদ্ধরণ।
১৭। চন্দ্রসেন।
১৮। পৃথ্বীরাজ*[১ম] (ইহার ১২ পুত্র হইতে ১২ ঘর রাজাবৎসামন্ত উৎপন্ন।)
১৯। ভীম (পিতৃঘাতী)।
২০। অস্কর্ণ (পিতৃহন্তা)।
২১। বাহারমল* (১ম পৃথ্বীরাজের পুত্র)।
২২। ভগবানদাস*।
২৩। মানসিংহ*।
২৪। ভবসিংহ (ভাওসিংহ)* ১৬৭২ সম্বতে অভিষেক।
২৫। মহাসিংহ ১৬৭৭ সম্বতে অভিষেক।
২৬। জয়সিংহ* মীর্জারাজা, (মানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র)।
২৭। রামসিংহ*।
২৮। বিষ্ণুসিংহ*।
২৯। সবাই জয়সিংহ* ১৭৫৫ সম্বতে অভিষেক।
৩০। ঈশ্বরীসিংহ, ১৮০০ সম্বতে অভিষেক।
৩১। মধুসিংহ*। (ঈশ্বরীসিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) ১৮১১ সম্বতে অভিষেক।
৩২। পৃথ্বীসিংহ [২য়] ১৮৩৩ সম্বতে অভিষেক।
৩৩। প্রতাপসিংহ (মধুসিংহের ২য় পুত্র) ঐ
৩৪। জগৎসিংহ [২য়] ১৮৬০ সম্বতে অভিষেক।
৩৫। মোহনসিংহ* (মনোহরসিংহের পুত্র) ১৮৭৫ সম্বতে অভিষেক।
৩৬। জয়সিংহ* [৩য়] জগৎসিংহের পুত্র, ১৮৭৬ সম্বতে অভিষেক।
৩৭। রামসিংহ* [২য়] ১৮৯২ সম্বতে অভিষেক।
৩৮। মাধোসিংহ [দত্তকপুত্র] ১৯৩৭ সম্বতে অভিষেক।

* চিহ্নিত রাজগণের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। এখন সেই সকল জায়গীর ও ব্রহ্মোত্তরের প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা আয়।

পূর্ব্বে জয়পুররাজের বিস্তর সৈন্য ছিল এবং তাহারা বীর ও সুদক্ষ যোদ্ধা বলিয়া গণ্য হইত। এখন জয়পুররাজের অধীনে ৩৫৭৮ জন অশ্বারোহী, ৯৫৯৯ পদাতি, ৭১৬ গোলন্দাজ, ৬৫টী কামান এবং ২৯টী দুর্গ আছে।

জয়পুরের মহারাজ স্বরাজ্যস্থ প্রজাদিগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এখানকার দাওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারাদি সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন। তাঁহার অধীনে আটজন সচিবের উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পিত আছে। শাসন-সুবিধার জন্য ৪টী বিভাগ আছে, যথা—আইন আদালত, রাজস্ব, সৈনিক ও বহির্বিভাগ। কাউন্সিলের তিনজন প্রধান সভ্য সেই চারি বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

জয়পুর-মহারাজ অহিফেন ও আব্‌কারী ব্যতীত আর সকল পণ্যদ্রব্যের মাসুল তুলিয়া দিয়াছেন।

জলবায়ু। এখানকার জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যকর। এখানে ম্যালেরিয়া জ্বর নাই বলিলেই হয়। শীতকালে এখানকার আব্‌-হাওয়া অতি মনোরম, কেবল শেখাবতী অঞ্চলেই দারুণ শীত ও অনেক বেলা হইলেও তথায় কুয়াশা দূর হয় না। গ্রীষ্মকালে রাজ্যের উত্তরাংশে ও শেখাবতী রাজ্যে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে, দিনের বেলা কষ্টকর হইলেও রাত্রি বেশ স্নিগ্ধকর। দক্ষিণপশ্চিমাংশে তেমন গরম বাতাস বহে না। এখানকার গড়পড়তা তাপ ৩৬·৮° হইতে ১১৪° পর্য্যন্ত। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২২·৮১ ইঞ্চ। শেখাবতী ছাড়া রাজ্যের সকল স্থানেই বেশ জল হয়। জয়পুর মহারাজের যত্নে রাজ্যের চারিদিকে সুবন্দোবস্ত হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি হইতেছে।

এখানে ২০টী পুরুষের ও ১২টী বালিকার বিদ্যালয়, এবং ২২টী ডাকঘর আছে। এখানে একটী কলেজও আছে। দিন দিন বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি দেখা যায়।

জয়পুর, উক্ত জয়পুর রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬° ৫৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ২৭° ৫২´ পূঃ। রাজপুতানার মালব-রেলওয়ের ধারে ও আগ্রা আজমীর যাইবার বড় রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৫৪৯০৫, ইহার মধ্যে হিন্দু ১০৯৮৭১, মুসলমান ৩৮৯৫৩ ও জৈন ৯৭৮০।

এই নগর রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎ ও প্রধান বাণিজ্যের স্থান। এখন ভারতে যতগুলি হিন্দু নগরী আছে, তন্মধ্যে জয়পুর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সুগঠিত ও মনোহর। মহাত্মা টড্ সাহেব লিখিয়াছেন,—'সবাই জয়সিংহের বিদ্যাধর নামে একজন অদ্বিতীয় শাস্ত্রবিদ্ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারই পরামর্শ মত জয়সিংহ নিজ নামে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে রাজধানী স্থাপন করেন।' একটী শুষ্ক হ্রদের গর্ভে বর্ত্তমান জয়পুর নগর স্থাপিত। ইহার তিন দিকে নতোন্নত গিরিমালা বেষ্টিত, তাহার সমুচ্চশিখরে গিরিদুর্গসমূহশোভিত, উত্তরপশ্চিমাংশে গিরিপৃষ্ঠে সর্ব্বপ্রধান দুর্ভেদ্য নাহরগড় অর্থাৎ ব্যাঘ্রদুর্গ অবস্থিত।

উত্তরাংশে গিরিপৃষ্ঠ প্রাচীন অম্বর-নগরাভিমুখে হেলিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে ২০ ফিট্ উচ্চ ও ৯ ফিট্ পুরু প্রাচীর সমুদয় নগরকে ঘেরিয়া আছে। প্রাচীর-গাত্রে ৭টী সিংহদ্বার আছে, প্রত্যেক দ্বারের উপরে দুইটী করিয়া আরামগৃহ ও তোপ রাখিবার স্থান। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে উচ্চ তোরণ, গুমুজ ও ভিতর হইতে গোলাগুলি ছুড়িবার ছিদ্র আছে। নগরটী দৈর্ঘ্যে ২ মাইল ও প্রস্থে ১২ মাইল। ইহার যথেষ্ট পারিপাট্য দেখা যায়, ইহার রাস্তাগুলি বেশ বিস্তৃত। সমুচ্চ দেবালয়, মস্‌জিদ্ ও ধনবান্ ব্যক্তিদিগের প্রাসাদমালা নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মর্ম্মর অথবা লাল বালু পাথরের শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে বাস্তবিক পরিতৃপ্তি জন্মে। এখানকার বাড়ীগুলি দেখিতে অধিকাংশই পাটলবর্ণ। নগরের মধ্য দিয়া ছয়টী সোজাসুজি রাস্তা গিয়াছে। নগরের ঠিক মধ্য স্থলে রাজপ্রাসাদ ও প্রমোদ উদ্যান। এখানে কলের জল, গ্যাসালোক, ড্রেণ প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই।

এখানকার রামনিবাস উদ্যানের মত সুন্দর ও শিল্পকার্য্যময় উদ্যান বোধ হয় আর কোথাও নাই। এখানে ডাকঘর, অতিথিশালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, চিত্রশালিকা, কারাগার, টাঁকশাল প্রভৃতি আছে।

এখানে অনেক বড় বড় ধনীর বাস। কাহারও ২।৩ কোটী টাকার কারবার চলিতেছে। সবাই জয়সিংহের স্থাপিত এখানকার মানমন্দির সর্ব্বপ্রধান। উপযুক্ত লোকের যত্নাভাবে তাহার যন্ত্রগুলি অনেক নষ্ট হইয়া যাইতেছে। [জয়সিংহ দেখ।]

জয়পুরের বার্ষিক জলপাত ২৪ ইঞ্চ, তাপ ৩৬·৮° হইতে ১১৭° ডিগ্রি পর্য্যন্ত।

রেসিডেন্টের বাটী, তাঁহার কার্য্যালয়, টেলিগ্রাফ আপিস্ ও ইংরাজদিগের থাকিবার স্থান নগরের বহির্ভাগে নির্দ্দিষ্ট আছে। নগরের দেড় মাইল পূর্ব্বে গিরিশিখরে গুলতা নামে একটী সুন্দর সূর্য্যমন্দির আছে। এখানে একটী প্রস্রবণ হইতে ৭০ ফিট্ নিম্নে জল পড়িতেছে। হিন্দুদিগের নিকট ঐ প্রস্রবণের জল অতি পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ। [অম্বর দেখ।]

জয়পুর, (জয়পুরম্) মান্দ্রাজের বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী করদ রাজ্য। ইহার উত্তরসীমা কালহণ্ডী, পূর্ব্বে

বিশাখপত্তনের সমতলক্ষেত্র, দক্ষিণে রেকপল্লী ও গোলকুণ্ডা এবং পশ্চিমে বস্তার। ভূপরিমাণ ৯৩৩ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ। বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ষোলহাজার টাকা করিয়া কর দিতে হয়। রায়গড়, গুণাপুর, জয়পুর, খা কোটপাদ, মলকন্‌গিরি, নবরঙ্গপুর ও কোরাপাত এই কয়টী তালুক জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত। সাধারণের নিকট ইহা জয়পুর জমিদারী নামে খ্যাত।

এই জমিদারীর বেশীভাগ রাজা ও সহকারী বৃটীশ এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীন এবং অপরাংশ গুণাপুর ও রায়গড় তালুক সিনিয়ার এসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের অধীন, পার্ব্বতীপুরে তাঁহার কাছারী।

এই জমিদারীর মধ্যভাগে পাঁচহাজার ফিট্ উচ্চ নিমগিরি নামে গিরিমালা দণ্ডায়মান, তাহা হইতে স্রোতস্বতী বাহির হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে কলিঙ্গপত্তনে বংশধারা নামে ও চিকাকোলের ধার দিয়া নাগাবলি নামে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। বংশধারা নদীর উভয় তীরে যথেষ্ট বাঁশগাছ জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বে ও উত্তরপূর্ব্বাংশে শৌরা পাহাড় প্রায় দুইশত বর্গমাইল বিস্তৃত দুইটী অধিত্যকা সহ বিরাজ করিতেছে।

জমিদারীর অধিকাংশে অর্দ্ধস্বাধীন কন্ধজাতির বাস। উত্তরাংশে গোদৈরি, বিষমকটক ও শৃঙ্গাপুর এই তিনটী স্থান তিনজন প্রধান সামন্তের অধীন।

জমিদারীর প্রধান নগর জয়পুর, নবরঙ্গপুর ও কোটিপাদ। গ্রামের মধ্যে গুণাপুর, রায়গড়, শৃঙ্গাপুর ও কোরাপাত প্রধান।

এখানে কন্ধ ও শবর জাতির বাসই অধিক। অধিবাসীগণ সকলেই প্রায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। চেহারায় গৌড়, দ্রাবিড় ও কোলভাব মিশ্রিত। এখানে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি আর্য্যজাতি অতি কম, এখানকার প্রজাগণ বারআনা প্রায় অনার্য্যভাবাপন্ন। নগরাদির প্রজাগণ অপেক্ষা পাহাড়ীরা অনেকটা স্বাধীন। তাহাদের মধ্যে এক এক গোষ্ঠীপতি থাকে, তাহাদের আদেশমত সকলকেই চলিতে হয়। জমিদারীর দক্ষিণাংশে জঙ্গলকাটা ও চাষ লইয়া সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে।

এই জমিদারীর বন্দোবস্ত প্রাচীন হিন্দু-প্রথানুসারে চলে। এখানে গোষ্ঠীপতি, তাহার উপর গ্রামপতি, তাহার উপর রাজা। এখানে রাজাই জমির প্রকৃত সত্বাধিকারী, গোষ্ঠীপতিও ইচ্ছানুসারে কোন ভূসম্পত্তির কতক অংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে পারে, তাহাতে রাজার বা রাজপুরুষের অনুমতি লইতে হয় না।

এখানকার রাজবংশ প্রাচীন। প্রবাদ এইরূপ চন্দ্রবংশীয় রাজপুত বিনায়কদেবের সহিত কটকের গজপতি বংশীয় রাজকন্তার বিবাহ হয়। তখন এখানে শিলাবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। শিলাবংশীয় শেষ রাজার মৃত্যু হইলে গজপতিরাজ বিনায়কদেবকে নন্দাপুর রাজ্য প্রদান করেন। বিনায়ক শিলাবংশীয় রাজকন্তারও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘাট পর্ব্বতের পাদদেশে এখনও যে সকল পার্ব্বতীয় জমিদারী দৃষ্ট হয়, এক সময়ে সে সমস্তই জয়পুর রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। প্রায় ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার ফৌজদার শের মুহম্মদখাঁ শ্রীকাকোলে আগমন করেন। এই সময় বিশাখপত্তনরাজ প্রাচীন নন্দাপুর রাজ্যের অনেক স্থান আত্মসাৎ করেন। জয়পুররাজও ফৌজদারকে ২৪০০৲ টাকা কর দিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উত্তরসরকার অধিকার করিবার পূর্ব্বে জয়পুররাজ বিশাখপত্তনের অধীন ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পদ্মনাভের যুদ্ধে জয়পুররাজ ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া জয়পুর জমিদারীর মৌরসী সনন্দ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ১৬০০০৲ টাকা পেশকাস্ নির্দ্দিষ্ট হয়। এ ছাড়া জয়পুররাজকে কোটিপাদ তালুকের জন্য বস্তাররাজকে বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা দিতে হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজপরিবার মধ্যে গৃহবিবাদ বাঁধে। শেষে এই গোলযোগ এতদূর গড়াইয়াছিল যে, বৃটীশগবর্মেণ্ট জমিদারীর নিম্নাংশ অবরোধ করিতে বাধ্য হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সেই বিবাদ আরও গুরুতর হইয়া রক্তপাত আরম্ভ হইল। শান্তিস্থাপনের জন্য ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বৃটীশগবর্মেণ্ট প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। একজন সহকারী এজেণ্ট, ৬ জন সব্‌মাজিষ্ট্রেট ও কতকগুলি পুলিসসৈন্য এখন রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকে। সেই অবধি রাজার পূর্ণ কর্তৃত্ব গিয়াছে। ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে এখানে দুইবার শবর-বিদ্রোহ হয়।

এখানে নানা জাতির বাস হইলেও রীতিনীতি ও ধর্ম্মকর্ম্ম বড় একটা প্রভেদ নাই। যেখানে অধিক অসভ্যজাতির বাস, সেখানকার নবাগত সভ্যজাতিরও আচার ব্যবহার অনেকটা আদিম অসভ্যদিগের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার সহরের নিকট যে সকল অসভ্যজাতি বাস করে ও কৃষিদ্বারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহারা আবার সভ্য হিন্দুর ন্যায় অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্মে এখনও আদিম জাতির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। অনেকেই কন্ধদিগের অনুষ্ঠিত মেরিয়া কাণ্ডে যোগদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই মেরিয়া উৎসবে নরবলি হইত। কিন্তু বৃটীশগবর্মেণ্টের যত্নে এই কুপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখানকার লোকেরা বন্য অসভ্যদিগের ন্যায় বড়ই ডাইনের ভয় করে।

জয়পুর, আসামস্থ লখিমপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

নাগা পাহাড়ের সীমান্তে দিহিঙ নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ১৪´ উ:, দ্রাঘি° ৯৫° ২৭´ পূ:। ইহার নিকটে বিস্তীর্ণ কয়লাক্ষেত্র আছে। এখান হইতে চা, মৌচাক, হাতীর দাঁত ও রবর রপ্তানী হয় এবং ধান্ত, লবণ, তামাক, কাপড়, তৈল ও লৌহ আমদানী হয়। বর্ষাকালে এখানকার নদীতে ষ্টীমার যাতায়াত করে।

২ উক্ত জমিদারীর প্রধান নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দুই হাজার ফিট্ উচ্চে বিশাখপত্তন অধিত্যকার ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে জয়পুররাজ বাস করেন, তাঁহার প্রাসাদ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নাই। এখানকার আব্‌-হাওয়াও অতি খারাপ। সেই জন্ত এখানকার ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন কোরাপাতে অবস্থান করেন।

জয়পুরদুর্গ, অজয়গড়ের একটী প্রাচীন নাম। বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে জয়পুর একটী পীঠস্থান।

"জয়দং জয়পুরঞ্চ উজ্জয়িনীপুরস্তথা।" ৫ প°।

জয়প্রিয় (পুং) বিরাট নৃপতির ভ্রাতা।

"গজানীকঃ শ্রুতানীকো বীরভদ্রঃ সুদর্শনঃ।
শ্রুতধ্বজো বলানীকো জয়ানীকো জয়প্রিয়ঃ॥" (ভা° ৭।১৫৮।৪০)

স্ত্রিয়াং টাপ্। কুমারানুচরমাতৃভেদ।

"সুমঙ্গলা স্বস্তিমতী বুদ্ধিকামা জয়প্রিয়া।" (ভা° ৯।৮৭ অ:)

জয়ভট, এই নামে কএকজন গুর্জ্জররাজের নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা ভরুকচ্ছে রাজত্ব করিতেন। কাবি, উমেটা, বগুমড়া ও ইলাও হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন দ্বারা জয়ভটগণের এইরূপ সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়—

১ম দদ্দ
|
১ম জয়ভট বীতরাগ
(৪৮৬ সম্বৎ)
|
২য় দদ্দ—প্রশান্তরাগ
(শক সম্বৎ ৪০০—৪১৭)
|
৩য় দদ্দ
|
২য় জয়ভট—বীতরাগ
|
৪র্থ দদ্দ—প্রশান্তরাগ
(চেদিসং ৩৮০—৩৮৫)
|
৩য় জয়ভট
|
৫ম দদ্দ—বাহসহায়
|
৪র্থ জয়ভট
(চেদিস° ৪৫৬—৪৮৬)

উক্ত রাজগণের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, প্রথমে এই বংশ মহাসামন্ত মাত্র ছিলেন। ১ম জয়ভট সমুদ্রকূলবর্ত্তী গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইনিই প্রথমে প্রকৃত রাজপদ লাভ করেন। কারণ ইহার পুত্র ২য় দদ্দ আপনাকে মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। খেড়া হইতে আবিষ্কৃত অনুশাসনপত্রপাঠে জানা যায় যে, ২য় জয়ভটের পিতা ৩য় দদ্দ নাগবংশীয় রাজগণকে আক্রমণ করেন এবং অনেক স্থান জয় করেন। কিন্তু তিনিও সামন্ত মাত্র ছিলেন। খেড়া ও নৌসারি হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, ৩য় জয়ভটের পিতা ৪র্থ দদ্দ বলভীরাজকে সম্রাট্ শ্রীহর্ষদেবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া মহাসুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ৩৮০ হইতে ৩৮৫ চেদি সম্বৎ অর্থাৎ ৬২৮ হইতে ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে বোধ হয় হর্ষদেব বলভীরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ভরুকচ্ছাধিপতির সহিত বলভীরাজের মিত্রতা অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ভরুকচ্ছ বলভীরাজ ধ্রুবসেনের অধিকৃত ও এখানকার জয়স্কন্ধাবার হইতে বলভীরাজগণের শাসনপত্র বহির্গত হইতে দেখি।

জয়মঙ্গল (পুং) জয়এব মঙ্গলং যস্য, জয়েন মঙ্গলং যস্মাদিতি বা। ১ রাজবাহন যোগ্য হস্তী। ২ ধ্রুবক জাতীয় তালবিশেষ।

"চতুর্বিংশতিবর্ণাঙ্ঘ্রিঃ কথিতো জয়মঙ্গলঃ।
শৃঙ্গারবীরয়োরেব তালে চাচপুটে চ সঃ॥" (সঙ্গীতদা°)।

জয়মঙ্গল, ১ জয়সিংহরাজের সভাপণ্ডিত। জয়সিংহের আদেশে (১০৯৪-১১৪৩ খৃঃ অব্দ মধ্যে) কবিশিক্ষা নামে সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন।

২ বিখ্যাত টীকাকার। ইহার অপর নাম জয়দেব বা জটীশ্বর। ইহার রচিত জয়মঙ্গলা নামে ভট্টিকাব্য ও সূর্য্যশতকের টীকা পাওয়া যায়। ভট্টোজিদীক্ষিত, হেমাদ্রি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জয়মঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন।

জয়মঙ্গলরস (পুং) জয়েন রোগজয়েন মঙ্গলং যস্মাৎ, তাদৃশো রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। হিঙ্গুলের রস, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও মরিচ প্রত্যেক ৪ মাষা, স্বর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৪ মাষা, রৌপ্য, ৪ মাষা, এ সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ধুতূরাপত্রের রসে ও শেফালীপত্ররসে, দশমূলের কাথে ও চিরতার কাথে যথাক্রমে তিনবার ভাবনা দিয়া দুই গুঞ্জাপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জীরকচূর্ণ ও মধু। জয়মঙ্গল রস সেবন করিলে নানাবিধ ধাতুস্থ জ্বর নষ্ট হয়। ইহা বিষম ও জীর্ণ জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যর°)।

মতান্তরে—প্রস্তুত করিবার প্রণালী—ত্রিফলা প্রত্যেক দুই মাষা, পিপ্পলী ২ মাষা, লৌহ ৪ মাষা, অভ্র ২ মাষা, তাম্র ২ মাষা, রৌপ্য ৫ রতি, স্বর্ণ ৫ রতি। রস ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া পর্পটী পাক করিয়া লইবে। পরে ৪ মাষা পর্পটী পূর্ব্বোক্ত ঔষধে দিয়া নিম্নলিখিত ঔষধে ভাবনা দিয়া মুদ্গপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হয়। এই বটীর অনুপান—তুলসীপত্ররস ও মধু। ভাবনার জন্য জয়ন্তীপত্ররস, বিজয়ারস, চিতারস, তুলসী রস, আদার রস, কেশরাজ রস, ভৃঙ্গরাজরস, নিশুণ্ডী-রস, থুলকুড়ীরস, প্রত্যেক রসের পরিমাণ দুই তোলা। এই ঔষধ শোথ জ্বরে ও সর্ব্বদা বিষম জ্বরে প্রয়োজ্য।

(চিকিৎসাসারসংগ্রহ)

জয়মঙ্গলী, মহিসুর রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। দেবরায়-দুর্গ নামক গিরি হইতে বাহির হইয়া উত্তরাভিমুখে তুমকুড় জেলার কোর্ত্তগিরি তালুকের মধ্য দিয়া বেল্লারি জেলায় উত্তর পিনাকিনী নদীতে মিলিত হইয়াছে। ইহার বালুকাময় গর্ভে কপিলী নামক কূপ সাহায্যে ক্ষেত্রে জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

জয়মল, একজন বিখ্যাত রাজপুতবীর ও বেদনোরের অধিপতি। ইনি মেবারের একজন প্রধান সামন্ত মধ্যে গণ্য ছিলেন। যখন সঙ্গরাণার পুত্র ভীরু উদয়সিংহ অক্‌বরের ভয়ে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া যান, সেই সময় বেদনোরের জয়মল ও কৈলবার পুত্ত চিতোররক্ষার্থ বাদশাহ অক্‌বরের বিরুদ্ধে অসি-ধারণ করিয়াছিলেন।

উক্ত মহাবীরদ্বয়ের অসাধারণ বীর্য্যবত্তা-দর্শনে মোগল সেনাপতিগণও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

পরিশেষে জয়মল জননী জন্মভূমির জন্য ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে অক্‌বরের হস্তে নিহত হন। দিল্লীশ্বর ঘৃণিত উপায়ে জয়মলের প্রাণবধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুপম তেজোবীর্য্যের মহিমা বিস্মৃত হন নাই। তিনি উক্ত রাজপুত বীরদ্বয়ের প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিল্লীনগরে আপন প্রাসাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনার প্রায় শতবর্ষ পরে বিখ্যাত ভ্রমণকারী বার্ণি-য়ার দিল্লীর সিংহদ্বারে প্রবেশকালে উক্ত দুই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বীরযুগল ও উভয়ের বীর্য্যবতী জননীর বিস্তর প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন।

জয়মল, একজন ধর্ম্মশীল রাজা। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ছিলেন, তাঁহার গৃহে শ্যামলসুন্দর নামে একটী দেব-মূর্ত্তি ছিল। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ দশদণ্ডকাল সেই বিগ্রহের পূজা করিতেন। এমন কি সেই দশ দণ্ড সময়ের মধ্যে যদি তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইত, তাহা হইলেও তিনি কৃষ্ণপূজা ত্যাগ করিতেন না। তাঁহার এইরূপ স্বভাব জানিতে পারিয়া অন্য এক রাজা সসৈন্যে উক্ত সময়ের মধ্যে আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। শত্রুহস্তে তাঁহার রাজ্য লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল, তখন তাঁহার মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে দ্রুতবেগে দেবগৃহে আসিয়া জয়মলকে বলিলেন, "বৎস! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, শত্রু আসিয়া তোমার রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতেছে এবং সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতেছে, তুমি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, তোমার আদেশ ভিন্ন সৈন্যগণ শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেছে না, দাঁড়াইয়া পরাজিত হইতেছে।" জয়মল মাতার এতাদৃশ বচন শুনিয়া কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না, বরং কহিলেন, "মা! কেন আপনি উদ্বিগ্ন হইতেছেন। যিনি আমাকে এই বিপুল সম্পদ দিয়াছেন, তিনিই লইতেছেন, যাঁহার সম্পদ্ তিনি লইলে কাহার সাধ্য রোধ করে। সামান্য রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, এমন কি, এখন যদি শত্রু আসিয়া আমার মস্তক ছেদন করে, তথাপি আমি নিয়মিত পূজা ত্যাগ করিব না।" এই সময়ে জয়মলের ইষ্টদেব শ্যামলসুন্দর ভক্তের হিতসাধনার্থ স্বয়ং বীরবেশে শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে হুঙ্কার করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের রাজা ভিন্ন সমস্ত লোককে শাণিত অস্ত্রে ধরাশায়ী করিলেন। অনন্তর রাজা জয়মল নিয়মিত পূজা শেষ করিয়া যোদ্ধৃবেশে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একমাত্র শত্রু রাজা ব্যতীত সকল ব্যক্তিই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, এরূপ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, আমার কোন্ হিতৈষী বন্ধু এইরূপ শত্রু-দিগকে নিহত করিলেন? এমন সময় সেই পরাজিত রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি না জানিয়া যেমন অসৎকর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলাম, এখন তাহার সমুচিত প্রতিফল লাভ করিলাম। আপনার কে একজন শ্যামমূর্ত্তিধারী বীরপুরুষ অশ্বারোহণে আসিয়া আমার সমস্ত সৈন্যকে মুহূর্ত্তমধ্যে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিদ্যুদ্বেগে কোথায় চলিয়া গেলেন। এখন আমি আর আপনার সহিত শত্রুতা করিতে চাহি না, আপনি আমার সমস্ত রাজ্যধন গ্রহণ করুন। আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করিলাম। কিন্তু সেই শ্যামলসুন্দর পুরুষকে দেখিবার জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব যদি অনুগ্রহ করিয়া আর একবার সেই বীরপুরুষকে দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হইব। আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। কিন্তু সেই মহাবীর মূর্ত্তির ভিতর কি

এক অনির্ব্বচনীয় মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া অবধি আমার মনপ্রাণ গলিয়া গিয়াছে, তাহা একমুখে বলিতে পারি না। আমি আর একবার তাঁহাকে দেখিব।" তখন জয়মল বুঝিলেন, ইষ্টদেব শ্যামসুন্দরই সেই বীরপুরুষ। অনন্তর জয়মল পরাজিত শত্রু-রাজকে লইয়া শ্যামসুন্দরের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যে বীরপুরুষকে দেখিতে চাহিতেছেন, এই দেখুন, ইনিই সেই বীরপুরুষ।" অনন্তর শত্রু-রাজও হরিভক্ত বৈষ্ণব হইয়া জয়মলের ন্যায় হরিপূজায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। (ভক্তমাল)

জয়মাধব, সূক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন কবি।

জয়যজ্ঞ (পুং) জয়ার্থ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ।

জয়রথ, সুবিখ্যাত কাশ্মীর কবি জয়দ্রথের ভ্রাতা। ইনি অভিনবগুপ্তরচিত তন্ত্রালোকের তন্ত্রালোকবিবেক নামে টীকা লিখিয়াছেন। [জয়দ্রথ দেখ।]

জয়রাজ, শরভপুরের একজন বিখ্যাত রাজা।

জয়রাত (পুং) কলিঙ্গরাজের পুত্র। কৌরব পক্ষীয় একজন যোদ্ধা, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভীমের হস্তে ইনি নিহত হন। (ভারত ৭।১৫৫।২৮)

জয়রাম, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়।

১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্, ইনি কামধেনুপদ্ধতি, খেচরকৌমুদী, গ্রহগোচর, মুহূর্ত্তালঙ্কার, রমলামৃত প্রভৃতি কএকখানি জ্যোতিগ্রর্ন্থ প্রণয়ন করেন।

২ কামন্দকীয় নীতিসারসংগ্রহপ্রণেতা।

৩ কাশীখণ্ডের একজন টীকাকার।

৪ দানচন্দ্রিকা নামে এক স্মৃতিসংগ্রহকার।

৫ একজন বৈদান্তিক, জয়রামাচার্য্য ও বিজয়রামাচার্য্য নামেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মাধ্বসম্প্রদায়ের মত বিরুদ্ধে পাষণ্ডচপেটিকা নামে একখানি যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

৬ রাধামাধববিলাস নামে কাব্য-রচয়িতা।

৭ শিবরাজচরিত্র নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৮ দংশোদ্ধার নামে সপ্তশতীর একজন টীকাকার।

৯ একজন বৈদিক পণ্ডিত, বলভদ্রের পুত্র, দামোদরের পৌত্র এবং কেশবের শিষ্য। ইনি পারস্করগৃহ্যসূত্রের সজ্জনবল্লভা নামে টীকা রচনা করেন।

১০ পদ্যামৃততরঙ্গিণীর সোপানার্চ্চনা নামে টীকাকার।

জয়রাম তর্কবাগীশ, একজন বিখ্যাত বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত। ইনি ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহ ও ভাগবতপুরাণ-প্রথমশ্লোকব্যাখ্যা নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়রাম তর্কালঙ্কার, পাবনা জেলা-নিবাসী একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার পিতার নাম জয়দেব, তিনি পুঁটীয়ারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। আম্‌পুলেপাড়ায় এখনও জয়রামের বংশধরেরা বাস করিতেছেন। জয়রাম নৈয়ায়িক চূড়ামণি গদাধরের ছাত্র ছিলেন। ইনি গদাধর কৃত শক্তিবাদের বিশদ টীকা লিখিয়া যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক, রামভদ্র ভট্টাচার্য্যের ছাত্র ও জনার্দন ব্যাসের গুরু।

ইনি জয়রামীয় নামে ন্যায়গ্রন্থ, শিরোমণিকৃত তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির টীকা; রঘুনাথ-কৃত গুণপ্রকাশদীধিতির টিপ্পনী, ন্যায়কুসুমাঞ্জলির টীকা, অন্যথাখ্যাতিতত্ত্ব, অনাকাঙ্ক্ষাবাদ, আখ্যাতবাদটিপ্পনী, উদ্দেশ্যবিধেয়বোধস্থলীয়-বিচার, জাতিপক্ষতাবাদ, নানার্থবাদটিপ্পনী, প্রতিযোগিতাবাদ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবাদ, বিষয়তাবাদ, ব্যাপ্তিবাদটীকা, সমাসবাদ, সামগ্রীবাদ, সামান্যলক্ষণদীধিতিটিপ্পনী, হেত্বাভাসদীধিতিটিপ্পনী, রুদ্ররাম তর্কবাগীশের কারকব্যূহের ব্যাখ্যা, পক্ষধরমিশ্রকৃত মণ্যালোকের শব্দালোকবিবেক, শব্দালোকরহস্য, বৈশেষিক দর্শনের পদার্থতত্ত্বের পদার্থমণিমালা এবং গৌতমসূত্রের ন্যায়সিদ্ধান্তমালা নামে এক ভাষ্য রচনা করেন। ১৭৫০ সম্বতে ন্যায়সিদ্ধান্তমালা রচিত হয়।

জয়লেখ (পুং) জয়পত্র, যাহাতে জয় লিখিত থাকে।

জয়বৎ (ত্রি) জয়ী, বিজয়ী, জয়শীল।

জয়বন, কাশ্মীরের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান, তক্ষককুণ্ডের জন্য বিখ্যাত ছিল। (বিক্রমাঙ্কচ°) ইহার বর্ত্তমান নাম জেবন, শ্রীনগর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

জয়বর্ম্মদেব, ১ ধারার একজন মহারাজ। ইনি যশোবর্ম্মদেবের পুত্র। ভূপাল হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে ইহাদের পরিচয় আছে। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

২ চন্দ্রাত্রের-বংশীয় একজন রাজা। [চন্দ্রাত্রেয় দেখ।]

জয়বরাহতীর্থ (ক্লী) নর্ম্মদাতীরস্থ তীর্থবিশেষ। (শিবপু°)

জয়বাহিনী (স্ত্রী) জয়ন্ত জয়ন্তস্য বাহিনী যথা সমংবরসভায়াং সংগ্রামে বা জয়ং বহতীতি বহ-ণিনি, ততো ঙীপ্। ১ শচী, ইন্দ্রাণী। (হেম) ২ জয়যুক্ত সৈন্য। (শব্দার্থচি°)

জয়শব্দ (পুং) জয়সূচকঃ শব্দঃ। জয়ধ্বনি।

জয়শাল, জয়শালমের দুর্গ ও নগর-প্রতিষ্ঠাতা। যদুপতি দুসাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও ইনি পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। দুসাজের মৃত্যুর পর সামন্তগণ মেবার-রাজনন্দিনীর গর্ভজাত দুসাজের অন্য পুত্র

নপ্রবিজয়কে সিংহাসন অর্পণ করেন। মহাবীর জয়শাল আপনার প্রাপ্য সিংহাসন প্রাপ্তে বঞ্চিত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসেন। কিন্তু কিরূপে তিনি আপন পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবেন, সর্ব্বদাই তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজা নপ্রবিজয়ের অল্পদিন মধ্যে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র ভোজদেব সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু ভোজদেব সর্ব্বদাই ৫০০ সোলাঙ্কী রাজপুতবীর কর্তৃক রক্ষিত থাকায় জয়শাল তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময় গজনীপতি সাহেবউদ্দীন্ ঠট্টপ্রদেশ অধিকার করিয়া পট্টন অভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। জয়শাল আর কোন উপায় না দেখিয়া শেষে অসমসাহসী দুইশত অশ্বারোহীসহ পঞ্চনদরাজ্যে আসিয়া সাহেবউদ্দীন্ ঘোরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জয়শাল জানিতেন, অণহলবারপট্টন যবন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ভোজদেবের শরীররক্ষী সোলাঙ্কী-গণ নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমিরক্ষার্থ গমন করিবে, তিনিও সেই সুযোগে মরুস্থলী অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন। এখানে আসিয়া জয়শাল গজনীপতিকে আপনার মনোভাব জানাইলেন। সাহেবউদ্দীন্ তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য তাঁহাকে কএক সহস্র সৈন্য প্রদান করিলেন। সেই যবনসেনার সাহায্যে জয়শাল লদোর্বা আক্রমণ করিলেন। ভীষণ সমরে ভোজদেব নিহত হইলেন। অবশেষে ভট্টিসৈন্যগণ জয়শালের বশ্যতা স্বীকার করিল। জয়শালের সহগামী যবনসেনানী করিম খাঁ লদোর্বা লুণ্ঠন করিয়া বিথার প্রদেশে চলিয়া গেলেন।

বীরবর জয়শাল মহাসমারোহে যাদব-রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজা হইয়া দেখিলেন যে লদোর্বা নগর তেমন সুরক্ষিত নহে, অনায়াসেই শত্রুরা আক্রমণ করিতে পারে। এই জন্য তিনি ১২১২ সম্বতে লদোর্বার ৫ ক্রোশ দূরে নিজ নামে জয়শালমের দুর্গ ও নগর স্থাপন করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে ভট্টিজাতির প্রধান শত্রু চয়রাজপুতগণ খাদাল প্রদেশ আক্রমণ করে। কিন্তু মহাবীর জয়শাল তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রতিফল দিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার পাঁচ বর্ষ পরে ১২২৪ সম্বতে তিনি ইহলোক পরিহার করেন। তাঁহার দুই পুত্র জন্মে, কল্যাণ ও শালিবাহন।

প্রবল পরাক্রান্ত পাহুজাতি হইতে জয়শাল মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতেন। কল্যাণ সেই মন্ত্রিগণের বিরাগভাজন হওয়ায় পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও রাজ্যলাভ করেন নাই, শেষে তাঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। জয়শালের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শালিবাহন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জয়শালমের (জশলমীর) রাজপুতানার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তর সীমা বহাবলপুর, পূর্ব্বে বিকানের ও যোধপুর, দক্ষিণে যোধপুর ও সিন্ধু এবং পশ্চিমে খয়েরপুর ও সিন্ধুপ্রদেশ। অক্ষা° ২৬° ৫´ হইতে ২৮° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ২৯´ হইতে ৭১° ১৫´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১৬০৩৯ বর্গমাইল। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের সংখ্যানুসারে এখানে ১১৫৭০১ জন লোকের বাস। আয় প্রায় লক্ষ টাকা। এই স্থান মরুস্থলী নামে খ্যাত। রাজপুতানার বালুকাময় মরুভূমি লইয়া এই জয়শালমের রাজ্য। জয়শালমের নগরের চারি পার্শ্ব প্রায় ২০ ক্রোশ প্রস্তর ও বালুপ্রস্তরময় এবং অনুর্ব্বর। রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন বালুকা-সমুদ্র, তাহা কোথায় বা ১৫০ ফিট্ উচ্চ। পশ্চিমাংশে বালুগিরিগুলি কোপ নামক জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পশ্চিমাংশে বড় বড় তৃণগুচ্ছ দৃষ্ট হয়।

এখানকার গ্রামগুলিতে ছোট ছোট আটচালা ও মধ্যে মধ্যে লবণাক্ত কূপ আছে। প্রতি গ্রামেই লোক সংখ্যা অতি কম। তর্ণোৎ ও জয়শালমেরের পশ্চিমাংশে চাষের বন্দোবস্ত হইতেছে। লোহ, বিক্রমপুর ও বীরশীলপুর নামক গ্রামেই বালুগিরির মধ্যে মধ্যে জোয়ার ও বাজরার চাষ হয়। এখানে জলকষ্ট আছে। কূপে যে জল পাওয়া যায়, তাহাও লবণাক্ত। কূপগুলি প্রায় ২৫০ ফিট গভীর। একস্থানে ৪৯০ ফিট গভীর কূপও দৃষ্ট হয়।

এখানকার লোকেরা বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখে, তাহাই পান করে। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড মধ্যে কেবল কাকৃনি নামে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। সেই নদী কোট্রী, গোহিরা ও লতাবানা গ্রামের মধ্য দিয়া ২৮ মাইল গিয়া হ্রদাকারে পরিণত হইয়াছে। ঐ হ্রদের নাম ভুজঝিল। যে বর্ষে বেশী বৃষ্টি হয়, সেই সময়েই কেবল এই নদীর বেগ পরিবর্ত্তন হইয়া কালধানা ও লোধোরোয়া গ্রাম হইয়া ভুজ হইতে ১৫।১৬ মাইল দূরে রণ নামক লোণা জলায় গিয়া অন্তর্হিত হয়। পূর্ব্বে এই রাজ্যের মধ্য দিয়া লাঠিকা নদী নামে একটী নদী প্রবাহিত হইত, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহার গর্ভ এককালে শুকাইয়া গিয়াছে।

জলবায়ু। এই স্থান শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। কখন মরক হয় না। জ্বর, প্লীহা, চর্ম্মরোগ ও বসন্তরোগ এখানে দেখা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে দুঃসহ গ্রীষ্ম পড়ে এবং দারুণ উষ্ণ বায়ু বহিতে থাকে। বৃষ্টি পড়িলে আবার বেশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এই রাজ্যের উত্তরাংশেই শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রখর।

ইতিহাস। জয়শালমেরের সর্ব্বত্রই বহুভট্টিরাজপুতগণের বাস। ইহারা সকলেই আপনাদিগকে সুবিখ্যাত যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। এখানকার অধিপতিও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পঞ্জাব ও আফগানস্থান অঞ্চলে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। মহাত্মা টড সাহেব রাজপুত ভাটের নিকট শুনিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

'যদুবংশধ্বংস কালে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র* বজ্র মথুরা হইতে ২০ ক্রোশ আসিয়াই পথে যদুবংশধ্বংস ও পিতৃনিধনবার্ত্তা শ্রবণ করেন। এই দুর্ঘটনা শুনিয়াই তিনি শোকে অধীর হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপুত্র নব মথুরায় আসিয়া রাজা হইলেন। বজ্রের অপর পুত্র ক্ষীর দ্বারকায় চলিয়া আসেন। তাঁহার দুই পুত্র জাড়েজা ও বুদ্ধভানু। রাজা নব উত্যক্ত হইয়া মরুস্থলীতে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিলেন। তাঁহার পুত্র মরুস্থলীরাজ পৃথ্বীবাহু শ্রীকৃষ্ণের রাজচ্ছত্র পাইয়াছিলেন। তৎপুত্র বাহুবলের সহিত মালবরাজ বিজয়সিংহের কন্যা কমলাবতীর বিবাহ হয়। রাজা বাহুবলের পুত্রের নাম সুবাহু। ইহাকে একবার ম্লেচ্ছরাজ আক্রমণ করেন। সুবাহুর সহিত অজমীররাজ মুকুন্দের কন্যার বিবাহ হয়। সেই রাজবালাই বিষপ্রয়োগে স্বামীর প্রাণ হরণ করেন। তৎপুত্র ঋজু ১২ বর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহার সহিত মালবরাজ বীরসিংহের কন্যা সৌভাগ্যসুন্দরীর বিবাহ হয়। গর্ভাবস্থায় সৌভাগ্যসুন্দরী শ্বেতগজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই জন্য নবজাত শিশুর "গজ" নাম রাখা হইল। গজ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে পূর্ব্বদেশাধিপতি বুদ্ধভানু কন্যার বিবাহ দিবার জন্য মরুস্থলীরাজের নিকট নারিকেল পাঠাইলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে যবনেরা আবার সমুদ্রতট আক্রমণ করিয়াছে। রাজা ঋজু সসৈন্যে যবনের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে আহত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। গজ বুদ্ধভানুর কন্যা হংসবতীকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। তিনি খোরাসান-পতিকে দুইবার পরাস্ত করেন। তখন যবনরাজ রোমপতির সাহায্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। দূত আসিয়া সংবাদ দিল—

"রুমিপৎ খুরাসানপৎ হয় গয় পুখুর পায়।
চিন্তা তেরা চিৎলেগি শুন যদুপৎ রায়॥"

রাজা গজপতি ইতিপূর্ব্বে নিজ নামে গজনী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এখন যবনদিগের আগমন সংবাদ পাইয়া খোলাপুরে গিয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। উভয় রাজা সম্মুখীন হইলেন। নিশায় খোরাসানপতি অজীর্ণরোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। সেকন্দর শাহ সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ হইল। কিন্তু যাদবেরাই আজ জয়লক্ষ্মী অর্জ্জন করিলেন। ৩০০৮ যৌধিষ্ঠিরাব্দে বৈশাখ মাসে রবিবারে যদুপতি গজনীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি কাশ্মীর-পতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে গজের শালিবাহন নামে এক পুত্র জন্মে। শালিবাহনের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যবনেরা খোরাসান হইতে আসিয়া আবার যাদবরাজ্য আক্রমণ করে। এই সময় ভাবী-ফল জানিবার জন্য রাজা গজ তিন দিন কুলদেবীর মন্দিরে অবস্থান করেন। ৪র্থ দিবসে কুলদেবী দেখা দিয়া তাঁহাকে বলেন, "এই যুদ্ধে গজনী তোমার হস্তচ্যুত হইবে বটে, কিন্তু তোমার বংশধরেরাই ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে এই স্থানে আধিপত্য করিবে। তোমার পুত্র শালিবাহনকে শীঘ্র পূর্ব্বাঞ্চলে হিন্দুরাজ্যে পাঠাইয়া দাও।" তদনুসারে রাজা শালিবাহনকে স্থানান্তর করিলেন। তিনি পিতৃব্য শিবদেবকে রাজধানীতে রাখিয়া যবনদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধে গজের মৃত্যু হইল। যবনরাজ গজনী অধিকার করিতে আসিলে শিবদেবও ৩০ দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া শেষে শাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যুদ্ধে নয় হাজার যাদববীর প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। শালিবাহন সেই দুর্ঘটনার পরে পঞ্জাবে আগমন করেন। এখানকার ভূমিয়াগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। তিনি ৭২ বিক্রমাব্দে শালিবাহনপুর স্থাপন করিলেন। তাঁহার ১৫টী পুত্র বলন্দ, রসালু, ধর্ম্মাঙ্গদ, বৎস, রূপ, সুন্দর, লেখ, যশকর্ণ, নিমা, মত, গঙ্গায়ু ও যজ্ঞায়ু। ঐ ১৫ জনই এক একটী স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন।

বলন্দের সহিত তোমরবংশীয় দিল্লীপতি জয়পালের বিবাহ হয়। দিল্লীপতির সাহায্যে শালিবাহন গজনী উদ্ধার করেন এবং তথায় জ্যেষ্ঠ পুত্র বলন্দদেবকে রাখিয়া আসেন।

শালিবাহনের পর বলন্দ পিতৃঅধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহার অপর ভ্রাতারা পাহাড়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। বলন্দ নিজেই রাজকার্য্য দেখিতেন। তাঁহার সময়ে যবনেরা আবার গজনী অধিকার করিয়া বসে। বলন্দের সাত পুত্র জন্মে,—ভট্টি, ভূপতি, কল্লর, জিঞ্জ, সরমোর, মহিবরেখ ও মঙ্গরাও। ভূপতির পুত্র চকিতো হইতেই চকত্তাই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। চকিতের ৮ পুত্র দেবসিং, ভৈরব সিং, ক্ষেমকর্ণ, নাহর, জয়পাল, ধরসিং, বীজলী-খাঁ, শাহ সমন্দ। বলন্দ চকিতের উপর গজনীর আধিপত্য প্রদান করেন।

* টড্ ভ্রমক্রমে ইঁহাকে কৃষ্ণের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যবনেরা তাঁহার নিকট গজনী অধিকার করিয়া বলে যে, "তুমি আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমাকে বল্‌চি-বোখারার রাজত্ব দিব।" তাহাতে চকিৎ ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বল্‌চি-বোখারার এক রাজকন্তার পাণিগ্রহণ করেন ও সেই বিস্তীর্ণ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরেরাই এখন চকিতো-মোগল বা চাগ্‌তাই মোগল নামে খ্যাত। চকিতের মতে কল্লরও ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ভট্টি পিতৃ-অধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহা হইতেই তদ্বংশীয়েরা সকলেই এখন যদুভট্টি রাজপুত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকে।

ভট্টিরাজের দুই পুত্র মঙ্গলরাও ও মন্সুররাও। মঙ্গলরাওর সময় গজনীপতি লাহোর আক্রমণ করেন। এই সময় শালিবাহনপুর (শ্যালকোট) যদুপতির হস্তচ্যুত হয়। মঙ্গলরাওর পুত্র মধ্যমরাও, কল্লরসিং, মুণ্ডরাজ, শিবরাজ, ফুল ও কেবল। গজনীরাজের আক্রমণকালে মঙ্গলরাও জ্যেষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলাভিমুখে পলাইয়া যান।

তাঁহার অপর পুত্রগণ শালিবাহনপুরে একজন বণিকের ঘরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হন। ষষ্ঠীদাস নামে তক (তক্ষক) জাতীয় এক ভূমিয়া বিজয়ী যবনরাজকে গিয়া সেই গুপ্ত সংবাদ প্রদান করে। এই ভূমিয়ার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতেই ভট্টিরাজের পূর্ব্বপুরুষগণ ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ষষ্ঠীদাস তাহারই প্রতিশোধ লইল।

গজনীপতি বণিককে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে রাজপুত্রগণকে আমার নিকট হাজির করিবে। সদাশয় বণিক তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার ঘরে কোন রাজকুমার নাই, একজন ভূমিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, তাহারই পুত্রগণ আছে।" কিন্তু যবনরাজ সেই পুত্রগণকে উপস্থিত করিবার আদেশ পাঠাইলেন। বণিক তখন রাজকুমারদিগকে দীন কৃষকের বেশ পরাইয়া রাজার নিকট আনিল। ধূর্ত্ত যবনরাজও জাঠ জাতীয় কৃষককুমারী আনাইয়া তাঁহাদের সহিত বিবাহ দিলেন। এইরূপে কল্লরের পুত্রেরা কল্লোরিয়া জাঠ, মুণ্ডরাজ ও শিবরাজের বংশধরগণ মুণ্ডজাঠ ও শিউরাজাঠ; ফুল নাপিত ও কেবল কুম্ভকার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, সেই জন্য ফুলের বংশধর নাপিত এবং কেবলের বংশধরগণ কুম্ভকার জাতিতে পরিণত হয়।

মঙ্গলরাও গড়া জঙ্গলে আসিয়া নদী অতিক্রম করিয়া একটী নবরাজ্য অধিকার করেন। তখন এখানে নদীতীরে বরাহ, ভূতবনে ভূত, পুগলে প্রমার, ধাতে সোদা এবং লদোর্বানামক স্থানে লোদরা রাজপুতের বাস ছিল। এখানে সোদা রাজকুমারের সহিত মিলিত হইয়া মঙ্গলরাও নিরাপদে রাজ্য করিতে থাকেন।

তৎপুত্র মধ্যমরাও (মজ্‌ঝম রাও) অমরকোটের সোদা-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র কেয়ুর, মূলরাজ ও গোগলি। কেয়ুর নানাস্থান লুট করিয়া অনেক ধন সঞ্চয় করেন। পঞ্চনদের এক রাজকন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

কেয়ুর তুর্ণদেবীর স্মরণার্থ তর্ণোৎগড় নির্ম্মাণ করেন। এই গড় সম্পূর্ণ না হইতেই মধ্যমরাও ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তর্ণোৎগড় বরাহ-সম্প্রদায়ের অধিকারের সীমা মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই জন্য বরাহ-সর্দ্দার তর্ণোৎ আক্রমণ করেন। কিন্তু রাজা কেয়ুরের যত্নে তিনি সসৈন্যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হন।

৭৮৭ সম্বতে মাঘমাসে মঙ্গলবারে রাজা কেয়ুর তর্ণমাতার উদ্দেশে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পরে বরাহ * রাজপুতদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। এই সময় মূলরাজের কন্যার সহিত বরাহ-সর্দ্দারের বিবাহ হয়।

ভট্টিজাতির ইতিহাসে কেয়ুর সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত হইয়াছেন। অনেকের মতে কেয়ুরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস অধিকাংশ উপাখ্যানমূলক, এই কেয়ুর হইতেই প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ।

কেয়ুরের পাঁচ পুত্র—তর্ণ, উতিরাও, চন্নর, কাকরি ও দায়েম। এই পাঁচজনের বংশধরের নাম হইতেই ভট্টিজাতির প্রধান শাখাগুলির নামকরণ হইয়াছে।

কেয়ুরের পর তর্ণ রাজা হন। তিনি বরাহ ও মুলতানের লঙ্গহা রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু শীঘ্রই হোসেনশাহ ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বী লঙ্গহারাজপুত, ছদি, মিতি, কুকুর, মোগল, জোহিয়া, যোধ ও সৈয়দ-সৈন্য সঙ্গে লইয়া তর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ঐ সময় বরাহসর্দ্দারও ম্লেচ্ছরাজের সহিত যোগ দেন। তর্ণের পুত্র বিজয়রায়ের পরাক্রমে সকলেই পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

তর্ণের পাঁচ পুত্র বিজয়রায়, মকর, জয়তুঙ্গ, অল্লন ও রাক্সস।

মকরের পুত্র দেশাও নিজ নামে একটী বৃহৎ হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন। মকরের বংশধরেরা সকলেই সূত্রধার, এখন "মকর-সূতার" নামে অভিহিত। জয়তুঙ্গের দুই পুত্র রতনসিংহ ও চোহির। রতনসিংহ বিধ্বস্ত বিক্রমপুর নগরের পুনর্সংস্কার করেন। চোহিরের দুই পুত্র কোলা ও গিরিরাজ কোলাশির ও গিরাজশির নামে দুইটী নগর পত্তন করেন।

* এই রাজপুতশাখার আর চিহ্নমাত্র নাই। বহুকাল ইহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

অজয়ের চারি পুত্র দেবসিংহ, ত্রিবর্ণি, ভবানী ও রাকেচো। দেবসিংহের বংশধরেরা "দেবরী" অর্থাৎ উট্রপালক ও রাকেচোর বংশধরেরা এখন গুলোমান নামে খ্যাত।

রাজা তর্ণ বিজয়বাসী দেবীর সাহায্যে গুপ্তধন লাভ করেন, তাহাতে তিনি বিজয়নোৎ নামে একটী সুন্দর দুর্গ নির্মাণ করিয়া ৮১০ সম্বতে মার্গশীর্ষে রোহিণী নক্ষত্রে ঐ দুর্গে বিজয়বাসিনী নামে দেবী মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইনি ৮০ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৮৭০ সম্বতে বিজয়রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজপদ লাভ করিয়া তাঁহার চিরশত্রু বরাহদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিলেন।

ভূতবনের রাজকন্যার সহিত বিজয়রাজের বিবাহ হয়। ৮৯২ সম্বতে তাঁহার গর্ভে দেবরাজ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মে। কিছুদিন পরে বরাহ ও লঙ্গাজাতি আবার ভটি-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু এবারও তাঁহারা পরা-জিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। অল্প দিন পরে বরাহপতি বিজয় রায়ের পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবার ভাণ করিয়া নারিকেল পাঠাইলেন। বিজয়রায় প্রিয় পুত্র দেবরাজের বিবাহ দিবার জন্য বরাহরাজ্যে আসিলেন। এখানে বরাহ-পতির ষড়যন্ত্রে রাজা বিজয়রাজ ও তাঁহার আটশত জ্ঞাতি কুটম্ব নিহত হন। দেবরাজ বরাহপতির পুরোহিত-গৃহে পলাইয়া আসিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এখানে তাঁহার চির-শত্রু বরাহগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। ধার্ম্মিক পুরোহিত যখন দেখিলেন যে রাজকুমারকে আর রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি আপন যজ্ঞসূত্র দেবরাজের কণ্ঠে অর্পণ ও তাঁহার সহিত এক পাত্রে আহার করিতে থাকেন। এইরূপে দেবরাজের প্রাণ রক্ষা হইল।

বরাহেরা তর্ণোৎ অধিকার করিল। কিছুদিন ভট্টিজাতির নাম পর্য্যন্ত ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইল।

দেবরাজ কিছুদিন ছদ্মবেশে এক যোগীর আশ্রয়ে বরাহ রাজ্যে অতিবাহিত করিয়া ভূতবনে মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি দুঃখিনী জননীকে দেখিতে পান। উভয়ের অশ্রুনীরে উভয়ের বক্ষস্থল ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন শোকাতুরা রাজনন্দিনী বলিয়াছিলেন—

"যেরূপে এই অশ্রুনীর বিগলিত হইল, এইরূপে তোমার শত্রুকুল বিগলিত হইবে।"

মাতুলালয়েও বীরবর দেবরাজের অধীনতা ভাল লাগিল না, তিনি একখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি মরুভূমির মধ্যে অতি সামান্য একখণ্ড ভূমি পাইলেন। তথায় ৯০৯ সম্বতে ভাটনের-দুর্গ-নির্ম্মাতা দেবক নামক শিল্পীর সাহায্যে নিজ নামে দেবগড় বা দেওরাগড় নামে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

দুর্গ নির্ম্মাণের সংবাদ পাইয়া ভূতরাজ কাশিসেনের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দেবরাজ কৌশলক্রমে সেনা-নায়কগণকে দুর্গমধ্যে আনিয়া সকলের প্রাণ বিনাশ করেন।

প্রবাদ এইরূপ বরাহরাজ্যে যোগীর আশ্রমে যখন দেবরাজ ছিলেন, একদিন যোগীর অনুপস্থিতকালে ঘটনাক্রমে তাঁহার রসকুম্ভ হইতে এক ফোঁটা রস লাগিয়া দেবের লৌহময় অসি সুবর্ণে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া দেবরাজ সেই রসকুম্ভ সংগ্রহ করেন। তাহারই বলে তিনি দেবগড় নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। একদিন সেই যোগী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলেন, "তুমি আমার যোগ-সাধনের ধন চুরি করিয়া আনিয়াছ। যদি তুমি আমার চেলা হও, তবে তোমার রক্ষা, নহিলে নিস্তার নাই।" তিনি তৎক্ষণাৎ যোগীর শিষ্য হইলেন। তিনি গৈরিক বাস, কর্ণে মুদ্রা, কটিতে কৌপীন ও হাতে একটী কুমড়ার খোল ধারণ করিয়া গুরুর আদেশক্রমে "আলখ্" "আলখ্" নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক জ্ঞাতিকুটম্বের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের খোল সোণা ও মুক্তায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

দেবরাজ রাও উপাধি পরিত্যাগ করিয়া রাবল উপাধি গ্রহণ করিলেন। যোগীর আদেশ মত আজও জয়শালমের অধিপতি "রাবল" উপাধি গ্রহণ ও অভিষেকের সময় দেব-রাজের মত ভেক লইয়া থাকেন।

দেবরাজের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা জয়শাল। ইনি নিজ নামে জয়শালমের দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি এই মরুরাজ্যের নাম জয়শালমের হইয়াছে। জয়শালের পর এই বংশে অনেক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ও লুটপাট লইয়া থাকিতেন। এই কারণেই ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে ভট্টিগণ দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের বিরাগভাজন হইয়াছিল। দিল্লীশ্বর বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া জয়শালমের দুর্গ ও নগর অধিকার করেন। তৎপরে কিছুদিন এই স্থান জন-মানব-হীন হইয়া পড়িয়াছিল। যদুবংশীয় রাজগণ অনেকবার পরাজিত হইয়াও কেহ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। রাবল সবলসিংহই প্রথমে শাহজহানের অধীনতা স্বীকার করেন এবং দিল্লীর একজন সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য হন। তখনও জয়শালমের রাজ্য শতদ্রুনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে মুলরাজের রাজ্যাভিষেক হইতে

জয়শালমেরের সুখসূর্য্য ক্রমে অস্তাচলগামী হইতে আরম্ভ হয়। ইহার অনেক স্থান যোধপুর ও বিকানেররাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

মরুময় বলিয়াই দুর্দান্ত মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ এই রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাবল মূলরাজের সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের সন্ধি হয়। কিন্তু রাবলকে কোন কর দিতে হয় নাই।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে মূলরাজের মৃত্যুর পর এখন পর্য্যন্ত জয়শালমেরে আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই। মূলরাজের পর তৎপুত্র গজসিংহ রাজা হইয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন, তাঁহার বিধবামহিষী গজসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র রণজিৎসিংহকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রণজিৎসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈরিশাল মহারাবল পদ লাভ করেন। ইনি এখনও জীবিত আছেন। (১)

কৃষি। জয়শালমেরে রীতিমত কোন প্রকার কৃষিপ্রণালী নাই। বর্ষা আসিলে উষ্ট্র দ্বারা বালুকাস্তূপের উপর লাঙ্গল দেয় ও বেশী গভীর স্থানে বীজ বোনে। এখানে জোয়ার, বাজরা, মুগ ও তিল প্রভৃতি প্রাবৃট্‌শস্য জন্মে, গম, যব প্রভৃতি শারদীয় শস্য বড় একটা দেখা যায় না। এখানে তেমন বেশী বৃষ্টি হয় না বলিয়া ক্ষেত্রে জলসরবরাহের কোন বন্দোবস্ত নাই।

এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য দ্বারাই এক প্রকার রাজস্ব দেওয়া হয়। গম কি ছোলা জন্মিলে রাজা তাহার চতুর্থ হইতে ষষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত এবং প্রাবৃট্‌ শস্য সপ্তম হইতে একাদশ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজার প্রাপ্য অংশ এই তিন সময়ে আদায় হয়। প্রথম যখন ক্ষেতে থাকে, তৎপরে কাটা হইলে (মাড়িবার পূর্ব্বে), এবং শেষে মাড়া হইলে পর। এ ছাড়া কৃষকদিগকে ক্ষেত্ররক্ষক, রাজকর্ম্মচারী, ভাণ্ডারপতি ও রাজার জল-সরবরাহকারীকেও কিছু কিছু দিতে হয়। সৈনিক বিভাগে যাহারা কর্ম্ম করে, তাহারা যত ইচ্ছা জমি লইয়া চাষবাস করিতে পারে, তাহাদিগকে কিছুই রাজস্ব দিতে হয় না। জায়গীরদারেরা এক জোড়া বলদে যতটা জমি চাষ করিতে পারে, সেই পরিমাণ জমির উপর বার্ষিক ২৲ টাকা হারে কর লইয়া থাকেন।

বাণিজ্য। এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা নাই। পশম, ঘৃত, উষ্ট্র, গো, মেষাদি এখান হইতে গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশে নীত হইয়া বিক্রীত হয়। শস্য, চিনি, বিলাতী কাপড়

---

(১) রাবল দেবরাজ হইতে যে যে ব্যক্তি জয়শালমেরে আধিপত্য করেন, পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল—

১। দেবরাজ*।
২। মুণ্ড বা চামুণ্ড।
৩। বচীর* ১০৩৫ সম্বতে অভিষেক।
৪। দুসাজ*—১১০০ সম্বতে অভিষেক।
৫। লঞ্জবিজয় রায় (দুসাজের ৩য় পুত্র)
৬। ভোজদেব* (লঞ্জবিজয়ের পুত্র)
৭। জয়শাল* (দুসাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১২১২ সম্বতে জয়শালমের প্রতিষ্ঠাতা।
৮। শালিবাহন* (জয়শালের এক পুত্র, ১২২৪ সম্বতে অভিষেক)
৯। বিজলী* (শালিবাহনের পুত্র)
১০। কল্যাণ (জয়শালের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ১২৫৭ সম্বতে অভিষেক)
১১। কাশিকদেব (কল্যাণের পুত্র) ১২৭৫ সম্বতে অভিষেক।
১২। করণ (কাশিকরাজের পৌত্র ও তেজসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র)
১৩। লক্ষ্মণসেন* (করণের পুত্র) ১৩২৭ সম্বতে অভিষেক।
১৪। পুণ্যপাল* (লক্ষ্মণের পুত্র)
১৫। জয়ৎসিংহ বা জয়সিংহ (কাশিকদেবের পৌত্র ও তেজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১৩৩২ সম্বতে অভিষেক।
১৬। মূলরাজ* (উক্ত জয়ৎসিংহের পুত্র) ১৩৫০ সম্বতে অভিষেক।
[১৩৫১ সম্বতে আর একবার যদুবংশ ধ্বংস হয়, প্রায় ১৩৫৭ সম্বৎ পর্য্যন্ত যদুবংশীয় কেহ জয়শালমেরে আধিপত্য করেন নাই।]
১৭। রাবলদুধ* (ভিন্নবংশীয় যদুবীর জয়শালের পুত্র) ১৩৬২ সম্বতে মৃত্যু।
১৮। গুরুসিংহ (১৪শ রাজা পুণ্যপালের প্রপৌত্র, লক্ষ্মণসিংহের পৌত্র ও রত্নসিংহের পুত্র) দিল্লীশ্বর হইতে জয়শালমের প্রাপ্ত হন।
১৯। কেযুর (গুরুসিংহের দত্তকপুত্র, গুরুসিংহের মৃত্যুর পর রাণী বিমলা দেবী হইতে সিংহাসন লাভ করেন। তৎপুত্র কল্যাণ ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেন)
২০। জয়ৎসিংহ (হামীরের পুত্র ও কেযুরের দত্তক)
২১। লুনকর্ণ* (জয়ৎসিংহের কনিষ্ঠ)
২২। ভীম* (লুনকর্ণের পৌত্র হররাজের পুত্র)
২৩। মনোহর দাস* (লুনকর্ণের পৌত্র ও কল্যাণদাসের পুত্র)
২৪। সুবল সিংহ (লুনকর্ণের মধ্যম পুত্র মালদেবের প্রপৌত্র)
২৫। অমরসিংহ (সুবলসিংহের পুত্র) ১৭৫৮ সম্বতে মৃত্যু।
২৬। যশোবন্ত সিংহ (অমরের পুত্র) ১৭৫৮ সম্বতে অভিষেক।
২৭। অক্ষয়সিংহ (যশোবন্তের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহের পুত্র)
২৮। তেজসিংহ* (যশোবন্তের পুত্র, বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন)
২৯। সবাইসিংহ (তেজসিংহের শিশু পুত্র)
৩০। পূর্ব্বোক্ত অক্ষয়সিংহ (পুনরায়)
৩১। মূলরাজ* (অক্ষয়সিংহের পুত্র) ১৮১৮ সম্বতে অভিষেক।
৩২। গজসিংহ (মূলরাজের পৌত্র) ও রায়সিংহের পুত্র।
৩৩। রণজিৎ সিংহ (গজসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র)
৩৪। বৈরিশাল (রণজিৎসিংহের সহোদর) এখন বর্ত্তমান।

---

* চিহ্নিত রাজগণের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।

ও তৈজসপত্র এখানে আমদানী হয়। রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা এখানকার অভাব পূরণ হয় না। এখানে মেষের লোমে একপ্রকার সুন্দর কম্বল প্রস্তুত হয়।

বিচার। এখানে কোন দাওয়ানী আদালত নাই। দেওয়ান রাজধানীতে থাকিয়া এবং হাকিমেরা দূরস্থ গ্রামাদিতে থাকিয়া ফৌজদারী সংক্রান্ত বিচার করিয়া থাকেন। এখানে কোন কারাগার নাই। বিচারক ইচ্ছানুসারে দুর্গ কিম্বা যে কোন স্থানে অপরাধীকে বন্দী রাখিতে পারেন। লেখা-পড়া শিখিবার উপযুক্ত বিদ্যালয়াদিও নাই, জৈন যাজকেরাই সামান্য শিক্ষা দিয়া বেড়ান।

এখানে ভাল রাস্তা ঘাট নাই। দূরদেশ যাতায়াতের পক্ষে উষ্ট্রই একমাত্র ভরসা।

এই রাজ্যে ২২৯টী পরগণায় ৪৬১টী গ্রাম আছে। ৭১টী পরগণা জায়গীরদারের অধীন, ৩২টী সনন্দ দ্বারা ও ১১টী লেখাপড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১০৯টী পরগণায় "ভূম" বন্দোবস্ত অর্থাৎ জয়শালমের রাজ্যের যখনই প্রয়োজন, তখনই এখানকার জমিদার রাবলের নিকট উপস্থিত হইতে বাধ্য। কতক দেবোত্তর গ্রামও আছে। কোন অপরাধী দেবোত্তর মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইলে তাহার উপর জয়শাল-মের-রাজের আর শাসনকর্তৃত্ব চলে না।

এখন মহারাবলের অধীনে ৫০০ উষ্ট্রারোহী এবং তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত জায়গীরদারদিগের অধীনে ৪০০ অশ্বারোহী সৈন্য আছে। অশ্বারোহীদিগের মধ্যে ৪০ জন শিখ, অপর সকলেই রাজপুত। পূর্ব্বে এখানকার সৈন্যগণ যেমন মহাবীর বলিয়া গণ্য ছিল, এখন আর সেরূপ অবস্থা নাই। কেহ রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাও করে না। কতকগুলি সামান্য বন্দুক, অসি, ঢাল ও বল্লমই এখনকার প্রধান অস্ত্র। মহারাবলের ১২টী কামান আছে।

জয়শালমের রাজ্যে অক্ষয়শাহী টাকা ও দোদিয়া পয়সা প্রচলিত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাবল অক্ষয়সিংহ এখানে টাঁকশাল স্থাপন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এখানকার মোহর ও টাকা প্রচলিত। মুলরাজ নিজ রাজ্যে মুদ্রা চালাই-বার জন্য দিল্লী-সম্রাটের নিকট হইতে ফরমাণ পাইয়া-ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইত। এখন কেবল অক্ষয়শাহী টাকা ও দুদিয়া পয়সা প্রস্তুত হয়।

জয়শালমের, জয়শালমের রাজ্যের প্রধান নগর ও রাজধানী। অক্ষা° ২৬° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৫৭´ পূঃ। একটী বিস্তৃত গিরিমালার পাদদেশে এই নগর অবস্থিত। ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে রাবল জয়শাল এই নগর স্থাপন করেন। এখানকার গৃহগুলি হরিদ্বর্ণ বালুপাথরে নির্ম্মিত। ধনী ওসোয়াল ও পরিবাল বণিকদিগের গৃহগুলি প্রস্তরময় ও সুন্দর শিল্পকার্য্যযুক্ত, নগরের পাশেই গিরির উপর জয়শালমের দুর্গ অবস্থিত। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল বড় চমৎকার, দেখিলেই কেবল গুম্বুজ ও বুরুজ বলিয়া বোধ হয়। গড়ের চারিদিকে দুইসারি দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা পরিরক্ষিত। দুর্গের সিংহদ্বারের মধ্যেই মহা-রাবলের প্রাসাদ। প্রাসাদের মধ্যে তিনটী ভাল কূপ আছে। দুর্গের মধ্যেই কতকগুলি প্রসিদ্ধ জৈন-মন্দির আছে। এখান-কার প্রাচীন মন্দিরটী ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। নগরের ৫ ক্রোশ মধ্যে প্রতিবর্ষে একটী মহামেলা হইয়া থাকে।

জয়সিংহ, মিবারের বিখ্যাত রাণা রাজসিংহের পুত্র। তাঁহার জন্মের কএক ঘণ্টা পূর্ব্বে ভীম নামে এক সহোদর জন্মে। যথাকালে উভয় ভ্রাতায় রাজ্য লইয়া গোলযোগ বাধিতে পারে ভাবিয়া, একদিন রাণা রাজসিংহ জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে অসি দিয়া বলেন, "যদি তোমার নিষ্ক-ণ্টকে রাজ্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই শাণিত অসি দ্বারা তোমার কনিষ্ঠ জয়সিংহের মস্তক দ্বিখণ্ড কর।" সদাশয় ভীম তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "সামান্য রাজ্যলোভে আমি প্রাণাধিক সহোদরের অণুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারি না। জয়সিংহ রাজ্য গ্রহণ করুক, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি দোবারির সীমা মধ্যে গণ্ডূষ মাত্র জল গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমি আপনার ঔরসজাত পুত্র নহি।" এই বলিয়া তিনি জন্মভূমির মায়া বিসর্জ্জন দিয়া মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিলেন ও বাহাদুর শাহের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার একজন সেনাপতি হইলেন।

১৭৩৭ সম্বতে মহাবীর রাজসিংহের মৃত্যুর পর জয়সিংহ নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। যখন বাদশাহ অরঙ্গজেবের সহিত রাণা রাজসিংহের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই সময় জয়সিংহ অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই অরঙ্গজেবের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। কুমার আজিম ও দেলবার খাঁ সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ সেই সন্ধিসূত্র বন্ধন করিলেন। রাজা হই-বার পর জয়সিংহ "জয়সমুদ" নামে একটী পঞ্চদশ ক্রোশ-ব্যাপী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এরূপ বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয় আর কোথাও নাই। সরোবর তীরে তিনি "রুত্তারাণী" নামে খ্যাত কমলাদেবীর জন্যও একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

জয়সিংহের দুইটী প্রধান রাণী ছিলেন—একজন বুন্দীরাজ-বংশীয়া অমরসিংহের জননী এবং অপরের নাম কমলাদেবী।

কমলাদেবীকেই রাণা অধিক ভালবাসিতেন, কিন্তু কমলাদেবী তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি জানিতেন তাঁহারই সপত্নী-পুত্র অমরসিংহ মেবারের আধিপত্য পাইবে, সুতরাং তাঁহার প্রতি রাণার অনুরাগ বৃথা; এই ভাবিয়া তিনি সপত্নীর সহিত নানাপ্রকারে বিবাদ করিতেন। বুন্দী-রাজকন্যা তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদিন পুত্র অমরকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন। তাহাতে অমরসিংহ উত্তেজিত হইয়া বুন্দীরাজ্যে গিয়া পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এদিকে মেবারের অনেক প্রধান সামন্ত তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। অমরসিংহ প্রথমেই কমলমীরস্থ রাজকোষাগার অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রাণার পক্ষ হইতে কএকজন প্রধান সর্দ্দার ঝিল্‌বাড়া গিরিসঙ্কট রক্ষা করিতেছেন শুনিয়া পিতার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। একলিঙ্গদেবের মন্দিরে পিতাপুত্রে মিলন হইল। জয়সিংহ ১৭৫৬ সম্বতে পুত্রকে রাজ্য দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

জয়সিংহ (সবাই), জয়পুরের একজন বিখ্যাত রাজা এবং ভারতের একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি অম্বররাজ মীর্জা জয়সিংহের প্রপৌত্র ও বিষ্ণুসিংহের পুত্র। বালককাল হইতে ইনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৭৫৫ সম্বতে (১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে) পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাধিরোহণের পরই ইনি দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিতে যান। সেই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া দিল্লীশ্বরের প্রশংসাভাজন হন। সম্রাট্ ইঁহাকে প্রথমে দেড় হাজারী, তৎপরে দুই হাজারী মনসবদারী পদ প্রদান করেন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে সময় সাম্রাজ্য লইয়া বাদশাহ-কুমারগণের মধ্যে রণানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই সময় জয়সিংহ আজিমশাহের পুত্র কুমার বেদারবক্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাহাদুরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; সেই জন্য বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই অম্বররাজ্য বাজেয়াপ্ত করিলেন। পরে অম্বরশাসনের জন্য একজন শাসনকর্ত্তাও পাঠাইয়া ছিলেন। এই সময় জয়সিংহের কনিষ্ঠ বিজয়সিংহ রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন। যখন জয়সিংহ আজিমশাহের পক্ষ গ্রহণ করেন, বিজয় সেই সময়ে বাহাদুর-শাহের পক্ষ হইয়া ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই জন্য বাহাদুর তাঁহাকে তিনহাজারী মনসবদারী প্রদান করেন।

বিজয়ের মাতা জয়সিংহের বিমাতা। জয়সিংহ যাহাতে কোনরূপে রাজ্য করিতে না পারে, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। সেই জন্য সুযোগ বুঝিয়া অনেক মণিমাণিক্য হীরকাদি সঙ্গে দিয়া বিজয়কে সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সম্রাট্ তাঁহাকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া সৈয়দ হুসেন আলীখাঁকে অম্বররাজ্যের ফৌজদার করিয়া পাঠাইলেন।

ঐ সময় জয়সিংহ কিছু দিন রাজসিংহাসনে বসিতে পান নাই। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে মুসলমানদিগের উপর দারুণ বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হয়। কি রূপে তিনি রাজ্য উদ্ধার করিবেন, সর্ব্বদাই তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন।

যে সময় (১৭০৮ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট্ বাহাদুরশাহ ভ্রাতা কাম্‌বক্‌সকে দমন করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। জয়সিংহ সেই সময় মারবাররাজ অজিতসিংহের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমান ফৌজদারকে তাড়াইয়া আবার সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। অজিতের কন্যা সূর্য্যকুমারীর সহিত জয়সিংহের বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বৈমাত্রেয় বিজয়সিংহকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বিজয়ের প্রার্থনা মত তাঁহাকে অম্বররাজ্যের মধ্যে অতীব উর্ব্বরা বস্‌বা প্রদেশটী প্রদান করেন। কিন্তু তাহাতে বিজয়ের মাতার মন উঠিল না। তিনি পুত্রকে রাজ্যলাভের লোভ দেখাইয়া উত্তেজিত করিলেন। তদনুসারে বিজয়সিংহ দিল্লীতে গিয়া সম্রাটের প্রধান প্রধান আমীরকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিলেন ও জ্যেষ্ঠ জয়সিংহের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তুলিয়া পুনরায় রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন। উৎকোচে বশীভূত হইয়া সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী কমার উদ্দীন্ খাঁ বিজয়ের পক্ষ সমর্থন করিলেন।

কমার-উদ্দীন্ সম্রাট্‌কে গিয়া জানাইলেন, "বিজয়সিংহ বরাবর আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু চতুর জয়সিংহ বরাবর আমাদের বিপক্ষ। এরূপ স্থলে বিজয়সিংহকেই অম্বররাজ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিজয়কে রাজা করিলে তিনি পাঁচকোটী টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন এবং আমাদের আবশ্যক মত পাঁচহাজার অশ্বারোহী সরবরাহ করিবেন।" মন্ত্রীর কথা শুনিয়া সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করেন, "বিজয়সিংহ যে তাঁহার কথা মত কার্য্য করিবে, তাহার জামিন কে?" মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "আমিই তাহার প্রতিভূ।" তখনই সম্রাট্ বিজয়সিংহের পক্ষে সনন্দ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

খাঁ দৌরান্ নামে একজন প্রধান আমীরের সহিত পাগড়ী-বদল করিয়া জয়সিংহ মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এখন সেই আমীর গোপনে সকল কথা শুনিয়া জয়সিংহের দরবারস্থ উকীল কৃপারামকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বেই কৃপারাম অম্বররাজের নিকট সেই কুসংবাদ পাঠাইলেন।

কৃপারামের পত্র পাইয়া বীর জয়সিংহও চিন্তিত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতা যে মোগলসৈন্যের সহিত তাঁহার বিপক্ষে আসিতেছেন, সেই জন্যই তাঁহার চিন্তা। অন্য কেহ হইলে

তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি শীঘ্রই অম্বরের সকল সামন্তকে ডাকাইয়া আশু বিপদের কথা জানাইলেন। সামন্তগণ তাঁহাকে অভয় দান করিয়া বিজয়সিংহের নিকট নিজ নিজ মন্ত্রিগণকে পাঠাইলেন ও তাঁহাকে জানাইলেন, "আপনার বস্‌বা প্রদেশ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আপনার বিবাদ করা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ উচিত নহে। আপনি যাহাতে সসম্মানে বস্‌বা প্রদেশ ভোগ দখল করিতে পারেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলাম।"

বহু সাধ্য সাধনার পর বিজয়সিংহ সামন্তগণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যাহাতে উভয় ভ্রাতার পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইয়া সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়, সামন্তগণ তাহারও বন্দোবস্ত করিলেন। স্থির হইল, প্রধান সামন্তের রাজধানীতে উভয় ভ্রাতার দেখা সাক্ষাৎ হইবে। তখন উভয়পক্ষের লোকেরা চুমু নগরে উপস্থিত হইল। এই সময়ে সংবাদ আসিল, "মহারাজ্ঞী উভয় ভ্রাতার নয়নানন্দদায়ক মিলন দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন।" সামন্তগণও মহারাজ্ঞীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে পারিলেন না। সকলের সম্মতিক্রমে তখনই মহারাজ্ঞীর মহাদোলা ও পুরমহিলাদিগের জন্য তিন শত রথ সুসজ্জিত হইল। কিন্তু মহাদোলায় রাজমাতার পরিবর্ত্তে সামন্তবীর উগ্রসেন ও বস্ত্রাবৃত প্রত্যেক রথে রমণীর পরিবর্ত্তে দুই দুই জন সশস্ত্র সৈনিক বসিলেন। সামন্তগণ পূর্ব্বেই রাজা জয়সিংহের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা এ আয়োজনের বিন্দু বিসর্গ জানিতেন না।

পূর্ব্বেই জয়সিংহ ও সামন্তগণ সজনেরে আসিয়া রাজমাতার আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একজন দূত আসিয়া তাঁহাদের আগমন সংবাদ জানাইল। তখন সকলেই প্রাসাদাভিমুখে ছুটিলেন। প্রাসাদে জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ উভয় ভ্রাতার মিলন হইল। জয়সিংহ বিজয়ের হস্তে বস্‌বার সনন্দ প্রদান পূর্ব্বক সস্নেহে কহিলেন, "যদি অম্বরের সিংহাসন লইতে বিজয়ের ইচ্ছা হয়, তাহাও আমি প্রদান করিতে পারি।" জয়সিংহের স্নেহবাক্যে দুষ্ট বিজয়সিংহের মনও বিগলিত হইল, তিনি উত্তর করিলেন, "ভাই, আমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে।"

তাহার ক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল যে, রাজমাতা আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। তখন সামন্তগণের অনুমতি লইয়া উভয় ভ্রাতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশদ্বারে একজন খোজা ছিল, জয়সিংহ তাহার হস্তে আপনার অসি প্রদান করিয়া কহিলেন, "মাতার নিকট সশস্ত্র যাইবার প্রয়োজন কি?" বিজয়সিংহও জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিলেন।

গৃহে প্রবেশমাত্রই মাতার মহোদিলনের পরিবর্ত্তে বিজয়সিংহ অতিসামন্ত উগ্রসেনের কঠোর আক্রমণে বন্দী হইলেন। তাঁহার মুখ ও হস্তপদাদি বাঁধিয়া তাঁহাকে সেই মহাদোলায় রাখিয়া গুপ্তভাবে অম্বরের রাজধানীতে আনা হইল। সকলে জানিলেন যে, রাজমাতা প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেছেন। এদিকে জয়সিংহ এক ঘণ্টা পরে কএকজন অস্ত্রধারীর সহিত বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে একাকী আসিতে দেখিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজয়সিংহ কোথায়?" চতুর নীতিজ্ঞ জয়সিংহ উত্তর করিলেন, "আমার উদরে। যদি আপনাদের অভিপ্রায় থাকে যে, বিজয়সিংহ রাজা হইবে, তাহা হইলে আমাকে বিনাশ করিয়া তাহাকে বাহির করুন। বিজয় নিশ্চয় আমার ও আপনাদের শত্রু। নিশ্চয় সে শত্রুদিগকে অম্বরে আনিয়া আমাদের সকলকেই বিনাশ করিত।" সামন্তগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, আর কোন উপায় না দেখিয়া সকলে নীরবে চলিয়া গেলেন। যখন বিজয়সিংহ অম্বরে আসেন, তৎকালে কমার-উদ্দীন্ খাঁ তাঁহার সহিত একদল মোগল অশ্বারোহী পাঠাইয়াছিলেন। বিজয়সিংহের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সেই মোগলসেনাদলের নায়ক তাঁহার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জয়সিংহ তখনই উত্তর করেন, "তোমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই, এখনি চলিয়া যাও। নচেৎ তোমাদের সকলের অশ্ব কাড়িয়া লইব।" তৎশ্রবণে মোগল সেনাগণ সকলেই পলায়ন করিল। এইরূপে চতুর রাজনীতিবলে মহারাজ জয়সিংহ আপনাকে ও জন্মভূমিকে রক্ষা করিলেন। বিজয়সিংহ অম্বরদুর্গে বন্দী হইয়া রহিলেন।

দিল্লীশ্বর অম্বররাজের ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ লাহোরে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সে যাত্রা জয়সিংহ দিল্লীশ্বরের প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন।

বাহাদুরের পর ফরুখশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সহিত জয়সিংহের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সম্রাট্ জয়সিংহের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি প্রদান করেন।

সম্রাট্ ফরুখশিয়ারও বহুদিন রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধূর্ত্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ কিরূপে সেই দুষ্ট সৈয়দদ্বয়ের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহারও চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সৈয়দ হুসেনআলী দাক্ষিণাত্য হইতে বালাজী বিশ্বনাথের অধীন বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র-সৈন্য লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মহারাজ জয়সিংহ সম্রাট্‌কে রক্ষা করিবার জন্য দিল্লীতে উপস্থিত

হইয়াছিলেন, কিন্তু ভীরু ফরুখ্‌শিয়ার সৈয়দ-পরিচালিত মরাঠা-দিগের ভয়ে অন্তঃপুরে গিয়া লুকাইলেন। সেই বিপত্তিকালে জয়সিংহ বারম্বার সম্রাট্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি বাহির হইয়া আপনার সৈন্যদিগের সমক্ষে প্রকাশ করুন যে সৈয়দদ্বয় রাজদ্রোহী, তাহা হইলে আপনার কোনরূপ বিপদ্ হইবে না, সকলেই আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত, আমিও প্রাণ দিয়া আপনার সাহায্য করিব।" কিন্তু ভীরু ফরুখ্‌শিয়ার হিতৈষী জয়সিংহের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, শেষে অন্তঃপুরেই বন্দী হইলেন।

তৎপরে মহম্মদশাহ সম্রাট্ হইলেন। তাঁহার আধিপত্য-কালে প্রথমে জয়সিংহ রাজনৈতিক সংস্রব ত্যাগ করিয়া জ্যোতিষের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। কি য়ুরোপীয় কি দেশীয় সকল প্রাচীন ও অপ্রাচীন বৈজ্ঞানিক জ্যোতিগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত ম্যানুএল্ নামক একজন পর্ত্তুগীজ পাদরীর সাক্ষাৎ হয়। অম্বররাজ য়ুরোপে জ্যোতির্ব্বিদ্যার কতদূর উন্নতি হইয়াছে, জানিবার জন্য সেই পাদরীর সহিত কএকজন বিশ্বস্ত লোককে পর্ত্তুগালের অধীশ্বর এমানুএলের সভায় প্রেরণ করেন। পর্ত্তুগালরাজ অম্বররাজের নিকট জেভিয়ার ডি সিল্‌ভা নামে এক সম্ভ্রান্ত জ্যোতির্ব্বিদকে পাঠাইয়া দেন। ডি সিল্‌ভা এখানে আসিয়া জয়সিংহকে পর্ত্তুগালে ডি সোহায়ার আবিষ্কৃত কএকটী যন্ত্র প্রদান করেন। এ ছাড়া জয়সিংহ তুর্কী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের ব্যবহৃত সমরকন্দে স্থাপিত কএকটী যন্ত্র ও বিস্তর বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র সংগ্রহ করেন। বাস্তবিক তৎকালপ্রচলিত প্রায় সমস্ত জ্যোতিষ-সমুদ্র মন্থন করিয়া জয়সিংহ প্রকৃত জ্যোতিষামৃত আহরণ করিয়াছিলেন। জগতের প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ইতিহাস পাঠ করিলেও আমরা কোন নৃপতিকেই জয়সিংহের মত জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী দেখিতে পাই না। বলিতে কি, রাজা জয়সিংহই ভারতে প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র উদ্ধা-রের চেষ্টা করিয়াছিলেন ও অনেকাংশে সফলও হইয়াছিলেন।

জয়সিংহ স্বরচিত "জিজ মহম্মদশাহী" নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি অনবরত সাতবর্ষকাল জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য শ্রবণ করিয়াই সম্রাট্ মহম্মদশাহ তৎকালপ্রচলিত পঞ্জিকা-সংস্কারের ভার জয়সিংহের উপর অর্পণ করেন। সেই জন্যই সম্রাট্ তাঁহাকে "সবাই" অর্থাৎ সকল রাজকুমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই উপাধি প্রদান করেন। এই সময়ে (১৭২৮ খৃষ্টাব্দে) তিনি তাঁহার মন্ত্রী ও জ্যোতির্ব্বিদ্ বিদ্যাধরের পরামর্শ মত বর্ত্তমান জয়পুর নগর স্থাপন করিলেন। [জয়পুর দেখ।]

ক্রমে সবাই জয়সিংহের সুখ্যাতির কথা ভারতময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ ও শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় আসিতে লাগিলেন। জ্যোতি-র্ব্বিদ্ কৃপারাম ও কবি কৃষ্ণরাম তাঁহার সভায় থাকিতেন।

সম্রাট্ মহম্মদশাহ তাঁহাকে পঞ্জিকা-সংস্কারের ভার অর্পণ করিলে, তিনি গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি, চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত, রাশিস্ফুট, গ্রহণ প্রভৃতির বিশুদ্ধ গণনা, পরিদর্শন ও অভিনব নক্ষত্র আবিষ্কারের জন্য নিজ ক্ষমতায় যে সকল যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়াছিলেন—দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, আগ্রা ও মথুরায় বহু অর্থব্যয়ে বৃহৎ বৃহৎ মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই সকল যন্ত্র স্থাপন করিলেন।

পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সৃষ্টিতত্ত্ব পরিদর্শন করিয়া এক প্রকার নাস্তিক হইয়া পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর জয়সিংহ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বা-লোচনা করিয়াও সর্ব্বত্রই ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতেন। তিনি স্বরচিত "জিজ মহম্মদশাহী" নামক পারসিক গ্রন্থের প্রারম্ভে মুক্তকণ্ঠে লিখিয়া গিয়াছেন—

"ভগবানের সর্ব্বমঙ্গলময় অনন্তশক্তির তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়াই হিপার্কাস্ নির্ব্বোধ কৃষকের ন্যায় কেবল বিরক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বস্রষ্টার মহান্ শক্তিকল্পনায় টলেমি বাদুড়ের মত সত্যরূপ সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। ইউক্লিডের সূত্রগুলি (সেই বিশ্বপাতার) অনন্তসৃষ্টির অসম্পূর্ণ আলেখ্যের কল্পিত রেখামাত্র। জমশেদ দসি অথবা নাসির-তুসি এইরূপে বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া গিয়াছেন।"

পর্ত্তুগালের রাজা তাঁহার নিকট যে সকল যন্ত্র পাঠাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে জয়সিংহ বলিয়াছেন—"প্রকৃত পরীক্ষা ও সমালোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে, এই যন্ত্রে চন্দ্রের যে অব-স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা অর্দ্ধ অংশ কম, সুতরাং ঠিক নহে। অন্যান্য গ্রহগণের অবস্থান সম্বন্ধে যদিও ইহাতে কোন গোল নাই, কিন্তু গ্রহণসম্বন্ধীয় গণনায় ৪ মিনিট সময় কম বেশী দেখা যায়।" এইরূপ অবিশুদ্ধ যন্ত্র হইতেই হিপার্কাস্, টলেমি, ডিলাহায়র প্রভৃতির গণনায় ভুল হইয়াছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অক্ষয় ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্বরূপ মানমন্দিরগুলি এখনও ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে। [মানমন্দির শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তিনি বিখ্যাত "জিজ্ মহম্মদশাহী" গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে তাঁহার সভাস্থ জগন্নাথ পণ্ডিত দ্বারা সম্রাট্‌সিদ্ধান্ত, রেখা-গণিত নামে ইউক্লিডের এবং নেপিয়ার কৃত গণিত পুস্তকের সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জয়পুরস্থাপয়িতা পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এখন সেই মতানুসারে রাজপুত সমাজে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু এক সময়ে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যে তাঁহারই পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল।

জয়সিংহ যে কেবল প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন এমন নহে। তিনি একজন ঐতিহাসিক বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারই যত্নে ও নামানুসারে "জয়সিংহকল্পক্রম" নামে সুবৃহৎ স্মৃতিসংগ্রহ সঙ্কলিত হয়।

দোষের মধ্যে জয়সিংহ বৃদ্ধ বয়সে বড়ই অহিফেনসেবী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অহিফেনের দোষেই তিনি মার-বারপতি অভয়সিংহ ও ভক্তসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন ও শেষে বিকানের-রাজকে মারবারের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করেন। [মারবার ও বিকানের দেখ।]

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদশাহ ইঁহাকে মালবরাজ্যের শাসনভার প্রদান করেন। সে সময় মহারাষ্ট্রদিগের বল ক্রমেই বাড়িতে ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ক্রমে ঐ মহারাষ্ট্র-দস্যুগণ সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করিতে পারে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি মহারাষ্ট্রবীর বাজীরায়ের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে মালবশাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। তাহাতে অপর রাজপুতগণ জয়সিংহের উপর বিরক্ত হইলেও সম্রাট্ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

বুন্দীরাজ কবিবর বুধরাও জয়সিংহের ভগিনীপতি ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে জয়সিংহকে উপহাস করেন, তাহাতে বীর জয়সিংহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) ভগিনীপতির রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

বৃদ্ধ বয়সে তিনি সমাজসংস্কারে বিশেষ মনোযোগ করিয়া-ছিলেন। রাজপুতসমাজে কন্যার বিবাহ ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে সকলকেই সাধ্যাতীত খরচ করিতে হয়। এই জন্য রাজ-পুতানায় শিশুহত্যা প্রচলিত ছিল। কিন্তু জয়সিংহ রাজ্যের সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া নিয়ম করিয়া দেন, বিবাহকালে কেহ যৌতুক দাবী করিতে পারিবে না, যথাব্যয়ে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয় তাহা করিতে হইবে, অকারণ কেহ বেশী ব্যয় করিলে, সে দণ্ডনীয় হইবে। এই নিয়মে যে সমাজের মহা উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন তিনি পথিকদিগের সুবিধার জন্য ভারতের নানাস্থানে পান্থ-নিবাস, হাট ও সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। "একশ নয়গুণ জয়সিংহ্ কা" নামক একখানি গ্রন্থে জয়সিংহের গুণ গরিমার পরিচয় বিবৃত হইয়াছে।

বিশ্ববিখ্যাত রাজজ্যোতির্ব্বিদ, ঐতিহাসিক ও সমাজ-সংস্কারক মহারাজাধিরাজ সবাই জয়সিংহ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল জয়পুর নয়, সমস্ত ভারত এক অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন। তাঁহার তিনজন প্রধান মহিষীও তাঁহার সহিত এক চিতায় শয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ঈশ্বরীসিংহ জয়পুরের সিংহাসন লাভ করেন।

জয়সিংহ ৩য়, জয়পুরের একজন কচ্ছবাহ রাজা। ইঁহার পিতা জগৎসিংহ। পিতার মৃত্যুর পর জয়সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯১ সম্বতে (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) ইঁহার কামদার জটারামের প্রদত্ত বিষপানে ইনি পরলোক গমন করেন। [জয়পুর দেখ।]

জয়সিংহ, সম্রাট্ মহম্মদশাহের সময় ইনি আগ্রার সুবাদার ছিলেন। তিনি আগ্রা নগরের চারিদিকে সহরপণা অর্থাৎ উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহাতে অনেকগুলি তোরণ ছিল, এখন কেবল দুইটী আছে।

জয়সিংহ, সিদ্ধরাজ নামে খ্যাত গুজরাটপট্টনের চৌলুক্য-বংশীয় একজন রাজা। ইনি রাজা কর্ণের ঔরসে ও জয়কেশীর কন্যা মৈণাল-দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দ্ব্যাশ্রয়কাব্য, প্রবন্ধচিন্তামণি, কুমারপালচরিত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে এই জয়সিংহ সিদ্ধরাজের বিবরণ বর্ণিত আছে। ইনি অল্প বয়সেই শস্ত্র ও শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বীর্য্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া বৃদ্ধরাজ কর্ণ ইঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিয়া (১০৯৩ খৃষ্টাব্দে) বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। কর্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর দেবপ্রসাদ নিজ পুত্র ত্রিভুবনপালকে জয়সিংহের হস্তে অর্পণ করিয়া চিতারোহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ জৈনরাজ কুমারপাল ঐ ত্রিভুবনপালের পুত্র।

জয়সিংহের আধিপত্যকালে বর্ব্বরক নামে একজন যবন-রাজ সিদ্ধপুরে আসিয়া দেব ব্রাহ্মণের উপর অনেক অত্যাচার আরম্ভ করেন, অন্তর্ধান দেশের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও যবন-রাজের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। মহাবীর সিদ্ধরাজ সেই অত্যাচারের কথা শুনিয়াই সসৈন্যে শ্রীস্থলতীর্থে উপস্থিত হইয়া বর্ব্বরককে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন।

এক দিন এক যোগিনী আসিয়া সিদ্ধরাজকে বলেন— "উজ্জয়িনী নগরে বিখ্যাত মহাকালীর মন্দির আছে, তাঁহার অর্চ্চনা করিলে মহা যশোলাভ হয়। আপনি উজ্জয়িনীপতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তথায় গিয়া মহাকালীর পূজা করুন।" তাহা শুনিয়া সিদ্ধরাজ সসৈন্যে গিয়া মালবরাজ্য আক্রমণ করেন। অবন্তিনাথ যশোবর্ম্মা জয়সিংহের হস্তে বন্দী

হইলেন। অবন্তি ও ধাররাজ্য জয়সিংহের অধিকারভুক্ত হইল। তিনি এই সময়ে উজ্জয়িনীর পার্শ্ববর্ত্তী সিমরাজকেও পরাজিত ও বন্দী করেন। মালব রাজ্য জয় করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে অনেক রাজা তাঁহাকে স্ব স্ব দুহিতা সম্প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

তৎপরে কিছুকাল তিনি সিদ্ধপুরে আসিয়া বাস করেন। এখানে সরস্বতীতীরে রুদ্রমাল ও মহাবীরস্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পরে তিনি সোমনাথ ও গিরনরের নেমিনাথের মন্দির দর্শন, ব্রাহ্মণ ও যাচকগণকে দান, সহস্রলিঙ্গসরোবর খনন, নানাস্থানে দেবমন্দির, সদাব্রত ও শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১১৪৩ খৃষ্টাব্দে মহাবীর সিদ্ধরাজ ইষ্টদেবের পদে মনঃসংযোগ ও অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিখ্যাত বীর জগদেবপ্রমার সিদ্ধরাজের সেনাপতি ছিলেন। জয়মঙ্গল প্রভৃতি অনেক কবি তাঁহার সভায় থাকিতেন। বিখ্যাত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রও প্রথমে ইঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ, কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত রাজা, সুস্সলদেবের পুত্র। ইনি ১১২৯ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন। কবিবর মঙ্খ ইঁহারই আশ্রয়ে খ্যাতিলাভ করেন। [কাশ্মীর দেখ।]

জয়সিংহ, বাবেরীর একজন রাজা। সিদ্ধান্ততত্ত্বসর্ব্বস্ব-রচয়িতা গোপীনাথ মৌনীর প্রতিপালক।

জয়সিংহ, মীর্জা, অম্বরের একজন বিখ্যাত রাজা। রাজা মহাসিংহের পুত্র। মহাসিংহের মৃত্যু হইলে কে অম্বর সিংহাসনে বসিবে, এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে। তৎকালে জগৎসিংহের পৌত্র মহাবীর জয়সিংহ যোধাবাইএর নিকট রাজ্য পাইবার আশা ব্যক্ত করেন। যোধাবাইয়ের উপরোধে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর জয়সিংহকেই অম্বরের সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু তাহাতে নূরজাহান্ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন।

বীরবর জয়সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বীর্য্যবলে রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। বাদশাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মীর্জা উপাধি প্রদান করেন।

যখন দিল্লীর ময়ূরাসন লাভ করিবার জন্য দারা ও অরঙ্গজেবের বিবাদ বাঁধে, তখন প্রথমে তিনি দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করায় দারার সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

জয়সিংহ অরঙ্গজেবেরও প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে ছয়হাজারী মনসবদারের পদ প্রদান করেন। যে সময়ে মহাবীর শিবজীর অভ্যুদয়ে মোগল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পান্বিত হইয়াছিল, মোগল সেনাপতিগণ যাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়াছিলেন, সম্রাট্ অরঙ্গজেবেও যাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন, সেই বীরকুলতিলক শিবজীকে একমাত্র অম্বররাজ জয়সিংহ পরাস্ত ও বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু জয়সিংহ মহাবীর শিবজীর কখন অবমাননা করেন নাই, তিনি শিবজীকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়নকালে তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে দিল্লীশ্বর তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যখন জয়সিংহ দেখিলেন যে দুষ্ট অরঙ্গজেব শিবজীকে হাতে পাইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিতেছেন, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া শিবজীকে দিল্লী হইতে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। [শিবজী দেখ।]

জয়সিংহের বীর বলিয়া একটু গর্ব্ব ছিল। তিনি দরবারে সর্ব্বসমক্ষে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন, "আমি মনে করিলেই সাতারা কি দিল্লীর অধঃপতন ঘটাইতে পারি।" সম্রাট্ অরঙ্গজেবও এই স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও জয়সিংহকে ভয় করিতেন, সেই জন্য প্রকাশ্যে তাঁহার কিছু করিতে পারেন না। তিনি জয়সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষীরোদসিংহকে অম্বররাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে পিতৃহত্যার জন্য উত্তেজিত করেন। নির্ব্বোধ ক্ষীরোদসিংহ ধূর্ত্তের কথায় ভুলিয়া অহিফেনে বিষ মিশাইয়া পূজনীয় পিতার প্রাণ সংহার করিলেন। কিন্তু ক্ষীরোদসিংহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামসিংহই পিতার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

জয়সিংহদেব, জয়মাধব-মানসোল্লাস নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

জয়সিংহনগর, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ৩৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭´ পূঃ। সাগর নগর হইতে ২১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রায় তিন হাজার লোকের বাস।

প্রায় ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে, সাগরের শাসনকর্ত্তা জয়সিংহ কর্ত্তৃক এই পল্লী স্থাপিত হয়। তিনি সামন্তরাজগণের আক্রমণ হইতে এই স্থান রক্ষা করিবার জন্য এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সাগরের সহিত এই পল্লীও বৃটীশ অধিকারভুক্ত হয়। তৎপরে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আপা সাহেবের বিধবা মহিষী রুক্মাবাইর বাসের জন্য এই স্থান প্রদান করা হয়। এখানে থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয় ও হাট আছে।

জয়সিংহমিশ্র, চণ্ডীস্তোত্রের একজন টীকাকার।

জয়সিংহসূরি, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক, মহেন্দ্রের শিষ্য। ন্যায়তাৎপর্য্যদীপিকা বা ন্যায়সারদীপিকা-রচয়িতা।

জয়সেন (পুং) জয়যুক্তা সেনা যস্য। মগধের একজন রাজা। "শ্রুতায়ুধশ্চ কালিঙ্গো জয়সেনশ্চ মাগধঃ।" (ভারত ৭।৪ অঃ) ২ আয়ুনৃপবংশীয় অহীনরাজের পুত্র। (ভাগ° ৯।১৭।১৭) ৩ সার্ব্বভৌম নৃপতির এক পুত্র। (ভাগ° ৯।২২।১০)

জয়সোমগণি, একজন বিখ্যাত জৈনপণ্ডিত। ইনি খণ্ডপ্রশস্তি-বৃত্তি রচনা করেন।

জয়স্কন্ধাবার (ক্লী) কোন স্থান জয় করিয়া সেই স্থানে বিজয়ীরাজের যে শিবির স্থাপিত হয়।

জয়স্তম্ভ (পুং) জয়সূচকঃ স্তম্ভঃ। জয়সূচক স্তম্ভ। দেশ প্রভৃতি জয় করিয়া যে স্তম্ভ প্রোথিত হয়, তাহাকে জয়স্তম্ভ কহে। "ত্রিকূটমেব তত্রোচ্চৈর্জয়স্তম্ভং চকার সঃ।" (রঘু)

জয়স্বামিন্ (পুং) কাত্যায়নকল্পসূত্রের ভাষ্যকার।

জয়া (স্ত্রী) জীয়তে ঽনয়া জি করণে অচ্ ততষ্টাপ্। দুর্গা। "কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে।" (ভারত ৬।২২।২২)
"জয়ঃ কল্যাণবচনো হ্যাকারো দাতৃবাচকঃ।
জয়ং দদাতি সা নিত্যং সা জয়া পরিকীর্ত্তিতা॥" (ব্রহ্মবৈ°)
জয় শব্দ কল্যাণবাচক, আকার দাতৃবাচক, অতএব যিনি নিত্য জয় দান করেন, তিনি জয়া বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন।
২ জয়ন্তীবৃক্ষ। [জয়ন্তী দেখ।] ৩ তিথিবিশেষ।
"ত্রয়োদশ্যষ্টমী চৈব তৃতীয়া চ তথা জয়া।" (জ্যোতি°)
ত্রয়োদশী, অষ্টমী ও তৃতীয়া তিথির নাম জয়া।
৪ পুণ্যদায়িনী দ্বাদশী তিথিবিশেষ।
"জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।
দ্বাদশ্যষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ॥" (ব্রহ্মবৈ°)
৫ হরিতকী। ৬ দুর্গার সখী। ৭ দুর্গা। বরাহশৈলে পীঠ-স্থানে ভগবতী জয়াদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। (দেবী-ভাগ° ৭।৩০।৫২।) ৮ শাস্তাবৃক্ষ। ৯ নীলদূর্ব্বা। ১০ অগ্নিমন্থ বৃক্ষ। (রাজনি°)। ১১ পতাকাবিশেষ।
"অগ্নিমন্থো জয়ঃ স স্যাচ্ছ্রীপর্ণী গণিকারিকা।
জয়া জয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী বৈজয়ন্তিকা॥" (যুক্তিকল্পতরু)
১২ জয়স্ত ঔষধবিশেষ।

জয়াদিত্য (পুং) কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত রাজা ও কাশিকা-বৃত্তিপ্রণেতা। [কায়স্থ, কাশ্মীর ও জয়াপীড় দেখ।]

জয়ানীক (পুং) ১ দ্রুপদরাজের এক পুত্র। ২ বিরাটরাজের এক ভ্রাতা। [জয়প্রিয় শব্দ দেখ।]

জয়াপীড় (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। সংগ্রামাপীড়ের মৃত্যুর পর (৭৫১ খৃঃ অব্দে) ইনি রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি রাজা হইয়া দিগ্বিজয় করিবার জন্য সসৈন্যে বহির্গত হইলে ইহার শ্যালক রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ইনি কএকদিন পরে কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনেক সৈন্য দল ছাড়িয়া রজনীযোগে পলায়ন করিয়াছে। তাহা দেখিয়া ইনি নিজের করদ রাজগণকে স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। কেবল কতিপয় অনুচরবর্গ ও পলায়িত সৈন্যের অশ্বগুলি লইয়া প্রয়াগধামে উপস্থিত হই-লেন। ঐ স্থানে একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ৯৯৯৯৯ অশ্ব দান করেন। ঐ স্তম্ভে লিখিত ছিল, আমি একোনলক্ষ অশ্ব ব্রাহ্মণগণকে দান করিলাম। যদি কেহ লক্ষ অশ্ব দান করিতে পারেন, তাহা হইলে এই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া দিবেন। [কাশ্মীর ও কায়স্থ দেখ।]

জয়াঞ্জন (ক্লী) স্রোতোঞ্জনভেদ, অহোর পাথর।
"স্রোতোঽঞ্জনং নদীজঞ্চ কৃষ্ণস্রোতোজয়াঞ্জনম্।"

জয়াদ্বয় (ক্লী) জয়ন্তী ও হরীতকী দ্বয়।

জয়াবতী (স্ত্রী) জয়ঃ বিদ্যতে ঽস্যাঃ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ, তত ঙীপ্। কুমারানুচর-মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৩ অঃ)
২ রাগিনীবিশেষ। ধবলশ্রী, বেলাবলী ও সরস্বতীযোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীত°)

জয়াবহা (স্ত্রী) জয়ং আবহতীতি আ-বহ-অচ্। ভদ্রদন্তী বৃক্ষ।

জয়াশিস্ (স্ত্রী) জয়াশীর্ব্বাদ।

জয়াশ্রয়া (স্ত্রী) জয়ং আশ্রয়তি আ-শ্রি-অচ্-টাপ্। জড়রীতৃণ।

জয়াশ্ব (পুং) বিরাটরাজের এক ভ্রাতা। (ভারত ৭।১৫৮।৯২)

জয়াহ্বা (স্ত্রী) জয়স্য আহ্বা আখ্যা যস্যাঃ। ভদ্রদন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°)

জয়িন্ (ত্রি) জেতুং শীলমস্য (জিদৃক্ষিবিশ্রীতি। পা ৩।২।১৫৭) জি-ইনি। জয়শীল, বিজয়ী।
"বলং মে পশ্যমায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাং।" (ভাগ° ৩।৩১।৩৮)

জয়িষ্ণু (ত্রি) জি-শীলার্থে ইষ্ণুচ্। জয়শীল।

জয়ুস্ (ত্রি) জি-উসি। জয়শীল। "বিজয়ুসা রথ্যা যতমদ্রিং।" (ঋক্ ৬।৬২।৭) "বিজয়ুসা রথধুঃ সাদ্রেঃ" (ঋক্ ১।১১৭।১৬) 'জয়ুষা জয়শীলেন' (সায়ণ)

জয়েৎ (পুং) পুরিয়া ও কল্যাণযোগে উৎপন্ন রাগিণীবিশেষ। ইহা পঞ্চমবর্জ্জিত। যথা—
"গ ম ০ ধ নি সা ঋ।" (সঙ্গীতর°)

জয়েৎগৌরী (স্ত্রী) জয়েৎ ও গৌরীযোগে উৎপন্ন রাগিণী-বিশেষ। (সঙ্গীতর°)।

জয়েন্তী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। গৌরী ও জয়ন্তশ্রীযোগে উৎপন্ন

হয়। ইহা সামন্ত, ললিত ও পুরিয়া অথবা তোড়ী, সাহানা ও বিভাস যোগেও উৎপন্ন হইতে পারে। (সঙ্গীতর°)

জয়েন্দ্র (পুং) কাশ্মীররাজ বিজয়ের পুত্র। ইহার আজানুলম্বিত বাহু ছিল। ইহার মন্ত্রীর নাম সন্ধিমতি। ইনি ৩৭ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। [কাশ্মীর দেখ।]

জয়েশ্বর (পুং) এক প্রাচীন শিব লিঙ্গ।

জয্য (ত্রি) জি জেতুং শক্যঃ। (শকিলিঙ্ চ। পা ৩।৩।১৭২) ইতি শক্যোষৎ গুণঃ (ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে। পা ৬।১ ৮১) ইতি যান্তাদেশঃ। জয়করণযোগ্য।

"সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যোনান্যেন কর্ম্মণা।" (শতপথব্রা° ১৪।৪।৩।২৪)

জর (পুং) জৄ-ভাবে-অপ্। জরা, বয়োহানি, বৃদ্ধাবস্থা। [জরা দেখ।]

জরঠ (ত্রি) জীর্য্যত্যনেনেতি জৄ-রঠ (জৄশমোরপ্যঠঃ। উজ্জ্বল দত্ত ১১০২) ১ কর্কশ। ২ পাণ্ডু। ৩ কঠিন। ৪ বৃদ্ধ।

"নিরীক্ষমানস্তল্লীলাং মুমুদে জরঠো ভৃশং।" (ভাগ° ৬।১।২৫) 'জরঠো বৃদ্ধঃ।' (স্বামীটী°) ৫ জীর্ণ। (হেম) (পুং) ৬ জরা। (বিশ্ব)।

জরড়ী (স্ত্রী) জৄ-বাহুলকাৎ অড় ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তৃণবিশেষ। (রাজনি°) হিন্দীভাষায় জরুড় বলে। পর্য্যায়— গর্ম্মোটিকা, সুনালা, অম্লাশ্রয়া। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, সারক, দাহনাশক, রক্তদোষনাশক, রুচিকর। ইহা ভক্ষণ করাইলে পশুদিগের দুগ্ধ হয়। (রাজনি°)

জরণ (ক্লী) জরয়তীতি জৄ-ণিচ্-ল্যু। ১ হিঙ্গু, হিং। ২ কুষ্ঠৌষধ। (ত্রি) ৩ জীর্ণ। (ক্লী) ৪ শ্বেতজীরক।

"অজাজী জরণং দীপ্যং মাগধী জীরকং সিতং।" (বৈদ্যকর°) (পুং) ৫ জীরক।

"জীরকো জরণোজাজী কণা স্যাদ্দীর্ঘজীরকঃ।" (ভাবপ্রকাশ) ৬ কৃষ্ণজীরক। ৭ সৌবর্চ্চলবণ। (শব্দার°) ৮ কাসমর্দ্দ। (রাজনি°)

জরণদ্রুম (পুং) জরণো জীর্ণঃ দ্রুমঃ। অশ্বকর্ণ বৃক্ষ।

জরণা (স্ত্রী) জরণ-টাপ্। ১ কৃষ্ণজীরক। (রাজনি°) ২ জীর্ণ।

"পুনর্যে চক্রুঃ পিতরা যুবানা সনা যূপেব জরণা শয়ানা।" (ঋক্ ৪।৩৩।৩)। 'জরণা জীর্ণৌ।' (সায়ণ) ৩ বৃদ্ধত্ব। "ভদ্রং জীবন্তো জরণামশীমহি।" (ঋক্ ১০।৩৭।৬)। 'জরণাং বৃদ্ধত্বং।' (সায়ণ)

৪ জরা। "বিপ্রস্য জরণামুপেয়ুষঃ" (ঋক্ ১০।৩৯।৮) 'জরণাং জরাং' (সায়ণ।) ৫ মোক্ষ।

"প্রাক্‌গ্রহণে যস্মিন্ পশ্চাদপসর্পণং তু তজ্জরণং।" (বৃহৎস° ৫।৮৮) ৬ স্তুতি।

"বক্বাজরণা অনাকৃতঃ।" (ঋক্ ১।১৪১।৭) 'জরণা স্তুতিঃ' (সায়ণ)

জরণি (ত্রি) জৄ-অনি। স্তুতিকারক।

জরণিপ্রা (ত্রি) স্তুতিকারক।

"সন্তি স্পৃধো জরণিপ্রা অধৃষ্টাঃ।" (ঋক্ ১০।১০।১২) 'জরণিপ্রা স্তোতৄণাং' (সায়ণ)

জরণ্ড (ত্রি) জীর্ণ। (সংক্ষিপ্তসার উ°)

জরণ্যা (স্ত্রী) জরা। "যুবং বন্দনং নির্ঋতং জরণ্যায়া।" (ঋক্ ১।১১৯।৭)

'জরণ্যায়া জরয়া।' (সায়ণ)

জরণ্যু (ত্রি) আত্মনঃ জরণং স্তুতিং ইচ্ছতি ক্যচ্-উন্। আপনার স্তুতি অভিলাষী। "সরৎসরণ্যুঃ কারবে জরণ্যুঃ" (ঋক্ ১০।৬১।২৩) 'জরণ্যু স্তুতিমিচ্ছন্।' (সায়ণ)

জরৎ (ত্রি) জৄ-অতৃন্। ১ বৃদ্ধ। (অমর) ২ পুরাতন। (হেম°) (পুং) জরতীতি জৄ-শতৃ। বৃদ্ধ।

জরৎকর্ণ (পুং) একজন ঋষি। "অগ্নিহত্যং জরতঃ কর্ণমাবাগ্নিঃ।" (ঋক্ ১০।৮০।৩)

জরৎকারু (পুং) একজন ঋষি, যাযাবর।

"জরেতি ক্ষয়মাহুর্বৈ দারুণং কারুসংজ্ঞিতম্।
শরীরং কারু তস্যাসীত্তৎ স ধীমাচ্ছনৈঃ শনৈঃ॥
ক্ষপয়ামাস তীব্রেণ তপসেত্যত উচ্যতে।
জরৎকারুরিতি ব্রহ্মন্ বাসুকের্ভগিনী তথা॥"(ভার° ১।৪০।৩-৪)

জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ। সেই মহর্ষির শরীর অতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা শরীর ক্ষয় করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার নাম জরৎকারু হইয়াছিল।

জরৎকারু ঋষি প্রজাপতি সদৃশ ব্রহ্মচারী ও তপঃপরায়ণ ছিলেন। সকল সময়েই ব্রতানুষ্ঠান ও উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি কোন সময়ে অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণে নিযুক্ত হইলেন। যেখানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই দিন সেই খানেই অবস্থান করিতেন। এইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ও ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া তাঁহার কলেবর শীর্ণ হইয়াছিল। তথাপি তিনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তক হইয়া মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে? কেনই বা মূষিকচ্ছিন্নমূল উশীরস্তম্ব মাত্র অবলম্বন করিয়া অধোমুখে এই মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন?" তাঁহারা কহিলেন, "আমরা যাযাবর নামে ঋষিবংশীয়। সন্তান ক্ষয় হওয়াতে অধঃপতিত হইতেছি। আমাদের দুর্ভাগ্যের

পরিসীমা নাই। আমাদের জরুৎকারু নামে এক হতভাগ্য পুত্র আছে, সেই দুর্ম্মতি দারপরিগ্রহ না করিয়া অহর্নিশি কেবল তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছে। সুতরাং কুলক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া এই মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছি। আমাদের বংশবর্দ্ধন জরৎকারু থাকিতেও আমরা অনাথ ও দুষ্কৃতের ন্যায় রহিয়াছি। তুমি কে? কি নিমিত্তই বা বান্ধবের ন্যায় অনুশোচনা করিতেছ।" তখন জরৎকারু কহিলেন, "আমিই সেই আপনাদের হতভাগ্য সন্তান জরৎকারু। এখন কি করিব, আপনারা আজ্ঞা করুন।" তাঁহারা ইঁহার বাক্যে অতিশয় সন্তোষলাভ করিয়া কহিলেন, "বৎস! দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।" জরৎকারু কহিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি কন্যা আমার স্বনাম্নী হয় এবং তাহার বন্ধুবান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষা স্বরূপ দান করে, তাহা হইলে তাহাকে আমি যথাবিধি বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিব।" এই বলিয়া তিনি অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। একদিন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার'কন্যা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই ভিক্ষাবাক্য শ্রবণ করিয়া নাগরাজ বাসুকি নিজ ভগিনী জরুৎকারুকে আনিয়া মহর্ষিকে প্রদান করেন। ইনিও তাঁহাকে স্বনাম্নী জানিয়া বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিবার সময় এই নিয়ম হইল যে, ইনি কখনও পত্নীর ভরণপোষণ করিবেন না এবং পত্নীও ইঁহার অপ্রিয়াচরণ করিলে তৎক্ষণাৎ ইনি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর, নাগকন্যা জরৎকারু মহর্ষি-সংযোগে গর্ভিণী হইলেন। এক দিন মহর্ষি পত্নীর অঙ্কে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময় সূর্য্যাস্ত হইতে দেখিয়া স্বামীর ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় ইঁহার পত্নী স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। মহর্ষি জরৎকারু নিদ্রাভঙ্গে কুপিত হইয়া বলিলেন, "তুমি আজ আমার অবমাননা করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে আজ জন্মের মত পরিত্যাগ করিলাম। তুমি তোমার ভ্রাতাকে কহিও, সেই মুনি চলিয়া গিয়াছে। আরও বলিও তোমার যে গর্ভ হইয়াছে, ইহাতে প্রদীপ্ততেজা এক পুত্র জন্মিবে।" এই বলিয়া মুনি প্রস্থান করিলেন। পত্নীর অনেক কাকুতি মিনতিতেও জরুৎকারু আর কর্ণপাত করিলেন না। (ভারত আদি)

(স্ত্রী) ২ জরৎকারুর পত্নী, আস্তিকের মাতা, বাসুকির ভগিনী, মনসাদেবী। [মনসা দেখ।]

"আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকিস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তু তে॥"

জরৎকারুপ্রিয়া (স্ত্রী) জরৎকারোঃ স্বনামখ্যাতস্য মুনেঃ প্রিয়া (৬তৎ)। মনসাদেবী।

জরতী (স্ত্রী) জরৎ-ঙীপ্। (উগিতশ্চ। পা ৪।১।৬) বৃদ্ধা। (রাজনি°)

জরথুস্ত্র, প্রাচীন পারসিক ধর্ম্ম-প্রচারক। গ্রীকদিগের নিকট ইনি জরস্ত্রদেস্ (Zarastrades) বা জোরোঅস্ত্রেস্ (Zoroastres), রোমকদিগের নিকট জোরোঅস্তার (Zoroaster) (এই নামেই য়ুরোপে প্রসিদ্ধ) এবং বর্ত্তমান পারসীদিগের নিকট জরদোস্ত্ নামে খ্যাত। কিন্তু পারসিক জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহে "জরথুস্ত্র" নামেই অভিহিত।

এখন জরথুস্ত্র বা জরদোস্ত বলিলে কেবল একমাত্র আবস্তিক ধর্ম্ম প্রচারককেই বুঝায়। কিন্তু পূর্ব্বকালে একাধিক জরথুস্ত্র ছিল, অবস্তা গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, বয়সে ও জ্ঞানে যিনি সর্ব্বপ্রধান ও বৃদ্ধ তাঁহাকেই জরথুস্ত্র বলা হইত। বৈদিক জরদষ্টি শব্দের সহিত এই জরথুস্ত্র শব্দের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

এখন যেমন "দস্তুর" বলিলে অগ্ন্যুপাসক পারসিক পুরোহিতকে বুঝায়, পূর্ব্বকালে জরথুস্ত্র বলিলেও এই রূপ বুঝাইত।

ধর্ম্মপ্রচারক জরথুস্ত্রও প্রথমে এই রূপ একজন "দস্তুর" ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম পৌরুষস্প।

ইনি স্পিতমবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্পিতম-জরথুস্ত্র নামেই প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত। স্পিতমবংশ "হএচদস্প" নামেও খ্যাত ছিল। এই জন্যই ধর্ম্মবীর স্পিতম জরথুস্ত্রের কন্যা যস্ন গ্রন্থে "পৌরুচিষ্ট হএচদস্পানা স্পিতামী" নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

কোন কোন গ্রন্থে ইনি "জরথুস্ত্রতেমো" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম ও সর্ব্বোচ্চ জরথুস্ত্র নামে অভিহিত। ইহাতে বোধ হয় তিনি বর্ত্তমান দস্তুর-ই-দস্তুরাণের ন্যায় সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য ছিলেন।

অপরাপর প্রাচীন ধর্ম্মবীরদিগের ন্যায় জরথুস্ত্র-সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস জানা যায় না।

গ্রীকদিগের মধ্যে লিদিয়াবাসী জনথোস্(৪৭০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) সর্ব্বপ্রথম লেখেন যে, জরদোস্ত ট্রয়যুদ্ধের ছয়শত বর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। আরিষ্টটল্ ও ইউডোক্সস্ প্লেটোর ছয় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ইঁহার আবির্ভাবকাল স্থির করিয়াছেন। প্লিনির মতে ট্রয় যুদ্ধের ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে জরদোস্ত্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ দিকে অগ্ন্যুপাসক পারসীগণ বলিয়া থাকেন—'জন্দঅবস্তায় যিনি কব-বীস্তাস্প নামে বর্ণিত, তিনিই পারস্যরাজ দরায়ুসের পিতা হয়স্তাস্পেস্। তাঁহারই সময় জরদোস্ত্ আবির্ভূত হন।' এরূপ স্থলে জরথুস্ত্র ৫৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের লোক হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ

পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ মার্টিন হোগের মতে—"ইরাণীয় প্রবাদ-মূলক বীস্তাম্প ও গ্রীক-বর্ণিত হয়স্তস্পেস্ এক ব্যক্তি নহেন। বীস্তাম্প কোন্ সময়ে ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে জরথুস্ত্রকে ১০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পরবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না।"

পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে জরথুস্ত্র সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাতে জরথুস্ত্রকে অসাধারণ দেবাতীত গুণসম্পন্ন ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহে ইনি মন্ত্রপাঠক, বক্তা, অহুরমজ্দ্-নিযুক্ত দূত ও তাঁহার আদিষ্ট উপদেশাদি প্রচারকারী বলিয়া বর্ণিত। নবম যশ্নে ইনি ঐর্যন বএজো অর্থাৎ আর্য্যনিবাসে প্রসিদ্ধ এবং বন্দীদাদ পাঠে ইঁহাকে বাখ্ধি (বাহ্লীক) বর্ত্তমান বাল্‌খ নামক স্থানবাসী বলিয়া বোধ হয়।

জরথুস্ত্র একেশ্বরবাদী ছিলেন। যখন দেবধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয় আর্য্য ও অসুর-মতাবলম্বী পারসিক আর্য্যদিগের মধ্যে দারুণ বিবাদ উপস্থিত, যখন অধিকাংশ পারসিক বিবিধ দেবদেবীর উপাসনা ও কুসংস্কার জালে জড়িত ছিল, সেই সময়ে জরথুস্ত্র একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। পারসিকদিগের প্রাচীনতম গাথা ও প্রাচীনতর যশ্নগ্রন্থে তাঁহার প্রবর্ত্তিত জ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তিনি দ্বৈতবাদী অর্থাৎ প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক জগতের দুইটী মূলকারণ স্বীকার করিতেন। বাক্, মন ও কর্ম্ম এই ত্রিতয়ের উপর তাঁহার ধর্ম্মনীতি স্থাপিত। যখন গ্রীকগণ প্রকৃত জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে শিখেন নাই, মহাত্মা প্লেটোও যখন নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, তাহার বহুপূর্ব্বে জরথুস্ত্র জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। অহুনবৈতি গাথায় জরথুস্ত্রের মত বিবৃত আছে। তৎপাঠে বোধ হয়, তৎসাময়িক ও তাঁহার বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী অনেক ভাবুক জ্ঞানী অপেক্ষাও অনেক গভীর তত্ত্ব সকল তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। তাঁহারই প্রভাবে এখনও পারসিকগণ সেই প্রাচীন আবস্তিক ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ। [পারসিক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

জরদষ্টি (ত্রি) ১ অতি বৃদ্ধ। "ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।" (ঋক্ ১০।৮৫।৩৬।) (স্ত্রী) ২ দীর্ঘজীবন।

"আরভস্বেমামমৃতস্য শ্নুষ্টিমচ্ছিদ্যমানা জরদষ্টিরস্তু তে।"
(অথর্ব্ব ৮।২।১)

জরদগব (পুং) জরন্নসৌ গৌশ্চেতি (গোরতদ্ধিতলুকি। পা ৫।৪।৯২)। ইতি টচ্। জীর্ণ বৃষ, বৃদ্ধোক্ষ।

"জরদগবঃ সমগ্নাতি দৈবাদুপগতং তৃণং।" (পঞ্চতন্ত্র ৪।৮৪)। ধর্ম্মরূপ জীর্ণ বৃষ।

"নৈতত্তেহ যথাস্মাকং শবচ্ছাত্রং জরদগবঃ।" (ভাগ° ১৩।৭৩।৬৮)

জরদগববীথি (স্ত্রী) চন্দ্রের বীথিভেদ, এখানে বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থাকে। (বৃহৎস° ৯।১) [আয়দগব দেখ।]

জরদ্বিষ্ (ত্রি) জরতো বৃদ্ধান্ বেবেষ্টি বিষ-ক্বিপ্। যদ্বা জরৎ বিষং জলং যস্মাৎ। উদক জীর্ণকারী (অগ্নি)।

"ত্বামগ্নে অতিথিং পূর্ব্ব্যং সুশর্ম্মানং স্বরসং জরদ্বিষং।" (ঋক্ ৫।৮।২)

'জরদ্বিষং জরতাং বৃক্ষাণাং বিষং ব্যাপকং জীর্ণোদকং বা।' (সায়ণ)

জরন্ত (পুং) জীর্য্যতীতি (জৃবিশিভ্যাংঝচ্। উণ্ ৩।১২৬) ইতি ঝচ্। ১ মহিষ। ২ বৃদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড।) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

জরমান (পুং) একজন ঋষি।

জরয়িতৃ (ত্রি) জরণকারী।

জরয়ু (ত্রি) বৃদ্ধ হওয়া।

জরস্ (স্ত্রী) ১ জরা। (পুং) ২ শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র। (হরিবংশ)

জরসান (পুং) জীর্য্যতি জরাগ্রস্তো ভবতীতি জৄ বয়োহানৌ অসানচ্ (ছন্দস্য সানচশুজৃভ্যাং। উণ্ ২।৮৬) পুরুষ। (উজ্জ্বল)

জরা (স্ত্রী) জীর্য্যত্যনয়া জৄ-অঙ্ (ষিদ্‌ভিদাদিভ্যোহঙ্। পা ৩।৩।১০৪।) (ঋদৃশোহঙি গুণঃ। পা ৭।৪।১৬) ইতি গুণঃ। ১ বৃদ্ধাবস্থা, বার্দ্ধক্য। ২ কালের কন্যা। পর্য্যায়—বিস্রসা।

"কালকন্যা জরা সাক্ষাৎ লোকস্তাং নাভিনন্দতি।
স্বসারং জগৃহে মৃত্যুঃ ক্ষয়ায় যবনেশ্বরঃ॥" (ভাগবত)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে কালকন্যা জরাদেবী চতুঃষষ্টী রোগ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথিবীতে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন। ইনি অবসর পাইলেই লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ চক্ষে জলদান করে, ব্যায়াম করে, পাদের অধোভাগে, কর্ণে ও মস্তকে তৈল প্রদান করে, বসন্তে প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমণ করে, যথাকালে বালা স্ত্রী সম্ভোগ করে, খাতজলে বা শীতলজলে স্নান করে, চন্দনদ্রব ভ্রক্ষণ করে, কদর্য্য জল ত্যাগ করে, সময়ে আহার করে, শরৎকালে রৌদ্রবর্জ্জন করে, গ্রীষ্মে বায়ুসেবন করে, বর্ষাকালে গরমজলে স্নান করে, বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সেবন করে না; সদ্য মাংস, দুগ্ধ ও ঘৃত ভোজন করে, ক্ষুধার সময় আহার, তৃষ্ণার সময় জলপান এবং নিত্য তাম্বূল ভোজন করে, হৈয়ঙ্গবীন (সদ্য প্রস্তুত ঘৃত) ও নবনীত নিয়মিত ভোজন করে এবং শুষ্ক মাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, নবোদিত রৌদ্র, তরুণ দধি ও রাত্রিতে দধি, রজঃস্বলা, পুংশ্চলী, ঋতুহীনা বা অরজস্কা নারী সেবন করে না, জরা এরূপ লোকদিগকে ভ্রাতৃগণের সহিত আক্রমণ করিতে পারে না। যাহারা ইহার অন্যথাচরণ করে, জরা সর্ব্বদা তাহাদের শরীরে বাস করে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ১।১৬।৩৩-৫৫)

২ এক কামরূপা রাক্ষসী, সে মগধের এক শ্মশানে বাস করিত। এই রাক্ষসীই জরাসন্ধের অর্দ্ধকলেবর যোড়া দিয়া তাঁহাকে জীবিত করিয়াছিলেন। [জরাসন্ধ দেখ।] এই রাক্ষসী প্রতিগৃহে ভ্রমণ করিত বলিয়া ব্রহ্মা ইহার নাম গৃহদেবী রাখিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ইহার নবযৌবনসম্পন্না সপুত্রা মূর্ত্তি গৃহে লিখিয়া রাখে, তাহার গৃহ সর্ব্বদা ধনধান্ত ও পুত্রপৌত্রাদিতে পরিপূর্ণ হয়। এই রাক্ষসীই ষষ্ঠী নামে খ্যাত। (ভারত আদি°) ৩ একজন ব্যাধ। শ্রীকৃষ্ণ যখন যদুবংশ ধ্বংশের পর বৃক্ষমূলে মৌনভাবে বসিয়া ছিলেন, সেই সময় এই ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহাকে বধ করে। কথিত আছে, এই ব্যাধ দ্বাপরে অঙ্গদের অবতার। (ভাগ°) ৪ ক্ষীরিকা বৃক্ষ, ক্ষীরই গাছ। (শব্দর°) ৫ স্তুতি। "অচ্ছা বদ তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিম্" (ঋক্ ১।৩৮।১৩।) ৬ অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী।

"যা চ ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহপ্রিয়া।
বচনোত্তরবক্ত্রী চ সা জরা ন জরা জরা॥" (চাণক্য)

জরাগ্রস্ত (ত্রি) জরয়া গ্রস্তঃ। জরাভিভূত, জরা যাহাকে গ্রাস করিয়াছে।

জরাতুর (ত্রি) জরয়া আতুরঃ। ১ জীর্ণ। ২ জরারোগগ্রস্ত। (শব্দর°)

"মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।
গতিস্তয়োরেষ জনস্তমর্দ্দয়ন্নহো বিধে ত্বাং করুণা রুণদ্ধি ন॥" (নৈষধ ১।১৩৫)

জরাপুষ্ট (পুং) জরয়া রাক্ষস্যা পুষ্টঃ ৩তৎ। জরাসন্ধ। (শব্দর°)

জরাবোধ (পুং) জরয়া স্তুত্যা বুধ্যতে বুধ-অচ্। স্তুতি দ্বারা বোধমান অগ্নি।

"জরাবোধতদ্বিবিড্ঢিবিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়" (ঋক্ ১।২৭।৫)
'জরয়া স্তুত্যা বোধমানায়েঃ।' (সায়ণ)

জরাবোধীয় (পুং) জরাবোধেত্যস্তামৃচি ভাবঃ। সামভেদ।
"অগ্নে যুঙ্ক্ষ্যা হ্রিয়েত চেতি জরাবোধীয়মগ্নিষ্টোমসাম কার্য্যং"। (তাণ্ড্যব্রা° ৪।২।১৫)।

জরাভীরু (পুং) জরাতঃ ভীরুঃ। ১ কামদেব। (হেম ২।১৪১ ।) (ত্রি) ২ জরা হইতে ভয়শীল।

জরায়ণি (পুং) জরায়া রাক্ষস্যা অপত্যং জরা বাহুলকাৎ ফিঞ্। জরাসন্ধ। (শব্দর°)

জরায়ু (পুং) জরামেতীতি জরা-ইণ্ ঞুণ্। (কিঞ্জরয়োঃ শ্রিণঃ। উণ্ ১।৪।) ১ গর্ভবেষ্টনচর্ম্ম। পর্য্যায়—গর্ভাশয়, উব, কলল।

"যা তু চর্ম্মাকৃতিঃ সূক্ষ্মা জরায়ুঃ সা নিগদ্যতে।" (ভগবতীগী°)
২ যোনি।

"জরায়ুণা মুখে ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে।
বায়োর্ম্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি॥" (সুশ্রুত)

২ অগ্নিজারবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ জটায়ু পক্ষী। (মেদিনী) ৪ কুমারানুচরমাতৃভেদ।

"পক্ষলিকা ধৎকুশিকা জরায়ুর্জর্জ্জরাননা॥" (ভারত)

জরায়ুজ (ত্রি) জরায়ো র্জায়তে জন-ড। গর্ভাশয়জাত, যে গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মনুষ্য গো প্রভৃতি।

"যা তু চর্ম্মাকৃতিঃ সূক্ষ্মা জরায়ুঃ সা নিগদ্যতে।
শুক্রশোণিতয়োর্যোগস্তস্মিন্ সংজায়তে যতঃ।
তত্র গর্ভো ভবেদ্যস্মাত্তেন প্রোক্তো জরায়ুজঃ॥" (ভগবতীগী°)

বিশুদ্ধ শুক্রশোণিত সংযোগে জরায়ুতে গর্ভ (কুক্ষিস্থ জীব) উৎপন্ন হয়। গর্ভ পরিপুষ্ট হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ ১০।৮।৬।৩ মাসে গর্ভ প্রসূত হয়। সেই প্রসূত জীবের নাম জরায়ুজ।

"পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ।" (মনু ১।৪৩)

জরাসন্ধ (পুং) জরয়া তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধয়া রাক্ষস্যা কৃতা সন্ধা দেহসংযোজনমস্য। মগধের এক বিখ্যাত রাজা। চন্দ্রবংশীয় রাজা বৃহদ্রথের পুত্র। রাজা বৃহদ্রথ পুত্রকামনায় চণ্ডকৌশিকের আরাধনা করেন। ভগবান্ চণ্ডকৌশিক তাঁহার কঠোর তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া এক ফল প্রদান করিয়া বলিয়া দেন, এই ফল মহিষীকে ভক্ষণ করাইলে তুমি অভিলষিত পুত্র লাভ করিবে। রাজা বৃহদ্রথের দুইটী স্ত্রী ছিল, রাজা সেই দেবদত্ত ফল দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া পত্নীদ্বয়কে প্রদান করেন। ঐ দেবদত্ত ফলের আশ্চর্য্য প্রভাবে একদা উভয় মহিষীই গর্ভিণী হইলেন এবং যথা সময়ে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা বৃহদ্রথ অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অর্দ্ধ পুত্রদ্বয়কে শ্মশানে নিক্ষেপ করিবার আদেশ করিলেন। রাজার আদেশে অর্দ্ধ পুত্রদ্বয় শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইল। এই শ্মশানে জরানাম্নী কামরূপা এক রাক্ষসী বাস করিত। জরা সেই খণ্ডদ্বয় জোড়া দিয়া জীবিত করিলেন, এই জন্যই ইহার নাম জরাসন্ধ হইল। এই কামরূপা রাক্ষসী বালককে জীবিত করিয়া রাজা বৃহদ্রথের নিকট যাইয়া প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "মহারাজ এই বালক অতিশয় পরাক্রমশালী হইবে এবং ইহার সন্ধিদেশ ছিন্ন না হইলে মৃত্যু হইবে না, জানিবেন।" ক্রমে জরাসন্ধ অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। এই জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুই কন্যা ছিল। ঐ কন্যাদ্বয়কে তিনি কংসের করে অর্পণ করিয়াছিলেন। ধনুর্যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে কংস নিহত হইলে, জরাসন্ধ জামাতৃবধে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শত্রু-নির্যাতন মানসে কোপে অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ করেন এবং মথুরাবাসীদিগকে অতিশয় উৎপীড়িত করেন,

কিন্তু মথুরাধ্বংসে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি কংস-নিধনসংবাদ শুনিয়াই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া গিরিব্রজ হইতে কৃষ্ণবধ মানসে একটী গদা একোনশতবার ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপ করেন। উহা মথুরার নিকটেই পতিত হয়। ঐ গদা যে স্থানে পতিত হয়, তাহা গদাবসান নামে প্রসিদ্ধ। জরাসন্ধ রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানসে অনেক রাজাকে জয় করিয়া বন্দী করেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সময় জরাসন্ধকে পরাজিত করিতে না পারিলে রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা হয় না ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনের সহিত স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত মগধে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে মগধে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন, "দেখ অর্জ্জুন! এই গিরিব্রজ অতীব জনসঙ্কুল। ঐ দেখ বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক, এই পাঁচটী পর্ব্বত নগরীর চারিদিকে শোভা পাই-তেছে, এই পাঁচটী পর্ব্বত ঐরূপ ভাবে আছে বলিয়া হঠাৎ শত্রুগণ আসিয়া এই নগরী আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না এবং ন্যায়যুদ্ধেও জরাসন্ধকে পরাজয় করা অতীব দুঃসাধ্য। এই জন্যই অদ্য আমরা নিজ নিজ বেশ পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচারী বেশ পরিধান করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ঐ যে তিনটী ভেরী দেখিতে পাইতেছ, রাজা বৃহদ্রথ বৃষরূপধারী দৈত্যকে সংহার করিয়া তাহারই চর্ম্মদ্বারা ঐ তিনটী ভেরী প্রস্তুত করেন। ঐ ভেরীত্রয়ে একবার আঘাত করিলে এক মাস ধরিয়া গভীর ধ্বনি হইতে থাকে। এখন তোমরা শীঘ্র ঐ ভেরী ভগ্ন কর।" ভীমার্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া কালবিলম্ব না করিয়া ভেরীত্রয় ভগ্ন করিলেন। পরে দ্রুতবেগে কৃষ্ণের আদেশে চৈত্যপ্রাকারের নিকট গমনপূর্ব্বক সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন চৈত্যশৃঙ্গ ভগ্ন করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে মগধপুরে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা তিনজনে জরাসন্ধ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ দেখিয়া কেহই তাঁহাদের গতি রোধ করিল না।

জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিয়া মধুপর্কাদি প্রদান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে কহিলেন, "ইহারা দুইজন এখন নিয়মস্থ, পূর্ব্বরাত্র অতীত না হইলে আলাপ করিবেন না।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞাগারে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণোচিত পূজাদি করিলেন। ভীমার্জ্জুন পূজা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত স্বস্তিবাক্য প্রয়োগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদিগের বেশ দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া কহিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি জানি, স্নাতকগণ সভাগমন সময় ব্যতীত কখন মাল্য বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ চন্দনা-নুলিপ্ত। ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। আকার দর্শনে স্পষ্টই ক্ষত্রতেজের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অথচ আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এখন সত্য করিয়া বলুন, আপনারা কে?" কৃষ্ণ জরাসন্ধের এই কথা শুনিয়া জলদ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে, ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে ধনশালী হয়, পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয়। এই জন্য আমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্বীর্য্যশালী নহে। ক্ষত্রিয়ের বাহুবলই প্রধান, এই জন্য আমরা এই স্থানে যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, অচিরে আমাদিগকে যুদ্ধ প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করুন্। রাজন্! বেদাধ্যয়ন, তপোনুষ্ঠান ও যুদ্ধে মৃত্যু এ সকলই স্বর্গের হেতু, কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেই স্বর্গ হইবে, ইহা নিশ্চয়, অতএব কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমি বাসুদেবতনয় কৃষ্ণ। আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয় ভীমার্জ্জুন। তোমাকে সংহার করিব বলিয়াই অদ্য এই বেশে উপস্থিত হইয়াছি, আর সময় নাই, সত্বর আপনার দুষ্কৃতের ফলভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ যোদ্ধ্‌বেশ পরিধানপূর্ব্বক ভীমের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অনুকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জরাসন্ধকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া কৃষ্ণ জরাসন্ধের বধাভিলাষে ভীমকে সঙ্কেত করিয়া কহিলেন, "হে ভীম! তোমার যে দৈববল ও বাহুবল আছে, এখন তাহা জরাসন্ধকে প্রদর্শন করাও।" ভীম কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া জরাসন্ধকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন, শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানুদ্বারা আকুঞ্চন-পূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন ও নিষ্পেষণপূর্ব্বক তাহার চরণদ্বয় করকবলিত করিয়া তাহার সন্ধিস্থান দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। নিষ্পিষ্যমান জরাসন্ধের আর্ত্তরবে ও ভীমের গর্জ্জনে মগধবাসী সমস্ত লোক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই প্রকারে জরাসন্ধ ভীমের হস্তে নিহত হইলেন। কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন পরে জরাসন্ধ-

তনয়কে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া রাজন্যবর্গকে মুক্তি প্রদান করিলেন। (ভারত সভা° জরাসন্ধবধপর্ব্বাধ্যায়)

জরিত (ত্রি) জরা জাতাঽস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। জরাযুক্ত।

জরিতা (স্ত্রী) ১ মন্দপাল ঋষির স্ত্রী। ২ পক্ষিণীবিশেষ।

জরিতারি (পুং) জরিতাগর্ভজাত মন্দপাল ঋষির জ্যেষ্ঠ পুত্র।
"জরিতারৌ কুলং হ্যেতৎ জ্যেষ্ঠত্বেন প্রতিষ্ঠিতং।" (ভা° ১।২৬ অঃ)

জরিতৃ (ত্রি) জৄ-তৃচ্। ১ স্তুতিকারক।
"ইমা ব্রহ্মাণি জরিতা বো অর্চ্চৎ।" (ঋক্ ১।১৬৫।১৪)
(স্ত্রী) ২ জীর্ণা স্ত্রী।

জরিন্ (ত্রি) জরাস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ বৃদ্ধ। ২ জরাযুক্ত।

জরিমন্ (পুং) জৄ-ভাবে ইমনিচ্। জরা।
"নমো ন রূপং জরিমা মিনাতি।" (ঋক্ ১।৭১।১০)
'জরিমা জরা মিনাতি।' (সায়ণ)
"উত পশ্যন্নশ্নুবন্দীর্ঘমায়ুরস্তমিবেজ্জরিমানং জগম্যাং।"
(ঋক্ ১।১১৬।২৫) 'এবং জরিমানং জরাং' (সায়ণ)

জরীপ্, জরীব্ (পারসী) ১ জমি মাপিয়া তাহার পরিমাণাদি স্থির করা। [ক্ষেত্রব্যবহার দেখ।] ২ পরিমাণ। পূর্ব্বে ৪ কফিজ্ অর্থাৎ ৩৮৪ মাড় পরিমাণকেই জরীব্ বলা হইত, তাহা হইতেই দড়ি বা যে কোন প্রকার জমির মাপকে এখন জরীপ্ বলা হয়। কোন স্থানে এক বর্গ জরীব্‌কে বিঘা বলে।

জরূথ (পুং) জীর্য্যতীতি জৄ-উথন্ (জৄবৃঞ্‌ভ্যামূথন্। উণ্ ২।৬)
১ মাংস। (ত্রিকাণ্ড) ২ জরণীয়। ৩ পরুষভাষী।
"জরূথং হন্যক্ষি রায়ে পুরন্ধিং" (ঋক্ ৭।৯।৬)।
'জরূথং পরুষভাষিণং জরণীয়ং বা রক্ষোগণং' (সায়ণ)

জর্জ্জর (পুং) জর্জ্জতি স্বগুণেনাপরান্ নিন্দতি জর্জ্জ-বাহুলকাৎ অরঃ। ১ শৈলজ। জর্জ্জতি শত্রূন্ তর্জ্জয়তি। ২ শক্রধ্বজ। জর্জ্জতে নিন্দ্যতে কর্ম্মণি বহুলবচনাদরঃ। ৩ জরাতুর। (ত্রি) ৪ জীর্ণ।
"অথ জর্জ্জরসর্ব্বাঙ্গং ব্যাবিদ্ধনয়নাম্বরং।
ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ॥" (ভারত ৩।১১।৬৫)
৫ বিদীর্ণ, খণ্ডিত।
"কৃত্বা পুংবৎপাতমুচ্চৈর্ভৃগুভ্যো
মূর্দ্ধ্নি গ্রাব্ণাং জর্জ্জরা নির্ঝরৌঘাঃ॥" (মাঘ ৪।২৩)।

জর্জ্জরাননা (স্ত্রী) কুমারানুচরমাতৃভেদ। (ভার° ৯।৪৭ অঃ)

জর্জ্জরিত (ত্রি) জর্জ্জরং করোতি জর্জ্জ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। ১ জীর্ণীকৃত, যাহাকে জর্জ্জর করিয়াছে। ২ খণ্ডিত।
"কক্ষো জর্জ্জরিতাঙ্গস্য কুঞ্জরস্যার্ত্তচেতসঃ।" (হরিবংশ ৮৬ অ°)

জর্জ্জরীক (ত্রি) জর্জ্জতি জীর্ণো ভবতি জর্জ্জ-ঈকন্। (ফর্ফরীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০)। ১ বহু ছিদ্রবিশিষ্ট দ্রব্য। যে দ্রব্যের অনেকগুলি ছিদ্র আছে। ২ জরাতুর। (মেদিনী)

জর্জ্জি, ইংরাজেরা যাঁহাকে George or St. George বলেন, তিনি মুসলমানদিগের নিকট জর্জ্জি নামে অভিহিত। মুসলমানদিগের মতে ইনিও একজন প্যাগম্বর।

জর্ডন, তুরুকে প্রবাহিত একটী বিখ্যাত নদী। হর্ম্মন্ গিরিপাদ দেশে যেখানে কতকগুলি শিলালিপি আছে, তাহারই নিকট হইতে বাহির হইয়া শেরোম হ্রদ, জুলিয়া নগর, টাইবেরিয়া হ্রদ, এল্‌ঘোর উপত্যকা প্রভৃতি স্থান দিয়া বহ্‌ল-লাট বা মৃতসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। ইহার জল খৃষ্টানদিগের নিকট অতি পবিত্র।

জর্ণ (পুং) জীর্য্যতি ক্ষীণো ভবতি জৄ-নন্ (কৄ বৄ জৄ ষিক্রপনীতি। উণ্ ৩।১০।) ১ চন্দ্র। ২ বৃক্ষ। (ত্রি) ৩ জীর্ণ। (হেম)

জর্ত্ত (পুং) জায়তে ঽস্মাৎ জন বাহুলকাৎ তপ্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ যোনি। ২ হস্তী। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)।

জর্ত্তিক (পুং) জৄ-বাহুলকাৎ তিকন্। ১ বাহীকদেশ। সোঽভিজনোঽস্য অচ্ বহুষু জনপদেষু লুপ্। ২ বাহীকদেশবাসী লোক।
"জর্ত্তিকা নাম বাহীকাস্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতং।" (ভার° ৮।৪৪)

জর্ত্তিল (পুং) বনজাত তিল, বুনোতিল।
"জর্ত্তিলঃ কথ্যতে সদ্ভিররণ্যপ্রভবস্তিলঃ।" (শব্দার্থচি°)
"শ্যামাকস্ত্বথনীবারা জর্ত্তিলাঃ সগবেধুকাঃ।
তথা বেণুযবাঃ প্রোক্তাস্তদ্বন্ মর্কটকা মুনে॥" (বিষ্ণুপু° ১।৬।২৫)
"জর্ত্তিলৈ র্জুহোতি" (শতপথব্রা° ১।১।১।৩)
'জর্ত্তিলা অরণ্যতিলাঃ।' (ভাষ্য)

জর্ত্তু (পুং) জায়তে ঽস্মাৎ, জন-তু।
(জনেস্তুরঃ। উণ্ ৫।৪৬।) রেফশ্চান্তাদেশঃ। ১ যোনি। ২ হস্তী।

জর্দ্দা (যাবনিক) পীতবর্ণ, হরিদ্রা।

জর্ভরি (ত্রি) জৃভ-গাত্রবিনামে অরিঃ। ১ গাত্রবিনামকর্ত্তা, জৃম্ভনকারী। ২ স্তুতিকারক। "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু" (ঋক্ ১০।১০৬।৬।) 'দ্বিবিধা সৃণি ভবতি জর্ভরি ভর্ত্তা চ হন্তা চ তথাশ্বিনৌ চাপি ভর্ত্তারৌ জর্ভরী-ভর্ত্তারৌ' (সায়ণ)

চার্বাক বেদের এই সূক্ত দেখিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, বেদ ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচর কর্ত্তৃক প্রণীত।
"ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ভরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতং॥"
(সর্ব্বদর্শন চার্ব্বাক)

জর্য্য (ত্রি) জরাক্রান্ত।

জর্হিল (পুং) অরণ্যতিল। [জর্ত্তিল দেখ।]

জর্বর (পুং) একজন নাগপুরোহিত। ইনি যজ্ঞ করিয়া সর্পগণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জর্ম্মণি [জার্ম্মণী দেখ।]

জল (ক্লী) জলতি জীবয়তি লোকান্, জলতি আচ্ছাদয়তি, ভূম্যাদীন্ বা জল পচাদ্যচ্। পানীয়। পর্য্যায়—অপ্, বাঃ, বারি, সলিল, কমল, পয়ঃ, কীলাল, অমৃত, জীবন, ভুবন, বন, কবন্ধ, উদক, পাথঃ, পুষ্কর, সর্ব্বতোমুখ, অম্ভঃ, অর্ণঃ, তোয়, পানীয়, ক্ষীর, নীর, অম্বু, সম্বর, মেঘপুষ্প, ঘনরস, আপ, সরিল, সল, জড়, ক, অন্ধ, কপন্ধ, উদ, দক, নার, শম্বর, অভ্রপুষ্প, ঘনরস, ঘৃত, পীপ্পল, কুশ, বিষ, কাণ্ড, সবর, সর, কৃপীট, চন্দ্রোরস, সদন, কর্ব্বুর, ব্যোম, সম্ব, সরস্, ইরা, বাজ, তামর, কম্বল, স্যন্দন, সম্বল, জলপীথ, ক্ষর, ঋত, উর্জ, কোমল, সোম। [বেদোক্ত পর্য্যায় অপ্‌শব্দে দেখ।] দার্শনিক মতে, পঞ্চভূতের মধ্যে একটী ভূত। ইহা দ্রব্য পদার্থ।

"ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম কালাদিগ্দেহিনোমনঃ দ্রব্যাণি।"
(ভাষাপরি° ৩)

জলের ধর্ম্ম—রূপ, দ্রবত্ব, প্রত্যক্ষযোগিত্ব ও গুরু রসবিশিষ্ট। ইহার গুণ চতুর্দ্দশ প্রকার—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস, স্নেহ। জলের বর্ণ শুক্ল, রস মধুর, স্পর্শ শীতল, স্নেহ ও দ্রবত্ব ইহার স্বাভাবিক গুণ। পরমাণুরূপ জল নিত্য, অবয়ববিশিষ্ট জল অনিত্য। অনিত্যরূপ জল তিন প্রকার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। অযোনিজ শরীর, রসগ্রহণকারী রসন ইন্দ্রিয় এবং সরিৎসমুদ্রাদি বিষয়রূপ। (ভাষাপরি°)

শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ আকাশ, শব্দ তন্মাত্র সহিত স্পর্শ তন্মাত্র হইতে শব্দ ও স্পর্শগুণ বায়ু, শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্র সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপগুণবিশিষ্ট তেজঃ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তন্মাত্র সহিত রসতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপ ও রসগুণবিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইয়াছে। (সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী)

বৈদ্যকশাস্ত্র-মতে জলের গুণ—আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহা অমৃততুল্য জীবনদায়ী, তৃপ্তিকর, ধারক, শ্রমঘ্ন এবং ক্লান্তি, তৃষ্ণা, মদ, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা ও দাহপ্রশমনকর। পৃথিবীতে যে জল পতিত হয়, তাহাকে ভৌম জল বলা যায়। ভৌম জল বর্ষাকালে গুরুপাক, মধুর, সারক। শরৎকালে লঘুপাক। হেমন্তকালে স্নিগ্ধ, বলকর, ধাতুপোষক এবং গুরুপাক। শিশিরকালে কফ ও বায়ুনাশক এবং হেমন্ত কালাপেক্ষা লঘুপাক, বসন্তকালে কষায়, মধুর ও রুক্ষ। গ্রীষ্মকালে সকল জলই পান করা যায়। হেমন্তকালে সরোবর ও পুষ্করিণীর জল পান করা বিধেয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কূপোদক ও প্রস্রবণ জল সেবন করা উচিত। বর্ষাকালে উদ্ভিদ্ ও অন্তরিক্ষ জল সেবন করিবে। যে নদী পশ্চিমবাহিনী তাহার জল লঘু, যে নদী পূর্ব্ববাহিনী তাহার জল গুরু, দক্ষিণবাহিনী নদীর জল সমগুণসম্পন্ন। সহ্যাদ্রি-উৎপন্ন নদীর জল কুষ্ঠজনক। বিন্ধ্যোৎপন্ন নদীর জল পাণ্ডুকুষ্ঠজনক। মলয়োৎপন্ন নদীর জল ক্রিমিরোগজনক। মহেন্দ্রপর্ব্বতোৎপন্ন নদীর জল শ্লীপদ ও উদররোগজনক। হিমবৎ সন্নিহিত নদীর জল সেবনে হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, শ্লীপদ (গোদ) ও গলগণ্ড হয়। বেগবতী নদীর জল লঘুপাক। মন্দগামী নদীর জল গুরুপাক। মরুদেশ-প্রবাহিত নদীর জল প্রায় তিক্ত এবং লবণরস সংযুক্ত; ঈষৎ কষায়, মধুর, লঘু ও বলকর। সর্ব্বপ্রকার ভৌম জল প্রাতেই গ্রহণ করা উচিত, কারণ সেই সময় জল নির্ম্মল ও শীতল থাকে। যে জলে চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, সেই জল রুক্ষ কিম্বা নেত্ররোগকর নহে। বৃষ্টির জল ত্রিদোষ-শান্তিকারক, বলপ্রদ, রসায়ন, মেধাজনক, রুক্ষঘ্ন, শীতল, প্রফুল্লকর এবং জ্বর দাহ ও বিষরোগের শান্তিকারক। ইহা পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রকান্তমণি-জল বিশুদ্ধ ও বিমল এবং মূর্চ্ছা, পিত্ত, দাহ, বিষরোগ, মুখরোগ, উন্মাদরোগ, ভ্রম, ক্লান্তি, বমনরোগ এবং ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তনাশক। নদীর জল বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, অগ্নিকর, লঘু। সরোবরের জল পিপাসানাশক, বলকর, কষায় ও কটুপাক। বাপীজল বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর, সক্ষার, কটু ও পিত্তবর্দ্ধক। কূপোদক সক্ষার, পিত্তবর্দ্ধক, কফঘ্ন, অগ্নিদীপ্তিকর ও লঘু। ক্ষুদ্রকূপের জল অগ্নিকর, রুক্ষ, মধুর অথচ শ্লেষ্ম-কর নহে। প্রস্রবণ জল কফঘ্ন, অগ্নিকর, দীপক, হৃদ্য ও লঘু। উদ্ভিদ্ জল মধুর, পিত্তঘ্ন এবং অবিদাহী, ক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল মধুর, গুরু ও দোষবর্দ্ধক। সমুদ্রের জল আমিষগন্ধী, লবণরসযুক্ত এবং সর্ব্ববিধদোষবর্দ্ধক। জলার জল বহুদোষাকর। জঙ্গল প্রদেশের জল মধ্যম গুণবিশিষ্ট, বিদাহী, প্রীতিকর, দীপক, স্বাদু, শীতল ও লঘু। উষ্ণ জল এক সেরে তিন পোয়া থাকিলে বায়ুনষ্টকর, অর্দ্ধাবশিষ্ট পিত্তনাশক, পাদাবশিষ্ট (এক পোয়া থাকিলে) কফনাশক, লঘুপাক ও অগ্নিকর। শিশির ঋতুতে পাদহীন, বসন্তে পাদাবশেষ, শরৎ, বর্ষা ও গ্রীষ্মে অর্দ্ধাবশিষ্ট উষ্ণোদক প্রশস্ত। দিবাপক্ক জল দিবাতেই ও রাত্রিপক্ক জল রাত্রিতেই বিশেষ উপকারপ্রদ, অন্য সময়ে অনিষ্টজনক। উষ্ণোদক সর্ব্ব ঋতুতেই পথ্য। ইহা কাস, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, কফ, বায়ু ও আমদোষনাশক এবং পাচক, শ্লেষ্মা-নাশক ও বায়ুপ্রশমনকর। রাত্রে উষ্ণ জল পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া অজীর্ণ রোগ নষ্ট করে। নারিকেল-জল স্নিগ্ধ, হিম, মুখপ্রিয়, অগ্নিকর, বস্তিশোধক, বৃষ্য, তেজস্কর, পিত্তজ, পিপাসার শান্তিকারক ও গুরু। কোমল নারিকেল জল পিত্তঘ্ন ও

ভেদক, পক্কনারিকেল জল গুরুপাক, পিত্তকর ও কোষ্ঠবর্দ্ধক। ভোজনান্তে অর্দ্ধরাত্রের পর নারিকেল জল পান করা বিধেয় নহে। তালজল গুরুপাক, পিত্তর, শুক্রজনক ও স্তন্তবৃদ্ধিকর। জল সমস্ত দিন সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি চন্দ্রকিরণে শীতল করিলে বৃষ্টির জলের ন্যায় গুণযুক্ত হয়। করকাজল অমৃততুল্য। সুগন্ধ বা সুবাসিত জল তৃষ্ণানাশক, লঘু ও মনোহর। রাত্রিশেষে জলপান কাস, শ্বাস, অতীসার জ্বর, বমন, কটিরোগ, কুষ্ঠ, মূত্রাঘাত, উদররোগ, অর্শ, শ্বয়থু, গল, শিরঃ, কর্ণ, নাসা ও চক্ষুঃরোগনাশক। আকাশে মেঘ না থাকিলে রাত্রিশেষে নাসিকা দ্বারা জল পান বুদ্ধিকারক, চক্ষুর্হিতজনক এবং সর্ব্বরোগনাশক। [তুষার, মেঘ, সমুদ্র প্রভৃতি দেখ।]

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে—পূর্ব্বে জল প্রাকৃত জগতের চারিটী মহাভূত মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু এখন উদজান ও অম্লজান সংযোগে জলের উৎপত্তি স্থির হইয়াছে। সুতরাং জল একটী যৌগিক পদার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। জল তরল, বায়বীয় ও ঘন এই তিন প্রকার অবস্থায় দেখা যায়। ইহা বর্ণ হীন, স্বচ্ছ, গন্ধহীন ও স্বাদহীন; তাপ ও বিদ্যুতের অসম্পূর্ণ পরিচালক। বায়ুমণ্ডলের চাপে ইহার অতি সামান্যই সঙ্কুচিত হয়, কাহারও মতে ৪৭ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র সঙ্কুচিত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১। এই এক সংখ্যানুসারেই অপর সকল তরল ও ঘন দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হয়। সম আয়তন বায়ু অপেক্ষা জল ৮১৫ গুণ ভারি। অপরাপর তরল পদার্থের ন্যায় বায়ুর আধিক্যে জলও প্রসারিত হইয়া পড়ে। ৪০° ডিগ্রি ফারেণহিটে জল শীতলীভূত হয়, ৩২° ডিগ্রিতে অতি ঘন হইয়া যায়। আবার এইরূপ জলে যতই উত্তাপ দেওয়া যায়, ততই বিস্ফারিত হইতে থাকে। অপরপক্ষে এইরূপে বেশী শীতল হইতে থাকিলে, শেষে কঠিন হয়। জল এত জোরে কঠিন আকার ধারণ করে, যে সে সময়ে লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যও কঠিনায়মান জলের বেগে চূর্ণ হইয়া যায়। বরফ জল অপেক্ষা হাল্কা, ইহার ঘনত্ব ০.৯৪ মাত্র, এই জন্য বরফ জলের উপর ভাসিতে থাকে। য়ুরোপীয়েরা জলকে সচরাচর এই কয়ভাগে বিভক্ত করেন—অন্তরিক্ষ জল, ভৌম জল ও খনিজ জল। বৃষ্টি, হিম প্রভৃতি যে জল আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহা অন্তরিক্ষ। সমুদ্র, নদী ও জলাশয়াদির জল ভৌম এবং খনি হইতে যে জল বাহির হয়, তাহা খনিজ। জল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহাতে লাবণিক, বাষ্পীয়, পচ্যমান জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। তাহার তারতম্যানুসারে জলে বিভিন্ন গুণ জন্মে এবং এক রকম স্বাদ ও গন্ধ হয়। মানবের তেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল নহে, তাই জলের আস্বাদ ও গন্ধ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু উষ্ট্রগণ মরুভূমি মধ্যেও বহুদূর হইতে জলের গন্ধ পায়। সমুদ্রজ ও খনিজ জলেই লাবণিক উপাদান অধিক, সেই জন্যই উভয় প্রকার জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী, কোন কোন মহানদীতেও কর্দ্দম ও অপর পদার্থ বেশী জন্মিলেও আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়।

সাধারণের বিশ্বাস, বৃষ্টির জলই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ অবিমিশ্র নয়। বায়ুমণ্ডলে যে সকল বিভিন্ন পদার্থ থাকে, বৃষ্টিপতনকালে জলের সহিত প্রথমেই তাহা পতিত হয়, এইরূপে বৃষ্টির জলেও যবক্ষারাম্ল, অঙ্গারকাম্ল ও ক্লোরিন্, এ ছাড়া অণুপরিমাণে লৌহ, নিকেল ও ম্যাঙ্গানিস্ এবং এক প্রকার অপূর্ব্ব জান্তব পদার্থ মিশ্রিত থাকে। উত্তরপশ্চিমে বায়ু বহিলে বৃষ্টির জলে দীপকাম্লও (Phosphoric acid) দেখা যায়। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক লিবিগের মতে, সকল বৃষ্টির জলে আমোনিয়া মিশ্রিত থাকে, তাহাই বৃক্ষস্থ যবক্ষারজানের মূল কারণ।

অপর সকল জল অপেক্ষা বৃষ্টির জল অধিক বিশুদ্ধ বটে, ইহার দ্রাবকশক্তিও অধিক, সেই জন্য রাসায়নিক নানা পরীক্ষা স্থলে এই জলই বেশী উপযোগী। এরূপ স্থলে বৃষ্টির জল ফিল্টার দ্বারা শোধিত জলের সমান। নগরাদির নিকটবর্ত্তী স্থানের বৃষ্টির জল ছাঁকিয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বিশেষতঃ সেই জল কোন সীসকের পাত্রে সংগৃহীত হইলে তাহা দ্রবণীয় ভীষণ সীসক-লবণ (Salt of lead) দ্বারা কলুষিত হয়।

শিশির ও বৃষ্টির জলে বড় একটা প্রভেদ নাই। শিশির জলে কেবল বায়ুর ভাগ কিছু বেশী। বরফজল প্রথম অবস্থায় বৃষ্টির জল হইতে প্রভেদ থাকে, ইহাতে আদৌ বায়ু মিশ্রিত থাকে না বলিয়াই মৎস্যাদি বরফের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না। এই জন্যই বরফ জলের স্বাদও নাই ও গন্ধও নাই। কিন্তু বায়ুসংযোগ হইলেই যথাপরিমাণে শুষিতে থাকে। তুষার জলও বরফের মত।

বৃষ্টি হইতেই উৎস বা প্রস্রবণের উৎপত্তি। পৃথিবীর কোন আল্গা স্তর দিয়া বৃষ্টির জল ভিতরে চালিত হয়, শেষে বাধা পাইলেই সেই জল উপরে উঠিতে থাকে, তাহাই প্রস্রবণ। প্রস্রবণের জলেও সেই জন্য বৃষ্টির সমুদায় উপাদান থাকে। উৎপত্তি-স্থান ও স্তরানুসারেই প্রস্রবণের জলের গুণ ন্যূনাধিক বিশুদ্ধ হয়। ছোট অপেক্ষা বড় বড় প্রস্রবণের জলই সমধিক পরিষ্কার। আদিম অন্তরযুগের স্তরে অথবা অগ্নিপ্রস্তর ও কঙ্কর দিয়া যে প্রস্রবণ বাহির হয়, তাহার জল অতি বিশুদ্ধ। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব শোধিত জলের মত।

সকল প্রস্রবণের জলেই কমবেশ অঙ্গারকাম্ল বাষ্প মিশ্রিত থাকে। এই সকল কারণে অঙ্গারকাম্ল সংলগ্ন হয়—নিঃশ্বাস, দাহন প্রভৃতি উপায়ে বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকাম্ল যায়, সকল জলেই অঙ্গারকাম্ল চুষিয়া লইবার শক্তি আছে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলে উঠিলেই তাহা বৃষ্টির জলে গিয়া মিশ্রিত হয়। এই রূপে যেখানে মৃত জন্তু বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে, তাহার উপর দিয়া জল গেলেও তাহাতে অঙ্গারকাম্ল সংযুক্ত হয়। আবার পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশে অঙ্গারকাম্ল চুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া আভ্যন্তরিক উত্তাপ দ্বারা ঊর্দ্ধাভিমুখে যাইতে থাকে, এইরূপে প্রস্রবণের নিকট উপস্থিত হইলেই জল টানিয়া লয়।

স্তরানুসারে প্রস্রবণের জলেও লবণাংশ থাকে। আবর্জ্জনা-যুক্ত স্থান হইতে নির্গত জলে (যেমন সহরের কূপ প্রভৃতিতে) ক্লোরাইড্ অব্ সোডা মিশ্রিত থাকে। যে স্থানে খড়ি থাকে, সেখানকার জলে কার্বনেট্ অব্ লাইম্ দৃষ্ট হয়। কোন কোন লবণ-খনি-নিঃসৃত প্রস্রবণের জলে অরুণক (আয়োডাইন্) ও ব্রোমাইন্ মিশ্রিত থাকে। এমন কি প্রস্রবণের জল যে কোন খনিজ পদার্থের মধ্য দিয়া যায়, প্রায় সেই জলে অল্পাধিক পরিমাণে সেই সকল খনিজদ্রব্য সংযুক্ত হয়। এরূপ জল খনিজজল বা খনিজপ্রস্রবণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কখন কখন যে গিরিশিলায় অম্ল, লাবণিক ও পার্থিব পদার্থ সকল সংযুক্ত থাকে, ঐরূপ গিরিশিলার উপর লবণসংযুক্ত খনিজজল প্রবাহিত হইলেও তাহাতে অম্লাদি দৃষ্ট হয় না। আবার আদিম স্তর হইতে যে সকল খনিজজল বাহির হইয়াছে, তাহার উত্তাপ অধিক, তাহাতে প্রধানতঃ গন্ধকিত উদজান বাষ্প, অঙ্গারকাম্ল বাষ্প, বজ্রক্ষার (Carbonate of Soda), এতদ্ভিন্ন সোডা, সিকতা ও অবিশুদ্ধ ক্ষার থাকে, অতি অল্প পরিমাণেই লৌহও দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন স্থানে কার্বনেট্ অব্ লাইম্ আদৌ থাকে না। প্রাচীনতর দ্বিতীয় যুগ-স্তর (Older Secondary formations) হইতে যে জল নির্গত হয়, তাহার অনেকাংশ শেষোক্ত জলের সমান, বাহিরে গরম বোধ হইলেও তাহার আভ্যন্তরিক উত্তাপ কম, তাহাকে অঙ্গারকাম্ল বাষ্প কমবেশ থাকে, কিন্তু গন্ধকিত অম্লজান আদৌ থাকে না। তাহাতে ক্ষারলবণ অল্প, কিন্তু সলফেট অব্ লাইম্ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। কোন কোন স্থানে সামান্য শিকতা (Silica) পাওয়া যায়। পৃথিবীর অভিনব দ্বিতীয় বা তৃতীয় যুগ-স্তরের (the newer secondary and tertiary formations) জল শীতল, তাহাতে অঙ্গারকাম্ল বাষ্প নাই। কার্বনেট্ ও সলফেট্ অব্ লাইম্, সলফেট অব ম্যাগনেসিয়া ও অক্সাইড্ অব্ আয়রন্ সেই জলের উপাদান।

আধুনিক আগ্নেয়গিরি-শিলায় দানাদার ও অপর আদিম শিলাখণ্ড দিয়া প্রবাহিত জলে গন্ধকিত উদজান, অঙ্গারকাম্ল, কার্বনেট্ অব্ সোডা, কার্বনেট্ অব লাইম, শিকতা, মুক্ত গান্ধকিকাম্ল ও মিউরিয়াটিক অম্ল দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে সলফেট্ অব্ লাইম্, ম্যাগ্নেসিয়া-জাত লবণ এবং অক্সাইড্ অব্ আয়রন্ থাকে না। আবার জলীয় শিলা (Sedimentary rocks) দিয়া যে সমস্ত প্রস্রবণ উত্থিত হয়, এরূপ অনেকগুলি প্রস্রবণ নিকটে থাকিলেও পরস্পর জলের তারতম্য ও ভিন্ন দ্রব্যাদি সংযুক্ত দেখা যায়।

এইরূপে স্তরভেদে প্রস্রবণের জলের গুণাগুণ ন্যূনাধিক হয়, সকল জলে সমান ফল হয় না। প্রস্রবণের জলের উষ্ণতা দেখিয়া স্বভাবতই বোধ হয় যে ঔষধে ব্যবহার করিলে বেশী ফল পাওয়া যাইবে, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, এই জল অপেক্ষা কৃত্রিম উপায়ে যে জল গরম করা হয়, তাহাই অধিক উপকারী। উষ্ণপ্রস্রবণে আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে, ঐ প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ যেখানে যত প্রবল, সেখানকার জল তত বেশী উষ্ণ।

সকল জলেই জান্তব পদার্থ থাকে। অণুবীক্ষণ দ্বারা জল মধ্যে জীবন্ত কীট ও বৃক্ষ লতাদি দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বৃক্ষ ও কীটাদি যথাকালে প্রাণত্যাগ করে, তাহা জান্তব পদার্থে দ্রব হইবার পূর্ব্বে পচাসড়া আকারে দেখা যায়। সুতরাং তাহা জলের সহিত জীবদেহে প্রবিষ্ট হইলে রোগ জন্মাইতে পারে। প্রস্রবণের জল অপেক্ষা নদীর জলে এইরূপ পদার্থ অধিক থাকে। এই জন্য নদীর জল অপেক্ষা প্রস্রবণের জল বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জলে বর্দ্ধিত হইয়া যে প্রস্রবণ নদীরূপে বাহির হয়, বালুকা অথবা দানাদার পাথরের (Granite) উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে সেই জল অতি পবিত্র, তাহাতে প্রায় অঙ্গারকাম্ল মিশিতে পারে না। কিন্তু এই জল অতি পরিষ্কার হইলেও প্রস্রবণের জলের মত খাইতে তেমন ভাল নহে। এই জলে অম্লজান শোষণ ও গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সেই জন্যই নদী ও সাগর-জলের উপরাংশে অন্তরিক্ষ জল অপেক্ষা অম্ল-জানের ভাগ বেশী থাকে। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডবেনির মতে, অন্তরিক্ষ জল অপেক্ষা সমুদ্র নদী প্রভৃতির জলে শতকরা ২৯·১ ভাগ অম্লজান অধিক। বেশী অম্লজান থাকাতেই মৎস্যাদি গভীর জল মধ্যে অনায়াসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারে এবং জলীয় উদ্ভিদগণও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

হ্রদের জলের উপাদান আবার অন্য প্রকার। যে হ্রদের জল-নির্গমনের পথ আছে, তাহার জল অনেকটা নদীজলের মত, ইহাতে নদী অপেক্ষা অতি অল্প স্রোত বহে বলিয়া জীব ও উদ্ভিদগণের বৃদ্ধি পাইবার সুবিধাও অধিক। কিন্তু যে হ্রদে

জল নির্গমনের পথ নাই, তাহার জল অধিকাংশ লবণাক্ত এবং ইহার উপাদান প্রায় সমুদ্রজলের ন্যায়। কোন কোন হ্রদে আবার সোহাগা পরিপূর্ণ থাকে। জলা বা আনূপ জল স্থির, ইহাতে জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পরিপূর্ণ থাকে, এই জন্ত এই জল অধিকাংশই অস্বাস্থ্যকর। ইহা হইতে এক প্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত বাষ্প বাহির হয়। এই জল পানার্থ ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু সেই জলে কটু ও কষায়যুক্ত শাক কলাই প্রভৃতি জন্মিলে জলের দোষ অনেকটা নষ্ট হয়, তখন গো মহিষাদি পান করিতে পারে। এরূপ জল মানবের প্রয়োজন হইলে তাহাতে কটু ও তিক্ত আস্বাদযুক্ত লতা পাতা ডুবাইয়া তবে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। এরূপ করিলে জল পরিশুদ্ধ না হইলেও দোষ অনেকটা দূর হয়।

অপরিষ্কৃত জল বালি ও কয়লা সাহায্যে অথবা রৌদ্রে এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে বারবার ঢালাঢালি করিলে শুদ্ধ হয়।

সাগরের জলে প্রভূত পরিমাণে লাবণিক পদার্থ থাকায় মানবের একান্ত অভোজ্য। সমুদ্র-জল সিদ্ধ করিয়া, ফিল্টার দ্বারা শোধন অথবা তাপ দ্বারা ঘনীভূত করিয়া ব্যবহার্য্য করিতে পারা যায়। [সোডা, বরফ, বৃষ্টি প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মতে—অম্লজান ও উদজান সংযোগে জলের উৎপত্তি। উদজান অম্লজানে দগ্ধ করিলে জল হয়। মিশ্র উদজান বায়ুতে পোড়াইলে জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। কোন শীতল পাত্র দীপশিখা বা গ্যাসালোকে ধরিলে তাহাতে আর্দ্রবিন্দু দৃষ্ট হয়, সেই আর্দ্রবিন্দু জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে পরীক্ষা দ্বারা জল হইতেও ইহার উপাদান পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়। যে উত্তাপে প্লাটিনা-ধাতু দ্রব হইতে পারে, জলে সেই উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জলের উপাদান তৎক্ষণাৎ বিশ্লিষ্ট হয়। অত্যন্ত উত্তপ্ত রক্তিম লৌহের উপরে জল দিলে, ইহার অম্লজান ধাতুর সহিত মিলিত হয় ও উদজান বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। এইরূপে য়ুরোপীয় রাসায়নিকেরা স্থির করিয়াছেন জলে শতকরা ১১·১১১ ভাগ উদজান ও শতকরা ৮৮·৮৮৯ ভাগ অম্লজান থাকে।

জলকর, জল হইতে নানা উপায়ে যে আয় হয়, তাহাকে জলকর বলে। বঙ্গে নদী, কূপ, তড়াগ ও মৎস্য হইতে যে আয় বা কর তাহারই নাম জলকর। পঞ্জাবে কাহারও অধিকৃত পুষ্করিণী বা নদীনালায় মৎস্য ফেলিয়া অপরের যে সত্ত্ব জন্মে, তাহাকেও জলকর বলে। স্থানবিশেষে কেবল জলাশয়াদিকেও জলকর কহে।

জলগার, দাক্ষিণাত্যবাসী একপ্রকার নীচ জাতি। কাহারও মতে ইহারা নাবিক জাতি।

এই জাতির সংখ্যা অতি অল্প। ধারবার জেলায় পূর্ব্বে ইহারাই নদীনির্ঝরের বালি ধুইয়া সোণা সংগ্রহ করিত। শীতকালে যখন মজুরী সস্তা হয়, সেই সময় ইহারা কপোতি পাহাড়ে গিয়া নদী ও নির্ঝর হইতে বালি ধুইয়া সোণা সংগ্রহ করিয়া থাকে। অন্য সময়ে স্বর্ণকারের দোকানে ধূলা ধুইয়া তাহা হইতে সোণার কুচি বাছিয়া বেড়ায়।

এই জাতির সংখ্যা অতি অল্প। সকলেই বড় দরিদ্র। এখন ইহাদের ব্যবসায় একপ্রকার মাটী হইয়াছে। মুটে মুজরী না করিলে আর চলে না।

ইহারা অশুদ্ধ কণাড়ী ভাষায় কথা কয়। কুটীর কিম্বা সামান্য কোটায় বাস করে। ইহারা বৃষভ, কুক্কুট ও কুক্কুর পোষে। কাজ্‌নি ও শাক্ সবজি ইহাদের নিত্য আহার। মদ-মাংস সকলেরই প্রিয়। ইহাদের পুরুষেরা কাণে কুণ্ডল পরে। স্ত্রীলোকদেরত কথাই নাই। ইহারা সকলেই পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু, কিন্তু নিতান্ত অপরিষ্কার।

যেল্লবা, হুলিগেবা ও হনমাপ্পা, এই কয়জন জলাগারদিগের কুলদেবতা। ইহারা হোলী, দশরা ও দিবালী প্রভৃতি হিন্দু উৎসব পালন করে। দেব ও ব্রাহ্মণের উপর ইহাদের যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। সকল ধর্ম্মকর্ম্মই ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহারা দয়মবা ও দুর্গবা নাম্নী গ্রাম্যদেবীরও পূজা করে। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, দৈববাণী প্রভৃতিতে ইহারা বিশ্বাস করে না ও অথবা হিন্দুসংস্কার পালন করে না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ইহারা তাহার নাড়ি কাটিয়া ফেলে। পরে পঞ্চম দিনে কালম্মাদেবীর পূজা ও জ্ঞাতিভোজ দেয়। ধারবার জেলায় ঐ দিনে যম্মুরের পীর রাজা বগোবরের গোরের উপর একটা মহিষ বলি দিয়া থাকে।

বিবাহের দিন ইহাদের গাত্রহরিদ্রা হয়। তৎপরদিন জ্ঞাতিকুটুম্ব ভোজ দেয় এবং তৃতীয় দিনে বর কন্যাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করায়। কাহারও মৃত্যু হইলে চিতায় কাষ্ঠ সাজাইয়া অথবা ঘুঁটের পোড়ে দাহ করে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ চলিত নাই। এই জাতি পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ।

জলক (স্ত্রী) শঙ্খ, শম্বুক।

জলকণ্টক (পুং) জলে জাতঃ কণ্টকঃ কণ্টকান্বিতত্বাদেবাস্য তথাত্বং। ১ শৃঙ্গাটক, পানীফল। জলে কণ্টকঃ শক্রুরিব। ২ কুম্ভীর। (হারা°)

জলকন্দ (পুং) কদলী। "কদলী জলকন্দশ্চ রক্তপুষ্পা মৃগপ্রিয়া।" (ভাবপ্র°)

জলকপি (পুং) জলে কপিরিব। শিশুমার, শুশুক। (হারা°)

জলকপোত (পুং) জলজাতঃ কপোতঃ। জলপারাবত।

জলকরঙ্ক (পুং) জলপূর্ণঃ করঙ্কঃ। ১ নারিকেল। জলে করঙ্কঃ অপক্বনারিকেলফলাস্থি ইব। ২ পদ্ম। ৩ শঙ্খ। ৪ জললতা। ৫ মেঘ। (মেদিনী)

জলকল্ক (পুং) জলস্য কল্কইব। জম্বাল, কর্দম।

জলকাক (পুং) জলে জলস্য বা কাকইব। জলচরপক্ষিবিশেষ, পানকৌড়ী। পর্য্যায়—দাত্যুহ, কালকণ্টক। ইহার মাংসগুণ—স্নিগ্ধ, গুরু, শীতল, বলকর ও বাতনাশক। (রাজনি°)

জলকাঙ্ক্ষ (পুং স্ত্রী) জলং কাঙ্ক্ষতি অভিলষতি জল-কাঙ্ক্ষ-অণ্। ১ হস্তী। (ত্রিকাণ্ড°) (ত্রি) ২ জলাভিলাষী।

জলকাঙ্ক্ষিন্ (পুং স্ত্রী) জলং কাঙ্ক্ষতি অভিলষতি কাঙ্ক্ষ-ণিনি। ১ হস্তী। (ত্রি) ২ জলাভিলাষী।

জলকান্ত (পুং) জলস্য কান্তঃ ৬তৎ। জলাধিষ্ঠাতা বরুণ।

জলকান্তার (পুং) জলমেব কান্তারং দুর্গমপথোযস্য। বরুণ। (হেম ২।১০২)

জলকামুক (পুং) জলস্য কামুকঃ অভিলাষুকঃ ৬তৎ। ১ কুটম্বিনীবৃক্ষ। (ত্রি) ২ জলাভিলাষী।

জলকিরাট (পুং) জলে কিরঃ শূকরঃ ইব অটতি গচ্ছতি অট-অচ্। গ্রাহ, জলজন্তুভেদ, হাঙ্গর।

জলকুক্কুট (পুং) জলে কুক্কুট ইব। ১ পক্ষিভেদ, গাঙ্গচিল।
"ভৃঙ্গরাজৈ স্তথা হংসৈর্দাত্যুহৈ র্জলকুক্কুটৈঃ" (ভার° ৩।১০৮অঃ)
স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্। গাঙ্গচিল্লী।

জলকুক্কুভ (পুং) জলে কুক্কুভঃ পক্ষিবিশেষ ইব। জলচর-পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—কোযষ্টি, শিখরী। কোড়াপাখী।

জলকুন্তল (পুং) জলস্য কুন্তলঃ কেশইব। শৈবাল, জলকেশ।

জলকুব্জক (পুং) জলে কুব্জইব কায়তি। জলজাত বৃক্ষভেদ, পঙ্কার।

জলকূপী (স্ত্রী) জলস্য কূপীব। কূপগর্ত্ত, পুষ্করিণী। (মেদিনী)

জলকূর্ম্ম (পুং) জলে কূর্ম্ম ইব। শিশুমার। শুশুক।

জলকৃৎ (ত্রি) জলকার, জলোৎপাদক।

জলকেতু (পুং) পতাকাবিশেষ।
"জলকেতুরপি পশ্চাৎ স্নিগ্ধঃ শিখয়া পরেন চোন্নতয়া।"
(বৃহৎস° ১১।৪৬)

জলকেলি (পুং) জলেন জলে বা কেলিঃ। জলক্রীড়া।

জলকেশ (পুং) জলস্য কেশইব। শৈবাল। (হারা°)

জলক্রিয়া (স্ত্রী) জলসাধ্যা ক্রিয়া। পিত্রাদির তর্পণ।
"কালিন্দ্যাং বিধিবৎ স্নাত্বা কৃতপুণ্যজলক্রিয়ঃ।"
(ভাগ° ৬।১৬।১৪)

জলক্রীড়া (স্ত্রী) জলেন জলে বা ক্রীড়া। জলে সন্তরণাদিরূপ ক্রীড়া, জলখেলা। পর্য্যায়—করপাত্র, ব্যাত্যুক্ষী, কর-পত্রিকা। (হারা° ১১৬)
"সহিতা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে জলক্রীড়ামবাপ্নুবঃ।" (ভার° ১।১২৮।৩৬)

জলখগ (পুং) জলস্য খগঃ ৬তৎ। জলচর পক্ষিবিশেষ।
"হ্রদিনী বিলাসিনীনাং জলখগনখবিক্ষতেষু রম্যেষু।"
(বৃহৎস° ৪৮ অ°)।

জলগ (পুং) জলং গচ্ছতি। জল-গম-ড। জলগামী, জলচর।

জলগন্ধেভ (পুং) জলহস্তী।

জলগর্ভ (পুং) জলস্যচকো গর্ভঃ। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দের পূর্ব্বজন্মের নাম, সে জন্মে জলবাহনের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

জলগাঁও, খান্দেশ জেলার নসিরাবাদ থানার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ২৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ৩৩´ পূঃ। এখানে গ্রেট্ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলা রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। বোম্বাই হইতে ২৬১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ১৪৬৭২, তন্মধ্যে ১২১৪৯ জন হিন্দু। প্রত্যেক অধিবাসী হইতে গড়ে ১।০ পাঁচসিকা করিয়া টেক্স আদায় হয়।

কার্পাস-উৎপাদক ভূমির মধ্যস্থলে থাকায় চল্লিশ বৎসর হইতে জলগাঁর অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে রেলপথ খোলা হয়। আমেরিকার মহাসমরকালে (১৮৬২-৬৫ খৃঃ অঃ) জলগাঁ খান্দেশ মধ্যে প্রধান তুলার আড়ত বলিয়া বিখ্যাত ছিল। যুদ্ধাবসানে তুলার বাজার নরম হইলে জলগাঁর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু এখন আবার ক্রমে উন্নতি হইতেছে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এখানে ৩টী বাষ্পীয় চালিত বৃহৎ তুলার কল, একটী বৃহৎ কুঠি ও একটী বস্ত্রবয়নের কল স্থাপিত হয়। সেই সময় হইতে এখানে লোকসংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। সেই সময় ইহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লেনপেট নামে সহরতলী স্থাপিত হয়।

তুলার ব্যবসা ব্যতীত এখানে তিসি ও তিলের বিস্তর কারবার আছে।

এখানে পুলিসের সহকারী তত্ত্বাবধায়কের বাটী, কালেক্টরীর কাছারী, সবজজ আদালত, মাম্‌লৎদারের বিচারভবন, পান্থ-নিবাস, বাঙ্গলা, ডাকঘর, থানা, মিউনিসিপাল আপিস, বোম্বাই ব্যাঙ্কের শাখা এবং পাটেলের সুন্দর বাটী প্রভৃতি আছে।

সহর হইতে প্রায় এক ক্রোশপথ দূরে মেহরুণ নামে একটী হ্রদ আছে, ঐ হ্রদের জল লৌহ নলসংযোগে সহরে আনীত হয়, এই কলের জলই নগরবাসীরা পান করে।

২ মধ্যপ্রদেশের বরধা জেলার অরবি তহসীলের অধীন একটী গণ্ডগ্রাম। অরবি হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে

অবস্থিত, এখানে সুন্দর পাণের বরজ, কএকটী মনোহর উদ্যান ও ৯০টী কূপ আছে। সপ্তাহে দুইবার হাট বসে। এখানে বিদ্যালয় আছে। লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

৩ বেরার প্রদেশের অকোলা জেলার একটী তালুক। পরিমাণ ৩৯২ বর্গমাইল। অক্ষা° ২০°১৬´৪৫´´ হইতে ২১° ১৬´৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ হইতে ৭৭° ২৬´ পূঃ। ইহার মধ্যে ৩টী নগর, ১৬২টী গ্রাম এবং প্রায় বিশহাজার গৃহ আছে। লোকসংখ্যা লক্ষাধিক। তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃষিব্যবসায়ী। এখানে ১টী দাওয়ানী ও ২টী ফৌজদারী আদালত, ২টী থানা এবং পুলিস ও গ্রাম্য চৌকিদার লইয়া আড়াইশত প্রহরী আছে। এই তালুকের মধ্য দিয়া নাগপুর-শাখারেল গিয়াছে।

৪ অকোলাজেলার একটী নগর। জলগাঁও-জম্বোড় নামে খ্যাত। অক্ষা° ২১° ৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫´ পূঃ। সাতপুর পাহাড়ের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে এবং গ্রেট্‌ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলার রেলওয়ের নান্দুরা ষ্টেসন হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে কিঞ্চিদূন ১১ হাজার লোকের বাস। এই জলগাঁও ও বুর্হানপুরের বিঙ্গারা গ্রামে মুসলমান ভীলের বাস আছে। এই বিঙ্গারা গ্রাম হইতেই জলগাঁয়ে ভাল পানীয় জল আসে। এখানে প্রস্রবণের জলও বেশ পাওয়া যায়। এখানে অনেক উদ্যানে আঙ্গুর, পাণ ও ভাল কদলী গাছ জন্মে। অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরের কাছারী, তহসীলের সদর, মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়, থানা, চিকিৎসালয় ও ডাকঘর আছে।

৫ বরবাণীর রাজ্যের একটী প্রধান পরগণা। ভূপরিমাণ প্রায় ৬২৭ বর্গমাইল। এই পরগণায় ততিয়া ও মেলম নামে দুইটী বৃহৎ গ্রাম আছে।

জলগুল্ম (পুং) জলস্য গুল্মইব। ১ জলাবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণী। ২ কচ্ছপ। ৩ জলচত্বর, জলচাতর। (হেম)

জলঙ্গ (পুং) জলং গচ্ছতি জল গম-ড ততো মুম্। মহাকাললতা, মাকাল। (রাজনি°)

জলঙ্গম (পুং) জলং গ্রামান্তজলভূমিং গচ্ছতি জল-গম-খচ্। (গমশ্চ। পা ৩।২।৪৭) চাণ্ডাল।

জলঙ্গী (স্ত্রী) নদীয়া জেলার প্রধান তিনটী নদীর মধ্যে একটী। অপর দুইটীর নাম মাথাভাঙ্গা ও ভাগীরথী। তিনটীই পদ্মার শাখা।

জলচত্বর (ক্লী) জলেন চত্বরং। চাতরজল, অল্প জলযুক্ত দেশ।

জলচর (ত্রি) জলে চরতি জল-চর-কৈ-ক। জলচারী গ্রাহাদি জলজন্তু।

"যাম্যেন বীজ জলচরকাননহা বহ্নিস্তরদশ্চ" (বৃহৎস° ৪৬)

জলচরজীব (পুং) জলেচরঃ জলচরঃ যো জীবঃ। মৎস্যজীবী।

জলচারী (পুং) জলে চরতি চর-ণিনি। ১ মৎস্য (ত্রি) ২ জলচর, সারসাদি।

"শরাবিহংসকুররৈরাকীর্ণং জলচারিভিঃ।" (রামা° ৩।১৫।৬)

জলজ (ক্লী) জলে জায়তে জল-জন-ড। ১ পদ্ম।

"বাচম্পতিরুবাচেদং প্রাঞ্জলি জলজাসনং" (কুমার ২।৩০)

২ শঙ্খ। "ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেঽধরোষ্ঠে নিবেশ্য দধ্মৌ জলজং কুমারঃ।" (রঘু ৭।৬৩।) ৩ লোণার নামক ক্ষার। (রাজনি°) (পুং) ৪ মৎস্য। (শব্দচন্দ্রিকা)

"ত্বয়মেব হতঃ পুত্রা জলজেনাম্বজো যথা॥" (রামা° ২।৬১।২২)

জলে নিবাসহেতু কুম্ভীর শিশুমারাদিকে জলজ কহে। ইহাদের মাংসগুণ—গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, শুক্রবর্দ্ধক। (রাজব°)

৬ হিজ্জলবৃক্ষ। ৭ শৈবাল। ৮ বানীর বেত, জলবেত। (রাজনি°) ৯ কুপীলু। (ভাবপ্র°) ১০ কর্কট, মীন, কুম্ভরাশি ও মকরের অর্দ্ধেক। (দীপিকা) (ত্রি) ১১ জলজাত।

"জলজৈঃকুসুমৈশ্চিত্রাং জলজৈর্হরিতোদকাম্॥" (হরিব° ৬৭।৩২)

জলজকুসুম (ক্লী) জলজং যৎ কুসুমং। জলজাত কুসুম।

জলজদ্রব্য (ক্লী) জলজং যৎ দ্রব্যম্। মুক্তা, শঙ্খ প্রভৃতি সমুদ্রজ দ্রব্য।

জলজন্তু (পুং) জলজাতো জন্তুঃ। জলজপ্রাণী, পর্য্যায় যাদঃ।

জলজন্তুকা (স্ত্রী) জলজো জন্তুঃ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। জলৌকা, জোঁক্। (ভরত)

জলজন্মন্ (ক্লী) জলে জন্মাস্য। ১ পদ্ম। (হেম)। ২ শাবরকন্দক।

"জন্তুকা জলজন্মা চ তথা শাবরকন্দকং" (বাভট ১৮ অঃ)

জলজম্বুকা (স্ত্রী) জলপ্রধানা জম্বুকা। ক্ষুদ্রজম্বু, ক্ষুদে জাম বা বন জাম। (ভাবপ্র°)

জলজাজীব (পুং) জলজৈ-আ-জীব-অণ্। জলচরঘাতক, জেলে, ধীবর। (শব্দচি°)

জলজাসন (পুং) জলজং আসনং যস্য। পদ্মাসন, ব্রহ্মা।

জলজিহ্ব (পুং) জলা জড়া স্বাদগ্রহণাসমর্থা জিহ্বা যস্য। ড়স্য ল। নক্র, কুম্ভীর। (হারা°)

জলজীবিন্ (পুং) জলেন মৎস্যাদিনা জীবতি জীব-ণিনি। মৎস্যোপজীবি, জেলে।

"সূত্রজালৈস্তথা মৎস্যান্ বধ্নন্তি জলজীবিনঃ।" (ভারত ১২।২অঃ)

জলডিম্ব (পুং) জলে ডিম্ব ইব। শম্বূক, শামুক।

জলতণ্ডুলীয় (পুং) জলজাতস্তণ্ডুলীয়ঃ। কঞ্চটশাক। (শব্দার্থচি°)

জলতরঙ্গ (পুং) ১ জলের তরঙ্গ, ঢেউ। ২ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। কতকগুলি ছোট বড় ধাতু বা কাচের বাটী সাজাইয়া তন্মধ্যে জল দিয়া সুর মিলাইয়া বাজাইলে তাহাকে জলতরঙ্গ বলে।

জলতাপিক (পুং) জলতাপিন্ সংজ্ঞায়াং-কন্। ১ ইলিস মৎস্য। ২ কাকচী মৎস্য। ৩ জলতাল। (শব্দর°)

জলতাপিন্ (পুং) জলতাং স্বেদরূপস্নেহজলময়তাং আপ্নোতি, জলে তপতি প্রকাশয়তি ইতি বা। জলতা-আপ্ ণিনি বা জল-তপ-ণিনি। ইলিস্ মৎস্য। (শব্দর°)

জলতাল (পুং) জলতায়ৈ অলতি পর্য্যাপ্নোতি অল-অচ্। ইলিস মৎস্য। (শব্দর°)

জলতিক্তিকা (স্ত্রী) স্বল্পা তিক্তা তিক্তিকা, জলপ্রধানা তিক্তিকা। শল্লকীবৃক্ষ। (রাজনি°)

জলত্রা (স্ত্রী) জলাৎ ত্রায়তে ত্রৈ-ক। ১ ছত্র, ছাতা। ২ জলমকুটী। (হারা°)

জলত্রাস (পুং) জলাৎ তদ্দর্শনাৎ ত্রাসঃ সোঽস্য বা। জল হইতে ভয়, জল দেখিয়া ভয় পাওয়া। শৃগাল কুকুরাদি কামড়াইলে পরে জল দেখিয়া অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হয়, তাহাকে রিষ্ট কহে, দষ্ট ব্যক্তির সেই অবস্থা শঙ্কাজনক। [জলাতঙ্ক দেখ।]

জলদ (পুং) জলং দদাতি দা ক। ১ মেঘ। (ত্রি) ২ জলদাতা। (পুং) ৩ মুস্তক। (মেদিনী ২৯)

"অমৃতা-নাগরসহচর ভদ্রোৎকটপঞ্চমূল জলদজলম্।
শৃতশীতং মধুযুক্তং নিবারয়তি সূতিকাতঙ্কং।" (চক্রপাণি)

৪ কর্পূর। ৫ শাকদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ।

"বর্ষাণি তেষু কৌরব্য সপ্তোক্তানি মনীষিভিঃ।
মহামেরুর্মহাকাশী জলদঃ কুমুদোত্তরঃ।
জলধারো মহারাজ সুকুমার ইতি স্মৃতঃ॥" (ভারত ২।১১।২২)

জলদকাল (পুং) জলদস্য কালঃ ৬তৎ। বর্ষাকাল। "জলদকালমবোধকৃতং দিশাং।" (মাঘ)

জলদক্ষয় (পুং) জলদানাং ক্ষয়ো যত্র। শরৎকাল। "সর্ব্বাণি তন্নুতাং যান্তি জলানি জলদক্ষয়ে।" (হরিব° ৭৩ অ°)

জলদতেতালা (স্ত্রী) দ্রুতত্রিতালী রাগিণীবিশেষ। কেহ কেহ বলেন, ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। (সঙ্গীতর°)

জলদর্দ্দুর (পুং) জলং দর্দ্দুর ইব। জলরূপ দর্দ্দুরাদি বাদ্যভেদ, তালি দিয়া জল বাজান।

"অবাদয়ংস্তা জলদর্দ্দুরাংশ্চ বাদ্যানুরূপং জগুরেব হৃষ্টাঃ।"
(হরিব° ১৪৮ অঃ)

জলদাগম (পুং) জলদানাং মেঘানাং আগমঃ আগমনং যত্র। বর্ষাকাল।

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥" (বররুচি)

জলদাশন (পুং) জলদৈরশ্যতে ভক্ষ্যতে অশ-কর্ম্মণি ল্যুট্। শালবৃক্ষ, মেঘ সকল বর্ষাকালে শালপত্র ভক্ষণ করিয়া বর্ষণ করে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

জলদুর্গ (স্ত্রী) জলবেষ্টিতং দুর্গং। দুর্গভেদ। [দুর্গ দেখ।]

জলদেব (পুং) জলং দেবঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অস্য। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র। [অশ্লেষা দেখ।]

"মূলেহঙ্ঘ্রমগ্রকপতিজলদেবে কাশিপোমরণমেতি।" (বৃহৎস° ১১ অঃ)

১ কেতুগ্রহযুক্ত নক্ষত্রভেদ। জলদেব কেতুগ্রহের সহিত যুক্ত হইলে কাশীপতির নাশ হয়।

"ইষ্টানন্দকলত্রো বীরোদৃঢ়সৌহৃদশ্চ জলদেবে" (বৃহৎস° ১০১ অঃ)

২ জলস্থিত দেবতা, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

"অধীয়মানো জলদেবতাভি র্নিষেব্যমাণো জলকৈশ্চ সত্ত্বৈঃ"
(হরিব° ২৪৩ অঃ)

জলদেবতা (স্ত্রী) জলস্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। জলস্থিত দেবতা।

জলদ্রব্য (স্ত্রী) জলস্থিতং যৎ দ্রব্যং। মুক্তা, শঙ্খ প্রভৃতি সমুদ্রজাত দ্রব্য।

জলদ্রাক্ষা (স্ত্রী) জলে দ্রাক্ষা ইব। শালিঞ্চীশাক। (শব্দার্থচি°)

জলদ্রোণী (স্ত্রী) জলস্য জলসেবনার্থং দ্রোণীব। নৌকার জলসেচন-পাত্রবিশেষ। (শব্দার্থচি°)

জলদ্বীপ (পুং) জলপ্রধানোদ্বীপঃ। দ্বীপভেদ। (রামা°)

জলধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ ধৃঃ-অচ্ জলস্য ধরঃ। মেঘ।

"নভো জলধরৈর্হীনং সাঙ্গারক ইবাংশুমান্।" (ভার° ১।৩৫।১৮)

২ মুস্তক। (অমর) ৩ সমুদ্র। (হেম°) ৪ তিনিশ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৫ জলধারক।

জলধরমালা (স্ত্রী) জলধরস্য মালা ৬তৎ। ১ মেঘশ্রেণী। ২ ছন্দোবিশেষ, ইহার এক একটী চরণে ১২টী অক্ষর। ৪।৮ অক্ষরে যতি। ৫।৬।৭।৮ বর্ণ লঘু। তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

"মো ভঃ স্মৌচেজ্জলধরমালাব্ধ্যষ্টৈঃ।"

জলধরকেদারা (স্ত্রী) মেঘ ও কেদারা যোগে উৎপন্ন রাগিণীবিশেষ। (সংগীতর°)

জলধার (পুং) জলং ধারয়তি ধারি-অণ্ উপ°। ১ শাকদ্বীপস্থিত পর্ব্বত।

"ততঃ পূর্ব্বেণ কৌরব্য জলধারমহাগিরিঃ।
যত্র নিত্যমুপাদত্তে বাসবঃ পরমং জলং॥" (ভারত ৬।১১ অঃ)

(ত্রি) ২ জলধারক। (স্ত্রী) ৩ জলসন্ততি।

জলধারা তপস্বী, এক প্রকার সন্ন্যাসী। ইহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিবার উপযুক্ত খাত কাটিয়া তাহার উপর মঞ্চ প্রস্তুত করে, সেই মঞ্চের উপর একটী বহু ছিদ্রযুক্ত জলপাত্র থাকে। সন্ন্যাসী সেই খাতের মধ্যে বসিয়া তপস্যা করেন। তাঁহার কোন শিষ্য সেই জলপাত্রে অনবরত জল ঢালিতে থাকে। সন্ন্যাসীগণ রাত্রিকালেই এইরূপ তপস্যা করে। প্রগাঢ় শীতের সময়ও সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন তপস্যা ভঙ্গ করিয়া উঠেন, তখন তাঁহার শরীরে কিছুই থাকে না।

জলধি (পুং) জলানি ধীয়ন্তে ঽস্মিন্ জল-ধা-কি (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩।৯৩) ১ সমুদ্র, অব্ধি। ২ দশপদ্মসংখ্যা, একশত লক্ষ কোটিতে এক জলধি হয়।

জলধিগা (স্ত্রী) জলধিং সমুদ্রং গচ্ছতি গম-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ নদী। ২ লক্ষ্মী।

জলধিজ (পুং) জলধৌ জায়তে জন-ড। ১ চন্দ্র। (ত্রি) ২ সমুদ্রজাত দ্রব্য।

জলধেনু (স্ত্রী) জলকল্পিতা ধেনুঃ। দানের জন্য কল্পিত ধেনু। বরাহপুরাণে দানের বিধান এই প্রকার লিখিত আছে। পুণ্য দিনে যথাবিধি সংযতচিত্ত হইয়া যে এই জলধেনু দান করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং তাহার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। ভূভাগকে গোময় দ্বারা পরিমার্জ্জন করিয়া চর্ম্ম কল্পনা করিবে। তাহার মধ্যে একটী কুম্ভ সংস্থাপন করিয়া জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে এবং তাহাতে চন্দন অগুরু প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য দিয়া তাহাকে ধেনু কল্পনা করিবে। পরে আর একটী কুম্ভ ঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া দুর্ব্বা পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিবে এবং তাহাকে বৎস কল্পনা করিবে। সেই কলসীতে পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিয়া মাংসী, উশীর, কুষ্ঠ, শৈলের বালুকা, আমলা ও সর্ষপ নিক্ষেপ করিবে। এই রূপে একটীতে ঘৃত, একটীতে দধি, একটীতে মধু এবং একটীতে শর্করা দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে সুবর্ণ দ্বারা মুখ ও চক্ষু, কৃষ্ণাগুরু দ্বারা শৃঙ্গ, প্রশস্ত পত্র দ্বারা কর্ণ, মুক্তাফল দ্বারা চক্ষু, তাম্র দ্বারা পৃষ্ঠ, কাংশ্য দ্বারা রোম, সূত্র দ্বারা পুচ্ছ, শুক্তি দ্বারা দন্ত, শর্করা দ্বারা জিহ্বা, নবনীত দ্বারা স্তন, ইক্ষু দ্বারা পাদ কল্পনা করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা শোভিত করিবে। পরে কৃষ্ণাজিনের উপর সংস্থাপন করিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চ্চনা করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই জলধেনু যে দান করিবে, সে ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা, সুরাপান, গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হয় এবং যে ব্রাহ্মণ গ্রহণ করে, সেও সকল প্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। (বরাহপুরাণ)

জলনকুল (পুং) জলে নকুল ইব। জলজন্তুবিশেষ, ধাড়িয়া, উদ্বিড়াল। পর্য্যায়—উদ্র, জলমার্জার, জলাখু, জলপ্লব, জলবিড়াল, নীরাখু, পানীয়নকুল, বশী। (হেম)

জলনিধি (পুং) জলানি নিধীয়ন্তে ঽস্মিন্-ধা-কি (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৪।৯৩) জলানাং নিধিঃ বা। ১ সমুদ্র। ২ চারি সংখ্যা।

"বারে শীতকরং তিথৌ জলনিধিং ভেষ্বগ্নিক যোগে ধ্রুবং।"
(সংস্কৃতমুক্তাবলী)

"জলনিধিরুদসায়াঃ স্বামিতাং যাতি ভূমেঃ।" (কুমারসং ২ অঃ)

জলনির্গম (পুং) জলানাং নির্গমঃ বহির্গমনং যস্মাৎ, ভাবে অপ্ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) জলনিঃসরণমার্গ, পয়ঃপ্রণালী, ড্রেন্। পর্য্যায়—দ্রম, বক্র, পুটভেদ। (স্বামী)

জলনীলিকা (স্ত্রী) জলনীলী স্বার্থে-কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। শৈবাল।

জলনীলী (স্ত্রী) জলং নীলয়তি তৎ করোতি পিচ্, ততো অণ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শৈবাল।

জলন্ধম (পুং) জলং ধমতি-ধ্মা-খশ্। দানববিশেষ।

"অষ্টদংষ্ট্রশ্চতুর্দংষ্ট্রো মেঘনাদী জলন্ধমঃ।" (হরিবং ২৫০ অঃ)

(স্ত্রিয়াং টাপ্।) ২ সত্যভামার গর্ভজাত কৃষ্ণের এক কন্যা।

"জজ্ঞিরে সত্যভামায়াং ভানুর্ভীমরথঃ ক্ষুপঃ।
রোহিতো দীপ্তিমাংশ্চৈব তাম্রজাক্ষো জলান্তকঃ॥
ভানুর্ভীমরিকা চৈব তাম্রপক্ষা জলন্ধমা।
চতস্রো জজ্ঞিরে তেষাং স্বসারো গরুড়ধ্বজাৎ॥"
(হরিবং ১২৬ অং)

জলন্ধর (পুং) জলং ব্রহ্মনেত্রচ্যুতাশ্রুজলং ধরতি ধৃ-খচ্ ততো মুম্। অসুরবিশেষ। একদা ইন্দ্র শিবলোকে শিব দর্শনমানসে গমন করেন। তথায় এক ভয়ানক আকৃতি পুরুষ দর্শন করেন। ইন্দ্র তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর কোথায়?" তিনি ইন্দ্রের বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন না। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বজ্রদ্বারা প্রহার করেন। তাহাতে সেই পুরুষের ললাট হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ইন্দ্রকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। ইন্দ্র তাহাকে রুদ্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং নানা প্রকার স্তবে তাহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহাদেব ইন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সেই অগ্নি সাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অগ্নি হইতে এক বালক জন্মিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদনে জগৎ বধির হইল। সেই রোদনে অস্থির হইয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মা সমুদ্রকূলে আসিয়া সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার পুত্র?" সমুদ্র বলিলেন, "আমার পুত্র, আপনি লইয়া যাইয়া জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করুন।" ব্রহ্মা বালককে ক্রোড়ে করিবামাত্র সে তাহার শ্মশ্রু ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। যাতনায় ব্রহ্মার নয়ন যুগল হইতে জল নির্গত হইল। ব্রহ্মা সেই বালকের জলন্ধর নাম রাখিয়া এই বর দিলেন—"এই বালক সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এবং রুদ্র ব্যতীত সর্ব্বভূতের অবধ্য হইবে।" অনন্তর ইনি ব্রহ্মা কর্তৃক অসুর রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি কালনেমিসুতা বৃন্দাকে বিবাহ করেন। তৎপরে ইনি ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া অমরাবতী জয় করেন। ইন্দ্র হৃতরাজ্য

হইয়া মহাদেবের শরণাগত হন। শিব ইন্দ্রের পক্ষ হইয়া ইহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বৃন্দা পতির প্রাণরক্ষার জন্য বিষ্ণুর পূজা আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু জলন্ধররূপে তাহার সমীপে আগমন করিলে, পতি অক্ষত শরীরে আগমন করিয়াছেন দেখিয়া বৃন্দা অসমাপ্ত পূজা ত্যাগ করিলেন, তাহাতে জলন্ধরের মৃত্যু হইল। বৃন্দা বিষ্ণুর এই কপট ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া শাপপ্রদানোন্মুখী হইলেন। বিষ্ণু তাহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি সহমৃতা হও, তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বথ এই চারিপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।" (পদ্মপু°) ২ একজন ঋষি। ৩ যোগাঙ্গ বন্ধভেদ।

"বধ্নাতি চ সিরাজালমধোগামি ন ভোজনং।
এষ জলন্ধরো বন্ধঃ কণ্ঠে দুঃখৌঘনাশনঃ॥
জলন্ধরে কৃতে বন্ধে কণ্ঠসঙ্কোচলক্ষণে।
ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি॥" (কাশীখ° ৪১ অ°)

জলপক্ষিন্ (পুং) জলস্থিতঃ পক্ষী। জলচর পক্ষী, পানকৌড়ি প্রভৃতি।

জলপতি (পুং) জলস্ত পতিঃ ৬তৎ। বরুণ বারাণসী তীর্থে গমন করিয়া শিবমূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চদশ সহস্র বৎসর ধরিয়া শিবের আরাধনা করেন। মহাদেব বরুণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, "আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।" বরুণ কহিলেন, "যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে জলাধিপতি করিয়া দিন।" "অদ্য হইতে তুমি সকল জলের অধিপতি হইলে" এই বলিয়া মহাদেব প্রস্থান করিলেন। (কাশীখ° ১২ অঃ) ২ সমুদ্র। ৩ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র।

জলপথ (পুং) জলমেব পন্থা-অচ্। ১ জলমার্গ।
"বাদোনার্থাঃ শিবজলপথা কর্ম্মণে নৌচরাণাং" (রঘু ১৭।৪১)
জলস্য পন্থাঃ ৬তৎ। ২ প্রণালী, জলনির্গমমার্গ।

জলপাই, একপ্রকার বৃক্ষ। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই গাছ জন্মে। কণাড়ী পেরিকর ও সিংহলে বেরলু বলে। (Elæocarpus Serratus.) ইহার ফলের শাঁস বঙ্গে ও আসামের লোকেরা তরকারীতে ব্যবহার করে। তৈল ও লবণে জরাইয়াও অনেকে জলপাই ফল খায়। আসামীরা এই ফল বেশী ভালবাসে, তাহারা কাঁচা পাকা উভয় অবস্থায় পাড়িয়া খায়।

জলপাইগুড়ি [জলাইগুড়ী দেখ।]

জলপারাবত (পুং) জলে পারাবত ইব। পক্ষিবিশেষ, পর্য্যায়—কোপী, জলকপোত। (রাজনি°)

জলপিণ্ড (স্ত্রী) জলস্ত পিণ্ডমিব। অগ্নি। (শব্দর°)

জলপিপ্পলী (স্ত্রী) জলজাতা পিপ্পলী। পিপ্পলীবিশেষ, জলপিপুল। পর্য্যায়—মৎস্যাক্ষী, শারদী, তোয়বল্লরী, মৎস্যাদিনী, মৎস্যগন্ধা, লাঙ্গলী, শকুলাদনী, অগ্নিজ্বালা, চিত্রপত্রী, প্রাণদা, তৃণশীতা, বহুশিখা। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, কষায়, রক্তশোধক, দীপক, ব্রণকীটাদির দোষ ও রসদোষনাশক। (ভাবপ্র°)

জলপিপ্পলিকা (স্ত্রী) জলপিপ্পলী।

জলপিপ্পিকা (স্ত্রী) মৎস্য।

জলপুর (পুং) জলস্ত পূরঃ ৬তৎ। জলসমূহ। "বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনা জলপূরে বিহরতি।" (গীতগো° ১১।২৫)

জলপূর (পুং) জলপূর্ণ নদী।

জলপুষ্প (স্ত্রী) জলজাতং পুষ্পং। পদ্ম প্রভৃতি জলজ পুষ্প।

জলপৃষ্ঠজা (স্ত্রী) জলস্ত পৃষ্ঠে উপরিপ্রদেশে জায়তে, জন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। শৈবাল।

জলপ্রদান (ক্লী) প্রেতাদিভ্যঃ জলস্ত প্রদানং। প্রেতের উদ্দেশে জলদান, তর্পণ প্রভৃতি।

জলপ্রদানিক (ক্লী) জলপ্রদানং যুদ্ধাহতানাং উদ্দেশেন জলপ্রদানং ঠন্। স্ত্রীপর্ব্বের অন্তর্গত জলপ্রদানিক পর্ব্বাধ্যায়। "জলপ্রদানিকং পর্ব্ব স্ত্রীবিলাপস্ততঃ পরং" (ভারত ১।২ অঃ)

জলপ্রপা (স্ত্রী) জলস্ত জলদানার্থং প্রপা। জলদানের গৃহ, জলসত্র। "যাত্রোদ্বাহজলপ্রপাশিশুসংস্কারব্রতপ্রাষ্টকা।" (মুহূর্ত্তচি° টী°)

জলপ্রপাত (পুং) জলপতন। নদীর স্রোত গিরিশৃঙ্গে রুদ্ধ হইয়া জল প্রবল বেগে উচ্চ হইতে পতিত হইতে থাকে, তাহাকে জলপ্রপাত বলে। [প্রপাত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জলপ্রান্ত (পুং) জলস্ত প্রান্তঃ ৬তৎ। জলের সমীপস্থান।

জলপ্রায় (ক্লী) জলস্ত প্রায়ো বাহুল্যং যত্র। জলবহুলস্থান, অনূপদেশ। (অমর ২।১।১০)

জলপ্রিয় (পুং) জলং প্রিয়ং যস্ত। ১ চাতকপক্ষী। (শব্দর°) ২ মৎস্য। (শব্দচ°) (ত্রি) ৩ যে জল ভালবাসে।

জলপ্লব (পুং) জলে প্লবতে প্লু অচ্। জলনকুল, উদ্বিড়াল। (হারা°) স্ত্রীলিঙ্গে জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

জলপ্লাবন (ক্লী) জলস্ত প্লাবনং ৬তৎ। ১ বন্যা, জলে দেশ মগ্ন হওয়া। ২ প্রলয়বিশেষ, ইহাতে মহাদেশাদি সমস্ত জলে ডুবিয়া যায়।

জগতে কতবার এইরূপ জলপ্লাবন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায় সকল সভ্যজাতির মধ্যেই জলপ্লাবনের প্রবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রীয় বৈবস্বত মনু, পারসিক শাস্ত্রীয় য়ু এবং বাইবেলের প্রাচীন অংশে মুসা বর্ণিত নোয়ার জলপ্লাবন হইতে রক্ষার কথাই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ।

আমাদের শতপথব্রাহ্মণ, মহাভারত ও মৎস্য, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে জলপ্লাবনের কথা বর্ণিত

আছে। তন্মধ্যে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের বিবরণটাই সমধিক প্রাচীন।

শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, এক দিন মনু হাত ধুইবার জলের ভিতর হইতে একটী মাছ ধরিলেন। সেই মাছ বলিল, "আমাকে যত্ন করিও, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।" মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমায় রক্ষা করিবে?" মাছ বলিল, "জলপ্লাবনে সকল জীব জন্তু ভাসিয়া যাইবে, আমি তাহা হইতে তোমাকে রক্ষা করিব।"

তৎপরে তাহাকে প্রথমে একটী মৃৎপাত্রে, পরে একটী সরোবরে এবং তদপেক্ষা বড় হইলে সাগরে ছাড়িয়া দিতেও বলিল। অনন্তর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মাছ বাড়িয়া উঠিল ও পুনরায় মনুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই কয়বর্ষ পরে মহাপ্লাবন হইবে। একখানি নৌকা নির্ম্মাণ কর ও আমার পূজা কর। যখন জল বৃদ্ধি পাইবে, ঐ অর্ণবপোতে উঠিও, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।" মাছের কথা মত মনু জলযান নির্ম্মাণ করিলেন, সাগরে মাছ ছাড়িয়া দিলেন ও তাহার পূজা করিতে লাগিলেন। মেদিনীমণ্ডল জলে প্লাবিত হইল। মনু মাছের শৃঙ্গে জলযানের দড়ি বাঁধিয়া দিলেন। নৌকা উত্তরগিরির (হিমালয়) উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল। পরে সেই মৎস্যরাজ একটী বৃক্ষে নৌকা বাঁধিতে আদেশ করিল, আর আপনিও জলের সহিত নিম্নে চলিয়া গেল। মনু বৃক্ষে নৌকা বাঁধিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, যে জলের স্রোতে সকল জীব জন্তু ভাসিয়া গিয়াছে। এক মাত্র তিনিই কেবল জীবিত আছেন। প্রজা-সৃষ্টি কামনায় তিনি যজ্ঞ ও তপস্যায় মন দিলেন। প্রথমে এক নারী উৎপন্ন হইল, সে মনুর নিকট আসিয়া বলিল, "আমি আপনার কন্যা।" তাঁহার সহিত মনু সহবাস করিলেন এবং প্রজা-কামনায় যাগ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। সেই নারী হইতে মনুসন্তান লাভ করিলেন, সেই পুত্রই মানব নামে বিখ্যাত।

মহাভারতে লিখিত আছে—মনু একদিন নদীতীরে তপস্যা করিতেছেন, এমন সময় একটী মাছ আসিয়া বলিল, "গ্রাহাদি হইতে আমায় রক্ষা কর।" মনু প্রথমে তাহাকে একটী স্ফটিক পাত্রে রাখিয়া দেন, কিন্তু ক্রমে সেই মাছ এত বড় হইয়া পড়িল, যে সাগর ভিন্ন আর তাহার স্থান কুলাইল না। পরে সেই মৎস্য মনুকে বলিল, "শীঘ্রই মহাপ্লাবন ঘটিবে, একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া সপ্তর্ষি সহ তাহাতে আরোহণ কর।" মনুও তদনুসারে নৌকা প্রস্তুত করিয়া সপ্তর্ষি সহ চড়িলেন এবং সেই মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা মহাসমুদ্রে ভাসিয়া চলিল। চারিদিক্ জলময় বোধ হইল। এইরূপে যখন সমুদয় বিশ্ব জলে প্লাবিত হইল, সেই প্রবল তরঙ্গ মধ্যে মনু, সপ্তর্ষি ও মৎস্য ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপে সেই মৎস্য বহু বর্ষ ধরিয়া নৌকা লইয়া শেষে হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই মৎস্য মনুকে সম্বোধন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই উচ্চ শৃঙ্গে শীঘ্র নৌকা বাঁধিয়া ফেল। আমিই প্রজাপতি বিধাতা, তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই মৎস্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি। এই মনু হইতেই দেবাসুর নর উৎপন্ন হইবে, তাঁহা হইতেই স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের সৃষ্টি হইবে।"

অগ্নি ও মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—একদিন বৈবস্বত মনু কৃতমালা নদীতে গিয়া জলতর্পণ করিতেছেন, এমন সময় একটী ক্ষুদ্রকায় মৎস্য তাঁহার অঞ্জলিতে আসিয়া পতিত হইল। তাহার কথা মত মনু তাহাকে প্রথমে কলসে, পরে জলাশয়ে এবং শরীর অতিশয় বৃদ্ধি হইল সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন। মৎস্য সমুদ্রে পতিত হইয়াই ক্ষণকাল মধ্যে লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ দেহ ধারণ করিল। মনু তাহা দেখিয়া বলিলেন, "ভগবন্! আপনি কে? আপনি দেবদেব নারায়ণ সন্দেহ নাই। হে জনার্দ্দন! আমাকে কেন মায়াজালে মুগ্ধ করিতেছেন?" তখন মৎস্যরূপী ভগবান্ কহিলেন, "আমি দুষ্টগণের দমন ও সাধুদিগের রক্ষার জন্য মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আজ হইতে সাতদিন মধ্যে এই নিখিল জগৎ সাগরজলে প্লাবিত হইবে, সেই সময় একখানি নৌকা তোমার নিকট আসিবে। তুমি তাহাতে সকল জীবের এক এক দম্পতী স্থাপন করিয়া সপ্তর্ষি-পরিবৃত হইয়া তন্মধ্যে এক ব্রাহ্মী নিশা অতিবাহিত করিবে। তখন আমিও উপস্থিত হইব, সেই নৌকা নাগপাশ দ্বারা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া দিও।" যথা সময়ে সমুদ্র উদ্বেল হইলে নৌকা আসিল। মনু তাহার উপর বসিয়া এক ব্রাহ্মী নিশা অতিবাহিত করিলেন। শেষে একশৃঙ্গধারী নিযুত যোজন বিস্তৃত কাঞ্চনময় এক মৎস্য উপস্থিত হইল। মনু নৌকাখানি তাহার শৃঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া বিবিধরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।"

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের মতে সৃষ্টির ১৬৫৬ বর্ষ পরে এবং যীশু খৃষ্ট জন্মিবার ২২৯৩ বর্ষ পূর্ব্বে ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়াছিল। তৎকালে মহাগভীর প্রস্রবণ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ, স্বর্গের গবাক্ষ উন্মুক্ত এবং ৪০ দিন ও ৪০ রাত্রি অনবরত মুসলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। ক্রমে জল এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গ ছাড়াইয়া ১৫ হাত জল উঠিয়াছিল। তাহাতে এই জগতের অস্থিচর্ম্মধারী সকল জীবই

বিনষ্ট হইল। প্রত্যাদেশ অনুসারে নোয়া এক এক জোড়া সকল জীব লইয়া একখানি বৃহৎ নৌকায় উঠিয়াছিল। এখন কেবল নোয়া ও তাহার নৌকাস্থ জীবগণ রক্ষা পাইল। ১৫০ দিন পর্য্যন্ত সেই জল ছিল, তৎপরে ঈশ্বর পৃথিবীর উপর বায়ু বহিতে দিলেন। তাহাতে জল ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল। সমুদ্র ও প্রস্রবণের স্রোত এবং স্বর্গের গবাক্ষ বন্ধ হইল। বৃষ্টিও থামিল। নোয়া ২য় মাসের ১৭শ দিবসে নৌকায় উঠিয়াছিলেন, ৭ম মাসের ১৭শ দিবসে নৌকা আসিয়া আরারাট গিরিশৃঙ্গে লাগিল। পর বর্ষের প্রথমদিন জল শুষ্ক হইতে লাগিল, দুইমাস পরে পৃথিবীও শুকাইল। এইরূপে মহা জলপ্লাবন হইতে নোয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন।

গ্রীক, পারসী, এমন কি আমেরিকার মেক্সিকো ও পেরুবাসীগণও জলপ্লাবনের কথা বর্ণনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিবরণের সহিত কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ করিলেও নৌকা চড়িয়া রক্ষার কথা সকলেই স্বীকার করেন। [মনু দেখ।]

বিখ্যাত চীনজ্ঞানী কন্‌ফুচি স্বরচিত ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "সেই ভীষণ বন্যার জল আকাশ সমান উচ্চ হইয়া সকল ভুবন ও উচ্চ ভূধর জলমগ্ন করিয়াছিল। চীনসম্রাট্ য়াসের আজ্ঞায় সেই জল সরিয়া পড়িল।"

য়ুরোপীয় অনেক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন— বাইবেলে যে জলপ্লাবনের কথা বর্ণিত আছে, ভূতত্ত্ব দ্বারা তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাইবেলে সমুদয় বিশ্বপ্লাবিত হইবার কথা লিখিত থাকিলেও কিন্তু প্রকৃত সমুদয় বিশ্বমণ্ডল প্লাবিত হয় নাই, সেই জলপ্লাবনে এসিয়ার অধিকাংশ ও য়ুরোপীয়ের কিয়দংশ মাত্র প্লাবিত হয়। এইরূপে ভূতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, সার্ব্বভৌমিক জলপ্লাবন এককালে ঘটিতে পারে না, এরূপ ঘটিলে কখনই কোন জীব রক্ষা পায় না, সুতরাং সার্ব্বভৌমিক জলপ্লাবন হইলে সমুদয় বিশ্বসংসার একরূপ ধ্বংস হইয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, পুরাণাদিতে যে জলপ্লাবনের কথা বর্ণিত আছে, তাহাই আংশিক জলপ্লাবন।

বোধ হয়, সেই জন্যই জলপ্লাবনের পর নৌবন্ধনের স্থান ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই জন্য পুরাণে হিমালয় ও বাইবেলে আরারাট পর্ব্বত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিমালয়ের যেখানে মনুর নৌকা বাধা হইয়াছিল, এখনও সেই স্থান নৌবন্ধনতীর্থ নামে খ্যাত। কাশ্মীরের নীলমতপুরাণে এই নৌবন্ধনতীর্থের কথা উক্ত হইয়াছে। কাশ্মীরের কৌসনাগ নামক অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে এই নৌবন্ধনতীর্থ অবস্থিত। এখনও অনেক যাত্রী হিমরাশি ভেদ করিয়া সেই তীর্থ দর্শনে গিয়া থাকে।

জলপ্লাবিত (ত্রি) জলেন প্লাবিতঃ ৩তৎ। জলে মগ্ন, জলে আচ্ছন্ন।

জলফল (ক্লী) জলজাতং ফলং। শৃঙ্গাটক, পানীফল।

জলবন্ধ (পুং) জলং বধ্নাতি জীবনবৃত্ত্যৈ নির্ব্বন্ধেন পরিকল্পয়তি বন্ধ-অচ্। মৎস্য। (শব্দচ°)

জলবন্ধক (পুং) জলং বধ্নাতি বন্ধ-ণ্বুল্। জলস্রোতের প্রতিরোধক দারুশিলাদি নির্ম্মিত সেতু। বিদারক, কূপক। (শব্দর°)

জলবন্ধু (পুং) জলং বন্ধুর্যস্য বহুব্রী। মৎস্য। (শব্দর°)

জলবালক (পুং) জলেন বলয়তি জীবয়তি স্বাশ্রিতবৃক্ষাদীন্। জলং বালইব যস্য বা, বল-ণিচ্-ণ্বুল্। বিন্ধ্যপর্ব্বত। (হেম°)

জলবালিকা (স্ত্রী) জলস্য বালিকেব। বিদ্যুৎ। (হেম° ৪।১৭১)

জলবিম্ব (পুং, ক্লী) জলস্য বিম্বঃ। জলবুদ্বুদ।

জলবিল্ব (পুং) জলপ্রধানো বিল্ব ইব। ১ কর্কট। ২ জলচত্বর, চাতর জল। ৩ অল্পজলযুক্ত দেশ। (হারা°)

জলবুদ্বুদ (ক্লী) জলস্য বুদ্বুদং ৬তৎ। জলবিম্ব।

জলব্রাহ্মী (স্ত্রী) জলে ব্রাহ্মীইব। হিলমোচী শাক, হেলাঞ্চা। (হারা°)

জলভাজন (ক্লী) জলস্য ভাজনং ৬তৎ। জলপাত্র।

জলভীতি (স্ত্রী) জলাতঙ্করোগ।

জলভূ (পুং) জলস্য ভূঃ ভবত্যস্মাৎ অপাদানে ক্বিপ্। ১ মেঘ। জলং ভূঃ উৎপত্তির্যস্য। ২ কচ্চটশাক, কাঁচড়াদাম। ৩ একপ্রকার কর্পূর। (স্ত্রী) ৪ জলের আধার-ভূমি।

জলভূষণ (ক্লী) বায়ু।

জলভৃৎ (পুং) জলং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। ১ মেঘ। ২ একপ্রকার কর্পূর। ৩ জল রাখিবার পাত্র, ঘট প্রভৃতি।

জলমক্ষিকা (স্ত্রী) জলজাতা মক্ষিকা। জলকৃমি, জলের পোকা।

জলমদ্গু (পুং) জলং মদ্গুরিব। মৎস্যরঙ্গপক্ষী, মাছরাঙ্গা পাখী।

জলমণ্ডুক (ক্লী) জলং মণ্ডুকমিব। মণ্ডুকরব সদৃশ বাদ্যকারক।

"জগ্মুর্জলানি জলমণ্ডুকবাদ্যবন্নঃ" (মাঘ)

জলমধূক (পুং) জলজাতো মধুকঃ। মধুকবৃক্ষ, জলমৌয়া। পর্য্যায়—মঙ্গল্য, দীর্ঘপত্রক, মধুপুষ্প, ক্ষৌদ্রপ্রিয়, পতঙ্গ, কীরেষ্ট, গৈরিকাখ্য। (ভাবপ্র°) ইহার গুণ—মধুর, শীতল, গুরু, ব্রণ ও বান্তিনাশক, শুক্র ও বলকারক, রসায়ন। (রাজনি°)

জলময় (ত্রি) জলাত্মকঃ জল-ময়ট্। ১ জলবহুল, জলপূর্ণ। ২ জলময় চন্দ্রাদি। "সলিলময়ে শশিনি রবের্দীধিতয়ঃ" (বৃহৎস°) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। ৩ মহাদেবের একটী মূর্ত্তিভেদ।

"সা বা শম্ভোস্তদীয়া বা মূর্ত্তির্জলময়ী মম॥" (কুমারস° ২।৬০)

জলমসি (পুং) জলেন জলাকারেণ মসতি পরিণমতি মস-ইন্। ১ মেঘ। ২ কর্পূরভেদ।

জলমার্গ (পুং) জলস্য মার্গঃ নির্গমপথঃ। ১ প্রণালী, ড্রেণ। জলমেব মার্গঃ। ২ জলপথ।

জলমার্জার (পুং) জলস্য মার্জারঃ। জলনকুল। (ত্রিকাণ্ড°)

জলমাতৃকা (স্ত্রী) জলস্থিতা মাতৃকা। জলস্থিতা মাতৃভেদ।

"মৎস্যী কূর্ম্মী বারাহী চ দর্দ্দুরী মকরী তথা।

জলূকা জন্তুকা চৈব সপ্তৈতে জলমাতৃকাঃ॥"

জলমানযন্ত্র, যে যন্ত্র দ্বারা কোন পদার্থে কত জল আছে, অথবা জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা যায়, তাহাকে জলমানযন্ত্র (Hydrometer) বলে।

জলমুচ্ (পুং) জলং মুঞ্চতি মুচ-কিপ্। ১ মেঘ। "শক্রা স্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জাতৈঃ।" (মেঘ) ২ কর্পূরভেদ। (ত্রি) ৩ জলমোচনকর্ত্তা।

"নাত্যম্বুনা জলমুচোঽচলসন্নিকাশাঃ" (বৃহৎস° ১৯।২)

জলমূর্ত্তি (পুং) জলং মূর্ত্তিরস্য। শিব। [অষ্টমূর্ত্তি দেখ।]

জলমূর্ত্তিকা (স্ত্রী) জলস্য মূর্ত্তিঃ ঘনীভূতাকৃতিঃ সংজ্ঞায়াং কন্ ততো টাপ্। করকা। (শব্দচ°) [করকা দেখ।]

জলমোদ (পুং) জলেন জলসংযোগেন মোদয়তি, সন্তাপপ্রদানেন আনন্দয়তি। মুদ-ণিচ্-অণ্। উশীর, খস্‌খস্। (রাজনি°)

জলম্বল (স্ত্রী) ১ নদী। ২ অঞ্জন।

জলযন্ত্র (ক্লী) জলানাং উৎক্ষেপণার্থং যন্ত্রং। ১ ধারাযন্ত্র, ফোয়ারা। ২ কূপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ। "বিলিপ্তগাত্রা জলযন্ত্রহস্তা" (হরিবং ১৪৮ অঃ) ৩ কালজ্ঞাপক ঘটীযন্ত্রভেদ, জলঘড়ি। [ঘটীযন্ত্র দেখ।] স্বার্থে কন্।

"হস্তপ্রমুক্তৈর্জলযন্ত্রকৈশ্চ প্রহৃষ্টরূপাঃ সিষিচুস্তদানীং"।

(হরিব° ১৪৮ অঃ)

জলযন্ত্রগৃহ (ক্লী) জলযন্ত্রমিব কৃতং গৃহং। জলমধ্যস্থিত গৃহ, চতুর্দ্দিকে জল মধ্যস্থলে গৃহ। জলটুঙ্গি, ফোয়ারার ঘর। পর্য্যায়—সমুদ্রগৃহ, জলযন্ত্রনিকেতন, জলযন্ত্রমন্দির।

"কচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরং।" (কালিদাস)

জলযন্ত্রনিকেতন (ক্লী) জলযন্ত্রমিব কৃতং নিকেতনং। জলযন্ত্রগৃহ।

জলযন্ত্রমন্দির (ক্লী) জলযন্ত্রমিব কৃতং মন্দিরং। জলযন্ত্রগৃহ।

জলযাত্রা (স্ত্রী) জলস্য জলাহরণার্থং যাত্রা। অভিষেকাদি শুভ কর্ম্মের জন্য জল আনিবার নিমিত্ত যাত্রা। এখন এদেশে "জলসওয়া" বলিয়া প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতেরা বলেন, জলযাত্রা ব্যতীত যে কোন শুভকর্ম্ম করা হয়, তাহা সকলই নিষ্ফল।

জলযাত্রার বিধান বশিষ্ঠসংহিতায় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। যজমান পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে ডাকিয়া লইবে। অগ্র গজে, অশ্বরথে, গ্রাম সন্নিহিত পুষ্করিণী, নদী, হ্রদ বা সমুদ্রতীরে গমন করিয়া, তাহাকে গন্ধমাল্যাদি দিয়া অভ্যর্চনা করিবে। পরে তাহার তীর গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিবে। সেই গোময়লিপ্ত স্থানে যবচূর্ণ বা তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা স্বস্তিক ও অষ্টদলপদ্ম প্রস্তুত করিবে। গীতবাদ্যাদি নানাবিধ মঙ্গলসূচক ধ্বনি করিতে করিতে সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র বা মৃন্ময় পাত্র করিয়া জল লইয়া গৃহে আসিবে। সেই জল দ্বারা অভিষেকাদি করিতে হয়।

২ রাজপুতদিগের অনুষ্ঠিত একটী ব্রত। চারি মাস পরে বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শুক্ল চতুর্দ্দশীতে রাণা প্রভৃতি সকল সম্ভ্রান্ত রাজপুত হ্রদে গিয়া জলদেবতার পূজা করেন। এই দিন জলের উপর নানাবিধ আলোক দ্বারা সুসজ্জিত হয়।

জলযান (ক্লী) জলে যায়তে গম্যতেঽনেন করণে-যা-ল্যুট্ ৭তৎ। ১.জলগমনসাধন নৌকা প্রভৃতি।

"ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈর্যথার্ণবং।" (ভাগ° ৩।১৪।১৭)

জলরঙ্ক (পুং) জলে সরসি রঙ্ক ইব। বকপক্ষী। (হারা° ১৮৩)

জলরঙ্কু (পুং) জলে রঙ্কুরিব। দাত্যূহপক্ষী, ডাকপাখী।

জলরঞ্জ (পুং) জলে রজতি অনুরক্তো ভবতি রঞ্জ-অচ্। বকপক্ষী। (হেম°)

জলরণ্ড (পুং) জলস্য রণ্ড ইব ভয়জনকত্বাৎ। ১ জলাবর্ত্ত। ২ জলরেণু। ৩ সর্প। (হেম°)

জলরস (পুং) জলজাতো রসঃ জলপ্রধানো রসো বা। লবণ। জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত হয় এবং লবণও জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলে মিশ্রিত হইয়া যায়। [লবণ দেখ।]

জলরাক্ষসী (স্ত্রী) জলস্থিতা রাক্ষসী। লবণসমুদ্রস্থিতা সিংহিকা রাক্ষসী। রামায়ণে লিখিত আছে—লবণসমুদ্রে সিংহিকা নামে কামরূপা এক রাক্ষসী বাস করিত। আকাশপথ দিয়া যে কোন প্রাণী যাইত, তাহার ছায়া লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বধ করিত, তাহার ভয়ে কোন প্রাণী লবণসমুদ্রের পর পারে যাইতে পারিত না। রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিলে, সীতার বার্ত্তা আনিবার জন্য হনুমান্ লবণসমুদ্র পার হইতেছিল। সিংহিকা হনুমানের ছায়া লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ করিল। হনুমান্ কামরূপিণী রাক্ষসীর মায়া বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি হইল। রাক্ষসী হনুমানকে অনায়াসে উদরসাৎ করিল। মহাবীর হনুমান্ উদরস্থ হইয়া প্রকাণ্ড দেহ ধারণপূর্ব্বক অথবা তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিল। তাহাতেই রাক্ষসীর মৃত্যু হইল। (রামা° সুন্দ° ১ অঃ)

জলরাশি (পুং) জলানাং রাশিঃ ৬তৎ। ১ জলসমূহ। জলানাং রাশিরত্র বহুব্রী। ২ সমুদ্র।

"ক্ষমাতলং বলজলরাশিরানশে" (মাঘ)

জলরুণ্ড (পুং) জলস্য রুণ্ডইব। ১ জলরণ্ড, জলাবর্ত্ত। ২ জলকণিকা। ৩ সর্প।

জলরুহ (ক্লী) জলে রোহতি রুহ-ক (ইগুপধজ্ঞা°। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক। ১ পদ্ম। "জলং তস্থুশুভেচ্ছয়ং কুর্ব্বৈর্জলরুহৈস্তথা।" (ভারত ১।১২৮।৪১) (ত্রি) ২ জলরোহ প্রাণীমাত্র।

জলরূপ (পুং) জলস্য রূপমিব রূপং যস্য। ১ মকররাশি। (ত্রিকা°) জলস্য রূপং ৬তৎ। ২ জলের আকার। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়।

জললতা (স্ত্রী) জলে লতেব তদাকারত্বাৎ। তরঙ্গ। (হারা°)

জললোহিত (পুং) রাক্ষসবিশেষ। (হেম°)

জলবরন্ট (পুং) জলং রসস্তৎপ্রধানো বরন্টঃ। জলবসন্ত, পানিবসন্ত। (হারা°) [মশূরিকা দেখ।]

জলবল্কল (পুং) জলস্য বল্কল ইব। কুম্ভিকা, পানা। (হারা° ১১২)

জলবল্লী (স্ত্রী) জলজাতা জলপ্রধানা বল্লী। শৃঙ্গাটক, পানী-ফল। (রাজনি°)

জলবাদিত (ক্লী) জলে বাদিতং। জলবাদ্য।

জলবাদ্য (ক্লী) জলং বাদ্যমিব। হাতের তালি দিয়া জল বাজান। "আকাশগঙ্গা জলবাদ্যতজ্জ্ঞাঃ" (হরিব° ১৪৮ অঃ)

জলবানীর (পুং) জলজাতো বানীরঃ। জলবেতস। (শব্দার্থচি°)

জলবায়স (পুং) জলে বায়সঃ কাকইব। মদ্গু পক্ষী, পানকৌড়ী। (হেম ৪।৩৮৯)

জলবালক (পুং) বিন্ধ্যপর্ব্বত। (হেম)

জলবাস (ক্লী) জলেন বাসো গন্ধঃ যস্য। ১ উশীর। (রাজনি°) (পুং) জলং বাসয়তি-বস-ণিচ্-অণ্। ২ বিষ্ণুকন্দ। (রাজনি°) জলে বাসঃ নিবাসঃ। ৩ সলিল-নিবাস, জলে অবস্থান।

"স চিন্তয়ামাস মুনি র্জলবাসে কদাচন।" (ভারত ১২।২৬০।৫)

জলবাহ (পুং) জলং বহতি বহ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ মেঘ। "সাদ্রিজলধিজলবাহপথং সদিগস্নু বানিব বিশ্বমোজসা" (ভারবি ১২।২১)

(ত্রি) ২ জলবাহক।

"জলবাহস্তথা মেঘাবয়বস্তনয়িত্নবঃ।" (ভারত ২।৭।২০)

জলবাহক (পুং) জলবহনকারী, ভারী।

জলবাহন (পুং) জল যে বহন করে।

জলবিড়াল (পুং) জলে বিড়ালইব। জলনকুল, ধেড়ে।

জলবিন্দুজা (স্ত্রী) জলবিন্দুভ্যো জায়তে জন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ যাবনালী শর্করা। ২ মেনা। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ জলবিন্দু-জাত। (স্ত্রী) ৪ তীর্থভেদ। (বরাহপু°)

জলবিল্ব (পুং) জলপ্রধানো বিল্বইব। ১ কর্কট, কাঁকড়া। ২ পঙ্কাজ, কচ্ছপ। ৩ জলচত্বর, চাতর জল। (মেদিনী)

জলবিষুব (ক্লী) জলপ্রধানং বিষুবং। তুলাসংক্রান্তি, আশ্বিন-চিহ্নিত। (শব্দর°) সূর্য্য কন্যারাশি হইতে যেদিন তুলারাশিতে সঞ্চারিত হন, সেই দিনের নাম জলবিষুব-সংক্রান্তি। সূর্য্যের সঞ্চার-সময়ে নক্ষত্রগণের অবস্থিতির বিষয় জ্যোতিষে এইপ্রকার লিখিত আছে, মুখে ১৮—২২, হৃদয়ে ২৩—২৬, দক্ষিণ হস্তে ২৭।১।২, দক্ষিণ পাদে ৬—৮, বাম পাদে ৯—১১, বামহস্তে ৩—৫, মুখে ১২—১৭। সঞ্চার-কালে নক্ষত্রগণের অবস্থানের ফল—মুখে মান, হৃদয়ে সুখসম্ভোগ, দক্ষিণ হস্তে ও দক্ষিণ পাদে ভোগ, বামহস্তে ও বামপাদে ত্রাস এবং মস্তকে সুখ হয়। জলবিষুবসংক্রান্তি অশুভ হইলে এই প্রকার শান্তিকরা আবশ্যক—কনকধুস্তূরবীজ ও সর্ব্বৌষধি জলে স্নান এবং বিষ্ণুমন্ত্র জপ, ইহাতে সমস্ত শুভ হয়। সংক্রান্তিতে যে কোন পুণ্যকর্ম্ম করিলে অধিক ফল হয়। [সংক্রান্তি দেখ।] গৃহ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য কালা-শুদ্ধি হইলেও জলবিষুবসংক্রান্তিতে করা যায়।

"অয়নে বিষুবে চৈব তথা বিষ্ণুপদী মতা" (প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

জলবীর্য্য (পুং) ভরতের এক পুত্র।

জলবৃশ্চিক (পুং) জলে বৃশ্চিকইব। চিঙ্গট মৎস্য, চিঙ্গড়ীমাছ।

জলবেতস (পুং) জলজাতো বেতসঃ। বানীর বৃক্ষ। পর্য্যায়—নিকুঞ্জক, পরিব্যাধ, নাদেয়ী। ইহার গুণ—শীতল, কুষ্ঠনাশক, বাতবৃদ্ধিকর। (ভাবপ্র°)

জলবৈকৃত (ক্লী) বিকৃতস্য ভাবঃ বৈকৃতং জলস্য বৈকৃতং ৬তৎ। অমঙ্গলসূচক নদী প্রভৃতির জলবিকারভেদ। বরাহ-মিহিরের মতে—নদীসমূহ নগর হইতে অপসর্পণ হইলে বা নগরস্থ অন্য কোন অশোষ্য হ্রদাদির শোষণ হইলে অচিরে নগরকে শূন্য করে। নদীসকল যদি স্নেহ, রক্ত বা মাংস বহন করে, কলুষ সংযুক্ত হয়, বা প্রতীপগামিনী হয়, তবে ছয়মাস মধ্যে পরচক্রের আগমন প্রকাশ করিয়া থাকে। কূপমধ্যে জ্বালা, ধূপ ও ক্বাথদৃষ্ট হইলে বা রোদনধ্বনি, গীত ও জল্পনা শব্দ শ্রুত হইলে উহা লোকনাসের কারণ। আঘাতে তোয়োৎপত্তি ও জলের গন্ধরসের বিপর্য্যয় কিম্বা জলাশয় বিকৃত হইলে মহৎ ভয় উপস্থিত হয়। এইপ্রকার জলবৈকৃত উপস্থিত হইলে বারুণ মন্ত্র দ্বারা বরুণের পূজা, হোম ও জপ করিলে এই দোষ শান্তি হয়। (বৃহৎসং ৪৭ অঃ)

জলব্যথ (পুং) মৎস্যবিশেষ।

জলব্যধ (পুং) জলং বিধ্যতি ব্যধ-অচ্। কঙ্কত্রোট মৎস্য। কাঁকালমাছ। (ত্রিকাণ্ড°)

জলব্যাল (পুং) জলস্থিতো ব্যালঃ হিংস্রজন্তুঃ। ১ অলগর্দ্দসর্প, জলঢোঁড়া সাপ। (অমর) ২ ক্রূরকর্ম্মা জলজন্তু। (রাজনি°)

জলশয় (পুং) জলে শেতে শী-অচ্। বিষ্ণু। (হেম) জলেশয় এইরূপ পদও হইবে। তত্‌পুরুষ সমাসে বিকল্পে সপ্তমীর অলুক্ হয়।

জলশয়ন (পুং) জলে ক্ষীরোদসলিলে শেতে শী-ল্যুট্ জলং শয়নং যস্য বা। বিষ্ণু। (হলায়ুধ)

জলশয্যী, একপ্রকার সন্ন্যাসী। ইহারা উদরান্ত পর্য্যন্ত জল মধ্যে শরীর রাখিয়া তপস্যা করেন। এইরূপ তপস্যাকে জলশয্যা এবং ঐ সকল তপস্বীকে জলশয্যী কহে।

[জলধারা-তপস্বী দেখ।]

জলশায়িন্ (পুং) জলে শেতে শী-ণিনি। বিষ্ণু।

"জলমধ্যে বরাহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্।" (বরাহপু°)

জলশুক্তি (স্ত্রী) জলচরী শুক্তিঃ। শম্বূক, শামুক। পর্য্যায়—বারিশুক্তি, ক্ষমিশুক্তি, ক্ষুদ্রশুক্তিকা, শম্বূকা, নরশুক্তি, পুটিকা, তোয়শুক্তিকা। (অমর ১।১০।২৩) ইহার গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, দীপন, গুল্মদোষ ও বিষদোষনাশক, রুচিকর, পাচক ও বলদায়ক। (রাজনি°)

জলশূক (ক্লী) জলে শূকং শূক্ষ্মাগ্রমিব। শৈবাল।

"জলশূকঃ স্বয়ং গুপ্তা রজন্তৌ বৃহতীদ্বয়ং" (বাভট)

জলশূকর (পুং) জলস্থ শূকরইব। কুম্ভীর। (হেম)

জলসন্ধ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। ইনি সাত্যকির সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া তোমরাঘাতে তাঁহার বামভুজ ছেদন করেন, পরে তাঁহারই হস্তে নিহত হন। (ভারত ১।১১৭।২)

জলসমুদ্র (পুং) জলময়ঃ সমুদ্রঃ। লবণাদি সাত সমুদ্রের মধ্যে শেষ সমুদ্র।

"লবণজলধিরাদৌ দুগ্ধসিন্ধুশ্চ তস্মাৎ।

দধ্নো ঘৃতস্তেক্ষুরসস্ত তস্মাৎ

মদ্যস্ত চ স্বাদুজলস্ত চান্ত্যঃ" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

জলসরস্ (ক্লী) জলমেব সরঃ। সরোবরবিশেষ।

জলসর্পিণী (স্ত্রী) জলে সর্পতি গচ্ছতি সৃপ-ণিনি ঙীপ্। জলৌকা। (হেম)

জলসূচি (পুং) জলে সূচিরিব অভিধানাৎ পুংত্বং। ১ কঙ্কত্রোট মৎস্য, কাঁকালিয়া মাছ। ২ শৃঙ্গাটক, পানীফল। ৩ শিশুমার। (স্ত্রী) ৪ জলৌকা। (মেদিনী) ৫ কাক। (হেম)

জলস্তম্ভ, একপ্রকার নৈসর্গিক ব্যাপার। জলীয় বাষ্পের স্তম্ভাকারে দেখা যায় বলিয়া জলস্তম্ভ নাম হইয়াছে। নানা কারণে এই অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। কখন দেখা যায় যে, ঘোর ঘনঘটায় নিম্নে সমুদ্রের অতিবেগে ১০০ হইতে ১৫০ গজ ব্যাস আন্দোলিত হইতেছে। তরঙ্গমালা কম্পিত জলরাশির মধ্যস্থলে গিয়া লাগিতেছে, তথায় আবার বিস্তীর্ণ জলরাশি হইতে একটী জলীয় বাষ্পযুক্ত স্তম্ভ উঠিয়া আবর্ত্তগতিতে রণশৃঙ্গার আকারে মেঘাভিমুখে যাইতেছে। উপরে মেঘের বিপরীতদিকেও ঊর্দ্ধগামী স্তম্ভের ন্যায় আর একটা স্তম্ভ উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে অল্প সময় মধ্যে দুইটী স্তম্ভ একত্র মিলিত হইয়া পড়িল, সেই স্থানের ব্যাস দুই তিন ফিট্ মাত্র হইয়া আসিল, ঐ সময়ে গুড়্ গুড়্ শব্দ আমরা শুনিতে পাই। দুইটা মিলিত হইলে তাহার এক অবকাশ দৃষ্ট দেখা যায়। সেই জলীয় স্তম্ভের মধ্যভাগ ফিকা, কিন্তু পার্শ্বভাগ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বায়ুর গতি অনুসারে সেই জলস্তম্ভ চালিত হইতে থাকে, কিন্তু বায়ু না থাকিলে কখন যে কোন্ দিকে যাইবে, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। জলস্তম্ভের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ প্রায় বিভিন্ন গতিতে পরিচালিত হয়, পরে যখন সমস্তটা একটু হেলিয়া আসে, অমনি ভীষণ শব্দ হইয়া পরস্পর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়। তৎক্ষণাৎ সেই বাষ্পরাশি বায়ুতে মিশিয়া যায় এবং প্রবল ধারায় তাহা সমুদ্রে পতিত হয়। কখন ঐরূপ জলস্তম্ভ অল্প সময়ের মধ্যে উঠিয়াই অদৃশ্য হয়, কখন বা এক ঘণ্টা কাল থাকে। কখন কখন বারবার অদৃশ্য, আবার বারবার দৃষ্টিগোচর হয়।

অনেক সময়ে স্থলের উপরও জলস্তম্ভ দেখা গিয়াছে। এরূপস্থলে নিম্ন হইতে কোন ঊর্দ্ধগামী রণশৃঙ্গাকার জলরাশি বা জলীয়বাষ্প উঠিয়া উপরে মিলিত হয় না। শূন্যে বাদামাকার বাষ্পরাশি হইতে জলস্তম্ভ বাহির হয়, তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎপাত, প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত এবং গন্ধকের তীব্র গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। কখন কখন সেই জলস্তম্ভ অতি বেগে উচ্চ ভূমি, উপত্যকা ও নদীস্রোত অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের নিকট আসিয়া তাহার চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে এইরূপ একটী জলস্তম্ভ বিলাতে লাঙ্কেসায়রে দেখা গিয়াছিল, তাহা কাটিয়া সেখানকার অর্দ্ধমাইল পরিমিত স্থান বিদীর্ণ হইয়া ৭ ফিট্ গভীর হইয়া বসিয়া যায়। সকল জলস্তম্ভের আকার দেখিতে প্রায় রণশৃঙ্গার মত, মধ্যভাগ সরু ও দুইপার্শ্ব অল্প পরিসর। তবে যেগুলি স্থলে উৎপন্ন হয়, তাহার নিম্নাংশ থাকে না, সুতরাং একটী রণশৃঙ্গা (ভেরী) সোজাভাবে বসাইয়া নিম্নাংশ বাদ দিলে যেরূপ দেখায়, স্থলোৎপন্ন জলস্তম্ভ ঠিক সেইরূপ হয়। দাস্-উইল্ সাহেব স্থলোৎপন্ন অনেকগুলি জলস্তম্ভের বর্ণনা করিয়াছেন। কলিকাতার আটমাইল উত্তরপূর্ব্ব দমদমায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটী জলস্তম্ভ দেখা গিয়াছিল। যে সপ্তাহে এই জলস্তম্ভ

দেখা যায়, সেই সপ্তাহে দক্ষিণপশ্চিম হইতে এবং উত্তরপূর্ব্ব হইতে মৃদুমন্দ বায়ু বহিতে থাকে। এইরূপ বায়ু দুই দিক্ হইতে বাধা পাইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে, বর্ষায় যে সমস্ত মেঘ জমিয়াছিল, তাহা স্থানান্তর করিতে পারে নাই। ঐরূপ বাধা পাইয়াই দমদমায় ক্রমশঃ মেঘ জমিতে থাকে। ক্রমে মেঘরাশি বৃত্তাকারে আকাশে ঘুরিতে লাগিল এবং বায়ুর গতি দিবসে দুই তিনবার পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ৭ই অক্টোবর বেলা ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে বায়ুর গতি-পরিবর্ত্তন এবং মেঘের বৃত্তাকারে ঘূর্ণন ক্রমেই বৃদ্ধি হইল, সেই সঙ্গে অত্যন্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি জলস্তম্ভ হইতে হইতে নষ্ট হইয়া গেল। ৪টার পর হঠাৎ সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল। এই সময়ে একখণ্ড বৃহৎ মেঘ পৃষ্ঠদেশে ধনুকের মত ক্রমশঃ মাটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ মেঘখণ্ডের মধ্যভাগ হইতে এক প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ দ্রুতবেগে মাটি পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল। কিন্তু মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া উহার নিম্নভাগ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ইহার পরেই স্তম্ভটী ফাটিয়া একরাশি জলের মত মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন ঠিক যেন একটী জলপ্রপাতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে পর বর্ষেও ১১ই অক্টোবর বেলা ৫টার সময়ে দমদমা হইতে ১০ হাজার ফিট্ দৈর্ঘ্য একটী জলস্তম্ভ দেখা গিয়াছিল। জলস্তম্ভ কি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেকে অনেকরূপ দিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত নিগূঢ় কারণ বোধ হয়, এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। সাধারণ মত এই যে, বিপরীত দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ুর তাড়নে এক প্রকার ঘূর্ণী বায়ু উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে আকাশব্যাপ্ত জলীয় বাষ্পের কণাগুলি ইতঃস্তত পার্শ্বভাগে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় মধ্যস্থলে একটী ফাঁপা স্তম্ভ হইয়া উঠে। সুতরাং যখন সমুদ্রে এইরূপ ঘটে, তখন উক্ত প্রদেশে বায়ুর ভার অপসারিত হওয়ায় জল উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। সম্প্রতি ডাক্তার টেলার সাহেবও ঐরূপ কারণ উদ্ভাবন করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে এরূপও অনুমান করেন যে, বৈদ্যুতিক আকর্ষণ জন্য মেঘ পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয় এবং যখন পরস্পর সংযোগে মেঘ হইতে বিদ্যুৎ পৃথিবীতে চালিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে জলকণাও পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয়। আবার পৃথিবীর বিদ্যুৎ কম হইলে জলকণাগুলি মেঘ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে থাকে। বাষ্পীয়স্তম্ভ স্বচ্ছ বলিয়াই জলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

জলস্তম্ভন (ক্লী) জলং স্তভ্যতে ঽনেন, স্তম্ভ-করণে ল্যুট্ জলস্য স্তম্ভনং বা। মন্ত্রাদি দ্বারা জলগতি প্রভৃতি নিবারণ। জলস্তম্ভনের মন্ত্র, "ওঁ নমো ভগবতে জলস্তম্ভয় স্তম্ভয় সংসমংসকে কক্ কচয়" (গরুড়পু° ১৯৭) দুর্য্যোধন জলস্তম্ভন-বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কুরুপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য নিহত হইলে দুর্য্যোধন জলস্তম্ভন করিয়া দ্বৈপায়নহ্রদে লুক্কায়িত ছিলেন। (ভারত শল্য ২৯ অ°)

জলস্থা (স্ত্রী) জলে জলবহুলপ্রদেশে তিষ্ঠতি, স্থা-ক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ গণ্ডদূর্ব্বা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ জলস্থিত।

"যথা জলস্থ আভাসো জলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন তথা সূর্য্যো জলস্থেন দিব স্থিতঃ॥" (ভাগ° ৩।২৭।১২)

জলস্থান (ক্লী) জলাশয়।

জলস্থায় (পুং) জলস্থান, সরোবর।

জলহ (ক্লী) জলেন হন্যতে, হন-ড। ক্ষুদ্র জলযন্ত্রগৃহ। (ত্রিকাণ্ড)

জলহরণ (ক্লী) জলস্য হরণং ৬তৎ। ১ জলের স্থানান্তরানয়ন, অন্য স্থলে জল লইয়া যাওয়া। ২ ছন্দোভেদ, ইহার চারি চরণে ৩২টী অক্ষর থাকে।

জলহস্তিন্ (পুং) জলে হস্তীব ৭তৎ। জলস্থিত হস্তীবিশেষ, জলহাতী। বৃহদাকার একপ্রকার সামুদ্রিক জীব। এই অদ্ভুত জীবের নাসিকার অগ্রভাগে শুণ্ড থাকায় ইহাকে জলহস্তী বলে। ইংরাজীতে Sea-Elephant এবং বৈজ্ঞানিক নাম Macrorhinus proboscidens.

আট্‌লান্টিক মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগরে, দক্ষিণ অক্ষা° ৩৫° হইতে ৫৫° মধ্যে জলহস্তী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টী দাঁত, উপর পাটীতে ১৬ এবং নীচের পাটীতে ১৪টী।

জলহস্তী।

যখন ইহারা নিদ্রা যায়, ইহাদের নাসিকা ও শুণ্ড সঙ্কুচিত থাকে, মুখখানি অতি বৃহৎ দেখায়। কেহ উত্তেজিত করিলে ইহারা প্রবলবেগে নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, সেই সঙ্গে শুঁড়ও বাড়িয়া নলাকারে এক ফুট বিস্তৃত হয়। জলহস্তিনীর শুঁড় হয় না। ইহারা মাংসাশী স্তন্যপায়ী জীব মধ্যে গণ্য।

জলহস্তী এক একটা ১৮ হইতে ২৫ ফিটের উপর বড় হয়। জলহস্তিনীর আকার ছোট। এত বড় বলিয়াই জলহস্তী দ্রুত চলিতে পারে না। কেহ আক্রমণ করিতে আসিলে ইহারা থপ্ থপ্ করিয়া চলিতে থাকে, তেলের কুপার মত পেটও নড় বড় করে, খানিক দূর গিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। স্বভাবতঃই ইহাদের চক্ষু নীলাভ সবুজ, কিন্তু কেহ আক্রমণ করিতে আসিলে লাল জবাফুলের মত হইয়া উঠে।

জলহস্তিনী ও তাহার শাবকের স্বর অনেকটা গোচকের ডাকের মত, কিন্তু বৃহদাকার জলহস্তীর ডাক অতি ভয়ানক, শুঁড়ের ভিতর দিয়া যখন শব্দ বাহির হয়, তখন অনেক দূর হইতেও সে শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

ইহারা নদী, হ্রদ ও জলায় থাকিতে ভালবাসে। কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, এই জন্য যখন তীরে অবস্থান করে, প্রায়ই গায়ে ভিজা বালি মাখিয়া থাকে।

অধিক শীত বা অধিক গ্রীষ্ম ইহাদের ভাল লাগে না। এই জন্য ইহারা দলবদ্ধ হইয়া শীতের প্রারম্ভে উষ্ণপ্রধান উত্তরাঞ্চলে উঠিয়া আসে, আবার গ্রীষ্মের প্রারম্ভে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া যায়।

গ্রীষ্মের পরই জলহস্তিনী সন্তান প্রসব করে। কাহারও মতে এককালে একটী, কাহারও মতে দুইটী শাবক জন্মে। সেই নবজাত শিশু এক একটী ওজনে প্রায় এক মণ।

প্রসূত হইবার পর সমুদ্রকূলে জলহস্তিনীগণ স্ব স্ব শাবকের পার্শ্বে শুইয়া স্তন্য দান করিতে থাকে, জলহস্তিগণ চারি পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। শাবকগণ ৮ দিনের মধ্যে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। তৎপরে পুরুষ ও স্ত্রীগণ সকলে মিলিয়া সাগরে গিয়া শাবকদিগকে সাঁতার শিখাইতে থাকে। দুই তিন সপ্তাহ পরে আবার শাবক লইয়া সকলে তীরে উঠিয়া আসে। যতদিন না আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তত দিন শাবক মাতার নিকট থাকে। ২।৩ বর্ষ মধ্যেই পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়, এই সময়ই পুরুষগণের শুঁড় বাহির হইয়া থাকে।

শুঁড় বাহির হইলে শাবকেরা আর জলহস্তিনীর কাছে থাকিতে পায় না। শুঁড় উঠিলেই ইহাদের যৌবন বিকাশ হয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহ সঙ্গম করে না। সঙ্গমকাল হইলে পুরুষগণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যে জলহস্তী বীর্য্যবলে সকলকে পরাজয় করিতে পারে, সেই স্ত্রীসহবাস করিতে পারে। এই জন্য অনেক বানরীর মধ্যে যেমন এক একটা বীর থাকে, সেইরূপ ১৯।২০টা জলহস্তিনীর মধ্যে এক একটা "বীর জলহস্তী" দেখা যায়। সংগ্রামকালে ইহারা কখন স্বজাতিকে বিনাশ করে না, যে পরাজিত হয়, সে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কোন এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া মনোদুঃখে অতিবাহিত করে।

এই জীব স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতি। আপনাদিগের ও শাবকদিগের প্রাণরক্ষা ব্যতীত ইহারা কখন মানবকে আক্রমণ করে না। যত্ন করিলে ইহারা বেশ পোষ মানে এবং প্রতিপালক ডাকিলে বহুদূরে থাকিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হয়। নাবিকেরা এইরূপ পোষা জলহস্তীর উপর চড়িয়া খেলা করিয়া থাকে। ইহারা ৩০।৩২ বর্ষ জীবিত থাকে।

জলহস্তীর মাংস কৃষ্ণবর্ণ, তৈলাক্ত এবং অজীর্ণকর। নাবিকেরা ইহাদের দন্ত লবণে জরাইয়া রুচিকর ও উপাদের খাদ্য বোধে আহার করে। জলহস্তীর চর্ম্ম অতি কঠিন, ইহাতে ঘোড়া ও গাড়ীর উত্তম সাজ প্রস্তুত হয়। ইহার তৈল বিশেষ উপকারী, সেই জন্যই এই জীব ধরা হয়।

জলহস্তীর ন্যায় সমুদ্রে জলভল্লুক, জলব্যাঘ্র ও জলসিংহ প্রভৃতি দেখা যায়। ইহারা সকলেই এক জাতীয়। কেবল মুখের আকার ও দেহের পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। আমেরিকা, কাম্‌চাট্‌কা ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে জলভল্লুক দেখা যায়। ইহারা বসন্তকালে কেবল তীরে থাকে, এই সময়ই ইহাদের সঙ্গম ও গর্ভধারণ কাল।

জলহস্তীর মত এক একটী জলভল্লুক ৭০।৮০টী স্ত্রী লইয়া উপভোগ করে। সেই ভল্লুকীদিগের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, কিন্তু যখন সে আপনার প্রণয়িনীগণে পরিবৃত হইয়া অপর কোন দলের নিকট উপস্থিত হয়, তখন উভয়দলে ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধে। স্বভাবতঃ ইহারা সমুদ্রতীরে শান্ত গাভীর মত আনন্দে চরিয়া বেড়ায়, কিন্তু আহত হইলে ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে।

জলহস্তী অপেক্ষা জলভল্লুক অনেক ছোট ৫।৬ ফিটের বেশী বড় হয় না। ইহাদের গায়ে বড় বড় লোম জন্মে, তাহাতে উত্তম শীত বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

দক্ষিণ সেট্‌লণ্ডদ্বীপে জলব্যাঘ্র দেখা যায়। ইহারা ভীষণ

জলব্যাঘ্র।

হিংসাসী, ইহাদের গায়ে চিতাবাঘের মত ডোরা থাকে। আকারে জলভল্লুক অপেক্ষা বড়। ইহাদের ৩২টী দাঁত থাকে।

এসিয়া, রুষিয়া ও আমেরিকার পার্শ্ববর্ত্তী শীতপ্রধান সমুদ্রে জলসিংহ দেখা যায়। কখন কাম্‌চাট্‌কা, কখন কিউরাইল্ দ্বীপ, কখন বা বেরিংপ্রণালীতে বেড়াইতে আসে। গ্রীষ্মের শেষে ইহারা আমেরিকার উপকূলাভিমুখে ধাবিত হয়। ইহাদের চর্ম্ম স্থূল, লোম রক্তাভ, পীত বা কৃষ্ণপিঙ্গলাভ বর্ণ; বড় বড় লোমের নিম্নে অতি অল্প পশমী লোম হয়। পুরুষজাতির কণ্ঠ হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কেশর জন্মে। মাথা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উপরের ঠোঁটে বয়স অনুসারে গোঁফ

পজাতীয়। ইহাদের এক একটা ১০।১৫ ফিট্ বড় হয়। ইহাদের স্ত্রীগণ আকারে খর্ব্ব।

জলসিংহ।

এই সমুদ্রজীব অসীম পরাক্রমশালী হইলেও স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গে খেলা করিয়া বেড়ায়। কিন্তু কোন প্রকারে আক্রান্ত হইলে ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকে এবং দলে দলে আসিয়া ভীম পরাক্রমে বিপক্ষকে আক্রমণ করে। ইহাদেরও মধ্যে এক একটী জলসিংহ বহু স্ত্রী লইয়া উপভোগ করে। যাহার পরাক্রম অধিক, সেই অপরাপর পুরুষকে জয় করিয়া তাহার উপভুক্ত স্ত্রীগুলি অধিকার করে। জলসিংহ বৃদ্ধ হইলে স্বজাতীয় কেহ তাহাকে আর গ্রাহ্য করেনা, তাহাকে মারিয়া দল হইতে তাড়াইয়া দেয়। সেও একাকী নির্জ্জনে পড়িয়া কাতরাইতে থাকে।

জলহার (ত্রি) জলং হরতি হৃ-অণ্। ১ জলহরণকারী। ২ জলবাহক, ভারী। স্ত্রীলিঙ্গে গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্।
"শিরসা ধৃতকুম্ভাভির্বদ্ধৈরপ্রস্তনাম্বরৈঃ।
যমুনাতীরমার্গেন জলহারীভিরাবৃতঃ॥" (হরিব° ৬১ অঃ)

জলহারক (ত্রি) জলং হরতি-হৃ-ণ্বুল্। জলবাহক।

জলহারিন্ (ত্রি) জলং হরতি হৃ-ণিনি। জলবাহক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্।
"শান্তিরিদং শরীরমারাম ইব জলহারিণীভিঃ কেদারইব।" (সুশ্রুত)

জলহাস (পুং) জলানাং হাসইব শুভ্রত্বাৎ। সমুদ্রের ফেনা। (ত্রিকাণ্ড)

জলহোম (পুং) জলে ক্ষিপ্তঃ হোমঃ ৭তৎ। জলে প্রক্ষিপ্ত বৈশ্বদেবাদির হোমভেদ। বৈশ্বদেবাদির উদ্দেশে জলে আহুতি প্রদান। [হোম দেখ।]

জলহ্রদ (পুং) জলপ্রচুরো হ্রদঃ। জলবহুল হ্রদ, অনেক জলযুক্ত হ্রদ, জলাশয়। জলহ্রদস্তেদং শিবাদিত্বাদণ্ জালহ্রদ স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

জলা (দেশজ) জলপ্লাবিত স্থান।

জলাকর (পুং) জলস্য আকরঃ। সমুদ্র, নদী, প্রস্রবণ।

জলাকা (স্ত্রী) জলে আকায়তি প্রকাশতে আ-কৈ-ক টাপ্। জলৌকা, জোঁক। (শব্দর°)

জলাকাশ (পুং) জলপ্রতিবিম্বিতঃ জলাবচ্ছিন্নঃ আকাশঃ। জলপ্রতিবিম্বযুক্ত জলবিশিষ্ট আকাশ।
"জলাবচ্ছিন্নখে নীরং যৎতত্র প্রতিবিম্বিতঃ।
সাভ্রনক্ষত্রআকাশো জলাকাশ উদীর্য্যতে॥" (শব্দার্থচি°)
আকাশের রূপ নাই। যে বস্তুর রূপ নাই, তাহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। এই জন্য নক্ষত্র ও মেঘযুক্ত বলিয়া জলাকাশ নাম হইয়াছে। [আকাশ দেখ।] মেঘ ও নক্ষত্রযুক্ত আকাশ।

জলাক্ষী (স্ত্রী) জলং অক্ষোতি ব্যাপ্নোতি অক্ষ-অচ্। জলপিপ্পলী। (শব্দর°)

জলাখু (পুং) জলে আখুরিব। জলনকুল, জলমার্জ্জার, উদ্বিড়াল।

জলাকাঙ্ক্ষ (পুং) হস্তী।

জলাঞ্চল (ক্লী) জলং অঞ্চতি ব্যাপ্নোতি অঞ্চ-বাহুলকাৎ অলচ্। ১ শৈবাল। জলে অঞ্চলঃ বস্ত্রপ্রান্তইব। ২ স্বভাবতঃ জলনির্গম, আপনা আপনি জল বাহির হওয়া।

জলাঞ্জলি (পুং) জলপূর্ণো অঞ্জলিঃ। ১ জলের অঞ্জলি, অঞ্জলিপ্রমাণ জল, দাহের পর প্রেতের প্রীত্যর্থে জলদান। ২ তর্পণ, জলক্রিয়া। "কুপুত্রমাসাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ।" (চাণক্য°) প্রেত সংস্রবের ন্যায় বস্তু বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।
"বাষ্পৈর্জলাঞ্জলিং দত্বা দুঃখায় চ সুখায় চ" (রাজত° ৪।২৮৪)

জলাটন (পুং) জলে অটতি ভ্রমতি অট-ল্যু। কঙ্কপক্ষী। [কঙ্ক দেখ।]

জলাটনী (স্ত্রী) জলে অটতি ভবতি অট-ল্যু স্ত্রিয়াং ঙীষ্। জলৌকা।

জলাণুক (ক্লী) জলে অণুরিব কায়তি কৈ-ক। পোতাধান। মাছের পোনা।

জলাণ্টক (পুং) জলে অণ্টতে ইতস্ততো ভ্রমতি অণ্ঠ-ণ্বুল্। পৃষোদরাদিত্বাৎ ঠস্য টঃ। নক্ররাজ, গ্রাহ। (হারা°)

জলাণ্ডক (ক্লী) জলে অণ্ডমিব কায়তি কৈ-ক। পোতাধান। মাছের পোনা। (শব্দর°)

জলাতঙ্ক, রোগবিশেষ। (Hydrophobia) সুশ্রুতে এই রোগ জলত্রাস নামে বর্ণিত*। কোন ক্ষিপ্ত পশুর লালা শরীর মধ্যে

* সুশ্রুত লিখিয়াছেন—
"দংষ্ট্রিণা যেন দষ্টস্তু তচ্চেষ্টং যদি পশ্যতি।
অপ্সু বা যদি বাদর্শে রিষ্টং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥
ত্রস্যত্যকস্মাদ্যোঽভীক্ষ্ণং দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বাপি বা জলম্।
জলত্রাসন্তু বিদ্যাত্তং রিষ্টং তদপি কীর্ত্তিতম্॥

প্রবিষ্ট হইলে এই রোগ হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় জলপান করিবার কালে কণ্ঠদেশে এত প্রচণ্ড আক্ষেপ উপস্থিত হয় যে, সময় সময় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়, ক্রমে ইহার প্রকোপ এত প্রবল হয় যে জল কথাটী মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্রই এই রোগের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। জল দেখিলে অথবা জলের নাম শুনিলেই মনোমধ্যে অতিশয় ভীতি জন্মে, এই জন্যই এই রোগকে জলাতঙ্ক কহে। মনুষ্য-শরীরে কোন ক্ষিপ্ত পশুর লালা প্রবেশ না করিলে তাহারা কখনই এই রোগে আক্রান্ত হয় না। প্রবল অপস্মার বায়ুরোগেও সময় সময় জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা জলাতঙ্ক নহে। অন্যান্য পশুগণ নৈসর্গিক কারণে এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে কিনা তাহা এখন পর্য্যন্ত নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। কিন্তু কুকুর অন্য কোন ক্ষিপ্তপ্রাণী কর্ত্তৃক দষ্ট না হইলে যে এই রোগে আক্রান্ত হয় না, তাহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। যতদূর পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে সকল প্রাণীই এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ব্যাঘ্র, শৃগাল, বিড়াল ও কুকুর ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী এই রোগ সংক্রামিত করিতে পারে না। মনুষ্য এই রোগে আক্রান্ত হইলে ইতর প্রাণীর ন্যায় অন্যকে দংশন করিতে উত্তেজিত হয় না।

মনুষ্য-শরীরের কোন ক্ষত স্থানে কোন ক্ষিপ্ত প্রাণীর লালা সংশ্লিষ্ট হইলে এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। ক্ষিপ্ত পশু-দষ্ট সমস্ত স্থানই বিষাক্ত না হউক; অতি অল্পস্থান বিষাক্ত হইলেই এই রোগ জন্মিতে পারে। সকল পশুর লালা একরূপ বিষাক্ত নহে। ক্ষিপ্ত কুকুরাপেক্ষা ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের লালা অধিকতর সাংঘাতিক। একটী কুকুরে ২১ জন লোককে দংশন করিয়াছিল, তন্মধ্যে কেবলমাত্র একব্যক্তি জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়; কিন্তু একটী ব্যাঘ্রে ১৭ জনকে দংশন করিয়াছিল, তন্মধ্যে ১০ জন জলাতঙ্কে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই রোগ পশুদিগকেই বেশী আক্রমণ করে, মনুষ্যগণ অতি অল্পই এই রোগে আক্রান্ত হয়।

শরীর মধ্যে ক্ষিপ্ত প্রাণীর লালা প্রবিষ্ট হইলে ঠিক এক সময়ে সকলের জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। কেহ কোন ক্ষিপ্ত প্রাণী কর্ত্তৃক দষ্ট হইবার পর ষোড়শ দিবসে, কেহ বা অষ্টাদশ দিবসে, আর কেহ বা অষ্টষষ্টিতম দিবসে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়। লালা প্রবেশের পর এই রোগে কখন যে আক্রান্ত হইতে হইবে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই; তবে সাধারণতঃ দষ্ট হইবার পর ৩০ ও ৪০ দিবসের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কিন্তু স্থল বিশেষে ১৮ মাস পরেও ইহার প্রকোপ দেখা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, কোন ক্ষিপ্ত প্রাণী কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া যদি ঔষধ প্রয়োগ করা না হয়, তবে দুই বৎসর অতীত না হইলে জীবনের ভয় বিদূরিত হয় না। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, দংশনের পর দ্বাদশবর্ষে কোন কোন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

কেহ ক্ষিপ্ত প্রাণী কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে আরোগ্য লাভও করিতে পারেন, ইহা কোন দুশ্চিকিৎস্য রোগ নহে। জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ক্ষতস্থান রক্তবর্ণ হয় ও স্ফীত হইয়া উঠে; তথায় অতিশয় বেদনা অনুভূত হয়; তথাকার স্নায়ুদেশের সর্ব্বত্রই এরূপ বেদনা অনুভূত হয় যেন সকল স্থানই বিষম ক্ষতে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পরে রোগী শিরঃপীড়ায় ব্যথিত হয়, তাহার শরীর সর্ব্বদাই অসুস্থ থাকে, ক্ষুধা থাকে না এবং কোন তরল পদার্থ দেখিলেই ঘৃণা ও ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। এরূপ অবস্থায় জানা যায় যে রোগী জলাতঙ্কে আক্রান্ত হইয়াছে। লক্ষণগুলি একবার প্রকাশিত হইলে অতি শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমে জল দেখিলেই তাহার শ্বাসরোধ হয়, শেষে জলের নাম মনে হইলেই কিম্বা এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে জল ঢালিবার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তাহার বোধ হয় যেন তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। পরিশেষে এমন হয় যে, জলরাশি উপরিভাগের ন্যায় পরিদৃশ্যমান কোন চাকচিক্যশালী ধাতুময় পাত্র দেখিলেই তাহার মৃত্যুকালীন শ্বাসরোধ যন্ত্রণা অনুভূত হয়। প্রথমে কোন দ্রব্য পানকালে অথবা ভোজনকালে শিরা-কর্ষণ জন্মে, ক্রমে ক্রমে উহা স্নায়বিক উত্তেজনায় পরিণত হয়। রোগী সর্ব্বদাই অস্থির ও ভীতিবিহ্বল অবস্থায় থাকে, তাহার চক্ষু চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষিপ্ত হয় এবং রোগী অনবরত প্রলাপ বকিতে থাকে। রোগের বৃদ্ধির সহিত তাহার শারীরিক আক্ষেপও বৃদ্ধি হয়। অতি মৃদু শব্দ এমন কি নিশ্বাসের শব্দেই তাহার শিরা-

---

অদৃষ্টো বা জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি।
প্রসুপ্তোঽথোত্থিতো বাপি স্বস্থস্তো ন সিধ্যতি॥"

(সুশ্রুত কল্প ৬ অঃ)

যে উন্মত্ত পশু (শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি) দংশন করে, দষ্টব্যক্তি জলে বা আদর্শে যদি সেইরূপ পশু দেখে, তবে তাহা অতিশয় দুর্লক্ষণ। জলে দেখিয়া বা জলের নাম শুনিয়া যে রোগী ভয় পায়, তাহাকে জলত্রাস বলা যায়। এটীও অতি দুর্লক্ষণ। পুর্ব্বোক্ত উন্মত্ত পশুদ্বারা দষ্ট না হইয়াও যদি জলত্রাস জন্মে, সে রোগী কখন রক্ষা পায় না। কিম্বা সুস্থ অবস্থায় নিদ্রিত বা জাগ্রত হইয়াই সহসা জলত্রাস জন্মিলেও রোগী রক্ষা পায় না।

কর্কশ উত্তেজিত হইয়া উঠে, নাড়ীর গতি দ্রুততর হয়, শিরঃপীড়ার ও অস্থিরতাবার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শ্লেষ্মাধিক্য-প্রযুক্ত রোগীর নিশ্বাসক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়, এই হেতু রোগী পূর্ব্ব হইতে যে শ্বাসরোধ অনুভব করিয়া আসিতেছিল, তাহার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত এবং সুচারুরূপে নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য রোগী কাসিতে আরম্ভ করে এবং কর্কশ ও উচ্চ শব্দ করিতে থাকে। এই জন্ত লোকে মনে করে, যে প্রাণী কর্ত্তৃক দষ্ট হয়, রোগী শেষে সেই প্রাণীর ন্তায় রব করে। কেহ গুরুতর পরিশ্রমের পর যেরূপ নিদ্রাভিভূত হয়, জলাতঙ্করোগী জীবনের শেষ কয়েকঘণ্টা সেইরূপ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়; কোন কোন রোগী নিদ্রিত না হইয়া অতিশয় স্থিরভাবে অবস্থান করে। এই নিদ্রা হইতে উঠিয়াই পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্ভাবে কণ্ঠ অথবা সমস্ত শরীর দুই একবার প্রকম্পিত করিয়াই চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হয়।

জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হইলে পর ৬ দিনের অধিক কাল রোগী জীবিত থাকে না, সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

জলাতঙ্ক রোগী সহজে অতি কঠিন পদার্থ ভক্ষণ করিয়া ফেলে। বিড়াল কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া যাহারা জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়, জলের প্রতি তাহাদের ঘৃণা অপেক্ষাকৃত অল্প।

জলাতঙ্কের প্রকৃত তত্ত্ব এখনও অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই, সুতরাং কিরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলে ইহা শান্ত হইতে পারে, তাহাও স্থিরীকৃত হইতে পারে নাই। সাধারণতঃ যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহাদের এই ব্যাধি দূর করিবার শক্তি নাই, তবে উপসর্গ গুলি সময় সময় হ্রাস করিতে পারে। অহিফেন ব্যবহারে কতক উপসর্গ দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু জীবন রক্ষা করিতে পারে না। রক্তমোক্ষণ করিলে প্রকম্পন হ্রাস হইতে পারে এবং হাইড্রো-সাইএনিক আসিড (Hydrocyanic acid) ব্যবহার করিলে উপসর্গগুলি কয়েকদিন নিশ্চেষ্ট থাকে। যদি কুফল উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই বিষাক্ত লালা ক্ষতস্থান হইতে বিদূরিত করা যায়, তাহা হইলেই এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে। ক্ষত স্থান ছেদন করাই বিশিষ্ট উপায়—বিশেষ সতর্কতার সহিত ক্ষত স্থানের শেষ অংশ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করা উচিত, কারণ সামান্ত পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থ থাকিলেও রোগীর জীবনের অধিক আশা করা যাইতে পারে না। যদি ক্ষত অধিক স্থানব্যাপী হয়, কিম্বা যদি কোন বিশেষ আবশ্যক শারীরিক যন্ত্রের নিকটবর্ত্তী হয়, তবে সে স্থান ছেদন না করিয়া নাইট্রিক এসিড (Nitric acid) প্রভৃতির ন্তায় কোন দাহক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। অথবা যে পর্য্যন্ত কোন ঔষধাদি প্রয়োগ করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সতর্কতার সহিত ক্ষত স্থান পুনঃ পুনঃ ধৌত করা উচিত। ৪ কিম্বা ৫ ফিট্ উচ্চ স্থান হইতে ৯০° কিম্বা, ১০০° ডিক্রী উষ্ণ জল ক্ষতোপরি ঢালিয়া, ২।৩ ঘণ্টাকাল ধৌত করিতে হয়। যে কোন ক্ষিপ্ত প্রাণী কর্ত্তৃক দষ্ট হইলেই জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ অধিকাংশ রোগী কুকুর দংশনেই উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়।

কুকুর-দষ্ট জলাতঙ্ক-রোগী অতিশয় বিষণ্ণ ও কর্কশভাষী হয়, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়ায়, যাহা সম্মুখে পায় তাহাই দংশন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া অন্তদিকে যাইয়া কাহাকেও দংশন করিতে চেষ্টা করে না এবং সর্ব্বদাই ঘাস, তৃণ, কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি চর্ব্বণ করে। এইরূপ জলাতঙ্করোগী পূর্ব্বে যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিত, পরেও প্রায় সেইরূপ ব্যবহার করে।

ক্ষিপ্ত কুকুর জল দেখিয়া ভীত হয় না। ইহারা জল পানও করে এবং জলে সন্তরণও করে। কুকুর এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যতই মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হয়, ততই ভীষণ হইতে আরম্ভ করে, চারিদিকে যাহা পায় তাহাই দংশন করিতে চেষ্টা করে এবং ইহাদের মুখ হইতে অনবরত ফেন নির্গত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে মনুষ্যগণ যতদিন জীবিত থাকে, কুকুরও ততদিন জীবিত থাকিতে পারে।

কুকুরে কামড়াইলে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী লোকেরা গোন্দলপাড়ায় চিকিৎসা করাইতে যায়। (সুশ্রুতে কল্পস্থানে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে জলাতঙ্কের চিকিৎসা বর্ণিত আছে।)

জলাত্মিকা (স্ত্রী) জলমেব আত্মা যস্যাঃ। ১ জলৌকা। ২ কূপ।

জলাত্যয় (পুং) জলস্যাত্যয়ো যত্র বহুব্রী। ১ শরৎকাল। জলানাং অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ জলের অপগম।

জলাধার (পুং) জলানাং আধারঃ ৬তৎ। জলাশয়।

"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকোঽপ্যনেকস্তু জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥" (যাজ্ঞ° ৩।১৪৪)

জলাধিদৈবত (পুং ক্লী) জলস্য অধিদৈবতং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ১ বরুণ। (হলায়ুধ) জলং অধিদৈবতং যস্য। ২ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র। (জ্যোতিষ)

জলাধিপ (পুং) জলস্য অধিপঃ ৬তৎ। ১ জলের অধিপতি বরুণ।

"নাশক্নোদগ্রতঃ স্থাতুং বিপ্রচিত্তের্জলাধিপঃ।" (হরিব° ২৫২ অঃ)

২ বৎসরবিশেষে রবি প্রভৃতি গ্রহও জলপতি হন।

জলাম্বুক (পুং) জলমেবাম্বো ভূমণ্ডলস্য সীমা যত্র কপ্। ১ সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে একটী সমুদ্র।

"লবঙ্গেষুজলালপির্দ্দিষ্ঠিহৃদজলাস্তকাঃ।" (ত্রিকাণ্ড°)

২ সত্যভামার গর্ব্ভজাত কৃষ্ণের এক পুত্র। (হরিবং ১৬৩ অঃ)

জলাপাত (পুং) জলস্য আপাতঃ। উচ্চস্থান হইতে প্রবল বেগে জলপতন। [প্রপাত দেখ।]

জলাম্বর (পুং) একজন বোধিসত্ত্ব, পূর্ব্ব জন্মের নাম রাহুলভদ্র।

জলাম্বিকা (স্ত্রী) জলস্য অম্বিকা মাতাইব। কূপ। (হারা°) কোন কোন স্থলে জলাম্বিকা এই পাঠ আছে।

জলাম্বুগর্ভা (স্ত্রী) গোপার পরজন্মের নাম।

জলায়ুকা (স্ত্রী) জলমায়ু রস্যাঃ কপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সলোপঃ। জলৌকা। [জলৌকা দেখ।]

"জলমাসামায়ুরিতি জলায়ুকা।" (সুশ্রুত)

জলার্ক (পুং) জলপ্রতিবিম্বিতোঽর্কঃ। জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য।

"প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষঃ নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্ত্তৃত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ জলার্কবৎ॥" (ভাগ° ৩।২৭।১)

জলার্ণব (পুং) জলময়ো ঽর্ণবঃ। ১ জল-সমুদ্র। ২ বর্ষাকাল। (ত্রিকাণ্ড)

জলার্থিন্ (ত্রি) জলং অর্থয়তি অর্থ-ণিনি। জলাভিলাষী, তৃষ্ণার্ত্ত, পিপাসাকুল।

জলার্দ্র (পুং) জলেন আর্দ্রঃ সিক্তঃ। ১ আর্দ্র বস্ত্র। (হারা°) (ত্রি) ২ জলসিক্ত, জলে ভিজা।

"পুষ্পাসারৈ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।" (মেঘ)

জলার্দ্রা (স্ত্রী) ১ ক্লিন্ন বস্ত্র। (হেম ৩।৩৪৩) ২ আর্দ্র তালবৃন্ত, ভিজা পাখা। (ধুবিত্রং তালবৃন্তং স্যাতুৎক্ষেপব্যজনঞ্চ তৎ। জলেনার্দ্রং জলার্দ্রা স্যাৎ। বৈজয়ন্তী)

জলাল্উদ্দীন্ পূর্ব্বী, বঙ্গদেশের একজন রাজা। ইনি হিন্দুরাজ কংসের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম জিৎমল, কাহারও মতে যদু। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাহারও মতে, ইনি এক মুসলমান রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের উপর বিলক্ষণ আস্থা ছিল। কিন্তু মুসলমান হইবার পর হিন্দুগণের উপর বিলক্ষণ অত্যাচার করিতে থাকেন। কিন্তু মুসলমান প্রজাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন, এই জন্য তিনি মুসলমানগণের নিকট "নৌসেরবান্" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭ বর্ষ রাজত্বের পর ১৪১০ খৃষ্টাব্দে ইনি পুত্র আহ্মদকে রাজ্য দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জলাল্উদ্দীন্ সযুতি, মিশরদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম রহমানবিন্ আবুবকর। প্রবাদ এইরূপ, ইনি চারিশত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুর্‌রমন্সুর, তফসীর্ জলালইন্, লুবহুউল্ নুয়ব্, জামাউল্‌জাওয়ামা, কস্ফুস্-সল্সলা-উন্-বস্‌ফুল জলজলা এই কয়খানি প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত পুস্তকখানিতে ৭১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত যত ভূমিকম্প হইয়াছে, তাহার বিবরণ বর্ণিত আছে। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে এই পণ্ডিতের মৃত্যু হয়।

জলাল্উদ্দীন্ ফিরোজ খিল্জী [ফিরোজশাহ খিল্জী দেখ।]

জলাল্উদ্দীন্ মহম্মদ অক্বর [অক্বর দেখ।]

জলাল্বুখারী সৈয়দ, একজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত। সৈয়দ মহম্মদ কবীরের বংশধর এবং সৈয়দ মহম্মদ বুখারীর পুত্র। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট্ শাহজহান্ ইহাকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। সম্রাটের অনুগ্রহে ইনি সমস্ত ভারতবর্ষের "সদারৎ" এবং ছয় হাজারী মনসবদার পদ লাভ করেন। ইনি অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাতে "রজা" নামে ভনিতা আছে। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে (১০৫৭ হিজরায়) ২৫এ মে তারিখে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

জলালু (পুং) জলজাতা আলুঃ। ১ পানীয়ালু। (রাজনি°)

জলালুক (ক্লী) জলালুরিব কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। পদ্মকন্দ, মৃণালমূল, পদ্মের গেঁড়।

জলালুকা (স্ত্রী) জলে অলতি গচ্ছতি অল-বাহুলকাৎ উক টাপ্। জলৌকা। (শব্দর°)

জলালোকা (স্ত্রী) জলে আলোক্যতে দৃশ্যতে আ-লোক কর্ম্মণি ঘঞ্। জলৌকা। (ভরত)

জলাবর্ত্ত (পুং) জলস্য আবর্ত্তঃ সম্ভ্রমঃ। জলগুল্ম, জলভ্রম, সমুদ্র নদ্যাদি-জলের ঘূর্ণী।

সমুদ্র এবং নদীর স্থানবিশেষে প্রায় সমবেগসম্পন্ন দুইটী স্রোত বিপরীত দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া যদি কোন অল্পপরিসর স্থানে পরস্পর প্রতিহত হয় কিম্বা যদি নানাদিক্ হইতে স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র নিমজ্জিত পর্ব্বত, তট কিম্বা বায়ু-গতিদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তবে সেই স্রোতের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে জলরাশি ঘূর্ণায়মান হইয়া জলাবর্ত্ত উৎপন্ন করে। যে স্থানে জলরাশি সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে, সেই স্থানকেও কেহ কেহ জলাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। সমুদ্রের স্থানে স্থানে জলাবর্ত্তের প্রচণ্ড বেগ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী যুরিপালের আবর্ত্ত, সিসিলি এবং ইটালির মধ্যবর্ত্তী 'সেরিবডিস্' এবং নরওয়ের নিকটবর্ত্তী মেলষ্ট্রম্ নামক আবর্ত্তগুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী বিশালাক্ষীর হ্রদ এদেশে বিখ্যাত।

পূর্ব্বে যে সেরিবডিস্ জলাবর্ত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে,

তাহার জল সর্ব্বদাই ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে এবং যুগপৎ অধিকাংশ স্থলেই মণ্ডলাকার আবর্ত্ত দৃষ্টিগোচর হয়। এই জলাবর্ত্ত এত দূরব্যাপী যে এই স্থানকে একটী বৃত্ত কল্পনা করিলে ইহার ব্যাস ১০০ ফিট্ হইবে। কিন্তু বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হইলে ইহার ব্যাস আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই স্থানের স্রোত অতি প্রবল এবং অনবরত বায়ুর আঘাতে এই ঘূর্ণাবর্ত্ত উৎপন্ন হয়, ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্রোত পর্য্যায়ক্রমে ৬ ঘণ্টা-কাল উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া, পুনরায় ৬ ঘণ্টা দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। চন্দ্রের উদয় ও অস্তের সহিত স্রোতের গতিও পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। যে সময় মন্দ মন্দ বায়ু বহে, তখন যানারোহণপূর্ব্বক এই স্থানে গমন করিলে বিশেষ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু জলের আন্দোলনে যানের সহিত আরোহীদিগকেও আন্দোলিত হইতে হয়; কিন্তু যখন প্রবল বেগে বায়ু বহে, তখন কেহ ক্ষুদ্র যানে আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলে ঘূর্ণায়মান স্রোতের আঘাতোৎপন্ন তরঙ্গবিক্ষোভে যানসহ অতল জলে নিমগ্ন হইতে হয়। কিন্তু বৃহত্তর যান হইলে তরঙ্গ ও স্রোতের বেগে ইটালী-দেশের উপকূলাভিমুখে চালিত হয় এবং তথায় উপস্থিত হইতে না হইতে সিফলা নামক পর্ব্বতে আহত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

ঘূর্ণায়মান জলরাশির ঘাতপ্রতিঘাতে বিভিন্ন প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। পেলোরো অন্তরীপের সন্নিহিত পর্ব্বতে প্রতি-হত হইয়া সেখানকার জলরাশি কুক্কুরের রবের ন্যায় শব্দ উৎপন্ন করে। এই জন্যই বোধ হয়, বহুকাল য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এই উপাখ্যানটী প্রচলিত ছিল যে পেলোরো অন্তরীপের নিকট একটী রাক্ষসী সেই পথগামী নাবিকদিগকে গ্রাস করিবার জন্য কুক্কুর এবং দ্বীপি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা তথায় অবস্থিতি করিতেছে।

নরওয়ে উপকূলবর্ত্তী জলরাশি একটী প্রবাহে প্রবলবেগে পর্য্যায়ক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহিত বায়ু কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইলে জলরাশি সংক্ষুব্ধ হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপন্ন করে, সে শব্দ সমুদ্র হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত শ্রুত হয়। এই ঘূর্ণাবর্ত্তের নাম মেলষ্ট্রম্। বায়ুর প্রকোপ না থাকিলে যানাদি নির্ব্বিঘ্নে সে স্থান দিয়া গমনা-গমন করিতে পারে, কিন্তু প্রবল বাত্যা হইলে জাহাজাদি সে স্থান হইতে দূরে রক্ষা করা উচিত, নতুবা স্রোত-বেগে ঘূর্ণাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া অতল জলে নিমগ্ন হয়, নতুবা নষ্ট হইয়া যায়। সে স্থানের জলের বেগ এত অধিক যে, তিমি ও অন্যান্য নানাবিধ মৎস্য মৃত অবস্থায় উপকূলে অনেক সময় দৃষ্ট হয়।

অর্কনি দ্বীপপুঞ্জমধ্যস্থ জলাবর্ত্তগুলি বায়ু এবং প্রবাহের পরস্পর ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন। কিন্তু এই স্থানের আবর্ত্তগুলি সঙ্কটজনক নহে। এক খণ্ড কাষ্ঠ কিম্বা তৃণরাশি এই জলাবর্ত্তে নিক্ষেপ করিলে জলের ঘূর্ণায়মান গতি বিদূরিত এবং জল সহজ অবস্থাপন্ন হয়। সুতরাং নৌকারোহণে এই স্থান দিয়া যাইতে হইলে পূর্ব্বে এক খণ্ড কাষ্ঠ কিম্বা কিছু তৃণ জলে নিক্ষেপ করিলে নির্ব্বিঘ্নে এই জলাবর্ত্ত অতিক্রম করা যাইতে পারে।

নদীজলে যে আবর্ত্ত হয়, তাহা মণ্ডলাকারে প্রবাহিত হইতে থাকে। নদীজলের স্তরের কোন অংশ নত হইলে অথবা সঙ্কীর্ণ হইলে স্রোত নদীরেখার সহিত সমান্তরাল অবস্থায় যাইতে পারে না, পক্ষান্তরে অসরল ভাবে মধ্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া মণ্ডলাকারে প্রবাহিত হয় এবং নদীর উপরিভাগের জলরাশি তট কর্ত্তৃক প্রতিক্ষিপ্ত হয়। এই তটও অসমান্তরাল স্রোতের মধ্যস্থিত জলরাশি ভিন্ন ভিন্ন জল দ্বারা চালিত হয়। এই বক্ররৈখিক গতি হেতু স্রোতের মধ্যাপসারী গতি উৎপন্ন হয়, এই জন্য আবর্ত্তের কেন্দ্রস্থলের জলরাশি নদীর উপরিভাগের জলরাশির সহিত সমতল নহে।

মনে কর, কোন নদীর নিম্নস্তর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে, সেই স্থানের এক পারে ক বিন্দু অপর পারে খ বিন্দু কল্পনা কর এবং তন্নিকটবর্ত্তী যে স্থানে নদী অতিশয় সূক্ষ্মায়তন তথায় ক´ খ´ বিন্দু কল্পনা কর। নদীর আকৃতিও স্রোতের গতিতে তটের ক ক´ অংশ দ্বারা কতকাংশে জলের প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয়, নিকটবর্ত্তী জলাপেক্ষা অধিক উচ্চ হইয়া উঠে এবং তথায় প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া র্ক গ অভিমুখে চালিত হয়। জলের সাধারণ ধর্ম্মানুসারে ক খ স্থানের জলরাশির বেগ অপেক্ষা সূক্ষ্ম খণ্ডের জলের বেগ অধিক হয়। ক গ গ´ স্থানের জলরাশি ক ক´ গ অভিমুখে ধাবিত হয় এবং ঘ স্থান হইতে জল তথায় আগমন করে। এইরূপে ক´ গ অভিমুখে একটী স্রোত প্রবাহিত হয় এবং ঘ বিন্দু হইতে গ র্ক এবং গ হইতে ক গ´ অভিমুখে জল যাতায়াত করে। এই বিভিন্ন প্রসারী স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে জলরাশি মণ্ডলাকারে ঘূর্ণায়মান হয়। এইরূপে নদীর কোন স্থানে সর্ব্বদাই জলাবর্ত্তের কার্য্য হইতেছে এবং এই জলাবর্ত্ত কেবলমাত্র সেই স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া নদীর স্বাভাবিক স্রোতে আরও কিয়দ্দূর অনুভূত হয়।

ক গ চিহ্নিত মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের আকৃতির সদৃশ হইলে নদীর অপর পারেও ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে পারে ও চিহ্নিত স্থান যদি সঙ্কীর্ণায়তন হয়, তবে তথা হইতে র্ক গ´ প্রবাহ-প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া জলাবর্ত্ত উৎপন্ন করিতে পারে। এই কারণেই যদি নদীর প্রস্থ অতি অল্প পরিসর হয় এবং তথায় কোন সেতু স্থাপিত হয়,

স্তরে সেই সেতুর স্তম্ভের নিকট আবর্ত্ত উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত আবর্ত্তের নিম্ন স্তরগুলি তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্তরগুলি অপেক্ষা অতি অল্প পরিমাণেই বিরুদ্ধ বলের প্রতিরোধ করিতে পারে। এই সমস্ত স্তরের নীচে যে জল আছে, তাহা জলের সাধারণ ধর্ম্মানুসারে সমতল অবস্থায় থাকিবার জন্ত ঊর্দ্ধমুখকালে মৃত্তিকা প্রভৃতি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে এবং সময় সময় সেতু প্রভৃতির স্তম্ভাদিও ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত করে।

নদীর নিম্নস্তরগুলি সর্ব্বত্র সমান নহে; কোন স্তর অপেক্ষাকৃত নিম্ন, কোন স্তর অপেক্ষাকৃত উচ্চ। স্তরের উচ্চতা ও নিম্নতার তারতম্যানুসারে অপেক্ষাকৃত উন্নত স্থান হইতে জলের গতি প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া জলাবর্ত্ত উৎপন্ন হইতে পারে। এই প্রবাহ পরে অসরলভাবে ঊর্দ্ধগামী হয় এবং তরঙ্গাকারে উপরে উঠিতে থাকে। এইরূপ যদি কখন কোন স্থান হঠাৎ নিম্ন হইয়া যায়, তবে সে স্থানেও জলাবর্ত্ত উৎপন্ন হইতে পারে।

জলাশয় (পুং) জলস্ত আশয়ঃ আধারঃ। ১ জলাধার, সমুদ্র, নদ, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি। [পুষ্করিণী দেখ।]

"ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।

ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে॥" (মনু ৪।১২৯।)

(ক্লী) জলে জলবহুলপ্রদেশে আশেতে শী-অচ্। ২ উশীর। ৩ লামজ্জক তৃণ। (রাজনি॰) ৪ শৃঙ্গাটক। (ত্রি) ৫ জলশায়ী।

"রুরুবানরসিংহাংশ্চ মহিষাংশ্চ জলাশয়ান্।" (ভার॰ ৩।১৪৩।৫৪)

জলাশয়া (স্ত্রী) গুণ্ডালা বৃক্ষ। (রাজনি॰)

জলাশ্রয় (পুং) জলে জলপ্রচুরপ্রদেশে আশ্রয়ো উৎপত্তিস্থানং যস্ত। বৃত্তগুণ্ডতৃণ।

জলাশ্রয়া (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ শূলীতৃণ। ২ বলাকা (রাজনি॰)

জলাষ (ক্লী) জায়তে জল-ড জঃ লাষো-২ভিলাষো যত্র অর্শাদিত্বাদচ্। ১ সুখ। ২ সকলের সুখকর। "যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ।" (ঋক্ ২।৩৩।৭।) 'জলাষঃ সর্ব্বেষাং সুখকরঃ।' (সায়ণ) ৩ জল। (নিঘণ্টু)

"গতিমেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং।" (ঋক্)

জলাষাহ্ (ত্রি) জলং সহতে সহ-ণ্বি পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ, শস্ত ষত্বং। জলসোঢ়ৃ, জলসহনকারী।

জলাষ্ঠীলা (স্ত্রী) জলেন অষ্ঠীলা সংহতা। পুষ্করিণী। (হারা॰)

জলাসুকা (স্ত্রী) জলমেব অসবো যস্তাঃ কপ্-টাপ্। জলৌকা।

জলাহ্বয় (ক্লী) জলে আহ্বয়ঃ স্পর্দ্ধা যস্ত। উৎপল। (রাজনি॰)

জলিকা (স্ত্রী) জলং উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্তাঃ জল-ঠন্ (অত-ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) স্ত্রিয়াং টাপ্। জলৌকা। (জটাধর)

জলিকাট, মন্দ্রাজরাজ্যে অনুষ্ঠিত এক প্রকার ক্রীড়া।

কতকগুলি গো-মেষাদির শৃঙ্গে কাপড় বা গামছা বাঁধিয়া দেয়, সেই গামছার খুঁটে টাকা কড়ি বাঁধা থাকে। কোন বিস্তীর্ণ মাঠে আসিয়া সবগুলিকে ঠিক এক সঙ্গে ছাড়িয়া দেয়। এই সঙ্গে দর্শকবৃন্দ হাততালি দিয়া চিৎকার করিতে থাকে। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া প্রাণপণে পশুগণ ছুটিতে আরম্ভ করে, দ্রুতগামী ব্যক্তিরাও তাহার সহিত দৌড়াইতে থাকে। যে অগ্রগামী পশুকে অগ্রে ধরিতে পারে, তাহারই জয় হয় এবং পশুর শৃঙ্গে যে টাকা কড়ি বাঁধা থাকে, তাহাও সে পায়।

ইংরাজেরা যেমন ঘোড়দৌড়ে উন্মত্ত হয়, মদুরা, ত্রিশিরাপল্লী, পদুকোটা ও তঞ্জোরের লোকেরাও সেইরূপ এই খেলায় উন্মত্ত হইয়া থাকে। এই খেলা তাহাদের জাতীয় উৎসব বলিয়া গণ্য হইত, ধনী দরিদ্র সকলেই এই খেলায় যোগদান করিত। এই খেলায় সময়ে সময়ে অনেক বিপদ্ হইত বলিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট এই খেলা বন্ধ করিয়া দেন।

জলুকা (স্ত্রী) জলে তিষ্ঠতি জল বাহুলকাৎ-উক। জলৌকা।

জলূকা (স্ত্রী) জলমোকো যস্তাঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জলৌকা।

"জলূকেব সদানারী রুধিরং পিবতীতি বৈ।

মূর্খস্তু ন বিজানাতি মোহিতো ভাবচেষ্টিতৈঃ॥"

(দেবীভা॰ ১।১৫।১৮)

জলেচর (পুং) জলে চরতি চর-ট (চরেষ্ট। পা ৩।২।১৬) তৎপুরুষে অলুক্স॰। (তৎপুরুষে কৃতিবহুলম্। পা ৬।৩।১৪) ১ জলচর পক্ষী, হংস, বক প্রভৃতি। ইহাদের মাংসগুণ—গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মধুর, বায়ুনাশক, শুক্রবৃদ্ধিকর। (রাজব॰) (ত্রি) ২ জলচারী।

"স তমাদায় কৌন্তেয়ো বিস্ফুরন্তং জলেচরং।" (ভার॰ ১।২১৭।১১)

ট এই অনুবন্ধ হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়। যথা জলেচরী।

জলেচ্ছয়া (স্ত্রী) জলমেতি জল-ই-কিপ্ জলেৎ জলপ্রচুরস্থানং তত্র শেতে উদ্ভবতি শী-অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। হস্তিশুণ্ডা বৃক্ষ, হাতিশুঁড়। (শব্দর॰)

জলেজ (ক্লী) জলে জায়তে জন-ড। ১ পদ্ম।

"উত্তাসীনি জলেজানি দুধবত্যদরিতং জনং।" (ভট্টি)

(ত্রি) ২ জলজাত।

জলেজাত (ক্লী) জলে জাতং সপ্তম্যা অলুক্। ১ পদ্ম। (শব্দর॰) (ত্রি) ২ জলজাত।

জলেন্দ্র (পুং) জলস্ত ইন্দ্রঃ অধিপতিঃ। ১ বরুণ। ২ মহাসমুদ্র। ৩ জম্ভলাখ্য মহাদেব। ৪ পূর্ব্ব-যক্ষ। (মেদিনী)

জলেন্ধন (পুং) জলান্যেবেন্ধনানি যস্ত। ১ বাড়বাগ্নি। ২ সৌরবিদ্যুদাদি তেজঃ। (শব্দার্থচি॰)

জলেভ (পুং) জলজাত-ইভঃ। জলহস্তী।

জলেন্দ্র (পুং) পুরুবংশীয় যোজাস নৃপতির এক পুত্র। (ভাগ॰ ৯।২০।৫)

জলেরুহা (স্ত্রী) জলে রোহতি উদ্ভবতি রুহ-ক সপ্তম্যাঃ অলুক্। ১ কুটুম্বিনী বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ জলজাত।

জলেলা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

জলেবাহ (পুং) জলে জলমধ্যে বাহতে জলমগ্নদ্রব্যাস্তু লাভার্থং প্রবর্ত্ততে। যে জলমগ্ন হইয়া জলস্থিত পদার্থ খুঁজিয়া বাহির করে, ডুবুরি।

"জলেবাহানথাহূয় বহুংস্তত্র ভবোজয়ৎ।
তে কৃত্বা পরমং যত্নমাপুরাভরণং ন তৎ॥" (পদ্মপুরাণ)

জলেশ (পুং) জলস্য ঈশঃ ৬তৎ। ১ বরুণ। ২ সমুদ্র।
"দিশশ্চ কর্ণৌ রসনং জলেশং।" (ভাগ° ৮।৭।২০) ৩ জলাধিপতি। ৪ বর্ষভেদ। [জলাধিপ দেখ।]

জলেশয় (পুং) জলে শেতে শী-অচ্ সপ্তম্যাঃ অলুক্। ১ মৎস্য। ২ বিষ্ণু, লয়াবস্থায় বিষ্ণু জলে শয়ন করেন।
"তুম্বরীণো মহাক্রোধ ঊর্দ্ধরেতা জলেশয়।" (ভারত ১৩।১৭।৯৮)
(ত্রি) ৩ জলে অবস্থানকারী।

জলেশ্বর (পুং) জলস্য ঈশ্বরঃ। ১ বরুণ। (শব্দর°)
"তমব্রবীৎ ধূমকেতুঃ প্রতিগৃহ্য জলেশ্বরং।" (ভার° ১।২৬।৩)
২ সমুদ্র। ৩ হিমালয়স্থতীর্থবিশেষ। (হিমবৎখণ্ড ৮।৫৪) ৪ জলাধিপতি।
"ভীমোস্তবাং প্রতি নলে চ জলেশ্বরে চ" (নৈষধ)

জলেশ্বর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এটা জেলার একটী তহসীল। ঈশান নদী দ্বারা এই স্থান নানা ভাগে খণ্ডিত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ২২৭ বর্গমাইল। এখানে ১৫৮ খানি গ্রাম ও নগর আছে। রাজস্ব ২৭৫৩১০৲।

২ এটা জেলার একটী নগর। জলেশ্বর তহসীলের সদর। অক্ষা° ২৭° ২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ২০´৩০´´ পূঃ। অন্তর্বেদীর মধ্যে মথুরা হইতে ১৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটী ও রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। লোকসংখ্যা ১৩৪২০, নগরের আয়তন ২২২ একর।

জলেশ্বর, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা প্রদেশের সীমান্তস্থিত একটী প্রাচীন নগর। এখন বালেশ্বর জেলার উত্তরপূর্ব্ব সীমা বলিয়া গণ্য। কলিকাতা হইতে জগন্নাথ পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, সেই পথের ধারে অবস্থিত।

মুসলমানদিগের আমলে জলেশ্বর একটী সরকার বলিয়া গণ্য হইত, বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা ও হিজলী এই সরকারের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে কুঠি স্থাপন করেন। তখন এখানে বাণিজ্য ব্যবসা যথেষ্ট ছিল। কুঠি উঠিয়া যাওয়ার পর হইতেই এ স্থানে বাণিজ্য ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে।

জলোক (পুং) কাশ্মীররাজ অশোকের পুত্র, মহাদেবের আরাধনা করিয়া ইহার জন্ম হয়। ইনি ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করেন। ধনুর্বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন এবং জলস্তম্ভনবিদ্যাও জানিতেন। ক্ষেত্রজ্যেষ্ঠেশ, নন্দীশ ও বিজয়েশ্বর নামক তিন শিবমূর্ত্তি ইহার আরাধ্য দেবতা। ইনি ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধকালে তাহাদিগকে সাগরতীর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়া, যে স্থানে বিশ্রাম করেন এবং পরে নিজ কেশ বন্ধন করেন, সেই স্থান উজ্জংডিব নামে প্রসিদ্ধ। কান্যকুব্জ-প্রদেশ জয় করিয়া সেখানকার চতুর্বর্ণের কতকগুলি সৎ-লোককে কাশ্মীরে লইয়া যান। ইনি সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক বিষয়ে উন্নতিসাধন করেন। ইহার পত্নীর নাম ঈশানীদেবী, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। মহারাজ জলোক নন্দাপুরাণ শুনিতে ভালবাসিতেন। ইনি শ্রীনগরে জ্যেষ্ঠরুদ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ কথিত আছে, যে একদিন ইনি বিজয়েশ্বরের মন্দিরে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় একটী স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রার্থনা করিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি খাদ্যে অভিরুচি ?" তাহাতে সেই স্ত্রীলোক বিকৃত আকার ধারণ করিয়া বলিল, "মহারাজ! নরমাংস ভক্ষণ করিতে আমার একান্ত বাসনা।" তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অথচ অন্য কোন মনুষ্য বিনাশ করাও অন্যায়, এই বিবেচনা করিয়া জলোক আপনার শরীরের যে কোন স্থান হইতে যত মাংস তাহার প্রয়োজন, তাহা ভক্ষণ করিতে কহিলেন। রাক্ষসী রাজার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "মহারাজ আপনি দ্বিতীয় বুদ্ধ।" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধ কে ?" রাক্ষসী বলিল, "লোকালোক পর্ব্বতের অপর পারে যেখানে সূর্য্যের কিরণ কখন প্রবেশ করে না, সেই স্থানে কৃতীয় নামে এক জাতি আছে, তাহারা বুদ্ধের উপাসক। ক্রোধ কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। যদি কেহ তাহাদের অনিষ্ট করে, তাহা হইলেও তাহারা উপকার ভিন্ন কখন অপকার করে না। ইহারা পৃথিবীতে সত্য ও জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু আপনি তাহাদের মহা অপকার করিয়াছেন। আপনি দুষ্টলোকের পরামর্শে তাহাদের একটী দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া ঐ দেবমন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিন।" রাজা প্রতিশ্রুত হইয়া সত্বর সেই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। পরে তিনি নন্দীক্ষেত্রে ভূতেশ নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার জীবনের শেষভাগ ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত হয়। ইনি কনকবাহিনী-তীরে চিরমোচক নামক স্থানে পত্নীর সহিত মানবলীলা সম্বরণ করেন। (রাজতরঙ্গিণী)

কোন কোন পুরাবিদ্ বলেন, গ্রীকবীর সেলিউকসের নামই সংস্কৃতে জলোক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। (Ind. Ant. Vol. II. p. 145.)

জলোকা (স্ত্রী) জলং ওকং আশ্রয়ো যস্যাঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জলৌকা, জোঁক্।

জলোকিকা (স্ত্রী) জলৌকা।

জলোচ্ছ্বাস (পুং) জলানাং উচ্ছ্বাসঃ ৬তৎ। ১ জলের স্ফীতি। ২ জোয়ার, নদী প্রভৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া জল উঠা। ৩ অধিক জল উপায় দ্বারা বহির্নিকাসন। ৪ সেতু ভঙ্গাদির ভয়ে অধিক জল বহির্নিঃসারণ। ৫ পুষ্করিণী প্রভৃতিতে জলপ্রবেশ নিমিত্ত উপায়। (ভরত)

জলোদর (ক্লী) জলপ্রধানং উদরং যস্মাৎ। জঠরাময়, উদররোগবিশেষ, উদরী। [উদর দেখ।]

জলোদ্ধতগতি (স্ত্রী) ছন্দঃবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১২ করিয়া অক্ষর। ২।৬।৮।১২ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু।

"জসৌ জসযুতৌ জলোদ্ধতগতিঃ॥" (ছন্দোম°)

"যদীয়হলতো বিলোক্য বিপদং কলিন্দতনয়া জলোদ্ধতগতিঃ। বিলাসবিপিনং বিবেশ সহসা করোতু কুশলং হলীস জগতাং॥"

(ত্রি) জলেন উদ্ধতা গতিরস্য। ২ জল দ্বারা উদ্ধতগতিযুক্ত।

জলোন্মাদ (পুং) শিবের অনুচরভেদ।

জলোদ্ভব (ত্রি) জলে উদ্ভবো অস্য। জলজাত বস্তু।

জলোদ্ভবা (স্ত্রী) ১ গুণ্ডালা ক্ষুপ। ২ কালানুশারিবা, শীউলী ছোপ। ৩ লঘু ব্রাহ্মী। (রাজনি°) জলমুদ্ভবত্যস্মাৎ অপাদানে অপ্। ৩ হিমালয়স্থিত স্থানবিশেষ।

"ততো হিমবতঃ পার্শ্বং সমভ্যেত্য জলোদ্ভবং।
সর্ব্বমল্পেন কালেন দেশং চক্রে বশং বলী॥" (ভার° ২।২৯ অঃ)

(ত্রি) ৪ জলজাত।

"গণ্ডকীন্তু সমাসাদ্য সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভবাং" (ভার° ৩।৮৪ অঃ)

জলোদ্ভূতা (স্ত্রী) জলে উদ্ভূতা। গুণ্ডালা ক্ষুপ। (রাজনি°)

জলোরগী (স্ত্রী) জলে উরগী সর্পিণীব। জলৌকা। (সারসু°)

জলোক (পুং) কাশ্মীররাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র। ইনি পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। ইনি ৩২ বৎসর ন্যায়সম্মত রাজত্ব করেন। [কাশ্মীর দেখ।]

জলৌকস্ (স্ত্রী) জলে ওকো বাসস্থানং যস্য। ১ জলৌকা। জলৌকস্ শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত। (ত্রি) ২ জলবাসী।

"জলৌকসাং স সত্ত্বানাং বভূব প্রিয়দর্শন" (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

জলৌকস (পুং) জলমেব ওকো বাসস্থানং তদস্তি অস্য অর্শ আদিত্বাদচ্। জলৌকা।

জলৌকা (স্ত্রী) জোঁক। পর্য্যায়—রক্তপা, জলৌকস্, জলূকা, জলোকা, জলোরগী, জলায়ুকা, জলিকা, জলাসুকা, জলজন্তুকা, জলালোকা, জলৌকসী, রক্তপায়িনী, রক্তসংদংশিকা, তীক্ষ্ণা, বমনী, জলজীবনী, রক্তপাতা, বেধনী, জলসর্পিণী, জলসূচি, জলাটনী, জলাকা, জলপটাম্বিকা, জলিকা, জলালুকা, অসৃক্সর্পিণী, পটালুকা, বেণীবেধনী, জলাম্বিকা। সুশ্রুতের মতে জল যাহাদিগের আয়ুঃ, অথবা জল যাহাদিগের ওকস্ (বাসস্থান) তাহাদিগকে জলৌকা বলে।

সুশ্রুত মতে—ইহা দ্বাদশ প্রকার, তন্মধ্যেকৃষ্ণা, অলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, গোচন্দনা, কর্ব্বুরা ও সামুদ্রিক এই ছয় প্রকার বিষযুক্ত এবং কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীকমুখী ও সাবরিকা এই ছয় প্রকার বিষরহিত। কৃষ্ণা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং শিরাসমূহ স্থূল। কর্ব্বুরা বাইন মৎস্যের ন্যায় দীর্ঘ, কুক্ষিদেশ ছিন্ন ও উন্নত। অলগর্দ্দা—অতিশয় রোমযুক্ত, বৃহৎ পার্শ্বযুক্ত ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ। ইন্দ্রায়ুধা—ইন্দ্রধনুর ন্যায় ঊর্দ্ধ রোমরাজি দ্বারা বিচিত্র। সামুদ্রিকা—কৃষ্ণ ও ঈষৎ পীতবর্ণ ও বিচিত্র পুষ্পাকৃতি। গোচন্দন—গো বৃষের শৃঙ্গের ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত ও মস্তক ক্ষুদ্র। মানুষের শরীরে এই সকল বিষাক্ত জোঁক দংশন করিলে দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে, অতিশয় চুলকানি হয়, মূর্চ্ছা, জ্বর, দাহ, বমন, মনের বিকৃতি ভাব ও শরীরের অবসন্নতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ছয় প্রকার নির্ব্বিষ জোঁকের মধ্যে কপিলার উভয় পার্শ্ব মনঃশিলারঞ্জিত বর্ণের মত, পৃষ্ঠদেশ চিক্কণ ও মুগের মত বর্ণবিশিষ্ট। পিঙ্গলার শরীর গোলাকার, বর্ণ ঈষৎ রক্তিম ও পিঙ্গল এবং গতি শীঘ্র। শঙ্কুমুখী যকৃতের মত বর্ণবিশিষ্ট, অল্প সময় মধ্যে প্রচুর রক্তপান করিতে পারে, দীর্ঘাকার, ও তীক্ষ্ণমুখ হওয়ায় অতি শীঘ্র শরীরে প্রবেশ করে। মূষিকা—মূষিকের ন্যায় আকার, বর্ণ ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট। পুণ্ডরীকমুখ দেখিতে মুগের ন্যায় বর্ণ, ইহার পদ্মের মত মুখ। সাবরিকার শরীর চিক্কণ, পদ্মপাতার মত বর্ণ ও দৈর্ঘ্যে ১৮ অঙ্গুলি।

সুশ্রুত বলেন, জলৌকা সকলের মধ্যে যাহারা বিষাক্ত মৎস্য, কীট, ভেক, মূত্র ও পুরীষ পচিয়া ঘোলা-জলে জন্মে, তাহারা সবিষ। যাহারা পদ্ম, উৎপল, নলিন, কুমুদ, শ্বেতপদ্ম, কুবলয়, পুণ্ডরীক ও শৈবাল এই সকল দ্রব্য পচিয়া নির্ম্মল জলে জন্মে, তাহারা নির্ব্বিষ। সকল জলৌকার মধ্যে যাহারা বলবান্, শীঘ্র রক্ত পান করিতে পারে, অধিক আহার করে এবং শরীরও বৃহৎ তাহারা এককালেই নির্ব্বিষ হইয়া থাকে। যবন, পাণ্ড্য, সহ্য, পৌতন প্রভৃতি ক্ষেত্র ইহাদের বাসস্থান। ইহারা ক্ষেত্রমধ্যে এবং সুগন্ধি সলিল মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। সঙ্কীর্ণস্থানে চরে না বা পঙ্কে শয়ন করে না। (সুশ্রুত সূত্রস্থান)

এই ভূমগুলের সর্ব্ব দেশেই জলৌকা দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। আরবদেশে ইহাকে সাধারণতঃ আবুক, পারস্য দেশে জেলু এবং ইংলণ্ডে ইহাকে সাধারণতঃ লিচ্ (Leech) কহে। জলৌকা নানাবিধ এবং ইহাদের আকৃতিগত বৈষম্য এত অধিক যে হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে ভিন্নজাতীয় প্রাণী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতিগত সাদৃশ্যহেতু ইহাদিগকে একজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে সাধারণতঃ আনেলিডা (Annelida) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ব্যারণ কুভিয়ার নামক কোন পণ্ডিত আনেলিডা ও সাধারণ জলৌকা এক শ্রেণীভুক্ত না করিয়া ভিন্ন শ্রেণীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আনেলিডা জাতি ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সাধারণ জলৌকা কোন জলৌকা-নিঃসারিত ত্বক্গত বীজকোষ হইতে জন্মগ্রহণ করে। যাহা হউক, 'আনেলিডা' নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং আনেলিডা জাতিভুক্ত হিরুডিনাইডি (Hirudinidœ) শ্রেণী হইতে ডেলা (Bdella), হিমাডিপ্সা (Hæmadipsa), সাংগুইসিউগা (Sanguisuga) প্রভৃতি জলৌকা উৎপন্ন। এই সমস্ত জলৌকা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতকগুলি পরিষ্কার জলে, কতকগুলি লবণাক্ত জলে ও কতকগুলি জলে স্থলে উভয়স্থানে বাস করে। ভিষক্গণ বিশেষ বিশেষ ব্যাধি শান্ত করিবার নিমিত্ত সময় সময় যে জলৌকা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা এই হিরুডিনাইডি শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জাতীয় জলৌকা ভারতবর্ষের নানাস্থানে রুদ্ধপ্রবাহপঙ্কিল জলাশয়ে অনেক সময় পাওয়া যায়।

চীনদেশে সেভিগনি নামে একপ্রকার জলৌকা দৃষ্টিগোচর হয়, ইহার ত্বক্ নানাবর্ণে রঞ্জিত। চীনদেশের অন্তঃপাতী সান্টাঙ্গ প্রদেশে একপ্রকার জলৌকা দৃষ্ট হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ১ ফুট। মলবার উপকূলে সমুদ্র হইতে প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত জলৌকা দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ষাকালে জলৌকা অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এইকালে কোন বন্য প্রদেশে ভ্রমণ করিলে জলৌকার জন্য অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই হিন্দুগণ জলৌকা ও তাহাদের গুণাগুণ বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন, আরবদিগের গ্রন্থেও জলৌকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি জলৌকা অতিশয় বিষাক্ত এবং কতকগুলি মনুষ্যদিগের অতি উপকারী।

ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে দুই প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর জলৌকা দৃষ্টিগোচর হয়, এক শ্রেণীর জলৌকার দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চের অনধিক, বর্ণ হরিৎ, পৃষ্ঠোপরি সাতটী রেখা, কিন্তু অসিতবর্ণের কোন রেখা বা ডোরা নাই, বায়টী চক্ষু এবং সেই চক্ষুগুলি চারি রেখায় বিন্যস্ত। এই শ্রেণীর জলৌকাগুলি জলে বাস করে। অন্য শ্রেণীর জলৌকাগুলির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চের ¾ অংশের অধিক নহে। বর্ণ তাম্রের ন্যায় রক্তাভ, পৃষ্ঠোপরি একটী বৃহৎ কালরঙের রেখা আছে এবং সর্ব্ব শরীরে কাল কাল ডোরা। ইহাদের চক্ষু দশটী এবং তাহা অর্দ্ধ বৃত্তাকারে বিন্যস্ত। ইহাদিগের ওষ্ঠ মসৃণ। এই জাতীয় জলৌকাগুলি ভূপৃষ্ঠে বাস করে। শেষে যে শ্রেণীর জলৌকার বিষয় লিখিত হইয়াছে, সেই শ্রেণীর জলৌকা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে, সিংহলদ্বীপে এবং মাদাগাস্করে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে মথিরান্ (Matheran) জলৌকা কহে। এই জাতীয় জলৌকাগুলি এত রক্ত-পিপাসু যে, যদি কেহ ইহাদের আবাস স্থানের নিকট দিয়া গমন করে, তবে তাহার শরীর হইতে এত রক্ত শোষণ করে যে, ক্ষত স্থান শেষে পচিয়া উঠে এবং সেই স্থান হইতে পুঁয পড়ে।

আর্দ্র অথচ উষ্ণ স্থলে এই শ্রেণীর জলৌকা অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ডাক্তার হুকার তাঁহার সিকিম-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কর্দ্দমময় স্থানে অথবা পর্ব্বতোপরি যেখানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই স্থানেই এই শ্রেণীর জলৌকা অতি বহুল পরিমাণে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। তাঁহার ভ্রমণকালে কেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই এই জলৌকায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং এই কারণে তাঁহার শরীরে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাঁহার আরোগ্য লাভ করিতে পাঁচ মাস সময় লাগিয়াছিল। বর্ষাকালে জলৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং জলৌকার উৎপাতে নানাবিধ রোগও আক্রমণ করে। সময় সময় জলৌকা মনুষ্য এবং পশ্বাদির শরীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তজ্জন্য উহাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। জলপান কালেও ইহারা পশ্বাদির শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ডাক্তার হুকার বলেন, পাদদেশে নস্য অথবা তামাকু প্রয়োগ করিলে জলৌকাগণ নিকটে আসিতে পারে না, লবণও জলৌকা-ব্যাধিঘ্ন। ভৈষজ্যার্থ ব্যবহার হেতু দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমপ্রান্তে এক শ্রেণীর হিন্দুগণ গ্রীষ্মকালে জলৌকা পোষণ করে। বঙ্গদেশে এবং মান্দ্রাজে একপ্রকার বৃহৎ জলৌকা পাওয়া যায়, তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

বারাসতের নিকটে কতকগুলি লোক আছে, তাহারা অনাবৃতদেহে জলাশয় কিম্বা ঝিলে যেখানে জলৌকা বাস

করে তথায় প্রবেশ করে এবং জলৌকাগুলি তাহাদের দেহে সংশ্লিষ্ট হইবামাত্র তাহাদিগকে ধরিয়া কলিকাতার দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করে। আগ্রার মধ্যবর্ত্তী শেখুআবাদের নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে শেখুআবাদি নামক এক প্রকার উৎকৃষ্ট জলৌকা পাওয়া যায়।

পঞ্জাব প্রদেশে পাটিয়ালার নিকটবর্ত্তী স্থানেও বিস্তর জলৌকা দেখা যায়। এই শেখুআবাদি জলৌকার রঙ্ সবুজ এবং ২টী উজ্জ্বল পীতবর্ণের ডোরাবিশিষ্ট। এ ছাড়া ডবার নামেও একপ্রকার জোঁক দৃষ্ট হইয়া থাকে। য়ুরোপে বায়ু-প্রবেশার্থ পাতলা আবরণ-বিশিষ্ট জলপূর্ণ পাত্রে এবং ভারতবর্ষে আর্দ্রকর্দ্দমাবৃত মৃৎপাত্রে জলৌকা রক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে প্রায় যে সমস্ত জলাশয়গুলি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয় না এবং যাহার জল লবণাক্ত নহে, এরূপ প্রায় সকল জলাশয়েই জলৌকা দৃষ্ট হয়।

সাধারণ জলাশয়ের জলৌকা হইতে সমুদ্রের জলৌকা অনেক বিভিন্ন। সমুদ্রের জলৌকার চর্ম্ম অতিশয় ঘন ও দৃঢ়, ইহারা সাধারণ জলৌকার ন্যায় সমুদ্র মধ্যে দ্রুতবেগে অথবা সুন্দরভাবে গমনাগমন করিতে পারে না, কিন্তু ইচ্ছানুসারে শরীর সঙ্কুচিত অথবা বর্দ্ধিত করিতে পারে। বিশেষতঃ অন্য জলৌকা হইতে ইহাদের আকৃতির অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রে সামুদ্রিক জলৌকা আল্‌বিওন্ (Albion) নামে অভিহিত, অন্য একপ্রকার সামুদ্রিক জলৌকা আছে, তাহাদিগকে ব্রাঙ্কেলিয়ন্ (Branchellion) কহে।

আল্‌বিওন্‌দিগের দেহ অকোমল, ইহাদের পৃথক্ শ্বাস যন্ত্র নাই, কারণ ইহারা চর্ম্ম মধ্য দিয়াই শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে। মৎস্যের যে স্থানে রক্তাধার ব্রাঙ্কেলিয়ন্ সেই দিকে সংলগ্ন হইয়া রক্তশোষণ করে। সামুদ্রিক জলৌকাগণের রক্তশোষণ-প্রণালী একরূপ নহে। আল্‌বিওন জলৌকাগণ প্রায় চর্ম্ম ছেদন করে, কিন্তু শেষোক্তগণ চর্ম্ম কর্ত্তন করে। ইহারা দিবাভাগে অলসভাবে থাকে এবং রাত্রি উপস্থিত হইলেই বহির্গত হইয়া যাহার গাত্রে সংলগ্ন হইতে পারে, তাহার শরীর হইতেই রক্ত শুষিয়া খায়।

সামুদ্রিক জলৌকাগণ রক্তবর্ণ শোণিত-প্রিয়, সুতরাং শম্বুক অথবা অপর কোন প্রাণীকে আক্রমণ না করিয়া মৎস্য-রক্ত পান করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা চেষ্টা করে। ইহারা যত রক্ত পায়, ততই পান করিতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জলৌকা কর্ত্তৃক অত্যধিক পরিমাণে রক্ত পীত হইলেও মৎস্যগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না, কেবলমাত্র তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং সময় সময় তাহাতে মৎস্যগণ পরিপুষ্ট হয়। এই জলৌকাগণ মৎস্যগণের কোন শারীরিক যন্ত্র ছিন্ন করে না, সুতরাং তাহাদের জীবনের কোন ক্ষতি হয় না।

আল্‌বিওন্ জলৌকাগণ ডিম্বের বীজকোষ হইতে জন্মগ্রহণ করে। এক একটী জলৌকার এক হইতে পঞ্চাশটী ডিম্ব উৎপন্ন হইতে পারে। এই ডিম্বের বীজকোষগুলি বর্ত্তুলাকার, ইহার ব্যাস এক ইঞ্চের পঞ্চমাংশ। এই বর্ত্তুলের বহিরাবরণ অতিশয় পাতলা এবং ডিম্বগুলি শ্বেতবর্ণ। ডিম্ব ফুটিবার কাল যতই অগ্রসর হয়, ততই ইহার রঙ্ পিঙ্গলবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। অন্য জলাশয়স্থিত জলৌকার ডিম্বের কোনরূপ আবরণ থাকে না। ডিম্বের উপরিভাগ বিদীর্ণ করিয়া সামুদ্রিক জলৌকা বহির্গত হয়, কিন্তু অন্যবিধ জলৌকার বহির্গমনকালে ডিম্বের উভয় অংশ বিদারিত হয়।

মুসলমানগণ ব্যাধিনিবারণার্থ অধিক পরিমাণে জলৌকা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা এই ব্যবহার হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল।

কোন কোন স্থানে জলৌকা মধুর সহিত একত্র করিয়া ফুটাইয়া লইয়া জিহ্বামূলীয় গ্রন্থিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং জলৌকা শুষ্ক করিয়া মুসব্বরের সহিত চূর্ণ করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে রক্তার্শ (Hæmorrhoids) শান্ত হয়। জলৌকা কুটাইয়া লইয়া চূর্ণ করিয়া মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ জন্মিতে পারে।

আর্য্যচিকিৎসকগণ বাতপিত্ত বা কফ কর্ত্তৃক রক্ত দূষিত হইলে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণই সর্ব্বপ্রকারে হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই জন্য জলৌকার জাত্যাদি ও রক্ষণপ্রণালী অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এদেশীয়গণ অবগত ছিলেন। এই জন্য কিরূপে জলৌকা চিনিতে হয়, কিরূপে ধরিয়া রাখিতে হয়, সুশ্রুতাদি প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুশ্রুতের মতে—ভিজা চামড়া অথবা অন্য কোন বস্ত্র দ্বারা জলৌকা ধরিবে। পরে নূতন বড় ঘট, সরোবর অথবা বৃহৎ পুষ্করিণীর জলে পঙ্ক পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রাখিবে। শৈবাল, শুষ্কমাংস ও জলজ মূল চূর্ণ করিয়া ইহাদিগকে খাইতে দিবে। তৃণ বা জলজাত পাতায় শুইতে দিবে। দুই তিন দিন অন্তর জল ও ভক্ষ্য দ্রব্য বদলাইয়া জল ও ভক্ষ্য দ্রব্য দিবে। সপ্তাহ অন্তর ঘট-পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ঘটে রাখিবে।

যাহাদিগের মধ্যভাগ স্থূল, যাহারা অতি ক্ষীণ অথবা স্থূলতা প্রযুক্ত ধীরগামী, অল্পপায়ী, বিষাক্ত এবং শীঘ্র পীড়িত স্থান ধরে না, এই প্রকার জলৌকা রক্তমোক্ষণে প্রশস্ত নহে। বিষাক্ত জলৌকা দংশন করিলে মহাগদ নামে ঔষধ পান করিবে।

সাবরিকা নামে জলৌকা হস্তী অশ্ব প্রভৃতির রক্তমোক্ষণে ব্যবহার্য্য। অপর যে সকল নির্ব্বিষ জলৌকা শীঘ্র রক্ত শোষণ করিতে পারে, সেই সেই জলৌকা দ্বারাই মনুষ্যাদির রক্ত মোক্ষণ করাইবে।

রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে পীড়িত ব্যক্তিকে উপবেশন বা শয়ন করাইবে। পীড়িত স্থান যদি বেদনারহিত হয়, তবে সেই স্থানে শুষ্ক গোময় ও মৃত্তিকাচূর্ণ অল্প ঘর্ষণ করিবে। পরে জলৌকা আনিয়া সর্ষপ ও হরিদ্রার শিলাপিষ্ট কল্ক জলে মিশাইয়া তাহাদিগের শরীরে মাখাইয়া দিবে। পরে মুহূর্ত্ত-কাল এক জলপাত্রে রাখিয়া পরে পীড়িত স্থানে ধরাইবে। ধরাইবার সময় পাতলা শাদা ও ভিজা উত্তম তুলা কিম্বা কাপড় দিয়া সেই জলৌকার শরীর ঢাকা দিয়া মুখ খুলিয়া রাখিবে। যে জলৌকা না ধরে, তাহাকে এক বিন্দু দুগ্ধ বা রক্ত খাইতে দিবে অথবা অস্ত্র দ্বারা বিলেখন করিবে, তাহাতেও যদি না ধরে, তবে অপর একটা ধরাইবে। অশ্ব খুরের মত মুখ ও স্কন্ধ উচ্চ করিয়া ভিতরে মুখ প্রবেশ করা-ইলে ধরিয়াছে বলিয়া জানা যায়। যখন ধরিয়া থাকে, তৎপরে ভিজা কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবে ও মধ্যে মধ্যে তাহার উপর জল ছিটা দিবে। রক্তপানকালে দষ্ট স্থানে বেদনা বোধ হইলে অথবা চুলকাইলে তখন বুঝিবে যে বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে। তখনই সেই জোঁককে শরীর হইতে ছাড়াইয়া ফেলিবে। যদি প্রথমে না ছাড়ে, তাহা হইলে সেই জোঁকের মুখে সৈন্ধবলবণের গুঁড়া নিক্ষেপ করিবে। ছাড়িয়া আসিলে তাহার শরীরে চাউলের কুঁড়া ও মুখে তৈল ও লবণ মাখাইবে। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধরিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা পুচ্ছদেশ হইতে অল্পে অল্পে মুখের দিকে চুষিয়া আনিয়া মুখ দিয়া বমন করাইবে। যতক্ষণ না সম্যক্ বমন করে, ততক্ষণ এইরূপ করিবে। সম্যক্ বমন হইলে ক্ষুধাতুর হইয়া জলপাত্রে বেড়াইতে থাকে। কিন্তু সম্যক্ বমন না হইলে কোন চেষ্টা করে না। এরূপ-স্থলে পুনরায় চুঁচিয়া বমন করাইবে। এরূপে বমন না করিলে জলৌকার ইন্দ্রমদ নামে একপ্রকার অসাধ্য ব্যাধি হয়। সম্যক্ বমন করাইবার পর জলৌকাকে পূর্ব্ববৎ জলপূর্ণ ঘটে রাখিয়া দিবে।

দষ্টস্থানে দূষিত রক্ত আর আছে কি না বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে মধুলেপন ও শীতল জল সেচন করিবে। অথবা সেই ব্রণের উপর কষায়, মধুর রস ও ঘৃতযুক্ত শীতল আলেপন প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

জলৌন, (জলাউন্) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। ইহার উত্তরপূর্ব্বসীমা যমুনা নদী, পশ্চিমে গোয়ালিয়ার ও দতিয়ারাজ্য। দক্ষিণে সম্থর রাজ্য ও বেত্রবতী নদী এবং পূর্ব্বে বাওনি রাজ্য। অক্ষা° ২৫° ৪৬´ হইতে ২৬° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৯´ হইতে ৭৯° ৫৬´ পূঃ। এই স্থান ঝাঁসিবিভাগের উত্তরাংশ মধ্যে গণ্য। ইহার পরিমাণ ১৪৬৯ বর্গমাইল।

এই স্থান বুন্দেলখণ্ডের সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। প্রায় ইহার চারিদিকেই যমুনা, বেত্রবতী ও পহুজনদী বেষ্টিত। ইহার মধ্য ভূভাগ এক সময়ে উর্ব্বরা কৃষিক্ষেত্র বলিয়া গণ্য ছিল, এখন পরিত্যক্ত এবং প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণাংশে সামান্য চাষবাস হয়। সীমান্তবর্ত্তীস্থান অনেকটা উর্ব্বরা। ভূভাগের মধ্যস্থানে সোমনামে একটী নদী আছে, তাহার স্রোত নাই, যত গিরিদরীর জল আসিয়া তাহাতে পতিত হয়। এক সময়ে এখানকার বনে উত্তম কাষ্ঠ পাওয়া যাইত, এখন কেবল রামপুর ও গোপালপুর-রাজের রক্ষিত বনভূমি ব্যতীত আর কোথাও কাষ্ঠ মিলে না। সেই জন্য এখানে সকলেই কাষ্ঠের অভাব অনুভব করে।

জলৌনের প্রাকৃতিক দৃশ্য তেমন ভাল না হইলেও স্থানে স্থানে অতি উর্ব্বরাক্ষেত্র আছে, যদি উপযুক্ত লোকের তত্বা-বধানে থাকে, তবে এখানে যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানকার লোকদিগের অবস্থা তেমন ভাল নয়, কেহ তেমন ভূসম্বন্ধে যত্নও লয় না। মধ্যে এই জেলার অবস্থা অতি মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকসংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছিল। আজ বিশ বর্ষ হইতে আবার লোক-সংখ্যা প্রায় শতকরা ৩ জন করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে প্রায় সচার লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কুরমি-জাতির সংখ্যাই অধিক।

এখানকার কচ্ছবাহ রাজপুতেরাই প্রধান। এক সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। সিপাহী বিদ্রোহীর সময় এখানকার কচ্ছবাহেরা লুটপাট আরম্ভ করেন, পরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। এখানে হিন্দীভাষা প্রচলিত, কেবল মুসলমান-গ্রামে অশুদ্ধ উর্দ্দূ প্রচলিত।

এখানে ছোলা, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, তিল, সরিষা, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। এখান হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার কার্পাস রপ্তানী হয়।

এখানে আল নামক লতার চাষ সর্ব্বত্র, এই জেলার অন্তর্গত কুঁচ, কাল্পি, সৈয়দনগর ও কোতরা নামক স্থানে ঐ আলের রঙে কাপড় ছোপাইবার বিস্তৃত কারবার আছে।

এখানকার কোন কোন স্থানে কূপ হইতেই জলসরবরাহ হয়। জেলার দক্ষিণাংশে জলসরবরাহের জন্য পউ নামে একটী খাল আছে। মধ্যে মধ্যে কাঁস তৃণ জন্মিয়া এখানকার ক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট করে। এখানকার কৃষক ও জমিদার সকলেই প্রায় ঋণগ্রস্ত।

ইতিহাস। আর্য্যদিগের আগমনের পূর্ব্বে জলৌন ভীল প্রভৃতি জাতির বসতি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রাচীন ইতিহাস অতি অস্পষ্ট ও নানাবিধ অলৌকিক উপাখ্যানপূর্ণ। খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দী পর্য্যন্ত নাগবংশীয়দিগের রাজত্ব সময়ে ইহার কতক আভাস পাওয়া যায়। নাগবংশধ্বংসের বহুশতাব্দীর পরে এইস্থানের পূর্ব্বভাগ চন্দেল্লগণ এবং পশ্চিমভাগ কচ্ছবাহ নামক রাজপুতদিগের হস্তগত হয়। অবশেষে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বুন্দেলা রাজগণ এই স্থান অধিকার করেন।

১১৯৬ খৃঃ অব্দে মুসলমান-সেনাপতি কুতবউদ্দীন্ দাক্ষিণাত্য-প্রবেশের দ্বার স্বরূপ যমুনাতীরস্থ সুদৃঢ় কাল্পিদুর্গ অধিকার করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুন্দেলাগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া জলৌনের অনেক স্থানে আসিয়া বাস করে। তাহারা কাল্পিদুর্গও অধিকার করে। কিন্তু তাহা পুনরায় মোগল সম্রাটের হস্তগত হয়। অবশেষে বুন্দেলখণ্ডের মহাবীর ছত্রশাল নৃপতি জলৌন সহ সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন।

১৭৩৪ খৃঃ অব্দে ছত্রশাল তাঁহার রাজ্যের ⅓ অংশ মহারাষ্ট্রদিগকে সন্ধিসূত্রে অর্পণ করিয়া পরলোকগত হন। মহারাষ্ট্রগণ কাল্পিতে আড্ডা করিয়া ক্রমে সমস্ত বুন্দেলখণ্ড অধিকার করে। তাহাদিগের অধীনে কেবল যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি অরাজকতা প্রবল হইয়া ছিল। বেতবার দক্ষিণস্থ পর্ব্বত-শিখর সকলে দস্যুসর্দ্দারগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত এবং মধ্যে মধ্যে প্রান্তরে অবতরণ করিয়া প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। এইরূপে অধিবাসিগণ দরিদ্র ও অনেক গ্রাম জনমানবশূন্য হইয়া যায়। আজও ইহার পরিচয় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ১৮০২ খৃঃ অব্দে, বেসিন সন্ধির পর ইংরাজেরা পেশবার নিকট হইতে অন্যান্য স্থানের সহিত কাল্পি প্রাপ্ত হন। ইংরাজদিগকে সাহায্য দানে প্রস্তুত হওয়ায় তাঁহারা কাল্পি প্রভৃতি কয়েকটী স্থান রাজা হিম্মতরাওকে দান করেন। কিন্তু ১৮০৪ খৃঃ অব্দে হিম্মতরাও গতাসু হইলে অবশিষ্ট জলৌনের অধীশ্বর নানা গোবিন্দরাওকে কাল্পি পরগণা দান করেন। ১৮০৬ খৃঃ অব্দে গোবিন্দরাও কতিপয় গ্রামের পরিবর্ত্তে কাল্পি দুর্গ ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। জলৌনের অবশিষ্টাংশ গোবিন্দরাও ও তৎপরে তাহার পুত্রের অধিকারে থাকে। কিন্তু ১৮৪০ খৃঃ অব্দে তাহার বংশ লোপ পাইলে সমগ্র জলৌন ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হয়। ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী আরও কএকটী ক্ষুদ্র রাজ্য ইহার অন্তর্গত হয়। তৎপরে জলৌনের কতক অংশ হামিরপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। গোবিন্দরাও ও তাঁহার বংশীয়দিগের রাজত্বকালে জলৌনের অধিবাসিগণ অতিশয় দরিদ্র ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় জলৌন পুনরায় বিদ্রোহী দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অবশেষে বিদ্রোহ শান্তি হইলে ইহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। তদবধি ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজ গবর্মেণ্ট করসংক্রান্ত সকল বিষয়ে প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ অনুকূল, তাহাতে শীঘ্রই ইহা ধনধান্য ও জনমানবে পূর্ণ হইবে আশা করা যায়।

জল্প (পুং) জল্প-ভাবে ঘঞ্। কথন। "ইতি প্রিয়াং বল্গুবিচিত্রজল্পৈঃ" (ভাগ° ১।৭।১৮) আর্ষপ্রয়োগ স্থলে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। "তূষ্ণীম্ভব ন তে জল্পমিদং কার্য্যং কথঞ্চন।" (ভারত ১।১১৯ অঃ)

ষোড়শ পদার্থবাদী গৌতম ষোড়শ পদার্থের মধ্যে জল্প একটী পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার মতে জল্প বিজিগীষু ব্যক্তির পরমত নিরাকরণ পূর্ব্বক স্বমতের অবস্থাপক বাক্যবিশেষ। বিজিগীষু ব্যক্তি, বিবাদাদি স্থলে যে বাক্যের দ্বারা পরমত খণ্ডন করিয়া নিজের মত সংস্থাপন করেন।

"যথোক্তোপপন্নচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভঃ জল্পঃ" (গৌতমসূত্র ১।৪৩) [বাদ দেখ।]

জল্পক (ত্রি) জল্প-স্বার্থে কন্। যে অনেক বকে, যে বৃথা অনেক কথা বলে, বাচাল।

জল্পন (ক্লী) জল্প ভাবে ল্যুট্। কথন, উক্তি, অনেক বকা, অনর্থক অনেক কথা কহা, বাচালতা, প্রস্তাব সূচনা।

"কিং মিথ্যা শতজল্পনেন সততং রে বক্ত্র রামং বদ।" (উদ্ভট)

জল্পাইগুড়ী, ১ রাজসাহী কোচবেহার বিভাগের উত্তরপূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। ইহার উত্তরে ভূটান এবং দক্ষিণে রঙ্গপুর জেলা ও কোচবেহার রাজ্য। পরিমাণ ফল ২৮৮৪ বর্গমাইল। জল্পাইগুড়ী নগরে বিচারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ নগরে একটী সেনানিবাস আছে।

প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে এবং বিচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য এই জেলা দুই ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণভাগ পূর্ব্বে রঙ্গপুরের অন্তর্গত ছিল। উত্তরভাগ ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ভূটান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। দক্ষিণাংশের

ভূমি অনেকাংশে পার্শ্ববর্ত্তী রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের তুল্য বহুদূরবিস্তৃত সমতল ধান্যক্ষেত্র, তাহার মধ্যে মধ্যে বাঁশ, তাল, আম, জাম ও অন্য ফলতরুর উদ্যান-পরিবেষ্টিত জোতদারদিগের গৃহাবলী সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। পতিত জমির মধ্যে প্রায় ৫০।৬০ বর্গমাইল বিস্তৃত বৈকুণ্ঠপুরের রায়-কতদিগের একটী শালবন আছে। উত্তরভাগের নাম পশ্চিমদ্বার, ইহার বিস্তার প্রায় ২২ মাইল। উহা হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত। ইহার ভূমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অসংখ্য পার্ব্বত্য নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং স্থানে স্থানে বিশেষতঃ নদীতীরে শাল ও তৃণগুল্মাদির নিবিড় জঙ্গল দৃষ্ট হয়। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক সিমুল বৃক্ষ জন্মে। ইহা ভিন্ন এই সকল জঙ্গলে অন্য বৃক্ষ প্রায় দৃষ্ট হয় না। তবে গ্রাম সকলের চতুর্দ্দিকে অপর্য্যাপ্ত বংশ, তাল, গুবাক্, আম, জাম প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। এই গ্রাম সকলের সংখ্যাও অত্যল্প এবং পরস্পর বহু দূরে অবস্থিত। গ্রামের চতুর্দ্দিকে কিয়ৎ পরিমাণে ধান্য ও সর্ষপক্ষেত্র আছে। জেলার উত্তরভাগে সিঞ্চুলা পর্ব্বতস্থ বক্সা-সেনানিবাসের নিকটস্থ ভূমি পর্ব্বতময়।

নদী সকলের মধ্যে মহানন্দা, করতোয়া, তিস্তা, জলধাক্কা, ডুডুয়া, মুজনাই, তোর্সা, কালজানি, রায়ঢক এবং সঙ্কোস প্রধান। এই সকল নদীতে বহুদুর পর্য্যন্ত ৭০।৮০ মণ বোঝাই লইয়া নৌকা সকল যাতায়াত করে। পর্ব্বত হইতে অবতরণ-কালে ইহাদের গতি প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পশ্চিমদ্বার উপবিভাগে গবর্মেণ্ট-রক্ষিত ৪২৮½ বর্গমাইল জঙ্গল আছে। জলাইগুড়ী উপবিভাগের বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল হইতে বহুপরিমাণে শাল, কড়িকাঠ প্রভৃতি তিস্তানদীর স্রোতে ভাসাইয়া বহু দূরে নীত হয়। তৃণাদি অপর্য্যাপ্ত থাকায় নানা স্থান হইতে গো, মহিষ, মেষাদি প্রতি বৎসর এখানে চরাইতে আনা হয়। অরণ্যে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, তরক্ষু, বরাহ, মৃগ, শশক, সজারু, শৃগাল ও বানরাদি দৃষ্ট হয়।

এখানকার অধিবাসিগণ সন্তুষ্ট চিত্ত এবং সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল। খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ। এখনও বহুবিস্তৃত উর্ব্বরা ভূমি অতি অল্প করে আবাদ করিতে পাওয়া যায়।

ধান্যই প্রধান উৎপন্ন শস্য। সমগ্র শস্যের শতকরা প্রায় ৬০ হইতে ৭৫ অংশ কেবল আমন ধান্য, অবশিষ্ট আশুধান্য, গোধূম ও যব। সর্ষপ, তুলা, তামাক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে নানাস্থানে উৎপন্ন হয়।

এখানে চা উত্তমরূপ আবাদ হইতেছে এবং রাস্তা ঘাটের সুব্যবস্থা হওয়ায় দিন দিন বহুসংখ্যক ইংরাজ চা-কর তথায় চা-বাগান নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আসাম অপেক্ষা এখানে চা আবাদের সুবিধা অধিক। কারণ এখানকার জলবায়ু উত্তম এবং অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বলিয়া ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থান হইতে কুলি মজুরগণ আপনারাই দলে দলে এখানে আসিয়া কাজ করে। আসামের চা-করদিগের ন্যায় জলাইগুড়ীর চা-করদিগকে বহু অর্থব্যয় অথবা ডিপো, আড়কাটী প্রভৃতি দ্বারা কুলি সংগ্রহ করিতে হয় না। পুরুষেরা দেশীয় ও বিলাতী ধুতি চাদর ব্যবহার করে। কিন্তু রমণীরা বিলাতী কাপড়ে তত ভক্ত নহে। তাহারা দেশ-জাত পুরু ৩।৪ হাত লম্বা আড়াই হাত প্রশস্ত একপ্রকার রঙ্গিন্ কাপড় বুকে জড়াইয়া পরিধান করে।

অধিবাসিগণ বিশেষ কোন শিল্পাদিতে পারদর্শী নহে। সম্প্রতি রাস্তা ও ভূটান প্রান্তে কএকটী মেলা স্থাপিত হওয়ায় ইহার বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে। শণ, পাট, তামাক, কড়িকাঠ, চা ও কিয়ৎ পরিমাণে তণ্ডুল রপ্তানী হয়। আমদানির মধ্যে বস্ত্র, লবণ ও গুবাক্ প্রধান। তিস্তানদীর তীরবর্ত্তী বৌরানগর তামাক ব্যবসায়ের প্রধান আড্ডা। তথা হইতে নদী দিয়া ইহা সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে নীত হয়। জলাইগুড়ী নগরও তিস্তানদীর থানিক উপরে অবস্থিত। কেবল বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে নদীতে নৌকা চলে না। করতোয়া নদী দিয়াও কতক কতক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। দেবীগঞ্জ নগর ঐ নদীর তীরে অবস্থিত, তথা হইতে বহু পরিমাণে কড়িকাঠ স্রোতে ভাসাইয়া দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে আনীত হয়।

নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। হলদিবাড়ী, জলাইগুড়ী, শিকারপুর ও শিলিগুড়ি এই কয়টী প্রধান ষ্টেসন। শিলিগুড়ি ষ্টেশন হইতে দার্জিলিঙ্গ হিমালয়েন্ রেলওয়ে নামে একটী শাখা বাহির হইয়া দার্জি-লিঙ্গ পর্য্যন্ত গিয়াছে। জলাইগুড়ী উপবিভাগে পাকা রাস্তার বন্দোবস্ত ভাল।

এই জেলায় বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা নাই। অধিবাসিগণ ইতঃস্তত নিজ নিজ পরিবারবর্গের সহিত নির্জ্জন স্থানে বাস করে। গ্রামের সংখ্যা অতি বিরল। ইহাও শিক্ষা বিস্তার না হওয়ার একটী কারণ।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই জেলা দুইটী উপবিভাগে বিভক্ত। শান্তিরক্ষার নিমিত্ত এখানে ৮টী থানা আছে। ৩টী জজ ও ৬ জন বেতনভোগী মাজিষ্ট্রেট থাকেন। কেবল-মাত্র জলাইগুড়ী নগরে মিউনিসিপাল আফিস আছে।

জেলার দক্ষিণ অংশের অর্থাৎ জলাইগুড়ী নগরের নিকটস্থ প্রদেশের জলবায়ু অনেকাংশ উত্তর বঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায়

কেবলমাত্র এখানে বৃষ্টি-পরিমাণ অধিক ও শীতকালে প্রায় প্রত্যহ কুজ্ঝাটিকা হয়। সচরাচর পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ হইতে ১২ বৎসরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২৬·১ ইঞ্চি। গড় তাপ ৭৬° ডিগ্রি। উত্তরভাগে পশ্চিমদ্বার প্রদেশে জলবায়ু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তথায় গ্রীষ্ম ঋতু নাই। বার্ষিক বৃষ্টিপরিমাণ গড় ২১৯·২৮ ইঞ্চ। গড় তাপাংশ ৭৪° ফা°।

ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ ও উদরাময় রোগ প্রধান। পার্ব্বত্য প্রদেশে গলগণ্ড রোগ প্রবল। বক্সার সেনানিবাসের দেশীয় সৈন্যগণ সর্ব্বদা শীতাদ রোগে আক্রান্ত হয়। দীর্ঘব্যাপী বর্ষাকালে টাটকা ফল মূলাদি না পাওয়াতেই অনেকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সম্প্রতি ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

জল্পাইগুড়ী জেলার সকল স্থানে এখনও লবণের ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। সকলেই প্রায় একপ্রকার ক্ষারের জল ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহার দেশীয় নাম ছেকা।

ইতিহাস। জল্পাইগুড়ীর প্রাচীনতম ইতিহাস বেশী কিছুই জানা যায় না। কালিকাপুরাণ পাঠে জানা যায়, এই স্থান পূর্ব্বকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানকার জল্পীশ নামক মহাদেবের বিবরণ কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে।

(কালিকাপু° ৭৭ অঃ)

জল্পাইগুড়ী নাম কেন হইল, তাহাও জানা যায় না, তবে জল্পীর অধিষ্ঠাত্রী দেবরূপে এখানকার প্রাচীনতম শিবলিঙ্গ জল্পীশ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। [জল্পীশ দেখ।]

সম্ভবতঃ এই স্থান ভগদত্তবংশীয় প্রাগ্জ্যোতিষ-রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দেও আমরা ভগদত্তবংশীয় কুমাররাজ ভাস্করবর্ম্মাকে দেখিতে পাই। তৎপরে কে এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় নাই। বোধ হয়, পরবর্ত্তী কামরূপ বা গৌড়ের রাজগণ জল্পাইগুড়ী শাসন করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বে এখানে কেবল অসভ্য লোকেরাই বাস করিত, মধ্যে মধ্যে জল্পীশ মহাদেব-দর্শনার্থ অল্প সংখ্যক উচ্চজাতীয় হিন্দু আগমন করিত।

কাহারও মতে, পূর্ব্বে এখানে পৃথ্বীরায় নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। অসভ্য কীচক জাতি আসিয়া তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করে। রাজা অসভ্য হস্তে নিগ্রহ ভোগ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ভাবিয়া রাজ-প্রাসাদ মধ্যস্থ একটা দীর্ঘিকায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এখন সেই রাজধানী কতকটা বোদা ও কতকটা বৈকুণ্ঠপুর পরগণার অন্তর্গত। এখন চারিটী পরিখা ও চারিটী প্রাচীরের নিদর্শন মাত্র আছে। প্রথম পরিখার প্রাচীর মৃত্তিকা নির্ম্মিত ও উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০০ গজ ও প্রস্থ প্রায় ৪,০০০ গজ। স্থানে স্থানে ভগ্ন ইষ্টক রাশিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অনেকে ঐ সকল ইষ্টকরাশি দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান করেন।

এ ছাড়া সন্ন্যাসীকাটা নামক তালুকের মধ্যেও কএকটী ভগ্ন মন্দির আছে। এই মন্দির সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে বর্ত্তমান রায়কতবংশের আদিপুরুষ শিশুদেব বা শিবকুমার এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। দুর্গের ভিত্তি খুঁড়িবার সময় ভূগর্ভে একজন সন্ন্যাসী দেখা যায়। সন্ন্যাসী সমাধিস্থ ছিলেন। খননকারীরা না জানিয়া তাঁহার শরীরে অস্ত্র দ্বারা অনেক আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ হইবার পর সন্ন্যাসী তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া তাঁহাকে মাটী চাপা দিয়া রাখিতে বলেন। সকলে তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিল। শিশুদেব সেইখানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই সন্ন্যাসী হইতে সেই অঞ্চলের সন্ন্যাসীকাটা নাম হইয়াছে।

কোচবিহারের প্রকৃত ইতিহাসের সহিত জল্পাইগুড়ীর প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ।

বর্ত্তমান কোচবিহার রাজবংশের আদিপুরুষ বিশুসিংহের শিশু নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। [কোচবিহার দেখ।] বিশুসিংহ কামরূপ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শিশু তাঁহার শিরোদেশে রাজচ্ছত্র ধারণ করেন এবং "রায়কত"* উপাধি প্রাপ্ত হন। এই শিশুসিংহই বর্ত্তমান জল্পাইগুড়ীর রাজবংশের আদিপুরুষ। শিশু বিশুর মন্ত্রী ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতেন। তৎকালে এই শিশুর বাহুবলেই কামরূপরাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি ভূটানের দেবরাজকে পরাজয় করিয়া গৌড়রাজ্য জয় করিতে আসেন। গৌড় রাজধানী আক্রমণ করিতে না পারিলেও এই সময় রঙ্গপুর ও জল্পাইগুড়ী জেলার অধিকাংশ কামরূপরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বিশুসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঐ সকল নবাধিকৃত স্থান প্রদান করেন। শিশু বর্ত্তমান জল্পাইগুড়ীর অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। সেই বৈকুণ্ঠপুর হইতে বৈকুণ্ঠপুর পরগণার নাম হইয়াছে। বহুদিন পর্য্যন্ত জল্পাইগুড়ীর রাজা বৈকুণ্ঠপুরের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শিশুদেব বৈকুণ্ঠপুরের রাজা বা রায়কত বলিয়া খ্যাতি-

* রায়কত শব্দটী কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত ও ইহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'রায়কূট' শব্দের অপভ্রংশে রায়কত হইয়াছে।

লাভ করেন নাই, তিনি কোচরাজের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি বলিয়াই গণ্য ছিলেন।

শিশুর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মনোহরদেব রায়কত হন। মনোহরদেবের পর তৎপুত্র মাণিক্যদেব, তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শিবদেব রায়কত পদ লাভ করেন। উক্ত মাণিক্যদেবের তিন পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ শিবদেব, মধ্যম মহীদেব ও কনিষ্ঠের নাম মাকতিদেব।

শিবদেব কোচরাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্যার্থ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন এবং বাধ্য হইয়া মোগলের অধীন হইয়া পড়েন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরাধিপ শিবদেব মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রত্নদেবের রায়কত হইবার কথা। কিন্তু মহীদেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করেন।

১৬২১ খৃষ্টাব্দে বীরনারায়ণের রাজ্যাভিষেক সময়ে কুলপ্রথা মত মহীদেব কোচ-রাজসভায় আগমন করেন। মহীদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রায়কতই কোচরাজের অভিষেককালে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহীদেব কোচরাজকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া ছত্রধারণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় হইতেই রায়কত কর্ত্তৃক ছত্রধারণ প্রথা রহিত হয়। মোদনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহার রাজ্যে অনেক বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছিল, মহীদেব তন্নিবারণেও অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

মহীদেব ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ৪৬ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ ভুজদেব ও কনিষ্ঠ যজ্ঞদেব।

পিতার মৃত্যুর পর ভুজদেব রায়কত হইলেন। তিনি কনিষ্ঠকে অতিশয় ভালবাসিতেন, অতি সামান্য কার্য্যও কনিষ্ঠের পরামর্শ না লইয়া করিতেন না। তাঁহার সময়ে ভূটানের দেবরাজ কোচবেহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভুজদেব কৌশলে ভূটান-সৈন্য পরাস্ত এবং বসুদেবনারায়ণকে কোচবিহারের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

ভুজদেব নিজ রাজ্যের উন্নতিকল্পেও বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃরাজ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সৈন্যদল ছিল না, কেবল রাজবাটীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতি অল্প লোক নিযুক্ত থাকিত। যুদ্ধকালে মুসলমান ও পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতিদিগকে সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু ভুজদেব এক দল বেতনভোগী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন ও তাঁহাদের রীতিমত যুদ্ধশিক্ষা দিতে লাগিলেন। কোচরাজ বসুদেবনারায়ণ ভূটানীদের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলে ভুজদেব ভ্রাতার সহিত আসিয়া ভূটানীদিগকে পরাস্ত ও মহেন্দ্রনারায়ণকে কোচ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

কোচবিহার হইতে ফিরিয়া আসিবার অল্প দিন পরেই যজ্ঞদেবের মৃত্যু হয়। প্রিয়তম সহোদরের মৃত্যুতে ভুজদেব অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পীড়িত থাকিয়া ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সময়ই রায়কত বংশের চরম উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই মোগলদিগের অত্যাচারে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য করদ হইয়া পড়িল।

ভুজদেবের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার পর যজ্ঞদেবের দুই পুত্র বিশুদেব ও ধর্ম্মদেব যথাক্রমে রায়কতপদ লাভ করেন।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে বিশুদেব রায়কত হন। ইহারই অল্প দিন পরে ঢাকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁ বৈকুণ্ঠপুরের দক্ষিণাংশ আক্রমণ করেন। বিশুদেব বিলাসী ও ভীরু ছিলেন, তিনি যুদ্ধ না করিয়াই কর দিতে সম্মত হইলেন। অল্প দিন পরেই ভূটানরাজও মোগলের আক্রমণে ভীত হইয়া বৈকুণ্ঠপুর ও কোচবিহাররাজের সহিত পূর্ব্বশত্রুতা ভুলিয়া যোগদান করেন। এই তিন জনে মিলিত হইয়া মোগলের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মোগলেরা বিপক্ষ সৈন্য বিনাশ করিয়া একস্থানে তাহাদের ছিন্নশির বাঁশে ঝুলাইয়া রাখে, এখন সেই স্থান "মুণ্ডমালা" নামে খ্যাত। যেখানে বিস্তর মোগলসৈন্য নিহত হয়, সেই সেই স্থান এখন "তুর্ককাটা" ও "মোগলকাটা" নামে খ্যাত। কিন্তু সেই যুদ্ধে রায়কতের বহুসৈন্য ক্ষয় হওয়ায় তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে মোগলেরা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ দখল করে।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে শিশুদেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বালক মুকুন্দদেব রাজ্যাভিষিক্ত হন, কিন্তু, ধর্ম্মদেব চক্রান্ত করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণনাশপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিলেন এবং রায়কত হইলেন।

ধর্ম্মদেবের রাজত্বকালে মুসলমানেরা আরও অত্যাচার আরম্ভ করিল। বৈকুণ্ঠপুরের দক্ষিণাংশ ঐ সময়ে সম্পূর্ণরূপে মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। ধর্ম্মদেব ১৭১১ খৃষ্টাব্দে জবরদস্ত খাঁর সহিত এক সন্ধি করিলেন এবং মোগলাধিকৃত সমুদয় ভূভাগের জন্য কর দিতে সম্মত হইলেন। ১৭২৪ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভূপদেব রায়কত হইলেন। তাঁহার সহিত অল্প দিন পরেই ভূটানের দেবরাজের বিবাদ বাঁধিল।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ভূপদেব মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্রেরই রায়কত হইবার কথা, কিন্তু পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া রাজপরিবারগণ ভূপদেবের মধ্যম সহোদর বিক্রমদেবকে রায়কত করিলেন। ইঁহার সময়েও ভূটিয়ারা অনেক স্থান অধিকার করে ও অত্যাচার করিতে থাকে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে এক পুত্র রাখিয়া বিক্রমদেব প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার সহিত রায়কতগণের স্বাধীনতা লোপ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী রায়কতগণ নামে মাত্র মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীশ্বরের নিকট বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইবার পর বৈকুণ্ঠপুরের রাজগণও বৃটীশ গবর্মেণ্টের প্রকৃত অধীন হইলেন।

বিক্রমদেবের পর তাঁহার কনিষ্ঠ দর্পদেব রায়কত হইলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের উত্তরাংশে দেবরাজ ও দক্ষিণাংশে মহম্মদ আলী আক্রমণ করেন। রাজ্যরক্ষার জন্য দর্পদেব অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে মুসলমান হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। শেষে অধিক করদানে স্বীকৃত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। ইহার পরই তিনি সৈন্যসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, দেবরাজও তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া পূর্ব্বাধিকৃত কএকটী স্থান ছাড়িয়া দেন। প্রবাদ এইরূপ, দেবরাজ এই দর্পদেবের সাহায্য পাইয়া কোচবিহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের নাজিরদেব, দেবরাজ ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তদনুসারে দেবরাজ কোচবিহার ছাড়িয়া দেন, কিন্তু দর্পদেব রায়কত সেই সমস্ত গোলযোগের মূল কারণ বলিয়া এখন হইতে তিনি কেবল জমিদার বলিয়া গণ্য হইলেন। কোচবিহারের রাজকার্য্যে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। সন্ধির পরই দেবরাজের সহিত দর্পদেবের বিবাদ বাঁধে, দেবরাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বৈকুণ্ঠপুরের অনেক স্থান তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে দর্পদেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অল্প দিন পরেই যুদ্ধ করিয়া ভূটিয়াদের হস্ত হইতে অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। দেবরাজ বড় লাটকে সেই সকল কথা জানাইলেন। দেবরাজকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য দেবরাজ যে যে স্থান দাবী করিলেন, ইংরাজ-অধ্যক্ষ সেই সকল স্থান তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনেক অভিযোগের পর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দেবরাজ আবার আইনকাল কাটা ও জলেশ অধিকার পাইলেন। এইরূপে বিস্তৃত বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্রায়তন হইয়া পড়িল। এই সময় রায়কতের দেয় ২৮৩৩৪॥০ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়, কিন্তু দেবরাজকে কতক স্থান প্রদান করায় পরবর্ষে রাজস্ব কমিয়া ১৮৮৮০৮০ আনা নির্দ্ধারিত হয়। পরে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৮০০১৲ স্থির হয়, কিন্তু পরবর্ষে তাহা হইতেও ৩২৩৯৲ টাকা কমাইয়া দেওয়া হইল। পরে গবর্মেণ্ট আবার ৩২৩৮৲ টাকা বৃদ্ধি করেন, কিন্তু এই রাজস্ব কেন বৃদ্ধি হইল, তাহার এ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

দর্পদেব যে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক গোলযোগে ব্যস্ত ছিলেন, কেবল তাহাই নহে। তৎপূর্ব্বে এখানে কামরূপী ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। দর্পদেব শ্রীক্ষেত্র হইতে কএকজন পাণ্ডা ব্রাহ্মণ আনাইয়া নিজ রাজ্যে ভূমিদান করিয়া বাস করাইয়াছিলেন, যে গ্রামে তাঁহারা বাস করেন, এখন সেইস্থান "পাণ্ডাপাড়া" নামে খ্যাত। উক্ত পাণ্ডাদের বংশধরগণ আজিও এখানে বাস করিতেছেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দর্পদেবের মৃত্যু হয়। তাহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ন্তদেব রায়কত হইলেন। জয়ন্ত বড়ই নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ছিলেন, অধিকাংশ সময় দেবপূজায় অতিবাহিত করিতেন। এই সময় দেবরাজ অনায়াসে পাঠাকাঠা প্রভৃতি কতকগুলি স্থান অধিকার করেন। জয়ন্তদেব তাহার উদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই। পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠপুর নামক স্থানেই রাজধানী ছিল, জয়ন্তদেব ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান জলপাইগুড়ী নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। এই রাজবাটীর পশ্চিম দিকে করলা নদী, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তরদিক্ পরিখাবেষ্টিত, পরিখার উত্তর ও দক্ষিণ বাহুদ্বয় করলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, রাজধানী দেখিলেই বেশ সুরক্ষিত বলিয়া বোধ হয়।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তদেবের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র সর্ব্বদেবের বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র।

সুতরাং জয়ন্তের ভ্রাতা প্রতাপদেবই রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন তাঁহার শাসনগুণে ইংরাজরাজও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিনাশ করিয়া নিরাপদে রাজ্যভোগলিপ্সা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। নিজ অভীষ্টসিদ্ধি মানসে এক চণ্ডীপূজা আরম্ভ করেন। ইচ্ছা ছিল, সেই দেবীর সম্মুখে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলি দিবেন, কিন্তু তাঁহার দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ধাত্রী কুমার সর্ব্বদেবকে গুপ্তভাবে রঙ্গপুরে আনিয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট সকল কথা জানাইল। কালেক্টার সাহেব অবিলম্বে প্রতাপদেবকে হাজির হইতে আদেশ দিলেন। ধূর্ত্ত প্রতাপ কালেক্টার সাহেবের নিকট আসিয়া সকল দোষ তাঁহার দেওয়ান রামানন্দ শর্ম্মার স্কন্ধে চাপাইলেন। রামানন্দ বন্দী হইলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বদেব বয়োপ্রাপ্ত হইয়া রায়কত পদলাভ করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই প্রতাপদেব রায়কত হইবার জন্য সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, কিন্তু অভিপ্রায় পূর্ণ হয় নাই। সর্ব্বদেব বুদ্ধিমান্ ও অতি চতুর ছিলেন। তিনি রায়কত হইয়া যখন দেখিলেন যে তাঁহার পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশই দেবরাজ হস্তগত করিয়াছেন। সে সমুদয় উদ্ধার করা চাই। এই ভাবিয়া অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এক বর্ষ মধ্যেই তিনি দেবরাজের অধিকৃত অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। দেবরাজ বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। গবর্মেণ্টের বিনানুমতিতে তাঁহাদের মিত্ররাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদেবের ৭ বর্ষ কারাবাসের দণ্ড হইল। কিন্তু পুনর্বিচারে তিনি ৩ বর্ষের জন্য দণ্ড পাইলেন। রঙ্গপুরের একটী স্বতন্ত্র বাটীতে এই তিন বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি রাজনৈতিক সংস্রব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। জয়ন্তদেব জল্পাইগুড়ীতে পরিখাদি খনন করাইয়াছিলেন, কিন্তু এই সর্ব্বদেবের সময়ই অট্টালিকা, দীর্ঘিকা ও ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মিত হয়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বদেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দশ পুত্র, তন্মধ্যে মকরন্দদেব সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। সর্ব্বদেবের মৃত্যুর পর অমাত্যবর্গ চক্রান্ত করিয়া নাবালক রাজেন্দ্রদেবকে রায়কতপদে অভিষিক্ত করেন। সে সময় কুমার মকরন্দ দেব মণ্ডলঘাটে চলিয়া আসেন এবং জমিদারী পাইবার অভিলাষে অভিযোগ উপস্থিত করেন। মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রায়কতপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ইচ্ছাপত্র অনুসারে নাবালক চন্দ্রশেখরদেব রায়কত হইলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহার শাসনভার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন হয় এবং মকরন্দদেব লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় আনীত হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি বয়োপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার বিলাসিতার দোষে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। অল্পদিন পরেই ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁহার ভ্রাতা যোগীন্দ্রদেব রায়কত হন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য ভোলা সাহেব ওরফে ফণীন্দ্রদেব রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, কিন্তু প্রথমে তিনি সকল মোকদ্দমায় পরাজিত হন। এই মোকদ্দমার কারণ পূর্ব্বে যে ঋণ ছিল, যোগীন্দ্রদেবের সময় তাহা আরও বৃদ্ধি হইল। নানা ভাবনায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর ৩ মাস পূর্ব্বে তিনি এক দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জগদিন্দ্র দেব। কিছু দিনের জন্য তিনিই রায়কত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বিষয় সম্ভোগ ঘটিল না। অল্পকাল পরেই ফণীন্দ্রদেব রায়কত পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইহার সময় রাজ্যের অনেক উন্নতি দেখা যাইতেছে। ইনি এখনও জীবিত আছেন।

অধিবাসী। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, তৎপরে মুসলমান ও অন্যান্য জাতি। হিন্দুর মধ্যে কোচ বা রাজবংশীর সংখ্যাই অধিক। [কোচ ও রাজবংশী দেখ।] অবস্থানুসারে, প্রথমে রায়কত ও জমিদারগণ, তৎপরে জোতদার, জোতদারের অধীন চুকানিদার বা মুলানদার।

২ জল্পাইগুড়ী জেলার উপবিভাগ। পরিমাণফল ১৪৯৩ বর্গমাইল। ইহাতে জল্পাইগুড়ী, শিলিগুড়ি, বোদা, পাটগ্রাম, মৈনাগুড়ি ও কৈরান্তী এই ৬টী থানা আছে। এখানে কএকটী দেওয়ানী ও ৮টী ফৌজদারী আদালত আছে।

৩ জল্পাইগুড়ী জেলার সদর ও নগর। এই নগর তিস্তানদীর পশ্চিম তীরে প্রবাহিত। অক্ষা° ২৬° ৩২´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ৪৫´ ৩৮´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে একদল দেশীয় সৈন্য বাস করিত। সম্প্রতি তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে জল্পাইগুড়ী একটী পৃথক্ জেলা হইবার পরই এই নগরের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আবার নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে এই নগর দিয়া যাওয়ায় দিন দিন ইহার অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে।

জল্পাক (ত্রি) জল্পতি জল্প-যাকন্। (জল্পভিক্ষকুট্টলুণ্টবৃঙঃ যাকন্। পা ৩।২।১৫৫) বহু কুৎসিতভাষী। পর্য্যায়—বাচাল, বাচাট, বহুগর্হ্যবাক্। (অমর ৩।১।৩৬) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্।

"জল্পাকীভিঃ সহাসীনঃ স্ত্রীভিঃ প্রজবিনা ত্বয়া।" (ভট্টি ৭।১৯)

জল্পিত (ত্রি) জল্প-ক্ত। উক্ত, কথিত। "মিথ্যাজল্পিতমেতৎ।" (পঞ্চত°)

জল্পীশ, কালিকাপুরাণ-বর্ণিত বিখ্যাত শিবলিঙ্গ। [জল্পেশ দেখ।]

জল্পেশ, জল্পাইগুড়ী জেলার অন্তর্গত পশ্চিমদ্বারস্থ একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ৩১´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ৫৪´ ৩০´´ পূঃ। জল্পীশ নামক শিবমন্দিরের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। কালিকাপুরাণে জল্পীশের উপাখ্যান এইরূপ বর্ণিত আছে—

"কামরূপের বায়ুকোণে মহাদেব জল্পীশ নামে আপনার অতুল লিঙ্গ দেখাইয়া ছিলেন। যেথানে নন্দী জগৎপতির

পূজা করিয়া ঋষরীরে গাণপত্য লাভ করিয়াছিলেন। জল্পী-কুণ্ডে স্নান করিয়া নক্তব্রত করিবে, তাহার পর দিন জল্পীশ-দেবের মন্দিরে গমন করিবে। সেখানে মহানদীতে স্নান করিয়া জল্পীশ দর্শনপূর্ব্বক হবিষ্যাশী হইয়া এই রাত্রি যাপন করিবে। পর দিন শিবরূপিনী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে গিয়া অষ্টমীতে তাঁহার পূজা ও উপবাস করিবে। সেই দেবী চতুর্ভুজা পীনোন্নতপয়োধরা, সিন্দূরপুঞ্জ সদৃশ-আভাময়ী, তাঁহার দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে কৃত্তি ও খর্পর এবং বাম বাহু যুগলে অভয় ও বরদ, মাথায় জটা, রক্তবর্ণ প্রেতের উপর উপবিষ্টা। পূর্ব্বে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয়-সন্তান ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল্পীশের শরণাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আর্য্য ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত ও জল্পীশ দেবকে গোপন করিয়া রাখে। তাহারা জল্পীশের গণ স্বরূপ। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া জল্পীশদেবের পূজা করিবে। এই জল্পীশ বরদ ভয়হস্ত কুন্দতুল্য শ্বেতবর্ণ। জল্পীশদেবের পীঠ অতি পুণ্যপ্রদ, যে ইহার বিষয় সম্যক্ জানে, সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে।" (কালিকাপু° ৭৭ অঃ)

জল্পীশদেবের প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হওয়ায়, দুইশত বর্ষ হইল, তাহার উপর বর্ত্তমান ইষ্টক-মন্দির নির্ম্মিত হয়।

শিবরাত্রির দিন এখানে একটী বৃহৎ মেলা হয়, এই মেলা ১০ দিন থাকে, তাহাতে চারি পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত হয়। এই মেলায় কাপড়, ছাতা, হুকা, পিত্তল, কাঁসার বাসন, কম্বল প্রভৃতি বিক্রীত হইয়া থাকে।

জল্হু (পুং) দহ বাহুং-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অগ্নি।
"ন পাপ্রাসো মনামহে নারায়সো ন জল্হবঃ।" (ঋক্ ৮।৫০।১১)
'ন জল্হবঃ অনগ্নয়ঃ।' (সায়ণ)

জব (পুং) জু-অপ্। বেগ। "জবে যাভির্যূনো অবন্তমাবর্ত্তং" (ঋক্ ১।১১২।২১) 'যাভিশ্চ জবে বেগে প্রবৃত্তং' (সায়ণ) [বর্গীয় ব যুক্ত জব দেখ।]

জবন (ক্লী) জু-ভাবে ল্যুট্। বেগ। [বর্গীয় ব যুক্ত জবন দেখ।]

জবনাল (ক্লী) [যবনাল দেখ।]

জবনিকা (স্ত্রী) [যবনিকা দেখ।]

জবনী (স্ত্রী) জুরতে আচ্ছাদ্যতে হনয়া। জু-করণে ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অপটী, যবনিকা, কানাৎ। ২ ওষধি ভেদ। (হেম) ২ যবনত্রী।
"জবনী নবনীতকোমলাঙ্গী শয়নীয়ে যদি নীয়তে কথঞ্চিৎ।" (উদ্ভট) (ত্রি) ৩ বেগশীলা। "ইন্দ্রং দক্ষাস ঋভবোমদচ্যুতং শতক্রতুং জবনী সূনৃতারুহৎ" (ঋক্ ১।৫১।২) 'জবনো বেগশীলা।' (সায়ণ)

জবর আমলা, বাখরগঞ্জ জেলার কচুয়া নদীতীরস্থ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, এখান হইতে তণ্ডুল ও গুড় রপ্তানী হয়।

জবস্ (পুং) জু-অসুন্। বেগ। "আ শ্যেনস্য জবসা" (ঋক্ ১।১১৮।১১) 'জবসা বেগেন' (সায়ণ)

জবস (ক্লী) জূয়তে ভক্ষার্থং প্রাপ্যতে বাহুলকাৎ জু-কর্ম্মণি অসচ্। ঘাস। (শব্দর°)

জবহরবাই, রাণা সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রত্ন মেবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রত্নের অকাল মৃত্যুতে তাহার ভ্রাতা বিক্রমজিৎ ১৫৯১ সম্বতে চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া নিজ সৈন্য মধ্যে কামান ব্যবহারপ্রথা প্রচলিত করেন এবং পদাতিক সৈন্যদিগকে সমধিক আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অভিনব ব্যাপারে চিতোরের সামন্ত ও সর্দ্দারগণ বিক্রমজিতের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। গুর্জ্জররাজ বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ মজঃফর চিতোরের পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। মেবার রাজ্যের এই অন্তর্বিপ্লব দর্শনে বাহাদুর তদীয় চিরলালিত প্রতি-জিঘাংসা চরিতার্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

চিতোরপুরী আক্রমণ করিলে সত্তুপ্রমুখ বীরগণ অদ্ভুত বীরত্বের সহিত তাহাদের গতিরোধ করিলেন। তাঁহাদের বীর্য্যানলে অনেক মুসলমান পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। এই সময়ে রাঠোরকুল-সম্ভূতা রাজমহিষী জবহরবাই বর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যাহারে শত্রুসমুদ্রে আসিয়া ঝম্প প্রদান করিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই কএকজন যোদ্ধা জলবুদ্বুদের ন্যায় সেই সমরার্ণবে বিলীন হইল। মহিষী স্বদেশ-রক্ষার্থ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় নাম রাখিয়া গেলেন।

জবা (স্ত্রী) জবতে রক্তবর্ণত্বং গচ্ছতি জু-অচ্-ততঃ টাপ্। স্বনাম-খ্যাত রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ, চলিত কথায় জবাফুল। হরিবল্লভা। [বর্গীয় ব যুক্ত জবা শব্দ দেখ]

জবাদি (ক্লী) [বর্গীয় ব যুক্ত জবাদি দেখ।]

জবাধিক (পুং) জবেন বেগেন অধিকঃ। অত্যন্ত বেগশালী ঘোটক। (অমর ২।৮।৪৫) (ত্রি) অতিশয় বেগযুক্ত।

জবাপুষ্প (ক্লী) রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ। [জবা দেখ।]

জবাহিরসিংহ, জাটবংশীয় একজন রাজা। ইঁহার পিতার নাম সুরযমল জাট। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে (১১৭৭) সুরযমলের মৃত্যুর পর জবাহিরসিংহ ভরতপুর ও দিগের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে জবাহিরসিংহের গুপ্তহত্যার পর রাও রতনসিংহ সিংহাসনে

আরোহণ করেন। অনেকে সন্দেহ করেন যে, এই রতনসিংহ তাঁহার ভ্রাতার প্রাণবধের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

জবাহিরসিংহ, জনৈক শিখ সর্দার। হীরাসিংহের মৃত্যুর পর জবাহিরসিংহ মহারাজ দলীপসিংহের অমাত্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ২১এ সেপ্টেম্বর তারিখে লাহোরে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হন ও রাজা লালসিংহ ইহার পদে নিযুক্ত হন।

জবাহিরসিংহ, মহারাজ, কাশ্মীরের একজন শাসনকর্ত্তা। ইনি ধ্যানসিংহের পুত্র ও মহারাজ গোলাব সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র।

জবাহিরসিংহ, জৌহার নামে পরিচিত একজন হিন্দু। জৌহার নৈশাপুরের মোল্লা নাতিকের শিষ্য ছিলেন এবং পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় কএকখানি দিবান্ লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি ১৮৫১ খৃঃ অব্দেও জীবিত ছিলেন।

জবিন্ (ত্রি) জব অস্ত্যর্থে-ইনি। বেগযুক্ত। (হেম)

"সমকালমিযুং ক্ষিপ্তমানীযান্যো জবী নরঃ।" (যাজ্ঞ° ২।১১১)
স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্।

"অজবসো জবিনীভি র্বিবৃশ্চন্তো" (ঋক্ ২।১৫।৬) 'অজবসো জবহীনাঃ জবিনীভিঃ জবযুক্তাভিঃ' (সায়ণ)

জবিন্ (পুং) জব বাহু-ইনন্। ১ কোকড় বৃক্ষ। ২ উষ্ট্র। ৩ ঘোটক। (রাজনি°)

জবিলা রামনাগর, একজন হিন্দুশাসনকর্ত্তা, আলাহাবাদে ইহার রাজধানী ছিল। ১৭২০ খৃঃ অব্দে (১১৩২ হিজরা) মহম্মদ শাহের শাসনের প্রারম্ভে জবিলা রামনাগর প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিধর অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত হন, কিন্তু ১৭২৪ খৃঃ অব্দে (১১৩৬ হিজরা) ইনি মালবের শাসনকর্ত্তা পদে এবং বুর্হাণ উল্মুলুক সাদত খাঁ অযোধ্যার সুবেদারপদে নিযুক্ত হন। ১৭২৯ খৃঃ অব্দে (১১৪২ হি°) মহারাষ্ট্র রাজা সাহুর সেনাপতি বাজিরাও মালব আক্রমণ করিলে রাজা গিরিধর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার জনৈক আত্মীয় রায় বাহাদুর তৎপদে আরূঢ় হইয়া শত্রুদিগের সহিত প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেন; কিন্তু ১৭৩০ খৃঃ অব্দে (১১৪৩ হি°) তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

জবিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন জববান্ জব-ইষ্ঠ। অতিশয় বেগশালী, "ঋতস্য মন্যো জনসা জবিষ্ঠা" (ঋক্ ৪।২।৩)

জবীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন জববান্ জব-ঈয়সুন্ বতোর্লুক্। অতিশয় বেগযুক্ত।

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো।" (শুক্লযজু° ৪০।৪)

জব্বরখাদ, বিপাশার শাখা চক্কিনদীর একটী উপনদী। ইহার তীরে নূরপুর নগর অবস্থিত।

জব্বলপুর, ১ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ৪টী বিভাগের মধ্যে একটী বিভাগ। এই বিভাগ জব্বলপুরের কমিশনরের অধীন, ইহাতে জব্বলপুর, সাগর, দামো, সিওনি ও মণ্ডলা এই ৫টী জেলা আছে। পরিমাণফল ১৮,৬৮৮ বর্গমাইল। ইহাতে ১১টী নগর ও ৮৫০১টী গ্রাম এবং তাহাতে ৩৮টী দেওয়ানী ও ২৯টী ফৌজদারী আদালত আছে। থানার সংখ্যা ৪৯, তদ্ভিন্ন ১৩৩ টী ফাঁড়ী।

২ মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর বিভাগের একটী জেলা। অক্ষা° ২১° ১২´ হইতে ২৩° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪০´ হইতে ৮১° ৩৫´ পূঃ। ইহার উত্তরে পন্না ও মৈহর রাজ্য, পূর্ব্বে রেবারাজ্য, দক্ষিণে মণ্ডলা, সিওনি ও নরসিংহপুর জেলা এবং পশ্চিমে দামো জেলা। পরিমাণ ফল ৩৯১৮ বর্গমাইল। জব্বলপুর ইহার প্রধান নগর। ঐ নগরেই জেলার প্রধান বিচারালয় ইত্যাদি আছে।

জব্বলপুর জেলার ভূমি প্রায় সমতল। এই অপ্রশস্ত ভূভাগ উভয়দিকে উচ্চ ভূমিদ্বারা অবরুদ্ধ এবং নর্ম্মদানদী-তীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের একটী শাখার ন্যায় দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বদিকে বিস্তৃত। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ পলিময়, উহাতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস জন্মে। উত্তরভাগের ভূমি তরঙ্গায়িত ও প্রস্তরময়। জব্বলপুরের মর্ম্মর প্রস্তর সর্ব্বত্র বিখ্যাত জব্বলপুরের নিকট হইতে এইরূপ প্রস্তরের এক পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। গোণ্ডা নামক প্রাচীন নগরের নিকট ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে মদন-মহল নামে একটী অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। জব্বলপুরে অল্পমাত্র মৃত্তিকা খনন করিলেই জল পাওয়া যায়, এই জন্য দারুণ গ্রীষ্মকালেও ইহার ভূমি সরস তৃণগুল্মাদিতে শ্যামল বর্ণ থাকে। এই উর্ব্বর প্রান্তরের উত্তর ও পশ্চিমভাগে ভাঁড়ের ও অত্যুচ্চ কাইমুর গিরিমালা এবং দক্ষিণভাগে গোঁড়বন পর্ব্বতের শাখা সকল ইহাকে বেষ্টন করিয়াছে। নদী সকলের মধ্যে মহানদী নামক শোণের একটী উপনদী, গুরয়া, পাটনা, হিরন ও নর্ম্মদা প্রধান। নর্ম্মদা নদী জব্বলপুরের ৯ মাইল দক্ষিণ দিয়া জেলার মধ্যে প্রায় ৭০ মাইল বিস্তৃত স্থানে প্রবাহিত। জব্বলপুরের দক্ষিণে বিখ্যাত মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড়ে ধুয়ান-ধার নামে ৩০ ফিট নিম্ন নর্ম্মদা নদীর জলপ্রপাত আছে। ঐ প্রপাতের পর প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত নদীর উভয় তীর ১০০ ফিট্ উচ্চ চাকচিক্যশালী মর্ম্মর প্রস্তরময়।

জব্বলপুরের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। কএকখানি শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায়, যে খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই স্থান হৈহয়বংশীয় রাজগণের অধীন ছিল। ১৬শ

শতাব্দীতে গড়মণ্ডলার গোঁড়রাজা সংগ্রামসা বর্ত্তমান জব্বলপুর প্রভৃতি ৫২টী জেলায় আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার পৌত্রের নাবালক অবস্থায় গোঁড়রাণী দুর্গাবতীর রাজত্বকালে আসফ্‌খাঁ নামে কারা মাণিকপুরের শাসনকর্ত্তা গোঁড়রাজ্য আক্রমণ করেন এবং শিঙ্গারগড়ের যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। এই পরাজয়ে লজ্জিতা হইয়া তেজস্বিনী রাণী দুর্গাবতী আত্মহত্যা করেন। আসফ্‌খাঁ প্রথমে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন, পরে দিল্লীর সম্রাট্ অকবরের অধীনতা স্বীকার করেন। আইন-ই-অকবরীতে অকবরাধিকৃত দেশ সকলের মধ্যে গড়া মালবের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত আছে। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে সাগরের শাসনকর্ত্তা এই স্থান অধিকার করেন। উদারচরিত প্রজাবৎসল ভক্ত বুলন্দ যদিও জব্বলপুর স্বীয় শাসনভুক্ত করেন নাই, তথাপি তাঁহার সময়ে জব্বলপুরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁহার সময়েই পরিশ্রমী লোধি ও কায়স্থগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে পেশবা নাগপুরের ভোন্‌স্লে রাজাদিগকে মণ্ডলা ও নর্ম্মদা প্রদান করেন। তদবধি এই জেলা উহাদিগেরই অধিকৃত থাকে, অবশেষে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ১৯এ ডিসেম্বর ইহা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইংলিয়ার রাজা রঘুনাথ রাওকে প্রতিনিধি সুবাদার নিযুক্ত করেন। তৎপরে প্রথমতঃ সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ নাগপুরের রেসিডেণ্টের অধীন জনৈক কমিশনর দ্বারা শাসিত হয়। অবশেষে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে জব্বলপুরে নাগপুরের চিফ্ কমিশনরের অধীন একটী জেলা গঠিত হইল।

দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই জব্বলপুর জাবলপুর নামে উক্ত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রদিগের সময়ে এখানে নানা কুনিয়ম প্রচলিত ছিল। রঘুনাথরাও সুবাদারী প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজদিগের নিকট যে আবেদন করেন, তাহাতে ঐ প্রকার কএকটী নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে লিখিত ছিল "বিধবা স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্বের ন্যায় বিক্রীত ও ঐ মূল্য রাজকোষে নীত হইবে কিনা? কোন ব্যক্তি রাজকর্ম্মচারীদিগের হুকুমমত বা মধ্যস্থতা দ্বারা অর্থ পাইলে পূর্ব্বের ন্যায় ঐ প্রাপ্ত অর্থের এক চতুর্থাংশ রাজসরকারে দিবে কিনা? কেহ নিজ গৃহ বা কন্যা বিক্রয় করিলে, পূর্ব্বের ন্যায় মূল্যের একচতুর্থাংশ রাজাকে দিবে কিনা?" যাহা হউক ইংরাজরাজ ঐ সকল কুপ্রথা শীঘ্র উঠাইয়া দিয়া রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করেন। তদবধি এখানে দিন দিন কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি হইতেছে এবং অধিবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে।

এখানে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ, বেণিয়া, লোধি, কুর্ম্মি, আহীর, চামার, ধীমার, কাছি, তেলী, মেহরা, কৌরি, লোহার, নাই, কুমার, গদারিয়া প্রভৃতি জাতি আছে। তদ্ভিন্ন মুসলমান, পারসী, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, য়ুরোপীয় ও পর্ত্তুগীজ-উৎপন্ন শঙ্করজাতিও বিস্তর। এখানকার ভাষা বঘেলী নামক এক প্রকার হিন্দী। কিন্তু আদালতে উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত। জব্বলপুর জেলায় জব্বলপুর, মুরবারা ও সিহোরা এই তিনটীমাত্র নগর। ঐ তিনটীই নগরেই মিউনিসিপালিটী আছে।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, গোধূম, কার্পাস, সর্ষপ, লাক্ষা, তসর ও গোলআলু প্রধান। সম্প্রতি ধান্য চাস হ্রাস হইয়া সর্ষপাদির চাস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। জেলার সর্ব্বত্রই জঙ্গল আছে, কিন্তু বৎসর বৎসর অগ্নিদাহ জন্য জঙ্গলে সুন্দর কড়িকাঠ জন্মে না। ফলের বাগান বিস্তর আছে।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষে এই জেলার বহুসংখ্যক লোক প্রাণত্যাগ করে। অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লয়। তৎপরেই আবার দুর্ভিক্ষের আনুসঙ্গিক মহামারী দ্বারা অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বলা বাহুল্য এই জনপূর্ণ জেলা ঐ সময় যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, মধ্যপ্রদেশের আর কোন জেলাই সেরূপ হয় নাই।

জব্বলপুরনগরই জেলার মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান স্থান। এই নগরে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে জংসন, সুতরাং ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের জব্বলপুর শাখা আলাহাবাদ হইতে বাহির হইয়া জব্বলপুর গিয়াছে। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে জব্বলপুর হইতে ঝাঁসিঘাটের নিকট ৩৭১ গজ দীর্ঘ, নর্ম্মদার উপরস্থ সেতু দিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত গিয়াছে।

আকরিক দ্রব্যের মধ্যে জব্বলপুরের লোহা প্রধান। আকরের মধ্যে জৌলি, অগরিয়া, সারোলি ও প্রতাপপুর এই চারিস্থানের আকরই প্রধান। তদ্ভিন্ন আরও প্রায় ৪০।৫০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খনি আছে। রামঘাট, ভেড়াঘাট লমেতাঘাট ও মহানদী-তীরবর্ত্তী সিঙ্গাপুরের নিকট পাথরিয়া কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ভেড়াঘাটের নিকটস্থ পাহাড়ের পাথরিয়া চূণ অতি বিখ্যাত, মুরবারা নগরে একরূপ প্রস্তর আছে, তাহা লিথোগ্রাফী কর্ম্মের উপযোগী, উহা কলিকাতায় বহুমূল্যে বিক্রীত হয়।

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে এখানকার পিত্তলের বাসন, কার্পাস বস্ত্র ও চর্ম্মনির্ম্মিত নানারূপ দ্রব্য প্রধান। জব্বলপুরে তাম্বু ও কার্পেট তৈয়ার হয়।

রাস্তার মধ্যে জব্বলপুর হইতে উত্তরদিকে মির্জ্জাপুর

পর্য্যন্ত রাস্তাটী অতি সুন্দর। তাহার উত্তরপার্শ্বে সুন্দর বৃক্ষাবলী বিরাজিত। রাস্তার দুই প্রার্শ্বের জল দুইদিকে বঙ্গোপসাগর ও কাম্বে উপসাগরে গিয়া পতিত হয়। দক্ষিণদিকে সিওনি পর্য্যন্ত রাস্তাও ভাল। অবশিষ্ট রাস্তাগুলি সকল ঋতুতে সুগম নহে।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে জব্বলপুর মধ্যপ্রদেশের একটী পৃথক্ জেলা বলিয়া গণ্য হয়। একজন ডেপুটি কমিশনর, সহকারী ও তহসীলদারগণের সাহায্যে এই জেলা শাসন করেন। এখানে গবর্মেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়াছেন। জব্বলপুরের উচ্চ বিদ্যালয় দিন দিন ভাল হইতেছে।

জব্বলপুরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে শীতগ্রীষ্মাদির আধিক্য নাই। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫২.১৩ ইঞ্চি। সচরাচর পশ্চিম হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। মাঘ ফাল্গুনমাসে প্রায় শিলাবৃষ্টি হইয়া রবি শস্তের বিস্তর হানি করে। জ্বর ও উদরাময় সাধারণ ব্যাধি। বসন্ত ও ওলাউঠা মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়। অনেক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। এখানে অনেকগুলি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে।

৩ জব্বলপুর জেলার দক্ষিণভাগস্থ একটী তহসীল। পরিমাণ ফল ১৪৪৫ বর্গমাইল। ইহার প্রধান নগর জব্বলপুর।

৪ জব্বলপুর জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৩ ১১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫৯´ পূঃ। এই নগর নাগপুরের ১৬৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং সাগরের ১০৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৪৫৮ ফিট উচ্চে একটী পার্ব্বত্য প্রান্তরে অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকে অনেক বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত থাকায় ঐ সকল সহজেই পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল পুষ্করিণীর চারিদিক্ নানারূপ বৃক্ষ ও বাটাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া নগরের চতুর্দ্দিকে শোভা বিস্তার করিয়াছে। এই নগর অতি আধুনিক্ এবং সুন্দর প্রশস্ত রাজবর্ত্মাদি দ্বারা সুশোভিত। নগরে প্রবেশের পথ একটী সরকারী উদ্যানের নিকট দিয়া গিয়াছে। নগরের মধ্যস্থানে চতুর্দ্দিক্ মন্দির-বেষ্টিত একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উমৃতি নামে একটী ক্ষুদ্র সরিৎ নগর ও গবর্মেণ্ট কাছারির মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

জব্বলপুরে একটী শিল্পবিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ে ঠগ ও ডাকাইত ব্যবসায়ীদিগকে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে তাম্বু ও কার্পেট বুনিতে নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে তাহারা সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এখানকার তাম্বু ও কার্পেটের কারখানা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান। এখানে একটী সৈন্তনিবাস আছে। জব্বলপুর দিয়া রেলওয়ে হওয়ায় ইহার বাণিজ্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কম্পাতি ভিন্ন জব্বলপুরই মধ্যপ্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্যস্থান। রেলওয়ে ব্যতীত রাস্তা দিয়াও সিওনি, দামো, মণ্ডলা প্রভৃতির সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। রেলওয়ে আমদানীর মধ্যে বিলাতী কাপড়, তণ্ডুল, গোধুম ও অন্যান্ত শস্ত, নানাবিধ ধাতুজ দ্রব্য, চিনি, লবণ, দেশীয় কাপড়, সর্ষপাদি, মসলা, ঘৃত, তৈল, লাক্ষা ও কার্পাস প্রধান। ঐসকল আবার নানাস্থানে রপ্তানী হয়। লোকসংখ্যা ৮৪৪৮১।

জবৃরিয়া ভীল, মধ্যভারতের অন্তর্গত ভূপাল এজেন্সির অধীন একটী জায়গীর। মালব প্রদেশের বন্দোবস্ত করিবার সময় পিণ্ডারী-সর্দ্দার চীতুর ভ্রাতা রাজনখাঁ পিল্লিয়ানগর, কাজুরি ও জবৃরিয়া ভীল এই তিনটী গ্রামের একটী জায়গীর প্রাপ্ত হন। রাজনখাঁর মৃত্যু হইলে, শেষদশায় তাঁহার সদ্ব্যবহারের জন্ত ইংরাজরাজ তাঁহার পঞ্চ পুত্রকে চিরস্থায়ী রূপে জায়গীর বিভাগ করিয়া দেন। রাজা বখ্‌স্ জবরিয়া ভীল ও জবরি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র জামাল্ বখ্‌স্ উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

জসানিকাঠি, মালবপ্রদেশের জাতিবিশেষ। কথিত আছে, ইহারা রামকচ্ছের পঞ্চম পুত্র জসের বংশধর বলিয়া জসানিকাঠি নামে বিখ্যাত। প্রবাদ কুন্তীপুত্র কর্ণ কৌরবদিগের সাহায্যার্থ গোহরণপটু কচ্ছজাতীয় কাঠিদিগকে আনয়ন করেন। কৌরবদিগের পরাজয়ের পর উহারা মালবপ্রদেশে বাস স্থাপন করে।

জসাবর, মথুরার নিকটস্থ অরিঙ্গবাসী রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহাদের সংখ্যা অধিক নহে।

জসুরি (পুং) জস্যতে মুচ্যতে হন্যতে বাজনেন জস-উরিন্ (জসি সহোরুরিন্। উণ্ ২।৭৩) ১ বজ্র। (উজ্জ্বলদত্ত) ২ ব্যথিত। (ত্রি) "বি য়া জানাতি জসুরিং" (ঋক্ ৫।৬১।৭) 'জসুরিং ব্যথিতং' (সায়ণ) ৩ উপক্ষয়যুক্ত। 'জসিস্তাড়নকর্ম্মোপক্ষয়কর্ম্মা বা' (সায়ণ)

জসুস্বামী (পুং) একজন ভক্ত বৈষ্ণব, অন্তর্ব্বেদীতে (বর্ত্তমান দোয়াবে) বাস করিতেন। ইনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু সাধুসেবার জন্ত স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিতেন। ইহার একখানি লাঙ্গল ও দুইটী বলদ ছিল, তদ্দ্বারা চাষ করিতেন। এক দিন এক চোর তাঁহার দুইটী বলদ অপহরণ করে। ভগবান্ ভক্তের বলদ অপহৃত দেখিয়া ভক্তের অভাবমোচনের নিমিত্ত অবিকল সেইরূপ এক জোড়া বলদ সেই স্থানে রাখিয়া যান। কিন্তু জসু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভগবদ্‌কৃপায় তাঁহার অভাব মোচন হইল। কিন্তু সেই চোর ক্ষেত্রে ও তাঁহার গৃহে অবিকল সেই প্রকার বলদ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।